

মহাপণ্ডিত-মহাসাধক-নগাড়ী-
শ্রীরঘুনাথ তর্কবাগীশ ভট্টাচার্য্য-কৃত-

আগম-তত্ত্ব-বিলাসঃ

কলিকাতা-রাষ্ট্রীয়-সংস্কৃত-মহাবিদ্যালয়-ভূতপূর্ব-বেদান্তাধ্যাপক-
যাদবপুর-কলিকাতা-বিশ্ববিদ্যালয়-ভূতপূর্ব-দর্শন-শাস্ত্রাধ্যাপক-
তর্ক-সাংখ্য-বেদান্ততীর্থোপনামক-

শ্রী পঞ্চানন শাস্ত্রিণা

অনুদিতো বিবৃতঃ সম্পাদিতঃ

নবভারত



পাবলিশার্স

৭২ডি, মহাত্মা গান্ধী রোড, কোলকাতা-৭০০ ০০৯

মহাপণ্ডিত-মহাসাধক-নপাড়ীয়-
শ্রীরঘুনাথ তর্কবাগীশ ভট্টাচার্য্য-কৃত-

আগম-তত্ত্ব-বিলাসঃ

কলিকাতা-রাষ্ট্রীয়-সংস্কৃত-মহাবিদ্যালয়-ভূতপূর্ব-বেদান্তাধ্যাপক-
ষাদবপুর-কলিকাতা-বিশ্ববিদ্যালয়-ভূতপূর্ব-দর্শন-শাস্ত্রাধ্যাপক-
তর্ক-সাংখ্য-বেদান্ততীর্থোপনামক-

শ্রীপঞ্চানন শাস্ত্রিণা

অনুদিতো বিবৃতঃ সম্পাদিতঃ

নবভারত



পাবলিশার্স

৭২ডি, মহাত্মা গান্ধী রোড
কোলকাতা-৭০০ ০০৯

প্রথম নবভারত সংস্করণ

কার্তিক, ১৩৯২

অক্টোবর, ১৯৮৫

© সর্বস্বত্ত্ব সংরক্ষিত

ঃ গ্রন্থসত্ত্ব :

নবভারত পাবলিশার্স

৭২ডি, মহাত্মা গান্ধী রোড

কোলকাতা - ৭০০ ০০৯

ঃ প্রকাশক :

শ্রীমতী রত্না সাহা ও সুজিত সাহা

ঃ মুদ্রক :

শ্যামলী প্রিটিং

৪৭/৪৯ মাদারিপুরপল্লী

ঃ বাইণ্ডিং :

মা সারদা বুক বাইণ্ডিং

৪৭/৪৯ মাদারিপুরপল্লী

কোলকাতা - ১১৮

মূল্য : ৬০০ টাকা মাত্র।

ভূমিকা

গণেশাদি দেব-দেবীগণের তান্ত্রিক পূজা পদ্ধতি যে সময়ে লোপ হইতে চলিয়াছিল। সেই সময়ে মহাসাধক কৃষ্ণানন্দ আগম-বাগীশ মহাশয়ের আবির্ভাব। তিনি তান্ত্রিক পূজা লোপের কারণ অনুসন্ধান করিয়া বুঝিলেন—শ্রোত বিধির বৈপরীত্যই তান্ত্রিক পূজালোপের কারণ। বস্তুতঃ বেদবিপরীত শাস্ত্র-প্রমাণশূন্য কোন অলৌকিক ধর্মকার্য দীর্ঘদিন প্রতিষ্ঠা লাভ করিয়া থাকিতে পারে না। শ্রোত প্রধান দেশে তান্ত্রিক বিধির প্রমাণ না পাইয়া কেহ তাহা করিতে চাহিলেন না। ফলে উহা হ্রাস পাইতে লাগিল। আজও শ্রোত প্রধান দেশে তান্ত্রিক পূজার প্রাধান্ত নাই। তাই তিনি গ্রন্থশেষে লিখিয়াছেন—

বেদার্থশাস্ত্র বিপরীত-বিলোকনেন প্রাপ্যো ভবদ-যজ্ঞন-লোপমবেক্ষ্য মাতঃ ।।

গূঢ়ার্থকুট-বিশদীকরণেন জাতান্ দোষান্ ক্ষমস্ব তব পাদযুগেবু যাচে ।।

মহানাসিক কৃষ্ণানন্দ আগমবাগীশ মহাশয় নানাতন্ত্র হইতে প্রমাণ সহকারে তান্ত্রিক-দীক্ষা হইতে আরম্ভ করিয়া নানা দেবদেবীর যে পূজাসূত্র সংকলন করিলেন, তাহাই তন্ত্রসার নামে প্রসিদ্ধ। আজকালের মত সে সময়ে মুদ্রাযন্ত্রের প্রচলন না থাকায় উহা পুরুষ পরম্পরায় লিখিত হইয়া ভারতবর্ষে বিস্তৃত হইতে লাগিল। তান্ত্রিক পণ্ডিতগণ ইহা হইতে পরিপাটি করিয়া নানা দেব-দেবীর পূজাপদ্ধতি সংকলন করিতে লাগিলেন। তখন তান্ত্রিক পণ্ডিত পূজকের হস্তলিখিত এই গ্রন্থ একমাত্র উপজীব্য ছিল। অপণ্ডিত লেখকের প্রমাদ প্রযুক্ত এবং পণ্ডিত লেখকের তাৎপর্য্যের অজ্ঞান প্রযুক্ত এই গ্রন্থের নানাস্থানে পাঠের বিকৃতি ও পাঠের পরিবর্তন ঘটিয়াছে। নানা পাঠান্তরই ইহার প্রকৃষ্ট প্রমাণ।

সর্বানন্দবংশীয় মহাপণ্ডিত মহাসাধক রঘুনাথ তর্কবাগীশ মহাশয়ের নিকট তন্ত্রসার ও অন্যান্য তান্ত্রিক নিবন্ধ উপস্থিতি হইলে তিনি নিজ বুদ্ধি অনুসারে ঐ সকল গ্রন্থে বহু বিরুদ্ধ সিদ্ধান্ত দেখিতে পাইয়া ১৬০ খানি তন্ত্রগ্রন্থ ও ব্যাকরণ, কল্প, ক্রতি, উপনিষৎ, পুরাণাদি বহু শাস্ত্র আলোচনা করিয়া এবং গুরু ও সাধকবর্গের উপদেশ গ্রহণ করিয়া আগমতত্ত্ববিলাস নামক একখানি তান্ত্রিক নিবন্ধ রচনা করেন। পরমঃ পূজ্যপাদ পঞ্চানন তর্করত্ন মহাশয় তন্ত্রসারের ভূমিকার এই গ্রন্থখানিকে তন্ত্রসারের টীকা বলিলেও প্রকৃত পক্ষে উহা তন্ত্রসারের টীকা নহে। উহাতে তন্ত্রসারের উক্ত অনুক্ত ও দ্রুত বিষয় সম্মিলিত হওয়ার উহাকে তন্ত্রসারের বার্ত্তিক বলা যাইতে পারে। পূজ্য তর্করত্ন মহাশয় যদি সমস্ত গ্রন্থটি মনোযোগ পূর্বক দেখিতেন, তবে ইহাকে কখনই টীকা বলিতেন না। তন্ত্রসার অপেক্ষা এই গ্রন্থের বৈশিষ্ট্যের কিছু কিছু এখানে দেখাইতেছি।

তত্ত্বসারে মন্তোদ্ধারে একান্ত-আবশ্যক বর্ণসঙ্কেত বা নামসঙ্কেত একেবারেই নাই। এই গ্রন্থে সংক্ষেপে তাহা প্রদর্শিত হইয়াছে। তত্ত্বাভিধান যে মন্তোদ্ধারে একান্ত আবশ্যক, তাহারও তিনি সূচনা দিয়াছেন। তত্ত্বসারে মন্ত্র সৃষ্টি বিষয়ক কোন আলোচনা নাই, এখানে তাহা আছে।

তত্ত্বসারে শুক ও শিখ্য সম্বন্ধে যাবতীয় বিষয়ে নানা তত্ত্বের প্রমাণ বচন থাকিলেও উল্লেখযোগ্য সিদ্ধান্ত নির্ণয়ের অনুকূল কোন বিচার নাই, কিন্তু এই গ্রন্থে উক্ত ও অনুক্ত বহু বিষয়ের উল্লেখ করিয়া বিচার পূর্বক সিদ্ধান্ত নির্ণীত হইয়াছে। গ্রহণীয় মন্ত্র নির্ণয়ে একান্ত আবশ্যক যে সমস্ত চক্রবিচার তত্ত্বসারে উল্লিখিত হয় নাই। এখানে সেই সকল প্রমাণ সহকারে উল্লিখিত হইয়াছে। দীক্ষার বিচার্য্য বিষয় সম্বন্ধে বহু নূতন কথা এখানে দেখিতে পাওয়া যায়। কিন্তু তত্ত্বসারে তাহা দেখা যায় না। তত্ত্বসারে গ্রহণীয় আসন, মালা, পুরশ্চরণে ভূমি গ্রহণ প্রভৃতি সম্বন্ধে যাহা উক্ত হইয়াছে। এখানে তদপেক্ষা অনেক অধিক বিষয় উল্লিখিত হইয়া বিচার পূর্বক সিদ্ধান্ত গৃহীত হইয়াছে। তত্ত্বসারে পুরশ্চরণের সঙ্কলন বাক্যটি মাত্র লিখিত হইয়াছে, কোন বিচার নাই। কিন্তু এখানে দৃঢ় বিচার পূর্বক সঙ্কলন বাক্য রচনার সিদ্ধান্ত গৃহীত হইয়াছে। তত্ত্বসারে মন্ত্রের সংস্কারের নাম মাত্র উল্লিখিত হইয়াছে, সংস্কারের পদ্ধতি প্রদর্শিত হয় নাই। এখানে তাহা প্রদর্শিত হইয়াছে। কালাণ্ডকি ও চন্দ্র সূর্য্য গ্রহণ সম্বন্ধে এখানে যে চমৎকার বিচার আছে। তাহা তত্ত্বসারে নাই। এখানে অকাল বর্ষণের বিচারটি অপূর্ব। পূজার উপচার সম্বন্ধে যে সমস্ত কথা তত্ত্বসারে নাই, তাহা এখানে বিশদভাবে বর্ণিত হইয়াছে। দশমহাবিদ্যার মন্তোদ্ধার ও পূজাপদ্ধতি এখানে অতি সুন্দরভাবে সঙ্কলিত হইয়াছে। কালী ও তারার পূজাপদ্ধতির সঙ্কলন সর্বিশেষ উল্লেখ যোগ্য। স্নান হইতে আরম্ভ করিয়া পুরশ্চরণ পর্য্যন্ত প্রতিটি বিষয় প্রমাণ সহকারে সঙ্কলিত হইয়াছে। তত্ত্বসারে এ সকলের কোনই উল্লেখ নাই। ফলকথা, তত্ত্বসারে যাহা যাহা উক্ত হইয়াছে। এখানে সে সকলই উল্লিখিত হইয়াছে। তবে এ গ্রন্থের কোন কোন স্থলে তত্ত্বসারের উল্লিখিত কোন কোন বিষয় যে উল্লিখিত হয় নাই, তাহা অজ্ঞান প্রযুক্ত নহে। অনাবশ্যক প্রযুক্ত তাহা উল্লিখিত হয় নাই। ইহা তিনি স্থানে স্থানে নিজেই বলিয়াছেন। তত্ত্বসারে যে যে প্রকরণে যাহা যাহা উক্ত হয় নাই। এখানে প্রমাণ সহকারে বিশদভাবে তাহা উক্ত হইয়াছে। তত্ত্বসার বা অন্যান্য নিবন্ধে যে সমস্ত বিরুদ্ধ উল্লিখিত হইয়াছে। এই গ্রন্থকার এখানে সেই সিদ্ধান্তগুলি প্রমাণ ও যুক্তির সাহায্যে দৃঢ় বিচার পূর্বক খণ্ডন করিয়া স্বসিদ্ধান্ত উল্লেখ করিয়াছেন। বিচার প্রসঙ্গে স্মার্ত রঘুনন্দনের মত খণ্ডন করিতেও কুণ্ঠিত হন নাই। ইহা হইতে এই গ্রন্থকারের অনন্তসাধারণ প্রতিভার পরিচয় পাওয়া যায়।

গ্রন্থকার এই গ্রন্থের সকলনে যে সমস্ত তত্ত্বগ্রন্থের সাহায্য গ্রহণ করিয়াছিলেন, প্রথমেই তিনি সেগুলির নাম উল্লেখ করিয়াছেন। তত্ত্বসারে তাহার অনেক গ্রন্থের উল্লেখ নাই। মনে হয়, তত্ত্বসারকার সে গ্রন্থগুলি দেখিতে পান নাই। তত্ত্বসারের পরবর্তী এই গ্রন্থকার সেগুলি সংগ্রহ করিয়া পর্যালোচনা করিয়াছিলেন। আশ্চর্যের বিষয়, এখন সে সমস্ত গ্রন্থ প্রায় লুপ্ত।

মুদ্রাবস্ত্র প্রচলনের পূর্বে তত্ত্বসার যেমন নানা হস্তে লিখিত হইয়া নানা স্থানে বিকৃত পাঠে পূর্ণ হইয়াছিল। নানা স্থানে নানা ব্যক্তি কর্তৃক মুদ্রিত হইতে হইতে উহা যেমন বিকৃতির দিকে ঝাইতেছে। এ গ্রন্থের সেরূপ সুযোগ ঘটে নাই। অনেক তাত্ত্বিক সাধক ও পণ্ডিত এই গ্রন্থের নামই জানিতেন না। নানা হস্তে লিখিত হইয়া প্রচারিত হইলে কেহ কেহ নাম জানিতে পারিলেন। অপণ্ডিত লেখকের দ্বারা লিখিত হওয়ার এই গ্রন্থের পাঠের বিকৃতি, পাঠের পরিবর্তন ও পরিবর্জন ঘটিয়াছে। এই গ্রন্থের প্রতিলিপিকারক কোন কোন পণ্ডিত ব্যক্তি বিভিন্ন প্রকরণের পাঠ বুঝিতে না পারিয়া বা অপ্রয়োজন মনে করিয়া বাদ দিয়াছেন, আবার নূতন যোজনাও করিয়াছেন। কোন পাঠটি যে গ্রন্থকারের স্বহস্ত লিখিত, তাহা এখন জানিবার কোনই উপায় নাই।

প্রায় ১০০ বৎসরের অধিক মুদ্রাবস্ত্রের প্রচলন হইলেও এ পর্যন্ত এই গ্রন্থের প্রকাশে কেহ উদ্যোগী হন নাই। স্বর্গত তত্ত্বশাস্ত্ররক্ষক রসিকমোহন চট্টোপাধ্যায় মহাশয় বহু অমুদ্রিত তত্ত্ব গ্রন্থকে প্রথম মুদ্রিত করিয়া প্রকাশ করেন। কিন্তু তিনি এ গ্রন্থ প্রকাশ করেন নাই। মনে হয়, তিনি এ গ্রন্থের পাণ্ডুলিপি পান নাই। নবভারত পরিষাদের স্বত্বাধিকারী বহু তত্ত্ব গ্রন্থের প্রকাশক শ্রীযুক্ত রশজিৎ বাবু এই গ্রন্থের নাম ও গৌরবের কথা শুনিয়া এই গ্রন্থ প্রকাশে উৎসাহী হইয়া আমার উপরে এ গ্রন্থের সম্পাদনার ভার অর্পণ করেন। আমি এ গ্রন্থ সম্পাদনার সম্পূর্ণ অযোগ্য হইলেও এই মহাপুরুষের মহাকীর্তি রক্ষার উদ্দেশ্যে এ গ্রন্থ সম্পাদনার প্রবৃত্ত হই।

আমি এই গ্রন্থের তিন খানি পাণ্ডুলিপির সন্ধান পাই। সংস্কৃত কলেজের ও আমার সংগৃহীত পাণ্ডুলিপির সাহায্য পাইলাম। কিন্তু এসিয়াটিক সোসাইটির পাণ্ডুলিপির কোন সাহায্য পাই নাই। সংস্কৃত কলেজে ঐ পুঁথি খানি আনিবার চেষ্টা করিয়াছিলাম, কিন্তু তাহাতে সফল হই নাই। অগত্যা দুইখানির সাহায্যে এ গ্রন্থ মুদ্রণে প্রবৃত্ত হই। সংস্কৃত কলেজের পাণ্ডুলিপি খানি অপেক্ষাকৃত বিশুদ্ধ, কিন্তু উহাতে পক্ষম পরিচ্ছেদ নাই। আমার সংগৃহীত পাণ্ডুলিপি খানিতে উহা আছে। কিন্তু ইহাতে বিষয়ময় পাঠান্তর ও পাঠান্তর আছে। আমি এই পুস্তকের অবিকাল পাঠান্তর ফুটনোটে দিয়াছি। আমি যে পাঠটিকে শুদ্ধ গ্রহণযোগ্য মনে করিয়াছি, তাহা মূলে দিয়াছি, অপর পাঠটিকে ফুটনোটে দিয়াছি। বিজ্ঞ পাঠক দুইটি

পাঠান্তর দেখিয়া যথার্থ পাঠ বুঝিতে পারিবেন। ক—চিহ্নিত পুঁথিখানি সংকৃত কলেজের পুঁথি। খ—আমার সংগৃহীত পুঁথি। গ—এসিয়াটিক সোসাইটির পুঁথি। এই গ্রন্থের পঞ্চম পরিচ্ছেদটি একমাত্র আমার পাণ্ডুলিপির সাহায্যে মুদ্রিত হইল। পঞ্চম পরিচ্ছেদের শেষ ফর্মটি এসিয়াটিক সোসাইটির জি ১৬১১ নং পুঁথির সাহায্যে কিছু শুদ্ধ করিয়াছি, কিছু কিছু অন্তর্ভুক্ত আছে। আশা করি, তত্ত্বসারের দ্বারা এই গ্রন্থের পুনর্মুদ্রণে তাহা সংশোধিত হইবে।

এই গ্রন্থকার নপাড়া গ্রাম বাস্তুব্য। মৈমনসিংহের মুসঙ্গ পরগণায় অনেক নপাড়া আছে। তাঁহার কোনটিকে তিনি অলঙ্কৃত করিয়াছিলেন, তাহা বুঝিবার উপায় নাই। আমি বহু চেষ্টা করিয়াও তাঁহার সম্পূর্ণ পরিচয় সংগ্ৰহ করিতে পারি নাই। তিনি নিজে যাহা দিয়াছেন, গ্রন্থশেষে তাহা মুদ্রিত হইল।

সর্বানন্দ মিশ্রের পুত্র বলভদ্র, বলভদ্রের পুত্র কালীনাথ। কালীনাথের অশুভ অবনীভূষণ। সেই অবনীভূষণের পুত্র শিবরাম, তাঁহার পুত্র সুকনি তত্ত্বসারের পারদর্শী এই গ্রন্থকার রঘুনাথ তর্কবাগীশ।

এই গ্রন্থ রচনার কাল গ্রহ-বিয়ৎ-ষট্-চন্দ্র (১৬০৯) শকাব্দ। গ্রন্থশেষে দর্শিতব্য।

নবদ্বীপাধিপতি মহারাজ কৃষ্ণচন্দ্রের পুত্র ঈশানচন্দ্রের দ্বারা সমসাময়িক প্রাণতোষণীকার জীবানন্দীয় সংস্করণ প্রাণতোষণীর ১১ম পুর্নায় কৃষ্ণানন্দ আগমবাগীশকে অত্যন্তিবৃদ্ধ-প্রপিতামহ বলিয়াছেন। এটি গ্রন্থকার এটি গ্রন্থের মধ্যে স্থানে স্থানে তত্ত্বসারের মত খণ্ডন ও সমর্থন করিয়াছেন। সুতরাং তিনি কৃষ্ণানন্দের পরবর্তী, এ বিষয়ে কোন সন্দেহ নাই।

মুদ্রাবস্তুর পেষণে বহুস্থলে প্রমাদ সৃষ্টি হইয়াছে। প্রত্যক সংশোধনের জাতি কালে অনেক অশুদ্ধি রহিয়া গিয়াছে। শুদ্ধির জন্য যথা সাধ্য চেষ্টা করিয়াও কৃতকার্য হইতে পারি নাই। বর্তমানে মুদ্রণের যে রীতি চলিতেছে, তাহার আশুল সংশোধন না হইলে এ জাতীয় পুস্তকের বিস্তৃত মুদ্রণ কখনই সম্ভব হইবে না। তাই বিজ্ঞ পাঠকগণের নিকট আমার সনির্বন্ধ অনুরোধ—তাঁহারা এই অনিচ্ছাকৃত জটিল মার্জনা করিয়া অশুদ্ধিগুলি সংশোধন করিয়া লইবেন। এই বিরাট গ্রন্থ লোকালে রণজিৎ বাবুর বিপুল অর্থব্যয় সার্থক হইয়াছে। তিনি মহামায়ী ও মহাসাগরের আশীর্বাদ লাভ হইয়া দীর্ঘজীবী হউন। তত্ত্বগ্রন্থ প্রকাশে অত্যাশাহী স্বর্গত প্রতুলচন্দ্র দত্ত মহাশয় এ গ্রন্থ প্রকাশে বিশেষ উদ্যোগী ছিলেন। রণজিৎ বাবুর গ্রন্থ দোদুলে তিনি প্রিয়লাভ করিবেন। ইতি—

সূচীপত্র

বিষয়	পৃষ্ঠা	বিষয়	পৃষ্ঠা
প্রথম পরিচ্ছেদে		নির্ণয় পুরুষ ও শক্তির স্বরূপ	৩৩
সামান্য প্রকরণ		সদাশিব হইতে মনুষ্য পর্য্যন্ত	
মঙ্গলাচরণ	১	সৃষ্টির ক্রম	৩৩
গ্রন্থের উপজীব্য গ্রন্থের নাম	১	কুণ্ডলিনীর স্বরূপ	৪২
প্রথম পরিচ্ছেদের প্রতিপাদ্য		কুণ্ডলিনী হইতে মন্ত্রের উৎপত্তি	৪৪
বিষয়ের সূচী	৫	মুখে বর্ণোৎপত্তির প্রকার ও	
দ্বিতীয় পরিচ্ছেদের প্রতিপাদ্য		আশ্রয়	৪৫
বিষয়ের সূচী	১০	বর্ণের শিব-শক্তি-স্বরূপত্ব	৪৬
তৃতীয় পরিচ্ছেদের প্রতিপাদ্য		দীক্ষার লক্ষণ বিচার	৪৬
বিষয়ের সূচী	১৬	শব্দস্বরূপ মন্ত্রের দান ও গ্রহণের	
চতুর্থ পরিচ্ছেদের প্রতিপাদ্য		তাৎপর্য্য	৫০
বিষয়ের সূচী	১৭	দীক্ষার নিত্যত্ব কাম্যত্ব নির্ণয়	৫২
পঞ্চম পরিচ্ছেদের প্রতিপাদ্য		দীক্ষাপদের অর্থ	৫৫
বিষয়ের সূচী	১৯	গুরুর লক্ষণ	৫৬
নামানুশাসন সংকেত	২১	গুরুর দোষ	৫৮
বীজের উচ্চারে বীজবাচক শব্দ	২২	পিতা, মাতামহ ও কনিষ্ঠ হইতে	
তন্ত্র ব্যবহৃত স্বরের বাচক শব্দ	২৫	দীক্ষা গ্রহণের নিষেধ	৬০
ব্যঞ্জন বর্ণের বাচক শব্দ	২৬	কনিষ্ঠ শব্দের অর্থ	৬১
একটি শব্দের স্থল বিশেষে বর্ণ-		যতি ও সন্ন্যাসীর নিকট হইতে	
বাচকত্ব ও স্থলবিশেষে বীজ-		দীক্ষা গ্রহণের নিষেধ	৬৪
বাচকত্বে যুক্তি	২৮	পিতৃদীক্ষার প্রায়শ্চিত্ত ও এই	
মন্ত্রকূটঘটক ব্যঞ্জন বর্ণের অদন্ততা		বিষয়ে নানা কথা	৬৪
যন্তন	৩০	স্ত্রীর নিকট দীক্ষার প্রশস্ততা	৬৫
কূটলক্ষণের বিচার	৩১	স্বপ্নলব্ধ মন্ত্র গ্রহণের বিধি	৭০
কূটঘটক ব্যঞ্জন বর্ণের অকার্য্য		গুরুর অভাবে মন্ত্র গ্রহণ প্রকার	৭১
রূপে উচ্চারণে যুক্তি	৩২	শিষ্যের লক্ষণ	৭১

বিষয়	পৃষ্ঠা	বিষয়	পৃষ্ঠা
শিষ্ট পরীক্ষার কাল	৭৩	প্রকারান্তর ঋণিধনি চক্র	১৪১
মন্ত্রের দেয়ত্ব ও অদেয়ত্ব বিচার	৭৪	অন্য প্রকার	১৪২
মন্ত্র ও বিদ্যার লক্ষণ	৮০	চক্র বিচারে নাম গ্রহণ প্রকার	১৪৪
দীক্ষার মাসাদি নির্ণয়	৮১	বৈরি-মন্ত্র ভাগের প্রকার	১৪৭
দীক্ষার শুভাশুভ তিথি নির্ণয়	৮৩	মহাবিদ্যা নির্ণয়ঃ	১৪৭
দীক্ষার শুভাশুভ নক্ষত্র-নির্ণয়	৮৫	সন্নিদ্ধ বর্ণনির্ণয়	১৫০
দীক্ষার শুভাশুভ যোগ ও করণ	৮৭	উপাসনার ফল নির্ণয়	১৫৭
* ঐ বিষয়ে বিশ্বাসের ভ্রমের কথা	৮৭	মন্ত্রের দল সংষ্কার	১৫৮
সমস্তাশুদ্ধি-নির্ণয়	৮৮	মন্ত্রের সংষ্কার প্রয়োগ	১৫৯
* ঐ বিষয়ে অগস্ত্য সংহিতা		মাতৃকামন্ত্র	১৬১
প্রভৃতির কথা	৮৮	দীক্ষার পূর্বকৃত্য	১৬২
মাসিক কার্যে বর্জনীয় কাল	৮৯	ক্রিয়াবত্তী দীক্ষা প্রয়োগ আবিষ্কার	১৬৩
চরণাক্রান্ত বর্ষণে ও অকাল বর্ষণে		ঘটের পরিমাণ ও প্রকার	১৬৩
কালান্তর বিচার	৯৬	লক্ষণমন্ত্রের নাম	১৬৬
নিষিদ্ধ তিথির মধ্যে তিথি		নব রত্নের নাম	১৬৬
বিশেষের প্রাসঙ্গ্য	১০১	ঘট স্থাপন প্রয়োগ	১৬৬
গ্রহণ ও সংক্রান্তিতে দীক্ষাদির		মন্ত্রের মৃতক মন্ত্রের শিষ্টাতি লক্ষণ	১৬৭
প্রশস্ততা	১০৬	গুরু-দক্ষিণা	১৭৩
নাড়ী চক্রাদি বিচার	১০৯	বর্তমান কালে অন্য দীক্ষার	১৭৩
কুলাকুল চক্র নিরূপণ	১১১	অনুপযোগিতা	১৭৫
* মিত্রাদি-বর্ণের ফল	১১৩	দীক্ষা প্রয়োগ, সংক্ষেপ দীক্ষা	১৮৩
ঘট-পদ-চক্রম্	১১৩	সর্বতোভদ্রমণ্ডল	১৮৪
রাশিচক্র	১১৫	স্বল্প সর্বতোভদ্রমণ্ডল	১৮৯
নক্ষত্রচক্র	১১২	নবনাভ মণ্ডল	১৮৯
অকথহাদি চক্র	১২৫	লক্ষ্য মণ্ডল	১৯০
অংশ চক্র	১৩৩	দীক্ষার পর গুরু ও শিষ্যের	
অকডম চক্র	১৩৫	নিষিদ্ধ বিষয়	১৯০
ঋণি-ধনি-চক্র	১৩৭	দীক্ষার পর গুরু ও শিষ্যের	
* ইন্দ্রক ইত্যাদি বচনের		কর্তব্য ও অকর্তব্য বিষয়	১৯১
ব্যাখ্যা	১৩৯	গুরুত্যাগ বিষয়	২০১
অবশিষ্ট মন্তব্য	১৪০	গুরুপত্নী প্রভৃতিতে গুরুবৎ দৃষ্টি	২০২

বিষয়	পৃষ্ঠা	বিষয়	পৃষ্ঠা
করমালা-নির্ণয়	২০৫	মহাশুক্র নিপাতে কর্তব্যাকর্তব্য	২৬৫
মালা ভেদ	২০৭	বামদক্ষিণভাবে পূজা ব্যবস্থা	২৬৬
বাহুপূজায় মালা নির্ণয়	২১০	আগম প্রশংসা	২৭১
জপসংখ্যা গণনার নিয়ম	২১১		
মালার সংস্কারের আবশ্যকতা	২১৪	দ্বিতীয় পরিচ্ছেদে	
মালাধারণে অঙ্গুলি নিয়ম	২১৬	দিনকৃত্য	২৭৪
মালা গাঁথার নিয়ম	২১৭	ব্রাহ্মসুহৃৎ নিরূপণ	২৭৬
মালাসংস্কার পদ্ধতি	২১৯	শুক্রর মানস পূজা	২৭৬
মালার সূত্র হিমে কর্তব্য	২২৪	প্রাতঃস্নানের কাল বিচার	২৮৩
রুদ্রাক্ষ মাহাত্ম্য	২২৬	আহ্নিকযোগ্য কাল-বিচার	২৮৪
রুদ্রাক্ষসংস্কার	২২৬	স্নানবিধি	২৮৭
* অষ্টমুখাদি রুদ্রাক্ষের মন্ত্র	২২৭	তান্ত্রিক সন্ধ্যা বিধি	২৮৯
* অষ্টমুখাদি রুদ্রাক্ষ ধারণের		বিভিন্ন দেবতার গায়ত্রী	২৯২
মন্ত্র	২২৭	ত্রিসঙ্কায় গায়ত্রীর ধ্যান	৩০৩
মহাশঙ্খ মালা-সংস্কার	২২৮	বস্ত্র ও তিলক বিধি	৩০৫
বস্ত্রসংস্কার	২৩০	পাদ প্রক্ষালন বিধি	৩১০
ত্রিলোহী মুদ্রিকা	২৩৩	পবিত্র লক্ষণ বিচার	৩১১
* শারদাটীকাকার শঙ্করাচার্য্য		পবিত্র ধারণ নিয়ম	৩১২
সম্বন্ধে কথা	২৩৭	আচমন বিধি	৩১৫
ত্রিলোহী মুদ্রিকা সংস্কার প্রয়োগ	২৩৭	আচমনের নিমিত্ত	৩১৮
বলি বিধি	২৩৮	দ্বিরাচমনের নিমিত্ত	৩১৮
নিষিদ্ধ বলি	২৩৯	ভূতাপসারণ	৩১৯
বলিদান পদ্ধতি	২৪০	বিকির শব্দের অর্থ	৩২০
বলির রুধির দানে নিয়ম	২৪০	আসন লক্ষণ	৩২১
শত্রুবলি	২৪৯	আসন ভেদে ফলভেদ	৩২২
* শত্রু বলিমন্ত্র সম্বন্ধে		মৃগ আসন প্রভৃতির লক্ষণ	৩২৩
সমালোচনা	২৫০	পূজাদৌ মুখনিয়ম	৩২৫
পূজাহান	২৫০	ভূতওহি	৩২৬
অশৌচে বর্জ্যাবর্জ্য নিয়ম	২৫১	মাতৃকান্তাস	৩২৬
কতশৌচে কর্তব্যাকর্তব্য	২৫৯	অন্তর্মাতৃকান্তাস	৩৩৬
রজঃশৌচে কর্তব্যাকর্তব্য	২৬২	বাহুমাতৃকান্তাস	৩৩৯

বিষয়	পৃষ্ঠা	বিষয়	পৃষ্ঠা
উক্ত ভাসে অঙ্কুলি নিয়ম	৩৪১	গন্ধ দ্রব্য	৩৭৮
সংহার-মাতৃকাতাস	৩৪২	শৈবাদি গন্ধাষ্টক	৩৭৮
সামান্ত ভাসে অঙ্কুলি নিয়ম	৩৪৩	বৈধ পুষ্প	৩৭৯
প্রাণায়াম ও তাহার ভেদ	৩৪৪	দেববিশেষে নিষিদ্ধ পুষ্প.	৩৭৯
পীঠতাস	৩৪৬	হিন্ন ভিন্ন দেয় পুষ্পের নাম	৩৮২
ঋতাদি তাস	৩৪৮	পুষ্পের পর্য্যবিত্ত কাল	৩৮১
করাস্তাস	৩৫০	বৃক্কহীন দেয় পুষ্পের নাম	৩৮৪
ব্যাপক তাস	৩৫২	নকত্র বিদ্যার প্রশস্ত পুষ্প.	৩৮৪.
স্থান, মানসোপচার পূজা	৩৫৩	নিত্যপূজার পুষ্পের অনুকল্প	৩৮৫
বিশেষার্থ্য স্থাপনে পাত্র নিয়ম	৩৫৪	মালাদানে বিশেষফল	৩৮৭
বিশেষার্থ্য স্থাপন বিধি	৩৫৬	• পুষ্পের পঞ্চ প্রকার	৩৯০
পূজার দিওঁ নিয়ম	৩৬১	ধূপদান বিধি	৩৯০.
কূর্মযুদ্ধার লক্ষণ	৩৬১	ষড়ঙ্গ ধূপ	৩৯১
প্রাণ প্রতিষ্ঠামন্ত্র	৩৬২	দশাঙ্গ ধূপ	৩৯২.
আত্মসমর্পণ মন্ত্র	৩৬৫	অস্ত্র দশাঙ্গ ধূপ	৩৯১
পূজাশেষে পাঠ্য মন্ত্র	৩৬৮.	ষোড়শাঙ্গ ধূপ	৩৯২.
সামান্যার্থ্য	৩৬৮	দীপদান পদ্ধতি	৩৯২
অষ্টাদশ উপচার	৩৭০	দীপ-বস্ত্রিকার বিধিনিষেধ	৩৯২
ষোড়শ উপচার	৩৭১	অঞ্জন বিধি	৩৯৩.
প্রকারান্তর ষোড়শ উপচার	৩৭১	নৈবেদ্য পাত্রের নিয়ম	৩৯৩
বিষ্ণু বিষয়ে ষোড়শ উপচার	৩৭১	গন্ধাদি-দানে অঙ্কুলি নিয়ম	৩৯৪.
দশ উপচার	৩৭১	ধূপ-দীপ-দানে বিশেষ	৩৯৪.
পঞ্চ উপচার	৩৭২	উপচার পরিভাষা	৩৯৭
মণিহুস্তাদির নির্মাণ্য কাল	৩৭২	প্রদক্ষিণ, নমস্কারের নিয়ম ও ভেদ	৩৯৯
আসন প্রকার	৩৭৩	পূজার প্রকার	৪০৫
পান্ড দ্রব্য	৩৭৪	দেহাদির শুদ্ধির কারণ	৪০৫
অর্ঘ্য দ্রব্য	৩৭৪	বজ্রিণ প্রকার অপরাধ	৪০৬
আচমন দ্রব্য	৩৭৫	বাল্লে নিয়ম	৪০৮
মধুপর্কে ত্যাগমন্ত্র নির্ণয়	৩৭৫	* শালগ্রামের স্থান জল পানের	
মধুপর্ক দ্রব্য ও তাহার পরিমাণ	৩৭৬	কল সহজে অগস্ত্যসংহিতার	
অদেয় বস্ত্র নিরূপণ	৩৭৭	কথা	৪০৮

বিষয়	পৃষ্ঠা	বিষয়	পৃষ্ঠা
যোগাঙ্গ আসন ভেদ	৪০৯	গণেশ, সূর্য্য ও রামের প্রয়োগ	৪৭৩
ধারণ যন্ত্রের মধ্যে ঘটগর্ভ যন্ত্র	৪১১	কৃষ্ণ, বরাহ, ভৈরবী ও সুন্দরীর	
ঐ যন্ত্রে লেখ্য যন্ত্র	৪১১	প্রয়োগ	৪৪৪
ছত্রিতা যন্ত্র	৪১৫	চিন্নমস্তা, তারা ও ভ্রামার	
বিজ্ঞাপাসিনী যন্ত্র	৪১৬	প্রয়োগ	৫৪৫
কালীযন্ত্র	৪১৭	ভর্পণ প্রকার	৪৪৯
মহালক্ষ্মী যন্ত্র	৪১৯	বলিদ্রব্য	৪৫০
ত্রিপুরার যন্ত্রবহ	৪২১	নিগ্রাহের উপায়	৪৫১
গণেশযন্ত্র	৪২৩	আকর্ষণ	৪৫২
শ্রীরামযন্ত্র	৪২৩	বশীকরণে চামুণ্ডামন্ত্র	৪৫৪
* শ্রীরাম যন্ত্রে লেখ্য যন্ত্র	৪২৪	বিষেষণ	৪৫৫
নৃসিংহ যন্ত্র	৪২৪	উচ্চাটন	৪৫৮
গোপালের যন্ত্রবহ	৪২৫	স্বস্তন ও অভিচার	৪৬০
শ্রীকৃষ্ণ যন্ত্র	৪২৭	ষট্‌কর্মের লক্ষণ	৪৬২
* যন্ত্রে যন্ত্রবর্ণ লেখার ক্রম ও		ষট্‌কর্মের কাল	৪৬৩
এ সম্বন্ধে আলোচনা	৪২৭	ষট্‌কর্মে মুখ নিয়ম	৪৬৪
শিবযন্ত্র	৪২৯	ষট্‌কর্মে তিথি নিয়ম	৪৬৫
মৃত্যুঞ্জয় যন্ত্র	৪২৯	ষট্‌কর্মে আসন নিয়ম	৪৬৬
শান্তিকাদিতে তারার ধারণ যন্ত্র	৪৩০	ভূতমণ্ডলের উদয়ে ষট্‌কর্মের	
যন্ত্র লিখনের দ্রব্য	৪৩২	কর্তব্যতা	৪৬৭
ধারণের অযোগ্য যন্ত্র	৪৩২	গ্রন্থন, বিদর্ভ, সংপূট ও রোধনের	
যন্ত্রের আয়ুষ্কাল	৪৩২	লক্ষণ	৪৬৭
পঞ্চায়তনী পূজা	৪৩৩	যোগ ও পল্লবের লক্ষণ	৪৬৮
অক্লেশবতার পূজাকাল	৪৩৬	নমঃ, বাহাদির প্রয়োগ-স্থান	৪৬৮
নৈমিত্তিক বিধি	৪৩৮	শান্তি প্রভৃতিতে পাত্র-নিয়ম	৪৭০
নিত্য, নৈমিত্তিক ও কাৰ্য্য পূজা-		পঞ্চভূতের উদয়	৪৭১
ত্রয়ের পূর্ব-পূর্ব-সাপেক্ষ	৪৩৮	ভূতমণ্ডলের আকার	৪৭১
প্রয়োগ-বিধি	৪৪০	অপ প্রকার	৪৭২
ভুবনেশ্বরীর প্রয়োগ	৪৪১	অপে উচ্চারণ প্রকার	৪৭৪
ছত্রিতার প্রয়োগ	৪৪১	অপে কূট বর্ণের উচ্চারণ প্রকার	৪৭৪
দুর্গা, সরস্বতী ও লক্ষ্মীর প্রয়োগ	৪৪২	অপে ক্রম নিয়ম	৪৭৫

বিষয়	পৃষ্ঠা	বিষয়	পৃষ্ঠা
জপের আদিতে কুল্লকাদি		গ্রহণে জপ বা শ্রাবকের আবশ্যকত্ব	
জপের আবশ্যকতা	৪৭৬	বিচার	৫২১
কুল্লকা, সেতু ও নির্বাণের লক্ষণ	৪৭৭	গ্রহণে ভোজন প্রারম্ভিত	৫৩৬
দেবতাভেদে কুল্লকাদির ভেদ	৪৭৮	গ্রহণে ভোজন কাল	৫৩৭
ব্রাহ্মণাদিভেদে সেতুর ভেদ	৪৭৯	গ্রহণ দর্শীর শুভাশুভ ফল	৫৪১
মহাসেতুর স্বরূপ	৪৮১	পুরস্চরণ প্রয়োগ	৫৪৩
নির্বাণের স্বরূপ	৪৮১	গ্রহণ-পুরস্চরণ বিধি	৫ ৬
মন্ত্রের সূতকদ্বয় মুক্তির উপায়	৪৮২	রহস্য পুরস্চরণ	৫৪৭
জপের আদিতে সপ্তচ্ছন্দা জপ	৪৮৩	অস্ত্র প্রকার পুরস্চরণ	৫৪৮
দেবতাভেদে অমৃত্যু মন্ত্রের ভেদ	৪৮৪	বীরসাধন	৫৫০
জপাদিতে কামকলার ধ্যান	৪৮৮	চিত্তালক্ষণ	৫৫১
মন্ত্রের চৈতন্যবিধি	৪৯২	চিত্তা সাধনে অধিকারী	৫৫১
যোনি মূদ্রার প্রকরণ	৪৯৩	শবসাধন স্থান	৫৫৭
ভূতলিপির প্রয়োগ	৪৯৫	শবসাধন প্রয়োগ	৫৫৭
জপ প্রয়োগ	৪৯৬	গ্রাহ্য শবের নির্ণয়	৫৫৮
জপের ফল	৪৯৯	নবযোগিনী সাধনে সুন্দরী-সাধন	৫৬৭
শৃঙ্গসেবা নিয়ম	৫০০	মনোহরা সাধন	৫৭০
পুরস্চরণের স্থান নির্ণয়	৫০১	কনকাবতী সাধন	৫৭১
পুরস্চরণে ভক্ত্যাদি নিয়ম	৫০৩	কামেশ্বরী সাধন	৫৭২
পুরস্চরণে জপনিয়ম	৫১০	রত্নসুন্দরী সাধন	৫৭৩
জপসংখ্যাকরণে বিশেষ	৫১১	পদ্মিনী সাধন	৫৭৪
কূর্মচক্র	৫১৩	নটিনী-সাধন	৫৭৫
পুরস্চরণ হোমাদি	৫১৫	মধুমতী সাধন	৫৭৬
হোমাশক্তের কর্তব্য	৫১৭	প্রমোদা সাধন	৫৭৮
পুরস্চরণে তর্পণ প্রকার	৫১৯	যোগিনীগণের আকর্ষণমন্ত্র	৫৭৮
পুরস্চরণে অভিষেক প্রকার	৫২০	আকর্ষণে ক্রোধাকুলী মূদ্রা	৫৭৯
পুরস্চরণ সঙ্কল্পবাক্যের বিচার	৫২১	ষট্‌যক্ষিণীর মন্ত্র ও মূদ্রা	৫৭৯
পুরস্চরণ পদের শক্তি বিচার	৫২৫	ষট্‌কিম্বরী সাধনে মনোহরা	
গ্রহণ-কালীন পুরস্চরণ প্রকার	৫২৬	সাধন	৫৮০
প্রকারান্তর পুরস্চরণ বিধি	৫২৭	সুভগা, বিশালনেত্রী ও সুরভ	
চন্দ্রমূর্ত্য গ্রহণ বিচার	৫২৯	প্রিয়ার সাধন	৫৮১

বিষয়	পৃষ্ঠা	বিষয়	পৃষ্ঠা
মুম্বা ও দিবাংকরমুখীর সাধন	৫৮২	অন্তর্যোগে স্থান, সন্ধ্যা, তর্পণ,	
উচ্চামুখী পিশাচীর সাধন	৫৮২	ধ্যান ও হোম নিরূপণ	৫৩৬
মুম্বা ও মধুমতী পিশাচী সাধন	৫৮৩	কুমারী পূজার কুমারীর নাম	৬৩৯
যক্ষিণাদি সাধনে সময় নির্ণয়	৫৮৫	* কুমারী পূজা সম্বন্ধে বিশেষ	
অদর্শন-সিদ্ধি	৫৮৬	কথা	৬৪০
অগ্ন্যাগ্নি সিদ্ধি	৫৮৭	পূজিতা কুমারীর সম্প্রদানপ্রকার	৬৪১
মন্ত্রসিদ্ধির লক্ষণ	৫৮৮	* কুমারী পূজার ফল সম্বন্ধে	
মন্ত্রসিদ্ধির সাত প্রকার উপায়		জ্ঞানার্ণব তন্ত্রের কথা	৬৪১
ও তাহাদের স্বরূপ	৫৯০	দ্বিতীয়াংশে বিজয়া স্বীকার	৬৪২
মন্ত্র সিদ্ধির অন্য উপায়	৫৯৩	বিজয়ার ভেদ	৬৪২
মন্ত্রের দোষাদি	৫৯৪	বিজয়ার শোধন	৬৪৩
* মন্ত্রদোষের নামকীর্ণনে বিশেষ		* বিজয়া শোধনাদি সম্বন্ধে	
কথা	৬০১	বিশেষ কথা	৬৪৪
মন্ত্রের দোষশাস্তি	৬০৩	দ্বিতীয়াংশ পদ্ধতি	৬৪৪
বালক-সংস্কার	৬০৪	* দ্বিতীয়াংশে প্রমাণ	৬৪৪
কুলাচারে শিবাবলি	৬০৭	* কুলনারিকাজে শাসাদির	
কুলাচার-বিবরণ	৬০৯	প্রমাণ	৬৪৬
বীরসাধকের পূজাকাল	৬১২	শক্তিশোধন	৬৪৭
অকুল, কুলাকুল ও কুলবারাদির		বীর সাধকের পুরস্চরণ	৬৫২
বিবরণ	৬১৬	শক্তিপূজার ব্রাহ্মণের মদ্যদান	
কুল বৃক্ষের নিরূপণ	৬১৮	নিষেধ	৬৫৭
দশটি প্রধান পীঠের নাম	৬২০	ব্রাহ্মণের মন্দের প্রতিনিধি	
চতুষষ্টি পীঠের নাম	৬২০	দানও নিষিদ্ধ	৬৫৯
সিদ্ধ স্থান নির্ণয়	৬২১	কুলপূজার পঞ্চ মকারের	
কুণ্ডোস্তব দ্রব্য গ্রহণ প্রকার	৬২২	আবশ্যকতা	৬৬০
তরুস্তম্ভনের উপায়	৬২৪	মাংসাদি-নির্ণয়ঃ	৬৬১
শক্তি-সাধনে দিবা, বীর ও পণ্ড		মাংসের-প্রতিনিধি	৬৬১
ভাবের বিবরণ	৬২৭	মাংস শোধনমন্ত্র	৬৬২
অন্তর্যোগ নিরূপণ	৬৩৩	বামাচারে অনুকল্প	৬৬২
অন্তর্যোগের প্রকারান্তর	৬৩৫	পূজার আধার	৬৬১
		যন্ত্রদর্শনের ফল	৬৭০

বিষয়	পৃষ্ঠা	বিষয়	পৃষ্ঠা
যজ্ঞাদি নানের প্রায়শ্চিত্ত	৬৭১	অগ্নির স্থানভেদে হোমে ফলভেদ	৭০৩
পূজার অভাবে কৰ্তব্য	৬৭৫	হোমীর জ্বোতর পরিমাণ	৭০৪
দেবপ্রতিমার অম্পৃশ্যস্পর্শে কৰ্তব্য	৬৭৩	কর্যাদির পরিমাণ	৭০৬
একত্র লিঙ্গবস্তাদি পূজানিষেধ	৭৭৪	নিভ্যাহোম পদ্ধতি	৭০৭
পূজার পদ্ধতি	৬৭৪	বৃহদ্ হোমপদ্ধতি	৭০৯
হোমে কুণ্ডনির্গর	৬৭৬	* অগ্নির জিহ্বাধিপতির স্থান	
• কুণ্ডের ভূমি সম্বন্ধে বিশেষ		সম্বন্ধে কথা	৭১১
কথা	৬৭৬	* অগ্নির মূর্তিগ্ৰাসে বিশেষ কথা	৭১২
কুণ্ডের ভূমি পরীক্ষা	৬৭৭	* নিজ দেহে বহির আসন	
কর্মভেদে কুণ্ডের দিক্ নিয়ম	৬৭৮	কল্পনা	৭১৩
কুণ্ডসমূহের ফল	৬৭৯	• নমঃ, স্বাহা প্রভৃতির প্রয়োগে	
জাঙ্গণাদি জাতির কুণ্ড প্রকার	৬৭৯	বিশেষ কথা	৭১৫
হোম সংখ্যাধিক্যে কুণ্ডের		কাম্যাহোমে অঙ্গুলি নিয়ম	৭২০
পরিমাণাধিক্য	৬৮১	সংক্ষেপ হোম পদ্ধতি	৭২১
মেঘলা প্রকার	৬৮৪	হোমীয়াগ্নির গ্রহণ স্থান	৭২৪
* মেঘলা সম্বন্ধে বিশেষ কথা	৬৮৫	হোমীয়াগ্নির নাম	৭২৬
নেত্রির পরিমাণ	৬৮৭	শান্তিকলশজলের অভিষেকমন্ত্র	৭২৮
যোনির পরিমাণ	৬৮৭	শান্তাভিষেকের প্রকার	৭২৯
নালের পরিমাণ	৬৯০	শান্তাভিষেকের মন্ত্রসমূহ	৭৩২
পরিধি স্থাপন	৬৯২		
নাভি স্থাপন	৬৯৩	তৃতীয় পরিচ্ছেদে	
হৃদয় ও অক্ষরের লক্ষণ	৬৯৪	গণেশ প্রাকরণ	
হস্ত প্রমাণ	৬৯৭	গণেশ মন্ত্র	৭৪১
সংখ্যার অনুজ্ঞিতে হোমাদির		গণেশ পূজা পদ্ধতি	৭৪১
সংখ্যা	৬৯৮	গণেশের ধ্যান	৭৪২
হোমের রীতি	৬৯৯	* তাত্ত্বিক পূজার অঙ্গকার্যের	
নমোহুত মন্ত্রের অন্তে নমঃ		ক্রম	৭৪২
পদাদির প্রয়োগ নিষেধ	৭০১	* গণেশরী মন্ত্রের লক্ষণ	৭৪৩
চতুর্থী বিভক্ত্যন্ত ঐশ্বরি		* আবরণ দেবতার পূজার স্থান	৭৪৪
নমোহুত পদের মন্ত্র	৭০১	গণেশের যজ্ঞান্তর	৭৪৫
অগ্নির লক্ষণ	৭০২	ঐ মন্ত্রের ধ্যান	৭৪৬

বিষয়	পৃষ্ঠা
• এই মন্ত্রের ঋত্বাদি ও অঙ্গভাস	৭৪৬
• ধ্যানের পর পূজার ক্রম	৭৪৭
• এই মন্ত্রের পুরস্কারে বিশেষ কথা	৭৪৮
গণেশের মন্ত্রান্তর	৭৪৮
* এই মন্ত্রের ঋত্বাদি	৮৪৮
• শক্তিগণপতির ঋত্বাদি	৭৪৮
* শক্তিগণপতির পূজা প্রকার	৭৪৯
• একাদশাকর মন্ত্রের ঋত্বাদি	৭৪৯
গণেশের মন্ত্রান্তর	৭৪৯
এই মন্ত্রের ধ্যান	৭৪৯
* বিবিধগণপতির পূজা প্রকার	৭৫০
হেরম্ম মন্ত্র	৭৫০
হেরম্মের ধ্যান	৭৫১
* হেরম্ম-মন্ত্রের ঋত্বাদি	৭৫১
• হেরম্মগণেশের পূজা প্রকার	৭৫১
হেরম্মের মন্ত্রান্তর ও ধ্যান	৭৫২
কিপ্র প্রসাদ মন্ত্র	৭৫২
• এই মন্ত্রের ঋত্বাদি ও পূজা প্রকার	৭৫২
তরিত্রাগণেশের মন্ত্র	৭৫২
এই মন্ত্রের ধ্যান	৭৫৩
হরিত্রাগণেশের মন্ত্রান্তর	৭৫৩
* তরিত্রাগণেশের পূজাপ্রকার	৭৫৩
এই মন্ত্রের বহুপ্রকার ভেদ	৭৫৩
উচ্ছিষ্ট গণেশের মন্ত্র	৭৫৪
উচ্ছিষ্ট গণেশের পূজাপদ্ধতি ও ধ্যান	৭৫৫
উচ্ছিষ্ট গণেশের প্রয়োগ	৭৫৭
সূর্য্য-প্রকরণ	
সূর্য্যের বেদোক্ত মন্ত্র	৭৫৯

বিষয়	পৃষ্ঠা
সূর্য্যের পূজা পদ্ধতি	৭৬৯
• অষ্টোন্নতাস	৭৬০
এই মন্ত্রের ধ্যান	৭৬১
* সূর্য্যপূজার বিশেষ পূজা	৭৬২
সূর্য্যের মন্ত্রান্তর ও ধ্যান	৭৬৩
* এই মন্ত্রের ঋত্বাদি	৭৬৩
মার্ত্তণ্ডৈরবের মন্ত্র	৭৬৩
* এই মন্ত্রের ঋত্বাদি	৭৬৩
এই মন্ত্রের ধ্যান	৭৬৫
* এই মন্ত্রের পূজার বিশেষ	৭৬৫
অজপা মন্ত্র ও তাহার ধ্যান	৭৬৬
• এই ঋত্বাদি ও পূজাপ্রকার	৭৬৬
চক্রে মন্ত্র ও ধ্যান	৭৬৭
* চক্রে মন্ত্রের পূজাপ্রকার	৭৬৭
ইন্দ্রে মন্ত্র ও ধ্যান	৭৬৮
ইন্দ্রে মন্ত্রের প্রয়োগ	৭৬৯
বিষ্ণু প্রকরণ	
বিষ্ণুর মন্ত্র	৭৬৯
এই মন্ত্রের পূজাপ্রয়োগ	৭৭০
কেশবকীর্ত্তাদির ভাস	৭৭১
ভক্তভাস	৭৭৩
• অষ্টোন্নতাসে বিশেষ কথা	৭৭৬
• মূর্ত্তিপূজাভাস	৭৭৭
* অষ্টভক্তভাস	৭৭৭
কিরীটমন্ত্র	৭৭৮
এই মন্ত্রের ধ্যান	৭৭৮
এই মন্ত্রের পুরস্কার	৭৮০
শ্রীরাম প্রকরণ	
শ্রীরামের মন্ত্র	৭৮০
এই মন্ত্রের পূজাপদ্ধতি	৭৮১
এই মন্ত্রের ছয় প্রকার ভেদ	৭৮২

বিষয়	পৃষ্ঠা	বিষয়	পৃষ্ঠা
• হনুমান্ ও লক্ষণের পূজা		শ্রীকৃষ্ণের মন্ত্রান্তর ও ধ্যান	৮০৮
পদ্ধতি	৭৮৩	শ্রীকৃষ্ণের মন্ত্রান্তর, পূজা পদ্ধতি	
শ্রীরামের মন্ত্রান্তর	৭৮৩	ও ধ্যান	৮১০
• দশবর্ষ ত্রাস	৭৮৪	শ্রীকৃষ্ণের দুইটি মন্ত্রান্তর, পূজা	
ঐ মন্ত্রের ধ্যান	৭৮৪	পদ্ধতি ও ধ্যান	৮১১
শ্রীরামের মন্ত্রান্তর	৭৮৫	শ্রীকৃষ্ণের মন্ত্রান্তর বস	
* শ্রীরামের নানা মন্ত্রোদ্ধার	৭৮৫	পূজাপদ্ধতি ও ধ্যান	৮১৪
ঐ মন্ত্রের বহু প্রকার ভেদ	৭৮৫	শ্রীকৃষ্ণের মন্ত্রান্তর ও ধ্যান	৮১৬
শ্রীরামের কতিপয় মন্ত্রান্তর	৭৮৬	শ্রীকৃষ্ণের মন্ত্রান্তর	৮১৭
• শ্রীরামের মালা মন্ত্র	৭৮৭	বালগোপালের মন্ত্র	৮১৭
শ্রীকৃষ্ণ প্রকরণ		শ্রীকৃষ্ণের নানাবিধ মন্ত্রান্তর	৮১৯
শ্রীকৃষ্ণমন্ত্র	৭৮৭	বালগোপালের ধ্যান	৮২০
ঐ মন্ত্রের পূজাপদ্ধতি	৭৮৮	বালগোপালের মন্ত্রান্তর	
প্রাণায়ামে বিশেষ	৭৮৯	ও ধ্যান	৮২১
* ঐ মন্ত্রের ভাসে বিশেষ কথা	৭৯০	বালগোপালের মন্ত্র	
পঞ্চাঙ্গ-ত্রাস	৭৯১	চুড়ামণির মন্ত্র ও ধ্যান	৮২২
* ভদ্রস্তাস	৭৯১	বালগোপালের মন্ত্রান্তর ও ধ্যান	৮২৩
• বিভূতিপিঞ্জর ত্রাস	৭৯২	বাসুদেবের মন্ত্র ও ধ্যান	৮২৪
ঐ মন্ত্রের ধ্যান	৭৯৩	লক্ষ্মীবাসুদেবের মন্ত্র ও ধ্যান	৮২৫
ক্রমদীপিকোক্ত ধ্যান	৭৯৪	দধিবামনের মন্ত্র ও ধ্যান	৮২৬
শ্রীকৃষ্ণের পূজাবস্ত্র	৭৯৬	• পঞ্চাঙ্গভাসে বিশেষ কথা	৮২৭
শ্রীকৃষ্ণের মালামন্ত্র	৭৯৭	হয়গ্রীবের মন্ত্র ও ধ্যান	৮২৮
শ্রীকৃষ্ণের আবরণ পূজা	৭৯৯	হয়গ্রীবের মন্ত্রান্তর ও	
শ্রীকৃষ্ণের মন্ত্রান্তর ও ধ্যান	৮০১	ধ্যানবস্তু	৮২৯
শ্রীকৃষ্ণের অস্ত্র মন্ত্রান্তর	৮০২	হয়গ্রীবের মন্ত্রান্তর	৮৩১
ঐ মন্ত্রের পূজাপদ্ধতি	৮০২	* আবাহনে বিশেষ কথা	৮৩১
বরাহভৈরবমন্ত্র	৮০৪	নৃসিংহের মন্ত্র ও ধ্যান	৮৩১
ঐ মন্ত্রের পূজাপদ্ধতি	৮০৪	নৃসিংহের মন্ত্রান্তর	৮৩৪
ঐ মন্ত্রের ধ্যান	৮০৪	বরাহের মন্ত্র ও ধ্যান	৮৩৫
শ্রীকৃষ্ণের মন্ত্রান্তর	৮০৭	* বরাহমন্ত্রের পূজার বিশেষ কথা	৮৩৬
ঐ মন্ত্রের পূজাপদ্ধতি	৮০৭	হরিহরের মন্ত্র ও ধ্যান	৮৩৭

বিষয়	পৃষ্ঠা	বিষয়	পৃষ্ঠা
শিব-প্রকরণ		মঞ্জুষোষের প্রয়োগান্তর	৮৭৪
শিবের মন্ত্র ও পূজাপদ্ধতি	৮৩৯	মঞ্জুষোষের স্তব	৮৭৬
ঐকঠ ভাস	৮৩৯	আম্বকমন্ত্র	৮৭৭
অম্বাদি ভাস ও কলার ভাস	৮৪১	ঐ মন্ত্রের পূজা ও ধ্যান	৮৭৮
পাঁচটি অকের ভাস	৮৪৩	* আম্বক মন্ত্রের পূজার বিশেষ	
শিবের ধ্যান	৮৪৪	কথা	৮৭৯
শিবের মন্ত্রান্তরদ্বয় ও তাহার		মৃতসঞ্জীবনী বিদ্যা	৮৮১
পূজাপদ্ধতি	৮৪৬	তুকোপাসিত মৃতসঞ্জীবনী বিদ্যা	৮৮১
গোলকভাস	৮৪৭	ক্ষেত্রপালের মন্ত্র ও পূজাবিধি	৮৮২
শিবের ধ্যান	৮৪৮	ক্ষেত্রপালের বলি	৮৮৩
শিবের মন্ত্রান্তর, ধ্যান ও পূজা	৮৪৯	বটুকের মন্ত্র ও পূজাবিধি	৮৮৪
* ঐ মন্ত্রের অঙ্গগানে বিশেষ		* বটুকদেবের পূজামন্ত্র	৮৮৭
কথা	৮৫০	সাত্ত্বিক, রাজস ও তামসভেদে	
হরগৌরীর মন্ত্র, ধ্যান ও পূজা	৮৫১	বটুকের ধ্যানভেদ	৮৮৬
মৃত্যুঞ্জয়ের মন্ত্রান্তর	৮৫৪	* বটুকদেবের পূজার বিশেষ	
দক্ষিণামূর্তির মন্ত্র, ধ্যান ও পূজা	৮৫৫	কথা	৮৮৯
* দক্ষিণামূর্তির মন্ত্রোদ্বারে		বটুকের বলিবিধি	৮৯০
বিশেষ কথা	৮৫৭	লক্ষ্মীপ্রকরণ	
অর্ধনারীশ্বরের মন্ত্র, ধ্যান		লক্ষ্মীর মন্ত্র, ধ্যান ও পূজাবিধি	৮৯২
ও পূজা	৮৫৭	লক্ষ্মীর মন্ত্রান্তর ও ধ্যানপূজাদি	৮৯৩
নীলকণ্ঠের মন্ত্র, ধ্যান ও পূজা	৮৫৯	লক্ষ্মীর মন্ত্রান্তর ও ধ্যান পূজাদি	৮৯৪
চণ্ডেশ্বরের মন্ত্র, ধ্যান ও পূজা	৮৬৩	মহালক্ষ্মীর মন্ত্র, ধ্যান ও পূজাদি	৮৯৬
* চণ্ডেশ্বরের পূজামন্ত্রাদি	৮৬৪	মহালক্ষ্মীর মন্ত্রান্তর ও পূজাদি	৮৯৯
চণ্ডোগ্রশূলপাণির মন্ত্র, ধ্যান		ধনদার মন্ত্র, ধ্যান ও পূজাদি	৯০২
ও পূজা	৮৬৪	ধনদার পূজামন্ত্র	৯০৪
চণ্ডোগ্রশূলপাণির প্রয়োগ	৮৬৫	ধনদার মন্ত্রান্তর	
চণ্ডোগ্রশূলপাণির মন্ত্র	৮৬৬	সরস্বতীপ্রকরণ	
মঞ্জুষোষের মন্ত্র ও বহু মন্ত্রান্তর	৮৬৬	সরস্বতী মন্ত্র, ধ্যান ও পূজাবিধি	৯০৮
মঞ্জুষোষের ধ্যান ও পূজা	৮৬৯	* সরস্বতীর পূজার বিশেষ কথা	৯১০
মঞ্জুষোষের মন্ত্রান্তর	৮৭০	সরস্বতীর পূজামন্ত্র	৯১০
ঐ মন্ত্রের পূজা ও প্রয়োগ	৮৭১	সরস্বতীর মন্ত্রান্তর ও পূজাদি	৯১২

বিষয়	পৃষ্ঠা
সরস্বতীর মন্ত্রান্তর ও পূজাদি	১১৩
* ঐ মন্ত্রের পূজার বিশেষ কথা	১১৩
সরস্বতীর মন্ত্রান্তর ও পূজাদি	১১৪
* ঐ মন্ত্রের পূজার বিশেষ কথা	১১৫
সরস্বতীর মন্ত্রান্তর ও পূজাদি	১১৬
পারিজাত সরস্বতীর মন্ত্র	১১৮
ঐ মন্ত্রের পূজা ও ধ্যানাদি	১১৯
সারস্বতকল্প	১২০
ঐং মন্ত্রের উপাসনাবিধি	১২১
ঐ মন্ত্রের পূজাবিধি	১২২

চতুর্থ পরিচ্ছেদে

ভুবনেশ্বরীপ্রকরণ

ভুবনেশ্বরীর মন্ত্র ও পূজাবিধি	১২৭
* মৃতিস্থাসে মন্ত্রভেদ	১৩০
যোনিস্থাস	১৩০
শক্তিস্থাস	১৩১
ভুবনেশ্বরীর পূজামন্ত্র	১৩২
* ধ্যানের পর কর্তব্য বিষয়	১৩৩
* মিথুনদেবতার পূজার পর কর্তব্য	১৩৪
দিকপালগণের বীজ	১৩৬
* দিকপাল পূজার বিশেষ কথা	১৩৬
* বজ্রাদি অন্ত পূজার বিশেষ	১৩৭
পারিভাষিক অষ্টব্রব্য	১৩৮
ভুবনেশ্বরীর মন্ত্রান্তর ও পূজাবিধি	১৩৮
* ব্রাহ্মী প্রভৃতির পূজার বিশেষ কথা	১৪০
* হোমে বিশেষ কথা	১৪০
ভুবনেশ্বরীর মন্ত্রান্তর ও পূজাবিধি	১৪১
ভুবনেশ্বরীর মন্ত্রান্তর ও পূজাবিধি	১৪২

বিষয়	পৃষ্ঠা
* পুরুষচরণ হোমে বিশেষ	১৪৩
অন্নপূর্ণার মন্ত্র	১৪৪
ঐ মন্ত্রের বীজাদিভেদে ফলভেদ	১৪৪
* অন্নপূর্ণার মন্ত্রভেদ	১৪৬
ঐ মন্ত্রসমূহের পূজাবিধি	১৪৬
* অন্নস্থাসে বিশেষ	১৪৭
অন্নপূর্ণার মন্ত্রান্তর	১৪৮
* লক্ষ্মাবতীর মন্ত্র ও পূজা	১৪৯
ত্রিপুরার নানা মন্ত্র ও ঐ মন্ত্রসমূহের পূজাবিধি	১৪৯
স্বরিতার মন্ত্র	১৫৩
ঐ মন্ত্রের পূজাপদ্ধতি	১৫৪
* অন্নপূজার বিশেষ কথা	১৫৭
কিঙ্কর মন্ত্র	১৫৭
স্বরিতার পূজামন্ত্র	১৫৮
নিত্যার মন্ত্র ও পূজাপদ্ধতি	১৫৯
* নিত্যার মন্ত্রান্তরে কথা	১৬০
বজ্রপ্রস্তারিণীর মন্ত্র	১৬০
ঐ মন্ত্র ও পূজাধ্যানাদি	১৬১
শূলিনীর মন্ত্র ও পূজাবিধি	১৬৩
দুর্গার মন্ত্র ও পূজা ধ্যানাদি	১৬৫
* করাজ স্থাসে বিশেষ	১৬৭
দুর্গার মন্ত্রান্তর	১৬৮
দ্বাদশবিধ দুর্গামন্ত্র	১৭১
দুর্গার পূজামন্ত্র	১৭৩
অন্নদুর্গার মন্ত্র ও পূজাবিধি	১৭৫
* অন্নদুর্গামন্ত্রের ঋত্বাদি	১৭৬
মহিষমর্দিনীর মন্ত্র	১৭৬
মহিষমর্দিনীর মন্ত্র ভেদ	১৭৭
ঐ সমস্ত মন্ত্রের পূজাপ্রয়োগ	১৭৯
* বড়জস্থাসে মন্ত্রভেদ	১৮০

বিবরণ	পৃষ্ঠা	বিবরণ	পৃষ্ঠা
কালী প্রকরণ		ঐ মন্ত্রের পূজাপদ্ধতি	১০৪৩
দক্ষিণকালীর মন্ত্র	১৮৩	কালীর বহু মন্ত্রান্তর ও পূজা- বিধি	১০৪৪
ঐ মন্ত্রে ঋতির সমর্থন	১৮৫	শুষ্ককালীর দশবিধ মন্ত্র	১০৫৪
ঐ মন্ত্রের অর্থ	১৮৬	ঐ মন্ত্রসমূহের আস পূজাদি	১০৫৮
ঐ মন্ত্রের পূজা বিধি	১৮৭	ভদ্রকালীর মন্ত্র ও পূজাদি	১০৫৮
ঐ পূজার স্থান বিধি	১৮৭	মহাকালীর মন্ত্র	১০৬০
সন্ধ্যা-ঘর ও তর্পণের বিধি	১১০	শুষ্ককাল্যাদির মন্ত্র	১০৬০
সূর্যার্ঘ্যদানান্তে গায়ত্রী জপবিধি	১১২	মহাকালীর ধ্যান	১০৬১
পূজামণ্ডপে প্রবেশ বিধি	১১৪	উচ্চাটনে মহাকালীর মন্ত্রান্তর	১০৬২
মন্ত্রাচমন	১১৫	ঐ মন্ত্রের পূজাবিধি	১০৬৩
কালী পূজাবিধি	১১৬	শ্মশানকালীর মন্ত্র ও মন্ত্রান্তর	১০৬৪
আসন গ্রহণ বিধি	১১৮	ঐ মন্ত্রের পূজাবিধি	১০৬৬
মুদ্রপ্রভৃতি আসনের লক্ষণ	১১৯	সর্বাক কালিকার মন্ত্র ও পূজাবিধি	১০৭৭
বিজয়া স্ত্রীকারের কর্তব্যতা	১০০০	নক্ষত্রবিজ্ঞা-প্রকরণ	
বর্ষজ্ঞাস বিধি	১০০৬	ভারাবিন্দার উপাসনাকাল	১০৬৮
যোজ্ঞাস বিধি	১০০৮	ভারাবিন্দার প্রশংসা	১০৭০
ভজ্ঞাসে বিশেষ	১০১৩	ভারাবিন্দার আবির্ভাব	১০৭৩
কালী ধ্যানের পূর্বে কামকলা ধ্যানের আবশ্যকতা	১০১৫	ভারার নামভেদ	১০৭৪
ধ্যানোক্ত পদের ব্যাখ্যা	১০১৭	সরস্বতীর নীলরূপ	
দক্ষিণাকালীর ধ্যানান্তর	১০১৯	ধারণের ইতিহাস	১০৭৫
দক্ষিণাকালীর পূজা মন্ত্র	১০২২	সরস্বতী নীল হইলেও	
প্রদর্শনীয় মুদ্রার লক্ষণ	১০২৫	তরুসরস্বতীর স্থিতি	১০৮৩
দিবৌঘাদির বিবরণ	১০২৭	বিষ্ণুর শিব-রূপত্ব	১০৮৪
মহাকালভৈরবের মন্ত্র	১০৩০	বিষ্ণুর শিব-রূপত্বে বচনবিরোধ	
আত্মসমর্পণ বিধি	১০৩১	পরিহার	১০৮৪
কালীর মন্ত্র ভেদ	১০৩৫	ভারার নামভেদ ও একজটার প্রকৃতিরূপতা	১০৮৮
একাকর মন্ত্রের পূজাবিধি	১০৩৭	ভারার ত্রয়োদশ ভেদ	১০৮৯
কালীর মন্ত্রান্তর ও পূজাবিধি	১০৩৯	ভারাবীজের উচ্চারণ	১০৮৯
কালীর নানা মন্ত্রান্তর	১০৪১		
কালীহৃদয় নামক মন্ত্র	১০৪২		

বিষয়	পৃষ্ঠা
তারাবীজের অভিশাপহেতু	১০৯১
ঐ শাপের উদ্ধার	১০৯১
পক্ষাকরী বিদ্যার বিষয় বিভাগ	১০৯৪
শাপ ও তাহার উদ্ধার-	
বিষয়ক বিচার	১০৯৭
এই সমস্ত বিদ্যার পূজা বিধি	১০৯৯
উক্ত পূজার স্নানবিধি	১০৯৯
কুলদর্ভের লক্ষণ	১১০০
তার। পূজার তান্ত্রিক সঙ্ক্যাবিধি	১১০৩
বস্ত্রপরিধানবিধি	১১০৪
মন্ত্রাচমন	১১০৬
পূজার পূর্বকৃত্য	১১০৭
তারার পূজাযন্ত্র লিখন বিধি	১১১৪
সারস্বতার্থীর বিশেষ যন্ত্র	১১১৬
তারার ধ্যান	১১২০
ধ্যানেস্ত পঞ্চমুদ্রাশব্দের অর্থ	১১২৫
নাগের নাম ও ধ্যান	১১২৬
প্রাণায়াম ও ঋত্বাদিষ্ঠাস	১১২৭
মাতৃকাষ্ঠাস	১১২৮
করাজাষ্ঠাস	১১২৯
তারাদ্ব্যোচাষ্ঠাসবিধি	১১৩২
(১) রুদ্রাষ্ঠাস	১১৩২
(২) গ্রহাষ্ঠাস	১১৩৩
(৩) লোকপালাষ্ঠাস	১১৩৪
(৪) শিবশক্তি ঋত্বাস	১১৩৬
(৫) তারাদিষ্ঠাস:	১১৩৭
(৬) পীঠাষ্ঠাস	১১৩৭
প্রকারান্তর যো'চাষ্ঠাস	১১৩৮
শুদ্ধযোচা	১১৪০
ধ্যানের অর্থবিচার	১১৪৩
যোড়শোপচার দানবিধি	১১৪২

বিষয়	পৃষ্ঠা
আবরণের নাম ও পূজাবিধি	১১৫০
তারার গুরুবর্গ	১১৬১
তারার বলিবিধি	১১৫৪
ঐ বলির মন্ত্র	১১৫৫
রহস্যমালা	১১৫৮
তারাবিদ্যার সাধনস্থান	১১৬০
তারার মন্ত্রভেদ	১১৬১
তারার আট প্রকারভেদ	
ও তাহার মন্ত্র	১১৬৩
তারার মন্ত্রান্তর ও ধ্যান	১১৬৭
তারার মন্ত্রান্তর ও পূজাবিধি	১১৬৮
তারার নানা মন্ত্রান্তর	১১৬৯
নীলসরস্বতীর মন্ত্র	১১৭২
ঐ মন্ত্রের ধ্যানান্তর ও পূজাবিধি	১১৭৩
প্রচণ্ডচণ্ডিকা-প্রকরণ	
প্রচণ্ডচণ্ডিকার মন্ত্র	১১৭৪
লজ্জাবীজের কামবীজপরম্বে	
ও মায়াবীজের ভূরনিশাবীজ-	
পরম্বে প্রমাণ	১১৭৪
বীজে অধিষ্ঠাতৃ-দেবতার নাম	১১৭৫
বজ্রশব্দের বকারের	
যরলবীরজ সাধন	১১৭৬
নানা মন্ত্রান্তর	১১৭৭
প্রচণ্ড চণ্ডিকার পূজাবিধি	১১৭৯
মন্ত্রযোচা	১১৮০
● মন্ত্রযোচার বর্ণ বিভাগ সম্বন্ধে	
আলোচনা	১১৮৩
প্রচণ্ড চণ্ডিকার ধ্যান	১১৮৬
ধ্যানান্তর	১১৮৮
ধ্যানের আবশ্যকতা	১১৮৯
প্রচণ্ডচণ্ডিকার যন্ত্র	১১৯০

বিষয়	পৃষ্ঠা
প্রচণ্ডচত্বিকার বলিমন্ত্র	১১২৫
প্রচণ্ডচত্বিকার মন্ত্রান্তর ও ধ্যান	১১২৭
প্রচণ্ডচত্বিকার নানা মন্ত্রান্তর ও পূজাবিধি	১১২৭
ত্রিপুর-ভৈরবী প্রকরণ	
ত্রিপুর-ভৈরবীর ভেদ	১২০২
• ত্রিপুরা নামের ব্যুৎপত্তি	১২০৩
ত্রিপুর-ভৈরবীর মন্ত্র	১২০৩
ত্রিপুর-ভৈরবীর পূজা-পদ্ধতি	১২০৪
নববোনিষ্ঠাস	১২০৬
মুষ্টিষ্ঠাস	১২০৮
বাণষ্ঠাস	১২০৯
কামষ্ঠাস	১২১০
সুভগাদি-ষ্ঠাস	১২১২
সুধন ঠাস	১২১৩
* বর্ণঠাস সম্বন্ধে মতভেদ	১২১৪
ত্রিপুর সুন্দরীর ধ্যান	১২১৪
• ত্রীপুরর ক্রম ও নাম ভেদ	১২১৬
পঞ্চপ্রণব	১২১৭
সম্প্রদেয় ভৈরবী মন্ত্র	১২১৯
সম্প্রদেয় ভৈরবীর ধ্যান ও পূজাবিধি	১২২১
কৌলেশ ভৈরবীর মন্ত্র ও পূজাবিধি	১২২২
ভরবিধ্বংসিনী ভৈরবীর মন্ত্র ও পূজা বিধি	১২২৩
সকল সিদ্ধিদা ভৈরবীর মন্ত্র ও পূজা বিধি	১২২৩
চৈতন্যভৈরবীর মন্ত্র ও পূজাবিধি	১২২৪
চৈতন্য ভৈরবীর পূজামন্ত্র	১২২৫
চৈতন্যভৈরবীর পূজাবিধি	১২২৫

বিষয়	পৃষ্ঠা
এই সমস্ত ভৈরবীর গীঠশক্তি	১২২৫
চৈতন্যভৈরবীর ধ্যানাদি	১২২৬
কামেশ্বরী ভৈরবীর মন্ত্র ও পূজাবিধি	১২২৭
মহাকুটা ভৈরবীর মন্ত্র ও পূজাবিধি	১২২৮
ভোগমোক্ষদা ভৈরবীর মন্ত্র ও পূজাবিধি	১২৩১
রুদ্র ভৈরবীর মন্ত্র ও পূজাবিধি	১২৩২
রুদ্র ভৈরবীর পূজামন্ত্র	১২৩২
ঐ মন্ত্রের পূজাবিধি	১২৩৩
• গীঠমন্ত্রের শরীর সম্বন্ধে মন্তভেদ	১২৩৩
রুদ্রভৈরবীর পূজাবিধি	১২৩৩
ভুবনেশ্বরী ভৈরবীর মন্ত্র ও পূজাবিধি	১২৩৫
ত্রিপুরাবালার মন্ত্র ও পূজাবিধি	১২৩৭
ত্রিপুরাবালার মন্ত্রান্তর	১২৩৮
নবাক্ষরী বালামন্ত্র	১২৪৩
শক্তিবালার মন্ত্র	১২৪৪
শক্তিবালার মন্ত্রান্তর	১২৪৪
নবকুট বালার মন্ত্র	১২৪৬
ত্রিপুরাবালার দীপনী	১২৪৬
অন্নপূর্ণেশ্বরী ভৈরবীর মন্ত্র	১২৪৭
ঐ মন্ত্রের পূজাবিধি	১২৪৭
ঐ মন্ত্রের ধ্যান	১২৪৯
বরাহ মন্ত্র	১২৫১
শ্যশানভৈরবীর মন্ত্র	১২৫২
মহাত্রিপুর-সুন্দরীর নানা মন্ত্র	১২৫৩
প্রথম লোপামুদ্রা	১২৬০
দ্বিতীয় লোপামুদ্রা	১২৬১

বিবরণ	পৃষ্ঠা
মধুপুজিতা অষ্টাদশাকরী বিদ্যা	১২৬৩
চত্বেদোপাসিতা দ্বাবিংশত্যাকরী বিদ্যা	১২৬৪
কুবেরোপাসিতা দ্বাবিংশত্যাকরী বিদ্যা	১২৬৬
ইচ্ছোপাসিতা পঞ্চদশাকরী বিদ্যা	১২৬৬
নন্দিপুজিতা পঞ্চদশাকরী বিদ্যা	১২৬৭
দূর্বাসঃ-পুজিতা অষ্টাদশাকরী বিদ্যা	১২৬৮
পারিতোষিক ষোড়শী বিদ্যা	১২৭৩
মহাষোড়শী বিদ্যা	১২৭৪
বীজাবলী ষোড়শী বিদ্যা	১২৮৫
সপ্তদশাকরী লোপামুদ্রা	১২৯২
প্রকারান্তর সপ্তদশাকরী	১২৯২
অষ্টাদশাকরী লোপামুদ্রা	১২৯৩
ব্রহ্মবিদ্যা	১২৯৬
কামরাজ বিদ্যার শাস্তবলতি ভেদ	১২৯৯
লোপামুদ্রার শাস্তবলতিভেদ	১৩০২
বীজাবলী পঞ্চদশী	১৩০৬
পঞ্চমুন্দরী বিদ্যা	১৩০৮
মহাপ্রবর্তী মধুমতী বিদ্যা	১৩১০
একাদশকূটা বিদ্যা	১৩১১
দুইপ্রকার পঞ্চকূটা বিদ্যা	১৩১২
একাদশকূটা ত্রিপুরসুন্দরী বিদ্যা	১৩১৬
প্রাণযোগ	১৩২০
ঐবিদ্যাদীপনী	১৩২২
ঐব্রহ্ম	১৩২৫
ঐবিদ্যার সংক্ষেপ পূজাপদ্ধতি	১৩২৬
বলিতাদি দ্বাস	১৩২৬

বিবরণ	পৃষ্ঠা
ত্রিপুরসুন্দরীর ধ্যান	১৩২৯
বগলামুখী প্রকরণ	
বগলামুখীর মন্ত্রধর	১৩৪১
ঐ মন্ত্রধরের পূজাবিধি	১৩৪১
বগলামুখীর প্রয়োগ	১৩৪৫
বগলামুখীর ধারণমন্ত্র	১৩৪৬
বগলামুখীর পূজামন্ত্র	১৩৪৭
মাতঙ্গী প্রকরণ	
মাতঙ্গীর মন্ত্র ও পূজাবিধি	১৩৪৮
মাতঙ্গীর প্রয়োগ	১৩৪৯
উচ্ছ্রিক্ট-চাতালিনীর মন্ত্র ও মন্ত্রান্তর	১৩৫০
উচ্ছ্রিক্ট-চাতালিনীর ধ্যান	১৩৫২
ঐ মন্ত্রের হোমে বিশেষ	১৩৫২
ধুমাবতী প্রকরণ	
ধুমাবতীর মন্ত্র	১৩৫৪
ঐ পূজাবিধি ও প্রয়োগ	১৩৫৫
কর্ণপিশাচী মন্ত্র	১৩৫৮
কর্ণপিশাচীর পূজাবিধি	১৩৬১
কর্ণপিশাচী মন্ত্র সিদ্ধির লক্ষণ	১৩৬২
বিশালাক্ষীর মন্ত্র ও পূজাবিধি	১৩৬৩
গৌরীর মন্ত্র ও পূজাবিধি	১৩৬৪
কাত্যায়নীর মন্ত্র ও পূজা	১৩৬৬
কাত্যায়নীর বলিমন্ত্র	১৩৭০
ব্রহ্ম ঐর মন্ত্র ও পূজাবিধি	১৩৭১
রাক্ষসমুখীর মন্ত্র ও পূজাবিধি	১৩৭২
জ্ঞানামালিনীর মন্ত্র ও প্রয়োগ	১৩৭৪
নিগড় বহুমোক্ষণ	১৩৭৫
চিঠি মন্ত্র	১৩৭৫
গরুড় মন্ত্র	১৩৭৮
ঐ পূজাবিধি	১৩৭৭

বিষয়	পৃষ্ঠা	বিষয়	পৃষ্ঠা
গুরুদ্ব্যস্তব	১৩৮০	সরস্বতীস্তোত্র	১৪১৭
বিষহরাগ্নিমন্ত্র	১৩৮১	প্রচণ্ডচত্বিকাস্তোত্র	১৪১৮
ঐ মন্ত্রের পূজাবিধি	১৩৮১	প্রচণ্ডচত্বিকাকবচ	১৪২০
বৃষ্টিকবিষহর মন্ত্রবর্ণ	১৩৮১	বপলামুখীস্তোত্র	১৪২২
মৃষিকবিষহরমন্ত্র	১৩৮২	অন্নপূর্ণা-স্তোত্র	১৪২৪
সুখ প্রসবমন্ত্র	১৩৮৩	অন্নপূর্ণাকবচ	১৪২৫
হনুমৎকল্প	১৩৮২	ভুবনেশ্বরীর কবচ	১৪৩০
হনুমানের মন্ত্র ও পূজাবিধি	১৩৮৩	ত্রিপুরার স্তব	১৪৩৩
হনুমৎ সাধন	১৩৮৫	ত্রিপুরার অন্য স্তব	১৪৩৬
আর্দ্রপটী	১৩৮৬	দুর্গার শতনাম-স্তোত্র	১৪৩৮
বেতালাদি সিদ্ধি	১৩৮৭	দুর্গার কবচ	১৪৩৯
পঞ্চম পরিচ্ছেদে		শ্রীবিদ্যাস্তোত্র	১৪৪০
স্তবকবচ-প্রকরণ		কিঙ্কিনী-স্তোত্র	১৪৪১
গণেশ স্তোত্র	১৩৯০	শ্রীকবচ	১৪৪২
হরিদ্রাগণেশকবচ	১৩৯২	মহাত্রিপুর সুন্দরী-কবচ	১৪৪৩
সূর্য্যকবচ	১৩৯৩	লক্ষ্মী-স্তোত্র	১৪৪৫
সূর্য্যস্তব	১৩৯৪	লক্ষ্মী কবচ	১৪৪৬
শ্রীরামস্তব	১৩৯৫	ভার্য্য-স্তোত্র	১৪৪৮
শ্রীরামের অন্য স্তব	১৩৯৬	ভার্য্য কবচ	১৪৫০
শ্রীরামাষ্টক শতক	১৩৯৭	ভার্য্যর অন্য কবচ	১৪৫৩
রামকবচ	১৪০১	ষোড়া কবচ	১৪৫৮
শ্রীকৃষ্ণস্তোত্র	১৪০৩	মহিষমর্দিনী স্তোত্র	১৪৬০
গোপালস্তব	১৪০৫	মহিষমর্দিনী কবচ	১৪৬২
শ্রীকৃষ্ণকবচ	১৪০৬	ভৈরবী স্তোত্র	১৪৬৫
নৃসিংহ কবচ	১৪০৯	ভৈরবী কবচ	১৪৬৬
বিষ্ণুনামাষ্টকস্তোত্র	১৪১১	কালীস্তব	১৪৬৮
নারায়ণোপনিষৎ	১৪১১	কালীর অন্য স্তব	১৪৭১
অথর্বাঞ্জিরূপ	১৪১২	কালীর কবচ	১৪৭৩
অপার্মার্জনস্তোত্র	১৪১২	কালীর অন্য কবচ	১৪৭৫
বিষ্ণুস্তব	১৪১৬	কালীর অন্য কবচ	১৪৭৯
		শিব স্তোত্র	১৪৮০

বিষয়	পৃষ্ঠা	বিষয়	পৃষ্ঠা
শিব কবচ	১৭৮১	ষট্চক্রবিবরণ	১৪১০
ষট্চক্র স্তোত্র	১৪৮৩	কর্মযোগ (সমব্রাহ্মসংহিতা)	১৪১৪
যোগ প্রক্রিয়া	১৪৮৭	ষট্চক্রভেদগ্রন্থিকা	১৪১৪
যোগ সংজ্ঞা	১৪৮৮	গ্রন্থকার কর্তৃক ষট্চক্র	
অষ্ট যোগাস	১৪৮৮	ভেদপ্রক্রিয়ার ব্যাখ্যা	১৪১৭
মন্ত্রযোগ	১৪৮৯	আগম প্রশংসা	১৪০৩
শরীরের নাড়ী সংখ্যা	১৪৮৯	গ্রন্থকারের বংশ পরিচয়	১৪০৩
প্রধান নাড়ী	১৪৮৯	গ্রন্থ রচনার কাল	১৪০৪

— — —

আগম-তত্ত্ব-বিলাসঃ

প্রথমঃ পরিচ্ছেদঃ

মঙ্গলাচরণম্

ওঁ নমঃ শ্রীমতে তৈস্মৈ গুরুদেবায় যোগিনে ।

অশেষাসার-সংসার-সারায় শিব-রূপিণে ॥ ১

স্বগুরোচ্চরণ-সরোজং শিরসি সরসিদ্ধে স্মরন্ মুহঃ শ্রীমান্ ।

আগমতত্ত্ব-বিলাসং রচয়তি রঘুনাথ তর্কবাগীশঃ ॥ ২

অত্র ব্যতিক্রম-নিবন্ধভূবোহপরাধানেতান্^১ ক্রমধ্বমখিলান্ মম^২ দৈবতানি^৩ ।

যদ্যদ্ব বিরুদ্ধমিহ সংবিহিতং মমাস্তে তৎতদ্ব বিশোধয়ত ধীরতমা নমো বঃ ॥ ৩

গ্রন্থশাস্তোপজীবা-গ্রন্থনামানি

স্বতন্ত্র-তন্ত্রং ফেংকারী-তন্ত্রমুত্তর-তন্ত্রকম্ ।

নীলতন্ত্রং বীরতন্ত্রং কুমারী-তন্ত্রমুজ্জলম্ ॥ ৪

কালী-নারায়ণী-তন্ত্রে তারিণী-তন্ত্রমুত্তমম্ ।

বালা-তন্ত্রঞ্চ সময়-তন্ত্রং ভৈরব-তন্ত্রকম্ ॥ ৫

অশেষ অসার সংসারের সার শিবরূপী ষোগী শ্রীমান্ সেই গুরুদেবকে আমার নমস্কার । ১

শ্রীমান্ রঘুনাথ তর্কবাগীশ শিরঃস্থিত সহস্রার পদ্মে নিজ গুরুর শ্রীচরণ পদ্ম মুহূর্মুহঃ স্মরণ করিয়া আগমতত্ত্ব-বিলাস নামক তন্ত্র গ্রন্থ রচনা করিতেছেন । ২

ইষ্টদেবগণ আমার বিপরীত নিবন্ধকৃত এই সমস্ত অপরাধ ক্ষমা করুন । এই তন্ত্রে আমার যে যে বিরুদ্ধ উক্তি সন্নিবিষ্ট হইয়াছে, তাহা পণ্ডিতগণ সংশোধন করুন । তাঁহাদিগকে আমার নকস্কার । ৩

স্বতন্ত্র-তন্ত্র, ফেংকারিণী তন্ত্র, উত্তর তন্ত্র, নীল-তন্ত্র, বীর তন্ত্র, কুমারী তন্ত্র, উজ্জল তন্ত্র, কালী তন্ত্র, নারায়ণী তন্ত্র, উত্তম তারিণী তন্ত্র, বালাতন্ত্র, সময়তন্ত্র, ভৈরব তন্ত্র,

ভৈরবী-ত্রিপুরা-তন্ত্রে^১ বামকেশ্বর-তন্ত্রকম্ ।

কুকুটেশ্বর-তন্ত্রঞ্চ মাতৃকা-তন্ত্রমেব চ ॥ ৬

সনৎকুমার-তন্ত্রঞ্চ বিত্তদেব-তন্ত্রকম্ ।

সন্মোহনাখ্য-তন্ত্রঞ্চ গৌতমীয়ঞ্চ তন্ত্রকম্ ॥ ৭

বৃহদ্গৌতমীয়-তন্ত্রং ভূতভৈরব-তন্ত্রকম্ ।

চামুণ্ডা-পিঙ্গলা-তন্ত্রে বারাহী-তন্ত্রকং তথা ॥ ৮

মুণ্ডমালাখ্য-তন্ত্রঞ্চ যোগিনী-তন্ত্রমুত্তমম্ ।

মালিনী-বিজয়-তন্ত্রং তন্ত্রং স্বচ্ছন্দ-ভৈরবম্ ॥ ৯

মহাতন্ত্রং শক্তি-তন্ত্রং তন্ত্রং চিন্তামণিং পরম্ ।

উদ্যতভৈরবং তন্ত্রং ত্রৈলোক্যসার-তন্ত্রকম্ ॥ ১০

বিশ্বসারাহস্যং^২ তন্ত্রং তথা তন্ত্রামৃতভিধম্ ।

মহাফেৎকারীয়ং তন্ত্রং বায়বীয়ঞ্চ ভোড়লম্ ॥ ১১

মালিনী-ললিতা-তন্ত্রে ত্রিশক্তি-তন্ত্রকং তথা ।

রাজরাজেশ্বরী-তন্ত্রং তন্ত্রং মোহনরোত্তরম্ ॥ ১২

গবাক্ষ-তন্ত্রং গাক্ষৰ্বং তন্ত্রং ত্রৈলোক্যমোহনম্ ।

হংস-মাহেশ্বরং হংস-পারমেশ্বর-তন্ত্রকম্ ॥ ১৩

কামধেনুখ্য-তন্ত্রঞ্চ তন্ত্রং বর্ণবিলাসকম্ ।

মায়াতন্ত্রং তন্ত্ররাজং কুজিকা-তন্ত্রমুত্তমম্ ॥ ১৪

ভৈরবী তন্ত্র, ত্রিপুরা তন্ত্র, বামকেশ্বর তন্ত্র, কুকুটেশ্বর তন্ত্র, মাতৃকা তন্ত্র, সনৎকুমার তন্ত্র, বিত্তদেব তন্ত্র, সন্মোহন তন্ত্র, গৌতমীয় তন্ত্র, বৃহদ্-গৌতমীয় তন্ত্র, ভূত-ভৈরব তন্ত্র, চামুণ্ডা তন্ত্র, পিঙ্গলা তন্ত্র, বারাহী তন্ত্র, মুণ্ডমালা নামক তন্ত্র, যোগিনী তন্ত্র, মালিনী-বিজয় তন্ত্র, স্বচ্ছন্দ ভৈরব তন্ত্র, মহাতন্ত্র শক্তিতন্ত্র, শ্রেষ্ঠ চিন্তামণি তন্ত্র, উদ্যত-ভৈরব তন্ত্র, ত্রৈলোক্যসার তন্ত্র, বিশ্বসার নামক তন্ত্র, তন্ত্রামৃত তন্ত্র, মহাফেৎকারীয় তন্ত্র, বায়বীয় তন্ত্র, ভোড়ল তন্ত্র, মালিনী তন্ত্র, ললিতা তন্ত্র, ত্রিশক্তি তন্ত্র, রাজরাজেশ্বরী তন্ত্র, মোহনরোত্তর তন্ত্র, গবাক্ষ তন্ত্র, গাক্ষৰ্ব তন্ত্র, ত্রৈলোক্যমোহন তন্ত্র, হংসমাহেশ্বর তন্ত্র, হংসপারমেশ্বর তন্ত্র, কামধেনু নামক তন্ত্র, বর্ণ-বিলাস তন্ত্র, মায়া তন্ত্র, তন্ত্ররাজ তন্ত্র, উত্তম কুজিকা তন্ত্র,

বিজ্ঞানলভিকাং লিঙ্গাগমং কালোত্তরং তথা ।
 ঈশান-সংহিতাং তদ্বৎ শ্রীবিদ্যায়ক-সংহিতাম্ ॥ ১৫
 অগস্ত্য-সংহিতাং পুণ্যাং নন্দিকেশ্বর-সংহিতাম্ ।
 বশিষ্ঠ সংহিতাং দক্ষ-সংহিতাং মনু-সংহিতাম্ ॥ ১৬
 ব্রহ্মণঃ সংহিতাং দিব্যাং সনৎকুমার-সংহিতাম্ ।
 কুলানন্দ-সংহিতাঞ্চ বৈশম্পায়ন-সংহিতাম্ ॥ ১৭
 নৃসিংহ-তাপনীয়ঞ্চ দক্ষিণা-মূর্ত্তিসংহিতাম্ ।
 ব্রহ্মজামলকং চাদি-জামলং রুদ্র-জামলম্ ॥ ১৮
 বৃহজ্জামলকং সিদ্ধ-জামলং কল্পসূত্রকম্ ।
 মৎস্যসূত্রং কল্পসূত্রং কামরাজং শিবাগমম্ ॥ ১৯
 উড্ডীশঞ্চ কুলোড্ডীশমড্ডীশং^১ বীরভদ্রকম্ ।
 ভূত ডামরকং তদ্বৎ ডামরং যক্ষ-ডামরম্ ॥ ২০
 কালিকাকুল-সর্বস্বং কুল-সর্বস্বমেব চ ।
 কুলচূড়ামণিং দিব্যং কুলসারং কুলার্ণবম্^২ ॥ ২১
 কুলামৃত-কুলাবল্যো তথা কালী-কুলার্ণবম্ ।
 কুলপ্রকাশং বাশিষ্ঠং সিদ্ধ-সারস্বতং তথা ॥ ২২
 যোগিনী-হৃদয়ং কালী-হৃদয়ং মাতৃকার্ণবম্ ।
 যোগিনীজাল-কুরকং^৩ তথা লক্ষ্মী-কুলার্ণবম্ ॥ ২৩

বিজ্ঞান-লভিকা তন্ত্র, লিঙ্গাগম তন্ত্র, কালোত্তর তন্ত্র, ঈশান সংহিতা, শ্রীবিদ্যায়ক সংহিতা, অগস্ত্য সংহিতা, পবিত্র নন্দিকেশ্বর সংহিতা, বশিষ্ঠ সংহিতা, দক্ষ সংহিতা, মনু সংহিতা, ব্রহ্ম সংহিতা, দিব্য সনৎকুমার সংহিতা, কুলানন্দ সংহিতা, বৈশম্পায়ন সংহিতা, নৃসিংহতাপনীর, দক্ষিণামূর্ত্তি সংহিতা, ব্রহ্ম জামল, আদি জামল, রুদ্র জামল, বৃহজ্জামল, সিদ্ধ জামল, কল্পসূত্র, মৎস্যসূত্র, কল্পসূত্র, কামরাজ তন্ত্র, শিবাগম, উড্ডীশ তন্ত্র, কুলোড্ডীশ তন্ত্র, অড্ডীশ, বীরভদ্র তন্ত্র, ভূতডামর, ডামর, যক্ষডামর, কালিকা-কুল-সর্বস্ব, কুল-সর্বস্ব, কুল-চূড়ামণি তন্ত্র, দিব্য কুলসার তন্ত্র, কুলার্ণব তন্ত্র, কুলামৃত তন্ত্র, কুলাবলী তন্ত্র, কালী কুলার্ণব তন্ত্র, কুল প্রকাশ তন্ত্র, বাশিষ্ঠ তন্ত্র, সিদ্ধ সারস্বত তন্ত্র, যোগিনী হৃদয়, মাতৃকার্ণব তন্ত্র, যোগিনী জাল কুরক তন্ত্র,

১। ক—কুলোড্ডীশমড্ডীশং । ২। খ—কুলার্ণবমিত্যনন্তরং তারার্ণবমিত্যধিকঃ ।

৩। খ—যোগিনীজালকং তথা লক্ষ্মী কুলার্ণবম্ ।

তারার্ণবং চন্দ্রপীঠং মেরুতন্ত্রং চতুঃশতীম্ ।

তত্ত্ববোধং মহোৎক^১ স্বচ্ছন্দ-সারসংগ্রহম্ ॥ ২৪

তারা-প্রদীপং সংকেত-চন্দ্রোদয়মতিশ্রুটম্ ।

ষট্‌ত্রিংশৎ-তত্ত্বকং লক্ষনির্ণয়ং ত্রিপুরার্ণবম্ ॥ ২৫

বিষ্ণুধর্মোত্তরং মন্ত্র-দর্পণং বৈষ্ণবামৃতম্ ।

মানসোল্লাসকং পূজা-প্রদীপং ভক্তিমঞ্জরীম্ ॥ ২৬

ভুবনেশ্বরী-পারিজাতং প্রয়োগ-সারমুত্তমম্ ।

কামরত্নং ক্রিয়াসারং তথৈবাগম-দীপিকাম্ ॥ ২৭

ভাবচূড়ামণিং তন্ত্র-চূড়ামণিমতঃ পরম্ ।

বৃহচ্ছৌক্রম-সংজ্ঞকং তথা শ্রীক্রম-সংজ্ঞকম্ ॥ ২৮

নবরত্নেশ্বরং সোমভূজগাবলী-সংজ্ঞকম্ ।

সিদ্ধাস্তশেখরং গ্রন্থং তাং গণেশ-বিমলিণীম্ ॥ ২৯

মন্ত্র-মুক্তাবলীং তত্ত্ব-কৌমুদীং তন্ত্র-কৌমুদীম্ ।

মন্ত্রতন্ত্র-প্রকাশার্থ্যং শ্রীরামার্চন-চন্দ্রিকাম্ ॥ ৩০

শারদা-তিলকং জ্ঞানার্ণবং সার-সমুচ্চয়ম্ ।

কল্পক্রমং জ্ঞানমালাং পুরশ্চরণ-চন্দ্রিকাম্ ॥ ৩১

আগমোত্তরকং তত্ত্ব-সাগরং সারসংগ্রহম্ ।

দেবপ্রকাশিনীং তন্ত্রার্ণবঞ্চ ক্রম-দীপিকাম্ ॥ ৩২

লক্ষ্মীকুলার্ণব, তারার্ণব, চন্দ্র-পীঠ, মেরুতন্ত্র, চতুঃশতী, তত্ত্ববোধ, মহোৎক^১-তন্ত্র, স্বচ্ছন্দসার সংগ্রহ, তারা-প্রদীপ, সংকেত চন্দ্রোদয়, ষট্‌ত্রিংশৎ-তত্ত্ব, লক্ষনির্ণয়, ত্রিপুরার্ণব, বিষ্ণুধর্মোত্তর, মন্ত্র দর্পণ, বৈষ্ণবামৃত, মানসোল্লাস, পূজা-প্রদীপ, ভক্তিমঞ্জরী, ভুবনেশ্বরী পারিজাত, প্রয়োগসার, কামরত্ন, ক্রিয়াসার, আগম-দীপিকা, ভাবচূড়ামণি, তন্ত্রচূড়ামণি, বৃহচ্ছৌক্রম, শ্রীক্রম, নবরত্নেশ্বর, সোমভূজগাবলী, সিদ্ধাস্তশেখর, গণেশ-বিমলিণী, মন্ত্র-মুক্তাবলী, তত্ত্বকৌমুদী, তন্ত্র-কৌমুদী, মন্ত্রতন্ত্র-প্রকাশ, শ্রীরামার্চন-চন্দ্রিকা, শারদাতিলক, জ্ঞানার্ণব, সারসমুচ্চয়, কল্পক্রম, জ্ঞানমালা, পুরশ্চরণ-চন্দ্রিকা, আগমোত্তর, তত্ত্বসাগর, সারসংগ্রহ, দেবপ্রকাশিনী, তন্ত্রার্ণব, ক্রমদীপিকা,

ভার্য্য-রহস্যং শ্যামারহস্যং তন্ত্র-রত্নকম্ ।
 তন্ত্র-প্রদীপং ভার্য্যাবিলাসং বিশ্ব-মাতৃকাম্ ॥ ৩৩
 প্রপঞ্চসারং তং তন্ত্রসারং রত্নাবলীং^১ তথা ।
 এবং ষষ্ট্যন্তরশতং গ্রন্থানাং বিধি-সাক্ষিণাম্^২ ॥ ৩৪
 কল্পান্ কুমারী-কল্পাদীন্ ক্রতীশ্চোপনিষদ-গতান্^৩ ।
 জ্যোতিঃ-স্মৃতি-পুরাণানি পাণিনীয়াদি-কৌশলম্ ॥ ৩৫
 গুরুপদেশ-যুক্তিত্যাং বিনিষ্কৃত্যাবলম্ব্য চ ।
 গুরুণাঞ্চ মতং জ্ঞাত্বা সাধকানাং মতং তথা ॥ ৩৬
 গুরুং গুরু-গুরুনত্বা যথাবিধি ময়াধুনা^৪ ।
 সংক্ষিপ্তঃ সর্বতন্ত্রাণাং সারমাক্রুশ্য নির্মিতঃ ॥ ৩৭
 শ্রীমাংস্তত্ত্ববিলাসোহয়ং বরীবর্তু গৃহে গৃহে ।
 নির্ঘণ্টশ্চ চ জ্ঞানার্থমকমপ্যাভিধীয়তে^৫ ॥ ৩৮

প্রথম-পরিচ্ছেদস্য প্রতিপাদ্য-বিষয়াঃ

সৃষ্টিক্রমোহত্র দীক্ষায়া লক্ষণং দক্ষিণা-বিধিঃ ।

ভার্য্যরহস্য, শ্যামারহস্য, তন্ত্ররত্ন, তন্ত্র-প্রদীপ, ভার্য্যাবিলাস, বিশ্বমাতৃকা, প্রপঞ্চসার, তন্ত্রসার ও রত্নাবলী—এইরূপ বিধিপ্রমাণক গ্রন্থসমূহের একশত বাটখানি তন্ত্র, কুমারী কল্পাদি কল্পসমূহ, ক্রতীসমূহ, উপনিষৎসমূহ, জ্যোতিষ, স্মৃতি, পুরাণ, পাণিনীয়াদি ব্যাকরণের কৌশল, গুরুর উপদেশ ও যুক্তি দ্বারা আলোচনা পূর্বক সিক্ত অবলম্বন করিয়া গুরুগণের ও সাধকগণের মত জানিয়া গুরু ও গুরুর গুরুকে যথাবিধি প্রণাম করিয়া ও সর্বতন্ত্রের সার সংকলন করিয়া সম্প্রতি আমার কর্তৃক রচিত সংক্ষিপ্ত এই সুন্দর আগমতত্ত্ববিলাস গ্রন্থ গৃহে গৃহে সকলের শীর্ষদেশে বিরাজ করুক । বিষয় সমূহের জ্ঞানের জন্য অঙ্কও (পরিচ্ছেদও) অর্থাৎ ১. পরিচ্ছেদের বিষয় সমূহও কথিত হইতেছে । ৪-৩৮

এখন প্রথম পরিচ্ছেদে প্রতিপাদ্য বিষয় বর্ণিত হইতেছে । এই গ্রন্থে প্রথমে সৃষ্টির

১। খ—তন্ত্রসার রত্নাবলীং তথা । ২। খ—সপকবিশতিশতং গ্রন্থ-বাং স্মৃতিমাগমে ।

৩। কল্পান্ কুমারী কল্পাদীন্ বিনিষ্কৃত্যাবলম্ব্য চ । পুরাণানি ক্রতীশ্চোপনিষদ-ভেদান্ যথাযতি ।
 গুরুণাঞ্চ মতবিত্ত্যাদি-পাঠঃ । যথাযতিঃশ্লোকপাঠো নাস্তি ।

৪। গুরুং নত্বা গুরুন নত্বা গুরুন নত্বা যথাবিধি । ৫। খ—লোকার্ঘ্যোহয়ং নাস্তি ।

দীক্ষায়া নিক্রো-কামাত্তং দীক্ষার্থো যোগ-রুটিতঃ ॥ ১

গুরোশ্চ লক্ষণং দোষান্ গুৰ্বর্থো যোগ-রুটিতঃ ।

গুরোবিশেষঃ পিত্রাদেদীক্ষায়াশ্চ নিরাকৃতিঃ ॥ ২

কনিষ্ঠাদি-বিচারশ্চ পিতৃদত্ত-মনোঃ পুনঃ ।

গ্রাহ্যত্বমন্তগুরুতো দোষাতাবস্ত্ব কৌলিকে ॥ ৩

সিদ্ধ-মন্ত্রোপদেশেষু গুরৌ নাস্তি বিচারণম্ ।

মহাতীর্থোপরাগাদনৌ পিত্রাদেবপি সেব্যতে ॥ ৪

পিত্রাদি-দত্ত-মন্ত্রস্ত্ব সংস্কারাদপি শুদ্ধি-ভাক্ ।

স্বীয়-মন্ত্রোপদেশে হি ন কুর্যাদ্ গুরু-চিস্তনম্ । ৫

স্ত্রিয়া গুরুত্ব-নির্দেশঃ স্বপ্ন-লক্ষ-মনোবিধিঃ ।

গুরোরলাভে মন্ত্রস্ত্ব গ্রহণং শিষ্য-লক্ষণম্ ॥ ৬

শিষ্য-দোষা মিথঃ পাপগ্রাহিতা গুরু-শিষ্যয়োঃ ।

তয়োঃ পরীক্ষা-কালশ্চ স্বপ্নে কালানপেক্ষণম্ ॥ ৭

ক্রম, দীক্ষার লক্ষণ, দক্ষিণা দানের বিধি, দীক্ষার নিত্যত্ব ও কামাত্ত্ব, যোগরুটি শক্তি দ্বারা দীক্ষা শব্দের অর্থ প্রতিপাদিত হইবে । ১

গুরুর লক্ষণ, দোষ, যোগরুটি শক্তি দ্বারা গুরু শব্দের অর্থ, গুরুর বিশেষ ও ৭ ও পিতা প্রভৃতির নিকট হইতে দীক্ষা গ্রহণের নিষেধ প্রতিপাদিত হইবে । ২

কনিষ্ঠাদির বিচার, পিতৃদত্ত মন্ত্রের অন্য গুরুর নিকট হইতে গ্রাহ্যত্ব ও কৌলিক পিতার নিকট মন্ত্র গ্রহণে দোষাতাবস্ত্ব নিরূপিত হইবে । ৩

সিদ্ধ মন্ত্রের গ্রহণে গুরু বিচারের অনাবশ্যকতা, মহাতীর্থে ; চন্দ্র ও সূর্য্যের গ্রহণে পিতা প্রভৃতির নিকট হইতে দীক্ষার গ্রাহ্যত্ব প্রতিপাদিত হইবে । ৪

পিতা প্রভৃতির দত্ত মন্ত্রের সংস্কার হইতেও শুদ্ধি-ভাষিতা ও নিজ মন্ত্রের উপদেশে গুরু বিচারের অকর্তব্যতা প্রতিপাদিত হইবে । ৫

স্ত্রীলোকের গুরু হওয়ার যোগ্যতা, স্বপ্নলক্ষ মন্ত্রের বিধি; গুরুর অভাবে মন্ত্রের গ্রহণ বিধি ও শিষ্যের লক্ষণ কথিত হইবে । ৬

শিষ্যের দোষ, গুরু ও শিষ্যের পরস্পরের পাপগ্রাহিত্ব, গুরু ও শিষ্যের পরীক্ষাকাল ও স্বপ্নে কালের অপেক্ষা কথিত হইবে । ৭

শূদ্রাপ্রদেয়-মন্ত্রশ্চ শূদ্রে মন্ত্রার্পণা-বিধিঃ ।
 অদেবতা-মঘদানং মন্ত্র-শব্দার্থ-কীৰ্ত্তনম্ ॥ ৮
 মন্ত্র-বিভা-বিভাগশ্চ দীক্ষা-মাসাদি-নির্ণয়ঃ ।
 কালাতুচ্ছি ব্যবস্থ.নং তত্রাকৰ্ত্তব্য-নিশ্চয়ঃ ॥ ৯
 আবৃত্তে দুষণাভাবো নিষিদ্ধেহপি বিধিঃ পৃথক্ ।
 ন দোষো রবি-সংক্রান্তৌ গ্রহণেষ্যকালজঃ ॥ ১০
 গ্রহে বিশেষো বক্তব্যঃ শাক্ত-বৈষ্ণব-ভেদতঃ ।
 গুরোরাজ্ঞাস্থ নাকালো মহাবিষ্ঠাস্থ চেয্যতে ॥ ১১
 গয়াদৌ দীক্ষা-বিরহো নাড়ীচক্রং কুলাকুলম্ ।
 ষট্পদাখ্যঋষ্টবর্গ-চক্রঞ্চ রাশি-চক্রকম্ ॥ ১২
 ঋক-চক্রং তদ্বিশেষো যোনি-মৈত্রী-নিরূপণম্ ।
 সিদ্ধাদি-চক্রং তত্রাপি বিশেষোহংশ-চক্রকম্ ॥ ১৩

শূদ্রকে অপ্রদেয় মন্ত্রের বিবরণ, শূদ্রকে মন্ত্র প্রদানের বিধি, নিজের ইচ্ছা দেবতার মন্ত্রের দান নিষেধ ও মন্ত্র শব্দের অর্থ কীৰ্ত্তন (কথিত) হইবে । ৮

তাহার পর মন্ত্র ও বিদ্যার বিভাগ ; দীক্ষার বার, তিথি প্রভৃতির নির্ণয়, কালা-
 তুচ্ছির ব্যবস্থা, ঐ কালাতুচ্ছিতে অকৰ্ত্তব্য বিষয়ের নিশ্চয় কথিত হইবে । ৯

তাহার পর আবৃত্তিতে অর্থাৎ দ্বিতীয় বার তীর্থ স্নানাদিতে কালের অন্তর্বি অনিত
 দোষের অভাব, নিষিদ্ধ কালেও পৃথক্ বিধি এবং রবি সংক্রান্তি ও চন্দ্র-সূর্য্য গ্রহণে
 অকাল অনিত দোষের অভাব কথিত হইবে । ১০

শাক্ত ও বৈষ্ণব ভেদে গ্রহের তদ্ব্যতীতে বিশেষ বক্তব্য । গুরুর আজ্ঞা স্থলে ও
 মহাবিদ্যা সম্বন্ধে অকাল অভিপ্রেত নহে অর্থাৎ অকাল দোষের অস্বীকার্য্যতা
 প্রতিপাদিত হইবে । ১১

গয়াদি তীর্থে দীক্ষা গ্রহণের নিষেধ, নাড়ী চক্র, কুলাকুল চক্র, ষট্পদ নামক
 চক্র, ঋষ্টবর্গ চক্র ও রাশি চক্র কথিত হইবে । ১২

তাহার পর নক্স চক্র ও তাহার বিশেষ, যোনিমৈত্রী বিচার, সিদ্ধাদি চক্র (অকথ-
 হাদি চক্র) ও তাহার বিশেষ, অনন্তর অংশ চক্র কথিত হইবে । ১৩

নৃসিংহাদৌ চ সিদ্ধাদেবনপেক্ষা-নিরূপণম্ ।
 দেবতা-ভেদতচ্চক্র-ভেদাবশ্যকতা মতা ॥ ১৪
 ঋগ্যাদি-চক্রং তত্রাপি শূন্য-লঙ্ঘি-বিচারণম্ ।
 মন্ত্রাক্ষা অথ ঋগ্যাদি-চক্রস্থান্য-বিরূপতা ॥ ১৫
 আবশ্যকত্বং নামাদেবিতরেষাং যথাতথম্ ।
 শ্রী-দেবশর্ম-রহিত-নাম্নাং^১ গণনমিচ্ছতে ॥ ১৬
 বিচারেহনেক-নাম্নোহনুগ্রাহ-নাম-নিরূপণম্ ।
 মন্ত্র-ত্যাগে প্রকারৌ দ্বাবথ কর্তব্য-নির্ণয়ঃ ।
 শুদ্ধস্ত মন্ত্রস্থান্যভে কোলিকেষু চ দূষণে ॥ ১৭
 মহাবিদ্যাসু সর্বাসু ন বিচারোপযোগিতা ।
 মহাবিদ্যা-সমুদ্দেশঃ সন্দ্বিদ্ধ-বর্ণ-নির্ণয়ঃ ॥ ১৮
 বাসনায়াশ্চ ভেদেনোপাসনা-ফল-নির্ণয়ঃ^২ ।
 মন্ত্রাণাং দশসংস্কারা মাতৃকা-যন্ত্র-সাধনম্ ॥ ১৯

তাহার পর নৃসিংহাদি মন্ত্রের দীক্ষার সিদ্ধাদি বিচারের অনাবশ্যকত্ব নিরূপণ ও দেবতাভেদে চক্র ভেদ বিচারের আবশ্যকত্ব প্রদর্শিত হইবে । ১৪

তাহার পর ঋগি-ধনী চক্র ও তাহাতে শূন্য ও লঙ্ঘের বিচার, মন্ত্রাক্ষ, অনন্তর ঋগি-ধনী চক্রে অত্র প্রকার বৈরূপ্য অর্থাৎ অত্র প্রকার ঋগি-ধনী চক্র প্রদর্শিত হইবে । ১৫

তাহার পর নামের গ্রাহত্ব, বহু নামের মধ্যে অত্র নামের সাধার্থ্য নিরূপণ ও নামের মধ্যে শ্রী ও দেবশর্ম রহিত নামের গণনার অভিপ্রেতত্ব প্রদর্শিত হইবে । ১৬

তাহার পর অনেক নামের মধ্যে অনুগ্রাহ নামের বিচার পূর্বক নিরূপণ, মন্ত্র-ত্যাগের দুইটি প্রকার এবং শুদ্ধ মন্ত্রের লাভ না হইলে অথবা কোলিকাদির নিকট মন্ত্রের সিদ্ধাদি বিচারে দোষে দূষিত হইলে কর্তব্য নির্ণয় কথিত হইবে । ১৭

তাহার পর সমস্ত মহাবিদ্যার দীক্ষার চক্রাদি বিচারের অনুপযোগিত্ব, মহাবিদ্যার নাম, কীর্তন ও চক্রবিচারের উপযোগী মন্ত্রান্তর্গত সন্দ্বিদ্ধ বর্ণের নির্ণয় উপপাদিত হইবে । ১৮

তাহার পর কামনাভেদে উপাসনার ফল নির্ণয়, মন্ত্রের দশ সংস্কার ও মাতৃকামন্ত্রের সাধন কথিত হইবে । ১৯

১। ঋ—শ্রীদেবশর্মরাহিত্যাং নাম্নাং । ক—শ্রীদেবশর্মরাহিত্যানাম্নাং ।

২। ঋ—বাসনাকৃতচিন্তনঃ ।

প্রথমঃ পরিচ্ছেদঃ

দীক্ষায়াং পূর্বকৃত্যানি সৌরমাসস্ত বাচ্যতা ।

দীক্ষা-প্রমাণং তত্রৈব কলস-স্থাপন-ক্রিয়া ॥ ২০

পঞ্চ-পল্লব-নির্দেশো নব-রত্নস্ত নিৰ্ণয়ঃ ।

রত্নাভাবে ভবেদ্ ধাতুং দীক্ষায়াং মুখ-নিৰ্ণয়ঃ ॥ ২১

দক্ষিণা চাথ সংক্ষেপ-দীক্ষোপদেশ-কর্মণী^১ ।

দীক্ষা-প্রয়োগান্ বক্ষ্যন্তে সর্বতোভদ্র-মণ্ডলম্ ॥ ২২

তন্ত্বেদো নবনাভঞ্চ পঞ্চাক্ষমপি মণ্ডলম্ ।

অথ প্রবাচ্য-দীক্ষান্তে নিষিদ্ধং গুরু-শিষ্যয়োঃ ॥ ২৩

গুরৌ শিষ্যস্ত কৰ্ত্তব্যং মন্ত্ৰাদি-ত্যাগ-দূষণম্ ।

অদোষশ্চ কচিৎ ত্যাগে গুরু-পুত্রাদি-সেবনম্ ॥ ২৪

গুরু-পত্নী-সপর্যা চ কর-মালাদি-নিৰ্ণয়ঃ ।

মালা-সংস্করণে তত্র পঞ্চগব্য-নিরূপণম্ ।

রুদ্রাক্ষ-গুণ-সংস্কারৌ মহাশঙ্খ-পরিষ্কিয়া ॥ ২৫

তাহার পর দীক্ষার পূর্বকৃত্য, সৌরমাস নির্ণয়, দীক্ষার প্রমাণ ও ঐ দীক্ষার কলস স্থাপন ক্রিয়া কথিত হইবে । ২০

তাহার পর পঞ্চ পল্লবের নির্দেশ, নবরত্নের নির্ণয়, রত্ন প্রক্ষেপ স্থলে রত্নের অভাবে ধাতুর ও দীক্ষার প্রাণ্ড-মুখতাদি নিরূপিত হইবে । ২১

তাহার পর দীক্ষার দক্ষিণা, সংক্ষেপ দীক্ষা, উপদেশ দীক্ষা, দীক্ষার প্রয়োগ (অনুষ্ঠান) সমূহ ও সর্বতোভদ্র মণ্ডল কথিত হইবে । ২২

তাহার পর সর্বতোভদ্র মণ্ডলের ভেদ, নবনাভ মণ্ডল ও পঞ্চাক্ষ মণ্ডল, অনন্তর দীক্ষার পরে গুরু ও শিষ্যের নিষিদ্ধ বিষয় কথিত হইবে । ২৩

তাহার পর গুরুর প্রতি শিষ্যের কর্তব্য, মন্ত্ৰাদি ত্যাগের দোষ, কোন স্থলে মন্ত্ৰাদি ত্যাগে অদোষ ও গুরু-পুত্রাদির সেবা কথিত হইবে । ২৪

তাহার পর গুরুপত্নীর সপর্যা (পূজা), কর-মালাদির নির্ণয়, মালা-সংস্কার ও তাহার সংস্কারে পঞ্চগব্য, রুদ্রাক্ষ ও সূত্রের সংস্কার, মহাশঙ্খ সংস্কার নিরূপিত হইবে । ২৫

১। খ—দীক্ষোপদেশকর্মণী । ইত্যনন্তরং দীক্ষাপ্রয়োগা দীক্ষান্তে নিষিদ্ধং গুরুশিষ্যসংসর্গাভি পাঠঃ ।
অথানন্তরং কল্যানে নাস্তি ।

যন্ত্র-সংস্করণঞ্চ ত্রিলোহী-মান-সংস্কৃতী ।

ততঃ পরং বলিবিধিঃ পূজাস্থান-বিবেচনম্ ॥ ২৬

পূজনানধিকারশ্চ^১ দন্তু-রক্তাদি-সম্ভবে ।

মহাগুরোশ্চ প্রেতভে পূজাকালাবধি-ক্রমঃ ॥ ২৭

বাম-দক্ষিণ-ভাবৌ চ শক্ত্যুপাসনয়া ফলম্ ।

আগমস্ত্য প্রশংসা চ পরিচ্ছেদোহয়মাদিমঃ ॥ ২৮

দ্বিতীয়-পরিচ্ছেদ-বিষয়াঃ

অথ প্রাতঃ-ক্রিয়া-স্নানং সন্ধ্যাস্ত্যস্ত্রি-কালতা ।

তর্পণং সূর্য্যপূজার্ঘ্যে গায়ত্রী ধ্যান-সংযুতা ॥ ২৯

পরিধানঞ্চ বিকিরশ্চাসনং মুখ-নির্গমঃ ।

চতুর্বিধা ভূতশুদ্ধিস্তত্রৈব পাপ-পুরুষঃ ॥ ৩০

অথাস্তর্মাতৃকান্যাসো বহির্মাতৃকয়া সহ ।

মাতৃকায়ামঙ্গুলীনাং ক্রমঃ সংহার-মাতৃকা ॥ ৩১

ভাহার পর যন্ত্র সংস্কার, অনন্তর ত্রিলোহী মুদ্রার পরিমাণ ও সংস্কার, বলিবিধি, পূজাস্থান বিবেচনা কথিত হইবে । ২৬

ভাহার পর দন্তাদি হইতে রক্তপাত হইলে পূজায় অনধিকার নিরূপিত হইবে । মহাগুরুর নিপাত হইলে পূজাকালের অবধি ও ক্রম নিরূপিত হইবে । ২৭

ভাহার পর বাম ভাব ও দক্ষিণ ভাব, শক্তি উপাসনার ফল ও আগমের প্রশংসা প্রতিপাদিত হইবে । ইহাই প্রথম পরিচ্ছেদ অর্থাৎ ইহাতেই প্রথম পরিচ্ছেদ সমাপ্ত হইয়াছে । ২৮

অনন্তর দ্বিতীয় পরিচ্ছেদের বিষয় কথিত হইতেছে । উহার প্রথমে প্রাতঃকৃত্য, স্নান, সন্ধ্যা ও সন্ধ্যার ত্রিকাল কর্তব্যতা, তর্পণ, সূর্য্যার্ঘ্য ও ধ্যান সহিত গায়ত্রী কথিত হইবে । ২৯

ভাহার পর বস্ত্রাদি পরিধান, বিকির, পূজার আসন ও মুখ নিয়ম, চারি প্রকার ভূতশুদ্ধি, পাপ পুরুষের দাহ প্রতিপাদিত হইবে । ৩০

ভাহার পর বাহ্য-মাতৃকার স্নাসের সহিত অন্তর্মাতৃকাস্নান, মাতৃকাস্নাসে অঙ্গুলি নিয়ম ও সংহার মাতৃকা কথিত হইবে । ৩১

সামান্যতো হি শ্রাসেষু চানুলীনাং বিনির্গয়ঃ ।
 প্রাণায়ামোহস্য নিত্যত্বং পীঠশ্রাসষি-বিন্যসৌ ॥ ৩২
 অঙ্গশ্রাসেহানুলীনাঞ্চ ক্রমো মানস-পূজনম্ ।
 অর্ঘ্যস্য পাত্রং সংস্থানং পূর্বাদেন্নিয়মো দিশঃ ॥ ৩৩
 পূজা-জপ-সমর্পণ-সামান্যার্ঘ্য-নিরূপণম্ ।
 উপচারাশ্চ নির্মাল্য-কালঃ পুষ্পাদিকশ্চ চ ॥ ৩৪
 আসনাদীনি নৈবেদ্যং বিশেষস্তত্র কীর্তিতঃ ।
 পরিভাষোপচারাণাং প্রদক্ষিণ-নমস্ক্রিয়ে ॥ ৩৫
 নৈমিত্তিকাকরণ-প্রায়শ্চিত্তং বিবিচ্যতে ।
 পঞ্চথা পূজনং তত্র শুদ্ধয়ঃ পরিকীর্তিতাঃ ॥ ৩৬
 বৈষ্ণবস্ত্রাঙ্গ-লেখ্যানি তত্রাপরাধ-নির্গয়ঃ ।
 বাত্বং চক্রাঙ্ঘু-মাহাত্ম্যং কার্যত্বং নৃত্য-গীতয়োঃ ॥ ৩৭

তাহার পর শ্রাসসমূহে সামান্যতঃ অঙ্গুলির নিয়ম, প্রাণায়াম ও তাহার নিত্যতা, পীঠশ্রাস ও অঙ্গাদিশ্রাস কথিত হইবে । ৩২

তাহার পর অঙ্গশ্রাসে অঙ্গুলির ক্রম নিয়ম, মানস পূজা, অর্ঘ্যের পাত্র, তাহার স্থাপন বিধি ও পূজার পূর্বাদি দিক্ চতুষ্টয়ের নিরূপিত হইবে । ৩৩

তাহার পর পূজা, জপ, আত্ম-সমর্পণ, সামান্যার্ঘ্য, পূজার উপচার সমূহ ও পুষ্প প্রভৃতির নির্মাল্য কাল কথিত হইবে । ৩৪

তাহার পর দেবতাকে প্রদেয় আসন প্রভৃতি উপচার দ্রব্য, উপচারের অন্তর্গত নৈবেদ্য ও তাহার বিশেষ, উপচার সমূহের পরিভাষা, প্রদক্ষিণ ও নমস্কার প্রতিপাদিত হইবে । ৩৫

তাহার পর নৈমিত্তিকাদির অকরণহেতু প্রায়শ্চিত্তের বিচার, গোতমীর তন্ত্রোক্ত পাঁচ প্রকার পূজা ও তাহাতে দেহত্বাদিসমূহ নিরূপিত হইবে । ৩৬

তাহার পর বৈষ্ণবগণের অঙ্গলেখ্য অঙ্গসমূহ, দেবতার নিকট বিভিন্ন প্রকার অপরাধ, দেবমন্দিরের বাদ, শালগ্রাম শিলাধৌত জলের মাহাত্ম্য, দেবতার অঙ্গে নৃত্য ও গীতের কর্তব্য প্রভৃতি প্রতিপাদিত হইবে । ৩৭

যোগাসনানি বাচ্যানি ধারণা-যন্ত্রনির্ণয়ঃ ।

যজ্ঞাণাং লিখন-জবাং নিত্য-সামান্য-পূজনম্ ॥ ৩৮

পঞ্চায়তন্তাঃ পূজায়াঃ^১ ক্রমস্তজৈব বক্ষ্যতে ।

নৈমিত্তিক-বিধানঞ্চ প্রয়োগান্তত্র তর্পণম্ ॥ ৩৯

তিলকশ্চ বলিবিধিনিগ্রহোপায়-কীৰ্ত্তনম্ ।

আকর্ষণং বশীকারো বিদ্বেষোচ্চাটনে ততঃ ।

অভিচারোহথ ষট্ কৰ্মাণ্যেযু ঋত্বাদি-নির্ণয়ঃ ॥ ৪০

তত্রাসনানি বাচ্যানি তদ্ব্যুদ্ভাশ্চ পৃথক্ পৃথক্ ।

গ্রন্থনস্ত বিদৰ্ভস্ত সম্পুটস্তাপি লক্ষণম্ ॥ ৪১

পরিভাষা রোধনস্ত যোগস্ত পল্লবস্ত চ ।

ভূতোদয়শ্চ ভূতানাং মণ্ডলানি ততঃ পরম্ ॥ ৪২

নিরূপণং মানসাদেৰ্জপস্তাথ জপ-ক্রমঃ ।

বক্তব্য কুল্লুকা সেতুর্মহাসেতুশ্চ তৎপরম্ ॥ ৪৩

তাহার পর যোগের আসন, ধারণীয় যন্ত্রসমূহের বিবরণ, যন্ত্র-লেখন ম্ভবা, সর্বদেবতার সংক্ষেপ নিত্য পূজা কথিত হইবে । ৩৮

তাহার পর ঐ দ্বিতীয় পরিচ্ছেদে পঞ্চায়তনী পূজার ক্রম, নৈমিত্তিক কর্মের বিধি, বিভিন্ন দেবতার প্রয়োগ ও তর্পণ কথিত হইবে । ৩৯

তাহার পর তিলক, বলির বিধি, শক্রর উচ্চাটনাদি নিগ্রহের উপায়, আকর্ষণ, বশীকরণ, বিদ্বেষ, উচ্চাটন, অভিচার, অনন্তর ষট্-কর্মের লক্ষণ ও উহার উপযোগী ঋতু প্রভৃতি নিরূপিত হইবে । ৪০

তাহার পর ষট্ কর্মের উপযোগী আসন, পৃথক্ পৃথক্ যুদ্ভা, গ্রন্থন, বিদৰ্ভ ও সম্পুটের লক্ষণ কথিত হইবে । ৪১

তাহার পর রোধনের, যোগ ও পল্লবের পরিভাষা (লক্ষণ), ভূতোদয় ও তাহার পর ভূতমণ্ডল কথিত হইবে । ৪২

তাহার পর মানসাদি জপ, অনন্তর জপের ক্রম, কুল্লুকা, সেতু ও মহাসেতু কথিত হইবে । ৪৩

নির্বাণমথ ঋত্বাদি-স্বাসাবশ্যকতা জপে ।
 স্মৃতক-দ্বয়-বিচ্ছেদস্তথা সপ্তচ্ছদাহমুতে ॥ ৪৪
 তত্রৈব নিদ্রা বক্তব্য। দেবতানাং কলৌ যুগে ।
 প্রচণ্ড-চণ্ডিকা-মন্ত্রে প্রতিবেদ-প্রতিক্রিয়ে ॥ ৪৫
 অথ কামকলা-তত্ত্বং মনঃ-সংহরণাদিকম্ ।
 মন্ত্রার্থ-মন্ত্রচৈতন্য-যোনিমুদ্রা-নিরূপণম্ ॥ ৪৬
 অথ ভূতলিপির্বাচ্যা প্রয়োগো জপ-কর্মণঃ ।
 অথ বাচ্যা পুরশ্চর্যা তত্র স্থান-নিরূপণম্ ॥ ৪৭
 কালো ভক্ষ্যাদি-নিয়মো জপ-কালাবধিস্ততঃ ।
 জপ-সংখ্যা-দ্রব্য-বিধির্গায়ত্রী-জপ্যতা পুরঃ ॥ ৪৮
 কুর্মচক্রং পুরশ্চর্যা হোমাদৌন্যথ দক্ষিণা ।
 গ্রহণীয়-পুরশ্চর্যা পুরশ্চর্যা-প্রয়োগকৌ ॥ ৪৯
 রহস্ত-পুরশ্চরণং বক্তব্যং বীর-সাধনম্ ।
 শবস্ত যোগিনীনাঞ্চ কিম্বরীণাঞ্চ সাধনম্ ॥ ৫০

অনন্তর নির্বাণ (মন্ত্রশিখা), জপে ঋত্বাদি স্বাসের আবশ্যকতা, জপে অশৌচদ্বয়ের
 বিচ্ছেদ, সপ্তচ্ছদা ও অমৃত্যু কথিত হইবে । ৪৪

অনন্তর এই বিত্তীর পরিচ্ছেদে কলিযুগে দেবতাগণের নিদ্রা ও প্রচণ্ডচণ্ডিকা মন্ত্রের
 দীক্ষার প্রতিবেদ ও নিবেদনজ্বনে প্রতিক্রিয়া কথিত হইবে । ৪৫

ইহার পর কামকলা তত্ত্ব, বিবরণ হইতে মনের সংহরণ (প্রত্যাবর্তন); মন্ত্রার্থ, মন্ত্র-
 চৈতন্য ও যোনিমুদ্রা প্রতিপাদিত হইবে । ৪৬

ইহার পর ভূতলিপি, জপের প্রয়োগ (অনুষ্ঠান), অনন্তর পুরশ্চরণ ও তাহার
 স্থান কথিত হইবে । ৪৭

ইহার পর পুরশ্চরণের কাল, পুরশ্চরণে ভক্ষ্য বস্তু, জপকালের সীমা, জপের সংখ্যা-
 নির্ণয়ের অস্ত্র দ্রব্যবিধি ও পুরশ্চরণের অগ্রে গায়ত্রী জপের অবশ্যকর্তব্যতা প্রতিপাদিত
 হইবে । ৪৮

ইহার পর কুর্মচক্র, পুরশ্চরণ, হোম ও তর্পণ প্রভৃতি ; দক্ষিণা, গ্রহণে পুরশ্চরণ ও
 পুরশ্চরণ প্রয়োগ কথিত হইবে । ৪৯

ইহার পর রহস্ত পুরশ্চরণ, বীর-সাধন, শব-সাধন, যোগিনী সাধন ও কিম্বরীগণের
 সাধন কথিত হইবে । ৫০

অদৃশ্য-সিদ্ধিঃ পরতঃ সিদ্ধাস্তর-নিরূপণম্ ।
 লক্ষণং মন্ত্র-সিদ্ধীনাং উপায়ান্চ নিরূপিতাঃ ॥ ৫১
 শাপোদ্ধারো মন্ত্রদোষান্তুচ্ছাস্তির্বাণ-সংক্রিয়া ।
 কুলাচারোহথ বক্তব্যো বাচ্যস্তত্র শিবাবলিঃ ॥ ৫২
 মহানিশা কুলাকুলো কুল-বৃক্ষাদি-কীর্তনম্^১ ।
 সিদ্ধপীঠস্য গণনা যন্তস্য লিখন-ক্রমঃ ॥ ৫৩
 স্বয়ম্ভু-কুমুমাদীনাং ভাবানাক্ষ নিরূপণম্ ।
 অন্তর্যাগ-প্রকারো দ্বৌ কুমারী-পূজন-ক্রমঃ ॥ ৫৪
 কন্যাদান-ফলং দৃতী-কুলপূজাদি-খণ্ডনম্ ।
 বামাচার-বিচারশ্চ তত্র মাংসাদি-নির্ণয়ঃ ॥ ৫৫
 মকার-পঞ্চকং তত্র বক্তব্যং কুল-পূজনে ।
 মাংসানুকল্পো মুদ্রা তু দ্বিবিধা পারিভাষিকী ॥ ৫৬
 বামাচারানুকল্পশ্চ পূজাধার-নিরূপণম্ ।
 যন্ত্র-সম্পর্শন-ফলং যন্ত্রোদক-প্রশংসনম্ ॥ ৫৭

ইহার পর অন্তের অদৃশ্য সিদ্ধি, অনন্তর অগ্ৰান্ত সিদ্ধি, মন্ত্রসিদ্ধির লক্ষণ ও উপায় নিরূপিত হইবে । ৫১

ইহার পর সেই দ্বিতীয় পরিচ্ছেদে মন্ত্রের শাপ ও তাহার উদ্ধার, মন্ত্রের দোষসমূহ, মন্ত্র-দোষের শান্তি, বালকের সংস্কার, কুলাচার ও শিবাবলি নিরূপিত হইবে । ৫২

ইহার পর মহানিশা, কুলাকুল (কুলবারাদি), কুলবৃক্ষাদি, সিদ্ধ-পীঠ সমূহের নাম, যন্ত্রের লেখন-ক্রম কথিত হইবে । ৫৩

ইহার পর স্বয়ম্ভু-কুমুমের স্বরূপ, ভাব-সমূহ, অন্তর্যাগের প্রকার স্বরূপ ও কুমারী পূজার ক্রম কথিত হইবে । ৫৪

ইহার পর কুমারী কন্যা-দানের ফল, দৃতীয়াগ ও কুল পূজাদির খণ্ডন, বামাচারের বিচার ও ঐ বামাচারে মাংসাদি নিরূপিত হইবে । ৫৫

ইহার পর কুলপূজার মকার পঞ্চকের আবশ্যকতা, মাংসের স্বরূপ ও তাহার অনুকল্প ও পারিভাষিকী দ্বিবিধ মুদ্রা কথিত হইবে । ৫৬

ইহার পর বামাচারের অনুকল্প, পূজার আধার, যন্ত্রদর্শনের ফল ও যন্ত্রোদকের প্রশংসা কথিত হইবে । ৫৭

১। খ—বৃক্ষাদিকীর্তনম্ । ইত্যনন্তরম্ বামাচার-বিচারশ্চেত্যাদি-পাঠঃ । মধ্যবর্তিগাঠো বাতি ।

যজ্ঞনাশ-প্রায়শ্চিত্তং যজ্ঞং পূজ্যং হি সংস্কৃতম্ ।
 অসংস্কৃতং ন পূজ্যং স্যাদথ দৈবাদপূজনে ॥ ৫৮
 সংস্কৃতস্যাপি যজ্ঞস্য বিশেষস্তত্র বক্ষ্যতে ।
 একত্র লিঙ্গ-মুগ্ধাদি-পূজনে দোষ-কীর্তনম্ ॥ ৫৯
 বক্ষ্যন্তে শুদ্ধয়ঃ পঞ্চ ততঃ কুণ্ড-নিরূপণম্ ।
 স্বল্প-হোমঃ স্থণ্ডিলেহপি করণীয়োহথ ঋক্-ঋবৌ ॥ ৬০
 তয়োৰভাবে পালাশমাশ্বত্থং বা দলং ভবেৎ ।
 হস্ত-প্রমাণং তত্রৈব বক্ষ্যতেহথ নিরূপিতম্ ॥ ৬১
 সংখ্যানুক্তৌ শতং সাষ্টং সহস্রং বা জপাদিষু ।
 হোম-প্রকারস্তত্রৈব দুৰ্বা-হোমাদি-শংসনম্ ॥ ৬২
 ঘৃতাদীনাস্ত গব্যানাং গ্রাহতা যজ্ঞাদিষু ।
 নমোহন্তে ন নমো দেয়ং স্বাহান্তে দ্বিষ্ট এব চ ॥ ৬৩
 উত্তান-পাণিনা হোমো বাচ্যং তত্রাগ্নি-লক্ষণম্^১ ।
 নিষেধঃ কর্ণ-হোমাদেস্তত্র কর্ণাদি-রূপণম্ ॥ ৬৪

ইহার পর যজ্ঞ-নাশের প্রায়শ্চিত্ত, সংস্কৃত যজ্ঞের পূজ্যত্ব, অসংস্কৃত যজ্ঞের অপূজ্যত্ব, অনন্তর প্রতিষ্ঠিত যজ্ঞে দৈবাৎ পূজা না হইলে করণীয় কার্য্য কথিত হইবে । ৫৮

ইহার পর সেইখানেই সংস্কৃত যজ্ঞের বিশেষ ও একত্র শিবলিঙ্গ-মুগ্ধের পূজার দোষ কীর্ত্তিত হইবে । ৫৯

ইহার পর পঞ্চশুদ্ধি, তাহার পর কুণ্ড নিরূপণ, স্থণ্ডিলেও স্বল্প হোমের করণীয়ত্ব, ঋক্ ও ঋবের পরিমাণাদি কথিত হইবে । ৬০

ইহার পর ঋক্ ও ঋবের অভাবে পালাশ পত্র বা অশ্বত্থ পত্র হোমের কর্ত্তব্যতা, সেইখানে হস্তের পরিমাণ কথিত হইবে এবং পরেও নিরূপিত হইবে । ৬১

ইহার পর জপ হোমাদিতে সংখ্যার উল্লেখ না থাকিলে ১০৮ বা ১০০৮ সংখ্যক জপাদির কর্ত্তব্যতা, হোমের প্রকার ও দুৰ্বা-হোমের প্রশংসা কথিত হইবে । ৬২

ইহার পর যজ্ঞাদিতে গব্য ঘৃতাদির গ্রাহতা, নমঃঅন্ত যজ্ঞের অন্তে নমঃ শব্দের ও স্বাহান্ত যজ্ঞের অন্তে স্বাহা শব্দের অপ্রদেয়ত্ব বিচারিত হইবে । ৬৩

ইহার পর উত্তান হস্ত দ্বারা হোম, উত্তান হস্তের ও অগ্নির লক্ষণ, কর্ণ হোমাদির নিষেধ ও কর্ণাদির রূপ কথিত হইবে । ৬৪

হোমদ্রব্য-প্রমাণঞ্চ তত্র কর্ষাদি-লক্ষণম্ ।

নিত্য-হোমোহং সংক্ষিপ্তঃ প্রয়োগো হোম-কর্মণঃ ॥ ৬৫

শাস্তি-স্নানং তথা শাক্তাভিষেকস্তত্র বক্ষ্যতে ।

দ্বিতীয়ে হি পরিচ্ছেদে বাচ্যান্তোত্তানুক্রমাৎ ॥ ৬৬

তৃতীয়-পরিচ্ছেদ-বিষয়াঃ

তৃতীয়েহং পরিচ্ছেদে মন্ত্রোক্তাদি বক্ষ্যতে ।

গণেশস্তাং সূর্য্যস্ত চন্দ্রশ্চন্দ্রস্ত সর্বশঃ ॥ ৬৭

বিষ্ণো রামস্ত কৃষ্ণস্ত বাল-গোপালকস্ত চ ।

বাসুদেবস্ত^১ চ দধিবামনস্ত বিশেষতঃ ॥ ৬৮

হয়গ্রীবস্ত চ তথা নৃসিংহস্ত প্রবক্ষ্যতে ।

বরাহস্ত ততস্তত্র বাচ্যং হরি-হরস্ত চ ॥ ৬৯

শিবস্ত যতুজয়স্ত দক্ষিণামূর্ত্তিকস্য চ ।

অর্দ্ধনারীশ্বরস্য নীলকণ্ঠস্য বক্ষ্যতে ॥ ৭০

ইহার পর হোম দ্রব্যের পরিমাণ, সেই স্থলে কর্ষাদি পরিমাণের লক্ষণ, অনন্তর সংক্ষিপ্ত নিত্য হোম ও হোম কর্মের প্রয়োগ কথিত হইবে । ৬৫

ইহার পর শাস্তি-স্নান, সেইখানে সেইরূপ শাক্তাভিষেক কথিত হইবে । দ্বিতীয় পরিচ্ছেদে এইগুলি বখাক্রমে বর্ণিত হইবে । ৬৬

তৃতীয় পরিচ্ছেদের প্রতিপাদ্য বিষয় কথিত হইতেছে । তৃতীয় পরিচ্ছেদে মন্ত্রের উক্তার প্রভৃতি কথিত হইবে । প্রথমে গণেশের সমস্ত মন্ত্র, অনন্তর সূর্য্যের, চন্দ্রের ও ইন্দ্রের মন্ত্র কথিত হইবে । ৬৭

ইহার পর বিষ্ণু, রামচন্দ্র, কৃষ্ণ, বালগোপাল, বাসুদেব, বিশেষভাবে দধিবামনের মন্ত্রাদি কথিত হইবে । ৬৮

ইহার পর হয়গ্রীবের, সেইরূপ নৃসিংহের মন্ত্রের উক্তারাদি কথিত হইবে । তাহার পর বরাহের ও হরি হরের মন্ত্রের উক্তারাদি কথিত হইবে । ৬৯

ইহার পর শিবের, যতুজয়ের, দক্ষিণা মূর্ত্তির, অর্দ্ধনারীশ্বরের, অনন্তর নীলকণ্ঠের মন্ত্রের উক্তারাদি কথিত হইবে । ৭০

চণ্ডেশ্বরস্য চণ্ডোগ্র-শূলপাণেবিশেষতঃ ।

মঞ্জুষোষস্য তত্রৈব স্তবস্তত্র প্রবক্ষ্যতে ॥ ৭১

বাচ্যোহথ ত্র্যম্বকো বিদ্যা যুতসঞ্জীবনী ততঃ ।

ওক্ত্রেনোপাসিতা চান্ধা ক্ষেত্রপালোহথ বক্ষ্যতে ॥ ৭২

বলিস্তস্যাপি বটুকো বলিরস্য চ বক্ষ্যতে ।

অথ লক্ষ্মীর্মহালক্ষ্মীর্ধনদা চ প্রবক্ষ্যতে ॥ ৭৩

সরস্বতীমতো বক্ষ্যে পারিজাত-সরস্বতীম্ ।

কল্পং সারস্বতং চেতি পরিচ্ছেদস্তৃতীয়কঃ ॥ ৭৪

চতুর্থ-পরিচ্ছেদ-বিষয়াঃ

ভুবনেশ্বর্যম্পূর্ণা ত্রিপুটা ত্বরিতা তথা ।

নিত্যা বজ্র-প্রস্তারিণী শূলিনী তত্র বক্ষ্যতে ॥ ৭৫

দুর্গা চ জয়দুর্গাখ্যা বাচ্যা মহিষ-মর্দিনী ।

বক্ষ্যতে বহুধা তত্র দেবী দক্ষিণ-কালিকা ॥ ৭৬

ইহার পর চণ্ডেশ্বরের, বিশেষভাবে চণ্ডোগ্র-শূলপাণির ও মঞ্জুষোষের মন্ত্রের উদ্ধারাদি ও স্তব সেইখানে কথিত হইবে । ৭১

ইহার পর ত্র্যম্বক মন্ত্রের উদ্ধারাদি ও যুত-সঞ্জীবনী বিদ্যা এবং ওক্ত্রের উপাসিত অন্ত্র যুতসঞ্জীবনী বিদ্যা ও ক্ষেত্রপাল কথিত হইবে । ৭২

ইহার পর ক্ষেত্রপালের বলি, অনন্তর বটুকের মন্ত্র ও তাঁহার বলি কথিত হইবে । অনন্তর লক্ষ্মী, মহালক্ষ্মী ও ধনদার মন্ত্রের উদ্ধারাদি কথিত হইবে । ৭৩

অনন্তর সরস্বতী ও পারিজাত সরস্বতীর মন্ত্রোদ্ধারাদি এবং সারস্বত কল্প কথিত হইবে । এইগুলি তৃতীয় পরিচ্ছেদের বিষয় । ৭৪

অনন্তর চতুর্থ পরিচ্ছেদের প্রতিপাদ্য বিষয় কথিত হইতেছে । এই চতুর্থ পরিচ্ছেদে ভুবনেশ্বরী, অম্পূর্ণা, ত্রিপুটা, ত্বরিতা, নিত্যা, বজ্রপ্রস্তারিণী ও শূলিনীর মন্ত্রের উদ্ধারাদি কথিত হইবে । ৭৫

ইহার পর দুর্গা, জয়দুর্গা ও মহিষমর্দিনীর মন্ত্রের উদ্ধারাদি কথিত হইবে । সেইখানে দক্ষিণ-কালিকা দেবীর মন্ত্রের উদ্ধারাদি বহু প্রকারে কথিত হইবে । ৭৬

সিন্ধুকালী গুহুকালী ভদ্রকালী চ বিস্তরাৎ ।

অথ বাচ্যা মহাকালী তথা শ্মশান-কালিকা ॥ ৭৭

অথ নানা-ভেদবতী বাচ্যা গগন-বাসিনী ।

তদাবিভাব-কথনং হয়গ্রীব-নিরাকৃতিঃ ॥ ৭৮

শাপোদ্ধার-বিচারশ্চ পূজাবিধিরনন্তরম্ ।

মন্ত্রভেদাশ্চ বক্ষ্যন্তে তারিণীকল্প উত্তমঃ ৭৯

প্রচণ্ড-চণ্ডিকা বাচ্যা বক্ষ্যতে তত্র ভৈরবী ।

ত্রিপুরা-ভৈরবী সম্পৎ-প্রদা চ ভৈরবী তথা ॥ ৮০

কৌলেশ-ভৈরবী চৈব ভয়-বিধ্বংসিনী তথা ।

ততো বাচ্যা হি পরতো নাম্না সকল-সিদ্ধিদা ॥ ৮১

চৈতন্য-ভৈরবী কামেশ্বরী ষট্‌কূট-ভৈরবী ।

ভোগ-মোক্ষপ্রদা চৈব তথা শ্রীকৃষ্ণ-ভৈরবী ॥ ৮২

ভুবনেশ্বরী চ সকলেশ্বরী চ ত্রিপুরা তথা ।

অমপূর্ণেশ্বরী বাচ্যা ততস্ত্রিপুর-সুন্দরী ॥ ৮৩

ইহার পর সিন্ধু-কালী, গুহু কালী, ভদ্র-কালীর মন্ত্রের উদ্ধারাদি বিবৃতিভাবে কথিত হইবে । অনন্তর মহাকালী ও শ্মশানকালীর মন্ত্রের উদ্ধারাদি কথিত হইবে । ৭৭

অনন্তর নানাভেদ বিশিষ্ট গগনবাসিনী তারাদেবীর মন্ত্রের উদ্ধারাদি ও তাহার আবির্ভাব এবং হয়গ্রীবাদি দৈত্যের পরাজয় কথিত হইবে । ৭৮

ইহার পর শাপোদ্ধারের বিচার, পরে পূজাবিধি, মন্ত্রের ভেদ সমূহ ও উত্তম তারিণী কল্প কথিত হইবে । ৭৯

ইহার পর প্রচণ্ড-চণ্ডিকার মন্ত্রের উদ্ধারাদি ও ভৈরবী, ত্রিপুরা ভৈরবী ও সম্পৎপ্রদা ভৈরবীর মন্ত্রের উদ্ধারাদি কথিত হইবে । ৮০

ইহার পর কৌলেশ ভৈরবী ও ভয়-বিধ্বংসিনী ভৈরবীর মন্ত্রের উদ্ধারাদি কথিত হইবে । তাহার পর নামানুসারে সকল ভৈরবীগণের মন্ত্রের উদ্ধারাদি কথিত হইবে । ৮১

ইহার পর সিদ্ধিপ্রদা-ভৈরবী, চৈতন্য-ভৈরবী, কামেশ্বরী-ভৈরবী, ভোগ-মোক্ষদা-ভৈরবী, ষট্‌কূটা-ভৈরবী ও শ্রীকৃষ্ণ-ভৈরবীর মন্ত্রের উদ্ধারাদি কথিত হইবে । ৮২

তাহার পর সকলেশ্বরী ভুবনেশ্বরী, ত্রিপুরা, বালী ও অমপূর্ণেশ্বরী-ভৈরবীর এবং তাহার পর ত্রিপুর-সুন্দরীর মন্ত্রের উদ্ধারাদি কথিত হইবে । ৮৩

অথ প্রবক্ষ্যতে তত্র সদ্বিদ্যা বগলামুখী ।
 মাতঙ্গ্যচ্ছিষ্ট-চাণালী বিদ্যা ধুমাবতী ততঃ ॥ ৮৪
 অথ কর্ণপিশাচী চ বিশালাক্ষী ততঃ পরম্ ।
 গৌরী কাত্যায়নী ব্রহ্মশ্রীশ্চ রাজমুখী ততঃ ॥ ৮৫
 জ্বালামালিন্যতো বাচ্যা বাচ্যং নিগড়-মোক্ষণম্ ।
 অথ চিটি-প্রকরণং^১ গরুড়-প্রক্রিয়া ততঃ ॥ ৮৬
 বিষহরাগ্নি-মন্ত্রাভ্যাং^২ মন্ত্রা বাচ্যাস্ততঃ পরম্ ।
 ততো হনুমতঃ কল্পো হনুমৎ-সাধনং ততঃ ॥ ৮৭
 আত্মপটী চ বেতাল-সিদ্ধ্যাদি খলু বক্ষ্যতে ।
 চতুর্থোহয়ং পরিচ্ছেদঃ পঞ্চমে তু প্রবক্ষ্যতে ॥ ৮৮

পঞ্চম-পরিচ্ছেদ-বিষয়াঃ

গণেশস্য স্তবস্তস্য কবচং কবচং রবেঃ ।
 স্তব স্তবৌ চ রামস্য রামাষ্ট-শতক-স্তবঃ ॥ ৮৯

অনন্তর সেই চতুর্থ পরিচ্ছেদে সদ্বিদ্যা বগলামুখী, মাতঙ্গী, উচ্ছিষ্ট চাণালিনী ও মহাবিদ্যা ধুমাবতীর মন্ত্রের উদ্ধারাদি কথিত হইবে । ৮৪

ইহার পর কর্ণ-পিশাচী, বিশালাক্ষী, তাহার পর গৌরী, কাত্যায়নী, ব্রহ্মশ্রী ও তাহার পর রাজমুখীর মন্ত্রের উদ্ধারাদি কথিত হইবে । ৮৫

তাহার পর জ্বালামালিনীর মন্ত্রের উদ্ধারাদি ও নিগড়-মোক্ষণ; অনন্তর চিটি প্রকরণ, তাহার পর গরুড় প্রক্রিয়া কথিত হইবে । ৮৬

তাহার পর বিষহর অগ্নি-মন্ত্রাদি মন্ত্র সমূহ, তাহার পর হনুমৎ কল্প ও হনুমৎ সাধন কথিত হইবে । ৮৭

তাহার পর আত্মপটী ও বেতালসিদ্ধি প্রভৃতি কথিত হইবে । ইহাই চতুর্থ পরিচ্ছেদ । পঞ্চম পরিচ্ছেদের বিষয় কথিত হইতেছে । ৮৮

এই পঞ্চম পরিচ্ছেদে প্রথমে গণেশের স্তব ও কবচ, রবির স্তব ও কবচ, রামের দুইটি স্তব ও রামাষ্টশতক স্তব কথিত হইবে । ৮৯

শ্রীরাম-কবচং কৃষ্ণ-স্তোত্রং গোপালক স্তবঃ ।

শ্রীকৃষ্ণ-কবচং তত্র নৃসিংহ-কবচং তথা ॥ ১০

বিষ্ণুনামাষ্টকং নারায়ণোপনিষদুচ্যতে ।

অথর্বাক্রিসসঞ্চাপামার্জনস্তোত্রমুচ্যতে ॥ ১১

বিষ্ণোস্তবঃ সরস্বত্যাঃ প্রচণ্ড-চণ্ডিকা-মনোঃ ।

স্তবশ্চ কবচং বাচ্যং বগলায়াঃ স্তবস্ততঃ ॥ ১২

অন্নদা-স্তোত্র-কবচে ভুবনেশ্বাশ্চ তে ততঃ ।

ত্রিপুটীয়াঃ স্তবদ্বন্দ্বং কবচং তত্র বক্ষ্যতে ॥ ১৩

দুর্গায়াঃ শতনামাখ্য-স্তোত্রং চ কবচং তথা ।

সুন্দরীয়াঃ স্তোত্র-যুগলং যুগলং কবচস্য চ ॥ ১৪

লক্ষ্মীয়াঃ স্তোত্রঞ্চ কবচং তারা-স্তোত্রত্রয়ং ততঃ ।

কবচ-ত্রিতয়ং চাশ্চা মর্দিনীয়া অথ বক্ষ্যতে ॥ ১৫

স্তবশ্চ কবচং তত্র ভৈরব্যা অপি তে ততঃ ।

কাল্যাঃ স্তব-দ্বয়ং বাচ্যং কবচ-ত্রিতয়ং তথা ॥ ১৬

অনন্তর শ্রীরামের কবচ, কৃষ্ণ-স্তোত্র, গোপাল স্তব, শ্রীকৃষ্ণের কবচ ও সেইখানে নৃসিংহ কবচ কথিত হইবে । ১০

ইহার পর বিষ্ণুর নামাষ্টক ও নারায়ণোপনিষদ্ কথিত হইবে । অথর্বাক্রিস ও অপামার্জন স্তোত্রও কথিত হইবে । ১১

অনন্তর বিষ্ণুর ও সরস্বতীর স্তব, প্রচণ্ড-চণ্ডিকা দেবীর স্তব ও কবচ, তাহার পর বগলার স্তব কথিত হইবে । ১২

অনন্তর অন্নদার স্তোত্র ও কবচ, ভুবনেশ্বরীর স্তোত্র ও কবচ, ত্রিপুটার দুইটি স্তব ও কবচ সেইখানে কথিত হইবে । ১৩

ইহার পর দুর্গার শতনাম নামক স্তোত্র ও কবচ, সুন্দরীর দুইটি স্তব ও দুইটি কবচ কথিত হইবে । ১৪

অনন্তর লক্ষ্মীর স্তোত্র ও কবচ, তারার তিনটি স্তোত্র ও তিনটি কবচ, অনন্তর এই মহিষ-মর্দিনীর স্তব ও কবচ, তাহার পর ভৈরবীর স্তব ও কবচ, কালীর দুইটি স্তব ও তিনটি কবচ কথিত হইবে । ১৫-১৬

শিবস্ত কবচং স্তোত্রং^১ ভৈরবস্ত স্তবস্তথা ।

মুদ্রাপ্রকরণং যোগ-প্রক্রিয়া বহু-ভেদতঃ ॥ ৯৭

কর্মযোগ-জ্ঞানযোগৌ ষট্চক্র-ভেদন-ক্রিয়া ।

তত্রাহংস্বকীন-পত্নানি গ্রন্থস্তাত্ত সমাপনম্^২ ॥ ৯৮

নামানুশাসনম্

তত্রাদৌ বীজবর্ণানাং সংস্কৃতঃ স্মৃটমুচ্যতে ।

গ্রন্থ-প্রবৃত্তয়ে তত্র ত্তস্তাখাদি ন পূর্বভাক্ ॥ ১

বর্ণোহক্ষরং রশ্মিবর্ণঃ স্বরাস্ত কথিতা অচঃ ।

ব্যঞ্জনানি হলো বর্ণাঃ কাদয়োহষ্টৌ প্রকীর্তিতাঃ ॥ ২

কাদীনি পঞ্চ-পঞ্চৈব চতুষ্কং যাদি শাদি চ ।

লাদি দ্বয়ং চ মালায়াং স্বরস্তাত্তোহস্তো^৩ লাদিকঃ ॥ ৩

তাহার পর শিবের, স্তোত্র ও কবচ, সেইরূপ ভৈরবের স্তব, মুদ্রা প্রকরণ, বহু প্রকারে ভিন্ন যোগ প্রক্রিয়া কথিত হইবে । ৯৭

অনন্তর কর্মযোগ ও জ্ঞান যোগ, ষট্চক্র ভেদের প্রক্রিয়া ও তাহার পর আমার রচিত পদ্য সমূহ কথিত হইবে । এইখানেই গ্রন্থের সমাপ্তি । ৯৮

প্রতিপাদ্য বিষয়গুলির মধ্যে প্রথমে গ্রন্থে অনায়াসে প্রবৃত্তির জন্য বীজ ও বর্ণসমূহের বাচক সংস্কৃত শব্দ স্পষ্ট কথিত হইতেছে । যে শব্দের অস্তে তু শব্দ আছে, সেইটি ত্ত শব্দ এবং যে শব্দের আদিতে অথ শব্দ আছে, সেইটি অখাদি শব্দ । ত্ত শব্দ ও অখাদি শব্দ পূর্ব পদার্থের সঙ্গে অম্লিত হয় না । ১

বর্ণের বাচক শব্দ হইতেছে—বর্ণ, অক্ষর ও রশ্মিবর্ণ । স্বরের বাচক হইতেছে—স্বর, অচ্ । ব্যঞ্জনের বাচক হইতেছে—ব্যঞ্জন, হল্ । ককারাদি আটটি বর্ণ কীর্ত্তিত আছে । ২

ককারাদি পাঁচ পাঁচটি পাঁচটি বর্ণ অর্থাৎ ক বর্ণ, চ বর্ণ, ট বর্ণ, ত বর্ণ ও প বর্ণ । যাদি ও শাদি বর্ণ—চারি চারিটি অর্থাৎ য র ল ব এই চারিটি য বর্ণ । শ ব স হ এই চারিটি শ বর্ণ এবং লাদি দ্বয়—ল ও ক, এই দুইটি ল বর্ণ । বর্ণমালাতে স্বরের প্রথম বর্ণ অকারটি প্রথম ও অন্ত লাদিক (ক) অর্থাৎ অ হইতে ক পর্য্যন্ত বর্ণসমুদায়ই বর্ণমালা । ৩

১। খ—শিবস্ত স্তোত্রকবচম্ ।

২। খ—সমাপনমিত্যানন্তরং—অথ সৃষ্টিক্রমঃ ইত্যারভ্য সৃষ্টিবর্ণনম্ । আন্তর্য্যামৌ নাস্তি ।

৩। ক—স্বরৈরাভ্যোহস্তো ।

বীজোচ্চারো বীজবাচক-শব্দাশ্চ

অণুর্মন্ত্রো মনুশ্চাথ সত্যঃ স্যাম্মাদ-বিন্দুমান্ । ৩ ॥

ওঁকারঃ প্রণবস্তারো বেদাদির্বর্তুলো ঋবঃ ॥ ৪

ত্রৈগুণ্যং ত্রিগুণো ব্রহ্ম সত্যো মন্ত্রাদিরব্যয়ঃ ।

ব্রহ্মবীজং ত্রিতত্ত্বঞ্চ পঞ্চরশ্মিত্রিদৈবতঃ ॥ ৫

ব্যোমাগ্নি-বাম-দৃগ্ বিন্দু-নাদৈর্মায়াথ্য-বীজকম্ । ৬ ॥ হ্রীং ॥

মায়া লজ্জা পরা সন্নিং ত্রিগুণা ভুবনেশ্বরী ॥ ৬

হ্রল্লেক্ষা শম্ভুবনিতা শক্তিদেবীশ্বরী শিবা ।

মহামায়া পার্বতী চ সংস্থানকৃত-রূপিণী ।

পরমেশ্বরী চ ভুবনা ধাত্রী জীবনমধ্যগা ॥ ৭

বহি-হীনেন্দ্র-যুগ্মায়া স্থিরমায়া প্রকীর্ণিতা ॥ ৮ ॥ হ্রীং ॥

শাগ্নি-শান্তি-বিন্দু-নাদৈর্লক্ষ্মী-প্রণব উচ্যতে । ৯ ॥ শ্রীং ॥

শ্রীর্লক্ষ্মীবিম্বুবনিতা রমা ক্ষীরসমুদ্রজা ॥ ৯

ষোড়শ-ব্যঞ্জনং বহি বামাক্ষি বিন্দু সংযুতম্ ।

মন্ত্রের বাচক শব্দ—অণু, মন্ত্র, মনু । অনন্তর প্রণবের উচ্চার কথিত হইতেছে । সত্য (ও) নাদ বিন্দু (²) যুক্ত হইলে ওঁকার হয় । ওঁকারের বাচক শব্দ—ওঁকার, প্রণব, তার, বেদাদি, বর্তুল, ঋব, ত্রৈগুণ্য, ত্রিগুণ, ব্রহ্ম, সত্য, মন্ত্রাদি, অব্যয়, ব্রহ্মবীজ, ত্রিতত্ত্ব, পঞ্চরশ্মি ও ত্রিদৈবত । ৪-৫

ব্যোমটি (হ), অগ্নি (র), বামদৃক্ (ঈ), নাদ ও বিন্দু দ্বারা যুক্ত হইলে মায়া বীজ (হ্রীং) হয় । মায়াবীজের বাচক শব্দ—মায়া, লজ্জা, পরা, সন্নিং, ত্রিগুণা, ভুবনেশ্বরী, হ্রল্লেক্ষা, শম্ভুবনিতা, শক্তি, দেবী, ঈশ্বরী, শিবা, মহামায়া, পার্বতী, সংস্থানকৃত-রূপিণী, পরমেশ্বরী, ভুবনা, ধাত্রী ও জীবনমধ্যগা । ৬-৭

মায়া (হ্রীং) যখন বহি হীন (রকার রহিত) হইয়া ইন্দ্র (লকার) যুক্ত হইয়া হ্রীং হয়, তখন উহা (হ্রীং) স্থিরমায়া নামে কীর্ণিত হয় । ৮

শকারটি, অগ্নি (রকার), শান্তি (ঈকার) ও বিন্দুনাদের দ্বারা যুক্ত হইলে লক্ষ্মী প্রণব (লক্ষ্মী বীজ—শ্রীং) কথিত হয় । উহার বাচক শব্দ—শ্রী, লক্ষ্মী, বিম্বুবনিতা, রমা ও ক্ষীর-সমুদ্রজা । ৯

ষোড়শ ব্যঞ্জনটি (তকার) বহি (রকার), বামাক্ষি (ঈকার) ও বিন্দু (²)

বীজ-সমাক্রুতং বধুবীজমিদং স্মৃতম্ ॥ ১০ ॥ জ্রীং ॥

বধুবীজমেক্ষণা যোষিদেকাক্ষী জ্রী চ কামিনী ॥ ১১

নাদবিন্দু-সমায়ুক্তো দ্বাদশস্ত্র স্বরো ভগঃ^১ । ॥ ঐং ॥

যোনিঃ সরস্বতী জ্ঞানমধরং বাগভবঞ্চ বাক্ ॥ ১২

হকারো বামকর্ণাঢ্যো নাদবিন্দু-বিভূষিতঃ । ॥ হুঁ ॥

কূর্চং ক্রোধ উগ্রদর্পো দীর্ঘ-হুঙ্কার উচ্যতে ।

শব্দশ্চ দীর্ঘকবচং তারা-প্রণব উচ্যতে ॥ ১৩

কামাক্ষরং বহ্নি-সংস্থং রতি-বিন্দু-বিভূষিতম্ । ॥ ক্রীং ॥

কালী-বীজমিদং প্রোক্তং রতিবীজং তদেব হি ॥ ১৪

কামাক্ষরং ধরা-সংস্থং রতি-বিন্দু-বিভূষিতম্ । ॥ ক্রীং ॥

গুহ্যকালী-বীজমিদং গোপাল-বীজমিত্যপি ।

তৎ কাম বীজং কামেশী-বীজং শক্তিস্ত সোঃ পরা^২ ॥ ১৫

সহিত যুক্ত হইয়া চক্র বীজ (সকারে) অক্রুত (যুক্ত) হইলে ইহা বধুবীজ (জ্রীং) বলিয়া কথিত হয় । ১০

বধুবীজের বাচক শব্দ—বধু, বামা, ঈক্ষণা, যোষিৎ, একাক্ষী, জ্রী ও কামিনী । ১১

দ্বাদশ স্বর (ঐ) নাদ ও বিন্দু যুক্ত হইলে বাগ্ভব বীজ (ঐং) হয় । উহার বাচক শব্দ—ভগ, যোনি, সরস্বতী, জ্ঞান, অধর, বাগ্ভব ও বাক্ । ১২

হকারটি বামকর্ণ (উ কার) যুক্ত হইয়া নাদবিন্দু দ্বারা বিভূষিত হইলে কূর্চ বীজ (হুঁ) হয় । উহার বাচক শব্দ—কূর্চ, ক্রোধ, উগ্রদর্প, দীর্ঘ হুঙ্কার, শব্দ, দীর্ঘ প্রণব ও তারা প্রণব অর্থাৎ এই শব্দগুলি দ্বারা কূর্চ বীজ হুঁ কথিত হয় । ১৩

কামাক্ষরটি (ককার) বহ্নিতে (রকারে) স্থিত হইয়া রতি (ঈকার) ও বিন্দু দ্বারা বিভূষিত হইলে ইহা কালীবীজ (ক্রীং) বলিয়া উক্ত হয় । তাহাই রতি বীজও হয় । ১৪

কামাক্ষরটি (ক) ধরা ল কারে স্থিত হইয়া রতি ও বিন্দু দ্বারা বিভূষিত হইলেই ইহা গুহ্য-কালীর বীজ ক্রীং হয় । ইহা গোপাল বীজও হয় । তাহা কামবীজ ও কামেশী বীজও । ইহার বাচক শব্দ—শক্তি, সোঃ, পরা । ১৫

সত্যাস্তবৃক্‌ বোম সেন্দু শৈবং প্রাসাদমুচ্যতে । ॥ হৌং ॥
 কলাতং ক্রেদিনীবীজং ক্রোকারত্বকুশাভিধঃ । ॥ ক্লহীং, ক্রোং ॥
 আকারো বিন্দুমান্ পাশঃ শেষশ্চ সমুদীরিতঃ ॥ ১৬ ॥ আং ॥
 সকলা ভুবনেশানৌ কামেশী-বীজমুচ্যতে । ॥ স্ক্লহীং ॥
 নমস্তু হৃদয়ং স্বাহা দ্বিষ্ঠ-যুগলং ঠঠঃ ॥ ১৭ ॥ নমঃ, স্বাহা ॥
 চন্দ্রযুগ্মং শিরো বেদমাতা জলনসুন্দরী ।
 শিখা বষট্‌ চ কবচং ক্রোধো বর্ম হুমিত্যপি ॥ ১৮ ॥ বষট্‌, হুং ॥
 অত্র নেত্রযুগং বৌষট্‌ ফড়জ্রং শস্ত্রমাযুধম্ । ॥ বৌষট্‌, ফট্‌ ॥
 তাস্তীয়ন্ত হ্‌সৌঃ প্রেত-বীজং হংসোহজপা-মন্ত্রঃ ॥ ১৯ ॥ হ্‌সৌঃ, হংসঃ ॥
 গকারো বিন্দুমান্ বিশ্ব-বীজং গণেশবীজকম্ । ॥ গং ॥
 স্মৃতিস্থং মাংসমৌ-বিন্দুযুতং ভুবীজমীরিতম্ ॥ ২০ ॥ গ্লোং ॥
 ঠাস্তং দহন-নেত্রেন্দু-যুতং তু বিশ্ববীজকম্ । ॥ ড্রীং ॥
 অথ কামকলা বামনয়নং বিন্দুসংযুতম্ ॥ ২১ ॥ ঙ্রং ॥

বোম (হ) সত্যাস্ত (ঔকার) বৃক্‌ হইয়া ইন্দুর সহিত বর্তমান হইলে (হৌং) হয় । ইহা শৈব প্রাসাদ বীজ কথিত হয় ।

ক্লহীং ক্রেদিনী বীজ, ক্রোংকার অঙ্কুশ নামক বীজ, বিন্দু যুক্ত আকার (আং) পাশবীজ । উহা শেষ বলিয়া কথিত হইরাছে । ১৬

স্ক্ল ও ভুবনেশানৌ (হ্রীং) কামেশী বীজ বলিয়া কথিত হয় । হৃদয় হইতেছে নমঃ । দ্বিষ্ঠ, ঠ যুগল ও ঠ ঠ হইতেছে স্বাহা । ইহার বাচক শব্দ হইতেছে চন্দ্রযুগ্ম, শিরঃ, বেদমাতা, জলন-সুন্দরী । শিখা হইতেছে বষট্‌ । কবচ, ক্রোধ ও বর্ম হইতেছে হুং । ১৭-১৮

তন্ত্রে নেত্র-যুগ হইতেছে বৌষট্‌ । অস্ত্র, শস্ত্র, আযুধ হইতেছে ফট্‌ । তাস্তীয়, প্রেতবীজ হইতেছে হ্‌সৌঃ । অজপা মন্ত্র হইতেছে হংসঃ । ১৯

বিন্দু যুক্ত গকার (গং) হইতেছে বিশ্ববীজ, গণেশবীজ । স্মৃতি-(গকার) গম্‌ মাংসটি (ল), ও এবং বিন্দু যুক্ত হইলে গ্লোং হয় । ইহাই ভুবীজ । ২০

ঠাস্তটি (ড) দহন (র) নেত্র (ই) ও বিন্দু যুক্ত হইলে ড্রীং হয় । ইহা বিশ্ববীজ । বামনয়ন (ঙ্র) বিন্দুযুক্ত হইলে কামকলা-বীজ ঙ্রং হয় ॥ ২১

* তন্ত্রে ব্যবহৃত বীজসমূহের মধ্যে এখানে কয়েকটিমাত্র বীজ ও তাহার কয়েকটিমাত্র বাচক শব্দ উল্লিখিত হইরাছে । ইহা ছাড়া বহু বীজ ও বহু বাচক শব্দ আছে । তাহা তদ্রূপে উল্লেখ্য । নবভারত প্রকাশিত তদ্রূপে তদ্রূপে প্রকাশিত হওয়ার উদ্যোগ বর্তমানে প্রাচীন ও বিস্তৃত ।

বর্ণবর্ণবাচক-শব্দা:

অঃ শ্রীকণ্ঠো মাতৃকাছোহনন্তো বিষ্ণুরমুত্তরঃ ।
 আ বিষ্ণুশয়নং শেষোহনন্তো নারায়ণোহমুখিঃ ॥ ২২
 দীর্ঘঃ প্রতিষ্ঠা ইনেত্রং সূক্ষ্মং দক্ষিণ-লোচনম্ ।
 ঐ বামনেত্রং শান্তিচ্চ ত্রিমূর্তিরিন্দিরা রতিঃ ॥ ২৩
 মহামায়া বিন্দুমতী সর্পিণী বিন্দুমালিনী ।
 মায়া কলা চ সূক্ষ্মান্তো দক্ষাক্ষি পরমেশ্বরী ॥ ২৪
 কলা চাধ উকারঃ শ্রীং শিবঃ কর্ণচ্চ মোহনঃ ।
 উর্বামশ্রুতিরঘীশঃ সূত্রঞ্চ মধুসূদনঃ ॥ ২৫
 ঋনাসিকা দেবমাতা ঋঃ ক্রোধ-বামনাসিকা ।
 ঌকারো দক্ষ-গণ্ডঃ শ্রীং ঐকারো বাম-গণ্ডকঃ ॥ ২৬
 ঐকারো বাম-গণ্ডান্তঃ শক্তি-ব্রিটি-ভগন্তথা ।
 মোক্ষবীজং চ বিজয়া ওষ্ঠ একাদশ-স্বরঃ ॥ ২৭
 ঐকারো যোনিরধরো দন্তান্তো ভৌতিকস্তথা ।
 ওকার উর্ধ্ব-দন্তঃ শ্রীং সত্যচ্চ প্রণবাংশকঃ ॥ ২৮

বর্ণসমূহের বাচক শব্দ কথিত হইতেছে । অকার বাচক শব্দ—অ, শ্রীকণ্ঠ, মাতৃ-
 কাণ্ড, অনন্ত, বিষ্ণু ও অমুত্তর । আকার বাচক শব্দ—আ, বিষ্ণুশয়ন, শেষ, অনন্ত,
 নারায়ণ, অমুখি, দীর্ঘ, প্রতিষ্ঠা । ইকার বাচক শব্দ—ই, নেত্র, সূক্ষ্ম, দক্ষিণ লোচন ।
 ঐকার বাচক শব্দ—ঐ, বামনেত্র, শান্তি, ত্রিমূর্তি, ইন্দিরা, রতি, মহামায়া, বিন্দু-
 মতী, সর্পিণী, বিন্দুমালিনী, মায়া, কলা, সূক্ষ্মান্ত, দক্ষাক্ষি, পরমেশ্বরী, কলা । অনন্তর
 উকার বাচক শব্দ—উ কার, শিব, কর্ণ, মোহন । উকার বাচক শব্দ—উ, বামশ্রুতি,
 অঘীশ, সূত্র ও মধুসূদন । ২২-২৫

ঋকার বাচক শব্দ—ঋ, নাসিকা দেবমাতা । ঋকার বাচক শব্দ—ক্রোধ ও বাম-
 নাসিকা । ঌকার বাচক শব্দ—ঌ, দক্ষগণ্ড । ঐকার বাচক শব্দ—বামগণ্ড । ২৬

ঐকার বাচক শব্দ—ঐকার, বামগণ্ডান্ত, শক্তি, ব্রিটি, ভগ, মোক্ষবীজ, বিজয়া,
 ওষ্ঠ, একাদশ স্বর । ২৭

ঐকার বাচক শব্দ—ঐকার, যোনি, অধর, দন্তান্ত, ভৌতিক । ওকার বাচক
 শব্দ—ওকার, উর্ধ্বদন্ত, সত্য, প্রণবাংশক । ২৮

ঐকারঃ শেষো দশনঃ সত্যাস্তো মনুরীরিতঃ ।
 অং শশী বিন্দুরর্কেন্দু-মৃগাক্ষঃ কেবলঃ শিবঃ ॥ ২৯
 শূন্যমূর্ধ্বমুখঃ কামো গগনং বুদ্ধুদো লবঃ ।
 কচিদ্ বিন্দু-পদেনাপি সনাদো বিন্দুরূচ্যতে ॥ ৩০
 অঃ সর্গো রসনা বক্ত্রং বিসর্গশ্চ দ্বিবিন্দুকঃ ।
 নাদোহর্কেন্দুরর্কমাত্রা কলা বাণী সদাশিবঃ ।
 অনুচাৰ্য্যা তুরীয়া চ বিশ্বমাতৃকলা পরা ॥ ৩১

স্বরবর্গঃ

বাজনবর্ণবাচক-শব্দাঃ

কঃ ক্রোধীশো মহাকালী কামশচক্রী প্রজাপতিঃ ॥
 ব্রহ্মা দক্ষিণ-বাহুশ্চ বর্গাদিঃ কাকিনী করঃ ॥ ৩২
 খঃ কাস্তুঃ খড়্গিনী ঋদ্ধিঃ কফোনিঃ শূন্যমিন্দ্রিয়ম্ ।
 গস্ত পঞ্চাস্তকো গৌরী স্মৃতির্গঙ্গা গণেশ্বরঃ ॥ ৩৩
 ঘঃ খড়্গী ঘৃধুরো ঘণ্টা ওস্ত দক্ষনথো বিষম্ ।
 চঃ কূর্মশ্চঞ্চলশ্চণ্ডী বামদোমূলমিত্যপি ॥ ৩৪

ঐকার বাচক শব্দ—ঐকার, শেষ, দশন, সত্যাস্ত, মনু । অংকার বাচক শব্দ—
 শশী, বিন্দু, অর্কেন্দু, মৃগাক্ষ, কেবল, শিব, শূন্য, উর্ধ্বমুখ, কাম, গগন, বুদ্ধুদ ও
 লব । কোন স্থলে বিন্দুপদের দ্বারা সনাদ বিন্দু কথিত হইয়া থাকে । ২৯-৩০

অঃ-কার বাচক শব্দ—সর্গ, রসনা, বক্ত্র, বিসর্গ, দ্বিবিন্দু, নাদ, অর্কেন্দু, অর্কমাত্রা,
 কলা, বাণী, সদাশিব, অনুচাৰ্য্যা, তুরীয়া, বিশ্বমাতৃকলা ও পরা । ৩১

স্বরবর্ণের বাচক শব্দ কথিত হইল ।

ক-কার বাচক—ক, ক্রোধীশ, মহাকালী, কাম, চক্রী, প্রজাপতি, ব্রহ্মা, দক্ষিণবাহু,
 বর্গাদি, কাকিনী ও কর । ৩২

খ-কার বাচক শব্দ—খ, কাস্তু, খড়্গিনী, ঋদ্ধি, কফোনি, শূন্য, ইন্দ্রিয় ।

গ-কার বাচক শব্দ—গকার, পঞ্চাস্তক, গৌরী, স্মৃতি, গঙ্গা, গণেশ্বর । ৩৩

ঘ-কার বাচক শব্দ—ঘ, খড়্গী, ঘৃধুর, ঘণ্টা । ঙ-কার বাচক শব্দ—ঙ, দক্ষনথ ও
 বিষ । চ-কার বাচক শব্দ—চ, কূর্ম, চঞ্চল, চণ্ডী, বামদোমূল । ৩৪

হ একনেত্রো বৃষলী দ্বিশিরা বাম-কুর্পরঃ ।
 জঃ স্থিরা বিজয়া ঝঙ্ক ঝঙ্কারী কঙ্কণঃ কুহঃ ॥ ৩৫
 ঞ্জকারো বামনধরষ্টস্ত টঙ্কার উচ্যতে ।
 ঠষ্টান্তো লাজলী ডস্ত ডাকিনীবীজমুচ্যতে ॥ ৩৬
 ঢকারো ধনদঃ শূরো নিগুণো নিধনো ধনিঃ ।
 ণো চান্তো দ্বিমুখস্তঃ সাদাষাঢ়ী পৃষ্ঠ-পৃচ্ছকঃ ॥ ৩৭
 থকারস্ত মহাগ্রহির্দন্তুদ্রিস্তাস্ত ইত্যপি ।
 ধো মীনেশস্ত-তুর্ঘ্যশ্চ দাস্তন্তোয়ঞ্চ শঙ্খিনী ॥ ৩৮
 নকারো দীর্ঘমেঘেশাঃ পঃ পার্শ্বং লোহিতোহপি চ ।
 ফঃ পাস্তো বামপার্শ্বঞ্চ বকারস্ত যুগঙ্করঃ ।
 নুরভিমুখ-বিষ্ণু চ সংহারো বসুধাধিপঃ ॥ ৩৯
 ভকারো ভ্রামরো ভীমো দ্বিরণ্ডো ভূষণং ভয়ম্ ।
 মো ভাস্তো জঠরো যাদিরাদিত্যো রুদ্র-যোগিনী ।
 ভানুঃ কালশ্চ কালেশো বিষং পাবক-মণ্ডলম্ ॥ ৪০

হ-কার বাচক শব্দ—হ, একনেত্র, বৃষলী, দ্বিশিরাঃ, বামকুর্পর । জ-কার বাচক শব্দ—স্থিরা, বিজয়া । ঝ-কার বাচক শব্দ হইতেছে—ঝ, ঝঙ্কারী, কঙ্কণ ও কুহ । ৩৫

ঞ্জ-কার বাচক শব্দ—ঞ, বামনধর । ট-কার বাচক শব্দ—ট, টঙ্কার । ঠ-কার বাচক শব্দ—ঠ, ঠাস্ত, লাজলী । ড-কার বাচক শব্দ—ড, ডাকিনীবীজ । ৩৬

ঢ-কার বাচক শব্দ—ধনদ, শূর, নিগুণ, নিধন ও ধনি । ণ-কার বাচক শব্দ—ণ, চান্ত ও দ্বিমুখ । ত-কার বাচক শব্দ—ত, আষাঢ়ী, পৃষ্ঠ-পৃচ্ছক । ৩৭

থ-কার বাচক শব্দ—থ ও মহাগ্রহি । দ-কার বাচক শব্দ—দ, অদ্রি ও ধাতু । ধ-কার বাচক শব্দ—ধ, মীনেশ, ত-তুর্ঘ্য, দাস্ত, ভোম, শঙ্খিনী । ৩৮

ন-কার বাচক শব্দ—ন, দীর্ঘ, মেঘ, ঈশ । প-কার বাচক শব্দ—প, পার্শ্ব, লোহিত । ফ-কার বাচক শব্দ—ফ, পাস্ত, বাম-পার্শ্ব । ব-কার বাচক শব্দ—ব, যুগঙ্কর, নুরভি, মুখবিষ্ণু, বসুধাধিপ । ৩৯

ভ-কার বাচক শব্দ—ভ, ভ্রামর, ভীম, দ্বিরণ্ড, ভূষণ, ভয় । ম-কার বাচক শব্দ—ম, ভাস্ত, জঠর, যাদি, 'আদিভ্য', রুদ্র-যোগিনী, ভানু, কাল, কালেশ, বিষ, পাবক-মণ্ডল । ৪০

যো বাণী বরুণো মাস্তো মরুদ্ রেফস্ত রাকিনী ।
 রক্তং বহির্গস্ত মাংসং ধরা শক্রশ্চ লাকিনী ॥ ৪১
 বো বালো বারুণী সূক্ষ্মা বরুণো বেদ-সংজ্ঞকঃ ।
 তোয়ং লাস্তশ্চ রামাংশঃ শো বাস্তো বপরো বকঃ ॥ ৪২
 যঃ খেতো বাসুদেবশ্চ সঃ কুলং সাকিনী পরা ।
 ভূখীশঃ শক্তিরমৃতং দেবী জীবো ভৃগুঃ শশী ॥ ৪৩
 শুক্রশ্চাথ হকারো হঃ প্রাণঃ সাস্তঃ শিবো বিয়ৎ ।
 অকুলো নকুলীশশ্চ হংসঃ শূন্থক হাকিনী ॥ ৪৪
 অনস্তো নকুলী জীবঃ পরমাত্মা ললাটজঃ ।
 ক্ষস্ত সম্বর্তকো হান্তো বর্ণান্ত্যোহস্ত্যশ্চ লোহিতঃ ॥ ৪৫

ব্যঞ্জনবর্গঃ

ইতি নামানুশাসনম্

শব্দশৈলিকস্য বর্ণ-বীজ-বাচকত্বম্

অত্র হৃদয়-বামনেত্রাদি-পদানুম্বন্ধারেকারাদি-বোধে ষড়ঙ্গ-মাতৃকা-ন্যাসো

য-কার বাচক শব্দ—য, বাণী, মরুৎ, মাস্ত ও মরুৎ । র-কার শব্দ—র, রাকিনী, রক্ত ও বহি । ল-কার বাচক শব্দ—ল, মাংস, ধরা, শক্র, লাকিনী । ৪১

ব-কার বাচক শব্দ—ব, বাল, বারুণী, সূক্ষ্ম, বরুণ, বেদ, তোয়, লাস্ত ও রামাংশ । শ-কার বাচক শব্দ—শ, বাস্ত, বপর ও বক । ৪২

য-কার বাচক শব্দ—য, খেত, বাসুদেব । স-কার বাচক শব্দ—স, কুল, সাকিনী, পরা, ভূখীশ, শক্তি, অমৃত, দেবীবীজ, ভৃগু, শশী ও শুক্র । হ-কার বাচক শব্দ—হ, প্রাণ, সাস্ত, শিব, বিয়ৎ, অকুল, নকুলীশ, হংস, শূন্থ, হাকিনী, অনস্ত, নকুলী, জীব, পরমাত্মা ও ললাটজ । ক্ষ-কার বাচক শব্দ—ক্ষ, সম্বর্তক, হান্ত, বর্ণান্ত, লোহিত । ইহাই বাঞ্জন বর্ণের বাচক শব্দ বর্ণ । ৪৩-৪৫

নামানুশাসন সমাপ্ত হইল * ।

এই নামানুশাসনে উক্ত এক একটি শব্দ কোন স্থলে বীজকে বুঝায়, কোন স্থলে বর্ণকে বুঝায় । এইরূপ বোধে নিয়ামক কি ? তাহা গ্রন্থকার বিচার করিয়া বলিতেছেন—

এই নামানুশাসনে হৃদয় ও বামনেত্রাদি পদ হইতে নমস্কার ও ঙ্গ-কারাদি বোধে

* বর্ণসমূহের আরও বহু বাচক শব্দ আছে । তাহা নব প্রকাশিত নবভারতের তন্ত্রাভিধানে দ্রষ্টব্য ।

শ্রীকণ্ঠ-নারায়ণাদি-পদাদকারাকারাদি-বোধে শ্রীকণ্ঠ-কেশবকীর্ত্তি-শ্রাসৌ
নিয়ামকৌ বোধ্যৌ ॥ ৪৬

ইদমত্রাবধেয়ম্—কামাদি-পদেন ককারাদিবর্ণ-বিশেষো বীজবিশেষশ্চাভি-
ধীয়তে । তত্র চ যত্র বীজাদিপদ-বীজয়োঃ সমভিব্যাহারস্তত্র বীজম্, যথা—
শ্রীবীজ-মায়া-স্বর-যোনিশক্তিরিত্যত্র ষোড়শী-প্রস্তাবে বীজপদ-সমভিব্যাহারাং
শ্রীঃ শ্রীবীজম্, ন তু “জ্ঞানামৃত্য কপদী শ্রীঃ পীঠেশোহগ্নিঃ সমাতৃক” ইতি
বর্ণাভিধান-দর্শনাদ্ দ্বাদশস্বরঃ । এবঞ্চ শ্রীবীজ-সাহচর্য্যান্মায়া লজ্জাবীজম্, ন
তু চতুর্থস্বরঃ । স্বরঃ কামবীজম্, ন তু বর্ণাদিঃ । যোনির্যোনিবীজং বাগ্ভবম্,
ন তু একাদশ স্বরঃ । শক্তিঃ পরাবীজম্, ন তু একাদশ স্বরঃ তেষাং তথাহে
প্রমাণং বচনান্তরমেব । যত্র চ ন বীজপদাদি-সমভিব্যাহারস্তত্র বর্ণ এব ।
যথা—“কুত্বা তু মাদনঞ্চাদৌ তৎপাতালে ভগং কুরু” ইতি কামরাজ-বাগ্-
ভবোক্তারে মাদনঃ ককারো ন তু কামবীজম্ । ভগ একাদশ স্বরো ন তু
বাগ্ভব-বীজম্ ॥ ৪৭

যড়জ্ঞাস ও মাতৃকাগ্নাস এবং শ্রীকণ্ঠ ও নারায়ণাদি পদ হইতে অ-কার ও আ-কারাদি
বোধে শ্রীকণ্ঠ শ্রাস ও কেশব কীর্ত্তি শ্রাস নিয়ামক জানিবেন । ৪৬

এ স্থলে ইহা মনোযোগ পূর্বক বুঝিতে হইবে—কামাদি পদের দ্বারা ক-কারাদি
বর্ণ-বিশেষ ও বীজ-বিশেষ কথিত হয় । উল্লিখ্যে যেখানে বীজাদি পদ ও বীজের
সমভিব্যাহার (একত্র অবস্থান বা সম্বন্ধ) আছে, সেখানে শব্দ বীজকে বুঝায় । ইহার
উদাহরণ যথা—ষোড়শী প্রস্তাবে “শ্রীবীজ-মায়া-স্বরযোনি-শক্তিঃ”—এই স্থলে বীজ
পদের সমভিব্যাহারবশতঃ শ্রী শব্দটি শ্রীবীজকে বুঝায়, কিন্তু “জ্ঞানামৃত্য কপদী শ্রীঃ
পীঠেশোহগ্নিঃ সমাতৃকঃ” এই বর্ণাভিধান অনুসারে দ্বাদশ স্বর ঐ-কারকে বুঝায় না ।
এইরূপ শ্রীবীজের সাহচর্য্যবশতঃ মায়া শব্দটি লজ্জা বীজকে বুঝায়, কিন্তু চতুর্থ স্বর
ইকে বুঝায় না, স্বর শব্দটি কামবীজ ক্রীংকে বুঝায়, কিন্তু বর্ণাদি ক-কারকে বুঝায়
না ; যোনি শব্দটি যোনিবীজ বাগ্ভবকে বুঝায়, কিন্তু একাদশ স্বরকে বুঝায় না ;
শক্তি শব্দটি পরাবীজকে বুঝায়, কিন্তু একাদশ স্বরকে বুঝায় না । সেই সেই শব্দগুলি
বীজকেই বুঝায়, বর্ণকে বুঝায় না, এ বিষয়ে বচনান্তরই প্রমাণ । যে স্থলে বীজ
পদাদি শব্দের সমভিব্যাহার নাই, সে স্থলে শব্দটি বর্ণকেই বুঝায় । ইহার উদাহরণ
যথা—কামরাজ বাগ্ভবের উক্তার স্থলে “কুত্বা তু মাদনঞ্চাদৌ তৎপাতালে ভগং কুরু”

বস্তুতন্তু অত্র সমভিব্যাহার-তদভাবে ন নিয়ামকৌ, ভূতঃ কামঃ ক্ষমা মাতা কামরাজাভিধা মতেতি কামরাজশক্তি-কূটোদ্ধারে মায়ায়া বীজভেদে কামাদীনাং বীজত্বাপাতাং, কামাদীনাং বর্ণতয়া মায়ায়া চতুর্থ-স্বরত্বাপাতাং । পরন্তু গুরু-পদেশ-বচনাস্তরৈকবাক্যত্বাভ্যাং তাংপর্যমবগত্য ব্যবহর্তব্যম্ । অন্যথা লক্ষ্মীঃ পরা মদন-যোনি-যুতা চ শক্তিরিতি ষোড়শ্যাং পরাপদেন বালা-পরাবীজং মায়াবীজং বা গ্রাহমিত্যত্র নিয়ামকং ন স্মৃতাং । ৪৮

কুটম্বটক-বাঞ্জনানামদন্ততানিরাসঃ

নহু যত্র সামান্যতো বর্ণে নির্দিশ্যতে, তত্রাহদন্ত এব গ্রাহঃ । যথা—অদ্রির্বরুণ-সংরুদ্ধো দবাগ্-বাদিনি ঠ-দ্বয়মিত্যাদৌ । যত্র চ মিলনাদি-বোধক-পদযোগস্তত্র মিলিত এব । যথা—কামাক্ষরং বহ্নি-সংস্থং রতিবিন্দু-সমঘট-মিত্যাদৌ । এবঞ্চ কূট-ঘটিত-সুন্দর্যা-দি-মন্ত্রেষু সামান্যতে নির্দেশাং ককারাদি-বর্ণা অদন্তভেদে ব্যবহার্য্য উচ্চার্য্যাস্চ স্মৃতাঃ ॥ ৪৯

এই স্থলে মদন শব্দটি ক-কারকে বুঝায়, কিন্তু কামবীজকে বুঝায় না, ভগ একাদশ স্বরকে বুঝায়, কিন্তু বাগ্ভব বীজকে বুঝায় না । ৪৭

বস্তুতঃ এই সমভিব্যাহার ও তাহার অভাব ইহার নিয়ামক নহে । কারণ কামরাজ-শক্তিকূটের উদ্ধারে “ভূতঃ কামঃ ক্ষমা মাতা কামরাজাভিধা মতা” এই স্থলে মায়া বীজ বলিয়া কামাদিও বীজ বোধক হইয়া পড়িবে এবং কামাদি বর্ণ বলিয়া মায়াও চতুর্থ-স্বরের বোধক হইয়া পড়িবে । অতএব গুরুর উপদেশ ও অন্য বচনের একবাক্যতা দ্বারা তাৎপর্য্য অবগত হইয়া ব্যবহার কর্তব্য । অন্যথা “লক্ষ্মীঃ পরা মদনযোনি-যুতা চ শক্তিঃ” এই ষোড়শীর মন্ত্রোদ্ধার স্থলে পরাপদের দ্বারা বালা পরাবীজ অথবা মায়া-বীজ গৃহীত হইবে ? এই স্থলে কোন নিয়ামক থাকিবে না । ৪৮

আচ্ছা, যেখানে সামান্তভাবে বর্ণ নির্দিষ্ট হয়, সেখানে অকারান্ত বর্ণ গ্রহণীয় । ইহার উদাহরণ যথা—অদ্রির্বরুণসংরুদ্ধো দবাগ্-বাদিনি ঠ-দ্বয়ম্” ইত্যাদি স্থলে অদ্রি, বরুণ প্রভৃতি শব্দ-বোধ্য দকার, বকার প্রভৃতি বর্ণ অকারান্তই গৃহীত হইয়াছে । যেখানে মিলনাদি বোধক পদের যোগ রহিয়াছে, সেখানে মিলিত বর্ণই গ্রহণীয় । ইহার উদাহরণ যথা—“কামাক্ষরং বহ্নিসংস্থম্” ইত্যাদি স্থলে মিলিত বোধক সংস্থ শব্দের যোগে সংযুক্ত ক্র বর্ণই গৃহীত হইয়াছে । তাহা হইলে কূট ঘটিত সুন্দরী প্রভৃতির মন্ত্রসমূহে সামান্তভাবে বর্ণের নির্দেশ থাকায় ককারাদি বর্ণ সমূহ অকারান্ত-রূপে ব্যবহার্য্য ও উচ্চার্য্য হউক । ৪৯

ন চৈক-কূট-ঘটকানামনেক-ব্যঞ্জনানাং পৃথক্-স্বরবত্ত্বং নাস্তীতি বাচ্যম্, প্রমাণাত্বাৎ, উচ্চারণ-বৈজাত্যাপাতাৎ, অদ্বির্বক্ৰণ-সংক্ৰদ্ধ ইত্যাদাবপি বকার-দকারাদীনাং স্বররাহিত্যাপাতাচ্ছেতি চেন্ । ৫০

কুটলক্ষণম্

অত্র ক্রমঃ—কূট-ঘটকানাং পৃথক্-স্বরত্বং নাস্ত্যেব, অনুথা কূটত্ব-ব্যাঘাতঃ । স্বররহিত-স্বরপূর্বস্থানেকবর্ণ-ঘটিতত্বং হি কূটত্বম্ । মধ্যগত-বর্ণান্তে সূতরাং স্বর-রহিতা এব, অনেকত্ব-নিবেশান্মায়া-বীজাদৌ নাতিপ্রসঙ্গঃ । তাদৃশ-বর্ণদ্বয়-ঘটিত-ভৈরবী-কূটাদাবব্যাপ্তেরতো ভূয়স্বমনিবেশাহনেকত্বমুক্তম্ । স্বররহিত-হকার-বিন্দু-ঘটিত-মায়ায়ামতিব্যাপ্তিবারণায়—স্বরপূর্বস্থেতি । স্বরপূর্বস্থ-হকার-

একটি কূট মন্ত্ৰের ঘটক অনেক বর্ণের পৃথক্ স্বরবত্ত্ব নাই, ইহা বলা যায় না ; কারণ উহাতে প্রমাণ নাই এবং উচ্চারণের বৈজাত্য উপস্থিত হয় ও অদ্বির্বক্ৰণ-সংক্ৰদ্ধ ইত্যাদি স্থলে বকার ও দকারাদির স্বর-শূন্যত্ব প্রসঙ্গ হয় । এইরূপ যদি বলেন । ৫০

এস্থলে তাহার উত্তরে বলিব—না, কূট-ঘটক বর্ণসমূহের পৃথক্ স্বরবত্ত্ব নাইই । ইহা স্বীকার না করিলে কূটত্বের ব্যাঘাত হইবে । স্বরের পূর্বস্থিত স্বর-রহিত অনেক বর্ণ হইতেছে কূট । মধ্যগত বর্ণসমূহ কিন্তু সূতরাং স্বর রহিতই হইবে । স্বরের পূর্বস্থিত স্বর-রহিত অনেক বর্ণকে কূট বলায় মায়াবীজে এই কূট-লক্ষণের অতিপ্রসঙ্গ হয় না । কারণ মায়াবীজে (হ্রীং কারে) স্বরের পূর্বে একটি মাত্র স্বররহিত বর্ণ থাকিলেও স্বর-রহিত অনেক বর্ণ নাই (র স্বরযুক্ত, হ মাত্র স্বর-রহিত) । স্বর-রহিত স্বর-পূর্বস্থ ভূয়ো বর্ণকে (বহু বর্ণকে) কূট বলিলে তাদৃশ বর্ণদ্বয় ঘটিত ভৈরবী কূটাদিতে অব্যাপ্তি হয়, এই জন্য কূট-লক্ষণে ভূয়স্ব নিবেশ না করিয়া অনেকত্ব উক্ত হইয়াছে । ভৈরবী কূটে স্বর-রহিত দুইটি বর্ণ আছে । দুইটি বর্ণ অনেক, কিন্তু বহু নহে । তিন বা তিনের অধিক সংখ্যাকে বহু বলে । সূতরাং ভৈরবীকূটে স্বরের পূর্বে স্বর রহিত অনেক বর্ণ থাকার অব্যাপ্তি হয় না । স্বর রহিত হকার ও বিন্দুঘটিত মায়াতে অতিব্যাপ্তি বারণের জন্য ‘স্বর-পূর্বস্থ’ এই শব্দটি লক্ষণে প্রযুক্ত হইয়াছে । স্বর-রহিত অনেক বর্ণ ঘটিত হইলেই কূট হয় না । স্বরের পূর্বে স্বর-রহিত অনেক বর্ণ থাকিলে তবেই কূট হয় । মায়াবীজে স্বরের পূর্বে স্বররহিত হ এবং স্বরের পরে হওয়ায় স্বরের পূর্বে স্বর-রহিত অনেক বর্ণ না থাকার মায়াবীজে অতিব্যাপ্তি হয় না । স্বর-পূর্বস্থ অনেক বর্ণ ঘটিতকে কূট বলিলে স্বর-পূর্বস্থ হকার ও রেফ ঘটিত মায়াবীজে অতিব্যাপ্তি হয় অর্থাৎ মায়াবীজও কূট হইয়া পড়ে । তাই কূটের লক্ষণে ‘স্বর-রহিত’ এই বিশেষণ প্রযুক্ত

রেক-ঘটিতদ্বান্মায়ায়ামতিব্যাপ্তিরতঃ—স্বররহিতেতি । এবঞ্চ বালা-ত্রিকূটে
কামবীজাত্মক-সুন্দরী-ত্রিকূটে ষোড়শী-ঘটক-মায়াদৌ চ কূটত্বং গোণমেব ।
বধুবীজস্ত তু কূটত্বমিষ্টমেব । ন চৈবং ভূয়ঃ-স্বরমাত্র-ঘটিতস্ত কূটত্বং স্ফাদিতি
বাচ্যম্, তাদৃশস্তাহসন্তুবাৎ, সন্তুবে বা তত্র কূটত্বশ্চেষ্টত্বাৎ । অঙ্গির্বকুণ
ইত্যাদৌ মন্ত্ৰস্ত কূটত্বং নাস্ত্যেবেতি তত্র পৃথক্ স্বরসিদ্ধিঃ ॥ ৫১

কূটঘটক-ব্যঞ্জনস্তাদন্ত্বেনোচ্চারণম্

এবঞ্চ কূট-ঘটকানাং স্বররহিতত্বেহপ্যদন্ত্বেনোচ্চারণমাবশ্যকমেব, অতএব
দ্বর্ভাসঃ-কূটে ‘মায়াস্থানে হরী বর্ণযুগলঞ্চ ক্রমাল্লিখেদি’ত্যত্র হকারস্তাদন্ত্বে-
নোচ্চারণং সাধু সংগচ্ছতে । অতএব চ সুন্দরী মন্ত্ৰ-বিশেষোক্তারে বিষ্ণু-
রীশস্ততো-হাস্ত ইত্যত্র বিষ্ণুরীশ ইত্যনেন হকারস্তাহদন্ত্বে বন্ধ্যতে, অন্যথা
তত্র বিষ্ণু-পদ-বৈয়র্থ্যাপত্তেঃ । এবং পঞ্চমাং কামং বিষ্ণু-যুতমিত্যত্রাপি
বোধ্যম্ । এতেনাহর্কনারীশ্বরাতি-মন্ত্ৰা অপি ব্যাখ্যাতা ইতি তত্ত্বম্ ॥ ৫২

হইরাছে । মায়াবীজ ত্রীংকারে স্বরের পূর্বে স্বর-রহিত অনেক বর্ণ না থাকায় মায়া-
বীজে অতিব্যাপ্তি হয় না । কূটের লক্ষণ এই হইলে বালা ত্রিকূটে, কামবীজাত্মক
সুন্দরীর ত্রিকূটে এবং ষোড়শী মন্ত্ৰের ঘটক মায়াদিতে কূটত্ব গোণই । বধুবীজের কূটত্ব
অভিপ্রেতই । বহু স্বরমাত্র ঘটিত বর্ণ সমুদায়ই কূট হউক, ইহা বলা যায় না । কারণ
তাদৃশ কূটমন্ত্ৰ সম্ভব নহে । সম্ভব হইলে তাহার কূটত্ব অভিপ্রেতই । “আঙ্গির্বকুণ” ইত্যাদি
স্থলে মন্ত্ৰের কূটত্ব নাইই । এইজন্য সেস্থলে পৃথকভাবে স্বরের সিদ্ধি হইরাছে । ৫১

এইরূপে কূট ঘটক বর্ণ সমূহ স্বর-রহিত হইলেও অকারান্তরূপেই তাহাদের উচ্চারণ
আবশ্যকই । এই জন্য দ্বর্ভাসঃকূটে ‘মায়াস্থানে হরী বর্ণযুগলঞ্চ ক্রমাল্লিখেৎ’ ইত্যাদি
স্থলে হকারের অকারান্তরূপে উচ্চারণ সুসঙ্গত হয় । অতএব সুন্দরীর মন্ত্ৰ বিশেষের
উক্তারে ‘বিষ্ণুরীশস্ততো হাস্ত’ এই স্থলে বিষ্ণুরীশ এই শব্দের দ্বারা হকারের অকারান্ততা
কথিত হইবে । অন্যথা সেস্থলে বিষ্ণুপদের ব্যর্থতার আপত্তি হইবে । এইরূপ
পঞ্চমীতে ‘কামং বিষ্ণুযুতম্’ এই স্থলেও জানিবে । ইহা দ্বারা অর্কনারীশ্বর প্রভৃতির
মন্ত্ৰগুলিও ব্যাখ্যাত হইল । ইহাই তত্ত্ব । ৫২

অথ সৃষ্টিক্রমঃ

যথা সময়াতন্ত্রে—

শ্রীদেব্যাচ—

কথিতং পরমং জ্ঞানং শিব-শক্ত্যা ত্বকং পরম্ ।

ততঃ কথং প্রবর্তন্তে এতে ব্রহ্মাদয়ঃ প্রভো ! ॥ ১

ঈশ্বর উবাচ—

সদাশিবো মহাপ্রোতো নিগুণঃ পরমেশ্বরি ! ।

তন্নিষ্ঠা পরমা শক্তিগুণাতীতা সুনির্মলা ।

সত্ত্বং রজস্তম ইতি গুণানাং ত্রিতয়ং প্রিয়ে ! ॥ ২

যদা সা পরমা শক্তিগুণাধিষ্ঠানমাচরেৎ ।

প্রকৃতিত্বং ভবেৎ তস্যাঃ পুরুষঃ স্যাৎ সদাশিবঃ ॥ ৩

ঐশ্বর্য্য-গুণ-সংযোগাদীশ্বরঃ প্রকৃতো ভবেৎ ।

গুণভেদাৎ ততো জাতা ব্রহ্ম-বিষ্ণু-মহেশ্বরঃ ॥ ৪

রজো-গুণাদ্ ভবেদ্ ব্রহ্মা বিষ্ণুঃ সত্ত্ব-গুণাদভুৎ ।

রুদ্রস্তমো-গুণাদ্ দেবি ! সর্ব্বে প্রোতা ইমে গুণাঃ ।

সদাশিবো মহাপ্রোতঃ শক্ত্যাশ্রয় ইতি প্রিয়ে ! ॥ ৫

অনন্তর সৃষ্টিক্রম কথিত হইতেছে । যেমন সময়াতন্ত্রে শ্রীদেবী বলিতেছেন—

হে প্রভো ! শিবশক্ত্যা ত্বক শ্রেষ্ঠ পরম জ্ঞান আপনার কর্তৃক কথিত হইয়াছে । এই ব্রহ্মাদি দেবগণ প্রভৃতি সেই শিব শক্তি হইতে কি প্রকারে প্রবর্তিত (আবির্ভূত) হইলেন ? ১

ঈশ্বর বলিলেন—হে পরমেশ্বরি । সদাশিব মহাপ্রোত ও নিগুণ । সেই সদাশিব গতী পরমা শক্তি গুণাতীতা ও সুনির্মলা । হে প্রিয়ে । সত্ত্ব, রজঃ ও তমঃ—ইহাই গুণ-সমূহের ত্রিতয় । ২

যখন সেই পরমা শক্তি গুণগণে অধিষ্ঠান করেন, তখন সেই পরমা শক্তি প্রকৃতি হইয়া থাকেন, সদাশিব পুরুষ হন । ৩

ঐশ্বর্য্য গুণের যোগে ঈশ্বর প্রারক (প্রাবর্ত্তিত) হইলেন । গুণের ভেদবশতঃ সেই ঈশ্বর হইতে ব্রহ্মা, বিষ্ণু ও মহেশ্বর অগ্নিয়াছেন । ৪

রজোগুণ হইতে ব্রহ্মা ও সত্ত্ব গুণ হইতে বিষ্ণু হইয়াছেন । হে দেবি । রুদ্র তমোগুণ হইতে হইয়াছেন । সমস্ত প্রোতগণ এই গুণ হইতে হইয়াছেন । সদাশিব মহাপ্রোত ও শক্তির আশ্রয়, ইহা জানিবে । ৫

পৃথিব্যাপস্তথা তেজো বায়ুরাকাশমেব চ ।
 এতেষাং পঞ্চ-ভূতানামধিপাঃ পঞ্চ তে শিবাঃ ॥ ৬
 ব্রহ্মাদিকাঃ সদা-পূর্ব-শিবাস্তাঃ পরিকীৰ্ত্তিতাঃ ।
 এবং সৃষ্টির্নিগদিতা লয়ং শৃণু মহেশ্বরি ! ॥ ৭
 রুদ্রো বিষ্ণুস্তথা^১ ব্রহ্মা ক্রমাদেবং পরম্পরম্ ।
 ঈশ্বরে লয়মায়াস্তি ঈশ্বরস্ত সদাশিবে^২ ॥ ৮
 পুনশ্চ শক্ত্যধীনান্তে আবির্ভাবং প্রয়াস্তি চ ।
 পূর্ণত্বাৎ পরমানন্দে ন কৰ্ত্ত্বং সদাশিবে ॥ ৯
 স সাক্ষী পশ্যতি জগৎ পরমাত্মা গুণাত্মকম্ ।
 তদধিষ্ঠানমাসাচ্চ পরমানন্দ-রূপিণী ।
 সৃজত্যেমা পালয়তি সংহরত্যেব মে বচঃ^৩ ॥ ১০
 ন শিবেন বিনা শক্তির্ন শক্তি-রহিতঃ শিবঃ ।
 অবিনাভাব-সম্বন্ধস্তয়োরা নন্দ-রূপয়োঃ ॥ ১১

পৃথিবী, জল, তেজঃ, বায়ু ও আকাশ—এই পাঁচটি ভূতের অধিপতি হইতেছেন সেই পাঁচটি শিব অর্থাৎ সদাশিব, ঈশ্বর, ব্রহ্মা, বিষ্ণু ও মহেশ্বর । ৬

ব্রহ্মাদি হইতে সদা পূর্ব শিব অর্থাৎ সদাশিব সৃষ্টি পর্য্যন্ত কীর্ত্তিত হইয়াছে । এই প্রকার সৃষ্টি কথিত হইল । হে মহেশ্বরি ! এখন লয় শ্রবণ কর । ৭

রুদ্র, বিষ্ণু ও ব্রহ্মা—এইরূপে পরস্পর ক্রমে ক্রমে ঈশ্বরে লয় প্রাপ্ত হন । ঈশ্বর সদাশিবে লয় প্রাপ্ত হন । ৮

পুনরায় তাঁহারা শক্তির অধীন হইয়া আবির্ভূত হন ও লয় প্রাপ্ত হন । পরমানন্দ সদাশিবের পূর্ণত্ব হেতু কৰ্ত্ত্ব্য নাই । ৯

সেই পরমাত্মা সাক্ষী হইয়া গুণাত্মক জগৎ দর্শন করেন । এই পরমানন্দ-রূপিণী পরমা শক্তি তাঁহার অধিষ্ঠান প্রাপ্ত হইয়া এই জগৎ সৃষ্টি করেন, পালন করেন ও সংহার করেন, ইহা আমার কথা । ১০

শিব বিনা শক্তি নাই অর্থাৎ শিবকে পরিত্যাগ করিয়া শক্তি থাকেন না, শক্তিরহিত শিবও নাই । আনন্দরূপ শিব ও শক্তির অবিনাভাব সম্বন্ধ । ১১

তয়া বিনা শিবে স্নেহে কর্ম শর্ম ন বিভ্রতে ।

শক্তেষু নিত্যসম্বন্ধাৎ সহাসক্তঃ সদাশিবঃ ॥ ১২

সা শক্তিঃ পরমেশানি^১ ! ব্রাহ্মী চ বৈষ্ণবী তথা ।

রৌদ্রী চ গুণভেদেভ্যো জগদ্রয়বিভাবিনী ॥ ১৩

সা পরা পরমা শক্তিস্তমেব পরমেশ্বরী ! ।

অহং সদাশিবঃ সর্বপরমানন্দ-রূপবান্ ॥ ১৪

ইতি সম্যক্-জ্ঞান-যোগান্নিত্যং সুখমবাপ্যসি ।

কথিতং পরমং জ্ঞানং নিত্যমানন্দ-দায়কম্^২ ॥ ১৫

শারদায়াম্—নিগুণঃ সগুণশ্চেতি শিবো জ্ঞেয়ঃ সনাতনঃ ।

নিগুণঃ প্রকৃতেরন্যঃ সগুণঃ সকলঃ স্মৃতঃ ॥ ১৬

সচ্চিদানন্দ-বিভবাৎ সকলাৎ পরমেশ্বরাৎ ।

আসীচ্ছক্তিস্ততো নাদো নাদাদ্ বিন্দু-সমুদ্ভবঃ ॥ ১৭

শক্তি-রহিত স্নেহে শিবে কর্ম ও শর্ম (সুখ) নাই । শক্তির নিত্য সম্বন্ধবশতঃ সদাশিব তাঁহার সহিত আসক্ত (সম্বন্ধ) হইয়া আছেন । ১২

হে পরমেশানি । ত্রিজগতের জনয়িত্রী ও প্রকাশিকা সেই শক্তি গুণসমূহের ভেদবশতঃ ব্রাহ্মী শক্তি, বৈষ্ণবী শক্তি ও রৌদ্রী শক্তি । ১৩

হে পরমেশ্বরী । সেই পরা পরমা শক্তি তুমিই । আমি সদাশিব পরমানন্দরূপ । তুমি এই সম্যক্ জ্ঞান-যোগ হইতে নিত্য সুখ লাভ করিবে; ইহা সত্য । নিত্য আনন্দদায়ক পরম জ্ঞান কথিত হইল । ১৪-১৫

শারদাতিলক তন্ত্রে সৃষ্টিক্রম এইরূপ কথিত হইয়াছে । সনাতন নিত্য শিব সগুণ ও নিগুণ—ইহা জানিবেন । সাম্যাবস্থ সত্ত্ব-রজঃ-তমো গুণরূপ প্রকৃতি হইতে ভিন্ন, প্রকৃতির (শক্তির) সহিত সম্বন্ধশূন্য সনাতন শিব হইতেছেন নিগুণ শিব । আর কলার (প্রকৃতি বা শক্তির) সহিত সম্বন্ধ বৃত্ত (অভিন্ন) স-কল শিব হইতেছেন সগুণ শিব । ১৬

সচ্চিদানন্দময় স-কল (শক্তির সহিত অভিন্ন) পরমেশ্বর হইতে শক্তি আবির্ভূত হইলেন । সেই শক্তি হইতে নাদ এবং নাদ হইতে বিন্দুর আবির্ভাব হইল । ১৭

শিবশক্তিময়ঃ সাক্ষাৎ ত্রিধাসৌ ভিত্ততে পুনঃ ।
 বিন্দুর্নাদো বীজমিতি তস্মৈ ভেদাঃ সমীকৃতাঃ ॥ ১৮
 বিন্দুঃ শিবাত্মকো বীজং শক্তির্নাদস্তয়োর্মিথঃ ।
 সমবায়ঃ সমাখ্যাতঃ সর্বাগমবিশারদৈঃ ॥ ১৯
 রৌদ্রী বিন্দোস্ততো নাদাজ্জ্যেষ্ঠা বীজাদজ্যায়ত ।
 বামা তাত্যঃ সমুৎপন্না রুদ্র-ব্রহ্ম-রমাপিণাঃ ॥ ২০
 সংজ্ঞানেচ্ছা-ক্রিয়াত্মানো বহুীশ্বর্ক-স্বরূপিণঃ ।
 ভিত্ত্যমানাং পরাদ্ বিন্দোরব্যক্তাত্ম রবোহভবৎ ॥ ২১
 স রবঃ শ্রুতিসম্পন্নৈঃ^১ শব্দব্রহ্মেতি কথ্যতে ।
 শব্দব্রহ্মেতি শব্দার্থং শব্দমিত্যপরে বিদ্বঃ ॥ ২২
 ন হি তেষাং তয়োঃ সিদ্ধির্জড়িত্বভয়োরপি ।
 চৈতন্যং সর্বভূতানাং শব্দব্রহ্মেতি মে মতিঃ ॥ ২৩

এই বিন্দু সাক্ষাৎ শিব শাক্তময় । ইনি পুনরায় তিন প্রকারে ভিন্ন হন । বিন্দু, নাদ ও বীজ—এইগুলি তাঁহার ভেদ বলিয়া আগম-বিশারদগণ কর্তৃক কথিত হইয়াছে । ১৮

বিন্দু শিবস্বরূপ, বীজ শক্তিস্বরূপ, তাঁহাদের পরস্পর সমবায় সৃষ্টির হেতু ক্ষোভা-ক্ষোভক-রূপ সম্বন্ধটি নাদ বলিয়া সমস্ত আগম-বিশারদগণ কর্তৃক উক্ত হইয়াছে । ১৯

সেই বিন্দু হইতে রৌদ্রী শক্তি, নাদ হইতে জ্যেষ্ঠা শক্তি এবং বীজ হইতে বামা শক্তি আবির্ভূত হইয়াছিলেন । সেই শক্তি সমূহ হইতে রুদ্র, ব্রহ্মা ও রমাপতি বিষ্ণু আবির্ভূত হইয়াছিলেন । ২০

সেই রুদ্র, ব্রহ্মা ও রমাপতি বিষ্ণু যথাক্রমে ইচ্ছাশক্তি, ক্রিয়াশক্তি ও জ্ঞানশক্তি স্বরূপ এবং বহি, ইন্দু ও সূর্য্যস্বরূপ । তন্মধ্যে রুদ্র বহিস্বরূপ, ব্রহ্মা ইন্দুস্বরূপ ও বিষ্ণু সূর্য্যস্বরূপ । সেই প্রথম পর বিন্দু হইতে বর্ণাদি বিশেষ রাহিত অব্যক্ত অখণ্ড রবের (নাদের) আবির্ভাব হইয়াছিল । ২১

শ্রুতিবিশারদগণ (আগম বিশারদগণ) কর্তৃক সেই রব শব্দব্রহ্ম বলিয়া কথিত হন । কোন আচার্য্য শব্দব্রহ্ম এই শব্দের অর্থ বলেন—আন্তর স্ফোট । বৈয়াকরণগণ অখণ্ড এক অর্থের প্রকাশক বাক্য স্ফোটরূপ শব্দকে শব্দব্রহ্ম এই বলেন । ২২

সেই বাদিগণের মতে শব্দ ও শব্দার্থের শব্দব্রহ্মত্ব সিদ্ধি হয় না অর্থাৎ আন্তর স্ফোট ও বাক্য স্ফোটকে শব্দব্রহ্ম বলা যায় না । যেহেতু এই উভয়ই অর্থ । সর্বভূতের অন্তর্গত চৈতন্যই শব্দব্রহ্ম ইহাই আমার মত । ২৩

তৎপ্রাপ্য কুণ্ডলীরূপং প্রাণিনাং দেহমধ্যগম্ ।
 বর্ণাশ্রন্যাহহবির্ভবতি গন্তপত্যাदि-ভেদতঃ ॥ ২৪
 অথ বিন্দ্বাত্মনঃ শক্তোঃ কালবন্ধোঃ কলাত্মনঃ ।
 অজায়ত জগৎসাক্ষী সর্বব্যাপী সদাশিবঃ ॥ ২৫
 সদাশিবাদ্ ভবেদীশস্ততো রুদ্রঃ সমুদ্ভবঃ ।
 ততো বিষ্ণুস্ততো ব্রহ্মা তেষামেবং সমুদ্ভবঃ ॥ ২৬
 মূলভূতাং ততো ব্যক্তাদ্ বিকৃতাং পরমাত্মনঃ ।
 আসীৎ কিল মহৎ তত্ত্বং গুণাস্তঃকরণাত্মকম্ ॥ ২৭
 অভূৎ তস্মাদহঙ্কারস্ত্রিবিধঃ সৃষ্টি-ভেদতঃ ।
 বৈকারিকাদহঙ্কারাদ্ দেবা বৈকারিকা দশ ।
 দিগ্ বাতর্ক-প্রচেতোহশ্বি-বহ্নীন্দ্রোপেন্দ্র-মিত্র-কাঃ ॥ ২৮
 তৈজসাদিন্দ্রিয়ান্যাসন্ তন্মাত্রাক্রম-যোগতঃ ।
 ভূতাদিকাদহঙ্কারাং পঞ্চভূতানি যজ্জিরে ॥ ২৯

প্রাণিপণের দেহমধ্যবর্তী এই চৈতন্য কুণ্ডলীরূপ প্রাপ্ত হইয়া কণ্ঠাদি করণের সহিত সম্বন্ধ হইয়া গদ্য ও পদ্যাদিভেদে বর্ণরূপে আবির্ভূত হন । ২৪

অনন্তর কলাত্মা (শক্ত্যভিন্ন) কালবন্ধু বিন্দুরূপ পরম শিব শব্দ হইতে সর্বব্যাপী সর্বসাক্ষী সৃষ্টি, স্থিতি, ধ্বংস, নিগ্রহ ও অনুগ্রহরূপ কার্য্য পঞ্চকের কর্তা সদাশিব আবির্ভূত হইলেন । ২৫

সদাশিব হইতে ঈশ্বর হইলেন, তাঁহা হইতে রুদ্রের আবির্ভাব হইল । তাহার পর বিষ্ণু, তাহার পর ব্রহ্মা আবির্ভূত হইলেন । এই প্রকারে তাঁহাদের আবির্ভাব হইল । ২৬

তাহার পর সমস্ত সৃষ্টির মূল-কারণ বিকৃত (সৃষ্টিতে উন্মূখ) বিন্দুরূপ অব্যক্ত পরমশিব হইতে সত্ত্ব রজস্তমো গুণময় স্তঃকরণাত্মক মহৎ তত্ত্ব আবির্ভূত হইল । ২৭

সেই মহৎ তত্ত্ব হইতে সৃষ্টিভেদে (কার্য্যভেদে) বৈকারিক (সাত্ত্বিক) তৈজস (রাজস) ও ভূতাদি (তামস) নামক তিন প্রকার অহঙ্কার হইল । বৈকারিক অহঙ্কার হইতে দশ সংখ্যক বৈকারিক দেবতা আবির্ভূত হইলেন । ইন্দ্রিয়বর্গের অধিষ্ঠাত্রী সেই দেবতাগণ হইতেছেন—দিব্, বায়ু, প্রচেতাঃ (বরুণ), অশ্বিনী কুমার দয়, বহ্নি, ইন্দ্র, উপেন্দ্র, (বিষ্ণুর এক মূর্ত্তি) মিত্র (তৃতীয় সূর্য্য) ও ক (ব্রহ্মার এক মূর্ত্তি) ও চন্দ্র । ২৮

তৈজস অহঙ্কার হইতে জ্ঞানেন্দ্রিয়, কর্ম্মেন্দ্রিয় ও মনঃ—এই একাদশ ইন্দ্রিয়

শব্দাৎ পূর্বং বিয়ৎ স্পর্শাদ্ বায়ুরূপাদ্ হতাশনঃ ।

রসাদন্তুঃ ক্রমা গন্ধাদিতি তেষাং সমুদ্ভবঃ ॥ ৩০

স্বচ্ছং বিয়ন্মরুৎ কৃষ্ণো রক্তোহগ্নির্বিশদং পয়ঃ ।

পীতা ভূমিঃ পঞ্চভূতান্চেকৈকাধারতো বিহঃ ।

শব্দ-স্পর্শ-রূপ-রস-গন্ধা ভূতগণাঃ স্মৃতাঃ ॥ ৩১

বৃন্তং দিবস্তুৎ ষড়্‌বিন্দু-লাঞ্ছিতং মাতরিশ্বনঃ ।

ত্রিকোণং স্বস্তিকোপেতং রহেরর্দৈন্দু-সংযুতম্ ॥ ৩২

অন্তোদ্রুমন্তসো ভূমেশচতুরশ্রং সবজ্রকম্

তৎ-তদ্-ভূত-সমাত্তানি মণ্ডলানি বিহুবুধাঃ ॥ ৩৩

বর্ণৈঃ সৈ রঞ্জিতান্চাহঃ স্বস্বনামাবৃতান্চপি ।

ধরাদি-পঞ্চভূতানাং নিবৃত্ত্যান্চাঃ কলাঃ স্মৃতাঃ ॥ ৩৪

আবির্ভূত হইল। ভূতাদি অহঙ্কার হইতে শব্দতন্মাত্র, স্পর্শতন্মাত্র, রূপতন্মাত্র, রসতন্মাত্র ও গন্ধতন্মাত্র নামক পাঁচটি তন্মাত্র ক্রমে পঞ্চ মহাভূত উৎপন্ন হইল। ২৯

তাহার মধ্যে প্রথমে শব্দ-তন্মাত্র হইতে আকাশ, স্পর্শতন্মাত্র হইতে বায়ু, রূপতন্মাত্র হইতে হতাশন (অগ্নি), রসতন্মাত্র হইতে জল এবং গন্ধ-তন্মাত্র হইতে পৃথিবী— এইরূপে সেই পঞ্চভূত সমূহের আবির্ভাব হইল। ৩০

আকাশ স্বেতবর্ণ, বায়ু কৃষ্ণবর্ণ, অগ্নি রক্তবর্ণ, জল বিশদ (স্বেত) বর্ণ ও পৃথিবী পীতবর্ণ। এই পাঁচটি ভূত পঞ্চতন্মাত্রের এক একটিতে অর্থাৎ নিজ নিজ কারণে আশ্রিত জানিবেন। শব্দ, স্পর্শ, রূপ, রস ও গন্ধ—এই গুণগুলি ভূতগণের গুণ কথিত হইয়াছে। ৩১

ভূতমণ্ডলের মধ্যে আকাশের মণ্ডল হইতেছে বৃন্ত। সেই বৃন্তই তাহার পরিধি রেখা মধ্যে সমভাগে ছয়টি বিন্দু দ্বারা ভূষিত হইলেই বায়ুর মণ্ডল হয়। ষষ্ঠিকা-বৃন্ত উর্ধ্বাংশ ত্রিকোণটি অগ্নির মণ্ডল। অর্দৈন্দু সংযুক্ত তাহার উত্তর ভাগস্থ পদ্মই জলের মণ্ডল। অষ্ট বজ্র বিভূষিত চতুরশ্রই ভূমিমণ্ডল। এই মণ্ডলগুলিকে সেই ভূতের সমানবর্ণ বিশিষ্ট বলিয়া পণ্ডিতগণ জানেন। ৩২-৩৩

পণ্ডিতগণ এই মণ্ডলগুলিকে সেই ভূতবর্ণের তুলা বর্ণ-বিশিষ্ট রজঃ দ্বারা পূরিত বলিয়া থাকেন অর্থাৎ ভূমি প্রভৃতিতে ভূতমণ্ডল লিখিলে তাহার। এই ভূত মণ্ডলগুলিকে শারদাভিলকের দ্বিতীয় পটলোক্ত বক্ষ্যমাণ ভূতবর্ণ রজঃ দ্বারা রঞ্জিত করিয়া থাকেন এবং ঐ মণ্ডলগুলিকে বক্ষ্যমাণ ভূতলিপি যন্ত্রে কর্ণিকালিখিত স্ব স্ব মন্ত্রের দ্বারা আবৃত

নিবৃত্তিঃ সপ্রতিষ্ঠা চ বিদ্যা শান্তিরনন্তরম্ ।
 শাস্ত্যতীতেতি তা জ্ঞেয়া নাদ-বিন্দু-সমুদ্ভবাঃ ॥ ৩৫
 পঞ্চভূতাত্মকং সর্বং চরাচরমিদং জগৎ ।
 অচরা বহুধা ভিন্না গিরি-বৃক্ষাদি-ভেদতঃ ॥ ৩৬
 চরাস্ত্র ত্রিবিধাঃ প্রোক্তাঃ শ্বেদাশুজ-জরায়ুজাঃ ।
 শ্বেদজা কৃমি-দংশাচ্চ অশুজাঃ পল্লগাদয়ঃ ॥ ৩৭
 জরায়ুজা মনুষ্যাচ্চান্তেষু নৃণাং নিগত্বতে ।
 উদ্ভবঃ পুংস্ত্রিয়োর্যোগে শুক্রাচ্ছোণিত-সংপুটাৎ ॥ ৩৮
 বিন্দুরেকো বিশেদ গর্ভমুভয়াত্মা ক্রমাদসৌ ।
 রজোহধিকে^১ ভবেনারী ভবেদ রোতোহধিকে^২ পুমান্ ।
 উভয়োঃ সমতায়াস্ত্র নপুংসকমিতি স্থিতিঃ ॥ ৩৯
 পূর্বকর্মাত্মরূপেণ মোহপাশেন যন্তিতঃ ।
 কশ্চিদাত্মা তদা তস্মিন্ জীবভাবং প্রপদ্যতে ॥ ৪০

বলিয়া থাকেন। পৃথিবী প্রভৃতি পাঁচটি ভূতের নিবৃত্তি প্রভৃতি পাঁচটি কলা উক্ত হইয়াছে। ৩৪

ধরাদি পঞ্চভূতের সেই কলাগুলি হইতেছে—নিবৃত্তি, প্রতিষ্ঠা, বিদ্যা, শান্তি ও শাস্ত্যতীতা। সেইগুলি নাদদেহ (নাদোৎপন্ন) বিন্দু হইতে উৎপন্ন, ইহা জানিবেন। ৩৫

এই চরাচর সমস্ত জগৎ পঞ্চাভূতাত্মক—পঞ্চভূতের সমবारे উৎপন্ন। অচর স্থাবরগুলি গিরি, বৃক্ষাদি ভেদে বহু প্রকারে ভিন্ন। ৩৬

চর জঙ্গমগুলি শ্বেদজ, অশুজ ও জরায়ুজ ভেদে ত্রিবিধ উক্ত হইয়াছে। কৃমি, কীট, দংশ (ভাঁস) পতঙ্গ প্রভৃতি শ্বেদজ। পল্লগ, পক্ষি, কচ্ছপ প্রভৃতি অশুজ। ৩৭

মনুষ্য, পশু প্রভৃতি জরায়ুজ। তন্মধ্যে মনুষ্যগণের জন্ম কথিত হইতেছে। স্ত্রী ও পুরুষের মিলনে শুক্র ও শোণিতের সম্পূর্ণ (সংযোগ) হইতে মনুষ্যের সৃষ্টি হয়। ৩৮

উভয়াত্মক (শুক্রশোণিতাত্মক বা অগ্নীষোমাত্মক) এক বিন্দু গর্ভে প্রবেশ করে। এই বিন্দু রজঃ অধিক হইলে ক্রমে ক্রমে নারী হয়। রোতঃ-(শুক্র) অধিক বিন্দু হইলে এই বিন্দু ক্রমে ক্রমে পুরুষ হয়। শুক্র ও শোণিত (স্ত্রীরজঃ) এই উভয় সমান হইলে নপুংসক হয়, ইহাই স্থিতি অর্থাৎ মনুষ্য, পশু প্রভৃতির উৎপত্তির মর্যাদা। ৩৯

পূর্ব পূর্ব জন্ম সঞ্চিত কর্মসমূহের মধ্যে ফলদানে উদ্ভূত পাপ ও পুণ্যরূপ প্রারব্ধ

অথ মাত্রাহৃতৈরশু-পানাত্তৈঃ পোষিতঃ ক্রমাৎ ।

দিনাৎ পক্ষাৎ ততো মাসাদ্ বর্দ্ধতে তদ্বদেহবান্ ॥ ৪১

দোষৈর্দুর্ভৈঃ সুখং প্রাপ্তো ব্যক্তিং যাতি নিজেন্দ্রিয়ৈঃ ।

বাত-পিত্ত-কফা দোষা দৃশ্যাঃ শ্রুতঃ সপ্ত ধাতবঃ ।

ত্বগ্-স্ফ-মাংস-মেদোহস্থি-মজ্জা-শুক্ৰাণি তান্ বিদ্বঃ ॥ ৪২

জ্ঞানেন্দ্রিয়াণি শ্রোত্র-ত্বগ্-দৃগ্-জিহ্বা-নাসিকাঃ বিদ্বঃ ।

জ্ঞানেন্দ্রিয়ার্থাঃ শব্দাত্মাঃ শ্রুতাঃ কর্মেন্দ্রিয়াণ্যপি ॥ ৪৩

বাক্-পাণি-পাদ-পায়ু-সংজ্ঞান্যাহর্মণীষিণঃ ।

বচনাহহদান-গত্যো বিসর্গাহহনন্দ-সংযুতাঃ ॥ ৪৪

কর্মেন্দ্রিয়ার্থাঃ সংপ্রোক্তা অন্তঃকরণমাত্মনঃ ।

মনো-বুদ্ধিরহঙ্কার-চিত্তঞ্চ পরিকীর্তিতম্ ॥ ৪৫

দশেন্দ্রিয়াণি ভূতানি মনসা সহ ষোড়শ ।

বিকারাঃ শ্রুতঃ প্রকৃতয়ঃ পঞ্চভূতান্যহংকৃতিঃ ॥ ৪৬

কর্মের অনুরূপ মোহপাশের দ্বারা ক্রমে ক্রমে বস্ত্রিত (পরিপোষিত) হইয়া চতুবিংশতি-
তত্ত্বরূপ দেহধারী জীব দিনে দিনে পক্ষে পক্ষে তাহার পর মাসে মাসে বর্দ্ধিত হইতে
থাকে । ৪০-৪১

যেভাবে সুখ হয়, সেইরূপে দোষ ও দৃশ্য দ্বারা দেহ প্রাপ্ত হইয়া নিজ ইন্দ্রিয়ের
সহিত ব্যক্তি বা বুদ্ধি প্রাপ্ত হয় । বাত, পিত্ত ও কফ হইতেছে দোষ । আর সাতটি
ধাতু হইতেছে দৃশ্য । ত্বক, অস্ক (রক্ত), মাংস, মেদ, অস্থি, মজ্জা ও শুক্রকে সেই
ধাতু জানিবে । ৪২

পণ্ডিতগণ শ্রোত্র, ত্বক, চক্ষুঃ, জিহ্বা ও নাসিকাকে জ্ঞানেন্দ্রিয় বলেন । শব্দ, স্পর্শ,
রূপ, রস ও গন্ধ—এইগুলি জ্ঞানেন্দ্রিয়ের অর্থ (বিষয়) কথিত হইয়াছে । কর্মেন্দ্রিয়
সকলও আছে । ৪৩

মনীষিণ্য কর্মেন্দ্রিয়গুলির নাম এই বলিয়াছেন—বাক্, পাণি, পাদ, পায়ু (ওহ)
ও অঙ্ক (লিঙ্গ) । বচন, আদান (গ্রহণ), গতি, বিসর্গ (মলত্যাগ) ও আনন্দ—
এইগুলি কর্মেন্দ্রিয়ের বিষয় কথিত হইয়াছে । আত্মার গ্রাহক অন্তঃকরণ ও আত্মা
অন্তঃকরণের বিষয় অর্থাৎ মনঃ একমাত্র আত্মাকে গ্রহণ (জ্ঞান) করে । মনঃ, বুদ্ধি,
অহঙ্কার ও চিত্ত—এই চারি প্রকার অন্তঃকরণ কীর্তিত হইয়াছে । ৪৪-৪৫

তত্ত্ববিদগণ পাঁচটি ভূত ও মনের সহিত দশটি ইন্দ্রিয়—এই ষোলটিকে বিকার,

অব্যক্তং মহদিত্যষ্টৌ তন্মাত্রাশ্চ মহানপি ।
 সাহস্কারা বিকৃতয়ঃ সপ্ত তত্ত্ববিদো বিদ্বঃ ॥ ৪৭
 অগ্নীষোমাত্মকো দেহো বিন্দুর্যত্নভয়াত্মকঃ ।
 দক্ষিণাংশঃ স্মৃতঃ সূর্য্যো বাম-ভাগো নিশাকরঃ ॥ ৪৮
 নাড়ী দশ বিদ্বস্তানু মুখ্যান্তিভ্যঃ প্রকীৰ্ত্তিতাঃ ।
 ইড়া বামে তনোর্মধ্যে সূক্ষ্মা পিঙ্গলাহপরে ।
 মধ্যে তাস্মপি নাড়ী স্তাদগ্নীষোম-স্বরূপিণী ॥ ৪৯
 গাক্ষারী হস্তিজিহ্বা স্যাৎ স-পুষাঃ লম্বুষা মতা ।
 যশস্বিনী শঙ্খিনী চ কুহঃ স্যুঃ সপ্ত নাড়য়ঃ ॥ ৫০
 নাড়্যোহনস্তাঃ সমুৎ-পন্নাঃ সূক্ষ্মা-পঞ্চপর্বসু ।
 মূলাধারোদগতঃ প্রাণস্তাভির্ব্যাপ্নোতি তৎ তনুং ॥ ৫১

পঞ্চভূত (পঞ্চতন্মাত্র), অহঙ্কার, মহৎ ও অব্যক্ত—এই আটটিকে প্রকৃতি (উপাদান) ।
 পঞ্চতন্মাত্র, অহঙ্কার ও মহান্—এই সাতটি বিকৃতি অর্থাৎ এই সাতটিকে প্রকৃতি-বিকৃতি
 বলেন । ৪৬-৪৭

যেহেতু শুক্র ও শোণিতরূপ বিন্দু উভয়াত্মক অর্থাৎ অগ্নীষোমাত্মক, সেই হেতু দেহ
 অগ্নীষোম-স্বরূপ । দেহের দক্ষিণভাগ সূর্য্য এবং বামভাগ নিশাকর (সোম) কথিত
 হইয়াছে । ৪৮

শরীরের অনন্ত নাড়ীর মধ্যে দশটি নাড়ী প্রধান । তাহার মধ্যে তিনটি নাড়ী মুখ্য
 কীৰ্ত্তিত হইয়াছে । দেহের মধ্যে বামে সোম স্বরূপা ইড়া নাড়ী বামমুখ হইতে উদ্গত
 হইয়া বক্রাকারে বামনাসা পর্যন্ত গিয়াছে । মধ্যে সূক্ষ্মা দেহের মেরুদণ্ডের মধ্য দিয়া
 ব্রহ্মরন্ধ্র পর্যন্ত গিয়াছে । দক্ষিণে অগ্নিস্বরূপা পিঙ্গলা নাড়ী দক্ষিণ অণ্ডকোষ হইতে
 উদ্গত হইয়া দক্ষিণ নাসিকা পর্যন্ত গিয়াছে । তাহার মধ্যে মধ্য নাড়ী সূক্ষ্মা মুখ্য
 ও অগ্নীষোম-স্বরূপা । ৪৯

গাক্ষারী, হস্তিজিহ্বা, পুষা, লম্বুষা, যশস্বিনী, শঙ্খিনী ও কুহ—এই সপ্ত নাড়ীও
 মুখ্য নাড়ী । ৫০

সূক্ষ্মার পাঁচটি পর্বে অনন্ত (অসংখ্য) নাড়ী উৎপন্ন হইয়াছে । মূলাধার হইতে
 উদ্গত দেহধারক প্রাণ সেই নাড়ী সমূহের সহিত সেই দেহকে ব্যাপ্ত করিয়া
 আছে । ৫১

বায়বোহত্র দশ প্রোক্তা বহুয়শ্চ দশ স্মৃতাঃ ।
 প্রাণাচ্চা মরুতঃ পঞ্চ নাগঃ কূর্মো ধনঞ্জয়ঃ ॥ ৫২
 কুকরঃ স্মাদ্ দেবদত্ত ইতি নামভিরীরিতাঃ ।
 অগ্নয়ো দোষ দুশ্চেষু সংলীনা দশ দেহিনঃ ॥ ৫৩
 বুভুক্ষা চ পিপাসা চ প্রাণস্য মনসঃ স্মৃতৌ ।
 শোক-মোহৌ শরীরস্য জরা মৃত্যুঃ ষড়্‌র্ময়ঃ ॥ ৫৪
 স্নায়ুস্থি-মজ্জা শুক্রাচ্চ^১ ত্বঙ্-মাংসাস্থানি শোণিতাং ।
 ষাট্‌কৌশিকমিদং প্রোক্তং সর্বদেহেষু দেহিনাম্ ॥ ৫৫
 ইথংভূতস্তদা গর্ভে পূর্বজন্ম-শুভাশুভম্ ।
 স্মরন্তিষ্ঠতি হুঃখাত্মা ছন্নদেহো জরায়ুণা ॥ ৫৬
 কালক্রমেণ স শিশুর্মাতরং ক্লেশয়ন্ মুহুঃ ।
 সংপিণ্ডিত-শরীরোহথ জায়তেহয়মবাঙ্-মুখঃ ।
 ক্ষণং তিষ্ঠতি নিশ্চেষ্টো ভীত্যা রোদিতুমিচ্ছতি ॥ ৫৭
 ততশ্চৈতন্যরূপা সা সর্বগা বিশ্বরূপিণী ।

এই দেহে দশটি বায়ু কথিত হইয়াছে। অগ্নিও দশটি কীৰ্ত্তিত হইয়াছে। প্রাণ, অপান, ব্যান, উদান ও সমান—এই পাঁচটি এবং নাগ, কূর্ম, ধনঞ্জয়, কুকর ও দেবদত্ত—এই পাঁচটি নামের দ্বারা দশটি বায়ু কথিত হয়। দেহীর দোষ ও দুশ্চের মধ্যে দশবিধ বহি লীন হইয়া আছেন। ৫২-৫৩

প্রাণের বুভুক্ষা ও পিপাসা, মনের শোক ও মোহ এবং শরীরের জরা ও মৃত্যু—এই ছয়টি উর্মি (আন্তির উৎপাদক অবস্থাবিশেষ)। ৫৪

পিতার শুক্র হইতে স্নায়ু, অস্থি ও মজ্জা এবং মাতার শোণিত হইতে ত্বক্, মাংস ও রক্ত জন্মে। দেহিগণের সমস্ত দেহে এই ছয়টি ষাট্‌কৌশিক বলিয়া উক্ত হইয়াছে। ৫৫

তখন এই প্রকার অতিহুঃখী জীব জরায়ু দ্বারা দেহ আবৃত করিয়া পূর্বজন্মের শুভাশুভ কর্ম ও মোক্ষের উপায় স্মরণ করিতে করিতে গর্ভে অবস্থান করে। ৫৬

অনন্তর কালক্রমে নবম বা দশম মাসে সেই গর্ভস্থ শিশু মাতাকে ক্লেশ দিয়া দেহ সঙ্কুচিত করিয়া সূতি বায়ু দ্বারা প্রেরিত হইয়া অধোমুখ হইয়া ভূমিষ্ঠ হয়। ভূমিষ্ঠ হইয়া ক্ষণকাল নিশ্চেষ্ট থাকে। পরে ভয়ে কাঁদিতে ইচ্ছা করে। ৫৭

তাহার পর অর্থাৎ শরীরের উৎপত্তির অনন্তর সেই চৈতন্যরূপা শব্দব্রহ্মময়ী দেবী

শিব-সন্নিধিমাঙ্গল্য নিত্যানন্দগুণোদয়া ॥ ৫৮
 দিকলাভনবচ্ছিন্না সর্বদেহাধরা^১ শুভা ।
 পরাপর-বিভাগেন পরশক্তি-রিয়ং স্মৃতা ॥ ৫৯
 যোগিনাং হৃদয়াস্তোজে নৃত্যন্তী নিত্যমঞ্জসা ।
 আধারে সর্বভূতানাং স্মরন্তী বিদ্যাদাকৃতিঃ ॥ ৬০
 শঙ্খাবর্ত ক্রমাদ্ দেবী সর্বমাবৃত্য তিষ্ঠতি ।
 কুণ্ডলীভূত-সর্পাণামঙ্গত্রিয়মুপেয়ুযী ॥ ৬১
 সর্বদেবময়ী-দেবী^২ সর্বমস্ত্রময়ী-শিবা ।
 সর্বতত্ত্বময়ী সাক্ষাৎ সূক্ষ্মাৎ সূক্ষ্মতরা বিভূঃ ॥ ৬২
 ত্রিধাম-জননী দেবী শঙ্করাক্ষ-স্বরূপিণী ।
 দ্বিচত্বারিংশদ বর্ণায়া^৩ পঞ্চাশদ-বর্ণরূপিণী ॥ ৬৩

কুণ্ডলিনী মন্ত্রময় জগৎ প্রসব করেন । সেই বিশ্বরূপিণী নিত্যানন্দময়ী বিশ্বব্যাপিণী দেবী কুণ্ডলিনী সত্ত্ব, রজঃ ও তমোগুণকে উদ্ভূত করিয়া শিবস্বরূপ প্রাপ্ত হইয়া দেহ মধ্যে অবস্থিত আছেন । ৫৮

সেই কুণ্ডলিনী দিক্ ও কালের দ্বারা অনবচ্ছিন্না—দিক্ ও কালের দ্বারা অবিশেষিতা অর্থাৎ সর্বদিক্ ও সর্বকালব্যাপিণী সমস্ত দেহে বিরাজমানা ও অতীব রমণীয়া । পরশক্তি ও অপর শক্তির বিভাগে ইনি পরশক্তি বলিয়া কীৰ্ত্তিতা । ৫৯

বিদ্যাপুঞ্জের দ্বারা তেজোময়ী সেই দেবী কুণ্ডলিনী যোগিগণের হৃৎপদ্মে সর্বদা বধ্যবধ্যভাবে নৃত্য করিতে করিতে সমস্ত প্রাণীর মূলাধারে গুরু উপদেশ দ্বারা প্রকাশিতা হইয়া থাকেন । ৬০

কুণ্ডলীভূত সর্পগণের অঙ্গসৌন্দর্য্যের দ্বারা সৌন্দর্য্যধারিণী তেজোরূপা সেই দেবী কুণ্ডলিনী শঙ্খাবর্ত-ক্রমে অর্থাৎ শঙ্খের আবর্ত যেমন শঙ্কে আবর্ত করিয়া রাখে, তদ্রূপ ইনিও সকলকে আবৃত করিয়া অবস্থিত আছেন । ৬১

ইনি সর্বদেবময়ী সর্বদেব-ব্যাপিণী, তাই দেবী তেজোরূপা । ইনি সর্বমন্ত্রময়ী সর্বমন্ত্র-ব্যাপিণী, তাই তিনি শিবা কল্যাণরূপা । ইনি সাক্ষাৎ সর্বতত্ত্বময়ী সমস্ত তত্ত্ব-ব্যাপিণী । ইনি বিভূ হইয়াও সূক্ষ্ম হইতে সূক্ষ্মতরা (হৃজের^৪) । ৬২

তেজোরূপা শঙ্ক-ব্রহ্ম-স্বরূপিণী সোম-সূর্য্যাগ্নিরূপিণী ত্রিধাম-জননী—পাতাল, পৃথিবী ও স্বর্গের উৎপাদিকা সেই দেবী কুণ্ডলিনী ভূতলিপি মন্ত্ররূপ দ্বাত্রিংশদ বর্ণরূপা ও মাতৃকারূপ পঞ্চাশদ বর্ণরূপিণী । ৬৩

১। খ—সর্বদেহাধরা শুভা । ২। খ—সর্বদেবময়ী দেবী । ৩। খ—দ্বিচত্বারিংশদ বর্ণায়া ।

গুণিতা সর্বগাত্রেণ কুণ্ডলী পরদেবতা ।

বিশ্বাত্মনা প্রবুদ্ধা সা স্মৃতে মন্ত্রময়ং জগৎ ॥ ৬৪

একধা গুণিতা শক্তিঃ সর্ববিশ্বপ্রবর্তিনী ।

বেদাদিবীজং শ্রীবীজং শক্তি-বীজং মনোভবম্ ॥ ৬৫

প্রাসাদং তুষ্ণুরুং পিণ্ডং চিস্তারত্নং গণেশ্বরম্ ।

মার্ত্তণ্ডভৈরবং দোর্গং নারসিংহং বরাহজম্ ॥ ৬৬

বাসুদেবং হয়গ্রীবং বীজং শ্রীপুরুষোত্তমম্ ।

অন্যান্যপি চ বীজানি তদোৎপাদয়তি ক্রবম্ ॥ ৬৭

যদা ভবতি সা সন্নিদ্বিগুণীকৃত-বিগ্রহা ।

হংসবর্ণো পরাত্মানো শকার্থো বাসর-রূপে ॥ ৬৮

সৃজত্যেযা পরা দেবী তদা প্রকৃতি-পুরুষৌ ।

যদ্ব যদন্যচ্ছ জগত্যস্মিন্ যুগ্মং তৎ তদজায়ত ॥ ৬৯

ত্রিগুণীকৃত-সর্বাঙ্গী চিদ্রূপা শিবগেহিনী ।

প্রস্মৃতে ত্র্যক্ষরান্ মন্ত্রান্ ত্রীংস্ত্রীন্ পিণ্ড-গুণাদিকান্^১ ॥ ৭০

সমস্ত গাত্রে সঞ্চরণশীলা সেই কুণ্ডলী পরদেবতা সর্বাঙ্গরূপে প্রবুদ্ধ হইয়া মন্ত্রময় জগৎ উৎপন্ন করেন । ৬৪

শব্দ ও অর্থরূপ সমস্ত বিশ্বের উৎপাদিকা সেই শক্তি এক প্রকারে গুণিতা (সঞ্চরিতা) হইলেই তিনি তখন বেদাদি বীজ প্রণবকে, শ্রীবীজকে, মনোভব বীজকে, প্রাসাদ বীজকে, তুষ্ণুরু বীজকে, পিণ্ডবীজকে, চিস্তারত্ন বীজকে, গণেশ্বর বীজকে, মার্ত্তণ্ড ভৈরব বীজকে, দোর্গবীজকে, নৃসিংহ বীজকে ও বরাহের বীজকে, বাসুদেব বীজকে, হয়গ্রীব বীজকে, শ্রীপুরুষোত্তম শক্তিবীজকে (কামবীজকে) এবং অন্যান্য চল্লসবীজ ও বিশ্ববীজ প্রভৃতিকে অবশ্যই উৎপাদন করেন । ৬৫-৬৭

যখন সেই চৈতন্যরূপা কুণ্ডলিনী শক্তি ত্রিগুণীকৃত শরীর-ধারিণী হন অর্থাৎ দুই প্রকারে গুণিতা হন, তখন তিনি পরমাত্মবাচক সোহহং-রূপ হংস বর্ণধরকে এবং দিবা ও রাত্রিরূপ শকার্থধরকে সৃষ্টি করেন । ৬৮

সেই পরা দেবী তখন প্রকৃতি ও পুরুষকে সৃষ্টি করেন । এই জগতে অন্য যাহা যাহা যুগ্ম বস্তু আছে, তাহা ইহঁদের নিকট হইতে উৎপন্ন হইয়াছে । ৬৯

সেই চিদ্রূপা শিবশক্তি ত্রিগুণীকৃত-সর্বাঙ্গী হইলে অর্থাৎ তিন প্রকারে গুণিতা হইলে ত্র্যক্ষর মন্ত্রগুলিকে ও পিণ্ড গুণাদি প্রভৃতি তিন তিনটিকে সৃষ্টি করেন । ৭০

চতুরাদি-গুণীভূতা চতুরাঙ্করান্ মনুন্ ।
 চতুর্বেদ-যুগাদীংশ্চ সৃজতে্যবমসৌ পরা ॥ ৭১
 চতুর্বিংশতি-তত্ত্বা^১ সা যদা ভবতি শোভনা ॥
 গায়ত্রীরখিলাঃ সূতে চতুর্বিংশতি-তত্ত্বকম্ ॥ ৭২
 দ্বিচত্বারিংশতা মূলে গুণিতা বিশ্বনাথিকা ।
 সা প্রসূতে কুণ্ডলিনী শব্দব্রহ্মময়ী বিভূঃ ।
 শক্তিস্ততো ধনিস্তস্মান্ নাদস্তস্মান্ নিরোধিকা ॥ ৭৩
 ততোহর্কেন্দুস্ততো বিন্দুস্তস্মাদাসীৎ পরা ততঃ ।
 পশুন্তী মধ্যমা বাচি বৈখরী শব্দ-জন্মভূঃ ॥ ৭৪
 পঞ্চাশদ্বার-গুণিতা পঞ্চাশদ্বর্ণমালিকাম্ ।
 সৃজতেয়া মহাদেবী কুণ্ডলী শিবরূপিণী ॥ ৭৫
 অথ ব্যক্তিং প্রবক্ষ্যামি বর্ণানাং বদনে নৃণাম্ ।
 প্রেরিতা মরুতা নিত্যং সুষুমা-রক্তনির্গতা ।

এই পরা শক্তি চতুরাদি প্রকারে গুণিতা হইলে চতুরাঙ্করাদি মন্ত্রসমূহকে এবং চারি বেদ ও চারি যুগকে এই প্রকারে সৃষ্টি করেন । ৭১

সেই চতুর্বিংশতি তত্ত্বরূপা শোভনা সেই কুণ্ডলিনী যখন চতুর্বিংশতি প্রকারে গুণিতা হন, তখন সমস্ত গায়ত্রী ও চতুর্বিংশতি তত্ত্বকে সৃষ্টি করেন । ৭২

সেই শব্দ ব্রহ্মময়ী বিশ্বনাথিকা বিভূ কুণ্ডলিনী মূলে বিশ্বাল্লিশবার গুণিতা হইলেই শক্তিকে প্রসব করেন, সেই শক্তি হইতে ধনি, সেই ধনি হইতে নাদ, সেই নাদ হইতে নিরোধিকা আবির্ভূতা হন । ৭৩

তাহা হইতে অর্কেন্দু, অর্কেন্দু হইতে বিন্দু, সেই বিন্দু হইতে মূলধারে পরা বাকের আবির্ভাব হয় । তাহার পর সেই বিন্দুই স্থাষিষ্ঠানে পশুন্তী বাকের, হৃদয়ে মধ্যমা বাকের এবং মুখবিবরে বৈখরী বাকের জন্ম-ভূমি হইয়া থাকেন অর্থাৎ এই বিন্দু হইতে বিভিন্ন স্থানে পরা, পশুন্তী, মধ্যমা ও বৈখরী বাকের আবির্ভাব হইয়া থাকে । ৭৪

এই শিবরূপিণী মহাদেবী কুণ্ডলিনী পঞ্চাশৎ বার গুণিতা হইলেই পঞ্চাশৎ বর্ণ-মালিকাকে সৃষ্টি করেন । ৭৫

অনন্তর আমি মনুষ্যগণের মুখে বর্ণসমূহের অভিযুক্তি বিশেষভাবে বলিতেছি । বায়ু কর্তৃক সেই পরা বর্ণ সকল ক্রমে ক্রমে প্রেরিত হইয়া পশুন্তী স্থানে উপস্থিত হইয়া

কণ্ঠাদি-করণৈভিমাঃ ক্রমাদাবিভবন্তি তে ॥ ৭৬

বিন্দুঃ পুমান্ রবিঃ প্রোক্তঃ সর্গঃ শক্তির্নিশাকরঃ ।

স্বরানাং মধ্যগং যৎ তু তচ্চতুষ্কং নপুংসকম্ ॥ ৭৭

পিঙ্গলায়াং স্থিতা হ্রস্বা ইডায়াং সঙ্গতাঃ পরে ।

সুসুম্না-মধ্যগা জ্যেষ্ঠাঃ স্বরা য়ে চ নপুংসকাঃ ॥ ৭৮

বিনা স্বরৈশ্চ নাচ্যেমাং জায়তে ব্যক্তিরঞ্জসা ।

শিবশক্তিময়ান্ প্রাহস্তস্মাদ্ বর্ণান্ মনৌষিণঃ ॥ ৭৯ ইতি দিক্ ॥

দীক্ষানিরূপণম্

দীক্ষার লক্ষণ

ইহ খলু ব্যক্তব্যাপ্যশেষ-ক্রিয়া-কলাপশ্চ দীক্ষা-মূলকতয়া প্রথমং দীক্ষৈব
নিরূপ্যতে । সা চ তত্ত্বমজ্ঞানাং গুরুকৃতোচ্চারণ-প্রয়োজ্য-শিষ্টকৃতোচ্চারণ-
রূপা । তেন গুরুচ্চারণমাত্রং শিষ্টোচ্চারণমাত্রঞ্চ ন দীক্ষা । তৎ-প্রয়োজ্যত্বঞ্চ

অনাহত ও বিতর্ক স্থানে সুসুম্নার স্বরের দ্বারা নির্গত হইয়া কণ্ঠাদি করণের দ্বারা ক্রমে
ক্রমে স্থূলরূপে অভিযুক্ত হয় । ৭৬

বিন্দু অনুযায় পুরুষ ও সূর্য্যস্বরূপ । বিসর্গ শক্তি ও নিশাকর স্বরূপ । স্বরের
মধ্যে যে স্বর ১২ চারিটি, সেই চারিটি নপুংসক । ৭৭

অ ই উ এ ও—এই হ্রস্ব স্বরবর্ণগুলি পিঙ্গলাতে অবস্থিত । আ ঈ উ ঐ ও—এই
দীর্ঘ স্বরবর্ণগুলি ইডাতে অবস্থিত । যে স্বর ১২ চারিটি নপুংসক, তাহারা সুসুম্নার
মধ্যে অবস্থিত জানিবে । ৭৮

যেহেতু স্বরবর্ণ ব্যতীত ককারাদি অন্যান্য বর্ণসমূহের স্পষ্ট অভিযুক্তি হয় না ;
সেই হেতু মনৌষিণ বর্ণ সমূহকে শিবশক্তিময় বলেন । এখানে সৃষ্টির দিক্‌মাত্র
(নিদর্শনমাত্র) কথিত হইল । এ সম্বন্ধে আরও বহু কথা আছে । ৭৯*

এই ভাবে অগ্রে যে সমস্ত ক্রিয়াকলাপ কথিত হইবে, তাহা দীক্ষা মূলক অর্থাৎ
দীক্ষা না লইয়া সেই সমস্ত ক্রিয়ার অনুষ্ঠানে অধিকার হয় না । এই হেতু প্রথমে
দীক্ষাই নিরূপিত হইতেছে ।

সেই মন্ত্র দীক্ষা হইতেছে—সেই সেই মন্ত্রের গুরুকৃত উচ্চারণ প্রয়োজ্য শিষ্টকৃত

* রাঘব ভট্টের টীকা সহ মুদ্রিত শারদাতিলকে ও সবভারত প্রকাশিত ঐ পুস্তকে অগ্র দ্বয়
পাঠ ও ইহার পর আরও অনেক শ্লোক অধিক দেখা যায়, এখানে তাহা নাই । শারদাতিলকের
সৃষ্টি বিষয়ক সমস্ত শ্লোকও এখানে গৃহীত হয় নাই । প্রয়োজনীয় অংশমাত্রই গৃহীত হইয়াছে ।

অহং তে অমুকমন্ত্রং দদানীত্যাকারকেচ্ছাপূর্বক-গুরুচ্চারণানন্তরজায়মানত্বম্ ।
 তেন তাদৃশেচ্ছাং বিনা গুরুণোচ্চারিতং^১ মন্ত্রং দৈবাচ্ছ্রোচ্চারণে দীক্ষা-
 সিদ্ধির্নাস্তি । ন বা যজ্ঞাদৌ বৈদিকাদি-মন্ত্রং পাঠয়িতুঃ পুরোহিতাদ্ মন্ত্রং শ্রদ্ধা
 পঠতো যজমানস্ত দীক্ষা-কর্তৃত্বম্ । তাদৃশেচ্ছাপূর্বক-বৈদিকাদি-মন্ত্রোচ্চারণ-
 প্রযুক্তোচ্চারণস্ত দীক্ষা-ভবত্যেব ॥ ১

ন চ শিষ্যশ্রোচ্চারণে^২ প্রমাণং নাস্তি । গুরোঃ^৩ শিষ্যকর্ণে মন্ত্রকথনমাত্রস্য
 ‘দক্ষকর্ণে বদেন্মন্ত্রং ত্রিবারং পূর্ণমানসঃ’ । তথা—‘দক্ষকর্ণে বদেন্মন্ত্রং ঋত্বাদিক-
 সমন্বিতম্’ । তথা—‘মন্ত্রমাত্রপ্রকথনমুপদেশঃ স উচ্যতে’ ইত্যাদি-বচন-
 সিদ্ধত্বাদিতি বাচ্যম্ । সাবিদ্র্যুপদেশে মাণবকোচ্চারণস্য বৈধত্বাদ্ ব্যবহার-
 সিদ্ধত্বাচ্চান্যত্রাপি বাধকাত্বেন তথা কল্পনাং ॥ ২

উচ্চারণ স্বরূপা । সেইজন্য গুরুর উচ্চারণমাত্র বা শিষ্যের উচ্চারণমাত্রই দীক্ষা নহে ।
 তৎপ্রযোজ্য কথাটির অর্থ—অহং তে অমুকমন্ত্রং দদানি অর্থাৎ আমি তোমাকে অমুক
 মন্ত্র প্রদান করিতেছি এইরূপ ইচ্ছা পূর্বক গুরুর উচ্চারণের অনন্তর উৎপদ্যমান । সুতরাং
 গুরুর তাদৃশ ইচ্ছা বিনা গুরুর উচ্চারিত মন্ত্র শিষ্য দৈবাৎ শুনিয়া উচ্চারণ করিলে
 শিষ্যের দীক্ষা-সিদ্ধি হয় না । আর যজ্ঞাদিতে বৈদিকাদি মন্ত্রের পাঠক পুরোহিত হইতে
 মন্ত্র শুনিয়া যজমান মন্ত্রপাঠ করিলে সে স্থলে পুরোহিতের মন্ত্র-দীক্ষা-কর্তৃত্ব সিদ্ধ হয়
 না । কারণ সে স্থলে যজমানের মন্ত্রের উচ্চারণ পুরোহিতের তাদৃশ ইচ্ছাপূর্বক উচ্চারণ
 প্রযোজ্য নহে । সেখানে পুরোহিতের সেই সেই মন্ত্রদানে কোন ইচ্ছাই হয় নি ।
 যদি পুরোহিতের তাদৃশ ইচ্ছাপূর্বক বৈদিক মন্ত্রোচ্চারণ প্রযুক্ত যজমানের মন্ত্রোচ্চারণ
 হয়, তবে তাহা দীক্ষা হইবেই । ১

শিষ্যের মন্ত্র উচ্চারণে প্রমাণ নাই ; যেহেতু “দক্ষকর্ণে বদেন্ মন্ত্রং ত্রিবারং অর্থাৎ
 দক্ষিণ কর্ণে তিনবার মন্ত্র বলিবে । এইরূপ—দক্ষকর্ণে বদেন্মন্ত্রং ঋত্বাদিক-সমন্বিতম্
 অর্থাৎ ঋত্বাদি সমন্বিত মন্ত্র দক্ষিণ কর্ণে বলিবে । এইরূপ—মন্ত্রমাত্রপ্রকথনমুপদেশঃ স
 উচ্যতে অর্থাৎ মন্ত্রমাত্রের কথনই উপদেশ কথিত হয়, ইত্যাদি বচনের দ্বারা শিষ্য-কর্ণে
 গুরুর মন্ত্র-মাত্রের কথনেই দীক্ষা সিদ্ধ হয়—ইহা বলা যায় না । কারণ বৈদিক
 সাবিদ্রী মন্ত্রের উপদেশ স্থলে মাণবকের উচ্চারণের বৈধত্ব আছে, ব্যবহারও তাহাই
 আছে । উচ্চারণের বাধক নিবেদন থাকার অন্তর তান্ত্রিক দীক্ষার সেইরূপ শিষ্যের
 উচ্চারণ কল্পনা করিতে হইবে । ২

নহু কিং গুরোঃ সম্যগ্ মন্ত্ৰশ্চোচ্চারণানন্তরং শিষ্যেণোচ্চারণং কৰ্ত্তব্যম্,
অথবা প্রত্যেকবর্ণোচ্চারণানন্তরং প্রত্যেকবর্ণোচ্চারণমিতি চেৎ, অত্রাপি সাবিজী
প্রমাণম্ । ন খলু আসমাপ্ত-সপ্তমবর্ষস্ম^১ মাণবকস্য সাবিজীয়াঃ সম্যগুচ্চারণা-
নন্তরং সম্যগুচ্চারণ-সামর্থ্যং বর্ত্ততে । পরন্তু এক-দ্বি-ত্রি-চতুঃ-পঞ্চ-পঞ্চাশদি^২-
বর্ণানামুচ্চারণানন্তরমুচ্চারণেহ প্যুপদেশঃ সিধ্যতি । সম্যগুচ্চারণানন্তর-
সম্যগুচ্চারণে তু স্মৃতরাম্ ॥ ৩

এবঞ্চ লক্ষণস্ত^৩ তত্তন্মন্ত্ৰাণাং ঘটকা যাবন্তো বর্ণান্তেষাং তাদৃশেচ্ছাপূর্বক^৪-
গুরুকৃতৈকৈকোচ্চারণোত্তরৈকৈকোচ্চারণত্বং^৫ তত্তন্মন্ত্ৰ-দীক্ষাহমিতি সিদ্ধম্ ।
তাদৃশোচ্চারণত্বঞ্চ একৈকাঙ্ক্যোচ্চারণোত্তরমৈকৈকাঙ্ক্যোচ্চারণে যথা, তথা
সকলোচ্চারণোত্তর-সকলোচ্চারণেহ প্যক্ষতম্, সমুদায়োচ্চারণেহ প্যেকৈকো-
চ্চারণত্বস্য সত্যং ॥ ৪

আচ্ছা, গুরুর সম্পূর্ণ মন্ত্ৰের উচ্চারণের অনন্তর কি শিষ্যের সম্পূর্ণ উচ্চারণ কৰ্ত্তব্য
অথবা প্রত্যেক বর্ণের উচ্চারণের অনন্তর প্রত্যেক বর্ণের উচ্চারণ কৰ্ত্তব্য ? এই যদি
কেহ প্রশ্ন করে, তবে তাহার উত্তরে বলিব । এস্থলেও সাবিজী দীক্ষা প্রমাণ অর্থাৎ
সাবিজী দীক্ষাফলে সম্পূর্ণ সাবিজীর উচ্চারণে অথবা খণ্ড খণ্ড উচ্চারণে যেমন দীক্ষা
সিদ্ধ হইয়া থাকে, এস্থলেও সেইরূপ দীক্ষা সিদ্ধ হইবে । আসমাপ্ত সপ্তমবর্ষ অর্থাৎ
সপ্তমবর্ষ পূর্ণ হইবার পর অষ্টমবর্ষ বয়স্ক বালকের সাবিজীর সম্পূর্ণ উচ্চারণের
অনন্তর সম্পূর্ণ উচ্চারণে নিশ্চয়ই সামর্থ্য থাকে না ; পরন্তু এক একটি, দুই দুইটি,
তিন তিনটি, চার চারিটি বা পাঁচ পাঁচটি প্রভৃতি বর্ণসমূহের উচ্চারণের অনন্তর শিষ্যের
তাদৃশ উচ্চারণেও উপদেশ সিদ্ধ হয় । সম্পূর্ণ উচ্চারণের অনন্তর শিষ্যের সম্পূর্ণ
উচ্চারণ হইলে তো স্মৃতরাং দীক্ষা সিদ্ধ হইবেই । ৩

এই হইলে দীক্ষার লক্ষণটি এই হয়—সেই সেই মন্ত্ৰের ঘটক যতগুলি বর্ণ, সেই বর্ণ-
গুলির তাদৃশ ইচ্ছা পূর্বক গুরু-কৃত এক একটি বর্ণের উচ্চারণের পর শিষ্যের এক একটি
বর্ণের উচ্চারণই সেই সেই মন্ত্ৰের দীক্ষা, ইহা সিদ্ধ হয় । গুরুর এক একটি প্রভৃতির
উচ্চারণের উত্তর শিষ্যের এক একটি প্রভৃতির উচ্চারণে তাদৃশ উচ্চারণ যেমন অক্ষুন্ন
আছে, সেইরূপ গুরুর সম্পূর্ণ উচ্চারণের উত্তর শিষ্যের সম্পূর্ণ উচ্চারণেও তাদৃশ উচ্চারণ
অক্ষুন্ন আছে ; কারণ সমুদায়ের উচ্চারণেও এক একটির উচ্চারণ আছে । ৪

১। খ—বষমসমাপ্তসপ্তমবর্ষস্ম । ২। খ—একদ্ব-ত্রি-চতুঃ-পঞ্চপঞ্চাশদিবর্ণানাং ।

৩। খ—লক্ষণস্ত ইতি পাঠো নাস্তি । ৪। খ—তাদৃশেচ্ছাপূর্বকেতি পাঠো নাস্তি ।

৫। খ—গুরুকৃতৈকৈকোচ্চারণোত্তরৈক একোচ্চারণত্বম্ । তচ্চ একৈকাঙ্ক্যোচ্চারণোত্তর ।

ন চ ব্যাংক্রমেণ ব্যবধানেন সংযুক্তাক্ষর-পার্থক্যেন বোচ্চারণেহপি তৎ-
সিদ্ধিঃ স্ফাদিত্তি বাচ্যম্ । তত্তদ্ব্যাবৃত্ত্য ঔচিত্যশ্চোচ্চারণয়োৰ্ণিবেশনীয়-
স্ফাদিত্তি । অস্ত বা তত্তদলক্ষ্য-ব্যাবৃত্তমুচ্চারণনিষ্ঠ-বৈজাত্যমেব লক্ষণঘটকম্ ।
তথা চ বিজাতীয়োচ্চারণত্বমেব দীক্ষাহমিতি তু পরমার্থঃ ॥ ৫

অত্রৈদমবধেয়ম্—সম্যঙ্ মন্ত্রং প্রথমত একোচ্চারেণ কর্ণে ত্রিঃ কথয়িত্বা
পশ্চাদ্ গুরুণা শিষ্য এতৈকং মন্ত্রবর্ণং^১ বিশিষ্টং বা মন্ত্রং পাঠয়িতব্যঃ ।
তাবতৈব সৰ্বসামঞ্জস্যাদিত্তি রীতিরেব সাধীয়সীতি মন্ত্যামহে । অত এব—
'দক্ষকর্ণে ত্রিশো বিদ্যামেকোচ্চারেণ চোচ্চরেদি'তি বচনমপ্যুপযুক্ত্যতে ।
অত এব চানভিজ্ঞানাং স্ত্রী-বাল-শূদ্রাণামনেকাক্ষর-ঘটিত-মন্ত্রোপদেশঃ
সাধুপযুক্ত্যতে ॥ ৬

একটি মন্ত্রে বর্ণগুলি যে ক্রমে আছে, সেই ক্রমে উচ্চারণ না করিয়া ব্যাংক্রমে উল্টা
পাল্টা করিয়া উচ্চারণ করিলে বা ব্যবধানে অর্থাৎ একটি বর্ণের উচ্চারণের পর ঠিক
তাহার পরের বর্ণ উচ্চারণ না করিয়া তাহার পরের বর্ণ উচ্চারণ করিয়া বলিলে বা
সংযুক্ত অক্ষরগুলিকে পৃথক্ করিয়া উচ্চারণ করিলে তাদৃশ উচ্চারণের সিদ্ধি হউক ;
যেহেতু সেইরূপ উচ্চারণেও এক একটির উচ্চারণ তো আছে । ইহা বলা যায় না ।
তাদৃশ উচ্চারণের ব্যাবৃতির জন্ত গুরু ও শিষ্য উভয়ের উচ্চারণে উচিত পদ নিবেশ
করিতে হইবে অর্থাৎ যেরূপ বর্ণের পর যেরূপ বর্ণের উচ্চারণে প্রকৃত পদের উচ্চারণ
হইবে, গুরু ও শিষ্যের তাদৃশ উচিত উচ্চারণকে দীক্ষা বলিতে হইবে । অথবা সেই
সেই অলক্ষ্যর ব্যাবৃতির জন্ত উচ্চারণ নিষ্ঠ বৈজাত্যটি লক্ষণ-ঘটক অর্থাৎ বিজাতীয়
উচ্চারণই দীক্ষার লক্ষণ হউক । সুতরাং বিজাতীয় বিশিষ্ট উচ্চারণই দীক্ষা । ইহাই
সার কথা । ৫

এস্থলে ইহা মনোযোগ পূর্বক জানিতে হইবে—সম্পূর্ণ মন্ত্রটিকে প্রথমতঃ এক
এক উচ্চারণে তিন বার কর্ণে বলিয়া পরে গুরু শিষ্যকে এক একটি মন্ত্রবর্ণ অথবা
বর্ণ-বিশিষ্ট পদ বা সম্পূর্ণ মন্ত্র পাঠ করাইবেন, তাহাতেই সমস্ত সামঞ্জস্য হয় । এই
রীতিকেই সাধু বলিয়া মনে করি । এই হইলে “দক্ষকর্ণে ত্রিশো বিদ্যামেকোচ্চারেণ
চোচ্চরেৎ” অর্থাৎ একবার উচ্চারণে দক্ষিণ কর্ণে মন্ত্রকে তিন বার উচ্চারণ করিবে—
এই বচনও সুসঙ্গত হয় । অতএব অনভিজ্ঞ স্ত্রী, বালক ও শূদ্রগণের অনেক অক্ষর
বিশিষ্ট মন্ত্রের উপদেশ সুসঙ্গত হয় । ৬

১। খ—মন্ত্রবর্ণমিতি নাস্তি ।

অথ—‘গৃহীয়ান্নমুত্তম’মিত্যাদিবচনান্নম্ন-গ্রহণমেব দীক্ষ্যেতি কথমুচ্চারণং দীক্ষ্যেচ্যতে ইতি চেচ্চ্যতে, গ্রহণমত্র উপাস্ত্রাৎনে স্বীকারঃ সস্তাভিব্যঞ্জকে উচ্চারণে কৃতে সিধ্যতি । যথা ভার্ঘ্যাৎ-সম্পাদক-স্বীকারাত্মকো বিবাহঃ সপ্তপদী-গমনাদৌ । ন চ—চন্দ্রসূর্য্যগ্রহে তীর্থে সিদ্ধক্ষেত্রে শিবালয়ে । মন্ত্রমাত্র-প্রকথনমুপদেশঃ স উচ্যত ॥ ইতি বচনান্নম্নঃ কথয়তো গুরোর্ব্যপদেশ-কর্তৃত্বাপত্তিরিতি বাচ্যম্ । তদ্বচনে শিষ্যস্তোত্যাধ্যাহৃত্য তেনৈব প্রকথনস্বায়-সমর্থনাৎ । তৎ-প্রকথনঞ্চ গুরুকথনানন্তরমেবেতি মন্তব্যম্ ॥ ৭

নমু মন্ত্রস্য শব্দ-স্বরূপস্য দাতৃত্বং গ্রহীতৃত্বঞ্চ কথং সম্প্রভূতে ইতি চেৎ, শৃণু, মন্ত্রস্য দানং হি মনুচ্চারণানন্তরমনেনোচ্চারিতোহয়ং মন্ত্র এতশ্চেষ্টং সাধয়তু ইতীচ্ছা-বিশেষ এব । তদ্বস্তুয়া চ গুরোর্দাতৃত্বম্ । গ্রহণস্ত উপাস্ত্রাৎনে স্বীকারস্তদ্বস্তুয়া চ গ্রহীতৃত্বং শিষ্যস্য । যথা—‘পুণ্যদঃ পুণ্যমাপ্নোতী’ত্যাদৌ

“অথ গৃহীয়ান্নমুত্তমম্” অর্থাৎ অনন্তর উত্তম মন্ত্র গ্রহণ করিবে—ইত্যাদি বচন অনুসারে মন্ত্র গ্রহণই দীক্ষা, অতঃপরে উচ্চারণকে কেন দীক্ষা বলা হইতেছে ? এই যদি কেহ বলেন, তাহার উত্তরে বলিতেছি—এস্থলে গ্রহণ হইতেছে উপাস্ত্রাৎরূপে স্বীকার । তাহা মন্ত্রের অভিব্যঞ্জক উচ্চারণ করিলেই সিদ্ধ হয় । যেমন—ভার্ঘ্যাৎয়ের সম্পাদক স্বীকার-স্বরূপ বিবাহ সপ্তপদী গমনাদিতে সিদ্ধ হয় ।

চন্দ্রসূর্য্য-গ্রহে তীর্থে সিদ্ধক্ষেত্রে শিবালয়ে ।

মন্ত্র-মাত্র-প্রকথনমুপদেশঃ স উচ্যতে ॥

অর্থাৎ চন্দ্র ও সূর্য্যের গ্রহণে, তীর্থে, সিদ্ধ-ক্ষেত্রে, শিবালয়ে মন্ত্রমাত্রের প্রকৃষ্টরূপে যে কথন, তাহা উপদেশ বলিয়া কথিত হয়—এই বচন বলে মন্ত্রের প্রবচনকারী গুরুর উপদেশ কর্তৃত্বের আপত্তি হয়, ইহা বলা যায় না ; যেহেতু সেই বচনে শিষ্য এই পদটি অব্যাহার করিয়া তাহার সহিত প্রকথনের অবয়ব সমর্থিত হইয়াছে । শিষ্যের প্রকথনই উপদেশ বা দীক্ষা । সেই প্রকথন গুরুর কথনের অনন্তরই সম্ভব, ইহা জানিবেন । ৭

আচ্ছা, শব্দ-স্বরূপ মন্ত্রের দাতৃত্ব ও গ্রহীতৃত্ব কিরূপে সম্ভব হয় ? এই যদি কেহ বলেন । তবে তাহার উত্তর শুন । সুন্দরভাবে উচ্চারণের অনন্তর ইহার কর্তৃক উচ্চারিত এই মন্ত্র ইহার অভিলষিত বিষয় সিদ্ধি করুক—এই প্রকার ইচ্ছাবিশেষই মন্ত্রের দান । এই ইচ্ছা-বিশেষ গুরুতে আছে বলিয়া তিনি মন্ত্রের দাতা । আর উপাস্ত্রাৎরূপে স্বীকার হইতেছে মন্ত্রের গ্রহণ । ঐ স্বীকার শিষ্যে আছে বলিয়া শিষ্য মন্ত্রের গ্রহীতা । যেমন—পুণ্যদঃ পুণ্যমাপ্নোতি অর্থাৎ পুণ্যদাতা পুণ্য লাভ করে—ইত্যাদি স্থলে

মদর্জিতমিদং পুণ্যং মম স্বর্গমজনয়িত্বা অশ্রু স্বর্গং জনয়ত্বিতীচ্ছাবত্বমেব পুণ্য-
দাতৃত্বম্ । অশ্রু পুণ্যং মম স্বর্গং জনয়ত্বিতীচ্ছাবত্বঞ্চ পুণ্যগ্রাহিত্বম্ ॥ ৮

অথ মন্ত্রদাতুর্দক্ষিণা-দাতৃত্বং মন্ত্রগ্রহীতুশ্চ দক্ষিণা-গ্রাহিত্বমাতু, ন তু
বৈপরীত্যমিতি চেৎ, ওম্ ; এতৎ-কর্মণঃ খলু দক্ষিণা বাচনিকী গুরবে
শিষ্যশ্চ । আয়াতু বা গুরোর্দান-দক্ষিণা-দাতৃত্বং শিষ্যায়ান্নস্মৈ বা । শিষ্যশ্চ তু
গুরবে বাচনিক্যপদেশ-দক্ষিণা কেন বারণীয়া ॥ ৯

বস্তুতস্ত্ব অত্র দানপদং ভাক্তম্, মন্ত্রে কস্তাপি স্বত্বাভাবাৎ স্ত্রী-শূদ্রাদীনাং
সম্প্রদানত্বাভাবাচ্চ । ননু দক্ষিণা-গ্রহণাদ্ গুরোর্মন্ত্রবিক্রয়িত্বমন্ত ইতি চেদ্,
ক্রমঃ, স্বস্বত্ব-ধ্বংস-পরস্বত্বোভয়জনক-মূল্যগ্রহণং হি বিক্রয়ঃ । ন চ কুত্রাপি
মন্ত্রে কস্তাপি স্বত্বং স্বত্ব-ধ্বংসো বা জায়তে । ন বা মন্ত্রশ্চ মূল্যমন্তি, শাস্ত্রানুভব-
বিরোধাৎ, শিষ্ট-ব্যবহার-বিরোধাচ্চ । অতএব শিষ্য-দত্ত-দ্রব্যাদের্দক্ষিণাত্ব-

আমার অর্জিত এই পুণ্য আমার স্বর্গ না জন্মাইয়া ইহার স্বর্গ উৎপাদন করুক—এইরূপ
ইচ্ছাবত্বই পুণ্য-দাতৃত্ব । ইহার পুণ্য আমার স্বর্গ উৎপাদন করুক—এইরূপ ইচ্ছাবত্বই
পুণ্য-গ্রাহিত্ব । ইহা ছাড়া এখানে পুণ্যদাতৃত্ব বা পুণ্যগ্রাহিত্ব সম্ভব নহে । ৮

প্রশ্ন—দান এইরূপ হইলে মন্ত্র-দাতা দক্ষিণা দান করুন এবং মন্ত্র-গ্রহীতা দক্ষিণা গ্রহণ
করুক । ইহার বৈপরীত্য অর্থাৎ মন্ত্রদাতার দক্ষিণা গ্রাহিত্ব ও মন্ত্র-গ্রহীতার দক্ষিণা-
দাতৃত্ব হইবে না, এই আপত্তি হইবে । ইহা যদি কেহ বলেন, তাহার উত্তরে বলিব ।
ও—হাঁ, তাই বটে । শিষ্যের এই দীক্ষা কর্মের দক্ষিণা গুরুকে বাচনিকী অর্থাৎ শাস্ত্রবাক্য
এই দীক্ষাকর্মের দক্ষিণা গুরুকে দিতে বলিয়াছেন । তদনুসারে শিষ্য গুরুকে দক্ষিণা
দিয়া থাকেন । শিষ্যকে বা অগুরুকে গুরু দক্ষিণা দান করুন; এইরূপ আপত্তি যদি
আসে—আসুক । শিষ্যের কিন্তু গুরুকে বাচনিক উপদেশ প্রযুক্ত দক্ষিণা দান কাহার
কর্তৃক নিবারিত হইবে । ৯

বস্তুতঃ এখানে দান পদটি গোণ, উহা মুখ্য দান নহে । যেহেতু মন্ত্রে কাহারও
স্বত্ব নাই এবং স্ত্রী শূদ্রাদি সম্প্রদান হইতে পারে না অর্থাৎ স্ত্রী ও শূদ্র দক্ষিণা গ্রহণের
অধিকারী নহে । আচ্ছা, দক্ষিণা গ্রহণ করার গুরু মন্ত্র-বিক্রেতা হউন, এই যদি কেহ
বলেন । উত্তরে বলিব—স্ব-স্বত্বের ধ্বংস ও পর স্বত্বের জনক মূল্যের গ্রহণ হইতেছে
বিক্রয় । কোন স্থলে কোন মন্ত্রে কাহারও স্বত্ব বা স্বত্বধ্বংস জন্মায় না । আর মন্ত্রেরও
কোন মূল্য নাই । ইহা স্বীকার না করিলে শাস্ত্র বিরোধ, অনুভব বিরোধ ও শিষ্ট
ব্যবহারের বিরোধ উপস্থিত হইবে । এই জন্যই শিষ্যদত্ত দ্রব্য প্রভৃতিকে দক্ষিণা বলা

মুচ্যতে, ন তু মূল্যত্বম্ । দক্ষিণা চোপদেশ-কর্মণঃ সাক্ষ্যতার্থং গুরুসন্তোষার্থং
চ গুরবে দেয়ৈবেতি সর্বং রমণীয়ম্ ॥ ১০

অথ দীক্ষায়া নিত্য-কাম্যত্ব-নির্ণয়ঃ

দীক্ষা সর্বাশ্রমেষু নিত্য-কাম্যৈব, অকরণ-করণয়োঃ নিন্দা-ফলয়োঃ
শ্রবণাৎ ॥ ১১

যথা তন্ত্রে— অদীক্ষিতা যে কুব্ধস্তি জপ-হোমাদিকাঃ ক্রিয়াঃ ।
ন ভবন্তি প্রিয়ে ! তেষাং শিলায়ামুগ্ধ-বীজবৎ ॥ ১২
দেবি ! দীক্ষা-বিহীনস্তা ন সিদ্ধির্ন চ সদগতিঃ ।
তস্মাৎ সর্ব-প্রযত্নেন গুরুণা দীক্ষিতো ভবেৎ ॥ ১৩
অদীক্ষিতোহপি মরণে রোরবং নরকং ব্রজেৎ ।
তস্মাদ্ দীক্ষাং প্রযত্নেন সদা কুর্য্যচ্চ তান্ত্রিকাৎ ॥ ১৪
কল্পে দৃষ্ট্বা তু মন্ত্রং বৈ যো গৃহ্ণাতি নরাধমঃ ।
মমন্তর-সহস্রেষু নিষ্কৃতির্নৈব জায়তে ॥ ১৫

হয়, কিন্তু মূল্য বলা হয় না । উপদেশ কর্মের সমাপ্তির (ফল প্রসবের) জন্য ও গুরুর
সন্তোষের জন্য গুরুকে দক্ষিণা দিতেই হইবে । ইহাতে সমস্ত মনোহর হয় । ১০

অনন্তর দীক্ষার নিত্যত্ব ও কাম্যত্ব নির্ণয় হইতেছে । সমস্ত আশ্রমে দীক্ষা-নিত্য
ও কাম্য, যেহেতু দীক্ষা গ্রহণ না করিলে শাস্ত্রে নিন্দা (পাপ) কীর্ণিত হইয়াছে ।
বাহা না করিলে পাপ হয়, তাহাই নিত্য । দীক্ষা গ্রহণের ফল শাস্ত্রে বলা হইয়াছে ।
বাহা করিলে কিছু ফল হয়, তাহা কাম্য । ১১

যেমন তন্ত্রে বলিয়াছেন—যে ব্যক্তিগণ দীক্ষিত না হইয়া জপ হোমাদি কার্য্য
করেন । হে প্রিয়ে । শিলায় রোপিত-বীজ যেমন ফলবান্ (অল্পর জনক) হয় না,
তদ্রূপ সেই অদীক্ষিত ব্যক্তিগণের জপ হোমাদি ক্রিয়াও ফলবতী হয় না । ১২

হে দেবি । দীক্ষা-রহিত ব্যক্তির সিদ্ধি হয় না, সদগতিও হয় না । অতএব
সর্বপ্রকার যত্ন করিয়া গুরু কর্তৃক দীক্ষিত হইবে । ১৩

অদীক্ষিত ব্যক্তিও মরণে-রোরব নামক নরক গমন করে । অতএব যত্নের সহিত
তান্ত্রিকের নিকট হইতে সর্বদা দীক্ষা গ্রহণ করিবে । ১৪

যে নরাধম কল্পে (মন্ত্রশাস্ত্রে) মন্ত্র দেখিয়া মন্ত্র গ্রহণ করে, সহস্র মমন্তরেও তাহার
নিষ্কৃতি জন্মায় না । ১৫

কালিকাপুরাণে—প্রসহ ক্রোধান্মোহাদ্বা নাসম্মত্যা^১ গুরোর্মুখাং ।

কল্পেষু দৃষ্ট্বা বা মন্ত্রং গৃহীয়াচ্ছদ্বনাহথবা ॥ ১৬

স ব্রহ্ম-স্তেয়-পাপেন তামিস্রে নরকে নরঃ ।

মম্বন্তর-ত্রয়ং স্থিত্বা পাপযোনিষু জায়তে ॥ ১৭

মন্ত্রতত্ত্ব-প্রকাশে—আচার্য্যাদনভিপ্রাপ্তঃ প্রাপ্তশ্চাদত্ত-দক্ষিণঃ ।

সততং জপ্যমানোহপি মন্ত্রঃ সিদ্ধিঃ ন গচ্ছতি ॥ ১৮

নারদীয়ে—

যদৃচ্ছয়া শ্রুতং মন্ত্রং ছলেনাপি বলেন বা ।

পত্রেক্ষিতং বা গাথাস্থং^২ তমুপেত্য ত্বনর্থকুং ॥ ১৯

মনুঃ—

ব্রহ্ম যন্তুনশুজাতমধীয়ানাদবাপ্নুয়াং ।

স ব্রহ্মস্তেয়-সংযুক্তো নরকং প্রতিপদ্যতে ॥ ২০

ভট্টাস্তরে^৩—

নাদীক্ষিতস্য কার্য্যং স্যাং তপোভিনিয়ম-ব্রতৈঃ

ন তীর্থ-গমনেনাপি ন চ শারীর-যজ্ঞগৈঃ ॥ ২১

কালিকা পুরাণে বলিয়াছেন—যে মানব ক্রোধবশতঃ মোহে বা বলে বা ছলে গুরুর অসম্মতিতে গুরুর মুখ হইতে অথবা কল্পে মন্ত্র দেখিয়া মন্ত্র গ্রহণ করে। সেই মানব বেদ চুরির পাপে তামিস্র নরকে গমন করে। তিনটি মন্ত্রের সেইখানে থাকিয়া পাপযোনিতে জন্মায়। ১৬-১৭

মন্ত্র-তত্ত্ব-প্রকাশে বলিয়াছেন—আচার্য্য হইতে মন্ত্র প্রাপ্ত না হইয়া, প্রাপ্ত হইয়াও দক্ষিণা না দিয়া সর্বদা মন্ত্র জপ করিলেও সেই মন্ত্র সিদ্ধি প্রাপ্ত হয় না। ১৮

নারদীয়ে বলিয়াছেন—যে নর ছলে বা বলে গুরুর মুখ হইতে বা আকস্মিকভাবে পত্রে অঙ্কিত বা গাথাস্থ মন্ত্রকে গ্রহণ করে, সে সেই মন্ত্রকে পাইয়াও অনর্থকারী হয়। ১৯

মনু বলিয়াছেন—যে ব্যক্তি বেদমন্ত্র অধ্যয়নকারীর নিকট হইতে তাঁহার অননুমোদিত বেদ মন্ত্র লাভ করে, সে ব্যক্তি বেদ চুরির পাপে লিপ্ত হইয়া নরক প্রাপ্ত হয়। ২০

এই তত্ত্ব মধ্যে বলিয়াছেন—অদীক্ষিত ব্যক্তির তপশ্চাসমূহের দ্বারা, নিয়ম ও ব্রত সমূহের দ্বারা, তীর্থগমনের দ্বারা ও শরীর পীড়া দ্বারা কোন কার্য্য (ফল) হয় না। ২১

অদীক্ষিতঃ পশুসমো দীক্ষিতো দেবতোপমঃ ।

অদীক্ষিতানাং মৰ্ত্ত্যানাং দোষঃ শৃণু মহেশ্বরি ! ॥ ১২

অন্নং বিষ্ঠাসমং তস্য জলং মূত্রসমং স্মৃতম্ ।

ভংকৃতং পিতরঃ শ্রাদ্ধং গৃহীত্বা যাস্ত্যধোগতিম্ ॥ ১৩

উপচার-সহস্রৈঃ সংযোজিতাং ভক্তিসংযুতাম্ ।

অদীক্ষিতাৰ্চনাং দেবা ন গৃহ্ণন্তি কদাচন ॥ ১৪

কৰ্মাখিলং বৃথা যস্মাৎ তস্মাদদীক্ষিতঃ পশুঃ ।

তস্মাৎ সৰ্বপ্রযত্নেন গুরুণা দীক্ষিতো ভবেৎ ॥ ১৫

যথা বারাহীতন্ত্রে—

শ্রীভগবানুবাচ—

দীক্ষামূলং জপং সৰ্বং দীক্ষামূলং পরং তপঃ ।

দীক্ষামাশ্রিত্য নিবসেদ্ যত্র কুত্ৰাশ্রমে বসন্ ॥ ১৬

শারদায়াম্—

পুরুষার্থসমাবাঠৈশ্চ সচ্ছিত্তো গুরুমাশ্রয়েৎ ॥ ১৭

তদ্বাস্তরে—

সৰ্বসিদ্ধিকরী দীক্ষা সৰ্বদুঃখ-বিনাশিনী ।

সৰ্বরোগ-প্রশমননী সৰ্বসৌভাগ্য-দায়িনী ॥ ১৮

হে মহেশ্বরি ! অদীক্ষিত ব্যক্তি পশুতুল্য, দীক্ষিত ব্যক্তি দেবতুল্য । অদীক্ষিত মানবগণের দোষ শ্রবণ কর । ১২

সেই অদীক্ষিত ব্যক্তির অন্ন বিষ্ঠাতুল্য, জল মূত্র তুল্য কথিত হইরাছে । পিতৃ-পুরুষগণ তাহার কৃত শ্রাদ্ধ গ্রহণ করিয়া অধোগতি প্রাপ্ত হন । ১৩

দেবতাগণ কখনও অদীক্ষিতের উপচার-সহস্র যুক্ত ও ভক্তিয়ুক্ত অৰ্চনাকে গ্রহণ করেন না । ১৪

যে হেতু অদীক্ষিত ব্যক্তি পশুতুল্য, সেই হেতু তাহার সমস্ত কর্মই বৃথা । অতএব সৰ্বপ্রযত্নে গুরু কর্তৃক দীক্ষিত হইবে । ১৫

যেমন বারাহী তন্ত্রে শ্রীভগবান্ বলিলেন—সমস্ত জপকে দীক্ষামূল জানিবে । শ্রেষ্ঠ তপস্যাও দীক্ষামূল । যে কোন আশ্রমে থাকিতে হইলে দীক্ষাকে আশ্রয় করিয়াই থাকিতে হইবে । ১৬

শারদাতিলক তন্ত্রে বলিয়াছেন—সং শিষ্য সম্যাক্রূপে পুরুষার্থ লাভের জন্য গুরুকে আশ্রয় করিবে । ১৭

এই তত্ত্ব মধ্যে বলিয়াছেন—দীক্ষা সৰ্বসিদ্ধিকরী, সৰ্বদুঃখের বিনাশিনী, সমস্ত

অশেষ-কবিতা-শক্তি-দায়িনী কীৰ্ত্তি-বৰ্দ্ধিনী^১ ।

চতুৰ্ভগ ফলাবাণ্ডি-সাধিনী ভক্তি-বৰ্দ্ধিনী^২ ॥ ২৯

অথ দীক্ষাপদার্থ-কথনম্

তন্নে— দীয়তে জ্ঞান সম্পত্তিঃ^৩ ক্ষীয়তে পাপসঞ্চয়ঃ^৪ ।

তস্মাদ্ দীক্ষেতি সংপ্রোক্তা মুনিভিস্তত্ত্ববেদিভিঃ ॥ ৩০

তথা চ দীয়তে ইতি দৈবাদিক-দী-ধীতোঃ কিপি দীঃ । ক্ষায়ত ইতি
ক্ষেধাতোৰ্বাহল্যাৎ কপ্রত্যয়ে ক্ষা, ততঃ কর্মধারয়ঃ ॥ ৩১

দিব্যাং জ্ঞানং যতো দত্তে কুর্যাৎ পাপক্ষয়ং তথা ।

তস্মাদ্ দীক্ষেতি তামাহমূনয়ো বেদবেদিনঃ ॥ ৩১

ইত্যাদি-বচনানুসারাৎ । তৎপদ-সিদ্ধিস্ত পুষোদরাদিত্বাদিতি । এবং—

দীয়তে জ্ঞানসম্পত্তিঃ ক্ষীয়তে পাপসঞ্চয়ঃ ।

তস্মাদ্ দীক্ষেতি সা প্রোক্তা মুনিভিস্তত্ত্ববেদিভিঃ ॥ ৩৩

ইতি বচনশ্চ প্রামাণিকত্বে তৎপদসিদ্ধিঃ পুষোদরাদিত্বাৎ । অত্র দীয়তে
ক্ষীয়তে ইত্যনয়োরনয়েত্যধ্যাত্মেন কত্র ঈয়ঃ ॥ ৩৪

রোগের নিবৃতি-কারিণী, সমস্ত সৌভাগ্য-দায়িনী, অশেষ কবিত্ব শক্তি-দায়িনী, কীৰ্ত্তি
বৃদ্ধিকরী, চতুৰ্ভগ ফলপ্রাপ্তির সাধনী ও ভক্তি বৰ্দ্ধিনী । ২৮-২৯

অনন্তর দীক্ষা পদের অর্থ কথিত হইতেছে । তন্নে বলিয়াছেন—যেহেতু জ্ঞানরূপ
সম্পত্তি দান করে, পাপ সমূহ ক্ষয় করে, সেই হেতু তত্ত্ববিৎ মুনিগণ কর্তৃক সেই ক্রি
দীক্ষা এই নামে কথিত হইয়াছে । ৩০

এই বচন অনুসারে দীয়তে (দান করে)—এই অর্থে দিবাদি-গণীর দী ধাতুর
উত্তর কিপ্ প্রত্যয় করিয়া দীঃ পদ নিষ্পন্ন হয় । ক্ষীয়তে (ক্ষয় করে)—এই অর্থে
ক্ষে ধাতুর উত্তর বহল নিবন্ধন ক প্রত্যয় করিলে ক্ষা পদ হয় । তাহার পর উত্তর
পদের (দী ও ক্ষা পদের) কর্মধারয় সমাসে দীক্ষা পদ নিষ্পন্ন হয় । ৩১

যেহেতু দিব্য জ্ঞান দান করে, সেইরূপ পাপক্ষয় করে, সেই হেতু বেদবিৎ মুনিগণ
সেই ক্রিয়াকে দীক্ষা এই বলেন । ৩২

এই বচন অনুসারে দীপদ ও ক্ষাপদের কর্মধারয় হইয়াছে । পদসিদ্ধি কিন্তু
পুষোদরাদিত্ব নিবন্ধন হইবে ।

এইরূপ “দীয়তে জ্ঞানসম্পত্তিঃ” ইত্যাদি বচন প্রামাণিক হইলে পুষোদরাদিত্ব

দীয়েতে জ্ঞান-সম্পত্তিঃ কীর্যতে পাপসঞ্চয়ঃ ।

ইতি দীক্ষা লিপিকর-প্রমাদজঃ, উক্তানুক্ত-কারকয়োরেকপদব্যুৎপত্তা-
বযোগাৎ । দীক্ষা শব্দস্ত কলাবত্যাং পঞ্চায়তন্ত্যামুপদেশে চ যোগরূঢ় ॥ ৩৫

অথ গুরুলক্ষণম্

তত্ত্বান্তরে— সদগুরোরাহিত-দীক্ষাঃ সর্বকর্মাণি সাধয়েৎ ।

সদগুরুত্বঞ্চ শাস্তাদিগুণ-বস্ত্রে সতি অভিশস্তত্বাদি-দোষহীনত্বম্ । গুণা
যথা রামার্চনচন্দ্রিকায়াং—

শাস্তো দান্তঃ কুলীনশ্চ বিনীতঃ শুদ্ধবেশবান্ ।

শুদ্ধাচারঃ সুপ্রতিষ্ঠঃ শুচির্দক্ষঃ সুবুদ্ধিমান্ ॥ ৩৬

আশ্রমী ধ্যাননিষ্ঠশ্চ মন্ত্রতন্ত্র-বিশারদঃ ।

নিগ্রহানুগ্রহে শক্তো গুরুরিত্যভিধীয়তে ॥ ৩৭

শাস্তোহন্তুরিন্দ্রিয়-নিগ্রহকর্তা । দান্তো বহিরিন্দ্রিয়-নিগ্রহকর্তা । শুদ্ধ-
বেশবান্—শুদ্ধবস্ত্র-যজ্ঞোপবীতাদিমান্^১ । কুলীনঃ শুদ্ধবংশ-জন্মা, আচারাদি-

নিবন্ধন দীক্ষা পদের সিদ্ধি হইবে । এই বচনস্থিত দীয়েতে ও কীর্যতে এই দুই ক্রিয়া
পদের ‘অনয়া’ এই অধ্যাক্রান্ত কর্তার সহিত অবয়ব (সম্বন্ধ) হইবে । ৩৩-৩৪

“দীয়েতে জ্ঞানসম্পত্তিঃ কীর্যতে পাপসঞ্চয়ঃ”—এই পাঠ কিন্তু লেখকের প্রমাদ
জনিত । কারণ উক্ত ও অনুক্ত কারকদ্বয়ের একটি পদ ব্যুৎপত্তিতে (এক বিভক্তিশব্দ
কর্তৃত্বে) অবয়ব হয় না । জ্ঞানসম্পত্তিটি অনুক্ত কর্ম কারক, পাপ সঞ্চয়ঃ এইটি উক্ত
কর্ম কারক । এই অনুক্ত ও উক্ত কারক দুইটির এক বিভক্তিশব্দ অনুক্ত কর্তার সহিত
অবয়ব হয় না । দীক্ষা শব্দটি কলাবতী, পঞ্চায়তনী ও উপদেশে যোগরূঢ় । ৩৫

অনন্তর গুরুর লক্ষণ কথিত হইতেছে । তত্ত্বান্তরে বলিয়াছেন—সদগুরুর নিকট
হইতে দীক্ষা প্রাপ্ত হইয়া মানব সমস্ত কর্ম সাধন করিবে ।

সদগুরু হইতেছেন—শাস্তাদি গুণবান্ ও অভিশাপাদি দোষ রহিত ব্যক্তি । গুণগুলি
রামার্চন-চন্দ্রিকায় বলা হইয়াছে ।

যেমন—শাস্ত, দান্ত, কুলীন, বিনীত, শুদ্ধবেশধারী, শুদ্ধাচারী, সুপ্রতিষ্ঠ, শুচি,
দক্ষ, সুবুদ্ধিমান, আশ্রমী, ধ্যাননিষ্ঠ, মন্ত্র ও তন্ত্রে বিশারদ, নিগ্রহ ও অনুগ্রহে
শক্ত ব্যক্তি গুরু এই নামে অভিহিত হইয়া থাকেন । ৩৬-৩৭

দ্ব্যেকোক্ত শাস্ত শব্দের অর্থ—অন্তুরিন্দ্রিয় অন্তঃকরণের নিগ্রহ কর্তা । দান্ত শব্দের

নবগুণশালী * বা, সর্ববিদ্যাবিশারদো বা । নতু পারিভাষিক-কুলাচাররতঃ, বৈষ্ণবাদি-গুরুষু তত্বাসম্ভবাৎ^১ রামার্চনচন্দ্রিকোক্ত-বিষ্ণুমন্ত্রোপদেষ্টরি তাদৃশ-কুলাচারস্থাপযোগাৎ । ন চ তত্তদ-দেবতা-বিষয়াচার এব কুলাচার ইতি বাচ্যম্ । বৈষ্ণবে কৌলত্ব-ব্যবহারাভাবাৎ । অত এব—কুলীনঃ সর্ববিদ্যানা-মধিকারীতি গীয়তে । দীক্ষা-প্রভুঃ স এবাত্মা সর্বমন্ত্রস্ত পারগঃ^২ ॥ ইত্যপি সংগচ্ছতে । ৩৮

শারদায়াম্— সর্বাগমানাং সারজ্ঞঃ সর্বশাস্ত্রার্থ-তত্ত্ববিৎ ।
পরোপকার-নিরতো জপপূজাদি-তৎপরঃ ।
যোগমার্গানুসন্ধ্যায়ী দেবতাহৃদয়ঙ্গমঃ ।
ইত্যাদিগুণ-সম্পন্নো গুরুরাগমপারগঃ ॥ ৩৯

অর্থ—বহিরিঙ্গিরের নিগ্রহ কর্তা । শুদ্ধবেশবান্—গুরু বস্ত্র ও যজ্ঞোপবীত ধারণকারী । কুলীন—শুদ্ধ বংশজন্মা, আচারাদি নবগুণ-শালী অথবা সর্ববিদ্যাবিশারদ । কিন্তু পারিভাষিক কুলাচারে রত—এই অর্থ নহে । যেহেতু বৈষ্ণবাদি গুরুতে তাদৃশ পারিভাষিক কুলাচার সম্ভব নহে এবং রামার্চন চন্দ্রিকার কথিত বিষ্ণু মন্ত্রের উপদেষ্টা গুরুতে তাদৃশ পারিভাষিক কুলাচারের কোন উপযোগিতা নাই । সেই সেই দেবতা-বিষয়ক আচারই কুলাচার, ইহা বলা যায় না । কারণ বৈষ্ণব গুরুতে কৌলত্বের ব্যবহার নাই । এইরূপ অর্থ স্বীকার করিলে—“কুলীনঃ সর্ববিদ্যানামধি-কারীতি গীয়তে । দীক্ষাপ্রভুঃ স এবাত্মা সর্বমন্ত্রস্ত পারগঃ” । অর্থাৎ সর্ববিদ্যার অধিকারী ব্যক্তি কুলীন এই নামে অভিহিত হয় । সর্বমন্ত্রের পারগামী সেই ব্যক্তি দীক্ষাদানে কর্তা । এই বচনও সম্মত হয় । ৩৮

শারদা-ভিলকে বলিয়াছেন—সমস্ত আগমশাস্ত্রের সারবিৎ । সমস্ত শাস্ত্রার্থের বেত্তা, পরের উপকারে সর্বদা রত, জপ, পূজা, ধ্যান ও হোমে তৎপর, অব্যর্থবাক্ অর্থাৎ অনুগ্রহে সমর্থ, শান্ত, বেদ-বেদার্থে পারগামী অর্থাৎ বেদ-বিৎ ও বেদার্থ-বিৎ, যোগ-মার্গবিৎ ও দেবতার স্মার মনোহর (প্রসন্নমূর্তি)—ইত্যাদিগুণ যুক্ত ব্যক্তি আগম-সম্মত গুরু । ৩৯

* আচারো বিনয়ো বিদ্যা প্রতিষ্ঠা তীর্থদর্শনম্ । নিষ্ঠা রত্নিতপো দানং নবদা কুললক্ষণম্ ।

১। খ—বিশারদো বেত্তাশ্রমস্তরং যন্মাৎ কুলীন ইত্যাদি-সর্বমন্ত্রস্ত নাপরঃ ॥ ইত্যন্তঃ পাঠঃ ।
ওতো নতু কুলাচাররতঃ, বৈষ্ণবাদিগুরুষু তত্বাসম্ভবাৎ । ততো—শারদায়ামিতি পাঠঃ ।

২। খ—সর্বমন্ত্রস্ত নাপরঃ ।

মহান্বরোত্তরে—চীর্ণাচারত্ৰতো। মন্ত্ৰী জ্ঞানবান্ মুসমাহিতঃ ।

ব্রহ্ম-নিষ্ঠো যতিঃ খ্যাতো গুরুঃ শ্যাং সার্বভৌমিকঃ^১ ॥ ৪০

গুরুগৃহস্থ এব কর্তব্যঃ । যথা কুলার্ণবে—

সর্ব-শাস্ত্রার্থ-বেত্তা চ গৃহস্থো গুরুরিচ্ছতে^২ ॥ ৪১

জামলে—

কলত্র-পুত্রবান্ বিপ্রো দয়ালুঃ সর্বসম্মতঃ ।

দৈবে পিত্রে বিমিশ্রে চ গৃহস্থো দেশিকো ভবেৎ ।

বিমিশ্রে তর্পণাদৌ ॥ ৪২

অথ দোষঃ

কালিকাপুরাণে—অভিশপ্তমপুত্রং চ সারজং কিতবং তথা ।

ক্রিয়াহীনমকল্পজং বামনং গুরুনিন্দকম্ ।

সদা মৎসর-সংযুক্তং গুরুং মন্ত্রেষু বর্জয়েৎ ॥ ৪৩

গুরুর্মন্ত্রস্য মূলং শ্যান্মূল-শুদ্ধৌ তু তচ্ছুভম্ ।

সফলং জায়তে যস্মাৎ তস্মাদ যত্নেন বীক্ষয়েৎ ॥ ৪৪

মহান্বরোত্তরে বলিয়াছেন—চীর্ণাচারত্ৰতী (পুরুষানুক্রমিক প্রচলিত আচারের অনুষ্ঠানে রত), মন্ত্ৰজ্ঞ, জ্ঞানী, একাগ্রচিত্ত, ব্রহ্ম-নিষ্ঠ, যতি (সংযমী) ও প্রখ্যাত ব্যক্তি সার্বভৌমিক (সর্বাশ্রমীর) গুরু হইতে পারেন । ৪০

গৃহস্থকেই গুরু করা উচিত । যেমন কুলার্ণবে বলিয়াছেন—সর্বশাস্ত্রার্থবিং গৃহস্থই গুরু অভিপ্রেত । ৪১

জামলে বলিয়াছেন—স্ত্রী ও পুত্রবান্, দয়ালু, সর্বমান্য, দৈবকর্ম, পিতৃকর্ম, বিমিশ্র কর্মে রত বিপ্রদেশিক (মন্ত্ৰোপদেশ্য গুরু) হইতে পারেন । ৪২

লোকোক্ত বিমিশ্র পদের অর্থ—তর্পণাদি ।

অনন্তর গুরুর দোষ কথিত হইতেছে । কালিকাপুরাণে বলিয়াছেন—অভিশপ্ত, অপুত্র, সাবজ (বিহিত কর্মে শ্রদ্ধারহিত) কিতব (ধূর্ত) ক্রিয়াহীন, অকল্পজ, (মন্ত্ৰ শাস্ত্রে জ্ঞান রহিত) বামন, গুরুনিন্দক, সর্বদা মৎসর যুক্ত গুরুকে মন্ত্ৰ দীক্ষার বর্জন করিবে । ৪৩

বেহেতু গুরু মন্ত্ৰের মূল হইতে পারেন । মূলের শুদ্ধি হইলে মন্ত্ৰ শুভ ও সফল হয় । সেই হেতু যত্নের সহিত গুরুর গুণ ও দোষগুলি পর্যালোচনা করিবে । ৪৪

অভিশপ্তঃ—পরীবাদগ্রস্তঃ । সাবজ্ঞো বৈধকর্মণ্যশ্রদ্ধাবান্ । কিতবো
ধূর্তঃ । অকল্পজন্তংকল্পানভিষ্ঠঃ । মৎসরসংযুক্তঃ—পরগুণাসহিষ্ণুঃ । যত্নেন
বীক্ষয়েদিতি । কর্তব্য-গুরোগুণ-দোষাবিত্যর্থঃ ॥ ৪৫

তত্বে—
শ্রিত্রী চৈব গলংকুষ্ঠী নেত্ররোগী চ বামনঃ ।
কুনখী শ্যাবদন্তশ্চ ত্রীজিতো হৃদিকাক্ষকঃ ॥ ৪৬
হীনাক্ষঃ কপটী রোগী বহ্মাশী বহুজল্পকঃ^১ ।
এতৈর্দোষৈর্বিহীনো যঃ স গুরুঃ শিষ্য-সম্মতঃ ॥ ৪৭

শ্রিত্রী গণ্ড-ভাল-নাসাদিষু গলদন্ত-শ্রিত্রবান্ । গলংকুষ্ঠী যত্র কুত্রচিদঙ্গে ।
নেত্র-রোগী—তিমিরাদিমান্ । অধিকাক্ষঃ—মনুষ্য-প্রতিনিয়তাতিরিক্তাক্ষবান্ ।
হীনাক্ষঃ—উৎসর্গিক-পাত-চ্ছেদকেতর-মনুষ্য-প্রতিনিয়ত-নূনাক্ষ-সমবায়ী, তেন
নখ-কেশ-চ্ছেদ-দন্তপাতবতো ন হীনাক্ষত্বম্ । কপটী—একমন্ত-প্রার্থনায়ামিতর-
মন্তদায়ী । রোগী—মহারোগবান্ । এতৈরিতি । বিশেষণীভূতৈরিত্যর্থঃ ॥ ৪৮

মনুঃ—
সাবিত্রী-মাত্র-সারোহপি বরং বিপ্রঃ সুষন্ত্রিতঃ ।
নাযন্ত্রিতস্ত্রিবেদোহপি সর্বাশী সর্ব-বিক্রয়ী ॥ ৪৯

অভিশপ্ত পদের অর্থ—নিন্দাগ্রস্ত । সাবজ্ঞ—বৈধকর্মে শ্রদ্ধারহিত । কিতব ধূর্ত ।
অকল্পজ—তৎ তৎ কল্পে অনভিষ্ঠ । মৎসর সংযুক্ত—পরের গুণে অসহিষ্ণু । যত্নেন
বীক্ষয়েৎ, এই কথার এই অর্থ—কর্তব্য গুরুর গুণ ও দোষ পর্যালোচনা করিবেন । ৪৫

তত্বে বলিয়াছেন—শ্রিত্রী, গলংকুষ্ঠী, নেত্ররোগী, বামন, কুনখী, শ্যাবদন্ত, ত্রীজিত
(ত্রীর বশীভূত) অধিকাক্ষ, হীনাক্ষ, কপটী, রোগী, বহ্মাশী (বহুভোজী), বহু-জল্পক
(বহুভাষী)—এই সকল দোষ ঘাহার নাই, তিনি শিষ্য সম্মত গুরু । ৪৬-৪৭

শ্লোকোক্ত শ্রিত্রী পদের অর্থ—গণ্ড, ললাট, নাসিকাদিতে গলংকুষ্ঠ ছাড়া যেতকুষ্ঠ
রোগী । গলংকুষ্ঠী—শরীরের যে কোন অঙ্গে গলিত কুষ্ঠ রোগী । নেত্ররোগী—
তিমিরাদি রোগবান্ । অধিকাক্ষ—মনুষ্যের নিয়মিত অঙ্গ অপেক্ষা অধিক অঙ্গবান্ ।
হীনাক্ষ—স্বাভাবিক দন্তাদির পতন ও ছেদন ভিন্ন মনুষ্যের প্রতিনিয়ত অঙ্গ অপেক্ষা
নূনাক্ষবান্ । একান্ত নখচ্ছেদ, কেশচ্ছেদ, দন্তের পতন অথ দন্তহীন ব্যক্তি হীনাক্ষ
হয় না । কপটী—এক মন্ত্রের প্রার্থনার অন্য মন্ত্রের দাতা । রোগী—মহারোগবান্ ।
এতৈঃ পদের এই অর্থ—বিশেষণীভূতৈঃ । ইহা গুরুর দোষের বিশেষণ । ৪৮

মনু বলিয়াছেন—সুষন্ত্রিত বিপ্র সাবিত্রীমাত্র-সার হইলেও শ্রেষ্ঠ । সর্বভোজী,
সর্ববিক্রয়ী ও অযন্ত্রিত বিপ্র ত্রিবেদবিৎ হইলেও শ্রেষ্ঠ নহে । ৪৯

১। খ—বহুজল্পকঃ ইত্যনন্তরং—অপুত্রোঃ স্বতপুত্রশ্চ কুষ্ঠী চ বামনত্বাৎ । ইতি পাঠো দৃশ্যতে ।

সুযন্ত্রিতঃ—সচ্চরিত্রঃ । বরমুৎকৃষ্টঃ । অগ্নৌ চ পাতিত্য-প্রয়োজক-দোষা
লবণ-বিক্রয়াদয়ঃ স্মৃতিশাস্ত্রাদবগম্যব্যাসাঃ ॥ ৫০

তন্ত্রান্তরে— গকারঃ সিদ্ধিদঃ প্রোক্তো রেফঃ পাপশ্চ হারকঃ ।
উকারো বিষ্ণুরব্যক্তপ্রিতয়াত্মা গুরুঃ পরঃ ॥ ৫১

ভাবচূড়ামণৌ— বৈষ্ণবা বিষ্ণু-মন্ত্রেষু গাণপত্যা গণেশ্বরে ।
শৈবাঃ শাক্তাশ্চ সর্বত্র সর্বদীক্ষা-প্রবর্তকাঃ ॥ ৫২

শক্তিদীক্ষায়াং তন্ত্রান্তরে—কুলদেবং দ্বিজং হিত্বা বৈষ্ণবং দেশিকং যদি ।
করোতি কুলশিষ্যোহসৌ ভ্রষ্টো ভবতি নিশ্চিতম্ ॥ ৫৩

গুরুশ্চ ব্রাহ্মণ এব কার্য্যঃ । যথা বৃহদগৌতমীয়ে—
হরিভক্তিযুতোহকুরঃ সদাচারো জিতেন্দ্রিয়ঃ ।
বিপ্র এব মুনিশ্চেষ্ট বর্ণানাং গুরুরুচ্যতে ॥ ৫৪

অথ পিতৃ-মাতামহ-কনিষ্ঠাদিতো দীক্ষা-নিষেধঃ ॥ যথা যোগিনীতন্ত্রে—

সুযন্ত্রিত পদের অর্থ—সচ্চরিত্র । বরং—উৎকৃষ্ট । পাতিত্যের প্রয়োজক লবণ ও
তৈলের বিক্রয়াদি অন্যাগ দোষ স্মৃতি শাস্ত্র হইতে অবগত হইবেন । ৫০

তন্ত্রান্তরে গুরুশব্দের অর্থ বলিয়াছেন—গুরু শব্দের গকার সিদ্ধি প্রদ কথিত
হইয়াছে । রেফ (রকার) পাপের অপহারক । উকার—অব্যক্ত বিষ্ণু, এই ত্রিতর
স্বরূপ গুরু শ্রেষ্ঠ । ৫১

ভাবচূড়ামণিতে বলিয়াছেন—বৈষ্ণবগণ বিষ্ণুর মন্ত্র সমূহে, গাণপত্যগণ গণপতির
মন্ত্র সমূহে, শৈব ও শাক্তগণ সর্বত্র সর্ব দীক্ষার প্রবর্তক অর্থাৎ সমস্ত মন্ত্রের দীক্ষাদাতা
হইতে পারেন । ৫২

শক্তিদীক্ষা সম্বন্ধে তন্ত্রান্তরে বলিয়াছেন—এই কুলশিষ্য কুলদেব (কুলপতি—
কৌলিকশ্রেষ্ঠ) ব্রাহ্মণকে পরিত্যাগ করিয়া যদি বৈষ্ণবকে দেশিক (মন্ত্রোপদেষ্টা)
করেন, তবে সে নিশ্চয়ই ভ্রষ্ট হইবে । ৫৩

ব্রাহ্মণকেই গুরু করা উচিত । যেমন বৃহদগৌতমীয় তন্ত্রে বলিয়াছেন—সদাচারী,
জিতেন্দ্রিয়, অকুর (কুরতা-রহিত), হরিভক্তি পরায়ণ, মুনিশ্চেষ্ট ব্রাহ্মণই সমস্ত বর্ণের
গুরু কথিত হন । ৫৪

অনন্তর পিতা, পিতামহ, কনিষ্ঠ প্রভৃতির নিকট হইতে দীক্ষা গ্রহণের নিষেধ কথিত
হইতেছে । যেমন যোগিনী তন্ত্রে বলিয়াছেন—

পিতৃমন্ত্রং ন গৃহীয়াৎ তথা মাতামহস্য চ ।

সোদরস্য কনিষ্ঠস্য বৈরি-পক্ষাশ্রিতস্য চ ॥ ৫৫

পিতুরিতি ষষ্ঠী । সর্বত্র স্থানে ইত্যধ্যাহার্যাম্ । তথা চ পিতুঃ স্থানে মন্ত্রং ন গৃহীয়াদিত্যর্থঃ । এবমন্যত্রাপি । ন চ পিতুরুপাস্ত্রং মন্ত্রং ন গৃহীয়াদিত্যর্থ ইতি বাচ্যম্ । পিত্র্যুপাস্ত্র-মন্ত্রস্থান্যতো গ্রহণে দুষণাভাবাৎ, ব্যবহার-বিরোধাৎ, তুল্য-যুক্ত্যা মাতামহ-সোদর-কনিষ্ঠাদ্যুপাস্ত্র-মন্ত্রমাত্রস্য পরিত্যাগা-পত্তেচ্চ । সোদরশ্চেতি । তেন বৈমাত্রেয়াদি-ভ্রাতৃণাং ন নিষেধঃ । কনিষ্ঠশ্চেতি । শাস্ত্রীয়-স্বজ্ঞানাপেক্ষয়া ন্যূনশাস্ত্রীয়-জ্ঞানকশ্চেত্যর্থঃ ॥ ৫৬

যথা মনুঃ— বালোহপি বিপ্রো বৃদ্ধস্য পিতা ভবতি ধর্মতঃ ।

অধ্যাপয়ামাস পিতৃন্ শিশুরাদিরসঃ কবিঃ ।

পুত্রক ইতি হোবাচ জ্ঞানেন পরিগৃহ্যতাম্ ॥ ৫৭

পিতার নিকট মন্ত্র গ্রহণ করিবে না । এইরূপ মাতামহ, কনিষ্ঠ সহোদর ও শত্রুপক্ষে আশ্রিত ব্যক্তির নিকট মন্ত্র গ্রহণ করিবে না । ৫৫

পিতুঃ এই স্থলে ষষ্ঠী বিভক্তি । সর্বত্র মাতামহস্য প্রভৃতি স্থলে স্থানে এই পদটি অধ্যাহার করিতে হইবে । তাহা হইলে পিতার স্থানে মন্ত্র গ্রহণ করিবে না, এই অর্থ হইবে । এইরূপ অন্যত্র মাতামহ স্থলেও এইরূপ অর্থ হইবে । পিতৃমন্ত্রং এই কথাটির অর্থ—পিতার উপাস্ত্র মন্ত্র গ্রহণ করিবে না । ইহা বলিতে পারেন না । যেহেতু পিতার উপাস্ত্র মন্ত্র অন্তের স্থানে গ্রহণে কোন দোষ নাই, ব্যবহারের সহিত বিরোধ হয় এবং তুল্য যুক্তিতে মাতামহ, সহোদর ও কনিষ্ঠাদির উপাস্ত্র মন্ত্রের পরিত্যাগের আপত্তি হইবে । সোদরস্য এই কথা দ্বারা সহোদরের স্থানে দীক্ষা গ্রহণ নিষিদ্ধ হইয়াছে । সেই হেতু বৈমাত্রেয়াদি ভ্রাতৃগণের স্থানে দীক্ষাগ্রহণ নিষিদ্ধ হয় নাই ।

কনিষ্ঠস্য এই পদের এই অর্থ—নিজের শাস্ত্রীয় জ্ঞানের অপেক্ষায় ন্যূন শাস্ত্র জ্ঞানবানের স্থানে । ৫৬

যেমন মনু বলিয়াছেন—স্বধর্মের উপদেষ্টা বিপ্র বালক হইলে ধর্মতঃ বৃদ্ধ জ্যেষ্ঠ পুরুষের পিতা হইতে পারেন ।

পুরাকালে শিশু পুত্র আদ্যিরস ঋষি কবি (বিদ্বান্) পিতাকে (গৌণ পিতা পিতৃব্য ও তাহার পুত্র প্রভৃতি অধিক বয়স্ককে) অধ্যাপনা করিয়াছিলেন এবং তাহাদিগকে জ্ঞানের দ্বারা গ্রহণ করিয়া অর্থাৎ শিষ্ট করিয়া পুত্রক এই বলিয়া আহ্বান করিয়াছিলেন । ৫৭

তে তমর্থমপৃচ্ছন্ত দেবান্ আগত-মন্যবঃ ।
 দেবশ্চৈতান্ সমেত্যোচূর্ণ্যায্যং বঃ শিশুরুক্তবান্ ॥ ৫৮
 অজ্ঞো ভবতি বৈ বালঃ পিতা ভবতি মন্দ্রদঃ ।
 অজ্ঞং হি বালমিত্যাহঃ পিতেত্যেব তু মন্দ্রদম্ ॥ ৫৯
 ন হায়নৈর্ন পলিতৈর্ন বিত্তেন ন বন্ধুভিঃ ।
 ঋষয়শ্চক্রিরে ধর্মং যোহনূচানঃ স নো মহান্ ॥ ৬০
 বিপ্রাণাং জ্ঞানতো জ্যৈষ্ঠ্যং ক্ষত্রিয়াণাঞ্চ বীর্যতঃ ।
 বৈশ্যানাং ধান্য-ধনতঃ শূদ্রাণামেব জন্মতঃ ॥ ৬১
 ন তেন বুদ্ধো ভবতি যেনাস্মৈ পলিতং শিরঃ ।
 যো বৈ শূবাপ্যধীয়ানস্তং দেবাঃ স্থবিরং বিহঃ ॥ ৬২
 যথা কাষ্ঠময়ো হস্তী যথা চর্মময়ো মৃগঃ ।
 যশ্চ বিপ্রোহনধীয়ানস্ত্রয়শ্চে নাম বিভ্রতি ॥ ৬৩

সেই পিতৃতুল্য ব্যক্তিগণ পুত্রক এই উক্তিতে জাতক্ৰোধ হইয়া দেবগণকে পুত্রক এই শব্দের অর্থ জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন। দেবগণ মিলিত হইয়া তাহাদিগকে বলিয়াছিলেন—আগ্নিরসের শিশু পুত্র তোমাদিগকে পুত্র শব্দের দ্বারা যাহা বলিয়াছেন, তাহা সমীচীন। ৫৮

অজ্ঞ ব্যক্তিই বালক হয়, পরন্তু অল্পবয়স্ক ব্যক্তি বালক হয় না। মন্ত্র দাতা বা বেদ-ব্যাখ্যাতা পিতা হইয়া থাকেন। বেহেতু পূর্বে মুনিগণ অজ্ঞকে বালক এই বলিয়াছেন। মন্ত্র-দাতাকে পিতা এই বলিয়াছেন। ৫৯

বর্ষসমূহ অর্থাৎ বহু বর্ষের দ্বারা, পলিত (বার্কিক্য নিবন্ধন গুরু কেশ-শ্রাব-লোম) সমূহের দ্বারা, ধনের দ্বারা, পিতৃব্যক্ত প্রভৃতি বন্ধুভাব সমূহের দ্বারা বা সমুদিত এই সকলের দ্বারা মহান্ হয় না। ঋষিগণ এই ধর্ম (নিয়ম) করিয়াছেন—যিনি সাক্ষ বেদ অধ্যয়ন করেন, তিনি আমাদের মহান্। ৬০

ব্রাহ্মণগণের জ্ঞান (বিদ্যা) দ্বারা জ্যৈষ্ঠ্য, ক্ষত্রিয়গণের বীর্যের দ্বারা জ্যৈষ্ঠ্য, বৈশ্যগণের ধান্য বস্তাদি ধনের দ্বারা জ্যৈষ্ঠ্য এবং শূদ্রগণের জন্মের দ্বারা জ্যৈষ্ঠ্য। ৬১

বেহেতু ইহার মন্তক পলিত (বার্কিক্যনিবন্ধন মন্তকের কেশ গুরু), সেই হেতু তিনি বুদ্ধ নহেন। যে শুবক অধীয়ান (বেদার্থ নির্বচন—ব্যাখ্যান সমর্থ), তাহাকে দেবগণ স্থবির জানেন। ৬২

যেমন কাষ্ঠনির্মিত হস্তী, যেমন চর্ম নির্মিত মৃগ, যে বিপ্র বেদ অধ্যয়নে বিমূখ, এই

যথা যতোহফলঃ ত্রিষু যথা গোৰ্গবি চাফলা ।

যথা চাজ্জোহফলং দানং তথা বিপ্রোহনুচোহফলঃ ॥ ৬৪

ন চ তর্হি জ্ঞানবতঃ কনিষ্ঠ-বৈমাত্রেয়াদ্ মন্ত্র-গ্রহণং যুক্তং স্খাদিত্তি বাচ্যম্, অপেক্ষয়া তস্মৈ সম্বন্ধ-কৃত-লঘুহেতুনাহপ্রসক্তত্বাৎ^১ । অত এব ভ্রাতৃ-পুত্রা-দয়োহপি নিরস্তাঃ ॥ ৬৫

কেচিৎ তু সোদরস্য কনিষ্ঠো বিশেষণমিত্যাচক্ষতে । তন্ন, জ্যেষ্ঠ-সোদরস্য-নিষেধাপত্তেঃ । ন চ “ভ্রাতা ভ্রাতরং ন চ দীক্ষয়েদি”তি বচনান্তরেণ জ্যেষ্ঠ-সোদরো বারণীয় ইতি বাচ্যম্ । তথা সতি কনিষ্ঠস্তেত্যস্য বৈয়র্থ্যাৎ ।

পরে তু সোদরাভিন্ন-কনিষ্ঠো নিষিধ্যতে ইত্যুচুঃ । বৈরীতি । সমভাব-রহিত-স্খতি পুরণীয়ম্ ॥ ৬৬

তদ্বাস্তরে— স্বস্তুরস্য মুখান্ মন্ত্রং শ্রুত্বা নরকমশ্নুতে ।

পুত্রশোকাতুর-মুখাৎ তথা ভবতি হে শুভে ! ॥ ৬৭

তিন নাম মাত্র (হস্তী, মৃগ ও বিপ্র এই শব্দ মাত্র) ধারণ করেন, কিন্তু কোন কার্য করিতে পারে না । ৬৩

যত (নপুংসক) যেমন স্ত্রীকূলে নিষ্ফল, স্ত্রীগবী যেমন স্ত্রীগবীকূলে নিষ্ফল, অজ পুরুষে দান যেমন নিষ্ফল । সেইরূপ অধ্যয়নে বিমুখ বিপ্রও নিষ্ফল । ৬৪

এই হইলেই জ্ঞানবান্ কনিষ্ঠ বৈমাত্রেয় হইতে মন্ত্রগ্রহণ সমীচীন হউক ? না, ইহা বলিতে পারেন না ; কারণ বৈমাত্রেয় নিজের অপেক্ষার সম্বন্ধকৃত লঘু বলিয়া মন্ত্র-গ্রহণের প্রসক্তি নাই । এই হেতু ভ্রাতৃপুত্রাদির নিকট হইতে মন্ত্র গ্রহণের আপত্তিও খণ্ডিত হইল । ৬৫

কোন সম্প্রদায়ের কোন কোন ব্যক্তিগণ এই বলেন—কনিষ্ঠটি সোদরের বিশেষণ । তাহা সঙ্গত নহে ; যেহেতু তাহাতে জ্যেষ্ঠ সহোদরের অনিষেধের আপত্তি হইবে । “ভ্রাতা ভ্রাতরং ন চ দীক্ষয়েৎ” অর্থাৎ ভ্রাতা ভ্রাতাকে দীক্ষা দান করিবে না—এই বচনান্তরের দ্বারা জ্যেষ্ঠ সহোদর বারণীয় হইয়া যায়—ইহা বলা যায় না ; যেহেতু তাহাতে কনিষ্ঠ এই পদ ব্যর্থ হইয়া পড়িবে ।

অন্যেরা কিন্তু এই বলেন—সহোদরের সহিত অভিন্ন কনিষ্ঠ নিষিদ্ধ হইতেছে । বৈরী—এই পদের সহিত সমভাব-রহিত্য এই পদটি পূরণ করিতে হইবে অর্থাৎ সমভাব রহিত বৈরিপক্ষাপ্রিত ব্যক্তির নিকট হইতে দীক্ষা লইবে না । ৬৬

তদ্বাস্তরে বলিয়াছেন—হে শুভে ! স্বস্তুরের মুখ হইতে মন্ত্র শুনিয়া নরক লাভ

বিষ্ণুপুরাণে— পুত্রৈরধ্যাপিতা যে চ তে পতন্তি স্বভোজনি ।

তচ্চ নরক-বিশেষ : ॥ ৬৮

গণেশ্বরবিমর্শিণ্যাম্—যতেদীক্ষা পিতৃদীক্ষা যা দীক্ষা বনবাসিনঃ ।

বিবিক্তাশ্রমিণো দীক্ষা ন সা কল্যাণ-দায়িকা ॥ ৬৯

যতে:—সন্ন্যাসিনঃ। বনবাসিনো বানপ্রস্থস্য। বিবিক্তঃ—পুত্রপত্নী-রহিতো য আশ্রমো গৃহং তদ্বতঃ, পুত্রপত্নী-রহিতস্যেত্যর্থঃ। বিশেষেণ রিক্ত অর্থাৎ পুত্র-পত্নীভ্যাং রহিতো য আশ্রমস্তদ্বত ইতি। রেফমধ্য-পাঠ ইতি বৃক্তম্। পুত্রপত্নী-মতোহপি সন্ন্যাসিত্ব-সম্ভবাং পৃথগুপাদানম্ ॥ ৭০

রুদ্রজামলে— ন পত্নীং দীক্ষয়েদ্ ভর্তা ন পিতা দীক্ষয়েৎ সূতম্ ।

ন পুত্রঞ্চ তথা ভ্রাতা ভ্রাতরং ন চ দীক্ষয়েৎ ॥ ৭১

ভ্রাতাহত সহোদরঃ। সোদরস্যেত্যাদি-বচনান্তরৈকবাক্যভাঃ।

করে। পুত্র শোকাতুরের মুখ হইতে মন্ত্র শুনিয়া সেইরূপ হয় অর্থাৎ নরকভাগী হয়। ৬৭

বিষ্ণুপুরাণে বলিয়াছেন—যাঁহারা পুত্র কর্তৃক অধ্যাপিত হন, তাঁহারা স্বভোজা নামক নরকে পতিত হন। স্বভোজ নরক বিশেষ। ৬৮

গণেশ্বর-বিমর্শিনী বলিয়াছেন—যতির স্থানে যে দীক্ষা, পিতার স্থানে যে দীক্ষা, বনবাসীর স্থানে যে দীক্ষা, বিবিক্তাশ্রমীর স্থানে যে দীক্ষা, সে দীক্ষা কল্যাণ-দায়িকা নহে। ৬৯

যতি—সন্ন্যাসী। বনবাসী—বানপ্রস্থাত্রমী। বিবিক্তাশ্রমী—বিবিক্ত পুত্র পত্নী রহিত যে আশ্রম অর্থাৎ গৃহ; সেই গৃহী। পুত্র পত্নী রহিত গৃহী এই অর্থ। বিশেষেণ রিক্ত অর্থাৎ পুত্র পত্নী হইতে রহিত যে আশ্রম, সেই আশ্রমীর এই রেফমধ্য পাঠ অর্থাৎ বিবিক্তাশ্রমিণো এই পাঠ সমীচীন। পুত্র পত্নীমান্ ব্যক্তিরও সন্ন্যাসিত্ব সম্ভব বলিয়া ভাদ্রশ সন্ন্যাসীর স্থানে দীক্ষা গ্রহণের নিষেধের জগু ইহার পৃথক্ উল্লেখ হইয়াছে। ৭০

রুদ্রজামলে বলিয়াছেন—ভর্তা (স্বামী) পত্নীকে দীক্ষা দান করিবে না এবং ভ্রাতা ভ্রাতাকে দীক্ষা দান করিবে না। ৭১

সোদরস্ত ইত্যাদি পূর্বোক্ত বচনান্তরের সহিত একবাক্যতা অর্থাৎ এক অর্থ প্রতিপাদকতা নিবন্ধন এস্থলে ভ্রাতা হইতেছে সহোদর।

সিদ্ধ-জামলে—প্রমাদাচ্চ তথাহজ্ঞানাং পিতৃদীক্ষাং সমাচরন্ ।

প্রায়শ্চিত্তং ততঃ কৃত্বা পুনর্দীক্ষাং সমাচরেৎ ॥ ৭২

দীক্ষাপদমত্র^১ সাবিত্র্যমন্ত্র-দীক্ষাপরম্, তথৈব শিষ্টাচারাৎ । অত্র পিতুরিত্যুপলক্ষণং মাতামহ-ভর্তৃাদীনামপি বোধ্যম্ । প্রায়শ্চিত্তস্ত অমৃত-সাবিত্রী-জপঃ, সর্বত্র তথাদর্শনাৎ । যথা শব্দ্যঃ (৭৩)—

দশসাহস্র-জাপেন সর্বকল্মষ-নাশিনী ॥ ৭৪

সাবিত্রীত্যমুযজ্যতে । অত্র সাবিত্রী সপ্রণব-ব্যাহৃতিকা, ন তু তান্ত্রিকী, সামান্ততো নির্দেশাৎ স্মৃত্যুক্তত্বাচ্চ । অত্র বিষয়ে জ্ঞী-শূদ্রয়োরুপবাসঃ প্রায়শ্চিত্তম্, তুল্যত্বাৎ । অত্র গুরুত্যাগে দুষণং নাস্তি, বাচনিকত্বাৎ ॥ ৭৫

যৎ তু মৎস্যসূক্তে—নিবীৰ্য্যঞ্চ পিতুর্মন্ত্রং শৈবে শাক্তে ন দৃশ্যতি । ইতি ।

তৎ তু কৌলিক-মন্ত্র-দীক্ষাপরম্ । যোগিনী-তন্ত্রে শক্তিবিশ্বামধিকৃত্য দীক্ষা-নিষেধাৎ । বস্তুতস্ত শাক্তে নক্ষত্র-বিদ্যায়ামিত্যর্থঃ ॥ ৭৬

সিদ্ধ-জামলে বলিয়াছেন—প্রমাদ নিবন্ধন বা অজ্ঞান নিবন্ধন পিতার নিকট দীক্ষা গ্রহণ করিলে তজ্জন্য প্রায়শ্চিত্ত করিয়া পুনরায় দীক্ষা গ্রহণ করিবে । ৭২

এই শ্লোকে দীক্ষা পদটি সাবিত্রী ভিন্ন অন্য মন্ত্রের দীক্ষা বোধক ; কারণ সেইরূপই নিষ্ঠগণের আচার আছে । পিতা প্রভৃতিই পুরকে বৈদিক সাবিত্রী মন্ত্রের দীক্ষা দিয়া থাকেন । এই শ্লোকে পিতৃপদটি মাতামহ, ভর্তা প্রভৃতির উপলক্ষণ জানিবে অর্থাৎ মাতামহ প্রভৃতির নিকট দীক্ষা গ্রহণ করিলে প্রায়শ্চিত্ত করিতে হইবে । এস্থলে প্রায়শ্চিত্ত হইতেছে অমৃত সংখ্যক সাবিত্রী জপ । বিশেষ প্রায়শ্চিত্তের উল্লেখ না থাকিলে সর্বত্র সেইরূপ (সাবিত্রীজপ-রূপ প্রায়শ্চিত্তই) দেখা যায় । যেমন শব্দ্য বলিয়াছেন (৭৩)—

দশ হাজার জপে সাবিত্রী সমস্ত পাপনাশিনী হইয়া থাকেন । ৭৪

সাবিত্রী এই পদটি এই শ্লোকে অনুষক্ত হইবে । এস্থলে সাবিত্রীটি প্রণব ও ব্যাহৃতিক সহিত সাবিত্রী অর্থাৎ গায়ত্রী, তান্ত্রিক সাবিত্রী নহে, যেহেতু সামান্ততঃ সাবিত্রীর নির্দেশ আছে এবং স্মৃতিতে তাহা উক্ত হইয়াছে । এই বিষয়ে দোষের তুল্যত্ব হেতু জ্ঞী ও শূদ্রগণের উপবাস প্রায়শ্চিত্ত । একরূপ স্থলে গুরুত্যাগে দোষ নাই ; যেহেতু বচনে তাহা উক্ত হইয়াছে । ৭৫

পিতার প্রদত্ত মন্ত্র নিবীৰ্য্য । কিন্তু শৈবে ও শাক্তে দোষ নাই—এই যে মংস্ত সূক্তে উক্ত হইয়াছে, তাহা কৌলিক মন্ত্র দীক্ষাপর অর্থাৎ কৌলিক মন্ত্রের এইরূপ দীক্ষা দোষাবহ নহে, এই তাৎপর্য্যেই মংস্ত-সূক্তে ইহা উক্ত হইয়াছে । যেহেতু যোগিনীতন্ত্রে

১। ৮—দীক্ষাপদমিত্যাदि-শিষ্টাচারাদিত্যন্তঃ পাঠো নাস্তি ।

কৃত-সুকৃত-সহস্রানেক-জন্ম-প্রভাবৈ-

ভবতি যদি মনুষ্যো গুৰ্বধীনশ্চিরায়ুঃ ।

কথমপি মনুমে নং প্রাপ্য শিষ্যায় তস্মৈ

নিজকুল-তিলকায় জ্যেষ্ঠপুত্রায় দত্তাৎ ॥ ৭৭

ইতি মৎস্যসূক্তে তৎপ্রকরণ এবোক্তত্বাৎ । তথা—

মনুর্বিমুশ্য দাতব্যো জ্যেষ্ঠায় হিতকারিণে ।

পুত্রায় কিমুতান্নস্মৈ বিগোত্রায় সুপৌরুষঃ ॥ ৭৮

ইতি শ্রীক্রমবচনাচ্ছ্রীবিদ্যায়ামপ্যয়ং কল্পঃ । তদর্থশ্চ জ্যেষ্ঠায় পুত্রায়াপি
বিমুশ্য তদীয়-গুণ-দোষৌ সমবধৃত্য^১ মনুর্দেয়ঃ, কিমুতান্নস্মৈ, তত্র স্মতরাং
বিমর্ষঃ । ৭৯

সিদ্ধমন্ত্রে গুরুবিচারো নাস্তি, “সিদ্ধমন্ত্রে ন হৃশ্যতী”তি বচনাৎ । তথা
সিদ্ধজামলে—

শক্তিবিদ্যার প্রকরণে এই দীক্ষার নিষেধ হইয়াছে । বস্তুতঃ শাস্ত্রে কথার এই অর্থ—
নক্ষত্র বিদ্যায় । ৭৬

যদি মনুষ্য সুকৃত-(পুণ্য) সহস্র কৃত অনেক জন্মের প্রভাবে দীর্ঘায়ুঃ হইয়া গুরুর
অধীন (সেবাপরায়ণ) হয় এবং কোন প্রকারে যদি এই মন্ত্র পায়, তবে তিনি তাহা
সেই নিজকুলতিলক জ্যেষ্ঠ পুত্রকে দিবেন । ৭৭

মৎস্য সূক্তে সেই নক্ষত্রবিদ্যার প্রকরণেই ইহা উক্ত হইয়াছে । আরও উক্ত
হইয়াছে যে—

সুপৌরুষ (ভেজস্বী) পিতা গুণ ও দোষ বিচার করিয়া হিতকারী জ্যেষ্ঠ পুত্রকে
এই বিদ্যা প্রদান করিবেন, বিরুদ্ধ গোত্র (অগ্ন গোত্রের) অগ্নকে যে প্রদান করিবেন,
ইহাতে বক্তব্য কি ? ৭৮

এই শ্রীক্রমের বচন অনুসারে শ্রীবিদ্যাতেও এই কল্প (বিধি) অনুসৃত হয় । এই
শ্রীক্রম বচনের তাৎপর্যার্থ হইতেছে—জ্যেষ্ঠ পুত্রকেও তাহার গুণদোষ বিচার করিয়া
মন্ত্র দিতে হইবে । অন্নের গুণ দোষ বিচার করিয়া যে তাহাকে মন্ত্র দিতে হইবে,
তাহাতে আর বক্তব্য কি ? সেখানে স্মতরাং বিচার কর্তব্য । ৭৯

সিদ্ধ মন্ত্রের গ্রহণে গুরুর বিচার নাই ; যেহেতু “সিদ্ধ-মন্ত্রে ন দৃশ্যতি” অর্থাৎ সিদ্ধ মন্ত্র
বিষয়ে কোন দোষ হয় না, এইরূপ বচন আছে । সিদ্ধ-জামলে সেইরূপ বলিয়াছেন—

যদি ভাগ্যবশেনৈব সিদ্ধবিদ্যাং লভেৎ প্রিয়ে ! ।

তদৈব তাস্ত দীক্ষিত ত্যক্ত্বা গুরু-বিচারণম্ ॥ ৮০

সিদ্ধমন্ত্রঃ—স্বয়ংসাধিত-মন্ত্রঃ । গণেশ-বিমর্শিন্যাম্—

সিদ্ধমন্ত্ৰো যদি পতিস্তদা পত্নীং স দীক্ষয়েৎ ।

শক্তিধ্বেন বরারোহে ! ন চ সা পুত্রিকা ভবেৎ ॥ ৮১

অয়ং ভাবঃ—স্বস্ত্য শিবরূপতয়া তস্তাঃ শক্তিরূপধ্বেন ন সা কণ্ঠকা^১
ভবিতুমর্হতীতি^২ । তথা তত্রৈব—

ভ্রাতা তথাবিধো দেবি ! ভ্রাতরঞ্চাপি দীক্ষয়েৎ ।

সিদ্ধমন্ত্ৰো গুরুঃ সর্বমযোগ্যং যোগ্যতাং নয়েৎ ॥ ৮২

মহাতীর্থে উপরাগে সতি পিত্রাদৌ সর্বত্র^৩ ন দোষঃ । যথা বিষ্ণুমন্ত্রমধি-
কৃত্য বৈশম্পায়ন-সংহিতায়াং শৌনকং প্রতি ব্যাস-বচনম্^৪—

সাধু পৃষ্টং ত্বয়া ব্রহ্মন্ বক্ষ্যামি সকলং তব ।

ব্রহ্মণা কথিতং পূর্বং বশিষ্ঠায় মহাত্মনে ॥ ৮৩

হে প্রিয়ে ! যদি ভাগ্যবশেই সিদ্ধবিদ্যা লাভ করে, তবে গুরু-বিচার পরিত্যাগ
করিয়া তখনই সেই মন্ত্রে দীক্ষা দান করিবে । ৮০

সিদ্ধ মন্ত্র হইতেছে স্বয়ং সাধিত মন্ত্র । গণেশ্বর-বিমর্শিনীতে বলিয়াছেন—

যদি পতি সিদ্ধমন্ত্র হন, তবে তিনি তখন পত্নীকে শক্তিরূপে দীক্ষিত করিবেন ।
হে বরারোহে ! ইহাতে সে শক্তিরূপা বলিয়া পুত্রিকা (কণ্ঠা) হইবে না । ৮১

এস্থলে ইহার তাৎপর্য হইতেছে—নিজে শিবরূপ বলিয়া স্ত্রী শক্তিরূপ বলিয়া ঐ
দীক্ষিতা স্ত্রী কণ্ঠা হইতে পারে না । সেইখানেই সেইরূপ আরও বলিয়াছেন—

হে দেবি ! ভ্রাতা তথাবিধ (সিদ্ধমন্ত্র) হইলে ভ্রাতাকেও দীক্ষা দান করিতে
পারে । সিদ্ধমন্ত্র গুরু সমস্ত অযোগ্যকে যোগ্য করিয়া দেন । ৮২

মহাতীর্থে সূর্য্য ও চন্দ্ৰের গ্রহণ হইলে সেই সকল স্থলে পূজাদিকে দীক্ষাদানে পিতা
প্রভৃতির দোষ হয় না । যেমন বৈশম্পায়ন সংহিতায় বিষ্ণুমন্ত্র প্রকরণে শৌনকের
প্রতি ব্যাসের উক্তি—

হে ব্রহ্মন্ । তুমি উত্তম প্রশ্ন করিয়াছ । তোমাকে সকল বিষয় বলিব । পূর্বে
ব্রহ্মা মহাত্মা বশিষ্ঠকে এই কথা বলিয়াছিলেন । ৮৩

১। খ—কণ্ঠা। ২। খ—অর্হতীত্যনন্তরং তথা তত্রৈবেত্যাদিঃ-মহেদিত্যন্তঃ পাঠো নাস্তি ।

৩। খ—সর্বত্রৈতি নাস্তি। ৪। খ—বাসবাক্যম্ ।

বশিষ্ঠোহপি স্বপুত্রায় মংপিত্রে দত্তবান্ স্বয়ম্ ।

প্রসন্ন-হৃদয়ঃ স্বচ্ছঃ পিতা মে করুণানিধিঃ ।

কুরুক্ষেত্রে মহাতীর্থে সূর্য্য-পর্বণি দত্তবান্ ॥ ইত্যাদি^১ ॥ ৮৪

এস্তান্তে হযুতে^২ নৈব কুর্য্যাদ্ দীক্ষাং জপং প্রিয়ে ! ।

কৃতে নাশো ভবেদাস্তু হ্যায়ুঃ-শ্রী-সুত-সম্পদাম্^৩ ॥ ৮৫

পর্বণি দত্তবানিত্যাदि । দৈবাং পিত্রাদিতো গৃহীতস্তা মন্ত্ৰস্তা পশ্চাৎ^৪
দশবিধ-সংস্কার-করণাদপি শুদ্ধির্ভবতি । যথা যোগিনীতন্ত্রে (৮৬)—

নির্বীৰ্য্যঞ্চ পিতৃমন্ত্ৰং তথা মাতামহস্তা চ ।

স্বপ্নলক্ষং স্ত্রিয়া দত্তং সংস্কারেণৈব শুধ্যতি ॥ ৮৭

পিতুরিত্যাदि-নিষিদ্ধমাত্রোপলক্ষকম্ । এতেন স্ত্রিয়ো দীক্ষা ন কর্তব্যো-
ভ্যায়াতম্, অন্যথা তত্র^৫ সংস্কারেণ শুদ্ধিকথনানুপযোগাৎ ॥ ৮৮

যৎ তু— সাধবী চৈব সদাচারী গুরুভক্তা জিতেন্দ্রিয়া ।

সর্বমন্ত্ৰার্থ-তত্ত্বজ্ঞা সুশীলা পূজনে রতা ॥ ৮৯

বশিষ্ঠও স্বয়ং নিজের পোত্র আমার পিতা পরাশরকে মন্ত্ৰ দীক্ষা দিয়াছিলেন ।
প্রসন্ন হৃদয় স্বচ্ছ করুণানিধি আমার পিতা মহাতীর্থ কুরুক্ষেত্রে সূর্য্যপর্বে (সূর্য্য গ্রহণে)
আমাকে দীক্ষা দিয়াছিলেন । ইত্যাদি । ৮৪

হে প্রিয়ে ! এস্তান্ত হইলে বা রাহযুক্ত না হইলে কখনই দীক্ষা গ্রহণ ও মন্ত্ৰ জপ
করিবে না । করিলে আয়ুঃ, শ্রী, সুত ও সম্পদের শীঘ্র নাশ হইবে । ৮৫

দত্তবান্, ইহার ভাৎপর্য্য—দৈবাং পিতা প্রভৃতির নিকট হইতে গৃহীত মন্ত্ৰের পরে
দশবিধ সংস্কারের অনুষ্ঠান হইতেও শুদ্ধি হয় । যেমন যোগিনীতন্ত্রে বলিয়াছেন (৮৬)—

পিতার প্রদত্ত মন্ত্ৰ নির্বীৰ্য্য (শক্তিহীন), সেইরূপ মাতামহের প্রদত্ত মন্ত্ৰও
নির্বীৰ্য্য । স্বপ্নলক্ষ ও স্ত্রী কর্তৃক প্রদত্ত মন্ত্ৰ সংস্কারের দ্বারাই শুদ্ধ হয় । ৮৭

স্নোকে পিতৃঃ এই পদটী দীক্ষাদানে নিষিদ্ধ ব্যক্তিমাত্রেয় উপলক্ষক অর্থাৎ পিতার
প্রদত্ত মন্ত্ৰই যে কেবল নির্বীৰ্য্য, তাহা নহে । নিষিদ্ধ ব্যক্তিমাত্রেয় প্রদত্ত মন্ত্ৰই নির্বীৰ্য্য ।
ইহা দ্বারা স্ত্রীর নিকট দীক্ষা গ্রহণ কর্তব্য নহে, ইহাই উপস্থিত হয় অর্থাৎ বুঝা যায় ।
অন্যথা সেস্থলে সংস্কারের দ্বারা শুদ্ধি কথনের কোন প্রয়োজন থাকে না । ৮৮

যে স্ত্রী সাধবী, সদাচারী, গুরুভক্তি-পরায়ণা, জিতেন্দ্রিয়া, সমস্ত মন্ত্ৰার্থে

১। ৮—পর্বণি দত্তবানিত্যানীত্যানন্তরং এস্তে ইত্যাদি-পর্বণি দত্তবানিত্যানীত্যান্ত-পাঠো দ্রষ্টব্যঃ ।

২। ৮—এস্তেহস্তেহযুতে ইতি পাঠঃ । ৩। ৮—সম্পদাম্ ।

৪। ৮—পশ্চাদিতি দ্রষ্টব্যঃ । ৫। ৮—তত্র ইতি দ্রষ্টব্যঃ ।

গুরুযোগ্যা ভবেৎ সা হি বিধবা পরিবর্জিতা^১ ।

মাতৃশ্চ বিধবা-দোষো নাস্তি বৈ শঙ্করোহত্রবীৎ ॥ ১০

ইতি কেচিৎ । তৎ তু গুরুত্বেনাভিমতায়্যা উপাসিত-মন্ত্রপরম্ । যথা
ভৈরব-তন্ত্রে—স্বীয়মন্ত্রোপদেশে তু ন কুর্যাদ্ গুরুচিস্তনমিতি ॥ ১১

এতদ্বিষয় এব—“স্ত্রিয়ো দীক্ষা শুভা প্রোক্তা মাতৃশ্চাষ্টগুণা স্মৃতে”তি
বচনান্বিতম্, অত এব মাতুরিতি উপাসিতেষ্টগুণম্, অনুপাসিতে শুভফলমিত্যর্থ
ইতি তন্ত্রসার-ব্যাখ্যানমপাস্তম্ । স্ত্রিয়ানুপাসিত-মন্ত্রগ্রহণস্থানভিহিতত্বাৎ ।
স্বীয়মন্ত্রোপদেশে দ্বিতি বচনং তু পিতৃ-মাতামহাদি-সর্ববিষয়কম্, সামান্য-
তোহভিধানাৎ^২ ॥ ১২

বিধবা পরিবর্জিতেনিতি বচনাৎ^৩ বিধবা মাতাহপি নিষিদ্ধা । বস্তুতস্ত
যোগিনী-তন্ত্রে স্ত্রীপদং বিধবাপরম্, বচনান্তরৈকবাক্যত্বাৎ । এবঞ্চ^৪ স্ত্রিয়ো

তত্ত্বজ্ঞা, সূশীলা, পূজারতা, বিধবা ভিন্না স্ত্রী গুরু যোগ্যা হইতে পারেন । মাতার
কিন্তু বিধবা দোষ নাই, ইহা শঙ্কর বলিয়াছেন । ১০

এই যে কেহ কেহ বলেন—তাহা কিন্তু গুরুরূপে অভিমত স্ত্রীর উপাসিত মন্ত্র পর
অর্থাৎ কর্তব্য স্ত্রীগুরু নিজের উপাসিত মন্ত্রে গুরু হইতে পারেন, অন্য মন্ত্রে নহে । যেমন
ভৈরব তন্ত্রে এই বলিয়াছেন—নিজের মন্ত্রের উপদেশে গুরু বিচার কর্তব্য নহে । ১১

এই বিষয়েই—“স্ত্রিয়ো দীক্ষা শুভা প্রোক্তা মাতৃশ্চাষ্টগুণা স্মৃতা” অর্থাৎ স্ত্রীর নিকট
দীক্ষা শুভকরী কথিত হইয়াছে, মাতার নিকট দীক্ষা অষ্টগুণ ফল-প্রদা, ইহা বচনান্বিত ।
স্মৃতাং মাতৃঃ এই কথার এই অর্থ—মাতার উপাসিত মন্ত্রের দীক্ষায় অষ্টগুণ ফল,
অনুপাসিত মন্ত্রের দীক্ষায় শুভ ফল । তন্ত্রসারকারের এইরূপ ব্যাখ্যা ইহা দ্বারা প্রতিপত্ত
হইল । যেহেতু স্ত্রীর অনুপাসিত মন্ত্রের গ্রহণ উক্ত হয় নাই । স্বীয় মন্ত্রোপদেশে তু—
এই বচন কিন্তু পিতা, মাতামহাদি সমস্ত বিষয়ক, যেহেতু স্বীয় শব্দটি সামান্যভাবে
প্রযুক্ত হইয়াছে । ১২

বিধবা পরিবর্জিতা—এই বচন হইতে জানা যায়, বিধবা মাতাও দীক্ষা গ্রহণে
নিষিদ্ধ । বস্তুতঃ যোগিনীতন্ত্রে যে স্ত্রীপদ রহিয়াছে, তাহা অন্য বচনের সহিত এক
বাক্যতাবশতঃ বিধবা স্ত্রীপদ অর্থাৎ উক্ত স্ত্রীপদ দ্বারা বিধবা স্ত্রী বুঝাইবে । তাহা

১। খ—পরিবর্জিতা ইত্যনন্তরং । তৎ তু গুরুত্বেনাভিমতায়্যা ইতি পাঠঃ । মধ্যবর্ত্তিপাঠো নাস্তি ।

২। ক—স্বীয়মন্ত্রোপদেশে দ্বিত্যাক্তভিধানাদিত্যন্তঃ পাঠো নাস্তি ।

৩। খ—কথনাৎ । ৪। খ—এবঞ্চৈত্যত্র তথাচেতি পাঠঃ ।

দীক্ষিত্য সামান্যতঃ ত্রিযো দীক্ষা শুভফলা মাতুরষ্টগুণ-ফলেত্যর্থঃ^১ ।
সম্প্রদায়োহিপ্যেবম্ ॥ ৯৩

কেচিৎ তু তত্র বিধবা-পদমবীরাপরম্, পুত্রবত্যা বিধবায়া ন নিষেধঃ
ইতি বদন্তি^২ । স্বীয়-মন্ত্রোপদেশে সর্বত্র গুরুবিচারো নাস্তি, “স্বীয়-
মন্ত্রোপদেশে তু ন কুর্যাদ্ গুরুচিস্তন”মিতি ভৈরবতন্ত্রবচনাৎ ॥ ৯৪

অথ স্বপ্নলক্ষমণুবিধিঃ^৩

তন্ত্রান্তবে— স্বপ্নলক্ষে তু কলশে গুরোঃ প্রাণান্ নিবেশয়েৎ ।

বটপত্রে কুক্কুমেণ লিখিত্বা গ্রহণং শুভম্ ।

ততঃ সিদ্ধিমবাপ্নোতি^৪ অন্যথা বিফলং ভবেৎ ॥ ৯৫

ইদম্ সদৃশোরভাবে, তৎ-সঙ্গে তত এব গৃহীয়াৎ, দীক্ষাং বিনা জপন্ত
তৃষ্টভাৎ । গুরোঃ প্রাণানিতি । গুরুশব্দ-নির্দেশেন শিবশব্দ-নির্দেশেন বা
প্রাণপ্রতিষ্ঠা কার্যোতি তাস্ত্রিকাঃ ॥ ৯৬

হইলে ‘ত্রিযো দীক্ষা’, এই বচনের এই অর্থ হয়—সামান্যতঃ যে কোন ত্রীর নিকট
দীক্ষা শুভফলা এবং মাতার নিকট দীক্ষা অষ্টগুণ শুভফলা । সম্প্রদায়ও এইরূপ
অর্থ বলেন । ৯৩

কেহ বলেন—সেই বচনে বিধবা পদটি অবীরাপর (পতি-পুত্র রহিত ত্রীর-
বোধক), পুত্রবতী বিধবার নিকট দীক্ষা গ্রহণ নিষিদ্ধ নহে । “স্বীয়-মন্ত্রোপদেশে তু ন
কুর্যাদ্ গুরুচিস্তনম্”—এই ভৈরবতন্ত্রের বচনানুসারে জানা যায়, সকল স্থানে স্বীয়
মন্ত্রের উপদেশে গুরু বিচার নাই । ৯৪

অনন্তর স্বপ্নলক্ষ মন্ত্রের গ্রহণ বিধি কথিত হইতেছে । তন্ত্রান্তরে বলিয়াছেন—রথ
মন্ত্র প্রাপ্ত হইলে কলশে গুরুর প্রাণ প্রতিষ্ঠা করিবেন । বটপত্রে কুক্কুমের দ্বারা
সেই মন্ত্র লিখিত্বা গ্রহণ করিলে শুভ হয় । তাহাতেই মন্ত্র সিদ্ধি লাভ করে, অন্যথা
ঐ মন্ত্র গ্রহণ বিফল হইবে । ৯৫

সদৃশুর অভাবে এইরূপ গ্রহণ হইতে পারে । কিন্তু সদৃশু থাকিলে তাঁহার
নিকট মন্ত্র গ্রহণ করিতে হইবে । কারণ দীক্ষা বিনা মন্ত্রের জপ দৃষ্ট হইয়া থাকে ।

১। খ—ইত্যর্থঃ ইত্যনন্তরং পরে তু মাতুরনুপাসিতে শুভফলা, উপাসিতে অষ্টগুণফলেত্যর্থঃ
ইত্যনঃ । কেচিৎ তু মাতুঃ সিদ্ধিমন্ত্রোপদেশে অষ্টগুণফলমন্ত্রে শুভফলমিত্যাহরিত্যন্তঃ পার্শ্বোহনিকঃ ।

২। খ—সম্প্রদায়োহিপ্যেবমিত্যাদি-ভৈরবতন্ত্রবচনানিত্যন্তঃ পার্শ্বো নাস্তি ।

৩। ক—স্বপ্নলক্ষমণৌবিধিঃ । ৪। ক+খ—সিদ্ধিমবাপ্নোতি ।

অথ গুরোরলাভে কর্তব্য-নির্ণয়ঃ । যথা পদ্য-পুরাণে—

গুরোরভাবে বিপেষ্ম ! মন্ত্র-গ্রহণমুচ্যতে ।

কৃষ্ণপক্ষে ত্রয়োদশ্যাং দক্ষিণামূর্ত্তি-সন্নিধৌ ।

তালপত্রে মনুং লিখ্য স্থাপয়েচ্চ তদগ্রতঃ ॥ ৯৭

সংপূজ্য দক্ষিণা-মূর্ত্তিমুপচারৈঃ প্রযত্নতঃ ।

পায়সং বিনিবেত্যাথ প্রণমেদ্ দণ্ডবৎ ততঃ ॥ ৯৮

তালপত্রং সমালোক্য পঠেদষ্টোত্তরং শতম্ ।

এবং গৃহীতো মন্ত্রঃ স্মাদ্ গুরোরপি বিশিষ্যতে ॥ ৯৯

গুরৌ সম্ভাবিতা দোষাঃ প্রায়েণ তু কলৌ যুগে ।

এবং গৃহীতো মন্ত্রঃ স্মাৎ সর্বসিদ্ধি-প্রদো নৃণাম্ ॥ ১০০ ইতি ।

অথ শিষ্যলক্ষণম্

শাস্তো বিনীতঃ শুদ্ধাত্মা শ্রদ্ধাবান্ ধারণ-ক্ষমঃ ।

সমর্থশ্চ কুলীনশ্চ প্রাজ্ঞঃ সচ্চরিতো যতী ।

এবমাদিগুণৈৰ্যুক্তঃ শিষ্যো ভবতি নান্যথা ॥ ১

তাত্ত্বিকগণ এই বলেন—গুরোঃ প্রাণান্, এই বাক্যে গুরু শব্দ বা শিবশব্দ নির্দেশের দ্বারা বুঝা যায়—প্রাণ প্রতিষ্ঠা কর্তব্য । ৯৬

অনন্তর গুরুর অভাবে কর্তব্য নির্ণয় হইতেছে । যেমন পদ্য পুরাণে বলিয়াছেন—

হে বিপ্রেস্ম ! গুরুর অভাবে মন্ত্র গ্রহণ কথিত হইতেছে । কৃষ্ণপক্ষে ত্রয়োদশী তিথিতে দক্ষিণামূর্ত্তি শিবের নিকটে তালপত্রে মন্ত্র লিখিয়া তাঁহার অগ্রে স্থাপন করিবে । ৯৭

বিশেষ যত্ন সহকারে উপচারের দ্বারা দক্ষিণামূর্ত্তিকে পূজা করিয়া অনন্তর পায়স নিবেদন করিয়া পরে দণ্ডবৎ প্রণাম করিবে । ৯৮

তালপত্রকে সম্যকরূপে দেখিয়া ১০৮ বার মন্ত্র পাঠ করিবে । এই প্রকারে গৃহীত মন্ত্র গুরুর প্রদত্ত মন্ত্র অপেক্ষাও বিশেষিত অর্থাৎ বিশিষ্ট ফল-প্রদ হইবে । ৯৯

কলিযুগে প্রায়ই গুরুর সম্ভাবিত দোষগুলি শিষ্যে সংক্রামিত হইয়া থাকে । এই প্রকারে গৃহীত মন্ত্র মনুষ্যগণের সকল সিদ্ধিপ্রদ হইয়া থাকে । ১০০

অনন্তর শিষ্যের লক্ষণ কথিত হইতেছে । শাস্ত, বিনীত, শুদ্ধচিত্ত, শ্রদ্ধাবান্, ধারণে সমর্থ, কুলীন, প্রাজ্ঞ, সচ্চরিত্র, যতী—এইরূপ গুণযুক্ত ব্যক্তি শিষ্য হয়, অন্য প্রকার ব্যক্তি শিষ্য হয় না । ১

ধারণক্ষমঃ—মন্ত্ৰাত্তভ্যাসানুকূল-মেধাবান্ । সমর্থস্তত্ত্বং-কল্পাচার-করণঃ
সমর্থঃ । প্রাজ্ঞ ইত্যত্র^১ স্বার্থিকোহন্ প্রত্যয়ঃ । যতী—ইন্দ্রিয়-সংযমবান্ ॥ ২

তথা— বাঙ-মনঃ-কায়-বস্তুভিগুরু-শুশ্রূষণে রতঃ ।

এতাদৃশ-গুণোপেতঃ শিষ্যো ভবতি নাপরঃ ॥ ৩

নারায়ণীয়ে— কুর্বন্নাচার্য্য-শুশ্রূষাং^২ মনো-বাক্-কায়-কর্মভিঃ ।

শুদ্ধভাবো মহোৎসাহো বোদ্ধা শিষ্য ইতি শ্রুতঃ ॥ ৪

কালিকাপুরাণে—শঠে ক্রুরে চ মুর্খে চ হৃদ্যকারিণ্যভক্তকে ।

মন্ত্ৰো ন দূষিতে দেয়ঃ শুবীজং বিপিনে যথা ॥ ৫

মনু— ধর্মার্থো যত্র ন স্মাতাং শুশ্রূষা বাপি তদ্বিধা ।

ন তত্র বিদ্যা বক্তব্য্য শুভং বীজমিবোষরে ॥ ৬

বিদ্যা ব্রাহ্মণমিত্যাহ শেবধিস্তেহস্মি রক্ষ মাম্ ।

অসূয়কায় মাং মাদান্তদা স্মাং বীৰ্য্যবন্তমা ॥ ৭

ধারণক্ষম কথার অর্থ—মন্ত্ৰের অভ্যাসের অনুকূল মেধাবিশিষ্ট । সমর্থ—তত্ত্ব
কল্পোক্ত আচারের অনুষ্ঠানে সমর্থ । প্রাজ্ঞ এই স্থলে স্বার্থে অনু প্রত্যয় । যতী—
ইন্দ্রিয় সংযমী । ২

এইরূপ শিষ্যের লক্ষণ আরও বলিয়াছেন—বাক্য, মনঃ, দেহ ও মনের দ্বারা গুরু
শুশ্রূষায় রত ও এতাদৃশ গুণ-যুক্ত ব্যক্তি শিষ্য হয়, অপর ব্যক্তি শিষ্য হয় না । ৩

নারায়ণীর তত্ত্বে বলিয়াছেন—মনঃ, বাক্য, দেহ ও কর্ম সমূহের দ্বারা গুরুর
শুশ্রূষা করিতে করিতে শুদ্ধভাব (শুদ্ধান্তঃকরণ), মহা উৎসাহী, বোদ্ধা ব্যক্তি শিষ্য
বলিয়া কথিত হয় । ৪

কালিকাপুরাণে বলিয়াছেন—বিপিনে যেমন ভাল বীজ বপন করিতে নাই,
তদ্রূপ শঠ, ক্রুর, মুর্খ, হৃদ্যকারী, অভক্ত ও দূষিত ব্যক্তিকে মন্ত্ৰ দিতে নাই । ৫

মনু বলিয়াছেন—উষর ভূমিতে যেমন ভাল বীজ বপন করে না । তদ্রূপ যেখানে
ধর্ম ও অর্থ নাই, তাদৃশ শুশ্রূষাও নাই, সেখানে বিদ্যা দান করিবে না । ৬

বিদ্যা অধ্যাপক ব্রাহ্মণকে এই বলিতেছেন—আমি তোমার শেবধি (নিধি)
হইতেছি । আমাকে রক্ষা কর । অসূয়কারীকে আমার দিও না, তাহা হইলে
আমি বীৰ্য্যবন্তমা হইব । ৭

যমেব তু শুচিং বিদ্যা নিয়তং ব্রহ্মচারিণম্ ।

তস্মৈ মাং ক্রুহি বিপ্রায় নিধিপায়াহপ্রমাদিনে ॥ ৮

সারসংগ্রহে— রাজ্ঞি চামাত্যজ্ঞো দোষঃ পত্নীপাপং স্ব-ভর্তৃরি ।

তথা শিষ্যাজিতং পাপং গুরুঃ প্রাপ্নোতি নিশ্চিতম্ ॥ ৯

ইদন্ত রাজামাত্যয়োদম্পত্যোগুরুশিষ্যয়োশ্চ পরস্পর-দোষভাগিতা-
বোধ-তাৎপর্য্যকম্^১ । অত এব কুনখাদি-শিষ্যোহপি দুষ্টঃ । নহু তর্হি গুরু-
শিষ্যয়োঃ কিয়তা কালেন চরিত্র-পরীক্ষা ভবতীত্যত্র স্ফুটমভিহিতং সার-
সংগ্রহে (১০)—

সদৃগুরুঃ স্বাশ্রিতং শিষ্যং বর্ষমেকং^২ পরীক্ষয়েৎ ।

গুরুতা শিষ্যতা বাপি তয়োর্বৎসর-বাসতঃ^৩ ॥ ১১

বৎসর-বাসত ইতি । বৎসরং ব্যাপ্য সহবাসতঃ ইত্যর্থঃ । ইদন্ত বিপ্রশিষ্য-
বিষয়কম্ । যথা^৪—

অধ্যাপক বিপ্র যাহাকে শুচি, সংযত ও ব্রহ্মচারী জানিবে, সেই অপ্রমাদী ও নিধি
ব্রহ্মক ব্রাহ্মণকে আমার দান করিবে । ৮

সারসংগ্রহে বলিয়াছেন—অমাত্যকৃত দোষগুলি যেমন রাজা প্রাপ্ত হন, পত্নীর
পাপ যেমন স্বামী প্রাপ্ত হন, সেইরূপ শিষ্যের অর্জিত পাপ গুরু নিশ্চয়ই প্রাপ্ত
হন । ৯

ইহা কিন্তু রাজা ও অমাত্যের এবং গুরু ও শিষ্যের পরস্পর দোষ ভাগিতা বোধ
তাৎপর্য্যেই উক্ত হইয়াছে অর্থাৎ বচনে এক ব্যক্তিকে দোষ-ভাগী বলিলেও প্রকৃতপক্ষে
উভয়ের দোষ উভয়েই সংক্রামিত হয় । অতএব কুনখী প্রভৃতিও শিষ্যও দুষ্ট ।

আচ্ছা, তাহা হইলে কি পরিমাণ সময়ে গুরু ও শিষ্যের চরিত্র পরীক্ষা হয় ? এইরূপ
প্রশ্নের উত্তর সারসংগ্রহে পরিষ্কার এই বলিয়াছেন (১০)—

সদৃগুরু নিজের আশ্রিত শিষ্যকে এক বৎসর পরীক্ষা করিবেন । গুরু ও শিষ্যের
বৎসর কাল বাসের দ্বারা গুরুতা ও শিষ্যতার পরীক্ষা হয় । ১১

বৎসর বাসতঃ এই কথার এই অর্থ—এক বৎসর ধরিয়া নিরন্তর একসঙ্গে বাস ।
ইহা কিন্তু ব্রাহ্মণ শিষ্য বিষয়ক^১ যেমন-তন্ত্রে বলিয়াছেন—

১। খ—তাৎপর্য্যকবিত্যনন্তরং অত এবত্যাদি-দুষ্ট ইত্যন্তঃ পাঠো নাস্তি ।

২। খ—বর্ষব্রাহ্মণ । ৩। ক+খ—সহবাস ইত্যর্থঃ । ৪। খ—তথা ।

বর্ষেকেন ভবেদ যোগ্যো বিপ্রো গুণ-সমবিতঃ ।

বর্ষদ্বয়াং তু রাজন্তো বৈশ্যস্ত বৎসরৈস্ত্রিভিঃ ।

চতুর্ভিবৎসরৈঃ শূদ্রঃ কথিতা শিষ্য-যোগ্যতা ॥ ১২

স্বপ্নলক্ক-মন্ত্রস্য গুরুকরণে তু উক্ত-কাল-প্রতীক্ষা^১ নাস্তি, “স্বপ্নে তু নিয়মো ন হী”তি নারদ-বচনাৎ । তদ্বাস্তুরে (১৩)—

প্রণবাগ্নং ন দাতব্যং মন্ত্রং শূদ্রায় সর্বথা ।

আত্মমন্ত্রং গুরোর্মন্ত্রং মন্ত্রং চাক্ষপ-সংজ্ঞকম্ ॥ ১৪

মন্ত্রস্য দেবাদেবত্ববিচারঃ

প্রণবঃ আগ্নঃ প্রধানঃ যত্র তাদৃশং প্রণব-ঘটিতমিত্যর্থঃ । যথাক্রমে বীজাস্তুরাদেঃ প্রণবমধ্যস্য প্রণবাস্তস্য চ মন্ত্রস্য নিষেধাপ্রসঙ্গে । আত্মমন্ত্রং স্বোপাসিত-মন্ত্রম্ । তেন ব্রাহ্মণায় কদাচিদাত্ম-মন্ত্রদানং প্রসজ্যতে । গুরোরিতি । যদি গুরু-মন্ত্রং জানাতি, তদা তমপি শূদ্রায় ন দত্তাদিত্যর্থঃ । অক্ষপ সংজ্ঞকং সূর্য্যমন্ত্র-বিশেষং হংসঃ ইত্যক্ষর-দ্বয়াত্মকম্ । ১৫

গুণযুক্ত বিপ্র এক বর্ষের দ্বারা শিষ্যের যোগ্য হন । ক্ষত্রিয় দুই বর্ষের দ্বারা শিষ্যের যোগ্য হয় । বৈশ্য কিন্তু তিন বর্ষের দ্বারা এবং শূদ্র চারি বৎসরের দ্বারা শিষ্যের যোগ্য কথিত হইয়াছে । ১২

স্বপ্নলক্ক মন্ত্রের গুরুকরণে কিন্তু উক্তরূপে কালের প্রতীক্ষা নাই । যেহেতু “স্বপ্নে তু নিয়মো নহি” অর্থাৎ স্বপ্নে কিন্তু কালনিয়ম নাই এইরূপ নারদের বচন আছে । তদ্বাস্তুরে বলিয়াছেন (১৩)—

শূদ্রকে সর্বথা (কোন প্রকারে) প্রণবাদ্য মন্ত্র, আত্মমন্ত্র, গুরুর মন্ত্র ও অক্ষপ-নামক মন্ত্র প্রদান করিবে না । ১৪

প্রণবটি আদ্য অর্থাৎ প্রধান যে মন্ত্রে, তাহাই প্রণবাদ্য মন্ত্র অর্থাৎ প্রণবঘটিত মন্ত্র—এই অর্থ । প্রণবাদ্য কথাটির যথাক্রম অর্থ হইতেছে প্রণবটি আদ্য অর্থাৎ প্রথম যে মন্ত্রের অর্থাৎ যে মন্ত্রের প্রথমে প্রণব আছে, তাহাই প্রণবাদ্য মন্ত্র । ইহাই প্রণবাদ্য শব্দের যথাক্রম অর্থ । এই অর্থ গ্রহণ করিলে প্রণবমধ্য অন্ত বীজের এবং প্রণবাস্ত মন্ত্রের নিষেধের প্রাপ্তি হইবে না । আত্মমন্ত্র—নিজের উপাসিত মন্ত্র । গুরোঃ এই কথার এই অর্থ—যদি গুরুর ইচ্ছা মন্ত্র জানেন, তাহা হইলে শূদ্রকে তাহাও দিবেন না । অক্ষপ সংজ্ঞক—হংস এই অক্ষরদ্বয় স্বরূপ সূর্য্যের মন্ত্র বিশেষ । ১৫

এতেন হংসমন্ত্ৰস্য শূদ্রাদেয়ত্বে ব্যবস্থিতে শূদ্রানুচ্চাৰ্য্যতাপি^১ প্রতীয়তে ।
অত এব বারাহীতন্ত্রে—

হংসাখ্যং ন স্মরেচ্ছূদ্রো ভূতশুদ্ধৌ কদাচন ।

স্মরণান্নরকং যাতি দীক্ষা চ বিফলা ভবেৎ ॥ ইত্যুক্তম্ ॥ ১৬

তত্র ভূতশুদ্ধাবিত্যুপলক্ষণম্ । নৃসিংহতাপনীয়ে—সাবিত্রীং প্রণবং যজুর্লক্ষ্মীং
স্ত্রীশূদ্রয়োর্নেচ্ছন্তি^২ । সাবিত্রীং প্রণবং যজুর্লক্ষ্মীং^৩ যদি স্ত্রীশূদ্রো জানীয়াৎ স
মৃতোহধো গচ্ছতীতি । নেচ্ছন্তীতি পর্য্যন্তঃ পরাশর-ভাষ্যেহপি লিখিতম্ ।
সাবিত্রীং বৈদিক-গায়ত্রীম্, নতু তান্ত্রিকীমপি । প্রণবোহপি বেদাদি-বর্ণরূপঃ,
ন তু তত্তদেবতা-প্রণবরূপোহপি । যজুঃ স্বাহা মন্ত্রবিশেষো বা । লক্ষ্মীঃ
স্ত্রীবীজম্ ॥ ১৭

তদ্বাস্তরে— স্বাহা প্রণবসংযুক্তং শূদ্রে মন্ত্রং দদদ্-দ্বিজঃ ।

শূদ্রো নিরয়মাপ্নোতি ব্রাহ্মণো যাত্যধোগতিম্ ॥ ১৮

এই নিষেধের দ্বারা হংস মন্ত্র শূদ্রকে অপ্রদেয় ব্যবস্থিত হইলে উহা শূদ্রের অনুচ্চাৰ্য্যও
প্রতীয়মান হয় । এই জন্যই বরাহী তন্ত্রে এই উক্ত হইয়াছে যে—

ভূতশুদ্ধিতে কখনও শূদ্র হংস মন্ত্র স্মরণ করিবে না । উহার স্মরণ নিবন্ধন সে
নরকে গমন করে, দীক্ষাও বিফলা হয় । ১৬

এ স্থলে ভূতশুদ্ধি এইটি অন্তেরও উপলক্ষণ । নৃসিংহতাপনীয়ে এই বলিয়াছেন—
সাবিত্রী, প্রণব, যজুঃ ও লক্ষ্মীকে স্ত্রী ও শূদ্র সম্বন্ধে ইচ্ছা করেন না অর্থাৎ স্ত্রী ও শূদ্রের
এই সকল উচ্চারণ বেদের অভিপ্রেত নহে । সাবিত্রী, প্রণব, যজুঃ ও লক্ষ্মীকে যদি স্ত্রী
ও শূদ্র জানে, তবে সে মৃত হইয়া অধোলোকে গমন করে । নেচ্ছন্তি এই পর্য্যন্ত
পরাশর ভাষ্যেও লিখিত আছে । এখানে সাবিত্রী হইতেছে বৈদিক গায়ত্রী, কিন্তু
তান্ত্রিক গায়ত্রী নহে । প্রণবও হইতেছে বেদের আদিবর্ণ ওঁকার রূপ, সেই সেই
দেবতার প্রণবরূপ নহে । যজুঃ হইতেছে স্বাহা বা মন্ত্রবিশেষ । লক্ষ্মী—স্ত্রীবীজ । ১৭

তদ্বাস্তরে বলিয়াছেন—দ্বিজ স্বাহা ও প্রণব সংযুক্ত মন্ত্র যে শূদ্রকে দান করে,
সে শূদ্র নিরয়ে (নরকে) গমন করে । ব্রাহ্মণ অধোলোকে গমন করে । ১৮

১। ৪—শূদ্রানুচ্চাৰ্য্যতেতি পাঠঃ ।

২। মুদ্রিত-নৃসিংহতাপনীয়ে—সাবিত্রীং প্রণবং যজুর্লক্ষ্মীং স্ত্রী শূদ্রাং নেচ্ছন্তি..... ।

সাবিত্রীং লক্ষ্মীং যজুঃ প্রণবং যদি জানীয়াৎ স্ত্রী শূদ্রঃ স মৃতোহধো গচ্ছতীতি পাঠঃ ।

ক—র্নেচ্ছন্তীতি পাঠঃ । ৩। ৪—সাবিত্রীং লক্ষ্মীং যজুঃ প্রণবমিতি পাঠঃ ।

ব্রাহ্মণঃ শূদ্রতামিয়াদিতি চতুর্থচরণঃ কচিৎ । স্বাহা-প্রণব-সংযুক্তং মন্ত্রং
দ্বিজো যদি শূদ্রে দদৎ দদাতি ইতি পূর্বাঙ্কার্থঃ ॥ ১৯

অত্র কেচিৎ স্বাহা-প্রণবোভয়-ঘটিত-মন্ত্রো নিষিদ্ধঃ । নতু কেবল-স্বাহা-
ঘটিতোহপি ।

প্রণবাচ্চাং^১ মহেশানি স্বাহাস্তাং মীন-লোচনে ! ।

ন বিজ্ঞাং পরমেশানি ! গৃহীযুঃ শূদ্রজাতয়ঃ ॥ ২০

ইতি বচনান্তরৈকবাক্যত্বাৎ । অতএব দশাক্ষর-গোপাল-মন্ত্রস্ত সর্ববর্ণ-
জপ্যতা সংগচ্ছতে । অত এবাঙ্গভ্যাসাদৌ দেবী-সহস্রনাম-পাঠাদৌ ষোড়শ-
মাতৃকা-পূজাদৌ চ শূদ্রাণাং স্বাহাশব্দপাঠঃ প্রবর্ত্ততে ॥ ২১

এবঞ্চ—প্রণবং বহিজ্জায়াঞ্চ ন শূদ্রোহপ্যুচ্চরেৎ কচিৎ ।

ইতি চিন্তামণিতন্ত্রবচনমপি বিশিষ্টপরং বোধ্যম্ ॥ ২২

অতএব তন্ত্রান্তরে—তস্মাদ্ যত্নেন সততং তন্ত্রোক্তং শূদ্রজাতয়ঃ ।

কবচং হি পঠেদ্ দেবি ! বহিজ্জায়াসমম্বিতম্ ॥ ২৩

কোন পুস্তকে এই শ্লোকের চতুর্থ চরণ—ব্রাহ্মণঃ শূদ্রতামিয়াৎ । স্বাহা ও প্রণব
সংযুক্ত মন্ত্রকে দ্বিজ যদি শূদ্রে দদৎ অর্থাৎ দান করে—ইহাই শ্লোকের পূর্বাঙ্কের
অর্থ । ১৯

এ স্থলে কেহ কেহ এই বলেন—স্বাহা ও প্রণব, এই উভয় ঘটিত মন্ত্র শূদ্রে নিষিদ্ধ,
কেবল স্বাহা ঘটিত মন্ত্র নিষিদ্ধ নহে । যেহেতু—

হে মহেশানি । হে মীনলোচনে । হে পরমেশানি ! শূদ্র জাতিগণ প্রণবাদ ও
স্বাহাস্ত বিদ্যাকে গ্রহণ করিবে না । ২০

এইরূপ অন্য বচনের সহিত একবাক্যতা আছে । এইজন্য দশাক্ষর গোপাল মন্ত্রের
সর্ববর্ণ জপ্যতা সুসঙ্গত হয় । এই জন্যই অঙ্গভ্যাসাদিতে, দেবী সহস্র নাম পাঠাদিতে
ও ষোড়শ মাতৃকা পূজাদিতে শূদ্রগণের স্বাহা শব্দ পাঠ প্রচলিত আছে । ২১

অতএব ‘প্রণব ও বহিজ্জায়া (স্বাহা) কে শূদ্র কোন স্থলেই উচ্চারণ করিবে না’—
এই চিন্তামণি তন্ত্রের বচনও বিশিষ্ট (স্বাহা ও প্রণব এই উভয় বিশিষ্ট) পর
বৃত্তিতে হইবে । ২২

এইজন্যই তন্ত্রান্তরে এই যে বলিয়াছেন—হে দেবি । অতএব শূদ্র জাতিগণ যন্ত্রের
সহিত সর্বদা তন্ত্রোক্ত বহিজ্জায়া (স্বাহা) সমম্বিত কবচ পাঠ করিবে । ২৩

এতত্ত্বং মহেশানি ! যো, জ্ঞানান্তি নরোত্তমঃ ।

সোহহমেব মহাদেবো দেবীরূপশ্চ^১ সাধকঃ ॥ ২৪

ইত্যুক্তং সংগচ্ছতে^২ । এবঞ্চ—প্রণবাত্মা মহাবিদ্যা শূড়াদৌ ন সমীকৃতা
ইতি প্রচণ্ডচণ্ডিকা-মন্ত্রঃ প্রণবাদিরেব শূড়াদৌ নিষিদ্ধো ন তু বহির্জায়াস্তোহ-
নীতি যুক্তম্ । ২৫

তত্র প্রণবাত্ম-পদস্য স্বাহাস্তৃশ্চাপ্যুপলক্ষণত্বে মানাভাবঃ^৩ । ন চৈবং
সতি কেবলপ্রণব-ঘটিত-মন্ত্রোহপি দেয়ঃ শ্রাদ্ধিতি বাচ্যম্, প্রণবোচ্চারণস্য
নৃসিংহতাপনীয়ে পৃথঙ্ নিষেধাৎ । ২৬

প্রণবোচ্চারণাক্রোমাচ্ছালগ্রাম-শিলার্চনাৎ ।

ব্রাহ্মণী-গমনাচ্চৈব শূড়শ্চাণ্ডালতাং ব্রজেৎ ॥ ২৭

ইতি বচনান্তুরেণ নিষেধাচ্চ ইত্যাহঃ । পরে তু প্রত্যেকমেব নিষিদ্ধম্-
অন্যথা বিশিষ্টস্য প্রণবনিষেধেনৈব নিষেধ-প্রাপ্তৌ স্বাহা-নিষেধস্য বৈয়র্থ্যা-
পত্তেঃ । অত এব—“প্রণবং বহির্জায়াঞ্চ ন শূড়োহপ্যুচ্চরেৎ কচিৎ”দ্বিতি যথা-
শ্রুতমেব সাধু সংগচ্ছতে । ২৮

হে মহেশানি ! যে নরোত্তম ! এই তত্ত্ব যে জানে, সে আমিই মহাদেব । সে সাধক
দেবীরূপ । ২৪

এই উক্তিও সম্ভব হয় । এইজন্যই ‘প্রণবাত্মা মহাবিদ্যা শূড়াদিতে কথিত হয় নাই’
এই বচনে শূড়াদিতে প্রণবাদি প্রচণ্ড চণ্ডিকা মন্ত্রই নিষিদ্ধ হইয়াছে, কিন্তু বহির্জায়াস্ত
মন্ত্র নিষিদ্ধ নহে, ইহা যুক্তিযুক্ত হয় । ২৫

সে স্থলে প্রণবাত্ম পদটি স্বাহান্তরও উপলক্ষণ, ইহাতে কোন প্রমাণ নাই । এই
হইলে শূড়কে কেবল প্রণব ঘটিত মন্ত্র দেয় হউক, (যেহেতু উক্ত বচনে বিশিষ্টের
অদেয়ত্ব উক্ত হইয়াছে, কেবলের অদেয়ত্ব উক্ত হয় নাই) ইহা বলিতে পার না ।
যেহেতু নৃসিংহতাপনীয়ে কেবল প্রণবোচ্চারণের পৃথঙ্ নিষেধ আছে । ২৬

প্রণবের উচ্চারণ হইতে, শালগ্রাম শিলার অর্চনা হইতে ও ব্রাহ্মণী গমন হইতে শূড়
চাণ্ডালত্ব প্রাপ্ত হয় । ২৭

এই বচনান্তরের দ্বারাও প্রণবোচ্চারণের নিষেধ হইয়াছে—ইহা কেহ কেহ বলেন ।

অন্য কেহ কেহ বলেন—প্রত্যেকটিই (প্রণব ও স্বাহার প্রত্যেকটিই) নিষিদ্ধ ।

ইহা স্বীকার না করিলে প্রণবের নিষেধের দ্বারা বিশিষ্টের নিষেধ প্রাপ্তি হওয়ার

১। খ—মহাদেবো রূপশ্চ সাধকঃ ইতি পাঠঃ ।

২। খ—সংগচ্ছতে ইত্যনন্তরং ন চৈবং সতীত্যাদি-পাঠঃ । মধ্যবর্ত্তিপাঠস্ত নাস্তি ।

“স্বাহা-প্রণব-সংযুক্ত”মিত্যশ্চ তু স্বাহা-সংযুক্তং প্রণব-সংযুক্তঞ্চৈত্যর্থঃ ।
 “প্রণবাচ্চাং^১ মহেশানি ! স্বাহাস্তাং^২ মীনলোচনে” ইত্যাদি-বচনম্^৩ উপলক্ষণ-
 পরতয়া প্রত্যেক-নিষেধার্থকম্^৪ । সহস্রনাম-পাঠবিরহাপত্তাবিষ্টাপত্তিরেব,
 মাতৃকা-পূজাদৌ তন্মাম-পূর্বকোচ্চারণাভাবেহপি ব্রাহ্মণোচ্চারণাং সিদ্ধিঃ ।
 দশাক্ষর-গোপালমন্ত্রোহপি ন শূদ্রোপাস্ত্যঃ, “তত্র সর্বেষু বর্ণেষু সেব্য এষঃ,”
 ইতি বচনশ্চ^৫ মাহাত্ম্য-পরত্যাং । অঙ্গস্ত্যাসাদৌ স্বাহাপদস্থানে নমঃ-পদমেব
 প্রয়োজ্যম্^৬ । এবং—“কবচং হি পঠেদ্ দেবি ! বহিঃজায়াসমম্বিত”মিতি
 প্রাপ্ত-বচনে অসমম্বিতমেব পাঠঃ । প্রচণ্ডচণ্ডিকা-বিষয়ে চ প্রণবাচ্চ-মন্ত্ৰশ্চ
 স্বাহাস্ত-মন্ত্ৰশ্চাপ্যপ-লক্ষকত্বাভয়মেব নিষিদ্ধমিত্যাহঃ । ২৯

বস্তুতত্ত্বয়ং কল্পঃ সাধীয়ান্, ধর্মতত্ত্বস্ত্যতিদূরহত্বাদিতি । এবঞ্চ^৭ স্বাহা-
 প্রণবযোরন্তরেণোভয়েন বা বিশিষ্টশ্চ স্বীয়শ্চ গুরুপাস্ত্যস্তাহুপশ্চ চ

স্বাহার নিষেধ বার্থ হইয়া পড়ে । এই জন্যই কোন স্থলে শূদ্র প্রণব ও বহিঃজার্নাকে
 উচ্চারণ করিবে না—এই বচন যথাক্রমেই সুসঙ্গত হয় । ২৮

স্বাহা প্রণব সংযুক্ত এই কথাটির কিন্তু স্বাহা সংযুক্ত ও প্রণব সংযুক্ত—এই অর্থ ।
 প্রণবাচ্চাং মহেশানি ! স্বাহাস্তাং মীনলোচনে ইত্যাদি বচনটি উপলক্ষণ তাৎপর্য্যক
 হেতু প্রত্যেকের নিষেধকে প্রতিপাদন করে । সহস্রনাম পাঠের নিষেধের আপত্তি,
 অনিষ্টাপত্তি নহে, উহা ইষ্টাপত্তিই অর্থাৎ শূদ্র সহস্রনাম পাঠ করিবেন না । মাতৃকা-
 পূজাদিতে স্বাহানাম উচ্চারণ পূর্বক উচ্চারণের অভাব হইলে অর্থাৎ তাদৃশ স্বাহা নাম
 উচ্চারণ না করিলেও ব্রাহ্মণের উচ্চারণ হইতে পূজাসিদ্ধি হইবে । দশাক্ষর গোপাল-
 মন্ত্ৰও শূদ্রের উপাস্ত্য নহে ; যেহেতু সে স্থলে—তত্র সর্বেষু বর্ণেষু সেব্য এষ অর্থাৎ সমস্ত
 বর্ণের মধ্যে এই মন্ত্ৰ সেব্য—এই বচনটি গোপালের মাহাত্ম্য বোধক । অঙ্গস্ত্যাসাদি
 স্থলে স্বাহা শব্দের স্থানে নমঃ পদ প্রয়োজ্য । এইরূপ—“কবচং হি পঠেদ্ দেবি” ।
 ইত্যাদি পূর্বোক্ত বচনে অসমম্বিতই—এই পাঠ হইবে । প্রচণ্ড-চণ্ডিকা বিষয়েও প্রণবাচ্চ
 মন্ত্ৰ স্বাহাস্ত মন্ত্ৰেরও উপলক্ষক বলিয়া উভয়ই নিষিদ্ধ—ইহা কেহ কেহ বলেন । ২৯

বস্তুতঃ এই কল্প (পক্ষ) সর্বোত্তম ; যেহেতু ধর্মতত্ত্ব অতিদূরহ । এই হইলে স্বাহা
 ও প্রণবের অন্তরের দ্বারা বা উভয়ের দ্বারা বিশিষ্ট মন্ত্ৰ, গুরুর উপাস্ত্য মন্ত্ৰ ও অঙ্গপা-

১। খ—প্রণবাচ্চম্ । ২। খ—স্বাহাস্তম্ । ৩। খ—ইতি বচনম্ ।

৪। খ—উভয়মেব নিষিদ্ধমিত্যর্থকম্ । ৫। খ—শূদ্রোপাস্ত্যবচনশ্চ মাহাত্ম্যোতি ।

৬। খ—প্রয়োজ্যমিত্যাহঃ । বস্তুতত্ত্বয়ং কল্প ইতি । মধ্যবর্ত্তিপাঠস্ত নাস্তি ।

৭। খ—এবঞ্চ স্থানে এতেন ।

মন্ত্রস্য শূদ্রাদেয়ত্ব-ব্যবস্থিতৌ তত্তদন্ত-মন্ত্রস্য শূদ্রায় দানে দুষণং নাস্তীতি
সাম্প্রদায়িকাঃ^১ ॥ ৩০

ন চ—“ন শূদ্রায় মতিং দত্বাৎ^২ প্রাণৈঃ কণ্ঠগতৈরপী”তি তন্নিষেধ ইতি
বাচ্যম্, তত্র মতি-পদস্য তত্ত্বজ্ঞানপরত্বাৎ^৩ । মন্ত্রপরত্বে বা তত্ত্বচর্চনৈকবাক্যতয়া
নিষিদ্ধ-^৪ তত্ত্বমন্ত্র-পরত্বাচ্চ । এতেন স্ত্রীদীক্ষাপি ব্যাখ্যাতা^৫ ॥ ৩১

অথ স্বদেবতা-মন্ত্রান্তরং ব্রাহ্মণায় দেয়ং নবেতি চেৎ, উচ্যতে । ন হি
স্বদেবতা-মন্ত্রান্তর-দানে নিষেধকং বচনমস্তুি । কিন্তু নিজদেবতা-প্রধান-
বীজঘটিত-মন্ত্রদানে তদ্বীজ-ঘটিত-নিজমন্ত্রস্য হীন-বীৰ্য্যত্বং ভবতি, মন্ত্রময়-
কবচাধ্যাপনে নিজমন্ত্রস্যাপি পাঠনং প্রসজ্যতে, স্ত্রীবা-নিজমন্ত্রস্য সর্বশ্রেষ্ঠ-
দানং প্রকাশশ্চ স্যাদিতি নিজ-দেবতা-মন্ত্রান্তর-দানমর্থতো নিষিদ্ধমেব । যদি
তু নিজমন্ত্র-ঘটক-প্রধান-বীজ-ঘটিতেতর-মন্ত্রো মন্ত্রাঘটিত-কবচঞ্চ বিদ্যতে,
তদা নিজ-দেবতা-মন্ত্রান্তর-দানেহপি ন ক্ষতিব্রিতি তত্ত্বম্^৬ ॥ ৩২

মন্ত্র শূদ্রকে দেয় নহে, ইহা সিদ্ধ হইলে সেই সেই মন্ত্র ছাড়া অন্য মন্ত্র শূদ্রকে দান
করিলে কোন দোষ নাই, ইহা সাম্প্রদায়িকগণ বলেন । ৩০

প্রাণ কণ্ঠগত হইলেও শূদ্রকে মতি দিবে না—এই বচনবলে অন্য মন্ত্রের নিষেধ
হইয়াছে ? ইহা বলিতে পার না । ; যেহেতু সে স্থলে মন্ত্র পদটি তত্ত্বজ্ঞান পর অর্থাৎ
তত্ত্বজ্ঞানের বোধক, মন্ত্রের বোধক নহে । মন্ত্রের বোধক হইলেও সেই সেই পূর্বোক্ত
বচনের সহিত এক বাক্যতাহেতু নিষিদ্ধ তৎ তৎ মন্ত্র পরই হইবে । ইহা দ্বারা স্ত্রী
দীক্ষাও ব্যাখ্যাত হইল । ৩১

অনন্তর নিজের উপাস্য দেবতার মন্ত্রান্তর ব্রাহ্মণকে দেয় কিনা ? এই যদি কেহ
বলেন, তাহার উত্তরে বলিব—নিজের ইচ্ছা দেবতার মন্ত্রান্তর দানে নিষেধক কোন
বচন নাই । কিন্তু নিজ ইচ্ছা দেবতার প্রধান বীজ ঘটিত মন্ত্র দানে সেই বীজ ঘটিত নিজ
মন্ত্র হীনবীৰ্য্য হয় । মন্ত্রময় (মন্ত্রঘটিত) কবচের অধ্যাপনে নিজ মন্ত্রেরও পাঠন প্রসজ্য
হয় । স্ত্রীবা-নিজ মন্ত্রের দান ও প্রকাশ হইবে । এই জন্য নিজের ইচ্ছা
দেবতার মন্ত্রান্তরের দান অর্থাৎ নিষিদ্ধ হয় । যদি নিজ মন্ত্র ঘটক প্রধান বীজঘটিত
মন্ত্র ভিন্ন মন্ত্র ও মন্ত্রাঘটিত কবচ থাকে, তবে নিজের ইচ্ছা দেবতার অন্য মন্ত্র দানে
কোন দোষ নাই । ইহাই তত্ত্ব । ৩২

১। ব—সাম্প্রদায়িকঃ । ২। খ—দদ্যাতিতি নিষেধো জাগরুক এবাস্তীতি বাচ্যমিতি পাঠঃ ।

৩। খ—তত্র মতিপদেন তত্ত্বজ্ঞানস্বাক্ষরত্বাৎ । ৪। খ—নিষিদ্ধতত্ত্বমন্ত্রপরত্বাচ্চেতি ।

৫। খ—এতেন দেবতাদি-পাঠো নাস্তি ।

৬। খ—তত্ত্বমন্ত্র-পরত্বাচ্চেত্যনন্তরম্—অথেষ্টাদি-তত্ত্বমিত্যন্ত-পাঠো নাস্তি ।

মন্ত্রবিদ্যালক্ষণম্

পিঙ্গলাতন্ত্রে— মননং বিশ্ববিজ্ঞানং জ্ঞানং সংসারবন্ধনাং ।

যতঃ কৰোতি সংসিকৌ মন্ত্র ইত্যুচ্যতে ততঃ ॥ ৩৩

অন্যত্রাপি— গুপ্তোপদেশতো মন্ত্ৰো মননাদ গোপনাদপি । ইতি^১ ॥ ৩৪

শারদায়াম্— মন্ত্রবিদ্যা-বিভাগেন দ্বিবিধা মন্ত্রজাতয়ঃ ।

মন্ত্ৰাঃ পুংদেবতা জ্ঞেয়া বিদ্যাঃ স্ত্রীদেবতাঃ স্মৃতাঃ ॥ ৩৫

বাশিষ্ঠেহপি ইদমন্যচ্চাধিকম্ । যথা—

পুং-মন্ত্ৰা হুং-ফড়ন্তাঃ স্মৃতিষ্ঠাস্তাঃ স্মৃঃ স্ত্রিয়ো মতাঃ ।

নপুংসকা নমোহস্তাঃ স্মৃতিতুজ্ঞা মনবজ্জিধাঃ ।

এতচ্ছূণ্ডা ভবেদ্ বিদ্যা মহাশব্দেন^২ গীয়তে ॥ ৩৬

এবং মহামন্ত্ৰোহপি^৩ । যচ্চোক্তং হুং ফড়ন্তা নপুংসকা ইতি । তচ্চ পঞ্চমস্বর-মধ্যেহবগন্তব্যঃ । অত এব দীক্ষা-সংকল্পাদৌ মন্ত্রত্বেন বিদ্যাত্বেন চ

অনন্তর মন্ত্র শব্দের ব্যুৎপত্তি কথিত হইতেছে । পিঙ্গলাতন্ত্রে বলিয়াছেন—যেহেতু মন্ত্র সংসিক্রির (মুক্তির) জন্ত বিশ্বজ্ঞান (সর্বাঙ্গক জ্ঞান) ও সংসার বন্ধন হইতে জ্ঞান করে, সেই হেতু মন্ত্র এই নামে কথিত হয় । ৩৩

অন্যত্রও কথিত হইয়াছে—গোপনে অন্যের অশ্রবণযোগ্য উপদেশ হেতু মন্ত্র এই নাম । মনন এবং গোপনের জন্যও মন্ত্র নাম হইয়াছে । ৩৪

শারদাতিলকে বলিয়াছেন—মন্ত্র ও বিদ্যাভেদে মন্ত্রজাতি দুই প্রকার । যে মন্ত্রের দেবতা পুরুষ, তাহাই মন্ত্র জানিবে । যে মন্ত্রের দেবতা স্ত্রী, তাহা বিদ্যা কথিত হইয়াছে । ৩৫

বাশিষ্ঠ-সংহিতায়ও ইহা আছে, অন্যও অধিক সেখানে দেখা যায় । যথা—

যে মন্ত্রের অন্তে হুং ফট্ আছে, তাহা পুংমন্ত্র হইয়া থাকে । যে মন্ত্রের অন্তে ষিঠ (যাহা) আছে, তাহা স্ত্রীমন্ত্র কথিত হইয়া থাকে । যে মন্ত্রের অন্তে নমঃ, তাহা নপুংসক মন্ত্র হইয়া থাকে । এই তিন প্রকার মন্ত্র কথিত হয় । এই সমস্ত শূদ্র মন্ত্র বিদ্যা হইয়া থাকে । উহা মহাশব্দের দ্বারা অর্থাৎ মহাবিদ্যা বলিয়া কথিত হয় । ৩৬

এইরূপ মহামন্ত্রও হইয়া থাকে । হুং ফড়ন্তা নপুংসকাঃ এই যে কথিত হইয়াছে, তাহা পঞ্চমস্বর মধ্যে অর্থাৎ হংটিকে পঞ্চমস্বররূপ জানিবে । এই জন্যই দীক্ষাত্ত্বে

১। ক+থ—মননাজ্ঞোপনাদপি শারদায়ামিতি । ২। ষ—মহাশব্দেতি ।

৩। ষ—মহামন্ত্ৰোহপি ইত্যনন্তরম্—এতেন দীক্ষাসংকল্পাদিত্যাঙ্গি-পাঠঃ ।

যথাযথমূল্লেকঃ কার্য্য ইতি দীক্ষাতস্তে স্মার্তাঃ^১ । অত্র চ শারদোক্ত-বিভাগো
গ্রাহঃ । পিতৃমন্ত্রমিত্যাদৌ তু বিদ্যামন্ত্র-পদয়োৰৈকার্থত্বম ॥ ৩৭

এবঞ্চ— শক্তিবীজং রমাবীজং কামবীজং ততঃ প্রিয়ে ! ।

বিদ্যা ক্রতিধরী প্রোক্তা এষা বর্ণত্রয়াঙ্গিকা ॥ ৩৮ ইতি

মঞ্জুষোষ-মন্ত্রে,^২ “একাক্ষরী মহাবিদ্যা কথিতা পদ্মযোনিনে”তি গণেশ-
মন্ত্রে চ যদ্ বিদ্যাপদং ক্রয়তে, তৎ সামান্য-নির্দেশান্মন্ত্রমাত্রপরমেবেতি
তত্ত্বম্^৩ ॥ ৩৯

অথ দীক্ষায়াং মাসাদিনিয়মঃ

তত্র মাসঃ সৌরমানেনৈব^৪ রাশিসমস্থিতত্বাৎ^৫ । যথা বৈশম্পায়ন-
সংহিতায়াম্—

মন্ত্রস্থারভুগং মেঘে ধন-ধান্য-প্রদং ভবেৎ ।

বৃষে মৃত্যু-প্রদক্ষেতি^৬ মিথুনেহপত্য-নাশনম্ ॥ ১

স্মার্ত রঘুনন্দন দীক্ষার সঙ্কল্প প্রভৃতিতে মন্ত্ররূপে ও বিদ্যারূপে অর্থাৎ অমুক-মন্ত্র-দীক্ষা-
মহং ও অমুক-বিদ্যাদীক্ষামহং করিয়ে—এইরূপ যথাযথ উল্লেখ করিতে বলিয়াছেন ।
অতএব শারদাতিলক কথিত মন্ত্র ও বিদ্যার বিভাগই গ্রহণীয় । পিতৃমন্ত্র ইত্যাদি
স্থলে কিন্তু বিদ্যা ও মন্ত্র পদের এক অর্থ । ৩৭

এইরূপ হইলে—হে প্রিয়ে ! তাহার পর শক্তি বীজ, রমাবীজ ও কামবীজ—এই
বর্ণত্রয়রূপ বিদ্যা ক্রতিধরী কথিত হইয়াছে । ৩৮

এই মঞ্জুষোষ মন্ত্রে এবং ‘একাক্ষরী মহাবিদ্যা ব্রহ্মা কর্তৃক কথিতা’ এই গণেশ
মন্ত্রে যে বিদ্যাপদ ক্রত হইয়াছে, তাহা সামান্যভাবে কথিত হওয়ার তাহা মন্ত্রমাত্র
পরই বুঝিতে হইবে । ইহাই তত্ত্ব । ৩৯

অনন্তর দীক্ষার মাসাদি নির্ণয় হইতেছে । দীক্ষাতে সৌরমানের দ্বারাই মাস
গৃহীত হইবে, যেহেতু তাহাতে রাশির যোগ আছে । যেমন বৈশম্পায়ন সংহিতার
বলিয়াছেন—

মেঘে মন্ত্রের আরভু ধন ধান্য প্রদ হইয়া থাকে । বৃষে মৃত্যুপ্রদ ও মিথুনে অপত্য-
নাশক হইয়া থাকে । ১

১। স্মার্তাঃ ইত্যনন্তরং পিতৃমন্ত্রমিত্যাদৌ ত্রিত্যাদি পাঠঃ । ২। ঋ—মৃত্যুভয়মন্ত্রে ।

৩। ঋ—মন্ত্রমাত্রপরমেবেতি পাঠঃ । ৪। ক—সৌরমানেনৈব ।

৫। ঋ—রাশি-সবলিতত্বাৎ । ৬। ঋ—মৃত্যুপ্রদক্ষেতি ।

সর্বসিদ্ধিপ্রদং তুর্য্যে সিংহে মেধাবিনাশনম্ ।

লক্ষ্মীপ্রদঞ্চ কণ্ঠায়াং তুলায়াং সর্বসিদ্ধিদম্ ॥ ২

বৃশ্চিকে স্বর্ণদৈব কোদণ্ডে মাননাশনম্ ।

মকরে পুণ্যজনকং কুন্তে ধন-সমৃদ্ধিদম্ ।

মীনে হৃৎখ-প্রদং নিত্যমেঘ মাসবিধি-ক্রমঃ ॥ ৩

যং তু— মন্ত্রারম্ভস্ত চৈত্রে স্যাৎ সমস্ত-পুরুষার্থদঃ ।

বৈশাখে রত্নলাভঃ স্যাদ্ জ্যৈষ্ঠে তু মরণং ধ্রুবম্ ॥ ৪

আষাঢ়ে বন্ধু-নাশঃ স্যাৎ পূর্ণার্থঃ শ্রাবণে ভবেৎ ।

প্রজানাশো ভবেদ্ ভাদ্রে আশ্বিনে রত্নসঞ্চয়ঃ ॥ ৫

কার্ত্তিকে মন্ত্র-সিদ্ধিঃ স্যান্ মার্গশীর্ষে তথা ভবেৎ ।

পৌষে তু শত্রুপীড়া স্যান্মাঘে মেধাবিবর্জনম্ ।

ফাল্গুনে সর্বকামাঃ স্যূর্মলমাসং বিবর্জয়েৎ ॥ ৬

ইতি গৌতমীয়ে চৈত্রাদিপদম্, তদপি সৌর-চৈত্রাদ্যভিপ্রায়কম্^১ ।
পূর্বোক্ত-বচনৈকবাক্যত্বাৎ “সৌরে মাসি শুভা দীক্ষা ন চান্দ্রে ন চ তারকে”

তুর্য্যে (চতুর্থে কর্কটে) সর্বসিদ্ধিপ্রদ, সিংহে মেধা বিনাশ, কণ্ঠাতে লক্ষ্মীপ্রদ, তুলাতে সর্বসিদ্ধিপ্রদ হইয়া থাকে । ২

বৃশ্চিকে স্বর্ণপ্রদ, কোদণ্ডে (ধনুতে) সম্মান নাশ, মকরে পুণ্যজনক, কুন্তে ধন সমৃদ্ধিপ্রদ, মীনে নিত্য হৃৎখপ্রদ হইয়া থাকে । ইহাই মাসবিধির ক্রম । ৩

চৈত্রে মন্ত্রারম্ভ কিন্তু সমস্ত পুরুষার্থ প্রদ হয় । বৈশাখে রত্নলাভ হইয়া থাকে । জ্যৈষ্ঠে নিশ্চিতই মরণ হয় । ৪

আষাঢ়ে বন্ধুনাশ হইবে, শ্রাবণে সমস্ত প্রয়োজন পূর্ণ হয় । ভাদ্রে প্রজানাশ হয় এবং আশ্বিনে রত্নসঞ্চয় হইয়া থাকে । ৫

কার্ত্তিকে মন্ত্রসিদ্ধি হইবে । মার্গশীর্ষেও সেইরূপ হইবে । পৌষে শত্রুপীড়া হইবে, মাঘে মেধার বিবৃদ্ধি হইবে, ফাল্গুনে সমস্ত কামনার সিদ্ধি হয় । মলমাসকে দীক্ষার বর্জন করিবে । ৬

এই যে গৌতমীর ভক্তের বচনে চৈত্রাদি পদ আছে, তাহাও সৌর চৈত্রাদি অভিপ্রায়ে বলা হইয়াছে ; যেহেতু পূর্বোক্ত বচনের সহিত একবাক্যতা আছে এবং ‘সৌরমাসে দীক্ষা শুভা, চান্দ্র মাসে বা নাক্তরিক মাসে দীক্ষা শুভা নহে’—এই

ইতি গৌতমীয়াচ্চ । চৈত্র-প্রশংসা তু গোপালবিষয়া^১, গৌতমীয়োক্তত্বাৎ ;
নান্যত্র, “মধুমাসে ভবেদ্ দীক্ষা হৃৎখায় মরণায় বা” ইতি বচনাৎ ॥ ৭

তদ্বাস্তুরে— রবিবারে ভবেদ্ বিত্তং সোমে শান্তির্ভবেৎ কিল ।
আয়ুরঙ্গারকো হস্তি তত্র দীক্ষাং বিবর্জয়েৎ ॥ ৮
বুধে সৌন্দর্য্যমাপ্নোতি জ্ঞানং স্যাৎ তু বৃহস্পতি ।
শুক্রে সৌভাগ্যমাপ্নোতি যশোহানিঃ শনৈশ্চরে ॥ ৯
দীক্ষায়াং তথাভিধি-নির্ণয়ঃ

তথা— প্রতিপৎসু কৃত্য দীক্ষা জ্ঞাননাশকরী মতা ।
দ্বিতীয়ায়াং ভবেদ্ জ্ঞানং তৃতীয়ায়াং শুচির্ভবেৎ ॥ ১০
চতুর্থ্যাং ধন-নাশঃ স্যাৎ পঞ্চম্যাং বুদ্ধিবর্দ্ধনম্ ।
ষষ্ঠ্যাং জ্ঞানক্ষয়ং সৌখ্যং লভতে সপ্তমীদিনে ॥ ১১
অষ্টম্যাং বুদ্ধিনাশঃ স্তান্ নবম্যাং বপুষঃ ক্ষয়ঃ ।
দশম্যাং রাজসৌভাগ্যমেকাদশ্যাং শুচির্ভবেৎ ॥ ১২

গৌতমীর তন্ত্রের বচনও আছে । কেবল গোপাল মন্ত্র বিষয়েই চৈত্র মাসের প্রশংসা ;
যেহেতু গৌতমীর তন্ত্রে তাহাই বলা হইয়াছে । অগ্ন মন্ত্র বিষয়ে চৈত্র মাস শুভ নহে ;
যেহেতু ‘হৃৎখের জন্ত ও মরণের জন্ত মধুমাসে দীক্ষা হইয়া থাকে’—এই বচন আছে । ৭

দীক্ষার বার কথিত হইতেছে । তদ্বাস্তুরে বলিয়াছেন—রবিবারে দীক্ষার বিত্ত
হইবে, সোমবারে অবশ্যই শান্তি হইবে । অঙ্গারক (মঙ্গল) আয়ুঃ নাশ করে ।
অতএব মঙ্গলবারে দীক্ষা বর্জন করিবে । ৮

বুধবারে সৌন্দর্য্য লাভ করে, বৃহস্পতিবারে জ্ঞান হইবে । শুক্রবারে সৌভাগ্য
লাভ করে । শনিবারে যশোহানি হয় । ৯

দীক্ষার তিথি কথিত হইয়াছে । তন্ত্রে এইরূপ বলিয়াছেন—প্রতিপৎ তিথিতে
কৃত্য দীক্ষা জ্ঞান নাশকরী কথিত হইয়াছে । দ্বিতীয়াতে জ্ঞান হইবে । তৃতীয়াতে
শুচি হইবে । ১০

চতুর্থীতে ধননাশ হইবে । পঞ্চমীতে বুদ্ধির বৃদ্ধি হইবে । ষষ্ঠীতে জ্ঞাননাশ হয় ।
সপ্তমী দিনে (তিথিতে) সৌখ্য লাভ হয় । ১১

অষ্টমীতে বুদ্ধিনাশ হয়, নবমীতে শরীরের ক্ষয় হয় । দশমীতে রাজার শত্রু
সৌভাগ্য এবং একাদশীতে শুচি হইবে । ১২

দ্বাদশ্যাং সর্বসিদ্ধিঃ স্ৰাং ত্রয়োদশ্যাং দরিদ্রতা ।

তিথ্যাং-যোনিচতুর্দশ্যাং হানির্মাসাবসানকে^১ ॥ ১৩

বস্তুতস্ত বিষ্ণু-বিষয় এব ত্রয়োদশী শস্তা ।

দ্বিতীয়া পঞ্চমী চৈব ষষ্ঠী চৈবাবিশেষতঃ ।

দ্বাদশ্যামপি কর্তব্যং ত্রয়োদশ্যামথাপি বা ॥ ১৪

ইতি রামার্চনচন্দ্রিকাধৃতত্বাৎ ।

পঞ্চমী সপ্তমী ষষ্ঠী দ্বিতীয়া পূর্ণিমা সিতা ।

ত্রয়োদশী চ দশমী প্রশস্তা সর্বকামদা ॥ ১৫

ইতি সনৎকুমার-বচনাচ্চ । মাসাবসানমমাবাস্তা । পক্ষান্তঃ পূর্ণিমা ।

চতুর্থী পঞ্চমী চৈব চতুর্দশ্যষ্টমী তথা ।

তিথয়ঃ শুভদা প্রোক্তা ইত্যাহ ভগবান্ শিবঃ ॥ ১৬

ইত্যত্র চতুর্দশ্যষ্টম্যো শক্তিবিশয়ে, চতুর্থী গণেশবিশয়ে ।

পক্ষান্তে ধর্মবৃদ্ধিঃ স্তাদন্বাধ্যায়ং বিবর্জয়েৎ ।

সন্ধ্যা-গর্জিত-নির্ঘোষ-ভূকম্পোদ্ধা-নিপাতনে ।

দ্বাদশীতে সর্বসিদ্ধি হইবে । ত্রয়োদশীতে দরিদ্রতা হয় । চতুর্দশীতে তিথ্যাক্ষ
যোনি লাভ হয় । মাসের অবসানে অমাবস্যার ক্ষতি হয় । ১৩

বস্তুতঃ বিষ্ণু বিষয়েই ত্রয়োদশী প্রশস্তা । যেহেতু দীক্ষাতে অবিশেষে দ্বিতীয়া,
পঞ্চমী, ষষ্ঠী শুভা, দ্বাদশীতেও কর্তব্য অথবা ত্রয়োদশীতেও কর্তব্য । ১৪

এই রামার্চন চন্দ্রিকাতে ত্রয়োদশী ধৃত হইয়াছে ।

পঞ্চমী, সপ্তমী, ষষ্ঠী, দ্বিতীয়া, পূর্ণিমা, শুক্রা ত্রয়োদশী, দশমী দীক্ষাতে প্রশস্তা ও
সর্বকামপ্রদা । ১৫

এইরূপ সনৎকুমার সংহিতার বচনও আছে । মাসাবসানম্—অমাবস্যা । পক্ষান্তঃ
—পূর্ণিমা ।

চতুর্থী, পঞ্চমী, চতুর্দশী ও অষ্টমী—এই তিথিগুলি শুভপ্রদা কথিত হইয়াছে, ইহা
ভগবান্ শিব বলেন । ১৬

এই বচনে যে চতুর্দশী ও অষ্টমী উক্ত হইয়াছে, তাহা শক্তি বিষয়ে শুভপ্রদা
এবং চতুর্থী গণেশ বিষয়ে শুভপ্রদা জানিবে ।

পক্ষান্তে (পূর্ণিমায়) ধর্মবৃদ্ধি হইবে । অন্বাধ্যায় (অনধ্যায়) দিন বর্জন করিবে ।

১। খ—হানির্মাসাবসানকে ইত্যনন্তরং পক্ষান্তে ধর্মবৃদ্ধিরিত্যাদি পাঠঃ । বস্তুত্বিত্যাদি-গণেশ-
বিষয়ে ইত্যন্ত-পাঠো নাস্তি ।

এতানন্ত্যাংশ্চ দিবসান্ অশ্রুত্যান্ পরিবর্জয়েৎ ॥ ১৭

ত্রয়োদশ্যামিতি । কৃষ্ণায়ামিতি শেষঃ ।

পূর্ণিমা পঞ্চমী চৈব দ্বিতীয়া দশমী তথা ।

ত্রয়োদশী সপ্তমী চ প্রশস্তা সর্বকামদা ॥ ১৮

ইতি তন্ত্রাস্তর-বচনাদিতি দীক্ষাতত্ত্বে স্মার্তাঃ^১ । শিববিষয়ে সপ্তমী-দশম্যো নিষিদ্ধে । যথা শিবাগমে—

শুক্লপক্ষস্য দশমী সপ্তমী চ বিশেষতঃ ।

নিন্দ্যা সदैব যষ্টী স্যাদিতি শৈবাগমাস্তরে ॥ ১৯

ভভাভভ-নক্ষত্রনির্ণয়ঃ

বীরতন্ত্রে— রোহিণী শ্রবণার্জা চ ধনিষ্ঠা চোত্তরাত্রয়ম্^২ ।

পুষ্যাঃ শতভিষার্কৌ চ দীক্ষানক্ষত্রমিষ্যতে ॥ ২০ অর্কৌ হস্তা ।

তন্ত্রাস্তরে— অশ্বিন্যাং সুখমাপ্নোতি ভরণ্যাং মরণং ধ্রুবম্ ।

কৃত্তিকায়াং ভবেদ্ দুঃখী রোহিণ্যাং বাক্পতির্ভবেৎ ॥ ২১

যে দিনে সন্ধ্যায় মেঘগর্জন শব্দ, ভূমিকম্প ও উল্কা নিপাত হয়, তৎপর দিবস এবং অশ্রুত অন্যান্য অনধ্যায় দিবস বর্জন করিবে । ১৭

ত্রয়োদশ্যাং এই স্থলে কৃষ্ণায়াং এই পদটি উহা করিতে হইবে অর্থাৎ কৃষ্ণা ত্রয়োদশী প্রশস্তা ।

দীক্ষাতে পূর্ণিমা, পঞ্চমী, দ্বিতীয়া, দশমী, সেইরূপ ত্রয়োদশী ও সপ্তমী প্রশস্তা সর্বকামপ্রদা । ১৮

এই তন্ত্রাস্তরের বচন আছে । ইহা স্মার্ত রঘুনন্দন দীক্ষাতত্ত্বে বলিয়াছেন । শিব বিষয়ে দীক্ষার সপ্তমী ও দশমী নিষিদ্ধ । যথা শিবাগমে বলিয়াছেন—

শুক্ল পক্ষের দশমী, বিশেষতঃ সপ্তমী নিন্দ্যা, যষ্টী সর্বদাই নিন্দনীয়। ইহা অশ্ব শৈবাগমে বলিয়াছেন । ১৯

দীক্ষার শুভ ও অশুভ নক্ষত্র সকল কথিত হইতেছে । বীরতন্ত্রে বলিয়াছেন—

রোহিণী, শ্রবণা, আর্জা, ধনিষ্ঠা, উত্তরাত্রয় (উত্তরভাদ্রপদ, উত্তরাষাঢ়া ও উত্তর-ফল্গুনী), পুষ্যা, শতভিষা, অর্ক (হস্তা)—এইগুলি দীক্ষানক্ষত্র বলিয়া অভিপ্রেত হয় । ২০

অর্ক—হস্তা । তন্ত্রাস্তরে বলিয়াছেন—অশ্বিনীতে সুখ লাভ হয় । ভরণীতে মরণ

১। ধ—স্মার্তা ইত্যাস্তরং বৈষ্ণববিষয়ে ত্রয়োদশী শস্তা । মাসাবসানমমাবান্তা । পক্ষান্তঃ পূর্ণিমা । চতুর্থী পঞ্চমী চৈব চতুর্দশ্যটমৌ তথা । তিথয়ঃ শুভাঃ প্রোক্তা ইত্যাহ ভগবান্ শিব । ইত্যাহ চতুর্দশ্যটমৌ শক্তি-বিষয়ে । চতুর্থী গণেশ-বিষয়ে । শিব-বিষয়ে সপ্তমী-দশম্যো নিষিদ্ধে ইত্যেবং পার্থঃ ।

২। ক—চোত্তরাত্রয়ম্ ।

মৃগশীর্ষে সুখাপ্তিরার্জায়াং বন্ধুনাশনম্ ।

পুনর্বসৌ ধনাঢ্যঃ স্মাৎ পুষ্টে শত্রুবিনাশনম্ ॥ ২২

অশ্লেষায়াং ভবেন্ মৃত্যুমঘায়াং হুঃখমোচনম্ ।

সৌম্যর্য্যং পূর্বফল্লন্ত্যাং প্রাপ্নোতি চ ন সংশয়ঃ ॥ ২৩

জ্ঞানং চোত্তর-ফল্লন্ত্যাং হস্তায়াঞ্চ ধনং ভবেৎ ।

চিত্রায়াং^১ জ্ঞানসিদ্ধিঃ স্মাৎ স্বাত্যাং শত্রু-বিনাশনম্ ॥ ২৪

বিশাখায়াং সুখঞ্চানুরাধায়াং বন্ধুবর্দ্ধনম্ ।

জ্যেষ্ঠায়াং সুতহানিঃ স্মান্ মূলায়াং কীর্ত্তিবর্দ্ধনম্ ॥ ২৫

পূর্বাষাঢ়োত্তরাষাঢ়ে ভবেতাং কীর্ত্তি-দায়িকে ।

শ্রবণায়াং ভবেদ্ হুঃখী ধনিষ্ঠায়াং দরিদ্রতা ॥ ২৬

বৃদ্ধিঃ শতভিষায়াং স্মাৎ পূর্বভাদ্রে সুখী ভবেৎ ।

সৌম্যং চোত্তরভাদ্রে চ রেবত্যাং কীর্ত্তি-বর্দ্ধনম্ ॥ ২৭

তত্ত্বে—

আর্জায়াং কৃত্তিকায়াঞ্চ মন্ত্রারম্ভঃ প্রশস্ততে ।

যদীশস্ত কৃশানোৰ্বা মন্ত্রারম্ভো যথা ভবেৎ^২ ॥ ২৮

নিশ্চিত হয়। কৃত্তিকাতে হুঃখী হয় এবং রোহিণীতে বাকপতি হইয়া থাকে। ২১

মৃগশিরার সুখপ্রাপ্তি, আর্জাতে বন্ধুনাশ, পুনর্বসুতে ধনাঢ্য, পুষ্টায় শত্রুনাশ হয়। ২২

অশ্লেষাতে মৃত্যু হইতে পারে। মঘাতে হুঃখমোচন হয়। পূর্বফল্লনীতে সৌম্যর্য্য প্রাপ্তি হয়। ইহাতে সংশয় নাই। ২৩

উত্তরফল্লনীতে জ্ঞান হয়। হস্তাতে ধন হইবে। চিত্রাতে জ্ঞানের সিদ্ধি হয়। স্বাতীতে শত্রুর বিনাশ হয়। ২৪

বিশাখাতে সুখ ও অনুরাধাতে বন্ধু বৃদ্ধি হয়। জ্যেষ্ঠাতে সুতহানি ও মূলাতে কীর্ত্তি বৃদ্ধি হয়। ২৫

পূর্বাষাঢ়া ও উত্তরাষাঢ়া কীর্ত্তি প্রদায়িনী হইয়া থাকে। শ্রবণাতে হুঃখী এবং ধনিষ্ঠাতে দরিদ্রতা হইবে। ২৬

শতভিষাতে বৃদ্ধি হইবে এবং পূর্বভাদ্রপদে সুখী হইবে। উত্তরভাদ্রপদে সৌম্য এবং রেবতীতে কীর্ত্তি বৃদ্ধি হইয়া থাকে। ২৭

তত্ত্বে বলিয়াছেন—যদি ঈশ বা কৃশানুর (অগ্নির) মন্ত্রারম্ভ যথাবধ ভাবে হয়, তবে আর্জা ও কৃত্তিকাতে ঐ মন্ত্রারম্ভ প্রশস্ত। অন্য দেবতার পক্ষে প্রশস্ত নহে। ২৮

তত্ত্বাভ্যাস-যোগ-করণ-নির্ণয়ঃ

ব্রহ্মাবল্যাম্— যোগাশ্চ প্রীতিরায়ুর্মান্ সৌভাগ্যঃ শোভনো ধৃতিঃ ।

বুদ্ধির্ধ্রুবঃ সুকর্মা চ সাধ্যঃ শুক্রশ্চ হর্ষণঃ ।

বরীয়াংশ্চ শিবঃ সিদ্ধো ব্রহ্ম ইন্দ্রশ্চ ষোড়শ ॥ ২৯

তথা— শুভানি করণানি স্যুদীক্ষায়াঞ্চ বিশেষতঃ ।

শকুন্তাদীনি বিষ্টিঞ্চ বিশেষেণ বিবর্জয়েৎ ॥ ৩০

শকুন্তাদীনি—শকুনি-নাগ-চতুষ্পদ-কিন্তুয়ানি ।

তন্ত্বে— বৃষে সিংহে চ কন্যায়াং ধনুর্মীনাত্য-লগ্নকে ।

চন্দ্র-তারানুকুলো চ কুর্ঘ্যাদ দীক্ষা-প্রবর্তনম্ ॥ ৩১

স্থিরলগ্নং বিষ্ণুমন্ত্রে শিবমন্ত্রে চরং শুভম্ ।

দ্বিস্বভাব-গতং লগ্নং শক্তিমন্ত্রে^১ প্রশস্ত্যতে ।

শুক্লপক্ষে শুভা দীক্ষা কৃষ্ণে^২প্যাপঞ্চমাদ্ দিনাৎ^৩ ॥ ৩২

দীক্ষার শুভাভ্যাস যোগ ও করণ কথিত হইতেছে । ব্রহ্মাবলীতে বলিয়াছেন—

প্রীতি, আয়ুর্মান, সৌভাগ্য, শোভন, ধৃতি, বুদ্ধি, ধ্রুব, সুকর্মা, সাধ্য, শুক্র, হর্ষণ, বরীয়ান, শিব, সিদ্ধ, ব্রহ্ম ও ইন্দ্র—এই ষোলটি যোগ প্রশস্ত । ২৯

টিপ্পনী । তন্ত্রসার ধৃত বিশ্বসার তন্ত্বে বলিয়াছেন—শুভঃ সিদ্ধতথায়ুর্মান্ । ধ্রুব-যোগশুভঃ পরম্ । প্রীতিঃ সৌভাগ্যযোগশ্চ বুদ্ধিযোগশুভঃ পরম্ । হর্ষণশ্চ তথা যোগঃ সর্বমন্ত্র-শুভাবহঃ ॥ ২৯

তন্ত্বে দীক্ষার সেইরূপ শুভ করণ বলিয়াছেন—বিশেষতঃ দীক্ষার করণগুলি শুভ হইবে । শকুনি প্রভৃতি তিনটি ও বিষ্টিকে বিশেষভাবে বর্জন করিবে । ৩০

টিপ্পনী । তন্ত্রসারে করণ নির্ণয়ে বলিয়াছেন—বব-কৌলব-তৈতিলা বণিজসুদ-নন্তরম্ । করণানি শুভাত্মাহঃ সর্বতন্ত্বেষু ভাবিনি । ৩০

শকুন্তাদি হইতেছে—শকুনি, নাগ, চতুষ্পদ ও কিন্তুয় । তন্ত্বে বলিয়াছেন—

বৃষ, সিংহ, কন্যা, ধনু ও মীন নামক লগ্নে, চন্দ্র ও তারার শুদ্ধিতে দীক্ষার আরম্ভ করিবে । ৩১

বিষ্ণুমন্ত্রে স্থির লগ্ন (বৃষ, সিংহ, বৃশ্চিক ও কুন্ড) শুভ, শিবমন্ত্রে চর লগ্ন (মেষ, কর্কট, তুলা ও মকর) শুভ, শক্তিমন্ত্রে দ্বিস্বভাবগত (চর স্থির উভয় স্বভাবগত) লগ্ন (মিথুন,

১। ধ—শক্তিভক্তে ।

২। ধ—আপঞ্চমাদ্ দিনাদিত্যমন্তরং অথ সময়ান্তর্ধি নির্ণয়ঃ জ্যোতিষে—জ্যোতিষাদি পাঠঃ ।
তথা—পঞ্চাঙ্গজ্যোতিষ-সমরাস্তসবরহসিভীত্যন্ত-মধ্যবর্ত্তি-পাঠান্ত নাস্তি ।

তথা— পঞ্চাঙ্গ-শুদ্ধ-দিবসে সোদিয়ে শশি-তারয়োঃ ।

গুরু-শুক্লোদয়ে শুদ্ধ-লগ্নে দ্বাদশ-শোধিতে ॥ ৩৩

পঞ্চাঙ্গ-শুদ্ধ-দিবসে—তিথি-বার-নক্ষত্র-করণ-যোগ-শুদ্ধ-দিবসে । যথা
কাপিলে— এবং নক্ষত্র-তিথ্যাদৌ করণে যোগ-বাসরে ।

মন্ত্রোপদেশো গুরুণা সাধকস্য শুভাবহঃ ॥ ৩৪

তন্মিমেব দিনে শশি-তারয়োশ্চন্দ্রতারামুকুল্য-সহিতে । গুরুশুক্লোদয়ে
গুরু-শুক্লানন্ত-সময়ে । এতচ্চ সময়শুদ্ধ্যন্তরোপ-লক্ষকম্ । দ্বাদশশোধিতে—
দ্বাদশাংশ-শোধিতে । মলমাসতত্ত্বেহপ্যেবম্ ॥ ৩৫

অথ সময়ান্তকিনির্ণয়ঃ

অগন্ত্য-সংহিতায়াং—যদা দদাতি সন্তুষ্টঃ প্রসন্নবদনো মহম্ ।

অয়মেব তথা চৈবমিতি কর্তব্যাতা-ক্রমঃ ।

বিগৃহ-দেশ-কালেষু শুদ্ধাত্মা নিয়তো গুরুঃ ॥ ১

কহা, ধনু ও মীন) প্রস্তুত । গুরুপক্ষে দীক্ষা শুভ, কৃষ্ণপক্ষেও পঞ্চম দিন পর্য্যন্ত অর্থাৎ
পঞ্চমী পর্য্যন্ত শুভ । ৩২

টিপ্পনী । তত্ত্বসার ধৃত অগন্ত্য সংহিতার বচনে উক্ত হইয়াছে—গুরুপক্ষে তু কৃষ্ণে
বা দীক্ষা সর্বত্র শোভনা । এই বিষয়ে কালোত্তরভক্তে বলিয়াছেন—ভূতিকাঠমৈঃ
সিতে সদা । মুক্তিকাঠমৈঃ কৃষ্ণপক্ষ ইতি শেষঃ । ৩২

সেইরূপ আরও বলিয়াছেন—চন্দ্র ও তারার উদয় (তদ্বির) সহিত পঞ্চাঙ্গ শুভ
দিনে, গুরু ও শুক্রের উদয় হইলে দ্বাদশ শোধিত শুদ্ধ লগ্নে দীক্ষা শুভা । ৩৩

পঞ্চাঙ্গ শুদ্ধ দিবসে, ইহার অর্থ—তিথি, বার, নক্ষত্র, করণ ও যোগের শুভ
দিনে । যেমন কাপিল তত্ত্বে বলিয়াছেন—

এইরূপ শুভ নক্ষত্র, তিথি প্রভৃতিতে, করণে, যোগে ও বারে গুরু কর্তৃক মন্ত্রের
উপদেশ সাধকের শুভকর হইয়া থাকে । ৩৪

সেই দীক্ষা দিনে শশি ও তারার অর্থাৎ চন্দ্র ও তারার আনুকূল্যের (তদ্বির)
সহিত গুরু ও শুক্রের উদয়ে অর্থাৎ গুরু ও শুক্র অন্তর্মিত না হইলে । এইটি অন্য সময়
তদ্বির উপলক্ষক । দ্বাদশ শোধিত—দ্বাদশাংশ শোধিত দিনে (দীক্ষার অন্তর্ধান
কর্তব্য) । মলমাসতত্ত্বেও স্মার্ত্ত এইরূপ বলিয়াছেন । ৩৫

অনন্তর দীক্ষাতে সময়তত্ত্ব নিরূপিত হইতেছে । অগন্ত্য সংহিতাতে বলিয়াছেন—
যখন শুদ্ধাত্মা নিয়ম পরায়ণ প্রসন্নবদন গুরু সন্তুষ্ট হইয়া বিগৃহ দেশ ও কালসমূহে

গুরুরিত্যশ্চ দদাতীত্যনেনাশয়ঃ । অত্র কালশ্চ বিত্তকল্পং যথা রিত্তাদি-
দোষরহিতত্বং শোভন-চন্দ্রাদিমত্বঞ্চ, তথা মলিন্মুচাদি-দোষরহিতত্বমপি । তথা
চ রত্নাকরাদিধৃত-ন্যায়রত্নবাক্যম্—সময়শ্চ শুদ্ধত্বঞ্চ মলিন্মুচ-গুরুশুক্রে-বাল্য-
বার্দ্ধক্যাস্তময়-সিংহমকরান্যতর-গুরু-স্থিতি-পূর্বরাশ্যনাগতাতিচারি-গুরুক-সং-
বৎসর-পূর্বরাশি-সংগমিশ্রমাণাতিচারি-গুরুক-পক্ষত্রয়-বক্রি-গুরুকাষ্টাবিংশতি-
বাসর-কম্পাত্তদুত্তোত্তর-সপ্তাহ-সিংহাদিত্য-গুর্বাদিত্য-পৌষাদিমাস-চতুষ্টয়াশ্চ-
তমৈক-দ্বি-ত্রি-তদধিকান্যতম-দিন-বৃষ্টি-কালিক-বৃষ্ট্যুত্তরৈক-ত্রিসপ্তাহান্যতম-
দিনাদি-নিষিদ্ধ-সময়ান্য-সময়ত্বমিতি ॥ ২

মাসিকেষু বর্জনীয়ঃ কালঃ

জ্যোতিষে— গুরোভুগোরস্ত-বাল্যে বার্ককে সিংহগে গুরো ।

গুর্বাদিত্যে দশাহে তু বক্রি-জীবৈহষ্টবিংশকে ॥ ৩

মন্ত্র দান করেন, তখন এই মন্ত্র এই প্রকারই শুভ হইবে । এই হেতু তখন কর্তব্যতার
ক্রম হইয়া থাকে অর্থাৎ তখন উহা যথায়ধিক্রমে অনুষ্ঠিত হইবে । ১

গুরু এই পদটির দদাতী এই পদের সহিত অশয় (সম্বন্ধ) হইবে । এহলে কালের
বিত্তকল্প যেমন রিত্তাদি দোষরহিতত্ব ও শোভন চন্দ্রাদিমত্ব, সেইরূপ মলমাসাদি-দোষ-
রহিতত্বও কালের বিত্তকল্প । রত্নাকরাদি ধৃত সেইরূপ ন্যায়রত্ন বাক্য হইতেছে যে,
সময়ের শুদ্ধত্ব হইতেছে—মলমাস সময়, গুরু ও শুক্রে বাল্য, বার্কক্য ও অন্তগমন সময়,
সিংহ ও মকর—এই লগ্নতরে গুরুর স্থিতি সময়, পূর্বরাশিতে অনাগত অতিচারী
বৃহস্পতির সংবৎসর সময়, পূর্বরাশিতে গমিশ্রমাণ অতিচারী গুরুর পক্ষত্রয় সময়, বক্রী
গুরুর অষ্টাবিংশতি দিবস সময়, ভূকম্পাদি অন্ততের উত্তর সপ্তাহ সময়, সিংহ
আদিত্যের সময়, গুরু ও রবির সহাবস্থান সময়, পৌষাদি মাস চতুষ্টয়ের অন্ততম যে
কোন মাসে এক, দুই, তিন বা তদধিক দিনের অন্ততম যে কোন দিনে বৃষ্টিকালিক
বৃষ্টির উত্তর এক দিন, তিন দিন ও সপ্তাহ সময়ের অন্ততম দিনাদি সময় ভিন্ন সময়ত্ব
অর্থাৎ নিষিদ্ধ সময় ভিন্ন সময়ত্বই কালের শুদ্ধত্ব । ২

অনন্তর মাসিক কার্যে বর্জনীয় কাল কথিত হইতেছে । জ্যোতিষে বলিয়াছেন—

গুরু ও শুক্রে অন্ত কালে, বাল্য কালে ও বার্কক্য কালে, সিংহরাশিতে গুরুর
অবস্থিতিকালে, গুরু ও রবির সহাবস্থানকালে দশদিনে, বৃহস্পতির বক্রিকালে
আঠাইশ দিনে, পূর্বরাশিতে অনাগত অতিচারী বৃহস্পতির বৎসর মধ্যে, পূর্বরাশিতে

দিনে প্রাগ্‌রাশ্যনায়তাহতিচারি-গুরু-বৎসরে ।
 প্রাগ্‌রাশি-গন্তু-জীবন্ত চাতিচারে ত্রিপক্ষকে ॥ ৪
 কম্পাত্তমুত-সপ্তাহে নীচস্থেজ্যে মলিন্মুচে ।
 ভানু-লজ্জিতকে মাসি ক্ষয়ে রাহুযুতে গুরৌ ॥ ৫
 পৌষাদিক-চতুর্মাসে চরণাক্ষিত-বর্ষণে ।
 একেনাহ্না চৈকদিনং^১ দ্বিতীয়েন দিনত্রয়ম্^২ ।
 তৃতীয়েন তু সপ্তাহান্ মঙ্গলানি জিজীবিষুঃ ॥ ৬
 বিচারস্ত-কর্ণবেধো চূড়োপনয়নোদ্বাহান্ ।
 তীর্থস্নানমনাবৃত্তং তথাহ্নাদি-সুরেক্ষণম্ ।
 পরীক্ষাহ্নরাম-যজ্ঞাংশ্চ পুরশ্চরণ-দীক্ষণে ॥ ৭
 ব্রতারণ্য-প্রতিষ্ঠে চ গৃহারণ্য-প্রবেশনে^৩ ।
 প্রতিষ্ঠারণ্যে দেব-কূপাদেঃ পরিবর্জয়েৎ^৪ ॥ ৮

গুরোভৃগোরিতি । অন্ত-বাল্য-বার্দ্ধক-কালং ব্যাপ্য ইত্যর্থঃ । অন্তমত্র
 পাদান্তং মহান্তক । অত্যস্তাশক্তৌ রাজমার্তগুঃ—

প্রত্যাগমনকারী অতিচারী বৃহস্পতির অতিচার দিন হইতে ত্রিপক্ষ (৪৫ দিন) সময়
 মধ্যে, ভূমিকম্প, উল্কাপাত, দিক্‌দাহ, বজ্রপাত, ধূমকেতুর উদয় প্রভৃতি অন্তর্ভুক্ত সাত দিন
 মধ্যে, বৃহস্পতি নীচস্থ (মকরস্থ) হইলে সেই সময়, মলিন্মুচে (মলমাসে), ভানু-লজ্জিত
 মাসে, ক্ষয় মাসে, বৃহস্পতি রাহুযুক্ত হইলে, পৌষাদি চারিমাসে একদিনে চরণাক্ষিত-
 বর্ষণে—ঐ একদিনে, দুইদিন পর পর বর্ষণে ১ম দিন হইতে দিন ত্রেয়ে, তিন দিন বর্ষণে
 প্রথম দিন হইতে সপ্তাহে জীবিতেছু ব্যক্তি মাত্রলিক কার্য্য পরিত্যাগ করিবে । ৩-৬

মাত্রলিক কার্য্য হইতেছে—বিচারস্ত, কর্ণবেধ, চূড়াকরণ, উপনয়ন, বিবাহ, অনাবৃত্ত
 (প্রথম) তীর্থস্নান, অনাদিদেবতার দর্শন, বিচারালয়ে ধর্মাধর্মের পরীক্ষা, আরামের
 (উপবন—উদ্যান) আরস্ত, যজ্ঞ, পুরশ্চরণ, দীক্ষা, ব্রতের আরস্ত ও প্রতিষ্ঠা, গৃহের
 আরস্ত, গৃহপ্রবেশ, দেবতার মূর্তিনির্মাণ ও প্রতিষ্ঠা এবং কূপের আরস্ত ও প্রতিষ্ঠা
 পরিবর্জন করিবে । ৭-৮

ম্লোকোক্ত গুরোভৃগোঃ এই বাক্যের এই অর্থ—বৃহস্পতি ও শুক্রের অন্ত, বাল্য

১। খ—চৈকদিনে। ২। খ—দিনত্রয়ে। ৩। ক—গৃহারণ্যঃ প্রবেশনে।

৪। খ—কূপাদেঃ পরিবর্জয়েদিত্যনন্তরং অনাবৃত্তমিতি তৎপুরুষীয়েত্যাদি-ভঙ্গাবৃত্তদ্বাং প্রারম্ভিত
 রূপত্বাচ্চ—অত এব পক্ষরোমাঘমাসস্তেত্যাদি-পাঠঃ । মধ্যবর্ত্তিপ্যাঠো নাস্তি ।

বালে বৃদ্ধে চ সন্ধ্যাংশে চতুঃ-পঞ্চ-ত্রি-বাসরান্ ।

জীবৈ চ ভার্গবে চৈব বিবাহাদিষু বর্জয়েৎ ॥ ৯

দিনগ্রহণং বার্ককেহস্তাব্যবহিতোত্তরপূর্বং বাল্যে বাল্যাব্যবহিতোত্তরম্ ।

সিংহগে—সিংহরাশিস্থে । শাতানন্দঃ—

মাঘ্যাং যদি মঘা নাস্তি সিংহে গুরুকারণম্ ॥ ১০

জ্যোতিষে— গণ্ডক্যা উত্তরে তীরে গিরিরাজস্ত দক্ষিণে ।

সিংহস্থং মকরস্থং চ গুরুং যত্নেন বর্জয়েৎ ॥ ১১

গুর্বাদিত্যে গুরুসহিত-রবৌ । দশাহ ইতি । নক্ষত্রভেদেনৈক-রাশিস্থিতৌ, নক্ষত্রৈক্যে তু সর্বদৈব নিষেধঃ ।

একরাশিগতৌ স্যাতামেকক্ষ-বিষয়ে যদি ।

গুর্বাদিত্যৌ তদা ত্যাজ্যা যজ্ঞোদ্ধাহাদিকাঃ ক্রিয়া ॥ ১২

ইতি বচনাৎ ।

ও বার্কক কাল ব্যাপিয়া অর্থাৎ ঐ কালের মধ্যে । এখানে অন্ত হইতেছে পাদান্ত ও মহান্ত । অত্যন্ত অশক্ত ব্যক্তির পক্ষে রাজমার্গও বলিয়াছেন—

বৃহস্পতি ও শুক্রের বাল্য সময়ে, বৃদ্ধ সময়ে ও সন্ধ্যাংশ সময়ে বিবাহাদি মাজলিক কার্য্যে চারি, পাঁচ ও তিন দিন পরিত্যাগ করিবে । ৯

বার্ককে অন্তের অব্যবহিত উত্তরের পূর্বদিন এবং বাল্যে বাল্যের অব্যবহিত উত্তর দিন গ্রহণের অশু দিন শব্দ প্রযুক্ত হইয়াছে । সিংহগে—সিংহরাশিস্থে । শাতানন্দ বলিয়াছেন—

মাঘী পূর্ণিমায়া যদি মঘা না থাকে, তবে সিংহস্থ গুরু সমরাস্ত্রের কারণ নহে । অর্থাৎ সিংহস্থ গুরু নিবন্ধন সময়ের অন্তর্বি হইবে না । ১০

জ্যোতিষে বলিয়াছেন—গণ্ডকীর উত্তর তীরে, গিরিরাজ হিমালয়ের দক্ষিণে, সিংহস্থ ও মকরস্থ গুরুকে যত্নের সহিত বর্জন করিবে । ১১

গুর্বাদিত্যে—গুরু সহিত রবি মিলিত হইলে । দশাহে এই কথার অর্থ—নক্ষত্রভেদে একরাশিতে স্থিতি নিবন্ধন দশদিনের নিষেধ, নক্ষত্র এক হইলে সর্বদাই নিষেধ । যেহেতু এই বচন আছে যে—

বৃহস্পতি ও আদিত্য যদি একটি নক্ষত্র গৃহে এক রাশিগত হইয়া অবস্থান করেন, তবে বজ্র ও বিবাহাদি ক্রিয়া বর্জন করিবে । ১২

ঋক্শৈক-মন্দির-গতো যদি জীব-ভানু
 শুক্রোহস্তগঃ সুরবরৈকগুরুশ্চ সিংহে ।
 নারভ্যতে ব্রত-বিবাহ-গৃহপ্রতিষ্ঠা
 ক্ষৌরাদি কর্ম গমনাগমনস্ত ধীরৈঃ ॥ ১৩

ইতি কাশ্যপবচনাচ্চ । ঋক্শৈকমন্দিরগতাবিতি বিশিষ্টম্, ন পৃথক্,
 পূর্ববচনৈকবাক্যত্বাৎ । বারাহীতন্ত্রে —

শুক্লোহস্তো যদি বা বৃদ্ধো গুর্বাদিত্যো ভবেদ্ যদি ।
 মেঘ-বৃশ্চিক-সিংহেষু তদা দোষো ন বিদ্যতে ॥ ১৪
 বক্রি-জীবেতি । তথা চ গর্গঃ—

গুরোর্বক্রাদি-চরিতে বজ্রয়েৎ তদনন্তরম্ ।
 ব্রত-যজ্ঞ-বিবাহাদাবষ্টাবিংশতিবাসরান্ ॥ ১৫

বাংস্ফায়নঃ— অতিচারে ত্রিপক্ষঃ শ্রাদ্ধ বক্রো পক্ষ-চতুষ্টয়ম্ ।
 অত্র মাণ্ডব্যঃ— যদা বক্রাতিচারাত্যাং রাশিং গচ্ছতি বাক্পতিঃ ।
 দিনানি সপ্তবিংশানি ত্যক্তা । কর্ম সমাচরেৎ ॥ ১৬

যদি বৃহস্পতি ও ভানু একটি নক্ষত্রের গৃহে অবস্থিতি করেন । শুক্র যদি অন্তর্মিত
 হন । দেবগণের একমাত্র গুরু বৃহস্পতি যদি সিংহরাশি গত হন, তাহা হইলে পণ্ডিতগণ
 ব্রত, বিবাহ, গৃহপ্রতিষ্ঠা, ক্ষৌরাদি কর্ম, গমন ও আগমন করেন না । ১৩

এইরূপ কাশ্যপের বচনও আছে । পূর্ববচনের সহিত একবাক্যতাবশতঃ ঋক্শৈক-
 মন্দিরগতো এই কথা দ্বারা বিশিষ্ট (রবি সহিত বৃহস্পতি) উক্ত হইয়াছে, পৃথক্
 (কেবল বৃহস্পতি বা কেবল রবি) উক্ত হয় নাই । বারাহীতন্ত্রে বলিয়াছেন—

মেঘ, বৃশ্চিক ও সিংহে শুক্র যদি অন্ত বা বৃদ্ধ হন ; যদি গুরুর সহিত আদিত্য
 একত্র হন, তখন দোষ হয় না । ১৪

বক্রিজীবে এই কথা দ্বারা বাহা বলিয়াছেন, গর্গ সেইরূপ বলিয়াছেন—

গুরু বক্রী হইলে বা অতিচারী হইলে তাহার পর ব্রত, যজ্ঞ, বিবাহাদি বিষয়ে
 আঠাইশ দিন বর্জন করিবে । ১৫

বাংস্ফায়ন বলিয়াছেন—অতিচারে তিন পক্ষ এবং বক্র হইলে চারি পক্ষ বর্জন
 করিবে । এ বিষয়ে মাণ্ডব্য বলিয়াছেন—

বাক্পতি (বৃহস্পতি) যখন বক্র ও অতিচার গতি দ্বারা অশু রাশিতে গমন
 করেন, তখন সাতাইশ দিন ত্যাগ করিয়া কর্মাচরণ করিবে । ১৬

রাশিষ্ণু রাশ্যস্তুরম্, অশুখা বৈয়র্থ্যাৎ, সর্বত্রাধিক-কল্লাচরণং শ্রেয়ঃ ।

বৃহদ্রাজমার্ত্তণ্ডে—বক্রাতিচারোপগতাঃ কুজাভা যদন্যরাশৌ পরিবর্জনীয়াঃ ।

যথাস্থিতো বা স্বগৃহস্থিতো বা ন বর্জনীয়া জবনা বদন্তি ॥ ১৭

অতিচারং গতে জীবৈ বৃষে বৃশ্চিক-কুন্তয়োঃ ।

যজ্ঞোদ্ধাহাদিকং কুর্যাৎ তত্র কালো ন লুপ্যতে ॥ ১৮

যং তু— কন্যা-বৃশ্চিক-মেষে মন্থথে চ ঋষে বৃষে ।

অতিচারে চ কর্তব্যং বিবাহাদি বুধৈঃ সদা ॥ ১৯

ইতি । তদমূলমিতি দ্বৈতনির্ণয়ে মিশ্রাঃ—

অতিচারং গতো জীবস্তত্রৈব কুরুতে স্থিতিম্ ।

তদা মহাতিচারঃ স্তাল্পুসংবৎসর-ক্রিয়ঃ ॥ ২০

তদ্বাস্তরে—অন্তংগতে দৈত্যগুরৌ শিশৌ বা বৃদ্ধেহথ বালে চ গুরৌ তথৈব ।

ভবেন্ ন দীক্ষাগ্রহণং শুভায় জীবাতিচারে মলমাস-সংজ্ঞে ॥ ২১

এ স্থলে রাশি হইতেছে অন্য রাশি ; অন্যথা রাশি পদ ব্যর্থ হইয়া পড়ে । সকল স্থলে অধিক কল্লের আচরণই শ্রেয়ঃ । বৃহৎরাজমার্ত্তণ্ডে বলিয়াছেন—

কুজাদি গ্রহগণ যদি অন্য রাশিতে বক্র ও অতিচারের দ্বারা উপস্থিত হন, তখন মাসিক কার্য্যসমূহ বর্জন করিতে হইবে । যথাস্থলে বা স্বগৃহে অবস্থিত হইলে বর্জন করিতে হইবে না । ইহা জবন বলেন । ১৭

বৃহস্পতি বৃষে, বৃশ্চিক ও কুন্তে অতিচারে গমন করিলে যজ্ঞ, বিবাহাদি কার্য্য করিবে । সেই কাল লুপ্ত (অন্তঃ) হয় না । ১৮

আর যে কেহ বলেন—কন্যা, বৃশ্চিক, মেঘে, মন্থথে, মীনে ও বৃষে অতিচার হইলে পণ্ডিতগণ সর্বদা বিবাহাদি ক্রিয়া করিবেন । ১৯

তাহা মূলহীন (প্রমাণহীন), ইহা দ্বৈতনির্ণয়ে বাচস্পতি মিশ্র বলিয়াছেন ।

যখন বৃহস্পতি অতিচারে গমন করিয়া সেইখানেই অবস্থিতি করেন, তখন মহা-তিচার হয় । সেই মহাতিচার লুপ্ত সংবৎসর-ক্রিয় অর্থাৎ মহাতিচারে সংবৎসর যাবৎ ক্রিয়া সকল লুপ্ত হয়, কেহ মাসিক ক্রিয়ার অনুষ্ঠান করে না । ২০

তদ্বাস্তরে বলিয়াছেন—দৈত্যগুরু শুক্র অন্তঃগমন করিলে অথবা শিত হইলে, অথবা বৃদ্ধ হইলে অথবা বালক হইলে এবং গুরু সেইরূপ হইলে এবং বৃহস্পতির অতিচারে ও মলমাসে দীক্ষা গ্রহণ শুভের অন্ত হয় না । ২১

জীবে হরৌ দেবগুরৌ^১ স-সূর্য্যে কেতুদগমে ভুলনাতি-দোষে ।

অকালবৃষ্টৌ জলদন্ত গর্জে দীক্ষা ভবেমৈব চ সাধকানাং ॥ ২২

বারাহীতন্ত্রে— শুক্রোহস্তো যদি বা বৃক্ষো গুর্বাদিত্যো ভবেদ্ যদি ।

মেঘ-বৃষ্টিক-সিংহেষু তদা দোষো ন বিদ্যতে ॥ ২৩

সিংহস্থ-গুর্বাদীনাং প্রতিপ্রসব-বচনান্তরাণি গ্রন্থগৌরব-ভিয়া ন লিখিতানি
স্মৃতি-জ্যোতিষাদ্ জ্ঞাতব্যানি^২ । কল্পাত্মনুতসপ্তাহে—তদন্তর-সপ্তাহে
ইত্যর্থঃ । ২৪

বিশেষমাহ ভৃগুঃ—কম্পে রাজনি সপ্তাহো ব্রাহ্মণানাং ত্র্যহস্তথা ।

শুদ্ধশ্রাদ্ধদিনং প্রোক্তং সর্বকার্যেষু বৈ ভৃগুঃ ॥ ২৫

আহেতি শেষঃ । শূদ্রস্তোতাপদ-বিষয়ম্ । কম্প ইত্যুপলক্ষণম্ । গর্গঃ—

দিগ্‌দাহে দিনমেকঞ্চ গ্রহে সপ্তদিনানি চ ।

ভুকম্পে চ সমুদ্ভূতে ত্র্যহানি পরিবর্জয়েৎ ॥ ২৬

বৃহস্পতি হরিতে (সিংহে) গমন করিলে, দেবগুরু সূর্য্যের সহিত মিলিত হইলে,
ধুমকেতুর উদয়ে, ভূমি কম্পাদি দোষ উপস্থিত হইলে, অকাল বর্ষণে, জলদের গর্জনে
সাধকগণের দীক্ষা হইতেই পারে না । ২২

বারাহী তন্ত্রে বলিয়াছেন—মেঘ, বৃষ্টিক ও সিংহ রাশিতে শুক্র যদি অন্ত বা বৃদ্ধ
হন এবং যদি শুক্র ও রবি একরাশিহ হন, তখন দোষ হয় না । ২৩

সিংহস্থ শুক্র প্রভৃতির প্রতিপ্রসব (নিষিদ্ধের পুনর্বিধি) বচনান্তরগুলি গ্রন্থের
গৌরবভয়ে এখানে লিখিত হইল না । স্মৃতিশাস্ত্রজ ও জ্যোতিষ শাস্ত্রজ ব্যক্তির নিকট
হইতে সেই সকল জ্ঞাতব্য । কল্পাত্মনুত সপ্তাহে এই কথাই অর্থ—কম্পাদির উত্তর
সপ্তাহে । ২৪

এ সময়ে ভৃগু বিশেষ বলিতেছেন—ভূমিকম্পে সমস্ত কার্য্যে নৃপতিগণের সময়ে
সপ্তাহ, ব্রাহ্মণগণের সেইরূপ তিন দিন, শূদ্রের অর্ধদিন বর্জনীয়, ভৃগু ইহা বলেন । ২৫

এই স্লোকে ভৃগু এই কতৃপদের পরে আহ এই ক্রিয়া পদটি উদ্ধ করিতে হইবে ।
শূদ্রের অর্ধদিন আপদ বিষয়ে জানিবে । কম্প এইটি অন্তের উপলক্ষণ । গর্গ বলেন—

সমস্ত শুভ কর্মে দিগ্‌দাহে ১ দিন, গ্রহণে ৭ দিন, ভূমিকম্পের উপস্থিতিতে ৩ দিন
বর্জন করিবে । ২৬

১। খ—হরৌ দৈত্যগুরৌ ।

২। খ—জ্ঞাতব্যানীত্যনন্তরম্ অথ নিষিদ্ধ-তিথির্নাসেবাপি ইত্যাদি-পাঠঃ ।

উদ্ধাপাতে চ ত্রিতয়ং ধূমে পঞ্চ দিনানি চ ।

দিনমেকং বজ্রপাতে বজ্র'য়েৎ সর্বকর্মসু ॥ ২৭

ভোজরাজঃ—গ্রহে রবীন্দোরবনি-প্রকম্পে কেতুদয়োদ্ধাপতনাদি-দোষে ।

ব্রতে দশাহানি বদন্তি তজ্জ্ঞা ত্রয়োদশাহানি বদন্তি কেচিৎ ॥ ২৮

গ্রহে গ্রহণকালে । ভূকম্পোদ্ধানিপাত-করকাপাত-বজ্রপাতাদি-সমাহারে ত্রয়োদশাহম্, কিঞ্চিদুন-তৎসমাহারে দশাহম্, গ্রহণাত্তৈকৈকোদয়ে ত্র্যহমিতি বাচস্পতিমিশ্রাঃ ॥ ২৯

অন্যত্রাপি— উদ্ধাপাতে ভুবঃ কম্পে অকালবর্ষ-গর্জিতে ।

বজ্রকেতুদগমোৎপাতে গ্রহণে চন্দ্র-সূর্য্যয়োঃ ।

প্রয়াণস্ত ত্যজ্জেৎ ক্ষত্রঃ সপ্তরাত্রমতঃ পরম্ ॥ ৩০

ব্রাহ্মণঃ ক্ষত্রিয়ো বৈশ্যঃ ত্যজ্জেৎ কর্ম ত্রিরাত্রকম্ ।

শূদ্রস্যোক্তং চৈকরাত্রং সর্বকর্ম সমাচরেৎ ॥ ৩১

ভোজরাজঃ— একরাত্রং পরিত্যজ্য কুর্য্যাৎ পাণিগ্রহং গ্রহে ।

প্রয়াণে সপ্তরাত্রস্ত ত্রিরাত্রং ব্রতবন্ধনে ॥ ৩২

সমস্ত শুভকর্মে উদ্ধাপাতে ৩ তিন দিন, ধূমকেতুর উদয়ে ৫ পাঁচ দিন, বজ্রপাতে ১ এক দিন বর্জন করিবে । ২৭

ভোজরাজ বলেন—চন্দ্র ও সূর্য্যের গ্রহণে, ভূমিকম্পে, ধূমকেতুর উদয়ে, উদ্ধাপাতাদি দোষে উপনয়নে দশদিন পরিত্যাগ করিবে, ইহা দোষজ পণ্ডিতগণ বলেন । ত্রয়োদশ দিন বর্জন করিবে, ইহা কেহ কেহ বলেন । ২৮

গ্রহে—গ্রহণকালে । ভূমিকম্প, উদ্ধাপাত, করকাপাত, বজ্রপাতাদির সমাহারে ১৩ তের দিন, কিছু কম তাহাদের সমাহারে ১০ দশ দিন, গ্রহণাদির এক একটির উদয়ে ৩ তিন দিন বর্জনীয়—ইহা বাচস্পতি মিশ্র বলেন । ২৯

অন্যত্রও উক্ত আছে—উদ্ধাপাতে, ভূমির কম্পনে, অকাল বর্ষণ ও মেঘ গর্জনে, বজ্রপাত, ধূমকেতুর উদয়রূপ উৎপাতে, চন্দ্র ও সূর্য্যের গ্রহণে সপ্ত রাত্রি পরিত্যাগ করিয়া তাহার পর যাত্রা করিবে । ৩০

ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয় ও বৈশ্য তিন রাত্রি পরিত্যাগ করিয়া কর্ম করিবে । শূদ্র এক রাত্রি পরিত্যাগ করিয়া সমস্ত শুভ কর্ম করিবে । ৩১

ভোজরাজ বলেন—গ্রহণে একরাত্রি পরিত্যাগ করিয়া বিবাহ করিবে । যাত্রার সাত দিন এবং ব্রতবন্ধনে (উপনয়নে) ত্রিরাত্র পরিত্যাগ করিবে । ৩২

ব্রতমুপনয়নম্ । উপদেশোহপি তথা । নীচস্বেজ্য ইতি । মকরস্হ-
গুর্বাণিত্যর্থঃ । যৎ তু—

মকরস্হো যদা জীবো বজ্জয়েৎ পঞ্চমাংশিকম্ ।

ইত্যাদি, তদ্বিবাহমাত্রপরম্ । ক্ষয়ে—ক্ষয়ার্থ্য-মাসে ॥ ৩৩

রাহুযুত ইতি । তথা চ স্মৃতি-সাগর-সারে জ্যোতিষে—

একরাশিস্থিতৌ স্মাতাং যদি রাহু-বৃহস্পতৌ ।

বিবাহ-ব্রত-যজ্ঞাদি সর্বং তত্র পরিত্যজেৎ ॥ ৩৪

চরণাক্ষিত-বর্ষণ ইতি । অসতি তদ্দেশ-বৃষ্টিপতন-প্রতিবন্ধকে সমভূমৌ
নর-পুত্র-চরণচিহ্ন-যোগ্য-বর্ষণে ইত্যর্থঃ । তেন গৃহ-গহ্বরাদৌ পয়ঃ-পতন-
প্রতিবন্ধক-সত্ত্বান্ন সময়শুদ্ধিঃ । এক-গ্রামেহপ্যবচ্ছেদভেদেন সময়শুদ্ধ্য-
শুদ্ধ্যাবিষ্টাপত্তিবৃষ্ট্যবচ্ছেদকদেশাবচ্ছেদেন কালশ্চ ছুষ্টত্বাৎ । অন্যথা দেশান্তর-
বৃষ্টিসম্ভাবনায়াং কাপি বহুবিক্ত-ব্যয়ায়াস-সাধ্য-কর্মণি প্রবৃ্ত্তির্ন স্যাৎ । ৩৫

একদিন ইতি । বৃষ্ট্যন্তরৈকদিনে ইত্যর্থঃ । এবং পরত্রাপি । বৃষ্টি-দিনো-

ব্রত—উপনয়ন । উপদেশেও সেইরূপ । নীচস্বেজ্য এই কথার এই অর্থ—মকরস্হ
রবিতে । বৃহস্পতি যখন মকরস্হ হন, তখন পঞ্চমাংশ বজ্জ'ন করিবে ইত্যাদি আর যে
বচন, তাহা বিবাহমাত্র পর (তাৎপর্য্যক—বোধক) । ক্ষয়ে—ক্ষয় নামক মাসে । ৩৩

রাহু-যুতে এই বাক্যে যাহা বলিয়াছেন । স্মৃতিসাগরসার জ্যোতিষ বাক্যেও
তাহাই বলিয়াছেন । যেমন—

রাহু ও বৃহস্পতি যদি একরাশিতে অবস্থিত থাকেন, তবে সেই সময়ে বিবাহ,
উপনয়ন, যজ্ঞাদি সমস্ত শুভকর্ম বজ্জ'ন করিবে । ৩৪

চরণাক্ষিত-বর্ষণে এই কথার এই অর্থ—যে দেশে চরণাক্ষিত বর্ষণ হইবে, সেই দেশে
বৃষ্টিপতন প্রতিবন্ধক অবিদ্যমানে সমভূমিতে নর ও পুত্র চরণ চিহ্নযোগ্য বর্ষণ হইলে ।
এইরূপ অর্থ বিবক্ষিত হওয়ার গৃহ ও গহ্বর প্রভৃতিতে বৃষ্টিজল পতনের প্রতিবন্ধক
থাকার সময় শুদ্ধ হয় না । একগ্রামেও অবচ্ছেদ (দেশ বা অংশ) ভেদে সময় শুদ্ধ
ও অশুদ্ধ হউক অর্থাৎ গ্রামের যে অংশে চরণাক্ষিত বর্ষণ হইবে, সে অংশে সময় শুদ্ধ
না হইলেও যে অংশে তাদৃশ বর্ষণ হইবে না, সে অংশে সময় শুদ্ধ হউক, এই আপত্তি
ইষ্টাপত্তি অর্থাৎ সে অংশে সময় শুদ্ধ । অন্যথা ইহা স্বীকার না করিলে দেশান্তরে
বৃষ্টির সম্ভাবনার বহুবিক্ত ও পরিশ্রম সাধ্য কর্মে কাহারও প্রবৃ্ত্তি হইবে না । ৩৫

একদিনে এই কথার এই অর্থ—বৃষ্টির পর একদিন । অন্ততও এইরূপ অর্থ । বৃষ্টি

স্বরত্ব-বিবক্ষায়াং বৃষ্টিদিনে বৃষ্ট্যন্তরমপি ক্রিয়াকরণ-প্রসঙ্গঃ । অতএব প্রাপ্ত-
শায়রত্ববাক্যে বৃষ্ট্যন্তরত্বমেব নিবিষ্টম্ । ৩৬

যৎ তু দ্বিতীয়-দিনাদি-বৃষ্টৌ প্রথম-বৃষ্টিদিনমাদায় দিনত্রয়াদি-দোষকথনম্,
তদপি তুচ্ছম্, দ্বিতীয়দিনস্তা রাত্রৌ বর্ষণে দিবাকৃতোপনয়নস্যাকালকৃতত্বাৎ
পুনঃ-করণাপত্তেঃ । ৩৭

তদয়ং নিষ্কর্ষঃ—একস্মিন্ দিনে বৃষ্ট্যা বৃষ্ট্যন্তরং তদ্দিনমাত্রম্, দ্বিতীয়দিন-
বৃষ্ট্যা বৃষ্ট্যন্তরং দ্বিতীয়দিনমাত্রম্, তৃতীয়দিন-বৃষ্ট্যা বৃষ্ট্যন্তরং তৃতীয়-
দিনমাত্রম্, চতুর্থদিনাদৌ তু বৃষ্ট্যন্তরং তদ্দিনমাত্রম্, দিনসপ্তকম-
শব্দম্ । তৃতীয়-দিনাদৌ বিধাতৃবাদ-বৈষম্যং নাশকনীয়ম্ । একধর্মপ্রকারেণ
পুনরভিধানশ্চৈবাহমুবাদত্বাৎ । ৩৮

অত্র— চতুর্মাসে নিবৃন্তে তু চক্রপাণৌ সমুথিতে ।

অকালবৃষ্টিং জানীয়াদ্ যাবদ্ বহ্নিমহোৎসবঃ ॥

ইতি যোগীশ্বরবচনাছথানোত্তরং ফাল্গুনীং ব্যাপ্য বৃষ্টিরকাল ইত্যেকঃ
কল্পঃ । ৩৯

দিনের উত্তরত্ব বিবক্ষা হইলে বৃষ্টি দিনে বৃষ্টির উত্তরও ক্রিয়ানুষ্ঠানের প্রসঙ্গ হয় । এই
কল্প প্রাপ্ত শায়রত্ব বাক্যে বৃষ্টির উত্তরত্বই নিবিষ্ট হইয়াছে । ৩৬

আর যে দ্বিতীয় দিনাদিতে বৃষ্টি হইলে প্রথম দিনের বৃষ্টিকে ধরিয়া দিন ত্রয়াদির
দোষ কথন, তাহাও তুচ্ছ । কারণ দ্বিতীয় দিনের রাত্রিতে বর্ষণ হইলে দিবাতে কৃত
উপনয়ন অকালে হওয়ায় পুনরায় উপনয়ন করণের আপত্তি হইবে । ৩৭

অতএব এই অকাল বর্ষণ সম্বন্ধে নিষ্কর্ষ হইতেছে—একদিনে বৃষ্টি দ্বারা বৃষ্টির পর
সেই দিনমাত্র, দ্বিতীয় দিন বৃষ্টি দ্বারা বৃষ্টির পর দ্বিতীয় দিন হইতে আরম্ভ করিয়া
তিন দিন, তৃতীয় দিন বৃষ্টি দ্বারা বৃষ্টির পর তৃতীয় দিন হইতে আরম্ভ করিয়া সাত দিন,
চতুর্থ দিনাদিতে বৃষ্টি দ্বারা বৃষ্টির পর সেই সেই চতুর্থ দিনাদি হইতে আরম্ভ করিয়া
সাত দিন অন্তর হয় । তৃতীয় দিনাদিতে বিধির অনুবাদের বৈষম্যের আশঙ্কা করিবেন
না, বেহেতু একধর্ম প্রকারে পুনঃকথনই অনুবাদ হইয়া থাকে । ৩৮

এই অকাল বিষয়ে কয়েক কল্প কথিত হইতেছে । চতুর্মাস নিবৃন্তি হইলে এবং
চক্রপাণি (শ্রীহরি) উল্লিখিত হইলে বহ্নিমহোৎসব পর্যন্ত বৃষ্টি হইলে তাহাকে অকাল
বৃষ্টি জানিবে । এই যোগীশ্বরের বচন অনুসারে উখানের উত্তর ফাল্গুনী পূর্ণিমা
ব্যাপিয়া বৃষ্টি হইলে অকাল হয় । ইহা একটি কল্প । ৩৯

তত্র বহ্নিমহোৎসবঃ ফাল্গুনী পূর্ণিমেতি জীমূতবাহনঃ । যন্ত উক্তবচনে
যাবন্ন সুপ্যাতে হরিরিতি চতুর্থচরণঃ কচিদ্ দৃশ্যতে । স ত্রযুক্তঃ, জীমূত-
বাহনাপরিগৃহীতত্বাদ্ ব্যবহার-বিরোধাচ্চ । ৪০

পৌষাদি-চতুরো-মাসান্ জ্যেষ্ঠা বৃষ্টিরকালজা ।

ব্রত-যজ্ঞাদিকং তত্র বর্জয়েৎ সপ্ত-বাসরান্ ॥

ইতি ভোজরাজাদিধৃত-বচনাৎ পৌষাদি-চতুরো মাসা ইত্যপরঃ কল্পঃ । ৪১

সপ্তবাসরানিতি । দিনত্রয়-বৃষ্টৌ । সৌর-পৌষমাঘাবেবেত্যন্তঃ কল্পঃ ।

মার্গান্ মাসাৎ-প্রভৃতি-মুনয়ো ব্যাস-বাল্মীকি-গর্গা-

শৈচত্রং যাবৎ প্রবর্ষণ-বিধৌ নেতি কালং বদন্তি ।

নাড়ীজজ্যঃ সুরগুরুমুনিঃ প্রাহ বৃষ্টেরকালো

মাসাবেতৌ ন শুভ-ফলদৌ পৌষমাঘৌ ন শেষাঃ ॥ ৪২

ইতি জ্যোতির্বচনাৎ । অত্র পূর্বার্দ্ধং মধ্যমকল্প-গতার্থম্, মার্গাদিত্য-
বধৌ পঞ্চমী-বিধানাৎ । ৪৩

এখানে বহ্নিমহোৎসবকে জীমূতবাহন ফাল্গুনী পূর্ণিমা বলিয়াছেন । এই বচনে
—“যাবন্ন সুপ্যাতে হরিঃ” এই যে চতুর্থ চরণ কোন স্থলে দেখা যায় বলেন, তাহা
যুক্ত (সমীচীন) নহে ; যেহেতু জীমূতবাহন এইরূপ চতুর্থ চরণ গ্রহণ করেন নাই
এবং ব্যবহারের সহিত উহার বিরোধ হয় । ৪০

পৌষাদি চারি মাসকে ব্যাপিয়া বৃত্তিকে অকালজ বৃত্তি জানিবে । সেট অকাল
বর্ষণে সাত দিন ব্রত যজ্ঞাদিকে বর্জন করিবে ।

এই ভোজরাজাদি ধৃত বচন অনুসারে বৃত্তি-নিমিত্তক পৌষাদি চারি মাস অন্তর্ভুক্ত
হেতু—এই আর একটি কল্প । ৪১

সপ্তবাসরান্, এই কথাই অর্থ—তিনদিন বৃত্তিতে সাত দিন অন্তর্ভুক্ত । সৌর পৌষ
ও মাঘই অন্তর্ভুক্ত হেতু—ইহা অন্য কল্প । যেহেতু এই জ্যোতিষ বচন আছে যে—

ব্যাস, বাল্মীকি, গর্গ প্রভৃতি মুনিগণ প্রবর্ষণ হেতু অগ্রহারণ মাস হইতে চৈত্র
পর্যন্ত চারি মাসকে অন্তর্ভুক্ত কাল বলেন । নাড়ীজজ্য ও সুরগুরু মুনি বলেন—পৌষ
ও মাঘ—এই দুই মাস বৃত্তিহেতু অকাল ও অন্তর্ভুক্ত-ফলপ্রদ । অবশিষ্ট ফাল্গুন ও চৈত্র
তাহা নহে । ৪২

এই স্থলে পূর্বার্দ্ধটি মধ্যম কল্পে গতার্থ ; যেহেতু মার্গাৎ এই স্থলে অবধিতে পঞ্চমী
বিহিত হইয়াছে । ৪৩

কেচিৎ তু মার্গাদিত্যভিবিধৌ পঞ্চমৌ । চৈত্রমিত্যবধৌ দ্বিতীয়া । মার্গ-
চৈত্রৌ গোণচাক্সৌ, তথা চ গোণমার্গমারভ্যাহর্থীত্থানপক্ষানন্তরং গোণচৈত্রাৎ
প্রাগর্থ্যৎ ফাক্সুনীং ব্যাপ্যেত্যর্থ-করণাৎ প্রথমকল্প এবৈতদ্বচনার্দ্ধং প্রমাণয়ন্তি ।
উন্ন, সৌর-পৌষ-মাঘ-সাহচর্য্যাম্মার্গাদীনামপি সৌরত্বাদিতি । এবং পক্ষত্রয়ে
ব্যবস্থিতে যেন সর্বপরিগ্রহঃ স্মাৎ, তস্মৈবং গ্রহণমিতি ন্যায়েনাত্তঃ পক্ষঃ
শ্রেয়ান্ । উত্তরস্ত পক্ষদ্বয়মাপদত্যস্তাপদ্বিয়ম্ । এবমন্যত্রাপি । অতএব রাজ-
মার্ত্তণ্ডঃ (৪৪)—

উক্তানি প্রতিষিদ্ধানি পুনঃ সম্ভাবিতানি চ ।

সাপেক্ষ-নিরপেক্ষাণি মৌমাংস্থানীহ কোবিদৈঃ ॥ ৪৫

সাপেক্ষ-নিরপেক্ষাণি সমর্থাসমর্থ-বিষয়ানি । যদ্বা—স্পষ্টস্য তু বিধানান্বে-
রূপসংহারসংভব ইতি ন্যায়েন দোষাতিশয়ার্থ এব । সামান্য-নিষেধে
বিশেষ-নিষেধ ইতি মলমাসতত্ত্বে স্মার্ত্তাঃ । ৪৬

অত্র চৈত্রশেষেহকালবৃষ্টৌ বৈশাখ-প্রথমে কালান্তর্দ্ধিন বেতি চেৎ, অত্র
কেচিৎ—অন্তর্দ্ধির্ভবত্যেব, কারণ-সত্ত্বাদিতি বদন্তি : ৪৭

কেহ কেহ বলেন—মার্গাৎ এই স্থলে অভিবিধিতে পঞ্চমৌ । চৈত্রাৎ এই স্থলে
অবধিতে দ্বিতীয়া । মার্গ ও চৈত্র গোণ চাক্স । তাহা হইলে গোণ মার্গশীর্ষ মাস
হইতে আরম্ভ করিয়া অর্থাৎ উত্থান পক্ষের অনন্তর গোণ চৈত্রের পূর্বে অর্থাৎ ফাক্সুনী
পূর্ণিমা ব্যাপিয়া এই অর্থ করার প্রথমকল্পই এই বচনার্দ্ধকে প্রমাণ করে ।

তাহা কিন্তু সঙ্গত নহে । যেহেতু সৌর পৌষ ও মাঘ মাসের সাহচর্য্যে মার্গ প্রভৃতিও
সৌরই হইবে । এইরূপে পক্ষত্রয় ব্যবস্থিত হইলে যাহা দ্বারা সমস্ত পক্ষ পরিগৃহীত
হইতে পারে, তাহারই গ্রহণ কর্তব্য—এই ন্যয়ে প্রথম পক্ষঃ শ্রেয়ঃ । পরবর্তী পক্ষদ্বয়
আপদ বা অত্যন্ত আপদ বিষয়ক । এইরূপ অন্যত্রও জানিবে । এই অত্ৰই রাজমার্ত্তণ্ড
বলিয়াছেন (৪৪)—

সাপেক্ষ ও নিরপেক্ষ (সাবকাশ ও নিরবকাশ বা সমর্থ ও অসমর্থ বিষয়ক) উক্ত
প্রতিষিদ্ধ বচনসমূহ ও পুনঃ সম্ভাবিত বচনসমূহ পণ্ডিতগণের মৌমাংস্ত (বিচার্য্য) । ৪৫

সাপেক্ষ নিরপেক্ষ হইতেছে—সমর্থ ও অসমর্থ বিষয়ক । অথবা স্পষ্ট বিষয়ের অন্য
বিধানের দ্বারা উপসংহার সম্ভব—এই ন্যয়ের দ্বারা অতিশয় দোষের জন্য নিষেধ ।
সামান্য নিষেধে বিশেষের নিষেধ হয়, ইহা মলমাসতত্ত্বে স্মার্ত্ত রঘুনন্দন বলিয়াছেন । ৪৬

এখানে কেহ কেহ সংশয় করেন—চৈত্রশেষে অকালবৃষ্টি হইলে বৈশাখের প্রথমে

বয়স্ক পৌষাদি-চতুর্মাসে চরণাক্ত-বর্ষণে ইত্যত্র চতুর্মাসস্য চরণাক্ত-বর্ষণে ইত্যত্র এক-ত্রি-সপ্তাহেষু চাষয়াচ্ছৈত্রনিবৃত্তৌ সময়ান্ত-নিবৃত্তির্জায়ত এব । এবং গুর্বাদিত্যাদাবপি । অত এব বক্রিগুরুকাষ্টাবিংশতিবাসরেতি পূর্বোক্তন্যায়-রত্নরচনে তথাভিহিতম্ । তদর্থশ্চ বক্রিগুরুষত্র তাদৃশাষ্টাবিংশতি-বাসর ইতি । কল্পাদ্যদ্ব্যুত-সপ্তাহে ইত্যাদৌ তু গত্যান্তরাভাবাৎ তদন্তরতমা-স্থীয়ত ইতি ক্রমঃ । ৪৮

তীর্থস্নানমনাবৃত্তমিতি । তৎপুরুষীয়-তন্তীর্থস্নান-ধ্বংসানধিকরণ-কালোৎ-পন্নত্বমিত্যর্থঃ । তথা চাদ্যস্নানাদিকমেব নিষিদ্ধম্, ন তু দ্বিতীয়মপি । অতএব উপনীতস্য মগধ-গমনাদৌ প্রতিষ্ঠিত-প্রতিমায়াঃ শূদ্রস্পর্শাদৌ চ পুনঃ সংস্কারকরণে সময়শুদ্ধ্যাপেক্ষা নাস্তি, তস্মাবৃত্তত্বাৎ । অনাবৃত্তত্ব-বিশেষণস্ত পুরস্চরণাদাবপি, একত্র দৃষ্টত্বাদ্ বাধকাভাবাচ্চ । অতএব “পক্ষয়োর্মাসমাসস্য দ্বিতীয়াং পরিবজ্জ’য়েদি’ত্যত্র কৃষ্ণদ্বিতীয়া-নিষেধঃ পুনঃ সংস্কার-বিষয়তয়া’ সার্থকঃ, অন্যথা কৃষ্ণপক্ষস্য সামান্যতো নিষেধাৎ মাঘকৃষ্ণ-দ্বিতীয়ায়া

কালান্তকি হইবে কি না? এই সংশয়ে কেহ কেহ বলেন—কালান্তকি হইবেই; যেহেতু কারণ আছে । ৪৭

পৌষাদি চারিমাসে চরণাক্ত বর্ষণে এই স্থলে এক ত্রি সপ্তাহের সহিত চরণাক্ত বর্ষণে এই স্থলে চারি মাসের অগ্রর হওয়ার চৈত্রের নিবৃত্তিতে সমস্রান্তকির নিবৃত্তি হয়ই । এইরূপ গুর্বাদিত্যাদি স্থলেও জানিবে । এই জন্যই বক্রিগুরুকাষ্টাবিংশতিবাসর এই পূর্বোক্ত শাস্ত্ররত্ন বাক্যে সেইরূপ উক্ত হইয়াছে । তাহার অর্থ—বক্রিগুরু যেখানে অর্থাৎ যে যে দিবসে, তাদৃশ অষ্টাবিংশতি বাসর । কল্পাদ্যদ্ব্যুত সপ্তাহ ইত্যাদি স্থলে কিন্তু গত্যান্তর না থাকায় তাহার উত্তর বলিতে হইয়াছে । এই আমরা বলি । ৪৮

তীর্থস্নানমনাবৃত্তম্, এই কথার এই অর্থ—সেই পুরুষের সেই সেই তীর্থস্নানের ধ্বংসের অনধিকরণ কালে উৎপন্ন স্নান । এইরূপ অর্থ হওয়ার প্রথম স্নান, প্রথম অনাদি দেবতার দর্শন প্রভৃতি নিষিদ্ধ হইয়াছে, দ্বিতীয় তীর্থ স্নানাদি নিষিদ্ধ হয় না । এই জন্যই উপনীত ব্যক্তির মগধদেশ গমনাদিতে, প্রতিষ্ঠিত প্রতিমার শূদ্রের স্পর্শাদিতে পুনঃ সংস্কার কার্য্যে সময় শুদ্ধির অপেক্ষা নাই; যেহেতু তাহা আবৃত্ত । পুরস্চরণাদি স্থলেও অনাবৃত্তত্ব বিশেষণ আছে; যেহেতু একস্থানে (পুরস্চরণাদির সম্মিলনে) এই বিশেষণটি দেখা যায়, আর উহাতে কোন বাধাও নাই । এই জন্যই মাঘ মাসের দুই

অপ্রসক্ততয়া নিষেধানোচিতাং । অতএব শ্রীপুরুষোত্তম-ক্ষেত্রে শ্রীভগবতঃ
স্নানানন্তরমঙ্গরাগ-করণে শূদ্রাদিস্পর্শসম্ভবাদমাবস্থায়াং মলমাস-সম্বন্ধেহপি
প্রতিষ্ঠামাচরন্তীতি তত্ত্বম্ ১ । ৪৯

অথ নিষিদ্ধ-তিথি-মাষেষপি তিথি-বিশেষাঃ প্রশস্তাঃ । যথা দেবপর্বাণি ২ ।
যথা রত্নাবল্যাম—ষষ্ঠী ভাদ্রপদে ইষে তথা কৃষ্ণা চতুর্দশী ।

কার্ত্তিকে নবমী শুক্লা মার্গে শুক্লা তৃতীয়িকা ॥ ১

পৌষে চ নবমী শুক্লা মাঘে শুক্লা চতুর্থিকা ।

ফাল্গুনে নবমী শুক্লা চৈত্রে কাম-চতুর্দশী ॥ ২

বৈশাখে চাক্ষুয়া চৈব জ্যৈষ্ঠে দশহরা তিথিঃ ।

আষাঢ়ে পঞ্চমী শুক্লা শ্রাবণে কৃষ্ণপঞ্চমী ॥ ৩

এতানি দেবপর্বাণি তীর্থকোটি-ফলং লভেৎ ।

অত্র দীক্ষা প্রকর্তব্যা ন মাসঞ্চ পরীক্ষয়েৎ ॥ ৪

পক্ষের দ্বিতীয়াকে পরিবর্জন করিবে—এই স্থলে পুনঃ সংস্কার বিষয়ক কৃষ্ণ দ্বিতীয়ার
নিষেধটি সার্থক হয় । অন্তথা সামান্যভাবে কৃষ্ণ পক্ষের দ্বিতীয়া নিষিদ্ধ হওয়ার
মাঘ কৃষ্ণ দ্বিতীয়ার কর্মে প্রাপ্তি না থাকার তাহার নিষেধ উচিত হয় না । এই জন্যই
শ্রীপুরুষোত্তম ক্ষেত্রে শ্রীভগবানের স্নানের পর অঙ্গরাগের করণকালে শূদ্রাদির স্পর্শ
সম্ভব হওয়ার অমাবস্তার এবং মলমাসের সম্বন্ধ স্থলেও প্রতিষ্ঠার আচরণ করেন ।
ইহাই তত্ত্ব । ৪৯

অনন্তর নিষিদ্ধ তিথি মাসেও তিথি বিশেষের প্রশস্ত্য আছে । যেমন দেবপর্ব ।
অনন্তর দেব পর্ব কথিত হইতেছে । যেমন রত্নাবলীতে বলিয়াছেন—

ভাদ্র মাসের ষষ্ঠী, ইষের (আগ্রিনের) কৃষ্ণা চতুর্দশী, কার্ত্তিকের শুক্লা নবমী,
মার্গশীর্ষ মাসের শুক্লা তৃতীয়া । পৌষের শুক্লা নবমী, মাঘের শুক্লা চতুর্থী, ফাল্গুনের
শুক্লা নবমী, চৈত্রের কাম চতুর্দশী । বৈশাখের অক্ষয় তৃতীয়া, জ্যৈষ্ঠের দশহরা তিথি,
আষাঢ়ের শুক্লা পঞ্চমী ও শ্রাবণের কৃষ্ণা পঞ্চমী । ১-৩

এইগুলি দেবপর্ব । ইহাতে দীক্ষা হইলে কোটি তীর্থের ফললাভ হয় । এই তিথিতে
দীক্ষা গ্রহণ কর্তব্য । ইহাতে মাস পরীক্ষা (বিচার) করিবে না । ৪

১। খ—তত্ত্ববিত্ত্যনন্তরং—তথা—স্বাত্ত্বিংশৎ দিবসান্ভাতি জীবন্ত ভার্গবন্ত চ । স্বাসপ্ততির্মহত্যন্তে
পাদান্তে স্বাদশ ক্রমাৎ । অতঃ প্রাক্ পরয়োঃ পক্ষং গুরোর্বাক্ষক-বালতে । পক্ষং বুদ্ধো মহান্তে তু
তৃত্বালো দশাহিকঃ । পাদান্তে তু দশাহানি বুদ্ধো বালো দিনত্রয়ম্ । তন্মহে—অন্তংগতে দৈত্য-
গুরাবিত্যাदि-পাঠঃ । ২। ক+খ—অথ দেবপর্বাণি ।

ন বারং ন চ নক্ষত্রং ন তিথ্যাদিক-দূষণম্ ।

ন যোগ-করণৈকৈব শঙ্করেণ প্রভাষিতম্ ॥ ৫

তীর্থকোটিকলমিতি । আসু দীক্ষায়ামিতি শেষঃ । তদ্বাস্তরে—

চৈত্রে ত্রয়োদশী শুক্লা বৈশাখে দ্বাদশী তথা ।

জ্যৈষ্ঠে চতুর্দশী কৃষ্ণা আষাঢ়ে নাগপঞ্চমী ॥ ৬

শ্রাবণেকাদশী ভাদ্রে রোহিণী-সংযুতাহষ্টমী ।

আশ্বিনে চ মহাপুণ্যা মহাষ্টম্যপ্যভীষ্টদা ॥ ৭

কাত্তিকে নবমী শুক্লা মার্গশীর্ষে তথা সিতা ।

যষ্ঠী চতুর্দশী পৌষে মাঘেপ্যেকাদশী সিতা ॥

ফাল্গুনে চ সিতা যষ্ঠী চেতি কাল-বিনির্গয়ঃ ॥ ৮

যোগিনীতন্ত্রে—অয়নে বিবুবে চৈব গ্রহণে চন্দ্র-সূর্য্যয়োঃ ।

রবিসংক্রান্তি-দিবসে যুগান্তাসু সুরেশ্বরী ! ॥ ৯

মহন্তরাসু সর্বাসু মহাপূজাদিনে তথা ।

মহাতীর্থেষু সর্বেষু নাস্তি কালন্তু নির্ণয়ঃ ॥ ১০

বার, নক্ষত্র, তিথি প্রভৃতির দোষ, যোগ, করণ পরীক্ষা করিবে না । ইহা শঙ্কর কর্তৃক উক্ত হইরাছে । ৫

তীর্থ-কোটি-কলম্ এই স্থলে অর্থাৎ এই বাক্যের পূর্বে আসু দীক্ষায়ামিতি অর্থাৎ এই তিথিগুলিতে দীক্ষা হইলে এই কথাটি উক্ত করিতে হইবে । তদ্বাস্তরে বলিয়াছেন—

চৈত্রে শুক্লা ত্রয়োদশী, বৈশাখের সেইরূপ (শুক্লা) দ্বাদশী, জ্যৈষ্ঠের কৃষ্ণা চতুর্দশী, আষাঢ়ের নাগ পঞ্চমী, শ্রাবণের কৃষ্ণা একাদশী, ভাদ্রের রোহিণী-যুক্তা অষ্টমী, আশ্বিনের মহাপুণ্যা অভীষ্টপ্রদা মহাষ্টমী, কাত্তিকের শুক্লা নবমী, মার্গশীর্ষের সেইরূপ শুক্লা যষ্ঠী ও চতুর্দশী, পৌষ ও মাঘের কৃষ্ণা একাদশী, ফাল্গুনের কৃষ্ণা যষ্ঠী—ইহা দীক্ষার কাল নির্ণয় । ৬-৮

যোগিনী তন্ত্রে বলিয়াছেন—হে সুরেশ্বরী ! উত্তরায়ণ ও দক্ষিণায়নে, বিবুবে (সূর্য্যের মেঘ ও তুলাসংক্রান্তিতে), চন্দ্র ও সূর্য্যের গ্রহণে, রবির সংক্রান্তি দিনে, যুগান্তান্তে, সমস্ত মহন্তরাদিতে, মহাপূজা দিনে ও সমস্ত মহাতীর্থে কালের নির্ণয় নাই । ৯-১০

আমু বক্ষ্যমাণাসু চ তিথিষু সর্বত্র গোণচাত্ত্বৈগৈব মাসগ্রহণম্ ।

অথ যুগান্তা । যথা ব্রহ্মপুরাণে—

বৈশাখ-মাসস্ত চ যা তৃতীয়া নবম্যাসৌ কার্ত্তিক-শুক্লপক্ষে ।

নভস্ত মাসস্ত তমিস্রপক্ষে ত্রয়োদশী পঞ্চদশী চ মাষে ।

এতা যুগ্যান্তাঃ কথিতা মুনীন্দ্রৈরনন্ত-পুণ্যান্তিথয়শ্চতস্রঃ ॥ ১১

অত্র পঞ্চদশী পূর্ণিমা, মাষে চ পৌর্ণমাস্যাং বৈ ঘোরঃ^১ কলিযুগঃ
শ্রুতমিত্যেকবাক্যত্বাৎ^২ । ১২

যৎ তু—যে শুক্রে যে তথা কৃষ্ণে যুগান্তে পরিকীর্ত্তিতে । ইতি বচনান্ত-
রেকবাক্যতয়া পঞ্চদশ্যত্রামাবাস্ত্যেতি বদন্তি । তন্ম, তদ্বচনস্ত সমূলকত্বে
কল্পান্তরত্বাৎ । ১৩

বস্তুতস্ত পঞ্চদশ্যত্রামাবাস্ত্যেব, কলিপ্রাহৃত্যাব-তিথিত্বাৎ । যুক্তশ্চ সত্য-
ত্রোতা-যুগয়োঃ পুণ্যয়োঃ শুক্লপক্ষে দ্বাপর-কল্যাঃ পাপয়োঃ কৃষ্ণপক্ষে
প্রাহৃত্যাবঃ । অতএব—যে শুক্রে যে তথা কৃষ্ণে ইতি সাধু বুধ্যতে । ১৪

এই বক্ষ্যমাণ তিথিগুলিতে সর্বত্র গোণ চাত্ত্বরূপেই মাসের গ্রহণ হইয়াছে ।
অনন্তর যুগান্তা কথিত হইতেছে । যেমন ব্রহ্মপুরাণে বলিয়াছেন—

বৈশাখ মাসের শুক্ল পক্ষের যে শুক্লা তৃতীয়া, কার্ত্তিক মাসের শুক্ল পক্ষের যে নবমী,
শ্রাবণ মাসের কৃষ্ণ পক্ষের ত্রয়োদশী, মাঘ মাসের পঞ্চদশী, মুনিস্বেষ্টমণ কর্ত্তক এই
তিথিগুলি যুগান্তা কথিত হইয়াছে । এই চারিটি তিথি অশেষ পুণ্য তিথি । ১১

এই মোকোক্ত পঞ্চদশী হইতেছে পূর্ণিমা ; যেহেতু মাঘ মাসের পূর্ণিমাতে ঘোর
কলিযুগের প্রবৃ্ত্তি কথিত হইয়াছে—এই বচনের সহিত একবাক্যতা আছে । ১২

আর যে কেঁহ কেহ বলেন—দুইটি শুক্লা তিথি ও দুইটি কৃষ্ণা তিথি যুগান্তা কীর্ত্তিত
হইয়াছে—এই বচনান্তরের সহিত একবাক্যতাবশতঃ এস্থলে পঞ্চদশী অমাবস্তা
হইতেছে । তাহা সমীচীন নহে । যেহেতু সেই বচন সমূলক (সপ্রমাণ) হইলে
তাহা কল্পান্তর হইবে । ১৩

বস্তুতঃ এখানে পঞ্চদশী অমাবস্তাই, যেহেতু উহা কলির প্রাহৃত্যাব তিথি । পুণ্য
বহুল সত্য ও ত্রোতার শুক্ল পক্ষে প্রাহৃত্যাব এবং পাপ-বহুল দ্বাপর ও কলির কৃষ্ণ পক্ষে
প্রাহৃত্যাবই সমীচীন । এই হইলেই “যে শুক্রে যে তথা কৃষ্ণে” এই বচন সুসঙ্গত হয় । ১৪

১। খ—মাঘে পৌর্ণমাস্যে ঘোরমিত্যাदि পাঠঃ ।

২। খ—ইত্যেকবাক্যত্বাদিত্যনন্তরং

নবস্তরা যথা ভবিষ্যমাংস্যারোহিতি পাঠঃ । নব্যবর্জিপাঠস্ত নাস্তি ।

যং তু— বৈশাখে শুক্লপক্ষে তু তৃতীয়ান্নাং কৃতং যুগম্ ।

কার্ত্তিকে শুক্লপক্ষে তু ত্রেতাথ নবমেহহনি ॥ ১৫

অথ ভাদ্রপদে মাসি ত্রয়োদশ্যাস্ত দ্বাপরম্ ।

মাঘে চ পৌর্ণমাস্য্যং বৈ ঘোরং কলিযুগং স্মৃতম্ ॥ ১৬

ইতি । তত্রাপি মুখ্যচান্দ্রাভিপ্রায়েণ মাসাস্ত্য-তিথিক্রপাদেয়েতি । মাঘে
তু পঞ্চদশ্যং বৈ ইত্যপি কচিদ্ দৃশ্যতে । পূর্ণিমা পাঠস্য কল্মাশুরবিষয়ত্বেনা-
প্পাপপত্তিশ্চেতি তদ্বম্ । হলায়ুধ-গোবিন্দানন্দ-প্রভৃতয়োহপ্যেবম্ । ১৭

মহন্তরা । যথা ভবিষ্য-মাংস্ত্রয়োঃ—

অশ্বযুক্ত-শুক্লনবমী দ্বাদশী কার্ত্তিকী তথা ।

তৃতীয়া চৈত্রমাসস্য তথা ভাদ্রপদস্য চ ॥ ১

ফাল্গুনস্তাপ্যমাবস্ত্যা পৌষশ্চৈকাদশী তথা ।

আষাঢ়স্তাপি দশমী তথা মাঘস্য সপ্তমী ॥ ২

শ্রাবণস্যাহষ্টমী কৃষ্ণা তথাষাঢ়স্য পূর্ণিমা ।

কার্ত্তিকী ফাল্গুনী চৈত্রী জ্যৈষ্ঠী পঞ্চদশী সিতা ।

মহন্তরাদয়শ্চেতা দত্তশ্যাকয়-কারিকাঃ ॥ ৩

আর যে বচন আছে—বৈশাখের শুক্ল পক্ষের তৃতীয়ার কৃত (সত্য) যুগ, অনন্তর
কার্ত্তিকের শুক্ল পক্ষে নবমী দিনে ত্রেতা যুগ, অনন্তর ভাদ্র মাসের ত্রয়োদশীতে দ্বাপর
যুগ ও মাঘের পৌর্ণমাসীতে ঘোর কলিযুগ কথিত হইয়াছে । ১৫-১৬

সে স্থলেও মুখ্য চান্দ্র অভিপ্রায়েই মাসের অস্ত্য তিথিই গ্রহণীয়, কোন স্থলে “মাঘে
তু পঞ্চদশ্যং বৈ” এই পাঠও দেখা যায় । কল্মাশুরের বিবরণরূপে পূর্ণিমা পাঠের
উপপত্তি হইতে পারে, ইহাই তদ্ব । হলায়ুধ, গোবিন্দানন্দ প্রভৃতিও এইরূপ
বলিয়াছেন । ১৭

মহন্তরা কথিত হইতেছে । যেমন ভবিষ্য পুরাণ ও মংস্ত পুরাণে বলিয়াছেন—

আশ্বিনের শুক্লা নবমী, সেইরূপ কার্ত্তিকের (শুক্লা) দ্বাদশী, চৈত্র ও ভাদ্র পদ
মাসের সেইরূপ (শুক্লা) তৃতীয়া । ফাল্গুনেরও অমাবস্ত্যা, সেইরূপ পৌষের একাদশী,
আষাঢ়েরও দশমী, সেইরূপ মাঘের সপ্তমী, শ্রাবণের কৃষ্ণা অষ্টমী, সেইরূপ আষাঢ়ের
পূর্ণিমা, কার্ত্তিক, ফাল্গুন, চৈত্র ও জ্যৈষ্ঠের কৃষ্ণা পঞ্চদশী (অমাবস্ত্যা)—এই তিথি-
গুলি মহন্তরা । এই তিথিগুলি দানকারী ব্যক্তির অক্ষয় পুণ্য কারিকা । ১-৩

অমাবাস্যাস্তমী-ভিন্নাঃ শুক্রাঃ, পুনঃ^১ পুনস্তথাপদোপাদানাং^২ উপ-
ক্রমোপসংহারয়োঃ শুক্রকীর্তনাচ্চ । অত্র চ কামধেনো—তৃতীয়া চৈব
মাঘশ্রোতি; কল্পতরৌ তু—তৃতীয়া চৈত্র-মাসশ্রোতি লিখিতম্ । অত্র পাঠ-
দ্বৈধে শ্রীপতি-রত্নমালায়াম্—অশ্বযুজি শুক্রনবমী দ্বাদশ্যার্জে মধৌ তৃতীয়া
চেতি পাঠাচ্চৈত্র-তৃতীয়ৈব গ্রাহা ইতি শ্রীদত্তস্মার্ত-প্রভৃতয়ঃ^৩ ॥ ৫

সময়াভিলে— শরৎকালে যুগাদ্যাং গ্রহণে চন্দ্র-সূর্য্যয়োঃ ।

বোধনে চৈব হুর্গায়াঃ কালাকালং ন শোধয়েৎ ॥ ৬

জামলে— দেব্যা বোধং সমারভ্য যাবৎ স্থানবমী তিথিঃ ।

কৃতৈতান্ম বুধৈর্দীক্ষা সর্বা ভীষ্ট-ফলপ্রদা^৪ ॥ ৭

ইদন্ত শক্তিবিশয়ে । তদ্বাস্তরে—

অমাবাস্যা সোমবারে ভৌমবারে চতুর্দশী ।

সপ্তমী রবিবারে চ সূর্য্যগ্রহণতৈঃ সমা^৪ ॥ ৮

এই বচনগুলিতে অমাবাস্যা ও অষ্টমী ভিন্ন সমস্ত তিথিই শুক্রা, যেহেতু পুনঃ পুনঃ
তথা পদের উপাদান হইরাছে এবং উপক্রম ও উপসংহারে শুক্রের কীর্তন আছে । ৪

এই মন্ত্রস্তর্য্য বিষয়ে কামধেনুতে এই লিখিত আছে—মাঘের তৃতীয়াও । কল্প-
তরুতে কিন্তু চৈত্র মাসের তৃতীয়া—এই লিখিত আছে । এইরূপ পাঠের বৈবিধ্য হলে
শ্রীপতিরত্নমালার আশ্বিনের শুক্রা নবমী, উজ্জৈ'র (কার্ত্তিকের) দ্বাদশী ও মধু মাসের
(চৈত্র মাসের) তৃতীয়া—এই পাঠ অনুসারে চৈত্র তৃতীয়াই গ্রহণীয় ; ইহা শ্রীদত্ত
স্মার্ত্ত প্রভৃতি বলিয়াছেন । ৫

সময়াভিলে বলিয়াছেন—শরৎকালে যুগাদ্যর, চন্দ্র ও সূর্য্যের গ্রহণে ও হুর্গার
বোধনে কালাকাল শোধন করিবে না । ৬

জামলে বলিয়াছেন—দেবীর বোধন হইতে আরম্ভ করিয়া নবমী তিথি পর্য্যন্ত এই
তিথিগুলিতে পতিভগ্ন কর্তৃক কৃত্য দীক্ষা সমস্ত অভীষ্ট ফলপ্রদা হইরা থাকে । ৭

ইহা কিন্তু শক্তিবিশয়ে । তদ্বাস্তরে বলিয়াছেন—সোমবারে অমাবাস্যা, মঙ্গলবারে
চতুর্দশী, রবিবারে সপ্তমী একশত সূর্য্যগ্রহণের সমান । ৮

১। খ—শুক্রাঃ পূর্ণঃ পুনস্তথাপদোপাদানাদিতি পাঠঃ ।

২। খ—প্রভৃতয়ঃ ইত্যনন্তরং জামমালারং রবিসংক্রমণে চৈবেত্যাदि পাঠঃ ।

৩। খ—ফলপ্রদা ইত্যনন্তরং অন্তত্র অমাবাস্যা সোমবারে ইত্যাদি পাঠঃ ।

৪। খ—পতৈঃ সমা । ইত্যনন্তরং যুগাদ্যা যথা ব্রহ্মপুৰাণে ইত্যাদি পাঠঃ ।

সারসংগ্রহে— শিষ্য-ত্রিজন্য-দিবাস সংক্রান্তো বিম্বায়ণে

সন্তীর্ণার্থকবিধু-গ্রাসে তত্ত্বদামন-পর্বণোঃ ।

মন্ত্রদীক্ষাং প্রকুর্বাণো মাসকর্দীপ্ত শোধয়েৎ ॥ ৯

তত্ত্বপর্ব—পৰমেশ্বরোপবীত-দান তিথিঃ জ্ঞাবণী পূর্ণিমা^১ । দামনপর্ব—

দমনকপুষ্পভঞ্জনতিথিশৈচ্ছত্র-শুক্ল-চতুর্দশী । ১০

তথা— নিষিদ্ধেষপি মাসেষু দীক্ষাক্তা গ্রহণে শুভা ।

রবিসংক্রমণে চৈব নান্যদশ্বেষিতং ভবেৎ^২ । ১১

জ্ঞানমালায়াং—রবিসংক্রমণে চৈব সূর্যোন্দু-গ্রহণে তথা ।

অত্র জ্ঞানাদিকং কিঞ্চিন্ন বিচার্য্য কথঞ্চন^৩ ॥ ১২

অন্যত্রাপি— সূর্যাগ্রহণকালেন সমানো নাস্তি কশ্চন ।

তত্র যদ যৎ কৃতং সর্বমনস্ত-কলদং ভবেৎ ।

ন মাস-তিথিবারাদি-শোধনং সূর্য্যপর্বণি ॥ ১৩

রবি-সংক্রমণে চৈব সূর্য্যস্ত-গ্রহণে তথা ।

সারসংগ্রহে বলিয়াছেন—শিষ্যের ত্রিজন্যদিনে, সংক্রান্তিতে, বিম্বায়ণে, সন্তীর্ণার্থে, চন্দ্র ও সূর্য্যের গ্রহণে, তত্ত্বপর্ব ও দামন পর্বে মন্ত্রদীক্ষা গ্রহণকারী মাস, নকত্র প্রভৃতির শোধন করিবে না। ৯

তত্ত্ব পর্ব হইতেছে পরমেশ্বরে উপবীতদানের তিথি—জ্ঞাবণী পূর্ণিমা । দামন পর্ব-দমনক পুষ্পভঞ্জন তিথি—চৈত্র শুক্লা চতুর্দশী । ১০

এইরূপ আরও বলিয়াছেন—নিষিদ্ধ মাসেও চন্দ্র সূর্য্যের গ্রহণে ও রবির সংক্রমণ দিনে দীক্ষা শুভকরী, কথিত হইয়াছে । এ সময়ে অন্য কিছুই অশ্বেষিত হয় না । ১১

জ্ঞানমালায় বলিয়াছেন—রবির সংক্রমণ দিনে, সূর্য্য ও চন্দ্রের গ্রহণে—এই সমস্ত দিনে জ্ঞানাদি কোন কিছুই কোনরূপে বিচার করিবে না । ১২

অন্যত্রও বলিয়াছেন—সূর্যাগ্রহণের সমান কোন কিছুই নাই । সেই সময়ে বাহা বাহা করা হক, সে সমস্তই অনন্ত কলপ্রদ হইয়া থাকে । সূর্য্য পর্বে মাস, তিথি, বারাদির শোধন নাই । ১৩

রবি সংক্রমণে ও সেইরূপ সূর্য্যের গ্রহণে—সেই সময়ে কোন প্রকারেই লগ্নাদি কিছু

১। খ—জ্ঞাবণী দামনপর্ব ।

২। খ—ভবেৎ ইত্যনন্তরং ন মাসতিথিবারাদীত্যাদি পাঠঃ ।

জ্ঞানমালায়ামিত্যাদি-ভবেদিত্যন্ত-পাঠো নাস্তি ।

৩। খ—কথঞ্চনোত্যনন্তরং অত্র সূর্য্য ইত্যপলক্ষণমিত্যাদিক পাঠঃ ।

তত্র^১ লগ্নাদিকং কিঞ্চিন্ন বিচার্য্য কথঞ্চন^২ ॥ ১৪

দদাতীষ্টং গৃহীতং যৎ তস্মিন্ কালে গুরোন্^৩ভিঃ ।

সিদ্ধির্ভবতি মন্ত্রস্তা বিনায়াসেন বেগতঃ ॥ ১৫

বেগতঃ অবিলম্বাৎ । রুদ্রজামলে—

ন কুর্য্যাচ্ছাত্তিকীং দীক্ষামুপরক্তে বিভাবসৌ ।

ন কুর্যাদ্ বৈষ্ণবীং তাস্তু যদি চন্দ্রমসোগ্রহঃ ॥ ১৬

তাং দীক্ষাম্ । এতদ্বচনস্ত—গোপাল-শ্রীবিদ্যেতর-বিষয়কম্, অন্তেষু পুণ্যযোগেষু গ্রহণে চন্দ্র-সূর্য্যায়োরিতি গোতমীয়াৎ । সূর্য্যগ্রহণকালে তু নান্যদহেষিতং ভবেদিতি যোগিনী-হৃদয়াচ্চ^৩ ॥ ১৭

তত্ত্বসারে— যদৈবেচ্ছা তদা দীক্ষা গুরোরাজ্ঞানুরূপতঃ ।

ন তিথির্ন ব্রতং হোমো ন জ্ঞানং ন জপক্রিয়া ।

দীক্ষায়াং কারণং কিন্তু স্বেচ্ছাবাপ্তে তু সদগুরৌ ॥ ১৮

সদগুরৌ সিদ্ধমন্ত্রগুরাবিতি মলিন্, চ-তত্ত্বম্^১ বারাহীতন্ত্রে—

বিচার করিবে না । সেই সময়ে মনুষ্যগণ কর্তৃক গুরুর নিকট হইতে যাহা গৃহীত হয়, তাহা ইষ্টকল প্রদান করে । বিনা আয়াসে বেগে মন্ত্রের সিদ্ধি হয় । ১৪-১৫

বেগতঃ শব্দের অর্থ—অবিলম্বে । রুদ্রজামলে বলিয়াছেন—

বিভাবসু (সূর্য্য) উপরক্ত (রাহগ্রহ) হইলে শাত্তিকী দীক্ষা গ্রহণ করিবে না । যদি চন্দ্রের গ্রহণ হয়, তাহা সেই বৈষ্ণবী দীক্ষাও গ্রহণ করিবে না । ১৬

তাং অর্থ—দীক্ষাম্ । এই বচনটি গোপাল ও শ্রীবিদ্যা ভিন্ন বিষয়ক । যেহেতু অন্যান্য পুণ্যযোগসমূহে ও চন্দ্র সূর্য্যের গ্রহণে—এইরূপ গোতমীর তন্ত্রের বচন এবং সূর্য্যগ্রহণ কালে অন্য কিছু অহেষিত হয় না—এইরূপ যোগিনীহৃদয়ের বচন আছে । ১৭

তত্ত্বসারে বলিয়াছেন—গুরুর আজ্ঞা অনুসারে যখন ইচ্ছা হইবে, তখনই দীক্ষা হইবে । ইহাতে তিথি নাই, ব্রত (নিয়ম) নাই, হোম নাই, জ্ঞান নাই, জপক্রিয়া নাই এবং এইগুলি দীক্ষার কারণ নহে । কিন্তু সদগুরুর উপস্থিতিতে নিজের ইচ্ছাই দীক্ষার কারণ । ১৮

সদগুরু শব্দের অর্থ—সিদ্ধমন্ত্র গুরু, ইহা মল মাসতন্ত্রে বলিয়াছেন । বারাহী তন্ত্রে বলিয়াছেন—

১। খ—অত্র ।

২। খ—কথঞ্চনেত্যনন্তরং সমযাতন্ত্রে—সরংকালে ইত্যাদি পাঠঃ । প্রত্যাবৃত্ত-পাঠে কথঞ্চনেত্যনন্তরং দদাতীষ্টমিতি পাঠঃ ।

৩। খ—হৃদয়াচ্ছেত্যনন্তরং বাহ্যঃ সৌম্যো গুরুরিতি পাঠঃ ।

শিষ্টানাহুয় গুরুণা কৃপয়া দীয়তে যদা ।

তদা লগ্নাদিকং কিঞ্চিন্ন বিচার্য্য কথঞ্চন ॥ ১৯

সৰ্বে বারা গ্রহাঃ সৰ্বে নক্ষত্রাণি চ রাশয়ঃ ।

যস্মিন্নহনি সন্তুষ্টো গুরুঃ সৰ্বে শুভাবহাঃ ॥ ২০

মুণ্ডমালাতন্ত্ৰে— মহাবিদ্যাসু সৰ্বাসু দীক্ষাকৰ্মণি পার্বতি ! ।

কালাদিশোধনং নাস্তি ন চামিত্রাদি-দূষণম্ ॥ ২১

এতাবতা সময়াদি-সৰ্বশুদ্ধৌ মুখ্যকল্পঃ । গ্রহণকল্পোহপি মুখ্যঃ, ততন্তৎ-
তৎ-তিথিবিশেষ-সংক্রান্তি-কল্পঃ । ততো মহাতীৰ্থ-কল্পঃ । ততঃ কেবলপূৰ্ব্বাজ্ঞা-
কল্প ইতি পঞ্চকল্পাঃ ॥ ২২

যোগিনীতন্ত্ৰে— গয়ায়াং ভাস্করক্ষেত্রে বিরজে চন্দ্রপৰ্বতে ।

চট্টলে চ মতঙ্গে চ তথা কল্যাণমেষু চ ।

ন গৃহীয়াৎ ততো দীক্ষাং তীৰ্থেষ্বেতেষু পার্বতি ! ॥ ২৩

মনুঃ— নাধীয়ীত শ্মশানান্তে গ্রামান্তে গোব্রজেহপি বা ।

বসিত্বা মৈথুনং বাসঃ শ্রাদ্ধিকং প্রতিগৃহ্য চ ॥ ২৪

শিষ্টগণকে আহ্বান করিয়া গুরু কণ্ঠ্য কৃপা পূর্বক যখন দীক্ষা প্রদত্ত হয়, তখন
লগ্নাদি কোন কিছুই কোন প্রকারে বিচার্য্য নহে । ১৯

যে দিনে গুরু সন্তুষ্ট, সে দিনে সমস্ত বার, সমস্ত গ্রহ, সমস্ত নক্ষত্র, সমস্ত রাশি
শুভকর হইয়া থাকে । ২০

মুণ্ডমালাতন্ত্ৰে বলিয়াছেন—হে পার্বতি ! সমস্ত মহাবিদ্যা সম্বন্ধীয় দীক্ষা কার্য্যে
কালাদি শোধন নাই, অমিত্রাদি দোষও নাই । ২১

এই সমস্ত গ্রহের বারা দীক্ষার পাঁচটি কল্প হয় । সময় প্রভৃতি সমস্ত শুদ্ধিতে মুখ্য
কল্প । গ্রহণ কল্পও মুখ্য কল্প । তাহার পর সেই সেই তিথি বিশেষ ও সংক্রান্তি কল্প ।
তাহার পর মহাতীৰ্থ কল্প । তাহার পর গুরুর কেবল আজ্ঞা কল্প । দীক্ষার এই
পাঁচটি কল্প । ২২

যোগিনী তন্ত্ৰে বলিয়াছেন—হে পার্বতি ! গয়ায়, ভাস্করক্ষেত্রে, বিরজে, চন্দ্র
পৰ্বতে, চট্টলে (পৰ্বত বিশেষে), মতঙ্গে ও কল্যাণমে—এই সমস্ত তীৰ্থে গুরুর নিকট
হইতে দীক্ষা গ্রহণ করিবে না । ২৩

মনু বলিয়াছেন—শ্মশানের সমীপে, গ্রামের সমীপে ও গোব্রজে (গোষ্ঠে) শ্রাদ্ধীয়
সিদ্ধান্তাদি গ্রহণ করিয়া ও মৈথুন বস্ত্র পরিধান করিয়া অধ্যয়ন করিবে না । ২৪

অতএব এতদ্বচন-বলাদেব বৈদিক-কর্মমাত্রে রাজি-বাসো-নিষেধো
রতি-বাস-পর এব প্রতীয়তে । এবমেব দীক্ষাতস্তে স্মার্তা বিবক্রঃ । ২৫

নাড়ীচক্রাদিবিচারঃ

ইদানীং চক্রাণি নিরূপ্যন্তে । তত্র নাড়ীচক্রম্ । যথা স্বরোদয়ে—

অশ্বিনাদি লিখেচ্চক্রং সর্পাকারং ত্রিনাড়িকম্ ।

তত্র বেধবশাজ্ জ্যেয়ং বিবাহাদি-শুভাশুভম্ ॥ ১

ত্রিনাড়ী-বেধ-নক্ষত্রমশ্বিনাদ্রা-যুগোস্তরা

হস্তেন্দ্র-মূল-বারুণ্যঃ পূর্বভাদ্রপদস্তথা ॥ ২ ইতি ক্রোড়নাড়ী ॥

যাম্যঃ সৌম্যো গুরুর্ঘোনিশ্চিত্রা মিত্র-জলাহ্বয়ম্ ।

ধনিষ্ঠা চোত্তরা ভাদ্রা^১ মধ্যনাড়ী ব্যবস্থিতা ॥ ৩

কৃত্তিকা রোহিণী সর্পো মঘা স্বাতী-বিশাখকে ।

উত্তরা শ্রবণা পৌষঃ পৃষ্ঠনাড়ী ব্যবস্থিতা ॥ ৪

অতএব এই বচন বলেই বৈদিক কর্মমাত্রে রাজি বাসের নিষেধ হওয়ার উহা
রতিবাস পরই প্রতীয়মান হইতেছে । এইরূপই দীক্ষা-তত্ত্বে স্মার্তা বলিয়াছেন । ২৫

এখন চক্র সমূহ নিরূপিত হইতেছে । তন্মধ্যে প্রথমে নাড়ীচক্র কথিত হইতেছে ।
যেমন স্বরোদরে বলিয়াছেন—

সর্পাকার ত্রিনাড়ী চক্র অঙ্কন করিয়া সেই চক্রে অশ্বিনী প্রভৃতি নক্ষত্রকে লিখিবে ।
ঐ নাড়ীর বেধ অনুসারে বিবাহ, দীক্ষা, গৃহারম্ভ প্রভৃতি কার্যের শুভাশুভ জানিতে
পারিবে । ১

ত্রিনাড়ীর (প্রাণ্ নাড়ী, মধ্য নাড়ী ও পৃষ্ঠ নাড়ীর) বেধ নক্ষত্র হইতেছে—
অশ্বিনী, আদ্রা, ভাহার যুগ (দ্বিতীয়) পুনর্বসু; উত্তর ফল্গুনী, হস্তা, ইন্দ্র (জ্যেষ্ঠা),
মূলা, বারুণ্য (শতভিষা) ও পূর্বভাদ্রপদ—এইটি ক্রোড় নাড়ী অর্থাৎ এই সকল
নক্ষত্র প্রাক্ নাড়ীতে লেখ্য । ২

যাম্য (ভরণী), সৌম্য (মূলশিরা), গুরু (পুশ্যা), ঘোনি (পূর্বফল্গুনী), চিত্রা,
মিত্র (অনুরাধা), জল (পূর্বাষাঢ়া), ধনিষ্ঠা ও উত্তরভাদ্রপদ—এইগুলি মধ্যনাড়ীতে
ব্যবহিত । ৩

কৃত্তিকা, রোহিণী, সর্প (অশ্বেষা), মঘা, স্বাতী, বিশাখা, উত্তরাষাঢ়া, শ্রবণা,
ও পৌষ (রেবতী)—এইগুলি পৃষ্ঠ নাড়ীতে ব্যবহিত । ৪

অশ্বাদি-নাড়ী-বেধক্ ষষ্ঠং দ্বিতীয়কং ক্রমাৎ ।

যামাদি-তুৰ্য্য-তুৰ্য্যঞ্চ কৃত্তিকাদি দ্বি-ষট্ঠককম্ ॥ ৫

এবং নিরীক্ষয়েদ্ বেধং কণ্ঠা-মস্ত্রে গুরৌ সুরে ।

পণাস্ত্রী-স্বামি-মিত্রেষু দেশে গ্রামে পুরে গৃহে ॥ ৬

একনাড়ীসু দিক্ষ্যানি যদি স্যার-কণ্ঠয়োঃ ।

তদা বেধং বিজানীয়াদ্ গুৰ্বাদিষু তথৈব চ ॥ ৭

একনাড়ী-স্থিতা যত্র গুরুমস্ত্রশ্চ দেবতা ।

তত্র ঘেষং রুজং মৃত্যুং ক্রমেণ ফলমাদিশেৎ ॥ ৮

একনাড়ী-স্থিতা ইতি । স্বনক্ষত্রেণ সহ গুরুনক্ষত্রং যন্তোক-নাড়ীস্থং, তদা
ঘেষঃ, যদি মস্ত্র-নক্ষত্রং, তদা রোগঃ, যদি দেবতা-নক্ষত্রং, তদা মৃত্যুঃ

প্রাঙ্ক্ নাড়ী বেধের নক্ষত্রে অশ্বিনাদি হইতে ষষ্ঠ, দ্বিতীয়, ষষ্ঠ, দ্বিতীয় এই
ক্রমে অশ্বিনী প্রভৃতি নক্ষত্র সমূহ অর্থাৎ প্রথম অশ্বিনী, পরে অশ্বিনী হইতে ছয়
আত্মা, তৎপরে আত্মা হইতে দ্বিতীয় পুনর্বসু, পরে পুনর্বসু হইতে ছয় উত্তরাষাঢ়া
এই ক্রমে লিখিতে হইবে । মধ্য নাড়ীবেধের নক্ষত্র সমূহে যামাদি (ভরণী প্রভৃতি)
হইতে চতুর্থ ক্রমে অর্থাৎ প্রথম ভরণী, পরে ভরণী হইতে চতুর্থ মৃগশিরা, পরে
মৃগশিরার চতুর্থ পুষ্যা ইত্যাদি ক্রমে নক্ষত্র লিখিত হইবে । পৃষ্ঠনাড়ীতে দ্বিতীয়,
ষষ্ঠ ইত্যাদি ক্রমে অর্থাৎ প্রথম কৃত্তিকা, পরে কৃত্তিকার দ্বিতীয় রোহিণী, পরে
রোহিণীর ষষ্ঠ অশ্বেষা ইত্যাদি ক্রমে নক্ষত্র লিখিত হইবে । ফলিতার্থ হইতেছে—
প্রাঙ্ক্ নাড়ীতে ১।৬।৭।১২।১৩।১৮।১৯।২৪।২৫ ; মধ্যনাড়ীতে ২।৫।৮।১১।১৪।১৭।২০।২৩।
২৬ ; পৃষ্ঠ নাড়ীতে ৩।৪।৯।১০।১৫।১৬।২১।২২।২৭ সংখ্যার নক্ষত্র সমূহ লিখিত হইবে । ৫

এইরূপে তিনটি নাড়ীতে নক্ষত্র পাত করিয়া তাহাদের বেধ কণ্ঠা, উপাসনীর মস্ত্র,
গুরু, দেবতা, পণাস্ত্রী (পণিকা), স্বামী, মিত্র, দেশ, গ্রাম, পুর, গৃহ প্রভৃতি স্থলে
নিরীক্ষণ করিবে । ৬

যদি বর ও কণ্ঠার নক্ষত্র একনাড়ীস্থ হয়, তবে নাড়ীবেধ হইয়াছে, বুঝিতে হইবে ।
গুৰ্বাদিস্থলে অর্থাৎ গুরু-শিষ্যের, সেব্য-সেবকের, উপাস্ত উপাসক প্রভৃতি স্থলেও
সেইরূপ অর্থাৎ উহাদের নক্ষত্র এক নাড়ীতে অবস্থিত হইলে নাড়ীবেধ হয়,
জানিবে । ৭

যেখানে (নিজের নক্ষত্রের সহিত) গুরু, মস্ত্র ও দেবতার নক্ষত্র এক নাড়ীতে
অবস্থিত হয়, সেখানে যথাক্রমে বিষেষ, রোগ ও মরণ ফল নির্দেশ করে । ৮

একনাড়ী স্থিতা; এই কথাই এই অর্থ—যদি নিজের নক্ষত্রের সহিত গুরুর নক্ষত্র

গ্রাদিত্যর্থঃ । এতাবতা গুরু-নক্ষত্রমপি জ্ঞাতুমুচিতমিত্যায়াতম্ । স্বস্ত্য গুরোশ্চ
প্রকৃত-নক্ষত্রজ্ঞানে বক্ষ্যমাণ-নক্ষত্র-চক্রানুসারেণ নামাত্মক্ষরভো নক্ষত্রং
গ্রাহম্, মন্ত্র-দেবতয়োঃ স্মৃতরামাত্মক্ষরক্রমেণেতি বিভাবনীয়ম্ ॥

কুলাকুল-চক্রনিরূপণম্

ধনি-মন্ত্রঃ ন গৃহীয়াৎকুলঞ্চ তথৈব চ । ইতি তন্ত্রবচনাদকুল-মন্ত্রস্ত্যা-
গ্রাহত্যাং কুলমন্ত্রস্ত্য গ্রাহত্যাং কলাকুলচক্রং নিরূপ্যতে । তত্র চ কুলং
মিত্রম্, অকুলং শক্রঃ, তয়োজ্ঞাপকতয়া কুলাকুল-পদবাচ্যতা । ১০

নিবন্ধে— কুলাকুল-বিভেদং হি বক্ষ্যামি মন্ত্রিণামিহ ।

বায়ুগ্নি-ভূ-জলাকাশাঃ পঞ্চাশল্পিপয়ঃ ক্রমাৎ ॥ ১১

পঞ্চ হ্রস্বাঃ পঞ্চ দীর্ঘা বিন্দুস্তাঃ সন্ধি-সন্তুবাঃ ।

কাদয়ঃ পঞ্চশঃ স্বক্ষলসহাস্তাঃ সমীরিতাঃ ॥ ১২

যথা—অ আ এ ক চ ট ত প য ষা মারুতাঃ । ই ঈ ঐ খ ছ ঠ থ ফ র
ক্ষা আগ্নেয়াঃ । উ উ ও গ জ ড় দ ব ল লাঃ পাথিবাঃ । ঝ ঞ ঞ ঝ ঞ চ ধ ভ
ব সা বারুণাঃ । ১ ২ অং ও ঞ গ ন ম শ হা নাভসাঃ । ১৩

এক নাড়ীতে অবাস্তিত হয়, তখন দ্রব্য, যাদ মন্ত্র নক্ষত্র একনাড়ীস্থ হয়, তখন রোগ,
যাদ দেবতার নক্ষত্র এক নাড়ী স্থিত হয়, তখন মৃত্যু হইবে। উক্ত বচনে এইরূপ
উক্ত হওয়ার গুরুর নক্ষত্রও জানা আবশ্যক, ইহা সূচিত হইয়াছে। নিজের ও গুরুর
প্রকৃত নক্ষত্র জানা না থাকিলে বক্ষ্যমাণ নক্ষত্র-চক্র অনুসারে নামাদির অক্ষর হইতে
নক্ষত্র গ্রহণ করিতে হইবে। মন্ত্র ও দেবতার স্মৃতাং আদি অক্ষর ক্রমে নক্ষত্র
গ্রহণ কর্তব্য, ইহা চিন্তা করিবে। ৯

ধনি-মন্ত্র গ্রহণ করিবে না, সেইরূপ অকুল মন্ত্রও গ্রহণ করিবে না—এই তন্ত্র বচন
অনুসারে অকুল মন্ত্রের অগ্রাহতা হেতু কুলমন্ত্রের গ্রহণের জন্য কুলাকুল চক্র নিরূপিত
হইতেছে। উল্লিখিত কুল হইতেছে মিত্র, অকুল শক্র। এই কুল (মিত্র) ও অকুলের
(শক্র) জ্ঞাপক বলিয়া ঐ চক্র কুলাকুল পদবাচ্য হইয়াছে। ১০

নিবন্ধে বলিয়াছেন—এই স্থলে মন্ত্রিগণের কুলাকুলের বিভেদ বলিতেছি। বায়ু,
অগ্নি, পৃথিবী, জল ও আকাশ—এই পঞ্চভূতময় পঞ্চাশৎ বর্ণ ক্রমাগত্রে রাখিয়া
কুলাকুল নির্ণয় করিবে। ১১

পাঁচটি দ্রব্য, পাঁচটি দীর্ঘ, অনুসার, সন্ধিজাত, ককারাদি পাঁচটি বর্ণ, স্ব ক্ষ ল স হ ও
অন্ত (ক্ষ)—এই ছয়টি বর্ণ লইয়া কুলাকুলের পঞ্চাশৎ বর্ণ কথিত হইয়াছে। ১২

যেমন—অ আ এ ক চ ট ত প য ষ—এইগুলি বায়বীয় বর্ণ। ই-ঈ ঐ খ ছ ঠ

অত্র লকারদ্বয়স্য পৃথক্ প্রয়োজনাভাবেহপি মাতৃকাবর্ণানাং লকার-দ্বয়-
বহ্বানুরোধাৎ^১ তথা নির্দেশঃ । লকারদ্বয়স্য চৈকস্থান-পরত্বান্ন কলবৈজাত্য-
মাশঙ্কনীয়ম্ । এবমত্র চক্রে^২ ক্ষকারঃ ক্ষকারত্বেনাগ্নেয়তয়া গ্রাহ্যঃ, ন তু
ককারাদিভেন বা যবীয়তয়া ইত্যবধেয়ম্ । ১৪

নিবন্ধে— সাধকস্মাক্ষরং পূর্বং মন্ত্ৰস্ত্যপি তদক্ষরম্ ।

যত্বেক-ভূতদৈবত্যাং জানীয়াৎ স্বকুলং হি তৎ ॥ ১৫

ভৌমস্য বারুণং মিত্রমাগ্নেয়স্ত্যপি মারুতম্ ।

মারুতং পার্থিবানাঞ্চ চাগ্নেয়মন্তুসাং রিপুঃ^৩ ॥ ১৬

অস্মার্থঃ—সোম-বারুণয়োরাগ্নেয়-মারুতয়োর্মারুত-পার্থিবয়োঃ পরস্পরং
মিত্রতা । আগ্নেয়-বারুণয়ো চকারাদাগ্নেয়-পার্থিবয়োঃ পরস্পরং শত্রুতা ।
আগ্নেয়মন্তুসাঞ্চ শত্রুরিতি চকারব্যত্যয়াদম্বয়ঃ । নাভসং সর্বেষাং মিত্রমেব । ১৭

খ ক ব ক—এইগুলি আগ্নেয় বর্ণ । উ উ ও গ জ ড দ ব ল ল—এইগুলি পার্থিব বর্ণ ।
ক্ষ ঞ ঔ ঘ ঞ চ ধ ভ ব স এইগুলি জলীয় বর্ণ । ১১ অং ও ঞ ৭ ম শ ও হ—এইগুলি
নাভস বর্ণ । ১০

এই স্থলে লকার দ্বয়ের পৃথক্ প্রয়োজন না থাকিলেও মাতৃকাবর্ণ সমূহের লকার
দ্বয়-বহুর অনুরোধে সেইরূপ নির্দেশ হইয়াছে । লকার দ্বয়ের এক স্থানে স্থিতিহেতু
কলভেদের আশঙ্কা নাই । অতএব এই চক্রে ক্ষকার ক্ষকারত্বরূপে আগ্নেয় বর্ণ বলিয়া
গ্রহণীয়, কিন্তু ককারাদিরূপে বা যবীয়রূপে গ্রহণীয় নহে, ইহা জানিবেন । ১৪

নিবন্ধে বলিয়াছেন—প্রথম মন্ত্ৰ গ্রহীতা সাধকের নামের প্রথম অক্ষর ও গ্রহণীয়
মন্ত্ৰের সেই প্রথম অক্ষর যদি এক ভৌত (ভূতের) এবং এক দৈবতক হয়, তবে ঐ
অক্ষরকে স্বকুল জানিবে । ১৫

বারুণ বা জল বর্ণ পার্থিব বর্ণের মিত্র, আগ্নেয় বা অগ্নিবর্ণেরও মারুত বা বায়বীয়
বর্ণ মিত্র । পার্থিব বর্ণের বায়বীয় বর্ণ শত্রু, আগ্নেয় বর্ণ ও জলীয় বর্ণ পরস্পর শত্রু
জানিবে । ১৬

ইহার অর্থ হইতেছে—সোম ও বারুণ বর্ণের, আগ্নেয় ও বায়বীয় বর্ণের মারুত ও
পার্থিব বর্ণের পরস্পর মিত্রতা । আগ্নেয় ও বারুণ বর্ণের, চকারের দ্বারা বুঝা যায়,
আগ্নেয় ও পার্থিব বর্ণের পরস্পর শত্রুতা । আগ্নেয় বর্ণ জলীয় বর্ণের শত্রু, এইস্থলে
চকারের ব্যতিক্রমে অবয়ব হইবে । নাভস বর্ণ সকলের মিত্র । ১৭

তথাচ রুদ্রজামলে—পাণ্ডিবে বাকুণং মিত্রং তৈজসং শত্রুরীকৃতম্ ।

নাভসং সর্ব-মিত্রং শ্রাদ্ বিরুদ্ধং নৈব শীলয়েৎ ॥ ১৮

অথ ষট্পদচক্রম্

যথা শারদাতিলক-টীকাকার-রাঘবভট্ট-ধৃতবচনম্—

ষট্পদং চক্রমালিখ্য প্রাগাদিষু দলেষু চ ।

অকারাভ্যন্তরমেকৈকং লিখেন্ মিত্রঃ সপ্তকুটকম্ ।

স্বনামাভ্যন্তরং যত্র তদারভ্য বিচারয়েৎ ॥ ১৯

মন্ত্রাভ্যন্তরপর্য্যন্তমিত্যর্থঃ । ফলন্ত—

উদিতে সম্পদ্বিষ্টা দ্বিতীয়ে সম্পদাং ক্ষয়ঃ ।

তৃতীয়ে চ ধৃতিং^১ বিজ্ঞাচ্চতুর্থে বন্ধুবিগ্রহঃ ।

পঞ্চমঃ সংশয়ার্থঃ শ্রাৎ ষষ্ঠঃ সর্ববিনাশকঃ ॥ ২০

রুদ্র জামলে তাহাই বলিয়াছেন—বাকুণ বর্ণ পাণ্ডিবে বর্ণের মিত্র ; কিন্তু তৈজস বর্ণ শত্রু কথিত হইয়াছে । নাভস বর্ণ সকল বর্ণের মিত্র । এহলে বিরুদ্ধ অনুশীলন করিবে না । ১৮

টিপ্পনী । মিত্র বর্ণে সিদ্ধি লাভ, উদাসীন বর্ণে কোন ফল নাই কথিত হইয়াছে । অমিত্র (শত্রু) বর্ণে মৃত্যু ও ব্যাধি হইতে পারে । বন্ধুতে উত্তম সিদ্ধি লাভ হয় ।

মিত্রে সিদ্ধিঃ সমাখ্যাতা চোদাসীনে ন কিঞ্চন । মৃত্যুর্ব্যাধিরমিত্রে চ বন্ধুলে সিদ্ধিরুত্তমা ॥—ভট্টসারধৃত বচন । ১৮

অনন্তর ষট্পদ চক্র কথিত হইতেছে । এ সম্বন্ধে শারদাতিলক ভট্টের টীকাকার রাঘব ভট্টের ধৃত বচন হইতেছে । যথা—

ষট্পদ চক্র সম্যকরূপে লিখিয়া তাহার পূর্বাদি দল সমূহে অকার হইতে অন্তবর্ণ পর্য্যন্ত এক একটী বর্ণ লিখিবে । তাহাতে বস্ত ও ক্লীববর্ণ হীন বর্ণকুট হইবে । যেখানে নিজ নামের প্রথম অক্ষর, সেই স্থান হইতে আরম্ভ করিয়া (মন্ত্রের আদি অক্ষর পর্য্যন্ত) বিচার করিবে । ১৯

নিজ নামের প্রথম অক্ষর হইতে মন্ত্রের আদি অক্ষর পর্য্যন্ত বিচার করিবে—এই অর্থ । ফল হইতেছে—

উদিতে (প্রথমে) সম্পদ কথিত হইয়াছে । দ্বিতীয় দলে সম্পদের নাশ, তৃতীয় দলে ধৃতি জানিবে । চতুর্থ দলে বন্ধু বিগ্রহ । পঞ্চম দলটি সংশয় ফলক এবং ষষ্ঠ দলটি সর্ব বিনাশক । ২০

উদিত্তে প্রথমে ইত্যর্থঃ । অখাষ্টবর্গচক্রম্ । যথা রাঘবভট্টঃ—

অবর্গঃ পক্ষী বিজ্ঞেয়ো মার্জারশ্চ কবর্গকঃ ।

চবর্গশ্চ তথা সিংহষ্টবর্গশ্চৈব কুকুরঃ ॥ ২১

তবর্গো নাগ ইত্যাঙ্কো মুষিকশ্চ পবর্গকঃ ।

যবর্গশ্চ গজো জ্ঞেয়ঃ শবর্গো হৃজ-মেষকঃ ॥ ২২

অজমেষক ইতি । অজাত্মকো মেঘাত্মকশ্চ পরিভাষিত ইত্যর্থঃ অর্থমর্থঃ—
নব রেখা দত্ত্বা অষ্টগৃহাণি কৃত্বা তেষু বর্ণান্ শ্রুসেৎ । অবর্গ ইতি । অ আ ই
ঈ উ ঊ ঋ ঌ ড এ ঐ ও ঔ অং অঃ । যবর্গঃ—য র ল বাঃ । শবর্গঃ—
শ ষ স হ ক্ষাঃ । তথা চ মন্ত্রশ্রাভ্যক্ষরেণ সাধকনামাত্মক্ষরেণ চ গৃহং লক্ষয়িত্বা
ফলং বদেৎ । ২৩

যথা— গরুড়-সর্পয়োর্বৈরং তথা চ গজ-সিংহয়োঃ ।

মার্জার-মুষয়োর্বৈরং বৈরং কুকুর-মেষয়োঃ ॥ ২৪

ততশ্চ বৈরিমন্ত্রং ন গৃহীয়াদিত্তি লক্ষম্ । অত্রৈদং তত্ত্বং—সাধকশ্চ সর্পে
গজদে মুষিকদে বা সাধ্যশ্চ গরুড়াত্তং সিংহত্বং মার্জারত্বঞ্চ বিরুদ্ধমেব । যদি

উদিত্তে এই-কথার অর্থ—প্রথমে । অনন্তর অষ্ট-বর্গ চক্র কথিত হইতেছে ।
যেমন রাঘব ভট্ট বলিয়াছেন—

অবর্গকে গরুড় পক্ষী, কবর্গকে মার্জার, সেইরূপ চবর্গকে সিংহ, টবর্গকে কুকুর
জানিবে । তবর্গ নাগ বলিয়া কথিত হইয়াছে । পবর্গকে মুষিক এবং যবর্গকে গজ
জানিবে । শবর্গ অজ ও মেষ স্বরূপ জানিবে । ২১-২২

অজমেষক, এই কথার এই অর্থ—অজস্বরূপ ও মেষ স্বরূপ পরিভাষিত হইয়াছে ।
এই স্লোকের এই অর্থ হইতেছে—নয়টি রেখা দিয়া আটটি গৃহ করিয়া সেই কোণ-
গুলিতে বধাক্রমে বর্গের বর্ণ সমূহ স্থাপন করিবেন । অবর্গ হইতেছে—অ আ ই ঈ উ ঊ
ঋ ঌ ড এ ঐ ও ঔ অং অঃ । যবর্গ—য র ল ব । শবর্গ—শ ষ স হ ক্ষ । এইরূপ
হইলে মন্ত্রের আদি অক্ষর ও সাধকের নামের আদি অক্ষরের দ্বারা গৃহকে লক্ষ্য করিয়া
ফল বলিবেন । ২৩

যেমন—গরুড় পক্ষী ও সর্পের শত্রুতা, সেইরূপ গজ ও সিংহের, মার্জার ও
মুষিকের, কুকুর ও মেষের বৈরিতা জানিবে । ২৪

তাহাতে—বৈরী মন্ত্র গ্রহণ করিবে না—এইটি পাওয়া গেল । এখানে তত্ত্ব এই যে,
সাধক সর্প, গজ ও মার্জার হইলে সাধ্যের গরুড়, সিংহ ও মার্জার বিরুদ্ধই হইবে ।

চ শুদ্ধমন্ত্ৰো ন মিলতি, সাধকো গরুড়ো সিংহো মার্জারো বা ভবতি, তদা সৰ্পো গজো মুষিকো বা মন্ত্ৰো গ্রাহঃ^১, সাধকশ্চ সাধ্য-ক্ষতি-করণাসমর্থত্বা-দিত্যস্মাকীনা যুক্তিরিত্যষ্টবর্গচক্রম্ । ২৫

অথ রাশিচক্রম্

শারদায়াং^২—স্বতর-রাশিকোষ্ঠানামনুকূলান্ ভজেন্ মনুন্ । ইতি বচনান্নক্ষত্রচক্র-রাশিচক্র-সিদ্ধাদিচক্রাণামাবশ্যকতয়া লাঘবাৎ প্রথমং রাশি-চক্রং নিরূপ্যতে^৩ । যথা কল্পদ্রুমে (২৬)—

রেখাদ্বয়ং পূর্বপরেণ কুর্য্যাৎ তন্মধ্যতো যাম্য-কুবের-ভেদাৎ ।

একৈকমীশান-নিশাচরে তুহতাশ-বায়ুবিলিখে ততোহর্গান্ ॥ ২৭

বেদাগ্নি-বহ্নি-যুগল-শ্রবণাঙ্কি-সংখ্যান্

পঞ্চেনু-বাণ-শর-পঞ্চ-চতুষ্টয়ার্গান্ ।

যদি শুদ্ধ মন্ত্ৰ না পাওয়া যায়, সাধক যদি গরুড়, সিংহ বা মার্জার হয়, তখন সৰ্প, গজ বা মুষিক মন্ত্ৰ গ্রহণীয়, যেহেতু ঐ সাধক সাধ্যের ক্ষতি করিতে সমর্থ নহে । ইহা আমার যুক্তি । অষ্ট বর্গচক্র সমাপ্ত হইল । ২৫

অনন্তর রাশিচক্র কথিত হইতেছে । শারদাতিলক-তন্ত্রে বলিয়াছেন—নিজ নামের তারা কোষ্ঠ (নক্ষত্র চক্র) ও রাশি কোষ্ঠের (রাশি চক্রের) অনুকূল মন্ত্ৰের উদাসনা করিবেন—এই বচনানুসারে নক্ষত্রচক্র, রাশিচক্র ও সিদ্ধাদি চক্র সমূহের বিচার আবশ্যক হওয়ার লাঘববশতঃ প্রথমে রাশি-চক্র নিরূপিত হইতেছে । যেমন কল্পদ্রুমে বলিয়াছেন (২৬)—

প্রথমে পূর্ব ও পশ্চিমে কিছু ব্যবধানে দুইটি সরল রেখা অঙ্কিত করিবে । পরে ঐ রেখাদ্বয়ের মধ্য স্থলে উত্তর দক্ষিণ লম্বমান আর দুইটি সেইরূপ রেখা অঙ্কন করিবে । পরে নিশাচর (রাক্ষস) ও ঈশানে এবং অগ্নি ও বায়ুকোণে আড়া আড়ি এক একটি রেখা অঙ্কন করিবে । তাহাতে একটি রাশিচক্র উৎপন্ন হইবে । তাহার পর মেঘাদি ক্রমে বর্গগুলিকে লিখিবে । ২৭

প্রথমে মেঘ, বৃষ প্রভৃতি বারটি গৃহে যথাক্রমে বেদ (চারি) সংখ্যক, অগ্নি (তিন) সংখ্যক, বহ্নি (তিন) সংখ্যক, যুগল (দুই) সংখ্যক, শ্রবণ (কর্ণ—দুই) সংখ্যক, অঙ্কি (দুই) সংখ্যক, পরে তুলার পাঁচ সংখ্যক, পরে ইবু (পাঁচ) সংখ্যক, তৎপরে বাণ (পাঁচ) সংখ্যক, শর (পাঁচ) সংখ্যক, পরের গৃহে কুন্তে পাঁচ সংখ্যক

১। খ—গ্রাহ ইত্যনন্তরম্ ইত্যস্মাকীনা যুক্তিরিত্যাদি পাঠঃ ।

২। খ—তন্ত্রে । ৩। খ—নিরূপ্যতে । অথ রাশিচক্রম্ । কল্পদ্রুমে ইতি পাঠঃ ।

মেঘাদিতঃ প্রবিলিখেৎ সকলাংশ্ব বর্ণান্

কন্যাগতান্ প্রবিলিখেদধ্ব শাদি-বর্ণান্ ॥ ২৮

শারদায়াং—বালং গৌরং খুরং শোণং শমী শোভেতি রাশিষু ।

ক্রমেণ ভেদিতা বর্ণাঃ কন্যায়াং শাদয়ঃ স্মৃতাঃ ॥ ২৯

অস্ত্রাভিপ্রেত-সংকেতস্ত্ব কু চু টু তু পু যা বর্ণান্তেষাং প্রথম-দ্বিতীয়-তৃতীয়-চতুর্থ-পঞ্চম-বর্ণৈর্মেষাদিষু এক-দ্বি-ত্রি-চতুঃ-পঞ্চবর্ণাঃ^১ ক্রমেণ বোধ্যাঃ । তথাচ বা-শব্দ-বকারো যবর্গ-চতুর্থস্তেন মেঘে বর্ণ চতুক্ষম, লকারো যবর্গ-তৃতীয়স্তেন বৃষে বর্ণত্রয়ম্ । এবমুত্তরত্রাপি^২ । বচনদ্বয়ে শাদিপদেন শ য স হ ল ক্কাণাং বর্ণানাং গ্রহণম্, অং অঃ শ য স হ ল ক্কাশ্চ, কন্যায়ামষ্টকং ভবেদিত্তি মন্ত্র-মুক্তাবলী-বচনাৎ । অত্র—চতুর্ভির্যাদিভিঃ সার্কিং ক্কারশ্চৈব মীনগঃ ইতি

ও মীনে চারি সংখ্যক বর্ণ লিখিবে । এই ক্রমে মেঘাদি হইতে বর্ণ সকল লিখিবে । পরে কন্যাতে শাদি বর্ণ (শ য স হ ল ক) বর্ণ লিখিবে । ২৮

শারদাভিলকে বলিয়াছেন—বা ল গো র খু র শো ণ শ মী শো ভা—এই সংকেত অনুসারে মেঘাদি বারটি রাশিতে বর্ণগুলি বিভাগ ক্রমে স্থাপিত হইবে । কন্যাতে বরের অন্ত্য বর্ণ ৫ ও : (অং ও অঃ) এবং শাদিবর্ণ (শ য স হ ল ক) কথিত হইয়াছে । ২৯

এই কারিকার অভিপ্রেত সংকেত হইতেছে—কু চু টু তু পু ও য—এই কয়টি বর্ণ অর্থাৎ কবর্গ, চবর্গ, টবর্গ, ভবর্গ, পবর্গ ও যবর্গ । সেই বর্ণসমূহের প্রথম, দ্বিতীয়, তৃতীয়, চতুর্থ ও পঞ্চম বর্ণের সহিত যথাক্রমে মেঘাদিতে এক, দুই, তিন, চারিটি বর্ণ ও পাঁচটি বর্ণ জানিতে হইবে । তাহা হইলে প্রথম সংকেত বাকারের বকারটি যবর্গের চতুর্থ বর্ণ, সুতরাং মেঘে অকারাদি চারিটি বর্ণ লিখিত হইবে । দ্বিতীয় সংকেত ল, উহা যবর্গের তৃতীয় বর্ণ, সুতরাং বৃষে তিনটি বর্ণই লিখিত হইবে । উত্তরবর্তী মিথুনাदि স্থলেও এইরূপ বুঝিতে হইবে । যেমন—গৌ শব্দের লকারটি কবর্গের তৃতীয় বর্ণ, সুতরাং মিথুনে তিনটি বর্ণই লিখিত হইবে । র শব্দের রকারটি যবর্গের দ্বিতীয় বর্ণ, সুতরাং কর্কটে দুইটি বর্ণ লিখিত হইবে । এই ভাবে সংকেতিত বর্ণটি বর্ণের যত সংখ্যক বর্ণ হইবে, রাশি কোঠে তত সংখ্যক বর্ণ লিখিতে হইবে । আগমকল্পক্রম ও শারদাভিলকের দুইটি বচনে শাদি পদের দ্বারা শ য স হ ল ক্কা বর্ণ সমূহের গ্রহণ হইয়াছে । সুতরাং কন্যাতে অং অঃ শ য স হ ল ক্কা—এই আটটি বর্ণ লিখিত হইবে ; যেহেতু কন্যাতে অং অঃ শ য হ ল ক্কা এই আটটি বর্ণ হইবে—এই মন্ত্রমুক্তাবলীর বচন

প্রপঞ্চসার-বচনাং ক্ষকারস্থাপি মীনে প্রবেশ ইতি রাঘবভট্টঃ । লকারস্থো-
ভয়ত্র সম্বন্ধেহপি মীনে বিচার আবশ্যকঃ । ক্ষকারস্থ তু কণ্ঠায়াং বিচার
আবশ্যকঃ, বহুসম্মতত্বাদিত্তি তত্ত্বম্ ৩০

তথাচ^১—অ আ ই ঈ মেঘঃ । উ উ ঋ বৃষঃ । ঋ, ৯ ৯ মিথুনম্ । এ ঐ
কর্কটঃ । ও ঔ সিংহঃ । অং অঃ শ ষ স হ ল ক্ষাঃ কণ্ঠা । কু তুলা, চু বৃশ্চিকঃ,
টু ধনুঃ, তু মকরঃ, পু কুম্ভঃ, য র ল বা মীনঃ ॥ ৩১

ততশ্চ^২— স্বরাশের্মজ্জরাশ্যন্তং গণনীয়ং বিচক্ষণৈঃ ।

রাশীনাং শুদ্ধতা জ্ঞেয়া ত্যজ্জেক্ষকং যুতিং ব্যয়ম্ ॥ ৩২

স্বরাশেরজ্ঞানে তু রাশিচক্রানুসারেণ^৩ স্বনামাত্মকরসম্বন্ধি-রাশিঃ গৃহীত্বা
গণয়েৎ, সাধ্যাত্মকর-রাশ্যন্তং গণয়েৎ সাধকাত্মকরাদিত্তি রামার্চনচন্দ্রিকা-
বচনাং, অজ্ঞাতে রাশি-নক্ষত্রে নামাত্মকর-রাশিত ইতি নারায়ণীয়াচ্চ । ৩৩

আছে । এই চক্রে যদি চারিটি বর্ণের সহিত ক্ষকার মীনরাশি গত হইবে—এই
প্রপঞ্চসার ভট্টের বচন অনুসারে ক্ষকারেরও মীনে প্রবেশ হইবে, ইহা রাঘব ভট্ট
বলেন । লকারের উভয় স্থলে সম্বন্ধ হইলেও মীনে বিচার আবশ্যক এবং ক্ষকারের
কণ্ঠায় বিচার আবশ্যক ; যেহেতু উহাতে বহু ব্যক্তির সম্মতি আছে, ইহাই তত্ত্ব । ৩০

তাহা হইলে—অ আ ই ঈ হইতেছে মেঘ । উ উ ঋ—বৃষ । ঋ, ৯ ৯ তিনটি মিথুন ।
এ ঐ দুইটি কর্কট । ও ঔ দুইটি সিংহ । অং অঃ শ ষ স হ ল ক্ষ—এইগুলি কণ্ঠা । কু—
কবর্গটি তুলা । চু—চবর্গটি বৃশ্চিক । টু—টবর্গটি ধনুঃ । তু—তবর্গটি মকর । পু—
পবর্গটি কুম্ভ এবং য র ল ব বর্ণ গুলি মীন । ৩১

তাহার পর নিজের রাশি হইতে মন্ত্রের রাশির অন্ত পর্য্যন্ত বিচক্ষণ সাধক গণনা
করিবে । তাহাতে মেঘারি রাশির শুদ্ধতা জানিবে । যুত্যা রাশি ও ব্যয় রাশি ত্যাগ
করিবে । ৩২

নিজের রাশির জ্ঞান না থাকিলে কিন্তু রাশি-চক্র অনুসারে নিজ নামের আদ্য
অক্ষর সম্বন্ধী রাশিকে গ্রহণ করিয়া গণনা করিবেন । যেহেতু সাধকের অক্ষর হইতে
সাধ্যের (শিষ্যের) আদ্য অক্ষরের রাশি পর্য্যন্ত গণনা করিবে—এইরূপ রামার্চন-
চন্দ্রিকার বচন এবং রাশি ও নক্ষত্র অজ্ঞাত হইলে নামের আদি অক্ষরের রাশি হইতে
গণনা করিবে—এইরূপ নারায়ণীর ভট্টের বচন আছে । ৩৩

যং তু^১— এক পঞ্চ নব বান্ধবাঃ স্মৃতা যৌ চ ষট্ চ দশমাষ্ট সেবকাঃ ।

বহি-রুদ্র-মুনরুস্ত পোষকা দ্বাদশাষ্ট-চতুরস্তু* ঘাতকাঃ ॥ ৩৪

ইতি । তদ বিষ্ণুবিষয়ম্, রামার্চনচন্দ্রিকোক্তদ্বাং^২ । শক্ত্যাদৌ তু—
ষষ্ঠাষ্টম-দ্বাদশানি বজ্র^৩নীয়ানি দেশিকৈঃ,^৩ পূর্বোক্তবচনাং ॥ ৩৫

লগ্নং ধনং ভ্রাতৃ-বন্ধু-পুত্র-শত্রু-কলত্রকাঃ ।

মরণং ধর্ম-কর্মায়-ব্যয়া দ্বাদশ রাশয়ঃ ॥

নামানুরূপমেতেষু শুভাশুভ-ফলং দিশেৎ ॥ ৩৬

ইতি শারদাবচনাচ্চ^৪ । বৈষ্ণবে তু শত্রুস্থানে বন্ধুরিতি বন্ধুস্থানে শত্রুরিতি
চ পাঠঃ । তথাচ তন্ত্ররাজে—

তেন মন্ত্রাদিবর্ণেন নামশচাত্ত্বক্ষরেণ চ ।

গণয়েদ্ যদি ষষ্ঠং বাপ্যষ্টমং দ্বাদশস্ত বা ॥

রিপূর্মন্ত্রাণ্ডবর্ণঃ স্ত্যাং তেন তস্মাহিতং ভবেৎ ॥ ৩৭

আর যে এই বচন আছে—প্রথম, পঞ্চম ও নবম রাশিগুলি বান্ধব কথিত হইয়াছে ।
দ্বিতীয়, ষষ্ঠ ও দশম রাশি সেবক এবং বহি (তৃতীয়), রুদ্র (একাদশ) ও মূনি
(সপ্তম) পোষক এবং দ্বাদশ, অষ্ট ও চতুর্থ রাশিকে ঘাতক জানিবে । ৩৪

তাহা বিষ্ণুবিষয়ক জানিবেন । যেহেতু উক্ত বচনটি রামার্চনচন্দ্রিকাতে ধৃত
হইয়াছে । শক্ত্যাদি বিষয়ে কিন্তু পূর্বোক্ত বচন অনুসারে ষষ্ঠ, অষ্টম ও দ্বাদশ রাশি
দেশিক কর্তৃক বর্জনীয় । ৩৫

লগ্ন, ধন, ভ্রাতৃ, বন্ধু, পুত্র, শত্রু, স্ত্রী, মরণ, ধর্ম, কর্ম, আর ও ব্যয়—এই বারটি
রাশির যথাক্রম নামের অনুরূপ শুভ ও অশুভ ফল নির্দেশ করে । ৩৬

এইরূপ শারদাভিলকের বচনও আছে । বৈষ্ণব বিষয়ে কিন্তু শত্রু স্থানে বন্ধু এই
পাঠ এবং বন্ধু স্থানে শত্রু এই পাঠ হইবে । তন্ত্র-রাজ তন্ত্রে তাহাই বলিয়াছেন—

সেই মন্ত্রের আদি বর্ণের দ্বারা এবং নামের আদি অক্ষরের দ্বারা গণনা করিবে ।
যদি মন্ত্রের আদি বর্ণ ষষ্ঠ, অষ্টম বা দ্বাদশ হয়, তবে শত্রু হইবে, তাহাতে তাহার
অহিত হইবে । ৩৭

১। ঋ—যং তু হলে রামার্চনচন্দ্রিকারানুসারে পাঠ্য ।

* চতুরবিভ্যক্ত আগমকার্য্যমনিতামিত্যামাগমভাব ইতি । ২। ঋ—রামার্চনচন্দ্রিকাভূতদ্বাং ।

৩। ঋ—দৈনিকৈরিত্যমন্তরং তদ্বাস্তরে—লগ্নং ধনমিত্যাदि পাঠঃ ।

৪। ঋ—ইতি শারদাবচনাচ্চেতি পাঠো নাস্তি ।

অত্র কেচিৎ লগ্নোহতিক্রেশ-জনক ইতি বচনভাগং পঠন্তি । ৩৮

অথ নক্ষত্রচক্রম্

পিঙ্গলাতন্ত্রে— উত্তরাদ্ দক্ষিণাথাস্ত রেখাং কুর্য্যচ্চতুষ্টয়ীম্ ।

দশরেখাঃ পশ্চিমাস্তাঃ কর্তব্যা বরবর্ণিনি ! ॥ ৩৯

অশ্বিনাদি-ক্রমেণৈব বিলিখেৎ তারকাঃ পুনঃ ।

বক্ষ্যমাণ বিধানেন তন্মধ্যে বর্ণকান্ লিখেৎ ॥ ৪০

পক্ষৈক-ত্র্যাক্ষি-রূপাবনি-ভুজ-শশি যুগ্-যুগ্-ভূ-যুগ্-পক্ষা

যুগ্মৈক-দ্বি-ত্রি-রূপানল-শশি-শশি-ভূ-দ্বোক-পক্ষাগ্নি-বেদাঃ ।

বর্ণাঃ ক্রমাৎ স্বরাস্ত্যো তু রেবত্যাংশগতাবুভৌ । ৪১

এই স্থলে কেহ কেহ লগ্ন অতিশয় ক্রেশ জনক—এইরূপ বচনের অংশ পাঠ করেন । ৩৮

অনন্তর নক্ষত্র চক্র কল্পিত হইতেছে । পিঙ্গলা তন্ত্রে বলিয়াছেন—উত্তর হইতে দক্ষিণাথ্য চারিটি রেখা করিবে । হে বরবর্ণিনি ! পশ্চিমাস্তা দশটি রেখা করিবে । ৩৯

তাহার পর অশ্বিনাদি নামে তারকাগুলিকে লিখিবে । পুনরায় বক্ষ্যমাণ নিয়মে তাহার মধ্যে বর্ণগুলিকে লিখিবে । ৪০

২৭-নক্ষত্রের ২৭ শোভের পঞ্চম পঙ্ক্তির প্রথম অশ্বিনীর কোষ্ঠে পক্ষ (অ আ দুইটি), ভরণীর কোষ্ঠে এক (ঈ), কৃত্তিকায় তিনটি (ই উ উ), রোহিণীতে অক্ষি (ঋ ঋ ১১ চারিটি), যুজিয়ার রূপ (এ একটি), আর্দ্রার অবনি (ঐ একটি), পুনর্বসুতে ভুজ (ও ও দুইটি), পুয়ার শশী (ক একটি), অশ্লেষার যুগ্ (খ গ দুইটি), বিহীর পঙ্ক্তির প্রথম মঘার কোষ্ঠে যুগ্ম (ঘ ঙ দুইটি), পূর্বফল্গুনীতে ভূ (চ একটি), উত্তরফল্গুনীতে যুগ্ম (ছ জ দুইটি), চিত্রাতে পক্ষ (ঝ ঞ দুইটি), চিত্রাতে যুগ্ম (ট ঠ দুইটি), স্বাতীতে এক (ড), বিশাখার বি (ঢ ণ দুইটি), অনুরাধার ত্রি (ত থ দ তিনটি) কোষ্ঠাতে রূপ (ধ একটি) । তৃতীয় পঙ্ক্তির প্রথম মূল্যতে অনল (ন প ক তিনটি), পূর্বাষাঢ়ার শশী (ব একটি), উত্তরাষাঢ়ার শশী (ভ একটি), শ্রবণার ভূ (ম একটি) ণিষ্ঠার দ্বি (য র দুইটি), শতভিষার এক (ল), পূর্বভাদ্রপদে পক্ষ (ব ঙ দুইটি), উত্তরভাদ্রপদে অগ্নি (ঝ স হ তিনটি), রেবতীতে বেদ (ল ঙ অং অঃ এই চারটি) বর্ণ ক্রমে ক্রমে লিখিত হইবে । শরের অন্ত্য (শেষ) অং অঃ দুইটি বর্ণ রেবতীর অংশগত হইবে । ৪১

নিবন্ধে— প্রাপলোভাং পটুঃ প্রাজ্যং কুজস্যজিকুরুঃ করম্ ।
 লোক-লোপ-পটু-প্রাপঃ খলৌ ভৌ ভেষু ভেদিভাঃ ।
 বর্ণাঃ ক্রমাং স্বরাস্ত্যো তু রেবত্যংশগতো সদা^১ ॥ ৪২

অত্রায়ং আকৃতঃ^২—কু চু টু তু পু য বর্ণাণাং প্রথম-দ্বিতীয়-তৃতীয়-
 চতুর্থাক্ষরৈরেক-দ্বি-ত্রি-চত্বারো বর্ণা গ্রাহ্যঃ । সরেক্ষাক্ষরেণ বর্ণদ্বয়মাত্রং
 বোধ্যম্ । স্বরাঃ সর্বেহবিবক্ষিতাঃ । রাঘবভট্টাশ্বত্ৰ সংযুক্তাক্ষরেষু অন্ত্যাক্ষরং
 গ্রাহমিতি প্রাহঃ ॥ ৪৩

তথা— দমা রাম দমা দেদো রারাম মদরা দরা ।

দূরে রাম মদারারৌ মামোদো গণনির্ণয়ঃ ॥ ৪৪

অস্তায়ং সংকেতঃ—দকারাদ্ দেবগণঃ, মকারান্মানুষগণঃ, রেকাদ্
 রাক্ষসগণঃ ।

যথা—(১) অ আ ও ১ অশ্বিনী দেবগণঃ । () ই ও ২ মা । (৩) ঐ উ ঊ
 ও ৩ রা । (৪) ঋ ঌ ২ ২ ও ৪ মা । (৫) এ ও ৫ দে । (৬) ঐ ও ৬ মা ।

নিবন্ধে (শারদাতিলকে) বরকৃষ্ণির সংকেত অনুসারে বর্ণ বিভাগের ক্রম
 বলিরাছেন—

বরকৃষ্ণির প্রা প লো ভা ং প টু প্রা জ্যং কু জ স্তা স্মি ক ক ক রং লো ক লো প প
 টু প্রা প খ লৌ দো—এই সংকেত অনুসারে অশ্বিনী প্রভৃতি ২৭ নক্ষত্রের কোষ্ঠে
 অকারাদি বর্ণগুলিকে ক্রমে ক্রমে বিভাগ করিয়া দেখান হইয়াছে । স্বরের অভাব
 অং অঃ সর্বদাই রেবতীর অংশগত হইবে । ৪২

এস্থলে এই অভিপ্রায় যে, কু চু টু তু পু ও যদি বর্ণের প্রথম, দ্বিতীয়, তৃতীয় ও
 চতুর্থ অক্ষরের দ্বারা এক, দুই, তিন ও চারিটি বর্ণ গ্রহণীয় । রেকযুক্ত অক্ষরের দ্বারা
 বর্ণদ্বয়মাত্রই বুঝিবে । সমস্ত স্বরই অবিবক্ষিত । রাঘব ভট্ট এই স্থলে সংযুক্ত অক্ষর
 সমূহের মধ্যে অন্য অক্ষরই গ্রাহ—ইহা বলেন । ৪৩

দমা রাম দমা ইত্যাদি গণ-নির্ধার কারিকার সেই রূপই গণ-নির্ধার উক্ত হইয়াছে ।
 এই গণনির্ধার কারিকার এই সংকেত—কারিকোক্ত দকারের দ্বারা যথাক্রমে দেবগণ,
 মকারের দ্বারা মানুষগণ, রেক বা রকারের দ্বারা রাক্ষসগণ বুঝিতে হইবে । যেমন (১)
 অ আ বর্ণ ও অশ্বিনী নক্ষত্র দেবগণ । (২) ই ঐ ও ভরণী মানুষগণ । এইরূপ (৩)
 ঐ উ ঊ ও কৃত্তিকা রাক্ষসগণ । (৪) ঋ ঌ ২ ২ ও রোহিণী মানুষগণ, (৫) এ ও যুগ্মিরা

(৭) ও ঔ ও ৭ দে। (৮) ক ও ৮ দে। (৯) খ গ ও ৯ রা। (১০) ঘ ঙ ও ১০ রা। (১১) চ ও ১১ মা। (১২) ছ জ ও ১২ মা। (১৩) ব ঞ ও ১৩ দে। (১৪) ট ঠ ও ১৪ রা। (১৫) ড ও ১৫ দে। (১৬) ঢ ণ ও ১৬ রা। (১৭) ত থ দ ও ১৭ দে। (১৮) ধ ও ১৮ রা। (১৯) ন প ফ ও ১৯ রা। (২০) ব ও ২০ মা। (২১) ভ ও ২১ মা। (২২) ম ও ২২ দে। (২৩) য র ও ২৩ রা। (২৪) ল ও ২৪ রা। (২৫) ব শ ও ২৫ মা। (২৬) ষ স হ ও ২৬ মা। (২৭) অং অঃ ল ক ও ২৭ দে। তদেবং ক্রমেণ স্বনক্স-মস্ত্রনক্সত্রয়োর্গণনির্ণয়ে ফলমাহ (৪৫)—

স্বজাতৌ পরমা প্রীতির্মধ্যমা ভিন্ন-জাতিষু ।

রক্ষো-মানুষয়োর্নাশো বৈরং দানব-দেবয়োঃ ॥ ৪৬

ভিন্নজাতিষিতি । দেবমানুষয়োঁরিত্যর্থঃ । অত্রৈদমবধেয়ম্—অভিলষিতৌ মস্ত্রৌ যদি রাক্ষসগণৌ ভবতি, সাধকৌ নরগণস্তদা ত্যাজ্য এব । যদি তু মস্ত্রৌ নরগণঃ, সাধকৌ রাক্ষসগণঃ, শুদ্ধমস্ত্রান্তরঞ্চ ন লভ্যতে, তদা রাক্ষসগণেনাপি সাধকেন নরগণৌ মস্ত্রৌ গ্রাহ্যঃ । সাধকস্ত সাধ্য-কৃতিকরণাসমর্থত্বা-দিত্যস্মাকীন-যুক্তিপ্রদর্শনম্ ॥ ৪৭

দেবগণ, (৬) ঐ ও আর্জা মানুষগণ, (৭) ও ঔ ও পুনর্বসু দেবগণ, (৮) ক ও পৃষ্ঠা দেবগণ, (৯) খ গ ও অগ্নেয়া রাক্ষসগণ, (১০) ঘ ঙ ও মঘা রাক্ষসগণ, (১১) চ ও পূর্বফল্গুনী মানুষগণ, (১২) ছ জ ও উত্তরফল্গুনী মানুষগণ, (১৩) ব ঞ ও হস্তা দেবগণ, (১৪) ট ঠ ও চিত্রা রাক্ষসগণ, (১৫) ড ও স্বাতী দেবগণ, (১৬) ঢ ণ ও বিশাখা রাক্ষসগণ, (১৭) ত থ দ ও অনুরাধা দেবগণ, (১৮) ধ ও জ্যেষ্ঠা রাক্ষসগণ, (১৯) ন প ফ ও মূল্য রাক্ষসগণ, (২০) ব ও পূর্বাষাঢ়া মানুষগণ, (২১) ভ ও উত্তরাষাঢ়া মানুষগণ, (২২) ম ও শ্রবণা দেবগণ, (২৩) য র ও ধনিষ্ঠা রাক্ষসগণ, (২৪) ল ও শতভিষা রাক্ষসগণ, (২৫) ব শ ও পূর্বভাদ্রপদ মানুষগণ, (২৬) ষ স হ ও উত্তর ভাদ্রপদ মানুষগণ, (২৭) অং ল ক ও রেবতী দেবগণ । অতএব এই ক্রমে স্বনক্স ও মস্ত্রনক্সত্রের গণনির্ণয়ে ফল বলিতেছেন (৪৫-৪৬)—

স্বজাতিতে পরমা প্রীতি, ভিন্ন জাতিতে মধ্যমা প্রীতি, রাক্ষস ও মানুষে বিনাশ এবং দেব ও দানবে শত্রুতা জানিবে । ৪৬

ভিন্ন জাতিতে এই কথার এই অর্থ—দেব ও মানুষে । এখানে ইহা জ্ঞাতব্য :—অভিলষিত মস্ত্র যদি রাক্ষসগণ হয়, সাধক নরগণ হয়, তবে তাহা ত্যাজ্যই । যদি মস্ত্র

তথা— স্বনক্ষত্রাশ্রয়ঃ স্বনক্ষত্রং গণনীয়ং বিচক্ষণৈঃ ।

জন্ম সম্পদ বিপৎ ক্লেমঃ প্রত্যরিঃ সাধকো বধঃ ।

মিত্রং পরমমিত্রং চ জন্মভাচ্চ পুনঃ পুনঃ ॥ ৪৮

তত্র জন্ম-তৃতীয়-পঞ্চম-সপ্তমানি বর্জ্যানি । যথা—

রসাত্ত-নব-ভদ্রাণি যুগ-যুগ-গতাশ্চপি ।

ইতরাণি ন ভদ্রাণি জ্ঞাতব্যং তত্র কোবিদৈঃ ॥ ৪৯

এতেন সম্বাদ্ভূতঃ বিষয়মতাদন্ত ইতি বচনোভাবেহপ্যনুগতীকৃত্য
কথয়তাং মূর্খাণাং ভ্রমো নিরন্তব্যঃ, নবম-নক্ষত্রস্ত ভদ্রত্বানুকীর্ণনং হি তদা
বিরুদ্ধং স্যাদিতি । কেচিৎ তু আত্ম-নক্ষত্রমপি শুভমিচ্ছন্তি, বিপদ বধঃ
প্রত্যরিশ্চ পরিত্যজ্যো মনীষিতিরিতি মন্ত্রমুক্তাবলীবচনাৎ । স্বনক্ষত্রাজ্ঞানে
তু স্বনামাত্মক-লক্ষ-নক্ষত্রাদ্ গণয়েৎ ॥ ৫০

নরগণ এবং সাধক রাক্ষসগণ হয় এবং তত্র অন্ত মন্ত্র না পাওয়া যায়, তখন রাক্ষসগণ
সাধক কর্তৃক নরগণ মন্ত্র গ্রহণীয়, যেহেতু সাধক সাধ্যের ক্ষতি করিতে সমর্থ হয়
না, এহলে আমাদের এই যুক্তি প্রদর্শিত হইল । ৪৭

এইরূপ উক্ত আছে—বিচক্ষণ ব্যক্তি নিজের নক্ষত্র হইতে মন্ত্রের নক্ষত্র গণনা
করিবেন । মন্ত্র গ্রহীতার জন্ম নক্ষত্র হইতে ক্রমান্বয়ে মন্ত্রের নক্ষত্র পর্যন্ত জন্ম, সম্পৎ,
বিপদ, ক্লেম, প্রত্যরি, সাধক, বধ, মিত্র ও পরম মিত্র—এই নামে পুনঃ পুনঃ গণনা
করিবেন । ৪৮

তন্মধ্যে জন্ম নক্ষত্র, তৃতীয়, পঞ্চম ও সপ্তম নক্ষত্র বর্জনীয় । যেমন রাঘব ভট্ট
ধৃত তন্ত্রবচনে আছে—জন্মাদি গণনায় ষষ্ঠ, অষ্টম ও নবম নক্ষত্র ভদ্র (শুভ)
এবং যুগ যুগ স্থানগত নক্ষত্রও ভদ্র, অশু নক্ষত্র ভদ্র নহে । ইহা তন্ত্রবিদগণের
জ্ঞাতব্য । (পণ্ডিতগণের সেগুলি বর্জনীয়) । ৪৯

বচন না থাকিলেও সমস্ত ও বিষমতরূপে অনুগত করিয়া যে মূর্খগণ বলেন—সম
নক্ষত্রগুলি শুভ এবং বিষম নক্ষত্রগুলি অশুভ । ইহা দ্বারা তাঁহাদের ভ্রম খণ্ডিত হইল ।
যেহেতু তাহা হইলে নবম নক্ষত্রের ভদ্রত্ব কীর্ণন বিরুদ্ধ হইয়া পড়ে । বিপৎ, বধ ও
প্রত্যরি মনীষিগণের বর্জনীয়—এই মন্ত্রমুক্তাবলীর বচন অনুসারে কেহ কেহ আশু
নক্ষত্রকে শুভ মনে করেন । নিজের নক্ষত্রের জ্ঞান না থাকিলে কিন্তু নিজের নামের
প্রথম অক্ষর লক্ষ (সখ্যকী) নক্ষত্র হইতে নক্ষত্র গণনা করিবেন । ৫০

আদক্ষিণ্যেন গণয়েৎ সাধকান্তকরাৎ সুধীঃ ।

ইতি বচনাৎ ।

প্রকটং যস্য জন্মক্ৰঃ তস্য জন্মক্ৰতো ভবেৎ ।

প্রনষ্টং জন্মভং যস্য তস্য নামক্ৰতো ভবেৎ ॥

ইতি পিঙ্গলাতন্ত্রবচনাচ্চ । প্রকটং প্রসিদ্ধম্ । ৫১ ইতি নক্ষত্র-চক্রম্ ॥

অত্র তারামৈত্রী-বিচারে গণমৈত্রী যোনিমৈত্রী^১ চাবশ্যং বিচারণীয়া, তয়োৰ্নক্ষত্রঘটিতত্বাদিতি রাঘবভট্টঃ । গণমৈত্রী প্রোক্তা । যোনিমৈত্রী তু যথা শ্রীপতিরত্নমালায়াম্ (৫২)—

অশ্বেভাজ-ফণিদ্বয়ঞ্চ বৃষভুগ্^২ মেঘোতুকৌ মৃষিক-

শ্চাখুর্গোঃ ক্রমশস্ততোহপি মহিষী ব্যাঘ্রঃ পুনঃ সৌরভী ।

ব্যাঘ্রেণো^৩ যুগ-কুকুরৌ কপিরথো বজ্রদ্বয়ং বানরঃ

সিংহোহশ্বো যুগরাট্ পশুশ্চ করিণী যোনিশ্চ ভানামিয়ম্ ॥ ৫৩

বিরোধস্ত—গো-ব্যাঘ্রং গজ-সিংহমশ্ব-মহিষং শ্বৈগঞ্চ বজ্ররগং

বৈরং বানরমেষকঞ্চ সুমহম্মার্জারমুষস্তথা^৪ । ৫৪

যেহেতু—মনীষিগণ সাধকের অক্ষর হইতে প্রদক্ষিণ ক্রমে গণনা করিবেন, এই বচন আছে এবং বাহার জন্মনক্ষত্র প্রকট, তাহার জন্মনক্ষত্র হইতে গণনা হইবে । বাহার জন্মনক্ষত্র বিনষ্ট (বিস্মৃত), তাহার নামের অক্ষরের নক্ষত্র হইতে গণনা হইবে । পিঙ্গলাতন্ত্রের এই বচনও আছে । প্রকট হইতেছে প্রসিদ্ধ । ৫১

নক্ষত্র চক্রের বিচার সমাপ্ত হইল ।

এ স্থলে রাঘব ভট্ট এই বলেন—তারামৈত্রী বিচার স্থলে গণমৈত্রী ও যোনিমৈত্রীর বিচারও অবশ্য করণীয়, যেহেতু ঐ দুইটি নক্ষত্র ঘটিত গণমৈত্রী কথিত হইয়াছে । যোনিমৈত্রী শ্রীপতিরত্নমালায় এইরূপ উক্ত হইয়াছে (৫২)—

১।২।৩।৪।৫।৬।৭।৮।৯।১০।১১ নক্ষত্রের যথাক্রমে অশ্ব, হস্তী, মেষ, সর্প, সর্প, কুকুর, মেষ, বিড়াল, মৃষিক, মৃষিক ও গো-যোনি হইবে । ১২।১৩।১৪।১৫।১৬।১৭ সংখ্যক নক্ষত্রের যথাক্রমে মহিষ, ব্যাঘ্র, গো, ব্যাঘ্র, হরিণ ও হরিণ যোনি হইবে । ১৮।১৯।২০। ২১।২২।২৩।২৪।২৫।২৬।২৭ সংখ্যক নক্ষত্রের যথাক্রমে কুকুর, বানর, নকুল, নকুল, বানর, সিংহ, অশ্ব, সিংহ, গো ও হস্তি-যোনি হইবে । ৫৩

বিরোধ অর্থাৎ বৈরযোনি হইতেছে—গো-ব্যাঘ্র, গজ ও সিংহ, অশ্ব-মহিষ, কুকুর ও

১। খ—বিচারে গণমৈত্রী চাবশ্যং বিচারণীয়েতি পাঠঃ । ২। খ—ভুগ্ মেঘোতরো ইতি পাঠঃ ।

৩। খ—ব্যাঘ্রেণো । ৪। জ্যোতিষতত্ত্বে—সুমহং তদ্বদ্ বিড়ালোদ্বুরমিতি ।

লোকানাং ব্যবহারতোহন্যদপি চ জ্ঞানো প্রযত্নাদিদং

দম্পত্যোৰ্নৃপ-ভৃত্যয়োৰপি সদা বজ্র্যং শুভস্যাধিষ্ঠিঃ ॥ ৫৫

দম্পত্যোরিত্যুপলক্ষণং মন্ত্র-গুরু-দেবতাভিঃ শিষ্যস্ত্যাপি বোধ্যম্ ।

প্রকারান্তরং (৫৬)—হাগৌ তু কৃত্তিকা-পুষ্টৌ পন্নগৌ যুগ-রোহিণী ।

আর্দ্রা-মূলে শুনোরূপে মৃষিকৌ ধন-পিত্র্যভৌ ॥ ৫৭

সর্পাদিত্যে চ মার্জ্জারৌ ব্যাঘ্রৌ চিত্রা-বিশাখভৌ ।

অর্য্যমাপ্যে তথা গাবৌ যুগৌতু মিত্রশক্রভৌ ॥ ৫৮

হস্তা-স্বাতী চ মহিষৌ তুরঙ্গৌ চাশ্বি-বারুণৌ ।

মর্কটৌ বিষ্ণু-বিশ্বক্সৌ যাম্য-পৌষৌ মতঙ্গজৌ ॥ ৫৯

ভগাহির্ধ্রুভৌ সিংহৌ নকুলোহভিজিতা সহ ।

পূর্বভাদ্রপদা চেতি ভানাং যোনিঃ প্রকীৰ্ত্তিতা ॥ ৬০

বিরোধস্ত, গোব্যাঘ্রমিত্যাদিনোক্ত এব । অত্রাপি শুদ্ধমন্ত্রাভাবে গণমৈত্রীবহুত্বযুক্তিরনুসন্ধেয়েতি যোনি-মৈত্রী-বিবেকঃ । ৬১

হরিণ, নকুল ও সর্প, বানর ও মেষ, বিড়াল ও মৃষিক—এই দুই দুইটি বৈরযোনি । ইহা ছাড়া লোকব্যবহার হইতে যত্নপূর্বক অন্যান্য বিরোধ অবগত হইয়া পরিত্যাগ করিবে । শুভার্থী ব্যক্তি বর ও কন্যা, রাজা ও রাজভৃত্যের, প্রভু ও ভৃত্যের বৈরযোনি সর্বদা পরিত্যাগ করিবে । ৫৪-৫৫ "

দম্পতি এই পদটি মন্ত্র, গুরু, দেবতার সহিত শিষ্যেরও উপলক্ষণ জানিবে । প্রকারান্তরে যোনি মৈত্রী এইরূপ উক্ত হইয়াছে (৫৬)—

কৃত্তিকা ও পুষ্টার হাগযোনি, যুগশিরা ও রোহিণীর সর্পযোনি, আর্দ্রা ও মূলার কুকুর যোনি, ধনিষ্ঠা ও মঘার মৃষিক যোনি, অশ্লেষা ও পুনর্বসুর মার্জ্জার যোনি, চিত্রা বিশাখার ব্যাঘ্র যোনি, উত্তরফল্গুনী ও পূর্বাষাঢ়ার গোযোনি, অনুরাধা ও জ্যেষ্ঠার যুগযোনি, হস্তা ও স্বাতীর মহিষযোনি, অশ্বিনী ও শতভিষার তুরঙ্গযোনি, অবশা ও উত্তরাষাঢ়ার বানরযোনি, তুরগী ও রেবতীর হস্তিযোনি, পূর্বফল্গুনী ও উত্তরভাদ্রপদের সিংহ-যোনি, পূর্বভাদ্রপদ ও অভিজিতের নকুলযোনি । নক্ষত্র সমূহের এই যোনি কথিত হইল । ৫৭-৬০

গো, ব্যাঘ্র ইত্যাদি বাক্য দ্বারা ইহাদের বিরোধ কথিত হইয়াছে । এখানেও শুধু মন্ত্র না পাওয়া গেলে গণমৈত্রীর স্থায় পূর্বোক্ত যুক্তি অনুসন্ধান করিবে । ইহাই যোনি মৈত্রী বিবেক (বিচার) । ৬১

অথ অকথহাদিচক্রম্ । ইদমেব সিদ্ধাদিচক্রমুচ্যতে । শারদায়াম্ (৬২)—

চতুরস্ত্রে লিখেদ বর্ণান্ চতুঃকোষ্ঠ-সমস্থিতে ।

অকারাদি-হকারান্তান্^১ অনামাক্ষরাদিতঃ ।

সিদ্ধাদীন্^২ কল্পয়েন্ মন্ত্রী কুর্য্যাৎ সিদ্ধাদিভিঃ পুনঃ ॥ ৬৩

অত্র চতুঃকোষ্ঠে ষোড়শকোষ্ঠ ইতি যাবদিত্যেকো । তন্ন, অশকার্থাৎ ।
চতুঃ-কোষ্ঠেত্যত্র একশেষাৎ চতুঃ-কোষ্ঠ-চতুঃকোষ্ঠ ইতি বয়ম্^৩ । ৬৪

যথা বিশ্বসারে—চতুরস্ত্রং লিখেৎ কোষ্ঠং চতুঃকোষ্ঠ-সমস্থিতম্ ।

পুনশ্চতুষ্কং তত্রাপি লিখেদ ধীমান্ ক্রমেণ তু ॥ ৬৫

ইতি । তত্র ষোড়শকোষ্ঠে অকারাদি-হকারান্ত-বর্ণান্^৪ প্রাদক্ষিণ্যেন
লিখেৎ । তত্র ক্রমঃ (৬৬)—

অনন্তর অকথহাদি চক্র কথিত হইতেছে । ইহাই সিদ্ধাদি চক্র বলিয়া কথিত হয় ।
শারদাতিলক তন্ত্রে বলিয়াছেন (৬২)—

চতুঃ কোষ্ঠ অর্থাৎ ষোড়শ কোষ্ঠ বিশিষ্ট চতুরস্ত্র ক্ষেত্রে এক এক কোষ্ঠ ব্যবধানে
অকারাদি হকারান্ত বর্ণসমূহ প্রদক্ষিণক্রমে লিখিবেন । নিজ নামের আদ্য অক্ষরের
কোষ্ঠ হইতে আরম্ভ করিয়া মন্ত্রের আদ্য অক্ষরের কোষ্ঠ পর্যন্ত সিদ্ধ, সাধ্য, সুসিদ্ধ ও
অগ্নি প্রভৃতি কল্পনা করিবেন । পুনরায় সিদ্ধাদির সহিত সিদ্ধাদি সমূহ কল্পনা
করিবেন । ৬৩

এস্থলে কেহ চতুঃকোষ্ঠ শব্দের অর্থ করেন—ষোড়শ কোষ্ঠ । তাহা কিন্তু সমীচীন
নহে ; বেহেতু উহা শকার্থ নহে অর্থাৎ চতুঃকোষ্ঠ শব্দের অর্থ ষোড়শকোষ্ঠ নহে ।
চতুঃকোষ্ঠ এই স্থলে একশেষ সমাসে একটি চতুঃশব্দের লোপ করিয়া চতুঃকোষ্ঠ
চতুঃকোষ্ঠ পাওয়া যায় । ইহা আমরা বলি । ৬৪

বিশ্বসার তন্ত্রে যেমন বলিয়াছেন—একটি চতুঃকোষ্ঠ সমস্থিত চতুরস্ত্র অঙ্কন করিবে ।
ধীমান্ ব্যক্তি পুনরায় ক্রমে ক্রমে সেই একটি একটি কোষ্ঠে চারিটি কোষ্ঠ অঙ্কন
করিবে । ৬৫

সেই ষোড়শ কোষ্ঠে অকার হইতে হকার পর্যন্ত বর্ণ সমূহ প্রদক্ষিণ ক্রমে লিখিবে ।
সে স্থলে লেখনের ক্রম হইতেছে (৬৬)—

১। খ—অকারান্তান্ । ২। খ—সিদ্ধাদীনিত্যাত্ম চতুঃকোষ্ঠে ইত্যন্তপাঠো নাস্তি ।

৩। খ—তুরবঃ । ৪। খ—অকারাদিবর্ণান্ ।

ইন্দ্রি-রুদ্র-নব-নেত্র-বুগার্ক-দিক্

ঋতু-ষোড়শ-চতুর্দশ-ভৌতিকেষু ।

পাতাল-পঞ্চদশ-বহ্নি-হিমাংস-কোষ্ঠে

বর্ণান্ লিখেদ্ লিপিভবান্ ক্রমশ্চ বীমান্ ॥ ৬৭

নামাত্মকরমারভ্য^১ যাবদ্ মন্ত্রাদিমাঙ্করম্^২ ।

চতুর্ভিঃ কোষ্ঠৈরেকৈকমিতি কোষ্ঠ-চতুষ্টয়ম্ ॥ ৬৮

তত্রৈব— অকারাদি-হকারান্তান্ মূলকোষ্ঠাদিতঃ সূধীঃ ।

পুনঃ কোষ্ঠগ-কোষ্ঠেষু সব্যতো নান্ন আদিতঃ ॥ ৬৯

সব্যতো দক্ষিণতঃ । যথা বিশ্বসারে—

দক্ষিণাবর্তযোগেন কোষ্ঠে বর্ণান্ লিখেৎ ক্রমাৎ ।

প্রথম কোষ্ঠ চতুষ্টয়ের ইন্দ্র (প্রথম) কোষ্ঠে অ লিখিবেন । অগ্নি (তৃতীয়) কোষ্ঠে আ, রুদ্র (একাদশ) কোষ্ঠে ই, নবম কোষ্ঠে ঐ, নেত্র (দ্বিতীয়) কোষ্ঠে উ, যুগ (চতুর্থ) কোষ্ঠে ঊ, অর্ক (দ্বাদশ) কোষ্ঠে ঋ, দিক্ (দশম) কোষ্ঠে ঋ, ঋতু (ষষ্ঠ) কোষ্ঠে ৯, অষ্টম কোষ্ঠে ৯, ষোড়শ কোষ্ঠে এ, চতুর্দশ কোষ্ঠে ঐ, ভৌতিক (পঞ্চম) কোষ্ঠে ও, পাতাল (সপ্তম) কোষ্ঠে ও, পঞ্চদশ কোষ্ঠে অং, বহ্নি-হিমাংস (ত্রয়োদশ) কোষ্ঠে অঃ, বীমান্ এইরূপে ষোড়শ কোষ্ঠে ষোড়শ স্বর লিখিয়া পুনরায় উক্ত নিয়মে বর্ণলিপির অন্তর্গত অষ্টাশ বর্ণগুলিকে লিখিবেন । ৬৭

সেই বিশ্বসারেই বলিয়াছেন—চারিটি কোষ্ঠের দ্বারা এক একটি কোষ্ঠ চতুষ্টয় হইবে । এইরূপ চারিটি কোষ্ঠ চতুষ্টয় হইবে । নামের আদি (প্রথম) অক্ষর হইতে আরম্ভ করিয়া (দক্ষিণাবর্ত ক্রমে) মন্ত্রের আদি অক্ষর পর্যন্ত চারি কোষ্ঠে এক এক বর্ণবিস্থাপন করিবেন । এইরূপ কোষ্ঠ চতুষ্টয় হইবে । ৬৮

সেইখানেই বলিয়াছেন—সূধী সাধক মূল কোষ্ঠের আদি হইতে অকার হইতে হকার পর্যন্ত বর্ণগুলিকে লিখিবেন । পুনরায় কোষ্ঠগত কোষ্ঠ সমূহে সব্যক্রমে (প্রদক্ষিণক্রমে) নামের প্রথম অক্ষর হইতে বর্ণগুলি লিখিবেন । ৬৯

সব্যতঃ শব্দের অর্থ—দক্ষিণতঃ । বিশ্বসার তন্ত্রে যেমন বলিয়াছেন—

দক্ষিণাবর্ত ক্রমে কোষ্ঠে বর্ণগুলিকে ক্রমে ক্রমে লিখিবে । যে ক্রমে লিখিবে, সেই

১। ঋ—নামাত্মকরমি-যাদিপাদধরানন্তং চতুর্ভিঃ কোষ্ঠৈরিতিয়াদি পাদধরম্ । অক্যত্রাদিপাদধরন্ত নাতি । ২। ক—যাবদ্বর্ণাদিমাঙ্করম্ ।

যেনৈব লিখনং কুৰ্ঘ্যাৎ তেনৈব গণনং শ্রুতম্ ।

সিদ্ধ: সাধ্য: সুসিদ্ধোহরি: ক্রমাজ্ জ্যেয়ো বিচক্ষণৈ: ॥ ৭০

সিদ্ধ: সিধ্যতি কালেন সাধ্যস্ত জপ-হোমত: ।

সুসিদ্ধো গ্রহণাদেব রিপুমূলং নিকৃন্ততি ॥ ৭১

তদ্বাস্তরে পরিভাষান্তরং যথা—

সিদ্ধার্ণা বান্ধবা: প্রোক্তা: সাধ্যান্তে সেবকা: শ্রুতা: ।

সুসিদ্ধা: পোষকা জ্যেয়া: শত্রবো ঘাতকা: শ্রুতা: ॥ ৭২

জপেন বন্ধু: সিদ্ধ: স্ত্র্যাং সেবকোহধিকসেবয়া ।

পুষ্যাতি পোষকোহভীষ্টং ঘাতকো নাশয়েদ্ ক্রবম্ ॥ ৭৩

তথা— সিদ্ধ-সিদ্ধো যথোক্তেন দ্বিগুণাং সিদ্ধসাধ্যক: ।

সিদ্ধ-সুসিদ্ধোহর্দ্ধজপাং সিদ্ধারির্হাস্তি বান্ধবান্ ॥ ৭৪

সাধ্যসিদ্ধো দ্বিগুণক: সাধ্য-সাধ্যো নিরর্থক: ।

তৎ-সুসিদ্ধো দ্বিগুণজপাং সাধ্যারির্হাস্তি বান্ধবান্ ॥ ৭৫

ক্রমে গণনা কথিত হইয়াছে । বিচক্ষণ ব্যক্তিগণ কোষ্ঠগত বর্ণগুলিকে যথাক্রমে সিদ্ধ, সাধ্য, সুসিদ্ধ ও অরি বলিয়া জানিবেন । ৭০

কোন মন্ত্র গ্রহণের বিরূপ ফল, তাহা বলিতেছেন—সিদ্ধ মন্ত্র যথাকালে সিদ্ধ হয় । সাধ্য মন্ত্র জপ, হোমাদি দ্বারা সিদ্ধ হয় । সুসিদ্ধ মন্ত্র গ্রহণমাত্রেই সিদ্ধ হয় । অরি মন্ত্র মূলকে (বংশকে) বিনাশ করে । ৭১

তদ্বাস্তরে ইহার অন্তরূপ পরিভাষা বলিয়াছেন । যেমন—সিদ্ধ বর্ণগুলি বান্ধব বলিয়া কথিত হইয়াছে । সাধ্য বর্ণগুলি সেবক বলিয়া উক্ত হইয়াছে । সুসিদ্ধ বর্ণগুলিকে পোষক জানিবে । অরি বর্ণগুলি ঘাতক বলিয়া উক্ত হইয়াছে । ৭২

জপের দ্বারা বন্ধু বর্ণ সিদ্ধ হয় । সেবক বর্ণ অধিক সেবা দ্বারা সিদ্ধ হয় । পোষক বর্ণ অভীষ্ট ফলকে পোষণ করে । ঘাতক বর্ণ নিশ্চয়ই বংশকে নাশ করে । ৭৩

এইরূপ আরও উক্ত আছে—সিদ্ধ-সিদ্ধ কোষ্ঠগত বর্ণ যথোক্ত জপ দ্বারা সিদ্ধ হয় । সিদ্ধ-সাধ্য কোষ্ঠস্থিত বর্ণ দ্বিগুণ জপের দ্বারা সিদ্ধ হয় । সিদ্ধ-সুসিদ্ধ কোষ্ঠ স্থিত বর্ণ অর্দ্ধ জপের দ্বারা সিদ্ধ হয় । সিদ্ধারি কোষ্ঠস্থিত বর্ণ বান্ধবগণকে বিনাশ করে । ৭৪

সাধ্য-সিদ্ধ কোষ্ঠস্থিত বর্ণ দ্বিগুণ জপে সিদ্ধ হয় । সাধ্য-সাধ্য কোষ্ঠগত মন্ত্রের জপ নিরর্থক । সাধ্য-সুসিদ্ধ কোষ্ঠগত মন্ত্র দ্বিগুণ জপে সিদ্ধ হয় । সাধ্যারি কোষ্ঠস্থিত মন্ত্র বান্ধবগণকে নাশ করে । ৭৫

সুসিদ্ধ-সিদ্ধোহঙ্কজপাং তৎসাধ্যো বিগুণাধিকাং ।

তৎসুসিদ্ধো গ্রহাদেব সুসিদ্ধারিঃ সগোত্রহা ॥ ৭৬

অরিসিদ্ধাঃ^১ স্তুতান্ হন্যাদরিসাধ্যাস্ত কল্যকাঃ ।

তৎসুসিদ্ধাস্ত পত্নীপুত্রদরিহঁস্তি সাধকম্ ॥ ৭৭

তদয়ং নিব্বৰ্ণঃ । ষোড়শকোষ্ঠকং চক্রং বিলিখ্য তত্র যথোক্ত-ক্রমেণা-
কারাদি-হকারান্ত-বর্ণাল্লিখেৎ^২ । লিখনান্তক্রমেণ গণয়েৎ । যথা অকারাং পরং
আকারো লিখিতস্তত ইকারস্তত ঐকারস্তেন^৩ অকারাদি যন্ত নাম তস্তান্ত
কোষ্ঠমাদায় কোষ্ঠচতুষ্কং সিদ্ধাখ্যাম্ । আকারবিশিষ্টং তৃতীয়-কোষ্ঠমাদায় চতুষ্কং
সাধ্যাখ্যাম্ । ইকার-বিশিষ্টং একাদশ-কোষ্ঠমাদায় চতুঃকোষ্ঠং^৪ সুসিদ্ধাখ্যাম্ ।
ঐকারবিশিষ্টং নবমকোষ্ঠমাদায় চতুষ্কং অর্যাখ্যাম্ । তেষুপি অবৎকোষ্ঠং^৫
সিদ্ধ-সিদ্ধম্ । উমৎ সিদ্ধ-সাধ্যম্ । ঞমৎ সিদ্ধ-সুসিদ্ধম্ । ওমৎ সিদ্ধারিঃ । আবৎ
সাধ্যসিদ্ধম্ । উমৎ সাধ্য-সাধ্যম্ । ঙমৎ সাধ্যাসুসিদ্ধম্, ঔমৎ সাধ্যারিঃ । ইমৎ

সুসিদ্ধ-সিদ্ধ কোষ্ঠগত মন্ত্র অঙ্কজপে সিদ্ধ হয় । সুসিদ্ধ-সাধ্য গৃহস্থিত মন্ত্র বিগুণের
অধিক জপে সিদ্ধ হয় । সুসিদ্ধ-সিদ্ধ কোষ্ঠগত মন্ত্র গ্রহণ মাতেই সিদ্ধ হয় । সুসিদ্ধ-অরি
গৃহগত মন্ত্র সগোত্র বিনাশক হইয়া থাকে । ৭৬

অরি-সিদ্ধ কোষ্ঠগত মন্ত্র পুত্রগণকে নাশ করে । অরি-সাধ্য কোষ্ঠগত মন্ত্র কল্যা-
ণগণকে বিনাশ করে । অরি-সুসিদ্ধ কোষ্ঠগত মন্ত্র পত্নী নাশক । অরি-অরি কোষ্ঠগত
মন্ত্র সাধককে বিনাশ করে । ৭৭

এই সেই নিব্বৰ্ণঃ—ষোড়শ কোষ্ঠ বিশিষ্ট একটি চক্র লিখিয়া সেই কোষ্ঠ সমূহে
যথোক্ত ক্রমে অকার হইতে হকার পর্যন্ত বর্ণগুলিকে লিখিবেন । লেখার অনুক্রমে
গণনা করিবেন । যেমন—অকারের পর আকার লিখিত হইয়াছে, তাহার পর ইকার,
তাহার পর ঐকার । তাহাতে অকারাদি যাহার নাম, তাহার প্রথম কোষ্ঠ গ্রহণ
করিয়া কোষ্ঠ চারিটি সিদ্ধ নামক কোষ্ঠ । আকার বিশিষ্ট তৃতীয় কোষ্ঠ ধরিয়া চারিটি
কোষ্ঠ সাধ্য নামক কোষ্ঠ । ইকার বিশিষ্ট একাদশ কোষ্ঠ গ্রহণ করিয়া চারিটি
সুসিদ্ধ নামক কোষ্ঠ । ঐকার বিশিষ্ট নবম কোষ্ঠকে গ্রহণ করিয়া চারিটি কোষ্ঠ অরি
নামক কোষ্ঠ । তাহার মধ্যেও অকার বিশিষ্ট কোষ্ঠ সিদ্ধসিদ্ধ, উকার বিশিষ্ট কোষ্ঠ
সিদ্ধ-সাধ্য, ঞকার বিশিষ্ট সিদ্ধ-সুসিদ্ধ, ওকার বিশিষ্ট সিদ্ধারিঃ । আকার বিশিষ্ট সাধ্য-

১। খ—অরিসিদ্ধাঃ । ২। খ—অকারাদিবর্ণা লিখেৎ ।

৩। খ—ইকারস্তেন অকারাদি । ৪। খ—চতুষ্কং । ৫। খ—অবৎকোষ্ঠম্ ।

সুসিদ্ধ-সিদ্ধম্ । অমং সুসিদ্ধ-সাধ্যম্ । এমং সুসিদ্ধ-সুসিদ্ধম্ । অংবং
সুসিদ্ধারিঃ । ঐমং অরি-সিদ্ধম্ । ঋমং অরি-সাধ্যম্ । ঐমদরি-সুসিদ্ধম্,
বিসর্গবদ্যরিঃ । এবং কাদি-ষাদি-হাদি-নাম্নোহপি ৭৮

উকারাদি-নাম্নশ্চ উকারঃ সিদ্ধ-সিদ্ধঃ । উকারঃ সাধ্য-সিদ্ধঃ । ঋকারঃ
সুসিদ্ধ-সিদ্ধঃ^১ । ঋকারো অরি-সিদ্ধঃ ইতি ক্রমেণ । গকারাদি-নাম্নশ্চ
গকারঃ সিদ্ধ-সিদ্ধঃ । ঋকারঃ সাধ্য-সিদ্ধঃ । ওকারঃ সুসিদ্ধ-সিদ্ধঃ । চকারঃ
অরি-সিদ্ধ ইতি ক্রমেণ দক্ষিণাবর্ত্ত-যোগেন গণয়েৎ । অরিমাত্রং সাধ্য-সাধ্যঞ্চ
বর্জয়েৎ^২ । ৭৯

ইদমত্রাবধেয়ম্—সাধকনামাত্রাকরমাদিকোষ্ঠে বিলিখ্যাক্রমেণ বর্ণ-
সংস্থানে কৃতে সিদ্ধ-সাধ্যাদি-গৃহং সুব্যক্তমেব জায়তে । তাবতৈব চক্রশ্চ
সিদ্ধাদিত্ত-সম্ভবশ্চ । অকথহাদি-সংজ্ঞা তু অকথহাদি-নাম স্থল এব ঘটতে ।
বিশেষস্ত হকার-কোষ্ঠে হকারাকারোভয়মেকদৈব লেখ্যম্ । তাবতৈব
অকথহানামত্র কল্পে সহপাতো ভবতীতি রহস্যম্ । ৮০

সিদ্ধ, উকার বিশিষ্ট সাধ্য-সাধ্য, ঋকার বিশিষ্ট সাধ্য-সুসিদ্ধ, ও বিশিষ্ট সাধ্যারি,
ইকার বিশিষ্ট সুসিদ্ধ-সিদ্ধ, ঋকার বিশিষ্ট সুসিদ্ধ-সাধ্য, একার বিশিষ্ট সুসিদ্ধ-সুসিদ্ধ ।
অং বিশিষ্ট সুসিদ্ধারি । ঐকার বিশিষ্ট অরি-সিদ্ধ, ঋকার বিশিষ্ট অরি-সাধ্য ।
ঐকার বিশিষ্ট অরি-সুসিদ্ধ । ঃ বিসর্গ বিশিষ্ট অরি-অরি । কাদি, ষাদি, হাদি
নামেরও এইরূপ সংজ্ঞা জানিবে । ৭৮

উকারাদি নামের উকার সিদ্ধ-সিদ্ধ । উকার সাধ্য-সিদ্ধ, ঋকার সুসিদ্ধ-সিদ্ধ ;
ঋকার অরিসিদ্ধ—এই ক্রমে গণনা করিবে । গকারদি নামের গকার সিদ্ধ-সিদ্ধ,
ঘকার সাধ্য-সিদ্ধ, ওকার সুসিদ্ধ-সিদ্ধ, চকার অরিসিদ্ধ—এই ক্রমে দক্ষিণাবর্ত্ত ক্রমে
গণনা করিবে । অরিমাত্র ও সাধ্য সাধ্যকে বর্জন করিবে । ৭৯

এ স্থলে মনোযোগ সহকারে জানিবেন যে, সাধকের নামের আদি অক্ষর প্রথম
কোষ্ঠে লিখিয়া উক্ত ক্রমে বর্ণ বিস্তার করিলে সিদ্ধ-সাধ্যাদি গৃহ সুস্পষ্টই জানা যায় ।
তাহা ঋরাই চক্রের সিদ্ধাদিত্ত সম্ভব হয় । অ ক থ হাদি নাম কিন্তু অ ক থ হাদি নাম
হলেই সম্ভব হয় । বিশেষ এই যে, হকারের কোষ্ঠে এক সময়েই হকার ও অকার
উভয় লেখ্য । তাহা ঋরাই অ ক থ হ সমূহের এই কল্পে সহপাত (সহ সন্নিবেশ)
হয়, ইহাই রহস্য । ৮০

মন্ত্ৰমুক্তাবল্যাং ঝামাচন-চল্লিকায়ামপি প্রত্যাক্ষরং সিদ্ধাদি-শোধনমুক্তম্ ।
যথা পিঙ্গলাভস্তে (৮১)—

পিতৃ-মাতৃ-কৃতং নাম যদ্বাহপ্যাভিজ্ঞনৈস্তথা^১ ।

বিশ্লিষ্ট্য তস্য বৈ বর্ণান্ স্বর-ব্যঞ্জন-ভেদতঃ ।

তথৈব মন্ত্ৰবর্ণানি^২ ততঃ শোধনমারভেৎ ॥ ৮২

বিন্দু-দ্বিবিন্দুপধানীয়জিহ্বামূল-সম্ভবম্ ।

সংহতোচ্চারণপ্রাপ্তমধিকাক্ষরমেব চ ॥ ৮৩ ॥ সংহতোচ্চারণং

দ্বিরুক্তম্ । তথা—অপভ্রংশাক্ষরং লক্ষ্যো^৩ হিত্বা ষণ্ড-চতুষ্টয়ম্ ।

মন্ত্ৰাক্ষরৈঃ সঠৈকৈক-নামবর্ণান্ বিশোধয়েৎ ॥ ৮৪

ব্যঞ্জনৈর্ব্যঞ্জনাত্মৈব স্বরৈঃ সাকং স্বরাংস্তথা ।

আত্মমাগ্নেন সংশোধ্যং দ্বিতীয়েন দ্বিতীয়কম্ ॥ ৮৫

মন্ত্ৰে বাপ্যথবা নাম্নি বর্ণাঃ স্যুর্বিষমা যদা ।

তদা মন্ত্ৰং সমারভ্য সমং যাবদ্ বিশোধয়েৎ ॥ ৮৬

মন্ত্ৰমুক্তাবলীতে ও ঝামাচন চল্লিকাভেও প্রত্যাক্ষর সিদ্ধাদি শোধন উক্ত হইয়াছে ।
পিঙ্গলাভস্তে যেমন বলিয়াছেন (৮১)—

পিতা ও মাতা যে নাম করিয়াছেন অথবা বন্ধুগণ যে নাম করিয়াছেন, সেই নামের বর্ণগুলিকে স্বর ও ব্যঞ্জনভেদে বিভাগ করিয়া মন্ত্ৰের সেইরূপ বর্ণগুলিকে সেইরূপ বিভাগ করিয়া তাহার পর শোধন আরম্ভ করিবেন । ৮২

বিন্দু (ং) দ্বিবিন্দু (ঃ) উপধানীয় বর্ণ, জিহ্বামূলীয় বর্ণ, সংহতোচ্চারণ প্রাপ্ত বর্ণ, অধিকাক্ষর বর্ণ ॥ ৮৩ ॥ সংহতোচ্চারণ অর্থ—দ্বিরুক্ত ।

সেইরূপ অপভ্রংশাক্ষর, লক্ষ ও ষণ্ড (ক্লীব) চতুষ্টয় ত্যাগ করিয়া এক একটি মন্ত্ৰাক্ষর সমূহের সহিত এক একটি নামবর্ণগুলির শোধন করিবেন । ৮৪

ব্যঞ্জনবর্ণ সমূহের সহিত ব্যঞ্জনবর্ণ সমূহের এবং স্বরবর্ণ সমূহের সহিত স্বরবর্ণ সমূহের ও প্রথমের সহিত প্রথমের এবং দ্বিতীয়ের সহিত দ্বিতীয়ের শোধন কর্তব্য । ৮৫

মন্ত্ৰে অথবা নামে যখন বর্ণগুলি বিষম হইবে, তখন মন্ত্ৰ হইতে আরম্ভ করিয়া সমান পর্য্যন্ত শোধন করিবেন । ৮৬

আত্মস্তুয়োঃ সিদ্ধবর্ণো মন্ত্রে যস্মিন্ বরাননে ।।

অচিরেণৈব কালেন স ভবেৎ সর্বসিদ্ধিদঃ ॥ ৮৭

সাধ্যার্গাদি-যুক্তো যশ্চ অতিকৃচ্ছের্ণ সিধ্যতি ।

আদাবস্তে সুসিদ্ধস্ত সর্বকাম-বিভূতিদঃ ॥ ৮৮

আদাবস্তে রিপূর্যশ্চ ভবেৎ ত্যাজ্যঃ সঃ মন্ত্রকঃ ।

স্থান-ত্রয়গতারিযো মন্ত্রো যুত্ব্যসমো মতঃ ॥ ৮৯

শত্রুর্ভবতি যত্নাদৌ মধ্যে সিদ্ধস্তদন্তুকে সাধ্যঃ ।

কষ্টেন কার্য্যাসিদ্ধিস্তস্য ফলং স্বল্পমেবাস্তে ॥ ৯০

অন্তে যদি ভবতি রিপুঃ প্রথমে মধ্যে চ ভবতি সাধ্যযুক্ত ।

কার্য্যং বিলম্বিতং স্ত্যং প্রণশ্যতি চ সর্বমেবাস্তে ।

সিদ্ধং সুসিদ্ধমথবা রিপুণাস্তারতং পরিত্যজেদ্ যত্নাৎ ॥ ৯১

অর্থঃ—সাধক-নামাক্ষরং স্বরব্যঞ্জন-ভেদেন পৃথক্ কৃত্বা অনুস্মার-বিসর্গো-
পস্থানীয়-জিহ্বামূলীয়-দ্বিরুক্তান্ মন্ত্রবর্ণাপেক্ষয়াহধিকান্^১ শেষবর্ণান্ অপভ্রংশ-
ক্ষরং লকারং ক্ষকারং ষও-চতুষ্টয়ং ঋবর্ণ-৯বর্ণো চ হিড়া শেষাক্ষরানি লিখেৎ ।

হে বরাননে । যে মন্ত্রে প্রথমে ও শেষে সিদ্ধ বর্ণ থাকে, সেই মন্ত্র অচির কালেই
সমস্ত সিদ্ধিপ্রদ হইয়া থাকে । ৮৭

যে মন্ত্র সাধ্য-বর্ণ যুক্ত, সে মন্ত্র অতিক্রমে সিদ্ধ হয় । মন্ত্রের আদিতে ও অন্তে সুসিদ্ধ
বর্ণ থাকিলে উহা সমস্ত কামনা ও ঐশ্বর্য্য প্রদান করে । ৮৮

যে মন্ত্রের আদিতে ও অন্তে অরিবর্ণ হইবে, সে মন্ত্র ত্যাজ্য । যে মন্ত্র আদিতে
মধ্যে ও অন্তে অরিবর্ণ যুক্ত হইয়াছে, সে মন্ত্র যুত্ব্যসম উক্ত হইয়াছে । ৮৯

যদি মন্ত্রের আদিতে অরিবর্ণ, মধ্যে সিদ্ধবর্ণ, তাহার অন্তে সাধ্য বর্ণ হয়, তবে
তাহা দ্বারা কষ্টে কার্য্যাসিদ্ধি হয় এবং তাহার ফল শেষে অল্পই হইয়া থাকে । ৯০

মন্ত্রের অন্তে যদি অরিবর্ণ হয়, প্রথমে ও মধ্যে যদি সাধ্যবর্ণ যুক্ত হয়, তবে কার্য্যটি
বিলম্বিত হয়, অন্তে সমস্তই বিনষ্ট হয় । যদি মন্ত্রের সিদ্ধ বর্ণ অথবা সুসিদ্ধ বর্ণ
অরি বর্ণের দ্বারা ব্যবহৃত হয়, তবে তাহা যত্নপূর্বক পরিত্যাগ করিবে । ৯১

এহলে এই অর্থ :—সাধকের নামের অক্ষর স্বর ও ব্যঞ্জনভেদে পৃথক্ করিয়া
অনুস্মার, বিসর্গ, উপস্থানীয়, জিহ্বামূলীয়, দ্বিরুক্ত, মন্ত্রবর্ণ অপেক্ষায় অধিক শেষবর্ণ,
অপভ্রংশ বর্ণ, লকার ও ক্ষকার, ঋ ঋ ৯ ৯ ৯ বর্ণ চতুষ্টয় পরিত্যাগ করিয়া অবশিষ্ট

এবং মন্ত্রবর্ণানপি অনুস্বারাদি-রহিতান্ লিখেৎ । তত্ এতৈক-বর্ণেন সহ
এতৈকবর্ণং শোধয়েৎ নাম্নঃ প্রথম-ব্যঞ্জনেন মন্ত্রস্য প্রথমব্যঞ্জনং দ্বিতীয়াদিনা^১
দ্বিতীয়াদি-ব্যঞ্জনং তথা নাম্নঃ প্রথমাদিস্বরৈর্মন্ত্রস্য প্রথমাদিস্বরান্ শোধয়েৎ । ৯২

যদি তু মন্ত্রাপেক্ষয়া নাম্নঃ নামাপেক্ষয়া মন্ত্রস্য বা বর্ণাঃ অধিকাঃ
স্বাস্তদা যাবৎ পর্য্যন্তং সমতা, তাবৎ পর্য্যন্তং বর্ণান্ শোধয়েৎ । শেষ-বর্ণানাং
শোধনাতাবেহপি ন ক্ষতিঃ । আদি-মধ্যান্ত-বিভাগশ্চ সমতাপর্য্যন্তাক্ষরাণামেব ।
আন্তস্তয়োঃ সিদ্ধ-বর্ণভেদাতিতি সিদ্ধিঃ । আদৌ সাধ্যার্ণঃ শেষে সিদ্ধশ্চেতি
কুচ্ছেৎ । আদাবন্তে সুসিদ্ধঃ সর্বকামদঃ । আদাবন্তে রিপুস্ত্যাজ্যঃ । আদৌ
মধ্যেহন্তে চাইরিবর্ণশ্চেন্ মৃত্যুঃ । আদৌ শত্রুর্গম্যে সিদ্ধঃ শেষে সাধ্যশ্চেৎ
কষ্টাৎ কার্য্যাসিদ্ধিঃ, শেষে স্বল্প-ফলম্ । শেষে শত্রুঃ প্রথমে মধ্যে চ সাধ্যস্তদা
বিলম্বেন কার্য্য-সিদ্ধিঃ, শেষে প্রণশ্যতি । সিদ্ধঃ সুসিদ্ধো বা অরিদ্বয়-
মধ্যগতশ্চেৎ ত্যাজ্যঃ । এবমেব রাঘবভট্টঃ । ৯৩

অক্ষরগুলি লিখিবেন । এইরূপ অনুস্বারাদি রহিত মন্ত্রবর্ণগুলিকেও লিখিবেন ।
তাহার পর এক একটি বর্ণের সহিত এক একটি বর্ণ শোধন করিবেন । নামের প্রথম
ব্যঞ্জনের সহিত মন্ত্রের প্রথম ব্যঞ্জন, দ্বিতীয়াদি ব্যঞ্জনের সহিত মন্ত্রের দ্বিতীয়াদি ব্যঞ্জন,
নামের প্রথমাদি স্বরের সহিত মন্ত্রের প্রথমাদি স্বরের শোধন করিবেন । ৯২

যদি মন্ত্রের অপেক্ষায় নামের অথবা নামের অপেক্ষায় মন্ত্রের বর্ণগুলি অধিক হয়,
তবে যতগুলি বর্ণ পর্য্যন্ত উভয়ের বর্ণ সমান হয়, তাবৎ সংখ্যক বর্ণগুলিকে শোধন
করিবেন । অবশিষ্ট বর্ণসমূহের শোধন না হইলেও ক্ষতি নাই । সমতা পর্য্যন্তই অক্ষর-
সমূহের আদি, মধ্য ও অন্ত্য বিভাগ । আদি ও অন্তে সিদ্ধ বর্ণ হইলে ঋটিতি সিদ্ধি
হয় । আদিতে সাধ্যবর্ণ এবং শেষে সিদ্ধবর্ণ হইলে কষ্টে সিদ্ধি হয় । আদিতে ও অন্তে
সুসিদ্ধ বর্ণ হইলে মন্ত্র সর্বকামপ্রদ হয় । আদিতে ও অন্তে অরিবর্ণ হইলে ঐ মন্ত্র
ত্যাজ্য । আদিতে, মধ্যে ও অন্তে অরি বর্ণ যদি হয়, তবে মৃত্যু । আদিতে অরি, মধ্যে
সিদ্ধ ও শেষে সাধ্য বর্ণ হইলে কষ্টে কার্য্যাসিদ্ধি হয়, শেষে অল্প ফল হয় । যদি শেষে
অরি, প্রথমে ও মধ্যে সাধ্য বর্ণ হয়, তবে বিলম্বে কার্য্যাসিদ্ধি, শেষে বিনাশ হয় । যদি
সিদ্ধ বর্ণ অথবা সুসিদ্ধ বর্ণ অরি বর্ণদ্বয়ের-মধ্যগত হয়, তবে তাহা ত্যাজ্য । এইরূপই
রাঘব ভট্ট বলিয়াছেন । ৯৩

অখাংশচক্রম্

যথা রাঘবভট্টঃ—অথবাণ্ডপ্রকারেণ বচি মন্ত্রাংশকং মনাক্¹ ।

অকারাদি-হকারান্তঃ² মাতৃকাকর-সঙ্ঘয়ম্ ॥ ১

একৈকাণান্ ক্রমান্ শ্রুত্ব চতুর্কোষ্ঠেষু মন্ত্রবিৎ ।

সিদ্ধ-সাধ্যাং সুসিদ্ধঞ্চ বৈরিণং গণয়েৎ ক্রমাৎ ॥ ২

যত্র তত্র ভবত্যর্গা নাম-মন্ত্র-সমুদ্ভবাঃ ।

সিদ্ধ-সাধ্যাদি-ভেদেন মন্ত্রেস্তৈর্মন্ত্রমাদিশেৎ ॥ ৩

সিদ্ধঃ সিধ্যতি কালেন সাধ্যাস্তু ছপ-হোমতঃ ।

সুসিদ্ধো গ্রহণাদেব রিপুর্মূলং নিকৃন্ততি ॥ ৪

বায়বীয়ভক্তে— স্থানস্থাঃ সিদ্ধিদা মন্ত্রা ধ্যানস্থাস্ত ফলপ্রদাঃ ।

স্থান-ধ্যান-পরিভ্রষ্টা সুসিদ্ধা অপি বৈরিণঃ ।

সাধকাখ্যাক্ষরং স্থানং ধ্যানং তস্মা তৃতীয়কম্ ॥ ৫

এতাবতা সিদ্ধ-সুসিদ্ধাবেব গ্রাহ্যে ।

অনন্তর অংশচক্র কথিত হইতেছে । রাঘব ভট্ট যেমন বলিয়াছেন—

অথবা অন্য প্রকারে অল্পরূপে মন্ত্রের অংশচক্র বলিতেছি । মন্ত্রবিৎ সাধক চারিটি কোষ্ঠে অকার হইতে হকার পর্য্যন্ত মাতৃকাবর্ণ সমূহকে লিখিবে । এক একটি বর্ণকে ক্রমে ক্রমে বিশ্লেষণ করিয়া ক্রমে ক্রমে সিদ্ধ, সাধ্যা, সুসিদ্ধ ও অরি গণনা করিবে । ১-২

সিদ্ধ সাধ্যাদি ভেদে যেখানে যেখানে নাম ও মন্ত্র সম্বন্ধীয় বর্ণসকল থাকিবে । সেই সেই বর্ণসমূহ বিশিষ্ট মন্ত্রের উপদেশ করিবেন । ৩

সিদ্ধ মন্ত্র যথাকালে সিদ্ধ হয়, সাধ্য মন্ত্র জপ ও হোমের দ্বারা সিদ্ধ হয় । সুসিদ্ধ মন্ত্র গ্রহণমাত্রেই সিদ্ধ হয় । অরিমন্ত্র বংশকে নাশ করে । ৪

বায়বীয় ভক্তে বলিয়াছেন—স্থানস্থিত মন্ত্র সিদ্ধিপ্রদ হয় । ধ্যানস্থিত মন্ত্র ফলপ্রদ হয় । সুসিদ্ধ মন্ত্রও স্থান ও ধ্যান হইতে ভ্রষ্ট হইলে শত্রু হইয়া থাকে । সাধক নামক অক্ষর হইতেছে স্থান এবং তাহার তৃতীয় হইতেছে ধ্যান । ৫

এখানে ইহা দ্বারা সিদ্ধ ও সুসিদ্ধ মন্ত্রই গ্রহণীয় উক্ত হইল । সিদ্ধ-সারস্বত-ভক্তে বলিয়াছেন—

১। মনোগব্যয়ং মনেহয়ে—মনোগব্যয়ময়ে স্থান্ মনেহপি কথিতং বুঠৈঃ ।

২। খ—অকারাদি অকারান্তম্ ।

সিদ্ধসারস্বতে—নৃসিংহাৰ্ক-বরাহাণাং প্রাসাদ-প্রণবস্ত্য চ ।

সপিণ্ডাক্ষর-মন্ত্রাণাং সিদ্ধাদীন্ নৈব শোধয়েৎ ॥ ৬

অগ্নলক্রে ত্রিযা দন্তে মালামন্ত্রে চ ত্র্যক্ষরে ।

বৈদিকেষু চ মন্ত্রেষু সিদ্ধাদীন্ নৈব শোধয়েৎ ॥ ৭

সপিণ্ডাক্ষরেতি । রহস্যাক্ষর-কূট-ঘটিতেত্যর্থঃ । অগ্ন্যত্র—

একাক্ষরস্য মন্ত্ৰস্য মালা-মন্ত্ৰস্য পার্বতি ! ।

বৈদিকস্য চ মন্ত্ৰস্য সিদ্ধাদীন্ নৈব শোধয়েৎ ॥ ৮

বারাহীতন্ত্রে— বিংশত্যর্ণাধিকা মন্ত্ৰা মালামন্ত্ৰা প্রকীৰ্ত্তিতাঃ ॥ ৯

তন্ত্ৰান্তরে— নপুংসকস্য মন্ত্ৰস্য মালামন্ত্ৰস্য সুন্দরি !

হংসস্ত্যষ্টাক্ষরস্ত্যপি তথা পঞ্চাক্ষরস্য চ ।

এক-দ্বি-ত্র্যাদি-বীজস্য সিদ্ধাদীন্ নৈব শোধয়েৎ ॥ ১০

তন্ত্রে হং ফড়স্ত্য নপুংসকাঃ । অত্র হংকারঃ পঞ্চম-স্বরবান্^১ । হংসস্ত্য—
অজপাখ্য-সূর্য্যামন্ত্ৰ-বিশেষস্ত্য । এতদাদি-বচনাদেতেষু সিদ্ধাদিচক্র-বিচারো
নান্ত্যেব ॥ ১১

নৃসিংহমন্ত্ৰ, সূর্য্যামন্ত্ৰ, বরাহমন্ত্ৰ, প্রাসাদ মন্ত্ৰ, প্রণবমন্ত্ৰ ও সপিণ্ডাক্ষর মন্ত্ৰ সমূহের
সিদ্ধাদির শোধন করিবে না । ৬

অগ্নলক্রে মন্ত্রে, ত্রীর্ দন্ত মন্ত্রে, ত্র্যক্ষর মন্ত্রে, মালামন্ত্রে ও বৈদিক মন্ত্ৰসমূহে সিদ্ধাদির
শোধন করিবে না । ৭

সপিণ্ডাক্ষর এই শব্দের এই অর্থ—বহু অক্ষরকূট ঘটিত মন্ত্ৰ । অগ্ন্যত্রও বলিয়াছেন—
হে পার্বতি ! একাক্ষর মন্ত্ৰের, মালামন্ত্ৰের ও বৈদিক মন্ত্ৰের সিদ্ধাদির শোধন
করিবে না । ৮

বারাহী তন্ত্রে বলিয়াছেন—বিংশতিবর্ণের অধিক বর্ণবিলিষ্ট মন্ত্ৰ মালামন্ত্ৰ কথিত
হইয়াছে । ৯

তন্ত্ৰান্তরে বলিয়াছেন—হে সুন্দরি । নপুংসক মন্ত্ৰের, মালামন্ত্ৰের, অষ্টাক্ষর
হংসমন্ত্ৰের ও পঞ্চাক্ষর মন্ত্ৰের, একাক্ষর, দ্ব্যাক্ষর ও ত্র্যাক্ষর বীজের সিদ্ধাদির শোধন
করিবে না । ১০

তন্ত্রে হং ফটু অন্ত অর্থাৎ যে মন্ত্ৰের শেষে হং ফটু আছে, তাহাই নপুংসক মন্ত্ৰ ।
এস্থলে হংকার পঞ্চম স্বর উকার বিলিষ্ট । হংসস্ত্য ইহার অর্থ—অজপা নামক সূর্য্য

বস্তুতত্ত্ব তত্ত্ব-বচনানাং প্রশংসা-পরতয়া বিচারস্থাবিশ্যকত্বমিতি সাম্প্র-
দায়িকা: । বস্তুত চক্রগুহি-সম্বন্ধে সর্বং সাধু ভবতি, তদসম্বন্ধে তু বাচনিকতয়া
দুষণানবকাশ: । অন্তথা তত্ত্ব-বচনবৈয়র্থ্যাদিতি ক্রম: ॥ ১২

অধাকডমচক্রম্

তন্ত্রে—রেখাঘয়ং পূর্বপরেণ কুর্যাৎ তন্মধাতো যাম্য-কুবের-ভেদাৎ ।

মহেশ-রক্ষোহিধিপতি-ক্রমেণ তিৰ্য্যাক্ ততো বায়ু-হতাশনেন ॥ ১৩

অকারাদীন্ ককারান্তান্ ক্রীবহীনান্ লিখেৎ তত: ।

একৈকক্রমতো লেখ্যা মেঘাদিষু বৃষান্তকা: ॥ ১৪

গণয়েৎ ক্রমশো ভদ্রে ! নামাদি-বর্ণকাদিমান্^১ ।

মেঘাদিতো হি মীনাস্তং গণয়েৎ ক্রমশ: সুধী: ॥ ১৫

জপু: স্বনামতো মন্ত্রী যাবন্ মন্ত্রাদিমান্করম্ ।

সিদ্ধ-সাধা-সুসিদ্ধারীন পুন: সিদ্ধাদয়: পুন: ॥ ১৬

মন্ত্র বিশেষের । এই সকল বচন হইতে জানা যায়—পূর্বোক্ত এই সকল মন্ত্রসমূহে
সিদ্ধাদি চক্রের বিচার নাইই । ১১

বস্তুতঃ পক্ষে সেই সেই বচনগুলি সেই সেই মন্ত্রের প্রশংসা তাৎপর্য্যক বলিয়া
বিচারের আবশ্যকতা আছে, ইহা সাম্প্রদায়িক বলেন । আমরা এই বলি—চক্রগুহি
থাকিলে সমস্ত ভাল হয়, চক্রগুহি না থাকিলে পূর্বোক্ত নিবেদ বচনের বসে কোন
দোষের অবকাশ থাকে না ; অন্তথা সেই সেই নিবেদ বচনের ব্যর্থতার আপত্তি
হইবে । ১২

অনন্তর অকডম চক্র কথিত হইতেছে । তন্ত্রে বলিয়াছেন—

প্রথমে পূর্ব ও পশ্চিমে সমান্তরাল দুইটি সরল রেখা, তাহার মধ্যে উত্তর ও দক্ষিণে
ঐকুপ আরও দুইটি রেখা করিবে । পরে ইশান ও রক্ষোহিধিপতি (নৈঋত) ক্রমে
কোণ ঘয়ে তিৰ্য্যাক্ভাবে (কোণাকুণি) দুইটি রেখা, এইরূপ বায়ু ও হতাশন (অগ্নি)
কোণে দুইটি রেখা করিবে (উহা একটি রাশিচক্রের স্থায় হইবে ।) ১৩

তাহার পর ক্রীববর্ণগুলিকে বাদ দিয়া অকার হইতে ককার পর্য্যন্ত বর্ণগুলিকে
লিখিবে । মেঘ হইতে বৃষ পর্য্যন্ত প্রদক্ষিণভাবে এক একটি ক্রমে বর্ণগুলি লেখা । ১৪

হে ভদ্রে ! ক্রমে ক্রমে প্রথমে নামাদিবর্ণ-সমূহের আদিবর্ণ হইতে গণনা করিবে ।
সুধী সাধক মেঘ হইতে মীন পর্য্যন্ত ক্রমে ক্রমে গণনা করিবে । ১৫

মন্ত্রজ্ঞ মন্ত্রদাতা অপকর্তার নিজ নামের আদি অক্ষর হইতে মন্ত্রের আদি অক্ষর

নবৈক-পঞ্চমে সিদ্ধ: সাধ্য: ষড়্-দশ-বৃগ্গকে ।

সুসিদ্ধস্ত্রি-সপ্তকে ক্রজে বেদাষ্টে-দ্বাদশে রিণু:² ।

এতৎ তে কথিতং দেবি ! অকডমাদিকমুত্তমম্ ॥ ১৭

অত্র লিখনে বৃষাস্ততা গণনে মীনাস্ততা বোধ্যা² । ইদন্ত গোপাল-বিষয়ে; শিব-বিষয়েহপি । যথা জামলে (১৮)—

বৈষ্ণবং রাশিসংস্কৃতং শৈবঞ্চাকডমং স্মৃতম্ ॥ ১৯

তথা— তারাস্তুদ্বিবৈষ্ণবানাং কোষ্ঠস্তুদ্বিঃ শিবস্ত চ ।

রাশিস্তুদ্বিত্রৈপুরে চ গোপালেহকডমঃ স্মৃতঃ ॥ ২

অকডমো বামনে চ নারসিংহেহপি চ স্মৃতঃ ।

কোষ্ঠচক্রং বরাহে চ মহালক্ষ্ম্যা কুলাকুলম্ ॥ ২১

নামাদি-চক্রং সর্বেষাং ভূতচক্রং তথৈব চ ।

ত্রৈপুরং তারচক্রং চ স্তুতং মন্ত্রং ভজেদ্ বৃধঃ ॥ ২২

পর্যাস্ত বামাবর্তে সিদ্ধ, সাধ্য, সুসিদ্ধ ও অরি গণনা করিবে। এইরূপ পুনঃ পুনঃ সিদ্ধাদি গণনা করিবে। ১৬

নবম, এক ও পঞ্চমে সিদ্ধ, ষষ্ঠ, দশম ও দ্বিতীয়ে সাধ্য, তৃতীয়, সপ্তম ও একাদশ গৃহে সুসিদ্ধ এবং চতুর্থ, অষ্টম ও দ্বাদশে অরি জানিবে। হে দেবি। এই উত্তম অকডমাদি চক্র কথিত হইল। ১৭

এই চক্রের লেখনটি দক্ষিণাধবর্তে বৃষাস্ত হইবে, গণনাটি বামাবর্তে মীনাস্ত হইবে জানিবে। এই চক্রটি গোপাল বিষয়ে জানিবে। শিব বিষয়েও এই চক্রের ত্ত্বি আবশ্যক। যেমন জামলে বলিয়াছেন (১৮)—

রাশি সংস্কৃত বৈষ্ণব মন্ত্র এবং অকডম সংস্কৃত শৈব মন্ত্র গ্রহণীয় কথিত হইরাছে। ১৯

এইরূপ—বৈষ্ণবগণের তারাস্তুদ্বি, শৈবগণের কোষ্ঠস্তুদ্বি (অ ক খ হ চক্র ত্ত্বি), ত্রিপুরার মন্ত্র বিষয়ে রাশিস্তুদ্বি এবং গোপাল মন্ত্র বিষয়ে অ ক ড ম চক্রের ত্ত্বি আবশ্যক কথিত হইরাছে। ২০

বামনের মন্ত্র বিষয়ে এবং নৃসিংহের মন্ত্র বিষয়েও অ ক ড ম চক্রের ত্ত্বি কথিত হইরাছে। বরাহের মন্ত্র বিষয়ে কোষ্ঠচক্রের (অকখহ চক্রের) এবং মহালক্ষ্মীর মন্ত্র বিষয়ে কুলাকুল চক্রের ত্ত্বি আবশ্যক। ২১

সমস্ত মন্ত্র সম্বন্ধে নামাদি চক্র (মন্ত্র চক্রাদি) ও ভূতচক্রের (কুলাকুল চক্রের)

তথা— বৈষ্ণবং রাশিসংস্কৃতং শৈবজ্যাকডমং স্মৃতম্ ।

কালিকায়ান্ত তারায়ান্তারচক্রং শুভং ভবেৎ ॥ ২৩

চণ্ডিকায়ান্ত ভবেৎ কোষ্ঠং গোপলস্ত্যাকডমো মতঃ ।

ইতি তন্ত্রাস্তরঞ্চ ॥ ২৪

অথ ঋগিধনিচক্রম্

যথা— কোষ্ঠান্ত্যেকাদশান্ত্যেব বেদেন পুরিতানি চ ।

অকারাদি-হকারান্তং লিখেৎ কোষ্ঠেষু তদ্বিৎ ॥ ২৫

প্রথমে পঞ্চকোষ্ঠ চ হ্রস্ব-দীর্ঘ-ক্রমেণ তু ।

দ্বয়ং দ্বয়ং লিখেৎ তত্র বিচারে খলু সাধকঃ ।

শেষেষ্বেকৈকশো বর্ণান্ ক্রমতো বিলিখেৎ সুধীঃ ॥ ২৬

ষট্-কাল-কাল-বিয়দগ্নি-সমুদ্র-বেদ-আকাশ-শূন্য-দহনাঃ খলু সাধ্যবর্ণাঃ ।

যুগ্মদ্বিপঞ্চবিয়দম্বরযুক্শশাঙ্ক-ব্যোমাক্তি-বেদশশিনঃ খলু সাধকার্গাঃ ॥ ২৭

বিচার করিবে। ত্রিপুরার মন্ত্র বিষয়ে নক্ষত্র চক্র বিচার করিবে। পণ্ডিত শুদ্ধ মন্ত্রের উপাসনা করিবেন। ২২

তন্ত্রে এইরূপ উক্ত হইয়াছে—রাশিচক্র-শুদ্ধ বৈষ্ণব মন্ত্র এবং অকডম চক্র-সংস্কৃত শৈব মন্ত্র গ্রাহ্য কথিত হইয়াছে। কালিকা ও তারার নক্ষত্রচক্র শুভ (শুদ্ধ) হইবে। ২৩

চণ্ডিকার কোষ্ঠ (অ ক খ হ চক্র) শুদ্ধ হইবে এবং গোপালের অকডম চক্র শুদ্ধ আবশ্যক কথিত হইয়াছে। ইহা তন্ত্রাস্তর বলেন। ২৪

অনন্তর ঋগিধনি চক্র কথিত হইতেছে। তন্ত্রে যেমন বলিয়াছেন—তদ্বিৎ সাধক প্রথমে একাদশ কোষ্ঠ অঙ্কন করিয়া সেগুলিকে চারিটি কোষ্ঠ সমূহ দ্বারা পূরণ করিয়া সেই কোষ্ঠগুলিতে অকার হইতে হকার পর্য্যন্ত বর্ণ সমূহ লিখিবে। ২৫

সাধক বিচারের নিমিত্ত সেই কোষ্ঠগুলির প্রথম পাঁচটি কোষ্ঠে হ্রস্ব দীর্ঘ ক্রমে দুইটি দুইটি বর্ণ লিখিবেন। সুধী সাধক অবশিষ্ট কোষ্ঠগুলিতে ক্রমে ক্রমে এক একটি বর্ণ লিখিবেন। ২৬

এই কোষ্ঠের উপরিভাগে রেখাঘরের মধ্যে ক্রমে ক্রমে ষট্ (৬), কাল (৬), কাল (৬), বিয়ৎ (০), অগ্নি (০), সমুদ্র (৪), বেদ (৪), ঋ (০), আকাশ (০), শূন্য (০) ও দহন (০)—এই এগারটি সাধ্যবর্ণ (সাধ্যাক্ষ) লিখিবে। আর নিম্নভাবে এইরূপ যুগ্ম (২), দ্বি (২), পঞ্চ (৫), বিয়ৎ (০), অম্বর (০), যুক্ (২), শশাঙ্ক (১), ব্যোম (০), অক্তি (৪), বেদ (৪) ও শশি (১)—এই এগারটি সাধক বর্ণ (সাধকাক্ষ) লিখিবে। ২৭

নামাক্ষরাদিকঠবাদ গজভুক্ত-শেষঃ

আত্মোভয়োরাধিকশেষমুণং ধনং স্তাৎ ১।

মন্ত্রো ঋণী শুভফলোহপ্যভূতো ধনী চ

তুল্যো যদা সমফলোঃ কথিতো মুনীন্দ্রেঃ ॥ ২৮

অস্বার্থঃ—সাধ্য-বর্ণান্ স্বর-ব্যঞ্জন-রূপেণ পৃথক্-কৃতান্ ষট্-কালাত্তৈ-
গুণিতান্ তথা সাধক-নামাক্ষরানি স্বরব্যঞ্জন-রূপেণ পৃথক্-কৃতানি যুগ্মাত্তৈ-
রকৈগুণয়িত্বা অষ্টসংখ্যাভিস্তৃত্বা উভয়োর্মধ্যে অধিকম্ ঋণং শেষম্ অল্পসংখ্যং
ধনং স্তাৎ ॥ ২৯

নামাক্ষরাদিতি । ল্যব্-লোপে পঞ্চমী । নামসম্বন্ধি-স্বর-ব্যঞ্জন-সমুদায়ং
প্রাপ্যোত্যর্থঃ । ৩০

তদ্বাস্তরে—মন্ত্রো যত্থিকাক্ষঃ স্তাদ্ তদা মন্ত্রং জপেৎ সুধীঃ ।

সমেহপি চ জপেন্ মন্ত্রং ন জপেৎ তু ঋণাধিকে ।

শূন্যে যুত্যাং বিজানীয়াৎ তস্মাচ্ছূন্যং বিবর্জয়েৎ ॥ ৩১

একাদশ একাদশ অক্ষররূপ অ ক ঠ ও ব বর্ণ হইতে উভয়ের (সাধ্য ও সাধকের)
নাম সম্বন্ধী স্বর ও ব্যঞ্জন সমুদায়কে জানিয়া গজ (৮) দ্বারা ভাগ করিয়া ভাগ শেষকে
শুভক্স রাখিবে । ভাগশেষ অধিক হইলে ঋণ ও শেষ (নূন) হইলে ধন হয় । ঋণী
মন্ত্র শুভ ফল এবং ধনী মন্ত্র শুভ ফল প্রদান করে । যখন উভয়ের অক্ষ তুল্য হইবে,
তখন সমফল, ইহা মুনোল্লগণ কর্তৃক উক্ত হইয়াছে । ২৮

ইহার অর্থ—সাধকের (মন্ত্রের) বর্ণগুলিকে স্বর ও ব্যঞ্জন ভেদে পৃথক্ করিয়া সেই
সেই বর্ণের উপরি ভাগস্থিত ষট্, কাল প্রভৃতি সংখ্যা দ্বারা গুণ করিয়া, এইরূপ সাধকের
(শিষ্যের) নামের অক্ষরগুলিকে স্বর ও ব্যঞ্জন ভেদে পৃথক্ করিয়া সেই সেই বর্ণের
নিম্নভাগস্থিত যুগ্ম প্রভৃতি সংখ্যা দ্বারা গুণ করিয়া ও অষ্ট সংখ্যা দ্বারা ভাগ করিয়া
উভয়ের মধ্যে অধিক সংখ্যাটি ঋণ এবং শেষ (অল্প) সংখ্যাটি ধন হয় । ২৯

নামাক্ষরলাং—এই স্থলে ল্যব্-লোপে পঞ্চমী বিভক্তি হইয়াছে । তাহার এই
অর্থ—নাম সম্বন্ধী স্বরব্যঞ্জন সমুদায় লইয়া । ৩০

তদ্বাস্তরে বলিয়াছেন—মন্ত্র যদি অধিকাক্ষ হয়, তবে সুধী সাধক মন্ত্র জপ করিবে ।
মন্ত্র যদি সমান অক্ষবিশিষ্ট হয়, তাহা হইলে মন্ত্র জপ করিবে । ঋণাধিক হইলে
কিন্তু জপ করিবে না । শূন্য হইলে যত্ন জানিবে । অতএব শূন্য ত্যাগ করিবে । ৩১

ঋণাধিক ইতি । ধনে ইত্যর্থঃ^১ । অত্র চাক্ষুশ্যে জ্যোতিরুক্তো হারকাক্ষ-
বশেষো ন কার্যান্তর্হি শূন্যপ্রসক্তেঃ । শূন্য ইতি । যদি সাধকনাম সাক্ষং
সাধ্যনাম নিরুদ্ধম, তদা দোষ ইত্যর্থঃ । যদি চ সাধ্য-সাধক-নামৌরুভয়োৱনক-
শূন্যম, তদা ন দোষঃ, সমত্বাৎ । অন্যথা নিরুদ্ধানাং কামবীজাত্মকৈকাক্ষ-
গোপাল-মস্ত্রাদীনামখিলাগ্রাহ্যতাপত্তেরিতি তত্ত্বম্ ॥ ৩১

তথা— ইন্দ্রক্ষ-নেত্র-রবি-পঞ্চ-দশ-তু-বেদ,
বহ্যায়ুষাষ্ট-নবভিত্তি-গিতাংশচ সাধ্যান্^২ ।
দিগ্-ভূ-গিরি-শ্রুতি-গজাগ্নি-মুনীষু-বেদ,
ষড়্-বহ্নিভিস্ত গুণিতানথ সাধকার্ণান্ ॥ ৩৩

ঋণাধিকে—এই পদের অর্থ ধনে । এহলে অন্ধ শূন্য বিষয়ে জ্যোতিঃ-শাস্ত্রোক্ত
হারকাক্ষের অবশেষ করণীয় নহে, তাহা হইলে শূন্যের প্রসক্তি হইবে না । শূন্যে
এই কথার এই অর্থ—যদি সাধকের নাম সাক্ষ, সাধ্য নাম নিরুদ্ধ (অন্ধ শূন্য) হয়, তবে
দোষ হয় । যদি সাধ্য নাম ও সাধক নাম উভয়ই অন্ধ শূন্য হয়, তখন দোষ হয় না,
যেহেতু উভয়ই সমান । অন্যথা নিরুদ্ধ কামবীজরূপ একাক্ষর গোপাল মন্ত্র প্রভৃতি
সকলেরই অগ্রাহ্য হইয়া পড়ে । ইহাই তত্ত্ব । ৩২

এরূপ আরও কথিত হইয়াছে—সাধ্য মন্ত্রের অক্ষরগুলির এবং সাধক শিষ্টের
নামের অক্ষরগুলির স্বর ও ব্যঞ্জন পৃথক করিয়া মন্ত্রের বর্ণগুলিকে ইন্দ্র (১৪), ঋক্ষ
(২৭), নেত্র (২), রবি (১২), পঞ্চদশ (১৫), তু (৬), বেদ (৪), বহ্নি (৩),
আয়ুষ (৮), অষ্ট (৮), নব (৯) সংখ্যা দ্বারা গুণ করিবে । সাধকের নামের
অক্ষরগুলির এইরূপ স্বর ও ব্যঞ্জন বিভাগ করিয়া সেই অক্ষরগুলিকে দিক্ (১০),
ভূ (১), গিরি (৭), শ্রুতি (৪), গজ (৮), অগ্নি (৩), মুনি (৭), ইষু (৫), বেদ
(৪), ষড়্ (৬) ও বহ্নি (৩) সংখ্যা দ্বারা গুণ করিবে । ৩৩

বিবৃতি । এহলে গুণের প্রকার হইতেছে—যে স্থানে অর্থাৎ একাদশ কোষ্ঠের
ষড়্ সংখ্যক কোষ্ঠে সাধকের যে বর্ণ আছে, সেই সংখ্যাকে তাহার সমান স্থান সংখ্যক
সংখ্যা দ্বারা গুণ করিবে । যেমন—প্রথম কোষ্ঠের বর্ণ অকার ও আকার, ঐ কোষ্ঠের
সংখ্যা এক, সুতরাং এক সংখ্যাকে ইন্দ্র (চতুর্দশ) সংখ্যা দ্বারা গুণ করিবে । এককে
১৪ দ্বারা গুণ করিলে চৌদ্দই হইবে । এইরূপ দ্বিতীয় কোষ্ঠের বর্ণ ইকার ও ঈকার,
ঐ বর্ণস্থান দ্বিতীয় কোষ্ঠের সংখ্যা ২ । সুতরাং ২ সংখ্যাকে ঋক্ষ (২৭) সংখ্যা দ্বারা

আয়ুধাশ্রয়ী। অত্র কেচিং—ষট্ কালেত্যাদি-বচনং বিষ্ণু-বিষয়ম্, রামার্চনচল্লিকা-ধৃত্বাদিতি বদন্তি। বস্তুতস্ত ইন্দ্রকাদি-বচনশ্চ নিকর্ষো-
 ইয়মিতি বোধ্যম্। পূর্বমশ্রুতং বিবরণম্। তথাহি—ইন্দ্রক'নেত্রেত্যাশ্র-
 নস্তরম্—নামার্গকোষ্ঠাক্ষমখাভিহৃদাদেকাদিরুদ্রাক্ষগতং ক্রমেণ ইতি^১ ব্যক্তং
 রুদ্রজামলে— সাধ্যাকান্ সাধকাক্ষাংশ্চ পূরয়েদ্ গৃহ-সংখ্যায়া

গুণিতেহষ্টহৃতেহক্ষানাং যচ্ছেষং জায়তে ক্ষুটম্ ॥ ৩৪

তদক্ষং কথয়াম্যত্র একাদশ-গৃহে স্থিতম্।

ইত্যুক্ত্য—ষট্ কালেত্যাহ্যুক্তমিতি ॥ ৩৫

অথাবশিষ্টমন্ত্রাঙ্কাঃ

মায়াবীজে চতুরক্ষঃ, প্রণবে শূন্যং, কূর্চে^২ একাক্ষঃ। কাল্যেকাক্ষরে
 গুণ করিবে। ২ সংখ্যার সহিত ২৭ সংখ্যা গুণিত হইলে ৫৪ হইবে। এইরূপ তৃতীয়
 কোষ্ঠের বর্ণ উকার ও উকার, ঐ বর্ণস্থান তৃতীয় কোষ্ঠের সংখ্যা ৩। সুতরাং ৩
 সংখ্যাকে নেত্র (২) সংখ্যা দ্বারা গুণ করিলে ৬ সংখ্যা হইবে। এইরূপ ১১ সংখ্যা
 পর্যন্ত মন্ত্রের সংখ্যাকে এগারটি সংখ্যা দ্বারা গুণ করিবে। এইরূপ সাধকের নামের
 অক্ষরগুলিকে দিক্ (১০) প্রভৃতি সংখ্যা দ্বারা গুণ করিবে। তাহার পর সমস্ত অক্ষ
 যোগ করিয়া আট সংখ্যা দ্বারা ভাগ করিবে। তাহার মধ্যে যে রাশিটি অধিক হইবে,
 সে রাশি ঋণী অধর্মণ। অল্প সংখ্যক রাশি ধনী উত্তমর্ণ। মন্ত্র যদি অধর্মণ হয়, তবে
 সে মন্ত্র গ্রহণীয়, তাহা না হইলে তাহা গ্রহণীয় নহে। ৩৩

লোকোক্ত আয়ুধ শব্দের অর্থ—আট (৮)। এস্থলে কেহ কেহ এই বলেন যে—
 ষট্-কাল ইত্যাদি বচনটি রামার্চন-চল্লিকায় ধৃত বলিয়া উহা বিষ্ণু বিষয়ক। বস্তুতঃ
 এই বচনটি ইন্দ্রকাদি বচনের নিকর্ষ, ইহা জানিবে। পূর্ব বচনটি ইহারই বিবরণ।
 তাহাই প্রতিপাদিত হইতেছে—ইন্দ্রক'নেত্র ইত্যাদি বচনের অনন্তর—নামার্গকোষ্ঠাক্ষ-
 মখাভিহৃদাদেকাদি-রুদ্রাক্ষ-গতং ক্রমেণ অর্থাৎ নাম বর্ণের কোষ্ঠ সংখ্যাকে এক হইতে
 রুদ্র পর্যন্ত সংখ্যা ক্রমে পূরণ করিবে। এই বলিয়া রুদ্রজামলে ব্যক্ত হইয়াছে যে—

সাধোর অক্ষ সমূহ ও সাধকের অক্ষ সমূহকে চক্রে একত্র দ্বিত্বাদি গৃহসংখ্যার দ্বারা
 পূরণ (গুণ) করিবে। গুণিত ও আট সংখ্যার দ্বারা ভাজিত হইলে অক্ষের বাহা
 শেষ স্পষ্টরূপে জন্মায়। একাদশ গৃহস্থিত সেই অক্ষকে এইখানে বলিতেছি—
 এই বলিয়া ষট্-কাল ইত্যাদি বচন বলিয়াছেন। সুতরাং পূর্বটি উহারই বিবরণ। ৩৪-৩৫

অনন্তর অবশিষ্ট মন্ত্রাঙ্ক কথিত হইতেছে। মায়াবীজে ৪ অক্ষ। প্রণবে শূন্য।

সপ্তাহঃ । ত্রীবীজে একাঙ্কঃ । অস্ত্রে চতুরঙ্কঃ বধ্বাং চতুরঙ্কঃ । বাগ্ভবে চতুরঙ্কঃ । কামবীজে শূন্যম্ । নমঃপদে পঞ্চাঙ্কঃ । অকুশে একাঙ্কঃ^১ । বজ্রবৈরোচনীয়ে ইতি সপ্তাঙ্করতাগস্ত্য চতুরঙ্কঃ । দক্ষিণে ইত্যঙ্করত্রয়স্ত্য ষাট্‌কাঙ্কঃ । কালিকে ইত্যঙ্করত্রয়ে শূন্যম্ । বহিষ্কারায়াম্ ত্রয়োহঙ্কাঃ । নমো ভগবতি মাহেশ্বরী অন্নপূর্ণে ইতি চতুর্দশাঙ্করে ষট্‌ অঙ্কাঃ^৩ ॥ ৫৬

অথ ঋণি-ধনিচক্রস্য প্রকারান্তরম্

যথা— নামাত্মকরমারভ্য যাবন্ মন্ত্রাদি-বর্ণকম্^৪ ।

ত্রিধা কৃত্বা স্বরৈর্ভিন্নং তদনুদ বিপরীতকম্ ॥ ১

অন্যার্থঃ—সাধকনামাত্মকরতো গণনয়া মন্ত্রাদিমাঙ্করং যাবৎ-সংখ্যাং ভবতি, তৎ-সংখ্যাং ত্রিধা কৃত্বা সপ্তভিহ্রুত্বা শেষং স্থাপয়েদিত্তি সাধকস্ত্য । তদনুদিত্তি । মন্ত্রাত্মকরমারভ্য সাধকাত্মকরং যাবৎসংখ্যাম্, তৎ-সংখ্যাং

কূর্চে ১ অঙ্ক । কালীর একাঙ্করে ২ অঙ্ক । ত্রীবীজে ১ অঙ্ক । অস্ত্রে (ষট্‌ মন্ত্রে) ৪ অঙ্ক । বধ্ববীজে (ত্রীং বীজে) ৪ অঙ্ক । বাগ্ভবে (ঐং বীজে) ৪ অঙ্ক । কামবীজে (ক্লীং বীজে) ০ শূন্য অঙ্ক । নমঃ পদে ৫ অঙ্ক । অকুশে (ক্রোং বীজে) ১ অঙ্ক । বজ্রবৈরোচনীয়ে এই সাতটি অঙ্করাংশের ৪ অঙ্ক । দক্ষিণে এই অঙ্কর তিনটির ২ অঙ্ক । কালিকে এই অঙ্কর তিনটির ০ শূন্য । বহিষ্কারায়াম্ (স্বাহার) ৩ অঙ্ক । নমো ভগবতি মাহেশ্বরী অন্নপূর্ণে—এই চৌদ্দটি অঙ্করে ৬ অঙ্ক শেষাঙ্ক । ৫৬

অনন্তর অগ্ন প্রকার ঋণী ধনী চক্র কথিত হইতেছে । যেমন—সাধকের নামের আদি অঙ্কর হইতে আরম্ভ করিয়া মন্ত্রের আদি অঙ্কর পর্য্যন্ত মাতৃকা ক্রমে গণনা করিয়া সেই অঙ্ককে ত্রিগুণিত করিয়া স্বরের (৭) দ্বারা ভাগ করিবে । অগ্নটি (মন্ত্রটি) ইহার বিপরীত হইবে অর্থাৎ মন্ত্রের আদি অঙ্কর হইতে আরম্ভ করিয়া সাধকের নামের আদি অঙ্কর পর্য্যন্ত মাতৃকাক্রমে গণনা করিয়া যে অঙ্ক হইবে, সেই অঙ্ককে ৭ দ্বারা গুণ করিয়া ৩ দ্বারা ভাগ করিবে । ১

ইহার অর্থ হইতেছে—সাধক নামের অঙ্কর হইতে মন্ত্রের আদি অঙ্কর পর্য্যন্ত গণনা দ্বারা যত সংখ্যা হইবে, সেই সংখ্যাকে ত্রিধা (ত্রিগুণিত) করিয়া ৭ দ্বারা ভাগ করিয়া ভাগ শেষ রাখিবে । ইহাতে সাধকের রাশি হইবে । তদনুৎ, ইহার অর্থ—মন্ত্রের আদি অঙ্কর হইতে আরম্ভ করিয়া সাধকের আদি অঙ্কর পর্য্যন্ত গণনার যত

১। গ—অকুশে একাঙ্ক ইতি পাঠো নাস্তি ।

২। খ—নমো ভগবতি ইত্যাদি পাঠো নাস্তি ।

৩। খ—যাবন্ মন্ত্রাদিমং ভবেৎ ।

লগ্নভিঃ পুরয়িত্বা ত্রিভির্হরেৎ, শেষং স্থাপয়েদিত্তি সাধ্যস্তা উভয়োরধিকম
ঋণং, ন্যূনং ধনমিতি ॥ ২

অন্যশ্চ প্রকারঃ

যথা— সাধ্যনাম-দ্বিগুণিতং সাধকেন সমন্বিতম্ ।

অষ্টাভিষ্চ হরেচ্ছেষং তদন্যদ্বি বিপরীতকম্ ॥ ৩

অন্যার্থঃ—সাধ্যমন্ত্রবর্ণাঃ স্বরব্যঞ্জন-ভেদেন যাবৎসংখ্যাস্তৎ-সংখ্যাং দ্বিগুণী-
কৃত্য স্বরব্যঞ্জন-ভেদেন সাধকনামবর্ণাক-সংযুতং কৃত্বা অষ্টাভিহঁত্বা শেষং
স্থাপয়েদিত্তি সাধ্যস্তা । তদন্যদিত্তি^১ । স্বরব্যঞ্জন-ভেদেন সাধকনামবর্ণা যৎ-
সংখ্যাস্তৎ-সংখ্যাং দ্বিগুণীকৃত্য স্বরব্যঞ্জনভেদেন সাধ্যবর্ণাক-যুক্তং কৃত্বা অষ্টাভি-
হঁরেৎ, শেষং স্থাপয়েদিত্তি সাধকস্তা । উভয়োরধিকম্ ঋণং ন্যূনং ধনমিতি ॥ ৪

সংখ্যা হইবে, সেই সংখ্যাকে ৭ দ্বারা পূরণ (গুণ) করিয়া ৩ দ্বারা হরণ (ভাগ)
করিবে এবং ভাগশেষকে রাখিবে । ইহাতে সাধ্যের রাশি হইবে । উভয় সংখ্যার
মধ্যে অধিক সংখ্যাটি ঋণ, ন্যূন সংখ্যাটি ধন । ২

অন্য প্রকার ঋণি ধনৌ চক্র কথিত হইতেছে । যেমন তন্ত্রে বলিয়াছেন—স্বর ও
ব্যঞ্জন পৃথক্ করিয়া সাধ্য নামের অক্ষরগুলিকে দ্বিগুণিত করিয়া সেই সংখ্যাকে
মন্ত্র বর্ণের সংখ্যার সহিত যুক্ত করিবে । তাহার পর তাহাকে ৮ দ্বারা ভাগ করিবে,
ভাগশেষকে পৃথক রাখিবে । অন্যটি ইহার বিপরীত হইবে অর্থাৎ স্বর ও ব্যঞ্জনে পৃথক্
কৃত সাধকের নামের অক্ষরগুলিকে দ্বিগুণিত করিয়া তাহার সহিত স্বর ও ব্যঞ্জনে
পৃথক্ কৃত মন্ত্রাক্ষরের সংখ্যাকে যুক্ত করিবে । সমষ্টিকে ৮ দ্বারা ভাগ করিয়া
ভাগশেষ পৃথক রাখিবে । ইহাতে সাধক রাশি হইবে । অন্যত্র পূর্বের স্থান । ৩

ইহার অর্থ হইতেছে—সাধ্য মন্ত্রের বর্ণসমূহ স্বর ও ব্যঞ্জন মিলিয়া যত সংখ্যা
হইবে, সেই সংখ্যাকে দ্বিগুণ করিয়া স্বর ও ব্যঞ্জন ভেদে সাধকের নামের বর্ণসংখ্যাকে
তাহার সহিত যোগ করিয়া ৮ দ্বারা ভাগ করিয়া ভাগশেষ রাখিবে । ইহাতে সাধ্যের
রাশি হইবে । তদন্যৎ এই বাক্যের অর্থ—স্বর ও ব্যঞ্জন মিলিয়া সাধকের নামের
বর্ণগুলি যত সংখ্যক হইবে, সেই সংখ্যাকে দ্বিগুণ করিয়া স্বর ও ব্যঞ্জন ভেদে সাধ্য
মন্ত্র-বর্ণের সংখ্যাকে তাহার সহিত যুক্ত করিয়া ৮ দ্বারা ভাগ করিবে, ভাগশেষ পৃথক্
করিয়া রাখিবে । ইহাতে সাধকের রাশি হইবে । এই উভয় রাশির মধ্যে অধিকটি
ঋণ, অল্পটি ধন । ৪

এতৎ প্রকারদ্বয়ং শক্তিমাত্রবিষয়কমিতি কেচিৎ । বস্তুতস্তু সর্ববিষয়কমেব ।
অতএব ঋণধন-শোধনং প্রকারত্রয়ান্যতমপ্রকারেণ কর্তব্যমিতি রাঘবভট্টঃ ।
এতানি খলু দশচক্রাণ্যুক্তানি । ৫

কেচিৎ তু—তারচক্রং রাশিচক্রং নামচক্রং তথৈব চ ।

অত্র চেৎ সপ্তগো মন্ত্রো নান্যচক্রং বিচারয়েৎ ॥

ইতি বারাহী-তন্ত্রদর্শনাৎ ।

ধনিমন্ত্রং ন গৃহীয়াদকুলঞ্চ তথৈব চ ।

ইতি তন্ত্রাস্তর-বচনাচ্চ নক্ষত্রচক্র-রাশিচক্র-নামচক্র-ঋণধনিচক্র-কুলাকুল-
চক্রাণামেব বিচারাপেক্ষা । তত্র নামচক্রং সিদ্ধাদি-চক্রম্ । ইতরেষাস্তু ন
বিচারাপেক্ষা ইতি বর্ণয়ন্তি ব্যবহরন্তি চ । ৬

বস্তুতস্তু সম্ভবতি চেৎ সর্বেষাং, নো চেৎ প্রধানতয়া-তারচক্র-রাশিচক্র-
নাম-চক্রাণাং বিচারঃ কর্তব্য ইতি প্রশংসা-পরতর্যৈবোক্তম্ । যথা প্রাসাদ-
প্রণব-স্বপ্নলঙ্কারাদৌ সিদ্ধাদিবিচারানপেক্ষণ-বোধক-বচনানাং প্রশংসাপরত্ব-
মিতি বিবেচিতমেব সিদ্ধাদিচক্রে নৃসিংহার্কবরাহাণাং^১ প্রাসাদ-প্রণবস্ত
চেত্যাди-ক্রম ইত্যন্তেন । এবমেব—

কেহ কেহ বলেন—এই দুইটি প্রকার শক্তি বিষয়ক । বস্তুতঃ এই দুইটিও সমস্ত
মন্ত্র বিষয়ক । এই জগুই রাঘব ভট্ট এই বলিয়াছেন যে—তিনটি প্রকারের যেকোন
একটি প্রকারের দ্বারা ঋণধন শোধন কর্তব্য । এই দশটি চক্র উক্ত হইয়াছে । ৫

‘মন্ত্র গ্রহণ বিষয়ে মন্ত্র যদি সপ্তগ হয়, তবে তারচক্র, নাম চক্র (সিদ্ধাদি চক্র), সেই
রূপ রাশিচক্র বিচার করিবে, অশু চক্র বিচার করিবে না’—এইরূপ বারাহী তন্ত্রের
বচন দেখা যায় বলিয়া এবং ‘ধনিমন্ত্র গ্রহণ করিবে না । সেইরূপ অকুল মন্ত্রও গ্রহণ
করিবে না’—এইরূপ তন্ত্রাস্তরের বচন আছে বলিয়া নক্ষত্রচক্র, রাশিচক্র, নামচক্র,
ঋণধনিচক্র ও কুলাকুল চক্রের বিচারের অপেক্ষা আছে । তন্মধ্যে নামচক্র হইতেছে
সিদ্ধাদি চক্র । অন্যান্য চক্রের বিচারের অপেক্ষা নাই—ইহা কেহ কেহ বলেন ও
ব্যবহার করেন । ৬

বস্তুতঃ সম্ভব হইলে সমস্ত চক্রের বিচার কর্তব্য । তাহা সম্ভব না হইলে প্রধান
রূপে তারচক্র, রাশিচক্র, নামচক্রের বিচার কর্তব্য—ইহা মন্ত্রের প্রশংসা অভিপ্রায়ে
উক্ত হইয়াছে । যেমন প্রাসাদমন্ত্র, প্রণব, স্বপ্নলঙ্কা মন্ত্রাদি বিষয়ে সিদ্ধাদি চক্র বিচারের

নক্ষত্রচক্রং তারিণ্যা নাশ্চচক্রং^১ বিচারয়েৎ ।

ইত্যন্ত বারাহীতন্ত্রবচনশ্চ

তারাত্ত্বিকবৈষ্ণবানাং কোষ্ঠত্বিকিঃ শিবশ্চ চ ।

রাশিত্ত্বিকৈশ্চৈপুরে চ গোপালেহকডমঃ স্মৃতঃ ।

ইত্যাदि প্রাপ্ত-বচনানাঞ্চ প্রশংসা-পরতয়েব সর্বং চতুরশ্রম্ । ৭

চক্রবিচারে নামগ্রহণ-প্রকারঃ

অথ^২ চক্রবিচারে নামঃ কথং প্রকারেণ গ্রাহ্যতা ? তদাহ সনৎকুমারীয়ে—

পিতৃমাতৃ-কৃতং নাম ত্যক্ত্বা^৩ শর্মাপি দেবকান্ ।

শ্রীবর্ণঞ্চ ততো বিদ্বান্ চক্রেষু^৪ যোজয়েৎ ক্রমাৎ ॥ ৮

ত্যাঙ্কেতি পরাশর্যি । অনেক নামঃ কিং নাম গ্রাহ্যম্ ? অত্র^৫ পিজলাতন্ত্রম্—

প্রসিদ্ধং যদ্ ভবেন্নাম কিংবাস্ত জন্মনাম চ ।

যতীনাং পুষ্পপাতেন গুরুণা যৎ কৃতং ভবেৎ ॥ ৯

লোকপ্রসিদ্ধ-নামাথ মাত্রা পিত্রা কৃতম্ তথা^৬ ।

অনপেক্ষত্ব বোধক বচন সমূহের প্রশংসা পরত্ব, নিষেধ পরত্ব নহে, ইহা সিদ্ধাদিচক্রের বিচারস্থলে ‘নৃসিংহার্ক-বরাহাণাং ইত্যাदि ক্রম ইত্যন্ত গ্রন্থে বিবেচনা (বিচার) করিয়াছি। এইরূপই “তারিণীর মন্ত্র গ্রহণে নক্ষত্রচক্র বিচার করিবে, অন্য চক্র বিচার করিবে না”—এই বারাহী তন্ত্র বচনের এবং “বৈষ্ণব মন্ত্র সমূহে তারাত্ত্বিক, শিবমন্ত্রে কোষ্ঠত্বিকি, ত্রিপুরার মন্ত্রে রাশিত্ত্বিকি, গোপালের মন্ত্রে অকডম চক্রের ত্ত্বিকি কথিত হইয়াছে” এইরূপ পূর্বোক্ত বচন সমূহের প্রশংসাপরত্ব বলিলেই সমস্ত সামঞ্জস্য হয়। ৭

এই চক্রবিচারে নাম গ্রহণের প্রকার কথিত হইতেছে। এই চক্রবিচারে কি প্রকারে নামের গ্রহণ কর্তব্য, তাহা সনৎকুমার তন্ত্রে বলিতেছেন—

বিদ্বান্ ব্যক্তি দেব শর্মা ও শ্রীবর্ণকে ভাগ করিয়া তাহার পর পিতা মাতার কৃত নামকে ক্রমে ক্রমে বিভাগ করিয়া চক্রে স্থাপন করিবে। ৮

ত্যাঙ্ক। এই পদটির পরবর্তী শ্রীবর্ণের সহিত অন্বয় হইবে। অনেক নামের মধ্যে কোন নামটি গ্রহণীয় ? এ সম্বন্ধে পিজলাতন্ত্র বলিতেছেন—

সাধকের যে নাম প্রসিদ্ধ, কিংবা তাহার জন্ম নাম অথবা যতিগণের পুষ্পপাতের দ্বারা যে নাম হয়, গুরু যে নাম করেন। অথবা যে নাম লোকে প্রসিদ্ধ, অথবা মাতা

১। খ—নামচক্রম্ ।

২। খ—অথ ।

৩। খ—চক্রে ।

৪। খ—অতঃ ।

৫। খ—পিত্রা তথা কৃতম্ ।

সুপ্তো জাগতি যেনাদৌ দূরস্থশ্চ প্রভাষতে ।

বদত্যশ্বমনকোহপি তন্মাম গ্রাহমত্র তু ॥ ১০

দৈবাং প্রাপ্তঃ^১ সিদ্ধাদিচক্র-ক্রমেণাহুচক্র-ক্রমেণ বা সামান্যতো বৈরিমন্ত্র-
ত্যাগ্য এবোতি তৎপ্রকারঃ কথ্যতে । যথা তন্ত্রে—

গব্যাক্ষীরে দ্রোণমিতে জপেন্ মন্ত্রং শতাষ্টকম্ ।

পীত্বা ক্ষীরং জলে তদ্বৎ সমুচ্চার্য ত্যজেৎ তথা ।

অনেনৈব বিধানেন বৈরিমন্ত্রাদ্ বিমুচ্যতে ॥ ১১

অর্থঃ—দ্রোণমিতে হৃদ্রে মন্ত্রং সহস্রম্ অষ্টোত্তরশতং বা জপ্ত্বা তদৃ হৃদ্রং
পীত্বা তন্মন্ত্রং সহস্রম্ অষ্টোত্তরশতং বা সমুচ্চার্য গলাঙ্গুলি-সংযোগাদিনা
তদৃ হৃদ্রং শ্রোতোজলে উদগারয়েৎ । দ্রোণস্তু চতুরন্তিকাধিক-মাষপঞ্চকাধিকানি
ষড়ধিক-সপ্তদশ-শততোলকানি^২ । তথাচ লৌকিকমান-ক্রমেণ ৭২ দ্বাসপ্ততি-
তোলকাত্মক-সেরাখ্য-পরিমাণস্ত সার্বত্রয়োবিংশতি-সেরাশ্চতুর্দশ-তোলকানি
পঞ্চমাষাশ্চতশ্রো রন্তিকাশ্চ যথা গোপথ-ব্রাহ্মণম্ (১২)—

দ্বাত্রিংশৎ-পলিকং প্রস্থমুক্তং স্বয়মথর্বণা ।

শিতা কর্তৃক যে নাম হয়, নিম্নিত এই শিষ্ট যে নামে জাগে, দূরে থাকিয়াও যে
নামে প্রত্যুত্তর করে, অশ্বমনক হইয়াও যে নামে কথা বলে, সেই নামই এই চক্র
বিচারে গ্রাহ্য । ১-১০

সিদ্ধাদি-চক্র ক্রমে বা অশ্ব চক্র ক্রমে দৈবাং প্রাপ্ত সামান্যতঃ বৈরী মন্ত্র ত্যাগ্যই ।
সেই ত্যাগের প্রকার কথিত হইতেছে । তন্ত্রে যেমন বলিয়াছেন—

দ্রোণ পরিমিত গব্য ক্ষীরে (হৃদ্রে) ১০৮ বার মন্ত্র জপ করিবে । তাহার পর সেই
হৃদ্র পান করিয়া সেইরূপ মন্ত্র উচ্চারণ করিয়া ত্যাগ করিবে । এই প্রকার বিধানের
দ্বারাই বৈরী মন্ত্র হইতে বিমুক্ত হইবে । ১১

ইহার অর্থঃ—দ্রোণ পরিমাণ হৃদ্রে সহস্র সংখ্যক বা অষ্টোত্তর শত সংখ্যক মন্ত্র
জপ করিয়া সেই হৃদ্রকে পান করিয়া গলার আঙ্গুল দিয়া সেই হৃদ্রকে শ্রোতের জলে
বসি করিয়া দিবে । দ্রোণ হইতেছে—একশত ছিয়াত্তর তোলা পাঁচ মাষ চারি রতি ।
সুতরাং লৌকিক পরিমাণ অনুসারে ৭২ তোলারূপ সের পরিমাণের ২৩ সের চৌদ্দ
তোলা পাঁচ মাষ চারি রতি । যেমন গোপথ ব্রাহ্মণ এই বলিয়াছেন (১২)—

১। প্র—প্রাপ্তঃ সিদ্ধাদিচক্র ।

২। খ—ষড়ধিকসপ্তদশততোলকানি ।

আটকন্তু চতুঃপ্রস্থৈশ্চতুর্ভির্দ্রোণ আটকৈঃ ॥ ১৩ ॥ ইতি ।

জ্যোতিষে—পলন্ত লোকিকৈর্মানেঃ সাষ্টরন্তির্দ্বিমাষকম্ ।

তোলক-ত্রিতয়ং জেয়ং জ্যোতির্জৈঃ স্মৃতিসম্মতম্ ॥ ১৪

লৌকিকমানঞ্চ—দ্বাদশগুণা মাষঃ, অষ্টৌ মাষাশ্চ তোলকমিতি ।

রুদ্রজামলে— বটপত্রে লিখিত্বাহরিমন্তং শ্রোতসি নিক্ষিপেৎ ।

এবং মন্ত্রবিমুক্তঃ স্যাদিত্যাহ ভগবান্ শিবঃ ॥ ১৫

এবং সাধ্য-সাধ্যমন্ত্রমপি ত্যজেৎ । ননু শুদ্ধমন্ত্রশালাভে কোলিকাদি-
মন্ত্রশ্চ সিদ্ধাদি-দৃষ্টেহে বা কিং কর্তব্যমিতি চেদ্রুচ্যতে । যথা মন্ত্রদেব-
প্রকাশিকায়াম্ (১৬)—

মন্ত্রাদিষু চ সর্বেষু হ্রল্লেক্ষা কামবীজকম্ ।

শ্রীবীজঞ্চাপি নিক্ষিপ্য জপেন্ মন্ত্রং সুসিদ্ধয়ে ॥ ১৭

তার-সংপুটিতো বাপি দৃষ্টমন্ত্রোহপি সিধ্যতি ।

যত্র যন্ত ভবেদ্ ভক্তিঃ সোহপি মন্ত্রোহপি সিধ্যতি ॥ ১৮

তথা মন্ত্রমুক্তাবল্যাম্ । রাঘব ভট্টঃ—

অথর্ববেদ কর্তৃক স্মরণ উক্ত হইয়াছে—৩২ পলে প্রস্থ, চারি প্রস্থে আটক, চারি
আটকে দ্রোণ । ১৩

জ্যোতিষে বলিয়াছেন -জ্যোতির্বিদগণ লৌকিক পরিমাণে তিন তোলা দুই মাষা
আট রতি পরিমাণকে স্মৃতি সম্মত পল জানিবেন । ১৪

লৌকিক পরিমাণ—১২ গুণায় ১ মাষ, ৮ মাষে ১ তোলা । রুদ্রজামলে বলিয়াছেন—
বটপত্রে অরিমন্ত লিখিয়া শ্রোতের জলে নিক্ষেপ করিবে । এইরূপে অরিমন্ত
হইতে বিমুক্তি হয়, ইহা ভগবান্ শিব বলিয়াছেন । ১৫

এইরূপে সাধ্য-সাধ্য মন্ত্রকেও ত্যাগ করিবে । আচ্ছা, শুদ্ধ মন্ত্রের লাভ (প্রাপ্তি)
না হইলে কোলিক প্রভৃতি মন্ত্র সিদ্ধাদি দোষে দৃষ্ট হইলে কি কর্তব্য ? এই প্রশ্নের
উত্তরে বলিতেছি । যেমন মন্ত্রদেব-প্রকাশিকায় বলিয়াছেন (১৬)—

সুসিদ্ধির জন্ম সমস্ত মন্ত্রাদিতে হ্রল্লেক্ষা (শ্রীং), কামবীজ (ক্লীং) ও শ্রীবীজ যোগ
করিয়া মন্ত্র জপ করিবে । ১৭

দৃষ্ট মন্ত্র প্রশ্নব পুটিত হইলেও সিদ্ধ হয় । যাহার যে মন্ত্রে ভক্তি, তাহার সেই মন্ত্র
দৃষ্ট হইলেও সিদ্ধ হয় । ১৮

মন্ত্র মুক্তাবলীতে সেইরূপ বলিয়াছেন । রাঘব ভট্ট বলিয়াছেন—

এষু দোষেষু সর্বত্র মায়াং কামমথাপি বা ।

ক্ষিপ্তা চাদৌ শ্রিয়ং দত্তাদেতদ্-দুষণযুক্তয়ে^১ ।

ভার-সংপূটিভো বাপি হৃষ্টমন্ত্রোহস্তা সিধ্যতি^২ ॥ ১৯

এতদ্বচনং দীক্ষাতস্তে স্মার্তেনাপি লিখিতম্ । ভুবনেশ্বরী-পারিজাতে^৩—

মায়াবীজ-সমায়ুক্তঃ ক্ষিপ্তঃ সিদ্ধিপ্রদো ভবেৎ ।

পিওস্ত কেবলো মন্ত্রো মায়াবীজোজ্জলীকৃতঃ ।

মায়াবীজাদ্ ভবেৎ প্রাণো বীজং চৈতন্য-বীৰ্য্যবৎ ॥ ২০

অথ মহাবিদ্যাসু চক্রাদি-বিচারাপেক্ষা নাস্তীতি তান্ত্রিকাঃ । বস্তুতস্ত তত্ত্বদ্ব-বচনানাং^৪ প্রশংসাপরতয়া সর্বত্রৈব বিচারাপেক্ষেতি সাম্প্রদায়িকাঃ । নাশ্রয়েদরিমন্ত্রস্ত মিত্রমন্ত্রং সমাশ্রয়েদিতি মায়াতত্ত্ববচনাং বিচারশুদ্ধ-মন্ত্র-প্রাপ্তৌ বিচার আবশ্যকঃ । তদপ্রাপ্তৌ তু তত্ত্ববচনমেব শরণমিতি তু বয়ম্ । ২১

অথ মহাবিদ্যানির্ণয়ঃ

যথা যুগ্মমালাতন্ত্রে^৫—কালী তারা মহাবিদ্যা ষোড়শী ভুবনেশ্বরী ।

সর্বত্র এই সমস্ত দোষে সেই দোষের মুক্তির জন্ত প্রথমে মায়াবীজ, অনন্তর কামবীজ যোগ করিয়া শ্রীবীজ প্রদান করিবে । সাধকের এইরূপ হৃষ্ট মন্ত্র প্রণব পুটিত হইলেও সিদ্ধ হয় । ১৯

দীক্ষাতস্তে স্মার্তও এই বচন লিখিয়াছেন । ভুবনেশ্বরী পারিজাতে বলিয়াছেন—

মন্ত্র মায়াবীজের দ্বারা যুক্ত হইলে শীঘ্র সিদ্ধি প্রদ হয় । কেবল মন্ত্র পিও স্বরূপ, মায়াবীজের দ্বারা উহা উজ্জলীকৃত হয় । মায়াবীজের দ্বারা বীজ প্রাণবৎ, বীৰ্য্যবৎ ও চৈতন্যবৎ হয় । ২০

মহাবিদ্যা বিষয়ে চক্রাদি বিচারের অপেক্ষা নাই, ইহা তান্ত্রিকগণ বলেন । বস্তুতঃ বিচার নিবেদক সেই সেই বচনগুলি মন্ত্রের প্রশংসাপর বলিয়া সর্বত্রই বিচারের অপেক্ষা আছে, ইহা সাম্প্রদায়িকগণ বলেন । যেহেতু—“অরিমন্ত্রকে আশ্রয় (গ্রহণ) করিবে না । মিত্র মন্ত্রকে গ্রহণ করিবে”—এইরূপ মায়াতন্ত্রের বচন আছে । বিচার শুদ্ধ মন্ত্রের প্রাপ্তিতে বিচার আবশ্যক, বিচারশুদ্ধ মন্ত্র না পাইলে সেই সেই বিচার নিবেদক বচনই আশ্রয় করিতে হইবে, ইহা আমরা বলি । ২১

অনন্তর মহাবিদ্যার নির্ণয় হইতেছে । যুগ্মমালাতন্ত্রে যেমন বলিয়াছেন—

১। খ—মন্ত্রদুষণযুক্তয়ে ।

২। খ—হৃষ্টমন্ত্রোহপি সিধ্যতি ।

৩। খ—ভুবনেশ্বরীতাদি বীৰ্য্যবদিত্যন্তঃ পার্শ্বে নাস্তি ।

৪। খ—বস্তুতত্ত্বদ্ব-বচনানাং ।

৫। খ—যথা যুগ্মমালাতন্ত্রে ইতি নাস্তি ।

ভৈরবী ছিন্নমস্তা চ বিদ্যা ধুমাবতী তথা ॥ ২২

বগলা সিদ্ধবিদ্যা চ মাতঙ্গী কমলাগ্নিকা ।

এতা দশ^১ মহাবিদ্যাঃ সিদ্ধবিদ্যাঃ প্রকীৰ্ত্তিতাঃ ॥ ২৩

নাত্র সিদ্ধান্তপেক্ষান্তি^২ নক্ষত্রাদি-বিচারণা ।

কালাদি-লোচনং নাস্তি নারিমিত্রাদি-দূষণম্ ॥ ২৪

সিদ্ধবিদ্যাতয়া নাত্র যুগসেবা-পরিশ্রমঃ ।

নাস্তি কিঞ্চিন্ মহাদেবি ! হৃৎখসাদ্যং কথঞ্চন ॥ ২৫

অত্র প্রথম-মহাবিদ্যাপদং স্বরূপ-বিশেষণপরং, ন তু বিধেয়পরম্, এতা দশ মহাবিদ্যা ইত্যনেনাব্যয়ানুপপত্তেঃ^৩। ষোড়শীতি সুন্দর্য্যাঃ পর্য্যায়ঃ। মন্ত্রবিশেষপরম্ সামান্যতঃ সুন্দর্য্যান্তরহির্ভাবাপত্তেঃ। বিদ্যেতি। ধুমাবতী বিদ্যেত্যর্থঃ। সিদ্ধবিদ্যেতি মাতঙ্গ্যা বিশেষণম্। কমলাগ্নিকা লক্ষ্মীঃ, অন্নপূর্ণেত্যপরে, বাখাদিনী চান্নপূর্ণেত্যেকবাক্যত্বাৎ। নারিমিত্রাদিদূষণমিতি। অরিমিত্রচক্রাদেদূষণং নাস্তীত্যর্থঃ। যুগসেবাপরিশ্রম ইতি। সত্যে এক

মহাবিদ্যা কালী, তারা, ষোড়শী, ভুবনেশ্বরী, ভৈরবী, ছিন্নমস্তা, ধুমাবতী বিদ্যা, বগলা, সিদ্ধবিদ্যা মাতঙ্গী, কমলা—এই দশ মহাবিদ্যা বলিয়া তত্ত্বে কীর্ত্তিত হইয়াছেন। ২২-২৩

এই সকল মহাবিদ্যা বিষয়ে সিদ্ধাদি বিচারের অপেক্ষা নাই, নক্ষত্রাদি বিচার নাই, কালাদি গুহি নাই, অরি-মিত্রাদি দোষ নাই। ২৪

সিদ্ধ বিদ্যা বলিয়া এই সকল বিষয়ে যুগসেবা পরিশ্রম নাই। হে মহাদেবি! ইহাতে কোনরূপে কোন কিছু হৃৎখসাদ্য নাই। ২৫

এই শ্লোকে প্রথম মহাবিদ্যা পদটি স্বরূপ বিশেষণ তাৎপর্য্যক, উহা বিধেয় তাৎপর্য্যক নহে। অন্যথা এতা দশ মহাবিদ্যা ইহার সহিত অবয়ের অনুপপত্তি হইবে। ষোড়শী এইটি সুন্দরীর পর্য্যায় শব্দ। উহা যদি মন্ত্র বিশেষের তাৎপর্য্যে প্রযুক্ত হইত, তবে সামান্যভাবে সুন্দরীর মহাবিদ্যার বহির্ভাবের আপত্তি হইত অর্থাৎ সুন্দরী মহাবিদ্যা-বর্ণের মধ্যে পড়িতেন না। বিদ্যা এই কথার এই অর্থ—ধুমাবতী বিদ্যা। সিদ্ধ বিদ্যা এইটি মাতঙ্গীর বিশেষণ। কমলাগ্নিকা হইতেছেন লক্ষ্মী। কেহ কেহ বলেন অন্নপূর্ণা, যেহেতু “বাগ্‌বাদিনী ও অন্নপূর্ণা”—এই বচনের সহিত একবাক্যতা আছে। নারি-

১। ৫—এতা দশ মহাদেবি! মহাবিদ্যা প্রকীৰ্ত্তিতাঃ। ২। ৫—সিদ্ধান্তপেক্ষান্তি।

৩। ৫—অব্যয়ানুপপত্তেঃ।

শুগল্লেতায়াং দ্বিগুণঃ, দ্বাপরে ত্রিগুণঃ, কলৌ চতুর্গুণ ইতি যো যুগসেবা-
পরিশ্রমো বক্ষ্যতে, স মহাবিদ্যাসু নাস্তীত্যর্থঃ । এতা দশ^১ মহাবিদ্যা ইতি
পাঠকল্পনাদিত্যর্থকল্পনমযুক্তমেব । তথা চামুণ্ডাতন্ত্রে (২৬)—

কলৌ কালী তথা তারা ভৈরবী ছিন্নমস্তকা ।

ত্রিকুটা ত্রিপুটা দুর্গা তথা মহিষমর্দিনী ॥ ২৭

কাত্যায়নী চ চামুণ্ডা মহাবিদ্যাঃ প্রকীর্তিতাঃ ।

নাসু সিদ্ধাত্তপেক্ষান্তি নারিমিত্রাদি-দূষণম্ ॥ ২৮

মালিনীবিজয়ে—অথ বক্ষ্যাম্যহং বিদ্যা যা যা বিদ্যা মহীতলে^২ ।

দোষ-জালৈরসংস্পৃষ্টান্তাঃ সর্বা হি ফলৈঃ সহ ॥ ২৯

কালী নীলা মহাদুর্গা ত্বরিতা ছিন্নমস্তকা ।

বাগ্বাদিনী চাম্পূর্ণা তথা প্রত্যঙ্গিরা পুনঃ^৩ ॥ ৩০

কামাখ্যা বগলা বালা মাতঙ্গী শৈলবাসিনী ।

ইত্যাদ্যাঃ সকলা বিদ্যাঃ কলৌ পূর্ণফলপ্রদাঃ ॥ ৩১

মিত্রাদি দূষণ এই কথার এই অর্থ—অরিমিত্র চক্রাদির দোষ নাই । যুগসেবা পরিশ্রম
এই কথার এই অর্থ—সত্যে এক গুণ, ত্রেতার ত্রি-গুণ, দ্বাপরে তিন গুণ ও কলিতে
চারি গুণ—এইরূপ যে যুগভেদে সেবার (জপের) পরিশ্রম বলিবেন, তাহা মহাবিদ্যাতে
নাই । এতা দশ মহাবিদ্যা এইরূপ পাঠকল্পনাহেতু অন্ত অর্থের কল্পনাও যুক্ত নহে ।
চামুণ্ডা তন্ত্রে সেইরূপই বলিয়াছেন (২৬)—

কলিকালে কালী, এইরূপ তারা, ভৈরবী, ছিন্নমস্তা, ত্রিকুটা, ত্রিপুটা, দুর্গা এইরূপ
মহিষমর্দিনী, কাত্যায়নী ও চামুণ্ডা মহাবিদ্যা বলিয়া কীর্তিতা হইয়াছেন । এই সকল
মহাবিদ্যা বিষয়ে সিদ্ধাদি বিচারের অপেক্ষা নাই ; অরিমিত্রাদি চক্রের দোষও
নাই । ২৭-২৮

মালিনী-বিজয়ে বলিয়াছেন—এই মহীতলে যে যে বিদ্যা আছে, আমি সেই সকল
বিদ্যা বলিতেছি । সেই সকল বিদ্যা দোষের সহিত সম্পর্ক শূন্য । সেই সকল বিদ্যা
ফলের সহিত বর্তমান অর্থাৎ সফল । ২৯

কালী, নীলা (তারা), মহাদুর্গা, ত্বরিতা, ছিন্নমস্তা, বাগ্বাদিনী, অম্পূর্ণা, সেইরূপ
প্রত্যঙ্গিরা, কামাখ্যা, বগলামুখী, বালা, মাতঙ্গী শৈলবাসিনী—এই সকল বিদ্যা
কলিতে পূর্ণ ফলপ্রদা । ৩০-৩১

১। ক+খ—একাদশ মহাবিদ্যেতি । ২। খ—বিদ্যাং মহাবিদ্যাং মহীতলে ।

৩। খ—পুনরিত্যমন্তরং কামাখ্যেত্যাদি-ন বাধিতাঃ ইত্যন্তঃ পাঠো নাস্তি ।

সিদ্ধ-বিজ্ঞানতয়া নাত্র যুগসেবা-পরিভ্রমঃ ।

তথা চৈতা মহাবিজ্ঞাঃ কলিদোষায় বাধিতাঃ ॥ ৩২

সন্দিগ্ধবর্ণ-নির্ণয়ঃ

অথ চক্রবিচারোপযোগিতয়া কেষাক্ষিঃ সন্দিগ্ধ-বর্ণানাং নির্ণয়ঃ ক্রিয়তে । বদ বদ বাগ্‌বাদিনীত্যত্র বকারচতুষ্টয়ং যরলবীয়ং, বদ-বচোঃ সাচ্যণ্-ইক্‌ত্ববিধানাং । ঔণাদিক-ব-প্রত্যয়-সাধিতস্ত্যাবশ্যকস্য^১ সত্ত্বেহপি অনপূর্ণাদৌ ত্যস্তাহদ্-ধাতুনিষ্পন্নস্য নকারদ্বয়বদয়শব্দস্যৈব নির্দেশঃ, প্রয়োগপ্রাচুর্য্যাং সম্প্রদায়-সিদ্ধত্বাং । অনপূর্ণাদৌ^২ ণকারাদীনাং বিকল্পেন দ্বিত্ব-প্রসক্তাবপি মস্ত্রেষু দ্বিরুক্ত্যে নৈবোপপত্তাসঃ; মহিষমর্দিনীমস্ত্রে তথা দর্শনাং । যথা—বিষং হি মজ্জা কালোহগ্নিরদ্রিরিস্তো নি ঠ-দ্বয়মিতি । এবঞ্চ জনার্দন-চতুর্ভূজাদি-সাধক-নামস্বপি দকার-ভকারাদিকমদ্বিরুক্ত্যেব বিচার্য্যমবিশেষাদিতি । বজ্রশব্দোহয়ং^৩ যরলবীয়-বকারবান্ । বৈরোচনীয়-শব্দো বর্গ্যবকারবান্,^৪ প্রচণ্ডচণ্ডিকামস্ত্রে প্রত্যক্ষরদেবতা-কথনে—বকারে বরুণঃ সাক্ষাজ্জকারে তু সুরাধিপঃ । রেফে হতাশনো দেবো বকারে বসুধাধিপঃ ॥ ইত্যুক্তত্বাং ।

সিদ্ধ-বিদ্যা বলিয়া এই সকল বিদ্যাবিশয়ে যুগসেবার পরিভ্রম নাই । এইরূপ এই সকল মহাবিদ্যা কলিদোষের দ্বারা বাধিত (পীড়িত) নহে । ৩২

এই স্থলে চক্রবিচারের উপযোগিকরূপে কতকগুলি সন্দিগ্ধ বর্ণের নির্ণয় করিতেছি । বদ বদ বাগ্‌বাদিনী—এই স্থলে চারিটি বকার যরলবীয়, যেহেতু বদ ও বচ্‌ ধাতুর উত্তর সাচ্‌ যণ ও ইক্‌ প্রত্যয়ের বিধান আছে । ঔণাদিক ব প্রত্যয়ে সাধিত (নিষ্পন্ন) অব শব্দ থাকিলেও অনপূর্ণাদি শব্দ স্থলে ত্ত প্রত্যয়ান্ত অদ্‌-ধাতু-নিষ্পন্ন নকারদ্বয় বিলিষ্ট অন্ত শব্দেরই নির্দেশ হইয়াছে, যেহেতু প্রয়োগের প্রাচুর্য্য আছে ও সম্প্রদায় সম্মতও বটে । অনপূর্ণাদি শব্দ স্থলে ণকার দ্বয়ের বিকল্পে দ্বিত্ব প্রসক্ত হইলেও মস্ত্র-সমূহে দ্বিরুক্তিহীন রূপেই প্রযুক্ত হয়, যেহেতু মহিষমর্দিনী মস্ত্রে সেইরূপই দেখা যায় । যেমন—বিষ (ম), হি, মজ্জা (য), কাল (য), অগ্নি (বৃ) অদ্রি (দ) ইন্দ্ৰ (ইকার-যুক্ত) নি ও ঠ দ্বয় (যাহা), তাহাতে মহিষমর্দিনীর মস্ত্র হয়—মহিষমর্দিনি যাহা । এস্থলে অদ্বিরুক্ত বর্ণ প্রযুক্ত হইয়াছে । সুতরাং জনার্দন, চতুর্ভূজ প্রভৃতি সাধকের নামগুলিতেও দকার, ভকার প্রভৃতি অদ্বিরুক্তেরই বিচার কর্তব্য । যেহেতু মস্ত্র ও সাধকের মধ্যে কোনই বিশেষ নাই । এই বজ্র শব্দটি যরলবীয় বকার বিশিষ্ট । বৈরোচনীয় শব্দ বর্গ্য-বকার বিশিষ্ট । যেহেতু প্রচণ্ডচণ্ডিকামস্ত্রে প্রত্যক্ষর দেবতা

বো বালো বাকুণী সূক্ষ্মা বরুণো বেদসংজ্ঞক ইতি, সুরভিমুখবিষ্ণু চ সংহারো বসুধাধিপঃ । ইতি চ বর্ণাভিধান-পর্যায়-নিয়মেন বরুণ-শব্দস্য যরলবীর-বাচকত্বং বসুধাধিপ-শব্দস্য চ বর্ণ্য=বকার-বাচকত্বং সিদ্ধম্ । ৩৩

শিবশব্দোহন্ত্য-বকারবান্ । হৃদয়ং বপরঃ সাক্ষী লাস্তোহনস্তাধিতো মরুদিত্তি পঞ্চাক্ষর-শিবমন্ত্রে বকারস্য লাস্তত্বেনাভিধানাৎ । ৩৪

চণ্ডেশ্বরমন্ত্রে উর্ধ্বশব্দোহন্ত্য-বকারবান্, অর্ঘীশো বহ্নিশিখরো লাস্তস্তো দাস্ত ঈরিতঃ । ইত্যত্র বকারস্য লাস্তত্বেন নির্দেশাৎ । ভগবতীত্যাদৌ মতুপ্-স্থানীয়-বকারোহন্ত্যঃ, য ব লে যঁ যঁ লঁ বেত্যাदि-সূত্রে পুরুষোত্তমাদিত্তিঃ কিংবানিত্যাदि-পদস্য দর্শিতত্বাৎ, তদ্বানিত্যাদৌ উচ্চারণ-বৈলক্ষণ্যাৎ, কাতন্ত্র-বৃত্তৌ বস্তুর্ত্বেন নির্দিষ্টতয়া প্রত্যয়-সম্বন্ধিত্বাৎ, যমবতামবতাক্ষ ধুরিস্থিত ইত্যাদি-যমকেষু অবতামিত্যনেন যমকিতত্বাচ্চ । ৩৫

অবধাতোর্বকারস্ত্যন্ত্যঃ, উ ঠ-স্বরূপযোগ্যত্বাৎ । দেবশব্দস্য বকারোহন্ত্যঃ

কথনে—বকারে সাক্ষাৎ বরুণ, জকারে সুরাধিপ (ইন্দ্র), রেফে (বৃ এ) হতাশন দেব, বকারে বসুধাধিপতি—ইহা উক্ত হইয়াছে ।

বকারের বাচক শব্দ হইতেছে বাল, বাকুণী, সূক্ষ্মা, বরুণ, বেদ—এই বর্ণাভিধান এবং সুরভি, মুখ, বিষ্ণু, সংহার, বসুধাধিপ—এই বর্ণাভিধানের পর্যায় শব্দের নিয়মে বরুণ শব্দটি যরলবীরের বাচক, বসুধাধিপ শব্দটি বর্ণ্য বকারের বাচক সিদ্ধ হয় । ৩৩

শিব শব্দটি অন্ত্য-বকার বিশিষ্ট, যেহেতু হৃদয় (নমঃ), বপর (শ), সাক্ষী (ইকার যুক্ত), তাহাতে শি হইল । লাস্ত (ব), অনস্ত (আ) অস্মিত (যুক্ত), তাহাতে বা হইল, মরুৎ (র) এই পঞ্চাক্ষর শিব মন্ত্রে বকারটি লাস্তরূপে কথিত হইয়াছে । ৩৪

চণ্ডেশ্বর মন্ত্রে উর্ধ্ব শব্দটি অন্ত্য বকার বিশিষ্ট, যেহেতু অর্ঘীশ (উ), বহ্নিশিখর (রেফ যুক্ত) লাস্তস্থ (বকার যুক্ত) দাস্ত (ধ) চণ্ডেশ্বর মন্ত্র বলিয়া কথিত হইয়াছে—এই মন্ত্রোক্তার কারিকায় বকারকে লাস্ত বলিয়া উল্লেখ করা হইয়াছে । ভগবতী ইত্যাদি স্থলে মতুপ্ স্থানে বকারটি অন্ত্য বকার, যবলে যঁ যঁ লঁ বা ইত্যাদি কলাপ শ্যাকরণের সূত্রে পুরুষোত্তম প্রভৃতি কতৃক কিংবান্ ইত্যাদি পদ প্রদর্শিত হইয়াছে, তদ্বান্ ইত্যাদি স্থলে উচ্চারণের বৈলক্ষণ্য আছে, কাতন্ত্র বৃত্তিতে বস্তুরূপে নির্দিষ্ট বলিয়া প্রত্যয় সম্বন্ধ আছে এবং যমবতামবতাক্ষ ধুরিস্থিত ইত্যাদি যমক সমূহে অবতাম্ ইহা দ্বারা যমক হইয়াছে । ৩৫

অব্ধাতুর বকারটি অন্ত্য বকার, যেহেতু উহা উ ঠের স্বরূপযোগ্য । দেব শব্দের

দিব্‌ধাতুনা দেবধাতুনা বা নিষ্পন্নত্বাৎ, তয়োর্বকারৌ উত্তো, উত্তলোপাশ্রুত-
স্বরূপ-যোগ্যত্বাৎ । দ্ব্যতমিত্যাদৌ উত্তং দেৱিত্যাদৌ লোপঃ । বাসুদেবস্তা-
তোহপ্যন্ত্যঃ, সর্বত্র বসতীতি বাসুঃ, স চাসৌ দেবশ্চেতি তথা । বাসুদেবস্তা-
পত্যমিতি বা, তথেষতি শাক্তিকৈবিবরণাৎ । অতএব বাসুশব্দোহপ্যন্ত্যবানেব ।
নিবাসার্থ-বস্‌ধাতোর্বশ্চান্ত্যঃ, উষিতমিত্যাদাবিকৃৎবিধানাৎ^১ । ৩৬

যতাপি—মায়া হ্রদ ভগবত্যন্তে মাহেশ্বর-পদং তত ইত্যন্নপূর্ণা-মন্ত্রোক্তারাদৌ
হ্রদপদেন নমঃ-পদং সবিসর্গমেবোদ্दिष्टम्, তথাপি সন্ধিপ্ৰসক্তৌ সন্ধেরাবশ্যক-
ত্বাদ্‌ বিসর্গস্ত উত্ত-রেকত্বাদয়ো নিরাবাধাঃ । অতএব দ্বাদশাক্ষর-বাসুদেব-মন্ত্রে
নারায়ণমন্ত্রে দক্ষিণামূর্ত্তিমন্ত্রেহুত্ৰ চ বিসর্গস্তোক্তং নির্বিবাদম্ । ৩৭

এবং— মায়াত্রিঃ কর্ণ-বিন্দ্যাচ্যো ভূয়োহসৌ সর্গবান্‌ ভবেৎ ।

পঞ্চাস্তকঃ প্রতিষ্ঠাবান্‌ মারুতো ভৌতিকাসনঃ ।

বকারটি দিব্‌ ধাতু দ্বারা বা দেব ধাতু দ্বারা নিষ্পন্ন হওয়ার সেই হইটির বকার অস্ত্য
বকার । কারণ উত্ত ও লোপ—এতদশ্রুতের স্বরূপযোগ্যতা আছে । দ্ব্যতম্‌ ইত্যাদি
স্থলে উত্ত এবং দে ইত্যাদি স্থলে লোপ হয় । বাসুদেব শব্দের প্রথম বকারটিও অস্ত্য
বকার ; যেহেতু সর্বত্র বসতি (বাস করেন) এই অর্থে বাসু হয় । বাসুও দেবও—এইরূপ
কর্মধারয় সমাসে বাসুদেব হয় । অথবা বাসুদেবের অপত্য এই অর্থে বাসুদেব হয়,
শাক্তিকগণ এইরূপ বাসুদেব শব্দের বিবরণ করিয়াছেন । এই জন্যই বাসু শব্দের
বকারটি অস্ত্য বকারই । নিবাসার্থক বস্‌ ধাতুর বকারটি অস্ত্য বকার, যেহেতু উষিতং
ইত্যাদি স্থলে ইকের বিধান হইয়াছে । ৩৬

যদিও মায়া (হ্রীং), হ্রৎ (নমঃ), ভগবতি পদের অন্তে মাহেশ্বর পদ ও তাহার
পর (অন্নপূর্ণ)—এই অন্নপূর্ণা মন্ত্রের উক্তার স্থলে হ্রৎ পদের দ্বারা সবিসর্গ নমঃ পদ
উপদিষ্ট হইয়াছে, তথাপি সন্ধি প্রাপ্তি স্থলে সন্ধির আবশ্যক হওয়ার বিসর্গের স্থানে
ওকার ও রেক প্রভৃতির আদেশে কোন বাধা নাই । এই জন্য দ্বাদশ অক্ষর বাসুদেব
মন্ত্রে, নারায়ণ মন্ত্রে, দক্ষিণা মূর্ত্তি মন্ত্রে এবং অন্ত্রও বিসর্গের স্থানে ওকার হইতে
কোন বিবাদ নাই । ৩৭

এইরূপ হইলে—মায়া (হ্রীং), অত্রি (দ) কর্ণ (উ) ও বিন্দু যুক্ত হইবে । উহা
পুনরায় সর্গ (:) যুক্ত হইবে । তাহার পর পঞ্চাস্তক (গ) প্রতিষ্ঠা (জা) যুক্ত
হইবে । তাহার পর মারুত (বকার) ভৌতিকাসন (ঐকার যুক্ত) হইবে । তাহার

তারাদি-হৃদয়াস্তোহয়ং মন্ত্রো বস্বন্ধরাত্মকঃ ॥

ইতি হৃগামন্ত্রে রেফঞ্চ বিসর্গস্তা শ্রুব্যাক্তম্ । ৩৮

ন চৈবং— হৃদয়ং বাগ্ভবং দেবি ! নিজবীজ-যুগং ততঃ ।

কালিকায়ৈ পদধোক্তৃণা তদন্তে বহিস্পন্দরী ॥ ৩৯

ইত্যনেন— নমঃ পাশাকুশৌ দ্বেধা ফট্ স্বাহা কালি-কালিকে ।

দীর্ঘতনুচ্ছদং কালী-মন্ত্রঃ পঞ্চদশাক্ষরঃ ॥ ৪০

ইত্যনেন চ উদ্ধারিতে কালীমন্ত্রদ্বয়ে বিসর্গলোপঃ স্ফাদিত্তি বাচ্যম্, তথা সতি নমঃ ইতি সবিসর্গস্তাপ্রাপ্ত্যা মন্ত্রবহির্ভাবাপত্তেঃ । বর্ণান্তরোৎপত্তৌ তু ন দোষ ইতি ব্রহ্মসূত্রম্ ॥ ৪১

অথোপাসনাফলনির্ণয়ঃ

বারাহীতন্ত্রে— ধনকামে গণপতিমারোগ্যে চ দিবাকরম্ ।

ভারাপতিঞ্চ শ্রীকামে মুক্তিকামে জনার্দনম্ ॥ ১

নারায়ণং সর্বকামে শ্রীকামে পুরুষোত্তমম্ ।

ত্রিবর্গসিদ্ধ্যৈ শ্রীবিদ্যাং বিদ্যার্থং কালিকাং ভজ্ঞেৎ ।

চতুর্বর্গে তথা তারাং কামেষু চণ্ডিকাং ভজ্ঞেৎ ॥ ২

পর উহা প্রণবাদি ও হৃদয়াস্ত (অন্তে নমঃ) হইবে । এই আট অক্ষর হৃগামন্ত্রের উদ্ধারে হৃং এর পরবর্তী বিসর্গের স্থানে রেফের আদেশ সুস্পষ্ট, অতথা হৃগায়ৈ হইতে পারে না । ৩৮

এই হইলে—হে দেবি । হৃদয় (নমঃ), বাগ্ভব (ঐং) তাহার পর নিজের বীজ (জীং জীং), তাহার পর কালিকায়ৈ পদ বলিয়া তাহার পরে বহিস্পন্দরী (স্বাহা) বলিবে—এই বাক্যের দ্বারা এবং নমঃ, পাশ ও অকুশবীজ (আং ও ক্রোং) হই দুইটি, তাহার পর ফট্ স্বাহা কালিকালিকে ও দীর্ঘ তনুচ্ছদ (হং) এইটি কালীর পঞ্চদশাক্ষর মন্ত্র । ইহা দ্বারা উদ্ধারিত কালী মন্ত্রদ্বয়ে বিসর্গ লোপ হউক—ইহা বলিতে পারেন না ; যেহেতু তাহা হইলে বিসর্গ ব্রূত নমঃ এই পদের অপ্রাপ্তিহেতু উহার অনন্ত প্রসঙ্গ হইবে । অতঃ বর্ণের উৎপত্তিতে কিন্তু দোষ নাই । ইহাই ব্রহ্মসূত্র । ৩৯-৪১

অনন্তর উপাসনার ফল নির্ণয় হইতেছে । বারাহী তন্ত্রে বলিয়াছেন—

ধন কামনার গণপতিকৈ, আরোগ্য কামনার দিবাকরকে, শ্রীকামনার ভারাপতিকৈ, মুক্তি কামনার জনার্দনকে, সমস্ত কামনার নারায়ণকে, শ্রী (সৌন্দর্য) কামনার

মাতঙ্গীং ধনকামে চ বারাহীং ধর্ম-কামকে ।

ভুবনেশীং রাজ্যকামে তথা নীলসরস্বতীম্ ॥ ৩

তথা তদ্বাস্তরে—মহাবিद्या-প্রভাবেণ শূদ্রো বৈশ্যত্বমাপ্নুয়াদিত্তি ।

অথবা যস্য যত্র ভক্তিঃ, স তত্পাসনাং কুর্যাৎ ॥ ৪

তন্ত্বে— বিষ্ণুভক্তো যদা দেব ! কুলদীক্ষা-পরো ভবেৎ ।

পুত্রদারধনং তস্য নাশয়ামি ন সংশয়ঃ ॥ ৫

অথ মন্ত্রাণাং দশ সংস্কারাঃ । যথা গৌতমীয়ে শারদায়াঞ্চ—

মন্ত্রাণাং দশ কথ্যন্তে সংস্কারাঃ সিদ্ধিদায়িনঃ ।

জননং জীবনং পশ্চাৎ তাড়নং বোধনং তথা ॥ ৬

অথাহভিষেকো বিমলীকরণাপ্যায়নে তথা ।

তর্পণং দীপনং গুপ্তির্দশৈতানি মন্ত্রসংক্রিয়াঃ ॥ ৭

স্বর্ণাদিপাত্রৈঃ সংলিখ্য মাতৃকাযন্ত্রমুত্তমম্ ।

কাশ্মীর-চন্দ্রেনেনাপি ভস্মনা বাপি সূত্রতে ! ॥ ৮

পুরুষোত্তমকে, ত্রিবর্গ লাভের জন্য শ্রীবিদ্যাকে এবং বিদ্যার জন্য কালিকাকে ভজনা করিবে । ১-২

ধন কামনায় মাতঙ্গীকে, ধর্ম কামনায় বারাহীকে, রাজ্য কামনায় ভুবনেশ্বরী ও নীল সরস্বতীকে ভজনা করিবে । ৩

তদ্বাস্তরে এইরূপ বলিয়াছেন—মহাবিদ্যার প্রভাবে শূদ্র বৈশ্যও লাভ করে । অথবা যে দেবতার সাহায্য ভক্তি, সে তাঁহার উপাসনা করিবে । ৪

তন্ত্বে বলিয়াছেন—হে দেব ! বিষ্ণুভক্ত যখন কুলদীক্ষা পরায়ণ হয়, তখন তাহার স্ত্রী, পুত্র ও ধন নাশ করিয়া থাকি, ইহাতে সংশয় নাই । ৫

অনন্তর মন্ত্রসমূহের দশ সংস্কার কথিত হইতেছে । যেমন গৌতমীয় তন্ত্র ও শারদা-ভিলক তন্ত্বে বলিয়াছেন—

সিদ্ধি প্রদ মন্ত্রের দশটি সংস্কার কথিত হইতেছে । জনন, জীবন, তাহার পর তাড়ন বোধন, অনন্তর অভিষেক, বিমলীকরণ, আপ্যায়ন, তর্পণ, দীপন ও গোপন—এই দশটি মন্ত্রের সংস্কার । ৬-৭

হে সূত্রতে । স্বর্ণাদি পাত্রে কাশ্মীর (কুঙ্কুম), চন্দন অথবা ভস্মের দ্বারা উত্তম রূপে মাতৃকা যন্ত্র লিখিয়া মন্ত্র উচ্চার করিবে । ৮

কাশ্মীরং শক্তিসংস্কারে চন্দনং বৈষ্ণবে মনৌ ।

শৈবে ভস্ম সমাখ্যাতং মাতৃকাযন্ত্র-লেখনে ॥ ৯

মন্ত্রাণাং মাতৃকা-মধ্যাহ্নকারো জননং স্মৃতম্ ।

পংক্তি-ক্রমেণ বিধিনা মূনিতিস্তত্র নিশ্চিতম্ ॥ ১০

প্রণবাস্তুরিতান্ কুত্বা মন্ত্রবর্ণান্ জপেৎ সুধীঃ ।

প্রত্যেকং শতবারং জীবনং তদ্বদাস্ততম্ ॥ ১১

মন্ত্রবর্ণান্ সমালিখ্য তাড়য়েচ্চন্দনাস্তসা ।

প্রত্যেকং বায়ুবীজেন পূর্ববৎ তাড়নং স্মৃতম্ ॥ ১২

বায়ুবীজেন—যমিত্যনেন । পূর্ববৎ—শতধা ।

বিলিখ্য মন্ত্রবর্ণাংস্ত প্রসূনৈঃ করবীরজৈঃ ।

তন্মন্ত্রাকর-সংখ্যাতৈর্হৃদাদ্ রেফেণ বোধনম্ ॥ ১৩

রেফেণেত্যত্র যাস্তেনেতি পাঠঃ শারদায়াম্ । তত্র যাস্তেন যকারস্তাস্তেন
রমিত্যনেনেতি রাঘবভট্টঃ । ১৪

মাতৃকা মন্ত্রের লেখনে শক্তিমন্ত্রের সংস্কারে (উদ্ধারে) কাশ্মীর, বৈষ্ণব মন্ত্রের
উদ্ধারে চন্দন, শৈব মন্ত্রের উদ্ধারে ভস্ম উক্ত হইয়াছে । ৯

মাতৃকা মধ্য হইতে মন্ত্র সমূহের উদ্ধারই মন্ত্রের জনন কথিত হইয়াছে । এই উদ্ধার
বিষয়ে মূনিগণের নিশ্চয় হইতেছে যে, বিধি পূর্বক পঙ্ক্তিক্রমে উদ্ধার করিতে হইবে
অর্থাৎ পবিত্র পীঠাদিতে কুঙ্কম বা রোচনা দ্বারা মাতৃকাপদ্ম লিখিয়া সেই মাতৃকা পদ্ম
হইতে পঙ্ক্তিক্রমে মন্ত্রের এক একটি বর্ণের উদ্ধারের নাম মন্ত্রের জনন । ১০

সাধক মন্ত্রবর্ণ সকলকে প্রণবের দ্বারা অন্তরিত করিয়া প্রত্যেক মন্ত্রবর্ণকে শত বার
জপ করিবেন । এই জপ জীবন বলিয়া কথিত হইয়াছে । ১১

সাধক ভূর্জপত্র কুঙ্কম বা গোরোচনাদি দ্বারা মন্ত্রবর্ণ সমূহ লিখিয়া বায়ু বীজের
(বৎ) দ্বারা প্রত্যেক মন্ত্রবর্ণকে চন্দন জলের দ্বারা পূর্ববৎ তাড়ন (সজোরে নিক্ষেপ)
করিবেন । ইহাই মন্ত্রের তাড়ন । ১২

বায়ুবীজেন অর্থ—বৎ বীজের দ্বারা । পূর্ববৎ—শতধা অর্থাৎ শতবার তাড়ন ।

মন্ত্রজ সাধক ভূর্জপত্র কুঙ্কম বা গোরোচনা দ্বারা মন্ত্রবর্ণসমূহ লিখিয়া সেই মন্ত্রের
বস্তু সংখ্যক অক্ষর, তত সংখ্যক রক্ত করবীর পুষ্পের দ্বারা বৎ বীজে প্রতি
মন্ত্রবর্ণকে শত বার হনন (তাড়ন) করিবেন । ইহাই বোধন । ১৩

শারদাতিলকে রেফেণ এই স্থলে যাস্তেন এই পাঠ আছে । সেস্থলে রাঘব ভট্ট

অতন্ত্রোক্ত-বিধানেন মন্ত্রী মন্ত্রাণ-সংখ্যয়া ।

অশ্বখ-পল্লবৈর্মন্ত্রমভিষিঞ্চেৎ বিত্ত্বক্রে ॥ ১৫

অতন্ত্রোতি । স্বীয়তন্ত্রেত্যর্থঃ । যথা—

নমোহস্তং মন্ত্রমুচ্চাৰ্য্য তদন্তে দেবতাভিধাম্ ।

দ্বিতীয়াস্ত্যামহং পশ্চাদভিষিঞ্চাম্যনেন তু ।

তোয়ৈরঞ্জলিনাবন্ধৈরভিষিঞ্চেৎ স্বমূৰ্দ্ধনি ॥ ১৬

অঞ্জলিনেতি স্বমূৰ্দ্ধনৌতি চ পুরশ্চরণাভিষেকাদৌ । অত্র তু অশ্বখ-
পল্লবৈর্মন্ত্রোপর্য্যভিষেক ইতি ধ্যেয়ম্ । ১৭

সক্ষিস্ত্য মনসা মন্ত্রং জ্যোতির্মন্ত্রেণ নির্দেহেৎ ।

মন্ত্রে মলত্রয়ং মন্ত্রী বিমলীকরণং ত্রিদম্ ॥ ১৮

মলত্রয়মিতি মায়িকং কার্মণমাণব্যক্ । যথা প্রপঞ্চসারে—

তাহার ব্যাখ্যায় এই বলিয়াছেন—যাশ্চেন যকারের অন্তে র, সুভরাং রং এই বীজের
দ্বারা । ১৪

মন্ত্র সাধক পূর্ববৎ ভূর্জপত্রে স্বয়ং তন্ত্র অর্থাৎ শিবমন্ত্র স্থলে শিব তন্ত্র, শক্তিমন্ত্র স্থলে
শক্তি তন্ত্র, বিষ্ণুমন্ত্র স্থলে বৈষ্ণব তন্ত্র অনুসারে মন্ত্রবর্গ সকল লিখিয়া মন্ত্রের বিত্ত্বক্রে
কৃত মন্ত্রবর্ণের সমান সংখ্যক অশ্বখ পল্লবের দ্বারা মন্ত্রকে ১০৮ বার অভিষেক
করিবেন । ইহাই মন্ত্রের অভিষেক । ১৫

অতন্ত্র—এই কথার এই অর্থ—স্বীয় তন্ত্র । তন্ত্রে অভিষেকের প্রকার বলিয়াছেন ।
যেমন—

নমঃ অন্ত মন্ত্রকে উচ্চারণ করিয়া তাহার পরে দ্বিতীয়া বিভক্ত্যন্ত দেবতার নাম
বলিয়া অহং ও তাহার পর অনেনাভিষিঞ্চামি—এই মন্ত্রে অঞ্জলিবদ্ধ জলের দ্বারা
নিজের মস্তকে অভিষেক করিবে । ১৬

অঞ্জলিনা—এইটি এবং স্বমূৰ্দ্ধনি—এইটি পুরশ্চরণের অন্ত অভিষেক সম্বন্ধে জানিবে ।
এস্থলে কিন্তু মন্ত্রের উপরে অশ্বখ পত্রের দ্বারা অভিষেক—ইহা স্মরণ করিবে । ১৭

সাধক মনে মনে মন্ত্রকে চিন্তা করিয়া বক্ষ্যমাণ জ্যোতির্মন্ত্রের দ্বারা মন্ত্রের সহজ,
আগন্তক ও মারী মলত্রয়কে (মূলাধারোপাধিত কুণ্ডলিনীর বহিঃ দ্বারা) দহ করিবেন ।
ইহার নাম মন্ত্রের বিমলীকরণ । ১৮

মলত্রয় হইতেছে—মায়িক মল, কার্মণ মল ও আণব্য মল । যেমন প্রপঞ্চসারে—
তন্ত্রে বলিয়াছেন—

মায়িকং নাম যোষোথং পৌরুষং কার্মণং মলম্ ।

আণব্যং তদ্ দ্বয়ং প্রোক্তং নিষিদ্ধং তন্মলত্রয়ম্ ॥ ১৯

১ ন নবোহনবস্তস্য ভাব আনব্যং পুরাতনত্বমিত্যর্থঃ । অস্ত্যর্থঃ—অসম্যক্ প্রকারেণ জপান্মত্ৰস্য মলাধ্যং দুষণং জায়তে । তত্র যোষোথং স্ত্রীকৃত-জপোথং মায়িকম্ । পুরুষকৃত-জপোথং কার্মণম্ । উভয়কৃত-জপোথমাণব্যম্ । তন্মলত্রয়ং দুরীকৰ্ত্তব্যমিতি । ২০

অন্ত্রে— তারং ব্যোমাগ্নি-মনু-যুক্ত দণ্ডী জ্যোতির্মহুর্মতঃ ।

তারং—প্রণবঃ । ব্যোমঃ—হকারঃ । অগ্নী রেকঃ । মনু-চতুর্দশ স্বরস্তদ-যুক্তো দণ্ডী—অনুস্বারঃ । তেন ও হ্রৌ ইতি জ্যোতির্মন্ত্রঃ । ২১

স্বর্ণেন কুশ-তোয়েন পুষ্পতোয়েন বা তথা ।

তেন মন্ত্রেণ বিধিবদাপ্যায়ন-বিধিঃ স্মৃতঃ ॥ ২২

তেন মন্ত্রেণ—জ্যোতির্মন্ত্রেণ । আপ্যায়নং—প্রোক্ষণম্ ।

যোষা (স্ত্রী) জাত মলের নাম মায়িক, পুরুষ জাত মলের নাম কার্মণ, স্ত্রী-পুরুষ উভয় জাত মলের নাম আণব্য কথিত হইয়াছে । এই মলত্রয় নিষিদ্ধ (দূর করা কৰ্ত্তব্য) । ১৯

আণব্য, এই কথার এই অর্থ—ন নব অর্থাৎ নব (নূতন) যে নব, সেই অনব, তাহার ভাব (ধর্ম) হইতেছে আনব্য । ইহার তাৎপর্য্য এই যে, অসম্যক্ প্রকারে জপ করিলে সেই জপ হইতে মন্ত্রের মল নামক দোষ জন্মায় । সেই দোষের মধ্যে যোষা হইতে উৎপিত অর্থাৎ স্ত্রীকৃত জপ হইতে উৎপিত দোষের নাম মায়িক মল । পুরুষকৃত জপ হইতে উৎপিত দোষের নাম কার্মণ । উভয়ের কৃত জপ হইতে উৎপিত দোষের নাম আণব্য । সেই মলত্রয়ের নিরাকরণ কৰ্ত্তব্য । ২০

অন্ত্রে জ্যোতির্মন্ত্রের উচ্চারণে বলিয়াছেন—তার, ব্যোম, অগ্নি, মনু-যুক্ত (ও যুক্ত) দণ্ডী জ্যোতির্মন্ত্র বলিয়া কথিত হইয়াছে । তার—প্রণব । ব্যোম—হকার । অগ্নি—র । মনু-চতুর্দশ স্বর ঔকারযুক্ত দণ্ডী-অনুস্বার । তাহাতে ও হ্রৌঃ এই জ্যোতির্মন্ত্র হইল । ২১

স্বর্ণের দ্বারা, কুশযুক্ত তোয়ের দ্বারা অথবা পুষ্পযুক্ত তোয়ের দ্বারা বিধিবৎ প্রোক্ষণ আপ্যায়ন বলিয়া কথিত হইয়াছে । ২২

তেন মন্ত্রেণ এই কথার অর্থ—জ্যোতির্মন্ত্রের দ্বারা । আপ্যায়নং—প্রোক্ষণ ।

মন্ত্রেণ বিধিনা মন্ত্রে তর্পণং তর্পণং মতম্ ।

মধুনা শক্তি মন্ত্রে তু বৈষ্ণবে চেন্দুমজ্জলৈঃ ।

শৈবে ঘৃতেন হৃৎকেন তর্পণং সমাগীরিতম্ ॥ ২৩

মন্ত্রেণ—মূলমন্ত্রেণ । বিধিনা—যথোক্ত-বিধিনা । যথা—

মূলমন্ত্রং সমুচ্চাৰ্য্য তদন্তে দেবতাভিধাম্ ।

দ্বিতীয়ান্তামহং পশ্চাৎ তর্পয়ামি নমোহন্তুকম্ ॥ ২৪

ইতি । মন্ত্রে—লিখিত-মন্ত্রাধারে । সমাগিতি কথনাজ্জলেনাপি ক্রিয়তে ।

মধ্বাদি-ত্রয়ং^১ অভিষেকেইপি প্রশস্তমিতি তাত্ত্বিকাঃ । ২৫

তার-মায়া-রমা-যোগো মনোদীপনমুচ্যতে ।

তারঃ—ওঁ । মায়া—হ্রীং । রমা—শ্রীং । তথা চ তার-মায়া-রমা-বীজ-পুটিত-মন্ত্রমষ্টোত্তরশতং জপেদিত্যর্থঃ । তথা চ বিশ্বসারে (২৬)—

তার-মায়া-রমা-বীজ-পুটিতেন জপেন্ননুম্ ।

শতমষ্টোত্তরশৈব দীপয়েৎ সাধকোত্তমঃ ॥ ২৭

বিধিপূর্বক মন্ত্রের দ্বারা মন্ত্রে তর্পণ তর্পণ বলিয়া কথিত হইয়াছে । শক্তিমন্ত্রে মধু দ্বারা, বৈষ্ণব মন্ত্রে কর্পূর যুক্ত জলের দ্বারা, শৈব মন্ত্রে ঘৃত ও হৃৎকের দ্বারা তর্পণ কথিত হইয়াছে । ২৩

মন্ত্রেণ কথার অর্থ—মূল মন্ত্রের দ্বারা । বিধিনা—যথোক্ত বিধি দ্বারা । সেই যথোক্ত বিধি বলিতেছেন । যেমন—

মূল মন্ত্র সম্যকভাবে উচ্চারণ করিয়া তাহার পরে দ্বিতীয় বিভক্তিসম্বৃত্ত দেবতার নাম ও অহং, তাহার পর নমঃ অন্ত তর্পয়ামি অর্থাৎ তর্পয়ামি নমঃ বলিবে । ২৪

স্নোক্তোক্ত মন্ত্রে কথার অর্থ—লিখিত মন্ত্রের আধারে । সম্যক্ ইহা বলার জলের দ্বারাও তর্পণ করা হইয়া থাকে । মধু প্রভৃতি তিনটি অভিষেকেও প্রশস্ত, ইহা তাত্ত্বিকগণ বলেন । ২৫

তার, মায়া, রমাযোগে অর্থাৎ এইগুলিকে আদিত্যে দিয়া মন্ত্রের যে জপ, তাহাই মন্ত্রের দীপন উক্ত হইয়াছে । তার—ওঁ । মায়া—হ্রীং । রমা—শ্রীং । সুতরাং তার, মায়া, রমাবীজ পুটিত মন্ত্রকে ১০৮ বার জপ করিবে—এই অর্থ । বিশ্বসার তন্ত্রে তাহাই বলিয়াছেন (২৬)—

সাধক শ্রেষ্ঠ তার, মায়া, রমা বীজ পুটিত মন্ত্রকে ১০৮ বার জপ করিবে এবং তাহার দ্বারা মন্ত্রকে দীপিত করিবে । ২৭

পুটিভেনেতি অনুলোম-বিলোম-ক্রমেণ পুটিভেনেত্যর্থঃ । তেনাদৌ প্রণব-
ভূতো মায়া ততো রমা ততো বিশিষ্ট-মন্ত্ৰভূতো রমা ততো মায়া ততঃ প্রণবঃ ।
এবং রীত্যা জপং কুর্যাদিত্যর্থঃ । এতেন বীজত্রয়মুচ্চার্য দাতব্যমন্ত্রোচ্চারণ-
রূপ-দীপনং কুর্যাদিতি স্মার্তমতমপান্তম্, উক্ত-বিশ্বসারবচন-বিরোধাৎ । ২৮

জপ্যমানস্য মন্ত্ৰস্য গোপনং ত্ৰ্যপ্রকাশনম্ ।

সংস্কারা দশ সংপ্রোক্তাঃ সৰ্বতন্ত্ৰেষু গোপিতাঃ ।

যান্ কৃত্বা সম্প্রদায়েন মন্ত্ৰী বাঞ্ছিতমাপ্নুয়াৎ ॥ ২৯

মন্ত্ৰাণাং সংস্কারঃ প্রয়োগঃ

সম্প্রদায়ো গুরুপরম্পরা । অথৈতেষাং^১ প্রয়োগঃ—চন্দনাদিলিপ্ত-স্বর্ণাদি-
পাত্রে স্বর্ণশলাকয়া মাতৃকাযন্ত্রং বিলিখ্য তত্রস্থ-মাতৃকাবর্ণ-সমুদায়াং মন্ত্ৰবর্ণান্
মনসা একৈকশঃ সমাহৃত্য বীজাদিরূপ-মন্ত্ৰাক্ষরাণাং পংক্তি-ক্রমেণ লিখনরূপং
জননং কৃত্বা, বীজাক্ষর-রূপান্ মন্ত্ৰবর্ণান্ প্রত্যেকমোক্ষার-মধ্যস্থান্ কৃত্বা শতধা
জপরূপ-জীবনং কৃত্বা, চন্দনাদি-লিপ্ত-স্বর্ণাদি-পাত্রে তৎতদ্বীজাদি-রূপ-মন্ত্ৰ-

পুটিভেন এই কথার এই অর্থ—অনুলোম ও বিলোম ক্রমে পুটিত মন্ত্ৰ দ্বারা । এই-
রূপ অর্থ হইলে প্রথমে প্রণব, তাহার পর মায়া, তাহার পর রমা, তাহার পর বিশিষ্ট
মন্ত্ৰ, তাহার পর রমা, তাহার পর মায়া, তাহার পর প্রণব—এইরূপ রীতিতে জপ
করিবে—এই অর্থ হয় । ইহা দ্বারা বীজত্রয় উচ্চারণ করিয়া দাতব্য মন্ত্ৰের উচ্চারণ-
রূপ দীপন করিবে—এই স্মার্ত মত খণ্ডিত হইল, যেহেতু উক্ত বিশ্বসার তন্ত্রের বচনের
সহিত বিরোধ হয় । ২৮

জপ্যমান মন্ত্ৰের অপ্রকাশন হইতেছে মন্ত্ৰের গোপন । মন্ত্ৰজ্ঞ সাধক সম্প্রদায়
অনুসারে যে সংস্কারগুলিকে করিয়া বাঞ্ছিত ফল লাভ করেন । সমস্ত তন্ত্রে গোপিত
মন্ত্ৰের সেই দশটি সংস্কার প্রকৃষ্টরূপে কথিত হইল । ২৯

সম্প্রদায়—গুরু-পরম্পরা । অনন্তর এই সংস্কার সমূহের প্রয়োগ কথিত হইতেছে ।

চন্দনাদি লিপ্ত স্বর্ণাদি পাত্রে স্বর্ণশলাকা দ্বারা মাতৃকা যন্ত্র লিখিয়া, সেই যন্ত্রস্থ
মাতৃকাবর্ণ সমুদায় হইতে মন্ত্ৰ বর্ণ সকলকে মনে মনে এক একটি সঙ্কলন করিয়া,
বীজাদিরূপ মন্ত্ৰের অক্ষরগুলির পঙ্ক্তিক্রমে লিখনরূপ মন্ত্ৰের জনন করিয়া, বীজের
অক্ষররূপ মন্ত্ৰবর্ণ সমূহের প্রত্যেক বর্ণকে ওক্ষারের মধ্যস্থ করিয়া শতবার জপরূপ
জীবন করিয়া, চন্দনাদি লিপ্ত স্বর্ণাদিপাত্রে সেই সেই বীজরূপ মন্ত্ৰবর্ণগুলিকে সুন্দর

বর্ণান্ সমালিখ্য প্রত্যেকং যমিতি বায়ুবীজেন চন্দ্রনোদক-প্রক্ষেপরূপ-তাড়নং
 নতথা কৃৎস্না, পুনস্তান্ বিলিখ্য মন্ত্রবর্ণসংখ্য-করবীরপুষ্পৈঃ প্রত্যেকং যমিতি
 বহুবীজেন হননরূপ-বোধনং কৃৎস্না, নমোহস্তং দাতব্যমন্ত্রং সমুচ্চার্য তত্তদেব-
 তা-নাম দ্বিতীয়ান্ত-মুচ্চার্যাহমভিষিকামীত্যন্তেন মন্ত্রেণ^১ মন্ত্রবর্ণসংখ্যয়া মন্ত্র-
 বর্ণোপরি অশ্বখপল্লবোদক-প্রক্ষেপরূপমভিষেকং কৃৎস্না মনসা মন্ত্রং সংচিন্ত্য
 ওঁ হ্রৌঁ ইতি জ্যোতির্মন্ত্রেণ মন্ত্রস্য মলত্রয়দহন-রূপং বিমলীকরণং কৃৎস্না ওঁ
 হ্রৌঁ ইতি মন্ত্র-জপ্তেন কুশোদকেন মন্ত্রস্য প্রত্যক্ষর-প্রোক্ষণরূপমাপ্যায়নং
 কৃৎস্না দাতব্যমন্ত্রমুচ্চার্য তত্তদেবতা-নাম দ্বিতীয়ান্তমুচ্চার্যাহমভিষিকামি নমঃ
 ইতি মন্ত্রেণ দেবতীর্থজলেণ লিখিত-মন্ত্রাধারে মন্ত্রবর্ণসংখ্যয়া তর্পয়িত্বা ওঁ হ্রীঁ
 শ্রীং ইত্যুচ্চার্য মূলমন্ত্রং জপ্ত্বা শ্রীং হ্রীং ওঁ ইত্যষ্টোত্তর-শত-জপ-রূপ-দীপনং
 কৃৎস্না মন্ত্রস্যাপ্রকাশনরূপগোপনং কুর্য্যাৎ । গোপনস্ত গুরুশিষ্যোত্তরকর্তৃকম্ ।
 এতে সংস্কারা গুরুণা ন কৃতাশ্চেৎ পশ্চাৎ শিষ্যেণাপি কর্তব্যাস্তাঃ । মহাবিদ্যা-
 মন্ত্রাণাং দশসংস্কারাকরণেহপি ন দোষঃ, সিদ্ধবিদ্যাভাদিত্তি তাত্ত্বিকাঃ । ৩৮

করিয়া লিখিয়া প্রত্যেক মন্ত্রবর্ণকে যং এই বায়ুবীজের দ্বারা নতবার চন্দ্রনোদক
 প্রক্ষেপরূপ তাড়ন করিয়া, পুনরায় সেই মন্ত্রবর্ণগুলিকে লিখিয়া, মন্ত্রবর্ণ সম্বন্ধে সংখ্যক
 করবীর পুষ্প সমূহের দ্বারা প্রত্যেক মন্ত্রবর্ণকে রং এই বহুবীজের দ্বারা হননরূপ
 বোধন করিয়া, নমঃ অস্ত দাতব্য মন্ত্র উচ্চারণ করিয়া সেই সেই দ্বিতীয়া বিভক্তি অস্ত
 দেবতা নাম উচ্চারণ করিয়া অহং অভিষিকামি এইরূপ বাক্যান্ত মন্ত্রে মন্ত্র বর্ণ সম্বন্ধে
 সংখ্যক অশ্বখ পল্লবের দ্বারা মন্ত্র বর্ণের উপরে উদক প্রক্ষেপরূপ অভিষেক করিয়া,
 মনে মনে মন্ত্রকে চিন্তা করিয়া ওঁ হ্রৌঁ এই জ্যোতির্মন্ত্র জপ্ত কুশোদকের দ্বারা মন্ত্রের
 প্রত্যক্ষর প্রোক্ষণরূপ আপ্যায়ন করিয়া লিখিত মন্ত্রের আধারে দাতব্য মন্ত্র ও দ্বিতীয়া-
 বিভক্তি অস্ত সেই সেই মন্ত্রদেবতার নাম উচ্চারণ করিয়া, অহমভিষিকামি নমঃ এই
 মন্ত্রে দেবতীর্থ জলের দ্বারা মন্ত্র বর্ণ সংখ্যায় তর্পণ করিয়া, ওঁ হ্রীঁ শ্রীং এই উচ্চারণ
 করিয়া মূলমন্ত্র পাঠ করিয়া শ্রীং হ্রীং ওঁ এইরূপ মন্ত্রের অষ্টোত্তর শত জপরূপ দীপন
 করিয়া মন্ত্রের অপ্রকাশনরূপ গোপন করিবে । গুরু ও শিষ্য উভয় কর্তৃক গোপন
 হইবে । এই দশটি সংস্কার গুরু যদি না করেন, তবে শিষ্যই পরে তাহা করিবেন ।
 সিদ্ধ-বিদ্যা বলিয়া মহাবিদ্যার মন্ত্র সমূহের দশটি সংস্কার না করিলেও কোন ক্ষতি
 নাই, ইহা তাত্ত্বিকগণ বলেন । ৩০

অথ মাতৃকাযন্ত্রম্

ব্যোমেন্দ্রো-রসনার্ণ-কর্ণিকমচাং স্বৈশ্চৈঃ স্মুরং-কেশরং

বর্গোল্লাসি-বশুচ্ছদং বশুমতী-গেহেন সংবেষ্টিতম্ ।

আশাস্বস্ত্রিষু লাস্ত-লাঙ্গলি-যুক্তা ক্লেণীপুৱেনাবৃতং

যন্ত্রং বর্ণভনোঃ পরং নিগদিতং সৌভাগ্য-সম্পৎ-প্রদম্ ॥ ৩১

ব্যোম—হকারঃ । ইন্দুঃ—সকারঃ । ও স্বরূপম্ । রসনার্ণো বিসর্গন্তে^১ কর্ণিকায়াং যন্ত্র তৎ । তেন হ্-সৌরিত্তি প্রেত-বীজং মধ্যে । অষ্টবর্ণ-বিশিষ্টাশ্চষ্টপত্রাণি । বর্গাশ্চাত্র^২ কাদয়ঃ পঞ্চ পঞ্চ, যাদয়শ্চত্বারঃ, শাদয়শ্চত্বারো লাদী দ্বাবিত্যষ্টৌ । নাত্র বর্ণমালায়ামিব বর্ণভেন স্বরাণাং গ্রহণম্, তেষাং কেশর-ঘটকত্বাদিত্তি । আশাসু—চতুর্দিক্ । অস্ত্রিষু—কোণেষু । লাস্তো বকারঃ, লাস্তলী ঠকারঃ । দিক্ বকারাঃ, কোণেষু ঠকারা ইত্যর্থঃ । ক্লেণী-পুৱং—চতুরস্ত্রম্ । ৩২

অনন্তর মাতৃকাযন্ত্র কথিত হইতেছে । এই মাতৃকাযন্ত্রের কণিকাটি ব্যোম (হ), ইন্দু (স), ও এবং রসনার্ণ (ঃ) যুক্ত অর্থাৎ হ্-সৌঃ যুক্ত । অগ্র হইতে প্রদক্ষিণ ক্রমে স্বরবর্ণ সমূহের দুইটি দুইটি দ্বারা কেশরগুলি বিকশিত । অগ্রপত্র হইতে ক্রমে ক্রমে প্রদক্ষিণ ক্রমে কণিকাভিমুখে ককারাদি পাঁচটি বর্ণ, ব শ ল এই তিনটি বর্ণ পত্রের অন্তর্গত হইবে । আশা (দিক্) সমূহে ও অস্ত্রি (কোণ) সমূহে যথাক্রমে লাস্ত (ব) ও লাস্তলি (ঠ) যুক্ত ক্লেণীপুৱের (ভূপুৱের) দ্বারা আবৃত এই বর্ণদেবতার সৌভাগ্য-সম্পৎপ্রদ শ্রেষ্ঠ যন্ত্র কথিত (লিখিত) হইয়াছে । ৩১

ইহার ব্যাখ্যা—ব্যোম—হকার, ইন্দু—স, ও স্বরূপ অর্থাৎ ও, রসনার্ণ—বিসর্গ, এই সমষ্টি কণিকায় সাহার (যে পদের), তাহা ব্যোমেন্দ্রোরসনার্ণ কণিক পদ্য । ইহা দ্বারা বুঝাইতেছে—হ্-সৌঃ এই প্রেত বীজ মধ্যে লিখিত হইবে । আটটি পত্র অষ্ট বর্ণ-বিশিষ্ট । এখানে বর্ণ হইতেছে কাদি পাঁচ পাঁচটি, শাদি চারিটি, শাদি চারিটি, লাদি দুইটি—এই আটটি বর্ণ । এখানে বর্ণমালার নায় স্বর সমূহের বর্ণরূপে গ্রহণ হয় নাই ; সেই স্বরগুলি কেশরের ঘটক । আশাসু—চারিদিকে । অস্ত্রিষু—কোণ সমূহে । লাস্ত বকার, লাস্তলি—ঠকার । দিক্ সমূহে বকার, কোণ সমূহে ঠকার—এই অর্থ । ক্লেণীপুৱ—চতুরস্ত্র । ৩২

১। ক—তৎকর্ণিকায়াম্ । ২। খ—বর্গাশ্চাত্র কু চু টু তু পু ব শ ল স্বরূপাঃ । তদনন্তরম্—আশাসু ইত্যাদি পাঠঃ ।

অথ দীক্ষা-পূর্বকৃত্যানি

অথ দীক্ষা-দিবসাং প্রাক্ তৃতীয়-দিবসে ক্ষৌরোদ্বৰ্ত্তন-বস্ত্র-নির্গেহন-
স্নানানি চ কুড়া, হবিষ্যং নিরামিষং বা একদা ভুক্ত্বা, তৎপর-দিনে স্নাত্বা,
জ্ঞাতা-জ্ঞাত-যাবৎ-পাপক্ষয়ার্থং সপ্ৰণব-ব্যাহৃতিকং গায়ত্রীং সহস্রং জপিত্বা,
উপবাসং কুৰ্বন্ হবিষ্যাম-ভক্ষণং নিরামিষ-ভক্ষণং বা কুড়া রাত্ৰৌ গুরোঃ
সকাশে তত্তদেবতালয়ে বা অন্ত্র বা ভূমৌ কুশ-শয্যায়াং বা পবিত্র-শয্যাস্তরে
বা বৈষ্ণবঃ পূর্ব-শিরাস্তদিতর উত্তরশিরা শয়ীত^১ । যথা বিদ্যাধরাচার্য্যঃ (৩০)—

প্রাতঃ স্নাত্বা তু গায়ত্র্যাঃ সহস্রং প্রয়তো জপেৎ ।

জ্ঞাতাজ্ঞাতস্য পাপস্য ক্ষয়ার্থং প্রথমং ততঃ ॥ ৩৪

যং তু—প্রাতঃ স্নাত্বা তু সাবিত্র্যা অযুতং প্রয়তো জপেদिति । তৎ
পুনরত্যস্ত-পাপাশক্ষয়া । যত্ৰপি পুরস্চরণ-বিষয় এবৈতদভিহিতম্, তথাপি
একত্র দৃষ্টস্য বাধকাভাবে পরত্রাপি প্রবৃতিঃ । দীক্ষায়াং মাস-বিচারস্য
সংকল্পস্য চ সৌর-মানেনৈব কর্তব্যত্বম্, “মন্ত্রাশ্চারন্তগং মেঘে ধন-ধান্য-

অনন্তর দীক্ষার পূর্বকৃত্য কথিত হইতেছে । অনন্তর দীক্ষা দিবসের পূর্ব তৃতীয় দিনে,
ক্ষৌর, উদ্বৰ্ত্তন (চন্দনাদি দ্বারা দেহের মলশোধন), বস্ত্র পরিষ্কার ও স্নান সমূহ করিয়া,
হবিষ্য অথবা নিরামিষ একবার খাইয়া, তাহার পরদিনে স্নান করিয়া জ্ঞাত ও অজ্ঞাত
স্বকীয় যাবতীয় পাপের ক্ষয়ের জন্য সহস্রবার প্রণব ও ব্যাহৃতির সহিত গায়ত্রী জপ
করিয়া, উপবাস করিয়া অথবা হবিষ্যাম ভক্ষণ অথবা নিরামিষ ভক্ষণ করিয়া, রাত্ৰিতে
গুরুর নিকটে অথবা গৃহমাণ মন্ত্রের দেবতার গৃহে অথবা অন্ত্র ভূমিতে অথবা
কুশশয্যায় অথবা পবিত্র শয্যায় বৈষ্ণব পূর্বশির হইয়া তদভিন্ন ব্যক্তি উত্তরশির হইয়া
শয়ন করিবে । যেমন বিদ্যাধরাচার্য্য বলিয়াছেন (৩০)—

প্রাতঃকালে স্নান করিয়া সংযত হইয়া তাহার পর প্রথমে জ্ঞাত ও অজ্ঞাত পাপ-
ক্ষয়ের জন্য সহস্রবার গায়ত্রী জপ করিবেন । ৩৪

আর যে এই বচন আছে—প্রাতঃকালে স্নান করিয়া সংযত হইয়া, অযুত বার
সাবিত্রী জপ করিবে । তাহা কিন্তু অত্যন্ত পাপের আশঙ্কায় অর্থাৎ অত্যন্ত পাপের সন্দেহ
স্থলে অযুতবার গায়ত্রী জপ করিবে । যদিও পুরস্চরণ বিষয়েই ইহা কথিত হইয়াছে,
তথাপি এক বিষয়ে দৃষ্ট নিয়ম বাধক না থাকিলে অন্য বিষয়েও প্রযুক্ত হইয়া থাকে ।
মেঘে মন্ত্রের আরম্ভ ধনধান্য প্রদ হইয়া থাকে—ইত্যাদি প্রাপ্ত রাশি ষটি বচন

১। ক—পবিত্রশয্যাস্তরে বা শয়ীত ইতি পাঠঃ । বৈষ্ণব ইত্যাদি উত্তরশিরোহন্ত-পাঠো নাস্তি ।

একং ভবেদি"ত্যাदि-প্রাপ্ত-রাशि-घटित-वचनकलाप-बलात् । अतएव संकल्पे
राश्यान्नेषोऽप्यायातः । ३५

অথ দীক্ষা

তত্র প্রথমং স্বস্তি-বাচনম্ । যথা ব্যাসঃ—

সংপূজ্য গন্ধপুষ্পাচ্ছৈত্রীক্ষণান্ স্বস্তি বাচয়েৎ ।

ধর্মে কর্মণি মঙ্গল্যে সংগ্রামাদুত্তদর্শনে^১ ॥ ৩৬

অথ শিষ্যঃ সংকল্পং কৃৎস্না গুরুং বৃণুয়াৎ । ততো গুরুঃ সর্বতোভদ্রাচ্ছতম-
মণ্ডলে^২ ঘটং স্থাপয়েৎ । ঘট-প্রমাণং তু গৌতমীয়ে (৩৭)—

ইমং রৌপ্যং তথা তাম্রং মার্ত্তিকং বা স্বশক্তিতঃ ।

বিস্তৃশাঠ্যং ন কর্তব্যং কৃতে নিষ্ফলমাপ্নুয়াৎ ॥ ৩৮

ঘট্ ত্রিশদঙ্গুলং কুন্তং বিস্তারোন্নতি-শালিনম্ ।

ষোড়শং দ্বাদশং বাপি ততো নূনং ন কারয়েৎ^৩ ॥ ৩৯

সমূহের বলে দীক্ষার মাসের বিচার ও সঙ্কল্প সৌর মানেই কর্তব্য । এই অণ্ডই সঙ্কল্পে
রাশিরও উল্লেখ উপস্থিত হইয়াছে । ৩৫

অনন্তর দীক্ষা ক্রিয়া কথিত হইতেছে । সে স্থলে প্রথমে স্বস্তিবাচন কর্তব্য ।
যেমন ব্যাস বলিয়াছেন—

ধর্ম কর্মে, মঙ্গল-কর কর্মে, সংগ্রামে ও অদ্বুত দর্শনে ব্রাহ্মণগণকে গন্ধ পুষ্প প্রভৃতি
দ্বারা পূজা করিয়া স্বস্তিবাচন করাইবে । ৩৬

অনন্তর শিষ্য সঙ্কল্প করিয়া গুরুকে বরণ করিবে । পরে গুরু সর্বতোভদ্র-মণ্ডল
প্রভৃতির যে কোন মণ্ডলে ঘট-স্থাপন করিবেন । গৌতমীর-তত্ত্বে ঘট-প্রমাণ উক্ত
আছে (৩৭)—

নিজের শক্তি অনুসারে বর্ণের, রৌপ্যের, তাম্রের অথবা মৃত্তিকার ঘট করিবে ।
বিস্তৃশাঠ্য করিবে না, বিস্তৃশাঠ্য করিলে নিষ্ফলত্ব লাভ করিবে । ৩৮

বিস্তার ও উচ্চতা বিশিষ্ট ছত্রিশ অঙ্গুল, ষোড়শ অঙ্গুল, দ্বাদশ অঙ্গুল কুন্ত করিবে,
তাহার ছোট করিবে না । ৩৯

১। খ—সংগ্রামাদুত্তদর্শনে ইত্যনন্তরং—পূজাধারমাহ-পদ্মপুরাণম্—শালগ্রাম-শিলারূপী বজ্র
তিষ্ঠতি কেশবঃ । তত্র দেব-হস্তা-বক্ষা ভুবনানি চতুর্দশ । অত্র সর্বসামিধ্যাং সর্বেষাং পূজা কর্ত্ব্যং
শক্যা । কিন্তু তত্র নাবাহনবিসর্জনে । শালগ্রামে হাবিরে বা নাবাহনবিসর্জনমিতি রাঘবভট্টভট্টাচার্য ।
বোধায়নঃ—প্রতিমাহানবিসর্জনে নাবাহনবিসর্জনমিতি । পূজাপ্রদীপে—অনুজ্ঞ-কল্পে যন্ত্রস্ত লিখৎ পদ্মং
বলাটকম্ । ঘটকোণ-কণিকং তত্র দেবদারোপশোভিতম্ । অত্রাবাহন-প্রতিমাহান-বিসর্জনানি কর্তব্যানি ।
ভূতঃ—অথ শিষ্যঃ সঙ্কল্পমিত্যেব পাঠঃ । ২। খ—সর্বতোভদ্রে লকাজে বা মণ্ডলে ।

• • । খ—ন কারয়েদিত্যনন্তরং কুন্তস্থাপনং শাক্তাভিষেক-প্রকারেণ । যথা—কামবীজেমেতি পাঠঃ ।

অন্যার্থঃ—ষট্ ত্রিংশদঙ্গুলং সস্তং বিস্তারোন্নতি-শালিনমিতি । তেন
বিস্তারে ঔন্নত্যে চ ষড়্ ত্রিংশদঙ্গুলম্ । এবং ষোড়শাদাবপি । শারদায়াম্—
হেমাদি-রচিতং কুস্তমস্ত্রাস্তিঃ ক্ষালিতাস্তরম্ ।
চন্দনাগুরু-কপূর-ধূপিতং শোভনাকৃতিম্ ॥ ৪০
আবেষ্টিতাক্ষং নীরজং তস্তনা ত্রিগুণাত্মনা ।
অর্চিতং গন্ধপুষ্পাভৈর্দুর্বাক্ষত-সমন্বিতম্ ।
নবরত্নোদরং মন্ত্রী স্থাপয়েৎ তারমুচ্চরন্ ॥ ৪১
ঐক্যং সংকল্প্য পীঠস্থ কুস্তম্ চ বিধানবিৎ ।
ক্ষীরদ্রুম-কষায়েণ পালাশ-তৃণভবেন বা ॥ ৪২
তীর্থোদকৈর্বা কপূর-গন্ধ-পুষ্পাদি-বাসিতৈঃ ।
আত্মাভেদেন বিধিবন্ মাতৃকাং প্রতিলোমতঃ ।
জপন্ মূলমন্ত্ৰং তদ্বৎ পুরয়েদ্ দেবতাধিয়া ॥ ৪৩
কুস্তবক্তে নিধায়াথ চষকং স-ফলাক্ষতম্
আবাহ পূজয়েৎ তত্র মন্ত্রী মন্ত্রস্য দেবতাম্ ॥ ৪৪

ইহার এই অর্থ—ছত্রিশ অঙ্গুল হইয়া বিস্তার ও উচ্চতা বিশিষ্ট । তাহাতে বিস্তার
ও উচ্চতার ছত্রিশ অঙ্গুল । ষোড়শ ও দ্বাদশ অঙ্গুল স্থলে এইরূপ বিস্তারে ও উচ্চতার
ষোড়শ ও দ্বাদশ অঙ্গুল জানিবে । শারদাতিলক তন্ত্রে বলিয়াছেন—

পূজিত সর্বভোক্ত্র মণ্ডলে স্বর্ণ, রৌপ্য, তাম্র বা যুক্তিকা নির্মিত, উক্ত পরিমাণ
বিশিষ্ট, অন্তর্মন্ত্র জপ্ত জলের দ্বারা অন্তর্বহিঃ প্রক্ষালিত, শোভনাকার, ত্রিগুণ সূত্রের
দ্বারা বন্ধ-কণ্ঠ, ও কুস্তার নমঃ মন্ত্রে গন্ধাদি দ্বারা অর্চিত, চন্দন, অগুরু ও কপূরের দ্বারা
ধূপিত (সুবাসিত) কুর্চ (দুর্বা) ও অক্ষত যুক্ত নবরত্নোদর নীরজ ষটকে প্রণব উচ্চারণ
পূর্বক স্থাপন করিবেন । ৪০-৪১

আত্মা, দেবতা ও জলের ঐক্য ভাবনা করিতে করিতে সবিন্দু মাতৃকাবর্ণগুলিকে
বিলোমে জপ করিতে করিতে সেইরূপ মূলমন্ত্র জপ করিতে করিতে অশ্বখ, বট,
যজ্ঞদ্রুমের প্লক্ষ (শাকুড়) গাছের ছালের কষায়ের (রসের) দ্বারা বা পালাশ গাছের
ত্বকের রসের দ্বারা অথবা কপূর, চন্দন ও পুষ্পের দ্বারা সুবাসিত তীর্থ জলের দ্বারা
আত্মার সহিত অভেদে দেবতা বুদ্ধিতে ষটকে পূর্ণ করিবেন । ৪২-৪৩

অনন্তর মন্ত্রজ সাধক ঐ ষটের উপরে ফল তণ্ডুল যুক্ত চষক স্থাপন করিয়া সেই
ষটে মন্ত্রের দেবতাকে আবাহন করিয়া পূজা করিবেন । ৪৪

অস্ত্রাঙ্কিঃ—ফট্কারাভিমন্ত্রিত-জলৈঃ । তন্তুনা ত্রিগুণাশ্রনেতি । যজ্ঞো-
পবীত-রূপেণেত্যর্থঃ । তারং—প্রণবঃ । পীঠস্থ—তন্তুদেবতাসনস্থ । প্রতি-
লোমতঃ ক্ষকাক্তকারান্ত-ক্রমেণ । চষকং—শরাবাদি । আবাহেতি । কেবল-
জলে আবাহনাদুভাবেহপি ঘটে আবাহনাদিকং কার্য্যমিতি তদ্ব্যম্ । ৪৫

তন্ত্রান্তরে—শক্তি-বিষ্ণু-শিবানাস্ত্র ক্ষিপেদ্ গন্ধাষ্টকং ক্রমাৎ ।
ঘটমধ্যে ইত্যর্থঃ । গন্ধাষ্টকত্রয়স্ত পূজাপটলে বক্ষ্যতে । নিবন্ধে—

মুহূর্ত্তে সর্বতোভদ্রে নবং কুন্তং নিধায় চ ।
সোদকং গন্ধপুষ্পাভ্যামর্চিতং বস্ত্র-সংযুতম্ ।
সর্বৌষধি-নবরত্ন-পঞ্চপল্লব-সংযুতম্ ॥ ৪৬

মুহূর্ত্তে—শুভ-মুহূর্ত্তে । সর্বতোভদ্র ইতি । বক্ষ্যমাণ-মণ্ডল-চতুষ্টয়াশ্র-
তমোপ-লক্ষকম্ ।

দীক্ষায়াং দেবপূজায়াং মণ্ডলানাং চতুষ্টয়ম্ ।
সর্বততন্ত্রানুসারেণ কার্য্যং সর্ব-সমুদ্ভিদম্ ॥

ইতি বক্ষ্যমাণ-শারদাবচনাচ্চ । ৪৭

অস্ত্রাঙ্কিঃ—ফট্কারের দ্বারা অভিমন্ত্রিত জলের দ্বারা । ত্রিগুণাশ্রনা তন্তুনা, এই
কথার অর্থ—যজ্ঞোপবীতরূপ তন্তু দ্বারা । তার—প্রণব । পীঠস্থ—সেই সেই গৃহমাণ
মন্ত্র-দেবতার আসনের । প্রতিলোমতঃ—ক্ষকার হইতে অকার পর্য্যন্ত ক্রমে । চষক—
শরাব প্রভৃতি । আবাহ, এই কথার এই অর্থ—কেবল জলে আবাহন প্রভৃতি না
থাকিলেও ঘটে আবাহন ও বিসর্জন কর্তব্য—ইহাই তত্ত্ব । ৪৫

তন্ত্রান্তরে বলিয়াছেন—ক্রমে ক্রমে শক্তি পূজায় শক্তি গন্ধাষ্টক, বিষ্ণু পূজায় বিষ্ণু-
গন্ধাষ্টক, শিব পূজায় শিব গন্ধাষ্টক নিক্ষেপ করিবে । ঘটমধ্যে নিক্ষেপ করিবেন ।
ইহাই তাৎপর্য্য । তিনটি গন্ধাষ্টক পূজাপটলে বলিব । নিবন্ধে বলিয়াছেন—

শুভ মুহূর্ত্তে সর্বতোভদ্র মণ্ডলে গন্ধ পুষ্পের দ্বারা অর্চিত বস্ত্র সংযুক্ত সর্বৌষধি নবরত্ন
ও পঞ্চপল্লব যুক্ত অলপূর্ণ নুতন কুন্ত স্থাপন করিবা (সেই কুন্তে দেবতাকে আবাহন
করিবা পূজা করিবে) । ৪৬

মুহূর্ত্তে—শুভ মুহূর্ত্তে । সর্বতোভদ্র এই পদটি চারিটি মণ্ডলের অন্ততম মণ্ডলের
উপলক্ষক অর্থাৎ চারিটি মণ্ডলের যে কোন মণ্ডলে । যেহেতু শারদাভিলকের বক্ষ্যমাণ
এই বচন আছে যে—দীক্ষাতে দেবপূজাতে চারিটি মণ্ডল হইয়া থাকে । সর্বতন্ত্রানুসারে
এই সর্বসমুদ্ভি প্রদ মণ্ডল করিবে । ৪৭

বাশিষ্ঠে— পনসাত্মং তথাশ্বখং বটং বকুলমেব চ ।

পঞ্চপল্লবমিত্যুক্তং মুনিভিস্তত্ত্ববেদিভিঃ ॥ ৪৮

নবরত্নানি তু—মুক্তা-মাণিক্য-বৈদূর্য্য-গোমেদা বজ্র-বিক্রমৌ ।

পদ্মরাগং মরকতং নীলক্ষেতি যথাক্রমম্ ॥ ৪৯

রত্নাভাবে ধাতুং, সর্বরত্ন-প্রধানস্য ধাতুস্য কুশলং বদেতি রামায়ণীয়ত্বাৎ ।
হরিতালং বা, রত্নানামপ্যলাভে তু হরিতালং বিনির্দেশেদিত্তি গ্রন্থাস্তরাৎ ।
কাঞ্চনং হরিতালঞ্চ সর্বাভাবে বিনিষ্কিপেদিত্তি ভবিষ্য-পুরাণাচ্চ । ৫০

রাজরাজেশ্বরী-তন্ত্রে শাক্তাভিষেক-প্রকরণে ঘটমিত্যনুবৃত্তৌ—

নাতিহ্রস্বং নাতিদীর্ঘং মৃৎ-তাম্র-স্বর্ণ-নির্মিতম্ ।

কামবীজেন সংপ্রোক্ষ্য বাগ্ভবেনৈব তাড়য়েৎ ॥ ৫১

শক্ত্যা কলসমারোপ্য মায়য়া পূরয়েজ্জলৈঃ^১ ।

মন্ত্ৰেণানেন তীর্থানি দেশিকস্তত্র বিব্রুসেৎ ॥ ৫২

বাশিষ্ঠে বলিয়াছেন—তত্ত্ববিৎ মুনিগণ কর্তৃক পনস, আম্র, অশ্বখ, বট ও বকুল—এই
তুলি পঞ্চপল্লব বলিয়া কথিত হইয়াছে । ৪৮

নবরত্ন হইতেছে—যথাক্রমে মুক্তা, মাণিক্য, বৈদূর্য্য, গোমেদ, বজ্র (হীরক),
বিক্রম (প্রবাল), পদ্মরাগ, মরকত ও নীল । ৪৯

রত্নের অভাবে ধাতু দেয়, যেহেতু সমস্ত রত্নের মধ্যে প্রধান ধাতুর কুশল বল—এই
রামায়ণ বাক্যে ধাতুকে সর্বরত্ন প্রধান বলা হইয়াছে । অথবা হরিতাল দেয়, যেহেতু
বচনান্তরে বলা হইয়াছে—রত্নসমূহ না পাইলে হরিতাল নিক্ষেপ করিবে । ভবিষ্য
পুরাণেও আছে—সকল দ্রব্যের অভাবে কাঞ্চন ও হরিতাল নিক্ষেপ করিবে । ৫০

রাজরাজেশ্বরী তন্ত্রে শাক্তাভিষেক প্রকরণে ঘটং এই শব্দের অনুবৃত্তিতে অর্থাৎ
ঘট প্রকরণে বলিয়াছেন—

মুক্তিকা, তাম্র অথবা স্বর্ণ নির্মিত অনতিহ্রস্ব অনতিদীর্ঘ ঘটকে কামবীজের (ক্লীং)
দ্বারা প্রোক্ষণ করিয়া বাগ্ভববীজ (ঐং) দ্বারা তাড়ন করিবেন । ৫১

শক্তিবীজের (সৌঃ) দ্বারা মণ্ডলে কলশ স্থাপন করিয়া মায়াবীজ (দ্বীং) দ্বারা
ঘটে জল পূরণ করিবেন । মন্ত্ৰোপদেষ্টা গুরু বক্ষ্যমাণ এই মন্ত্রের দ্বারা সেই ঘটে
তীর্থের স্থাপন করিবেন । ৫২

গঙ্গাভাঃ সরিতঃ সর্বাঃ সমুদ্রাশ্চ সরাংসি চ ।

সর্বে সমুদ্রাঃ সরিতঃ সরাংসি জলদা নদাঃ ॥ ৫৩

হ্রদাঃ প্রস্রবণাঃ পুণ্যাঃ স্বঃ-পাতাল-মহীগতাঃ ।

সর্বতীর্থানি পুণ্যানি ঘটে কুর্বন্ত সন্নিধিম্^১ ॥ ৫৪

রমাবীজেন জপেন পল্লবং প্রতিপাদয়েৎ ।

কূর্চেন ফলদানং স্ত্রীং স্ত্রীবীজেন স্থিরীকৃতিঃ ॥ ৫৫

সিন্দূরং বহিবীজেন পুষ্পং দঢ়াচ্ছরাণুনা ।

মূলেন দুর্বাং প্রণবৈঃ কুর্যাদভ্যাক্ষণং ততঃ ॥ ৫৬

হং ফট্ স্বাহেতি মন্ত্ৰেণ কুর্যাদ্ দর্ভেণ তাড়নম্ ।

বিচিন্ত্য দেবী-পীঠন্ত তত্রাবাহ্য প্রপূজয়েৎ ॥ ৫৭

শক্ত্যা—সৌরিতি বীজেন । শরাণুনা—অস্ত্রমন্ত্ৰেণ । ততো গুরুরুক্তরীত্যা মন্ত্ৰস্তা দশ সংস্কারান্ কুর্য্যৎ । ততঃ সূতকদ্বয়-মুক্তয়ে দেয়ং বিশিষ্টমন্ত্ৰং প্রণবপুটিতং কৃত্বা গুরুঃ সপ্তবারান্ জপেৎ । গুরুণৈবং কৃতে পশ্চাচ্ছ্রোণ জপ-পূর্ব-পরয়োঃ সূতকদ্বয়মোচনাকরণেহপি ন ক্ষতিঃ । ৫৮

গঙ্গাভাঃ ইত্যাদি কুর্বন্ত সন্নিধিং এই পর্য্যন্ত তীর্থস্থাপন মন্ত্ৰ । তাহার অর্থ—স্বর্গ, পাতাল ও পৃথিবী গত গঙ্গাদি সমস্ত পুণ্য নদী, সমুদ্র, সরোবর, লবণাদি সমস্ত সমুদ্র, জলাশয়, জলপ্রদ নদসমূহ, হ্রদ, প্রস্রবণ ও পুণ্য সমস্ত তীর্থ ঘটে সন্নিধি করুন । ৫৩-৫৪

জপ (উচ্চরিত) রমাবীজের (স্ত্রীং) দ্বারা পল্লব প্রতিপাদন (দান) করিবে । কূর্চ-বীজের (হ্রং) দ্বারা ফলদান হইবে । স্ত্রীবীজের (স্ত্রীং) দ্বারা স্থিরীকরণ হইবে । ৫৫

বহিবীজের (বং) দ্বারা সিন্দূর ও শরমন্ত্ৰ (ফট্) দ্বারা পুষ্প দিবে । মূল মন্ত্ৰের দ্বারা দুর্বা দিবে । তাহার পর প্রণবের দ্বারা অভ্যাক্ষণ করিবে । ৫৬

হং ফট্ স্বাহা—এই মন্ত্ৰে দর্ভের দ্বারা তাড়ন করিবে । সেই ঘটে দেবীর পীঠ (আসন) চিন্তা করিয়া দেবীকে আবাহন করিয়া পূজা করিবে । ৫৭

শক্ত্যা—সৌঃ এই বীজের দ্বারা । শরাণুনা—অস্ত্রমন্ত্ৰের দ্বারা । তাহার পর গুরু উক্ত রীতিতে মন্ত্ৰের দশটি সংস্কার করিবেন । তাহার পর সূতক দ্বয়ের মুক্তির জন্য গুরু

১। স্ব—সন্নিধিম্ । ইতি তীর্থাবাহনম্ । ততো রমাবীজেন পল্লবং, কূর্চেন ফলং, বহিনা সিন্দূরং, অস্ত্রায় কড়িতি পুষ্পং, মূলেন দুর্বাং দত্ত্বা বহুবীজেন স্থিরীকৃতা প্রণবেন অভ্যাক্ষ্য হং ফট্ স্বাহা ইতি নৈষ্ঠেতাড়য়িত্বা তত্র মূলদেবতাবাবাহ্য পূজয়েৎ । ইতি । নিবন্ধে—মুহূর্ত্তে সর্বতোভ্যস্ত্রে ইত্যাদি-বহ্নসংযুতম্ । মুহূর্ত্তে শুভমুহূর্ত্তে । বাণিষ্টে পনসাম্রমিত্যাণি—বামাশ্বিনীয়াণিত্যন্তঃ পাঠঃ । ততো গুরুমন্ত্র দশসংস্কারান্ কুর্য্যৎ । ততো দেবতাং পূজয়েৎ । নিবন্ধে—ততো দেবার্চনং কৃন্তেত্যেবং পাঠঃ ।

যথা কুলার্ণবে— জ্ঞাতে সূতকদ্বয়ো স্তাদন্তে চ সূত-সূতকম্ ।

সূতকদ্বয়-সংযুক্তো যো মন্ত্রঃ স ন সিধ্যতি ॥ ৫৯

গুরোস্তদ্রহিতং কৃত্বা মন্ত্রং তাবজ্জপেদ্ ধিয়া ।

সূতকদ্বয়-নির্মুক্তঃ স মন্ত্রঃ সর্বসিদ্ধিদঃ ॥ ৬০

ব্রহ্মবীজং মনোদত্ত্বা চাত্তন্তে পরমেশ্বরি ! ।

সপ্তবারং জপেদ্ব্যস্ত্রং সূতকদ্বয়-মুক্তয়ে ॥ ৬১

গুরোরিতি পঞ্চমী । ততো গুরুর্মন্ত্রচৈতন্যং কুর্যাৎ । যথা—

সংপূটীকৃত্য মন্ত্রেণ আদি-লাস্তান্ সবিন্দুকান্ ।

পুনশ্চ সবিসর্গাংস্তান্ ককারং কেবলং জপেৎ ।

এবং জপ্তে উপদিষ্টশ্চেৎ প্রবুদ্ধঃ শীঘ্রসিদ্ধিদঃ ॥ ৬২

তথা চৈবং জপ্ত্বা গুরুণা দত্তো মন্ত্রঃ সর্বদৈব প্রবুদ্ধঃ । তস্য জপকালে পুনশ্চৈতন্যকরণেহপি ন ক্ষতিঃ । ততো দেবতাং পূজয়েৎ । ৬৩

দেয় বিশিষ্ট মন্ত্রকে প্রণব পুটিত করিয়া সাত বার জপ করিবেন । গুরু এইরূপ করিলে পরে শিষ্ট জপের পূর্বে ও পরে সূতক দ্বয়ের মোচন না করিলেও ক্ষতি নাই । ৫৮

যেমন কুলার্ণব তন্ত্রে বলিয়াছেন । মন্ত্রের জন্ম (উচ্চার) হইলে প্রথমে জ্ঞাত সূতক (জ্ঞাতাশৌচ) অস্তে যুক্ত সূতক (যুতাশৌচ) হয় । যে মন্ত্র সূতক দ্বয় যুক্ত, সে মন্ত্র সিদ্ধ হয় না । ৫৯

গুরু হইতে মন্ত্রকে সূতক দ্বয় রহিত করিয়া শিষ্ট মনে মনে মন্ত্র জপ করিবে । সূতক দ্বয় রহিত সেই মন্ত্র সমস্ত সিদ্ধি প্রদ হয় । ৬০

হে পরমেশ্বরি । সূতক দ্বয়ের মুক্তির জন্ত মন্ত্রের আদিতে ও অস্তে ব্রহ্মবীজ (ওঁ) দিয়া সাতবার মন্ত্র জপ করিবে । ৬১

গুরোঃ এই পদটি পঞ্চমী অর্থাৎ পঞ্চমী বিভক্তির পদ । তাহার পর গুরু মন্ত্র চৈতন্য করিবেন । যেমন তন্ত্রে বলিয়াছেন—

গুরু আদি হইতে লকার পর্যন্ত সবিন্দু (২ যুক্ত) বর্ণগুলিকে মন্ত্রের দ্বারা পুটিত করিয়া জপ করিবেন । পুনরায় ঐ বর্ণগুলিকে বিসর্গযুক্ত করিয়া জপ করিবেন । ককারকে কেবল জপ করিবেন । যদি এইরূপ জপ করিয়া মন্ত্র উপদিষ্ট হয়, তবে সেই মন্ত্র প্রবুদ্ধ (চৈতন্যবৎ) হইয়া শীঘ্র ফলপ্রদ হয় । ৬২

সুতরাং এইরূপ জপ করিয়া গুরু কর্তৃক প্রদত্ত মন্ত্র সর্বদাই প্রবুদ্ধ হইয়া থাকে । সেই মন্ত্রের জপকালে পুনরায় মন্ত্রের চৈতন্য না করিলেও ক্ষতি নাই । তাহার পর দেবতাকে পূজা করিবে । ৬৩

নিবন্ধে— ততো দেবার্চনং কৃত্বা হুনেদষ্টোত্তরং শতম্ ।

শিষ্যং স্বলঙ্কৃতং বেত্লামুপাগ্নিমুপবেশয়েৎ^১ ॥ ৬৪

মন্ত্রী^২ তং প্রোক্ষণীতোরৈঃ শান্তিকুন্ত-জলৈস্তথা ।

মূলমন্ত্রেণাহষ্টশত-মন্ত্রিতৈরভিষেচয়েৎ ॥ ৬৫

হুনেদিত্তি । তত্র হোমঃ কাম্যঃ শক্তেন কার্য্যঃ । উপাগ্নিম্^৩—অগ্নিসমীপে ।
অষ্টশতং অষ্টোত্তরশতমিত্যর্থঃ । ৬৬

ততঃ বৌষড়িত্তি মন্ত্রেণ শিষ্যস্য নেত্র-দ্বয়ং বাসসাচ্ছাদ্য শিষ্যাঞ্জলিং পুষ্পৈঃ
পূরয়িত্বা গুরুঃ স্বয়মেব মন্ত্রমুচ্চরন্ কলশে দেবতাপ্রীতৈত্য ক্লেপয়েৎ । ততো নেত্র-
বন্ধনং দূরীকৃত্য দর্ভান্তরে আসীনং শিষ্যং ভূতশুদ্ধিং কারয়িত্বা তত্ত্বমন্ত্রোক্ত-
শ্বাসান্ শিষ্যস্য দেহে কুর্য্যাৎ । ৬৭

ততো গুরুরাত্মসকাশাদ্ দেবতাং শিষ্য-সংক্রান্তাং তয়োরৈক্যং সংভাবয়ন্
গন্ধাদিভিঃ পূজয়েৎ । ততঃ ওঁ সহস্রারে হং কড়িত্তি মন্ত্রেণ শিষ্যস্য শিখাং
বন্ধ্য সংরক্ষ্য শিষ্যস্য শিরসি দক্ষিণহস্তং^৪ দত্ত্বা দেয়মন্ত্রমষ্টোত্তরশতং জপ্ত্বা

নিবন্ধে বলিয়াছেন—তাহার পর দেবতার অর্চনা করিয়া ১০৮ বার হোম করিবে ।
তাহার পর অলঙ্কৃত শিষ্যকে বেদীর অগ্নিসমীপে উপবেশন করাইবেন । ৬৪

মন্ত্রী শিষ্যকে সেই অষ্টোত্তর শত মূল মন্ত্রের দ্বারা অভিমন্ত্রিত প্রোক্ষণী পাত্রে
জল দ্বারা এবং এইরূপ অভিমন্ত্রিত শান্তিকুন্ত জলের দ্বারা অভিষেক করিবে । ৬৫

হুনেৎ—এই যে হোম বিধি । দীক্ষাস্থলে সেই হোমটি কাম্য । সমর্থ ব্যক্তিরই হোম
কর্তব্য । উপাগ্নিম্—অগ্নির সমীপে । অষ্টশতম্ ইহার অর্থ—অষ্টোত্তর শত । ৬৬

তাহার পর বৌষট্ এই মন্ত্রে শিষ্যের নেত্রদ্বয় বস্ত্রের দ্বারা আচ্ছাদন করিয়া শিষ্যের
অঞ্জলি পুষ্পের দ্বারা পূরণ করিয়া গুরু নিজেই মন্ত্রের উচ্চারণ করিয়া কলশে দেবতার
প্রীতির জন্ত সেই পুষ্পাঞ্জলি প্রদান করাইবেন । তাহার পর শিষ্যের নেত্রবন্ধন দূর
করিয়া দর্ভাসনে উপবিষ্ট শিষ্যকে ভূতশুদ্ধি করাইয়া শিষ্যের দেহে দেয় সেই সেই
মন্ত্রোক্ত শ্বাসগুলি করিবেন । ৬৭

তাহার পর গুরু নিজের দেহ হইতে শিষ্যদেহে সংক্রান্ত দেবতাকে শিষ্য ও দেবতার
ঐক্যভাবনা করিতে করিতে গন্ধাদি দ্বারা দেবরূপ শিষ্যকে পূজা করিবেন । তাহার পর
ওঁ সহস্রারে হং কট্ট এই মন্ত্রে শিষ্যের শিখাবন্ধন করিয়া তাহাকে রক্ষা করিয়া শিষ্যের

১। ঋ—মুপাগ্নি উপ । ২। ক+ঋ—মন্ত্রিতং । ৩। ঋ—উপাগ্নি—অগ্নিসমীপে ।

৪। ঋ—শিরসি হস্তং ।

ভূমৌ পত্রে বা মন্ত্রং লিখিত্বা অমুকমন্ত্রায় অমুকবিদ্যায়ৈ বা নমঃ ইতি
সংপূজ্য ঔ অদ্যেত্যাদি অমুকগোত্রায়ামুকদেবশর্মণে দেয়মন্ত্রমুচ্চার্য ইমং মন্ত্রং
তুভ্যমহং দদানীতি শিষ্যস্ত দক্ষিণ-হস্তে জলং দত্ত্বা দেয়মন্ত্রমুচ্চার্য এষ মন্ত্র
আবয়োস্তল্যফলদো ভবতু ইত্যদীরয়েৎ । ততো দদশ্বেতি শিষ্যো ক্রয়াৎ ।
ততঃ ঋত্বাদিযুক্তং মন্ত্রং গুরুঃ শ্রাবয়েৎ । ৬৮

যথা শারদায়াং—তত্ত্বমন্ত্রোদিতান্ শাসান্ কুর্যাদ্ দেহে শিশোলুপা ।
দক্ষিণামূর্ত্তিসংহিতায়াম্—ভূমৌ লিখিত্বা বিদ্যাস্ত পূজয়িত্বা বিধানতঃ^১ ।

শিষ্যায় কৃপয়া দত্তাদৃশ্যাদি-সহিতাং গুরুঃ ॥ ৬৯

ভূমাবিত্যুপলক্ষণম্—পত্রাদাবপি । লিখনস্ত মাতৃকায়ন্ত্র-লিখন-দ্রব্যৈঃ ।

বশিষ্ঠঃ— আবয়োস্তল্যফলদো ভবত্বেবমুদীরয়েৎ ॥ ৭০

বশিষ্ঠ-সংহিতায়াম্—ততঃ শিরসি শিষ্যস্ত হস্তং দত্ত্বা শতং ক্রপেৎ ।

অষ্টোত্তরং ততো মন্ত্রং দত্ত্বাহৃদক-পূর্বকম্ । ৭১

মন্ত্রকে দক্ষিণ হস্ত দিয়া দেয় মন্ত্র ১০৮ বার জপ করিয়া, ভূমিতে বা পত্রে মন্ত্র লিখিয়া
অমুক-মন্ত্রায় নমঃ অথবা অমুক-বিদ্যায়ৈ নমঃ এই মন্ত্রে পূজা করিয়া, ঔ অদ্যেত্যাদি
বলিয়া অমুক-গোত্রায় অমুক-দেবশর্মণে বলিয়া দেয় মন্ত্র উচ্চারণ করিয়া ইমং মন্ত্রং
তুভ্যমহং দদানি এই বলিয়া শিষ্যের দক্ষিণ হস্তে জল দিয়া দেয় মন্ত্র উচ্চারণ করিয়া
এষ মন্ত্র আবয়োস্তল্য-ফলদো ভবতু অর্থাৎ এই মন্ত্র আমাদের উভয়ের তুল্য ফল-প্রদ
হউক, ইহা উচ্চারণ করিবে । তাহার পর শিষ্য বলিবে—দদস্ব (দিন) । তাহার পর
গুরু ঋত্বাদি যুক্ত মন্ত্র শিষ্যকে শ্রবণ করাইবেন । ৬৮

যেমন শারদাভিলক ভস্ত্রে বলিয়াছেন—সেইরূপ শিশুর (শিষ্যের) দেহে সেই সেই
মন্ত্রোক্ত শাসনসমূহ করিবেন । দক্ষিণামূর্ত্তি সংহিতায় বলিয়াছেন—গুরু যথাবিধানে
ভূমিতে বিদ্যা লিখিয়া পূজা করিয়া শিষ্যকে কৃপাপূর্বক ঋত্বাদি সহিত সেই বিদ্যা দান
করিবেন । ৬৯

ভূমৌ এই ভূমি পদটি অশ্বেরও উপলক্ষণ, পত্রাদিতে লিখিতে পারা যায় । মাতৃকা
যন্ত্র লেখার দ্রব্যসমূহের ঘরাই লিখিতে হইবে । বশিষ্ঠ বলিয়াছেন—আমাদের
উভয়ের তুল্য ফলপ্রদ হউক, ইহা উচ্চারণ করিবে । ৭০

বশিষ্ঠসংহিতায় বলিয়াছেন—তাহার পর গুরু শিষ্যের মস্তকে হাত রাখিয়া ১০৮ বার

১। ঋ—বিধানতঃ ইত্যনন্তরম্—কপভাবণয়া দেবি । শিষ্যায় নির্মলাস্ত্রনে । প্রকাশ্যার্থ্যং
জলে দদ্যাদৃশ্যাদিসংহিতাং গুরুঃ । ভূমাবিত্যুপলক্ষণমিতি পাঠঃ ।

গৌতমীয়ে—শ্বাসজালং তস্য দেহে গুরুঃ সংশ্লিষ্ট যত্নতঃ ।

দক্ষকর্ণে বদেন্মস্ত্রং ত্রিবারং পূর্ণমানসঃ ॥ ৭২

দক্ষ ইতি । দ্বিজাতি-বিষয়ম্ । তথা চ তন্ত্রে—

দক্ষকর্ণে ত্রিশো বিজ্ঞামেকোচ্চায়েণ চোচ্চরেৎ ।

এষ বিধির্দ্বিজাতীনাং স্ত্রী-শূদ্রাণাঞ্চ বামতঃ ॥ ৭৩

রুদ্রজামলে—গুরুস্ত প্রাভুখো ভূত্বা শিষ্যং প্রত্যভুখস্থিতম্ ।

ত্রিবারং দক্ষিণে কর্ণে বামে চৈব তথা সকুৎ ।

বিপরীতমতো জ্যেয়ং স্ত্রীশূদ্রাণাঞ্চ বামতঃ ॥ ৭৪

বিপরীতমিতি । স্ত্রী-শূদ্রয়োর্বামে ত্রিবারং দক্ষিণে সকুদিত্যর্থঃ । এতেন—

সর্বত্র প্রাভুখো দাতা গ্রহীতা চ উদমুখঃ । ইতি বচনমত্রাহপ্রাপ্তপদমেতস্য বিশেষ-বচনত্বাৎ, সাবিত্র্যুপদেশে পশ্চিমাভিমুখত্বস্য দর্শনাচ্চ । ৭৫

বিশ্বসারে—দক্ষকর্ণে বদেন্ মস্ত্রং ঋগ্য়াদিক-সমন্বিতম্ ।

তথা তস্মিন্ ক্রমে দেবি ! জপেন্ মস্ত্রং শতাষ্টকম্ ॥ ৭৬

মন্ত্র জপ করিবেন । তাহার পর উদক পূর্বক (শিষ্যের হাতে জল দিয়া) মন্ত্র দান করিবেন । ৭১

গৌতমীয় তন্ত্রে বলিয়াছেন—গুরু যত্ন পূর্বক শিষ্যের দেহে শ্বাস সমূহ শ্বাস করিয়া পূর্ণমানস হইয়া দক্ষিণ কর্ণে তিন বার মন্ত্র বলিবেন । ৭২

দক্ষকর্ণে এই বিধিটি দ্বিজাতি বিষয়ে জানিবে । তাহাই তন্ত্রে বলিয়াছেন—

দক্ষিণ কর্ণে এক উচ্চারণে তিন বার বিদ্যা উচ্চারণ করিবেন । দ্বিজাতি সম্বন্ধে এই বিধি । স্ত্রী শূদ্র বিষয়ে বামকর্ণে উচ্চাৰ্য্য । ৭৩

রুদ্র যামলে বলিয়াছেন—গুরু প্রাভু-মুখ হইয়া পশ্চিম মুখে অবস্থিত শিষ্যকে দক্ষিণ কর্ণে তিন বার এবং বাম কর্ণে একবার মন্ত্র বলিবেন । স্ত্রী ও শূদ্র সম্বন্ধে ইহার বিপরীত জানিবে অর্থাৎ বামে তিনবার ও দক্ষিণে একবার জানিবে । ৭৪

বিপরীত এই কথার এই অর্থ—স্ত্রী ও শূদ্রের বামে ৩ বার, দক্ষিণে একবার । ইহা যাহা—সর্বত্র দাতা পূর্বমুখ এবং গ্রহীতা উত্তর মুখ হইবেন—এই বচনের এখানে স্থান হইল না ; যেহেতু এই বচনটি বিশেষ বিষয়ক বচন । সাবিত্রীর উপদেশে গ্রহীতার পশ্চিমাভিমুখত্ব দেখা যায় । ৭৫

বিশ্বসারে বলিয়াছেন—হে দেবি । দক্ষিণ কর্ণে ঋগ্য়াদি-বিশিষ্ট মন্ত্র বলিবে । সেইরূপ সেই সময়ে ১০৮ বার মন্ত্র জপ করিবে । ৭৬

গুরুরিত্তি শেষঃ । দত্তা মন্ত্রং জপেদ্ দেবি ! শতমষ্টোত্তরং ততঃ । ইতি
জামলবচনাৎ । নারায়ণীয়-মহাকপিল-পঞ্চরাত্রয়োঃ—

মন্ত্রং দত্তা সহস্রং বৈ স্বশক্তৌ দেশিকৌ জপেৎ ॥ ৭৭

বিশ্বসারে—অষ্টাধিকং সহস্রং বৈ শতং বাপি বিধানতঃ ।

স্বশক্তি-রক্ষণার্থায় গুরুমন্ত্রং তদা জপেৎ ॥ ৭৮

শারদায়াম্—গুরোর্লঙ্কাং পুনবিজ্ঞামষ্ট-কৃত্বো জপেৎ সুধীঃ ।

গুরুবিজ্ঞা-দেবতানামৈক্যং সম্ভাবয়ন্ ধিয়া ॥ ৭৯

ততো গুরুচরণে দণ্ডবৎ পতিত্বা প্রণম্য শিরসি গুরুপাদদ্বয়ং যোজয়েৎ ।
যথা শারদায়াম্—

প্রণমেদ্ দণ্ডবদ্ ভূমৌ গুরুং তং দেবতাত্মকম্ ।

তস্য পাদাম্বুজ-দ্বন্দ্বং নিজমূৰ্দ্ধনি যোজয়েৎ ॥ ৮০

ততো গুরুঃ— উত্তিষ্ঠ বৎস ! যুক্তোহসি সম্যাগাচারবান্ ভব ।

কীৰ্ত্তি-শ্রী-কান্তি-পুত্রায়ুৰ্বলারোগ্যং সদাহস্ত তে ॥ ৮১

জপক্রিয়ার কৰ্ত্তা গুরু, ইহা উহা । হে দেবি ! মন্ত্র দান করিয়া তাহার পর ১০৮
বার মন্ত্র জপ করিবেন—এইরূপ জামল বচন হইতে ইহা জানা যায় । নারায়ণীয়
তন্ত্র ও মহাকপিল পঞ্চরাত্রতে বলিয়াছেন—মন্ত্রোপদেশ্যো গুরু নিজের শক্তি রক্ষার
জন্ত মন্ত্র দান করিয়া ১০০৮ এক হাজার আট বার মন্ত্র জপ করিবেন । ৭৭

বিশ্বসার তন্ত্রে বলিয়াছেন—গুরু মন্ত্রদানের পরে নিজের শক্তি রক্ষার জন্ত যথা
বিধানে অষ্টাধিক শত মন্ত্র জপ করিবেন । ৭৮

শারদাতিলাকে বলিয়াছেন—শিক্ষিত শিষ্য গুরু, বিদ্যা ও দেবতার ঐক্য মনে মনে
চিন্তা করিতে করিতে গুরুর নিকট প্রাপ্ত মন্ত্র আট বার জপ করিবেন । ৭৯

তাহার পর শিষ্য গুরুর চরণে দণ্ডবৎ পতিত হইয়া প্রণাম করিয়া, নিজ মস্তকে
গুরুর পাদ যুগল ধারণ করিবেন । যেমন শারদাতিলাকে বলিয়াছেন—

সেই দেবতাত্মক গুরুকে “ভৃং-প্রসাদাদহং দেব । কৃতকৃত্যোহস্মি সর্বতঃ । মারী-
মৃত্যু-মহাপাশাদ্ বিমুক্তোহস্মি চ শিবোহস্মি চ ॥ এই মন্ত্র পাঠ পূর্বক ভূমিতে দণ্ডবৎ
প্রণাম করিবেন । সেই গুরুর পাদদ্বয় নিজ মস্তকে যুক্ত (ধারণ) করিবেন । ৮০

তাহার পর গুরু উত্তিষ্ঠ বৎস ইত্যাদি মন্ত্র পড়িয়া তাকে উঠাইবেন । উত্তিষ্ঠ
ইত্যাদি মন্ত্রের অর্থ—বৎস ওঠ, তুমি যুক্ত আছ ; সমুচিত আচারবান্ হও । তোমার
কীৰ্ত্তি, শ্রী, কান্তি, পুত্র, আয়ুঃ ও ধন সর্বদা হউক । ৮১

ইত্যাখ্যাপয়েৎ । ততঃ শিষ্যো গুরবে দক্ষিণাং দদ্যাৎ । যথা স্বতন্ত্রতন্ত্রে—
 গুরবে দক্ষিণাং দত্তাৎ প্রত্যক্ষায় শিবাত্মনে ।
 সর্বস্বং বা তদর্দ্ধং বা তদর্দ্ধং বা তদাজ্জয়া ।
 নচেৎ সঞ্চারিণী শক্তিঃ কথমস্যা ভবিষ্যতি ॥ ৮২

মন্ত্রতন্ত্রপ্রকাশে—আচার্যাদনভিপ্রাপ্তঃ প্রাপ্তশচাদত্ত-দক্ষিণঃ ।
 সততং জপ্যমানোহপি মন্ত্রঃ সিদ্ধিং ন গচ্ছতি ॥ ৮৩

লঘুহারীতঃ— একৈকমক্ষরং যন্ত গুরুঃ শিষ্যে নিবেদয়েৎ ।
 পৃথিব্যাং নাস্তি তদ্ দ্রব্যং যদ্ দত্তা সোহনৃণী ভবেৎ ॥ ৮৪

কুলামৃতে— বিত্তশাঠ্যং পরিত্যজ্য সর্বকর্মাণি কারয়েৎ ।
 বিত্তশাঠ্যং বিহন্ত্যাস্ত পুত্রানায়ুর্যশো ধনম্ ॥ ৮৫

অন্যত্রাপি— গুরুদেবং বঞ্চয়িত্বা যঃ কুর্যাদ্ ধন-সঞ্চয়ম্ ।
 তেন তদ্ ভুজ্যতে নৈব হ্রিয়তে রাজ-তস্করৈঃ ॥ ৮৬

তদ্বাস্তরে— সুবর্ণং দক্ষিণাং দত্তাদ্ গাশ্চ দত্তাৎ পয়স্বিনীঃ ।
 ভূমিং বৃত্তিকরীং দত্তাৎ পুত্র-পৌত্রানুযায়িনীম্ ॥ ৮৭

তাহার পর শিষ্য গুরুকে দক্ষিণা দিবেন । যেমন স্বতন্ত্র তন্ত্রে বলিয়াছেন—প্রত্যক্ষ শিব স্বরূপ গুরুকে তাহার আজ্ঞানুসারে সর্বস্ব বা তাহার অর্দ্ধ বা তাহার অর্দ্ধ দক্ষিণা দিবে । নচেৎ ইহার সঞ্চারিণী শক্তি কিরূপে হইবে ? ৮২

মন্ত্রতন্ত্র-প্রকাশে বলিয়াছেন—আচার্য্য গুরুর নিকট হইতে সম্যাক্রূপে (যথা-বিধানে) অপ্রাপ্ত, দক্ষিণা প্রদান না করিয়া প্রাপ্ত মন্ত্র সর্বদা জপ্যমান হইয়াও সিদ্ধি প্রাপ্ত হয় না । ৮৩

লঘুহারীত বলিয়াছেন—যে গুরু এক একটি অক্ষর শিষ্যকে প্রদান করেন, পৃথিবীতে এমন কোন দ্রব্য নাই, যাহা দিয়া সে তাহা হইতে অঞ্চলী হইতে পারে । ৮৪

কুলামৃতে বলিয়াছেন—বিত্তশাঠ্য পরিত্যাগ করিয়া সমস্ত কর্ম করাইবেন । বিত্তশাঠ্য পুত্রগণ, আয়ুঃ, যশঃ ও ধনকে শীঘ্র নাশ করে । ৮৫

অন্যত্রও বলিয়াছেন—যে ব্যক্তি গুরুদেবকে বঞ্চনা করিয়া ধন সঞ্চয় করে, সে সেই ধন ভোগ করিতে পারে না, রাজা বা তস্কর কর্তৃক সে ধন গৃহীত হয় । ৮৬

তদ্বাস্তরে বলিয়াছেন—গুরুকে সুবর্ণ দক্ষিণা দিবে ; পয়স্বিনী পাভী সকল দান করিবে । পুত্র পৌত্রাদিতে অনুবৃত্তিকারিণী বৃত্তিকরী ভূমি দান করিবে । ৮৭

তথা— গুরবে দক্ষিণাং দত্বাং স্বর্ণং বস্ত্র-সমর্পিতম্ ।
 গুরু-সন্তোষ-মাত্রেণ দৃষ্টমন্ত্রোহপি সিধ্যতি ।
 অন্যথা নৈব সিদ্ধিঃ শ্রাদ্ধভিচারায় কল্পতে ॥ ৮৮
 দীক্ষা-গ্রহণ-সামগ্রীং গুরবেহং নিবেদয়েৎ ।

অন্যাস্ত্র ব্রাহ্মণাংস্তত্র যত্নতঃ পরিতোষয়েৎ ॥ ৮৯

শারদায়াম্—ব্রাহ্মণাংস্তপ্নয়েৎ পশ্চাদ্ ভক্ষ্য-ভোজ্যৈঃ সদক্ষিণৈঃ ॥ ৯০

ততো গুরবে স্বশরীরাদিকং সমর্পয়েৎ । যথা তন্ত্রে—

তং বিত্তশাঠ্যং পরিহৃত্য দক্ষিণাং দত্ত্বা তনুং স্বাক্ষ সমর্পয়েৎ সুখীঃ ॥ ৯১

অন্যত্রাপি— শরীরমর্থং প্রাণাংস্ত সর্বং তস্মৈ নিবেদয়েৎ ।

ততঃ প্রভৃতি কুর্বাণ গুরোঃ প্রিয়মনশ্বীঃ ।

যদ যদিষ্টতমং লোকে গুরবে তন্নিবেদয়েৎ ॥ ৯২

শিবপুরাণে— যো গুরু স শিবঃ প্রোক্তো যঃ শিব স চ মন্ত্রকঃ ।

শিব-বিদ্যা-গুরুগাঞ্চ ভেদো নাস্তি কথঞ্চন ॥ ৯৩

এইরূপ আরও বলিয়াছেন—গুরুকে বস্ত্রযুক্ত স্বর্ণ দক্ষিণা দিবে । গুরুর সন্তোষ মাত্রেয় দ্বারাই দৃষ্ট মন্ত্রও সিদ্ধ হয় । অন্যথা মন্ত্রের সিদ্ধি হয় না । উহা অভিচারের যোগ্য (হেতু) হয় । ৮৮

দীক্ষা গ্রহণের অনন্তর দীক্ষা গ্রহণের সামগ্রী গুরুকে নিবেদন করিবে । সেই সময়ে অন্যান্য ব্রাহ্মণগণকে যত্নপূর্বক পরিতোষ করাইবে । ৮৯

শারদাতিলক তন্ত্রে বলিয়াছেন—দীক্ষা গ্রহণের পরে ব্রাহ্মণগণকে সদক্ষিণ ভক্ষ্য ভোজ্য দ্বারা সন্তুষ্ট করিবে । ৯০

তাহার পর গুরুকে নিজের শরীর প্রভৃতি সমর্পণ করিবে । যেমন তন্ত্রে বলিয়াছেন— লিঙ্কিত শিষ্য সেই বিত্তশাঠ্যকে পরিহার করিয়া দক্ষিণা দিয়া নিজের দেহ গুরুকে সমর্পণ করিবে । ৯১

অন্যত্রও বলিয়াছেন—শরীর, অর্থ (শক্তি অনুসারে ধনসম্পদাদি) ও প্রাণ (মনঃ) —সমস্তই সেই গুরুকে নিবেদন করিবে । এই দীক্ষা গ্রহণ হইতে শিষ্য অনন্তচিত্তে গুরুর প্রিয়কর কার্য্য করিবে । এই লোকে বাহা বাহা শিষ্যের প্রিয়তম, তাহা গুরুকে নিবেদন করিবে । ৯২

শিবপুরাণে বলিয়াছেন—যিনি গুরু, তিনিই শিব কথিত হইয়াছেন । যিনি শিব, তিনিই মন্ত্র । শিব, বিদ্যা বা মন্ত্র ও গুরুর কোন প্রকারে ভেদ নাই । ৯৩

শিবে মন্ত্রে গুরৌ যস্য ভাবনা সদৃশী ভবেৎ ।

ভোগো মোক্ষশ্চ সিদ্ধিশ্চ শীঘ্রং তস্য ভবেদ্ ঋবম্ ॥ ১৪

বস্ত্রাভরণ-মাল্যানি শয়নাশ্রাসনানি চ ।

প্রিয়ানি চাত্তনো যানি তানি দেয়ানি বৈ গুরোঃ ।

তোষয়েত প্রযত্নেন মনসা কর্মণাপি বা ॥ ১৫

ইয়ং ক্রিয়াবতী দীক্ষা । যা চাপরা কলান্ধাসবস্ত্রাং কলাবতী নাম্নী দীক্ষা, সা পুনর্গৌরবাদিদানীমরূপপযোগাচ্ছাত্র ন লিখিতা, গ্রন্থান্তরে দ্রষ্টব্য। ১৬

যা চ^১ পঞ্চায়তন-পূজাবস্ত্রাং পঞ্চায়তনী নাম্নী, সাহস্যসর্ব-বিষয়কত্বান্ন লিখিতা, শ্যামাদৌ তদভাবাৎ । যথা রুদ্রজামলে (১৭)—

শ্যামায়াং ভৈরবী-তারার-ছিন্নমস্তাসু ভৈরবি ! ।

মঞ্জুষোষে তথা রৌদ্রে পঞ্চাঙ্গং নেত্র্যতে বুধৈঃ ॥ ১৮

উপবিতাসু সর্বাসু ঘটকর্মাदिषু সাধনে ।

নাত্র সিদ্ধাত্তপেক্ষান্তি নাত্রাহঙ্গাদি-প্রপূজনম্ ॥ ১৯

শিবে, মন্ত্রে ও গুরুতে যাহার ভাবনা সমান হইবে, তাহার ভোগ, মোক্ষ ও সিদ্ধি নিশ্চয় শীঘ্র হইবে । ১৪

বস্ত্র, আভরণ, মাল্য, শয্যা, আসন এবং নিজের যাহা যাহা প্রিয়, সে সকলই গুরুকে প্রদান করিবে । যত্নপূর্বক মনের দ্বারা কর্মের দ্বারা গুরুকে সন্তুষ্ট করিবে । ১৫

এই দীক্ষাটি ক্রিয়াবতী দীক্ষা । আর যে কলান্ধাস যুক্ত হেতু কলাবতী নাম্নী একটি দীক্ষা আছে । সে দীক্ষা গ্রন্থগৌরব হইবে বলিয়া এবং এখন তাহার উপযোগ নাই বলিয়া এই গ্রন্থে এখানে লিখিত হয় নাই । ইহা শারদাতিলক প্রভৃতি অন্য গ্রন্থে দ্রষ্টব্য । ১৬

আর যে পঞ্চায়তন পূজাবিশিষ্ট হেতু পঞ্চায়তনী নাম্নী অপর একটি দীক্ষা, সেই দীক্ষা সমস্ত দেবতা বিষয়ক নহে বলিয়া তাহাও এখানে লিখিত হইল না । শ্যামাদি দেবতা বিষয়ে পঞ্চায়তনী দীক্ষা হয় না । যেমন রুদ্রজামলে বলিয়াছেন (১৭)—

হে ভৈরবি ! শ্যামাতে, ভৈরবী, তারার ও ছিন্নমস্তাতে, মঞ্জুষোষে এবং রুদ্র মন্ত্রে পণ্ডিতগণ পঞ্চাঙ্গ (পঞ্চায়তনী দীক্ষা) ইচ্ছা করেন না । ১৮

সমস্ত উপবিদ্যা সমূহে ঘটকর্মাদির সাধনে—এই সমস্ত বিষয়ে সিদ্ধাদির অপেক্ষা নাই, এই সমস্ত বিষয়ে অঙ্গাদির পূজাও নাই । ১৯

অথবা— তদ্রূপাশক্তঃ কশিচ্ছেদজমভ্যর্চ্য সাক্ষতম্ ।

তদনুনাহতিষিচ্যাষ্ট-বারং মূলেন কে করম্ ।

নিধায়াঠৌ জপেং কর্ণে উপদেশে ত্রয়ং বিধিঃ ॥ ১

অজঃ—শঙ্খাঃ । কে—মন্তকে^১ । তথা চ তদনুনা অষ্টবারং মূলমন্ত্রেণ শিষ্টমভিষিচ্য তস্তা শিরসি করং নিধায়াঠৌ জপেং । ততঃ কর্ণে জপেং, বচনান্তরৈকবাক্যতয়া ত্রিবারাদীত্যর্থঃ । অত্রাপি সূতক-দ্বয়-মোচন-শিখা-বন্ধনাদিকং কার্যমবিরোধাদিতি তত্ত্বম্ । ২

অথবা— চন্দ্রসূর্য্যগ্রহে তীর্থে সিদ্ধক্ষেত্রে শিবালয়ে

মন্ত্রমাত্রপ্রকথনমুপদেশঃ স উচ্যতে ॥ ৩

সিদ্ধক্ষেত্র ইতি । পুরুষোত্তম-ক্ষেত্রাদৌ বৈদ্যনাথাদৌ কামরূপাদৌ চ যথা-যোগ্যং বৈষ্ণব-শৈব-শাক্তানামিত্যর্থঃ । প্রকথনমিতি শিষ্টাস্ত্রোত্যর্থঃ । ন তু গুরোঃ, তর্হি গুরোরূপদেশ-কর্তৃত্বাপত্তেঃ । প্রকথনঞ্চ গুরুচ্চারণানন্তরমিত্য-বধাতব্যম্ । ৪

অথবা বলিয়াছেন—কোন ব্যক্তি যদি সেই জিন্নাবতী দীক্ষাতে অশক্ত হয়, তবে অজকে অর্চনা করিয়া, সেই শঙ্খজলের দ্বারা শিষ্টকে মূলমন্ত্রের দ্বারা আটবার অভিষেক করিয়া, অক্ষতযুক্ত হস্ত শিষ্টের মন্তকে স্থাপন করিয়া আটবার মন্ত্র জপ, পরে তিনবার মন্ত্র জপ করিবেন । উপদেশে এই বিধি । ১

অজঃ—শঙ্খাঃ । কে—মন্তকে । সূত্রাং সেই জলের দ্বারা মূলমন্ত্রে ৮ বার শিষ্টকে অভিষেক করিয়া তাহার মন্তকে হাত রাখিয়া ৮ বার মন্ত্র জপ করিবেন । তাহার পর বচনান্তরের সহিত একবাক্যতা প্রযুক্ত কর্ণে তিন বার ও একবার মন্ত্র জপ করিবেন । ইহাই তাৎপর্য্যার্থ । কোন বিরোধ না থাকায় এই উপদেশ স্থলেও সূতক-দ্বয়ের মুক্তি ও শিখাবন্ধনাদি কার্য্যও কর্তব্য । ইহাই তত্ত্ব । ২

অথবা বলিয়াছেন—চন্দ্র ও সূর্য্যের গ্রহণে, তীর্থে, সিদ্ধ ক্ষেত্রে ও শিবালয়ে মন্ত্রমাত্রের বে প্রকৃষ্টরূপে কথন, তাহাই উপদেশ কথিত হইয়াছে । ৩

সিদ্ধ ক্ষেত্রে, এই কথার অর্থ—যথাযোগ্য বৈষ্ণব, শৈব ও শাক্তের পুরুষোত্তমাদি, বৈদ্যনাথাদি ও কামরূপাদি ক্ষেত্রে । প্রকথনম্, কথার এই অর্থ—শিষ্টের প্রকথন গুরুর প্রকথন নহে । তাহা হইলে গুরুর উপদেশ কর্তৃত্বের আপত্তি হইবে । প্রকথন হইতেছে—গুরুর উচ্চারণের অনন্তর, ইহা জানিবে । ৪

বিশ্বসারে—মহাদীক্ষা তথা দীক্ষা উপদেশস্ততপরম্ ।

যুগে যুগে চ কৰ্ত্তব্য উপদেশঃ কলৌ যুগে ॥ ৫

অর্থঃ—মহাদীক্ষা-দীক্ষোপদেশা যুগে যুগে কৰ্ত্তব্যঃ । কলৌ যুগে তু উপদেশ এবৈতি । ৬

অথ দীক্ষা-প্রয়োগঃ^১

দীক্ষা-তিথি-পূর্ব-পূর্বদিনে ক্ষৌরোদ্বৰ্ত্তন-বস্ত্র-নিৰ্ণেজনৈকভক্তানি^২ বিধায় তত্শুভরশ্মিন্^৩ দীক্ষা-পূর্বাহে কৃতস্নানাদিঃ ও অদ্যেত্যাदि জ্ঞাতাজ্ঞাত-স্বকীয়-শেষ-পাপক্ষয়-কামঃ সহস্রগায়ত্রী-জপমহং করিয়ে ইতি সংকল্প্য তথা কৃত্বা উপবসন্ হবিষ্যং নিরামিষং বা স্কৃদ্ ভুক্ত্বা বা রাত্ৰৌ গুরোঃ সন্নিধৌ তত্তদেবতালয়ে বা অন্ত্র বা ভূমৌ কুশলয্যয়াং বা পবিত্র-শয্যাস্তরে বা^৪ শয়ীত । ৭

অথ প্রাতঃ কৃতস্নানাদিবেদীং প্রবিশ্য গুরোঃ সমীপে কুশোপযুপবিশেৎ । ততো গুরুণা প্রেরিতঃ পুণ্যাহ-স্বস্তি-স্বকীর্বাচয়িত্বা ও তদ্বিক্ষোৱিত্যাदिনা^৫ বিষ্ণুং স্মরেৎ । স্বস্তি-বাচনঞ্চ যজুৰ্বেদিনাং—স্বস্তিন ইন্দ্র ইত্যাদিনা ।

বিশ্বসার ভক্তে বলিয়াছেন—মহাদীক্ষা ও দীক্ষা, তাহার পর উপদেশ যুগে যুগে কৰ্ত্তব্য । কলিযুগে উপদেশ কৰ্ত্তব্য । ৫

ইহার এই তাৎপর্য—মহাদীক্ষা, দীক্ষা ও উপদেশ যুগে যুগে কৰ্ত্তব্য । কলিযুগে কিন্তু উপদেশই কৰ্ত্তব্য । ৬

অনন্তর দীক্ষা প্রয়োগ কথিত হইতেছে । দীক্ষাতিথির পূর্ব-পূর্ব দিনে ক্ষৌর কৰ্ম, উদ্বৰ্ত্তন, বস্ত্র নিৰ্ণেজন, একবার আহার করিয়া তাহার পরবর্তী দীক্ষাপূর্ব দিনে স্নানাদি করিয়া, ও অদ্যেত্যাदि জ্ঞাতাজ্ঞাত-স্বকীয়-শেষ-পাপক্ষয়-কামঃ সহস্র-গায়ত্রী-জপমহং করিয়ে—এই সংকল্প করিয়া গায়ত্রী জপ করিয়া উপবাস করিয়া অথবা হবিষ্য বা নিরামিষ একবার ভোজন করিয়া রাত্রিতে গুরুর নিকটে, গৃহমাণ মন্ত্র দেবতার মন্দিরে অথবা অন্য পবিত্র স্থানে ভূমিতে অথবা কুশলয্যায় অথবা পবিত্র শয্যায় শয়ন করিবে । ৭

অনন্তর প্রাতঃকালে স্নানাদি কার্য্য করিয়া বেদীতে প্রবেশ করিয়া গুরুর সমীপে কুশের উপর উপবেশন করিবে । তাহার প্রেরিত (ভক্ষুজ্ঞাত) হইয়া পুণ্যাহ, স্বস্তি স্বস্তির বাচন করিয়া ও তদ্বিক্ষোঃ ইত্যাদি মন্ত্রে বিষ্ণুকে স্মরণ করিবে । স্বস্তি ন ইন্দ্র

১। অ—অথ প্রয়োগঃ । ২। অ—একভক্তাদি । ৩। অ—ভক্তরশ্মিনে ।

৪। অ—নেত্যনন্তরং—বৈকবঃ পূর্বদিয়া তদিতর উত্তরদিয়া ইত্যাদিক পার্শ্বো দ্যাত ।

৫। অ—বিক্ষোৱিত বিষ্ণুং ।

সামগানান্ত—ও অস্তি সোমো অয়ং সূতঃ পিবন্ত্যশৈ^১ মরুতঃ উত স্বরাজো
অশ্বিনেতি । তত উদযুখঃ সূর্য্যঃ সোম ইতি পঠিত্বা ক্ষিতিল্পৃষ্ট-জানুস্তাশ্রপাত্রাং
ফল-পুষ্প-কুশভ্রয়-তিল-জল-পূর্ণং করাভ্যামাদায় ও তৎসদিত্যুচ্চাৰ্য্য ও
অম্বামুকে মাস্তমুকরাশিস্থে ভাস্করেহমুকে পক্ষেহমুক-তিথৌ পর্ব-চিহ্নিতং
চেৎ মাঘ্যাং বৈশাখ্যাং রাহগ্রস্তে দিবাকরে বা অমুকগোত্রঃ শ্রীঅমুকদেবশর্মা
ধর্মার্থ-কাম-মোক্ষ-প্রাপ্তিকামঃ অমুকদেবতায়। ইয়দক্ষরমন্ত্রগ্রহণমহং করিষ্যে
ইতি সংকল্পং কুর্য্যাৎ^২ । ৮

পর্বচিহ্নিতক্ষেৎ তিথ্যুল্লেখানন্তরং মাঘ্যাং বৈশাখ্যাং রাহগ্রস্তে দিবাকরে
ইত্যাদি প্রয়োজ্যম্^৩ । বিদ্যোপদেশে মন্ত্রস্থানে বিদ্যাপদম্ । ততস্তজ্জলমৈশানাং
প্রক্ষিপ্য^৪ দেবো ব ইত্যাদি সংকল্প-সূক্তং পঠিষ্যোপবিশ্য গুরুং বৃণুয়াৎ । ৯

তত্র ক্রমঃ—উত্তরাভিমুখো গুরোঃ সমীপে আসনমানীয় ও সাধু ভবান্
আস্তাম্ ইতি বদেৎ । ও সাধ্বহমাসে ইত্যুত্তরং দত্ত্বা আসনে উপবিশেৎ । ও
অর্চয়িষ্যামো ভবন্তুমিতি বদেৎ । ও অর্চয়েতি প্রতিবদেৎ^৫ । ততঃ পাভাৰ্ঘা-

ইত্যাদি মন্ত্রে যজুর্বেদীয়গণের স্বস্তিবাচন হয় । সামবেদীয়গণের কিন্তু “ও অস্তি
সোমো অয়ং সূতঃ পিবন্ত্যশৈ মরুতঃ উত স্বরাজো অশ্বিনা” এই মন্ত্রের দ্বারা স্বস্তি
বাচন হয় । তাহার পর উত্তর মুখ হইয়া, সূর্য্যঃ সোম ইত্যাদি পাঠ করিয়া ভূমিতে
জানু পাতিয়া, ফল, পুষ্প, কুশভ্রয়, তিল, জল পূর্ণ তাত্র পাত্র এই হাতে লইয়া ও তৎ
সৎ এই উচ্চারণ করিয়া ও অন্য অমুকে মাসি অমুক রাশিস্থে ভাস্করে অমুকে পক্ষে
অমুকতিথৌ পর্বচিহ্নিত হইলে মাঘ্যাং বৈশাখ্যাং রাহগ্রস্তে দিবাকরে বা অমুকগোত্রঃ
শ্রীঅমুকদেবশর্মা ধর্মার্থ-কাম-মোক্ষ-প্রাপ্তিকামঃ অমুকদেবতায়। ইয়দক্ষর-মন্ত্রগ্রহণমহং
করিষ্যে এই বলিয়া সঙ্কল্প করিবে । ৮

পর্বচিহ্নিত যদি হয়, তবে তিথির উল্লেখের অনন্তর মাঘ্যাং বৈশাখ্যাং রাহ-গ্রস্তে
দিবাকরে ইত্যাদির প্রয়োগ (উল্লেখ) করিবে । বিদ্যার উপদেশস্থলে মন্ত্র স্থানে
বিদ্যাপদ প্রয়োগ করিবে । সেই সঙ্কল্পের জল ইশানে নিক্ষেপ করিয়া দেবো বো
ইত্যাদি সঙ্কল্প সূক্ত পাঠ করিয়া উপবেশন করিয়া গুরুকে বরণ করিবে । ৯

সেই বরণের ক্রম হইতেছে—শিষ্য উত্তর-মুখ হইয়া গুরুর নিকটে আসন আনিয়া
ও সাধু ভবান্ আস্তাম্ এই বলিবে । গুরুও ও সাধ্বহমাসে এই উত্তর দিয়া আসনে
উপবেশন করিবেন । শিষ্য ও অর্চয়িষ্যামো ভবন্তম্ এই বলিবে । গুরু ও অর্চয় এই

১। অ—পিবন্ত্যশৈ । ২। অ—ইতি সংকল্পয়েৎ । ৩। অ—পর্বচিহ্নিতমিত্যাদি-প্রয়োজ্য-
মিত্যন্ত-পাঠো নাস্তি । ৪। অ—প্রক্ষিপ্য গুরুং বৃণুয়াদিত্যেবং পাঠঃ । ৫। অ—প্রতিবচনম্ ।

চমনীয়-গন্ধ-পুষ্প-যজ্ঞোপবীত-বস্ত্রালঙ্কারাদিনা^১ গুরুমন্ত্যর্চ্য দক্ষিণং জামু
স্পৃষ্ট^২। ওঁ অন্তেত্যাদি অমুক-গোত্রঃ শ্রীঅমুকদেবশর্মা অমুকদেবতায়্যা অমুক-
মন্ত্র-গ্রহণ-কর্মণি অমুকগোত্রং^৩ অমুকামুকপ্রবরং শ্রীঅমুকদেবশর্মাণং পাত্যাদি-
ভিরভ্যর্চ্য গুরুকর্ম-করণায় ভবন্তুমহং বৃণে ইতি বদেৎ^৪। ততঃ ওঁ বৃত্তোহস্মীতি
প্রতি-বদেৎ^৫। ওঁ যথাবিহিতং গুরুকর্ম কুরু ইতি বদেৎ^৬। ওঁ যথাজ্ঞানং
করবাণীতি প্রতিবদেৎ^৭। ১০

ততো গুরুঃ সর্বতোভদ্রাচ্ছতম-মণ্ডলং নির্মায় তত্র প্রোক্ত-লক্ষণং সবস্ত্র-
গ্রীবং কুন্তং সংস্থাপ্য সর্বৌষধীর্নবরত্নানি তদসম্পত্তৌ^৮ ধাত্যং হরিতালং বা
কুন্তাস্তুর্নিক্ষিপ্য পঞ্চপল্লবানুপরি বিন্যস্ত তীর্থাবাহনাদি কৃত্বা গন্ধপুষ্পাভ্যাং কুন্ত-
মর্চয়েৎ। ততো মন্ত্রাণাং দশসংস্কারানু কৃত্বা^৯ সূতকঙ্করমোচনার্থং প্রণবপুটিতং
কৃত্বা মন্ত্রং সপ্তবারানু জপ্ত^{১০}। মন্ত্রচৈতন্যং কুর্ধ্যাৎ। যথা—আদৌ মন্ত্রমুচ্চার্য্য
সানুস্মারমকারং পুনর্মন্ত্রমুচ্চারয়েৎ। এবং দ্বিতীয়লকারপর্য্যন্তমুচ্চার্য্য কেবলং
ক্ষমিতি জপেৎ। ততো মূলমুচ্চার্য্য সবিসর্গমকারং পুনর্মূলম্। দ্বিতীয়লকারা-

বলিবেন। তাহার পর শিষ্য পাদ, অর্ঘ্য, আচমন, গন্ধ, পুষ্প, যজ্ঞোপবীত, বস্ত্র,
অলঙ্কার প্রভৃতি দ্বারা গুরুকে অর্চনা করিয়া দক্ষিণ জামু স্পর্শ করিয়া মূলোক্ত ওঁ
অন্তেত্যাদি বরণবাক্য বলিয়া বরণ করিবে। গুরু—ওঁ বৃত্তোহস্মি এই প্রত্যুত্তর
করিবেন। শিষ্য—ওঁ যথাবিহিতং গুরুকর্ম কুরু—এই বলিবে। গুরু—ওঁ যথাজ্ঞানং
করবাণি—এই প্রত্যুত্তর দিবেন। ১০

তাহার পর গুরু সর্বতোভদ্র মণ্ডল প্রভৃতি চারিটি মণ্ডলের অন্ততম মণ্ডল নির্মাণ
করিয়া, সেই মণ্ডলে পূর্বোক্ত লক্ষণ গ্রীবার বস্ত্রযুক্ত কুন্তকে স্থাপন করিয়া, সর্বৌষধি,
নবরত্ন সমূহ, তাহার অভাবে ধান বা হরিতাল কুন্তের মধ্যে নিক্ষেপ করিয়া, পঞ্চ-
পল্লবকে ঘটের উপরে স্থাপন করিয়া তীর্থের আবাহনাদি করিয়া, গন্ধ পুষ্পের দ্বারা
কুন্তকে অর্চনা করিবেন। তাহার পর মন্ত্রের দশ সংস্কার সমূহ করিয়া, সূতক
কঙ্করের মুক্তির অন্ত মন্ত্রকে প্রণব পুটিত করিয়া সাত বার জপ করিয়া, মন্ত্র চৈতন্য
করিবেন। যেমন—প্রথমে মন্ত্র উচ্চারণ করিয়া পরে অনুস্বার যুক্ত অকার ও পুনর্বার
মূলমন্ত্র উচ্চারণ করিবেন। এইরূপ দ্বিতীয় লকার পর্য্যন্ত এক একটি বর্ণ উচ্চারণ

১। খ—গন্ধ-পুষ্পবস্ত্রালঙ্কারাদিনা। ২। খ—অমুকগোত্রং শ্রীঅমুকদেবশর্মাণং।

৩। খ—প্রতিবচনম্। ৪। খ—ইতি বদেৎ নাস্তি। ৫। খ—প্রত্যুত্তরম্।

৬। খ—তদসম্পত্তে ধাত্যং দর্ভাভ্যনিক্ষিপ্য। ৭। খ—কুর্ধ্যাৎ। ততঃ তৎসংকল্পোক্তভাসাদীতি পার্থঃ।

স্বমেবমুচ্চাৰ্য্য কেবলং ক্ষমিতি জপেৎ । তত্তত্তত্তৎ-কল্লোক্ত-শ্বাসাদি বিধায় তত্র
 কুণ্ডে তত্তদেবতা-যন্ত্রে বা যথাবিধি দেবতাং পূজয়েৎ । ততঃ শক্তশ্চেদু হোমঃ
 কুৰ্য্যাৎ । হোমঃ কাম্যঃ । ততোহষ্টোত্তর-শতধা মূলমন্ত্ৰাভিমন্ত্ৰিতৈঃ প্রোক্ষণী-
 তোয়ৈঃ শাস্তিকুণ্ড-তোয়ৈশ্চ শিষ্যমভিষিচ্য ওঁ শমোহন্তু^১ ইত্যক্ষতান্ তস্য^২
 শিরসি দত্ত্বা বৌষড়িতি মন্ত্ৰেণ শিষ্য-নেত্রে বাসসা আচ্ছাদ্য শিষ্যাঞ্জলিং পুষ্পৈঃ
 পূরয়িত্বা গুরুঃ স্বয়মেব মন্ত্ৰমুচ্চরন্ কুণ্ডে দেবতাপ্রীতৈৰ্য প্রক্ষেপয়েৎ । ততো
 নেত্রবন্ধনং দূরীকৃত্য ভূতভুঙ্কি কারয়িত্বা শিষ্যদেহে তত্তন্মন্ত্ৰোক্ত-শ্বাসান্
 কুৰ্য্যাৎ । ততো গুরুরাত্মসকাশাদ্ দেবতাং শিষ্যসংক্রান্তাং তয়োরৈক্যং
 সম্ভাবয়ন্ গন্ধাদিভিঃ পূজয়েৎ । ততঃ ওঁ সহস্রারে হুঁ ফড়িতি মন্ত্ৰেণ শিষ্যশ্চ
 শিখাং বদ্ধ্বা তস্য শিরসি হস্তং দত্ত্বা দেয়মন্ত্ৰমষ্টোত্তর-শতং জপ্ত্বা ভূমৌ
 পত্রে বা মন্ত্ৰং লিখিত্বা ওঁ অমুকদেবতা-মন্ত্ৰায় নমঃ, অমুকদেবতা-বিদ্যায়ৈ বা
 ইতি মন্ত্ৰং সম্পূজ্য ওঁ অদ্বৈত্যাди অমুকগোত্রায় শ্রীঅমুকদেবশৰ্মণে

করিয়া কেবল ক্ষং জপ করিবেন । তাহার পর মূল মন্ত্ৰ উচ্চারণ করিয়া বিসর্গ বৃত্ত
 অকার, পুনরায় মূলমন্ত্ৰ উচ্চারণ করিবেন । দ্বিতীয় লকার পর্যন্ত এইরূপ এক
 একটি বর্ণ উচ্চারণ করিয়া কেবল ক্ষং এই জপ করিবেন । তাহার পর সেই সেই
 কল্লোক্ত শ্বাস প্রভৃতি করিয়া সেই কুণ্ডে অথবা সেই সেই দেবতার যন্ত্রে যথাবিধি
 দেবতার পূজা করিবেন । তাহার পর সমর্থ হইলে হোম করিবেন । হোমটি কাম্য ।
 তাহার পর অষ্টোত্তর শত সংখ্যক (১০৮) মূলমন্ত্ৰের দ্বারা অভিমন্ত্ৰিত প্রোক্ষণীপাত্রে
 জলের দ্বারা ও শাস্তিকুণ্ডের জলের দ্বারা শিষ্যকে অভিষেক করিয়া ওঁ শমোহন্তু এই
 বলিয়া শিষ্যের মস্তকে অক্ষত দিয়া বৌষট্ এই মন্ত্ৰের দ্বারা শিষ্যের চক্ষু দুইটি যন্ত্রের
 দ্বারা আচ্ছাদন (বন্ধন) করিয়া পুষ্পের দ্বারা শিষ্যের অঞ্জলি পূরণ করিয়া গুরু নিজেই
 মন্ত্ৰ উচ্চারণ করিতে করিতে দেবতার প্রীতির জন্য সেই পুষ্পাঞ্জলিকে কুণ্ডে প্রদান
 করাইবেন । তাহার পর চক্ষুর বন্ধন দূর করিয়া ভূতভুঙ্কি করাইয়া শিষ্যের দেহে
 সেই সেই মন্ত্ৰোক্ত শ্বাস সকল করিবেন । তাহার পর গুরু নিজের নিকট হইতে
 শিষ্যে সংক্রান্তা দেবতাকে সেই দেবতা ও শিষ্যের ঐক্য চিন্তা করিতে করিতে গন্ধাদি
 দ্বারা পূজা করিবেন । তাহার পর ওঁ সহস্রারে হুঁ ফট্ এই মন্ত্ৰের দ্বারা শিষ্যের শিখা
 বন্ধন করিয়া তাহার মস্তকে হাত দিয়া দেয় মন্ত্ৰ ১০৮ বার জপ করিয়া ভূমিতে অথবা
 পত্রে মন্ত্ৰ বা বিদ্যা লিখিয়া ওঁ অমুকদেবতামন্ত্ৰায় নমঃ অথবা অমুকদেবতা-বিদ্যায়ৈ

দেয়মন্ত্রমুচ্চার্য ইমং মন্ত্রং তুভ্যমহং দদানীতি শিষ্যস্ত দক্ষিণহস্তে জলং দত্ত্বা
মন্ত্রমুচ্চার্য এষ মন্ত্র আবয়োস্তুল্যফলদো ভবতু ইত্যাদীরয়েৎ । ততো দদশ্বেতি
শিষ্যো ক্রয়াৎ । ১১

ততো গুরুঃ ওঁ অশ্বাহমুকদেবতামন্ত্রশ্চামুক ঋষিরমুকং হ্রদঃ অমুকো
দেবতা অমুকং বীজং অমুকা শক্তিঃ অমুকং কৌলকং অমুকার্থে বিনিয়োগঃ ।
ইতি দক্ষিণকর্ণে স্কুৎ কথয়িত্বা শিষ্যমপি তদ্ বাচয়েৎ । ততঃ পূর্বমুখো গুরুঃ
পশ্চিমাভিমুখশ্চ কুশোপরি কৃতাসনশ্চ^১ শিষ্যস্ত দক্ষকর্ণে একোচ্চারণে বার-
ত্রয়ং মন্ত্রমুচ্চরন্ তমপ্যুচ্চারণেৎ । এবং বামকর্ণেইপি স্কুৎ । স্ত্রী-শূদ্রয়োস্তু
আদৌ^২ বামে বারত্রয়মুচ্চার্য দক্ষিণে স্কুৎ । ততঃ শিষ্যো লক্ষমন্ত্রঃ গুরু-
দৈবত-মন্ত্রাণামৈক্যং^৩ সম্ভাবয়ন্ অষ্টবারং জপেৎ বক্ষ্যমাণাষ্ট-জপ-পর্বভিঃ ।
ততঃ শিষ্যো দণ্ডবৎ ভূমৌ পতিত্বা গুরুং প্রণম্য স্বশিরসি গুরু-পাদদ্বয়ং
যোজয়েৎ । তদানীং দেবতাহেন গুরোৰ্নমস্কারঃ, নতু দেবতায়্যাঃ পৃথঙ্-
নমস্কারঃ, প্রমাণাভাবাৎ । ১২

মন্তঃ এই মন্ত্রে মন্ত্রকে বা বিদ্যাকে পূজা করিয়া মূলোক্ত ওঁ অশ্বাহাদি বাক্য বলিয়া
শিষ্যের দক্ষিণ হস্তে জল দিয়া মন্ত্র উচ্চারণ করিয়া এষ মন্ত্রঃ আবয়োস্তুল্য-ফলদো
ভবতু—এই বলিবেন । তাহার পর শিষ্য বলিবেন—দদশ্ব । ১১

তাহার পর গুরু দেয় মন্ত্রের ওঁ অশ্ব ইত্যাদি মূলোক্ত ঋগাদি স্তাস বাক্য শিষ্যের
দক্ষিণ কর্ণে একবার বলিয়া শিষ্যকেও ইহা বলাইবেন । তাহার পর পূর্বমুখ গুরু কুশের
উপরে স্থাপিত আসনে উপবিষ্ট পশ্চিমাভিমুখ শিষ্যের দক্ষিণ কর্ণে এক উচ্চারণে তিন
বার মন্ত্র উচ্চারণ করিয়া শিষ্যকেও উচ্চারণ করাইবেন । এইরূপ বামকর্ণেও একবার
বলিবেন ও উচ্চারণ করাইবেন । স্ত্রী ও শূদ্রের স্থলে প্রথমে তাহাদের বামকর্ণে
তিন বার মন্ত্র উচ্চারণ করিবেন ও করাইবেন । পরে দক্ষিণ কর্ণে একবার মন্ত্র উচ্চারণ
করিবেন ও করাইবেন । তাহার পর শিষ্য মন্ত্র লাভ করিয়া গুরু দেবতা ও মন্ত্রের ঐক্য
ভাবনা করিতে করিতে বক্ষ্যমাণ আটটি জপপর্বে আট বার মন্ত্র জপ করিবেন । তাহার
পর শিষ্য দণ্ডবৎ ভূমিতে পতিত হইয়া গুরুকে প্রণাম করিয়া নিজের মস্তকে গুরুর
পাদদ্বয় যুক্ত করিবেন । সে সময়ে দেবতারূপে গুরুকে নমস্কার করিবে । কিন্তু
দেবতার পৃথক্ নমস্কার নাই ; যেহেতু তাহাতে কোন প্রমাণ নাই । ১২

১। ঋ—কুশোপরি কৃতাসনভেতি নাস্তি ।

২। ঋ—আদাবিতি নাস্তি ।

৩। ঋ—গুরুমন্ত্রদেবতানামৈক্যং ।

ততো গুরুঃ—ওঁ উত্তিষ্ঠ বৎস ! মুক্তোহসি সম্যাগাচারবান্ তব ।

কীৰ্ত্তি-শ্রী-কান্তি-পুত্রাযুৰ্বলারোগ্যং সদাহস্ত তে ॥ ১৩

ইত্যাখাপয়েৎ । শিষ্যস্ত যদি পূজানিয়মং কৰোতি, তদা তন্মিমেব^১ সময়ে—

বরং প্রাণপরিভ্যাগশ্ছেদনং শিরসোহপি বা ।

ন হনভ্যৰ্চ্য ভূঞ্জীয় ভগবন্তং ত্রিলোচনম্ ॥ ১৪

ইত্যাচার্য্য পূজাদি-নিয়মং কুৰ্য্যাৎ । বিষ্ণৌ অধোক্ষজনিত্যহঃ । শক্তৌ দেবীং ভগবতীং শিবামিত্যহঃ কার্য্যঃ । এতাদৃশ-নিয়মে কৃতে নাসৌচং নিত্যপূজা-প্রতিবন্ধকমিতি ধ্যেয়ম্ । ১৫

ততঃ শিষ্যঃ ওঁ অদ্যেত্যাদি কৃতৈতদমুকদেবতেয়দক্ষরমস্ত্রগ্রহণকৰ্মণঃ প্রতিষ্ঠার্থং দক্ষিণামিদং কাঞ্চনং তাম্বূল্যং বা অমুকগোত্রায় শ্রীঅমুকদেবশৰ্মণে গুরবে ব্রাহ্মণায় তুভ্যমহং সম্প্রদদে^২ ইতি যথাশক্তি দক্ষিণামুৎসৃজ্য গুরবে দত্ত্বা শরীরাদিকং তস্মৈ সমৰ্পয়েৎ । ততঃ প্রভৃতি কায়-মনো-বাক্যেণ^৩রোঃ প্রিয়মাচরেৎ । ততঃ কৃতাজ্জলিঃ (১৬)—

অনন্তর গুরু ওঁ উত্তিষ্ঠ বৎস ! মুক্তোহসি সম্যাগাচারবান্ তব ।

কীৰ্ত্তি-শ্রী-কান্তি-পুত্রাযুৰ্বলারোগ্যং সদাহস্ত তে । ১৩

অর্থাৎ বৎস ! তুমি ওঁঠ । তুমি মুক্ত । তুমি সম্পূর্ণরূপে আচারবান্ হও । তোমার শ্রী (ঐশ্বর্য্য), কান্তি, পুত্র, আয়ুঃ, বল ও আরোগ্য সর্বদা হউক—এই বলিয়া শিষ্যকে উঠাইবেন । শিষ্যও যদি পূজা নিয়ম করিতে চাহেন, তবে সেই সময়েই—

বরং প্রাণপরিভ্যাগশ্ছেদনং শিরসোহপি বা ।

ন হনভ্যৰ্চ্য ভূঞ্জীয় ভগবন্তং ত্রিলোচনম্ ।

অর্থাৎ বরং প্রাণবিরোগ হউক, মস্তক হিন্নও হউক, তথাপি ত্রিলোচনের পূজা না করিয়া ভোজন করিব না—ইহা বলিয়া পূজা-নিয়ম (প্রতিজ্ঞা) করিবেন । ১৪

বিষ্ণুমন্ত্র গ্রহণস্থলে ভগবন্তং ত্রিলোচনং এই স্থলে ভগবন্তমধোক্ষজম্ এইরূপ পদ উহ্য করিবেন । শক্তিমন্ত্র গ্রহণ করিলে দেবীং ভগবতীং শিবাম্ এইরূপ উহ্য করিবেন । এইরূপ নিয়ম করিলে অশৌচ নিত্যপূজার প্রতিবন্ধক হইবে না, ইহা জানিবেন । ১৫

তাহার পর শিষ্য মূলোক্ত ওঁ অদ্যেত্যাদি দক্ষিণা বাক্যে যথাশক্তি দক্ষিণা উৎসর্গ করিয়া গুরুকে সেই দক্ষিণা দিয়া শরীরাদি সমস্ত সেই গুরুকে সমৰ্পণ করিবেন । সেই হইতে শিষ্য কায় মনো বাক্যে গুরুর প্রিয় আচরণ করিবে । তাহার পর কৃতাজ্জলি হইয়া বলিবে (১৬)—

ত্বংপ্রসাদাদহং দেব ! কৃত-কৃত্যোহস্মি সর্বতঃ ।

মায়া-মৃত্যু-মহাপাশাদ্ বিমুক্তোহস্মি শিবোহস্মি চ ॥ ১৭

ইতি পঠিত্বাহচ্ছিদ্রমবধার্য ব্রাহ্মণান্ ভোজয়েৎ । গুরুস্ত মন্ত্রদানানন্তরং
অশক্তি-রক্ষার্থং দত্ত-মন্ত্রমষ্টোত্তর-সহস্রমষ্টোত্তরশতং^১ বা জপেৎ । ততো
ঘটস্থ-দেবতাং বিসৃজ্য শান্ত্যাশীর্বাদং কুর্যাৎ । ১৮ ইতি ক্রিয়াবতী দীক্ষা ।

অথ সংক্ষেপ-দীক্ষা

শিষ্যঃ স্বস্তি বাচ্য সংকল্পং পূর্ববদ্বিধায় গুরুং বৃণুয়াৎ । ততো গুরুঃ সাক্ষতং
শঙ্খমভ্যর্চ্য ওঁ সহস্রারে হ্রীং ফড়িতি শিষ্যস্ত শিখাং বদ্ধা^২ মন্ত্রস্ত সূতকদ্বয়-
মোচনং কৃত্বা শঙ্খজলেনাষ্টধা শিষ্যনিরোহভিষিচ্য শিরসি ওঁ শমোহস্তিত্যক্ষ-
তান্ দত্ত্বা বৌষড়িতি^৩ মন্ত্রেণ বস্ত্রেণ নেত্রে আচ্ছাদ্য মূলমন্ত্রমষ্টধা শিরসি জপ্ত্বা
নেত্রবন্ধনং দূরীকৃত্য ওঁ অণ্ডেত্যাদি অমুকদেবতায় ইয়দক্ষর-মন্ত্রং তে দদানীতি
শিষ্যস্ত দক্ষিণহস্তে জলং দত্ত্বা এষ মন্ত্র আবয়োস্তস্য-ফলদো ভবতু ইতি

ত্বং-প্রসাদাদহং দেব কৃতকৃত্যোহস্মি সর্বতঃ ।

মায়া-মৃত্যু-মহাপাশাদ্ বিমুক্তোহস্মি চ শিবোহস্মি চ ॥ ১৭

অর্থাৎ হে দেব ! আপনার প্রসাদে আমি সর্বতোভাবে কৃতকৃত্য হইয়াছি । মায়া-
রূপ মৃত্যুর মহাপাশ হইতে বিমুক্ত । আমি শিব স্বরূপ—

এই বলিয়া কর্মের অচ্ছিন্ন অবধারণ করিয়া ব্রাহ্মণগণকে ভোজন করাইবেন । গুরু
কিন্তু মন্ত্রদানের অনন্তর নিজের শক্তি রক্ষার জন্ত দত্ত মন্ত্র ১০০৮ বার অথবা ১০৮ বার
জপ করিবেন । তাহার পর ঘটস্থ দেবতাকে বিসর্জন দিয়া শান্তি আশীর্বাদ করিবেন । ১৮

ক্রিয়াবতী দীক্ষা সমাপ্ত হইল ।

অনন্তর সংক্ষেপ দীক্ষা কথিত হইতেছে । শিষ্য স্বস্তি বাচনাদি করিয়া পূর্ববৎ
সংকল্প করিয়া গুরুকে বরণ করিবে । তাহার পর গুরু অক্ষত যুক্ত শঙ্খকে অর্চনা
করিয়া ওঁ সহস্রারে হ্রীং ফট্ এই মন্ত্রে শিষ্যের শিখাবন্ধন করিয়া মন্ত্রের সূতকদ্বয় মোচন
করিয়া শঙ্খজলের দ্বারা শিষ্যের মস্তক ৮ বার অভিষিক্ত করিয়া ওঁ শমোহস্ত এই মন্ত্রে
শিষ্যের মস্তকে অক্ষত দিয়া বৌষট্ এই মন্ত্রে বস্ত্র দ্বারা শিষ্যের চক্ষু দুইটি আচ্ছাদন
করিয়া তাহার মস্তকে ৮ বার মূল মন্ত্র বা বিদ্যা জপ করিয়া নেত্রের বন্ধন দূর করিয়া
ওঁ অণ্ডেত্যাদি অমুকদেবতায় ইয়দক্ষর-মন্ত্রং তে দদানি এই বলিয়া শিষ্যের দক্ষিণ হস্তে

১। খ—অষ্টোত্তরশতং সহস্রং বা ।

২। খ—শিখাং বদ্ধা শঙ্খজলেনাষ্টধা শিষ্য-নিরো ।

৩। খ—বৌষড়িতি বস্ত্রেণ নেত্রে ।

বদেৎ^১ । ততঃ ওঁ দদশ্বেতি শিষ্যগোক্তে পূর্ববৎ ঋত্বাদিকং পঠন্ বাচয়িত্বা
দক্ষিণকর্ণে ত্রিঃ শ্রাবয়েদ্^২ বামে চ স্কৄৎ । জ্বী-শূদ্রয়োঃ পূর্ববৎ । ততঃ
শিষ্যোহষ্টবারং মন্ত্রং জপেৎ । ততঃ শিষ্য-প্রণামাদি পূর্ববৎ সৰ্বম্ । ১৯

অথবা—চন্দ্রসূর্য্য-গ্রহে তীর্থে সিদ্ধক্ষেত্রে শিবালয়ে বা^৩ সংকল্প-সূতকদ্বয়-
মোচন-পূর্বকং মন্ত্রমাত্র-প্রকথনং দক্ষিণাদানকৈতি । অতি সংক্ষেপ-দীক্ষা^৪ । ২০

অথ সর্বতোভদ্রমণ্ডলম্

শারদায়াম্— চতুরশ্চে চতুর্কোষ্ঠে কর্ণসূত্র-সম্বন্ধিতৈ ।

চতুর্ষপি চ কোষ্ঠেষু কর্ণসূত্র-চতুষ্টয়ম্ ॥ ১

মধ্যে মধ্যে যথা মংস্তা ভবেয়ুঃ পাতয়েৎ তথা ।

পূর্বাপরায়তে ধ্বে ধ্বে মন্ত্রী যাম্যোস্তরায়তে ॥ ২

পাতয়েৎ তেষু মংস্তেষু সমং সূত্র-চতুষ্টয়ম্ ।

পূর্ববৎ কোণ-কোষ্ঠেষু কর্ণ-সূত্রানি পাতয়েৎ ॥ ৩

জল দিয়া, এম মন্ত্র আব্রোহুস্ত্য-ফলদো ভবতু এই বলিবেন । তাহার পর শিষ্য—দদশ
এই বলিলে গুরু পূর্ববৎ মন্ত্রের ঋত্বাদি পাঠ করিয়া ও শিষ্যকে পাঠ করাইয়া শিষ্যের
দক্ষিণ কর্ণে তিনবার ও বামকর্ণে একবার মন্ত্র বা বিদ্যা শ্রবণ করাইবেন । জ্বী ও শূদ্রকে
পূর্ববৎ শ্রবণ করাইবেন । তাহার পর শিষ্য ৮ বার মন্ত্র জপ করিবেন । তাহার পর
শিষ্য প্রণামাদি সমস্ত পূর্ববৎ করিবেন । ১৯

অথবা চন্দ্র ও সূর্য্যের গ্রহণে অথবা তীর্থে অথবা সিদ্ধক্ষেত্রে অথবা শিবালয়ে
সংকল্প ও সূতক দ্বয় মোচন পূর্বক মন্ত্রমাত্রের প্রকথন ও দক্ষিণাদান করিবেন—
ইহাই অতি সংক্ষিপ্ত দীক্ষা । ২০

অনন্তর সর্বতোভদ্র মণ্ডল কথিত হইতেছে । শারদাতিলক তন্ত্রে বলিয়াছেন—
প্রথমে চারিটি কোষ্ঠ যুক্ত একটি চতুরশ্র মণ্ডল করিবেন । সেই চারিটি কোষ্ঠে চারিটি
কোণ সূত্র পাত করিবেন । সেই চারিটি কোষ্ঠে এমনভাবে কোণ সূত্রপাত করিবেন ।
বাহাতে মধ্যে মধ্যে মংস্তা সমূহ উৎপন্ন হয় । তাহার পর মন্ত্র-শাস্ত্রজ গুরু সেই মংস্তা
সমূহে পূর্ব পশ্চিম দীর্ঘ দুইটি ও উত্তর দক্ষিণ দীর্ঘ দুইটি সম সূত্রপাত করিবেন । ইহাতে
চতুরশ্র মণ্ডলে ১৬টি কোষ্ঠ উৎপন্ন হইবে । ১-২

সেই মংস্তা সমূহে পুনরায় সমান চারিটি সূত্রপাত করিবেন । পূর্ববৎ কোণ কোষ্ঠ
চারিটিতে চারিটি কর্ণ সূত্রপাত করিবেন । ৩

১। খ—বদেৎ । ৩ দদশ্বেতি ।

২। খ—শ্রাবয়েৎ । জ্বী-শূদ্রয়োঃ পূর্ববৎ ।

৩। খ—বা সংকল্পপূর্বকং মন্ত্রমাত্রপ্রকথনং ।

৪। খ—অতিসংক্ষেপদীক্ষাকৈতি পাঠো নান্তি ।

তদ্ব্যন্তরে মংস্যে মৎস্যে দত্তাৎ সূত্র-চতুষ্টিয়ম্ ।

ততঃ কোষ্ঠেষু মংস্তাঃ স্যাস্তেষু সূত্রানি পাতয়েৎ ॥ ৪

যাবৎ শতদ্বয়ং মন্ত্রী ষট্-পঞ্চাশৎ-পদাশ্চপি ।

তাবৎ তেনৈব বিধিনা তত্র সূত্রানি পাতয়েৎ ॥ ৫

দৈর্ঘ্য-বিস্তারয়োঃ ষোড়শ-কোষ্ঠেষু কৃতেষু^১ তদ ভবতি । তত্র কর্ণ-সূত্র-পাতনং কোষ্ঠানাং তুল্য-পরিমাণার্থমিতি বোধ্যম্ । ৬

ষট্-ত্রিশতা পদৈর্মধ্যে লিখেৎ পদ্যং সুলক্ষণম্ ।

বহিঃ-পঙ্ক্ত্যা ভবেৎ পীঠং পঙ্ক্তি-যুগ্মেন বীথিকা ॥ ৭

দ্বার-শোভোপশোভাস্থান্ শিষ্টাভ্যাং পরিকল্পয়েৎ ।

শাস্ত্রোক্ত-বিধিনা মন্ত্রী ততঃ পদ্যং সমালিখেৎ ॥ ৮

পদ্যক্ষেত্রস্ত সংত্যজ্য দ্বাদশাংশং বহিঃ সুধীঃ ।

তন্মধ্যং বিভজেদ্ বৃত্তৈস্ত্রিভিঃ সম-বিভাগতঃ ॥ ৯

তাহাতে যে মংস্য সমূহ উৎপন্ন হইবে, সেই মংস্য সমূহে পূর্বের স্থায় পূর্ব-পশ্চিম দীর্ঘ ও উত্তর দক্ষিণ দীর্ঘ দুই দুইটি করিয়া চারিটি সমসূত্র পাত করিবেন। এই চারিটি সূত্রপাতের দ্বারা অন্তরাল কোষ্ঠের চারিটি মংস্য হইবে। সেই মংস্য সমূহে পুনরায় সমসূত্র পাত করিবেন। ৪

মন্ত্র শাস্ত্রজ্ঞ আচার্য্য যাবৎ দুই শত ষট্-পঞ্চাশৎ (২৫৬) কোষ্ঠ উৎপন্ন না হয়, তাবৎ পর্যন্ত সেই বিধি অনুসারে পূর্বোক্ত প্রকারে সেই মংস্য সমূহে সূত্রপাত করিবেন। ৫

দৈর্ঘ্য ও বিস্তারে ষোড়শ কোষ্ঠ করা হইলে সেই ২৫৬ কোষ্ঠ হইবে। কোষ্ঠসমূহের তুল্য পরিমাণের জন্য কোষ্ঠ সমূহে কর্ণ সূত্রপাত করিতে হয়, ইহা জানিবেন। ৬

মধ্যে ৩৬ ছত্রিশটি কোষ্ঠের দ্বারা একটি সুলক্ষণ পদ্য হইবে। পদ্যের বাহিরে চারিদিকে আঠাইশটি কোষ্ঠরূপ একটি পঙ্ক্তি দ্বারা পীঠ হইবে। তাহার বাহিরের চারিদিকে ৮০ আশিটি কোষ্ঠরূপ দুইটি পঙ্ক্তি দ্বারা বীথিকা হইবে। ৭

তাহার বাহিরের চারিদিকে ১১২ একশত বারটি কোষ্ঠরূপ অবশিষ্ট দুইটি পঙ্ক্তি দ্বারা দ্বার, শোভা, উপশোভা ও কোণ কল্পনা (রচনা) করিবেন। তাহার পর মন্ত্র শাস্ত্রজ্ঞ আচার্য্য শাস্ত্রোক্ত বিধি অনুসারে পদ্য অঙ্কন করিবেন। ৮

ষট্-ত্রিংশৎ (৩৬) কোষ্ঠাশ্রয়ক পদ্যক্ষেত্রের চারিদিকে বহিঃভাগে দ্বাদশ অংশ ত্যাগ করিয়া সুধী সাধক তাহার মধ্যবর্তী দশটি অংশকে সমানভাগে তিনটি বৃত্তের দ্বারা বিভাগ করিবেন। ৯

আত্মং স্ত্রাং কর্ণিকাস্থানং কেশরাণাং দ্বিতীয়কম্ ।
 তৃতীয়ং তত্র পত্রাণাং মুক্তাংশেন দলাগ্রকম্ ॥ ১০
 বাহুবৃত্তান্তুরালস্ত্র মানেন বিধিনা সুধীঃ ।
 নিধায় কেশরাগ্রেষু পরিতোহর্দ্ধ-নিশাকরান্ ॥ ১১
 লিখিত্বা সন্ধি-সংস্থানি তত্র সূত্রানি পাতয়েৎ ।
 দলাগ্রাণাঞ্চ যন্ মানং তন্ মানং বৃত্তমালিখেৎ ॥ ১২
 তদন্তুরালে^১ তন্মধ্য-সূত্রস্তোভয়তঃ সুধীঃ ।
 আলিখেদ্ বাহুহন্তেন দলাগ্রানি সমস্ততঃ ॥ ১৩
 দলমূলেষু যুগলঃ কেশরাণি প্রকল্পয়েৎ ।
 এতৎ সাধারণং প্রোক্তং পঞ্চজং তন্ত্রবেদিভিঃ ॥ ১৪

এই তিনটি বৃত্তের মধ্যে আদ্য বৃত্তটি কর্ণিকার স্থান অর্থাৎ প্রথম বৃত্তের স্থানে পদ্যের কর্ণিকা হইবে । দ্বিতীয় বৃত্তটি পদ্যের কেশরের স্থান—প্রথম বৃত্ত হইতে দ্বিতীয় বৃত্তের মধ্যবর্তী স্থানে কেশর করিবেন । তৃতীয় বৃত্তটি পদ্যের পত্রের স্থান—দ্বিতীয় বৃত্ত হইতে তৃতীয় বৃত্তের মধ্যবর্তী স্থানে পত্রসমূহ করিবেন । মুক্ত অংশের দ্বারা অর্থাৎ দ্বাদশ অংশের স্থানে দলের অগ্র করিবেন । ১০

বাহু পত্র বৃত্তের অন্তরালের যে মান, সেই মানে সুধী সাধক কেশর বৃত্তের অগ্রে সূত্রের আদি (মূল) রাখিয়া মথাবিধানে পদ্য মধ্য সূত্রের উভয় দিকে অর্দ্ধচন্দ্রে লিখিয়া সেই অর্দ্ধচন্দ্রে তাহার সন্ধি সংস্থান চারিটি সূত্রপাত করিবেন । দলাগ্রের যে পরিমাণ অর্থাৎ বাহিরে যে দ্বাদশাংশ ত্যাগ করা হইয়াছে, তাহার যে পরিমাণ, সেই পরিমাণ চতুর্থ বৃত্ত লিখিবেন । ১১-১২

দলাগ্র বৃত্তের অন্তরালে সুধী সাধক তাহার মধ্য সূত্রের উভয় দিকে বাহু হন্তের দ্বারা চারি দিকে অর্থাৎ দিক্ ও বিদিকে দলাগ্র লিখিবেন । ১৩

দলের মূল সমূহে দুই দুইটি করিয়া কেশর সমূহ অঙ্কন করিবেন । তন্ত্রবিদগ্ধ কর্তৃক ইহা সাধারণ পদ্য বলিয়া কথিত হইয়াছে । ১৪

টিপ্পনী । নবভারত প্রকাশিত শারদাতিলক তন্ত্রের বাংলা বিবৃতিতে পদ্য অঙ্কনের প্রকার বিস্তৃতভাবে লিখিয়া দিয়াছি । তাহা দেখিলে অণ্ডের সাহায্য বিনাই সমস্ত মণ্ডল অঙ্কন করিতে পারিবেন । ১৫

পদানি ত্রীণি পাদার্থং পীঠকোণেষু মার্জয়েৎ ।
 অবশিষ্টে: পদৈর্বিদ্বান্ পীঠ-গাত্রাণি কল্পয়েৎ ॥ ১৫
 পদানি বীথি-সংস্থানি মার্জয়েৎ পঙ্ক্ত্যভেদত: ।
 দিক্ণু দ্বারাণি রচয়েদ্ দ্বিচতু:কোষ্ঠকৈস্তত: ॥ ১৬
 পদৈস্ত্রিভিরথৈকেন শোভা: স্তূর্ধ্বার-পার্শ্বয়ো: ।
 উপশোভা: স্তূরেকেন ত্রিভি: কোষ্ঠৈরনন্তরম্ ।
 অবশিষ্টে: পদৈ: ষড়্ভি: কোণানাং স্রাচ্চতুষ্টয়ম্ ॥ ১৭
 রঞ্জয়েৎ পঞ্চভির্বর্ণৈর্মণ্ডলং তন্ মনোহরম্ ।
 পীতং হরিদ্রাচূর্ণং স্রাং সিতং তণ্ডুল-সম্ভবম্ ॥ ১৮
 কুমুদচূর্ণমরুণং কৃষ্ণং দধ্মপুলাকজম্ ।
 বিদ্বাদি-পত্রজং শ্যামমিত্তাক্ষং বর্ণপঞ্চকম্ ॥ ১৯
 অঙ্গুলোৎসেধ-বিস্তারা: সীমারেখা: সিতা: শুভা: ।
 কণিকাং পীতবর্ণেন কেসরাণ্যরুণেন চ ॥ ২০

পীঠ পঙ্ক্তির কোণ কোষ্ঠ ও তাহার দুই পার্শ্বের দুই কোষ্ঠকে পাদেয় অন্য মুছিয়া দিবে। সুধী সাধক বাকি চারিটি কোষ্ঠের দ্বারা পীঠ-গাত্র রচনা করিবে। ১৫

বীথির অন্য রক্ষিত দুইটি পঙ্ক্তির কোষ্ঠগুলি এক আকারে মুছিয়া ফেলিবে। অর্থাৎ এক পঙ্ক্তি করিবেন। তাহার পর চারি দিকে ভিতরে পঙ্ক্তির মধ্য সূত্রের উভয় পার্শ্বের দুইটি কোণ এবং সর্ব বাহিরের শেষ পঙ্ক্তির মধ্য সূত্রের উভয় পার্শ্ববর্তী দুই-দুইটি করিয়া চারিটি কোষ্ঠ মুছিয়া চারিটি দ্বারা রচনা করিবে। ১৬

অনন্তর দ্বারের দুই পার্শ্ব ভিতরের তিন তিনটি কোষ্ঠ এবং বাহিরের এক একটি কোষ্ঠকে মুছিয়া দ্বারের দুই পার্শ্ব দুই দুইটি শোভা হইবে।

অনন্তর চারি দিকের উপরের পঙ্ক্তির শোভা সংলগ্ন এক একটি কোষ্ঠ এবং সর্ব-নিম্ন পঙ্ক্তির তিন তিনটি কোষ্ঠ মুছিয়া এক করিয়া চারিদিকে আটটি উপশোভা হইবে। কোণের অবশিষ্ট ছয় ছয়টি কোষ্ঠ দ্বারা চারিটি কোণ হইবে। ১৭

সেই মনোহর মণ্ডলকে পাঁচটি বর্ণের চূর্ণ দ্বারা রঞ্জিত করিবে। সেই পাঁচটি বর্ণের মধ্যে হরিদ্রার চূর্ণ হইতেছে পীত, তণ্ডুলের চূর্ণ হইতেছে তরু। কুমুদ (কুমুম ফুলের) চূর্ণ হইতেছে রক্ত, দধ্ম পুলাকের (তুচ্ছশাল আগড়ার) চূর্ণ হইতেছে কৃষ্ণ, হরিদ্ বর্ণ বিদ্বাদি পত্রের চূর্ণ হইতেছে শ্যাম—এই পাঁচটি বর্ণ উক্ত হইয়াছে। ১৮-১৯

এই মণ্ডলের বাহিরে চারি দিকে এক এক অঙ্গুলি পরিমাণ উচ্চতা ও বিস্তার যুক্ত

শুক্লবর্ণেন^১ পত্রাণি তৎ-সন্ধীন্ শ্যামলেন চ ।
 রক্তসা রঞ্জয়েন্ মস্ত্রী যদ্বা পীতৈব কণিকা^২ ॥ ২১
 কেশরাঃ পীত-রক্তাঃ^৩ স্মাররুণাণি দলান্যপি ।
 সঙ্কয়ঃ কৃষ্ণবর্ণাঃ স্ম্যঃ সিতেনাহপ্যসিতেন বা^৪ ॥ ২২
 রঞ্জয়েৎ পীঠ-গর্ভাণি পাদাঃ স্মাররুণ-প্রভাঃ ।
 গাত্রাণি তস্মৈ শুক্লানি বীথীষু চ চতস্রু^৫ ॥ ২৩
 আলিখেৎ কল্পলতিকা দল-পুষ্প-ফলান্বিতাঃ ।
 বর্ণৈর্নানাবিধৈশ্চিহ্নৈঃ সর্ব-দৃষ্টি-মনোহরাঃ^৬ ॥ ২৪
 দ্বারাণি শ্বেতবর্ণাণি শোভা রক্তাঃ সমীরিতাঃ ।
 উপশোভাঃ পীতবর্ণাঃ কোণান্বসিতভানি চ^৭ ॥ ২৫
 তিস্রো রেখাঃ বহিঃ কার্ঘ্যাঃ সিত-রক্তাহসিতাঃ ক্রমাৎ^৮ ।
 মণ্ডলং সর্বতোভদ্রমেতৎ সাধারণং স্মৃতম্ ॥ ২৬

মনোহর শুক্ল বর্ণ সীমারেখা করিতে হইবে । মন্ত্রজ সাধক ঐ পদ্মের কণিকাকে পীত বর্ণ চূর্ণের দ্বারা এবং কেশরগুলিকে অরুণ বর্ণ চূর্ণের দ্বারা রঞ্জিত করিবেন । ২০

মন্ত্রজ সাধক ঐ পদ্মের পত্রগুলিকে শুক্ল বর্ণ চূর্ণ দ্বারা এবং পত্রের সন্ধিগুলিকে শ্যামল বর্ণ চূর্ণ দ্বারা রঞ্জিত করিবেন । অথবা কণিকা পীতই হইবে । (ইহা রক্তপদ্ম পক্ষে বুঝিতে হইবে ।) ২১

ঐ রক্ত পদ্মের কেশরগুলি পীতরক্ত, দলগুলি অরুণ বর্ণ এবং সন্ধিগুলি কৃষ্ণবর্ণ হইবে । সিত (শুক্ল) বর্ণ চূর্ণ দ্বারা অথবা কৃষ্ণবর্ণ চূর্ণ দ্বারা পীঠগর্ভগুলিকে (পদ্মক্ষেত্রের কোণগুলিকে) রঞ্জিত করিবেন । পাদগুলি অরুণ বর্ণ, তাহার পাত্রগুলি শুক্লবর্ণ হইবে । চারিটি বীথিতে নানাবিধ বর্ণের দ্বারা ও চিত্র বর্ণের দ্বারা সকলের দৃষ্টি মনোহর পত্র, পুষ্প ও ফলযুক্ত কল্পলতাগুলি করিবেন । ২২-২৪

দ্বারগুলি শ্বেতবর্ণ, শোভাগুলি রক্তবর্ণ, উপশোভা পীতবর্ণ এবং কোণগুলি কৃষ্ণবর্ণ বলিয়া কথিত হইয়াছে । ২৫

সীমারেখার বাহিরে যথাক্রমে শুক্ল, রক্ত ও অসিত (শ্যাম) বর্ণের তিনটি রেখা করিবেন । এই সর্বতোভদ্র মণ্ডল পূজা, হোম, যাগ প্রভৃতি সকল কার্যে সাধারণ বলিয়া কথিত হইয়াছে । ২৬

১। ক—শুক্লবর্ণানি । ২। খ—যদ্বা রক্তেন কণিকাম্ । ৩। খ—কেশরাঃ পীতবর্ণাঃ ।

৪। খ—স্ম্যঃ পীতেনাপ্যসিতেন বা । ৫। খ—বীথীষু চতস্রপি । ৬। খ—সর্বদৃষ্টিমনোহরাঃ ।

৭। খ—কোণান্বপ্যসিতানি চ । ৮। ক—সিতরক্তাহসিতা-ক্রমাৎ ।

ব্রহ্ম-সর্বভোক্ত্রমণ্ডলম্

চতুরস্রাং ভুবং ভিত্তা দিগ্ভ্যো দ্বাদশধা সুধীঃ ।
 পাতয়েৎ তত্র সূত্রানি কোষ্ঠানাং দৃশ্যতে শতম্ ॥ ২৭
 চতুশ্চত্বারিংশদাত্যং পশ্চাৎ ষট্ ত্রিংশতাসুক্রম্ ।
 কোষ্ঠৈঃ প্রকল্পয়েৎ পীঠং পঙ্ক্ত্যাং নৈবাত্র বীথিকাঃ ॥ ২৮
 দ্বারশোভে যথাপূর্বমুপশোভা ন দৃশ্যতে ।
 অবশিষ্টৈঃ পদৈঃ কুর্যাৎ যজ্ঞভিঃ কোণানি তদ্বিৎ ।
 বিদধ্যাৎ পূর্ববচ্ছেষমেবং বা মণ্ডলং স্মৃতম্ ॥ ২৯

নবনাভ-মণ্ডলম্

চতুরস্রে চতুঃষষ্টি-পদান্ভ্যারচয়েৎ সুধীঃ ।
 পদৈশ্চতুভিঃ পদ্মং স্থান্নমধ্যে তৎ পরিতঃ পুনঃ ॥ ৩০
 বীথীশ্চতস্রঃ কুর্বাৎ মণ্ডলাস্তাবসানিকাঃ ।
 দিগ্গতেষু-চতুষ্কেষু পঙ্ক্তজানি সমালিখেৎ ॥ ৩১
 বিদিগ্-গত-চতুর্কানি ভিত্তা ষোড়শধা সুধীঃ ।
 মার্জয়েৎ স্বস্তিকাকারং খেত-পীতারুণাসিতৈঃ ॥ ৩২

ব্রহ্ম সর্বভোক্ত্র মণ্ডল কথিত হইতেছে । সুধী সাধক চারিদিকে চতুরস্র ভূমিকে বার ভাগে ভাগ করিয়া উহাতে সূত্রসমূহ পাত করিবেন । তাহাতে ১৪৪ কোষ্ঠ দেখা যাইবে । তাহার মধ্যে ৩৬ ছত্রিশটি কোষ্ঠের দ্বারা পদ্ম হইবে । একটি পঙ্ক্তি দ্বারা কোষ্ঠ সমূহের পীঠ কল্পনা করিবেন । ইহাতে বীথিকা নাই । ২৭-২৮

তদ্বিৎ সাধক পূর্বের স্থায় ইহাতে দ্বার ও শোভা করিবেন । ইহাতে উপশোভা দেখা যায় না । অবশিষ্ট ছয় (উপরের পঙ্ক্তির এক কোষ্ঠ ও সর্বনিম্ন পঙ্ক্তির পাঁচ) কোষ্ঠ দ্বারা কোণ করিবেন । অবশিষ্ট রঞ্জন, মীমারেখা, বাহু রেখাদ্বয়ের করণ প্রভৃতি কার্য্য পূর্বের স্থায় করিবেন । এইরূপ মণ্ডলও কথিত হইয়াছে । ২৯

নবনাভ মণ্ডল কথিত হইতেছে । সুধী সাধক একটি চতুরস্র ক্ষেত্রে চতুঃষষ্টি কোষ্ঠ রচনা করিবেন । মধ্যে চারিটি কোষ্ঠের দ্বারা পদ্ম হইবে । পুনরায় ঐ পদ্মের চারিদিকে মণ্ডলের শেষ পর্য্যন্ত আট আট কোষ্ঠ লইয়া চারিটি বীথি করিবেন । পূর্ব, পশ্চিম, উত্তর ও দক্ষিণ দিগ্গত চারিটি কোষ্ঠে চারিটি পদ্ম লিখিবেন । ৩০-৩১

সুধী সাধক বিদিক্ (কোণ) গত চারিটি কোষ্ঠকে পূর্বের স্থায় সমান ষোল ভাগে ভাগ করিয়া স্বস্তিকাকার করিয়া মুছিয়া দিবেন । ইহাও কোণ হইতে আরম্ভ করিয়া

রজোতিঃ পুরয়েৎ তানি স্বস্তিকানি শিবাদিতঃ ।

প্রাক্-প্রোক্তেনৈব মার্গেণ শেষমন্ত্ৰং সমাপয়েৎ ॥ ৩৩

পঞ্চাজ-মণ্ডলম্

নবনাভমিদং প্রোক্তং মণ্ডলং সর্বসিদ্ধিদম্ ।

পঞ্চাজমণ্ডলং প্রোক্তমেতৎ স্বস্তিক-বর্জিতম্ ॥ ৩৪

দীক্ষায়াং দেবপূজায়াং মণ্ডলানাং চতুষ্টয়ম্ ।

সর্বতন্ত্রানুসারেণ প্রোক্তং সর্বসমৃদ্ধিদম্ ॥ ৩৫

ষোড়শধেতি । বিদিক্-গত-চতুষ্কোষ্ঠে ষোড়শকোষ্ঠানি কৃৎ৷ তত্রৈকৈক-
কোণাদারভ্য কোষ্ঠত্রয়ম্ অভ্যন্তরপঙ্ক্তৈশ্চৈকৈক-কোষ্ঠং মার্জয়েদিতি চতুঃ-
স্বস্তিকাকারা ভবন্তি । এবং বিদিক্-চতুষ্টয়ে কার্য্যমিত্যর্থঃ । ইতি মণ্ডল-
চতুষ্টয়ম্ । ৩৬

অথ গুরুশিষ্যয়োর্দীক্ষানন্তর-নিষিদ্ধম্ : যথা তন্ত্রে—

মন্ত্রং দত্ত্বা গুরুশৈবমুপবাসং যদাচরেৎ ।

মহান্ধকার-নিরয়ে^১ কুমির্ভবতি নান্যথা ॥ ১

বায়ুকোণ পর্য্যন্ত সেই চারিটি স্বস্তিক যথাক্রমে শ্বেত, পীত, রক্ত ও স্যামবর্ণ
রক্তঃ (ওড়ি) দ্বারা পূর্ণ করিবেন । অন্যান্য অবশিষ্ট কার্য্যগুলি—পদ্মের রঞ্জন, বীধিতে
কল্পলতিকা লেখন, সীমারেখা করণ প্রভৃতি পূর্ব প্রকারে শেষ করিবেন । ৩২-৩৩

এই নবনাভ মণ্ডল সর্বসিদ্ধিপ্রদ বলিয়া কথিত হইয়াছে । এই নবনাভ মণ্ডল স্বস্তিক
শূন্য হইলে পঞ্চাজ মণ্ডল বলিয়া কথিত হয় । দীক্ষায় ও দেবপূজায় কর্তব্য সর্বসমৃদ্ধি-
প্রদ এই চারিটি মণ্ডল সর্বতন্ত্রানুসারে এখানে কথিত হইল । ৩৪-৩৫

ষোড়শধা এই কথার এই অর্থ—বিদিক্ (কোণ) গত চারিটি কোষ্ঠে ষোড়শ কোষ্ঠ
করিয়া, তন্মধ্যে এক এক কোণ হইতে আরম্ভ করিয়া তিনটি কোষ্ঠের অভ্যন্তর
পঙ্ক্তির এক এক কোষ্ঠ মার্জনা করিলে চারিটি স্বস্তিকের আকার হইবে । এইরূপ
বিদিক্ চারিটিতে করিবে । মণ্ডল চতুষ্টয় এইখানে সমাপ্ত হইল । ৩৬

অনন্তর গুরু ও শিষ্যের দীক্ষার পর নিষিদ্ধ বিষয় কথিত হইতেছে । যেমন তন্ত্রে
বলিয়াছেন—

গুরু মন্ত্র দান করিয়া যদি উপবাস করেন, তবে তিনি মহা অন্ধকারময় নরকে কুমি
হন । ইহা অসুখা নহে । ১

দীক্ষাং^১ কৃত্বা যদা মন্ত্রী উপবাসং সমাচরেৎ ।

তস্মৈ দেবঃ সদা রুষ্টঃ শাপং দত্ত্বা ব্রজেৎ পুরম্ ॥ ২

অথ গুরো^২ শিষ্য-কর্তব্যাকর্তব্য-নির্ণয়ঃ । জ্ঞানার্ণবে—

জন্মহেতু হি পিতরৌ পূজনীয়ৌ প্রযত্নতঃ ।

গুরুবিশেষতঃ পুজ্যো ধর্মাধর্ম-প্রদর্শকঃ ॥ ৩

গুরুঃ পিতা গুরুমাতা গুরুদেবো গুরুর্গতিঃ ।

শিবো রুষ্টে গুরুস্ত্রাতা গুরৌ রুষ্টে ন কশ্চন ॥ ৪

গুরোহিতং প্রকর্তব্যং বাঙ্-মনঃ-কায়-কর্মভিঃ ।

অহিতাচরণাদ্ দেবি ! বিষ্ঠায়াং জায়তে কৃমিঃ ॥ ৫

গুরৌ সন্নিহিতে যস্ত পূজয়েদন্যমন্তিকে ।

প্রয়াতি নরকং ঘোরং সা পূজা বিফলা ভবেৎ ॥ ৬

তত্শাস্ত্রে— প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষ বা প্রত্যহং প্রণমেদ্ গুরুম্ ।

গুরোর্নাম্না ন ভাষেত জপকালাদৃতে প্রিয়ে ! ॥ ৭

যদি মন্ত্র শাস্ত্রজ্ঞ সাধক (শিষ্য) দীক্ষা গ্রহণ করিয়া উপবাস করে, তবে দেবতা তাহার প্রতি সর্বদা রুষ্ট হইয়া তাহাকে শাপ দিয়া সেই গৃহ ত্যাগ করেন । ২

অনন্তর গুরুর সম্বন্ধে শিষ্যের কর্তব্য নির্ণয় হইতেছে । জ্ঞানার্ণব তন্মত্রে বলিয়াছেন—

পিতা ও মাতা জন্মের হেতু, অতএব তাঁহাদিগকে বিশেষ যত্নসহকারে পূজা করিবে ।

গুরু যেহেতু ধর্ম ও অধর্মের প্রদর্শক ; সেই হেতু তিনি বিশেষভাবে পূজ্য । ৩

গুরুই পিতা, গুরুই মাতা, গুরুই দেবতা, গুরুই গতি । শিব রুষ্ট হইলে গুরু জ্ঞান করিতে পারেন । কিন্তু গুরু রুষ্ট হইলে কেহ জ্ঞান করিতে পারে না । ৪

বাক্য, মনঃ, দেহ কর্মের দ্বারা গুরুর হিত করিবেন । হে দেবি । গুরুর অহিত আচরণ করিলে তাহা হইতে বিষ্ঠাতে কৃমি হইয়া জন্মায় । ৫

যে ব্যক্তি গুরুর উপস্থিতিতে তাহার নিকটে অন্যকে পূজা করে, সে ঘোর নরকে গমন করে, তাহার সেই পূজাও বিফল হয় । ৬

তত্শাস্ত্রে বলিয়াছেন—প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষ প্রত্যহ গুরুকে প্রণাম করিবে । হে দেবি ! জপকাল ভিন্ন অন্য সময়ে গুরুর নাম ধরিয়া কথা বলিবে না । ৭

শ্রীনাথ দেবস্বামীতি বিবাদে সাধনে বদেৎ ।

কুলাচারং গুরুং দেবং মনসাহপি ন নিন্দয়েৎ ॥ ৮

অপকালাদিতি । প্রাতঃকাল-মন্ত্ররূপে গুরুনামোচ্চারণসাবশ্যকমিতি বক্ষ্যতে । বিশেষণ বাদঃ কখনং যত্র তাদৃশে সাধনে ব্যবহার-কর্মণীত্যর্থঃ^১ ।

কুলাচারমিতি । এতৎ-ত্রয়ং ন নিন্দয়েৎ । ৯

লিঙ্গাগমে—গুরুণালোকিতঃ শিষ্য উত্তিষ্ঠেদাসনং ত্যজেৎ ।

গুরুণা সদসদ্ বাপি যত্নকৃতং তন্ন লভ্যয়েৎ ॥ ১০

রভসং মৈথুনং মিথ্যা যো বদেৎ গুরু-মন্দিরে ।

স যাতি নরকং ঘোরং ভৈরবেণেতি ভাষিতম্ ॥ ১১

শ্রীক্ৰমে—উৎপাদক-ব্রহ্মদাত্রোগরীয়ান্ ব্রহ্মদঃ পিতা ॥

তস্মান্মন্যেত সততং পিতুরপ্যাধিকং গুরুম্ ॥ ১২

তথা^২—আয়াস্তমগ্রতো গচ্ছেদৃ গচ্ছন্তং তমহুব্রজেৎ ।

আসনে শয়নে বাপি ন তিষ্ঠেদগ্রতো গুরোঃ ॥ ১৩

বিবাদ রূপ সাধনে অর্থাৎ ব্যবহার কার্যে শ্রীনাথ দেবস্বামী এই বলিবে । কুলাচার, গুরু ও দেবতাকে মনে মনেও নিন্দা করিবে না । ৮

অপকালং এই কথার এই অর্থ—প্রাতঃকালে গুরু-মন্ত্রের অপে গুরুর নামোচ্চারণ আবশ্যক, ইহা কথিত হইবে । বিশেষরূপে বাদ অর্থাৎ কথা যেখানে অর্থাৎ যে সাধনে, তাদৃশ সাধনে অর্থাৎ ব্যবহার কর্মে । কুলাচারম্—এই কথা দ্বারা বলিয়াছেন—এই তিনটির নিন্দা করিবে না । ৯

লিঙ্গাগমে বলিয়াছেন—গুরু কর্তৃক শিষ্য দৃষ্ট হইলে শিষ্য উঠিয়া দাঁড়াইবে ও আসন ত্যাগ করিবে । গুরু সং (ভাল) বা অসং (মন্দ) বাহা বলিবেন, শিষ্য কখনও তাহা লঙ্ঘন করিবে না । ১০

যিনি গুরুর গৃহে রভস (হর্ষ), মৈথুন ও মিথ্যা বলেন, তিনি ঘোর নরকে গমন করেন, ইহা ভৈরব কর্তৃক উক্ত হইয়াছে । ১১

শ্রীক্ৰমে বলিয়াছেন—অগ্নদাতা ও মন্ত্রদাতা পিতার মধ্যে মন্ত্রদাতা পিতা পরীয়ান্ । অতএব গুরুকে সর্বদা পিতা হইতেও অধিক মনে করিবে । ১২

আরও উক্ত হইয়াছে—গুরু আগমন করিতে থাকিলে অগ্রে অগ্রে গমন করিবে, গমন করিতে থাকিলে তাহার পিছনে পিছনে গমন করিবে । গুরুর অগ্রে আসনে অথবা শয্যা উপবেশন করিবে না । ১৩

অনুজ্ঞাং প্রাপ্য তিষ্ঠেচ্চ মৈবং শাপমবাগ্নুয়াৎ ।

গুরৌ সমিহিতে যন্ত পূজয়েদগ্রতো ন তম্ ।

ন হুর্গতিমবাগ্নোতি পূজা চ বিফলা ভবেৎ ॥ ১৪

গুরৌ মনুষ্যবুদ্ধিস্ত মস্ত্রে চাক্ষর-ভাবনাম্ ।

প্রতিমানু শিলাবুদ্ধিং কুর্বাণো নরকং ব্রজেৎ ॥ ১৫

স্ববংশাদধিকং জ্ঞেয়ং গুরুবংশং মহাশুভম্ ।

জনকাদধিকো জ্ঞেয়ো মন্ত্রদঃ পরমেশ্বরঃ ॥ ১৬

রুদ্রস্বামলে— মন্ত্ৰাণাং দেবতা জ্ঞেয়া দেবতা গুরুরূপিণী ।

তেষাং ভিদা ন কর্তব্য্য যদিচ্ছেৎ সিদ্ধিমাত্মনঃ ।

একগ্রামস্থিতো^১ নিত্যং গত্বা বন্দেত বৈ গুরুম্ ॥ ১৭

মন্ত্ৰাণাং—মন্ত্রবর্ণাঃ । ভিদা—ভেদবুদ্ধিঃ । তথা চোক্তম্—

দেবতা-গুরু-মন্ত্ৰাণামৈক্যং সম্ভাবয়ন্ ধিয়া ॥ ইতি । ১৮

তত্ত্বরাজে— গুরুচ্যামানে বচনে দত্তাদিখং বচস্তথা ।

প্রসীদ নাথ দেবেতি তথেষতি চ কৃতাদরঃ ॥ ১৯

অনুজ্ঞা (অনুমতি) পাইয়া উপবেশন করিবে । এইরূপ না করিলে অভিশাপ লাভ করিবে । যে ব্যক্তি গুরু উপস্থিত হইলে আগে তাঁহাকে পূজা না করে, সে হুর্গতি লাভ করে, তাহার পূজাও বিফল হইবে । ১৪

গুরুতে মনুষ্য বুদ্ধি, মস্ত্রে অক্ষর ভাবনা (বুদ্ধি), প্রতিমাতে শিলা বুদ্ধিকারী ব্যক্তি নরকে গমন করে । ১৫

নিজের বংশ অপেক্ষা মহাশুভকর গুরুর বংশকে অধিক জানিবে । মন্ত্রদাতা পরমেশ্বরের স্বরূপ গুরু জনক পিতা হইতে অধিক জানিবে । ১৬

রুদ্রস্বামলে বলিয়াছেন—মন্ত্রবর্ণকে দেবতা স্বরূপ জানিবে । দেবতাকে গুরুরূপ জানিবে । যদি নিজের সিদ্ধি ইচ্ছা করেন, তবে তাঁহাদের ভেদ করণা করিবে না । একগ্রাম স্থিত শিষ্য প্রত্যহ গুরুর গৃহে গমন করিয়া গুরুকে বন্দনা করিবে । ১৭

মন্ত্ৰাণাং—মন্ত্রবর্ণসমূহ । ভিদা—ভেদবুদ্ধি । তাহাই উক্ত হইয়াছে—মনে মনে দেবতা, গুরু ও মন্ত্র সমূহের ঐক্য ভাবনা করিতে করিতে (পূজা করিবেন) । ১৮

তত্ত্বরাজে বলিয়াছেন—গুরু কোন কথা বলিলে শিষ্য ‘তাহাই হউক’ এই প্রকার বাক্য দান করিবে । হে নাথ ! হে দেব ! প্রসন্ন হউন—এইরূপ শিষ্য বলিলে গুরু আদর করিয়া বলিবেন—তাহাই হউক অর্থাৎ আমি প্রসন্ন হইয়াছি । ১৯

১। ৭—একগ্রামস্থিতো ।

প্রণমোপবিশেৎ পার্শ্বে তথা গচ্ছেদমুজ্জয়া ।

মুখাবলোকী সেবেত কুর্যাদাদিষ্টমাদরাৎ ॥ ২০

ঋণদানং তথা দানং বস্তুনাং ক্রয়-বিক্রয়ম্ ।

ন কুর্যাদ্ গুরুণা সাক্ষং শিষ্যো বিজ্ঞঃ কথঞ্চন ॥ ২১

একগ্রামে নিত্যপূজা ন কার্য্যা বা তদাজ্জয়া ।

আদানম্ ঋণস্তৈব, উপস্থিতত্বাৎ । নিত্য-পূজা^১ ন কার্য্যা তদাজ্জয়া বা কার্য্যেত্যর্থঃ । ২২

তথা— পূজামধ্যে সমায়াতে পূজাং হিত্বা সমুদ্বজেৎ ।

বিধেহি শেষমিত্যুক্তে কুর্য্যাচ্ছেষং তদাজ্জয়া ॥ ২৩

সমায়াতে—গুরাবিতি শেষঃ । নন্দিপুরণে^২—

যো গুরুং পূজয়েন্ নিত্যং তস্য বিদ্যা প্রসীদতি ।

তৎ-প্রসাদেন তস্যাৎ স প্রাপ্নুয়াৎ সর্ব-সম্পদঃ ॥ ২০

গুরুকে প্রণাম করিয়া তাঁহার পার্শ্বে উপবেশন করিবে । সেইরূপ গুরুর অনুমতি লইয়া গমন করিবে । গুরুর মুখের দিকে ডাকাইয়া সেবা করিবে । গুরুর আদিষ্ট কার্য্য আদরের সহিত করিবে । ২০

বিজ্ঞ শিষ্য কোন প্রকারে গুরুর সহিত ঋণ দান সেইরূপ ঋণের আদান (গ্রহণ) ও বস্তুসমূহের ক্রয় বিক্রয় করিবে না । একগ্রামে থাকিলে নিত্য পূজা করিবে না অথবা তাঁহার আজ্ঞায় করিবে । ২১

উপস্থিতি হেতু অর্থাৎ ঋণ শব্দের নিকটে দান ও আদান শব্দ থাকার আদান শব্দে ঋণের আদান (গ্রহণ) বুঝিতে হইবে । নিত্যপূজা করিবে না অথবা তাঁহার আজ্ঞায় করিবে—ইহাই একগ্রামে ইত্যাদি বাক্যের অর্থ । ২২

সেইরূপ উক্ত হইয়াছে—পূজার মধ্যে গুরু উপস্থিত হইলে পূজা ত্যাগ করিয়া তাঁহার দিকে গমন করিবে । অবশিষ্ট কার্য্য শেষ কর—এই গুরু বলিলে তাঁহার আজ্ঞায় অবশিষ্ট কার্য্য শেষ করিবে । ২৩

সমায়াতে পদের পরে গুরৌ এই পদ উচ্চ করিতে হইবে অর্থাৎ গুরু উপস্থিত হইলে । নন্দি-পুরণে বলিয়াছেন—

যে ব্যক্তি প্রত্যহ গুরুকে পূজা করে, তাহার প্রতি বিদ্যা প্রসঙ্গা হন । গুরুর অনুগ্রহে তাঁহার নিকট হইতে সে সমস্ত সম্পৎ পাইতে পারে । ২৪

১। খ—উপস্থিতত্বাৎ । পূজা ন কার্য্যা । ২। খ—নন্দিপুরণে ইত্যাদি—সর্বসম্পদঃ ইত্যুক্তঃ পার্শ্বে নাস্তি ।

মহুঃ— লৌকিকং বৈদিকং বাপি তথাধ্যাত্মিকমেব বা ।
 আদদীত যতো জ্ঞানং তং পূর্বমভিবাদয়েৎ ॥ ২৫
 উৎপাদক-ব্রহ্মদাত্যোগরীয়ান্ ব্রহ্মদঃ পিতা ।
 ব্রহ্ম-জন্ম হি বিপ্রশ্য প্রেত্য চেহ চ শাস্ততম্ ॥ ২৬
 শরীরকৈব বাচঞ্চ বুদ্ধীন্দ্রিয়-মনাংসি চ ।
 নিয়ম্য প্রাঞ্জলিত্তিষ্ঠেদ্ বীক্ষমাণো গুরোর্মুখম্ ॥ ২৭
 নিত্যমুদগতপানিঃ^১ স্ত্যাং সাধ্বাচারঃ স্মসংবৃতঃ ।
 আশ্রুতামিতি চোক্তঃ সন্নাসীতাহতিমুখং গুরোঃ ॥ ২৮
 হীনাম-বস্ত্র-বেশঃ স্ত্যাং সর্বদা গুরু-সন্নিধৌ ।
 উত্তিষ্ঠেৎ প্রথমঞ্চাস্ত্য চরমকৈব সংবিশেৎ ॥ ২৯
 প্রতিশ্রবণ-সম্ভাষে শয়ানো ন সমাচরেৎ ।
 নাসীনো ন চ ভুঞ্জানো ন তিষ্ঠন্ ন পরাভুখঃ ॥ ৩০

মহু বলিয়াছেন—লৌকিক অর্থশাস্ত্রাদির জ্ঞান^১ও বৈদিক বেদার্থ জ্ঞান, সেইরূপ
 আধ্যাত্মিক ব্রহ্ম জ্ঞান যে গুরুর নিকট গ্রহণ করিবে, তাঁহাকে অগ্রে অভিবাদন
 করিবে । ২৫

জন্মদাতা পিতা ও ব্রহ্ম (গায়ত্রী মন্ত্র) দাতা পিতার মধ্যে ব্রহ্মদাতা পিতা
 পরীয়ান্ ; যেহেতু ব্রাহ্মণের ব্রহ্মজন্ম (উপনয়নরূপ জন্ম) পরলোকে ও ইহলোকে
 ব্রহ্মপ্রাপ্তির হেতু বলিয়া শাস্ত নিত্য । ২৬

শরীর, বাক্ (বাগিन्द्रিয়), জ্ঞানেन्द्रিয় ও মনঃকে সংযত করিয়া কৃতাজলি হইয়া
 গুরুর মুখ দেখিতে দেখিতে দাঁড়াইয়া থাকিবে, বসিবে না । ২৭

গুরুর নিকট সর্বদা উত্তরীয় হইতে দক্ষিণ হস্ত বাহির করিয়া সুন্দর আচরণ যুক্ত ও
 বস্ত্রাবৃত দেহ হইয়া থাকিবে । উপবেশন কর—এই কথা গুরু বলিলে গুরুর অভিমুখে
 বসিবে । ২৮

সর্বদা গুরুর নিকটে গুরুর অপেক্ষার হীন (নিকৃষ্ট) বস্ত্র, নিকৃষ্ট অন্ন, নিকৃষ্ট বেশ
 হইয়া থাকিবে অর্থাৎ গুরুর বস্ত্র অপেক্ষা শিষ্যের বস্ত্র নিকৃষ্ট, গুরুর অন্ন অপেক্ষা
 শিষ্যের অন্ন নিকৃষ্ট এবং গুরুর গোবাক অপেক্ষা শিষ্যের গোবাক নিকৃষ্ট হইবে ।
 রাত্রি শেষে গুরুর আগে শয্যা হইতে উঠিবে এবং রাত্রিতে গুরু শয়ন করিলে পরে
 শিষ্য শয়ন করিবে । ২৯

শিষ্য শয়ান হইয়া, আসনে উপবিষ্ট হইয়া, ভোজন করিতে করিতে, দাঁড়াইয়া

আসীনশ্চ স্থিতঃ কুর্যাদভিগচ্ছংশ্চ তিষ্ঠতঃ ।

প্রত্যুদগম্য হ্রত্ৰজতঃ^১ পশ্চাদ্ ধাবংশ্চ ধাবতঃ ॥ ৩১

পরাঙ্ মুখস্ত্যভিমুখো দূরস্থশ্চৈত্য চান্তিকম্ ।

প্রণম্য তু শয়ানশ্চ নির্দেশে চৈব তিষ্ঠতঃ^২ ॥ ৩২

নীচং শয্যাসনঞ্চাস্ত্য সর্বদা গুরু-সন্নিধৌ ।

গুরোস্ত^৩ চক্ষুর্বিষয়ে ন যথেষ্টাসনো ভবেৎ ॥ ৩৩

নোদাহরেদশ্চ নাম পরোক্ষমপি কেবলম্ ।

ন চৈবাস্ত্যাহুকুর্বীত গতি-ভাষিত-চেষ্টিতম্ ॥ ৩৪

গুরোর্যত্র পরীবাদো নিন্দা বাপি প্রবর্ততে ।

কর্ণৌ তত্র পিধাতব্যৌ গন্তব্যং বা ততোহন্যতঃ^৪ ॥ ৩৫

দাঁড়াইয়া বা বিমুখ হইয়া গুরুর প্রতিশ্রবণ (আজ্ঞার অঙ্গীকার) ও গুরুর সহিত সম্ভাষণ করিবে না । ৩০

আসনে উপবিষ্ট হইয়া গুরু আজ্ঞা দান করিলে শিষ্য নিজে আসন হইতে উঠিয়া, গুরু দাঁড়াইয়া আজ্ঞা দান করিলে শিষ্য তাঁহার অভিমুখে কয়েক পদ গমন করিয়া, যদি গুরু শিষ্যের দিকে আসিতে আসিতে আদেশ করেন, তবে তাহা হইলেও শিষ্য গুরুর অভিমুখে কয়েক পদ গমন করিয়া, যখন গুরু বেগে যাইতে যাইতে আদেশ করেন, তখন শিষ্য তাঁহার পিছনে বেগে যাইয়া প্রতিশ্রবণ ও সম্ভাষণ করিবেন । ৩১

গুরু পরাঙ্ মুখ হইয়া আদেশ করিলে শিষ্য সম্মুখে আসিয়া, গুরু দূরস্থ হইয়া আদেশ করিলে শিষ্য নিকটে আসিয়া, শয়ান অবস্থায় গুরু আদেশ করিলে প্রণাম করিয়া নম্র হইয়া, গুরু নিকটে দাঁড়াইয়া আদেশ করিলে নম্র হইয়া প্রণাম করিয়া প্রতিশ্রবণ ও সম্ভাষণ করিবে । ৩২

উপবিষ্ট গুরুর সন্নিধিতে শিষ্যের শয্যা ও আসন সর্বদা নীচে হইবে । গুরুর দর্শন বিষয়ে (সাক্ষাতে) শিষ্য যথেষ্টাসন হইবে না অর্থাৎ নিজের ইচ্ছানুসারে পাদ প্রসারণাদি করিয়া আসনে বসিবে না । ৩৩

গুরুর পরোক্ষে (অসাক্ষাতে) উপাধ্যায়, আচার্যাদি পূজাবাচক পদ পরিত্যাগ করিয়া কেবল নাম উচ্চারণ করিবে না । গুরুর গমন, ভাষণ ও চেষ্টা (আচরণ) উপহাস বুদ্ধিতে অনুকরণ করিবে না । ৩৪

যে স্থানে গুরুর পরীবাদ (বিদ্যমান দোষের কথন) ও নিন্দা (অবিদ্যমান দোষের

১। খ—হ্রত্ৰজতঃ । ২। ক—হ্রত্ৰিংশৎ-সংখ্যক-শ্লোকো নান্তি । ৩। খ—গুরোস্ত ।

৪। তদন্যতঃ ।

পরীবাদাৎ খরো ভবতি স্বা বৈ ভবতি নিন্দকঃ ।
 পরিভোক্তা^১ কুমির্ভবতি কীটো ভবতি মৎসরী ॥ ৩৬
 দূরস্থো নার্চয়েদেনং ন ক্রুদ্ধো নাস্তিকে ত্রিয়াঃ * ।
 যানাসনস্থশ্চৈবৈনমবরুহাহভিবাদয়েৎ ॥ ৩৭
 প্রতিবাতেহনুবাতে চ নাসীত গুরুণা সহ ।
 অসংশ্রবে চৈব গুরোর্ন কিঞ্চিদপি কীর্তয়েৎ^২ ॥ ৩৮
 গোহস্থোষ্ট্র-যান-প্রাসাদ-প্রস্তরেষু কটেষু চ ।
 আসীত গুরুণা সার্কং শিলা-ফলক-নৌষু চ ৩৯
 যথা খনন খনিভ্রণ নরো বার্য্যধিগচ্ছতি ।
 তথা গুরুগতাং বিদ্যাং শুশ্রূষুরধিগচ্ছতি ॥ ৪০

কখন) হয়, সেখানে শিষ্য কর্তৃক দুইটিকে হস্তাদি দ্বারা আচ্ছাদন করিবে অথবা সে স্থান হইতে অন্য স্থানে চলিয়া যাইবে । ৩৫

গুরুর পরীবাদ হইতে মৃত্যুর পর শিষ্য পরজন্মে খর (গর্দভ) হয়, গুরুর নিন্দক কুকুর হয় । শিষ্য পরিভোক্তা (গুরুর ধনের দ্বারা অনুচিত জীবিকানির্বাহকারী) হইলে কুমি হয় । শিষ্য মৎসরী (গুরুর উৎকর্ষে অসহিষ্ণু) হইলে কুমি অপেক্ষা স্থূল কীট হয় । ৩৬

দূরস্থ হইয়া অর্থাৎ নিজের গমনে সামর্থ্য থাকিতে আগের দ্বারা গুরুকে বস্ত্রাদি দ্বারা অর্চনা করিবে না । ক্রুদ্ধ হইয়া বা স্ত্রীর নিকটে অবস্থিত গুরুকে অর্চনা করিবে না । যানস্থ ও আসনস্থ শিষ্য যান ও আসন হইতে নামিয়া গুরুকে অর্চনা করিবে অথবা গুরুকে অভিবাদন করিবে । ৩৭

অভিমুখ হইয়া শিষ্য যখন গুরুদেশ হইতে নিজের দেশে আসে, তাহা প্রতিবাদ, যখন শিষ্য নিজ দেশ হইতে গুরুর দেশে আগমন করে, তাহা অনুবাত । সেই প্রতিবাত ও অনুবাত শিষ্য গুরুর সহিত উপবেশন করিবে না । গুরুর সংশ্রব শূন্য (যাহা শুনিতে অনিচ্ছুক) বিষয়ে কোন কিছু বলিবে না । ৩৮

গো-যানে, অশ্ব-যানে, উষ্ট্র-যানে, প্রাসাদে, প্রস্তরে (প্রস্তর শয্যায়) কটে (মাহুরে) শিলায়, ফলকে (দীর্ঘ কাষ্ঠাসনে) ও নৌকায় গুরুর সহিত উপবেশন করিবে । ৩৯

মনুষ্য যেমন খনিভ্র (খন্য) দ্বারা মাটি খুঁড়িয়া জল পায়, সেইরূপ শিষ্য গুরুর সেবা করিয়া গুরুগত বিদ্যাকে লাভ করে । ৪০

১। ক—পূর্বভোক্তা । * দূরস্থঃ ক্রুদ্ধঃ ত্রিয়া নিকটে এনং নার্চয়েদিত্যর্থঃ ।

২। খ—অয়ং শ্লোকার্থো নাস্তি ।

আচার্য্যশ্চ পিতা চৈব মাতা ভ্রাতা চ পূর্বজঃ ।

নার্ত্তেনাপ্যবমন্তব্য্য ব্রাহ্মণেন বিশেষতঃ ॥ ৪১

আচার্য্যো ব্রাহ্মণো মূর্ত্তিঃ পিতা মূর্ত্তিঃ প্রজাপতেঃ ।

মাতা পৃথিব্যা মূর্ত্তিস্ত্ব ভ্রাতাহ্যত্র্যো মূর্ত্তিরাত্মনঃ ॥ ৪২

যং মাতাপিতরৌ ক্লেশং সহেতে সন্তবে নৃণাম্ ।

ন তস্য নিষ্কৃতিঃ শক্যা কন্তুং বর্ষশতৈরপি ॥ ৪৩

তয়োর্নিত্যং প্রিয়ং কুর্য্যাদাচার্য্যস্ত চ সর্বদা ।

তেষু হি ত্রিষু তুষ্টেষু তপঃ সর্বং সমাপ্যতে ॥ ৪৪

তেষাং ত্রয়াণাং শুক্রযা পরমং তপ উচ্যতে ।

ন তৈরভ্যননুজ্ঞাতো ধর্ম্মমন্যং সমাচরেৎ ॥ ৪৫

ত এব হি ত্রয়ো লোকাস্ত এব ত্রয় আশ্রমাঃ ।

ত এব হি ত্রয়ো বেদাস্ত এবোক্তান্ত্রয়োহগ্রয়ঃ ॥ ৪৬

পিতা বৈ গার্হপত্যাগ্নির্মাতাহগ্নির্দক্ষিণঃ স্মৃতঃ ।

গুরুরাহবনীয়স্ত্ব সাগ্নিত্রেতা গরীয়সী ॥ ৪৭

আচার্য্য (মন্ত্রদাতা), পিতা, মাতা, জ্যেষ্ঠ ভ্রাতাকে আর্ত হইয়াও অবমান করিবে না, বিশেষতঃ ব্রাহ্মণ কখনও ইহাঁদিগকে অবমাননা করিবে না । ৪১

আচার্য্য ব্রাহ্মণ মূর্ত্তি, পিতা প্রজাপতির মূর্ত্তি, মাতা পৃথিবীর মূর্ত্তি এবং জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা নিজের মূর্ত্তি । ৪২

মাতা ও পিতা মনুষ্যগণের জন্যে যে ক্লেশ সহ্য করেন, পুত্র শত বর্ষেও তাহার নিষ্কৃতি করিতে পারে না । ৪৩

সর্বদা মাতা ও পিতার প্রিয় কার্য্য করিবে । আচার্য্যের সর্বদা প্রিয় করিবে । এই তিন জন তুষ্ট হইলে সমস্ত তপস্যা সমাপ্ত হয় । ৪৪

এই তিন জনের শুক্রযা পরম তপঃ বলিয়া কথিত হয় । তাঁহাদের কর্তৃক সর্বতোভাবে অনুজ্ঞাত না হইয়া পুত্র ইহাঁদের শুক্রযা ছাড়া অন্য ধর্ম্মের আচরণ করিবে না । ৪৫

তাঁহারাই তিনটি লোক, তাঁহারাই তিনটি আশ্রম, তাঁহারাই তিনটি বেদ, তাঁহারাই তিনটি অগ্নি স্বরূপ কথিত হইয়াছেন । ৪৬

পিতা হইতেছেন গার্হপত্য অগ্নি, মাতা দক্ষিণাগ্নি স্বরূপা কথিত হইয়াছেন । গুরু আহবনীর অগ্নি স্বরূপ । এই অগ্নিত্রয় সর্বাপেক্ষা গরীয়ান্ । ৪৭

ত্রিষপ্রমাত্মনেষু ত্রীন্ লোকান্ বিজয়েদ্ গৃহী ।

দীপ্যমানঃ স্ববপুষা দেববদ্ দিবি মোদতে ॥ ৪৮

শ্রাদ্ধানঃ শুভাং বিজামাদদীতাহবরাদপি ।

অন্ত্যাদপি পরং ধর্মং স্ত্রীরত্নং হৃক্ষুলাদপি ॥ ৪৯

অব্রাহ্মণাদধ্যয়নমাপৎকালে বিধীয়তে ।

অনুব্রজ্যা চ শুক্রায়া যাবদধ্যয়নং গুরোঃ ॥ ৫০

ক্ষেত্রং হিরণ্যং গামশ্বং ছত্রোপানহমন্ততঃ ।

ধান্যং বাসাংসি শাকং বা গুরবে প্রীতিমাহরেৎ ॥ ৫১

ইতি মনোর্বচনানি প্রীতিমুদ্दिश्य ইত্যর্থঃ^১ । দিব্যাগমে শিব উবাচ—

গুরুশয্যাসনং যানং পাত্ৰকোপানং-পীঠকম্ ।

স্নানোদকং^২ তথা ছায়াং লজ্জয়েন্ন কদাচন ॥ ৫২

গৃহী এই তিন জনের প্রতি প্রমাদগ্রস্ত না হইলে তিন লোককে জয় করিতে পারেন অর্থাৎ এই তিন লোকের অধিপতি হন । নিজের দেহে ছালোকে দেবতার দ্যায় দীপ্যমান হইয়া হর্ষ লাভ করেন । ৪৮

শ্রুতাদি অবর জাতির নিকট হইতে শ্রদ্ধাযুক্ত হইয়া শুভ বিদ্যা (প্রত্যক্ষ শক্তি গারুড়াদি বিদ্যা) গ্রহণ করিবে । অন্ত্যজ চাণালাদির নিকট হইতে শ্রেষ্ঠ ধর্ম মোক্ষের উপায় প্রভৃতি গ্রহণ করিবে । নিজের কুল অপেক্ষা নিকৃষ্ট কুল হইতে স্ত্রী-রত্ন গ্রহণ করিবে । ৪৯

আপৎকালে ব্রাহ্মণ অধ্যাপক না পাইলে ব্রাহ্মণ ব্রহ্মচারীর অব্রাহ্মণ ক্ষত্রিয় বা বৈশ্য অধ্যাপকের নিকট অধ্যয়ন বিহিত হইয়াছে । অব্রাহ্মণ গুরুর নিকট যতকাল অধ্যয়ন করিবে, ততকাল অনুগমনরূপ শুক্রায়া করিবে । গুরুর পাদ প্রক্ষালন, উচ্ছিষ্ট ভক্ষণ প্রভৃতি প্রশস্ত হইলেও করিবে না । ৫০

গুরুর প্রীতি সম্পাদনের জন্য সামর্থ্য অনুসারে ভূমি, সুবর্ণ, গো, অশ্ব, অন্ততঃ হস্ত ও উপানহ (জুতা), আসন, ধান্য, শাক ও বস্ত্র এইগুলি সমুদায় বা ইহাদের এক একটি গুরুকে দিয়া গুরুর প্রীতি অর্জন করিবে । এই সকল দিতে সমর্থ না হইলে ছাতা ও জুতা এই দুইটি দিবে । তাহাও সম্ভব না হইলে অন্ততঃ শাক দিবে । ৫১

দান বিষয়ক মনুর এই বচনগুলি গুরুর প্রীতির উদ্দেশ্যে উক্ত হইয়াছে, ইহাই অর্থ । দিব্যাগমে শিব বলিয়াছেন—

গুরুর শয্যা, আসন, যান, পাত্ৰকা (খড়ম), উপানং (জুতা) পীঠ (চৌকি বা পোড়ি) স্নানের জল, এইরূপ গুরুর ছায়া কখনও লজ্জন করিবে না । ৫২

গুরোরগ্রে পৃথক্ পূজামৌদ্ধত্যক^১ বিবর্জয়েৎ ।

দীক্ষা-ব্যাখ্যাং প্রভুত্বক গুরোরগ্রে পরিত্যজেৎ ॥ ৫৩

পৃথক্ পূজামিতি । তস্মাদ্ গুরোঃ পূজৈব কর্তব্যোত্যর্থঃ । নন্দিপু্রাণে^২—

যন্তু শ্রদ্ধাহৃততঃ শাস্ত্রং সংস্কারং প্রাপ্য বৈ শুভম্ ।

অন্যস্য জনয়েৎ কীর্ত্তিং গুরোঃ স ব্রহ্মহা ভবেৎ ॥ ৫৪

বিস্মরেচ্চাথ মোঢ়্যাদ্ যঃ পঠিত্বা শাস্ত্রমুত্তমম্ ।

স যাতি নরকং ঘোরমক্ষয়ং ভীমদর্শনম্ ॥ ৫৫

বিষ্ণুঃ—যন্তু বিজামাসাশ্চ তয়া জীবন্ত তস্য পরলোক-প্রদা ভবতি । যশ্চ
পরেষাং যশোঃহন্তীতি প্রসঙ্গাহৃতম্ । ৫৬

তথাহুত্র— আত্মনাম গুরোর্নাম নামানি কৃপণস্য চ ।

অভিশপ্তস্য নামানি ন গৃহীয়াৎ কদাচন ॥ ৫৭

বীরভদ্রে— বিংশতিঃ পুরুষা বাপি নব সপ্ত ত্রয়োহপি বা ।

ন জ্ঞাত্বা গুরুবংশানাং শিষ্যশ্চেচন্ নষ্ট-সন্ততিঃ^৩ ॥ ৫৮

গুরুর সম্মুখে পৃথক্ পূজা ও ঔদ্ধত্য ত্যাগ করিবে । গুরুর অগ্রে দীক্ষা, শাস্ত্র
ব্যাখ্যা ও প্রভুত্ব পরিত্যাগ করিবে । ৫৩

পৃথক্ পূজা, এই কথার এই অর্থ—যেহেতু গুরুর অগ্রে অন্য পূজা নিষিদ্ধ, সেই
হেতু গুরুর পূজাই কর্তব্য । নন্দিপু্রাণে বলিয়াছেন—

যে শিষ্য গুরুর নিকট শাস্ত্র পড়িয়া উত্তম সংস্কার লাভ করিয়া গুরু হইতে অন্য
ব্যক্তির কীর্ত্তি জন্মায়, সে ব্রহ্মহা হইয়া থাকে । ৫৪

যে ব্যক্তি উত্তমরূপে শাস্ত্র পড়িয়া মূঢ়তাবশতঃ বিস্মরণ করে, সে ভীষণ দর্শন অক্ষর
ঘোর নরকে গমন করে । ৫৫

বিষ্ণু বলিয়াছেন—যে ব্যক্তি বিদ্যা গ্রহণ করিয়া সেই বিদ্যা দ্বারা জীবিত থাকে,
অর্থাৎ বিদ্যাবিক্রয়ের দ্বারা অর্থোপার্জন করিয়া বাঁচিয়া থাকে, তাহার সেই বিদ্যা
পরলোকে শুভফল-প্রদা হয় না । যিনি পরের যশঃ নাশ করেন—এই প্রসঙ্গে ইহা
উক্ত হইয়াছে । ৫৬

সেইরূপ অগুত্র উক্ত হইয়াছে—নিজের নাম, গুরুর নাম, কৃপণ ব্যক্তির নাম সমূহ,
অভিশপ্ত ব্যক্তির নাম সমূহ কখনও গ্রহণ (উচ্চারণ) করিবে না । ৫৭

বীর ভদ্রে বলিয়াছেন—যে ব্যক্তি গুরুবংশের ২০ পুরুষ, ১ পুরুষ, ৭ পুরুষ অথবা
তিন পুরুষ না জানিয়া শিষ্য হয় । তাহার সন্ততি নষ্ট হয় । ৫৮

১। খ—সৌভত্যক । ২। খ—নন্দিপু্রাণে ইত্যাদি—প্রসঙ্গাহৃতমিত্যন্তঃ পাঠো নাস্তি ।

৩। ক—বীরভদ্রে ইত্যাদি—বহুব্যমিত্যন্তঃ পাঠো নাস্তি ।

তেন গুরোঃ পুরুষ-ত্রয়-জ্ঞানমাবশ্যকমিতি মন্তব্যম্ । জ্ঞানার্ণবে—

মন্তৃত্যাগাদ ভবেন্ যুত্ৱাণ্ড-ত্যাগাদ্ দরিত্রতা ।

গুরু-মন্ত্র-পরিত্যাগাদ্ রৌরবং নরকং ব্রজেৎ ॥ ৫৯

তথা— গুরোর্দীক্ষাং সমাসাত্ত মোহাদজ্ঞানতন্ত্যজেৎ ।

জ্ঞানং শ্রীর্বলমায়ুশ্চ সর্বং তস্য বিনশ্যতি ॥ ৬০

ইদঞ্চ স্বানুকূলস্য মন্ত্রস্য বিহিত-সদগুরোশ্চ ত্যাগ-বিষয়ম্ । অর্থ্যাদি-মন্ত্রস্য
বলবৎ-পাতকাদিমতো গুরোশ্চ পরিত্যাগে দুষণাভাবাৎ । ৬১

যথা যামলে—গৃহীতমন্ত্রস্ত্যক্তব্যো গুরুশ্চেদ্ দোষসংযুতঃ ।

মহাপাতক-যুক্তো বা গুরু-দেব-বিনিন্দকঃ ॥ ৬২

অনুচাৰ্য্যশ্চ যো মন্ত্রঃ শক্রগেহ-গতস্তথা ।

অসংস্কৃত-গৃহীতশ্চাবিধিদীক্ষা-পুরঃসরঃ ।

ত্যাক্ত্বা^১ সর্বং প্রযত্নেন পুনর্গ্রাহ্যং যথাবিধি ॥ ৬৩

উদ্যোগপর্বণি—পরশুরামং প্রতি ভীষ্মবাক্যম্—

গুরোরপ্যবলিপ্তস্য কার্য্যাকার্য্যমজ্ঞানতঃ ।

উৎপথ-প্রতিপন্নস্য পরিত্যাগো বিধীয়তে ॥ ৬৪

ইহা দ্বারা গুরুর পুরুষত্রয়ের জ্ঞান আবশ্যক, ইহা জানিবে । জ্ঞানার্ণবে বলিয়াছেন—
মন্ত্রের ত্যাগ করিলে যুত্ব হইতে পারে । গুরুত্যাগ হইতে দরিত্রতা জন্মে ।
গুরু ও মন্ত্রের পরিত্যাগ নিবন্ধন রৌরব নরকে গমন করে । ৫৯

সেইরূপ আরও বলিয়াছেন—গুরুর নিকট মন্ত্রদীক্ষা গ্রহণ করিয়া মোহবশতঃ
বা অজ্ঞানতাবশতঃ যে গুরু ও মন্ত্রকে ত্যাগ করে, তাহার জ্ঞান, ঐশ্বর্য্য, বল, আয়ুঃ—
সমস্ত বিনষ্ট হয় । ৬০

এই বচনটি নিজের অনুকূল মন্ত্র ও বিহিত সদগুরু ত্যাগ বিষয়ক । অরি প্রভৃতি
মন্ত্র ও বলবৎ পাতকাদি যুক্ত গুরুর পরিত্যাগে দোষ হয় না । ৬১

যেমন জামলে বলিয়াছেন—গুরু যদি দোষ সংযুক্ত হন, অথবা মহাপাতক যুক্ত
হন অথবা গুরুদেবের নিন্দক হন, তবে গৃহীত মন্ত্র ত্যাগ করিবে । ৬২

যে মন্ত্র অনুচাৰ্য্য অথবা যে মন্ত্র অরি-গৃহগত অথবা যে মন্ত্র যথাবিধানে দীক্ষাপূর্বক
গৃহীত নহ্ন অথবা যে মন্ত্র সংস্কৃত না হইয়া গৃহীত, সে সমস্ত মন্ত্রকে ত্যাগ করিয়া
পুনরার যথাবিধানে যত্নপূর্বক মন্ত্র গ্রহণ করিবে । ৬৩

এই বিষয়ে মহাভারতের উদ্যোগ-পর্বে পরশুরামের প্রতি ভীষ্মের বাক্য হইতেছে—
কার্য্য ও অকার্য্যের জ্ঞানরহিত উৎপথগামী গণিত গুরুর পরিত্যাগ বিধেয় । ৬৪

অযোধ্যাকাণ্ডে—কৌশল্যা-বাক্যম্—

গুরোরপ্যবলিপ্তস্ত কার্য্যাকার্য্যমজানতঃ ।

কামাচার-প্রবৃত্তস্ত ন কার্য্যং ক্রবতো বচঃ ॥ ৬৫

পতিতা গুরবন্ত্যাজ্যা মাতা তু ন কথঞ্চন ।

গৰ্ভধারণ-পোষাভ্যাং তেন মাতা গরীয়সী ।

অতো মমাপি তে কার্য্যং শাসনং গুরুবৎসল ! ॥ ৬৬ ॥ ইতি ।

যং তু— অবিদ্যো বা সবিদ্যো বা গুরুরেব চ দৈবতম্ ।

অমার্গস্থোহপি মার্গস্থো গুরুরেব সদা গতিঃ ॥ ৬৭

ইতি শ্রীক্রমবচনম্ । তত্র অবিদ্যোহল্লবিদ্যঃ সবিদ্যো বহুবিদ্যঃ । অমার্গস্থ-
স্তত্ত্বোক্তাচার-রহিতঃ । মার্গস্থস্তত্ত্বদাচার-সহিতঃ ইতি ন বিরোধঃ । মন্তৃত্যাগ-
প্রকারস্ত প্রাপ্তোক্তঃ^১ । ৬৮

জ্ঞানার্ণবে—গুরুবদ্ গুরুপত্নীষু গুরুবৎ তৎসুতাदिषু ।

গুরুবদ্ গুরুপূজ্যেষু সততং ভক্তিমাচরেৎ ॥ ৬৯

বাল্মীকি রামায়ণের অযোধ্যাকাণ্ডে কৌশল্যার বাক্য হইতেছে—কর্তব্য ও
অকর্তব্য বিষয়ের জ্ঞান রহিত যদৃচ্ছাচারে প্রবৃত্ত গর্ভিত গুরুর উপদেশ বাক্য প্রতিপালন
করিবে না । ৬৫

পতিত সকল গুরু ত্যাজ্য । মাতা কিন্তু গর্ভে ধারণ ও পোষণ করেন বলিয়া
কখনও ত্যাজ্য নহেন । সেইজন্য মাতা গরীয়সী । অতএব হে গুরু-বৎসল রাম !
তোমার প্রতি আমার উপদেশ তোমার প্রতিপালন করা কর্তব্য । ৬৬

আর যে শ্রীক্রমের বচন আছে—গুরু অবিদ্য হউন বা সবিদ্য হউন, তিনিই দেবতা ।
গুরু অমার্গগামী হউন অথবা মার্গগামী হউন, তিনিই সর্বদা গতি (আশ্রয়) । ৬৭

সেই বচনের অবিদ্য কথার অর্থ অল্লবিদ্য, (যাহার বিদ্যা ও জ্ঞান অল্ল) ।
সবিদ্য অর্থ বহুবিদ্য অর্থাৎ যাহার বহু বিষয়ের জ্ঞান আছে) । অমার্গস্থ অর্থ—সেই সেই
তত্ত্বোক্ত আচার রহিত অর্থাৎ অতি অল্ল আচারবান্ । মার্গস্থ অর্থ—সেই সেই
তত্ত্বোক্ত আচারবান্ । এজন্য শ্রীক্রম বচনের সহিত পূর্বোক্ত বচন সমূহের বিরোধ
নাই । মন্তৃত্যাগের প্রকার পূর্বেই উক্ত হইয়াছে । ৬৮

জ্ঞানার্ণবে বলিয়াছেন—গুরুপত্নীগণের প্রতি গুরুবৎ এবং তাঁহার পুত্রাদির প্রতি
গুরুবৎ, গুরুর পূজ্য ব্যক্তিগণের প্রতি গুরুবৎ সর্বদা ভক্তি পোষণ করিবে । ৬৯

গুরুবদিত্তি । গুরাবিব্যেত্যর্থঃ । তৎসুতাдиषु ইতি । অত্রাদি-পদাৎ গুরোঃ
কন্ধ্যা-পৌত্র-প্রপৌত্র-দৌহিত্র-সগোত্রাণাং^১ পরিগ্রহঃ । গুরুপূজ্যোদিত্তি ।
গুরোগুরু-প্রভৃতিষু মাণ্ডেদিত্ত্যর্থঃ । ৭০

মনুঃ— গুরোগুরৌ সন্নিহিতে গুরুবদ্ বৃত্তিমাচরেৎ ।
গুরুপুত্রেষু চার্ষ্যেযু গুরোশ্চৈব স্ববন্ধুযু ॥ ৭১
বালঃ সমানজন্মা বা শিষ্যো বা যজ্ঞকর্মণি ।
অধ্যাপয়ন্ গুরুসুতো গুরুবন্দ্যমানমর্হতি^২ ॥ ৭২
উৎসাদনঞ্চ গাত্রাণাং স্নাপনোচ্ছিষ্ট-ভোজনে ।
ন কুর্যাদ্ গুরুপুত্রস্ত পাদয়োশ্চাবনেজনম্ ॥ ৭৩

উৎসাদনং মর্দনম্ । উচ্ছিষ্ট-ভোজনমিতি ! এতেন গুরুবদ্ বৃত্তিনির্দেশা
নস্তরমুচ্ছিষ্ট-ভোজন-নিষেধে গুরুচ্ছিষ্ট-ভক্ষণে দুষণাভাব ইতি লভ্যতে । ৭৪

মনুঃ— গুরুবৎ পরিপূজ্যাঃ^৩ স্যুঃ সর্বণা গুরুযোষিতঃ ।
অসবর্ণাস্তু সংপূজ্যাঃ প্রত্যাথানাভিবাদনৈঃ ॥ ৭৫

গুরুবৎ কথার অর্থ—গুরুর প্রতি যেরূপ ভক্তি, সেইরূপ ভক্তি । তৎ-সুতাदिषু এই
হলে আদিপদের দ্বারা গুরুর কন্ধ্যা, পৌত্র, প্রপৌত্র, দৌহিত্র ও সগোত্র গৃহীত হইবে ।
গুরুপূজ্যেযু পদের অর্থ—গুরুর গুরু প্রভৃতি মান্য ব্যক্তিবর্গের প্রতি । ৭০

মনু বলিয়াছেন—গুরুর গুরু, শিষ্যাপেক্ষা অধিক বয়স্ক আৰ্য্য গুরু পুত্র এবং
গুরুর নিজের জাতি পিতৃশাদি উপস্থিত হইলে শিষ্য গুরুর স্থায় আচরণ করিবেন । ৭১

কনিষ্ঠ অথবা সমান বয়স অথবা জ্যেষ্ঠ বেদ গ্রহণ করিয়া অধ্যাপনার সমর্থ শিষ্য
গুরুবৎ সন্মানের যোগ্য । গুরুপুত্র যজ্ঞকর্মে ঋত্বিক্ হইয়া অথবা ঋত্বিক্ না হইয়া
যজ্ঞদর্শনের জন্য উপস্থিত হইলে গুরুর স্থায় পূজার যোগ্য হন । ৭২

শিষ্য গুরুপুত্রের গাত্রের মর্দন, স্নাপন, উদ্বর্তন, উচ্ছিষ্ট ভোজন ও পাদদ্বয়ের
প্রক্ষালন করিবে না । ৭৩

উৎসাদন—মর্দন । উচ্ছিষ্ট ভোজন এই কথা দ্বারা এই লাভ হইতেছে যে, গুরুবৎ
বৃত্তি (আচরণ) নির্দেশের অন্তর গুরু পুত্রের উচ্ছিষ্ট ভক্ষণ নিষিদ্ধ হওয়ার গুরুর
উচ্ছিষ্ট ভোজনে দোষ নাই । ৭৪

মনু আরও বলিয়াছেন—গুরুর সমান বর্ণা গুরু-পত্নীগণ গুরুর স্থায় আজ্ঞাকরণাদি
দ্বারা পূজ্যা হইয়া থাকেন । কিন্তু অসবর্ণ পত্নীগণ কেবল প্রত্যাথান ও অভিবাদন দ্বারা
পূজ্যা (সন্মানিতা) হইয়া থাকেন । ৭৫

১। ক—প্রপৌত্র-দৌহিত্রাণাং । ২। ক—বালঃ ইত্যাদি—বানমর্হতীত্যন্তঃ স্রোতসো মাতি
৩। ক—গুরুপূজ্যাঃ ।

অভ্যঞ্জনং স্নাপনঞ্চ গাত্রোৎসাদনমেব চ ।

গুরুপত্নী ন কার্য্যানি কেশানাঞ্চ প্রসাধনম্ ॥ ৭৬

গুরুপত্নী তু যুবতিনাভিবাচোহ পাদয়োঃ ।

পূর্ণবিংশতি-বর্ষেণ গুণ-দোষৌ বিজানতা ॥ ৭৭

স্বভাব এব^২ নারীগাং নরাণামিহ দূষণম্ ।

অতোহর্থান্ন প্রমাদন্তি প্রমদাস্তু বিপশ্চিতঃ ॥ ৭৮

অবিদ্বাংসমলং লোকে বিদ্বাংসমপি বা পুনঃ ।

প্রমদা হ্যৎপথং নেতুং কাম-ক্রোধ-বশানুগম্ ॥ ৭৯

মাত্রা স্বস্ত্রা হুহিত্রা বা ন বিবিক্তাসনো ভবেৎ ।

বলবান্নিন্দ্রিয়গ্রামো বিদ্বাংসমপি কৰ্ষতি ॥ ৮০

কামন্ত গুরুপত্নীনাং যুবতীনাং যুবা ভুবি ।

বিধিবদ্ বন্দনং কুৰ্য্যাদসাবহমিতি ক্রবন্ ॥ ৮১

বিপ্রোশ্চ পাদগ্রহণমবহং চাভিবাদনম্ ।

গুরুদারেষু কুর্বাতি সতাং ধর্মমনুস্মরন্^৩ ॥ ৮২

গুরুপত্নীর তৈলাদির দ্বারা দেহের অভ্যঙ্গ, স্নাপন (স্নান করান) দেহের উত্তর্জন এবং দেহ ও কেশের মাল্য চন্দনাদি দ্বারা প্রসাধন করিবে না । ৭৬

অভিবাদনে গুণ ও দোষের বিশেষ জ্ঞানবান্ যুবক শিষ্য পূর্ণ বিংশতিবর্ষ বয়স্কা যুবতী গুরুপত্নীর পাদদ্বয় স্পর্শ করিয়া অভিবাদন করিবে না । ৭৭

এই জগতে নারীগণের স্বভাব এই যে, শৃঙ্গার চেষ্টা দ্বারা মোহিত করিয়া পুরুষগণকে দূষিত করা । এই হেতু পণ্ডিতগণ স্ত্রীসমূহে প্রমত্ত হন না । ৭৮

এই লোকে স্ত্রীগণ দেহ ধর্মহেতু কাম ও ক্রোধের অনুবর্ত্তী অবিদ্বান্ লোককে এমন কি বিদ্বান্ লোককেও উৎপথে লইয়া যাইতে সমর্থ হয় । ৭৯

মাতা, ভগিনী, হুহিতার সহিত নির্জন গৃহাদিতে উপবেশন করিবে না । বলবান্ ইন্দ্রিয় সমূহ বিদ্বান্ ব্যক্তিকেও কুৎসিত বিষয়ে আকর্ষণ করে । ৮০

যুবক শিষ্য স্বয়ং যুবতী গুরুপত্নীগণকে যথোক্ত বিধি অনুসারে এই আমি অমুক দেবশ্রমা আপনাকে অভিবাদন করি—এই কথা বলিতে বলিতে পাদস্পর্শ না করিয়া নিজের ইচ্ছানুসারে ভূমিতে অভিবাদন করিবে । ৮১

প্রবাস হইতে আসিয়া যুবক শিষ্য সজ্জনগণের ধর্ম স্মরণ করিতে করিতে বয়স্কা

২। খ—স্বভাব এব।

৩। খ—সতাং ধর্মমনুস্মরনিত্যনন্তরং যন্যন-বয়স্কৈত্যাди—

বচনাদিত্যন্তঃ পাঠো নান্তি । ক—বিপ্রোশ্চেত্যাदि মোকো নান্তি ।

অন্যানবয়স্কাহপি গুরুপত্নী নমস্তা, “স্ত্রিয়ো নমস্তা বৃদ্ধাশ্চ বয়সী-
পত্যুর্বেব তা” ইতি বচনাৎ । তদর্থশ্চ—যতঃ পত্যুর্বয়সা স্ত্রিয়ো বৃদ্ধাঃ অতঃ
কনিষ্ঠাহপি নমস্তা । অন্যানবয়স্কা মাতৃস্বসা যদি গুরুপত্নী জ্যেষ্ঠ-বৈমাত্রেয়-
ভ্রাতৃপত্নী বিমাতা বা ভবতি । এবং তাদৃশী পিতৃস্বসা যদি গুরুপত্নী ভবতি,
তদা নমস্তৈব, মাতুঃ পিতুঃ কনীয়াংসং ন নমেদ্ বয়সাধিকম্ ।

নমস্তেৎ তু গুরোঃ পত্নীং ভ্রাতৃজায়াং বিমাতরমিতি বচনাদিতি ৮৩

অথ করমালা নিরূপ্যতে । যথা সনৎকুমার-সংহিতায়াম্—

তর্জনী-মধ্যমানামা কনিষ্ঠা চেতি তাঃ ক্রমাৎ ।

তিস্ত্রোহঙ্গুল্যস্ত্রিপর্বাণো মধ্যমা চৈকপর্বিকা ।

পর্বদ্বয়ং মধ্যমায়া^১ মেরুত্বেনোপকল্পয়েৎ ॥ ১

তদ্বাস্তরে— অনামা-মধ্যমারভ্য কনিষ্ঠাদিত এব চ ।

তর্জনীমূল-পর্য্যন্তং দশপর্বশ্চ সংজপেৎ ॥ ২

গুরুপত্নীর ‘বামহস্তের দ্বারা বাম পাদ এবং দক্ষিণ হস্তের দ্বারা দক্ষিণ পাদ’-এই উক্ত
বিধি অনুসারে পাদস্পর্শ ও প্রত্যহ ভূমিতে অভিবাদন করিবে । ৮২

স্বামীর বয়স অপেক্ষা বৃদ্ধ সেই স্ত্রীগণ নমস্ত—এই বচন অনুসারে নিজের অপেক্ষা
নূনবয়স্কা গুরু পত্নীও নমস্ত । এই বচনাটির অর্থ হইতেছে—যেহেতু স্বামী হইতে
বয়সে স্ত্রীগণ বৃদ্ধ, অতএব জন্ম কনিষ্ঠাও নমস্ত । যদি নিজের অপেক্ষা অল্পবয়স্কা
মাতৃস্বসা, জ্যেষ্ঠ বৈমাত্রেয় ভ্রাতার পত্নী অথবা বিমাতা গুরুপত্নী হন এবং তাদৃশী
পিতৃস্বসা যদি গুরুপত্নী হন ; তবে তিনি নমস্তাই হইবেন । যেহেতু এই বচন আছে
যে, মাতা ও পিতা হইতে কনিষ্ঠ বয়সে অধিক ব্যক্তিকে প্রণাম করিবে না, কিন্তু
একগুণ গুরু-পত্নীকে, ভ্রাতৃ-বধূকে ও বিমাতাকে প্রণাম করিবে । ৮৩

অনন্তর করমালা নিরূপিত হইতেছে । যেমন সনৎকুমার-সংহিতায় বলিয়াছেন—

তর্জনী, মধ্যমা, অনামা ও কনিষ্ঠা—এই সেই চারি অঙ্গুলি ক্রমে ক্রমে করমালা
হইয়া থাকে । তন্মধ্যে তিন পর্ববিশিষ্ট তিন অঙ্গুলি এবং এক পর্ববিশিষ্ট মধ্যমাঙ্গুলি
করমালা । মধ্যমার দুইটি পর্বকে মেরুরূপে কল্পনা করিবে । ১

তদ্বাস্তরে বলিয়াছেন—অনামা অঙ্গুলির মধ্য পর্ব হইতে আরম্ভ করিয়া কনিষ্ঠা
অঙ্গুলির মূল হইতে তর্জনীর মূল পর্য্যন্ত দশটি পর্বে জপ করিবে । ২

যং তু— অনামামূলমায়ত্যা কনিষ্ঠাদিত্য এব চ ।

তর্জনীমধ্য-পর্য্যন্তমষ্ট-পর্বসু সংজপেৎ ॥ ৩

ইতি । তদষ্টোত্তর-শত সহস্রাদি-জপেহধিকাষ্ট-বিষয়ম্ । শক্তিবিশয়ে তু
শ্রীক্রমে^১ (৪)—

অনামিকাত্রয়ং পর্ব কনিষ্ঠাপি ত্রিপর্বিকা ।

মধ্যমায়াশ্চ ত্রিতয়ং তর্জনী-মূলপর্বণি ।

তর্জ্ঞ্যগ্রে তথা মধ্যে যো জপেৎ স তু পাপকৃৎ^২ ॥ ৫

অনামায়া দ্বয়ং পর্ব^৩ কনিষ্ঠাদি-ক্রমেণ তু ।

তর্জনীমূল-পর্য্যন্তং করমালা প্রকীর্তিতা ॥ ৬

ইতি তদষ্টোত্তর-বচনানুসারান্ধাবসেয়ম্ । তথৈব হংসপারমেশ্বরেহপি—

পর্বত্রয়মনামায়া পরিবর্তেন বৈ ক্রমাৎ ।

পর্বত্রয়ং মধ্যমায়াস্তর্জ্ঞ্যকং সমাহরেৎ ॥ ৭

পর্বদ্বয়ং তু তর্জ্ঞ্যা মেরুং তদ বিদ্ধি পার্বতি ! ।

শক্তিমালা সমাখ্যাতা সর্বমন্ত্র-প্রদীপিকা^৪ ॥ ৮

আর এই যে বলিয়াছেন—অনামিকার মূল হইতে আরম্ভ করিয়া কনিষ্ঠার মূল হইতে তর্জনীর মধ্য পর্য্যন্ত আটটি পর্বে জপ করিবে । ৩

তাহা অষ্টোত্তর শত বা অষ্টোত্তর সহস্র জপে অধিক আট সংখ্যা জপ-বিষয়ক অর্থাৎ ১০৮ বা ১০০৮ জপে আট সংখ্যার জপটি এই আট পর্বে করিতে হইবে । শক্তিমন্ত্রের জপ বিষয়ে শ্রীক্রমে বলিয়াছেন (৪)—

অনামিকার তিনটি পর্ব, কনিষ্ঠারও তিন পর্ব, মধ্যমার তিন পর্ব ও তর্জনীর মূল পর্বে শক্তি মন্ত্র জপ করিবে । তর্জনীর অগ্রে ও মধ্যে যে জপ করে, সে পাপ করে । ৫

অনামিকার দুইটি পর্ব কনিষ্ঠার মূলক্রমে তর্জনীর মূল পর্য্যন্ত পর্য্যন্ত দশটি পর্ব (শক্তি) করমালা বলিয়া কীর্তিত হইয়াছে । ৬

এই তদষ্টোত্তরের বচনানুসারে ইহা পর্য্যবসিত হইয়াছে । হংসমাহেশ্বরেও তাহাই বলিয়াছেন যে—

প্রদক্ষিণ ক্রমে অনামার তিনটি পর্ব, মধ্যমার তিনটি পর্ব এবং তর্জনীর মূল পর্ব

১। ব—শ্রীক্রমে ইতি নাস্তি । ২। খ—পাপকৃদিত্যনন্তরং ইতি শ্রীক্রমবচনানুসারাদিত্যধিকঃ পাঠঃ । ক—পাপকৃদিত্যনন্তরং অধমালা ভেদাঃ । সনৎকুমার-তন্ত্রে—জমোৎক্রমগতৈরিত্যাदि পাঠঃ । ৩। খ—অনামারাত্রয়ং পর্ব ৪। খ—প্রদীপিকেত্যনন্তরং যং তু অনামামূলমায়ত্যা প্রাদক্ষিণ্য-ক্রমেণ চ । মধ্যমামূলপর্য্যন্তমষ্টপর্বসু সংজপেৎ ইতি । তর্জ্ঞ্য-বিষয়েহষ্টোত্তরশতসহস্রাদিজপে হধিকাষ্টবিষয়ম্ । শ্রীবিষ্ণুরাক্ত ইত্যাদি পাঠঃ । ক—পুস্তকে য়েবং পাঠো নাস্তি ।

শ্রীবিজ্ঞানাস্ত্র— অনামামূলমারভ্য প্রাদক্ষিণ্য-ক্রমেণ চ ।

মধ্যমামূল-পর্য্যাস্তং দশ পর্বনু সংজপেৎ ॥ ৯

মৃণমালাতন্ত্রে— মধ্যমায়া অনামায়া মূলাগ্রেণ দ্বয়ং দ্বয়ম্ ।

কনিষ্ঠায়াশ্চ তর্জ'হ্যস্ত্রয়ং পর্ব মহেশ্বরী ! ॥ ১০

অনামা-মধ্যমায়াশ্চ মেরুঃ স্রাদ্ দ্বিতয়ং শুভম্ ।

প্রাদক্ষিণ্য-ক্রমাদ্ দেবি ! জপেৎ ত্রিপুর-সুন্দরীম্ ॥ ১১

অত্রাপ্যধিকাষ্টজপঃ শক্তিমালা-কল্পবৎ । তন্ত্রাস্তরে—

অঙ্গুলীর্ন বিষৃঞ্জীত কিঞ্চিদাকুঞ্চিতে তলে ।

অঙ্গুলীনাং বিয়োগাচ্ছিত্রেণ অবতে জপঃ ॥ ১২

অঙ্গুল্যাগ্রে চ যজ্ জপ্তং যজ্ জপ্তং মেরুলজ্বনে ।

পর্বসন্ধিষু যজ্ জপ্তং তৎ সর্বং নিষ্ফলং ভবেৎ ।

জপসংখ্যা তু কর্তব্য্যা নাসংখ্যাতে জপেৎ সুধীঃ ॥ ১৩

জপের জন্ত গ্রহণ করিবে । হে পার্বতি ! তর্জনীর যে অবশিষ্ট পর্বদ্বয়, তাহাকে মেরু জানিবে । সর্বমন্ত্রের প্রদীপিকা ইহা শক্তিমালা কথিত হইয়াছে । ৭-৮

শ্রীবিজ্ঞান বিষয়ে কিন্তু বলিয়াছেন—অনামার মূল হইতে আরম্ভ করিয়া প্রদক্ষিণ-ক্রমে মধ্যমার মূল পর্য্যাস্ত দশটি পর্বে জপ করিবে । ৯

মৃণমালা তন্ত্রে স্পষ্ট বলিয়াছেন—হে মহেশ্বরী ! মধ্যমা ও অনামিকার মূল ও অগ্র দুই দুইটি, কনিষ্ঠা ও তর্জনীর তিন তিনটি পর্ব শক্তি করমালা । অনামিকা ও মধ্যমার দুইটি পর্ব শুভ মেরু হইবে । হে দেবি ! প্রদক্ষিণক্রমে এই দশটি পর্বে ত্রিপুর-সুন্দরীর মন্ত্র জপ করিবে । ১০-১১

এখানেও অধিক অষ্টসংখ্যক মন্ত্রের জপ শক্তিমালা কল্পের স্থায় করিবে । তন্ত্রাস্তরে করমালার জপের নিয়ম বলিয়াছেন—

করতল কিঞ্চিৎ আকুঞ্চিত হইলে অঙ্গুলিগুলিকে পরস্পর বিচ্ছিন্ন করিবে না । অঙ্গুলিগুলির বিচ্ছেদ হইলে ঐ ছিত্রের দ্বারা জপ ক্ষরিত হয় । ১২

অঙ্গুলির অগ্রে বাহা জপ্ত হয়, মেরুকে লজ্বন করিয়া বাহা জপ্ত হয়, পর্বের সন্ধিতে বাহা জপ্ত হয়, সে সমস্তই নিষ্ফল হইবে । সুধী সাধক জপের সংখ্যা রাখিয়া জপ করিবেন ; সংখ্যা না করিয়া জপ করিবে না । ১৩

হৃদয়ে হস্তমারোপ্য তিৰ্য্যক্ কৃত্বা করাজুলীঃ ।

আচ্ছাদ্য বাসসী হস্তৌ দক্ষিণেন সদা জপেৎ ১৪

অথ মালাভেদাঃ

সনৎকুমার-তন্ত্রে—ক্রমোৎক্রমগতৈর্মাল্য মাতৃকার্ণৈঃ ক্ষমেক্রকৈঃ ।

সবিন্দুকৈঃ সাষ্টবর্গৈরন্তর্যজন-কর্মণি ॥ ১৫

বর্গাশ্চ তদ্বাস্তরে^১—বর্গাশ্চাদি কু চু টু তু পু বু শবোহষ্টৌ প্রকীৰ্ত্তিতাঃ^২ ।

অস্মার্থঃ—ষোড়শস্বর-সমুদায়ঃ কাদয়ঃ পঞ্চ পঞ্চ শাদয়শ্চত্বারঃ শাদয়শ্চত্বারঃ ইত্যষ্টৌ বর্গাঃ । নাত্র লবর্গস্য সংভবস্তদেকদেশস্য ক্ষকারস্য মেরুত্বাৎ ।

তথা চ অকারাদি-চরম-লকারান্ত-মাতৃকাবর্ণানাং সবিন্দুকমেকৈকং বিচিন্ত্য একৈকধা মন্ত্রং মনসা^৩ জপ্ত্বা পুনর্লকারাদকার-পর্য্যন্তমেকৈকং^৪ সবিন্দুকং বিচিন্ত্য মন্ত্রমেকৈকধা মনসা^৫ জপেদিতি শত-জপং নিম্পাণ্ড প্রত্যেকমষ্টৌ বর্গান্ সবিন্দুনেকৈকশো বিচিন্ত্য মন্ত্রমেকৈকধা মনসা^৬ জপেদিত্যষ্টৌস্তর^৭—

হৃদয়ে হস্ত স্থাপন করিয়া হাতের অঙ্গুলীগুলিকে তিৰ্য্যক্ করিয়া দুই হাতকে বস্ত্রের দ্বারা আচ্ছাদন করিয়া দক্ষিণ হস্তে সর্বদা জপ করিবে । ১৪

অনন্তর মালা বিশেষ বর্ণমালা কথিত হইতেছে । সনৎকুমার তন্ত্রে বলিয়াছেন—অন্তর্যজনকর্মে (আন্তর পূজায়) ক্রম (অনুলোম) ও উৎক্রম (বিলোম) গত বিন্দুযুক্ত ক্ষমেক্রক অষ্ট বর্গসহ মাতৃকাবর্ণসমূহের দ্বারা অক্ষমালা বা বর্ণমালা হয় । ক্ষকারটি এই বর্ণমালার মেরু । ১৫

তদ্বাস্তরে বর্গের নাম বলিয়াছেন । বর্গ হইতেছে—অবর্গ, কুবর্গ, চুবর্গ, টুবর্গ, তুবর্গ, পুবর্গ, যুবর্গ, শুবর্গ—এই আটটি । ইহার অর্থ—ষোলটি স্বরের সমুদায়, কাদি বর্গ পাঁচ পাঁচটি, শাদি চারিটি ও শাদি চারিটি—এই আটটি বর্গ । লকারের একদেশ ক্ষকার মেরু বলিয়া এখানে লবর্গ সম্ভব নহে । তাহা হইলে অকার হইতে চরম লকার পর্য্যন্ত মাতৃকাবর্ণসমূহের এক একটিকে বিন্দুযুক্ত চিন্তা করিয়া এক একবার মন্ত্র মনে মনে জপ করিয়া, পুনরায় লকার হইতে অকার পর্য্যন্ত এক একটিকে বিন্দুযুক্ত চিন্তা করিয়া এক একবার মন্ত্র মনে মনে জপ করিয়া, এইরূপে একশত জপ সম্পন্ন করিয়া মনে

১। খ—সদা জপেদিত্যনন্তরং অথ মালাভেদাঃ ইত্যাদি পাঠঃ । ২। খ—বজনকর্মণীত্যনন্তরং আদি কু চু ইত্যাদি পাঠঃ । ৩। খ—প্রকীৰ্ত্তিতাঃ ইত্যনন্তরং তথাচ অকারাদীত্যাди-পাঠঃ । ৪। খ—মনসেতি পাঠো নাস্তি । ৫। ক—লকারাদ্ভকার পর্য্যন্তং । খ—লকারাপ্ভকারপর্য্যন্তমিতি পাঠঃ । ৬। মনসেতি নাস্তি । ৭। খ—মনসেতি নাস্তি । ৮। খ—জপেদিত্যষ্টৌ বর্গান্ সবিন্দুন্ একৈকশো বিচিন্ত্য মন্ত্রমেকৈকধা জপেদিত্যষ্টৌস্তর-শত-জপঃ ইতিনন্তরং—সবিন্দু মিত্যাди পাঠঃ ।

শত-জপঃ সিধ্যতি । এবং জপান্তরেহপুণ্যম্ । মেরুভূতঃ ক্ষকারোহপি
সবিন্দুর্ধ্যোঃ, মালাঘটক-বর্ণাদিতি^১ । ১৬

যৎ তু তদ্বসারে—অধিকাষ্টজপো অষ্টবর্গাস্ত্যবর্গৈঃ সানুস্বারৈরুক্তম্ । তন্ন
যুক্তম্, অষ্টবর্গৈরিত্যন্তানঘয়াৎ । অন্তর্যজনেত্যপলক্ষণম্ । ১৭

সবিন্দুং বর্ণমুচ্চার্য পশ্চান্নম্রং জপেদ্ বৃধঃ^২ ।

বর্ণমালা সমাখ্যাতা অনুলোম-বিলোমতঃ^৩ ॥ ১৮

ইতি নারদবচনাৎ । প্রকারান্তরং বিভুদ্ধেশ্বর-তন্ত্রে—

অনুলোম-বিলোমেন বর্গাষ্টক-বিভেদতঃ ।

মন্ত্রেণাহস্তুরিতান্ বর্ণান্ বর্ণেণাহস্তুরিতান্ মনুন্ ।

কুর্যাদ্ বর্ণময়ীং মালাং সর্বতন্ত্র-প্রকাশিনীম্ ॥ ১৯

মনে প্রত্যেক অষ্টবর্গের একটি একটিকে বিন্দুযুক্ত চিত্তা করিয়া মন্ত্রকে এক একবার
মনে মনে জপ করিবে । ইহাতে ১০৮ জপ সিদ্ধ হইবে । এইরূপ অন্ত জপেও
উহা করিতে হইবে । মেরুভূত বিন্দুযুক্ত ক্ষকারও ধ্যায় ; যেহেতু উহা মালার ঘটক
বর্ণ । ১৬

আর তদ্বসারে যে বলিয়াছেন—অধিক আটটির জপ অনুস্বারযুক্ত অষ্টবর্গের অন্য
বর্ণের দ্বারা করিবে ; তাহা কিন্তু সমীচীন নহে । যেহেতু অষ্টবর্গে এই পদটির অন্ত
হইবে না । অন্তর্যজন এই পদটি বাহুপুজারও উপলক্ষণ । ১৭

বাহু পূজাদিতেও বর্ণমালার জপ করা যায় ; যেহেতু নারদের বচন আছে যে—
পঠিত সাধক সবিন্দু মাতৃকাবর্ণকে উচ্চারণ করিয়া পরে মন্ত্র জপ করিবে । অকার
হইতে ক্ষকার পর্যন্ত প্রত্যেক বর্ণকে অনুলোম ও বিলোমে বিন্দুযুক্ত ধ্যান করিয়া মন্ত্র
জপ করিবে । উহা বর্ণমালার জপ বলিয়া কথিত হইয়াছে । ১৮

বিভুদ্ধেশ্বর তন্ত্রে প্রকারান্তর কথিত হইয়াছে—বর্গাষ্টকভেদে অর্থাৎ আটটি বর্গের
অন্তর্গত অনুলোম ও বিলোমে পঠিত অকারাদি প্রত্যেক বর্ণগুলিকে মন্ত্রের দ্বারা
মন্ত্রগুলিকে বর্ণের দ্বারা ব্যবহৃত করিয়া সমস্ত তন্ত্রে প্রকাশমানা বর্ণময়ী মালা
করিবে । ১৯

১। ষ—মালাঘটকবর্ণাদিত্যমন্তরং অন্তর্যজনেত্যপলক্ষণমিতি পাঠঃ । যথাবর্ত্তিপাঠস্তি নাস্তি ।

২। ষ—জপেদ্ বৃধঃ ইত্যনন্তরম্—অকারাদি-ক্ষকারান্তং বিন্দুযুক্তং বিভাব্য চেত্যাধিকঃ পাঠঃ ।

৩। ষ—অনুলোমবিলোমিকৈতি পাঠঃ ।

অথ মালিনীবিজয়ে সূত্রনিয়মঃ ।

অস্ত্রবিক্রম-ভাসমান-ভুজগী-শুপ্রোত-বর্ণোজ্জ্বলা-

মারোহ-প্রতিরোহতঃ শতময়ীং বর্ণাষ্টকাষ্টোত্তরাম্ ॥২০॥ ইতি

বাহুপূজার্যং মালানির্ণয়ঃ

তন্ত্রে— পদ্মবীজাদিভির্মাল্য বহির্যোগে শৃণুয তাঃ ।

রুদ্রাক্ষ-শঙ্খ-পদ্মাক্ষ-পুত্রজীবক-মৌক্তিকৈঃ ॥ ১

স্ফাটিকৈর্মণিরৈত্বেশ্চ সুবর্ণৈর্বিক্রমৈশ্চুথ্য ।

রাজতৈঃ কুশমূলৈশ্চ গৃহস্থশ্রাক্ষমালিকা ॥ ২

অঙ্কুল্যা গণনাদেকং^১ পর্বণ্যষ্টগুণং ভবেৎ ।

পুত্রজীবৈর্দশগুণং শতং শঙ্খৈঃ সহস্রকম্ ॥ ৩

প্রবালৈর্মণিরৈত্বেশ্চ দশসাহস্রকং স্মৃতম্^২ ।

তদেব স্ফাটিকৈঃ প্রোক্তং মৌক্তিকৈর্লক্ষমুচ্যতে ॥ ৪

পদ্মাক্ষৈর্দশলক্ষং শ্র্যং সৌবর্ণৈঃ কোটিকুচ্যতে ।

কুশগ্রন্থ্যা কোটিশতং রুদ্রাক্ষৈঃ শ্রাদনস্তকম্ ।

অনন্তর মালিনীবিজয়ে এই অক্ষমালার সূত্রনিয়ম এইরূপ কথিত হইয়াছে—অন্তরে বিক্রমের (প্রবালের) দ্বারা ভাসমানা সূত্ররূপিনী ভুজগী নিজদেহে গ্রথিত বর্ণসমূহের দ্বারা উজ্জ্বলা আরোহ (অনুলোম) ও প্রতিরোহে (বিলোমে) শতবর্ণের পরে বর্ণাষ্টকের অষ্ট বর্ণোত্তর অষ্টাধিক শতবর্ণে সন্নিবিষ্টা চিন্তা করিবে । ২০

বাহুপূজার মালানির্ণয় হইতেছে । তন্ত্রে বলিয়াছেন—বহির্যোগে পদ্মবীজাদি দ্বারা যে মাল্যসমূহ হয়, তাহা গ্রহণ কর । রুদ্রাক্ষ, শঙ্খ, পদ্মাক্ষ (পদ্মবীজ), পুত্রজীবক, মুক্তা, স্ফটিক, মণিরত্ন, সুবর্ণ, বিক্রম, রজত ও কুশমূলের দ্বারা গৃহস্থের অক্ষমালিকা হইয়া থাকে । ১-২

অঙ্কুলী দ্বারা গণনা করিয়া জপ করিলে এক গুণ ফল হয়, অঙ্কুলীপর্বের দ্বারা গণনার আট গুণ, পুত্রজীবের মালায় দশ গুণ, শঙ্খের মালায় শত গুণ, প্রবালের মালায় সহস্র গুণ, মণিরত্নের মালায় দশ সহস্র গুণ, স্ফটিকের মালায় ততগুণ (দশ সহস্র গুণ) মুক্তার মালায় লক্ষ গুণ ফল কথিত হয় । ৩-৪

পদ্মাক্ষের মালায় জপ করিলে দশলক্ষ গুণ, সুবর্ণের মালায় কোটি গুণ ফল উক্ত হইয়াছে । কুশগ্রন্থির মালায় শতকোটি গুণ, রুদ্রাক্ষের মালায় অনন্ত গুণ ফল

সর্বৈবিরচিতা মালা নৃণাং মুক্তিফলপ্রদা ॥ ৫

অত্র শব্দঃ কথুঃ কালিকাপুরাণে—

রুদ্রাক্ষৈর্ব্বা যদি জপেদিদ্রাক্ষৈঃ^১ স্ফাটিকৈস্তথা ।

নান্যন্ মধ্যে প্রয়োক্তব্যং পুত্রজীবাদিকঞ্চ যৎ ॥ ৬

যত্নতঃ তু প্রযুক্ত্যেত মালায়াং জপকর্মণি ।

তস্য কামঞ্চ মোক্ষঞ্চ দদাতি ন প্রিয়ঙ্করী^২ ॥ ৭

জপসংখ্যা-গণন-নিয়মঃ

রুদ্রযামলে— নাক্ষত্রৈর্হস্তপর্ব্বৈর্ব্বা ন ধাতৈর্ন চ পুষ্পকৈঃ ।

ন চন্দ্রনৈর্মুক্তিকয়া জপসংখ্যাস্ত কারয়েৎ ॥ ৮

লাক্ষা কুশীতং সিন্দুরং গোময়ঞ্চ করীষকম্ ।

বিলোড্য গুটিকাং কৃত্বা জপসংখ্যাস্ত কারয়েৎ ॥ ৯

জন্মান্তরে জায়তে স বেদবেদাঙ্গ-পারগঃ ।

মিশ্রীভাবং ততো যাতি চণ্ডালৈঃ পাপকর্মভিঃ ॥ ১০

হয় । পদ্মবীজাদি সকলের দ্বারা বিরচিত মালা মনুষ্যগণের মুক্তিফল প্রদান করিয়া থাকে । ৫

এ স্থলে শব্দ হইতেছে কথু । কালিকাপুরাণে বলিয়াছেন—যদি রুদ্রাক্ষবিরচিত মালা দ্বারা জপ করেন । এইরূপ ইদ্রাক্ষ (ভদ্রাক্ষ) ও স্ফটিক বিরচিত মালার জপ করেন । তবে তাহার মধ্যে পুত্রজীবাদি বাহা কিছু, তাহা দিবে না । ৬

এরূপ মালার জপকর্মে ঐ মালার যদি অন্য কিছু দেন, তবে প্রিয়ঙ্করী মন্ত্রদেবতা তাহাকে কাম ও মোক্ষ প্রদান করেন না । ৭

জপসংখ্যা গণনার নিয়ম বলিতেছেন । রুদ্রযামলে বলিয়াছেন—অক্ষতসমূহ, অঙ্গুলিপর্ব সমূহ, ধাতুসমূহ, পুষ্পসমূহ, চন্দন সমূহ ও যুক্তিকা দ্বারা জপসংখ্যা গণনা করিবে না । ৮

লাক্ষা, কুশীত (রক্তচন্দন), সিন্দুর, গোময় ও করীষক (শুক গোময় তন্ত্র) গুলিয়া গুটিকা করিয়া তদ্বারা জপের সংখ্যা গণনা করিবে । ৯

জন্মান্তরে সে বেদবেদাঙ্গ পারদত্ত হইয়া জন্মায় । তাহার পর সে পাপকর্মসমূহের দ্বারা চণ্ডালের সহিত মিশ্রভাব প্রাপ্ত হয় । ১০

১ । খ—যদি অপ্যেত ইদ্রাক্ষৈঃ স্ফাটিকৈস্তথৈতি পাঠঃ ।

২ । খ—প্রিয়ঙ্করীভ্যান্তরং জন্মান্তরে ইত্যাদিরোকঃ । ততঃ তথা—স্ফাটিকৈলাক ইত্যাদি পাঠঃ ।

তথা— স্ফাটিকেন্দ্রাক্ষ-রুদ্রাক্ষৈঃ পুত্রজীব-সমুদ্ভবৈঃ ।

সুবর্ণ-মণিভিঃ সম্যক্ প্রবালৈরথবাহজ্জৈঃ^১ ॥ ১১

অক্ষমালা প্রকর্ষব্য দেবীপ্রীতি-করা পরা ।

জপেতুপাংশুং সততং কুশগ্রন্থ্যাথ পানিনা ॥ ১২

প্রবালৈরথবা কুর্যাদষ্টাবিংশতি-বীজকৈঃ ।

পঞ্চপঞ্চাশতাবাপি ন ন্যূনৈর্নান্যিকৈশ্চ বা ॥ ১৩

কামনা-ভেদে তু তত্রৈব—পদ্মাক্ষবিহিতা মালা শত্রুণাং নাশিনী মতা ।

কুশগ্রন্থিময়ী মালা সর্বপাপ-প্রণাশিনী ॥ ১৪

পুত্রজীব-ফলৈঃ কপ্তা কুরুতে পুত্র-সম্পদম্ ।

নির্মিতা রূপ্য-মণিভির্যজ্ঞমানেঙ্গিতপ্রদা ।

প্রবালৈবিহিতা মালা প্রযচ্ছেদ বিপুলং ধনম্ ॥ ১৫

ভৈরবী-বিদ্যায়াস্ত বারাহীতন্ত্রে—

সুবর্ণ-মণিভির্মাল্যং স্ফাটিকীং শঙ্খ-নির্মিতাম্ ।

প্রবালৈরেব বা কুর্য্যাৎ পুত্রজীবং বিবর্জয়েৎ ।

এইরূপ আরও উক্ত হইয়াছে—স্ফাটিক, ইন্দ্রাক্ষ ও রুদ্রাক্ষসমূহের দ্বারা, পুত্রজীব জাত গুটিকা সমূহের দ্বারা, সুবর্ণগুটিকা সমূহের দ্বারা, প্রবালসমূহ অথবা শঙ্খের গুটিকা দ্বারা উক্তমা দেবী-প্রীতিকরী শ্রেষ্ঠ অক্ষমালা সম্যকরূপে করিবে। ঐ অক্ষমালার কুশগ্রন্থি অথবা হস্তের দ্বারা সর্বদা উপাংশু জপ করিবে। ১১-১২

প্রবালের দ্বারা মালা করিবে। অথবা অষ্টাবিংশতি বীজের দ্বারা অথবা পঞ্চপঞ্চাশৎ (৫৫) বীজের দ্বারা মালা করিবে। ইহা অপেক্ষা অল্প সংখ্যক বা অধিক সংখ্যক বীজের দ্বারা মালা করিবে না। ১৩

কামনাভেদে কিন্তু সেইখানেই উক্ত হইয়াছে—পদ্মাক্ষসমূহের দ্বারা বিরচিত মালা শত্রুনাশিনী উক্ত হইয়াছে। কুশগ্রন্থীময়ী মালা সমস্ত পাপ নাশিনী। ১৪

পুত্রজীব ফলসমূহের দ্বারা রচিত মালা পুত্র সম্পৎ প্রদান করে। রৌপ্য মণি (গুটিকা) সমূহের দ্বারা নির্মিতা মালা যজ্ঞমানের অভীষ্টফলপ্রদা। প্রবালসমূহের দ্বারা রচিত মালা বিপুল ধন প্রদান করে। ১৫

ভৈরবী বিদ্যা বিষয়ে কিন্তু বারাহী তন্ত্রে বলিয়াছেন—সুবর্ণমণি (গুটিকা) সমূহের দ্বারা, স্ফাটিক গুটিকা সমূহের দ্বারা, শঙ্খগুটিকাসমূহের দ্বারা মালা নির্মিত করিবে

পদ্মাক্ষকৈব রুদ্রাক্ষমিস্ত্রাক্ষক বিশেষতঃ ॥ ১৬

কুর্যাদিতি পূর্বতরেণাশ্রয়ঃ । ত্রিপুরামন্ত্র-জপাদৌ তু তত্ত্বরাজে—

রক্তচন্দন-মালা তু ভোগদা মোক্ষদা ভবেৎ ॥ ১৭

তথা— বৈষ্ণবে তুলসীমালা গজদন্তৈর্গণেশ্বরে ।

ত্রিপুরায়া জপে শস্তা রুদ্রাক্ষৈ রক্তচন্দনৈঃ ॥ ১৮

মুণ্ডমালায়াম্— শ্মশান-ধুস্ত্রৈর্মাল্য জেয়া ধুমাবতী-বিধৌ ।

নরাজুল্যস্থিতির্মাল্য^১ গ্রথিতা সর্বকামদা ॥ ১৯

নাভ্যা সংগ্রথনং কার্য্যং রক্তেন^২ বাসসা তথা ।

সদা গোপা প্রযত্নেন জনন্যা জারবৎ প্রিয়ে ! ॥ ২০

নক্ষত্রবিদ্যাদৌ তু—অকস্মাদ্ বিহিতা সিদ্ধির্মহাশঙ্খাখ্য-মালায়া । ইয়মেব
রহস্যমালা । পঞ্চাশন্মণিভির্মাল্য নির্মিতা সর্বসিদ্ধিদা ।

তথা— মহাশঙ্খেহপাশকুশেচৎ স্ফাটিক্যা মালায়া জপেৎ ॥ ২১

অথবা প্রবাল সমূহের দ্বারা মালা করিবে । পূজ্যজীবের কলকে বর্জন করিবে ।
বিশেষতঃ পদ্মাক্ষ, রুদ্রাক্ষ ও ইন্দ্রাক্ষকে মালা করিবে । ১৬

কুর্য্যাৎ এই পদটির পূর্বতর মালার সহিত অশ্রয় হইবে । ত্রিপুরামন্ত্র জপাদি বিষয়ে
কিন্তু তত্ত্বরাজে বলিয়াছেন—রক্তচন্দনের মালা কিন্তু ভোগপ্রদা ও মোক্ষপ্রদা
হইবে । ১৭

সেইরূপ আরও বলিয়াছেন—বিষ্ণুমন্ত্র বিষয়ে তুলসীকাষ্ঠের নির্মিতা মালা,
গণেশ্বরের মন্ত্রজপে গজদন্তের দ্বারা নির্মিতা মালা, ত্রিপুরার মন্ত্র জপে রুদ্রাক্ষ ও
রক্তচন্দন কাষ্ঠের দ্বারা নির্মিতা মালা প্রশস্তা । ১৮

মুণ্ডমালাতন্ত্রে বলিয়াছেন—ধুমাবতীর বিধিতে (মন্ত্রজপে) শ্মশানজাত ধুস্ত্রার
মালা প্রশস্তা জানিবে । মনুষ্যের অঙ্গুলীর অঙ্গিসমূহের দ্বারা গ্রথিতা মালা সর্বকাম-
প্রদা । ব্রহ্মনাড়ীগতা চিহ্নিনী নাড়ী দ্বারা অথবা রক্তবস্ত্র (সূত্র) দ্বারা মালাটি গাঁধিবে ।
হে প্রিয়ে ! জননীর জারের (উপপতির) স্তায় সর্বদা যত্নপূর্বক গোপন করিবে । ১৯-২০

নক্ষত্রবিদ্যাবিশয়ে কিন্তু বলিয়াছেন—মহাশঙ্খ নামক মালার অকস্মাৎ (অতিশীঘ্র)
সিদ্ধি বিহিত হইয়াছে । ইহাই রহস্যমালা নামে প্রসিদ্ধ । পঞ্চাশটি মণিদ্বারা নির্মিতা
মালা সর্বসিদ্ধিপ্রদা । আরও উক্ত হইয়াছে—মহাশঙ্খ মালা করিতে অসমর্থ হইলে
স্ফটিকের মালার জপ করিবে । ২১

মুণ্ডমালায়াম— অতিশুল-সমরূপাণি নাতিশুল-কুশানি বৈ ।

কীটাদিভিরহৃষ্টানি ন জীর্ণানি নবানি বৈ ॥ ১২

গৌতমীয়ে— পঞ্চাশল্লিপিভির্মাল্য বিহিতা সর্বকর্মসু ।

অকারাদি-ক্ষকারান্তা অক্ষমালা প্রকীৰ্ত্তিতা ॥ ২৩

ক্ষাণং মেরুমুখং তত্র কল্পয়েন্ মুনিসত্তম ! ।

অনয়া সর্ববিজ্ঞানাং জপঃ সর্বসমুদ্ভিদঃ ॥ ২৪

চামুণ্ডাতন্ত্রে— নিত্যং জপং করে কুৰ্য্যান্ নতু কাম্যমবোধনাং ।

কাম্যমপি করে কুৰ্য্যান্ মালাভাবে হি সূন্দরি ! ॥ ২৫

গৌতমীয়ে— পঞ্চবিংশতিভির্যোক্ষং ত্রিংশদ্বিধনসিদ্ধয়ে ।

সর্বার্থাঃ সপ্তবিংশত্যা পঞ্চদশাভিচারকে ॥ ২৬

পঞ্চাশদ্বিঃ কাম্যসিদ্ধিঃ শ্রীং তথা চতুরন্তরৈঃ ।

অষ্টোত্তরশতৈঃ সর্বা সিদ্ধিরুক্তা মনীষিভিঃ ॥ ২৭

অথ মালাসংস্কারঃ । স চাবশ্যকঃ । যথা যামলে—

মুণ্ডমালাতন্ত্রে বলিয়াছেন—মালার গুটিকাগুলি পরস্পর সমান রূপ হইবে, অতিশুল বা অতিকৃশ হইবে না, কীটাদি দ্বারা হৃষ্ট ও জীর্ণ হইবে না—নূতন হইবে ॥ ১২

গৌতমীর তন্ত্রে বলিয়াছেন—পঞ্চাশৎ বর্ণ দ্বারা রচিতা মালা সমস্ত কর্মেই বিহিত ।

অকার হইতে ক্ষকার পর্য্যন্ত বর্ণমালা অক্ষমালা বলিয়া কীর্ত্তিত হইয়াছে । ২৩

হে মুনিসত্তম ! সেই অক্ষমালায় ক্ষকারকে মেরুমুখ বলিয়া কল্পনা করিবে ।

এই অক্ষমালা দ্বারা সমস্ত বিদ্যার জপ সর্বসমুদ্ভিপ্রদ । ২৪

চামুণ্ডা তন্ত্রে বলিয়াছেন—হে সূন্দরি ! বিশেষ বিধি না থাকায় নিত্য জপ

করমালায় করিবে । কিন্তু কাম্য জপ করমালায় করিবে না । মালা না থাকিলে

কাম্য জপও করমালায় করিবে । ২৫

গৌতমীর তন্ত্রে বলিয়াছেন—পঞ্চবিংশতি মণি দ্বারা রচিত মালার মোক্ষ লাভ

করে । ত্রিশটি মণি দ্বারা রচিত মালা ধনসিদ্ধির হেতু হয় । সপ্তবিংশতি মণিদ্বারা সমস্ত

অর্থের সিদ্ধি হয় । অভিচারে পঞ্চদশ মণি বিহিত । ২৬

চতুরধিক পঞ্চাশৎ অর্থাৎ ৫৪ টি মণি দ্বারা রচিত মালার কাম্য সিদ্ধি হয় ।

মনীষিগণ একশত আট মণি দ্বারা রচিত মালার সমস্ত সিদ্ধি হয় বলিয়াছেন । ২৭

অনন্তর মালাসংস্কার কথিত হইতেছে । উহা আবশ্যক । যেমন যামলে বলিয়াছেন—

অপ্রতিষ্ঠিত-মালাভির্মন্ত্রং জপতি যো নরঃ ।

সর্বং তদ্ বিফলং বিদ্বাং ক্রুদ্বা ভবতি চণ্ডিকা ॥ ১

চণ্ডিকেতু্যপলক্ষণম্ । আগমকল্পক্রমে—

ভূতভুতাদিকং পূজাং সমাপ্য তত্র পূজয়েৎ ।

গণেশ-সূর্য্য-বিষ্ণুশান্ হুর্গাধাবাহু মন্ত্রবিৎ ॥ ২

পঞ্চগব্যে ততঃ ক্ষিপ্ত্বা হেঁসৌর্মন্ত্রেণ মন্ত্রবিৎ ।

তস্মাদুত্তোল্য তাং মালাং স্বর্ণপাত্রে নিধায় চ ॥ ৩

পয়ো-দধি-ঘৃত-ক্ষৌদ্র-শর্করাদৈরনুক্রমাৎ ।

তোয়-ধূপাস্তরৈঃ কৃত্বা পঞ্চামৃত-বিধিং বৃধঃ ।

ক্রমাদত্রৈব সংস্থাপ্য আপয়েচ্ছীতলৈর্জলৈঃ^১ ॥ ৪

ততশ্চন্দন-সদগন্ধ-কস্তুরী-কুঙ্কমাদিভিঃ ।

তামালিপ্য হেঁসৌর্মন্ত্রমষ্টোত্তরশতং^২ জপেৎ ॥ ৫

তস্মাং জপেদিত্যর্থঃ ।

তস্মাং নব গ্রহাংশ্চৈব দিক্‌পালাংশ্চ প্রপূজয়েৎ ।

ততঃ সংপূজ্য চ গুরুং^৩ গৃহীয়ান্ মালিকাং শুভাম ॥ ৬

যে মানব অপ্রতিষ্ঠিত (অসংস্কৃত) মালাসমূহের দ্বারা জপ করে, তাহার সমস্তই বিফল জানিবে । ইহাতে চণ্ডিকা ক্রুদ্বা হন । ১

চণ্ডিকা এই পদটি সমস্ত দেবতার উপলক্ষণ । আগমকল্পক্রমে বলিয়াছেন— মন্ত্রবিৎ সাধক ভূতভুতাদি করিয়া মালাকে পূজা করিয়া সেই মালায়, গণেশ, সূর্য্য, বিষ্ণু, শিব ও হুর্গাকে আবাহন করিয়া পূজা করিবে । ২

তাহার পর মন্ত্রবিৎ সাধক সেই মালাকে পঞ্চগব্যে নিক্ষেপ করিয়া হেঁসৌঃ মন্ত্রে সেই মালাকে অভিমন্ত্রিত করিবে । তাহার পর পঞ্চগব্য হইতে সেই মালাকে উত্তোলন করিয়া স্বর্ণপাত্রে তাহাকে স্থাপন করিয়া তোয় ও ধূপগুর্ড অর্থাৎ জল ও ধূপকে মধ্যে করিয়া যথাক্রমে হুঙ্ক, দধি, ঘৃত, ক্ষৌদ্র (মধু) ও শর্করাদি দ্বারা পঞ্চামৃত বিধি অনুসরণ করিয়া পণ্ডিত সাধক ক্রমে ক্রমে সেইখানেই মালাকে স্থাপন করিয়া স্নান করাইয়া তাহার পর শীতল জলের দ্বারা স্নান করাইবেন । ৩-৪

তাহার পর চন্দন সদগন্ধ কস্তুরী ও কুঙ্কম প্রভৃতি দ্বারা সেই মালাকে সম্যাক্রূপে লিপ্ত করিয়া হেঁসৌঃ মন্ত্রকে ১০৮ বার জপ করিবে । ৫

জপেৎ অর্থ—সেই মালাতে জপ করিবে । সেই মালাতে নবগ্রহ ও দিক্‌পাল-গণকে পূজা করিবে । তাহার পর গুরুকে সম্যাক্রূপে পূজা করিয়া শুভকরী মালাকে গ্রহণ করিবে । ৬

তদ্বাস্তরে—কীর্ণে সূত্রে পুনঃ সূত্রং গ্রথয়িত্বা শতং জপেৎ ।

প্রমাদাৎ পতিতা হস্তাচ্ছতমষ্টোত্তরং জপেৎ ।

জপেন্নিষিদ্ধ-সংস্পর্শে কালয়িত্বা যথোদিতম্ ॥ ৭

পঞ্চগব্যাদিনা প্রক্ষাল্যাষ্টোত্তর-শতং জপেদিত্যর্থঃ । ছিন্নেহপ্যাষ্টোত্তর-
শতজপঃ, করভ্রষ্ট-ছিন্নযয়োস্তল্যত্বাৎ । ৮

মালাধারণেহঙ্গুলিনিয়মস্ত তত্ত্বে—

তর্জ্যঙ্গুষ্ঠযোগেন শত্রোরুচ্চাটনং ভবেৎ ।

অঙ্গুষ্ঠ-মধ্যমা-যোগান্ মন্ত্রসিদ্ধিঃ সূনিশ্চিতা ॥ ৯

অঙ্গুষ্ঠানামিকাযোগাচ্ছাট-চ্ছেদনে মতে ।

জ্যেষ্ঠা-কনিষ্ঠা-যোগেন শত্রুগাং নাশনং মতম্ ॥ ১০

বৈশম্পায়ন-সংহিতায়াম্—

অঙ্গুষ্ঠ-মধ্যমাভ্যাঞ্চ চালয়েন্ মধ্য-মধ্যতঃ ।

তর্জ্য ন স্পৃশেদেনাং মুক্তিদো গণনক্রমঃ ॥ ১১

তদ্বাস্তরে বলিয়াছেন—মালার সূত্র কীর্ণ হইলে পুনরায় নূতন সূত্রের দ্বারা মালা গাঁথিয়া শতমন্ত্র জপ করিবে । প্রমাদবশতঃ হস্ত হইতে মালা পতিত হইলে ১০৮ বার মন্ত্র জপ করিবে । নিষিদ্ধ স্থান পাদাদি বস্তুর সহিত সংস্পর্শ হইলে যথোক্ত প্রকারে প্রক্ষালন করিয়া জপ করিবে । ৭

জপেৎ অর্থ—পঞ্চগব্য দ্বারা প্রক্ষালন করিয়া ১০৮ বার মন্ত্র জপ করিবেন । মালা ছিন্ন হইলে ১০৮ বার জপ কর্তব্য ; যেহেতু করভ্রষ্ট ও ছিন্ন—উভয়ই তুল্য । ৮

তত্ত্বে মালাধারণে অঙ্গুলিনিয়ম এইরূপ বলিয়াছেন—তর্জনী ও অঙ্গুষ্ঠের যোগে মালা ধারণ করিয়া জপ করিলে শত্রুর উচ্চাটন হয় । অঙ্গুষ্ঠ ও মধ্যমার যোগে মন্ত্রসিদ্ধি সূনিশ্চিত । ৯

অঙ্গুষ্ঠ ও অনামিকার যোগে উচ্চাটন ও ছেদন (বিধেয়) কথিত হইয়াছে । জ্যেষ্ঠা ও কনিষ্ঠার যোগে শত্রুর নাশ কথিত হইয়াছে । ১০

বৈশম্পায়ন সংহিতায় বলিয়াছেন—অঙ্গুষ্ঠ ও মধ্যমা দ্বারা মধ্য পর্বের মধ্য দ্বারা মালা চালনা করিবে । তর্জনী দ্বারা এই মালাকে স্পর্শ করিবে না । এইরূপ গণনার ক্রম মুক্তিপ্রদ । ১১

অথ সর্বসম্মতো মালাসংস্কারঃ । যথা সনৎকুমারীয়ে—

কার্পাস-সম্ভবং সূত্রং ধর্মকর্মার্থমোক্ষদম্ ।

তচ্চ বিপ্রেশ্বর-কন্যাভিনির্মিতঞ্চ সুশোভনম্ ॥ ১

যদ্বা শুক্লং তথা কৃষ্ণং পট্টসূত্রমথাপি বা ।

শাস্তিবশ্যাভিচারেষু মোক্ষৈশ্বর্য্য-জয়েষু চ ॥ ২

শুক্লং রক্তং তথা পীতং কৃষ্ণং বর্ণেষু চ ক্রমাৎ ।

সর্বেষামেব বর্ণানাং রক্তং সর্বৈঙ্গিত-প্রদম্ ॥ ৩

বর্ণা ব্রাহ্মণাদয়ঃ । তথা—

ত্রিগুণং ত্রিগুণীকৃত্য গ্রথয়েচ্ছিন্ন-শাস্ত্রতঃ ।

একৈকং মাতৃকাবর্ণং সতারণং প্রজপন্ সুধীঃ ॥ ৪

মণিমাদায়^১ সূত্রেণ গ্রথয়েন্ মধ্য-মধ্যতঃ ।

ব্রহ্মগ্রন্থিং বিধায়েথং মেরুঞ্চ গ্রন্থি-সংযুতম্ ।

গ্রথয়িত্বা পুরো মালাং ততঃ সংস্কারমারভেৎ ॥ ৫

অনন্তর সর্বসম্মত মালা সংস্কার কথিত হইতেছে। যেমন সনৎকুমার-সংহিতায় বলিয়াছেন—কার্পাসজাত সূত্র ধর্ম, অর্থ, কাম ও মোক্ষপ্রদ। সেই সূত্র শ্রেষ্ঠ ব্রাহ্মণের কন্যাপণকর্তৃক নির্মিত ও সুশোভন হইবে। ১

এই কার্পাস সূত্র শুক্ল অথবা কৃষ্ণ হইতে পারে। অথবা পট্টসূত্রও হইতে পারে। শাস্তিকর্মে, বশ্যকর্মে, অভিচারে, মোক্ষে, ঐশ্বর্য্যে ও জয়ে বধাক্রমে চারি বর্ণের শুক্ল, রক্ত, পীত ও কৃষ্ণবর্ণ সূত্র হইবে। অথবা সমস্ত বর্ণের রক্ত সূত্র সমস্ত অভীষ্টপ্রদ হইয়া থাকে। ৩

বর্ণ হইতেছে—ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য ও শূদ্র। আরও উক্ত হইয়াছে—সুধী সাধক প্রথমে সেই কন্যাকর্ত্তিত সূত্রকে ত্রিগুণ করিবে। সেই ত্রিগুণ সূত্রকে পুনরায় ত্রিগুণ করিয়া ওঁং অং ওঁং আং ইত্যাদিরূপে প্রণবযুক্ত এক একটি মাতৃকাবর্ণ জপ করিতে করিতে নিম্ন শাস্ত্রানুসারে সেই ত্রিগুণ সূত্রের দ্বারা মালা গাঁথিবে। ৪

মণিকে লইয়া সূত্রের দ্বারা উভয় মণির মধ্যে মধ্যে ব্রহ্মগ্রন্থি রচনা করিয়া মালা গাঁথিবে। এইরূপে মেরুকেও ব্রহ্ম গ্রন্থিসংযুক্ত করিবে। অগ্রে মালাকে গাঁথিয়া তাহার পর সংস্কার করিবে। ৫

কালিকাপুরাণে—একো মেরুস্তত্র দেয়ঃ সর্বৈভ্যঃ শূলসস্তবঃ ।

আত্মং শূলং ততস্তস্মান্ নূনং নূনতরং তথা ॥ ৬

বিন্যসেৎ ক্রমতস্তস্মাৎ সর্পাকারা হি সা যতঃ ।

ব্রহ্মগ্রন্থিযুতং কুর্য্যাৎ প্রতিবীজং যথাস্থিতম্^১ ।

অথবা গ্রন্থিরহিতং দৃঢ়-রজ্জু-সমস্থিতম্ ॥ ৭

ত্রিরাবৃত্ত্যাহং মধ্যেনৈবাক্ষাবৃত্ত্যাহস্তদেশতঃ ।

গ্রন্থিঃ প্রদক্ষিণাবর্তঃ স ব্রহ্মগ্রন্থি-সংজ্ঞকঃ ॥ ৮

নাত্মনা^২ যোজয়েন্মালাং নামস্ত্রো যোজয়েন্নরঃ ।

দৃঢ়ং সূত্রং নিযুঞ্জীত^৩ জপেয় ক্রট্যাতি নো যথা ॥ ৯

নাত্মনেতি । তথা ৮ স্বয়ং মালাং ন গ্রন্থীয়াদিত্যর্থঃ । কস্তচিন্মতে
মূলবিদ্যা গ্রথয়েৎ । যথা একবীরাকল্পে (১০)—

মাতৃকাবর্ণতো গ্রন্থিং বিদ্যা বাথ কারয়েৎ ।

সুবর্ণাদি-গুণৈর্বাপি গ্রথয়েৎ সাধকোত্তমঃ ॥ ১১

কালিকা পুরাণে বলিয়াছেন—মালাতে সকল মণি অপেক্ষা সত্ত্বমত শূল একটি
মণিকে মেরু দিবে । মালার প্রথম মণিটি শূল, তাহার পর মণিটি তাহা অপেক্ষা
ক্ষুদ্র, তাহার পরের মণিটি তাহা অপেক্ষা ক্ষুদ্রতর হইবে । ৬

যেহেতু সেই মালা সর্পাকারা, সেইহেতু ক্রমে ক্রমে ক্ষুদ্র হইতে ক্ষুদ্রতর মণিক
বিন্যাস করিবে । যথাবস্থিত প্রতি বীজকে ব্রহ্মগ্রন্থিযুক্ত করিবে । অথবা গ্রন্থিরহিত
দৃঢ় সূত্র দ্বারা মণিগুলি মিলিত হইবে । ৭

দক্ষিণাবর্তে মধ্যে তিনটি আবৃত্তি অনন্তর অন্তদেশে অর্থাৎ সূত্রের শেষে অর্ধ
আবৃত্তি দ্বারা যে গ্রন্থি হয়, তাহা ব্রহ্মগ্রন্থি নামক গ্রন্থি । ৮

মানব নিজে মালা গ্রথন করিবে না, বিনা মন্ত্রে গ্রথন করিবে না । বাহাতে
জপের সময় মালা ছিন্ন না হয়, একরূপভাবে মালাতে দৃঢ় সূত্র বিনিয়োগ করিবে । ৯

নাত্মনা এই কথার এই অর্থ—নিজে মালাকে গ্রথিত করিবে না । কাহারও মতে
মূলবিদ্যা দ্বারা মালা গ্রথিত করিবে । যেমন একবীরাকল্পে বলিয়াছেন (১০)—

সাধক শ্রেষ্ঠ পূর্বোক্ত মাতৃকাবর্ণের দ্বারা অথবা নিজের উপাস্ত বিদ্যা দ্বারা
মালা গ্রথিত করিবে । অথবা সুবর্ণাদি সূত্রের দ্বারা গ্রথিত করিবে । ১১

ব্রহ্মগ্রন্থিঃ ততো দত্তাঙ্গাগপাশমথাপি বা ।

কবচেনাহববধৌয়ান্ মালাং ধ্যান-পরায়ণঃ ॥ ১১

সর্বশেষং ততো মেরুং সূত্রদ্বয়-সমন্বিতম্ ।

গ্রন্থয়েৎ তারযোগেন বধৌয়াৎ সাধিকোত্তমঃ ।

এবং নিষ্পাদ্য দেবেশি ! প্রতিষ্ঠাঞ্চ সমাচরেৎ ॥ ১৩

নাগপাশো বন্ধনবিশেষঃ^১ । গৌতমীয়ে—

মুখে মুখঞ্চ সংযোজ্য পুচ্ছে পুচ্ছঞ্চ যোজয়েৎ ।

গোপুচ্ছ-সদৃশী মালা যদ্বা সর্পাকৃতির্ভবেৎ ।

এবং নির্মায় মালাং বৈ শোধয়েন্ মুনিসত্তম ! ॥ ১৪

অথ মালাসংস্কারপ্রয়োগঃ

স্বস্তিবাচ্য ওঁ অণ্ডেত্যাদি অমুকদেবতামুকমন্ত্রজপার্থমমুক-মালা-সংস্কার-মহং করিয়ে ইতি সংকল্প্য অশ্বখপত্র-নবকেন পদ্মাকারং কল্পয়িত্বা তন্মধ্যে মাতৃকাং মূলমন্ত্রঞ্চোচ্চরন্ মালাং স্থাপয়িত্বা ওঁ সন্তোজাতং প্রপদ্যামি সন্তো-জাতায় বৈ নমঃ । ভবেহভবেহনাদিভাবে ভজস্ব মাং ভবোদ্ভবায় নমঃ ।

সেই মালাতে ব্রহ্মগ্রন্থি দিবে অথবা নাগপাশ গ্রন্থি দিবে । ধ্যান পরায়ণ ব্যক্তি কবচ (ছং) মন্ত্রের দ্বারা মালায় সূত্রদ্বয়কে বাঁধিবে । ১২

তাহার পর সর্বশেষে সাধকশ্রেষ্ঠ সূত্রদ্বয় সমন্বিত মেরুকে প্রণবের দ্বারা বন্ধন করিবে । হে দেবেশি ! এইরূপে মালা গাঁথিয়া প্রতিষ্ঠা করিবে । ১৩

নাগপাশ বন্ধন-বিশেষ । গৌতমীয় তন্ত্রে বলিয়াছেন—একটি মণির মুখে অপর মণির মুখ যুক্ত করিয়া পুচ্ছে পুচ্ছ যুক্ত করিবে । মালাটি গোপুচ্ছের মতন হইবে, অথবা সর্পের আকৃতির মতন হইবে । হে মুনিসত্তম ! এইরূপে মালাকে নির্মাণ করিয়া শোধন করিবে । ১৪

অনন্তর মালায় সংস্কার প্রয়োগ কথিত হইতেছে । স্বস্তি বাচন করিয়া ওঁ অণ্ডেত্যাদি ইত্যাদিরূপে মাস পক্ষ, তিথি প্রভৃতির উল্লেখ করিয়া অমুকদেবতামুক-মন্ত্র-জপার্থং (অমুক দেবতার অমুক মন্ত্রের জপের নিমিত্ত) অমুকমালাসংস্কারমহং অমুকমালায় সংস্কার আমি) করিয়ে (করিব) এইরূপ বাক্যে সঙ্কল্প করিতা নয়টি অশ্বখপত্রের দ্বারা একটি পদ্মাকার পাত্র রচনা করিয়া তন্মধ্যে মাতৃকা ও মূলমন্ত্র

ইতি সটোজাত-মন্ত্ৰেণ পঞ্চগব্যেন ক্ষালয়িত্বা তেনৈব সজ্জলেনাপি ক্ষালয়েৎ ।
পঞ্চগব্য-প্রমাণস্ত গৌতমীয়ে (১৫)—

পলমাত্রং দুষ্কভাগং গোমূত্রং তাবদিচ্ছতে ।

ঘৃতঞ্চ পলমাত্রং স্রাদ্ গোমূত্রং তোলক-দ্বয়ম্ ॥ ১৬

দধি প্রসূতিমাত্রং স্রাদ্ পঞ্চগব্যমিদং স্মৃতম্ ।

অথবা পঞ্চগব্যানাং সমানো ভাগ ইচ্ছতে ॥ ১৭

পঞ্চগব্যানাং পৃথগভিমন্ত্রণং ন তান্ত্রিকম্ । ততঃ ওঁ বামদেবায় নমো
জ্যেষ্ঠায় নমঃ শ্রেষ্ঠায় নমো রুদ্রায় নমঃ কালায় নমঃ কলবিকরণায় নমো
বলবিকরণায় নমো বলায় নমো বলপ্রমথনায়^১ নমঃ সর্বভূতদমনায় নমো
মনোহনায় নমঃ ইতি বামদেব-মন্ত্ৰেণ চন্দনাগুরু-গন্ধাদির্ঘর্ষয়েৎ । ১৮

ততঃ—ওঁ অঘোরেভ্যোহথ ঘোরেভ্যো ঘোর-ঘোরতরেভ্যঃ । সর্বতঃ সর্ব-
সর্বেভ্যো নমস্তে অস্ত রুদ্ররূপেভ্যঃ । ইতি অঘোরমন্ত্ৰেণ ধূপেন ধূপয়েৎ ।
ততঃ ওঁ তৎপুরুষায় বিদ্মহে মহাদেবায় ধীমহি তন্নো রুদ্রঃ প্রচোদয়াদिति
তৎপুরুষ-মন্ত্ৰেণ চন্দনাদিনা লেপয়েৎ । ১৯

উচ্চারণ করিতে করিতে মালাকে স্থাপন করিয়া মূলোক্ত সটোজাতমন্ত্ৰে পঞ্চগব্যের
দ্বারা প্রক্ষালন করিয়া সেই মন্ত্ৰেই সং (নির্মল) সুগন্ধ জলের দ্বারা প্রক্ষালন
করিবেন । গৌতমীয় তন্ত্ৰে পঞ্চগব্যের পরিমাণ এইরূপ কথিত হইয়াছে (১৫)—

দুষ্ক ভাগ ১ পল মাত্র ; গোমূত্র সেই পরিমাণ (১ পল পরিমাণ) কথিত হইয়াছে ।
ঘৃত পলমাত্র হইবে । গোমূত্র দুই তোলা হইবে । দধি প্রসূতি পরিমাণ হইবে ।
ইহাই পঞ্চগব্য বলিয়া কথিত হইয়াছে । অথবা গোমূত্রাদি পাঁচটি গব্যের ভাগ সমান
কথিত হইয়াছে । ১৬-১৭

পঞ্চগব্যের পৃথক্ তান্ত্রিক অভিমন্ত্রণ নাই । তাহার পর ওঁ বামদেবায় নমঃ ইত্যাদি
মনোহনায় নমঃ ইত্যন্ত মূলোক্ত বামদেব মন্ত্ৰে চন্দন, অগুরু, কর্পূর, গন্ধাদি দ্বারা ঘর্ষণ
করিবে । ১৮

তাহার পর ওঁ অঘোরেভ্যঃ ইত্যাদি রুদ্ররূপেভ্যঃ ইত্যন্ত মূলোক্ত অঘোর মন্ত্ৰে
ধূপের দ্বারা ধূপিত করিবে । তাহার পর ওঁ তৎপুরুষায় ইত্যাদি প্রচোদয়াৎ ইত্যন্ত
মূলোক্ত তৎপুরুষ মন্ত্ৰে চন্দনাদি দ্বারা লেপন করিবে । ১৯

১। খ—বলপ্রমথনায়েত্যনন্তরং নমো মনোমথনায় নমঃ সর্বভূত-দমনায় নমঃ ইতি পাঠঃ ।
ক—কলবিকরণায় নমো বলবিকরণায় নমো বলপ্রমথনায় নমো নমঃ সর্বভূত-দমনায় মনোহনায়
নমঃ ইতি পাঠঃ । বেদসম্বত প্রকৃত-পাঠস্ত মূলে লিখিতঃ ।

ভূত: ও ঈশান: সর্ববিদ্যানামীশ্বর: সর্বভূতানাং ব্রহ্মাধিপতিব্রহ্মণোহধি-
পতিব্রহ্মা । শিবো মেহস্ত সদাশিবোম্ । ইতি পঞ্চমমন্ত্রেণ প্রত্যেকং শতং শত-
মভিন্ময়েৎ স্কৃৎ স্কৃৎ সমুদায়মালায়াং বা শতজপ: । যথা গৌতমীয়ে (২০)—

অশ্বথপত্র-নবকৈ: পদ্মাকারস্ত কারয়েৎ ।

তন্মধ্যে স্থাপয়েন্ মালাং মাতৃকাং মন্ত্রমুচ্চরন্ ।

ক্ষালয়েৎ পঞ্চগব্যেন সন্তোজাতেন সঙ্জলৈ: ॥ ২১

মন্ত্রঃ—মূলমন্ত্রম্, মূলমিত্যপি কচিৎ পাঠ: । সন্তোজাতেন—সন্তোজাতাখ্য-
মন্ত্রেণ । এবং পরত্রাপি সর্বত্র । ২২

তথা— চন্দনাগুরু-গন্ধাঔর্বামদেবেন ঘর্ষয়েৎ ।

ধূপয়েৎ তামঘোরেণ লিম্পেৎ তৎপুরুষেণ তু ॥ ২৩

মন্ত্রয়েৎ পঞ্চমেনৈব প্রত্যেকস্ত শতং শতম্ ।

মেরুঞ্চ মন্ত্রয়েচ্চৈব মনুনা শতমেব হি ।

যদা— প্রত্যেকং মন্ত্রয়েন্ মন্ত্রী পঞ্চমেন স্কৃৎ স্কৃৎ ॥ ২৪

তাহার পর ও ঈশান: সর্ববিদ্যানাং ইত্যাদি সদাশিবোঃ ইত্যন্ত মূলোক্ত পঞ্চম
ঈশান মন্ত্রে মালার প্রতি মণিকে ১০০বার অভিমন্ত্রিত করিবে অথবা ১বার অভিমন্ত্রিত
করিবে । অথবা সমুদায় মালার ১০০ বার জপ হইবে । যেমন গৌতমীয় তন্ত্রে
বলিয়াছেন (২০)—

নয়টি অশ্বথ পত্রের দ্বারা পদ্মাকার পাত্র করিবে । মাতৃকা ও মন্ত্র উচ্চারণ করিতে
করিতে তাহার মধ্যে মালাকে রাখিবে । সন্তোজাত মন্ত্রে পঞ্চগব্যের দ্বারা প্রক্ষালন
করিয়া ঐ মন্ত্রে নির্মল সুগন্ধি জলের দ্বারা প্রক্ষালন করিবে । ২১

মন্ত্র—মূলমন্ত্র (উপাস্ত দেবতার মন্ত্র) । কোন কোন পুস্তকে মন্ত্রং স্থলে মূলম্
এই পাঠ আছে । তাহার অর্থ—মূলমন্ত্র । সন্তোজাতেন—সন্তোজাতনামক মন্ত্রের
দ্বারা । অন্ত সকল স্থলে এইরূপ জানিবে । ২২

সেইরূপ আরও উক্ত হইয়াছে—চন্দন, অগুরু, গন্ধাদি দ্রব্যের দ্বারা বামদেব মন্ত্রে
ঘর্ষণ করিবে । অঘোর মন্ত্রের দ্বারা ধূপিত করিবে । তৎপুরুষ মন্ত্রের দ্বারা লেপন
করিবে । ২৩

পঞ্চম ঈশান মন্ত্রেরই দ্বারা প্রত্যেক মণিকে ১ শত ১ শত করিয়া মন্ত্রিত করিবে ।
এই মন্ত্রের দ্বারা মেরুকে শতবারই অভিমন্ত্রিত করিবে । অথবা মন্ত্রজ্ঞ সাধক পঞ্চমের
দ্বারা প্রত্যেক মণিতে এক এক বার পঞ্চম মন্ত্র জপ করিবে । ২৪

গৌতমীয়ে—সমুদায়মালামধিকৃত্য “পঞ্চমেন তু সূক্তেন শতান্যানেন মন্ত্রয়েদি”তি বচনাৎ সমুদায়মালায়াং বা শতরূপঃ । ততো মালাভেন মালায়াঃ প্রাণপ্রতিষ্ঠাং তত্র কৃত্বা মূলমন্ত্রেণ তাং মালাং পূজয়িত্বা তত্রাবাহ মূলদেবতাং^১ পূজয়েৎ । যথা—সনৎকুমার-সংহিতায়াম্ (২৫)—

সংস্কৃত্যেবং বুধো মালাং তৎপ্রাণাংস্তত্র যোজয়েৎ

মূলমন্ত্রেণ তাং মালাং পূজয়েদ্ দ্বিজসত্তম ! ॥ ২৬

তৎ-প্রাণান্—মালা-প্রাণান্ । তত্র—মালায়াম্ ।

তথা— তত্রাবাহ যজেদ্ দেবং যথা বিভব-বিস্তরৈঃ ।

বারাহীতন্ত্রে— ওঁ মালে মালে মহামালে সর্বতত্ত্বস্বরূপিণী^২ ! ।

চতুর্বর্গস্থয়ি শাস্ত্রস্তস্মান্মো সিদ্ধিদা ভব ॥ ২৭

মায়া-বীজাদিকং কৃত্বা রক্তপুষ্পৈঃ প্রপূজয়েৎ ।

তথা চ মায়াবীজমুচ্চার্য্য এতন্মন্ত্রং পঠিত্বা রক্তপুষ্পৈর্মালাং পূজয়েৎ ।

এতচ্-শক্তি বিষয়ে । বৈষ্ণবে তু যামলে (২৮)—

গৌতমীর তন্ত্রে সমুদায় মালাকে অধিকার (বিবরণ) করিয়া “পঞ্চম সূক্তের দ্বারা অন্যান্য শত বার মন্ত্রিত করিবে” এই বচন থাকায় সমুদায় মালার শতবার জপ কর্তব্য । তাহার পর সেই মালাতে মালাত্মরূপে মালার প্রাণ প্রতিষ্ঠা করিয়া মূলমন্ত্রের দ্বারা সেই মালাকে পূজা করিয়া সেই মালাতে মূল দেবতাকে আবাহন করিয়া পূজা করিবেন । যেমন সনৎকুমার সংহিতায় বলিয়াছেন (২৫)—

পণ্ডিত সাধক এই মালাকে এই প্রকারে সংস্কার করিয়া সেখানে তাহার প্রাণ যোজনা (প্রতিষ্ঠা) করিবেন । হে দ্বিজশ্রেষ্ঠ । মূল মন্ত্রের দ্বারা সেই মালাকে পূজা করিবে । ২৬

তৎপ্রাণান্—মালার প্রাণকে । তত্র—মালাতে । তন্ত্রে সেইরূপ উক্ত হইয়াছে— সেইখানে দেবতাকে আবাহন করিয়া বৈভব বিস্তার অনুসারে দেবতাকে পূজা করিবে ।

বারাহী তন্ত্রে মালামন্ত্র বলিয়াছেন—ওঁ মালে ইত্যাদি । তাহার অর্থ—হে মালে মালে । হে মহামালে । তুমি সর্বতত্ত্বস্বরূপিণী । তোমাতে চতুর্বর্গ শাস্ত্র রহিয়াছে । সেই হেতু আমার প্রতি সিদ্ধিপ্রদা হউন । ২৭

ঐ মালাতে মন্ত্রকে মায়াবীজাদি করিয়া রক্তপুষ্প সমূহের দ্বারা পূজা করিবে । তাহা হইলে মায়াবীজ উচ্চারণ সহকারে সেই মন্ত্র পড়িয়া রক্তবর্ণ পুষ্প সমূহের দ্বারা

বাগ্ভবঃ তথা লক্ষ্মীমাল্যাদি-মালিকাস্তুতঃ^১ ।

ওস্তাং হৃদয়বর্ণাস্তাং মন্ত্ৰেণানেন পূজয়েৎ ॥ ২৯

তেন ঐ^২ শ্রীং^৩ অক্ষমালিকায়ৈ নমঃ ইতি মন্ত্ৰেণ পূজয়েৎ । ততঃ প্রথমাদিতো মেরুপর্য্যাস্তং মের্বাদিতঃ প্রথমপর্য্যাস্তঞ্চ মূলমন্ত্ৰেণ সমুদিত-মাতৃকা-বর্নৈশ্চ প্রত্যেকমভিমন্ত্রয়েৎ । ততো মালায়া দেবতাত্ত্বসিদ্ধিকামোহষ্টোত্তরশতং জুহুয়াৎ । ঋবশেষমাজ্যং প্রতিবারং মালায়াং ক্ষিপেৎ । হোমাশক্তৌ দ্বিগুণ-তয়া ষোড়শাধিক-শতদ্বয়-জপঃ । ততস্ত্বং মালে সর্বদেবানামিতি বক্ষ্যমাণ-মন্ত্ৰেণ নমস্কৃত্য মালাং গোপয়েৎ । ততো গুরবে দক্ষিণাং দত্ত্বাৎ । যথা বা^৪ বারাহীতন্ত্রে (৩০)—

মন্ত্রয়েন্ মূলমন্ত্ৰেণ ক্রমেণোৎক্রম-যোগতঃ ।

তথৈব মাতৃকাবর্নৈর্মন্ত্রয়েৎ^৩ তাস্ত্ব মন্ত্রবিৎ ॥ ৩১

যোগিনীহৃদয়ে—হোমকর্ম ততঃ কুর্যাদ্ দেবতাভাব-সিদ্ধয়ে ।

মালাকে পূজা করিবেন । ইহা শক্তিবিষয়ে জানিবে । বৈষ্ণব বিষয়ে কিন্তু জামলে বলিয়াছেন (২৮)—

বাগ্ভব (ঐং) সেইরূপ লক্ষ্মী (শ্রীং), চতুর্থী বিভক্তিয়ুক্ত হৃদয়বর্ণাস্ত (নমঃ পদান্ত) অক্ষমালিকা বলিলে অক্ষমালার ঐং শ্রীং অক্ষমালিকায়ৈ নমঃ এই মন্ত্র হয় । এই মন্ত্রের দ্বারা অক্ষমালাকে পূজা করিবে । ২৯

তাহাতে ঐং শ্রীং অক্ষমালিকায়ৈ নমঃ এই মন্ত্রের দ্বারা পূজা করিবেন । তাহার পর প্রথম হইতে মেরু পর্য্যাস্ত মেরু হইতে প্রথম পর্য্যাস্ত মূলমন্ত্রে ও সমুদিত মাতৃকাবর্ণ দ্বারা প্রত্যেক মণিকে অভিমন্ত্রিত করিবেন । তাহার পর মালার দেবতাত্ত্ব সিদ্ধিকামী হইয়া ১০৮বার হোম করিবেন । ঋবশেষ আজ্য প্রতিবার মালাতে নিক্ষেপ করিবেন । হোমে অসমর্থ হইলে দ্বিগুণ ষোড়শ অধিক শতদ্বয় (২১৬) মন্ত্র জপ কর্তব্য । যেমন বা বারাহী তন্ত্রে বলিয়াছেন (৩০)—

মন্ত্রবিৎ সাধক সেই মালাকে ক্রমে ও উৎক্রমে (অনুলোম ও বিলোমে) মূলমন্ত্র দ্বারা মন্ত্রিত করিবে । সেইরূপ অনুলোম ও বিলোমে মাতৃকাবর্ণ সমূহের দ্বারাও মন্ত্রিত করিবে । ৩১

যোগিনী হৃদয়ে বলিয়াছেন—পূজার অনন্তর মালার দেবতাব সিদ্ধির জন্য হোম

অষ্টোত্তরশতং হৃদা সম্পাতাজ্যং বিনিষ্কিপেৎ ।

হোমকর্মণ্যশক্তশ্চেদ দ্বিগুণং জপমাচরেৎ ॥ ৩২

দেবতা-ভাবো—দেবতাভং, মালায়ামিত্যর্থাৎ । তথা তত্রৈব—

নাশ্রমস্তং জপেন্দ্রী কম্পয়েন্ন বিধুনয়েৎ ।

কম্পনাং সিদ্ধিহানিঃ স্মাদ্ ধুননং বহুদুঃখদম্ ॥ ৩৩

শব্দে জাতে ভবেদ্ রোগঃ করভ্রষ্টা বিনাশকৃৎ ।

হিন্নে সূত্রে ভবেন্ মৃত্যুশাস্মাদ্ যত্নপরো ভবেৎ ।

জপান্তে কর্ণদেশে বা উচ্চদেশেহথবা শ্রুসেৎ^১ ॥ ৩৪

ত্বং মালে সর্বদেবানাং সর্বসিদ্ধি-প্রদা মতা ।

তেন সত্যেন মে সিদ্ধিং দেহি মাতর্নমোহস্ত তে ॥ ৩৫

ইত্যুক্ত্বা পরিণম্যাথ^২ গোপয়েদ্ যত্নতো গৃহী ।

জীর্ণে সূত্রে পুনর্মাল্যং গ্রথয়িত্বা শতং জপেৎ ॥ ৩৬

করিবে । ১০৮ বার হোম করিয়া মালায় সম্পাতাজ্য (আহতিশেষ দ্রুত) নিষ্কেপ করিবে । হোম কর্মে অশক্ত হইলে হোম সংখ্যার দ্বিগুণ জপ করিবে । ৩২

দেবতাভাব—দেবতাভ অর্থাৎ মালায় দেবতাভ । সেই যোগিনী হৃদয়েই সেইরূপ কথিত হইয়াছে ।

মন্ত্রজ্ঞ সাধক যে মন্ত্রের দ্বারা মালা সংস্কার করিবে, সেই মালায় অন্য দেবতার মন্ত্র জপ করিবে না । জপকালে অঙ্গের বিধুনন ও কম্পন করিবে না । কম্পন হইতে সিদ্ধিহানি হয় । বিধুনন বহু দুঃখপ্রদ হয় । ৩৩

মালায় শব্দ উৎপন্ন হইলে রোগ হইবে । মালা করভ্রষ্টা হইলে বিনাশকারী হয় । মালায় সূত্র জপকালে হিন্ন হইলে মৃত্যু হয় । অতএব ঐ সকল বিষয়ে যত্নপর হইবে । জপের শেষে কর্ণদেশে অথবা কোন উচ্চস্থানে মালাকে রাখিবে । ৩৪

মূলোক্ত ত্বং মালে ইত্যাদির অর্থ—হে মালে ! তুমি সমস্ত দেবগণের সিদ্ধিপ্রদা কথিত হইয়াছ । সেই সত্যে আমাকে সিদ্ধি দাও । হে মাতঃ ! তোমাকে আমার নমস্কার । ৩৫

ত্বংমালে ইত্যাদি মূলোক্ত মন্ত্র বলিয়া প্রণাম করিয়া অনন্তর গৃহী যত্নপূর্বক মালাকে রক্ষা করিবে । সূত্র জীর্ণ হইলে পুনরায় নূতন সূত্রে মালা গাঁথিয়া ১০০ মন্ত্র জপ করিবে । ৩৬

অত্র ধূননম্—উর্ধ্বাধঃ চালনম্ । কম্পনং—তির্য্যক্ চালনমিতি ভেদঃ । ৩৭

অথ রুদ্রাক্ষমাহাত্ম্যম্ । যথা কালিকাপুরাণে—

মালাবীক্ষেষু সর্বেষু রুদ্রাক্ষো মৎপ্রিয়াং প্রিয়ঃ ॥ ৩৮

অন্যত্র— একবক্তৃঃ শিবঃ সাক্ষাদ্ ব্রহ্মহত্যাং ব্যপোহতি ।

দ্বিবক্তে । হরগৌরী স্যাদ্ গোবধাত্মঘ-নাশকুং ॥ ৩৯

ত্রিবক্তে হি যিঞ্জিষ্মোথ-পাপরাশিং প্রণাশয়েৎ ।

চতুর্বক্তৃঃ স্বয়ং ব্রহ্মা নরহত্যাং ব্যপোহতি ॥ ৪০

পঞ্চবক্তৃস্তু কালাগ্নিরগম্যাভক্ষ্য-পাপ-মুং ।

ষড়্‌বক্তৃস্তু গুহঃ সাক্ষাদ্ গর্ভহত্যা শমেদধম্ ।

সপ্তবক্তৃস্তুনন্তঃ স্যাৎ স্বর্ণস্তেয়াঘ-মুং সদা ॥ ৪১ ॥ ইত্যাদি ।

নরহত্যাং—মনুষ্যবধম্ । অগম্যেতি । অগম্যাগমনাহভক্ষ্য-ভক্ষণজন্য-পাপ-
করকারকমিত্যর্থঃ । গর্ভহত্যেতি । গর্ভহত্যা গর্ভঘাতেন যদধম্, তৎ শমেৎ
শমেদিত্যর্থঃ । ৪২

এ স্থলে ধূনন হইতেছে মন্তকের উর্ধ্ব ও অধোদিকে চালন । কম্পন হইতেছে
তির্য্যক্ ভাবে মন্তকের চালন । ধূনন ও কম্পনের এই ভেদ । ৩৭

অনন্তর রুদ্রাক্ষ মাহাত্ম্য কথিত হইতেছে । যেমন কালিকাপুরাণে বলিয়াছেন—
সমস্ত মালাবীক্ষের মধ্যে রুদ্রাক্ষ আমার প্রিয় হইতে প্রিয় । ৩৮

অন্যত্রও উক্ত হইয়াছে—একমুখ রুদ্রাক্ষ সাক্ষাৎ শিবস্বরূপ, উহা ব্রহ্মহত্যাকে নাশ
করে । দ্বিমুখ রুদ্রাক্ষ হরগৌরী হইয়া থাকেন । ইনি গোবধাদি পাপের নাশকারী ।

তিনমুখ রুদ্রাক্ষ অগ্নিস্বরূপ, ইনি তিনটি অম্লকৃত পাপরাশিকে নাশ করেন ।
চারিমুখ রুদ্রাক্ষ স্বয়ং ব্রহ্মা, ইনি নরহত্যা জনিত পাপ নাশ করেন । ৩৯-৪০

পঞ্চমুখ রুদ্রাক্ষ কালাগ্নিস্বরূপ, ইনি অগম্যাগমন জন্ম এবং অভক্ষ্য ভক্ষণ জন্ম
পাপ নাশ করেন । ষড়্‌মুখ রুদ্রাক্ষ সাক্ষাৎ কান্তিকস্বরূপ । ইনি গর্ভহত্যা জনিত
পাপ নাশ করেন । সপ্তমুখ রুদ্রাক্ষ অনন্ত হন । ইনি স্বর্ণের অপহরণ জনিত পাপ
সর্বদা নাশ করেন । ইত্যাদি । ৪১

নরহত্যা—মনুষ্যবধ । অগম্যা এই পদের এই অর্থ—অগম্যা গমন ও অভক্ষ্য ভক্ষণ
জনিত পাপের করকারক । গর্ভহত্যা এই পদের এই অর্থ—গর্ভহত্যা অর্থাৎ গর্ভঘাত,
তদজন্ম যে পাপ, তাহাকে শম করে অর্থাৎ নাশ করে । ৪২

তথা— শিখায়াং হস্তয়োঃ কণ্ঠে কর্ণয়োশ্চাপি যো নরঃ ।
 রুদ্রাক্ষং ধারয়েদ্ ভক্ত্যা শৈবং লোকমবাप्নুয়াৎ ॥ ৪৩
 রুদ্রাক্ষে দেহ-সংস্থে তু কুকুরো ভ্রিয়তে যদি ।
 সোহপি রুদ্রপদং যাতি কিং পুনর্যনবা গুহ ! ॥ ৪৪
 সপ্তবিংশতি-রুদ্রাক্ষ-মালায়া দেহ-সংস্থয়া ॥
 যঃ^১ কৰোতি নরঃ পুণ্যং সৰ্বং কোটিগুণং ভবেৎ ॥ ৪৫
 যো দদাতি দ্বিজাতিভ্যো রুদ্রাক্ষং ভুবি ষণ্মুখ ! ।
 তস্ম প্রীতো ভবেদ্ রুদ্রঃ স্বপদঞ্চাপি যচ্ছতি^২ ॥ ৪৬

ইতি রুদ্রাক্ষমাহাত্ম্যম্^৩ । অথ রুদ্রাক্ষ-সংস্কারঃ ।

বিনা মন্ত্রেণ যো ধত্তে রুদ্রাক্ষং ভুবি মানবঃ ।
 স যাতি নরকান্ ঘোরান্ যাবদিদ্রাশ্চতুর্দশ ॥ ৪৭

অতএব রুদ্রাক্ষ-সংস্কার আবশ্যকঃ ইত্যাচ্যতে—

আরও উক্ত হইয়াছে—যে মানব শিখায়, হস্তদ্বয়ে, কণ্ঠে ও দুই কর্ণে তক্তির সহিত রুদ্রাক্ষ ধারণ করে, সে শৈব লোক লাভ করিতে পারে । ৪৩

রুদ্রাক্ষ দেহযুক্ত হইলে অর্থাৎ দেহে রুদ্রাক্ষ ধারণ করিয়া যদি কুকুর পক্ষত লাভ করে, তবে সেও রুদ্র লোকে গমন করে । হে গুহ ! মানবগণ যে রুদ্রলোকে যাইবে, এ বিষয়ে আর বক্তব্য কি ? ৪৪

দেহস্থিত সপ্তবিংশতি রুদ্রাক্ষের মালায় অর্থাৎ সপ্তবিংশতিসংখ্যক রুদ্রাক্ষের মালা দেহে ধারণ করিয়া যে মানব পুণ্য কর্ম করে, তাহার সমস্ত ফল কোটিগুণ হয় । ৪৫

হে ষণ্মুখ । (কাণ্ডিকেশ ।) যে মানব এই পৃথিবীতে ব্রাহ্মণগণকে রুদ্রাক্ষ দান করে, তাহার প্রতি রুদ্র প্রীত হন এবং তাহাকে নিজের পদ প্রদান করেন । ৪৬

রুদ্রাক্ষের মাহাত্ম্য সমাপ্ত হইল । অনন্তর রুদ্রাক্ষ সংস্কার কথিত হইতেছে ।

যে মানব এই পৃথিবীতে বিনা মন্ত্রে রুদ্রাক্ষ ধারণ করে, সে চতুর্দশ ইন্ড্রের স্থিতিকাল পর্য্যন্ত ঘোর নরকসমূহে গমন করে । ৪৭

এইরূপ (পদ্মপুরাণের) বচন আছে । অতএব রুদ্রাক্ষ সংস্কার আবশ্যক । এইরূপ তাহা কথিত হইতেছে ।

১। ধ—বৎ কৰোতি ।

২। ধ—স্বপদঞ্চ প্রযচ্ছতি ।

৩। ধ—রুদ্রাক্ষমালামাহাত্ম্য-

পঞ্চগব্য-পঞ্চামৃতভ্যাং প্রকাল্য তদুপরি নমঃ শিবায়েতি পঞ্চাক্ষরমন্ত্রঃ,
ওঁ ত্র্যম্বকং যজামহে সূর্য্যগন্ধি পুষ্টিবর্দ্ধনম্, উর্বারিকমিব বন্ধনান্ মৃত্যোর্মুক্তীর
মামৃতাদিতি ত্র্যম্বকমন্ত্রঃ, ওঁ হৌঁ অঘোরে হৌঁ ঘোরে হুং ঘোরতরে ওঁ হ্রৌঁ হ্রীঁ
সর্বতঃ সর্বেভ্যো নমস্তে রুদ্ররূপিণে । হুঁ ইতি মন্ত্রঞ্চ জপ্ত্বা যথায়থমন্ত্রৈঃ
প্রত্যেকং শতং শতং সক্রুং সক্রুদ্ বাহতিমন্ত্রয়েৎ । ৪৮

এক-বক্তাদি-ক্রমেণ মন্ত্রো যথা—(১) ওঁ ওঁ ভৃশং নমঃ (২) ওঁ ওঁ নমঃ
(৩) ওঁ হ্রীঁ নমঃ (৪) ওঁ হ্রীঁ নমঃ (৫) ওঁ হুঁ নমঃ (৬) ওঁ হুঁ নমঃ
(৭) ওঁ ওঁ হুঁ হুঁ নমঃ । ইত্যাদি । ৪৯

অথ ক্রমেণ ধারণ-মন্ত্রাঃ । (১) ওঁ ঐঁ (২) ওঁ শ্রীঁ । (৩) ওঁ ক্রুঁ ক্রুঁ
(৪) ওঁ হ্রীঁ হুঁঃ (৫) ওঁ হ্রীঁ (৬) ওঁ ঐঁ হ্রীঁ (৭) ওঁ হ্রীঁ ইত্যাদি । ৫০
ইতি রুদ্রাক্ষ-সংস্কারঃ ।

পঞ্চগব্য ও পঞ্চামৃতেষাং দ্বারা রুদ্রাক্ষকে প্রকালন করিয়া তাহার উপরে নমঃ শিবায়
এই পঞ্চাক্ষর মন্ত্র, ওঁ ত্র্যম্বকং যজামহে ইত্যাদি মূলোক্ত ত্র্যম্বক মন্ত্র, ওঁ হৌঁ অঘোরে
ইত্যাদি মূলোক্ত মন্ত্র জপ করিয়া একমুখাদি ক্রমে যথায়থম মন্ত্র সমূহের দ্বারা প্রতি
রুদ্রাক্ষকে একশত একশত বার অথবা একবার অভিমন্ত্রিত করিবেন । ৪৮

এক মুখাদিক্রমে অভিমন্ত্রণ মন্ত্র হইতেছে যথা—(১) ওঁ ওঁ ভৃশং নমঃ (২) ওঁ ওঁ
নমঃ (৩) ওঁ হ্রীং নমঃ (৪) ওঁ হ্রীং নমঃ (৫) ওঁ হুং নমঃ (৬) ওঁ হুং নমঃ (৭) ওঁ ওঁ হুং
হুং নমঃ ইত্যাদি । ৪৯

টিপ্পনী । অষ্টমুখ হইতে চতুর্দশমুখ পর্য্যন্ত রুদ্রাক্ষ অতিদুর্লভ বলিয়া গ্রন্থকার
বাহুল্যভরে তাহাদের অভিমন্ত্রণ মন্ত্র এখানে লিখেন নাই । তন্ত্রসার লিখিত সেই
মন্ত্রগুলি এখানে লিখিত হইল । (৮) ওঁ সং হুং নমঃ (৯) ওঁ হুং নমঃ (১০) ওঁ ই নমঃ
(১১) ওঁ হ্রীং নমঃ (১২) ওঁ হ্রীং নমঃ (১৩) ওঁ কাং কৌং নমঃ (১৪) ওঁ নমো নমঃ । ৪৯

একমুখাদি ক্রমে ধারণ মন্ত্রগুলি যথা—(১) ওঁ ঐং (২) ওঁ শ্রীং (৩) ওঁ ক্রুং ক্রুং
(৪) ওঁ হ্রীং হুং (৫) ওঁ হ্রীং (৬) ওঁ ঐং হ্রীং (৭) ওঁ হ্রীং । ইত্যাদি । ৫০

টিপ্পনী । তন্ত্রসার হইতে অষ্টমুখ হইতে চতুর্দশ মুখ রুদ্রাক্ষের ধারণমন্ত্র যথাক্রমে
লিখিত হইল । (৮) ওঁ ক্রুং ক্রুং (৯) ওঁ হ্রীং (১০) ওঁ হ্রীং (১১) ওঁ শ্রীং (১২) ওঁ
হ্রীং হ্রীং (১৩) ওঁ কৌং কৌং (১৪) ওঁ উং মাং । ৫০

রুদ্রাক্ষ সংস্কার কথিত হইল ।

১। ঐ—ওঁ হ্রীং নমঃ । তন্ত্রসারে—ওঁ ওঁ নমঃ । ২। ঐ—ওঁ হ্রীং হুঃ । তন্ত্রসারে—ওঁ হ্রীং হুং ।
৩। ঐ—ওঁ হ্রীং । ৪। ঐ—ওঁ হ্রীং । তন্ত্রসারে—ওঁ হ্রীং ।

অথ মহাশঙ্খমালা-সংস্কারঃ

তন্ত্রে— আনীয় হিঙ্গশীর্ষস্ত নরস্য পতিতস্য চ ।

তুলসী-গোময়াম্পৃষ্টঃ তথা গন্ধোদকেন চ ॥ ৫১

জ্বন-ব্রাহ্মণাশ্রম্য তৎ কার্য্যং সাধকৈজ্ঞৈনৈঃ ।

অম্পৃষ্টং তচ্চ জানীয়াচ্ছালগ্রাম-শিলাদিভিঃ ॥ ৫২

গুরুং ততঃ প্রণম্যাদৌ সংস্কুর্য্যাক্ জপমালিকাম্ ।

কৃত-নিত্য-ক্রিয়ো মন্ত্রী মালাঞ্চ ক্রমতো যজ্ঞে ॥ ৫৩

ওঁ হ্রীং শ্রীং ক্লীং ক্লীং হুং ফট্ স্বাহা ইতি মন্ত্রেণ সপ্তদাহভিমন্ত্র্য চষকপাত্রাদৌ নিক্ষিপেৎ । ততঃ আবাহনাদি-মুদ্রয়া দেবীং তত্রাবাহ্য সপরি-
বারামূপচারৈঃ সম্পূজ্যতাম্ । বসিতি ধেনুমুদ্রয়াইমৃতীকৃত্য কবচেনাবগুণ্ড্য
মংস্র্যমুদ্রয়াচ্ছাচ্চ দেবীস্বরূপাং তামক্ষমালাং ধ্যায়ন্ বিন্দুপ্রক্ষেপং কুর্য্যৎ । ৫৪

তত্র মন্ত্রঃ । ওঁ হ্রীং স্বাহা । ওঁ শ্রীং স্বাহা^১ । ওঁ হুং স্বাহা । ওঁ ফট্ স্বাহা ।
ওঁ হ্রীং শ্রীং স্বাহা । ওঁ হ্রীং হুং স্বাহা । ওঁ হ্রীং ফট্ স্বাহা । ইতি সপ্তদা
অর্ঘ্যবিন্দুপ্রক্ষেপণং কৃৎবা কস্তুরী-ধূপাগুরুভির্ধূপয়িত্বা চষকাদি-পাত্রাচ্ছার্য্য

অনন্তর মহাশঙ্খ মালার সংস্কার কথিত হইতেছে । তন্ত্রে বলিয়াছেন—তুলসী
গোময়, ও গন্ধোদক দ্বারা অম্পৃষ্ট জ্বন, ব্রাহ্মণ ভিন্ন অন্য মনুষ্যের পতিত হিঙ্গ মুণ্ড
আনিয়া সাধক ব্যক্তি কর্তৃক শঙ্খ মালা নির্মাণ করিয়া তাহার সংস্কার কার্য্য
করিবে । উহা শালগ্রাম শিলা প্রভৃতির অম্পৃষ্ট জানিবে । ৫১-৫২

তাহার পর কৃতনিত্য ক্রিয় সাধক প্রথমে গুরুকে প্রণাম করিয়া জপ মালিকার
সংস্কার করিবে । ক্রমে ক্রমে মালাকে অর্চনা করিবে । ৫৩

ওঁ হ্রীং শ্রীং ক্লীং ক্লীং হুং ফট্ স্বাহা এই মন্ত্রে সাত বার মালাকে অভিমন্ত্রিত
করিয়া চষক পাত্রাদিতে নিক্ষেপ করিবেন । তাহার পর আবাহনী প্রভৃতি মুদ্রা দ্বারা
ইষ্টদেবীকে সেই মালায় আবাহন করিয়া উপচারের দ্বারা পরিবারের সহিত দেবীকে
পূজা করিবেন । সেই মালাকে বং এই মন্ত্রে ধেনুমুদ্রায় অমৃতীকরণ করিয়া, কবচ
(হুং) মন্ত্রে অবগুণ্ঠন করিয়া, মংস্র্যমুদ্রা দ্বারা আচ্ছাদন করিয়া, সেই অক্ষমালাকে
দেবীস্বরূপ ধ্যান করিতে করিতে তাহাতে অর্ঘ্যবিন্দু প্রক্ষেপ করিবে । ৫৪

মূলোক্ত অর্ঘ্যবিন্দু প্রক্ষেপ মন্ত্রে সাতবার অর্ঘ্যবিন্দু প্রক্ষেপ করিয়া কস্তুরী, ধূপ ও
অগুরু দ্বারা ধূপিত করিয়া চষকাদি পাত্র হইতে উত্তোলন করিয়া, মূলোক্ত অভিমন্ত্রণ

১। ব—ওঁ হ্রীং শ্রীং ক্লীং ক্লীং হুং ফট্ স্বাহা । ২। ব—ওঁ হ্রীং স্বাহা । ওঁ হুং স্বাহা ।
ওঁ ফট্ স্বাহা, ওঁ হ্রীং শ্রীং স্বাহা, ওঁ হ্রীং ক্লীং স্বাহা, ওঁ হ্রীং ফট্ স্বাহা ইতি সপ্তধেতি পাঠঃ ।

মালামভিমন্ত্রয়েৎ । তত্র মন্ত্রঃ—ওঁ হ্রীঁ শ্রীঁ মহাবজ্রিণি মহাঘোররূপে কর্কশ-
মহাস্থিমণ্ডলে প্রবিশ, সর্বসিদ্ধিং প্রযচ্ছ । ওঁ হুঁ শ্রীঁ হ্রীঁ স্বাহা । ওঁ
মহাকপালিণি মহাঘোররূপে স্বাহা । ওঁ ওঁ হ্রীং শ্রীং হ্রীং হুঁ ফট্ স্বাহা ।
ইত্যনেনাভিমন্ত্য দূর্বাঙ্কতৈরভ্যর্চ্য কামবীজেনোদ্দীপনং কৃত্বা উপচারৈরভ্যর্চ্য
মাতৃকামন্ত্রেণ সন্দীপ্য হুঁকারেণ বেষ্টয়েৎ । ততঃ ওঁ হুঁ হ্রীঁ হুঁ ওঁ হুঁ শ্রীঁ হুঁ
ওঁ হুঁ হুঁ ওঁ হুঁ ফট্ হুঁ ওঁ হুঁ স্বাহা, ১ ওঁ হুঁ মহাযোগিণি ত্রিভুবনতারিণি
মহাশঙ্খাস্থি-মালা-মধ্যে নিবাসং কুরু সর্বসিদ্ধিং দেহি সুরামাংসোপহারান্
গৃহু গৃহু গৃহ্যপয় গৃহ্যপয় হ্রীঁ শ্রীঁ হুঁ ফট্ স্বাহা ইত্যনেন যথোচিত-দ্রব্যেণ
বলিং দত্ত্বা সংহার-মুদ্রয়া দেবীং বিসৃজ্য নিভৃতস্থানে মালাং স্থাপয়েৎ । ৫৫

বিন্দুপ্রক্ষেপ ইত্যত্র বিন্দুঃ সুরা-বিন্দুঃ । স চ প্রতিनिधिनापि सिध्यति । এবং
শোধয়িত্বা পশ্চান্মালা-সংস্কার-বিধানেনাপি সংস্কারঃ করণীয় ইতি তান্ত্রিকাঃ । ৫৬

তন্ত্রে— অকস্মাদ্ বিহিতা সিদ্ধির্মহাশঙ্খস্ত মালায়া ।

মহাশঙ্খময়ী মালা জেয়া তারা-মনৌ প্রিয়ে ২ ॥ ৫৭

তথা— নরাস্থি-ঘটিতা মালা মহাশঙ্খা প্রকীর্তিতা ।

ইতি । অত্রাস্থিপদেন গণ্ডদেশাস্থি গ্রাহমিতি সাধকাঃ ॥ ৫৮

ইতি মহাশঙ্খ-মালা-সংস্কারঃ ।

মন্ত্রে মালাকে অভিমন্ত্রিত করিয়া, দূর্বা ও অঙ্কত দ্বারা অর্চনা করিয়া, কামবীজের
দ্বারা উদ্দীপন করিয়া, উপচারের দ্বারা অর্চনা করিয়া, মাতৃকামন্ত্রের দ্বারা সন্দীপন
করিয়া, হুংকারের দ্বারা বেষ্টন করিবে । তাহার পর মূলোক্ত বলিমন্ত্রে যথোচিত
দ্রব্যের দ্বারা বলি দিয়া, সংহার মুদ্রা দ্বারা দেবীকে বিসর্জন দিয়া নিভৃত স্থানে
মালাকে স্থাপন করিবে । ৫৫

বিন্দুপ্রক্ষেপ এইস্থলে বিন্দু হইতেছে সুরাবিন্দু । উহা প্রতিनिधि দ্বারাও সিদ্ধ হয় ।
এই প্রকারে শোধন করিয়া পরে মালাসংস্কার বিধি দ্বারাও সংস্কার করণীয়, ইহা
তান্ত্রিকগণ বলেন । ৫৬

তন্ত্রে বলিয়াছেন—মহাশঙ্খের মালা দ্বারা অচিরেই সিদ্ধি হইয়া থাকে । হে প্রিয়ে !
মহাশঙ্খময়ী মালা তারামন্ত্র বিষয়ে জানিবে । ৫৭

তন্ত্রে আরও উক্ত হইয়াছে—নরের অস্থি ঘটিতা মালা মহাশঙ্খমালা বলিয়া কথিত
হয় । এস্থলে অস্থিপদের দ্বারা গণ্ডদেশের অস্থি গ্রহণীয়, ইহা সাধকগণ বলেন । ৫৮

মহাশঙ্খমালার সংস্কার সমাপ্ত হইল ।

অথ যন্ত্রসংস্কারঃ

কৃত-নিত্যক্রিয়ঃ স্বস্তিবাচ্য সংকল্প কুর্যাৎ । ওঁ অদ্যেত্যাদি অমুকগোত্রঃ
শ্রীঅমুকদেবশর্মা অমুকদেবতা-পূজার্থং অমুকদেবতা-যন্ত্রসংস্কারমহং করিষ্যে
ইতি সংকল্প্য গুরুপূজাং কৃৎবা পঞ্চগব্যমানীয় হৌঁ ইতি মন্ত্রেণাহষ্টোত্তর-
শতমভিমন্ত্র্য প্রণবেণ যন্ত্রং তত্র ক্ষিপেৎ । তত উত্তোল্য স্বর্ণাদিপাত্রে স্থাপয়িত্বা
পঞ্চামৃতমানীয় হৌঁ ইতি মন্ত্রেণাহষ্টোত্তরশতমভিমন্ত্র্য মূলমন্ত্রমুচ্চার্য তেন
স্নাপয়েৎ । ৫৯

তত্র ক্রমঃ—প্রথমং হৃৎকেন স্নাপয়িত্বা পুনর্জলেন স্নাপয়িত্বা ধূপং দত্ত্বাৎ ।
এবং দধ্না ঘৃতেন মধুনা শর্করয়া চ । ততো মূলমুচ্চার্য পুনঃ কেবল-হৃৎকেন, ততঃ
শীতল-জলেন সুগন্ধেন চন্দনেন কস্তুরী-কুঙ্কুমেণ চ স্নাপয়েৎ । ততোহষ্টভিঃ
কলসৈঃ পঞ্চকষায়-যুক্ত-জলপূর্ণৈঃ স্নাপয়িত্বা শুদ্ধজলেন স্নাপয়েৎ । স্নানং সর্বত্র
মূলেন । ৬০

ততো যন্ত্রমুত্তোল্য বাসসা জলমপনীয় স্বর্ণাদিপাত্রে সংস্থাপ্য কুশাগ্রৈণ
যন্ত্রং স্পৃষ্ট্বা, ওঁ যন্ত্ররাজায় বিদ্যাহে মহাযন্ত্রায় ধীমহি তন্নো যন্ত্রঃ প্রচোদয়া-

অনন্তর যন্ত্রসংস্কার কথিত হইতেছে । কৃতনিত্যক্রিয় সাধক স্বস্তিবাচন করিয়া
এইরূপ সংকল্প করিবেন—ওঁ অদ্যেত্যাদি অমুকগোত্রঃ শ্রীঅমুকদেবশর্মা অমুকদেবতা-
পূজার্থং অমুকযন্ত্র-সংস্কারমহং করিষ্যে (পরার্থে করিষ্যামি) এইরূপ সংকল্প করিয়া,
গুরু পূজা করিয়া, পঞ্চগব্য আনিয়া, হৌঁ এই মন্ত্রের দ্বারা পঞ্চগব্যকে ১০৮ বার
অভিমন্ত্রিত করিয়া, সেই পঞ্চগব্যে প্রণবের দ্বারা যন্ত্রকে নিক্ষেপ করিবেন । তাহার
পর সেই যন্ত্রকে পঞ্চগব্য হইতে উঠাইয়া স্বর্ণাদি পাত্রে স্থাপন করিয়া, পঞ্চামৃত
আনিয়া হৌঁ এই মন্ত্রে ১০৮ বার অভিমন্ত্রিত করিয়া, মূলমন্ত্র উচ্চারণ করিয়া সেই
পঞ্চামৃতের দ্বারা যন্ত্রকে স্নান করাইবেন । ৫৯

সেই স্নানের ক্রম হইতেছে—প্রথম হৃৎকের স্নান করাইয়া, পুনরায় জলের দ্বারা স্নান
করাইয়া ধূপ দিবেন । এই ক্রমে দধি, ঘৃত, মধু, শর্করা দ্বারা স্নান করাইবেন । তাহার
পর মূলমন্ত্র উচ্চারণ করিয়া কেবল হৃৎকের দ্বারা, পরে সুগন্ধ শীতল জলের দ্বারা,
চন্দনের দ্বারা, কস্তুরী ও কুঙ্কুম দ্বারা স্নান করাইবেন । তাহার পর পঞ্চ কষায় যুক্ত
জলপূর্ণ আটটি কলশের দ্বারা স্নান করাইয়া, শুদ্ধজলের দ্বারা স্নান করাইবেন । সর্বত্র
মূলমন্ত্রে স্নান হইবে । ৬০

তাহার পর যন্ত্র উত্তোলন করিয়া, যন্ত্রের দ্বারা জল মুছিয়া, স্বর্ণাদিপাত্রে স্থাপন

দিত্যাষ্টোত্তরশতমভিমন্ত্র্য প্রাণ-প্রতিষ্ঠাং কুর্যাৎ । ও অস্ত্র প্রাণ-প্রতিষ্ঠা-মন্ত্রস্য
ব্রহ্মা-বিষ্ণু-মহেশ্বরঃ ঋষয়ঃ ঋগ্-যজুঃ-সামানি-ছন্দাংসি চৈতন্যরূপাপ্রাণশক্তি-
দেবতা^১ প্রাণ-প্রতিষ্ঠায়াং বিনিয়োগঃ । ও আং হ্রীং ক্রোং যং রং লং বং শং
ষং সং হৌং হং-সং অমুকদেবতায়্যাঃ প্রাণাঃ ইহ প্রাণা ইত্যাদি-ক্রমেণ প্রাণ-
প্রতিষ্ঠাং কৃৎ৷ তত্র প্রকৃত-দেবতামাবাহ্য ষড়ঙ্গানি বিন্যস্ত্য যথা শক্ত্যুপচারৈঃ^২
সংপূজ্য ষড়ঙ্গৈঃ সংপূজ্য চ পটুসূত্র-দর্পণ-বস্ত্রালঙ্কার-চামর-ঘণ্টাদিকং দত্ত্বাৎ ।
ততশ্চাষ্টোত্তর-সহস্রং জপ্ত্বা শক্তশ্চেদ বলিং দত্ত্বাৎ । ততোহষ্টোত্তরশতং হুত্বা
প্রত্যাহুতি-সম্পাতং যন্ত্রে দত্ত্বাৎ । হোমাশক্তৌ দ্বিগুণ-জপঃ । ততো গুরবে তৎ-
পুত্রাদিত্যো বা দক্ষিণাং দত্ত্বাহচ্ছিদ্রমবধারয়েৎ । যথা রুদ্রযামলে (৬১)—

স্নাত্বা সংকল্পয়েন্^৩ মন্ত্রী গুরোরর্চনমাচরেৎ ।

পঞ্চগব্যং ততঃ কৃৎ৷ শিবমন্ত্রেণ মন্ত্রিতম্ ॥ ৬২

তত্র চক্রং ক্ষিপেন্ মন্ত্রী প্রণবেন সমাকুলম্ ।

তস্মাদুদ্ধৃত্য তচ্চক্রং স্থাপয়েৎ স্বর্ণপাত্রকে ॥ ৬৩

পঞ্চামৃতেন দুগ্ধেন শীতলেন জলেন চ ।

চন্দনেন সুগন্ধেন কস্তুরী-কুঙ্কুমেণ চ ॥ ৬৪

করিয়া, কুশাগ্রের দ্বারা যন্ত্র স্পর্শ করিয়া, মূলোক্ত যন্ত্র গায়ত্রী দ্বারা ১০৮ বার অভি-
মন্ত্রিত করিয়া, প্রাণপ্রতিষ্ঠামন্ত্রে যন্ত্রে দেবতার প্রাণপ্রতিষ্ঠা করিয়া, সেই যন্ত্রে প্রকৃত
দেবতাকে আবাহন করিয়া ষড়ঙ্গস্থাপন করিয়া যথাশক্তি উপচারে পূজা করিয়া,
ষড়ঙ্গের দ্বারা পূজা করিয়া পটুসূত্র, দর্পণ, বস্ত্র, অলঙ্কার, চামর ও ঘণ্টাদি প্রদান
করিবেন । তাহার পর ১০৮ বার মূলমন্ত্র জপ করিয়া, সমর্থ হইলে বলি দিবেন ।
তাহার পর ১০৮ বার হোম করিয়া, প্রত্যাহুতির সম্পাত যন্ত্রে দিবেন । হোমে
অসমর্থ হইলে দ্বিগুণ জপ করিতে হইবে । তাহার পর গুরুকে বা তাহার পুত্রাদিকে
দক্ষিণা দিয়া দেবীকে বিসর্জন দিয়া অচ্ছিদ্রাবধারণ করিবেন । যেমন রুদ্রযামলে
বলিয়াছেন (৬১)—

সাধক স্নানাদি করিয়া সঙ্কল্প করিবে । অনন্তর গুরুর অর্চনা করিবে । তাহার
পর পঞ্চগব্য করিয়া শিবমন্ত্র দ্বারা তাহাকে মন্ত্রিত করিবে । ৬২

যন্ত্রজ সাধক সেই পঞ্চগব্যে সেই চক্র (যন্ত্র) প্রণবের দ্বারা নিক্ষেপ করিবে ।
সেই পঞ্চগব্য হইতে সেই চক্রকে উঠাইয়া আনিয়া স্বর্ণপাত্রের স্থাপন করিবে । ৬৩

পঞ্চামৃত, দুগ্ধ, শীতল জল, চন্দন, সুগন্ধ দ্রব্য, কস্তুরী ও কুঙ্কুমের দ্বারা স্নান

পয়ো-দধি-ঘৃত-ক্লোদ্ৰ-শর্করাঐত্ত্বরনুক্রমাৎ ।

তোয়-ধূপান্তরৈঃ কুর্ঘ্যাৎ পঞ্চামৃতবিধিং বুধঃ ॥ ৬৫

হাট্টকৈঃ কলশৈর্দেবীমষ্টাভির্বারিপূরিতৈঃ ।

কষায়-জল-সম্পূর্ণৈঃ কারয়েৎ স্নানমুত্তমম্ ।

বাসসা জলমুক্তং তং স্থাপয়েদ্ হেম-পীঠকে ॥ ৬৬

যন্ত্ররাজায় বিদ্যাহে মহাযন্ত্রায় ধীমহি তন্নো যন্ত্রঃ প্রচোদয়াৎ ।

স্পৃষ্ট্বা যন্ত্রং কুশাগ্রেণ গায়ত্র্যা চাভিমন্ত্রয়েৎ ।

অষ্টোত্তরশতং দেবি ! দেবতা-ভাব-সিদ্ধয়ে ॥ ৬৭

গায়ত্র্যা উক্ত-যন্ত্রগায়ত্র্যোত্যর্থঃ । দেবতা-ভাবসিদ্ধয়ে দেবতাত্ব-সম্পত্তয়ে^১

তথা তত্রৈব— আত্মশুদ্ধিং ততঃ কৃত্বা ষড়ঙ্গানি চ বিষ্ঠাসেৎ ।

তত্রাবাহু মহাদেবীং জীবন্ত্যাসং সমাচরেৎ ।

উপচারৈঃ ষোড়শভির্মহামুদ্রাদিভিঃ সহ ॥ ৬৮

কৃষর-ভৃষ্টধাত্বাদীনাং মুদ্রাপরিভাষা । সা চাগ্রে বক্ষ্যতে । তথা—

করাইবে । বিদ্বান্ সাধক যথাক্রমে তোয় ও ধূপগর্ভ হৃদ্ধ, দধি, ঘৃত, মধু ও শর্করাদি দ্বারা পঞ্চামৃতের বিধান অর্থাৎ পঞ্চামৃত দ্বারা স্নান করাইবে । ৬৫-৬৬

পঞ্চ-কষায়ের রসযুক্ত জলপূর্ণ আটটি সুবর্ণ কলশের দ্বারা দেবীকে উত্তমরূপে স্নান করাইবে । সেই চক্রকে বস্ত্রের দ্বারা জলমুক্ত করিয়া হেমপীঠে স্থাপন করিবে । ৬৬

হে দেবি ! যন্ত্রের দেবত্ব সম্পাদনের জন্য সেই যন্ত্রকে কুশাগ্রের দ্বারা স্পর্শ করিয়া যন্ত্ররাজায় বিদ্যাহে ইত্যাদি মূলোক্ত যন্ত্র গায়ত্রী দ্বারা ১০৮ বার অভিমন্ত্রিত করিবে । ৬৭

গায়ত্র্যা—উক্ত যন্ত্র গায়ত্রী দ্বারা । দেবতাভাবসিদ্ধয়ে—দেবত্ব সম্পাদনের জন্ত । সেই তন্ত্রে সেখানে ইহার পর আরও উক্ত হইয়াছে—

তাহার পর আত্মশুদ্ধি করিয়া যন্ত্রে ষড়ঙ্গস্থাপন করিবে । পরে সেই যন্ত্রে মহাদেবীকে আবাহন করিয়া তাহাতে দেবীর প্রাণ প্রতিষ্ঠা করিবে । পরে মহামুদ্রাদির সহিত ষোড়শ উপচারের দ্বারা পূজা করিবে । ৬৮

কৃষর (খিচুড়ি) ভাজা ধান প্রভৃতির মুদ্রা পরিভাষা । তাহা অগ্রে কথিত হইবে । আরও সেখানে বলিয়াছেন—

ফল-ভান্ডুল-নৈবেদ্যৈর্দেবীং মন্ত্রী সমর্চয়েৎ ।

পট্টসূত্রাদিকং দত্তাৎ স্বর্ণালঙ্কারমেব চ ॥ ৬৯

মুকুরং চামরং ষষ্ঠাং যথাযোগ্যং মহেশ্বরী ! ।

সর্বমেতৎ প্রযত্নেন দত্তাদ্ দেবীঃ সমাহিতঃ ॥ ৭০

ততো জপ-সহস্রস্ত কুর্যাদৌপ্সিত-সিক্তয়ে ।

বলিদানং ততঃ কৃত্বা প্রণমেদ্^১ যন্ত্ররাজকম্ ॥ ৭১

অষ্টোত্তরশতং হৃত্বা সম্পাতাজ্যং বিনিষ্কিপেৎ ।

হোমকর্মণ্যশক্তশ্চদ্ দ্বিগুণং জপমাচরেৎ ॥ ৭২

ধেনুমেকাং সমানীয় স্বর্ণশৃঙ্গাগুলংকৃতাম্ ।

গুরবে দক্ষিণাং দত্তাৎ ততো দেব্যা বিসর্জনম্ ॥ ৭৩

অথ ত্রিলোহীমুদ্রা

যথা তন্ত্রে—সোম-সূর্যাগ্নিরূপাঃ সূর্যবর্ণা লোহত্রয়ং তথা ।

রোপ্যমিন্দুঃ স্মৃতো হেম সূর্য্যস্তাত্রাং^২ হতাশনঃ ॥ ৭৪

লোহভাগাঃ সমুদ্দিষ্টাঃ স্বরাঢ়ক্ষর-সংখ্যয়া ।

তৈর্লৌহৈঃ কারয়েন্ মুদ্রামসঙ্কলিত-সঙ্গতাম্ ॥ ৭৫

মন্ত্রস্ত সাধক ফল, ভান্ডুল, নৈবেদ্যের দ্বারা দেবীকে সম্যকভাবে পূজা করিবে ।
পট্টসূত্র প্রভৃতি ও স্বর্ণালঙ্কার দিবে । ৬৯

হে মহেশ্বরী ! সমাহিত হইয়া যথাযোগ্য দর্পণ, চামর, ষষ্ঠা—এই সমস্ত দ্রব্য
যন্ত্রের সহিত দেবীকে দিবে । ৭০

তাহার পর অভিপ্রেত বিষয়ের সিদ্ধির জন্য ১০০৮ বার মূলমন্ত্র জপ করিবে ।
তাহার পর বলিদান করিয়া যন্ত্ররাজকে প্রণাম করিবে । ৭১

১০৮ হোম করিয়া যন্ত্রের উপরে সম্পাতাজ্য (প্রত্যাহতির শেষ দ্রব্য) নিক্ষেপ
করিবে । হোমকর্মে অশক্ত হইলে দ্বিগুণ জপ করিবে । ৭২

স্বর্ণশৃঙ্গাদি দ্বারা অলঙ্কৃত একটি ধেনুকে আনিয়া গুরুকে দক্ষিণা দিবে । তাহার
পর দেবীকে বিসর্জন দিবে । ৭৩

অনন্তর ত্রিলোহী মুদ্রা কথিত হইতেছে । যেমন তন্ত্রে বলিয়াছেন—অকারাদি
বর্ণগুলি যেমন সোম, সূর্য্য ও অগ্নিরূপ, লোহত্রয় সেইরূপ সোম, সূর্য্য ও অগ্নিরূপ ।
রোপ্য সোমরূপ, স্বর্ণ সূর্য্যরূপ, তাত্র অগ্নিরূপ কথিত হইয়াছে । ৭৪

স্বরাদি অক্ষরের সংখ্যা অনুসারে লোহের ভাগ কথিত হইয়াছে । সেই লৌহ-

শারদায়াম্— এষু স্বরাঃ স্মৃতাঃ সৌম্যাঃ স্পর্শাঃ সৌরাঃ শুভোদয়াঃ
 আগ্নেয়া ব্যাপকাঃ সৰ্বে সোম-সূর্য্যাগ্নি-দেবতাঃ ॥ ৭৬
 স্বরাঃ ষোড়শ বিখ্যাতাঃ স্পর্শান্তে পঞ্চবিংশতিঃ ।
 ব্যাপকা দশ তে কাম-ধন-ধান্য-প্রদায়কাঃ ॥ ৭৭

তন্ত্বে— সাগ্রং সহস্রং সংজপ্য স্পৃষ্ট্বা তাং জুহুয়াং ততঃ ।
 তস্মাং সম্পাতয়েন্ মন্ত্রী সপিষা পূর্বসংখ্যয়া ॥ ৭৮
 নিক্ষিপ্য কুন্তে তাং মুদ্রামভিষেকোক্ত-বত্নানা ।
 আবাহ্য পূজয়েদ্ দেবীমুপচারৈঃ সমাহিতঃ^১ ॥ ৭৯
 অভিষিচ্য বিনীতায় দত্ত্বাং তাং মুদ্রিকাং গুরুঃ ।
 ইয়ং মুদ্রা ক্ষুদ্ররোগ-বিষ-জ্বর-বিনাশিনী ॥ ৮০
 ব্যাল-চোর-মৃগাদিভ্যো রক্ষাং কুর্যাদ্ বিশেষতঃ ।
 যুদ্ধে বিজয়মাপ্নোতি ধারয়ন্^২ মনুজেশ্বরঃ ॥ ৮১

ত্রয়ের দ্বারা অমিশ্রিত সংযোগে মুদ্রা করিবে অর্থাৎ এই তিনটি ধাতুর পৃথক পৃথক সঙ্ক-
 তার পরস্পর সংযুক্ত করিয়া (পাকাইয়া) তাহার দ্বারা একটি অংটি করিবে । ৭৫

শারদাতিলকে বলিয়াছেন—এই অকারাদি বর্ণগুলির মধ্যে স্বরগুলি সোম স্বরূপ,
 স্পর্শবর্ণগুলি শুভোদয় সূর্য্যস্বরূপ, ব্যাপক বর্ণগুলি আগ্নেয় স্বরূপ । সমস্ত বর্ণগুলি
 সোম, সূর্য্য ও অগ্নিদেবতাস্বরূপ । ৭৬

ষোলটি স্বর বিখ্যাত । স্পর্শবর্ণগুলি সংখ্যায় পঁচিশ, ব্যাপক বর্ণগুলি দশ । তাহারা
 সকলেই কামপ্রদ, ধন ও ধান্য প্রদ । ৭৭

শারদাতিলক তন্ত্বে আরও বলিয়াছেন—সেই ত্রিলোহী মুদ্রাকে স্পর্শ করিয়া
 অগ্র সহ সহস্র (১০০৮) মাতৃকা জপ করিয়া তাহার পর মন্ত্রী ১০০৮ বার হোম করিবেন
 এবং মুদ্রিকাতে পূর্বসংখ্যা অনুসারে অর্থাৎ ১০০৮ বার ঘৃতের দ্বারা সম্পাতাজ্য
 নিক্ষেপ করিবেন । ৭৮

অভিষেকোক্ত পদ্ধতিতে সেই মুদ্রাকে কুন্তে নিক্ষেপ করিয়া দেবীকে আবাহন
 করিয়া সমাহিত হইয়া দেবীকে উপচারের দ্বারা পূজা করিবেন । ৭৯

গুরু বিনোদ শিষ্যকে অভিষেক করিয়া মুদ্রিকা দিবেন । এই মুদ্রা ক্ষুদ্র, রোগ,
 বিষ ও জ্বরের বিনাশিনী হইয়া থাকে । ৮০

বিশেষতঃ ইহা ব্যাল (সর্প), চোর ও মৃগাদি (ব্যাঘ্রাদি) হইতে রক্ষা করে ।
 রাজা ইহা ধারণ করিয়া যুদ্ধে বিজয় লাভ করেন । ৮১

মন্ত্র-সিদ্ধি-করী পুংসাং চতুর্বর্গ-ফলপ্রদা ।

ধারয়ন্ মনুজো নিত্যং^১ দেবতুল্যো ভবেদ্ ভূবি ॥ ৮২

এষামর্থঃ^২—বর্ণা অকারাদয়ঃ^৩ সোম-সূর্য্যাগ্নিরূপাঃ । তথা লোহত্রয়মপি সোম-সূর্য্যাগ্নিরূপম্ । লোহত্রয়পদেন রৌপ্য-স্বর্ণ-তাম্রাণ্যত্রোচ্যন্তে^৪ । সর্বঞ্চ তৈজসং লোহমিতি নির্দেশাৎ । অতএব ত্রয়াণাং লোহানাং সমাহারস্ত্রি-লোহীত্যুচ্যতে । তদ্বিভাগমাহ—রৌপ্যমিন্দুঃ স্মৃতঃ । হেম সূর্য্যস্তাম্রমগ্নিঃ^৫ । স্বরাক্ষরক্রেতি স্বর-কাদি-ষাদি-বর্ণ-সংখ্যেত্যর্থঃ । মূদ্রামঙ্গুরীয়কম্ । অসঙ্কলি-তেতি^৬ । অসঙ্কলিতামথ চ সংগতাং কুর্য্যাদিত্যর্থঃ । তথাচ রৌপ্যাদিকং গুণাকারং পৃথক্ পৃথক্ কৃৎবা সঙ্গতাং^৭ কুর্য্যাদিত্যর্থঃ । এষু—বর্ণেষু মধ্যে । সৌম্যাঃ সৌম্যনামানঃ অথচ সোম-দেবতাকাঃ । স্পর্শাঃ বর্ণ্যাঃ কাদয়ঃ সৌরাঃ অথচ সূর্য্য-দেবতাকাঃ । ষাদয়ো ব্যাপকনামানঃ অথ চ অগ্নি-দেবতাকাঃ । তদেবাহ—সোম-সূর্য্যাগ্নি-দেবতা^৮ ইতি ॥ ৮৩

ইহা মনুষ্যগণের মন্ত্র সিদ্ধি-প্রদা ও চতুর্বর্গ ফল-প্রদা । মনুষ্য সর্বদা ইহা ধারণ করিয়া এই পৃথিবীতে দেবতুল্য হইতে পারে । ৮২

এই শ্লোকগুলির অর্থ হইতেছে—অকারাদি বর্ণগুলি সোম, সূর্য্য ও অগ্নিস্বরূপ । সেইরূপ লোহত্রয়ও সোম সূর্য্য অগ্নি স্বরূপ । লোহত্রয় পদের দ্বারা রৌপ্য, স্বর্ণ ও তাম্র কথিত হয়, যেহেতু ‘সমস্ত তৈজস লোহ’ এই শাস্ত্র নির্দেশ আছে । অতএব তিনটি লোহের সমাহার ত্রিলোহ^১ বলিয়া কথিত হয় । সেই ত্রিলোহের বিভাগ বলিতেছেন—রৌপ্য ইন্দু কথিত হইয়াছেন । স্বর্ণ সূর্য্য, তাম্র অগ্নি । স্বরাক্ষর এই কথার এই অর্থ—স্বরবর্ণ (১৬), কাদিবর্ণ (২৫) ও ষাদি (১০) বর্ণের সংখ্যার । মূদ্রা—অঙ্গুরীয়ক । অসঙ্কলিত এই অর্থ—অসঙ্কলিত অর্থাৎ অমিশ্রিত অথচ সঙ্গত অর্থাৎ সংযুক্ত করিবে । তাহা হইলে রৌপ্যাди তিনটিকে পৃথক্ পৃথক্ সূত্রাকার করিয়া সঙ্গত (সংযুক্ত) করিবে । এষু—বর্ণসমূহের মধ্যে । সৌম্যা—সৌম্য নাম অথচ ইহাদের দেবতা সোম । স্পর্শ—কাদি পাঁচটি বর্ণ । তাহাদের নাম সৌর অথচ তাহাদের দেবতা সূর্য্য । ষাদি বর্ণগুলির নাম ব্যাপক অথচ ইহাদের দেবতা অগ্নি । তাহাই সোমসূর্য্যাগ্নিদেবতা এই গ্রন্থে বলিতেছেন । ৮৩

১। খ—ধারয়ন্ মনুজো ।

২। খ—অমর্থঃ ।

৩। খ—বর্ণানবকারধরঃ ।

৪। খ—রৌপ্যতাম্রবর্ণাত্ত্রোচ্যন্তে ।

৫। ক+খ—রৌপ্যমিন্দুঃ স্মৃতঃ হেম সূর্য্যতাম্রো অগ্নিঃ ।

৬। খ—অসঙ্কলিতেতি ।

৭। খ—সঙ্গতাং ।

৮। ক—দেবতাঃ ।

স্বরঃ^১ কিয়ন্তঃ ইত্যাহ—স্বরঃ ষোড়শ বিখ্যাতা ইতি । স্পর্শা ইতি ।
কাদয়ঃ পঞ্চবিংশতি-সংখ্যকঃ । ব্যাপক্যাদয়ো দশ । তথা চ রৌপ্য-ভাগাঃ
ষোড়শ, স্বর্ণভাগাঃ পঞ্চবিংশতিঃ, তাম্রভাগা দশ ইতি লভ্যতে । ৮৪

কেচিৎ তু সূর্য্যাণাং দ্বাদশাত্মকত্বাৎ স্বর্ণভাগা দ্বাদশেতি বদন্তি । অয়মেব
পক্ষঃ সাম্প্রদায়িকঃ । সৌরাগমেহপি—তাম্র-তার-সুবর্ণানামর্ক-ষোড়শ-
খেন্দুভিঃ । অত্র সংখ্যাষয়ো ব্যুৎক্রমেণ । কেচিৎ তু সুবর্ণস্ত্র্যায়াত্মকতয়া
দশভাগমুচুঃ । বায়বোহত্র দশ প্রোক্তা বহুয়শ্চ দশ স্মৃতা ইতি শারদাবচনাৎ ।
তাম্রশ্চ সূর্য্যাত্মকত্বাদ্ দ্বাদশ ভাগাঃ । অয়মপি পক্ষ সাম্প্রদায়িকঃ । তত্ক্ষণং
স্বচ্ছন্দভৈরবে (৮৫)—

দশভাগং সুবর্ণশ্চ তাম্রশ্চ দ্বিদেশস্তথা ।

ষড়্‌দশং রজতস্তাপি চৈতল্লোহ-ত্রয়ং শুভম্ ॥ ৮৬

ইতি শারদাটীকায়াং শঙ্করাচার্য্যঃ । সাগ্রমিতি সাক্ষিকমিত্যর্থঃ । পূর্ব-
সংখ্যায়া—অষ্টোত্তরসহস্রসংখ্যায়া । অভিষিচ্যেতি । পূর্বোক্ত-দীক্ষাপদ্ধত্যুক্ত-
বিধিনা ঘটং সংস্থাপ্য তত্ক্ষণকল্লোক্ত-দেবতাবাহন-পূজনে কৃত্বা সাধ্যমভিষিচ্য

স্বর কতকগুলি ? এই প্রশ্নের উত্তরে বলিতেছেন—স্বর গোলটি প্রসিদ্ধ । স্পর্শ
বর্ণগুলি—ককারাদি পঞ্চবিংশতি সংখ্যক । ব্যাপক—ষকারাদি দশ । সূতরাং রৌপ্যের
ভাগ ১৬ । স্বর্ণের ভাগ ২৫ । তাম্রের ভাগ ১০ ইহা পাওয়া যাইতেছে । ৮৪

কেহ কেহ এই বলেন—সূর্য্য দ্বাদশ স্বরূপ বলিয়া স্বর্ণের ভাগ ১২ । এইটি
সাম্প্রদায়িক পক্ষ । সৌরাগমেও বলিয়াছেন—তাম্র, তার (রৌপ্য) ও সুবর্ণের
ভাগ অর্ক (১২) ষোড়শ ও খেন্দু (১০) দ্বারা হইবে । এস্থলে সংখ্যার অম্বর ব্যুৎক্রমে
হইবে অর্থাৎ সুবর্ণের ভাগ ১০ । রৌপ্যের ভাগ ১৬ । তাম্রের ভাগ ১২ । কেহ
কেহ বলেন—সুবর্ণ অগ্নিস্বরূপ বলিয়া দশ ভাগ ; যেহেতু এই দেহে বায়ুসমূহ দশটি
কথিত হইয়াছে এবং বহিগুলিও দশটি উক্ত হইয়াছে—এই শারদাটীলকের বচন
আছে । তাম্র সূর্য্যস্বরূপ বলিয়া ১২ ভাগ । এই পক্ষও সাম্প্রদায়িক । স্বচ্ছন্দ ভৈরবভক্তে
তাহা উক্ত হইয়াছে (৮৫)—

সুবর্ণের দশ ভাগ, তাম্রের বার ভাগ, রজতের ষোড়শ ভাগ—এই লোহত্রয়
ভভ কর । ৮৬

ইহা শারদাটীকার শঙ্করাচার্য্য বলিয়াছেন । সাগ্রং এই পদের সাক্ষিক অর্থাৎ
আটের সহিত এই অর্থ । পূর্বসংখ্যায়া—এক হাজার আট সংখ্যা দ্বারা । অভিষিচ্য—

তস্মৈ দত্তাদিত্যর্থঃ । ততো গুরুবে দক্ষিণাং দত্তাং । ক্ষুদ্ররোগেতি । ক্ষুদ্রঃ
শত্রুঃ । রোগো ব্যাধিঃ । ৮৭

অথৈতৎ-প্রয়োগঃ । তত্র প্রথমঃ স্বস্তি বাচ্য সংকল্পং কুর্যাৎ—ও
অদ্যেত্যাदि श्लोपासितमन्त्रसिद्धिकामन्त्रिलोहीमुद्रा-संस्कारमहं करिष्ये इति
संकल्प्य मुद्रां स्पर्श्या । स्वीयमन्त्रमष्टौत्तरसहस्रं जपेत् । ततोऽग्निं संस्थाप्य
ও অদ্যেত্যাदि-त्रिलोही-मुद्रासंस्काराक्षकाष्टौत्तर-सहस्रं^१ शतं वा होममहं
करिष्ये इति संकल्प्याष्टौत्तरं सहस्रं शतं वा जुह्यात्, प्रत्याहतिशेषं मुद्रायां
क्रियेत् । ८८

ততঃ সর্বতোভদ্রমণ্ডলং ও মণ্ডলায় নম ইতি গন্ধপুষ্পাভ্যাং সম্পূজ্য^১
শালিভিঃ কর্ণিকা-মধ্যমাপূর্য্য তত্‌পরি ততুলৈরাস্তীর্য্য তেষু দর্ভানাস্তীর্য্য
তত্‌পরি সাক্ষত-বিষ্টরং ন্যসেৎ । ততো মণ্ডলে ও^২ আধারশক্তয়ে নমঃ, ও কূর্মায়
নমঃ ইত্যাদি-পীঠমবস্থং তত্তৎপটলোক্তং কুর্যাৎ, ততো মণ্ডল-প্রাদক্ষিণ্যেন যং
এই পদের এই অর্থ—পূর্বোক্ত দীক্ষা পদ্ধতিতে উক্ত বিধি অনুসারে ষট্ স্থাপন করিয়া
তৎতৎ কল্লোক্ত দেবতার আবাহন ও পূজা করিয়া সাধ্য শিষ্টকে অভিষেক করিয়া
তাহাকে উক্ত অঙ্গুরীয়ক দিবেন । তাহার পর গুরুকে দক্ষিণা দিবেন । ক্ষুদ্র রোগ—
ক্ষুদ্র হইতেছে শত্রু । রোগ—ব্যাধি । ৮৭

টিপ্পনী । আদি শঙ্করাচার্য্যের রচিত প্রপঞ্চসার তন্ত্রকে বহুস্থলে উপজীব্য করিয়া
শারদাতিলক রচিত হইয়াছে । ইহা রাঘব ভট্টের পদার্থাদর্শ দেখিলে বুঝা যায় ।
সূতরাং আদি শঙ্করাচার্য্যের শারদাতিলকের টীকা-রচনা সম্ভব কিনা বা এ কোন
শঙ্করাচার্য্য ? তাহা সুধীগণের বিচার্য্য । আমার মনে হয়—উহা প্রমাদ পাঠ । ৮৭

অনন্তর ত্রিলোহী মুদ্রার সংস্কার কথিত হইতেছে । প্রথমে স্বস্তিবাচন করিয়া
এইরূপ সংকল্প করিবেন—ও অদ্যেত্যাदि श्लोपासित-मन्त्र-सिद्धिकामन्त्रिलोही-मुद्रा-
संस्कार-महं करिष्ये এই সংকল্প করিয়া মুদ্রাকে স্পর্শ করিয়া নিজের উপাঙ্গ মন্ত্র ১০০৮
বার জপ করিবেন । তাহার পর অগ্নির স্থাপনা করিয়া ও অদ্যেত্যাदि त्रिलोही-मुद्रा-
संस्काराक्षकाष्टौत्तर-सहस्रं अष्टौत्तर-शतं वा होममहं करिष्ये—এই সংকল্প করিয়া
১০০৮ বার বা ১০৮ বার হোম করিবেন । প্রত্যাহতি শেষ মুদ্রায় নিক্ষেপ করিবেন । ৮৮

তাহার পর সর্বতোভদ্র মণ্ডলকে ও মণ্ডলায় নমঃ এই মন্ত্রে গন্ধ ও পুষ্পের দ্বারা
পূজা করিয়া শালিধান্ডের দ্বারা কর্ণিকাকে পূরণ করিয়া তাহার উপর ততুল বিছাইয়া
দিয়া তাহার উপর অক্ষতমুক্ত বিষ্টর স্থাপন করিবেন । তাহার পর সেই মণ্ডলে তত্তৎ

ধূম্রাচিষে নমঃ, রং উদ্রায়ৈ নমঃ, লং জলিষ্টে, বং জালিষ্টে শং শুলিঙ্গিষ্টে,
 ষং শ্রুজিষ্টে, সং শ্রুপায়ৈ, হং কপিলায়ৈ, লং হব্যবহায়ৈ^১, ঙং কব্যবহায়ৈ
 ইতি বহুর্দশকলাঃ পূজয়েৎ । ততো দীক্ষাপদ্ধত্যুক্ত-বিধিনা তত্র কুন্তং
 সংস্থাপ্য তত্র যথোক্তবিধিনা দেবতাং ধ্যানাবাহু যথাশক্ত্যুপচারৈঃ পূজয়েৎ ।
 ততঃ কলশস্থ-জলেনাষ্টোত্তরশতাভিজপ্তেনাভিষিচ্য শিষ্যায় মুদ্রাং দত্ত্বা^২ গুরুবে
 দক্ষিণাং দত্ত্বাৎ । শিষ্যস্তু ওঁ অদ্যেত্যাদি শত্রু-রোগ-বিষজ্বর-বিনাশ-ব্যালচৌর-
 মৃগান্তপাদানক-রক্ষণ-মুক্তাদিকরণক-জয়-মঙ্গলসিদ্ধি-চতুর্ভুজফলপ্রাপ্তি-দেবতুল্য-
 ত্ব-কামস্ত্রিলোহীমুদ্রাধারণমহং করিষ্যে ইতি সংকল্প্য বিভূয়াৎ । ৮৯

অথ বলিবিধিঃ ।

মুণ্ডমালাতন্ত্রে— ছাগে দত্তে ভবেদ্ বাগ্মী মেঘে দত্তে কবির্ভবেৎ ।

মহিষে ধনবৃদ্ধিঃ শ্রান্ যুগে মোক্ষফলং লভেৎ ॥ ১

পক্ষিদানে মহর্দ্ধিঃ শ্রাদ্ গোধিকায়াম্ মহাফলম্ ।

নরে দত্তে মহর্দ্ধিঃ শ্রাদষ্ট-সিদ্ধিরনুত্তমা ॥ ২

তথা— চাণ্ডাল-বলিদানে মহাসিদ্ধিঃ প্রজায়তে ।

পটলোক্ত ওঁ আধার-শক্তয়ে নমঃ, ওঁ প্রকৃত্যৈ নমঃ ইত্যাদি পীঠ শ্রাস মন্ত্রের শেষ
 পর্য্যন্ত কর্ম (পূজা) করিবেন । তাহার পর মণ্ডলের প্রদক্ষিণ ক্রমে ষং ধূম্রাচিষে নমঃ
 রং উদ্রায়ৈ নমঃ ইত্যাদি মূলোক্ত মন্ত্রে বহির দশটি কলার পূজা করিবেন । তাহার
 পর দীক্ষাপদ্ধতিতে উক্ত বিধি অনুসারে সেই মণ্ডলে কুন্ত স্থাপন করিয়া সেই কুন্তে
 যথোক্ত বিধি অনুসারে দেবতাকে ধ্যান ও আবাহন করিয়া যথাশক্তি উপচারের দ্বারা
 পূজা করিবেন । তাহার পর ১০৮ বার অভিমন্ত্রিত কলশস্থ জলের দ্বারা সাধ্য শিষ্যকে
 অভিষেক করিয়া মুদ্রা দিবেন । শিষ্য গুরুকে দক্ষিণা দিবেন । শিষ্যও ওঁ অদ্যেত্যাদি মন্ত্র-
 রোগ-বিষ-জ্বর-বিনাশ-ব্যাল-চৌর-মৃগান্তপাদানক-রক্ষণ-মুক্তাদিকরণক-জয় ইত্যাদি
 মূলোক্ত সঙ্কল্প-বাক্যে সঙ্কল্প করিয়া মুদ্রা ধারণ করিবেন ! ৮৯

অনন্তর বলিবিধি কথিত হইতেছে । মুণ্ডমালা তন্ত্রে বলিয়াছেন—ছাগ বলি দিলে
 বাগ্মী হইতে পারে । মেঘ বলি দিলে কবি হইতে পারে । মহিষ বলি দিলে ধনবৃদ্ধি
 হইতে পারে । যুগ বলি দিলে মোক্ষফল লাভ করিতে পারে । ১

পক্ষী বলি দিলে মহাসমৃদ্ধি হইতে পারে । গোধিকা বলি দিলে মহাফল হইবে ।
 মানুষ বলি দিলে মহাসমৃদ্ধি অতিশ্রেষ্ঠ অষ্টসিদ্ধি লাভ হইবে । ২

তন্ত্রে আরও উক্ত হইয়াছে—চণ্ডাল বলিদানের দ্বারা মহাসিদ্ধি জন্মে । ইহাও

১। ক—হব্যবাহনায়ৈ ঙং কব্যবাহনায়ৈ । খ—হব্যবাহনায়ৈ । ঙং কব্যবাহনায়ৈ ইতি ।

২। খ—দত্ত্বা দক্ষিণাৎ ।

তথা— সিংহ-ব্যাঘ্র-নরান্ দত্ত্বা ব্রাহ্মণো নরকং ব্রজেৎ ॥ ৩

কালিকাপুরাণে—স্ত্রিয়ং ন দত্ত্বাৎ তু বলিং দত্ত্বা নরকমাগ্নুয়াৎ ।

ন তু ত্রৈমাসিকান্ ন্যূনং পশুং দত্ত্বাচ্ছিবাবলিম্ ॥ ৪

ন চ ত্রৈপক্ষিকান্ হ্যনং প্রদত্ত্বাদ্ বৈ পতত্রিণম্ ।

কাণং ব্যাঙ্গাদি-দুষ্টং বৈ ন পশুং ন পতত্রিণম্ ॥ ৫

হিঙ্গ-লাঙ্গুল-কর্ণাদিঃ ভগ্নশৃঙ্গাদিকং তথা ।

কুশ্মাণ্ডমিক্ষুদণ্ডঞ্চ মত্তমামিষমেব চ ॥ ৬

এতে বলি সমাজ্জেষ্যাস্তৃপ্তৌ ছাগসমাঃ স্মৃতাঃ ।

চন্দ্রহাসেন কট্টারৈশ্ছেদনং মুখ্যমুচ্যতে ॥ ৭

মৎস্যসূক্তে— ছেদয়েৎ তীক্ষ্ণখড়্গেন প্রহারেণ স্কৃদ্ বৃধঃ ।

ব্রহ্মপুরাণে— নরাশ্বমেধৌ মত্তঞ্চ কলৌ বজ্র্য্য দ্বিজাতিভিঃ ॥ ৮

এতেন মত্তপ্রতিনিধি-তাম্রপাত্রস্থ-মধ্বাদি-দানমপি নিষিদ্ধম্, প্রধানেহনধি-
কারাদিতি স্মৃতিবিদাঃ সস্মতম্ । তান্ত্রিকাস্তু প্রতিনিধিভব্যং দাতুং শক্যতে
ইতি বদন্তি । ৯

তন্মতে উক্ত হইয়াছে—ব্রাহ্মণ সিংহ, ব্যাঘ্র ও মনুষ্যকে বলি দিয়া নরকে গমন করে । ৩

কালিকাপুরাণে বলিয়াছেন—স্ত্রী জাতীয় ছাগাদিকে কিন্তু বলি দিবে না, দিলে
নরক প্রাপ্ত হইবে । তিন মাসের ন্যূন বয়স্ক পশুকে দেবীর উদ্দেশে বলি দিবে না । ৪

তিন পক্ষের ন্যূনবয়স্ক পক্ষীকে বলি দিবে না । কাণ, বিকলাঙ্গ, দুষ্ট পশু বা
পক্ষীকে বলি দিবে না । ৫

হিঙ্গ লাঙ্গুল হিঙ্গ কর্ণাদি বা ভগ্ন শৃঙ্গাদি অর্থাৎ বিকলাঙ্গ পশু ও পতঙ্গীকে বলি
দিবে না । কুশ্মাণ্ড, ইক্ষুদণ্ড, মদ্য, আমিষ—এইগুলিকে বলি জানিবে । ৬

তুণ্ডিতে ইহার। ছাগতুল্য কথিত হইয়াছে । চন্দ্রহাস (খড়্গ) ও কট্টার (কাটারি)
সমূহের দ্বারা ছেদন মুখ্য বলিয়া কথিত হইয়াছে । ৭

মৎস্য সূক্তে বলিয়াছেন—পণ্ডিত ব্যক্তি তীক্ষ্ণ খড়্গের একবার প্রহারের দ্বারা
বলিকে ছেদন করিবেন । ব্রহ্ম পুরাণে বলিয়াছেন—কলিতে নর বলি ও অশ্বমেধ বজ্র
এবং মদ্য দ্বিজাতিগণ কর্তৃক বর্জনীয় । ৮

ইহা দ্বারা মন্দের প্রতিনিধি তাম্র পাত্রস্থ মধু প্রভৃতির দানও নিষিদ্ধ হইল ।
যেহেতু প্রধানে অধিকার নাই । ইহা স্মৃতিবিৎ পণ্ডিতগণের সস্মত । তান্ত্রিকগণ
এই বলেন—প্রতিনিধি ভব্য দিতে পারেন । ৯

অথ বলিদানপ্রয়োগঃ ।

পশুং স্থাপয়িত্ব^১ দেব্যাগ্রে সংস্থাপ্য^২ শ্বেতসর্ষপ-বিক্ষেপাদ্ ভূতাদীন-
পসার্যোর্থ্যোদকেন তত্ত্বমুদ্রয়া সপ্তথা সংপ্রোক্ষ্যাক্ষেণ সংরক্ষ্য কবচেনাবগুষ্ঠ্য
ধেনুমুদ্রয়াহমৃতীকৃত্য গন্ধপুষ্পাক্রমৈঃ সংপূজ্য পশোঃ কর্ণে পঠেৎ—ওঁ
পশুপাশায় বিদ্যাহে বিশ্বকর্মেণ ধীমহি তন্নো জীবঃ প্রচোদয়াৎ । ততঃ হ্রীং
কালি কালি বজ্রেশ্বরি লৌহদণ্ডায়ৈ নমঃ ইতি মন্ত্ৰেণ খড়্গং পূজয়েৎ । ততঃ
খড়্গস্ত্রাণ-মধ্য-মূলেষু ক্রমেণ পূজয়েৎ—হ্রীং বাগীশ্বরী-ব্রহ্মভ্যাং নমঃ, হ্রীং লক্ষ্মী-
নারায়ণভ্যাং নমঃ, হ্রীং উমা-মহেশ্বরভ্যাং নমঃ । ততঃ ওঁ ব্রহ্ম-বিষ্ণু-শিবশক্তি-
যুক্তায় খড়্গায় নমঃ ইতি সর্বত্র পূজয়েৎ । ততঃ—

ওঁ খড়্গায় ধরনাশায় শক্তিকার্যার্থ-তৎপর ! ।

পশুশ্ছেদ্যন্তুয়া শীঘ্রং খড়্গনাথ ! নমোহস্তু তে ॥

ইতি খড়্গং নমস্কর্য্যৎ । ততঃ ওঁ অদ্বৈতাদি অমুক-দেবতাপ্রীতি-কামঃ
শ্রীঅমুকে দেবি^৩ ! ইমং পশুং তুভ্যমহং সম্প্রদদে । ততো নিবেদয়েৎ ।
তদ্ যথা^৪—ওঁ যথোক্তেন বিধানেন তুভ্যমস্তু সমর্পিতম্ । ততো বলিৎ
হিঙ্গ্যাৎ । ততঃ সমাংস-রুধিরং স্বর্ণাদিপাত্রে নিধায় দেবৌ দত্তাৎ^৫ । ১০

অনন্তর বলিদানের প্রয়োগ কথিত হইতেছে—পশুকে স্থান করাইয়া দেবীর অগ্রে
স্থাপন করিয়া, কষ্ট মন্ত্রে সাতবার অভিমন্ত্রিত বিকির (শ্বেতসর্ষপ প্রভৃতি) লইয়া ওঁ
অপসর্পন্ত তে ভূতা ইত্যাদি ভূতাপসারণ মন্ত্রে বিক্ষেপ দ্বারা ভূতাদিকে অপসারণ
করিয়া, বলিকে তত্ত্বমুদ্রায় অর্থ্যোদকের দ্বারা সাত বার সংপ্রোক্ষণ করিয়া, কষ্ট মন্ত্রে
রক্ষা করিয়া, কবচ মন্ত্রের দ্বারা অবগুষ্ঠন করিয়া, ধেনুমুদ্রা দ্বারা অমৃতীকরণ করিয়া
গন্ধপুষ্পের দ্বারা পূজা করিয়া, পশুর কর্ণে ওঁ পশুপাশায় ইত্যাদি মূলোক্ত মন্ত্র পাঠ
করিবেন । তাহার পর ওঁ কালি কালি বজ্রেশ্বরি লৌহদণ্ডায়ৈ নমঃ এই মন্ত্রে খড়্গকে
পূজা করিবেন । তাহার পর খড়্গের অগ্রে, মধ্যে ও মূলে যথাক্রমে মূলোক্ত তিনটি
মন্ত্রে তিনটি স্থানে পূজা করিবেন । তাহার পর মূলোক্ত ওঁ খড়্গায় ধরনাশায় ইত্যাদি
মন্ত্রে খড়্গকে নমস্কার করিবেন । তাহার পর মূলোক্ত মন্ত্রে দেবতাকে বলি উৎসর্গ
করিয়া মূলোক্ত মন্ত্রে নিবেদন করিবেন । তাহার পর বলি ছেদন করিবেন । তাহার
পর বংসের সহিত রুধির স্বর্ণাদিপাত্রে স্থাপন ও অর্চনা করিয়া দেবীকে দিবেন । ১০

১। ক+থ—পশুং দেব্যাগ্রে । ২। থ—সংস্থাপ্যর্থ্যোদকেন সংপ্রোক্ষ্যাক্ষেণ । ৩। থ—শ্রী
অমুকা দেবি ইমং । ৪। থ—তদ্বথোক্তি নাস্তি । ৫। থ—সৌবর্ণাদিপাত্রে । ৬। থ—কথিযং দেবৌ ।

রুধির-দানে^১ স্থাননির্ণয়মাহ কালিকাপুরাণে—

ছাগন্ত বামতো দত্তান্ মহিষন্ত ভবেৎ পুরঃ ।

দক্ষিণে বামতো দত্তাদত্তো দেহ-শোণিতম্ ॥ ১১

তথা চ— মহিষং পুরো দক্ষিণে বামে বা দত্তাৎ । তথা—

সৌবর্ণে রাজতে তাম্রে কাংস্থাধারে তথৈব চ ।

নিধায় দেবৈব্য দত্তাৎ তু তদৃ রক্তং মন্ত্রপূর্বকম্ ॥ ১২

ইতি । ততোহবশিষ্টবলিং বটুকাদিভ্যো দত্তাৎ । যথা বায়ব্যে—হুঁ বাঁ বটুকায় নমঃ ইতি গন্ধাদিনা সম্পূজ্য এষ বলিঃ হুঁ বাঁ বটুকায় নমঃ ইতি দত্তাৎ । এবমীশানে—হুঁ যাং যোগিনীভ্যো নমঃ । নৈঋতে—হুঁ ক্রাং ক্ষেত্র-পালায় নমঃ । আগ্নেয়ে—হুঁ গাং গণপতয়ে নমঃ । ইতি দত্তাৎ^২ । ততঃ খড়্গস্থ-রুধিরেণ স্ব-ললাটে—

ওঁ যং যং স্পৃশামি হস্তেন যং যং পশ্যামি চক্ষুষা ।

স স মে বশ্যতাং যাতু দেবরাজ-সমো যদি ॥

ওঁ ঐ নিত্যক্রিমে মদদ্রবে স্বাহা ইতি মন্ত্রদ্বয়েন তিলকং কুৰ্য্যাৎ । ১৩

কালিকাপুরাণে—আপয়িত্বা পশুং^৩ তত্র ভূষয়েৎ পুষ্পচন্দনৈঃ ।

পুজয়েৎ সাধকো দেবীং বলিং মন্ত্রৈর্মুহূর্হুঃ ॥ ১৪

কালিকাপুরাণে রুধির দানে স্থাননিয়ম বলিতেছেন—ছাগকে বামে দিবে । মহিষ সম্মুখে দিতে হইবে অথবা দক্ষিণে বা বামে দিবে । দেহশোণিত অগ্রে দিবে । ১১

এই বচন অনুসারে মহিষকে সম্মুখে বা দক্ষিণে বা বামে বলি দিবে । এইরূপ আরও বলিয়াছেন—

সুবর্ণ পাতে, রক্ত পাতে, তাম্র পাতে বা কাংস্থা পাতে বলির রক্ত রাখিয়া মন্ত্র পাঠ পূর্বক দেবীকে সেই রক্ত দান করিবে । ১২

তাহার পর বটুকাদিগণকে অবশিষ্ট বলি দিবেন । যেমন বায়ুকোণে মূলোক্ত মন্ত্রে গন্ধাদি দ্বারা বটুককে পূজা করিয়া ঐ মন্ত্রে বলি দিবেন । এইরূপ ঈশান কোণে, নৈঋত কোণে ও আগ্নেয় কোণে যথাক্রমে যোগিনীগণ, ক্ষেত্রপাল ও গণপতিকে পূজা করিয়া বলি দিবেন । তাহার পর মূলোক্ত স্বং স্বং ইত্যাদি এবং ওঁ ঐং নিত্যক্রিমে ইত্যাদি মন্ত্রদ্বয়ে খড়্গস্থ রুধিরের দ্বারা ললাটে তিলক দিবেন । ১৩

কালিকাপুরাণে বলিয়াছেন—সেই বলির স্থানে বলিকে স্থান করাইয়া পুষ্প

১। খ—রুধিরদানে ইত্যাদি—তদ্বস্তং মন্ত্র-পূর্বকমিত্যর্থঃ পাঠো নাস্তি । ২। খ—ইতি দত্তাৎ ইত্যাদি—কালিকাপুরাণে—আপয়িত্বেত্যাদি পাঠঃ । ৩। খ—বলিং তত্র ।

উত্তরাভিমুখো ভূত্বা বলিং পূর্বমুখং তথা ।

নিরীক্ষ্য সাধকঃ পশ্চাদিমং মন্ত্রমুদীরয়েৎ ॥ ১৫

স চ মন্ত্রঃ—ছাগ ! তং বলিরূপেণ ইত্যাদিঃ । অত্র তু তাত্ত্বিকোৎসর্গে ন প্রযুক্ত্যতে । ১৬

তথা তত্রৈব—প্রভূত-বলিদানে তু দ্বৌ বা ত্রীনগ্রতঃ^১ কৃতান্ ।

পূজয়েৎ প্রমুখান্^২ কৃত্বা সর্বাংস্তুল্যেণ সাধকঃ । ১৭

তথা— স্থানে নিয়োজয়েদ্ রক্তং^৩ শিরশ্চ সপ্রদীপকম্ ।

ছেদয়েৎ তীক্ষ্ণ-খড়্গেণ বলিং পূর্বাননং তু তম্ ।

অথবোত্তর-বক্ত্রং^৪ তং স্বয়ং পূর্বমুখস্তথা ॥ ১৮

ভবিষ্যে— বলিং যে চ প্রযচ্ছন্তি সর্বভূত-বিনাশনম্ ।

তেষান্ত তুষ্ণতে দেবী যাবৎ কল্পন্ত শাকরম্ ॥ ১৯

ও চন্দ্রনাদি দ্বারা ভূষিত করিয়া সাধক দেবীর বলিকে মন্ত্রের দ্বারা মূহমূহ পূজা করিবে । ১৪

সাধক উত্তরাভিমুখ হইয়া পূর্বমুখ (দেবতার সম্মুখ-মুখ) বলিকে নিরীক্ষণ করিয়া পরে এই মন্ত্র উচ্চারণ করিবে । ১৫

সেই মন্ত্র হইতেছে—ছাগ ! তং বলিরূপেণ ইত্যাদি । সেই মন্ত্র কিন্তু তাত্ত্বিক উৎসর্গে প্রযুক্ত হয় না । ১৬

সেই কালিকাপুরাণে এইরূপ আরও বলিয়াছেন—প্রভূত বলিদান স্থলে সাধক দুইটি বা তিনটি পশুকে অগ্রে করিয়া ও প্রধান করিয়া তদ্ব্রতা (সকলের উদ্দেশ্যে এক-স্থানে প্রবৃত্তি) প্রযুক্ত সকলকে পূজা করিবে । (বিশেষ বিধি না থাকিলে তন্ত্রের দ্বারা পূজা অর্থাৎ বহু ব্যক্তির পূজার উদ্দেশ্যে ভূতাহাদের পূজার সিদ্ধির জন্য এক জনের যে পূজা, তাহাই তন্ত্রের দ্বারা পূজা) । ১৭

সেখানে আরও বলিয়াছেন—স্থানে (পাত্রে) রক্ত রাখিবে । মন্তকে সপ্রদীপ করিবে অর্থাৎ মন্তকে প্রদীপ রাখিবে । পূর্বমুখ (দেবতার সম্মুখ মুখ) সেই বলিকে তীক্ষ্ণদ্বার খড়্গের দ্বারা ছেদন করিবে । অথবা নিজে পূর্বমুখ হইয়া উত্তর মুখ বলিকে সেই প্রকারে ছেদন করিবে । ১৮

ভবিষ্য পুরাণে বলিয়াছেন—যে ব্যক্তিগণ দেবীকে সর্বভূত-বিনাশন অর্থাৎ প্রচুর পশু বলি প্রদান করে, তাহাদের প্রতি দেবী শাকর (দৈব) কল্প পর্য্যন্ত প্রীত হন । ১৯

সর্বভূত-বিনাশনমিতি । সর্বভূতানি বিহিত-মহিষাদীনি বিনাশ্যন্তে যস্মিন্
বলাবিতি । চর্মণি দ্বীপিনং হস্তীতিবন্ নিমিত্ত-সপ্তমীতি স্মার্তাঃ । ২০

যজ্ঞপার্শ্বঃ—উষ্ট্রো বা যদি বা মেঘশ্ছাগো বা যদি বা হয়ঃ ।

পশুস্থানে নিযুক্তানাং পশুশব্দোহভিধীয়তে^১ ॥ ২১

কালিকাপুরাণে—শোণিতং মন্ত্রপুতঞ্চ শীর্ষং পীয়ুষমুচ্যতে ।

তস্মাচ্চ পূজনে দত্তাদ্ বলেঃ শীর্ষঞ্চ শোণিতম্ ॥ ২২

তথা^২— পূজাস্থ নাহম-মাংসানি দত্তাদ্ বৈ সাধকোত্তমঃ^৩ ।

ঋতে তু লোহিতং শীর্ষমমৃতং তং তু জায়তে ॥ ২৩

ভবিষ্যপুরাণে—অজানাং মহিষাণাঞ্চ মেঘাণাঞ্চ তথা বধাং ।

প্রীগয়েদ বিধিবদ্ দুর্গাং মাংস-শোণিত-তর্পণৈঃ ॥ ২৪

দুর্গায়া দর্শনং পুণ্যং দর্শনাদভিবন্দনম্ ।

বন্দনাং স্পর্শনং শ্রেষ্ঠং স্পর্শনাদভিপূজনম্ ॥ ২৫

সর্বভূত-বিনাশনম্ এই পদটির ব্যাস বাক্যের অর্থ হইতেছে—সমস্ত ভূত অর্থাৎ
বিহিত মহিষ প্রভৃতি পশু সমূহ বিনাশিত হয় যাহাতে অর্থাৎ যে বলিতে, সেই বলি
সর্বভূত বিনাশন বলি । চর্মণি দ্বীপিনং হস্তি অর্থাৎ চর্মের নিমিত্ত হস্তীকে বধ
করিতেছে—এইস্থলে সপ্তমীর স্মার্ত যস্মিন্ বলৌ এই স্থলেও নিমিত্ত অর্থে সপ্তমী
হইয়াছে, ইহা স্মার্ত বলেন । ২০

যজ্ঞপার্শ্ব বলিয়াছেন—যদি বা উষ্ট্র, যদি বা মেঘ অথবা ছাগ অথবা অশ্ব—ইহারা
যদি পশুস্থানে নিযুক্ত হয়, তবে তাহারা পশুশব্দ বোধ্য হয় । ২১

কালিকা পুরাণে বলিয়াছেন—মন্ত্রপুত শোণিত ও শীর্ষ অমৃত কথিত হয় । অতএব
দেবীর পূজাতে বলির মন্তক ও শোণিত প্রদান করিবে । ২২

আরও বলিয়াছেন—সাধক শ্রেষ্ঠ দেবীর পূজায় শোণিত ও মন্তক ব্যতীত পৃথক-
ভাবে আম (কাঁচা) মাংস কখনও দিবে না । সেই শোণিত ও মন্তক কিন্তু অমৃত
হইয়া থাকে । ২৩

ভবিষ্য-পুরাণে বলিয়াছেন—ছাগল, মহিষ ও মেঘ সমূহের বিধিপূর্বক বধজাত
মাংস ও শোণিতের তর্পণ সমূহের দ্বারা দুর্গাকে প্রীত করিবে । ২৪

দুর্গার দর্শন পুণ্য, দর্শন হইতে অভিবন্দন শ্রেষ্ঠ, অভিবন্দন হইতে স্পর্শন আরও

পূজনাং স্পর্শনং শ্রেষ্ঠং স্পর্শনাং তর্পণং শ্রুতম্ ।

তর্পণান্ মাংসদানন্তু মহিষাজ্জ-নিপাতনম্ ॥ ২৬

মহিষোহজ্ঞো নিপাত্যতে যত্র মাংস-দানে তৎ তথা । তথা—

সমেকমেকং বরদা তৃপ্তা ভবতি চণ্ডিকা ।

রুধিরেণোরণশ্চোহ তর্পিতা বিধিবন্ নৃপ ! ॥ ২৭

সমেকং—বৎসরম্ । যব্যো মাসঃ সমেকং সংবৎসরমিতি ক্রতেঃ । উরগো
মেষঃ । ২৮

তথা— অজস্র দশবর্ষাণি রুধিরেণ স্মৃতর্পিতা ।

মহিষেণ শতং বীর ! তৃপ্তা ভবতি চণ্ডিকা ॥ ২৯

সহস্রং তৃপ্তিমায়াতি স্বদেহ-রুধিরেণ তু ।

তর্পিতা বিধিবদ্ দুর্গা ভিত্ত্বা বাহুরু-জজ্ঞ্যকে ॥ ৩০

নারেণ শিরসা বীর ! পূজিতা বিধিবন্ নৃপ !

তৃপ্তা ভবেদ্ ভূশং দুর্গা বর্ষাণাং লক্ষমেব তু ॥ ৩১

শ্রেষ্ঠ । স্পর্শন হইতে অভিপূজন আরও শ্রেষ্ঠ, পূজা হইতে স্পর্শন আরও শ্রেষ্ঠ, স্পর্শন
হইতে তর্পণ আরও শ্রেষ্ঠ কথিত হইয়াছে । তর্পণ হইতে মহিষ, ছাগলের বধবিশিষ্ট
মাংস আরও শ্রেষ্ঠ । ২৫-২৬

মহিষ ও অজ নিহত হয় যে মাংসদানে, তাহাই মহিষাজ্জ নিপাতন মাংসদান ।
আরও বলিয়াছেন—হে নৃপ । দেবীর পূজায় বিধিবৎ উরগের (মেষের) রুধিরের
দ্বারা দেবী চণ্ডিকা তর্পিতা হইলে এক বৎসর যাবৎ তৃপ্তা হইয়া থাকেন । ২৭

সমেকং—বৎসর । যেহেতু “যব্যো মাসঃ সমেকং বৎসরম্” এই শতপথ ব্রাহ্মণ
বাক্য ক্রত হইয়া থাকে । উরগ—মেষ । ২৮

আরও বলিয়াছেন—ছাগলের রুধিরের দ্বারা চণ্ডিকা দশ বৎসর যাবৎ পরম
প্রীতা হইয়া থাকেন । হে বীর ! মহিষের রুধিরের দ্বারা শত বৎসর যাবৎ তৃপ্তা
হইয়া থাকেন । ২৯

বিধিবৎ বাহু, উরু ও জজ্ঞাধরকে বিদীর্ণ করিয়া নিজ দেহের রুধিরের দ্বারা দেবী
চণ্ডিকা তর্পিতা হইলে সহস্র বৎসর পর্য্যন্ত তৃপ্তি পাইয়া থাকেন । ৩০

হে বীর নৃপ । নরের মস্তকের দ্বারা দেবী দুর্গা বিধিবৎ পূজিতা হইলে এক লক্ষ
বর্ষ পর্য্যন্ত অত্যন্ত তৃপ্তা হইয়া থাকেন । ৩১

কালিকাপুরাণে—নাভেরধস্তাদ্ রুধিরং পৃষ্ঠভাগস্য চ প্রিয়ে^১ ! ।

অগাত্র-রুধিরং দত্ত্বান্ন কদাচিৎ তু সাধকঃ ॥ ৩২

নৌষ্ঠস্য চিবুকস্তাপি নেন্দ্রিয়াণাঞ্চ মানবঃ ।

কণ্ঠাধো নাভিতশ্চোৰ্দ্ধং বাহুভ্যাঃ পাণিমুতে তদা ।

প্রদত্তাদ্ রুধিরং ঘাতং নাভি^২ কুর্য্যচ্চ সাধকঃ ॥ ৩৩

গণ্ডয়োশ্চ ললাটস্য ভ্রুবোর্মধ্যস্য শোণিতম্ ।

কর্ণাগ্রস্য চ বাহুয়োশ্চ স্তনয়োৰধরস্য চ ॥ ৩৪

কণ্ঠাধো নাভিতশ্চোৰ্দ্ধং হৃদ্যাগস্য যতস্ততঃ ।

পার্শ্বয়োশ্চাপি রুধিরং দুৰ্গায়ৈ বিনিবেদয়েৎ ॥ ৩৫

ন গুল্ফতো অঙ্গু দত্ত্বাজ্জত্রোনাপি চ সাধকঃ ।

ন চ রোগাবিলাদজ্ঞানান্ঘঘাতাচ্চ ভৈরব ! ।

তদর্থকৃত-ঘাতাচ্চ নাশ্রদ্ধঃ ক্ষুদ্রমানসঃ^৩ ॥ ৩৬

কালিকাপুরাণে বলিয়াছেন—হে প্রিয়ে ! সাধক নিজের গাত্র রুধির দেবীকে নিবেদন করিবে । নাভির অধোদেশের ও পৃষ্ঠভাগের রুধির কখনও দেবী দুৰ্গাকে দিবে না । ৩২

মানব রুধির দানকালে ওষ্ঠ, চিবুক ও ইন্দ্রিয় সমূহের রক্ত দিবে না এবং পাণি (করতল) ছাড়া বাহর, কণ্ঠের অধোদেশ ও নাভির উর্ধ্বদেশ হইতে রুধির দান করিবে । সাধক অতিঘাত (অতিক্রান্ত) করিবে না । ৩৩

গণ্ডঘরের, ললাটের, ভ্রুবোর্মধ্যের, কর্ণাগ্রের, বাহুঘরের, স্তনঘরের, অধরের, কণ্ঠের অধো ও নাভির উর্ধ্ব হৃৎপ্রদেশের যে কোন স্থানের ও দুই পার্শ্বের রুধির দুৰ্গাকে নিবেদন করিবে । ৩৪-৩৫

সাধক গুল্ফ হইতে রক্ত দিবে না, জত্র (কব্জ ও বক্ষঃস্থলের সন্ধি) হইতেও রক্ত দিবে না । হে ভৈরব ! রোগ কলুষিত অঙ্গ হইতেও রক্ত দিবে না । অঙ্গ আঘাত জনিত রক্তও দিবে না । শ্রদ্ধাহীন ও ক্ষুদ্রচিত্ত হইয়া উজ্জ্বলিত অর্থাৎ বিকলাঙ্গের উদ্দেশে আঘাত হইতে উৎপন্ন রক্ত দান করিবে না । বলিতে রক্তদানের উদ্দেশে আঘাত জনিত রক্ত দিবে । ৩৬

১। খ—পৃষ্ঠাংশস্ত চাপ্রিয়ে ।

২। খ—ঘাতং নাভি ।

৩। খ—মানস ইত্যনন্তরং—ইত্যত্রাপীত্যধিকঃ ।

ক্ষত-রক্তং প্রদত্তাং তু পদ্মপুষ্পস্য পত্রকে ।

সৌবর্ণে রাজতে পাত্রে কাংস্তে ফালে চ বা নরঃ ।

নিধায় দেবৈব্য দত্তাং তু তদ্ রক্তং মন্ত্রপূর্বকম্^১ ॥ ৩৭

বাহ্ণোরিতি । পাণিঃ করতলং বিনা বাহ্ণোরিত্যর্থঃ । ফালে ফলসম্বন্ধিনি
নারিকেল-পাত্রাদৌ । ৩৮

তথা তত্রৈব—হননে^২ ছুরিকা-খড়্গা-সঙ্কলাদি যদন্ত্রকম্ ।

ঘাতেন বৃহদন্ত্রস্য মহাফলমবাগ্নুয়াং ॥ ৩৯

পদ্মপুষ্পস্য পত্রস্ত যাবদ্ গৃহাতি শোণিতম্ ।

তৎপ্রমাণ-চতুর্ভাগাধিকং রক্তস্ত সাধকঃ ।

ন কদাচিৎ প্রদত্তাং তু নাক্ষচ্ছেদং সমাচরেৎ ॥ ৪০

যঃ স্বহৃদয়-সংজাতং^৩ মাংসং মাষ=প্রমাণতঃ ।

তিল-মুদগ-প্রমাণং বা দেবৈব্য দত্তাং তু ভক্তিতঃ ।

যন্মাসাত্ত্যস্তরে তৎ তু কামমিষ্টমবাগ্নুয়াং ॥ ৪১

বাহ্ণোস্ত স্বক্কয়োর্বাপি ন দত্তাদ্ দীপ-বত্তিকাম্ ।

হৃদয়ে বা স্নেহপাত্রং বিনা ভক্ত্যা তু সাধকঃ ॥ ৪২

মানব পদ্মপুষ্পের পাতার ক্ষরিত রক্ত দান করিবে । অথবা সুবর্ণ পাত্রে,
রক্ত পাত্রে, কাংস্তপাত্রে বা ফালে (নারিকেলাদি ফলের পাত্রে) সেই রক্ত রাখিয়া
মন্ত্রপাঠ পূর্বক দেবীকে দান করিবে । ৩৭

বাহ্ণোঃ এই কথার অর্থ—পাণি অর্থাৎ করতল ছাড়া বাহ্যর রক্ত । ফালে—ফল
সম্বন্ধি নারিকেলের পাত্রাদিতে । ৩৮

সেখানে আরও এইরূপ বলিয়াছেন—হনন বিষয়ে চুরিকা, খড়্গা, সঙ্কল প্রভৃতি যে
যে অস্ত্র আছে, তাহার মধ্যে বৃহৎ অস্ত্রের আঘাতের দ্বারা মহাফল লাভ করিবে । ৩৯

পদ্ম পুষ্পের পত্র যে পরিমাণ রক্তগ্রহণ (ধারণ) করে, সাধক সেই পরিমাণের
চারিভাগের অধিক রক্ত কখনও দিবে না, অক্ষচ্ছেদও করিবে না । ৪০

যে ব্যক্তি ভক্তির সহিত নিজের হৃদয় সংজাত মাংস মাষপ্রমাণ বা তিল মুগ প্রমাণ
দেবীকে দান করে, সে ছয় মাসের মধ্যে প্রিয় অভিলষিত বিষয় লাভ করে । ৪১

সাধক বাহ্যর অথবা স্বক্কয়র অথবা হৃদয়ে দীপবাতি দিবে না । স্নেহপাত্র
বিনাই ভক্তিপূর্বক দেবীকে তাহা দান করিবে । ৪২

ক্ষণমাত্রেন তদীপ-প্রদানস্য ফলং শৃণু ।

ভুক্ত্বা চ বিপুলান্ ভোগান্ দেবীগেহে যথেষ্টয়া ।

কল্পত্রয়স্ত সংস্থায় সার্বভৌমো নৃপো ভবেৎ ॥ ৪৩

মহিষস্য শিরচ্ছিন্নং সপ্রদীপং শিবা-পুরঃ^১ ।

হস্তাভ্যাং যঃ সমাদায় অহোরাত্রস্ত তিষ্ঠতি ॥ ৪৪

স চিরায়ুঃ পুত-মূর্ত্তিরিহ ভুক্ত্বা মনোরথান্ ।

ভোগস্থান্তে মদগৃহগো গণানামধিপো ভবেৎ^২ ॥ ৪৫

নরস্য শীর্ষমাদায় সাধকো দক্ষিণে করে ।

বামে সরুধিরং পাত্রং গৃহীত্বা নিশি জাগ্রতঃ ॥ ৪৬

যাবদ্ রাত্রিঃ স্থিতো মর্ত্ত্যো রাজা ভবতি চেহ বৈ^৩ ! ।

মুতে মম পুরং প্রাপ্য গণানামধিপো ভবেৎ ॥ ৪৭

ক্ষণমাত্রং বলীনাং যঃ শিরোরক্তং করদ্বয়ে ।

গৃহীত্বা চিন্তয়েদ্ দেবীং পুরস্তিষ্ঠতি মানবঃ ।

স কামানিহ সংপ্রাপ্য দেবীলোকে মহীয়তে ॥ ৪৮

ক্ষণমাত্রে সেই দীপদানের ফল শ্রবণ কর । যে দীপ দান করে, সে বিপুল ভোগ ভোগ করিয়া দেবীগৃহে যথেষ্টভাবে তিন কল্প অবস্থান করিয়া সার্বভৌম রাজা হইবে । ৪৩

যে মানব দুই হস্তে প্রদীপ সহিত মহিষের ছিন্ন মস্তক লইয়া দেবীর সম্মুখে অহোরাত্র অবস্থান করে । সেই পবিত্র মূর্ত্তি ব্যক্তি দীর্ঘায়ু হইয়া অভিলষিত ভোগ্য ভোগ করিয়া ভোগের অন্তে আমার গৃহবাসী হইয়া আমার গণগণের অধিপতি হইয়া থাকে । ৪৪-৪৫

(ওরে পুত্র ।) যে সাধক দক্ষিণ হস্তে নরের মস্তক, বামহস্তে রুধির পাত্র লইয়া রাত্রি জাগরণ পূর্বক যাবৎ রাত্রি অবস্থান করে, সে মানব ইহলোকে নিশ্চয় রাজা হয় । মৃত্যুর পর সে আমার গৃহলাভ করিয়া গণগণের অধিপতি হয় । ৪৬-৪৭

যে ব্যক্তি করদ্বয়ে বলির মস্তকের রক্ত লইয়া ক্ষণমাত্র দেবীকে চিন্তা করে ও দেবতার সম্মুখে অবস্থান করে, সে সমস্ত কামা বস্তু প্রাপ্ত হইয়া দেবীলোকে সম্মানিত হয় । ৪৮

১। ক—শিবা পুরঃ । ২। ক—মধিপো ভবেদিত্যনন্তরং ক্ষণমাত্রং বলীমামিত্যাदि পাঠঃ ।
মধ্যবর্ত্তিঃ প্রাক্ষরং নাস্তি । ৩। খ—চেহ বৈ । মুদ্রিত কালিকাপুরাণে—যাবত্ৰাত্ৰং, চেহ বৈ ।

মহামায়ে ! জগন্মাতঃ ! সর্বকাম-প্রদায়িনি ! ।

দদামি দেহরুধিরং প্রসীদ বরদা তব ॥ ৪৯

ইত্যুক্ত্বা মূলমন্ত্রেণ নাতিপূর্বং^১ বিচক্ষণঃ ।

স্বগাত্র-রুধিরং দত্ত্বা সাধকঃ সিদ্ধিমানসঃ ॥ ৫০

যেনাত্মমাংসং সত্যেন দদামি স্ববিভূতয়ে ।

নির্বাণং তেন সত্যেন দেহি হু^২ হু^২ নমো নমঃ ।

ইত্যনেন তু মন্ত্রেণ স্বমাংসং বিতরেদ্ বুধঃ ॥ ৫১

পুনস্তত্রৈব—স্বগাত্র-রুধিরং দত্ত্বা আত্মহত্যাংসবাঞ্ছয়াং ।

মত্ৰং দত্ত্বা ব্রাহ্মণস্ত ব্রাহ্মণ্যাংদেব হীয়তে ॥ ৫২

ন কৃষ্ণসারমিতরে বলিস্ত কত্রিয়াদয়ঃ ।

দদতঃ কৃষ্ণসারস্ত ব্রহ্মহত্যাংসবাঞ্ছয়ুঃ ।

প্রদানে কৃষ্ণসারস্য মন্ত্রোহয়ং সমুদীরিতঃ ॥ ৫৩

কৃষ্ণসার ! ব্রহ্মমূর্তে ! ব্রহ্মতেজোবিবর্দ্ধন ! ।

চতুর্বেদময় ! প্রাজ্ঞ ! প্রজ্ঞাং দেহি যশো মহঃ^৩ ॥ ৫৪

বিচক্ষণ-সিদ্ধিকামী সাধক মূলোক্ত “মহামায়ে জগন্মাতঃ ইত্যাদি মূলোক্ত প্রার্থনা শ্লোক পড়িয়া মূলমন্ত্রের দ্বারা দেবীকে নিজের গাত্ররুধির অনতিপূর্বেই অর্থাৎ অবিলম্বে দান করিবে । ৪৯-৫০

প্রার্থনা শ্লোকের অর্থ—হে মহামায়ে ! হে জগন্মাতঃ ! হে সর্বকাম প্রদায়িনি ! আমি আপনাকে নিজের দেহ-রুধির দিতেছি । তুমি প্রসন্ন ও বরপ্রদা হও ।

পণ্ডিত সাধক ‘যেনাত্মমাংসং’ ইত্যাদি মূলোক্ত মন্ত্রের দ্বারা নিজের মাংস দেবীকে দান করিবে । ৫১

পুনরায় সেইখানে আরও বলিয়াছেন—ব্রাহ্মণ কিন্তু নিজের গাত্র রুধির দেবীকে দিয়া আত্মহত্যাংসজনিত পাপ অর্জন করিবে এবং দেবীকে মন্ত দান করিয়া ব্রাহ্মণত্ব হইতে প্রচ্যুত হয় । ৫২

কত্রিয় প্রভৃতি অন্যান্য বর্ণের ব্যক্তিগণ কৃষ্ণসার যুগকে বলি দিবেন না । কৃষ্ণসার যুগকে বলি দিয়া ব্রহ্মহত্যা জনিত পাপ প্রাপ্ত হইবে । কৃষ্ণসার বলি প্রদানের কৃষ্ণসার । ব্রহ্মমূর্তে ! ইত্যাদি মন্ত্র কথিত হইয়াছে । ৫৩

মূলোক্ত ঐ মন্ত্রের অর্থ—হে কৃষ্ণসার ! হে ব্রহ্মমূর্তে ! হে ব্রহ্মতেজঃ বিবর্দ্ধক ! হে চতুর্বেদময় প্রাজ্ঞ ! আমাকে প্রজ্ঞা দাও, যশঃ দাও, তেজঃ দাও । ৫৪

১। খ—মতিঃ পূর্বং । ২। ক—বহঃ ইত্যনন্তম্—অত্রৈব—বহাসবন্যামিত্যাदि—কৃষ্ণসারোঃ মন্তিতঃ ইত্যন্ত-পাঠো নাতি ।

শত্রুবলিঃ

অত্রৈব—মহানবম্যাং-শরদি রাজ্যৌ কন্দ-বিশাখয়োঃ ।

যবচূর্ণময়ং কৃত্বা রিপুং মৃগায়মেব বা ॥ ৫৫

শিরশ্ছিত্বা বলিং দত্তাং কৃত্বা তস্য তু মন্ত্রতঃ ।

অনেনৈব তু মন্ত্ৰেণ খড়্গমামন্ত্র্য যত্নতঃ ॥ ৫৬

রক্তং কিলিকিলী ঘোরং ঘোরাধারবিহিংসকঃ^১ ।

ব্রহ্মশিখাধিকমক্ষমমুকং চারিসত্তমম্^২ (১) ॥ ৫৭

টাস্তো^৩ বিসর্গসহিতঃ স চ বিন্দুযুতোহপরঃ ।

ব্রহ্মাগ্নিযোগশ্চত্ৰেণ^৪ বিন্দুনা চ সমন্বিতঃ ॥

ফড়ন্তো বলিষু প্রোক্তঃ খড়্গো কন্দবিশাখয়োঃ ॥ ৫৮

রক্তজবৈঃ সেচয়িত্বা কৃত্রিমং তং রিপুং বলিম্ ।

কুচন্দনস্য তিলকং ললাটে বিনিবেশ্য চ ॥ ৫৯

রক্তমালাধরং কৃত্বা রক্তবস্ত্র-ধরং তথা ।

কণ্ঠে বদ্ধা রক্তসুত্রৈর্নাতী শল্যঞ্চ^৫ কৃত্রিমম্ ॥ ৬০

এইখানে আরও বলিয়াছেন—শরৎকালে মহানবমীর রাজিতে স্বল্প ও বিশাখের মন্ত্রে শত্রুবলি দিবে । যবচূর্ণময় বা মৃগায় শত্রুমূর্ত্তি নির্মাণ করিয়া যত্ন পূর্বক বক্ষ্যমাণ সেই সেই মন্ত্রের দ্বারা খড়্গ অভিমন্ত্রিত করিয়া তদ্বারা শত্রুমূর্ত্তির মন্ত্রক ছেদন করিয়া বক্ষ্যমাণ মন্ত্রে বলি দিবে । ৫৫-৫৬

সেই বক্ষ্যমাণ মন্ত্র হইতেছে—রক্তং কিলিকিলী ঘোরং ঘোরাধার-বিহিংসকঃ ইহার পর ব্রহ্মশিখাধর (ওঁওঁ) ও অক্ষ (ত্রীং) অমুকং অরিসত্তমং বিসর্গ সহিত টাস্ত (ঠ) ও বিন্দু সহিত সেই ঠ অর্থাৎ ঠঃ ঠং (শ্বাহা) । তাহাতে মন্ত্রটি হইল—রক্তং কিলিকিলী ঘোরং ঘোরাধার-বিহিংসকঃ ওঁওঁ ত্রীং অমুকং অরিসত্তমং শ্বাহা (?) ।

খড়্গের মন্ত্রটি হইল—ব্রহ্ম (ক) ও অগ্নি (র) যোগ অর্থাৎ ক্র । উহা চল্ল (ঈ) ও বিন্দু (ং) দ্বারা যুক্ত, তাহাতে ক্রীং হইল । উহা ফট্ অস্ত হইবে । তাহাতে মন্ত্রটি হইল ক্রীং কট্ । কন্দ ও বিশাখার বলি বিষয়ে খড়্গের এই মন্ত্র কথিত হইয়াছে । ৫৭-৫৮

সেই কৃত্রিম শত্রু বলিকে রক্ত জবা (রক্তচন্দন) দ্বারা সেচন করিয়া কুচন্দন (রক্তচন্দন) দ্বারা ললাটে তিলক দিয়া রক্তমালাধারী করিয়া রক্তবস্ত্র ধর করিয়া

১। যবভারত ও বজ্রবাসী মুদ্রিত কালিকাপুরাণে—রক্তং কিলিকিলি ঘোরঘোরাধারবিহিংসকঃ ।

২। খ—ব্রহ্মশিখাধিকামক্ষমমুকং চারিসত্তমম্ । মুঃ পুরাণে—ব্রহ্মশিখাধিকামক্ষমম্ । খ—গীতঃ । মুদ্রিত পুরাণধরে মন্ত্রতঃ । সেখানে পাদটীকায় পাঠান্তর—তাস্তঃ । ৩। খ—ব্রহ্মাগ্নিযোগশ্চ ত্ৰেণ (যোগশ্চত্ৰেণ) । মুদ্রিত পুরাণধরে—ব্রহ্মাগ্নিযোগশ্চত্ৰেণ খড়্গকন্দবিশাখয়োঃ । ৪। খ—মার্জো শল্যঞ্চ ।

দস্তোত্তরশিরস্কং^১ তং কৃত্বা খড়্গেন ছেদয়েৎ ।

শিরস্তস্ত ততো দত্বাং স্কন্দমন্ত্ৰেণ মন্ত্রিতম্^২ ॥ ৬১

ইতি বলিবিধিঃ ।

অথ পূজাস্থানম্

কালিকাপুরাণে—যত্র তত্র নরঃ পূজাং নির্জনে কুরুতে চ যঃ ।

তস্তাদন্তে স্বয়ং দেবী পত্রং পুষ্পং ফলং জলম্ ॥ ৬২

শিলা প্রশস্তা পূজায়াং স্থণ্ডিলং নির্জনং তথা ।

উষরে কুমি-সংযুক্তে স্থানেহমৃষ্টেহপি নার্চয়েৎ^৩ ॥ ৬৩

কঠে রক্ত সূত্র বাঁধিয়া নাভিতে কৃত্রিম শলা (শলাকা) দিয়া তাহাকে উত্তরশিরস্ক করিয়া খড়্গের দ্বারা ছেদন করিবে । তাহার পর তাহার মস্তককে স্কন্দ মন্ত্ৰের দ্বারা অভিমন্ত্রিত করিয়া দেবীকে দিবে । ৫৯-৬১

টিপ্পনী । শরৎকালে দুর্গাপূজার নবমীতে শবময় শত্রুর ছিন্ন মস্তক স্কন্দ মন্ত্ৰের দ্বারা অভিমন্ত্রিত করিয়া নিবেদন করিতে কালিকাপুরাণ বলিয়াছেন । স্কন্দ ও বিশাখের মন্ত্রোক্তারে সেখানে উক্ত হইয়াছে—চতুর্দশ-স্বরাগ্নিভ্যাং সম্পূক্তং স্যাৎ পুরঃ-সরম্ । পরতঃ পরতঃ পূর্বং চক্ষুঃসিন্দু-সমম্রিতম্ । স্কন্দস্য মূলমন্ত্রোহয়ং তেন তস্মৈ বলিং হরেৎ । চতুর্দশ-স্বরাগ্নিভ্যাং তৃতীয়স্ত চ পূর্বদং । প্রোক্তো বিশাখ মন্ত্রোহয়ং তেন তস্মৈ বলিং হরেৎ । ইহার অনুবাদে যে মন্ত্র উদ্ধৃত হইয়াছে, তাহা একরূপ মূল হইতে যে উদ্ধৃত হইতে পারে না, এ বিষয়ে কোন সংশয় নাই । শ্রীজীব শ্যামতীর্থ প্রভৃতি ইহার সংশোধনে বিন্দুমাত্র চেষ্টা করেন নাই । বহুপ্রকার মুদ্রিত দুর্গাপূজা পদ্ধতিতেও ইহার উল্লেখ নাই । আমি বহু চেষ্টা করিয়াও ইহার সংশোধনে সফল হই নাই । গ্রন্থকার এই মন্ত্রগুলি এখানে কেন লিখেন নাই, তাহাও বুঝিতে পারি নাই । আমার মনে হয়, গ্রন্থকার যে কালিকাপুরাণ অবলম্বন করিয়া এই প্রকরণ লিখিয়াছেন । তাহা অশুদ্ধ প্রায় । তাহা হইতে বিস্তৃত মন্ত্ৰের উদ্ধার সম্ভব নহে বুঝিয়া সেই মন্ত্রগুলি তিনি লিখেন নাই । ৬১

বলিবিধি সমাপ্ত হইল ।

অনন্তর পূজাস্থান কথিত হইতেছে । কালিকাপুরাণে বলিয়াছেন—যে মানব যেখানে সেখানে নির্জনে দেবীর পূজা করে, সেই দেবী তাহার প্রদত্ত পত্র, পুষ্প, ফল ও জল স্বয়ং গ্রহণ করেন । ৬২

পূজাতে শালগ্রাম শিলা প্রশস্তা । স্থণ্ডিল ও নির্জন স্থান প্রশস্ত । উষর (কার-মুক্তিকায়ুক্ত) স্থানে, কুমিকীট সংযুক্ত স্থানে এবং অশুদ্ধ স্থানেও পূজা করিবে না । ৬৩

১। খ—দস্তোত্তরশিরস্কং ।

২। খ—মন্ত্রিতঃ ।

৩। খ—নার্চয়েদিত্যনন্তরং অথানোচানাবিত্যাদিত্যত্ বচনং শুদ্ধিনির্গয়েহপি লিখিতমিত্যন্তঃ পাঠো নাস্তি । নার্চয়েদিত্যনন্তরম্—অথ পূজাদানদিকারিত্বং । কালিকাপুরাণে অন্তর্চর্মেত্যাди পাঠঃ ।

অশৌচোচাৰ্ণৌ বৰ্জ্যাবৰ্জ্যনিয়মঃ ।

অশৌচস্ত বিহিতকৰ্মাধিকারবিরোধী অদৃষ্টবিশেষঃ । দেবলঃ (১)—

সঙ্ক্যাং পঞ্চ মহাযজ্ঞান্ নৈত্তিকং স্মৃতি-কৰ্ম চ ।

তন্মধ্যে হাপয়েৎ তেষাং দশাহান্তে পুনঃ ক্রিয়া ॥ ২

পঞ্চযজ্ঞানাহ মনুঃ—অধ্যাপনং ব্রহ্মযজ্ঞঃ পিতৃযজ্ঞস্ত তৰ্পণম্ ।

হোমো দৈবো বলিভৌতো নৃযজ্ঞোহতিথি-পূজনম্ ॥ ৩

দৈবো দেবযজ্ঞঃ, ভৌতো ভূতযজ্ঞঃ । নৈত্তিকং বৈদিকশ্রাদ্ধাদি, স্মৃতি-কৰ্ম বৈধস্মানাদি । অত্র চ “ন মুহূৰ্ত্তমপ্যপ্রয়তঃ শ্রাদ্ধি”ত্যাপস্তম্ব-বচনাদম্পৃশ্য-স্পর্শনাদৌ শৌচস্ত স্বকৃতি-সাধ্যত্বাৎ তদর্থং স্মানাদি কৰ্ত্তব্যম্, মূত্রপুৰীষ-ত্যাগাদি-স্থানীয়-শৌচনিমিত্তক-প্রক্ষালনাদিবৎ । এবং ভোজনাশ্রিতত্বাৎ প্রাণাহত্যা-দানঞ্চ কার্যম্ । এবঞ্চ কৰ্মাভ্যন্তরে কদাচিদপ্রায়তে স্মানাদিকং নৈমিত্তিকাক্রান্ত্বান্ন ব্যবধায়কম্ । অতঃ পূৰ্বং কৃতানাং কতিপয়-ক্রিয়া-ভাগানাং ন পুনঃ-করণমিতি স্মার্তাঃ । ৪

তন্মধ্যে—অশৌচমধ্যে । হাপয়েৎ—ত্যাজেৎ । তেষাং—সঙ্ক্যা-দীনাং । দশাহান্তে—তদুদশৌচান্তোত্তর-দিনে । অভিবাদয়েদিত্যনুবৃত্তৌ শব্দাঃ—

অনন্তর অশৌচে বৰ্জ্যনীষ ও অবৰ্জ্যনীষ নিয়ম কথিত হইতেছে । অশৌচ হইতেছে—বিহিত কৰ্মে অধিকার বিরোধী অদৃষ্ট বিশেষ । দেবল বলিয়াছেন (১)—

অশৌচ মধ্যে সঙ্ক্যা, পঞ্চ মহাযজ্ঞ, স্মৃতিবিহিত নৈত্য কৰ্ম ত্যাগ করিবে । অশৌচের দশ দিন গত হইলে তাহাদের পুনর্ব্যবস্থার অনুষ্ঠান হইয়া থাকে । ২

মনু (৩।৭০) পঞ্চ মহাযজ্ঞ বলিয়াছেন—ব্রহ্মযজ্ঞ (অধ্যয়ন ও অধ্যাপন), পিতৃযজ্ঞ (অন্নাদি বা জলের দ্বারা পিতৃপুরুষের তৰ্পণ), দেবযজ্ঞ (অগ্নিতে হোম), ভূতযজ্ঞ (ভূতবলি) নৃযজ্ঞ (অতিথি পূজা) । ৩

দৈব—দেবযজ্ঞ । ভৌত—ভূতযজ্ঞ । নৈত্তিক—বৈদিক শ্রাদ্ধাদি । স্মৃতি কৰ্ম—বৈধ স্মানাদি । এই বিষয়ে এক মুহূৰ্ত্তও অপ্রয়ত (অনিয়মযুক্ত) হইবে না—এই আপস্তম্ব বচনানুসারে অম্পৃশ্য স্পর্শ প্রভৃতি স্থলে শৌচটি নিজের যত্ন সাধ্য বলিয়া শৌচের অন্ত মূত্র ও মল ত্যাগাদি স্থানীয় শৌচের হেতু প্রক্ষালনাদির দ্বারা অশৌচ মধ্যে স্মানাদি কৰ্ত্তব্য । এইরূপ ভোজনাশ্রিত বলিয়া প্রাণাহতি প্রভৃতির দানও কৰ্ত্তব্য । এইরূপ আরক কৰ্মের মধ্যে কখনও অম্পৃশ্য স্পর্শ প্রভৃতি অনিয়ম উপস্থিত হইলে নৈমিত্তিকের অন্ত বলিয়া স্মানাদিও আরক কৰ্মের ব্যবধায়ক হয় না । অতএব পূৰ্বকৃত কতিপয় কৰ্মের পুনরনুষ্ঠান হয় না—ইহা স্মার্ত বলেন । ৪

তন্মধ্যে—অশৌচ মধ্যে । হাপয়েৎ—ত্যাগ করিবে । তেষাং—সঙ্ক্যা প্রভৃতির । দশাহান্তে—সেই সেই অশৌচের অন্ত দিনের পর দিনে । অভিবাদয়েৎ—অভিবাদন

নাশুচির্ন জপয় দৈবগিত্য-কার্য্যং কুৰ্ব্বন্থিতি । আপস্তম্বঃ অপ্রয়তায়াপ্রয়তশ্চ ন
প্রত্যভিবাদয়েৎ । অভিবাদনং—সম্বোধন-পূর্বকো নমস্কারঃ । প্রত্যভিবাদনং—
সম্বোধনপূর্বক-প্রতিনমস্কারাশীর্দানাদি, তদুভয়ং নিষিদ্ধম্ । কেবলনমস্কারমাহ
স্মৃতিঃ—সৰ্বে চাপি নমস্কৰ্য্যঃ সৰ্বাবস্থানু সৰ্বদা । ইতি । কেবলং প্রতি-
নমস্কারাশীর্দানাদি চ ন নিষিদ্ধম্, তুল্যযুক্তৈঃ । রাঘবভট্ট-ধৃতো নারদঃ (৫)—

অথ স্মৃতকিনঃ পূজাং বক্ষ্যাম্যাগম-দেশিতাম্ ।

স্নাত্বা নিত্যঞ্চ নিবর্ত্য মানস্যা ক্রিয়য়া তু বৈ ।

বাহুপূজা-ক্রমেণৈব ধ্যান-যোগেন পূজয়েৎ ॥ ৬

নিত্যকাস্তিকর্তব্য-প্রেততর্পণাদি । মন্ত্রমুক্তাবল্যাম্—

জপো দেবার্চনবিধিঃ কার্য্যো দীক্ষাষ্মিতৈর্নরৈঃ ।

নাস্তি পাপং যতস্তেষাং স্মৃতকং বা যতাত্মনাম্ ॥ ৭ ॥ ইতি ।

রাঘবভট্টধৃতং— বরং প্রাণপরিত্যাগঃ শিরসো বাপি কৰ্ত্তনম্ ।

ন ত্বনভ্যর্চ্য ভুঞ্জীত ভগবন্তং ত্রিলোচনম্ ॥ ৮

ইতি লিঙ্গপুরাণীয়ঞ্চ নিয়মবিষয়কম্ । দীক্ষাদিন-কর্তব্য-রাঘব-ভট্টোক্ত-
তাদৃশ-প্রতিজ্ঞা তু পূর্বমভিহিতা । ৯

করিবে—এই ক্রিয়ার অনুষ্ঠিতে শঙ্ক বলিয়াছেন—অশুচি হইয়া, জপ করিতে করিতে
দৈব ও পৈতৃ্য কার্য্য করিতে করিতে অভিবাদন করিবে না । আপস্তম্ব বলিয়াছেন—
অপ্রয়ত ব্যক্তি অপ্রয়ত ব্যক্তিকে প্রত্যভিবাদন করিবে না । অভিবাদন—সম্বোধন পূর্বক
নমস্কার । প্রত্যভিবাদন—সম্বোধন পূর্বক প্রতি নমস্কার, আশীর্বাদ দানাদি । সেই
উভয় অশোচে নিষিদ্ধ । স্মৃতি কেবল নমস্কার করিতে বলিতেছেন—সমস্ত অবস্থাতে
সর্বদা সকল ব্যক্তি নমস্কার করিবে । যুক্তির তুল্যত্ব হেতু কেবল নমস্কার ও
আশীর্বাদ দানাদি নিষিদ্ধ নহে । রাঘবভট্ট ধৃত নারদের বচন হইতেছে (৫)—

অনন্তর অশোচী ব্যক্তির আগম কথিত পূজা বলিতেছি । স্নান করিয়া নিত্য কর্ম
করিয়া মানস ক্রিয়া দ্বারা ধ্যান যোগে বাহুপূজার ক্রমানুসারে পূজা করিবে । ৬

নিত্য হইতেছে অশুচির কর্তব্য প্রেততর্পণ প্রভৃতি । মন্ত্রমুক্তাবলীতে বলিয়াছেন—
দীক্ষিত ব্যক্তি কর্তব্য জপ ও দেবার্চনার অন্তর্গত কর্তব্য । যেহেতু সেই সংঘত চিত্ত
ব্যক্তিগণের পাপ বা স্মৃতক অশোচ নাই । ৭

প্রাণত্যাগও ভাল, মন্তকের ছেদনও ভাল । কিন্তু ভগবান্ ত্রিলোচনের অর্চনা না
করিয়া ভোজন করিবে না । ৮

এই রাঘব ভট্ট ধৃত লিঙ্গ পুরাণীয় বচনটি নিয়ম বিষয়ক । দীক্ষা দিনে কর্তব্য
রাঘব ভট্টোক্ত তাদৃশ প্রতিজ্ঞা কিন্তু পূর্বে বলিয়াছি । ৯

যৎ তু নরসিংহকল্পে সদা মন্ত্রজাপমুক্তা—

যদি শ্রাদ্ধশুচিত্তত্র স্মরেন্মন্ত্রং ন তুচ্ছয়েৎ ।

মনো হি সর্বজন্তুনাং সর্বদৈব শুচি স্মৃতম্ ॥ ১০

ইত্যুক্তম্, তন্মুক্তোচ্চারণশৌচ-পরম্ । মন্ত্রোত্তরেহপি—

অশুচির্বা শুচির্বাপি গচ্ছন্তিষ্ঠন্থ স্বপন্নপি ।

মন্ত্রৈক-শরণো বিদ্বান্ মনসৈব সদাহত্যসেৎ ॥ ১১

তান্ত্রিক-কর্মস্বশৌচ-প্রতিবন্ধকতয়াং ‘অথ স্মৃতকিন’ ইতি বচনং প্রমাণম্

পুরাণে— চক্রাযুধস্য নামানি সদা সর্বত্র কীর্তয়েৎ ।

নাশৌচং কীর্তনে তস্য স পবিত্রকরো যতঃ ॥ ১২

ন দেশ-নিয়মস্তত্র ন কাল-নিয়মস্তথা ।

নোচ্ছিষ্টাদৌ নিষেধোহস্তি হর্যের্নামানি লুপ্তক ! ॥ ১৩

স চক্রাযুধঃ । বারাহীতন্ত্রে—

তারায়াম্শৈব কাল্যাশ্চ ত্রিপুরায়াম্শ্চ স্মৃততে !

স্মৃতকে স্মৃতকে চৈব ন ত্যজেৎ তু জপার্চনম্ ॥ ১৪

এতদ্বচনং শুদ্ধিনির্ণয়েহপি লিখিতম্ । কালিকাপুরাণে—

আর নরসিংহকল্পে সর্বদা মন্ত্র জপ করিতে বলিয়া পরে এই যে বলিলেন—

যদি অশুচি হয়, তবে সে স্থলে মন্ত্রকে স্মরণ করিবে কিন্তু উচ্চারণ করিবে না ।

যেহেতু সর্বপ্রাণীর মনঃ সর্বদাই পবিত্র বলিয়া অভিহিত হইয়াছে । ১০

তাহা মল মূত্র ত্যাগাদি অশৌচ পর । মন্ত্রোত্তরেও বলিয়াছেন—বিদ্বান ব্যক্তি শুচি হউন অথবা অশুচি হউন, একমন্ত্র মাত্রেয় শরণ (আশ্রয়) অর্থাৎ সর্বদা মন্ত্র জপ পরায়ণ হইলে তিনি চলিতে চলিতে, দাঁড়াইতে দাঁড়াইতে, শয়ন করিতে করিতে সর্বদা মনে মনেই মন্ত্রের পুনঃ পুনঃ উচ্চারণ করিবেন । ১১

তান্ত্রিক কর্মসমূহের অশৌচের প্রতিবন্ধকতা বিষয়ে “অথ স্মৃতকিন” এই পূর্বোক্ত বচনই প্রমাণ । পুরাণে বলিয়াছেন—

হে লুপ্তক ! চক্রাযুধ হরির নাম সর্বদা সর্বত্র কীর্তন করিবে । তাঁহার নাম কীর্তনে অশৌচ নাই, যেহেতু তিনি পবিত্র-কর । ১২

তাঁহার নাম কীর্তন বিষয়ে দেশ নিয়ম অর্থাৎ এই দেশে করিবে, এই দেশে করিবে না—এইরূপ নিয়ম নাই; সেইরূপ কালেরও নিয়ম নাই । উচ্ছিষ্টাদি স্থলে হরির নাম কীর্তনে নিষেধও নাই । ১৩

ম্লোকোক্ত সঃ অর্থ—চক্রাযুধ জীহরি । বারাহী তন্ত্রে বলিয়াছেন—

হে স্মৃততে । জাতাশৌচ ও যুতাশৌচে তারা, কালী ও ত্রিপুরা দেবীর মন্ত্র জপ ও পূজা পরিভ্যাগ করিবে না । ১৪

এই বচনটি শুদ্ধি নির্ণয়েও লিখিত হইয়াছে । কালিকা পুরাণে বলিয়াছেন—

অত্চিৰ্ণ মহামায়াং পূজয়েৎ তু কদাচন ।

অবশ্যস্ত অরেন্দ্রঃ যোহতিভক্তিযুতো নরঃ ॥ ১৫

তত্রৈব^১— দন্তরক্তে সমুৎপন্নে অরণঞ্চ ন বিচ্যতে ।

সর্বেষামেব মন্ত্ৰাণাং অরণামরকং ব্রজেৎ^২ ॥ ১৬

অত্রাহোরাত্রমশৌচম্, বক্ষ্যমাণক্লধিরত্ৰাবে তথাদর্শনাৎ । এবঞ্চ দন্তরক্ত-
পাতে সঙ্ক্যাবন্দন-পূজা-মন্ত্র-অরণাদীণ্যহরহঃ-কর্তব্যান্য়ান্যাপি নিষিদ্ধাশ্চেব,
সর্বেষামিত্যুপাদানাদিতি বহবঃ ॥ ১৭

কেচিৎ তু অহরহঃ-ক্রিয়মাণং সঙ্ক্যাবন্দনাদি কর্ম দন্তরক্তপাতে ন নিষিদ্ধম্,
কিস্ত তদন্যনু নিত্যং কাম্যং নৈমিত্তিকঞ্চ নিষিদ্ধম্ ।

সর্বকালমুপস্থানং সঙ্ক্যায়াঃ পার্থিবেশ্যতে ।

অন্যত্র সূতকাশৌচঃবিভ্রমাতুর-ভীতিতঃ ॥ ১৮

ইতি বচনাৎ । “নিত্যশ্চ কর্মণো হানিঃ কেবলং যত্নোজ্জন্মনোঃ” । ইতি
বামন-পুরাণাচ্চ । ১৯

অত্চি ব্যক্তি কিস্ত কখনও মহামায়াকে পূজা করিবে না । যে ব্যক্তি অতিভক্তি
মান, সে অবশ্যই মন্ত্রকে অরণ করিবে । ১৫

সেই কালিকা পুরাণেই আরও বলিয়াছেন—দন্ত রক্ত নির্গত হইলে মন্ত্রের অরণও
নাই । সেই সময়ে সমস্ত মন্ত্রের অরণ হইতে নরকে গমন করে । ১৬

এই দন্ত রক্তের নির্গমনে অহোরাত্র অশৌচ হয়, যেহেতু বক্ষ্যমাণ ক্লধিরের আবে
সেইরূপ অহোরাত্র অশৌচ দেখা যায় । তাহা হইলে দন্ত রক্ত পাতে সঙ্ক্যাবন্দন,
পূজা, মন্ত্র অরণাদি ও অগ্ণ্যস্ত অহরহঃ কর্তব্য কর্ম সকল নিষিদ্ধই হইল ; যেহেতু সর্বেষাং
এই পদের উপাদান হইয়াছে । ইহা বহু ব্যক্তি বলেন । ১৭

কেহ কেহ বলেন—অহরহঃ প্রতিদিন ক্রিয়মাণ সঙ্ক্যাবন্দনাদি কর্ম দন্ত রক্ত পাতে
নিষিদ্ধ নহে । কিস্ত তদ্বিন্ন নিত্য কর্ম, কাম্য কর্ম ও নৈমিত্তিক কর্ম নিষিদ্ধ ; যেহেতু
এই বচন আছে যে—

হে পার্থিব । সূতকাশৌচ, বিভ্রম, আতুর (রোগগ্রস্ত) ও ভয় ব্যতিরিক্ত হলে
সর্বকালে সঙ্ক্যার উপাসনা সকলেই ইচ্ছা করেন । ১৮

কেবল যত্ন ও জ্ঞানে নিত্য কর্মের হানি (অকরণ)—এইরূপ বামন পুরাণও
আছে । ১৯

১। খ—তত্রৈবেতি নাস্তি । ২। খ—ব্রজেদিত্যানন্তরং জানুর্ধ্ব কতবে কাতে ইত্যাদি পাঠঃ ।
মধ্যবর্তি-পাঠস্ত নাস্তি ।

অত্র সর্বকালমিত্যত্র নিত্যকালমিতি পাঠো ন যুক্তঃ, অনর্থকঃ, কেনাপ্যশৌচনাহ্নুক্তত্বাচ্চ । সূতকাশৌচং—জননমরণান্যতর-নিমিত্তকাশৌচম্ । বিভ্রমশ্চিত্তবিক্ষেপঃ । নিত্যশ্চ—অবিশেষাদহরহবিহিত-সামান্যশ্চ । কেবল-মিত্যশ্চ অশৌচান্তর-ব্যাবৃত্তয়ে মৃত্যু-জন্মনোরহয়ঃ, নিত্যেহন্বয়ে কাম্য-নৈমিত্তিকয়োৰনিষেধাপত্তেঃ, কেবলমিত্যানেন কৈমুতিক-শ্রায়মূলকোপলক্ষণা-পরিগ্রহাসম্ভবাচ্চ । তথা চ সৰ্বেষামেব মন্ত্ৰাণামিত্যত্র সৰ্বপদশ্চ সংকোচ এব যুক্তঃ । ২০

যত্বেপি সূতকাশৌচেত্যত্র সূতক-পদং জনন-মরণাশৌচপরমেব, বহুশত্বেইব প্রয়োগাৎ । অশৌচপদঞ্চ তদিতরাশৌচপরমিতি প্রতীয়তে । বামন-পুরাণ-বচনোত্তরার্কে চ—“ন চ নৈমিত্তিক-ত্যাগঃ কৰ্ত্তব্যো হি কথঞ্চনৈ”ত্যত্র জনন-মরণাশৌচয়োৰনৈমিত্তিকত্যাগ-ব্যাবৃত্ত্যা কেবলমিতি পদমিতরব্যাবৃত্ত্যা নিত্য-কৰ্মণো বিশেষণমিতি চ প্রতীয়তে, ন তু জনন-মরণয়োঃ । ততশ্চ জনন-মরণ-য়োৰ্নিত্যমাত্রশ্চ ত্যাগঃ সিধ্যতি, ন তু তয়োৰেব নিত্য-ত্যাগঃ ইত্যপি । ২১

এখানে সর্বকালং এই স্থলে নিত্যকালং এই পাঠ সমীচীন নহে ; যেহেতু ইহার অশু পদের সহিত অনর্থক হইবে না, আর অশু কাহারও কর্তব্যও ইহা উহা উক্ত হয় নাই । সূতকাশৌচ—জন্ম ও মরণ—ইহার অন্যতর নিমিত্তক অশৌচ । বিভ্রম—চিত্তবিক্ষেপ । নিত্যশ্চ—অবিশেষে অহরহঃ বিহিত নিত্য কর্ম সামান্যের । কেবলং এই পদটির অশৌচান্তরের বারণের জন্য মৃত্যু-জন্মনোঃ এই পদের সহিত অনর্থক । নিত্য পদের সহিত ইহার অনর্থক হইলে কাম্য কর্ম ও নৈমিত্তিক কর্মের অনিষেধের আপত্তি হইবে এবং কেবল এই পদের দ্বারা কৈমুতিক শ্রায় মূলক উপলক্ষণ গ্রহণেরও সম্ভাবনা নাই । সূতরাং সৰ্বেষামেব মন্ত্ৰাণাং এই স্থলে সৰ্বপদের সংকোচই যুক্ত । ২০

যদিও সূতকাশৌচ এইস্থলে সূতক পদটি জন্মাশৌচ ও মরণাশৌচ পরই, কারণ বহু স্থলে সেইরূপ প্রয়োগ আছে । অশৌচ পদটি তত্ত্বিন্ন অশৌচ পর প্রতীয়মান হয় । বামন পুরাণ বচনের উত্তরার্কে কোন প্রকারেই নৈমিত্তিক কর্মের ত্যাগ কর্তব্য নহে—এই স্থলে জননাশৌচ ও মরণাশৌচে নৈমিত্তিক কর্মের ত্যাগ ব্যাবৃত্ত (নিষিদ্ধ) হওয়ার কেবলম্ এই পদটি অশু নৈমিত্তিক কর্মের ত্যাগের ব্যাবৃত্তি হেতু নিত্য কর্মের বিশেষণ ইহা প্রতীয়মান হইতেছে, কিন্তু জনন মরণের বিশেষণ প্রতীয়মান হয় না । সেইজন্য জনন ও মরণে নিত্যকর্ম মাত্রের ত্যাগ সিদ্ধ হয় ; কিন্তু কেবল সেই জননাশৌচ ও মরণাশৌচেই নিত্যত্যাগ—ইহা সিদ্ধই হয় না । ২১

তথাপি কুরু-পাণ্ডবযুগ্মে বিবিধ-কৃত্যে “আদিত্যমুপতস্থিরে” ইত্যানেন মহাভারতে সন্ধ্যানুষ্ঠানক্রমে: কৃত্যশৌচে সন্ধ্যানুষ্ঠানপ্রাপ্ত্যা তুল্যান্ধ্যাদাহরহ-বিহিতমাত্রৈ কৃত্যশৌচস্তাপ্রতিবন্ধকত্বং, সূতকাশৌচেত্যত্রাশৌচপদস্ত অরূপ-কথনপরত্বঞ্চ কল্প্যতে । অতএবৈতদেকবাক্যতয়া রুধিরাদি-কালনজ-তদ্বি-রপ্যহরহঃ-কর্তব্য-কর্মস্বৈব । ২২

ততশ্চ— বশা-শুক্লমসৃঙ্, মজ্জা-মূত্র-বিটু-কর্ণবিটু-নখাঃ ।

শ্লেষ্মাশ্চ-দুশিকা স্বেদো ঘাদশৌচে নৃণাং মলাঃ ॥ ২৩

ইতি মনুজ-মলানাং সম্বন্ধে—

আদদীত যুদোহ পশ্চ যটুশ্চ পূর্বেষু শুক্রে ।

উত্তরেষু চ যটুশ্চন্দিঃ কেবলাভিবিজ্ঞাতি ॥ ২৪

ইতি বোধায়ন-পুত্ৰহাভিধানস্ত কৰ্মাইতামাত্র-প্রয়োজকতয়া কৃত্য-শৌচে কালনাং পরং প্রাত্যহিক-কৰ্মাধিকারঃ সিধ্যতীতি তদ্বিত্তি নৈমিত্তি-কাদৌ কৃত্যাদৌ কালনাদপ্যনধিকারঃ পর্য্যবস্তুতি । ২৫

তথাপি কুরু ও পাণ্ডবের যুগ্মে বিবিধ কৃত্য হইলে “আদিত্যমুপতস্থিরে” অর্থাৎ আদিত্যকে উপাসনা করিয়াছিলেন—এই বচনের দ্বারা মহাভারতে বিদ্রুত ব্যক্তিগণের সন্ধ্যানুষ্ঠান ক্রমে হওয়ার কৃত্যশৌচে সন্ধ্যানুষ্ঠানের প্রাপ্তি হওয়ার তুল্য যুক্তিতে অহরহঃ বিহিত কর্মমাত্রৈ কৃত্যশৌচের অপ্ৰতিবন্ধকত্ব এবং সূতকাশৌচ এই স্থলে অশৌচ পদের স্বরূপ কথন-পরত্ব কল্পিত হয় । অতএব এই এক বাক্যতা প্রযুক্ত রুধিরাদির কালন জনিত শুদ্ধিও অহরহঃ কর্তব্য কর্ম সমূহের মধ্যে হইয়া থাকে । ২২

সেইজন্য—বশা, শুক্র, অসৃক্ (রক্ত), মজ্জা, মূত্র, বিট্টা, ভ্রূপমল, কর্ণমল, শ্লেষ্মা, অশ্রু, দুশিকা (চক্ষুর মল) ও স্বেদ—এই বারটি মনুষ্যের মল । ২৩

মনুর কথিত এই মল সমূহের শুদ্ধি সম্বন্ধে—প্রথম ছয়টি মলের শুদ্ধির জন্য যুক্তিকা ও জল লইবে । পরের ছয়টি মলের সম্বন্ধ হইলে কেবল জলের দ্বারা শুদ্ধ হয় । ২৪

বোধায়নের এই পবিত্রতা কথনটি কর্মানুষ্ঠানের যোগ্যতামাত্রের প্রয়োজক বলিয়া কৃত্যাদি নিমিত্তক অশৌচে প্রকাশনের পর প্রাত্যহিক কর্মে অধিকার সিদ্ধ হয় । এই জন্য তদ্বিত্তি নৈমিত্তিক কর্মাদিতে কৃত্যাদি হইলে প্রকাশনের দ্বারাও অনধিকার পর্য্যবসিত হয় । ২৫

অথবা কৃত্যশৌচং নিত্যকর্মণাং প্রতিবন্ধকমেব তদন্তর-কালনন্ত প্রাত্য-
হিক-কর্মণ্যন্তেক্রমমুখা কালনন্তক্যতিধানমন্ত্রাত্মকপদমনর্থকং স্যাদিতি । ২৬

বস্তুতত্ত্ব কাম্যানিত্য-নৈমিত্তিকনিত্যয়োর্বীরণার্থকমব্যয়ঃ কেবলপদং
নিত্যস্য বিশেষণং যুত্যাঙ্মনোশ্চ বিশেষণমবিশেষাৎ । ভবতু বা যুত্যাঙ্মনো-
রেব বিশেষণং তৎ, নিত্যপদন্তু প্রাত্যহিক-পরম্ । এবঞ্চ জনন-মরণাশৌচা-
শ্মশ্রুশৌচে প্রাত্যহিক-কর্ম্যনুষ্ঠানমায়াতি । শেষার্ধে চ—ন তু নৈমিত্তিক-
ত্যাগ ইতি । নৈমিত্তিক-ত্যাগস্তনু কেবল-যুত্যা-জ্ঞানোরপি তু কৃত্যশৌচেহ-
পীভ্যেতৎ-পরম্ । অর্থবা অশৌচকাল-কর্তব্য-নৈমিত্তিক-যোগ-নিষেধ-
পরমিতি বদন্তি, তথা ব্যবহরন্তি চ । ২৭

তন্ম সম্যক্, সূতকাশৌচেত্যত্রাশৌচপদ-বৈয়র্থ্যাৎ । পূর্বমতে তু দন্ত-রক্ত-
ইত্যাদি-কালিকাপুরাণেকবাক্যতয়া দন্তরক্ত-পাতাশৌচ-পরতয়া তৎ-সার্থক্যম্ ।
তত্রাশৌচ-পদস্য স্বরূপাখ্যান-পরত্বেহপি শ্রাদ্ধাদিদিনে সাযং-সন্ধ্যানুষ্ঠানা-

অথবা কৃত্যশৌচ নিত্যকর্ম সমূহের প্রতিবন্ধকই । তাহার পর প্রকালন কিত্ত
প্রাত্যহিক কর্মে উত্তেজক । অগুখা কালন ও তদ্বির উক্তি অন্ত কোন স্থান না
থাকায় অনর্থক হইয়া পড়িবে । ২৬

বস্তুতঃ কাম্য-নিত্য, নৈমিত্তিক-নিত্যের বারণের অন্ত অব্যয় কেবল পদটি নিত্য-
পদের বিশেষণ, যুত্যা এবং জ্ঞানেরও বিশেষণ ; যেহেতু একের বিশেষণে কোন বিশেষ
হেতু নাই । অথবা কেবল পদটি যুত্যা ও জ্ঞানের বিশেষণ হউক । নিত্য পদটি কিত্ত
প্রাত্যহিক ক্রিয়াপর । এই হইলে জননাশৌচ ও মরণাশৌচ ভিন্ন অন্য প্রকার অশৌচে
প্রাত্যহিক কর্মের অনুষ্ঠান কর্তব্যরূপে উপস্থিত হয় । বামনপুরাণ বচনের শেষার্ধের
'ন তু নৈমিত্তিক-ত্যাগ' এই বচনটির এই তাৎপর্য—কেবল জনন মরণে নৈমিত্তিকের
ত্যাগ বলিতেছে না ; পরন্তু কৃত্যাদি অনিত্য অশৌচেও ত্যাগ বলিতেছেন । অথবা
এই বচনটি অশৌচ কালে কর্তব্য নৈমিত্তিক কর্মের সম্বন্ধ নিষেধ পর, ইহা বলেন এবং
সেইরূপ ব্যবহার করেন । ২৭

তাহা কিত্ত সমীচীন নহে । যেহেতু তাহা হইলে সূতকাশৌচ এই স্থলে অশৌচ
পদটি ব্যর্থ হইয়া পড়িবে । উহার কোন সার্থকতা থাকিবে না । পূর্বমতে কিত্ত দন্ত-
রক্ত ইত্যাদি কালিকাপুরাণের বচনের সহিত একবাক্যতা প্রযুক্ত সূতকাশৌচ স্থলীর
অশৌচ পদটি দন্ত রক্ত পাত-অনিত্য অশৌচ তাৎপর্যক বলিয়া সার্থক হয় । সেস্থলে
অশৌচ পদটি স্বরূপ-কখন-পর হইলেও শ্রাদ্ধাদি দিনে সাযংসন্ধ্যার অনুষ্ঠানের আপত্তি

পত্তিঃ। তত্র বিশেষবচনান্নিষেধ ইতি চেৎ, অত্রাপি কালিকাপুরাণীয়ং বিশেষ-
বচনং বাধকমস্তি, সর্বকালমিত্যত্র সর্বপদবৈয়র্থ্য-সংকোচশ্চ। সর্বমঙ্গাণামিত্যত্র
সর্বপদ-সংকোচ-কল্পনয়া তুল্যকক্ষঃ। অপি চ ভারতীয়-বিবিধ-ঋত-কালীন-
সঙ্ক্যানুষ্ঠান-দৃষ্টান্তো বিশেষ-নিষিদ্ধ-দন্তরক্ত-পাতাদৌ ন বুধ্যতে। তস্মাৎ
শ্রাদ্ধাদিবাসরে সায়মিব দন্তরক্তপাত-বাসরেহপি সঙ্ক্যাদিনিষেধো বিশেষ-
বচন-বলাদেব সিধ্যতি। অতএব (২৮)—

ভোজনে দন্ত-লগ্নানি নিহ্ন'ত্যাচমনং চরেৎ।

দন্ত-লগ্নমসংহার্য্যং লেপং মন্ত্ৰেত দন্তবৎ ॥ ২৯

ন তত্র বহশঃ কুর্য্যাদ্ যত্নমুক্তরণে পুনঃ।

ভবেদত্যস্তমশৌচং তৃণ-বেধাদ্ ত্রণে কৃতে ॥ ৩০

ইত্যত্র দেবলেনাশৌচশ্রাত্যন্তিকত্বরূপ-গুরুত্বমুক্তম্। তচ্চ মনঃ-শরীরো-
ভয়াশুদ্ধি-প্রয়োজকম্, নতু লেপসম্বন্ধ-প্রযুক্তাশৌচাদ্ বৈলক্ষণ্যম্, লেপস্ত দন্ত-
তুল্যতাপ্রতিপাদনেনাশৌচাসম্পাদকত্বাৎ তদপেক্ষয়া ত্যস্তত্ব-কথনায়োগাৎ। ৩১

হয়। সেস্থলে বিশেষ বচন-বলে সায়ং সঙ্ক্যার নিষেধ—এই যদি কেহ বলেন। তবে
বলিব—এস্থলেও কালিকাপুরাণীয় বিশেষ বচন বাধক আছে। সর্বকালং এই স্থলে
সর্বপদের বৈয়র্থ্য প্রযুক্ত সংকোচটি সর্বমঙ্গাণাং এই স্থলে সর্বপদের সংকোচ কল্পনার
তুল্য পক্ষ হয়। আরও মহাভারতীয় বিবিধ ঋতকালীন সঙ্ক্যানুষ্ঠানের দৃষ্টান্তটি
বিশেষভাবে নিষিদ্ধ দন্ত-রক্ত পাতাদি বিষয়ে সঙ্গত হয় না। অতএব শ্রাদ্ধাদি দিনে
সায়ং সঙ্ক্যানুষ্ঠানের নিষেধের স্থায় দন্ত রক্তের পতন দিনেও সঙ্ক্যাতির নিষেধ বিশেষ
বচন বলেই সিদ্ধ হয়। এই জগুই (২৮)—

ভোজনে দন্ত লগ্ন অগ্ন ব্যঞ্জনাতির অংশকে বাহির করিয়া আচমন করিবে অর্থাৎ
মুখ ধুইবে। বাহির করার অযোগ্য দন্তলগ্ন লেপকে দন্তবৎ মনে করিবে। ২৯

সে স্থলে তাহার উদ্ধারে পুনঃ পুনঃ বহু যত্ন করিবে না। যত্ন করিলে তৃণ
কণ্টকাদির বেধ হইতে ত্রণ করিলে যেমন অত্যন্ত অশৌচ হয় সে স্থলেও সেইরূপ
অত্যন্ত অশৌচ হইবে। ৩০

এই বচনে দেবল কর্তৃক অশৌচের আত্যন্তিকত্বরূপ গুরুত্ব উক্ত হইয়াছে। তাহা মনঃ
ও শরীর উভয়ের শুদ্ধির প্রয়োজক; কিন্তু লেপসম্বন্ধ প্রযুক্ত অশৌচ হইতে বিলক্ষণ
নহে। যেহেতু লেপকে দন্ততুল্য বলিয়া প্রতিপাদন করার উহার অশৌচ সম্পাদকতা
থাকে না এবং তাহার অপেক্ষায় অশৌচের অত্যন্তত্ব উক্তিও সঙ্গত হয় না। ৩১

সত্রগঃ সূতকী পূরী মন্তোন্নত-রক্তশলাঃ ।

মৃতবন্ধুরশুদ্ধশ্চ বর্জ্যাশ্চেষ্টৌ স্বকালতঃ ॥ ৩২

ইতি দেবলেন কৃতবত এব সত্রগতেনোপাদানাং । কিঞ্চ কালিকাপুরাণে
—স্মরণঞ্চ ন বিদ্যতে ইত্যনেনাহশ্যশৌচে শুদ্ধশ্যাপি মনসো দন্তরক্ত-পাতেহ-
শুচিভূমিতি শ্রুতম্বেব । ৩৩

ত্রণে কৃতে ইত্যত্র ত্রণঃ—কৃতম্ । তথা শাতাতপঃ—

দন্তলগ্নে ফলে মূলে ভক্ষ্য-স্নেহে তথৈব চ ।

তাম্বুলে চক্ষুদণ্ডে চ নোচ্ছিষ্টৌ ভবতি দ্বিজঃ ॥ ৩৪

কৃতশ্যশৌচজনকত্বঞ্চ স্বজন্য-রুধির-ক্লেদ-পুয়াদি-পাত-দ্বারৈব, নতু স্বতঃ ।
তেন নীরক্ত-কর্ণবেধানোপনয়ন-বাধঃ । তথা চ কালিকাপুরাণম্ (৩৫)—

নাভেরুদ্ধমথো বাপি যদি শ্যাক্রুধির-শ্রবঃ ।

নিত্যস্ত তদহঃ কৰ্ম কুৰ্বন্নরকমাগ্নুয়াং ॥ ৩৬

যস্য ক্ষরতি শোণিতমিতি দ্বিতীয়-চরণঃ কচিৎ । তদহরিত্যশ্চ কুৰ্বন্নিত্য-
নেনাহ্বয়ঃ, ন তু কৰ্মেত্যনেন, বৈয়র্থ্যাৎ অত্র সম্পংশ-ন্যায়েন নাভেরপি

সত্রগ (ত্রণ যুক্ত), সূতকী, পূরী, (বিকৃত রক্ত যুক্ত) মন্ত, উন্নত, রক্তশলা, মৃত-
বন্ধু, অতদ্ব ব্যক্তি—এই আটটি নিজের নিজের কাল হইতে বর্জনীয় । ৩২

এই বাক্যে দেবলকর্তৃক কৃতবানেরই সত্রগতরূপে উপাদান হইয়াছে । আরও
কথা, কালিকা-পুরাণে “স্মরণঞ্চ ন বিদ্যতে” এই বাক্যের দ্বারা অন্য অশৌচে শুদ্ধ
মনেরও দন্তরক্তপাতে শুচিভূমি হয়, ইহা সুস্পষ্ট উক্ত হইয়াছে । ৩৩

ত্রণে কৃতে এই স্থলে ত্রণ হইতেছে—কৃত । শাতাতপ বলিতেছেন—ফল, মূল,
ভক্ষ্য বস্তুর স্নেহ, এইরূপ তাম্বুল ও ইক্ষু দণ্ড দাঁতে লাগিয়া থাকিলে দ্বিজ উচ্ছিষ্ট
হয় না । ৩৪

কৃতটি কৃতজন্য রুধির, ক্লেদ ও পুয় পাত দ্বারাই অশৌচের জনক, স্বতঃ উহা
অশৌচের জনক নহে । সেইজন্য রক্তপাত শূন্য কর্ণবেধ নিমিত্তক উপনয়নের বাধ হয়
না । কালিকাপুরাণে তাহাই বলিয়াছেন (৩৫)—

নাভির উর্ধ্ব দেশে ও অথো দেশে যাহার রুধির শ্রাব হয়, সে সেই দিন নিত্য
কৰ্ম করিয়া নরক প্রাপ্ত হয় । ৩৬

যস্য ক্ষরতি শোণিতম্—এইরূপ দ্বিতীয় চরণ কোথাও দেখা যায় । তদহঃ এই
পদটির কুৰ্বন্ এই পদের সহিত অন্বয়, কিন্তু কৰ্ম এই পদের সহিত নহে, যেহেতু

গ্রহণম্, ততশ্চ শোণিত-করণে নিত্যং কর্ম তদহর্ন কুর্যাদিতি লক্ষ্যম্, কৈমুতি-
কন্ত্যারাম্ কাম্য-নৈমিত্তিকয়োনিষেধঃ। অত্র নিত্যং অহরহঃ ক্রিয়মানান্তি-
রিত্তম্, পূর্বোক্ত-বামন-পুরাণ-সংবাদাৎ। তদহরিত্যত্রাহঃ সাবনম্। শ্রবণস্ত
স্বস্থানাদগতপতনম্। তেন পতনাভাবে দূষণাভাবঃ। ৩৭

তত্রাপি বিশেষঃ কালিকাপুরাণে—

জানুর্দ্ধং ক্ষতজে^১ জাতে নিত্য-কর্মণ্যপি ত্যজেৎ।

নৈমিত্তিকস্ত তদধঃ শ্রবজ্ঞো ন চাচরেৎ ॥^২ ৩৮

অত নিত্যপদমহরহঃ ক্রিয়মাণমাত্র-পরম্। অত্র তু-কারেণ নিত্যকর্ম-
ব্যাবৃত্ত্যা জাবধঃ-করণে অহরহঃ কর্তব্যস্য ন ত্যাগ ইতি সিদ্ধম্ ॥ ৩৯

তত্র যতপি জানুর্দ্ধ-করণেহপি ক্ষালনাদেবাহরহঃ কর্মাধিকারান্তদধোহপি
তথাহেবিশেষান্ নৈমিত্তিকং ত্রিত্যত্র তদধ ইতি বিশেষোহভিধানং ব্যর্থং
স্মৃতাং, তথাপি জানুর্দ্ধ-করণে ক্ষালন এব জাবধঃ-করণে ক্ষালনাক্ষালনয়োরাহরহঃ

তাহাতে নিত্য পদের ব্যর্থতা আপত্তি হইবে। এস্থলে সন্দেহ স্থানে নাভিরও গ্রহণ
হইবে। এইরূপ অর্থ হইলে শোণিত করণে সেইদিন নিত্য কর্ম করিবে না—এইরূপ
অর্থই লাভ হইতেছে। কৈমুতিকণ্যায় কাম্য কর্ম ও নৈমিত্তিক কর্মেরও নিষেধ
হইয়াছে। এস্থলে পূর্বোক্ত বামন পুরাণের সংবাদ (ঐকমত্য) অনুসারে নিত্য
হইতেছে অহরহঃ ক্রিয়মাণ কর্মের অতিরিক্ত কর্ম। তদধঃ এই স্থলে অহঃ (দিনটি)
সাবন দিন। শ্রবণ হইতেছে—স্বস্থান হইতে অগত পতন। তাহা হইলে পতনের
অভাবে দোষের অভাব হয় অর্থাৎ রক্তাদির পতন না হইলে কোন দোষ হয় না। ৩৭

সে স্থলেও বিশেষ কালিকা পুরাণে বলিয়াছেন—জানুর উর্ধ্বভাগে ক্ষতজনিত
রক্তস্রাব উৎপন্ন হইলে নিত্য কর্মের আচরণ করিবে না। জানুর অধোভাগে রক্ত
স্রাবযুক্ত ব্যক্তি নৈমিত্তিক কর্মেরও অনুষ্ঠান করিবে না। ৩৮

এই স্থলে নিত্য পদটি অহরহঃ ক্রিয়মাণ নিত্য কর্মমাত্র পর। এস্থলে তুকারের
দ্বারা নিত্য কর্মের ব্যাবৃত্তি দ্বারা জানুর অধোদেশে রক্ত করণে অহরহঃ কর্তব্য নিত্য
কর্মের ত্যাগ হয় না—ইহা সিদ্ধ হয়। ৩৯

এস্থলে যদিও জানুর উর্ধ্বদেশে করণেও প্রক্ষালন হইতেই অহরহঃ কর্তব্য কর্মে
অধিকার হওয়ার তাহার অধোদেশেও রক্ত করণে সেইরূপ নিত্য কর্মে অধিকার
হইলে কোন বিশেষ না থাকায় নৈমিত্তিকং তু এই স্থলে তদধঃ এই বিশেষ উক্তি ব্যর্থ
হয়, তথাপি জানুর উর্ধ্ব করণে ক্ষালনের দ্বারা জানুর অধোদেশে করণে ক্ষালন ও

কর্তব্যস্য ত্যাগ ইতি তাৎপর্যার্থঃ । প্রাত্যহিকাতিরিক্তস্ত নিত্যং কাম্যং নৈমিত্তিকঞ্চ কালনাকালনয়োরেব ন কর্তব্যমিতি নিষ্কৰ্ষঃ । ৪০

নহু কালন-শুদ্ধিবচনং ক্ষতজ-স্রবং বিনা ক্ষতজ-সংযোগমাত্রপরম্, জানুর্দ্ধ-মিত্যাदि कालिकापुराणे विरोधादिति चेन्न प्रागुक्त-वचनैः क्षताशौचेहपि नित्यकर्माधिकार-सिद्धेस्तत्रापि कालन-शुद्धेरुपयुक्तत्वात् । ৪১

অথাত্র ক্ষতজ-গ্রহণাৎ ক্লেদাশয়সংগ্রহ ইতি চেন্ন, পূয়-ক্লেদাদেৱপি ক্ষতজত্বাৎ যোগার্থস্থাৱিশেষাৎ ক্ষতজপদস্তোপলক্ষণ-পরত্বাদ্ বা । ক্ষতজ-বিদীর্ণাবয়ববিশেষঃ, অবিদীর্ণাবয়বাক্রুধিৱাদি-ক্ষরণাসম্ভৱাৎ । বৈধ-কর্মমাত্রাৎ প্রতি ক্ষতজাশৌচেহেন প্রতিবন্ধকতা কালনোত্তর-প্রাত্যহিকেহসম্ভৱাৎ । নাপি কালনবদন্ত-ক্ষতাশৌচেহেন, কালনেহপ্যাদিক-শ্রাদ্ধকরণ-প্রসঙ্গাৎ । তথা চ বিশিষ্টৈব তত্তৎ-কর্ম, ন ক্ষতাদিতি দিক্ । ৪২

অকালনে অহরহঃ কর্তব্য নিত্য কর্মের ত্যাগ হইবে এই তাৎপর্যার্থ । প্রাত্যহিক কর্মের অতিরিক্ত কিন্তু নিত্য, কাম্য ও নৈমিত্তিক কর্ম প্রকালন অপ্রকালনেও কর্তব্য নহে—ইহাই নিষ্কৰ্ষ । ৪০

আচ্ছা, জানুর্দ্ধমিত্যাদি কালিকাপুরাণের বচনের সহিত বিরোধ হয় বলিয়া কালনরূপ শুদ্ধির বচনটি ক্ষত জনিত রক্তের স্রাব বিনাই ক্ষতজ রক্তাদির সংযোগমাত্র পর, এই যদি বলি । না—তাহা বলিতে পারেন না ; যেহেতু পূর্বোক্ত বচন সমূহের দ্বারা ক্ষতাদি জনিত অশৌচেও নিত্য কর্মের অধিকার সিদ্ধ হওয়ার সম্বন্ধেও কালন জনিত শুদ্ধির উপযুক্ততা আছে । ৪১

আচ্ছা, এই বচনগুলিতে ক্ষতজ রক্তের গ্রহণ হওয়ার ক্লেদ প্রভৃতির গ্রহণ হইবে না—এই যদি বলি । না—তাহা বলিতে পারেন না ; যেহেতু পূয়, ক্লেদ প্রভৃতিও ক্ষতজ । ক্ষতজ রক্ত ও পূয় প্রভৃতির মধ্যে কোন বিশেষ নাই । আর ক্ষতজ পদটি পূয়, ক্লেদ প্রভৃতিরও উপলক্ষণ-পর হইতে পারে । অবিদীর্ণ অবয়ব হইতে ক্রুধির প্রভৃতির ক্ষরণ সম্ভব না হওয়ায় ক্ষত হইতেছে বিদীর্ণ অবয়ব বিশেষ । কালনের পরে প্রাত্যহিক নিত্য কর্মে ক্ষতজ অশৌচ সম্ভব না হওয়ার বৈধ কর্মমাত্রের প্রতি ক্ষতজ অশৌচ ক্ষতজ অশৌচরূপে প্রতিবন্ধক, কিন্তু কালনের দ্বারা অন্য ক্ষতাশৌচরূপে প্রতিবন্ধক নহে, যেহেতু তাহাতে কালনেও বার্ষিক শ্রাদ্ধ করণের প্রসঙ্গ হইবে । সুতরাং বিশেষবশতঃ সেই সেই কর্ম হয়, ক্ষত অন্য নহে । ৪২

অতঃপাশ্চাত্ত্ব অবস্থাতে ন চাচরেদিত্যত্র অবন নির্দেশাৎ ক্ষরণকাল এব
ক্ষতশৌচম্, তেন তদনন্তর-প্রক্ষালনাদপি কর্মাধিকার ইতি বদন্তি । ৪৩

নযেবং রজঃশলাশৌচেহপি নিত্যাধিকারঃ স্যাদহরহঃ-কর্তব্যস্য কৃত্রাপ্য-
নিষেধাদিতি চেম্ম । ৪৪

ঐধর্মী ত্রিরাত্রস্ত্র যমুখং নৈব দর্শয়েৎ । ন দন্তান্ ধাবয়েৎ । ৪৫

ইত্যাদিষু লৌকিক-কর্মণোহপি ত্যাগবোধনাৎ জনন-মরণাশৌচাভ্যামপি
রজঃশলাশৌচস্য গুরুত্বাজ্জনন-মরণাশৌচ-ত্যাগ্যানাং তত্র সূতরাং ত্যাগাৎ । ৪৬
কালিকাপুরাণে—নেত্রকে চ সমুৎপন্নৈ ক্ষুরকর্মণি মৈথুনে ।

ধূমোদগারে তথা বাস্তে নিত্য-কর্মণি সংত্যজেৎ ॥ ৪৭

দ্রব্যে ভুক্তে হৃজীর্ণে চ নৈব ভুক্তাপি কিঞ্চন ।

কর্ম কুর্য্যানরো নিত্যং সূতকে মৃতকে তথা^১ ॥ ৪৮

অতঃপাশ্চাত্ত্ব এই বলিয়া থাকেন—অবদ্রক্ষেণ ন চাচরেৎ এই স্থলে অবন শব্দের নির্দেশ
হেতু রক্তের ক্ষরণ কালেই ক্ষতশৌচ হয়, অন্য কালে নহে । সেজন্য রক্ত-ক্ষরণের
অনন্তর প্রক্ষালন হইতেই কর্মে অধিকার জন্মে । ৪৩

আচ্চা, এই হইলে রজঃশলাশৌচেও নিত্য কর্মে অধিকার হউক ; যেহেতু তাহাতে
অহরহঃ কর্তব্য কর্মের কোথাও নিষেধ নাই—এই যদি বলেন, না—তাহা বলিতে
পারেন না । ৪৪

যেহেতু—ঐধর্ম রজঃপাত হইলে তিন রাত্রি নিজের মুখ দেখাইবে না, দন্ত ধাবন
করিবে না । ৪৫

ইত্যাদি বচনগুলিতে লৌকিক কর্মেরও ত্যাগ জ্ঞাপিত হইয়াছে এবং জনন মরণ
অশৌচ হইতেও রজঃশলাশৌচের গুরুত্ববশতঃ জননাশৌচ ও মরণাশৌচে ত্যাগ্য
কর্মগুলি রজঃশলাশৌচে সূতরাং ত্যাগ্য হইবে । ৪৬

কালিকাপুরাণে বলিয়াছেন—নেত্রকে (জল) উৎপন্ন হইলে, ক্ষুরকর্ম, মৈথুনে,
ধূমের উৎপাদনে ও বমনে নিত্য কর্ম ত্যাগ করিবে । ৪৭

দ্রব্য ভুক্ত হইয়া অজীর্ণ হইলে মানব কোন কিছু খাইয়াও নিত্য কর্ম করিবে না ।
জননাশৌচ ও মরণাশৌচেও নিত্য কর্ম করিবে না । ৪৮

১। প—মৃতকে তথ্যেত্যনন্তরং পত্রং পুষ্পকেত্যাदि । —গুরুমাক্ষিপেত্যাदि-কালিকাপুরাণমিত্যন্তঃ
পাঠো নান্তি ।

গুরুমান্দিপ্য বিপ্রক প্রস্রুতৈব চ পাণিনা ।

ন কুর্য্যান্নিত্য-কর্মাণি রেতঃ-পাতে চ ভৈরব ! ॥ ৪৯

অত্রাপি নিত্যমহরহঃ-কর্মাতিরিক্তম্ । নেত্রকে জলে, অশ্রুণীত্যর্থঃ । দ্রব্য ইতি । ভুক্তে দ্রব্যে জীর্ণতামপ্রাপ্তে ইত্যর্থঃ । মৈথুনে রেতঃ-পাত-সত্ত্বেহপি মৈথুনশ্চ পৃথগুপাদানং রেতঃ-ক্ষালনেহপি কর্মানধিকার-জ্ঞাপনার্থম্ । কাম্যা-দাবধিক-দোষার্থং বেতি নব্যাঃ । ক্ষৌরাদিষু বিশেষমাহ ব্রহ্মপুরাণম্ (৫০)—

শ্মশ্রু কর্মশ্রুপাতঞ্চ মৈথুনং কূর্দনং তথা ।

অস্পৃশ্য-স্পর্শনং কুত্বা স্নায়াৎ বর্জ্য জলক্রিয়া ॥ ৫১

শ্মশ্রু-কর্ম—ক্ষৌরম্ । মৈথুনং ঋতুভিগমনম্ । কূর্দনং বমনম্ । স্নায়াৎ জলা-বগাহনমাত্রং কুর্য্যাৎ, নতু তীর্থাবাহনাদিকমপি জলক্রিয়া, তাং ন কুর্যাদিত্যর্থঃ । অত্র তীর্থাবাহনাদিনিষেধস্তত্ত্বং-ক্রিয়াজ্ঞাপ্রায়ত্য-নাশক-স্নানে তদন্তরকর্মাধি-কারিতা-সম্পাদক-পুনঃ-স্নানে তু সর্বং কার্যমিতি ত্রীদত্তাদয়ঃ ॥ ৫২

এবঞ্চ ক্ষৌরশ্রুপাত-ঋতুভিগমন-বমনাস্পৃশ্য-স্পর্শনেষু তৎকালিকম-

হে ভৈরব ! গুরুকে আক্ষেপ (তিরস্কার) করিয়া ব্রাহ্মণকে হস্তের দ্বারা প্রহার করিয়া এবং রেতঃ পাতে নিত্য কর্মসমূহ করিবে না । ৪৯

এখানেও নিত্য হইতেছে অহরহঃ কর্তব্য কর্মের অতিরিক্ত কর্ম । নেত্র কে অর্থ—জলে, অশ্রু এই অর্থ । দ্রব্যে এই কথাই এই অর্থ—ভুক্ত দ্রব্যে জীর্ণতা প্রাপ্ত না হইলে । মৈথুনে রেতঃ পাত থাকিলেও রেতঃ প্রক্ষালনেও কর্মের অনধিকার জ্ঞাপনের জন্য এখানে মৈথুনের পৃথগ্ গ্রহণ হইয়াছে । অথবা কাম্যাদি কর্মে অধিক দোষ জ্ঞাপনের জন্য মৈথুনের পৃথগ্ গ্রহণ হইয়াছে । ইহা নব্যগণ বলেন । ব্রহ্মপুরাণ ক্ষৌরাদি অশ্রুপাত বিষয়ে বিশেষ বলিতেছেন (৫০)—

শ্মশ্রুকর্ম, অশ্রুপাত, মৈথুন, কূর্দন, (বমন), সেইরূপ অস্পৃশ্য স্পর্শ করিয়া স্নান করিবে, কিন্তু জল ক্রিয়া (তীর্থাবাহনাদি) বর্জন করিবে । ৫১

শ্মশ্রুকর্ম—ক্ষৌরকর্ম । মৈথুন—ঋতুতে স্ত্রী সহবাস । কূর্দন—বমন । স্নায়াৎ—জলে অবগাহনমাত্র করিবে ; কিন্তু তীর্থের অবগাহন প্রভৃতি জলক্রিয়া করিবে না । এস্থলে তীর্থাবাহনাদি নিষেধ তাৎপর্য—সেই সেই ক্রিয়া জন্য অনিরম নাশক স্নানে ও তাহার পরবর্তী কর্মাদিকার সম্পাদক পুনঃ স্নান হইলে সমস্ত কার্য করিবে । ইহা ত্রীদত্ত প্রভৃতি বলেন । ৫২

এই হইলে ক্ষৌর, অশ্রুপাত, ঋতুতে স্ত্রী সহবাস, বমন ও অস্পৃশ্য স্পর্শনে

প্রায়ত্যাং জায়তে । তৎ তু স্নানাপনয়ম্ । ততশ্চ তেহু মজ্জন-স্নানং কৃৎস্না
পশ্চাদ্ বৈধস্নানাদি কুর্যাদিত্তি তদ্ব্যম্ । ৫০

প্রাক্তন্ত শাশ্রুকর্মাদি কৃৎস্না স্নায়াৎ, তৎ-কালীনাপ্রায়ত্যা-প্রশমনাচেতি
শেষঃ । জলক্রিয়া তীর্থাবাহনাদিরূপা বজ্জৈ'ব । ক্ষৌরাদি-করণ-দিনে
তর্পণাদিকং ন কর্তব্যমেবেত্যর্থ ইত্যাহঃ । ৫৪

ঔষধার্থ-জলাদি-ভোজনাদপি ন তদ্বিবসীয়-ক্রিয়ানিবৃতিরিত্যাহ কালিকা-
পুরাণম্ (৫৫)—

পত্রং পুষ্পঞ্চ তাম্বুলং ভেষজভেদেন কল্পিতম্ ।

কণাদি-পিপ্পলীকৈব ফলং ভুক্তুং ক্রিয়াং চরেৎ ॥ ৫৬

জলস্থাপি নরশ্রেষ্ঠ । ভোজনাদ্ ভেষজাদৃতে ।

নিত্যক্রিয়া নিবর্তেত সহ নৈমিত্তিকৈঃ সদা' ॥ ৫৭

কণস্তণ্ডুলাদি-সুক্ষ্মাবয়বঃ । গোভিলঃ—

ইক্ষুরাপঃ পয়শ্চৈব তাম্বুলং ফলমৌষধম্ ।

ভক্ষয়িত্বা তু কর্তব্যঃ স্নানদানাদিকাঃ ক্রিয়াঃ ॥ ৫৮

তাৎকালিক অনিয়ম জন্মে । তাহা স্নানের দ্বারা অপনের । অতএব সেই সকল
বিষয়ে মজ্জন স্নান করিয়া পরে বৈধ স্নান করিবে ; ইহাই তত্ত্ব । ৫০

প্রাচীনগণ এই বলেন যে, ক্ষৌরকর্মাদি করিয়া স্নান করিবে । তৎকালীন অনিয়ম
নাশের জন্য—এইটি উহ্য করিবে অর্থাৎ তৎকালীন অনিয়ম নাশের জন্য স্নান
করিবে । তীর্থের আবাহনাদিরূপ জলক্রিয়া বর্জন করিবে । ক্ষৌরাদি করণ দিনে
তর্পণাদি কর্তব্যই নহে—ইহাই অর্থ । ৫৪

ঔষধের জন্য জলাদির ভোজন হেতুও সেই দিবসের ক্রিয়ানিবৃতি হয় না—ইহা
কালিকা-পুরাণ বলিয়াছেন । ৫৫

ঔষধরূপে কল্পিত পত্র, পুষ্প, তাম্বুল, কণ প্রভৃতি, পিপ্পলী ও ফল ভোজন করিয়া
ক্রিয়ার আচরণ করিবে । ৫৬

হে নরশ্রেষ্ঠ ! ভেষজ ছাড়া জলেরও ভোজনে সর্বদা নৈমিত্তিক কর্মের সহিত নিত্য-
ক্রিয়া নিবর্তিত হয় । ৫৭

কণ—তণ্ডুলাদির সূক্ষ্ম অংশ । গোভিল বলিয়াছেন—ইক্ষু, জল, হস্ত, তাম্বুল,
ফল, ঔষধ ভক্ষণ করিয়া স্নান, দান প্রভৃতি ক্রিয়া করিবে । ৫৮

কালিকাপুরাণে—বিশেষতঃ শিবা-পূজাং প্রমীত-পিতৃকো নরঃ ।

যাবৎ বৎসরপর্য্যন্তং মনসাপি ন চাচরেৎ ॥ ৫৯

অত্র পিতা চ মাতা চ পিতরৌ, প্রমীতৌ পিতরৌ যস্য, স ইত্যর্থঃ ।

ইদঞ্চ নিত্যপূজ্যেতর-পরম্ । যথা তত্রৈব (৬০)—

মহাগুরু-নিপাতেষু কাম্যং কিঞ্চিন্ন চাচরেৎ ।

আর্তিজ্যং ব্রহ্মযজ্ঞঞ্চ শ্রাদ্ধং দেবযুতঞ্চ যৎ ॥ ৬১

তেন ত্রিযা অপি পতি-মরণ-বর্ষে ন কাম্যাধিকারঃ, তস্মাস্তশ্চৈব মহাগুরুভ্যাং^১ । ৬২

কালিকাপুরাণে—ত্রিমূর্ত্তং পূজয়েৎ তু দেবীং ত্রিপুরভৈরবীম্ ।

ন জপেৎ ত্রিংশতা ন্যূনং সাধকস্ত্ব কদাচন ॥ ৬৩

অঙ্কুষ্ঠমধ্যমানামাঙ্গুলিভিত্তিস্থিতিঃ পুনঃ ।

সদা পুষ্পাদিকং দত্ত্বান্ মালাঞ্চ ত্রিগুণাং চরেৎ ॥ ৬৪

কালিকাপুরাণে বলিয়াছেন—হে ব্যক্তির পিতা ও মাতা প্রমীত (মৃত), তিনি এক বৎসর যাবৎ মনের দ্বারাও শিবা-পূজার আচরণ করিবেন না । ৫৯

প্রমীত-পিতৃক পদ স্থলে পিতা চ মাতা চ এইরূপ বস্তু সমাসে একশেষ ইহ্মা পিতরৌ পদ নিষ্পন্ন হয় । তাহার পর প্রমীতৌ পিতরৌ যস্য পুরুষস্য স প্রমীত-পিতৃক পদ হয় । প্রমীত পিতৃক পদের এই অর্থ । উহা নবের বিশেষণ । ইহা নিত্য পূজা ভিন্ন পর । যেমন সেইখানে সেই কালিকা-পুরাণে বলিয়াছেন (৬০)—

মহাগুরুর নিপাতবর্ষে কোন কিছু কাম্য কর্ম, আর্তিজ্য (পোরোহিত্য) করিবে না । যে শ্রাদ্ধ বিশ্বেদেব যুক্ত, তাহাও করিবে না । ৬১

ইহা দ্বারা জ্ঞীরও স্বামীর মরণ বর্ষে কাম্য কর্মের অধিকার নাই ; যেহেতু জ্ঞীলোকের স্বামীই মহাগুরু । ৬২

কালিকাপুরাণে বলিয়াছেন—সাধক দেবী ত্রিপুর-ভৈরবীকে দিন মুহূর্ত্ত যাবৎ পূজা করিবে । কখনও ত্রিংশৎ সংখ্যা অপেক্ষা ন্যূন-সংখ্যক জপ করিবে না । ৬৩

অঙ্কুষ্ঠ, মধ্যমা অনামা—এই তিনটি অঙ্গুলি দ্বারা সর্বদা পুষ্পাদি প্রদান করিবে । ত্রিগুণা মালা করিবে । ৬৪

১। ব—মহাগুরুভ্যাংদিত্যমন্তরং তথা—ভক্তসাক্ষিন্য বিপ্রক প্রহৃত্যৈব চ পাণিনা । স কুর্যাদ্ নিত্যকর্মণি যেতঃপাতে চ ভৈরবঃ ।। কালিকাপুরাণে—ত্রিমূর্ত্তং পূজয়েৎ তু দেবীমিত্যাदि-পাঠঃ ।

চর্মাসনমধিষ্ঠায় পশ্চাৎ কৃৎস্না পদব্রয়ম্ ।

পূজয়েন্নির্জনে দেশে সাধকো নান্য-মানসঃ ॥ ৬৫

আসাদয়েৎ তু পুষ্পাদি নৈবেদ্যাदि চ যদ ভবেৎ ।

তদ বামহস্তমুখোন্মিত্যতঃ সাধকো বুদ্ধঃ ॥ ৬৬

ত্রিহিঙ্গ্রা ত্রিপুরা প্রোক্তা ন সম্যক পূজিতা যদি ।

শরীর-নিষ্পিত-ব্যাধির্জায়তে হবশ্যমেব হি ॥ ৬৭

অবশ্যাঃ পুত্রদারাস্ত ভৃত্যাদ্যস্ত ভবন্তি হি ।

শস্ত্রঘাতাদ্ ভবেৎ সম্যক প্রাণত্যাগো হ্রসংশয়ম্^১ ॥ ৬৮

কালিকাপুরাণে—এবম্ বাম্য-ভাবেন যজ্ঞে ত্রিপুরভৈরবীম্ ।

বালান্ত বাম-দাক্ষিণ্য-ভাবাত্যামপি পূজয়েৎ ॥ ৬৯

শ্মশানভৈরবীং দেবীমুগ্রতারং তথৈব চ ।

উচ্ছিষ্টভৈরবীং চণ্ডীং তারং ত্রিপুরভৈরবীম্ ।

এতান্ত বাম্য-ভাবেন পূজ্যা দক্ষিণতাং বিনা ॥ ৭০

ঋষীন্ দেবান্ পিতৃংশৈশ্চ ব মনুষ্যান্ ভূতসঙ্করান্ ।

যো যজ্ঞে পঞ্চভির্যজৈর্ঋণানি পরিশোধয়ন্ ॥ ৭১

সাধক অন্ত-মনাঃ না হইয়া চর্মাসনে উপবেশন করিয়া পদব্রয় পশ্চাতে করিয়া নির্জন স্থানে পূজা করিবেন । ৬৫

পতিত সাধক সর্বদা বাম হস্তকে মুখ্য করিয়া তদ্বারা পুষ্প, নৈবেদ্যাदि যাহা সম্ভব হইবে, তাহা আসাদন করিবেন । ৬৬

ত্রিপুরা দেবী ত্রিহিঙ্গ্রা কথিতা হইয়াছেন । যদি তিনি সম্যকরূপে পূজিতা না হন, তবে শরীরে অবশ্যই নিষ্পিত ব্যাধি জন্মান এবং স্ত্রী, পুত্র, ভৃত্য প্রভৃতি অবশ (অবাধ্য) হইয়া থাকে । শস্ত্রের আঘাতে নিঃশংসে সম্পূর্ণরূপে প্রাণত্যাগ হইবে । ৬৭-৬৮

কালিকা-পুরাণে আরও বলিয়াছেন—এইরূপে বামভাবে ত্রিপুর-ভৈরবীকে পূজা করিবে । বাল্য দেবীকে বাম ও দক্ষিণ এই উভয় ভাবে পূজা করিবে । ৬৯

শ্মশান ভৈরবী দেবীকে, উগ্র তারাকে, এইরূপে উচ্ছিষ্ট ভৈরবীকে, চণ্ডীকে, তারাকে, ত্রিপুর-ভৈরবীকে—ইহাদিগকে দক্ষিণভাব ছাড়া বামভাবে পূজা করিবে । ৭০

যিনি ঋণ সমূহ পরিশোধন করিতে পাঁচটি যজ্ঞের দ্বারা ঋষিগণকে, দেবগণকে,

১। খ—বদ্বামহস্তমুখোন্মিত্যতঃ । ২। খ—হ্রসংশয়মিত্যন্তরং কালিকাপুরাণে—সকল তদাপরেণ দৈর্ঘ্যে যদিরাং সাধকো বিজঃ । শূত্রাদয়স্ত সত্যতঃ দহ্যাসবমুত্তমঃ । কালিকাপুরাণে—এবম্ বাম্যভাবেনৈবেদ্যাदि পাঠঃ ।

বিধিবৎ স্নান-দানাভ্যাং কুর্বন যদ্ বিধি-পূজনম্ ।
 ক্রিয়তে সরহস্তস্ত তদ্ দক্ষিণমিহোচ্যতে ॥ ৭২
 সর্বত্র পিতৃ-দেবাদৌ যস্মাদ্ ভবতি দক্ষিণঃ ।
 দেবী চ দক্ষিণা যস্মাৎ তস্মাদ্ দক্ষিণ উচ্যতে ॥ ৭৩
 যা পুনঃ পূজ্যমানা তু দেবাদীনাঞ্চ পূর্বতঃ ।
 যজ্ঞভাগং স্বয়ং ধন্তে সা বামা তু প্রকীর্তিতা ॥ ৭৪
 পূজকোহপি ভবেদ্ বামস্তত্রৈব সততং সূত ! ।
 পঞ্চযজ্ঞান্ নবা কুর্যাৎ কুর্যাদ্ বা বাম-পূজনে ।
 অন্যস্য পূজা-ভাগং হি যতো গৃহ্নাতি বামিকা ॥ ৭৫
 যঃ পূজয়েদ্ বাম্য-ভাবৈর্ন তস্য ঋণ-শোধনম্^১ ।
 পিতৃ-দেব-নরাদীনাং জায়তে চ কদাচন ॥ ৭৬
 যোহভ্যস্ত ত্রিপুরাযোগং তেন যোগেন সংযুতঃ ।
 জায়তে যদি সুপ্রজ্ঞস্তদা মোক্ষমবাপ্নুয়াৎ ॥ ৭৭
 স চ মোক্ষশিচরেণৈব জায়তে ত্রৈপুর ! পুনঃ ।
 ঋণশোধনকৈঃ^২ পাপৈঃ প্রজ্ঞাস্তস্য চ ভৈরব ! ॥ ৭৮

পিতৃগণকে, মনুষ্যগণকে ও ভূতগণকে পূজা করেন এবং বিধিবৎ স্নান দানের সহিত বিধি পূর্বক রহস্য সহকারে যে পূজা করেন, তাহাই এখানে দক্ষিণ বলিয়া কথিত হয় । ৭২-৭৩

যেহেতু তিনি পিতৃ, দেব প্রভৃতি সমস্ত বিষয়ে দক্ষিণ (অনুকূল) হন, দেবীও দক্ষিণা (অনুকূল) হন, সেই জন্য দক্ষিণ কথিত হন । ৭৩

যিনি কিন্তু দেবাদিগণের পূর্বেই পূজ্যমানা হইয়া থাকেন, যজ্ঞভাগ স্বয়ং ধারণ করেন, তিনি বাম বলিয়া কীর্তিতা হইরাছেন । ৭৪

হে সূত ! যেহেতু পঞ্চ যজ্ঞ করুন বা নাই করুন, বামের পূজার বামিকা অণ্ডের পূজা ভাগ গ্রহণ করেন, সেইহেতু পূজক সর্বদা সেস্থলেই বাম হইতে পারেন । ৭৫

যিনি বামভাব সমূহের দ্বারা পূজা করেন, তাহার কখনও পিতৃ, দেব ও নরাদির ঋণশোধন হয় না । ৭৬

যে ব্যক্তি ত্রিপুরাযোগকে অভ্যাস করিয়া সেই যোগের দ্বারা সংযুক্ত হন, যদি তাহার সুপ্রজ্ঞা জন্মে, তবে তিনি মোক্ষ লাভ করেন । ৭৭

হে ত্রিপুরোপাসক ভৈরব ! ঋণের অপরিশোধ জনিত পাপসমূহের দ্বারা আক্রান্ত ব্যক্তি, সেই মোক্ষ হিলখেই অগ্রসর । ৭৮

তথা তত্রৈব— কামেশ্বরীস্তু কামাখ্যাং পূজয়েৎ তু যদৃচ্ছয়া ।
 দাক্ষিণ্যাদ্ বামভাবাদ্ বা সর্বথা সিদ্ধিমাগ্নুয়াৎ ॥ ৭৯
 মহামায়াং শারদাস্তু শৈলপুত্রীং তথৈব চ ।
 যথা-তথা-প্রকারেণ দাক্ষিণ্যাদেব পূজয়েৎ ॥ ৮০
 যো দাক্ষিণ্যং বিনা ভাবং মহামায়াং সমর্চতি ।
 স পাপঃ সর্বলোকেভ্যশ্চূতো^১ ভবতি রোগধুক্ ॥ ৮১
 অন্যাস্তু শিবদূত্যাচ্চ দেব্যো যাঃ পূর্বমীরিতাঃ ।
 তাস্তু বাম্যাং তু দাক্ষিণ্যাং পূজিতব্যাস্তু সাধকৈঃ ॥ ৮২
 কিন্তু যঃ পূজকো বামঃ সৌম্যাশা-পরিবর্জিতঃ^২ ।
 সর্বাশা-পূরকঃ স্যাৎ তু দক্ষিণস্তেন উত্তমঃ ॥ ৮৩
 তথা তত্রৈব— ভৈরবো বাম-ভাবেন পূজ্যো মতাদিভিঃ সদা ।
 বিষ্ণোর্বামাখ্যিকো^৩ মূর্তির্নরসিংহাহ্বয়ো ভবেৎ ।
 স তু দক্ষিণ-বামাভ্যাং পূজনীয়ঃ সদা বুধৈঃ ॥ ৮৪

সেইখানে আরও বলিয়াছেন—দক্ষিণ ভাবের দ্বারা বা বামভাবের দ্বারা যেরূপ ইচ্ছা, তদনুসারে কামেশ্বরী কামাখ্যাকে পূজা করিবেন । তাহাতে সর্বদা সিদ্ধি লাভ করিবে । ৭৯

মহামায়া শারদাকে, সেইরূপ শৈলপুত্রীকে দক্ষিণভাবে যেরূপ সেরূপ কোন প্রকারে পূজা করিবে । ৮০

যে ব্যক্তি দক্ষিণভাব বিনা মহামায়াকে অর্চনা করে, সেই পাপ ব্যক্তি রোগমুক্ত হইয়া সমস্ত লোক হইতে চ্যুত হয় । ৮১

অন্যাস্ত য়ে সমস্ত শিবদূতী প্রভৃতি দেবীগণ পূর্বে কথিত হইয়াছেন, তাঁহারা সাধকগণ কর্তৃক বামভাবে ও দক্ষিণভাবে পূজিতা হইবেন । ৮২

হে সৌম্য ! যে পূজক বাম, তিনি সমস্ত আশা রহিত হইয়া থাকেন । দক্ষিণ সমস্ত আশার পরিপূরক হইতে পারেন । সেজন্য দক্ষিণভাব উত্তম । ৮৩

সেই কালিকা পুরাণে আরও বলিয়াছেন—ভৈরব বামভাবে মতাদি স্রব্যের দ্বারা সর্বদা পূজ্য । বিষ্ণুর বামাখ্যিকা মূর্তি নরসিংহ নামক হইবে । সেই নরসিংহ সর্বদা পণ্ডিতগণ কর্তৃক দক্ষিণ ও বামভাবে পূজনীয় হইবেন । ৮৪

১। খ—সর্বলোকেভ্যশ্চূতো । ২। খ—সৌম্যাসা পরিবর্জিতঃ । ৩। ক—বিষ্ণোর্বামাখ্যিকা বিষ্ণোর্বামাখ্যিকো ইতি মুদ্রিতপুরাণ-পাঠঃ ।

তথৈব বাল-গোপাল-মূর্তির্জরায়ুবেষ্টিতঃ

মদ্য-মাংসাশনো ভোগী লোলূপঃ স্ত্রীষু সর্বদা ॥ ৮৫

বহস্যস্ত চণ্ডিকাদেবী-বামিকা মূর্তয়ঃ স্মৃতাঃ ।

লক্ষ্ম্যাস্ত বামিকা মূর্তিরুক্তা দহনভৈরবী ।

যাগ্নি-দাহং পুর-গ্রাম-মন্দিরেষু^১ করোত্যলম্^২ ॥ ৮৬

অপূজিতা^৩ মহালক্ষ্মীর্দেহল্যাং তাস্ত পূজয়েৎ ।

বাগ্ভৈরবী সরস্বত্যা বামিকা মূর্তিরীরিতা ॥ ৮৭

তস্তা মন্ত্রঃ পুরা প্রোক্তঃ শুক্লবর্ণা তু সা স্মৃতা ।

মধ্যায়ান্ত্রিপুরায়ান্ত^৪ রূপং ধ্যানমিহোচ্যতে^৫ ॥ ৮৮

মার্ত্তণ্ডৈ-ভরবো নাম মূর্তিঃ সূর্য্যাস্ত কীর্ত্তিতা ।

গণেশস্তাপি বেতালঃ^৬ কথিতো বাম-নামকঃ ।

এতে বাম্যেন ভাবেন পূজনীয়া বিশেষতঃ ॥ ৮৯

ব্রহ্মসামলে—শিব উবাচ—

যদা শ্রীত্রিপুরাদেবী তদা ত্রিপুরভৈরবঃ ।

ভৈরবী ত্বং যদা দেবী ভৈরবোহহং তদা স্বয়ম্ ॥ ৯০

সেইরূপ জরায়ু বেষ্টিত বালগোপাল মূর্তিও মদ্য মাংসভোগী, ভোগী ও সর্বদা স্ত্রীগণের প্রতি লোলূপ । ৮৫

চণ্ডিকাদেবীর বহু বামিকা মূর্তি কথিত হইয়াছে । লক্ষ্মীর বামিকা মূর্তি দহনভৈরবী কথিত হইয়াছেন । যিনি স্মৃষ্টভাবে পূজিতা না হইলে পুর, গ্রাম ও মন্দিরে অবশ্যই অগ্নিদাহ করেন । এইজন্য দেহলীতে তাঁহাকে পূজা করিবে । বাগ্ভৈরবী সরস্বতীর বামিকা মূর্তি কীর্ত্তিত হইয়াছেন । ৮৬-৮৭

তাঁহার মন্ত্র পূর্বে কথিত হইয়াছে । তিনি শুক্লবর্ণা হইয়া অবস্থিতা আছেন । মধ্যা ত্রিপুরার রূপ ও ধ্যান এইখানে কথিত হইয়াছে । ৮৮

সূর্য্যের মার্ত্তণ্ডভৈরব নামক বামিকা মূর্তি কীর্ত্তিত হইয়াছেন । গণেশেরও বাম নামক বেতাল কথিত হইয়াছে । ইহারা বামভাবে বিশেষভাবে পূজনীয় । ৮৯

ব্রহ্মসামলে শিব বলিয়াছেন—যখন তুমি শ্রীত্রিপুরী হও, তখন আমি ত্রিপুর ভৈরব হই । যখন তুমি ভৈরবী দেবী হও, তখন আমি স্রবং ভৈরব হই । ৯০

১। ক—বাগদাহ-পুরগ্রাম-মন্দিরেষু । ২। মন্দিরেষকরোদিতমিত্তিমুক্তিত পুরাণ পাঠঃ ।
৩। অপূজিতেতি কচিং পুরাণ পাঠঃ । ৪। খ—মধ্যায়ঃ ত্রিপুরায়ান্ত । ৫। ক+খ—রূপবদ্
ধ্যানমিহোচ্যতে । ৬। গণেশায়িবোতাল ইতি কচিং পুরাণ-পাঠঃ ।

যদা কালী তদা কালঃ কামিনী কাম এব চ ।

লক্ষ্মীবিমুক্তদা বাণী বাণীধর ইতি শ্রুতঃ ॥ ১১

যদা চাণ্ডালিনী দেবী তদা চাণ্ডাল এব চ ।

ঈয়া বিনা মহাদেবি ! নাহং কৰ্ত্তা ন চ প্রভুঃ ।

ইতি মন্ত্ৰা মহাদেবি ! ভেদঞ্চাত্ৰ ন কল্পয় ॥ ১২

বামেন দক্ষিণেনাপি যোহর্চয়েৎ কিঞ্চিদেব যৎ ।

তৎসর্বমাবয়ৌদ্দেবি ! পিতরৌ জগতাং যতঃ^১ ॥ ১৩

ইতি বচনাত্তয়োরেব শ্মশানাদি-সাধনমবিরুদ্ধমিতি । কুর্মপুরাণে^২
হিমালয়ং প্রতি দেবীবাক্যম্ (১৪)—

যানি শাস্ত্রাণি দৃশ্যন্তে লোকেহস্মিন্ বিবিধানি চ ।

শ্রুতি-স্মৃতি-বিরুদ্ধানি নিষ্ঠা তেষাং হি তামসী ॥ ১৫

করালভৈরবঞ্চাপি যামলং নাম যৎ কৃতম্ ।

এবংবিধানি চান্ত্যানি মোহনার্থানি তানি তু ।

ময়া সৃষ্টানি চান্ত্যানি মোহায়ৈষাং^৩ ভবার্ণবে^৪ ॥ ১৬

যখন তুমি কালী হও, তখন আমি কাল হই। যখন তুমি কামিনী, তখন আমি কাম। যখন তুমি লক্ষ্মী, তখন আমি বিমুক্ত। যখন তুমি বাণী, তখন আমি বাণীধর বলিয়া কীর্ত্তিত হই। ১১

যখন তুমি চাণ্ডালিনী দেবী, তখন আমি চাণ্ডালই। হে মহাদেবি! তুমি বিনা আমি কৰ্ত্তা নহি, প্রভুও নহি। হে মহাদেবি! এই মনে করিয়া এই উভয়ের ভেদ কল্পনা করিবে না। ১২

যিনি বামভাবের দ্বারা বা দক্ষিণভাবের দ্বারা যৎকিঞ্চিৎ অর্চনা করেন। হে দেবি! সে সমস্তই আমাদের উভয়ের পূজা; যেহেতু আমরা জগতের পিতা ও মাতা। ১৩

এই বচন অনুসারে ভৈরব ও ভৈরবী উভয়ের শ্মশানাदिতে সাধন অবিরুদ্ধ। কুর্ম পুরাণে হিমালয়ের প্রতি দেবীর বাক্য হইতেছে (১৪)—

এই লোকে যে সমস্ত বিবিধ শ্রুতি, স্মৃতি বিরুদ্ধ শাস্ত্র দেখা যায়, তাহাদের নিষ্ঠা তামসী। ১৫

করালভৈরব ও যামল নামে যাহা করিয়াছি এবং এই প্রকার অন্ত্যস্ত যাহা যাহা

১। ঋ—যতঃ।

২। ঋ—কুর্মপুরাণে লিখ উবাচ।

৩। ঋ—মোহায়ৈব।

৪। ঋ—ভবার্ণবে ইত্যনন্তরং তস্মাদ্ দক্ষিণভাব ইত্যাদি তত্ত্বমিত্যন্তঃ পাঠঃ।

উন্মাদ্ৰুতি-স্মৃতি-বিরুদ্ধ-বস্তুনি সত্তিঃ কদাপি পদং ন শ্রুতবায়্ । দক্ষিণ
এব সাধীয়ানিতি তত্ত্বম্ । ১৭

নহু বিষ্ণুমন্ত্ৰোপাসনয়া সৰ্বকামসিদ্ধিৰ্ভবিষ্টি কিং শক্তো যত্নঃ ক্রিয়তে,
তথাচ শ্রুতিঃ—যোহবিষ্ঠামুপান্তে সোহঙ্কং তমঃ প্রবিশতীতি । মৈবম্,
অত্রাবিষ্ঠাপদেন সংসারনিয়তি-রূপাহবিষ্ঠোচ্যতে ইতি সুরেশ্বরচাৰ্য্যাদয়ঃ ।

অপি চ বিষ্ণুপাসনায়াং শ্রাসাদৌ হুগীয়া দেবতাত্মমুক্তম্ । কিঞ্চ^১ ব্রহ্ম-
বিষ্ণু-শিবাত্মারাধায়াঃ শক্তেরচনয়া সৰ্বসিদ্ধিরিতি তত্ত্বম্ । ১৮

তথাচ—যত্রাস্তি ভোগো ন চ তত্র মোক্ষো যত্রাস্তি মোক্ষো ন চ তত্র ভোগঃ ।

শিবাপদান্তোজ্জয়ুগার্চকানাং ভোগশ্চ মোক্ষশ্চ করস্থ এব^২ ॥ ১৯

উদ্ধৰ্ম্মায়ে—যোহনোভ্যো দর্শনেভ্যশ্চ ভুক্তিং মুক্তিঞ্চ কাজ্জুতি ।

স্বপ্নলক-ধনেনৈব ধনবান্ স ভবেদ্ যদি ॥ ১০০

করিরাহি, সে সমস্ত মোহনের জন্ত করিরাহি । এই ভবান্বেবে ইহাদের মোহের জন্ত
অন্তান্ত শাস্ত্র আমার কর্তৃক সৃষ্ট হইয়াছে । ১৬

অতএব শ্রুতি ও স্মৃতি বিরুদ্ধ পথে সজ্জনগণ কখনও পাদ স্থাপন করিবেন না ।
দক্ষিণই সৰ্বাপেক্ষা সাধু, ইহাই তত্ত্ব । ১৭

আচ্ছা, বিষ্ণুমন্ত্ৰের সাধনায় তো সমস্ত সিদ্ধি হইবে, শক্তির উপাসনায় বড় করা
হয় কেন ? এই জন্তই শ্রুতি বলিয়াছেন—যে অবিদ্যাকে উপাসনা করে, সে অন্ধকার
তমো লোকে প্রবেশ করে । না—এইরূপ বলিবেন না । যেহেতু এখানে অবিদ্যা
পদের দ্বারা সংসার নিয়তি-রূপা অবিদ্যা কথিত হইয়াছে । ইহা সুরেশ্বরচাৰ্য্য
প্রভৃতি বলিয়াছেন । আরও কথা, বিষ্ণুর উপাসনায় শ্রাসাদিতে হুগীর দেবতাত্ম
কথিত হইয়াছে । আরও ব্রহ্মা, বিষ্ণু ও শিবাদি দেবগণের আরাধ্য শক্তির অর্চনায়
সমস্ত সিদ্ধি হয়, ইহাই তত্ত্ব । ১৮

তাহাই উক্ত হইয়াছে—যে উপাসনার ভোগ আছে, সে উপাসনার মোক্ষ নাই ।
আবার যে উপাসনার মোক্ষ আছে, সে উপাসনার ভোগ নাই । শিবের পাদ
পদ্মদ্বয়ের অর্চকগণের ভোগ ও মোক্ষ করতলেই অবস্থিত । ১৯

উদ্ধৰ্ম্মায়ে বলিয়াছেন—যে ব্যক্তি অন্তান্ত দর্শন শাস্ত্র হইতে ভুক্তি ও মুক্তি কামনা
করে, তবে সে স্বপ্নলক ধনের দ্বারা ধনবান্ হইতে পারে । ১০০

শুভ্রৌ রজতবিত্রাস্তির্যধা জায়েত পার্বতি !।

তথ্যাদর্শনেভ্যশ্চ ভুক্তিং মুক্তিঞ্চ কাক্ষতি ॥ ১০১

যামলে— আগমে সর্ববিদ্যাশ্চ আগমে সর্বসম্পদঃ ।

আগমে সর্বযজ্ঞাশ্চ সর্বশাস্ত্রাণি চাগমে । ১০২

আগমে দেবি ! বেদা হি আগমাচ্চ পরা গতিঃ ।

যেহত্যশ্রুস্তি ত্বিদং শাস্ত্রং পঠস্তি পাঠয়স্তি বা ।

সিদ্ধয়োহষ্টৌ করে তেষাং ধন-ধান্যদ্বি-স্নানবঃ ॥ ১০৩

আদৃতা শিবলোকেষু ভোগিনঃ ক্ষোভকারক !।

আপ্নুবস্তি পরং ব্রহ্ম সর্বশাস্ত্র-বিশারদাঃ ॥ ১০৪

তথা— আগতঃ শিববক্তে ভ্যো গতশ্চ গিরিজামুখম্ ।

মতশ্চ বাসুদেবেন চাগমন্তেন কথ্যতে ॥ ১০৫

তারাপ্রদীপে— আগমোক্ত-বিধানেন কলৌ দেবান্ যজ্ঞেং সুধীঃ ।

ন হি দেবাঃ প্রসীদস্তি কলৌ চাশ্রবিধানতঃ ॥ ১০৬

হে পার্বতি ! শুভ্রিতে যেমন রজত ভ্রম উৎপন্ন হয়, সেইরূপ অজ্ঞান দর্শন হইতে ভোগ ও মুক্তির আকাঙ্ক্ষা করিয়া থাকে । ১০১

যামলে বলিয়াছেন—আগমে সমস্ত বিদ্যা আছে, আগমে সমস্ত সম্পদ আছে, আগমে সমস্ত যজ্ঞ আছে, আগমে সমস্ত শাস্ত্র আছে । ১০২

হে দেবি ! আগমে সমস্ত বেদ (বেদার্থ) আছে । আগম হইতে শ্রেষ্ঠ গতি লাভ হয় । যে ব্যক্তি এই আগম শাস্ত্র পাঠ করে, অভ্যাস করে ও পড়ায়, তাহাদের হাতে আটটি সিদ্ধি থাকে, তাহাদের ধন ও ধানের সমৃদ্ধি হয় এবং পুত্রও হয় । ১০৩

হে ক্ষোভকারক ভৈরব ! তাহারা ভোগী হইয়া শিবলোকে আদৃত হন । তাহারা সর্বশাস্ত্র বিশারদ হইয়া পর ব্রহ্ম লাভ করেন । ১০৪

এইরূপ আরও উক্ত হইয়াছে—এই শাস্ত্র শিবের পক্ষমুখ হইতে আগত, গিরিজা পার্বতীর মুখে গত এবং বাসুদেবের দ্বারা মত । এই হেতু এই শাস্ত্র আগম বলিয়া কথিত হয় । ১০৫

তারাপ্রদীপে বলিয়াছেন—পণ্ডিত কলিকালে আগমোক্ত বিধানে দেবীগণকে অর্চনা করিবে । কলিকালে অশ্রবিধানে দেবতা প্রসন্ন হন না । ১০৬

কৃতে ঐত্যর্থমার্গ: স্যাৎ ত্রেতায়াং স্মৃতিসম্ভব: ।

ধাপরে তু পুরাণোক্ত: কলাবাগম-সম্ভব: ॥ ১০৭

এতেন শিবপ্রণীততয়াগমশাস্ত্রাণ্য নিঃসন্দেহ-ফলকভেদে ন সর্বদর্শনাপেক্ষয়া
সমুৎকর্ষ: । ১০৮

শিবপ্রণীতেহত্র হরুহশাস্ত্রে গুরুপদেশান্নিহুবুদ্ধিতোহপি ।

ময়া সমাক্ষ্য যদত্র বন্ধং তস্মিন্ সুধীরা মুদমাবহন্ত' ॥ ১০৯

ইতি শ্রীরঘুনাথ-তর্কবাগীশ-ভট্টাচার্য্য-কৃতে আগমতত্ত্ববিলাসে

প্রথম পরিচ্ছেদ:

সত্য যুগে ঋতি বিহিত পথই পথ, ত্রেতা যুগে স্মৃতি বিহিত পথই পথ, ধাপর
যুগে পুরাণোক্ত এবং কলি যুগে আগমোক্ত পথই পথ । ১০৭

ইহা দ্বারা উক্ত হইল যে—এই আগমশাস্ত্র শিবপ্রণীত বলিয়া নিঃসন্দেহ ফলক,
অর্থাৎ এই আগম-শাস্ত্রোক্ত ফলে কোন সন্দেহ নাই । এইহেতু সমস্ত দর্শন অপেক্ষা
উৎকৃষ্ট । ১০৮

এই শিবপ্রণীত হরুহ শাস্ত্রে গুরুর উপদেশ হইতে এবং নিজের বুদ্ধি হইতে সংগ্রহ
করিয়া এই গ্রন্থে আমার কর্তৃক বাহ্য উপনিবদ্ধ হইল । তাহাতে সুধীর ব্যক্তিগণ
আনন্দ লাভ করুন । ১০৯

শ্রীরঘুনাথ তর্কবাগীশকৃত আগমতত্ত্ব বিলাসের প্রথম পরিচ্ছেদের

অনুবাদ সমাপ্ত হইল ।

আগম-তত্ত্ব-বিলাসঃ

দ্বিতীয়ঃ পরিচ্ছেদঃ

অথাহঃ-কৃত্যানি

ব্রাহ্মে মুহূর্তে উথায় ত্যক্ত-স্বাপস্ত্যক্ত-রাত্রিবাসা বন্ধ-পদ্মাসনঃ শিরস্বাধো-
মুখ-গুরুবর্ণ-সহস্রদল-কমল-কর্ণিকাস্তম্ভ-পূর্ণচন্দ্রমণ্ডলস্থ-হংসপীঠে নিজগুরুং
গুরুবর্ণং গুরুালঙ্কার-ভূষিতং জ্ঞানানন্দ-মুদিত-মানসং দ্বিভুজং বরাভয়-করং
শাস্ত্রং স্বপ্রকাশ-রূপং শ্বেতমাল্যানুলেপনং স্ববামোরুস্থয়া^১ রক্তবর্ণয়া গুরু-
পত্নী-রূপয়া বামকর-ধৃত-রক্তোৎপলয়া শক্ত্যা দক্ষিণহস্ত-গৃহীত-কলেবরং
দিনয়নং পরম-শিবস্বরূপং বিচিন্ত্য দিব্যাভিষেকেন গুরুণা^২ সম্প্রদায়ানুগত-
কৃতনাম-পূর্বকং অভিষেকাঘ্রভাবে প্রকৃত-নামপূর্বকং শ্রীঅমুকানন্দনাথগুরুং
পূজয়ামীতি^৩ শ্রুত্বা বক্ষ্যমাণ-রীত্যা^৪ শিবশক্তিবুদ্ধ্যা তৌ মানসোপচারৈরভ্যর্চ্য
গুরুমন্ত্রং দশধা জপ্ত্বা বক্ষ্যমাণ-মন্ত্রাভ্যাং^৫ প্রণমেৎ । ১

অনন্তর দিনকৃত্য কথিত হইতেছে। ব্রাহ্ম মুহূর্তে নিদ্রাত্যাগ করিয়া শয্যা
হইতে উঠিয়া রাত্রিবাস ত্যাগ করিয়া পদ্মাসনে উপবিষ্ট হইয়া মস্তক স্থিত অধোমুখ
গুরুবর্ণ সহস্রদল পদ্মের কর্ণিকার অন্তর্গত পূর্ণচন্দ্র মণ্ডল স্থিত হংসপীঠে নিজের গুরুকে
গুরুবর্ণ, গুরু অলঙ্কারে ভূষিত, জ্ঞানানন্দে হ্রষ্ট চিত্ত, দ্বিভুজ বরাভয় হস্ত শাস্ত্র স্বপ্রকাশরূপ
শ্বেতমাল্য ও অনুলেপন যুক্ত নিজ বাম উরুতে অবস্থিত। রক্তবর্ণ। বামকরে রক্ত
উৎপল ধারিণী, গুরু-পত্নীরূপা শক্তি কর্তৃক দক্ষিণ হস্তের দ্বারা গৃহীত-কলেবর, দিনয়ন
পরম শিবস্বরূপ চিন্তা করিয়া, গুরু কর্তৃক দিব্য অভিষেকের দ্বারা সম্প্রদায় অনুসারে
কৃত নাম উচ্চারণ পূর্বক অভিষেকাদির অভাবে প্রকৃত নাম উচ্চারণ পূর্বক
“শ্রীঅমুকানন্দনাথগুরুং পূজয়ামি” এইরূপ স্মরণ করিয়া বক্ষ্যমাণ রীতিতে শিবশক্তি
বুদ্ধিতে সেই শিবশক্তিরূপিণী গুরু ও গুরুপত্নীকে মানস উপচারের দ্বারা অর্চনা করিয়া,
গুরু মন্ত্র দশবার জপ করিয়া বক্ষ্যমাণ মূলোক্ত মন্ত্র দুইটি দ্বারা প্রণাম করিবে। ১

১। খ—বামোরুস্থ-স্বরক্ত-শক্তি-সহিতং বামে ধৃতরক্তোৎপলয়া শ্রিয়য়া দক্ষিণহস্তেভ্যাদি-পাঠঃ।

২। খ—দিব্যাভিষেক-করণেন গুরুণা।

৩। খ—শ্রীঅমুকানন্দনাথ-রক্তশক্ত্যা-শ্রীপাহুকাং।

৪। খ—বক্ষ্যমাণরীত্যেতি নাস্তি।

৫। খ—বক্ষ্যমাণমন্ত্রাভ্যাং দশবদ্ ভূয়ো প্রণমেৎ।

যথা— সহস্রদল-পদক্ষেপে সকল-শীতরশ্মি-প্রভম্ ।
 বরাভয়-করাশুভং বিমল-গন্ধ-পুষ্পাস্বরম্ ॥ ২
 প্রসন্ন-বদনেক্ষণং সকল-দেবতা-রূপিণম্ ।
 অরেক্ষিরসি হংসগং তদভিধান-পূর্বং গুরুম্ ॥ ৩

হংসগং—সর্বোত্তীর্ণপীঠস্থম্^১ । তথা শ্যামারহস্ত-ধৃতম্—

সহস্রারে মহাপদ্যে প্রাতঃ শিরসি নির্মলে ।
 পূর্ণেন্দু-মণ্ডল-যুতে^২ শুদ্ধশ্ফটিক-সন্নিভে ॥ ৪
 গন্ধানুলেপিতং শাস্তং বরাভয়-পাণিকম্ ।
 মন্দস্মিতং নিজগুরুং কারুণ্যেনাহবলোকিতম্ ॥ ৫
 প্রিয়য়া দক্ষহস্তেন ধৃত-চারু-কলেবরম্ ।

বামে ধৃতোংপলায়াশ্চ সুরভায়াঃ সুশোভনম্ ॥ ইতি । ৬

জানার্ণবে— প্রাতরুথায় দেবেশি ! ব্রহ্মরক্কে নিজং গুরুম্ ।

স্বহা দেবীময়ো ভূহা তংপ্রভা-পটলামলে ॥ ৭ ॥ ইত্যাদি ।

যং তু রক্ত-মালাস্বর-ধরং সুরভং পদ্যবিষ্টরমিতি শারদাটীকাকার-সম্মতং

বেমন বলিয়াছেন—সহস্র দল পদ্যে চল্লের শীতল রশ্মি সমূহের প্রভার দ্বারা
 প্রভাবিশিষ্ট, কর-পদ্য-দ্বয়ে বর ও অভয়মুদ্রাধারী, বিমল অর্থাৎ স্বেত, গন্ধ, পুষ্প ও
 অম্বর (বস্ত্র) ধারী, প্রসন্ন বদন ও প্রসন্ন নয়ন, সকল দেবতারূপী হংসগত গুরুকে
 তাঁহার নাম উচ্চারণ পূর্বক মস্তকে স্মরণ করিবে । ২-৩

হংসগ—সমস্ত পদ্য হইতে উত্তীর্ণ (উপরি স্থিত) পীঠে অবস্থিত । সেইরূপ
 শ্যামারহস্ত ধৃত বচন সমূহে বলিয়াছেন—

নিজ মস্তকস্থিত পূর্ণেন্দু মণ্ডল যুক্ত শুদ্ধ শ্ফটিক সদৃশ নির্মল সহস্রার পদ্যে
 গন্ধানুলিপ্ত শান্ত বরাভয়ধারী ঈষৎ হাস্তযুক্ত, করুণাপূর্ণ দৃষ্টিতে অবলোকিত, প্রিয়ার
 দক্ষিণ হস্তে ধৃত সুন্দর দেহ, বামহস্তে উৎপল ধারিণী সুরভা জীর দ্বারা সুশোভিত
 নিজ গুরুকে প্রাতঃকালে স্মরণ করিবে । ৪-৬

জানার্ণবে বলিয়াছেন—হে দেবেশি ! প্রাতঃকালে শয্যা হইতে উঠিয়া তাঁহার
 প্রভাসমূহে অমল ব্রহ্মরক্কে নিজ গুরুকে স্মরণ করিয়া দেবীময় হইয়া ইত্যাদি । ৭

সাঁহার। এই যে বলেন—রক্তমালাস্বরধরং (রক্তমালা ও বস্ত্রধারী) সুরভং (সুরভ)
 পদ্য-বিষ্টরং (পদ্যোপবিষ্ট) ইত্যাদি বচনমূলক শারদাতিলক টীকাকারের সম্মত

শাক্তাদীনাং রক্তধ্বেন গুরু-ধ্যানং শ্বেতধ্বেন ধ্যানন্ত বৈষ্ণবানামিতি । তন্ন যুক্তং
সর্বত্র গুরুধ্বেন ধ্যানস্তোক্তত্বাৎ^১ । শক্তিগ্রন্থে কুলার্ণবেহপি—ব্রহ্মরক্তে সহস্রারে
কর্পূরধবলো গুরুরিত্যাदि । অতএব^২ রক্তত্ব-সাধকবচনং প্রমাণ-শূন্যমেব । ৮

ব্রাহ্মমুহূর্ত্তমাহ লক্ষ্মণনির্ণয়ে—

দ্বৌ দণ্ডৌ রাত্রিশেষঃ তু ব্রাহ্মং মুহূর্ত্তকং বিদুঃ^৩ ॥ ৯

রাত্রি-শেষঃ রাত্রি-শেষার্দ্ধ-প্রহরং প্রাপ্য ইতি শেষঃ । তত্রাত্তং দণ্ডদ্বয়ং
ব্রাহ্মো মুহূর্ত্তঃ । শেষ-দণ্ডদ্বয়ন্ত রৌদ্রো মুহূর্ত্তঃ । গুরু-মানসপূজা-প্রপঞ্চস্ত
বিশুদ্ধেশ্বর-তন্ত্রে যথা (১০)—

এবং ধ্যায়া পুনর্নৈচব পঞ্চভূতমৈর্যজ্ঞেং ।

গন্ধতত্ত্বং পার্থিবন্ত কনিষ্ঠাঙ্গুলি-যোগতঃ^৪ ॥ ১

শব্দময়ং তথা পুষ্পং প্রথমাঙ্গুলি-যোগতঃ ।

বায়ুরূপং মহাধূপং তর্জনীভ্যাং নিয়োজয়েৎ ॥ ১২

তেজোরূপং মহাদীপং মধ্যমা-দ্বয়-যোগতঃ ।

অমৃতং ভোজনং তদ্বদমৃতান্গুলি-যোগতঃ ॥ ১৩

শাক্ত সাধকাদির রক্তবর্ণরূপে গুরুর ধ্যান এবং বৈষ্ণবগণের শ্বেতবর্ণরূপে গুরুর ধ্যান
কর্তব্য । তাহা কিন্তু যুক্ত নহে ; কারণ সর্বত্র গুরুবর্ণরূপে গুরুর ধ্যান উক্ত হইয়াছে ।
শক্তিগ্রন্থে কুলার্ণবেও বলিয়াছেন—ব্রহ্মরক্তে সহস্রদল পদ্মে গুরু কর্পূরের ন্যায় ধবল
ইত্যাদি । অতএব রক্তত্বসাধক বচন প্রমাণ শূন্যই । ৮

লক্ষ্মণনির্ণয়ে ব্রাহ্ম মুহূর্ত্ত বলিতেছেন—রাত্রি শেষের দুই দণ্ডকে ব্রাহ্ম মুহূর্ত্ত
জানিবে । ৯

রাত্রিশেষ—রাত্রির শেষ অর্দ্ধ প্রহরকে, পাইয়া (ধরিয়া), এই কথাটি উক্ত । তন্মধ্যে
প্রথম দণ্ডদ্বয়—ব্রাহ্ম মুহূর্ত্ত । শেষ দণ্ডদ্বয়—রৌদ্র মুহূর্ত্ত । গুরুর মানস পূজার
বিস্তার কিন্তু বিশুদ্ধেশ্বরতন্ত্রে আছে । যেমন (১০)—

এইরূপ ধ্যান করিয়া পুনরায় পঞ্চভূতময় পঞ্চ উপচারের দ্বারা গুরুকে পূজা
করিবে । কনিষ্ঠাঙ্গুলির যোগে পার্থিব গন্ধ তত্ত্ব, প্রথম অঙ্গুলির (জ্যেষ্ঠা অঙ্গুলি) দ্বয়ের
যোগে শব্দময় পুষ্প, তর্জনী দ্বয়ের যোগে বায়ুরূপ মহাধূপ প্রদান করিবে । ১১-১২

মধ্যমা দ্বয়ের যোগে তেজোরূপ মহাদীপ, তদ্বৎ অমৃতান্গুলি (অনামিকাঙ্গুলি)

১। ৫—ধ্যানস্তোক্তত্বাদিত্যনন্তরং জ্ঞানার্ণবেহপীত্যাদি-পাঠঃ । ২। ৫—অতএবেতি নাস্তি ।

৩। ৫—বিদুরিত্যনন্তরং গুরুমানস-পূজাপ্রপঞ্চস্ত ইত্যাদি । ৪। ৫—কনিষ্ঠাঙ্গুলিযোগতঃ ।

নমস্কারেণাঞ্জলিনা বাগ্ভবাং তাম্বুলং স্মৃতম্ ।

স্বস্ব-বীজান্তে^১ সর্বত্র নমস্কারেণ যোজয়েৎ^২ ॥ ১৪

স্বস্ব-বীজান্তে—তত্তদ-ভূতবীজান্তে । তথাচ লং^৩ পৃথিব্যাশ্রকং গন্ধং সমর্পয়ামি নমঃ ইতি কনিষ্ঠাত্যাম্, হ্রীং^৪ আকাশাশ্রকং পুষ্পং সমর্পয়ামি নমঃ ইতি অঙ্গুষ্ঠাত্যাম্, যং^৫ বায়ুশ্রকং ধূপং সমর্পয়ামি নমঃ ইতি ভর্জনীত্যাম্, রং^৬ বহুশ্রকং দীপং সমর্পয়ামি নমঃ ইতি মধ্যমাত্যাম্, বং^৭ অমৃতশ্রকং নৈবেদ্যং সমর্পয়ামি নমঃ ইত্যনামিকাভ্যাম্, ঐং^৮ তাম্বুলং সমর্পয়ামি নমঃ ইত্যঞ্জলিনা নিয়োজয়েৎ^৯ । এবঞ্চ গুরুপূজায়াং ভূতবীজাদৌ ত্রিতারীযোগো ন যুক্তঃ, প্রমাণাভাবাৎ অসার্বত্রিকত্বাচ্চ । ১৫

শ্রীবিদ্যায়াং গুরুমন্ত্রস্ত গান্ধর্বে—

বালাচং ভুবনেশানী রমা চৈব সুরেশ্বরী ! ।

তারত্রয়মিদং প্রোক্তং গুরুমন্ত্রে প্রতিষ্ঠিতম্ ॥ ১৬

ঘরের যোগে অমৃতরূপ ভোজন (নৈবেদ্য) সমর্পণ করিবেন । বাগ্ভব বীজের পর নমস্কার যোগে অঞ্জলি দ্বারা তাম্বুলঘরের সমর্পণ কথিত হইয়াছে । স্ব স্ব বীজের অন্তে সমস্ত উপচারে নমস্কারের সহিত যোগ করিবে । ১৫-১৪

স্ব স্ব বীজান্তে—সেই সেই পৃথিবী প্রভৃতি ভূত-বীজের অন্তে । সূক্তরাং লং পৃথিব্যাশ্রকং গন্ধং সমর্পয়ামি নমঃ ইত্যাকার মূলোক্ত মন্ত্রে কনিষ্ঠা হ্রীটি দ্বারা পৃথিব্যাশ্রক গন্ধ, এইরূপ মূলোক্ত মন্ত্রে অঙ্গুষ্ঠ হ্রীটি দ্বারা আকাশাশ্রক পুষ্প, ভর্জনী হ্রীটি দ্বারা বায়ুশ্রক ধূপ, মধ্যমা হ্রীটি দ্বারা বহুশ্রক দীপ, অনামিকা হ্রীটি দ্বারা অমৃতশ্রক নৈবেদ্য, অঞ্জলি দ্বারা তাম্বুল সমর্পণ করিবে । এইরূপ উক্ত হওয়ায় গুরু পূজায় ভূতবীজের আদিতে ত্রিতারীযোগ সমীচীন নহে, যেহেতু ইহাতে প্রমাণ নাই এবং উহা সার্বত্রিক নহে । ১৫

গন্ধর্বভক্তে শ্রীবিদ্যায়াং গুরুমন্ত্র কথিত হইয়াছে—হে সুরেশ্বরী ! বালাচ (ঐং), ভুবনেশানী (হ্রীং), রমা (শ্রীং)—এই তিনটি বীজ তারত্রয় বলিয়া কথিত হইয়াছে । ইহা গুরুমন্ত্রে প্রতিষ্ঠিত । ১৬

১। স্ব—স্ববীজেন । ২। স্ব—যোজয়েদিত্যানন্তরং গুরুবীজস্ত মধ্যে তাম্বুলে বাগ্ভবদর্শনাৎ অন্তেষু দ্বারান্বাযোগো জায়তে । তথাচেতি পাঠঃ । ৩। স্ব—হ্রীং শ্রীং লং । ৪। স্ব—হ্রীং শ্রীং হং । ৫। স্ব—হ্রীং শ্রীং বং । ৬। স্ব—হ্রীং শ্রীং রং । ৭। স্ব—হ্রীং শ্রীং বং । ৮। স্ব—অঞ্জলিনা যোজয়েৎ । এতদনন্তরং গুরুমন্ত্রস্ত গান্ধর্বে ।

ততঃ স্ব-গুরুনামাস্তে আনন্দনাথমালিথেৎ^১ ।

রক্তশক্তিপদাস্তে চ অস্বা পদমথালিথেৎ ॥ ১৭

শ্রীপাঠকাং সমুচ্চাৰ্য্য পূজয়ামীতি সংজপেৎ ।

স্তোত্রৈঃ স্তব্ধা নমস্কুর্য্যান্ মন্ত্রেণাহনেন সৰ্বদা^২ ॥ ১৮

বালাত্—বাগ্ভববীজম্ । তথাচ ঐ হ্রী শ্রী অমুকানন্দনাথ রক্তশক্তাস্বা-
শ্রীপাঠকাং পূজয়ামীতি গুরুমন্ত্রঃ^৩ শ্রীবিদ্যায়াম্ । অন্যত্র তু গুরুমন্ত্র=জপো
নাস্তি, প্রমাণাভাবাৎ । যৎ তু শ্যামারহস্তে শ্রীবিদ্যাবদখিলং লিখিতম্ ।
তচ্চিস্ত্যম্, অন্তেরনুজ্ঞাৎ । ১৯

ওঁ অখণ্ডমণ্ডলাকারং ব্যাপ্তং যেন চরাচরম্ ।

তৎপদং দর্শিতং যেন তস্মৈ শ্রীগুরবে নমঃ ॥ ২০

অজ্ঞান-তিমিরাক্রান্ত জ্ঞানাজ্ঞান-শলাকয়া ।

চক্ষুরুন্মীলিতং যেন তস্মৈ শ্রীগুরবে নমঃ ॥ ২১

তাহার পর নিজ গুরুর নামের অন্তে আনন্দ নাথ লিখিবে । অনন্তর রক্তশক্তি
পদের অন্তে অস্বাপদ লিখিবে । ১৭

তাহার পর শ্রীপাঠকাং উচ্চারণ করিয়া পূজয়ামি এই মন্ত্র জপ করিবে । স্তোত্রের
দ্বারা স্তুতি করিয়া বক্ষ্যমাণ এই মন্ত্রের দ্বারা সৰ্বদা নমস্কার করিবে । ১৮

বালাত—বাগ্ভব বীজ (ঐং) । তাহা হইলে শ্রীবিদ্যায় গুরুমন্ত্র হইবে—ঐং হ্রীং
শ্রীং অমুকানন্দ-নাথ-রক্তশক্তাস্বা-শ্রীপাঠকাং পূজয়ামি । অন্যত্র গুরুমন্ত্রের জপ নাই ।
যেহেতু তাহাতে প্রমাণ নাই । আর যে শ্যামারহস্তে লিখিত হইয়াছে—শ্রীবিদ্যাবৎ
সমস্ত । তাহা চিন্তনীয়, যেহেতু অন্য কর্তৃক ইহা উক্ত হয় নাই । ১৯

ওঁ অখণ্ড-মণ্ডলাকারং ইত্যাদি মূলোক্ত দুইটি মন্ত্রের দ্বারা গুরুকে নমস্কার
করিবেন । উক্ত মন্ত্রের অর্থ—এই অখণ্ড মণ্ডলাকার চরাচর বিশ্ব যে ইষ্টদেবতার
দ্বারা ব্যাপ্ত, সেই ইষ্টদেবের পদ যে গুরুকর্তৃক দর্শিত, সেই শ্রীগুরুকে নমস্কার
অথবা যে গুরু শিবরূপে অখণ্ড মণ্ডলাকার চরাচর ব্যাপ্ত, সেই ইষ্টদেবের পদ
বাহার কর্তৃক দর্শিত, সেই শ্রীগুরুকে নমস্কার । ইহা প্রথম শ্লোকমন্ত্রের অর্থ । ২০

দ্বিতীয় শ্লোকের অর্থ—যে শ্রীগুরু কর্তৃক অজ্ঞানরূপ তিমিরের দ্বারা (নেত্র

১। ঐ—আনন্দমালিথেৎ ।

২। ঐ—সৰ্বদেত্যনন্তরং অজ্ঞানতিমিরেত্যাদি পাঠঃ । ততঃ

অখণ্ডেত্যাদি পাঠঃ । ততঃ বালাতমিত্যাদি পাঠঃ । ৩। ঐ—গুরুমন্ত্রঃ—ইত্যনন্তরং মন্ত্রত্রিবিদ্যাবাদ
ইত্যাদি-পাঠঃ ।

ইতি মন্ত্রাভ্যাং নমস্কুর্য্যাং । চরাচরং যেন ইষ্টদৈবতেন ব্যাপ্তং তস্য পদং
যেন দর্শিতং তস্মৈ । যেন গুরুণা শিবরূপেণ চরাচরং ব্যাপ্তং, তস্য ইষ্টদৈবতস্য
পদং দর্শিতঞ্চ তস্মৈ ইতি বা প্রথমার্থঃ । ২২

নক্ষত্রবিদ্যায়াস্ত গুরুং ধ্যাওয়া ঐ ইতি বাগ্ভবীজং যথাশক্তি জপ্তা^১
ঐ ইত্যুচ্চার্য্যাহখণ্ড-মণ্ডলেত্যাদিত্যাং প্রণমেদিতি সাম্প্রদায়িকাঃ । রহস্য-
বৃত্তাবপোষম্ । ২৩

ততস্তদাজ্ঞাং গৃহীত্বা দক্ষিণাবর্তযোগেন সার্ক-ত্রিবলয়াবৃত্ত্যা মূলধার-
পদ্যস্থ-ত্রিকোণান্তর্গতাদ্ব্যধোমুখ-স্বয়ম্ভুলিঙ্গবেষ্টিনীং ষট্‌পদ্যানুযুক্তায়া^২ মেরু-
দণ্ডান্তর্গতায়ঃ সরজ্জায়াঃ সুসুমারীয়া মুখরক্ত্রে সংসক্ত-মুখাগ্রাং ত্রিকোণস্থাগ্নি-
শিখোপরি স্থিতাং প্রসুপ্ত-ভুজগাকারাং^৩ সূর্য্যকোটি-প্রকাশাং চন্দ্রকোটি-
শীতলাং তড়িৎকোটিপ্রভাং নীবার-শুকবৎ তরীং কুলকুণ্ডলিনীং মূলবিদ্যাময়ীং
ধ্যাওয়া মনোদণ্ডেনাবহত্য হুংকারেণ ত্রিকোণমণ্ডলস্থাগ্নিনা^৪ সচেতনাং বিধায়
হংসঃ ইতি প্রাণ-মন্ত্ৰেণোথাপ্য শনৈঃ শনৈঃ শ্বাসমুন্তোলয়ন্ সুসুমারিবর-বত্সনা

রোগের দ্বারা) অক্ষ ব্যক্তির জ্ঞানরূপ অঞ্জন শলাকা দ্বারা চক্ষুঃ উন্মীলিত হইয়াছে,
সেই শ্রীগুরুকে নমস্কার । ২১-২২

নক্ষত্রবিদ্যায় কিন্তু গুরুকে ধ্যান করিয়া, ঐং এই বাগ্ভব বীজ যথা শক্তি জপ
করিয়া, ঐং এই বীজ উচ্চারণ করিয়া, অখণ্ড-মণ্ডলাকারং ইত্যাদি দুইটি মন্ত্ৰের দ্বারা
প্রণাম করিবেন ; ইহা সাম্প্রদায়িকগণ বলেন । রহস্য বৃত্তিতেও এইরূপ আছে । ২৩

তাহার পর তাহার আজ্ঞা গ্রহণ করিয়া দক্ষিণাবর্ত ক্রমে সার্কত্রিবলয় আবৃত্তি
দ্বারা মূলধারপদে স্থিত ত্রিকোণের অন্তর্গত অধোমুখ স্বয়ম্ভু লিঙ্গকে বেষ্টিন-কারিণী
ষট্‌পদে অনুবৃত্তা মেরুদণ্ডের অন্তর্গত সরজ্জা সুসুমারী মুখরক্ত্রে মুখাগ্রকে সংসক্ত কারিণী
ত্রিকোণস্থ অগ্নিশিখার উপরে অবস্থিত প্রসুপ্ত সর্পাকারা, কোটি সূর্য্যের প্রকাশের দ্বারা
প্রকাশবিশিষ্টা, কোটি চন্দ্রের দ্বারা শীতলা, তড়িৎ কোটি দ্বারা প্রভাবিশিষ্টা, নীবারের
তত্ত্বের দ্বারা তরী, মূলবিদ্যাময়ী কুণ্ডলিনীকে ধ্যান করিয়া, মনোদণ্ডের দ্বারা অবহত
করিয়া, হুংকারের দ্বারা ত্রিকোণের অন্তঃস্থিত অগ্নিদ্বারা সচেতন করিয়া, হংসঃ এই

১। খ—জপ্তা ইত্যনন্তরং ঐং অখণ্ড-মণ্ডলেত্যাদিত্যাং প্রণমেৎ । রহস্যবৃত্তাবপোষমিতি পাঠঃ ।

২। খ—ষট্‌পদ্যানুযুক্তায়া । ৩। খ—ভুজগাকারাং তড়িৎকোটিকতারাং নীবারশুকবৎ তরীং
মূলবিদ্যাময়ীং কুলকুণ্ডলিনীং । ৪। খ—ত্রিকোণমণ্ডলাগ্নিনা সচেতনাং বিধায় সুসুমারিবরবত্সনা

পরমশিবে ষট্‌পদভেদেন সঙ্গমব্য তয়া সহ শমুনা ত্রিধাসমভিব্যাহারেণেত্যাদি-পাঠঃ ।

ষট্-চক্র-ভেদেন পরম-শিবৈ সঙ্গময্য স্ত্রীরূপ-ধারিণ্যা তয়া সহ পুংস্রূপ-ধারিণঃ
শঙ্কোঃ সঙ্কোগক্রিয়া-সমভিব্যাহারেণ বিন্দুক্ষত-সুধাধারয়া লোলীভূতাং
চৈতন্যময়ীং তাং^১ ভূজগাকারেণ তেনৈব পথা শনৈঃ শনৈঃ শ্বাসং ত্যজন্
পুনর্মূলধার-মানয়েৎ, তৎপ্রভাপটল-ব্যাণ্ডং স্বশরীরং চিন্তয়েচ্চ । যথা
যোগিনী-হৃদয়ে (২৪)—

বিদ্যাং-কুণ্ডলিনীরূপাং মণ্ডলত্রয়ভেদিনীম্ ।

মূলবিদ্যামিতি বিশেষ্যং পূরণীয়ম্ । অন্তত্ৰাপি (২৫)—

ধ্যায়েৎ কুণ্ডলিনীং সূক্ষ্মাং মূলধার-নিবাসিনীম্ ।

তামিষ্টদেবতা-রূপাং সার্ক-ত্রিবলয়ান্বিতাম্ ।

কোটি-সৌদামিনী-ভাসাং স্বয়ম্ভুলিঙ্গ-বেষ্টিনীম্ ॥ ২৬

তামুথায় মহাদেবীং প্রাণ-মন্ত্রেণ সাধকঃ ।

মূলাদি-ব্রহ্মরক্তান্তঃ^২ মূলবিদ্যাং বিভাবয়েৎ ।

উত্তদ্দিনকর-জ্যোতাং যাবৎ শ্বাসং দৃঢ়াসনঃ ॥ ২৭

অশেষাশুভ-শাস্ত্যর্থং সমাহিত-মনাঃ শিবম্^৩ ।

প্রাণমন্ত্রের দ্বারা উত্থাপিত করিয়া ধীরে ধীরে শ্বাস উত্তোলন করিতে করিতে সূক্ষ্মার
রক্ত পথে ষট্চক্র ভেদের দ্বারা পরম শিবৈ যোজিত করিয়া স্ত্রীরূপধারিণী কুলকুণ্ডলিনীর
সহিত পুরুষরূপী শঙ্কর সঙ্কোগক্রিয়ার সমভিব্যাহারের দ্বারা বিন্দুক্ষত সুধাধারার
লোলীভূতা চৈতন্যময়ী সেই কুলকুণ্ডলিনীকে ধীরে ধীরে শ্বাস ত্যাগ করিতে করিতে
সেই পথেই পুনরায় মূলধারে আনয়ন করিবেন এবং তাঁহার প্রভাপটলের দ্বারা ব্যাণ্ড
নিজের শরীরকে চিত্তা করিবেন । যোগিনী হৃদয়ে যেমন বলিয়াছেন (২৪)—

মণ্ডলত্রয়ভেদিনী বিদ্যাং কুণ্ডলিনীরূপা । মূলবিদ্যাকে এই বিশেষ্যটি পূরণ করিবে ।

অন্তত্ৰও বলিয়াছেন (২৫)—

মূলধারনিবাসিনী সেই সূক্ষ্মা কুণ্ডলিনীকে ইষ্টদেবতারূপ সার্কত্রিবলয়যুক্তা কোটি
বিদ্যাত্তের দ্বারা প্রকাশবিশিষ্টা স্বয়ম্ভুলিঙ্গকে বেষ্টিনকারিণী ধ্যান করিবে । ২৬

সাধক দৃঢ়ভাবে আসনে উপবিষ্ট হইয়া শ্বাসকাল যাবৎ সেই উদীয়মান
দিবাকরের দ্বারা প্রদীপ্তা মহাদেবী মূলবিদ্যাকে প্রাণমন্ত্রের দ্বারা উত্তিত করিয়া
মূলধার হইতে ব্রহ্মরক্ত পর্যন্ত ধ্যান করিবে । ২৭

সাধক সমাহিত চিত্ত হইয়া অশেষ অন্তঃ বিনাশের অন্ত শিবকে চিত্তা করিবে

তৎ-প্রভাপটল-ব্যাণ্ড শরীরমপি চিস্তয়েৎ ॥ ২৮

মংস্ফুঞ্জে—

উথায় চোস্তরে যামে কুণ্ডলীং তড়িদাকৃতিম্ ।

ধ্যাত্বা সিদ্ধীধরো ভূত্বা মুক্তিভাগী ভবেন্ নরঃ ॥ ২৯

নীলতন্ত্রে—

উথায় চোস্তরে যামে চিস্তয়েৎগুণ-তারিণীম্^১ ।

মূলদি-ব্রহ্মরক্তাস্তং বিসতস্ত-তনীয়সীম্ ॥ ৩০

মূলমন্ত্রময়ীং সাক্ষাদমৃতানন্দ-রূপিণীম্ ।

সূর্য্যকোটি-প্রতিকাশাং চন্দ্রকোটি-সুশীতলাম্ ॥ ৩১

তড়িং-কোটি-সমপ্রখ্যাং কামানল-শিখোপরি ।

তৎপ্রভাপটল-ব্যাণ্ড-পাটলীকৃত-দেহবান্ ॥ ৩২

শ্রুতিঃ—প্রকাশমানাং প্রথমে প্রয়াণে প্রতিপ্রয়াণেহপ্যমৃতায়মানাম্ ।

অন্তঃ-পদব্যামনুসঞ্চরন্তীমানন্দরূপামবলাং^২ প্রপত্তে ॥ ৩৩

কালিকাশ্রুতৌ—মূলাধারে স্মরেদ্ দিব্যং ত্রিকোণং তেজসাং নিধিম্ ।

এবং কুণ্ডলিনীং ধ্যাত্বা সর্বপাপৈঃ প্রমুচ্যতে ॥ ইতি চ । ৩৪

এবং তাঁহার প্রভা পটলের সমূহের দ্বারা ব্যাণ্ড নিজের শরীরকেও চিত্তা করিবে । ২৮

মংস্ফুঞ্জে বলিয়াছেন—রাত্রির উত্তর যামে শয্যা হইতে উঠিয়া তড়িতের স্থায় আকৃতি বিশিষ্টা কুণ্ডলিনীকে ধ্যান করিয়া মানব সিদ্ধিসমূহের অধিপতি হইয়া মুক্তিভাগী হয় । ২৯

নীলতন্ত্রে বলিয়াছেন—রাত্রির উত্তর যামে শয্যা হইতে উঠিয়া মূলাধার হইতে ব্রহ্মরক্ত পর্য্যন্ত যুগল তন্তুর স্থায় অতিতন্মূলমন্ত্রময়ী সাক্ষাৎ অমৃত ও আনন্দরূপিণী কোটিসূর্য্যের সদৃশী, কোটি চন্ড্রের স্থায় সুশীতলা, কোটিতড়িতের স্থায় প্রভাবিশিষ্টা কামানল-শিখা হইতেও অতি উজ্জ্বলা উগ্রতারিণীকে চিত্তা করিবে । তাহাতে সেই কুণ্ডলিনীর প্রভাপটলের দ্বারা ব্যাণ্ড হইয়া পাটলীকৃত (ফিকে লাল) দেহবান্ হইবে । ৩০-৩২

শ্রুতিতে বলিয়াছেন—প্রথম গমনে প্রকাশমানা ও প্রত্যাবর্তনে অমৃতায়মানা আন্তর পথে অনুগমন শীলা আনন্দরূপা অবলাকে শরণ করি । ৩৩

কালিকাশ্রুতিতে বলিয়াছেন—মূলাধারে তেজঃসমূহের নিধিরূপ দিব্য ত্রিকোণকে স্মরণ করিবে । এইরূপে কুণ্ডলিনীকে ধ্যান করিয়া সমস্ত পাপ হইতে মুক্ত হইবে । ৩৪

ততো মূলমন্ত্রং যথাশক্তি জপ্ত্বা দেবতাং^১ নমস্কৃত্য—

ওঁ সমুদ্র-বলয়ে দেবি ! পর্বত-স্তন-মণ্ডলে ! ।

বিষ্ণুপত্নি ! নমস্কৃত্যং পাদস্পর্শং ক্ষমস্ব মে ॥

ইতি পৃথিবীং প্রসাদ্য তল্লাহুস্তিষ্ঠেৎ^২ । প্রাতঃকৃত্যচিন্তনাভ্যকরণে পূজারম্ভ-
কালেহপি তৎ কার্য্যম্, অধিকার-সম্পাদকত্বাৎ, প্রত্যবায়-প্রয়োজকাকরণ-
নিবারকত্বাচ্চ । যথা গৌতমীয়ে (৩৫)—

ইদানীং পূর্বকৃত্যঞ্চ প্রসঙ্গাৎ কথয়ামি তে ।

যৎ কৃত্বাহমিকারিতাং যাতি মন্ত্রযন্ত্রাচনাदिषু ।

যেন বিনা ন সিদ্ধিঃ স্তান্ নরকং প্রতিপদ্যতে ॥ ৩৬

যামলে—

প্রাতঃকৃত্যমকৃত্বা তু যো দেবীং ভক্তিতো যজ্ঞেৎ ।

নিষ্ফলা তস্য পূজা স্যাৎ শৌচহীনী যথা ক্রিয়া^৩ ॥ ৩৭

তাহার পর যথাশক্তি মূলমন্ত্র জপ করিয়া দেবতাকে নমস্কার করিয়া ওঁ সমুদ্রবলয়ে
ইত্যাদি মূলোক্ত মন্ত্রে পৃথিবীকে প্রসন্ন করিয়া শয্যা হইতে উঠিবে ।

সমুদ্রবলয়ে ইত্যাদির অর্থ—হে দেবি ! বিষ্ণুপত্নি ! (পৃথিবী !) হে সমুদ্রবলয়ে !
(যাহার চারিদিকে বলয়াকারে সমুদ্র) হে পর্বতস্তনমণ্ডলে (পর্বত তোমার
স্তনমণ্ডল স্বরূপ) তোমাকে নমস্কার । তোমার দেহে আমার পাদস্পর্শকে ক্ষমা করুন ।

প্রাতঃকালে গুরুচিন্তনাদি করিতে না পারিলে পূজার আরম্ভকালেও তাহা
কর্তব্য, যেহেতু তাহা পূজাদির অধিকার সম্পাদক ও পাপের প্রয়োজক নিত্যকর্ম
অকরণের নিবারক । যেমন গৌতমীয় তন্ত্রে বলিয়াছেন (৩৫)—

যে পূর্বকৃত্য (প্রাতঃকৃত্য) করিয়া মানব মন্ত্র বিহিত বস্ত্রের অর্চনাদিতে অধিকার
প্রাপ্ত হয় । বাহা বিনা সিদ্ধি হয় না, পরন্তু নরক প্রাপ্ত হয় । এখন প্রসঙ্গক্রমে
তোমাকে সেই পূর্বকৃত্য বলিতেছি । ৩৬

যামলে বলিয়াছেন—যে ব্যক্তি প্রাতঃকৃত্য না করিয়া ভক্তির সহিত দেবীকে
অর্চনা করেন, তাহার সেই পূজা শৌচহীন ক্রিয়ার স্থায় নিষ্ফলা । ৩৭

১। দেবতামিতি নাস্তি । ২। ঋ—উত্তিষ্ঠেত । এতৎপর্য্যন্তঃ কৃত্যস্ত নিত্যত্বমাহ । গৌতমীয়ে ।

৩। ঋ—যথা ক্রিয়া—ইত্যনন্তরং প্রাতঃকৃত্যপাঠকাত্তোত্রমপি পাঠ্যম্ । তদ্ যথা—

ব্রহ্মরন্ধ্র-সরসিরূহোদরে নিত্যলগ্নমবদাতমন্তুতম্ ।

কুণ্ডলীবিবরকাণ্ডমণ্ডিতং ছাদশার্ণবসরসিরূহং ভজে ॥ ১

তন্ত কন্দলিত-কণিকাপুটে কুণ্ডরেখমকথাদিবেখয়া ।

কোণলক্ষিত-হলক্ষমণ্ডলীতা বলক্ষমবলালয়ং ভজে ॥ ২

প্রাতঃস্নানমাবশ্যকমপি প্রাতঃকরণে মধ্যাহ্নাদৌ ন কর্তব্যমেব, কাল-
বাধাৎ । সন্ধ্যাদিকন্তু কালবাধেহপি প্রায়শ্চিত্তং কৃৎস্না কার্য্যম্, বাচনিকত্বাৎ,
অকরণে প্রত্যবায়াত । যথা (৩৮)—

সন্ধ্যায়্যং পতিতায়্যন্তু গায়ত্রীং দশধা জপেৎ ।

গায়ত্রীং দশধা জপ্ত্বা পুনঃ সন্ধ্যাং সমাচরেৎ ॥ ইতি ॥ ৩৯

এতৎ সন্ধ্যাত্রয়ং প্রোক্তং ব্রাহ্মণ্যং যদধিষ্ঠিতম্ ।

যস্য নাস্ত্যাদরস্তত্র ন স ব্রাহ্মণ উচ্যতে ॥ ইতি চ ॥ ৪০

আবশ্যক প্রাতঃস্নান প্রাতঃকালে করিতে না পারিলে মধ্যাহ্ন কাল প্রভৃতিতে
তাঁহা কর্তব্য নহে; যেহেতু কালের বাধ হইরাছে অর্থাৎ মধ্যাহ্নাদি কালে
প্রাতঃকালই নাই । প্রাতঃকাল না থাকায় তন্নিমিত্ত প্রাতঃস্নান হইবে না ।
প্রাতঃসন্ধ্যাদি কিন্তু কালের বাধ (কাল অতীত) হইলেও প্রায়শ্চিত্ত করিয়া কর্তব্য,
যেহেতু উহা বাচনিক অর্থাৎ শাস্ত্র বাক্য উহা প্রায়শ্চিত্ত করিয়া করিতে বলিয়াছেন ।
আর উহা না করিলে পাপ হয় । যেমন এই বলিয়াছেন (৩৮)—

সন্ধ্যা পতিত হইলে দশবার গায়ত্রী জপ করিবে । দশবার গায়ত্রী জপ করিয়া
পুনরায় সন্ধ্যা করিবে । ৩৯

ব্রাহ্মণত্ব সাহায্যে অধিষ্ঠিত আছে, সেই এই তিনটি সন্ধ্যা কথিত হইল । যে
ব্রাহ্মণের উহাতে আদর নাই, সে ব্রাহ্মণ বলিয়া কথিত হয় না, এই বলিয়াছেন । ৪০

তৎপুটে পটু ঙ্গিৎকডাবিম্পর্কমাণমপিপাটলপ্রভম্ ।

চিন্তয়ামি হৃদি চিন্ময়ং বপুর্বিন্দুনাদমপি-পীঠমণ্ডলম্ ॥ ৩ .

উর্ধ্বমস্ত্র হতভূক্শিখাশতং তদ্বিলাসপরিবৃংহণাম্পদম্ ।

বিশ্বম্ময়র-মহাচ্ছদোৎকটেং ব্যাম্বয়ামি যুগমানি-হংসরোঃ ॥ ৪

তত্র নাথ চরণারবিন্দরোঃ কুঙ্কমাসবমরন্দরোঃ ।

ষন্দমিন্দু-করকন্দলীতলং মানসং সুরভিমঙ্গলাম্পদম্ ॥ ৫

নিবক্তুমপিপাতৃকা-নিয়মিতাষ-কোট্যনাশং ।

ক্ষুরং-কিশলয়ারুণং নখসমুন্নসচ্চন্দ্রকম্ ॥ ৬

পরামৃত-সরোবরোদিত-সরোজ-সদ্রোচিম্ ।

ভজামি শিরসি হিতং গুরুপদারবিন্দবয়ম্ ॥ ৭

পাতৃকাপঞ্চকং ত্রোত্রং পঞ্চবক্তৃদ্বি-বিনির্গতম্ ॥ ৮

যদ্যায়কলং প্রাপ্তং প্রপঞ্চে চাতিহর্ষভম্ ।

ইতি শ্রীনিবলপঞ্চবক্তৃবিনির্গত শ্রীমদগুরুপাদপঞ্চকমন্ত্রোক্তং সমাপ্তম্ ।

অথ স্নানম্ । বৈদিকস্নানমিত্যদি-পাঠঃ । (অত্র স্তোত্রং তু আদর্শপুস্তকানুরূপং লিখিতম্)

ন চাগামি-ক্রিয়া-পর্যন্ত-কালস্ত পূর্বক্রিয়া-যোগ্যতয়াহমুদাপি প্রাতঃ
 স্নানং যুক্তমিতি বাচ্যম্, আগামি-ক্রিয়া-মুখ্যকালশ্চৈব পূর্বক্রিয়া-
 যোগ্যতয়া প্রাতঃ-সন্ধ্যা-মুখ্যকালে প্রাতঃ-স্নানশ্চেষ্টত্বাৎ । ন চ নবান্নাদাবিব
 উত্তর-ক্রিয়া-করণ-পর্যন্ত-কালস্ত পূর্বক্রিয়া-যোগ্যত্বমস্বিত্তি বাচ্যম্, পর্য্যদন্ত-
 হরিশয়নান্তান্ত-কালমাত্রশ্চৈব নবান্নাদৌ বিহিতত্বাৎ, অত্র তথাবিধানাতাবাচ্চ ।
 অহঃস্নানং ত্ববিহিতত্বাদপরাহেহপি । এবং দিবাস্নানাকরণে রাত্রৌ স্নানমপি
 ন, মধ্যাহ্ন-সায়ং-কাল-বাধাৎ, পরন্তু অহরহঃ স্নানাদিতি বিধিপ্রাপ্তং
 প্রাত্যহিক-স্নানমেব । ৪১

অত্র অহঃ-পদস্ত সাবন-দিন-পরত্বাৎ সাবন-দিনেহপি সূর্য্যাস্তাৎ পরঃ
 সার্ক-প্রহর-পর্য্যন্তঃ কাল এবাহ্নিক-ক্রিয়া-যোগ্যঃ, অর্দ্ধ-প্রহরস্ত দিনধর্মাতি-
 দেশাৎ তদুত্তর-প্রহরস্ত বাচনিক-ক্রিয়া-যোগ্য-ভাক্ত্বাৎ । যথা (৪২)—

প্রদোষে ষটিকাযুগ্মং প্রভাতে ষটিকাদ্বয়ম্ ।

দিনবৎ সর্বকর্মাণি কারয়েন্ন বিচারয়েৎ ॥ ইতি ॥ ৪৩

আগামী ক্রিয়া-পর্য্যন্ত কালের মধ্যে পূর্ব ক্রিয়ার যোগ্যতা আছে বলিয়া অত্র
 কালেও অর্থাৎ প্রাতঃকালের পরও প্রাতঃস্নান যুক্ত (কর্তব্য) ইহা বলিতে পারেন না ;
 যেহেতু আগামী ক্রিয়ার মুখ্যকালেই পূর্ব ক্রিয়ার যোগ্যতা আছে বলিয়া এস্থলে আগামী
 ক্রিয়া প্রাতঃ সন্ধ্যার মুখ্যকালে প্রাতঃস্নানটি ইষ্ট (অভিলষিত) । আচ্ছা, নবান্ন প্রভৃতি
 স্থলের স্মার উত্তর ক্রিয়া করণ-পর্য্যন্ত কাল পূর্ব ক্রিয়ার যোগ্য হউক, ইহাও বলিতে
 পারেন না । যেহেতু পর্য্যদন্ত (নিষিদ্ধ) হরিশয়নাদি ভিন্ন অপর কালমাত্র নবান্নাদিতে
 যেমন বিহিত হইয়াছে, এখানে সেইরূপ বিধান নাই । অহঃস্নান কিন্তু অবিহিত
 বলিয়া অপরাহেও হইবে । এইরূপ দিবাতে স্নান না করিলে রাত্রিতে স্নান হইবে না,
 যেহেতু মধ্যাহ্ন কাল ও সায়ং কালের দ্বারা বাধ হইয়াছে । পরন্তু অহরহঃ স্নান—
 এই বিধিপ্রাপ্ত প্রাত্যহিক স্নানই হইবে । ৪১

এস্থলে অহঃপদটি সাবন দিন পর বলিয়া সাবন দিনেও সূর্য্যাস্তের পর সার্ক প্রহর
 পর্য্যন্ত কাল আহ্নিক ক্রিয়ার যোগ্য, যেহেতু অর্দ্ধ প্রহরে দিন ধর্মের অতিদেশ হইয়াছে ।
 তাহার উত্তরবর্তী প্রহরটি বাচনিক ক্রিয়াযোগ্যতা-ভাগী হইয়াছে অর্থাৎ শাস্ত্র বাক্য
 তাহাকে ক্রিয়াযোগ্য বলায় তাহা ক্রিয়াযোগ্য হইয়াছে । যেমন এই বলিয়াছেন (৪২)—

প্রদোষে ষটিকাদ্বয় এবং প্রভাতে ষটিকাদ্বয় দিনবৎ । তাহাতে সমস্ত কার্য
 করিবে, কোন বিচার করিবে না । ৪৩

দিবোদিতানি কৰ্মাণি প্রমাদান্ন কৃতানি চেৎ ।

শৰ্বৰ্থাঃ প্রথমে যামে তানি কুর্যাদ্ যথাক্রমম্ ॥ ইতি চ ॥ ৪৪

অত্র দিবোদিত্যন্ত উভয়ত্রায়ঃ, তেন দিনকর্তব্যাহেনোক্তানি কৰ্মাণি দিবা-
সূর্যাস্তানন্তর-বর্ত্তি-দণ্ডচতুষ্টয়-পর্য্যন্ত-কালমধ্যে ন কৃতানি চেদিত্যর্থঃ । শৰ্বরী
ত্রিয়ামৈব । ৪৫

ত্রিয়ামাং রজনীং প্রাহৃত্যক্তাণ্ডন্ত চতুষ্টয়ম্ ।

নাড়ীনাং তদ্বভে সন্ধ্যো দিবসান্তস্ত-সংজ্ঞিতে ॥ ৪৬

ইতি বচনাৎ । এবঞ্চ প্রাঙ্-মুখেন বিহিতং কৰ্ম সূর্যাস্তানন্তর-দণ্ডচতুষ্টয়-
মধ্যে প্রাঙ্-মুখেন ততঃ পরমুদঙ্-মুখেনৈব কার্যমিতি তদ্বম্ । অর্দ্ধরাত্র-
পূজাদিকন্ত রাত্রাবপি কার্যম্, বিশেষবিধানাৎ । এবঞ্চাহরহঃ সন্ধ্যাত্রয়-
মুপাসীতেতি বিধিदर्শনাৎ সন্ধ্যাত্রয়মহবিহিততয়া রাত্রাবপি কার্যম্ । প্রাতঃ-
স্নানন্ত নাবিহিতম্, কিন্তু প্রাতঃবিহিতমিতি কালবাধাদপ্রসক্তমেব । ৪৭

ইদমত্র বোধ্যম্ অকৃত-প্রাতঃ-সন্ধ্যোনাহঃ-স্নানকালে মলাপকর্ষণ-স্নানং
কৃত্বা প্রাতঃ সন্ধ্যাং কৃত্বৈবাহঃ-স্নানাদি-কর্তব্যম্ । ৪৮

ইহাও বলিয়াছেন—যদি প্রমাদবশতঃ উক্ত দিবা বিহিত কার্যগুলি দিবাতে
অনুষ্ঠিত না হয়, তবে রাত্রির প্রথম প্রহরে সেগুলি যথা ক্রমে করিবে । ৪৪

এই স্থলে দিবা এই পদটির উভয়ত্র অর্থ । তাহাতে শ্লোকের প্রথমার্ধের এই
অর্থ হয় যে, দিনে কর্তব্যরূপে উক্ত কৰ্মগুলি যদি প্রমাদবশতঃ দিবাস সূর্যাস্তের
অনন্তর (পর) বর্ত্তী দণ্ডচতুষ্টয় কালের মধ্যে না করা হয় । রাত্রি ত্রিয়ামই হয় । ৪৫

যেহেতু এই বচন আছে—রাত্রির আদি ও অন্ত রূপ দণ্ডচতুষ্টয় ত্যাগ করিয়া রাত্রিকে
ত্রিয়ামা বলিয়াছেন । দিবসের আদি ও অন্ত নামক নাড়ীদের সেই দুইটি সন্ধ্যা । ৪৬

এই স্থলে পূর্বমুখে বিহিত কৰ্ম সূর্যের অন্তগমনের অনন্তর চারি দণ্ডের মধ্যে
পূর্বমুখে এবং তাহার পর উত্তর মুখেই কর্তব্য কার্য করিবে, ইহাই তদ্ব । বিশেষ
বিধান নিবন্ধন অর্দ্ধরাত্রি বিহিত পূজা প্রভৃতি অর্দ্ধরাত্রিতেই কর্তব্য । তাহা হইলে
অহরহঃ সন্ধ্যাত্রয়মুপাসীত এই বিধি নিবন্ধন তিনটি সন্ধ্যা দিনে বিহিত বলিয়া
রাত্রিতেও কর্তব্য । প্রাতঃ স্নান কিন্তু দিনে বিহিত নহে, উহা প্রাতঃকালেই বিহিত ।
এই হেতু অণ্ড কাল বাধিত হওয়ার অন্ত কালে প্রাতঃ স্নানের প্রসক্তি নাই । ৪৭

এস্থলে ইহা জ্ঞাতব্য যে, যে ব্যক্তি প্রাতঃ সন্ধ্যা করেন নাই, তিনি দিবা স্নানকালে
মলাপকর্ষণ স্নান করিয়া প্রাতঃ সন্ধ্যা করিয়াই অহঃ (দিবা) স্নান করিবেন । ৪৮

অত উধ্বৈ প্রবক্ষ্যামি সঙ্ক্যোপাসনিকং বিধিम् ।

অনর্হঃ কৰ্মণাং বিপ্রঃ সঙ্ক্যাহীনঃ যতঃ শ্রুতঃ ॥ ৪৯

ইতি ছন্দোগ-পরিশিষ্টীয়াৎ । ইদন্ত প্রাতঃস্নানাদীতর-বৈধ-কর্মপরম্ ।
অথবাহঃ-স্নানং কুর্ভেব সঙ্ক্যাদ্বয়াদিকং কার্যম্ । ৫০

অস্নাতস্ত্র ক্রিয়াঃ সর্বা ভবন্তীহ যতোহফলাঃ ।

স্নানং সমাচরেদ্ বিদ্বানতো নিত্যমতস্মিতঃ ॥ ৫১

ইতি বচনাৎ । ইদঞ্চ স্নানেতর-বৈধকর্ম-পরম্ । তস্মাদত্রেচ্ছা-বিকল্প এব ।
তর্পণস্ত স্নানাক্রিয়া স্নান-ব্যবহিতোত্তরসঙ্ক্যামধ্যে এব কার্যম্ । প্রাতঃস্নান-
করণ-স্থলে তু প্রাতঃ-সঙ্ক্যাস্তর্গত-তর্পণেনৈব পঞ্চযজ্ঞ-সিদ্ধির্ভবতি । অহঃ-
স্নানকালেহপি পুনস্তর্পণং কার্যম্; স্নানাক্রিয়াৎ । অহঃস্নান-মুখ্যকালস্ত অষ্টধা-
বিত্ত-দিন চতুর্থভাগঃ, “চতুর্থে চ তথাভাগে স্নানার্থং যদমাহরেদি”তি বচনাৎ ।
মধ্যাহ্ন-সঙ্ক্যা-মুখ্যকালস্ত দিবসস্তাষ্টমো মুহূর্তঃ, “মধ্যাহ্ন-সঙ্ক্যা কৰ্ত্তব্য মুহূর্ত-
সপ্তমোপরী”তি বচনাৎ । দেবপূজা-মুখ্যকালস্ত পূর্বাহ্ন এব; “পূর্বাহ্নো বৈ

সঙ্ক্যাহীন বিপ্র সমস্ত কর্মে অযোগ্য, সেই হেতু ইহার পর সঙ্ক্যা ও উপাসনার
বিধি বলিব । ৪৯

যেহেতু ছন্দোগ পরিশিষ্টীয় এইরূপ বচন আছে । এই বচনটি কিন্তু প্রাতঃস্নান
ছাড়া অন্য বৈধ কর্মপর অর্থাৎ প্রাতঃস্নান ভিন্ন অন্য বৈধ কর্মে সঙ্ক্যাহীন বিপ্র
অনধিকারী । অথবা অহঃ স্নান করিয়াই সঙ্ক্যাজ্ঞ প্রভৃতি কৰ্ত্তব্য । ৫০

যেহেতু অস্নাত ব্যক্তির স্নান সঙ্ক্যাদি সমস্ত ক্রিয়া বিফল হয়, এই হেতু বিদ্বান্
ব্যক্তি অনলস হইয়া নিত্য স্নান করিবে । ৫১

যেহেতু এইরূপ বচন আছে । এই বচনটি স্নান ছাড়া অন্য বৈধ কর্মপর । অতএব
এস্থলে ইচ্ছাবিকল্পই হইবে । তর্পণ কিন্তু স্নানের অঙ্গ বলিয়া স্নানের দ্বারা
ব্যবহিত উত্তরবর্তী সঙ্ক্যার মধ্যেই কৰ্ত্তব্য । প্রাতঃ স্নান করার স্থলে কিন্তু প্রাতঃ সঙ্ক্যার
অন্তর্গত তর্পণেরই দ্বারা পঞ্চ যজ্ঞের সিদ্ধি হয় । দিবা স্নানকালেও পুনরায় তর্পণ
কৰ্ত্তব্য ; যেহেতু উহা স্নানের অঙ্গ । দিবা-স্নানের মুখ্যকাল কিন্তু অষ্টধা বিত্ত
দিনের চতুর্থ ভাগ ; যেহেতু “চতুর্থে চ তথা ভাগে স্নানার্থং যদমাহরেৎ” অর্থাৎ
সেইরূপ দিবসের চতুর্থ ভাগে স্নানের অঙ্গ যুস্তিকা আহরণ করিবে—এইরূপ
বচন আছে । মধ্যাহ্ন সঙ্ক্যার মুখ্য কাল কিন্তু দিবসের অষ্টম মুহূর্ত ; যেহেতু
“মধ্যাহ্ন-সঙ্ক্যা কৰ্ত্তব্য মুহূর্তে সপ্তমোপরি” অর্থাৎ সপ্তম মুহূর্তের পর মুহূর্তে মধ্যাহ্ন

দেবানামি”তি শ্রুতে: । এবঞ্চ পূর্বাহ্নে স্নান-প্রাতঃ-সন্ধ্যে নির্বর্তা দেবতর্চনং
কৃত্বা স্বশ্ব-কালে মধ্যাহ্ন-স্নান-সন্ধ্যে কর্তব্যো, মুখ্যকালানুরোধাৎ । ৫২

পরন্তু “প্রাতঃ সর্বে কৃতাহ্নিকা” ইতি মহাভারত-দর্শনাৎ; “কলার্কিং
দ্বাদশীং দৃষ্ট্ৱা নিশীথাদুর্ধ্বমেব হি । আমধ্যাহ্নাঃ ক্রিয়াঃ সর্বাঃ কর্তব্যাঃ শত্ৰু-
শাসনাৎ ॥ ইতি বচনাচ্চ অহঃ-ক্রিয়ায়ামহর্মাত্রস্ত গৌণকালতয়া পূর্বকরণেহপি
তৎসিদ্ধিঃ । সায়াং-সন্ধ্যা তু পূর্বকালে কর্তুং ন শক্যতে, উক্ত-বচনয়োযুক্তি-
মূলকতয়া ভোজন-বিরুদ্ধ-বৈদিক-কর্মপরত্বাৎ । ৫৩

অথ স্নানম্

বৈদিকস্নানং কৃত্বা সর্বং স্বদেবতাময়ং বিচিন্ত্য আচম্য সংকল্পং কুর্যাৎ^১ ।
গৌতমীয়ে— মল-প্রক্ষালনং স্নানং স্বশাখোক্তং সমাচরন্ ।

মন্ত্রস্নানং ততঃ কুর্যাৎ কর্মণাং সিদ্ধি-হেতবে ॥ ১

আগমোক্ত-ক্রিয়ায়াং সৌরমাসস্টোবোল্লেখঃ, দীক্ষায়াং তথা দর্শনাৎ । তথা

সন্ধ্যা কর্তব্য—এই বচন আছে । দেবপূজার মুখ্য কাল কিন্তু পূর্বাহ্ন; যেহেতু
“পূর্বাহ্নো বৈ দেবানাং” অর্থাৎ দেবগণের পূজার কাল পূর্বাহ্ন—এই শ্রুতি আছে ।
তাহা হইলে মুখ্য কালের অনুরোধে পূর্বাহ্নে স্নান ও প্রাতঃ সন্ধ্যা সমাপ্ত করিয়া
দেবতার পূজা করিয়া মধ্যাহ্ন স্নানকালে মধ্যাহ্ন স্নান ও মধ্যাহ্ন সন্ধ্যা করিবেন । ৫২

পরন্তু “প্রাতঃ সর্বে কৃতাহ্নিকাঃ” অর্থাৎ সকলেই প্রাতঃকালে কৃতাহ্নিক—
মহাভারতের এই বচন দেখা যায় বলিয়া এবং কলার্ক মাত্র দ্বাদশী দেখিয়া নিশীথের
পরই মধ্যাহ্ন ব্যাপিনী সমস্ত ক্রিয়া শত্ৰুর শাসন (অনুশাসন) অনুসারে করিবে—

এইরূপ বচনবলে দিনক্রিয়ায় দিনমাত্রই গৌণকাল বলিয়া পূর্বে করিলেও তাহার
সিদ্ধি হয় । সায়াংসন্ধ্যা কিন্তু পূর্বকালে করিতে পারেন না । যেহেতু উক্ত বচন
এইটির যুক্তি মূলকতা হেতু ভোজন বিরুদ্ধ বৈদিক কর্মপরত্ব আছে । ৫৩

অনন্তর স্নান কথিত হইতেছে । বৈদিক স্নান করিয়া সকলকে নিজের ইচ্ছা-
দেবমন্ত্র চিন্তা করিয়া আচমন করিয়া সঙ্কল্প করিবেন । গৌতমীর তন্ত্রে বলিয়াছেন —

নিজের শাখায় কথিত মলপ্রক্ষালন স্নান করিয়া তাহার পর কর্মসমূহের সিদ্ধির
জন্য মন্ত্র স্নান করিবে । ১

আগমোক্ত ক্রিয়াতে সৌর মাসের উল্লেখ কর্তব্য; যেহেতু দীক্ষাতে তাহা দেখা

চ ও তৎসং ও অচ্যামুকে মাস্তমুক-রাশিঃ^১ তাকরেহমুকপক্ষেহমুকতিথাবমুক-
গোত্রঃ শ্রীঅমুকঃ অমুকদেবতা-শ্রীতিকামো মন্ত্রশ্রানমহং করিষ্যে ইতি সংকল্প্য,
ষড়ঙ্গশ্রাস-প্রাণায়ামো কৃত্বা, জলে ত্রিকোণ-মণ্ডলং^২ বিলিখ্য তত্র ও গঙ্গে
চেত্যাদিনাহঙ্কুশমুদ্রয়া সূর্য্যমণ্ডলাং তীর্থমাবাহ্য, তজ্জলং বসিতি বরুণবীজে^৩
ধেনুমুদ্রয়া অমৃতীকৃত্য, হুমিতি^৪ কবচবীজেনাবগুষ্ঠন-মুদ্রয়াবগুষ্ঠ্য, ফড়িত্যত্র-
মস্ত্রেণ সংরক্ষ্য, মূলেনৈকাদশধাভিমন্ত্য,^৫ করাভ্যামুদমাদায় সূর্য্যায় দর্শয়িত্বা
তয়া মূদা মূলেনাক্রং বিলিপ্য, মুগ্ধি হৃদয়-নাভিষু জলাঞ্জলিত্রয়ং দত্ত্বা,
সূর্য্যাভিমুখং দ্বাদশ-কৃত্বো বারি নিক্ষিপ্য, তস্মিন্নিষ্টে-দেবতা-চরণারবিন্দ-
নিঃসৃত-জলে ত্রিনিমজ্জ্য, দেবতাং ধ্যায়ন্ মূলমন্ত্রং জপন্ উন্নজ্যাচম্য, ত্রিবার-
মূলভিমন্ত্রিতেন পয়সা কলসমুদ্রয়া ত্রিরাশ্রানমভিষিক্বেদিতি^৬। শ্রামায়াং
নক্ষত্রবিদ্যায়াঞ্চ শ্রানে বিশেষো বক্তব্যঃ^৭। ২

জাবালঃ— অশিরঙ্কং ভবেৎ শ্রানং শ্রানানশক্তৌ তু কর্মণাম্।

আর্দ্রেণ বাসসা বাপি মার্জনং দৈহিকং শ্রুতম্ ॥ ইতি ॥ ৩

যায়। সূত্রায়ং ও তৎসং ও অচ ইত্যাদি মূলোক্ত সঙ্কল্প বাক্যে সঙ্কল্প করিয়া ষড়ঙ্গশ্রাস
ও প্রাণায়াম করিয়া, জলে ত্রিকোণ মণ্ডল লিখিয়া, সেই ত্রিকোণ মণ্ডলে 'ও গঙ্গে চ'
ইত্যাদি মন্ত্রে অঙ্কুর মুদ্রায় সূর্য্যমণ্ডল হইতে তীর্থ আবাহন করিয়া, সেই জলকে বং
এই বরুণ বীজে ধেনুমুদ্রা দ্বারা অমৃতীকরণ করিয়া, হং এই কবচ বীজে অবগুষ্ঠন মুদ্রা
দ্বারা অবগুষ্ঠন করিয়া, ফট্ এই অঙ্গমস্ত্রে রক্ষা করিয়া, মূলমন্ত্রে একাদশ বার
অভিমন্ত্রিত করিয়া, দুই হস্তে মৃত্তিকা লইয়া সূর্য্যকে দেখাইয়া, সেই মৃত্তিকা মূলমন্ত্রে
অঙ্গে লেপিয়া মস্তক, হৃদয় ও নাভিতে জলাঞ্জলি তিনটি দিয়া, সূর্য্যের অভিমুখে
১২ বার জল নিক্ষেপ করিয়া, সেই ইন্দ্ৰদেবতার চরণারবিন্দ নিঃসৃত জলে তিন বার
নিমজ্জিত হইয়া, দেবতাকে ধ্যান করিতে করিতে মূলমন্ত্র জপ করিতে করিতে
উন্নজ্জন করিয়া, আচমন করিয়া, কলশ মুদ্রায় মূলের দ্বারা ৩ বার অভিমন্ত্রিত জলের
দ্বারা ৩ বার নিজেকে অভিষেচন করিবেন। শ্রামা বিষয়ে ও নক্ষত্র বিদ্যা বিষয়ে
শ্রানে বিশেষ বক্তব্য আছে। ২

জাবাল এই বলিয়াছেন—কর্মের সাধক শ্রানে অসমর্থ হইলে অশিরঙ্ক (মাথা না
ডুকাইয়া) শ্রান করিবে। অথবা ভিজা কাপড়ের দ্বারা দেহের মার্জনা করিবে।
ইহা দৈহিক শ্রান কথিত হইয়াছে। ৩

১। ঋ—জলে ত্রিকোণং। ২। ঋ—অমৃতীকৃত্য কবচেনাবগুষ্ঠ্যাদ্বৈপ সংরক্ষ্য। ৩। ঋ—

অভিমন্ত্য সূর্য্যাভিমুখং দ্বাদশবারিধারা নিক্ষিপ্য। ৪। ঋ—অভিষেক্বেদিতি শ্রানং। শ্রামায়াং

৫। ঋ—বক্তব্যঃ। অথ সূর্য্যার্থ্যনানাত্তাভিত্যাদি-পাঠঃ।

অথ সূর্য্যার্যাদানান্তাং বৈদিকীং সঙ্খ্যাং কৃত্বা তান্ত্রিকীং কুর্য্যাৎ^১ । উক্তং—
“বৈদিকী তান্ত্রিকী সঙ্খ্যা যথানুক্রম-যোগতঃ” । ইতি । তান্ত্রিক-সঙ্খ্যায়ঃ
বৈদিক-সঙ্খ্যান্তর্য্যং তু তত্তদ্বিবসে তৎপুরুষীয়-তত্তদ-বৈদিক-সঙ্খ্যা-করণ-সম্ব
এব । অত এব ছাদশ্যাদৌ সাং তান্ত্রিক-সঙ্খ্যা কর্তব্যেব । ত্রী-শূদ্রয়োস্তান্ত্রিক-
সঙ্খ্যায়ামধিকারশ্চ । সূতকাদৌ বৈদিকস্তেব তান্ত্রিকস্তাপি বিশেষস্তাবিহিতস্ত
কর্মণো নিষেধঃ সামান্যত এব । সঙ্খ্যা-নিষেধক-বচনস্ত বৈদিক-সঙ্খ্যামাত্রপরম্,
ত্রীশূদ্রযোগায়ত্রী-প্রণব-নিষেধকং বচনং বৈদিকগায়ত্রী-প্রণবনিব । সূর্য্যায়-
র্য্যাক্ত তান্ত্রিক-সঙ্খ্যানন্তরমপি^২ পুনর্দেয়ম্, তান্ত্রিকত্বাৎ । ৪

সা যথা—শক্তিবিশয়ে ওঁ আত্মতত্ত্বায় স্বাহা, ওঁ বিদ্যাতত্ত্বায় স্বাহা, ওঁ
শিবতত্ত্বায় স্বাহা ইত্যচমেৎ । অন্ত্র ত্রাচমনমাত্রম্, স্বতন্ত্র-তন্ত্রাদৌ শাক্তা-
চমন এব মন্ত্রকথনাৎ^৩ । যথা (৫)—

আত্ম-বিদ্যা-শিবৈব তত্ত্বৈরাচামেৎ সাধকাগ্রীঃ ।

বহির্জায়াং পরে দত্ত্বা তুন্ধেন পাথসা প্রিয়ে ! ॥ ৬

অনন্তর সূর্য্যার্যাদান শেষ পর্য্যন্ত বৈদিক সঙ্খ্যা করিয়া তান্ত্রিক সঙ্খ্যা করিবেন ।
তাহাই উক্ত হইরাছে—ক্রমানুসারে বৈদিক সঙ্খ্যা ও তান্ত্রিক সঙ্খ্যা করিবে । তান্ত্রিক
সঙ্খ্যাতে বৈদিক সঙ্খ্যার আনন্তর্য্য কিন্তু সেই সেই দিবসে সেই সেই বৈদিক সঙ্খ্যার
অনুষ্ঠান থাকিলেই হইবে, নচেৎ নহে । এই জন্য ছাদশী প্রভৃতিতে সারংকালে
তান্ত্রিক সঙ্খ্যাই কর্তব্য । ত্রী ও শূদ্রের তান্ত্রিক সঙ্খ্যার অধিকার আছে । সূতকাদিতে
বৈদিক সঙ্খ্যার স্থায় বিশেষ বিধান না থাকিলে তান্ত্রিক কর্মেরও সামান্যতঃ
নিষেধই হইরা থাকে । সঙ্খ্যানিষেধকে বচন কিন্তু বৈদিক সঙ্খ্যামাত্র-পর । ত্রী ও
শূদ্রের গায়ত্রী ও প্রণব নিষেধক বচনটি বৈদিক গায়ত্রী ও প্রণবের স্থায় জানিবে ।
তান্ত্রিক বলিয়া সূর্য্যের অর্ধ্যাদান তান্ত্রিক সঙ্খ্যার অনন্তর পুনর্বার দেয় ।

সেই তান্ত্রিক সঙ্খ্যা যথা—শক্তি বিষয়ে মূলোক্ত ওঁ আত্মতত্ত্বায় স্বাহা ইত্যাদি
তিনটি মন্ত্রের দ্বারা ৩ বার আচমন করিবে । অন্ত্র কিন্তু আচমন মাত্র ; যেহেতু স্বতন্ত্র
তন্ত্রাদিতে শাক্তাচমনেই মন্ত্র কথিত হইরাছে । যথা (৫)—

হে প্রিয়ে । বহির্জায়াকে (স্বাহাকে) পরে দিয়া সাধক ত্রেষ্ঠ আত্মতত্ত্ব, বিদ্যাতত্ত্ব
ও শিবতত্ত্বের সহিত শুদ্ধ জলে আচমন করিবে । ৬

১। খ—সূর্য্যাদিত্যানন্তরং সূর্য্যার্য্যাক । ২। খ—সঙ্খ্যানন্তরমপি দত্ত্বাং তান্ত্রিকত্বাদিতি-পাঠঃ ।

৩। খ—মন্ত্রকথনাদিত্যানন্তরং ততো জলে ওঁ গদে চেত্যাদি পাঠঃ ।

ততো জলে ও গঙ্গে চেত্যাদিনা তীর্থমাবাহ্য, মূলমন্ত্রেণ কুশেন^১ ভূমৌ
ত্রির্জলং নিক্ষিপ্য, কুশেন সপ্তবারান্ তজ্জলেন মূর্দ্ধানমভ্যাক্ষ্য, ষড়ঙ্গশাসং
কৃৎস্না, বামহস্তে জলং নিধায়, দক্ষিণহস্তেনাচ্ছাণ্ড হং বং লং রং ইতি ত্রিরাতিমন্ত্র্য
মূলমুচ্চরন্ গলদধু-বিন্দুভিত্ত্বমুদ্রয়া সপ্তকৃত্বো মূর্দ্ধানমভ্যাক্ষ্য, শেষজলং
দক্ষিণহস্তে সমাদায় তেজোরূপং ধ্যাত্বা, ইড়য়াকৃৎ দেহান্তঃ-পাপং প্রক্ষাল্য,
কৃষ্ণবর্ণং তজ্জলং পাপরূপং ধ্যাত্বা, পিঙ্গলয়া বিরিচ্য পুরঃ-কল্লিত-বজ্রশিলায়াং
ফড়িতি মন্ত্রেণ পাপপুরুষরূপং তজ্জলং^২ ক্ষিপেদিত্যঘমর্ষণম্^৩ । ৭

গৌতমীয়ে—আচম্য বিধিবন্ মন্ত্রী শুচৌ দেশে চ সংবিশেৎ ।

জলে সংযোজ্য তীর্থানি ত্রিবারং মূলমন্ত্রতঃ ।

ক্ষিপেদ্ ভূমৌ কুশাগ্রেণ সপ্তধা মূর্ধ্নি সেচয়েৎ ॥ ৮

তন্ত্রান্তরে—ষড়ঙ্গশাসমাচর্য্য বামহস্তে জলং ততঃ ।

গৃহীত্বা দক্ষিণেনৈব সংপুটং কারয়েৎ ততঃ ॥ ৯

তাহার পর জলে ও গঙ্গে চ ইত্যাদি মন্ত্রে তীর্থকে আবাহন করিয়া, মূলমন্ত্রে কুশের
দ্বারা ভূমিতে ৩ বার জল নিক্ষেপ করিয়া, কুশের দ্বারা সেই জল মন্ত্ৰকে ৭ বার
অভ্যাক্ষণ করিয়া, ষড়ঙ্গশাস করিয়া, বাম হাতে জল রাখিয়া দক্ষিণ হাতের দ্বারা
তাহাকে আচ্ছাদন করিয়া, হং যং বং লং রং এই মন্ত্রে ৩ বার অভিমন্ত্রিত করিয়া,
মূলমন্ত্র উচ্চারণ করিতে ক . ত বামহস্তাঙ্গুলি নিঃসৃত জলবিন্দু সমূহের দ্বারা তত্ত্বমুদ্রায়
মন্ত্ৰকে ৭ বার অভ্যাক্ষণ করিয়া, অবশিষ্ট জল ডান হাতে লইয়া সেই জলকে
তেজোরূপ ধ্যান করিয়া, ইড়ানাড়ী দ্বারা আকর্ষণ করিয়া, দেহের অন্তর্বর্তী পাপকে
প্রক্ষালন করিয়া, কৃষ্ণবর্ণ সেই জলকে পাপরূপ ধ্যান করিয়া, পিঙ্গলানাড়ী দ্বারা
তাহাকে নিঃসারিত করিয়া, পুরঃ (সম্মুখ) কল্লিত বজ্রশিলাতে ফট্ এই মন্ত্রে পাপ-
পুরুষরূপ সেই জলকে নিক্ষেপ করিবেন । ইহা অঘমর্ষণ । ৭

গৌতমীর তন্ত্রে বলিয়াছেন—মন্ত্রী বিধিপূর্বক আচমন করিয়া পবিত্রদেশে
উপবেশন করিবে । জলে তীর্থসমূহকে আবাহনের দ্বারা সংযুক্ত করিয়া মূলমন্ত্রে
কুশের দ্বারা ভূমিতে ৩ বার জল নিক্ষেপ করিয়া ৭ বার মন্ত্ৰকে সেচন করিবে । ৮

তন্ত্রান্তরে বলিয়াছেন—তাহার পর ষড়ঙ্গশাস করিয়া বাম হাতে জল লইয়া
ডান হাতের দ্বারা তাহাকে সংপুটিত (আচ্ছাদিত) করিবে । ৯

শিব-বায়ু-জল-পৃথ্বী-বহ্নি-বীজৈস্ত্রিধা পুনঃ ।

অভিমন্ত্র্য চ মূলেন সপ্তধা তদ্বমুদ্রয়া ॥ ১০

নিক্ৰিপ্য তজ্জলং মুদ্রি শেষং দক্ষৈ নিধায় চ ।

শরীরাস্তঃ-স্থিতং পাপং কালয়েৎ সাধকাগ্রণীঃ ॥ ১১

কুমারীতন্ত্রে— ইড়য়াকৃশ্চ দেহাস্তঃ-কালিতং পাপসঞ্চয়ম্ ।

কৃষ্ণবর্ণং তদুদকং দক্ষনাড্যা বিরেচয়েৎ ॥ ১২

দক্ষহস্তে চ তন্নম্রী পাপরূপং বিচিন্ত্য চ ।

পূরতো বজ্রপাষাণে নিক্ষেপেদস্ত্রমুচ্চরন্ ॥ ১৩

শ্যামা-নক্ষত্র-বিজ্ঞয়োঃ সঙ্ক্যায়াং বিশেষো বক্তব্যঃ । ততো হস্তৌ
প্রক্ষাল্যাচম্য তর্পণং কুর্যাৎ । যথা—ওঁ দেবাংস্তর্পয়ামি, এবং ঋষীন্^১, পিতৃন্,
গুরুং, পরমগুরুং, পরাপরগুরুং^২, পরমেষ্ঠীগুরুম্ । ততো মূলমুচ্চার্য্য ওঁ অমুক-
দেবতাং তর্পয়ামি নমঃ ইতি পঞ্চ-বিংশতিধা দশধা ত্রিধা বা তর্পয়েৎ^৩ । ১৪

তাহার পর সাধক শ্রেষ্ঠ শিববীজ (হং), বায়ুবীজ (যং), জলবীজ (বং),
পৃথ্বীবীজ (লং) ও বহ্নিবীজ (রং) দ্বারা সেই জলকে ৩ বার অভিমন্ত্রিত করিয়া
সেই জলকে মূলমন্ত্রে তদ্বমুদ্রায় মস্তকে ৭ বার নিক্ষেপ করিয়া অবশিষ্ট জল দক্ষিণ
হস্তে লইয়া সেই জল দ্বারা শরীরের মধ্যস্থিত পাপকে প্রক্ষালন করিবে । ১০-১১

কুমারীতন্ত্রে বলিয়াছেন—দক্ষিণ হস্তের সেই জল ইড়ানাড়ী দ্বারা আকর্ষণ করিয়া,
সেই জল দ্বারা দেহের মধ্যবর্তী পাপসমুদয়কে প্রক্ষালিত করিয়া, কৃষ্ণবর্ণ সেই জলকে
দক্ষিণনাড়া (পিঙ্গলা) দ্বারা বিরেচন (ভ্যাগ) করিবে । ১২

তাহার পর মন্ত্রজ্ঞ সাধক দক্ষিণ হস্তস্থিত সেই জলকে পাপরূপ চিন্তা করিয়া
সম্মুখবর্তী বজ্রপাষাণে অস্ত্র মন্ত্র (ফট্) উচ্চারণ পূর্বক নিক্ষেপ করিবে । ১৩

শ্যামা ও নক্ষত্রবিদ্যা বিষয়ে সঙ্ক্যায় বিশেষ বক্তব্য আছে । তাহার পর হুই হাত
প্রক্ষালন করিয়া, আচমন করিয়া তর্পণ করিবেন । যথা—ওঁ দেবাংস্তর্পয়ামি, এইরূপ
ওঁ ঋষীংস্তর্পয়ামি, ওঁ পিতৃংস্তর্পয়ামি, ওঁ গুরুং তর্পয়ামি, ওঁ পরমগুরুং তর্পয়ামি,
ওঁ পরাপরগুরুং তর্পয়ামি, ওঁ পরমেষ্ঠীগুরুং তর্পয়ামি এইরূপ মন্ত্রে যথাক্রমে দেবগণ,
ঋষিগণ, পিতৃগণ, গুরু, পরম গুরু প্রভৃতির তর্পণ করিয়া, পরে মূল মন্ত্র উচ্চারণ করিয়া
ওঁ অমুক-দেবতাং তর্পয়ামি নমঃ এই মন্ত্রে ২৫ বার অথবা ১০ বার অথবা ৩ বার
ইষ্টদেবতার তর্পণ করিবেন । (অমুক দেবতা হলে ইষ্টদেবতার নাম উল্লেখ্য) । ১৪

১। ঋ—ঋষীংস্তর্পয়ামি এবং পিতৃন্ । ২। ক—পরাপরগুরুমিতি নাস্তি ।

৩। ঋ—তর্পয়েদিত্যন্তরং পঞ্চাবশতি-সংখ্যা বা দশধা বেত্যাদি পাঠঃ ।

দেবানুযীন্ পিতৃং শৈব তৎকল্লোক্ত-বিধানতঃ ।

গুরুপঙক্তিং পুরাতর্য্য তর্পয়েদিষ্টদেবতাম ॥

ইতি বচনাৎ । “পঞ্চবিংশতি-কুস্তো বা দশধা বা ত্রিধাপি” বা ইতি
বিশুদ্ধেশ্বর-বচনাৎ^১ । বিষ্ণুবিষয়ে নমোহস্তং মন্ত্রমুচ্চার্য্য তর্পয়েৎ, “নমোহস্তং
তর্পয়েৎ সুধী”রিত্তি গোতমীয়-বচনাৎ । ১৫

শক্তৌ তু^২ স্বাহাস্তমুচ্চার্য্য ত্রিধৈব তর্পয়েৎ । “হোম-তর্পণয়োঃ স্বাহে”তি
তন্ত্রবচনাৎ^৩, “তর্পণঞ্চ ত্রিধা শক্তা”বিত্তি বচনাচ্চ । তত্র শক্তৌ শক্তিবিষয়ে
ইত্যর্থঃ । অশক্তৌ ত্রিধেতি কুব্যাখ্যা তু ন যুক্তা^৪, “তর্পণঞ্চ ত্রিধা ভূয়স্ত্রিধা চ
প্রোক্ষণং তনোঃ” । ইতি কুলামৃত-বচন-বিরোধাৎ । ১৬

বৈষ্ণবে তু প্রধান-তর্পণাৎ প্রাক্ ও নারদং তর্পয়ামি এবং পর্বতং, জিষ্ণুং,
নিশাটং, উদ্ধবং, দারুকং, বিশ্বক্সেনং, সৈনৈয়ং^৫ ইত্যেকৈকশস্তর্পয়েৎ ।

“নারদং পর্বতং জিষ্ণুং নিশাটমুদ্ধবং তথা ।

তর্পয়েদ্ দারুকং বিশ্বক্সেনং সৈনৈয়মিত্যপি ॥ ১৭

তৎ তৎ কল্লোক্ত বিধান অনুসারে ইষ্টদেবতার তর্পণের পূর্বে দেবগণ, ঋষিগণ,
পিতৃগণ, গুরুপঙক্তির তর্পণ করিয়া ইষ্টদেবতার তর্পণ করিবে—এইরূপ বচন আছে ।
পাঁচিশবার, দশবার অথবা তিনবার তর্পণ করিবেন—এইরূপ বিশুদ্ধেশ্বর তন্ত্রের বচনও
আছে । গোতমীয় তন্ত্রে বলিয়াছেন—সুধী নমঃ অস্ত মন্ত্র উচ্চারণ করিয়া তর্পণ
করিবে । ১৫

শক্তি বিষয়ে কিন্তু স্বাহা অস্ত মন্ত্র উচ্চারণ করিয়া ৩ বারই তর্পণ করিবেন । যেহেতু
“হোমে ও তর্পণে স্বাহা বলিতে হইবে”—এইরূপ বচন ও “শক্তিতে ৩ বার তর্পণ”—
এইরূপ বচন আছে । সেই বচনস্থ শক্তৌ কথাটির অর্থ—শক্তি বিষয়ে । অশক্তিতে ৩
বার তর্পণ ; বচনের এইরূপ কুব্যাখ্যা সমীচীন নহে ; যেহেতু পুনরায় তর্পণ ৩ বার
ও ৩ বার দেহের প্রোক্ষণ হইয়া থাকে—এই কুলামৃত বচনের সহিত বিরোধ হয় । ১৬

বিষ্ণু বিষয়ে কিন্তু প্রধান তর্পণের পূর্বে ও নারদং তর্পয়ামি—এইরূপে নারদ,
পর্বত, জিষ্ণু, নিশাট, উদ্ধব, দারুক, বিশ্বক্সেন ও সৈনৈয়কে এক এক বার তর্পণ
করিবেন ; যেহেতু নারদং পর্বতং ইত্যাদি বচন আছে । বচনার্থ—নারদ, পর্বত,
বিষ্ণু, নিশাট, উদ্ধব, দারুক, বিশ্বক্সেন ও সৈনৈয়কেও (তর্পণ করিবে) । ১৭

১। ক—বচনাৎ, নমোহস্তং তর্পয়েৎ সুধীরিত্তি গোতমীয়াচ্ছেতি পাঠঃ । ২। খ—শক্তিবিষয়ে তু ।
৩। ঘ—স্বাহেতি বচনাৎ । ৪। খ—ন যুক্তা সম্ভাষণ-বিরোধাৎ । ৫। সৈনৈয়মিতি ত্রিশব্দিক
এককশো বেতি পাঠঃ ।

ইতি-বচনাৎ^১ । সৰ্বদেবতাবিষয়ে পরিবার-তৰ্পণমেকৈকশে। মূলদেবতা-তৰ্পণাৎ প্রাক্ শক্তেন কার্যম্, অশক্তৌ প্রধান-তৰ্পণমাবশ্যকম্^২ ।

একৈকমঞ্জলিং তোয়ং পরিবারান্ প্রতৰ্পয়েৎ ।

অশক্তৌ মূলমুচ্চার্য্য দেবীমাত্রং প্রতৰ্পয়েৎ ॥ ১৮

ইতি কুলার্ণব-বচনাৎ^৩ । অত্র চ বারসংখ্যা পূর্বোক্তৈব । অত্র দেবীত্যা-লক্ষণম্ । নক্ষত্রবিদ্যায়াং শ্যামায়াঞ্চ বিশেষো বক্ষ্যতে^৪ । ইতি তৰ্পণম্ । ১৯

স্নানদ্বয়ং কৃত্বা সন্ধ্যা-তৰ্পণেভ্যঃ পরতঃ পূর্বতো বা বস্ত্রাস্তরে পরিধায়েব মৃজ্জলাভ্যামুক্র প্রক্ষালয়েৎ । যথা যোগী যাজ্ঞবল্ক্যঃ (২০)—

স্নাত্ত্বৈবং বাসসী ধৌতে অক্ষুণ্ণে পরিধায় চ ।

প্রক্ষাল্যোক্র মৃদাদ্বিষ্ট হস্তৌ প্রক্ষালয়েৎ ততঃ ॥ ২১

যৎ তু— নিম্পীড়য়তি যঃ পূর্বং স্নানবস্ত্রস্ত তৰ্পণাৎ ।

নিরাশান্তস্ত গচ্ছন্তি দেবাঃ পিতৃগণৈঃ সহ ॥ ২২

সমস্ত দেবতা বিষয়ে সমর্থ ব্যক্তি মূলদেবতার তৰ্পণের পূর্বে পরিবারবর্গের তৰ্পণ এক এক বার করিবেন । অসমর্থ হইলে প্রধান তৰ্পণ অবশ্য কর্তব্য । যেহেতু কুলার্ণব স্তরের এই বচন আছে যে—পরিবারবর্গকে এক এক অঞ্জলি জল তৰ্পণ করিবে । অসমর্থ হইলে মূলমাত্র উচ্চারণ করিয়া মাত্র দেবীকে তৰ্পণ করিবে । ১৮

তৰ্পণের বার সংখ্যা পূর্বেই উক্ত হইয়াছে । এই শ্লোকে দেবী পদটি দেবেরও উপলক্ষণ । নক্ষত্র বিদ্যা ও শ্যামা বিষয়ে বিশেষ পরে বলিব । ইহাই তৰ্পণ । ১৯

দুইটি স্নান করিয়া সন্ধ্যা ও তৰ্পণের পরে বা পূর্বে অন্য দুইখানি (পরিধেয় ও উত্তরীয়) বস্ত্র পরিধান করিয়াই মৃত্তিকা ও জলের দ্বারা দুইটি উরু প্রক্ষালন করিবেন । যেমন যোগী যাজ্ঞবল্ক্য বলিয়াছেন (২০)—

পূর্বোক্ত প্রকারে স্নান করিয়া অক্ষুণ্ণ ধৌত বস্ত্রদ্বয় (বস্ত্র ও উত্তরীয়) পরিধান করিয়া মৃত্তিকা ও জল দ্বারা উরুদ্বয় প্রক্ষালন করিয়া তাহার পর হস্ত প্রক্ষালন করিবে । ২১

আর যে বলিয়াছেন—যে ব্যক্তি তৰ্পণের পূর্বে স্নানবস্ত্রের নিম্পীড়ন করে, পিতৃ-গণের সহিত দেবগণ তাহার নিকট হইতে নিরাশ হইয়া চলিয়া যান । ২২

১। খ—নারদামৃত্যাদি-বচনাদিত্যন্ত-পাঠো নাস্তি । ২। অশক্তাবিভ্যাংনাবশ্যকমিত্যন্তঃ পাঠো নাস্তি । ৩। খ—কুলার্ণববচনাদিত্যন্তঃ । অত্র দেবীত্যা-লক্ষণমিতি পাঠঃ । ৪। খ—বক্ষ্যতে ইত্যন্তঃ বচনান্তি অপেন্ দেবাং গায়ত্রীং তদনন্তরম্ । তৰ্পণার্থং সমাচর্য্য প্রাণান্ সংযম্য সাধকঃ । ইতি তৰ্পণম্ । ততো হতো প্রক্ষাল্যোত্যাতিপাঠঃ । যদ্যবতি-স্নানদ্বয়মিত্যা-ভ্যাদিত্যন্তঃ পাঠো নাস্তি ।

ইতি বচনম্, তৎ তু পিতৃতর্পণ-পরম্, তাত্ত্বিক-তর্পণপূর্ব-ক্রিয়মাণ-বস্ত্র-
নিষ্পীড়নোদক-তর্পণানুপপত্তেঃ । বশিষ্ঠঃ (২৩)—

জলমধ্যে তু যঃ কশ্চিৎ দ্বিজাতিজ্ঞানদুর্বলঃ ।

নিষ্পীড়য়তি তদ্ বস্ত্রং স্নানং তস্য সূখা ভবেৎ ॥ ২৪

অন্যত্র— প্রাগগ্রন্থদগগ্রং বা ধৌতং বস্ত্রং প্রসারয়েৎ ।

দক্ষাগ্রং পশ্চিমাগ্রং বা পুনঃ প্রক্ষালনাচ্ছুচিঃ ॥ ২৫

অত্রাগ্রং দশা । বিষ্ণুপুরাণম্—

স্নাত্বাহঙ্গানি প্রযুক্ত্যাচ্চ স্নানশাট্যা ন পাণিনা ॥ ২৬

অন্যত্রাপি—নাঙ্গু ত্যজ্যেৎ স্নানবস্ত্রং ন চ গাত্রমলং বুধঃ ॥ ২৭

এষু স্নানবস্ত্রমধঃ-পরিহিত-বস্ত্রমিতি সাম্প্রদায়িকাঃ । বস্ত্রতস্ত অবিশেষ-
নির্দেশাৎ স্নানকালীনোত্তরীয়-বস্ত্রমপি স্নানবস্ত্রমুচ্যতে । অতএব গাত্রমার্জনাঃ
স্নানাদাবুত্তরীয়ত্বমর্থতো ন নিরস্তম্, তর্পণাৎ প্রাক্ নিষ্পীড়নানুপপত্তে-
রিত্যিৎ ১ ২৮

তাহা কিন্তু পিতৃতর্পণ পর (তাৎপর্যা বিষয়ক), যেহেতু তাত্ত্বিক তর্পণের পূর্বেক্রিয়মাণ
বস্ত্রনিষ্পীড়ন জলের দ্বারা তর্পণ উপপন্ন হয় না । বশিষ্ঠ বলিয়াছেন (২৩)—

যে কোন দ্বিজাতি জ্ঞানে দুর্বল হইয়া অর্থাৎ না জানিয়া জলমধ্যে সেই স্নান-বস্ত্র
নিষ্পীড়ন করে, তাহার স্নান সূখা হয় । ২৪

অন্যত্রও বলিয়াছেন—ধৌত বস্ত্রকে পূর্বাগ্র বা উত্তরাগ্র করিয়া প্রসারিত করিবে ।
দক্ষিণাগ্র বা পশ্চিমাগ্র করিয়া প্রসারিত করিলে পুনঃ প্রক্ষালনে পবিত্র হয় । ২৫

এস্থলে অগ্র হইতেছে দশা । বিষ্ণুপুরাণে বলিতেছেন—স্নান করিয়া স্নান-বস্ত্রের
(গামছা প্রভৃতির) দ্বারা অঙ্গসমূহ মার্জন করিবে । হস্তের দ্বারা গাত্র মার্জন করিবে
না । ২৬

অন্যত্রও বলিয়াছেন—পণ্ডিত ব্যক্তি জলে স্নানবস্ত্র ত্যাগ করিবে না এবং দেহমলও
ত্যাগ করিবে না । ২৭

সাম্প্রদায়িকগণ বলেন—এই বচনগুলিতে উক্ত স্নানবস্ত্র হইতেছে অধঃপরিহিত বস্ত্র ।
বস্ত্রতঃ অবিশেষে কথিত হওয়ার স্নানকালীন উত্তরীয় বস্ত্রও স্নানবস্ত্র বলিয়া কথিত
হয় । এইজন্যই স্নানাদিহলে গাত্রমার্জনীর (গামছার) উত্তরীয়ত্ব অর্থাৎ নিরস্ত হয় না ।
যেহেতু যেমন তর্পণের পূর্বে নিষ্পীড়ন সূক্তিবৃত্ত হয় না । ২৮

জাবালঃ—স্নানং কুর্হ্যর্জবাসাস্ত্রং বিণ্-মুক্তং ক্রিয়তে যদি ।

প্রাণায়ামং ত্রয়ং কুর্হা পুনঃ স্নানেন শুধ্যতি ॥ ২৯

অত্র তন্ত্রোক্ত-কর্মস্ব শ্রুতি-বচন-প্রদর্শনমযুক্তমিতি চেৎসেবং বাদীঃ, যত্র বিশেষ বিধানং তন্ত্রে নাস্তি, তত্র শ্রুত্যা-বিশেষশ্চৈব শ্রায্যত্বাৎ । ৩০

ততো হস্তৌ প্রক্ষাল্যাচম্য হ্রীং হংসঃ ইদমর্ঘ্যং ওঁ সূর্যায় স্বাহেতি সূর্য্যায়ার্ঘ্যং^১ দত্ত্বাৎ । সম্বোধনতন্ত্রে (৩১)—

শিববীজং বহিসংস্থং বামনেন্দ্র-বিভূষিতম্ ।

বিন্দু-নাদাস্তকং দেবি ! হংসঃ-পদমতো লিখেৎ ।

অনেন মনুনা দেবি ! সূর্য্যায়ার্ঘ্যং নিবেদয়েৎ ॥ ৩১

নক্ষত্র-বিদ্যাদৌ তু—হ্রীং ইংসঃ মার্ত্তণ্ড-ভৈরবায় প্রকাশশক্তি-সহিতায় ইদমর্ঘ্যং স্বাহেতি মন্ত্ৰেণ^২ । যথা (৩৩)—

সূর্য্যমন্ত্রং সমুচ্চার্য্য মার্ত্তণ্ডভৈরবায় চ ।

প্রকাশশক্তিসহিতায়েদমর্ঘ্যং ততঃ পঠেৎ ।

স্বাহাস্তং মন্ত্রমুচ্চার্য্য অর্ঘ্যং দত্ত্বা জপেন্ মনুন্ ॥ ৩৪

জাবাল বলিয়াছেন—যদি স্নান করিয়া ভিজা কাপড়ে মল ও মুত্র ত্যাগ করেন, তবে প্রাণায়াম ত্রয় করিয়া স্নানের দ্বারা শুদ্ধ হইবে । ২৯

এস্থলে তন্ত্রোক্ত কর্ম সমূহে প্রমাণরূপে শ্রুতিবচনের প্রদর্শন অযুক্ত—এই যদি বলেন । না—প্রতিবাদী একরূপ বলিতে পারেন না । যেখানে তন্ত্রে বিশেষ বিধান নাই, সেই সমস্ত বিষয়ে শ্রুতিতে কথিত বিশেষই শ্রাব্য সঙ্গত । ৩০

তাহার পর দুই হাত ধুইয়া আচমন করিয়া হ্রীং হংসঃ ইদমর্ঘ্যং ওঁ সূর্য্যায় স্বাহা এই মন্ত্রে সূর্য্যকে অর্ঘ্য দিবেন । সম্বোধন তন্ত্রে বলিয়াছেন (৩১)—

শিববীজ (হ) বহিসংস্থ (বকারে যুক্ত) হইয়া বামনেন্দ্র (ঐ) দ্বারা বিভূষিত এবং বিন্দুনাদাস্ত (অনুস্বার যুক্ত) হইবে । হে দেবি ! ইহার পর হংসঃ পদ লিখিবেন । হে দেবি ! এই হ্রীং হংসঃ মন্ত্রের দ্বারা সূর্য্যকে অর্ঘ্য নিবেদন করিবে । ৩১

নক্ষত্রবিদ্যাदि স্থলে মূলোক্ত হ্রীং হংসঃ মার্ত্তণ্ড-ভৈরবায় প্রকাশ-শক্তিসহিতায় ইদমর্ঘ্যং স্বাহা এই মন্ত্রে সূর্য্যকে অর্ঘ্য দিবেন । যেমন তন্ত্রে বলিয়াছেন (৩৩)—

সূর্য্য মন্ত্রকে সম্যাকরূপে উচ্চারণ করিয়া মার্ত্তণ্ডভৈরবায় প্রকাশশক্তি-সহিতায়

১। ঋ—ইত্যর্ঘ্যং সূর্য্যায় দত্ত্বাৎ । নক্ষত্রবিদ্যাদিবিদ্যাदि পাঠঃ । ২। ঋ—মন্ত্ৰেণ । ত্রিবিদ্যায়াম্—
এং হ্রীং ত্রীং হ্রাং হ্রীং ক্রীং হং হংসঃ ইত্যাদি পাঠঃ ।

শ্রীবিদ্যায়াস্ত—ঐ হ্রীং শ্রীং হ্রাং হ্রৌং ক্রীং মুং হংসঃ সার্বভৌমায়
প্রকাশশক্তি-সহিতায় গ্রহ-রাশি-নক্ষত্র-তিথি-যোগ-করণ-পরিবার-সহিতায়
ইদমর্ঘ্যং স্বাহেতি মন্ত্রেণ । সূর্য্যার্যাদানং আবশ্যকম্—

যাবন্ ন দীয়তে চার্য্যং ভাস্করায় নিবেদনম্ ।

তাবন্ পূজয়েদ্ বিষ্ণুং শঙ্করং বা সুরেশ্বরীম্ ॥ ৩৫

ইতি নন্দিকেশ্বর-সংহিতা-বচনাৎ । শক্তশ্চেদর্ঘ্যত্রয়ং সূর্য্যায়াপি দত্তাৎ,

দিনেশায়াংক্ষিপেৎ তিষ্ঠন্ বারিণা চাঞ্জলি ত্রয়ম্ ।

অষ্টোত্তর-শতাবৃত্ত্যা গায়ত্রীং প্রপঠেৎ সুধীঃ ॥ ৩৬

ইতি তন্ত্রাস্তর-বচনাৎ । ততঃ সূর্য্যমণ্ডলে দেবতাং বিচিন্ত্য মূলমুচ্চার্য্য
ওঁ সূর্য্যমণ্ডল-বাসিনৌ অমুকদেবতায়ৈ ইদমর্ঘ্যং স্বাহেতি মন্ত্রেণ তত্তদ-গায়ত্র্যা
বা অর্ঘ্যত্রয়ং দত্তাৎ ।

সূর্য্যমণ্ডলবাসিনৌ দেবতায়ৈ ততঃ পরম্ ।

অর্ঘ্যমঞ্জলিমাদায় গায়ত্র্যা বা ত্রিকং ক্ষিপেৎ ॥ ৩৭

ইতি বচনাৎ । নক্ষত্রবিদ্যায়াস্ত সূর্য্যার্য্যং দত্ত্বা তাত্ৰাদি-পাত্রে রক্তচন্দনাক-

ইদমর্ঘ্যং পাঠ করিবেন । তাহার পর স্বাহান্ত মন্ত্র উচ্চারণ করিয়া অর্ঘ্য দিয়া মন্ত্র জপ
করিবেন । ৩৪

শ্রীবিদ্যাবিশয়ে কিস্ত—ঐং হ্রীং শ্রীং ইত্যাদি মূলোক্ত মন্ত্রে সূর্য্যকে অর্ঘ্য দিবেন ।
সূর্য্যকে অর্ঘ্যদান কিস্ত আবশ্যক । যেহেতু নন্দিকেশ্বর সংহিতার এই বচন আছে যে—

যে পর্য্যন্ত ভাস্করকে অর্ঘ্য নিবেদন না করে, সে পর্য্যন্ত বিষ্ণু, শঙ্কর বা শঙ্করীকে
পূজা করিবে না । ৩৫

সমর্থ হইলে সূর্য্যকেও তিনবার অর্ঘ্য দিবেন । কেননা তন্ত্রাস্তরের বচন আছে যে—
সুধী সাধক দাঁড়াইয়া সূর্য্যের উদ্দেশে জলের দ্বারা পূর্ণ অঞ্জলি ত্রয় উল্লেখ নিষ্কপ
করিবে এবং একশত আটবার গায়ত্রী জপ করিবে । ৩৬

তাহার পর সূর্য্য মণ্ডলে দেবতাকে চিন্তা করিয়া মূলমন্ত্র উচ্চারণ করিয়া ওঁ
সূর্য্যমণ্ডলবাসিনৌ ইত্যাদি মন্ত্রে অথবা গায়ত্রী দ্বারা অর্ঘ্যত্রয় দিবেন । কেননা এইরূপ
বচন আছে যে—

তাহার পর সূর্য্য-মণ্ডল-বাসিনী ইষ্টদেবতাকে অঞ্জলিতে অর্ঘ্য লইয়া অথবা গায়ত্রী
দ্বারা ৩ বার নিষ্কপ করিবেন । ৩৭

নক্ষত্র বিদ্যায় কিস্ত সূর্য্যকে অর্ঘ্য দিয়া তাত্ৰাদি পাত্রে রক্ত চন্দন, অর্কপুষ্প,

কুম্বাপরাজিতাপুষ্পাণি নিক্রিপ্য মূলমুচ্চার্য উত্তদাদিত্য-মণ্ডল-মধ্যবস্তিতৈ
শিবচৈতন্যমযৈ শ্রীমদেকজটায়ৈ ইদমৰ্ধ্যং^১ স্বাহেতি মন্ত্ৰেণ । মূলরহিতেন
উত্তদাদিত্য-মণ্ডল-মধ্যবস্তিতৈ নিত্যচৈতন্যাদিত্যায়ৈ শ্রীমদেক-জটায়ৈ স্বাহেতি
মন্ত্ৰেণ বা ত্রির্ধ্বং দচ্চাৎ । যথা বীরতন্ত্রে অৰ্ঘ্যানুবৃত্তৌ (৩৮)—

মূলান্তে উত্তদাদিত্য-বস্তিতৈ তদনন্তরম্ ।

শিবচৈতন্য-শব্দান্তে মযৈ স্বাহেতি তন্নমুঃ ॥ ৩৯

নীলতন্ত্রে—উত্তদাদিত্য-মণ্ডল-বস্তিতৈ চ সমুচ্চরেৎ ।

নিত্যচৈতন্যাদিত্যায়ৈ স্বাহেতি চ মনুঃ স্মৃতঃ ॥ ৪০

একজটাপদস্থানে উগ্রভারাদি-তত্ত্বগ্রামাপি প্রয়োজ্যম্ । নীলতন্ত্রোক্ত-
মন্ত্ৰঃ কালিকায়াং নাম-ব্যত্যয়াং প্রয়োজ্য ইতি সাম্প্রদায়িকাঃ । পূর্ণানন্দমতে
তু সর্বদেবসাধারণঃ প্রাপ্তোক্ত মন্ত্ৰঃ প্রয়োজ্যঃ । ততস্তত্ত্বদৃগায়ত্রীং শতধা দশধা
বা জপেৎ । ৪১

যথা তন্ত্রে—অষ্টোত্তর-শতাবৃত্ত্যা গায়ত্রীং প্রজপেৎ সুবীঃ । ইতি ।

তথা— মহাপাতক-যুক্তোহপি প্রজপেদ্ দশধা যদি ।

সত্যং সত্যং মহাদেবি ! মুক্তো ভবতি তৎক্ষণাৎ ॥ ৪২

অপরাজিতা পুষ্প নিক্রিপ করিয়া মূল মন্ত্ৰ উচ্চারণ করিয়া উত্তদাদিত্যমণ্ডল-
মধ্যবস্তিতৈ ইত্যাদি মূলোক্ত মন্ত্ৰ অথবা মূলরহিত উত্তদাদিত্য ইত্যাদি মন্ত্ৰে ৩ বার
অৰ্ঘ্য দিবেন । যেমন বীরতন্ত্রে অৰ্ঘ্যের অনুবৃত্তিতে (প্রকরণে) বলিয়াছেন (৩৮)—

মূল মন্ত্ৰের পরে উত্তদাদিত্য-বস্তিতৈ বলিয়া তদনন্তর শিবচৈতন্য শব্দের শেষে
মযৈ স্বাহা এই বলিলে সেই অৰ্ঘ্যের মন্ত্ৰ হইবে । ৩৯

নীলতন্ত্রে বলিয়াছেন—উত্তদাদিত্যমণ্ডল-বস্তিতৈ উচ্চারণ করিবেন । তাহার পর
নিত্য-চৈতন্যাদিত্যায়ৈ স্বাহা বলিবেন । এইটি অৰ্ঘ্যমন্ত্ৰ কথিত হইয়াছে । ৪০

একজটাপদ স্থানে উগ্রভারাদি সেই সেই নামও প্রযোজ্য । নীলতন্ত্রোক্ত মন্ত্ৰ
নাম পরিবর্তন করিয়া কালিকা বিষয়েও প্রযোজ্য—সাম্প্রদায়িকগণ এই বলেন ।
পূর্ণানন্দের মতে কিন্তু সর্বদেবতা সাধারণ পূর্বোক্ত মন্ত্ৰই প্রযোজ্য । তাহার পর সেই
সেই দেবতার গায়ত্রী ১০০ বার অথবা ১০ বার জপ করিবেন । ৪১

যেমন তন্ত্রে বলিয়াছেন—সুধী ব্যক্তি একশত আট বার গায়ত্রী জপ করিবেন ।

শতধা দশধেতি শতশক্তভেদেন । মহাপাতকাদি-নাশকত্বক তান্ত্রিক-
গায়ত্রী-সামান্ত্রৈব । সূর্য্যকালিকা পটলে বক্ষ্যতে । গায়ত্রী-জপানন্তরং
বা তর্পণং কার্য্যম্ । যথা (৪৩)—

সূর্য্যমণ্ডল-বাসিন্যৈ দেবতায়ৈ ততঃ পরম্ ।

অর্ঘ্যমঞ্জলিমাদায় গায়ত্র্যা বা ত্রিকং ক্রিপেৎ ॥ ৪৪

যথাশক্তি জপেদ্ দেবীং গায়ত্রীং তদনন্তরম্ ।

তর্পণার্থং সমাচম্য প্রাণানায়ম্য সাধকঃ ।

ধ্যাত্বা জলাঞ্জলিং দত্ত্বা তর্পয়েদিষ্টদেবতাম্^১ ॥ ৪৫

ততো গায়ত্রী-জপং দেব্যা হন্তে সমর্প্য সূর্য্যমণ্ডলে দেবতাং বিভাব্য মূলং
যথাশক্তি জপ্ত্বা জপং সমর্প্য সংহারমুদ্রয়া দেবতাং সূর্য্যমণ্ডলাৎ স্বহৃদয়-
মানয়েৎ । অধমর্ষণাবধি-গায়ত্রী-জপান্তা সক্ষ্যা চেৎ কর্ত্তুং ন শক্যতে, তাহ
কেবলাধমর্ষণরূপা সংক্ষেপ-সঙ্ক্যাব সক্ষ্যাভয়ে কর্ত্তব্য ।

সক্ষ্যায়াং পতিতায়াম্ তত্তদ-গায়ত্রীং দশধা প্রায়শ্চিত্তভেদেন জপ্ত্বা সক্ষ্যাং
কুর্য্যাদ্ বৈদিক সক্ষ্যাবৎ (৪৬)—

এইরূপ আরও বলিয়াছেন—মহাপাতক যুক্তও যদি দশ বার গায়ত্রী জপ করে । হে
মহাদেবি ! সত্য সত্যই সে তৎক্ষণাৎ পাপ হইতে মুক্ত হয় । ৪২

শক্ত ও অশক্তভেদে ১০০ বার অথবা ১০ বার—এই বলা হইয়াছে । তান্ত্রিক গায়ত্রী
সামান্ত্রেরই মহাপাতকাদির নাশকত্ব কালিকা পটলে (পরিচ্ছেদে) সুস্পষ্ট কথিত
হইবে । গায়ত্রীজপের পরও তর্পণ করিতে পারেন । যেমন বলিয়াছেন (৪৩)—

সূর্য্যমণ্ডল-বাসিন্যৈ দেবতায়ৈ নমঃ—এই মন্ত্রে বা গায়ত্রী দ্বারা অঞ্জলিতে অর্ঘ্য
লইয়া তিন বার প্রদান করিবেন । ৪৪

তাহার পর যথাশক্তি দেবী গায়ত্রী মন্ত্র জপ করিবেন । তদনন্তর সাধক তর্পণের
জন্য আচমন করিয়া প্রাণায়াম করিয়া ধ্যান করিয়া জলাঞ্জলি দিয়া ইষ্টদেবতাকে
তর্পণ করিবেন । ৪৫

তাহার পর দেবীর বামহস্তে গায়ত্রী জপ সমর্পণ করিয়া, সূর্য্যমণ্ডলে দেবতাকে
ধ্যান করিয়া, মূল মন্ত্র যথাশক্তি জপ করিয়া, জপ সমর্পণ করিয়া, সংহার মুদ্রায়
দেবতাকে সূর্য্যমণ্ডল হইতে নিজের হৃদয়ে আনয়ন করিবেন । অধমর্ষণ হইতে
গায়ত্রীজপের শেষ পর্য্যন্ত সক্ষ্যা যদি করিতে না পারেন, তবে কেবল অধমর্ষণ-রূপ

যথা গৌতমীয়ে —এবম্বে কথিত। মন্ত্র-সম্ব্য। মন্ত্র-কলাপ্তয়ে ।

ন কুর্যাদ্ যদি মোহেন ন দীক্ষাকফসমাপ্রুয়াৎ ॥ ৪৭

সম্ব্যাক্রয়ং তথা কুর্যাদ্ ত্রাঙ্কণো বিধিপূর্বকম্ ।

তন্ত্রোক্তবিধিপূর্বান্ত^১ শূদ্রঃ সম্ব্যং সমাচরেৎ ॥ ৪৮

সংক্ষেপসম্ব্যামথবা কুর্য্যান্ মন্ত্রী হৃশক্তিভঃ ।

সায়ং প্রাতশ্চ মধ্যাহ্নে দেবং ধ্যান্তা মনুং জপেৎ ।

সম্ব্যয়াং পতিতায়ান্ত গায়ত্রীং দশধা জপেৎ^২ ॥ ৪৯

গায়ত্রী চাত্র তান্ত্রিকী, প্রকরণ-প্রাপ্তে: । সা চ প্রণবপুটিতা জপ্যা বৈদিক-গায়ত্রীবদিতি তান্ত্রিকা:° । এতেন তান্ত্রিক-সম্ব্য-গায়ত্রী-জপাদৌ শূদ্রশ্চ^৪ তদ্ব্যমতিদেশাং স্ত্রিয়াশ্চাধিকারঃ কথিতঃ । ৫০

অথ গায়ত্রী—ত্রৈলোক্য-মোহনায় বিদ্যাহে স্মরায় ধীমহি তন্নো বিষ্ণুঃ প্রচোদয়াদিতি বিষ্ণো: ।

সংক্ষেপ সম্ব্যাই তিন সম্ব্যার করিবেন। সম্ব্য পতিত হইলে প্রায়শ্চিত্ত রূপে সেই সেই গায়ত্রী দশ বার জপ করিয়া বৈদিক সম্ব্যার স্থায় সম্ব্য করিবেন। যেমন গৌতমীর তন্ত্রে বলিয়াছেন (৪৬)—

মন্ত্রফলের প্রাপ্তির জন্য এই প্রকারে মন্ত্র সম্ব্য কথিত হইয়াছে। যদি মোহবশতঃ উহা না করেন, তবে দীক্ষাকফ পাইবেন না। ৪৭

ত্রাঙ্কণ বিধিপূর্বক সেক্ষরূপ তিনটি সম্ব্য করিবেন। শূদ্র তন্ত্রোক্ত বিধি অনুসারে সম্ব্যার অনুষ্ঠান করিবেন। ৪৮

অথবা অশক্ত হইলে কেবল সংক্ষেপ সম্ব্য করিবেন। প্রাতঃকালে, মধ্যাহ্নকালে ও সায়ংকালে দেবতাকে ধ্যান করিয়া মন্ত্র জপ করিবেন। সম্ব্য পতিত হইলে দশ বার গায়ত্রী জপ করিবেন। ৪৯

এখানে গায়ত্রী হইতেছে তান্ত্রিকী। যেহেতু তান্ত্রিক প্রকরণে প্রাপ্ত (পঠিত) হইয়াছে। বৈদিক গায়ত্রীর স্থায় প্রণবপুটিত করিয়াই তান্ত্রিক গায়ত্রীর জপ কর্তব্য, ইহা তান্ত্রিকগণ বলেন। জপাদি ধর্মের অতিদেশ নিবন্ধন তান্ত্রিক সম্ব্য ও গায়ত্রী জপাদিতে ত্রী ও শূদ্রের অধিকার ইহা দ্বারা কথিত হইল। ৫০

অনন্তর গায়ত্রী কথিত হইতেছে। বিষ্ণু প্রভৃতির গায়ত্রী মূলে উক্ত হইয়াছে।

১। ক—তন্ত্রোক্তবিধিপূর্বক, খ—তন্ত্রোক্ত-বিধিপূর্বক। ২। খ—জপেনিভ্যানন্তরং গায়ত্রী চ প্রণবপুটিতাপাঠ:। ৩। খ—তান্ত্রিকা-দ্বায়ে সাধকা:। ৪। খ—শূদ্রসাধিকারঃ কথিত ইতি পাঠ:।

নারায়ণায় বিদ্যাহে বাসুদেবায় ধীমহি তন্নো বিষ্ণুঃ প্রচোদয়াদিত্তি
নারায়ণস্য ॥

বজ্রনথায় বিদ্যাহে তীক্ষ্ণবদ্র্যায় ধীমহি তন্নো নারসিংহঃ প্রচোদয়াদিত্তি
নৃসিংহস্য^১ ।

বাগীশ্বরায় বিদ্যাহে হয়গ্রীবায় ধীমহি তন্নো হংসঃ প্রচোদয়াদিত্তি
হয়গ্রীবস্য ।

কৃষ্ণায় বিদ্যাহে দামোদরায় ধীমহি তন্নো বিষ্ণুঃ প্রচোদয়াদিত্তি
গোপালস্য ।

দাশরথায় বিদ্যাহে সীতাবল্লভায় ধীমহি তন্নো রামঃ প্রচোদয়াদিত্তি
শ্রীরামস্য ।

গরুড়ায় বিদ্যাহে সুবর্ণবর্ণায় ধীমহি তন্নো গরুড়ঃ প্রচোদয়াদিত্তি
গরুড়স্য^২ ॥

তৎপুরুষায় বিদ্যাহে মহাদেবায় ধীমহি তন্নো রুদ্রঃ প্রচোদয়াদিত্তি
শিবস্য ।

তৎপুরুষায় বিদ্যাহে বজ্রহুণ্ডায় ধীমহি তন্নো দন্তী প্রচোদয়াদিত্তি
গণেশস্য ।

দক্ষিণামূর্তয়ে বিদ্যাহে ধ্যানস্থায় ধীমহি তন্নোহধীশঃ প্রচোদয়াদিত্তি
দক্ষিণামূর্তেঃ ॥

আদিত্যায় বিদ্যাহে মার্ত্তণ্ডায় ধীমহি তন্নঃ সূর্য্যঃ প্রচোদয়াদিত্তি সূর্য্যস্য ।

কামদেবায় বিদ্যাহে পুষ্পবাণায় ধীমহি তন্নোহনঙ্গঃ প্রচোদয়াদিত্তি
কামদেবস্য ।

সর্বসম্মোহিনৌ বিদ্যাহে বিশ্বজননৌ ধীমহি তন্নঃ শক্তিঃ প্রচোদয়াদিত্তি
বিশেষাঙ্কু-ত্রিপুটাশক্তিমাত্রস্য^৩ ।

তন্মধ্যে বিষ্ণুগায়ত্রীর অর্থ হইতেছে—আমি ত্রৈলোক্য মোহন বিষ্ণুকে হৃদয়ে করিয়া
আনিতেছি, অরূপ বিষ্ণুকে হৃদয়ে করিয়া ধ্যান করিতেছি, সেজন্য বিষ্ণু আমাদিগকে
বুদ্ধিবৃত্তি দ্বারা প্রেরিত করুন । বিষ্ণুর গায়ত্রী হইতে তারার গায়ত্রী পর্য্যন্ত ঐতি
দেবতার গায়ত্রীর অর্থ এইরূপই আনিবেন । ৫১

হরিতায়ৈ বিদ্যহে মহানিত্যায়ৈ ধীমহি তন্নো দেবী প্রচোদয়াদিতি
হরিতায়াঃ ।

ঐ বাগীশ্বর্যৈ বিদ্যহে ক্রীং কামেশ্বর্যৈ ধীমহি সৌত্তমঃ শক্তিঃ প্রচোদয়া-
দিতি বালায়াঃ ।

ঐ ত্রিপুরাদেব্যৈ^১ বিদ্যহে ক্রীং কামেশ্বর্যৈ ধীমহি সৌত্তমঃ ক্রিমে
প্রচোদয়াদিতি ত্রিপুরসুন্দর্যায়াঃ ।

ত্রিপুরায়ৈ বিদ্যহে ভৈরব্যৈ ধীমহি তন্নো দেবী প্রচোদয়াদিতি ভৈরব্যাঃ^২

মহাদেব্যৈ বিদ্যহে দুর্গায়ৈ ধীমহি তন্নো দেবী প্রচোদয়াদিতি দুর্গায়াঃ ।

নারায়ণ্যৈ বিদ্যহে দুর্গায়ৈ ধীমহি তন্নো দেবী প্রচোদয়াদিতি জয়দুর্গায়াঃ ।

মহালক্ষ্ম্যৈ বিদ্যহে মহাপ্রিয়ৈ^৩ ধীমহি তন্নঃ শ্রীঃ প্রচোদয়াদিতি লক্ষ্ম্যাঃ ॥

বাগ্‌দেব্যৈ বিদ্যহে কামরাজায় ধীমহি তন্নো দেবী প্রচোদয়াদিতি
সরস্বত্যায়াঃ ।

নারায়ণ্যৈ বিদ্যহে ভুবনেশ্বর্যৈ ধীমহি তন্নো দেবী প্রচোদয়াদিতি
ভুবনেশ্বর্যায়াঃ ॥

ভগবত্যৈ বিদ্যহে মাহেশ্বর্যৈ ধীমহি তন্নোহন্নপূর্ণে প্রচোদয়াদিতি
অন্নপূর্ণায়াঃ ॥

মহিষমর্দিন্যৈ বিদ্যহে দুর্গায়ৈ ধীমহি তন্নো দেবী প্রচোদয়াদিতি
মহিষমর্দিন্যায়াঃ ॥

বৈরোচন্যৈ বিদ্যহে ছিন্নমস্তায়ৈ ধীমহি তন্নো দেবী প্রচোদয়াদিতি
ছিন্নমস্তায়ায়াঃ ॥

কালিকায়ৈঃ বিদ্যহে শ্মশানবাসিন্যৈ ধীমহি তন্নো ঘোরৈ প্রচোদয়াদিতি
কালিকায়ায়াঃ ॥

তারায়ৈ বিদ্যহে মহোদ্রায়ৈ ধীমহি তন্নো দেবী প্রচোদয়াদিতি
তারায়ায়াঃ ॥ ৫১

অথবা মহোদ্রায়ৈ বিদ্যহে তারায়ৈ ধীমহি তন্নো দেবী ধিয়ো যো নঃ
প্রচোদয়াদিতি । যথা তারার্ণবে—

অথবা তারার অন্ত পান্নজী হইতেছে—মহোদ্রায়ৈ বিদ্যহে ইত্যাদি । যেমন
তারার্ণবে বলিয়াছেন—

মহোগ্রাঠৈ বিদ্বহে চ তারাঠৈ ধীমহীতি চ ।

তন্নো দেবীতি শব্দান্তে ধিয়ো যো নঃ প্রচোদয়াদিতি ॥ ৫২

অথবা—তারাঠৈ বিদ্বহে মহোগ্রাঠৈ ধীমহি^১ তন্নো দেবী ধিয়ো যো নঃ প্রচোদয়াদিতি । যথা তারারহস্তে—

তারাঠৈ বিদ্বহে প্রোক্তা মহোগ্রাঠৈ চ ধীমহি ।

তন্নো দেবীতি শব্দান্তে ধিয়ো যো নঃ প্রচোদয়াৎ ।

গায়ত্র্যেযা সমাখ্যাতা সর্বপাপ-নিকৃন্তনী । ৫৩ । ইতি

অথবা নারায়ণৈ বিদ্বহে বিকটদংষ্ট্র্যৈ^২ ধীমহি তন্নস্তারে প্রচোদয়াদিতি । যথা তারাপ্রদীপে—

নারায়ণৈ পদঞ্চোক্তা বিদ্বহে চ পদস্ততঃ ।

বিকটদংষ্ট্র্যৈ ধীমহি তন্নস্তারে প্রচোদয়াৎ । ৫৪ । ইতি

অথবা তারাঠৈ ধীমহি মহোগ্রাঠৈ বিদ্বহে তন্নো দেবী ধিয়ো যো নঃ প্রচোদয়াদিতি । যথা বীরভদ্রে—

মহোগ্রাঠৈ বিদ্বহে তারাঠৈ ধীমহি এই শব্দ বলিয়া তন্নো দেবী এই শব্দের অন্তে ধিয়ো যো নঃ প্রচোদয়াৎ এই বলিবেন । (তাহাতে তারার মূলোক্ত প্রকারান্তর গায়ত্রী হইবে) । ৫২

অথবা তারার অণু গায়ত্রী হইতেছে—তারাঠৈ বিদ্বহে ইত্যাদি । যেমন তারারহস্তে বলিয়াছেন—

তারাঠৈ বিদ্বহে এই বলিয়া মহোগ্রাঠৈ ও ধীমহি তন্নো দেবী এই শব্দের অন্তে ধিয়ো যো নঃ প্রচোদয়াৎ—বলিবেন । এই গায়ত্রী সর্বপাপ নিকৃন্তনী (বিনাশিনী) বলিয়া কথিত হইয়াছেন । ৫৩

অথবা তারার অণু প্রকার গায়ত্রী বলিতেছেন—নারায়ণৈ বিদ্বহে ইত্যাদি । যেমন তারা প্রদীপে বলিয়াছেন—

নারায়ণৈ পদ বলিয়া বিদ্বহে পদ বলিবে । তাহার পর বিকটদংষ্ট্র্যৈ ধীমহি তন্নস্তারে প্রচোদয়াৎ—এই বলিবে । ৫৪

অথবা তারার অণু প্রকার গায়ত্রী বলিতেছেন—তারাঠৈ ধীমহি ইত্যাদি । যেমন বীরভদ্রে বলিয়াছেন—

তারারৈ ধীমহি প্রোক্তা মহোগ্রায়ৈ চ বিদ্যহে ।

তন্নো দেবীতি শব্দান্তে ধিয়ো যো নঃ প্রচোদয়াৎ । ৫৫ । ইতি

তস্মাদেষামেকতমঃ পাঠঃ শাস্ত্রার্থঃ ইতি । অথ গায়ত্রী-ধ্যানম্ ।

প্রাতঃ— উত্তাদাদিত্য-সঙ্কশাং পুস্তকাক্ষকরাং স্মরেৎ ।

কৃষ্ণাজিনাস্বরং ব্রাহ্মীং ধ্যায়েৎ তারকিতেহস্বরে ॥ ৫৬

মধ্যাহ্নে— শ্যামবর্ণাং চতুর্বাহুং শঙ্খচক্র-লসং-করাম্ ।

গদাপদ্মধরাং দেবীং সূর্য্যাসন-কৃতোদ্রিয়াম্ ² ॥ ৫৭

(সায়াহ্নে)— সায়াহ্নে বরদাং দেবীং গায়ত্রীং সংস্মরেদ্ যতিঃ ।

শুক্লাং শুক্লাস্বরধরাং বৃষাসন-কৃতোদ্রিয়াম্ ॥ ৫৮

ত্রিনেত্রাং বরদাং পাশং শূলঞ্চ নৃকরোটিকাম্ ।

সূর্য্যমণ্ডল-মধ্যস্থাং ধ্যায়ন্ দেবীং সমভ্যাসেৎ ॥ ৫৯

ত্রিপুরাদৌ ধ্যানবিশেষস্ত—

প্রাতরাধার-কমলে ছতভুজ্-মণ্ডলোপরি ।

তারারৈ ধীমহি বলিয়া মহোগ্রায়ৈ বিদ্যহে তন্নো দেবী এই শব্দসমূহের অন্তে ধিয়ো যো নঃ প্রচোদয়াৎ—এই বলিবেন । ৫৫

অতএব এই তারার গায়ত্রী সমূহের মধ্যে যে কোন একতমের পাঠই (জপই) শাস্ত্রার্থ । অনন্তর গায়ত্রীর ধ্যান কথিত হইতেছে—

প্রাতঃ কালে জপ্য গায়ত্রী ধ্যানের অর্থ—তারকাযুক্ত আকাশে অর্থাৎ অতি প্রভাতে গায়ত্রীকে উদীয়মান সূর্য্যের স্থায় রক্তবর্ণা কৃষ্ণাজিনরূপ অশ্বর (বস্ত্র) পরিহিতা হস্তে পুস্তক ও অক্ষমালা ধারিণী ব্রাহ্মার স্থান আকার বিশিষ্টা ধ্যান করিবে । ৫৬

মধ্যাহ্নকালে জপ্য গায়ত্রী ধ্যানের অর্থ—গায়ত্রীকে শ্যামবর্ণা চতুর্বাহু-ধারিণী হুই হস্তে শঙ্খ ও চক্র ভূষিতা, অন্য হুই হস্তে গদা ও পদ্মধারিণী সূর্য্য মণ্ডলে আসনে অধিষ্ঠিতা ধ্যান করিবে । ৫৭

সায়াহ্নকালে গায়ত্রী ধ্যানের অর্থ—যতি সায়াহ্নকালে বরদা গায়ত্রীকে শুক্লবস্ত্র পরিহিতা সূর্য্যমণ্ডল মধ্যস্থা ত্রিনেত্রা বরমুদ্রা, পাশ, শূল ও নৃকরোটিকা (নরকপাল) ধারিণী বৃষরূপ আসনে অধিষ্ঠিতা ধ্যান করিতে অভ্যাস করিবে । ৫৮-৫৯

ত্রিপুরা প্রভৃতি বিষয়ে গায়ত্রীর ধ্যান স্বতন্ত্র । উহা মূলে উক্ত হইয়াছে । উহার অর্থ—প্রাতঃকালে গায়ত্রীকে মূলধার পদ্মে বহুমণ্ডলের উপরে আসীনা বাগ্নরীজরূপিণী

বাগ্বীজরূপাং বিচাং বা^১ বিচ্যাং-পাটল-ভাস্বরাম্ ॥ ৬০

পুষ্প-বাণেশু-কোদণ্ড-পাশাকুশ-লসৎ-করাম্^২ ।

শ্বেচ্ছাগৃহীত-বপুষীং^৩ গুরুবিচ্যাক্ষরাঙ্কিকাম্ ॥ ৬১

মধ্যাহ্নে হৃদয়াস্তোত্র-কণিকে সূর্য্যমণ্ডলে ।

কামবীজাঙ্কিকাং দেবীমলক্তকরসারুণাম্ ॥ ৬২

প্রসূন-বাণ-পুণ্ড্রেশু-চাপ-পাশাকুশাষিতাম্ ।

পরিতঃ স্বাস্ত্র-মুখ্যাভিঃ ষট্-ত্রিংশৎ-তত্ত্বশক্তিভিঃ ॥ ৬৩

সায়মাজ্ঞা-সরোজস্থে চন্দ্রে চন্দ্র-সমহ্যতিম্ ।

শক্তিবীজাঙ্কিকাং চাপ-বাণ-পাশাকুশাষিতাম্ ॥ ৬৪

যুগনিত্যাঙ্করাকারাং স্ফটিকাভরণাষিতাম্^৪ ।

চিন্তয়িত্বা ভগবতীং নিত্যাভিঃ পরিবারিতাম্ ॥ ৬৫

যুগেতি যুগভূতে দ্বৈ নিত্যে যে অক্ষরে হক্ষস্বরূপে তন্ময়ামিত্যর্থঃ^৫ ।

এতৎ পর্য্যন্তা স্নানাদিক্রিয়া^৬ জলেহপি কর্ত্বুং শক্যতে অথবা^৭ স্নানং জলে
কৃত্বা সঙ্ক্যাদি গৃহাদৌ কার্য্যম্^৮ । ৬৬

বা গুরু বিচ্যা-রূপিণী (গুরু বিচ্যার অক্ষর-স্বরূপিণী) বিচ্যুৎ পুণ্ড্রের দ্বারা উজ্জ্বলবর্ণা
ধ্যান করিবে । ৬০-৬১

মধ্যাহ্নকালে দেবী গায়ত্রীকে হৃৎপদ্মের কণিকামধ্যে সূর্য্যমণ্ডলে অবস্থিতা কাম-
বীজরূপিণী, অলক্তক-রসের দ্বারা অরুণ বর্ণা, পুষ্পবাণ, ইক্ষুধনুঃ, চাপ, পাশ ও অক্ষুশ
যুক্তা, নিজের প্রধানা ছত্রিশটি ৩৬ শক্তি দ্বারা চতুর্দিকে বেষ্টিত। ধ্যান করিবে । ৬২-৬৩

সায়ংকালে ভগবতী গায়ত্রীকে আজ্ঞা পদ্মমধ্যে চন্দ্রমণ্ডলে সমাসীনা চন্দ্রের দ্বারা
চতুর্দিকাবিধি শক্তিবীজস্বরূপিণী চাপ, বাণ, পাশ ও অক্ষুশযুক্তা যুগভূত নিত্য অক্ষরময়ী
(হক্ষ স্বরূপা) স্ফটিক আভরণে ভূষিত। নিত্যাপ্রভৃতি দ্বারা পরিবেষ্টিত। ধ্যান
করিবে ৬৪-৬৫

যুগনিত্যাঙ্করাকারা এই বাক্যের এই অর্থ—যুগস্বরূপ যে নিত্য দুইটি অক্ষর হ ও ক্ষ,
তন্ময়ী । এই পর্য্যন্ত স্নান প্রভৃতি ক্রিয়া জলেও করিতে পারেন । অথবা জলে স্নান
করিয়া গৃহানিতে সঙ্ক্যাদি করিবেন । ৬৬

১। খ—বিচ্যাং । ২। খ—লসৎকরম্ । ৩। ক+খ—গৃহীতবপুষং । ৪। ক+খ—
স্ফটিকাভরণাষিতাম্ । ৫। খ—যুগেতি ত্যানীত্যর্থ ইত্যন্ত পাঠো নাস্তি । ৬। খ—এতৎপর্য্যন্তং
জ্ঞানাদিক্রিয়াঃ । ৭। খ—অথবা-হলে-কিবা । ৮। খ—কৃত্যং ।

হারীতঃ^১—আর্জাবাসা জলে কুর্য্যাৎ তর্পণাচমনাদিকম্ ।

তুষ্ণবাসাঃ স্থলে কুর্য্যাৎ তর্পণাচমনং জপম্ ॥ ৬৭

অতো ধৌতে বাসসী পরিধায় তিলকং কৃৎস্না পাদৌ হস্তৌ চ প্রক্ষাল্যাসনে
উপবিশ্য কুশান্ করয়োরন্যস্ত মস্ত্রাচমনমাচমনং বা কুর্য্যাৎ । ৬৮

যথা কুলচূড়ামণৌ—উথায় কুলবস্ত্রে হে পরিধায় কুলেন চ ।

তিলকং কুলরূপস্ত কৃৎস্নাম্য কুলেশ্বরঃ ॥ ৬৯

ব্রতব্রতস্ত্রে^২ চ—মোক্ষার্থী রক্তবস্ত্রে চ ভোগার্থী শ্বেতবাসসী ।

মারণে কৃষ্ণবাসশ্চ বশ্যে রক্তং সদা গৃহী ॥ ৭০

উচ্চাটনে ব্যাঘ্র-চর্ম বৃক্ষ-ত্বক্ স্তম্ভ-কর্মণি ।

পরিধায় ততো মস্ত্রী যাগ-ভূমিমথাবিশেৎ ॥ ৭১

কুলবস্ত্রং—রক্তবস্ত্রাদি । তিলকং কুলরূপস্থিতি উর্দ্ধপুণ্ড্রাদিরূপমিত্যর্থঃ ।

কুলেন—রক্ত-চন্দনাদিনা । ৭২

গোভিলঃ—একবস্ত্রেণ যৎ স্নানং সূচীবিদ্ধেন চৈব হি ।

স্নানেন ন ভবেচ্ছুদ্ধিঃ শ্রিয়া চ পরিহীয়তে ॥ ৭৩

হারীত বলিয়াছেন—আর্দ্র বস্ত্রে জলে তর্পণ, আচমন প্রভৃতি করিবে । তুষ্ণ বস্ত্র
পরিধান করিয়া স্থলে তর্পণ, আচমন ও জপ করিবে । ৬৭

অতএব ধৌতবস্ত্র পরিয়া তিলক, পাদদ্বয় ও হস্তদ্বয় প্রক্ষালন করিয়া আসনে
উপবেশন করিয়া দুই হস্তে কুশ সমূহ ধারণ করিয়া মস্ত্রাচমন বা আচমন করিবেন । ৬৮

যেমন কুলচূড়ামণিতে বলিয়াছেন—শয্যা হইতে উঠিয়া দুইখানি কুলবস্ত্র পরিধান
করিয়া কুলের (রক্ত চন্দনের) দ্বারা কুলরূপ তিলক করিয়া কুলেশ্বর মস্ত্রাচমন বা
আচমন কার্য্য করিবেন । ৬৯

ব্রতব্রত-স্ত্রে বলিয়াছেন—মোক্ষার্থী দুইটি রক্তবস্ত্র, ভোগার্থী দুইটি শ্বেতবস্ত্র, মারণে
কৃষ্ণ বস্ত্র, বশ্যে রক্তবস্ত্র, উচ্চাটনে ব্যাঘ্রচর্ম, স্তম্ভন কর্মে বৃক্ষত্বক্ (বকুল) সর্বদা পরিধান
করিয়া মস্ত্রজ গৃহী অনন্তর যাগভূমিতে প্রবেশ করিবেন । ৭০-৭১

কুলবস্ত্র—রক্তবস্ত্রাদি । তিলকং কুলরূপম্, ইহার অর্থ—উর্দ্ধপুণ্ড্রাদিরূপ ।
কুলেন—রক্তচন্দনাদি দ্বারা । গোভিল বলিয়াছেন—এক বস্ত্রে যে স্নান এবং সূচীবিদ্ধ
(সেলাই করা) বস্ত্রে যে স্নান, সেই স্নান দ্বারা শুদ্ধি হইতে পারে না এবং ক্লীকর্ষক
পরিভাষ্য হইবে । (অতএব তাহা পরিত্যাগ করিবে) । ৭২-৭৩

১। ধ—হারীত ইত্যাদি—কুর্যাদিত্যন্ত পাদৌ-দ্যন্তি ।

২। ধ—ব্রতস্ত্রে চ ।

অতএব—“স্নানং তর্পণ-পর্য্যন্তং কুর্যাদেকেন বাসসে”তি যদি সমূলম্, তদা একেন একজাতীয়েনেতি মিশ্রাঃ । যেন বাসসা স্নানং, তেনৈব তর্পণ-মিত্যাচার্য্য-চূড়ামণিঃ । অত্র স্নানেনেতি বৈধকর্ম-মাত্রোপলক্ষণম্ । ৭৪
তথাচ স্মৃতিঃ— বিকচ্ছোহনুত্তরীয়শ্চ নগ্নাবস্থঃ প্রকীৰ্ত্তিতঃ ।

শ্রোতং স্মার্ত্তং তথা কর্ম ন নগ্নশ্চিস্তুয়েদপি ॥ ৭৫

বিকচ্ছঃ পরিধানাসম্পূর্ণ-কচ্ছত্রয়ঃ, তল্লয়ঞ্চ বস্ত্রশ্রাণং দশা বামকটীস্থ ভাগশ্চ ।

ভারতে— ন ক্তেন ন দক্ষেন পারক্যেণ বিশেষতঃ ।

মৃষিকোংকীর্ণ-জীর্ণেন কর্ম কুর্যাদ্ বিচক্ষণঃ ॥ ৭৬

নারসিংহে— ন রক্তমুঘ্রং বাসো ন নীলঞ্চ প্রশস্ততে ।

মলাক্তঞ্চ দশাহীনং বর্জয়েদম্বরং বুধঃ ।

নোত্তরীয়মধঃকুর্যাদধোবস্ত্রঞ্চ নোত্তরম্ ॥ ৭৭

অত্র পূর্ব্বাঙ্কিতান্ত্রিকে কর্মণি । ভারতে—

অতএব ‘একখানি বস্ত্র পরিধান করিয়া স্নান ও তর্পণ পর্য্যন্ত কর্ম করিবেন’—এই বচন যদি সমূল হয়, তবে একেন অর্থ—একজাতীয় বস্ত্র দ্বারা । ইহা বাচস্পতি মিশ্র বলিয়াছেন । যে বস্ত্র পরিধান করিয়া স্নান করিবে, সেই বস্ত্রেই তর্পণ করিবে—ইহা আচার্য্য চূড়ামণি বলেন । এস্থলে স্নানে এই স্নানটি বৈধকর্ম মাত্রের উপলক্ষণ । ৭৪

সেইরূপ স্মৃতি বলিয়াছেন—বিকচ্ছ ও অনুত্তরীয় (উত্তরীয়হীন) ব্যক্তি নগ্নাবস্থ কীৰ্ত্তিত হয় । নগ্ন ব্যক্তি শ্রোত কর্ম ও স্মার্ত্ত কর্ম চিন্তাও করিবে না অর্থাৎ করিবে না । ৭৫

বিকচ্ছ—বস্ত্র পরিধানে বিশৃঙ্খলিত কচ্ছত্রয় অর্থাৎ তিনটি কচ্ছ যথাযথভাবে যে পরিধান করে নাই । এই কচ্ছত্রয় হইতেছে বস্ত্রের অগ্র দশা, বামকটীস্থ ভাগ অর্থাৎ পিছনের কাছা ।

ভারতে বলিয়াছেন—বিচক্ষণ ব্যক্তি ছিন্ন বস্ত্রের দ্বারা, দক্ষ বস্ত্রের দ্বারা, বিশেষতঃ পরকীয় বস্ত্রের দ্বারা, মৃষিক কর্তৃক কীৰ্ত্তিত বস্ত্রের দ্বারা কর্ম করিবে না । ৭৬

নারসিংহে বলিয়াছেন—উল্লন (স্পষ্ট—বাস্ত) রক্ত বস্ত্র ও নীল বস্ত্র প্রশস্ত নহে । পণ্ডিত ব্যক্তি মল-লিপ্ত ও দশাহীন বস্ত্র বর্জন করিবে । উত্তরীয় বস্ত্রকে অধোবস্ত্র (পরিধেয় বস্ত্র) করিবে না এবং পরিধেয় বস্ত্রকে উত্তরীয় করিবে না । ৭৭

এস্থলে পূর্ব্বাঙ্কিত বচনটি অত্যন্তিক কর্মবিষয়ে জানিবেন । ভারতে বলিয়াছেন—

১। ৭—বাসত্ববিষয়াবিশেষিত্যসম্বয়ং ততো হতো পানৌ চ একাণ্য আসনে উপবিত্ত ব্রহ্মচর্য্যব্রহ্মচর্য্যং কৃত্বা মূলমন্ত্রেণ অনিবেশয়িত্যাদি পাঠঃ ; যথাযথিপাঠস্ত নাস্তি ।

মৃদা তু তিলকং কুর্য্যাৎ ত্রিপুণ্ড্রং ভস্মনা সদা ।

দৃষ্ট-দোষ-বিঘাতার্থং চাণ্ডালান্শাদি-দর্শনে ॥ ৭৮

অন্যার্থঃ—চাণ্ডালাদি-কৃত-স্বমুখ-দর্শনজন্য-পাপানুৎপাদায় মৃদা তিলকং সামান্যং কুর্য্যাদ্ ভস্মনা ত্রিপুণ্ড্রং বেতি । ৭৯

ব্রহ্মাণ্ডপুরাণম্—গোপ্রদানং তপো হোমঃ স্বাধ্যায়ঃ পিতৃ-তর্পণম্ ।

ভস্মীভবতি তৎসর্বমুর্দ্ধপুণ্ড্রং বিনা কৃতম্ ॥ ৮০

ইদং ব্রাহ্মণমাত্র-বিষয়কম্ । আচার-নির্ণয়-ধৃতম্—

উর্দ্ধপুণ্ড্রং সদা কুর্য্যাৎ ত্রিপুণ্ড্রং ভস্মনা তথা ।

তিলকং বৈ দ্বিজঃ কুর্য্যাচ্চন্দনেন যদৃচ্ছয়া ॥ ৮১

উর্দ্ধপুণ্ড্রং দ্বিজঃ কুর্য্যাৎ ক্ষত্রিয়স্ত্র ত্রিপুণ্ড্রকম্ ।

অর্দ্ধচন্দ্রঞ্চ বৈশ্যানাং বর্তু লং শূদ্র-জাতিষু ॥ ৮২

অন্যার্থঃ—দ্বিজঃ উর্দ্ধপুণ্ড্রং সदैব কুর্য্যাৎ । ভস্মনা ত্রিপুণ্ড্রং তিলকঞ্চ ।

ভস্মনা—যজ্ঞীয়েন । ত্রিপুণ্ড্রে ভস্মনঃ প্রাধান্যম্, মৃদাদিনাপি সম্ভবাৎ, তদেবাহ, যদৃচ্ছয়া স্বেচ্ছাবশাচ্চন্দনেন বেতি । পুণ্ড্রং রেখা । দ্বিজমাত্রৈ উর্দ্ধ-

চাণ্ডাল প্রভৃতির দর্শনে দৃষ্ট দোষনাশের জন্য সর্বদা মৃত্তিকা দ্বারা সামান্য তিলক করিবে । অথবা ভস্মের দ্বারা ত্রিপুণ্ড্র তিলক করিবে । ৭৮

এই শ্লোকের অর্থ—চণ্ডাল প্রভৃতির দর্শনে দৃষ্ট দোষনাশের জন্য চাণ্ডালাদি কৃত নিজস্ব দর্শন জন্য পাপের অনুৎপত্তির জন্য মৃত্তিকা দ্বারা সামান্য তিলক করিবেন অথবা ভস্মের দ্বারা ত্রিপুণ্ড্র করিবেন । ৭৯

ব্রহ্মাণ্ড পুরাণে বলিয়াছেন—উর্দ্ধপুণ্ড্র তিলক বিনা গোদান, তপস্যা, হোম, বেদপাঠ, পিতৃতর্পণ যাহা কিছু করা হয়, সে সমস্তই ভস্মীভূত হয় । ৮০

ইহা ব্রাহ্মণ-মাত্র বিষয়ক জানিবেন । আচার নির্ণয় ধৃত বচনে বলিলেন—ব্রাহ্মণ সর্বদা উর্দ্ধপুণ্ড্র তিলক করিবে । ভস্মের দ্বারা ত্রিপুণ্ড্র করিবে । চন্দনের দ্বারা ইচ্ছানুসারে উর্দ্ধপুণ্ড্র বা ত্রিপুণ্ড্র তিলক করিবে । ৮১

দ্বিজ উর্দ্ধপুণ্ড্র করিবেন । ক্ষত্রিয়ের ত্রিপুণ্ড্র তিলক, বৈশ্যগণের অর্দ্ধচন্দ্র তিলক এবং শূদ্রাদি জাতির বর্তু ল তিলক বিহিত । ৮২

এই শ্লোকের অর্থ—দ্বিজ উর্দ্ধপুণ্ড্র সর্বদা করিবেন । ভস্মের দ্বারা ত্রিপুণ্ড্র তিলক করিবেন । ভস্ম অর্থ—যজ্ঞীর ভস্ম । ত্রিপুণ্ড্রে ভস্মেরই প্রাধান্য । মৃদাদি দ্বারাও ইহা সম্ভব বলিয়া “চন্দনেন যদৃচ্ছয়া” গ্রন্থে তাহাই বলিলেন । যদৃচ্ছয়া অর্থ—ইচ্ছানুসারে

পুণ্ড্রমুক্তা। বর্ণচতুষ্টয়-ভেদেন তিলকং পুনরাহ—উর্ধ্বপুণ্ড্রমিতি । দ্বিজ ইতি
নাম ইত্যর্থঃ । ক্ষত্রিয়শ্চেতি ত্রিপুণ্ড্রকমিত্যত্র সাধারণোক্তিঃ । এবমর্ধচ্ছ-
বর্তুলয়োরাপি । অথ উর্ধ্বপুণ্ড্রং দ্বিজশ্চৈব নামান্ত্য । ক্ষত্রিয়স্ত্রিপুণ্ড্রকমেব
নামান্ত্য । ক্ষত্রিয়শ্চৈব ত্রিপুণ্ড্রকং নামান্ত্যেতি তু নার্থঃ, বিপ্রস্তাপি ত্রিপুণ্ড্র-
বিধানাৎ । বৈশ্যশ্চাৰ্দ্ধচ্ছমেব নামান্ত্যৎ । শূদ্রস্ত্রিবর্তুলমেব নামান্ত্যৎ ৮৩

তথাচ বিপ্রস্তাৰ্দ্ধচ্ছ-বর্তুলে স্মাতামিতি চেন্ন—“উর্ধ্বপুণ্ড্রং সদা কুর্য্যাৎ
ত্রিপুণ্ড্রং ভক্ষ্যনা তথে”তি প্রাপ্তক-বচনাদুর্ধ্ব-ত্রিপুণ্ড্রয়োরেব বিপ্রে
বিশেষ্যাহভিধানাৎ । অতএব উর্ধ্বপুণ্ড্রং দ্বিজ এব কুর্যাদিতি ব্যাখ্যাতম্ ।
ন তুর্ধ্ব-পুণ্ড্রমেব দ্বিজ ইত্যপি । অন্যত্রাপি (৮৪)—

শৈবো বা বৈষ্ণবো বাপি যো বা স্মাদন্ত্যঃ পূজকঃ ।

ত্রিপুণ্ড্রেণ বিনা পূজাং কুর্বাণো যাত্যধোগতিম্ ॥ ৮৫

ত্রিপুণ্ড্রেণ বিনা কুর্য্যাৎ যাং কাঞ্চিং বৈদিকীং ক্রিয়াম্ ।

স্যা নিষ্ফলা ভবেদ্ভূপ ! ব্রহ্মণাপি কৃতা যদি ॥ ৮৬

ভক্ষ্যের দ্বারা বা চন্দনের দ্বারা । পুণ্ড্র—রেখা । দ্বিজমাত্রে উর্ধ্বপুণ্ড্র বলিয়া উর্ধ্বপুণ্ড্রং
গ্রন্থে বর্ণচতুষ্টয় ভেদে পুনরায় তিলকের আকার বলিলেন । দ্বিজ এই কথার অর্থ—
অন্ত ব্যক্তি নয় । অন্ত্যক্তি উর্ধ্বপুণ্ড্র করিবেন না । ত্রিপুণ্ড্রকম্ এই স্থলে ক্ষত্রিয়ের
এই কথা সাধারণভাবে বহু হইয়াছে অর্থাৎ ক্ষত্রিয়গণ সাধারণতঃ ত্রিপুণ্ড্র করিয়া
থাকেন । এইরূপ অর্দ্ধচ্ছ ও বর্তুল স্থলেও জানিবেন । অতএব দ্বিজগণেরই উর্ধ্বপুণ্ড্র,
অন্তের নহে । ক্ষত্রিয়ের ত্রিপুণ্ড্রই, অন্ত কিছু নহে । এইরূপ কিন্তু অর্থ নহে ; কারণ
ব্রাহ্মণেরও ত্রিপুণ্ড্র বিহিত হইয়াছে । বৈশ্যের অর্দ্ধচ্ছই, অন্ত কিছু নহে । শূদ্রের
বর্তুলই, অন্ত কিছু নহে । ৮৩

তাহা হইলে ব্রাহ্মণের অর্দ্ধচ্ছ ও বর্তুল তিলক হউক—ইহা বলা যায় না ; কারণ
“উর্ধ্বপুণ্ড্রং সদা কুর্য্যাৎ” ইত্যাদি পূর্বোক্ত বচনে ব্রাহ্মণে উর্ধ্বপুণ্ড্র ও ত্রিপুণ্ড্রেই
বিশেষভাবে অভিধান হইয়াছে । এইজন্যই ব্রাহ্মণই উর্ধ্বপুণ্ড্র করিবে—এইরূপ
ব্যাখ্যাত হইয়াছে । কিন্তু দ্বিজ উর্ধ্বপুণ্ড্রই করিবে—এইরূপ ব্যাখ্যাত হয় নাই ।
অন্তত্রও বলিয়াছেন (৮৪)—

শৈব অথবা বৈষ্ণব অথবা অন্ত যে কেহ পূজক হইবেন, তিনি উর্ধ্বপুণ্ড্র বিনা
পূজা করিলে অধোগতি প্রাপ্ত হন । ৮৫

হে রাজন্ ! ত্রিপুণ্ড্র বিনা যে কোন বৈদিক ক্রিয়া করিবে । ব্রহ্মাও যদি ত্রিপুণ্ড্র
বিনা বৈদিক ক্রিয়া করেন, তবে সে ক্রিয়া নিষ্ফলা হইবে । ৮৬

উর্ধ্বপুণ্ড্রে একৈব দ্বয়ী ত্রয়ী বা রেখা, বিশেষাভাবাৎ, কিন্তুস্তাদূর্ধ্বগামিনী ন তুর্ধ্বাদধোগামিণ্যপি । ত্রিপুণ্ড্রে তু রেখাত্রয়মেব । তথাচ পঠন্তি (৮৭)—

আগত্য বামভ্রুব উর্ধ্বদেশাদানম্য নাসামধিগ্য মূলে ।

আদক্ষিণ-ভ্রুপরিদেশ-লগ্নং ত্রিপুণ্ড্রমূর্ধ্বাগ্রমুদাহরন্তি ॥ ইতি । ৮৮

উভয়-করণে বিধানস্ত—

উর্ধ্বপুণ্ড্রং দ্বিজঃ কুর্য্যাৎ তদূর্ধ্বস্ত ত্রিপুণ্ড্রকম্ ।

উর্ধ্বপুণ্ড্রে ত্রিপুণ্ড্রং চ ত্রিপুণ্ড্রেনোর্ধ্বপুণ্ড্রকম্ ॥ ৮৯

তেনোর্ধ্বপুণ্ড্রমাদৌ কৃত্বা পশ্চাত্ত্রিপুণ্ড্রং কুর্য্যাৎ তথাচ ত্রিশূলাকার-নিষ্পত্তিঃ ।

তত্রাহ— ললাটে দৃশ্যতে যস্য ত্রিশূলাভং ত্রিপুণ্ড্রকম্ ।

আত্মানমাত্মনা দৃষ্ট্বা নয়ত্যচ্যুত-রূপতাম্ । ইতি ॥ ৯০

কাশীখণ্ডে—ত্রিপুণ্ড্রচন্দ্রাঙ্কধরা ধরাগতা ইতি ।

জলে স্থিত্বা কর্ম কুর্বন্ জলেন তিলকং চরেৎ ।

অন্যদা ভস্মনা মৃত্তিঃ কুর্য্যাৎ কাষ্ঠেন বা পুনঃ ॥ ৯১

উর্ধ্বপুণ্ড্রে একটি, দুইটি বা তিনটি রেখা হইতে পারে, ইহাতে বিশেষ নাই । কিন্তু ঐ রেখা অধঃ হইতে উর্ধ্বগামিনী হইবে ; কিন্তু উর্ধ্ব হইতে অধোগামিনী হইবে না । ত্রিপুণ্ড্রে কিন্তু রেখাত্রয়ই হয় । তাহাই পঠিত হইতেছে যে (৮৭)—

ত্রিপুণ্ড্রটি বামভ্রুর উর্ধ্বদেশ হইতে আসিয়া নত হইয়া নাসার মূলে উপস্থিত হইয়া দক্ষিণ ভ্রুর উপরিদেশ পর্য্যন্ত লগ্ন হইয়া উর্ধ্বাগ্র হইবে—বলেন । ৮৮

ত্রিপুণ্ড্র ও উর্ধ্বপুণ্ড্র এই উভয় করণের বিধান বচন হইতেছে—

দ্বিজ উর্ধ্বপুণ্ড্র করিবেন । তাহার উর্ধ্বদেশে ত্রিপুণ্ড্র করিবেন । উর্ধ্বপুণ্ড্রে ত্রিপুণ্ড্র অথবা ত্রিপুণ্ড্রে উর্ধ্বপুণ্ড্র হইবে । ৮৯

এই বচনানুসারে প্রথমে উর্ধ্বপুণ্ড্র করিয়া পরে ত্রিপুণ্ড্র করিবেন । তাহাতে ত্রিশূলাকারের উৎপত্তি হইবে । এই বিষয়ে শাস্ত্র এই বলেন—

মাহার ললাটে ত্রিশূল সদৃশ ত্রিপুণ্ড্র দেখা যায় । তিনি দর্পণাদিতে নিজেকে নিজে দেখিয়া অচ্যুত-রূপত্ব লাভ করেন । ৯০

কাশীখণ্ডেও বলিয়াছেন—ত্রিপুণ্ড্র ও অর্ধচন্দ্র-ধারিণী ধরা উপস্থিত হইয়াছেন ।

জলে দাঁড়াইয়া কর্ম করিতে হইলে জলের দ্বারাই তিলক করিবে । অশ্রু কালে ভাস্করের দ্বারা, মৃত্তিকা সমূহের দ্বারা অথবা চন্দনাদি কাষ্ঠের দ্বারা তিলক করিবে । ৯১

পাদপ্রক্ষালন-বিধিঃ

দেবলঃ— প্রথমং প্রাঙমুখঃ স্থিত্বা পাদৌ প্রক্ষালয়েচ্ছনৈঃ ।

উদযুখো দেবকৃত্যে পৈতৃকে দক্ষিণামুখঃ ॥ ১

পূর্বার্দ্ধং সামান্য-বিষয়ম্ । “সব্যং পাদমবনেনিজে ইতি বামপাদং প্রক্ষালয়তি” । “দক্ষিণং পাদমবনেনিজে ইতি দক্ষিণং পাদং প্রক্ষালয়তি”তি সামগ-গ্রন্থীয়-গোভিল-সূত্রাৎ, “সব্যং প্রক্ষাল্য দক্ষিণং প্রক্ষালয়তি”তি যজুর্বেদিক-গ্রন্থীয়-কাত্যায়ন-সূত্রাচ্চ সামগ-যজুর্বেদিনোরেক এব ক্রমঃ । ত্রীশূদ্ভয়োরাপি, এবমেব স্মার্তাঃ । ২

সব্যঃ সোপগ্রহঃ কার্য্যো দক্ষিণঃ সপবিত্রকঃ ।

সব্যো—বামঃ । উপগ্রহো বহুবঃ কুশা দ্ব্যধিকা ইতি যাবৎ ।

মংস্তসূক্তে— শস্তাঃ সমুলা দর্ভাশ্চ গুচ্ছেন চাধিকং ফলম্ ॥ ৩

মার্কণ্ডেয়ঃ—সপবিত্রেণ হস্তেন কুর্যাদাচমন-ক্রিয়াম্ ।

নোচ্ছিষ্টে তৎ পবিত্রস্ত ভুক্তোচ্ছিষ্টস্ত বর্জয়েৎ ॥ ৪

অনন্তর পাদ প্রক্ষালন বিধি কথিত হইতেছে । দেবল বলিয়াছেন—প্রথমে পূর্বমুখে বসিয়া ধীরে ধীরে দুই পাদ প্রক্ষালন করিবে । দেবকৃত্যে উদযুখ হইয়া এবং পিতৃকার্য্যে দক্ষিণামুখ হইয়া পাদ প্রক্ষালন করিবে । ১

বচনের পূর্বার্দ্ধটি অর্থাৎ পূর্বমুখ হইয়া পাদ প্রক্ষালনটি সামান্য বিষয়ক । “সব্যং পাদমবনেনিজে এই মন্ত্রে বামপদ প্রক্ষালন করিবে” । “দক্ষিণং পাদমবনেনিজে এই মন্ত্রে দক্ষিণ পাদ প্রক্ষালন করিবে”—এইরূপ সামবেদীয় গ্রন্থ গোভিল সূত্র হইতে এবং ‘বাম পাদ প্রক্ষালন করিয়া দক্ষিণ পাদ প্রক্ষালন করিবে’—এইরূপ যজুর্বেদীয় গ্রন্থ কাত্যায়ন সূত্র হইতে জানা যায়—সামবেদীয় ও যজুর্বেদীয় ব্রাহ্মণের পাদ প্রক্ষালনে একই ক্রম । এইরূপ ত্রী ও শূদ্ভের এইরূপই ক্রম—এইরূপই স্মার্ত বলেন । ২

বামহস্ত উপগ্রহ যুক্ত করিবে এবং দক্ষিণ হস্ত পবিত্র যুক্ত করিবে । সব্য—বাম । উপগ্রহ—বহুকুল অর্থাৎ দুই এর অধিক কুল । মংস্ত সূক্তে বলিয়াছেন—সমূল দর্ভ প্রশস্ত । গুচ্ছেন দ্বারা অধিক ফল হয় । ৩

মার্কণ্ডেয় বলিয়াছেন—পবিত্র যুক্ত হস্তের দ্বারাই আচমন ক্রিয়া করিবে । সে পবিত্র আচমনে উচ্ছিষ্ট হয় না । তোজনো উচ্ছিষ্ট পবিত্র বর্জন করিবে । ৪

হনোগপরিশিষ্টং—অনন্তর্গভিঃ সাগ্রং কৌশং দ্বিদলমেব চ ।

প্রাদেশমাত্রং বিজ্ঞেয়ং পবিত্রং যত্র কৃত্রিচিৎ ॥ ৫

অত্র মৈথিলাঃ—অন্তর্গভো যস্য তদন্তর্গভঃ দ্বিতীয়দলম্, তদ্বদ তৃতীয়দলম্, তদ্বিন্নং চতুর্থাদিদলমিত্যচুঃ । তন্ন, তথা সতি তন্মতে অন্তর্গভি-ভিন্নস্য গ্রহণাৎ প্রথম-দ্বিতীয়-দলয়োরাপি গ্রহণাপত্তেঃ । ন চ যদ্বিশেষণ-বিশিষ্টত্বেন যস্য নিষেধস্তদ্বিশিষ্টস্য নিষেধে তদ্বিশেষণস্তাপি নিষেধ ইতি বাচ্যম্ । তাদৃশ-নিয়মে মানাভাবাৎ । ৬

জরস্তো গোড়ীয়াস্ত অন্তর্গভাসৌ গর্ভশ্চেতি অন্তর্গভঃ প্রথমঃ দলঃ, তদ্বৎ দ্বিতীয়ঃ, তদন্তৎ তৃতীয়াদি-দলং গ্রাহমিতি বিবক্ৰঃ । তদপি ন, প্রথমদলস্তাপি গ্রাহ্যতাপত্তেঃ, কর্মধারয়োস্তরং মত্বর্থ-প্রত্যয়-নিষেধাচ্চ । ৭

স্মার্তাস্ত অন্তর্গভস্তাভাবোহনন্তর্গভঃ তদ্বদন্তর্গভ-শূন্যমিত্যর্থ ইতি সংস্কার-

হনোগ পরিশিষ্টে বলিয়াছেন—যে কোন বিহিত ক্রিয়াতে প্রাদেশ পরিমাণ অনন্তর্গভী সাগ্র দ্বিদল কুশকেই পবিত্র জানিবে । ৫

এস্থলে মৈথিলগণ অনন্তর্গভী পদের এই অর্থ বলেন—অন্তরু অর্থাৎ মধ্যে গর্ভ বাহার, সে হইল অন্তর্গভ । দ্বিতীয় দলের মধ্যেই গর্ভকুশ থাকে তাই ঐ দ্বিতীয় দলই হইল অন্তর্গভ । সেই অন্তর্গভ (দ্বিতীয় দল) আছে বাহার, সে হইল অন্তর্গভী তৃতীয় দল, তদ্বিন্ম চতুর্থাদি দল হইতেছে অনন্তর্গভী । তাহা নহে ; কারণ তাহা হইলে অন্তর্গভী ভিন্নের গ্রহণ হওয়ার প্রথম, দ্বিতীয় দলেরও গ্রহণ প্রসঙ্গ হইবে । যে বিশেষণ বিশিষ্টরূপে বাহার নিষেধ হয়, তদ্বিশেষণ বিশিষ্ট বিশেষ্যের নিষেধ হইলে তাহার বিশেষণেরও নিষেধ হয়—ইহা বলিতে পারেন না ; কারণ সেইরূপ নিয়মে কোন প্রমাণ নাই । ৬

প্রাচীন গোড়ীয়াগণ অনন্তর্গভী শব্দের এই অর্থ বলেন—অন্তঃ (মধ্যবর্তী) যে গর্ভ—এইরূপ কর্মধারায় সমাসে নিষ্পন্ন অন্তর্গভ শব্দের অর্থ—প্রথম দল । অন্তর্গভ (প্রথম দল) আছে বাহার, সেই হইল অন্তর্গভী, তাহা হইল দ্বিতীয় দল । অন্তর্গভী নয় বে, সে অনন্তর্গভী, তাহা হইলে তৃতীয়াদি দল । তাহা গ্রহণীয় । তাহাও ঠিক নহে, কারণ তাহাতে প্রথম দল অনন্তর্গভী অর্থাৎ অন্তর্গভী ভিন্ন হওয়ার তাহারও গ্রহণের আপত্তি হইবে, বিশেষ কর্মধারায় সমাসের পরে মত্বর্থ প্রত্যয় হয় না । ৭

অন্তর্গভে'র অভাব হইল অনন্তর্গভ, তদ্বৎ হইল অনন্তর্গভী অর্থাৎ অন্তর্গভ শূন্য ইহাই অনন্তর্গভী শব্দের অর্থ—ইহা সংস্কারতত্ত্বে স্মার্ত ব্যাখ্যা করিয়াছেন । অনন্ত-

তত্ত্ব ব্যাচক্ষুস্তথাচ দ্বিতীয়াদি দললাভঃ, প্রথম-দলস্তান্তর্গতাস্থক-প্রতিযোগ্য-প্রসিদ্ধা নাস্তর্গতশূন্যত্বমিতি । গর্ভোহত্রাহক্ষুট-দলম্ । ৮

বস্তুতস্ত অন্তর্গতশূন্যমিত্যন্ত বহিষ্কৃতান্তর্গতমিত্যর্থঃ । নব্যাস্ত অন্তর্গতোহ-প্রকাশিতান্তর্নভোদেশস্তদ্বৎ প্রথমদলম্, তদন্তঃ দ্বিতীয়াদি-দলং গ্রাহ্যমিতি গ্রাহঃ । গভিনমিত্যত্র বর্হাদিত্বাদিনঃ । এবঞ্চ প্রথমদলস্ত পবিত্র-করণে বর্জ্যতয়া সর্বত্রৈব বর্জ্যত্বং, স্বরূপতো দৃষ্টত্বাৎ । এতাদৃশ, পবিত্রালাভে পত্রত্রয়ং পত্রচতুষ্টয়ং বা ধার্য্যম্ । ৯

যথা— চতুর্ভির্দভপত্রৈস্ত ত্রিভির্দ্বাভ্যামথাপি বা ।

পবিত্রং কারয়েন্নিত্যং প্রশস্তং সর্ব-কর্মসু ॥ ১০

অন্যত্র— পবিত্রস্ত দ্বিজঃ কুর্যাৎ কুশপত্র-দ্বয়েন বা ।

পত্র-ত্রয়েণ বা কার্য্যং নৈক-পত্রেণ কহিচিৎ ॥ ১১

এতাদৃশ-পবিত্রেষু কুশান্তর-বন্ধনং নাস্তি, মানাত্বাৎ । কুশধারণ-ক্রমমাহ স্মৃতিঃ— কুশানাং ধারণং মূলেষু সুলীষু বিধীয়তে ।

গর্ভা শব্দের এইরূপ অর্থ হইলে দ্বিতীয়াদি দলের লাভ হয় । প্রথম দলের অন্তর্গতরূপ প্রতিযোগীর প্রসিদ্ধি নাই বলিয়া উহা অন্তর্গত শূন্য নহে । এস্থলে গর্ভ হইতেছে অক্ষুট দল । ৮

বস্তুতঃ অন্তর্গত শূন্য এই কথাটির অর্থ হইতেছে—বহিষ্কৃত অন্তর্গত । নব্যগণ কিন্তু এই বলেন—অন্তর্গত হইতেছে অপ্রকাশিত অন্তঃ অর্থাৎ নভোদেশ, তদ্বৎ হইল প্রথম দল, তদন্তঃ দ্বিতীয়াদি দল গ্রহণীয় । গভিনম্ এইস্থলে বর্হাদিত্ব হেতু ইন্ প্রত্যয় হইয়াছে । অন্তর্গত শব্দের এইরূপ অর্থ হইলে প্রথম দলটি পবিত্র করণে বর্জনীয় হইল বলিয়া সর্বত্রই উহা বর্জনীয় ; যেহেতু স্বরূপতঃই উহা দৃষ্ট । এতাদৃশ পবিত্রের প্রাপ্তি না হইলে পত্রত্রয় বা পত্র চতুষ্টয় ধারণীয় । ৯

যেমন বলিয়াছেন—চারিটি দভ'পত্রের দ্বারা অথবা তিনটি দভ'পত্রের দ্বারা অথবা দুইটি দভ'পত্রের দ্বারা সর্বদা পবিত্র করাইবে । উহা সমস্ত কর্মে প্রশস্ত । ১০

অন্যত্রও বলিয়াছেন—দ্বিজ দুইটি কুশ পত্রের দ্বারা অথবা তিনটি কুশপত্রের দ্বারা পবিত্র করিবে । কখনও একটি পত্রের দ্বারা পবিত্র করিবে না । ১১

এইরূপ পবিত্রে অন্ত কুশের দ্বারা বন্ধন নাই ; কারণ তাহার বন্ধনে কোন প্রমাণ নাই । স্মৃতি কুশ ধারণের ক্রম বলিতেছেন—

অঙ্গুলি সমূহের মূলসমূহে কুশের ধারণ বিহিত হইতেছে । কনিষ্ঠা ও তর্জনীর

অথ: কনিষ্ঠা-তর্জ্জ্যোর্মধ্যমানামিকোপস্মি ।

উর্দ্ধাগ্রা এব ধর্তব্য্য নাধ:স্থাগ্রা: কুশা: কচিৎ ॥ ১২

ত্রক্ষগ্রহিবৃক্তোক্তান্ততমরূপ-কুশাঙ্গুরীয়ধারণস্থনামিকয়ৈব । যথা স্মৃতি:—

কর্মকালে তু কুর্বাতি সপবিত্রামনামিকাম্ ।

লঙ্ঘয়েদেকপর্বাস্তা দ্বিতীয়স্ত ন লঙ্ঘয়েৎ ॥ ১৩

অনামিকায়া: প্রথমং পর্ব স্বর্ণেন যোজয়েৎ ।

দ্বিতীয়ং দর্ভ-সংযুক্তং কার্য্যং বিপ্রৈঃ সর্বশ: ॥ ১৪

অথ প্রথমতঃ দ্বিতীয়ত্বকাধস্তো গণনয়া । অত্রাহনামিকা-দ্বিতীয়-পর্বণ: কর্ম-কালে সপবিত্রত্ব-বিধানাদবন্ধকুশেন তদসম্ভবাদর্থ্যং কুশাঙ্গুরীয়-লাভ: । এতেন বচন-পরভাগমনালোচ্যাহনামিকামাত্র-মূলদেশে যৎ কুশধারণং বর্ণয়ন্তি, এতদ্ ভ্রম-মূলকমেব । ১৫

কুশাঙ্গুরীয়েণাচমনং ন কার্য্যং, “গ্রহির্হস্য পবিত্রস্য ন তেনাচমনং চরেৎ” ॥ ইতি হারীতবচনাৎ । ব্যাস:—

জপ-হোমে তথা দানে স্বাধ্যায়ে পিতৃ-তর্পণে ।

অধোভাগে এবং মধ্যমা ও অনামিকার উপরিভাগে উর্দ্ধাগ্র কুশ সমূহ ধারণ করিবে । কোন স্থলে অধ:স্থাগ্র (অধোদেশস্থ অগ্র) কুশ ধারণ করিবে না । ১২

উক্ত কুশ সমূহের মধ্যে ত্রক্ষগ্রহি যুক্ত অন্ততম কুশাঙ্গুরীয় অনামিকাতেই ধারণ কর্তব্য । যেমন স্মৃতি বলিয়াছেন—

কর্মকালে অনামিকাকে পবিত্র-যুক্ত করিবে । অনামিকার একটি পর্বকে লঙ্ঘন করিবে, কিন্তু ইহার দ্বিতীয় পর্বকে লঙ্ঘন করিবে না । ১৩

ব্রাহ্মণ সর্বতোভাবে অনামিকার প্রথম পর্বকে স্বর্ণ-যুক্ত করিবেন । দ্বিতীয় পর্বকে দর্ভ-সংযুক্ত করিবেন । ১৪

এস্থলে অধোদেশ হইতে গণনার প্রথম ও দ্বিতীয় বৃত্তিতে হইবে । এস্থলে কর্ম-কালে অনামিকার দ্বিতীয় পর্বকে পবিত্রযুক্ত করণ বিহিত হওয়ার অবন্ধ কুশের দ্বারা তাহা সম্ভব না হওয়ার অর্থাৎ কুশাঙ্গুরীয়ের লাভ হয় । বচনের পরভাগ আলোচনা না করিয়া যাহারা অনামিকামাত্রের মূলদেশে যে কুশধারণ বর্ণনা করেন, ইহা দ্বারা তাহা ভ্রমমূলক প্রতিপাদিত হইল । ১৫

কুশাঙ্গুরীয়ের সহিত আচমন করিবে না ; যেহেতু হারীতের এই বচন আছে যে—
বে পবিত্রের গ্রহি আছে, তাহা দ্বারা আচমন করিবেন না । ব্যাসও বলিয়াছেন—

অশূন্য করং কুর্যাৎ সুবর্ণ-রজতৈঃ কুশৈঃ ॥ ১৬

অত্র বাচস্পতিমিষ্টৈরনামিকায়ঃ সুবর্ণ-ধারণাবগতেঃ কুশত্রয়-রজত-ধারণমপি তত্রৈবেতি দ্বৈতনির্ণয়েহতিহিতম্ । গোড়ীয়ান্তেবং ন মন্যন্তে । ১৭

অনামিক'-ধৃতং হেম তর্জনাং রূপ্যমেব চ ।

কনিষ্ঠায়াং ধৃতং খড়্গাং তেন পুতো ভবেন্নরঃ ॥ ১৮

ইতি যোগি-যাজ্ঞবল্ক্য-বচন-বিরোধাৎ । খড়্গাং গণ্ডকখড়্গাবয়ব-নির্মিতম্ ।

তর্জনী রূপ্য-সংযুক্তা হেম-যুক্তা ত্রনামিকা ।

সৈব যুক্তা তু দর্ভেণ কার্য্যা বিপ্রৈঃ সর্বদা ॥ ১৯

ইতি বিদ্যাকর-ধৃত-বচন-বিরোধাচ্চ । অত্র দর্ভো অঙ্গুরীয়-রূপঃ, “দ্বিতীয়ঃ দর্ভ-সংযুক্তমি”ত্যুক্তৈকবাক্যত্বাৎ । তস্মাদ্ গোড়ীয়ানাং মতে যথাশক্তি তেষাং ধারণমবগম্যতে । তান্ত্রিকাস্তু পৃথগ্ বিভক্তি-নির্দেশাৎ সুবর্ণ-রজতৈরিত্যেকঃ, কুশৈরিত্যপরঃ কল্পঃ । তথাচ তন্ত্রে (২০)—

অপে, হোমে, সেইরূপ দানে, স্বাধ্যায় ও পিতৃতর্পণে হস্তকে সুবর্ণ, রজত ও কুশের দ্বারা অশূন্য করিবে না । ১৬

এ স্থলে উক্ত বচনের দ্বারা অনামিকাতে সুবর্ণ ধারণের অবগতি হওয়ার সেই অনামিকাতেই কুশত্রয় এবং রজতের ধারণও কর্তব্য—ইহা দ্বৈতনির্ণয়ে বাচস্পতি মিশ্র বলিয়াছেন । গোড়ীয়গণ কিন্তু এইরূপ মনে করেন না । যেহেতু (১৭)—

অনামিকায় সুবর্ণ ধৃত হইলে তর্জনীতে রৌপ্য ধৃত হইলে এবং কনিষ্ঠাতে খড়্গাঙ্গুরী ধৃত হইলে তাহা দ্বারা মানব পুত হয় । ১৮

এই যোগী যাজ্ঞবল্ক্যের বচনের সহিত বিরোধ হয় । খড়্গ হইতেছে গণ্ডারের খড়্গের অবয়বের দ্বারা নির্মিত অঙ্গুরীয় ।

বিপ্র সর্বদা তর্জনীকে রূপ্যাঙ্গুরী যুক্তা, অনামিকাকে স্বর্ণাঙ্গুরী যুক্তা এবং সেই অনামিকাকে দর্ভের দ্বারা সংযুক্ত করিবেন । ১৯

এই বিদ্যাকর ধৃত বচনের সহিতও বিরোধ হইয়া থাকে । “দ্বিতীয়ঃ দর্ভ-সংযুক্তঃ” এই উক্ত বচনাংশের সহিত একবাক্যতা নিবন্ধন এস্থলে দর্ভটি অঙ্গুরীয়রূপ হইবে । অতএব গোড়ীয়গণের মতে যথাশক্তি অঙ্গুরীয় সমূহের ধারণ বুঝা যায় । তান্ত্রিকগণ বলেন—সুবর্ণ-রজতৈঃ কুশৈঃ এইরূপ পৃথক্ বিভক্তির নির্দেশ থাকায় সুবর্ণ ও রজতের দ্বারা—এইটি একটি পক্ষ এবং কুশের দ্বারা এইটি অপর পক্ষ । সেইজন্যই তন্ত্রে এই বলিয়াছেন (২০)—

সুবর্ণং রজতঞ্চৈব জপ-পূজাদি-কর্মসু ।

কুশ-কার্যা-করং প্রোক্তং ন তু বন্যাঃ কুশাঃ কুশাঃ ॥ ২১

তর্জনো রজতং ধার্য্যমানামাসু সুবর্ণকম্ ॥

ইতি প্রাহঃ । বিষ্ণুঃ—কুশাভাবে কুশস্থানে কাশং দুর্বাং বা দৃঢ়াদিতি ॥ ২২

আচমন-বিধিঃ

ভরদ্বাজঃ— আয়তং পর্বণাং কৃত্বা গোকর্ণাকৃতি-মৎ-করম্ ।

সংহতান্জুলিনা ভোয়ং গৃহীত্বা পানিনা দ্বিজঃ ॥ ২৩

মুক্তান্জুষ্ঠ-কনিষ্ঠাভ্যাং শেষেণাচমনং চরেৎ ।

মাষমজ্জনমাত্রাস্তু সংগৃহ্য ত্রিঃ পিবেদপঃ ॥ ২৪

মুক্তান্জুষ্ঠ-কনিষ্ঠাভ্যামিতি । তেন তর্জনী-মধ্যমানামিকানাং সংহতত্বং
নিবিড়-সংযোগিত্বং তথৈব করস্য গোকর্ণাকারত্ব-সম্ভবাৎ । যাজ্ঞবল্ক্যঃ (২৫)—

অস্তিস্ত প্রকৃতিস্থাভির্হীন্যভিঃ ফেন-বুদ্‌দৈঃ ।

হ্রৎ-কণ্ঠ-তালুকাভিশ্চ যথাসংখ্যং দ্বিজাদয়ঃ ॥

শুধ্যেরন্ শ্রী চ শূদ্রশ্চ সকৃৎ-পৃষ্ঠাভিরন্ততঃ ॥ ২৬

জপ ও পূজাদি কর্ম সমূহে সুবর্ণ ও রজত কুশের কার্য্য করে—ইহা উক্ত হইয়াছে ।
বস্ত্র কুশ কিন্তু কুশ নহে । তর্জনী দুইটিতে রজত ধারণ করিবে এবং অনামাতে সুবর্ণ
ধারণ করিবে । ২১

কুশ না পাইলে কুশের স্থানে কাশ বা দুর্বা দিবে—ইহা বিষ্ণু বলেন । ২২

অনন্তর আচমন বিধি কথিত হইতেছে । ভরদ্বাজ বলিয়াছেন—

দ্বিজ অঙ্গুলির পর্বসমূহকে আয়ত (বিস্তৃত) করিয়া হস্তকে গোকর্ণাকার করিয়া
অঙ্গুলি-গুলিকে সংহত করিয়া হস্তের দ্বারা জল লইয়া অঙ্গুষ্ঠ ও কনিষ্ঠাকে মুক্ত
করিয়া অবশিষ্ট সংহত (নিবিড়ভাবে সংযুক্ত) অঙ্গুলির দ্বারা আচমন করিবে ।
মাষকলাই ডুবিলার মত জল লইয়া তিন বার পান করিবে । ২৩-২৪

মুক্তান্জুষ্ঠ-কনিষ্ঠাভ্যাম্—এই কথা দ্বারা তর্জনী, মধ্যমা ও অনামিকার সংহতি
নিবিড় সংযোগ নুচিত হইয়াছে । তাহা হইলেই গোকর্ণের আকার সম্ভব হয় । যাজ্ঞ-
বল্ক্য বলিতেছেন (২৫)—

ফেন ও বুদ্‌বুদ্‌ মূল প্রকৃতিহ (বাভাবিক অবস্থা প্রাপ্ত) জলের দ্বারা হ্রৎ, কণ্ঠ,
তালুর সহিত মুখগহ্বরকে সংখ্যানুসারে (তিন বারে) দ্বিজাতিগণ তর্জ করিবেন ।
শ্রী ও শূদ্র ওষ্ঠ প্রান্তে একবার স্পৃষ্ট জলের দ্বারা তর্জ হন । ২৬

অন্তত ইতি । ওষ্ঠস্থ প্রান্ত ইত্যর্থঃ । প্রচেতাঃ—

অনুষ্ঠাভিরফেনাভিঃ পূতাভিব্র-চক্ষা ।

হৃদগতাভিরশব্দাভিঃ চতুর্বা হস্তিরাচমেৎ ॥ ২৭

চতুর্বেতি ভাবশুদ্ধাপেক্ষয়া । ইন্দ্রিয়াদি-স্পর্শনান্তরং ভবিষ্যে—

যদ ভূমাবুদকং বীর ! সমুৎসৃজতি মানবঃ ।

বাসুকি-প্রমুখান্ নাগাংস্তেন প্রীণাতি মানদঃ ॥ ২৮

দেবলঃ— সোপানংকো জলস্থো বা মুক্ত-কেশোইপি বা পুনঃ ।

উক্ষীশী চাপি নাচামেদ বস্ত্রেনোদেষ্ট্য বা শিরঃ ॥ ২৯

ন গচ্ছন্ন শয়ানশ্চ ন জপন্ন পরান্ স্পৃশন্ ।

ন হসন্ নৈব জল্পন্ বা নাত্মানঞ্চৈব বীক্ষয়ন্ ॥ ৩০

আত্মানং হৃদয়ম্ । দক্ষঃ—

প্রক্ষাল্য পাদৌ হস্তৌ চ ত্রিঃ পিবেদম্বু বীক্ষিতম্ ।

সংবৃত্যঙ্গুষ্ঠ-মূলেন দ্বিঃ প্রমুজ্যাত্ততো মুখম্ ॥ ৩১

সংহত্য তিস্তিভিঃ পূর্বমাস্ত্রমেবমুপস্পৃশেৎ ।

অঙ্গুষ্ঠেন প্রদেশিন্যা ভ্রাণং পশ্চাদনন্তরম্ ॥ ৩২

অন্ততঃ এই কথার এই অর্থ—ওষ্ঠের প্রান্তে । প্রচেতাঃ বলেন—

অনুষ্ঠ, ফেনরহিত, বস্ত্রের ছাকনি দ্বারা পূত শব্দ-রহিত হৃদগমনযোগ্য জলের দ্বারা তিন বার বা চারি বার আচমন করিবে । ২৭

ভাবশুদ্ধির অপেক্ষায় চারি বার আচমন উক্ত হইয়াছে । ইন্দ্রিয় স্পর্শনের অনন্তর ভবিষ্য পুরাণে বলিয়াছেন—

হে বীর ! হে মানদ ! মানব যে জল মাটিতে উৎসর্গ (ত্যাগ) করে, সে সেই জলের দ্বারা বাসুকি প্রমুখ নাগগণকে প্রীত করে । ২৮

দেবল বলিয়াছেন—জুতা পায়ে দিয়া, জলস্থ হইয়া, মুক্তকেশ হইয়া, উক্ষীশ ধারণ করিয়া, মস্তককে বস্ত্রের দ্বারা বেঁধেন করিয়া, চলিতে চলিতে, শয়ান অবস্থায়, জপ করিতে করিতে, অন্যকে স্পর্শ করিয়া, হাঁসিতে হাঁসিতে, কথা বলিতে বলিতে ও আত্মাকে (হৃদয়কে) দেখিতে দেখিতে আচমন করিবে না । ২৯-৩০

আত্মানং অর্থ—হৃদয়কে । দক্ষ বলিয়াছেন—

হুই হস্ত ও হুই পাদ প্রক্ষালন করিয়া পরিদৃষ্ট জল তিনবার পান করিবে । অনন্তর আবৃত অঙ্গুষ্ঠ মূলের দ্বারা হুইবার মুখ মার্জন করিবে । ৩১

অঙ্গুষ্ঠানামিকাভ্যাস্ত চক্ষুঃ-শ্রোত্রে পুনঃ পুনঃ ।

নাভিং কনিষ্ঠাঙ্গুষ্ঠেন হৃদয়স্ত তলেন বৈ ।

সর্বাভিস্ত শিরোদেশং বাহু চাশ্রোণ সংস্পৃশেৎ ॥ ৩০

পুনঃ পুনঃ । শ্রাণাদীনাং গোলক-দ্বয়াভিপ্রায়েণেতি শ্রীদত্তঃ ।
মুখমার্জনানন্তরং ব্যাসঃ—“বামহস্তং পাদৌ শিরশ্চ দক্ষিণেন পাণিনা
জলেনাভ্যাস্তেদি”তি সামগানাং ক্রমঃ । যজুর্বেদিনাস্ত গৌতমঃ—“পাদৌ
চাভ্যাস্তেৎ খালিতোপস্পৃশেৎ সর্বান্ উদকবিন্দূন্ মুষ্ণি দত্তাদি”তি ।

ইন্দ্রিয়স্পর্শে মনুঃ—খালিতোপস্পৃশেদস্তিরিতি । ৩৪

যাজ্ঞবল্ক্যঃ— অন্তর্জানুঃ শুচৌ দেশে উপবিষ্ট উদভূখঃ ।

প্রাগ্ বা ব্রাহ্মেণ তীর্থেন দ্বিজো নিত্যমুপস্পৃশেৎ ॥ ৩৫

অন্তর্জানুর্জানুদ্বয়-মধ্যস্থ-হস্তদ্বয়ঃ । প্রাক্—পূর্বমুখঃ । যমঃ—

রাত্রাবনীক্ষিতেনাপি শুদ্ধিরুক্তা মনীয়িভিঃ ।

উদকেনাতুরাণাঞ্চ তথোক্ষেনোক্ষপায়িনাম্ ॥ ৩৬

অনন্তর সংহত তিনটি অঙ্গুলি দ্বারা প্রথমেই মুখ স্পর্শ করিবে । অনন্তর
অঙ্গুষ্ঠ তর্জনী দ্বারা নাসিকাদ্বয় স্পর্শ করিবে । ৩২

অনন্তর অঙ্গুষ্ঠ ও অনামা দ্বারা চক্ষুঃ ও কর্ণ পুনঃ পুনঃ স্পর্শ করিবে । কনিষ্ঠা
অঙ্গুষ্ঠ দ্বারা নাভি, হস্ততলের দ্বারা হৃদয়, সমস্ত অঙ্গুলী দ্বারা মস্তক দেশ এবং
অঙ্গুলী সমূহের অগ্র দ্বারা দুই বাহু স্পর্শ করিবেন । ৩৩

শ্রাণাদির গোলক দ্বয়ের স্পর্শ অভিপ্রায়েই পুনঃ পুনঃ এই কথাটি উক্ত হইয়াছে,
ইহা শ্রীদত্ত বলেন । মুখ মার্জনের অনন্তর ব্যাস এই বলিয়াছেন—দক্ষিণ হস্তে জলের
দ্বারা বাম হস্ত, দুই পাদ ও মস্তক অভ্যাস্ত করিবে—ইহা সামবেদীয়গণের ক্রম ।
যজুর্বেদীয়গণের সম্বন্ধে গৌতম এই বলিয়াছেন—দুই পাদকে অভ্যাস্ত করিবে ।
ক্ষালিত করিয়া স্পর্শ করিবে । সমস্ত জলবিন্দু মস্তকে দিবে । ইন্দ্রিয়ের স্পর্শে মনু
বলিয়াছেন—জলের দ্বারা প্রক্ষালিত করিয়া স্পর্শ করিবে । ৩৪

যাজ্ঞবল্ক্য বলিয়াছেন—পবিত্র দেশে উত্তরমুখে বা পূর্বমুখে উপবিষ্ট হইয়া
অন্তর্জানু হইয়া দ্বিজ ব্রাহ্মতীর্থের দ্বারা সর্বদা স্পর্শ করিবে । ৩৫

অন্তর্জানু—জানুদ্বয়ের মধ্যস্থ হস্ত দ্বয় । প্রাক্—পূর্বমুখ । যম বলিয়াছেন—

রাত্রিকালে অদৃষ্ট জলের দ্বারা আতুরগণের এবং উষ্ণ জলের দ্বারা উষ্ণপায়িগণের
তদ্বি মনীয়িগণ কর্তৃক উক্ত হইয়াছে । ৩৬

নাভিস্পর্শে ব্যাসঃ—ততঃ স্পর্শেন্ নাভিদেশং পুনরপ্যন্ত সংস্পর্শেৎ ।

হারীতঃ— আর্দ্রবাসা জলে কুর্ঘ্যাৎ তর্পণাচমনং জপম্ ।

শুকবাসাঃ স্থলে কুর্ঘ্যাৎ তর্পণাচমনং জপম্ ॥ ৩৭

অথাচমন-নিমিত্তানি

নিষ্ঠীবনে তথাহভ্যঙ্গে তথা পাদাবনেজনে ।

উচ্ছিষ্টস্য চ সন্তাষাদশুচ্যপহতস্য চ ॥ ৩৮

সন্দেহেষু চ সর্বেষু শিখাং বন্ধু । তথৈব চ ।

বিনা যজ্ঞোপবীতেন নিত্যমেবমুপস্পর্শেৎ ॥

উষ্ট্র-বায়স-সংস্পর্শে দর্শনে চান্ত্যবাসিনাম্ ॥ ৩৯

অথ দ্বিরাচমন-নিমিত্তানি

স্নাত্বা পীত্বা ক্ষুতে স্নপ্তে ভুক্তে রথ্যোপসর্জনে ।

আচান্তঃ পুনরাচামেদ বাসো বিপরিধায় চ ॥ ৪০

ব্রহ্মপুরাণম্— হোম-ভোজনকালে চ সঙ্কায়োরুভয়োরপি ।

আচান্তঃ পুনরাচামেদন্যত্রাপি সকৃৎ সকৃৎ ॥ ৪১

স্মৃতিঃ— ক্ষুতে নিষ্ঠীবিতে স্নপ্তে পরিধানেহশ্রমোচনে ।

নাভি স্পর্শ সম্বন্ধে ব্যাস বলিয়াছেন—তাহার পর অর্থাৎ কর্ণদেশ স্পর্শের পর নাভি স্পর্শ করিবে । তাহার পর জলকে স্পর্শ করিবে অর্থাৎ হাত ধুইবে ।

হারীত বলিয়াছেন—জলে আর্দ্রবস্ত্রে তর্পণ, আচমন ও জপ করিবে । স্থলে শুকবস্ত্রে তর্পণ, আচমন ও জপ করিবে । ৩৭

আচমনের নিমিত্তগুলি কথিত হইতেছে । বৈধকর্ম মধ্যে) নিষ্ঠীবনে (থুথু ফেলা), অভ্যঙ্গে (তৈলাদি লেপনে), পাদাবনেজনে (পাদ প্রক্ষালনে), উচ্ছিষ্ট স্পর্শ সন্দেহে, অশুচি দূষিত সন্দেহে, উট ও কাকের স্পর্শে, শ্বেচ্ছবাসিগণের দর্শনে—এই সকল বিষয়ে শিখা বন্ধন করিয়া যজ্ঞোপবীত ছাড়া সর্বদাই ইন্দ্রিয়স্পর্শ ও আচমন করিবে । ৩৮-৩৯

অনন্তর দ্বিতীয় বার আচমনের নিমিত্ত কথিত হইতেছে । স্নান করিয়া ও পান করিয়া হাঁচিলে, ঘুমাইলে, ভোজনে, রাস্তায় চলিলে, বস্ত্র বিপরীতভাবে (ঠিক ভাবে না) পরিলে আচমন করিয়া পুনরায় আচমন করিবে । ৪০

ব্রহ্মপুরাণে বলিয়াছেন—হোম কালে, ভোজনকালে, উত্তর সন্ধ্যাতে আচমনের অন্তে পুনরায় আচমন করিবে, অন্ততঃ এক একবার আচমন করিবে । ৪১

স্মৃতি বলিয়াছেন—কর্মে নিযুক্ত ব্যক্তি হাঁচিলে, থুথু ফেলিলে, ঘুমাইলে, বস্ত্র

কর্মস্থ এষু নাচামেদ্ দক্ষিণং শ্রবণং স্পৃশেৎ ॥ ৪২

বাতকর্মণি নিষ্ঠীবে দস্তাঙ্গিষ্টে তথাহনুতে ।

ক্ষুতে পতিত-সস্তাষে দক্ষিণং শ্রবণং স্পৃশেৎ ॥ ৪৩

মার্কণ্ডেয়পুরাণম্—কুর্যাদাচমনং স্পর্শং গোপৃষ্ঠস্থার্কদর্শনম্ ।

কুবীতালন্তুনঞ্চাপি দক্ষিণ-শ্রবণস্য চ ॥ ৪৪

ততো মূলমন্ত্রেণ অনিমেষ-রূপয়া দিব্যদৃষ্ট্যবলোকনাদ্^১ দিব্যান্ বিঘ্নানুৎসার্য্য
অস্ত্রায় ফড়িতি তালত্রয়েণাহস্তরীক্ষগান্^২ বিঘ্নানুৎসার্য্য বামপার্শ্ব-ঘাতত্রয়েণ
ভৌমান্ বিঘ্নানুৎসার্য্য ফড়িতি সপ্তধা জপ্তান্^৩ বিকিরানাদায়—

ওঁ অপসর্পস্ত তে ভূতা যে ভূতা ভুবি সংস্থিতাঃ ।

যে ভূতা বিঘ্নকর্ত্তারস্তে নশ্যস্ত শিবাজ্জয়া ॥ ইতি বিকিরেৎ । ৪৫

যথা শারদায়াম্—অনন্তরং দেশিকেন্দ্রো দিব্যদৃষ্ট্যবলোকনৈঃ^৪ ।

দিব্যানুৎসারয়েদ্ বিঘ্নানস্তাদেশচাস্তরীক্ষগান্ ॥ ৪৬

পরিলে, অক্ষ মোচন করিলে—এ সকলে আচমন করিবে না, দক্ষিণ কর্ণ স্পর্শ
করিবে । ৪২

এইরূপ বাতকর্মে (অধোবায়ু নিঃসরণে), থুথু ফেলিলে, দন্তে কোন কিছু আঙ্গিষ্ট
(সংযুক্ত) থাকিলে, মিথ্যা বলিলে, হাঁচিলে, পতিত ব্যক্তির সহিত সস্তাষণ করিলে
দক্ষিণ কর্ণ স্পর্শ করিবে । ৪৩

মার্কণ্ডেয় পুরাণে বলিয়াছেন—এই সকল উপস্থিত হইলে আচমন, গোপৃষ্ঠের
স্পর্শ, সূর্য্যের দর্শন বা দক্ষিণ কর্ণের স্পর্শ করিবে । ৪৪

তাহার পর মূল মন্ত্রে অনিমেষরূপ দিব্য দৃষ্টিতে অবলোকনের দ্বারা দিব্য বিঘ্ন
সমূহ নিবারণ করিয়া, “অস্ত্রায় ফট্” এই মন্ত্রে তালত্রয়ের দ্বারা অন্তরীক্ষগত বিঘ্ন
সমূহ নিবারণ করিয়া, বাম পায়ের গোড়ালির তিন বার আঘাতের দ্বারা ভৌম বিঘ্ন
সমূহ উৎসারণ করিয়া, ফট্ মন্ত্রে বিকির সমূহকে সাত বার অভিমন্ত্রিত করিয়া তাহা
লইয়া “ওঁ অপসর্পস্ত” ইত্যাদি মূলোক্ত মন্ত্রে বিকিরগুলিকে চতুর্দিকে নিক্ষেপ করিবে ।
যেমন শারদাতিলকে বলিয়াছেন (৪৫)—

অনন্তর (দ্বারপূজার অনন্তর) দেশিক শ্রেষ্ঠ আচার্য্য নিজেকে পূজনীয় দেবরূপ
চিত্তা করিয়া দিব্যদৃষ্টিতে অবলোকনের দ্বারা দিব্য বিঘ্নগণকে উৎসারিত করিবেন ।

১। ৭—দিব্যদৃষ্ট্যবলোকনৈরिति পাঠঃ । ২। ৭—অন্তরীক্ষান্ বিঘ্নান্ । ৩। ৭—সপ্তজপ্তান্ ।

৪। ৭—দিব্যদৃষ্ট্যবলোকনৈঃ ।

পাৰ্শ্বিষাটৈস্ত্রিভির্ভৌমায়িত্তি বিদ্বান্ নিবারণেৎ ।

ততোহক্ষতান্ সমাদায় দক্ষে নারাচ-মুদ্রয়া ॥ ৪৭

প্রক্ষিপেদস্ত্রমস্ত্রেণ গৃহাস্ত্রবিদ্ব-শান্তয়ে ।

অপসর্পস্ত তে ভূতা ইতি মস্ত্রেণ চাদরাৎ ।

সম্মোহন-তস্ত্রে—বিকিরান্ বিকিরেৎ তত্র সপ্তবারান্ শরাণুনা ।

শরাণুনা—অস্ত্র-মস্ত্রেণ । শারদায়াম্—

লাজ-চন্দন-সিদ্ধার্থ-ভস্ম-দূর্বা-কুশাহক্ষতাঃ ।

বিকিরা ইতি সন্দিষ্টাঃ সর্ববিশ্মোঘ-নাশকাঃ ॥ ৪৮

ততো ভূমৌ ত্রিকোণং বিলিখ্য, ওঁ আধারশক্ত্যাদিভ্যো নমঃ ইতি তৎ^১ পূজয়েৎ, “ভূমৌ ত্রিকোণমালিখ্যাধারশক্ত্যাদি পূজয়েৎ ।” ইতি বচনাৎ ।

ততস্তত্রাসনং সংস্থাপ্য, হ্রীং আধারশক্তি-কমলাসনায় নম ইত্যাসনং সম্পূজ্য ধৃত্বা পঠেৎ । যথা^২ আসনমন্ত্রস্ত^৩ মেরুপৃষ্ঠঋষিঃ সূতলং ছন্দঃ কূর্মো দেবতা

অস্ত্রমন্ত্র উচ্চারণ পূর্বক সামান্যার্ঘ্য জলের দ্বারা অন্তরীক্ষগত বিদ্বসমূহ উৎসারিত করিবেন । তিন বার পাৰ্শ্বিষাভেদ দ্বারা (গোড়ালী মাটিতে ঠুকিরা) মন্ত্র পড়িতে পড়িতে ভৌম বিদ্বসমূহকে নিবারণ করিবেন । ৪৬

তাহার পর গৃহমধ্যবর্তী বিদ্বের শান্তির জন্য দক্ষিণ হস্তে অস্ত্রমস্ত্রে দ্বারা সাতবার অভিমুখিত অক্ষত লইয়া নারাচ মুদ্রায় “অপসর্পস্ত তে ভূতা” ইত্যাদি মন্ত্রে আদরের সহিত নিক্ষেপ করিবেন । ৪৭

সম্মোহন তস্ত্রে বলিয়াছেন—সেই বিদ্বনিবারণের জন্য শরমস্ত্রে (ফটুমস্ত্রে) সাতবার বিকির নিক্ষেপ করিবে । শরাণুনা—অস্ত্র মস্ত্রে দ্বারা । শারদাতিলক তস্ত্রে বিকিরের স্বরূপ নির্দেশ করিতে বলিয়াছেন—

লাজ (খই), চন্দন, সিদ্ধার্থ (শ্বেতরাই) মঞ্জীর ভস্ম, দূর্বা, কুশ ও চাল—এইগুলি বিদ্বসমূহের নাশক বিকির নামে কথিত হইয়াছে । ৪৮

তাহারপর ভূমিতে ত্রিকোণ লিখিয়া, ওঁ আধার-শক্ত্যাদিভ্যো নমঃ এই মন্ত্রে সেই ত্রিকোণে পূজা করিবেন । যেহেতু—“ভূমিতে ত্রিকোণ লিখিয়া আধারশক্ত্যাদিকে পূজা করিবে”—এই বচন আছে । তাহার পর সেই ত্রিকোণে আসন পাতিয়া হ্রীং আধারশক্তি ইত্যাদি মূলোক্ত মন্ত্রে আসনকে পূজা করিয়া, আসন ধরিয়া মূলোক্ত আসনমন্ত্র মেরুপৃষ্ঠ ঋষিঃ সূতলং ছন্দঃ কূর্মো দেবতা ইত্যাদি মন্ত্র পাঠ করিবেন ।

১। ঋ—তৎ সম্পূজ্য তত্রাসনং সংস্থাপ্য হ্রীং আধারশক্তিকমলাসনায় নমঃ ইতি সম্পূজ্য ধৃত্বা পঠেদিত্তি পাঠঃ । ২। ঋ—বধেতি মাস্তি । ৩। ক+ঋ—নাভ্যেহং পাঠঃ । কিন্তু ব্যবহারঃ ।

আসন-পরিগ্রহে বিনিয়োগঃ। ওঁ পৃথ্বী ! ত্বয়া ধৃতা লোকা দেবি ! ত্বং
বিষ্ণুনা ধৃতা। ত্বঞ্চ ধারয় মাং নিত্যং পবিত্রং কুরু চাসনম্ ॥ ইতি

ততস্তত্রোপবিশেৎ স্বস্তিকাদ্যনুত্তম-ক্রমেণ। অথবা উপবিষ্ট্য বিদ্বানুৎ-
সারয়েৎ। যথা উক্তান্তরে (৪৯)—

আদৌ বিদ্বাং সমুৎসার্য্য পশ্চাদাসন-কল্পনম্।

অথবা প্যাসনে স্থিত্বা বিদ্বানুৎসারয়েৎ সুধীঃ ॥ ৫০ ॥ ইতি

শ্রামাদৌ তু বিশেষো বক্ষ্যতে। অথাসনম্। হংসপারমেশ্বরে^১—

কম্বলং কোমলং কোশং^২ দারবং কর্ম-সাধনম্।

এতেষামাসনং গ্রাহ্যং চর্মাসনং সুরেশ্বরী ! ॥ ৫১

লোম্নি চৈব যদাসীনস্তদা সর্বং বিনশ্যতি।

লোম-স্পর্শন-মাত্রেণ সিদ্ধিহানিঃ প্রজায়তে ॥ ৫২

কাম্যার্থং কম্বলং চৈব শ্রেষ্ঠঞ্চ রক্ত-কম্বলম্।

কৃষ্ণাজিনে জ্ঞানসিদ্ধির্যোক্ষঃ শ্রীব্যাঘ্র-চর্মণি ॥ ৫৩

লোক মন্ত্ৰের অর্থ—হে পৃথ্বী ! তুমি লোক সমূহকে ধারণ করিয়া আছ। হে দেবি !
তুমি বিষ্ণু কর্তৃক ধৃতা হইয়া আছ। তুমি আমাকে সর্বদা ধারণ কর। আমার
আসনকে পবিত্র কর।

এই মন্ত্র পাঠ করিয়া তাহার পর তাহার উপর স্বস্তিকাদি অনুত্তম আসন ক্রমে
উপবেশন করিবেন। অথবা উপবেশন করিয়া বিদ্বের উৎসারণ করিবেন। যেমন
উক্তান্তরে বলিয়াছেন (৪৯)—

সুধী সাধক প্রথমে বিদ্ব উৎসারণ করিয়া পরে আসন কল্পনা (উপবেশন)
করিবেন। অথবা আসনে উপবেশন করিয়া বিদ্বসমূহের উৎসারণ করিবেন। ৫০

শ্রামাদি বিষয়ে বিশেষ পরে কথিত হইবে। অনন্তর আসন কথিত হইতেছে।
হংস-পারমেশ্বরে বলিয়াছেন—

হে সুরেশ্বরী ! কোমল কম্বলাসন, কুশাসন ও দারুনির্মিত আসন কর্মের সাধন।
ইহাদের আসন ও চর্মাসন গ্রহণীয়। ৫১

লোমনির্মিত আসনে যখন উপবিষ্ট হন, তখন সমস্তই বিনষ্ট হয়। লোমের
স্পর্শমাত্রেই সিদ্ধি হানি জন্মে। ৫২

কাম্য-কর্মের সাধনের জন্য কম্বলাসন গ্রহণীয়। কম্বলের মধ্যে রক্ত কম্বল শ্রেষ্ঠ।
কৃষ্ণাজিনে জ্ঞান সিদ্ধি হয়। ব্যাঘ্রচর্মের আসনে যোক্ষ ও শ্রীপাভ হয়। ৫৩

১। হংস—হংসমাহেশ্বরে। ২। কোশ—কোণ।

কুশাসনে মস্ত্রসিদ্ধির্নাজ কার্য্য বিচারণা ।

ধরণ্যাং হৃৎ-সমুত্তির্দৌর্ভাগ্যাং দারুজাসনে ॥ ৫৪

বংশাসনে দরিদ্রঃ স্ত্র্যাং পাষাণে ব্যাধি-পীড়নম্ ।

তৃণাসনে যশোহানিঃ পল্লবে চিত্ত-বিভ্রমঃ ।

জপ-ধ্যান-তপো-হানিং বস্ত্রাসনং কৰোতি হি ॥ ৫৫

বস্ত্রাসনমিতি কেবলমেব নিষিদ্ধম্, “বস্ত্রাসনং রোগহরমি”তি বচনাৎ ।
“তথা মুদ্বাসনে মস্ত্রী পটাজিন-কুশোত্তরে” ইতি গৌতমীয়াচ্চ । অত্র
মুদ্বাসনং^১ সুখস্পর্শাসনং, ন তু পারিভাষিকম্, গৌতমীয়োক্তদ্বাং । ৫৬

মংসসূক্তে—মুদ্বচূড়কমাসীনশ্চাত্তেষু^২ কোমলেষু বা ।

বিষ্টরেষু সমাসীনঃ সাধয়েৎ সিদ্ধিমুত্তমাম্ ॥ ৫৭

অথ মুদ্বচূড়ক-কোমল-লক্ষণম্^৩ । যথা শ্রীক্রমে—

পঞ্চবর্ষান্তরং যাবন্ মুতং বালমচূড়কম্ ।

কুশাসনে মস্ত্রসিদ্ধি হয়, ইহাতে কোন সন্দেহ করিবে না । দারুনির্মিত আসনে
পৃথিবীতে হৃৎকের ও দুর্ভাগ্যের উৎপত্তি হয় । ৫৪

বঁশের আসনে দরিদ্র হয় । গুস্তরের আসনে ব্যাধি ও পীড়া হয় । তৃণের আসনে
যশোহানি হয় । পল্লবের আসনে চিত্ত বিভ্রম হয় । বস্ত্রাসন জপ, ধ্যান ও তপস্যার
হানি করে । ৫৫

বস্ত্রাসনং এই কথা দ্বারা কেবল বস্ত্রাসনের নিষেধ হইয়াছে । যেহেতু “বস্ত্রাসনং
রোগহরং” অর্থাৎ বস্ত্রাসন রোগহর—এইরূপ বচন আছে এবং “তথা মুদ্বাসনে মস্ত্রী
পটাজিন-কুশোত্তরে” অর্থাৎ কুশাসন, তাহার উপর চর্মাসন, তাহার উপর বস্ত্রাসন,
এইরূপ মুহ (সুখস্পর্শ) আসনে বসিবে—এইরূপ গৌতমীয় তন্ত্রের বচন আছে ।
এস্থলে মুহ আসন হইতেছে সুখস্পর্শ আসন, পারিভাষিক মুহ আসন নহে । যেহেতু
ইহা গৌতমীয় তন্ত্রে উক্ত হইয়াছে । ৫৬

মংস সূক্তে বলিয়াছেন—মুহ ও অচূড়ক আসনে উপবিষ্ট হইয়া অথবা অস্ত
কোমল আসনে অথবা বিষ্টরসমূহে উপবিষ্ট হইয়া উত্তম সিদ্ধির সাধন করিবে । ৫৭

অনন্তর পারিভাষিক মুহ, অচূড়ক ও কোমল আসনের লক্ষণ কথিত হইতেছে ।
যেমন শ্রীক্রমে বলিয়াছেন—পাঁচ বৎসরের মধ্যে মুত বালককে অচূড়ক বলে ।

১। খ—তথা মুদ্বাসনে মস্ত্রী পটাজিনকুশোত্তরে ।

২। খ—মুদ্বাসনং কোমলাসনং (ন তু

চর্মাসনং গৌতমীয়স্ত বিকৃতিবাক্যদ্বাং) ইতি পাঠঃ ।

৩। খ—মুহ-কোমলাসানলক্ষণং ।

৪। খ—কোমলাদিলক্ষণং ।

ষণ্মাসানন্তরং^১ যাবদ্ দশমাসাচ্চ পূর্ব্বকম্ ॥ ৫৮

গৰ্ভচ্যুতং যুতং বালং গৰ্ভাষ্টম-পুরঃসরম্ ।

এতৎ কোমলমিত্যাহবিষ্টরেষু কুশেষু বা^২ ॥ ৫৯

বিষ্টরেষু কুশেষু বেতি উপবিশেদিত্যাধ্যাত্যাহয়ঃ । তথা নীলতন্ত্রে—

অৰ্বাক্ ষণ্মাসতো গৰ্ভ-চ্যুতমাহযুতং বুধাঃ ।

চূড়োপনয়নৈর্হীনং যুতমচূড়কং বিহুঃ ॥ ৬০

নিবৃত্ত-চূড়কো^৩ বালো হীনোপনয়নঃ পুমান্ ।

যো যুতঃ পঞ্চমে বর্ষে তমেব কোমলং বিহুঃ ॥ ৬১

নিবৃত্তচূড়কঃ— কৃতচূড়ঃ^৪ । পঞ্চমে বর্ষে পূর্ণে ইত্যর্থঃ । তথা—

একহস্তং দ্বিহস্তং বা চতুরস্রং^৫ সমশ্রুতঃ ।

বিহুত্বে আসনে কুৰ্য্যাৎ সংস্কারং পূজনং ততঃ ॥ ৬২

অতন্ত্রে— কন্বলে লোহিতে বাপি কৃষ্ণে বা ব্যাঘ্র-চর্মণি ।

সন্ন্যাসী ব্রহ্মচারী তু বিশেষং কৃষ্ণশ্চ চর্মণি^৬ ॥ ৬৩

ছয় মাসের অনন্তর দশ মাসের পূর্ব পর্যন্ত কালের পূর্বে গর্ভচ্যুত বালককে যুত বলে । গর্ভাষ্টম কাল হইতে এই যুত বালককে কোমল বলিয়া থাকেন । অথবা কুশের বিষ্টরে (উপবেশন করিবেন) । ৫৮-৫৯

বিষ্টরেষু কুশেষু বা এই পদের সহিত উপবিশেৎ ক্রিয়া অধ্যাহার করিয়া অঙ্গ হইবে । নীলতন্ত্রে সেইরূপ বলিয়াছেন—

ছয় মাসের পূর্বে গর্ভচ্যুত বালককে যুত বলে । চূড়াকরণ ও উপনয়ন সংস্কার রহিত যুত বালককে অচূড়ক বলে । ৬০

চূড়াকরণ সংস্কারে সংস্কৃত উপনয়ন সংস্কার রহিত যে বালক পঞ্চম বর্ষ পূর্ণ হইলে যুত হয়, তাহাকে কোমল জানিবে । ৬১

নিবৃত্তচূড়—কৃতচূড় । পঞ্চমে বর্ষ ইহার অর্ব—পঞ্চম বর্ষে পূর্ণ হইলে । তাহ বলিয়াছেন—

আসনটি এক হাত বা দুই হাত হইবে এবং চারিদিকে চতুরস্র হইবে । বিহু আসনে বসিয়া সংস্কার ও তাহার পর পূজা করিবে । ৬২

অতন্ত্রে তন্ত্রে বলিয়াছেন—সন্ন্যাসী ব্রহ্মবর্ণ কন্বলে অথবা কৃষ্ণবর্ণ ব্যাঘ্র চর্মের বসিবে । ব্রহ্মচারী কিন্তু কৃষ্ণসার যুগচর্মের আসনে বসিবে । ৬৩

১। খ—ষণ্মাসানন্তরং । ২। খ—কুশেষু বা ইত্যনন্তরং তথা নীলতন্ত্রে—অর্বাক ষণ্মাস ইত্যপি পাঠঃ । ৩। খ—নিবৃত্তচূড়কো বালো । ৪। নিবৃত্তচূড়কঃ কৃতচূড় ইতি মাতি । ৫। খ—চতুরস্রং । ৬। খ—চর্মণীত্যনন্তরং সংস্কারান্তে—কৃষ্ণসারমিত্যাदि পাঠঃ ।

যোগিনীহৃদয়ে—নাদীক্ষিতো বিশেষ্, জাতু কৃষ্ণাঙ্গিনাসনে গৃহী ।

বিশেদ্ যতির্বনস্থচ্চ ব্রহ্মচারী চ ভিক্ষুকঃ ॥ ৬৪

মংস্ত্যুস্তে—কৃষ্ণসারং ঘোপিচর্ম অচুড়ং কঙ্কলং তথা ।

পীতং রক্তঞ্চ^১ শুক্লঞ্চ আসনায় প্রকল্পয়েৎ ॥ ৬৫

কালীতস্ত্রে—মৃতাসনং বিনা দেবি! যো জপেৎ কালিকাং নরঃ ।

তাবৎকালং নারকী স্মাদ্ যাবদহুত-সংপ্রবম্^২ ॥ ৬৬

আ সম্যক্ প্রকারেণ ভূতানাং সংপ্রবো যত্রেতি ব্যুৎপত্ত্যা আহুত-সংপ্রবপদেন মহাপ্রলয় উচ্যতে । ভকারে হকারত্বমার্যম্ । ৬৭

তথা— মৃত্যুভাবে বিষ্টরঞ্চ শবরূপং প্রকল্পয়েৎ ।

বিষ্টরঞ্চ কুশলতেন বটুকরূপং নির্মাণ তত্র শবপ্রাণ-প্রতিষ্ঠাং কুর্যাদিতি তান্ত্রিকাঃ । নিজ্ঞাসনন্ত দেবাসনাপেক্ষয়া নীচৈঃ কর্তব্যম্ । ৬৮

যথা— নীচৈরাসনমাসাত্ত শুচিঃ প্রয়তমানসঃ ।

অর্চয়েচ্চণ্ডিকাং দেবীং দেবমন্ত্ৰঞ্চ ভৈরব ! ॥ ইতি কালিকাপুরাণম্ । ৬৯

যোগিনী হৃদয়ে বলিয়াছেন—অদীক্ষিত গৃহী কখনও কৃষ্ণসার যুগ চর্মের আসনে বসিবে না । বনবাসী যতি, ব্রহ্মচারী ও ভিক্ষুক বসিবেন । ৬৪

মংস্ত্যু সূক্তে বলিয়াছেন—কৃষ্ণসার যুগের চর্ম, ব্যাঘ্রচর্ম, অচুড়, পীত, রক্ত ও শুক্ল কঙ্কলকে আসনের জন্য গ্রহণ করিবে । ৬৫

কালীতস্ত্রে বলিয়াছেন—হে দেবি । যে মানব মৃত্যু আসন বিনা অন্য আসনে বসিয়া জপ করে, যাবৎ কাল পর্যন্ত আহুতসংপ্রব অর্থাৎ মহাপ্রলয় না হয়, সেই পর্যন্ত সেই ব্যক্তি নারকী হইয়া থাকে । ৬৬

আ অর্থাৎ সম্যক্ প্রকারে ভূতগণের সংপ্রব প্রলয় হয় যে কালে, এইরূপ ব্যুৎপত্তিতে আহুত সংপ্রব পদের দ্বারা মহাপ্রলয় কথিত হয় । ভকার স্থানে হকারটি আর্য । ৬৭

এইরূপও উক্ত হইয়াছে—মৃত্যুর অভাবে বিষ্টরকে শবরূপ কল্পনা করিবে ।

একশত কুশের দ্বারা বিষ্টরকে শবরূপ নির্মাণ করিয়া সেই বিষ্টরে শবের প্রাণ প্রতিষ্ঠা করিবেন । ইহা তান্ত্রিকগণ বলেন । নিজের আসনটি দেবতার আসন অপেক্ষা নীচে কর্তব্য । ৬৮

হে ভৈরব ! শুচি ব্যক্তি সংযতচিত্ত হইয়া দেবতার নীচে আসন গ্রহণ করিয়া দেবী চণ্ডিকাকে ও অন্য দেবকে অর্চনা করিবে । ইহা কালিকাপুরাণ বলিয়াছেন । ৬৯

১। ১—পীতবস্ত্রক-শুক্লক। ২। ১—যাবদাহুতসংপ্রবমিত্যানন্তরং তথা—মৃত্যুভাবে বিষ্টরক ইতি পার্শ্বঃ ।

অথ পূজাদৌ মুখনিয়মঃ

যথা নারদীয়ে—স্নাতঃ শুক্লাবরধরঃ স্বাচাস্তঃ পূর্বদিঙ্ মুখঃ ।

ইদন্ত বিষ্ণুবিষয়ম্ । অন্তত্র তু নিবন্ধে—

উপবিশ্যাসনে মন্ত্রী প্রাঙ্মুখো বাপ্যুদঙ্মুখঃ । ৭০ । ইতি ।

সারসমুচ্চয়ে চ—প্রাগাননো ধনদ-দিগ্-বদনোহথবাপি

বদ্ধাঞ্জলির্গণপতিঞ্চ গুরুঞ্চ নত্বা ॥ ইতি ॥ ৭১

রাত্রৌ তু নায়ং নিয়মঃ । যথা স্মৃতিঃ—

রাত্রাবুদঙ্মুখঃ কুর্যাদ্ দেবকার্য্যং সदैব হি । ৭২

শিবপূজা তু সর্বদৈবোত্তরামুখেন কার্য্যা । যথা পূর্ববচনস্মৃতিম্—

শিবার্চনং সদাপ্যেবং শুচিঃ কুর্য্যাছদঙ্মুখঃ ॥ ইতি ।

তত্র বীজন্ত— ন প্রাচীমগ্রতঃ শস্ত্রোর্বোদৌচীং শক্তি-সংস্থিতাম্ ।

ন প্রতীচীং যতঃ পৃষ্ঠমতো দক্ষং সমাশ্রয়েৎ ॥ ইতি ॥ ৭৩

কালিকাপুরাণে তু—দিগ্-বিভাগে তু কোবেরী দিক্ শিব-প্রীতিদায়িনী ।

তস্মাৎ তন্মুখ আসীনঃ পূজয়েচ্চণ্ডিকাং সদা ॥ ইতি ॥ ৭৪

অনন্তর পূজাদিতে মুখ নিয়ম কথিত হইতেছে । যেমন নারদীয়ে বলিয়াছেন—
স্নান করিয়া শুক্লবস্ত্র পরিধান করিয়া সম্যগ্ভাগে আচমন করিয়া পূর্বদিকে মুখ
করিয়া (আসনে উপবেশন করিয়া ভূতাপসারণাদি কার্য্য করিবে) ।

ইহা কিন্তু বিষ্ণু বিষয়ক । অন্তত্র নিবন্ধে বলিয়াছেন—মন্ত্রজ্ঞ সাধক পূর্বমুখ
অথবা উত্তরমুখ হইয়া আসনে উপবেশন করিয়া পূজাদি করিবেন । ৭০

সারসমুচ্চয়ে এই বলিয়াছেন—পূর্বমুখ হইয়া অথবা ধনদ-দিগ্- (উত্তর) মুখ হইয়া
বদ্ধাঞ্জলি হইয়া গণপতি ও গুরুকে প্রণাম করিয়া পূজাদি করিবেন । ৭১

রাত্রিতে কিন্তু এই নিয়ম নাই । যেমন স্মৃতি বলিয়াছেন—রাত্রিতে সর্বদা
উত্তরমুখ হইয়া দেব কার্য্য করিবে । ৭২

শিবপূজা কিন্তু সর্বদাই উত্তরমুখে কর্তব্য । যেমন পূর্ববচনের শেষার্ধ্বে বলিয়াছেন
—শুচি ব্যক্তি এইরূপ সর্বদা উত্তরমুখ হইয়া শিবের অর্চনা করিবেন । ৭৩

তাহার বীজ (হেতু) হইতেছে—শস্ত্রের অগ্রভাগ পূর্বদিক্কে, শক্তি সংস্থিত উত্তর
দিক্কে ও পশ্চিমদিক্কে আশ্রয় করিয়া পূজা করিবে না । বেহেতু উহা পৃষ্ঠভাগ ।
অতএব দক্ষিণ দিক্ আশ্রয় করিবে । ৭৪

কালিকা পুরাণে এই বলিয়াছেন—দিগ্ বিভাগে অর্থাৎ বিভিন্ন দিকের মধ্যে

ততঃ কৃতাজ্জলিপুটো ভূত্বা বামকর্ণোর্ধ্বে ও গুরুভ্যো নমঃ, ও পরমগুরুভ্যো নমঃ, ও পরাপরগুরুভ্যো নমঃ । দক্ষিণ-কর্ণোর্ধ্বে—ও গণেশায় নমঃ । মুষ্টি মূলমুচ্চার্য্য^১ ও অমুকদেবতায়ৈ নমঃ ইতি যজ্ঞেৎ । তথাচ (৭৫)—

কৃতাজ্জলি-পুটো ভূত্বা বামে গুরুত্রয়ং যজ্ঞেৎ ।

গুরুঞ্চ পরমাদিঞ্চ পরাপরগুরুং তথা ।

দক্ষিণে চ গণেশঞ্চ মুষ্টি দেবং বিভাবয়েৎ ॥ ৭৬

ততঃ ফড়িতি গন্ধ-পুষ্পাভ্যাং^২ করৌ সংশোধ্য, দক্ষিণ-মধ্যমানামাভ্যাং^৩ উর্দ্ধোর্দ্ধ-তালত্রয়ং দত্ত্বা, দক্ষিণ-তর্জ্জ-অঙ্গুষ্ঠযোগেন ছোটিকাভির্দশ-দিগ্বন্ধনং কুর্ধ্যাৎ । ততো রমিতি বহুবীজেন জলধারয়া বহ্নি-প্রাকারং চিস্তয়েৎ । ৭৭

অথ ভূভগুন্ধিঃ

স্বাক্ষে উত্তানৌ করৌ কৃত্বা, সোহহমিতি মন্ত্ৰেণ হৃদয়স্থং^৪ দীপকলিকাকারং জীবাঙ্গানং সুষুমা-বিবর-বজ্রনা পরমশিবৈ সংযোজ্য মূলাধারপদ্যস্থাং কুণ্ডলিনীং কোবেরী দিক্ (উত্তর দিক্) শিবায় প্রীতি-দায়িনী । সেই হেতু সর্বদা উত্তরমুখে উপবিষ্ট হইয়া চণ্ডিকার পূজা করিবে । ৭৪

তাহার পর কৃতাজ্জলিপুটে বামকর্ণের উর্ধ্বভাগে মূলোক্ত ও^৫ গুরুভ্যো নমঃ মন্ত্ৰে গুরু, এইরূপ পরমগুরু ও পরাপর গুরুকে পূজা (নমস্কার) করিবে । দক্ষিণ কর্ণের উর্ধ্বদেশে গণেশকে এবং মস্তকে মূলমন্ত্র উচ্চারণ করিয়া ও^৬ অমুক-দেবতায়ৈ নমঃ মন্ত্ৰে পূজ্য মূল দেবতাকে পূজা (নমস্কার) করিবেন । ৭৫

তাহাই বলিয়াছেন—পূজক কৃতাজ্জলি পুট হইয়া বামে গুরুত্রয়কে পূজা (নমস্কার) করিবে । সেই গুরুত্রয়—গুরু, পরমাদিগুরু অর্থাৎ পরমগুরু ও পরাপরগুরু । দক্ষিণে—গণেশকে এবং মস্তকে উপাঙ্গ দেবতাকে ভাবনা (নমস্কার) করিবে । ৭৬

তাহার পর ফট্ এই মন্ত্ৰে গন্ধপুষ্পের দ্বারা দুই হস্ত শোধন করিয়া, দক্ষিণ হস্তের মধ্যমা ও অনামা দ্বারা উর্ধ্ব উর্ধ্ব তালত্রয় দিয়া, দক্ষিণ হস্তের তর্জ্জনী ও অঙ্গুষ্ঠের যোগে ছোটিকা দ্বারা দশ দিক্ বন্ধন করিবেন । তাহার পর যৎ এই বহুবীজের দ্বারা নিজের চারিদিকে জলধারায় বহ্নি প্রাচীর চিন্তা করিবেন । ৭৭

অনন্তর ভূভগুন্ধি কথিত হইতেছে । নিজের অঙ্গে দুই করতল উত্তানভাবে রাখিয়া, সোহহং এই মন্ত্ৰে হৃদয়স্থিত দীপকলিকাকার জীবাঙ্গাকে সুষুমা নাড়ীর হিঙ্গপথে পরম শিবের সহিত যুক্ত করিয়া, বক্ষ্যমাণ স্বরূপা মূলাধারপদ্য-হিতা নিম্নিতা কুলকুণ্ডলিনীকে

১। ও—মূলমুচ্চার্য্যোতি মাস্তি ।

২। ও—গন্ধপুষ্পাদিভ্যাং ।

৩। ও—মধ্যমানামাভ্যাং

৪। ও—হৃদয়স্থং জীবাঙ্গানং দীপকলিকাকারং ।

নিজাণাং ষট্চক্রভেদ-প্রক্রিয়য়া বক্ষ্যমাণরূপাং হুঁ ইতি ত্রিকোণ-মণ্ডলস্থান্নি-
 নিখর। সজাগরাং বিধায়, হংসঃ ইতি মন্ত্ৰেণ উত্তোলা, বক্ষ্যমাণ-ষট্চক্রভেদ-
 প্রক্রিয়য়া ষট্চক্র-ভেদেন পরমশিবৈ সংযোজ্য, পায়ুস্থ-মূলাধারগত-পৃথিবীং
 সমুত্তোলা, লিঙ্গমূলস্থ-স্বাধিষ্ঠানগত-জলে সঙ্গময়া, তত্র লীনং বিভাব্য, তয়া
 সহ তজ্জলমুত্তোলা, নাভিমূলস্থ-মণিপূরগত-বহিরূপ-তেজসি সঙ্গময়া, তত্র
 লীনং বিচিস্ত্য, তাভ্যাং সহ তত্তেজঃ সমুত্তোলা, হৃদয়স্থানাহত-পদ্মগত-বায়ৌ
 সঙ্গময়া, তত্র লীনং বিচিস্ত্য, তৈঃ সহ তং বায়ুমুত্তোলা কণ্ঠদেশস্থ-বিশুদ্ধাখ্য-
 পদ্মগতাকাশে সঙ্গময়া, তত্র লীনং বিচিস্ত্য তৈঃ সহ তমাকাশমুত্তোলা জ্রমধ্যস্থা-
 জ্ঞাচক্র-গত-মনসি সঙ্গময়া, তত্র লীনং বিচিস্ত্য, মনো নাদে লীনং বিভাব্য, নাদং
 সহস্রবল-পদ্মমধ্যগত-বিন্দুরূপ-পরমশিবৈ লীনং বিভাবয়েৎ । তথা গন্ধ-রস-
 রূপ-স্পর্শ-শব্দ-নাসিকা-জিহ্বা-চক্ষুঃশব্দ-শ্রোত্র-বাক্-পানি-পাদ-পায়ুপস্থ-
 প্রকৃতি-মনো-বুদ্ধ্যহঙ্কাররূপ-তত্ত্বানি চ পরমশিবৈ বিলাপয়েৎ । তত্ত্বানি চ
 পৃথিব্যপ্-তেজো-বায়ুাকাশানি পঞ্চভূতানি গন্ধাদিকোন-বিংশতিশ্চেতি

হুঁ এই মন্ত্রে ত্রিকোণ মণ্ডলস্থ অগ্নিশিখা দ্বারা জাগরিতা করিয়া, হংস এই মন্ত্রে তাঁহাকে
 উত্তোলিত করিয়া, বক্ষ্যমাণ ষট্চক্রভেদ প্রক্রিয়ায় ষট্চক্রভেদ দ্বারা তাঁহাকে পরম
 শিবৈ সংযুক্ত করিয়া, গুহ্যদেশস্থ মূলাধারগত পৃথিবীকে উত্তোলন করিয়া, লিঙ্গমূলস্থ
 স্বাধিষ্ঠানগত জলে তাহাকে মিলিত করিয়া, সেই জলে পৃথিবী লীন হইয়াছে চিন্তা
 করিয়া, পৃথিবী সহ সেই জলকে উত্তোলন করিয়া, নাভিমূলস্থ মণিপূরগত বহিরূপ
 তেজে তাহাকে মিলিত করিয়া, সেই তেজে তাহাকে লীন চিন্তা করিয়া, সেই পৃথিবী
 ও জলের সহিত সেই তেজকে উত্তোলন করিয়া, হৃদয়স্থান স্থিত অনাহত পদ্মগত
 বায়ুতে তাহাকে মিলিত করিয়া, সেইখানে সেই তেজকে লীন চিন্তা করিয়া,
 তাহাদের সহিত সেই বায়ুকে উত্তোলন করিয়া, কণ্ঠদেশস্থিত বিশুদ্ধ নামক পদ্মগত
 আকাশে সেই বায়ুকে মিলিত করিয়া, সেইখানে সেই বায়ুকে লীন চিন্তা করিয়া,
 তাহাদের সহিত সেই আকাশকে উত্তোলন করিয়া, জ্রমধ্যস্থ অজ্ঞাচক্রগত মনে
 তাহাকে মিলিত করিয়া, সেইখানে সেই আকাশকে লীন চিন্তা করিয়া, মনকে নাদে
 লীন চিন্তা করিয়া, নাদকে সহস্রবল পদ্ম মধ্যগত বিন্দুরূপ পরম শিবৈ লীন চিন্তা
 করিবেন । সেইরূপ গন্ধ, রস, রূপ, স্পর্শ, শব্দ, নাসিকা, জিহ্বা, চক্ষুঃ, শ্রব, শ্রোত্র,
 বাক্, পানি, পাদ, পায়ু, উপস্থ, প্রকৃতি, মনঃ, বুদ্ধি, অহঙ্কার-রূপ তত্ত্ব সমূহকে পরম
 শিবৈ বিলীন করিবেন । তত্ত্বতলি হইতেছে—পৃথিবী, জল, তেজঃ, বায়ু, আকাশ,—

মিলিতা চত্বিংশতিঃ, তৈশ্চ শরীরমিতি । অতো ভূতানাং দেহ-ভূত-ভূতানাং
তদ্বিভূততদ্বিক্রচ্যতে । ১

অত্রায়মশ্মাকং প্রপঞ্চঃ

পৃথিব্যামু-তেজো-মরুদ্-ব্যোমরূপৈঃ শরীরং কৃতং পঞ্চভিত্তিভাতি ভূতৈঃ ।

অতো দেহভূতেষু ভূতেষু তদ্বিঃ পরং কীৰ্ত্তিতা ভূততদ্বিঃ স্মৃতিভিঃ ॥ ২

সমাধায় ষট্চক্র-ভেদ-প্রকারৈঃ পরস্মিন্ শিবো কুণ্ডলীং যোজয়িত্বা ।

স্বপায়ুস্ব-মূলানুজস্বাং ধরিত্রীং সমুত্তোলয়েদস্তুরাবজ্ঞনৈব* ॥ ৩

ততো লিঙ্গমূল-স্থলস্থায়াবিষ্ঠান-চক্রস্থ-নীরেষু† তাং সংবিলাপ্য ।

তয়া সাক্ষমন্তঃ সমুত্তোল্য নাভ্যামুজে পুরকে বহ্নিতেজশ্চ্যুদশ্যেৎ ॥ ৪

কুশানৌ জলং লাপয়িত্বা তমগ্নিং ধরিত্রী-পয়োভ্যামুদশ্যন্ নিদধ্যাৎ ।

হৃদিস্থেহমুজেহনান্নতাত্বে সমীরে মহাযোগযোগেন‡ যোগী কৃতাত্মা ॥ ৫

এই পঞ্চভূত এবং পঞ্চ শুভ্রতি উ'নশটি—এই সমুদায় মিলিতা চব্বিশটি । এই চব্বিশটি
তত্ত্ব দ্বারা এই শরীর হইয়াছে । অতএব ভূতানাং (দেহস্বরূপ ভূত সমূহের) তদ্বিঃ
(লয়পূর্বক পুনঃ সৃষ্টিক্রম তদ্বিঃ) ভূততদ্বিঃ নামে কথিত হয় । ১

এখানে আমাদের (গ্রন্থকারের) এই প্রপঞ্চ (পদ্য বিস্তার)—পৃথিবী, জল, তেজঃ,
বায়ু ও আকাশ—এই পাঁচটি ভূতের দ্বারা নিমিত্ত শরীর প্রকাশমান আছে । অতএব
দেহস্বরূপ ভূতসমূহের তদ্বিঃ পণ্ডিতগণ কর্তৃক শ্রেষ্ঠ ভূততদ্বিঃ কথিত হইয়াছে । ২

সমাহিত হইয়া কুণ্ডলীনীকে জাগরিত করিয়া ষট্চক্র ভেদ প্রকারে তাঁহাকে
পরম শিবো যুক্ত করিয়া, নিজের ওহ দেশে স্থিত মূলধার পদ্যংগত পৃথিবীকে
আন্তর পথে উত্তোলন করিবেন । ৩

তাহার পর লিঙ্গমূল স্থলে স্থায়ী বাবিষ্ঠান চক্রগত জল সমূহে সেই পৃথিবীকে লীন
করিয়া, তাহার সহিত জলকে উত্তোলন করিয়া নাভিমূলস্থ মণিপূর পদ্মে বহ্নিক্রম
ভেজে স্থাপন করিবেন । ৪

সেই কুশানুতে জলকে লীন করিয়া সেই অগ্নিকে পৃথিবী ও জলের সহিত
উত্তোলন করিয়া কৃতাত্মা যোগী মহাযোগের সাহায্যে হৃদয়স্থিত অনাহত পদ্মে
বায়ুতে স্থাপন করিবেন । ৫

১। ক—সমুত্তোলয়েদস্তুরাবজ্ঞনৈব ।

২। খ—লিঙ্গমূলস্থাবাবিষ্ঠানচক্রস্থনীরেষু তাং ।

৩। গ—মহাযোগে যোগেন ।

ততস্তত্র ভেজো নিলীনং বিভাব্য ত্রিভিঃ সান্ধ'মুত্তোলয়েদ্ বায়ুমান্ত ।

ততঃ কণ্ঠদেশে^১ বিত্ত্বদ্ধাখ্য-পদ্মাস্তরাকাশমধ্যে সমীরং বাদয়েৎ ॥ ৬

তদাকাশমেতৈঃ সমুত্তোল্য যোগী ক্রবোর্মধ্য আজ্ঞাসরোজাস্তরালে ।

মনশ্চৈব সংলাপয়েৎ তচ্চ নাদে শিরঃ-পদ্ম-বিন্দুস্বরূপে শিবে তম্ ॥ ৭

তথা তত্র গন্ধং রসং রূপধেয়ং বশী স্পর্শ শব্দৌ চ নাসিকা জিহ্বাম্ ।

তথাহন্ধি-ত্বচং^২ শ্রোত্র-বাক্-পানিপাদং সমাযুক্ত্য পায়ুং তথোপস্থ-সংজ্ঞম্ ॥ ৮

প্রকৃত্যা মনোবুদ্ধ্যাহঙ্কারমেকোনবিংশানি তদ্বানি দেহাত্মকানি ।

মক্লং-পূরণা-ধারণা-রেচনাভিঃ শরীরং বিশোধ্যানয়েৎ তানি তেষু ॥ ৯

ততো দক্ষিণনাসাং ধৃত্বা, যমিতি বায়ুবীজং ধূম্রবর্ণং বামনাসাপুটে বিচিন্ত্য, প্রাণায়াম-বিধিনা তস্য ষোড়শবার-জপেন বামে বায়ুনা দেহমাপূর্য্য, নাসাপুটৌ ধৃত্বা, তস্য চতুঃষষ্টিবার-জপেন কুন্তকং কৃত্বা বক্ষ্যমাণাকারেণ বামকৃষ্ণিস্থ-কৃষ্ণবর্ণ-পাপপুরুষেণ সহ দেহং সংশোদ্য তস্য দ্বাত্রিংশদ-বারজপেন দক্ষিণ-নাসয়া বায়ুং রেচয়েৎ । ১০

তাহার পর সেই বায়ুকে তেজে বিলীন চিন্তা করিয়া সেই বায়ুকে পৃথিবী, জল, তেজঃ এই তিনটি ভূতের সহিত শীঘ্র উত্তোলন করিবেন । তাহার পর সেই বায়ুকে কণ্ঠদেশ স্থিত বিত্ত্বদ্ধাখ্য পদ্মের মধ্যবর্তী আকাশের মধ্যে স্থাপন করিবেন । ৬

যোগী সেই আকাশকে এই সমস্ত ভূতের সহিত উত্তোলন করিয়া ক্রমধ্য-স্থিত আজ্ঞাচক্রে মধ্যবর্তী মনে লীন করিবেন । সেই মনকে নাদে লয় করিবেন । সেই নাদকে শিরঃপদ্ম-স্থিত বিন্দুস্বরূপ শিবে লয় করিবেন । ৭

সেইরূপ সেইখানে গন্ধ, রস, রূপ, স্পর্শ, শব্দ, নাসিকা, জিহ্বা, চক্ষুঃ, ত্বক্, শ্রোত্র, বাক্, পানি, পাদ, পায়ু, উপস্থ, প্রকৃতি, মনঃ, বুদ্ধি, অহঙ্কার এই দেহাত্মক উনিশটি তত্ত্বকে লয় করিয়া বায়ুর পূরণ, ধারণ ও রেচনের দ্বারা শরীরকে শোধন করিয়া, সেই তত্ত্বসমূহকে সেই সেই স্থানে আনয়ন করিবেন । ৮-৯

তাহার পর দক্ষিণ নাসিকা ধারণ করিয়া বামনাসা পুটে যং এই বায়ুবীজকে ধূম্রবর্ণ চিন্তা করিয়া, প্রাণায়াম বিধি অনুসারে সেই বায়ুবীজের ষোড়শ বার অপের দ্বারা বামে বায়ুর দ্বারা দেহকে পূর্ণ করিয়া, দুই নাসা পুট ধরিয়া সেই বায়ুবীজের চৌষটি বার অপের দ্বারা কুন্তক করিয়া, বক্ষ্যমাণ আকারে বামকৃষ্ণি স্থিত কৃষ্ণবর্ণ পাপ পুরুষের সহিত দেহকে শোধন (শুদ্ধ) করিয়া, সেই বায়ু-বীজের দ্বাত্রিংশদ (৩২) বার অপের দ্বারা দক্ষিণ নাসায় বায়ুকে রেচন (ত্যাগ) করিবেন । ১০

ততো দক্ষিণনাসাপুটে ঋমিতি বহুবীজং রক্তবর্ণং ধ্যানত্বা, তস্য ষোড়শবার-জপেন বায়ুনা দেহমাপূর্য্য নাসাপুটৌ ধুত্বা তস্য চতুঃষষ্টিবার-জপেন কুস্তকং ধুত্বা, পাপেন সহ দেহং দধ্নুঃ, তস্য দ্বাত্রিংশদ্-বার-জপেন বামনাসয়া ভস্মনা সহ বায়ুং রেচয়েৎ । ১১

ততো বামনাসিকায় ঠমিতি চন্দ্রবীজং শুক্লবর্ণং ধ্যানত্বা, তস্য ষোড়শবার-জপেন ললাটে চন্দ্রং নীত্বা, নাসাপুটৌ ধুত্বা, ঋমিতি বরুণ-বীজস্য শুক্লবর্ণস্য চতুঃষষ্টিবার-জপেন ললাটচন্দ্রাদগলিত-সুধয়া মাতৃকাবর্ণাত্তিকয়া সমস্ত দেহং বিরচ্য, লমিতি পৃথিবী-বীজস্য পীতবর্ণস্য দ্বাত্রিংশদ্-বারজপেন দেহং সুদৃঢ়ং বিচিন্ত্য, দক্ষিণেন বায়ুং রেচয়েৎ । ততো হংসঃ ইতি মন্ত্রেণ জীবং হৃদয়-মানীয় কুল-কুণ্ডলিনীং পৃথিব্যাদীনি চ যথাস্থানমানয়েৎ । অঙ্গুলিনিয়মো জ্ঞানার্গবে (১২)—

ভূতশুদ্ধিং ততঃ কুর্য্যাৎ প্রাণায়াম-ক্রমেণ চ ।

ইতি । অথবা মাত্রা-সংখ্যা ভূতশুদ্ধিঃ কার্য্যা, তদুক্তং গোতমীয়ে (১৩)—

তাহার পর দক্ষিণ নাসাপুটে ঋং এই বহুবীজকে রক্ত বর্ণ ধ্যান করিয়া, সেই ঋং বীজের ষোড়শ বার জপের দ্বারা বায়ুতে দেহ পূর্ণ করিয়া, দুই নাসাপুট ধরিয়া সেই ঋং বীজের চতুঃষষ্টি বার জপের দ্বারা কুস্তক করিয়া পাপের সহিত দেহকে দধ্নু করিয়া সেই ঋং বীজের দ্বাত্রিংশৎ (৩২) বার জপের দ্বারা বামনাসায় সেই দেহ-ভস্মের সহিত বায়ুকে রেচন করিবেন । ১১

তাহার পর বামনাসিকায় ঠং এই চন্দ্রবীজকে শুক্ল বর্ণ ধ্যান করিয়া, সেই ঠং বীজের ষোড়শ বার জপের দ্বারা ললাটে চন্দ্রকে লইয়া, দুই নাসাপুট টিপিয়া ধরিয়া, ঋং এই বরুণ বীজের চতুঃষষ্টি বার (৬৪) বার জপের দ্বারা ললাটস্থ চন্দ্র হইতে গলিত সুধায় মাতৃকাবর্ণ স্বরূপের দ্বারা সমস্ত দেহ রচনা করিয়া, লং এই পীতবর্ণ পৃথিবী-বীজের দ্বাত্রিংশদ্ বার জপের দ্বারা দেহকে সুদৃঢ় চিন্তা করিয়া, দক্ষিণ নাসিকা দ্বারা বায়ু রেচন করিবেন । তাহার পর হংস এই মন্ত্রের দ্বারা জীবকে হৃদয়ে আনিয়া কুলকুণ্ডলিনী ও পৃথিবী প্রভৃতিকে যথাস্থানে আনয়ন করিবেন । জ্ঞানার্গব ভক্ত্রে অঙ্গুলিনিয়ম এই বলিয়াছেন (১২)—

তাহার পর প্রাণায়াম ক্রমে ভূতশুদ্ধি করিবেন । অথবা মাত্রা সংখ্যা দ্বারা ভূতশুদ্ধি করিবেন । তাহাই গোতমীয় ভক্ত্রে উক্ত হইয়াছে (১৩)—

সুষুমা-বস্মনা সোহহমিতি মন্ত্ৰেণ যোজয়েৎ ।
 সহস্রারে শিব-স্থানে পরমাত্মনি-দেশিকঃ ॥ ১৪
 ধূত্ৰবর্ণং ততো বায়ুবীজং ষড়্-বিন্দু-লাঙ্কিতম্ ।
 পুরয়েদিড়য়া বায়ুং সুধীঃ ষোড়শ-মাত্রা ॥ ১৫
 মাত্রয়া তু চতুঃষষ্ঠ্যা কুন্তয়েচ্চ সুষুম্নয়' ।
 দ্বাত্রিংশমাত্রয়া মন্ত্ৰী রেচয়েৎ পিঙ্গলাখ্যয়া ॥ ১৬
 পুরয়েদনয়া চৈব সঞ্চিন্ত্য লীন-মারুতম্ ।
 রক্তবর্ণং বহ্নিবীজং ত্রিকোণং স্বস্তিকান্বিতম্ ॥ ১৭
 তেন পুরকযোগেন মাত্রয়া ষোড়শাখ্যয়া' ।
 চতুঃষষ্ঠ্যা মাত্রয়া চ নির্দহেৎ কুন্তকেন তু ॥ ১৮
 বামপার্শ্ব-স্থিতং পাপ-পুরুষং কঙ্কলপ্রভম্ ।
 ব্রহ্মহত্যা-শিরস্কঞ্চ স্বর্ণন্তেয়-ভুজদ্বয়ম্ ॥ ১৯
 সুরাপান-হৃদা যুক্তং গুরুতল্ল-কটিদ্বয়ম্ ।
 তৎসংসর্গি-পদদ্বন্দ্বমঙ্গ-প্রত্যঙ্গ-পাতকম্ ॥ ২০

মন্ত্ৰোপদেশটা সাধক সোহহং এই মন্ত্ৰে সুষুমা পথে শিরঃস্থিত শিবস্থান সহস্রার পদে পরমাত্মার জীবাত্মাকে সংযুক্ত করিবে । ১৪

তার পর সুধী সাধক ছয়টি বিন্দুলাঙ্কিত ধূত্ৰবর্ণ বায়ুবীজকে ইড়ানাড়ী দ্বারা ষোড়শ মাত্রার পূরণ করিবে । ১৫

পুরকের পর সুষুমা নাড়ী দ্বারা চতুঃষষ্টি মাত্রায় কুন্তক করিবে । কুন্তকের পর মন্ত্ৰজ সাধক পিঙ্গলা নাড়ী দ্বারা বত্রিশ মাত্রায় রেচক করিবে । ১৬

পরে ঐ পিঙ্গলা নাড়ী দ্বারা রক্তবর্ণ ত্রিকোণ স্বস্তিকযুক্ত বহ্নির বীজকে চিত্তা করিয়া ষোড়শসংখ্যক মাত্রায় লীন মারুতকে সেই পুরক যোগে পূরণ করিবে । চতুঃষষ্টি মাত্রায় কুন্তকের দ্বারা পাপ পুরুষকে দহন করিবে । ১৭-১৮

বামপার্শ্বের কুন্ধিতে অবস্থিত সেই পাপপুরুষকে কঙ্কলের তার কৃষ্ণবর্ণ, ব্রহ্মহত্যা-রূপ মস্তকবিশিষ্ট, স্বর্ণন্তেয়-রূপ বাহুদ্বয় বিশিষ্ট, সুরাপান-রূপ হৃদয় যুক্ত, গুরুপত্নীগমন-রূপ কটিদ্বয় বিশিষ্ট, গুরুপত্নীগামী ব্যক্তির সংসর্গী ব্যক্তি-রূপ পদদ্বয় যুক্ত,

উপপাতক-রোমাণং রক্তশ্মশ্রু-বিলোচনম্ ।

খড়্গচর্মধরং ক্রুদ্ধমেবং কুক্কৌ বিচিন্তয়েৎ ॥ ২১

মূলাধারোথিতে নৈব বহিনা নির্দেহেচ্চ তম্ ।

এবং সন্দহ্য পরিতো দ্বাত্রিংশমাত্রয়া ততঃ ।

ভস্মনা সহিতং মস্ত্রী রেচয়েদিড়য়া পুনঃ ॥ ২২

বামনাড্যাং চন্দ্রবীজং কুন্দেন্দ্রযুত-সপ্রভম্ ।

ভালেন্দু-বীজে সংযোজ্য ততঃ ষোড়শমাত্রয়া ॥ ২৩

সুসুম্নায়া চতুঃ-ষষ্টি-মাত্রয়া তোয়-বীজকম্ ।

ধ্যাত্বাহমুতময়ীং বৃষ্টিং পঞ্চাশদ্বর্ণ-রূপিণীম্ ॥ ২৪

তয়া দেহং বিচিন্ত্যেবং^১ মনসা-পিঙ্গলাধরনা ।

দ্বাত্রিংশমাত্রয়া মস্ত্রী লংবীজেন দৃঢ়ং নয়েৎ ॥ ২৫

স্বস্থানে হংসমন্ত্রেণ পুনস্তেনৈব বস্তুনা ।

জীবং তদ্বানি চানীয় স্বস্থানে স্থাপয়েৎ ততঃ ।

ইতি কৃত্বা ভূতশুদ্ধিং মাতৃকাক্ৰাসমাচরেৎ ॥ ২৬

অন্ত্যন্ত পাতক রূপ অঙ্গ প্রত্যঙ্গাবশিষ্ট, উপপাতক-রূপ লোম যুক্ত, রক্ত শ্মশ্রু ও রক্তবর্ণ লোচনে ভূষিত, খড়্গ ও চর্মধারী ও ক্রুদ্ধ—বাম কুক্কিতে পাপ পুরুষকে এইরূপ চিন্তা করিবেন । ১৯-২১

মূলাধার হইতে উথিত বহি দ্বারা সেই পাপপুরুষকে দগ্ধ করিবেন । এইরূপে পাপপুরুষকে সর্বতোভাবে দগ্ধ করিয়া মন্ত্রজ্ঞ সাধক বত্রিশ মাত্রায় যং বীজ অঙ্গ করিতে করিতে ইড়া নাড়ী দ্বারা বায়ুকে পুনরায় রেচন করিবে । ২২

তাহার পর বামপার্শ্বস্থ ইড়া নাড়ীতে অযুত কুন্দ ও ইন্দুর শ্যাম প্রভায়ুক্ত ঠং চন্দ্রবীজকে ষোড়শমাত্রায় জপের দ্বারা ললাটস্থিত চন্দ্রবীজে যুক্ত করিয়া, সুসুম্নার তোয়বীজ বংকে চতুঃষষ্টি বার (৬৪) জপের দ্বারা অমৃতময়ী পঞ্চাশদ্বর্ণরূপিণী বৃষ্টিকে ধ্যান করিয়া, সেই বৃষ্টিদ্বারা দেহকে রচনা করিয়া মনে মনে এই দেহকে এইরূপ বর্ণনায় চিন্তা করিয়া, পিঙ্গলা নাড়ী পথে বত্রিশ মাত্রা-সংখ্যায় লং বীজ জপের দ্বারা দেহকে দৃঢ় করিবে । ২৩-২৫

হংস মন্ত্রের দ্বারা পুনরায় সেই পথেই জীবকে স্বস্থানে স্থাপন করিবে । তাহার পর ভূতগুলিকে আনিয়া স্বস্থানে স্থাপন করিবে । এই প্রকারে ভূতশুদ্ধি করিয়া মাতৃকাক্রাস করিবে । ২৬

মাত্রালক্ষণ—বামজানুনি তদন্ত-ভ্রামণং যাবতা ভবেৎ ।

কালেন মাত্রা সা জ্ঞেয়া মুনিভির্বেদ-পারগৈঃ ॥ ২৭

শক্তি-বিষয়ে তু হংস ইতি জীবাদিকং পরমশিবৈ যোজয়েৎ^১ । ততঃ
আং সোহহমিতি স্বস্থানমানয়েৎ । “সোহহমেবং সমাভ্যাস্য জীবং হৃদি
সমানয়েদি”তি বচনাৎ । ২৮

মুখবৃত্তং সমুচ্চাৰ্য্য হংসস্ত বিপরীতকম্ ।

উদ্ধরেৎ পরমেশানি ! বিদ্যেয়ং ত্র্যক্ষরী মতা ॥ ২৯

প্রাণপ্রতিষ্ঠা-মন্ত্রোহয়ং সর্বকর্মানি সাধয়েৎ ।

তেনৈব বিধিনা দেবি ! স্থিরীকুর্য্যান্ নিজাং তনুম্ ॥ ৩০

ইতি জ্ঞানার্ণব-বচনাচ্চ । মুখবৃত্তং তৎস্থান-শূন্যব্যতয়া আ'বীজং । শূদ্রে
বিশেষো বারাহীতন্ত্রে (৩১)—

হংসাখ্যং ন স্মরেচ্ছূদ্রো ভূতশুদ্ধৌ কথঞ্চন^২ ।

স্মরণান্ নরকং যাতি দীক্ষা চ বিফলা ভবেৎ ।

জীবং তেজোময়ং ধ্যানত্বা নমো মন্ত্রেণ যোজয়েৎ ॥ ৩২

মাত্রালক্ষণ কথিত হইয়াছে—যে পরিমাণ কালে বাম জানুতে বাম হস্তের এক
বার ভ্রমণ হইতে পারে, বেদপারগ মুনিগণ সেই কালকে মাত্রা জানেন । ২৭

শক্তি বিষয়ে কিন্তু হংস এই মন্ত্রে জীবাদিকে পরমশিবৈ সংযুক্ত করিবে । তাহার
পর আং সোহহং এই মন্ত্রে জীবকে স্বস্থানে আনয়ন করিবে । যেহেতু “সোহহং
এইরূপ বলিয়া জীবকে হৃদয়ে আনয়ন করিবে”—এই বচন আছে । ২৮

হে পরমেশানি ! মুখবৃত্তকে (আং) উচ্চারণ করিয়া হংসঃ-কে বিপরীত অর্থাৎ
সোহহং করিয়া মন্ত্র উদ্ধার করিবে । ইহা ত্র্যক্ষরী বিদ্যা কথিত হইয়াছে । ২৯

এইটি প্রাণ প্রতিষ্ঠার মন্ত্র । ইহা দ্বারা সমস্ত কর্ম সাধন করিবেন । হে দেবি । সেই
প্রাণ প্রতিষ্ঠার মন্ত্র বিধি দ্বারাই নিজ দেহকে স্থির করিবে । ৩০

এইরূপ জ্ঞানার্ণব তন্ত্রের বচনও আছে । মুখ বৃত্ত হইতেছে আং বীজটির মুখে শ্বাস
হর বলিয়া আং বীজ । শূদ্র সম্বন্ধে বিশেষ বারাহী তন্ত্রে উক্ত হইয়াছে যে (৩১)—

শূদ্র ভূতশুদ্ধিতে কখনও হংসনামক মন্ত্র স্মরণ করিবে না । ইহা স্মরণ করিলে
নরকে গমন করিবে, দীক্ষাও বিফল হইবে । জীবকে তেজোময় ধ্যান করিয়া নমো
মন্ত্রে দ্বারা পরম শিবৈ যুক্ত করিবে । ৩২

বিশুদ্ধেধরে— শরীরাকার-ভূতানাং ভূতানাং যদ্ বিশোধনম্ ।

অব্যয়-ব্রহ্মসংযোগাদ্ ভূতত্বকিরিয়ং মতা ॥ ৩৩ ॥ ইতি

বারাহীয়ে— মূলধারাং ততো জীবং ব্রহ্মমার্গেণ দেশিকঃ ।

হংসেন পুষ্করস্থানে পরমাত্মনি যোজয়েৎ ॥ ৩৪

ব্রহ্মমার্গঃ—সুষুমা । যথা সারগমুচ্চয়ে—

সংযোজ্য জীবমথ হৃগম-মধ্যনাড়ী-মার্গেণ-পুষ্করনিবিষ্টে-শিবে সুষুম্নে^১ ৩৫। ইতি

পুরশ্চরণচন্দ্রিকায়াং^২—অথবা অস্ত্রপ্রকারেণ ভূতত্বকিবিধীয়তে ।

ধর্মকন্দ-সমুদ্ভূতং জ্ঞাননাল-সুশোভনম্ ॥ ৩৬

ঐশ্বর্য্যাপ্ত-দলোপেতং পর-বৈরাগ্য-কণিকম্ ।

স্বীয়-হ্রৎকমলং ধ্যায়েৎ প্রণবেণ বিকাশিতম্ ॥ ৩৭

কৃত্বা তৎকণিকা-সংস্থং^৩ প্রদীপ-কলিকা-নিভম্ ।

জীবাআনং হৃদি ধ্যাত্বা মূলে সংচিস্ত্য কুণ্ডলীম্ ।

সুষুমাবত্ননাআনং পরমাত্মনি যোজয়েৎ ॥ ৩৮

বিশুদ্ধেধর তন্ত্রে এই বলিয়াছেন—ভূতসমূহের মধ্যে দেহাকারে পরিণত ভূত-সমূহের অব্যয় ব্রহ্মের সংযোগে যে বিশুদ্ধ, তাই ভূতত্বকি কথিত হইয়াছে । ৩৩

বারাহীতন্ত্রে বলিয়াছেন—তাহার পর দেশিক হংস এই মন্ত্রের দ্বারা মূলধার হইতে ব্রহ্মমার্গে (সুষুমা নাড়ীপথে) জীবকে লইয়া পুষ্করস্থানে (সংসারপদ্মস্থিত) পরমাত্মাতে সংযুক্ত করিবেন । ৩৪

ব্রহ্মমার্গ—সুষুমা । ত্রিপুরাসার-সমুচ্চয়ে যেমন বলিয়াছেন—অনন্তর জীবকে হৃগম মধ্যনাড়ী মার্গে (সুষুমাপথে) পুষ্কর (সংসার পদ্ম) স্থিত পরম সূক্ষ্ম (হৃজের) শিবে সংযুক্ত করিয়া (ভূতত্বকি করিবেন) । ৩৫

পুরশ্চরণ চন্দ্রিকার বলিয়াছেন—অথবা অস্ত্র প্রকারে ভূতত্বকি বিহিত হইতেছে । নিজের হ্রৎপদ্মকে ধর্মরূপ কন্দ (মূল) হইতে সমুদ্ভূত, জ্ঞানরূপ নালে (ডাঁটার) সুশোভিত, অগ্নিাদি অষ্ট ঐশ্বর্য্যরূপ দলযুক্ত, পর বৈরাগ্য-রূপ কণিকায়ুক্ত ধ্যান করিবে । ঐ হ্রৎপদ্মকে প্রণবের দ্বারা বিকাশিত করিয়া সেই পদ্ম-কণিকার সংস্থিত দীপ-কলিকা তুল্য জীবাআকে হ্রৎপদ্মে ধ্যান করিয়া, মূলধারে কুণ্ডলিনীকে চিত্তা করিয়া সুষুমামার্গে জীবাআকে সংসারে লইয়া পরমাত্মাতে যোগ করিবেন । ৩৬-৩৮

১। খ—সুষুম্নে ইতানন্তরং আং সোহ'মতি বহানমানয়েৎ । সোহহমেব সমাকান্ত জীবং যদি সমানয়েদিত বচনং । মুখবৃত্তং সমুচ্চাৰ্য্য হংসন্ত বিপরীতকঃ । উত্তরেৎ পরমেশান । বিশুদ্ধং ত্যাকরী মতা । প্রাণপ্রাতঃতৈতাদি-তত্ত্বমতাতঃ পাঠঃ । খ—হংসন্ত বিপরীতকঃ, ক—হংসন্ত বিপরীতকম । ২। খ—যথা । এতদনন্তরং পুরশ্চরণচন্দ্রিকায়াং—অথবেত্যাঙ্গি-পাঠ । ৩। খ—কৃত্বা তত্ত কণিকায়ং ।

অথবা—কল্পসূত্রোক্ত ভূতভুজি: কার্য্য। যথা—নাসাপুটৌ বৃহা ও মূল-
শৃঙ্গাটাজ্জিরঃ সুষুম্নাপথেন জীবশিবং পরম-শিবপদে যোজয়ামি স্বাহা ইতি
মূলধারস্থ-কুলকুণ্ডলিষ্ঠা সহ অহরদয়স্থ-জীবং শিরস্থ-পরমশিবে যোজয়েৎ । ১

যং লিঙ্গশরীরং শোষয় শোষয় স্বাহা ইতি পাপ-শরীরং শোষয়েৎ । ২

রং সংকোচ-শরীরং দহ দহ স্বাহা ইতি পাপশরীরং দহেৎ । ৩

পরমশিব সুষুম্নাপথেন মূলশৃঙ্গাটমূলসোল্লস জল জল প্রজল প্রজল
হংসঃ সোহং স্বাহেতি যথাস্থানমানয়েৎ^১ । ৪

এতৎ পাঠাদপি ভূতভুজির্ভবতি । নক্ষত্রবিজ্ঞায়াং ভূতভুজৌ বিশেষো
বক্তব্যঃ । ৫৯

অথ মাতৃকাস্তাস:

অশ্রু মাতৃকামন্ত্রস্য ব্রহ্মঋষির্গায়ত্রীছন্দো মাতৃকা সরস্বতী দেবতা হলো
বীজানি স্বরাঃ শক্তয়োহব্যক্তং কীলকং^২ মাতৃকা (লিপি) স্তাসে বিনিয়োগঃ ।
শিরসি—ব্রহ্মণে ঋষয়ে নমঃ । মুখে—গায়ত্রী-ছন্দসে নমঃ । হৃদি—মাতৃকা-
সরস্বতী^৩-দেবতায়ৈ নমঃ । গুহে—ব্যঞ্জনেভ্যো বীজেভ্যো নমঃ । পাদয়োঃ—
স্বরেভ্যঃ শক্তিভ্যো নমঃ^৪ । সর্বাঙ্গে—অব্যক্তায় কীলকায় নমঃ^৫ । ৪০

ততঃ করাদস্তাসৌ—

অং কং খং গং ঘং ঙং আং অঙ্কুষ্ঠাভ্যাং নমঃ । এবং ইং চং ছং জং ঝং
ঞং ঙ্গং তজ্জনীভ্যাং স্বাহা এবং উং টং ঠং ডং ঢং ণং উং মধ্যমাত্ভ্যাং বষট্ ।

অথবা কল্পসূত্রোক্ত ভূতভুজি করিবেন । ধেমন—হই নাসাপুট ধরিয়া ও মূল-
শৃঙ্গাটাজ্জিরঃ ইত্যাদি মূলোক্ত মন্ত্রে মূলধারস্থিত কুলকুণ্ডলিনীর সহিত নিজের
হৃদয়স্থিত জীবকে শিরঃস্থিত পরম শিবে মিলিত করিবেন । ১ । ও যং লিঙ্গশরীরং
ইত্যাদি মূলোক্ত মন্ত্রে পাপময় শরীরকে শুদ্ধ করিবেন । ২ । ও রং সংকোচ-শরীরং
ইত্যাদি মূলোক্ত মন্ত্রে পাপ শরীরকে দহ করিবেন । ৩ । ও পরম শিব ইত্যাদি মূলোক্ত
মন্ত্রে জীবাত্মা ঐচ্ছিতিকে স্বস্থানে আনয়ন করিবেন । ৪ । এই মন্ত্রগুলির পাঠেও ভূতভুজি
হয় । নক্ষত্রবিজ্ঞায় ভূতভুজি বিষয়ে বিশেষ বক্তব্য আছে । (সেখানে তাহা কথিত
হইবে) । ৩৯

অনন্তর মূলোক্ত মন্ত্রে মাতৃকার ঋষাদি স্তাস, তদনন্তর মূলোক্ত মন্ত্রে মাতৃকার

১। ক—তথাস্থানমানয়েৎ । ২। ক+খ—নাতি । পরন্তু প্রয়োগেহং দৃশ্যতে । ৩। খ—
সরস্বতী । ৪। ঙ—ততঃ করাদস্তাসৌ । ৫। ক+খ—নাতি । কিন্তু প্রয়োগো এবং ভবতি ।

এং তং থং দং ধং নং ঐ অনামিকাত্যাং হং । ওঁ পং ফং বং ভং মং ঐ
কনিষ্ঠাত্যাং বৌষট্ । অং য়ং ঙং লং বং শং ষং সং হং লং কং অঃ করতল-
পৃষ্ঠাত্যাং কট্ । এবং হৃদয়াদিষু । তথাচ জ্ঞানার্ণবে (৪১)—

অং আং-মধ্যে কবর্গস্ত, ইং ঐং-মধ্যে চবর্গকম্ ।

উং উং-মধ্যে টবর্গস্ত এং ঐং-মধ্যে ভবর্গকম্ ॥ ৪২

ওঁ ঔং-মধ্যে পবর্গস্ত বিন্দু-যুক্তং শ্রুসেং প্রিয়ে ! ।

অনুস্বার-বিসর্গাস্ত্য-শ-বর্গেণ ল-লক্ষকো* ॥ ৪৩

হৃদয়ঞ্চ শিরো দেবি ! শিখা চ কবচং তথা ।

নেত্রমস্ত্রং শ্রুসেদ ভেষ্টং নম-স্বাহা-ক্রমেণ তু ॥ ৪৪

বষট্, হং বৌষট্‌স্ত্যঞ্চ ফট্‌স্ত্যং যোজয়েং প্রিয়ে ! ।

ষড়ঙ্গোহয়ং মাতৃকায়া সর্বপাপহরঃ সতাম্ ॥ ৪৫

অথাস্তর্মাতকা

স্ত্রী-ধ্যানম্— আধারে লিঙ্গনাভৌ হৃদয়-সরসিজে কণ্ঠমূলে ললাটে
দ্বৈপত্রে যোড়শারে দ্বিংশ-দশদলে দ্বাদশার্কে-চতুর্কে ।
বাসাস্তে বা ল-মধ্যে ডফকঠ-সহিতে কণ্ঠদেশে স্বরাণাং
হক্ষং তত্ত্বার্থযুক্তং সকলদল-গতং বর্ণরূপং নমামি* ॥ ৪৬

অকারাদি-ষোড়শ-স্বরান্ সবিন্দুন্ যোড়শদল-কমলে কণ্ঠমূলে শ্রুসেং ।

করক্তাস করিবেন । এইরূপ হৃদয়, ললাট, শিখা, চক্ষুর্ভূমি ও হৃই করতলে মাতৃকার অঙ্ক-
নাস করিবেন । জ্ঞানার্ণব তন্ত্রে মাতৃকাস্থাসের এইরূপ আকারই বলিয়াছেন । ৪০-৪১

হে প্রিয়ে অং ও আং ইহার মধ্যে কবর্গ, ইং ঐং ইহার মধ্যে চবর্গ, উং উং ইহার
মধ্যে টবর্গ, এং ঐং ইহার মধ্যে ভবর্গ, ওং ঔং ইহার মধ্যে বিন্দুযুক্ত পবর্গ স্থাস
করিবে । অনুস্বার ও বিসর্গের মধ্যে ল ও ক্ষ সহিত য ও শবর্গ স্থাস করিবে । হে দেবি !
হে প্রিয়ে । হৃদয়, শিরঃ, শিখা, কবচ, নেত্র ও অস্ত্রকে ভেদিভক্ত্যন্ত করিয়া নমঃ, স্বাহা,
বষট্, হং, বৌষট্ ও কট্ ক্রমে ক্রমে অস্তে বোপ করিবে । এই ষড়ঙ্গ মাতৃকাস্থাস
সম্পন্নগণের সর্বপাপ হর । ৪২-৪৫

তাহার পর মূলোক্ত মাতৃকার ধ্যান করিয়া অন্তর্মাতৃকার স্থাস করিবেন । কণ্ঠমূলে
ষোড়শদল কমলে অকারাদি ষোড়শ স্বরকে অং ইত্যাদিরূপে বিন্দুযুক্ত করিয়া

* লকার ককারাত্যাং সহ বর্ধমানৌ বনবর্গৌ অনুস্বার-বিসর্গদ্বৌর্মধ্যস্থাবিতার্থঃ । ১। ক+ব—
পুস্তকে তদ্ব্যসারে চারং পাঠো দৃশ্য । কিন্তুঃ প্রয়োণে পঠ্যতে ।

ককারাদি-দ্বাদশ-বর্ণান্ সবিম্বুন্ দ্বাদশদল-কমলে ছন্দয়ে শ্রুসেৎ । ডকারাদি-দশবর্ণান্ সবিম্বুন্ দশদল-কমলে নাভৌ শ্রুসেৎ । বকারাদি-ষট্‌বর্ণান্ সবিম্বুন্ ষড়্‌দল-কমলে লিঙ্গমূলে শ্রুসেৎ । বকারাদি-চতুর্‌বর্ণান্ সবিম্বুন্ চতুর্‌দল-কমলে মূলাধারে শ্রুসেৎ । হক্স-বর্ণ-দ্বয়ং সবিম্বু দ্বিদল-পদ্যে জ্রমধ্যে শ্রুসেৎ ।
তথা চ জ্ঞানার্ণবে (৪৬)—

দ্ব্যষ্ট-পত্রান্বুজে কঠে স্বরান্ যোড়শ বিম্বুসেৎ ।
দ্বাদশ-ছন্দ-দ্বয়ংপদ্যে কাদীন্ দ্বাদশ বিম্বুসেৎ ॥ ৪৭
দশপত্রান্বুজে নাভৌ ডকারাদীন্ শ্রুসেদ্ দশ ।
ষট্‌পত্র-পদ্যে লিঙ্গস্থে বকারাদীন্ শ্রুসেচ্চ ষট্ ॥ ৪৮
আধারে চতুরো বর্ণান্ নসেদ্ বাদীন্ চতুর্‌দলে ।
হক্সৌ জ্রমধ্যগে পদ্যে দ্বিদলে বিম্বুসেৎ প্রিয়ে ! ।
ইত্যন্তমাতৃকাং শ্রুশ্চ সর্বাঙ্গে শ্রাসমাচরেৎ ॥ ৪৯

অগস্ত্য-সংহিতায়াং—

একৈকবর্ণমেকৈক-পত্রান্তে বিম্বুসেৎ প্রিয়ে ! ।
এবমন্তঃ প্রবিম্বুশ্চ মনসাহতো বহির্ন্যসেৎ ॥ ৫০

শ্রাস করিবেন । ছন্দয়ে দ্বাদশদল কমলে ককারাদি দ্বাদশটি স্বাক্ষরবর্ণকে বিন্দুযুক্ত করিয়া শ্রাস করিবেন । নাভিতে দশদল কমলে ডকারাদি দশটি বর্ণকে বিন্দুযুক্ত করিয়া শ্রাস করিবেন । লিঙ্গমূলে ষড়্‌দল কমলে বকারাদি ছয়টি বর্ণকে বিন্দুযুক্ত করিয়া শ্রাস করিবেন । মূলাধারে চতুর্‌দল কমলে লকারাদি চারিটি বর্ণকে বিন্দুযুক্ত করিয়া শ্রাস করিবেন । জ্রমধ্যে দ্বিদল পদ্যে হ ও ক্স বর্ণদ্বয়কে বিন্দুযুক্ত করিয়া শ্রাস করিবেন । জ্ঞানার্ণব-ভিত্তে তাহাই বলিয়াছেন (৪৬)—

কঠমূলে দ্বি-অষ্ট অর্থাৎ যোড়শ দল অন্বুজে যোড়শ স্বর শ্রাস করিবেন । দ্বাদশ-দল ছন্দপদ্যে ককারাদি দ্বাদশবর্ণ শ্রাস করিবেন । ৪৭

নাভিতে দশদল পদ্যে ডকারাদি দশটি বর্ণ শ্রাস করিবেন । লিঙ্গমূলে ষড়্‌দল পদ্যে বকারাদি ছয়টি বর্ণ শ্রাস করিবেন । ৪৮

মূলাধারে চতুর্‌দল পদ্যে লকারাদি চারিটি বর্ণকে শ্রাস করিবেন । হে প্রিয়ে ! জ্রমধ্যগত দ্বিদল পদ্যে হ ক্স বর্ণ দুইটিকে শ্রাস করিবেন । এই প্রকারে অন্তমাতৃকার শ্রাস করিয়া সর্বাঙ্গে বাহ্যমাতৃকার শ্রাস করিবেন । ৪৯

অগস্ত্যসংহিতায় বলিয়াছেন—হে প্রিয়ে ! এক একটি পত্রের অন্তে এক একটি

বৈষ্ণবে তু—একৈকং বর্ণমুচ্চাৰ্য্য মূলধারাচ্ছিরোহন্তকম্ ।

নমোহন্তমিতি বিদ্যাস আস্তরঃ পরিকীৰ্ত্তিতঃ ॥ ৫১

মূলধারাচ্ছিরোহন্তকমিতি যদুক্তং, তদেব বিবৃণোতি অথাস্তরিত্যাদিনা^১ । ৫২

অথাস্তমাতৃকা-শ্রাসো মূলধারে চতুর্দলে ।

সুবর্ণাভে^২ ব শ ষ স-চতুর্বর্ণ-বিভূষিতে ॥ ৫৩

ষড়্দলে বৈদ্যুত-নিভে স্বাধিষ্ঠানেহনল-দ্বিধি ।

ব-ভ-মৈষ্য-র-লৈষ্যুক্তে বর্ণৈঃ ষড়্ভিষ্ট সূত্রে ! ॥ ৫৪

মণিপুরে দশদলে নীল-জীমূত-সন্নিভে ।

ডাদি-ফান্তদলৈষ্যুক্তে বিন্দুস্তাসিত-মন্তকৈঃ ॥ ৫৫

অনাহতে^৩ দ্বাদশারে প্রবালরুচি-সন্নিভে ।

কাদি-ঠান্ত-দলৈষ্যুক্তে যোগিনাং হৃদয়ঙ্গমে ॥ ৫৬

বর্ণকে শ্রাস করিবে। এই প্রকারে মনে মনে আস্তর মাতৃকা শ্রাস করিয়া অনন্তর বাহ্যমাতৃকা শ্রাস করিবেন । ৫০

বৈষ্ণব মন্ত্র বিষয়ে কিন্তু এই বলিয়াছেন—মূলধার হইতে শিরঃ পর্যন্ত পদ্মসমূহে নমঃ অন্ত এক একটি বর্ণের উচ্চারণ করিয়া যে বিদ্যাস, তাহাই আস্তর মাতৃকাস্রাস কথিত হইয়াছে । ৫১

মূলধারাচ্ছিরোহন্তকম্ ইত্যাদি গ্রন্থে যাহা বলিয়াছেন, তাহাই “অথাস্তমাতৃকা-শ্রাসঃ” গ্রন্থে বিবরণ করিয়াছেন । ৫২

অনন্তর মাতৃকাস্রাস কথিত হইতেছে। হে সূত্রে। মূলধারস্থিত সুবর্ণাভ ব শ ষ স এই চারিবর্ণে বিভূষিত চতুর্দল পদ্মে এই চারি বর্ণকে, লিঙ্গমূলস্থ বিভ্রাতের শ্রায় সমুজ্জ্বল অনলের শ্যায় কান্তি বিশিষ্ট ব ভ ম য র ল এই ছয় বর্ণ বিশিষ্ট স্বাধিষ্ঠান পদ্মে এই ছয় বর্ণকে ধ্যান করিবেন । ৫৩-৫৪

নাভিমূলস্থিত নীলমেঘ সন্নিভ উচণ্ডতথ দধন প ও ফ বর্ণযুক্ত বিন্দুধারা উদ্ভাসিত মন্তক দশদল মণিপুর পদ্মে ডাদি ফান্ত দশটি বর্ণকে ধ্যান করিবেন । ৫৫

হৃদয়স্থিত প্রবালের কান্তিতুল্য কান্তি বিশিষ্ট ক খ গ ঘ ঙ চ ছ জ ব ঞ ট ঠ এই দশবর্ণ যুক্ত যোগিগণের মনোগম্য অনাহত পদ্মে এই দ্বাদশ বর্ণকে ধ্যান করিবেন । ৫৬

১। খ—মূলধারানিত্যাস্তরিত্যাভ্যাসঃ পরো নাস্তি । ২। ক—বর্ণাভে । ৩। খ—অনাহত দ্বাদশারে ।

বিশুদ্ধে ষোড়শদলে ধ্রুত্বে অর-ভূষিতে ।

আজ্ঞাচক্রে তু চন্দ্রাভে দ্বিদলে হক্ষ-লাঙ্ঘিতে ॥ ৫৭

সহস্রারে হিমনিভে^১ সর্ববর্ণ-বিভূষিতে ।

অকথাপি-ত্রিরেখাত্ম-হ-ল-ক্ষ-ত্রয়-ভূষিতে^২ ॥ ৫৮

তন্মধ্যে পরবিন্দুঞ্চ সৃষ্টি-স্থিতি-লয়াত্মকম্ ।

এবং সমাহিতমনা ধ্যায়েন্ শাসোহয়মাস্তুরঃ ॥ ৫৯

ততো বাহুমাতৃকাং ধ্যায়েন্ । যথা—

পঞ্চাশল্লিপিভিবিভক্ত-মুখ-দোঃ-পদ্মধ্য-বক্ষঃ-স্থলাং^৩

ভাষ্মনৌলি-নিবন্ধ-চন্দ্রশকলামাপীন-তুঙ্গ-স্তনীম্ ।

মুদ্রামক্ষগুণং সুধাত্য-কলশং বিদ্যাঞ্চ হস্তানুজৈ-

বিভ্রাণাং বিশদপ্রভাং ত্রিনয়নাং বাগ্-দেবতামাশ্রয়ে ॥ ৬০

এবং ধ্যাত্বা শাসেন্ । যথা ললাটে—অং নমঃ অনামিকামধ্যমাভ্যাম্ । এবং মুখবৃত্তে^৪—ঐ তর্জনীমধ্যমানামিকাভিঃ । চক্ষুযোঃ—ইং ঈং বুদ্ধানামিকাত্যাং,

কণ্ঠস্থিত ধ্রুববর্ণ ষোড়শ স্বরভূষিত বিশুদ্ধ নামক ষোড়শ দল পদ্যে অকারাদি ষোড়শ স্বরকে এবং ক্রমমধ্যস্থ চন্দ্রবর্ণের তুল্য বর্ণ-বিশিষ্ট হ ক্ষ বর্ণদ্বয় ভূষিত দ্বিদল আজ্ঞাপদ্যে হ ক্ষ বর্ণদ্বয়কে ধ্যান করিবেন । ৫৭

মস্তকে হিমনিভ সর্ববর্ণ বিভূষিত অকথাদিক্রপ তিনটি রেখাস্বরূপ হ ল ক্ষ তিনটি বর্ণে বিভূষিত সহস্রার পদ্য মধ্যে বর্তমান সৃষ্টি স্থিতি লয়রূপ পরবিন্দুকে সমাহিত হইয়া ধ্যান করিবেন । এইরূপ অন্তর শাসও অন্তর্মাতৃকাস । ৫৮-৫৯

তাহার পর বাহুমাতৃকাকে ধ্যান করিবেন । সেই ধ্যানের এই অর্থ হইতেছে যে—পঞ্চাশটি বর্ণের দ্বারা বিভক্ত মুখ, বাহু, পাদ, মধ্য ও বক্ষঃস্থলা, উজ্জ্বল মস্তকে নিবন্ধ চন্দ্রকলা, অতিস্থূল উন্নত স্তন-ধারিণী, দক্ষিণ উর্ধ্ব হস্তপদ্যের দ্বারা জ্ঞানমুদ্রা, অধোহস্তের দ্বারা অক্ষমুদ্রা (অক্ষমালা), বামের; উর্ধ্বহস্তের দ্বারা সুধাপূর্ণ কলশ ও অধোহস্তের দ্বারা বিদ্যামুদ্রা (পুস্তকমুদ্রা) ধারিণী, শুভ্রবর্ণা, ত্রিনয়না বস্ত্র, ভূষণ ও মাল্যের দ্বারা সুসজ্জিতা বাগ্-দেবতাকে ভজন করি । ৬০

এইরূপ ধ্যান করিয়া শাস করিবেন । যথা—ললাটে অনামিকা ও মধ্যমা দ্বারা অং নমঃ । এইরূপ মুখবৃত্তে তর্জনী, মধ্যমা ও অনামিকা দ্বারা ঐং নমঃ । হৃই চক্ষুতে

১। ঐ—সহস্রারে হিমনিভে । ২। ঐ—ত্রিরেখাত্ম হ-ল-ক্ষ-ত্রয়বিভূষিতে । ৩। ঐ—বক্ষঃস্থলাং ।

৪। ঐ—এবং নাসি, মুখে ।

কর্ণয়োঃ—উং উং অঙ্গুষ্ঠেন । নসোঃ—ঋং ঋং কনিষ্ঠাঙ্গুষ্ঠাভ্যাং, গণয়োঃ—৯ং ৯ং তর্জনীমধ্যমানামিকাভিঃ । ওষ্ঠাধরয়োঃ—এং ঐং মধ্যময়া । দন্তপঙ্ক্তয়োঃ—ওঁ ওঁ অনামিকয়া । ব্রহ্মরন্ধ্রে—অং মধ্যময়া । মুখে—অঃ অনামিকা-মধ্যমাভ্যাম্ । দক্ষিণহস্তস্য মূল-কুর্পর-মণিবন্ধাঙ্গুলিমূলাঙ্গুল্যাগ্রে—কং ঋং গং ঙং প্রত্যেকং কনিষ্ঠানামিকামধ্যমাভিঃ । বাম-হস্তস্য তেষু—চু তাভিঃ । দক্ষিণস্য পদস্য তেষু—চু তাভিঃ । বামপদস্য তেষু—তু তাভিঃ, পার্শ্বয়োঃ—পং ঝং তাভিঃ । পৃষ্ঠে—বং তাভিঃ । নাভৌ—ভং কনিষ্ঠানামিকা-মধ্যমাঙ্গুষ্ঠাভিঃ । জঠরে—মং সর্বাভিঃ । হৃদয়ে—যং তলেন । দক্ষিণবাহু-মূলে—রং তেন । ককুদি—লং তেন । বামবাহুমূলে—বং তেন । হৃদাদি-দক্ষিণকরে—শং তেন । হৃদাদিবামকরে—ষং তেন । হৃদাদি-দক্ষিণপাদে—সং তেন । হৃদাদিবামপাদে—হং তেন । হৃদাভ্যদরে—লং তেন । হৃদাদিমুখে—ক্ষং তেন । ৬১

বৃহদাঙ্গুষ্ঠ ও অনামিকা দ্বারা ইং নমঃ ও ঙং নমঃ । দুই কর্ণে অঙ্গুষ্ঠের দ্বারা উং নমঃ ও উং নমঃ । দুই নাসিকার কনিষ্ঠা ও অঙ্গুষ্ঠ দ্বারা ঋং নমঃ ও ঋং নমঃ । দুই গণ্ডে তর্জনী, মধ্যমা ও অনামিকা দ্বারা ৯ং নমঃ ও ৯ং নমঃ । ওষ্ঠে মধ্যমার দ্বারা এং নমঃ । অধরে মধ্যমা দ্বারা ঐং নমঃ । উর্ধ্ব দন্তপঙ্ক্তিতে অনামিকা দ্বারা ওং নমঃ । অধঃ দন্তপঙ্ক্তিতে অনামিকা দ্বারা ওঁং নমঃ । ব্রহ্মরন্ধ্রে মধ্যমা দ্বারা অং নমঃ । মুখে অনামা ও মধ্যমা দ্বারা অঃ নমঃ । দক্ষিণ হস্তের মূল, কুর্পর (কনুই), মণিবন্ধ, অঙ্গুলির মূল ও অগ্রে যথাক্রমে তর্জনী, অনামিকা ও মধ্যমা দ্বারা কং নমঃ, ঋং নমঃ, গং নমঃ, ঙং নমঃ ও ওঁং নমঃ । বামহস্তে দক্ষিণ হস্তের স্তায় সেই সেই স্থানে সেই সেই অঙ্গুলি সমূহের দ্বারা চং নমঃ ইত্যাদি ক্রমে চব্বিগের সমস্ত বর্ণ, দক্ষিণ পাদেই সেই স্থানে সেই সেই অঙ্গুলি দ্বারা টং নমঃ ইত্যাদি ক্রমে টব্বিগের সমস্ত বর্ণ, বাম-পাদেই সেই সেই স্থানে সেই সেই অঙ্গুলি দ্বারা তং নমঃ ইত্যাদি ক্রমে তব্বিগের সমস্ত বর্ণ, দক্ষিণ পার্শ্বে সেই অঙ্গুলি দ্বারা পং নমঃ ও বামপার্শ্বে সেই অঙ্গুলি দ্বারা ফং নমঃ । পৃষ্ঠে সেই অঙ্গুলি দ্বারা বং নমঃ । নাভিতে কনিষ্ঠা, অনামিকা, মধ্যমা ও অঙ্গুষ্ঠ দ্বারা ভং নমঃ । জঠরে সমস্ত অঙ্গুলি দ্বারা মং নমঃ । হৃদয়ে করতলের দ্বারা যং নমঃ । দক্ষিণ বাহুমূলে সেই তল দ্বারা রং নমঃ । ককুদে (ঘাড়) সেই তল দ্বারা লং নমঃ । বামবাহুর মূলে সেই তল দ্বারা বং নমঃ । হৃদয়াদি দক্ষিণ হস্তে সেই তল দ্বারা শং নমঃ । হৃদয়াদি বামকরে সেই তল দ্বারা ষং নমঃ । হৃদয়াদি দক্ষিণ পাদে করতল দ্বারা সং নমঃ । হৃদয়াদি বাম পাদে করতল দ্বারা হং নমঃ । হৃদয়াদি উদরে করতল দ্বারা লং নমঃ । হৃদয়াদি মুখে করতল দ্বারা ক্ষং নমঃ । ৬১

সর্বত্র নমোহস্তেন শাসেৎ । অঙ্গুলিনিয়মো যথা তন্ত্রে (৬২)—

ললাটেহনামিকামধ্যে বিশ্রাসেন্ মুখ-পঙ্কজে ।

তর্জনী-মধ্যমানামা বৃদ্ধানামে চ নেত্রয়োঃ ॥ ৬৩

অঙ্গুষ্ঠং কর্ণয়োঃ কনিষ্ঠাঙ্গুষ্ঠকৌ নসোঃ ।

মধ্যান্ত্রিপ্রো গণ্ডয়োশ্চ মধ্যমাঞ্চোষ্ঠয়োঃ ॥ ৬৪

অনামাং দন্তয়োঃ মধ্যমামুত্তমাক্ষকে ।

মুখেহনামাং মধ্যমাঞ্চ হস্তে পাদে চ পার্শ্বয়োঃ ॥ ৬৫

কনিষ্ঠানামিকা-মধ্যান্ত্রাস্ত্র পৃষ্ঠে চ বিশ্রাসেৎ ।

তাঃ সাজ্জুষ্ঠা নাভিদেহে সর্বাঃ কক্ষৌ চ বিশ্রাসেৎ ॥ ৬৬

হৃদয়ে চ তলং সর্বমংসয়োশ্চ ককুৎস্থলে ।

হৃৎপূর্বং হস্তপাৎ-কৃষ্ণি-মুখেষু তলমেব চ ॥ ৬৭

এতাশ্চ মাতৃকামুদ্রাঃ ক্রমেণ পরিকীৰ্ত্তিতাঃ ।

অজ্ঞাতা বিশ্রাসেদ্ যস্তু শ্বাসঃ শ্বাৎ তস্য নিষ্ফলঃ ॥ ৬৮

গৌতমীয়ে—ললাট-মুখবৃত্তাক্ষি-শ্রুতি-ঘ্রাণেযু গণ্ডয়োঃ ।

সকল স্থলে সবিদ্যু বর্ণের অণ্ডে নমঃ দিয়া শ্বাস করিবেন । শ্বাসে অঙ্গুলি নিয়ম যেমন তন্ত্রে বলিয়াছেন (৬২)—

ললাটে অনামা ও মধ্যমা মুদ্রা দ্বারা শ্বাস করিবে । মুখপদ্মে তর্জনী, মধ্যমা ও অঙ্গুষ্ঠ মুদ্রা, নেত্রদ্বয়ে অঙ্গুষ্ঠ ও অনামিকা মুদ্রা । কর্ণদ্বয়ে অঙ্গুষ্ঠ স্থাপন করিয়া, হুই নামিকার কনিষ্ঠা ও অঙ্গুষ্ঠ মুদ্রা, হুই গণ্ডে মধ্যমাদি তিনটি, হুই ওষ্ঠে মধ্যমা দ্বারা শ্বাস করিবেন । ৬৩-৬৪

হুই দন্তপঙ্ক্তিতে অনামা, উত্তমাক্ষ ব্রহ্মরঞ্জে মধ্যমা, মুখে অনামা ও মধ্যমা, হুই হস্তে, হুই পাদে, হুই পার্শ্বে ও পৃষ্ঠে কনিষ্ঠা, অনামিকা ও মধ্যমা দ্বারা শ্বাস করিবে । নাভিদেহে অঙ্গুষ্ঠের সহিত সেই অঙ্গুলিগুলি দ্বারা এবং কক্ষিতে সমস্ত অঙ্গুলি দ্বারা শ্বাস করিবে । ৬৫-৬৬

হৃদয়ে সমস্ত হস্ততল, এইরূপ হুই কক্ষে, ককুৎস্থলে, হৃদয়াদি হুই হস্তে, পাদে ও কৃষ্ণিতে করতল দ্বারা শ্বাস করিবে । ৬৭

এইগুলি বধাক্রমে মাতৃকামুদ্রা নামে কথিত হইয়াছে । যে ব্যক্তি এই মাতৃকা মুদ্রা না জানিয়া শ্বাস করে, সেই শ্বাস নিষ্ফল । ৬৮

গৌতমীর তন্ত্রে এই শ্বাসের স্থান এই বলিয়াছেন—ললাট, মুখবৃত্ত, হুই চক্ষুঃ, হুই

ওষ্ঠ-দন্তোত্তমাদান্ত-দোঃ-পংসক্যএকেষু চ ॥ ৬৯

পার্শ্বয়োঃ পৃষ্ঠতো নাভৌ জঠরে হৃদয়েহংসকে ।

ককুতহংসে চ হৃৎপূর্ব-পানি-পাদযুগ্মে তথা ।

জঠরাননয়োর্নস্তোন্ মাতৃকার্গান্ যথা-ক্রমাৎ ॥ ৭০

অথ সংহারমাতৃকান্যাসঃ । অস্তা ধ্যানম্^১—

অক্ষ-শ্রজঃ^২ হরিণপোতমুদগ্র-টঙ্কং বিজাং করৈরবিরতং দধতীং ত্রিনেত্রাম্ ।

অর্দ্ধেন্দু-মৌলিমরুণামরবিন্দবাসাং বর্ণেশ্বরীং প্রণমতস্তন-ভার-নত্রাম্ ॥ ৭১

শ্যাসস্ত ককারাদিরকারান্তঃ । যথা—কং নমঃ হৃদাদি-মুখে ইত্যাদি । ৭২

অন্যচ্চ— ওমাওস্তো নমোহস্তো বা স বিন্দুর্বিন্দু-বর্জিতঃ ।

পঞ্চাশদ্বর্ণবিজ্যাসঃ ক্রমাচ্ছক্টো মনৌষিভিঃ ॥ ইতি রাঘবভট্টঃ । ৭৩

অপরঞ্চ— চতুর্ধা মাতৃকা প্রোক্তা কেবলা বিন্দুসংযুতা ।

সবিসর্গা সোভয়া চ রহস্তাং শৃণু কথ্যতে ॥ ৭৪

কর্ণ, দুই গণ্ড, দুই ওষ্ঠ, দুই দন্তপঙ্ক্তি, মস্তক, মুখ, হস্ত ও পাদেয় সঙ্ঘি স্থান (বাহুমূল, কূর্ণর, মণিবন্ধ, অঙ্গুলি মূল ও অগ্র), দুই পার্শ্ব, পৃষ্ঠ, নাভি, উদর, হৃদয়, দক্ষিণ স্বক, গ্রীবা, বাম স্বক, হৃদয় হইতে দুই হস্ত, দুই পাদ, জঠর ও মুখে যথাক্রমে মাতৃকা বর্ণ-গুলি শ্যাস করিবেন । ৬৯-৭০

অনন্তর সংহারমাতৃকার ধ্যান করিবেন । উহার অর্থ—শ্বেত পদ্মে আসীনা, স্তনভারে নত্রা অরুণবর্ণা, মস্তকে অর্দ্ধচন্দ্রধারিণী, ত্রিনেত্রা, দক্ষিণের উর্ধ্ব হস্তে সর্বদা তীক্ষ্ণাগ্র পরশু, অধোহস্তে সর্বদা অক্ষমালা, বামের উর্ধ্ব হস্তে সর্বদা হরিণশাবক, অধোহস্তে সর্বদা পুষ্পকমুদ্রাধারিণী বর্ণেশ্বরীকে প্রণাম (ধ্যান) করুন । ৭১

ককার হইতে অকার পর্য্যন্ত পূর্বোক্ত স্থান সমূহে প্রতি বর্ণের শ্যাস হইবে । যেমন হৃদয়াদি মুখে-কং নমঃ ইত্যাদি । ৭২

রাঘব ভট্ট অনুরূপ এই বলিয়াছেন—মাতৃকাবর্ণের আদিতে ও অন্তে ও অথবা নমো অন্ত, সবিন্দু অথবা বিন্দুবর্জিত পঞ্চাশৎ বর্ণের ক্রমে ক্রমে শ্যাস মনৌষিগণ কর্তৃক উক্ত হইয়াছে । ৭৩

অন্য প্রকার মাতৃকান্যাসও কথিত হইয়াছে । চারি প্রকার মাতৃকা কথিত হইয়াছে (১) কেবল মাতৃকা, (২) বিন্দু (অনুর) যুক্ত মাতৃকা, (৩) সবিসর্গ (বিসর্গযুক্ত) মাতৃকা, (৪) সোভয়া (অনুর-বিসর্গযুক্ত) মাতৃকা । রহস্ত প্রবণ কর, বলিতেছি । ৭৪

বিদ্যাকরী কেবল। ৫ সোভয়া ভক্তি-দায়িনী ।

পুত্রদা সবিসর্গ। তু সবিন্দুবিম্ব-দায়িনী^১ ॥ ৭৫

এতেন পঞ্চদশ-ষোড়শ-স্বরযোগ্যাসে বিন্দু-বিসর্গান্তত্বং নাস্তি, বৈয়র্থ্যাদনু-
চ্চার্য্যাহাচ্ছেতি শঙ্কা নিরস্তা, অত্র সোভয়ত্ব-কল্প-কথনেন তাদৃশ-বর্ণয়োঃনু-
চ্চার্য্যত্বেহপি ধ্যানযোগ্যত্বমন্ত্যেবেতি । শ্রীবিদ্যাবিশয়ে নবরত্নেশ্বরে (৭৬)—

বাগ্ভ-বাচ্য। নমোহস্তাশ্চ স্তব্যা। মাতৃকাকুরাঃ ।

শ্রীবিদ্যা-বিষয়ে মন্ত্রী বাগ্ভবাচ্যে-সিদ্ধয়ে ॥ ৭৭

যামলে— ভূতশুদ্ধি-লিপিত্যাসৌ বিনা যন্ত প্রপূজয়েৎ ।

বিপরীত-ফলং দত্তাদভক্ত্যা পূজনং যথা ॥ ৭৮

সামান্য-ন্যাসে অঙ্গুলি-নিয়মস্ত গৌতমীয়ে—

মনসা বিম্বসেন্ ন্যাসান্ পুষ্পৈর্নৈবাহথবা মূনে ! ।

অঙ্গুষ্ঠানামিকাভ্যাং বা চানুখা বিফলং ভবেৎ ॥ ৭৯

কেবল মাতৃকা বিদ্যাকরী, বিন্দুযুক্ত মাতৃকা বিম্বদায়িনী, সবিসর্গ মাতৃকা পুত্রপ্রদা,
সোভয়া মাতৃকা ভক্তিদায়িনী । ৭৫

পঞ্চদশ ও ষোড়শ স্বরের ন্যাসে বিন্দু ও বিসর্গান্ততা নাই অর্থাৎ অং ও অঃ এই
দুইটি স্বরের পরে অনুস্বার বা বিসর্গ এই উভয় দিতে হইবে না, যেহেতু উহা ব্যর্থ ও
উচ্চারণের অযোগ্য—এইরূপ আশঙ্কা ইহা দ্বারা নিরস্ত হইল । এই বচনে সোভয়ত্ব
কল্প কথিত হওয়ায় তাদৃশ অর্থাৎ অনুস্বার ও বিসর্গযুক্ত অং ও অঃ অর্থাৎ অংং বা অঃঃ
বর্ণ অনুচ্চার্য্য হইলেও উহার ধ্যানযোগ্যতা আছে । শ্রীবিদ্যাবিশয়ে নবরত্নেশ্বরে
বলিয়াছেন (৭৬)—

মন্ত্রজ সাধক অষ্ট সিদ্ধির জন্ত বাগ্ভবাদি মাতৃকাবর্ণের আদিতে বাগ্ভববীজ
(ঐং) ও অন্তে নমঃ দিয়া অর্থাৎ ঐং অং নমঃ, ঐং আং নমঃ ইত্যাদি আকারে
মাতৃকাবর্ণের ন্যাস করিবে । ৭৭

যামলে বলিয়াছেন—যিনি ভূতশুদ্ধি ও মাতৃকান্যাস ছাড়া পূজা করেন, অভক্তিতে
পূজার যেমন বিপরীত ফল হয়, তদ্রূপ দেবতা তাহাকে বিপরীত ফল দেন । ৭৮

গৌতমীর ভক্তে সামান্য ন্যাসে অঙ্গুলিনিয়ম কিন্তু এইরূপ বলিয়াছেন—হে মূনে ।
মনে মনে ন্যাসসমূহ করিবে অথবা পুষ্পের দ্বারা ন্যাস করিবে অথবা অঙ্গুষ্ঠ ও
অনামিকা (তড়মুদ্রা) দ্বারা ন্যাস করিবে । অনুখা বিফল হইবে । ৭৯

বিশেষস্থানে তু নায়াং নিয়মঃ । শ্যামাদি-বিজ্ঞায়াং বিশেষ-মাতৃকা-স্থাসো
বক্তব্যঃ । ৮০

অথ প্রাণায়ামঃ । তত্রাকুলি-নিয়মো জ্ঞানার্গবে—

কনিষ্ঠানামিকাকুলিষ্ঠৈর্ঘনাসাপুট-ধারণম্ ।

প্রাণায়ামঃ স বিজ্ঞেয়ঃ তর্জনী-মধ্যমে বিনা^১ ॥ ৮১

প্রাণায়ামস্ত দ্বিবিধঃ সগর্ভো নিগর্ভশ্চ । যথা—

সগর্ভো মন্ত্র-জাপেন নিগর্ভো মাত্রয়া ভবেৎ ।

মাত্রা ভূতশুদ্ধাবুক্তা । কালীহৃদয়ে (৮২)—

প্রাণায়াম-ত্রয়ং কুর্ধ্যান্ মূলেণ প্রণবেন বা ।

অথবা মন্ত্রবীজেন যথোক্ত-বিধিনা সুধীঃ ॥ ৮৩

তস্মা ষোড়শ-বারজপেন বামনাসয়া বায়ুং পূরয়েৎ । ততস্তস্মা চতুঃ
ষষ্টিবারজপেন বায়ুং কুন্তয়েৎ । ততস্তস্মা দ্বাত্রিংশদ-বার-জপেন বায়ুং দক্ষিণ-
নাসয়া রেচয়েৎ । পুনর্দক্ষিণেনাপূর্য্য দ্বাভ্যাং কুন্তয়িত্বা বামেন রেচয়েৎ ।

বিশেষ স্থানে এই নিয়ম প্রযোজ্য নহে । শ্যামাদি বিদ্যা বিষয়ে বিশেষ মাতৃকাস্থাস
কথিত হইবে । ৮০

অনন্তর প্রাণায়াম কথিত হইবে । জ্ঞানার্গব তন্ত্রে প্রাণায়াম বিষয়ে অকুলি নিয়ম
এইরূপ বলিয়াছেন—

তর্জনী ও মধ্যমা ছাড়া কনিষ্ঠা, অনামিকা ও অঙ্গুষ্ঠ দ্বারা যে নাসাপুটদ্বয়ের ধারণ,
তাহাকেই প্রাণায়াম বলিয়া জানিবে । ৮১

প্রাণায়াম দুই প্রকার—সগর্ভ ও নিগর্ভ । যেমন বলিয়াছেন—মন্ত্রজপের সহিত
প্রাণায়াম সগর্ভ প্রাণায়াম । মাত্রার সহিত প্রাণায়াম নিগর্ভ প্রাণায়াম হইয়া থাকে ।

মাত্রা ভূতশুদ্ধি প্রকরণে উক্ত হইয়াছে । কালীহৃদয় তন্ত্রে এই বলিয়াছেন (৮২)—

সুধী ব্যক্তি যথোক্ত বিধি অনুসারে মূলের দ্বারা অথবা প্রণবের দ্বারা অথবা
মন্ত্রবীজের দ্বারা তিন বার প্রাণায়াম করিবেন । ৮৩

সেই মন্ত্রের ১৬ বার জপের দ্বারা বামনাসা দিয়া দেহের অভ্যন্তরে নিশ্বাস বায়ু
পূরণ করিবেন । তাহার পর সেই মন্ত্রের ৬৪ বার জপের দ্বারা দুই নাসিকা টিপিয়া
ধরিয়া কুন্তক (সেই নিশ্বাস বায়ুকে কুন্ত) করিবেন । তাহার পর সেই মন্ত্রের ৩২ বার
জপের দ্বারা দক্ষিণ নাসিকায় সেই কুন্ত বায়ুকে ধীরে রেচন (ত্যাগ) করিবেন ।

১। ৪—তর্জনী-মধ্যমে বিনেত্যত্র মুনিভির্বেদ-পারগৈরুচি পাঠঃ । এতদনন্তরং কালীহৃদয়ে
প্রাণায়ামেত্যাদিপাঠঃ ।

পুনর্বামেনাপূর্য্য ভাভ্যাং কুন্তয়িত্বা দক্ষিণেন রেচয়েৎ । এবং কৃতে^১ প্রাণায়াম-
ত্রয়ং সিধ্যতি । সক্রংকৃতে: পুরক-কুন্তক-রেচকৈরেকৈক-প্রাণায়ামশ্চ সিদ্ধত্বাৎ ।
সারসমুচ্চয়ে (৮৪)—

অমুনা বিধিনা শ্রুতনা: সততং মক্ৰতো বিদধীত শ্বসংযমনম্ ।

বিপরীতমতো বিদধীত বুধ: পুনরেব তু তদ্বিপরীতকম্ ॥ ইতি । ৮৫

অথবা চতু:—ষোড়শাষ্টবারজপৈ: পুরকাদিকং কুর্য্যাৎ । তথাচ তদ্বাস্তরে (৮৬)—

পুরয়েৎ ষোড়শভির্বাযুং ধারয়েৎ তচ্চতুর্গুণৈ: ।

রেচয়েৎ কুন্তকাক্ষেন অশক্ত্যা তৎ-তুরীয়ত: ॥

তদশক্তৌ তচ্চতুর্থমেবং প্রাণশ্চ সংযম: ॥ ৮৭

অশ্চ নিত্যতা—“প্রাণায়ামং বিনা মন্ত্র-পূজনে নহি যোগ্যতা” । ইতি
তদ্বচনাৎ । ৮৮

পুনরায় দক্ষিণের নাসিকা দ্বারা পূর্ববৎ নিশ্বাস পূরণ করিয়া দুই নাসিকা দ্বারা
কুন্তক করিয়া বামনাসিকা দ্বারা রেচন করিবেন । পুনরায় বামনাসিকা দ্বারা পূরণ
করিয়া দুই নাসিকা দ্বারা কুন্তক করিয়া, দক্ষিণ নাসিকা দ্বারা রেচন করিবেন । এইরূপ
করিলে প্রাণায়াম ত্রয় সিদ্ধ হয়, যেহেতু একবার পুরক, কুন্তক ও রেচক করিলে এক
একটি প্রাণায়াম সিদ্ধ হইয়া থাকে । সার সমুচ্চয়ে এই বলিয়াছেন (৮৪)—

সংযতচিত্ত পণ্ডিত এই বিধি অনুসারে বায়ুর সম্যক সংযমন প্রাণায়াম করিবেন ।
তাহার পর তাহার বিপরীত করিবেন । তাহার পর তাহার বিপরীত করিবেন । ৮৫

অথবা চারি বার জপে পুরক, ষোড়শ বার জপে কুন্তক এবং আট বার জপে
রেচক করিবেন । তদ্বাস্তরে তাহাই বলিয়াছেন (৮৬)—

১৬ বার জপের দ্বারা বায়ু পূরণ করিবেন । তাহার চতুর্গুণ জপের দ্বারা বায়ুর
ধারণ করিবেন । কুন্তকের অর্ধ অর্থাৎ ৩২ বার জপের দ্বারা বায়ুর রেচন করিবে ।
অশক্ত হইলে তাহার চারিভাগের দ্বারা অর্থাৎ ৪, ১৬, ৮ বার জপের দ্বারা পুরক,
কুন্তক ও রেচক করিবে । পূর্বোক্ত প্রথম প্রকারে প্রাণায়াম করিতে অসমর্থ হইলে
তাহার চারিভাগেই হইবে । এইরূপ প্রাণ সংযম (প্রাণায়াম) কর্তব্য । ৮৭

প্রাণায়াম বিনা মন্ত্রজপ ও পূজার যোগ্যতা (অধিকার) নাই—এই অন্য
প্রাণায়ামের নিত্যতা (অবশ্য কর্তব্যতা) প্রতিপাদিত হয় । ৮৮

গোপালে বিশেষো বক্ষ্যতে । যোগকরণে^১ পুনর্মায়া তাবত্যা
প্রাণায়ামঃ^২ । তারাপ্রদীপে (৮১)—

প্রাণায়ামৈঃ কৃতৈঃ শতশ্রিত্যং ষোড়শভিঃ পুনঃ ।

দৈনন্দিনঞ্চ যৎ-পাপং তৎ-সর্বং নশ্যতি ধ্রুবম্ ॥ ১০

পরোপতাপজং পাপং পরদ্রব্যাপহারজম্ ।

পরস্ত্রী-মৈথুনোৎপন্নং প্রাণায়ামৈঃ শতৈর্হরেৎ ॥ ১১

মহাপাতক-জাতানি ব্রহ্মহত্যা-কৃতানি চ ।

সর্বাণ্যেব প্রদহন্তে প্রাণায়ামৈশ্চতুঃশতৈঃ ॥ ১২

অথ পীঠস্থাসঃ

ওঁ আধারশক্তয়ে নমঃ । এবং প্রকৃতয়ে, কূর্মায়, অনন্তায়,^৩ পৃথিব্যৈ, ক্ষীর-
সমুদ্রায়, শ্বেতদ্বীপায়, মণিমণ্ডপায়, মণিবেদিকায়ৈ, রত্নসিংহাসনায়, কল্প-
বৃক্ষায়, এতৎ সর্বং হৃদি । দক্ষিণস্কন্ধে—ধর্মায় । বামস্কন্ধে—জ্ঞানায় ।
বামোরো—বৈরাগ্যায় । দক্ষিণোরো—ঐশ্বর্য্যায় । মুখে—অধর্মায় । বামপার্শ্বে
—অজ্ঞানায় । নাভৌ—অবৈরাগ্যায় । দক্ষিণপার্শ্বে—অনৈশ্বর্য্যায় । পুনর্হৃদি

গোপাল বিষয়ে বিশেষ কথিত হইবে । অষ্টোক্ত যোগের অন্তর্গত প্রাণায়াম স্থলে
পূর্বোক্ত পরিমাণ সংখ্যা দ্বারা না করিয়া সংখ্যাসমসংখ্যক মাত্রা দ্বারা প্রাণায়াম
কর্তব্য । তারাপ্রদীপে বলিয়াছেন (৮১)—

দৈনন্দিন যে সমস্ত পাপ উৎপন্ন হয়, সে সমস্ত পাপ সর্বদা নিত্যকৃত (প্রত্যহ-কৃত)
ষোড়শ সংখ্যক প্রাণায়ামের দ্বারা বিনষ্ট হয় । ১০

সাধক পরকে পীড়া দেওয়ার জন্য উৎপন্ন পাপ, পর দ্রব্যের অপহরণ জনিত
পাপ, পরস্ত্রী-গমন জনিত পাপ শত প্রাণায়ামের দ্বারা হরণ (বিনাশ) করে । ১১

মহাপাতক হইতে উৎপন্ন পাপসমূহ, ব্রহ্মহত্যা জনিত পাপসমূহ সমস্ত পাপই
চারি শত প্রাণায়ামের দ্বারা দহ হয় । ১২

অনন্তর পীঠস্থাস কথিত হইতেছে । প্রথমে হৃদয়ে মূলোক্ত ওঁ আধারশক্তয়ে
নমঃ, ইত্যাদি মন্ত্রে স্থাস করিয়া, দক্ষিণ স্কন্ধে—ওঁ ধর্মায় নমঃ । বামস্কন্ধে—ওঁ জ্ঞানায়
নমঃ । বাম উরুতে ওঁ বৈরাগ্যায় নমঃ । দক্ষিণ উরুতে—ওঁ ঐশ্বর্য্যায় নমঃ ।
মুখে—অধর্মায় নমঃ । বাম পার্শ্বে—ওঁ অজ্ঞানায় নমঃ । নাভিতে—ওঁ অবৈরাগ্যায়

—অনন্তায়, পদ্মায়, অং সূর্য্যমণ্ডলায়^১ দ্বাদশকলায়নে, উং সোমমণ্ডলায়
ষোড়শ-কলায়নে, মং বহ্নিমণ্ডলায় দশকলায়নে, সং সত্বায়, রং রজসে, তং
ভমসে, আং আয়নে, অং অন্তরায়নে, পং পরমায়নে, হ্রী^২ জ্ঞানায়নে নমঃ^৩
ইতি শ্রুতং । যথা শারদায়াম্ (১৩)—

অংসোক্তবুগ্ময়োবিদ্বান্ প্রাদক্ষিণ্যেন দেশিকঃ ।

ধর্মং জ্ঞানঞ্চ বৈরাগ্যং ঐশ্বর্য্যং ক্রমতঃ স্মধী ।

মুখপার্শ্ব-নাভিপার্শ্বৈষধর্মাদীন্ প্রকল্পয়েৎ ॥ ১৪

পুনঃ শারদায়াম্—অনন্তং হৃদয়ে পদ্মং তস্মিন্ সূর্য্যেন্দু-পাবকান্ ।

এষু স্বস্বকলাং শ্রুত্ব নামাঙ্করপূর্বতঃ ।

সত্বাদীন্ ত্রিগুণান্শ্চ তথৈবাত্র গুরুতমঃ ॥ ১৫

নমঃ । দক্ষিণ পার্শ্বে—ও^৪ অনৈশ্বর্য্যায় নমঃ মন্ত্রে শ্রাস করিয়া পুনরায় হৃদয়ে
মূলোক্ত ও^৪ অনন্তায় নমঃ ইত্যাদি প্রকারে অনন্ত হইতে জ্ঞানায়নে নমঃ পর্য্যন্ত শ্রাস
করিবেন ।

শারদাতিলকে তাহাই বলিয়াছেন—মন্ত্রোপদেশটা পণ্ডিত ক্রমে ক্রমে আধারশক্তি
প্রভৃতির শ্রাস করিয়া প্রদক্ষিণক্রমে অর্থাৎ দক্ষিণাবর্তে দুই স্বক্ল ও দুই উরুতে অর্থাৎ
দক্ষিণ স্বক্ল হইতে দক্ষিণ উরু পর্য্যন্ত চারিস্থলে যথাক্রমে ধর্ম, জ্ঞান, বৈরাগ্য ও
ঐশ্বর্য্যের শ্রাস করিবেন । অনন্তর দক্ষিণাবর্ত ক্রমে মুখ, বামপার্শ্ব, নাভি ও দক্ষিণ
পার্শ্বে যথাক্রমে অধর্ম, চৈত্বির অর্থাৎ অধর্ম, অজ্ঞান, অবৈরাগ্য ও অনৈশ্বর্য্যের
শ্রাস করিবেন । ১৩

পুনরায় শারদাতিলকে বলিয়াছেন—অনন্তর হৃদয়ে অনন্ত ও পদ্মের শ্রাস করিবেন
সেই অনন্তে সূর্য্যমণ্ডল, চন্দ্রমণ্ডল ও বহ্নিমণ্ডলের শ্রাস করিবেন ।

এই তিন মণ্ডলে অর্থাৎ সূর্য্যমণ্ডল, সোমমণ্ডল ও বহ্নিমণ্ডলে নামের আদ্যক্ষর
পূর্বক নিজ নিজ কলার শ্রাস অর্থাৎ প্রথমে অং বীজপূর্বক সূর্য্যমণ্ডলের শ্রাস করিয়া
সেই স্থানে নামের আদিতে স্থিত ক-ভাদি অক্ষর পূর্বক ও^৪ কং ডং তপিত্যৈ নমঃ
ইত্যাদি আকারে তাঁহার তপিত্যাদি দ্বাদশ কলার, এইরূপ ও^৪ অং অমৃত্যৈ নমঃ
ইত্যাদি আকারে ষোলটি সোমকলার এবং ও^৪ বং ধূম্রার্চিষে নমঃ ইত্যাদি আকারে
বহ্নির দশটি কলার শ্রাস করিবেন । এইরূপ নামের আদি অক্ষর পূর্বক ও^৪ সত্বায়
নমঃ ইত্যাদি আকারে সত্বাদি গুণত্রয়ের শ্রাস করিয়া, গুরুশ্রেষ্ঠ সেই হৃদয়েই সেইরূপ

আত্মানমস্ত্রাণ্মানং পরমাণ্মানমেব চ ।

জ্ঞানাণ্মানং প্রবিণ্ডস্য শ্রুসেৎ পীঠমমুস্ততঃ ॥ ১৬

এষাং পৌর্বাপর্য্যপ্রমাণং পীঠপূজাবসরে বক্তব্যম্ । ততো হ্রৎপদ্যন্ত
পূর্বাদি-কেশরেষু তত্তৎ-কল্লোক্ত-পীঠশক্তৌর্মধ্যে পীঠমমুস্ত শ্রুসেৎ^১ । ১৭

বিশ্বসারে—ওমাদিত্বং ভেষুতঞ্চ নমোহস্তঞ্চ যথাস্থিতি ।

বিধিনা বিণ্ডসেৎ পূর্বং শঙ্করস্ত বচো যথা ॥ ১৮

এতদ্বচনং চতুর্থী-নমঃ-পদনিয়ত-শ্রাসমাভ্রে প্রণবাদিত্ব-বিধায়কম্, তেন
করাণ্ডশ্রাস-মাতৃকাক্রাস-বর্ণকাসাদৌ নাস্ত্য বিষয়ত্বম্ । ১৯

অথ ঋগ্গাদিশ্রাস:

তন্ত্রে— মহেশ্বরমুখাজ্জাহ্না যঃ সাক্ষাৎ তপসা মনুম্ ।

সংসাধয়তি শুদ্ধাত্মা স তস্য ঋষিরীরিতঃ ।

গুরুহান্মন্তকে চাস্ত্য শ্রাসস্ত পরিকীর্তিতঃ ॥ ১

নামের আদি অক্ষর পূর্বক ওঁ আং আত্মনে নমঃ ইত্যাদি আকারে আত্মা, অন্তরাত্মা
ও পরমাত্মার শ্রাস করিয়া মায়াবীজ পূর্বক ওঁ হ্রীং জ্ঞানাত্মনে নমঃ ইত্যাদি আকারে
জ্ঞানাত্মার শ্রাস করিয়া তাহার পর পদ্যের অগ্রাদি অক্ষরভেদে ও মধ্যে নয়টি পীঠশক্তির
শ্রাস করিবেন । ১৪-১৬

ইহাদের পৌর্য্যাপৌর্য্যের প্রমাণ পীঠ পূজার অবসরে (প্রকরণে) বলিব । তাহার
পর পদ্যের পূর্বাদি কেশরে সেই সেই পূজ্য দেবতার পীঠ শক্তি ও মধ্যে পীঠমন্ত্রের
শ্রাস করিবেন । ১৭

বিশ্বসার তন্ত্রে বলিয়াছেন—চতুর্থী বিভক্তিমুক্ত ও নমঃ অন্ত যেমন স্থিত আছে
সেইরূপ ওঙ্কারকে আদিতে দিয়া বিধিপূর্বক শঙ্করের বচনানুসারে শ্রাস করিবেন । ১৮

এই বচনটি চতুর্থী বিভক্তি ও নমঃ নিয়ত (অন্ত) শ্রাসমাভ্রে আদিতে প্রণবদানের
বিধায়ক । সেই জন্ত করাক্রাস, অঙ্গাক্রাস, মাতৃকাক্রাস, বর্ণকাসাদি ইহার বিষয় নহে
অর্থাৎ এই সকল শ্রাস স্থলে আদিতে ওঁকার দিতে হইবে না । ১৯

অনন্তর ঋগ্গাদিশ্রাস । তন্ত্রে ঋষির লক্ষণ এই বলিয়াছেন—যিনি প্রথমে তপস্যা
শ্রাব্য মহেশ্বরের মুখ হইতে মন্ত্র জানিয়া মন্ত্রকে নিদ্র করেন, সেই বিভূত্বাত্মা ব্যক্তিই
সেই মন্ত্রের ঋষি । ঋষিই মন্ত্রের গুরু বলিয়া ঋষির শ্রাস মন্ত্রকে কীর্ত্তিত হইয়াছে । ১

সর্বেষাং মন্ত্রতত্ত্বানাং হাদনাক্ষর উচ্যতে ।

অক্ষরত্বাৎ পরত্বাচ্চ মুখে হ্রস্বঃ সমীকৃতম্ ॥ ২

সর্বেষামেব জন্তুনাং ভাষণাৎ প্রেরণাৎ তথা ।

হৃদয়াস্তোত্র-মধ্যস্থা দেবতা তত্র তাং শ্রুসেৎ ॥ ৩

ঋষিচ্ছন্দোহপরিজ্ঞানান্ ন মন্ত্রঃ ফলভাগ্ ভবেৎ ।

দৌর্বল্যং যাতি মন্ত্রাণাং বিনিয়োগমজ্ঞানতাম্^১ ॥ ৪

তদ্রাস্তরে—ঋষিঃ শ্রুসেন্ মুণ্ডি দেশে হ্রস্বস্ত মুখ-পঙ্কজে ।

দেবতাং হৃদয়ে চৈব বীজস্ত গুহ্য-দেশকে ॥

শক্তিস্ত পাদয়োশ্চৈব সর্বাক্ষে কীলকং শ্রুসেৎ ॥ ৫

ততস্তত্ত্বমন্ত্রোক্ত-শ্রাসান্ কুর্যাৎ । যথা^২ কুলার্ণবে—

আগমোক্তেন বিধিনা নিত্যং শ্রাসং কৰোতি যঃ ।

দেবতাভাবমাপ্নোতি মন্ত্রসিদ্ধিঃ প্রজায়তে ॥ ৬

যো শ্রাস-কবচ-চ্ছনো মন্ত্রং জপতি তং প্রিয়ে ! ।

বিন্না দৃষ্ট্য। পলায়ন্তে সিংহং দৃষ্ট্য। যথা গজাঃ ॥ ৭

মন্ত্রের সমস্ত ভক্তের আচ্ছাদন করে বলিয়া হ্রস্বঃ নাম হইয়াছে। হ্রস্বঃ স্বরূপ অক্ষর মুখে উচ্চারিত হয় এবং উহা মন্ত্রকের মতই শ্রেষ্ঠ। তাই হ্রস্বোক্তাস মুখে কীৰ্ত্তিত হইয়াছে। ২

হ্রস্বপদের মধ্যে অবস্থিত দেবতা সমস্ত প্রাণকে প্রেরণ ও ভাষণ (বাক্যের উচ্চারণ) করান বলিয়া দেবতাকে হৃদয়ে শ্রাস করিবে। ৩

ঋষি, হ্রস্বঃ ও দেবতাকে না জানিলে মন্ত্রের ফলভাগী হয় না। বিনিয়োগ বাহারা জানে না, তাহাদের কাছে মন্ত্র দুর্বলতা প্রাপ্ত হয়। ৪

তদ্রাস্তরে বলিয়াছেন—মন্ত্রক প্রদেশে ঋষিকে শ্রাস করিবে। মুখপদে হ্রস্বকে শ্রাস করিবে। হৃদয়ে দেবতাকে, গুহ্যদেশে মন্ত্রের বীজকে, দুইপাদে মন্ত্রের শক্তিকে এবং সর্বাক্ষে মন্ত্রের কীলককে শ্রাস করিবেন। ৫

তাহার পর অর্থাৎ ঋগাদি শ্রাসের পর সেই সেই পূজ্য দেবতার বিশেষ বিশেষ শ্রাস সকল করিবেন। কুলার্ণব তন্ত্রে যেমন বলিয়াছেন—যে ব্যক্তি আগম কথিত বিধি অনুসারে সর্বদা শ্রাস করেন, তিনি দেবস্বরূপ প্রাপ্ত হন, মন্ত্র সিদ্ধিও অন্বায়। ৬

যে ব্যক্তি শ্রাস ও কবচের দ্বারা আবৃত হইয়া মন্ত্র জপ করে, হে প্রিয়ে। সিংহকে

অকৃতা শ্রাসকালং যো মুচ্যতে প্রজপেতু মনুজম্ ।

সর্ববিধৈঃ প্রবাধ্যঃ^১ স্যাদ্ ব্যাভৈয়ুগ-শিশুর্যথা^২ ॥ ৮

করশ্রাস-প্রমাণস্ত যামলে—

অঙ্গুলী-ব্যাপক-শ্রাসৌ হৃদাদিশ্রাস এব চ । ইতি । ৯

সামান্যপূজায়াং বক্ষ্যতে । তত্র মন্ত্রশ্রাস-মন্ত্রবদ্ গৃহঃ, ষড়ঙ্গ-কর্তব্যত্বা-
বিশেষাদিতি । অঙ্গশ্রাসে অঙ্গুলি-নিয়মস্ত—

“ত্রিছ্যেক দশক-ত্রি দ্বি-সংখ্যায়া শৈল-সম্ভবে ! । অঙ্গুলীনামিতি বচনাৎ ।
ইতি সর্বসাধারণম্^৩ । ১০

যামলে— হৃদয়ং মধ্যমানামা-তর্জনীভিঃ স্মৃতং শিরঃ ।

মধ্যমা-তর্জনীভ্যাং স্যাদঙ্গুষ্ঠেন শিখা স্মৃতা ॥ ১১

দশভিঃ কবচং প্রোক্তং তিস্ত্ভিনেত্রমীরিতম্ ।

প্রোক্তাঙ্গুলিভ্যামঙ্গ্রং স্যাদঙ্গ-কপ্তিরিয়ং মতা^৪ ॥ ইতি । ১২

তিস্ত্ভিন্তর্জনীমধ্যমানামভিঃ—

দেখিয়া হস্তিগণ যেমন পলায়ন করে, তদ্রূপ তাহাকে দেখিয়া বিঘ্নসমূহ পলায়ন
করে । ৭

যে ব্যক্তি মূঢ়তাবশতঃ শ্রাস সমূহ না করিয়া মন্ত্র জপ করে, যুগশিত্ত যেমন ব্যাঘ্র
কর্তৃক পীড়িত হয়, সেই জপকারী ব্যক্তি বিঘ্ন কর্তৃক পীড়িত হইয়া থাকে । ৮

তাহার পর করশ্রাস কর্তব্য । যামলে করশ্রাসের প্রমাণ এই বলিয়াছেন—অঙ্গুলি
শ্রাস ও ব্যাপকশ্রাস এবং হৃদয়াদিশ্রাস কর্তব্য । ৯

সামান্য পূজাতে এই শ্রাস কথিত হইবে । অঙ্গশ্রাসে অঙ্গুলিনিয়ম কিন্তু এইরূপ—

হে শৈলপুত্রি । অঙ্গুলী সমূহের তিনটি, দুইটি, একটি, দশটি, তিনটি ও দুইটি দ্বারা
(হৃদয় প্রভৃতি যথাস্থানে শ্রাস করিবেন) । ইহা সর্বসাধারণ । ১০

যামলে অঙ্গুলি নিয়ম এই বলিয়াছেন—মধ্যমা, অনামা ও তর্জনী দ্বারা হৃদয়শ্রাস,
মধ্যমা ও তর্জনী দ্বারা শিরোশ্রাস, অঙ্গুষ্ঠের দ্বারা শিখাশ্রাস কথিত হইয়াছে । ১১

দশটি অঙ্গুলি দ্বারা কবচশ্রাস, মধ্যমা, তর্জনী ও অনামিকা এই তিনটি দ্বারা নেত্র
শ্রাস এবং কথিত তর্জনী ও মধ্যমা এই দুইটি দ্বারা অঙ্গশ্রাস হইবে । ইহা অঙ্গশ্রাস
বলিয়া কথিত হইয়াছে । ১২

১। খ—স বাধ্যঃ ।

২। খ—শিশুর্যথেন্তরং অঙ্গশ্রাসে অঙ্গুলিনিয়মিত্যাদিপাঠঃ ।

৩। ক—ত্রিছ্যেকেত্যাদি-সর্বসাধারণমিত্যন্তঃ পাঠো নাস্তি । ৪। খ—মতেন্তরং তিস্ত্ভিন্তর্জনী-
মধ্যমানামভিরিতি পাঠঃ ।

তর্জনী-মধ্যমানামা প্রোক্তা নেত্র-ত্রয়ে ক্রমাৎ ।

যদি নেত্রদ্বয়ং প্রোক্তং তদা তর্জনী-মধ্যমে^১ ॥ ১৩

ইতি ভট্টধৃত-বচনাৎ

হৃদয়াদিষু বিশ্রাসেদঙ্গমস্ত্রাংস্ততঃ সুধীঃ ।

হৃদয়ায় নমঃ পূর্বং শিরসে^২ বহি-বল্লভা ॥ ১৪

শিখায়ৈ বষড়িত্যক্তং কবচায় হমীরিতম্ ।

নেত্রত্রয়ায় বৌষট্ শ্রাদস্ত্রায় ফড়িতি ক্রমাৎ ।

ষড়ঙ্গমস্ত্রানিত্যুক্তান্ ষড়ঙ্গেষু নিয়োজয়েৎ ॥ ১৫

পঞ্চাঙ্গানি মনোর্যত্র তত্র নেত্রমনুং ত্যজেৎ ।

অঙ্গহীনস্ত মস্ত্রস্ত্র স্বেনৈবাঙ্গানি কল্পয়েৎ ॥ ইতি শারদাবচনাৎ । ১৬

তিসৃভিঃ কথাটির অর্থ—তর্জনী মধ্যমা ও অনামা দ্বারা, যেহেতু রাঘব ভট্ট ধৃত বচনে আছে যে—

নেত্রত্রয়ে তঙ্গুলি স্থাসে যথাক্রমে তর্জনী, মধ্যমা ও অনামিকা কথিত হইয়াছে । যে স্থলে নেত্রদ্বয় কথিত হইয়াছে, সে স্থলে নেত্রে অঙ্গুলি স্থাসে তর্জনী ও মধ্যমা কথিত হইয়াছে । ১৩

শারদাতিলকের বচন হইতে জানা যায়—

তাহার পর সুধী সাধক হৃদয়, মস্তক, শিখা, কবচ (বাহুদ্বয়), নেত্রত্রয় (দ্বিনেত্র দেবতা স্থলে নেত্রদ্বয়) ও করতলে অঙ্গস্থাস মস্ত্র সমূহের স্থাস করিবেন । হৃদয়ায় নমঃ—এইটি প্রথম (হৃদয়ের মস্ত্র) । শিরসে বহিবল্লভা (শাহা)—এইটি মস্তকের মস্ত্র । ১৪

শিখায়ৈ বষট্—এইটি শিখার মস্ত্র । কবচায় হং—এইটি কবচ মস্ত্র কথিত হইয়াছে । নেত্রত্রয়ায় বৌষট্ বা নেত্রাভ্যাং বৌষট্—এইটি নেত্র মস্ত্র । অস্ত্রায় ফট্—এই অস্ত্র মস্ত্র । এই ক্রমে উক্ত ষড়ঙ্গ মস্ত্রগুলিকে হৃদয়াদি ছয়টি অঙ্গে ক্রমে ক্রমে স্থাস করিবেন । ১৫

যে মস্ত্রের পাঁচটি অঙ্গ, তাহার অঙ্গস্থাসে নেত্রমস্ত্র ত্যাগ করিবেন । অঙ্গহীন মস্ত্রের অর্থাৎ যে মস্ত্রের দেবতার অঙ্গমস্ত্র কথিত হয় নাই, সেস্থলে নিজ নামের বীজ দ্বারা অঙ্গমস্ত্রগুলি কল্পনা করিবেন । ১৬

অত্র হস্ত-নির্দেশান্ শ্রাসে কবচার হমিতি সর্বত্র হ্রস্বো নির্দেশঃ।
বিচারয়িত্বাৎ চেদমধিকং নক্ষত্র-বিদ্যা-প্রকরণে। বৈকবে তু (১৭) —

অনঙ্গুষ্ঠা অঙ্গবো হস্ত-শাখা ভবেন্ মুদ্রা হ্রদয়ে শীর্ষকে চ।

অধোহঙ্গুষ্ঠা খলু মুষ্টিঃ শিখায়াং করদ্বন্দ্বাদঙ্গুলয়োর্বর্মণি শ্রুত্যাঃ^১ ॥ ১৮

নারাচ-মুষ্ট্যুদ্ধত-বাহুগ্গকাসুষ্ঠ-তর্জন্যাদিতো^২ ধ্বনিস্ত।

বিষক্-বিষক্তঃ কথিতাহস্তমুদ্রা যত্রাক্ষিণী তর্জনী-মধ্যমে চ।

নেত্রত্রয়ং যত্র ভবেদনামা ষড়ঙ্গমুদ্রা কথিতা যথাবৎ ॥ ১৯

ততো ব্যাপকশ্রাসং নবধা সপ্তধা পঞ্চধা ত্রিধা বা কুর্যাৎ। “নবধা
সপ্তধা বাপি মূলে ন পঞ্চধা ত্রিধা”। ইতি ভৈরবভক্ত-বচনাৎ। নবধা-করণে
শিরস্তঃ পাদান্তঃ পাদতঃ শিরোহস্তম্। এবং চতুর্ধা-সপ্তধা-করণে তাদৃশম্।
ত্রিধা-পঞ্চধা-করণে তাদৃশম্। দ্বিধা-ত্রিধা-করণে তাদৃশমেকধা হ্রদাদিমুখান্তত

এই অঙ্গশ্রাস মন্ত্রে কবচার হম্ এইরূপে হ্রস্বের নির্দেশ আছে বলিয়া সর্বত্র হ্রস্বের
নির্দেশ হইবে। নক্ষত্র-বিদ্যা প্রবরণে ইহা অধিকভাবে বিচার করিব। বিষ্ণু মন্ত্র
বিষরে অঙ্গশ্রাসে এইরূপ অঙ্গুলি নিয়ম কথিত হইয়াছে (১৭) —

হ্রদয়ে ও মস্তকে অঙ্গশ্রাসে অঙ্গুষ্ঠ রহিত সরল হস্তশাখা (করাদ্বলি) মুদ্রা হইবে।
শিখায় শ্রাসে অধোহঙ্গুষ্ঠ মুষ্টি, কবচে শ্রাসে করদ্বয়ের সমস্ত অঙ্গুলি, অত্র শ্রাসে নারাচ
মুদ্রা বিশিষ্ট উভয় বাহু দ্বয়ের মুষ্টি উদ্ধত করিয়া মস্তকের চতুর্দিক ব্যাপ্ত তর্জনী ও
অঙ্গুষ্ঠ কৃত ধ্বনি, যেখানে দুইটি নেত্র, তাদৃশ নেত্রশ্রাসে তর্জনী ও মধ্যমা, যেখানে
নেত্রত্রয়, সেখানে নেত্রশ্রাসে তর্জনী, মধ্যমা ও অনামা মুদ্রা হইবে। যথাবৎ ভাবে এই
ষড়ঙ্গ মুদ্রা কথিত হইল। ১৮-১৯

তাহার পর নয়বার বা সাতবার বা পাঁচবার বা তিনবার ব্যাপক শ্রাস করিবেন।
যেহেতু ‘মূলমন্ত্রের দ্বারা নয়বার, সাতবার, অথবা পাঁচবার বা তিনবার (ব্যাপক শ্রাস)
করিবেন’—এই ভৈরব ভক্তের বচন আছে।

নয় বার ব্যাপক শ্রাস করণ স্থলে শিরঃ হইতে পাদান্ত এবং পাদ হইতে শিরোহস্ত
শ্রাস করিবেন। এইরূপ চারি বার ও সাত বার করণ স্থলে তাদৃশই করিবেন।
তিন বার পাঁচ বার করণ স্থলেও সেইরূপই করিবেন। দুই বার বা তিন বার করণ
স্থলে সেইরূপ একবার, সর্বত্র শেষে একবার হ্রদয় হইতে মুখ পর্যন্ত শ্রাস করিবেন।

১। ধ—বর্মণি স্মারিত্যনন্তরং শারদায়াং শ্রাসক্রমেণ দেহেহু ধর্মাদীন পুঙ্কয়েৎ ততঃ। পুনর্দ্বিঃ
পীঠবহুতং তস্মিন্চ পরদেবতামিতি দর্শনাৎ শরীরে পীঠপূজাং কুর্যাৎ। ততস্তত্তৎকরোক্ত মুদ্রামিতি
পাঠঃ। ২। ক+খ—নারাচেত্যাদি-বধাবদিত্যন্তং পাঠো নাস্তি।

শেষে একথা সর্বত্রৈব । শতধা-করণে তু তাদৃশং পঞ্চাশদ্বারং, হৃদাদি মুখান্তং
নাস্তীতি ব্যাপক-শ্রাসঃ । ২০

তত্তত্তৎ-কল্লোক্ত মুদ্রাং প্রদর্শ্য ধ্যানং কৃত্বা স্বশিরসি পুষ্পং দত্ত্বা হৃদয়ে
মূলদেবতাং মানসৈরুপচারৈঃ পূজয়েৎ । যথা সনৎ-কুমারীয়ে—অকৃত্বা
মানসং যাগং ন কুর্যাদ্ বহিরচনম্ । ইতি । ২১

তৎপ্রকারস্ত হৃৎপদ্ম-মধ্যে দেবীং বিভাব্য কুণ্ডলিনী-পাত্রস্থেন^১ সহস্রারা-
মৃতস্থেন পাত্রং দেব্যাশ্চরণে দত্ত্বাৎ । ততো মনোরূপমর্ঘ্যং দত্ত্বা সহস্রদল-পদ্ম-
ভূষ্ণার-গলিত-পরামৃত-জলেনাচমনীয়ং মুখে । পঞ্চবিংশতি-তন্ত্রেন গন্ধং
দত্ত্বাৎ । ততঃ অহিংসাং বিজ্ঞানং ক্ষমাং দয়ামমলোভমমোহমমাংসর্ঘ্য-
মমায়ামনহঙ্কারমরাগমদ্বेषমিল্লিয়াণি দশ চ ইত্যেতানি পুষ্পাণি দত্ত্বাৎ । ততো
বায়ুং ধূপং তেজোরূপং দীপং অম্বরাত্মকং চামরং সূর্য্যাত্মক-দর্পণং চন্দ্রাত্মক-
ছত্রং নক্ষত্রাত্মক-মেখলাম্ আনন্দাত্মকমুজ্জলহারং অনাহতধ্বনিময়ীং^২ বণ্টাং
নিবেদ্য সুধারসামুষ্ণিং মাংসপর্বতঞ্চ দত্ত্বাৎ । ২২

শতধা করণস্থলে তাদৃশ পঞ্চাশ বার ব্যাপক শ্রাস করিবেন । হৃদয় হইতে মুখান্ত শ্রাস
নাই । ব্যাপক শ্রাসের বিবরণ সমাপ্ত হইল । ২০

তাহার পর তত্তৎ কল্লোক্ত মুদ্রা দেখাইয়া ধ্যান করিয়া, নিজের মস্তকে পুষ্প দিয়া
নিজ হৃদয়ে মূল দেবতাকে মানস উপচার সমূহের দ্বারা পূজা করিবেন । যেমন
সনৎকুমারীয় তন্ত্রে বলিয়াছেন—মানস পূজা না করিয়া বাহ্য পূজা করিবেনা । ২১

সেই মানস পূজার প্রকার হইতেছে—হৃৎ-পদ্ম মধ্যে দেবীকে ভাবনা করিয়া
কুণ্ডলিনীরূপ পাত্রস্থিত সহস্রার চ্যুত অমৃতরূপ পাদ্য দেবীর চরণে পাদ্যরূপে প্রদান
করিবেন । তাহার পর মনকে অর্ঘ্যরূপে দান করিয়া, সহস্রদল পদ্মরূপ ভূষ্ণার গলিত
পরামৃত জল দ্বারা মুখে আচমন দিবেন । চতুর্বিংশতি তন্ত্রকে গন্ধরূপে দিবেন ।
তাহার পর অহিংসা, বিজ্ঞান, ক্ষমা, দয়া অলোভ, অমোহ, অমাংসর্ঘ্য, অমার্স,
অনহঙ্কার, অরাগ, অদ্বेष ও দশটি ইল্লিয়কে পুষ্পরূপে দান করিবেন । তাহার পর
বায়ুকে ধূপরূপে, তেজকে দীপরূপে, আকাশকে চামররূপে, সূর্য্যকে দর্পণরূপে, চন্দ্রকে
ছত্ররূপে, নক্ষত্রকে মেখলারূপে, আনন্দকে উজ্জল হাররূপে, অনাহত ধ্বনিকে বণ্টা-
রূপে নিবেদন করিয়া, সুধারসের অমুষ্ণিকে মাংসপর্বতরূপে দান করিবে । ২২

১। ৫—কুণ্ডলিনী পাত্রস্থেন পাদ্যং দেব্যাশ্চরণে ইতি পাঠঃ । ২। ক+খ—অনাহতধ্বনিময়ী ।

উত্তম— মনো-নর্তক-সত্তালৈঃ শৃঙ্গারাদি-রসোত্তরৈঃ ।

নৃত্য-গীতৈশ্চ বাজৈশ্চ তোষয়েৎ পরমেশ্বরীম্ ॥ ২৩

এবং সম্পূজ্য মানসং জপং কৃত্বা মনসৈব সমর্পয়েৎ । মানস-পূজায়াং
নৈবেদ্যং ন দেয়ম্ । যথা শারদায়াং—বিনা নৈবেদ্যং গন্ধাভৈরূপচারৈঃ
সমর্চয়েৎ । ইতি মানসপূজা । ২৪

অথার্ঘ্যস্থাপনম্ । তত্র পাত্রনিয়মঃ । তন্ত্রান্তরে—

পাত্রং কাঞ্চন-কাচ-রূপ্য-জনিতং মুক্তাকলাপোদ্ভবং

বিশ্বামিত্রময়ঞ্চ কামদমিদং হৈমং প্রিয়ং স্ফাটিকম্ ।

তাম্রং প্রীতিদমিষ্টসিদ্ধি-জনকং শ্রীনারিকেলোদ্ভবং

কালাপং স্মৃষ্টমন্ত্রসিদ্ধি-জনকং মুক্তিপ্রদং মোক্তিকম্ ॥ ২৫

নবরত্নেশ্বরে চ—নরপাত্রং মহেশানি ! বিজ্ঞেয়ঞ্চোত্তমোত্তমম্ ।

নারিকেলাভিধং দেবি ! জ্ঞেয়ঞ্চোত্তম-কল্পকম্ ॥ ২৬

রত্নপাত্রঞ্চ সুশ্রোণি ! জ্ঞেয়ঞ্চোত্তম-মধ্যমম্ ।

মধ্যমোত্তমকং বিশ্বং ব্রহ্ম-বৃক্ষজমেব চ ॥

কল্পং সুমধ্যমং প্রোক্তং যুগ্ময়ং কল্পমাধমম্ ॥ ২৭

তাহার পর মনোরূপ নর্তকের উত্তম তালসমূহে শৃঙ্গারাদি রসময় নৃত্য, গীত ও
বাদ্য সমূহের দ্বারা দেবী পরমেশ্বরীকে সন্তুষ্ট করিবেন । ২৩

এইরূপে মানস পূজা করিয়া, মানস জপ করিয়া, মনে মনেই জপ সমর্পণ করিবেন ।

মানস পূজায় নৈবেদ্য দিবেন না ; যেহেতু শারদাতিলকে এই বলিয়াছেন—নৈবেদ্য
ছাড়া উপচার সমূহের দ্বারা সম্যকরূপে অর্চনা করিবেন । মানস পূজা সমাপ্ত । ২৪

অনন্তর বিশেষার্থ্য স্থাপন । বিশেষার্থ্য স্থাপনে তন্ত্রান্তরে পাত্রনিয়ম এইরূপ
বলিয়াছেন—কাঞ্চন, কাচ, রৌপ্য নির্মিত পাত্র, মুক্তাকলাপকৃত পাত্র, এই কামপ্রদ
বিশ্বামিত্রময় (নারিকেলের) পাত্র, প্রিয় হেমপাত্র, স্ফটিক নির্মিত পাত্র, তাম্রপাত্র,
প্রীতিপ্রদ ইষ্টসিদ্ধি জনক নারিকেল পাত্র, মুক্তিপ্রদ মোক্তিক পাত্র—এই পাত্র সকল
প্রত্যক্ষ মন্ত্রসিদ্ধির জনক । ২৫

নবরত্নেশ্বরে বলিয়াছেন—হে মহেশানি ! নরপাত্রকে উত্তমোত্তম জানিবে । হে
দেবি ! নারিকেল নামক পাত্রকে উত্তমতুল্য জানিবে । ২৬

হে সুশ্রোণি ! রত্নপাত্রকে উত্তমের মধ্যে মধ্যম জানিবে । বিশ্বপাত্রকে মধ্যমের
মধ্যে উত্তম জানিবে । ব্রহ্মবৃক্ষ (পলাশ) নির্মিত পাত্র উত্তমের মধ্যে মধ্যম কল্প
কথিত হইয়াছে । যুগ্মপাত্র অধম কল্প । ২৭

বশ্যাকর্ষণ-কর্মণি হেম-পাত্রেষু শোভনে ! ।

শান্তিকে পৌষ্টিকে চাপি রাজতং কারয়েৎ প্রিয়ে ! ॥ ২৮

লৌহপাত্রং বিজানীয়ান্ মারণোচ্চাটনে তথা ।

স্তম্ভকার্যেষু পাষণং বিদ্বেষে লৌহ-মৃগ্ময়ম্ ॥ ২৯

সর্বকার্যেষু কর্তব্যং বিশ্বামিত্রঞ্চ সূত্রতে ! ।

কুলোৎসাদন-কার্যেষু কাচপাত্রং বিশিষ্টতে ॥ ৩০

কাংস্থপাত্রং বিজানীয়ান্ মন্ত্ৱারাদন-কর্মণি ।

নরপাত্রস্ত গৃহীয়াৎ ভুক্তি-মুক্তি-প্রদায়কম্ ॥ ৩১

দৃষ্ট্বাহর্যপাত্রং দেবেশি ! ব্রহ্মাণ্ডাঃ দেবতাঃ সদা ।

নৃত্যন্তি সর্বে যোগিণ্যঃ^১ প্রীতাঃ সিদ্ধিং দদত্যপি ॥ ৩২

গৌতমীয়ে—তাত্রপাত্রস্ত বিপ্রর্ষে ! বিষ্ণোরতিপ্রিয়ং মতম্ ।

তত্রৈব সর্বপাত্রাণাং মুখ্যঃ শঙ্খঃ প্রকীর্তিতঃ ॥ ৩৩

মৃৎপাত্রঞ্চ তথা প্রোক্তং স্বর্ণং বা রাজতং তথা ।

পঞ্চপাত্রং হরেঃ শুদ্ধং নানুৎ তত্র নিয়োজয়েৎ ॥ ৩৪

হে শোভনে ! হে প্রিয়ে ! বশ্যকর্ম সমূহে ও আকর্ষণ কর্মে হেমপাত্র সমূহে বিশেষার্থ্য স্থাপন করিবে । শান্তিক ও পৌষ্টিক কর্মে রজত পাত্রে বিশেষার্থ্য স্থাপন করিবে । ২৮

মারণ ও উচ্চাটনে বিশেষার্থ্যে লৌহপাত্র জানিবে । স্তম্ভন কার্যে বিশেষার্থ্যে পাষণপাত্র এবং বিদ্বেষ কার্যে বিশেষার্থ্যে লৌহ বা মৃগ্ময়পাত্র করিবে । ২৯

হে সূত্রতে ! সমস্ত কার্যে বিশ্বামিত্র (নারিকেলের) পাত্র কর্তব্য । কুলোচ্ছেদ কার্যে কাচপাত্র প্রশস্ত হইয়া থাকে । ৩০

মন্ত্ৱের আরাধনা কর্মে কাংস্থপাত্র প্রশস্ত জানিবে । ভুক্তি ও মুক্তি কামনার ভুক্তি ও মুক্তিপ্রদ নরকপাল নির্মিত পাত্র গ্রহণ করিবে । ৩১

হে দেবিশি ! ব্রহ্মাদি দেবতাগণ অর্ধ্যপাত্রকে দেখিয়া সর্বদা নৃত্য করেন । সমস্ত যোগিনী প্রীতা হইয়া সিদ্ধি প্রদান করেন । ৩২

গৌতমীর তন্ত্রে বলিয়াছেন—হে বিপ্রর্ষে ! তাত্রপাত্র বিষ্ণুর অতি প্রিয় কথিত হইয়াছে । সেই অর্ধ্যস্থাপনে সমস্ত পাত্রের মধ্যে শঙ্খ পাত্র মুখ্য কীর্তিত হইয়াছে । ৩৩

মৃৎপাত্র, সেইরূপ স্বর্ণপাত্র বা রজতপাত্রও অর্ধ্যপাত্ররূপে কথিত হইয়াছে ।

গৌতমীরে—অৰ্ঘ্যস্ত্রীণি পাত্ৰাণি পাত্ৰস্থাপি ত্রয়ং ভবেৎ ।

তথৈবাচমনীয়ানি^১ পাত্ৰাণি চ বিভাগশঃ ।

তথা করণদৌৰ্বল্যাদেকমেকং প্রশস্ততে ॥ ৩৫

কিন্তু সামান্যার্ঘ্য-বিশেষার্ঘ্য-দ্বয়স্বাবশ্যকত্বম্ । যথা নবরত্নেশ্বরে (৩৬)—

একপাত্ৰং ন কর্তব্যং যদি সাক্ষান্ মহেশ্বরঃ ।

মন্ত্ৰাঃ পরাঙ্গুখা যান্তি আপদশ্চ পদে পদে ।

ইহ লোকে দরিদ্রঃ স্যান্ যুতে চ পশুতাং ব্রজেৎ ॥ ৩৭

পুরশ্চরণ-চন্দ্রিকায়াং—“একশ্লিষ্মথবা পাত্রে পাত্ৰাদীনি প্রকল্পয়েৎ । ইতি তু পাত্ৰাস্তরাপ্রাপ্তৌ । তথা—“সর্বত্রৈব প্রশস্তোহজ্জঃ শিব-সূর্য্যার্চনং বিনা” ।
অজ্জঃ—শঙ্খঃ । কালিকাপুরাণে—আসনঞ্চার্ঘ্যপাত্ৰঞ্চ ভগ্নমাসাদয়েন্ন যৎ । ৩৮

অথ স্থাপন-পরিপাটী

স্ববামে ভূমৌ ত্রিকোণমণ্ডলং কৃৎবা, তত্‌পরি ত্রিপদিকামারোপ্য, ফড়িতি এই পাঁচটি পাত্ৰ হরির বিষয়ে শুদ্ধা । সেই হরির পূজার অন্য কোন পাত্ৰ অর্ঘ্যে দিবে না । ৩৪

গৌতমীর তন্ত্রে পাত্ৰ সম্বন্ধে বলিয়াছেন—অর্ঘ্যের তিনটি পাত্ৰ হইবে । পাত্ৰেরও তিনটি পাত্ৰ হইবে । অথবা আচমনীর পাত্ৰও বিভাগক্রমে পৃথক্ পৃথক্ হইবে । সেইরূপ পৃথক্ পৃথক্ পাত্ৰ করিতে না পারিলে পৃথক্ পৃথক্ কার্য্যে এক একটি পাত্ৰও প্রশস্ত হইবে । ৩৫

কিন্তু সামান্যার্ঘ্য ও বিশেষার্ঘ্যের জন্য পাত্ৰদ্বয় আবশ্যক । যেমন নবরত্নেশ্বরে বলিয়াছেন (৩৬)—

সাধক যদি সাক্ষাৎ মহেশ্বরও হন, তথাপি তিনি একটি অর্ঘ্যপাত্ৰ করিবেন না । ইহাতে মন্ত্রসকল প্রতিকূল হইয়া গমন করে, পদে পদে আপদ হয়, ইহলোকে দরিদ্র হয়, যুত হইলে পশুও প্রাপ্ত হয় । ৩৭

পুরশ্চরণ চন্দ্রিকায় এই যে বলিয়াছেন—অথবা একটি পাত্রে পাদ্য প্রভৃতি স্থাপন করিবে । ইহা কিন্তু অন্য পাত্ৰের অপ্ৰাপ্তিস্থলে জানিবেন । রাঘবভট্ট ধৃত বচনে আছে—শিব ও সূর্য্যের পূজা ব্যতীত সমস্ত পূজার অর্ঘ্যস্থাপনে অজ্জ (শঙ্খ) প্রশস্ত । অজ্জ—শঙ্খ । কালিকা পুরাণে বলিয়াছেন—যে আসন ও অর্ঘ্যপাত্ৰ ছিন্ন ও ভগ্ন, পূজার তাহার আসাদন (স্থাপন) করিবে না । ৩৮

অনন্তর বিশেষার্ঘ্য স্থাপনের পরিপাটী কথিত হইতেছে—নিজের বাম দিকের

শঙ্খং প্রক্ষাল্য, তত্‌পরি সংস্থাপ্য, নমঃ ইতি মন্ত্রেণ গন্ধপুষ্পাকৃত-দুর্বাদি তত্র
নিষ্কিপ্য, তৎ পাত্ৰং বিমলজলে ন ক্ষং লং হং সং যং ঞং বং লং ঞং যং মং তং
বং ফং পং নং ধং দং থং তং গং ঢং ডং ঠং টং ঞং ঞং জং ছং চং ঙং ঞং গং
খং কং অং অং ঐং ঐং ঐং এং ঙং ঙং ঞং ঞং উং উং ঙং ইং আং অং ইতি
বিলোমাতৃকাবর্ণৈর্মূলে ন চ পুরয়েৎ । মং বহ্নিমণ্ডলায় দশকলাত্নে নমঃ ইতি
ত্রিপদিকায়াং, অং সূর্য্যমণ্ডলায় দ্বাদশকলাত্নে নমঃ ইতি শঙ্খে, উং সোম-
মণ্ডলায় ষোড়শ-কলাত্নে নমঃ ইতি জলে সম্পূজ্য, ওঁ গঙ্গে চেত্যাদিনা
অক্ষুশমুদ্রয়া সূর্য্যমণ্ডলাং তীর্থমাবাহ্য, অমুক ইহাবহ ইহাবহ ইহ তিষ্ঠ ইহ
তিষ্ঠ ইতি স্বহৃদয়াৎ দেবতাং তত্রাবাহ্য, হুমিতি তর্জনীভ্যামবগুণ্য, বষড়িতি
গালিনী-মুদ্রাং প্রাদর্শ্য, বৌষড়িতি তজ্জলং বীক্ষ্য, পুনরঙ্গমন্ত্রৈঃ সকলীকৃত্য,
গন্ধ-পুষ্পাভ্যাং দেবতাং সম্পূজ্য, তত্‌পরি মংস্য-মুদ্রয়াচ্ছাণ্ড, মূলমন্ত্রমষ্টধা
জপেৎ । ৩৯

ততো ধেনুমুদ্রাং প্রদর্শ্যামন্ত্রেণ তেনাং সংরক্ষ্য, তদক্ষিণে পাত্ৰং আচমনীয়ঞ্চ
সংস্থাপ্যার্ষ্যস্ত কিঞ্চিজ্জলং প্রোক্ষণীপাত্রে নিষ্কিপ্য, তেনোদকেনাত্মানং

ভূমিতে একটি ত্রিকোণ মণ্ডল করিয়া, সেই ত্রিকোণের উপরে ত্রিপদিকা স্থাপন করিয়া,
ফট্‌মন্ত্রে শঙ্খকে প্রক্ষালন করিয়া, সেই ত্রিপদিকার উপরে তাহাকে রাখিয়া, নমঃ
এই মন্ত্রে শঙ্খে গন্ধ, পুষ্প, দুর্বা, অক্ষত প্রভৃতি নিক্ষেপ করিয়া, সেই শঙ্খপাত্ৰকে
বিমল জলের দ্বারা মূলোক্ত ক্ষং হইতে অং পর্য্যন্ত বিলোম মাতৃকাবর্ণ বলিতে বলিতে
ও মূলমন্ত্রের দ্বারা পূরণ করিবেন । তাহার পর ত্রিপদিকায়, শঙ্খে ও জলে মূলোক্ত মন্ত্রে
পূজা করিয়া, ওঁ গঙ্গে চ ইত্যাদি মন্ত্রে অক্ষুশমুদ্রায় সূর্য্যমণ্ডল হইতে তীর্থ আবাহন
করিয়া, ওঁ অমুক ইহাবহ ইত্যাদি মূলোক্ত মন্ত্রে নিজের হৃদয় হইতে দেবতাকে
সেইখানে আবাহন করিয়া, হং মন্ত্রে তর্জনী দ্বারা অবগুণ্ঠন করিয়া, বষট্‌ এই মন্ত্রে
গালিনী মুদ্রা দেখাইয়া, বৌষট্‌ এই মন্ত্রে সেই জলকে দেখিয়া, পুনরায় পূজ্য দেবতার
অঙ্গমন্ত্রের দ্বারা সকলীকরণ করিয়া, গন্ধ পুষ্প দ্বারা দেবতাকে পূজা করিয়া, তাহার
উপরে মংস্য মুদ্রা দ্বারা আচ্ছাদন করিয়া, মূলমন্ত্র আটবার জপ করিবেন । ৩৯

তাহার পর ধেনুমুদ্রা দেখাইয়া, সেই ফট্‌ মন্ত্রের দ্বারা স্বক্কা করিয়া, তাহার
দক্ষিণে পাদ ও আচমনীয় স্থাপন করিয়া, অর্ধের কিছু জল প্রোক্ষণীপাত্রে নিক্ষেপ

পূজোপকরণঞ্চ মূলেন ত্রিরত্নস্য পীঠশ্রোত্রে গুরুপঙ্তীঃ পূজয়েৎ । যথা—
 বায়ব্যাদীশপর্য্যন্তং ও গুরুভ্যো নমঃ । এবং^১ পরম-গুরুভ্যঃ পরাপর-গুরুভ্যঃ,
 পরমেষ্ঠি-গুরুভ্যঃ । ত্রিপুরাদৌ তু বিশেষ-গুরুপূজা বক্তব্য। । ততঃ পীঠমধ্যে
 ও আধারশক্তয়ে নমঃ এবং প্রকৃতয়ে, কুমায়, শেষায়, পৃথিব্যে, ক্ষীরসমুদ্রায়,
 খেতদীপায়, মণিমণ্ডপায়, মণিবেদিকায়, রত্নসিংহাসনায়, কল্পবৃক্ষায় । অগ্নি-
 কোণে—ধর্মায়, নৈশ্বর্তি-বায়ুদীশান-কোণে—জ্ঞানায়, বৈরাগ্যায়, ঐশ্বর্য্যায় ।
 পূর্বাদি-চতুর্দিক—অধর্মায়, অজ্ঞানায়, অবৈরাগ্যায়, অনৈশ্বর্য্যায় । মধ্যে—
 অনন্তাদি-হ্রীং^২ জ্ঞানাত্মনে নমঃ ইত্যন্তং^৩ সম্পূজ্য, পূর্বাদিকেশরেষু মধ্যেষু
 চ তত্ত্বংকল্লোক্ত-পীঠ-শক্তিঃ সম্পূজ্য, মধ্যে পীঠমন্তুঃ পূজয়েৎ । ৪০

দীপিকায়াং—বায়ব্যাশাদীশপর্য্যন্তমর্চ্য। পীঠশ্রোদগ্ গোঁরবী পঙ্তিরাদৌ ।
 পূজ্যান্ত্রাপ্যন্বিকেষুঃ করাজৈঃ পাশং দন্তং স্ত্রণ্যভীতী দধানঃ ।

করিয়া, সেই প্রোক্ষণীপাত্রে জল দ্বারা নিজেকে ও পূজার উপকরণকে মূলমন্ত্রে
 তিনবার অভ্যক্ষণ করিয়া, পীঠের উত্তরে গুরুপঙ্তির পূজা করিবেন । সেই পীঠ
 পূজা হইতেছে যেমন—বায়ুকোণ হইতে ইশান কোণ পর্য্যন্ত 'ও' গুরুভ্যো নমঃ ।
 এইরূপ পরম-গুরুভ্যো নমঃ, পরাপর-গুরুভ্যো নমঃ, পরমেষ্ঠি-গুরুভ্যো নমঃ ।

ত্রিপুরা প্রভৃতি বিষয়ে কিন্তু বিশেষ গুরু পূজা বলিব । তাহার পর পীঠমধ্যে 'ও'
 আধারশক্তয়ে নমঃ হইতে কল্পবৃক্ষায় নমঃ পর্য্যন্ত মূলোক্ত প্রকারে পূজা করিবেন ।
 পরে অগ্নিকোণে—ও^১ ধর্মায় নমঃ । নৈশ্বর্ত, বায়ু ও ইশান কোণে ও^২ জ্ঞানায় নমঃ,
 ও^৩ বৈরাগ্যায় নমঃ, ঐশ্বর্য্যায় নমঃ । পূর্বাদি চারিদিকে—ও^৪ অধর্মায় নমঃ, ও^৫
 অজ্ঞানায় নমঃ, ও^৬ অবৈরাগ্যায় নমঃ, ও^৭ অনৈশ্বর্য্যায় নমঃ । হৃদয় মধ্যে—ও^৮ অনন্তায়
 নমঃ, ও^৯ পদ্মায় নমঃ, ও^{১০} অং অর্কমণ্ডলার দ্বাদশকলাত্মনে নমঃ, ও^{১১} উং সোমমণ্ডলার
 বোদ্ধশকলাত্মনে নমঃ । ও^{১২} মং বহ্নিমণ্ডলার দশকলাত্মনে নমঃ, ও^{১৩} সং সত্ত্বায় নমঃ,
 ও^{১৪} রং রজসে নমঃ, ও^{১৫} তং তমসে নমঃ, ও^{১৬} আং আত্মনে নমঃ, ও^{১৭} অং অন্তরাত্মনে
 নমঃ, ও^{১৮} পং পরমাত্মনে নমঃ । ও^{১৯} হ্রীং জ্ঞানাত্মনে নমঃ মন্ত্রে পূজা করিয়া
 পূর্বাদিকেশর সমূহে ও মধ্যে তত্ত্বংকল্লোক্ত পীঠ শক্তির পূজা করিয়া, মধ্যে পীঠ মন্তুর
 পূজা করিবেন । ৪০

দীপিকায় বলিয়াছেন—প্রথমে পীঠের উত্তরে বায়ুকোণ হইতে ইশান কোণ
 পর্য্যন্ত গুরুপঙ্তি সমূহের পূজা করিবেন । অন্ত্রও করণদ্বয়ে পাশ, দন্ত, স্ত্রণি,

আর ভাষাধার শক্ত্যাচমর চরণপা হবধ্যতো মধ্যভাগে

ধর্মাধীন বহি-রক্ষ:-পবন-শিবগতান্ দিক্ধর্মাদিকাংশচ ॥ ৪১

মধ্যে শেষাজ্জবিস্ব-ত্রিতয়-গুণগণাত্মব্রজং কেশরাণাং

মধ্যে মধ্যে চ শক্তীর্নব সমভিযজ্ঞেং পীঠমন্ত্রেণ ভূয়ঃ ॥ ৪২

অমরচরণপঃ—সুরবৃক্ষঃ কল্পবৃক্ষ ইত্যর্থঃ । অজ্রং—পদ্ম । বিশ্বত্রিতয়ং—
সূর্য্য-সোমাগ্নি-মণ্ডলাত্মকম্ । গুণগণং—সত্ত্বাদিকম্ । আত্মব্রজং—আত্ম-
চতুষ্টয়ম্ । তারাদি-বিদ্যায়ান্ত বিশেষো বক্তব্যঃ । পূর্বাদিও নিয়মস্ত
যামলে (৪৩)—

পূজ্য-পূজকয়োর্মধ্যং প্রাচীতি কীর্ত্যতে বুধৈঃ ।

তদক্ষিণং দক্ষিণং স্যাচ্ছত্বরং চোত্তরং মতম্ ।

পৃষ্ঠন্ত পশ্চিমং জ্ঞেয়ং সর্বত্রৈবং প্রয়োজয়েৎ ॥ ৪৪

শান্তুবীয়ে—স্বসম্মুখো ভবেৎ প্রাচী দেবীপৃষ্ঠন্ত পশ্চিমম্ ।

সব্যন্ত দক্ষিণং বিদ্যাদ্ দক্ষিণং সব্যমেব চ ॥ ৪৫

সব্যং বামম্, উত্তরমিতি যাবৎ । ততঃ পুনর্ধ্যাত্বা যন্ত্রাদাবাবাহয়েৎ । যথা

অভয় মূদ্রাধারী অম্বিকেশও (গণেশও) পূজ্য । পরে পীঠের মধ্যভাগে আধার শক্তি
প্রভৃতি হইতে আরম্ভ করিয়া অমর চরণ (কল্পবৃক্ষ) অবধি (পর্য্যন্ত) পূজা
করিবেন । বহ্নিকোণ, রক্ষঃ (নিখার্তি) কোণ, বায়ুকোণ ও ঈশান কোণে ধর্মাদিকে
এবং পূর্বাদি দিক্ সমূহে অধর্মাদিকে পূজা করিবেন । পীঠের মধ্যে শেষ (অনন্ত),
অজ্র (পদ্ম), বিশ্বত্রিতয় (সূর্য্যমণ্ডল, সোমমণ্ডল ও বহ্নিমণ্ডল), গুণ সমূহ (সত্ত্ব, রজঃ
ও তমঃ) আত্মসমূহের মধ্যে আত্মা, অন্তরাত্মা, পরমাত্মা ও জ্ঞানাত্মাকে পূজা
করিবেন । কেশরের মধ্যে পুনরায় পীঠমন্ত্রের সহিত নবশক্তি পূজা করিবেন । ৪১-৪২

অমরচরণ—সুরবৃক্ষ—কল্পবৃক্ষ এই অর্থ । অজ্র—পদ্ম । বিশ্বত্রিতয়—সূর্য্য, সোম ও
বহ্নিরূপ মণ্ডলত্রয় । গুণগণ—সত্ত্বাদি গুণত্রয় । আত্মব্রজ—আত্ম-চতুষ্টয় । তারাদি
বিদ্যার বিশেষ বলিব । পূজায় পূর্বাদি দিকের নিয়ম যামলে এই বলিয়াছেন (৪৩)—

পূজ্য ও পূজকের মধ্যদেশ পূর্বদিক্ নামে পণ্ডিতগণ কর্তৃক কীর্তিত হইয়াছে ।
উঁহার দক্ষিণ দেশটি দক্ষিণ এবং উত্তর (বাম) দেশটি উত্তরদিক্ এবং পৃষ্ঠটি পশ্চিম
দিক্ জানিবে । সর্বত্র এইরূপে পূজা প্রয়োগ করিবেন । ৪৪

শান্তুবীয়ে বলিয়াছেন—সাধকের সম্মুখভাগটি পূর্ব, দেবীর পৃষ্ঠভাগ পশ্চিম,
সাধকের সব্য (বাম) ভাগটি দক্ষিণ এবং দক্ষিণটি সব্য (বাম—উত্তর) জানিবে । ৪৫

তারার পর পুনরায় ধ্যান করিয়া যন্ত্রাদিতে আবাহন করিবেন । যেমন—মূলমন্ত্র

মূলমন্ত্রমুচ্চারয়ন্ অমুক ইহাবহ ইহাবহ, ইহ তিষ্ঠ ইহ তিষ্ঠ, ইহ সন্নিধেহি,
ইহ সন্নিরুধ্যস্ব, অত্রাধিষ্ঠানং করু, মম পূজাং গ্রহাণ* ইত্যাবাহনাদিকং কৃৎস্না,
হমিত্যবগুণ্য, দেবতাদে যড়ঙ্গশাসং কৃৎস্না, বসিতি ধেনুগুদ্রয়াহমৃতীকৃত্য;
পরমীকরণমুদ্রয়া পরমীকরণং কুর্য্যাৎ^১ । যথা আগমকল্পক্রমে (৪৬)—

মূলমন্ত্রং সমুচ্চার্য সুমুদ্রা-বর্ত্মনা সুধীঃ ।

আনীর তেজঃ স্বস্থানান্ নাসিকারক্ত-নির্গতম্ ॥ ৪৭

করস্থ-মাতৃকাক্ষোজে চৈতন্যং পুষ্পসঞ্চয়ে ।

সংযোজ্য যন্ত্রমধ্যে তৎ সংস্থাপ্যাবাহয়েৎ ততঃ ॥ ৪৮

কালিকাপুরাণে—রক্তপুষ্পং গ্রহীত্বা তু করাভ্যাং পানিকচ্ছপম্ ।

বন্ধু। পশ্চাৎ ততঃ কুর্যাদ্ দহন-প্রবনাদিকম্ ॥ ৪৯

বামহস্তস্য তর্জ'ন্যা দক্ষিণস্য কনিষ্ঠয়া ।

তথা দক্ষিণ-তর্জ'ন্যা বামাজুষ্ঠেন যোজয়েৎ ॥ ৫০

উন্নতং দক্ষিণাজুষ্ঠং বামস্য মধ্যমাদিকাঃ ।

অঙ্গুলীর্যোজয়েৎ পৃষ্ঠে দক্ষিণস্য করস্য চ ॥ ৫১

বামস্য পিতৃতীর্থেন মধ্যমানামিকে তথা ।

উচ্চারণ করিতে করিতে মূলোক্ত আবাহনাদি মন্ত্র পাঠ করিয়া আবাহনাদি করিয়া
হং এই মন্ত্রে অবগুঠন করিয়া, দেবতার অঙ্গে যড়ঙ্গশাস করিয়া, রং এই মন্ত্রে ধেনুগুদ্রা
দ্বারা অমৃতীকরণ করিয়া পরমীকরণ মুদ্রায় পরমীকরণ করিবেন । আগমকল্পক্রমে
যেমন বলিয়াছেন (৪৬)—

সুধী সাধক মূলমন্ত্র উচ্চারণ করিয়া সুমুদ্রা পথে স্বস্থান হইতে চৈতন্যরূপ তেজঃকে
আনিয়া নাসিকারক্ত নির্গত সেই তেজঃকে করস্থ মাতৃকাপদ্যরূপ পুষ্প সমূহে সংযুক্ত
করিয়া যন্ত্র মধ্যে সেই পুষ্পকে রাখিয়া তাহার পর আবাহনাদি করিবেন । ৪৭-৪৮

কালিকাপুরাণে বলিয়াছেন—রক্তপুষ্প দুই হাতের দ্বারা গ্রহণ করিয়া পানিকচ্ছপ
(কূর্মমুদ্রা) বন্ধন করিয়া তাহার পর দহন প্রবনাদি করিবেন । ৪৯

দক্ষিণ হস্তের কনিষ্ঠার সহিত বাম হাতের তর্জনীর এবং বাম হাতের অঙ্গুষ্ঠের
সহিত দক্ষিণ হস্তের তর্জনীর সংযোগ করিবে । দক্ষিণ অঙ্গুষ্ঠকে উন্নত করিবেন ।
দক্ষিণ হস্তের পৃষ্ঠে বামহাতে মধ্যমাদি তিনটি অঙ্গুলিকে যুক্ত করিবে । বাম হাতের

১। খ—শাক্তবীরে ইত্যাদি বাগ্‌দিত্যন্তঃ পাঠো নাস্তি । ২। ক+খ—অত্রৈত্যাди যুহাণেত্যন্তঃ
পাঠো নাস্তি । কিন্তু প্রয়োগ এবং পাঠঃ পঠ্যতে । ৩। খ—পরমীকুর্য্যাৎ ।

অধোমুখে তে তু কুৰ্য্যাৎ দক্ষিণস্ম করস্ম চ ॥ ৫২

কুর্মপৃষ্ঠসমং কুৰ্য্যাৎ দক্ষিণস্ম চ হস্ততঃ ।

এবং বন্ধং সদা সিদ্ধিং দদাতি পাণিকচ্ছপম্ ॥ ৫৩

কুৰ্য্যাৎ তু হৃদয়াসম্নে নিমীল্য নয়ন-দ্বয়ম্ ।

সমং কায়-শিরো-গ্রীবং কুত্বা স্থিরতমো বুধঃ ।

ধ্যানং সমারভেদ্ দেব্যা দাহ-প্লবন-পূর্বকম্ ॥ ৫৪

দাহ-প্লবন-পূর্বকমিতি পৃথিবীং জলে জলং তেজসি-তেজো বায়ৌ
বায়ুমাকাশে ইতি ক্রমেণ তত্বে: সহ স্বহৃদয়াসম্ন-দেবতানয়ন-পূর্বকমিত্যর্থঃ ।

আবাহনাদি-মুদ্রাশ্চ মুদ্রাপ্রকরণে বক্তব্যঃ । ৫৫

অবিশেষে যন্ত্রনিয়মস্ত মংস্তস্মুক্তে—

অনুক্তকল্পে যন্ত্রস্ত লিখেৎ পদ্যং দলাষ্টকম্ ।

ষট্‌কোণ-কর্ণিকং^১ তত্র বেদ-দ্বারোপশোভিতম্ ॥ ৫৬

অথ যন্ত্রং ধৃত্বা প্রাণপ্রতিষ্ঠাং^২ কুৰ্য্যাৎ । সা যথা শারদারাম্—

পিতৃভীর্থে দক্ষিণ হস্তের মধ্যমা ও অনামিকাকে অধোমুখে সংযুক্ত করিবেন ।
দক্ষিণের হস্তটিকে কুর্মপৃষ্ঠ সদৃশ করিবেন । এই প্রকারে পাণিকচ্ছপ বন্ধ হইলে
সর্বদা সিদ্ধি দান করে । ৫০-৫৩

পণ্ডিত সাধক দেহ, মস্তক ও গ্রীবাকে সম (সরল) করিয়া স্থিরতম হইয়া নয়ন
দ্বয়কে মুদ্রিত করিয়া হৃদয়ের নিকটে পাণিকচ্ছপ (কুর্মমুদ্রা) করিবেন । দহন
প্লবনপূর্বক দেবীর ধ্যান করিবেন । ৫৪

দাহ-প্লবন-পূর্বকম্ এই কথার এই অর্থ—পৃথিবীকে জলে, জলকে তেজে, তেজকে
বায়ুতে, বায়ুকে আকাশে এই ক্রমে তত্ত্ব সমূহের সহিত নিজ হৃদয়ে আসন্ন দেবতার
আনয়ন পূর্বক । আবাহনাদি মুদ্রাগুলি মুদ্রা প্রকরণে বলিব । ৫৫

অবিশেষে অর্থাৎ সর্বদেবতা সাধারণ যন্ত্রের নির্মাণের নিয়ম মংস্তস্মুক্তে এইরূপ
উক্ত হইরাছে—

অনুক্ত কল্পে অর্থাৎ বিশেষ উক্ত না হইলে অষ্টদল যুক্ত পদ্য অঙ্কন করিবেন । সেই
পদ্যে কর্ণিকাটি ষট্‌কোণ যুক্ত হইবে এবং চারিটি দ্বারের দ্বারা উপশোভিত হইবে । ৫৬

অনন্তর যন্ত্র ধারণ করিয়া প্রাণ প্রতিষ্ঠা করিবেন । শারদাতিলকে প্রাণ-প্রতিষ্ঠা

১। খ—ষট্‌কোণে কর্ণিকং । ২। খ—ততঃ প্রাণপ্রতিষ্ঠাং কুত্বা যথা শক্ত্যুপচারৈঃ পূজয়েৎ ।

তদ্রূপি পূজপর্ধ্যন্তমুপচারমিতি পাঠঃ ।

পাশাকুশ-পুটাকুশক্তিবাণী বিন্দুবিভূষিতা ।

যাত্ৰাঃ সপ্ত সকারাস্তা ব্যোম সত্যেন্দু-সংযুতম্ ॥ ৫৭

তদন্তে হংসমন্তঃ সাং ততোহমুশ্য-পদং বদেৎ ।

প্রাণা ইতি বদেৎ পশ্চাদিহ প্রাণান্ততঃ পরম্ ॥ ৫৮

অমুশ্য জীব ইহ চ স্থিতোহমুশ্য-পদং বদেৎ ।

সর্বেন্দ্রিয়ান্যমুশ্যাস্তে বাঙ-মনশ্চক্ষুরন্ততঃ ॥ ৫৯

শ্রোত্র-জ্ঞানপদে প্রাণা ইহাগত্য সুখং চিরম্ ।

তিষ্ঠন্তুগ্নিবধূরন্তে প্রাণমন্ত্রোহয়মীরিতঃ ॥ ৬০

প্রত্যমুশ্য-পদাং পূর্বং পাশাদীনি নিয়োজয়েৎ ।

প্রয়োগেষু সমাখ্যাতঃ প্রাণমন্ত্রো মনীষিভিঃ ॥ ৬১

অন্ত্যর্থঃ—বাণী যকারঃ, “যো বাণী বসুধা বায়ু”রিত্যেব শাসনাৎ । যাত্ৰা ইতি উক্ত-যকারমাদাবৈ সপ্ত, ন তু তদ্বিন্নং পৃথগ্বীজমপি, পৃথগ্ উদ্ধারস্ত সপ্তানামপি সবিন্দুতা-খ্যাপনায় । অন্যত্রাপি—“অকুশ-বায়ু, নলাবনিবরুণ-বীজানী”তুক্তম্ । অত্র বীজত্বেন সর্বেষাং সবিন্দুতমিতি রাঘবভট্টঃ । কেচিৎ তু

যেমন বলিয়াছেন—শক্তিবীজটি (হ্রীং) পাশবীজ (আং) ও অকুশবীজের (ক্রোং) দ্বারা পুটিত হইবে । বাণী (য) বিন্দু বিভূষিত হইবে—য হইতে স পর্য্যন্ত সাতটি বিন্দুযুক্ত হইবে । ব্যোম (হ) সত্য (ও) এবং বিন্দু (ং) সংযুক্ত হইবে । ৫৭

তাহার অন্তে (পরে) হংস মন্ত হইবে । তাহার পর অমুশ্য পদ বলিবেন । পরে প্রাণা এই পদ, তাহার পরে ইহ প্রাণা, তাহার পর অমুশ্য জীব ও ইহ স্থিত, তাহার পর অমুশ্য পদ বলিবেন । পরে সর্বেন্দ্রিয়ানি, অমুশ্য পদের অন্তে বাঙ-মনশ্চক্ষুঃ পদের পর অন্তে শ্রোত্র ও জ্ঞান দুইটি পদ, প্রাণা ইহাগত্য সুখং চিরং তিষ্ঠন্তু ও অন্তে অগ্নিবধু (রাহা) বলিবেন । এইটি প্রাণমন্ত্র কথিত হইয়াছে । ৫৮-৬০

প্রতি অমুশ্য পদের পূর্বে ওঁ আং হইতে হংস পর্য্যন্ত পাশাদি প্রয়োগ করিবেন । প্রাণ প্রয়োগে (প্রতিষ্ঠায়) মনীষিগণ কর্তৃক ইহা প্রাণমন্ত্র কথিত হইয়াছে । ৬১

এই শ্লোকগুলির অর্থ—বাণী—যকার ; যেহেতু “য, বাণী, বসুধা, বায়ু”—এই কোষ আছে । যাত্ৰা এই কথার অর্থ—উক্ত য-কারকে লইয়া সাতটি ; কিন্তু তদ্বিন্ন পৃথক্ যং বীজও নহে । পৃথক্ উদ্ধার কিন্তু সাতটির সবিন্দুত খ্যাপনের জন্য । অকুশ (ক্রোং) বায়ুবীজ (যং), অগ্নিবীজ (রং), পৃথিবীবীজ (লং), বরুণবীজ (বং) ইহা উক্ত

বাণী বিন্দু-বিভূষিতা ইতি সবিসর্গ-পদং যাত্তা ইত্যস্ত বিশেষষণম্, তত্র বাণী নাদঃ, “অর্কমাত্রা কলা-বাণী-নাদোহর্কেন্দু: সদাশিবঃ” । ইতি শাসনাৎ ।

বোম—হকার: । সত্য:—ওকার: । ইন্দু:—বিন্দু:, তেন হোমিতি ।
প্রপঞ্চসারেহপি (৬২)—

পাশাকুশান্তুরিতশক্তিমহুং পুরস্তাচ্ছাৰ্য্য যাদিবস্তুবর্ণ-গুণং সহংসম্ ।
ইত্যুক্তম্ । তত্র গুণমিত্যনেন হোমিতি পদ্যপাদাচার্য্যব্যখ্যাতম্ । অগ্নিবধু:
স্বাহা । তেন আং হ্রীং ক্রোং ষং রং লং বং শং ষং সং হৌ হঁসঃ অমৃশ্চ
প্রাণা ইহ প্রাণাঃ । আমিত্যাদি অমৃশ্চ জীব ইহ স্থিতঃ । আমিত্যাদি অমৃশ্চ
সর্বেন্দ্রিয়াণি । আমিত্যাদি অমৃশ্চ বাঙ-মনশ্চক্ষুঃ-শ্রোত্র-স্রাণ-প্রাণা ইহাগত্য
সুখং চিরং তিষ্ঠন্ত স্বাহা ইতি মন্ত্রঃ । ৬৩

নারায়ণীয়তন্ত্রে—অদঃপদং হি যজ্ঞপং যত্র মন্ত্রেহভিদৃশ্যতে ।

সাধ্যাভিধানং তদ্রূপং তত্র স্থানে নিয়োজয়েৎ ॥ ইতি । ৬৪

ততো যথাশক্তিপুষ্পপর্য্যস্তমুপচারান্ তত্তন্মন্ত্রেণ দত্তা ষড়্ভঙ্গেন পূজয়েৎ

হইরাছে । এই স্থলে ষ-কারাদি বীজ বলিয়া সকলেই বিন্দুযুক্ত হইবে, ইহা রাখব শুউ
বলিয়াছেন । কেহ কেহ বলেন—বাণী-বিন্দু-বিভূষিতাঃ এইটি সবিসর্গ পদ । উহা
যাত্তা এই পদের বিশেষণ । এস্থলে বাণী হইতেছে নাদ ; যেহেতু অর্কমাত্রা, কলা,
বাণী, নাদ, অর্কেন্দু ও সদাশিব—এই কোষ আছে । বোম—হকার । সত্য—
ওকার, ইন্দু—ং । তাহাতে হোং এই হয় । প্রপঞ্চসারেও এই বলিয়াছেন (৬২)—

পাশ ও অকুশের দ্বারা অন্তরিত (পুটিত) শক্তিবীজের পরে সহংস (হংসমন্ত্রের
সহিত) যদি বস্তু (আটটি) বর্ণ ও গুণকে উচ্চারণ করিয়া । এস্থলে পাদ্যপাদাচার্য্য
গুণম্ এই পদের দ্বারা হোং বুঝায়, এই ব্যাখ্যা করিয়াছেন । অগ্নিবধু—স্বাহা ।
তাহাতে এই মন্ত্র হয়—আং হ্রীং ক্রোং ষং রং লং বং শং ষং সং হোং হংসঃ অমৃশ্চ
প্রাণা ইহ প্রাণাঃ । আমিত্যাদি অমৃশ্চ জীব ইহ স্থিতঃ । আমিত্যাদি অমৃশ্চ
সর্বেন্দ্রিয়াণি । আমিত্যাদি অমৃশ্চ বাঙ-মনশ্চক্ষুঃ-শ্রোত্র-স্রাণ-প্রাণা ইহাগত্য সুখং
চিরং তিষ্ঠন্ত স্বাহা । ৬৩

নারায়ণীয় তন্ত্রে বলিয়াছেন—যে মন্ত্রে অদস্ শব্দের যে বিভক্তির রূপ (অমৃশ্চ)
দেখা যায়, সেই স্থানে সাধ্য (উপাসনীয় দেবতা) নামের সেই বিভক্তির রূপ প্রয়োগ
করিবেন । যেমন—নারায়ণত, শিবত, শ্রীভগবদ্ ভগ্নায়াঃ ইত্যাদি । ৬৪

তাহার পর যথাশক্তি পুষ্প পর্য্যন্ত উপচারগুলিকে সেই সেই পূজনীয় দেবতার

ততো মুক্ত-হৃদ-গুহ-পাদ-সর্বাঙ্গেষু মূলেন পঞ্চপুষ্পঞ্জলীন্ দত্ত্বা তত্ত্বংকল্লোক্তা-
বরণানি-পূজয়েৎ^১ । অথ ধূপাদি বিসর্জনান্তং কর্ম । তত্রাদৌ ধূপমুৎসৃজ্য ওঁ
জয়ধ্বনিমন্ত্রমাতঃ স্বাহেতি পুষ্পাকৃতৈর্ঘণ্টাং সম্পূজ্য, বামহস্তেন তাং বাদয়ন্
তত্ত্বমন্ত্রেণ নীচৈর্ধূপং দত্ত্বাৎ, দৃষ্টিপর্য্যন্তং দীপম । ততো মূলেন পুষ্পাঞ্জলিত্রয়ং
দত্ত্বা, নৈবেদ্যং^২ ফড়িতি সংপ্রোক্ষ্য, চক্রমুদ্রয়াহতিরক্ষ্য, তদ্বপরি মূলমষ্টধা
ক্রপ্ত্বা ধেনুমুদ্রয়াহমৃতীকৃত্য মূলমুচ্চার্য্য^৩ দত্ত্বাৎ । ততঃ পুনরাচমনীয়ং দত্ত্বা,
তাম্বুলং দত্ত্বাৎ । সর্বমুপচারমর্ধ্যাজলে নৈবোৎসৃজ্য দত্ত্বাৎ । ৬৫

যৎ তোয়মর্ধ্যপাত্রস্থ তন্নিধায়^৪ নিবেদয়েৎ ।

অন্যতোয়ৈস্তদ্ব্যমর্ধ্যপাত্রস্থিতেভরৈঃ ।

ন গৃহ্মাতি মহাদেবী দত্তং বিধিশতৈরপি ॥ ৬৬

ইতি বচনাৎ । বৈষ্ণবে তু নৈবেদ্যে বিশেষো বাচ্যঃ । ততঃ সপরিবার-

মন্ত্রে দান করিয়া ষড়্জের দ্বারা পূজা করিবেন । তাহার পর মস্তক, হৃদয়, গুহ, পাদ
ও সর্বাঙ্গে মূল মন্ত্রে পাঁচ বার পুষ্পাঞ্জলি দিয়া সেই দেবতার কল্লোক্ত আবরণ দেবতা-
সমূহের পূজা করিবেন ।

অনন্তর ধূপ হইতে বিসর্জন পর্য্যন্ত কর্ম কথিত হইতেছে । তন্মধ্যে প্রথমে ধূপকে
উৎসর্গ করিয়া “ওঁ জয়ধ্বনি মন্ত্রমাতঃ স্বাহা” এই মন্ত্রে গন্ধ, পুষ্প, অক্ষত দ্বারা ঘণ্টাকে
পূজা করিয়া, বাম হাতে সেই ঘণ্টাকে বাজাইতে বাজাইতে সেই সেই দেবতার মন্ত্রে
নিম্ন দেশে ধূপ দিবেন এবং এইরূপে দেবতার দৃষ্টি পর্য্যন্ত দীপ দিবেন । তাহার পর
মূল মন্ত্রে তিন বার পুষ্পাঞ্জলি দিয়া, নৈবেদ্যকে ফটু মন্ত্রে প্রোক্ষণ করিয়া, চক্রমুদ্রা দ্বারা
রক্ষা করিয়া, নৈবেদ্যের উপরে মূলমন্ত্র ৮ বার জপ করিয়া, ধেনু মুদ্রা দ্বারা অমৃতীকরণ
করিয়া, মূলমন্ত্র উচ্চারণ করিয়া দিবেন । পরে পুনরায় আচমন দিয়া তাম্বুল দিবেন ।
সমস্ত উপচার অর্ধ্যাজলের দ্বারা উৎসর্গ করিয়া দিবেন । যেহেতু এই বচন আছে—

অর্ধ্যপাত্রের যে জল, সেই জলের দ্বারা প্রোক্ষণ করিয়া নিবেদন করিবেন ।
অর্ধ্যপাত্র স্থিত জল ছাড়া অন্য পাত্রস্থিত জল বা অন্য জলের দ্বারা তাহা উৎসৃষ্ট হইলে
শতবিধি দ্বারা প্রদত্ত হইলেও দেবী তাহা গ্রহণ করেন না । ৬৫-৬৬

বিষ্ণুপূজার নৈবেদ্য বিষয়ে বিশেষ পরে কথিত হইবে । তাহার পর সপরিবার

১। খ—তত্ত্বংকল্লোক্তাবরণং পূজয়েৎ । ততো জয়ধ্বনি মন্ত্রেতি পাঠঃ । ২। খ—নৈবেদ্য-
বানার । ৩। খ—মূলমুচ্চার্য্য নৈবেদ্যং দদ্যাৎ । ৪। খ—তন্নিধায় ।

দেবতাং গন্ধাদিভিরভ্যর্চ্য, নৃত্যগীতৈঃ সন্তোষ্য, জয় জয়েত্যাঙ্ক্য, বিশেষার্থাং
দস্তা, মূলেন পুষ্পাঞ্জলিং দত্তাৎ^১ । ততশ্চ লুকোদক মাদায় ও ইতঃ পূর্বং
প্রাণ-বুদ্ধি-দেহ-ধর্মাধিকারতো জাগ্রৎ-স্বপ্ন-সুষুপ্ত্যবস্থাসু মনসা বাচ্য কর্মণা
হস্তাভ্যাং পদ্ভ্যামুদরেণ শিশ্না যৎ কৃতং যত্নতঃ যৎ স্মৃতং ময়া সর্বং তদ
ব্রহ্মার্পণমস্তু স্বাহা, ও মাং মদীয়ং চ সকলং অমুকদেবতায়ৈ সমর্পয়ে
ও তৎসৎ । ইত্যাত্মানং সমর্পয়েৎ । ৬৭

তদ্বক্তং— ইতঃ পূর্বমিতি প্রোচ্য প্রাণ-বুদ্ধীতি চোচ্চরেৎ ।

দেহ-ধর্মাধিকারতো জাগ্রৎ স্বপ্ন-সুষুপ্তি চ ॥ ৬৮

অবস্থাসু মনসা বাচ্য সংপ্রোচ্য কর্মণেতি চ ।

হস্তাভ্যামথ পদ্ভ্যাস্ত তথোদরেণ সংস্মরেৎ^২ ॥ ৬৯

শিশ্না যৎ কৃতমিতি যত্নতঃ যৎ স্মৃতং ময়া ।

সর্বমিত্যপি তদ ব্রহ্মার্পণমস্তুগ্নি-বল্লভা ॥ ৭০

প্রণবং মাং মদীয়ঞ্চ সকলং সাধ্য-দেবতাম ।

ভেত্তাং সমর্পয়ে তারং তৎসদাত্মার্পণে মনুঃ ॥ ৭১

ইতি । শ্যামারহস্তে—নমস্কারানন্তরং বা আত্মসমর্পণম্ । ততোহষ্টৌত্তর-

দেবতাকে গন্ধাদি দ্বারা অর্চনা করিয়া, নৃত্যগীত দ্বারা দেবতার সন্তোষ বিধান করিয়া
“জয় জয়” এই বলিয়া বিশেষার্থ্য দিয়া মূলমন্ত্রে পুষ্পাঞ্জলি দিবেন । তাহার পর
এক চুলুক (গণ্ডুষ) জল লইয়া ও ইতঃ পূর্বং ইত্যাদি মূলোক্ত মন্ত্রে আত্মসমর্পণ
করিবেন । ৬৭

সেই আত্মসমর্পণ মন্ত্র এইরূপ কথিত হইয়াছে—“ইতঃ পূর্বং এই বলিয়া “প্রাণবুদ্ধি”
এই বলিবেন । তাহার পর “দেহধর্মাধিকারতো জাগ্রৎ-স্বপ্ন-সুষুপ্ত্যবস্থাসু মনসা বাচ্য”
এই বলিয়া “কর্মণা” এই বলিয়া “হস্তাভ্যাং” অনন্তর “পদ্ভ্যাং”, সেইরূপ “উদরেণ”
এইরূপ স্মরণ (উচ্চারণ) করিবেন । পরে “শিশ্না যৎ কৃতং” এই বলিয়া “যত্নতঃ যৎ
স্মৃতং ময়া সর্বং” ইহাও বলিয়া “তদ ব্রহ্মার্পণমস্তু স্বাহা” বলিবেন । পরে “ও মাং
মদীয়ঞ্চ সকলং” “ও-বিভক্তিয়ুক্ত সাধ্যদেবতাকে অর্থাৎ” অমুকদেবতায়ৈ সমর্পয়ে
ও তৎসৎ । ইহা আত্মসমর্পণের মন্ত্র । ৬৮-৭১

শ্যামারহস্তে বলিয়াছেন—অথবা নমস্কারের অনন্তর আত্মসমর্পণ কর্তব্য । তাহার

১। খ—পুষ্পাঞ্জলিং দত্তাৎ । দানে তু আদৌ মন্ত্রং সমুচ্চাৰ্য্য পশ্চাদ্ দেয়ং সমুচ্চরেৎ । সম্প্রদানং
তদন্তে তু ত্যাগার্থক-পদং ততঃ । এবং ক্রমেণ দেবেষি ! উপচারানু প্রবহ্নয়েৎ । ইতি কুলার্ণববচনাৎ
প্রীতিরবগম্যত্বাৎ । ততশ্চ লুকোদকমাদায়েতি পাঠঃ । ২। খ—সংস্মরেৎ ।

সহস্রং শতং বা জপ্তা—ওঁ ওহ্যতিওহ-গোপ্তা অং গৃহাণাহম্বুং-কৃতং জপম্ ।
সিদ্ধিৰ্ভবতু মে দেব অং প্রসাদাং ত্বয়ি-স্থিতে^১ ॥ ইতি দেবস্ত দক্ষিণে দেব্যা
বামহস্তে জপং সমর্পয়েৎ । ৭২

দেবস্ত দক্ষিণে হস্তে পুষ্পাকৃত-জলৈঃ সহঃ ।

জপং সমর্পয়েদ্ দেব্যা বামহস্তে বিচক্ষণঃ ॥ ৭৩

ইতি বচনাৎ । দেবী-বিষয়ে গোপত্ৰীতি দেবীতি চ বক্তব্যম্ । স্থিত
ইত্যন্ত্যাধ্যাহ্নতে জপে বিশেষণতয়া যুক্তার্থত্বান্ ন পদাস্তরোহঃ, সম্বোধ্য-
বিশেষণত্বে বৈয়র্থ্যা দিতি ধ্যেয়ম্ । তত আলতিকাং দত্বা স্তুত্বা প্রণমেৎ ।
অতো দেবতাস্তে আবরণানি বিলাপ্য, ক্ষমস্বেতি বিসর্জনং কুর্যাৎ । ৭৪

শক্তি-বিষয়ে কালিকাপুরাণম্—

যোনিমুদ্রাং ততঃ পশ্চাদ্ দর্শয়িত্বা বিসর্জয়েৎ । ইতি । ৭৫

ত্রিবারং দর্শয়েদগ্রে মূলমন্ত্রেণ সাধকঃ ।

তাং মুদ্রাং শিরসি চাস্ত মণ্ডলং বিচসেৎ ততঃ ॥

পর ১০০৮ বার অথবা ১০৮ বার জপ করিয়া “ওঁ ওহ্যতিওহগোপ্তা” ইত্যাদি মূলোক্ত
মন্ত্রে দেবের দক্ষিণ হস্তে ও দেবীর বামহস্তে জপ সমর্পণ করিবেন । ৭২

বিচক্ষণ সাধক পুষ্প, অক্ষত ও জলের সহিত দেবের দক্ষিণ হস্তে এবং দেবীর
বামহস্তে জপ জপ সমর্পণ করিবে । ৭৩

যেহেতু এইরূপ বচন আছে । দেবী বিষয়ে গোপ্তা-স্থলে গোপ্ত্রী ও দেবী এই
বলিবেন । স্থিতে এই পদটি অধ্যাহ্নত জপে এই পদের বিশেষণ বলিয়া অর্থ মুক্তিযুক্ত
হয় । এই হেতু অগ্ন পদের অধ্যাহার হইবে না । সম্বোধ্য দেবতার বিশেষণ হইলে
ব্যর্থ হয়, ইহা চিন্তা করিবেন । তাহার পর আলতিকা (আলতা) দিয়া স্তুতিপাঠ
করিয়া প্রণাম করিবেন । ইহার পর দেবতার অঙ্গে আবরণ দেবতাকে বিলাপ করিয়া
দিয়া “ক্ষমস্ব” এই বলিয়া বিসর্জন করিবেন । ৭৪

কালিকাপুরাণে শক্তি বিষয়ে বিসর্জনের রীতি এই বলিয়াছেন—

যোনিমুদ্রা দেখাইয়া তাহার পর বিসর্জন করিবেন । সাধক অগ্রে মূলমন্ত্রে
তিন বার যোনিমুদ্রা দেখাইয়া মন্তকে সেই মুদ্রা স্থাপন করিয়া পরে ত্রিকোণ মণ্ডলে

১। অ—স্থিতে ইত্যমন্তরং অগ্নজ গোপ্ত্রী দেবি ইতি বিশেষঃ । ইতি জপং স্তুত্বা নত্বা প্রণমেৎ ।
ততো দেবতাস্তে আবরণানীতি পাঠঃ ।

উদকে তরুমূলে বা নির্মাণ্য তন্তু সংত্যজেৎ ॥ ইতি চ । ৭৬

ততঃ সংহারমুদ্রয়া তন্তুজঃ পুষ্পেণ সার্কং হৃদয়মানয়েৎ । তন্ত্রে—

নিধায় দেবতাং পশ্চাৎ স্বীয়-হৃৎ-সরসিকুহে ।

সুসুমা বত্ননা পুষ্পমাঘ্রায়োদ্বাসয়েৎ ততঃ ॥ ৭৭

উদ্বাসয়েৎ—ত্যজেৎ^১ । ততঃ—ঐশান্যং মণ্ডলং কৃত্বা নির্মাণ্যেন
প্রপূজয়েৎ । যথা^২—বিষ্ণৌ বিশ্বক্সেনায় নমঃ । শক্তৌ—শেষিকায়ৈ ।
শিবৈ—চণ্ডেশ্বরায় । সূর্য্যে—তেজশ্চণ্ডায় । গণেশে—উচ্ছিষ্ট-গণেশায় ।
শ্যামাদৌ—উচ্ছিষ্ট-চাণ্ডালিন্যৈ । তথাচ (৭৮)—

বিশ্বক্সেনঃ স্মৃতো বিষ্ণোস্তেজশ্চণ্ডো বিবস্বতঃ ।

তথা বিমলেন্দ্রনিবন্ধে—সূর্য্যে গণপতাবুগ্রে শাক্তে শৈবেহথ বৈষ্ণবে ।

তেজশ্চণ্ডমথোচ্ছিষ্ট-সোজমুচ্ছিষ্টপূর্বিকাম্ ॥

চাণ্ডালীং শেষিকাং চণ্ডং বিশ্বক্সেনং ক্রমাদ্ যজেৎ ॥ ৭৯

উগ্রে—কালিকাদৌ । উনা শিবেন সহ বর্ততে সোঃ ছুর্গা তজ্জো গণেশঃ

নির্মাণ্য স্থাপন করিবেন । বৃক্ষমূলে বা জলে তাহার নির্মাণ্য ত্যাগ করিবেন । ৭৫-৭৬

তাহার পর সংহার মুদ্রায় পুষ্পের সহিত সেই তেজঃ হৃদয়ে আনিবেন । তন্ত্রে
বলিয়াছেন—

পুষ্প আঘ্রাণ পূর্বক সুসুমা নাড়ী পথে দেবতাকে লইয়া নিজের হৃৎপদে স্থাপন
করিয়া পুষ্প ত্যাগ করিবেন । ৭৭

উদ্বাসয়েৎ—ত্যজেৎ, ত্যাগ করিবেন । পরে ঐশানে মণ্ডল করিয়া নির্মাণ্যের
দ্বারা পূজা করিবেন । যেমন বিষ্ণু=বিষয়ে—ও^৩ বিশ্বক্সেনায় নমঃ । শক্তি-বিষয়ে—
শেষিকায়ৈ নমঃ । শিব-বিষয়ে—চণ্ডেশ্বরায় নমঃ । সূর্য্যবিষয়ে—তেজশ্চণ্ডায় নমঃ ।
গণেশ-বিষয়ে—উচ্ছিষ্ট-গণেশায় নমঃ । তন্ত্রে তাহাই বলিয়াছেন (৭৮)—

বিষ্ণুর বিশ্বক্সেন চণ্ড কথিত হইয়াছেন । সূর্য্যের চণ্ড—তেজশ্চণ্ড । বিমলেন্দ্র
নিবন্ধেও তাহাই বলিয়াছেন—

সূর্য্যের, গণপতির, উগ্রার, শক্তি দেবতার, শিবের ও বিষ্ণুর চণ্ডকে যথাক্রমে
তেজশ্চণ্ড, অনন্তর উচ্ছিষ্ট সোজ (গণেশ), উচ্ছিষ্ট চাণ্ডালী, শেষিকা, ও বিশ্বক্সেন
চণ্ডকে পূজা করিবেন । ৭৯

উগ্রে—কালিকাদি বিষয়ে । উনা অর্থাৎ শিবের সহিত বর্তমান যে, তিনি সো

উচ্ছিষ্টগণেশ ইত্যর্থঃ । ততঃ পাদোদকং পীত্বা, নৈবেদ্যং তত্তদেবতা-ভক্ত্যেভ্যো
দত্ত্বা, শেষং স্বয়ং স্বীকৃত্য, যথাসুখং বিহরেদিতি । পূজা-সমাপ্তাবিসং
কালিকাপুরাণীয়মন্ত্রং পঠেৎ (৮০)—

ও যজ্ঞচ্ছিদ্ৰং তপচ্ছিদ্ৰং যচ্ছিদ্ৰং পূজনে মম ।

সর্বং তদচ্ছিদ্ৰমস্তু ভাস্করশ্চ প্রসাদতঃ ॥ ইতি । ৮১

মংস্তৃপ্ত্যুক্তে— অনিবেদ্য ন ভুঞ্জীত মংস্ত-মাংসাদিকঞ্চ যৎ ।

অগ্নং বিষ্ঠা পয়ো মূত্রং যদ্বিষ্ণোরনিবেদিতম্ ॥ ৮২

বিষ্ণোরিত্যুপলক্ষণম্ । তন্নাস্তরে—

নির্মাল্যং শিরসা ধার্য্যং সর্বাঙ্গে চাতুলেপনম্ ।

নৈবেদ্যঞ্চোপভুঞ্জীত দত্ত্বা তদ্বক্তি-শালিনে ॥ ৮৩

দেবতার্চাবশিষ্টং যৎ সজিলং শঙ্খমধ্যগম্ ।

অঙ্গে লগ্নং^১ মনুষ্যাণাং ব্রহ্মহত্যাং ব্যাপোহতি ॥ ৮৪

ইতি সামান্যাহঃ-কৃত্যবিধিঃ । অথ সামান্যার্থ্যম্ । যথা—

অর্থাৎ হুর্গা, তজ্জ অর্থাৎ তাহা হইতে জাত তজ্জ অর্থাৎ গণেশ, উচ্ছিষ্ট গণেশ
এই অর্থ ।

তাহার পর পাদোদক পান করিয়া, সেই দেবতার ভক্তগণকে নৈবেদ্য বিতরণ
করিয়া, অবশিষ্ট নৈবেদ্য নিজে ভক্ষণ করিয়া যথাসুখে বিচরণ করিবেন । পূজা
সমাপ্ত হইলে এই কালিকা পুরাণীয় মন্ত্রটি পাঠ করিবেন । মন্ত্রার্থ হইতেছে—

যজ্ঞচ্ছিদ্ৰ, তপচ্ছিদ্ৰ আমার পূজায় আর যে ছিদ্ৰ, সেই সমস্ত ছিদ্ৰই ভাস্করের
প্রসাদে অচ্ছিদ্ৰ হউক । ৮০-৮১

মংস্তৃপ্ত্যুক্তে বলিয়াছেন—মংস্ত, মাংসাদি যে কোন খাদ্যকে নিবেদন না করিয়া
খাইবে না । বিষ্ণুর উদ্দেশ্যে অনিবেদিত অগ্ন—বিষ্ঠা ও জল—মূত্র জানিবে । ৮২

বিষ্ণু এই পদটি উপাস্ত দেবতা মাত্রের উপলক্ষণ । তন্নাস্তরে বলিয়াছেন—

নির্মাল্যকে মস্তকে ধারণ করিবে, সর্বাঙ্গে অনুলেপন করিবে । দেবতার ভক্তগণকে
নৈবেদ্য বিতরণ করিয়া অবশিষ্ট নৈবেদ্য নিজে উপভোগ করিবে । ৮৩

দেবতার অর্চনার পর অবশিষ্ট শঙ্খ-মধ্য-গত জল অঙ্গলগ্ন হইলে মনুষ্যগণের
ব্রহ্মহত্যা-জনিত পাপ নাশ করে । ৮৪

সামান্য অহঃ কৃত্য বিধি সমাপ্ত হইল । অনন্তর সামান্যার্থ্য কথিত হইতেছে ।
ষেমন (৮৪)—

ত্রিকোণ-বৃত্ত-ভূবিশ্ব বিলিখ্য, ও আধারশক্তয়ে নমঃ ইতি সম্পূজ্য,
কড়িতি পাত্রং প্রক্ষাল্য, সাধারণ পাত্রং^১ তত্র নিধায়, নমঃ ইতি জলেনাপূর্য্য,
অঙ্কুশ-মুদ্রয়া সূর্য্যমণ্ডলাৎ ও গঙ্গে চেতি তীর্থমাবাহ, প্রণবেন গঙ্গাদীর্ঘিক্রিপ্য;
ধেনুমুদ্রাং প্রদর্শ্য, ওমিত্যষ্টধা দশধা বা জপেৎ । তথাচ তন্ত্রে^২ (৮৫)—

ত্রিকোণ-বৃত্ত-ভূবিশ্ব-মণ্ডলং রচয়েৎ ততঃ ।

আধারশক্তিং সম্পূজ্য তত্রাধারং বিনিক্ষিপেৎ ॥ ৮৬

গৌতমীয়ে চ— অস্ত্রেণ পাত্রং সংশোধ্য হ্রস্বস্ত্রেণ প্রপূরয়েৎ ।

নিক্ষিপেৎ তীর্থমাবাহ গঙ্গাদীন্ প্রণবেন তু ॥ ৮৭

দর্শয়েদ্ ধেনুমুদ্রাং বৈ মন্ত্র-তন্ত্র-বিশারদঃ ।

মন্ত্রয়েৎ প্রণবেনৈব সামান্যার্ঘ্যমিদং স্মৃতম্ ॥ ৮৮

হ্রস্বস্ত্রো নমঃ । প্রণবজপস্তৃষ্টধা কার্য্যঃ, বিশেষার্থে তথা দর্শনাৎ ।
শক্ত্যাদৌ তু দশধা প্রণব-জপস্তৃষ্টার্থে তথা দর্শনাৎ^৩ । অর্ঘ্যমধিকৃত্য যথা

বামভাগে ভূমিতে ত্রিকোণ, বৃত্ত ও ভূবিশ্ব (চতুরস্র মণ্ডল) অঙ্কন করিয়া সেইখানে
“ও আধার-শক্তয়ে নমঃ” এই মন্ত্রে পূজা করিয়া, “কটু” মন্ত্রে পাত্রকে প্রক্ষালন করিয়া,
সাধারণ পাত্রকে সেইখানে স্থাপন করিয়া, “নমঃ” এই মন্ত্রে পাত্রে জল পূরণ করিয়া,
অঙ্কুশ মুদ্রায় সূর্য্যমণ্ডল হইতে ও গঙ্গে চ ইত্যাদি মন্ত্রে তীর্থকে আবাহন করিয়া,
প্রণবের দ্বারা গঙ্গাদি নিক্ষেপ করিয়া, ধেনু মুদ্রা দেখাইয়া ১০ বার বা ৮ বার ও জপ
করিবেন । তাহাই তন্ত্রে বলিয়াছেন (৮৫)—

ত্রিকোণ, বৃত্ত ও ভূবিশ্ব মণ্ডল রচনা করিবেন । তাহার পর আধার শক্তিকে পূজা
করিয়া সেইখানে অর্ঘ্যের আধারকে স্থাপন করিবেন । ৮৬

গৌতমীয় তন্ত্রে বলিয়াছেন—অস্ত্র (কটু) মন্ত্রের দ্বারা পাত্রকে শোধন করিয়া
হ্রস্ব মন্ত্রের (নমঃ মন্ত্রের) দ্বারা জল পূরণ করিবেন । তীর্থকে আবাহন করিয়া
প্রণবের দ্বারা গঙ্গাদি নিক্ষেপ করিবেন । ৮৭

মন্ত্র-তন্ত্র-বিশারদ সাধক ধেনুমুদ্রা দেখাইবেন এবং প্রণবের দ্বারা জল মন্ত্রণ
করিবেন । ইহা সামান্যার্ঘ্য নামে কথিত হইয়াছে । ৮৮

হ্রস্বস্ত্র—নমঃ । ৮ বার প্রণব জপ কর্তব্য, যেহেতু বিশেষার্থে তাহাই দেখা যায় ।
শক্তি প্রভৃতি বিষয়ে দশ বার প্রণব জপ কর্তব্য, শাস্ত্রে তাহাদের অর্ঘ্যে তাহাই দেখা
যায় । যেমন ভৈরব তন্ত্রে অর্ঘ্যকে অধিকার (বিষয়) করিয়া এই বলিয়াছেন যে—

১। খ—সাধারণ পাত্রং । ২। খ—তন্ত্রে ইতি নাস্তি । ৩। খ—দর্শনাদিত্যামন্ত্রং যথা
ভৈরবীতন্ত্র ।

ভৈরবতন্ত্রে—পাত্ৰং তোমৈঃ প্রপূৰ্ণ্যথ প্রণবং দশধা জপেৎ । ইতি ১ । ৮৯

অথাষ্টাদশোপচারাঃ

আসনং স্বাগতং পাত্ৰমৰ্ঘ্যমাচমনীয়কম্ ।

স্নানং বস্ত্রোপবীতঞ্চ ভূষণানি চ সৰ্বশঃ ॥ ৯০

গন্ধং পুষ্পং তথা ধূপং দীপমগ্নঞ্চ দৰ্পণম্ ২ ।

মাল্যানুলেপনকৈব নমস্কার-বিসৰ্জনে ।

অষ্টাদশোপচারৈস্তু মন্ত্ৰী পূজাং সমাচরেৎ ॥ ৯১

পাত্ৰকে জলের দ্বারা পূরণ করিয়া অনন্তর ১০ বার প্রণব জপ করিবেন । ৮৯

অনন্তর অষ্টাদশ উপচার কথিত হইতেছে—(১) আসন, (২) স্বাগত, (৩) পাদ, (৪) অৰ্ঘ্য, (৫) আচমন, (৬) স্নান, (৭) বস্ত্র, (৮) উপবীত, (৯) সর্বপ্রকার ভূষণ, (১০) গন্ধ, (১১) পুষ্প, (১২) ধূপ, (১৩) দীপ, (১৪) অগ্নি (নৈবেদ্য), (১৫) দৰ্পণ, (১৬) মাল্যানুলেপন, (১৭) নমস্কার (১৮) বিসর্জন । এই অষ্টাদশ উপচারের দ্বারা মন্ত্ৰী পূজা করিবেন । ৯০-৯১

১। ক—ইত্যন্তানন্তরং অষ্টাদশোপাচার ইতি পাঠঃ । খ—জপেদিত্যনন্তরং অথোপচারাঃ । সর্বোপচারমন্ত্ৰীপিতারী-পূৰ্ব্বাঃ কল্পয়ামি নম ইত্যন্তাঃ কার্ধ্যাঃ । যথা—ঐং হ্রীং ক্রীং পাদং কল্পয়ামি নমঃ ইত্যাদি-ক্রমেণ । তথাচ সিদ্ধমামলে—

ত্রিতারীঞ্চ মুখে কৃত্বাদেবস্ত ভুবনেধরি ! । কল্পয়ামি নমঃ পশ্চাদুপচারে ত্বরং বিধিঃ ।

ইতি । ইদঞ্চ মূলমন্ত্ৰী-বিষয়ে । অশ্রু-বিষয়ে তু স্বয়মন্ত্ৰেণ কল্পনম্ । এবং আসনারোপণং কল্পয়ামি নমঃ । সুগন্ধিতলাভ্যক্ষং । মজ্জন-প্রবেশনং । মজ্জন-মণিপীঠোপবেশনম্ । দিব্যম্যানীরমুদ্বৰ্জনম্ । উচ্ছাদক-স্নানম্ । কনক-কলশহিত-সকলতীর্থভিষেকম্ । ধৌতবস্ত্রপরিমার্জনম্ । অরুণ-দুর্কল-পরিধানম্, উত্তরীয়ম্ । আলোপমণ্ডপ-প্রবেশনং । আলোপ-মণিপীঠোপবেশনম্ । চন্দ্রনাগকুকুম-কপূর-কতুরীয়োচনাদিব্যগন্ধ-সর্বাঙ্গানুলেপনম্ । কেশভারম্ কালান্তকধূপ-মল্লিকা-মালতীবাতি-চন্দ্রকাশাক-শতপত্র-পুমাগ-কঙ্কাল-যুধী-সর্বর্ষ, কুসুম-মালাভূষণং । ভূষণমণ্ডপ-প্রবেশনম্ । ভূষণমণিপীঠোপবেশনম্ । লব্ধমান-বক্ষকুচ-চন্দ্র-সকলং সৌমন্তসিন্দূরং তিলকরত্নং কালাজ্ঞনং কর্ণপালী-যুগলং । নাসাভরণং । অধর-বাবকং । গ্রন্থনভূষণম্ । কলচিত্রপদকম্ । মহাপদকং মুক্তাবলীম্ একাবলীম্ দেবকুন্তকং কেয়ুর-যুগল-চতুষ্করং বলদাবলিং উর্মিকাবলিং কাঞ্চীদাম-কটিসূত্রং শোভাখ্যান্তরণং পদে কটকে রত্নপুং পাদাঙ্গুলীয়কম্ । এককরে পাশং অশ্রুকেরেহকুশং অশ্রুকেরে পুষ্পকুচাপং অপর-করে পুষ্পবাণান্ ত্রীমন্-মাণিক্যপাটুকাং সিংহাসনারোহণং পর্য্যঙ্কোপবেশনম্ । অমৃতাসন-চষকং । আচমনীয়ং কপূরবটিকাং আনন্দসেবিনাসহাসং মঙ্গলালতিকাং যেতচ্ছত্রং চামরযুগলং দৰ্পণং তালবৃন্তং গন্ধং পুষ্পং ধূপং দীপং নৈবেদ্যম্ । এতেষামুপচারানামভাবে তত্ত্বমন্ত্ৰী অপ্যাঃ । পাদ্যমুপকল্পয়ামি নমঃ ইত্যাদি । যথা নব-মন্ত্ৰেণ—চতুঃষট্ উপচারানামভাবে তত্ত্বমু জপেৎ । তৎ তদেব কলং বিন্যাস সাধকঃ হিরমানসঃ । ইতি চতুঃষট্ উপচারাঃ । অথাষ্টাদশোপচারাঃ । আসনমিত্যাদি-পাঠঃ ।

২। খ—দৰ্পণং হলে তপর্ণম্ ।

অথ ষোড়শোপচারা:

পাণ্ডমর্ধ্যং তথাচামং স্নানং বসন-ভূষণে^১ ।

গন্ধ-পুষ্প-ধূপ-দীপ-নৈবেদ্যচমনং ততঃ ॥ ৯২

তাম্বুলমর্চনাস্তোত্রং দর্পণঞ্চ^২ নমস্ক্রিয়া ।

প্রয়োজয়েৎ প্রপূজায়ামুপচারাংস্তু ষোড়শ ॥ ৯৩

অথবা— আসনং পাণ্ডমর্ধ্যঞ্চ ততোহস্মাচমনীয়কম্ ।

মধুপর্কঃ স্নানজলং বস্ত্রং ভূষণ-চন্দনে^৩ ॥ ৯৪

পুষ্পং ধূপঞ্চ দীপঞ্চ নেত্রাঞ্জনমতঃ পরম্ ।

নৈবেদ্যচমনীয়ে তু প্রদক্ষিণ-নমস্কৃতিঃ ॥

এতে ষোড়শ নির্দিষ্টা উপচারাঃ শিবার্চনে ॥ ৯৫

বিষ্ণোতু— আসনং স্বাগতং পাণ্ডমর্ধ্যমাচমনীয়কম্ ।

ইত্য্যাগ্জন-রহিতমুপচার-ষোড়শকম্ ॥ ৯৬

অথ দশোপচারা:

পাণ্ডমর্ধ্যং তথাচামং মধুপর্কচমনং তথা ।

গন্ধাদয়ো নৈবেদ্যস্তা উপচারা দশ ক্রমাৎ ॥ ৯৭

অনন্তর ষোড়শ উপচার কথিত হইতেছে। (১) পাদ, (২) অর্ঘ্য, (৩) আচমন, (৪) স্নান, (৫) বস্ত্র, (৬) ভূষণ, (৭) গন্ধ, (৮) পুষ্প, (৯) ধূপ, (১০) দীপ, (১১) নৈবেদ্য, (১২) আচমন; (১৩) তাম্বুল; (১৪) অর্চনাস্তোত্র, (১৫) দর্পণ (১৬) নমস্কার। উত্তম পূজাতে এই ষোড়শ উপচার প্রদান করিবেন। ৯২-৯৩

অথবা (১) আসন; (২) পাদ, (৩) অর্ঘ্য, (৪) আচমন, (৫) মধুপর্ক, (৬) স্নানজল, (৭) বস্ত্র ও উপবীত, (৮) ভূষণ, (৯) গন্ধ, (১০) পুষ্প, (১১) ধূপ, (১২) দীপ, নেত্রাঞ্জন, (১৩) নৈবেদ্য, (১৪) আচমন, (১৫) প্রদক্ষিণ, (১৬) নমস্কার। শিবার্চনায় এই ষোলটি উপচার নির্দিষ্ট আছে। ৯৪-৯৫

বিষ্ণু বিষয়ে কিস্ত বলিয়াছেন—অগ্নিরহিত আসন; স্বাগত, পাদ, অর্ঘ্য; আচমন প্রভৃতি ষোড়শটি উপচার। ৯৬

অনন্তর দশোপচার কথিত হইয়াছে—পাদ, অর্ঘ্য, আচমন, মধুপর্ক, আচমন, গন্ধ; পুষ্প, ধূপ, দীপ ও নৈবেদ্য—বধাক্রমে এইগুলি দশোপচার। ৯৭

অথ পঞ্চোপচারাঃ

গন্ধং পুষ্পং তথা ধূপং দীপং নৈবেদ্যমেব চ ।

পঞ্চোপচারমুদ্दिष्टं মুনিভিস্তত্ত্ব-বেদিभिঃ ।

অভাবে গন্ধ-পুষ্পাভ্যাং তদভাবে তু ভক্তিভঃ ॥ ৯৮

রাঘবভট্টধৃতং— সর্বোপচারবস্তু নামভাবে ভাবনৈব হি ।

নির্মলেনোদকেনাথ পূর্ণতেত্যাহ নারদঃ । ইতি । ৯৯

অথ মণিমুক্তাদি-দ্রব্যানাং নির্মাল্যকালঃ । যোগিনীতন্ত্রে—

মণিমুক্তাসুবর্ণাণি দেবদত্তানি^১ যানি বৈ ।

ন নির্মাল্যং দ্বাদশাকং তাত্রপাত্রং তথৈব চ ॥ ১

পটী শাটী চ যথাসং নৈবেদ্যং দত্তমাত্রতঃ ।

মোদকং কুম্বরকৈব যামাক্ষে^২ন মহেশ্বরী ! ॥ ২

পট্ট-বস্ত্রং ত্রিমাশাচ্চ যজ্ঞসূত্রমহঃ স্মৃতম্ ।

যাবত্ক্ষণং ভবেদন্নং পরমান্নং তথৈব চ ॥ ৩

অনন্তর পঞ্চোপচার কথিত হইতেছে । তন্ত্রবিৎ মুনিগণ কর্তৃক গন্ধ, পুষ্প, ধূপ, দীপ ও নৈবেদ্য—এইগুলি পঞ্চোপচার নামে কথিত হইয়াছে ।

এই পঞ্চোপচারের অভাব হইলে গন্ধ ও পুষ্পের দ্বারা, গন্ধ ও পুষ্পের অভাবে ভক্তি দ্বারা পূজা করিবে । ৯৮

রাঘব ভট্ট ধৃত বচনে বলিয়াছেন—সমস্ত উপচার বস্তুর অভাবে ভাবনাই উপচার হইবে । অথবা নির্মল জলের দ্বারা পূর্ণতা সম্পাদিত হইবে—ইহা নারদ বলেন । ৯৯

অনন্তর মণি, মুক্তাদি দ্রব্যের নির্মাল্য কাল কথিত হইতেছে । যোগিনীতন্ত্রে বলিয়াছেন—

দেবতার উদ্দেশ্যে প্রদত্ত যে সমস্ত মণি, মুক্তা ও সুবর্ণ, সে সমস্ত দ্বাদশ বৎসরের মধ্যে নির্মাল্য হয় না । তাত্রপাত্রও সেইরূপ ১২ বৎসরের মধ্যে নির্মাল্য হয় না । ১

পট্ট-সূত্র (রেশম) নির্মিত শাড়ী ছয় মাসের পর নির্মাল্য হয় এবং নৈবেদ্য নিবেদন করিবামাত্র নির্মাল্য হয় । হে মহেশ্বরী ! মোদক ও কুম্বর (খিচুড়ী) অর্দ্ধপ্রহরে নির্মাল্য হয় । ২

কথিত হইয়াছে—পট্ট বস্ত্র তিন মাসে, যজ্ঞোপবীত একদিনে নির্মাল্য হয় । হে শঙ্করি ! অন্ন ও পরমান্ন যত কাল উষ্ণ থাকে, সে পর্যন্ত নির্মাল্য হয় না । ৩

মস্তকং রুধিরকৈবমহোরাত্রেণ পার্বতি ! ।

মুহূর্তং দধি হৃৎকঞ্চ আজ্যং যামেন শকরি ! ॥ ৪

করবীরমহোরাত্রং বিশ্বপত্রং তথৈব চ ।

জবা রক্তঞ্চ মাঘ্যঞ্চ নির্মাল্যং সার্ক-যামকে ॥ ৫

মাল্যং বৈ করবীরস্ত পদ্মস্ত বিশ্বকস্ত চ ।

যামার্কেন মহেশানি ! তাম্বুলং দত্তমাত্রতঃ ॥ ৬

নির্মাল্যকৈব^১ দাড়িম্বং তথা বিশ্বফলং প্রিয়ে ! ।

সৌগন্ধিকঞ্চ কদলীং প্রযত্নেন নিয়োজয়েৎ ॥ ৭

অধাসনম্ । তৎ তু আয়স-সীসক-কাংস্তাতিরিক্ত-তৈজসং পাষণময়ং
পুষ্পময়ং দারুণময়ং বস্ত্রময়ং চর্মময়ং কুশময়ং বা পুরো নিধায় মূলমুচ্চার্য ইদ-
মাসনং ও অমুক-দেবতায়ৈ নমঃ ইতি দত্তাৎ । এবমন্ত্রাপি^২ । যথা (৮)—

আদৌ মন্ত্রং সমুচ্চার্য পশ্চাদ্ দেয়ং সমুচ্চরেৎ ।

সম্প্রদানং তদন্তে তু ত্যাগার্থক-পদন্ততঃ ॥

এবং ক্রমেণ দেবেশি ! উপচারান্ প্রকল্পয়েৎ ॥ ৯

হে পার্বতি । মস্তক ও রুধির অহোরাত্রে, দধি ও হৃৎ এক মুহূর্তে এবং ঘৃত এক
প্রহরে নির্মাল্য হয় । ৪

করবীর পুষ্প ও বিশ্বপত্র অহোরাত্রে, রক্তজবা ও কুন্দ পুষ্প দেড় প্রহরে নির্মাল্য
হয় । ৫

হে মহেশানি । করবীর মালা, পদ্ম পুষ্পের মালা এবং বিশ্বপত্রের মালা অর্দ্ধপ্রহরে
এবং তাম্বুল নিবেদন মাত্রে নির্মাল্য হয় । ৬

হে প্রিয়ে । দাড়িম ফল ও বিশ্বফল সেইরূপ দানমাত্রেই নির্মাল্য হয় । সৌগন্ধিক
(স্বেত উৎপল) ও কদলী যত্নপূর্বক নিবেদন করিবে । ৭

অনন্তর আসন কথিত হইতেছে । লৌহ, সীসক ও কাংস্ত ছাড়া তৈজস, পাষণময়,
পুষ্পময়, দারুণময়, বস্ত্রময়, চর্মময় অথবা কুশময় আসনকে সম্মুখে রাখিয়া প্রোক্ষণ
প্রকৃতি করিয়া মূলমন্ত্র উচ্চারণপূর্বক “ইদমাসনং অমুকদেবতায়ৈ নমঃ” এই বলিয়া
দিবেন । অস্ত্রান্ত স্থলেও দানের প্রকার এইরূপই । যেমন তন্ত্রে বলিয়াছেন (৮)—

প্রথমে মন্ত্র উচ্চারণ করিয়া পরে দেয় উপচার ত্রয়োব নাম উচ্চারণ করিবে ।
তাহার পর সম্প্রদান দেবতার চতুর্থী বিজুক্তিযুক্ত নাম, পরে ত্যাগার্থক নমঃ, রাহা,
যথা প্রকৃতি উচ্চারণ করিবে । হে দেবিশি । এই ক্রমে উপচারগুলি প্রদান করিবে । ৯

কালিকাপুরাণে—আসনকার্য্যপাত্রঞ্চ ভগ্নমাসাদয়েন্ ন তৎ । ১০

অথ পাত্রম্ । তৎ তু শ্যামাক-দুর্বাক্ষ-বিষ্ণুক্ৰান্তা-যুক্তং জলং কেবল-জলং বা ষড়্জ্বলাদন্যানে ষড়্ভিংশত্যজ্বলাদনধিকে^১ তৈজসপাত্রে শঙ্খে বা কৃত্বা পূর্ববৎ দেবতা-পাদাক্ষয়োদিত্যাং । যথা শারদায়াম্—

পাত্রং শ্যামক-দুর্বাক্ষ-বিষ্ণুক্ৰান্তাভিরীরিতম্ । ১১

বিষ্ণুক্ৰান্তা—অপরাজিতা । শ্যামাকাদি-যুক্তং জলমিতি শেষঃ । ১২

অথার্ঘ্যম্ । সৌবর্ণাদিপাত্রে শঙ্খে বা গন্ধপুষ্পাকৃত-যব-কুশাগ্র-তিল-সর্ষপ-দুর্বামুক্ত-জলাত্মকমর্ঘ্যং^২ কৃত্বা স্বাহাস্ত-মন্ত্ৰেণোৎসৃজ্য, দেবস্তা শিরসি দত্তাং বৈষ্ণবে তু অর্ঘ্যাদিক্রমেণ পূজেতি বদন্তি । অর্ঘ্যপ্রমাণস্ত শারদায়াম্ (১৩)—

গন্ধ-পুষ্পাকৃত-যব-কুশাগ্র-তিল-সর্ষপৈঃ ।

সদুর্বৈঃ সর্বদেবানামর্ঘ্যমেতদুদীরিতম্ ॥ ১৪

গন্ধাদি-যুক্তং^৩ জলমিতি শেষঃ । ১৫

কালিকাপুরাণে বলিয়াছেন—যে আসন ও অর্ঘ্যপাত্র ভগ্ন বা ছিন্ন, তাহা দানের জন্য আসাদন (সম্মিথানে স্থাপন) করিবে না । ১০

অনন্তর পাদ্য কথিত হইতেছে । সেই পাদ্য কিন্তু শ্যামা ঘাস, দুর্বা, পদ্ম ও অপরাজিতা পুষ্প যুক্ত জল অথবা কেবল জল । তাহা ছয় অঙ্গুলির অনূন এবং ছাব্বিশ অঙ্গুলির অনধিক তৈজস পাত্রে বা শঙ্খে করিয়া পূর্ববৎ উৎসর্গাদি করিয়া দেবতার পাদ-পদ্ম-ঘরে প্রদান করিবেন । শারদাতিলকে যেমন বলিয়াছেন—

শ্যামাঘাস, দুর্বা, পদ্ম ও অপরাজিতা জল পাদ্য নামে কথিত হইয়াছে । ১১

বিষ্ণুক্ৰান্তা—অপরাজিতা । শ্যামাকাদি যুক্ত, জল এই পদটি উক্ত হইবে । ১২

অনন্তর অর্ঘ্য কথিত হইতেছে । সুবর্ণরচিত পাত্রে অথবা শঙ্খে গন্ধ, পুষ্প, অক্ষত, (চাল), যব, কুশাগ্র, তিল, শ্বেতরাই ও দুর্বামুক্ত জলাত্মক অর্ঘ্য করিয়া স্বাহাস্ত মন্ত্রের দ্বারা উৎসর্গ করিয়া দেবতার মন্তকে প্রদান করিবেন । বিষ্ণু বিষয়ে কিন্তু অর্ঘ্যাদি-ক্রমে অর্ঘ্যঃ অর্ঘ্যকে—প্রথম করিয়া পূজা হইবে—এই বলেন । অর্ঘ্যের প্রমাণ শারদাতিলকে এই বলিয়াছেন (১৩)—

দুর্বাসহিত গন্ধ, পুষ্প, অক্ষত, যব, কুশাগ্র, তিল ও শ্বেত সর্ষপ যুক্ত জল সমস্ত দেবতার অর্ঘ্য কথিত হইয়াছে । ১৪

গন্ধাদির সহিত যুক্ত, এতলে জল—এই কথাটি উক্ত করিতে হইবে । ১৫

১। খ—ষড়্ভিংশত্যজ্বলাদনধিকে । ২। খ—সর্ষপ-দুর্বাস্তকমর্ঘ্যং । ৩। ক—গন্ধাদি-যুক্তং জলমিতি শেষঃ ।

অথচমনীয়ম্ । জাতী-লবঙ্গ-কক্কোলান্বিত জলং তৈজসপাত্রে শঙ্খো বা
নিধায়, স্বধাস্ত-মস্ত্রেণ উৎসৃজ্য বদনে দত্তাৎ । “জাতী-লবঙ্গ-কক্কোলৈ
জলমাচমনীয়কমি”তি বচনাৎ । ১৬

কেচিৎ তু—“স্বধামস্ত্রেণ বদনে দত্তাদাচমনীয়কমি”ত্যত্র সুধেতি পাঠঃ
কল্পয়ন্তঃ সুধাশব্দস্ত্যামৃতবাচকত্বাদমৃতশব্দস্ত চ জলবাচকত্বাদিদমাচমনীয়ং
বমিতি প্রয়োগঃ । তথাচ—

মধুপর্কং মুখে দত্তাজ্জলমস্ত্রেণ দেশিকঃ । ইতি তন্ত্রাস্তর-বচনাৎ । ১৭

ন চৈতন্ মধুপর্ক-মাত্রপরমিতি বাচ্যম্,

সুধাহুনা ততঃ কুর্ধ্যান্ মধুপর্কং মুখান্বজে ।

তেনৈব মনুনা কুর্ধ্যাদস্তিরাচমনীয়কম্ ॥ ১৮

ইতি বচনাৎ, “বারুণেন চ মস্ত্রেণ দত্তাদাচমনীয়কমি”তি বচনাচ্চ ইতি
বদন্তি । পরে তু বারুণবীজ-বোধকং বচনং শূদ্রবিষয়ম্, স্বধোচ্চারণানধিকার-
বদন্তি ।

অনন্তর আচমন কথিত হইতেছে । জাইফল, লবঙ্গ ও কক্কোল ঘৃষ্ট (ঘসা) যুক্ত
জল তৈজস পাত্রে অথবা শঙ্খো রাখিয়া, স্বধাস্ত মস্ত্রের দ্বারা উৎসর্গ করিয়া মুখে প্রদান
করিবেন । যেহেতু ‘জাইফল, লবঙ্গ ও কক্কোল যুক্ত জল আচমনীয়’—এই বচন
আছে । ১৬

কেহ কেহ “স্বধামস্ত্রেণ বদনে দত্তাদাচমনীয়কম্”—এই বচনে স্বধাহলে “সুধামস্ত্রেণ”
এই পাঠ কল্পনা করিয়া, সুধা শব্দটি অমৃত বাচক বলিয়া, অমৃত শব্দটি জলবাচক
বলিয়া “ইদম্ আচমনীয়ং বৎ” এই প্রয়োগ হইবে, এই বলেন । যেহেতু সেইরূপ
তন্ত্রাস্তরের বচন আছে যে—জলমস্ত্রে মুখে মধুপর্ক প্রদান করিবে । ১৭

এই বচনটি মাত্র মধুপর্কপর ইহা বলা যায় না, যেহেতু—

তাহার পর সুধা মস্ত্রে মুখ-পদ্মে মধুপর্ক নিবেদন করিবেন । সেই সুধামস্ত্রের
দ্বারাই জলের দ্বারা আচমনীয় করিবেন । ১৮

এই বচন আছে । ‘বারুণ মস্ত্রের দ্বারা আচমন প্রদান করিবেন’—এই বচনও আছে ।
অন্তরা এইরূপ ব্যাখ্যা করেন যে, বারুণবীজ বোধক বচনটি শূদ্র বিষয়ক, যেহেতু
তাহাদের স্বধাশব্দের উচ্চারণে অধিকার নাই । অতঃ কেহ বলেন—ইহা ইচ্ছা বিকল্প
অর্থাৎ বচনে স্বধা ও সুধা—উভয় থাকায় স্বধামস্ত্রে অথবা সুধামস্ত্রেও দিতে পারেন ।

দিত্তি ব্যাচক্ষুঃ । ইচ্ছাবিকল্প ইত্যন্তে । মৈথিলান্ত স্বধামন্ত্রেণৈত্যত্র স্-বকারং
পাঠমমুমেনিরে ন স্কারং,^১ বকারস্ত ত্যাগাবোধকত্বাৎ । সাম্প্রদায়িকান্ত
ত্যাগার্থক-স্বাহা-শব্দেনার্ঘ্যদানাৎ তৎ-সমভিব্যাহৃতাত্মনীয়দানেহপি ত্যাগার্থক-
শব্দস্ত যুক্তত্বাৎ স্বধামন্ত্রো যুক্ত্যতে, ন তু বমিতি । তথাচ নমঃ স্বাহা স্বধা
বৌষড়িতি যথাক্রমমভিধানম্ । জলমন্ত্রেণ ইতি বচনস্ত প্রমাণশূণ্যং, তেনাচম-
নীয়ং স্বধেতি বক্তব্যম্ । তথাচ সোমশব্দঃ (১৯)—

স্বধেত্যাচমনীয়ঞ্চ ত্রিবারং মুখপক্কে ।

স্বধেতি মধুপর্কঞ্চ পুনরাচমনীয়কম্ ॥ ২০

ইতি প্রাহঃ । অন্তে তু “জলমন্ত্রেণ দেশিক” ইত্যত্র “বাকুণেন চ
বীজেনে”ত্যত্র চ সহার্থে তৃতীয়াং^২ বদন্ত ইদমাচমনীয়ং বং অমুকদেবতায়ৈ
স্বধেত্যেবমমুমন্ত্বে । ২১

অথ মধুপর্কঃ । স চ ঘৃত-দধি-মধু-যোগাদ্ ভবতি । তথাচ—

আজ্যং দধি-মধুমিশ্রং মধুপর্কং বিত্ববুধাঃ । ২১

মৈথিলগণ স্বধামন্ত্রেণ এই স্থলে স্-বকার (স্ব) পাঠ অনুমোদন করেন, স্কার
পাঠ (স্ + উ = সু) অনুমোদন করেন না, যেহেতু সুধা শব্দ প্রাপ্ত বকারটি ত্যাগ-
বোধক নহে ।

সাম্প্রদায়িকগণ বলেন—ত্যাগার্থক স্বাহা শব্দের দ্বারা অর্ঘ্যদান বিহিত হওয়ার
তাহার সমভিব্যাহৃত আচমনীয় দানেও ত্যাগার্থক শব্দের প্রয়োগ যুক্ত বলিয়া স্বধামন্ত্র
সমীচীন, বং সমীচীন নহে । সেই জন্যই নমঃ, স্বাহা, স্বধা, বৌষট্ এইরূপ যথাক্রমে
অভিধান (কথন) হইরাছে । জলমন্ত্রেণ এই বচনটি প্রমাণ শূন্য ; সুতরাং আচমনীয়ং
স্বধা, ইহাই বক্তব্য । সোম শব্দও এইরূপ বলেন (১৯)—

স্বধা এই বলিয়া তিনবার মুখপদে আচমন দিবেন । স্বধা এই বলিয়া মধুপর্ক ও
পুনরাচমনীয় দিবেন । ২০

অন্তেরা বলেন—“জলমন্ত্রেণ দেশিকঃ” এই স্থলে, বাকুণেন চ বীজেন এই স্থলেও
সহার্থে তৃতীয়া বলিয়া “ইদম্ আচমনীয়ং বং অমুক-দেবতায়ৈ স্বধা” এইরূপ প্রয়োগ
অনুমোদন করেন । ২১

অনন্তর মধুপর্ক কথিত হইতেছে । সেই মধুপর্ক দধি, ঘৃত ও মধুর যোগে হয় ।
তাহাই কথিত হইরাছে—ঘৃত, দধি ও মধুর মিশ্রণকে পণ্ডিতগণ মধুপর্ক বলেন । ২১

কালিকাপুরাণে—দধি সপির্জল-কৌদ্র-সিতাভিশৈব পঞ্চভিঃ ।

প্রোচ্যতে মধুপর্কস্তু সর্বদেবৌষ-তুষ্টয়ে ॥ ২২

জলস্তু সর্বতঃ স্বল্পং সিতা-দধি-ঘৃতং সমম্ ।

সর্বেষামধিকং কৌদ্রং মধুপর্কে প্রয়োজয়েৎ ॥

তং দত্ত্বাং কাংস-পাত্রেণ রৌপ্য-শ্বেততরেণ বা ॥ ২৩

শ্বেতং রৌপ্যং । স্বধাস্তেন মুখে দত্ত্বাং । আচমনীয়ং পূর্ববৎ । ইদং স্নান-
জলং নিবেদয়ামি । পুনরাচমনীয়ম্ । বস্ত্রং নমোমন্ত্রেণ দেয়ম্ । উত্তরীয়-
বস্ত্রঞ্চ । তচ্চ^১ নির্দশ-মলিন-জীর্ণ-ছিন্ন-গাত্রালিঙ্গিতাথু-জঙ্ঘ-চন্দ্রাতপ-ধ্বজাভ্য-
সূচীবিদ্ধ-চিরোষিতোপকেশ-বিধৌত-শ্লেষ্মমূত্রাদি-দূষিতান্যদ্ গ্রাহম্ । ২৪

গাত্রালিঙ্গিতকং জীর্ণং শ্লেষ্ম-মূত্রাদি-দূষিতম্ ।

চিরোষিতোপ-কেশঞ্চ সূচীবিদ্ধং বিধৌতকম্ ॥

নির্দশং মলিনঞ্চাথু-জঙ্ঘং ছিন্নং পটং ত্যজেৎ ।

চন্দ্রাতপ-ধ্বজাদৌ তু সূচীবিদ্ধং ন হৃশ্যতি ॥ ২৫

কালিকাপুরাণে বলিয়াছেন—সমস্ত দেববৃক্ষের তুষ্টির জন্য দধি, ঘৃত, জল, মধু ও
শর্করা—এই পাঁচটি দ্বারা মিশ্রিত বস্তুই মধুপর্ক নামে কথিত হয় । ২২

জল সকলের অপেক্ষা স্বল্প পরিমাণ ; শর্করা, ঘৃত ও দধি সমান পরিমাণ । সকলের
অপেক্ষা অধিক মধু মধুপর্কে প্রদান করিবে । কাংসপাত্র অথবা স্বর্ণ ও রৌপ্য—
ইহাদের অন্যতর পাত্রে দ্বারা সেই মধুপর্ক প্রদান করিবে । ২৩

শ্বেত—রৌপ্য । এই মধুপর্ক স্বধাস্ত-মন্ত্রে মুখে প্রদান করিবে । আচমন পূর্ববৎ
দিবেন । ইদং স্নানজলং নিবেদয়ামি—এই মন্ত্রে স্নানজল দিবেন । পুনরাচমন দিবেন ।
বস্ত্র নমোহস্ত মন্ত্রে দেয় । উত্তরীয় বস্ত্রও নমো অস্তঃ মন্ত্রে দেয় । উত্তরীয় বস্ত্র ও বস্ত্র
দশাহীন, মলিন, জীর্ণ, ছিন্ন, গাত্রে ব্যবহৃত, মূষিকভক্ষিত, চন্দ্রাতপ, ধ্বজ ভিন্ন
সূচীবিদ্ধ, চিরোষিত, (অতিপুরাতন), উপকেশ (রেণীয়া উঠা), বিধৌত (রাজকাদি
দ্বারা পরিষ্কৃত), শ্লেষ্মা, মূত্রাদি দ্বারা দূষিত ভিন্ন গ্রহণীয় । ২৪

গাত্রে ব্যবহৃত, জীর্ণ, শ্লেষ্মা মূত্রাদি দ্বারা দূষিত, অতি পুরাতন, রেণীয়া উঠা,
সূচীবিদ্ধ, বিধৌত, দশাহীন, মলিন, মূষিক ভক্ষিত, ছিন্ন বস্ত্র পরিভ্যাগ করিবে ।
চন্দ্রাতপ ও ধ্বজাদি সূচীবিদ্ধ হইলেও দূষিত (অপবিত্র) হয় না । ২৫

আচমনীয়ং যজ্ঞোপবীতং নমঃ । এষোহলঙ্কারো নমঃ ।

অথ গন্ধঃ । স চ নমোহস্তেন দেয়ঃ । নিবন্ধে (২৬)—

গন্ধশ্চন্দন-কপূর-কালাগুরুভিরীরিতঃ । চূর্ণীকৃত-ঘৃষ্ট-দাহাকর্ষিত-সম্মর্দজ-
রস-কন্তুরীমৃগ-সমুত্তেতি পঞ্চবিধান্ততমো বা কুসুমাগুরু-কন্তুরী-কপূর-চতুঃসম-
সাধিতো বা । গন্ধাষ্টকমপি দত্তাৎ । যথা শারদায়াম্ (২৭)—

গন্ধাষ্টকস্ত ত্রিবিধং শক্তি-বিষ্ণু-শিবাত্মকম্ ।

চন্দনাগুরু-কপূর-চোর-কুসুম-রোচনা ।

জটামাংসী কপিযুতা শক্তের্গন্ধাষ্টকং বিদ্যুঃ ॥ ২৮

চন্দনাগুরু-হ্রীবের-কুষ্ঠ-কুসুম-সেরুকাঃ ।

জটামাংসী-মুরমিতি বিষ্ণোর্গন্ধাষ্টকং শ্রুতম্ ॥ ২৯

চন্দনাগুরু-কপূর-তমাল-জল-কুসুমম্ ।

কুসীদং কুষ্ঠ সংযুক্তং শৈবং গন্ধাষ্টকং শ্রুতম্ ॥ ৩০

চোরঃ—কৃষ্ণশঠী । কপিঃ—গাঁঠিয়ালেতি খ্যাতা । হ্রীবেরং—বালা ।

আচমন ও যজ্ঞোপবীত নমঃ অন্ত মন্ত্রে দেয় । আচমনীয়ং নমঃ, এষ অলঙ্কারো নমঃ ।

অনন্তর গন্ধ । সেই গন্ধ নমোহস্ত মন্ত্রে দেয় । নিবন্ধে বলিয়াছেন (২৬)—

চন্দন, কপূর ও কুকাগুরু মিশ্রিত দ্রব্য সমষ্টি গন্ধ নামে কীর্ণিত হইয়াছে । সেই
গন্ধটি চূর্ণীকৃত, ঘৃষ্ট, দাহাকর্ষিত (?), সম্মর্দজরস (?), কন্তুরী মৃগ সমুত্ত—এই পাঁচ
প্রকারের অন্ততম প্রকার হইবে অথবা কুসুম, অগুরু, কন্তুরী ও কপূর—এইগুলির
সমপরিমাণে সুসাধিত দ্রব্যই গন্ধ হইবে । গন্ধাষ্টকও দিতে পারেন । যেমন
শারদাভিলকে বলিয়াছেন (২৭)—

শক্তি, বিষ্ণু ও শিবরূপ গন্ধাষ্টক ত্রিবিধ । চন্দন, অগুরু, কপূর, চোর (কৃষ্ণ
শঠী), কুসুম, রোচনা ও কপি (গাঁঠিয়াল) সহিত জটামাংসী—এইগুলিকে শক্তির
গন্ধাষ্টক জানিবেন । ২৮

চন্দন, অগুরু, হ্রীবের (বালা), কুষ্ঠ (কুড়), কুসুম, সেরুক (শ্বেত গন্ধবেণা),
জটামাংসী, মুরা (দেবদারু)—এইগুলি বিষ্ণুর গন্ধাষ্টক কথিত হইয়াছে । ২৯

চন্দন, অগুরু, কপূর, তমাল, জল (বালা), কুসুম, কুসীদ ও কুষ্ঠ—এইগুলি শৈব
গন্ধাষ্টক নামে কথিত হইয়াছে । ৩০

চোর—কৃষ্ণশঠী । কপি—গাঁঠিয়াল নামে প্রসিদ্ধ । হ্রীবের—বালা ।

কুষ্ঠং—কুড়খ্যাতম্ । সেরুকঃ শ্বেতবীরণমূলম্ । মূলং—দেবদারুঃ । জলং—
বাণী । কুসীদং—রক্তচন্দনম্ । ৩১

অথ পুষ্পম্ । তৎ তু বৌষড়শ্তেন দত্তাৎ ১ ।

কুশ-পুষ্প-সমিদ্ বারি ব্রাহ্মণঃ স্বয়মাহরেৎ ।

শূদ্রানীতৈঃ ক্রয়-ক্রীতৈঃ কৰ্ম কুৰ্বন্ ব্রহ্মত্যাধঃ ॥ ৩২

অত্র বিশেষঃ— আদায় মূল্যং বিক্রেতা দীয়তে স্বৈচ্ছ্যৈব যৎ ।

অযাচমানো গৃহীয়াদ্ বীর-ক্রয় উদাহৃতঃ ॥ ৩৩

বীরক্রয়ান্নতৈঃ পুষ্পৈঃ কৰ্ম কুৰ্বন্ ন দৃশ্যতি ।

মালাকারৈঃ স্বদাসৈশ্চ আহুতে নান্তি দূষণম্ ॥ ৩৪

তথা— দেবতানাং হি পূজার্থং পুষ্প-চৌর্য্যং ন দৃশ্যতি ।

বিপ্রস্তারামতোহন্যত্র তথা পুষ্পোপজীবিনঃ ॥ ৩৫

যামলে— নাক্ষতৈরর্চয়েদ্ বিষ্ণুং ন তুলস্তা বিনায়কম্ ।

ন ছর্বয়া যজ়েদ্ দুর্গাং বিষ্ণপত্রৈর্দিবাকরম্ ।

উন্মত্তমৰ্ক-পুষ্পঞ্চ বিষোর্বর্জ্যং সদা বুধৈঃ ॥ ৩৬

কুষ্ঠ—কুড় নামে প্রসিদ্ধ । সেরুক—শ্বেতবীরণ মূল । মূল—দেবদারু । জল—বাণী
(বালা) । কুসীদ—রক্তচন্দন । ৩১

অনন্তর পুষ্প কথিত হইতেছে । সেই পুষ্প বৌষট্ অস্ত্র মন্ত্রে দিবেন ।

কুশ, পুষ্প, সমিধ্ ও জল ব্রাহ্মণ স্বয়ং আহরণ করিবেন । শূদ্রের দ্বারা আনীত ও
ক্রয়ের দ্বারা ক্রীত পুষ্পসমূহ দ্বারা কৰ্ম করিলে অধোদেশে গমন করিবেন । ৩২

এহলে বিশেষ হইতেছে—বিক্রেতা মূল্য লইয়া স্বৈচ্ছায় বাহা দিবে, ক্রেতা বেশী
না চাহিয়া তাহা গ্রহণ করিবে । ইহা বীর ক্রয় কথিত হইয়াছে । ৩৩

বীরক্রয়ের দ্বারা আহৃত পুষ্প সমূহের দ্বারা পূজা কৰ্ম করিলে দোষ হয় না ।
মালাকার সমূহের দ্বারা ও নিজ ভৃত্যগণের দ্বারা আহৃত পুষ্পে দোষ হয় না । ৩৪

আর ও এইরূপ আছে—দেবগণের পূজার জন্য পুষ্পচুরি দোষজনক হয় না । পুষ্প
বিক্রয় করিয়া বাহার। জীবিকা নির্বাহ করে, তাহাদের ছাড়া ব্রাহ্মণের ফুল বাগান
ছাড়া অন্য স্থান হইতে পুষ্প চুরি দোষের নহে । ৩৫

যামলে বলিয়াছেন—অক্ষত দ্বারা বিষ্ণুকে অর্চনা করিবে না । তুলসী দ্বারা
গণেশকে অর্চনা করিবে না । দুর্বা দ্বারা দুর্গাকে অর্চনা করিবে না, বিষ্ণপত্রের দ্বারা

গৌতমীয়ে--ন রক্ত-চন্দনং জাতু গৃহীয়াৎ রক্ত-পুষ্পকম্ ।

বিশ্বপত্রৈস্তৎ কুশুমৈর্নান্যৈর্দেবকী-সুতম্ ॥ ৩৭

যৎ তু—কমলে করবীরে য়ে তুলসী জাতি-কেতকে ।

নাগকেশর-পারশ্বী কহলারং চম্পকোৎপলে ॥ ৩৮

নন্দ্যাবর্তঞ্চ যুথী চ মল্লিকা নবমল্লিকা ।

কুন্দং মন্দারকণ্ঠেব সৌগন্ধিকঞ্চ কেশরম্ ।

কুরুটশোক-সর্জানি বিশ্বঞ্চ মুনি-পুষ্পকম্ ॥ ৩৯

পত্রমামলকং শুদ্ধং কর্ণিকারং পলাশজম্ ।

এতান্যন্যানি পুষ্পানি যথালভং সমর্চয়েৎ ॥ ৪০

ইতি যদ্বিশ্বপত্র-বিধানং, তদ্বিহিত-পুষ্পাভাবে । তদ্বাস্তরে—

দেবীনামর্কমন্দারাবাদিত্যে তগরং তথা ।

গণেশায় চ সূর্য্যায় রক্ত-পুষ্পমতিপ্রিয়ম্ ॥ ৪১

শিবৈ কুন্দং মদন্তীঞ্চ যুথীং বন্ধুক-কেতকে ।

সূর্য্যকে পূজা করিবে না । পণ্ডিতগণ সর্বদা বিষ্ণুবিষয়ে ধূতরা ফুল ও আকন্দ ফুল বর্জন করিবেন । ৩৬

গৌতমীয় তন্ত্রে বলিয়াছেন—বিষ্ণুর পূজার রক্ত চন্দন ও রক্ত পুষ্প কখনও গ্রহণ করিবে না । বিশ্বপত্র ও বিশ্বফুল সমূহের দ্বারা দেবকী পত্রের অর্চনা করিবে না । ৩৭

আর যে দুই প্রকার (শ্বেত ও রক্ত) পদ্ম ও করবীর, দুই প্রকার তুলসী, জাতি, কেতকী, নাগকেশর, পারশ্বী (লতাবিশেষের ফুল), কহলার, চম্পক, উৎপল, নন্দ্যাবর্ত, যুথী, মল্লিকা, নবমল্লিকা কুন্দ, মন্দার, সৌগন্ধিক (শ্বেত সুঁদি), নাগকেশর, কুরুট (পাঁত আমলা পুষ্প), সর্জ (শালপুষ্প), বিশ্বফল, মুনিপুষ্প (বকফুল), আমলকের পত্র, কর্ণিকার পুষ্প (সৌদালি ফুল) পলাশজাত শুদ্ধ পত্র ও পুষ্প । এই পুষ্পগুলি এবং অন্যান্য পুষ্প যাহা পাওয়া যায়, তদ্বারা পূজা করিবে । ৩৮-৪০

এই বচনসমূহের দ্বারা বিশ্বপত্রের যে বিধান করিয়াছেন, তাহা বিহিত পুষ্পের অভাবে জানিবেন । তদ্বাস্তরে বলিয়াছেন—

দেবীগণের অর্কপুষ্প ও মন্দার পুষ্প, আদিত্যের তগর পুষ্প, গণেশের ও সূর্য্যের রক্ত পুষ্প অতিপ্রিয় । ৪১

শিবের পূজার কুন্দ, মদন্তী (বন মল্লিকা), যুথী, বন্ধুক, কেতক, রক্ত জবা, দুই

জবাং রক্তাং ত্রিসঙ্ক্যে ঘে^১ মালতীং কেতকীং তথা^২ ॥ ৪২

তথা— ঘুস্ফং কুমুদং রক্ত-হয়ারিং পরিবর্জয়েৎ^৩ ।

যং তু— একেন করবীরেণ সিতেনাপ্যসিতেন বা ।

স ভবেন্ মুক্তি-ভাগী যো হরিং বা হরমর্চয়েৎ ॥

ইতি বচনং, তত্রাসিতপদেন দেশান্তর-প্রসিদ্ধং কৃষ্ণবর্ণ-করবীরমুক্তম্ । ৪৩

তথা— উগ্রগন্ধমগন্ধঞ্চ কুমি-কেশাদি-দূষিতম্^৩ ।

অশুদ্ধপাত্র-প্রাণ্যজ-বাসোভি-কুংসিতাভিঃ । ৪৪

আনীতং নার্পয়েচ্ছন্তোঃ প্রমাদাদপি দোষকুং ।

বাসোভিঃ সমুত্তৈর্নীর্তং মতিমান্নার্চয়েচ্ছিবৈ ! ॥ ৪৫

শিব ইত্যুপলক্ষণম্ । তথা—

কলিকাভিস্তথা ত্যাজ্যং বিনা চম্পক-পদ্মকৈঃ ।

শুভৈশ্চ নার্চয়েদ্ বিষ্ণুং পুষ্পৈঃ পত্রৈঃ ফলৈরপি ॥ ৪৬

স্নাত্বানীতৈঃ পশুর্ঘৃষিতৈর্ঘাচিতৈঃ কৃষ্ণবর্ণকৈঃ ।

ত্রিসঙ্ক্যা, মালতী, কেতকী, ঘুস্ফ (কুকুম), কুমুদ ও রক্ত হয়ারি (করবীর) বর্জন করিবে । ৪২

আর যে—যিনি হরি অথবা হরকে সিত বা অসিত এক করবীরের দ্বারা অর্চনা করেন, তিনি মুক্তি-ভাগী হন ।

এই বচন আছে । সেই বচনে অসিত পদের দ্বারা দেশান্তর প্রসিদ্ধ কৃষ্ণ বর্ণ করবীর উক্ত হইয়াছে । ৪৩

এইরূপ আরও উক্ত হইয়াছে—উগ্রগন্ধ ও গন্ধহীন পুষ্প, কুমি কেশাদি দূষিত, অশুদ্ধ পাত্র, হস্ত, অঙ্গ ও বস্ত্র দ্বারা আনীত, কুংসিত-চিত্ত পুরুষের আনীত পুষ্প প্রমাদ বশতঃ শিবকে অর্পণ করিবে না । উহা দোষ-কর । হে শিব ! আচ্ছাদনীয় বস্ত্রে আনীত পুষ্পের দ্বারা মতিমান্ ব্যক্তি অর্চনা করিবে না । ৪৪-৪৫

শিব এই পদটি অশু দেবতার উপলক্ষণ অর্থাৎ কোন দেবতাকেই ঐরূপ পুষ্প দিবে না । এইরূপ আরও উক্ত হইয়াছে—

চম্পক ও পদ্ম ভিন্ন কলিকায়ুক্ত পুষ্প ত্যাজ্য । শুষ্ক পত্র ও ফলের দ্বারা বিষ্ণুকে অর্চনা করিবে না । ৪৬

স্নানের পর আনীত পুষ্পের দ্বারা, পশুর্ঘৃষিত (বাসি) পুষ্পের দ্বারা, ঘাচিত পুষ্পের

১। খ—পাদটীকায়াং—দ্রুমুটীতিখ্যাতং, শুক্লরক্তভেদাৎ অবিভম্ । * পদার্থান্বর্শে—যে সিন্দূরঃ কুটজানি চ । মালতীং ঘুস্ফং রক্তং হয়ারিং বর্বরাং ত্যজেৎ । ২। খ—হার্যিক বিবর্জয়েৎ ইত্যনন্তরং তথা উগ্রগন্ধমিত্যাदि পাঠঃ । ৩। খ—দূষিতমিত্যানন্তরং বাসোভিঃ সমুত্তৈর্নীর্তমিত্যাदि পাঠঃ ।

স্বয়ং বিকাশিতৈঃ পুষ্পৈঃ স্বয়ং পতিতৈস্তুবি ।

বর্জয়েদ্ বৃহতীপুষ্পমগন্ধক বিশেষতঃ ॥ ৪৭

স্বয়ং বিকাশিতৈঃ—পুরুষেণ স্বয়ং বিকাশিতৈঃ ।

তথা— ত্রিপত্র-হ্যন-কুম্ভমৈন্যর্চয়েৎ তু কদাচন ।

ভূগতং চাক্র-সংস্পৃষ্টং কেশ-কীটাদি-দূষিতম্ ॥ ৪৮

কুমুদং পাটলকৈব শিরীষং^১ পরিবর্জয়েৎ ।

ভূগতং বর্জয়েৎ পুষ্পং শেফালীং বকুলং বিনা ॥ ৪৯

তথা— বিশ্বস্ত্রা খাদিরস্ত্রৈব তথা ধাত্র্যা দলস্ত্র চ ।

তমালস্ত্র চ পদ্মস্ত্র ছিন্ন-ভিন্নং ন দৃশ্যতি ॥ ৫০

গৌতমীয়ে—মলিনং ভূমি-সংস্পৃষ্টং কুমি-কেশাদি-দূষিতম্ ।

পর্য্যুষিতানি পুষ্পাণি বর্জয়েদ্ দেবতার্চনে ॥ ৫১

তিষ্ঠেদ্ দিনত্রয়ং শুদ্ধং পদ্মমামলকং তথা ।

তুলসী সর্বদা শুদ্ধা তথা বিশ্বদলানি চ ।

দিনৈকং করবীরানি যোগ্যানি চ তপোধন ! ॥ ৫২

দ্বারা, কৃষ্ণবর্ণ পুষ্পের দ্বারা, স্বয়ং বিকাশিত পুষ্পের দ্বারা, ভূমিতে স্বয়ং পতিত পুষ্পের দ্বারা পূজা করিবে না । বৃহতী পুষ্প ও বিশেষতঃ গন্ধহীন পুষ্প বর্জন করিবে । ৪৭

স্বয়ং বিকাশিত কথার অর্থ—পূজক যে ফুল নিজে ফুটাইয়া দেন ।

সেইরূপ আরও উক্ত হইয়াছে—তিনটি পত্র অপেক্ষা নূন পত্র বিশিষ্ট পুষ্পের দ্বারা কখনও অর্চনা করিবে না ।

ভূপতিত পুষ্প, অঙ্গ-সংস্পৃষ্ট পুষ্প, কেশ, কীটাদি দূষিত পুষ্প, কুমুদ পুষ্প, পাটল পুষ্প ও শিরীষ পুষ্প পূজায় বর্জন করিবে । শেফালী ও বকুল ছাড়া ভূগত পুষ্প বর্জন করিবে । ৪৮-৪৯

সেইরূপ আরও উক্ত হইয়াছে—বিশ্বপত্র, খদির পত্র, ধাত্রীপত্র, তমাল পত্র, পদ্ম পত্র ছিন্ন ভিন্ন হইলে দোষ হয় না । ৫০

গৌতমীয় তন্ত্রে বলিয়াছেন—দেবতার পূজায় মলিন, ভূমি সংস্পৃষ্ট, কুমি কীটাদি দ্বারা দূষিত; পর্য্যুষিত পুষ্পসমূহ বর্জন করিবে । ৫১

হে তপোধন ! পদ্ম ও আমলক তিন দিন শুদ্ধ থাকে । তুলসী সর্বদা শুদ্ধা । সেইরূপ বিশ্ব-পত্র ও করবীর পুষ্প একদিন পূজার যোগ্য থাকে । ৫২

জ্ঞানার্ণবে— পুষ্পৈঃ পর্যুষিতৈর্দেবি ! নাচয়েৎ স্বর্ণজৈরপি ।
নির্মাল্যভূতৈঃ কুশুমৈরুচ্ছিতৈঃ পরমেশ্বরি ! ॥ ৫৩

ত্রিপুরামধিকৃত্য বারাহীয়ে—

পলাশ-কাশ-কুশুমৈর্নাচয়েদ্ দূরতন্ত্যজ্ঞেৎ^১ ।
ধাত্রী-তমালজৈঃ পত্রৈস্তুলসী-দ্বিতয়েস্তথা ।
পূজনাং পাতকী তু স্থান্নগ্নৈশ্চাপি শ্রিয়ং হরেৎ ॥ ৫৪

লগ্নৈরঙ্গলগ্নৈঃ । তথা—

ত্রিপুরা-পূজনে বর্জ্য^২। তুলসী সর্বদা বৃধৈঃ ।
তুলসী-গন্ধমাত্রায় ক্রুদ্বা ভবতি সুন্দরী ॥ ৫৫

কোলাবলীয়ে—রক্তমাষাং শ্বেতদুর্বাং নীলকণ্ঠং কুরুণ্টকম্ ।
ন দত্তাচ্চ মহাদেবী যদিক্ষেচ্ছুভমাশ্বনঃ ॥ ৫৬

যোগিনী-তন্ত্রে দেবীমধিকৃত্য—

ঝিটিপুষ্পেণ পীতেন^৩ পীতেন তগরেণ চ ।
শ্বেতোদ্ভেগে চ পুষ্পেণ বর্জয়েৎ পূজনং সদা ॥ ৫৭
তুলস্তো^৪ হে চ মন্দারে কহলারজ-তমালজৈঃ ।

জ্ঞানার্ণবে বলিয়াছেন—হে দেবি ! পর্যুষিত পুষ্পের দ্বারা পূজা করিবে না ।
হে পরমেশ্বরি ! নির্মাল্য-ভূত স্বর্ণকৃত-পুষ্পের দ্বারা এবং উচ্ছিন্ন পুষ্পসমূহের দ্বারা
পূজা করিবে না । ৫৩

ত্রিপুরাকে বিষয় করিয়া অর্থাৎ ত্রিপুরা-প্রকরণে বরাহতন্ত্রে বলিয়াছেন—

পলাশ পুষ্পের দ্বারা ত্রিপুরাকে অর্চনা করিবে না, দূর হইতে উহাকে ভ্যাগ
করিবে । সেই ধাত্রী পত্র ও তমাল পত্রের দ্বারা ও দুইটি তুলসী দ্বারা পূজা
করিলে পাতকী হইবে । অঙ্গ-লগ্ন পুষ্প দ্বারা পূজা ঐশ্বর্য্যকে হরণ করে । ৫৪

লগ্ন-অঙ্গলগ্ন । সেইরূপ আরও বলিয়াছেন—পতিতগণ ত্রিপুরার পূজায় সর্বদা
তুলসী বর্জন করিবেন । ত্রিপুরা-সুন্দরী তুলসীর গন্ধ আশ্রয় করিয়া ক্রুদ্বা হন । ৫৫

কোলাবলীয়ে বলিয়াছেন—যদি নিজের মঙ্গল চান । তবে রক্তবর্ণ কুল, শ্বেতবর্ণ
দুর্বা, নীলকণ্ঠ, কুরুণ্টক (ঝিটিফুল) মহাদেবীকে প্রদান করিবে না । ৫৬

যোগিনীতন্ত্রে দেবী প্রকরণে বলিয়াছেন—পীত ঝিটি পুষ্প, পীত ভগ্ন, শ্বেত
ওদ্ভ (জবা) পুষ্পের দ্বারা পূজা সর্বদা বর্জন করিবে । দুইটি তুলসী ও দুইটি মন্দার

নাচিয়েচ্চ মহালগ্নীং কুশ-কাশোদ্রবেন চ ॥ ৫৮

তথা সৰ্বমধিকৃত্য—বকুলস্য অশোকস্য অজু'নস্য মহেশ্বরী ! ।

পূজয়েদ্ বৃন্তবজ্জ'ন সবৃন্তেন চ বজ্জ'য়েৎ ॥ ৫৯

বিষ্ণুক্ৰান্তা-জবা-নাগকেশরং নাগবল্লভম্ ।

বন্ধুকৈব' মন্দারং সবৃন্তেন সমৰ্চয়েৎ ॥ ৬০

ন স্পৃশেদ্ বৃন্তবজ্জ'ঞ্চ ভূগতঞ্চ ন সংস্পৃশেৎ ।

শেফালী-বকুলে ভজে ! ভূগতে চ সমৰ্চয়েৎ ॥ ৬১

মালুরং ভূগতং দেয়ং তস্য কাষ্ঠস্য চন্দনম্ ।

বিশ্বস্য মূলকং বজ্জ'ং কদল্যাঃ পত্রকং তথা ॥ ৬২

তথা নক্ষত্রবিদ্যাদৌ মংস্যসূক্তে—

পুষ্পশ্রেষ্ঠং কোকনদং বন্ধুকং শতপত্রকম্ ।

বৰ্বরা-দ্বিতয়কৈব কর্ণিকার-দ্বয়ং তথা ॥ ৬৩

বক-মন্দার-চুতানি করবীরানি' শশ্রুতে ।

মল্লিকা-দ্বিতয়ং জাতী ক্ষৌম-পুষ্পং জয়স্তিকাম্ ॥ ৬৪

বর্জনীয় । কহলার জাত, তমালজাত, কুশজাত কাশজাত পুষ্প দ্বারা মহালক্ষ্মীকে অর্চনা করিবে না । ৫৭-৫৮

সমস্ত দেবদেবীর পূজাকে অধিকার (বিষয়) করিয়া বলিয়াছেন—

হে মহেশ্বরী ! বকুল, অশোক, অজু'নের বৃন্তযুক্ত পুষ্পকে পূজায় বর্জন করিবেন, বৃন্তরহিত এই সকল পুষ্পের দ্বারা পূজা করিবে । ৫৯

বৃন্তযুক্ত বন্ধুক, মন্দার দ্বারা পূজা করিবে । বৃন্তবর্জিত হইলে ঐগুলিকে স্পর্শ করিবে না বা ভূমিতে পতিত হইলে উহাদিগকে স্পর্শ করিবে না । ৬০

হে ভজে ! শেফালী ও বকুল ভূমিতে পতিত হইলে তদ্বারা পূজা করিবে । ভূমি পতিত মালুর (বিলপত্র) দেয় । বিশ্বকাষ্ঠের চন্দন দেয় । বিশ্বের মূল ও কদলীর পত্র বর্জন করিবে । ৬১-৬২

নক্ষত্রবিদ্যা বিষয়ে সেইরূপ মংস্য সূক্তে বলিয়াছেন—কোকনদ, বন্ধুক, শতদল পুষ্প শ্রেষ্ঠ । দুই প্রকার বৰ্বরা এবং দুই প্রকার কর্ণিকারও সেইরূপ শ্রেষ্ঠ । ৬৩

বক, মন্দার ও চুতপুষ্প এবং করবীর সমূহ প্রশস্ত । দুই প্রকার মল্লিকা, জাতি,

বিষপত্রং কুরবকং মুনিপুষ্পঞ্চ কেশরম্ ।

বাসন্তী-দ্বিতয়ঞ্চৈব কাশপুষ্পং মরুবকম্ ।

দমনঞ্চ লবঙ্গঞ্চ যুথীং শেফালিকাং তথা ॥ ৬৫

সুগন্ধি-শ্বেত-লৌহিত্য-কুম্ভৈরর্চয়েদ্ দলৈঃ ।

বিশ্বৈর্মরুবকাষ্টৈশ্চ^১ তুলসীদল-বর্জিতৈঃ ॥ ৬৬

“যত্বেপি তুলসী-বর্জিতা পূজা ন জাতু ফলদা ভবেদি”তি, তথাপি তন্নিয়মস্ত
ন ত্রিপুরাদৌ ; তথাচ (৬৭)—

ভৈরবী-সুন্দরী-কালী-ব্রহ্ম-বিষ্ম-বিবস্বতাম্ ।

তুলসী-বর্জিতা পূজা সা পূজাহবিফলা ভবেৎ ॥ ৬৮

অবিফলা সফলেত্যর্থঃ । ভৈরব্যাদি-পূজায়াং তুলসী সর্বদৈব বর্জ্যা,
পূর্ববচনাৎ । ইতরাসান্ত পূজায়াং তদসত্ত্বে সত্ত্বে বা ন কশ্চিদ্ বিশেষঃ ।
“নাক্ষতৈরর্চয়েদ্ বিষ্ণুমি”তি তু পুষ্পাভাবে অতিদেশ-প্রাপ্তস্য তুলস্য
নিষেধ-পরম্ । তথাচ (৬৯)—

পুষ্পাভাবে ক্রঃলনাপি দূর্বয়া তণ্ডুলেন চ ।

কৌম পুষ্প (অতসী পুষ্প বা মসিনা পুষ্প), জয়ন্তিকা, বিষপত্র, কুরবক (রক্ত
আমলা), মুনিপুষ্প, নাগকেশর পুষ্প, দুই প্রকার বাসন্তী (মাধবী লতা), কাশপুষ্প,
মরুবক (মদনা), দমন, লবঙ্গ, যুথী, শেফালিকা—এগুলি দেবী পূজায় প্রশস্ত । ৬৪-৬৫

সুগন্ধি শ্বেত ও রক্ত পুষ্প দ্বারা অর্চনা করিবেন । তুলসীপত্র ভিন্ন বিষ ও
মরুবকাদির পত্রের দ্বারা পূজা করিবেন । ৬৬

যদিও—“তুলসী বর্জিতা পূজা কখনও ফলপ্রদা হয় না”—এইরূপ বচন আছে,
তথাপি সে নিয়ম ত্রিপুরাদি বিষয়ে নহে । বচনে সেইরূপ আছে যে (৬৭)—

ভৈরবী, ত্রিপুর-সুন্দরী, কালী, ব্রহ্মা, গণেশ ও সূর্য্যের তুলসী বর্জিতা যে পূজা,
সে পূজা অবিফলা নহে অর্থাৎ সফলা । ৬৮

অবিফলার অর্থ—সফলা । পূর্ববচন অনুসারে ভৈরবী প্রভৃতির পূজায় তুলসী
সর্বদাই বর্জনীয় । অন্যান্য দেবীগণের পূজায় তুলসী থাকুক বা না থাকুক; তাহাতে
কোন বিশেষ নাই । “নাক্ষতৈরর্চয়েদ্ বিষ্ণুম্”—এই বচনটি কিন্তু পুষ্পের অভাবে
অতিদেশ প্রাপ্ত তণ্ডুলের নিষেধপর । তাহাই উক্ত হইয়াছে (৬৯)—

নিত্যপূজা প্রকর্তব্য্য ভক্তিতাবেন স্মরিত্বি । ৭০

ন তুর্ঘ্যাদি-নিষেধপরম্ ।

গন্ধ-পুষ্পাক্রত-যব-কুশাগ্র-তিল-সর্ষপৈঃ ।

সদুর্বেষঃ সর্বদেবানামেতদর্ঘ্যমুদৌরিতম্ ॥ ৭১

ইত্যনেনাক্রতস্তাহর্ঘ্য-ঘটকত্বাৎ^১ । এবং “ন দুর্বয়া যজ্ঞেদু হুর্গামি”ত্যাপি
পুষ্পাভাবে তস্মাত্র-করণক-হুর্গা-পূজায়া নিষেধকম্, ন তু হুর্বাঘটিত-পূজায়া
অপি । তথাচ (৭২)—

বিনা বৈ দুর্বয়া দেবি ! পূজা নাস্তীহ কহিচিৎ ।

তস্মাদু দুর্বা গ্রহীতব্য্য যতঃ সর্বময়ী শিবে ! ॥ ইত্যুক্তত্বাৎ । ৭৩

তথা রাঘবভট্টঃ—সর্বেষঃ পুষ্পৈঃ সদা পূজা বিহিতাবিহিতৈরপি ।

কর্তব্য্য সর্বদেবানাং ভক্তিয়োগোহত্র কারণম্ ॥ ৭৪

তত্রাস্তরে—দেবীপূজা সদা কার্য্য্য জলজৈঃ স্থলজৈরপি ।

বিহিতাবিহিতৈর্বাপি^২ ভক্তি-যুক্তেন চেতসা ॥ ৭৫

হে স্মরিত্বি ! পুষ্পের অভাবে জলের দ্বারা, দুর্বার দ্বারা অথবা তণ্ডুলের দ্বারাও
ভক্তিতাবে নিত্য পূজা কর্তব্য্য । ৭০

কিন্তু অর্ঘ্যাদি নিষেধপর নহে । যেহেতু—

দুর্বার সহিত গন্ধ, পুষ্প, অক্ষত, যব, কুশাগ্র, তিল ও সর্ষপ যুক্ত ঐ জল সমস্ত
দেবতার অর্ঘ্য বলিয়া কথিত হইয়াছে । ৭১

এই বচনের দ্বারা অক্ষত অর্ঘ্যের ঘটক হইয়াছে । এইরূপ “ন দুর্বয়া যজ্ঞেদু হুর্গামি”
এই বচনটিও পুষ্পের অভাবে দুর্বামাত্র-করণক অর্থাৎ কেবল দুর্বা দ্বারা হুর্গাপূজার
নিষেধক, কিন্তু দুর্বা-ঘটিত অন্য উপচার দ্বারা হুর্গাপূজার নিষেধক নহে । যেহেতু তন্ম
উক্ত হইয়াছে (৭২)—

হে দেবি ! কোন সময়ে এই পৃথিবীতে দুর্বা ছাড়া কোন পূজা নাই । হে
দেবি ! যেহেতু দুর্বা সর্বময়ী, সেই হেতু পূজায় দুর্বা গ্রহণ করিবে । ৭৩

রাঘব ভট্টও তাহাই বলিয়াছেন—বিহিত ও অবিহিত সমস্ত পুষ্পের দ্বারা সমস্ত
দেবতার সর্বদা পূজা করিবে । ভক্তিয়োগই অবিহিত পুষ্পের দ্বারা পূজার কারণ । ৭৪

তত্রাস্তরে বলিয়াছেন—ভক্তিয়ুক্ত চিত্তের দ্বারা বিহিত ও অবিহিত জলজ ও স্থলজ
পুষ্পের দ্বারা সর্বদা দেবীর পূজা করিবে । ৭৫

ইদম্ বিহিত-পুষ্পাভাবে অত্যন্ত-ভক্তিঃ বিষয়ম্ । কালীতন্ত্রে—

অপামার্গৈশ্চ ভূকৈশ্চ তুলসী-বর্জিতৈঃ শুভৈঃ ।

মুণ্ডমালাতন্ত্রে— ধূতুরাশোক-বকুল-শ্বেত-কৃষ্ণাপরাজিতা । ৭৬

ইত্যাদি-দেয়-পুষ্পনিয়মঃ । ৭৭

কালিকাপুরাণে—রক্তপদ্ম-সহস্রৈঃ যো মালাং সংপ্রযচ্ছতি ।

ভক্তিযুক্তো মহাদেবো তস্য পুণ্যফলং শৃণু ॥ ৭৮

কল্পকোটি-সহস্রাণি-কল্পকোটি-শতানি চ ।

স্থিত্বা মম পুরে শ্রীমাংসুতো রাজা ক্ষিতৌ ভবেৎ ॥ ৭৯

পত্রেষু বিশ্বপত্রস্ত দেবী-প্রীতিকরং পরম্ ।

তৎ-সহস্রকৃতা মালা পূর্ববৎ ফলদা ভবেৎ ॥ ৮০

কিঞ্চাতিবহ্ননোক্তেন সামান্যেনৈদমুচ্যতে ।

উক্তানুজ্ঞৈস্তথা পুষ্পৈর্জলজৈঃ স্থলজৈস্তথা ॥ ৮১

পত্রৈঃ সর্বৈর্বথালভং সর্বৌষধিগণৈরপি ।

বনজৈঃ সর্বপুষ্পৈশ্চ পত্রৈরপি শিবাং যজ্ঞেৎ ॥ ৮২

ইহা কিন্তু বিহিত পুষ্পের অভাবে অত্যন্ত ভক্তি বিষয়ক অর্থাৎ অবিহিত পুষ্পে অত্যন্ত ভক্তি হইলে তাহা দ্বারাও পূজা করিতে পারেন । কালীতন্ত্রে বলিয়াছেন—

তুলসী বর্জিত সুন্দর তন্ত্র অপামার্গ ও ভূস্বরাজ পুষ্পের দ্বারা পূজা করিবেন । ৭৬

মুণ্ডমালা তন্ত্রে বলিয়াছেন—ধূতুর, অশোক, বকুল, শ্বেত ও কৃষ্ণ অপরাজিতা (শক্তিপূজায় প্রশস্তা) । ইত্যাদি বচনের দ্বারা পুষ্প-নিয়ম বিহিত হইয়াছে । ৭৭

কালিকাপুরাণে বলিয়াছেন—যে ব্যক্তি ভক্তিযুক্ত হইয়া সহস্র রক্ত পদ্মের দ্বারা রচিত মালা মহাদেবীকে প্রদান করেন, তাহার পুণ্যফল শ্রবণ কর । ৭৮

সেই শ্রীমান্ কল্পকোটি সহস্র বৎসর আমার গুরে থাকিরা তাহার পর সে কল্পকোটি শত বৎসর পৃথিবীতে রাজা হইবে । ৭৯

পত্রসমূহের মধ্যে বিশ্বপত্র দেবীর অত্যন্ত প্রীতিকর । সহস্র বিশ্বপত্র রচিত মালা পূর্ববৎ ফলপ্রদা হইয়া থাকে । ৮০

অতিবহ্ন বলার কোন প্রয়োজন নেই । সামান্য ভাবে এই বলিতেছি—শান্ত্রে উক্ত বা অনুক্ত জলজ ও স্থলজ পুষ্পসমূহের দ্বারা, সমস্ত পত্রের দ্বারা যেমন যেমন প্রকারে প্রাপ্ত সমস্ত ওষধি-বর্গের দ্বারা বনজাত সমস্ত পুষ্প ও পত্র সমূহের দ্বারা শিবাকে পূজা করিবে । ৮১-৮২

পূজয়েৎ পরমেশানীং পুষ্পাভাবে তু পত্রকৈঃ ।

পত্রাণামপাভাবে তু ত্বণ-গুল্মোষধাদিভিঃ ॥ ৮৩

ওষধীণামভাবে তু তৎ-ফলৈরপি পূজয়েৎ ।

অক্ষতৈর্বা জলৈর্বাপি তদভাবেহপি সর্ষপৈঃ ।

সিতৈস্তস্ত্রাপ্যলাভে তু মানসীং ভক্তিমাচরেৎ ॥ ৮৪

বাজিদন্তক-পত্রৈশ্চ পুষ্পৌষৈরপি চণ্ডিকাম্ ।

তুলসীকুশ্মৈঃ পত্রৈরচয়েচ্ছ্রী-বিবৃদ্ধয়ে ॥ ৮৫

তদ্বাস্তরে—দত্তে চৈকজবাপুষ্পে^১ পট্টবস্ত্র-ফলং লভেৎ ।

ব্রহ্মহত্যাদিকং পাপং তৎক্ষণান্ নশ্যতি ধ্রুবম্^২ ॥ ৮৬

মংস্তস্মুক্তে—দ্রোণঞ্চ বন্ধুজীবঞ্চ সরস্বতৈত্য় ন দাপয়েৎ ।

মহালক্ষ্ম্যৈ তু তুলসীং ঝিটিকাং কাঞ্চনং তথা ॥ ৮৭

মংস্তপুরাণে—বিল্বপত্রঞ্চ মাঘ্যঞ্চ তমালামলকী-দলম্ ॥

কহলারং তুলসীং চৈব পদ্মঞ্চ মুনি-পুষ্পকম্ ।

এতৎ পর্য্যুষিতং ন স্যাৎ যচ্চাত্তৎ কলিকাত্মকম্ ॥ ৮৮

পুষ্পের অভাব হইলে পত্র সমূহের দ্বারা পরমেশানীকে পূজা করিবে। পত্রসমূহেরও অভাব হইলে ত্বণ, গুল্ম, ওষধাদি সমূহের দ্বারা, ওষধাদির অভাব হইলে তাহার ফলসমূহের দ্বারা পূজা করিবে। তাহাদেরও অভাব হইলে অক্ষত, জল বা শ্বেতসর্ষপ সমূহের দ্বারা, তাহারও অভাব হইলে মানস ভক্তির আচরণ করিবে অর্থাৎ মনে মনে ভক্তি পূর্বক পূজা করিবে। ৮৩-৮৪

বাজিদন্তকের (বাসকের) পত্র ও পুষ্পসমূহের দ্বারা, তুলসীর পুষ্প ও পত্রসমূহের দ্বারা শ্রীবিবৃদ্ধির জন্য চণ্ডিকাকে পূজা করিবে। ৮৫

তদ্বাস্তরে বলিয়াছেন—দেবীকে একটি জবাকুল দিলে পট্ট বস্ত্র দানের ফল লাভ হয়। ব্রহ্মহত্যাदि জনিত পাপ তৎক্ষণাৎ নিশ্চয়ই বিনষ্ট হয়। ৮৬

মংস্তস্মুক্তে বলিয়াছেন—দ্রোণপুষ্প, বন্ধুজীব (রক্তবর্ণ পুষ্পবিশেষ) সরস্বতীকে প্রণাম করিবে না। আর মহালক্ষ্মীকে তুলসী, ঝিটিকা ও কাঞ্চন পুষ্প দিবে না। ৮৭

মংস্ত পুরাণে বলিয়াছেন—বিল্বপত্র, মাঘ্য (কুন্দ), তমাল পত্র, আমলকী পত্র, কহলার, তুলসী, সেইরূপ পদ্ম, মুনিপুষ্প—এইগুলি পর্য্যুষিত হয় না। আর অগ্ৰ যে সমস্ত কলিকাকুল (মকুল, কুড়ি) ফুল, তাহাও পর্য্যুষিত হয় না। ৮৮

মাধ্যং—কুন্দম্ । মুনিপুষ্পং—বকপুষ্পম্ । কান্দে—

শুকাণ্যপি চ পত্রাণি শ্রীবৃক্ষস্য সदैব হি । দাতব্যানীতি শেষঃ । ৮৯

কালিকাপুরাণে—পুষ্পঞ্চ কৃমি-সংযুক্তং বিশীর্ণং ভগ্ন-মৃদগতম্ ।

সকেশং মুষিকা-ধূতং যত্নেন পরিবর্জয়েৎ ॥ ৯০

যাচিতং পরকীয়ঞ্চ তথা পশু্যমিতঞ্চ যৎ ।

অঙ্গ-স্পৃষ্টং পদা স্পৃষ্টং যত্নেন পরিবর্জয়েৎ ॥ ৯১

ভবিষ্যে— ধূতু, রকৈস্তু যো লিঙ্গং স্কুৎ পূজয়তি নরঃ ।

স গো-লক্ষ-ফলং প্রাপ্য শিবলোকে মহীয়তে ॥ ৯২

বিশ্বপত্রৈরথৈগুচ্চ যো লিঙ্গং পূজয়েৎ স্কুৎ ।

সর্বপাপ-বিনির্মুক্তঃ শিবলোকে মহীয়তে' ॥ ৯৩

অন্যত্রাপি—অর্কপুষ্পে তথৈকস্মিন্ শিবায় বিনিবেদিতে ।

দশ দত্তা সুবর্ণস্য তৎ-ফলং সমবাপ্নুয়াৎ ॥ ৯৪

অর্কপুষ্প-সহস্রেভ্যঃ করবীরং প্রশস্যতে ।

করবীর-সহস্রেভ্যো বিশ্বপত্রং বিশিষ্যতে ॥ ৯৫

মাধ্যা—কুন্দ । মুনিপুষ্প—বকপুষ্প । কুন্দপুরাণে বলিয়াছেন—বিশ্ববৃক্ষের শুষ্ক পত্রও সর্বদাই । প্রদান করিবে, ইহা এখানে উহা করিতে হইবে । ৮৯

কালিকাপুরাণে বলিয়াছেন—কৃমি সংযুক্ত, বিশীর্ণ, ভগ্ন, মৃদগত (ভূমিতে পতিত); কেশযুক্ত, মুষিকের দ্বারা আক্রান্ত পুষ্পকে যত্নপূর্বক পরিত্যাগ করিবে । ৯০

যাচিত, পরকীয়, পশু্যমিত, অঙ্গ-স্পৃষ্ট, পদের দ্বারা স্পৃষ্ট যে পুষ্প, তাহা যত্নপূর্বক পরিত্যাগ করিবে । ৯১

ভবিষ্যপুরাণে বলিয়াছেন—যে মনুষ্য ধূতরা ফুলের দ্বারা শিবলিঙ্গকে এক বার পূজা করে, সে লক্ষ গোদানের ফল পাইয়া শিবলোকে পূজিত হয় । ৯২

যে মনুষ্য অথবা বিশ্বপত্র সমূহের দ্বারা শিবলিঙ্গকে একবার পূজা করে, সে সর্বপাপ হইতে মুক্ত হইয়া শিবলোকে পূজিত হয় । ৯৩

অন্যত্রও উক্ত হইয়াছে—একটি অর্কপুষ্প শিবকে নিবেদন করিলে দশ বার সুবর্ণ দান করিয়া যে ফল হয়, তিনি সেই ফল লাভ করেন । ৯৪

সহস্র অর্কপুষ্প হইতে করবীর প্রশস্ত । সহস্র করবীর হইতে বিশ্বপত্র প্রশস্ত ।

বিষপত্র-সহস্রেভ্যো দ্রোণপুষ্পং বিশিষ্ট্যতে ।

দ্রোণপুষ্প-সহস্রেভ্যো অপামার্গো বিশিষ্ট্যতে ॥ ১৬

অপামার্গ-সহস্রেভ্যঃ কুশপুষ্পং বিশিষ্ট্যতে ।

কুশপুষ্প-সহস্রেভ্যঃ একং ধুতুরকং বরম্ ।

ধুতুরক-সহস্রেভ্যঃ শমীপুষ্পং বিশিষ্ট্যতে ॥ ১৭

তথা— নীরজস্য চ বিষস্য তুলস্য দলমেব চ ।

ন দৃষ্টোচ্ছিন্ন-ভিন্নঞ্চ জাতি-পুষ্পঞ্চ শঙ্করি' ॥ ১৮

পুষ্পাদিদানে তু বিশেষঃ—পুষ্পং বা যদি বা পত্রং সর্বং নেষ্টমধোমুখম্ ।

দুঃখদং তৎ সমাখ্যাতং যথোৎপন্নং তথার্পণম্ ।

অধোমুখং ফলং নেষ্টং পুষ্পাঞ্জলি-বিধৌ ন চ ॥ ১৯ । ইতি

অথ-ধূপঃ—তঞ্চ ভূমি-ঘটাসনেতর-শোভনপাত্রে স্থাপিতং সুগন্ধং নিত্যপং

অনতি-ব্যাপকং নীচৈর্দত্তাৎ । নিবন্ধে (১)—

সহস্র বিষপত্র হইতে দ্রোণপুষ্প প্রস্তুত । সহস্র দ্রোণপুষ্প হইতে অপামার্গ বিশিষ্ট, (প্রস্তুত) হইয়া থাকে । ১৫-১৬

সহস্র অপামার্গ হইতে কুশের পুষ্প বিশিষ্ট হইয়া থাকে । সহস্র কুশপুষ্প হইতে একটি ধুতুর পুষ্প শ্রেষ্ঠ । সহস্র ধুতুর পুষ্প হইতে শমীপুষ্প বিশিষ্ট হইয়া থাকে । ১৭

এইরূপ আরও বলিয়াছেন—হে শঙ্করি ! নীরজ পদ্ম, বিষ ও তুলসীর পত্র ও জাতি (মালতী) পুষ্প ছিন্ন ভিন্ন হইলেও দোষ হয় না । ১৮

পুষ্পাদি দানে বিশেষ বলিয়াছেন—পুষ্প যদি বা পত্র অধোমুখ হয়—সমস্তই তাহা পূজার অভিপ্রেত নহে । অধোমুখ পুষ্প ও পত্র দুঃখপ্রদ কথিত হইয়াছে । পত্র ও পুষ্প যেভাবে উৎপন্ন হয়, সেইভাবে অর্পণ করিবে । অধোমুখ ফল অভিপ্রেত নহে । পুষ্পাঞ্জলি বিধিতেও অধোমুখ পত্র ও পুষ্প অভিপ্রেত নহে । ১৯

বিবৃতি । মন্ত্রতন্ত্র প্রকাশে পাঁচ প্রকার পুষ্প বলিয়াছেন—(১) পর (২) অপর (৩) উত্তম (৪) মধ্যম (৫) অধম । যথা—পুষ্পং পঞ্চবিধং প্রোক্তং মুনিভির্নারদাদিভিঃ । পরাপরোত্তমকৈব মধ্যমঞ্চ তথাধমম্ । সৌবর্ণস্ত পরং প্রোক্তমপরং চিত্রবস্ত্রজম্ । বৃক্ষ-তল-লতা-পুষ্পমুত্তমং পরিকীৰ্ত্তিতং । অধমং পত্রভোয়াদি মধ্যমস্ত ফলাদ্যকম্ ।

অনন্তর ধূপ কথিত হইতেছে । ভূমি, ঘট ও আসন ভিন্ন অস্ত্র শোভন পাত্রে স্থাপিত, সুগন্ধ, নিত্যপ, অনতিব্যাপক সেই ধূপকে দেবতার নীচে প্রদান করিবে । নিবন্ধে বলিয়াছেন (১)—

২। খ—সুতকা ইত্যামন্তরং তথা ভগ্ন-গুলমিত্যাদি-পাঠঃ।

গুগ্‌গুলুং সরলং দারু-পত্রং মলয়-সম্ভবম্ ।

হ্রীবেরমগুরুং কুষ্ঠং গুড়ং সর্জ'রসং ঘনম্ ॥ ৭

হরীতকীং নখীং লাক্ষাং জটামাংসীঞ্চ শৈলজম্ ।

ষোড়শাঙ্গং বিত্বধূপং দৈবে পৈত্র্যে চ কর্মণি^১ ॥ ৮ অয়ং ষোড়শাঙ্গঃ^২ ।

অথ দীপঃ । তৈজসাদি-নির্মিতে দীপবৃক্ষে তৈজসং দারবং মার্ত্তিকং নারিকেলজং তালোদ্ভবং বা দীপপাত্রং সংস্থাপ্য, তত্র পদ্ম-সূত্র-ভবাং দৰ্ভগৰ্ভ-সূত্রভবামশাণজাং^৩ বাদরীং কোষোদ্ভবাং তুলময়ীং বা কপূ'র-গৰ্ভাং বস্ত্রিকাং দক্ষিণাবৰ্গ-বলিতাং নিধায়, তত্র ঘৃতং তিল-তৈলং সার্ষপং ফলনির্যাস-ভবং বা স্নেহং নিক্ষিপ্য তত্র নেত্রাহ্লাদকরং চতুরঙ্গুলানধিকং তাপবজ্জিতং সুশিখং শব্দবজ্জিতং নিধূ'মমনতি-হ্রস্বং দীপং নির্বর্ত্য স্বদক্ষিণে সংস্থাপ্য নমোহস্তে-নোৎসৃজ্য দৃষ্টি-পর্য্যন্তং দত্তাৎ^৪ । ৯

যথা— বৰ্ত্ত্য কপূ'রগৰ্ভিণ্যা সপিষা তিলজেন বা ।

এইটিও দশাঙ্গ ধূপ । সেইরূপ আরও উক্ত হইয়াছে—গুগ্‌গুলু, সরল, দেবদারু, তৈজপাতা, চন্দন, বালা, অগুরু, কুড়, গুড়, ধুণা, মুখা, হরীতকী, নখী, লাক্ষা, জটামাংসী, শৈলেশ—দৈব ও পৈত্র্য কর্মে এইগুলিকে ষোড়শাঙ্গ ধূপ জানিবে । এইটি ষোড়শাঙ্গ ধূপ । ৭-৮

অনন্তর দীপ কথিত হইতেছে । তৈজসাদি নির্মিত দীপ-বৃক্ষে (দীপরাখার) তৈজস, দারুনির্মিত, মার্ত্তিক (যুত্তিকানির্মিত) বা নারিকেল নির্মিত, অথবা তাল (হরিতাল জাত) দীপপাত্র স্থাপন করিয়া সেই দীপপাত্রে পদ্মসূত্র নির্মিত, শণ তিল তন্তু নির্মিত, বাদর তুলা নির্মিত, কোষ (রেশমসূতা) নির্মিত, অথবা তুলানির্মিত দক্ষিণাবৰ্গে বলিত (পাকান) কপূ'র-গৰ্ভ বাতি রাখিয়া সেই বাতিতে ঘৃত, তিলতৈল, সর্ষপ তৈল, অথবা ফলের নির্যাস জাত তৈল দিয়া সেই প্রদীপ পাত্রে চক্ষুর তৃপ্তিকর; চারি আঙ্গুলের অনধিক, তাপরহিত, উত্তম শিখা যুক্ত, শব্দ রহিত, নিধূ'ম; অনতিদ্রুত দীপ করিয়া নিজের দক্ষিণে স্থাপন করিয়া নমো অস্ত যন্তোর দ্বারা উৎসর্গ করিয়া দেবতার দৃষ্টি পর্য্যন্ত দীপকে দান করিবে । ৯

যেমন—কপূ'র-গৰ্ভ শলিতাকে ঘৃত বা তিলজাত তৈলের দ্বারা সিক্ত করিয়া সৌরভঃ

১ । ৭—পিত্র্যে চ কর্মণাত্যনন্তরং মধুমুত্তং ঘৃতমিত্যাদি ইত্যুত্তে অথ দীপঃ ইত্যন্ত-পাঠঃ । ২ । ৭—অয়ং পাঠো নাস্তি । ৩ । ৭—ভবাং শাণজাং । ৪ । ৭—৭ঙ্গাদিত্যানন্তরম্ ইদমঙ্গনং । যথা বৰ্ত্ত্যেত্যাদি-পাঠঃ ।

আরোপ্য দর্শয়েদ্ দীপানুষ্ঠেঃ সৌরভ-শালিনঃ ॥ ১০

ইতি শারদা । শাণং জীর্ণং মলিনং কৃতোপভোগং কোষজং রোমজং বা
বস্ত্রং দীপবর্ত্তে ন দত্তাৎ । ঘৃতাদি-স্নেহমপি মিশ্রীকৃত্য ন দত্তাৎ । ইদমঞ্জনং
নমঃ । ১১

কালিকাপুরাণে—বিধবা নাঞ্জনং কুর্য্যান্ মহামায়া^১র্থমুত্তমম্ ।

নামন্তে ভঞ্জনং দেবী বৈষ্ণবী^২ বিধবা-কৃতম্ ॥ ১২

ন মৃৎপাত্রে যোজয়েৎ তু সাধকো নেত্র-রঞ্জনম্ ।

ন পূজাফলমাপ্নোতি মৃৎপাত্রে বিহিতাঞ্জনৈঃ ॥ ১৩

অথ নৈবেদ্যম্—তৎ তু বহুবিধং সৌবর্ণাদি-পাত্রে প্রস্তুরে পদ্মপাত্রে
সর্বালাভে হস্ত-নির্মিত-মৃৎপাত্রে নিধায় নমোহস্তেন দত্তাৎ^৩ । ১৪

আগমকল্পদ্রমে—হৈরণ্যং রাজতং কাংস্থ্যং তাম্রং মুগ্ধয়মেব বা

পালাশং ক্রীহরেঃ পাত্রং নৈবেদ্যং কল্পয়েদ্ বৃধঃ ॥ ১৫

গৌতমীয়ে— স্বর্ণে বা তাম্রপাত্রে বা রৌপ্যে বা পঙ্কজে দলে । ইতি ॥ ১৬

শালী দীপসমূহকে উচ্চদেশে দেখাইবেন । ইহা শারদাতিলক বলিয়াছেন (১০)—

জীর্ণ ও মলিন, শণসূত্র, ব্যবহৃত তসর সূত্র বা রেশম সূত্রার বস্ত্র দীপের বাতিতে
দিবে না । ঘৃতাদি স্নেহও মিশাইয়া দিবে না । ইদমঞ্জনং নমঃ এই মন্ত্রে অঞ্জন
দিবেন । ১১

কালিকাপুরাণে বলিয়াছেন—বিধবা মহামায়ার জন্য উত্তম অঞ্জন করিবে না ।
বৈষ্ণবী দেবী বিধবার কৃত অঞ্জন গ্রহণ করে না । ১২

সাধক মৃৎপাত্রে নেত্ররঞ্জন অঞ্জন করিবে না । মৃৎপাত্রে কৃত অঞ্জনের দ্বারা
পূজার ফল পাওয়া যায় না । ১৩

অনন্তর নৈবেদ্য কথিত হইতেছে । সেই বহু প্রকার নৈবেদ্য সুবর্ণাদি পাত্রে,
প্রস্তুরে, পদ্মপত্রে, এই সমস্ত না পাইলে হস্ত নির্মিত মৃৎপাত্রে রাখিয়া নমো অস্ত মন্ত্রে
নিবেদন করিবে । ১৪

আগমকল্পদ্রমে বলিয়াছেন—পণ্ডিত পূজক সুবর্ণ পাত্র, রজতপাত্র, কাংস্থপাত্র,
তাম্রপাত্র, মুগ্ধর পাত্র, পালাশপত্রের পাত্রকে ক্রীহরির নৈবেদ্য পাত্র করিবে । ১৫

গৌতমীয় তন্ত্রে এই বলিয়াছেন—স্বর্ণপাত্রে, তাম্রপাত্রে, রৌপ্যপাত্রে অথবা পদ্ম
পাত্রে নৈবেদ্য দিবে । ১৬

কালিকাপুরাণে—মোদকৈর্গন্ধ-বস্ত্রঞ্চ হবিষা তোষয়েদ্ হরিশ্চ ।

তোষ্যত্রিকৈশ্চ নিয়মৈঃ শঙ্করং তোষয়েদ্ হরশ্চ ।

চণ্ডিকাং বলিদানেন তোষয়েৎ সাধকঃ সদা ॥ ১৭

বিশেষস্ত নৃসিংহপুরাণে—

তত্র তত্র জলং দত্তাচ্ছপচারাস্তুরাস্তুরা ।

স্নানে বস্ত্রে চ নৈবেদ্যে দত্তাদাচমনীয়কম্ ॥ ইতি । ১৮

গন্ধাদি-দানে বিশেষস্ত তন্ত্রাস্তরে—

মধ্যমানামিকাজুষ্ঠৈরঙ্গুল্যাগ্রেণ পার্বতি ! ।

দত্তাচ্ছ বিমলং গন্ধং মূলমস্ত্রেণ সাধকঃ ॥ ১৯

অঙ্গুষ্ঠ-তর্জনীভ্যাস্ত চক্রে পুষ্পং নিবেদয়েৎ ।

যথা গন্ধং তথা দেবি ! ধূপং দত্তাদ্ বিচক্ষণঃ ॥ ২০

মধ্যমানামিকাভ্যাস্ত মধ্যপর্বণি দেশিকঃ ।

অঙ্গুষ্ঠাগ্রেণ দেবেশি ! ধূত্বা ধূপং নিবেদয়েৎ ।

উত্তোলনং ত্রিধা কৃত্বা গায়ত্র্যা মূলযোগতঃ ॥ ২১

তথা— ধূপভাজন মস্ত্রেণ প্রোক্ষ্যাভ্যর্চ্য হৃদাগুনা^১ ।

অস্ত্রেণ পুজিতাং ঘণ্টাং বাদয়ন্ সগুণং দহেৎ ॥ ২২

কালিকাপুরাণে বলিয়াছেন—সাধক সর্বদা গণেশকে মোদকের দ্বারা সন্তুষ্ট করিবে। শ্রীহরিকে হবির দ্বারা তুষ্ট করিবে। নিয়মতঃ নৃত্য, গীত ও বাদ্যের দ্বারা শঙ্কর হরকে তুষ্ট করিবে। চণ্ডিকাকে বলিদানের দ্বারা তুষ্ট করিবে। ১৭

নৈবেদ্য বিষয়ে নৃসিংহ-পুরাণে বিশেষ এই বলিয়াছেন—সেই সেই উপচারের দ্বারা পূজার মধ্যে মধ্যে জল দিবে। স্নানে, বস্ত্রে ও নৈবেদ্যে আচমন দিবে। ১৮

গন্ধাদি দানে তন্ত্রাস্তরে বিশেষ বলিয়াছেন—হে পার্বতি। সাধক মূল মস্ত্রে অঙ্গুষ্ঠ, অনামা ও মধ্যমার অগ্রভাগের দ্বারা বিমল গন্ধ দিবেন। ১৯

অঙ্গুষ্ঠ ও তর্জনীর দ্বারা শালগ্রাম চক্রে বা যন্ত্রে পুষ্প দিবেন। হে দেবি। বিচক্ষণ সাধক গন্ধ যে প্রকারে দেন, সেই প্রকারে ধূপ দিবেন। ২০

দেশিক পূজক মধ্যমা ও অনামিকার মধ্যপর্বে অঙ্গুষ্ঠের অগ্র দ্বারা ধূপ ধরিয়া নিবেদন করিবেন। তিন বার উত্তোলন করিয়া গায়ত্রী ও মূলমন্ত্রে ধূপ দিবেন। ২১

আরও বলিয়াছেন—ধূপপাত্রকে অস্ত্রমস্ত্রে প্রোক্ষণ ও নমো মস্ত্রে অর্চনা করিয়া,

তদ্ব্যখ্য-মুদ্রয়া দেবি ! নৈবেদ্যন্ত নিবেদয়েৎ ।

মূলেনাচমনং দত্তাং তান্মূলং তদ্ব্য-মুদ্রয়া ॥ ২৩

তথা— ততঃ সমর্পয়েদ্ ধূপং ঘণ্টাবাদ্য-জয়-অনৈঃ ॥ ২৪

তথা— জয়ধ্বনি ততো মন্ত্রমাতঃ স্বাহেত্যাদীর্ঘ্য চ ।

অভ্যর্চ্য বাদয়েদ্ ঘণ্টাং সমুপৈধূপয়েৎ ততঃ ॥ ২৫

তত্বে— ন ভূমৌ বিতরেদ্ ধূপং নাসনে ন ঘটে তথা । ২৬

গৌতমীয়ে— উত্তার্যা দৃষ্টিপর্য্যন্তং ঘণ্টাং বামদিশি স্থিতাম্ ।

বাদয়ন্ বাম-হস্তেন দক্ষ-হস্তেন চার্পয়েৎ ॥ ২৭

এবং দীপ-দানেহপি^১ । যামলে—

দীপং দক্ষিণতো দত্তাং পুরতো বা ন বামতঃ ।

বামতন্তু তথা ধূপমগ্রে বা ন তু দক্ষিণে ।

নৈবেদ্যং দক্ষিণে ভাগে পুরতো বা ন পৃষ্ঠতঃ^২ ॥ ২৮

অত্র মন্ত্রে পূজিত ঘণ্টাকে বাজাইতে ২ সগুণ (গুগুণু সহ) ধূপ দক্ষ করিবে । ২২
হে দেবি ! তদ্ব্যখ্যমক মুদ্রা দ্বারা নৈবেদ্য নিবেদন করিবেন । মূলমন্ত্রে আচমন
দিবেন । তদ্ব্যমুদ্রায় তান্মূল দিবে । ২৩

সেইরূপ আরও বলিয়াছেন—তাহার পর ঘণ্টাবাদ্য ও জয় শব্দের সহিত ধূপ
সমর্পণ করিবে । ২৪

সেইরূপ আরও বলিয়াছেন—জয়ধ্বনি তাহার পর মন্ত্রমাতঃ স্বাহা এই উচ্চারণ
করিয়া অর্থাৎ ও জয়ধ্বনিমন্ত্র মাতঃ স্বাহা—এই মন্ত্রে ঘণ্টাকে পূজা করিয়া বাজাইবে ।
তাহার পর ধূপের দ্বারা ধূপিত করিবে । ২৫

তত্বে আরও বলিয়াছেন—ভূমিতে, আসনে অথবা ঘটে ধূপ রাখিয়া নিবেদন
করিবে না । ২৬

গৌতমীর তত্বে বলিয়াছেন—বামদিকে অবস্থিত ঘণ্টাকে বাম হাতে বাজাইতে
বাজাইতে দৃষ্টি পর্য্যন্ত দীপ উত্তোলন করিয়া দক্ষিণ হস্তে অর্পণ করিবে । ২৭

দীপদানেও এই নিয়ম যামলে বলিয়াছেন—

দীপ দক্ষিণ দিকে দিবেন, সম্মুখে বা বামে দিবেন না । সেইরূপ বামে ধূপ
দিবেন ; অগ্রে বা দক্ষিণে কিন্তু দিবেন না । নৈবেদ্য দক্ষিণ দিকে দিবেন ; কিন্তু
সম্মুখে বা পৃষ্ঠে দিবেন না । ২৮

নৈবেদ্যং নিবেদনীয়-ভক্ষ্যম্ । বাম-দক্ষিণ-ভাগস্থ দেবতায়্য এব, নতু সাধকস্ত । “ধূপদীপৌ শ্রুতোজ্যঞ্চ দেবতাগ্রে নিবেদয়েৎ” । ইতি দর্শনাৎ । ঘৃত-যুক্তং দক্ষিণে, তৈলযুক্তং বামে । এবং সিতাবর্ত্তিশ্চেদ দক্ষিণে, রক্তা চেদ বামে, সন্মুখে তু ন নিয়মঃ । এবং^১ পক্কং দক্ষিণে আমান্নং বামে । “পক্কঞ্চ^২ দেবতা-বামে আমান্নং চৈব দক্ষিণে” । ইতি সাম্প্রদায়িকাঃ । ২৯

তথা যামলে—দীপং ঘৃতযুতং দক্ষিণে তৈল-যুক্তঞ্চ বামতঃ ।

দক্ষিণে চ সিতাবর্ত্তির্বামতো রক্ত-বর্ত্তিকা ॥ ৩০

পক্কাপক্ক-বিভেদেন নৈবেদ্যেচ্ছিত্তি সংস্থিতিঃ^৩ ।

পুরতো নিয়মো^৪ নাস্তি দীপ-নৈবেদ্যয়োঃ কচিৎ ॥ ৩১

সর্বমুপকরণমর্ঘ্যান্ত্রসোংসৃজ্য দেয়ম্ । যথা কালিকাপুরাণে^৫—

যদ দীয়তে চ দেবেভ্যো গন্ধ-পুষ্পাদিকং তথা ।

অর্ঘ্যপাত্রস্থিতৈস্তোত্রৈরভিষিচ্য তদ্বৎসৃজেৎ ॥ ৩২

নৈবেদ্য—নিবেদনীয় ভক্ষ্য । বাম ও দক্ষিণভাগ কিন্তু দেবতারই; সাধকের নহে, যেহেতু “ধূপ ও দীপ এবং নৈবেদ্য দেবতার অগ্রে নিবেদন করিবে”—এই বচন দেখা যায় । ঘৃতযুক্ত দীপ দক্ষিণে, তৈলযুক্ত দীপ বামে দিবেন । এইরূপ সাদা বাতি যদি হয়, তবে দক্ষিণে, লাল বাতি হইলে বামে দিবেন । সন্মুখে দেওয়ার নিয়ম নাই । এইরূপ পক্ক নৈবেদ্য দক্ষিণে এবং আমান্ন নৈবেদ্য বামে দিবেন । পক্ক নৈবেদ্য দেবতার বামে এবং আমান্ন নৈবেদ্য দেবতার দক্ষিণে দিবেন । সাম্প্রদায়িকগণ এই বলেন । ২৯

যামলে তাহাই বলিয়াছেন—ঘৃত-যুক্ত দীপ দক্ষিণে এবং তৈল-যুক্ত দীপ বামে দিবেন । সাদা বাতির দীপ দক্ষিণে এবং লাল বাতির দীপ বামে দিবেন । ৩০

পক্ক নৈবেদ্য ও অপক্ক (আম—কাঁচা) নৈবেদ্য ভেদে নৈবেদ্য দ্বয় স্থলে এই মর্ঘ্যাদা অর্থাৎ এই নিয়ম । দীপ ও নৈবেদ্য স্থলে কোনখানে সন্মুখে দেওয়ার নিয়ম নাই । ৩১

সমস্ত উপকরণ অর্ঘ্যজলের দ্বারা উৎসর্গ করিয়া দিবেন । যেমন কালিকা-পুরাণে বলিয়াছেন—গন্ধ, পুষ্পাদি যে সমস্ত উপচার দেবতাকে দিবে । সেই সমস্ত উপচার অর্ঘ্যপাত্রের জলের দ্বারা উৎসর্গ করিয়া দিবে । ৩২

১। খ—এবহিত্যাদি-বাম ইত্যন্তঃ পাঠো নাস্তি ।

২। ক—পক্কং চেত্যাди সাম্প্রদায়িকাঃ

ইত্যন্তো নাস্তি । ৩। খ—নৈবেদ্যেচ্ছিত্তি তৎস্থিতিঃ ।

৪। খ—পুরাণম্ ।

অথোপচার-পরিভাষা

গৌতমীয়ে— পরিভাষামথো বক্ষ্যে উপচার-বিধৌ হরে:
 দ্রব্যানাং যাবতী সংখ্যা পাত্ৰাণাং দ্রব্যসঙ্গতিঃ ॥ ১
 হাটকং রাজতং তাম্রমারকুট-মৃদাদিনা ।
 উপচারবিধাবেতৎ দ্রব্যমাহর্মণীষিণঃ ॥ ২
 আসনে পঞ্চপুষ্পাণি স্বাগতে ষট্চতুঃপলম্ ।
 জলং^১ শ্যামাক-দুর্বার্জ-বিষ্ণুক্ৰান্তাভিরীরিতম্ ॥ ৩
 পাত্তক্ষার্ঘ্য-জলং তাবদ্ গন্ধ-পুষ্পাক্রতং যবাঃ ।
 দুর্বার্জিলাশ্চ চত্বারঃ কুশাগ্র-শ্বেত-সর্ষপাঃ ॥ ৪
 জাতীফল-লবঙ্গ-কক্কোল-তোয়ঞ্চ ষট্ পলম্ ।
 প্রোক্তমাচমনং কাংশ্চে মধুপর্কং ঘৃতং মধু ।
 দধী-সহ পলৈকত্ত্ব শুদ্ধং বারি তথাচমে ॥ ৫
 পরিমাণত্ত্ব পঞ্চাশৎ-পলং স্নানার্থমন্তসঃ ।
 নির্মলেনোদকেনাহুথ সর্বত্র পরিপূর্ণতা ॥ ৬

অনন্তর উপচারের পরিভাষা (সংজ্ঞা) বলিতেছি । গৌতমীর-তন্ত্রে বলিয়াছেন—

অনন্তর শ্রীহরির উপচার বিধির পরিভাষা বলিব । দ্রব্যের যে সংখ্যা, পাত্রের সংখ্যা সেইরূপ, দ্রব্যের সঙ্গতি (পরিমাণ) অর্থাৎ পাত্র পরিমাণ । তাহাই উপচার । মনীষিগণ আসন উপচার বিধিতে আরকুট (পিত্তল) মৃত্তিকা প্রভৃতির সহিত সুবর্ণ, রজত, তাম্রকে দ্রব্য বলেন অর্থাৎ সুবর্ণাদি নির্মিত আসনাকার পাত্রই আসন উপচার । স্বাগতে পাঁচটি পুষ্প অর্থাৎ পাঁচটি পুষ্পই স্বাগত উপচার । ২৪ পল (২৬ তোলা) জল, শ্যামা ঘাস, দুর্বা, পদ্ম ও অপরাঞ্জিতা—এই সমস্ত পান্য নামে কথিত হইয়াছে । অর্ঘ্য সেই পরিমাণ জলে, গন্ধ, পুষ্প ও অক্রত, যব, দুর্বা, তিল এই চারিটি এবং কুশাগ্র ও শ্বেত সর্ষপ—এই সমস্ত অর্ঘ্য নামে পরিচিত । ১-৪

জাতি (জাইফল), লবঙ্গ, কক্কোল ও ছয় পল জল আচমন নামে কথিত । কাংশ্চ পাত্রে ঘৃত, মধু, দধি ও এক পল জল মধুপর্ক নামে কথিত । আচমনে শুদ্ধ জল । জলের পঞ্চাশ পল পরিমাণ স্নানের জন্য বিহিত । নির্মল জলের দ্বারা স্নানের পরিপূর্ণতা হয় । ৫-৬

মলিনং গহিতং সৰ্বং ত্যজেৎ পূজা-বিধৌ হরেঃ ।
 বিতন্তি-মাত্রাদধিকং বাসো-যুগ্মস্ত নূতনম্ ॥ ৭
 সুবর্ণাভরণাশ্চৈব মুক্তারত্ন-যুতানি চ ।
 চন্দনাগুরু-কপূর-পঙ্ক-গন্ধঃ পলাবধিঃ ॥ ৮
 নানাবিধানি পুষ্পানি পঞ্চাশদধিকানি চ ।
 কাংস্থাদি-নির্মিতে পাত্রে ধূপো গুগ্গু-কর্ষভাক্ ॥ ৯
 যাবদ্ ভক্ষ্যং ভবেৎ পুংসস্তাবদ্ দত্তাজ্জনাদিনে ।
 নৈবেদ্যং বিবিধং বস্ত্র ভক্ষ্যাদিকং চতুর্বিধম্ ॥ ১০
 কপূরাদিভ্যুতা বর্জিতাঃ সা চ কার্পাস-নির্মিতা ।
 সপ্তাবৃত্ত্যা সুসংযুক্তো^১ দীপঃ শ্রাদ্ধতুরঙ্গুলঃ ॥ ১১
 শিলাপিষ্টং বন্দনায়াং* সপ্তধাবর্তয়েন্ নরঃ ।
 কার্ষ্যং তাম্রাদিপাত্রে তৎ প্রীতয়ে হরি-মেধসঃ ॥ ১২
 দূর্বাক্ত-প্রমাণস্ত বিজ্ঞেয়স্ত শতাধিকম্ ।
 উত্তমোহয়ং বিধিঃ প্রোক্তো বিভবে সতি সর্বদা ॥ ১৩

শ্রীহরির পূজাবিধিতে মলিন ও নিন্দিত বস্ত্র ত্যাগ করিবে । বিতন্তি পরিমাণের
 অধিক নূতন বস্ত্রদ্বয় বস্ত্র নামে কথিত । ৭

মুক্তা রত্ন-যুক্ত সুবর্ণের আভরণই আভরণ । একপল পর্যন্ত চন্দন, অগুরু,
 কপূরের পঙ্কই গন্ধ । ৮

পঞ্চাশ সংখ্যার অধিক নানাবিধ পুষ্পই পুষ্প উপচার । কাংস্থাদি নির্মিত পাত্রে
 কর্ষ পরিমিত (১ তোলা) গুগ্গু-কর্ষ নামে কথিত । ৯

একটি মানুষের ভক্ষ্য বস্ত্র যে পরিমাণ, সেই পরিমাণ নৈবেদ্য জনার্দনকে দিবে ।
 বিবিধ বস্ত্র ও চতুর্বিধ ভক্ষ্যাদি (ভক্ষ্য, ভোজ্য, লেহ্য ও পেয়) নৈবেদ্য । ১০

দীপবাতি কপূরাদি মুক্ত হইবে এবং তাহা কার্পাস নির্মিত হইবে । সাতটি আবৃত্তি
 দ্বারা সুসংযুক্ত চারি আঙ্গুল পরিমাণ বর্জিত দীপ নামে কথিত হয় । ১১

বন্দনার মানব সাত বার শিলাপিষ্ট (আগি) ভ্রমণ করাইবে । হরির প্রীতির
 জন্য তাম্রাদি পাত্রে তাহা করিতে হইবে । ১২

দূর্বা ও অক্ষতের পরিমাণ শতাধিক জানিবে । উপচারের এই উত্তম বিধি কথিত
 হইল । সমর্থ হইলে সর্বদা ইহা করিবে । ১৩

১। ৭-সুসংযুক্তো । * বন্দনায়াং নির্গুহমানৌ শিলাপিষ্টং আগি ইতি খ্যাতং সপ্তবারং
 জ্ঞানযোগ্যত্বার্থঃ ।

এষামভাবে সর্বেষাং যথাশক্ত্যা তু পূজয়েৎ ।

অনুকল্পং বিবর্জেচ্চ দ্রব্যগাং বিভবে সতি ॥ ইতি । ১৪

অথ প্রদক্ষিণ-নমস্কারৌ । কালিকাপুরাণে—

প্রসার্য দক্ষিণং হস্তং স্বয়ং নম্র-শিরাঃ পুনঃ ।

দর্শয়েদ্ দক্ষিণং পার্শ্বং মনসাপি চ দক্ষিণম্^১ ।

ত্রিধা চ বেষ্টয়েৎ সম্যক্ দেবতায়াঃ প্রদক্ষিণম্ ॥ ১৫

অষ্টোত্তরশতং যন্তু দেব্যাঃ কুর্যাৎ প্রদক্ষিণম্ ।

স সর্বকামমাসাং পশ্চান্ মোক্ষমবাप्নুয়াৎ ॥ ১৬

একহস্ত-প্রণামশ্চ একং বাপি প্রদক্ষিণম্ ।

অকালে দর্শনং বিষ্ণোহঁস্তি পুণ্যং পুরাকৃতম্ ॥ ১৭

কায়িকো বাচিকশ্চৈব মানসস্ত্রিবিধঃ পুনঃ ।

নমস্কারঃ শ্রুতস্তজ্জৈরুত্তমাধম-মধ্যমঃ ॥ ১৮

জানুভ্যামবনীং গত্বা শিরসাম্পৃশ্য মেদিনীম্ ।

ক্রিয়তে যো নমস্কার উত্তমঃ কায়িকস্ত সঃ ॥ ১৯

এই সকলের অভাবে যথাশক্তি উপচারে পূজা করিবে । সমর্থ হইলে দ্রব্যসমূহের অনুকল্প পরিত্যাগ করিবে । ১৪

অনন্তর প্রদক্ষিণ ও নমস্কার কথিত হইতেছে । কালিকা-পুরাণে বলিয়াছেন—
পূজক নিজে নভ-মস্তক হইয়া ও মনে মনে দক্ষিণ (দেব-শরণ) হইয়া দক্ষিণ হস্ত প্রসারিত করিয়া দক্ষিণ পার্শ্ব দেখাইবেন । দেবতাকে তিন বার সমাগ্ ভাবে বেষ্ঠন করিবেন । ইহাই প্রদক্ষিণ । ১৫

যে ব্যক্তি দেবীকে ১০৮ বার প্রদক্ষিণ করে, সে সমস্ত কাম্য বিষয় লাভ করিয়া পরে মোক্ষ লাভ করে । ১৬

এক হস্তে প্রণাম ও একবার প্রদক্ষিণ এবং অকালে বিষ্ণুর দর্শন পূর্ব-কৃত পুণ্যকে নষ্ট করে । ১৭

নমস্কারবিং পণ্ডিতগণ কর্তৃক কায়িক, বাচিক ও মানস—এই ত্রিবিধ নমস্কার শ্রুত হইতেছে । এই ত্রিবিধ নমস্কার উত্তম, মধ্যম ও অধম হইয়া থাকে । ১৮

জানুদ্বয় দ্বারা সমস্ত শরীর পৃথিবীতে লাগাইয়া মস্তকের দ্বারা পৃথিবীকে সম্যক স্পর্শ করিয়া যে নমস্কার করা হয়, তাহা কায়িক উত্তম নমস্কার । ১৯

জাহ্নুভ্যাং ক্রিতিং স্পৃষ্টা শিরসাম্প্রশ্ন মেদিনীম্ ।
 ক্রিয়তে যো নমস্কারো মধ্যমঃ কায়িকস্ত সঃ ॥ ২০
 পুটীকৃত্য করো শীর্ষে দীয়তে যদ্ যথাতথা ।
 অস্পৃষ্টা জাহ্নু-শীর্ষাভ্যাং ক্রিতিং সৌহৃদম উচ্যতে ॥ ২১
 বা স্বয়ং গন্তপত্যাং ঘটিতাভ্যাং নমস্কৃতিঃ ।
 ক্রিয়তে ভক্তিমুক্তেন বাচিকস্তুত্তমস্ত সঃ ॥ ২২
 পৌরাণিবৈদিকৈর্বা মন্ত্রৈর্য ক্রিয়তে নতিঃ ।
 স মধ্যমো নমস্কারো ভবেদ্ বাচনিকঃ সদা ॥ ২৩
 যৎ তু মানুষ-বাক্যেন নমনং ক্রিয়তে সদা ।
 স বাচিকোসৌহৃদমো জ্ঞেয়ো নমস্কারেষু পুত্রকৌ ॥ ২৪
 পদ্য্যং করাভ্যাং জাহ্নুভ্যাং শিরসা দৃশা ।
 বচসা মনসা চেতি প্রণামোস্টোঙ্গ ঈরিতঃ ॥ ২৫
 বাহুভ্যাং বাহুভ্যাং শিরসা বচসা দৃশা ।
 পঞ্চাঙ্গোহয়ং প্রণামঃ স্যাৎ পূজাসু প্রবরাবিমো ॥ ২৬

জানুদ্বয় দ্বারা ক্রিতিকে স্পর্শ করিয়া, মস্তকের দ্বারা পৃথিবীকে সম্যকভাবে স্পর্শ করিয়া যে নমস্কার, তাহা কায়িক মধ্যম নমস্কার । ২০

জানু ও মস্তকের দ্বারা পৃথিবীকে স্পর্শ না করিয়া হস্তদ্বয়কে পুটীকৃত অর্থাৎ হাত জোড় করিয়া মস্তকে ঠেকাইয়া যেমন তেমন ভাবে যে নমস্কার, তাহা কায়িক অধম নমস্কার । ২১

নিজে ভক্তিমুক্ত চিত্তে (স্বরচিত) গদ্য ও পদ্য ঘটিত বাক্যের দ্বারা যে নমস্কার করে, তাহাই বাচিক উত্তম নমস্কার । ২২

পৌরাণিক বা বৈদিক মন্ত্র সমূহের দ্বারা যে নমস্কার, সেই নমস্কার সর্বদা বাচনিক মধ্যম নমস্কার । ২৩

মনুস্বরচিত বাক্যের দ্বারা সর্বদা যে নমস্কার করে, হে পুত্রদত্ত ! নমস্কার সমূহের মধ্যে তাহাই বাচিক অধম নমস্কার । ২৪

পদদ্বয়, হস্তদ্বয়, জানুদ্বয়, বক্ষঃ, মস্তক, চক্ষুঃ, বাক্য ও মনঃ—এই আটটি অঙ্গের দ্বারা যে প্রণাম, তাহাই অষ্টাঙ্গ প্রণাম নামে কথিত হইয়াছে । ২৫

বাহুদ্বয়, জানুদ্বয়, মস্তক, বাক্য ও চক্ষুঃ—এই পাঁচটি দ্বারা যে প্রণাম, তাহা পঞ্চাঙ্গ প্রণাম হইয়া থাকে । পূজাতে এই দুইটি প্রণাম সর্বাপেক্ষা জ্যেষ্ঠ । ২৬

ভূমৌ নিপত্য য: কুৰ্য্যাৎ কৃষ্ণেহষ্টাঙ্গ-নতিং সুধী: ।

সহস্র-জন্মজং পাপং ত্যক্ত্বা বৈকুণ্ঠমাপ্নয়াৎ ॥ ২৭

বেদবিদ্যো ধরাং দত্ত্বা যৎ-ফলং লভতে নর: ।

তৎ-ফলং লভতে ভক্ত্যা কৃষ্ণে কুর্বা প্রদক্ষিণম্ ॥ ২৮

কৃষ্ণে ইতু্যপলক্ষণম্ । বিশ্বসারে—

শঙ্খ-হস্তেন সর্বত্র প্রদক্ষিণং প্রকীর্তিতম্ । ২৯

নতিবিশেষস্ত যামলে—ত্রিকোণাকারা সর্বত্র নতি: শক্তে: সমীৰিতা^১ ।

দক্ষিণাদ্ বায়বীং গতা দিশং তস্মাচ্চ শান্তুবীম্ ।

ততশ্চ দক্ষিণাং গতা নমস্কারস্ত্রিকোণবৎ ॥ ৩০

অর্দ্ধচন্দ্রং মহেশস্য পৃষ্ঠতশ্চ সমীৰিতা ।

শিব-প্রদক্ষিণে মন্ত্রী অর্দ্ধচন্দ্র-ক্রমেণ তু ।

সব্যাসব্য-ক্রমেণৈব সোমসূত্রং ন লজ্যয়েৎ ॥ ৩১

সোমসূত্রং জল-নিঃসরণ-স্থানম্ । কালিকাপুরাণে—

যে সুধী ব্যক্তি ভূমিতে নিপতিত হইয়া কৃষ্ণকে অষ্টাঙ্গ নমস্কার করে; সে সহস্র জন্মকৃত পাপ ত্যাগ (বিনাশ) করিয়া বৈকুণ্ঠ লাভ করে । ২৭

বেদবিদ্ ত্রাঙ্গণগণকে ভূমি দান করিয়া মানব যে ফল লাভ করে; ভক্তির সহিত কৃষ্ণকে প্রদক্ষিণ করিয়া সেই ফল লাভ করে । ২৮

স্নোকে কৃষ্ণে এই পদটি সমস্ত দেবতার উপলক্ষণ । বিশ্বসার তন্ত্রে বলিয়াছেন— সর্বত্র শঙ্খ হস্তে প্রদক্ষিণ বিহিত হইয়াছে । ২৯

যামল-তন্ত্রে প্রণামের বিশেষ বলিয়াছেন—শক্তি সম্বন্ধে ত্রিকোণাকার প্রণাম সর্বত্র কীর্তিত হইয়াছে । সেই ত্রিকোণাকার প্রণাম হইতেছে—দেবতার দক্ষিণ দিক্ হইতে বায়ুকোণ পর্যন্ত গমন করিয়া, সেই বায়ুকোণ হইতে ঈশান কোণ পর্যন্ত গমন করিয়া, তাহার পর দক্ষিণদিকে গিয়া ত্রিকোণবৎ নমস্কার কর্তব্য । ৩০

মহেশ্বরের পৃষ্ঠদেশে অর্দ্ধচন্দ্রাকার প্রদক্ষিণ ও নমস্কার কথিত হইয়াছে । শিবের প্রদক্ষিণে মন্ত্রজ সাধক সব্য ও অসব্য (বাম ও দক্ষিণ) ক্রমেই অর্দ্ধচন্দ্র ক্রমে প্রদক্ষিণ করিবে । সোমসূত্র লঙ্ঘন করিবে না । ৩১

সোমসূত্র—জলনিঃসরণ স্থান । কালিকাঃপুরাণে বলিয়াছেন—

১। ক—নতিং শক্তে: সমীৰিতা ।

ত্রিকোণমথ ষট্‌কোণমর্দ্ধচন্দ্রং প্রদক্ষিণম্ ।

দণ্ডমষ্টোজমুগ্রঞ্চ সপ্তধা নতি-লক্ষণম্ ॥ ৩২

ঐশানী বাধ কোবেরী দিক্ কামাখ্যা-প্রপূজনে ।

প্রশস্তা স্থতিলাদৌ চ সর্বমূর্ত্তেস্ত সর্বতঃ ॥ ৩৩

ত্রিকোণাদি-ব্যবস্থা তু যদি পূর্বমুখো যজ্ঞেৎ ।

পশ্চিমাচ্ছান্তুবীং গতা ব্যবস্থাং নির্দিশেৎ তথা ॥ ৩৪

যদোত্তরামুখঃ কুর্য্যাৎ সাধকো দেব-পূজনম্ ।

তদা যাম্যাৎ তু বায়ব্যাং গতা কুর্য্যাৎ তু সংস্থিতিম্ ॥ ৩৫

দক্ষিণাদ্ বায়বীং গতা দিশং তস্মাচ্চ শান্তুবীম্ ।

ততোহপি দক্ষিণাং গতা নমস্কারস্ত্রিকোণবৎ ।

ত্রিকোণাখ্যো নমস্কারস্ত্রিপুরা-প্রীতি-দায়কঃ ॥ ৩৬

দক্ষিণাদ্ বায়বীং গতা বায়ব্যাচ্ছান্তুবীং তথা ।

ততোহপি দক্ষিণাং গতা তাং ত্যক্ত্বাহর্গ্নৌ প্রবিশ্য চ ॥ ৩৭

ত্রিকোণ নমস্কার, অনন্তর ষট্‌কোণ নমস্কার, অর্দ্ধচন্দ্র নমস্কার, প্রদক্ষিণ নমস্কার, দণ্ড নমস্কার, অষ্টোজ নমস্কার ও উগ্র নমস্কার—এই সাতটি নমস্কারের লক্ষণ (স্বরূপ বা ভেদ) কথিত হইয়াছে । ৩২

কামাখ্যার পূজায় ঐশানী দিক্ অথবা কোবেরী দিক্ প্রশস্তা । স্থতিলাদির সর্বত্র সর্বমূর্ত্তি অগ্নির পূজা প্রশস্তা । ৩৩

ত্রিকোণ প্রণামের ব্যবস্থা হইতেছে—যদি পূর্বমুখ হইয়া পূজা করেন, তবে পশ্চিম হইতে শান্তুবী (ঐশানী) দিকে গমন করিয়া সেইরূপ ব্যবস্থার নির্দেশ দিবেন অর্থাৎ ঐশান হইতে অগ্নিকোণে এবং তথা হইতে সেইস্থানে আসিলেই ত্রিকোণ প্রণাম হইবে । ৩৪

যখন সাধক উত্তরমুখ হইয়া দেবতার পূজা করিবেন । তখন সাধক যাম্য (দক্ষিণ) দিক্ হইতে বায়বী দিক্ (বায়ুকোণ) পর্য্যন্ত গিয়া অবস্থান করিবেন । দক্ষিণদিক্ হইতে বায়বীদিক্ গিয়া সেইস্থান হইতে শান্তুবী (ঐশানী) দিক্ পর্য্যন্ত গিয়া সেই স্থান হইতে দক্ষিণদিকে গিয়া ত্রিকোণবৎ যে নমস্কার, তাহাই ত্রিকোণ নমস্কার । উহা ত্রিপুরার প্রীতিদায়ক । ৩৫-৩৬

দক্ষিণ দিক্ হইতে বায়বী দিকে (বায়ুকোণে) গিয়া বায়ু হইতে শান্তুবী দিকে গিয়া সেখান হইতে দক্ষিণ দিকে গিয়া, তাহা ত্যাগ করিয়া অগ্নিকোণে প্রবেশ করিয়া,

অগ্নিতো রাক্ষসীং গহ্বা ততশ্চাপ্যন্তরাং দিশম্ ।
 উত্তরাচ্চ তথায়েয়ীং ভ্রমণং দ্বি-ত্রি-কোণবৎ ।
 ষট্-কোণোহয়ং নমস্কারঃ প্রীতিদঃ শিব-হৃগয়োঃ ॥ ৩৮
 দক্ষিণাদ্ বায়বীং গহ্বা তস্মাদ্ বাবৃত্য দক্ষিণাম্ ।
 গহ্বা যোহসৌ নমস্কারঃ সোহর্দ্ধচন্দ্রঃ প্রকীর্ত্তিতঃ ॥ ৩৯
 সকুৎ প্রদক্ষিণং কৃত্বা বর্ত্তুলাকৃতি সাধকঃ ।
 নমস্কারঃ কথ্যতেহসৌ প্রদক্ষিণ ইতি দ্বিজৈঃ ॥ ৪০
 ত্যক্ত্বা স্বমাসনস্থানং পশ্চাদ্ গহ্বা নমস্কৃতিঃ ।
 প্রদক্ষিণং বিনা যা তু নিপত্য ভূবি দণ্ডবৎ ।
 দণ্ড ইত্যাচ্যতে দেবৈঃ সর্ব-দেবৌষ-তুষ্টিদঃ ॥ ৪১
 পূর্ববদ্ দণ্ডবদ্ ভূমৌ নিপত্য হৃদয়েন তু ।
 চিবুকেন মুখেনাথ নাসয়া তনিকেন চ^১ ॥ ৪২
 ব্রহ্মরক্রেণ কর্ণাভ্যাং যদ্ ভূমি-স্পর্শনং ক্রমাৎ ।
 তদষ্টাঙ্গমিতি^২ প্রোক্তো নমস্কারো মনীষিভিঃ ॥ ৪৩

সেই অগ্নিকোণ হইতে রাক্ষসী (নৈঋত) কোণে গিয়া সেইস্থান হইতে উত্তর দিকে গিয়া, সেই উত্তর হইতে অগ্নিকোণে ষট্-কোণবৎ ভ্রমণ পূর্বক যে নমস্কার, এই নমস্কারই ষট্-কোণ নমস্কার । উহা শিব ও হৃগার প্রীতিপ্রদ । ৩৮-৩৯

দক্ষিণ হইতে বায়ু কোণে গিয়া সেই বায়ুকোণ হইতে প্রত্যাবর্ত্তন করিয়া দক্ষিণ দিকে গিয়া এই যে নমস্কার, সেই নমস্কার অর্দ্ধচন্দ্র নমস্কার বলিয়া কথিত হইয়াছে । ৩৯

সাধক একবার বর্ত্তুলাকার প্রদক্ষিণ করিয়া যে নমস্কার করেন, সেই নমস্কার দ্বিজগণ কর্তৃক প্রদক্ষিণ নমস্কার নামে কথিত হয় । ৪০

নিজের আসন স্থান ত্যাগ করিয়া পরে গমন করিয়া প্রদক্ষিণ বিনা ভূমিতে দণ্ডবৎ লম্বা হইয়া পড়িয়া যে নমস্কার, উহা দেবগণ কর্তৃক দণ্ড-প্রণাম নামে কথিত হয় । উহা সমস্ত দেববৃন্দের তুষ্টিপ্রদ । ৪১

পূর্ববৎ দণ্ডবৎ ভূমিতে পতিত হইয়া হৃদয়, চিবুক, মুখ, অন্তর নাসিকা, অনিক (ললাট), ব্রহ্মরক্ত ও কর্ণদ্বয়ের দ্বারা ক্রমে ক্রমে যে ভূমিস্পর্শ, তাহা মনীষিগণ কর্তৃক অষ্টাঙ্গ প্রণাম নামে কথিত হইয়াছে । ৪২-৪৩

প্রদক্ষিণঃ ত্রয়ং কৃৎ সাধকো বর্তুলাকৃতি ।

ব্রহ্মরঞ্জন সংস্পর্শঃ ক্ষিতৈর্যশ্চা নমস্কৃতেঃ^১ ।

স উগ্র ইতি দেবৌষধরূচ্যতে বিষ্ণুভক্তিদঃ ॥ ৪৪

নদানাং সাগরো যদ্বদ্ দ্বিপদাং ব্রাহ্মণো যথা ।

নদীনাং জাহ্নবী যাদৃগ্ দেবানামিব চক্রধ্বক্ ।

নমস্কারেষু সর্বেষু তথৈবোগ্রঃ প্রশস্যতে ॥ ৪৫

ত্রিকোণাষ্টৈর্নমস্কারৈঃ কৃতৈরেব তু ভক্তিতঃ ।

চতুর্বর্গং লভেদ্ ভক্ত্যা নচিরাদেব সাধকঃ ॥ ৪৬

অথ নৈমিত্তিকাকরণ-প্রায়শ্চিত্তম্

গৌতমীয়ে—যদ্ যৎ কর্মণি বৈগুণ্যং নিত্য-নৈমিত্তিকে তথা ।

সহস্রং প্রজপেন্ মন্ত্রং মূলঞ্চাযুতমেব চ ॥ ৪৭

নিত্যে সহস্রং প্রজপেন্ নৈমিত্তিকে তথাহযুতম্ । ইতি বিষ্ণো^২ । ৪৮

অন্যত্র তু— নিত্যাতিক্রম-দোষাণাং শাস্ত্যৈ বিদ্যাং শতং জপেৎ ।

সাধক বর্তুলাকার তিন বার প্রদক্ষিণ করিয়া যে নমস্কার করিলে ব্রহ্মরঞ্জনের সহিত ক্ষিতির সংস্পর্শ হয়, দেবরূদ্ কর্তৃক সেই নমস্কার উগ্র নমস্কার নামে কথিত হয় ।
উহা বিষ্ণুর প্রতি ভক্তিপ্রদ । ৪৪

নদ সমূহের মধ্যে সাগর যেমন শ্রেষ্ঠ, দ্বিপদগণের মধ্যে ব্রাহ্মণ যেমন শ্রেষ্ঠ, নদী সমূহের মধ্যে জাহ্নবী যেমন শ্রেষ্ঠ, দেবগণের মধ্যে চক্রধারী যেমন শ্রেষ্ঠ, সমস্ত নমস্কারের মধ্যে উগ্র সেইরূপ শ্রেষ্ঠ । ৪৫

ভক্তির সহিত ত্রিকোণাদি নমস্কার সমূহ করিলে সাধক ভক্তিবলে অচিরেই চতুর্বর্গ লাভ করে । ৪৬

অনন্তর নৈমিত্তিক কার্যাদির অকরণ জন্ত প্রায়শ্চিত্ত কথিত হইতেছে । গৌতমীর ভক্তে বলিয়াছেন—

যে যে নিত্য ও নৈমিত্তিক কর্মে বৈগুণ্য (অঙ্গহানি) উপস্থিত হয়, সেই নিত্য কর্মে সহস্র মূল মন্ত্র জপ করিবে । নৈমিত্তিক কর্মে অযুত মূলমন্ত্র জপ করিবে । ৪৭

বিষ্ণু সংহিতায় এই বলিয়াছেন নিত্য কর্মে বৈগুণ্য হইলে সহস্র জপ করিবে । নৈমিত্তিক কর্মে বৈগুণ্য হইলে অযুত জপ করিবে । ৪৮

অন্যত্র কিন্তু বলিয়াছেন—নিত্য কর্মের অঙ্গের অতিক্রম দোষের শাস্তির জন্ত শত

নৈমিত্তিকাদি-ক্রমণে^১ সহস্রং প্রজপেন্ মনুশ্চ ॥ ৪৯

পাপসঙ্করে তু—সর্বেষামেব পাপানাং সঙ্করে সমুপস্থিতে ।

প্রায়শ্চিত্তস্ত তত্রোক্তমমৃতং মন্ত্র-জাপতঃ ॥ ৫০

পূজা চ পঞ্চাধা গোতমুক্তা, অভিগমনোপাদান-যোগ-স্বাধ্যায়েজ্যা-ভেদাৎ । তত্রাভিগমনং দেবতাস্থান-মার্জনোপলেপন-নির্মাল্য-দূরীকরণাত্মকম্ । উপাদানস্ত গন্ধপুষ্পাদি-সঞ্চয়াত্মকম্ । যোগঃ স্বদেবস্য স্বাত্মত্বেন ভাবনা । স্বাধ্যায়ো মন্ত্রার্থ-সন্ধান-পূর্বকো জপঃ সূক্ত-শ্লোকাদি-পাঠশ্চ । ইজ্যা স্বদেবস্য যথার্থতঃ পূজনম্ । ৫১

অথ শুদ্ধয়ঃ—গৃহোপসর্পণঞ্চৈব তথানুগমনং হরেঃ ।

ভক্ত্যা প্রদক্ষিণঞ্চৈব পাদয়োঃ শোধনং শ্রুতম্ ॥ ১

পূজার্থং পত্র-পুষ্পাণাং ভক্তৈরুত্তোলনং হরেঃ ।

করয়োঃ সর্বসঙ্কীর্ণামিযং শুদ্ধির্বিশিষ্টা ॥ ২

তন্মাম-কীর্তনঞ্চৈব গুণানামপি কীর্তনম্ ।

ভক্ত্যা শ্রীকৃষ্ণদেবস্য বচসঃ শুদ্ধিরিষ্টা ॥ ৩

বার বিদ্যা জপ করিবে । নৈমিত্তিক কার্যের অঙ্গের অতিক্রম দোষের শাস্তির জন্য সহস্র সংখ্যক মন্ত্র জপ করিবে । ৪৯

পাপের সঙ্কর স্থলে কিন্তু বলিয়াছেন—সমস্ত পাপের সঙ্কর উপস্থিত হইলে সেস্থলে অমৃত মন্ত্রজপের দ্বারাই প্রায়শ্চিত্ত উক্ত হইয়াছে । ৫০

অভিগমন, উপাদান, যোগ, স্বাধ্যায় ও ইজ্যা (পূজা) ভেদে গোতম তন্ত্রোক্ত পূজা পাঁচ প্রকার । তন্মধ্যে অভিগমন হইতেছে—দেবতার স্থান মার্জন, উপলেপন ও নির্মাল্য-পরিষ্কার । উপাদান—ভক্ত কর্তৃক গন্ধপুষ্পাদির সংগ্রহ । যোগ হইতেছে নিজের দেবতাকে নিজের আত্মরূপে ভাবনা । স্বাধ্যায় হইতেছে মন্ত্রার্থ ভাবনা পূর্বক জপ ও বেদের সূক্ত ও শ্লোকাদির পাঠ । ইজ্যা—নিজের ঈশদেবতার যথার্থ পূজা । ৫১

অনন্তর দেহের শুদ্ধি কথিত হইতেছে—দেবগৃহের দিকে উপগমন, হরির অনুগমন, ভক্তির সহিত প্রদক্ষিণ—পাদদ্বয়ের শোধন কথিত হইয়াছে । ১

হরির পূজার জন্য ভক্তগণ কর্তৃক পত্র পুষ্পাদির যে চয়ন, তাহাই করতলের ও সমস্ত সঙ্কির এই তত্ত্ব বিশিষ্ট হইয়া থাকে । ২

ভক্তির সহিত শ্রীকৃষ্ণদেবের নাম কীর্তন ও গুণ সমূহের কীর্তন বাক্যের তত্ত্ব কথিত হইয়াছে । ৩

তৎকথা-শ্রবণকৈব তন্তোৎসব-নিরীক্ষণম্ ।

শ্রোত্রয়োর্নেত্রয়োশ্চৈব শুক্লিঃ সম্যগিহোচ্যতে । ৪

পাদোদকস্ত নির্মাল্য-মালানামপি ধারণম্ ।

উচ্যতে শিরসঃ শুক্লিঃ প্রণতস্ত হরেঃ পুনঃ ॥ ৫

আত্মাণং গন্ধপুষ্পাদেনির্মাল্যস্ত তপোধন ! ।

বিশুক্লিঃ স্তাদন্তরস্ত আণস্তাপি বিধীয়তে ॥ ৬

হরৈরিত্যাছ্যপলক্ষণম্ । বৈষ্ণবস্ত—

ললাটে চ গদাং কুর্ধ্যান্ মুষ্ণি চাপং শরাংস্তথা ।

নন্দকৈব হৃদ্যে শঙ্খং চক্রং ভূজ-দ্বয়ে^১ ॥ ৭

শঙ্খ-চক্রাঘ্নিতো বিপ্রঃ শ্মশানে ত্রিয়তে যদি ।

প্রয়াগে যা গতিঃ প্রোক্তা সা গতিস্তস্য গৌতমঃ ॥ ৮

অথাপরাধা দ্বাত্রিংশৎ । যথা তদ্বাস্তরে—

যানৈর্বা পাছুকাভির্বা যানং ভগবতো গৃহে ।

দেবোৎসবেষসেবা চ^২ অপ্রণামস্তদগ্রতঃ ॥ ৯

এই অগতে শ্রীহরির কথা শ্রবণ ও তাঁহার উৎসব দর্শন শ্রোত্রদ্বয় ও নেত্রদ্বয়ের সম্যক শুক্লি কথিত হইয়াছে । ৪

শ্রীহরির পাদোদক পান ও মস্তকে ধারণ, নির্মাল্য ও মালার ধারণ প্রণত ব্যক্তির মস্তকের শুক্লি কথিত হইয়াছে । ৫

হে তপোধন ! গন্ধ পুষ্পাদির আত্মাণ ও নির্মাল্যের আত্মাণ অন্তরিল্লির ও দ্বাপেনল্লির শুক্লি বিহিত হইয়াছে । ৬

হরি এই পদটি সমস্ত দেবতার উপলক্ষণ । বৈষ্ণব কিন্তু—ললাটে গদা অঙ্কন করিবেন । মস্তকে চাপ ও শর, হৃদয় মধ্যে নন্দক, বাহুদ্বয়ে শঙ্খ ও চক্র অঙ্কন করিবে । ৭

যদি বিপ্র শঙ্খ ও চক্রযুক্ত হইয়া শ্মশানে মরে । হে গৌতম । প্রয়াগে মরিলে যে গতি হয়, তাহারও সেই গতি হয় । ৮

অনন্তর ৩২ প্রকার অপরাধ কথিত হইতেছে । যেমন তদ্বাস্তরে বলিয়াছেন—
(১) ভগবানের গৃহে যান বা পাছুকা দ্বারা গমন (২) দেবতার উৎসবে অসেবা (সেবা

উচ্ছিষ্টে চৈব চাশৌচে ভগবদ্-বন্দনাদিকম্ ।
 একহস্ত-প্রমাণচ্ চতুঃপুৰস্তাৎ প্রদক্ষিণম্ ॥ ১০
 পাদপ্রসারণক্যাগ্রে তথা পর্য্যঙ্ক-বন্ধনম্ ।
 শয়নং ভক্ষণক্যাপি মিথ্যাভাষণমেব চ ॥ ১১
 উচ্চৈর্ভাষা মিথো জল্পো রোদনানি চ বিগ্রহঃ ।
 নিগ্রহানুগ্রহৌ চৈব স্ত্রীষু চ ক্রুরভাষণম্ ॥ ১২
 কঞ্চলাবরণকৈব পরনিন্দা-পরস্তুতিঃ ।
 অশ্লীল-ভাষণকৈব অধোবায়ু-বিমোক্ষণম্ ॥ ১৩
 শক্ভৌ গোঁণোপচারস্ত অনিবেদিত-ভক্ষণম্ ।
 তত্ত্বৎ-কালোদ্ভবানাঞ্চ ফলাদীনামনর্পণম্ ॥ ১৪
 বিনিযুক্তাবশিষ্টস্য প্রদানং ব্যঞ্জনস্য চ^১ ।
 স্পষ্টীকৃত্যাসনকৈব পরনিন্দা-পরস্তুতিঃ^২ ॥ ১৫
 গুরো মৌনং নিজস্তোত্রং দেবতা-নিন্দনং তথা ।
 অপরাধা ইমে বিষ্ণোর্দ্বাত্রিংশৎ পরিকীৰ্ত্তিতাঃ ॥ ১৬

বিষ্ণোরিত্যুপলক্ষণম্ । অথ বাচ্যম্ । যোগিনী-তন্ত্রে—

না করা) (৩) ভগবানের অগ্রে অপ্রণাম অর্থাৎ প্রণাম না করা (৪) উচ্ছিষ্ট হইলে ও
 অশৌচে ভগবানের বন্দনাদি (৫) একহাতে প্রণাম (৬) তাঁহার সম্মুখভাগে প্রদক্ষিণ
 (৭) দেবতার অগ্রে পাদ প্রসারণ । (৮) সেইরূপ পর্য্যঙ্ক বন্ধন (বস্ত্রাদি দ্বারা পৃষ্ঠ
 ও আনুদ্বয় বন্ধন) (৯) দেবতার অগ্রে শয়ন (১০) ভক্ষণ (১১) মিথ্যাভাষণ (১২)
 উচ্চৈঃস্বরে কথোপকথন (১৩) পরস্পরের জল্প (বাচালতা) (১৪) রোদন (১৫) বিগ্রহ
 (বৃদ্ধ), (১৬) নিগ্রহ (প্রহার), (১৭) অনুগ্রহ (আনুকূল্য), (১৮) স্ত্রীলোকের প্রতি কঠিন
 ভাষণ, (১৯) কঞ্চলের দ্বারা আবরণ, (২০) পর নিন্দা, (২১) পরস্তুতি, (২২) অশ্লীল-
 ভাষণ, (২৩) অধোবায়ু নিঃসরণ (২৪) সামর্থ্যসত্ত্বে গোঁণ উপচার দান, (২৫) অনিবেদিত
 ভক্ষণ, (২৬) তৎ-তৎ-কালোপন্ন ফলাদির অসমর্পণ, (২৭) ভুক্তাবশিষ্ট অন্নের ব্যঞ্জনের
 প্রদান (২৮) অসঙ্কুচিতভাবে উপবেশন (২৯) পরের নিন্দা দ্বারা পরের স্তুতি (৩০)
 গুরুর প্রশংসায় মৌনভাব, (৩১) নিজের প্রশংসা (৩২) দেবতার নিন্দা—বিষ্ণু সহস্র
 এই ত্রিংশটি অপরাধ কীর্ত্তিত হইয়াছে । ১-১৬

স্লোকে বিষ্ণু এই পদটি সমস্ত দেবতার উপলক্ষণ অর্থাৎ সমস্ত দেবতার নিকট এই
 সকল কার্য্য অপরাধ বলিয়া গণ্য হয় ।

শিবাগারে ঝল্লকঞ্চ সূর্য্যাগারে চ শঙ্খকম্ ।

হুর্গাগারে বংশীবাত্তং মধুরীক ন বাদয়েৎ ॥ ১৭

ঝল্লকং করতালং, কাংস্ত-নির্মিতমিত্যর্থঃ । মৎস্তপুরাণে—

গীত-বাদিত্র-নির্ঘোষং দেবস্ত্রাণ্যে চ কারয়েৎ ।

ঘণ্টা ভবেদশকুস্ত্র্য সর্ববাত্তময়ী যতঃ ॥ ১৮

গৌতমীয়ে— শালগ্রাম-শীলা-তোয়মপীড়া যস্ত মন্তকে ।

প্রক্ষেপণং প্রকুবীত ব্রহ্মহা স নিগচ্ছতে ॥ ১৯

বিষ্ণোঃ পাদোদকং পীতং কোটিজন্ম'ঘ-নাশনম্ ।

তদেবাষ্টগুণং পাপং ভূমৌ বিন্দু-নিপাতনাং ॥ ২০

সনৎকুমারীয়ে—কেশবাণ্যে নৃত্য-গীতং যঃ কৰোতি কলৌ নরঃ ।

পদে পদেহশ্বমেধস্ত ফলমাপ্নোতি নিত্যশঃ ॥ ২১

অনন্তর বাদ্য কথিত হইতেছে । যোগিনীতন্ত্রে বলিয়াছেন—শিবমন্দিরে ঝল্লক, সূর্য্যমন্দিরে বাঁশি ও মধুরী বাজাইবে না । ১৭

ঝল্লক—কাংস্ত নির্মিত করতাল—এই অর্থ । মৎস্তপুরাণে বলিয়াছেন—দেবতার অগ্রে গীত, বাদিত্র (বাদ্যযন্ত্রের) শব্দ করিবে । গীত ও বাদ্যে অশক্ত হইলে ঘণ্টা বাজাইবে । যেহেতু ঘণ্টা সর্ববাদ্যময়ী । ১৮

গৌতমীয় তন্ত্রে বলিয়াছেন—যে ব্যক্তি শালগ্রাম শিলার জল পান না করিয়া মন্তকে প্রক্ষেপ করে । সে ব্রহ্মহা নামে কথিত হয় । ১৯

বিবৃতি । অগস্ত্যসংহিতায় বর্ণিয়াছেন—হত্যাং হন্তি তদজিহ্বা পি তুলসী স্তেরঞ্চ তোয়ং পদে, নৈবেদ্যং বহুমদপানজনিতং গুর্বজনাঃ সঙ্গজম্ । শ্রীশাধীন-নতিঃ স্থিতির্হরি-জনৈস্তৎসঙ্গজং কিম্বিষং, শালগ্রামশিলা-নৃংসিংহমহিমা কোহপ্যেব লোকোত্তরঃ । অর্থাৎ বিষ্ণুর পাদাজিহ্বা-ত-তুলসী হত্যা-জনিত পাপ নাশ করে ! বিষ্ণুর পদে অর্পিত নির্মাল্য তুলসী স্বর্ণস্তের-জনিত পাপ নাশ করে । বিষ্ণুর উদ্দেশ্যে নিবেদিত নৈবেদ্য বহু মদপান জনিত পাপ নাশ করে । বিষ্ণুর উদ্দেশ্যে প্রণতি গুরুপত্নী গমন জনিত পাপ নাশ করে । বিষ্ণুভক্তের সহিত স্থিতি ভাহার সঙ্গজনিত পাপ নাশ করে । শালগ্রামশিলারূপী নৃসিংহদেবের মহিমা কে লোকোত্তর জানিতে পারে । ১৯

বিষ্ণুর পাদোদক পীত হইলে কোটি জন্মের পাপ নাশ করে । বিষ্ণুপাদোদকের বিন্দুমাত্র মাটিতে পতিত হইলে তাহা আট গুণ পাপ সৃষ্টি করে । ২০

সনৎকুমারীয় তন্ত্রে বলিয়াছেন—যে মানব কলিকালে কেশবের সম্মুখে নৃত্য-গীত করে, সে পদে পদে সর্বদা অশ্বমেধ যজ্ঞের ফল লাভ করে । ২১

বাশিষ্ঠে— কেশবাগ্রে নৃত্যগীতং ন করোতি হরেদ্দিনে ।
বহিনা কিং ন দক্কোহসৌ গতঃ কিং ন রসাতলম্ ॥ ২২

অথ যোগাসনানি

যথা— পদ্মাসনং স্বস্তিকাখাং ভদ্রং বজ্রাসনং তথা ।
বীরাসনমিতি প্রোক্তং ক্রমাদাসন-পঞ্চকম্ ॥ ২৩
উর্বোরূপরি বিন্যস্ত সম্যক্ পাদতলে উভে ।
অঙ্গুষ্ঠৌ চ নিবধীয়াদ্ হস্তাভ্যাং ব্যুৎক্রমাৎ ততঃ ।
পদ্মাসনমিদং প্রোক্তং যোগিনাং হৃদয়ঙ্গমম্ ॥ ২৪
জানুর্বোরস্তুরে সম্যক্ কৃতা পাদতলে উভে ।
ঋজুকায়ো বিশেদ্ যোগী^১ স্বস্তিকং তং প্রচক্ষতে ॥ ২৫
সীমন্তাঃ পার্শ্বয়োৰ্যাস্ত গুল্ফ-যুগ্মং সুনিশ্চলম্ ।
বৃষণাধঃ পার্শ্ব-পাদৌ পাণিভ্যাং পরিবন্ধয়েৎ ।

বাশিষ্ঠে বলিয়াছেন—যে হরিবাসয়ে কেশবের অগ্রে নৃত্যগীত করে না, তৎকর্তৃক পাপ-রূপ বহি দ্বারা কি দক্ষ হয় নাই অর্থাৎ সমস্তই দক্ষ হইয়াছে । সে কি পাতালে যায় নাই অর্থাৎ সে পাতালে অধঃপাতে গিয়াছে । ২২

অনন্তর যোগাসন আসন কথিত হইতেছে । পদ্মাসন, স্বস্তিকাসন, ভদ্রাসন, বজ্রাসন ও বীরাসন—এই আসন পঞ্চক ক্রমে ক্রমে কথিত হইয়াছে । ২৩

দুই উরুর উপরে উভ-পাদতল ঠিকমত স্থাপন করিয়া অর্থাৎ দক্ষিণ উরুর উপরে বাম পদতল এবং বাম উরুর উপরে দক্ষিণ পদতল স্থাপন করিয়া তাহার পর ব্যুৎক্রমে অর্থাৎ বামহস্তের দ্বারা দক্ষিণ পাদেব অঙ্গুষ্ঠ এবং দক্ষিণ হস্তের দ্বারা বামপাদেব অঙ্গুষ্ঠ বন্ধন করিবে । যোগিগণের হৃদয় গ্রাহী এই আসন পদ্মাসন নামে কথিত হইয়াছে । ২৪

জানু ও উরুর মধ্যে উভয় পাদতল সম্যকভাবে স্থাপন করিয়া অর্থাৎ দক্ষিণ জানু ও দক্ষিণ উরুর মধ্যে বামপাদতল এবং বামজানু ও বাম উরুর মধ্যে দক্ষিণ পাদতল স্থাপন করিয়া যোগী ঋজুকার হইয়া উপবেশন করিবেন । এই উপবেশনকে স্বস্তিকাসন বলে । ২৫

সীমন্তীর (অণ্ডকোষ ও ওহোর মধ্যবর্তী উর্ধ্বরেখার দুই পার্শ্বে দুই পাদেব দুই গুল্ফ অর্থাৎ বামপার্শ্বে দক্ষিণ গুল্ফ এবং দক্ষিণ পার্শ্বে বামগুল্ফ (গোড়ালি)

ভজাসনং সমুদ্ভিষ্টং যোগিভিঃ পূর্বকল্পিতম্ ॥ ২৬

উর্বোঃ পাদৌ ক্রমান্বয়্য জাঘোঃ প্রত্যঙ্-মুখাঙ্গুলী ।

করৌ বিদধ্যাদাখ্যাভং বজ্রাসনমহুত্তমম্ ॥ ২৭

একপাদমধ্যঃ কৃত্বা বিম্বশ্চোরৌ তথৈতরম্ ।

ঋজুকায়ে বিশেন্ মন্ত্রী বীরাसनমিতীরিতম্ ॥ ২৮

ইতাসনপ্রকরণম্ ।

অথ ধারণ-যন্ত্রাণি

আলিখ্যাঃ ষ্টদিগর্গলান্যুদরগং পাশাদিকং ত্র্যক্ষরং

কোষ্ঠেষঙ্গমনূন্ পরেধু বিলিখেদষ্টার্ণমস্তদ্বয়ম্ ।

অচ্-পূর্বাপর-ষট্ক-যুগ্-লয়বরান্ ব্যোমাসনানর্গলে-

ঘালিখেদ্ভ্র-জলাধিপাদি-গুণশঃ পঙ্-ক্তিদ্বয়ং তৎপরম্ ॥

স্থিরভাবে স্থাপন করিয়া অণ্ডকোষের অধোভাগে পাদদ্বয়ের পার্শ্ব (গোড়ালির অধোভাগ) স্থাপন করিয়া পূর্ববৎ হস্তদ্বয়ের দ্বারা দুই পায়ের অন্তর্গত আঁকাড়াইরা ধরিবেন। যোগীগণের পরিকল্পিত এই আসন ভজাসন নামে কথিত হইয়াছে। ২৬

নিজের উরুমূলে ক্রমে ক্রমে দুইটি পাদ স্থাপন করিবেন। জানুর উপরে বসনুখে অঙ্গুলিসহ হস্তদ্বয়কে স্থাপন করিবেন। ইহা অতি উত্তম বজ্রাসন কথিত হইয়াছে। ২৭

একটি পাদকে অপর ক্ষিচের অধোভাগে স্থাপন করিয়া অপর পাদকে উরুর উপরে স্থাপন করিয়া যোগী ঋজুকায়ে হইয়া উপবেশন করিবেন। ইহা বীরাसन বলিয়া কথিত হইয়াছে। ২৮

আসন প্রকরণ সমাপ্ত হইল

অনন্তর ধারণ যন্ত্র সমূহ কথিত হইতেছে। তন্মধ্যে প্রথমে ষট্‌ার্গল যন্ত্র কথিত হইতেছে। এই শ্লোকসমূহের অর্থ হইতেছে—আটটি দিকে অর্গল লিখিয়া পাশাদি ত্র্যক্ষরকে (আং হ্রীং ক্রোংকে) উদরমধ্যগত (মধ্যবৃত্তগত) করিবেন। তাহার পর কোষ্ঠসমূহে অঙ্গমন্ত্র সকল লিখিবেন। অষ্টান্ন কোষ্ঠ সমূহে অষ্টার্ণ (অষ্টাক্ষর) মন্ত্রদ্বয় লিখিবেন। তাহার পর অর্গল সমূহের মধ্যে ইন্দ্র, জলাধিপতি অর্থাৎ পূর্বাদি অর্গলাদিতে গুণশঃ অর্থাৎ তিন তিনটি অক্ষরক্রমে দুই পঙ্‌ক্তিতে ব্যোমাসন (ব্যোমের—হকারের আসন (অবস্থিতি) যে যে বর্ণগুলিতে) অচের পূর্বষট্ক অর্থাৎ অ আ ই ঈ উ ঊ এবং অপর ষট্ক অর্থাৎ এ ঐ ও ঔ অং অঃ বর্ণযুক্ত ল য ব র বর্ণকে অর্থাৎ ছলং ছ্লাং হ্রিং ইত্যাদি আকারে লিখিবেন। ১

কোষ্ঠেষ্টে-যুগাৰ্ণমাত্ম-সহিতাঃ যুগ্ম-স্বরাস্তর্গতাঃ
 মায়াং কেসরগাং দলেষু বিলিখেণ্ মূলং ত্রিপঙ্ক্তি-ক্রমাং ।
 ত্রিঃ পাশাকুশ-বেষ্টিতঞ্চ লিপিভির্বীতং ক্রমাত্মংক্রমাং ।
 পদ্যস্হেন ঘটেন পঙ্কজ-মুখেনাবেষ্টিতং তদ্বহিঃ ॥ ২

ঘটাৰ্গলমিদং যন্তঃ মন্ত্ৰিণাং প্রাভূতঃ^১ মতম্ ।
 পাশ-শ্রী-শক্তি-কন্দৰ্প-কাম-শক্তীন্দ্রিরাঙ্গুশাঃ^২ ॥ ৩
 প্রথমোহষ্টাক্ষরো মন্ত্ৰস্ততঃ কামিনি ! রঞ্জিনি ! ।
 স্বাহাস্তোহষ্টাক্ষরঃ সন্দিরপরঃ কীর্তিতো মনুঃ ॥ ৪
 হ্রী^৩ গোঁরি ! রুদ্র-দায়িতে ! যোগেশ্বর ! সৰ্বম ফট্ ।
 দ্বিষ্টান্তঃ ষোড়শাৰ্ণোহয়ং মন্ত্ৰঃ সন্দিরুদীরিতঃ^৪ ॥ ৫

তাহার পর তদন্তরালবর্তী দ্বন্দ্বভী সদৃশ দুই দুই কোষ্ঠে অষ্ট যুগলের (ষোড়শাক্ষর) মন্ত্ৰদ্বয়ের অক্ষর সমূহ লিখিয়া অষ্টদল পদ্যের কেশর সমূহে যুগ্ম স্বরের অন্তর্গত অর্থাৎ সবিন্দু অকার ও আকারের মধ্যগত আত্মবীজদ্বয় (হংস স্বয়) সহিত মায়াকে (ঙ্গ কে) লিখিবেন । পত্র সমূহে অধোহঃ তিনটি পঙক্তিক্রমে তিনবার পাশ ও অকুশ এবং ক্রম (অনুলোম) ও উৎক্রম (বিলোম) মাতৃকার বেষ্টিত মূলবর্ণকে লিখিবেন । তন্মধ্যে পদ্যের বর্হিভাগে প্রথম পঙক্তিতে মূলমন্ত্ৰটি পাশ ও অকুশের দ্বারা, তাহার বর্হিভাগে দ্বিতীয় পঙক্তিতে মূলটি অনুলোম মাতৃকা দ্বারা এবং তৃতীয় পঙক্তিতে মূলটি বিলোম মাতৃকা দ্বারা বেষ্টিত হইবে । তাহার বর্হিভাগে উর্ধ্বমুখ পদ্যের কণিকায় অবস্থিত পঙ্কজমুখ ঘটের দ্বারা অধোমুখ পদ্যবৎ উহা আবেষ্টিত হইবে । ২

এই ঘটাৰ্গল যন্ত্ৰ মন্ত্ৰদীক্ষিত ব্যক্তিগণের প্রাভূত (উপহার রূপ) বলিয়া কথিত হইয়াছে । যন্ত্ৰলেখ্য অষ্টাৰ্ণ মন্ত্ৰ হইতেছে—পাশ (আং), শ্রী (শ্রীং), শক্তি (হ্রীং) কন্দৰ্প কামবীজ (ক্রীং), কাম (ক্রাং), শক্তি (হ্রীং) ইন্দ্রিরা শ্রীবীজ (শ্রীং), অকুশ (ক্রোং)—এই আটটি প্রথম অষ্টাক্ষর মন্ত্ৰ । তাহার পর স্বাহান্ত কামিনি রঞ্জিনি অর্থাৎ কামিনি রঞ্জিনী স্বাহা—এই আটটি অপর দ্বিতীয় অষ্টাক্ষর মন্ত্ৰ পণ্ডিত-গণ কর্তৃক উক্ত হইয়াছে । ৩-৪

যন্ত্ৰে লেখ্য ষোড়শাক্ষর মন্ত্ৰ হইতেছে—হ্রীং গোঁরি । রুদ্রদায়িতে । হং ফট্ স্বাহা—
 এই ষোড়শাক্ষর মন্ত্ৰটি সাধকগণ কর্তৃক উক্ত হইয়াছে । ৫

১। ক+ধ—শ্রী প্রদং । ২। খ—কামশক্তীন্দ্রিরাঙ্গুশাঃ । ৩। খ—উদীরিতঃ । ইতি ভুবনেশ্বর্য্য। ঘটাৰ্গলাখ্যায়নম্ । তায়ে হং বিলিখেদিতি পাঠঃ ।

এষামর্থঃ—অষ্ট-দিগর্গলানি অষ্ট-দিক্ অর্গলান্ অর্গলাকারেণ রেখায়া দ্বয়ং
 দ্বয়ং, অর্গলাকারশ্চ রেখাদ্বয়েন ভবতি । তথা চ পূর্বতঃ পশ্চিমান্তঃ দক্ষিণাৎ
 উত্তরান্তঃ আগ্নেয়া বায়ব্যান্তঃ ঐশান্যা নৈঋত্যন্তঃ রেখায়া দ্বয়ং দ্বয়মিত্যষ্টানু
 দিক্ গতান্ অর্গলানি বিলিখ্য, উদরগমর্গল-চতুষ্ক-মধ্যলিখিত-বৃত্তগতং পাশ-
 মায়াঙ্কুশাত্মক-বীজত্রয়ং বিলিখেৎ । কোষ্ঠেষু অর্গলদ্বয়-সংযোগ-স্থলাষ্টক-
 মিলিতস্ত্যাষ্টদিগবকাশবদন্তুভাগস্য বৃত্তান্তরস্ত্যন্তর্গতাষ্ট-স্থানেষু অঙ্গমনূন্ নমঃ-
 স্বাহেত্যাদি-মনূন্ লিখেৎ । লিখনস্ত অঙ্গাবরণ-পূজাবদগ্ৰীশানুর-বায়ুশু মধ্যে
 দিক্ চ । লিখনস্ত সর্বত্রৈব কণিকাভিমুখ্যেন । তথা চাখ্যৌ—নমঃ, ঐশানে—
 স্বাহা, নৈঋতে—বষট্, বায়ৌ ছৎ, মধ্যে বৌষট্, দিক্ ফট্ । ন ত্বঙ্গমনুপদেন
 হ্রাং হৃদয়ায় নম ইত্যাদিঙ্গমনবা গ্রাহাঃ, বিনিগমকভাবেন মন্ত্রবিশেষাঙ্গ-
 স্ত্যাহঙ্গস্য দুর্বচছাৎ । পরেস্থিতি । তদ্বহিরর্গলদ্বয়-সংযোগস্থলাষ্টক-মিলিতস্য
 ষোড়শাবকাশবদন্তুভাগস্য বৃত্তান্তরস্য মধ্যস্থ-ষোড়শ-স্থলেষু বক্ষ্যমাণমষ্টাঙ্কর-
 মন্ত্র-দ্বয়ং লিখেৎ । ৬

এই শ্লোকসমূহের বিস্তৃত ব্যাখ্যা হইতেছে । অষ্টদিগর্গলানি ইহার অর্থ—ইত্যাদি
 আটটি দিকে অর্গল সমূহ—অর্গলের আকার স্বরূপ বলিয়া দুই দুইটি রেখা । অর্গলাকার
 দুই দুইটি রেখা দ্বারা হয় । তাহা হইলে পূর্ব হইতে পশ্চিম পর্য্যন্ত, দক্ষিণ হইতে উত্তর
 পর্য্যন্ত, অগ্নিকোণ হইতে বায়ুকোণ পর্য্যন্ত এবং ঐশানকোণ হইতে নৈঋতকোণ
 পর্য্যন্ত দুই দুইটি রেখা দিবেন । এই প্রকারে আটটি দিগ্গত অর্গল লিখিয়া উদরগত
 অর্থাৎ অর্গল চারিটির মধ্যে লিখিত বৃত্তগত অর্থাৎ বৃত্তমধ্যে পাশ, মায়া ও অঙ্কুররূপ
 তিনটি বীজ লিখিবেন । কোষ্ঠেষু—কোষ্ঠসমূহে অর্থাৎ অর্গলদ্বয়ের সংযোগের আটটি
 স্থলে মিলিত আটটি দিকের অবকাশবিশিষ্ট অন্তর্ভাগের মধ্যবর্তী বৃত্তান্তরের আটটি
 স্থানে অঙ্গমনূন্—নমঃ স্বাহা ইত্যাদি অঙ্গমন্ত্র সমূহ লিখিবেন । আবরণ পূজার স্তর
 অগ্নি, ঐশ, অমুর ও বায়ুকোণে, মধ্যে ও দিক্ সমূহে এই লেখাটি হইবে । সর্বত্র কণিকার
 অভিমুখে এই লেখা হইবে । তাহা হইলে অগ্নিকোণে নমঃ, ঐশানকোণে স্বাহা, নৈঋত-
 কোণে বষট্, বায়ুকোণে ছৎ, মধ্যে অগ্রভাগে বৌষট্ ও চারিদিকের চারিটি কোষ্ঠে
 ফট্ । এস্থলে কিন্তু অঙ্গমনু পদের দ্বারা হ্রাং হৃদয়ায় নমঃ ইত্যাদি অঙ্গমন্ত্র সমূহ গৃহীত
 হইবে না ; বিনিগমক না থাকায় মন্ত্র বিশেষের অঙ্গ মন্ত্র হ্রস্বরূপীয় হইবে । পরে
 এই পদের অপর দ্বিতীয় কোষ্ঠে অর্থাৎ প্রথম বৃত্তের বহির্ভাগে অর্গলদ্বয়ের আটটি
 সংযোগ স্থলে মিলিত ষোলটি অবকাশ বিশিষ্ট অন্তর্ভাগের মধ্যবর্তী বৃত্তান্তরের অন্তর্গত
 (মধ্যবর্তী) ষোড়শস্থলে বক্ষ্যমাণ অষ্টাঙ্কর মন্ত্রদ্বয়ের অঙ্কর লিখিবেন । ৬

তদ্রায়ঃ ক্রমঃ—অগ্নিকোণাদিতঃ কোণাষ্টকে প্রথমাস্টাক্ষরশ্চৈকাক্ষরং
বিলিখ্য; পূর্বাদি-দিক্ দ্বিতীয়াষ্টাক্ষরশ্চৈকৈকং লিখেৎ। তথা চার্যো—
আংকারঃ। দিশি—মিকারঃ। কোণে—শ্রীবীজম্। দিশি—নিকারঃ।
কোণে—মায়াবীজমিত্যাदि (৭) ক্রমঃ-। ৭

অচ্ পূর্বেতি। অচঃ পূর্বষট্‌কং ষষ্ঠস্বরাস্তম্, অপরষট্‌কমেকাদশ-স্বরাদি-
বিসর্গাস্তম্, নপুংসক-চতুষ্-ত্যাগাৎ, তদযুক্তান্ ব্যোম আকাশ-বীজং নাদ-
বিন্দুমক্ষকাররূপং তদাসনীভূতান্ তদধঃস্থানিত্যর্থঃ। অর্দ্ধচাদিত্বাদাসনশ্চ পুংস্বং,
ন তু তত্র বহুব্রীহিঃ, সকল-শিষ্ট-বিরোধাৎ, যবলাধঃস্থ-হকার-সংযোগশ্চ
বিরল-প্রয়োগাচ্চ। তথা চ তাদৃশান্ ল-য়-ব-রান্, ইন্দ্রাদি—পূর্বাদি।
জলাধিপাদি-বরুণাদি চ যথা স্যাস্তথা। গুণশত্রয়-ত্রয়-ক্রমেণ পঙ্‌ক্তিদ্বয়ং কৃত্বা
তৎপরং তদুর্দ্ধং বৃত্তান্তর-মধ্যে বিলিখ্যেত্যম্বয়ঃ। তেন পূর্বেষ্মিন্ প্রথম-পঙ্‌ক্তৌ
হ্ল হ্লাং হ্লিং। দ্বিতীয়-পঙ্‌ক্তৌ—হ্লীং হ্লুং হ্লুং ইতি। পশ্চিমে
প্রথম-পঙ্‌ক্তৌ হ্লেং হ্লেং হ্লেং। দ্বিতীয়-পঙ্‌ক্তৌ—হ্লেীং হ্লেং হ্লেঃ ইতি।

সেস্থলে লেখনের এই ক্রম—অগ্নিকোণাদি হইতে আটটি কোণে প্রথম অষ্টাক্ষর
মন্ত্রের একটি একটি অক্ষর লিখিয়া পূর্বাদি দিক্ সমূহে দ্বিতীয় অষ্টাক্ষর মন্ত্রের এক
একটি অক্ষর লিখিবেন। যেমন অগ্নিকোণে—আংকার। দিকে—মিকার। কোণে—
শ্রীবীজ। দিকে—নিকার। কোণে—মায়াবীজ (হ্রীং)। ইত্যাদি ক্রম। ৭

অচ্ পূর্ব এই পদের অর্থ—অচ্ বর্ণের প্রথম ছয়টি অ হইতে ষষ্ঠস্বর উ পর্য্যন্ত অর্থাৎ
অ আ ই ঈ উ ঊ। নপুংসক চারিটি বর্ণের ত্যাগবশতঃ অচের অপর ষট্‌ক একাদশ স্বর
একার হইতে বিসর্গান্ত অর্থাৎ এ ঐ ও ঔ অং অঃ। এই পূর্বষট্‌ক ও অপর ষট্‌ক-যুক্ত
ব্যোমাসন—ব্যোম আকাশবীজ, অক্ষকাররূপ নাদবিন্দু, তদাসনীভূত অর্থাৎ তদধঃস্থ
এই অর্থ। অর্দ্ধচাদিত্ব নিবন্ধন আসনের পুংস্ব অর্থাৎ আসন শব্দটি পুংলিঙ্গ হইয়াছে।
ব্যোমাসন পদে কিন্তু বহুব্রীহি সমাস হয় নাই, যেহেতু উহা সকল শিষ্ট প্রয়োগের
বিরুদ্ধ এবং য ব ল প্রভৃতির অধঃস্থ হকারের প্রয়োগ বিরল। সুতরাং হকারে
অচের ষট্‌ক দ্বয়-যুক্ত ল য ব র বর্ণগুলিকে ইন্দ্রাদি অর্থাৎ পূর্বাদি জলাধিপাদি
অর্থাৎ বরুণাদি দিকে গুণশঃ তিন তিনটি বর্ণক্রমে পঙ্‌ক্তি দ্বয় করিয়া, তৎপরে
তাহার উর্ধ্ব বৃত্তান্তরের মধ্যে লিখিয়া এইরূপ অম্বর হইবে। তাহাতে পূর্বদিকের
প্রথম পঙ্‌ক্তিতে হ্লং হ্লাং হ্লিং, দ্বিতীয় পঙ্‌ক্তিতে—হ্লীং হ্লুং হ্লুং। পশ্চিমে
প্রথম পঙ্‌ক্তিতে—হ্লেং হ্লেং হ্লেং। দ্বিতীয় পঙ্‌ক্তিতে—হ্লেীং হ্লেং হ্লেঃ।

অগ্নৌ প্রথম-পঙ্ক্তৌ—হং হাং হিং । দ্বিতীয়-পঙ্ক্তৌ—হ্রীং হ্রুং হ্রাং ইতি ।
বায়ৌ প্রথম-পঙ্ক্তৌ—হেং হৈঃ হোং । দ্বিতীয়-পঙ্ক্তৌ—হ্রোং হ্রং হ্রঃ
ইতি । এবমন্যত্রাপি । ৮

কোষ্ঠেস্থিতি । তদুর্দ্ধদন্ত-বৃত্তান্তর-মধ্যস্থ-ষোড়শকোষ্ঠেস্থিত্যর্থঃ । অষ্টযুগাণং
বক্ষ্যমাণ-ষোড়শাক্ষরমন্ত্রশ্রাষ্টদ্বয়বর্ণং ষোড়শবর্ণান্ বিলিখেৎ । আত্মসহিতা-
মিতি । আত্মা হংসঃ ইত্যক্ষর-দ্বয়ং; তাভ্যাং সহিতামুভয়তঃ সংযুক্তাং মায়াং
কেবল-চতুর্থস্বর-বিশিষ্টাং যুগ্ম-স্বরাস্তর্গতাং কৃত্বা কেশর-গতাং লিখেৎ ।
তথা চ ষোড়শাক্ষর-লিখনাদুর্দ্ধং বৃত্তং বিলিখ্য তদুর্দ্ধং চতুর্গলানামুভয়তঃ
ষোড়শদলানি বিলিখ্য, দলমূলেষু অং হংসঃ ঈং হংসঃ আং, ইং হংসঃ ঐং হংসঃ
ঐং, উং হংসঃ ঐং হংসঃ উং, এং হংসঃ ঐং হংসঃ ঐং ইত্যাদি-ক্রমেণ মধ্যে ঈকারং
বিলিখ্য, কেশরদ্বয়ভেনোভয়তস্ত্রীন্ ত্রীন্ বর্ণান্ লিখেৎ । দলেস্থিতি ।
কেশরাদুর্দ্ধং মূলং পাশ-মায়াকুশাত্মক-বীজত্রয়ং পঙ্ক্তি-ত্রয়েণ ত্রিলিখেৎ ।
ততঃ পত্রোর্দ্ধ-দেশেষু পাশাকুশাভ্যাং ত্রিবেষ্টয়েৎ । তদুর্দ্ধং ক্রমোৎক্রমাৎ
লিপিভির্মাতৃকাবর্ণৈরেকধৈব বীতং বেষ্টিতম্ । অত্র মাতৃকা কেবলৈক-

অগ্নিকোণে প্রথম পঙ্ক্তিতে—হং হাং হিং । দ্বিতীয় পঙ্ক্তিতে—হ্রীং হ্রুং হ্রাং ।
বায়ু কোণে প্রথম পঙ্ক্তিতে—হেং হৈঃ হোং । দ্বিতীয় পঙ্ক্তিতে—হ্রোং হ্রং হ্রঃ ।
অন্যত্র স্থলেও এইরূপ জানিবে । ৮

কোষ্ঠেযু পদের অর্থ—তাহার উর্ধ্বে দন্ত বৃত্তান্তরের মধ্যস্থ ষোড়শ কোষ্ঠে । অষ্টযুগাণং
—বক্ষ্যমাণ ষোড়শাক্ষর মন্ত্রের অষ্টদ্বয়-বর্ণ অর্থাৎ ষোড়শবর্ণ লিখিবেন । আত্মসহিতাং
ইহার অর্থ—আত্মা হংসঃ এই অক্ষরদ্বয়, তাহাদের সহিত অর্থাৎ উভয়দিকে হংসঃ সংযুক্ত
মায়াকে অর্থাৎ কেবল চতুর্থ স্বরকে যুগ্ম স্বরের অন্তর্গত করিয়া কেশর সমূহে লিখিবেন ।
তাহা হইলে ষোড়শ মন্ত্রাক্ষর লিখনের পরে বৃত্ত লিখিয়া তাহার উর্ধ্বে চারিটি
অর্গলের উভয় দিকে ষোলটি দল লিখিয়া দলের মূল সমূহে অং হংসঃ ঈং হংসঃ আং, ইং
হংসঃ ঐং হংসঃ ঐং, উং হংসঃ ঐং হংসঃ উং, এং হংসঃ ঐং হংসঃ ঐং ইত্যাদি ক্রমে হংস-
দ্বয়ের মধ্যে ঈকার লিখিয়া কেশরের দ্বিত্ব-হেতু উভয় দিকে তিন তিনটি বর্ণ লিখিবেন ।
দলেষু এই কথায় বলিতেছেন যে—কেশরের উর্ধ্বে মূল ও পাশ, মায়া, অকুশরূপ
বীজত্রয় তিনটি পঙ্ক্তিতে তিন বার লিখিবেন । তাহার পর পত্রের উর্ধ্বেদেশ সমূহে
পাশ ও অকুশ দ্বারা তিনবার বেঁটন করিবেন । তাহার উর্ধ্বে ক্রম (অনুলোম)
ও উৎক্রম (বিলোম) লিপি অর্থাৎ মাতৃকাবর্ণ সমূহ দ্বারা এক বারই বীত অর্থাৎ

পঞ্চাশদ-বর্ণরূপা । তৎ তু বিশিষ্টমষ্টদল-পদ্যোপরিস্থেনাহষ্টদল-পদ্যমুখেন
ঘটাকারেণ বেষ্টেনেন বৃত্তাকারেণ বহিরাবেষ্টিতমিতি । ৯

লেখ্যমন্ত্রানাং—পাশেত্যাদিনা । শক্তির্মায়া । ইন্দ্রিরা লক্ষ্মীঃ । রঞ্জি-
নীতি তৃতীয়স্বর-মধ্যম্ । বর্ম হ্রস্বম্, ফটাবেকত্রৈব । ১০

ইতি ভুবনেশ্বর্যা ঘটার্গলাখ্যযন্ত্রম্ ।

তারে হং বিলিখেং সরোজ-কুহরে সাধ্যাভিধানাবিতং

মন্ত্রাণান্ বসু-সংখ্যবান্ বসুদলেদ্বালিখ্য তদ্বাহতঃ ।

শক্ত্যা ত্রিঃ পরিবেষ্টিতং ঘটগতং পদ্যস্থমজ্ঞাননং

যন্ত্রং বশ্চকরং গ্রহাদি-ভয়-হৃল্লক্ষ্মীপ্রদং কীর্তিতম্ ১১

অন্যার্থঃ—সরোজকুহরে কর্ণিকায়াম্ তারে প্রণবাত্ম্যন্তরে সমাধ্যং হ্রস্ববর্ম
লিখেং । ততো বৃত্তোপরি অষ্টৌ দলানি বিলিখ্য তেষু মন্ত্রস্রাষ্টাহঙ্করাণি
লিখেং । তথাচ ত্রিভা-মন্ত্রে দ্বাদশাঙ্করাস্তস্মৈ তার-বর্মণী লিখিতে মায়ায়া

বেষ্টিত হইবে । এইস্থলে কেবলা একপঞ্চাশদ বর্ণরূপা মাতৃকা । সেই বিশিষ্ট যন্ত্রটি
অষ্টদল পদ্যের উপরে অবস্থিত অষ্টদল পদ্যমুখ ঘটাকারে বেষ্টনের দ্বারা বৃত্তাকারে
বাহিরে আবেষ্টিত হইবে । ৯

পাশ ইত্যাদি গ্রন্থের দ্বারা লেখ্য মন্ত্রসমূহ বলিতেছেন । শক্তি—মায়া । ইন্দ্রিরা—
লক্ষ্মী । রঞ্জিনি এইটি তৃতীয় স্বর মধ্যো । বর্ম—হ্রস্ব স্বর । একত্রই ফট্ এই দুইটি । ১০

ভুবনেশ্বরীর ঘটার্গল নামক যন্ত্রের ব্যাখ্যা সমাপ্ত হইল ।

অষ্টদল পদ্যের কর্ণিকায় তারের (প্রণবের) মধ্যে সাধ্য নাম সহিত হং লিখিবেন ।
ত্রিভামন্ত্রের মায়াদ্বয়, তার ও বর্ম ভিন্ন অবশিষ্ট খেচ ছে ক্ : স্ত্রীং হ্রং ক্ষে : ফট্
এই আটটি মন্ত্রাঙ্করকে আটটি পদ্রে লিখিয়া তাহার বহির্ভাগে শক্তি বীজের দ্বারা
তিন বার বেষ্টন করিবেন । পদ্যমুখ ঘণ্টের কায় ও উদ্ধর্মুখ পদ্যের উপরি নিহিত
এই যন্ত্র বশ্চকর, গ্রহাদি ভয়ের নিবাহক, লক্ষ্মীপ্রদ ও কীর্তিপ্রদ জানিবেন । ১১

অনন্তর ত্রিভা যন্ত্র কথিত হইতেছে । এই শ্লোকের অর্থ :—সরোজকুহরে—অষ্টদল
পদ্য কর্ণিকাতে তারে প্রণবের অভ্যন্তরে সাধ্যের সহিত অর্থাৎ সাধানাম বৃক্ষ হ্রস্ব বর্ম
হং লিখিবেন । তাহার পর বৃত্তের উপরিভাগে অষ্টদল লিখিয়া সেই আটটি দলে
মন্ত্রের আটটি অঙ্কর লিখিবেন । আটটি অঙ্কর লেখা হইলে ত্রিভা মন্ত্রের দ্বাদশটি
অঙ্কর, তাহার মধ্যে কর্ণিকায় তার ও বর্ম লিখিত হইলে তাহা মায়া দ্বারা বেষ্টিত

বেষ্টিতব্যমিতি পরিশেষাদষ্টাক্ষরাঃ খে ইত্যাদয়ো লেখ্যাঃ । শক্ত্যা মায়া-
বীজেন । ত্রিভিধা । ঘটগতং ঘটাকার-বৃন্তমধ্যস্থম্ । অজ্ঞাননং পদ্ম-মুখম্ । ১২
ইতি ত্রিভা-যন্ত্রম্ ।

পদ্মং ভানু-দলান্বিতং প্রবিলিখেৎ তৎ-কণিকায়াং পুন-
স্তারং শক্তিগ-বীজসাধ্যসহিতং তৎকেশরেষু ক্রমাৎ ।
মর্দিনী মনুসন্তুবান্ যুগলশো বর্ণান্ পুনঃ পত্রগান্
মস্তার্গান্ গুণশো নিধায় বিলিখেদস্ত্যং তদন্ত্যে দলে ॥ ১৩

মন্ত্রস্ত—উত্তিষ্ঠ পুরুষি ! কিং স্বপিষি ভয়ং মে সমুপস্থিতম্ । যদি শক্যম-
শক্যং^১ বা তন্মে ভগবতি শময় স্বাহা ॥ ১৪

মাতৃকাবর্ণ-সংবীতং ভূপুর-দ্বয়-মধ্যগম্ ।
যন্ত্রঞ্চ বিদ্যাবাসিনীঃ প্রোক্তং সর্ব-সমৃদ্ধিদম্ ॥ ১৫
রক্ষাকরং বিশেষেণ ক্ষুদ্র-ভূতাদি-নাশনম্ ।
রাজ্যদং ভ্রষ্ট-রাজ্যানাং বশ্যদং বশ্যমিচ্ছতাম্ ॥ ১৬

হইলে পরিশেষে অবশিষ্ট খে চ ছে ক্ষঃ স্ত্রী হুং ক্ষে ফট্ এই আটটি অক্ষর বসুদলে
লিখিতে হইবে । তাহার বাহিরে শক্তি মায়া বীজের দ্বারা তিন বার বেষ্টিত করিতে
হইবে । ঘটগত—ঘটাকার বৃন্তমধ্যস্থ অর্থাৎ উর্ধ্ব-মুখ পদ্ম কণিকাস্থ পদ্মমুখ ঘটের উপরি-
নিহিত এই যন্ত্র বশ্যকর, গ্রহাদি ভয়ের নিবারক, লক্ষ্মীপ্রদ, কীর্ত্তিপ্রদ জানিবেন । ১২

ত্রিভার ধারণ যন্ত্রের বিবরণ সমাপ্ত হইল

একটি দ্বাদশ দল পদ্ম অঙ্কন করিবেন । পুনরায় তাহার কণিকাতে মায়াবীজের
অন্তর্গত সাধ্য সহিত প্রণব লিখিবেন অর্থাৎ কণিকাতে প্রণব লিখিয়া সেই প্রণবের
মধ্যে মায়াবীজ (স্ত্রীং) লিখিয়া তাহার মধ্যে সাধ্যকে লিখিবেন । তাহার কেসর
সমূহে ক্রমে ক্রমে মহিষমর্দিনীর মূলমন্ত্রের বর্ণসমূহকে দুই দুইটি করিয়া লিখিবেন ।
পত্রসমূহে মূলমন্ত্রের বর্ণসমূহকে তিন তিনটি করিয়া লিখিয়া শেষ একটি বর্ণকে শেষ
দ্বাদশ দলে লিখিবেন । ১৩

যন্ত্রলেখ্য মন্ত্রটি হইতেছে—উত্তিষ্ঠ পুরুষি । কিং স্বপিষি । ভয়ং মে সমুপস্থিতং যদি
শক্যমশক্যং বা তন্মে ভগবতি । শময় স্বাহা । এই মন্ত্রটি সপ্তত্রিংশৎ অক্ষর বিশিষ্ট । ১৪

মাতৃকাবর্ণের দ্বারা সংবীত (বেষ্টিত) ভূপুর দ্বয়ের মধ্যগত বিদ্যাবাসিনীর এই
যন্ত্র সর্ব সমৃদ্ধি-প্রদ বলিয়া কথিত হইয়াছে । ১৫

উহা রক্ষাকর । উহা বিশেষভাবে ক্ষুদ্র ও ভূতাদির নাশক । ভ্রষ্ট-রাজ্য
রাজগণের রাজ্যপ্রদ ও বশ্যকামীর বশ্যপ্রদ । ১৬

সুতাধিনস্ত সুতদং রোগিণাং রোগ-শান্তিদম্ ।

বহনা কিমিহোক্তেন যন্ত্রং তৎ কামদং নৃণাম্ ॥ ১৭

অন্ত্যার্থঃ—ভানুদলান্বিতং দ্বাদশ-দলম্ । শক্তিগ-বীজ-সাধ্য-সহিতঃ শক্তি-বীজগত-সাধ্যবর্ণ-যুক্তম্ । তথাচ কণিকা-মধ্যে প্রণবং মায়াঞ্চ লিখেৎ । তত্র মায়া-মধ্যে সাধ্যং লিখেৎ । কেশরেষু মহিষমর্দিনী-মন্ত্রবর্ণানাম্ দ্বয়ং দ্বয়ম্ । তথাচ কণিকাবহিবৃন্তং, তত্‌পরি দ্বি-দ্বি-কেশর-স্থানীয়তেন ত্রিধাপঠিতাক্ষর-মহিষমর্দিনী-মন্ত্রস্য পূর্বাদিতো ঘো ঘো বর্ণৌ লিখেৎ । পুনর্বৃন্তং বিলিখ্য তদ্বহিবর্দশ-পত্রেষু উত্তিষ্ঠেত্যাদি-মন্ত্রস্য ত্রীন্ ত্রীন্ বর্ণান্ লিখেৎ । অন্ত্যং তৃতীয়ং গ-বর্ণং দ্বাদশদলে লিখেৎ । তেন তত্র বর্ণচতুষ্কম্ । ১৮

ইতি বিদ্যা-বাসিনী-যন্ত্রম্ ।

যামলে—আচ্চং বীজং সসাধ্যং প্রথম-বসুগৃহে তদ্বহিষ্চাষ্টকোণে

পূজার্থীর উহা পুত্রপ্রদ ও রোগিগণের রোগ-শান্তি-প্রদ । অধিক বলার কি প্রয়োজন ? অর্থাৎ কোন প্রয়োজন নাই । সেই এই যন্ত্র কামপ্রদ মণিস্বরূপ । ১৭

অনন্তর বিদ্যাবাসিনী যন্ত্র কথিত হইতেছে । একটি ভানুদলান্বিত অর্থাৎ দ্বাদশ দল পদ্য লিখিবেন । পুনরায় তাহার কণিকা শক্তিগ-বীজ সাধ্য সহিত হইবে । শক্তিবীজ গত বীজ, সাধ্য বর্ণ যুক্ত হইবে । সুতরাং সেই পদ্যকণিকাতে প্রণব, তাহার মধ্যে মায়াবীজ হ্রীং, তাহার মধ্যে সেই মায়াবীজ মধ্যে । অর্থাৎ সাধ্য নাম লিখিবেন । সেই পদ্যের কেশর সমূহে ক্রমে ক্রমে মহিষমর্দিনীর মূলমন্ত্রের অন্তর্গত বর্ণসমূহের দুই দুইটি করিয়া লিখিবেন । সেই লেখাটিতে কণিকার বহির্ভাগে বৃত্ত, তাহার উপরে দুই দুইটি কেশর স্থানীয় বলিয়া তিন বার পঠিত মহিষমর্দিনী মন্ত্রের পূর্বদিক্ হইতে দুই দুইটি মন্ত্রাক্ষর প্রতি কেশরে লিখিবেন । অন্ত্য বর্ণকে চতুর্বিংশ কেশরে লিখিবেন । তাহাতে অন্ত্যকেশরে তিনটি বর্ণ হইবে । পুনরায় বৃত্ত লিখিয়া তাহার বহির্ভাগে দ্বাদশ পত্র লিখিয়া সেই পত্রগুলির প্রতি পত্রে উত্তিষ্ঠ ইত্যাদি মন্ত্রের তিন তিনটি অক্ষর লিখিয়া অন্ত্যদলে দ্বাদশদলে অন্ত্যবর্ণ হা কে লিখিবেন । তাহাতে দ্বাদশদলে চারিটি বর্ণ হইবে । ১৮

বিদ্যাবাসিনী যন্ত্রের বিবরণ সমাপ্ত হইল

অনন্তর কালীযন্ত্র কথিত হইতেছে । যামল তন্ত্রে বলিয়াছেন—প্রথম বসুগৃহে—মধ্যস্থ ত্রিকোণে সাধ্যের নাম সহিত আদ্যবীজ (ক্রীং) লিখিবেন । তাহার

১। ৭—নৃণামিত্যনন্তরং ইতি বিদ্যাবাসিনীযন্ত্রম্ । যামলে—আচ্চং বীজমিত্যাदि পাঠঃ ।

পূর্বাভ্যং চাষ্টবীজং তদনু বসুগৃহ-দ্বন্দ্বকে^১ বীজ-ষট্‌কম্ ।

কিঞ্জলকং তৎ স্বরাভ্যং বসুদল-বিবরে স্বাহয়া বীজ-ষট্‌কং

কূর্চাভ্যামেব বীভৎ^২ ক্ষিতিগৃহ-যুগয়োঃস্তরে যন্ত্ররাজম্ ॥ ১৯

দেবী বীজত্রয়ং তৎ প্রতিদিনমপরং^৩ শক্তিবীজ-দ্বয়ং তৎ ।

কোণে কোণে লিখেদ্ যন্ত্রি-জগতি স গুরুঃ শঙ্করস্তাপি বিম্বোঃ^৪ ॥ ২০

আদ্যবীজং নিজবীজম্ । প্রথম-বসুগৃহে মধ্যস্থ-ত্রিকোণে । অষ্টবীজমিতি ।
পূর্বাদি-কোণেষু অষ্টৌ বীজানি অর্থাৎ দ্বাবিংশত্যক্ষর-যন্ত্ররাজস্য প্রথমাদি-
সপ্তবীজানি শেষ-সপ্তকস্য প্রথমক্ষেত্যাষ্টৌ । ততঃ ষট্‌কোণষু শেষ-ষট্‌কং
অর্থাৎ যন্ত্র-রাজস্য । তথাচ প্রথমং ত্রিকোণমেকং বিলিখ্য তদ্বহিঃচতুরস্র-দ্বয়ং
তথা লিখেৎ, যথা পূর্বাদি-দিক্শু কোণাঃ পতন্তি । তেষু বীজাষ্টকং লেখ্যম্ ।
বসুগৃহং ত্রিকোণম্, তদ্বয়ে ষট্‌কোণে নিজবীজানি ষট্‌ অর্থাৎ শেষভূতানি

বহির্ভাগে আটটি কোণে পূর্ব আদ্য বীজের আটটি বীজ লিখিবেন । তাহার পর বসুগৃহ
দুইটিতে ছয়টি বীজ লিখিবেন । ইহার বহির্ভাগে অষ্টদল পদ্ম লিখিয়া পদ্মের আটটি
কেশর দুই দুইটি স্বরবর্ণ যুক্ত হইবে । বসুদলের মধ্যে স্বাহা এই বর্ণদ্বয়ের সহিত ছয়টি
বীজ লিখিতে হইবে । পরস্পর ব্যতিভেদী ভূগৃহ দ্বয়ের মধ্যবর্তী যন্ত্ররাজ কূর্চবীজের
দুইটি দুইটি দ্বারা বেষ্টিত হইবে । ১৯

যিনি প্রতি দিকে সেই দেবীর বীজত্রয় এবং তাহার কোণে কোণে অপর সেই
শক্তি-বীজদ্বয় লিখেন, তিনি এই ত্রিজগতে বিষ্ণু ও শঙ্করের গুরু । ২০

উহার ব্যাখ্যা । আদ্যবীজ—নীজবীজ (ক্রীৎ) । প্রথম বসুগৃহে—মধ্যস্থ ত্রিকোণে ।
অষ্টবীজ এই কথার অর্থ—পূর্বাদি কোণে আটটি বীজ অর্থাৎ দ্বাবিংশত্যক্ষর যন্ত্ররাজের
প্রথমাদি সাতটি বীজ ও শেষ সপ্তকের প্রথম বীজ—এই আটটি বীজ লিখিবেন । তাহার
পর ত্রিকোণ ছয়টিতে শেষ ছয়টি অর্থাৎ দ্বাবিংশতি অক্ষরাক্ষর যন্ত্ররাজের শেষ ছয়টি ।
স্বাহা হইলে প্রথমে একটি ত্রিকোণ লিখিয়া তাহার বহির্ভাগে চতুরস্রদ্বয় সেইরূপভাবে
আঁকা আড়ি লিখিবেন, স্বাহাতে পূর্বাদি আটটি দিকে আটটি কোণের সৃষ্টি হয় ।
সেই আটটি কোণে বীজাষ্টক লেখ্য । বসুগৃহ—ত্রিকোণ । তাহার দ্বয়ে—ষট্‌কোণে
নিজবীজ ছয়টি অর্থাৎ যন্ত্ররাজের শেষ ছয়টি বীজ লেখ্য । তাহার পর ক্ষিতিগৃহ দ্বয়ের
বলয়াকার বেষ্টন-দ্বয়ের মধ্যে কিঞ্জলু লিখিবেন । তাহা স্বরযুক্ত অর্থাৎ ষোলটি স্বরের

১। খ—গৃহে দ্বন্দ্বকে ।

২। খ—কূর্চাভ্যামেব বীজং ।

৩। খ—প্রতিদিনমপরং

৪। খ—বিম্বোঃ । ইতি কালীযন্ত্রং । বেদাদিহিতসাধ্যোত্যাदि पाठः ।

মন্তরাজ্য। ততঃ ক্রিতিগৃহ-যুগয়োর্বলয়াকার-বেষ্টন-দ্বয়শাস্ত্রে মধ্যে কিঙ্করং
লিখেৎ। তৎ স্বরাভ্যাং ষোড়শ-স্বরাঙ্কম্। বসুদলেতি। নিজবীজ-শিষ্টং
শেষ-দলয়োঃ স্বাহেতি বর্ণ-দ্বয়ম্। ততঃ কূর্চাভ্যাং কূর্চময়-পঙ্ক্তি-দ্বয়েন বীতং
বেষ্টিতম্। তথা চাদৌ স-সাধ্য-নীজবীজ-গর্ভং ত্রিকোণম্। ততঃ পূর্বাদি-
চতুরস্র-দ্বয়ং সবীজ-কোণাষ্টকবৎ। ততঃ ষট্-কোণং বীজ-ষট্-কবৎ। ততো
বৃত্তং ততোহষ্টদল-পদ্যম্। অষ্টদল-মূলেষু দ্বাভ্যাং দ্বাভ্যাং স্বরাভ্যাং দ্বৌ দ্বৌ
কেশরৌ। দলেষু বীজষট্-কং স্বাহা চেত্যষ্টাক্ষরাণি। তদ্বহিঃ কূর্চাঙ্ক-
পঙ্ক্তিভ্যাং বেষ্টনম্। ততো ভূপুর-দ্বয়শ্চ মধ্যে মন্তরাজং পূর্বাদি চতুর্দিশ্চ
নিজ-বীজশ্চ ত্রয়ং ত্রয়ং কোণেষু মায়াবীজশ্চ দ্বয়ং দ্বয়ম্। ২১

ইতি কালীযন্ত্রম্।

বেদাদি-স্থিত-সাধ্য-নাম যুগলঃ শ্রী-শক্তি-মারাদিতঃ

কিঙ্কলেক্ষু দিনেশ-পত্র-বিলসন্ মন্ত্রাকরং তদ-বহিঃ।

দুই দুইটি এক একটি দলে লেখ্য। বসুদলবিবরে এই কথার অর্থ—নিজবীজ সহিত শেষ
দুইটি দলে স্বাহা এই বর্ণদ্বয় লিখিবেন অর্থাৎ একটিতে স্বা ও অপরটিতে হা লিখিবেন।
তাহার পর কূর্চের দ্বারা অর্থাৎ কূর্চময় পঙ্ক্তি-দ্বয়ের দ্বারা বেষ্টিত হইবে। তাহা
হইলে প্রথমে সাধ্যের সহিত নিজ বীজ-গর্ভ ত্রিকোণ। তাহার পর পূর্বাদি চতুরস্র-দ্বয়
বীজযুক্ত কোণাষ্টক বিশিষ্ট হইবে। তাহার পর ছয়টি কোণ বীজষট্-ক যুক্ত। তাহার
পর বৃত্ত হইবে। তাহার পর অষ্টদল পদ্য হইবে। অষ্টদলের মূল সমূহে দুই
দুইটি স্বরবর্ণ যুক্ত দুই দুইটি কেশর হইবে। দলসমূহে ছয়টি বীজ ও স্বাহা—এই আটটি
বীজ। তাহার বহির্ভাগে কূর্চবীজরূপ পঙ্ক্তিদ্বয়ের দ্বারা বেষ্টন হইবে। তাহার পর
ভূপুর-দ্বয়ের মধ্যে মন্তরাজের পূর্বাদি চারিদিকে নিজবীজের তিন তিনটি এবং কোণ
সমূহের মায়াবীজের দুই দুইটি লিখিত হইবে। ২১

কালীযন্ত্রের বিবরণ সম্পূর্ণ হইল।

মহালক্ষ্মী যন্ত্র কথিত হইতেছে। একটি দ্বাদশদল পদ্য অঙ্কিত করিবেন। ঐ
পদ্যের কর্ণিকার প্রণবের মধ্যে সাধ্য ও সাধকের কর্ম-নাম লিখিবেন। এই পদ্যের দুই
দুইটি কিঙ্কর শ্রীবীজ, শক্তিবীজ ও কামবীজের দ্বারা যুক্ত হইবে। প্রথম কিঙ্করে
শ্রীবীজ ও শক্তিবীজ, দ্বিতীয় কিঙ্করে, কামবীজ ও শ্রীবীজ, তৃতীয় কিঙ্করে শক্তিবীজ
ও কামবীজ। এই ক্রমে অপর কিঙ্কর তিনটি ঐ বীজদ্বয়ে যুক্ত হইবে। এই পদ্যের
দ্বাদশ পত্র মন্ত্রের দ্বাদশ অক্ষরের দ্বারা যুক্ত হইবে অর্থাৎ ঐং হ্রীং শ্রীং হ্ৰসোঃ

পদ্মং ব্যঞ্জন-কেশরং বর-লসৎ-পত্রাষ্টযুগাং ধরা-

বিদ্যাভ্যাং বযড়ন্তয়া ত্বরিতয়া যন্ত্রং লিখেদ্ বেষ্টিতম্ ॥ ২২

ভূপুর-দ্বয়-কোণেষু হক্ষৌ লেখ্যৌ পুনঃ পুনঃ ।

মহালক্ষ্মী-যন্ত্রমিদং সর্বৈশ্বর্য্য-কলপ্রদম্ ॥ ২৩

অস্যার্থঃ—বেদাদিঃ প্রণবস্তৎস্থং সাধ্যানাং যত্র পদ্মে তৎ, অর্থাৎ কণিকার্যাং প্রণব-মধ্যে সাধ্যং লেখ্যম্ । কিঙ্কলকেষু যুগলো দ্বিশঃ শ্রী-শক্তি-মারাদ্বিতম্ । আত্মে কিঙ্কলকৈ শ্রী-শক্তৌ, পরে মার-শ্রিয়ৌ, তৎপরে শক্তি-মারাবিতি সম্প্রদায়বিদঃ । তেন বীজত্রয়স্তাহষ্টাবৃত্তয়ঃ । ২৪

অন্যে তু যুগলশচতুর্বারং শ্রী-শক্তি-মারাদ্বিতম্, তেনৈকৈকং বীজং দ্বিরাবৃত্তং, কেশরেষু শ্রী শ্রী ইতি লিখেৎ । দ্বিরাবৃত্তস্ত কেশর-দ্বিহাদিতি পুনঃ কীদৃক্ ? দিনেশ-পত্রেষু দ্বাদশ পত্রেষু বিলসন্তি মন্ত্রাক্ষরানি যত্র । পুনঃ কীদৃশম্ ?

জগৎ-প্রসূতৈ নমঃ—এই দ্বাদশ অক্ষর মন্ত্রের এক একটি অক্ষর এক একটি পত্রে লিখিবেন । ঐ দ্বাদশ দল পদ্মের বহির্ভাগে পদ্মটি ককারাদি দুই দুইটি ব্যঞ্জনযুক্ত দ্বাত্রিংশৎ কেশর বিশিষ্ট হইবে । কেশর দুই দুইটি বলিয়া এক একটি কেশরে দুই দুইটি ব্যঞ্জন বর্ণ লিখিত হইবে । ঐ পদ্মটি ষোড়শ স্বর বিশিষ্ট ষোড়শ পত্র বিশিষ্ট হইবে । ঐ পদ্মটি বযট্ অস্ত ত্বরিতা মন্ত্রের দ্বারা বেষ্টিত করিয়া অর্থাৎ ওঁ হ্রীং হ্রুং শ্বে চ ছে ক্ষঃ শ্রী হ্রুং ক্ষে হ্রী বযট্ এই বযড়ন্ত ত্বরিতা মন্ত্রের দ্বারা বেষ্টিত করিয়া পরে পরস্পর ব্যতিভেদী (কাটাকাটি) দুইটি ভূবিশ্বের দ্বারা বেষ্টিত যন্ত্র লিখিবেন । ২২

ভূপুর দ্বয়ের কোণ সমূহে বার বার (আটবাদ) হ ক্ষ লিখিত হইবে । ইহা সর্বৈশ্বর্য্য সর্বফলপ্রদ মহালক্ষ্মী যন্ত্র । ২৩

এই শ্লোকের অর্থ । বেদাদি প্রণব, সেই প্রণবের মধ্যে অবস্থিত সাধ্য নাম যে পদ্মে, তাহাই বেদাদিস্থিত সাধ্য-নাম পদ্ম অর্থাৎ কণিকার প্রণবের মধ্যে সাধ্য ও সাধকের কর্ম-নাম লেখ্য । পদ্মটি শ্রীবীজ, শক্তিবীজ ও কামবীজের দ্বারা অদ্বিত কেশর বিশিষ্ট হইবে । প্রথম কেশরে শ্রী ও শক্তি, দ্বিতীয় কেশরে মার (কাম) ও শ্রী, তাহার পরের কেশরে শক্তি ও মারবীজ—ইহা সম্প্রদায়বিদগণ বলেন । তাহাতে এই বীজত্রয়ের আটবার আবৃত্তি হইবে । ২৪

অন্যেরা বলেন—যুগলঃ অর্থাৎ চারিবার শ্রী, শক্তি ও মারের দ্বারা অদ্বিত হইবে । তাহাতে এক একটি বীজ দুইবার আবৃত্ত হইবে । তাহা হইলে কেশরগুলিতে শ্রীং শ্রীং এই লিখিবেন । কেশর দুইটি বলিয়া বীজের দুই বার আবৃত্তি হইবে । পুনরায় পদ্মটি কিরূপ ? দ্বাদশ পত্রে শোভমান মন্ত্রাক্ষর যে পদ্মে, তাহা দিনেশপত্র বিলসৎ মন্ত্রাক্ষর

বহির্বাঞ্জন-কেশরং ব্যঞ্জনানি ককারাদীনি কেশরেষু যত্র । অত্র সর্বত্র দলাদি-
লিখনং জ্ঞেয়ম্, কেশরাণাং দ্বিভাদ্ ব্যঞ্জনদ্বয়মেকৈকস্মিন্ কেশরে লেখ্যমিতি ।
হ-ক্কৌ তু ভূপূরদ্বয়-কোণেষু লেখ্যৌ । পুনঃ কীদৃক্ ? স্বরৈর্লসৎ পত্রাষ্টদ্বয়ং
ষোড়শপত্রং যস্মিন্ তৎ । ধরা-বিস্ফাভ্যাং পরস্পর-বিভিন্নাভ্যাং বেষ্টিতম্;
ত্বরিতয়া সহেতি সম্বন্ধঃ । তেন ত্বরিতয়া সংবেষ্ট্য পশ্চাৎ তাভ্যাং বেষ্টয়েদिति ।
কীদৃশ্যা ত্বরিতয়া ? তদাহ—বষড়ন্তয়েতি । তত্র ফট্-কার-স্থানে বষট্-কার
ইতি সম্প্রদায়ঃ । অন্তে তু বষট্-কারমধিকমাহঃ^১, শস্ত্রাদি-বষড়ন্তয়া ত্বরিতয়েতি
বক্ষ্যমাণত্বাৎ^২ । হক্ষাবিতি অষ্টধাবৃত্তাবিতি । ইতি মহালক্ষ্মীযন্ত্রম্ । ২৫

মধ্যাত্মং নবযোনিষু প্রবিলিখেদ্ বীজানি বর্ণাংশ্রিশো

গায়ত্র্যাঃ পুনরষ্ট-পত্র-বিবরেষালিখ্য লিপ্যা বৃতম্ ।

পুনরায় পদ্যটি কিরূপ ? বহির্বাঞ্জন-কেশর । ককারাদি ব্যঞ্জন বর্ণগুলি কেশরে যে
পদ্যে । এস্থলে সর্বত্র দলাদিতেই লেখ্য জানিবেন । কেশরগুলি দুইটি বলিয়া এক
একটি কেশরে দুইটি ব্যঞ্জন বর্ণ লিখিতে হইবে । হ ও ক্ক এই দুইটিকে ভূপূর-দ্বয়ের
কোণে লিখিবেন । পুনরায় পদ্যটি কিরূপ ? স্বর সমূহের দ্বারা শোভমান পত্রাষ্টদ্বয় যে
পদ্যে । সেই পদ্যটি স্বরে শোভমান পত্রাষ্টদ্বয় ষোড়শপত্র বিশিষ্ট পদ্য । পদ্যটি পরস্পর
বিভিন্ন ভূপূর দ্বয়ের দ্বারা বেষ্টিত হইবে । ত্বরিতার সহিত ইহার সম্বন্ধ । তাহাতে
ত্বরিতামন্ত্রের দ্বারা প্রথমে বেষ্টিত করিয়া পরে সেই ভূবিস্বদ্বয়ের দ্বারা বেষ্টিত করিবে ।
কীদৃশ ত্বরিতামন্ত্রের দ্বারা বেষ্টিত হইবে ? তাহাতে বলিলেন—বষট্ অন্ত ত্বরিতা-মন্ত্রের
দ্বারা বেষ্টিত হইবে । সেই ত্বরিতা মন্ত্রের শেষে ফট্-কারের স্থানে বষট্-কার—ইহা
সম্প্রদায়বিদগণ বলেন । ফট্-র পরে বষট্-কার অধিক—ইহা কেহ কেহ বলেন ।
যেহেতু “শস্ত্রাদি-বষড়ন্তয়া ত্বরিতয়া” অর্থাৎ শস্ত্রাদি (ফট্-কারাদি) বষট্ অন্ত ত্বরিতা-
মন্ত্রের দ্বারা—এইরূপ বক্ষ্যমাণ বচন আছে । হ ক্ক এইটি আটবার আবৃত্তিতে লেখ্য । ২৫

মহালক্ষ্মী যন্ত্রের বিবরণ সমাপ্ত হইল ।

ত্রৈপূর যন্ত্র কথিত হইতেছে । একটি অষ্টদল পদ্যের কেশরে নবযোনি অঙ্কিত
করিবেন । ঐ নবযোনিতে প্রদক্ষিণ ক্রমে এমনভাবে বীজগুলি লিখিবেন, যাহাতে
মধ্যে আট বীজটি থাকে অর্থাৎ মধ্যযোনিতে আট বীজ হ্-স্বরৈঃ লিখিয়া প্রদক্ষিণ
ক্রমে দ্বিতীয় বীজ হ্-স্কল্লরীঃ পরে হ্-সৌঃ বীজের বর্ণগুলিকে লিখিবেন । এইভাবে

১। খ—অন্তে ইত্যাক্ষাহরিত্যন্তঃ পাঠো নাস্তি ।

২। খ—বক্ষ্যমাণত্বাদিত্যনন্তরমন্ত্রে তু

বষট্-কার মধিকমাহরিতি পাঠঃ ।

ভূবিশ্ব-দ্বিতয়েন মন্থথ-বৃক্ষা কোণেষু সংবেষ্টিতং

যন্তঃ ত্রৈপুরমীরিতং ত্রিভুবন-প্রক্ষোভকং^১ শ্রীপ্রদম্ ॥ ২৬

গায়ত্রী তু—মান্থথং ত্রিপুরাদেবি ! বিদ্যাহে পদমুচ্চরেৎ ।

উক্তা। কামেশ্বর-পদং প্রবদেদথ ধীমহি ॥ ২৭

তদন্তে প্রবদেদ্ ভূয়ন্তঃ ক্রিমে প্রচোদয়াৎ ।

গায়ত্র্যেযা সমাখ্যাতা ত্রৈপুরী সর্ব-কামদা ॥ ২৮

অগ্ৰচ্চ— বহুর্গেহবৃগাস্তরস্থ-মদনে মায়াং লিখেদ্ বাগ্ভবং
ষট্‌কোণেষথ সন্ধিষু প্রবিলিখেদ্ হৃদ্বারমাবেষ্টয়েৎ ।

স্ত্রীবীজেন সমীরিতং ত্রিভুবন-প্রক্ষোভকং ত্রৈপুরং

যন্তঃ পঞ্চ-মনোভবাত্মকমিদং^২ সৌন্দর্য্য-সম্পৎ-প্রদম্ ॥ ২৯

ইতি ত্রিপুরায়ন্ত্রদ্বয়ম্

প্রদক্ষিণ ক্রমে তিনটি বীজ লিখিলে মন্ত্রের তিন বার আবৃত্তি হইবে। পুনরায় আটটি পত্রের এক একটি পত্রের মধ্যে ত্রিপুরা গায়ত্রীর তিন তিনটি বর্ণ লিখিয়া মাতৃকা বর্ণের দ্বারা বেষ্টিত হইবে। পরস্পর বিভেদী ভূপুর দ্বয়ের কোণে ত্রিপুরার মন্থথ বীজ লিখিয়া ঐ ভূপুর দ্বয়ের দ্বারা বেষ্টিত করিবেন। ঐ ত্রিপুরার যন্তুটি ত্রিভুবন প্রক্ষোভক ও শ্রীপ্রদ কথিত হইয়াছে। ২৬

যন্ত্রে লেখ্য ত্রিপুরার গায়ত্রী কিন্তু এইরূপ—প্রথমে মন্থথবীজ ক্লীং, তাহার পর ‘ত্রিপুরা-দেবি। বিদ্যাহে’ পদ বলিবেন। তাহার পর ‘কামেশ্বর’ পদ বলিয়া পুনরায় পরে ‘ধীমহি’ পদ বলিবেন। ধীমহি পদের পরে পুনরায় ‘তন্তঃ ক্রিমে প্রচোদয়াৎ’ বলিবেন। তাহাতে গায়ত্রী হইল—ক্লীং ত্রিপুরা-দেবি। বিদ্যাহে কামেশ্বর। ধীমহি তন্তঃ ক্রিমে প্রচোদয়াৎ। এই ত্রিপুরার গায়ত্রী সর্বকাম-প্রদা কথিত হইয়াছে। ২৭-২৮

অন্য প্রকার ত্রিপুরা যন্ত্র কথিত হইতেছে। বৃন্তমধ্যস্থ বহির গৃহদ্বয়ের অর্থাৎ ষট্‌ কোণের মধ্যস্থ মদনবীজে (কামবীজ ক্লীং বীজে) মায়াবীজ লিখিবেন। ষট্‌কোণের উভয়দিকে বৃন্তমধ্যে বাগ্ভব বীজ লিখিবেন। পরে সন্ধি সমূহে হৃদ্বার লিখিবেন। এবং স্ত্রীবীজের দ্বারা বেষ্টিত করিবেন অর্থাৎ এ সমস্তই স্ত্রীবীজের মধ্যে লিখিবেন। ত্রিভুবন-প্রক্ষোভক সর্বসম্পৎ-কর এই ত্রিপুরার যন্ত্র পঞ্চমনোভব স্বরূপ বলিয়া কথিত হইয়াছে। ২৯

ত্রিপুরার যন্ত্র দ্বয়ের বিবরণ কথিত হইল।

বীজং ষট্‌কোণ-মধ্যে ক্ষুরদল-পুরে ভারগং দিক্‌ লক্ষ্মীং
 মায়া-কন্দর্প-ভূমীসুদনু রস-পুটেমালিখেদ্‌ বীজ-ষট্‌কম্ ।
 তৎসন্ধিধ্বজমস্ত্রান্ বসুদল-কমলে মূলমস্ত্রস্ত বর্ণান্
 শিষ্টান্ পত্রেষু বিদ্বান্ বিলিখতু গুণশচাস্ত্যামন্ত্যে পলাশে ॥ ৩০
 আবীতং লিপিভিঃ ক্রমোৎ-ক্রম-বশাৎ পাশাকুশাত্যামপি
 ক্রাগেহ-দ্বিতয়েন বেষ্টিতমিদং যন্ত্রং গণাধীশিতুঃ ।
 লাক্ষা-কুকুম-রোচনা-মৃগমদৈর্ভূর্জোদরে হেম্মি বা ।
 সংলিখ্যাহতিবহন লভেত সকলৈঃ সম্প্রার্থিতাং সম্পদম্ ॥ ৩১

ইতি গণেশযন্ত্রম্

ভারং মধ্যে বিলিখতু মনুং ষট্‌ক্ষ কোণেষু সন্ধি-
 ধ্বজং মায়াং স্মরমপি লিখেৎ কোণ-গণ্ডেষু পশ্চাৎ ।
 কিঞ্জঙ্কেষু স্বরগণমথো পত্র-মধ্যেষু মালা-
 মস্ত্রস্ফার্গান্ গুহমুখ-মিতানষ্টমে পঞ্চ বর্ণান্ ॥ ৩২

গণেশ যন্ত্র কথিত হইতেছে । বিদ্বান্ ব্যক্তি একটি অষ্টদল পদ্মের কর্ণিকার ষট্‌
 কোণ মধ্যে উজ্জ্বল ত্রিকোণে প্রণবের মধ্য গণপতিবীজ গং লিখুন । ত্রিকোণের
 বহির্ভাগে অগ্রাদি ক্রমে দিক্‌ সমূহে লক্ষ্মীবীজ ত্রীং, মায়াবীজ হ্রীং, কন্দর্প বীজ ক্লীং
 এবং ভুবীজ শ্লোং লিখুন । তাহার পর ছয়টি কোণে মন্ত্রের আদিগত ছয়টি বীজ
 লিখুন । সেই অগ্রাদি ষট্‌কোণের সন্ধিসমূহে মহাগণপতির ছয়টি অঙ্গমন্ত্র লিখুন ।
 অষ্টদলের পত্রসমূহে মূলমন্ত্রের অবশিষ্ট বাইটি বর্ণের তিন তিনটি করিয়া প্রতি পত্রে
 লিখিয়া অষ্টম পত্রে একটিই বর্ণ লিখিবেন । তাহার পর অষ্টদল পদ্মটি অনুলোম ও
 বিলোম মাতৃকাবর্ণ সমূহের দ্বারা বেষ্টিত হইবে । তাহার পর পাশ ও অঙ্কুরের দ্বারা
 বেষ্টিত হইবে । তাহার পর ইহা ভূপুত্রের দ্বারা বেষ্টিত হইলে ইহা গণপতির ধারণযন্ত্র
 হইবে । উত্তম ভূর্জপত্রে বা উত্তম সুবর্ণে লাক্ষা, কুকুম, গোরোচনা ও মৃগমদ (কতুদ্রী)
 দ্বারা সম্যাক্রূপে লিখিয়া বহন করিলে সকলের প্রার্থিত সম্পদ লাভ করিবেন । ৩০.৩১

গণেশযন্ত্রের বিবরণ সমাপ্ত হইল ।

রামের ধারণ যন্ত্র কথিত হইতেছে । অষ্টদল পদ্মের কর্ণিকার মধ্যে সাধ্যা,
 সাধক ও কর্মের সহিত প্রণব লিখিবেন । ছয়টি কোণে ষড়ঙ্কর মন্ত্রের ছয়টি অঙ্কর
 লিখিবেন । ছয়টি সন্ধিতে ছয়টি অঙ্গ যন্ত্র লিখিবেন । কোণের গণ্ড (কপোল)
 সমূহে একত্র মারাবীজ (হ্রীং) অপরত্র কামবীজ (ক্লীং) লিখিবেন । পত্রে কিঞ্জঙ্ক

দশাক্ষরেণ সংবেষ্ট্য কাদিবর্ণৈশ্চ ভূপুরে ।

দিথিদিক্ষু লিখেদ্ বীজে নরসিংহ-বরাহয়োঃ ॥ ৩৩

নমো ভগবতে ক্রয়াচ্চতুর্থ্যা রঘুনন্দনম্ ।

রক্ষোঽশ্ব-বিশদায়াস্তে মধুরাদি সমীরয়েৎ ॥ ৩৪

প্রসন্ন-বদনায়েতি পশ্চাদমিত-তেজসে ।

বালায় পশ্চাদ্ রামায় বিষ্ণবে তদনন্তরম্ ।

প্রণমাদি-নমোহস্তোহয়ং মালামনুজদীরিতঃ ॥ ৩৫

ইতি শ্রীরামযন্ত্রম্

বীজং সাধ্য-সমব্রিতং প্রাবিলিখেন্ মধ্যেষু পত্রেষুথো

সমূহে ষোড়শ স্বর লিখিবেন। অনন্তর পত্র সমূহের এক একটি পত্রের মধ্যে রামের মালামন্ত্রের অন্তর্গত ওহমুখ-পরিমিত (ছয়টি) বর্ণকে লিখিবেন। অষ্টমপত্রে পাঁচটি বর্ণ লিখিবেন। ৩২

বক্ষ্যমাণ রামের দশাক্ষর মন্ত্রের দ্বারা ও কাদিবর্ণ সমূহের দ্বারা বেঙ্কন করিয়া ভূপুরে দিক্ ও বিদিক্ সমূহে নরসিংহ ও বরাহের বীজ লিখিবেন। ৩৩

রামের মালামন্ত্র কথিত হইতেছে। প্রথমে ‘ও নমো ভগবতে’ বলিবেন। তাহার পর চতুর্থী বিভক্তির সহিত রঘুনন্দন অর্থাৎ ‘রঘুনন্দনায়’ বলিবেন। তাহার পর ‘রক্ষোঽশ্ব-বিশদায়’ শব্দের অন্তে মধুরাদি প্রসন্নবদনায় অর্থাৎ ‘মধুর-প্রসন্ন-বদনায়’ এই পদ উচ্চারণ করিবেন। তাহার পর ‘অমিত-তেজসে বলায়’ পদের পরে ‘রামায় বিষ্ণবে’ বলিবেন। উহার আদিতে প্রণব ও অন্তে নমঃ হইবে। তাহাতে মন্ত্রটি হইবে—ও নমো ভগবতে রঘুনন্দনায় রক্ষোঽশ্ব-বিশদায় মধুর-প্রসন্ন-বদনায় অমিত-তেজসে বলায় রামায় বিষ্ণবে নমঃ। রামের এই মালামন্ত্র কথিত হইয়াছে। ৩৪-৩৫

বিবৃতি। গ্রন্থকার এখানে যন্ত্রলেখ্য রামের দশাক্ষর মন্ত্র উদ্ধার করেন নাই। একান্ত আবশ্যক বোধে শারদাতিলকভট্ট (১৫১৫) হইতে এখানে সেই মন্ত্রটি উদ্ধৃত হইল। জানকীবল্লভায়াং ভবেৎ পাবক-বল্লভা। হুমাদিরৈব কথিতো রামমন্ত্রো দশাক্ষরঃ। অর্থাৎ প্রথমে জানকীবল্লভায়। অনন্তর পাবকবল্লভা (বাহা) হইবে। সকলের আদিতে হং হইবে। তাহাতে হং জানকী-বল্লভায় বাহা হইবে। রামের এই দশাক্ষর মন্ত্র কথিত হইয়াছে। ৩৪-৩৫

শ্রীরামের ধারণ যন্ত্রের বিবরণ সমাপ্ত হইল।

অনন্তর নৃসিংহযন্ত্র কথিত হইতেছে। অষ্টদল পত্রের কর্ণিকার মধ্যে সাধ্য নাম ও

মন্ত্ৰাৰ্গান্ শ্ৰুতিশো বিভজ্য বিলিখেল্লিপ্যা বহিৰ্বেষ্টয়েৎ ।

বাহু-কোণগ-বীজবৰ্ণ-বন্ধা গেহদ্বয়েনাবৃতং

যন্ত্ৰং ক্ষুদ্র-বিষ-গ্রহাময়-রিপু-প্রধ্বংসনং শ্রীপ্রদম্ ॥ ৩৬

ইতি নৃসিংহযন্ত্রম্

পিণ্ডং মূলেন বীতং দহনপুর-যুগে কোণরাজ্য-ষড়্ভুজং

কূৰ্ঘ্যাং পদ্মং দশাৰ্গ-ক্ষুরিত-দশদলং কামবীজেন বীতম্ ।

পদ্মং কিঞ্জল-সংস্থং স্বর-বিকৃতি-দলং প্রোল্লসং-ষোড়শাৰ্গং

কিঞ্জলং ব্যঞ্জনাত্যং বিকৃতি যুগদলেষপি তানুষ্ঠু বৰ্ণম্ ॥ ৩৭

পাশাঙ্কুশাভ্যামাবীতং ক্ষোণী-পুর-যুগাশ্রিযু ।

অষ্টাক্ষরেণ লসিতং যন্ত্ৰং গোপাল-দৈবতম্ ।

ধৰ্মার্থ-কামফলদং সৰ্বরক্ষা-করং স্মৃতম্ ॥ ৩৮

কৰ্মের সহিত বক্ষ্যমাণ নৃসিংহবীজ (ক্ষেত্র) লিখিবেন । অনন্তর আটটি পত্রে মন্ত্ৰ-বৰ্ণলিকে চারি চারিটি করিয়া বিভাগ করিয়া লিখিবেন । পত্রের বহির্ভাগে মাতৃকা-বৰ্ণ দ্বারা বেষ্টিত করিবেন । মাতৃকা মণ্ডলের বহির্ভাগে পরস্পর ব্যতিভেদী ভূপুর-দ্বয়ের কোণগত নৃসিংহবীজ-যুক্ত ঐ ভূপুরের দ্বারা এই যন্ত্র আবৃত হইবে । এই যন্ত্র ক্ষুদ্র, সর্পাদির বিষ, গ্রহদোষ, রোগ ও শত্রুর নাশক ও শ্রীপ্রদ । ৩৬

নৃসিংহের ধারণ যন্ত্রের বিবরণ সমাপ্ত হইল ।

গোপালের যন্ত্র কথিত হইতেছে । পরস্পর ব্যতিভেদী বহির পুরদ্বয়ে অর্থাৎ ষট্‌কোণে বক্ষ্যমাণ পিণ্ডবীজ (প্লোং) মূলমন্ত্রের দ্বারা বেষ্টিত হইবে । ঐ বহিঃপুর-দ্বয়ের ছয়টি কোণ বক্ষ্যমাণ ছয়টি বৰ্ণ দ্বারা ভূষিত হইবে । তাহার পর একটি পদ্ম করিবেন । ঐ পদ্মের দশটি দল বক্ষ্যমাণ দশটি বর্ণের দ্বারা শোভমান হইবে এবং ঐ পদ্ম কামবীজের দ্বারা একবার বেষ্টিত হইবে । তাহার পর একটি ষোড়শ দল পদ্ম করিবেন । ঐ পদ্মের কেসরগুলি ষোড়শ স্বর যুক্ত হইবে । এখানে উভয় স্থলে কেসর-গুলিতে এক একটি বৰ্ণ লিখিতে হইবে । তাহার পর একটি বিকৃতি-যুগ-দল অর্থাৎ বত্রিশদল পদ্ম লিখিবেন । উত্তর কিঞ্জলগুলি ব্যঞ্জনবর্ণ বিশিষ্ট হইবে এবং বত্রিশটি দলে বক্ষ্যমাণ অনুষ্ঠব্ বৰ্ণ অপিত (লিখিত) হইবে । ৩৭

পাশ ও অঙ্কুশের দ্বারা বেষ্টিত পরস্পর বিভেদী ভূপুরদ্বয়ের কোণসমূহ অষ্টাক্ষরের দ্বারা উল্লসিত গোপাল দৈবতক এই যন্ত্র ধর্ম, অর্থ, ও কাম-ফলের প্রদাতক ও সর্বরক্ষাকর কথিত হইয়াছে । ৩৮

পঞ্চাস্তকো ধরেন্দ্রো^১ মনু-বিন্দু-বিভূষিতঃ ।

পিণ্ডবীজমিদং প্রোক্তং সর্বরক্ষা-করং পরম্ ।

শ্বরঃ কৃষ্ণায় ঠদ্বন্দ্বং^২ ষড়্-বর্ণো মনুরীকিতঃ ॥ ৩৯

গোপীজনাস্তে অবদেদ্ বল্লভায়গ্নি-বল্লভাম্ ।

অয়ং দশাক্ষরো মন্ত্রো দৃষ্টাদৃষ্ট-ফলপ্রদঃ ॥ ৪০

প্রণবং হৃদয়ং কৃষ্ণং ভেষ্টমুক্তা ততঃ পরম্ ।

তাদৃশং দেবকীপুত্রং ছ^১-ফট্-স্বাহা-সমব্রিতম্ ।

ষোড়শাক্ষর-মন্ত্রোহয়ং গোবিন্দস্য সমীকিতঃ ॥ ৪১

পিণ্ডং রতিপতিবীজং নমো ভগবতে ততঃ ।

নন্দপুত্রায় বালাদি-বপুষে শ্যামলায় চ ॥ ৪২

গোপীজন-পদস্যাস্তে বল্লভায় দ্বিঠাবধিঃ ।

অনুষ্টুপ্-মন্ত্র আখ্যাতে গোপালস্য জগৎপতেঃ ।

যন্ত্রলেখ্য পিণ্ডবীজ উদ্ধৃত হইতেছে । পঞ্চাস্তক-পকারটি ধরা-ল ও ইর—যকারের সহিত যুক্ত হইয়া মনু ও এবং বিন্দু অন্বারের দ্বারা ভূষিত হইলেই ইহা পিণ্ডবীজ কথিত হয় । ইহা শ্রেষ্ঠ সর্বরক্ষা-কর ।

যন্ত্র-লেখ্য ষড়াক্ষর মন্ত্র কথিত হইতেছে । শ্বর কামবীজ ক্লীং, কৃষ্ণায় ও ঠদ্বন্দ্ব স্বাহা হইলে ক্লীং কৃষ্ণায় স্বাহা হয় । ইহা গোপালের ষড়াক্ষর মন্ত্র কথিত হইয়াছে । ৩৯

যন্ত্রলেখ্য দশাক্ষর মন্ত্র বলিতেছেন । গোপীজন পদের অস্তে বল্লভায় ও অগ্নি-বল্লভা স্বাহা বলিবেন । তাহাতে গোপীজন-বল্লভায় স্বাহা হয় । এইটি গোবিন্দের দশাক্ষর মন্ত্র । উহা দৃষ্ট ও অদৃষ্ট ফলপ্রদ । ৪০

যন্ত্রলেখ্য গোবিন্দের ষোড়শাক্ষর মন্ত্র কথিত হইতেছে । প্রণব (ওঁ), হৃদয় (নমঃ), ও চতুর্থী বিভক্তি অস্ত কৃষ্ণকে অর্থাৎ কৃষ্ণায় বলিয়া তাহার পর তাদৃশ অর্থাৎ চতুর্থী বিভক্তি অস্ত ও ছ^১ ফট্ স্বাহা সমব্রিত দেবকীপুত্রকে অর্থাৎ দেবকীপুত্রায় ছ^১ ফট্ স্বাহা বলিবেন । এইটি গোবিন্দের ষোড়শাক্ষর মন্ত্র কথিত হইতেছে । ৪১

প্রথমে পিণ্ডবীজ, পরে রতিপতি কামের বীজ, তাহার পর নমো ভগবতে নন্দ-পুত্রায়, পরে আদিতে বাল ও পরে বপুষে শ্যামলায় ও গোপীজন পদের অস্তে বল্লভায় বলিবেন । উহা দ্বিঠাবধি অর্থাৎ স্বাহান্ত হইবে । তাহাতে মন্ত্রটি হয়—গ্লোং ক্লীং নমো ভগবতে নন্দপুত্রায় বালবপুষে শ্যামলায় গোপীজন-বল্লভায় স্বাহা । এইটি জগৎপতি গোপালের অনুষ্টুপ্ মন্ত্র কথিত হইয়াছে ।

অনঙ্গ: কৃষ্ণ-গোবিন্দো ভেষ্টাবষ্টাকরো মন্ত্র: ॥ ৪৩

ইতি গোপালযন্ত্রম্

শ্রোক-প্রত্যগ্-দক্ষিণোদগ্-বিধিবদভিলিখেৎ স্পষ্টরেখা-চতুর্দশং

কোণোদ্ধচ্ছল-বৃত্তং বলয়-যুগ-বৃত্তং মধ্যপূর্বং তদন্তম্ ।

শ্লোকশ্রাণান্ পুরস্তাদ্ বসুদল-বিবরেষষ্ট-বর্ণান্ লিখিত্বা

তদ্বাহে দ্বাদশাণৈস্তদনুপরিবৃত্তং দেবকী-পুত্রযন্ত্রম্ ॥ ৪৪

যন্ত্রলেখ্য গোবিন্দের অষ্টাকর মন্ত্র কথিত হইতেছে। প্রথমে অনঙ্গ কামবীজ (ক্লীং), পরে চতুর্ধা বিভক্তি অন্ত কৃষ্ণ ও গোবিন্দ অর্থাৎ কৃষ্ণার গোবিন্দায়। ইহা গোবিন্দের অষ্টাকর মন্ত্র। ৪২-৪৩

গোপাল যন্ত্রের বিবরণ সমাপ্ত হইল।

দেবকীপুত্র কৃষ্ণের যন্ত্র কথিত হইতেছে। বিধিপূর্বক পূর্ব-পশ্চিম দুইটি রেখা ও উত্তর দক্ষিণ দুইটি রেখা উভয় মিলিয়া স্পষ্ট চারিটি রেখা করিবেন। মধ্য কোঠ-কোণের বহির্ভাগে কর্ণসূত্র চারিটি দিলে শূলাকার হইবে। তাহাতে রেখাচতুর্ভুজের কোণ উদ্ভূত শূলবৃত্ত হইবে। উহা বলয়দ্বয়ে বৃত্ত হইবে। তন্মধ্যে একটি বৃত্ত রেখাগ্র-স্পর্শী হইবে। দ্বিতীয় বৃত্তটি মধ্য কোঠের প্রথম বৃত্তের অন্তরালে হইবে। মধ্যাদি ও মধ্যান্ত অর্থাৎ মধ্য কোঠ হইতে শ্লোক যন্ত্রের বর্ণসকল লিখিতে আরম্ভ করিয়া মধ্য কোঠেই পরিসমাপ্তি হইবে। শ্লোকের বর্ণগুলিকে লিখিয়া মধ্য কোঠের বহির্ভাগে আটটি পদের মধ্যে পূর্বোক্ত আট বর্ণকে লিখিয়া তাহার পর দ্বিতীয় বৃত্তের বহির্ভাগে (শারদাতিলকের সপ্তদশ পটলোক্ত) বাসুদেবের মন্ত্রবর্ণের দ্বারা বৃত্তাকারে বেষ্টিত হইবে। ইহা দেবকী পুত্রের যন্ত্র। ৪৪

বিবৃতি। মন্ত্রবর্ণ লেখনের ক্রমে না লিখিলে যন্ত্রের রচনা কষ্টকর। তাই আমি বর্ণ লেখার প্রণালী লিখিলাম। পূর্বদিক-স্থিত মধ্যাদি কোঠত্রে আদ্য বর্ণত্রয় 'তং সুকী' লিখিয়া আগ্নেয় কোণে বৃত্ত-দ্বয়ের অন্তরালে কোণ রেখার উভয় দিকে কোঠদ্বয়ে 'দেব' এই অক্ষর দুইটি লিখিবেন। তাহার দক্ষিণে উর্ধ্বাদি কোঠদ্বয়ে 'দেবে' এই অক্ষর দুইটি লিখিবেন। পূর্বলিখিত তং-কার কিন্তু মধ্য কোঠেই পাঠ করিতে হইবে। তাহার পর মধ্য কোঠ হইতে উর্ধ্বদিকে দক্ষিণ দিকের দুই কোঠের 'তং দেবে' এই তিনটি অক্ষরকে লিখিয়া বৃত্তের অন্তরালে নৈঋত কোণের মধ্যরেখার উভয় দিকে কোঠদ্বয়ে 'ব র' এই অক্ষর দুইটি লিখিবেন। পশ্চিমের দুইটি ঘরে দক্ষিণের শ্রায় ভোর এই দুইটি অক্ষর লিখিবেন। তং কিন্তু মধ্য কোঠে পূর্বের শ্রায় পাঠ করিতে হইবে। তাহার পর মধ্য কোঠ হইতে পশ্চিমের দুইটি কোঠে উর্ধ্বদিকে 'তং রতো'

তং সূকী দেবদেবে তং তং দেবে বরতো^১ রতম্ ।

তং রতো রুটতো খ্যা তং তং খ্যা তং দেবকী সূতম্ ॥ ৪৫

লিখিতং ভূর্জপত্রাদৌ যন্ত্রমেতদ্ যথাবিধি ।

বিধুতং বাহুনা নিত্যং সর্বকামফল-প্রদম্ ॥ ৪৬

এই তিনটি অক্ষর লিখিয়া বৃত্তের অন্তরালে বায়ুকোণে মধ্যরেখার উত্তর পার্শ্বে কোষ্ঠ দুইটিতে ‘রু ট’ এই অক্ষর দুইটি লিখিবেন। তাহার উত্তরের দুইটি কোষ্ঠে কিন্তু দক্ষিণে স্থায় উর্ধ্ব^২ হইতে নীচে ‘তো খ্যা’ এই দুইটি অক্ষর লিখিবেন। তং কিন্তু মধ্যকোষ্ঠে পূর্বের স্থায় পাঠ করিতে হইবে। তাহার পর মধ্য কোষ্ঠ হইতে উত্তরের দুইটি কোষ্ঠে দক্ষিণের স্থায় ‘তং খ্যা তং’ এই তিনটি অক্ষর লিখিয়া ঈশান কোণে বৃত্তের অন্তরালে মধ্য রেখার উত্তর পার্শ্বে দুইটি কোষ্ঠে ‘দে ব’ এই দুইটি অক্ষর লিখিবেন। তাহার পূর্বদিকের তিনটি কোষ্ঠে লিখিত ‘কী সূ তং’ অক্ষরগুলি উর্ধ্ব^৩ হইতে নীচে পাঠ করিবেন। তাহা হইলে তং সূ কী দেব দে বে তং তং দে বে ব র তো র তং তং রতো রুটতো খ্যা তং তং খ্যা তং দেবকী সূতং—এই মন্ত্রটি লিখিত ও পঠিত হইবে।

তন্ত্রসারে ও এই পুস্তকে ‘রুটতো’ এইরূপ পাঠ আছে। কিন্তু শারদাতিলকে রুটতো এইরূপ পাঠ আছে। পদার্থাদর্শ টীকায় এই পাঠই সমর্থিত হইয়াছে।

মধ্য কোষ্ঠের বাহিরে প্রথম বৃত্তের মধ্যে এক একটি কোণে কর্ণ সূত্রের উত্তর দিকে দুই দুইটি কোষ্ঠ অবশিষ্ট আছে, তাহাতে কোন বর্ণ লিখিত হয় নাই। সেই দুই দুইটি কোষ্ঠে প্রদক্ষিণ ক্রমে ঈশান কোণ হইতে অষ্টাঙ্কর মন্ত্রের এক একটি অক্ষর লিখিবেন। তাহার পর দ্বিতীয় বৃত্তের বাহিরে শূলোৎপন্ন দ্বাদশ কোষ্ঠে দ্বাদশাঙ্কর বাসুদেব মন্ত্রের দ্বাদশটি অক্ষর লিখিলে উহা বৃত্তের আকার হইবে।

বঙ্গবাসী মুদ্রিত তন্ত্রসারে মুদ্রিত কৃষ্ণ যন্ত্রটিতে অষ্টাঙ্করের বিস্তার অগ্নি কোণ হইতে আরম্ভ হইয়াছে। কিন্তু পদার্থাদর্শে ঈশান কোণ হইতে বর্ণ বিস্তারের আরম্ভ বলিয়াছেন। দ্বাদশাঙ্কর মন্ত্রবর্ণের বিস্তার মোটেই নাই। ৪৪

যন্ত্রলেখ্য অষ্টাঙ্কর মন্ত্র হইতেছে—তং সূকী দেব দেবে তং তং দেবে বরতো রতম্ । তং রতো রুটতো খ্যা তং তং খ্যা তং দেবকী সূতম্ । ৪৫

সর্বকাম ফলপ্রদ এই যন্ত্র ভূর্জপত্র বা তাত্র, রত্নত, কাঞ্চনাতির পত্রে (পাত্রে) যথাবিধি লিখিয়া শুদ্ধ কালে বাহুতে সর্বদা ধারণ করিবে। ৪৬

পলাশবৃক্ষ-ফলকে লিখিতঃ সাধু সাধিতম্।

গোস্থানে লিখনেদেতদ্ গবাং বুদ্ধির্ভবেৎ সদা ॥ ৪৭

ইতি গোপালযন্ত্রম্

আদৌ ষট্‌কোণং লিখেৎ। তন্মধ্যে সাধ্য-যুক্তং প্রাসাদ-বীজং বিলিখ্যঃ^১ ষট্‌কোণেষু সপ্রণব-পঞ্চাক্ষর-বর্ণান্^২ বিবরেষু নমঃ ইত্যাদি-ষড়ঙ্গমন্ত্রান্^৩ বিলিখ্য, তদ্বহিঃ পঞ্চদলানি বিরচয়্য, তেষু ওঁ ঈশানায় নমঃ, ওঁ তৎপুরুষায় নমঃ, ওঁ অঘোরায়া নমঃ, ওঁ সত্যোজাতায় নমঃ, ওঁ বামদেবায় নমঃ ইতি পঞ্চমন্ত্রান্ প্রাগাদি-ক্রমতো লিখেৎ। তদ্বহিঃষট্‌দলানি তেষু মাতৃকাষ্ট-বর্ণান্ প্রাগাদি-ক্রমেণ লিখিত্বা তদ্বহিঃষট্‌ত্বং লিখেৎ। তচ্চ ত্র্যম্বক-মন্ত্রেণ^৩ বেষ্টয়েৎ। এতদ্বারণাৎ সর্বসিদ্ধিঃ। ৪৮ ইতি শিবযন্ত্রম্।

মধ্যে সাধ্যাক্ষরাঢ্যং ধ্রুবমপি বিলিখেন্ মধ্যগং দিগ্‌দলেষু^৪

পলাশ বৃক্ষের ফলকে (পাটায়—তক্তায়) যথাযথভাবে লিখিত ও যথাযথভাবে সংস্কৃত এই যন্ত্র গোস্থানে (গোয়ালে) পুতিয়া দিবেন। তাহাতে সর্বদা গোবুদ্ধি হইবে। ৪৭

শ্রীকৃষ্ণ যন্ত্রের বিবরণ সমাপ্ত হইল

অনন্তর শিবযন্ত্র লেখনের প্রকার কথিত হইতেছে। প্রথমে একটি ষট্‌কোণ লিখিবেন। তাহার মধ্যে সাধ্যযুক্ত প্রাসাদ বীজ লিখিয়া ছয়টি কোণে প্রণবের সহিত পঞ্চাক্ষর মন্ত্রের পাঁচটি বর্ণ এবং কোণের ছয়টি বিবরে ঈশান হইতে আরম্ভ করিয়া প্রদক্ষিণক্রমে ওঁ হ্রদয়ায় নমঃ। নং শিরসে যাহা। মং শিখায়ৈ বমট্। শিং কবচায় হং। বাং নেত্রজয়ায় বৌষট্। সঃ করতলকর-পৃষ্ঠাভ্যাং অন্তায় ফট্—এই ছয়টি অঙ্গমন্ত্র লিখিয়া, সেই ষট্‌কোণের বহির্ভাগে পাঁচটি দল লিখিয়া সেই দল সমূহে ওঁ ঈশানায় নমঃ, ওঁ তৎপুরুষায় নমঃ, ওঁ অঘোরায় নমঃ, ওঁ সত্যোজাতায় নমঃ, ওঁ বামদেবায় নমঃ—এই পাঁচটি মন্ত্র পূর্বাদিক্রমে লিখিবেন। তাহার বহির্ভাগে অষ্টদল পদ্ম লিখিয়া সেই দলসমূহের এক একটি দলে মাতৃকার অষ্ট বর্ণের এক একটি বর্ণবর্ণ পূর্বাদিক্রমে লিখিবেন। তাহার বহির্ভাগে একটি বৃত্ত লিখিবেন। সেই বৃত্তকে ত্র্যম্বক মন্ত্রের দ্বারা বেষ্ঠন করিবেন। ইহা ধারণ করিলে সর্বসিদ্ধি হয়। ৪৮

শিবের ধারণ যন্ত্র লেখনের প্রকার সমাপ্ত হইল।

অনন্তর যত্নাঙ্কুরের ধারণ যন্ত্র কথিত হইতেছে। মধ্যে (পদ্মের কর্ণিকাতে)।

১। ধ—প্রণবপঞ্চাক্ষরবর্ণান্।

২। ধ—ষড়ঙ্গমন্ত্রাণং।

৩। ধ—ত্র্যম্বকেন।

৪। ধ—দিগদলত

কোণেশ্বস্ত্যং মনোস্তং ক্রিতিভবনমথো দিক্ চন্দ্রং বিদিক্ ।

টান্তং যন্ত্রং তদ্বক্তং সকল-ভয়হরং শ্বেড়-ভূতাপমৃত্যু-

ব্যাধি-ব্যামোহ-হৃৎখ-প্রশমনমুদিতং শ্রী-প্রদং কীর্তিদায়ি ॥ ৪৯

ইতি যুক্তাঙ্ক-যন্ত্রম্

অথ শাস্তিকাদৌ তারায়্য ধারণ-যন্ত্রম্ । ফেংকারীয়ে—

যোনিযুগ্মে লিখেন্ মন্ত্রং মন্ত্রী হেম-শলাকয়া ।

ক্লীবহীনান্ দীর্ঘ-বর্ণান্ ষট্ কোণে বিলিখেৎ ততঃ ॥ ৫০

অষ্ট-পদ্রেষষ্ট-বর্ণান্ তদ্বহির্ভূ-পুর-দ্বয়ম্ ।

অষ্ট-বজ্রং ভূপুরে চ বিলিখ্য সাধকোত্তমঃ ॥ ৫১

সুবর্ণ পট্ট-ভূর্জে বা রূপ্যে বাপ্যথ সূত্রতে ! ।

বিলিখেদ্ হেম-লেখন্যা গন্ধাষ্টক-সমন্বিতম্ ।

দূর্বাকাণ্ডেন বা লেখ্যং^১ কুশমূলে^২ বা পুনঃ ॥ ৫২

সাধানামের অক্ষরযুক্ত প্রণব লিখিবেন । মন্ত্রের মধ্যগত বর্ণ জুংকে দিক্‌দলস্থ করিবেন অর্থাৎ দিক্‌দল সমূহে মন্ত্রের মধ্য বর্ণ জুং লিখিবেন । কোণ দলসমূহে মন্ত্রের সেই অন্ত্য বর্ণ সঃ কে লিখিবেন । অনন্তর ভূগৃহ লিখিবেন । বহির্ভাগে দিক্‌সমূহে চন্দ্রবর্ণ ঠকার এবং বিদিক্‌সমূহে টান্তবর্ণ ঠকার লিখিবেন । সেই এই যন্ত্র সকল ভয়হর এবং বিষ, ভূত, অপমৃত্যু, ব্যাধি, ব্যামোহ ও হৃৎখের শাস্তি-কারক, শ্রী-প্রদ ও কীর্তি-প্রদ উক্ত হইয়াছে । ৪৯

যুক্তাঙ্কয়ের ধারণযন্ত্র লেখনের বিবরণ সমাপ্ত হইল ।

অনন্তর শাস্তিকাদিতে তারার ধারণ যন্ত্র কথিত হইতেছে । ফেংকারীর ভিত্তে বলিয়াছেন—

মন্ত্রজ্ঞ সাধক হেম শলাকা দ্বারা যোনি যুগ্মে মন্ত্র লিখিবে । তাহার পর ছয়টি কোণে ক্লীবহীন দীর্ঘবর্ণগুলিকে লিখিবে । ৫০

আটটি পদ্রে আটটি বর্ণ লিখিবে । তাহার বহির্ভাগে ভূপুর-দ্বয় লিখিবে । সাধকশ্রেষ্ঠ ভূপুরে আটটি বজ্র লিখিবে । ৫১

হে সূত্রতে ! সুবর্ণ পট্টে (পাতে), ভূর্জপত্রে অথবা রৌপ্যে হেমলেখনী দ্বারা গন্ধাষ্টক সমন্বিত করিয়া এই যন্ত্র লিখিবে । দূর্বাকাণ্ডের দ্বারা অথবা কুশমূলের দ্বারা লেখা যাইতে পারে । ৫২

একবীরা কলে—বেষ্টিতং পীতবস্ত্রেণ জতুনা পরিবেষ্টয়েৎ ।

বন্ধীয়াং পটু-সূত্রেণ শিশুনাং কষ্ঠ-ভূষণম্ ॥ ৫৩

স্ত্রীণাং বামভুজে চৈবমন্ত্ৰেণাং দক্ষিণে ভুজে ।

বক্ষ্যাপি লভতে পুত্রং নির্ধনো ধনবান্ ভবেৎ ॥ ৫৪

ইমাং রক্ষাং পুরা বদ্ধা জ্ঞানার্থং গৌতমাদিভিঃ ।

প্রত্যর্থঃ^১ পার্থিবৈশ্চাতৈঃ সংগ্রামে জয়কাঙ্ক্ষিভিঃ ॥ ৫৫

অস্বার্থঃ । যোনিযুগ্মে—ষট্‌কোণে^২ । তন্মধ্যে হেম-শলাকাদিনা ভূর্জ-পত্রাদৌ রক্তচন্দনাগুরু-কপূর-কৃষ্ণশঠী-কুকুম-গোরোচনা-জটামাংসী-গাঠি-আলেতি প্রসিদ্ধ-গন্ধাষ্টকং সমাংশং^৩ বিধায়, তেন পঙ্ক্তি-ক্রমেণ মূলমন্ত্ৰং লিখিত্বা তস্য হস্তেখা-রেফমধ্যে অমুকস্য রক্ষাং কুরু কুরু অমুক্যাঃ শুভং পুত্রমুৎপাদয়তু^৪ বা অস্য জ্ঞানং কুরু কুরু ইত্যাদিসাধ্যং বিলিখ্য, ষট্‌কোণে ক্রীব-ভিন্নান্ দীর্ঘ-বর্ণান্ আ ঈ উ ঐ ঔ অঃ ইত্যেকৈকং লিখেৎ । তদুক্তম্—

স্বরাণাং মধ্যগং যচ্চ তচ্চতুষ্কং ন পুংসকমিতি ॥ ৫৬

একবীরা কলে বলিয়াছেন—পীত বস্ত্রের দ্বারা এই যন্ত্রকে বেষ্টিত করিবে । পরে জতু (গালা) দ্বারা পরিবেষ্টিত করিবে । পটু সূত্রের দ্বারা বাঁধিবে । ইহা শিশুর কষ্ঠভূষণ । ৫৩

স্ত্রীগণের বাম বাহুতে এবং অগ্নগণের দক্ষিণ বাহুতে এই যন্ত্র বাঁধিবে । বক্ষ্যাও ইহা দ্বারা পুত্র লাভ করে এবং নির্ধনও ধনবান্ হয় । ৫৪

গৌতমাদি ঋষিগণ জ্ঞানলাভের জন্য এই রক্ষাযন্ত্র লাভ করেন । পরে জয়কামী অশ্বাস্ত নৃপতিগণ কর্তৃক প্রতি বিষয় লাভের জন্য ইহা প্রাপ্ত হয় । ৫৫

এই শ্লোক সমূহের অর্থ হইতেছে যোনিযুগ্মে—ষট্‌কোণে । তাহার মধ্যে বর্ণশলাকাদি দ্বারা ভূর্জপত্র, বর্ণপত্র, রৌপ্যপত্র প্রভৃতিতে রক্তচন্দন, অগুরু, কপূর, কৃষ্ণশঠী, কুকুম, গোরোচনা, জটামাংসী ও গাঠি আল নামে প্রসিদ্ধ এই গন্ধাষ্টক সমপরিমাণ করিয়া তাহার দ্বারা পঙ্ক্তি-ক্রমে মূলমন্ত্ৰ লিখিয়া তাহার পর হস্তেখার (হ্রীং বীজের) রকারের মধ্যে অমুকস্য রক্ষাং কুরু, অমুকস্য শুভং পুত্রমুৎপাদয়তু; অস্য জ্ঞানং কুরু কুরু ইত্যাদি সাধ্য লিখিয়া ছয়টি কোণে ক্রীব ভিন্ন দীর্ঘবর্ণ আ ঈ উ ঐ ঔ অঃ এই এক একটি লিখিবেন । তাহাই উক্ত হইয়াছে এই যে—

স্বরসমূহের মধ্যগত যে চারিটি বর্ণ, তাহাই নংপুংসক । ৫৬

১। ক—প্রত্যর্থঃ । ২। খ—ষট্‌কোণে চ । ৩। খ—কুকুমরোচনারক্ত-চন্দন জটামাংসী সমীপে বিধায় তেন পঙ্ক্তি- । ৪। ক+খ—পুত্রমুৎপাদয়তি বা ।

অষ্টপদেষ্টবর্ণান্ ঐং হ্রীং ও ঐং হ্রীং ফট্ স্বাহেতি লিখেৎ । তদ্ব্যক্তম্—

বাগ্ভবং কুলদেবীঞ্চ তারকং বাগ্ভবং তথা ।

হ্রল্লেক্ষা-চাত্ত্র-মন্ত্রান্তে বহিঃস্মার্যাবধির্ময়ঃ ।

অষ্টাক্ষরো মন্ত্রঃ প্রোক্তো মন্ত্রাণাং সার ঈরিতঃ ॥ ৫৭

অথ যন্ত্রলিখন-দ্রব্যম্

কাশ্মীর-রোচনা-লাক্ষা-মৃগেভ-মদ-চন্দনৈঃ ।

বিলিখেদ্ হেম-লেখন্যা যন্ত্রাণি তানি দেশিকঃ ॥ ৫৮

ভূমি-স্পৃষ্টং শব-স্পৃষ্টং দক্ষং নির্মাল্য-সঙ্গতম্ ।

বিদীর্ণং লজ্জিতং মন্ত্রী যন্ত্রং নৈব চ ধারয়েৎ ॥ ৫৯

সৌবর্ণে রাজতে পাত্রে ভূর্জে বা সম্যগালিখেৎ ।

অথবা তাম্রপট্রে বা গুটিকাকৃত্য ধারয়েৎ ॥ ৬০

যাবজ্জীবং সুবর্ণে স্মাদ্ রৌপ্যে বিংশতি-বার্ষিকম্ ।

ভূর্জে দ্বাদশ-বর্ষাণি তদক্ষং তাম্র-পট্টকে ॥ ৬১

আটটি পদে ঐং হ্রীং ও ঐং হ্রীং ফট্ স্বাহা এই আটটি বর্ণ লিখিবেন। তাহাই উক্ত হইয়াছে—

বাগ্ভব (ঐং), কুলদেবী (হ্রীং), তারক (ও), সেইরূপ বাগ্ভব (ঐং), হ্রল্লেক্ষা (হ্রীং), অস্ত্র মন্ত্রের (ফট্) অন্তে বহিঃস্মার্যাবধির্ময় (স্বাহা) অবধি মন্ত্র। এই অষ্টাক্ষর মন্ত্র কথিত হইয়াছে। ইহা মন্ত্রের সার কথিত হইয়াছে। ৫৭

অনন্তর যন্ত্র লিখনের দ্রব্য কথিত হইতেছে—সাধক স্বর্ণলেখন্যতে কাশ্মীর (কুঙ্কুম), গোঁরোচনা, লাক্ষা, মৃগমদ ও গজমদ এবং চন্দনের দ্বারা মসীতে সেই সমস্ত যন্ত্র লিখিবেন। ৫৮

সাধক ভূমি স্পৃষ্ট, শব স্পৃষ্ট, দক্ষ, নির্মাল্য স্পৃষ্ট, বিদীর্ণ ও লজ্জিত যন্ত্রকে ধারণ করিবে না। ৫৯

সুবর্ণ পত্রে, রাজত পত্রে, ভূর্জপত্রে, অথবা তাম্রপত্রে যথাবিধি সুন্দর ভাবে লিখিবেন এবং গুটিকা করিয়া ধারণ করিবেন। ৬০

সুবর্ণে লিখিত যন্ত্র যাবদ্ জীবন শক্তিমান থাকে, রৌপ্যে লিখিত যন্ত্র কুড়ি বৎসর থাকে, ভূর্জপত্রে লিখিত যন্ত্র বার বৎসর থাকে, তাম্রপত্রে লিখিত যন্ত্র তাহার অর্ধেক হয় বৎসর শক্তিমান থাকে। তাহার পর উহা কোন ফল দেয় না। ৬১

অথ সংক্ষেপতঃ সৰ্বদেব-নিত্যপূজা । যামলে—

আদাব্যুদ্ভাদি-বিন্যাসঃ করতুদ্বিত্বতঃ পরম্ ।

অঙ্গুলী-ব্যাপকশাস্ত্রসৌ হ্রদাদি-শাস্ত্র চ ॥ ৬২

ভালত্রয়ঞ্চ দিগ্বন্ধঃ প্রাণায়ামস্ততঃ পরম্ ১ ।

ধ্যানং পূজা জপশ্চেতি সৰ্বতন্ত্রেদ্বয়ং ক্রমঃ ॥ ৬৩

পূজা তু মূলদেবতায়ৈ এব । অত্র মাতৃকাস্ত্রসৌহৃদ্যাবশ্যকঃ । যথা—

জপার্থং সৰ্বমস্ত্রাণাং বিন্যাসঞ্চ লিপেৰ্বিনা ।

কৃতং তন্নিষ্ফলং বিজ্ঞাং তস্মাদাদৌ লিপিং শাস্ত্রে ॥ ইতি । ৬৪

অথ পঞ্চায়তনী পূজা ।

যামলে— ভবানীস্ত যদা মধ্যৈ ঐশাস্ত্রামচ্যুতং যজ্ঞে ১ ।

আগ্নেয়্যাং পঞ্চবক্ত্রঞ্চ নৈঋত্যাং গণনায়কম্ ।

বায়ব্যাং তপনকৈব পূজা-ক্রম উদাহৃতঃ ॥ ১

যদা তু মধ্যৈ গোবিন্দমৈশাস্ত্রাং শঙ্করং যজ্ঞে ১ ।

আগ্নেয়্যাং গণনাথঞ্চ নৈঋত্যাং তপনং তথা ।

অনন্তর সংক্ষেপে সমস্ত শাস্ত্র না করিয়া সমস্ত দেবতার নিত্য পূজা কথিত হইতেছে । যামলে বলিয়াছেন—

প্রথমে অদ্যাদিভাস, তাহার পর করতুদ্বি, তাহার পর করাস্ত্রাস, ব্যাপকশাস্ত্র, ভালত্রয়, দিগ্বন্ধন, প্রাণায়াম ধ্যান, পূজা ও জপ—এই ক্রম সমস্ত তন্ত্রে কথিত হইয়াছে । ৬২-৬৩

পূজা কিন্তু মূলদেবতারই । এই সংক্ষেপ পূজায় মাতৃকাস্ত্রসও আবশ্যক । যেহেতু ইহা উক্ত হইয়াছে যে—

লিপির বিন্যাস (মাতৃকাস্ত্রাস) সমস্ত মন্ত্রের জপের জন্য আবশ্যক । উহা ছাড়া জপ কর্ম করিলে তাহা নিষ্ফল জানিবে । অতএব প্রথমে লিপিস্ত্রাস করিবে । ৬৪

অনন্তর পঞ্চায়তনী পূজা কথিত হইতেছে । যামলে বলিয়াছেন—

ভবানীকে যখন মধ্যৈ পূজা করিবেন, তখন ঐশানকোণে অচ্যুতকে পূজা করিবেন । আগ্নেয় কোণে পঞ্চবক্ত্রকে এবং নৈঋত কোণে গণনায়ককে এবং বায়ু কোণে তপনকে পূজা করিবেন । এই পূজাক্রম কথিত হইয়াছে । ১

যখন মধ্যৈ গোবিন্দকে পূজা করিবেন, তখন ঐশান কোণে শঙ্করকে, অগ্নি কোণে

১। ক—লোকাক্ষৌহরং নাতি ।

বায়ব্যামস্বিকাকৈব ভোগমোক্শক-ভূমিকাম্ ॥ ২
 শঙ্করন্ত যদা মধ্য ঐশান্যামচ্যুতং যজ্ঞেৎ ।
 আগ্নেয়্যাং তপনকৈব নৈঋত্যাং গণনাথকম্ ।
 বায়ব্যাং পার্বতীকৈব স্বর্গমোক্শ-প্রদায়িনীম্ ॥ ৩
 আদিত্যক যদা মধ্য ঐশান্যাম শঙ্করং যজ্ঞেৎ ।
 আগ্নেয়্যাং গণনাথক নৈঋত্যাং কেশবং যজ্ঞেৎ ।
 বায়ব্যামস্বিকাং দেবীং স্বর্গ-সাধন-ভূমিকাম্ ॥ ৪
 গণনাথং যদা মধ্য ঐশান্যাম কেশবং যজ্ঞেৎ ।
 আগ্নেয়্যামীশ্বরকৈব নৈঋত্যাং তপনং তথা ।
 বায়ব্যাং পার্বতীকৈব পূজয়েন্ মোক্ষ-সাধনীম্ ॥ ৫

এতদকরণে দোষমাহ^১—স্বস্থান-বজ্রিতা দেবা হুঃখ-শোক-ভয়-প্রদাঃ । ৬
 তথা গণেশবিমর্ষিণ্যাম্—শস্ত্রো মধ্যগতে হরীন-হরভূ-দেবেয়া হরৌ শঙ্করে-

গণনাথকে, নৈঋত কোণে তপনকে এবং বায়ু কোণে ভোগ ও মোক্ষের স্থান (হেতু) অগ্নিকাকে পূজা করিবেন । ২

যখন মধ্য শঙ্করকে পূজা করিবেন, তখন ঐশান কোণে অচ্যুতকে, অগ্নি কোণে তপনকে, নৈঋত কোণে গণনাথকে এবং বায়ু কোণে স্বর্গ ও মোক্ষপ্রদায়িনী পার্বতীকে পূজা করিবেন । ৩

যখন মধ্য আদিত্যকে পূজা করিবেন, তখন ঐশান কোণে শঙ্করকে, অগ্নি কোণে গণনাথকে, নৈঋত কোণে কেশবকে এবং বায়ু কোণে স্বর্গের সাধন স্থান অগ্নিকাকে পূজা করিবেন । ৪

যখন মধ্য গণনাথকে পূজা করিবেন, তখন ঐশান কোণে কেশবকে, অগ্নি কোণে ঈশ্বরকে, নৈঋত কোণে তপনকে এবং বায়ুকোণে মোক্ষ-সাধনী পার্বতীকে পূজা করিবেন । ৫

ইহা না কারলে দোষ বলিতেছেন—দেবগণ স্বস্থান-শূন্য হইয়া পূজিত হইলে হুঃখ, শোক ও ভয়প্রদ হইয়া থাকেন । ৬

গণেশ্বর-বিমর্ষিণীতে সেইরূপ বলিয়াছেন—মধ্যস্থলে মহাদেবের পূজা করিলে (ঐশানাди চারিকোণে) যথাক্রমে বিষ্ণু, ইন (সূর্য), হরভূ (গণেশ) ও দেবী পার্বতীর পূজা করিবেন । মধ্যস্থলে হরির পূজা হইলে ঐশানাদি চারিকোণে

ভাস্কোনাগসুতা রবৌ হর-গণেশাজামস্বিকা: স্থাপিতা: ।

দেব্যাং বিষ্ণু-হরৈকদন্ত-রবয়ো লম্বোদরেহজেশ্বরে-

নার্যা: শঙ্কর-ভাগতোহতিসুখদা ব্যস্তান্ত তে হানিদা: ॥ ৭

যৎ তু রামার্চন-চন্দ্রিকায়াং গৌতমীয়ে চ—

দেবাগ্রে অশ্ব চৈবাগ্রে প্রাচী প্রোক্তা মনীষিভি: ।

তস্তাগ্নেয়ে গণেশানং সূর্যাং নৈঋত-কোণকে ।

বায়ব্যা^১ চান্বিকামীশমীশানে হরিপূজনে ॥ ৮

তথা— পঞ্চাঙ্গিকায়াং দীক্ষায়াং গণেশাদি-ক্রমাদ্ যজ্ঞেং ।

যদা তু মধ্যে গোবিন্দমাগ্নেয়াং গণনায়কম্ ॥ ৯

নৈঋত্যাং হংসমভ্যর্চ্য বায়ব্যামর্চয়েচ্ছিবাম্ ।

ঐশান্যাং শঙ্করকৈব ভোগমোক্ষ-ফলাপ্তয়ে ॥ ১০

ইত্যঙ্গ-দেবতাপূজনে আগ্নেয়াদৌ গণেশাদি-পূজনমুক্তম্, তদ্ রাম-

যথাক্রমে শঙ্কর, ইভাস্ত (হস্তিসুখ—গণেশ), ইন (সূর্য্যের) অগসুতার (পার্বতীর) পূজা করিবেন । মধ্যস্থলে রবির পূজা হইলে ঐশানাди চারিকোণে যথাক্রমে হর, গণেশ, অজ (বিষ্ণু) ও অম্বিকা পূজার জন্ত স্থাপিত হইবেন । মধ্যস্থলে পার্বতীর পূজা হইলে ঐশানাди চতুষ্কোণে যথাক্রমে বিষ্ণু, হর, একদন্ত ও সূর্য্যের পূজা হইবে । মধ্যে গণেশের পূজা হইলে ঐশানাди চতুষ্কোণে যথাক্রমে অজ (বিষ্ণু), ঈশ্বর (মহাদেব), ইন ও আর্য্যার (হর্গার) পূজা হইবে । শঙ্করের ভাগে (স্থানে) অর্থাৎ শঙ্কর স্থানে শঙ্কর প্রভৃতির পূজা হইলে উহা অতি সুখপ্রদ ও স্থান ব্যতিক্রমে পূজা করিলে উহা ক্ষতিকারক হইয়া থাকে । ৭

রামার্চনচন্দ্রিকা ও গৌতমীয় তন্ত্রে যে বলিয়াছেন—

দেবতার অগ্রে এবং নিজের (পূজকের) অগ্রে মনীষিগণ কর্তৃক প্রাচী দিক্ কথিত হইয়াছে । মধ্যে হরির পূজার তাহার আগ্রের কোণে গণেশকে, নৈঋত কোণে সূর্য্যকে, বায়ু কোণে অম্বিকাকে এবং ঐশানে ঈশকে পূজা করিবেন । ৮

এইরূপ আরও যে বলিয়াছেন—পঞ্চাঙ্গিকা দীক্ষায় গণেশাদিক্রমে পূজা করিবে । যখন ভোগ ও মোক্ষফল লাভের জন্ত মধ্যে গোবিন্দকে পূজা করিবে, তখন ভোগ ও মোক্ষফল লাভের জন্ত অগ্নিকোণে গণনায়ককে, নৈঋতে হংসকে অর্চনা করিয়া বায়ুকোণে শিবকে অর্চনা করিবে এবং ঐশানে শঙ্করকে অর্চনা করিবে । ৯-১০

এই অঙ্গদেবতা পূজার আগ্নেয়াদি কোণে যে গণেশাদি দেবতার পূজা উক্ত হইয়াছে,

গোপাল-বিষয়ম্ । বস্তুতো বৈকল্পিকমিতি সাম্প্রদায়িকাঃ । এতেষাং পূজনক
গৌতমীয়ে (১১)—

গন্ধাদিভিরথাভ্যচ্য যড়কার্চনমেব চ ।

বিংশ-কুহো জপেন্ মন্ত্রং নমস্কৃত্য সমাপয়েৎ ॥ ১২

অঙ্গদেতা-পূজাকালস্ত পীঠপূজানন্তরম্ । যথা সনৎকুমার-তন্ত্রে—

পীঠস্থার্চনমঙ্গদেব-যজ্ঞনং প্রাগপ্রতিষ্ঠা তথা ।

আহ্বানং মিজমুদ্রিকা-বিরচনং ধ্যানং প্রতোঃ পূজনম্ ॥ ইতি^১ ॥ ১৩

অঙ্গদেবাশ্চ চত্বারঃ । একস্ত প্রধানত্বাৎ, ন তু পরিবারাণামপ্যঙ্গত্বম্ । যৎ তু—

দেবে পুষ্পাঞ্জলিং দত্ত্বা অঙ্গদেবান্ সমর্চয়েৎ ।

তৎ তু প্রতিষ্ঠিত-যন্ত্রাদি-বিষয়ম্^২ । তত্র সততাধিষ্ঠিত-মূলদেবতা-পূজনাং
প্রাগন্য-পূজনস্থায়োগাৎ । প্রতিষ্ঠিত-যন্ত্রাতিরিক্তাধারে পূজায়াস্ত কুলাবল্যাং—

একপীঠে পৃথক্ পূজাং বিনা যন্ত্রং কুরোতি যঃ ।

অঙ্গাদিত্বং পরিত্যজ্য দেবতাশাপমাপ্নুয়াৎ^৩ ॥ ১৪

তাহা রাম ও গোপাল বিষয়ক জানিবেন । বস্তুতঃ ইহা বৈকল্পিক, ইহা সাম্প্রদায়িকগণ
বলেন । ইহাদের পূজা প্রকার গৌতমীয় তন্ত্রে বলিয়াছেন (১১)—

অনন্তর গন্ধাদির দ্বারা অর্চনা করিয়া যড়ঙ্গের অর্চনা করিবে, বিশ বার মন্ত্র জপ
করিবে, নমস্কার করিয়া পূজা শেষ করিবে । ১২

পীঠ পূজার অনন্তর অঙ্গদেবতার পূজার কাল । যেমন সনৎ-কুমার তন্ত্রে
বলিয়াছেন—পীঠের অর্চনা, অঙ্গদেবতার অর্চনা, প্রাগপ্রতিষ্ঠা, আবাহন, পূজ্যদেবতার
মুদ্রারচনা, ধ্যান ও প্রভুর (প্রধান দেবতার) পূজা । ১৩

অঙ্গদেবতা চারিসংখ্যক, যেহেতু একজন প্রধান । পরিবারগণ কিন্তু অঙ্গ নহেন ।
আর যে বলিয়াছেন—দেবতাকে পুষ্পাঞ্জলি দিয়া অঙ্গদেবতাগণকে অর্চনা করিবে ।
তাচা কিন্তু প্রতিষ্ঠিত যন্ত্রাদি বিষয়ক জানিবেন । সেস্থলে সর্বদা অধিষ্ঠিত মূলদেবতার
পূজার পূর্বে অন্তের পূজা হইতে পারে না । প্রতিষ্ঠিত যন্ত্রের অতিরিক্ত আধারে
পূজার হলে কুলাবলীতে বলিয়াছেন—

অঙ্গ ও অঙ্গিভাব পরিত্যাগ করিয়া যন্ত্র ছাড়া এক পীঠে (আধারে) যে পৃথক্
পূজা করে, সে দেবতার শাপ লাভ করে । ১৪

১। খ—ইতীত্যনন্তরং যৎ তু—দেবে পুষ্পাঞ্জলিং । ২। খ—বিষয়মিত্যনন্তরং যন্ত্রাতিরিক্তা-
ধারে । ৩। খ—আপ্নুয়াদিত্যনন্তরং এবক্ আবাহ দেবতামন্ত্যাম্ ।

তথা চ তত্রাপূজানন্তরমঙ্গিপূজেতি লভ্যতে । - এবঞ্চ—

আবাহ দেবতামন্যামর্চয়ংত্বা-দেবতাম্ ।

উভাভ্যাং লভতে শাপং মন্ত্রী তরণ-হর্মতিঃ^১ ॥ ১৫

ইতি যদতিহিতম্, তদাবাহিত-দেবতাপূজনাং প্রাগন্যদেবতাপূজন-
নিষেধার্থকমিতি । সর্বেষামঙ্গমস্ত্রাণাং সিদ্ধাদি-বিচারো নাস্তি । তথাচ—

সিদ্ধাদি-শোধনং নৈষামঙ্গত্বে সতি রাজবৎ ॥ ১৬

শ্যামাদৌ তু পঞ্চায়তনাতাবঃ । যথা রুদ্রযামলে—

শ্যামায়াং ভৈরবী-তারা-ছিন্নমস্তাসু ভৈরবি ! ।

মঞ্জুষোষে তথা রৌদ্রে পঞ্চাঙ্গং নেত্র্যতে বুধৈঃ ॥ ১৭

উপবিষ্ঠাসু সর্বাসু ষট্-কর্মাদিষু সাধনে ।

নাত্র সিদ্ধাণ্যপেক্ষাস্তি নাত্রাঙ্গাদি-প্রপূজনম্ ॥ ১৮

তত্বসারে—উপবিষ্ঠাসু সর্বাসু তথা প্রয়োগ-সাধনে ।

দীক্ষাং বিনৈব কর্তব্য উপদেশঃ সदैব হি ॥ ১৯

ইতি পঞ্চায়তনীপূজা

সুতরাং সেস্থলে অঙ্গপূজার অনন্তর অঙ্গী প্রধানের পূজা—ইহা পাওয়া যাইতেছে ।
অতএব এই যে বলিয়াছেন—

দেবতাকে আবাহন করিয়া অন্য দেবতার অর্চনা করিলে সংসার সাগর তরণে
হর্মতি বিশিষ্ট হইয়া উভয় দেবতার নিকট হইতে অভিশাপ লাভ করে । ১৫

ইহা আবাহিত দেবতার পূজার পূর্বে অন্য দেবতার পূজার নিষেধের জন্য কথিত
হইয়াছে । সমস্ত অঙ্গদেবতার মন্ত্রসমূহের সিদ্ধাদি বিচার নাই । তাহাই উক্ত
হইয়াছে যে—রাজার সহচরদের যেমন রাজার স্থায় সম্বন্ধনা হয় না, তদ্রূপ ইহারা
অঙ্গ হইলে ইহাদের সিদ্ধাদি বিচার নাই । ১৬

শ্যামাদি বিষয়ে পঞ্চায়তন নাই । যেমন রুদ্র যামলে বলিয়াছেন—হে ভৈরবি !
শ্যামা, ভৈরবী, তারা, ছিন্নমস্তা, মঞ্জুষোষ ও রুদ্র বিষয়ে পণ্ডিতগণ পঞ্চাঙ্গ ইচ্ছা
করেন না । ১৭

এই সমস্ত উপবিষ্ঠাতেও ষট্-কর্মাদির সাধনে সিদ্ধাদির অপেক্ষা নাই । এই সমস্ত
হলে অঙ্গাদির পূজাও নাই । ১৮

তত্বসারে বলিয়াছেন—সমস্ত উপবিষ্ঠাতে ও প্রয়োগের সাধনে দীক্ষা বিনা সর্বদাই
উপদেশ কর্তব্য । ১৯ পঞ্চায়তন পূজা সমাপ্ত হইল ।

অথ নৈমিত্তিক-বিধিঃ ।

যথা^১ স্বতন্ত্র-তন্ত্রে—নিত্যং নৈমিত্তিকং কাম্যং সাপেক্ষং পূর্ব-পূর্বতঃ ।

অনুথা চেন্ ভবেদিথং করোত্যাপং-পরম্পরাম্ ॥ ২০

তথা^২ নীলতন্ত্রে—নিত্যার্চনরতো^৩ মন্ত্রী কুর্য্যান্নৈমিত্তিকার্চনম্ ।

নৈমিত্তিকার্চনে সিদ্ধঃ কুর্য্যাৎ কাম্যমথত্তিতম্ ॥ ২১

গৌতমীয়ে— প্রণবদ্বয়-মধ্যস্থং জপেদযুত-সংখ্যয়া ।

ত্রিরাত্র-জপমাত্রেন বৃহস্পতি-সমো ভবেৎ ।

ব্যাখ্যাতা সর্বশাস্ত্রাণাং বেদানামপি জায়তে ॥ ২২

রবিবারেহশ্বখ-মূলে জপেদষ্টোত্তরং শতম্ ।

ভূয়ো ভূয়ো ভবেচ্ছান্তির্জীবেদষ্টোত্তরং শতম্ ।

তস্য শান্তির্ভবেন্ নুনং যমুদ্दिश्य কৃতা ক্রিয়া ॥ ২৩

মাসমাত্রং নির্মলৈরঃশুকৈঃ কৃষ্ণমভ্যর্চ্য পাপান্মুচ্যতে । পট্ট-বস্ত্রেণ পূজনে
সম্পত্তিঃ । বিক্রমেণ ত্রৈলোক্যং বশম্, মাণিক্যৈঃ সার্বভৌম-সমতা, পদ্মরাগৈঃ
রাজত্বম্ । ২৪

অনন্তর নৈমিত্তিক বিধি কথিত হইতেছে । যেমন স্বতন্ত্রতন্ত্রে বলিয়াছেন—

কর্ম তিন প্রকার—নিত্য, নৈমিত্তিক ও কাম্য । এইগুলি পূর্ব পূর্ব সাপেক্ষ অর্থাৎ
নৈমিত্তিক কর্মটি নিত্যকর্ম সাপেক্ষ, কাম্যকর্মটি নিত্য ও নৈমিত্তিক কর্ম সাপেক্ষ ।
ইহার এই প্রকার যদি অনুথা হয়, তবে এই কর্ম পরম্পরায় আপং সৃষ্টি করে । ২০

সেইরূপ নীলতন্ত্রেও বলিয়াছেন—মন্ত্রজ্ঞ-সাধক নিত্য পূজায় রত হইয়া নৈমিত্তিক
পূজা করিবে । নৈমিত্তিক পূজায় সিদ্ধ হইয়া অথশিত কাম্য কর্ম করিবে । ২১

গৌতমীয় তন্ত্রে বলিয়াছেন—মন্ত্রকে প্রণবদ্বয়ের মধ্যবর্তী করিয়া অযুত সংখ্যায়
জপ করিবে । ত্রিরাত্র জপমাত্রের দ্বারা বৃহস্পতিতুল্য হইবে । সমস্ত শাস্ত্রের ও বেদ
সমূহেরও ব্যাখ্যাতা হইবে । ২২

রবিবারে অশ্বখ বৃক্ষের মূলে অষ্টোত্তর শত (১০৮) মন্ত্র জপ করিবে । ইহাতে ভূয়ঃ
ভূয়ঃ অর্থাৎ প্রচুর শান্তি হইবে ও এক শত আট বৎসর জীবিত থাকিবে । যাহার
উদ্দেশ্যে কর্ম করা হইয়াছে, তাহার নিশ্চয়ই শান্তি হইবে । ২৩

একমাস নির্মল পরিষ্কার বস্ত্র সমূহের দ্বারা কৃষ্ণকে পূজা করিয়া পাপ হইতে মুক্ত
হয় । পট্ট বস্ত্রের দ্বারা পূজা হইলে সম্পত্তি, বিক্রমের দ্বারা পূজা হইলে ত্রৈলোক্য

ভারা-কাল্যোর্মংস্তসূক্তে—অষ্টম্যাঞ্চ চতুর্দশ্যাং পূজয়েচ্চ প্রযত্নতঃ ।

যদ্ যৎ প্রার্থয়তে মন্ত্রী তৎ তদাপ্নোতি নিত্যশঃ ।

লভতে মঞ্জুলাং বাণীং কৃষ্ণাষ্টম্যাং সদা জপাৎ ॥ ২৫

অত্র চ নিত্যার্চনানন্তরং নৈমিত্তিকং কার্যম্ । রুদ্রযামলে—

মাসার্কিমথবা মাসং সার্কিং বা দ্বিগুণং তথা ।

যাবৎ ফলাপ্তিমান্ যোগী তাবদেবং সমাচরেৎ ॥ ২৬

অন্যত্রাপি—নৈমিত্তিকে তথা কাম্যে ফলাপ্তির্মণ্ডলাবধি ।

ন চেৎ তদ্ দ্বিগুণং^১ কুর্যাৎ যথা স্ত্র্যাং ফলভাক্ সুধীঃ ॥ ২৭

অষ্টম্যাং পূজনং দেব্যাঃ সর্বকাম-ফলপ্রদম্ ।

রস্ত্রাফল-বীজপুরং সুগন্ধি-পরিমিশ্রিতম্ ॥ ২৮

মিশ্রীকৃতং বলিং^২ দত্তাদষ্টম্যাঞ্চ বিশেষতঃ ।

স্বর্ণমালাং মহাদেবৈব্য গন্ধাদৈশ্চ বিশেষতঃ ।

ফলং ক্ষীরং তথা দত্তাদধিকং শর্করাবিতম্ ॥ ২৯

বশ, মাণিক্যসমূহের দ্বারা পূজা হইলে সার্বভৌম তুল্য হয় এবং পদ্মরাগ সমূহের দ্বারা পূজা হইলে রাজত্ব হয় । ২৪

ভারা ও কালী বিষয়ে মংস্তসূক্তে বলিয়াছেন—অষ্টমী ও চতুর্দশীতে যত্নপূর্বক পূজা করিবে । মন্ত্রজ্ঞ পূজক যাহা যাহা প্রার্থনা করে, তাহা সর্বদাই পায় । কৃষ্ণাষ্টমীতে জপ হইতে মঞ্জুল (মধুর) বাণী লাভ করে । ২৫

এস্থলে নিত্য পূজার অনন্তর নৈমিত্তিক পূজা করিবেন । রুদ্র-যামলে বলিয়াছেন—মাসার্কি বা একমাস বা অর্ধেকের সহিত মাস (দেড়মাস) দুই গুণ জপ করিবে । যে পর্য্যন্ত ফল প্রাপ্ত না হয়, সেই পর্য্যন্ত এইরূপ আচরণ (ক্রিয়া) করিবে । ২৬

অন্যত্রও বলিয়াছেন—নৈমিত্তিক ও কাম্য কর্মে মণ্ডল (৪৯) দিন মধ্যে ফল প্রাপ্তি হয় । যদি ফল না হয়, তবে তাহা দ্বিগুণ করিবে । যাহাতে সুধী সাধক ফলবান্ হইতে পারে । অষ্টমীতে দেবীর পূজা সমস্ত কাম্য ফলের প্রদাতা । ২৭

সুগন্ধি দ্রব্যমিশ্রিত অর্থাৎ সুগন্ধি, রস্ত্রাফল ও বীজপুর দিবেন । বিশেষতঃ অষ্টমীতে এইগুলিকে মিশাইয়া বলি দিবেন । ২৮

বিশেষতঃ গন্ধাদির সহিত স্বর্ণমালা মহাদেবীকে নিবেদন করিবেন । সেইরূপ ফল এবং অধিক শর্করাযুক্ত ক্ষীর দিবেন । ২৯

তস্মাৎ সর্বপ্রযত্নেন সম্পদ্যৈ পূজয়েচ্ছিবাম্

দানঞ্চান্নয়সিদ্ধার্থং দত্তাদ্ দেবৈ্য প্রযত্নতঃ ॥ ৩০

তদ্বাস্তরে—কদলীং বীজপূরঞ্চ ত্বঞ্চং পকং নিবেদয়েৎ ।

ত্বঞ্চ্য পাকত্বগ্নি-সংযোগজঃ । কদলী-বীজপূরয়োস্ত সৌরঃ । নীলতন্ত্রে (৩১)—

অষ্টম্যাক চতুর্দশ্যাং পূজয়েচ্চ যথাবিধি ।

আজ্ঞাসিদ্ধিমবাগ্নোতি জবাপুষ্পঞ্চ বর্বরাম্ ॥ ৩২

চন্দনকার্ক-কুশুমং দত্তাৎ শ্বেতাপরাজিতাম্ ।

অর্ঘ্যং দত্তাদ্ বিশেষেণ নিত্য-পূজানু সর্বদা ॥ ৩৩

অষ্টোত্তরং শতং জাপ্যং যাবজ্জীবিত-সংখ্যয়া ।

যন্ত সম্পূজয়েদ্ তুর্গামষ্টম্যাক বিশেষতঃ ।

জন্ম-ত্রয়াজিতং পাপং তৎক্ষণাদেব নাশয়েৎ ॥ ৩৪

তুর্গাং তারিণীম্, প্রকরণাৎ ।

অথ প্রয়োগবিধিঃ । সর্বত্র প্রয়োগেহযুত-জপঃ । যথা^১ শারদায়াং—

অযুতং হোমসংখ্যা স্যাজ্জপস্তাবান্ প্রকীর্তিতঃ । ১

অতএব সম্পত্তির জন্য সর্বপ্রযত্নের সহিত দেবীকে পূজা করিবেন । অকর সিদ্ধির জন্য প্রযত্ন সহকারে দেবীকে দান দিবেন । ৩০

তদ্বাস্তরে বলিয়াছেন—পক কদলী, পক বীজপূর (ছোলস), পক ত্বঞ্চ নিবেদন করিবেন । অগ্নিসংযোগ জন্ম ত্বঞ্চের পাক হয় । কদলী ও বীজপূরের পাক সূর্য্য কিরণ হইতে হয় । নীলতন্ত্রে বলিয়াছেন (৩১)—

অষ্টমী ও চতুর্দশীতে যথাবিধি পূজা করিবে । ইহা দ্বারা আজ্ঞা সিদ্ধি লাভ করিবে । জবা পুষ্প, বর্বরা (বাবুই) পুষ্প, অর্কপুষ্প, শ্বেত অপরাজিতা পুষ্প ও চন্দন দিবে । বিশেষভাবে নিত্য পূজার সর্বদা অর্ঘ্য দিবে । ৩২-৩৩

যাবৎ জীবিত সংখ্যায় অর্থাৎ ১০৮ বার মন্ত্র জপ কর্তব্য । যে ব্যক্তি অষ্টমীতে বিশেষভাবে তুর্গাকে পূজা করিবে, সেই পূজা তাহার জন্মদ্বয়ের অর্জিত পাপ তৎক্ষণাৎ নাশ করায় । প্রকরণবশতঃ এখানে তুর্গা হইতেছেন তারিণী (নক্ষত্রবিদ্যা) । ৩৪

অনন্তর প্রয়োগ বিধি কথিত হইতেছে । সর্বত্র প্রয়োগে অযুত সংখ্যক জপ কর্তব্য । যেমন শারদাতিগকে বলিয়াছেন—হোম সংখ্যা অযুত হইবে, জপও সেই পরিমাণ হইবে । ১

অথ ভুবনেশ্বর্যাঃ^১ প্রয়োগঃ । ত্রিমধুরাষিভৈরবথ-সমিধবৈহৃতা ব্রাহ্মণান্
বশয়েৎ, পদ্মৈঃ পাণিবান্, পলাশৈশ্চতুঃপত্নীঃ, কুমুদৈর্মজ্জিনঃ । পঞ্চবিংশতি-
জগৈর্জলৈঃ প্রত্যহং স্নায়াচ্ছেৎ সর্ব-সৌভাগ্যবান্ । পঞ্চবিংশতি-জপ্ত-জলং
প্রাতঃ পিবেদ্ যদি, তদা মহতী লক্ষ্মীর্মহাকবিতা^২ চ । পলাশ-কুমুদৈর্মহৃতা
বাক্-শ্রিয়ং লভতে । মূল্যভিমজ্জিত-ব্রাহ্মীঘৃত-পানে কবিত্বং বৎসরাৎ ।
লবণাষিত-সিদ্ধার্থ-হোমে নর-নারী-নরপতীন্ বশয়েৎ । ২

অথ ত্বরিতায়াঃ । প্রয়োগ ইতি সর্বত্রোহম্^৩ । যোনিকুণ্ডে—

মল্লিকা-কুমুদৈর্মহৃতা বশয়েদখিলং জগৎ ।

কৃত্যাগ্রহাদি-শমনং^৪ পলাশ-কুমুদৈর্মহৃতম্ ॥

ইন্দু-দণ্ডৈর্বৃদ্ধিঃ । দূর্বাভি-দীর্ঘমায়ুঃ । প্রক্ষালিত-ধাতৈঃ শ্রীঃ । অশোকৈঃ
পুত্রঃ, মধুকৈরিষ্টম্ । জম্বুফলৈর্ধনম্ । বকুল-পুষ্পৈঃ কীর্ত্তিঃ । আত্মৈর্দীর্ঘমায়ুঃ ।
চম্পকৈঃ স্বর্ণলাভঃ । সর্ষপৈঃ শত্রু-ক্ষয়ঃ । বকুল-পত্রৈর্বৈরিণামুচ্ছাদনম্ ।
শাল্মলী-পত্রৈঃ শত্রুনাশঃ । মাঠেষমূকতা । উন্নতৈররিক্ষোভঃ । ৩

অনন্তর ভুবনেশ্বরীর প্রয়োগ কথিত হইতেছে । ত্রিমধুর দ্বারা আশ্লুত উত্তম অম্বথ
সমিধের দ্বারা হোম করিয়া ব্রাহ্মণগণকে বশীভূত করিবে । পদ্মসমূহ দ্বারা নৃপতি-
গণকে, পলাশ সমূহের দ্বারা তাঁহার পত্নীগণকে, কুমুদসমূহের দ্বারা মজ্জিগণকে বশীভূত
করিতে পারিবেন । যদি পঞ্চবিংশতিবার মন্ত্র জপ্ত জলের দ্বারা প্রত্যহ স্নান করেন,
তবে সমস্ত সৌভাগ্যবান হইবেন । যদি পঞ্চবিংশতিবার মন্ত্র জপ্ত জল প্রাতঃকালে
পান করেন, তবে মহতী লক্ষ্মী ও মহাকবিত্ব লাভ করিবেন । পলাশ পুষ্প সমূহের
দ্বারা হোম করিয়া বাক্ সৌন্দর্য্য অর্থাৎ মধুর বাক্য লাভ করে । মূল্যমন্ত্রে অভিমজ্জিত
ব্রাহ্মী ঘৃতে পানে বৎসরের মধ্যে কবিত্ব লাভ করে । লবণযুক্ত সিদ্ধার্থের হোমে নর,
নারী ও নরপতিগণকে বশীভূত করে । ২

অনন্তর ত্বরিতার । প্রয়োগ এই কথাটি সর্বত্র উহ্য করিতে হইবে । যোনিকুণ্ডে—
মল্লিকা কুমুদ সমূহের দ্বারা হোম করিয়া সমস্ত জগৎ বশীভূত করিতে পারে । পলাশ
পুষ্প সমূহের দ্বারা হোম কৃত্যা ও গ্রহাদি উপশম করে । ইন্দুদণ্ডের দ্বারা হোমে
বৃদ্ধি, দূর্বাহোমের দ্বারা দীর্ঘ আয়ুঃ, প্রক্ষালিত ধাতু হোমের দ্বারা সৌন্দর্য্য, অশোক
হোমের দ্বারা পুত্র, মধুকের দ্বারা হোমে কাম্য বিষয়, জম্বুফলের দ্বারা হোমে ধন,
বকুল পুষ্পের দ্বারা হোমে কীর্ত্তি, আমের দ্বারা হোমে দীর্ঘ আয়ুঃ, চম্পকের দ্বারা

১। ব—ভজালো ভুবনেশ্বর্যাঃ । ২। খ—মহালক্ষ্মীঃ । ৩। ক—প্রয়োগ ইত্যাদ্যহমিত্যন্ত-
পাঠো নাস্তি । ৪। খ—কৃত্যাদিগ্রহাদিশমনং ।

অথ দুর্গায়াঃ । তিলৈর্হোমে নৃপতির্বশ্যঃ । সিদ্ধার্থৈর্নীরোগতা । পদ্মৈঃ
শক্রজয়ঃ । দুর্বাতিঃ শান্তিঃ । পলাশকুসুমৈঃ পুষ্টিঃ । ধাতৈঃ শ্রীঃ । মরীচৈঃ
শক্রনাশঃ । ৪

অথ সরস্বত্যাঃ । পীত্বা তন্মিশ্রিতং তোয়ং সহস্রং প্রত্যাহং জপেৎ ।

মহাকবির্ভবেন্ মন্ত্রী বৎসরেণ ন সংশয়ঃ ॥ ৫

উরোমাত্রোদকে স্থিত্বা সূর্য্যমণ্ডলে দেবীং বিভাব্য প্রত্যাহং ত্রিসহস্রং
জপেৎ, তদা সিদ্ধির্বাগ্নিতা চ । পলাশ-বিল্বয়োর্মধুরান্বিতৈঃ পুষ্পৈঃ সমিধির্বা
হোমে ধর্মঃ । কদম্ব-পুষ্পৈঃ শ্রীফল-ফলৈর্বা শ্রীঃ । কুন্দৈর্বা ক্ । নন্দ্যাবর্ত-
পুষ্পৈর্বাগ্নিতা । ৬

অথ লক্ষ্ম্যাঃ । বক্ষঃ-প্রমাণে জলে স্থিত্বা সূর্য্যমণ্ডলে দেবীং বিভাব্য লক্ষত্রয়-
জপে শ্রীঃ । উত্তর-লক্ষত্রে সম্পূজ্য নন্দ্যাবর্ত-পুষ্পৈঃ সহস্রহোমে সম্পত্তিঃ ।
ধানেন প্রত্যাহং প্রয়োগ-সমাপ্তিং যাবৎ সহস্রহোমে মহতী লক্ষ্মীঃ । ৭

হোমে স্বর্ণলাভ, সর্ষপের দ্বারা হোমে শত্রুক্ষয়, বকুলপত্রের দ্বারা হোমে শত্রুর
উচ্ছেদ ; শাল্মলী পত্রের হোমে শত্রুর নাশ, মাষ সমূহের দ্বারা হোমে শত্রুর মুকত্ব ও
উন্নত (ধৃতরার) পত্রের হোমে শত্রুগণের মধ্যে ক্ষোভ হয় । ৩

অনন্তর দুর্গার প্রয়োগ কথিত হইতেছে—তিলের দ্বারা হোমে নৃপতিগণ বশ হয় ।
সিদ্ধার্থ সমূহের হোমে নিরোগিত্ব, পদ্মের দ্বারা হোমে শত্রুজয়, দুর্বা দ্বারা হোমে
শান্তি । পলাশ কুসুমের দ্বারা হোমে পুষ্টি, ধাত সমূহের দ্বারা হোমে শ্রী, মরীচ সমূহের
দ্বারা হোমে শত্রুনাশ হয় । ৪

অনন্তর সরস্বতীর প্রয়োগ কথিত হইতেছে । শারদাতিলকে বলিয়াছেন—

ধীমান্ সাধক সেই বাগ্‌বাদিনী মন্ত্রের দ্বারা সপ্ত বার অভিমন্ত্রিত ও হস্তের দ্বারা
আচ্ছাদিত জল সাত বার পান করিয়া প্রত্যাহ সহস্র সংখ্যক মন্ত্র জপ করিবেন ।
ইহাতে বৎসরের মধ্যে মহাকবি হইবেন, সংশয় নাই । ৫

বক্ষঃ পরিমিত জলে দাঁড়াইয়া সূর্য্যমণ্ডলে দেবীকে ধ্যান করিয়া প্রত্যাহ তিন হাজার
মন্ত্র জপ করিবেন । তাহাতে সিদ্ধি ও বাগ্নিতা জন্মে । মধুরাপ্নুত পলাশ ও বিল্বের
পুষ্পের দ্বারা বা সমিধ্ দ্বারা হোমে ধর্ম হয় । বিল্বের পুষ্প বা ফলের দ্বারা হোমে শ্রী,
কুন্দসমূহের দ্বারা হোমে মধুরবাক্, নন্দ্যাবর্ত (ভগব) পুষ্প সমূহের দ্বারা হোমে
বাগ্নিতা লাভ হয় । ৬

অনন্তর লক্ষ্মীর প্রয়োগ কথিত হইতেছে । বক্ষঃ পরিমিত জলে দাঁড়াইয়া
সূর্য্যমণ্ডলে দেবীকে ধ্যান করিয়া লক্ষত্রয় মন্ত্র জপ করিলে শ্রী হয় । উত্তরভাদ্রপদ,

অথ গণেশস্ত । চতুঃচত্বারিংশদধিক-চতুঃশত-বারং^১ শুদ্ধজলে ন তর্পণে
অভীষ্ট-ফলম্ । চতুর্থ্যাং নারিকেলৈর্হোমঃ শ্রীপদঃ । ৮

অথ সূর্য্যস্ত । রবিবারে প্রভাতে মণ্ডলং কৃত্বা যথাবিধি সূর্য্যং সম্পূজ্য
শীঠমভ্যর্চ্য তাত্রপাত্রে প্রস্থজলং নিধায় তত্র কুঙ্কম-রোচনা-রাজী^২-রক্তচন্দন-
বৈণবান্^৩ করবীর-জবা-শালি-কুশ-শ্যামাক-তণ্ডুলান্ দত্ত্বা তত্রার্ঘ্যে সূর্য্যং
সম্পূজ্য অর্ঘ্যং পিঠায়াষ্টোত্তর-শতং জপ্ত্বা জানুপৃষ্ট-মহীতলঃ মন্ত্রকাবধি-
সমুদ্ভূত্যা সূর্য্যং পশ্যন্ দত্ত্বাৎ । ততঃ পুষ্পাঞ্জলিং দত্ত্বা জপেদষ্টোত্তরং শতম্ ।
এতৎ-কর্মণা আয়ুরারোগ্য-ধন-ধান্য-পুত্র-ক্ষেত্র-পুত্র-মিত্র-তেজো-বীর্য্য-কাস্তি-
বিদ্যা-বৈভবানি ভবন্তি । ৯

অথ রামস্ত । জাতীপ্রসূনৈর্জুহুয়াদিন্দ্রিরাবাণ্ডয়ে নরঃ । বিশ্ব-প্রসূনৈর্হোমে
লক্ষ্মীঃ । ১০

উত্তরাষাঢ়া, উত্তরফল্গুনী নক্ষত্রে পূজা করিয়া নন্দ্যাবর্ত পুষ্পসমূহের দ্বারা হোম করিলে
সম্পত্তি হয় । প্রয়োগ সমাপ্তি পর্য্যন্ত ধাতের দ্বারা সহস্র হোমে মহতী লক্ষ্মী লাভ হয় । ৭

অনন্তর গণেশের প্রয়োগ কথিত হইতেছে । চতুঃচত্বারিংশৎ (৪৪) অধিক
চারি শত অর্থাৎ ৪৪৪ বার শুদ্ধ জলের দ্বারা তর্পণ করিলে অভীষ্ট ফল লাভ হয় ।
চতুর্থীতে নারিকেল সমূহের দ্বারা হোম শ্রীপ্রদ হয় । ৮

অনন্তর সূর্য্যের প্রয়োগ কথিত হইতেছে । রবিবার প্রভাতে মণ্ডল করিয়া যথাবিধি
সূর্য্যকে পূজা করিয়া, প ০ দেবতার অর্চনা করিয়া তাত্রপাত্রে ১ গ্রন্থ পরিমিত জল
রাখিয়া, সেই জলে কুঙ্কম, গোরোচনা, রাজী (রাই), রক্তচন্দন, শ্বেতচন্দন, বৈণব
(বংশলোচন), করবীর, জবা, শালিধান্য, কুশ, শ্যামা ও তণ্ডুল দিয়া, সেই অর্ঘ্যে অস্ত্রের
সহিত সূর্য্যকে পূজা করিয়া, অর্ঘ্যকে আচ্ছাদন করিয়া, অষ্টোত্তর শত (১০৮) বার
মন্ত্র জপ করিয়া পুনরায় পূজা করিয়া, জানুদ্বয় মাটিতে স্পর্শ করিয়া, মন্ত্রক পর্য্যন্ত
অর্ঘ্য উত্তোলন করিয়া, সূর্য্যকে দেখিতে দেখিতে সেই অর্ঘ্য দিবেন । তাহার পর
পুষ্পাঞ্জলি দিয়া অষ্টোত্তর শত মন্ত্র জপ করিবেন । এই কর্মের দ্বারা আয়ুঃ, আরোগ্য,
ধন, ধান্য, পুত্র, ক্ষেত্র, পুত্র, মিত্র, তেজঃ, বীর্য্য, কাস্তি, বিদ্যা ও বৈভব হইবে । ৯

অনন্তর রামের প্রয়োগ কথিত হইতেছে । মানব লক্ষ্মী (ঐশ্বর্য্য) লাভের জন্য
জাতিপুষ্প সমূহের দ্বারা হোম করিবেন । বিশ্বপুষ্পের দ্বারা হোমে লক্ষ্মীলাভ হয় । ১০

অথ শ্রীকৃষ্ণস্য । ব্রাহ্ম-মূহূর্ত্তে কৃষ্ণং ধ্যান্তা লক্ষং জপ্তা । ইষ্টসিদ্ধিং প্রাপ্নুয়াৎ ।
দুর্বা-তণ্ডুলাষ্টোত্তর-সহস্রহোমে শান্তিঃ ইত্যাদিঃ^১ । ১১

অথ দধিবামনস্য । সাজ্য-পায়স-সহস্র-হোমে শ্রীদধোদনেন দুর্গমোচনম্ । ১২
অথ মুসিংহস্য^২ । শ্রীফলকার্ঠাগ্নৌ লবঙ্গ-পুষ্পৈঃ সহস্র-হোমে শ্রীপ্রাপ্তিঃ । ১৩

বরাহে তু ভাদ্রমাসে শুক্লাষ্টম্যাং পঞ্চগব্যেষু শিলাং নিক্ষিপ্য স্পৃষ্ট্বাহযুতং
উত্তরামুখো জপেৎ । তস্য সৰ্বাপদো নশ্যতি । ১৪

অথ ভৈরব্যাঃ । মধুরাবিত-রক্তপদ্মৈর্লক্ষ-হোমে তদন্ধৈর্বা জগদ্ বশয়েৎ ।
ত্রিমধ্বৈকৈ রক্তোৎপলৈঃ^৩ রক্ত-করবীরৈর্বা বিশ্বং বশম্ । পলাশ-কুম্ভমৈর্বা ক-
সিদ্ধিঃ । কর্পূরাণ্ডকযুক্ত-গুগ্গলু-হোমে জ্ঞানং কবিত্বঞ্চ । ক্ষীরাক্তৈরমৃত-
খণ্ডৈর্হোমেহপমৃত্যুজয়ঃ ইত্যাদিঃ । ১৫

অথ সুন্দর্যাঃ । মালতী-মল্লিকা-জাতী-কুম্ভমৈর্মধু-মিশ্রিতৈঃ ।

অনন্তর শ্রীকৃষ্ণের প্রয়োগ কথিত হইতেছে । ব্রাহ্ম মূহূর্ত্তে শ্রীকৃষ্ণকে ধ্যান করিয়া
লক্ষ মন্ত্র জপ করিয়া ইষ্টসিদ্ধি লাভ করিবেন । দুর্বা ও তণ্ডুলের দ্বারা অষ্টোত্তর
সহস্র হোম হইলে শান্তি হয় । ১১

অনন্তর দধিবামনের প্রয়োগ কথিত হইতেছে । সাজ্য পায়সের দ্বারা সহস্র হোমে
শ্রী এবং দধিযুক্ত ওদনের দ্বারা হোমে দুর্গ হইতে মোচন হয় । ১২

অনন্তর মুসিংহের প্রয়োগ কথিত হইতেছে । শ্রীফল (বিল্ব) কাষ্ঠের অগ্নিতে
লবঙ্গ পুষ্পের দ্বারা সহস্র হোম হইলে শ্রী (ঐশ্বর্য) প্রাপ্ত হয় । ১৩

বরাহের প্রয়োগে কিন্তু ভাদ্র মাসে শুক্ল পক্ষের অষ্টমীতে পঞ্চগব্যে শিলা নিক্ষেপ
করিয়া তাহাকে স্পর্শ করিয়া উত্তরাভিমুখ হইয়া অযুত সংখ্যক মন্ত্র জপ করিবেন ।
তাহাতে সমস্ত আপদের নাশ হয় । ১৪

অনন্তর ভৈরবীর প্রয়োগ কথিত হইতেছে । মধুরাপ্নুত রক্ত পদ্মের দ্বারা লক্ষ
হোম হইলে অথবা তাহার অর্ধেক ৫০ হাজার হোম হইলে জগৎকে বশীভূত করিবেন ।
ত্রিমধুরের দ্বারা আপ্নুত রক্ত উৎপলের দ্বারা অথবা রক্ত করবীরের দ্বারা হোম হইলে
বিশ্ব বশীভূত হয় । পলাশ পুষ্পসমূহের দ্বারা হোম হইলে বাক্সিদ্ধি হয় । কর্পূর ও
অণ্ডক যুক্ত গুগ্গলুর দ্বারা হোম হইলে জ্ঞান ও কবিত্ব লাভ হয় । ক্ষীরাপ্নুত অমৃত
(শুদ্ধদধী) খণ্ডের দ্বারা হোম হইলে অপমৃত্যু জয় হয় । আরও ফল আছে । ১৫

অনন্তর সুন্দরীর প্রয়োগ কথিত হইতেছে । তন্ম্নে বলিয়াছেন—

ঘৃতপূর্ণৈর্হ্নেদ্ দেবি ! বাগীশত্ৱং প্রজায়তে ॥ ১৬

অথ ছিন্নমস্তায়া: । শ্রীফলানং পলাশানাং তথৈবোড়ুম্বরস্য চ ।

সর্বসিদ্ধি-প্রদো হোমঃ কৰ্ত্তব্যোহথ প্রযত্নতঃ ॥ ১৭

শতমষ্টোত্তরং হুত্বা জপং কুৰ্য্যাৎ ততঃ পরম্ ।

মালতী-কুম্ভমৈর্হোমঃ কৰ্ত্তব্যো মধু-সংযুতৈঃ ।

ঘৃতেন সহিতে বাপি বাগীশত্ৱ-প্রদায়কঃ ॥ ১৮

ছাগমাংসং সরক্তঞ্চ ঘৃতেন প্রাবিতং তথা ।

যো জুহুয়াৎ সদা দেবীং রাজা তস্য বশো ভবেৎ ।

শ্বেতেন করবীরেণ লক্ষ-হোমাচ্ছতং^১ জীবৈৎ ॥ ১৯

অথ তারা-শ্যাময়ো: । কালীতন্ত্রে—

কুলভগং^২ পুষ্পিতায়া দৃষ্ট্বা যো জপতে নরঃ ।

অযুতৈক-প্রমাণেন স তু বিদ্যানিধির্ভবেৎ ॥ ২০

সংস্কৃতাঃ প্রাকৃতাঃ শব্দা লৌকিকা বৈদিকান্তথা ।

বশমায়াস্তি তে সৰ্বে সাধকস্য চ নান্যথা ॥ ২১

হে দেবি ! ঘৃতপূর্ণ (ঘৃতাপ্লুত) মধুমিশ্রিত মালতী, মল্লিকা ও জাতী পুষ্পসমূহের দ্বারা হোম করিবেন । ইহাতে বাগীশত্ৱ (বাকপতিত্ব-বাগৈশ্বর্য) উৎপন্ন হইবে । ১৬

অনন্তর ছিন্নমস্তার প্রয়োগ কথিত হইতেছে । তন্ত্রে বলিয়াছেন—

অনন্তর যত্নপূর্বক শ্রীফল, পলাশ ও যজ্ঞ উড়ুম্বরের সমিধ দ্বারা হোম করিবেন ।
উহা সর্বসিদ্ধি প্রদ । ১৭

একশত আট হোম করিয়া জপ করিবেন । তাহার পর মধুসংযুত মালতী পুষ্প সমূহের দ্বারা হোম কর্ত্তব্য । ঘৃতসহিত উহার হোম বাগীশত্ৱের প্রদায়ক । ১৮

যে ব্যক্তি ঘৃতপ্রাবিত সরক্ত ছাগ মাংস হোম করিবে, তাহার নিকট রাজা সর্বদা বশ হইবেন । শ্বেত করবীরের লক্ষ হোমের দ্বারা শত বর্ষ জীবিত থাকিবেন । ১৯

অনন্তর তারা ও শ্যামার প্রয়োগ কথিত হইতেছে । কালীতন্ত্রে বলিয়াছেন—

যে মানব পুষ্পিতা নারীর কুলধোনি দেখিয়া এক অযুত পরিমাণ মন্ত্র জপ করেন, তিনি বিদ্যার নিধি (সাগর) হন । ২০

সংস্কৃত, প্রাকৃত, লৌকিক ও বৈদিক যে যে শব্দ আছে, সেই সমস্ত শব্দ সাধকের নিকট বশে আসে, ইহার অন্যথা হয় না । ২১

অথবা মুক্তকেশজ হবিত্ত্বুক্ত,। সুসংযতঃ ।

প্রজপেদযুতং প্রাজ্ঞ এতদেব ফলং লভেৎ ॥ ২২

নয়াং পরলভাং পশ্যন্নযুতং যন্তু সাধকঃ ।

প্রজপেৎ স ভবেচ্ছীঘ্রং বিদ্যায়া বদ্বভঃ স্বয়ম্ ॥ ২৩

তস্য দর্শনমাত্রেণ বাদিনঃ কুণ্ঠতাং গতাঃ ।

গত-পত-ময়ী বাণী সভায়াং তস্য জায়তে ॥ ২৪

তন্নায়া সুধিয়ঃ সর্বে প্রণমন্তি মুদাস্থিতাঃ ।

তস্য বাক্য-পরিচয়াজ্জড়া ভবন্তি বাগ্মিনঃ ॥ ২৫

বিদ্যা-কামেন হোতব্যং পদৈর্গন্ধু-সমম্বিতৈঃ ।

ধনকামেন হোতব্যং তিলাজ্য-মধুসংযুতম্ ॥ ২৬

বন্ধুক-পুষ্প-হোমেন দাসক কুরুতে নৃপম্ ।

সপির্লবণ-হোমেন সদা কর্ষতি কামিনীম্ ॥ ২৭

বকুলৈর্হোম-মাত্রেণ সৌভাগ্যং লভতে নরঃ ।

মল্লিকা-জাতি-পুন্নাগ-কদম্বৈঃ পুষ্টিমাপ্নুয়াৎ ॥ ২৮

অথবা প্রাজ্ঞ ব্যক্তি মুক্তকেশ ও সুসংযত হইয়া হবিঃ ভোজন করিয়া অযুত মন্ত্র জপ করিবেন । তাহাতে এই ফলই লাভ করিবেন । ২২

যে সাধক (লগ্না) পরলভাকে (পরস্ত্রীকে) দেখিতে দেখিতে অযুত সংখ্যক মন্ত্র জপ করে, সে স্বয়ং শীঘ্র বিদ্যার অধিপতি হয় । ২৩

তাহার দর্শনমাত্রে বাদিগণ কুণ্ঠিত হয় । সভায় তাহার গদ্য ও পদ্যময় বাক্য উৎপন্ন হয় । ২৪

তাহার নাম করিলে সুধীগণ হর্ষযুক্ত হইয়া প্রণাম করেন । তাহার বাক্যের পরিচয় হইতে বাগ্মিগণ জড় হইয়া যান । ২৫

বিদ্যাকামী ব্যক্তি মধুযুক্ত পদ্ম সমূহের দ্বারা হোম করিবেন । ধনকামী ব্যক্তি আদ্য ও মধু-সংযুক্ত তিলের দ্বারা হোম করিবেন । ২৬

বন্ধুক পুষ্পের হোমের দ্বারা নৃপকে দাস করে । দ্রুতযুক্ত লবণ হোমের দ্বারা কামিনীকে আকর্ষণ করে । ২৭

মানব বকুলের হোমমাত্রে দ্বারা সৌভাগ্য লাভ করে । মল্লিকা, জাতি, পুন্নাগ (নাগকেশর) ও কদম্ব পুষ্পের হোমে পুষ্টি লাভ করে । ২৮

ক্ষীরাজ্য-তগরৈহোমাদ্ মহতীং কবিতাং লভেৎ ।

চন্দনাগুরু-কাশ্মীর-কপূর-হোমতঃ পুনঃ ।

মন্ত্রী নীল-সরস্বত্যাঃ সর্বাভীষ্টমবাপ্নুয়াৎ ॥ ২৯

নীলসরস্বতীত্ব্যপলক্ষণম্ । কপূর-হোমতো মন্ত্রী সর্বাভীষ্টমবাপ্নুয়াৎ ।

সম্পূজ্য মূলমন্ত্রেণ বিশ্বপত্রেঘৃতাবিতৈঃ ।

সহস্রং প্রত্যহং হুত্বা প্রাপ্নোতি পরমাং গতিম্ ॥ ৩০

প্রতিদিনমিতি মণ্ডল-পর্য্যন্তম্ । তথা—

ঘৃতাক্ত-মালতী-পুষ্পহোমাদ্ দ্রুত-কবির্ভবেৎ^১ । ৩১

অথ তারায়াঃ । যথা তারাপ্রদীপে—

এবং সিদ্ধমহুর্মন্ত্রী প্রয়োগান্ সাধয়েৎ ততঃ ।

বিদ্যাকামেন হোতব্যং পদ্মৈর্মধুর-লোলিতৈঃ ॥ ৩২

ত্রিমধুরৈস্তিলৈর্হুত্বা ধনৈর্ধনপতির্ভবেৎ ।

বন্ধুক-পুষ্প-হোমেন দাসবৎ কুরুতে নৃপান্ ॥ ৩৩

মন্ত্রজ্ঞ সাধক ক্ষীর ও আজায়ুক্ত তগর পুষ্পের হোম দ্বারা মহাকবি হইতে লাভ করে । চন্দন, অগুরু, কাশ্মীর ও কপূর হোমের দ্বারা শ্রীনীল সরস্বতীর হোম হইতে সমস্ত অভীষ্ট লাভ করিতে পারে । ২৯

নীলসরস্বতী এই পদটি অগ্ন্যাগ্নি দেবতারও উপলক্ষণ ।

মন্ত্রজ্ঞ সাধক কপূর হোম হইতে সমস্ত অভীষ্ট লাভ করেন । মূল মন্ত্রের দ্বারা পূজা করিয়া ঘৃতাবিত বিশ্বপত্র সমূহের দ্বারা প্রত্যহ সহস্র হোম করিয়া পরম গতি লাভ করেন । ৩০

প্রতিদিন পদের অর্থ—মণ্ডল (৪৯) দিন পর্য্যন্ত প্রতিদিন । এইরূপ ঘৃতাক্ত মালতী পুষ্পের হোম হইতে দ্রুত কবি হয় । ৩১

অনন্তর তারার প্রয়োগ কথিত হইতেছে । যেমন তারাপ্রদীপে বলিয়াছেন—

মন্ত্রজ্ঞ সাধক এইরূপে মন্ত্রসিদ্ধ হইয়া তাহার পর প্রয়োগ সাধন করিবেন । বিদ্যাকামী ব্যক্তি মধুরাশ্বত পদ্মসমূহের দ্বারা হোম করিবেন । ৩২

ত্রিমধুরাশ্বত তিলের দ্বারা হোম করিয়া ধনে ধনপতি হইবেন । বন্ধুক পুষ্প দ্বারা হোম হইতে নৃপতিগণকে দাসবৎ করে । ৩৩

সর্পির্লবণ-হোমেন সমাকর্ষতি কামিনীম্ ।
 পুষ্পৈশ্চ বকুলৈর্ছ'ভা সৌভাগ্যং বিপুলং লভেৎ ॥ ৩৪
 মল্লিকা-জাতি-পুন্নাগ-কদম্বৈঃ পুষ্টিমাপ্নুয়াৎ ।
 রাজবৃক্ষস্ত পুষ্পেণ বিপুলঞ্চ শ্রিয়ং লভেৎ ॥ ৩৫
 ছ'র্বা-হোমেন দীর্ঘায়ুর্ভবেনু মন্ত্রী নিরাময়ঃ ।
 ক্ষীরাক্ত-তগরৈর্হোমানু মহতীং কবিতাং লভেৎ ॥ ৩৬
 চন্দনাগুরু-কাশ্মীর-কপূ'রৈর্হোমতঃ পুনঃ ।
 প্রত্যেক-দ্রব্য-হোমেন সর্বসিদ্ধিমবাপ্নুয়াৎ ॥ ৩৭
 বিশ্বপত্র-সহস্রৈশ্চ যদি বর্ষং দিনে দিনে ।
 পরমাং গতিমাপ্নোতি দেবানামপি দুর্লভাম্ ।
 মালতী-কুমুদৈর্হোমাং কবিতাং লভতে ধ্রুবম্ ॥ ৩৮

অত্র কাল্যুক্ত-প্রকারোহপি বোধ্যঃ, দ্বয়োরাচারাবিশেষাং । অথ যত্র
 যত্র হোম-সংখ্যা নোক্তা, তত্রাহযুতহোমঃ । যথা —

সর্বশ্চৈব তু হোমস্য নিয়মোহযুতসংখ্যকঃ । ৩৯

সর্পিযুক্ত লবণ হোমের দ্বারা কামিনীগণকে আকর্ষণ করে । বকুল পুষ্পের দ্বারা
 হোম করিয়া বিপুল সৌভাগ্য লাভ করে । ৩৪

মল্লিকা, জাতী, পুন্নাগ ও কদম্ব পুষ্পের হোমে পুষ্টিলাভ করে । রাজবৃক্ষের
 পুষ্পের দ্বারা হোমে বিপুল ঐশ্বর্য লাভ করে । ৩৫

মন্ত্রজ্ঞ সাধক দূর্বাহোমের দ্বারা নিরাময় হইয়া দীর্ঘায়ু লাভ করে । ক্ষীরাপ্ত
 তগর পুষ্পের হোমের দ্বারা মহাকবিত্ব লাভ করে । ৩৬

পুনরায় চন্দন, অগুরু, কাশ্মীর ও কপূ'র দ্বারা হোমে কবিত্ব লাভ করে । উহাদের
 প্রত্যেক দ্রব্যের হোমে সর্বসিদ্ধি লাভ করে । ৩৭

যদি এক বর্ষ যাবৎ দিনে দিনে (প্রতি দিন) বিাপত্র সহস্রের দ্বারা হোম করে,
 তাহা হইলে দেবগণের দুর্লভ পরম গতি লাভ করে । মালতী পুষ্পসমূহের হোমের
 দ্বারা নিশ্চয়ই কবিত্ব লাভ করে । ৩৮

কালী ও তারার আচারের (অনুষ্ঠানের) বিশেষ না থাকায় এস্থলে কালী
 প্রকরণোক্ত প্রকারও জ্ঞাতব্য । এস্থলে যেখানে যেখানে হোমের সংখ্যা উক্ত হয় নাই,
 সেস্থলে অযুত সংখ্যক হোমই হইবে । যেমন বলিয়াছেন—(প্রয়োগে হোম সংখ্যাক
 উল্লেখ না থাকিলে) সমস্ত হোমের স্থলে অযুত সংখ্যক হোম করাই নিয়ম । ৩৯

তদ্বাস্তরে—যত্র জাপে চ হোমে চ সংখ্যা নোক্তা মনীষিভিঃ ।

তত্রৈব গণনা প্রোক্তা গজাস্তক-সহস্রকম্ ॥ ৪০ ॥ ইতি

তথাচ অমৃতম্ অষ্টোত্তর-সহস্রং বা হোমঃ । ইতি প্রয়োগ-বিধানং
কিঞ্চিদ্ধৃতম্ । বিস্তরত্বত্ব-দ্রষ্টব্যঃ । ৪১

অথ তর্পণম্

মৎস্যসূক্তে—মধুনা তর্পণং কুর্য্যাৎ সর্বকাম-প্রপূরকম্ ।

মন্ত্রসিদ্ধি-করং সাক্ষান্ মহাপাতক-নাশনম্ ॥ ৪২

নীলতন্ত্রে—কর্পুর-মিশ্রিতৈস্তোত্রৈর্মাসমাত্রং হি তর্পয়েৎ ।

বশীকৃত্য নৃপান্ সর্বান্ ভোগী স্মাদ্ যাবদায়ুষম্ ॥ ৪৩

ঘৃতেঃ পূর্ণায়ুষঃ সিদ্ধ্যৈ^১ ছৈকৈরারোগ্য-সিদ্ধয়ে ।

অগুরুমিশ্রিতৈস্তোত্রৈঃ সর্বকালং সুখী ভবেৎ ॥ ৪৪

নারিকেলোদকৈর্মিশ্রৈস্তোত্রৈঃ সর্বার্থ-সিদ্ধয়ে ।

মরিচ-মিশ্রিতৈস্তোত্রৈস্তথা শত্রুন্ বিনাশয়েৎ ॥ ৪৫

তদ্বাস্তরে এই বলিয়াছেন—যে স্থলে জপে ও হোমে মনীষিগণ কর্তৃক সংখ্যা উক্ত
হয় নাই, সেস্থলে গজাস্তক (দশ) সহস্র গণনা (সংখ্যা) উক্ত হইয়াছে । ৪০

মৃতরাং অমৃত অথবা অষ্টোত্তর সহস্র (১০০৮) হোম কর্তব্য । এই প্রকারে
প্রয়োগের বিধান যৎকিঞ্চিৎ কথিত হইল । ইহার বিস্তর শারদা তিলক প্রভৃতি
অষ্টাশ্র গ্রন্থে দ্রষ্টব্য । ৪১

অনন্তর তর্পণ কথিত হইতেছে । মৎস্য সূক্তে বলিয়াছেন—মধু দ্বারা তর্পণ করিবে ।
উহা সর্বকাম প্রপূরক, মন্ত্রসিদ্ধিকর ও সাক্ষাৎ মহাপাপের নাশক । ৪২

নীলতন্ত্রে এই বলিয়াছেন—কর্পুর মিশ্রিত জলের দ্বারা একমাসমাত্র যাবৎ তর্পণ
করিবে । উহা দ্বারা সমস্ত নৃপতিকে বশ করিয়া আয়ুষ্কাল যাবৎ ভোগী
হইবে । ৪৩

পূর্ণ আয়ুর সিদ্ধির জন্য ঘৃতের দ্বারা এবং আরোগ্য সিদ্ধির জন্য ছৈকৈর দ্বারা তর্পণ
করিবে । অগুরু মিশ্রিত জলের দ্বারা তর্পণ করিলে সর্বকালে সুখী হয় । ৪৪

সমস্ত অর্থের সিদ্ধির নিমিত্ত নারিকেল জল মিশ্রিত জলের দ্বারা তর্পণ করিবে ।
সেইরূপ মরিচ মিশ্রিত জলের দ্বারা তর্পণ শত্রুগণকে বিনাশ করে । ৪৫

কেবলৈরুক্ষতোয়ৈশ্চ শত্রুমুচ্চাটয়েৎ কণাৎ ।

জরাবিষ্টো ভবেৎ তেন হৃক্ষ-সেকাৎ শমং নয়েৎ ॥ ৪৬

সিদ্ধুসারস্বভে—শতাভিজপ্ত-মাত্রেণ রোচনা-ভিলকং নরঃ ।

কুড়া পশ্যতি যং মন্ত্রী তং কুর্যাদ্ দাসবৎ সুধীঃ ॥ ৪৭

কেংকারীয়ে— উপচার-বিশেষেণ রাজপত্নীং^১ বশং নয়েৎ ।

রাজানং জপ-মাত্রেণ বলিনা সকলং জগৎ ॥ ৪৮

উপচার-বিশেষেণ মত্যাদিনেত্যধিকারি-ভেদাদ্ বোধ্যম্ । জপমাত্রেণেতি

পূজা-বহির্ভাবেনেত্যর্থঃ । বলিজবাস্ত মংস্ত সূক্তে (৪৯)—

রস্তা-জাতী-বীজপূরং সুগন্ধি-পরিমিশ্রিতঃ ।

মিশ্রীকৃত্য বলিং দত্তাদষ্টম্যাঞ্চ বিশেষতঃ ॥ ৫০

বলিমন্ত্রস্ত—প্রণবং পূর্বমুচ্চার্য উগ্রতারে ততঃ পরম্ ।

বিকটদষ্ট্রে ! মোহয়-পদ-দ্বন্দ্বং সমুচ্চরেৎ ।

মারয় খাদয় শত্রুন্ পচ-দ্বয়ং বদেৎ ততঃ ॥ ৫১

কেবল উক্ষ জলের দ্বারা তর্পণ কণমাত্রেই শত্রুকে উচ্চাটন করে । সেই তর্পণ দ্বারা শত্রু জরাবিষ্ট হয়, হৃক্ষ সেচনের দ্বারা জরের শান্তি হয় । ৪৬

সিদ্ধু-সারস্বভে বলিয়াছেন—রোচনা দ্বারা ভিলক করিয়া শত বার জপমাত্র দ্বারা মন্ত্রস্ত সুধী সাধক যাহাকে দর্শন করে, তাহাকে দাসবৎ করে । ৪৭

কেংকারীর তত্ত্বে বলিয়াছেন—উপচার বিশেষের (মত্যাদি) দ্বারা তর্পণ রাজ-পত্নীগণকে বশ করে । জপমাত্রের দ্বারা রাজাকে বশ করে । বলি দ্বারা সকল জগৎকে বশ করে । ৪৮

উপচার বিশেষের দ্বারা—মত্যাদি দ্বারা । ইহা অধিকারী ভেদে জানিবেন । জপমাত্রের দ্বারা ইহার অর্থ—পূজা বহির্ভূত জপমাত্রের দ্বারা । বলি দ্রব্য মংস্ত সূক্তে বলিয়াছেন (৪৯)—

সুগন্ধি পরিমিশ্রিত রস্তা, জাতী, বীজপূরকে মিশ্রিত করিয়া বলি দিবেন । বিশেষতঃ অষ্টমীতে ঐ বলি দিবেন । ৫০

বলির মন্ত্র হইতেছে—পূর্বে প্রথমে প্রণব উচ্চারণ করিয়া ‘উগ্রতারে’ তাহার পর ‘বিকট দ্রংষ্ট্রে’ ও ‘মোহয় মোহয়’ পদ দুইটি উচ্চারণ করিবেন । তাহার পর মারয় খাদয় শত্রুন্ ও দুইটি পচ অর্থাৎ ‘পচ পচ’ বলিবেন । ৫১

যে মাং হিংসিতুমুদত। যোগিনীচক্রে তান্ হারয় হুঁ ফট্ স্বাহা । পরাবিদ্যা-
মাকর্ষয় ক্রটদ্বয়ং কপালে গুরু গুরু বলিং স্বাহেতি । অয়ং মন্ত্রস্তারা-বিষয়ে ।
কাল্যাদৌ তু তৎ-পটলোক্ত-বলিমন্ত্রো বোদ্ধব্যঃ । ৫২

অথ নিগ্রহোপায়ঃ^১ । তৎ মারণম্ । ফেৎকারীয়ে—

নরাস্থনি লিখেন্ মন্ত্রং ক্ষারযুক্ত^২-হরিদ্রয়া ।

সহস্রং পরিসংজপ্য নিশায়াং শনি-বাসরে ।

নিষ্কিপ্যাতে যশ্চ গৃহে মৃত্যুস্তস্য দ্বিমাসতঃ ॥ ৫৩

ক্ষেত্রে তু শস্য-হানিঃ স্যাজ্ জবহানিস্তরঙ্গমে^৩ ।

ধনহানির্ধনাগারে গ্রাম-মধ্যে তু তৎ-ক্ষয়ঃ ॥ ৫৪

নরাস্থনি—মৃত-কীকশে । মন্ত্রং স্থায়ম্^৪ । ক্ষারস্ত শ্যেনবিট্-যুক্তং বিট্-

যে মাং হিংসিতুমুদত। যোগিনীচক্রে তান্ হারয় হুঁ ফট্ স্বাহা । পরাবিদ্যামাকর্ষয়
৫৩ ক্রট ক্রট কপালে গুরু গুরু বলিং স্বাহা—বলিবেন । তাহাতে এই মন্ত্র হইবে—

ও উগ্রতারে বিকট-দ্রংষ্ট্রে মোহয় মোহয় মারয় খাদয় শক্রন্ পচ পচ । যে মাং
হিংসিতুমুদত। যোগিনী-চক্রে তান্ হারয় হুঁ ফট্ স্বাহা । পরাবিদ্যামাকর্ষয় ক্রট ক্রট
কপালে গুরু গুরু বলিং স্বাহা । ৫২

এই মন্ত্রটি তারাবিষয়ে । কালী প্রভৃতি বিষয়ে কিন্তু সেই সেই পটলোক্ত
বলিমন্ত্রই বলির মন্ত্র বুঝিতে হইবে ।

অনন্তর নিগ্রহের উপায় কথিত হইতেছে । নিগ্রহ হইতেছে মারণ । ফেৎকারীর
স্তম্ভে বলিয়াছেন—নরের অস্থিতে ক্ষারযুক্ত হরিদ্রা দ্বারা মন্ত্র লিখিবেন । শনিবার
রাতিতে এক সহস্র জপ করিয়া স্বাহার গৃহে নিক্ষেপ করিবেন, তাহার দুই মাসের
মধ্যে মৃত্যু হইবে । ৫৩

উহা ক্ষেত্রে নিক্ষেপ করিলে শস্য হানি হইবে । তুরঙ্গমে (অশ্বশালায়) নিক্ষেপ
করিলে অশ্বের জব (গতিবেগ) হানি হয় । ধনাগারে নিক্ষেপ করিলে ধন হানি হয় ।
গ্রাম মধ্যে নিক্ষেপ করিলে সেই গ্রামের ক্ষয় হয় । ৫৪

নরাস্থিতে—মৃত ব্যক্তির অস্থিতে । মন্ত্র—নিজের ইষ্টদেবের মন্ত্র । ক্ষার কিন্তু

১। খ—নিগ্রহোপায়ঃ । বীরভক্তে—অশ্বশালায়াদির মন্ডলে বাসরে নিশি । কৃষ্ণবস্ত্রেণ
সংবেষ্ট্য বস্ত্রীয়াৎ রক্ততন্ত্রনা । শতভির্মন্ত্রিতং কৃত্বা নিষ্কিপেদ্ বেরি-বেশ্মান । সপ্তাহান্তান্তরে তন্ত
চোচ্চটনমিদং মহৎ । ফেৎকারীয়ে—ইতি পাঠঃ । ২। ক+খ—ক্ষারযুক্তং হরিদ্রয়া । ৩। ক—
জবহানিস্তরঙ্গমে । ৪। খ—নরাস্থনীত্যাদি-বীরমিত্যন্ত-পাঠো নাস্তি ।

লবণম্ । লিখেন্ মন্ত্রমিতি মন্ত্রং লিখিত্বা^১ হ্রস্বলিখাধোগতরেক-মধ্যে যস্য^২ যো
মন্ত্রস্তদীয়-লজ্জা-বীজস্থ-রেকমধ্যে অমুকং মারয় মারয়েত্যাদি-সাধ্যসহিত-
মিত্যর্থঃ । অথবা সাধ্যং লিখিত্বা তদন্তে মন্ত্রং লিখেৎ । সহস্রং পরি-
সংজপোতি । অমুকং মারয় ইত্যন্তস্য মন্ত্রস্য জপঃ । বিদ্বেষে তু অমুকা-
মুকয়োর্দ্বৈষং কুরু ইত্যাস্যন্তে মন্ত্রমুচ্চার্য সহস্রং জপেদिति । ৫১

অথাকর্ষণম্ । ভূতডামরে—শ্রীবীজং মান্মথং বীজং লজ্জা-বীজং সমুদ্বরেৎ ।

প্রথমং প্রণবং দত্ত্বা ত্রিপুরাদেবি ! পদং ততঃ ॥ ৫৬

অমুকীতি পদ-দ্বন্দ্বমাকর্ষণ-পদ-দ্বয়ম্ ।

স্বাহান্তং মন্ত্রমুদ্বৃত্য জপেদ্ দশ-সহস্রকম্ ॥ ৫৭

ষট্ কোণঞ্চ সমালিখ্য রক্তচন্দন-কুকুমৈঃ ।

ষড়ঙ্গং কারয়েন্ মন্ত্রী লজ্জাবীজ-সমন্বিতম্ ।

ষড়্ দীর্ঘ-ভাক্-স্বরেণৈব নাদবিন্দু-বিভূষিতম্ ॥ ৫৮

শ্রেনবিষ্ঠা যুক্ত বিট্-লবণ । লিখেন্ মন্ত্রম্ এই কথার অর্থ—মন্ত্র লিখিয়া হ্রস্বলিখা
(হ্রীং) রেকের মধ্যে অর্থাৎ যাহার যে মন্ত্র, তাহার লজ্জা বীজের (হ্রীংকারের)
রেক মধ্যে অমুকং মারয় মারয় ইত্যাদি সাধ্য সহিত । অথবা সাধ্য লিখিয়া তদন্তে
মন্ত্র লিখিবেন । সহস্রং পরিজপ্য, ইহার অর্থ—অমুকং মারয় মারয় ইত্যন্ত মন্ত্রের
জপ করিয়া । বিদ্বেষে কিন্তু অমুকামুকয়োর্দ্বৈষং কুরু—ইহার অন্তে মূল মন্ত্র উচ্চারণ
করিয়া সহস্র সংখ্যক জপ করিবেন । ৫৫

অনন্তর আকর্ষণ কথিত হইতেছে । ভূতডামর তন্ত্রে বলিঃছেন—

শ্রীবীজ (শ্রীং) মান্মথ বীজ (ক্লীং), লজ্জাবীজ (হ্রীং) উদ্বার করিবেন । প্রথমে
প্রণব দিয়া ‘ত্রিপুরা দেবি’ ! পদ, তাহার পর ‘অমুকীং অমুকীং’ এই দুইটি পদ ও
আকর্ষণ আকর্ষণ এই দুইটি পদ ও অন্তে স্বাহা—এইরূপ স্বাহান্ত মন্ত্র উদ্বার করিয়া
দশ সহস্র জপ করিবে । তাহাতে মন্ত্রটি হইবে—ওঁ শ্রীং ক্লীং হ্রীং ত্রিপুরা দেবি ।
অমুকীমাকর্ষণ অমুকীমাকর্ষণ স্বাহা । (অমুকী স্থলে আকর্ষণীয়া নারীর নাম
উচ্চার্য) । ৫৬-৫৭

রক্তচন্দন ও কুকুমের দ্বারা একটি ষট্ কোণ লিখিয়া মন্ত্রজ সাধক লজ্জাবীজ
(হ্রীং) যুক্ত ছয়টি দীর্ঘ স্বরের সহিত নাদ বিন্দু বিভূষিত ষড়ঙ্গ করাইবেন । ৫৮

১ । খ—লিখেনিত্যাди-লিখিত্তেত্যন্ত-পাঠো নাস্তি । ২ । খ—লবণমিত্যানন্তরং হ্রস্বলিখাধোগত-
রেকমধ্যে অমুকামুকয়োর্মহদ্বৈষং কুরু ইতি । তদ্বৃত্তং—যেষে তু বিলিখেন্ মন্ত্রং প্রেত-কর্ণটকে সৃণুঃ ।
যেষেযেযকয়োর্গায়া তয়োর্দ্বৈষো মহান্ ভবেৎ । লিখেন মন্ত্রমিতি মন্ত্রং লিখিত্বা হ্রস্বলিখাধোগত-
মারয় মারয়েত্যাদি সাধ্যসহিতমিত্যর্থঃ । অথবা সাধ্যমিত্যাди পাঠঃ ।

রক্তপুষ্পাক্ত-ধূপ-নৈবেদ্যৈঃ পরিপূজ্যতাম্ ।

ভাবয়ন্ চেতসা দেবীং ত্রিনেত্রাং চন্দ্রশেখরাম্ ॥ ৫৯

বালার্ক-কিরণ-প্রখ্যাং সিন্দুরারুণ-বিগ্রহাম্ ।

পদ্মঞ্চ দক্ষিণে পানৌ জপমালাঞ্চ বামকে ॥ ৬০

মন্ত্রস্যাস্য প্রসাদেন রক্তামপি তথোর্বশীম্ ।

আকর্ষয়েন্ন সন্দেহঃ কিং পুনর্মামুষীমিহ ॥ ৬১

অমুকীতি আকর্ষয়েতি সম্বন্ধাং দ্বিতীয়াস্তামিত্যর্থঃ^১ ।

অথবা— ভূর্জপত্রে সমালিখ্য কুঙ্কুমালক্ত-বারিণা ।

কাশ্মীরাগুরু-কস্তুরী-রোচনা-মিলিতেন তু ।

অনামা-রক্ত-মিশ্রণ কামলাক্ষী-মন্ত্ৰং ততঃ ॥ ৬২

ওঁ হ্রীং শ্রীং কামলাক্ষি অমুকীং আকর্ষয় আকর্ষয় হুং ফট্ ।

ইমং মন্ত্ৰং জপেদাদৌ সহস্রৈশ্চকং ততঃ পুনঃ ।

তদ্ভূর্জপত্রমাদায় গুলিকাং কারয়েৎ সুধীঃ ॥ ৬৩

তেনৈব সাধ্য-পাদোখ-মৃত্তিকা-পঙ্ক-বেষ্টিতম্ ।

শোষিতং তেজসা ভানোর্বেষ্টয়েৎ ত্রিকটুকৈঃ পুনঃ ॥ ৬৪

রক্তপুষ্প, অক্ষত, ধূপ ও নৈবেদ্যের দ্বারা ত্রিনেত্রা, চন্দ্র-শেখরা, বালার্ক-কিরণের তুল্যা সিন্দূরের দ্বায় অরুণ বর্ণ দেহ-ধারণী, দক্ষিণ হস্তে পদ্ম ও বামহস্তে জপমালা-ধারণী দেবীকে মনে মনে ভাবনা করিতে করিতে সম্যকরূপে পূজা করিবে । ৫৯-৬০

এই মন্ত্ৰের প্রসাদে রক্তা তথা উবশীকেও আকর্ষণ করিতে পারিবে, সন্দেহ নাই । ইহলোকে মানবীকে যে আকর্ষণ করিবে, ইহাতে বক্তব্য কি ? অর্থাৎ কোনই বক্তব্য নাই । ৬১

অমুকী এই পদটির আকর্ষণ এই পদের সহিত সম্বন্ধ ও উহা দ্বিতীয়া বিভক্তি অন্ত—এই অর্থ অর্থাৎ অমুকীং আকর্ষণ অমুকীং আকর্ষণ এই পদ দ্বয় ।

অথবা ভূর্জপত্রে কাশ্মীর, অগুরু, কস্তুরী ও গোরোচনা মিলিত (মিশ্রিত) অনামার রক্তের দ্বারা মিশ্রিত কুঙ্কম ও অলক্ত (আলতা) জলের দ্বারা কামলাক্ষী মন্ত্ৰ লিখিয়া ওঁ হ্রীং শ্রীং কামলাক্ষি অমুকীং আকর্ষয় আকর্ষয় হুং ফট্ এই কামলাক্ষী মন্ত্ৰ । এই মন্ত্ৰ প্রথমে এক সহস্র জপ করিবে । তাহার পর সাধক সেই ভূর্জপত্রকে লইয়া গুলিকা করাইবেন । ৬২-৬৩

সেই মন্ত্ৰের দ্বারাই সাধকের পাদোখিত মৃত্তিকার পঙ্কের দ্বারা সেই ভূর্জপত্রকে

প্রতিমাং ত্রীনিভাং কৃতা তস্যাঃ ক্রিপেং তথোদরে ।

গুলিকাং পাতয়েং পাত্রে প্রতিমাং সাধ্য-রূপিণীম্ ॥ ৬৫

তদাশাভিমুখো ভূতা নির্জনে নিশি সাধকঃ ।

যাবদ্ গচ্ছতি চিত্তঞ্চ তাবদ্ রূপং জপেন্ মহুম্ ।

যাবদায়াতি সংব্রুতা মদনালস-বিগ্রহা ॥ সাধ্যরূপিণীমভীষ্ট-স্ত্রীময়ীম্^১ । ৬৬

অথ বশীকরণম্ । তত্র চামুণ্ডামন্ত্রঃ । ওঁ চামুণ্ডে জয় চামুণ্ডে মোহয়

বশমানয়ামৃকং স্বাহা^২ । ৬৭

ধ্যানম্— দংষ্ট্রা-কোটি-বিশকটা সুবদনা সান্দ্ৰাক্ষকারোথিতা

খট্বাক্সাসি-নিগূঢ়-দক্ষিণ-করা বামে চ পাশং শিরঃ ।

শ্যামা পিঙ্গল-মূৰ্দ্ধজা ভয়ঙ্করী শাদূল-চর্মাবৃত্তা

চামুণ্ডা শববাহিনী জপ-বিধৌ ধ্যেয়া সদা সাধকৈঃ ॥ ৬৮

ইতি ধ্যানা লক্ষং জপ্ত্বা কিংতুক-পুষ্পৈর্দশাংশং জুহুয়াং । ৬৯

বেষ্টিত ও সূর্য্যতাপে শুষ্ক করিবেন । পুনরায় ত্রিকটুকের (তঁঠ, পিণ্ডুল, মরিচের) দ্বারা বেষ্টিত করিবে । ৬৪

সাধ্য স্ত্রীর স্থায় এক প্রতিমা নির্মাণ করিয়া সেই গুলিকার উদরে নিক্ষেপ করিবে । গুলিকা ও সাধ্যরূপিণী প্রতিমাকে পাত্রে পাত্তিত (স্থাপিত) করিবে । তখন সাধক নির্জন দেশে রাত্রিতে সেই শক্তির দিকে মুখ করিয়া যে পর্য্যন্ত চিত্ত সেই রূপের প্রতি গমন করে অর্থাৎ যে পর্য্যন্ত সেই রূপ ধারণ করিয়া রাখে, অন্য বিষয়ে গমন না করে অর্থাৎ ঐরূপে চিত্ত স্থির করিয়া যে পর্য্যন্ত মদনে অলস-দেহা সেই অভীষ্টা স্ত্রী না আসে, সেই পর্য্যন্ত মন্ত্র জপ করিবে । সাধ্যরূপিণী—অভীষ্ট স্ত্রীময়ী অর্থাৎ যে স্ত্রীলোককে আকর্ষণ করিতে চাহেন, তন্ময়ী । ৬৫-৬৬

অনন্তর বশীকরণ কথিত হইতেছে । সেই বশীকরণে চামুণ্ডা মন্ত্র হইতেছে—
ওঁ চামুণ্ডে ! জয় চামুণ্ডে ! মোহয় বশমানয়ামৃকং স্বাহা । ৬৭

ধ্যানের অর্থ হইতেছে—দংষ্ট্রা কোটিতে বিশাল বদনা, সুবদনা, ঘন অঙ্ককার হট্টতে উথিতা, খট্বাক্স ও অসিতে আচ্ছাদিত দক্ষিণকরা, বামকরে পাশ ও যুগধারিণী, শ্যামবর্ণা, পিঙ্গলকেশা, ভয়ঙ্করী, ব্যাঘ্রচর্মাবৃত্তা শববাহিনী চামুণ্ডা জপবিধিতে সাধকগণ কর্তৃক সর্বদা ধ্যেয়া । ৬৮

এই প্রকারে ধ্যান করিয়া লক্ষ মন্ত্র জপ করিয়া কিংতুক পুষ্পের দ্বারা অপেক্ষ দশাংশ হোম করিবে । ৬৯

অথ বিদেষণম্

দেষে তু বিলিখেন্ মন্ত্ৰং প্রেত-কৰ্পটকে সুধীঃ ।

দেষ্য-দেষকয়োৰ্নান্না তদোদেষো মহান্ ভবেৎ ॥ ৭০

বিলিখেন্মন্ত্ৰমিতি^১ । মন্ত্ৰং লিখিত্বা তদীয়-মায়াবীজাধোগত-রেফ-মধ্যে অমুকামুকয়োর্মহাদেষঃ কুরু ইতি মারণোক্ত-দ্রব্যেণ লিখেৎ । অথবা অমুকামুকয়োদেষঃ কুরু ইতি সাধ্যং লিখিত্বা তদন্তে মন্ত্ৰং লিখেৎ । এবং অমুকামুকয়োদেষঃ কুরু ইত্যন্তান্তে মন্ত্ৰমুচ্চাৰ্য্য সহস্রং জপেৎ । কৰ্পটক-মস্থি, পূৰ্বেক-বাক্যত্বাৎ । ৭১

তন্ত্ৰে— অন্যান্য-সমসংরক্তাৎ যোষিতৌ সমরে বয়ৌ ।

তদীয়-নখরোডডীন-ধূলিমাদায় সাধকঃ ॥ ৭২

ধূলিনা তেন বিদেষস্তাডিনাদভিজায়তে ।

পরস্পরং রিপোর্বৈরং মিত্রেণ সহ নিশ্চিতম্ ॥ ৭৩

বয়ৌ^২ পক্ষিণৌ । তয়োৰ্নখরোডডীন-ধূলিভিত্তাদিনাদ বিদেষো ভবতি ।

তাড়িতম্মোরিতি বাক্যার্থঃ অত্র বয়ঃশব্দো অদন্ত এব নির্দিষ্টঃ^৩ । ৭২

অনন্তর বিদেষণ কথিত হইতেছে। তন্ত্ৰে বলিয়াছেন—সুধী সাধক বিদেষে প্রেতের কৰ্পটকে দেষ্য ও দেষকের নামের সহিত মন্ত্ৰ লিখিবেন। তাহাদের মধ্যে মহাদেষ হইবে। ৭০

বিলিখেন্ মন্ত্ৰং ইহার অর্থ—মন্ত্ৰ লিখিয়া সেই মন্ত্ৰের অন্তর্গত মায়াবীজের (হ্রীংকারের) অধোগত রেফের মধ্যে অমুকামুকয়োর্মহাদেষঃ কুরু এই মন্ত্ৰটি মারণোক্ত দ্রব্যের দ্বারা লিখিবেন। অথবা অমুকামুকয়োদেষঃ কুরু এই সাধ্য লিখিয়া তাহার অন্তে মন্ত্ৰ লিখিবেন। এইরূপে অমুকামুকয়োদেষঃ কুরু ইহার অন্তে মন্ত্ৰ উচ্চারণ করিয়া সহস্র জপ করিবেন। পূর্বের সহিত একবাক্যতা নিবন্ধন এখানে কৰ্পটক—অস্থি । ৭১

তন্ত্ৰে বলিয়াছেন—তাইটি পক্ষী পরস্পরের যুদ্ধারম্ভে জুড় হইয়া নখে ধূলি উড়াইয়া থাকে। সাধক সেই দুই পক্ষীর নখরে উডডীন ধূলি লইয়া সেই ধূলি দ্বারা বিদেষণীয় ব্যক্তিদ্বয়কে আঘাত করিলে তাহাদের পরস্পরের মধ্যে বিদেষ জন্মে। মিত্রের সহিত রিপূর পরস্পর বৈর নিশ্চয়ই জন্মে । ৭২-৭৩

বয়ঃ—পক্ষী। তাহাদের নখে উডডীন ধূলির আঘাত হইতে বিদেষ জন্মে। ধূলি

১। খ—বিলিখেন্মন্ত্ৰমিতি। পূৰ্বেকবাক্যত্বাৎ তন্ত্ৰে ইত্যন্তঃ পাঠো নাস্তি । ২। খ—সমসংরক্ত-যোষিতৌ যৌ বয়ৌ । ৩। খ—তদোদেষিত্যাঙ্গি—নির্দিষ্ট ইত্যন্তঃ পাঠো নাস্তি ।

তথা— মহিষাশ্ব-পূরীষাভ্যাং গোমূত্রেণ সমালিখেৎ ।

যয়োনিম তয়োঃ শীঘ্রং বিদ্বেষচ্চ পরম্পরম্ ॥ ৭৫

রক্তেন মহিষাশ্বেন শ্মশানে বস্ত্রকে লিখেৎ ।

যস্য নাম ভবেৎ তস্য বিদ্বেষচ্চ পরম্পরম্ ॥ ৭৬

অথবা ষট্-কোণ-চক্র-মধ্যে ওঁ নমো মহাভৈরবায় শ্মশান-বাসিনে অমুকা-মুকয়োবিদ্বেষং কুরু কুরু হুঁ ফট্ । এতন্মন্ত্রলিখনে বিদ্বেষো ভবতি । তত্রৈব—

অন্য-যোগমহং বক্ষ্যে দুর্লভং বসুধা-তলে ।

জ্ঞানমাত্রেণ শত্রুগাং বিদ্বেষো জায়তে ধ্রুবম্ ॥ ৭৭

ওঁ নমো ভগবতি ! শ্মশান-কালিকে ! অমুকং বিদ্বেষয় বিদ্বেষয় হন হন পচ পচ মথ মথ হুঁ ফট্ স্বাহা । ৭৮

অমুনা মন্ত্র-রাজেন হোময়েৎ প্রয়তঃ সুধীঃ ।

বহ্নিকুণ্ডে নিম্বপত্রেণ কটুতৈলাদ্বিতেন চ ॥ ৭৯

প্রজ্বাল্য খাদিরং বহ্নিং শ্মশানজং ততঃ পুনঃ ।

দশ-সাহস্র-সংযুক্তং তিল-যবাক্রতাদ্বিতম্ ॥ ৮০

দ্বারা তাড়িত ব্যক্তিদ্বয়ের বিদ্বেষ জন্মে, এইটি বাক্যার্থ । এখানে বয় শব্দ অকারান্ত নির্দিষ্ট হইয়াছে । ৭৪

এইরূপ আরও বলিয়াছেন—মহিষ ও অশ্বের বিষ্ঠার সহিত গোমূত্রের দ্বারা যে দুই জনের নাম সম্যকভাবে লিখিবে, তাহাদের পরস্পরের শীঘ্র বিদ্বেষ জন্মে । ৭৫

মহিষ ও অশ্বের রক্ত দ্বারা শ্মশানের বস্ত্রে তাহাদের নাম লিখিবেন, তাহাদের পরস্পরের বিদ্বেষ জন্মে । ৭৬

অথবা ষট্-কোণ চক্র মধ্যে ওঁ নমো মহাভৈরবায় শ্মশানবাসিনে অমুকামুকয়ো-বিদ্বেষং কুরু কুরু হুঁ ফট্ । এই মন্ত্র লিখিলে বিদ্বেষ হয় । সেইখানে বলিয়াছেন—

বসুধাতলে দুর্লভ অন্য প্রকার বিদ্বেষণের প্রয়োগ বলিতেছি । বাহার জ্ঞানমাত্রেণ দ্বারা শত্রুগণের নিশ্চয়ই বিদ্বেষ জন্মে । ৭৭

উক্ত প্রয়োগের মন্ত্র ওঁ নমো ভগবতি শ্মশানকালিকে । অমুকং বিদ্বেষয় বিদ্বেষয় হন হন পচ পচ মথ মথ হুঁ ফট্ স্বাহা—এই মন্ত্রটি উক্ত হইয়াছে । ৭৮

সুধী সাধক সংযত হইয়া বহ্নিকুণ্ডে (ত্রিকোণকুণ্ডে) এই মন্ত্ররাজের দ্বারা কটুতৈলের দ্বারা আদ্রুত নিম্ব পত্র হোম করিবেন । ৭৯

সুধী সাধক সংযত হইয়া বহ্নিকুণ্ডে এই মন্ত্রে শ্মশানজাত খদির কাঠের বহ্নি

ভাবয়ন্ কালিকাং দেবীমিন্দ্রনীল-সমপ্রভাম ।
 ব্যোমনীলাং মহাচণ্ডাং সুরাসুর-বিমদিনীম ॥ ৮১
 ত্রিলোচনাং মহারাবাং সর্বাভরণ-ভূষিতাম্ ।
 কপাল-কর্তৃকা-হস্তাং চন্দ্র-সূর্য্যোপরি স্থিতাম্ ॥ ৮২
 শবজানু-গতাং চৈব প্রেতভৈরব-বেষ্টিতাম্^১ ।
 বসন্তীং পিতৃ-কান্তারে সর্বসিদ্ধি-প্রদায়িনীম্ ।
 হোময়েদ্ বিবিধৈঃ পুষ্পৈর্বলি-ছাগোপহারকৈঃ ॥ ৮৩
 পূজয়িত্বা মহেশানীং ভক্তি-যুক্তেন চেতসা ।
 তদুস্ম চ সমাদায় কারয়েদভিমন্ত্রিতম্^২ ॥ ৮৪
 ভস্মনা তেন যং হস্তাদ্ বিদ্বেষতদ্ ভবেন্ নৃণাম্ ।
 বহ্নিঃ শীতলতাং যাতি পতেদ্ ভূমৌ যদা রবিঃ ॥ ৮৫
 যদা শুশ্রুতি পাথোধিশ্চন্দ্রমাঃ পততে যদি ।
 তদা মিথ্যা ভবেদ্ দেবি ! যোগরাজঃ সুহৃলভঃ ॥ ৮৬

অভিমন্ত্রিতমিতি^৩ অষ্টোত্তরশতেনেত্যর্থঃ । অথবা—

প্রজ্জ্বালিত করিয়া তাহার পর তিল, যব ও অক্ষত মিশ্রিত দশ সহস্র সংখ্যক নিম্পত্র—ইন্দ্রনীলের তুল্য প্রভা-বিশিষ্ট। আকাশের ন্যায় নীলবর্ণা, মহাচণ্ডা, সুরাসুর-বিমদিনী, ত্রিলোচনা, ঘোর-গর্জনা, সমস্ত আভরণে ভূষিতা, কপাল ও কর্তৃকী-হস্তা চন্দ্র ও সূর্য্যের উপরি অবস্থিত, শবজানুতে দণ্ডায়মানা, প্রেত ভৈরবগণের দ্বারা বেষ্টিত। পিতৃকান্তারে (শ্মশানে) বাসকারিণী সর্বসিদ্ধিপ্রদায়িনী কালিকা দেবীকে ভাবনা (ধ্যান) করিতে করিতে হোম করাইবে। বিবিধ পুষ্প, বলি ও ছাগ উপহারের দ্বারা ভক্তিযুক্ত চিত্তে মহেশানীকে পূজা করিয়া সেই হোমের ভস্ম লইয়া অভিমন্ত্রিত করাইবে। ৮০-৮৪

সেই ভস্মের দ্বারা যাহাকে আঘাত করিবেন, তাহাতে মানবগণের মধ্যে বিদ্বেষ হইবে। বহ্নি যদি শীতল হয়, রবি যদি ভূমিতে পতিত হয়, সমুদ্র যদি শুষ্ক হয়, চন্দ্রমা যদি ভূমিতে পতিত হয়, হে দেবি! তবে এই সুহৃলভ যোগ-রাজ মিথ্যা হইতে পারে। ৮৫-৮৬

অভিমন্ত্রিত এই কথার অর্থ—অষ্টোত্তর শত মন্ত্র জপের দ্বারা অভিমন্ত্রিত। অথবা বলিয়াছেন—

১। ক—লোকাধোহরং নান্তি। ২। খ—কারয়েদভিমন্ত্রিতম্। ৩। ঘ—অভিমন্ত্রিতমিতি-পাঠো নান্তি।

ষট্‌কোণ-চক্ররাজ্যন্ত শক্রণাং নাম-টঙ্কিতম্ ।

পূর্ব-দ্রব্যেণ বিদেষং কারয়েদথ সাধকঃ ॥ ৮৭

ও হ্রীং বিদেষিণি ! অমুকামুকয়োঃ পরস্পরং বিদেষং কুরু কুরু স্বাহা ।

চক্র-বাহুে লিখেদেতং মন্ত্রং পূর্বোক্ত-বস্তুভিঃ ।

পরস্পরং ভবেদ্‌ দ্বেষো যোগোহয়ং কুজিকা-মতে^১ ॥ ৮৮

তথাচ ষট্‌কোণ-চক্ররাজ্যং লিখিত্বা মধ্যে শক্রনাম সংলিখ্য^২ বহিরিমং মন্ত্রং লিখেৎ । লিখনঞ্চ মহিষাশ্ব-রক্তেন তয়োঃ পুরীষেণ বেতি বাক্যার্থঃ । ৮৯

অথোচ্চাটনম্^৩

বীরতন্ত্রে—শ্মশানাজ্জারমাদায় মঙ্গলে বাসরে নিশি ।

কৃষ্ণবস্ত্রেণ সংবেষ্ট্য বধ্নীয়াদ্রক্ত-তন্তুনা ॥ ৯০

শতাভিমন্ত্রিতং কৃত্বা নিক্ষিপেদ্‌ বৈরি-বেশ্মনি ।

সপ্তাহাভ্যন্তরে তস্য উচ্চাটনমিদং মহৎ ॥ ৯১

শতাভিমন্ত্রিতমিতি । স্বীয়মন্ত্রেণেত্যর্থঃ । তন্ত্রাস্তরে—

ষট্‌কোণ চক্ররাজ্য পূর্ব দ্রব্য (মহিষ ও অশ্বের রক্ত) দ্বারা শক্রর নামের দ্বারা বন্ধ হইবে অর্থাৎ শক্রর নাম লিখিতে হইবে । অনন্তর সাধক বিদেষ করাইবে । ৮৭

ও হ্রীং বিদেষিণি । অমুকামুকয়োঃ পরস্পরং বিদেষং কুরু কুরু স্বাহা । চক্রের বাহিরে পূর্বোক্ত বস্তু সমূহের দ্বারা এই মন্ত্র লিখিবেন । তাহাতে পরস্পরের দ্বেষ হইবে । এইটি কুজিকা যোগ । ৮৮

অতএব ষট্‌কোণ চক্ররাজ্য লিখিয়া তাহার মধ্যে শক্রর নাম লিখিয়া চক্রের বাহিরে এই মন্ত্র লিখিবেন । মহিষ ও অশ্বের রক্তের দ্বারা অথবা তাহাদের বিষ্ঠা দ্বারা মন্ত্র লিখিতে হইবে । ইহাই শ্লোকবাক্যের অর্থ । ৮৯

অনন্তর উচ্চাটন কথিত হইতেছে । বীরতন্ত্রে বলিয়াছেন—মঙ্গলবার স্বাত্তিকালে শ্মশানের অজ্জার আনিয়া কৃষ্ণ বস্ত্রের দ্বারা তাহাকে বেষ্টিত করিয়া রক্ততন্তু দ্বারা বাঁধিবেন । তাহাকে শতবার অভিমন্ত্রিত করিয়া শক্রর গৃহে নিক্ষেপ করিবেন । সাত দিনের মধ্যেই তাহার এই মহা উচ্চাটন হইবে । ৯০-৯১

শতাভিমন্ত্রিতম্ এই কথাটির অর্থ—নিজের ইস্ট মন্ত্রের দ্বারা শত বার অভিমন্ত্রিত । তন্ত্রাস্তরে বলিয়াছেন—

১। খ টিপনী—মন্ত্রসংক্ষেপম্ ।

২। খ—শক্রনাম লিখিত্বা ।

৩। খ—উচ্চাটনমিদং

নিম্নপত্র লিখেন্ নাম মহিষাশ্ব-পুৰীষকৈঃ :

কাকপক্ষাধ্য-লেখন্যা লেখনীয়মনস্তরম্ ॥ ৯২

ওঁ নমঃ কাকভূতি ধবলামুখি অমুকমুচ্চাটয় উচ্চাটয় হুঁ ফট্ ।

এতম্ভুং সমভ্যর্চ্য লিখিত্বা পূর্ব-বস্তুভিঃ ।

নিম্ববৃক্ষ-স্থিতং সর্বং কাকালয়ং ছনেদথ ॥ ৯৩

শ্মশান-বহিমানীয় ধুস্তুর-কাষ্ঠ-দীপিতম্ ।

বহ্নিং কৃত্বা মহাতৈলৈরথবা কটু-বস্তুভিঃ ।

পূর্বোক্ত-মমুনা তস্য পত্রং রাজী-কটু-প্লুতম্ ॥ ৯৪

সম্পূজ্য ধবলামুখীং^১ পঞ্চোপচার-পূজয়া ।

তদুপ্য প্রক্ষিপেচ্ছত্রোর্মন্দিরোপরি মন্ত্রবিং ।

ধ্যানযুক্তেন মনসা শত্রোরুচ্চাটনং ভবেৎ ॥ ৯৫

ধূত্রবর্ণাং মহাদেবীং ত্রিনেত্রাং শশি-শেখরাম্ ।

জটাজুট-সমায়ুক্তাং ব্যাঘ্র-চর্ম-পরিচ্ছদাম্ ।

কুশাঙ্গীমস্থিমালাঢ্যাং কর্ত্রিকাঢ্য-করাসুজ্যাম্ ॥ ৯৬

কাকপক্ষের লেখনীতে মহিষ ও অশ্বের বিষ্ঠা দ্বারা নিম্নপত্রে উচ্চাটনীয় ব্যক্তির নাম লিখিবে । অনস্তর মন্ত্রটি লিখিবে । ৯২

ওঁ নমঃ কাকভূতি ! ধবলামুখি ! অমুকমুচ্চাটয় উচ্চাটয় হুঁ ফট্ স্বাহা । পূর্ববস্তু সমূহের দ্বারা এই মন্ত্র লিখিয়া অর্চনা করিয়া নিম্ব বৃক্ষস্থিত সমস্ত কাকের বাসা অর্থাৎ বাসার কাঠ শাখাদি হোম করিবে । ৯৩

অনস্তর শ্মশানের অগ্নি আনিয়া ধুস্তুরার কাঠের দ্বারা সেই বহ্নিকে দীপিত করিয়া তাহাতে পূর্বোক্ত মন্ত্রে মহাতৈল (নর তৈল) দ্বারা অথবা ত্রিকটু দ্বারা হোম করিবে । অথবা রাজী (রাই সরিষা) ও ত্রিকটু মিশ্রিত ধুস্তুরার পাতার দ্বারা হোম করিবে । ৯৪

মন্ত্রবিং সাধক ধ্যানযুক্ত চিত্তে ধবলামুখীকে পঞ্চোপচার পূজার পূজা করিয়া সেই ভঙ্গ্য লইয়া শত্রুর মন্দিরের উপর নিক্ষেপ করিবে । তাহাতে শত্রুর উচ্চাটন হইবে । ৯৫

ধূত্রবর্ণা, ত্রিনেত্রা, শশিশেখরা, জটাজুটে মণ্ডিতা, ব্যাঘ্রচর্মরূপ পরিচ্ছদ-পরিহিতা,

কোটরাক্ষীমুদগ্রাঙ্ক^১ পাতাল-সন্নিভোদরাম্ ।

এবং বিভাব্য তাং দেবীমভ্যর্চ্যোচ্চাটনং চরেৎ ॥ ৯৭

মহাতৈলং নরতৈলম্ । রাজ্যীকটু-প্লুতমিতি রাইসর্ষপ-তৈলাকৃতমিত্যর্থঃ ।

অথবা— সৌরারয়োদিনে গ্রাহং নরাস্থি-চতুরঙ্গুলম্ ।

নিশা-রসেন সংলিখ্য প্রধান-ভবনে ক্ষিপেৎ ।

সপ্তাহাভ্যন্তরে শত্রোরুচ্চাটন-করং ভবেৎ ॥ ৯৮

মন্ত্রস্ত—হুঁ অমুকস্য উচ্চাটনং কুরু কুরু স্বাহা । হুঁ অমুকং হন হন স্বাহা ।^২

অথ স্তম্ভনম্

রিপোর্মলং বৃশ্চিকঞ্চ খনিয়া ভূবি নিক্ষিপেৎ ।

ত্রিয়তে মল-রোধেন উদ্ধতে^৩ চ সুখাবহম্ ॥ ৯৯

মন্ত্রস্ত—স্তম্ভিনি অমুকস্য মলং স্তম্ভয় স্তম্ভয় হুঁ ফট্ । ইতি স্তম্ভনম্^৪ ।

অথাভিচারঃ

তত্র মহানবম্যাং শত্রুবলির্যথা—ও বিরুদ্ধরূপিণি চণ্ডিকে বৈরিণমমুকং

কৃশাক্ষী, অস্থিমালা বৃক্ষা ও করপদ্মদ্বয়ে কত্রিকাধারিণী, কোটরাক্ষী, অত্যাশ্রিতা, পাতালতুল্য উদর-বিশিষ্টা সেই মহাদেবীকে এই রূপে (মূর্তিতে) ধ্যান করিয়া পূজা করিয়া শত্রুর উচ্চাটন সাধন করিবে । ৯৬-৯৭

মহাতৈল—নরতৈল । রাজ্যীকটু-প্লুতম্ এই পদের অর্থ—রাইসরিষার তৈলের দ্বারা আশ্লুত । অথবা প্রকারান্তরে উচ্চাটন বলিয়াছেন—

শনি বা মঙ্গল বারে চারি অঙ্গুল পরিমাণ মনুষ্যের অস্থি আনিয়া তাহাতে হরিদ্রার রসে মন্ত্র লিখিয়া শত্রুর প্রধান গৃহে নিক্ষেপ করিবে । সপ্তাহের মধ্যেই শত্রুর উচ্চাটন হইবে । ৯৮

মন্ত্র হইতেছে—হুঁ অমুকস্য উচ্চাটনং কুরু কুরু স্বাহা । হুঁ অমুকং হন হন স্বাহা ।

অনন্তর স্তম্ভন কথিত হইতেছে । ভূমি খনন করিয়া উহাতে শত্রুর মল ও বৃশ্চিক মন্ত্র পাঠ পূর্বক নিক্ষেপ করিবে । উহাতে শত্রু মলরোধের দ্বারা আক্রান্ত হইয়া নিহত হয় । উহা তুলিয়া ফেলিলে সুখকর হয় । ৯৯

মন্ত্র হইতেছে—স্তম্ভিনী অমুকস্য মলং স্তম্ভয় স্তম্ভয় হুঁ ফট্ । স্তম্ভন সমাপ্ত হইল ।

অনন্তর অভিচার কথিত হইতেছে । সেই অভিচারে মহানবমীতে শত্রুবলি দেয় ।

১। কোটরাক্ষীং মুদগ্রাঙ্ক । ২। স্বাহেত্যনন্তরং ইত্যুচ্চাটনং । রিপোর্মলামিত্যাदिপাঠঃ ।

৩। খ—উদ্ধতে চ । ৪। ক—ইতি স্তম্ভনামতি পাঠো নাস্তি ।

দেহি দেহি স্বাহেতি খড়্গমভিমস্ত্য খড়্গমস্ত্রাংশ্চ পঠিত্বা খড়্গং সম্পূজ্য ছাগাদিক-
মমুকোহসীতি বৈরিনাম্নাভিমস্ত্য রক্তসূত্রেণ ত্রিধামুখং বন্ধা বৈরিনাম্না
প্রাণপ্রতিষ্ঠাং কৃত্বা ওঁ অয়ং স বৈরী যো দ্বেষ্টি তমিমং পশুরূপিণং বিনাশয়
মহাদেবি । স্বেং স্বেং খাদয় খাদয় । ইতি পঠিত্বা বলি-শিরসি পুষ্পং দত্ত্বা
বলিমস্ত্রান্ পঠিত্বা বলিং সম্পূজ্য ওঁ অদ্যাশ্বিনে মাসীত্যাদি-মহানবম্যাস্তিথৌ
অমুকগোত্রঃ শ্রীঅমুকদেবশর্মা অমুকশত্রু-নাশায় ইমং ছাগং মহিষং বা
অমুকদৈবতং ভগবতৈ্যে দুর্গায়ৈ সম্প্রদদে ইত্যংসূজ্য আঁ হুঁ ফড়িতি ছিত্বা
মূলমস্ত্রং পঠিত্বা এতদ্রধিরং ওঁ দুর্গায়ৈ নমঃ^১ ইতি রক্তং শিরশ্চ দত্ত্বা অষ্টাঙ্গ-
মাংসৈর্মূলমস্ত্রেণ হোমং কুর্ধ্যাদিতি । ১

ভূতডামরে—অথাতঃ সংপ্রবক্ষ্যামি চাসাধ্যং যেন সিধ্যতি ।

মারণং ব্রহ্ম-মুখ্যানাং ভূতপ্রলয়-কারকম্ ॥ ২

প্রণবং হন যুগ্মাঢ্যং সর্বং মারয়-মারয় ।

বজ্র আলেন হুঁ চাক্স-যোগান্ মন্ত্রঃ সুরাস্তকঃ ।

ত্রিসহস্রশ্চ জাপেন বজ্রজ্বালাকুলা দিশঃ ॥ ৩

যেমন—ওঁ বিরুদ্ধরূপিণি ! চণ্ডিকে । বৈরিণমমুকং দেহি দেহি স্বাহা এই মন্ত্রে খড়্গকে
অভিমন্ত্রিত করিয়া, খড়্গ মস্ত্রগুলি পাঠ করিয়া খড়্গকে পূজা করিয়া, ছাগ প্রভৃতি
বলিকে ‘অমুকোহসি’ এই বৈরিনামে অভিমন্ত্রিত করিয়া, রক্তসূত্রের দ্বারা তিনবার মুখ
বঁধিয়া, বৈরিনামে প্রাণপ্রতিষ্ঠা করিয়া, ওঁ অয়ং স বৈরী যো দ্বেষ্টি তমিমং পশুরূপিণং
বিনাশয় মহাদেবি । স্বেং স্বেং খাদয় খাদয় এই বলিয়া বলি মস্তকে ফুল দিয়া, বলি
মস্ত্রগুলিকে পড়িয়া, বলিকে পূজা করিয়া, ওঁ অদ্যাশ্বিনে মাসীত্যাদি মহানবম্যাং তীর্থৌ
ইত্যাदि মূলোক্ত থাক্যে বলিকে উৎসর্গ করিয়া, ‘আঁ হুঁ ফট্’ এই মন্ত্রে ছেদন করিয়া
মূলমস্ত্র পড়িয়া এতদ্ ক্রধিরং ওঁ দুর্গায়ৈ নমঃ এই বলিয়া রক্ত ও মস্তক দিয়া অষ্টাঙ্গ
মাংসের দ্বারা মূলমন্ত্রে হোম করিবে । ১

ভূতডামরে বলিয়াছেন—স্বাহা দ্বারা অসাধ্যও সিদ্ধ হয়, অনন্তর তাহাই বলিতেছি ।
ব্রহ্মমুখ্যগণের মারণ ভূতগণের প্রলয়-কারক । ২

প্রণব হন যুগ্ম যুক্ত (হন হন যুক্ত) সর্বং (অমুকং) মারয় মারয় বজ্রআলেন হুঁ ও
অত্র (ফট্) যোগে দেববিনাশক মন্ত্র হয় । ৩

সর্বমিত্যত্র ভক্ত্যাম দেয়ম্ । তেন ও হন হন অমুকং মারয় মারয় বজ্র-
জ্বালেন হুঁ ফট্ ইতি মন্ত্রঃ । অত্র প্রতীকারস্তত্রৈব (৪)—

তারং বজ্রমুখে প্রোক্ত্য শর-মুগ্ধাত্মমীরিতম্ ।

মৃতসঞ্জীবনী-বিদ্যা মৃত-প্রাণ প্রদায়িনী ।

ভূতানাং হুরিত-ধ্বংসো ভবেদস্য প্রভাবতঃ ॥ ৫

তেন ও বজ্রমুখে শর শর ফট্ । অথবা—

পঞ্চরশ্মিং সমুদ্রত্যা সংঘট্টেতি বিধা-পদম্ ।

মৃতানিতি পদং সঞ্জীবাপয়েশবধুস্ততঃ ।

অগ্নিন্ ভাবিত-মাত্রেন পুনর্জীবন্তি মুচ্ছিতাঃ ॥ ৬

তেন ও সংঘট্ট সংঘট্ট মৃতান্ সঞ্জীবাপয় হ্রীং ইতি মন্ত্রঃ ।

অথ ষট্-কর্ম-লক্ষণম্^১ । শারদায়াম্—

অথাভিধাস্যে তন্ত্বেহগ্নিন্ সম্যক্ ষট্-কর্ম-লক্ষণম্ ।

সর্বতন্ত্রানুসারেণ প্রয়োগফল-সিদ্ধিদম্ ॥ ৭

শাস্তি-বশ্য-স্তম্ভনানি বিদ্বেষোচ্চাটনে ততঃ ।

মারণাস্তানি সংশাস্তি ষট্-কর্মণি মনৌষিণঃ ॥ ৮

সর্বং এই স্থলে সেই সেই নাম দেয় । তাহাতে মন্ত্রটি হয়—ও হন হন অমুকং মারয় মারয় বজ্রজ্বালেন হুঁ ফট্ । এ স্থলে সেই ভূতডামর তন্ত্বেই প্রতিকার বলিয়াছেন (৩)—

তার (ও) ও বজ্রমুখে বলিয়া শর-মুগ্ধ ও অস্ত্র (ফট্) উচ্চারিত হইলে মৃতের প্রাণ-প্রদায়িনী মৃতসঞ্জীবনী বিদ্যা হয় । এই বিদ্যার প্রভাবে ভূতগণের হুরিত ধ্বংস হয় । ৫

ইহাতে মন্ত্রটি হয়—ও বজ্রমুখে শর শর ফট্ । অথবা আর এক প্রকার সঞ্জীবন মন্ত্র বলিয়াছেন—

পঞ্চরশ্মি (ও) উদ্ধার করিয়া সংঘট্ট এই পদটি হুইবার বলিয়া মৃতান্ এই পদ ও সঞ্জীবাপয় এই পদ বলিয়া তাহার পর ইশবধু (হ্রীং) বলিবে । এই মন্ত্রের ভাবনা-মাত্রেই মুচ্ছিত ব্যক্তিগণ পুনর্জীবন লাভ করে । ইহাতে এই মন্ত্রটি হয়—ও সংঘট্ট সংঘট্ট মৃতান্ সঞ্জীবাপয় হ্রীং । ৬

অনন্তর ষট্-কর্মের লক্ষণ (স্বরূপ) শারদাতিলক বলিয়াছেন—অনন্তর সকলতন্ত্রানুসারে এই তন্ত্বে সম্যকরূপে প্রয়োগ ফলের সিদ্ধিপ্রদ ষট্-কর্মের লক্ষণ বলিতেছি । ৭

শাস্তি কর্ম, বশ্য কর্ম, স্তম্ভন কর্ম, বিদ্বেষ কর্ম, উচ্চাটন কর্ম ও মারণ কর্ম—এই কর্মগুলিকে মনৌষিগণ ষট্-কর্ম বলেন । ৮

রোগ-কৃত্য-গ্রহাদীনাং নিরাসঃ শাস্তিরীরিতা ।
 বশ্যং জনানাং সর্বেষাং বিধেয়ত্বমুদীরিতম্ ॥ ৯
 প্রবৃতি-রোধঃ সর্বেষাং স্তম্ভনং তদ্বদাহতম্ ।
 স্নিধানাং দ্বেষ-জননং মিথো বিদ্বেষণং মতম্ ॥ ১০
 উচ্চাটনং স্বদেশাদ্বেল্লমণং পরিকীর্তিতম্ ।
 প্রাণিনাং প্রাণহরণং মারণং তদ্বদাহতম্ ॥ ১১
 স্বদেবতা-দিক্-কালাদীন্ জ্ঞাত্বা কৰ্মাণি সাধয়েৎ ।
 রতিবাণী রমা জ্যেষ্ঠা দুর্গা কালী যথাক্রমাৎ ॥ ১২
 ষট্ কৰ্ম দেবতা প্রোক্তাঃ কৰ্মাদৌ তাঃ প্রপূজয়েৎ ।
 ঈশ-চন্দ্রেন্দ্র-নিখাতি-বায়ুগ্ৰীনাং দিশো মতাঃ ॥ ১৩
 সূর্য্যোদয়ং সমারভ্য ষটিকা-দশকং ক্রমাৎ ।
 ঋতবঃ সূর্যবসন্তাত্মা অহোরাত্রং দিনে দিনে ।
 বসন্ত-গ্রীষ্ম বর্ষাখ্য-শরদ্ধেমন্ত-শৈশিরাঃ ॥ ১৪
 যদ্বা— অর্দ্ধরাত্রং শরৎকালো হেমন্তশ্চ প্রভাতকম্ ।
 পূর্বাহ্নে চ বসন্তঃ স্তান্ মধ্যাহ্নে গ্রীষ্ম এব চ ।

রোগ, কৃত্য ও গ্রহাদি পাড়ার নিবৃত্তিকে শাস্তি বলে । সমস্ত লোকে আদেশ অনুসারে বচন প্রতিপালনকারী ব্যক্তিকে বশ্য বলে । ৯

মনুষ্ট, জল, তুফান, খড়্গ, ধারা, সৈন্য, প্রতিবাদীর বচন, বায়ু প্রভৃতির প্রবৃতি রোধ স্তম্ভন বলিয়া কথিত হইয়াছে । পরস্পর স্নিহ (স্নেহ ভাজন) ব্যক্তিগণের পরস্পর বিদ্বেষ উৎপাদনই বিদ্বেষণ কথিত হইয়াছে । ১০

নিজের গৃহ, গ্রাম ও নগরাদি হইতে অপরাহৃত গমন উচ্চাটন বলিয়া কীর্তিত হইয়াছে । প্রাণিগণের যে প্রাণহরণ, তাহা মারণ কথিত হইয়াছে । ১১

নিজের দেবতা, আসন, যুদ্রা প্রভৃতি এবং কাল প্রভৃতি জানিয়া এই কর্ম সকল সাধন করিবেন । রতি, বাণী, রমা, জ্যেষ্ঠা দুর্গা ও কালী—ইহারা যথাক্রমে ষট্ কর্মের দেবতা কথিত হইয়াছেন । কর্মের আদিতে তাঁহাদিগকে পূজা করিবেন । ষট্ কর্মে যথাক্রমে ঈশ, চন্দ্র, ইন্দ্র, নিখাতি, বায়ু ও অগ্নির দিক্ প্রশস্ত উক্ত হইয়াছে । ১২-১৩

প্রতিদিন অহোরাত্র মধ্যে সূর্য্যোদয় হইতে আরম্ভ করিয়া দশ ষটিকা পর্য্যন্ত কালে ক্রমে ক্রমে বসন্তাদি ছয়টি ঋতু হয় । বসন্ত, গ্রীষ্ম, বর্ষা, শরৎ, হেমন্ত ও শিশির—এইগুলি ঋতু । ১৪

অথবা—অর্দ্ধরাত্রি শরৎ কাল, হেমন্ত প্রভাত কাল, পূর্বাহ্নে বসন্ত হয়, মধ্যাহ্নে

প্রাবৃদ্ধ্রাপোহপরাক্ষঃ স্ম্যৎ প্রদোষে শিশিরঃ স্মৃতঃ ॥ ১৫

অথবা— উষাযোগে চ হেমন্তঃ প্রভাতে শিশিরাগমঃ ।

প্রহরার্দ্ধে বসন্তশ্চ গ্রীষ্মো মধ্যাহ্নি নাগমে ।

তুর্ধ্যয়ামে চ বর্ষাঋত্বঃ শরদস্তংগতে রবৌ ॥ ১৬

ভৈরবীয়ে^১— হেমন্তঃ শাস্তিকে প্রোক্তো বসন্তো বশ্যকর্মণি ।

শিশিরঃ শুভ্রনে জ্যেয়ো বিদ্রেষে গ্রীষ্ম ঈরিতঃ ।

প্রাবৃদ্ধ্রাটনে জ্যেয়া শরন্ মারণ-কর্মণি ॥ ১৭

চামুণ্ডাতন্ত্রে— জপেৎ পূর্বমুখো বশ্যে দক্ষিণাভিচারকে ।

পশ্চিমে পৌষ্টিকং বিজ্ঞাত্তুরং^২ শাস্তিদং মতম্ ॥ ১৮

তন্ত্রাস্তরে— পূর্বমুখে^৩ ভবেদ্ বশ্যং দক্ষিণে ভাভিচারকম্ ।

পশ্চিমে শুভ্রনং কুর্ধ্যাত্তুরানু চ শাস্তিকম্ ॥ ১৯

আকর্ষণমথাগ্নেয়ে নৈঋতে মারণং তথা ।

উচ্চাটনস্ত বায়ব্যে ঐশাণ্যং মোক্ষদায়কম্ ॥ ২০

অথাভিচারকে কার্য্যা দক্ষিণা-প্রবনা মহৌ ।

বসনং লোহিতং প্রোক্তমুক্ষীষং লোহিতং স্মৃতম্ ॥ ২১

গ্রীষ্ম আরম্ভ হয়। অপরাহ্ন কালটি বর্ষাকাল স্বরূপ হয়। প্রদোষে শিশির আরম্ভ হয়, কথিত হইয়াছে। ১৫

অথবা—উষাযোগে হেমন্ত, প্রভাতে শিশিরের আগমন হয়। প্রহরার্দ্ধে বসন্ত এবং মধ্যাহ্নের আগমনে গ্রীষ্ম, চতুর্থ প্রহরে বর্ষা ও সূর্য্যের অন্তগমনে শরৎ আরম্ভ হয়। ১৬

ভৈরবীয় তন্ত্রে বলিয়াছেন—শান্তি কার্য্যে হেমন্ত কাল, বশ্যকর্মে বসন্ত কাল, শুভ্রনে শিশির কাল প্রশস্ত জানিবে। বিদ্রেষে গ্রীষ্ম কাল (প্রশস্ত) কথিত হইয়াছে। উচ্চাটনে বর্ষা কাল এবং মারণ কর্মে শরৎ কাল প্রশস্ত জানিবে। ১৭

চামুণ্ডাতন্ত্রে বলিয়াছেন—বশ্য কর্মে পূর্বমুখ হইয়া কর্ম করিবে। অভিচার কর্মে দক্ষিণ, পশ্চিমে পৌষ্টিক কর্ম জানিবে। উত্তরদিকে শান্তিপ্রদ কথিত হইয়াছে। ১৮

তন্ত্রাস্তরে বলিয়াছেন—পূর্বমুখে বশ্য কর্ম, দক্ষিণে আভিচারিক কর্ম, পশ্চিমে শুভ্রন কর্ম, উত্তর দিকে শান্তি কর্ম, অগ্নিকোণে আকর্ষণ কর্ম, নৈঋতে মারণ কর্ম, বায়ুকোণে উচ্চাটন কর্ম, ঈশানে মোক্ষপ্রদ কর্ম কর্তব্য। ১৯-২০

সেইরূপ অভিচার কর্মে ভূমি দক্ষিণ দিকে ঢালু হইবে। বস্ত্র লোহিতবর্ণ উত্ত হইয়াছে। উক্ষীষও লোহিত বর্ণ হইবে। ২১

ভূষণং লৌহ-জ্বোণ বামেন^১ পূজনাদিকম্ ।

নর-স্নায়ু-বিশেষেণ মারণে রজ্জুরীরিতা ॥ ২২

মৃতস্তা যুদ্ধ-শূন্যস্তা দন্তেন গদভস্তা বা ।

কুঙ্কমালাং জপুব্যাং শক্রগাং বধমিচ্ছতা ॥ ২৩

ভগ্নেভ-দন্ত-মালাভিজ্জপেদাকর্ষ-কর্মণি ।

সাধ্য-কেশ-সূত্র-প্রোতৈস্তুরঙ্গ-দশনোদ্ভবৈঃ ।

অক্ষমালাং সমালোক্য বিদ্বেষোচ্চাটনে জপেৎ ॥ ২৪

তিথি-নিয়মস্ত—পঞ্চমী চ দ্বিতীয়া চ তৃতীয়া সপ্তমী তথা ।

বুধেজ্য-বার-সংযুক্তা শান্তি-কর্মণি পূজিতা ॥ ২৫

গুরু-চন্দ্র-যুতা ষষ্ঠী চতুর্থী চ ত্রয়োদশী ।

নবমী পৌষ্টিকে শস্তা চাষ্টমী সপ্তমী^২ তথা ॥ ২৬

দশম্যেকাদশী চৈব ভানু-শুক্র-দিনাধিতা ।

আকর্ষণে ত্রমাবাস্তা নবমী প্রতিপৎ তথা ॥ ২৭

পৌর্ণমাসী মন্দ-ভানৌ জ্যেষ্ঠা বিদ্বেষ-কর্মণি ।

কৃষ্ণা চতুর্দশী তদ্বদষ্টমী মন্দ-বারকে ।

উচ্চাটনে তিথিঃ শস্তা প্রদোষে চ বিশেষতঃ ॥ ২৮

লৌহ জ্বোণ দ্বারা ভূষণ হইবে। বামহস্তে পূজাদি কর্ম কর্তব্য। মারণ কর্মে মানবের স্নায়ু বিশেষের দ্বারা মালার রজ্জু (সূত্র) কথিত হইয়াছে। ২২

শক্রগণের বধে ইচ্ছুক ব্যক্তি যুদ্ধরহিত মৃতের অর্থাৎ যুদ্ধভিন্ন অন্য প্রকারে মৃত ব্যক্তির বা গদভের দন্ত দ্বারা মালা করিয়া জপ করিবে। ২৩

আকর্ষণ কর্মে ভগ্ন হস্তি দন্ত নির্মিত মালা দ্বারা জপ করিবে। বিদ্বেষ ও উচ্চাটনে অশ্বদন্ত জাত গুটিকা বিদ্বেষণীয় ও উচ্চাটনীয় ব্যক্তির কেশনির্মিত সূত্রের দ্বারা গাঁথিয়া অক্ষমালা প্রস্তুত করিয়া তাহাতে জপ করিবেন। ২৪

ষট্-কর্মে তিথি নিয়ম কথিত হইয়াছে—বুধ ও বৃহস্পতিবার যুক্তা পঞ্চমী, দ্বিতীয়া, তৃতীয়া ও সপ্তমী শান্তি কর্মে প্রশস্তা জানিবে। ২৫

গুরু ও সোমবার যুক্তা ষষ্ঠী, চতুর্থী, ত্রয়োদশী ও নবমী পৌষ্টিক কর্মে প্রশস্তা। এই রূপ আকর্ষণে রবি ও শুক্র দিন যুক্তা অষ্টমী, সপ্তমী, দশমী ও একাদশী প্রশস্তা। বিদ্বেষ কর্মে শনি ও রবিবার যুক্তা অমাবস্যা, নবমী, প্রতিপৎ ও পৌর্ণমাসী প্রশস্তা। উচ্চাটনে শনিবারে বিশেষতঃ প্রদোষে কৃষ্ণা চতুর্দশী, কৃষ্ণা অষ্টমী তিথি প্রশস্তা। ২৬-২৮

১। ব টিপনা—বামেন বামহস্তেনেত্যর্থঃ। ২। খ—নবমী তথা।

চতুর্দশী কৃষ্ণা অমাবাস্তা তথৈব চ ।

মঙ্গল-ভোম-দিনোপেতা শস্তা মারণ-কর্মণি ॥ ২৯

বুধ-চন্দ্র-দিনোপেতা পঞ্চমী দশমী তথা ।

পৌর্ণমাসী চ বিজ্ঞেয়া তিথিঃ শুভন-কর্মণি ॥ ৩০

শুভ-গ্রহোদয়ে কুর্য্যাদ্ভুতানি চ শুভোদয়ে ।

রৌদ্র-কর্মণি রিত্তাকর্মে মৃত্যুযোগে চ মারণম্ ॥ ৩১

অথাসনম্—পদ্মাখ্যং স্বস্তিকং ভূয়ো বিকটং কুকুটং পুনঃ ।

বজ্রং ভদ্রকমিত্যাহরাসনানি মনীষিণঃ ॥ ৩২

পদ্মাসনস্ত সংযোজ্য জানুর্বোরস্তরে করৌ ।

নিবিশ্য ভূমৌ সংস্থাপ্য ব্যোমস্থং কুকুটাসনম্ ॥ ৩৩ ॥ অন্যানি বক্তব্যানি ।

ষণ্মুদ্রাঃ ক্রমতো জ্ঞেয়াঃ পদ্ম-পাশ-গদাহুয়াঃ ।

মুঘলাশনি-খড়্গাখ্যাঃ শাস্তিকাদিষু কর্মসু ॥ ৩৪

জলং শাস্তি-বিধৌ শস্তং বশ্যে বহিরুদাহৃতঃ ।

শুভনে পৃথিবী শস্তা বিদেষে ব্যোম কীর্তিতম্ ।

উচ্চাটনে স্মৃতো বায়ুর্ভূয়োহগ্নির্মারণে মতঃ ॥ ৩৫

মারণ কর্মে শনি ও : র যুক্তা কৃষ্ণা চতুর্দশী, অষ্টমী ও অমাবাস্তা প্রশস্তা ।

শুভন কর্মে বুধ ও সোমবার যুক্ত পঞ্চমী, দশমী ও পৌর্ণমাসী প্রশস্তা জানিবে । ২৯-৩০

শুভ গ্রহের উদয়ে ও শুভ বারাদির উদয়ে শাস্তি কার্য্য করিবে । রিত্তা তিথিযুক্ত
রবিবারে রৌদ্র কর্ম এবং মৃত্যুযোগে মারণ কর্ম করিবে । ৩১

অনন্তর ষট্‌কর্মে আসন কথিত হইতেছে । পদ্মাসন, স্বস্তিকাসন, বিকটাসন,
কুকুটাসন, বজ্রাসন ও ভদ্রাসন—ষট্‌কর্মে মনীষিগণ এই ছয়টি আসন বলিয়াছেন । ৩২

পদ্মাসন করিয়া জানু ও উরুর মধ্য দিয়া দুইটি হস্ত প্রবেশ করাইয়া ভূমিতে স্থাপন
করিয়া দুই হাতে ভর দিয়া দেহটিকে আকাশে স্থাপন অর্থাৎ উর্ধ্বদিকে উত্তীর্ণ
করিবে । ইহাই কুকুটাসন । অন্যান্য আসন পরে কথিত হইবে । ৩৩

শাস্তি, বশ্য, শুভন, বিদেষ, উচ্চাটন ও মারণ কর্মে যথাক্রমে পদ্মমুদ্রা, পাশমুদ্রা,
পদা নামক মুদ্রা, মুঘল মুদ্রা, বজ্রমুদ্রা ও খড়্গমুদ্রা—এই ছয়টি মুদ্রা জানিবে । ৩৪

শাস্তি বিধিতে জল প্রশস্ত । বশ্যে বহি প্রশস্ত কথিত হইরাছে । শুভনে পৃথিবী
প্রশস্তা, বিদেষে আকাশ প্রশস্ত কীর্তিত হইরাছে । উচ্চাটনে বায়ু প্রশস্ত এবং মারণে
অগ্নি প্রশস্ত কথিত হইরাছে । ৩৫

তত্ত্বদুতোদয়ে সম্যক্ তত্ত্বশৃঙ্গল-সংযুতম্ ।
 তত্ত্বং কৰ্ম প্রকর্তব্যং মন্ত্রিণা নিশিতাজ্জনা ॥ ৩৬
 শীতাংস্ত-সলিল-ক্ষোণী-ব্যোম-বায়ু-হবিষ্ভূজাম্ ।
 বর্ণাঃ স্ম্যর্মস্ত্র-বীজানি ষট্ কৰ্মসু যথাক্রমম্ ॥ ৩৭
 গ্রন্থনঞ্চ বিদৰ্ভশ্চ সম্পূটো রোধনং তথা ।
 যোগঃ পল্লব ইত্যেতে বিভাসাঃ ষট্ স্তু কৰ্মসু ॥ ৩৮
 মন্ত্রার্ণাস্তুরিতান্ কৃত্বা সাধ্য-বর্ণান্ যথাবিধি ।
 গ্রন্থনং তদ্ বিজানীয়াং প্রশস্তং শান্তি-কৰ্মণি ॥ ৩৯
 মন্ত্রার্ণদ্বয়-মধ্যস্থং সাধ্য-নামাক্ষরং লিখেৎ ।
 বিদৰ্ভ এষ বিজ্ঞেয়ো মন্ত্রিভির্বশ্য-কৰ্মণি ॥ ৪০
 আদাবন্তে চ মন্ত্রঃ স্থান্ নামোহসৌ সম্পূটঃ স্মৃতঃ ।
 এষ সংস্তুভ্তনে শস্ত ইত্যুক্তো মন্ত্র-বেদিভিঃ ॥ ৪১
 নাম্ন আদ্যন্ত-মধ্যেষু মন্ত্রঃ স্থাদ্ রোধনং মতম্ ।
 বিদ্বেষণ-বিধানে তু প্রশস্তমিদমুত্তমম্ ॥ ৪২

সেই সেই ভূতের উদয় হইলে তীক্ষ্ণবুদ্ধি সাধক উর্ধ্ব ও অধোভেদে অহোরাত্র জানিয়া সেই সেই ভূত মণ্ডলের দ্বারা সংযুক্ত সেই সেই কৰ্ম করিবেন । ৩৬

ষট্ কৰ্ম সমূহে যথাক্রমে মন্ত্রবীজ সকল শীতাংস্ত, সলিল, ক্ষোণী, ব্যোম, বায়ু ও অগ্নির বর্ণ হইয়া থাকে । ৩৭

গ্রন্থন, বিদৰ্ভ, সম্পূট, রোধন, যোগ ও পল্লব—এই সকল মন্ত্রের বিভাস ষট্ কৰ্মে আছে । ৩৮

যথাবিধি সাধ্যের নামের বর্ণগুলিকে মন্ত্রবর্ণের দ্বারা অন্তরিত অর্থাৎ প্রথমে একটি মন্ত্রাক্ষর, অনন্তর সাধ্যের নামের অক্ষর, পুনরায় মন্ত্রের অক্ষর—এইভাবে ব্যবহৃত করিবে । এইরূপ ব্যবধানকে গ্রন্থন বলিয়া জানিবেন । শান্তি কৰ্মে ইহা প্রশস্ত । ৩৯

প্রথমে মন্ত্রবর্ণ দুইটি, তাহার পর সাধ্য নামের অক্ষর একটি—এইভাবে সাধ্য নামের অক্ষরকে মন্ত্রের বর্ণদ্বয়ের মধ্যবর্তী করিয়া লিখিবেন । বশ্যকৰ্মে মন্ত্রজ্ঞ সাধকগণ ইহাকে বিদৰ্ভ বলিয়া জানেন । ৪০

সাধ্যনামের আদিতে ও অন্তে মন্ত্র হইবে । উহা সম্পূট বলিয়া কথিত হইয়াছে । উহা স্তুভনে প্রশস্ত । ইহা মন্ত্রবিদগণ কর্তৃক উক্ত হইয়াছে । ৪১

নামের আদিতে, মধ্যে ও অন্তে মন্ত্র হইলে রোধন কথিত হয় । বিদ্বেষণ কৰ্মে ইহা প্রশস্ত কথিত হইয়াছে । ৪২

মন্ত্রান্তে ভবেন্ নাম যোগঃ প্রোচ্চাটনে মতঃ ।

অন্তে নামো ভবেন্মন্ত্রঃ পল্লবো মারণে মতঃ ॥ ৪৩

সিত-রক্ত-পীত-মিশ্রাঃ কৃষ্ণা ধূম্রা প্রকীৰ্ত্তিতাঃ ।

বর্ণতো মন্ত্র-সংপ্রোক্তা দেবতাঃ ষট্ কৰ্মসু ॥ ৪৪

মস্ত্রাণাং লিখন-দ্রব্যং চন্দনং রোচনা নিশা ।

গৃহধূমশ্চিতাক্ষারো মারণেহষ্ট-বিষাণি চ ॥ ৪৫

শ্যোনাগ্নি^১-লোন-পিণ্ডানি ধূতুরক-রসঃ শুভঃ ।

গৃহধূমস্ত্রিকটুকং বিষাষ্টকমুদীরিতম্ ॥ ৪৬

দেবতা-কাল-মুদ্রাদীন্ সম্যগ্ জ্ঞাত্বা বিচক্ষণঃ ।

ষট্ কৰ্মাণি প্রযুঞ্জীত যথোক্ত-ফল-সিদ্ধয়ে ॥ ৪৭

কুলার্ণবে—উচ্চাটনে ষট্^২ প্রোক্তং হুং ফড়ন্তক মারণে ।

স্তম্ভনে চ নমঃ প্রোক্তং স্বাহা শাস্তিক-পৌষ্টিকে ॥ ৪৮

মন্ত্রের অন্তে নাম হইলে উহা যোগ হয় । উহা উচ্চাটনে কর্তব্য উক্ত হইয়াছে ।

নামের অন্তে মন্ত্র হইলে পল্লব হয় । মারণে এই পল্লব উক্ত হইয়াছে । ৪৩

ষট্ কৰ্মে, মন্ত্রপ্রোক্ত দেবতাগণ বর্ণে যথাক্রমে সিত, রক্ত, পীত, মিশ্র, কৃষ্ণ ও ধূম্র কীৰ্ত্তিত হইয়াছেন । ৪৪

ষট্ কৰ্মে যথাক্রমে মন্ত্রের লেখন দ্রব্য হইতেছে—চন্দন, গোরোচনা, নিশা (হরিদ্রা), গৃহধূম ও চিতাক্ষার । মারণে আটটি বিষ । ৪৫

সেই আটটি বিষ হইতেছে—শ্যোনবিষ্ঠা, অগ্নি (চিত্রক—চিতা), লবণের মল, ধূতুরার রস, গৃহধূম ও ত্রিকটু (ত^৩ঠ, পিপুল ও মরিচ)—এইগুলি অষ্ট বিষ বলিয়া কথিত হইয়াছে । ৪৬

বিচক্ষণ সাধক যথোক্ত ফল সিদ্ধির জন্য দেবতা, কাল, মুদ্রা, বার, তিথি, নক্ষত্র প্রভৃতি সম্যক্রূপে জানিয়া ষট্ কৰ্মের প্রয়োগ করিবেন । ৪৭

কুলার্ণব ভক্রে বলিয়াছেন—উচ্চাটনে মন্ত্রের অন্তে ষট্ কথিত হইয়াছে অর্থাৎ যে মন্ত্রে উচ্চাটন করিবেন, সেই মন্ত্রের অন্তে ষট্ যোগ করিবেন । মারণে এইরূপ হুং ফট্, স্তম্ভনে নমঃ, শাস্তি ও পুষ্টি কৰ্মে স্বাহা যোগ করিবেন । ৪৮

১। খ টিপনী—শ্যোনবিষ্ঠা-চিতা-অগ্নি-বিট্-লবণানীত্যর্থঃ । ২। খ টিপনী—যেন মন্ত্রেণোচ্চাটনং কর্তব্যং তদন্তে ষট্ কথিতং যোগ্যেনৈতিত্বার্থঃ ।

হোম-তর্পণয়ো: স্বাহা শ্বাস-পূজনয়ো: নম: ।

মন্ত্রান্তে যোজয়েন্মন্ত্রী জপকালে যথাস্থিত: ১ ॥ ৪৯

অন্তার্থ: ২—এতানি তত্ত্ব-কর্মণি ৩ জপকালে মন্ত্রান্তে যোজয়িত্বা মন্ত্রং জপেৎ । হোমাদিষু নায়ং নিয়ম: । ইত্যাহ—হোম-তর্পণয়ো: রিতি তীতি কেচিৎ ৪ । তন্ন । ৫০

অগ্নিকার্য্যে জপে স্বাহা নম: সর্বত্র চার্চনে ।

শান্তি-পুষ্টি-বশ-দেবাকৃষ্ট্যুচ্চাটন-মারণে ।

স্বাহা স্বধা বষট্ হুং বৌষট্ ফট্ যোজয়েৎ ক্রমাৎ ॥ ৫১

বশ্যাকর্ষণ-সন্তাপ-জ্বরে স্বাহাং প্রকীর্ত্তয়েৎ ॥

ক্রোধোপশমনে শান্তৌ প্রীতৌ যোজ্যং নমো বুধে: ॥ ৫২

বৌষট্-সন্মোহনোদীপ-পুষ্টি-মৃত্যুঞ্জয়েষু ৫ চ ।

ফট্-কারং ছেদনে হুং ফট্ বিশ্ব-গ্রহ-পাতনে ॥ ৫৩

পুষ্টৌ চাপ্যায়নে বৌষট্ রোধনে মলিনীকৃতৌ ৬ ।

হুংকারং প্রীতি-নাশে চ ছেদনে মারণে তথা ॥ ৫৪

মন্ত্রস্ত সাধক হোম ও তর্পণে মন্ত্রের অন্তে স্বাহা, শ্বাস ও পূজার নম: যোগ করিবেন । জপকালে মন্ত্র যেক্রমে আছে, সেইক্রমেই জপ করিবেন । ৪৯

এস্থলে ইহার এই অর্থ বলেন—এতানি, বষট্, হুং ফট্—নম:, স্বধা প্রভৃতি সেই সেই কর্মে জপকালে মন্ত্রের অন্তে যোগ করিয়া মন্ত্র জপ করিবেন । কেহ কেহ এই বলেন—হোমাদি স্থলে এই নিয়ম নাই—ইহা ‘হোমতর্পণয়ো: রিতি’ এই গ্রন্থের দ্বারা বলিতেছেন । তাহা কিন্তু ঠিক নহে । ৫০

সর্বত্র অগ্নিকার্য্যে (হোমে) ও জপে স্বাহা এবং অর্চনার মন্ত্রের অন্তে নম: হইবে । শান্তি, পুষ্টি, বশ, দেব, আকর্ষণ, উচ্চাটন ও মারণে যথাক্রমে স্বাহা, স্বধা, বষট্, হুং, বৌষট্ ও ফট্ যোগ করিবেন । ৫১

বশীকরণে, আকর্ষণে, সন্তাপে ও জ্বরে স্বাহা কীর্ত্তন করিবেন । ক্রোধের উপশমনে শান্তিকার্য্যে ও প্রীতিতে পণ্ডিতগণ কর্ত্তক নম: প্রযুক্ত হইয়া থাকে । ৫২

সন্মোহনে, উদীপনে, পুষ্টিতে ও মৃত্যুঞ্জয়ে বৌষট্ প্রয়োগ করিবেন । ছেদনে ফট্-কার, বিশ্ব ও গ্রহের নিবৃতিতে হুং ফট্ প্রযুক্ত করিবেন । ৫৩

পুষ্টিতে ও আপ্যায়নে বৌষট্, রোধনে ও মলিনীকরণে হুংকার, প্রীতিনাশে

১। ক—যথাস্থিত: । ২। ক—অন্তার্থ ইত্যাদ্যং প্রাক্ অত্র কশ্চিদতি । ৩। ক—কর্মণি
৪। ক—ইত্যাহ হোমেরীতি কেচিৎ । ৫। খ—সন্মোহনোদীপপুষ্টি । ৬। খ—মলিনীকৃতৌ

উচ্চাটনে চ বিদ্যে বৌষট্ পদ্যকৃতৌ বষট্ ।

কুণ্ডোদীপন-কার্যেষু লাভালাভে বষট্ স্মৃতম্ ॥ ৫৫

ইতি বিশেষবচনাদ্ হোমাদাবপি^১ বষড়াদি-বিধানাৎ । শান্তিকাদৌ
পাত্ৰাদি-নিয়মস্ত তত্রৈব (৫৬)--

শান্তিকে রাজতং তাম্রং ভূৰ্জপত্রস্ত বশ্যকে ।

সর্বকার্যেষু সৌবর্ণং কুরে স্ম্যৎ প্রেত-কৰ্পটম্ ॥ ৫৭

ত্রিগন্ধ^২ শান্তিকে প্রোক্তং পঞ্চগব্যঞ্চ বশ্যকে ।

সর্বকার্যেহষ্টগন্ধঃ স্ম্যৎ কুরে চাষ্টবিষাণি চ ॥ ৫৮

শান্তিকে লেখনী দূৰ্বা বশ্যাদৌ শিখিপুচ্ছিকা ।

হেমা সৰ্বাণি কার্য্যাণি কুরে স্ম্যৎ কাকপুচ্ছিকা ॥ ৫৯

গৃহেষু শান্তি-কর্ম স্ম্যাদ্ বশ্যঞ্চ চণ্ডিকা-গৃহে ।

দেবালয়েষু সৰ্বাণি শ্মশানে কুর-কর্ম চ ॥ ৬০

তত্তদুত্তোদয়ে সম্যক্ তত্তদুত্তোল-সংস্মৃতম্ ।

তত্তৎ-কর্ম-প্রকর্তব্যং মন্ত্রিণা নিশ্চিতাত্মনা ॥ ৬১

ইতি ষট্ কর্মপ্রকরণম্ ।

হেদনে, মারণে, উচ্চাটনে ও বিদ্যে বৌষট্, পঙ্কুরণে বষট্, কুণ্ডের উদীপন কার্যে,
লাভ ও অশ্রাভে বষট্ কথিত হইয়াছে । ৫৪-৫৫

এই বিশেষ বচন অনুসারে হোমাদিতে বষট্ প্রভৃতির প্রয়োগ বিহিত হইয়াছে ।
শান্তিকাদি কার্যে পাত্ৰ, গন্ধ, লেখনী ও স্থানের নিয়ম সেই তন্ত্রেই বলিয়াছেন (৫৬)--

শান্তিকার্যে রাজত পাত্ৰ, তাম্রপাত্ৰ ; বশীকরণে ভূৰ্জপত্র ; সমস্ত কার্যে সুবর্ণপাত্ৰ
এবং কুর কার্যে প্রেতের কর্পট (কাপড়) পাত্ৰ হইবে । ৫৭

শান্তি কার্যে ত্রিগন্ধ, বশীকরণে পঞ্চগব্য, সমস্ত কার্যে অষ্টগন্ধ এবং কুর কার্যে
আটটি বিষ প্রদেয় । ৫৮

শান্তিকার্যে লেখনী দূৰ্বা, বশীকরণাদি কার্যে লেখনী ময়ূর পাখা, সমস্ত কার্যে
সুবর্ণ লেখনী এবং কুর কর্মে কাক পুচ্ছ লেখনী হইবে । ৫৯

গৃহসমূহে শান্তিকার্য, চণ্ডিকার গৃহে বশীকরণ কার্য, দেবালয়ে সমস্ত কার্য এবং
শ্মশানে কুর কার্য সমূহ হইবে । ৬০

স্থিরচিত্ত মন্ত্রজ্ঞ সাধক সম্যক্ প্রকারে সেই সেই পুথিখ্যাতি ভূতের উদয় হইলে
সেই সেই ভূত মণ্ডল সংযুক্ত সেই সেই শান্তি প্রভৃতি ষট্ কর্ম করিবে । ৬১

ষট্ কর্ম প্রকরণ সমস্ত হইল ।

অথ ভূতানামুদয়ঃ

দণ্ডাকারী গতিভূমেঃ পুটয়োরুভয়োরপি ।

তোয়ন্ত্য পাবকস্তোদ্ধগতিস্তিৰ্য্যাক্ নভস্বতঃ ।

গতির্বোম্নো ভবেন্ মধ্যে ভূতানামুদয়ঃ স্মৃতঃ ॥ ৬২

ধরণেরুদ্ধয়ে কুৰ্য্যাৎ স্তম্ভনং বশ্যমাত্মবিং ।

শাস্তিকং পৌষ্টিকং কৰ্ম তোয়ন্ত্য সময়ে বসোঃ ॥ ৬৩

মারণাদীনি মরুতো বিপক্ষোচ্চাটনাদিকম্ ।

ক্ষুদ্রাদি-নাশনে শস্ত্রমুদয়ে চ বিহায়সঃ ॥ ৬৪

ভূতানাং মণ্ডলানি

বৃত্তং দিবস্তং ষড়্-বিন্দু-লাঞ্জিতং মাতরিশ্বনঃ ।

ত্রিকোণং স্বস্তিকোপেতং বহুরন্ধেন্দু-সংযুতম্ ॥ ৬৫

অন্তোজমন্তসো ভূমেশচতুরস্রং সবজ্রকম্ ।

তত্তদ্বৃত্ত-সমাতানি মণ্ডলানি বিছবুধাঃ ।

বর্ণৈঃ স্বৈরঞ্জিতান্যাহঃ স্ব-স্ব-নাম্নাবৃত্তান্যপি ॥ ৬৬

অনন্তর ভূতগণের উদয় শারদাতিলক তন্ত্রে এইরূপ কথিত হইতেছে—ভূমির উদয়ে উভয় নাসিকা পুটের অধোভাগে নিশ্বাসের গতি দণ্ডাকার হইবে; জল ও অগ্নির উদয়ে শ্বাস গতি উর্ধ্ব হইবে, বায়ুর উদয়ে শ্বাস গতি তিৰ্য্যাক্ হইবে এবং আকাশের উদয়ে শ্বাস গতি মধ্যে হইবে। ইহা দ্বারা ভূতগণের উদয় কথিত হইয়াছে। ৬২

আত্মবিং সাধক পৃথিবীর উদয়ে স্তম্ভন ও বশীকরণ কার্য্য করিবেন। জলের উদয়ে শাস্তিক ও পৌষ্টিক কৰ্ম, অগ্নির উদয়ে উচ্চাটনাদি কৰ্ম, বায়ুর উদয়ে মারণাদি কৰ্ম এবং আকাশের উদয়ে ক্ষুদ্রাদির নাশন কৰ্ম প্রাপ্ত। ৬৩-৬৪

অনন্তর ভূতগণের মণ্ডল কথিত হইতেছে। ভূতমণ্ডলের মধ্যে আকাশ মণ্ডল হইতেছে বৃত্ত। সেই বৃত্তই তাহার পরিধি রেখামধ্যে সমভাগে ছয়টি বিন্দু দ্বারা ভূষিত হইলেই বায়ুমণ্ডল হয়। স্বস্তিকায়ুক্ত উর্ধ্বাংশ ত্রিকোণ অগ্নির মণ্ডল। অর্দ্ধচন্দ্র সংযুক্ত তাহার উভয় ভাগস্থ পদ্মই জলের মণ্ডল। ভূমির মণ্ডল হইতেছে অষ্ট বজ্র বিভূষিত চতুরস্র। এই মণ্ডলগুলিকে সেই সেই ভূত বর্ণের সমান বর্ণ-বিশিষ্ট বলিয়া পণ্ডিতগণ বলেন। ৬৫

পণ্ডিতগণ এই মণ্ডলগুলিকে সেই সেই ভূতবর্ণের তুল্য বর্ণবিশিষ্ট রজঃ দ্বারা পূরিত বলিয়া থাকেন অর্থাৎ ভূমি প্রভৃতিতে ভূতমণ্ডল লিখিলে তাহার। এই ভূতমণ্ডল-

অচ্ছং বিয়ং মরুৎ কৃষ্ণো রক্তোহগ্নিবিষদং পয়ঃ ।

পীতা ভূমিঃ^১ পঞ্চভূতান্শেতৈকাকাধারতো বিহুঃ ॥ ৬৭

প্রয়োগানন্তবং কুলার্ণবে—একলক্ষং জপেন্ মন্ত্রং ধ্যান-শ্বাস-সমব্রিতঃ ।

প্রয়োগ-দোষশাস্ত্যর্থমাত্ম-রক্ষার্থ-কারণম্ ।

নচেৎ ফলঞ্চ নাপ্রোতি দেবতা-শাপমাপ্নুয়াৎ ॥ ৬৮

মন্ত্রমিতি । শাস্ত্যর্থ-নির্দিষ্ট-মন্ত্রমিত্যর্থঃ । যৎ তু—ন শতং মারণং কর্ম
কুর্য্যাচ্ছেদযুতং জপেদিতি । তৎ তু প্রায়শ্চিত্তপরমিতি ধ্যেয়ম্ । ৬৯

অথ জপনিরূপণম্

জপঃ শ্রাদ্ধাকরবৃত্তির্ম'নিসোপাংস্ত-বাচিকৈঃ ।

ধিয়া যদাকরশ্রেণীং বর্ণ-স্বর-পদাভিকাম্ ॥ ১

উচ্চৈঃদর্থমুদ্दिश्य मानसः स जपः श्रुतः ।

জিহ্বোষ্ঠৌ চালয়েৎ কিঞ্চিদ্ দেবতা-গত-মানসঃ ॥ ২

গুলিকে ভূতবর্ণ রজঃ দ্বারা রঞ্জিত করিয়া থাকেন এবং ঐ মণ্ডলগুলিকে ভূতলিপি
যন্ত্রে কর্ণিকালিখিত স্বরমন্ত্রের দ্বারা আবৃত বলিয়া থাকেন । ৬৬

আকাশ শ্বেতবর্ণ, বায়ু কৃষ্ণবর্ণ, অগ্নি রক্তবর্ণ, জল বিশদ (তরু) বর্ণ ও পৃথিবী
পীতবর্ণা—এই পাঁচটি পঞ্চভূত পঞ্চতন্ত্রাত্মের এক একটিতে অর্থাৎ নিজ কারণে আশ্রিত
জানিবে । ৬৭

এই ষট্‌কর্ম প্রয়োগের অনন্তর কর্তব্য কুলার্ণব তন্ত্রে বলিয়াছেন—সাধক ধ্যান ও
শ্বাস সমব্রিত হইয়া ষট্‌কর্ম প্রয়োগের দোষ শাস্তির জন্য এবং আত্মরক্ষার হেতু এক
লক্ষ মন্ত্র জপ করিবেন । ইহা না করিলে ষট্‌ কর্মের ফল পায় না এবং দেবতার
অভিশাপ লাভ করিবে । ৬৮

মন্ত্রম্ এই কথার অর্থ—শাস্তির জন্য নির্দিষ্ট মন্ত্র । আর যে এই বচন আছে—
মারণ কর্ম প্রশস্ত নহে । যদি ইহা করেন, তবে অযুত সংখ্যক মন্ত্র জপ করিবেন ।
তাহা প্রায়শ্চিত্ত পর জানিবে অর্থাৎ মারণ কর্ম করিলে যে পাপ হয়, সেই পাপের
নিবর্তক প্রায়শ্চিত্ত হইতেছে এই অযুত মন্ত্র জপ । ৬৯

অনন্তর জপের নিরূপণ হইতেছে—মন্ত্রাকরগুলির আবৃত্তির নাম জপ । মানস,
উপাংস্ত ও বাচিকভেদে উহা ত্রিবিধ । মন্ত্রের অর্থকে উদ্দিষ্ট (স্মরণ) করিয়া
বর্ণ, স্বর ও পদরূপ মন্ত্রের অক্ষর শ্রেণীকে মনে মনে উচ্চারণ করিবেন । এই যে মানস
উচ্চারণ, উহাই মানস জপ ।

কিকিচ্ছবণ-যোগ্য: স্যাৎপাংত: স জপ: শ্রুত: ।

মন্ত্রমুচ্চারয়েদ্ বাচা বাচিক: স জপ: শ্রুত: ॥ ৩

বিত্তক্ষেত্রভেদে—নিজকর্ণাগোচরো যো মানস: স জপ: শ্রুত: ।

উপাংতুনিজকর্ণস্য গোচর: পরিকীর্তিত: ।

নিগদন্তু জনৈর্বেদান্ত্রিবিধো জপ ঈরিত: ॥ ৪

উচ্চৈর্জপাদ্ বিশিষ্ট: স্যাৎপাংতুর্দশভিগুণৈ: ।

জিহ্বা-জপ: শতগুণ: সহস্রো মানস: শ্রুত: ॥ ৫

তদ্বাস্তরে—উচ্চৈর্জপোহধম: প্রোক্ত উপাংতুর্মধ্যম: শ্রুত: ।

উত্তমো মানসো দেবি ! ত্রিবিধ: কথিতো জপ: ॥ ৬

জিহ্বা-জপ: স বিজ্ঞেয়: কেবলং জিহ্বয়া বুধৈ: ।

অতিহ্রস্বো ব্যাধিহেতুরতিদীর্ঘো বসু-ক্ষয়: ।

অক্ষরাক্ষর-সংযুক্তং জপেন্ মৌক্তিক-হারবৎ ॥ ৭

দেবতার প্রতি মনোনিবেশ করিয়া অর্থাৎ তদগত-চিত্ত হইয়া জিহ্বা ও ওষ্ঠকে কিকিৎ চালনা করিবেন । এই চালনার ফলে কিকিৎ শ্রবণযোগ্য যে মন্ত্রের উচ্চারণ, তাহাই উপাংত জপ কথিত হইয়াছে । বাক্যের দ্বারা মন্ত্রের যে উচ্চারণ, তাহা বাচিক জপ উক্ত হইয়াছে । ১-৩

বিত্তক্ষেত্র ভেদে বলিয়াছেন—নিজকর্ণের অগোচর যে জপ, সেই জপ মানস বলিয়া কথিত হইয়াছে । নিজকর্ণের গোচর যে জপ, তাহা উপাংত কীর্তিত হইয়াছে । জনগণের বেদ (শ্রবণ যোগ্য) যে জপ, তাহা নিগদ (বাচিক) জপ । এই ত্রিবিধ জপ কথিত হইয়াছে । ৪

উচ্চৈঃস্বরে জপ হইতে বিশিষ্ট ফল হয় । উপাংত জপ তাহার দশগুণ অধিক ফলপ্রদ হয় । জিহ্বাজপ শতগুণ অধিক ফলপ্রদ এবং মানস জপ সহস্র গুণ অধিক ফলপ্রদ হয় । ৫

তদ্বাস্তরে বলিয়াছেন—উচ্চৈঃস্বরে জপ অধম কথিত হইয়াছে । উপাংত জপ মধ্যম কথিত হইয়াছে । হে দেবি । মানস জপ উত্তম । এই ত্রিবিধ জপ কথিত হইয়াছে । ৬

কেবল জিহ্বা দ্বারা যে জপ, তাহা কেবল জিহ্বা জপ, ইহা পণ্ডিতগণ জানিবেন । অতি হ্রস্ব জপ ব্যাধির হেতু এবং অতি দীর্ঘ জপ ধন ক্ষয়ের কারণ । মুক্তাহারের দ্বারা অক্ষরের পর অক্ষর যুক্ত করিয়া জপ করিবেন । ৭

অতিদ্রুতঃ মন্তবর্ণোচ্চারণে বহুক্ষণ-ব্যবহিতঃ । অতিদীর্ঘো মন্ত-বর্ণানা-
মতিদ্রুতোচ্চারণকৃতঃ । বসুকর ইতি বসুনাং করো বস্মাদিতি বিগ্রহঃ ।
অক্ষরমক্ষরসংযুক্তং যত্রোতি ক্রিয়াবিশেষণম্ । মৌক্তিক-হারবৎ হারহ-
মৌক্তিকবৎ^১ । অয়ঞ্চ সংযুক্তাংশে দৃষ্টান্তঃ । তথা তদ্রূপান্তরে (৮)—

মনঃ সংশ্রুত্যা বিষয়াদ্ মন্তার্থ-গত-মানসঃ ।

ন দ্রুতং ন বিলম্বঞ্চ জপেন্ মৌক্তিক-হারবৎ ॥ ১

নহু সংযুক্ত-বীজস্য সংযুক্তত্বেন বিযুক্তত্বেন বা উচ্চারণঃ ? উচ্যতে দুর্বাসঃ—
কূটে—মায়াস্থানে হ-রী-বর্ণ-যুগলঞ্চ ক্রমান্বিত্বেনোদিত্বাৎ বচনাৎ

কামরাজাখ্য-বিদ্যায়ান্তিকূটেষু মহেশ্বরি !

যা স্থিতা ভুবনেশানী দ্বিধা কুরু বরাননে ।

নাদহীনা-বিন্দুহীনা দুর্বাসঃ পূজিতা ভবেৎ^২ ॥

মন্তবর্ণের উচ্চারণে বহুক্ষণ ব্যবহিত হইলে অতিদ্রুত হয় । মন্তবর্ণ সমূহের
অতিদ্রুত উচ্চারণ জন্য অতিদীর্ঘ হয় । বসুকর এই পদটি জপের বিশেষণ সমস্ত
পদ । উহার ব্যাস বাক্য হইতেছে—বসুনাং করো বস্মাৎ জপাৎ অর্থাৎ যে জপ
হইতে বসু (বন) সমূহের ক্ষর হয়, সেই জপ বসু-ক্ষর জপ । যে জপে অক্ষরটি অক্ষর
সংযুক্ত, তাহা অক্ষরাক্ষর সংযুক্ত, এইটি জপ ক্রিয়ার বিশেষণ । যাহাতে অক্ষরের পর
অক্ষর উচ্চারিত হয়, উচ্চারণে বিলম্ব হয় না, এমনভাবে জপ করিবে । মৌক্তিকহারবৎ
হারহিত যুক্তার শ্রাব্য । এইটি অক্ষর সংযোগের দৃষ্টান্ত । যেমন তদ্রূপান্তরে
বলিয়াছেন (৮)—

বিষয় সমূহ হইতে মনকে উপসংহার করিয়া মন্তার্থে চিন্তকে লগ্ন করিয়া হারহিত
যুক্তার শ্রাব্য অক্ষরের পর অক্ষর উচ্চারণ করিয়া জপ করিবে । অতিদ্রুত বা অতি
বিলম্বে জপ করিবে না । ১

আচ্ছা, সংযুক্ত বীজের সংযুক্তত্ব রূপে অথবা বিযুক্তত্ব রূপে উচ্চারণ হইবে? উত্তরে
বলিতেছি, দুর্বাসঃ কূটে—মায়া (হ্রীং) স্থানে হ রী এই বর্ণ ক্রমে ক্রমে লিখিবেন—
এইরূপ বচন থাকায় এবং হে মহেশ্বরি ! কামরাজ নামক বিদ্যার তিনটি কূটে যে
ভুবনেশানী বীজ (হ্রীং) আছে, হে বরাননে । তাহাকে দ্বিধা কর । নাদহীনা ও
বিন্দুহীনা হইয়াই দুর্বাসঃ পূজিতা হইবেন—এইরূপ বচন থাকায় কেবল সেই স্থানেই

ইতি বচনাচ্চ তত্রৈব বিশ্লেষণোচ্চারণং নান্যত্রৈতি স্বরসঃ । বিশ্লেষণং বিনাহ্নু-
চ্চাৰ্য্যাণাং কূটানাস্তগত্যৈব বিশ্লেষণোচ্চারণমিতি তদ্ব্যম্ । ১০

কালিকাপুরাণে—জপশ্চোপাংস্তুঃ সৰ্বেষামুত্তমঃ পরিকীৰ্ত্তিতঃ । ১১

অথ জপক্রমঃ

হস্তেন স্রজমাদায় চিন্তয়েন্মনসা শিবাম্ ।

চিন্তয়িত্বা গুরুং মুগ্ধি যথা বর্ণাদিকং ভবেৎ ॥ ১২

মন্ত্ৰঞ্চ কণ্ঠতো ধ্যাত্বা পীতবর্ণং হিরণ্ময়ম্ ।

মহামায়াঞ্চ হৃদয়ে আত্মানং গুরু-পাদয়োঃ ॥ ১৩

আচচক্ষে ততঃ পশ্চাদ্ গুরোর্মন্ত্ৰস্ত চাত্মনঃ

দেব্যাশ্চাপ্যেকতাং নীত্বা সুষুম্না বজ্রনা ততঃ ॥ ১৪

তথা— জপাদৌ পূজয়েন্ মালাং তোয়ৈরভ্যক্ষ্য যত্নতঃ ।

নিধায় মণ্ডলস্তাস্তুঃ সব্যহস্ত-গতাঞ্চ বা ॥ ১৫

ওঁ মালে মালে মহামালে সর্বশক্তি-স্বরূপিণি ! ।

চতুৰ্ভুজায় নমস্তস্তস্মান্মৈ সিদ্ধিদা ভব ॥ ১৬

বর্ণকে বিশ্লেষণ করিয়া উচ্চারণ হইবে, অন্যত্র নহে । ইহা স্বরস (আমার মত) । বর্ণের
বিশ্লেষণ ছাড়া অনুচ্চারণ কূট সমূহের অগত্যা বর্ণসমূহের বিশ্লেষণ করিয়া উচ্চারণ
কর্তব্য । ইহাই তত্ত্ব । ১০

কালিকা পুরাণে বলিয়াছেন—সমস্ত জপের মধ্যে উপাংস্ত জপ উত্তম কীর্ত্তিত
হইয়াছে । ১১

অনন্তর জপক্রম কথিত হইতেছে । হাতে মালা লইয়া মনে মনে শিবাকে
চিন্তা করিবে । মন্ত্ৰকে গুরুকে চিন্তা করিয়া মন্ত্ৰ স্বরূপ বর্ণপদাদি বিশিষ্ট
হইবে, কণ্ঠ স্থানে তাহাকে হিরণ্ময় পীতবর্ণ ধ্যান করিয়া হৃদয়ে মহামায়াকে ধ্যান
করিয়া গুরুর পাদদ্বয়ে নিজেকে চিন্তা করিয়া তাহার পর সুষুম্নাপথে গুরু, মন্ত্ৰ, আত্মা
ও দেবতার ঐক্য সম্পাদন করিয়া তাহার পর মন্ত্ৰ উচ্চারণ করিবেন । ১২-১৪

তদ্ব্য এইরূপ উক্ত হইয়াছে—জপের আদিতে সর্বতোভদ্র মণ্ডল প্রভৃতি মণ্ডলের
মধ্যে অথবা বাম হস্তে মালাকে রাখিয়া যত্নপূর্বক তাহাকে জলের দ্বারা অভ্যক্ষণ
করিয়া পূজা করিবেন । ১৫

ওঁ মালে মালে ইত্যাদি মন্ত্ৰে পূজা করিয়া নিজের হৃদয়ের নিকটে দক্ষিণ হস্তে

পূজয়িত্বা ততো মালাং গৃহীয়াৎ দক্ষিণে করে ।

মালাং বহুদয়াসমে ধৃত্বা দক্ষিণ-পাণিনা ॥ ১৭

দেবীং বিচিস্তয়ন্ জপ্যং কুর্যাদ্ বামেন সংস্পৃশেৎ ।

যথাশক্তি জপং কুর্য্যাৎ সংখ্যায়ৈব প্রযত্নতঃ ॥ ১৮

জপ্ত্বা মালাং শিরোদেশে প্রাংস্তস্থানেহথবা শ্রুসেৎ ।

স্তুতি-পাঠং ততঃ কুর্যাদিষ্টং কামং নিবেদ্য চ ॥ ১৯

সংখ্যায়ৈবেতি । তথা চ জপসংখ্যা-করণস্বাবশ্যকত্বম্ । উক্তঞ্চ—

পর্ব-সন্ধিসু যজ্ঞপুং যজ্ঞপুং মেরু-লজ্বনে ।

অসংখ্যাতঞ্চ যজ্ঞপুং তৎ সর্বং নিষ্ফলং ভবেৎ ॥ ২০

ইতি । জপাদৌ কুল্লুকা-জপাদিরপ্যাবশ্যকঃ । যথা রুদ্রযামলে—

ঈশ্বর উবাচ— কুল্লুকাং মুগ্ধি সংজপ্য হৃদি সেতুং বিচিস্তয়েৎ ।

মহাসেতুং বিত্ত্বৌ তু ষোড়শারে সমুদ্বরেৎ ॥ ২১

মণিপূরে তু নির্বাণং মহাকুল্লিনীমধঃ ।

স্বাধিষ্ঠানে কামবীজং রাকিণী-মুগ্ধি সংস্থিতম্ ॥ ২২

বিচিস্ত্য বিধিবদ্ দেবি । মূলধারাস্তিকাস্চিবে ! ।

মালাকে ধারণ করিয়া দেবীকে চিন্তা করিতে করিতে জপ্য মন্ত্র জপ করিবেন এবং বাম হাতে স্পর্শ করিবেন । যতপূর্বক সংখ্যা সহিত যথাশক্তি জপ করিবেন । ১৬-১৮

মন্ত্র জপ করিয়া মালাকে মন্তক দেশে অথবা প্রাংস্ত (উচ্চ) স্থানে রাখিবেন ।

তাহার পর নিজের প্রিয় কামনা নিবেদন করিয়া স্তুতি পাঠ করিবেন । ১৯

সংখ্যায়ৈব এই কথা দ্বারা জপ সংখ্যা করণ আবশ্যক, ইহা কথিত হইয়াছে । তন্মধ্যে এই বলিয়াছেন—

পর্বসন্ধিতে যে জপ, মেরু লজ্বন করিয়া যে জপ, সংখ্যা না রাখিয়া যে জপ, সে সমস্তই নিষ্ফল । ২০

জপের আদিতে কুল্লুকার জপাদিও আবশ্যক । যেমন রুদ্রযামলে ঈশ্বর বলিলেন—

মন্তকে কুল্লুকাৎ জপ করিয়া হৃদয়ে সেতুকে চিন্তা করিবে । ষোড়শদল বিত্ত্ব চক্রে মহাসেতুকে জপ করিবে । ২১

নাভিতে মণিপূর চক্রে নির্বাণকে জপ করিবে । মূলধারে মহাকুল্লিনীকে চিন্তা করিবে । অধঃস্থানে স্বাধিষ্ঠানে লিঙ্গমূলে কামবীজকে রাকিণী মন্তকস্থিত ধ্যান করিবে ।

বিগ্ৰহাস্তং অরেন্দ্র দেবি ! বিসতন্ত-তনীরসীম্ ।

বেদিস্থানং^১ দ্বিজিহ্বাস্তং মূলমস্ত্রাবৃতং মুহঃ ॥ ২৩

বিসতন্ত-তনীরসীং কুণ্ডলিনীমিত্যর্থঃ । দ্বিজিহ্বাস্তং জিহ্বাদ্বয়-মধ্যম্ ।

শ্রীদেব্যাচ— কুল্লুকা কীদৃশী নাথ ! সেতুর্বা বদ কীদৃশঃ ।

কীদৃশো বা মহাসেতুর্নির্বাণং ত্বং কীদৃশম্ ।

অন্যদ্ বা কথিতং যন্মে কীদৃশং তদ্ বদ প্রভো ॥ ২৪

ঈশ্বর উবাচ— গুহ্যাদ্ গুহ্যতরং দেবি । তব স্নেহেন কথ্যতে ।

বিনা যেন মহেশানি ! নিষ্ফলস্ত জপাদিকম্ ॥ ২৫

তারায়্যাঃ কুল্লুকা দেবি ! মহানীল-সরস্বতী ।

তারাস্ত্র-রহিতা ত্র্যর্গা মহানীল-সরস্বতী ।

কুল্লুকেয়ং সমাখ্যাতা সর্বতন্ত্রেষু গোপিতা ॥ ২৬

পঞ্চাকরী কালিকায়্যাঃ কুল্লুকা পরিকথ্যতে ।

কালী কূর্চং বধূর্মায়া ফট্কারাস্তা মহেশ্বরী ! ॥ ২৭

বিধিপূর্বক চিন্তা করিয়া হে দেবি শিবে ! মূলধারের নিকট হইতে বিগ্ৰহ চক্র পর্য্যন্ত (কণ্ঠস্থ চক্র পর্য্যন্ত) বিসতন্ত অপেক্ষা তনীরসী (সুক্ষ্মা) কুণ্ডলিনীকে স্মরণ করিবে । দ্বিজিহ্বাস্ত বেদিস্থান (জিহ্বাদ্বয়ের মধ্যস্থান) মুহমূহ মূল মন্ত্রের দ্বারা আবৃত হইতেছে । ২২-২৩

বিসতন্ততনীরসীং ইহার অর্থ—কুণ্ডলিনীকে । দ্বিজিহ্বাস্ত—জিহ্বাদ্বয়ের মধ্য ।

শ্রীদেবী বলিলেন—হে নাথ ! কুল্লুকা কিরূপ ? সেতুই বা কিরূপ বলুন । মহাসেতুই বা কীদৃশ ? নির্বাণই বা কিরূপ ? অন্য যাহা আমার নিকট কথিত হইয়াছে, তাহা কিরূপ বলুন । ২৪

ঈশ্বর বলিলেন—হে মহেশানি ! যাহা ছাড়া জপাদি নিষ্ফল, হে দেবি ! গুহ্য হইতে গুহ্যতর সেই বিষয় তোমার প্রতি স্নেহে কথিত হইতেছে । ২৫

হে দেবি ! তারার কুল্লুকা মহানীল সরস্বতী । তারাবীজ অস্ত্র রহিতা হইয়া ত্র্যক্ষর হইলে মহানীল সরস্বতী হয়, ইহা কুল্লুকা কথিত হইয়াছে । ইহা সমস্ত তন্ত্রেই গুপ্ত রহিয়াছে । ২৬

পঞ্চাকরী বিদ্যা কালিকার সেতু কথিত হইয়াছে । হে মহেশ্বরী ! কালী (ত্রীং) কূর্চ (দুং) বধু (ত্রীং), মায়া (ত্রীং) ও অন্তে ফট্—এই পঞ্চাকরী বিদ্যা । ২৭

১। জিহ্বারোর্ধ্বাং বেদিস্থানমিত্যর্থঃ হে জিহ্বা বস্ত্র তদ্ দ্বিজিহ্বাং কণ্ঠমিত্যর্থঃ । তথা চ মূলধারাব্যব-
কণ্ঠপর্য্যন্তং মন্ত্রাক্ষরং চিন্তয়েদিত্যর্থঃ । অথো মূলধারমবধিং কথ্যেত্যর্থঃ ।

হিমায়াস্ত মহাদেবি ! কুল্লুকাষ্টাকরী ভবেৎ ।
 বজ্রবৈরোচনীয়ে চ অস্তে বর্ম প্রকীর্তয়েৎ ॥ ২৮
 সম্প্রদায়াঃ প্রথমং ভৈরব্যাঃ কুল্লুকা মতা ।
 শ্রীমৎ-ত্রিপুর-সুন্দর্যাঃ কুল্লুকা দ্বাদশাকরী ॥ ২৯
 বাগ্ভবং প্রথমং বীজং কামবীজমনস্তরম্ ।
 লজ্জাবীজং ততঃ পশ্চাৎ ত্রিপুরে চ ততঃ পরম্ ॥ ৩০
 ভগবতি ততঃ পশ্চাদস্তে ঠধয়মুদ্বরেৎ^১ ।
 অথবা কামবীজাখ্যা কুল্লুকা পরিকীৰ্ত্তিতা ॥ ৩১
 প্রাসাদবীজং শঙ্কোশ্চ মঞ্জুবোষে ষড়াকরী ।
 একাৰ্ণং ভুবনেশ্বর্যা বিষ্ণোঃ স্রাদষ্ট-বর্ণকঃ ।
 নমো নারায়ণায়ৈতি প্রণবাচ্চা চ কুল্লুকা ॥ ৩২
 মাতঙ্গ্যাঃ প্রথমং বীজং মায়া ধুমাবতীং প্রতি ।
 বগলায়া বধু-বীজং লক্ষ্ম্যাশ্চ নিজবীজকম্ ॥ ৩৩
 সরস্বত্যা বাগ্ভবঞ্চ অন্নদায়া অনঙ্গকম্ ।
 অগ্নাসান্ত পরাবীজং কুল্লুকা পরমেশ্বরী ! ॥ ৩৪

হে মহাদেবি ! হিন্নমস্তার অষ্টাকরী বিদ্যা কুল্লুকা কথিত হইয়াছে ।
 বজ্রবৈরোচনীয়ে ও অস্তে ষট্ কীর্তন করিবেন । তাহাতে বজ্রবৈরোচনীয়ে ষট্ হয় ।
 ইহাই অষ্টাকরী কুল্লুকা । ২৮

সম্প্রদায় প্রথম কুট ভৈরবীর কুল্লুকা কথিত হইয়াছে । শ্রীমৎ ত্রিপুরসুন্দরীর
 দ্বাদশাকরী বিদ্যা কুল্লুকা । ২৯

প্রথম বীজ বাগ্ভব (ঐঃ), অনন্তর কামবীজ (ক্লীঃ), লজ্জাবীজ (হ্রীঃ), তাহার
 পর ত্রিপুরে, তাহার পর ভগবতি, তাহার পর অস্তে ঠধর (রাহা) উক্তার করিবে ।
 অথবা কামবীজ নামক বিদ্যা কুল্লুকা কীর্তিত হইয়াছে । ৩০=৩১

প্রাসাদ বীজ শঙ্কর কুল্লুকা, মঞ্জুবোষের ষড়াকরী বিদ্যা কুল্লুকা, ভুবনেশ্বরীর
 একাকরী বিদ্যা কুল্লুকা, প্রণবাদি নমো নারায়ণায় অর্থাৎ ও নমো নারায়ণায়—এই
 অষ্টাকর মন্ত্র নারায়ণের কুল্লুকা । ৩২

মাতঙ্গীর প্রথম বীজ, ধুমাবতীর প্রতি মায়া (হ্রীঃ) কুল্লুকা, বগলার বধুবীজ,
 লক্ষ্মীর নিজ বীজ কুল্লুকা । ৩৩

সরস্বতীর বাগ্ভব বীজ, অন্নদার অনঙ্গবীজ, হে মহেশ্বরী ! অগ্নাস্ত দেবতাদ্বয়ের
 পরা বীজ কুল্লুকা । ৩৪

১। ৫—উদ্বোধনান্তরং অগ্নায়াং তু পরাবীজমিতি পাঠঃ । অথবেত্যান্তনঙ্গকমিত্যন্তঃ পাঠো নাস্তি ।

ইয়ং তে কথিতা দেবি ! সংক্ষেপাৎ কুল্লুকা ময়া ।

অজ্ঞাত্বা কুল্লুকামেতাং যো জপত্যধমঃ প্রিয়ে ! ॥ ৩৫

পঞ্চদশাশু লভতে সিদ্ধিহানিশ্চ জায়তে ।

তথা^১ জপাদিকং সর্বং নিষ্ফলং নাত্র সংশয়ঃ ।

তস্মাৎ সর্বপ্রযত্নেন প্রজপেন্ মুগ্ধি কুল্লুকাম্ ॥ ৩৬

বর্ম প্রকীর্তয়েদিতি কূচমুদ্বরেদিত্যর্থঃ^২ । প্রথমমিতি । সম্পৎ-প্রদায়াঃ প্রথমং কুটং ভৈরব্যা কুল্লুকা ইত্যর্থঃ । পরাবীজং মায়াবীজম্ । ইতি কুল্লুকা^৩ । ৩৭

তত্রৈব^৪— অথ সেতুং প্রবক্ষ্যামি তং শৃণু প্রিয়ংবদে ! ।

যস্মাহজ্ঞানেন বিফলং জপ-হোমাদিকং ভবেৎ ॥ ৩৮

বিপ্রাণাং প্রণবঃ সেতুঃ ক্ষত্রিয়াণাং তথৈব চ ।

বৈশ্যানাস্তু ফড়ন্তুঃ শ্রান্মায়া শূদ্রস্য কথ্যতে ॥ ৩৯

অজপ্ত্বা হৃদি দেবেশি ! যো বৈ মন্ত্রং সমুচ্চরেৎ ।

সর্বেষামেব মন্ত্রাণামধিকারো ন তস্য হি ॥ ৪০

হে দেবি । আমার কর্তৃক সংক্ষেপে এই কুল্লুকা কথিত হইল । হে প্রিয়ে ! এই কুল্লুকাকে না জানিয়া যে জপ করে, সে অধম । ৩৫

সে শীঘ্র পঞ্চদশ লাভ করে, তাহার সিদ্ধিহানি হয় । সেইরূপ তাহার জপাদি সমস্ত নিষ্ফল হয়, এ বিষয়ে সন্দেহ নাই । অতএব সর্বপ্রযত্নে মন্ত্রকে কুল্লুকা জপ করিবে । ৩৬

বর্ম প্রকীর্তয়েৎ এই কথার অর্থ—কূচ উদ্ধার করিবে । প্রথমম্ এই পদের অর্থ—সম্পৎপ্রদার প্রথম কুট ভৈরবীর কুল্লুকা । পরা বীজ—মায়াবীজ কুল্লুকা । ৩৭

সেই তন্ত্রে উক্ত হইয়াছে—হে প্রিয়ংবদে ! অনন্তর সেতু বলিতেছি, তাহা প্রণব কর । যাহা না জানিলে ও জপ না করিলে জপ হোমাদি নিষ্ফল হইবে । ৩৮

বিপ্রণের প্রণব সেতু । ক্ষত্রিয়ণেরও তাহাই সেতু । বৈশ্যণের ফড় বর্ণ সেতু । মায়াবীজ শূদ্রের সেতু কথিত হইয়াছে । ৩৯

হে দেবেশি । হৃদয়ে সেতুকে জপ না করিয়া যে মন্ত্র জপ করে, তাহার সমস্ত মন্ত্রে অধিকার থাকে না । ৪০

১। ক--বুধা । ২। খ--বর্ষেতি কূচমিত্যর্থঃ । ৩। ক--মায়াবীজং কুল্লুকা । ৪। খ--তত্রৈবেতি নাস্তি ।

কালিকাপুরাণে—মজ্জাগাং প্রণবঃ সেতুন' মন্ত্রঃ প্রণবস্ত তু ।

প্রবত্যনোক্তং পূর্বং পরস্তাচ্চ বিশীৰ্য্যতে ॥ ৪১

অকারঞ্চাপ্যকারঞ্চ মকারঞ্চ প্রজাপতিঃ ।

বেদ-ত্রয়াং সমুদ্ভূত্য প্রণবং নির্মমে পুরা ॥ ৪২

স উদাত্তো ব্রাহ্মণানাং রাজ্ঞাং শ্রাদ্ধদাত্তকঃ ।

অরিতশ্চোক্ত-জ্ঞাতানাং মনসাপি তথা অরেন ॥ ৪৩

চতুর্দশ-অরো যোহসৌ শেষ ঔকার-সংজ্ঞকঃ ।

স চানুস্বার-চন্দ্রাভ্যাং শূজাগাং সেতুরুচ্যতে ॥ ৪৪

নিঃসেতু চ যথা তোয়ং ক্ষণান্ নিয়ং প্রসপতি ।

মন্ত্ৰস্তথৈব নিঃসেতুঃ ক্ষণাং ক্ষরতি যজ্ঞনাম্ ॥ ৪৫

তস্মাং সর্বেষু মন্ত্ৰেষু চতুর্বর্ণা দ্বিজাতয়ঃ ।

পার্শ্বয়োঃ সেতুমাদায় জপকর্মাচরন্তি চ ॥ ৪৬

শূজাগামাদি-সেতুর্বা দ্বি-সেতুর্বা যথেষ্টয়া ।

দ্বি-সেতবঃ সমাখ্যাতাঃ সর্বদৈব দ্বিজাতয়ঃ ॥ ৪৭

ইতি সেতুপ্রকরণম্

কালিকাপুরাণে বলিয়াছেন—মন্ত্র সমূহের প্রণব সেতু ; কিন্তু প্রণবের সেতু মন্ত্র নাই । মন্ত্রের পূর্বে ঔকারের দ্বারা অলঙ্কৃত না হইলে ক্ষরিত হয় । পরে ঔকারের দ্বারা অলঙ্কৃত না হইলে বিশীর্ণ হয় । ৪১

পুরাকালে প্রজাপতি বেদত্রয় হইতে অকার, উকার ও মকারকে উদ্ধার করিয়া প্রণব নির্মাণ করিয়াছিলেন । ৪২

ব্রাহ্মণগণের প্রণব উদাত্ত ; ক্ষত্রিয়গণের প্রণব অনুদাত্ত, উক্ত জাত বৈশ্যগণের প্রণব অরিত হইবে । মনে মনে উদাত্তাদিরূপে স্মরণ করিবেন । ৪৩

এই যে ঔকার নামক শেষ চতুর্দশ স্বর, তাহা অনুস্বার ও চন্দ্র (বিন্দু) দ্বারা যুক্ত (ঔং) হইলে শূজগণের সেতু কথিত হয় । ৪৪

কল নিঃসেতু হইলে যেমন ক্ষণমাত্রে নিয়ে বেগে গমন করে, মন্ত্র সেইরূপ সেতু রহিত হইলে ক্ষণমাত্রে জপকারীর নিকট হইতে ক্ষরিত হয়—কল দেয় না । ৪৫

অতএব সমস্ত মন্ত্রে দ্বিজাতি প্রভৃতি চারিবর্ষ মন্ত্রের উত্তরপার্শ্বে সেতু লইয়া জপ কর্মের অনুষ্ঠান করেন । ৪৬

শূজগণের আদিত্য সেতু অথবা ইচ্ছানুসারে দ্বিসেতু অর্থাৎ আদি ও অন্তে সেতু দিতে পারেন । দ্বিজাতিগণ সর্বদাই দ্বিসেতু বলিয়া কথিত হইয়াছেন । ৪৭

সেতু প্রকরণ সমাপ্ত হইল

মহাসেতুঃ দেবেশি ! সূন্দর্যা ভুবনেশ্বরী ।

কালিকায়াঃ স্ববীজঞ্চ তারায়াঃ কূর্চবীজকম্ ।

অশ্বাসান্ত বধুবীজং মহাসেতুর্বরাননে ! ॥ ৪৮

আদৌ জগদ্রা মহাসেতুং পশ্চান্ন মন্ত্রমনস্তথাঃ^১ ।

ধনৈর্ধনেশ-তুল্যোহসৌ বাগ্যা বাগীশ্বরোপমঃ ।

বুদ্ধে কৃতান্ত-সদৃশো নারীগাং মদনোপমঃ ॥ ৪৯

ভুবনেশ্বরী মায়াবীজম্ । মহাসেতুং পশ্চাদপি জপেৎ, সেতু-সাম্যাদিতি সম্প্রদায়বিদঃ । ৫০ ইতি মহাসেতু-প্রকরণম্^২ ।

তত্রৈব^৩— অথ বক্ষ্যামি নির্বাণং শৃণুধাবহিতানঘে ! ।

প্রণবং পূর্বমুচ্চাৰ্য্য মাতৃকান্তং সমুচ্চরেৎ ॥ ৫১

মাতৃকান্ত সমস্তাঞ্চ পুনঃ প্রণবমুচ্চরেৎ ।

এবম্পুটিত-মূলস্ত প্রজপেন্ মণি-পূরকে ॥ ৫২

এবং নির্বাণমীশানি ! যো ন জানাতি পামরঃ ।

কল্পকোটি-সহস্রেষু তস্য সিদ্ধির্ন জায়তে ॥ ৫৩

হে দেবেশি ! সূন্দরীর মহাসেতু ভুবনেশ্বরী (হ্রীং) । কালিকার মহাসেতু নিজ বীজ, তারার মহাসেতু কূর্চবীজ । অশ্বাস্ত দেবভাগনের মহাসেতু বধুবীজ । ৪৮

প্রথমে মহাসেতু জপ করিরা পরে অনন্ত-চিত্ত হইরা ইষ্ট মন্ত্র জপ করিবেন । ঐ জপকারী ব্যক্তি ধনে ধনেশ কুবেরের তুল্য হইবে । বাক্যে বাগীশ্বরের সদৃশ হইবে । বুদ্ধে কৃতান্ত সদৃশ, নারীগণের নিকট মদন সদৃশ হইবে । ৪৯

ভুবনেশ্বরী—মায়াবীজ হ্রীং । সেতুর সহিত সাম্যবশতঃ মহাসেতু পরেও জপ করিতে পারেন । ইহা সম্প্রদায়বিৎ বলেন । ৫০ মহাসেতু প্রকরণ সমাপ্ত হইল ।

সেই কালিকা-পুরাণেই বলিয়াছেন—হে অনঘে ! অনন্তর মহানির্বাণ বলিব । অবহিত হইরা তাহা শ্রবণ কর । প্রথমে প্রণব উচ্চারণ করিরা মাতৃকাদ্য অকার উচ্চারণ করিবে । ৫১

তাহার পর সমস্ত মাতৃকাবর্ণ উচ্চারণ করিরা পুনরায় প্রণব উচ্চারণ করিবে । এইরূপে পুটিত মূল মন্ত্রকে মণিপুরে জপ করিবে । ৫২

হে ঈশানি ! যে পামর এইরূপ নির্বাণ না জানে, কল্পকোটি সহস্র বৎসরেও তাহার সিদ্ধি হয় না । ৫৩

১। ঋ—জপেদ্ মন্ত্রমনস্তথাঃ ।

২। ঋ—ইতি মহাসেতুঃ ।

৩। ঋ—তত্রৈবেতি নাস্তি ।

মাতৃকাত্ত্বং অকারম্ । সমস্তাং মাতৃকামিতি । প্রথমোচ্চারিতমকার-
মাদায়েতি ভাবঃ । এবং পুটিত-মূলস্থিতি । প্রণব-মাতৃকা-প্রণবৈঃ পুটিতং
মূলমিত্যর্থঃ । তেন প্রণবো মাতৃকা প্রণবো মূলং প্রণবো মাতৃকা প্রণবশ্চাত
সপ্তভির্নিবাণম্ । ইদমেব মন্ত্রশিখেত্যাচ্যতে । সর্বত্র মাতৃকা সানুস্মারৈব
গৃহ্যতে । জপাদাবেবং সপ্তধা জপেৎ । ইতি নির্বাণম্ । ৫৪

অন্যথা কথিতং যন্মে ইতি যদ্ দেব্যা পৃষ্টম্, তত্র শিবস্তোত্রং তু—

ঋষিচ্ছন্দো দেবতা চ বীজং শক্তিঞ্চ কীলকম্ ।

ভাবয়েদ্ যত্নতো দেবি ! ততঃ স্বেষ্টাদিকং জপেৎ ॥ ৫৫

এবং যদি জপেন্ মন্ত্রী মন্ত্ররাজমশ্রুতম্ ।

যগ্নাসাং সিদ্ধিমাপ্নোতি নাত্র কার্য্যা বিচারণা ।

সাক্ষাৎ স এব পুতাত্মা দেবৈঃ সহ বিরাজতে ॥ ৫৬ ইতি ঋগ্য়াদিগ্য়াসঃ ।

কুলার্ণবে—জাতে স্মৃতকমাদৌ স্মাদন্তে চ স্মৃত-স্মৃতকম্ ।

স্মৃতকদ্বয়-সংযুক্তো যো মন্ত্রঃ স ন সিধ্যতি ॥ ৫৭

মাতৃকাত্ত্বং—অকার । সমস্তাং মাতৃকাম্ এই কথার ভাব (ভাৎপর্য) হইতেছে—প্রথম
উচ্চারিত অকারকে লইয়া সমস্ত মাতৃকা, আগে অকার পরে অকারাদি সমস্ত মাতৃকা
এইরূপ নহে । এবং পুটিত মূল এই কথার অর্থ—প্রণব, মাতৃকা বর্ণ ও প্রণব দ্বারা পুটিত
মূল । তাহাতে প্রণব, মাতৃকা, প্রণব, মূল, প্রণব, মাতৃকা, প্রণব—এই সাতটি দ্বারা
নির্বাণ হয় । ইহাই মন্ত্র-শিখা নামে কথিত হয় । সর্বত্র মাতৃকা অনুস্মার যুক্তই গৃহীত
হয় । জপের আদিতে এইরূপ সাত বার জপ করিবে । নির্বাণ সমাপ্ত হইল । ৫৪

অন্যথা কথিতং যন্মে (আমার নিকট অন্য যাহা কথিত হইয়াছে) । এই বলিয়া
দেবী যাহা প্রশ্ন করিয়াছিলেন । সেই প্রশ্নে শিবের উত্তর হইতেছে—

হে দেবি ! ঋষি, ছন্দঃ, দেবতা, বীজ, শক্তি, কীলক যত্ন পূর্বক ভাবনা করিবে ।
তাহার পর নিজ ইচ্ছা মন্ত্র জপ করিবে । ৫৫

এইরূপে যদি কেহ অতিশ্রেষ্ঠ মন্ত্ররাজকে জপ করে, তবে সে ছয়মাসের মধ্যে
সিদ্ধি-লাভ করে, ইহাতে সন্দেহ নাই । সে সাক্ষাৎ পবিত্রাত্মা হইয়া দেবগণের সহিত
বিরাজ করে । ৫৬ ঋগ্য়াদি গ্য়াস সমাপ্ত হইল ।

কুলার্ণবে বলিয়াছেন—মন্ত্রের উৎপত্তিতে (প্রথম উচ্চারণে) প্রথমে জাতক
(জাতান্দোচ) ও অন্তে স্মৃত (স্মৃতান্দোচ) হয় । যে মন্ত্র স্মৃতকদ্বয় যুক্ত, সে মন্ত্র সিদ্ধ
হয় না । ৫৭

তস্মাদ্ দেবি ! প্রযত্নেন ঋবেণ পুটিতং ঋবম্ ।
অষ্টোত্তরশতং বাপি সপ্তবারং জপাদিতঃ ।
জপান্তে চ ততো জপ্যচ্চতুর্বর্গ-ফলাপ্তয়ে ॥ ৫৮

ঋবেণ প্রণবেন । ঋবং নিশ্চিতম্ । তন্মাস্তরে—
ব্রহ্মবীজং মনোদিস্তা চান্তে পরমেশ্বর ! ।
সপ্তবারং জপেন্নত্নং সূতকদ্বয়-মুক্তয়ে ॥ ৫৯

অথ সপ্তচ্ছদা

তন্ম্বে— প্রণবং পূর্বমুদ্ধত্য ঐশ্বর্য্যং বিন্দু-সংযুতম্ ।
কামবীজং ততো দেবি ! স্থল্লেক্ষা তদনন্তরম্ ।
পুনঃ প্রণবমুদ্ধত্য বিদ্যা পঞ্চাক্ষরী প্রিয়ে ॥ ৬০
দেবীভূতানি সর্বানি তথা চ সাধকোত্তমাঃ ।
হরন্তি সর্বতেজাংসি বিদ্যাং সপ্তচ্ছদাং বিনা ॥ ৬১

ঐশ্বর্য্যং ঐকারঃ । তেন ওঁ ঐ ক্লীং হ্রীং ওঁ ইতি পঞ্চবীজাত্মক-সপ্তচ্ছদা-
মপ্যাদাবন্তে চ সকৃৎ সকৃজ্জপেৎ ॥ ৬২

অতএব হে দেবি ! যত্নসূর্বক মন্ত্রকে ঋবের (প্রণবের) দ্বারা নিশ্চয়ই পুটিত
করিবে । জপের আদিতে উহা অষ্টোত্তর শত (১০৮) বার বা সাত বার জপ করিবে ।
তাহার পর জপের অন্তে চতুর্বর্গ জাভের জন্য ঐরূপ জপ করিবে । ৫৮

প্রথম ঋব—প্রণব । দ্বিতীয় ঋব—নিশ্চয় অবশ্য । তন্মাস্তরে বলিয়াছেন—
হে পরমেশ্বর ! সূতক দ্বয়ের মন্ত্রের জন্য মন্ত্রের আদিতে ও অন্তে ব্রহ্মবীজ
(প্রণব) দিয়া ঐ মন্ত্র সাত বার জপ করিবে । ৫৯

অনন্তর সপ্তচ্ছদা কথিত হইতেছে । তন্ম্বে বলিয়াছেন—হে প্রিয়ে । হে দেবি !
প্রথমে প্রণবকে উদ্ধার করিয়া বিন্দু সংযুত ঐশ্বর্য্য (ঐং), কামবীজ, তাহার পর
স্থল্লেক্ষা, তাহার পর পুনরায় প্রণব উদ্ধার করিলে পঞ্চাক্ষরী বিদ্যা হইবে । ৬০

এই পঞ্চাক্ষরী বিদ্যার পাঁচটি অক্ষরই দেবী স্বরূপ । শ্রেষ্ঠ সাধকগণও দেবী স্বরূপ ।
সপ্তচ্ছদা বিদ্যা বিনা এই দেবীভূত বীজগুলি মন্ত্রের সমস্ত তেজ হরণ করেন । ৬১

ঐশ্বর্য্য—ঐকার । অতএব ওঁ ঐং ক্লীং হ্রীং ওঁ এই পঞ্চ বীজাত্মক সপ্তচ্ছদাকেও
জপের আদিতে ও অন্তে এক একবার জপ করিবেন । ৬২

অমৃতমৃত

যথা দোষশাস্তি-প্রকরণে—প্রণবো মাতৃকা দেবী হ্রল্লেক্ষেত্যমৃত-ত্রয়ম্ ।

অমৃতত্রয়-সংযোগাদ্ দৃষ্ট-মন্ত্রোহপি সিধ্যতি ॥ ৬৩

এষা সর্বসাধারণ্যমৃতম্ । বিশেষমন্ত্ৰ শিব উবাচ—

শৃণু বক্ষ্যামি দেবেশি ! অমৃতং সর্বসিদ্ধিদাম্ ।

যাসাং সংযোগ-মাত্রেন সর্ববিদ্যা সুসিদ্ধিদা ॥ ৬৪

শ্রী শ্রী শ্রী হ্রী হ্রী হ্রী শ্রী শ্রী শ্রী—

এষা নবাক্ষরী বিদ্যা অমৃতাত্মা সুসিদ্ধিদা ।

সুন্দরী-সম্মতা বিদ্যা অমৃতম্ সিদ্ধিদায়িনী ॥ ৬৫

অষ্টোত্তর-শতং নিত্যং প্রাতঃ কালে জপেৎ ততঃ ।

মধ্যাহ্নে চ জপেৎ মন্ত্রমষ্টোত্তর-শতং শুভে ! ।

এবং সর্বত্র বোদ্ধব্যং দশবিদ্যাসু সম্মতম্ ॥ ৬৬

শ্রীহর্গোবাচ— মন্ত্রত্রয়ং মহাভাগ ! সংক্রতং ভবতো মুখাৎ ।

কথ্যতাং দেব ! সিদ্ধীশ ! দশবিদ্যাসু সম্মতম্ ।

কথ্যতাং কথ্যতাং দেব ! যদি স্নেহোহস্তি মাং প্রতি ॥ ৬৭

অনন্তর(অমৃত)কথিত হইতেছে । যেমন দোষ শাস্তির প্রকরণে বলিয়াছেন—

প্রণব, মাতৃকা দেবী, হ্রল্লেক্ষা—এই হইতেছে অমৃতত্রয় । এই অমৃতত্রয়ের সম্বন্ধ হইলে দৃষ্ট মন্ত্রও সিদ্ধ হয় । ৬৩

এইটি সর্বসাধারণ অমৃতম্ । এ সম্বন্ধে বিশেষ শিব বলিতেছেন—

হে দেবেশি ! সর্বসিদ্ধিদা অমৃতাকে অবগণ কর । যাহাদের সম্বন্ধমাত্র সমস্ত বিদ্যা সুসিদ্ধা হইয়া থাকে । ৬৪

শ্রীং শ্রীং শ্রীং হ্রীং হ্রীং হ্রীং শ্রীং শ্রীং শ্রীং—এই নবাক্ষরী অমৃতম্ নাম্নী বিদ্যা সুসিদ্ধি-প্রদা । এই নবাক্ষরী বিদ্যা সুন্দরী সম্মতা অমৃতম্ । ইহা সিদ্ধিদায়িনী । ৬৫

নিত্য প্রাতঃকালে এক শত আটবার এই মন্ত্র জপ করিবে । তাহার পর মধ্যাহ্ন কালে এক শত আটবার মন্ত্র জপ করিবে । হে শুভে ! এই দশ মহাবিদ্যার সুসম্মত মন্ত্র সর্বত্র এইরূপ জানিবে । ৬৬

শ্রীহর্গা বলিলেন—হে মহাভাগ ! আপনার মুখ হইতে মন্ত্র-ত্রয় শুনিয়াছি । হে দেব ! হে সিদ্ধীশ ! দশ মহাবিদ্যার সুসম্মত অমৃতম্ মন্ত্র বলুন । হে দেব ! যদি আমার প্রতি স্নেহ থাকে, তবে বলুন । ৬৭

শ্রীদেব উবাচ—সর্বাঙ্গাং দশবিজ্ঞানাং মন্ত্রং বক্ষ্যামি সংশৃণু । ৬৮

ঐ হ্রীং ঐ ঐ হ্রীং ঐ—ইতি তে কথিতা বিজ্ঞা ভৈরবীষু চ সম্যতা ।

পরং পরতরা বিজ্ঞা অমৃতাহমৃতদায়িনী ॥ ৬৯

হ্রীং হ্রীং হ্রীং ক্রীং হ্রীং হ্রীং হ্রীং—

এষা সপ্তাক্ষরী বিজ্ঞা ভুবনেশ্বরী সম্যতা ।

দ্রুত-সিদ্ধি-প্রদা বিজ্ঞা কলাবমৃতদায়িনী ॥ ৭০

ঐ ঐ ঐ হ্রীং হ্রীং হ্রীং—ষড়ক্ষরী মহাবিজ্ঞা বগলাশু চ সম্যতা ।

দ্রুত-সিদ্ধিপ্রদা বিজ্ঞা পূর্বোক্ত-জপতঃ প্রিয়ে ! ॥ ৭১

হ্রীং ক্রীং হ্রীং হ্রীং হ্রীং হ্রীং স্বাহা—

অষ্টাক্ষরী মহাবিজ্ঞা মাতঙ্গীষু চ সম্যতা ।

দ্রুত-সিদ্ধি-প্রদা বিজ্ঞা সূক্ষ্মপেদু ভক্তিতে যদি ॥ ৭২

শ্রীং শ্রীং শ্রীং হ্রীং শ্রীং শ্রীং শ্রীং—

সপ্তাক্ষরী মহাবিজ্ঞা কমলাশু চ সম্যতা ।

দ্রুতসিদ্ধি-প্রদা বিজ্ঞা কলৌ চামৃত-দায়িনী ॥ ৭৩

হ্রীং হ্রীং হ্রীং হ্রীং হ্রীং হ্রীং—

শ্রীমহাদেব বলিলেন—সমস্ত দশ মহাবিজ্ঞার মন্ত্র বলিতেছি । তুমি তাহা সম্যক
রূপে শ্রবণ কর । ৬৮

ঐং হ্রীং ঐং হ্রীং ঐং হ্রীং ঐং—ভৈরবী সম্যত এই অমৃত বিজ্ঞা তোমার নিকট কথিত
হইল । অমৃত প্রদায়িনী এই অমৃত বিজ্ঞা শ্রেষ্ঠ হইতে শ্রেষ্ঠ । ৬৯

হ্রীং হ্রীং হ্রীং ক্রীং (ক্রীং) হ্রীং হ্রীং হ্রীং—এই সপ্তাক্ষরী অমৃত বিজ্ঞা ভুবনেশ্বরীর
সম্যতা । অমৃতদায়িনী এই বিজ্ঞা কলিকালে দ্রুত সিদ্ধিপ্রদা । ৭০

ঐং ঐং ঐং হ্রীং হ্রীং হ্রীং—এই ষড়ক্ষরী অমৃত বিজ্ঞা বগলার সম্যতা । এই বিজ্ঞা
পূর্বোক্ত প্রকারে জপ করিলে দ্রুত সিদ্ধিপ্রদা হয় । ৭১

হ্রীং ক্রীং হ্রীং, হ্রীং হ্রীং হ্রীং স্বাহা—এই অষ্টাক্ষরী অমৃত মহাবিজ্ঞা মাতঙ্গীর
সম্যতা । যদি ভক্তিপূর্বক ইহাকে সূক্ষ্মরূপে জপ করেন, তবে এই বিজ্ঞা দ্রুত
সিদ্ধিপ্রদা হয় । ৭২

শ্রীং শ্রীং শ্রীং হ্রীং শ্রীং শ্রীং শ্রীং এই সপ্তাক্ষরী অমৃত মহাবিজ্ঞা কমলার সম্যতা ।
এই অমৃত-দায়িনী বিজ্ঞা কলিকালে দ্রুতসিদ্ধি প্রদা । ৭৩

সপ্তাঙ্করী মহাবিদ্যা চামৃত্য ধনদানু চ ।

ক্রত-সিদ্ধি-প্রদা বিদ্যা কলৌ চামৃত-দায়িনী ॥ ৭৪

হ্রীং হ্রীং হ্রীং ও হ্রীং হ্রীং হ্রীং—

সপ্তাঙ্করী মহাবিদ্যা মর্দিনীষু চ সম্মতা ।

ক্রত-সিদ্ধি-প্রদা নিত্যা কলৌ চামৃত-দায়িনী ॥ ৭৫

যা নিত্যা কালিকা-দেবী কলৌ জাগ্রৎ-স্বরূপিণী ।

তথাপি কালিকা-দেব্যাহু রহস্তং কথয়ামি তে ॥ ৭৬

ক্লীং ক্লীং ঐং ক্লীং ক্লীং হ্রীং ক্লীং হ্রীং ও ক্লীং স্বাহা ।

দ্বাদশাঙ্করী মহাবিদ্যা কালিকানু চ সম্মতা ।

ক্রত-সিদ্ধি-প্রদা নিত্যা কলৌ চামৃত-দায়িনী ॥ ৭৭

ও হ্রীং হ্রীং হ্রীং ক্লীং ক্লীং ক্লীং হ্রীং হ্রীং হ্রীং ক্লীং ক্লীং ক্লীং স্বাহা ।

কথিতৈষা মহাবিদ্যা ছিন্না-পঞ্চদশাঙ্করী ।

গুহাদ্ গুহতরং গুহং কথিতং তব দুর্লভম্ ॥ ৭৮

নাতঃ পরতরং তত্ত্বং কোটি-তন্ত্ৰেষু সম্মতম্

প্রাতঃকালে জপেন্নিত্যং চাষ্টোত্তর শতং প্রিয়ে ! ॥ ৭৯

হুং হুং হুং হ্রীং হুং হুং হুং—এই সপ্তাঙ্করী অমৃত্য মহাবিদ্যা ধনদার অমৃত্য ।
অমৃতদায়িনী এই বিদ্যা কলি কালে ক্রতসিদ্ধি প্রদা । ৭৪

হ্রীং হ্রীং হ্রীং ও হ্রীং হ্রীং হ্রীং—এই সপ্তাঙ্করী অমৃত্য মহাবিদ্যা মহিষমর্দিনীর
সম্মতা । এই অমৃতদায়িনী বিদ্যা কলিতে সর্বদা ক্রতসিদ্ধি প্রদা । ৭৫

যে নিত্যা কালিকা দেবী কলিতে জাগ্রৎ স্বরূপিণী । তথাপি সেই কালিকা দেবীর
রহস্ত (অমৃত্য) তোমাকে বলিতেছি । ৭৬

ক্লীং ক্লীং ঐং ক্লীং ক্লীং হ্রীং ক্লীং হ্রীং ও ক্লীং স্বাহা—এই দ্বাদশাঙ্করী অমৃত্য মহাবিদ্যা
কালিকার সম্মতা । অমৃতদায়িনী এই বিদ্যা কলিতে সর্বদা ক্রতসিদ্ধি প্রদা । ৭৭

ও হ্রীং হ্রীং হ্রীং ক্লীং ক্লীং ক্লীং হ্রীং হ্রীং হ্রীং ক্লীং ক্লীং ক্লীং স্বাহা—ছিন্নমন্তার এই
পঞ্চদশাঙ্করী অমৃত্য মহাবিদ্যা কথিত হইল । ইহা গুহ, গুহ হইতে গুহতর, তোমার
দুর্লভ এই বিদ্যা কথিত হইল । ৭৮

কোটিতন্ত্ৰের সম্মত ইহা অপেক্ষা শ্রেষ্ঠতর তত্ত্ব নাই । হে প্রিয়ে । নিত্য প্রাতঃকালে
অষ্টোত্তর শত এই বিদ্যা জপ করিবে । ৭৯

ত্রিসন্ধায়াং জপেদ্ বিদ্যাং পূর্বোক্ত-ক্রমতঃ সদা ।

যথা দিবা তথা রাত্রে জপাং সিদ্ধীশ্বরো ভবেৎ ।

ততস্ত পূজয়েদ্ ধীমান্ যস্য যা শ্বেষ্টদেবতাঃ । ৮০

ইতি বর্ণবিলাসতন্ত্রে গণেশ-জাতুকর্ণসম্বাদে ত্রয়োদশপটলেহিহিতম্ । তত্রৈব
নবম পটলে— সুন্দরী ভৈরবী তারা মাতঙ্গী বগলা তথা ।

ধনদা উগ্রচণ্ডা চ কলৌ নিদ্রাতুরা শুভে ! ॥ ৮১

দীক্ষা চ ছিন্নমস্তায়াং কলৌ নাস্তি সুরেশ্বরী ! ।

নাস্তি নাস্তি কলৌ নাস্তি ইতি নির্ণয়মীরিতম্ ।

ন সিদ্ধিশ্চিন্নমস্তায়ামস্ত্রঘাতমবাপ্নুয়াৎ ॥ ৮২

কলৌ ব্রাহ্মী^১ সুরশ্রেষ্ঠা জাগ্রদ্রূপা চ কালিকা ।

শ্রুত্বা চ কালিকামন্ত্রং কলৌ সিদ্ধীশ্বরো ভবেৎ ॥ ৮৩

শ্রীদেব্যাচ— পৃচ্ছামোকং মহাভাগ! পার্বতীশ্বর! শঙ্কর! ।

অজ্ঞানাদ্ যদি বা মোহাচ্ছিন্নমস্তাসু দীক্ষিতম্ ।

কিমুপায়ং হি যোগীন্দ্র! তন্ মে কথয় সাম্প্রতম্ ॥ ৮৪

পূর্বোক্তক্রমে সর্বদা ত্রিসন্ধায় এই বিদ্যাকে জপ করিবে। যেমন দিবাতে জপ করিবে, সেইরূপ রাত্রিতেও জপ করিবে। এই জপ হইতে সিদ্ধি সমূহের অধিপতি হইবে। তাহার পর ধীমান্ সাধক বাহার যে যে ঈশ্বদেবতা, তাঁহার পূজা করিবে। ৮০

ইহা বর্ণবিলাস তন্ত্রে গণেশ ও জাতুকর্ণের সংবাদে ত্রয়োদশ পটলে অভিহিত হইয়াছে। সেইখানেই নবম পটলে বলিয়াছেন—

হে শুভে! সুন্দরী, ভৈরবী, তারা, মাতঙ্গী, বগলা, এইরূপ ধনদা ও উগ্রচণ্ডা—
ইহারা কলিতে নিদ্রাতুরা জানিবে। ৮১

হে সুরেশ্বরী! কলিতে ছিন্নমস্তার মন্ত্রে দীক্ষা নাই। কলিতে ইহা নাই—নাই—
নাই—এই সিদ্ধান্ত কথিত হইয়াছে। ছিন্নমস্তাতে সিদ্ধি নাই। ইহাতে অস্ত্রঘাত
প্রাপ্ত হইবে। ৮২

হে দেবি! কলিতে সুরশ্রেষ্ঠা ব্রহ্ম-রূপা কালিকা জাগ্রদ্রূপা। কালিকা মন্ত্র
শ্রবণ করিয়া কলিতে সিদ্ধীশ্বর হইবে। ৮৩

শ্রীদেবী বলিলেন—হে মহাভাগ পার্বতীপতি শঙ্কর! একটি কথা জিজ্ঞাসা
করিতেছি। অজ্ঞানবশতঃ অথবা মোহবশতঃ যদি কেহ ছিন্নমস্তার মন্ত্রে দীক্ষিত হয়,
হে যোগীন্দ্র! তাহার প্রতীকারের উপায় কি? এখন তাহা বলুন। ৮৪

শ্রীশিব উবাচ—হিমাশ্রয়ঃ তদা দেবি ! ন চ ত্যজ্যঃ কদাচন ।

উপায়ং তস্মৈ বক্ষ্যামি শৃণু হে নগনন্দিনি ! ॥ ৮৫

যং কৃত্বা সাধকঃ সর্বশিষ্টমাস্থ সিদ্ধিভাগং ভবেৎ ।

শৃণু বিজ্ঞাং প্রবক্ষ্যামি বিজ্ঞাঞ্চামৃতদায়িনীম ॥ ৮৬

ক্রীং ও ক্রীং হ্রীং ও হ্রীং হ্রুং শ্রীং ও শ্রীং শ্রীং ও শ্রীং হ্রং ও সং স্বাহা—

এষা তে কথিতা বিজ্ঞা চামৃতাহমৃতদায়িনী ।

অমৃতৈঃ পুটিতং কৃত্বা প্রত্যহং প্রজপেচ্ছতম ॥ ৮৭

এবং হি প্রত্যহং কুর্যাদ্ যাবল্লক্ষং সমাপ্যতে ।

ততস্ত্ব সৌহৃদিকারী স্ত্যাং পুরশ্চরণ-পূজয়োঃ ॥ ৮৮ ইতি ।

জপাদৌ শাক্তৈঃ কামকলা ধ্যেয়েতি তদ্ব্যানমুচ্যতে । যথা সময়াতন্ত্রে (৮৯)—

বক্তৃ বিশ্ব-কুচদ্বন্দ্ব-সপরাধাবসানকম্ ।

শ্রুতি-নাসাক্ষি-দোদীপ্যুগ-পাদযুগাঙ্ঘ্রিতম্ ॥ ৯০

মহাকাল-কলারূপমেতদেব বিচিস্তয়েৎ ।

এতন্ মহাকামকলা-ধ্যানাৎ সর্বং বশং নয়েৎ ॥ ৯১

শ্রীশিব এই বলিলেন—যদি কেহ হিমাশ্রয় মন্ত্রে দীক্ষিত হয়, তবে সে সেই মন্ত্র কখনও ত্যাগ করিবে না। হে নগনন্দিনি! তাহার প্রতীকারের উপায় বলিতেছি, শ্রবণ কর। ৮৫

সমস্ত সাধক স্বাহা করিয়া হিমাশ্রয় বিদ্যাতে সিদ্ধি লাভ করিতে পারে, সেই অমৃতদায়িনী বিদ্যাকে বলিতেছি, শ্রবণ কর। ৮৬

ক্রীং ও ক্রীং হ্রীং ও হ্রীং হ্রুং শ্রীং ও শ্রীং শ্রীং ও শ্রীং হ্রং ও সং স্বাহা ।

এই অমৃতদায়িনী অমৃত বিদ্যা তোমার নিকট কথিত হইল। অমৃতের দ্বারা পুটিত করিয়া প্রত্যহ শত বার জপ করিবে। ৮৭

যে পর্য্যন্ত লক্ষ সংখ্যার পরিসমাপ্তি হয়, সেই পর্য্যন্ত এইরূপই প্রত্যহ করিবে। তাহার পর সে পুরশ্চরণে ও পূজার অধিকারী হইবে। ৮৮

জপের আদিতে শাক্ত কর্তৃক কামকলার ধ্যান কর্তব্য। এই অন্য কামকলার সেই ধ্যান কথিত হইতেছে। যেমন সময়াতন্ত্রে বলিয়াছেন (৮৯)—

এই কামকলার মুখবিশ্ব ও স্তনদ্বয়ের অধোদেশে স পদ্ব হকারের অর্ধ অবস্থিত। তিনি চারিটি শ্রুতিরূপ নাসিকা, অক্ষি (চক্ষুঃ), বাহুদ্বয় ও পাদদ্বয়ের যুক্ত। মহাকালে কামকলার এই রূপ চিত্তা করিবেন। এই মহাকালের কামকলার ধ্যান হইতে সকলকে বশে আনিতে পারিবেন। ৯০-৯১

ক্লোভয়েং সর্ববনিতা: স্বভূ'-পাতাল-সংস্থিতা: ।

মর্ত্যজা দৃষ্টিমাত্রেণ-ক্ষুরজ্জ্বলন-মণ্ডলা ।

ভয়-লজ্জা-বিনিমুক্তা বশগা তস্য জায়তে ॥ ৯২

সপারাদ্বিমিতি । সাং পরঃ সপারো হকারাস্তদন্ধমবসানমধো হং শং যন্তোত্যর্থঃ ।
তথাচোক্তং শ্রীমতাচার্যেণ—মুখং বিন্দুং কুড়া স্তনযুগমধস্তস্য তদধো হকারাদ্বিঃ
ধ্যায়েদ্ হরমহিষি ! তে মন্থথকলামিত্যাदि । ত্রিপুটা-ভুজঙ্গ প্রয়াতেহপি ব্যক্তং
—সদানন্দপূর্ণাং হকারাদ্বি-বর্ণাং ত্রিবিন্দু-স্বরূপাং ত্রিশক্তিং ভজামীতি । ৯৩
শ্রীক্রমেহপি—যা সা মধুমতী নাম্নী মায়া মোহন-কারিণী ।

বাহ্যভ্যন্তর-ভেদেন চিন্তনীয়াক্ষ তাং শৃণু ॥ ৯৪

ত্রৈলোক্যমেকরূপেণ স্বাত্মানমেকরূপিণীম্ ।

একাকৃতি-স্বরূপেণ সর্বাং শক্তিং^১ বিচিন্তয়েৎ ॥ ৯৫

ভাবয়েৎ কামিনীং সর্বাং দেবীমীং-বর্ণরূপিণীম্ ।

ঈংকারভূত-বর্ণস্তাবয়বঞ্চ চতুষ্টয়ম্ ॥ ৯৬

বর্ণ, মর্ত্য ও পাতাল স্থিতা সমস্ত বনিতাকে ক্ষুর করিতে পারেন । এই মর্ত্য জাতা
নারীগণ দৃষ্টিমাত্রে জ্বলনমণ্ডল প্রকাশিত করিয়া ভয় ও লজ্জা ত্যাগ করিয়া তাহার
বশবর্ত্তিনী হইয়া থাকে । ৯২

সপারাদ্বি এই কথার এই অর্থ—সকার হইতে পর (পরবর্ত্তী) যে, সে সপার অর্থাৎ
হকার, তাহার অর্দ্ধ অবনান অর্থাৎ অধঃ হং শং যাহার যে কামকলার মুখবিগ্নের ।

শ্রীমৎ শঙ্করাচার্য্য কর্তৃক প্রপঞ্চসার তন্ত্রে তাহাই উক্ত হইয়াছে—হে হরমহিষি ।
বিন্দুকে মুখ করিয়া তাহার অধোভাগে হকারাদ্বিকে স্তন যুগল করিয়া তোমার মন্থথ
কলাকে ধ্যান করিবে ।

ত্রিপুটার ভুজঙ্গ প্রয়াতেও ইহা স্পষ্ট ব্যক্ত হইয়াছে—সর্বদা আনন্দপূর্ণা হকারাদ্বি-
বর্ণা ত্রিবিন্দু স্বরূপা ত্রিশক্তিকে ভজনা করি । ৯৩

শ্রীক্রমেও বলিয়াছেন—সেই যে মধুমতী নাম্নী মোহনকারিণী মায়া বাহ্য ও
আভ্যন্তর ভেদে চিন্তনীয়, তাহাকে অবগন করুন । ৯৪

ত্রৈলোক্যকে ব্যাপ্ত করিয়া একরূপে স্থিতা, নিজের আত্মা আত্মরূপা সেই এক-
রূপিণীকে চিন্তা করিবে । সমস্ত শক্তিকে এক আকৃতি স্বরূপে চিন্তা করিবে । ৯৫

সমস্ত কামিনীকে ঈংবর্ণরূপিণী দেবী স্বরূপা ভাবনা করিবে । ঈংকার-ভূত বর্ণের
অবয়ব চারিটি । ৯৬

বিন্দুত্রয়স্য দেবেশি । প্রথমং বিন্দু-বজ্রকম্ ।

বিন্দুদ্বয়ং কুচদ্বন্দ্বং হৃদি স্থানে নিয়োজয়েৎ ।

হকারার্দ্ধ-কলাং সূক্ষ্মাং যোনিমধ্যে বিচিস্তয়েৎ ॥ ৯৭

তত্ত্বচূড়ামণৌ— মুখং বিন্দুবদাকারং তদধঃ কুচ-যুগ্মকম্ ।

সর্ববিদ্যামৃতাপূর্ণং সর্ববাগ্-বিতব-প্রদম্ ॥ ৯৮

তদধঃ সপরাধীক্স সুপরিষ্কৃত-বিস্তৃতম্ ।

সর্বদেবাদি-ভূতং তৎ সর্বদেব-নমস্কৃতম্ ॥ ৯৯

সর্বাঙ্ঘ্রাদ-করং পূর্ণং সর্ব-রঞ্জন-কারকম্ ।

সর্বার্থ-সাধকং দেবং ভাবয়েৎ সাধকোত্তমঃ ॥ ১০০

এতেন সানুস্মারশ্চতুর্থশ্বরঃ কামকলেতি তত্ত্বম্ । ইতি কামকলা-বিবরণম্ ।

তন্ত্বে— মনঃ-সংহরণং শৌচং মৌনং মন্ত্ৰার্থ-চিস্তনম্ ।

অব্যগ্রত্বমনির্বৈদো জপ-সম্পত্তি-হেতবঃ ॥ ১

ব্যগ্রত্বমাকুলতা । নির্বৈদো গ্লানিঃ । কুলার্ণবে—

মনোহন্ত্র শিবোহন্ত্র শক্তিরন্ত্র মারুতঃ ।

ন সিধ্যতি বরারোহে ! কল্পকোটি-জপাদপি ॥ ২

হে দেবেশি ! বিন্দুত্রয়ের প্রথম বিন্দু মুখ, অপর দুইটি বিন্দু কুচদ্বয় হৃদয় স্থানে চিত্তা করিবে । যোনি মধ্যে সূক্ষ্মা হকারের অর্দ্ধকলাকে চিত্তা করিবে । ৯৭

তত্ত্বচূড়ামণিতে বলিয়াছেন—মুখটি বিন্দুর স্থায় আকার বিশিষ্ট, সেই মুখের অধোভাগে কুচ দ্বয় । উহা সর্ববিদ্যারূপ অমৃতে পূর্ণ সমস্ত বাগ্-বিভব-প্রদ । ৯৮

তাহার অধোভাগে সপরাধীক্স (হকারার্দ্ধ) সুপরিষ্কৃত ও বিস্তৃত । তিনি সমস্ত দেবগণের আদিভূত, সমস্ত দেবগণের নমস্কৃত, সমস্ত আঙ্ঘ্রাদের জনক, পূর্ণ, সকলের রঞ্জনকারক । সাধক শ্রেষ্ঠ সর্বার্থসাধক সেই দেবতাকে ভাবনা করিবেন । ৯৯-১০০

ইহার দ্বারা এই তত্ত্ব প্রতিপাদিত হইল যে—সানুস্মার (অনুস্মারযুক্ত) চতুর্থশ্বর ঈকার (ঐং) কামকলা । ১০১ কামকলার বিবরণ সমাপ্ত হইল ।

তন্ত্বে বলিয়াছেন—মনের বিষয় হইতে সংহরণই (প্রত্যাবর্তনই) শৌচ, মন্ত্রের অর্থ চিন্তাই মৌন, অব্যগ্রত্ব ও অনির্বৈদ জপ সম্পত্তির হেতু । ১

ব্যগ্রত্ব—আকুলতা, তাহার অভাব অব্যগ্রত্ব । নির্বৈদ—গ্লানি, তাহার অভাব—অনির্বৈদ । কুলার্ণবে বলিয়াছেন—হে বরারোহে ! মনঃ অস্ত্র, শিব অস্ত্র, শক্তি অস্ত্র, বায়ু (প্রাণ) অস্ত্র হইলে কল্পকোটি বৎসর অপেক্ষা সিদ্ধি হয় না । ২

ইতি বচনান্বনঃ-পরমশিব-কুলকুণ্ডলিনী-বায়ুনাং মেলনমাবশ্যকম্ ; তচ্চ বক্ষ্যমাণ-পারিভাষিক-যোনিমুদ্রামধ্য-নিবিষ্ট^১-ষট্চক্র-ভেদাৎ সিধ্যতি । ৩

তথা গৌতমীয়ে—পশুভাব-স্থিতা মন্ত্রাঃ কেবলং বর্ণরূপিণঃ ।

সুসুম্না-ধ্বন্যচ্চরিতাঃ প্রভুত্বং প্রাপ্নুবন্তি তে ॥ ৪

প্রভুত্বং প্রাপ্নুবন্তি ফলদা ভবন্তীত্যর্থঃ^২ ।

মন্ত্রাকরানি চিচ্ছক্টৌ প্রোতানি পরিভাবয়েৎ ।

তামেব পরমে ব্যোম্নি পরমানন্দ-বুংহিতে ।

দর্শয়ত্যাশ্রয়সম্ভাবং পূজা-হোমাদিভির্বিনা ॥ ৫

অন্যার্থঃ । মন্ত্রাকরানি চিচ্ছক্টৌ কুলকুণ্ডলিন্যাং প্রোতানি গ্রথিতানি পরিভাবয়েৎ । তামেব কুলকুণ্ডলিনীমেব । পরমে উৎকৃষ্টে অপরিমেয়ত্বাৎ ব্যোম্নি^৩ ব্যোমতুল্যে অর্থাৎ পরমাত্মনি প্রোতাং পরিভাবয়েৎ । অতএব পূজা-হোমাদিভির্বিনা আশ্রয়ঃ সম্ভাবং আশ্রয়ত্বং দর্শয়তি দর্শয়েদিত্যর্থঃ । জপে মন্ত্রার্থাদি-জ্ঞানমপ্যাবশ্যকম্ । যথা (৬)—

এই বচন অনুসারে মনঃ, পরমশিব, কুলকুণ্ডলিনী ও প্রাণবায়ু সমূহের মিলন আবশ্যক । সেই মিলন বক্ষ্যমাণ পারিভাষিক যোনিমুদ্রা মধ্য নিবিষ্ট ষট্চক্রের ভেদ হইতেই সিদ্ধ হয় । ৩

গৌতমীয় তন্ত্রে তাহাই বলিয়াছেন—মন্ত্রগুলি যখন পশুভাবে স্থিত হয়, তখন উহা কেবল বর্ণরূপ । যখন উহা সুসুম্না ধ্বনিতে উচ্চারিত হয়, তখন উহা প্রভুত্ব প্রাপ্ত হয় । ৪

প্রভুত্ব প্রাপ্ত হয়, ইহার অর্থ—ফল প্রদ হয় । তন্ত্রে বলিয়াছেন—

চিংশক্তিতে (কুলকুণ্ডলিনীতে) মন্ত্রের অক্ষরগুলিকে গ্রথিত ভাবনা করিবে । সেই চিংশক্তিকে পরমানন্দময় পরম ব্যোমে অর্থাৎ পরমাত্মাতে গ্রথিত ভাবনা করিবে । পূজা হোমাদি বিনাই ভাবনা দ্বারা আশ্রয় সম্ভাব দেখাইতে পারেন । ৫

এই শ্লোকের অর্থ হইতেছে—মন্ত্রের অক্ষরগুলি চিংশক্তি কুলকুণ্ডলিনীতে প্রোক্ত—গ্রথিত ভাবনা করিবেন । তামেব—সেই কুলকুণ্ডলিনীকেই অপরিমেয়ত্ব নিবন্ধন পরম উৎকৃষ্ট ব্যোমে ব্যোমতুল্য অর্থাৎ পরমাত্মাতে প্রোতা—গ্রথিত ভাবনা করিবেন । অতএব পূ হোমাদি বিনাই আশ্রয় সম্ভাব অর্থাৎ আশ্রয়ত্ব দেখান অর্থাৎ দেখাইতে পারেন—এই অর্থ । জপে মন্ত্রের অর্থাদিরও জ্ঞান আবশ্যক । যেমন তন্ত্রে বলিয়াছেন (৬)—

১। যোনিমুদ্রাং ততঃ কুর্য্যাৎ সাধকো মন্ত্রসিদ্ধয়ে ।

২। ৪—প্রভুত্বমিত্যাদীত্যর্থঃ ইত্যন্ত-

পাঠো নাস্তি । ৩। ৫—ব্যোম্নি ব্যোমতুল্যে অর্থাৎ ।

মন্ত্কার্থং মন্ত্ৰচৈতন্যং যোনিমুদ্রাং ন বেদিত্ব যঃ ।

শতকোটি-জপেনাপি তস্য সিদ্ধির্ন জায়তে ॥ ৭

লুপ্ত-বীজাশ্চ যে মন্ত্ৰা ন দাস্ত্যন্তি ফলং প্রিয়ে ! ।

মন্ত্ৰাশ্চৈতন্য-সহিতাঃ সর্বসিদ্ধি-করাঃ স্মৃতাঃ ॥ ৮

চৈতন্য-রহিতা মন্ত্ৰাঃ প্রোক্তা বর্ণাস্তু কেবলম্ ।

ফলং নৈব প্রযচ্ছন্তি কল্পকোটি-জপৈরপি ॥ ৯

তত্র মন্ত্কার্থো মন্ত্ৰপ্রতিপাদ্য দেবতৈব । মন্ত্ৰচৈতন্যস্ত মূলাধারপদ্মং পীতং
ব-শ-য-স-যুক্তং চতুর্দলং, তন্মধ্যস্থ-ত্রিকোণ-বহ্নিমণ্ডলান্তর্গতাদ্ব্যধোমুখ-স্বয়ম্ভূলিঙ্গং
শঙ্খাবর্তবদ্ দক্ষিণাবর্ত-সার্কি ত্রিবলয়েন সংবেষ্ট্য স্থিতোদ্ধর্মুখী প্রসুপ্ত-ভূজগাকারা
নীবারশুকবৎ তদ্বী তড়িদিব পীতবর্ণা সূর্য্যকোটিসমা চন্দ্রকোটি-শীতলা কুল-
কুণ্ডলিনী বর্ততে । তত্রৈব মন্ত্ৰাক্ষরাণি গ্রথিতানি ভাবয়েৎ । ততো রমিতি
বহ্নিবীজমুচ্চার্য্য তত্র বহ্নিমুজ্জ্বল্য হুমিতি কূর্চবীজমুচ্চার্য্য তেনাগ্নিনা
কুলকুণ্ডলিনীং মন্ত্ৰাক্ষরাণি চ চেতয়েদিতি মন্ত্ৰচৈতন্যম্ । ১০

যে ব্যক্তি মন্ত্ৰের অর্থ, মন্ত্ৰের চৈতন্য ও যোনিমুদ্রা না জানে, তাহার শতকোটি
জপের দ্বারাও সিদ্ধি জন্মে না । ৭

হে প্রিয়ে ! যে মন্ত্ৰগুলির বীজ (চৈতন্য) লুপ্ত, সে মন্ত্ৰগুলি ফল প্রদান করে না ।
মন্ত্ৰ চৈতন্য সহিত হইলে সর্বসিদ্ধিকর হয়, কথিত হইয়াছে । ৮

চৈতন্য রহিত মন্ত্ৰগুলি কেবল বর্ণ সমুদায় মাত্র কথিত হইয়াছে । উহা কল্পকোটি
বৎসর জপের দ্বারাও ফল প্রদান করে না । ৯

সেখানে মন্ত্কার্থ হইতেছে—মন্ত্ৰ প্রতিপাদ্য দেবতাই । মন্ত্ৰচৈতন্য কিন্তু—মূলাধার
পদ্ম পীত ও ব শ য স যুক্ত চতুর্দল । তাহার মধ্যস্থিত ত্রিকোণ বহ্নিমণ্ডলের অন্তর্গত
অধোমুখ স্বয়ম্ভু লিঙ্গকে শঙ্খের আবর্তের দ্বারা সার্কি ত্রিবলয়ে বেঁধেন করিয়া উদ্ধর্মুখী
প্রসুপ্ত সর্পের দ্বারা আকৃতি বিশিষ্টা হইয়া অবস্থিত । নীবার শূকের দ্বারা তদ্বী তড়িতে
দ্বারা পীতবর্ণা কোটি সূর্য্যের দ্বারা তেজোময়ী কোটি চন্দ্রের দ্বারা শীতলা কুলকুণ্ডলিনী
অবস্থিতা আছেন । সেই কুলকুণ্ডলিনীতে মন্ত্ৰের অক্ষরগুলি গ্রথিত ভাবনা করিবেন ।
তাহার পর রং এই বহ্নিবীজ উচ্চারণ করিয়া সেইখানে বহ্নিকে উজ্জ্বলিত করিয়া
হুং এই কূর্চবীজ উচ্চারণ করিয়া সেই অগ্নি দ্বারা কুলকুণ্ডলিনী ও মন্ত্ৰের অক্ষর
সমূহকে চেতন করিবেন—ইহাই । মন্ত্ৰ চৈতন্য সমাপ্ত হইল । ১০

অথবা— সম্পূর্ণকৃত্য মন্ত্ৰেণ আদি-লাস্তান্ সবিন্দুকান্ ।

পুনশ্চ সবিসর্গাংস্তান্ ক্ষকারং কেবলং জপেৎ ।

এবং জপ্ত্বাপদিষ্টেচ্চৎ প্রবুদ্ধঃ শীঘ্রসিদ্ধিঃ ॥ ১১

তথাচ—আদৌ মন্ত্ৰমুচ্চার্য সানুস্মারমকারং পুনর্মন্ত্ৰমুচ্চারয়েৎ এবং দ্বিতীয়-লকারপর্য্যন্তম্, ততঃ কেবলং ক্ষং ইতি জপেৎ । ততো মূলমুচ্চার্য সবিসর্গ-মকারং ততো মূলমিত্যেবং^১ সবিসর্গ-দ্বিতীয়-লকারপর্য্যন্তমুচ্চার্য কেবলং ক্ষম্ ইতি জপেৎ । এবং জপ্ত্বা গুরুণা দত্তো মন্ত্ৰঃ সর্বদৈব প্রবুদ্ধঃ, তস্য চৈতন্য-করণেহপি ন ক্ষতিঃ । ১২

অথ কা যোনিমুদ্রা ? ন তাবন্মুদ্রাবিশেষঃ । তস্য বৈষ্ণবাত্তবিষয়কত্বেনা-সার্বত্রিকত্বাদিতি চেহ্চ্যতে । অত্র যোনিমুদ্রা পারিভাষিকী । যথা (১৩)—

যোনিমুদ্রাং ততঃ কুর্য্যাৎ সাধকো মন্ত্ৰ-সিদ্ধয়ে ।

আধারে চিত্তয়েদ্ দেবীং জগচ্চৈতন্য-রূপিণীম্ ॥ ১৪

অথবা—অকার হইতে দ্বিতীয় লকার পর্য্যন্ত বর্ণগুলিকে বিন্দু (অনুস্মার) যুক্ত করিয়া মন্ত্ৰের দ্বারা পুটিত করিয়া কেবল ক্ষকারকে জপ করিবে । পুনরায় সেই বর্ণগুলিকে বিসর্গযুক্ত ও মন্ত্ৰের দ্বারা পুটিত করিয়া কেবল ক্ষকারকে জপ করিবে । এইরূপ জপ করিয়া মন্ত্ৰ উপদিষ্ট হইলে উহা প্রবুদ্ধ হইয়া শীঘ্র সিদ্ধি প্রদ হয় । ১১

তাহা হইল—প্রথমে মন্ত্ৰ উচ্চারণ করিয়া অনুস্মার যুক্ত অকারকে এবং পুনরায় মন্ত্ৰকে উচ্চারণ করিবেন । এইরূপ দ্বিতীয় লকার পর্য্যন্ত উচ্চারণ করিবেন । তাহার পর কেবল ক্ষং এই জপ করিবেন । তাহার পর মূলমন্ত্ৰ মন্ত্ৰ উচ্চারণ করিয়া বিসর্গযুক্ত অকারকে উচ্চারণ করিয়া তাহার পর মূলমন্ত্ৰ উচ্চারণ করিবেন । এইরূপ বিসর্গযুক্ত দ্বিতীয় লকার পর্য্যন্ত প্রত্যেক বর্ণ উচ্চারণ করিয়া কেবল ক্ষং এই জপ করিবেন । এইরূপ জপ করিয়া গুরু কর্তৃক প্রদত্ত মন্ত্ৰ সর্বদাই প্রবুদ্ধ হয় । সেই মন্ত্ৰের চৈতন্য না করিলেও কোন ক্ষতি না । ১২

আচ্ছা, যোনিমুদ্রা কী ? উহাকে তো মুদ্রাবিশেষ বলা যায় না, কারণ ঐ মুদ্রা বিশেষ বৈষ্ণবদিগের বিষয় নহে বলিয়া অসার্বত্রিক হইয়া পড়ে । এই যদি বলেন, তাহার উত্তরে বলিতেছি—এস্থলে যোনিমুদ্রা পারিভাষিকী, উহা মুদ্রাবিশেষ নহে । যেমন তন্ত্রে বলিয়াছেন (১৩)—

তাহার পর সাধক মন্ত্ৰসিদ্ধির জন্য যোনিমুদ্রা করিবেন । মূলধারে জগত্তের

শ্রুগু-ভূজগাকারাং কুণ্ডলীং সূক্ষ্মগামিনীম্ ।

বায়ুনা বহ্নিমুখাপ্য বোধয়েদ্ ভারতীং সদা^১ ॥ ১৫

আধারে চ তথা মেঢ়ে নাভৌ চ হৃদয়ে তথা ।

কণ্ঠে চৈব ক্রবোর্মধ্যে চিস্তয়েৎ পরমেশ্বরীম্ ॥ ১৬

এবং ক্রমেণ ষট্-চক্রং ভিত্ত্বা সাধক-সত্তমঃ ।

পরং ব্রহ্মময়ং পশ্চাদ্ দেবতাং কারয়েৎ ততঃ ॥ ১৭

ব্রহ্মরক্ত-পথে পশ্চাৎ পরং ব্রহ্মণি যোজয়েৎ^২ ।

অমৃতৈশ্চ সমাপ্লাব্য পুনরাধারমানয়েৎ ॥ ১৮

এবং বারত্রয়ং কৃত্বা হৃদি দেবং বিচিস্তয়েৎ ।

মানসৈঃ পূজয়েৎ পশ্চাৎ ধ্যান্তা কল্পানুসারতঃ ॥ ১৯

আবাহনাদিভিঃ পশ্চাৎ স্নানপর্য্যন্ত-পূজনম্ ।

ষড়্ভৈরপি সংপূজ্য সাত্ভৈরাবরণৈরপি ॥ ২০

ততো ধূপঞ্চ দীপঞ্চ নৈবেদ্যঞ্চ যথাবিধি ।

তাম্বুলঞ্চ ততো দত্ত্বা জপেদ বর্ণাক্ষমালয়া ॥ ২১

চৈতন্তরূপিণী শ্রুগু ভূজগাকারা সূক্ষ্মগামিনি অর্থাৎ সূক্ষ্ম নাড়ী মার্গে গমনকারিণী দেবী কুণ্ডলিনীকে ধ্যান করিবে । বায়ু দ্বারা বহ্নিকে উত্থাপিত করিয়া সর্বদা ভারতীকে (বর্ণকে) প্রবুদ্ধ করিবে । ১৪-১৫

মূলাধারে চতুর্দল পদ্মে, লিঙ্গে ষড়্ভদ্র পদ্মে, নাভিতে দশদল পদ্মে, হৃদয়ে দ্বাদশদল পদ্মে, কণ্ঠে ষোড়শদল পদ্মে ও ক্রুর মধ্যে দ্বিদল পদ্মে পরমেশ্বরীকে চিন্তা করিবে । ১৬

সাধকশ্রেষ্ঠ এইক্রমে ষট্চক্রকে ভেদ করিয়া পরে কুণ্ডলিনী দেবতাকে পরব্রহ্মময় করাইবে । ১৭

পরে ব্রহ্মরক্ত পথে পরব্রহ্মে উঠাকে মিলিত করিবে । তাহার পর সহস্রার চ্যুত অমৃতসমূহের দ্বারা সম্যক্রূপে প্লাবিত করিয়া পুনরায় মূলাধারে আনয়ন করিবে । ১৮

এইরূপ তিন বার করিয়া হৃদয়ে দেবতাকে ধ্যান করিবে । কল্পানুসারে ধ্যান করিয়া পরে মানস পূজা করিবে । ১৯

পরে আবাহনাদির সহিত স্নান পর্য্যন্ত পূজা করিবে । স্নান অবসরণের সহিত ষড়্ভৈর দ্বারা পূজা করিয়া তাহার পর যথাবিধি ধূপ, দীপ ও নৈবেদ্য দিয়া তাহার পর তাম্বুল দিয়া বর্ণরূপ অক্ষমালার জপ করিবে । ২০-২১

১। ক—পশ্চাদ্ দেবতাং কারয়েৎ ততঃ । ইতি । আধারে ইত্যাদি সাধকসত্তমঃ । ইত্যন্তো নান্তি । খ—সদেত্যনন্তরং ব্রহ্মরক্তপথে পশ্চাদ্ পরব্রহ্মণি যোজয়েদিত্যাদি পাঠঃ । ২। খ—যোজয়েদিত্যনন্তরং আধারে চেত্যাঙ্গি-কারয়েৎ ততঃ । ইত্যন্তঃ পাঠব্যত্যয়ঃ ।

অষ্টোত্তর-শতং জপ্ত্বা হুয়া বহিপুরে ততঃ ।

কৃতার্থো জায়তে মন্ত্রী মন্ত্রযজ্ঞং সমাচরন্ ॥

প্রাণায়াম-ত্রয়ং কৃত্বা ষড়ঙ্গং বিম্বসেৎ ততঃ ॥ ২২

ইতি যোনিমুদ্রাপ্রকরণম্ ।

যামলে— মাসমাত্রং জপেন্ মন্ত্রং ভূতলিপ্যা তু সংপুটম্ ।

ক্রমোৎক্রমাৎ সহশ্রস্ত তস্য সিদ্ধো ভবেন্ মনুঃ ॥ ২৩

তত্র ভূতলিপিঃ । পঞ্চব্রহ্মাঃ সন্ধিবর্ণা ব্যোমেরাগ্নিজলং ধরা ।

অস্ত্যমাচ্চং দ্বিতীয়ঞ্চ চতুর্থং মধ্যমং ক্রমাৎ ॥ ২৪

পঞ্চবর্গাক্ষরাণি স্যুর্বাস্তুশ্বেতেন্দুভিঃ সহ ।

এষা ভূতলিপিঃ প্রোক্তা দ্বিচত্বারিংশদক্ষরৈঃ ॥ ২৫

অস্ত্যর্থঃ । সন্ধিবর্ণা এ ঐ ও ঔ । ব্যোম হকারঃ, ইরা যকারঃ, অগ্নী রেফঃ, জলং বকারঃ, ধরা লকারঃ, অস্ত্যং ঙ্কারঃ । আচ্চং ককার, দ্বিতীয়ং খকারঃ, চতুর্থং ঘকারঃ, মধ্যমং গকারঃ । এবং বর্গচতুষ্টয়মপরম্ । বাস্তস্তালব্য-শকারঃ । শ্বেতো মূর্দ্ধগা-ষকার, ইন্দুর্দন্ত্য-সকারঃ । তথাচ অ ই উ ঋ ঌ এ ঐ ও ঔ হ য র ব ল ঙ ক খ ঘ গ ঞ চ ছ ঝ জ ণ ট ঠ ঢ ড ন ত থ ধ দ ম

অষ্টোত্তর শত জপ করিয়া পরে বহিপুরে হোম করিয়া মন্ত্রজ্ঞ সাধক মন্ত্রযজ্ঞের আচরণ করিতে করিতে কৃতার্থ হন । তাহার পর প্রাণায়াম ত্রয় করিয়া ষড়ঙ্গ ক্রিয়া করিবেন । ২২

যোনিমুদ্রা প্রকরণ সমাপ্ত হইল ।

যামলে বলিয়াছেন—ভূতলিপি দ্বারা সম্পূর্ণ মন্ত্র ক্রমে ও ব্যুৎক্রমে এক মাস যাবৎ সহস্র মন্ত্র জপ করিবে । তাহাতে তাহার মন্ত্র সিদ্ধ হইবে । ২৩

সে স্থলে ভূতলিপি হইতেছে—পাঁচটি ব্রহ্মবর্ণ, সন্ধিবর্ণ, ব্যোমবর্ণ, ইরা (বায়ু) বর্ণ, অগ্নিবর্ণ, জলবর্ণ, ধরাবর্ণ, বাস্ত বর্ণ, শ্বেতবর্ণ ও ইন্দুবর্ণের সহিত অস্ত্য বর্ণ, আদ্যবর্ণ, দ্বিতীয় বর্ণ, চতুর্থ বর্ণ, মধ্যম (তৃতীয়) বর্ণ—এই ক্রমে পাঁচটি বর্ণের অক্ষর সমূহ ভূতলিপি হইবে । এই বিশাল্লিখটি অক্ষরের দ্বারা এই ভূতলিপি কথিত হইয়াছে । ২৪-২৫

এই শ্লোকের অর্থ—সন্ধিবর্ণ—এ ঐ ও ঔ । ব্যোম—হকার, ইরা—যকার, অগ্নি—রেফ, জল—বকার, ধরা—লকার, অস্ত্য—ঙ্কার, আদ্য—ককার, দ্বিতীয়—খকার, চতুর্থ—ঘকার, মধ্যম—গকার । এইরূপ অপর বর্ণ চতুষ্টয় । বাস্ত—তালব্য শকার, শ্বেত—মূর্দ্ধগা-ষকার, ইন্দু—দন্ত্য সকার । অতএব অ ই উ ঋ ঌ এ ঐ ও ঔ হ য র ব ল ঙ ক খ ঘ

প ফ ভ ব শ ব স এতান্মুচ্চাৰ্য্য মূলং ততঃ স ব শ ব ভ' ফ প ম দ ব খ-ত
ন ড ট ঠ ট ণ জ ঝ ছ চ ঞ গ ঘ ঞ ক ঙ ল ব র য হ ঔ ঔ ঐ এ ঐ ঐ ঐ ঐ
অ—এবমুৎক্রমেণ তান্মুচ্চরেৎ। এবং প্রত্যহং সহস্র-প্রমাণেন মাসমাত্র-
জপাদপি মন্ত্রসিদ্ধিঃ। ২৬

অথ জপ-প্রয়োগঃ

কৃত্যচমনো যথোক্তাসনোপবিষ্টো যথাবিহিত-দিগ্-মুখস্তালত্রয়াদিনা
দিব্য-ভৌমাস্তুরিকান্ বিদ্বান্মুৎসার্য্য গুরু-গণেশ-দেবতা নমস্কৃত্য ভূতভুবি-
মাতৃকান্ধ্যাস-প্রাণায়াম-ঋত্বাদিষ্ঠাস-করাজ্ঞানান্ যথাবিধি বিধায় মন্ত্রচৈতন্ত্যং
কুৰ্য্যাৎ। ২৭

তদ্ যথা মূলাধারে কুলকুণ্ডলিনীং প্রাপ্তকুরূপাং নিদ্রাণাং বিচিন্ত্য তত্রৈব
কুণ্ডলিনীং মন্ত্রাকুরূপাণি গ্রথিতানি বিভাব্য রমিতি বহুবীজমুচ্চাৰ্য্য মূলাধারস্থ-
ত্রিকোণস্তর্গত-বহিমুজ্জাল্য হুমিতি কূর্চবীজমুচ্চাৰ্য্য তেনাগ্নিনা কুলকুণ্ডলিনীং
মন্ত্রাকুরূপাণি চ চেতয়েৎ। ততঃ পারিভাষিক-যোনিমুদ্রাং কুৰ্য্যাৎ। ২৮

প ঞ চ ছ ব জ ণ ট ঠ ড ন ত থ ধ দ ম প ফ ভ ব শ ব স এই বর্ণগুলি উচ্চারণ
করিয়া মূল মন্ত্র, তাহার পর স ব শ ব ভ ফ প ম দ ব খ ত ন ড ট ঠ ট ণ জ ঝ ছ চ
ঞ গ ঘ ঞ ক ঙ ল ব র য হ ঔ ঔ ঐ এ ঐ ঐ ঐ ঐ অ—এইরূপ ব্যুৎক্রমে বর্ণগুলিকে
উচ্চারণ করিবেন। এইরূপে প্রত্যহ সহস্র সংখ্যায় মাসমাত্র জপ হইতেও মন্ত্রসিদ্ধি
হয়। ২৬

অনন্তর জপ প্রয়োগ কথিত হইতেছে। সাধক আচমন করিয়া যথোক্ত আসনে
উপবিষ্ট হইয়া যথাবিহিত দিকে মুখ করিয়া তালত্রয়াদি দ্বারা দিব্য, ভৌম ও অন্তরিক-
পত বিদ্ব সমূহকে দূর করিয়া গুরু, গণেশ দেবতাগণকে প্রণাম করিয়া যথাবিধি
ভূতভুবি, মাতৃকান্ধ্যাস, প্রাণায়াম, ঋত্বাদিষ্ঠাস ও করাজ্ঞান করিয়া মন্ত্র চৈতন্ত্য
করিবেন। ২৭

তাহা যেমন—মূলাধারে পূর্বোক্তরূপা কুলকুণ্ডলিনীকে নিদ্রিতা ভাবনা করিয়া
সেই কুণ্ডলিনীতেই মন্ত্রাকুরূপাণি গ্রথিত চিন্তা করিয়া রং এই বহুবীজ উচ্চারণ
করিয়া মূলাধারস্থিত ত্রিকোণের অন্তর্গত বহিকে উজ্জ্বলিত করিয়া হুং এই কূর্চবীজ
উচ্চারণ করিয়া সেই অগ্নি দ্বারা কুলকুণ্ডলিনীকে ও মন্ত্রাকুরূপাণিকে জাগাইয়া
তুলিবেন। তাহার পর পারিভাষিক যোনিমুদ্রা করিবেন। ২৮

যথা—বক্ষ্যমাণ-ষট্চক্র-ভেদ-প্রণাল্যা মূল-দেবতাময়ীং কুলকুণ্ডলিনীং
পরমশিব-মূলাধারযোগ্যতাগতেন ত্রিঃ সঙ্গময়েৎ । ততোহমৃত-লোলীভূতাং তাং
যথোক্ত-ধ্যানেন হৃদি বিচিস্ত্যাহস্তর্যাগেন নৈবেদ্য-রহিতৈর্মানসোপচারৈরভ্যাস্য
কামকলাং চিস্তয়েৎ । ততো হৃদি দেবীং মূর্ধ্নি গুরুং কণ্ঠে মন্ত্রং গুরুপাদয়ো-
রাঙ্গানং বিচিস্তয়েৎ । ততো দক্ষিণ-হস্তেন মালামাদায় জলেনাভ্যক্ষ্য—

ও মালে ! মালে ! মহামালে^১ ! সর্বশক্তি-স্বরূপিণি ! ।

চতুর্বর্গস্থয়ি শ্রুতস্তস্মান্ মে সিদ্ধিদা ভব ॥

ইতি মন্ত্ৰেণ মালাং নমস্কুর্যাৎ । ততঃ সপ্তচ্ছদাং সঙ্কজ্জপ্তা অমৃতাম-
ষ্টোত্তর-শতং জপেৎ । ততঃ কুল্লুকাং শিরসি সংচিস্ত্য সঙ্কজ্জপেৎ । ততো
নির্বাণং নাভি-মূলস্থে মণিপূরকে বিদ্যুত সপ্তধা জপেৎ । ততো মহাসেতুং
কণ্ঠস্থে বিদ্যুত্থাখ্যে বিদ্যুত সঙ্কজ্জপেৎ । ততঃ প্রণবরূপং সেতুং হৃদি বিচিস্ত্য
সঙ্কজ্জপেৎ । ততঃ পঞ্চশুদ্ধি-প্রকরণ-বাচ্যাং মন্ত্রশুদ্ধিং কুর্যাৎ । ২৯

যথা—একৈকমকারাদি-সানুস্মার-মাতৃকাবর্ণং জপ্তা সমগ্র-মন্ত্রং প্রজপ্য

যথা—বক্ষ্যমাণ ষট্চক্র ভেদের প্রণালীতে মূলদেবতাময়ী কুলকুণ্ডলিনীকে মূলাধার
হইতে পরম শিবে এবং পরমশিব হইতে মূলাধারে যাতায়াতের দ্বারা তিন বার
পরম শিবে মিলিত করাইবেন । তাহার পর সহস্রার করিত অমৃতের দ্বারা প্রাবিত্তা
কুলকুণ্ডলিনীকে যথোক্ত ধানে হৃদয়ে ধ্যান করিয়া অস্তর্যাগের দ্বারা নৈবেদ্য রহিত
মানস উপচারের দ্বারা মানস পূজা করিয়া কামকলাকে চিত্তা করিবেন । তাহার
পর হৃদয়ে দেবীকে, মন্ত্রকে গুরুকে, কণ্ঠে মন্ত্রকে, গুরুর পাদদ্বয়ে আত্মাকে চিত্তা
করিবেন । তাহার পর মালা লইয়া দক্ষিণ হস্তে জলের দ্বারা অভ্যক্ষণ করিয়া ও
মালে মালে ইত্যাদি মূলোক্ত মন্ত্রে মালাকে নমস্কার করিবেন । তাহার পর একবার
সপ্তচ্ছদাকে জপ করিয়া অমৃতাকে ১০৮ বার জপ করিবেন । তাহার পর কুল্লুকাকে
ষট্ঠকে চিত্তা করিয়া এক বার জপ করিবেন । তাহার পর নাভিমূলস্থ মণিপূরকে
নির্বাণকে বিদ্যুত করিয়া সাত বার জপ করিবেন । তাহার পর কণ্ঠস্থিত বিদ্যুত নামক
চক্রে মহাসেতুকে বিদ্যুত করিয়া একবার জপ করিবেন । তাহার পর প্রণবরূপ
সেতুকে হৃদয়ে চিত্তা করিয়া একবার জপ করিবেন । তাহার পর পঞ্চশুদ্ধি প্রকরণে
কথিত মন্ত্রশুদ্ধি করিবেন । ২৯

যথা—মাতৃকাবর্ণের অকারাদি এক একটি বর্ণকে অনুসার যুক্ত করিয়া জপ

১। ৭—মালে মালে ইত্যাদি মন্ত্রে নমস্কুর্যাৎ ।

পুনর্মাত্ৰৈকৈক-বর্ণং জপেৎ । যথা অঁ মূলম্^১ অং ইত্যাদি । এবমকারাদি-
ক্ষকারান্তম্ । পুনঃ ক্ষকারাদি অকারান্তম্ । যথা ক্ষং মূলম্ ক্ষং ইত্যাদি ।
ততঃ সূতক-মুক্তয়ে প্রণব-পুটিতং মন্ত্রং সপ্তধা জপেৎ । ততো দেবতা-
গুরু-মন্ত্ৰাণামৈক্যং চিন্তয়ন্ হৃদয়াঙ্গ-দেশে দক্ষিণ-হস্তেন মালামাদায় আদৌ
সেতুভেন প্রণবমুচ্চার্য যথাশক্তি জপং কুর্যাৎ । ততো জপান্তে পুনঃ সেতুভেন
প্রণবমুচ্চার্য সূতক-মুক্তয়ে পুনঃ প্রণব-পুটিতং মন্ত্রং সপ্তধা প্রজপ্য মহাসেতু
সকৃজ্জপেৎ^২ । ততঃ সপ্তচ্ছদাং সকৃজ্জপেৎ । ততো গৃহেত্যাদিনা জপং
সমর্প্য স্তব্ধা নমস্কৃতা প্রাণায়াম-ত্রয়ং ষড়ঙ্গ-শ্বাসঞ্চ কুর্যাৎ । ৩০

অশক্তৌ ঋত্বাদিত্য-স-করাঙ্গ-শ্বাসান্ কৃত্বা দেবতা-গুরু-মন্ত্ৰাণামৈক্যং
বিভাবয়ন্ প্রণব-পুটিতং সপ্তধা মূলমন্ত্রং^৩ প্রজপ্য পুনঃ প্রণবমুচ্চার্য যথাশক্তি
জপ্ত্বা^৪ পুনঃ প্রণবমুচ্চার্য পুনঃ প্রণব-পুটিতং মন্ত্রং সপ্তধা জপ্ত্বা^৫ জপং
সমর্পয়েদিতি । শূদ্রাণাং প্রণবস্থানে চতুর্দশস্বর এব সবিন্দূর্ণমঃ পদং বা
দেয়মিতি জপ-প্রয়োগঃ । ৩১

করিয়৷ সমগ্র মন্ত্র জপ করিয়৷ পুনরায় মাতৃকার এক একটি বর্ণকে অনুসার বৃত্ত
করিয়৷ জপ করিবেন । যেমন—অং মূলমন্ত্র অং, আং মূলমন্ত্র আং ইত্যাদি । এইরূপ
অকার হইতে ক্ষকার পর্য্যন্ত জপ করিয়৷ পুনরায় ক্ষকার হইতে অকার পর্য্যন্ত জপ
করিবেন । যেমন ক্ষং মূলমন্ত্র ক্ষং ইত্যাদি । তাহার পর সূতক দ্বয়ের মুক্তির জন্য
প্রণব পুটিত মন্ত্র সাত বার জপ করিবেন । তাহার পর দেবতা, গুরু ও মন্ত্রের ঐক্য
চিন্তা করিতে করিতে হৃদয়ের নিকট দেশে দক্ষিণ হস্তে মালা লইয়া প্রথমে সেতুরূপে
প্রণব উচ্চারণ করিয়৷ যথাশক্তি জপ করিবেন । তাহার পর জপের অন্তে পুনরায়
সেতুরূপে প্রণবকে উচ্চারণ করিয়৷ সূতক মুক্তির জন্য পুনরায় প্রণব পুটিত মন্ত্র
সাতবার জপ করিয়৷ একবার মহাসেতু জপ করিবেন । তাহার পর সপ্তচ্ছদা
একবার জপ করিবেন । তাহার পর ৩১ গৃহাতি ইত্যাদি মন্ত্রে জপ সমর্পণ করিয়৷
স্ততি করিয়৷ নমস্কার করিয়৷ প্রাণায়ামত্রয় ও ষড়ঙ্গশ্বাস করিবেন । ৩০

এই সমস্ত করিতে অসমর্থ হইলে ঋত্বাদিত্যস ও করাঙ্গশ্বাস করিয়৷ দেবতা, গুরু
ও মন্ত্রের ঐক্য ভাবনা করিতে করিতে সাত বার প্রণব পুটিত মন্ত্র জপ করিয়৷ পুনরায়
প্রণব উচ্চারণ করিয়৷ যথা শক্তি জপ করিয়৷ পুনরায় প্রণব উচ্চারণ করিয়৷ পুনরায়

১। ক—অং মূলং আং ইত্যাদি । ২। খ—সকৃজ্জপেৎ । ততো গৃহেত্যাদি । ৩। খ—
সপ্তধা মূলং । ৪। খ—পুটিতং সপ্তধা জপ্ত্বা ।

অথ জপ-ফলম্

শিবধর্মে— সর্বেষামেব যজ্ঞানাং জায়তেহসৌ মহাকলঃ ।

জপেন দেবতা নিত্যং স্তুয়মানা প্রসীদতি ॥ ৩২

প্রসন্ন বিপুলান্ কামান্ দদ্যান্ মুক্তিক্ শাশ্বতীম্ ।

যক্ষ-রক্ষ-পিশাচাশ্চ গ্রহাঃ সর্পাশ্চ ভীষণাঃ ।

জপিনং নোপসর্পন্তি ভয়-ভীতাঃ সমস্ততঃ ॥ ৩৩

অন্যত্রাপি—জপাৎ সিদ্ধিজ'পাৎ সিদ্ধিজ'পাৎ সিদ্ধির্বরাননে ! ।

তথা— জপ-নিষ্ঠো বিজ্ঞশ্চেষ্টোহখিল-যজ্ঞ-ফলং লভেৎ ॥ ৩৪

পদ্ম-নারদীয়য়োঃ—যাবন্তঃ কর্মযজ্ঞাঃ স্যুঃ প্রদীষ্টানি তপাংসি চ ।

সর্বে তে জপ-যজ্ঞস্য কলাং নাইন্তি যোড়শীম্ ॥ ৩৫

মাহাত্ম্যং বাচিকৈশ্চ তৎ জপ-যজ্ঞস্য কীর্তিতম্ ।

তস্মাচ্ছত-গুণোপাংস্তঃ সহস্রো মানসঃ স্মৃতঃ ॥ ৩৬

প্রণব পুটিত মন্ত্র সাতবার জপ করিয়া জপ সমর্পণ করিবেন । সূত্রগণ প্রণবের স্থানে সবিন্দু চতুর্দশ স্বর ঐং অথবা নমঃ পদ দিবেন । জপ প্রয়োগ সমাপ্ত হইল । ৩১

অনন্তর জপফল কথিত হইতেছে । শিবধর্মে বলিয়াছেন—সমস্ত যজ্ঞের মধ্যে এই জপযজ্ঞ মহাকল অর্থাৎ উহা সর্বোৎকৃষ্ট ফল প্রদান করে । জপের দ্বারা দেবতাগণ স্তুয়মান হইয়া প্রসন্ন হন । ৩২

দেবতাগণ প্রসন্ন হইয়া বিপুল কাম্য বিষয় ও শাশ্বতী মুক্তি প্রদান করিতে পারেন । যক্ষ, রক্ষ, পিশাচগণ, গ্রহগণ, ভীষণ সর্পগণ ভয় ভীত হইয়া জপকারীর নিকট গমন করে না । ভয়ভীত হইয়া চারিদিকে পলায়ন করে । ৩৩

অন্যত্রও বলিয়াছেন—হে বরাননে । জপ হইতে সিদ্ধি হয়, জপ হইতে সিদ্ধি হয়, জপ হইতেই সিদ্ধি হয় । এইরূপ আরও উক্ত হইয়াছে—জপনিষ্ঠ বিজ্ঞশ্চেষ্ট ব্যক্তি সমস্ত যজ্ঞের ফল লাভ করেন । ৩৪

পদ্ম পুরাণ ও নারদীয় পুরাণে বলিয়াছেন—যতগুলি কর্মযজ্ঞ হইতে পারে এবং যে সমস্ত তপস্যা উপদিষ্ট হইয়াছে । তাহারা সকলে জপ-যজ্ঞের ফলের যোড়শ কলারও যোগ্য নহে । ৩৫

বাচিক জপ-যজ্ঞের এই মাহাত্ম্য কীর্তিত হইয়াছে । উপাংস্ত জপ তাহা হইতে শত শত গুণ ফল দেয়, মানস জপ সহস্র গুণ ফল দেয়, ইহা কথিত হইয়াছে । ৩৬

মানসঃ সিদ্ধি-কামানাং পুষ্টি-কামৈকপাংসুকঃ ।

বাচিকে। মারণে চৈব প্রশস্তো জপ ঐরিতঃ ॥ ৩৭

যং তু— মনসা যঃ স্মরেৎ স্তোত্রং বচসা। রা মনুং জপেৎ ।

উভয়ং নিষ্ফলং যাতি ভিন্ন-ভাণ্ডাদকং যথা ॥ ৩৮

ইতি । তন্নগদ-নিষেধপরম্ । কুলার্ণবে—

হৃদয়ে গ্রন্থিভেদশ্চ সর্বাণ্যব-বর্জনম্ ।

আনন্দাশ্রুণি পুলকো দেহাবেশঃ সুরেশ্বরী ! ।

গদগদোক্তিঃ সহসা জায়তে নাত্র সংশয়ঃ ॥ ৩৯

অথ যুগসেবা-নিয়মঃ

কৃতে জপস্ত কল্লোক্তস্ত্রেতায়াং ত্রিগুণো জপঃ ।

দ্বাপরে ত্রিগুণঃ^১ প্রোক্তঃ চতুর্গুণ-ফলঃ কলৌ ॥ ৪০

চতুর্গুণাং ফলং যস্য স তথৈত্যর্থঃ^২ ।

সিদ্ধি-কামিগণের মানস জপ, পুষ্টিকামিগণের উপাংসু জপ, মারণে বাচিক জপ প্রশস্ত বলিয়া কীর্তিত হইয়াছে । ৩৭

মনে মনে যে স্তোত্র স্মরণ করে অথবা বাক্যের দ্বারা যে মন্ত্র জপ করে, এই উভয়ই ভিন্ন ভাণ্ড জলের শ্যায় নিষ্ফল হয় । ৩৮

এই যে বলিয়াছেন, তাহা নিগদ নিষেধ (কখন নিষেধ) ভাণ্ডার্যোই কথিত হইয়াছে অর্থাৎ মনে মনে স্তোত্র পাঠ বা বাচিক মন্ত্র জপ করিলে তাহা কাহাকে বলিবে না । কুলার্ণবে বলিয়াছেন—

হে সুরেশ্বরী ! জপের দ্বারা হৃদয়ের গ্রন্থি ভেদ (অজ্ঞানের নাশ), সমস্ত অবয়বের বৃদ্ধি, আনন্দাশ্রুর পতন, পুলক, দেহের আবেশ ও গদগদ উক্তি সহসা জন্মে, ইহাতে সংশয় নাই । ৩৯

অনন্তর যুগসেবার নিয়ম কথিত হইতেছে । তন্নে বলিয়াছেন—সত্য যুগে কল্লোক্ত জপ কর্তব্য অর্থাৎ সেই সেই শাস্ত্রে সেই সেই দেব-দেবীর যে পরিমাণ জপ করিতে বলিয়াছেন, তাহাই কর্তব্য, ত্রেতাতে তাহার ত্রিগুণ জপ কর্তব্য, দ্বাপরে ত্রিগুণ জপ কর্তব্য, কলিতে চতুর্গুণফল জপ কথিত হইয়াছে । ৪০

চতুর্গুণ-ফল কথার অর্থ—চারি গুণ জপ হইতে বাহার ফল হয় অর্থাৎ চারি গুণ জপ করিলে ফল হয়, নচেৎ ফল হয় না ।

অথ পুরস্চরণম্

যোগিনীহৃদয়ে—গুরোরাজ্ঞাং সমাদায় শুদ্ধাস্ত্রঃকরণো নরঃ ।

ততঃ পুরস্ক্রিয়াং কুৰ্য্যান্ মন্ত্ৰ-সংসিদ্ধি-কাম্যয়া ॥ ৪১

জীব-হীনো যথা দেহী সৰ্ব-কৰ্মসু ন ক্রমঃ ।

পুরস্চরণ-হীনোহপি তথা মন্ত্ৰঃ প্রকীৰ্ত্তিতঃ ॥ ৪২

তস্মাদাদৌ স্বয়ং কুৰ্যাদ্ গুরুং বা কারয়েদ্ বৃধঃ ।

গুরোরভাবে বিপ্রং বা সৰ্ব-প্রাণি-হিতে রতম্ ॥ ৪৩

স্নিগ্ধং শাস্ত্র-বিদং^১ মিত্রং নানাগুণ-সমন্বিতম্ ।

স্ত্রিয়ং বা সদগুণোপেতাং সপুত্রাং বিনিযোজয়েৎ ॥ ৪৪

আদৌ পুরস্ক্রিয়াং কৰ্ত্তুং স্থাননিৰ্ণয় উচ্যতে ।

পুণ্যক্ষেত্রং নদীতীরং গুহা-পৰ্বত-মন্তকম্ ॥ ৪৫

তীৰ্থ-প্রদেশাঃ সিন্ধুনাং সঙ্গমঃ পাবনং বনম্ ।

উদ্যানানি বিবিক্তানি বিশ্বমূলং তটং গিরেঃ ॥ ৪৬

তুলসী-কাননং গোষ্ঠং বৃষ-শূন্যং শিবালয়ম্ ।

অশ্বখামলকী-মূলং গোশালা-জল-মধ্যতঃ ॥ ৪৭

অনন্তর পুরস্চরণ কথিত হইতেছে । যোগিনী-হৃদয়ে বলিয়াছেন—মানব শুদ্ধাস্ত্রঃ-করণ হইয়া মন্ত্ৰ সিদ্ধির কামনায় গুরুর আজ্ঞা গ্রহণ করিয়া তাহার পর পুরস্চরণ কার্য্য করিবেন । ৪১

প্রাণহীন মনুষ্য যেমন সমস্ত কর্মেই অক্রম, পুরস্চরণ হীন মন্ত্ৰও সেইরূপ ফলদানে অক্রম কীৰ্ত্তিত হইয়াছে । ৪২

অতএব সৰ্বাঙ্গে নিজে পুরস্চরণ করিবে অথবা গুরু দ্বারা পুরস্চরণ করাইবে । গুরুর অভাবে সৰ্বপ্রাণীর হিতে রত, সিন্ধু (শাস্ত্র), শাস্ত্র-বিৎ, মিত্র, নানাগুণ-সমন্বিত বিপ্র দ্বারা করাইবেন । সদগুণযুক্তা সপুত্রা স্ত্রীকেও পুরস্চরণ কার্য্যে নিযুক্ত করিতে পারেন । ৪৩-৪৪

প্রথমে পুরস্চরণ করিতে স্থান নির্ণয় কথিত হইতেছে । পুণ্যক্ষেত্র, নদীতীর, গুহা, পৰ্বতের মন্তক (চূড়া), তীৰ্থপ্রদেশ, নদীসঙ্গম, পবিত্র বন, নির্জন উদ্যান, বিশ্বমূল, পৰ্বতের তটভূমি, তুলসী-কানন, গোষ্ঠ, বৃষশূন্য শিবালয়, অশ্বখ ও আমলকীর মূল,

দেবভায়তনং কুলং সমুদ্রস্থ নিজং গৃহম্ ।
সাধনে তু প্রশস্তানি স্থানান্তোতানি মন্ত্রিণাম্ ।
অথবা নিবসেৎ তত্র যত্র চিত্তং প্রসীদতি ॥ ৪৮

তথা— গৃহে শত-গুণং বিদ্যাং গোষ্ঠে লক্ষ-গুণং ভবেৎ ।
কোটির্দেবালয়ে পুণ্যমনন্তং শিব-সম্মিধৌ ॥ ৪৯
শ্লেচ্ছ-দুষ্ট-মৃগ-ব্যাল-শকাতক-বিবজ্রিতে ।
একান্ত-পাবনে নিন্দা-রহিতে ভক্তি-সংযুতে ॥ ৫০
সুদেশে ধার্মিকে দেশে সুভিক্ষে নিরুপদ্রবে ।
রম্যে ভক্তজন-স্থানে নিবসেৎ তাপসঃ প্রিয়ে ! ।
গুরুগাং সম্মিধানে চ চিঁতৈকাগ্র-স্থলে তথা ॥ ৫১
প্রোত-ভূম্যাদিকৈব তত্ত্বং কল্প-প্রকাশিতম্ ।
এষামন্যতমং স্থানমাশ্রিত্য জপমাচরেৎ ॥ ৫২

বারাহীতন্ত্রে— চন্দ্র-তারামুকুলে চ গুরুপক্ষে শুভেহহনি ।
আরভেত পুরস্চর্যাং হরৌ সুপ্তে ন চাচরেৎ ॥ ৫৩

গোশালা, জলমধ্য, দেবতার আলয়, সমুদ্রের কুল ও নিজ গৃহ—এই স্থানগুলি মন্ত্রিগণের সাধনে প্রশস্ত । অথবা যেখানে চিত্ত প্রসন্ন হয়, সেইখানে পুরস্চরণ করিতে বসিবেন । ৪৫-৪৮

এইরূপ তত্ত্ব আরও উক্ত হইয়াছে—গৃহে পুরস্চরণ করিলে শত গুণ পুণ্য হয় জানিবে । গোষ্ঠে লক্ষ গুণ ফল হইবে । দেবালয়ে কোটি গুণ এবং শিবের সম্মিধানে অনন্ত গুণ পুণ্য হয় । ৪৯

হে প্রিয়ে ! শ্লেচ্ছ, দুষ্ট, মৃগ ও ব্যালের শকা (ভয়) ও আতঙ্ক শূন্য স্থানে, অত্যন্ত পবিত্র স্থানে, নিন্দারহিত স্থানে, ভক্তিজনক সুন্দর দেশে, ধার্মিক পূর্ণ দেশে, সুভিক্ষ ও নিরুপদ্রব স্থানে, মনোহর স্থানে ও ভক্তজন পূর্ণ স্থানে, গুরুগণের সম্মিধানে ও চিত্তের একাগ্রতা জনক স্থলে তাপস ব্যক্তি পুরস্চরণের জন্য বসিবেন । ৫০-৫১

প্রোতভূমি (শালান) সেই সেই দেবদেবীর কল্লোক্ত স্থান—ইহাদের অন্ততম স্থান আশ্রয় করিয়া জপ করিবেন । ৫২

বারাহীতন্ত্রে বলিয়াছেন—চন্দ্র ও তারা অনুকূল হইলে গুরুপক্ষে তদ দিনে পুরস্চরণ আরম্ভ করিবেন । হরি সুপ্ত হইলে অর্থাৎ হরিশয়নে পুরস্চরণ করিবেন না । ৫৩

প্রতিপ্রসবন্ত রুদ্রয়ামলে—কার্ত্তিকাদ্বিন-বৈশাখ-মাবেহথ মার্গশীর্ষকে ।

ফাল্গুনে শ্রাবণে দীক্ষা পুরশ্চর্যা প্রশস্ততে ॥

গ্রহণে চ মহাতীর্থে ন কালমবধারয়েৎ ॥ ইতি ॥ ৫৪

অথ পুরশ্চরণে ভক্ষ্যাদি-নিয়মঃ

অগস্ত্য-সংহিতায়াং—দধি ক্ষীরং ঘৃতং গব্যমৈক্ষবং শুড়-বর্জিতম্ ।

তিলাশৈচব সিতা মুদগাঃ কন্দঃ কেমুক-বর্জিতঃ ॥ ৫৫

নারিকেল-ফলশৈব কদলী লবলী তথা ।

আম্রমামলকশৈব পনসঞ্চ হরীতকী ।

ব্রতান্তরে প্রশস্তঞ্চ হবিষ্যং মন্যতে বুধৈঃ ॥ ৫৬

ভুঞ্জানো বা হবিষ্যাম্ শাকং যাবকমেব বা ।

পয়ো মূলং ফলং বাপি যত্র যত্রোপলভ্যতে ॥ ৫৭

রস্তাফলং তিস্তিডীকং কমলাগ্নাগরঙ্গকম্ ।

ফলাশ্চেতানি ভোজ্যানি এভ্যোহন্যানি বিবর্জয়েৎ ॥ ৫৮

যং তু যোগিনীতন্ত্রে—চিকাক্ষ নালিকা-শাকং কলায়ং লকুচং তথা ।

কদম্বং নারিকেলঞ্চ ব্রতে কুশ্মাণ্ডকং ত্যজেৎ ॥ ৫৯

ইতি । তদ ব্রতান্তরে বোধিবাম্ ।

রুদ্রয়ামলে ইহার প্রতিপ্রসব এই বলিয়াছেন—কার্ত্তিক, আশ্বিন, বৈশাখ, মাঘ, মার্গশীর্ষ, ফাল্গুন ও শ্রাবণ মাসে দীক্ষা ও পুরশ্চরণ প্রশস্ত । গ্রহণে ও মহাতীর্থে কোন কালের অবধারণ (শুদ্ধাশুদ্ধ বিচার) করিবে না । ৫৪

অনন্তর পুরশ্চরণে ভক্ষ্যাদির নিয়ম কথিত হইতেছে । অগস্ত্য-সংহিতায় বলিয়াছেন—

দধি, ক্ষীর, গব্য ঘৃত, শুড় বর্জিত ইক্ষুজাত স্রব্য শর্করা প্রভৃতি, তিল, শুক্ল মূগ, কেমুক ভিন্ন কন্দ; নারিকেলের ফল, কদলী, লবলী (লাদ), আম, আমলক, পনস, হরীতকী—পণ্ডিতগণ ইহাদিগকে ব্রতান্তরে প্রশস্ত ও হবিষ্য মনে করেন । ৫৫-৫৬

হবিষ্যাম্, শাক, যাবক (কাশ্মীর দেশজাত কলুযী) পয়ঃ, মূল, ফল অথবা যেখানে যেখানে দেখা যায়—রস্তাফল, তিস্তিডী, কমলা, নাগরঙ্গ—এই ফল ভোজ্য । ইহা ভিন্ন অন্য ফল বর্জন করিবেন । ৫৭-৫৮

এই যে যোগিনীতন্ত্রে বলিয়াছেন, ব্রতে চিকাক্ষ (তেঁতুল), নালিকাশাক, কলায়, লকুচ (তহরা) কদম্ব, নারিকেল ও কুশ্মাণ্ড ত্যাগ করিবে । তাহা অন্য ব্রত সহজে জানিবেন । ৫৯

তথা— বিবর্জয়েৎ মধু-ক্ষার-লবণং তৈলমেব চ ।

তাম্বুলং কাংশ্চ-পাত্রঞ্চ দিবা-ভোজনমেব চ ॥ ৬০

তথা— ক্ষারঞ্চ লবণং মাংসং গৃহ্ননং কাংশ্চ-ভোজনম্ ।

মাষাঢকী-মসুরাংশ্চ কোদ্রবাংশ্চণকানপি ॥ ৬১

কৌটিল্যং ক্ষৌরমভ্যঙ্গমনিবেদিত-ভোজনম্ ।

অসঙ্কলিত-কৃত্যঞ্চ বর্জয়েন্ মর্দনাদিকম্ ॥ ৬২

স্নায়ান্ন পঞ্চগব্যেন কেবলামলকেন বা ।

মস্ত্র-জপ্তান্ন-পানীয়ৈঃ স্নানোচমন-ভোজনম্ ।

কুর্ধ্যাদ্ যথোক্ত-বিধিনা ত্রিসন্ধ্যং দেবতার্চনম্ ॥ ৬৩

অপবিত্র-করো নগ্নঃ শিরসি প্রাবৃত্তোহপি বা ।

প্রলপন্ প্রজপেদ্ যাবৎ তাবন্ নিষ্ফলমুচ্যতে ॥ ৬৪

কুলার্ণবে— যস্তান্ন-পান-পুষ্টোজঃ কুরুতে ধর্ম-সঞ্চয়ম্ ।

অন্ন-দাতুঃ ফলশ্রাদ্ধিং কৰ্ত্তৃশ্রাদ্ধিং ন সংশয়ঃ ॥ ৬৫

এইরূপ আরও বলিয়াছেন—মধু, ক্ষার, লবণ, তৈল, তাম্বুল, কাংশ্চপাত্র, দিবা-ভোজন বর্জন করিবেন । ৬০

এইরূপ আরও বলিয়াছেন—ক্ষার, লবণ, মাংস, গৃহ্নন, কাংশ্চপাত্রে ভোজন, মাষ, আড়কী (তুবরিকা নামক গছ দ্রব্য), মসুর, কোদ্রব (কোদ ধান) ও চণক (ছোলা) বর্জন করিবে । ৬১

কৌটিল্য, ক্ষৌর অভ্যঙ্গ, অনিবেদিত অন্নের ভোজন, অসঙ্কলিত কার্য ও মর্দনাদি বর্জন করিবে । ৬২

পঞ্চগব্যের দ্বারা বা কেবল আমলকের দ্বারা স্নান করিবে । মস্ত্র জপ্ত অন্ন, পানীয়ের সহিত স্নান, আচমন ও ভোজন করিবে । যথোক্ত বিধি অনুসারে ত্রিসন্ধ্যায় দেবতার অর্চনা করিবে । ৬৩

অপবিত্র হস্ত হইয়া, নগ্ন হইয়া অথবা মস্ত্রকে প্রাবৃত্ত (আচ্ছাদিত) হইয়া কথা বলিতে বলিতে যাবৎকাল জপ করিবে, তাবৎকাল সেই জপকর্ম নিষ্ফল কথিত হয় । ৬৪

কুলার্ণব ভক্রে বলিয়াছেন—বাহার অন্নে ও পানে পুষ্টোজ হইয়া ধর্ম সঞ্চয় করে, তাহার অর্দ্ধেক ফল হয়, অর্দ্ধেক ফল কর্মকর্তার হয়, ইহাতে সংশয় নাই । ৬৫ ,

তস্মাৎ সর্বপ্রযত্বেন পরাম্নং বজ্জয়েৎ সুধীঃ ।

পুরস্চরণ-কালেষু সর্ব-কর্মসু শাস্তুবি ! ॥ ৬৬

জিহ্বা দক্ষা পরাম্নেন করৌ দক্ষৌ প্রতিগ্রহাৎ ।

মনো দক্ষং পরস্ত্রীভিঃ কথং সিদ্ধির্বরাননে ! ৬৭

পরাম্নং ভিক্ষেতর-বিষয়ম্ । ভিক্ষায়াং তস্মা স্বদ্বোৎপাদাৎ । তস্তান্তরে—

বিহায় বহিং ন হি বস্তু কিঞ্চিং গ্রাহং পরেভ্যঃ সতি সম্ভবে চ ।

অসম্ভবে তীর্থ-বহিবিশুদ্ধাৎ পর্বাতিরিক্তে প্রতিগৃহ্ জপ্যাৎ ॥ ৬৮

কুলার্গবে— সঙ্কুচ্ছরিতে শব্দে প্রণবং সমুদীরয়েৎ ।

প্রোক্তে পারশবে শব্দে প্রাণায়ামং সঙ্কুচ্ছরেৎ ॥ ৬৯

বহুপ্রলাপী আচম্য কৃত্তাকানি ততো জপেৎ ।

ক্ষুতেপ্যেবং তথাহম্পৃশ্য-স্থানানাং স্পর্শনেহপি চ ।

এবমাদীংশ্চ নিয়মান্ পুরস্চরণ কৃচ্ চরেৎ ॥ ৭০

বিন্-মূত্রোৎসর্গ-শব্দাদি-যুক্তঃ কর্ম করোতি যঃ ।

জপার্চনাদিকং সর্বমপবিত্রং ভবেৎ প্রিয়ে ! ॥ ৭১

অতএব হে শাস্তুবি । পুরস্চরণ কালে ও সমস্ত কর্মে সুধী ব্যক্তি সমস্ত প্রযত্নে পরাম্ন বর্জন করিবে । ৬৬

পরাম্নের দ্বারা জিহ্বা দক্ষ হয়, প্রতিগ্রহের দ্বারা দুই হস্ত দক্ষ হয়, পর স্ত্রীগণ দ্বারা মনঃ দক্ষ হয় । হে বরাননে । এই সমস্ত করিলে কিরূপে মন সিদ্ধি হইবে ? ৬৭

ভিক্ষালব্ধ অন্ন ছাড়া অন্য অন্নই পরাম্ন ; যেহেতু পরাম্নে নিজের স্বত্ব উৎপন্ন হয় না, কিন্তু ভিক্ষায় স্বত্ব উৎপন্ন হইয়া থাকে । তস্তান্তরে বলিয়াছেন—

দ্রব্যপ্রাপ্তি সম্ভব হইলে বহি ছাড়া পরের নিকট হইতে কোন বস্তু গ্রহণ করিবে না । দ্রব্য প্রাপ্তির সম্ভাবনা না থাকিলে তীর্থের বাহিরে পর্ব ভিন্ন দিনে বিশুদ্ধ ব্যক্তির নিকট হইতে প্রতিগ্রহ করিয়া জপ করিবে । ৬৮

কুলার্গবে বলিয়াছেন—জপমধ্যে একবার কোন অপশব্দ উচ্চারণ করিলে প্রণব উচ্চারণ করিবে । পারশব (পারসি) শব্দ উচ্চারণ করিলে একবার প্রাণায়াম করিবে । ৬৯

বহু কথা বলিলে আচমন ও অঙ্গস্ত্রাস করিয়া তাহার পর জপ করিবে । ক্ষু (হাঁচি) হইলেও এবং অম্পৃশ্য স্থানের স্পর্শনেও এইরূপ করিবে । পুরস্চরণকারী এই সকল নিয়ম প্রতিপালন করিবে । ৭০

যে ব্যক্তি মলমূত্রভ্যাগে শব্দাদি যুক্ত হইয়া জপ ও অর্চনাদি কর্ম করে, হে প্রিয়ে । তাহার সেই সমস্ত কর্ম অপ হয় । ৭১

মলিনাশ্বর-কেশাদি-মুখদৌর্গন্ধ্য-সংবৃত্তঃ ।

যো জপেৎ তং দহত্যাঙ দেবতা গুপ্তি-সংস্থিতা ॥ ৭২

আলস্যং জ্বস্তগং নিদ্রাং ক্ষুভং নিষ্ঠীবনং ভয়ম্ ।

নীচাক্ষ-স্পর্শনং কোপং জপকালে বিবর্জয়েৎ ॥ ৭৩

এবমুক্ত-বিধানেন বিলম্বং হরিতং বিনা ।

উক্ত-সংখ্যং জপং কুর্যাৎ পুরশ্চরণ-সিদ্ধয়ে ॥ ৭৪

দেবতা-গুরু-মন্ত্রাণামৈক্যং সম্ভাবয়ন্ ধিয়া ।

জপেদেক-মনাঃ প্রাতঃকালং মধ্যাহ্নিনাবধি ॥ ৭৫

তথা— ভূশয়া ব্রহ্মচারিভ্যমোনমাচার্য্য-সেবিতা ।

নিত্যং ত্রি-সবনং জ্ঞানং ক্ষুদ্রকর্ম-বিবর্জনম্ ।

নিত্য-পূজা নিত্য-দানং দেবতা-জুতি-কীর্তনম্ ॥ ৭৬

নৈমিত্তিকার্চনকৈব বিশ্বাসো গুরু-দেবয়োঃ ।

জপ-নিষ্ঠা দ্বাদশৈতে ধর্ম্যঃ স্মার্মন্ত-সিদ্ধিদাঃ ॥ ৭৭

স্ত্রী-শূদ্র-পতিত-ব্রাত্য-নাস্তিকোচ্ছিষ্ট-ভাষণম্ ।

অসত্য-ভাষণং জিহ্ব-ভাষণং পরিবর্জয়েৎ ॥ ৭৮

মলিন বস্ত্র, মলিন কেশ ও মুখে দুর্গন্ধ যুক্ত হইয়া যে ব্যক্তি জপ করে, গোপনে থাকিয়া দেবতা তাহাকে শীঘ্র ভস্ম করেন । ৭২

আলস্য, জ্বস্তগ, নিদ্রা, ক্ষুভ, নিষ্ঠীবন (খুখু) ভয়, নীচাক্ষের স্পর্শ ও কোপ জপকালে পরিত্যাগ করিবে । ৭৩

এইরূপে উক্ত বিধানেন পুরশ্চরণ সিদ্ধির জন্য শীঘ্র ও বিলম্ব ছাড়া উক্ত সংখ্যক জপ করিবে । ৭৪

দেবতা, গুরু ও মন্ত্রের ঐক্য মনের দ্বারা ভাবনা করিয়া একাগ্রচিত্ত হইয়া প্রাতঃ কাল হইতে মধ্যাহ্ন পর্য্যন্ত জপ করিবে । ৭৫

এইরূপ আরও বলিয়াছেন—ভূমিতে শয়ন, ব্রহ্মচারিভ্য, মৌন, আচার্য্যের সেবা, প্রত্যহ ত্রিসংখ্যার জ্ঞান, ক্ষুদ্রকর্ম ত্যাগ, নিত্য পূজা, নিত্য দান, দেবতার জুতি কীর্তন, নৈমিত্তিক দেবতার পূজা, গুরু ও দেবতার বিশ্বাস ও জপ নিষ্ঠা—এই বারটি ধর্ম মন্ত্র সিদ্ধিপ্রদ হইয়া থাকে । ৭৬-৭৭

স্ত্রী, শূদ্র, পতিত, ব্রাত্য ও নাস্তিক পুরুষের সহিত ভাষণ, উচ্ছিষ্ট মুখে কথোপকথন, অসত্য ভাষণ ও কুটিল ভাষণ পরিত্যাগ করিবে । ৭৮

সতোনাপি ন ভাষেত অপ-হোমার্চনাদিষু ।
অন্যথানুষ্ঠিতং সৰ্বং ভবত্যেব নিরর্থকম্ ॥ ৭৯
পুরশ্চরণ-কালে তু যদি স্তান্ মৃত-স্মৃতকম্ ।
তথাপি কৃত-সঙ্কল্পো ব্রতং নৈব পরিত্যজেৎ ॥ ৮০

যোগিনীহৃদয়ে—শয়ীত কুশ-শয্যায়াং শুচি-বস্ত্র-ধরঃ সদা ।
প্রত্যহং কালয়েচ্ছয্যামেকাকী নির্ভয়ঃ স্বপেৎ ॥ ৮১
অসত্য-ভাষণং বাচং কুটীলাং পরিবর্জয়েৎ ।
বর্জয়েদ্ গীত-বাচাদি শ্রবণং নৃত্য-দর্শনম্ ॥ ৮২
অভ্যঙ্গং গন্ধলেপঞ্চ পুষ্প-ধারণমেব চ ।
মৈথুনং তৎ-কথোলাপং তদ-গোষ্ঠীং পরিবর্জয়েৎ ॥ ৮৩
অস্নাতাংশ্চ দ্বিজান্ শূদ্রান্ স্ত্রিয়ো নৈব স্পৃশেৎ তথা ।
ত্যাজেদ্বিষ্ণোদক-স্নানমগ্নদেব-প্রপূজনম্ ।
নৈকবাসা জপেন্ মন্ত্রং বহু-বস্ত্রাকুলোহপি বা ॥ ৮৪
বৈশম্পায়নসংহিতায়াং—বিপর্যাসং ন কুর্যাচ্চ কদাচিদপি মোহতঃ ।
উপর্য্যধো বহির্বস্ত্রে পুরশ্চরণ-কুন্ নরঃ ॥ ৮৫

অপ হোমাদি কর্মের মধ্যে সত্য বাক্যের দ্বারাও আলাপ করিবে না । ইহার অন্যথা করিলে অনুষ্ঠিত সমস্ত কর্ম নিরর্থক হইবেই । ৭৯

পুরশ্চরণ কালে মৃতশৌচ ও জননশৌচ হয়, তথাপি কৃত-সঙ্কল্প ব্যক্তি ব্রত ত্যাগ করিবে না অর্থাৎ পুরশ্চরণ সঙ্কল্পের পর ব্রত ত্যাগ হইবে না । ৮০

যোগিনী-হৃদয়ে বলিয়াছেন—সাধক সর্বদা শুচি বস্ত্র পরিধান ও ধারণ করিয়া কুশ-শয্যায়া শয়ন করিবেন । প্রত্যহ শয্যাকে কালন করিবেন এবং একাকী নির্ভয় হইয়া শয়ন করিবেন । ৮১

অসত্য ভাষণ ও কুটিল বাক্য পরিত্যাগ করিবেন । গীত বাচাদির শ্রবণ ও নৃত্য দর্শন, অভ্যঙ্গ, গন্ধলেপ, পুষ্প-ধারণ, মৈথুন, মৈথুন কথার আলাপ ও সেই গোষ্ঠীকে বর্জন করিবেন । ৮২-৮৩

অস্নাত দ্বিজগণকে, শূদ্রগণকে ও স্ত্রীগণকে স্পর্শ করিবে না । সেইরূপ উষ্ণ জলে স্নান ও অন্ত দেবতার পূজা ত্যাগ করিবে । এক বস্ত্র হইয়া অথবা বহু বস্ত্রের দ্বারা ব্যাকুল হইয়া অপ করিবে না । ৮৪

বৈশম্পায়ন সংহিতায় বলিয়াছেন—পুরশ্চরণকারী মানব দেহের উর্ধ্বভাগে ও

পতিতানামন্ত্যজানাং দর্শনে ভাষণে শ্রুতে ।

ক্ষুতেহধো-বায়ু-গমনে জ্জুত্বে জপমুৎসৃজেৎ ॥ ৮৬

তথাচ তস্ম তৎ-প্রাপ্তৌ প্রাণায়ামং ষড়ঙ্গকম্ ।

কৃত্বা সমাগ্ জপেচ্ছেষং যত্র সূর্য্যাদি-দর্শনম্ ॥ ৮৭

আদিপদাদ্ বহি-ব্রাহ্মণৌ । তন্ত্রাস্তরে—

মনঃ-সংহরণং শৌচং মৌনং মন্ত্রার্থ-চিস্তনম্ ।

অব্যগ্রত্বমনির্বৈদো জপ-সম্পত্তি-হেতবঃ ॥ ৮৮

উষ্ণীষী কঙ্কুকী নগ্নো মুক্তকেশো গণাবৃতঃ ।

অ-পবিত্র-করোহুত্কঃ প্রলপন্ ন জপেৎ কচিৎ ॥ ৮৯

অনাसनः शयानো वा गच्छन् ভুঞ্জান এব বা ।

অপ্রাবৃত্তৌ করৌ কৃত্বা শিরসি^১ প্রাবৃত্তোহপি বা ॥ ৯০

চিস্তা-ব্যাকুল-চিত্তো বা ক্ষুক্কো ভ্রান্তঃ ক্ষুধাশ্বিতঃ ।

রথ্যায়ামশিবে স্থানে ন জপেৎ তিমিরাস্তরে ॥ ৯১

অধোভাগে দুইখানি বস্ত্র পরিধান করিবে । মোহবশতঃ কখনও এই নিয়মের বৈপরীত্য করিবে না অর্থাৎ উত্তরীয়কে বস্ত্র বা বস্ত্রকে উত্তরীয় করিবে না । ৮৫

পতিতগণের, অন্ত্যজগণের দর্শন হইলে, তাহাদের সহিত ভাষণ হইলে, তাহাদের কথা শ্রবণ করিলে, হাঁচিলে, অধোবায়ু নিঃসরণে ও জ্জুত্বে জপ ত্যাগ করিবে । ৮৬

অতএব এই সমস্ত উপস্থিত হইলে প্রাণায়াম ও ষড়ঙ্গ ন্যাস করিয়া অথবা সূর্য্যাদি দর্শন করিয়া অবশিষ্ট জপ করিবে । ৮৭

এহলে সূর্য্যাদির আদি পদে বহি ও ব্রাহ্মণ গৃহীত হইবে । তন্ত্রাস্তরে বলিয়াছেন—

বিষয় হইতে মনের সংহরণ (প্রত্যাবর্তন) শৌচ, মন্ত্রার্থের চিস্তন মৌন, অব্যগ্রত্ব ও অনির্বৈদ—এইগুলি জপ সম্পত্তির হেতু । ৮৮

উষ্ণীষী হইয়া, কঙ্কুকী হইয়া (জামাবিশেষ পরিয়া) উলঙ্গ হইয়া, মুক্ত কেশ হইয়া, লোকগণে পরিবৃত্ত হইয়া, অপবিত্র হস্ত হইয়া, অতৃষ্ণ হইয়া, কথা বলিতে বলিতে কোন স্থানে জপ করিবে না । ৮৯

আসনে উপবেশন না করিয়া, শয়ন করিয়া, চলিতে চলিতে, খাইতে খাইতে, দুই হাতকে আচ্ছাদিত না করিয়া অথবা মন্তককে আচ্ছাদিত করিয়া, চিন্তায় ব্যাকুলচিত্ত হইয়া, ক্ষুধ, ভাত ও ক্ষুধার্ভ হইয়া রাতার, অতৃষ্ণ স্থানে অন্ধকারের মধ্যে জপ করিবে না । ৯০-৯১

উপানদ-গুট-পাদো বা যান-শয্যাগতস্তথা ।

প্রসার্যা ন জপেৎ পাদাবুৎকটাসন এব বা ॥ ৯২

ন যজ্ঞকাষ্ঠে পাষাণে ন ভূমৌ নাসনে স্থিতঃ^১ ।

মার্জারং কুক্কুটং ক্রৌঞ্চং শ্বানং শূদ্রং কপিং খরম্ ।

দৃষ্ট্বাচম্য জপেচ্ছেষং স্পৃষ্ট্বা শ্বানং বিধীয়তে ॥ ৯৩

মানসান্ত-জপেষ্ময়ং^২ নিয়মঃ । মানসে তু নিয়মো নাস্তি । মনসঃ সর্বদৈব-
তুচ্ছিত্বাৎ । যথা তত্রৈব (৯৪)—

অশুচিৰ্বা শুচিৰ্বাপি গচ্ছংস্তিষ্ঠন্ স্বপন্নপি ।

মন্ত্রৈক-শরণো বিদ্বান্ মনসৈব সদাহভ্যসেৎ ।

ন দোষো মানসে জাপে সর্বদেশেহপি সর্বদা ॥ ৯৫

শ্রামাদি-বিদ্যায়াং তত্তন্মন্ত্রজপে বিশেষো বক্ষ্যতে । গৌতমীয়ে—

শক্ত্যা ত্রি-সবনং শ্বানং অন্তথা ঘে সঙ্কুচ বা ।

ত্রিসঙ্খ্যং প্রজপেন্ মন্ত্রং পূজনং তৎসমং ভবেৎ ॥ ৯৬

জুতা দ্বারা চরণদ্বয় আচ্ছাদিত করিয়া, গাড়ীতে বা শয্যায় বসিয়া, দুই পাদকে প্রসারিত করিয়া, উৎকট আসনে বসিয়া, যজ্ঞকাষ্ঠে বা পাষাণে, ভূমিতে, আসনে বসিয়া ও ভূমিতে চরণ স্পর্শ করিয়া জপ করিবে না । ৯২

মার্জার, কুক্কুট, ক্রৌঞ্চ (বক), কুকুর, শূদ্র, বানর, খর (গর্দভ)কে দেখিয়া আচমন করিয়া অবশিষ্ট মন্ত্র জপ করিবে । ইহাদিগকে স্পর্শ করিলে ম্লান করিতে হইবে । ৯৩

মানস জপ ছাড়া অন্য জপে এই নিয়ম । মানস জপে কিন্তু এই নিয়ম নাই ; যে হেতু মনঃ সর্বদাই শুচি । যেমন সেই তন্ত্রেই বলিয়াছেন (৯৪)—

মন্ত্র-মাত্র শরণ বিদ্বান্ ব্যক্তি অশুচি হইয়া বা শুচি হইয়া, যাইতে যাইতে, দাঁড়াইয়া দাঁড়াইয়া, ঘুমাইতে ঘুমাইতে, সর্বদা মনের দ্বারা মন্ত্রের অভ্যাস (জপ) করিবে । সমস্ত দেশে সর্বদা মানস জাপে কোন দোষ নাই । ৯৫

শ্রামাদি বিদ্যার সেই সেই দেবীর মন্ত্রের জপে বিশেষ কথিত হইবে । গৌতমীয়ে তন্ত্রে বলিয়াছেন—

শক্তি অনুসারে ত্রি-সবন (ত্রৈকালিক) ম্লান করিবে অশুচি হইবার অথবা একবার ম্লান করিবে । ত্রিসঙ্খ্যার মন্ত্র জপ করিবে । পূজা তাহার সমান হইবে অর্থাৎ ত্রিসঙ্খ্যার, দুই সঙ্খ্যার বা এক সঙ্খ্যার পূজাও হইবে । ৯৬

সক্ষ্যাৎপরে পূজাদিত্যা জপমষ্টোত্তরশতমিত্যর্থঃ^১ । তথা—

একদা বা ভবেৎ পূজা ন জপেৎ পূজনং বিনা ।

জপান্তে বা ভবেৎ পূজা পূজান্তে বা জপেন্ মহম্ । ১৭

অথ পুরশ্চরণ-জপকালবিধিঃ । যথা—

দেবতা-গুরুমন্ত্রাণামৈক্যং সম্ভাবয়ন্ ধিয়া ।

জপেদেক-মনাঃ প্রাতঃ-কালং মধ্যাহ্নিনাবধি ॥ ১

অন্যত্রাপি—প্রাতঃ-কালং সমারভ্য জপেন্ মধ্যাহ্নিনাবধি । ইত্যশ্বাহিক-কাল-বাবচ্ছেদ-পরত্বম্, নিয়ম-পরত্বে কদাচিজ্জিহ্বায়া পাটব-জাদ্য-বশাৎ প্রতিনিয়ত-জপ-সংখ্যায়া আধিক্য-নূনত্ব-প্রসক্ত্যা নিয়ম-ভঙ্গঃ স্যাৎ । তস্মাৎ প্রথমদিনে সার্ক-প্রহর-পর্য্যন্তং জপ্তব্যম্ । তেন দিবসাস্তুরে জিহ্বা-মান্দ্যোহপি ন ক্রতিঃ । ২

যৎ-সংখ্যায়া সমারদ্ধং তৎ কর্তব্যমহর্নিশম্ ।

যদি নূনাধিকং কুর্যাদ্ ব্রত-ভ্রষ্টো ভবেন্ নরঃ ॥ ৩

ত্রিসঙ্খ্যায় পূজার অঙ্গরূপে একশত আটবার জপ হইবে—এই অর্থ । সেইরূপ তন্ত্রে বলিয়াছেন—

এক সময়ে পূজা হইবে । পূজা বাতীত জপ করিবে না । অথবা জপের অন্তে পূজা হইবে । অথবা পূজার অন্তে মন্ত্র জপ করিবে । ১৭

অনন্তর পুরশ্চরণের কালের বিধি কথিত হইতেছে । যেমন তন্ত্রে বলিয়াছেন—

দেবতা, গুরু ও মন্ত্রের ত্রৈকা মনে মনে ভাবনা করিয়া একাগ্র-চিত্ত হইয়া প্রাতঃ কাল হইতে মধ্যাহ্ন কাল পর্য্যন্ত জপ করিবে । ১

অন্যত্রও বলিয়াছেন—প্রাতঃ কাল হইতে আরম্ভ করিয়া মধ্যাহ্ন কাল পর্য্যন্ত জপ করিবে—এই বচনের অধিক কাল জপ নিষেধেই তাৎপর্য্য অর্থাৎ প্রাতঃ কাল হইতে মধ্যাহ্ন কাল পর্য্যন্ত জপ করিবে । ইহার বেশী সময় জপ করিবে না । যদি ইহা কাল নিয়ম পর হইত অর্থাৎ প্রত্যহ এইরূপ পরিমিত কালেই জপ কর্তব্য, এই নিয়ম হইত, তবে কদাচিৎ জিহ্বার পটুতা ও জড়তা নিবন্ধন প্রতিনিয়ত জপ-সংখ্যার আধিক্য ও নূনতার প্রসক্তি হেতু নিয়মভঙ্গ হইত । অতএব প্রথম দিনে সার্ক প্রহর পর্য্যন্ত জপ করিবে । তাহাতে অন্য দিনে জিহ্বার মান্দ্য হইলেও ক্রতি নাই । ২

তন্ত্রে বলিয়াছেন—যে সংখ্যার জপ আরম্ভ হইবে, অহর্নিশি একই সংখ্যক জপ করিবে । যদি নূন বা অধিক সংখ্যার জপ করে, তবে মানব ব্রত ভ্রষ্ট হইবে । ৩

মুণ্ডমালায়াম্— যৎসংখ্যয়া সমারকং তৎ জপুব্যাং দিনে দিনে ।

ন্যূনাধিকং ন কৰ্ত্তব্যমাসমাপ্তং সদা জপেৎ ॥ ৪

কুলার্ণবে— ন্যূনাতিরিক্ত-কৰ্মাণি ন ফলন্তি কদাচন ।

যথা-বিধিকৃতান্তেব তৎকৰ্মাণি ফলন্তি হি ॥ ৫

অথ জপসংখ্যাকরণে বিশেষঃ—

নাক্ষতৈর্হস্তপৰ্বৈর্বা ন ধাতৈর্ন চ পুষ্পকৈঃ ।

ন চন্দনৈর্মৃ্তিকয়া জপসংখ্যাং ন কারয়েৎ ॥ ৬

শেষ-নকারো মৃ্তিকয়াস্থিতঃ । তর্হি কিং কৰ্ত্তব্যমিত্যত্রাহ—

লাক্ষা-কুসিত-সিন্দূরং গোময়ঞ্চ করীষকম্ ।

বিলোভ্য গোধিকাং কুহা জপসংখ্যাস্ত কারয়েৎ ॥ ৭

কুসিতং রক্তচন্দন-বীজম্ । গোধিকা দীর্ঘাকার বন্তিকা । ইদমুপলক্ষণং
কুশাদিনাপি জপসংখ্যা ন নিষিদ্ধা । পুরশ্চরণারম্ভ-কালে তু গায়ত্রী-জপঃ
কার্য্যঃ । যথা বিদ্যাদিধাচার্য্যঃ—

মুণ্ডমালাতন্ত্রে বলিয়াছেন—যে সংখ্যায় জপ আরম্ভ হইবে, প্রত্যহ তাহাই জপ
করিবে, ন্যূনাধিক করিবে না । সমাপ্তি পর্য্যন্ত সর্বদা জপ করিবে । ৪

কুলার্ণবে বলিয়াছেন—ন্যূন কর্ম বা অতিরিক্ত কর্ম কখনও ফল প্রদান করে না ।
যথাবিধি কৃত কর্মই ফল প্রদান করিয়া থাকে । ৫

অনন্তর জপসংখ্যা করণে বিশেষ কথিত হইতেছে । তন্ত্রে বলিয়াছেন—

অক্ষত সমূহের দ্বারা, হস্তপর্ব সমূহের দ্বারা, ধাতু সমূহ দ্বারা, পুষ্প সমূহের দ্বারা,
চন্দন সমূহের দ্বারা ও মৃ্ত্তিকার দ্বারা জপ সংখ্যা করিবে না । ৬

শেষ নকারটি মৃ্ত্তিকার সহিত অস্থিত । তাহা হইলে কি করণীয় ? এই প্রশ্নের
উত্তরে এই বলিয়াছেন—

লাক্ষা, কুসিত (রক্তচন্দন বীজ), সিন্দূর, গোময়, করীষক (শুষ্ক গোময়) ও লিয়া
গোধিকা করিয়া তদ্বারা জপ সংখ্যা করিবে । ৭

কুসিত—রক্তচন্দনবীজ । গোধিকা—দীর্ঘাকার বন্তিকা । এইটি কুশাদির উপলক্ষণ ।
কুশাদি দ্বারাও জপসংখ্যা নিষিদ্ধ নহে । পুরশ্চরণ কালে গায়ত্রী জপ কর্ত্তব্য । যেমন
বিদ্যাদিধাচার্য্য বলিয়াছেন—

প্রাতঃ স্নানং তু গায়ত্র্যাঃ সহস্রং প্রযতো জপেৎ ।

জ্ঞাতাজ্ঞাতস্ত পাপস্ত ক্ষয়ার্থং প্রথমং ততঃ^১ ॥ ৮

যং তু—প্রাতঃ স্নানং তু সাবিত্র্যা অমৃতং প্রযতো জপেৎ । ইতি । তৎ
পুনরত্যন্ত-পাপাশঙ্কয়া । গায়ত্রীপদমত্র তাত্ত্বিক-গায়ত্রী-পরম্ ।

অষ্টোত্তর-শতাবৃত্ত্যা গায়ত্রীং প্রজপেৎ মুখীঃ ।

মহাপাতক-যুক্তোহপি প্রজপেদ্ দশধা যদি ।

সত্যং সত্যং মহাদেবি ! যুক্তো ভবতি তৎক্ষণাৎ ॥ ৯

ইত্যাদি-সঙ্কোক্ত-বচনবৎ । অতএব স্ত্রী-শূদ্র-সাধারণ্যমপি বুজ্যতে ।
বস্তুতস্ত তয়োৰন্যতর-জপাদেব পাপক্ষয়ো ভবতি^২ । ১০

যোগিনীহৃদয়ে—যত্র গ্রামে জপেন্ মন্ত্রী তত্র কূর্মং বিচিস্তয়েৎ । ১১

গৌতমীয়ে—পর্বতে সিন্ধুতীরে বা পুণ্যারণ্যে নদীতটে ।

যদি কূর্য্যাৎ পুরুষাণ্যং তত্র কূর্মং ন চিস্তয়েৎ ।

গ্রামে বা যদি বা বাস্তো গৃহে তঞ্চ বিচিস্তয়েৎ ॥ ১২

প্রাতঃ স্নান করিয়া সংযত হইয়া প্রথমে জ্ঞাত ও অজ্ঞাত পাপের ক্ষয়ের জন্য এক
সহস্র গায়ত্রী জপ করিবেন । তাহার পর (জপ করিবেন) । ৮

প্রাতঃ স্নান করিয়া সংযত হইয়া অমৃত সাবিত্রী জপ করিবে—এই যে বচন, তাহা
কিন্তু অভ্যন্ত পাপের আশঙ্কায় উক্ত হইয়াছে । এস্থলে গায়ত্রী পদটি—

মুখী সাধক অষ্টোত্তর শত বার আবৃত্তি করিয়া গায়ত্রী জপ করিবে । হে মহাদেবি !
মহাপাতক যুক্ত হইয়াও যদি দশ বার গায়ত্রী জপ করে, সত্য সত্যই সে তৎক্ষণাৎ
পাপ হইতে মুক্ত হয় । ইত্যাদি সন্ধ্যা প্রকরণোক্ত বচনের দ্বারা তাত্ত্বিক গায়ত্রী পর ।
তাহা হইলে তাহা স্ত্রী, শূদ্র সাধারণে প্রযুক্ত হইতে পারে । বস্তুতঃ দুইটি গায়ত্রীর যে
কোন একটি জপ করিলেই পাপ ক্ষয় হয় । ৯-১০

যোগিনী হৃদয়ে বলিয়াছেন—মন্ত্রজ সাধক যে গ্রামে জপ করিবে, সেখানে কূর্ম-
চক্রের চিন্তা করিবে । ১১

গৌতমীর তত্ত্বে বলিয়াছেন—পর্বতে, সিন্ধুর তীরে, পুণ্য অরণ্যে, নদীতটে যদি
পুরুষেরা করেন, তবে সেখানে কূর্মচক্র চিন্তা করিবেন না । যদি গ্রামে বা বাস্ত গৃহে
করেন, তবে কূর্মচক্র চিন্তা করিবেন । ১২

অথ কুর্মচক্রম্

শারদায়াম্— দীপস্থানং সমাশ্রিত্য কৃতং কর্ম ফলপ্রদম্ ।
 চতুরস্রাং ভুবং ভিত্তা কোষ্ঠানাং নবকং লিখেৎ ॥ ১৩
 পূর্ব-কোষ্ঠাদি বিলিখেৎ সপ্তবর্গাননুক্রমাৎ ।
 ল-ক্ষ্মীশে মধ্যকোষ্ঠে স্বরান্ যুগাক্রমাল্লিখেৎ ॥ ১৪
 দিক্ পূর্বাদিতো যত্র ক্ষেত্রাঙ্কুর-সংস্থিতিঃ ।
 মুখং তৎ তস্য জানীয়াৎ হস্তাবুভয়তঃ স্থিতৌ ॥ ১৫
 কোষ্ঠে কুক্ষী উভে পাদৌ হে শিষ্টং পুচ্ছমীরিতম্ ।
 ক্রমেণানেন বিভজেন্ মধ্যস্থমপি ভাগতঃ ॥ ১৬
 মুখস্থো লভতে সিদ্ধিং করস্থঃ স্বল্প-জীবনঃ ।
 উদাসীনঃ কুক্ষি-সংস্থঃ পাদস্থো হঃখমাপ্নুয়াৎ ॥ ১৭
 পুচ্ছস্থঃ পীড়্যতে মন্ত্রী বন্ধনোচ্চাটনাদিভিঃ ।

অনন্তর কুর্মচক্র কল্পিত হইতেছে । শারদাতিলক তন্ত্রে বলিয়াছেন—দীপ স্থানকে আশ্রয় করিয়া অর্থাৎ দীপস্থানে বসিয়া কর্ম করিলে তাহা ফল-প্রদ হয় । চতুরস্রা ভূমিকে পূর্ব-পশ্চিম দীর্ঘ দুইটি রেখা দ্বারা এবং উত্তর দক্ষিণ দীর্ঘ দুইটি রেখা দ্বারা ভেদ করিয়া নয়টি কোষ্ঠ অঙ্কন করিবেন । ১৩

পূর্বদিকের বহিঃকোষ্ঠ হইতে আরম্ভ করিয়া উত্তর দিক্ পর্যন্ত আটটি কোষ্ঠে যথাক্রমে ক চ ট ত প য শ এই সাতটি বর্গকে প্রদক্ষিণক্রমে লিখিবেন । ঈশান কোষ্ঠে ল ও ক্ষ দুইটি বর্গকে লিখিবেন । চতুরস্রের মধ্যস্থিত কোষ্ঠে পূর্বাদি দিক্ কোষ্ঠ হইতে প্রদক্ষিণক্রমে প্রতিকোষ্ঠে দুই দুইটি স্বরবর্ণ লিখিবেন । ১৪

এই চক্রের যে স্থলে ক্ষেত্রের আশ্রয় অঙ্কর অবস্থিত, সেই স্থানকে তাহার মুখ জানিবেন । উত্তর পার্শ্বে অবস্থিত দুই বহিঃকোষ্ঠ দুই হস্ত, তাহার নিম্নে উত্তর পার্শ্বে অবস্থিত দুই বহিঃ-কোষ্ঠ দুই পাদ, অবশিষ্ট কোষ্ঠ পুচ্ছ বলিয়া কথিত হইয়াছে । মধ্য চতুরস্র কোষ্ঠকে এই ক্রমে নয়ভাগে ভাগ করিবেন । ১৫-১৬

সাধক মুখে অবস্থিত হইয়া অপাদি কার্য্য করিলে সিদ্ধি লাভ করেন । করস্থানে অবস্থিত হইয়া জপ করিলে অল্প জীবন (ভোগ) লাভ করেন । কুক্ষিস্থানে অবস্থিত হইয়া কার্য্য করিলে উদাসীন (ফল-সম্বন্ধ হীন) হন । পাদস্থানে অবস্থিত হইয়া কার্য্য করিলে হঃখ প্রাপ্ত হইবেন । ১৭

পুচ্ছ স্থানে অবস্থিত হইয়া কার্য্য করিলে সাধক বন্ধন, উচ্চাটন প্রভৃতি দ্বারা

কুর্মচক্রমিদং প্রোক্তং মন্ত্রাণ্যং সিদ্ধি-দায়কম্ ॥ ১৮

কুর্মচক্রমবিজ্ঞায় যঃ কুর্য্যাক্ জপ-যজ্ঞকম্ ।

তস্য যজ্ঞফলং নাস্তি সর্বানর্থায় কল্পতে ॥ ১৯

দীপ্যতেহত্র দীপস্থানং মুখম্ । ক্ষেত্রাত্মক-সংস্থিতিরिति । গ্রামস্ত-
ষত্রাত্মক-সংস্থানমিত্যর্থঃ । মধ্যস্থমপি ভাগত ইতি । মধ্যকোষ্ঠমপি নবভাগঃ
কুর্যাদিত্যর্থঃ । মুণ্ডমালায়াম্ (২০)—

পুণ্য-ক্ষেত্রাদিকং গতা কুর্য্যাদ্ ভূমেঃ পরিগ্রহম্ ।

যথা^১ অমুক-মন্ত্রস্য পুরশ্চরণ-সিদ্ধয়ে ।

মমেয়ং গৃহতে ভূমির্মন্ত্রোহয়ং সিধ্যতামিতি ॥ ২১

তথা— গ্রামে ক্রোশমিতং স্থানং নদ্যাদৌ স্বেচ্ছয়া মতম্ ।

নগরাদাবপি ক্রোশং ক্রোশ-মুণ্ডমথাপি বা ॥ ২২

ক্ষেত্রং বা যাবদিষ্টেস্ত বিহারার্থং প্রকল্পয়েৎ ।

আহারা-বিহারার্থং তাবতীং ভূমিমা-ক্রমেৎ ॥ ২৩

পীড়িত হন । মন্ত্রসমূহের সিদ্ধিপ্রদ এই কুর্মচক্র কথিত হইল । যে কুর্মস্থানকে না
জানিয়া জপ যজ্ঞ করেন, তাহার যজ্ঞ ফল হয় না । সমস্তই অনর্থের জন্য হয় । ১৮-১৯

দীপ্ত হন যে স্থানে—এই ব্যাপ্তিতে নিম্নের দীপস্থান শব্দের অর্থ—মুখ । ক্ষেত্রা-
ত্মক-সংস্থিতিঃ কথার এই অর্থ—যে কোঠে গ্রামের আদ্য অক্ষরের অবস্থিতি ।
মধ্যস্থমপি ভাগতঃ এই কথার অর্থ—মধ্য কোঠকে নয় ভাগ করিবেন । মুণ্ডমালা তন্ত্রে
বলিয়াছেন (২০)—

পুণ্যক্ষেত্রাদিতে গমন করিয়া জপাদির জন্য স্থান গ্রহণ করিবেন । যথা—অমুক-
মন্ত্রস্য পুরশ্চরণ-সিদ্ধয়ে মমেয়ং ভূমিগৃহতে, মন্ত্রোহয়ং সিধ্যতাম্—এই বলিয়া স্থান
গ্রহণ কর্তব্য । উক্ত সংস্কৃতের অর্থ—অমুক মন্ত্রের পুরশ্চরণ সিদ্ধির জন্য আমার কর্তৃক
এই ভূমি গৃহীত হইতেছে । এই মন্ত্র সিদ্ধ হউক । ২১

সেইরূপ আরও বলিয়াছেন—বিচরণের জন্য গ্রামে ক্রোশ পরিমিত স্থান, নদী-
প্রভৃতি স্থানে ইচ্ছামত স্থান, নগরাদিতে ক্রোশ পরিমিত অথবা ক্রোশদ্বয় পরিমিত
স্থান গ্রহণ করিবেন । আহার বিহারের জন্য ইচ্ছামত স্থান নির্বাচন করিবেন ।
আহার বিহারের জন্য সেই পরিমাণ ভূমি অধিকার করিবেন । ২২-২৩

ক্ষীর বৃক্ষোন্তবান্ কীলানন্ত্রমস্ত্রাভিমস্ত্রিতান্ ।

লিখনেদ দশদিগ্-ভাগে তেষ্বস্ত্রঞ্চ প্রপূজয়েৎ ॥ ২৪

লোকপালান্ পুনস্তেষু গন্ধাঠৈঃ পূজয়েৎ সুধীঃ ।

মধ্যস্থানে ক্ষেত্রপালং বাস্তীশঞ্চ গণেশ্বরম্ ॥ ২৫ ইতি

অথ পুরশ্চরণ-হোমাদিঃ

তদ্রাস্তরে যথা—জপান্তে প্রত্যহং মস্ত্রী হোময়েৎ তু দশাংশতঃ ।

তর্পণকাভিষেকঞ্চ তত্তদ-দশাংশতো যুনে ! ॥ ২৬

প্রত্যহং ভোজয়েদ্ বিপ্রান্ ন্যূনাধিক-প্রশান্তয়ে ।

বিপ্র-ভোজন-মাত্রেন ব্যঙ্গং সাক্ষং ভবেদ্ যতঃ ।

অথবা সর্ব-পূর্ত্তৌ চ হোমাদিকমথাচরেৎ ॥ ২৭

জপ-দশাংশেন হোমস্ত বিশেষানুষ্ঠৌ । যথা যোগিনী-হৃদয়ে (২৮)—

কল্লোক্তবিধিনা মস্ত্রী কুর্যাদ্ হোমাদিকং ততঃ ।

অথবা তদ-দশাংশেন হোমাদীংশ্চ সমাচরেৎ ॥ ২৯

ক্ষীর বৃক্ষোন্তব দশটি কীলক অস্ত্রমন্ত্রে অভিমন্ত্রিত করিয়া দশদিকে পুতিয়া দিবেন । সেই স্থানে অস্ত্রকে পূজা করিবেন । ২৪

সাধক পুনরায় সেই স্থানে গন্ধাদি উপচারে লোকপালগণকে পূজা করিবেন । মধ্যস্থানে ক্ষেত্রপাল, বাস্তপতি ও গণেশ্বরকে পূজা করিবেন । ২৫

অনন্তর পুরশ্চরণ হোমাদি কথিত হইতেছে । তদ্রাস্তরে যেমন বলিয়াছেন—
মন্ত্রজ সাধক প্রত্যহ অপের অন্তে অপের দশাংশ পরিমাণ হোম করিবেন । হে যুনে !
হোমের দশাংশ পরিমাণ তর্পণ, তর্পণের দশাংশ পরিমাণ অভিষেক করিবেন । ২৬

কর্মের ন্যূনাধিক দোষের শান্তির জন্য সেই পরিমাণ ভ্রাত্তগণকে ভোজন করাইবেন । বেহেতু ভ্রাত্তগণের ভোজনমাত্রেই অঙ্গহীন কর্ম সাক্ষ হইয়া থাকে ।
অথবা সকলের (পুরশ্চরণের) সমাপ্তিতে হোমাদির অনুষ্ঠান করিবেন । ২৭

বিশেষ উক্তি না থাকিলে অপের দশাংশ পরিমাণে হোম হইবে । যেমন যোগিনী-
হৃদয়ে বলিয়াছেন (২৮)—

মন্ত্রজ সাধক তাহার পর কল্লোক্ত বিধি অনুসারে হোমাদি করিবেন । অথবা
অপের দশাংশ পরিমাণে হোমাদি করিবেন । ২৯

তেন বিশেষ-বচনাং কচিদনুথাপি । যথা হুর্গাষ্টাক্ষরমন্ত্রে (৩০)—

বসুলক্ষং জপেন্মন্ত্রং তিলৈর্মধুর-লোড়িতৈঃ ।

পয়োক্ষস। বা জুহুয়াং তৎসহস্রং জ্বিতেন্দ্রিয়ঃ ॥ ৩১

ইত্যত্র পয়োক্ষস। সহস্রাক্ষেন । তথাচ বাচনিকশুভ্রাষ্ট-সহস্র-হোমঃ ।

এবমনুত্ৰাপি কচিং কচিং । হোমাশ্রয়শক্তৌ সনৎকুমার-তন্ত্রে (৩২)—

যদ্যদক্ষং^১ ভবেদ্ ভগ্নং তৎসংখ্যা-দ্বিগুণো জপঃ ।

হোমাভাবে জপঃ কার্যো হোম-সংখ্যা-চতুর্গুণঃ ॥ ৩৩

বিপ্রাণাং ক্ষত্রিয়াণাঞ্চ রস-সংখ্যা-গুণঃ স্মৃতঃ ।

বৈশ্যানাং বসু-সংখ্যাক এষাং স্ত্রীণাময়ং বিধিঃ ॥ ৩৪

যং বর্ণমাশ্রিতঃ শূদ্রঃ স চ তস্য বিধিং চরেৎ ।

শূদ্রস্য বিপ্র-ভৃত্যস্য তৎ-পত্ন্যাঃ সদৃশো জপঃ^২ ॥ ৩৫

এতেন স্ত্রীশূদ্রয়োস্তুল্যতা উক্তা । অত্রাপ্যশক্তৌ^৩ যোগিনীহৃদয়ে (৩৬)—

সুতরাং বিশেষ বচন অনুসারে কোন স্থলে এই নিয়মের অন্যথাও হইয়া থাকে । যেমন হুর্গার অষ্টাক্ষর মন্ত্রে বলিয়াছেন (৩০)—

জ্বিতেন্দ্রিয় সাধক বস (অষ্ট) লক্ষ মন্ত্র জপ করিবে । মধুরাপ্ত তিলের দ্বারা অথবা পয়োক্ষস : (হুক্ষস) দ্বা : অষ্ট সহস্র পরিমাণ হোম করিবে । ৩১

এই স্থলে পয়োক্ষস। ৩ -হুক্ষসহিত অন্ন দ্বারা । সুতরাং সেইস্থলে বাচনিক অষ্ট সহস্র হোম । অন্যত্রও কোন কোন স্থলে এইরূপ জানিবে । হোমাদি করিতে অসমর্থ হইলে সনৎকুমার তন্ত্রে এই বলিয়াছেন (৩২)—

কর্মের যে যে অঙ্গ ভগ্ন (হানি) হইবে । সেই অঙ্গ সংখ্যার দ্বিগুণ জপ কর্তব্য । হোমের অভাব হইলে হোম সংখ্যার চতুর্গুণ জপ কর্তব্য । ৩৩

বিপ্র ও ক্ষত্রিয়গণের রস সংখ্যা (ছয়) গুণ জপ এবং বৈশ্যগণের বসু সংখ্যা (আট) গুণ জপ কর্তব্য । ইহা কথিত হইয়াছে । ইহাদের স্ত্রীগণেরও এই বিধি । ৩৪

শূদ্র যে বর্ণকে আশ্রয় করিয়া থাকে, সে তাহার বিধি আচরণ করিবে । বিপ্রের ভৃত্য শূদ্রের ও তৎপত্নীর বিপ্রের সদৃশ জপ কর্তব্য । ৩৫

ইহা দ্বারা স্ত্রী ও শূদ্রের তুল্যতা উক্ত হইয়াছে । এইরূপ জপে অসমর্থ ব্যক্তির সহস্র যোগিনী হৃদয়ে বলিয়াছেন (৩৬)—

১। ঋটিপ্লনী—হোমারিত্তং যদ্যদক্ষং, উত্তরগ্রন্থে হোমে বিশেষাদিতি তাৎপর্যম্ । ২। ক—শূদ্রভৃত্যাদি-তুল্যতা উক্তেত্যন্তঃ পার্থো নাস্তি । ৩। ঋ—অজ্ঞানশক্তৌ ।

হোমকর্মণ্যশক্তানাং বিপ্রাণাং দ্বিগুণো জপঃ ।

ইতরেষাঙ্ক বর্ণানাম্ ত্রিগুণাদিঃ সমীরিতঃ ॥ ৩৭

ত্রিগুণাদিরিতি হোমসংখ্যায়াত্রিগুণো জপঃ ক্রত্বিয়ন্ত, চতুর্গুণো বৈশ্যন্ত, পঞ্চগুণঃ শূদ্রস্তোত্যর্থঃ । এতদ্বক্তং^১ কুলপ্রকাশেহপি (৩৮)—

যদ্ যদঙ্গং বিহীনং স্ত্র্যাং তৎ-সংখ্যা-দ্বিগুণং জপম্ ।

কুর্বারনু স্ত্রী-চতুঃ-পঞ্চ যথাসংখ্যাং দ্বিজাদয়ঃ^২ ॥ ৩৯

ত্রয়শ্চ চত্বারশ্চ পঞ্চ চ ত্রি চতুঃ-পঞ্চ । তথা চ বিপ্রো দ্বিগুণং ক্রত্বিয়ন্ত্রি-
গুণং বৈশ্যশ্চতুর্গুণং শূদ্রঃ পঞ্চগুণং জপং কুর্যাদিত্যর্থঃ^৩ । এতন্মতে সর্বেষা-
মেবাদানামশক্তাবয়ং নিয়মঃ । অথবা সর্বেষাং হোমাদিষু সর্বত্রৈব দ্বিগুণো
জপঃ । যথা তদ্রাত্তরে (৪০)—

যদ্ যদঙ্গং বিহীয়েত তৎসংখ্যা-দ্বিগুণো জপঃ ।

কর্তব্যশ্চাঙ্গ-সিদ্ধ্যর্থং তদঙ্গজেন ভক্তিতঃ ।

ন চেদঙ্গং বিহীয়েত তদ্বিশিষ্টমবাগ্নুয়াৎ^৪ ॥ ৪১

শাস্ত্রোক্ত সংখ্যায় হোম কর্মে অসমর্থ বিপ্রগণের দ্বিগুণ জপ, অন্ত বর্ণগণের
ত্রিগুণাদি জপ কর্তব্য, ইহা বিহিত আছে । ৩৭

ত্রিগুণাদিঃ কথাব্দ এই অর্থ—ক্রত্বিয়ের হোম সংখ্যায় ত্রিগুণ, বৈশ্যের চতুর্গুণ,
শূদ্রের পঞ্চ গুণ জপ কর্তব্য । কুলপ্রকাশ তন্ত্রে ইহাই উক্ত হইয়াছে (৩৮)—

কর্মের যে যে অঙ্গের হানি হইবে, দ্বিজাতিগণ যথাসংখ্যাক দ্বিগুণ জপ করিবে ।
সংখ্যানুসারে ত্রিগুণ, চতুর্গুণ, পঞ্চ গুণ জপ করিবে । ৩৯

ত্রয়শ্চ চত্বারশ্চ পঞ্চ চ—এইরূপ দ্বন্দ্বসমাসে ত্রি-চতুঃ-পঞ্চ পদ নিষ্পন্ন । তাহা
হইলে এই শ্লোকের এই অর্থ হয়—বিপ্র দ্বিগুণ, ক্রত্বিয় তিন গুণ, বৈশ্য চারি গুণ এবং
শূদ্র পাঁচ গুণ জপ করিবে । এই মতে সমস্ত অঙ্গের অনুষ্ঠানে অশক্ত হইলে এই নিয়ম ।
অথবা হোমাদিতে অসমর্থ হইলে সকলেরই সর্বদা দ্বিগুণ জপ বিহিত হইয়াছে ।
তদ্রাত্তরে যেমন বলিয়াছেন (৪০)—

সেই সেই অঙ্গের অনুষ্ঠানে অসমর্থ ব্যক্তি কর্তৃক যে যে অঙ্গ ত্যক্ত হইবে, সেই
অঙ্গের সিদ্ধির জন্য তৎকর্তৃক ভক্তিপূর্বক তৎসংখ্যায় দ্বিগুণ জপ কর্তব্য । ইহা না
করিলে অঙ্গ ত্যক্ত হইবে । জপ করিলে কর্ম তবিশিষ্ট হইবে, ফললাভও হইবে । ৪১

১। খ—তদ্বক্তং । ২। খ—দ্বিজাতয় ইত্যনন্তরম্ এতেন স্ত্রীশূদ্রযোরিত্যাदि-পূর্বোক্ত-পাঠঃ ।
৩। খ পাদটীকায়াম্—ত্রয়শ্চেত্যাদি নিয়মঃ ইত্যন্তঃ পাঠঃ । ৪। খ—অবাগ্নুয়াদিত্যমন্তর-
সত্যনংহিতায়ামিত্যাदि-পাঠঃ ।

এতেন জ্ঞীশূদ্রয়োহোমাদিকারঃ সিধ্যতি । তয়োহোমস্ত ব্রাহ্মণ-দ্বারা ।

ওঁকারোচ্চারণাদ্ হোমাচ্ছালগ্রাম-শিলার্চনাং ।

ব্রাহ্মণী-গমনাচ্চৈব শূদ্রচ্চাণ্ডালতাং ব্রজেৎ ॥ ইতি ।

শূদ্রস্ত সাক্ষাৎ করণ-নিষেধাৎ^১, জ্ঞীণাং সর্বত্র বৈদিক-কর্মসু শূদ্র-তুল্যত্ব-প্রতিপাদনাচ্চ । যথা—

জ্ঞী-শূদ্র-করসংস্পর্শো বজ্রপাতসমো মম । ইতি ভগবৎকাম্য ॥

অষ্টাক্ষরো মহামন্ত্রঃ সপ্তার্ণঃ শূদ্র-যোষিতাম্ ।

প্রণবাদিশ্চ যো মন্ত্রো ন জ্ঞী-শূদ্রে প্রশস্ত্যতে ॥

ইতি নারায়ণীয়-কল্পঃ । সাবিজ্ঞীং প্রণবং যজুর্মন্ত্রীং জ্ঞীশূদ্রয়োনেচ্ছন্তি, যদি জ্ঞীশূদ্রো জানীয়ান্ যতোহধো গচ্ছতীতি নৃসিংহ-তাপনীয়ঞ্চ । ৪১

সাবিজ্ঞী বৈদিকগায়ত্রী, ন তু তান্ত্রিক্যপি । প্রণবঃ ওঁকারঃ ন তু তত্তদ্-দেবতা-প্রণবঃ । যজুঃ স্বাহা । লক্ষ্মী শ্রীবীজম্^২ । পঞ্চাজাচরণাশক্তৌ তাবজ্জপ-বিপ্রভোজনরূপাঙ্গ-দ্বয়েনাপি পুরশ্চরণ-সিদ্ধিঃ । তথাচাগন্ত্য-সংহিতায়াম্ (৪৩)—

ইহা দ্বারা জ্ঞী শূদ্রের হোমাদিকার সিদ্ধ হয় । তাঁহাদের হোম কিন্তু ব্রাহ্মণ দ্বারা হইবে । যেহেতু—ওঁকারের উচ্চারণ, হোম, শালগ্রাম শিলার অর্চনা ও ব্রাহ্মণী গমন হইতে শূদ্র চাণ্ডালত্ব প্রাপ্ত হয় ।

এই বচনের দ্বারা শূদ্রের সাক্ষাৎ হোম নিষিদ্ধ হইয়াছে এবং জ্ঞীণের সর্বত্র বৈদিক কর্মসমূহে শূদ্রতুল্যত্ব প্রতিপাদিত হইয়াছে । ভগবৎকাম্য যেমন বলিয়াছেন—জ্ঞী ও শূদ্রের হস্ত স্পর্শ আমার নিকট বজ্রপাতের সমান ।

নারায়ণী কল্পও বলিয়াছেন—অষ্টাক্ষর ও সপ্তার্ণ যে মহামন্ত্র ও প্রণবাদি যে মন্ত্র, তাহা জ্ঞী ও শূদ্রে প্রশস্ত নহে । নৃসিংহতাপনীয় উপনিষদও বলিয়াছেন—জ্ঞী ও শূদ্র বিষয়ে-সাবিজ্ঞী, প্রণব, যজুর্মন্ত্র (স্বাহা) ও লক্ষ্মী মন্ত্র (শ্রীং) বেদ ইচ্ছা করেন না অর্থাৎ এই সকল মন্ত্র জ্ঞী ও শূদ্র গ্রহণ বা উচ্চারণ করুক, ইহা বেদ চান না । যদি জ্ঞী ও শূদ্র ইহা জানিতে পারে । তবে সে যত হইয়া অধোগতি লাভ করে । ৪২

সাবিজ্ঞী—বৈদিক গায়ত্রী, তান্ত্রিক গায়ত্রী নহে । প্রণব—ওঁকার । তত্তৎ দেবতার প্রণব নহে । যজুঃ—স্বাহা । লক্ষ্মী—শ্রীবীজ । পঞ্চাজ পুরশ্চরণ করিতে

১। খ—ইতি সাক্ষাৎকরণনিষেধাৎ । ২। খ—শ্রীবীজমিত্যানন্তরম্ সর্বত্র বা হোমাদিবু সর্বত্র বিস্তারো ভগঃ । যথা তদ্বাস্তবে যদযদজং.....তদ্বিশিষ্টমবাপ্নুয়াৎ । তত্রাপ্যশক্তাবগন্ত্য-সংহিতায়-মিত্যাদি-পাঠঃ ।

যদি হোমাত্তশক্ত: স্ত্রাং পূজায়াং তর্পণেহপি বা ।

তাবৎসংখ্য-জপেনৈব ব্রাহ্মণারাধনেন চ ।

ভবেদঙ্গদ্বয়েনৈব পুরশ্চরণমার্য্য বৈ ॥ ৪৪

তাবৎ-সংখ্য-জপেন তত্তমন্ত্রোক্ত-জপেন^১ । হোমাদনস্তরং তর্পণং কার্য্যম্^২ । তর্পণ-প্রকারস্ত যথা (৪৫)—

তর্পণস্ত ততঃ কুর্য্যাৎ তীর্থোদৈশ্চন্দ্র-মিশ্রিতৈঃ ।

জলে দেবং সমাবাহ্য পাণ্ডাট্টৈরুদকাত্মকৈঃ ॥ ৪৬

সংপূজ্য বিধিবদ্ ভক্ত্যা পরিবার-সমম্বিতম্ ।

একৈকমঞ্জলিং ত্রয়ো পরিবারান্ প্রতর্পয়েৎ^৩ ॥ ৪৭

চন্দ্রঃ কর্পূরম্ । তর্পণস্ত হোম-দশাংশেন কার্য্যং, পূর্বোক্ত-বচনাৎ । গোপাল-মন্ত্র-তর্পণে তু হোমসম-সংখ্যত্বম্, “ইহ গোপাল-মন্ত্রাণাং তর্পণং হোমসম-সংখ্যয়ে”তি বচনাৎ^৪ । ইদং বিশেষ-বিধান-সামর্থ্যান্ ন বিষ্ণু-রামাদি-বিষয়ম্ । অত্র হোমানুকল্প-করণেহপি হোমসংখ্যা-চতুর্গণমেব তর্পণম্ ।

অসমর্থ হইলে তাবৎ সংখ্যক জপ ও ব্রাহ্মণভোজন রূপ অঙ্গদ্বয়ের দ্বারাও পুরশ্চরণ সিদ্ধি হয় । অগস্ত্য-সংহিতায় তাহাই বলিয়াছেন (৪০)—

হে আর্য্য । যদি হোমাদিতে অশক্ত হয়, আর পূজায়, তর্পণেও যদি অশক্ত হয়, তবে তাবৎ সংখ্যক জপ ও ব্রাহ্মণের আরাধনা—এই অঙ্গদ্বয়েরই দ্বারা অবশ্যই পুরশ্চরণ হইবে । ৪৪

তাবৎ-সংখ্য-জপেন—তত্তং মন্ত্রোক্ত জপের দ্বারা । হোমের অন্তর তর্পণ কর্তব্য । তর্পণের প্রকার কিন্তু যেমন তল্লৈ বলিয়াছেন (৪১)—

তাহার পর জলে দেবতাকে আবাহন করিয়া ভক্তির সহিত পরিবার সহ জলরূপ পাণ্ডাদি দ্বারা দেবতাকে বিধিপূর্বক পূজা করিয়া, চন্দ্র (কর্পূর) মিশ্রিত তীর্থের জল দ্বারা তর্পণ করিবে । পরিবারগণকে এক এক অঞ্জলি জল তর্পণ করিবে । ৪৬-৪৭

চন্দ্রঃ—কর্পূর । পূর্বোক্ত বচন অনুসারে হোমের দশাংশ দ্বারা তর্পণ করিবে । এহলে গোপাল মন্ত্রের তর্পণে কিন্তু—“গোপাল মন্ত্র সমূহের হোমের সমান সংখ্যায় তর্পণ করিবে”—এই বচন অনুসারে হোম সম-সংখ্যায় গোপালের তর্পণ হইবে । বিশেষ বিধানের সামর্থ্যবশতঃ গোপাল মন্ত্রের তর্পণ এইরূপ হইয়াছে । বিষ্ণু, রাম

১। খ—জপেনৈত্যন্তঃ পাঠো নাস্তি ।

২। খ—কার্য্যং বখা ।

৩। খ—প্রতর্পয়েৎ ।

৪। খ—বচনাদিত্যানন্তরং তর্পণবাক্যদ্বিত্যাদি-পাঠঃ ।

ন তু হোমামুৎসব-জপ-চতুর্গমপি । অভিষেকাদিরপি জপ-দশাংশ-দশাংশ-
দশাংশাদি-ক্রমেণৈব । তর্পণ-বাক্যস্ত স্নান-প্রকরণে বোধ্যম্^১ । ৪৮

অভিষেক-প্রকারস্ত—নমোহস্তং মন্ত্রমুচ্চাৰ্য্য তদন্তে দেবতাভিধাম্ ।

দ্বিতীয়াস্তামহং পশ্চাদভিষিকাম্যনেন তু ।

অভিষিক্তেৎ সমুদ্বানং তোয়ৈঃ কুস্তাখ্য-মুদ্রয়া ॥ ৪৯

শক্তিবিষয়ে তু নীলতন্ত্রে—মন্ত্রান্তে নাম চোচ্চাৰ্য্য সিদ্ধামীতি নমঃ-পদম্ । ৫০

ততোহভিষেক-দশাংশ-সংখ্য-ব্রাহ্মণান্ ভোজয়িত্বা দক্ষিণাং দত্ত্বাৎ ।
যথা (৫১)—

গুরবে দক্ষিণাং দত্ত্বাদ্ ভোজনাচ্ছাদনাদিভিঃ ।

গুরু-সন্তোষ-মাত্রেণ মন্ত্রসিদ্ধির্ভবেদ্ ধ্রুবম্ ॥ ৫২

সম্যক্ সিদ্ধৈক-মন্ত্রস্য পঞ্চাঙ্গোপাসনেন চ ।

সর্বৈ মন্ত্রাশ্চ সিধ্যন্তি তৎপ্রসাদাৎ সুরেশ্বরী ! ॥ ৫৩

প্রভৃতি বিষয়ে ইহা নহে । এস্থলে হোমের অনুকল্প করিলেও হোম সংখ্যার চারি গুণই
তর্পণ হইবে, পরন্তু হোমের অনুকল্প জপের চতুর্গুণ হইবে না । অভিষেকাদিও
জপের দশাংশ দশাংশ দশাংশাদি ক্রমেই হইবে । তর্পণ বাক্য স্নান প্রকরণ হইতে
জানিবেন । ৪৮

অভিষেকের প্রকার কিন্তু—নমঃ অন্ত মন্ত্রকে উচ্চারণ করিয়া তাহার পরে দ্বিতীয়া
বিভক্তিমুক্ত দেবতা নামকে ও অহংকে উচ্চারণ করিয়া পরে অভিষিক্যামি অর্থাৎ
ও^২ নমো নারায়ণায় নমঃ নারায়ণমহমভিষিক্যামি—ইত্যাকার মন্ত্রে কুস্ত মুদ্রায় অঙ্গের
দ্বারা নিজ মন্ত্রকে অভিষেক করিবেন । ৪৯

শক্তি বিষয়ে কিন্তু নীলতন্ত্রে তর্পণ মন্ত্র বলিয়াছেন—মন্ত্রের অন্তে নাম উচ্চারণ
করিয়া সিদ্ধামি এই পদ ও নমঃ পদ বলিবেন । ৫০

তাহার পর অভিষেকের দশাংশ পরিমাণ ব্রাহ্মণগণকে ভোজন করাইয়া দক্ষিণা
দিবেন । তন্ত্রে যেমন বলিয়াছেন (৫১)—

ভোজন ও আচ্ছাদন বস্ত্রাদির সহিত গুরুকে দক্ষিণা দিবেন । গুরুর সন্তোষ
মাত্রেয় দ্বারাই নিশ্চিত মন্ত্র সিদ্ধি হয় । ৫২

বাহার সম্যক্ প্রকারে একটি মন্ত্রের সিদ্ধি হইয়াছে, হে সুরেশ্বরী । পঞ্চাঙ্গ উপাসনা
(পুরস্চরণ) দ্বারা ও তোমার প্রসাদে তাহার সমস্ত মন্ত্র সিদ্ধ হয় । ৫৩

গুরুমূলমিদং সৰ্বমিত্যাহস্তম্ভ-বেদিনঃ ।

একগ্রামে স্থিতো নিত্যং গতা বন্দেত বৈ গুরুম্ ॥ ৫৪

গুরুরেব পরং ব্রহ্ম তস্মাদাদৌ তমর্চয়েৎ ।

মিষ্টান্নং বহুশঃ কার্য্যং ভুঞ্জীত বান্ধবৈঃ সহ ।

এবং সিদ্ধিমমুর্মম্বী সাধয়েৎ সকলেপ্সিতান্^১ ॥ ৫৫

সঙ্কল্পবাক্যস্ত—অদ্যেত্যাদি অমুক-দেবতায়। অমুকমন্ত্র-সিদ্ধি-প্রতিবন্ধক-
শেষ-দূরিতক্ষয়-পূর্বকামুকমন্ত্রসিদ্ধি-কামো যাবতা কালেন সেংসৃতি তাবৎ-
কাল-পর্য্যন্তমমুক-মন্ত্রেয়ং সংখ্য-জপ-তদদশাংশ-হোম-তদদশাংশতর্পণ-তদদশাংশ-
মার্জন-তদদশাংশ-ব্রাহ্মণভোজনরূপ-পুরশ্চরণমহং করিষ্যে ইতি সাম্প্রদায়িকা
বর্ণয়ন্তি । তন্ন শোভতে, ততঃ সিদ্ধো ভবেন্নম্ন ইত্যাদিবচনৈর্মন্ত্রসিদ্ধিমাাত্রশ্চৈব
তজ্জন্মদ্বাবগতে: পূর্বকাস্ত-বিশেষণোপাদানানৌচিত্যাৎ । এবং অদ্যারভ্যে-
ত্যশ্চৈব বাচ্যতয়া যাবতেত্যাদি-পর্য্যন্তমিত্যন্তং ন নির্দেশ্যম্, মানাভাবাৎ ।
এবমিয়ং-সংখ্য-জপ-তদদশাংশ-হোম-তদদশাংশ-তর্পণেত্যাদিকমপি ন সর্বত্র

এই সমস্তই গুরুমূল—ইহা তন্ত্রবিদগণ বলেন । একগ্রামবাসী হইলে প্রত্যহ গুরুগৃহে
গিয়া গুরুকে বন্দনা করিবে । ৫৪

গুরুই পরব্রহ্ম, অতএব প্রথমে তাঁহাকে অর্চনা করিবে । বহু বহু মিষ্টান্ন
করিবে । বান্ধবগণের সহিত ভোজন করিবে । এই প্রকারে সাধক মন্ত্রসিদ্ধ হইয়া
সকল অভিপ্রেত বিষয় সাধিত করিবেন । ৫৫

সাম্প্রদায়িকগণ—ও অদ্যেত্যাদি এইরূপ মূলোক্ত সঙ্কল্প বাক্য বলেন—তাহা কিন্তু
শোভননহে । যেহেতু—“ততঃ সিদ্ধো ভবেন্নম্নঃ” ইত্যাদিবচনসমূহেরদ্বারা মন্ত্রসিদ্ধি-
মাাত্রই পুরশ্চরণের কার্য্য বুঝা যায় বলিয়া অমুকমন্ত্র-সিদ্ধি-প্রতিবন্ধকশেষ-দূরিত ক্ষয়-
পূর্বক—এইরূপ পূর্বক পর্য্যন্ত বিশেষণের গ্রহণ উচিত নহে । এইরূপ অদ্যারভ্য এইমাাত্রই
বলা উচিত বলিয়া যাবতা ইত্যাদি পর্য্যন্ত এই অবধি বিশেষণ নির্দেশ নহে, যেহেতু
ইহাতে কোন প্রমাণ নাই । এইরূপ ইয়ংসংখ্যক-জপ-তদদশাংশ-হোম-তদদশাংশ-তর্পণ-
ইত্যাদিও সর্বত্র বুদ্ধিযুক্ত নহে, যেহেতু হোমে অশক্ত হইলে যথোক্ত নির্দেশ হইতেই
পারে না । সেস্থলে হোমের দ্বিগুণ জপ বিহিত হইয়াছে, দশাংশ নহে । সেস্থলে ইয়ং-
সংখ্যক-জপ-তদদশাংশ-হোম-দ্বিগুণ-জপ-তদদশাংশ-তর্পণইত্যাদিও প্রযোজ্য নহে, যেহেতু
তর্পণে হোমের দ্বিগুণ জপের দশাংশতার প্রসক্তি হইবে অর্থাৎ হোমের দশাংশ তর্পণ

যুক্তম্, হোমাশক্তৌ যথানির্দেশাযোগাৎ । ন চ তত্র ইয়ং-সংখ্য-জপ-
তদশাংশ-হোম-দ্বিগুণ-জপ-তদশাংশ-তর্পণেত্যাদিকমেব প্রয়োজ্যম্, তর্পণে
হোম-দ্বিগুণজপ-দশাংশতাপস্তে: । ইয়ং-সংখ্য-জপ-তদশাংশহোম-দ্বিগুণ-
জপ-হোমদশাংশ-তর্পণেত্যাদিকমপ্যযুক্তম্, তত্র হোমাপ্রসিক্কে: । এবং
ব্রাহ্মণভোজনপদমপ্যশক্য-প্রয়োগম্, কৃতাবনশ্চয়াৎ, নিজন্ত-ভূজধাতুগিন্ধ-
প্রয়োগস্ত শক্যেহপি শিষ্টৈস্তথাপি প্রয়োগানাচরণাৎ, ন খলু কেনাপ্যুচ্যতে
ব্রাহ্মণ-ভোজনং করোমীতি । ৫৬

অথ প্রথম-দিন এব অদ্যারভ্য ইয়জ্জপং করিষ্যে ইতি সঙ্কল্প্য প্রাত্যহিকং
তাবজ্জপ্ত্বা অদ্যারভ্য ইয়দ্বোমং করিষ্যে ইতি ইয়দ্বোম-দ্বিগুণ-জপং করিষ্যে
ইতি বাভিলপ্য প্রাত্যহিকং তাবৎ কৃৎস্না অদ্যারভ্য ইয়ং তর্পণং করিষ্যে ইতি
সঙ্কল্প্য প্রাত্যহিকং তাবৎ কৃৎস্না অদ্যারভ্য ইয়দ্বার্জনং করিষ্যে ইত্যভিলপ্য
প্রাত্যহিকং তাবদভিষিচ্য অদ্যারভ্য ইয়দ্-ব্রাহ্মণ-ভোজনং করিষ্যে ইত্যভিলপ্য
প্রাত্যহিকং তাবৎ কৃৎস্না দিনান্তরেষু প্রাত্যহিকানি নিম্পাণ্ড পূজাস্তে
দক্ষিণাং দত্বাদিতি সাম্প্রতমিতি চেন্, ন একৈক-সমাপনোত্তরেতর-করণ-

কর্তব্যং বলিয়া সেন্থলে হোম-দ্বিগুণ জপের দশাংশ সংখ্যক তর্পণ কর্তব্য হইয়া পড়ে ।
এই দোষ পরিহারের জন্ত ইয়ং-সংখ্যক-জপ-তদশাংশ-হোম-দ্বিগুণ-জপ-হোম-দশাংশ-
তর্পণ ইত্যাদি বাক্যও অযুক্ত, যেহেতু সেন্থলে হোম প্রসিক্ক নহে । এইরূপ ব্রাহ্মণ
ভোজন পদও প্রয়োগের যোগ্য নহে, যেহেতু করিষ্যে—এই কৃধাতুর অর্থ কৃতিভে
উহার অর্থ নাই, নিচ্ প্রত্যয়াস্ত ভূজধাতু দ্বারা সিদ্ধ ভোজন পদের প্রয়োগ করিতে
পারিলেও শিষ্ট ব্যক্তিগণ সেইরূপ প্রয়োগেরও আচরণ করেন না । ব্রাহ্মণ-ভোজনং
করোমি—ইহা অবশ্যই কেহ বলেন না । ৫৬

আচ্ছা, প্রথম দিনেই অদ্যারভ্য ইয়জ্জপং করিষ্যে এই সঙ্কল্প করিয়া প্রাত্যহিক তাবৎ
(সঙ্কল্পিত সংখ্যক) জপ করিয়া, অদ্যারভ্য ইয়দ্বোমং করিষ্যে এইরূপ অথবা ইয়দ্বোম
দ্বিগুণ-জপং করিষ্যে এইরূপ সঙ্কল্প করিয়া প্রাত্যহিক তাবৎ পরিমাণ হোম বা জপ
করিয়া অদ্যারভ্য ইয়ং-তর্পণং করিষ্যে এই সঙ্কল্প করিয়া প্রাত্যহিক তাবৎ পরিমাণ
অভিষেক করিয়া, অদ্যারভ্য ইয়দ্-ব্রাহ্মণ-ভোজনং করিষ্যে এইরূপ সঙ্কল্প করিয়া
প্রাত্যহিক তাবৎ পরিমাণ ব্রাহ্মণভোজন করাইয়া দিনান্তরে প্রাত্যহিক কর্মগুলি সম্পন্ন
করিয়া পূজাস্তে দক্ষিণা দিবেন—ইহাই যুক্তিযুক্ত, এই যদি বলেন । না—তাহাও
সমীচীন নহে, যেহেতু এক একটি সমাপ্তির পর অন্যটির করণ কালে এইরূপ সঙ্কল্প হইতে

করে তদযোগাৎ, এক-প্রয়োগান্তর্গত-পৃথক্ফলাজনক-ক্রিয়াসু বাধকং বিনা
পৃথক্ সঙ্কল্পাযোগাচ্চ স্পন্দন-পূজন-হোম-বলিদানাত্মক-চতুর্কর্মময়াং মহা-
পূজায়ামষ্টমী-পূজনাদিবৎ হোম-স্পন্দনাদিবচ্চ । তত্র হি কাম্যস্নানে সঙ্কল্পঃ
পৃথক্-ফল-জনকত্বাৎ ন তু পূজাঙ্গ-নিত্যস্নানেহপি । বলিদানে তু—

ততো দেবীং সমুদ্दिश्य काममुद्दिश्य चाग्रनः ।

অভিষিচ্য বলিং পশ্চাৎ করবালং প্রপূজয়েৎ ॥

ইতি পৃথগভিলাপে বিশেষবিধির্বাধকঃ । গ্রহণপূরশ্চরণে তু হোমাদি-সঙ্কল্পঃ
পৃথগেব, রাহগ্রস্তে নিশাকরে ইত্যাদৌ হোমাদিষু সপ্তম্যন্বয়-প্রসঙ্গরূপ-বাধক-
বলাৎ । অতএব জপং সমাপ্য পুনঃ পুনঃ সঙ্কল্প-হোমাদিকং কার্য্যমিতি
প্রত্যুক্তম্, এক-প্রয়োগান্তর্গতেষু নানাসঙ্কল্পাযোগাৎ, প্রত্যহ-হোমাদিকরণ-
সঙ্কল্প-বাধাচ্চ । এবং প্রথমত এব পঞ্চ সঙ্কল্পকরণ-কল্পোহপি ন যুক্তঃ,
প্রয়োগৈক্যে সঙ্কল্প-ভেদাযোগাৎ । ৫৭

এবমমুক-দেবতায় ইতি ব্যর্থম্, অমুকমন্ত্রস্তোত্র্যস্তৈব সম্যক্ত্বাৎ । যদি
তু নক্ষত্রবিজ্ঞা-প্রচণ্ডচণ্ডিকয়োঃ কূর্চাত্মকে সুন্দরী-গোপালয়োঃ কামাত্মকে

পারে না । এক প্রয়োগের অন্তর্গত পৃথক্ ফলের অজনক ক্রিয়াসমূহে বাধক বিনা
স্পন্দন, পূজন, হোম ও বলিদানরূপ চতুঃকর্মময়ী মহাপূজাতে অষ্টমী পূজনাদি বা হোম
স্পন্দনাদির দ্বারা পৃথক্ সঙ্কল্প হইতে পারে না । সেহলে কাম্য স্নানে পৃথক্ সঙ্কল্প হয়,
মেহেতু তাহা পৃথক্ ফলের জনক । কিন্তু পূজাঙ্গ নিত্য স্নানে পৃথক্ সঙ্কল্প হয় না ।
বলিদানে কিন্তু—

তাহার পর দেবীকে উদ্দেশ করিয়া নিজের কামনা উদ্দেশ করিয়া বলিকে
অভিষেচন করিয়া পরে করবালকে পূজা করিবে ।

এইরূপ বিশেষ বিধি পৃথক্ সঙ্কল্পের অকরণের বাধক । গ্রহণ পূরশ্চরণে কিন্তু রাহ
গ্রস্তে নিশাকরে ইত্যাদিস্থলে হোমাদিতে সপ্তমী বিভক্তির অন্বয় প্রসঙ্গরূপ বাধক
বলে হোমাদি সঙ্কল্প পৃথক্ই হইবে । এইজন্ত জপ সমাপ্ত করিয়া পুনঃ পুনঃ সঙ্কল্প ও
হোম প্রভৃতি কর্তব্য—এই মত খণ্ডিত হইল । কারণ এক প্রয়োগের অন্তর্গত কর্মসমূহের
নানা সঙ্কল্প হইতে পারে না এবং প্রত্যহ হোমাদি করণ সঙ্কল্পে বাধা আছে । এইরূপ
প্রথমতঃ পাঁচটি সঙ্কল্প করণের গন্ধও যুক্ত নহে, যেহেতু প্রয়োগ এক হইলে সঙ্কল্পের
ভেদ হইতে পারে না । ৫৭

এইরূপ অমুকদেবতায়ঃ এই বাক্যটিও ব্যর্থ, যেহেতু অমুকমন্ত্রস্ত এই বলিলেই সম্যক্

চৈকাক্ষরে মন্ত্রে দেবতোল্লেখো ব্যাবর্ত্ততয়া ন ব্যর্থতদা তত্রৈব তথা বক্তব্যম্, তথাপি অমুকমন্ত্র-পদেন যত্বেকাক্ষরাদি-মন্ত্রত্বেন নির্দেশতদা তদেবতা-তাদৃশ-মন্ত্রান্তর-ব্যাবৃতির্ন ঘটতে । তস্মাদিষ্টমন্ত্রমুচ্চাৰ্য্য ইত্যন্ত মন্ত্রশ্চেতি বাচ্যম্ । অস্ত ইষ্টমন্ত্রমুচ্চাৰ্য্য ইত্যন্তামুক-দেবতামন্ত্রশ্চেতি কচিদ্ ব্যাবর্ত্তকতয়া কচিচ্ স্বরূপাখ্যান-পরতয়া নির্দেশঃ । ৫৮

অত্র “মাস-পক্ষ-তিথীনাঞ্চ নিমিত্তানাঞ্চ সর্বশঃ” ইত্যত্র সর্বশঃ ইত্যনেন সর্বপ্রকারেণ মাসত্ব-পক্ষত্ব-তিথিত্বাত্মক-সামান্যপ্রকারেণ মাঘত্বাদি-শুক্রত্বাদি-প্রতিপত্ত্বাদিনা মাস-পক্ষ-তিথি-বিভাজকোপাধিরূপ-বিশেষপ্রকারেণ চোল্লেখ-বিধানাং মাঘত্বাদিনা মাসত্বাদিনা চোল্লেখঃ কার্য্যঃ, তত্রাপি বিশেষরূপা-বচ্ছিন্ন-বাচি-পদস্ত বিশেষণ-পদত্বাং প্রাক্নির্দেশঃ । তেন মাঘে মাসি ইত্যাদি রূপেণৈবোল্লেখঃ, ন তু মাঘমাসীত্যাदिनापि, माघमासत्वादिरूप-वर्हिर्भावमिति धेयम् । ৫৯

এবমনেকাহ-সাধ্য-কর্মণি তৎ-তিথেরধিকরণত্বাযোগাৎ অমুকতিথা-

বলা হইয়া যায় । যদিও নক্ষত্রবিদ্যা ও প্রচণ্ডচকির কূটরূপ একাক্ষর মন্ত্রে অথবা সুন্দরী ও গোপালের কামবীজরূপ একাক্ষর মন্ত্রে দেবতার উল্লেখ অন্য দেবতার ব্যাবর্ত্তক হয় বলিয়া ব্যর্থ নহে, তাহা হইলে সেই খানেই তাহা বক্তব্য, অন্যত্র নহে । তথাপি অমুকমন্ত্র পদের দ্বারা যদি একাক্ষরাদি মন্ত্ররূপে একাক্ষরাদি মন্ত্রের নির্দেশ হয়, তাহা হইলে তত্বে দেবতা ও তাদৃশ মন্ত্রান্তরের ব্যাবৃতি ঘটে না । অতএব ইষ্ট মন্ত্র উচ্চারণ করিয়া ইত্যন্ত মন্ত্রস্ত ইহা বক্তব্য । ইষ্ট মন্ত্র উচ্চারণ করিয়া ইত্যন্তামুকদেবতা-মন্ত্রস্ত এই নির্দেশ কোন স্থলে ব্যাবর্ত্তকরূপে কোন স্থলে বা স্বরূপ কথনরূপে কর্তব্য হউক । ৫৭

এই সঙ্কল্পে “মাস-পক্ষ-তিথীনাঞ্চ নিমিত্তানাঞ্চ সর্বশঃ” এই স্থলে সর্বশঃ এই পদের দ্বারা সর্বপ্রকারে মাসত্ব, পক্ষত্ব তিথিত্বরূপ সামান্য প্রকারে এবং মাঘত্বাদি, শুক্রত্বাদি প্রতিপত্ত্বাদি মাস, পক্ষ, তিথি-বিভাজক উপাধিরূপ বিশেষ প্রকারে উল্লেখের বিধান থাকায় মাঘত্বরূপে উল্লেখ কর্তব্য । সে স্থলেও বিশেষরূপ বিশিষ্টের বাচক পদটি বিশেষণ পদ বলিয়া পূর্বেই নির্দেশ হয় । সেই জন্য মাঘে মাসি ইত্যাদিরূপেই উল্লেখ হয়, কিন্তু মাঘমাসি ইত্যাদিরূপে উল্লেখ হয় না । যেহেতু মাঘমাসত্বাদি উভয়রূপেক (সামান্য রূপ ও বিশেষ রূপের) বহির্ভূত, ইহা জানিবেন । ৫৯

এইরূপ অনেক দিবস সাধ্য কর্মের সঙ্কল্পে উল্লিখ্যমান তিথি দ্বিতীয়াদি দিন সাধ্য কর্মের অধিকরণ হইতে পারে না বলিয়া অমুকতিথৌ ইহার পর আরভ্য এই বলিতে

বিত্যান্তরমারভ্যোতি বক্তব্যম্ । তথা চ—ওঁ তৎসৎ ওঁ অম্ম্যমুকে মাশ্রমুক-
রাশিস্থে ভাস্করেহমুকে পক্ষেহমুকতিথাবারভ্যামুকগোত্রঃ শ্রীঅমুকঃ ইত্যুচ্চাৰ্য্য
ইষ্টমন্ত্র-মুচ্চাৰ্য্য ইত্যশ্রামুকদেবতা-মন্ত্রস্য সিদ্ধিকামস্তল্লক্ষ-জপ-তৎকরণকায়ুত-
হোম-সহস্র-তর্পণ-শতাভিষেক-ভোজনজন্তু-দশব্রাহ্মণ-তৃপ্ত্যুৎপাদন-রূপ-
পঞ্চাঙ্গং পুরশ্চরণমহং করিষ্যে ইত্যেব বাক্যমুচিতম্ । হোমাশ্রমজ্ঞৌ অশ্রোতা
তল্লক্ষজপ-তৎকরণকায়ুতহোমানুকল্প-তদ্দ্বায়ুতজপ-তৎকরণক-সহস্র-তর্পণে-
ত্যাতি বাচ্যম্ । এবং লক্ষজপ-দশ-ব্রাহ্মণভোজনাত্মক-দ্ব্যঙ্গ-পুরশ্চরণ-সঙ্কল্পো-
প্যাহঃ । ৬০

ব্রাহ্মণভোজন-দশত্বাদি-সংখ্যা ব্রাহ্মণশ্রাব্য বিবক্ষিতা, ন তু ভোজনশ্রাব্য
“ব্রাহ্মণান্ ভোজয়েদ্ দশে”ত্যাতি-বচন-বলাৎ । তেনৈক-ব্রাহ্মণশ্রাব্য দশকৃৎ
ভোজনান্ন দশব্রাহ্মণ-ভোজন-সিদ্ধিঃ, একশ্রাব্য দশত্ব-পর্য্যাপ্ত্যনধিকরণত্বাৎ । অত
এবৈক-শিবলিঙ্গশ্রাব্য শতপূজনে শতশিব-পূজা ন সিধ্যতি, তুল্যা-ত্বাৎ । ৬১

পুরশ্চরণপদং পঞ্চাঙ্গে শক্তম্ । তথাচ—

হইবে । তাহা হইলে এইরূপ সঙ্কল্পবাক্য হওয়া উচিত যেমন—ওঁ তৎসৎ ওঁমদ্য অম্ম্যমুকে
মাসি অম্ম্যমুকরাশিস্থে ভাস্করে অম্ম্যমুকে পক্ষে অম্ম্যমুকতিথাবারভ্যামুকগোত্রঃ শ্রীঅম্ম্যমুক
ওঁ নমো ভগবতে কৃষ্ণিণী-বল্লভায় স্বাহেত্যশ্রাব্য শ্রীকৃষ্ণমন্ত্রস্য সিদ্ধিকামস্তল্লক্ষজপ-তৎ-
করণায়ুত-হোম-সহস্রতর্পণ-শতাভিষেক-ভোজনজন্তুদশব্রাহ্মণতৃপ্ত্যুৎপাদন-রূপ-পঞ্চাঙ্গং
পুরশ্চরণমহং করিষ্যে । হোমাদিতে অসমর্থ হইলে সঙ্কল্প বাক্যটি এইরূপ হইবে ।
যেমন—ওঁ তৎসৎ ওঁমদ্যেত্যাদি তল্লক্ষজপ-তৎকরণকায়ুত-হোমানুকল্প-তদ্দ্বায়ুত-জপ-
তৎকরণক-সহস্রতর্পণ-শতাভিষেক-ভোজনজন্তু-দশব্রাহ্মণ-তৃপ্ত্যুৎপাদনরূপ-পঞ্চাঙ্গং
পুরশ্চরণমহং করিষ্যে । এইরূপ লক্ষজপ ও দশ ব্রাহ্মণভোজনরূপ দুইটি অঙ্গ বিশিষ্ট
পুরশ্চরণের সঙ্কল্প বাক্য এইরূপ গঠন করিলে লইবেন । ৬০

দশটি ব্রাহ্মণকে ভোজন করাইবে—ইত্যাদিবচন বলে ব্রাহ্মণ ভোজনের দশত্ব
সংখ্যা ব্রাহ্মণেরই বিবক্ষিত, ভোজনের নহে । সেইজন্য একটি ব্রাহ্মণকে দশবার
ভোজন করাইলে দশটি ব্রাহ্মণ ভোজন সিদ্ধ হয় না । যেহেতু একটি পদার্থ দশত্ব
সংখ্যার পর্য্যাপ্তির অধিকরণ হয় না । এই জন্যই তুল্যমুক্তিতে একটি শিবলিঙ্গে
শত বার শিবপূজা করিলে শতসংখ্যক শিবপূজা সিদ্ধ হয় না । ৬১

পুরশ্চরণপদটি পঞ্চাঙ্গপুরণে শক্ত । তন্মতে যেমন বলিয়াছেন—

জপ-হোমো^১ তর্পণচ্ছাভিষেকো^২ বিপ্রভোজনম্ ।

পঞ্চাজোপাসনং লোকে পুরস্চরণমিচ্ছ্যতে ॥ ৬২

তাদৃশক্ষেদং গ্রহণকালীনঞ্চ পুরস্চরণম্^৩ । যথা তন্ত্রে—

অথবাশ্রুপ্রকারেণ পুরস্চরণমিচ্ছ্যতে ।

গ্রহণেহর্কস্য চেন্দোর্বা শুচিঃ পূর্বমুপোষিতঃ ॥ ৬৩

নদ্যাং সমুদ্র-গামিন্যাং নাভি-মাত্রোদকে স্থিতঃ ।

স্পর্শাদ্ বিমুক্তি-পর্যাস্তং জপেন্^৪ মন্ত্রমনশ্চাধীঃ ॥ ৬৪

জপাদ্ দশাংশতো হোমং তথা হোমাং তু তর্পণম্ ।

তর্পণাচ্ছাভিষেকচ্ছাভিষেকাদ্ বিপ্রভোজনম্ ।

এবং কৃতে তু^৫ মন্ত্রস্য জায়তে সিদ্ধিরুত্তমা ॥ ৬৫

তথা— দৃষ্টে^৬ স্মাতা স্তসকল্লো^৭ বিমোক্ষাস্তং জপং চরেৎ ।

জপ, হোম, তর্পণ, অভিষেক ও বিপ্রভোজন—এই পঞ্চাজ উপাসন এই লোকে পুরস্চরণ বলিয়া কথিত হইয়াছে । ৬২

এই গ্রহণ কালীন পুরস্চরণটি তাদৃশ পুরস্চরণ অর্থাৎ পঞ্চাজ পুরস্চরণ । যেমন তন্ত্রে বলিয়াছেন—

অথবা অশ্রু প্রকারে পুরস্চরণ কথিত হইতেছে । চন্দ্র ও সূর্যের গ্রহণে পূর্বদিন উপবাস করিয়া শুচি হইয়া সমুদ্রগামিনী নদীতে নাভিমাত্র জলে দাঁড়াইয়া বাহর স্পর্শ হইতে মুক্তি পর্যাস্ত সাধক অনশ্রুচিত্ত হইয়া মন্ত্র জপ করিবে । ৬৩-৬৪

জপের পর তাহার দশাংশ হোম, সেইরূপ হোমের পর তাহার দশাংশ অভিষেক ও অভিষেকের পর তাহার দশাংশ ব্রাহ্মণ ভোজন—এইরূপ করিলে মন্ত্রের উত্তম সিদ্ধি জন্মে । ৬৫

সেইরূপ তন্ত্রে বলিয়াছেন—মানব শুচি হইয়া গ্রহণ দর্শন করিয়া জ্ঞান করিয়া সম্যকরূপে সঙ্কল্প করিয়া মোক্ষ পর্যাস্ত মন্ত্র জপ করিবে । গ্রহণের পরে তাবৎ পরিমাণ

১। খ—পুরস্চরণমিতি নাস্তি । ২। খ—জপমন্ত্রং । ৩। খ—এবং কৃৎ তু ।

৪। ক—পাদটীকায়াম্—সকলবাহ সনৎকুমার-তন্ত্রে—পুলস্ত্য উবাচ—

সকলন্ত পুরস্চর্য্যাবিধানং তত্র কীদৃশম্ । তৎ সর্বং কুপয়া নাথ সংক্ষেপেন প্রকথ্যতাম্ ।

সনৎকুমার উবাচ

গ্রহণং তৎ সনন্তেতি যাসপক্ষতিধাবপি । অমুকোহমুকগোজোহহং মূলমুচ্চার্য্য তৎপরম্ ।

সিদ্ধিকামোহস্ত মন্ত্র ইবং সংখ্যং জপস্ততঃ । দশাংশং হবনং হোমাদশাংশং তর্পণং ততঃ ।

দশাংশং যার্জনং তন্মাদশাংশং বিপ্রভোজনম্ । পুরস্চরণমেবং হি করিষ্যে প্রাপ্তগাযতঃ ।

ইতি সকল্য বিপ্রেন্ন জপযজাদিকং চরেৎ ।

ভাবদ্ যজ্ঞাদিকং কুর্যাদ্ গ্রহণাস্তে শুচি: পুমান্ ।

এবং জপান্ মন্ত্রসিদ্ধিৰ্ভবত্যেব ন সংশয়: ॥ ৬৬

যোগিনীহৃদয়ে—কল্লোক্ত-বিধিনা মন্ত্রী কুর্যাদ্ হোমাদিকং তত: ।

অথবা তদদশাংশেন হোমাদীংশ্চ সমাচরেৎ^১ ॥ ৬৭

তথা— অনন্তরং দশাংশেন ক্রমাদ্ হোমাদিকং চরেৎ ।

তদন্তে মহতীপূজাং কুর্যাদ্ ব্রাহ্মণ-ভোজনম্ ॥ ৬৮

ততো মন্ত্রস্য সিদ্ধার্থং গুরুং সংপূজ্য তোষয়েৎ ।

এবঞ্চ মন্ত্রসিদ্ধি: স্যাদ্ দেবতা চ প্রসীদতি ॥ ৬৯

নতুপ্রাপ্তৌ তু—যদ্বা পুণ্যোদকে স্নাত্বা শুচি: পূর্বমুপোষিত: ।

গ্রহণাদি-বিমোক্ষান্তং জপেন্ মন্ত্রং সমাহিত: ॥ ৭০

উপবাসাসামর্থ্যে তু—অথবাশ্র-প্রকারেণ পৌরশ্চরণিকো বিধি: ॥

চন্দ্র-সূর্য্যোপরাগে চ স্নাত্বা শ্রয়ত-মানস: ।

স্পর্শাদি-মোক্ষপর্য্যন্তং জপেন্ মন্ত্রং সমাহিত:² ॥ ৭১

অর্থাৎ জপের দশাংশ পরিমাণ যজ্ঞাদি (হোমাদি) করিবেন । এইরূপ জপ করিলেই তাহা হইতে মন্ত্রসিদ্ধি হইবে, ইহাতে সংশয় নাই । ৬৬

যোগিনী হৃদয়ে বলিয়াছেন—মন্ত্রজ সাধক তাহার পর কল্লোক্ত (সেই সেই শাস্ত্র নির্দিষ্ট) বিধি অনুসারে হোমাদি করিবেন । অথবা জপের দশাংশক্রমে হোমাদির আচরণ করিবেন । ৬৭

সেইরূপ তন্ত্রে আরও বলিয়াছেন—অনন্তর ক্রমে ক্রমে দশাংশ পরিমাণে হোমাদির অনুষ্ঠান করিবেন । তাহার পর মহতী পূজা করিবেন ও ব্রাহ্মণের ভোজন করাইবেন । ৬৮

তাহার পর মন্ত্রের সিদ্ধির জন্ত গুরুকে পূজা করিয়া সন্তুষ্ট করাইবেন । এইরূপ করিলে মন্ত্রসিদ্ধি হয় এবং দেবতাও প্রসন্ন হন । ৬৯

নদী না পাইলে তন্ত্রে বলিয়াছেন—অথবা পূর্বদিন উপবাস করিয়া পুণ্য জলে স্নান করিয়া শুচি বা সমাহিত হইয়া গ্রহণ হইতে মুক্তি পর্য্যন্ত মন্ত্র জপ করিবেন । ৭০

উপবাস করিতে অসমর্থ হইলে তন্ত্রে বলিয়াছেন—অথবা অন্য প্রকারে পুরশ্চরণের বিধি কথিত হইতেছে । চন্দ্র ও সূর্য্যের গ্রহণে সাধক স্নান করিয়া সংযত চিত্ত ও সমাহিত হইয়া স্পর্শ হইতে মোক্ষ পর্য্যন্ত মন্ত্র জপ করিবে । ৭১

১। ক—যোগিনীহৃদয়ে ইত্যাদি সমাচরেদিত্যন্ত: পাঠো নাস্তি । ২। খ—সমাহিত: ইত্যনন্তরং অত্র কেচিৎ গ্রহণে জপস্তাবশ্যকত্বম্ ।

অত্র যতাপি স্পর্শ-মোক্ষয়োৰূপত্বিক্ৰণেহবধারণমশক্যম্ । যদা
কদাচিদধারণন্ত ন পুরস্চরণোপযোগি, তথাপি অসতি প্রতিবন্ধকে যাবত্যা
কালেন প্রথমং কেনাপি চক্ষুষা তাবদবধার্যতে, তাবানেব কালঃ স্পর্শমোক্ষ-
যোগ্যো বিবক্ষণীয়ঃ । গ্রন্থোদিত-গ্রন্থান্তয়োস্ত্ব ন পুরস্চরণ-সিদ্ধিঃ । ন চাত্র
গ্রহণশ্চৈব নিমিত্ততয়োক্তত্বাদ্ দর্শনমকিঞ্চিংকরম্ ৭২

রাহদর্শন-সংক্রান্তি-বিবাহাত্ময়-বুদ্ধিষু ।

জ্ঞান-দানাদিকং কুৰ্য্যনিশি কাম্য-ব্রতেষু চ ॥ ৭৩

ইত্যাদৌ রাহদর্শনপদমপি রাহদৃশ্যতেহেনেনেতি ব্যুৎপত্ত্যা গ্রহণপরমিতি
বাচ্যম্ ।

চন্দ্রে বা যদি বা সূর্য্যে দৃষ্টে রাহৌ মহাগ্রহে ।

অক্ষয়ং কথিতং পুণ্যং তত্রাপ্যর্কে বিশেষতঃ ॥ ৭৪

ইত্যত্র রাহৌ দৃষ্টে ইত্যভিধানাৎ, “রাহং দৃষ্ট্বাহক্ষয়ং নরঃ” । ইত্যুক্তত্বাৎ
যাবদ্দর্শনগোচর ইতি বচনাচ্চ । তচ্চ দর্শনং চাক্ষুষমেব, ন তু জ্ঞানমাত্রম্,

এস্থলে যদিও স্পর্শ ও মোক্ষের দুইটি উৎপত্তি স্বর্ণ অবধারণ করিতে পারা যায়
না । যখন তখন অর্থাৎ যে কোন এক সময় অবধারণ কিন্তু পুরস্চরণের উপযোগী
নহে । তথাপি প্রতিবন্ধক না থাকিলে যে পরিমাণ কালে প্রথমে কাহারও কর্তৃক
চক্ষুঃ দ্বারা স্পর্শ ও মোক্ষ অবধারিত হয়, সে পরিমাণ কালই স্পর্শ ও মোক্ষের যোগ্য
বলিতে হইবে । গ্রন্থোদিত ও গ্রন্থান্তে পুরস্চরণ সিদ্ধি হয় না । এস্থলে গ্রহণই
পুরস্চরণের নিমিত্তরূপে উক্ত হওয়ায় দর্শন অকিঞ্চিংকর । ৭২

রাহদর্শন, সংক্রান্তি, বিবাহ, ক্ষয় ও বুদ্ধিতে এবং কাম্যাত্মক সমূহে রাজিতে জ্ঞান
ও দান করিবে । ৭৩

ইত্যাদি স্থলেও রাহদৃশ্যতেহেনেন অর্থাৎ ‘রাহ দৃষ্ট হয় ইহা দ্বারা’ এই ব্যুৎপত্তিতে
নিষ্পন্ন রাহদর্শন পদ গ্রহণ-পর, ইহা বলা যায় না । যেহেতু—

চন্দ্রে অথবা সূর্য্যে রাহ মহাগ্রহ দৃষ্ট হইলে অক্ষয় পুণ্য কথিত হইয়াছে । ভগ্নাধো-
সূর্য্যে রাহদৃষ্ট হইলে বিশেষ পুণ্য কথিত হইয়াছে । ৭৪

এই স্থলে “রাহৌ দৃষ্টে” অর্থাৎ রাহ দৃষ্ট হইলে এই বলা হইয়াছে, রাহং দৃষ্ট্বাহ-
ক্ষয়ং নরঃ অর্থাৎ মানব রাহকে দেখিয়া অক্ষয় পুণ্য লাভ করে, এই উক্ত হইয়াছে
এবং যাবদ্দর্শনগোচরঃ এই বচন আছে । সুতরাং দর্শনই পুরস্চরণের নিমিত্ত, ইহা
অকিঞ্চিংকর নহে । সেই দর্শন কিন্তু চাক্ষুষ দর্শন, জ্ঞান মাত্র নহে । যেহেতু

চন্দ্র-সূর্যোপরাগস্তা স্নানাদৌ সংক্রান্তি-বজ্, জ্ঞাতশ্চৈব নিমিত্তত্বাৎ, জ্ঞানে
প্রাপ্তে দর্শনোপাদানস্তা বৈয়র্থ্যাপত্ত্যা তত্তদর্শন-পদস্তা চাক্ষুষ-পরত্বাৎ, তত্রৈব
দূশে: শক্তত্বাৎ । তথোক্তং সম্বৎসর-প্রদীপে (৭৫)—

চক্ষুষা দর্শনং রাহোর্যং তদ্ গ্রহণমুচ্যতে ।

তত্র কৰ্মাণি কুর্বাণী গণনা-মাত্রতো ন তু ॥ ৭৬

তত্র গ্রহণমিত্যস্তা গ্রহণ-নিমিত্তক-কর্ম-প্রয়োজকমিত্যর্থঃ । অত্র রাহুদর্শন-
মাখ্যাভোপস্থাপিত-স্নানাদিকর্তৃ: সান্নিধ্যাৎ তন্নিষ্ঠমেব, লাঘবাৎ । অনুথা

সীমন্তোন্নয়নে চৈব পুত্রাদি-মুখদর্শনে ।

নান্দীমুখং পিতৃগণং পূজয়েৎ প্রযতো গৃহী ॥ ৭৭

ইতি বিষ্ণুপুরাণ-বচনাৎ স্বপুত্রস্তাত্ত-কর্তৃক-মুখদর্শনেইপি শ্রাদ্ধপ্রসক্তে: ।
রাহুং দৃষ্ট্ৱাক্ষয়ং নরঃ—ইত্যত্র ত্ত্বা-নির্দেশাচ্ছেতি স্মার্ত্তাঃ । হেমাঙ্গিরসি
যাবদর্শন-গোচরত্বাৎ পুণ্যকালো যতন্তংগতো ন দৃশ্যতে, ন তদা পুণ্যকাল-
ইত্যাহ । মাধবাচার্য্যোইপি গ্রন্থাস্তমন-পর্য্যন্তং দর্শন-গোচরত্বাৎ তাবান্

স্নানাদি বিষয়ে সংক্রান্তির জ্ঞান চন্দ্র সূর্যোর গ্রহণ জ্ঞাত হইয়াই নিমিত্ত হয় বলিয়া
জ্ঞান প্রাপ্ত হইলে বচনে দর্শন পদের উপাদান ব্যর্থ হয় বলিয়া সেই দর্শন পদ চাক্ষুষ
দর্শন ভাংপর্য্যক বলিতে হইবে, যেহেতু দূশ ধাতুর চাক্ষুষ দর্শনেই শক্তি । সম্বৎসর-
প্রদীপে তাহাই উক্ত হইয়াছে যে (৭৫)—

চক্ষুর দ্বারা রাহুর যে দর্শন, তাহাই গ্রহণ নিমিত্ত কর্মের প্রয়োজক কথিত হয় ।
সেই দর্শন হইলে কর্মসমূহ করিবে । গণনামাত্রের দ্বারা কর্ম করিবে না । ৭৬

এই স্লোকে গ্রহণম্ এই পদের অর্থ—গ্রহণনিমিত্তক কর্মের প্রয়োজক । এই রাহুর
দর্শনটি লাঘববশতঃ আখ্যাভের দ্বারা উপস্থাপিত স্নানাদি কর্তার সান্নিধ্য নিবন্ধন
স্নানাদির কর্তৃত্বেই সম্বন্ধ । অনুথা—

সীমন্তের উন্নয়নে, নবজাত নিজ পুত্রের মুখ দর্শনে গৃহী সংযত হইয়া নান্দীমুখ
পিতৃগণকে পূজা করিবেন । ৭৭

এই বিষ্ণুপুরাণের বচন অনুসারে নিজ পুত্রের অস্ত্র কর্তৃক মুখদর্শনেও নান্দীপ্রাচীর
প্রসক্তি হইয়া পড়ে । রাহুং দৃষ্ট্ৱাক্ষয়ং নরঃ—এই স্থলের জ্ঞান দর্শন-কর্তারই কর্মে
অধিকার, অন্তের নহে—ইহা স্মার্ত্ত বলেন । হেমাঙ্গিও এই বলিয়াছেন যে, রাহু যাবদ্
দর্শনের বিষয়, তাবৎ পুণ্যকাল । যদি অন্তগত হইয়া গ্রন্থ চন্দ্র বা সূর্য্য দৃষ্ট না হয়,
তবে তখন পুণ্যকাল নহে । মাধবাচার্য্যও এই বলিয়াছেন—গ্রন্থ ও অন্তগমন পর্য্যন্ত

পুণ্যকালো ভবতীতি । যুক্ত্যে চৈবম্ । তথাচ গ্রন্থান্তমিতে বশিষ্ঠঃ—পূর্বমেক
 স্নানার্থং তিষ্ঠতি নোদ্ধমিতি । পূর্বমুর্ধমিত্যত্রাস্তাদিত্যধ্যাহৃত্যাবয়ঃ । ৭৮
 দেবলোহপি— যথা স্নানঞ্চ দানঞ্চ সূর্য্যস্ত গ্রহণে দিবা ।

সোমস্তাপি তথা রাত্রৌ স্নান-দানং বিধীয়তে ॥ ৭৯

নিগমেহপি— সূর্য্যগ্রহো যদা রাত্রৌ দিবা চন্দ্রগ্রহো ভবেৎ ।

তত্র স্নানং ন কুর্বাৎ দত্তাদ্ দানং ন কুত্রচিৎ ॥ ইতি । ৮০

এতেনাশ্র-কর্তৃক-দর্শনে গ্রন্থান্তানন্তরঞ্চ যৎ স্নানাদিকমভিহিতং নারায়ণো-
 পাধ্যায়ৈস্তদ্বৈয়মেব । এবঞ্চ গ্রন্থোদয়-গ্রন্থান্তমনয়োঃ পুরশ্চরণং ন সম্ভবতি,
 “স্পর্শাদ্ বিমুক্তিপর্য্যন্ত”মিত্যভিধানাদিতি স্মার্তাঃ । কেচিৎ তু তৎপুরুষস্তা
 প্রথমদর্শন-কালাবধি-বিমুক্তিপর্য্যন্ত-জপাদেব পুরশ্চরণ-সিদ্ধিঃ, স্পর্শ-পদস্তা
 স্পর্শাবধারণ-পরত্বাদিত্যাহঃ । ৮১

নহু গ্রহণে জপ আবশ্যকঃ শ্রাদ্ধং বেতি । চেৎ ? অত্র কেচিৎ জপ
 এবাবশ্যকঃ । শ্রাদ্ধাদেবরুরোধেন যদি জাপ্যং ত্যজেন্ নরঃ ।

চন্দ্র বা সূর্য্য দর্শনের বিষয় বলিয়া সেই পরিমাণ কালই পুণ্যকাল হয় । ইহা যুক্তি
 সিদ্ধও বটে । গ্রন্থ চন্দ্র বা সূর্য্যের অন্তগমনে বশিষ্ঠও তাহাই বলিয়াছেন যে, পূর্বেই
 স্নানের জপ অবস্থান করিবে, পরে নহে । পূর্ব ও উর্ধ্ব এই স্থলে অন্তঃ (অন্ত
 হইতে) এইটি অধ্যাহার করিয়া অল্প অর্থাৎ অন্তগমনের পূর্বে অবস্থান করিবে
 এবং অন্তগমনের উর্ধ্ব (পরে) অবস্থান করিবে না । ৭৮

দেবলও বলিয়াছেন—দিবসে সূর্য্যের গ্রহণে যে প্রকার স্নান ও দান বিহিত
 হইয়াছে । চন্দ্রের গ্রহণেও সেইরূপ রাত্রিতে স্নান ও দান বিহিত আছে । ৭৯

নিগমেও বলিয়াছেন—যখন রাত্রিতে সূর্য্যগ্রহণ এবং দিবসে চন্দ্রগ্রহণ হয়, তখন
 কোথায়ও স্নান করিবে না এবং দান করিবে না । ৮০

অন্ত কর্তৃক দর্শন হইলে এবং গ্রন্থান্তের অনন্তর নারায়ণোপাধ্যায় কর্তৃক যে স্নান
 দানাদি অভিহিত হইয়াছে, তাহা ইহা দ্বারা হয় হইল । এইরূপই স্মার্তও বলিয়াছেন
 —গ্রন্থোদয় ও গ্রন্থের অন্তগমনে পুরশ্চরণ সম্ভব নহে, যেহেতু “স্পর্শাদ্ বিমুক্তিপর্য্যন্ত”
 অর্থাৎ “স্পর্শ হইতে মুক্তি পর্য্যন্ত” এই বলা হইয়াছে । কেহ কেহ এই বলেন—সেই
 প্রকৃষের প্রথম দর্শনের কাল হইতে মুক্তি পর্য্যন্ত কালে জপের দ্বারা পুরশ্চরণ সিদ্ধি
 হয়, যেহেতু স্পর্শ পদটি স্পর্শের অবধারণ তাৎপর্য্যক । ৮১

স ভবেদ্ দেবতা-জ্যোহী পিতৃন সপ্ত নয়ত্যর্থঃ ॥ ৮২

ইতি সনৎকুমারীয়-বচনাদিতি বদন্তি । তন্ন চারু, তদবচনমারক-
পুরশ্চরণ-বিষয়ম্^১, ত্যজ্জেদিত্তি নির্দেশাৎ ।

আরকে পুরশ্চরণে যদি চ গ্রহণং ভবেৎ ।

তদা শ্রাদ্ধানুরোধেন জপং নৈব পরিত্যজেৎ ॥

ইত্যেকবাক্যত্বাৎ । সর্বস্বেনাপি কর্তব্যং শ্রাদ্ধং বৈ রাহুদর্শনে ।

অকুর্বাণস্ত যচ্ছ্রাদ্ধং পক্ষে গৌরিব সীদতি^২ ॥ ৮৩

আচ্ছা, গ্রহণে জপ আবশ্যক ? অথবা শ্রাদ্ধ আবশ্যক ?—এই যদি কেহ বলেন ।
তাহার উত্তরে কেহ বলেন—জপই আবশ্যক ; যেহেতু সনৎকুমার তন্ত্রের এই বচন
আছে যে, যদি মানব শ্রাদ্ধাদির অনুরোধে জপ ত্যাগ করে, তবে সে দেবজ্যোহী হইবে
এবং সাত পুরুষ পিতৃপুরুষগণকে অধোদিকে লইয়া যাইবে । ৮২

ইহা কিন্তু সুন্দর নহে ; যেহেতু এই বচনটি আরক পুরশ্চরণ বিষয়ক ; যেহেতু
ত্যজেৎ এই নির্দেশ আছে । পুরশ্চরণ আরক হইলে যদি গ্রহণ হয়, তখন শ্রাদ্ধের
অনুরোধে জপকে কখনও পরিত্যাগ করিবে না—এই বচনের সহিত একবাক্যতা আছে
এবং যেহেতু রাহুর দর্শন হইলে শ্রাদ্ধ না করিলে পক্ষে গোরুর শ্মশ্রু অবসন্ন (অধোগত)-
হয়, সেই হেতু রাহুর দর্শন হইলে সর্বস্বের দ্বারাও অবশ্যই শ্রাদ্ধ করিবে । ৮৩

১। খ—তদবচনমারকপুরশ্চরণবিষয়ত্বাৎ আরকে পুরশ্চরণে ইত্যাদি পাঠঃ ।

২। খ—সীদতীতি প্রতিকূলবাক্যপরাহত্বাচ্চ । তস্মাদ্ধুক্তো বিষয়বিভাগঃ সাধু সঙ্গচ্ছতে ।
ননু দিন-পূর্বার্ধে সূর্যাগ্রহণে যথা তথাস্ত দিনপরার্ধে সূর্য-গ্রহণে কথমুভয়োঃ সমাবেশঃ ? কথং বা
চন্দ্রগ্রহণে ? সর্বদৈব দিন-পরার্দ্ধ-রাত্র্যোঃ পুরশ্চরণযোগ্য-কালত্বাদিতি নাশকনীয়ম্, দিন-চতুর্ধ-
যামাহোরাত্র-সাধ্যয়োঃ রহস্য-পুরশ্চরণয়োঃ শারদ-চতুর্থাঙ্গি-রাত্রিপুর্নমাস-অহোরাত্র-সাধ্য-
শ্রাদ্ধাবিংশত্যক্ষরমন্ত্রপুরশ্চরণস্ত চ বক্ষ্যমাণত্বাৎ । কেচিৎ তু ঘরোরৈব নিত্যত্বম্ । তথাচ পুত্রাদি-
প্রতিনিধিনা শ্রাদ্ধং কারয়ন্তেব স্বয়ং পুরশ্চরণং কুর্যাদিতি প্রোহঃ । পরে তু অতদুত্তম-সংবিজ্ঞান-
বহত্রীহিণা শ্রাদ্ধাদিপদং দানপরম্ । তথাচ দান-পুরশ্চর্য্যয়োঃ সম্ভাবনার্থং পুরশ্চর্য্যৈব, শ্রাদ্ধ-
পুরশ্চর্য্যয়োঃ সম্ভাবনার্থাৎ শ্রাদ্ধমেব ইতি বদন্তি । বরন্ত বচনস্ত ব্যাখ্যা যথা তথাস্ত গ্রহণ-
পুরশ্চরণস্ত সন্দিক্ত-সিদ্ধিকত্বাৎ শ্রাদ্ধমেব যুক্তিমিত্তি ক্রমঃ ।

ইদমত্রাবধেয়ম্—এতৎ-পুরশ্চরণ-যদ্যতিরিক্তে অহোরাত্র-জপানৌ পুরশ্চরণ-পদং গোপং জপ-
মাত্রপদং, পঞ্চাঙ্গত্বাভাবাৎ । অত্র হোমাদি নাস্তি প্রমাণত্বাভাবাৎ । যৎ তু পঞ্চাঙ্গত্বা প্রধানত্বান্যপি
গ্রহণকালোমং ন পুরশ্চরণ-পদশব্দ্যমিতি কৈশ্চিচ্ছুক্তং, তৎ সপত্নৈকসাধ্যত্বাদনুপাদেয়ম্ ।^৩ এবং পঞ্চাঙ্গ-
পুরশ্চরণে কৃতে এব খণ্ডপুরশ্চরণে শাস্তি-বন্যাভিচারাদি-প্রয়োগে চাধিকারঃ ন ত্তত্বা । তথা
দ্বিতীয়-পুরশ্চরণানৌ কালত্বত্বাভাবো নাস্তি । তীর্থ-স্থানানৌ অনাবৃত্ত্যৈব নিষেধেন তথাদর্শনাদিতি
বহস্যম্ । অত্র জপ-হোম-তর্পণাভিষেক-শ্রাদ্ধগতোজনানাং পঞ্চানামেব সমং প্রাধান্যমিতি
সাম্প্রদায়িকাঃ । অপোহনী অন্তচ্ছতুর্ভুজমিতি কেচিৎ । অথ পুরশ্চরণপ্রয়োগঃ ইত্যেবং পাঠঃ ।

ইত্যনেন নিত্যত্বাবধারণত্বাচ্চ । অত্র যদিত্যস্ত যস্মাদিত্যর্থঃ । তচ্ছ্রাদ্ধমিত্যপি
কচিৎ পাঠঃ । আরক-পুরস্চরণকস্য গ্রহণ-কাল-লক্ষেহস্ত দিন-পূর্বাক্ষ-সূর্য্য-
গ্রহণে দিন-চতুর্থ-যামাহোরাত্র-সাধ্য-রহস্য-পুরস্চরণয়োঃ শারদ-চতুর্থ্যাদি-
রাত্রি-পুরস্চরণেহহোরাত্রসাধ্য-শ্যামা-দ্বাবিংশত্যক্ষরমন্ত্র-পুরস্চরণে চ যথা
সম্ভবং রবীন্দো গ্রহণে সম্ভবতি । ৮৪

কেচিৎ তু শ্রাদ্ধশ্রাদ্ধিঃ শ্রাদ্ধাদির্দানম্ । তথাচ দান-পুরস্চরণয়োঃ
সম্ভাবনায়াং পুরস্চরণমেব, শ্রাদ্ধ-পুরস্চরণয়োঃ সম্ভাবনায়াস্ত শ্রাদ্ধমেব
কার্য্যমিতি বদন্তি । ৮৫

বস্তুতস্ত গ্রহণে শ্রাদ্ধং নিত্যত্বাবশ্যকম্, অকরণে প্রত্যবায়-শ্রুতেঃ ।
“শ্রাদ্ধাদেবনুরোধেন”তি বচনস্তারক-পুরস্চরণ-বিষয়ম্, আরক ইত্যাদি-
পূর্বোক্ত-বচনৈক-বাক্যত্বাৎ । কাম্যঞ্চ ।

চন্দ্র-সূর্য্যগ্রহে যস্ত শ্রাদ্ধং বিধিবদাচরেৎ ।

তেনৈব সকলা পৃথ্বী দত্তা বিপ্রস্ত বৈ করে ॥ ৮৬

এই বচনের দ্বারা শ্রাদ্ধের নিত্যত্ব অবধারণ হইতেছে । এস্থলে যৎ এই শব্দটির
যস্মাৎ এই অর্থ । কোঃ স্থলে তচ্ছ্রাদ্ধং এইরূপও পাঠ দেখা যায় । আরক-পুরস্চরণ
ব্যক্তির গ্রহণকাল লাভ হই , সেই দিনের পূর্বাক্ষে সূর্য্য গ্রহণ হইলে দিনের চতুর্থ
যাম সাধ্য পুরস্চরণ ও অহোরাত্র সাধ্য রহস্য পুরস্চরণে শারদ চতুর্থ্যাদি রাত্রির
পুরস্চরণে ও অহোরাত্র সাধ্য শ্যামার দ্বাবিংশতি অক্ষর মন্ত্রের পুরস্চরণে যথাসম্ভব
যেমন হয়, চন্দ্র সূর্য্য গ্রহণে সেইরূপ সম্ভব হইবে । ৮৪

কেহ কেহ বলেন—শ্রাদ্ধের আদি শ্রাদ্ধাদি, তাহা হইতেছে দান । তাহা হইলে
দান ও পুরস্চরণের সম্ভাবনার পুরস্চরণই কর্তব্য । শ্রাদ্ধ ও পুরস্চরণের সম্ভাবনার
শ্রাদ্ধই কর্তব্য । ৮৫

বস্তুতঃ গ্রহণে শ্রাদ্ধের নিত্যত্বহেতু শ্রাদ্ধ আবশ্যক, যেহেতু তাহা না করিলে পাপ
হয়, এইরূপ শ্রুতি আছে । আরক ইত্যাদি পূর্বোক্ত বচনের সহিত একবাক্যতা নিবন্ধন
শ্রাদ্ধাদেবনুরোধেন এই বচনটি কিন্তু আরক পুরস্চরণ বিষয়ক । এই পুরস্চরণটি
কাম্যও । যেহেতু তন্মতে বলিয়াছেন—

যে ব্যক্তি চন্দ্র ও সূর্য্যের গ্রহণে বিধিপূর্বক শ্রাদ্ধের অনুষ্ঠান করে, সেই শ্রাদ্ধের
হস্তে অবশ্যই পৃথিবী দান করিয়াছে । ৮৬

ইতি বচনাং । তথা চ নিত্যকাম্যমেবেদম্ । অতএব জপত্যাগে দেবতাদ্রোহঃ সপ্ত-পুরুষাধোগতিশ্চ, শ্রাদ্ধত্যাগে স্বশ্রৌত পাপভাগিহুমিতি শ্রাদ্ধত্যাগ এব যুক্ত ইতি নিরন্তম, দেবদ্রোহাদি-বাচি-বচনশ্রাবক-পুরশ্চরণ-ত্যাগ-পরতাদিতি সাম্প্রতম্ । ৮৭

পরে তু জপ-পুরশ্চরণয়োর্দ্বয়োবেব নিত্যতয়া পুত্রাদিদ্ধারা শ্রাদ্ধং কুর্বম্বেব স্বয়ং পুরশ্চরণং কুর্যাদিতি ব্যবস্থাপয়ন্তি । বয়ন্ত বচন-ব্যাখ্যা যথা তথাস্ত, গ্রহণে পুরশ্চরণস্য সন্দিক-সিদ্ধিকতান্নিশ্চিত-সিদ্ধিকং শ্রাদ্ধমেব যুক্তমিতি ক্রমঃ । ছন্দোগপরিশিষ্টম্ (৮৮)—

স্বধূঁহন্তঃ-সমানি শ্রু্যঃ সর্বাণ্যস্তাংসি ভূতলে ।

কুপস্থান্চাপি সোমার্ক-গ্রহণে নাত্র সংশয়ঃ ॥ ৮৯

গ্রহণ-নিমিত্তক-শ্রাদ্ধ-দীক্ষা-পুরশ্চরণাদিকং মলমাসে যদি কার্য্যম্,

নিত্য-নৈমিত্তিকে কুর্য্যাং প্রযতঃ সন্ মলিনুচে ।

তীর্থস্থানং গজচ্ছায়াং প্রেতশ্রাদ্ধং তথৈব চ ॥ ইতি

বৃহস্পতি-বচনাং । চন্দ্র-সূর্য্য-গ্রহে স্থানং শ্রাদ্ধ-দানং জপাদিকম্ ।

কার্য্যাণি মলমাসেহপি নিত্যং নৈমিত্তিকং তথা ॥

এই বচন আছে । সূত্রাং এই পুরশ্চরণটি নিত্য ও কাম্যই । এই জন্যই জপত্যাগে দেবতাদ্রোহ ও সপ্ত পুরুষের অধোগতি । শ্রাদ্ধ ত্যাগে নিজেরই পাপভাগিহু, এই হেতু শ্রাদ্ধত্যাগ যুক্ত, ইহাও খতিত হইল । বেহেতু দেবদ্রোহাদি বোধক বচনটি আরক পুরশ্চরণ ত্যাগ বিষয়ক, ইহাই যুক্তিযুক্ত । ৮৭

অনুগম বলেন—জপ ও পুরশ্চরণ উভয়ই নিত্য বলিয়া পুত্রাদি দ্বারা শ্রাদ্ধ করিয়াই নিজে পুরশ্চরণ করিবেন—এই ব্যবস্থা দেন ।

আমরা এই বলি—বচনের ব্যাখ্যা বেক্রপ হয়, সেইরূপ হউক । গ্রহণে পুরশ্চরণে সিদ্ধি সন্দিক বলিয়া শ্রাদ্ধের ফলসিদ্ধি নিশ্চিত বলিয়া শ্রাদ্ধই যুক্ত । ছন্দোগ পরিশিষ্ট বলিয়াছেন—চন্দ্র ও সূর্য্যের গ্রহণে ভূতলে সমস্ত জলই এমন কি কুণের জলও স্বধূঁনীর (গঙ্গা) জলের সমান হয় । ইহাতে কোন সংশয় নাই । ৮৮-৮৯

গ্রহণ নিমিত্তক শ্রাদ্ধ, দীক্ষা ও পুরশ্চরণাদি যদি মল মাসে কর্তব্য হয় । বেহেতু এইরূপ বৃহস্পতির বচন আছে—

মলমাসে সংযত হইয়া নিত্য ও নৈমিত্তিক কর্ম করিবে । সেইরূপ গজচ্ছায়াতে (তিথি-নক্ষত্রের যোগ বিশেষে) তীর্থস্থান এবং প্রেত শ্রাদ্ধও করিবে ।

ইতি কালমাধবীয়-ধৃত-বচনাচ্চ । বৃদ্ধবশিষ্ঠঃ—

সংক্রমে গ্রহণে চৈব ন জ্ঞায়াদ্ যন্তু মানবঃ ।

সপ্তজন্মসু কুষ্ঠী স্মৃতাং ছঃখ-ভাগী চ সর্বদা ॥ ৯০

ব্যাধিঃ— আদিত্য-কিরণৈঃ পূতং পুনঃ পূতঞ্চ বহিরা ।

জলং ব্যাধাতুরঃ জ্ঞায়াদ্ গ্রহণেহপ্যক্ষ-বারিণা ॥ ৯১

এবংভূতং জলং যতোহত উষ্ণবারিণাপি জ্ঞায়াদিত্যর্থঃ । অশৌচিনা
গ্রহণ-দর্শনে সাক্ষং জ্ঞানং কৰ্ত্তব্যম্, দানং শ্রাদ্ধঞ্চ ন কৰ্ত্তব্যম্ । যথা স্মৃতিঃ—

স্মৃতকে স্মৃতকে চৈব ন দোষো রাহু-দর্শনে ।

জ্ঞানমাত্রস্ত কৰ্ত্তব্যং দান-শ্রাদ্ধ-বিবর্জিতম্ ॥ ৯২

ভবিষ্যে— চন্দ্রসূর্য্য-গ্রহে চৈব যুতানাং পিণ্ড-কর্মসু ।

মহাতীর্থে তু সংপ্রাপ্তে ক্ষতদোষো ন বিদ্যতে ॥ ৯৩

মহাতীর্থে গঙ্গাদৌ সংপ্রাপ্তে তত্তৎ-ক্ষেত্রবাসাদিনা, ন তু প্রথম-প্রাপ্তি-
মাত্রে, তথা সতি শব্দানর্থক্যাপত্তে: । ৯৪

কালমাধবীয় ধৃত বচনও আছে—চন্দ্র ও সূর্য্যের গ্রহণে জ্ঞান, শ্রাদ্ধ, দান ও জপাদি
মঙ্গলাসেও করিবে । সেইরূপ নিত্য ও নৈমিত্তিক কর্মও করিবে ।

বৃদ্ধ বশিষ্ঠও বলিয়াছেন—যে মানব সংক্রান্তিতে ও গ্রহণে জ্ঞান করে না, সে সাত
জন্মে কুষ্ঠরোগী ও সর্বদা ছঃখভাগী হয় । ৯০

ব্যাধিও বলিয়াছেন—জল আদিত্যকিরণের দ্বারা পূত হয়, পুনরায় বহিরাগাও
পূত হয় । গ্রহণে ব্যাধি দ্বারা আতুর ব্যক্তিও গরম জলের দ্বারা জ্ঞান করিবেন । ৯১

জল যখন এইরূপ পবিত্র, অতএব গরম জলের দ্বারাও জ্ঞান কৰ্ত্তব্য । ইহা স্মৃতির
অর্থ । অশৌচী ব্যক্তির গ্রহণ দর্শনে সাক্ষ জ্ঞান কৰ্ত্তব্য, দান ও শ্রাদ্ধ কৰ্ত্তব্য নহে ।
যেমন স্মৃতি বলিয়াছেন—

রাহু দর্শনে জাতাশৌচ ও যুতাশৌচ দোষ নহে । দান ও শ্রাদ্ধ রহিত জ্ঞান মাত্রই
কৰ্ত্তব্য । ৯২

ভবিষ্যপুরাণেও বলিয়াছেন—চন্দ্র ও সূর্য্যের গ্রহণে, যুতগণের পিণ্ডকর্ম প্রাপ্তি
ও মহাতীর্থ গঙ্গাদির প্রাপ্তিতে ক্ষত দোষ নাই । ৯৩

সেই সেই ক্ষেত্রবাসাদির দ্বারা মহাতীর্থ গঙ্গাদির প্রাপ্তি হইলে; পরন্তু প্রথম
প্রাপ্তিমাত্রে নহে, তাহা হইলে শব্দ সমূহের আনর্থক্যের আপত্তি হইবে । ৯৪

দীক্ষিতেষ্যভিষিক্তেষু ব্রত-তীর্থ-পরেষু চ ।

তপোদান-প্রসক্তেষু নাশৌচং মৃত-স্মৃতকে ॥ ৯৫

ইতি পরাশর-বচনেন তত্তীথাশ্রিতস্য তত্তীর্থ-নিমিত্তক-কর্মণি জনন-মরণ-শৌচাভাবোক্ত্যা ক্তে স্মৃতরামশৌচাভাব-কল্পনা-যুক্তত্বাৎ । দীক্ষিতেষ্যভি । যজমানানাং সোমযাগাদি-দীক্ষণীয়েষ্টৌ কৃতারাং দীক্ষিতত্বং ভবতি । তেন দীক্ষণীয়েষ্ট্যা যজমানস্য যৎ কর্তব্যং বিহিতম্, তত্রাশৌচং নাস্তি । অভিষিক্তেষু প্রাপ্তরাজ্যাভিষেক-কৃত্রিয়েষু তদ্বিশেষ-বিহিত-কর্মণ্যশৌচং নাস্তি । ব্রতপরো ব্রতানুষ্ঠান-প্রসক্তঃ । তীর্থ-পরঃ ক্ষেত্রবাসাদিনা, তন্নিমিত্ত-কর্ম্যানুষ্ঠান-প্রসক্তঃ । ৯৬

অত্র—“চন্দ্র-সূর্য্য-গ্রহে ভুক্ত্বা প্রাজাপত্যেন শুধ্যতী”ত্যাди-বচনাৎ গ্রহণে ভোজন-বিধি-নিষেধৌ দৃষ্টোপরাগ-বিষয়াবেব, ন তু সর্ব-বিষয়াবিত্তি, যানাভাবাৎ, মুক্তিং দৃষ্টেত্যাदिনা তস্মৈব প্রকৃতত্বাচ্ছেত্যাচার্য্য-চূড়ামণিমতম্; তন্ন সম্যক্ । ১

দীক্ষিত ও অভিষিক্ত হইলে, ব্রত ও তীর্থে ব্রত হইলে তপস্যা ও দানে প্রসক্ত হইলে মৃত্যুতে ও জন্মে অশৌচ হয় না । ৯৫

এই পরাশর বচনের দ্বারা তৎতৎ তীর্থে আশ্রিত ব্যক্তির তৎতৎ তীর্থ নিমিত্তক কর্মে জননাশৌচ ও মরণাশৌচের অভাব কথিত হওয়ায় ক্ত হইলে স্মৃতরাং অশৌচাভাবের অর্থাৎ অশৌচ হইবে না, এই কল্পনা যুক্তিযুক্ত । দীক্ষিতেষু এই কথা দ্বারা এই বলা হইয়াছে যে, যজমানগণ সোমযাগাদি দীক্ষণীয় ইচ্ছিতে দীক্ষিত হয় । তাহাতে দীক্ষণীয়েষ্টি দ্বারা যে কর্তব্য বিহিত হইয়াছে, সেই কর্তব্য কর্মে তাহাদের অশৌচ নাই । অভিষিক্তেষু ইহা দ্বারা বলা হইয়াছে—প্রাপ্তরাজ্য কৃত্রিয়গণের রাজ্যাভিষেকের প্রাপ্তিতে তাহাদের সেই অভিষেকে তাহাদের বিশেষ বিহিত কর্মে অশৌচ নাই । ব্রতপর অর্থ—ব্রতানুষ্ঠানে প্রসক্ত । তীর্থপর অর্থ—ক্ষেত্রবাসাদি দ্বারা তন্নিমিত্তক কর্মের অনুষ্ঠানে প্রসক্ত । ৯৬

এই গ্রহণ প্রসঙ্গে—চন্দ্র-সূর্য্য-গ্রহে ভুক্ত্বা প্রাজাপত্যেন শুধ্যতী অর্থাৎ সূর্য্য ও চন্দ্র গ্রহণে ভোজন করিয়া প্রাজাপত্য ব্রতের দ্বারা শুদ্ধ হইবে—এই বচন অনুসারে গ্রহণে ভোজনের বিধি ও নিষেধটি প্রত্যক্ষ-দৃষ্ট উপরাগ বিষয়ক, কিন্তু সমস্ত গ্রহণ বিষয়ক নহে, ইহাতে কোন প্রমাণ নাই । মুক্তিং দৃষ্ট্বা ইত্যাদি বচনের দ্বারা সেই দৃষ্ট উপরাগই প্রকৃত (অধিকৃত) হইয়াছে, এই যে আচার্য্য চূড়ামণির মত, তাহা কিন্তু সঙ্গত নহে । ১

চন্দ্রশ্চ যদি বা ভানোর্যশ্মিন্নহনি ভার্গব ! ।

গহগন্ত ভবেৎ তত্র তৎ-পূর্বাং ভোজন-ক্রিয়াম্ ॥ ২

নাচরেৎ সগ্রহে চৈব তথৈবাস্তমুপাগতে ।

যাবৎ স্যাম্নোদয়ন্তশ্চ নান্দ্রীয়াং তাবদেব তু ॥ ৩

মুক্তিং দৃষ্ট্বা তু ভুক্তীত স্নানং কৃত্বাপরেহহনি ।

ইতি বিষ্ণুধর্মোত্তরেণ সামান্যতো নিষেধাৎ । সগ্রহে—রবি-চন্দ্রাণ্ড-
রশ্মিন্ । তথৈব—সগ্রহভেদেনৈব ।

চন্দ্রসূর্যা-গ্রহে ভুক্ত্বা প্রাজাপত্যেন শুধ্যতি ।

তস্মিন্বেব দিনে ভুক্ত্বা ত্রিরাত্রাচ্ছুদ্ধিরিয্যতে ॥ ৪

ইতি দেবল-বচনেন সামান্যতঃ প্রায়শ্চিত্ত-বিধানাচ্চ । তস্মিন্বেব দিনে
ইত্যশ্চ তদ্বিবসীয়-নিষিদ্ধ-কালান্তর ইত্যর্থঃ । অত্র চ পুত্রিণো গৃহস্থশ্চ
গ্রস্তান্তেহপি নোপবাসঃ ।

আদিত্যেহহনি সংক্রান্তৌ গ্রহণে চন্দ্র-সূর্যাযোঃ ।

পারণঞ্চোপবাসঞ্চ ন কুর্যাৎ পুত্রবান্ গৃহী ॥ ৫

যেহেতু—হে ভার্গব । চন্দ্র যদি বা সূর্যের গ্রহণ যে দিবসে হইবে, তবে গ্রহণ
পূর্বে ভোজন ক্রিয়া করিবে না । চন্দ্র বা সূর্য রাহু গ্রহের সহিত সেইরূপে অন্তঃগমন
করিলে যাবৎ পর্যন্ত তাহার উদয় না হয়, তাবৎ পর্যন্ত ভোজন করিবে না । পর
দিনে গ্রহমুক্তি দেখিয়া স্নান করিয়া ভোজন করিবে । ২

এই বিষ্ণু-ধর্মোত্তর বচনের দ্বারা সামান্যভাবে গ্রহণমাত্রেই ভোজন নিষেধ
হইয়াছে । সগ্রহে অর্থ—গ্রহের (রাহুর) সহিত বর্তমান রবি ও চন্দ্রের যে কোনটি ।
তথৈব অর্থ—সগ্রহত্বরূপেই অর্থাৎ রাহু গ্রাসের কালে । ৩

চন্দ্র ও সূর্যের গ্রহণে ভোজন করিয়া প্রাজাপত্যের দ্বারা শুদ্ধ হইবে । সেই
দিনেই ভোজন করিয়া ত্রিরাত্র উপবাস হইতে শুদ্ধি হয়, ইহা ঋষি মনে করেন । ৪

এই দেবলের বচনের দ্বারা সামান্যতঃ প্রায়শ্চিত্তের বিধানও আছে । তস্মিন্বেব
দিনে, ইহার অর্থ—তৎদিবসীয় নিষিদ্ধ কালের মধ্যে । এই গ্রহণে পুত্রবান্ গৃহস্থের
গ্রস্তান্তেও উপবাস কর্তব্য নহে । যেহেতু—

পুত্রবান্ গৃহী রবিবারে, সংক্রান্তিতে, চন্দ্র ও সূর্যের গ্রহণে পারণ ও উপবাস
করিবে না । ৫

ইতি নিষেধাৎ । কিন্তু গ্রহণাৎ পূর্বং নির্দোষ-কালে পরং বা কিঞ্চিদ-
ভক্ষ্যমিতি সস্বংসরপ্রদীপ-মতং স্মার্তেনাপ্যনুমতম্ । তত্র পূর্বকরঃ
শ্রাদ্ধাদি-কর্তৃণাং ন যুক্ত ইতি বয়ম্ । “আদিত্যেহহনি” ইত্যাদি-বচনস্ত
কাম্যোপবাস-তৎপারণ-পরম্ । গ্রহপূর্ব-ভোজন-নিষেধে বিশেষমাহ
গৌতমঃ (৬)—

সূর্যাগ্রহে তু নাস্তীয়াৎ পূর্বং যাম-চতুষ্টয়ম্ ।

চন্দ্রগ্রহে তু যামাংস্ত্রীন্ বাল-বৃদ্ধাতুরৈবিনা ॥ ৭

চন্দ্রস্ত গ্রন্থোদয়ে বশিষ্ঠঃ—গ্রন্থোদয়ে বিধোঃ পূর্বং নাইর্ভোজনমাচরেৎ ।
বালবৃদ্ধাতুরেষু মার্কণ্ডেয়পুরাণং (৮)—

সায়াক্ষে গ্রহণক্ষেৎ স্মাদপরাহে ন ভোজনম্ ।

অপরাহে ন মধ্যাক্ষে মধ্যাক্ষে চেন্ন সঙ্গবে ।

সঙ্গবে গ্রহণং চেৎ স্মান্ন পূর্বং ভোজন-ক্রিয়াম্ ॥ ৯

যৎ তু গ্রন্থাস্ত-স্থলে তদ্দিনে উপবাস এব, “মুক্তিং দৃষ্ট্ৱা তু ভুঞ্জীত-
জানং কৃত্বা পরেহহনী” ইত্যাদি-বচনস্ত পূর্বদিন-ভোজন-ব্যাবর্তকত্বয়ৈব
সার্থকত্বাদিত্যাচার্য্য-চূড়ামণি মতম্ । তন্ন সম্যক্, পরেহহনি দৃষ্ট্ৱেব স্নাত্বা

এই বচনের দ্বারা উপবাসের নিষেধ হইয়াছে । কিন্তু গ্রহণের পূর্বে বা পরে
নির্দোষকালে কিছু ভক্ষণ করিবে—এই সস্বংসর প্রদীপের মত স্মার্ত কর্তৃকও অনুমত
হইয়াছে । তদ্ব্যতীত পূর্বকরটি শ্রাদ্ধাদি কর্তার পক্ষে যুক্ত নহে । ইহা আমরা বলি ।
“আদিত্যেহহনি” বচনটি কাম্য উপবাস ও তাহার পারণ ভাংপর্য্যক । গ্রহণের পূর্বে
ভোজন নিষেধে গৌতম বিশেষ বলিয়াছেন (৬)—

বালক, বৃদ্ধ ও আতুর ছাড়া কেহ সূর্য্য গ্রহণে পূর্ব চারি যাম (গ্রহণ) ভোজন
করিবে না । চন্দ্র গ্রহণে পূর্ব তিন যাম ভোজন করিবে না । ৭

চন্দ্রের গ্রন্থোদয়ে বশিষ্ঠ বলিয়াছেন—চন্দ্রের গ্রন্থোদয়ে পূর্বে দিবা ভোজন
করিবে না । বালক, বৃদ্ধ ও আতুর সস্বংসর মার্কণ্ডেয় পুরাণ বলিয়াছেন (৮)—

সায়াক্ষে যদি গ্রহণ হয়, তবে অপরাহ্নে ভোজন কর্তব্য নহে । অপরাহ্নে গ্রহণ
হইলে মধ্যাক্ষে ভোজন কর্তব্য নহে । মধ্যাক্ষে গ্রহণ হইলে সঙ্গবে, সঙ্গবে গ্রহণ হইলে
তাহার পূর্বে ভোজন করিবে না । ৯

গ্রন্থাস্ত স্থলে সে দিনে উপবাসই কর্তব্য, “মুক্তিং দৃষ্ট্ৱা তু” ইত্যাদি বচনের
পূর্বদিন ভোজনের ব্যাবর্তকরূপে সার্থক হইবে । এই যে চূড়ামণি মত—তাহা কিন্তু

ভুঞ্জীত, রোগাদিনা গ্রহণোত্তর-দিনে জ্ঞানাকরণে তৎপর-দিনে ভোজনে তু
ন জ্ঞানদর্শনাপেক্ষেত্যেতাবতৈব পরেহহনীত্যাদেঃ সার্থকত্বাৎ । ১০

এবঞ্চ— অর্দ্ধরাত্রৌ ব্যতীতে তু যদা চন্দ্রগ্রহো ভবেৎ ।

সায়ং তত্র ন ভুঞ্জীত ন তু প্রাতরভোজনম্ ॥ ১১

ইতি বৃহস্পারদীয়-বচনশ্রুতি তদ্বক্তৃ-গ্রন্থান্তেত্তর-বিষয়ত্বরূপ-সঙ্কোচো ন
যুক্তঃ, গ্রন্থান্ত-স্থলে প্রাতর্ভোজনশৈব শাস্ত্রার্থত্বাৎ, অতএব “ন স্নানমাচরেদ্
ভুক্ত্বা” ইতি মনু-বচনং গ্রহণেত্তর-বিষয়ম্, গ্রন্থান্তমিত-চন্দ্রে প্রাতর্ভোজন
শ্রুতিপুনরুজ্জানাদিতি নারায়ণোপাধ্যায়োহপ্যাহ । ১২

এবঞ্চ গ্রন্থান্তে পূর্বং পরতো বা উপবাস-ব্যাঘাতার্থং কিঞ্চিদ্ ভুক্ত্বা
পরদিনে মুক্তিমবধার্য্য স্নান-পূজা-পাকাদিকং বিধায় উদয়ে সতি মুক্তিং দৃষ্ট্বা
ভুঞ্জীত । অতত্র তু দর্শনাপেক্ষা নাস্তি । মুক্তৌ জাতায়ামেব স্নাত্বা ভুঞ্জীত,
গ্রন্থান্তোত্তরদিনে মেঘমালাদিনা মুক্ত্যদর্শনে তু উদয়কালমবধার্য্যেব
ভুঞ্জীত । ১৩

যথার্থ নহে । যেহেতু গ্রহণের পরের দিন মুক্ত চন্দ্রকে দেখিয়াই স্নান করিয়া ভোজন
করিবে । রোগাদির দ্বারা গ্রহণের পরদিনে স্নান না করিলে তাহার পরদিনে ভোজনে
কিন্তু স্নান ও দর্শনের অপেক্ষা নাই, এতাবৎ মাতেই “পরেহহনি” ইত্যাদি সার্থক
হইয়া থাকে । ১০

এই হইলে—অর্দ্ধরাত্রি অতীত হইলে যখন চন্দ্র গ্রহণ হয়, তখন সায়ংকালে ভোজন
করিবে না, কিন্তু প্রাতঃকালে অভোজন নহে অর্থাৎ ভোজন করিবে । ১১

এই বৃহস্পারদীয় পুরাণ বচনও সেই বচনোক্ত গ্রন্থান্ত ভিন্ন সমস্ত বিষয়ক, এইরূপ
সঙ্কোচ সমীচীন নহে, গ্রন্থান্ত স্থলে প্রাতর্ভোজনই শাস্ত্রার্থ । অতএব “ন স্নানমাচরেদ্
ভুক্ত্বা” অর্থাৎ ভোজন করিয়া স্নান করিবে না—এই মনুর বচন গ্রহণ ভিন্ন অন্য
বিষয়ক জানিবে । চন্দ্র রাহুগ্রন্থ হইয়া অন্তমিত হইলে প্রাতর্ভোজনও মনু কর্তৃক
অনুমত হইয়াছে, ইহা নারায়ণ উপাধ্যায়ও বলেন । ১২

এই হইলে চন্দ্র রাহুগ্রন্থ হইয়া অন্তমিত হইলে পূর্বে বা পরে উপবাস ব্যাঘাতের
জন্য কিছু ভোজন করিয়া, পর দিনে মুক্তির সময় নিশ্চয় করিয়া স্নান, পূজা, পাকাদি
করিয়া উদয় হইলে মুক্তি দেখিয়া (স্নান করিয়া) ভোজন করিবেন । অতত্র কিন্তু
দর্শনের অপেক্ষা নাই । মুক্তি হইলেই স্নান করিয়া ভোজন করিবেন । গ্রন্থান্তের পর
দিনে মেঘমালাদির দ্বারা মুক্তির দর্শন না হইলে উদয়কাল নিশ্চয় করিয়াই ভোজন
করিবে । ১৩

মেঘমালাদি-দোষেণ যদি মুক্তির্ন দৃশ্যতে ।

আকলয্য তু তং কালং ভুঞ্জীত স্নান-পূর্বকম্ ॥ ১৪

ইতি বচনাৎ । ন চেদমগ্রস্তান্তমিত-বিষয়ম্, তাবন্মাত্র-বিষয়ত্বে প্রমাণা-
ভাবাৎ । প্রত্যুত গ্রস্তান্তমিত-বিষয় এবাদং সার্থকম্, গ্রস্তান্তেতরত্র দর্শনা-
পেক্ষায়াং প্রমাণাভাবাৎ, তত্র—মুক্তে শশিনি ভুঞ্জীতেত্যেতাবন্মাত্রশ্চৈবোক্ত-
ত্বাৎ । ১৫

তাবৎ শ্রাদ্ধশুচিবিপ্রো যাবন্ মুক্তির্ন দৃশ্যতে । ইত্যাদৌ তু দর্শনবধারণম্ ।

যদৈবাস্তংগতশ্চন্দ্রো রাহোরাননগোচরঃ ।

আকলয্য তু তং কালং ক্রিয়া কার্য্য্য বিচক্ষণৈঃ ॥ ১৬

ইতি ব্রহ্মপুরাণৈকবাক্যত্বাৎ । অত্র ক্রিয়া স্নান-পাকাদিকা ভোজনেতরা ।

গ্রস্তে চান্তংগতে ত্বিন্দৌ কৃত্বা মুক্ত্যবধারণম্ ।

জ্ঞাত্বা পাকাদিকং কুর্য্যাদ্ ভুঞ্জীতেন্দুদয়ে পুনঃ ॥ ১৭

ইত্যেক-বাক্যত্বাৎ । ইন্দুদয়ে ইত্যদৃষ্টেতি শেষঃ । এবং—

যেহেতু মেঘমালাদি দোষে যদি মুক্তি দৃষ্ট না হয়, তবে সেই মুক্তির কাল নিশ্চয়
করিয়া স্নান পূর্বক ভোজন করিবে । ১৪

এই বচন আছে । এই বচন গ্রস্তান্তমিত ভিন্ন অগ্রস্ত অন্তমিত চন্দ্র বিষয়ক বলিতে
পারেন না, কারণ এই বচনের তাবৎ মাত্র বিষয়ত্বে কোন প্রমাণ নাই । পরন্তু
গ্রস্তান্তমিত বিষয়েই ইহা সার্থক । গ্রস্তান্ত ছাড়া অন্তত্র দর্শনে প্রমাণ না থাকায়
দর্শনের অপেক্ষা নাই । সে স্থলে চন্দ্র মুক্ত হইলেই ভোজন করিবে, এই মাত্রই
উক্ত হইয়াছে । ১৫

তাবৎ পর্য্যন্ত মুক্তি দেখা না যায়, তাবৎ পর্য্যন্তই বিপ্র অন্তি—ইত্যাদি বচনে যে
দর্শন কথাটি আছে, তাহা হইতেছে অবধারণ । যেহেতু—

রাহুর আশ্রয় বিষয় অর্থাৎ রাহুগ্রস্ত চন্দ্র যখনই অন্তগত হইবে, সেই কাল অবধারণ
করিয়া বিচক্ষণ ব্যক্তি ক্রিয়া করিবে । ১৬

এই ব্রহ্ম-পুরাণীয় বচনের সহিত একবাক্যতা আছে । এস্থলে ক্রিয়া হইতেছে
ভোজন ভিন্ন স্নান পাকাদি ক্রিয়া ।

চন্দ্র রাহুগ্রস্ত হইয়া অন্তগমন করিলে মুক্তির নিশ্চয় করিয়া স্নান করিয়া পাকাদি
করিবে । পুনরায় চন্দ্রের উদয়ে ভোজন করিবে । ১৭

এই বচনের সহিত একবাক্যতা আছে । চন্দ্রোদয়ে এই স্থলে অদৃষ্ট, অর্থাৎ না
দেখিয়া এইটি উক্ত করিবে । এইরূপ ভূতবচনেও আছে যে—

এতাব্যেবাস্তমন্ত রবীন্দ্র প্রাপ্তো যদি ।

তয়োঃ পরেহ্যরুদয়ে স্নাত্বাহত্যবহরেদ্ বৃধঃ ॥ ১৮

ইতি ভৃগুবচনেহপি । অত্র শাবাশৌচে বিশেষোৎপত্তৌ তদ্বিবসীয়ঃ-তৎ-
পুরুষীয়-রাহদর্শনং হেতুঃ ।

সর্বেষামেব বর্ণনাং স্মৃতকং রাহ-দর্শনে ।

স্নাত্বা কৰ্মাণি কুৰ্বীত শৃতমগ্নং বিবৰ্জয়েৎ ॥ ১৯

ইতি বচনাৎ । স্মৃতকং শাবাশৌচং বক্ষ্যমাণৈকবাক্যত্বাৎ । শৃতং পক্কং
প্রাপ্যকে ইত্যশ্চ ক্তান্তশ্চ রূপম্ । মুক্তৌ তু গ্রহণাদর্শিনামপি জননাশৌচং
জায়তে, মুক্তিমাত্রশ্চ তদ্বৈতত্বাৎ ।

গ্রহণে শাবমাশৌচং বিমুক্তৌ সৌতিকং স্মৃতম্ ।

তয়োঃ সম্পত্তিমাশ্রয়ে উপস্পৃশ্য ক্রিয়াক্রমঃ ॥ ২০

ইতি ব্রহ্মাণ্ডীয়াৎ । উপস্পৃশ্য জলং স্নাত্তেতি যাবৎ । তথাচ স্নানাপনয়-
মিদমশৌচ-দ্বয়ম্ । তেন স্নানোত্তর-পুনর্দর্শনেহপি পুনরশৌচোৎপত্ত্যা-কর্ম-
কালে দর্শনং যুক্তম্ । ২১

সূর্য ও চন্দ্র রাহগ্রস্ত হইয়াই যদি অন্তঃগমন করেন, তবে পরের দিন উদয় হইলে
স্নান করিয়া ভোজন করিবে । ১৮

এই গ্রহণ স্থলে শাবাশৌচে বিশেষের উৎপত্তিতে সেই দিবসে সেই পুরুষের রাহ-
দর্শন হেতু । যেহেতু—

রাহদর্শনে সমস্ত বর্ণেরই অশৌচ হয় । অতএব স্নান করিয়া কর্ম করিবে । শৃত
(পক) অন্ন পরিত্যাগ করিবে । ১৯

এই বচন আছে । প্রাপ্যকে প্রাপ্যত্ব উত্তর ক্তা প্রত্যয়ে নিষ্পন্ন শৃত পদেহ
অর্থ—পক । মুক্তি হইলে গ্রহণ অদর্শিগণেরও জননাশৌচ জন্মায় ; যেহেতু মুক্তিমাত্রই
তাহার হেতু । যেহেতু ব্রহ্মাণ্ড পুরাণের এই বচন আছে যে—

গ্রহণে শাবাশৌচ (স্মৃতাশৌচ) ও মুক্তিভে স্মৃতাশৌচ (জাতাশৌচ) কথিত
হইয়াছে । এই উভয়ের উপস্থিতি মাতেই জলে উপস্পর্শ (স্নান) করিয়া ক্রিয়াক্রম
হইবে । ২০

উপস্পৃশ্য—জলে স্নান করিয়া, এই তাৎপর্য্য । তাহা হইলে এই দুইটি অশৌচ
স্নানের দ্বারা দূরীভূত হয় । সেই জন্ম স্নানের পর পুনরায় দর্শনের উৎপত্তি হইলেই
পুনরায় অশৌচের উৎপত্তি হয় বলিয়াই কর্মকালে দর্শন উক্ত হইয়াছে । ২১

নেক্ষেতোত্তমাদিত্যং নাস্তং যাস্তং কদাচন ।

নোপস্পৃষ্টং ন বারিস্থং ন মধ্যং নভসোগতম্ ॥ ২২

ইতি বৈধেতরত্বেন মনুনা নিষিদ্ধঞ্চ উপস্পৃষ্টং রাহগ্রস্তম্ । আদিত্যমিত্যুপ-
লক্ষণম্ । গ্রহণেধনধ্যায়োহপি দৃষ্টোপরাগ-বিষয়ঃ, উপস্থিতত্বাদিতি
চুড়ামণি-মতং ন যুক্তম্,

ত্র্যহং ন কীর্তয়েদ্ ব্রহ্ম রাজো রাহোশ্চ সূতকে ।

ইতি মনুবচনেন সামান্যতো নিষেধাৎ । গ্রহণ-প্রযুক্ত-কালান্তর্দ্বিশ্চ ন
দীক্ষাদৌ, তত্র বিশেষ-বিধানাৎ । ২৩

জ্যোতিষে—জন্ম-সপ্তেষ্ঠ-রিপ্-ফো-দশমস্থে নিশাকরে ।

দৃষ্টো রিষ্ট-প্রদো রাহর্জন্মক্ষে নিধনেহপি চ ॥ ২৪

রিপ্-ফো দ্বাদশঃ । অক্ষোঃ নবমঃ । নিধনং সপ্তম-তারা । তথা চ—চতুর্থে
দশমে চৈব ন কুর্যাদ্ রাহদর্শনম্ । অত্র দশম ইত্যত্র পঞ্চম ইতি পাঠো
ভ্রম-মূলকঃ, পূর্ববচনৈকবাক্যতয়া দশম ইত্যশ্চৈব যুক্তত্বাৎ । ২৫

উদীয়মান ও অস্তগামী সূর্য্যকে কখনও দর্শন করিবে না । রাহগ্রস্ত, জল মধ্যস্থ ও
মধ্যাকাশ গত সূর্য্যকে দর্শন করিবে না । ২২

এই বাক্যের দ্বারা মনু কর্তৃক বৈধদর্শন ভিন্নত্বরূপে অন্য দর্শন নিষিদ্ধ হইয়াছে ।
উপস্পৃষ্ট অর্থ—রাহগ্রস্ত । আদিত্যম্ এইটি চন্দ্রেরও উপলক্ষণ । গ্রহণ সমূহে অনধ্যায়ও
দৃষ্ট উপরাগ বিষয়, যেহেতু উহা উপস্থিত আছে । এই চুড়ামণি মত সমীচীন
নহে । যেহেতু—রাজার পুত্র জন্মাদি অশৌচে এবং রাহর চন্দ্র ও সূর্য্যের উপরাগরূপ
অশৌচে তিনদিন ব্রহ্ম (বেদ) অধ্যয়ন করিবে না—এই মনু বচনের দ্বারা সামান্য-
ভাবে বেদাধ্যয়নের নিষেধ হইয়াছে । দীক্ষাদিতে গ্রহণ প্রযুক্ত কালের অন্তর্ভুক্ত
নাই । সেখানে বিশেষ বিধান আছে । ২৩

জ্যোতিষে বলিয়াছেন—চন্দ্র জন্মরাশি হইতে সপ্তম, অষ্টম, দ্বাদশ ও দশম স্থানে
এবং জন্ম নক্ষত্রে ও নিধন তারার অবস্থিত হইলে ও সেই সময় রাহ দৃষ্ট হইলে
অরিষ্টপ্রদ হয় । ২৪

রিপ্-ফো—দ্বাদশ । অক্ষ—নবম । নিধন—নবম তারা । সেইরূপ আরও বলিয়াছেন—
চতুর্থে ও দশমে রাহকে দর্শন করিবে না । এই শ্লোকে দশমে এই স্থলে পঞ্চমে এই পাঠ
ভ্রমমূলক । পূর্ববচনের সহিত এক বাক্যতাবশতঃ দশমে এই পাঠই সমীচীন । ২৫

নহু জ্যোতিঃ-শাস্ত্রোক্ত-জন্মচন্দ্রাদি-রাহদর্শন-নিষেধো হিংসাবৎ রাগপ্রাপ্ত-
পরোহস্ত, ন তু বৈধপরোহপীতি চেন্ন (২৬)—

একরাত্রয়ুপোষ্ট্যৈব রাহং দৃষ্ট্বাক্ষয়ং নরঃ ।

পুণ্যমাপ্নোতি কৃতা চ জ্ঞানং দানং বিধানতঃ ॥ ২৭

ইত্যনেন দর্শনোক্ত-জ্ঞানস্য পুণ্যজনকত্বাৎ দর্শনস্তাপি বৈধত্বেন
প্রকৃতত্বাপস্থিতস্য বৈধদর্শনস্যৈব হি পৰ্য্যদাসো ন তু রাগপ্রাপ্ত-দর্শনস্য
নিষেধঃ, অপ্রকৃতত্বেনাপস্থিতেঃ । যথা দীক্ষিতো ন দদাতীত্যত্র “অহ-
রহদৃষ্টাদি”তি বিধিপ্রাপ্তস্য দানস্যৈব নিষেধো ন তু রাগপ্রাপ্তস্তাপি । তথাচ
সপ্তম-চন্দ্রাদীতরো “রাহং দৃষ্ট্বা জ্ঞানাদি”ত্যাদিকো বিধিঃ । এবঞ্চ
বৈধদর্শন-পৰ্য্যদাসেহপি নিন্দা-প্রায়শ্চিত্তয়োঃ শ্রবণাদ্ রাগপ্রাপ্ত-দর্শনস্য
প্রসহ-প্রতিষেধঃ ঋতুভিগম-নির্গম পর্বণঃ পৰ্য্যদস্তত্ত্বেহপি তত্র রাগ-প্রাপ্ত-
গমনস্য প্রসহ-প্রতিষেধবৎ । তথাচ সপ্তম-চন্দ্রাদৌ রাহ-দর্শনে পুণ্যমেব ন
জায়তে । অতএব “দৃষ্টো নেষ্ট-প্রদো রাহরি”তি চ দেশ-বিশেষীয়-পাঠোহপি
সাধু যুজ্যতে । এবঞ্চ জন্মচন্দ্রাদি-নিষিদ্ধ কালীনেতর-রাহদর্শনমেব তত্ত্ব-
ক্রিয়াসু নিমিত্তম্ । এবমেব স্মার্তাদয়ঃ । ২৮

আচ্ছা, জ্যোতিষ শাস্ত্রোক্ত জন্ম-চন্দ্রাদিতে রাহদর্শনের নিষেধটির ছাগাদি জীব
হিংসার স্থায় রাগপ্রাপ্ত বিষয়ে তাৎপর্য্য হউক, বৈধ দর্শন-তাৎপর্য্যক না হউক, এই
যদি কেহ বলেন । উত্তরে বলিব—না (২৬)—

মানব একরাত্রি উপবাস করিয়া রাহকে দেখিয়া এবং বিধিপূর্বক জ্ঞান ও দান
করিয়া অক্ষয় পুণ্য লাভ করে । ২৭

এই বচনের দ্বারা দর্শনের পর জ্ঞানের পুণ্য জনকত্ব হেতু দর্শনেরও বৈধত্ব প্রকৃত
(অধিকৃত—বাস্তব) হওয়ায় উপস্থিত বৈধদর্শনেরই নিষেধ হইয়াছে, রাগপ্রাপ্ত দর্শনের
নিষেধ হয় নাই, যেহেতু উহা অপ্রকৃত বলিয়া উপস্থিত হয় নাই । যেমন দীক্ষিত ব্যক্তি
দান করিবে না, এই স্থলে “অহরহঃ দান করিবে”—এই বিধিপ্রাপ্ত দানেরই নিষেধ,
কিন্তু রাগপ্রাপ্ত দানেরও নিষেধ নহে । তাহা হইলে সপ্তমচন্দ্র হইতে অস্ত্র ব্যক্তি রাহকে
দেখিয়া জ্ঞান করিবে, ইত্যাদি বিযয়ক বিধি । এই হইলে বৈধদর্শনের নিষেধেও
নিন্দা ও প্রায়শ্চিত্তের শ্রবণ আছে বলিয়া রাগপ্রাপ্ত দর্শনের প্রসহ-প্রতিষেধ । যেমন
পর্বকালে ঋতুতে স্ত্রীতে উপগমন নিষিদ্ধ হইলেও রাগপ্রাপ্ত গমনের প্রসহ প্রতিষেধ
হইয়াছে । তাহা হইলে সপ্তমচন্দ্রাদিতে রাহর দর্শন হইলে পুণ্যই জন্মায় না । এইজন্য

কেচিৎ তু নিষিদ্ধ-কালীন-চাক্ষুষমপি নিমিত্তম্ অনিষ্ট-জনকমপি ভবত্যেব,
কিন্তু গ্রহণকালে তৎ-পরতো বা প্রতীকার: কার্য্য ইতি বদন্তি । অনিষিদ্ধ-
চন্দ্রাদাববৈধার্থ-রাহুদর্শনমপ্যনিষ্টজনকমিতি প্রসঙ্গাদ্ বিবেচিতমিত্যস্তাং
বিস্তর: । ২৯

ইদমত্রাবধেয়ং—পঞ্চাঙ্গাতিরিক্তেহহোরাত্র-জপাদৌ পুরশ্চরণপদং গোণং
জপমাত্রপরম্ । তত্র হোমাদিকং নাস্তি, প্রমাণাতাবাৎ । এবং পঞ্চাঙ্গ-পুরশ্চরণে
কৃত এব খণ্ড-পুরশ্চরণে শাস্তি-বশ্যাভিচারাদি-প্রয়োগে চাধিকার: ন তদুত্থা ।
অথ জপ-হোম-তর্পণাভিষেক-ব্রাহ্মণ-ভোজনানাং পঞ্চানামেব সমং প্রাধান্য-
মিতি সাম্প্রদায়িকাঃ । জপোহঙ্গী, অন্ত্রচতুষ্টয়মঙ্গমিতি কেচিৎ । ৩০

অথ পুরশ্চরণ-প্রয়োগ:

তাবদ্ধূমে: পরিগ্রহং কৃত্বা পুরশ্চরণারম্ভাৎ প্রাক্ তৃতীয়-দিবসে ক্ষৌরাদিকং
বিধায় বেদিকায়াশ্চতুর্দিক্ষু ক্রোশং ক্রোশদ্বয়ং বা ক্ষেত্রং চতুরশ্রমাহারাদি-
বিহারার্থং পরিকল্প্য তত্র কূর্মচক্রানুগুণং মণ্ডপং বিধায় এক-ভক্তং কুৰ্য্যাৎ । ১

“দৃষ্টোহনিষ্টপ্রদো রাহুঃ”—এই দেশবিশেষের পাঠও সুসঙ্গত হয় । সুতরাং জন্মচন্দ্রাদি
নিষিদ্ধকালীন ছাড়া অন্য কালীন রাহুর দর্শনই সেই সেই ক্রিয়াতে নিমিত্ত । স্মার্ত্ত
প্রভৃতিও এইরূপই বলিয়াছেন । ২৮

কেহ কেহ এই বলেন—নিষিদ্ধকালীন চাক্ষুষ দর্শনও তৎ তৎ ক্রিয়ার নিমিত্ত;
অনিষ্ট জনকও হইবেই । পরন্তু গ্রহণকালে বা তাহার পরে অনিষ্টের প্রতীকার
কর্তব্য । অনিষিদ্ধ চন্দ্রাদি বিষয়ে অবৈধার্থ রাহুদর্শনও অনিষ্ট জনক, ইহা প্রসঙ্গতঃ
বিবেচিত হইয়াছে । আর বিস্তরের প্রয়োজন নাই । ২৯

এস্থলে ইহা অবধারণ করুন । পঞ্চাঙ্গভিন্ন অহোরাত্র জপাদিতে পুরশ্চরণপদ
গোণ জপমাত্র তাৎপর্য্যক, সেস্থলে হোমাদি নাই, যেহেতু তাহাতে প্রমাণ নাই । এই
হইলে পঞ্চাঙ্গ পুরশ্চরণ করিলেই খণ্ড পুরশ্চরণে ও বশ্য, শাস্তি, অভিচারাদি প্রয়োগে
অধিকার হয় ; অন্যথা অধিকার হয় না । জপ, হোম, তর্পণ, অভিষেক ও ব্রাহ্মণ-
ভোজন—এই পাঁচটিরই তুল্য প্রাধান্য, ইহা সাম্প্রদায়িকগণ বলেন । কেহ কেহ বলেন
—জপ অঙ্গী (প্রধান), অন্ত্র চারিটি অঙ্গ (অপ্রধান সহায়ক) । ৩০

অনন্তর পুরশ্চরণ প্রয়োগ কথিত হইতেছে । শাস্ত্রোক্ত পরিমাণ ভূমি অধিকার
করিয়া পুরশ্চরণ আরম্ভের পূর্ব তৃতীয় দিবসে ক্ষৌরাদি করিয়া বেদীর চারিদিকে
ক্রোশ পরিমাণ বা ক্রোশ-দ্বয় চতুরশ্র ভূমি আহারাদির জন্ত ও বিচরণের জন্ত

ততঃ পরদিনে স্নানাদিকং বিধায় অশ্বখোড়স্বর-প্রক্ষাণামন্যতমস্য বিতস্তি-
মাজান্ দশকোলান্ ও নমঃ সুদর্শনায় অস্ত্রায় ফড়িতি মন্ত্রেণাষ্টোত্তর-শতাতি-
মস্ত্রিতান্ বেদিকায়াঃ পূর্বাচ্চষ্টে দিক্-ইন্দ্রেশানয়োনির্ঝাতি-বরুণয়োর্মধ্যে চ (২)—

ও যে চাত্ত বিঘ্নকর্তারো দিবি ভুব্যস্তরীক্ষগাঃ ।

বিঘ্নভূতাশ্চ যে চান্তো মম মস্ত্রস্য সিদ্ধিষু ॥ ৩

ময়ৈতৎ কীলিতং ক্ষেত্রং পরিত্যজ্য বিদূরতঃ ।

অপসর্পন্ত তে সর্বে নির্বিঘ্না সিদ্ধিরস্ত মে ॥ ৪

ইত্যনেন নিখন্ড তেষু ও সুদর্শনায় অস্ত্রায় ফড়িতি মন্ত্রেণাষ্ট্রং সংপূজ্য
পূর্বাচ্চষ্ট-দিক্-ইন্দ্রাদীন্ ইন্দ্রেশানয়োর্মধ্যে ব্রহ্মাণং নির্ঝাতি-বরুণয়োর্মধ্যে-
নস্তং ও ভূভূবঃ স্বরিন্দ্র লোকপাল ইহাগচ্ছেত্যাদি-ক্রমেণাবাহ পঞ্চোপচারৈঃ
পূজয়েৎ । ৫

ততো মধ্যস্থানে ক্ষেত্রপালং বাস্তুশিখং সংপূজ্য সর্ববিঘ্ন-বিনাশার্থং গণেশং
পূজয়েৎ । যথা—ও অদ্যেত্যাদি অমুকগোত্রঃ শ্রীঅমুকঃ মংকর্তব্যামুক-
দেবতামুক-মস্ত্রপুরশ্চরণ-কর্মণি অশেষ-বিঘ্নবিনাশার্থং গণেশপূজনমহং করিষ্যে

পরিকল্পিত করিয়া সেইখানে কূর্মচক্রের অনুকূল মণ্ডপ নির্মাণ করিয়া একবার আহার
করিবেন । ১

তাহার পরদিনে স্নানাদি করিয়া অশ্বখ, যজ্ঞোড়স্বর, ও প্লক্ষ (পাঁকুড়) উহাদের
ষে কোন একটির বিতস্তি পরিমাণ দশটি কীলককে ও সুদর্শনার অস্ত্রার ফটু এই মন্ত্রে
অষ্টোত্তর শত (১০৮) বার অভিমস্ত্রিত করিয়া বেদীর পূর্বাদি আটটি দিকে এবং ইন্দ্র
(পূর্ব) ও ইশান এবং নির্ঝাতি ও বরুণের মধ্যে ও যে চাত্ত বিঘ্ন-কর্তারো ইত্যাদি
মূলোক্ত মন্ত্রের দ্বারা ধনন (গর্ত) করিয়া সেই গর্ত সমূহে ও সুদর্শনার ইত্যাদি
মন্ত্রের দ্বারা অস্ত্রকে পূজা করিয়া, পূর্বাদি আটটি দিকে ইন্দ্রাদি অষ্ট দিক্-পালকে,
ইন্দ্র ও ইশানের মধ্যে ব্রহ্মাকে এবং নির্ঝাতি ও বরুণের মধ্যে অনন্তকে ও ভূভূবঃ
স্বঃ ইন্দ্র লোকপাল ইহাগচ্ছ ইহাগচ্ছ ইত্যাদি ক্রমে আবাহন করিয়া পঞ্চোপচারে
পূজা করিবেন । ২-৫

তাহার পর মধ্যস্থানে ক্ষেত্রপাল ও বাস্তুপতিকে পূজা করিয়া সর্ববিঘ্ন বিনাশের
জন্য গণেশকে পূজা করিবেন । প্রথমে ও অদ্যেত্যাদি মূলোক্ত বাক্যে সঙ্কল্প করিয়া
বেদীমধ্যে পঞ্চোপচারে গণেশকে পূজা করিবেন । তাহার পর মাষকলাই প্রভৃতির

ইতি সঙ্কল্প্য বেদিমধ্যে পঞ্চোপচারৈর্গণেশং পূজয়েৎ । ততো মাসভক্তাদিনা
পূজিত-দেবতাভ্যো বলিং দত্ত্বাৎ । ৬

ততঃ— ওঁ যে রৌদ্রা রৌদ্র-কর্মাণো রৌদ্রস্থান-নিবাসিনঃ ।

মাতরোহপ্যগ্রপাশ্চ গণাধিপত্যশ্চ য়ে ॥ ৭

বিস্বভূতাশ্চ যে চান্দ্রে দিগ্বিদিক্ষু সমাশ্রিতাঃ ।

সর্বৈ তে প্রীত-মনসঃ প্রতিগৃহস্থিমাং বলিমাং ॥ ৮

ইত্যনেন দশদিক্ষু ভূতেভ্যো বলিং দত্ত্বাৎ । ততঃ—ওঁ অগ্নেত্যাदि অমুক-
দেবশর্ম। জাতাজাত-যাবৎ-পাপক্ষয়-কামোহষ্টৌত্তর-সহস্রামুকদেবতাগায়ত্রী-
জপমহং করিষ্যে ইতি সঙ্কল্প্য তত্তদ্-গায়ত্রীং তাবজ্জপ্ত্বা উপবাসং হবিষ্যং
বা কুর্য্যাৎ । ততঃ পরদিনে উষসি স্নানাদি বিধায় স্বস্তি বাচ্য অগ্নামুকমাস্য-
মুক-রাশিস্থে ভাস্করেহমুকপক্ষেইমুকতিথাবারভ্য অমুকগোত্রঃ অমুকঃ ইষ্টমন্ত্র-
মুচ্চার্য। ইতাস্যামুকদেবতা-মন্ত্রস্য সিদ্ধিকামস্তল্লক্ষজপ-তৎকরণকাযুত-হোম-
সহস্রতর্পণ-শতাভিষেক-ভোজন-জ্ঞাত-দশব্রাহ্মণ-তৃপ্ত্যুৎপাদনরূপ-পঞ্চাঙ্গ-
পুরশ্চরণমহং করিষ্যে ইতি সংকল্পং বিধায় জপং কুর্য্যাৎ^১ । ততো জপ-
পূর্ত্তী জপ-দশাংশেন হোমস্ততো হোম-দশাংশেন তর্পণং ততস্তর্পণ-দশাংশে-
দ্বারা পূজিত দেবতাগণকে বলি দিবেন । তাহার পর—ওঁ যে রৌদ্রা ইত্যাদি মূলোক্ত
মন্ত্রের দ্বারা দশদিকে ভূতগণকে বলি দিবেন ।

তাহার পর ওঁ অগ্নেত্যাदि মূলোক্ত বাক্যে গায়ত্রী জপের সঙ্কল্প করিয়া মন্ত্র দেবতার
গায়ত্রী সহস্র পরিমাণ জপ করিয়া উপবাস বা হবিষ্য করিবেন । তাহার পরদিন
উষাকালে স্নানাদি করিয়া স্বস্তিবাচন করিয়া ওঁ অগ্নেত্যাदि মূলোক্ত বাক্যে পুরশ্চরণ
সঙ্কল্প করিয়া জপ করিবেন । ৬-৮

তাহার পর জপের সংখ্যার পূরণ হইলে জপের দশাংশ পরিমাণে হোম, তাহার
পর হোমের দশাংশ পরিমাণে তর্পণ, তাহার পর তর্পণের দশাংশ পরিমাণে অভিষেক ।

১। খ—দেবশর্ম। অমুকদেবতারা অমুকমন্ত্র-সিদ্ধি-প্রতিবন্ধকাশেব-দ্বরিতক্ষয়-পূর্বকামুকমন্ত্রসিদ্ধি-
কামো যাবতা কালেন সেৎগতি তাবৎকাল-পর্যন্তমমুকমন্ত্রস্যোহং সংখ্যাজপ-তদদশাংশ-হোম-তদদশাংশ-
তর্পণ-তদদশাংশাভিষেক-তদদশাংশ-ব্রাহ্মণ-ভোজনরূপ-পুরশ্চরণমহং করিষ্যে ইতি সঙ্কল্পয়েৎ । হোম-
করণাদ্যন্যজ্ঞো তু ইয়ৎসংখ্য-জপ-তদদশাংশ হোম বিগুণজপ-হোমদশাংশ-তর্পণ-তদদশাংশাভিষেকেন্ত্যা
দিকমভিসপেৎ । ততঃ সামান্তপূজাং বিধায় জপং কুর্য্যাৎ । ততো জপ-পূর্ত্তী দশাংশেন হোম-
স্তততর্পণম্ । তর্পণবাক্যস্ত স্নান-প্রকরণে বোধ্যম্ । ততোহভিষেকঃ । যথা—মূলমুচ্চার্য্য নমো অমুক-
দেবতানহমভিষিকামীতি । শক্তিবিবরে তু শেষে নমঃ পদম্ । ততোহভিষেকদশাংশশেত্যাदि পাঠঃ ।

নাভিষেকঃ । ততোহভিষেক-দশাংশ-সংখ্য-ব্রাহ্মণান্ মিষ্টান্নৈর্ভোজয়েৎ ।
অথবা প্রত্যহমেব জপানুসারাদ্বৈতাদিকং কর্তব্যম্ । ততো ব্রাহ্মণ-
ভোজনান্তে দেবতায়ামহতীং পূজাং কৃত্বা গুরুং সম্পূজ্য তস্মৈ দক্ষিণাং
দত্ত্বাৎ । যথা—ওঁ অদ্যেত্যাদি কৃতৈতদমুকদেবতামুকমন্ত্র-পুরশ্চরণ-কর্মণঃ
সাক্ষ্যত্বার্থং দক্ষিণা-মিদং কাঞ্চনং বহ্নিদৈবতং অমুকদেবশর্মণে গুরবেহং
সম্প্রদদে ইতি । ততোহচ্ছিদ্ৰাবধারণম্ । ৯

অথ গ্রহণপুরশ্চরণ-বিধিঃ

যথা—ওঁ অদ্যেত্যাদি রাহুগ্রাস্তে নিশাকরে দিবাকরে বা অমুকগোত্রঃ
শ্রী অমুকদেবশর্মা ইত্যন্তমুচ্চাৰ্য্য ইষ্টমন্ত্রমুচ্চাৰ্য্য ইত্যস্যামুকদেবতামন্ত্রশ্চ
সিদ্ধিকামো গ্রাসাদ্ বিমুক্তি-পর্য্যন্তং জপরূপ-পুরশ্চরণমহং করিষ্যে ইতি
সঙ্কল্প্য তাবৎকালং জপেৎ । অত্র শ্রাসাদুপেক্ষা নাস্তি, ব্যবধায়কত্বাৎ ।
ততো মুক্ত্যবধারণে—

ওঁ উত্তিষ্ঠ গম্যতাং রাহো ! ত্যজ্যতাং সূর্য্যসঙ্গমঃ ।

কর্মচাণ্ডাল-যোগোথং কুরু পাপক্ষয়ং মম ॥

ইত্যুচ্চাৰ্য্য শ্রায়াৎ । সূর্য্যেত্যত্র কচিচ্চন্দ্রঃ । ততো^১ আচারাদর্ঘ্যমপি
চন্দ্রায় সূর্য্যায় বা দত্ত্বাৎ । ১০

তাহার পর অভিষেকের দশাংশ সংখ্যার ব্রাহ্মণগণকে মিষ্টান্নসমূহের দ্বারা ভোজন
করাইবেন । অথবা প্রত্যহই জপ সংখ্যানুসারে হোম প্রভৃতি কর্তব্য । তাহার পর
ব্রাহ্মণ ভোজনের অন্তে দেবতার মহতী পূজা করিয়া গুরুকে পূজা করিয়া সেই
গুরুকে ওঁ অদ্যেত্যাদি মূলোক্ত বাক্যে কাঞ্চন দক্ষিণা উৎসর্গ করিয়া দিবেন ।
তাহার পর অচ্ছিদ্ৰাবধারণ করিবেন । ৯

অনন্তর গ্রহণ পুরশ্চরণের বিধি কথিত হইতেছে । ওঁ অদ্যেত্যাদি মূলোক্ত সঙ্কল্প
বাক্যে গ্রহণ পুরশ্চরণের সঙ্কল্প করিয়া রাহুর গ্রাস হইতে মুক্তি পর্য্যন্ত সমস্ত সময়ই
ইষ্ট মন্ত্র জপ করিবেন । এখানে শ্রাস কাল সঙ্কলিত গ্রাস হইতে জপের ব্যবধান করে
বলিয়া অর্থাৎ অবিচ্ছেদে জপের ব্যাখ্যাত হয় বলিয়া শ্রাসাদির অপেক্ষা নাই । তাহার
পর মুক্তি নিশ্চয় করিয়া ওঁ উত্তিষ্ঠ ইত্যাদি মূলোক্ত মন্ত্র উচ্চারণ করিয়া স্নান
করিবেন । স্নান মন্ত্রে সূর্য্য গ্রহণ স্থলে সূর্য্য-সঙ্গমঃ, কোন স্থলে চন্দ্র গ্রহণ স্থলে সূর্য্য

১। খ—দেবশর্মা অমুকদেবতায়ামুকমন্ত্র সিদ্ধিকাম ইত্যেবং পাঠঃ । ২। খ—তাবদিত্তি
নাস্তি । ৩। খ—তত ইত্যাদি দদ্যাদিত্যন্তঃ পাঠো নাস্তি ।

তত্ত্বদিনে তৎপর-দিনে বা আনাদিকং বিধায় ওঁ অগ্নেত্যাদি কৃতৈতদ্-
গ্রহণকালীনেয়ং সংখ্য-জপ-দশাংশহোমং দশাংশ-হোম-দ্বিগুণ-জপং বাহং
করিশ্বে ইতি সংকল্প্য তথা কুর্য্যাৎ । ততঃ ওঁ অগ্নেত্যাদি হোমদশাংশ-তর্পণ-
মহং করিশ্বে ইতি তথা কৃত্বা পুনরগ্নেত্যাদি তর্পণ-দশাংশাভিষেকমহং
করিশ্বে ইতি তথা কৃত্বা পুনরগ্নেত্যাদি অভিষেক-দশাংশ-ব্রাহ্মণভোজনমহং
কারয়িশ্বে ইতি সংকল্প্য তথা কুর্য্যাৎ । দক্ষিণাদিকঞ্চ পূর্ববৎ । ১১

অথ রহস্য-পুরশ্চরণম্ ।

যথা কালীতন্ত্রে—অথবাণ্য প্রকারেণ পুরশ্চরণমিচ্ছতে ।

কুজে বা শনিবারে বা নরমুণ্ডং সমাহৃতম্ ॥ ১২

পঞ্চগব্যেন মিলিতং চন্দনাত্তৈবিশেষতঃ ।

নিষ্কিপ্য ভূমৌ হস্তাঙ্ক-মানতঃ কাননে বনে ॥ ১৩

পদের স্থানে চন্দ্র পদ দিতে হইবে । তাহার পর আচারবশতঃ সূর্য্য গ্রহণে সূর্য্যকে
এবং চন্দ্র গ্রহণে চন্দ্রকে অর্ঘ্য দিবেন । ১০

তাহার পর সেই দিনে বা তাহার পর দিনে জানাদি করিয়া ওঁ অগ্নেত্যাদি
সঙ্কল্প বাক্য উচ্চারণ পূর্বক সঙ্কল্প করিয়া সঙ্কল্পের অনুরূপ অর্থাৎ গ্রহণ কালীন জপ
সংখ্যার দশাংশ হোম অথবা হোমে অসমর্থ হইলে হোমের দ্বিগুণ জপ করিবেন ।
তাহার পর মূলোক্ত সঙ্কল্প বাক্য উচ্চারণ করিয়া তর্পণের সঙ্কল্প করিয়া সেইরূপ অর্থাৎ
হোমের দশাংশ সংখ্যক তর্পণ করিয়া, পুনরায় মূলোক্ত প্রকারে সঙ্কল্প বাক্য উচ্চারণ
করিয়া অভিষেকের সঙ্কল্প করিয়া সেইরূপ অভিষেক করিয়া, পুনরায় মূলোক্ত প্রকারে
সঙ্কল্প বাক্য উচ্চারণ পূর্বক ব্রাহ্মণ ভোজনের সঙ্কল্প করিয়া সেইরূপ অর্থাৎ অভিষেকের
দশাংশ সংখ্যায় পূর্ববৎ ব্রাহ্মণ ভোজন করাইবেন । পূর্ববৎ দক্ষিণাদি দিবেন । ১১

অনন্তর রহস্য পুরশ্চরণ কথিত হইতেছে । যেমন কালীতন্ত্রে বলিয়াছেন—অথবা
অস্ত্র প্রকারে পুরশ্চরণ অভিপ্রেত হইয়া থাকে । মঙ্গলবার অথবা শনিবারে সংগৃহীত
নরমুণ্ডকে পঞ্চগব্যের সহিত বিশেষতঃ চন্দনাদির সহিত মিলিত করিয়া কাননে অথবা

১। তত্র কৃতপূর্বহবিষ্যামঃ পরদিনে ব্রাহ্মমুহুর্ত্তে জানাদিকং কৃত্বা স্বস্তিবাচনপূর্বকং সংকল্পং
কুর্য্যাৎ যথা—অন্যামুকে বাস্তমুকপক্ষে অমুকতিথৌ রবেকদয়মারভ্য রবেকদগুণ্যন্তং অমুকগোত্রঃ শ্রী
অমুকদেবশর্মা অমুকমন্ত্রসিদ্ধিকামো অমুকদেবভার্যা অমুকমন্ত্রস্ত জপরূপপুরশ্চরণমহং করিশ্বে ইতি
সঙ্কল্য তাত্ত্বজপং কৃত্বা দক্ষিণাং দৃষ্ট্যৎ । অন্ততঃ তু রবেকদয়মারভ্য রবেকদগুণ্যন্তমিতি বিশেষঃ ।
অত্র যদ্যপি জপমাত্রেণৈব পুরশ্চরণং ন ব্রাহ্মণভোজনমপি পুরশ্চরণাকং যাদি চাক্রানীতি বচনাৎ
সামান্ততঃ প্রাপ্ত-ব্রাহ্মণ-ভোজনমপি কারয়িতব্যমিতি ।

তত্র তদ্বিবসে রাত্রৌ সহস্রং যদি মানতঃ ।

একাকী প্রজপেৎ মন্ত্রী স ভবেৎ কল্প-পাদপঃ ॥ ১৪

অথবাণ্ড-প্রকারেণ পুরশ্চরণমিচ্ছতে ।

শবমানীয় তদ্-বারে তেনৈব পরিখন্ত চ ॥ ১৫

তদ্দিনাং তদ্দিনং যাবৎ তাবদষ্টোত্তরং শতম্ ।

স ভবেৎ সর্বসিদ্ধীশো নাত্র কার্য্যা বিচারণা ॥ ১৬

তেনৈব হস্তার্দ্ধমানেনৈব ।

অথবাণ্ড-প্রকারেণ পুরশ্চরণমিচ্ছতে ।

অষ্টম্যাঞ্চ চতুর্দশ্যাং পক্ষয়োরুভয়োৱপি ॥ ১৭

সূর্য্যোদয়ং সমারভ্য যাবৎ সূর্য্যোদয়াস্তরম্ ।

তাবজ্জপ্ত্বা নিরাতঙ্কঃ সর্বসিদ্ধীশ্বরো ভবেৎ ॥ ১৮

অথবাহন্ত-প্রকারেণ পুরশ্চরণমিচ্ছতে ।

শরৎকালে চতুর্থ্যাদি-নবম্যস্তং বিশেষতঃ ॥ ১৯

ভক্তিতঃ পূজয়িত্বা তু রাত্রৌ তাবৎ সহস্রকম্ ।

জপেদেকাকী বিজনে কেবলং তিমিরালয়ে ॥ ২০

অষ্ট-্যাং-নবম্যস্তমূপবাস-পরো ভবেৎ ।

স ভবেৎ সর্বসিদ্ধীশো নাত্র কার্য্যা বিচারণা ॥ ২১

বন ভূমিতে হস্তার্দ্ধ পরিমাণ গর্ত কবিতা তাহাতে পুতিয়া মন্ত্রজ্ঞ মানব যদি একাকী সেইখানে সেই দিবসে রাত্রিতে সহস্র সংখ্যক মন্ত্র জপ করিতে পারে, সে কল্পবৃক্ষ তুল্য হইবে । ১২-১৪

অথবা অণ্ড প্রকারে পুরশ্চরণ ইচ্ছা করি । যিনি সেই শনি বা মঙ্গলবারে শব যুক্ত আনিয়া সেইভাবে পুতিয়া সেদিন হইতে সেই দিন যাবৎ তাবৎকাল অষ্টোত্তর শত (১০৮) বার মন্ত্র জপ করিবেন, তিনি সর্বসিদ্ধির অধিপতি হইবেন । এহলে সংশয় নাই । ১৫-১৬ তৈনৈব কথাটির অর্থ—হস্তার্দ্ধ পরিমাণেই ।

অথবা অণ্ড প্রকারে পুরশ্চরণ ইচ্ছা করি । গুরু ও কৃষ্ণ উভয় পক্ষেই অষ্টমী ও চতুর্দশীতে সূর্য্যোদয় হইতে অণ্ড সূর্য্যোদয় পর্য্যন্ত নিরাতঙ্ক হইয়া তাবৎ পরিমাণ জপ করিয়া সমস্ত সিদ্ধির অধিপতি হইতে পারেন । ১৭-১৮

অথবা অণ্ড প্রকারে পুরশ্চরণ ইচ্ছা করি । যিনি শরৎকালে চতুর্থী হইতে নবমী পর্য্যন্ত ভক্তিপূর্বক বিশেষভাবে দেবীর পূজা করিয়া একাকী রাত্রিতে নির্জন অন্ধকার

তাবৎ সহস্রকমিতি ষড়্দিবস-সাধ্যত্বাৎ ষড়্‌সহস্রমিতি তাদ্বিকাঃ^১ ।
তৎ-তৎ-সংখ্যায়া চ প্রত্যহং রাত্রৌ জপেদিত্যর্থঃ । মুণ্ডমালাতন্ত্রে (২২)—

কৃষ্ণাষ্টমীং সমারভ্য যাবৎ কৃষ্ণাষ্টমী ভবেৎ ।

সহস্র-সংখ্য-জপেন পুরশ্চরণমিচ্ছতে ॥ ২৩

কৃষ্ণাং চতুর্দশীং প্রাপ্য নবম্যস্তং মহোৎসবে ।

অষ্টমী-নবমী রাত্রৌ পূজাং কুর্যাদ্ বিশেষতঃ ॥ ২৪

দশম্যাং পারণং কুর্য্যাৎ মংস-মাংসাদিভিবুতম্ ।

ষট্‌সহস্রং জপেন্ নিত্যং ভক্তিভাব-পরায়ণঃ ॥ ২৫

চতুর্দশীং সমারভ্য যাবদন্থা চতুর্দশী ।

তাবজ্জপে মহেশানি ! পুরশ্চরণমিচ্ছতে ।

কেবলং জপমাত্রেন মন্ত্রাঃ সিদ্ধা ভবন্তি হি ॥ ২৬

সূর্যোদয়ং সমারভ্য যাবৎ সূর্যোহস্তগো ভবেৎ ।

তাবজ্জপে মহেশানি ! পুরশ্চরণমিচ্ছতে ॥ ২৭

গৃহে তাবৎ সহস্র জপ করিবেন । অষ্টমী হইতে নবমী পর্য্যন্ত উপবাস পরায়ণ হইবেন ।

তিনি সমস্ত সিদ্ধির অধিপতি হইবেন । ইহাতে কোন বিচার করিবে না । ১৯-২১

তাবৎ সহস্রকম্ অর্থ—জপটি ছয় দিন সাধ্য বলিয়া ছয় সহস্র । ইহা তাদ্বিকগণ
বলেন । সেই সহস্র সংখ্যায় প্রত্যহ রাত্রিতে জপ করিবেন—এই অর্থ । মুণ্ডমালা-
তন্ত্রে বলিয়াছেন (২২)—

কৃষ্ণাষ্টমী হইতে আরম্ভ করিয়া অপর একটি কৃষ্ণাষ্টমী যে সময়ে হইবে । সেই
পর্য্যন্ত সহস্র সংখ্যায় জপের দ্বারা পুরশ্চরণ অভিপ্রেত হইয়া থাকে । ২৩

কৃষ্ণ চতুর্দশী প্রাপ্ত হইয়া (হইতে) নবমী পর্য্যন্ত মহোৎসবে অষ্টমী ও নবমীর
রাত্রিতে বিশেষভাবে পূজা করিবে । ২৪

দশমীতে মংস, মাংসাদির সহিত পারণ করিবে । ভক্তি ও ভাব-পারায়ণ হইয়া
প্রত্যহ ত্রয় হাজার জপ করিবে । ২৫

হে মহেশানি ! চতুর্দশী হইতে আরম্ভ করিয়া অন্ত চতুর্দশী পর্য্যন্ত সেই পরিমাণ জপে
পুরশ্চরণ অভিপ্রেত হইয়া থাকে । কেবল জপমাত্রের দ্বারা মন্ত্রসিদ্ধ হইয়া থাকে । ২৬

সূর্যোদয় হইতে আরম্ভ করিয়া যাবৎ (যখন) সূর্য্য অস্তগত হন, হে মহেশানি ।
তাবৎ পর্য্যন্ত জপেও পুরশ্চরণ অভিপ্রেত হইয়া থাকে । ২৭

অথ বীরসাধনম্

তদন্তঃ বীরতন্ত্রে—অষ্টম্যাক্ষ চতুর্দশাং পক্ষয়োক্তভয়োরাপি ।

কৃষ্ণপক্ষে বিশেষণ সাধয়েদ্ বীরসাধনম্ ॥ ১

তৎসার্কপ্রহরে যামে গতে চ সুরসুন্দরি ।।

শবং বাপি চিতাং বাপি নীত্বা গত্বা যথাসুখম্ ।

সাধয়েৎ স্ব-হিতং^১ মন্ত্রী মন্ত্রধ্যান-পরায়ণঃ ॥ ২

ভয়ং নৈব তু কর্তব্যং হাস্তং তত্র বিবর্জয়েৎ ।

চতুর্দিশং নিরীক্ষেত মন্ত্রমেব সমভ্যাসেৎ^২ ॥ ৩

অথ তত্র পূজাদ্রব্যম্—সামিষান্নং গুড়ং ছাগং মধু পায়স-পিষ্টকম্ ।

নানাকলঞ্চ নৈবেদ্যং স্বস্বকল্লোক্ত-সাধিতম্ ॥ ৪

চিতাস্থানং সমানীয় সুহৃদ্ভিঃ শস্ত্রপানিভিঃ ।

সমান-গুণ-সম্পন্নৈঃ সাধয়েদ্ বীতভীঃ স্বয়ম্ ॥ ৫

যোগিনীহৃদয়ে—বল্যর্থং সামিষান্নঞ্চ গুড়ং ছাগং তথা মধু ।

পিষ্টকং পরমান্নঞ্চ পয়ো-মূলং ফলং তথা ॥ ৬

তনন্তর বীরসাধন কথিত হইতেছে । বীরতন্ত্রে তাহা উক্ত হইরাছে যে—

তুল্ল ও কৃষ্ণ উভয় পক্ষেরই চতুর্দশী বা অষ্টমীতে বিশেষতঃ কৃষ্ণ পক্ষে বীরসাধন সাধনা করিবে । ১

হে সুরসুন্দরি । সেই চতুর্দশী বা অষ্টমী রাত্রির সার্ক এক প্রহর গত হইলে মন্ত্রধ্যান পরায়ণ মন্ত্রজ্ঞ সাধক শব বা চিতাকে লইয়া যথাসুখে গমন করিয়া নিজের হিত সাধন করিবে । ২

সেখানে ভয় করিবে না, হাস্ত বর্জন করিবে, চতুর্দিক্ নিরীক্ষণ করিবে এবং মন্ত্রকে অভ্যাস (পুনঃ পুনঃ) জপ করিবে । ৩

অনন্তর সেই বীরসাধনে পূজা দ্রব্য কথিত হইতেছে । সেই বীরতন্ত্রে বলিয়াছেন—সমানগুণ সম্পন্ন শস্ত্রপানি সুহৃদগণ কর্তৃক সেই সেই কল্লোক্ত প্রকারে সাধিত (নিষ্পাদিত) সামিষ অন্ন, গুড়, ছাগ, মধু, পায়স, পিষ্টক, নানাবিধ ফল ও নৈবেদ্য চিতা স্থানে আনিয়া স্বয়ং ভয়শূন্য হইয়া হইয়া সাধনা করিবেন । ৪-৫

যোগিনী হৃদয়ে বলিয়াছেন—বলির জন্ম সামিষ অন্ন, গুড়, ছাগ, সেইরূপ মধু,

সপ্তপাত্রং বলিং কৃৎ৷ চতুঃপাত্রং চতুর্দিশি ।

পাত্রত্রয়ং সদা মধ্যে স্থাপয়েন্ মহুনাহমুনা ॥ ৭

গুরুং বা ভ্রাতরকৈব ব্রাহ্মণান্ বাপি শ্রুতান্ ।

অন্যানপি চ রক্ষার্থং কিঞ্চিদ্ দূরে নিবেশয়েৎ ॥ ৮

চিত্তালঙ্কণম্

যথা— অসংস্কৃত্য চিত্তা গ্রাহ্য নতু সংস্কার-সংস্কৃত্য ।

চাণ্ডালাদিষু সংপ্রাপ্তা কেবলং শীঘ্র-সিদ্ধিদা ॥ ৯

অথাধিকারি-লঙ্কণম্

মহাবলো মহাবুদ্ধির্মহাসাহসিকঃ শুচিঃ ।

মহাস্বচ্ছো দয়াবাংশ্চ সর্বভূত-হিতে রতঃ ॥ ১০

তত্র প্রথমং সামান্যার্থ্যং বিধায় স্বস্তি বাচ্য সংকল্পং কুর্যাৎ । ওঁ
অন্তেত্যাदि অমুকগোত্রঃ শ্রীঅমুকদেবশর্মা অমুকমন্ত্র-সিদ্ধিকামঃ শ্মশান-
সাধনমহং করিষ্যে ইতি । তদ্রাস্তরে (১১)—

বস্ত্রালঙ্কার-ভূষাঐত্ৰ্যুষিতঃ পূর্বসংমুখঃ ।

অস্ত্রাস্ত্র-মূলমন্ত্রেণ প্রোক্ষয়েদ্ যাগ-ভূতলম্ ॥ ১২

শিষ্টক, পরমাস্ত্র, হস্ত, মূল ও ফল আনিয়া সাতটি পাত্রে বলি সজ্জিত করিয়া চারি-
দিকে চারিটি পাত্র এবং মধ্যে সর্বদা তিনটি পাত্র এই মন্ত্রে স্থাপন করিবেন । ৬-৭

গুরুকে, ভ্রাতাকে, নিয়ম-পরায়ণ ব্রাহ্মণগণ ও অন্য বক্তিগণকে রক্ষার জন্য কিছু
দূরে বসাইবেন । ৮

চিত্তার লঙ্কণ কথিত হইতেছে । যেমন তন্ত্রে বলিয়াছেন—অসংস্কৃত চিত্তাকে গ্রহণ
করিবে । সংস্কারের দ্বারা সংস্কৃত চিত্তাকে গ্রহণ করিবে না । চণ্ডালাদির মধ্যে
পাইলে কেবল তাহা শীঘ্র সিদ্ধিপ্রদা হইয়া থাকে । ৯

অনন্তর এই সাধনায় অধিকারীর লঙ্কণ কথিত হইতেই । যিনি মহাবল,
মহাসাহসিক, শুচি, মহাস্বচ্ছ (নির্মল), দয়াবান্ ও সর্বভূতের-হিতে রত ; (তিনি
ইহার অধিকারী) । ১০

এই সাধনায় প্রথমে সামান্যার্থ্য করিয়া স্বস্তিবাচন করিয়া সঙ্কল্প করিবেন । ওঁ
অন্তেত্যাदि মূলোক্ত বাক্যে শ্মশান সাধনার সঙ্কল্প করিবেন । তদ্রাস্তরে বলিয়াছেন—

বস্ত্র, অলঙ্কার ও ভূষণের দ্বারা ভূষিত হইয়া পূর্ব-মুখ হইয়া অস্ত্রাস্ত্র মূলমন্ত্রের দ্বারা
বাগভূমিকে প্রোক্ষণ করিবেন । ১২

চিত্তামধ্যে ততো দত্তাদ্ বলিত্রয়মনুত্তমম্ ।

কালরাত্রি ! মহাকালি ! কালিকে ! ঘোর-নিম্বনে ! ।

গৃহাণেমং বলির্মাতর্দেহি সিদ্ধিমনুত্তমাম্ ॥ ১৬

কালিকায়ৈ বলিং দত্ত্বা ভূতনাথায় দাপয়েৎ ।

শকান্তে ভূতনাথান্তে শ্মশানাধিপ ! ইত্যপি ।

প্রণবাচেন মনুনা দাপয়েদ্ বলিমুত্তমম্ ॥ ১৭

শকান্তে সর্বগণনাথায়ান্তে চাধিপায় চ ।

শ্মশান-মন্তকে^১ দত্ত্বা পূর্ববচ্চ^২ সমুদ্বরেৎ ॥ ১৮

তারাচেন বলিং দত্ত্বা পঞ্চগব্যেন স্পর্শরি ! ।

অস্তিঃ সংপ্রোক্ষণং কৃত্বা পীতবস্ত্রং ন্যসেৎ ততঃ ॥ ১৯

ভূর্জ বা বটপত্রে বা তত্র পীঠমনুং ন্যসেৎ ।

৩৬^১ হুং ইত্যাদি মন্ত্রে বলি দিবেন । উত্তরে পূর্ববৎ মহাকাল ভৈরবকে পূজা করিয়া

৩৬^২ হুং ইত্যাদি মন্ত্রে বলি দিবেন । ১৬

তাহার পর ৩৬^১ কালরাত্রি ইত্যাদি মূলোক্তমন্ত্রে চিত্তা মধ্যে অনুত্তম (সর্ব শ্রেষ্ঠ)
তিনটি বলি দিবেন । ১৬

মন্তার্থ—হে কালরাত্রি ! হে মহাকালি ! হে কালিকে ! হে ঘোরনিম্বনে !
এই বলি গ্রহণ করুন । হে মাতঃ ! অনুত্তমা সিদ্ধি দান করুন ।

কালিকাকে বলি দিয়া ভূতনাথকে বলি দিবেন । বলিমন্ত্র—প্রণবাদি অর্থাৎ
আদিতে প্রণব (৩৬^১), পরে হুং শব্দের অন্তে ভূতনাথ, তাহার অন্তে শ্মশানাধিপ এবং
এইটি অর্থাৎ ইমং বলিং ইত্যাদিও দিবে । তাহাতে মন্ত্রটি ৩৬^১ হুং ভূতনাথ শ্মশানাধিপ
ইমং সান্নিধ্যম্ বলিং ইত্যাদি । প্রণবাদি এই মন্ত্রের দ্বারা ভূতনাথকে উত্তম বলি
দিবেন । ১৭

আদিতে প্রণব, পরে হুং শব্দের অন্তে সর্বগণনাথার, তাহার অন্তে শ্মশান শব্দের
অন্তকে অর্থাৎ পরে অধিপায় পূর্ববৎ ইমং বলিং ইত্যাদি দিয়া মন্ত্র উচ্চার করিবেন ।
তাহাতে মন্ত্রটি হইবে—৩৬^১ হুং সর্বগণ-নাথার শ্মশানাধিপায় ইমং বলিং ইত্যাদি ।
সে সুন্দরি ! প্রণবাদি এই মন্ত্রের দ্বারা বলি দিয়া পঞ্চগব্য ও জল দ্বারা প্রোক্ষণ
করিয়া তাহার পর পীতবস্ত্র স্থাপন করিবেন অর্থাৎ পাতিয়া দিবেন । ১৮-১৯

ভূর্জপত্রে অথবা বটপত্রে সেইখানে পীঠমন্ত্র লিখিবেন । তাহার উপর পীঠ

পীঠমাস্তীৰ্য্য তস্মিন্ বৈ বন্ধ-বীৰাসনন্ততঃ ।

বীৰাদনেন দেবেশি ! রক্ষাং দিক্ষু প্রকল্পয়েৎ ॥ ২০

অস্তার্থঃ—ভূর্জ-পত্রাদৌ তত্তৎ-কল্লোক্ত-পীঠমস্ত্রং লিখিত্বা তত্র ব্যাঘ্র-চর্মাদি-
পীঠমাস্তীৰ্য্য তত্র বীরাসন-ক্রমেণোপবিষ্ট্য বীরাদনমস্ত্রেণ চতুর্দিক্ষু রক্ষাং
কুৰ্য্যাৎ । বীরাদনমস্ত্রস্ত—হুঁ হুঁ হ্রীঁ হ্রীঁ কালিকে ! ঘোরদংষ্ট্রে ! প্রচণ্ডে !
চণ্ডনায়িকে ! দানবান্ দারয় দারয়^১ হন হন শবশরীরে মহাবিঘ্নং ছেদয়
ছেদয় স্বাহা হুঁ ফট । ২১

অনেন মস্ত্রিতং লোষ্ট্রং দশ দিক্ষু বিনিক্ষিপেৎ ।

তন্মধ্যে ভৈরবো দেবি ! ন বিঘ্নৈরভিভূয়তে ॥ ২২

যদি প্রমাদাদ্ দেবেশি ! সাধকো ভয়-বিহ্বলঃ ।

ততস্তৈস্তৈঃ সূহৃদ্-বর্গৈ রক্ষিতো নাভিভূয়তে ॥ ২৩

ততঃ শ্বেতার্ক-কপূর-সিত বাট্যাল-তুলৈর্নির্মিত-বস্ত্রিকং দীপং সংস্থাপ্য তত্র
ওঁ দেব্যস্ত্রেভ্যো নম ইত্যস্ত্রং সম্পূজ্য তং কুলদীপমধোহস্ত্রমস্ত্রেণ নিখনেৎ ।

হতে তস্মিন্ মহাদীপে বিঘ্নৈশ্চ পরিভূয়তে । ২৪

পাতিয়া তাহার উপর বীরাসনে উপবেশন করিয়া তাহার পর হে দেবেশি ! বীরাদন
মন্ত্রের দ্বারা দিক্‌সমূহে রক্ষা করিবেন । ২০

ইহার অর্থ হইতেছে—ভূর্জপত্রাদিতে তৎতৎ কল্লোক্ত পীঠমস্ত্র লিখিয়া সেই
ভূর্জপত্রাদিতে ব্যাঘ্র চর্মাদির আসন পাতিয়া সেই আসনে বীরাসন ক্রমে উপবেশন
করিয়া বীরাদন মন্ত্রের দ্বারা চারিদিকে রক্ষা করিবেন । বীরাদন মন্ত্র কিন্তু—হুঁ হুঁ
হ্রীঁ হ্রীঁ ইত্যাদি মূলে উক্ত হইয়াছে । ২১

এই মন্ত্রের দ্বারা মস্ত্রিত লোষ্ট্রকে দশদিকে নিক্ষেপ করিবে । হে দেবি ! তাহার
মধ্যে ভৈরব (সাধক) বিঘ্ন সমূহের দ্বারা অভিভূত হইয়া না । ২২

হে দেবেশি ! যদি প্রমাদবশতঃ সাধক ভয়ে বিহ্বল হন, তবে সেই সেই সূহৃদগণ
কর্তৃক রক্ষিত হইয়া সাধক বিঘ্ন ভয়ে অভিভূত হইয়া না । ২৩

তাহার পর শ্বেত অর্ক, কপূর, শ্বেত বেড়েলার তুলা দ্বারা নির্মিত বাতি যুক্ত দীপ
সংস্থাপন করিয়া সেইখানে ওঁ দেব্যস্ত্রেভ্যো নমঃ এই মন্ত্রে অগ্নিকে পূজা করিয়া সেই
কুলদীপকে অধোভাগে গর্তে রাখিয়া দিবেম ।

এই মহা প্রদীপ হত (নির্বাপিত) হইলে সাধক বিঘ্নসমূহের দ্বারা অভিভূত হন । ২৪

ভূতভুত-কল্লোক্ত-ভূতভুতাদি-শাস্ত্রাঙ্গাং যোঢ়াদিকং বিধায় ইষ্টদেবতাং সম্পূজ্য ওঁ অণ্ডেত্যাদি অমুকং-সিদ্ধি-কামোহমুকমন্ত্রশ্রামুকসংখ্য-জপমহং করিষ্যে ইতি সংকল্প্য দেবতা-ধ্যানপূর্বকং মন্ত্রং জপেৎ । ২৫

জপনিয়মস্ত—একাক্ষরীং যদি জপেৎ দিক্-সহস্রং ততো জপেৎ ।

দ্ব্যক্ষরেহষ্টসহস্রং শ্রীং ত্র্যক্ষরে চাষুতর্কিকম্ ॥ ২৬

অতঃ পরস্ত মন্ত্রজ্ঞো গজাস্তক-সহস্রকম্ ।

নিশায়াং বা সমারভ্য উদয়াস্তং সমাচরেৎ ॥ ২৭

গজাস্তকমিতি অষ্টোত্তর-সহস্রমিত্যর্থঃ । যদ্যসহ-ভয়ং কর্ণে নেত্রে বস্ত্রেণ বন্ধয়েৎ ।

ততোহর্করাত্র-পর্য্যন্তং যদি কিঞ্চিন্ন লক্ষ্যতে ।

জয়দুর্গাখ্য-মন্ত্রেণ তেনৈব সর্বপান্ ক্ষিপেৎ ॥

স চ ওঁ দুর্গে ! দুর্গে ! রক্ষণি ! স্বাহেতি । ২৮

তথা— ওঁ তিলোহসি সোমদৈবত্যো গোসবস্তুপ্তিকারকঃ ।

পিতৃণাং স্বর্গদাতা ত্বং মর্ত্যানাং মম রক্ষকঃ ।

ভূত-প্রেত-পিশাচানাং বিঘ্নেষু শাস্তিকারকঃ ॥ ২৯

ইতি পঠিত্বা ঈশানাди-চতুর্দিক্ তিলাংশচ ক্ষিপেৎ । ততঃ সপ্তপদং গত্বা

তাহার পর সেই সেই কল্লোক্ত ভূতভুত প্রভৃতি শাস্ত্র সমূহ ও যোঢ়াশাস্ত্র করিয়া ইষ্ট দেবতাকে পূজা করিয়া ওঁ অণ্ডেত্যাদি মূলোক্ত বাক্যে সঙ্কল্প করিয়া দেবতার ধ্যান পূর্বক মন্ত্র জপ করিবেন । ২৫

জপের নিয়ম হইতেছে—ইষ্ট মন্ত্র যদি একাক্ষর হয়, তবে মন্ত্রজ্ঞ সাধক দিক্ (দশ) সহস্র জপ করিবে । ইষ্ট মন্ত্র দ্ব্যক্ষর হইলে অষ্ট সহস্র, ত্র্যক্ষর হইলে অষুতর্ক (৫ হাজার), ত্র্যক্ষরের অধিক মন্ত্রাক্ষর হইলে গজাস্তক (অষ্টোত্তর) সহস্র জপ করিবে । নিশা হইতে জপ আরম্ভ করিয়া সূর্যোদয় পর্য্যন্ত জপ করিবে । ২৬-২৭

গজাস্তক সহস্র অর্থ—অষ্টোত্তর সহস্র । যদি অসহ্য ভয় হয়, তবে বস্ত্রের দ্বারা দুইটি কর্ণ ও দুইটি নেত্র বাঁধিয়া ফেলিবে । যদি অর্করাত্র পর্য্যন্ত কিছু দেখা না যায়, তবে সেই জয়দুর্গা মন্ত্রের দ্বারা সর্বপ নিক্ষেপ করিবে । সেই জয়দুর্গার মন্ত্র হইতেছে—ওঁ দুর্গে দুর্গে রক্ষণি স্বাহা । ২৮

সেইরূপ ওঁ তিলোহসি ইত্যাদি মূলোক্ত মন্ত্র পড়িয়া ঈশানাदि কোণ ও দিকসমূহে তিলসমূহ নিক্ষেপ করিবেন । তাহার পর সাত পদ গিয়া সেইখানেই উপবেশন

তত্রৈব সংবিশেৎ । পুনর্দেবতাং সংপূজ্য জপেৎ । ততো যদি বরং বরয়েতি
বদেৎ, তদা সত্যং কারয়েৎ । ৩০

যথা— বরং বরয় ইত্যুক্তে সাধকঃ স্থির-মানসঃ ।

সত্যং তু কারয়িত্বা চ বরয়েদ্ বরমুত্তমম্ ॥ ৩১

জপাদৌ তু বলিং দত্ত্বা পশ্চাদপি বলিং হরেৎ ।

জপান্তে জপমধ্যে বা দেহি দেহীতি ভাষিতে ।

তদাপি চ বলিং দত্ত্বান্ মহিষং বাপি ছাগলম্ ॥ ৩২

বলিশ্চ যবপিষ্টময়ঃ । যদা বলিং প্রার্থয়তে নরং কুঞ্জরমেব বা ।

দিনাস্তরেহপি দান্তামি স্বীকৃত্য স্বগৃহং ব্রজেৎ ।

অপরেহহি ততো দত্ত্বাং পিষ্টেন নর-কুঞ্জরান্ ॥ ৩৩

পিষ্টেনেতি যবধান্তোদ্ভবেনেত্যর্থঃ । যথা তন্ত্রাস্তরে—

যব-ক্ষোদময়ং বাপি শালি-ক্ষোদময়ং তথা ।

চন্দ্রহাসেন বিধিবৎ তত্তন্মন্ত্রেণ ঘাতয়েৎ ॥ ৩৪

যোগিনীহৃদয়ে—জপান্তে চ বলিং দত্ত্বাদ্ দেবতায়ৈ যথাবিধি ।

মহিষং ছাগলং বাপি গৃহীত্বা বরমেব চ ।

করিবেন । পুনরায় দেবতাকে পূজা করিয়া জপ করিবেন । তাহার পর যদি বর
গ্রহণ কর—এই যদি বলেন, তখন সত্য করাইবেন । ২৯-৩০

যেমন তন্ত্রে বলিয়াছেন—বর গ্রহণ কর—এই বলিলে স্থির চিত্ত সাধক সত্য
করাইয়া উত্তম বর গ্রহণ করিবে । জপের আদিতে বলি দিয়া পরেও বলি প্রদান
করিবে । জপের শেষে বা জপের মধ্যে দেহি দেহি এই বলিলে তখন আবার মহিষ
অথবা ছাগল বলি দিবে । ৩১-৩২

এই বলি যবপিষ্টময় হইবে । তন্ত্রে বলিয়াছেন—

যখন মনুষ্য অথবা হস্তকে বলি চাহিবেন, তখন দিনাস্তরে ইহা দিব—ইহা স্বীকার
করিয়া নিজের গৃহে গমন করিবে । তাহার পর অপর দিনে পিষ্টের (পিঠুলির)
দ্বারা নর ও কুঞ্জর করিয়া বলি দিবেন । ৩৩

পিষ্টেন অর্থ—যব অথবা ধাতুজাত পিষ্টের দ্বারা । যেমন তন্ত্রাস্তরে বলিয়াছেন—

যবের চূর্ণময় অথবা শালি তুণ্ডলের ক্ষোদময় নর বা কুঞ্জরকে বিধিপূর্বক সেই
সেই মন্ত্রে চন্দ্রহাস খড়্গের দ্বারা ছেদন করিবেন । ৩৪

যোগিনী হৃদয়ে বলিয়াছেন—জপের অন্তে যথাবিধি দেবতাকে মহিষ অথবা

গৃহং গচ্ছৎ স্বশুশ্রূষা সাক্ষিঃ সংস্রষ্ট-মানসঃ ॥ ৩১

ততো গুরবে তৎপুত্রায় তৎপত্নীয়া বা দক্ষিণাং দত্তাদিতি বীরসাধনম্ । ৩২

অথ শবসাধনম্

ভাবচূড়ামণৌ--শূন্যাগারে নদীতীরে পর্বতে নির্জনেহপি বা ।

বিশ্বমূলে শ্মশানে বা তৎ-সমীপে বন-স্থলে^১ ॥ ১

অষ্টম্যাক্ষ চতুর্দশ্যাং পক্ষয়োরুভয়োরাপি ।

ভৌমবারে তমিস্রায়াং সাধয়েৎ সিদ্ধিমুত্তমাম্ ॥ ২

মাষভক্ত্য বল্যর্থং ধূপদীপাদিকং তথা ।

তিলাঃ কুশাঃ সর্ষপাশ্চ স্থাপনীয়াঃ প্রযত্নতঃ ॥ ৩

শবসাধন-প্রয়োগঃ^২

অথ পূর্বোক্তান্যতম-স্থানং গত্ব সামান্যার্ঘ্যং বিধায় পূর্বমুখঃ মূলান্তে ফট্কারং দত্ত্বা যাগভূমিং সংপ্রোক্ষ্য গুরুং গণেশং বটুকং যোগিনীক পূর্বাদি-চতুর্দিক্ক্ষু সংপূজ্য পূর্বোক্ত-বীরাদিন-মন্ত্রং ভূমৌ বিলিখ্য “যে চাত্রে”তি পূর্বোক্ত-মন্ত্রেণ ভূমৌ পুষ্পাঞ্জলিত্রয়ং দত্ত্বা প্রণম্য শ্মশানাধিপতিভ্যঃ পূর্বোক্ত-ক্রমেণ বলিং

ছাগল বলি নিবেদন করিবে। বর গ্রহণ করিয়া সন্তুষ্ট চিত্তে নিজের সুহৃদগণের সহিত গৃহে গমন করিবে। ৩৫

তাহার পর নিজের গুরুকে, তাঁহার পুত্রকে বা তাঁহার পত্নীকে দক্ষিণা দিবেন। ৩৬

বীর-সাধন সমাপ্ত হইল।

অনন্তর শবসাধন কথিত হইতেছে। ভাবচূড়ামণিতে বলিয়াছেন—শুশ্রূষে নদীতীরে, পর্বতে, নির্জনস্থানে, বিশ্বমূলে, শ্মশানে, শ্মশানের নিকটবর্তী স্থানে ও বনস্থলে উভয়পক্ষেরই অষ্টমী বা চতুর্দশীতে মঙ্গলবারে অন্ধকার রাত্রিতে উত্তম সিদ্ধি-সাধন করিবেন। ১-২

বলির জন্য মাষকলাই, সেইরূপ ধূপ, দীপাদি, তিল, কুশ ও সর্ষপ যত্ন সহকারে স্থাপন করিবেন। ৩

অনন্তর পূর্বোক্ত স্থানসমূহের অন্যতম স্থানে গমন করিয়া সামান্যার্ঘ্য করিয়া পূর্বমুখ হইয়া মূলমন্ত্রের শেষে ফট্ দিয়া যাগভূমিকে প্রোক্ষণ করিয়া গুরু, গণেশ বটুক ও যোগিনীকে পূর্বাদি চারিদিকে পূজা করিয়া ভূমিতে পূর্বোক্ত বীরাদিন মন্ত্র লিখিয়া ৩^১ যে চাত্রে ইত্যাদি পূর্বোক্ত মন্ত্রে ভূমিতে তিনবার পুষ্পাঞ্জলি দিয়া প্রণাম করিয়া

দত্তা অঘোর-মস্ত্রেণ শিখাং বদ্ধা, সুদর্শন মস্ত্রান্তে আত্মানং রক্ষ রক্ষতি হৃদি
হস্তং দত্তাভ্যরক্ষাং কুর্যাৎ । ৪

অঘোর-মস্ত্রস্ত—ওঁ হ্রীং স্কুর স্কুর প্রস্কুর প্রস্কুর ঘোরঘোরতর তমুরাপ
চট চট প্রচট প্রচট কহ কহ বম বম বন্ধ বন্ধ ঘাতয় ঘাতয় হুঁ ফট্ ।
সুদর্শন-মস্ত্রস্ত—ওঁ সহস্রার হুঁ ফট্ । ততঃ পূর্বোক্ত-ক্রমেণ ভূতভুঙ্কি
শ্বাসজালঞ্চ বিধায় জয়হুর্গা-মস্ত্রেণ দিম্বু সর্ষপান্ বিকীৰ্য্য, তিলোসীতি
মস্ত্রেণ তিলাংশচ বিকীৰ্য্য বিহিত-শবসমীপং গচ্ছেৎ । ৫

গ্রাহ-শবনির্গয়ঃ

ভাবচূড়ামণৌ—যষ্টিবিদ্ধং শূল-বিদ্ধং খড়্গা বিদ্ধং পয়োমৃতম্ ।

বজ্র-বিদ্ধং সর্প-দষ্টং চণ্ডালং চাতি-ভূতকম্ ॥ ৬

তরুণং সুন্দরং শূরং রণে নষ্টং সমুজ্জ্বলম্ ।

পলায়ন-বিশূণ্যঞ্চ সংমুখে রণবর্ত্তিনম্ ॥ ৭

ভৈরবতন্ত্রে— যষ্টি-প্রভৃতি-বিদ্ধং বা চাতিভূতং জলে মৃতম্ ।

শবমানীয় কর্তব্যং নাহরেৎ স্বেচ্ছয়া মৃতম্ ॥ ৮

শ্রীনাথপতিগণকে পূর্বোক্তক্রমে বলি দিয়া অঘোর মন্ত্রের দ্বারা শিখা বদ্ধন করিয়া
সুদর্শন মন্ত্রের অস্তে আত্মানং রক্ষ রক্ষ যোগ করিয়া হৃদয়ে হস্ত দিয়া আত্মরক্ষা
করিবেন । ৪

অঘোর মন্ত্র কিস্ত—ওঁ হ্রীং স্কুর স্কুর ইত্যাদি মন্ত্র । ওঁ সহস্রারে হুঁ ফট্—
এইটি সুদর্শন মন্ত্র । তাহার পর পূর্বোক্ত ক্রমে ভূতভুঙ্কি ও শ্বাস সমূহ করিয়া
জয়হুর্গামন্ত্রে দিক্ সমূহে সর্ষপ ছড়াইয়া ওঁ তিলোহসি ইত্যাদি মন্ত্রে তিল ছড়াইয়া
বিহিত শবের নিকট গমন করিবেন । ৫

ভাবচূড়ামণিতে বলিয়াছেন—যষ্টিবিদ্ধ, শূলবিদ্ধ, খড়্গবিদ্ধ হইয়া মৃত, জলে মৃত,
বজ্রবিদ্ধ হইয়া, সর্পদষ্ট হইয়া মৃত, ভূতাদি দ্বারা অভিভূত হইয়া মৃত, রণে মৃত তরুণ
সুন্দর চণ্ডালকে শব করিবে । যুদ্ধকারিগণের সম্মুখে পলায়ন শূণ্য বীরের শবও
উজ্জ্বল (প্রশস্ত) জানিবে । ৬-৭

ভৈরবতন্ত্রে বলিয়াছেন—যষ্টি প্রভৃতি দ্বারা বিদ্ধ হইয়া মৃত, ভূতাদির দ্বারা অভিভূত
হইয়া মৃত বা জলে মৃত ব্যক্তির শব আনিয়া সাধনা করিবে । স্বেচ্ছায় মৃত ব্যক্তির
শবকে আহরণ করিবে না । ৮

স্ত্রীবশ্য-পতিতাস্পৃশ্য নববর্জঃ^১ হি ভূবরম্ ।

অব্যক্তলিঙ্গং কুষ্ঠিঃ বা বৃদ্ধভিন্নং শবং হরেৎ ॥ ৯

ন হৃভিষ্ক-মৃতঞ্চাপি ন পৰ্যুষিতমেব বা ।

স্ত্রীজনক্ষেদৃশং রূপং সৰ্বথা পরিবর্জয়েৎ ॥ ১০

কুষ্ঠাস্তৃশ্চ নাহরেদিত্তি পূৰ্বেণাশয়ঃ । কালীতন্ত্ৰে—

ব্রাহ্মণং গোময়ং ত্যক্ত্বা সাধয়েদ্ বীর-সাধনম্ ।

মহাসত্তাঃ প্রশস্তাঃ সূ্যঃ প্রধানে বীরসাধনে ।

ক্ষুদ্রাঃ প্রয়োগ-কর্তৃণাং প্রশস্তাঃ সৰ্ব-সিদ্ধয়ে ॥ ১১

এবমুক্ত-শবং গৃহীত্বা মূলমন্ত্ৰেণ পূজাস্থানমানয়েৎ । তৎসমীপং গত্বা ওঁ
হুঁ ফড়িতি শবমভ্যক্ষ্য ওঁ হুঁ মৃতকায় নমঃ ফড়িতি পুষ্পাঞ্জলিত্রয়ং দত্ত্বা
শবং স্পৃষ্ট্বা প্রণমেৎ । ১২

ওঁ বীরেশ ! পরমানন্দ ! শিবানন্দ ! কুলেশ্বর ! ।

আনন্দ-ভৈরবাকার দেবী-পর্যাক্ষ-শঙ্কর ! ।

বীরোহং ত্বাং প্রপচ্ছামি উত্তিষ্ঠ চণ্ডিকার্চনে ॥ ১৩

স্ত্রীর বশ্য, পতিত, অস্পৃশ্য, ভূবর (শাক্রহীন), অব্যক্তলিঙ্গ (নপুংসক) কুষ্ঠরোগী
ও বৃদ্ধভিন্ন মৃত ব্যক্তির শব আহরণ করিবেন ।

হৃভিষ্ক মৃত ব্যক্তির শব, পৰ্যুষিত শব আহরণ করিবে না । এই নয়টি ও স্ত্রীজনের
এইরূপ শব সৰ্বথা পরিত্যাগ করিবে । ৯-১০

কুষ্ঠি পর্য্যন্ত বাক্যের নাহরেৎ এই পূর্বক্রিয়ার সহিত অবয়ব । কালীতন্ত্ৰে
বলিয়াছেন—

ব্রাহ্মণ ও গোময় (স্বার্থে ময়ট প্রত্যয়ে গোকর) শব পরিত্যাগ করিয়া বীর সাধন
সাধনা করিবে । বীরসাধনে মহাসত্তগণ (মনুষ্য শব সমূহ প্রশস্ত । প্রয়োগকর্তার
অন্য সমস্ত সিদ্ধির জন্য ক্ষুদ্র পশুর শব প্রশস্ত । ১১

এই প্রকারে উক্ত লক্ষণযুক্ত শবকে মূলমন্ত্ৰে গ্রহণ করিয়া পূজাস্থানে আনয়ন
করিবেন । সেই শবের নিকটে গিয়া ওঁ হুঁ ফটু এই মন্ত্ৰে শবকে অভ্যক্ষণ করিয়া
ওঁ হুঁ মৃতকায় নমঃ ফটু এই মন্ত্ৰে তিনবার পুষ্পাঞ্জলি দিবেন । শবকে স্পর্শ করিয়া
শবমন্ত্ৰে শবকে প্রণাম করিবেন । ১২

ওঁ বীরেশ । ইত্যাদি মূলোক্ত মন্ত্রটি শবমন্ত্র । এই শবমন্ত্ৰে শবকে প্রণাম করিয়া

ইতি শবমস্ত্রেণ তং প্রণম্য ওঁ হুঁ মৃতকায় নম ইতি কালগিহ্মা সুগন্ধি-
জলেন আপয়িত্বা বাসসা। জলমুত্তোলা ধূপৈধূপয়িত্বা চন্দ্রনাদিনা শবং প্রলিপ্য
শবস্ত কটিদেশং যুত্বা পূজাস্থানমানয়েৎ। তত্র কুশ-শয্যায়াং পূর্বশিরসং
শবং স্থাপয়েৎ। ১৪

এলা-লবঙ্গ-কপূর-জাতী-খাদিরমার্জকম্।

তাম্বুলং তম্বুখে দত্ত্বা শবং কুৰ্য্যাদধোমুখম্ ॥ ১৫

তৎ-পৃষ্ঠং চন্দ্রেনেনাপি বিলিপ্য প্রয়তঃ সুধীঃ।

বাহু-মূলাদি-কট্যন্তং চতুরশ্রং বিধায় চ ॥ ১৬

মধ্যে পদ্যং চতুর্দ্বারং দলাষ্টক-সমস্থিতম্।

পীঠমন্ত্রং লিখেন্ মধ্যে তত্তৎ-কল্প-বিধানতঃ ॥ ১৭

ওঁ হ্রীঁ ফড়িতি মস্ত্রেণ পীঠমন্ত্রং লিখেৎ। তত্‌পরি কঙ্কলাদি গ্রাসেৎ।

তত্রাস্তরে (১৮)—

গত্বা শবস্ত সান্নিধ্যং ধারয়েৎ কটিদেশতঃ।

যত্‌্যপজ্ঞাপয়েৎ তস্য দত্ত্বান্ নিষ্ঠীবনং শবে ॥

পুনঃ প্রক্ষালনং কৃত্বা জপ-স্থানে সমানয়েৎ ॥ ১৯

ওঁ হুঁ মৃতকায় নমঃ এই মন্ত্রে কালন করিয়া সুগন্ধি জলের দ্বারা স্নান করাইয়া
বস্ত্রের দ্বারা জল উত্তোলন করিয়া (মুছিয়া) ধূপের দ্বারা ধূপিত করিয়া চন্দ্রনাদি
দ্বারা শবকে প্রলিপ্ত করিয়া শবের কটিদেশ ধারণ করিয়া পূজাস্থানে আনয়ন
করিবেন। তাহার পর কুশ শয্যায় পূর্বশিরা শবকে স্থাপন করিবেন। ১৪-১৪

তাহার পর এলাচ, লবঙ্গ, কপূর, জাইফল, খদির, আদা ও তাম্বুল শবের মুখে
দিয়া তাহাকে অধোমুখ করিবেন। ১৫

সংযত সুধী সাধক তাহার পৃষ্ঠকে চন্দ্রনের দ্বারাও বিশেষভাবে লিপ্ত করিয়া
বাহুমূল হইতে কটিপর্যন্ত স্থানে একটি চতুরশ্র মণ্ডল করিয়া, তাহার মধ্যে আটটি দল
যুক্ত চতুর্দ্বার বিশিষ্ট পদ্য অঙ্কন করিয়া তাহার মধ্যে সেই সেই কল্পের বিধান
অনুসারে পীঠমন্ত্র লিখিবেন। ১৬-১৭

ওঁ হ্রীং ফট্ এই মন্ত্রে পীঠমন্ত্র লিখিবেন। তাহার উপর কঙ্কলাদি আসন স্থাপন
করিবেন। তত্রাস্তরে বলিয়াছেন (১৮)—

শবের নিকটে গিয়া কটিদেশ ধারণ করিবেন। যদি ঐ শব উপদ্রব করে, তবে
শবের উপরে নিষ্ঠাবন নিক্ষেপ করিবে। পুনরায় তাহাকে প্রক্ষালন করিয়া জপস্থানে
আনিবে। ১৯

ততো দ্বাদশাঙ্গুল-যজ্ঞকাষ্ঠানি দশদিক্ পূর্ববৎ সংস্থাপ্য তেষু ইন্দ্রাদি-দশদেবতাঃ
সম্পূজ্য সামিষাম্নেন বলিং দত্তাৎ তত্রায়ং ক্রমঃ—ও লাং ইন্দ্রায় সুরাধিপত্যে
বজ্রহস্তায় ঐরাবতবাহনায়^১ সপরিবারায় সাযুধায় নমঃ ইতি পাণ্ডাদিভিরভ্যর্চ্য
বলিং দত্তাৎ ও লাং ইন্দ্রায় সুরাধিপত্যে ইমং বলিং গৃহ গৃহ গৃহাপয় গৃহাপয়
বিশ্বনিবারণং কুত্ভা মম সিদ্ধিং প্রযচ্ছ স্বাহা এষ মাষভক্তবলিরিন্দ্রায় স্বাহা
ইত্যনেন। এবং রাং অগ্নয়ে তেজোহধিপত্যে শক্তিহস্তায় মেঘবাহনায়
সপরিবারায় সাযুধায় নমঃ ইতি সম্পূজ্য ও রাং অগ্নয়ে তেজোহধিপত্যে
ইমমিত্যাदिना বলিং দত্তাৎ। ও যাং যমায় প্রেতাধিপত্যে দণ্ডহস্তায়
মহিষবাহনায় সপরিবারায় সাযুধায়েত্যাदिनाভ্যর্চ্য ও যাং যমায় প্রেতাধি-
পত্যে ইমমিত্যাदिना বলিং দত্তাৎ। ও ক্ষাং নিঋতয়ে রক্ষোহধিপত্যে-
হসিহস্তায়াম্ববাহনায় সপরিবারায়েত্যাदिनाভ্যর্চ্য ও ক্ষাং নিঋতয়ে
রক্ষোহধিপত্যে ইমমিত্যাदिना বলিং দত্তাৎ। ও বাং বরুণায় জলাধিপত্যে
পাশহস্তায় মকর-বাহনায়েত্যাदिनाভ্যর্চ্য ও বাং বরুণায় জলাধিপত্যে
ইমমিত্যাदिना বলিং দত্তাৎ। ও যাং বায়বে প্রাণাধিপত্যে অক্ষুশহস্তায়
হরিণ-বাহনায়^২ সপরিবারায়েত্যাदिनाভ্যর্চ্য ও যাং বায়বে প্রাণাধিপত্যে
ইমমিত্যাदिना বলিং দত্তাৎ। ও কুং কুবেরায়^৩ যক্ষাধিপত্যে গদাহস্তায় নর-
বাহনায় সপরিবারায়েত্যাदिनाভ্যর্চ্য ও কুং কুবেরায় যক্ষাধিপত্যে ইমমিত্যা-
दिना বলিং দত্তাৎ। ও হাং ঈশানায় ভূতাধিপত্যে শূলহস্তায় বৃষবাহনায়
সপরিবারায়েত্যাदिना অভ্যর্চ্য ও হাং ঈশানায় ভূতাধিপত্যে ইমমিত্যাदिना
বলিং দত্তাৎ। ইন্দ্রেশানয়োর্মধ্যে ও আং ব্রহ্মণে প্রজাধিপত্যে হংসবাহনায়

তাহার পর দ্বাদশ অঙ্গুল পরিমাণ যজ্ঞ কাষ্ঠগুলি দশ দিকে পূর্ববৎ স্থাপন করিয়া
সেই কাষ্ঠগুলিতে ইন্দ্রাদি দশ দেবতার পূজা করিয়া সামিষ অগ্নের দ্বারা বলি দিবেন।
সেই পূজার ক্রম—ও লাং ইন্দ্রায় ইত্যাদি মূলোক্ত মন্ত্রে পাণ্ডাদি দ্বারা ইন্দ্রের অর্চনা
করিয়া বলি দিবেন। ও লাং ইন্দ্রায় ইত্যাদি মূলোক্ত মন্ত্র পাঠ করিয়া এষঃ মাষভক্ত-
বলিরিন্দ্রায় স্বাহা এই মন্ত্রে ইন্দ্রকে মাষভক্ত বলি দিবেন। এইরূপে মূলোক্ত অগ্নিমন্ত্রে
অগ্নিকে, যমমন্ত্রে যমকে, নৈঋত মন্ত্রে নৈঋতকে, বরুণ মন্ত্রে বরুণকে, বায়ুমন্ত্রে

১। ঐ—সুরাধিপত্যে ঐরাবত-বাহনায় বজ্রহস্তায়। ২। ধ—হরিণবাহনায় অক্ষুশহস্তায়।

৩। ক—ও কুবেরায় যক্ষাধিপত্যে ইমমিত্যাदिना বলিং দত্তাদিতি পাঠঃ।

পদ্মহস্তায় সপরিবারায়েত্যাদিনাভ্যচ্য ও আং ব্রহ্মণে লোকাধিপত্যে ইমমিত্যাদিনা বলিং দত্তাৎ । নিষ্কৃতি-বরুণয়োর্মধ্যে ও হ্রীং অনন্তায় নাগাধিপত্যে চক্রহস্তায় রথ-বাহনায় সপরিবারায়েত্যাদিনাভ্যচ্য ও হ্রীং অনন্তায় নাগাধিপত্যে ইমমিত্যাদিনা বলিং দত্তাৎ । ততঃ সর্বভূতবলিং দত্তাৎ । সর্বত্র সামিষামেন । ২০

ততঃ— অধিষ্ঠাতৃ-দেবতাভ্যো বলিঞ্চ হারয়েৎ ততঃ ।

চতুঃষষ্টি-যোগিনীভ্যো ডাকিনীভ্যোহপি সংদিশেৎ ॥ ২১

অথ পূজাসামগ্রীং সমীপে উত্তর-সাধকং দূরে সংস্থাপ্য মূলান্তে হ্রীং কট্ শবাসনায় নম ইতি শবং সম্পূজ্য হ্রীং ফড়ন্তমূলমুচ্চার্য্যাস্বারোহণ-ক্রমেণ শবোপর্য্যুপবিষ্ট্য স্বপাদতলে কুশান্ দত্ত্বা শ্বকেশান্^১ প্রসার্য্য জুটিকাং বদ্ধা গুরুং গণপতিং দেবীঞ্চ নমস্কৃত্য প্রাণায়াম-ষড়ঙ্গশাস্ত্রাসৌ কৃত্বা পূর্বোক্ত-বীরাদর্শন-মন্ত্রেণ দশদিক্শু লোষ্ট্রান্ বিক্ষিপ্য সংকল্পং কুৰ্য্যাৎ । ও অদ্যেত্যাদি অমুক-গোত্রঃ শ্রীঅমুকদেবশর্মা অমুকদেবতা-সন্দর্শন-কামোহমুকমন্ত্রশ্চামুক-সংখ্য-জপমহং করিষ্যে ইতি সংকল্প্য, ও হ্রীং আধারশক্তিকমলাসনায় নমঃ ইত্যাসনং সম্পূজ্য শবামতঃ শবসমীপে অর্ঘ্যাদিকং সংস্থাপ্য শব-জুটিকায়াং

বাম্মুকে, কুবের মন্ত্রে কুবেরকে, ঈশান মন্ত্রে ঈশানকে, ইন্দ্র ও ঈশানের মধ্যে ব্রহ্মমন্ত্রে ব্রহ্মাকে এবং নিষ্কৃতি ও বরুণের মধ্যে মূলোক্ত অনন্ত মন্ত্রে অনন্তকে পূজা করিয়া ইহাদের প্রত্যেককে মূলোক্ত মন্ত্রে বলি দিবেন । তাহার পর সর্বভূতকে বলি দিবেন । সর্বত্র সামিষ অগ্নের দ্বারা বলি দিবেন । ২০

তাহার পর অধিষ্ঠাতৃ দেবতাগণকে বলি দিবেন । তাহার পর চতুঃষষ্টি যোগিনীকে ও ডাকিনীগণকে বলি দিবেন । ২১

অনন্তর নিকটে পূজা সামগ্রী রাখিয়া ও কিছু দূরে উত্তর সাধককে বসাইয়া মূল মন্ত্রের পরে হ্রীং কট্ শবাসনায় নমঃ এই মন্ত্রে শবকে পূজা করিয়া হ্রীং কট্ অন্ত মূলমন্ত্র উচ্চারণ করিয়া অশ্বারোহণ ক্রমে শবের উপর উপবেশন করিয়া নিজের পাদতলে কুশ দিয়া নিজের কেশসমূহকে প্রসারিত করিয়া জুটিকা (চুলের ঝুঁটি) বাঁধিয়া গুরু, গণপতি ও দেবীকে নমস্কার করিয়া, প্রাণায়াম ও ষড়ঙ্গ শাস্ত্র করিয়া পূর্বোক্ত বীরাদর্শন মন্ত্রে দশ দিকে লোষ্ট্র সমূহ নিক্ষেপ করিয়া, মূলোক্ত সংকল্প বাক্যে সংকল্প করিবেন । তাহার পর আসন মন্ত্রে আসনকে পূজা করিয়া নিজের বামভাগে শবের নিকটে

পীঠ-পূজাং কৃৎষা ষোড়শোপচারৈর্দশোপচারৈঃ পঞ্চোপচারৈর্বা দেবীমত্যাচ্য
শব-মুখে দেবীং গন্ধাদিনা সস্তূর্ণয়েৎ । ততঃ শবাত্মথায় সংমুখে^১ গত্বা ইমং
মন্ত্রং পঠেৎ । ২২

ওঁ বশো মে ভব দেবেশ ! মম বীরসিদ্ধিং দেহি^২ ।

দেহি দেহি ! মহাভাগ ! কৃতাত্ময়-পরায়ণ ! ॥ ২৩

ততঃ পট্টসূত্রেণ বদ্ধা শব চরণৌ দৃঢ়ৌ রক্ষয়েৎ । মূলেন—

মদ্বশো ভব দেবেশ ! বীর-সিদ্ধিকৃতাম্পদ ! ।

ওঁ ভীম ! ভীকু-ভয়াভাব ! ভব্যমোচন ! ভাবুক^৩ ! ।

ত্ৰাহি মাং দেবদেবেশ ! শবানামধিপাধিপ ! ॥ ২৪

ইত্যনেন শবস্ত পাদতলে ত্রিকোণ-যন্ত্রমুল্লিখেৎ । ততঃ শবোপযু্যপবিশ্য
হস্তদ্বয়ং পার্শ্বয়োঃ প্রসার্য্য তত্‌পরি কুশান্ দত্ত্বা তত্‌পরি স্বপাদং^৪ নিধায় পুনঃ

অৰ্ঘ্যাদি রাখিয়া শবের জুটিকায় পীঠ পূজা করিয়া ষোড়শ উপচার, দশোপচার
অথবা পঞ্চোপচারে দেবীকে পূজা করিয়া শব মুখে দেবীকে গন্ধাদি দ্বারা তর্পণ
করিবেন । তাহার পর শব হইতে উত্তিত হইয়া সম্মুখে গমন করিয়া ওঁ বশো মে
ইত্যাদি মূলোক্ত মন্ত্র পাঠ করিবেন । ২২

মন্ত্রার্থ হইতেছে—হে দেবেশ ! আমার বশীভূত হও, আমাকে বীর সিদ্ধি
দিন । হে মহাভাগ । আমাকে বীরসিদ্ধি দিন । হে আশ্রিত বৎসল । আমাকে
বীরসিদ্ধি দিন । ২৩

তাহার পর পট্ট সূত্রের দ্বারা শবের দুইটি চরণকে দৃঢ়রূপে বাঁধিয়া রক্ষা করিবেন ।
মূলের সহিত ওঁ মদ্বশো ভব দেবেশ ! বীরসিদ্ধি-কৃতাম্পদ ইত্যাদি মূলোক্ত মন্ত্রে
শবের পাদতলে ত্রিকোণ যন্ত্র লিখিবেন । মন্ত্রার্থ হইতেছে—

হে দেবেশ ! আমার বশীভূত হও । হে বীরসিদ্ধি কৃত্যের আশ্রয় । হে ভীম !
হে ভীকুগণের ভয় নিবারক ! হে ভব্যমোচন । হে ভাবুক । হে দেবদেবেশ ! হে
শবগণের অধিপের অধিপতি ! আমাকে রক্ষা করুন । ২৪

তাহার পর শবের উপরে উপবেশন করিয়া সেই শবের হস্তদ্বয় উভয় পার্শ্বে
প্রসারিত করিয়া তাহার উপরে কুশগুলি পাতিয়া তাহার উপরে নিজের দুইটি পদ
রাখিয়া পুনরায় তিন বার প্রণাম করিয়া মন্তকে ওরুকে, হৃদয়ে দেবীকে ধ্যান

১। খ—সম্মুখে দেবীং গন্ধাদিনা সস্তূর্ণয়েৎ । ততঃ শবাত্মথায় সম্মুখে গতেত্যাদি পাঠঃ ।

২। খ—বীরসিদ্ধিং দেহি দেহি-মহাভাগ ইত্যাদি পাঠঃ । ৩। ক+খ—ভব্যমোচনভাবুক ।

৪। খ—স্বপাদৌ ।

প্রাণায়ামত্রয়ং কৃৎ৷ শিরসি গুরুং হৃদি দেবীং ধ্যান্য৷ ওষ্ঠৌ সংপুটৌ কৃৎ৷
বিহিত-মালয়া মৌনীভূয় বিগত-ভীর্জপেং । ২৫

অত্র শ্বশান-সাধনক্রমেণ জপঃ কার্য্যঃ । যত্নদ্বিরাত্র-পর্য্যন্তং কিঞ্চিৎ ন
লক্ষ্যতে, তদা পূর্ব্বং সর্ষপ-তিল-বিকিরণং সপ্তপদগমনঞ্চ কৃৎ৷ জপেং ।
ভয়ে জাতে সত্যেবং পঠেৎ । যথা^১ (২৬)—

যৎ প্রার্থ্যতে^২ বলিভেন দাতব্যং কুঞ্জরাদিকম্ ।

দিনান্তরে চ দাস্ত্যামি স্বনাম কথয়স্ব মে ॥ ২৭

ইত্যুক্ত্বা সংস্কৃতেনৈব নির্ভয়শ্চ পুনর্জপেং ।

ততশ্চেন্দ্রধুরং বক্তি বক্তব্যং মধুরং ততঃ^৩ ॥ ২৮

ততো যদি স্বনাম মধুরং কথয়তি, তদা ত্বং অমুকী ইতি সত্যং কুরু ।
কৃতে বরং প্রার্থয়েৎ । যদি কদাপি সত্যং ন করোতি বরঞ্চ ন দদাতি, তদা
পুনর্জপেং । ২৯

করিয়া ওষ্ঠ দ্বয় সম্পদুট (যুক্ত) করিয়া ভয় পরিত্যাগ করিয়া মৌনী হইয়া বিহিত
মালার জপ করিবেন । ২৫

এস্থলে শ্বশান সাধন ক্রমেই জপ করিবেন । যদি অর্দ্ধ রাত্রি পর্য্যন্ত কিছু না দেখা
যায়, তবে পূর্ব্বং সর্ষপ ও তিল বিকিরণ এবং সাত পা গমন করিবেন । গুরু
উৎপন্ন হইলে এইরূপ পাঠ করিবেন । যেমন (২৬)—

যৎ প্রার্থ্যতে বলিভেন দাতব্যং কুঞ্জরাদিকম্ ।

দিনান্তরে চ দাস্ত্যামি স্বনাম কথয়স্ব মে ॥ ২৭

উহার অর্থ—তুমি বলিরূপে আমার নিকট যে কুঞ্জরাদি চাহিতেছ । তাহা
দাতব্য । দিনান্তরে তাহা দিব । তুমি আমাকে নিজের নাম বল । ইহা সংস্কৃত
ভাষা দ্বারাই বলিয়া নির্ভয় হইয়া পুনরায় জপ করিবেন । তাহাতে দেবী যদি
নিজের নাম মধুর করিয়া বলেন, তবে সাধককেও মধুর বলিতে হইবে । ২৮

তাহার পর দেবী যদি নিজের নাম মধুর করিয়া বলেন, তখন সাধক বলিবেন—
তুমি যে অমুকী, এই সত্য কর । দেবী সত্য করিলে বর প্রার্থনা করিবেন । যদি
কখনও সত্য না করেন, বরও না দেন, তাহা হইলে পুনরায় জপ করিবেন । ২৯

১। খ—লেশেনাস্মাদ্ভয়মিত্যাদি । তত্রসারে—বধেভ্যানন্তরং—চলচ্ছবদ্ ভয়ং নান্তি ভয়ে জাতে
বদেৎ ততঃ । ইতি পাঠঃ । ২। ক+খ—যৎ প্রার্থয়সি । যৎ প্রার্থয়েতি তত্রসার-পাঠঃ ।

৩। মধুরং ততঃ ইত্যাস্তরং—ততঃ সত্যং কারয়িত্বা বরঞ্চ প্রার্থয়েৎ ততঃ । যদি সত্যং ন কৃকৃতে
বরং বা ন প্রযচ্ছতি । তদা পুনর্জপেদ্ ধীমানেকাগ্রমানিসমুখা । ইত্যধিকতন্ত্রসারে দৃশ্যতে ।

সত্যে কৃতে বরং লক্ষ্য সন্ত্যজ্ঞেচ জপাদিকম্ ।

ফলং জাতমিতি জ্ঞাত্বা জুটিকাং মোচয়েৎ ততঃ ॥ ৩০

শবং প্রক্ষাল্য সংস্থাপ্য মোচয়েৎ পাদ-বন্ধনম্ ।

পাদচক্রং^১ মোচয়িত্বা পূজা-দ্রব্যং জলে ক্ষিপেৎ ॥ ৩১

শবং জলে তু গৰ্ভে বা নিক্ষিপ্য স্নানমাচরেৎ ।

ততস্তু স্বগৃহং গত্বা বলিং দত্ত্বাদ দিনান্তরে ॥ ৩২

মন্ত্রস্ত অগ্রিম-রাত্রৌ যেযাং যজমানোহহং তে গৃহস্ত ইমং বলিম্ ।

অথ তৈর্যচিত্তানখান্ নর-কুঞ্জর-শূকরান্ ।

দত্ত্বা পিষ্টময়ানস্তে কর্তব্যং সমুপোষণম্ ॥ ৩৩

পরেহহি নিত্যক্রিয়াং কৃত্বা পঞ্চগব্যং পিবেৎ । ততঃ পঞ্চবিংশতি-
সংখ্যকান্ ব্রাহ্মণানপি ভোজয়েৎ । ৩৪

পরেহহি^২ নিত্যমাচর্য্য পঞ্চগব্যং পিবেৎ ততঃ ।

ব্রাহ্মণান্ ভোজয়েৎ তত্র পঞ্চবিংশতি-সংখ্যকান্ ।

সপ্ত-পঞ্চ-বিহীনান্ বা ক্রমেণৈব দশাবধি ॥ ৩৫

তন্ত্রে বলিয়াছেন—সত্য করিয়া বলিলে তাঁহার নিকট হইতে বর লইয়া জপাদি ত্যাগ করিবে । তাহার পর ফল উৎপন্ন হইয়াছে ইহা জানিয়া জুটিকা মোচন করিবে । ৩০

তাহার পর শবকে প্রক্ষালন করিয়া কোন স্থানে স্থাপন করিয়া পাদে বন্ধন মোচন করিয়া দিবে । পাদবন্ধন মোচন করিয়া পূজা দ্রব্য জলে নিক্ষেপ করিবে । ৩১

শবকে জলে অথবা গৰ্ভে নিক্ষেপ করিয়া স্নান করিবে । তাহার পর স্বগৃহে গমন করিয়া দিনান্তরে মূলোক্ত বলি মন্ত্রে প্রতিশ্রুত বলি দিবে । ৩২

বলি মন্ত্রার্থ হইতেছে—অগ্রিম রাত্রিতে ষাঁহাদের আমি যজমান, তাঁহারা এই বলি গ্রহণ করুন ।

তন্ত্রে বলিয়াছেন—অনন্তর সেই দেবতাদিগের প্রার্থিত পিষ্টময় নর, কুঞ্জর বা শূকর বলি দিয়া অন্তে উপবাস করিবে । ৩৩

পর দিবসে নিত্য ক্রিয়া করিয়া পঞ্চগব্য পান করিবেন । তাহার পর পঞ্চবিংশতি সংখ্যক ব্রাহ্মণ ভোজন করাইবেন । ৩৪

তন্ত্রে যেমন বলিয়াছেন—পর দিনে নিত্য ক্রিয়ার আচরণ করিয়া পঞ্চগব্য পান করিবে । সেই ক্রিয়াতে পঞ্চবিংশতি সংখ্যক ব্রাহ্মণ ভোজন করাইবে । অথবা অসমর্থ

ততঃ স্নানং চ তুচ্ছং চ নিবিশেছন্তমং স্থলম্ ।

যদি ন স্নাদ্ বিপ্রভোজ্যং তদা নির্ধনতাং ব্রজেৎ ॥ ৩৬

তেন চোৎপন্নত্বং স্নাত্ব তদা দেবী প্রকুপ্যতি ।

ত্রিরাত্রং বাথ ষড়্‌রাত্রং নবরাত্রং তু গোপয়েৎ ॥ ৩৭

স্ত্রীশয্যা যদি গচ্ছেৎ তু তদা ব্যাধিং বিনির্দেশেৎ ।

গীতং ত্রৈলোক্যং তু বধিরো নিশ্চক্ষুর্নৃত্য-দর্শনাৎ ॥ ৩৮

যদি বসিঃ দিনে বাক্যং তদাহস্য মুকতা ভবেৎ ।

পঞ্চদশদিনং যাবদ্ দেহে দেবস্তা সংস্থিতিঃ ॥ ৩৯

ন স্বীকুর্যাদ্ গন্ধ-পুষ্পে বহির্যাতি যদা যদা

তদা বস্ত্রং পরিত্যজ্য গৃহীয়াদ্ বসনাস্তরম্ ॥ ৪০

গো-ব্রাহ্মণ-বিক্রদ্ধঞ্চ ন কুর্যাচ্চ কদাচন ।

হুর্জ'নং পতিতং ক্লীবং ন স্পৃশেচ্চ কদাচন ॥ ৪১

দেব-গো-ব্রাহ্মণাদীংশ্চ প্রতাহং সংস্পৃশেচ্ছূচিঃ ।

প্রাতর্নিত্যক্রিয়াস্তু চ বিশ্বপত্রোদকং পিবেৎ ॥ ৪২

হইলে ক্রমে ক্রমে পাঁচ বাদ দিয়া ২০ জনকে বা সাত বাদ দিয়া ১৮ বা অবশিষ্ট ক্রমে দশাবধি ব্রাহ্মণগণকে অর্থাৎ দশটি পর্যন্ত ব্রাহ্মণকে ভোজন করাইবে । ৩৬

তাহার পর স্নান করিয়া ভোজন করিয়া উত্তম স্থানে বাস করিবে । যদি ব্রাহ্মণ ভোজন না হয়, তবে নির্ধনত্ব প্রাপ্ত হইবে । ৩৬

তাহাতে যদি নির্ধন হয়, তবে দেবী বিশেষভাবে কুপিতা হন । তিন রাত্রি অথবা ছয় রাত্রি অথবা নয় রাত্রি, ইহা গোপন করিবে । ৩৭

যদি স্ত্রীর শয্যাগমন করে, তবে তাহা ব্যাধির সূচনা করে । গীত শ্রবণ করিয়া বধির হয় । নৃত্য দর্শন হইতে অন্ধ হয় । ৩৮

যদি দিগ্‌সে কথা বলে, তবে সে মুক হইবে । পঞ্চদশ দিন যাবৎ দেহে দেবতা সংস্থিত থাকেন । ৩৯

গন্ধ ও পুষ্প গ্রহণ করিবে না । যখন যখন বাহিরে যাইবে, তখন বস্ত্র পরিত্যাগ করিয়া অস্ত্র বস্ত্র গ্রহণ করিবে । ৪০

দেবতা, গন্ধ ও ব্রাহ্মণের বিক্রদ্ধ কার্য্য কখনও করিবে না । হুর্জন ব্যক্তিকে, পতিত ব্যক্তিকে ও নপুংসকে কখনও স্পর্শ করিবে না । ৪১

তুচি হইয়া প্রত্যহ দেবতা, গন্ধ ও ব্রাহ্মণকে স্পর্শ করিবে । প্রাতঃকালে নিত্য ক্রিয়ার শেষে বিশ্বপত্রোদক পান করিবে । ৪২

ততঃ স্নাত্বা তু গঙ্গায়াং প্রাপ্তে ষোড়শ-বাসরে ।

স্বাহাস্তং মন্ত্রমুচ্চাৰ্য্য তৰ্পণাস্তে নমঃ-পদম্ ॥ ৪৩

এবং শতত্ৰয়াদুর্ধ্বং দেবান্ সন্তুৰ্পয়েজ্জলৈঃ ।

স্নান-তৰ্পণ-শূন্যস্থ ন স্মাদ্ দেবস্থ তৰ্পণম্ ॥ ৪৪

ইত্যনেন বিধানেন সিদ্ধিমাপ্নোতি সাধকঃ ।

ইহ ভুক্ত্বা বরান্ ভোগানস্তে যাতি হরেঃ পদম্ ॥

ততো দক্ষিণাং দত্বাহচ্ছিদ্রমবধারয়েৎ । ৪৫ ইতি শবসাধনম্ ।

অথ যোগিনী-সাধনম্ । সুন্দরী-সাধনম্ । ভূতডামরে—

অথ প্রাতঃ সমুথায় কৃত্বা স্নানাদিকং শুভম্ ।

প্রাসাদঞ্চ সমাসাত্ত কুৰ্য্যাদাচমনং ততঃ ॥ ১

প্রণবাস্তে সহস্রারে হুং ফড়্দিগ্বন্ধনং চরেৎ ।

প্রাণায়ামং ততঃ কুৰ্য্যান্ মূলমন্ত্রেণ মন্ত্রবিৎ ॥ ২

ষড়ঙ্গং মায়য়া কুৰ্য্যাৎ পদ্মমষ্টদলং লিখেৎ ।

তস্মিন্ পদ্মে মহামন্ত্রং জীবন্ত্যাসং সমাচরেৎ ।

পীঠে দেবীং সমভ্যর্চ্য ধ্যায়েদ্ দেবীং জগৎ-প্রিয়াম্ ॥ ৩

ষোড়শ দিবস উপস্থিত হইলে প্রাতঃকালে গঙ্গাস্নান করিয়া স্বাহাস্ত মন্ত্র উচ্চারণ করিয়া তৰ্পণ পদের অন্তে নমঃ পদ দিবে । এইরূপে জলের দ্বারা দেবগণকে তিন শতাধিক তৰ্পণ করিবে । স্নান ও তৰ্পণ শূন্য ব্যক্তির দেবতার তৰ্পণ (তপ্তি) হয় না । ৪৩-৪৪

সাধক এইরূপ বিধানে সিদ্ধি লাভ করেন । ইহলোকে শ্রেষ্ঠ ভোগ সকল ভোগ করিয়া শেষে হরির স্থানে গমন করেন অর্থাৎ মুক্তিলাভ করেন । তাহার পর দক্ষিণা দিয়া অচ্ছিবধারণ করিবে । ৪৫ । শবসাধন সমাপ্ত হইল ।

অনন্তর যোগিনীসাধন কথিত হইতেছে । ভূতডামর তন্ত্রে বলিয়াছেন—অনন্তর প্রাতঃকালে শয্যাভ্যাগ করিয়া স্নানাদি সমস্ত শুভ কর্ম করিয়া প্রাসাদ (হোং) গ্রহণ (উচ্চারণ) করিয়া আচমন করিবে । তাহার পর প্রণবের অন্তে সহস্রারে হুং ফট্ (ও সহস্রারে হুং ফট্) মন্ত্রে দিগ্বন্ধন করিবে । তাহার পর মন্ত্রবিৎ সাধক মূলমন্ত্রে প্রাণায়াম করিবে । ১-২

মায়াবীজের দ্বারা ষড়ঙ্গ স্তাস করিবে এবং একটি অষ্ট দল পদ্ম লিখিবে । সেই পদ্মে মহামন্ত্রে (মূলমন্ত্রে) জীব স্তাস করিবে । পীঠদেবীকে অর্চনা করিয়া জগৎপ্রিয়া সুন্দরী দেবীকে ধ্যান করিবে । ৩

পূর্ণাঙ্গাং দেবীং বিচিত্রাং বস্ত্রধারিণীম্ ।

পাদোৎকৃষ্টাং চূড়াম্ বাহুভ্যাং নব্বেষামভয়-প্রদাম্ ॥ ৪

হাতাং ধ্যানার্থং মূলে দৃষ্টাং পাদাদিকং ততঃ ।

পুনঃ পুনঃ নিবেদ্যে নৈবেদ্যং মূলমন্ততঃ ।

গম্য ভক্ত্যনুভবিত্বাং পূরঞ্চ সুশোভনম্ ॥ ৫

প্রণম্য তং ভুবনেশীং গচ্ছ সুরসুন্দরি ! ।

বস্ত্রাং বস্ত্রাং ক্রমেণ ত্রিসন্ধ্যাঞ্চ দিনে দিনে ॥ ৬

সহস্রৈকং ক্রমাগেণ যত্নে দেবীং সদা বুধঃ ।

মাসান্তে ব্যাপ্য দিবসং বলিপূজাং সুশোভনাম্ ।

কৃৎস্না চ প্রজপেণ মন্ত্রং নিশীথে যাতি সুন্দরী ॥ ৭

সুদৃঢ়ং সাধকং মত্বা যাতি সা সাধকালয়ে ।

সুপ্রসন্না সাধকাগ্রে সদা স্মেরমুখী ততঃ ॥ ৮

দৃষ্ট্বা দেবীং সাধকেন্দ্রো দৃষ্টাং পাদাদিকং শুভম্ ।

সুচন্দনং সুমনসো দস্তাহভিলষিতং^১ বদেৎ ।

মাতরং ভগিনীং বাপি ভাৰ্য্যাং বা ভক্তি-ভাবতঃ ॥ ৯

পূর্ণচন্দ্রের স্থায় আনন বিশিষ্টা, গৌরী, বিচিত্র বস্ত্রধারিণী, পীন ও উত্তম স্তন-
ধারিণী, সকলের অভয়প্রদা বামাকে ধ্যান করিবে । ৪

এই মূর্তি ধ্যান করিয়া মূলমন্ত্রের দ্বারা পাদাদি দিবে । তাহার পর পুনরায় ধূপ
নিবেদন করিয়া মূলমন্ত্রে নৈবেদ্য নিবেদন করিবে । অতিসুন্দর গন্ধ চন্দন ও ভাস্কল
দিবে । ৫

পণ্ডিত সাধক সর্বদা দেবীকে ধ্যান করিয়া প্রণবের অন্তে ভুবনেশী (হ্রীং) আগচ্ছ
সুরসুন্দরী বহ্নিজায়া (স্বাহা) অর্থাৎ ওঁ হ্রীং আগচ্ছ সুরসুন্দরী স্বাহা এই মন্ত্র প্রতিদিন
ত্রিসন্ধ্যায় এক সহস্র পরিমাণ জপ করিবে । ৬

মাসান্তে সারাদিন ব্যাপী অতি সুন্দরভাবে বলিদানসহ পূজা করিয়া রাত্রিতে
মন্ত্র জপ করিবে । তখন সুন্দরী দেবী আসেন । ৭

সেই দেবী সাধককে সুদৃঢ় মনে করিয়া সাধকের গৃহে আগমন করেন এবং
সুপ্রসন্না হইয়া সাধকের অগ্রে সর্বদা হাস্যমুখী হইয়া থাকেন । ৮

সাধক দেবীকে দেখিয়া সংযত চিত্ত হইয়া পবিত্র পাদাদি দিবে এবং সুন্দর চন্দন

১। স্ব-সুমনসো জাহ্নবিলষিতং ।

যদি মাতা তদা বিস্তং দ্রব্যঞ্চ সূমনোহরম্ ।
 ভূপতিঞ্চ প্রার্থিতং^১ যদ ভবিষ্যতীতি তৎ পুনঃ ॥ ১০
 তৎ সর্বং সাধকেন্দ্রায় নিবেদয়তি নিশ্চিতম্ ।
 যদ যৎ প্রার্থয়তে সর্বং দদাত সা দিনে দিনে ।
 পুত্রবৎ পালয়েৎ লোকে সত্যং সত্যং সূনিশ্চিতম্ ॥ ১১
 স্বসা দদাতি দ্রব্যঞ্চ দিব্যং বস্ত্রং তথৈব চ ।
 দিব্যকন্যাং^২ সমানীয় নাগকন্যাং দিনে দিনে^৩ ।
 ভ্রাতৃবৎ পালিতং লোকে কামনাভির্মনোগতৈঃ ॥ ১২
 ভার্য্যা স্যাদ্ যদি সা দেবী সাধকস্ত মনোহরা ।
 রাজেন্দ্রঃ সর্বরাজানাং সংসারে সাধকোত্তমঃ^৪ ॥ ১৩
 যদ যদ ভবতি ভূতঞ্চ ভবিষ্যতীতি যৎ পুনঃ ।
 তৎ সর্বং সাধকেন্দ্রায় নিবেদয়তি তৎ পুনঃ ॥ ১৪

দিয়া সাধক দেবীকে মাতা, ভগিনী অথবা ভার্য্যারূপে দেখিয়া ভক্তিভাবে নিজের অভিলষিত বিষয় বলিবে । ৯

দেবী যদি মাতা হন, তবে বিস্ত, সূমনোহর দ্রব্য ও ভূপতিত্ব যাহা তাঁহার নিকট প্রার্থিত হইবে, তাহা হইবে বলিয়া দেবী বলেন । ১০

দেবী সাধক-শ্রেষ্ঠকে সে সমস্তই প্রদান করেন, ইহা নিশ্চিত । সাধক আর যাহা যাহা প্রার্থনা করে, দেবী প্রতিদিন সাধককে তাহা দেন এবং এই লোকে তাহাকে পুত্রবৎ পালন করেন । ইহা সত্য সত্য ও সূনিশ্চিত । ১১

যদি দেবী স্বসা (ভগিনী) হন, তবে তিনি মনোহর দ্রব্য ও বস্ত্র দেন এবং প্রতিদিন দিব্যকন্যা নাগকন্যাকে আনিয়া দেন এবং মনোগত কাম্য বিষয় সমূহের প্রদানের দ্বারা সাধককে এই লোকে ভ্রাতার স্থায় পালন করেন । ১২

যদি সেই দেবী সাধকের মনোহরা ভার্য্যা হন, তবে সাধক সংসারে সমস্ত রাজ-
 গণের রাজেন্দ্র হইয়া থাকে । ১৩

যাহা যাহা হইতেছে, হইয়াছে বা পুনরায় যাহা হইবে, তাহা সমস্তই দেবী সাধক
 শ্রেষ্ঠকে পুনঃপুনঃ বলিয়া দেন । ১৪

১। খ—প্রার্থিতং যৎ তদ দদাতি দিনে দিনে । পুত্রবৎ পালয়েৎ লোকে সত্যং সত্যং ন সংশয়ঃ । ইতি পাঠঃ । ২। খ—দিব্যাং কন্যাং । ৩। খ—দিনে ইত্যনন্তরং—যদ ভবতি ভূতঞ্চ ভবিষ্যতীতি তৎ পুনঃ । তৎ সর্বং সাধকেন্দ্রায় নিবেদয়তি নিশ্চিতম্ । যদ যৎ প্রার্থয়তে সর্বং দদাতি সা দিনে দিনে । ভ্রাতৃবৎ পালিতং লোকে ইত্যাদি পাঠঃ । ৪। খ—সাধকোত্তম ইত্যনন্তরং যর্গে যর্গ্যে চেত্যাদি পাঠঃ ।

স্বর্গে মর্ত্যে চ পাতালে গতিঃ সর্বত্র নিশ্চিতম্ ।

যদ যদ দদাতি সা দেবী কথিতুং নৈব শক্যতে ॥ ১৫

তয়া সাক্ষিঞ্চ সন্তোষং কৰোতি সাধকোত্তমঃ ।

অন্য-স্ত্রীগমনং ত্যক্ত্বা চানুথা নশ্যতি ধ্রুবম্ ॥ ১৬

অস্তা মন্ত্রস্ত ও হ্রীং আগচ্ছ সুন্দরি স্বাহেতি । ইত্যেকা সুন্দরী নামী ॥ ১

অথ মনোহরা-সাধনম্

অথ নদীতীরং গত্বা পূর্ববৎ কার্য্যং কৃত্বা চন্দনৈর্মণ্ডলং লিখিত্বা তত্র
স্বমন্ত্রং বিলিখ্যাবাহু ধ্যায়েৎ । ১৭

কুরঙ্গ-নেত্রাং শরদিন্দু-বক্ত্রাং বিভ্রাধরাং চন্দন-গন্ধ-লিপ্তাম্ ।

চীনাংশুকাং পীনকুচাং মনোজ্ঞাং শ্যামাং সদা কামদুঘাং বিচিত্রাম্ ॥ ১৮

এবং ধ্যাত্বা বিধিবৎ সম্পূজ্য প্রত্যহমমৃত-সংখ্যায়া জপেৎ । মাসান্তে
আনিশীথং জপেৎ । ততো নিশীথে সাগতা^১ বরং বরয় ভাষতে । ততঃ
সাধকঃ প্রাণায়ামং ষড়ঙ্গঞ্চ মায়য়া কৃত্বা পাণ্ডাঠৈঃ সন্তো-মাংসবলিনা চ
পূজয়েৎ । ১৯

স্বর্গ, মর্ত্য ও পাতাল সর্বত্র সাধকের গতি নিশ্চিত । দেবী যাহা যাহা সাধককে
প্রদান করেন, তাহা আমি বলিতে পারি না । ১৫

সাধক অন্য স্ত্রীগমন পরিত্যাগ করিয়া তাহার সহিত সন্তোষ করে । অনুথা
তাহার অবশ্যই বিনাশ হয় । ১৬

এই দেবীর মন্ত্র হইতেছে—ও হ্রীং আগচ্ছ সুন্দরি স্বাহা । ইহা এক সুন্দরী নামী
বোগিনী । ১

অনন্তর মনোহরা দেবীর সাধন কথিত হইতে হইতেছে । নদী তীরে গমন করিয়া
পূর্ববৎ সমস্ত কার্য্য করিয়া সেই চন্দনের দ্বারা মণ্ডল লিখিয়া সেই মণ্ডলে দেবীর মন্ত্র
লিখিয়া আবাহন করিয়া মূলোক্ত “কুরঙ্গনেত্রাং” ইত্যাদি ধ্যানে ধ্যান করিবে । ১৭

ধ্যানের অর্থ—হরিশের নেত্রের স্থায় সুন্দর নয়না ; শরৎচন্দ্র বদনা, বিশ্বফলের
স্থায় অধরবিশিষ্টা, চন্দনগন্ধে লিপ্তা, চীনবস্ত্র পরিহিতা, সুলভনৌ, মনোজ্ঞা, শ্যামবর্ণা,
কামধেনুর স্থায় অভীষ্টদামিনী, বিচিত্র-রূপা দেবীকে ধ্যান করিবে । ১৮

এইরূপে ধ্যান করিয়া বিধিবৎ পূজা করিয়া প্রত্যহ অমৃত সংখ্যক জপ করিবে ।
মাসের শেষে রাত্রি পর্য্যন্ত জপ করিবে । তাহার পর রাত্রিতে সেই দেবী আগমন

ততোহঁচিঁতা প্রসন্ন্য সা পুষ্কান্তি প্রার্থিতঞ্চ যৎ ।
 স্বর্ণশতং সাধকায় দদাতি সা দিনে দিনে ॥ ২০
 সাবশেষং ব্যয়ং কুর্য্যাৎ স্থিতে তৎ তু ন দাস্ততি ।
 অশ্রুস্ত্রী-গমনং তস্য ন ভবেৎ সত্যমীরিতম্ ॥ ২১

অস্তা মন্ত্রস্ত—ওঁ হ্রীং আগচ্ছ মনোহরে স্বাহা । যথা—

তারং মায়াগচ্ছ মনোহরে পাবকবল্লভা ॥ ২২ ॥ ইত্যন্তা ॥ ২

অথ কনকাবতী

গত্বা বটতলে দেবীং পূজয়েৎ সাধকোত্তমঃ ।
 প্রাণায়ামং ষড়ঙ্গঞ্চ মায়ায়াহুথ সমাচরেৎ ॥ ২৩
 সন্ধ্যো-মাংসং বলিং দত্ত্বা পূজয়েৎ তাং সমাহিতঃ ।
 অৰ্ঘ্যমুচ্ছিষ্ট-রক্তেন দত্ত্বাৎ তস্যৈ দিনে দিনে ॥ ২৪
 প্রচণ্ড-বদনাং গৌরীং পকু-বিস্বাধরাং পরাম্ ।
 রক্তান্বর-ধরাং বালাং সর্বকাম-প্রদাং শুভাম্ ॥ ২৫

করিন্না বলেন—বর প্রার্থনা কর । তাহার পর সাধক প্রাণায়াম ও মারাবীজের দ্বারা ষড়ঙ্গ ক্রাস করিয়া পাণ্যাদি উপচার ও সন্ধ্য মাংস বলি দ্বারা পূজা করিবে । ১৯

তন্নে বলিয়াছেন—তাহার পর সেই অর্চিতা দেবী প্রসন্ন্য হইয়া যাহা তাঁহার নিকট প্রার্থিত হইয়াছিল, তাহা দিয়া তাহাকে পোষণ করেন এবং তিনি প্রতি দিন সেই সাধককে এক শত স্বর্ণ মুদ্রা প্রদান করেন । ২০

সেই স্বর্ণমুদ্রা নিঃশেষে ব্যয় করিবে । উহার কিছু অবশেষে থাকিলে তিনি আর তাহা দেন না । তাহার অশ্রু স্ত্রীগমন হইবে না । ইহা সত্য বলিতেছি । ২১

ইহার মন্ত্র হইতেছে—ওঁ হ্রীং আগচ্ছ মনোহরে । স্বাহা । যেমন তন্নে বলিয়াছেন—তার (ওঁ) মায়া (হ্রীং) আগচ্ছ মনোহরে । ও পাবক-বল্লভা (স্বাহা) । ২২ ইনি অস্তা বক্ষিণী । ২

অনন্তর কনকাবতী সাধন কথিত হইতেছে । (তন্নে বলিয়াছেন)—

সাধকোত্তম বটবৃক্ষের তলে গমন করিয়া দেবীকে পূজা করিবে । প্রথমে মারাবীজের দ্বারা প্রাণায়াম ও ষড়ঙ্গ ক্রাস করিবে । ২০

সমাহিত হইয়া সেই দেবীকে সন্ধ্য মাংস বলি দিয়া পূজা করিবে । প্রতিদিন উচ্ছিষ্ট রক্তের দ্বারা সেই দেবীকে অর্ঘ্য দিবে । ২৪

দেবীর ধ্যান—প্রচণ্ড (ঘোর) বদনা, পকু বিষের সদৃশ অধর বিশিষ্টা, রক্তবস্ত্র পরিহিতা, বালা, সর্বকামপ্রদা, শুভা (জ্যেষ্ঠা) গৌরীকে ধ্যান করিবে । ২৫

এবং ধ্যান জপেন্ মন্ত্রমবুতং সাধকোত্তমঃ ।

সপ্তদিনং সমভ্যর্চ্য অষ্টমে বিধিবচ্চরেৎ ।

কায়েন মনসা বাচা পূজয়েচ্চ দিনে দিনে ॥ ২৬

তারং মায়া তথা কূটং রক্ষ-কর্মণি তদ্বহিঃ ।

আগচ্ছ কনকান্তে চ বতি স্বাহা মহামন্ত্রঃ^১ ॥ ২৭

তথাচ—ওঁ হ্রীং হুং রক্ষকর্মণি আগচ্ছ কনকাবতি স্বাহেতি মন্ত্রঃ ।

অনিশীথং জপেন্ মন্ত্রং বলিং দত্ত্বা মনোরমম্ ।

সাধকেন্দ্রং দৃঢ়ং জ্ঞাত্বা সা যাতি সাধকালয়ে ॥ ২৮

সাধকেন্দ্রোহপি তাং দৃষ্ট্বা দৃঢ়াদর্ঘ্যাদিকং ততঃ ।

ততঃ সপরিবারেণ ভার্য্যা স্যাৎ কাম-ভোজনৈঃ ।

বস্ত্র-ভূষাদিকং ত্যক্ত্বা যাতি সা নিজ-মন্দিরম্ ॥ ২৯

এবং ভার্য্যা ভবেন্নিত্যং সাধকাজ্ঞানুরূপতঃ ।

আত্ম-ভার্য্যাং পরিত্যজ্য ভজেৎ তাক্ষ বিচক্ষণঃ ॥ ৩০ ॥ ইত্যপরা । ৩

অথ কামেশ্বরী-সাধনম্

অথ কামেশ্বরীং বক্ষ্যে সর্বকাম-ফলপ্রদাম্ ।

এইরূপ ধ্যান করিয়া সাধক শ্রেষ্ঠ অযুত মন্ত্র জপ করিবে । সাত দিন সম্যক্ রূপে অর্চনা করিয়া অষ্টম দিনে বিধিবৎ পূজা করিবে । শরীর, মন ও বাক্যের দ্বারা প্রতিদিন পূজা করিবে । ২৬

তার (ওঁ), মায়া (হ্রীং), সেইরূপ কূট (হুং), রক্ষ কর্মণি, তাহার বহির্ভাগে (পরে) আগচ্ছ কনকা শব্দের পরে বতি স্বাহা—এইটি মহামন্ত্র । ২৭

তাহা হইলে এই মন্ত্র হয়—ওঁ হ্রীং হুং রক্ষ-কর্মণি আগচ্ছ কনকাবতি । স্বাহা ।

মনোহর বলি দিয়া রাত্রি পর্যন্ত মন্ত্র জপ করিবে । সেই দেবী সাধককে দৃঢ় বুঝিলে সাধকের গৃহে বান । ২৮

তাহার পর সাধক শ্রেষ্ঠও তাঁহাকে দেখিয়া অর্ঘ্যাদি দান করিবে । তাহার পর তিনি কাম (অভিষ্ট) ভোজনের দ্বারা সপরিবারে তাহার ভার্য্যা হইবেন । প্রভাতে বস্ত্র ও ভূষণাদি পরিত্যাগ করিয়া সেই দেবী নিজ মন্দিরে গমন করেন । ২৯

সাধকের আজ্ঞানুসারে এইরূপে তিনি নিত্য ভার্য্যা হইয়া থাকেন । বিচক্ষণ সাধক নিজের ভার্য্যাকে পরিত্যাগ করিয়া তাঁহাকে ভজনা করিবে । ৩০ । ইনি অগ্নি । ৩

অনন্তর সর্বকাম ফল-প্রদা কামেশ্বরীর সাধন বলিতেছি । পূর্ববৎ সমস্ত করিয়া

পূর্ববৎ সকলং কৃৎ৷ ভূৰ্জপত্রে গোরোচনয়া প্রতিমাং নির্মায়া শয্যামাক্রুত্ব
সহস্রৈক-প্রমাণেন মাসমেকং জপেৎ । ঘূতেন মধুনা বা দীপং দত্তাৎ ॥ ৩১

কামেশ্বরীং শশাঙ্কাস্ত্যাং চলৎ-খঞ্জন-লোচনাম্ ।

সদা লোলগতিং কাস্ত্যাং কুসুমাস্ত্র-শিলীমুখাম্ ॥ ৩২

এবং ধ্যাওয়া মন্ত্রং জপেৎ । সা নিশীথে যাতি ।

জীভাবেন তদা তশ্চৈ দত্তাৎ পাটাদিকং ততঃ ॥ ৩৩

সা সুখেণ নিশাং নীত্বা দত্ত্বা চ বিপুলং ধনম্ ।

বস্ত্রালঙ্কার-দ্রব্যাদীন্ প্রভাতে যাতি নিশ্চিতম্ ॥ ৩৪

মন্ত্রস্ত—ওঁ হ্রীং আগচ্ছ কামেশ্বরি স্বাহা । তথা চ—

প্রণবং ভুবনেশী চাগচ্ছ কামেশ্বরি ! ততঃ ।

বহুৈর্ভার্য্যা মহামন্ত্রং সাধকানাং সুখাবহম্ ॥৩৫॥ ইতীতরা । ৪

অথ রতি-সুন্দরী ॥

সুবর্ণবর্ণ-গৌরাক্ষীং সর্বাঙ্গলঙ্কার-ভূষিতাম্ ।

নূপুরাঙ্গদ-হারাঢ্যাং রম্যাক্ষ পুষ্করেক্ষণাম্ ॥ ৩৬

ভূৰ্জপত্রে গোরোচনা দ্বারা প্রতিমা নির্মাণ করিয়া শয্যাতে আরোহণ করিয়া একমাস
ব্যবৎ অবিচ্ছেদে এক হাজার পরিমাণ জপ করিবেন । ঘূত বা মধু দ্বারা দীপ
দিবেন । ৩১

কামেশ্বরী ধ্যান—চন্ডের শ্যাম কান্তি যুক্ত মুখ বিশিষ্টা, চঞ্চল খঞ্জনের শ্যাম চঞ্চল
নয়না, সর্বদা চঞ্চলগতিময়ী, জ্যোতিঃ-বিশিষ্টা, পুষ্পবাণ ও ধনুর্দ্ধারিণী কামেশ্বরীকে
ধ্যান করিবে । ৩২

এইরূপ ধ্যান করিয়া মন্ত্রজপ করিবে । রাত্রিতে সেই দেবী সাধকের নিকট
গমন করেন । তখন সাধক তাঁহাকে জীভাবে পাটাদি প্রদান করিবে । তাহার
পর সেই দেবী সুখে রাত্রি যাপন করিয়া বিপুল ধন, বস্ত্র, অলঙ্কার দ্রব্যাদি দিয়া
প্রভাতে নিশ্চয়ই চলিয়া যান । ৩৩-৩৪

ইহার মন্ত্র কিন্তু—ওঁ হ্রীং আগচ্ছ কামেশ্বরি । স্বাহা । তাহাই তন্ত্রে উক্ত হইয়াছে
যে—প্রণব (ওঁ), ভুবনেশী (হ্রীং), আগচ্ছ কামেশ্বরি । তাহার পর বহুর ভার্য্যা
(স্বাহা) । তাহাতে মন্ত্রটি হইল—ওঁ হ্রীং আগচ্ছ কামেশ্বরি । স্বাহা । এই মহামন্ত্র
সাধকের সুখাবহ । ৩৫ । ইনি অস্তা যক্ষিণী । ৪

অনন্তর রতিসুন্দরীর সাধন কথিত হইতেছে । তাঁহার ধ্যানের এই অর্থ—রতি-

ইত্যেবং পুত্তলীং পটে নির্মাণায়া ধ্যায়া সম্পূজ্য জপেদষ্টসহস্র, মানেন
প্রত্যাহম্ । ৩৭

মাসান্তে সময়ং প্রাপ্য নিশীথে যাতি সুন্দরী ।

ততস্তামর্চয়েদ্ ভক্ত্যা জাতী-কুমুম-মালয়া ॥ ৩৮

ভূষা ভার্য্যা চ সা তস্মৈ দদাতি বাঞ্ছিতং বরম্ ।

ভূষাদিকং পরিত্যজ্য প্রভাতে যাতি সা ক্রবম্ ।

ত্যক্ত্বা ভার্য্যাং ভজ্ঞং তাক্ষ অন্তথা নশ্যতি ক্রবম্ ॥ ৩৯

অশ্রা মন্ত্রস্ত—ওঁ হ্রীং আগচ্ছ রতিসুন্দরি স্বাহা । যথা—

ভারং মায়া তথাগচ্ছ রতিসুন্দরি পদস্ততঃ ।

বহিষ্কায়ান্তসাহস্রং জপেন্মন্ত্রং দিনে দিনে ॥৪০॥ ইয়মিতরা । ৫

অথ পদ্মিনী

স্বগৃহে শিবসন্নিধৌ পূর্ববচ্ছন্দেনেন মণ্ডলং কৃত্বা তত্র মূলমন্ত্রং লিখিত্বা—

পদ্মাননাং শ্যামবর্ণাং পীনোক্তুঙ্গ-পয়োধরাম্ ।

কোমলাঙ্গাং স্মেরমুখীং রক্তোৎপল-দলেষ্ফণাম্ ॥ ৪১

সুন্দরীকে সুবর্ণ-বর্ণা গৌরাজী, সমস্ত অলঙ্কারে ভূষিতা, নূপুর, অঙ্গদ ও হার বৃত্তা
মনোহরা, পদ্মপত্রের শ্যাম লোচন বিশিষ্টা ধ্যান করিবে । ৩৬

পটে এইরূপ প্রতিমা নির্মাণ করিয়া ধ্যান করিয়া অষ্ট সহস্র পরিমাণ সংখ্যায়
প্রত্যাহ জপ করিবে । ৩৭

একমাস অন্তে সময় উপস্থিত হইলে সুন্দরী যক্ষিণী সাধকের নিকট গমন করেন ।
তাহার পর তাঁহাকে জাতি পুষ্পের মালা দ্বারা ভক্তির সহিত পূজা করিবে । ৩৮

সেই সুন্দরী সাধকের ভার্য্যা হইয়া তাহাকে বাঞ্ছিত বর প্রদান করেন । সেই
সুন্দরী প্রভাতে ভূষণাদি পরিত্যাগ করিয়া চলিয়া যান । নিজ ভার্য্যাকে পরিত্যাগ
করিয়া তাঁহাকে ভজনা করিবে । অন্তথা নিশ্চয় বিনষ্ট হইবে । ৩৯

এই সুন্দরীর মন্ত্র কিন্তু—ওঁ হ্রীং আগচ্ছ রতিসুন্দরি । স্বাহা । যেমন ভক্তে
বলিয়াছেন—ভার (ওঁ), মায়া (হ্রীং), সেইরূপ আগচ্ছ রতিসুন্দরি । পদ, তাহার পর
বহিষ্কায় (স্বাহা) তাহাতে মন্ত্রটি হইল—ওঁ হ্রীং আগচ্ছ রতিসুন্দরি । স্বাহা ।
দিনে দিনে প্রতিদিন আট হাজার মন্ত্র জপ করিবে । ৪০ । ইনি অশ্রা যক্ষিণী । ৫

অনন্তর পদ্মিনীর সাধন কথিত হইতেছে । নিজের গৃহে শিবের নিকটে পূর্ববৎ
চন্দনেরদ্বারা মণ্ডল করিয়া সেই মণ্ডলে মূল মন্ত্র লিখিয়া পদ্মাসনা, শ্যামবর্ণা পীন ও

ইতি ধ্যানা সম্পূজ্য কৃষ্ণপ্রতিপদাদি-মাসে সহস্রং প্রত্যহং জপেৎ ।
মাসান্তে পূর্ণিমায়াং বিধিবৎ পূজয়েৎ । অনিশীথং জপেৎ । ততঃ সাগত্য
ভার্য্যা ভবতি, ধনাদি দদাতি । অগ্না স্ত্রী ত্যাজ্যা । মন্ত্রস্ত—ওঁ হ্রীং আগচ্ছ
পদ্মিনি ! স্বাহা ।

যথা—বেদান্তং ভুবনেশী চাগচ্ছ পদ্মিনি ! ঠ-দ্বয়ম্ ॥ ৪২ ॥ ইয়মন্তা । ৬

অথ নটিনী

ততো বক্ষ্যে মহাবিদ্যাং বিশ্বামিত্রেণ ধীমতা ।

জ্ঞাত্বা যাং সাধিতা বিদ্যা বলা চাতিবলা প্রিয়ে ! ॥ ৪৩

প্রণবাস্তে মহামায়া নটিনি পাবক-প্রিয়া ।

মহাবিদ্যেহ কথিতা গোপনীয় প্রযত্নতঃ ॥ ৪৪

অশোক-মূলে গত্বা—ত্রৈলোক্য-মোহিনীং গৌরীং বিচিত্রান্বর-ধারিণীম্ ।

বিচিত্রালঙ্কৃতাং রম্যাং নর্তকীবেশ-ধারিণীম্ ॥ ৪৫

উক্তদ্বয় (অত্যাচ্ছ) স্তনধারিণী, কোমলাঙ্গী, ঈষৎ হাস্যমুখী রক্তোৎপলের পত্রের স্তম্ভ
নয়নবিশিষ্টা পদ্মিনীকে ধ্যান করিবে । ৪২

এইরূপ ধ্যান করিয়া পূজা করিয়া কৃষ্ণ প্রতিপদাদি মাসে প্রত্যহ এক হাজার জপ
করিবেন । মাসান্তে পূর্ণিমায় বিধিপূর্বক পূজা করিবেন । রাত্রি পর্যন্ত জপ করিবেন ।
তাহার পর সেই পদ্মিনী সাধকের নিকট আসিয়া ভার্য্যা হন, ধনাদি দান করেন ।
অগ্নি স্ত্রী ত্যাগ করিবেন । ইহার মন্ত্র হইতেছে—ওঁ হ্রীং আগচ্ছ পদ্মিনী স্বাহা । যেমন
স্তম্ভে বলিয়াছেন—বেদান্ত (ওঁ), ভুবনেশী (হ্রীং), আগচ্ছ পদ্মিনি । ও ঠদ্বয়
(স্বাহা) । ৪২ । ইনি অগ্না যক্ষিণী । ৬

অনন্তর নটিনীর সাধন কথিত হইতেছে । তাহার পর মহাবিদ্যা নটিনী বলিতেছি ।
হে প্রিয়ে ! ধীমান্ বিশ্বামিত্র যাহাকে জানিয়া বলা ও অতিবলা নামক বিদ্যার
সাধন করিয়াছিলেন । ৪৩

প্রণবের অন্তে মহামায়া (হ্রীং) নটিনি । ও পাবকপ্রিয়া (স্বাহা) । তাহাতে ওঁ
হ্রীং নটিনি । স্বাহা—এই মন্ত্র হয় । এই মহাবিদ্যা কথিত হইয়াছে । যত্ন পূর্বক উহা
গোপন করিবে । ৪৪

অশোক বৃক্ষের মূলে গিয়া—ত্রৈলোক্যমোহিনী, গৌরী, বিচিত্র বস্ত্র-ধারিণী,
বিচিত্র অলঙ্কারে অলঙ্কৃতা রম্যা নর্তকী-বেশ-ধারিণী নটিনীকে ধ্যান করিবে । ৪৫

এবং ধ্যান সংপূজ্য দিনে দিনে সহস্রং জপেৎ । মাসান্তে মাংসোপহার্য-
দিভিরর্চয়েৎ । ৪৬

অর্দ্ধরাত্রৌ ভয়ং দত্ত্বা কিঞ্চিং সাধকসত্তমে ।

সুদৃঢ়ং সাধকং মত্বা যাতি সা সাধকালয়ম্ ॥ ৪৭

বিজ্ঞাভিঃ সকলাভিষ্ঠ কিঞ্চিং স্মেরমুখী ততঃ ।

বরং বরয় শীঘ্রং তুমিতি ভূয়ঃ প্রভাষতে ॥ ৪৮

ততঃ মাতরং ভগিনীং ভাৰ্য্যা বা কুৰ্য্যাৎ । সা তু পূর্ববৎ ফলং দদাতি ।
মন্ত্রস্ত—ওঁ হ্রীং নটিনি ! স্বাহেতি । ৪৯ । ইতি সপ্তমী ॥ ৭ ॥

অথ মধুমতী

মহাবিদ্যাং প্রবক্ষ্যামি সাবধানাঃ বধায় ॥ ৫০

ভূৰ্জপত্রে কুকুমেন স্ত্রিয়ং বিলিখ্য তদ্বহিরষ্টদলং পদ্মমালিখ্য শ্রাসাদিকং
কৃত্বা ধ্যান্য জীবন্তাসং কৃত্বা ত্রিসন্ধ্যং প্রত্যহমুপচারৈরর্চয়েৎ । ধ্যানস্ত । (৫১)—

শুদ্ধশ্ৰুটিক-সঙ্কশাং নানারত্ন-বিভূষিতাম্ ।

মঞ্জীর-হার-কেয়ূর-রত্ন-কুণ্ডল-মণ্ডিতাম্ ॥ ৫২

এইরূপ ধ্যান করিয়া সুন্দরভাবে পূজা করিয়া দিনে দিনে (প্রত্যহ) এক সহস্র
মন্ত্র জপ করিবেন । মাসান্তে মাংস উপহারাদি দ্বারা তাঁহার পূজা করিবেন । ৪৬

অর্দ্ধরাত্রিতে সাধক-শ্রেষ্ঠকে কিছু ভয় দেখাইয়া সাধককে সুদৃঢ় জানিয়া সেই
নটিনী দেবী সাধকের গৃহে গমন করেন । ৪৭

তাহার পর সেই হস্তমুখী নটিনী পুনরায় এই বলেন—তুমি শীঘ্র সকল বিদ্যার
সহিত বর প্রার্থনা কর । ৪৮

তাহার পর সাধক তাঁহাকে মাতা, ভগিনী বা ভাৰ্য্যা করিবেন অর্থাৎ মাতৃরূপে
ভগিনীরূপে বা ভাৰ্য্যারূপে ভাবনা করিবেন । তিনি পূর্ববৎ ফল দান করেন ।
তাঁহার মন্ত্র এই হইতেছে—ওঁ হ্রীং নটিনি ! স্বাহা । ৪৯ । ইনি সপ্তমী ষষ্টিনী । ৭

অনন্তর মধুমতী কথিত হইতেছে । তন্নে বলিতেছেন—আমি মহাবিদ্যা বলিতেছি ।
তুমি সাবধান হইয়া অবধারণ কর । ৫০

ভূৰ্জপত্রে কুকুমের দ্বারা একটি স্ত্রীমূর্তি অঙ্কিত করিয়া তাহার বহির্ভাগে একটি
অষ্টদল পদ্ম লিখিয়া শ্রাসাদি করিয়া ধ্যান করিয়া জীবন্তাস করিয়া ত্রিসন্ধ্যায় প্রত্যহ
উপচারের দ্বারা পূজা করিবেন । ধ্যান হইতেছে (৫১)—

শুদ্ধ শ্ৰুটিকের সদৃশী, নানারত্নে বিভূষিতা, মঞ্জীর (নুপুর), হার, কেয়ূর ও
রত্নকুণ্ডলে বিভূষিতা । এইরূপ মূর্তি ধ্যান করিবে । ৫২

কৃষ্ণপ্রতিপদমারভ্য দিনে দিনে সহস্রং জপেৎ । পূর্ণিমায়াং দিব্যারাজৌ
চ বিশেষতঃ পূজয়েৎ । ৫৩

প্রভাত-সময়ে যাতি সাধকশ্রান্তিকং ধ্রুবম্ ।

যদ যৎ কাময়তে মন্ত্রী তত্তদ দত্তাদ দিনে দিনে ॥ ৫৪

স্বর্গে মর্ত্যে চ পাতালে যদ বস্তু বিদ্যতে প্রিয়ে ! ।

আনীয় দীয়তে সত্যং সাধকাজ্ঞানুরূপতঃ ॥ ৫৫

স্বর্ণশতং তদা তস্মৈ দদাতি সা দিনে দিনে ।

তস্মা বর-প্রদানেন চিরজীবী নিরাময়ঃ ॥ ৫৬

সর্বজ্ঞঃ সুন্দরঃ শ্রীমান্ সর্বগো ভবতি ধ্রুবম্ ।

অশ্রুজী-গমনং ত্যজ্যমশ্রুত্যা নশ্যতি ধ্রুবম্ ॥ ৫৭

অস্যা মন্ত্রস্ত—ও হ্রীং আগচ্ছানুরাগিনি মৈথুন-প্রিয়ে ! স্বাহা ।

যথা—তারং মায়া তথাগচ্ছানুরাগিনি ! মৈথুন-প্রিয়ে ! ।

বহ্নি-ভার্য্যা মনুঃ প্রোক্তঃ সর্বসিদ্ধি-প্রদায়কঃ ॥ ৫৮

এষা মধুমতী তু স্যাৎ সর্বসিদ্ধি-প্রদা প্রিয়ে ! ।

গুহ্যাদ্ গুহ্যতরা বিদ্যা তব স্নেহাৎ প্রকাশিতা ॥ ৫৯ ॥ ইয়ং মধুমতী ॥ ৮

কৃষ্ণ প্রতিপদ হইতে আরম্ভ করিয়া প্রতিদিন এক সহস্র জপ করিবেন । পূর্ণিমাতে দিব্যারাজি বিশেষভাবে পূজা করিবেন । ৫৩

প্রভাত কালে মধুমতী সাধকের নিকট অবশ্যই গমন করেন । মন্ত্রজ্ঞ সাধক যাহা যাহা কামনা করেন, তিনি তাহা প্রতিদিন দান করেন । ৫৪

হে প্রিয়ে ! স্বর্গ, মর্ত্য ও পাতালে যে বস্তু বিদ্যমান আছে, সাধকের আজ্ঞানুসারে তিনি তাহা আনিয়া সাধককে দেন । ইহা সত্য । ৫৫

তিনি তখন প্রতিদিন সেই সাধককে স্বর্ণশত প্রদান করেন । সাধক তাঁহার বর দ্বারা চিরজীবী ও নিরাময় হইয়া থাকে । ৫৬

সাধক তাঁহার বরে নিশ্চয়ই সর্বজ্ঞ, শ্রীমান্, সুন্দর, সর্বগ হয় । অশ্রু জীগমন পরিহ্যক্ত । অশ্রুতা নিশ্চয়ই বিনাশ প্রাপ্ত হয় । ৫৭

ইহার মন্ত্র কিস্ত—ওঁ হ্রীং আগচ্ছানুরাগিনি ! মৈথুনপ্রিয়ে স্বাহা । যেমন তত্ত্ব বলিয়াছেন—তার (ওঁ), মায়া (হ্রীং), এবং আগচ্ছানুরাগিনি । মৈথুনপ্রিয়ে ! ও বহ্নিভার্য্যা (স্বাহা) । সর্বসিদ্ধি-প্রদায়ক এই মন্ত্র কথিত হইল । ৫৮

হে প্রিয়ে । সর্বসিদ্ধিপ্রদা এই মধুমতী বিদ্যা গুহ্য হইতে গুহ্যতরা তোমার স্নেহে ইহা প্রকাশিত হইল । ৫৯ । ইনি মধুমতী । ৮

তারাশ্রদীপে—প্রণবং ভুবনেশানী প্রমোদায়ৈ দ্বিষ্টাবধিঃ ।

অর্ধরাত্রে সমুখায় সহস্রং প্রজপেন্ মনুন্ম ।

মাসমেকং ততো দেবী নিধিঞ্চ দর্শয়েদ্ ধ্রুবম্ ॥ ৬০

মন্ত্রস্ত—ওঁ হ্রীং প্রমোদায়ৈ স্বাহেতি । এতদ্বিষয়ে ভাষ্যাদি ভাবো ন নিয়তঃ । তারাশ্রদীপাদৌ যক্ষিণী-মধ্যগণিতাপি ধনদা-লক্ষ্মী-প্রস্তাবে বক্ষ্যতে । এতা নব যক্ষিণ্যঃ তত্রৈব ॥ পৃচ্ছামঃ রে^১ ! ॥ ৬১

যদি কালমতিক্রামেমাগচ্ছতি ন সিধ্যতি ।

ক্রোধেনানেন চাক্রম্য জপেদষ্ট-সহস্রকম্ ॥ ৬২

তথাকৃতে সমায়াতি বাঙ্জিতার্থং প্রযচ্ছতি ।

যদি নায়াতি চৈতেন অঙ্কি মুগ্ধি শ্রুট্যপি ।

রৌরবে নরকে বাপি পাতয়েৎ ক্রোধ-ভূপতিঃ^২ ॥ ৬৩

ক্রোধেন—ক্রোধভৈরবমন্ত্ৰেণ । আক্রম্য—পুটিতং কৃত্বা । ক্রোধমন্ত্রস্ত—

ওঁ হ্রীং ফট্ অমুক-যক্ষিণি হ্রীং যঃ হ্রীং হ্রীং ফট্ ॥ ৬৪

তারা শ্রদীপে বলিয়াছেন—প্রণব, ভুবনেশানী (হ্রীং) প্রমোদায়ৈ ও দ্বিষ্ট পর্য্যন্ত । অর্ধরাত্রে উখিত হইয়া সহস্র মন্ত্র জপ করিবে । একমাস এইরূপ জপ করিবে । তাহাতে দেবী নিশ্চয়ই নিধি দেখাইবেন । ৬০

মন্ত্র হইতেছে—ওঁ হ্রীং প্রমোদায়ৈ স্বাহা । এই বিষয়ে ভাষ্যাদিভাব নিয়ত নহে । ইনি যক্ষিণী মধ্যে গণিতা হইলেও তারাশ্রদীপাদিতে ধনদা লক্ষ্মীর প্রস্তাবে কথিতা হইবেন । এই নয় জন যক্ষিণী সেইখানেই উক্ত হইয়াছে । ওরে ! এখন শ্রব । ৬১

যদি কাল অতীত হয়, যক্ষিণী না আসেন, যদি সিদ্ধি না হয়, তবে এই ক্রোধ মন্ত্ৰের দ্বারা আকর্ষণ করিয়া এক হাজার আট বার মন্ত্র জপ করিবেন । ৬২

এইরূপ করিলে তিনি সাধকের নিকট আসেন এবং সাধকের বাঙ্জিত অর্থ প্রদান করেন । যদি ইহাতেও না আসেন, তবে ক্রোধভূপতি ক্রোধ ভৈরব চক্ষুঃ বা মন্তক বিদীর্ণ হইলেও তাহাকে রৌরব নরকে পাতিত করেন । ৬৩

ক্রোধেন অর্থ—ক্রোধভৈরব মন্ত্ৰের দ্বারা । আক্রম্য অর্থ—পুটিত করিয়া । ক্রোধমন্ত্র হইতেছে—ওঁ হ্রীং ফট্ অমুকযক্ষিণি হ্রীং যঃ হ্রীং হ্রীং ফট্ । অমুক স্থলে যক্ষিণীর নাম বক্তব্য । ৬৪

১। ক—পৃচ্ছাম রে ইতি পাঠঃ । খ—পৃচ্ছামরে নাতি । ২। খ—ক্রোধভূপতিরিত্যানন্তরং মন্তঃ ও হ্রীং ফট্ । ক্রোধেন ক্রোধভৈরব-মন্ত্ৰেণ । আক্রম্য পুটিতং কৃত্বেতি পাঠঃ ।

অধৈতমুদ্রা:

মুষ্টিমণ্ডোদ্রমাস্থায় কনিষ্ঠে বেষ্টয়েছভে ।

প্রসার্যাকুক্ষ্য তর্জন্যো কার্য্যো তাবক্ষুশাকৃতৌ ।

ইয়ং ক্রোধাক্ষুণী মুদ্রা ত্রৈলোক্যাকর্ষণ-ক্ষমা ॥ ৬৫

অনয়া পূর্বোক্তেন ক্রোধমন্ত্রেণাকর্ষণয়েৎ । ৬৬

পাণী সমৌ বিধায়াতো বিপরীতং মধ্যমাঙ্গয়ম্ ।

কৃত্বা তির্ঘগনামাস্তে^১ বাহুতঃ স্থাপয়েদ্ বুধঃ ॥ ৬৭

তর্জন্যভিনিবিষ্টেন কনিষ্ঠা গর্ভ-সংস্থিতা ।

অঙ্গুষ্ঠেনাহ্বয়েৎ সর্বাং যক্ষিণীং মুদ্রয়াহনয়া ॥ ৬৮

আহ্বানমন্ত্রস্ত—ও হ্রী^২ আগচ্ছাগচ্ছ অমুকযক্ষিণি স্বাহা ॥ ৬৯

কৃত্বান্যোদ্রমভে মুষ্টি প্রসার্য মধ্যমাঙ্গয়ম্ ।

সম্মুখীকরণীমুদ্রা যক্ষীণাং^৩ মনুনাহমুনা ॥ ৭০

মন্ত্রস্ত—ও মহাযক্ষিণি মৈথুন-প্রিয়ে স্বাহা ॥

অনন্তর ইহাদের মুদ্রা কথিত হইতেছে—পরস্পর দুই হস্তে মুষ্টি করিয়া উভয় কনিষ্ঠাকে বেষ্টন করিয়া দুইটি তর্জনীকে প্রসারিত ও আকুক্ষিত করিয়া সেই দুইটিকে অক্ষুশাকার করিবে । ইহাই ক্রোধাক্ষুণী মুদ্রা । ইহা ত্রৈলোক্যের আকর্ষণে সমর্থ । ৬৫

এই ক্রোধাক্ষুণী মুদ্রা দ্বারা পূর্বোক্ত ক্রোধমন্ত্রে আকর্ষণ করিবেন । ৬৬

দুইটি হস্তকে সমান করিয়া অনন্তর বিপরীত মধ্যমাঙ্গয়কে তির্ঘ্যাক করিয়া বিদ্বান্ সাধক বাহিরে অনামার শেষে স্থাপন করিবেন । ৬৭

কনিষ্ঠা গর্ভ সংস্থিতা হইবে, তর্জনীর দ্বারা অষ্ট অভিনিবিষ্ট হইবে, এই মুদ্রায় সমস্ত যক্ষিণীকে আহ্বান করিবেন । ৬৮

আহ্বানমন্ত্র—ও^২ হ্রীং আগচ্ছাগচ্ছ অমুকযক্ষিণি স্বাহা । অমুকস্থলে যক্ষিণীর নাম প্রযোজ্য । ৬৯

পরস্পর দুইটি মুষ্টি করিয়া মধ্যমাঙ্গয়কে প্রসারিত করিবে । ইহাই সম্মুখীকরণ মুদ্রা । এই মুদ্রা দ্বারা যক্ষিণীগণের সম্মুখীকরণ করিবে । ৭০

মন্ত্র হইতেছে—ও^৩ মহাযক্ষিণি ! মৈথুনপ্রিয়ে ! স্বাহা ।

১। খ—টিঙ্গনী—তির্ঘ্যাক-কৃত্বান্যোদ্রমাসিকরোহন্তে মধ্যমাঙ্গয়ং সর্বারভে বিপরীতং কৃত্বা স্থাপয়েদিত্যর্থঃ । ২। ক—যক্ষিণাং । খ—যক্ষাণাং ।

অন্যোন্মুষ্টিমাস্থায় প্রসার্যাকুঞ্চয়েৎহভে ।

কনিষ্ঠে চাপি মুদ্রেয়ং সান্নিধ্য-করণী শ্রুত৷ ॥ ৭১

মন্ত্রস্ত—ওঁ ক্লীং ভোগেশ্বরী ! স্বাহা ॥

কৃত্বা মুষ্টিং ততোহন্যোন্মুঃ খট্টাকারং হৃদি স্থাপয়েৎ ।

বক্ষ্যমাণেন মনুনা যুক্তা ন্মপন-কর্মণি^১ ॥ ৭২

মন্ত্রস্ত—ওঁ স্মীং হৃদয়ায় নমঃ ॥

কৃত্বা মুষ্টিং ততোহন্যোন্মুঃ তর্জনীমপি মধ্যমাম্ ।

প্রসার্য গন্ধপ্রমুখী মুদ্রা মন্ত্র-সমন্বিতা ॥ ৭৩

ওঁ সর্বমনোহারিণি স্বাহেতি মন্ত্রেণ গন্ধাত্মৈঃ সংপূজয়েৎ ॥

আহ্বানমুদ্রয়া বামাদ্ভুষ্ঠেনাপি বিসর্জয়েৎ ।

যক্ষিণীং মনুনানেন বক্ষ্যমাণেন পূজিতাম্ ॥ ৭৪

মন্ত্রস্ত—হ্রীং গচ্ছ গচ্ছ অমুকযক্ষিণি পুনরাগমনায় স্বাহা ॥ ৭৫

অথ ষট্-কিন্নরী-সাধনম্ ।

মনোহারী-সাধন ।

ওঁ মনোহারিণি স্বাহা ।

পরস্পর দুইটি মুষ্টি করিয়া দুইটি কনিষ্ঠাকে প্রসারিত করিয়া আকুঞ্চিত করিবে ।

এই মুদ্রা সান্নিধ্যকরণী বলিয়া কথিত হইয়াছে । ৭১

মন্ত্র হইতেছে—ওঁ ক্লীং ভোগেশ্বরী । স্বাহা ।

মুষ্টি করিয়া তাহার পর খট্টাকার অন্যোন্মুষ্টিকে হৃদয়ে স্থাপন করিবে । বক্ষ্যমাণ মন্ত্রে এই মুদ্রাকে ন্মপনে প্রয়োগ করিবে । ৭২

মন্ত্র হইতেছে—ওঁ স্মীং হৃদয়ায় নমঃ ।

তাহার পর অন্যোন্মুষ্টি করিয়া তর্জনী ও মধ্যমাকে প্রসারিত করিবে । তাহাতে গন্ধপ্রমুখী মুদ্রা হইয়া থাকে । ইহা মন্ত্রসমন্বিতা হইবে । ৭৩

ওঁ সর্বমনোহারিণি ! স্বাহা—এই মন্ত্রে গন্ধাদি দ্বারা সম্যকরূপে পূজা করিবেন ।

এই বক্ষ্যমাণ মন্ত্রে পূজিতা যক্ষিণীকে আহ্বান মুদ্রায় বামাদ্ভুষ্ঠের দ্বারাও বিসর্জন করিবেন । ৭৪

মন্ত্র হইতেছে—ওঁ গচ্ছ গচ্ছ অমুকযক্ষিণি ! পুনরাগমনায় স্বাহা । অমুকপদস্থলে যক্ষিণীর নাম উচ্চার্য । ৭৫

অনন্তর ষট্-কিন্নরীর সাধন কথিত হইতেছে । মনোহারিণী কিন্নরীর মন্ত্র—ও

শৈলশৃঙ্গমাংস্হায়াষ্ট সহস্রং জপেৎ । জপান্তে রাত্রৌ গোমাংসাদিত্তিরত্যচ্য
জপেৎ । সার্কিরাং সমাগত্য ভাৰ্য্যা ভবতি সুন্দরী ॥ ৭৬

সুভগা-সাধনম্

ওঁ সুভগে স্বাহা ।

পৰ্বতে নির্জনে বাপি বিহারে বাহুযুতং জপেৎ ।

ভাৰ্য্যাভূয় দদাত্যষ্টৌ দীনান্ প্রত্যহং মুদা ॥ ৭৭

বিশালনেত্রা-সাধনম্

ওঁ বিশালনেত্রে স্বাহা ।

নীচগা-তটমাসাচ্চ জপেদযুত-সংখ্যকম্ ।

সংপূজ্য সকলাং রাত্রিঃ প্রজপেদ্ রজনী ক্ষয়ে ॥ ৭৮

ফলং পূৰ্ববৎ । নীচগা—নদী ॥ ৭৯

সুরতপ্রিয়া-সাধনম্

ওঁ সুরতপ্রিয়ে স্বাহা ।

নীচগা-সঙ্গমে রাত্রৌ জপেদষ্ট-সহস্রকম্ ॥

জপান্তেহস্তিকমাগত্য আত্মানং দর্শয়ত্যপি ॥ ৮০

স্থিত্ব পুরো দ্বিতীয়েহহি বচনং ভাষতে পুনঃ ।

মনোহারিণি স্বাহা । শৈলশৃঙ্গে উপবেশন করিয়া এক হাজার আট এই মনোহারিণী
কিন্নরীর মন্ত্র জপ করিবেন । জপের শেষে রাত্রিতে গোমাংস প্রভৃতি দ্বারা অর্চনা
করিবেন । সুন্দরী অর্কিরাত্রিতে আসিয়া ভাৰ্য্যা হন । ৭৬

সুভগা কিন্নরীর মন্ত্র—ওঁ সুভগে স্বাহা । পৰ্বতে নির্জন স্থানে অথবা বিহার
ভূমিতে অযুতসংখ্যক এই মন্ত্র জপ করিবেন । এই কিন্নরী ভাৰ্য্যা হইয়া আনন্দে
প্রত্যহ আটটি দীনার (স্বর্ণমুদ্রা) প্রদান করেন । ৭৭

বিশালনেত্রা কিন্নরীর মন্ত্র—ওঁ বিশালনেত্রে স্বাহা । নীচগা নদীর তটে বসিয়া
অযুতসংখ্যক মন্ত্র জপ করিবে । সমস্ত রাত্রি পূজা করিয়া রাত্রিশেষে জপ করিবে ।
ফল পূৰ্ববৎ । নীচগা—নদী । ৭৮-৭৯

সুরতপ্রিয়া কিন্নরীর মন্ত্র—ওঁ সুরতপ্রিয়ে স্বাহা । নদীর সঙ্গমে রাত্রিতে এক
হাজার আটবার মন্ত্র জপ করিবেন । জপের অন্তে সাধকের নিকটে আসিয়া নিজেকে
সর্শন দেন । ৮০

পুনরায় দ্বিতীয় দিবসে সম্মুখে দাঁড়াইয়া কথোপকথন করেন । তৃতীয় দিবসে

তৃতীয়ে দিবসে প্রাপ্তে ভাৰ্য্যা ভবতি কামিতা ॥ ৮১

দদাত্যষ্টৌ দীনারাণি প্রত্যহং দিব্য-বাসসী ॥ ৮২

সুমুখা-সাধনম্

ওঁ সুমুখে স্বাহা । শৈলমূৰ্দ্ধন্যহং মাংসাহারেণাযুতকং জপেৎ

জপান্তে পুরতঃ স্থিত্বা চুসুত্যালিঙ্গয়ত্যপি ॥ ৮৩

দীনারাষ্টকং দদাতি ॥ ৫ ॥

দিবাকরমুখী-সাধনম্

ওঁ দিবাকরমুখি স্বাহা ॥

শৈল-মূৰ্দ্ধি সমাস্থায় জপেদযুত-সংখ্যকম্ ।

রাত্রাবভার্চ্য প্রজপেন্ মনুমষ্টসহস্রকম্ ॥ ৮৪ ॥ ফলং পূর্ববৎ ॥ ৬

অথ পিশাচীসাধনম্

উল্লামুখী-সাধনম্

তারাপ্রদীপে— তারং উল্লামুখি মহাপিশাচি তদনন্তরম্ ।

দেহি-যুগ্মং সমাভাষ্য দাপয়াগ্নিপ্রিয়া ততঃ ॥ ১

রাত্রৌ প্রদীপ-তৈলেন পাদৌ সংযুক্ত্য যত্নতঃ ।

ততঃ সুপ্ত্বা জপেন্ মন্ত্রমেকবিংশতি-বাসরান্ ॥ ২

উপস্থিত হইলে কিম্বরী প্রার্থিতা হইয়া ভাৰ্য্যা হন । প্রত্যহ আটটি দীনার ও দিব্য মনোহর বস্ত্রযুগল প্রদান করেন । ৮১-৮২

সুমুখা কিম্বরীর মন্ত্র—ওঁ সুমুখে স্বাহা । শৈল পক্ষীতে বসিয়া প্রত্যহ মাংস আহারের সহিত এই মন্ত্র অযুত জপ করিবে । জপের অন্তে সম্মুখে দাঁড়াইয়া চুসন এবং আলিঙ্গনও করে । ৮৩ । ইনি অষ্ট দীনার দান করেন ।

দিবাকরমুখী কিম্বরীর মন্ত্র—ওঁ দিবাকরমুখি । স্বাহা । শৈল-মন্তকে বসিয়া অযুত সংখ্যক এই মন্ত্র জপ করিবে । রাত্রিতে অর্চনা করিয়া এক হাজার আট মন্ত্র জপ করিবে । ৮৪ । ফল পূর্ববৎ ।

অনন্তর পিশাচী সাধন কথিত হইতেছে । তারাপ্রদীপে বলিয়াছেন—তার (ওঁ) উল্লামুখি । মহাপিশাচি । তাহার পর দুইটি দেহি বলিয়া দাপয় ও তাহার পর অগ্নিপ্রিয়া (স্বাহা) । ১

রাত্রিতে বস্ত্র পূর্বক প্রদীপের তৈলের দ্বারা দুইটি পাদ মদিত করিয়া তাহার পর শয়ন করিয়া একুইশ দিন মন্ত্র জপ করিবে । ২

ততঃ সিন্ধা চ সা দেবী পিশাচী বরদা শ্বেৎ ।

প্রত্যহং পরিতুষ্টা সা দত্তাং কার্ষাপণং ততঃ ॥ ৩

মন্ত্রস্ত—ওঁ উদ্ধামুখি মহাপিশাচি দেহি দেহি দাপয় স্বাহা । ইয়মুদ্ধামুখী ॥ ১

খরমুখী-সাধনম্

তারং খরমুখি ! মহাপিশাচি ! তদনন্তরম্ ।

দেহি-যুগ্মং সমাভাষ্য দাপয়াগ্নিপ্রিয়া ততঃ ॥ ৪

পূর্বোক্তেন বিধানেন জপেন্ মন্ত্রমন্যধীঃ ।

চতুर्विंशतिकं नित्यं पणं दत्त्वा प्रमोदिता ॥ ৫

মন্ত্রস্ত—ওঁ খরমুখি ! মহাপিশাচি ! দেহি দেহি দাপয় স্বাহা ॥ ৬ ইয়ং খরমুখী ॥ ২

অথ মধুমতী-পিশাচী-সাধনম্ ॥

তারাপ্রদীপে—অথ বক্ষ্যে মধুমতীং সিদ্ধবিদ্যাং কামদাম্ ।

যন্তাঃ সকৃজ্জপেনৈব সিদ্ধো ভবতি মানবঃ ॥ ৭

বিশ্বরূপে পদং বাচ্যং পিশাচি তদনন্তরম্ ।

বশ-দ্বিতয়মাভাষ্য মায়াস্তে বহিবল্লভা ॥ ৮

তাহাতে সেই পিশাচী দেবী সিন্ধা হইয়া বরদা হন । তাহার পর তিনি পরিতুষ্টা হইয়া প্রত্যহ কার্ষাপণ প্রদান করেন । ৩

মন্ত্র হইতেছে—ওঁ উদ্ধামুখি ! মহাপিশাচি ! দেহি দেহি দাপয় স্বাহা । ইনি উদ্ধামুখী ।

তার, খরমুখি ! মহাপিশাচি, তাহার পর দুইটি দেহি বলিয়া দাপয় ও তাহার পর অগ্নিপ্রিয়া (স্বাহা) বলিবেন । ৪

সাধক অনন্ত-চিত্ত হইয়া পূর্বোক্ত বিধানে এই মন্ত্র জপ করিবেন । তাহাতে তিনি চক্ষু হইয়া প্রত্যহ চতুর্বিংশতি পণ দান করেন । ৫

মন্ত্রটি হইতেছে—ওঁ খরমুখি ! মহাপিশাচি ! দেহি দেহি দাপয় স্বাহা । ইনি উদ্ধামুখী । ৬

অনন্তর মধুমতী পিশাচীর সাধন কথিত হইতেছে । তারা প্রদীপে বলিয়াছেন—

অনন্তর কামপ্রদা সিদ্ধবিদ্যা মধুমতী বলিতেছি । যাহার একবারমাত্র জপের দ্বারা মানব সিদ্ধ হয় । ৭

বিশ্বরূপে পদ বলিবে । তাহার পর পিশাচি পদ ও বশ-দ্বিতর বলিয়া মায়ায় অস্তে অগ্নিবল্লভা (স্বাহা) বলিবে । ৮

তথাচ— বিশ্বরূপে পিশাচি হ্রীং স্বাহা ইতি মন্ত্রঃ । ধ্যানমন্ত্র—
দীর্ঘাকারাং কৃষ্ণবর্ণাং ললদীর্ঘ-পয়োধরাম্ ।
লোলয়া জিহ্বয়া গাত্রং লিহন্তীং সর্বতো নিজম্ ॥ ৯

তথা— শয্যায়াং প্রজপেন্ নিত্যমষ্টোত্তর-শতং নরঃ ।
ততো বীর্য্যবতী ভূত্বা সর্বজ্ঞং কারয়েন্ নরম্ ।
বলিদানং প্রদত্ত্বাচ্চ ভোজনান্তে চ সাধকঃ ॥ ১০
বিশ্বরূপে ! মহাভাগে ! পৈশাচত্ব-প্রচারিণি ! ।
উচ্ছিষ্টমন্নং দাস্ত্যামি গৃহাণ প্রীত-মানসা ॥ ১১
নমামি বরদাং দেবীং মোহিনীং সর্বকামদাম্ ।
হয়গ্রীবাং মধুমতীং রৌদ্রীং শঙ্কর-বল্লভাম্ ॥ ১২
সদা প্রসাদ-দাত্রী চ জননী চ ভবেৎ সদা ।
জরা-মৃত্যু-গ্রহ-হন্ত্রী শত্রু-সংঘ-বিমর্দিনী ॥ ১৩
মতিদা ভোগদা নিত্যা স্মরণাৎ সর্বসিদ্ধিদা ।
কদাচিদ্ ভ্রাময়ন্তী সা ভার্য্যারূপ-ধরা সতী ॥ ১৪

তাহা হইলে মন্ত্রটি হইল—ও বিশ্বরূপে । পিশাচি ! হ্রীং স্বাহা । ধ্যান হইতেছে—
দীর্ঘাকারা, কৃষ্ণ বর্ণা, দোহল্যমান দীর্ঘ পয়োধর-ধারিণী লোল জিহ্বা দ্বারা সমস্ত
নিজগাত্র লেহনকারিণী বিশ্বরূপা পিশাচীকে ধ্যান করিবে । ৯

তন্ত্রে সেইরূপ আরও বলিয়াছেন—মানব শয্যায় নিত্য একশত আটবার এই মন্ত্র
জপ করিবে । তাহাতে পিশাচী বীর্য্যবতী হইয়া মানবকে সর্বজ্ঞ করিয়া দেন । সাধক
ভোজনের শেষে উচ্ছিষ্ট অন্ন বলি দিবে । ১০

বলি মন্ত্রের অর্থ—হে বিশ্বরূপে ! হে মহাভাগে ! হে পৈশাচত্ব-প্রচারিণি ! উচ্ছিষ্ট
অন্ন দিতেছি । তুমি প্রীত মনে গ্রহণ কর । ১১

প্রণাম মন্ত্র—আমি বরদা, মোহিনী, সর্বকাম-প্রদা, হনু-গ্রীবা, রৌদ্রী, শঙ্কর-
বল্লভা মধুমতী দেবীকে প্রণাম করি । ১২

তিনি সর্বদা প্রসাদ-(অনুগ্রহ) দাত্রী ও সর্বদা জননী হইতে পারেন । তিনি
জরা, মৃত্যু ও গৃহদোষ-নাশিনী ও শত্রু সম্ব-বিমর্দিনী হইয়া থাকেন । ১৩

তিনি সর্বদা ভোগদা এবং তাঁহার স্মরণে সর্বসিদ্ধিপ্রদা । তিনি কখনও ভার্য্যার
রূপ ধারণ করিয়া ভ্রামিত করেন । ১৪

তদা কামবশাৎ শাস্তং মোহয়ন্তী চ সাধকম্ ॥

নগরে নগরে গ্রামে দেশে দেশে বনে বনে ॥ ১৫

গৃহীত্বা সাধকং নিত্যং যামিষ্ঠাং প্রমদা ইব ।

প্রকৌড়মানা সহসা চত্বরে চত্বরে গিরৌ ॥ ১৬

সুগন্ধি-কুসুমৈনিত্যং চন্দনাগুরু-লেপনৈঃ ।

নানাভোগৈঃ পরিকৃত্য রসসিদ্ধি-রসায়নৈঃ ॥ ১৭

মেঘ-কুকুট-হংসৈশ্চ বরাহ-মহিষামিষৈঃ ।

নানাবিধৈঃ স্বাদু-মাংসৈর্গব্য-মাংস-মনোহরৈঃ ॥ ১৮

অন্নং প্রমোদ-জননং ভৃঙ্গারৈঃ শীতলং জলম্ ।

কপূরাক্তঞ্চ তাম্বুলং দদাতি বহুলং মধু ॥ ১৯

হর্ম্যং পর্যাক-শয়নং সুন্দরং প্রতিমন্দিরম্ ।

নির্মায় নিশি সা দেবী সাধকং ভক্তি-মানসম্ ॥ ২০

মুহমুহঃ প্রপশ্যন্ত্যালিঙ্গন্তী চ মুহমুহঃ ।

নক্তঞ্চ রমতে সা তু রুদ্রাণী শঙ্করং যথা ॥ ২১ ॥ ইতি মধুমতী ॥ ৩

অথ যক্ষিণ্যা-সাধনে সময়নির্ণয়ঃ

বসন্তে সাধয়েদ্ ধীমান্ হবিষ্ঠাশী জিতেন্দ্রিয়ঃ ।

উজ্জটে প্রাস্তুরে বাপি কামরূপে বিশেষতঃ ॥ ২২

তিনি তখন কামবশে শাস্ত সাধককে মোহিত করেন। হে বরাননে। সেই পিশাচী প্রত্যহ নগরে নগরে গ্রামে দেশে দেশে সাধককে লইয়া রাজিতে স্ত্রীর স্থান জীড়া করেন। সহসা চত্বরে চত্বরে পর্বতে সর্বদা সুগন্ধি কুসুম, চন্দন ও অগুরু পঙ্কের দ্বারা সজ্জিত করিয়া নানা ভোগ, রস, সিদ্ধি ও রসায়ন, মেঘ, কুকুট ও হংস, বরাহ ও মহিষের আমিষ (মাংস), নানাবিধ স্বাদু মাংস ও মনোহর গব্য মাংস সহিত হর্ষজনক অন্ন এবং ভৃঙ্গারে শীতল জল, কপূর যুক্ত তাম্বুল ও প্রচুর মধু দান করেন। ১৫-১৯

হর্ম্য, পর্যাক, শয্যা, প্রতিটি সুন্দর গৃহ রাজিতে নির্মাণ করিয়া সে দেবী ভক্তিচিত্ত সাধককে দান করেন। ২০

সেই দেবী মুহমুহঃ আলিঙ্গন করেন এবং রাজিতে রুদ্রাণী শঙ্করের ভার গ্রহণ করেন। ২১। মধুমতী সমাপ্ত হইল।

অনন্তর যক্ষিণী প্রভৃতির সাধনে সময় নির্ণয় হইতেছে। ধীমান্ সাধক হবিষ্ঠাশী

দেব্যাশ্চ সেবকাঃ সৰ্বে পরঞ্চাত্ৰাধিকারিণঃ ।

তারক-ব্রহ্মণো ভূত্যাং বিনাপ্যাত্ৰাধিকারিণঃ ॥ ২৩

এতেন শৈবাদিভিরপি কৰ্ত্তুং শক্যতে ইত্যায়াতম্ । ইতি যক্ষিণী-সাধনম্ ॥

অথাদর্শনসিদ্ধিঃ

অর্ক-শাল্মলি-কার্পাস-পটু-পঞ্চজ-তন্তুভিঃ ।

পঞ্চতির্বক্তিকাভিষ্ঠ নৃকপালেষু পঞ্চসু ।

নারতৈলেন দীপাঃ সূ্যঃ কজ্জলং তেষু কারয়েৎ ॥ ২৪

পঞ্চস্থানীয়-জাতস্ত একীকুর্য্যাৎ প্রযত্নতঃ ।

মন্ত্রয়িত্বাঞ্জয়েন্ নেত্রে দেবৈরপি ন দৃশ্যতে ॥ ২৫

মন্ত্রশ্চ—ওঁ হুঁ ফট্ কালি ! কালি ! মহাকালি ! মাংস-শোণিতং খাদয়
খাদয় দেবি ! মা পশ্যতু মানুষেতি হুঁ ফট্ স্বাহা । ইতি মন্ত্রেণাষ্টোত্তর-সহস্রাভি
মন্ত্রিতং কৃত্বা কজ্জলং নেত্রে দত্ত্বা ত্রৈলোক্যাদৃশ্যো ভবতি । ২৬। ইত্যঞ্জনসিদ্ধিঃ ।

ও জিতেন্দ্রিয় হইয়া বসন্তকালে উজ্জটে, প্রান্তরে, বিশেষতঃ কামরূপে এই সাধনা
করিবেন । ২২

দেবীর সাধক সকলেই এই বিদ্যার শ্রেষ্ঠ অধিকারী । তারক ব্রহ্মের সেবক ছাড়া
এই বিদ্যায় সকলেই অধিকারী । ২৩

ইহা দ্বারা শৈবগণও এই বিদ্যার সাধনা করিতে পারেন ইহা সূচিত হইল ।

যক্ষিণীসাধন সমাপ্ত হইল ।

অনন্তর অদর্শন সিদ্ধি কথিত হইতেছে । অর্কতন্তু, শাল্মলিতন্তু, কার্পাসতন্তু,
পটু (রেসম) তন্তু, পদ্মতন্তু—এই পাঁচটি তন্তু দ্বারা পৃথক পৃথক পাঁচটি বাতি করিয়া
সেই বাতিগুলি দ্বারা পাঁচটি নরকপালে নরতৈলের দ্বারা পাঁচটি দীপ করিবেন । সেই
নরকপালে কজ্জল করিবেন । ২৪

এই পঞ্চ নরকপাল জাত কজ্জল যত্নপূর্বক এক করিয়া মূলোক্ত মন্ত্রে অভিমন্ত্রিত
করিয়া দুই নেত্রে কজ্জল দিবেন । দেবগণেরও তিনি অদৃশ্য হইবেন । ২৫

মন্ত্র হইতেছে—ওঁ হুঁ ফট্ কালি ! কালি ! মহাকালি ! মাংস-শোণিতং খাদয়
খাদয় দেবি ! মা পশ্যতু মানুষেতি হুঁ ফট্ স্বাহা ।

এই মন্ত্রের দ্বারা কজ্জলকে এক হাজার আটবার অভিমন্ত্রিত করিয়া দুই নেত্রে
দিয়া ত্রৈলোক্যের অদৃশ্য হইবে । ২৬

অঞ্জন সিদ্ধি সমাপ্ত হইল ।

অথ সিদ্ধান্তরম্

অথবা কৃষ্ণমার্জারমেক-ঘাতেন ঘাতয়েৎ ।

কুঞ্জে চতুষ্পথে রাত্রৌ নিখনেন্ মন্ত্রিতং ততঃ ॥ ২৭

তত্র মোচাং সমারোপ্য যাবৎ পত্রং প্রজায়তে ।

তাবদ্ ভুক্ত্বা হবিষ্ঠান্নং প্রতিরাত্রং জপেদ্ বিভীঃ । ২৮

অষ্টোত্তর-সহস্রস্ত একাকৌ দীপ-বর্জিতঃ ।

উৎপন্নং পত্রমালোক্য স্থিত্বা নিশ্চিহ্নমানয়েৎ ॥ ২৯

তত্র ভুক্ত্বা হবিষ্ঠাশী তদ্দিনে তটিনী-তটে :

তমানীয় সুহৃৎ-সঙ্গঃ ক্ষালয়েন্ মন্ত্রমুচ্চরন্ । ৩০

ততঃ শ্রোতোমুখং বৎস ! যদস্থি প্রতিগচ্ছতি ।

তদানীয় যজেৎ তত্র কালিকাং ঘোর-নিষ্বনাম্ ॥ ৩১

অভিমন্ত্য সহস্রস্ত কালীমন্ত্রং প্রযত্নতঃ^১ ।

সিদ্ধাঞ্জনো ভবেন্ মন্ত্রী নাত্র কার্য্য বিচারণা ॥ ৩২

অনন্তর অন্যান্য সিদ্ধি কথিত হইতেছে । অথবা একটি কৃষ্ণবর্ণ বিড়ালকে একটি আঁধারে হত্যা করিবে । তাহার পর মঙ্গলবারে চতুষ্পথে রাত্রিতে তাহাকে মন্ত্রিত করিয়া পুতিয়া দিবে । ২৭

সেইখানে একটি কদলী বৃক্ষ রোপণ করিয়া যে পর্য্যন্ত তাহার পত্র না জন্মায়, সে পর্য্যন্ত হবিষ্ঠান্ন ভোজন করিয়া নির্ভয় হইয়া প্রতিরাত্রে একাকী দীপবর্জিত হইয়া অন্ধকারে এক হাজার আট মন্ত্র জপ করিবে । পত্র উৎপন্ন দেখিয়া দাঁড়াইয়া নিশ্চিহ্ন পত্র আনিবে । ২৮-২৯

সেই দিনে হবিষ্ঠাশী হইয়া সেই পাত্রে ভোজন করিয়া তটিনীতটে সুহৃৎগণের সহিত সেই পত্রকে আনিয়া মন্ত্র উচ্চারণ করিতে করিতে প্রক্ষালন করিবে । ৩০

তাহার পর হে বৎস ! শ্রোতমুখে যে অস্থি গমন করে, সেই অস্থি আনিয়া সেই অস্থিতে ঘোরনিষ্বনা কালিকাকে পূজা করিবে । ৩১

মন্ত্রজ সাধক যত্ন পূর্বক এক সহস্রবার কালী মন্ত্রে তাহাকে অভিমন্ত্রিত করিবে । তদ্বারা সিদ্ধাঞ্জন হইবে । এ বিষয়ে কোন সন্দেহ করিবে না । ৩২

চন্দনাগুরু-কন্তুরী-মিশ্রিতং চান্ধি-ঘর্ষিতম্ ।

কুড়া তিলকমাদায় সর্বং জায়তি সাধকঃ ॥ ৩৩

কুলমীনং কুলাম্বু কুলমণ্ডং কুলেশ্বরী ।

কুলস্থানে সমানীয় দত্ত্বা দ্রব্যৈঃ প্রযত্নতঃ ॥ ৩৪

অষ্টোত্তর-সহস্রস্ত জপ্ত্বা ভূমিস্থলে স্থিতঃ ।

ভূমৌ ফুৎকারমাত্রেণ বিবরং তত্র জায়তে ॥ ৩৫

শতযোজন দূরে বা যত্র সাধ্য-স্থিতির্ভবেৎ ।

তত্রৈব গমনং তস্য ভূতলাস্তঃ-প্রসর্পিণঃ ॥ ৩৬

এবং বিবরমধ্যে তু পবাক্ষ-কুহরেহপি বা ।

কায়-সঙ্কোচমাসাণ্ড গচ্ছত্যবিকলো নরঃ ॥ ৩৭

দুর্গামস্ত্রং বিনা বৎস ! কালীমস্ত্রং তথৈব চ ।

সিদ্ধয়ঃ কালনাথেশ ! জায়ন্তে ন কথঞ্চন ॥ ৩৮

অথ মন্ত্রসিদ্ধি-লক্ষণম্

মনোরথানামক্লেশ-সিদ্ধিরুত্তম-লক্ষণম্ ।

মৃত্যুনাং হরণং তদ্বদ্ দেবতা-দর্শনং তথা ॥ ৩৯

চন্দন, অগুরু ও কন্তুরী মিশ্রিত দ্রব্যকে অস্থি দ্বারা ঘর্ষণ করিয়া তাহা লইয়া তিলক করিয়া সাধক সমস্তকে জপ করেন । ৩৩

হে কুলেশ্বরী ! শকুলাদি (শোল) প্রভৃতি কুলমৎস্য, কুলাম্ব (ডাক্ষা জিনিষ), কুলমণ্ড কুলস্থানে আনিয়া যত্নপূর্বক দ্রব্যের সহিত দেবীকে দিয়া অষ্টোত্তর সহস্র মন্ত্র জপ করিয়া ভূমিতে অবস্থিত হইবে। ভূমিতে ফুৎকার মাত্রের দ্বারা সেইখানে বিবর উৎপন্ন হইবে। ৩৪-৩৫

শত যোজন দূরে বা যেখানে সাধ্য অবস্থিত হইতে পারে, ভূতল মধ্যে ক্রতগমন-কারীর সেইখানেই গমন হইবে। ৩৬

এইরূপ বিবর মধ্যে অথবা গবাক্ষ হিঙ্গের মধ্যে দেহ সঙ্কোচ করিয়া অবিকল মানব গমন করে। ৩৭

হে কালনাথ ! হে ঈশ ! হে বৎস ! দুর্গামস্ত্র বিনা, সেইরূপ কালীমস্ত্র বিনা কোন প্রকারে সিদ্ধিসমূহ জন্মে না। ৩৮

অনন্তর সিদ্ধির লক্ষণ কথিত হইতেছে। উত্তম সিদ্ধির লক্ষণ হইতেছে—মনোরথ

প্রয়োগশ্চাক্ৰেণ-সিদ্ধি: সিদ্ধেস্ত লক্ষণং পরম্ ।

পরকায়-প্রবেশশ্চ পুর-প্রবেশনং তথা ॥ ৪০

উর্ধ্বোৎক্রমণমেবং হি চরাচর-পুরে স্থিতি: ।

খেচরী-মেলনকৈব তৎকথা-শ্রবণাদিকম্ ॥ ৪১

ভূচ্ছিদ্ভাণি প্রপশ্যেৎ তু তদুত্তমশ্চ লক্ষণম্ ।

খ্যাতিভূষণ-বাহাদি-লাভ: সুচির-জীবনম্ ॥ ৪২

নৃপাণাং তদ-গণানাঞ্চ বশীকরণমুত্তমম্ ।

সর্বত্র সর্বলোকেষু চমৎকার-কর: সুখী ॥ ৪৩

রোগাপহরণং দৃষ্ট্য বিষাপহরণং তথা ।

পাণ্ডিত্যং লভতে মন্ত্রী চতুর্বিধমযত্নত: ॥ ৪৪

বৈরাগ্যাঞ্চ মুমুক্ষুত্বং ত্যাগিতা সর্ববশ্যতা ।

অষ্টাঙ্গ-যোগাভ্যাসনং ভোগেচ্ছা-পরিবর্জনম্ ॥ ৪৫

সর্বভূতেষ্বনুকম্পা সার্বজ্ঞ্যাদি-গুণোদয়: ।

ইত্যাদি-গুণ-সম্পত্তির্মধ্যাসিদ্ধেস্ত লক্ষণম্ ॥ ৪৬

খ্যাতিবাহন-ভূষাদি-লাভ: সুচির-জীবনম্ ।

নৃপাণাং তদ-গণানাঞ্চ বাৎসল্যং লোকবশ্যতা ॥ ৪৭

সমূহের অক্ৰেণে সিদ্ধি উত্তম সিদ্ধির লক্ষণ। মৃত্যুর হরণ, সেইরূপ দেবতার দর্শন, প্রয়োগের অক্ৰেণে সিদ্ধি—এইগুলি শ্রেষ্ঠ উত্তম সিদ্ধির লক্ষণ। পরকায় প্রবেশ, পুরপ্রবেশনও উত্তম সিদ্ধির লক্ষণ। ৩৯-৪০

উর্ধ্বোৎক্রমণ, এইরূপ চর ও অচরের অভ্যন্তরে গতি, খেচরীর সহিত মিলন তাহাদের কথা শ্রবণ, ভূ-বিবরের দর্শন—ইহা উত্তম মন্ত্র সিদ্ধির লক্ষণ। খ্যাতি, বাহন ও ভূষণাদির লাভ, দীর্ঘ জীবন, নৃপগণের ও তাহার পারিষদগণের বশীকরণ, সকল স্থানে সকল লোকের মধ্যে বিস্ময়কর আচরণ, সুখী। দৃষ্টি দ্বারা রোগের অপহরণ,— এইগুলি মধ্যম মন্ত্র সিদ্ধির লক্ষণ। মধ্যম মন্ত্র সিদ্ধি হইলে সাধক অযত্নে চতুর্বিধ পাণ্ডিত্য লাভ করেন। ৪১-৪৪

বৈরাগ্য, মুমুক্ষুত্ব (মোক্ষেচ্ছা), ত্যাগিত্ব, সর্ববশ্যতা, অষ্টাঙ্গযোগের অভ্যাস, ভোগেচ্ছার পরিবর্তন, সর্বভূতে অনুকম্পা, সার্বজ্ঞ্যাদি গুণের উদয়—এই সমস্ত গুণের প্রাপ্তি মধ্যম মন্ত্র সিদ্ধির লক্ষণ। ৪৫-৪৬

খ্যাতি, বাহন ও ভূষণ প্রভৃতির প্রাপ্তি, দীর্ঘ জীবন, নৃপগণের ও তাহার পরিবার-

মহৈশ্বর্যং ধনিভুঞ্চ পুত্রদারাদি-সম্পদঃ ।

অধমাঃ সিদ্ধয়ঃ প্রোক্তা মন্ত্রিণাং প্রথম-ভূমিকাঃ ।

সিদ্ধমন্ত্রস্ত যঃ সাক্ষাৎ স শিবো নাত্ৰ সংশয়ঃ ॥ ৪৮

মহাকপিলপঞ্চরাত্র-নারায়ণীয়য়োঃ—

মন্ত্ৰং যঃ সাধয়েদেকং জপ-হোমার্চনাদিভিঃ ।

ক্রিয়াভিভূঁরিভিস্তস্য সিধ্যন্ত্যন্তোহল্প-সাধনাং ॥ ৪৯

সম্যক্ সিদ্ধৈক্যক-মন্ত্ৰস্য নাসাধ্যমিহ কিঞ্চন ।

বহুমন্ত্রবিদঃ পুংসঃ কা কথ্য শিব এব সঃ ॥ ৫০

অথ মন্ত্র-সিদ্ধৈরুপায়ঃ । গৌতমীয়ে—

সম্যগুত্থিতি মন্ত্ৰো যদি সিদ্ধো ন জায়তে ।

পুনস্তেনৈব কর্তব্যং^১ ততঃ সিদ্ধো ভবেদ্ ধ্রুবম্ ॥ ৫১

পুনরুত্থিতি মন্ত্ৰো যদি সিদ্ধো ন জায়তে ।

ততস্তেনৈব কর্তব্যং ততঃ সিদ্ধো ন সংশয়ঃ ॥ ৫২

গণের বাৎসল্য, লোক-বশুতা, মহাঐশ্বর্য প্রাপ্তি, ধনিভু, পুত্র, দারাদি সম্পত্তি লাভ—
এইগুলি অধম সিদ্ধির লক্ষণ বলিয়া কথিত হইয়াছে। এইগুলি মন্ত্র সিদ্ধির প্রথম
ভূমিকা। যিনি সিদ্ধ-মন্ত্র, তিনি সাক্ষাৎ শিব, ইহাতে কোন সংশয় নাই। ৪৭-৪৮

মহাকপিল পঞ্চরাত্র ও নারায়ণীয় তন্ত্রে বলিয়াছেন—যিনি একটি মন্ত্রকে জপ,
হোম ও অর্চনা এবং বহু ক্রিয়া দ্বারা সিদ্ধ করেন, তাঁহার অল্প সাধনার অন্ত সিদ্ধিগুলি
জন্মে। ৪৯

যাঁহার একটি মন্ত্র সম্যক্ প্রকারে সিদ্ধ হইয়াছে, তাঁহার ইহ লোকে অসাধ্য কিছুই
নাই। যিনি বহুমন্ত্রবিৎ অর্থাৎ বহু মন্ত্র-সিদ্ধ, তাঁহার কথা আর কি বলিব? তিনি
সাক্ষাৎ শিবই। ৫০

অনন্তর মন্ত্র সিদ্ধির উপায় কথিত হইতেছে। গৌতমীর তন্ত্রে বলিয়াছেন—সম্যক্
প্রকারে অনুষ্ঠিত মন্ত্র যদি সিদ্ধ না হয়, তবে পুনরায় সেই প্রকারে সিদ্ধির অনুষ্ঠান
কর্তব্য, তাহা হইলে নিশ্চয় মন্ত্র সিদ্ধ হইবে। ৫১

পুনরায় অনুষ্ঠিত মন্ত্র যদি সিদ্ধ না হয়, তবে সেই বিধি দ্বারাই পুনরায় অনুষ্ঠান
করিবে। তাহাতে সিদ্ধ হইবে, সংশয় নাই। ৫২

পুনঃ সোহনুষ্ঠিতো মন্ত্রো যদি সিদ্ধো ন জায়তে ।
 উপায়ান্তস্ত কৰ্ত্তব্যঃ সপ্ত শঙ্কর-ভাষিতাঃ ॥ ৫৩
 ভ্রামণং^১ রোধনং বশ্যং পীড়নং পোষ-শোষণে ।
 দহনাস্তং ক্রমাৎ কুর্য্যাৎ ততঃ সিদ্ধো ভবেন্ মনুঃ ॥ ৫৪
 ভ্রামণং বায়ুবীজেন গ্রথনং ক্রম-যোগতঃ ।
 তন্মন্ত্রং যন্তে ত্বালিখ্য সিহ্ল-কর্পূর-কুঙ্কুমৈঃ ॥ ৫৫
 উশির-চন্দনাভ্যাক্ষ মন্ত্রং সংগ্রথিতং লিখেৎ ।
 ক্ষীরাজ্য-মধু-তোয়ানাং মধ্যে তল্লিখিতং^২ ক্লিপেৎ ॥ ৫৬
 পূজনাজ্জপনাদ্বোমাং ভ্রামিতঃ সিদ্ধিদো ভবেৎ ।
 ভ্রামিতোহপি^৩ ন সিদ্ধঃ স্মাদ্ রোধনং তস্য কারয়েৎ ॥ ৫৭
 সারস্বতেন বীজেন সম্পূটীকৃত্য সংজপেৎ ।
 এবং রুদ্ধো ভবেৎ সিদ্ধো ন চেদেতদ বশীকুরু ॥ ৫৮
 অলক্তং চন্দনং কুষ্ঠং হরিদ্রা মাদনং শিলা ।
 এতৈস্ত মন্ত্রমালিখ্য ভূর্জপত্রে সুশোভনে ॥ ৫৯

পুনরায় অনুষ্ঠিত হইলেও মন্ত্র যদি সিদ্ধ না হয়, তবে তাহার শঙ্কর কথিত সাতটি উপায় অনুষ্ঠান করিবেন । ৫৩

ভ্রামণ, রোধন, বশীকরণ, পীড়ন, পোষণ, শোষণ ও দহন—পর পর ক্রমে ক্রমে করিবেন । তাহা দ্বারা মন্ত্র সিদ্ধ হইবে । ৫৪

সেই মন্ত্রকে বায়ুবীজের দ্বারা ক্রমে ক্রমে গ্রথিত করিবে । এই গ্রথনই ভ্রামণ । সিহ্ল (তুরঙ্গজাত গন্ধ দ্রব্য বিশেষ), কর্পূর ও কুঙ্কুমের সহিত উশীর ও চন্দনের দ্বারা যন্ত্র লিখিয়া তাহাতে সংগ্রথিত মন্ত্র লিখিবে । দুগ্ধ, ঘৃত ও মধু যুক্ত জলের মধ্যে সেই লিখিত যন্ত্রকে নিক্ষেপ করিবে । ৫৫-৫৬

পূজা, জপ ও হোম দ্বারা ভ্রামিত হইলে মন্ত্র সিদ্ধি-প্রদ হইবে । ভ্রামিত হইলেও যদি সিদ্ধ না হয়, তবে তাহার রোধন করাইবে । ৫৭

সারস্বত বীজ দ্বারা মন্ত্রকে পুটিত করিয়া জপ করিবে । এইভাবে মন্ত্র রুদ্ধ হইলে সিদ্ধ হইবে । যদি সিদ্ধ না হয়, তবে বশীকরণ করিবে । ৫৮

অলক্ত, চন্দন, কুষ্ঠ (কুড়), হরিদ্রা, মাদন (মদনা গাছ), শিলা (শিলাজতু)—এই সকলের দ্বারা সুন্দর ভূর্জপত্রে মন্ত্র লিখিয়া কণ্ঠে ধারণ করিবে । তাহাতে সিদ্ধ

১। খ—সিদ্ধমাগাজু'নকল্পপুটে—ভ্রামণং ।

২। খ—মধ্যে তদ্ গ্রথিতং ক্লিপেৎ ।

৩। মাগাজু'নে—ভ্রামিতোহপি ন ।

ধাৰ্য্যঃ কণ্ঠে ভবেৎ সিদ্ধঃ পীড়নং বাস্তৱ্য কায়য়েৎ ।

অধরোত্তর-যোগেন পদানি পরিক্রপ্য বৈ ।

ধ্যায়েচ্চ দেবতাং তদ্বদধরোত্তর-রূপিণীম্ ॥ ৬০

বিদ্যামাদিত্য-ত্বঞ্চে ন লিখিতাক্রম্য চাঙ্জিগ্ৰা ।

তথাভূতেন মন্ত্ৰেণ হোমঃ কার্য্যো দিনে দিনে ॥ ৬১

অন্ব্যর্থঃ—অধরোত্তর-যোগেন ব্যুৎক্রমেণ মন্ত্ৰপদানি জপেৎ । মন্ত্ৰশাস্ত্র-পদম্ আদৌ আদি-পদঞ্চাস্তে দত্তা জপেৎ । দেবতাক্ষ অধরোত্তর-রূপিণীম্ উৰ্দ্ধপাদামধঃশিরসং ধ্যায়েৎ । তথা অৰ্কক্ষীরেণ লিখিতা তৎপাত্রং পাদেন স্পৃষ্টা তথাভূতেন ব্যুৎক্রমেচ্চারিতেন মন্ত্ৰেণ হোমঃ কার্য্য ইতি । ৬২

পীড়িতো লজ্জয়াবিষ্টঃ সিদ্ধঃ স্তাদথ পোষয়েৎ ।

বালায়ান্ত্রিতয়ং বীজং আত্মন্তে তস্য যোজয়েৎ ॥ ৬৩

গোক্ষীর-মধুনালিখ্য বিদ্যাং পানৌ বিধারয়েৎ ।

পোষিতোহয়ং ভবেৎ সিদ্ধো নচৎ কুর্বীত শোষণম্ ॥ ৬৪

হইবে । মন্ত্ৰ সিদ্ধ না হইলে পীড়ন করিবে । অধরোত্তর ক্রমে অর্থাৎ ব্যুৎক্রমে মন্ত্ৰের পদগুলিকে জপ করিয়া সেই মন্ত্ৰের দেবতাকে তদ্বৎ অধরোত্তররূপী (উৰ্দ্ধপাদ ও অধঃশিরঃ) ধ্যান করিবে । ৫৯-৬০

অৰ্কক্ষীরের দ্বারা বিদ্যাকে লিখিয়া পায়ের দ্বারা তাহাকে আক্রমণ (স্পর্শ) করিয়া সেই ব্যুৎক্রমে উচ্চারিত মন্ত্ৰের দ্বারা দিন দিন হোম করিবে । ৬১

এই শ্লোকের অর্থ—অধরোত্তর যোগে অর্থাৎ ব্যুৎক্রমে মন্ত্ৰপদগুলি জপ করিবেন । মন্ত্ৰের অন্ত পদ আদিতে এবং আদিপদ অন্তে দিয়া জপ করিবেন । মন্ত্ৰদেবতাকে অধরোত্তররূপিণী অর্থাৎ উৰ্দ্ধপাদ ও অধোমন্তক ধ্যান করিবেন । সেইরূপ অৰ্কক্ষীরের দ্বারা মন্ত্ৰকে লিখিয়া সেই পাত্রকে পায়ের দ্বারা স্পর্শ করিয়া তথাভূত অর্থাৎ ব্যুৎক্রমে উচ্চারিত মন্ত্ৰের দ্বারা হোম করিবে । ৬২

মন্ত্ৰ এইভাবে পীড়িত হইলে লজ্জায়ুক্ত হইয়া সিদ্ধ হইবে । যদি সিদ্ধ না হয়, তবে পোষণ করিবে । সেই মন্ত্ৰের আদিতে ও অন্তে বালার তিনটি বীজ যোজনা করিবে । ৬৩

গোধূক ও মধুদ্বারা বিদ্যাকে লিখিয়া হস্তে ধারণ করিবে । মন্ত্ৰ এইভাবে পোষিত হইলে সিদ্ধ হয় । ইহাতে সিদ্ধ না হইলে শোষণ করিবে । ৬৪

দ্বাভ্যাঞ্চ বায়ু-বীজাভ্যাং মন্ত্রং কুর্যাদ্ বিদর্ভিতম্ ।

এষা বিদ্যা গলে ধার্যা লিখিত্বাহধর-ভস্মনা ॥ ৬৫

বিদর্ভ-লক্ষণং বক্ষ্যতে । বায়ুবীজস্য যমিত্যাকারস্য যুগলান্তরং মন্ত্রশ্চৈ-
কাক্ষরমিতি ক্রমেণ যাবমন্ত্রাক্ষরং লিখিত্বা ধারয়েদিত্যর্থঃ^১ ।

শোষিতোহপি ন সিদ্ধশ্চেদ দহনীয়োহগ্নি-বীজতঃ ।

আগ্নেয়েন তু বীজেণ মন্ত্রশ্চৈকৈকমক্ষরম্ ॥ ৬৬

আত্মস্তুমধ উর্ধ্বঞ্চ যোজয়েদ্ দাহ-কর্মণি ।

ব্রহ্মবৃক্ষস্য তৈলেন মন্ত্রমালিখ্য ধারয়েৎ ।

কণ্ঠদেশে ততো মন্ত্রঃ সিদ্ধঃ স্যাচ্ছঙ্করোদিতম্ ॥ ৬৭

ইত্যেতৎ কথিতং সম্যক্ কেবলং তব ভক্তিতঃ ।

একেনৈব কৃতার্থঃ স্যাদ্ বহুভিঃ কিমু সূত্রতে ! ॥ ৬৮

অথান্যং সংপ্রবক্ষ্যামি মন্ত্রসিদ্ধেস্ত কারণম্ ।

মাতৃকা-পুটিতং কৃত্বা মন্ত্রং চ প্রজপেৎ সুধীঃ ।

ক্রমোংক্রমাচ্ছতাবৃত্ত্যা তদন্তে কেবলং মনুম্ ॥ ৬৯

দুইটি বায়ুবীজের দ্বারা মন্ত্রকে বিদর্ভিত করিবে । যজ্ঞভস্মের দ্বারা এই বিদ্যা
লিখিয়া গলে ধারণ করিবে । ৬৫

শোষিত হইলেও যদি সিদ্ধ না হয়, তবে অগ্নিবীজের দ্বারা মন্ত্রটি দহনীয় হইবে ।
ঐ দহনকর্মে মন্ত্রের এক একটি অক্ষরকে আগ্নেয় বীজের সহিত আদিতে, অন্তে, উর্ধ্ব
ও অধোভাগে যুক্ত করিবে । ব্রহ্মবীজের (পলাশ বীজের) তেলের দ্বারা মন্ত্রকে
লিখিয়া কণ্ঠদেশে ধারণ করিবে । তাহাতে মন্ত্র সিদ্ধ হইবে । ইহা শঙ্করে উক্তি ।
কেবল তোমার ভক্তিতে এই সকল কথিত হইল । ৬৬-৬৭

হে সূত্রতে ! ইহার একটি দ্বারা যানব কৃতার্থ হইতে পারে, বহু দ্বারা কি প্রয়োজন ?
'অনন্তর মন্ত্রসিদ্ধির অন্য উপায় বলিতেছি । ৬৮

সুধী সাধক নিজের মন্ত্রকে মাতৃকাবর্ণের দ্বারা পুটিত করিয়া ক্রমে ও উৎক্রমে
(অনুলোম ও বিলোমে) শতাবৃত্তিতে জপ করিবেন । ইহার পরে কেবল মন্ত্র জপ
করিবেন । ৬৯

১। খ—বিদর্ভেত্যাদিত্যর্থ ইত্যন্তো গ্রহঃ যুগে বর্ভতে । ক—গ্রহোহয়ং পাদটীকায়াম্ ।

এবং প্রত্যাহং কুর্যাদ্ যাবল্লক্ষং সমাপ্যতে ।

নিশ্চিতং মন্ত্রসিদ্ধিঃ স্যাদিত্যুক্তং তন্ত্রবেদিভিঃ ॥ ৭০

অথ মন্ত্রাণাং দোষাদয়ো নিরূপ্যন্তে । মুণ্ডমালাতন্ত্রে ঈশ্বর উবাচ—

ভুবনেশী মহাবিদ্যা দেবরাজেন বৈ পুরা ।

আরাধিতা মহাবিদ্যা বীর্যাহীনাহভবৎ তদা ॥ ১

একাক্ষরী বীর্যাহীনা বাগ্ভবেনোজ্জলীকৃত্য ।

কামরাজাখ্য-বিদ্যা যা বিদ্যা সা পুষ্পধন্যা ॥ ২

শরেণ পীড়িতা পূৰ্বং ভুবনেশ্যা প্রতিষ্ঠিতা ।

কুমারী যা চ বিদ্যেয়ং ত্রয়া শপ্তা পতিব্রতে ! ॥ ৩

কেবলং শিবরূপেণ শক্তিরূপেণ কেবলম্ ।

ময়া প্রতিষ্ঠিতা বিদ্যা তারা চন্দ্র-স্বরূপিণী ॥ ৪

ভৈরব্যাদি-বিদ্যামধিকৃত্য—

সুপ্তা দক্ষা কীলিতা চ সৈব সংহার-রূপিণী ।

যে পর্য্যন্ত লক্ষ সংখ্যার সমাপ্তি না হয়, সে পর্য্যন্ত প্রত্যাহ এইভাবে জপ করিবে । তাহা হইলে নিশ্চিত মন্ত্রসিদ্ধি হইবে । ইহা তন্ত্রবিদগণ কর্তৃক উক্ত হইয়াছে । ৭০

অনন্তর মন্ত্রসমূহের দোষ প্রভৃতি নিরূপিত হইতেছে । মুণ্ডমালা তন্ত্রে ঈশ্বর বলিয়াছেন—

পুরাকালে দেবরাজ ইন্দ্রকর্তৃক মহাবিদ্যা ভুবনেশ্বরী আরাধিতা হইয়াছিলেন । (তিনি তাহাতে সিদ্ধিলাভ করিতে না পারায় অভিশাপ দিয়াছিলেন) । তখন এই মহাবিদ্যা বীর্যাহীনা হইয়া পড়েন । ১

অভিশাপে শক্তিহীনা ভুবনেশ্বরীর একাক্ষরী বিদ্যা (হ্রীং) বাগ্ভববীজ ঐং দ্বারা উজ্জলীকৃত্য (অভিশাপ রহিত হইয়া বীর্যবতী) হইয়াছিলেন । কামরাজ নামক যে বিদ্যা, সে বিদ্যা পূর্বে পুষ্পধনু মদন কর্তৃক বিদ্যা, বাণের দ্বারা পীড়িতা অর্থাৎ অভিশপ্তা হইয়াছিলেন, পরে ভুবনেশী (হ্রীং) দ্বারা প্রতিষ্ঠিতা (শাপমুক্তা হইয়া বীর্যবতী) হইয়াছিলেন । হে পতিব্রতে ! এই যে কুমারী (বাল্য) বিদ্যা, ইনি তোমার কর্তৃক অভিশপ্তা হইয়াছিলেন । আমার কর্তৃক কেবল শিবরূপের (হকার) দ্বারা ও কেবল শক্তিরূপের (সকারের) দ্বারা প্রতিষ্ঠিতা (শাপমুক্তা) হইয়াছিলেন । তারা বিদ্যা ঐংও এইরূপ চন্দ্রস্বরূপিণী (সকার মুক্ত) হইয়া শাপমুক্তা হইয়াছেন । ২-৪

ভৈরবী বিদ্যার অধিকারে বলিয়াছেন—সেই সংহাররূপিণী বিদ্যা সুপ্তা, দক্ষা,

মদোন্নতা মূচ্ছিতা চ হীনবীৰ্য্যা চ স্তম্ভিতা ।

হিমা রুদ্ধা চ বিদ্ধা চ নির্বীজ-শক্তিহীনিকা ॥ ৫

তথা বিশ্বসারে নিবন্ধে চ—

হিমো রুদ্ধঃ শক্তিহীনঃ পরাভুখ উদীরিতঃ ।

বধিরো নেত্রহীনশ্চ কীলিতঃ স্তম্ভিতস্তথা ॥ ৬

দন্ধস্তম্ভশ্চ^১ ভীতশ্চ মলিনশ্চ তিরস্কৃতঃ ।

ভেদিতশ্চ সুষুপ্তশ্চ মদোন্নতশ্চ মূচ্ছিতঃ ॥ ৭

হৃতবীৰ্য্যশ্চ^২ হীনশ্চ প্রধ্বস্তো বালকঃ পুনঃ ।

কুমারশ্চ যুবা প্রোঢ়ো বৃদ্ধো নিস্ত্রিংশকস্তথা । ৮

নির্বীজঃ সিদ্ধিহীনশ্চ মন্দঃ কূটস্তথা পুনঃ ।

নিরংশকঃ সত্ত্বহীনঃ কেকরো বীজহীনকঃ^৩ ॥ ৯

ধূমিতালিঙ্গিতো স্মাতাং মোহিতশ্চ^৪ ক্ষুধার্তকঃ ।

অতিদৃপ্তোহঙ্গহীনঃ স্মাদতিক্রুদ্ধঃ সমীরিতঃ ॥ ১০

অতিক্রুরশ্চ সত্রীড়ঃ শাস্তমানস এব চ ।

স্থানভ্রষ্টশ্চ বিকলো নিঃশ্বেহঃ পরিকীর্ণিতঃ^৫ ।

অতিবৃদ্ধঃ পীড়িতশ্চ বক্ষ্যাম্যেবাঞ্চ লক্ষণম্ ॥ ১১

কীলিতা, মদোন্নতা, মূচ্ছিতা, হীনবীৰ্য্যা, স্তম্ভিতা, হিমা, রুদ্ধা, বিদ্ধা, নির্বীৰ্য্যা ও শক্তিহীনা ইহাগুলি লেন । ৫

বিশ্বসার ভাষ্যে ও নিবন্ধে (শারদাতিলকে) বলিয়াছেন—(১) হিম, (২) রুদ্ধ, (৩) শক্তিহীন, (৪) পরাভুখ, (৫) বধির, (৬) নেত্রহীন, (৭) কীলিত, (৮) স্তম্ভিত, (৯) দন্ধ, (১০) তম্ভঃ, (১১) ভীত, (১২) মলিন, (১৩) তিরস্কৃত, (১৪) ভেদিত, (১৫) সুষুপ্ত, (১৬) মদোন্নত, (১৭) মূচ্ছিত, (১৮) হৃতবীৰ্য্যা, (১৯) হীন, (২০) প্রধ্বস্ত, (২১) বালক, (২২) কুমার, (২৩) যুবা, (২৪) প্রোঢ়, (২৫) বৃদ্ধ, (২৬) নিস্ত্রিংশক, (২৭) নির্বীজ, (২৮) সিদ্ধিহীন, (২৯) মন্দ, (৩০) কূট, (৩১) নিরংশক, (৩২) সত্ত্বহীন, (৩৩) কেকর, (৩৪) বীজহীন, (৩৫) ধূমিত, (৩৬) আলিঙ্গিত, (৩৭) মোহিত, (৩৮) ক্ষুধার্ত, (৩৯) অতিদৃপ্ত, (৪০) অঙ্গহীন, (৪১) অতিক্রুদ্ধ, (৪২) অতিক্রুর, (৪৩) সত্রীড়, (৪৪) শাস্তমানস, (৪৫) স্থানভ্রষ্ট, (৪৬) বিকল, (৪৭)

১। ক+খ—দন্ধঃ স্তম্ভশ্চ । ২। ক+খ—হৃতবীৰ্য্যশ্চ ভীমশ্চ । ৩। ক+খ—কীৰহীনকঃ । ৪। ক—আহিতশ্চ । ৫। মূচ্ছিত শারদায়াং—বিকলঃ মোহিতবৃদ্ধঃ প্রকীর্ণিতঃ । নিঃশ্বেহঃ পীড়িতশ্চাপি বক্ষ্যাম্যেবাঞ্চ লক্ষণম্ ।

মনোর্যন্তাদি-মধ্যান্তেবানিলং^১ বীজযুচ্যতে ।

সংযুক্তং বা বিযুক্তং বা স্বরাক্রান্তং ত্রিধা পুনঃ ।

চতুৰ্থা পঞ্চমা বাপি স মন্ত্রশিহ্ন-সংজ্ঞকঃ ॥ ১২

আদি-মধ্যাবসানেষু ভুবীজ-দ্বয়-লাঙ্ঘিতঃ ।

রুদ্র-মন্ত্রঃ স বিজ্ঞেয়ো ভুক্তি-মুক্তি-বিবজ্জিতঃ^২ ॥ ১৩

মায়া-ত্রি-তত্ত্ব-শ্রীবীজ-রাব-হীনস্ত যো মন্ত্রঃ ।

শক্তিহীনঃ স কথিতো যন্ত মধ্যো ন বিচ্যতে । ১৪

কামবীজং মুখে মায়া শিরস্তাক্রুশমেব বা ।

অসৌ পরাশ্রুখঃ প্রোক্তো হকারো বিন্দু-লাঙ্ঘিতঃ ।

আত্মস্ত-মধ্যেষ্বিন্দুর্বা ন^৩ ভবেদ্ বধিরঃ স্মৃতঃ ॥ ১৫

পঞ্চবর্ণো মনুষ্যঃ শ্রাদ্ রেফার্কেন্দু-বিবজ্জিতঃ ।

নিঃস্নেহ, (৪৮) অতিবৃদ্ধ, (৪৯) পীড়িত—এই উনপঞ্চাশটি মন্ত্রের দোষ। ইহাদের লক্ষণ বলিতেছি। ৬-১১

যে মন্ত্রের আদি, মধ্য ও অন্তে বাহু বীজ (যং) বা শক্তি বীজ অক্ষরান্তরের সহিত সংযুক্ত বা বিযুক্ত অথবা কেবল আছে। অথবা শক্তিবীজ তিন প্রকারে, চারি প্রকারে বা পাঁচ প্রকারে দীর্ঘস্বর আ ই উ ঐ ঔ দ্বারা যুক্ত হইয়া হ্রাং হ্রীং হ্রুং হ্রৈং হ্রৌং এইরূপে আছে, সেই মন্ত্রের নাম ছি। লিখা কথিত। ১২

মন্ত্রের আদি, মধ্য ও অবসানে মন্ত্র যদি দুইটি ভুবীজ দ্বারা ভূষিত হয়, তবে তাহাকে রুদ্র মন্ত্র জানিবে। উহা ভোগ ও মোক্ষ রহিত অর্থাৎ উহা ভোগ ও মোক্ষ প্রদান করে না। ১৩

যে মন্ত্র মায়াবীজ (হ্রীং) রহিত, অথবা ত্রিতত্ত্ব (হ্রুং অথবা ঔ) রহিত, অথবা শ্রীবীজ (শ্রীং) রহিত অথবা রাব (ক্রেং) রহিত, সেই মন্ত্র শক্তিহীন মন্ত্র বলিয়া কথিত হয়। যে মন্ত্রের মধ্যে মুখে (আদিতে) কামবীজ (ক্রীং), মধ্যে মায়াবীজ (হ্রীং), এবং মন্ত্রকে (অন্তে) অক্লুশবীজ (ক্রোং) নাই, সেই মন্ত্র পরাশ্রুখ মন্ত্র বলিয়া উক্ত হইয়াছে। যে মন্ত্রের আদিতে বিন্দু সংযুক্ত হকার বা বিন্দু সংযুক্ত ইন্দু (স) নাই অথবা অন্তে বিন্দু সংযুক্ত হকার বা বিন্দু সংযুক্ত ইন্দু নাই অথবা মধ্যে বিন্দু সংযুক্ত হকার ও বিন্দু সংযুক্ত ইন্দু নাই, সেই মন্ত্র বধির মন্ত্র বলিয়া কথিত হইয়াছে। ১৪-১৫

যে মন্ত্রটি পাঁচটি বর্ণের মন্ত্র হইবে, সেই পাঁচটি বর্ণের মন্ত্রটি রকার, অর্ক (হকার)

নেত্রহীনঃ স বিজ্ঞেয়ো হৃৎখ-শোকাময়-প্রদঃ ॥ ১৬
 আদি-মধ্যাবসানেষু হংসঃ প্রাসাদ-বাগ্ভবৌ ।
 হকারো বিন্দুমান্ জীবো রাবশ্চাপি চতুষ্কলঃ^১ ।
 মায়া নমামি চ পদং নাস্তি যস্মিন্ স কীলিতঃ ॥ ১৭
 একং মধ্যে দ্বয়ং মুগ্ধি যস্মিন্নস্ত-পূরন্দরৌ ।
 বিভোতে স তু মন্তস্ত^২ স্তম্ভিতঃ সিদ্ধিবর্জিতঃ ॥ ১৮
 বহির্বাযুসমাযুক্তো যস্য মন্তস্য মুগ্ধনি ।
 সপ্তধা দৃশ্যতে তন্ত দক্ষং মন্তং প্রচক্ষতে ॥ ১৯
 অস্ত্রং দ্বাভ্যাং ত্রিভিঃ ষড়্ ভিরষ্টাভিদৃশ্যতেহক্ষরৈঃ ।
 ত্রস্তঃ সোহভিহিতো^৩ যস্য মুখে ন প্রণবঃ স্থিতঃ ।
 শিবো বা শক্তিরথবা ভীতাত্মাঃ স প্রকীর্তিতঃ ॥ ২০

ও ইন্দু (সকার) রহিত হইলে তাহাকে নেত্রহীন মন্ত বলিয়া জানিবে । সেই পক্ষ বর্ণের মন্তটি রকার রহিত হইলে হৃৎখ, অর্ক রহিত হইলে শোক এবং ইন্দু রহিত হইলে রোপপ্রদ হয় । ১৬

যে মন্তের আদিতে, মধ্যে ও অবসানে হংস, প্রাসাদবীজ (হোং), ও বাগ্ভব বীজ নাই অথবা বিন্দুযুক্ত হকার বা বিন্দুযুক্ত জীব (স) কিম্বা রাব (ক্রেং) অথবা চতুষ্কল (কুং) অথবা মায়া অথবা নমামি পদ নাই, সেই মন্ত কীলিত মন্ত । ১৭

যে মন্তের মধ্যে একটি অস্ত্র (ফট্) বা পূরন্দর (ল), অস্ত্রে দুইটি পূরন্দর (ল) বা দুইটি অস্ত্র আছে, সেই মন্তটি স্তম্ভিত মন্ত । উহা সিদ্ধির বোধক অর্থাৎ উহা সিদ্ধিপ্রদ হয় না । ১৮

যে মন্তের মুগ্ধাতে (অধোদেশে নীচে বা উপরে) বহি (র) ও বায়ু (ব) যুক্ত হইয়া সপ্ত বা সাত প্রকারে অর্থাৎ সাত স্থানে দেখা যায়, সেই মন্তকে মন্তবিৎ পণ্ডিতগণ দক্ষ মন্ত বলেন । ১৯

যে মন্তে দুইটি, তিনটি, ছয়টি বা আটটি অক্ষরের সহিত অস্ত্র (ফট্) দৃশ্যমান হয়, সে মন্ত ত্রস্ত মন্ত বলিয়া অভিহিত হয় । যে মন্তের মুখে (আদিতে) প্রণব নাই কিম্বা শিব (হকার) বা শক্তি (সকার) নাই, সে মন্ত ভীত মন্ত বলিয়া কথিত হয় । ২০

১। কটিং—রাবং বাপি চতুষ্কলং । ২। খ—ন বিভোতে ন মন্তস্তা । ৩। খ—স মন্তো ত্রিহিতো ।

আদৌ মধ্যে তথা চান্তে যস্য মার্গ-চতুষ্টয়ম্ ।
 স এব মলিনো মন্ত্রঃ সর্ববিদ্ব-সমধিতঃ ॥ ১১
 যস্য মধ্যে দকারো বা কবচং মুৰ্দ্ধনি ত্রিধা^১ ।
 অস্ত্রং তিষ্ঠতি মন্ত্রঃ স তিরস্কৃত উদাস্রতঃ ॥ ১২
 ত্রো-দ্বয়ং^২ হৃদয়ে শীর্ষে বষড়স্তম্ভ^৩ মধ্যতঃ ।
 যস্তাসৌ ভেদিতো মন্ত্রঃ সর্বশাস্ত্র-বিবর্জিতঃ ॥ ১৩
 ত্রিবর্ণো হংসহীনো যঃ সুষুপ্তঃ স উদাস্রতঃ ।
 মন্ত্রো বাইপ্যথ বা বিদ্যা সপ্তাধিক-দশাক্ষরঃ ।
 ফট্-কার-পঞ্চকাতির্যো মদোন্মত্ত উদাস্রতঃ ॥ ১৪
 তদ্বদস্ত্রং স্থিতং মধ্যে যস্য মন্ত্রঃ স মুচ্ছিতঃ ।
 বিরাম-স্থানগং যস্য^৪ হ্রতবীৰ্য্যঃ স উচ্যতে ॥ ১৫
 আদৌ মধ্যে তথাচান্তে চতুরস্ত্র-যুতো মনুঃ ।
 জ্ঞাতব্যো^৫ হীন ইত্যেষ যঃ স্তাদষ্টাদশাক্ষরঃ ॥ ১৬

যে মন্ত্রের আদি, মধ্য ও অবসান—এই তিন স্থানে মিলিয়া চারিটি মবর্ণ দেখা যায়, সেই মন্ত্র মলিন। উহা সমস্ত প্রকার হঃখ বৃদ্ধ অর্থাৎ উহা সমস্ত হঃখ প্রদান করে। ১১

যে মন্ত্রের মধ্যে দকার অথবা কবচ (হুং) আছে এবং মন্ত্রকে (অন্তে) দুইটি অস্ত্র (ফট্) আছে, সে মন্ত্র তিরস্কৃত মন্ত্র বলিয়া কথিত হয়। ১২

যে মন্ত্রের হৃদয়ে (আদিতে) দোদর (ওঁকারদ্বয়), শীর্ষে (অন্তে) বষট্ ও মধ্যে অস্ত্র হঃ আছে, সেই মন্ত্র ভেদিত মন্ত্র। উহা সর্বশাস্ত্র বিবর্জিত। ১৩

বর্ণত্রয়যুক্ত যে মন্ত্র হংসহীন, সে মন্ত্র সুষুপ্ত মন্ত্র বলিয়া কথিত হইয়াছে। যে মন্ত্র অথবা বিদ্যা সপ্তাধিক দশাক্ষর অর্থাৎ অষ্টাদশ অক্ষর বিশিষ্ট ও আদিতে পঞ্চ ফট্-কার যুক্ত, সেই মন্ত্র মদোন্মত্ত মন্ত্র বলিয়া কথিত হয়। ১৪

যে মন্ত্রের মধ্যে তদ্বৎ অস্ত্র অর্থাৎ পঞ্চ ফট্-কার আছে, সেই মন্ত্র মুচ্ছিত মন্ত্র। যে মন্ত্রের বিরামে (শেষে) অস্ত্র থাকে, সে মন্ত্র হ্রতবীৰ্য্য মন্ত্র বলিয়া কথিত হয়। ১৫

যে অষ্টাদশাক্ষর মন্ত্রটি আদিতে, মধ্যে ও সেইরূপ অন্তে—এই স্থানত্রয়ে মিলিয়া চারিটি অস্ত্র যুক্ত, সেই মন্ত্রকে হীনমন্ত্র বলিয়া জানিবে। ১৬

১। ক—কবচং মুৰ্দ্ধনি ত্রিধা। ২। ক—ওঁ দ্বয়ং। ৩। ক—ত্রোদ্বয়ং। মুচ্ছিতে—ভোদ্বয়ং।
 ৪। ক+থ—বষট্ বোষট্ চ মধ্যতঃ। ৫। ক+থ—বিরামোহনন্ত যো মন্ত্রো। ৬। ক+থ—জ্ঞাতব্যো জীম ইত্যেষঃ।

একোবিংশত্যর্ণো বা যো মন্ত্ৰস্তার-সংযুতঃ ।
 হ্রস্বাঙ্কুশ-বীজাত্যঃ^১ প্রধ্বন্তং তং প্রচক্ষতে ॥ ২৭
 সপ্তবর্ণো ভবেদ্ বালঃ কুমারোহষ্টাক্ষরঃ স্মৃতঃ ।
 ষোড়শাণ্যো যুবা^২ প্রৌঢ়চত্বারিংশল্লিপির্মুখঃ ॥ ২৮
 ত্রিংশদর্শচতুষষ্টি-বর্ণো মন্ত্ৰঃ শতাক্ষরঃ ।
 চতুঃশতাক্ষরশ্চাপি বৃদ্ধঃ স পরিকীৰ্ত্তিতঃ ॥ ২৯
 নবাক্ষরো ধ্রুবো যুতো মনুর্নিস্ত্রিংশ ঈরিতঃ ।
 যশ্চাবসানে হৃদয়ং শিরো-মন্ত্ৰশ্চ^৩ মধ্যতঃ ॥ ৩০
 শিখা বর্ম চ ন স্মৃতাং বৌষট্ ফট্কার এব বা ।
 শিবশক্ত্যর্ণ-হীনো বা স নির্বীজ উদাহৃতঃ ॥ ৩১
 এষ স্থানেষু ফট্কারঃ ষোড়া যস্মিন্ প্রদৃশ্যতে ।
 স মন্ত্ৰঃ সিদ্ধিহীনঃ স্থান্ মন্দঃ পণ্ডিত্যক্ষরো মনুঃ ॥ ৩২
 কূট একাক্ষরো মন্ত্ৰঃ স এবোত্তো নিরংশকঃ ।
 দ্বিবর্ণঃ সত্ত্বহীনঃ স্মাচ্চতুর্বর্ণস্ত কেকরঃ ॥ ৩৩

যে অষ্টাদশক্ষর বা উনবিংশাঙ্কর মন্ত্ৰটি তার (ঔ) যুক্ত এবং হ্রস্বাঙ্কবীজ (হ্রীং)
 ও অঙ্কুশ বীজের (ক্রোং) দ্বারা ভূষিত, তাহাকে মন্ত্ৰবিদগণ প্রধ্বন্ত মন্ত্ৰ বলেন । ২৭

সাত অক্ষর বিশিষ্ট মন্ত্ৰটি বাল মন্ত্ৰ । যে মন্ত্ৰটি অষ্টাক্ষর, তাহা কুমার মন্ত্ৰ ।
 ষোড়শাঙ্কর মন্ত্ৰটি যুবক মন্ত্ৰ । চত্বারিংশ অক্ষর বিশিষ্ট মন্ত্ৰই প্রৌঢ় মন্ত্ৰ । ২৮

ত্রিশ অক্ষর বিশিষ্ট, চৌষষ্টি অক্ষর বিশিষ্ট, শতাক্ষর বিশিষ্ট, একশত চারি অক্ষর
 বিশিষ্ট মন্ত্ৰটি বৃদ্ধ মন্ত্ৰ বলিয়া কথিত হয় । ২৯

ধ্রুব (ঔ) যুক্ত নবাক্ষর মন্ত্ৰই নিস্ত্রিংশ (ঘাতক) মন্ত্ৰ বলিয়া কথিত হয় । যে
 মন্ত্ৰের শেষে হৃদয় (নমঃ), মধ্যো শিরোমন্ত্ৰ (স্বাহা) ও বর্ম (হং) থাকে বা শিখা
 (বৃষট্) ও বর্ম (হং) থাকে, বৌষট্ ও ফট্কার থাকে না অথবা শিববর্ণ (হ) ও
 শক্তিবর্ণ (স) থাকে না, সেই মন্ত্ৰ নির্বীজ মন্ত্ৰ বলিয়া কথিত হয় । ৩০-৩১

যে মন্ত্ৰে এই সকল স্থানে অর্থাৎ আদি, মধ্য ও অন্তে—এই স্থান ত্রয়ে মিলিয়া
 ছয়টি ফট্কার দেখা যায়, সেই মন্ত্ৰ সিদ্ধিহীন মন্ত্ৰ । দশাঙ্কর মন্ত্ৰই মন্দ মন্ত্ৰ । ৩২

একাক্ষর মন্ত্ৰই কূট মন্ত্ৰ অথবা সেই একাক্ষর মন্ত্ৰই নিরংশ মন্ত্ৰ বলিয়া কথিত হয় ।

সপ্তদশো বীজহীনঃ^১ সার্ক-সপ্তাকরো মন্তঃ ।

সার্ক-দ্বাদশবর্ণো বা ধূমিতঃ স তু নিন্দিতঃ ॥ ৩৪

সার্ক-ত্রিংশদেকবিংশতি-বর্ণকঃ^২ ।

বিংশত্যর্ণ-ত্রিংশদর্ণো যঃ সাদালিঙ্গিতস্ত সঃ ॥ ৩৫

দ্বাত্রিংশদাকরো মন্তো মোহিতঃ পরিকীর্তিতঃ ।

চতুর্বিংশতি-বর্ণো^৩ যঃ সপ্তবিংশতি-বর্ণকঃ ॥ ৩৬

দ্বুধার্তঃ স তু বিজ্ঞেয়শ্চতুর্বিংশতি-বর্ণকঃ ।

একাদশাকরো বাপি পঞ্চবিংশতি^৪-বর্ণকঃ ।

ত্রয়োবিংশতি-বর্ণো বা মন্তো দৃপ্ত উদাহৃতঃ ॥ ৩৭

ষড়্-বিংশত্যাকরো মন্তঃ ষড়্-ত্রিংশদ-বর্ণকস্তথা

ত্রিংশদেকোন-বর্ণো বাহ্যাজহীনঃ স এব চ ॥ ৩৮

হুই অক্ষরের মন্তই সপ্তহীন মন্ত । চারিবর্ণ অর্থাৎ চারিবীজ বিশিষ্ট মন্তই কেকর মন্ত । ৩৩

ষড়্‌কর মন্তই নির্বীজ বা বীজহীন মন্ত । সার্ক সপ্তাকর মন্ত অথবা সার্ক দ্বাদশাকর মন্তই ধূমিত মন্ত । উহা নিন্দিত । ৩৪

বিবৃতি । স্বরবর্ণ স্বতঃই উচ্চরিত হয় বলিয়া পূর্ণ বর্ণ । ব্যঞ্জন বর্ণই অর্ধবর্ণ । সপ্তাকর মন্ত্রের শেষে স্বরহীন ব্যঞ্জন থাকিলেই অর্ধ সপ্তাকর মন্ত হয় । সার্ক দ্বাদশকর হলেও এইরূপ বৃতিতে হইবে । ৩৪

সার্ক বীজত্রয় (বর্ণত্রয়) বিশিষ্ট মন্ত সেইরূপ ধূমিত মন্ত । একবিংশতি বর্ণ বিশিষ্ট মন্ত বা বিংশতি বর্ণ বিশিষ্ট মন্ত বা ত্রিংশৎ বর্ণ বিশিষ্ট যে মন্ত, তাহাই আলিঙ্গিত মন্ত । ৩৫

বত্রিশ অক্ষরের মন্তটি মোহিত মন্ত বলিয়া কথিত হইয়াছে । যে মন্তটি চতুর্বিংশতি অক্ষর যুক্ত বা সপ্তবিংশতি অক্ষর যুক্ত, সেই মন্তকে দ্বুধার্ত মন্ত জানিবে ।

চতুর্বিংশতি বর্ণ বিশিষ্ট, একাদশ বর্ণ বিশিষ্ট, পঞ্চবিংশতি বর্ণ বিশিষ্ট বা ত্রয়োবিংশতি বর্ণ বিশিষ্ট মন্ত দৃপ্ত মন্ত বলিয়া কথিত হয় । ৩৬-৩৭

ষড়্-বিংশতি অক্ষর বিশিষ্ট মন্ত অথবা ষড়্-ত্রিংশদ বর্ণ বিশিষ্ট মন্ত অথবা উনত্রিশ অক্ষর বিশিষ্ট মন্ত অজহীন মন্ত বলিয়া কথিত হয় । ৩৮

অষ্টাবিংশত্যক্ষরো য একত্রিংশদথাপি বা ।

অতিক্রুদ্ধঃ স বিজ্ঞেয়ো নিন্দিতঃ সর্বকর্মসু ॥ ৩৯

ত্রিংশদক্ষরকো মন্ত্রস্ত্রয়ত্রিংশদথাপি বা ।

অতিক্রুরঃ স বিজ্ঞেয়ো নিন্দিতঃ সর্বকর্মসু ॥ ৪০

চত্বারিংশতমাত্র্য ত্রি-ষষ্টির্ধাবতা ভবেৎ ।

তাবৎ সংখ্যা নিগদিতা মন্ত্রাঃ সত্রীড়-সংজ্ঞকাঃ ॥ ৪১

পঞ্চষষ্ট্যক্ষরা যে স্যুমন্ত্রান্তে শান্তমানসাঃ ।

একোনশত-পর্য্যন্তঃ পঞ্চ-ষষ্ট্যক্ষরাদিতঃ ।

তে সর্বে কথিতা মন্ত্রাঃ স্থানভ্রষ্টা ন শোভনাঃ ॥ ৪২

ত্রয়োদশাক্ষরা যে স্যুমন্ত্রাঃ পঞ্চদশাক্ষরাঃ ।

বিকলান্তেহভিধীয়ন্তে শতং সার্কং শতং তু বা ॥ ৪৩

বিসৃতি । মন্ত্র দোষের নাম কীর্তনের সময় একটি মন্ত্র দোষের নাম অতিদৃপ্ত । অতি উপসর্গ দ্বারা ধাতুর অর্থ ভিন্ন না হওয়ার দৃপ্ত ও অতিদৃপ্ত এক । তাই লক্ষণে দৃপ্ত বলায় কোন বিরোধ নাই । ৩০

অষ্টাবিংশতি অক্ষর বিশিষ্ট মন্ত্র বা একত্রিংশৎ অক্ষর বিশিষ্ট মন্ত্র অতিক্রুদ্ধ মন্ত্র বলিয়া কথিত হয় । উহা সমস্ত কর্মে নিন্দিত । ৩৯

ত্রিশ অক্ষর বিশিষ্ট মন্ত্র অথবা তেত্রিশ অক্ষর বিশিষ্ট মন্ত্র অতিক্রুর মন্ত্র বলিয়া কথিত হয় । উহা সমস্ত কর্মে নিন্দিত । ৪০

চত্বারিংশৎ অক্ষর হইতে আরম্ভ করিয়া এক একটি অক্ষরের বৃদ্ধিতে ত্রিশটি অক্ষর পর্য্যন্ত যত সংখ্যক মন্ত্র হয় অর্থাৎ চল্লিশ অক্ষর হইতে চৌষষ্টি অক্ষর পর্য্যন্ত প্রতিটি মন্ত্র সত্রীড় নামক মন্ত্র । ৪১

যে যে মন্ত্র পঞ্চষষ্টি অক্ষর বিশিষ্ট, সেই মন্ত্রগুলি শান্তমানস নামক মন্ত্র । পঞ্চষষ্টি অক্ষরাদি অর্থাৎ ছয়ষষ্টি অক্ষর হইতে এক এক অক্ষরের বৃদ্ধিতে বিরানব্বই অক্ষর পর্য্যন্ত প্রতিটি মন্ত্র অর্থাৎ ছয়ষষ্টি, সাতষষ্টি ইত্যাদি আটত্রিশটি মন্ত্র স্থানভ্রষ্ট মন্ত্র বলিয়া কথিত হয় । এগুলি শোভন নহে । ৪২

যে যে মন্ত্র ত্রয়োদশ অক্ষর বিশিষ্ট অথবা পঞ্চদশ অক্ষর বিশিষ্ট, তাহারা বিকল মন্ত্র বলিয়া কথিত হয় ।

যে যে মন্ত্র শত অক্ষর বিশিষ্ট অথবা যে যে মন্ত্র সার্ক শত অক্ষর বিশিষ্ট, অথবা যে যে মন্ত্র দুই শত বিরানব্বই অথবা সার্কশতমাত্র বিরানব্বই অক্ষর বিশিষ্ট অথবা

শতদ্বয়ং দ্বি-নবতিরেকহীনাহথবাপি সা^১।

শতত্রয়ং বা যৎসংখ্যা^২ নিঃস্নেহান্তে প্রকীৰ্ত্তিতাঃ ॥ ৪৪

চতুঃশতমধারভ্য যাবদ্-বৰ্ণ-সহস্রকম্ ।

অতিবৃদ্ধঃ স মন্তস্ত সৰ্বশাস্ত্র-বিবৰ্জিতঃ ॥ ৪৫

সহস্রাৰ্ণাধিকা মন্ত্ৰা দণ্ডকা পীড়িতাহ্বয়াঃ ।

দ্বি-সহস্রাক্ষরা মন্ত্ৰাঃ খণ্ডশঃ শতধা^৩ কৃত্যঃ ॥ ৪৬

জ্ঞাতব্যাঃ স্তোত্ররূপান্তে মন্ত্ৰা এতে যথাস্থিতাঃ ।

তথা বিদ্যাশ্চ বোদ্ধব্যা মন্ত্ৰিভিঃ সৰ্বকৰ্মসু ॥ ৪৭

দোষানিমানবিজ্ঞায় যো মন্ত্ৰং ভজতেহবুধঃ^৪ ।

সিদ্ধিৰ্ন জায়তে সম্যক্ কল্পকোটি-শতৈরপি ॥ ৪৮

তন্ত্ৰান্তরে—একাক্ষরং সমারভ্য যাবন্মন্ত্ৰাঃ যড়ক্ষরাঃ ।

বালান্তে ভৈরবেণোক্তা মন্ত্ৰা বিংশতি-বৰ্ণকাঃ ॥ ৪৯

যে যে মন্ত্ৰ এক সংখ্যাহীন শতত্রয় দ্বিনবতি অর্থাৎ তিনশত একানব্বই অক্ষর বিশিষ্ট অথবা যে যে মন্ত্ৰ তিন শত অক্ষর বিশিষ্ট, সেইসেই মন্ত্ৰগুলি নিঃস্নেহ মন্ত্ৰ বলিয়া কথিত হয় । ৪৩-৪৪

যে যে মন্ত্ৰে চারিশত বর্ণ হইতে আরম্ভ করিয়া এক এক বৃদ্ধি ক্রমে সহস্র বর্ণ থাকে, তাহার প্রতিটি মন্ত্ৰ অতিবৃদ্ধ মন্ত্ৰ বলিয়া কথিত হয় । উহা সমস্ত শাস্ত্র বর্জিত । ৪৫

যে সমস্ত মন্ত্ৰ সহস্র বর্ণাধিক, তাহার প্রতিটি মন্ত্ৰই দণ্ডক ; উহারা স্তোত্ররূপ পীড়িত মন্ত্ৰ বলিয়া কথিত হইয়াছে ।

দুই সহস্রের অধিক অক্ষর বিশিষ্ট মন্ত্ৰগুলি খণ্ডে খণ্ডে শত ভাগ হইলে সেই মন্ত্ৰগুলিকে স্তোত্ররূপ পীড়িত মন্ত্ৰ জানিবে ।

মন্ত্ৰিগণ সমস্ত কাম্য কর্মে এই মন্ত্ৰগুলি যেমন সদোষ জানিবেন, বিদ্যাগুলিও সেই রূপ সদোষ জানিবেন । ৪৬ ৪৭

যে পণ্ডিত সাধক এই দোষগুলিকে না জানিয়া মন্ত্ৰের ভজনা করে, শত কোটি কল্পেও তাহার সম্যক্ সিদ্ধি জন্মায় না । ৪৮

তন্ত্ৰান্তরে বলিয়াছেন—একাক্ষর হইতে আরম্ভ করিয়া যড়ক্ষর পর্যন্ত যতগুলি মন্ত্ৰ হয়, সে সমস্ত মন্ত্ৰই বাল । ইহা ভৈরব কর্তৃক উক্ত হইয়াছে । বিংশতি বর্ণ বিশিষ্ট মন্ত্ৰ প্রোক্ত ।

১। ক+খ—হীনাহথবাপি বা । ২। ক+খ—যাবচ্ছতত্রয়ং সংখ্যা । ৩। ক+খ—খণ্ডশঃ শতধা কৃত্য । ৪। খ—মন্ত্ৰং ভজতে বুধঃ ।

প্রৌঢ়া জ্ঞেয়াস্ততোহন্যে যে তে মন্ত্রাঃ স্তবিরা মতাঃ ।

স্ত্রীরূপা বহিজ্জায়ান্তা মন্ত্রা যে তু নমোহস্তকাঃ ॥ ৫০

রামার্চনচল্লিকায়াম্—আরভৈত্যাক্ষরং মন্ত্রা বাল্য আষোড়শাক্ষরাং ।

ততঃ^১ আবিংশতে: প্রৌঢ়াস্তেভ্যোহন্যে স্তবিরা মতাঃ ॥ ৫১

স্বাহান্তা স্ত্রীস্বরূপাঃ সূর্যনমোহস্তাশ্চ নপুংসকাঃ ।

হুফড়স্তাশ্চ যে মন্ত্রাঃ পুমাংসস্তে প্রকীর্তিতাঃ ॥ ৫২

অথ মন্ত্রাণাং দোষ-শান্তিঃ । তত্ক্ষণং তত্রৈব—

হিমাাদি-দৃষ্টা যে মন্ত্রাস্তন্ত্রে তন্ত্রে নিরূপিতাঃ ।

তে সৰ্বে সিদ্ধিমায়াস্তি মাতৃকাৰ্ণ-প্রভাবতঃ ॥ ৫৩

মাতৃকাৰ্ণৈঃ পুটীকৃত্য^২ মন্ত্রং বিদ্যাং বিশেষতঃ ।

শতমষ্টোত্তরং পূৰ্বং প্রজপেৎ ফল-সিদ্ধয়ে ।

তদা মন্ত্রো মহাবিদ্যা যথোক্ত-ফলদা ভবেৎ ॥ ৫৪

তাহার পর বিংশতিবর্ণের অধিক বর্ণ বিশিষ্ট মন্ত্র স্থবির মন্ত্র বলিয়া কথিত হইয়াছে । বহিজ্জায়ান্ত (স্বাহান্ত) মন্ত্রগুলি স্ত্রীরূপ জানিবে । যে সমস্ত মন্ত্র নমঃ অন্তক, (তাহার নপুংসক জানিবে) । ৪৯-৫০

রামার্চন চল্লিকার বলিয়াছেন—একাক্ষর হইতে আরম্ভ করিয়া ষোড়শ অক্ষর পর্যন্ত মন্ত্রগুলি বালক । তাহার পর বিংশতি অক্ষর পর্যন্ত মন্ত্রগুলি প্রৌঢ় । তাহার পর মন্ত্রগুলি স্থবির বলিয়া কথিত হইয়াছে । ৫১

স্বাহান্ত মন্ত্রগুলি স্ত্রীরূপা হইবে । নমঃ অন্ত মন্ত্রগুলি নপুংসক জানিবে । যে মন্ত্র-গুলি হ' ফট্ অন্ত, সেই মন্ত্রগুলি পুরুষ বলিয়া কীর্তিত হইয়াছে । ৫২

অনন্তর মন্ত্রসমূহের দোষ শান্তি কথিত হইতেছে । সেই রামার্চন-চল্লিকাতেই তাহা উক্ত হইয়াছে—

হিমাাদি দৃষ্ট যে সকল মন্ত্র তন্ত্রে তন্ত্রে অর্থাৎ সকল তন্ত্রে নিরূপিত হইয়াছে । সেই সকল মন্ত্র মাতৃকাবর্ণ প্রভাবে সিদ্ধি প্রাপ্ত হয় । ৫৩

প্রথমে ফলসিদ্ধির জন্য মন্ত্র বা বিদ্যাকে বিশেষভাবে মাতৃকাবর্ণ সমূহের দ্বারা পুটিত করিয়া একশত আট বার জপ করিবে । তখন মন্ত্র বা মহাবিদ্যা যথোক্ত ফল-প্রদা হন । ৫৪

১। ক—তত আবিংশতি প্রৌঢ়া । ২। আলাবানুলোম্যেন পশ্চাৎ প্রতিলোম্যেন মাতৃকাবর্ণো মন্ত্রঃ ইতি ভাবঃ ।

মাতৃকা-পুটিতং কৃৎস্না মধ্যো বর্ণং নিধায় চ ।

মন্ত্রবর্ণাংস্ততঃ কুর্য্যাৎ শোধনং তন্ত্র-সংমতম্ ॥ ৫৫

তথা বজ্রা তু যো মুদ্রাং সঙ্কোচ্যাধার-পঙ্কজম্ ।

তদ্বৎপন্ন-মন্ত্রবর্ণান্ কুব্জতশ্চ গতাগতান্ ॥ ৫৬

ব্রহ্মরক্তাবধি ধ্যায়া বায়ুমাণ্ডর্য্য কুন্তয়েৎ ।

সহস্রং প্রজপেন্ মন্ত্রং মন্ত্র-দোষোপশান্তয়ে ॥ ৫৭

তথা— এষু দোষেষু প্রাপ্তেষু মায়াং কামমথাপি বা ।

ক্লিপ্তা বাদৌ শ্রিয়ৈকৈব তদ-দূষণ-বিমুক্তয়ে ॥ ৫৮

তথা— তার-সংপুটিতো বাপি দ্বষ্টমন্ত্রোহপি সিধ্যতি ।

যস্য যত্র ভবেদ্ ভক্তিঃ সোহপি মন্ত্রোহস্য সিধ্যতি ॥ ৫৯

তথা— প্রণবো মাতৃকাদেবী হ্রস্বেখেত্যমৃতং ত্রয়ম্ ।

অমৃতত্রয়-সংযোগাদ্ দ্বষ্টমন্ত্রোহপি সিধ্যতি ॥ ৬০

অথ বালকসংস্কারঃ

মধু-লাজাভ্যাং নাড়ীচ্ছেদাৎ প্রাক্ স্বর্ণশলাকয়া যজ্ঞদারু-শিখয়া খেতদূর্ব্বয়া

মধ্যে মন্ত্রবর্ণকে রাখিয়া মাতৃকা দ্বারা পুটিত করিয়া তাহার পর মন্ত্রবর্ণগুলিকে তন্ত্রসম্মতভাবে শোধন করিবে । ৫৫

সেইরূপ যোনিমুদ্রা বন্ধন (রচনা) করিয়া আধার পদ্যকে সঙ্কুচিত করিয়া সেই মূলধারোৎপন্ন বর্ণসকলকে ব্রহ্মরক্ত পর্য্যন্ত গমনাগমনকারী ধ্যান করিয়া বায়ুর আপূরণ করিয়া কুন্তক করিবে । সেই কুন্তককালে মন্ত্রের দোষ শান্তির জন্য সহস্র মন্ত্র জপ করিবে । ৫৬-৫৭

সেইরূপ আরও উক্ত হইয়াছে—এই সমস্ত দোষ প্রাপ্ত হইলে সেই দোষের শান্তির জন্য মন্ত্রের আদিতে মায়াবীজ হ্রীং, কামবীজ ক্লীং, অনন্তর শ্রীবীজ শ্রীং দিয়া জপ করিবে । ৫৮

সেইরূপ আরও বলিয়াছেন—দ্বষ্টমন্ত্রকে তার (প্রণব) পুটিত করিয়া জপ করিলে দ্বষ্ট মন্ত্রও সিদ্ধ হয় । যাহার যে মন্ত্রে ভক্তি হইবে, তদ্বারা তাহার সেই মন্ত্র সিদ্ধ হইবে । ৫৯

তন্ত্রে আরও বলিয়াছেন—প্রণব, মাতৃকাদেবী (মাতৃকাবর্ণ) ও হ্রস্বেখা (হ্রীং) অমৃতাত্রয় । এই অমৃতাত্রয়ের যোগে দ্বষ্ট মন্ত্রও সিদ্ধ হয় । ৬০

অনন্তর বালক সংস্কার কথিত হইতেছে । নাড়ীচ্ছেদের পূর্বে মধু ও লাজা দ্বারা

বা বালকস্য জিহ্বামোষ্ঠং বা দক্ষিণ-পাণিনা ত্রিবারং সংমার্জ্য তত্র পিতা
প্রত্যেকং পঙক্ত্যাকারেণ মূলমন্ত্রং বিলিখ্য দেবীং পূজয়েৎ । তদ্বক্তং মংস্য
সূক্তে (১)—

অথবা মধু-লাজাত্যাং জিহ্বায়াং বালকস্য চ ।

নাড়ীচ্ছেদাদ্ যথাপূর্বং লিখেৎ স্বর্ণ-শলাকয়া ॥ ২

মূলমন্ত্রং লিখেন্ মন্ত্রী যস্যোষ্ঠে শ্বেত-দূর্বয়া ।

বাক্যোচ্চারণতো বালো বাগ্মী-দ্রুতকবির্ভবেৎ ॥ ৩

নৈমিত্তিক-সংস্কারানন্তরমেব মন্ত্র-লিখনং কার্যম্ । তদ্বক্তং মহোগ্রে (৪)—

জন্ম-সংস্কারকং নাম পুত্রে জাতে প্রশস্ত্যতে ।

জিহ্বায়াস্ত লিখেন্ মন্ত্রং যজ্ঞদারু-কুশেন বা ॥ ৫

বারত্রয়স্ত সংমার্জ্য দক্ষিণেনৈব পাণিনা ।

মূলমুচ্চার্য প্রত্যেকং পঙক্তিং কুর্য্যাৎ সুশোভনাম্ ॥ ৬

আদৌ সংস্কারঃ কর্তব্যস্তদন্তে বিলিখেন্ মনুম্ ।

গন্ধ-চন্দন পুষ্পৈশ্চ পূজয়েৎ তারিণীং শিবাম্ ॥ ৭

বালকের জিহ্বা ও ওষ্ঠ মার্জনা করিয়া স্বর্ণ শলাকা দ্বারা বা যজীর কাঠের অগ্রদ্বারা বা
শ্বেতদূর্বা দ্বারা দক্ষিণ হস্তে বালকের সেই জিহ্বার ও ওষ্ঠে প্রত্যেক স্থানে পঙক্ত্যাকারে
মূলমন্ত্র লিখিয়া দেবীকে পূজা করিবে । তাহাই মংস্যসূক্তে উক্ত হইরাছে (১)—

অথবা মন্ত্রজ সাধক নাড়ীচ্ছেদের পূর্বে মধু ও লাজা দ্বারা বালকের জিহ্বা মার্জন
করিয়া সেই জিহ্বাতে স্বর্ণশলাকা দ্বারা যথাযথভাবে মূলমন্ত্র লিখিবে । ২

বাহার ওষ্ঠে শ্বেত দূর্বা দ্বারা মূলমন্ত্র লিখিবে, সেই বালক বাক্য উচ্চারণ করিলে
বাগ্মী ও দ্রুত কবি হইবে । ৩

নৈমিত্তিক জাতকর্ম সংস্কারের অনন্তর মন্ত্রের লেখন করিবে । তাহাই মহোগ্রতন্ত্রে
বলিয়াছেন (৪)—

পুত্র জন্ম গ্রহণ করিলে তাহার জন্মসংস্কার নামক সংস্কার প্রশস্ত । যজীর কাঠের
দ্বারা অথবা কুশের দ্বারা মন্ত্র লিখিবে । ৫

মূলমন্ত্র উচ্চারণ করিয়া দক্ষিণ হস্তের দ্বারা জিহ্বা ও ওষ্ঠ প্রত্যেকটি তিনবার মার্জন
(পরিকার) করিয়া সেই ওষ্ঠে সুদৃশ্য পঙক্তি করিবে । ৬

প্রথমে সংস্কার করিবে । তাহার পরে মন্ত্র লিখিবে । গন্ধ চন্দন ও পুষ্পের
দ্বারা শিবা (কল্যাণময়ী) তারিণীকে পূজা করিবে । ৭

উত্তরাভিমুখো ভূত্বা স্থাপয়েৎ পীঠমুত্তমম্ ।

পূজয়েৎ তারিণীং দেবীং নানাভক্ষ্যৈঃ শুলোভনৈঃ ।

কবিবাগ্মী ভবেৎ পুত্রঃ সত্যবাদী জিতেন্দ্রিয়ঃ ॥ ৮

অত্র তারিণীপদমুপলক্ষণম্, দেবীমাত্রমেব বোধ্যব্যম্, বৃহচ্ছ্রীক্রমাди-তন্ত্রে
বাল-সংস্কার-দর্শনাৎ । তদুক্তং তত্রৈব—

বালকস্ত তু জিহ্বায়াং^১ ত্রিদিনাভ্যন্তরে লিখেৎ ॥ ৯

মধুনা শ্বেত-দূর্বাভিষেকা স্বর্ণ-শলাকয়া ।

অমুং বাগ্ভব-কূটকে লিখেদ্ বৈ জননাস্তুরম্ ॥ ১০

এতেন তদ্দিনাশক্তৌ ত্রিরাাত্রাভ্যন্তর ইতি সূচিতম্ । অমুমিতি ভৈরব্যা
বাগ্ভবকূটমিত্যর্থঃ । কেচিৎ তু একাদশাহে দেবীং সম্পূজ্য মন্ত্রং^২ লিখে-
দিত্যাহঃ । অথ পিতা যদি দূরস্থস্তদা পিতৃব্যো মাতুলো বা মন্ত্রং লিখেৎ ।
যথা মহোগ্রে (১১)—

পিতৃভ্রাতা লিখেন্মন্ত্রং মাতৃভ্রাতাহথবা পুনঃ ।

পিতা চৈব লিখেন্ মন্ত্রং নান্য এব কদাচন ॥ ১২

উত্তরাভিমুখ হইয়া উত্তম পীঠ স্থাপন করিবে । সুন্দর নানা প্রকার ভক্ষ্য দ্বারা
তারিণী দেবীকে পূজা করিবে । ঐ পুত্র কবি, সত্যবাদী ও জিতেন্দ্রিয় হইবে । ৮

এ স্থলে তারিণী পদটি অন্য দেবীমাত্রের উপলক্ষণ জানিবে । যেহেতু বৃহচ্ছ্রী-
ক্রমাди তন্ত্রে বালকসংস্কার দেখা যায় । সেইখানেই তাহা উক্ত হইয়াছে—বাল
সংস্কারের তিন দিনের মধ্যে লিখিবে । ৯

বালকের জন্মের পর মধু দ্বারা, শ্বেত দূর্বা দ্বারা, স্বর্ণ শলাকা দ্বারা এই বাগ্ভব-
কূটকে লিখিবে । ১০

বালকজন্মের দিনে লিখিতে সমর্থ না হইলে জন্মের তিন দিনের মধ্যে লিখিবে—
এই বচনের দ্বারা ইহা সূচিত হইয়াছে । অমুং এই পদের অর্থ—তারিণীর বাগ্ভব
কূটকে । কেহ কেহ এই বলেন—একাদশ দিনে দেবীকে পূজা করিয়া মন্ত্র লিখিবে ।
পিতা যদি দূরদেশবর্তী হন, তবে জন্মের অনন্তর পিতৃব্য বা মাতুল মন্ত্র লিখিবেন ।
যেমন মহোগ্রতন্ত্রে বলিয়াছেন (১১)—

পিতার ভ্রাতা অথবা মাতার ভ্রাতা মন্ত্র লিখিবেন । পিতাই মন্ত্র লিখিবেন ।
অন্য কেহ কখনও মন্ত্র লিখিবে না । ১২

মাতু: ক্রোড়ে তু সংস্থাপ্য দৰ্ভানান্তীৰ্য্য যত্নত: ।

শান্তিং কুৰ্য্যাৎ বালকশ্চ ব্রাহ্মণৈঃ সহ সাধক: ॥ ১৩

শান্তিমন্ত্ৰস্ত ও ইমং পুত্রং কাময়তঃ কামজানাং ইহৈব হি দেবেভ্যঃ^১
পুষ্পাতি সৰ্বমিদং মজ্জননং শিবশক্তিস্তারায়ৈ^২ কেশবেভ্যস্তারায়ৈ রুদ্রেভ্য
উমায়ৈ শিবায় শিবযশসে । ইত্যনেন কুশোদকাভ্যাং শান্তিং কুৰ্য্যাদিতি । ১৪

অত্র কুলাচারো নিরূপ্যতে । তত্র শিবাবলিঃ । কুলচূড়ামণৌ—

বিশ্বমূলে প্রান্তরে বা শ্মশানে বাপি সাধক: ।

মাংস-প্রধান-নৈবেদ্যং সন্ধ্যাকালে নিবেদয়েৎ ॥ ১৫

কালি কালীতি বক্তব্যো তত্রোম। শিব-রূপিণী ।

পশুরূপধরা যাতি পরিবারগণৈঃ সহ ॥ ১৬

ভুক্ত্য রোতি যদৈশান্ধ্যং মুখমুতোল্য সুন্দরম্ ।

তদৈব মঙ্গলং তস্ম নান্থথা কুল-ভূষণ ! ॥ ১৭.

অবশ্যমন্নদানেন নিয়তং তোষয়েচ্ছিবাম্ ।

নিত্যশ্রাদ্ধং তথা সন্ধ্যা-বন্দনং পিতৃ-তৰ্পণম্ ॥ ১৮

তথৈব কুল-সেবানাং নিত্যতা কুলপূজনে ।

মাতার ক্রোড়ে বালককে সংস্থাপিত করিয়া দৰ্ভ সমূহ আন্তৃত করিয়া সাধক
ব্রাহ্মণগণের সহিত বালকের শান্তি করিবেন । ১৩

শান্তি মন্ত্ৰ কিন্তু ও ইমং পুত্রং ইত্যাদি মূলে উক্ত হইয়াছে । এই মন্ত্ৰে কুশোদকের
দ্বারা বালকের শান্তি করিবেন । ১৪

অনন্তর কুলাচার নিরূপিত হইতেছে । তন্মধ্যে শিবাবলি । কুলচূড়ামণিতে
বলিয়াছেন—সাধক বিশ্বমূলের মূলে, প্রান্তরে অথবা শ্মশানে মাংস প্রধান নৈবেদ্য
সন্ধ্যাকালে শিবাকে নিবেদন করিবে । ১৫

কালি । কালি এই বলিলে সেইখানে শিবা রূপিণী উমা পশুরূপ ধারণ করিয়া
পরিবারগণের সহিত আগমন করেন । ১৬

হে কুলভূষণ । সেই শিবা ভোজন করিয়া যদি ইশান কোণে মুখ তুলিয়া মধুর স্বরে
রব করেন, তবে তাহার মঙ্গল জানিবে । অন্যথা মঙ্গল নহে । ১৭

নিয়ত (প্রত্যহ) অন্নদানের দ্বারা শিবাকে সন্তুষ্ট করিবে । নিত্য শ্রাদ্ধ, সন্ধ্যা,
বন্দন ও পিতৃতৰ্পণ যেরূপ নিত্য করেন । ১৮

সেইরূপ . কুলপূজায় কুলসেবাগণের নিত্যতা আছে অর্থাৎ কুলপূজাও নিত্য

পশুরূপাং শিবাং দেবীং যো নাচয়তি নির্জনে ॥ ১৯

শিবারাবেণ তস্ম্যাক্ত সৰ্বং নশ্যতি নিশ্চিতম্ ।

জপ-পূজা-বিধানানি যৎকিঞ্চিৎ স্মৃকৃতানি চ ।

গৃহীত্বা সা প্রমাদায় শিবা রোদিতি নির্জনে ॥ ২০

একয়া ভূজ্যতে যত্র শিবয়া দেব ! ভৈরব ! ।

তত্রৈব সৰ্বশক্তিীনাং প্রীতিঃ পরম-দুর্লভা ॥ ২১

রাজাদি-ভয়মাপন্যে দেশান্তর-তয়াদিকে ।

শুভাশুভানি কৰ্মাণি বিচিন্ত্য বলিমাহরেৎ ॥ ২২

গৃহু দেবি ! মহাভাগে ! শিবে ! কালাগ্নি-রূপিণি ! ।

শুভাশুভফলং ব্যক্তং ক্রহি গৃহু বলিং তব ॥ ২৩

এবমুচ্চাৰ্য্য দাতব্যো বলিঃ কুলজন-প্রিয়ঃ ॥

যদি নো ভূজ্যতে বৎস ! তদা নৈব শুভং ভবেৎ ॥ ২৪

শুভং যদি ভবেৎ তত্র ভূজ্যতে তদশেষতঃ ।

এবং জ্ঞাত্বা মহাদেব ! শান্তি-স্বস্ত্যয়নং চরেৎ ॥ ২৫

ইতি শিবাবলিঃ ।

করিবে । পশুরূপা শিবা দেবীকে যে নির্জনে পূজা করে না । শিবাবলি রাবের দ্বারা তাহার সমস্ত নিশ্চয়ই শীঘ্র নষ্ট হয় । ১৯

সেই শিবা সাধকের জপ, পূজাদি কার্য্য সকলও যৎকিঞ্চিৎ স্মৃকৃত সমূহ গ্রহণ করিয়া প্রমাদের জন্য নির্জনে রোদন করেন । ২০

হে দেব । হে ভৈরব । একটি শিবা যেখানে ভোজন করে, সেইখানেই সমস্ত শক্তির পরম দুর্লভ প্রীতি জন্মে । ২১

রাজাদির নিকট হইতে ভয়, দেশান্তর হইবার ভয় উপস্থিত হইলে শুভ ও অশুভ কর্মসকল চিন্তা করিয়া শিবাকে বলি প্রদান করিবে । ২২

হে দেবি । হে মহাভাগে । হে শিবে । হে কালাগ্নিরূপিণি । বলি গ্রহণ করুন । শুভ ও অশুভ ফল স্পষ্ট করিয়া বলুন । তোমার বলি গ্রহণ করুন । ২৩

কুলজনগণের প্রিয় সাধক এই প্রকার মূলোক্ত মন্ত্র উচ্চারণ করিয়া বলি প্রদান করিবে । বৎস । যদি শিবা ইহা ভোজন না করেন, তাহা হইলে অশুভ হইবে । ২৪

যদি নিঃশেষে শিবা ভোজন করেন, তবে যেখানে শুভ হইবে । হে মহাদেব । এই শিবাবলি দ্বারা শুভাশুভ জানিয়া শান্তি স্বস্ত্যয়নের অনুষ্ঠান করিবে । ২৫

শিবাবলি সমাপ্ত হইল ।

কুলাচার নিরূপণম্

কালীতন্ত্রে—অথাচারং প্রবক্ষ্যামি যৎকৃতেহমৃতমশ্নুতে ।

সর্বভূত-হিতে যুক্তঃ সময়াচার-পালকঃ ॥ ২৬

অনিত্য-কর্ম-সন্ত্যাগী নিত্যানুষ্ঠান-তৎপরঃ ।

মন্ত্ৱারাধনমাত্রেণ শিবভাবন-তৎপরঃ ॥ ২৭

পরস্তাং দেবতায়াক্ষ সর্বকর্ম-নিবেদকঃ ।

অশ্র-মন্ত্ৱার্চনে শ্রদ্ধামশ্র-মন্ত্ৱপ্রপূজনম্ ॥ ২৮

কুলস্ত্রী-বীর-নিন্দাক্ষ তদ্-দ্রব্যশ্রাপহারণম্ ।

স্ত্রীষু রোষং প্রহারক্স বর্জয়েন্ মতিমান্ সদা ॥ ২৯

স্ত্রীময়ক্স জগৎ সর্বং স্বয়ং তাবৎ তথা ভবেৎ ।

কুলজাং যুবতীং বীক্ষ্য নমস্কুর্য্যাং সমাহিতঃ ॥ ৩০

যদি ভাগ্য-বশাদ্ দেবি ! কুলদৃষ্টিঃ প্রজায়তে ।

তদৈব মানসীং পূজাং তত্র তাসাং প্রকল্পয়েৎ ॥ ৩১

তাসাং ভগাদিনাং দেবীনাং । যথা—

কালীতন্ত্রে বলিয়াছেন—যে কুলাচারের অনুষ্ঠান করিলে অমৃত (মোক্ষ) লাভ করে, সেই কুলাচার বলিব । সময়াচার (কুলাচার) পরায়ণ ব্যক্তি সর্বভূতের হিতে নিযুক্ত হইবে । ২৬

অনিত্য কর্ম সকল ত্যাগ করিবে । নিত্য কর্মের অনুষ্ঠানে তৎপর হইবে । মন্ত্ৱের আরাধনা দ্বারা জপমাত্রকালে শিবোহিং এইরূপ শিবভাবনায় তৎপর হইবে । ২৭

পরদেবতাকে সমস্ত কর্মফল নিবেদন করিবে । বুদ্ধিমান্ সাধক অশ্র মন্ত্ৱের অর্চনার শ্রদ্ধা ও অশ্র মন্ত্ৱের পূজা, কুলস্ত্রী ও বীরের নিন্দা, কুলস্ত্রী ও বীরের দ্রব্যের অপহারণ, স্ত্রীলোকের প্রতি রোষ ও প্রহার সর্বদা বর্জন করিবে । ২৮-২৯

সমস্ত জগৎ স্ত্রীময় ভাবনা করিবে । নিজেও সেইরূপ স্ত্রীময় হইবে । কুলজাতা যুবতী স্ত্রীকে দর্শন করিয়া সমাহিত হইয়া নমস্কার করিবে । ৩০

হে দেবি । যদি ভাগ্যবশে কুলদর্শন জন্মে, তখনই সেইখানে তাঁহাদের মানসী পূজা করিবে । ৩১

তাসাং পদের অর্থ—ভগাদিনামক দেবীগণের অর্থাৎ ঈহাদের নামের আদিতে ভগশব্দ আছে, তাদৃশ দেবীগণের । যেমন তন্ত্রে সেই নাম বলিয়াছেন—

ভগিনীং ভগচিহ্নাঞ্চ ভগাস্ত্রাং ভগমালিনীম্ ।
 ভগদন্তাং ভগাক্ষীঞ্চ ভগকর্ণীং ভগত্বচাম্ ॥ ৩২
 ভগনাসাং ভগন্তনীং ভগস্থাং ভগসর্পিণীম্ ।
 সংপূজ্য তাভ্যো গন্ধাঠৌর্মানসৈর্গুরুমেব চ ।
 নমস্কৃত্য যথান্তায়ং স্বয়মক্ক্ষোভিতঃ সুধীঃ ॥ ৩৩
 বালাং বা যৌবনোন্মত্তাং বৃদ্ধাং বা সুন্দরীং তথা ।
 কুংসিতাং বা মহাহৃষ্টাং নমস্কৃত্য বিভাবয়েৎ ॥ ৩৪
 তাসাং প্রহারং নিন্দাঞ্চ কোটিল্যমপ্রিয়ং তথা ।
 সর্বথৈব ন কুৰ্য্যাৎ তু অন্যথা সিদ্ধিরোধকুৎ ॥ ৩৫
 স্ত্রিয়ো দেবাস্ত্রিয়ঃ প্রাণাঃ স্ত্রিয়শ্চৈব বিভূষণম্ ।
 স্ত্রীসঙ্গিনা সদা ভাব্যমনুথা স্বস্ত্রিয়ামপি ॥ ৩৬
 বিপরীত-রতা সা তু ভবিতা হৃদয়োপরি ।
 তদন্তাবচিতং পুষ্পং তদন্তাবচিতং জলম্ ।
 তদন্তাবচিতং দ্রব্যং দেবতাভ্যো নিবেদয়েৎ ॥ ৩৭

তদন্তাবচিতং তদন্তাদ্ গৃহীতম্ । তথা—

ভগিনী, ভগচিহ্না, ভগাস্ত্রা, ভগমালিনী, ভগদন্তা, ভগাক্ষী, ভগকর্ণী, ভগত্বচা, ভগনাসা, ভগন্তনী, ভগস্থা ও ভগসর্পিণীকে এবং গুরুকেও মানস গন্ধাদি উপচারে পূজা করিয়া যথাবিধানে নমস্কার করিয়া বিদ্বান্ সাধক স্বয়ং অক্ক্ষোভিত হইয়া থাকিবে । ৩২-৩৩

বালা, যৌবনোন্মত্তা, বৃদ্ধা, সুন্দরী বা কুংসিতা ও মহাহৃষ্টা কুলরমণীকে দর্শন করিয়া দেবীরূপ ভাবনা করিবে । ৩৪

তাঁহাদিগের প্রহার ও নিন্দা, কুটিলতা প্রকাশ ও তাঁহাদের অপ্রিয় কার্য্য একেবারেই করিবে না । অন্যথা উহা করিলে সিদ্ধিরোধকারী হইবে । ৩৫

স্ত্রীলোক দেবতা, স্ত্রীগণ প্রাণ ও স্ত্রীগণ অলঙ্কার—এইরূপ ভাবনা করিবে । সর্বদা স্ত্রীসঙ্গী হইবে । অন্যথা অন্যস্ত্রী না পাইলে নিজের স্ত্রীর সহিত সঙ্গী হইবে । ৩৬

সেই স্ত্রী বিপরীতরতিতে আসক্তা হইয়া হৃদয়ের উপরে থাকিবে । সেই স্ত্রীর হস্ত হইতে গৃহীত পুষ্প, সেই স্ত্রীর হস্ত হইতে গৃহীত জল, সেই স্ত্রীর হস্ত হইতে গৃহীত দ্রব্য দেবতাগণকে নিবেদন করিবে । ৩৭

তদন্তাবচিতং এই পদের অর্থ—সেই স্ত্রীর হস্ত হইতে গৃহীত । সেইরূপ বলিয়াছেন—

উচ্ছিষ্টং ভক্ষয়েৎ স্ত্রীণাং তাভ্যো নোচ্ছিষ্টমর্পয়েৎ ।
 স্ত্রীদ্বেষো নৈব কর্তব্যো বিশেষাৎ পূজনং মহৎ ॥ ৩৮
 জপস্থানে মহাশঙ্খং নিবেশ্যোদধিঃ জপং চরেৎ ।
 স্ত্রিয়ং গচ্ছন্ স্পৃশন্ পশ্যন্ বিশেষাৎ কুলজাং শুভাম্ ।
 ভক্ষন্ তাম্বুলমণ্ডাংশ্চ ভক্ষ্যদ্রব্যান্ যথাক্রুচি ॥ ৩৯

মহাশঙ্খং নৃমুণ্ডম্^১ । বীরতন্ত্রে—

দিক্-কাল-নিয়মো নাত্র স্থিত্যাদি নিয়মো ন চ ।
 জপে ন কালনিয়মো নার্টাদিষু বলিষপি ॥ ৪০
 স্বেচ্ছানিয়ম উক্তশ্চ মহামন্ত্রস্ত সাধনে ।
 ন বিশেষো দিবারাত্রৌ ন সঙ্ক্যায়ঃ মহানিশি ॥ ৪১
 সর্বদা পূজয়েদ্ দেবীমস্নাতঃ কৃত-ভোজনঃ ।
 মহানিশ্যশুচৌ দেশে বলিঃ মন্ত্রেণ দাপয়েৎ ॥ ৪২

যৎ তু— রাত্রাবেব মহাপূজা কর্তব্যা বীরবন্দিতে ! ।

স্ত্রীগণের উচ্ছিষ্ট ভক্ষণ করিবে । কিন্তু তাহাদিগকে উচ্ছিষ্ট অর্পণ করিবে না ।
 স্ত্রীগণের প্রতি কখনও ঘেষ করিবে না । বিশেষভাবে তাঁহাদিগের উত্তমরূপে পূজা
 করিবে । ৩৮

জপস্থানে মহাশঙ্খ (নরমুণ্ড) স্থাপন করিয়া স্ত্রীকে গমন করিয়া স্পর্শ করিয়া
 দেখিয়া বিশেষতঃ কুলজা শুভা (সুন্দরী) স্ত্রীকে দেখিয়া ক্রুচি অনুসারে অণ্ডাণ্ড ভক্ষ্য
 দ্রব্য ও তাম্বুল ভক্ষণ করিতে করিতে নৃমুণ্ডের উপরে জপ করিবে । ৩৯

মহাশঙ্খং—নৃমুণ্ড । বীরতন্ত্রে বলিয়াছেন—এই মহামন্ত্রের সাধনার দিকের নিয়ম
 নাই, কালের নিয়ম নাই, উপবেশনাদির কোন নিয়ম নাই, জপে কোন কালের
 নিয়ম নাই, পূজাদিতে ও বলিতে কোন কাল নিয়ম নিয়ম নাই । ৪০

এই মহামন্ত্রের সাধনে নিজের ইচ্ছাই নিয়ম উক্ত হইয়াছে । দিবাতে বা রাত্রিতে
 কোন বিশেষ নাই, সঙ্ক্যায়ও বিশেষ নাই, মহানিশায়ও বিশেষ নাই । ৪১

অস্নাতই হউক, ভোজন করিয়াই হউক, সর্বদা দেবীকে পূজা করিবে । মহানিশাতে
 অপবিদ্রহানেও মন্ত্রের দ্বারা বলি প্রদান করিবে । ৪২

এই যে বচন আছে, হে বীরবন্দিতে ! রাত্রিতেই মহাপূজা কর্তব্য । হে সুব্রতে ।

ন দিনে সৰ্বথা কাৰ্য্যা শাসনান্মম^১ স্মৃত্তে ! ॥ ৪৩

ইতি । তৎ পুনঃ কুলপূজাবিষয়ম্^২ । তদ্বাস্তৱে—

দিবা ন পূজয়েদ্ দেবীং রাত্ৰৌ নৈব প্রপূজয়েৎ ।

সৰ্বদা পূজয়েদ্ দেবীং দিবা রাত্ৰৌ চ সাধকঃ ॥ ৪৪

এতদ্বিষয়-বিভাগস্ত্ব তত্রৈব—

দিবা ন পূজয়েদ্ বীরৌ রাত্ৰৌ পশুৰ্ন পূজয়েৎ^৩ ।

সৰ্বদা পূজয়েদ্ দিব্যৌ দিবারাত্ৰৌ চ সাধকঃ ॥ ৪৫

মহানিশোক্তা তত্রৈব—অৰ্দ্ধরাত্ৰাৎ পরং যচ্চ মুহূৰ্ত্তদ্বয়মেব চ ।

স। মহারাত্রিরুদ্ধিষ্টা তদন্তমক্ষয়স্ত বৈ ॥ ৪৬

গাক্ষৰ্বে— পৃথ্বীমৃতুমতীং বীক্ষ্য সহস্রং যদি নিত্যশঃ ।

তদা বাদী স্বসিদ্ধান্ত-হতঃ^৩ ক্ষিতিতলং ব্রজেৎ ॥ ৪৭

নিত্যশ ইতি ষোড়শদিনং যাবদিত্যর্থঃ । পৃথিবীং কুলস্থানং ভগমিত্যর্থঃ ॥ ৪৮

আমার শাসন (উপদেশ) অনুসারে দিনে কোন প্রকারেই দেবীর পূজা করিবে না । ৪৩

তাহা কিন্তু কুলপূজা বিষয়ক জানিবে । তদ্বাস্তৱে বলিয়াছেন—সাধক দিবাতে দেবীকে পূজা করিবে না, রাত্রিতেও পূজা করিবে না । দিবারাত্রিতে সৰ্বদা দেবীকে পূজা করিবে । ৪৪

সেইখানেই এই বিষয়ের বিভাগ উক্ত হইয়াছে যে—বীরভাবের সাধক দিবাতে পূজা করিবে না । পশুভাবের সাধক রাত্রিতে পূজা করিবে না । দিব্যভাবের সাধক দিবাতে রাত্রিতে সৰ্বদা দেবীর পূজা করিবে । ৪৫

সেইখানেই মহানিশা উক্ত হইয়াছে যে—অৰ্দ্ধরাত্রির পর যে মুহূৰ্ত্তদ্বয়, তাহাই মহারাত্রি বলিয়া উদ্দিষ্ট হইয়াছে । এই সময়ে যাহা দান করিবে, তাহা নিশ্চয়ই অক্ষয় হইবে । ৪৬

গাক্ষৰ্বে তন্ম্বে বলিয়াছেন—যদি পৃথ্বীকে (কুলজ্ঞীকে) মৃতুমতী দেখিয়া নিত্যশঃ (ষোড়শ দিন) প্রত্যহ সহস্র মন্ত্র জপ করে । তবে বাদী নিজের সিদ্ধান্তে নিজে হত (পরাজিত) হইয়া ক্ষিতিতলে প্রবেশ করে অর্থাৎ লজ্জার অধোবদন হয় । ৪৭

নিত্যশঃ এই পদের অর্থ—ষোড়শদিন যাবৎ । পৃথ্বীং এই পদের অর্থ—কুলস্থান ভগ অর্থাৎ যোনি । ৪৮

তথা— পর্বতে হস্তমারোপ্য নির্ভয়ো যত-মানসঃ ।

কবিতাং লভতে সোহপি অমৃতত্বঞ্চ গচ্ছতি ॥ ৪৯

অত্রাপি সহস্রমিতি সম্বধ্যতে । পর্বতঃ—স্তনঃ । নীলভদ্রে (৫০)—

পদ্মং দৃষ্ট্বা তথা বিশ্বং খঞ্জনং শিখরং তথা ।

চামরং রবিবিশ্বঞ্চ তিলপুষ্পং সরোরুহম্ ॥ ৫১

ত্রিশূলং বীক্ষ্য জপ্ত্বা চ শতশঃ শুদ্ধ-ভাবতঃ ।

সুখং প্রসাদং সুমুখং সুলোচনং সুহাস্তকম্ ॥ ৫২

সুবেশং সুগতিঞ্চৈব সুগন্ধং সুখমেব চ ।

লভতে চ যথাসংখ্যং শৃণু পার্বতি ! সাদরম্ ॥ ৫৩

পদ্মং মুখম্ । বিশ্বমধরম্ । খঞ্জনং—চক্ষুঃ । শিখরং মস্তকম্ । চামরং—
কেশম্ । রবিবিশ্বং সিন্দুরম্ । তিলপুষ্পং—নাসিকাম্ । সরোরুহং নাভিম্,
ত্রিশূলং ত্রিবলীম্ । ৫৪

ভাবচূড়ামণৌ—একাকী নির্জনে দেশে শ্মশানে বিজনে বনে ।

শূন্যাগারে নদী-তীরে নিঃশব্দে বিহরেৎ সদা ॥ ৫৫

সেইরূপ আরও উক্ত হইয়াছে যে, যে সাধক পর্বতে (কুলদ্বীর স্তনে) হস্ত হাপন
করিয়া নির্ভয় হইয়া সংযত চিত্তে সহস্র মন্ত্র জপ করে, সে কবিত্ব লাভ করে এবং
অমৃতত্ব প্রাপ্ত হয় । ৪৯

এই স্লোকে পূর্বোক্ত সহস্র পদটির সম্বন্ধ (অর্থ) হইবে । পর্বত হইতেছে স্তন ।
নীলভদ্রে বলিয়াছেন (৫০)—

হে পার্বতি ! আদরের সহিত ইহা শ্রবণ কর । পদ্ম, বিশ্ব, খঞ্জন, শিখর, চামর,
রবিবিশ্ব, তিলপুষ্প, সরোরুহ ও ত্রিশূল—এই সমস্ত বস্তু দেখিয়া, বিস্ময়ভাবে একশত
করিয়া ক্রমে ক্রমে জপ করিয়া সংখ্যানুসারে মুখ, প্রসাদ, সুমুখ, সুলোচন; সুহাস্ত,
সুবেশ, সুগতি, সুগন্ধ ও সুখ—এইগুলি যথাক্রমে লাভ করে । ৫১-৫৩

স্লোকোক্ত পদ—মুখ; বিশ্ব—অধর; খঞ্জন—চক্ষুঃ; শিখর—মস্তক; চামর
—কেশ; রবিবিশ্ব—সিন্দুর; তিলপুষ্প—নাসিকা; সরোরুহ—নাভি; ত্রিশূল—
ত্রিবলী । ৫৪

ভাবচূড়ামণিতে বলিয়াছেন—নির্জন দেশে, শ্মশানে, বিজন বনে, শূন্যাগারে ও
নদীতীরে একাকী নিঃশব্দ হইয়া সর্বদা বিচরণ করিবে । ৫৫

কালিকাপুরাণ—যঃ শিবাবিকৃতং শ্রুত্বা শিবদূতীং শুভপ্রদাম্ ।

প্রণমেৎ সাধকো ভূত্বা তস্য কামঃ করে স্থিতঃ ॥ ৫৬

কুলচূড়ামণি—পর্বতে বিপিনে বাপি নির্জনে শূন্যমণ্ডপে ।

চতুষ্পথে জল-মধ্যে^১ যদি দৈবাৎ গতির্ভবেৎ ॥ ৫৭

ক্ষণং স্থিত্বা মনুং জপ্ত্বা নত্বা গচ্ছেৎ যথাসুখম্ ।

গৃধ্রং বীক্ষ্য মহাকালীং নমস্কুর্যাদলক্ষিতঃ ॥ ৫৮

ক্ষেমঙ্করীং তথা বীক্ষ্য জাম্বুকীং যমদূতিকাম্ ।

কুররং^২ শ্যেন-ভূকাকৌ কৃষ্ণমার্জারমেব চ ॥ ৫৯

কৃশোদরি ! মহাচণ্ডে ! মুক্তকেশি ! বলি-প্রিয়ে ! ।

কুলাচার-প্রসন্নাস্তে ! নমস্তে শঙ্কর-প্রিয়ে ! ॥ ৬০

শ্মশানঞ্চ শবং দৃষ্ট্বা প্রদক্ষিণমনুব্রজন্ ।

প্রণম্যানেন মনুনা মন্ত্রী সুখমবাপ্নুয়াৎ ॥ ৬১

ঘোরদংষ্ট্রে ! করালাস্তে ! কিচিশব্দ-নিনাদিনি^৩ ! ।

ঘোর-ঘোর-রবাস্ফালে নমস্তে চিতি-বাসিনি^৪ ! ॥ ৬২

কালিকাপুরাণে বলিয়াছেন—যে সাধক শিবাবরূপ শ্রবণ করিয়া শুভপ্রদা শিব-দূতীকে দণ্ডবৎ হইয়া প্রণাম করে, তাহার অভিলষিত বিষয় হস্তেই রহিয়াছে । ৫৬

কুলচূড়ামণিতে বলিয়াছেন—যদি কখনও দৈবাৎ পর্বতে, নির্জন বনে, শূন্যমণ্ডপে, চতুষ্পথে অথবা জলমধ্যে গমন হয়, তবে সেই স্থলে ক্ষণকাল থাকিয়া মন্ত্র জপ করিয়া নমস্কার করিয়া মনের আনন্দে গমন করিবে । গৃধ্রকে দেখিয়া অলক্ষিত হইয়া মহাকালীকে প্রণাম করিবে । ৫৭-৫৮

ক্ষেমঙ্করী জাম্বুকী, যমদূতিকা (তেতুলগাছ) কুরর (দাঁড়কাক), শ্যেন, কাক ও কৃষ্ণ বিড়ালকে দেখিয়া কৃশোদরি । মহাচণ্ডে ! ইত্যাদি মূলোক্ত মন্ত্রে প্রণাম করিবে । ৫৯

এই মন্ত্রের অর্থ—কৃশোদরি ! হে মহাচণ্ডে ! হে মুক্তকেশি । হে বলিপ্রিয়ে । হে কুলাচারদর্শনে প্রসন্নমুখি ! হে শঙ্কর প্রিয়ে । তোমাকে নমস্কার । ৬০

শ্মশান বা শবকে দেখিয়া প্রদক্ষিণক্রমে অনুগমন করিতে করিতে ঘোরদংষ্ট্রে ! করালাস্তে ! ইত্যাদি মূলোক্ত মন্ত্রে প্রণাম করিয়া মন্ত্রজ সাধক সুখলাভ করে । ৬১

এই মন্ত্রের অর্থ—হে ঘোরদংষ্ট্রে ! হে করালমুখি । কিচি শব্দ নিনাদ-কারিণি ! ঘোর ঘোর রবে আস্ফালন-কারিণি । চিতি-বাসিনি । তোমাকে নমস্কার । ৬২

রক্তবস্ত্রং তথা পুষ্পং বিলোক্য ত্রিপুরাস্বিকাম্ ।

প্রণমেদ দণ্ডবদ ভূমাবিমং মস্ত্রং পঠন্নরঃ ॥ ৬৩

বন্ধুক-পুষ্প-সঙ্কশে ! ত্রিপুরে ! ভয়নাশিনি ! ।

ভাগ্যোদয়-সমুৎপন্নে ! নমস্তে বরবর্গিনি ! ॥ ৬৪

কৃষ্ণবস্ত্রং তথা পুষ্পং রাজানং রাজ-পুরুষম্ ।

হস্তাশ্ব-রথ-শস্ত্রাণি ফলকান্ বীর-পুরুষান্ ॥ ৬৫

মহিষং কুলদেবঞ্চ দৃষ্ট্বা মহিষমর্দিনীম্ ।

প্রণম্য জয়হুর্গাং বা স চ বিঘ্নৈর্ন লিপ্যতে ॥ ৬৬

জয়দেবি ! জগদ্ধাত্রি ! ত্রিপুরাচ্ছে ! ত্রিদৈবতে ! ।

ভক্তেভ্যো বরদে ! দেবি ! মহিষঘ্নি ! নমোহস্ত তে ॥ ৬৭

মদ্যভাণ্ডং সমালোক্য মংস্ত্রং মাংসং বরস্ত্রিয়ম্ ।

দৃষ্ট্বা চ ভৈরবীং দেবীং প্রণম্য বিম্বশেন্ মনুম্ ॥ ৬৮

ঘোরবিঘ্ন-বিনাশায় কুলাচার-সমুদ্রয়ে ।

নমামি বরদে ! দেবি ! মুণ্ডমালা-বিভূষিতে ! ॥ ৬৯

রক্ত বস্ত্র ও পুষ্পকে দেখিয়া মানব বক্ষ্যমাণ এই মন্ত্র পাঠ করিতে করিতে ত্রিপুরাস্বিকাকে ভূমিতে দণ্ডবৎ প্রণাম করিবে । ৬৩

মন্ত্ৰার্থ—হে বন্ধুক পুষ্পের স্তায় রক্তবর্ণে । হে ত্রিপুরে ! হে ভয়নাশিনি ! হে ভাগ্যোদয়ে জন্মগ্রহণ-কারিণি ! হে বরবর্গিনি ! তোমাকে নমস্কার । ৬৪

কৃষ্ণ বস্ত্র ও কৃষ্ণ পুষ্প, রাজা, রাজপুরুষ, হস্তী, অশ্ব, শস্ত্র, ফলক, (ঢাল), বীর পুরুষ, মহিষ ও কুলদেবকে দেখিয়া মহিষ-মর্দিনী বা জয়হুর্গাকে জয় দেবি ! ইত্যাদি মূলোক্ত মন্ত্রে প্রণাম করিলে সেই সাধক বিঘ্নের দ্বারা লিপ্ত (আক্রান্ত) হয় না । ৬৫-৬৬

প্রণাম মন্ত্রের অর্থ—হে দেবি ! হে জগদ্ধাত্রি ! হে ত্রিপুরে ! হে আদে ! হে ত্রিদৈবতে ! তোমার জয় হউক । হে ভক্তগণকে বরদায়িনি ! হে দেবি মহিষঘ্নি ! তোমাকে নমস্কার । ৬৭

মদ্যভাণ্ডকে সম্পূর্ণরূপে দেখিয়া অথবা মংস্ত্র, মাংস ও সুন্দরী রমণীকে দেখিয়া বক্ষ্যমাণ মন্ত্র স্মরণ করিতে করিতে ভৈরবী দেবীকে প্রণাম করিবে । ৬৮

মন্ত্ৰার্থ—হে দেবি ! হে মুণ্ডমালাবিভূষিতে ! হে বরদে ! ভীষণ বিঘ্ন বিনাশের জন্য ও কুলাচারের সমুদ্রের জন্য তোমাকে নমস্কার করি । ৬৯

রক্তরাধা-সমাকীর্ণ-বদনে ! ত্বাং নমাম্যহম্ ।

সর্ববিশ্বহরে ! দেবি ! নমস্তে হরবল্লভে ! ॥ ৭০

এতেষাং দর্শনে চৈব যদি নৈবং প্রকুব্ধে ।

শক্তিমন্ত্রং পুরস্কৃত্য তস্মৈ সিদ্ধির্ন জায়তে ॥ ৭১

কুলচূড়ামণৌ—কুলবারে কুলাষ্টম্যাং চতুর্দশ্যাং বিশেষতঃ ।

যোগিনী-পূজনং তত্র প্রধানং কুলপূজনম্ ॥ ৭২

যথা বিষ্ণু-তিথৌ বিষ্ণুঃ পূজিতো বাহ্লিত-প্রদঃ ।

তথা কুলতিথৌ দুর্গা পূজিতা বরদায়িনী ॥ ৭৩

কুলবারাদি-নিয়মস্ত যামলে—রবি-চন্দ্রৌ গুরুঃ শৌরিশ্চদ্বারশ্চাকুলা ইমে ।

ভৌম-শুক্রে কুলাখৌ হি বৃধবারঃ কুলাকুলঃ ॥ ৭৪

দ্বিতীয়া দশমা ষষ্ঠী কুলাকুলমুদাস্তম্ ।

বিষমাশ্চাকুলাঃ সর্বাঃ শেষাশ্চ তিথয়ঃ কুলাঃ ॥ ৭৫

বারুণার্জাভিজিৎমূলং কুলাকুলমুদাস্তম্ ।

কুলানি সম-ধিষ্ঠ্যাণি শেষাণি চাকুলানি চ ॥ ৭৬

হে রক্তরাধা-সমাকীর্ণ-বদনে ! তোমাকে আমি প্রণাম করি। হে সর্ববিশ্ব-হরে ! হে দেবি ! হে হরবল্লভে ! তোমাকে নমস্কার। ৭০

ইহাদের দর্শন হইলেও যদি এইরূপ কার্য্য না করেন, তবে তাঁহার শক্তিমন্ত্রকে সম্মুখে করিয়া অর্থাৎ শক্তিমন্ত্র প্রমুখ মন্ত্র সকলের সিদ্ধি জন্মে না। ৭১

কুলচূড়ামণিতে বলিয়াছেন—সেহলে কুলবারে, কুলাষ্টমীতে বিশেষতঃ চতুর্দশীতে যোগিনী পূজাই প্রধান কুল পূজা। ৭২

যেমন বিষ্ণুতিথিতে বিষ্ণু পূজিত হইলে বাহ্লিত-প্রদ হন। সেইরূপ কুলতিথিতে দুর্গা পূজিতা হইলে বরদায়িনী হন। ৭৩

কুলবারাদির নিয়ম যামলে বলিয়াছেন—রবি, চন্দ্র, বৃহস্পতি ও শনি—এই চারিটি অকুল। মঙ্গল ও গুরু—এই দুইটি কুল। বৃধবারটি কুলাকুল। ৭৪

দ্বিতীয়া, দশমী ও ষষ্ঠী কুলাকুল বলিয়া কথিত হইয়াছে। বিষমা (অমৃগা—বিজোড়) তিথিগুলি অকুল। অবশিষ্ট সমস্ত তিথিই কুল। ৭৫

বারুণ (শ্রবণা) নক্ষত্র, আর্দ্রা, অভিজিৎ (উত্তরাষাঢ়ার শেষ পাদ শ্রবণার প্রথম চারিদণ্ড) নক্ষত্র ও মূলানক্ষত্র কুলাকুল নক্ষত্র বলিয়া কথিত হইয়াছে। সম বিজ্য (সম নক্ষত্র) গুলি কুল নক্ষত্র এবং অবশিষ্ট নক্ষত্রগুলি অকুল নক্ষত্র। ৭৬

তিথি-বারে চ নক্ষত্রে অকূলে জায়িনো ভয়ম্ ।

কুলাখ্য জায়িনো নিত্যং সাম্যকৈব কুলাকূলে ॥ ৭৭

এবং কুল-বারাদৌ কর্ম কুর্য্যাৎ । কুলকর্ম^১ সর্বথা গোপনীয়ম্ । যথা
নীলভদ্রে (৭৮)—

নির্জনে চৈব কর্তব্যং ন চৈবং জন-সন্নিধৌ ।

কিস্মা পক্ষি-পতঙ্গাদি-দর্শনে নৈব কারয়েৎ ॥ ৭৯

পাতাল-মণ্ডপে^২ বাপি গহ্বরে স্ত্রনিয়ন্ত্রিতে ।

নিশ্ছিদ্র-মণ্ডপে বাপি কর্তব্যং ন চ সন্নিধৌ ॥ ৮০

কুল-পুষ্পং কুল-দ্রব্যং কুল-পূজাং কুলং জপম্ ।

কুলং কুলপতিকৈব কুলমালাং কুলাকুলম্ ॥ ৮১

কুল-চক্রং কুল-ধ্যানং সর্বথা ন প্রকাশয়েৎ ।

প্রকাশ্যং সিদ্ধি-হানিঃ স্যাৎ প্রকাশাদ্ বন্ধনাদিকম্ ॥ ৮২

প্রকাশ্যমন্ত্র নাশঃ স্যাৎ প্রকাশ্যং কুল-হিংসনম্ ।

প্রকাশান্ মৃতু-লাভঃ স্যাম প্রকাশ্যং কদাচন ॥ ৮৩

অকুল বার, তিথি ও নক্ষত্রে কার্য্যে রত হইলে ভয়, কুল বার কুল তিথি ও
কুলনক্ষত্রে কার্য্যে রত হইলে সর্বদা জয় এবং কুলাকুল বার, কুলাকুল তিথি ও কুলা-
কুল নক্ষত্রে কার্য্যে রত হইলে সম হইয়া অর্থাৎ সুফল বা কুফল কিছুই হয় না । ৭৭

এইরূপে কুলবারাদিতে কার্য্য করিবেন । কুলকর্ম সর্বপ্রকারে গোপনীয় ।
যেমন নীলভদ্রে বলিয়াছেন (৭৮)—

নির্জনেই কুলকর্ম করিবে । জনগণের নিকটে কুলকর্ম করিবে না । এমন কি,
পক্ষী, পতঙ্গাদির দর্শনেও কুলকর্ম করাইবে না । ৭৯

পাতালমণ্ডলে অথবা সুবক্ষিত পর্বত গহ্বরে অথবা নিশ্ছিদ্র মণ্ডপে কুলকার্য্য
করিবেন । জনসন্নিধানে ক করবেন না । ৮০

কুলপুষ্প, কুলদ্রব্য, কুলপূজা, কুলজপ, কুল, কুলপতি, কুলমালা, কুলাকুল, কুলচক্র
ও কুলধ্যান সর্বপ্রকারে অর্থাৎ কোন প্রকারে প্রকাশ করিবে না । প্রকাশ হইতে
সিদ্ধিহানি হয় এবং ইহার প্রকাশ হইতে বন্ধনাদি হইয়া থাকে । ৮১-৮২

ইহার প্রকাশ হইতে মন্ত্রনাশ হয় । প্রকাশ হইতে কুলহিংসা হয়, প্রকাশ হইতে
মৃত্যুলাভ হয় । অতএব কখনও ইহা প্রকাশ্য নহে । ৮৩

পূজাকালে চ দেবেশি ! যদি কোহপ্যত্র গচ্ছতি ।
 দর্শয়েদ্ বৈষ্ণবীং মুদ্রাং বিষ্ণু শ্রাসং তথা স্তবম্ ॥ ৮৪
 প্রকাশ্যং যদি গুপ্তিঃ শ্রাসং তং প্রকাশ্যম্ দুষণম্ ।
 গোপনাদ্ যদি ব্যক্তিঃ শ্রাসং গুপ্তিঃ সা বিধীয়তে ॥ ৮৫
 কদাচিদ্ দেহ-হানিস্তু ন চাগুপ্তিঃ কদাচন ।
 বরং পূজা ন কৰ্ত্তব্য্যা ন চ ব্যক্তিং কদাচন ॥ ৮৬
 অন্তঃ শাক্তা বহিঃ শৈবাঃ সভায়াং বৈষ্ণবা মতাঃ ।
 নানারূপ-ধরাঃ কোলা বিচরন্তি মহীতলে ।
 সাধকঃ প্রাতরুথায় নমস্কুর্যাং কুল-দ্রুমম্ ॥ ৮৭

কুলদ্রুমা যথা রুদ্রযামলে—

পাদাঘাতাদশোকো বদন-মদিরয়া কেশরঃ কর্ণিকার-
 শ্চ্যুতো বীক্ষা-সহাভ্যাং^১ তিলকতরু-নমেক্রঃ পিয়ালশ্চ গীত্যা ।
 সংলাপাং কর্ণিকারঃ কুরুবক-তরুরালিঙ্গনাং সিন্ধুবারঃ
 কাদম্বঃ কামিনীনামুদয়তি নিয়তং স্পর্শনাচ্চম্প-শাখী ॥ ৮৮

হে দেবেশি । যদি পূজা কালে কোন লোক ঐ স্থানে গমন করে, তবে তাহাকে বৈষ্ণবী মুদ্রা দেখাইবে, বিষ্ণু শ্রাস ও বিষ্ণুস্তব পাঠ করিবে । ৮৪

প্রকাশ হইতে যদি কুলকার্য্যের গোপন হয়, তবে সে প্রকাশ হইতে কোন দোষ হয় না । গোপন হইতে যদি কুলকার্য্যের প্রকাশ হয়, তবে সে গোপন বিহিত নহে । ৮৫

কখনও দেহনাশ বাহ্যনীর, কিন্তু অগুপ্তি (প্রকাশ) বাহ্যনীর নহে । কুল পূজা না করা ভাল, কিন্তু কুলকার্য্যের প্রকাশ ভাল নহে । ৮৬

কৌলগণ অন্তরে শাক্ত, বাহিরে শৈব এবং সভার বৈষ্ণব । তাহারা নানারূপ ধারণ করিয়া এই মহীতলে বিচরণ করেন । সাধক প্রাতঃকালে উঠিয়া কুলবৃক্ষকে প্রণাম করিবে । ৮৭

কুলদ্রুম যেমন রুদ্র যামলে বলিয়াছেন—কামিনীগণের পাদাঘাতে অশোক বৃক্ষ, মুখমদিরার সিকনে বকুল বৃক্ষ ও কর্ণিকার বৃক্ষ, দর্শন ও হস্ত দ্বারা আশ্র, সঙ্গীত দ্বারা তিলক (তিল), নমেক্র (রুদ্রাক্ষ) ও পিয়াল বৃক্ষ, বাক্য দ্বারা কর্ণিকার (সৌদামল) বৃক্ষ, আলিঙ্গন দ্বারা কুরুবক বৃক্ষ ও সিন্ধুবার (নিওঁতী), কদম্ব বৃক্ষ এবং স্পর্শ দ্বারা চম্পক বৃক্ষ সর্বদা উদিত (মকুলিত) হয় । ৮৮

তথাচ শ্রুতিঃ—দশকুলবৃক্ষাণামনুপপ্লব ইতি^১ । অনুপপ্লবোহনুপহতিঃ ।
কার্য্য ইতি শেষঃ । তে চ—শ্লেষাতক-করঞ্জো চ বিন্দ্বাশ্বখ-কদম্বকাঃ ।

নিম্বো বটোডুম্বরৌ চ খাত্রী চিঞ্চা দশ স্থিতাঃ ॥ ৮৯

তথা— ন শ্বপেৎ কুল-বৃক্ষাধো ন চোপপ্লবমাচরেৎ ।

দৃষ্ট্বা ভক্ত্যা নমস্কুর্য্যাচ্ছেদয়েন্ন কদাচন ॥ ৯০

প্রয়োগসারে— বিভীতকার্ক-কারঞ্জ-স্নুহি-চ্ছায়াং ন চাশ্রয়েৎ ।

স্তম্ব-দীপ-মনুষ্যাণামশ্বেযাং^২ প্রাণিনাং তথা ॥ ৯১

শৈবাগমে—শক্তিঃ শিবঃ শিবঃ শক্তিঃ শক্তির্ব্রহ্মা জনার্দনঃ ।

শক্তিরিন্দ্রো রবিঃ শক্তিঃ শক্তিশচন্দ্রো গ্রহা ঋবম্ ।

শক্তিরূপং জগৎ সর্বং যো ন জানাতি স নারকী ॥ ৯২

বৃথা ন গময়েৎ কালং দ্যুত-ক্রীড়াদিনা সুধীঃ ।

গময়েদ্ দেবতাপূজা-জপ-যাগ-স্তবাদিনা ॥ ৯৩

কুল বৃক্ষ সম্বন্ধে শ্রুতিও সেইরূপ বলিয়াছেন—দশটি কুল বৃক্ষের অনুপপ্লব অর্থাৎ উন্মূলন করিবে না । সেই দশটি কুল বৃক্ষ হইতেছে—

শ্লেষাতক (সোনালা), করঞ্জ, বিন্দু, অশ্বখ, কদম্ব, নিম্ব, বট, উডুম্বর, খাত্রী ও চিঞ্চা (তেঁতুল) । ৮৯

তত্ত্বে সেইরূপ আরও উক্ত হইয়াছে—কুল বৃক্ষের নীচে শয়ন করিবে না । কুল বৃক্ষের উপপ্লব (উন্মূলন) করিবে না । কুল বৃক্ষকে দর্শন করিয়া ভক্তির সহিত নমস্কার করিবে । কখনও কুল বৃক্ষকে ছেদন করিবে না । ৯০

প্রয়োগসারেও বলিয়াছেন—বিভীতক (বহেড়া), অর্ক (আকন্দ), করঞ্জ ও স্নুহি (মনসা) বৃক্ষের ছায়ার আশ্রয় গ্রহণ করিবে না । সেইরূপ স্তম্ব (তৃণাদির গুচ্ছ) দীপ, মনুষ্য ও অশ্বাশু প্রাণিগণের ছায়াকে আশ্রয় করিবে না । ৯১

শৈবাগমে বলিয়াছেন—শক্তিই শিব, শিবই শক্তি । শক্তিই ব্রহ্ম ও জনার্দন । শক্তিই ইন্দ্র, শক্তিই রবি, শক্তিই চন্দ্র ও গ্রহ । ইহা নিশ্চিত । এই সমস্ত জগৎ শক্তিরূপ । ইহা যে না জানে, সে নারকী । ৯২

সুধী সাধক দ্যুত ক্রীড়াদি দ্বারা বৃথা কালক্ষেপ করিবে না । দেবতার পূজা, জপ, যাগ ও স্তবাদি দ্বারা কাল হরণ করিবে । ৯৩

বীরগণং জপযজ্ঞস্তু সর্বকালে প্রশস্ত্যতে ।

সর্বদেশে সর্বপীঠে কর্তব্যো নাত্র সংশয়ঃ ॥ ১৪

সর্বপীঠ ইতি সিদ্ধপীঠেষ্ট্যর্থঃ । তেষু চ কামরূপাদি-দশপীঠানি প্রধান-তয়া পরাণি চোপপীঠতয়া^১ জ্ঞাতব্যানি । তেষাং নামানি চ তারা-ষোড়শ্যাসে সুন্দরী-পীঠশ্যাসে বৃহন্নন্দীকেশ্বর-পুরাণোক্ত-দেবীপূজাদৌ চ যথাযোগ্যমবসেয়ানি ॥ ১৫

যথা— কামরূপং তথা জালন্ধরং পূর্ণগিরিস্তথা ।
ওড়ীয়াণং তথা বারাণসী চাথ জলন্তিকা^২ ॥ ১
মায়াবতী চাষ্টপুরী অযোধ্যা চৈব কাঞ্চিকা ।
দশৈতানি প্রধানানি পীঠানি ক্রমতো বিদুঃ ॥ ২
অথ পীঠং মহাচীনং নেপালং পৌণ্ড্রবর্ধনম্ ।
পুরস্থিরং কান্ধকুজং পীঠমবুদ-নামকম্ ॥ ৩
আত্মাতকেশ্বরং পীঠমেকাত্রঞ্চ ততঃ পরম্ ।
ত্রিশ্রোত-পীঠমতুলং কামকোটমথাহপরম্ ॥ ৪
ভূগোঃ পুরঞ্চ কেদারং পীঠং চন্দ্রপুরং ততঃ ।
শ্রীপীঠং পীঠমোক্ষারং মালবং ভদ্রকং তথা ॥ ৫

বীরগণের জপ ও যজ্ঞ সর্বকালেই প্রশস্ত । সমস্ত পীঠের সর্বদেশে জপ যজ্ঞাদি কর্তব্য । ইহাতে সংশয় কর্তব্য নহে । ১৪

সর্বপীঠ শব্দের অর্থ—সমস্ত সিদ্ধ পীঠে । সেই সিদ্ধ পীঠ সমূহের মধ্যে কামরূপাদি দশটি পীঠকে প্রধানরূপে এবং অবশিষ্ট পীঠগুলিকে উপপীঠরূপে জানিবে । তাহাদের নামগুলি তারার ষোড়শ্যাসে, ত্রিপুর সুন্দরীর পীঠ শ্যাসে এবং বৃহন্নন্দীকেশ্বর পুরাণোক্ত দেবী পূজাদিতে যথাসম্ভব জানিতে পারিবে । ১৫

যেমন তত্ত্বে বলিয়াছেন—(১) কামরূপ, (২) জালন্ধর, (৩) পূর্ণগিরি, (৪) ওড়ীয়াণ, (৫) বারাণসী, (৬) জলন্তিকা, (৭) মায়াবতী, (৮) অষ্টপুরী, (৯) অযোধ্যা ও (১০) কাঞ্চী—যথাক্রমে এই দশটিকে প্রধান পীঠ বলিয়া জানিবে । ১-২

অনন্তর সাধারণ পীঠ হইতেছে—(১১) মহাচীন (১২) নেপাল (১৩) পৌণ্ড্রবর্ধন (১৪) পুরস্থির (১৫) কান্ধকুজ (১৬) অবুদ (১৭) আত্মাতকেশ্বর (১৮) একাত্র (১৯) ত্রিশ্রোত (২০) কামকোট (২১) ভূপুর (২২) কেদার (২৩) চন্দ্রপুর

১। ক—পরানি চোপপীঠতয়েতি পাঠো নাস্তি । ২। আলায়ুধী বলতীভ্যাত্যতে । সৈব হিঙ্গুলাখ্যং মৃগপীঠম্ ।

দেবীকোটক গোবর্গ পীঠং মঙ্গলকোটকম্ ।

মারুতেশ্বর-পীঠকাট্টহাসং বিরজং তথা ॥ ৬

অথ রাজগৃহং পীঠং মহাপথমপি ক্রবম্ ।

এলাপুরং কোন্‌লগিরিঃ পীঠং বাণেশ্বরং তথা ॥ ৭

জয়ন্তী চোজ্জয়নাথ্যং হরিদ্রাথ্যক পীঠকম্ ।

ক্ষীরিকা পীঠমতুলং হস্তিনাপুর-নামকম্ ॥ ৮

উড্ডীশক প্রয়াগক ষষ্ঠীশং পীঠমুচ্যতে ।

জলেশ্বরাত্ম্যং মলয়ং শ্রীশৈলাত্ম্যং তথোক্তমম্ ॥ ৯

মেরুর্মহেন্দ্রপীঠক বামনং পীঠমুচ্যতে ।

হিরণ্য-পুরকং পীঠং মহালক্ষ্মী-পুরং তথা ॥ ১০

ছায়া-ছত্রপুরং পীঠং করবীর-পুরং পরম্ ।

কাশ্মীরং নৈমিষকৈব কালিঘটং বিরাটকম্ ॥ ১১

কিষ্কিন্ধ্যা কীকটং কালঞ্জরং সাগরসঙ্গমঃ ।

চতুঃষষ্ঠিরিয়ং প্রোক্তা পীঠানাং তন্ত্র-সম্মতা ॥ ১২

পর্বতাঃ সরিতাঃ সর্বা সর্বাঃ কানন-ভূময়ঃ ।

অনাদি-শিব-লিঙ্গানি সিদ্ধ-স্থানানি সর্বশঃ ॥ ১৩

(২৪) শ্রীপীঠ (২৫) ঔকারপীঠ (২৬) মালব (২৭) ভদ্রক (২৮) দেবীকোট (২৯) গোবর্গ (৩০) মঙ্গল কোট (৩১) মারুতেশ্বর (৩২) অট্টহাস (৩৩) বিরজ (৩৪) রাজগৃহ (৩৫) মহাপথ (৩৬) এলাপুর (৩৭) কোন্‌লগিরি (৩৮) বাণেশ্বর (৩৯) জয়ন্তী (৪০) উজ্জয়ন (৪১) হরিদ্রা (৪২) ক্ষীরিকা (৪৩) হস্তিনাপুর (৪৪) উড্ডীশ (৪৫) প্রয়াগ (৪৬) ষষ্ঠীশ (৪৭) জলেশ্বর (৪৮) মলয় (৪৯) শ্রীশৈল (৫০) মেরু (৫১) মহেন্দ্রপীঠ (৫২) বামন (৫৩) হিরণ্যপুর (৫৪) মহালক্ষ্মীপুর (৫৫) ছায়াছত্রপুর (৫৬) করবীরপুর (৫৭) কাশ্মীর (৫৮) নৈমিষ (৫৯) কালীঘট (৬০) বিরাট (৬১) কিষ্কিন্ধ্যা (৬২) কীকট (৬৩) কালঞ্জর (৬৪) সাগর সঙ্গম—তন্ত্র সম্মত ইহাই পীঠসমূহের চতুঃষষ্টি সংখ্যা কথিত হইয়াছে । ৩-১২

সমস্ত পর্বত, সমস্ত সরিৎ, সমস্ত কাননভূমি ও অনাদি সমস্ত শিবলিঙ্গ সমূহ সর্ব প্রকারে সিদ্ধ স্থান । ১৩

যত্র লক্ষং বলিদত্তো যত্র দত্তো বলির্নরঃ ।

তৎ সর্বং সিদ্ধপীঠং স্মৃৎ তত্র জ্ঞাপে মহৎ ফলম্ ॥ ১৪

তন্ত্র-চূড়ামণৌ যন্ত-লিখনামুবৃত্তৌ ।

পশোরালোকনং ন স্মৃৎ তথা কুর্বাতি যত্নতঃ ।

যদি দৈবাৎ পশোরগ্রে লিখনং বিদ্বতে কচিৎ ।

মমাস্ত-ক্ষতিরেবাত্র ক্রিয়তে পাপ-বুদ্ধিনা ॥ ১৫

কুক্কুমেণ চন্দ্রেন রক্তেন চন্দ্রেন বা ।

লিখনমন্তঃ মহাদেব ! সাবধানঃ স্মৃতাগমঃ ॥ ১৬

স্বয়ম্ভু-কুম্ভেনৈব কুণ্ডগোলেন বা পুনঃ ।

সর্বসিদ্ধিস্তদা তস্মৈ জায়তে দেব ! নিশ্চিতম্ ॥ ১৭

পশুরত্রাদীক্ষিতঃ । স্বয়ম্ভুকুম্ভম্—প্রথমমর্ত্তব-রজঃ । কুণ্ডগোলোস্তুবেন
রজসা বেত্যর্থঃ । ১৮

যথা— আনীয় প্রমদাং নিত্যং^১ দীক্ষিতাং নবযৌবনাম্ ।

স্বকাস্তাং পরকাস্তাং বা ঘৃণা-লজ্জা-বিবর্জিতাম্ ॥ ১৯

প্রাণ্ মুখে নোপবিষ্টস্ত নিশায়ামর্ধরাত্রকে ।

যেখানে লক্ষবলি প্রদত্ত হইয়াছে, যেখানে নরবলি প্রদত্ত হইয়াছে, সে সমস্তই
সিদ্ধপীঠ । সেইখানে জপ করিলে মহাফল হয় । ১৪

তন্ত্রচূড়ামণিতে যন্ত্র লেখনের অনুবৃত্তিতে বলিয়াছেন—যাহাতে পশুর (অদীক্ষিতের)
দর্শন না হইতে পারে, সেইরূপ যত্ন করিবে । যদি কোন স্থলে দৈবাৎ পশুর অগ্রে
লেখন থাকে, তবে পাপবুদ্ধি আমারই অঙ্গের ক্ষতি করে । ১৫

হে মহাদেব ! সাধক সাবধান হইয়া আগম স্মরণ পূর্বক কুক্কুমের দ্বারা চন্দ্রের
দ্বারা অথবা রক্ত চন্দ্রের দ্বারা যন্ত্র লিখিবে । ১৬

স্বয়ম্ভুকুম্ভের দ্বারা অথবা কুণ্ডগোল দ্বারা যন্ত্র লিখিবে । হে দেব ! তখন
তাহার নিশ্চয়ই সর্বসিদ্ধি উপপন্ন হইবে । ১৭

এস্থলে পশু হইতেছে অদীক্ষিত ব্যক্তি । স্বয়ম্ভুকুম্ভ—প্রথম মর্ত্তব রজঃ । কুণ্ড=
গোলোস্তুব তন্ত্র (রস) দ্বারা বা রজঃ দ্বারা—এই অর্থ । ১৮

যেমন তন্ত্রে বলিয়াছেন—সেই বীর সর্বদা দীক্ষিতা, নবযৌবনা, প্রমত্তা, ঘৃণা লজ্জা
বিবর্জিতা, নিজকাস্তা অথবা পরকাস্তাকে আনিয়া রাত্রিতে পূর্বমুখে উপবিষ্ট হইয়া

হেতুযুক্তং স তাম্বুলং কুড়া শ্বাসং বিধায় চ ।

শ্বাসজ্বালং ততঃ কুড়া তত্র সংপূজ্য দেবতাম্ ॥ ২০

মোলৌ কুস্তল-কর্ষণং নয়নয়োরাচুস্বনং গণ্ডয়ো-

দন্তেনাধর-পীড়নং হৃদি হতিমুষ্টিা চ নাভৌ ভগে ।

কক্ষা-কণ্ঠ-কপোল-মণ্ডল-কূচ-শ্রোণিষু দেয়া নখাঃ ।

সীমন্তে লিখনং নৈথৈরুরসিজাং গৃহীত গাঢ়ং ততঃ ॥ ২১

কুর্বাণাবিরতং মনোভব-গৃহে মাতঙ্গ-লীলায়িতং

জজ্বাজুষ্ঠ-পদোরু-গুল্ফ-হননং চান্ধোন্মতঃ কামিনোঃ । ২২

ঐ ঙ্গ ক্রীং ক্রেং^২ অমুকীং দ্রাবয় দ্রাবয় স্বাহা ইতি বিদ্যসেৎ । ঐ ক্রীং

চপলে ! চপলচিত্তে ! রেতো মুঞ্চ মুঞ্চ ইতি পঠেৎ । ২৩

রুং ক্রীং হ্রীং ক্রীং চ দেবেশি ! দ্রাবণী-বীজমুত্তমম্ ।

তস্মা যোনৌ শ্বাসেদ্ বিদ্যাং মৈথুনঞ্চ তদাচরেৎ ॥ ২৪

শুদ্ধমস্ত্রৌষধেনৈব যোনেঃ প্রমথনং চরেৎ ।

মধ্যমানে পুরস্তস্য জায়তে তত্ত্বমুত্তমম্ ॥ ২৫

হেতু (কারণ) যুক্ত তাম্বুলকে গুণকণ করিয়া নিজে শ্বাস করিয়া তাহার পর সেই প্রমদাতে শ্বাস করিয়া সেইখানে দেবতাকে পূজা করিবে । ১৯-২০

তাহার পর সেই প্রমদার মন্তকের কুস্তল আকর্ষণ করিবে । দুই নয়ন ও দুই গণ্ডে উত্তমরূপে চুস্বন করিবে । দন্তের দ্বারা অধর পীড়ন করিবে । মুষ্টি দ্বারা হৃদয়ে আঘাত করিবে । নাভিতে, ভগে, কক্ষাতে (কটিবন্ধে), কণ্ঠে, কপোল মণ্ডলে, কূচ (অন) দ্বয়ে ও শ্রোণীতে (নিতম্বে) নখাঘাত করিবে । সীমন্তে নখসমূহের দ্বারা লিখিবে । বক্ষোজাত স্তনকে গাঢ়ভাবে গ্রহণ করিবে । ২১

মনোভব (কাম) গৃহে সর্বদা মাতঙ্গলীলার স্মার লীলা করিবে । কামিগণ পরস্পর জজ্বা, অজুষ্ঠ, পাদ, উরু ও গুল্ফকে বাহ দ্বারা পীড়ন করিবে । ২২

ঐ আং ঙ্গ ক্রীং ক্রেং ইত্যাদি মূলোক্ত মন্ত্রে শ্বাস করিবে । ঐ ঐং ক্রীং চপলে ইত্যাদি মূলোক্ত মন্ত্র পাঠ করিবে । ২৩

হে দেবেশি । রুং ক্রীং হ্রীং ক্রীং ইহা উত্তম দ্রাবণী বীজ । সেই প্রমদার যোনিতে এই বিদ্যা শ্বাস করিবে । তাহার পর মৈথুন করিবে । ২৪

শুদ্ধ মস্ত্রৌষধের দ্বারা যোনিকে মথিত করিবে । যোনি মথিত হইলে তাহার পুরোভাগে উত্তম তত্ত্ব উৎপন্ন হইবে । ২৫

গৃহীয়াৎ তৎ প্রযত্নেন দ্রব্যং কুণ্ডোস্তুবং শুভম্ ।

নিঃশঙ্কমাহিতং^১ দ্রব্যং গৃহীত্বা পূজয়েৎ সদা ॥ ২৬

সান্নিধ্যা জায়তে দেবী সর্বকামমুপালভেৎ ।

কুণ্ডোস্তুবামৃতং দ্রব্যং কথিতং তুল্যভং ময়া ॥ ২৭

পঞ্চ যামলে— চৰ্য্যং চোষ্যং নিবেদ্যথ বস্ত্রালঙ্করণাদিকম্ ।

পূজয়েদক্ষতৈঃ শুক্লৈস্তপ্তা মদন-মন্দিরম্ ॥ ২৮

ভাবয়েৎ কামভাবেন তানু তত্ত্বং নচোৎসৃজেৎ ।

শুদ্ধমন্ত্রোষধেনৈব মথয়েন্ মদনালয়ে ॥ ২৯

মধ্যমানে পূরস্তপ্তা^২ জায়তে তত্ত্বমুত্তমম্ ।

গৃহীয়াৎ তৎ প্রযত্নেন দ্রব্যং কুণ্ডোস্তুবং শুভম্ ॥ ৩০

মন্ত্রোষধং যথা—মায়াগচ্ছপদং শুক্রস্তন্তনকারিণি ঠদ্বয়ম্ !

অনেনার্কোপরাগে চ জাতীমূলং সমানয়েৎ ॥ ৩১

এতদ্ ধৃত্বা সাধকেন্দ্রঃ শুক্রস্তন্তনমাচরেৎ ।

গোলোস্তুবং তথা দেবী গৃহ্যতে পরমন্ত যৎ ॥ ৩২

সেই শুভ কুণ্ডোস্তুব দ্রব্যকে অতিষড়ের সহিত গ্রহণ করিয়া রাখিবে। সেই স্থাপিত দ্রব্যকে গ্রহণ করিয়া সর্বদা নিঃশঙ্ক হইয়া পূজা করিবে। ২৬

তাহাতে দেবী সান্নিহিতা হইয়া থাকেন এবং সাধক সমস্ত কামনা লাভ করেন। অতিতুল্য কুণ্ডোস্তুব অমৃত দ্রব্য আমার কর্তৃক কথিত হইল। ২৭

পঞ্চ যামলে বলিয়াছেন—অনন্তর চৰ্য্য, চোষ্য, বস্ত্র ও অলঙ্কারাদি নিবেদন করিয়া শুদ্ধ অক্ষত দ্বারা তাহার মদন মন্দিরকে পূজা করিবে। ২৮

কামভাবে ভাবনা করিবে। তাহাতে তত্ত্ব উৎসর্গ করিবে না। সন্তোষ গৃহে শুদ্ধ মন্ত্রোষধের দ্বারা সেই প্রমত্তাকে মথিত করিবে। ২৯

সেই প্রমত্তা মথিত হইলে তাহার সন্মুখে উত্তম তত্ত্ব উৎপন্ন হইবে। সেই কুণ্ডোস্তুব শুভ দ্রব্য যত্নের সহিত গ্রহণ করিবে। ৩০

মন্ত্রোষধ যেমন—মায়া (হ্রীং) আগচ্ছ পদ, শুক্রস্তন্তনকারিণি ও ঠদ্বয় (বাহা) তাহাতে মন্ত্রটি হইল—হ্রীং আগচ্ছ শুক্রস্তন্তনকারিণি। বাহা। এই মন্ত্রের দ্বারা অর্কোপরাগে (সূর্য্য গ্রহণকালে) জাতীমূল আনিয়ন করিবে। ৩১

ইহা ধারণ করিয়া সাধক শ্রেষ্ঠ শুক্র স্তন্তন করিবে। হে দেবি। যে শ্রেষ্ঠ গোলোস্তুব দ্রব্য, তাহাও সেইরূপ গৃহীত হইবে। ৩২

কুলজাং দীক্ষিতাং মন্তাং পতিহীনাং বিচক্ষণাম ।
 শক্তিযোগ্যাং সুরূপাঞ্চ অনপত্যাং সমানয়েৎ ॥ ৩৩
 সুন্দরীং শোভনাং দিব্যাং পীনোন্নত-পয়োধরাম্ ।
 দ্বিরষ্টবর্ষ-দেশীয়াং সদা কামাভিলাষিণীম্ ॥ ৩৪
 পূর্বোক্ত-ক্রমযোগেন কৃত্বা শাসাদিকং ততঃ ।
 তত্ৰং প্রগৃহ্য যত্নেন পূজার্থং সাধকোত্তমঃ ॥ ৩৫
 ইদং গোলোদ্ভবং দ্রব্যং দেবতা-তৃপ্তি-কারকম্ ।
 অনেন পূজয়েদ্ যো হি সর্বকামমুপালভেৎ ॥ ৩৬
 স্বয়ম্ভুং কথয়িষ্যামি পূজার্থং সাধকস্তদা ।
 আনীয় প্রমদাং দিব্যাং প্রমত্তাং যৌবনোন্নতাম্ ॥ ৩৭
 দীক্ষিতাং মূলমস্ত্রেণ স্নানাসাং চারুহাসিনীম্ ।
 সর্বদানন্দ-হৃদয়াং ঘৃণা-লজ্জা-বিবর্জিতাম্ ॥ ৩৮
 গুরুভক্তাং সুবেশাঞ্চ দেবতা-পূজনে রতাম্ ।
 যথা তদ্বানুসারেণ কৃত্বা শাসান্ প্রগৃহ্য চ ॥ ৩৯
 তস্মাস্তু মদনাগারে পূজয়েৎ পরমেশ্বরীম্ ।
 স্বয়মক্শোভিতো ভূত্বা সাধকঃ পূজনং চরেৎ ॥ ৪০

কুলজা, দীক্ষিতা, মন্তা, পতিহীনা, বিচক্ষণা, শক্তিযোগ্যা, সুরূপা, অপূত্রা, সুন্দরী, শোভনা, দিব্যা, সুন্দ ও উন্নত স্তন-ধারিণী, দ্বিরষ্ট-(ষোড়শ)বর্ষ-ন্যূনা, সর্বদা কামাভিলাষিণী রমণীকে আনয়ন করিবে । ৩৩-৩৪

তাহার পর সাধক ত্রৈষ্ঠ পূর্বোক্ত ক্রম অনুসারে শাসাদি করিয়া পূজার জন্য যত্নপূর্বক তত্ত্ব গ্রহণ করিয়া রাখিবে । এই গোলোদ্ভব তত্ত্ব দ্রব্য দেবতার তৃপ্তিকারক । এই তত্ত্বের দ্বারা যে দেবীর অর্চনা করে, সে সমস্ত কাম লাভ করিতে পারে । ৩৫-৩৬

স্বয়ম্ভুসূম বলিতেছি । সাধক তখন দিব্যা, প্রমত্তা, যৌবনোন্নতা, মূলমস্ত্রে দীক্ষিতা, স্নানাসা, চারুহাসিনী, সর্বদা আনন্দ-চিন্তা, ঘৃণা ও লজ্জা বিবর্জিতা, গুরুভক্তা, সুবেশা ও দেব-পূজা রতা প্রমদাকে আনিয়া তদ্বানুসারে শাসাদি করিয়া তাকে লইয়া তাহার মদন গৃহে পরমেশ্বরীকে পূজা করিবে । সাধক নিজে অবিচলিত থাকিয়া দেবীকে পূজা করিবে । ৩৭-৪০

যেচ্ছা ঋতুমতী শক্তিঃ সাক্ষাদ্ দেবী সুরেশ্বরী ।
 তস্তাঃ পুষ্পং স্বয়ং যত্নং রক্ষণীয়ং প্রযত্নতঃ ॥ ৪১
 বজ্রালঙ্কার-পুষ্পৈশ্চ শক্তিকং পূজয়েৎ সদা ।
 যথা কালে যথা পুষ্পং স্বয়ং যদ্ গোপয়েৎ সত্বৎ ॥ ৪২
 গৃহীত্বা তৎ প্রযত্নেন স্বয়ম্ভুকুসুমং চরেৎ ।
 স্বয়ম্ভুপুষ্প-যোগেন সাক্ষাৎ তেন সমচরেৎ ।
 বিদ্যাং স্বপ্নাবতীং জপ্ত্বা ক্ষিপ্ৰমাকর্ষণাদিকম্ ॥ ৪৩
 দেবতাশ্চ মহানাগা রাক্ষসা দানবাস্চ যে ।
 রাজানশ্চ স্ত্রিয়ঃ সর্বা নিত্যং বশ্যা ভবন্তি হি ॥ ৪৪
 স্বয়ম্ভু-কুসুমং দ্রব্যং ত্রৈলোক্যে চাতিদুর্লভম্ ।
 কচিৎ গন্ধর্বরাজেন লভ্যতে বা ন বা বিভো ! ॥ ৪৫
 যদি তল্লভ্যতে দেব ! লাক্ষারস-সমম্বিতম্ ।
 কস্তুরী-কুমুমাক্তঞ্চ বটীং কৃত্বা তু গোপয়েৎ ॥ ৪৬
 যন্ত্ররাজং^১ সমালিখ্য পূজয়েদ্ যদি সাধকঃ ।
 এতেনাক্ষর-যোগেন^২ মধু-সিদ্ধং^৩ সমালভেৎ ॥ ৪৭

যেচ্ছা ঋতুমতী শক্তি (স্ত্রী) সাক্ষাৎ দেবী সুরেশ্বরী । তাহার যে স্বয়ং পতিত
 পুষ্প (রজঃ—শোণিত), তাহা যত্নপূর্বক রক্ষা করিবে । ৪১

বজ্র, অলঙ্কার ও পুষ্পের দ্বারা সর্বদা শক্তিকে পূজা করিবে । যথা কালে যে
 যথাযথ পুষ্পকে স্বয়ং একবার গোপন করে, সেই স্বয়ম্ভু কুসুমকে যত্ন পূর্বক গ্রহণ
 করিয়া অনুষ্ঠান করিবে । সাক্ষাৎ সেই স্বয়ম্ভু পুষ্পযোগে সম্যকরূপে অর্চনা করিবে ।
 স্বপ্নাবতী বিদ্যাকে জপ করিয়া শীঘ্র আকর্ষণাদি করিবে । ৪২-৪৩

যে সমস্ত দেবতা, মহানাগ, রাক্ষস ও দানব আছে এবং যে সমস্ত রাজা ও স্ত্রী
 আছে । সে সকলেই সর্বদা বশ হইয়া থাকে । ৪৪

এই ত্রৈলোকে স্বয়ম্ভু কুসুম নামক দ্রব্য দুর্লভ । হে বিভো ! কোন স্থলে গন্ধর্বরাজ
 তাহা প্রাপ্ত হন কিনা সন্দেহ । ৪৫

হে দেব ! যদি তাহা পাওয়া যায়, তবে তাহাকে লাক্ষারসের সহিত যুক্ত করিয়া
 কস্তুরী ও কুমুম দ্বারা লিপ্ত করিয়া বটী করিয়া রক্ষা করিবেন । ৪৬

সাধক যদি মূলমন্ত্রের এই অক্ষর সহকারে যন্ত্ররাজকে লিখিয়া পূজা করেন । তবে
 তিনি ঋতুমতী বিদ্যা সিদ্ধ ঐশ্বর্য্যকে লাভ করিবেন । ৪৭

অথ ভাবরহস্যম্

যথা সময়াত্তে দেবুবাচ—

তৎ-তদ্ ভাবরহস্যং মে প্রকাশয় কৃপাময় ! ।

যেন ভাবেন দেবেশ ! বিদ্যেয়ং বশগা ভবেৎ ॥ ১

ঈশ্বর উবাচ—

ত্রিবিধস্ত ভবেদ্ ভাবো দিব্যো বীরঃ পশুঃ ক্রমাৎ ।

উত্তমো মধ্যমশ্চৈব নিম্নিতঃ শক্তিসাধনে ॥ ২

কথ্যতে দিব্য-ভাবস্ত য উত্তম উদাহৃতঃ ।

পুং-স্ত্রী-রূপং সমাশ্রিত্য জগদেতৎ প্রবর্ততে ॥ ৩

শিবশক্তিময়ং সর্বমভেদেনৈব পশ্যতি ।

ন বিধির্ন নিষেধোহস্তি কার্য্যাকার্য্য-বিচারণা ।

যৎ যৎ সুখকরং লোকে তৎ তদেব হি চিন্তয়েৎ ॥ ৪

বীরস্ত পরমেশানি ! বিদ্যোপাসন-ভাবনে ।

সদা শিবময়ো ভূত্বা সময়োপাসনং চরেৎ ॥ ৫ সময় শক্তিঃ^১

অনন্তর ভাবরহস্য কথিত হইতেছে । যেমন সময়াত্তে দেবী বলিয়াছেন—হে দেবেশ । যে যে ভাবের দ্বারা এই বিদ্যা বশবর্ত্তিনী হইতে পারে, হে কৃপাময় । সেই সেই ভাবের রহস্য আমার নিকট প্রকাশ করুন । ১

ঈশ্বর বলিলেন—শক্তিসাধনে তিনটি ভাব—দিব্য, বীর ও পশু । উহার যথাক্রমে উত্তম, মধ্যম ও নিম্নিত (অধম) । ২

যে দিব্য ভাব উত্তম বলিয়া কথিত হইয়াছে, তাহা কথিত হইতেছে । স্ত্রী ও পুরুষের রূপ আশ্রয় করিয়া এই জগৎ চলিতেছে । ৩

দিব্যভাব অভেদে সকলকেই শিবশক্তিময় দর্শন করে । তখন তাহার নিকট কোন বিধি নাই, কোন নিষেধ নাই, কার্য্য ও অকার্য্যের বিচার নাই । এই লোকে যাহা যাহা সুখকর, তাহা তাহাই চিন্তা করে । ৪

হে পরমেশানি । বিদ্যার উপাসনার ও ভাবনার সাধক যখন শিবময় হইয়া সময়ার (শক্তির) উপাসন করে, তখন সে বীর । ৫ । সময়—শক্তি ।

পুংসো রূপং স্ত্রিয়া রূপং শিব-শক্ত্যাদিকং প্রিয়ে ! ।

তত্তদাত্মতয়া পশ্যেজ্জগদেতচ্চরাচরম্ ॥ ৬

দেশে বা নগরে গ্রামে চত্বরে বা চতুষ্পথে ।

পর্বতস্ত গুহামধ্যে শিখরে বা মনোহরে ॥ ৭

তদ্বদেক-তরৌ স্থানে^১ প্রান্তরে নির্জনেহপি বা ।

শূন্যাগারে নদীকূলে উদ্যানে কাননে শুভে ॥ ৮

প্রদীপমালা-সুভগে রম্যে বা ভূমি-সদ্বনি ।

জপ-হোমাদিভিষুক্তো দেব্যাঃ পূজাং সমাচরেৎ ॥ ৯

যতঃ সা পরমেশানী স্ত্রীরূপা জগতি স্থিতা ।

তস্মাদ্ বিধানতো দেবি ! পূজয়েৎ তাঃ প্রযত্নতঃ ॥ ১০

দ্বিতীয়-বৎসরাদুর্দ্ধমষ্টবর্ষাবধি প্রিয়ে ! ।

বালেতি কীর্তিতা দ্রব্যৈঃ পূজয়েদ্ বালকপ্রিয়ৈঃ ॥ ১১

ততঃ ষড়্ বর্ষ-পর্য্যন্তং বিজ্ঞেয়া হি কুমারিকা ।

তস্মাদষ্টাদশাকাস্তং জ্ঞাতব্যা বীরবন্দিতে ! ॥ ১২

হে প্রিয়ে ! শিবশক্ত্যাদি সমস্তই পুরুষ-স্বরূপ ও স্ত্রী-স্বরূপ । এই চরাচর জগৎকে শিবশক্তি স্বরূপ দর্শন করে । ৬

দেশে বা নগরে, গ্রামে, চত্বরে বা চতুষ্পথে, পর্বতের গুহামধ্যে বা পর্বতের শিখরে বা মনোহর স্থানে, যেইরূপ এক তরু স্থানে অথবা প্রান্তরে বা নির্জন স্থানে বা শূন্যগৃহে বা নদীতীরে বা উদ্যানে বা সুন্দর কাননে বা প্রদীপমালা দ্বারা শোভিত মনোহর স্থানে বা মনোহর ভূমিতে বা পথে জপ হোমাদি যুক্ত হইয়া দেবীর পূজা করিবে । ৭-৯

হে দেবি ! যেহেতু সেই পরমেশানী স্ত্রীরূপে জগতে অবস্থিতা আছেন, সেই হেতু যথাবিধানে সেই স্ত্রীগণকে পূজা করিবে । ১০

হে প্রিয়ে ! দ্বিতীয় বৎসর হইতে উর্দ্ধে^১ ও অষ্ট বর্ষের মধ্যে স্ত্রীলোক বালা এই নামে কীর্ত্তিত হন । বালকপ্রিয় দ্রব্যসমূহ দ্বারা সাধক ঐ বালাকে পূজা করিবে । ১১

আট বৎসরের পর আর ছয় বৎসর পর্য্যন্ত অর্থাৎ চতুর্দশ বৎসর পর্য্যন্ত স্ত্রীকে কুমারী বলিয়া জানিবে । হে বীরবন্দিতে ! তাহা হইতে অর্থাৎ চৌদ্দ বৎসর হইতে আরও

যুবতীতি সমাখ্যাতা প্রমদা ভাব-গৰ্বিতা ।
 বিশেষতঃ পূজনীয়া নানা-দ্রব্যৈর্মনোহরৈঃ ॥ ১৩
 ততোহষ্টাদশ পর্য্যন্তং যোষিতো ভাব-তৎপরঃ ।
 সামান্যাঃ শক্তয়স্তাস্ত্ৰ সংপূজ্যা বীরবন্দিতে ! ॥ ১৪
 ততোহপি দশ-পর্য্যন্তং যদি বৈদক্ষ্য-সংযুতা ।
 কাম-সংসক্ত-হৃদয়া যোষাঃ স্ত্র্যঃ সময়ার্চনে ॥ ১৫
 ষষ্ঠিবর্ষাধিকানাস্ত্ৰ দ্রব্যৈঃ সন্তোষণং চরেৎ ।
 ন গ্রাহাঃ পরমেশানি ! সময়ার্চন কর্মণি ॥ ১৬
 গুর্বর্চনং বিনা দেবি ! বিনা যোষিৎ-প্রপূজনম্ ।
 সিদ্ধির্ন জায়তে দেবি ! জপ-হোমাদি-পূজনৈঃ ॥ ১৭
 যোষিৎ-প্রপূজনে দেবি ! যস্তোপেক্ষা প্রবর্ততে ।
 মন্ত্রাঃ পরাঙ্ঘ্র্যাস্তাস্ত্ৰ দেবতা বিমুখী যতঃ ॥ ১৮
 একা চেৎ পূজিতা শক্তিঃ পূজিতাঃ সর্ব-দেবতাঃ ।
 তস্মাৎ সর্ব-প্রযত্নেন শক্তীনাং পূজনং চরেৎ ॥ ১৯

অষ্টাদশ বর্ষ অর্থাৎ বত্রিশ বৎসর পর্য্যন্ত স্ত্রীকে যুবতী বলিয়া প্রখ্যাতা জানিবে ।
 সেই প্রমদা ভাবগৰ্বিতা । মনোহর নানাদ্রব্যের দ্বারা বিশেষভাবে তাহাকে পূজা
 করিবে । ১২-১৩

হে বীরবন্দিতে ! তাহা হইতে অর্থাৎ বত্রিশ হইতে আরও অষ্টাদশ পর্য্যন্ত অর্থাৎ
 পঞ্চাশ বর্ষ পর্য্যন্ত স্ত্রীগণ ভাব-পরায়ণা হইয়া থাকেন । তাঁহারা সামান্ত শক্তি ।
 তাঁহারাও সংপূজ্যা । ১৪

তাহা হইতে আরও দশবর্ষ অর্থাৎ ষাট বর্ষ পর্য্যন্ত স্ত্রীগণ যদি বৈদক্ষ্য (রসিকতা) যুক্ত
 ও কামাসক্ত চিত্ত হন, তবে সময়ার (শক্তির) পূজার তাঁহাদিগকে নিয়োগ করিবে । ১৫

ষাট বৎসরের অধিক বর্ষের স্ত্রীগণকে নানাদ্রব্যের দ্বারা সন্তুষ্ট করিবে । হে
 পরমেশানি । সময়ার পূজা কার্য্যে তাঁহাদিগকে গ্রহণ করিবে না । ১৬

হে দেবি । গুরুর পূজা ব্যতীত, হে দেবি । স্ত্রীগণের পূজা ব্যতীত জপ, হোম
 ও পূজা দ্বারা সিদ্ধি জন্মে না । ১৭

হে দেবি । স্ত্রীগণের পূজার যাহার উপেক্ষা বর্তমান আছে, তাহার নিকট
 মন্ত্রসমূহ পরাঙ্ঘ্র্য । যেহেতু মন্ত্র পরাঙ্ঘ্র্য, সেই হেতু দেবতাও বিমুখ । ১৮

একজন মাত্র শক্তি যদি পূজিতা হন, তবে সমস্ত দেবতা পূজিতা হইয়া থাকেন ।
 অতএব সমস্ত প্রযত্নে শক্তিগণের পূজা করিবে । ১৯

দৃষ্ট্বা তু প্রমদাং রম্যাং দেবীং ধ্যায়া হৃদমুজে ।
 বীরঃ পরামুশেদ বিদ্যাং তন্ত্রাঃ সন্তোষণং চরেৎ ॥ ২০
 পুষ্প-গন্ধানুলেপাচ্ছিন্নভাবে প্রিয়-ভাষিতৈঃ ।
 তদাজ্ঞা-পালনে নৈব তদ্বশত্বং সমাচরেৎ ॥ ২১
 যুবতীনাং কুমারীগামিষ্ট-সন্তোষণৈঃ প্রিয়ে ! ।
 পরীহাস বচোভিষ্চ তাসাং প্রিয়-চিকীর্ষিতৈঃ ॥ ২২
 লীলা-লাস্য-প্রকাশৈশ্চ তাসামালোকনাদিভিঃ ।
 বিহরেৎ সততং বীরস্তদা সিদ্ধীশ্বরো ভবেৎ ॥ ২৩
 একা চেৎ যুবতী কাপি পূজিতা জগতী-তলে ।
 পূজিতাঃ শক্তয়ঃ সর্বা যোগিন্যঃ সর্ব-দেবতাঃ ॥ ২৪
 দৃষ্ট্বা তু প্রমদাং বীরস্তস্যাঃ কৃতা প্রিয়ং প্রিয়ে ! ।
 দেবীং ধ্যায়া জপেন্ মন্ত্রং কৃতকৃত্যো ভবেৎ স্বয়ম্ ॥ ২৫
 সন্মের-বদনং তাসাং বন্ধোজ-যুগলং তথা ।
 দৃষ্ট্বা শ্রুত্বা পরাং বিদ্যাং সৌভাগ্যমতুলং লভেৎ ॥ ২৬

বীর সাধক মনোরমা প্রমদাকে দেখিয়া হৃৎপদ্মে দেবীকে ধ্যান করিয়া বিদ্যাকে স্মরণ করিবে এবং তাহার সন্তোষ বিধান করিবে । ২০

পুষ্প, গন্ধ ও অনুলেপনাদি দ্বারা, ইহাদের অভাবে প্রিয় ভাষণের দ্বারা এবং তাঁহার আত্মপালনের দ্বারা তাঁহার বশতাব্য আচরণ করিবে । ২১

হে প্রিয়ে ! যুবতীগণের ও কুমারীগণের প্রিয় সন্তোষনের দ্বারা পরীহাস বাক্য-সমূহের দ্বারা, তাঁহাদের প্রিয় চিকীর্ষা (করার ইচ্ছা) দ্বারা লীলা, লাস্য প্রকাশের দ্বারা তাঁহাদের প্রতি আলোকনের দ্বারা সন্তোষ বিধান করিয়া বীর সাধক সর্বদা বিহার করিবে । তাহাতে সে সিদ্ধি সমূহের অধিপতি হইবে । ২২-২৩

এই জগতীতলে কোম স্থানে একটি যুবতী যদি পূজিতা হন, তবে সমস্ত শক্তি, সমস্ত যোগিনী ও সমস্ত দেবতা পূজিতা হইয়া থাকেন । ২৪

হে প্রিয়ে ! বীর সাধক প্রমদাকে দেখিয়া তাহার প্রিয় করিয়া দেবীকে ধ্যান করিয়া মন্ত্র জপ করিবে । তাহাতে সে নিজে কৃতকৃত্য হইবে । ২৫

তাঁহাদিগের ঈষৎ হাস্যময় বদন ও বন্ধোজ (স্তন) যুগল দেখিয়া পরা বিদ্যাকে স্মরণ করিয়া উত্তম সৌভাগ্য লাভ করে । ২৬

বিলোক্য নাভিকূপস্ত শ্বহা বিদ্যাং ভবেৎ শিবঃ ।
 যদি পশ্যতি ভাগ্যেন পূর্ণং তং^১ যোনি-মণ্ডলম্ ॥ ২৭
 শ্বহা বিদ্যাং তদা বীরো ধ্যাভা কামকলামপি ।
 আনন্দ-হৃদয়ো ভূভা তদ্দিনং সফলং স্মরেৎ ।
 অবশ্যমিষ্টং লভতে তস্মিন্নহনি নিশ্চিতম্ ॥ ২৮
 সময়ে পশুভাবস্ত নিন্দিতশ্চাদ্য এব চ ।
 কথ্যতে কোতুকে নৈবমিদানীং শ্রয়তাং প্রিয়ে ! ॥ ২৯
 সবিকল্পঃ সদা দেবি ! সংশয়াত্মা ক্রিয়ারতঃ ।
 সন্দেহ-নিন্দা-নিরতঃ স্নানমাত্রাত্ম-শুদ্ধিকৃৎ ॥ ৩০
 উপবাস-ব্রতপরঃ ফল-মূল্যশন-প্রিয়ঃ ।
 ইতিহাস-পুরাণাদি-কথা-শ্রবণ-তৎপরঃ ॥ ৩১
 তত্রাপি শক্তিকল্লোক্ত-প্রসঙ্গেষু পরাভুখঃ ।
 ত্রিরাত্রাদি-ব্রতী যুক্তস্তীর্থ-পর্যটনাদিষু ॥ ৩২
 হয়মেধাদি-যজ্ঞেষু হিংসা-সন্দ্বিদ্ধ-চেতনঃ ।
 কায়-ক্লেশেন ধর্মেণ সাদরঃ ক্লেশ-মানসঃ ॥ ৩৩

তাহাদের নাভিকূপ বিলোকন করিয়া পরা বিদ্যাকে স্মরণ করিয়া শিব হইবেন ।
 যদি ভাগ্যবশে তাহাদের সেই পূর্ণ যোনিমণ্ডল দর্শন করে, তখন বীর সাধক বিদ্যাকে
 স্মরণ করিয়া কামকলাকেও ধ্যান করিয়া আনন্দচিত্ত হইয়া সেই সফল দিনটিকে
 স্মরণ করিবে । সেই দিনে অবশ্যই নিশ্চয় ইষ্ট লাভ করে । ২৭-২৮

সময়ে (শক্তিসাধনে) নিন্দিত ভাবের মধ্যে পশুভাবই প্রথম । হে প্রিয়ে । এখন
 সেই পশুভাব এই প্রকার কোতুকের সহিত কথিত হইতেছে, শ্রবণ কর । ২৯

হে দেবি । পশু সর্বদা বিকল্প যুক্ত ও সন্দ্বিদ্ধ হৃদয়, কিন্তু ক্রিয়াতে ব্রত এবং
 অস্ত্র দিব্যাদি ভাবে সন্দেহ ও নিন্দার নিরত । স্নানমাত্রের দ্বারা আত্মশুদ্ধিকারী । ৩০

উপবাস ও ব্রত পরায়ণ, ফলমূল ভোজনে প্রিয়, ইতিহাস ও পুরাণাদির কথা
 শ্রবণে তৎপর । ৩১

সেই কথাশ্রবণেও শক্তিকল্লোক্ত প্রসঙ্গ সমূহের শ্রবণে পরাভুখ (অনিচ্ছুক) ।
 ত্রিরাত্রাদি ব্রত পরায়ণ ও তীর্থ পর্যটনাদিতে যুক্ত । ৩২

অন্যমেধাদি যজ্ঞসমূহে হিংসার সন্দ্বিদ্ধ-চেতাঃ । কায়-ক্লেশকর ধর্মের দ্বারা মনঃ
 ক্লিষ্ট হইলেও সাদর যুক্ত । ৩৩

পরদোষানুসন্ধানী বিমূঢ়ঃ কুল-দূষকঃ ।

ন মাংস-মৎস্যমশ্নাতি ন তৈলেনানুলেপনম্ ॥ ৩৪

তাম্বুলং নাদৃতঃ খাদেৎ ত্যজেৎ যোষিৎ-কথামপি ।

অনৃতৌ ন স্ত্রিয়ং গচ্ছেদৃতৌ গচ্ছেৎ স্বকং স্ত্রিয়ম্ ॥ ৩৫

কদাচিদপি দেবেশি ! পথি দৃষ্ট্বা বরাজ্ঞনাম্ ।

ব্রজত্যাধোমুখো ভূত্বা দূরং যাতি সমীপতঃ ।

এবং বহুবিধো ভাবঃ কথিতঃ সময়ার্চনে ॥ ৩৬

সময়াতন্ত্রে— আনন্দার্থং সাধকেন্দ্রো মাদক-দ্রব্য-যোগতঃ ।

সর্বসিদ্ধিমবাপ্নোতি সদাশিবময়ো ভবেৎ ॥ ৩৭

সদা কালং জপেদ্ বিজ্ঞাং সদা ধ্যানং সমাচরেৎ ।

সদা কালং গুরুং নহা সহস্রারে তদাজয়া । ৩৮

মুলাধারাং সমুখাপ্য কুণ্ডলীং কুলবত্ননা ।

অকুলস্থে মনো বশ্যং বিধায় সময়েশ্বরী ! ৩৯

তস্মাত্তথিত-ধারাভিরাপ্য চ নিজাং তনুম্ ।

আনীয় কুণ্ডলীং শক্তিং পুনর্মূলে নি যাজয়েৎ ॥ ৪০

পশু পর দোষের অনুসন্ধানকারী, বিমূঢ়, কুলদূষক হয়, মৎস্য ও মাংস ভোজন করে না এবং তৈলের দ্বারা অনুলেপনও করে না । ৩৪

পশু তাম্বুল ভোজন করে না । স্ত্রীলোকের কথা ত্যাগ করে । ঋতুকাল না হইলে স্ত্রী সহবাস করে না, ঋতুকালেই নিজের স্ত্রীতে উপগমন করে । ৩৫

হে দেবিশি ! পথে কদাচিৎ বরাজ্ঞনাকে দেখিয়া অধোমুখ হইয়া গমন করে, নিকট হইতে দূরে দূরে চলিয়া যায় । এইরূপ বহুবিধ ভাব সময়ার্চনে কথিত হইল । ৩৬

সময়াতন্ত্রে বলিয়াছেন—সাধক শ্রেষ্ঠ আনন্দের জন্য মাদকদ্রব্যের যোগে সমস্ত সিদ্ধি লাভ করেন । তাহাতে তিনি সদা শিবময় হইতে পারেন । ৩৭

সমস্ত সময় বিদ্যাকে জপ করিবে । সমস্ত সময় ধ্যান করিবে । সমস্ত সময় গুরুকে প্রণাম করিবে । তাহার আজ্ঞানুসারে মুলাধার হইতে কুণ্ডলিনীকে উত্তীর্ণ করিয়া কুলপথে সহস্রারে অকুলে (পরমাখ্যাত্তে) মনকে বশীভূত করিবে । হে সময়েশ্বরী ! সেই সহস্রারোহিত ধারা সমূহের দ্বারা নিজ দেহকে আত্মাবিভ করিয়া কুণ্ডলী শক্তিকে ফিরাইয়া পুনরায় মুলাধারে স্থাপন করিবে । ৩৮-৪০

ইতি ভাবঃ পরঃ কাম-কলাং ধ্যায়া নিজাং তনুম্ ।
সর্বসিদ্ধিং সমাসাঙ সাধকো মরণং ত্যজেৎ ॥ ৪১

ইতি কুলাচার-নিরূপণম্ ।

অথাস্তর্যাগঃ

যথা সময়াতন্ত্রে—ততশ্চ ভুক্তি-মুক্ত্যর্থমস্তর্যাগং সমাচরেৎ ।

মুগ্ধি পদ্মং সহস্রারং শ্বেতবর্ণমধোমুখম্ ॥ ১

তস্য মধ্যস্থিতং ধ্যায়েদ্ গুরুং শাস্ত্রং সশক্তিকম্ ।

তয়োঃ পদান্বজং নত্বা তয়োরাজ্ঞাং প্রণৃহ চ ॥ ২

মূলাধারে কুণ্ডলাখ্যাং প্রসুপ্ত-ভৃঙ্গগাকৃতিম্ ।

উদাদিত্য-সঙ্কশাং বিদ্যাচ্চারুনিভ-দ্যুতিম্ ॥ ৩

তাক্ষ মূর্ত্তিমতীং ধ্যায়া স্বয়ভূলিক-যোগতঃ ।

রময়িত্বা পুনস্তাক্ষ তেজোরূপাক্ষ কুণ্ডলীম্ ॥ ৪

তাং সমুখাপ্য তৎপদ্ম-ভেদেন কমলাননে ! ।

স্বাধিষ্ঠান-পদ্মমন্ত্ৰন্ মণিপূরঞ্চ সুন্দরি ! ॥ ৫

সুসুপ্তাস্তঃ-পথেনৈব চালয়েৎ তামনাহতম্ ।

লিঙ্গেন রময়িত্বা তু পূর্ববৎ সাধকোত্তমঃ ॥ ৬

নিজ দেহকে কামকলা স্বরূপ ধ্যান করিয়া সর্বসিদ্ধি লাভ করিয়া সাধক মরণ ত্যাগ করে অর্থাৎ মৃত্যুঞ্জয় হয় । ৪১ । ইহাই শ্রেষ্ঠ ভাব ।

কুলাচার নিরূপণ সমাপ্ত হইল ।

অনন্তর অস্তর্যাগ কথিত হইতেছে । যেমন সময়াতন্ত্রে বলিয়াছেন—তাহার পর ভোগ ও মুক্তির জন্য অস্তর্যাগের অনুষ্ঠান করিবেন । মন্ত্ৰকে শ্বেতবর্ণ অধোমুখ সহস্রার পদ্ম আছে । ১

সেই সহস্রার পদ্মের মধ্যে অবস্থিত শক্তি-দমব্রিত শাস্ত গুরুকে ধ্যান করিবে । শক্তি ও গুরুর পাদপদ্মকে প্রণাম করিয়া তাঁহাদের আজ্ঞা গ্রহণ করিয়া মূলাধারে প্রসুপ্ত সর্পের ন্যায় আকৃতি বিশিষ্টা উদীয়মান সূর্য্যের সদৃশী বিদ্যাভেদে ন্যায় চাক্র দ্যুতি বিশিষ্টা সেই কুণ্ডলিনী শক্তিকে মূর্ত্তিমতী ধ্যান করিয়া স্বয়ভূলিকের মিলনে পুনরায় সেই তেজোরূপা কুণ্ডলিনীকে আনন্দত করিয়া হে কমলাননে ! হে সুন্দরি ! সেই পদ্ম ভেদের দ্বারা তাঁহাকে উন্মিত করিয়া স্বাধিষ্ঠান পদ্ম, অস্ত্র মণিপূর পদ্ম ও অনাহত পদ্মে সুসুপ্তপথে চালিত করিবে । সাধক শ্রেষ্ঠ পূর্ববৎ তাঁহাকে লিঙ্গের

পূর্ববৎ প্রকৃতিং নীত্বা ভিত্তাহনাহত-পঙ্কজম্ ।
 বিমুক্তাখ্যং কণ্ঠদেশে নয়েদাজ্জাখ্য-পঙ্কজম্ ॥ ৭
 ঈশ্বরাত্মেন লিঙ্গেন ভ্রুবোর্মধ্যে চ পূর্ববৎ ।
 রময়িত্বা কুণ্ডলিনীং পূর্ববৎ চালয়েৎ ক্রমাৎ ॥ ৮
 সহস্রারে সমুখাপ্য কুণ্ডলীং কুণ্ডলাকৃতিম্ ।
 দেবীরূপবতীং^১ কাম-সমুল্লাস-বিহারিণীম্ ॥ ৯
 সহস্রদল-মধ্যস্থং চন্দ্রমণ্ডল-মধ্যগম্ ।
 চিদানন্দময়-জ্ঞান-রূপং ধ্যায়েৎ সদাশিবম্ ॥ ১০
 স্বচ্ছ-স্ফটিক-সঙ্কাশং সর্ববক্তারমব্যয়ম্ ।
 কারণং সর্বভূতানাং শ্বেত-প্রেতাকৃতিং প্রভুম্ ।
 লিঙ্গানন্দ-স্বভাবস্তু পরমানন্দ-রূপিণম্ ॥ ১১
 ততো ভগবতীং ভাব্য ভগানন্দ-সুখাবহাম্ ।
 তেন সংযোজয়েৎ তাস্তু কাম-সিঞ্চন-কারিণীম্ ॥ ১২
 অন্তোন্ত-সঙ্গমোল্লাস-সমুৎকণ্ঠিতয়োঃ পরম্ ।
 সামরস্যং তয়োঃ কুর্য্যাৎ সংযোগানন্দ-লক্ষণম্ ॥ ১৩

সহিত মিলনে আনন্দিত করিয়া পূর্ববৎ অনাহত পদ্মকে ভেদ করিয়া প্রকৃতিকে
 লইয়া কণ্ঠদেশে বিমুক্তানাংক পদ্মে এবং পূর্ববৎ সেই পদ্মকে ভেদ করিয়া ভ্রুবরের
 মধ্যে আজ্ঞানাংক পদ্মে প্রকৃতিকে লইয়া বাইবে এবং সেইখানে ঈশ্বর নামক লিঙ্গের
 সহিত মিলনে কুণ্ডলিনীকে আনন্দিত করিয়া পূর্ববৎ কুণ্ডলাকৃতি দেবীরূপবতী
 কামসমুল্লাস-বিহারিণী কুণ্ডলিনীকে উত্থাপিত করিয়া পূর্ববৎ ক্রমে ক্রমে সহস্রারে
 চালিত করিবে । ৭-৯

সহস্রদল মধ্যস্থ চন্দ্রমণ্ডল মধ্যগত সদাশিবকে শুদ্ধ স্ফটিক সদৃশ, সর্ববক্তা, অব্যয়,
 সর্বভূতের কারণ, শ্বেত প্রেতাকার প্রভু লিঙ্গানন্দ-রূপ পরমানন্দরূপী চিদানন্দময়
 জ্ঞানরূপ ধ্যান করিবে । ১০-১১

তাহার পর ভগানন্দ-সুখাবহা ভগবতীকে ভাবনা করিয়া কামসিদ্ধিকারিণী সেই
 ভগবতীকে সেই সদাশিবের সহিত মিলিত করিবে । ১২

পরস্পর মিলনোল্লাসে সমুৎকণ্ঠিত তাঁহাদের উভয়ের সংযোগানন্দরূপ পরম
 সামরস (অভেদ) করিবে । ১৩

তদ্বাস্তবামৃত-শুদ্ধ-রসপূর্ণ-মহার্ণবে ।

নিমজ্জনং সুধয়া দেহং দেবতাস্তপ্নয়েৎ তয়া ॥ ১৪

স্বয়মেনাং সুধা-ধারাং পীত্বা পীত্বা পুনঃ পুনঃ ।

তৎকুলামৃত-পানেন মত্তবদ্ বিহরেৎ ততঃ ॥ ১৫

এবমানন্দ-হৃদয়ো ভূত্বা সাধক-সত্তমঃ ।

নির্বিকল্পেন মনসা বহির্যোগং সমাচরেৎ ॥ ১৬

এবঞ্চ— পীত্বা পীত্বা পুনঃ পীত্বা পতিত্বা ধরণীতলে ।

উথায় চ পুনঃ পীত্বা জীবন্মুক্তো ভবেন্নরঃ ॥ ১৭

ইত্যাদি-বচনমপ্যেতৎ-পরমিতি ধ্যেয়ম্ ।

অথাস্তর্যাস্ত্র প্রকারান্তরম্

যথা তদ্বাস্তরে—অথাস্তর্যজনং বক্ষ্যে দৃষ্টাদৃষ্টফলপ্রদম্ ।

গুরুং ধ্যানত্বা প্রকুবীৰ্ত্ত যথাপূর্বং বিশালধীঃ ॥ ১৮

স্নাত্বা চ বিমলে তীর্থে পুঙ্করে হৃদয়াশ্রিতে ।

বিন্দুতীর্থেহথবা স্নাত্বা পুনর্জন্ম ন বিচুতে ॥ ১৯

সেই সামরস্কোৎপন্ন অমৃত শুদ্ধ রসে পরিপূর্ণ মহার্ণবে নিমজ্জিত হইয়া সেই সুধা দ্বারা দেহকে ও দেবতাকে তপিত করিবে । ১৪

তাহার পর নিজে এই সুধাধারাকে পুনঃ পুনঃ পান করিয়া সেই কুলামৃত পানের দ্বারা সত্ত্ববৎ হইয়া বিচরণ করিবে । ১৫

সাধক শ্রেষ্ঠ এইরূপে আনন্দপূর্ণ হৃদয় হইয়া নির্বিকল্পক মনের দ্বারা বহির্যোগের অনুষ্ঠান করিবেন । ১৬

পান করিয়া আবার পান করিয়া পুনরায় পান করিয়া ধরণীতলে (মুলাধারে) পতিত হইয়া (প্রত্যাবর্তন করিয়া) পুনরায় উদ্ধিত হইয়া মানব জীবন্মুক্ত হইয়া থাকে । ১৭ । এইরূপ এই সমস্ত বচনগুলিও অন্তর্যাস্ত্র পর, ইহা জানিবেন ।

অনন্তর অন্তর্যাস্ত্রের প্রকারান্তর কথিত হইতেছে । যেমন তদ্বাস্তরে বলিয়াছেন—

অনন্তর দৃষ্টফল ও অদৃষ্ট ফল অন্তর্যাস্ত্র কথিত হইতেছে । বিশাল-বুদ্ধি সাধক গুরুকে ধ্যান করিয়া পূর্বানুরূপ অন্তর্যাস্ত্র করিবে । ১৮

হৃদয়াশ্রিত বিমল পুঙ্করতীর্থে স্নান করিলে অথবা বিন্দুতীর্থে স্নান করিলে আর পুনর্জন্ম হয় না । ১৯

অথবা—ইড়া-সুযুগ্মাশিবতীর্থকেহস্মিন্ জ্ঞানানু-পূর্ণে বহতঃ শরীরে ।

ব্রহ্মানুভিঃ স্নাতি তয়োঃ সদা যঃ কিস্তস্ত গাঈরপি পৌক্ষরৈর্বা ॥ ২০

ইতি স্নানম্ ।

শিবশক্ত্যাঃ সমাযোগো যস্মিন্ কালে প্রজায়তে ।

স। সন্ধ্যা কুলনিষ্ঠানাং সমাধেষ্টু প্রজায়তে ॥২১॥ ইতি সন্ধ্যা ;

মূলাধারাং কুণ্ডলিনীং সোম-সূর্য্যাগ্নি-রূপিনীম্ ।

উথাপ্য বিন্দুং নির্ভিত্ত দেবতাং তেন তর্পয়েৎ ॥ ২২

নবরত্নেশ্বরে— চন্দ্রার্কানল-সংঘট্টাদ্ গলিতং যৎ পরামৃতম্ ।

তেনামৃতেন দিব্যেন তর্পয়েৎ পরদেবতাম্ ॥ ২৩

ব্রহ্মরক্তাদধোভাগে যচ্চান্দ্রং পাত্রমুত্তমম্ ।

কলাসারেণ সম্পূর্ণং তর্পয়েৎ তেন খেচরীম্ ॥২৪॥ ইতি তর্পণম্

অথ ধ্যানং— কিরণস্থং তদগ্নিস্থং তদা ভাস্কর-মধ্যগম্ ।

মহাশূন্যে লয়ং কৃত্বা পূর্ণস্তিষ্ঠতি যোগিরাট্ ॥ ২৫

অথবা এই শিবতীর্থ শরীরে জ্ঞানরূপ জল পূর্ণ ইড়া ও সুযুগ্মরূপ দুইটি নদী প্রবাহিত হইতেছে। এই দুইটি নদীর ব্রহ্মানু (জ্ঞানানু) দ্বারা যে সর্বদা স্নান করে, তাহার গঙ্গাজল অথবা পুষ্করতীর্থের জলে কি প্রয়োজন অর্থাৎ কোন প্রয়োজন নাই। ২০। ইহাই স্নান।

যে কালে শিব ও শক্তির সংযোগ আছে, কুলনিষ্ঠগণের তাহাই সন্ধ্যা। উহা সমাধি হইতে আছে। ২১। ইহাই সন্ধ্যা।

সোম, সূর্য ও অগ্নিরূপিনী কুণ্ডলিনীকে মূলাধার হইতে উত্থাপিত করিয়া বিন্দুকে ভেদ করিয়া সেই বিন্দু দ্বারা দেবতাকে তপিত করিবেন। ২২

নবরত্নেশ্বরে বলিয়াছেন—চন্দ্র, সূর্য ও অগ্নির সংঘট্ট (চান্দ্র—মহন) হইতে যে পরামৃত গলিত হয়, সেই দিব্য অমৃতের দ্বারা পরদেবতাকে তর্পণ করিবে। ২৩

ব্রহ্মরক্তের অধোভাগে যে উত্তম চান্দ্র পাত্র আছে, তাহা কলাসারের দ্বারা সম্পূর্ণ। তাহা দ্বারা খেচরীকে তর্পণ করিবে। ২৪। ইহা তর্পণ।

অনন্তর ধ্যান—যোগিরাট্ কিরণস্থ, অগ্নিস্থ ও ভাস্কর মধ্যগত মহাশূন্যে লয় করিয়া পূর্ণ হইয়া অবস্থান করিতেছে। ২৫

অথবা— নিরালম্বে পদে শূন্যে যৎ তেজ উপজায়তে ।

তদগৰ্ভমভ্যাসেন্ নিত্যং ধ্যানমেতদ্বি যোগিনাম্ ॥ ২৬

তদগৰ্ভমিতি অন্তঃকরণস্থমভ্যাসেদিত্যর্থঃ ।

অথ পূজা—মূলধারাং কুণ্ডলিনীমুখাপ্য হৃদয়াদর্কমণ্ডলং নীত্বা সহস্রদল-
কমল-কর্ণিকাস্তর্গত-চন্দ্রাস্ত-সুধাধারয়া^১ মূলমন্ত্রং স্মরন্ সিঞ্চেদিতি । ২৭

তথা— অর্চয়ন্ বিষয়ৈঃ^২ পুষ্পৈস্তংক্ষণাং তন্ময়ো ভবেৎ ।

শ্রাস্তস্তন্ময়তা-বুদ্ধিঃ সোহহংভাবেন পূজয়েৎ ॥ ২৮

তন্ময়েতি তদেকত্ব-জ্ঞানং সোহহমিতি ।

মন্ত্রাক্ষরাণি চিচ্ছক্তৌ প্রোতানি পরিভাবয়েৎ ।

তামেব পরমে ব্যোম্নি পরমামৃত-বৃংহিতে ।

দর্শয়ত্যাশ্রয়সম্ভাবং পূজা-হোমাদিভির্বিনা ॥ ২৯ । ইতি ।

চিচ্ছক্তৌ কুণ্ডলিনীম্ । প্রোতানি গ্রথিতানি । তামেব চিচ্ছক্তিমেব
ব্যোম্নি আশ্রয়ীত্যর্থঃ । ৩০

অথবা নিরালম্ব শূন্য পদে যে তেজের আবির্ভাব হয়, তাহাকে তদগৰ্ভম্
(অন্তঃকরণস্থ) করিয়া অভ্যাস করিবে । ইহাই যোগিগণের ধ্যান । ২৬

তদগৰ্ভম্ পদের অর্থ—অন্তঃকরণস্থ অর্থাৎ অন্তঃকরণগত করিয়া অভ্যাস করিবে ।
অনন্তর পূজা । মূলধার হইতে কুণ্ডলিনীকে উত্থাপিত করিয়া হৃদয় হইতে সূর্য্যমণ্ডলে
লইয়া সহস্রদল কমলের কর্ণিকার অন্তর্গত চন্দ্রের মধ্যবর্তী সুধাধারা দ্বারা মূলমন্ত্র স্মরণ
করিতে করিতে সেচন করিবেন । তাহাই উক্ত হইয়াছে (২৭)—

বিষয়রূপ পুষ্প সমূহের দ্বারা পূজা করিতে করিতে তংক্ষণাং তন্ময় হইবেন ।
এই তন্ময়তা বুদ্ধি হইতেছে শ্রাস । সোহহং ভাবের দ্বারা পূজা করিবে । ২৮

তন্ময় এই পদের অর্থ—তাহার সহিত অর্থাৎ পূজ্য দেবতার সহিত সোহহং
(সেই আমি) এইরূপ একত্ব জ্ঞান ।

মন্ত্রের অক্ষরগুলি চিচ্ছক্তি কুণ্ডলিনীতে গ্রথিত ভাবনা করিবে । পরমানন্দ
পরিপূর্ণ সেই পরমাকাশে (পরমাত্মাতে) সেই চিচ্ছক্তি কুণ্ডলিনী গ্রথিত (একত্ব প্রাপ্ত)
ভাবনা করিবে । বাহু জপ, হোমাদি ছাড়াই এই ভাবনা আশ্রয়সম্ভাব (আশ্র-সাক্ষাৎ-
কার) দর্শন করায় । চিচ্ছক্তৌ—কুণ্ডলিনীতে । প্রোতানি—গ্রথিত । তামেব—
চিচ্ছক্তিকেই । ব্যোম্নি—আত্মাতে, এই অর্থ । ২৯-৩০ । অনন্তর হোম কথিত হইতেছে ।

১ । ঋ—চন্দ্রাং সুধাধারয়া ।

২ । বিষয় পুষ্পাণি—অমার্যামনহঙ্কারমহাগমদং তথা ।

অমোহকমদন্তং চ অমিন্দ্রাকোভকৌ তথা । অবাৎসর্য্যমলোভক দশ পুষ্পং বিহুবুধাঃ । অহিংসা
পরমং পুষ্পং পুষ্পমিঞ্জির-নিগ্রহঃ । দহা পুষ্পং কদা পুষ্পং জ্ঞানপুষ্পক পঞ্চমম্ ।

অথ হোমঃ—আত্মানমপরিচ্ছিন্নং বিভাব্যাআস্তুরাত্ম-পরমাত্ম-জ্ঞানাত্মরূপঃ
চতুরস্র-চিং-কুণ্ডমানন্দ-মেখলাযুক্তং অর্দ্ধমাত্রাকৃতি-যোনি-বিভূষিতং নাভৌ
ধ্যাত্বা তন্মধ্যস্থ-জ্ঞানাগ্নৌ জুহুয়াৎ । যথা (৩১)—

মূলান্তে— নাভিচৈতন্য-রূপাগ্নৌ হবিষা মনসা স্রুচা ।

জ্ঞান-প্রদীপিতে নিত্যমক্ষবৃন্তীজু'হোম্যহম্' ১ ॥ স্বাহা ॥ ৩২

অনেন প্রথমাহুতিম্ ।

মূলান্তে— ধর্মাধর্ম-হবির্দীপ্তে আত্মাগ্নৌ মনসা স্রুচা ।

সুষুমা বত্ন'না নিত্যমক্ষবৃন্তীজু'হোম্যহম্' ২ ॥ স্বাহা ॥ ৩৩

ইতি দ্বিতীয়াহুতিম্ ।

মূলান্তে— প্রকাশাকাশ-হস্তাভ্যামবলম্ব্যোন্মনী-স্রুচা ।

ধর্মাধর্মফলস্নেহপূর্ণমগ্নৌ জুহোম্যহম্ ॥ স্বাহা ॥ ৩৪

ইতি তৃতীয়াহুতিং জুহুয়াৎ । ততো মূলান্তে—

অস্ত্রনিরস্তরনিরিক্কনমেধমানে মায়াঙ্ককারপরিপস্থিनि সন্নিদগ্নৌ ।

আত্মাকে অপরিচ্ছিন্ন ভাবনা করিয়া আনন্দরূপ মেখলাযুক্ত অর্দ্ধ মাত্রাকার যোনি বিভূষিত আত্মা, অন্তরাত্মা, পরমাত্মা ও জ্ঞানাত্ম-রূপ চতুরস্র চিংকুণ্ড নাভিতে ধ্যান করিয়া তন্মধ্যস্থিত জ্ঞানরূপ অগ্নিতে হোম করিবেন । যেমন (৩১)—

মূলমন্ত্রের অন্তে মূলোক্ত “নাভিচৈতন্য” ইত্যাদি মন্ত্র পাঠ পূর্বক জ্ঞান প্রদীপ্ত নাভি স্থিত চৈতন্যরূপ অগ্নিতে হবিঃপূর্ণ মনোরূপ স্রুকের দ্বারা আমি সর্বদা অক্ষবৃন্তি-গুলিকে (ইন্দ্রিয়বৃন্তিগুলিকে) হোম করি । এইরূপ মন্ত্রার্থ স্মরণ পূর্বক মূলোক্ত ঐ মন্ত্রদ্বারা প্রথম আহুতি প্রদান করিবে । ৩২

তাহার পর মূলমন্ত্রের অন্তে—ধর্ম ও অধর্মরূপ হবিঃদ্বারা দীপ্ত আত্মরূপ অগ্নিতে সুষুমা পথে মনোরূপ স্রুক দ্বারা আমি নিত্য অক্ষবৃন্তিগুলিকে হোম করি । এইরূপ মন্ত্রার্থ স্মরণ করিতে করিতে মূলোক্ত ঐ মন্ত্র দ্বারা দ্বিতীয় আহুতি প্রদান করিবে । ৩৩

তাহার পর মূলমন্ত্রের অন্তে—প্রকাশ ও আকাশরূপ হস্তদ্বয়ের দ্বারা ধারণ করিয়া উন্মনীরূপ স্রুকের দ্বারা ধর্ম ও অধর্মের ফলরূপ স্নেহপূর্ণ অক্ষবৃন্তিগুলি আমি হোম করি । এইরূপ মন্ত্রার্থ স্মরণ করিতে করিতে মূলোক্ত মন্ত্রে তৃতীয় আহুতি হোম করিবে । ৩৪

তাহার পর মূলমন্ত্রের শেষে—অস্ত্রে বিনা ইন্দ্রনে নিরস্তর প্রজ্জলিত মারারূপ

কস্মিংশ্চিদমৃতমরীচি-বিকাশভূমৌ বিশ্বং জুহোমি বসুধাদি শিবাবসানম্ ॥
স্বাহা ॥ ইতি চতুর্থাহুতিং জুহুয়াৎ । ৩৫

ইত্যন্তর্যজ্ঞনং কৃত্বা সাক্ষাদ ব্রহ্মময়ো ভবেৎ ।

ন তস্য পুণ্যপাপানি জীবন্তুক্তো ভবেদ্ ধ্রুবম্ ॥ ৩৬

অয়মন্তর্যাগো জ্ঞানিনামেব ।

অথ কুমারী পূজা ।

জামলে— একবর্ষা ভবেৎ সন্ধ্যা দ্বিবর্ষা সা সরস্বতী ।

ত্রিবর্ষা চ ত্রিধামুত্তিষ্ঠচতুর্বর্ষা চ কালিকা ॥ ১

সুভগা পঞ্চবর্ষা চ ষড়্ বর্ষা চ উমা ভবেৎ ।

সপ্তভির্মালিনী সাক্ষাদষ্টবর্ষা চ কুঞ্জিকা ॥ ২

নবভিঃ কালসন্দর্ভা দশভিচ্চাপরাজিতা ।

একাদশে চ রুদ্রাণী দ্বাদশাক্ষে তু ভৈরবী ॥ ৩

ত্রয়োদশে মহালক্ষ্মীত্রিসপ্তা পীঠ-নায়িকা ।

ক্ষেত্রজ্ঞা পঞ্চদশভিঃ ষোড়শে চান্বিকা মতা ॥ ৪

অঙ্ককারের পরিপন্থী (নিবারক) অন্ততভাবে মরীচির বিকাশভূমি সন্নিংরূপ কোন
অগ্নিতে বসুধাদি শিবাবসান (শিবান্ত) বিশ্বকে হোম করি। এই মন্ত্রার্থ স্মরণ
করিতে করিতে মূলোক্ত এই মন্ত্রে চতুর্থ আহুতি হোম করিবে। ৩৫

এইরূপ অন্তর্যাগ করিয়া সাক্ষাদ ব্রহ্মময় হইবে। তাহার পুণ্য ও পাপ নাই। সে
নিশ্চয়ই জীবন্তুক্ত হইবে। ৩৬। এই অন্তর্যাগ জ্ঞানিগণের কর্তব্য। অশ্রের কর্তব্য নহে।

অনন্তর কুমারী পূজা কথিত হইতেছে। জামলে বলিয়াছেন—

একবর্ষীয়া কণ্ঠার নাম সন্ধ্যা, দ্বিবর্ষীয়া সেই কণ্ঠার নাম সরস্বতী, ত্রিবর্ষীয়া
কণ্ঠার নাম ত্রিধামুত্তি ও চতুর্বর্ষীয়া কণ্ঠার নাম কালিকা । ১

পঞ্চমবর্ষীয়া কণ্ঠার নাম সুভগা, ষড়্ বর্ষীয়া কণ্ঠার নাম উমা হইবে। সপ্তবর্ষীয়া
কণ্ঠার নাম মালিনী ও অষ্টবর্ষীয়া কণ্ঠার নাম কুঞ্জিকা । ২

নবমবর্ষীয়া কণ্ঠার নাম কালসন্দর্ভা, দশবর্ষীয়া কণ্ঠার নাম অপরাজিতা, একাদশ
বর্ষীয়া কণ্ঠার নাম রুদ্রাণী ও দ্বাদশবর্ষীয়া কণ্ঠার নাম ভৈরবী । ৩

ত্রয়োদশবর্ষীয়া কণ্ঠার নাম মহালক্ষ্মী, দ্বি-সপ্ত (চতুর্দশ) বর্ষীয়া কণ্ঠার নাম পীঠ-
নায়িকা, পঞ্চদশবর্ষীয়া কণ্ঠার নাম ক্ষেত্রজ্ঞা ও ষোড়শবর্ষীয়া কণ্ঠার নাম অম্বিকা । ৪

এবং ক্রমেণ সংপূজ্য^১ যাবৎ পুষ্পং ন বিচুতে ।
 প্রতিপদাদি-পূর্ণান্তং বৃদ্ধি-ভেদেন পূজয়েৎ ॥ ৫
 মহাপর্বসু সর্বেষু বিশেষাচ্চ পবিত্রকে ।
 মহানবম্যাং দেবেশি ! কুমারীঞ্চ প্রপূজয়েৎ ॥ ৬
 মহানবম্যাং যত্নেন স্নানাভরণ-ভোজনৈঃ ।
 কুমারী পূজনীয়া চ ভূষণীয়া চ ভূষণৈঃ ॥ ৭
 বিধিযুক্তং কুমারীভির্ভোজয়েচ্চৈব ভৈরবীম্ ।
 পাণ্ডমর্ঘ্যং তথা ধূপং কুসুমং চন্দনং শুভম্ ॥ ৮
 ভক্তি-ভাবেন সংপূজ্য কুমারীভ্যো নিবেদয়েৎ ।
 প্রদক্ষিণ-ত্রয়ং কুর্যাদাদৌ মধ্যে তথাস্তুতঃ ।
 পশ্চাচ্চ দক্ষিণা দেয়া রক্তত-স্বর্ণ-মৌক্তিকৈঃ ॥ ৯

যে পর্য্যন্ত কন্যাগণের পুষ্প (ঋতু) না হয়, তাবৎকাল তাঁহাদিগকে এইক্রমে পূজা করিবে । প্রতিপৎ হইতে পূর্ণিমা পর্য্যন্ত তিথির বৃদ্ধি ও বয়োবৃদ্ধি ভেদে কুমারীর পূজা করিবে । ৫

বিবৃতি । এক তিথির নাম প্রতিপৎ । চন্দ্রে দ্বিতীয় কলার যোগে তিথি বৃদ্ধি হইলে দ্বিতীয় তিথি দ্বিতীয়া হয় । এইভাবে এক একটি তিথির বৃদ্ধি হইয়া থাকে । এই তিথির বৃদ্ধি ও কুমারীর বয়োবৃদ্ধির সমতা রাখিয়া অর্থাৎ প্রথম তিথি প্রতিপদে প্রথম এক বর্ষীয়া কন্যা ; দ্বিতীয়াতে দ্বিবর্ষীয়া কুমারীর পূজা কর্তব্য । তন্মধ্যে পূর্ণিমার ক্ষেত্রজ্ঞা ও অমাবস্তার অগ্নিকার পূজা কর্তব্য । বর্তমানে তিথি অনুসারে কন্যার বর্ষের কেহ অনুসন্ধান করেন না । অনুসন্ধিৎসা ও উপদেশের অভাবই ইহার কারণ । ৫

হে দেবেশি ! সমস্ত মহাপর্বদিনে, পবিত্র দিনে ও মহানবমীতে বিশেষ ভাবে কুমারীকে পূজা করিবে । ৬

মহানবমীতে স্নান, আভরণ ও ভোজনের সহিত যত্ন পূর্বক পূজা করিবে ও ভূষণ সমূহের দ্বারা ভূষিত করিবে । ৭

কুমারীগণের সহিত ভৈরবীকে বিধিপূর্বক ভোজন করাইবে । ভক্তিভাবে পূজা করিয়া কুমারীগণকে পাণ্ড, অর্ঘ্য, ধূপ, পুষ্প ও সুগন্ধ চন্দন নিবেদন করিবে । আদিত্যে, মধ্যে ও শেষে তিন তিনবার প্রদক্ষিণ করিবে । পরে রক্তত, স্বর্ণ ও মুক্তার সহিত দক্ষিণা প্রদান করিবে । ৮-৯

তথা^১— বিবাহয়েৎ স্বয়ং কন্যাং ব্রহ্মহত্যা বিনশ্যতি ।

গোহত্যা চ স্ত্রী-হত্যা চ সর্বং পাপং প্রণশ্যতি ॥ ১০

যো যস্য^২ পুণ্যকালে তু কন্যাদানং প্রকল্পয়েৎ ।

ভুক্তি-মুক্তি-ফলং তস্য সৌভাগ্যং সর্বসম্পদঃ ।

রুদ্রলোকে বসেন্নিত্যাং ত্রিনৈত্রী ভগবান্ হরঃ । ॥ ১১

তীর্থকোটি-সহস্রানি অশ্বমেধ-শতানি চ ।

তৎফলং লভতে সন্তো যস্ত্ব কন্যাং বিবাহয়েৎ ॥ ১২

বালুকাঃ সাগরে জেয়াস্তাবদক-সহস্রকম্ ।

একৈক-কুলমুদ্রত্য রুদ্রলোকে মহীয়তে ॥ ১৩

কন্যাদানন্ত তৎ-তদেবতা-প্রীত্যে ইতি সম্প্রদায়ঃ । বস্তুতস্ত তত্ত্বর্ষীয়ায়াঃ
কন্যায়ান্তস্তৎ-পরিভাষামনুসন্ধায় দেবী-বুদ্ধ্যা শিবরূপত্বেন ধ্যাতায় সম্প্রদানায়
দানং সাধীয়ঃ^৩ । ১৪

তন্ত্রে সেইরূপ বলিয়াছেন—নিজে কন্যাকে বিবাহ করাইয়া দিবে । তাহাতে
ব্রহ্মহত্যা জনিত, গোহত্যা জনিত ও স্ত্রীহত্যা জনিত পাপ এমন কি সমস্ত পাপ বিনষ্ট
হয় । যে পুণ্যকালে যাহার কন্যাকে দানের কল্পনা করে, তাহার ভোগ ও মোক্ষফল
এবং সৌভাগ্য ও সম্পদ লাভ হয় । সে ভগবান্ ত্রিনৈত্র রুদ্র হইয়া রুদ্রলোকে সর্বদা
বাস করে । ১০-১১

যে কন্যাকে বিবাহ করাইয়া দেয়, সে সহস্র কোটি তীর্থে গমন জন্ম ও শত অশ্বমেধ
জন্ম পুণ্য ফল লাভ করে । ১২

এক একটি কুলকে উদ্ধার করিয়া সাগরে যে পরিমাণ বালুকা আছে, সেই পরিমাণ
বর্ষ-সহস্র রুদ্রলোকে পূজিত হয় । ১৩

সেই সেই দেবতার প্রীতির জন্য কন্যাদান—ইহা এক সম্প্রদায় বসেন । বস্তুতঃ
সেই সেই বর্ষীয় কন্যার সেই সেই পরিভাষা (নাম) অনুসন্ধান করিয়া যে কন্যাকে
দেবীবুদ্ধিতে নিজেকে শিবরূপে ধ্যান করে, সেই সম্প্রদান পুরুষে কন্যাদান শ্রেষ্ঠ । ১৪

বিবৃতি । কুমারী পূজা করিলে পূজা অপাদি সফল হয় । তাই জ্ঞানার্ণব তন্ত্রে
কুমারী পূজার ফল বলিয়াছেন—হোমাদিকং হি সকলং কুমারী-পূজনং বিনা ।
পরিপূর্ণ-ফলং ন স্যাৎ পূজয়া তদ্ ভবেদ্ ধ্রুবম্ । কুমারী-পূজয়া দেবি । ফলং কোটি-

১। ক—ভবেতি ন্যাস্তি । ২। য—যো বস্তু পুণ্যকালে । ৩। য—সাধীয় ইত্যনন্তরং
অত্র কুলপূজা-দ্ব্যভাগ-শক্তি-লোভনাদি-প্রক্রিয়া ন লিখিতা, তন্ত্বেকর্মণাং বীর-সাধকমাত্র-সাধ্যতয়া
ইদানীমনুসংযোগাৎ । যৎ তু ভাবচূড়ামণৌ ।

অথ যত্নপি দূতী-যাগাঙ্ক-কুলপূজা-শক্তিশোধন কুল-পুরস্চরণানি বীর-
ভাব-পূজাঃ পঞ্চমাত্মমিণামেব সাধ্যতয়া কর্তব্যতয়া চেদানীমমুপযুক্তানি,
তথাপি তেষাং বিনোদায়ৈব নিরূপ্যন্তে । ১৫

অথ দূতীয়াগঃ

ভজাদৌ বিজয়া-স্বীকারঃ

বিজয়াকল্পে--সম্বিদাসবয়োর্মধ্যে সম্বিদেব গরীয়সী ।

সম্বিং-প্রয়োগন্তেনেহ পূজাদৌ সাধকোত্তমৈঃ ।

কর্তব্যশ্চ মহাপূজা করণীয়া সুনিশ্চিতৈঃ ॥ ১

সা চ চতুর্বিধা শুক্ল-রক্ত-পীত-কৃষ্ণ-পুষ্পভেদাদ্ ব্রাহ্মণী ক্ষত্রিয়া বৈশ্যা
শূদ্রা চ । তাসাং শুদ্ধিস্ত (২)—

ও সম্বিদে ! ব্রহ্মসন্তুতে ! ব্রহ্মপুত্রি ! সদানবে ! ।

ভৈরবানাঞ্চ ত্বপ্যর্থং পবিত্রা ভব সর্বদা ॥ ৩

ও ব্রাহ্মণ্যৈ নমঃ স্বাহা ।

ভবং ভবেৎ । পুষ্পং কুমার্যৈ যদ্ দত্তং তদেক-সদৃশং কলম্ । কুমারী ভোজিতা যেন
ত্রৈলোক্যং তেন ভোজিতম্ । ১৪

অনন্তর যদিও দূতীয়াগাঙ্ক কুলপূজা, শক্তিশোধন ও কুলপুরস্চরণ ও বীরভাবের
পূজা পঞ্চমাত্মমীরই সাধ্য ও কর্তব্য বলিয়া এখন সেই পঞ্চমাত্মমী লুপ্তপ্রায় বলিয়া
এইগুলির প্রয়োজনীয়তা নাই, তথাপি তাঁহাদের বিনোদের জন্য এখন এইগুলি
নিরূপিত হইতেছে । ১৫

অনন্তর দূতীয়াগ কথিত হইতেছে । সেই দূতীয়াগে প্রথমে বিজয়া স্বীকার
(পান—গ্রহণ) কথিত হইতেছে । বিজয়াকল্পে বলিয়াছেন—

সম্বিদা (বিজয়া) ও আসবের মধ্যে সম্বিদাই গরীয়সী । এই জন্য এই দূতীয়াগে
পূজার আদিতে সাধকশ্রেষ্ঠ কর্তৃক সম্বিং-প্রয়োগ কর্তব্য । তাহার পর সম্বির সাধক-
শ্রেষ্ঠ কর্তৃক মহাপূজা কর্তব্য । ১

সেই সম্বিদা শুক্ল, রক্ত, পীত ও কৃষ্ণ পুষ্প ভেদে চারি প্রকার—ব্রাহ্মণী, ক্ষত্রিয়া,
বৈশ্যা ও শূদ্রা । তাহাদের যথাক্রমে তত্ত্ব কথিত হইতেছে । মূলোক্ত মন্ত্র পড়িয়া যথা-
ক্রমে ব্রাহ্মণী প্রভৃতি বিজয়ার শোধন করিবে । ব্রাহ্মণীবিজয়ার শুদ্ধিমন্ত্রের অর্থ (২)—

হে সম্বিদে । ব্রহ্মসন্তুতে । হে ব্রহ্মপুত্রি । হে সদা নিম্পাপে । ভৈরবগণের
ত্বপির জন্য তুমি সর্বদা পবিত্রা হও । ৩

ওঁ সিদ্ধিমূল-করে দেবি ! মূলধার-প্রবোধিনি ! ।

রাজপুত্রি-বশকরি ! শত্রুর্কণ্ঠ-ত্রিশূলিনি ॥ ৪

ওঁ কত্রিয়ায়ৈ নমঃ স্বাহা ॥

ওঁ অজ্ঞানেক্কন দীপ্ত্যাগ্নি-জ্ঞানাগ্নি-জ্বালরূপিণি ! ।

আনন্দাস্তাহতিং মহা সম্যক্ জ্ঞানং প্রযচ্ছ মে ॥ ৫

হ্রী বৈশ্যায়ৈ নমঃ স্বাহা ।

ওঁ নমস্তামি নমস্তামি যোগমার্গ-প্রদায়িনি ! ।

ত্রৈলোক্য-বিজয়ে ! মাতঃ ! সমাধি-ফলদা ভব ॥ ৬

শ্রী শূদ্রায়ৈ নমঃ স্বাহা । ইত্যেতৈঃ প্রত্যেক-জ্ঞানে প্রত্যেকং শোধয়েৎ । ইতি ।

সর্বাঙ্গাং শোধনং ওঁ অমৃতে ! অমৃতোদ্ভবে অমৃতবর্ষিণি অমৃতমাকর্ষণাকর্ষণ
সিদ্ধিং দেহি অমুকং মে বশমানয় স্বাহেতি মন্ত্রেণ । প্রত্যেকাজ্ঞানে
ত্বনেনৈব । ততস্তদুপরি মূলমন্ত্রং সপ্তধা জপ্ত্বাবাহনাদি-ধেনু-ঘোনিমূঢ়াঃ
প্রদর্শ্য দিগ্বন্ধন-ছোটিকা-তালত্রয়-দিব্যদৃষ্টি-পার্ষিণ্যধাতৈর্বিঘ্নান্নিরস্য মূলমন্ত্রেণ

কত্রিয়া বিজয়ার শুদ্ধিমন্ত্রের অর্থ হইতেছে—হে সিদ্ধিমূলকারিণি ! হে দেবি !
হে মূলধার প্রবোধিনি ! হে রাজপুত্র-বশকরি ! হে শত্রু কণ্ঠের ত্রিশূলিনি ! তুমি
পবিত্রা হও । ৪

হে অজ্ঞানরূপ ইন্দ্রন-দীপ্ত অগ্নির জ্ঞানরূপ অগ্নির শিখা স্বরূপিণি ! অর্থাৎ যে
অজ্ঞানরূপ ইন্দ্রন দ্বারা দীপ্ত অগ্নি (বিবরাসক্তি) সৃষ্টি করিয়াছে, তুমি তাহাদের নিকট
জ্ঞানরূপ প্রজ্বলিত অগ্নিশিখা স্বরূপিণি ! তুমি আনন্দরূপ আত্মের আহুতি স্বীকার
(গ্রহণ) করিয়া আমাকে সম্যক্ জ্ঞান প্রদান করে । তুমি আমার জ্ঞানরূপ অগ্নি
প্রজ্বলিত করিয়া সেই অগ্নিতে আনন্দাহুতি প্রদান কর । ৫

তাহার পর হে যোগমার্গ প্রদর্শিকে ! তোমাকে নমস্কার করিতেছি । হে ত্রৈলোক্য-
বিজয়ে ! হে মাতঃ ! তুমি আমার প্রতি সমাধি ফল-প্রদা হও । ৬

ব্রাহ্মণী, কত্রিয়া, বৈশ্য ও শূদ্রা বিজয়ার প্রত্যেকের জ্ঞান থাকিলে মূলোক্ত
প্রত্যেক মন্ত্রের দ্বারা পৃথক্ পৃথক্ শোধন করিবেন । ওঁ অমৃতে ! অমৃতোদ্ভবে !
তুমি অমৃত আকর্ষণ কর, অমৃতবর্ষিণি । অমৃত আকর্ষণ কর, সিদ্ধি প্রদান কর ।
আমার অমুককে বশ কর । ইত্যাদি অর্থ স্মরণপূর্বক মূলোক্ত মন্ত্রে সকলের শোধন
করিবে । প্রত্যেকের পৃথক্ জ্ঞান না থাকিলে এই মূলোক্ত মন্ত্রেই বিজয়া শোধন
করিবে । অনন্তর সেই বিজয়ার উপর সাত বার মূল মন্ত্র জপ করিয়া আবাহনাদি

ব্রহ্মরন্ধ্রে তয়া গুরুং সপ্তধা সন্ধেতমুদ্রয়া সন্তুৰ্প্য মূলান্তে অমুক দেবতাং
তৰ্পয়ামি স্বাহেতি ত্রিধা সন্তুৰ্প্য ঐ বদবদ বাগ্বাদিনি মম জিহ্বাগ্রে স্থিরীভব
সর্বসত্ত্ব-বশংকরি ! স্বাহেতি সন্ধেতমুদ্রয়া তত্ত্বমুদ্রয়া বা তাং স্বীকুৰ্য্যাৎ । ৭

অথ যজ্ঞনপ্রকারঃ

রাত্রৌ প্রহরে গতে তাম্বুল-পূর্ণ-মুখঃ সন্ রক্তচন্দন-লিপ্তাক্ষৌ রক্তমালা-
রক্ত-বসনবান্ কুলনায়িকামানীয় উদ্বৰ্জনাদিকাং বিধায় পুষ্পাদি-ভূষিত-বিচিত্র-
তুলিকোপযুক্তপবেশয়েৎ । ৮

মুদ্রা এবং ধেনু ও যোনি মুদ্রা দেখাইয়া তিনবার হস্ততলে তালি দিয়া ছোটিকা দ্বারা
দশ দিক্ বন্ধন করিয়া দিব্য দৃষ্টি, পার্শ্বিক (গোড়ালির) আঘাত দ্বারা সকল বিষ
নিবারণ করিয়া মূলমন্ত্রে সেই সন্ধেত মুদ্রা দ্বারা ব্রহ্মরন্ধ্রে সাত বার তৰ্পণ করিয়া
মূলমন্ত্রের অন্তে অমুক দেবতাং তৰ্পয়ামি স্বাহা এই মন্ত্রে তিনবার ইষ্ট দেবতার তৰ্পণ
করিয়া ঐ বদ বদ বাগ্বাদিনি ! মম জিহ্বাগ্রে স্থিরীভব সর্বসত্ত্ব-বশংকরি । স্বাহা—
এই মন্ত্রে সন্ধেত মুদ্রায় বা তত্ত্বমুদ্রায় বিজয়াকে স্বীকার (পান) করিবেন । ৭

টিপ্পনী । এই পদ্ধতির মূল প্রমাণ হইতেছে—ঐ অমৃতে অমৃতোদ্ভবে অমৃতবর্ষিণি
পদং ততঃ । অমৃতমাকর্ষয়দন্তঃ সিদ্ধিং দেহি ততঃ পরম্ । অমুকং মে ততো জ্ঞানাদ্
বশমানয় তৎপরম্ । দ্বিষ্ঠান্তোহয়ং মনুঃ প্রোক্তঃ সর্বাসামিহ শোধনে । উত্তরতন্ত্রে
বলিয়াছেন—মূলমন্ত্রং সপ্তবারং তম্শোপরি নিযোজয়েৎ । আবাহনাদি-মুদ্রাক্ষ ধেনুং
ধোনিং ততঃ পরম্ । দিগ্‌বন্ধনং ছোটিকাভিস্তালত্রয়-পূঃসরম্ । দিব্য-দৃষ্ঠ্যা
পার্কিষাঠৈঃ সর্বান্ বিদ্বান্ নিরশ্য চ । সপ্তধা তৰ্পয়েদ্ ব্রহ্মরন্ধ্রে মূলং জপন্ মনুঃ ।
গুরুং পদ্মে সহস্রারে তথা সন্ধেত-মুদ্রয়া । ত্রিবারং তৰ্পয়েদ্ ভক্তা সাধকঃ সিদ্ধিহেতবে ।
পানমন্ত্রের প্রমাণ হইতেছে—ঐ বদ বদ পদং জ্ঞানাদ্ বাগ্বাদিনি পদং ততঃ । মম
জিহ্বাগ্রে স্থিরীতি ভব সর্বপদং ততঃ । সত্ত্ববশংকরি । স্বাহা মন্ত্রেণ জুহরান্ মুখে । ৭

অনন্তর যজ্ঞন প্রকার কথিত হইতেছে । রাত্রিতে এক প্রহর গত হইলে মুখে
তাম্বুল পূর্ণ করিয়া অঙ্গে রক্তচন্দন লেপন করিয়া রক্ত মালা ধারণ ও রক্তবস্ত্র পরিধান
করিয়া কুলনায়িকাকে আনয়ন করিয়া তাহার উদ্বৰ্জনাদি করিয়া পুষ্পাদি ভূষিত
বিচিত্র সিংহাসনস্থ তুলিকার উপরে বসাইবেন । ৮

টিপ্পনী । এইরূপ অনুষ্ঠানের প্রমাণ উত্তরতন্ত্রে উক্ত হইয়াছে । তদানীন্তন কুলং
সম্যগুদ্বৰ্জনমনন্তরম্ । স্নাতং শুদ্ধ-দ্রুলাদি-গন্ধ-লেপন-শোভিতম্ । অলঙ্কৃতং গত-শ্রান্তিং
স্নাগতং চাসনং তথা । নিবেশ্য তুলিকা-মধ্যে নানা-পুষ্প-সুগন্ধিনা । চন্দনাগুরু-কপূর-
কদুরী-কুঙ্গুমাदिभिঃ । সমাকীর্ণে নিবেশ্যথ পূজয়েৎ কুলনায়িকাম্ । ৮

উত্তরতন্ত্রে—নটী কাপালিকী বেশ্যা পুরুষী নাপিতাঙ্গনা ।

রজকী রঞ্জকী চৈব সৈরিক্তী চ সুবাসিনী ॥ ৯

ঝটিকা ঘটিকা চৈব তথা গোপাল-কন্যকা ।

বিশেষ-বৈদক্ষ্য-যুতাঃ সৰ্বা এব কুলাঙ্গনাঃ ॥ ১০

গুরু-ভক্তা দেব-ভক্তা ঘৃণা-লজ্জা-বিবর্জিতাঃ ।

সংগোপন-রতাঃ প্রায়স্তরুণ্যঃ সৰ্বসিদ্ধিদাঃ ॥ ১১

কুমারীতন্ত্রে—নটী কাপালিকী বেশ্যা রজকী নাপিতাঙ্গনা ।

ব্রাহ্মণী শূদ্রকন্যা চ তথা গোপাল-কন্যকা ।

মালাকারস্থ কন্যা চ নব কন্যাঃ প্রকীৰ্ত্তিতাঃ ॥ ১২

ব্রাহ্মণী ব্রাহ্মণ-বিষয়ে । তথা—ব্যঙ্গাঙ্গীঃ বিকৃতাঙ্গীঃ বা সবিকল্পক-মানসীম্ ।

বর্ষীয়সীঃ পাপরতাং হুঁকারীমর্থলোলুপাম্ ।

অভক্ত-মানসাং দীনাং বর্জয়েৎ সাধকোত্তমঃ ॥ ১৩

অর্থাদ্ বা কামতো বাপি সৌখ্যাদপি চ যো নরঃ ।

লিঙ্গ-যোনিরতো মন্ত্রী রৌরবং নরকং ব্রজেৎ ॥ ১৪

ততো ভূতশুদ্ধাদিকং বিধায় কুলনায়িকাস্থে করাস্ত্যাস-মাতৃকাত্যাসা-
দিকং কৃত্বা মকার-পঞ্চকং শোধয়েৎ । তত্রাদৌ মদিরা-শোধনম্ ॥ ১৫

উত্তরতন্ত্রে বলিয়াছেন—নটী, কাপালিকী, বেশ্যা, পুরুষী (চাণালী), নাপিত-স্ত্রী, রজকী, রঞ্জকী, সৈরিক্তী, সুবাসিনী, ঝটিকা, ঘটিকা ও গোপাল কন্যা—এই সকল বিশেষ বৈদক্ষ্য (রসিকতা) বৃক্ত হইলে কুলনায়িকা হইয়া থাকে ৯-১০

গুরুভক্তা, দেবভক্তা, ঘৃণা ও লজ্জাবহিতা, সংগোপনে রমণশীলা তরুণীগণ প্রায়ই সৰ্বসিদ্ধিপ্রদা হইয়া থাকে । ১১

কুমারীতন্ত্রে বলিয়াছেন—নটী, কাপালিকী, বেশ্যা, রজকী, নাপিত-স্ত্রী, ব্রাহ্মণী, শূদ্রকন্যা, সেইরূপ গোপালকন্যা ও মালাকারের কন্যা—এই নয় কন্যা কুলনায়িকা বলিয়া কীৰ্ত্তিতা হইয়াছেন । ১২

ব্রাহ্মণী ব্রাহ্মণ বিষয়ে কুলনায়িকা হইবেন । সেইরূপ আরও উক্ত হইয়াছে—
বিকলাঙ্গী, বিকৃতাঙ্গী, সন্দিক-চিত্তা, বৃদ্ধা, পাপ-নিরতা, হুঁকার-কারিণী, অর্থ-
লোপুণা, অভক্তিচিত্তা ও দীনা কামিনীকে সাধকশ্রেষ্ঠ এই কার্যে বর্জন করিবেন । ১৩

যে মন্ত্রজ সাধক অর্থবলে, কামবশে বা সুখলোভে লিঙ্গ যোনি ব্যাপারে রত হয়, সে রৌরব নরকে গমন করে । ১৪

তাহার পর ভূতশুদ্ধি প্রভৃতি করিয়া কুলনায়িকার অঙ্গে করাস্ত্যাস ও মাতৃকা

মতেষু মুখ্যানুকুলেষু । মাংস-মূত্রা-প্রক্রিয়া ত্রেণ বক্ষ্যতে । ২১

অথ শক্তিশোধনম্

ভাবচূড়ামণৌ—অদীক্ষিত-কুলাসঙ্গাং সিদ্ধিহানিঃ প্রজায়তে ।

তৎকথা-শ্রবণক্ষেণ শ্রুতং তৎ-তল্ল-গমনং যদি ॥ ২২

স কুলীনঃ কথং দেবি ! পূজয়েৎ পরমেশ্বরীম্ ।

অভিষেকাদ্ ভবেচ্ছুদ্বিমন্ত্রশ্রোচার-বিন্দুভিঃ ॥ ২৩

অভিষেকস্ত—ঐ ক্লীং সৌঃ ত্রিপুরায়ৈ নমঃ ইমাং শক্তিং পবিত্রীকুরু মমঃ
সিদ্ধিং কুরু স্বাহেতি মন্ত্রেণ । ততস্ত্রুতাঃ কর্ণে মায়াবীজমষ্টোত্তর-শতং
জপেৎ । ইতি শক্তিশোধনম্ । ২৪

ততঃ শোধনদ্রব্যমর্ঘ্যে সংযোজ্যার্ঘ্যস্থাপনং কৃত্বা পর্য্যঙ্ক-মধ্যে পীঠং
পূজয়েৎ । যথা—ওঁ মণ্ডুকাय নমঃ । এবং কালাগ্নিরুদ্রাধারশক্তি-কূর্ম-বরাহ-
পৃথিব্যানন্দকন্দ-সম্বিন্নাল-কেশর-পদ্মকণিকা-মণ্ডল-ধর্ম-বৈরাগ্যেশ্বর্যা-জ্ঞানা-
জ্ঞানানৈশ্বর্য্যাবৈরাগ্যাধর্ম-জ্ঞান-বিদ্যাত্মনঃ সংপূজ্য তদুপরি-কুলরূপ-পীঠং
সংস্থাপ্য তত্র পঞ্চ কামান্ পূজয়েৎ । ওঁ হ্রীং কামরাজায় নমঃ । ওঁ ক্লীং

মতেষু কথার অর্থ—মুখ্য ও অনুকূল মত সমূহে । মাংস ও মূত্রার প্রক্রিয়া অগ্রে
কথিত হইবে । ২১

অনন্তর শক্তির শোধন কথিত হইতেছে । ভাবচূড়ামণি ভল্ল এই বলিয়াছেন—

অদীক্ষিত কুলনারিকার সংসর্গে সিদ্ধিহানি জন্মে । যদি তাহার কথা শ্রবণ
করে এবং তাহার শস্যায় গমন করে, তবে হে দেবি ! সেই কুলীন কিরূপে পরমেশ্বরীকে
পূজা করিবে ? অর্থাৎ সে পূজা করিতে পারে না । অভিষেকের দ্বারা এবং মন্ত্রের
উচ্চারণ পূর্বক জল বিন্দুর দ্বারা শুদ্ধি হইবে । ২২-২৩

ঐ ক্লীং সৌঃ ইত্যাদি মূলোক্ত মন্ত্রে অভিষেক হইবে । তাহার পর সেই শক্তির
কর্ণে মায়াবীজ ১০৮ বার জপ করিবে । ইহা শক্তি শোধন । ২৪

তাহার পর শোধিত সূত্রা দ্রব্য অর্ঘ্যপাত্রে নিক্ষেপ করিয়া অর্ঘ্যস্থাপন করিয়া
পর্য্যঙ্কমধ্যে পীঠ পূজা করিবে । যেমন—ওঁ মণ্ডুকায় নমঃ । এইরূপ কালাগ্নিরুদ্র,
আধারশক্তি, কূর্ম, বরাহ, পৃথিবী, আনন্দকন্দ, সম্বিন্নাল, কেশর, পদ্ম, কণিকা, মণ্ডল,
ধর্ম, বৈরাগ্য, ঐশ্বর্য্য, জ্ঞান, অজ্ঞান, অনৈশ্বর্য্য, অবৈরাগ্য, অধর্ম, জ্ঞানাত্মা, বিদ্যাত্মা ও
আচার পূজা করিয়া তাহার উপরে কুলরূপ পীঠকে স্থাপন করিয়া সেই কুলরূপ

কন্দর্পায় নমঃ । ওঁ ঐ মন্থথায় নমঃ । ওঁ ব্লু মকরধ্বজায় নমঃ । ওঁ জ্রী
মনোভবায় নমঃ । চতুর্দিক্ষু বটুকং ভৈরবং হুর্গাং ক্ষেত্রপালং পূজয়েৎ । ২৫

ততঃ ঐ ক্রী জ্রী ক্রী ব্লু আধারশক্তি-শ্রীপাত্ৰকাং পূজয়ামীতি তস্তা
ললাটে সিদ্ধুরাদিনা ত্রিকোণং লিখেৎ । অত্র হেঁসোঁ মহাপ্রেতপদ্মাসনায়
নম ইত্যভ্যচ্য বালাং কামেশ্বরীঞ্চ তত্রৈব সংপূজ্য, স্তনয়োঃ—বসন্তঃ মদনঃ,
মুখে—সুধাকরং, মৌলৌ—গণেশং, কেশাগ্রে—কুলাধ্যক্ষং, ললাটে—হুর্গাং,
ভ্রুবোর্লক্ষ্মীং, জিহ্বায়াং—সরস্বতীং সংপূজ্য দক্ষপাদাদি-মূর্ত্তাস্তং ষোড়শ
কামকলাঃ পূজয়েৎ । ২৬

যথা—অঁ শ্রদ্ধায়ৈ নমঃ । আঁ শ্রীতৈ, ইঁ রতৈ, ঈঁ ভূতৈ, উঁ কাঁতৈ,
উঁ মনোভবায়ৈ, ঋঁ মনোহরায়ৈ, ঋঁ মনোরমায়ৈ, ৯ঁ মদনায়ৈ, ৯ঁ
উৎপাদিতৈ, এঁ মোহিতৈ, ঐঁ দীপিতৈ, ওঁ শোধিতৈ, ওঁ বশিকর্যো, অঁ
রঞ্জিতৈ, অঃ প্রিয়দর্শনায়ৈ । ২৭

ততঃ মূর্ত্তাদি-বামপাদাস্তং চন্দ্রশ্চ ষোড়শকলাঃ পূজয়েৎ । যথা অঁ
পূষায়ৈ নমঃ, আং বসায়ৈ, ইঁ সূমনায়ৈ, ঈঁ রতৈ, উঁ শ্রীতৈ, উঁ ধূতৈ,
ঋঁ শুভৈ, ঋঁ সোম্যায়ৈ, ৯ঁ মরীচৈ, ৯ঁ অংসুমালিতৈ, এঁ অঙ্গিরায়ৈ, ঐঁ
বশিতৈ, ওঁ ছায়ায়ৈ, ওঁ সম্পূর্ণমণ্ডলায়ৈ, অঁ ভূষ্টৈ, অঃ অমৃতায়ৈ । নমঃ
সর্বত্র । অঙ্গিরাস্থানে মদিরেতি বা পাঠঃ । ২৮

পীঠে ওঁ হ্রীং কামরাজায় নমঃ, ওঁ ক্রীং কন্দর্পায় নমঃ, ওঁ ঐং মন্থথায় নমঃ, ওঁ ব্লু
মকরধ্বজায় নমঃ, ওঁ জ্রীং মনোভবায় নমঃ এই মূলোক্ত মন্ত্রে পঞ্চ কামের পূজা
করিবেন । তাহার পর তাহার চারিদিকে বটুক, ভৈরব, হুর্গা ও ক্ষেত্রপালকে পূজা
করিবেন । ২৫

তাহার পর ঐং ক্রীং জ্রীং ইত্যাদি মূলোক্ত মন্ত্রে তাহার ললাটে সিদ্ধুর প্রভৃতির
দ্বারা ত্রিকোণ লিখিবেন । সেই ত্রিকোণে হেঁসোঁ মহাপ্রেত-পদ্মাসনায় নমঃ এই মন্ত্রে
মহাপ্রেতাসনকে পূজা করিরা তাহার পর বালা ও কামেশ্বরীকে সেইখানে পূজা
করিরা স্তনদ্বয়ে বসন্ত ও মদনকে, মুখে সুধাকরকে, মস্তকে গণেশকে, কেশাগ্রে
কুলাধ্যক্ষকে, ললাটে হুর্গাকে, ভ্রুবরের মধ্যে লক্ষ্মীকে ও জিহ্বার সরস্বতীকে পূজা
করিরা দক্ষপাদ হইতে মস্তক পর্যন্ত মূলোক্ত ওঁ অং শ্রদ্ধায়ৈ নমঃ ইত্যাদি মূলোক্ত
মন্ত্রটি মন্ত্রে ষোড়শ কামকলার পূজা করিবেন । ২৬-২৭

তাহার পর মন্তুকাদি হইতে বামপাদের শেষ পর্যন্ত ওঁ পূষায়ৈ নমঃ ইত্যাদি মন্ত্রে

ললিতাতন্ত্রে— ভগে ভদীয়ে বিজ্ঞেয়া নাড্যস্তিত্রঃ প্রবাহিকাঃ ।

এক। তু বাহিকা চান্দ্রী সৌরী চান্দ্রা তু বাহিকা ।

আগ্নেয়ী চাপরা জ্ঞেয়া পূজয়েৎ তাস্ত সাধকঃ ॥ ২৯

অনু অবতি চান্দ্রী সা পুষ্পং অবতি ভানবী ।

বীজং অবতি চাগ্নেয়ী তাস্ত নামভিরচয়েৎ ।

বাগ্ভবান্ঠৈনমোযুক্তৈঃ পূজয়েৎ সুপ্রসন্নধীঃ ॥ ৩০

তেন—ঐ চান্দ্র্য নমঃ । এবং ঐ সৌর্য্য, ঐ আগ্নেয়্যে । উত্তরতন্ত্রে—

পূজয়েন্ মদনাগারে রক্ত-চন্দন-চর্চিতৈ ।

ভগমালামনুং প্রোচ্য ত্রিতারানন্তরং তথা ॥ ৩১

তেন ঐ হ্রীং শ্রীং ঐ জং ব্লুং ক্লিন্নে সর্বাণি ভগানি বশমানয় শ্রীং ক্লী
ব্লুং ভগমালিন্যৈ নমঃ ঐ হ্রীং শ্রীং ইতি মন্ত্রেণ গন্ধান্ঠৈস্তামচয়েৎ ।
ততস্তত্রৈব মূলদেবতাং ষোড়শোপচারৈঃ কুণ্ডগোলোদ্ভবৈশ্চ পূজয়েৎ ॥ ৩২

চন্দ্রের ষোড়শ কলার পূজা করিবেন । বসায়ৈ ইত্যাদি নামের শেষে সর্বত্র নমঃ পদ
দিবেন । অগ্নিরাহানে মদিরা এইরূপ পাঠ কোন কোন পুস্তকে আছে । ২৮

ললিতাতন্ত্রে বলিয়াছেন—সেই শক্তির ভগ্নে তিনটি প্রবাহিকা নাড়ী আছে জানিবে ।
একটি প্রবাহিকা নাড়ী হইতেছে চান্দ্রী, অন্য প্রবাহিকা নাড়ী হইতেছে সৌরী । অত্র
প্রবাহিকা নাড়ী হইতেছে আগ্নেয়ী । সাধক সেই নাড়ীগুলিকে পূজা করিবে । ২৯

সেই চান্দ্রী নাড়ী জল করণ করে । ভানবী (সৌরী) নাড়ী পুষ্প করণ করে ।
আগ্নেয়ী নাড়ী বীজ করণ করে । তাঁহাদিগকে নামের সহিত অর্থাৎ নামযোগে পূজা
করিবে । সুপ্রসন্ন চিত্ত সাধক বাগ্ভবাদ ও নমোযুক্ত অর্থাৎ প্রথমে বাগ্ভবীজ (ঐং),
অন্তে নমঃ যুক্ত মন্ত্রের দ্বারা তাঁহাদিগকে পূজা করিবেন । ৩০

তাহাতে মন্ত্রগুলি হইবে—ঐ ঐং চান্দ্র্য নমঃ, এইরূপ ঐ ঐং সৌর্য্য নমঃ, ঐ ঐং
আগ্নেয়্যে নমঃ । উত্তরতন্ত্রে বলিয়াছেন—

রক্তচন্দন চর্চিত মদনাগারে ভগমালা মন্ত্র উচ্চারণ করিয়া অনন্তর ত্রিতারা (ঐং
শ্রীং শ্রীং) বলিয়া পূজা করিবে । ৩১

তাহাতে ভগমালার মন্ত্র হইবে—ঐং হ্রীং শ্রীং ঐং জং ব্লুং ক্লিন্নে সর্বাণি ভগানি
বশমানয় শ্রীং ক্লীং ব্লুং ভগমালিন্যৈ নমঃ ঐং হ্রীং শ্রীং । এই মন্ত্রে গন্ধাদি দ্বারা
সেই কুলনারিকাকে পূজা করিবে । তাহার পর সেই কুলনারিকাতে ষোড়শ উপচার
ও কুণ্ডগোলোদ্ভব তন্ত্রের দ্বারা মূলদেবতাকে পূজা করিবে । ৩২

তদ্বাস্তরে— ইহাপাবাহনং নাস্তি জীবন্ত্যাসো মহেশ্বরী ! ।

তথৈবঞ্চ বিধানেন তাং ষোড়শোপচারকৈঃ ।

ইষ্টদেবীং প্রপূজ্যথ সর্বসিদ্ধীশ্বরো ভবেৎ ॥ ৩৩

ততঃ স্বলিঙ্গং পূজয়েৎ । যথা—পূজয়েদ্ গন্ধপুষ্পাচ্ছৈঃ স্বশিবং তদনন্তরম্ । ৩৪:

তত্র মন্ত্রঃ । আদৌ তত্তদেবতায়াঃ স্বেপাসিতমন্ত্রমুচ্চার্য্য ওঁ নমঃ শিবায় ইতি । তৎপরং তৎপুরুষাধোর-সন্তোজাত-মন্ত্ৰা ইত্যয়ং সমুদায়ঃ । শ্রীবিদ্যাস্ত—আদৌ প্রণবস্ততো মায়া ততঃ সুন্দরীয়াঃ স্বেপাসিত-ত্রিকূটং ততো নমঃ শিবায়েতি দশাক্ষরঃ । ততস্তত্র ওঁ শান্ত্যৈ নমঃ এবং শান্ত্যতীতায়ৈ সমগ্রবিদ্যামুচ্চার্য্য ত্রিকোণায় নমঃ । এবং অবধূতেশ্বরীং কুজাং কামাখ্যাং সময়ং চক্রেস্বরীং কালিকাং দিক্কর-বাসিনীং মহাচণ্ডেশ্বরীং তারাং পূজয়েৎ । ৩৫

তন্ত্বে— তদগুজাং ততো লক্শ্মী দস্তা তান্ব লমেব চ ।

শিবঞ্চ তত্র নিক্ষিপ্য গজতুণ্ডাখ্য-মুদ্রয়া ॥ ৩৬

তদ্বাস্তরে বলিয়াছেন—হে মহেশ্বরী ! এই পূজাতে আবাহন নাই, সেইরূপ জীবন্ত্যাস নাই । এই প্রকার বিধানে ষোড়শোপচারে তাঁহাকে পূজা করিবে ॥ ইষ্টদেবীকে পূজা করিয়া অনন্তর সর্বসিদ্ধির অধিপতি হইবে । ৩৩

তাহার পর স্বলিঙ্গকে পূজা করিবে । যেমন তন্ত্বে বলিয়াছেন—তাহার পর গন্ধ পুষ্পাদি উপচারের দ্বারা নিজ শিবকে পূজা করিবে । ৩৪

সেই শিব পূজার মন্ত্র হইতেছে—প্রথমে সেই সেই দেবতার নিজের উপাসিত মন্ত্র উচ্চারণ করিয়া ওঁ নমঃ শিবায় এই বলিয়া তাহার পর তৎপুরুষ, অধোর ও সন্তোজাত মন্ত্র—এই সমুদায়ই মন্ত্র । শ্রীবিদ্যার কিন্তু বিশেষ হইতেছে—প্রথমে প্রণব, তাহার পর মায়া তাহার পর সুন্দরীর নিজের উপাসিত ত্রিকূট মন্ত্র, তাহার পর নমঃ শিবায় এই দশাক্ষর মন্ত্র । তাহার পর সেই কুলনারিকার অঙ্গে ওঁ নিবৃত্ত্যৈ নমঃ, ওঁ প্রতিষ্ঠায়ৈ নমঃ, ওঁ বিদ্যায়ৈ নমঃ, ওঁ শান্ত্যৈ নমঃ, ওঁ শান্ত্যতীতায়ৈ নমঃ—এইরূপ মন্ত্রে নিবৃত্তি প্রভৃতি কলার পূজা করিয়া অনন্তর সমগ্র বিদ্যা উচ্চারণ করিয়া ওঁ ত্রিকোণায় নমঃ মন্ত্রে ত্রিকোণের পূজা করিবে । এইরূপ অবধূতেশ্বরী, কুজা, কামাখ্যা, সময়, চক্রেস্বরী, কালিকা, দিক্করবাসিনী, মহাচণ্ডেশ্বরী ও তারাকে পূজা করিবেন । ৩৫

তন্ত্বে বলিয়াছেন—তাহার পর সেই কুলনারিকার অনুজ্ঞা লইয়া তাঁহাকে তান্বল দিয়া গজতুণ্ড নামক মুদ্রার মূলোক্ত ধর্মাদ্বৈত-হবিদীপ্তে ইত্যাদি মন্ত্র পড়িতে পড়িতে সেই কুলনারিকার যোনিতে নিজের শিবকে (লিঙ্গকে) নিক্ষেপ করিবে । ৩৬

ও ধর্মাধর্ম-হবির্দীপ্ত আত্মাগ্নৌ মনসা স্রুচা ।

সুযুগ্মা বত্স'না নিত্যমক্ষবৃন্তি জুহোম্যাহম্ ॥ ৩৭

স্বাহাস্তোহয়ং মহামন্ত্রঃ আরন্তে পরিকীৰ্ত্তিতঃ ।

ততো জপেং স্ত্রিয়ং গচ্ছন্ বিদ্যাং ত্রিভুবনেশ্বরীম্ ॥ ৩৮

জপেদিত্তি । অষ্টোত্তর-সহস্রং শতং বা অক্ষুক্রো জপেং । ৩৯

ও প্রকাশাকাশহস্তাভ্যামবলম্বোন্মানী স্রুচা ।

ধর্মাধর্ম-ফল-স্নেহ-পূর্ণমগ্নৌ জুহোম্যাহম্ ।

স্বাহাস্তোহয়ং মহামন্ত্রঃ শুক্রত্যাগে প্রকীৰ্ত্তিতঃ ॥ ৪০

বিশেষস্ত জ্ঞানার্গবে—শিব-শক্তি সমাযোগো যোগ এব ন সংশয়ঃ ।

শীৎকারো মন্ত্রজাপশ্চ বচনং স্তবনং ভবেৎ ॥ ৪১

আলিঙ্গনস্ত কস্তুরী কপূ'রং চুষ্মনং ভবেৎ ।

নখ-দংষ্ট্র-কৃতাদীনি পুষ্পানি বিবিধানি চ ।

মথনং তর্পণং বিদ্ধি বীজপাতো বিসর্জনম্ ॥ ৪২

কূলার্গবে— আলিঙ্গনং চুষ্মনঞ্চ স্তনয়োর্মর্দনং ততঃ ।

ধর্মাধর্ম ইত্যাদি মন্ত্রের অর্থ হইতেছে—ধর্ম ও অধর্মরূপ হবিঃ দ্বারা দীপ্ত অগ্নিতে মনোরূপ স্রুচ্ দ্বারা সুযুগ্মপথে আমি নিত্য ইন্দ্রিয় বৃন্তিগুলিকে হোম করি । ৩৭

এই স্বাহাস্ত মন্ত্রটি অর্থাৎ ধর্মাধর্ম ইত্যাদি অক্ষবৃন্তীজু'হোম্যাহং স্বাহা এই স্বাহাস্ত মহামন্ত্রটি লিঙ্গ প্রবেশের আরন্তে কীৰ্ত্তিত হইয়াছে । তাহার পর সেই কুলনারিকা স্ত্রীতে উপগত হইয়া ত্রিভুবনেশ্বরী বিদ্যাকে জপ করিবে । ৩৮

জপেং কথার অর্থ—লিঙ্গ প্রবেশ করাইয়া ক্ষুদ্র না হইয়া ১০০৮ এক হাজার আট বা ১০৮ এক শত আট বার মন্ত্র জপ করিবেন । ৩৯

প্রকাশ ও আকাশরূপ হস্তের দ্বারা অবলম্বিত (ধৃত) উন্মনী স্রুকের দ্বারা ধর্ম ও অধর্মের ফলরূপ স্নেহপূর্ণ অগ্নিতে আমি ইন্দ্রিয়বৃন্তিগুলি আহতি দিতেছি । স্বাহাস্ত প্রকাশাকাশ-হস্তাভ্যাম্ ইত্যাদি মহামন্ত্রটি শুক্রত্যাগে কীৰ্ত্তিত হইয়াছে । ৪০

জ্ঞানার্গবে বিশেষ উক্ত হইয়াছে যে—শিবশক্তির সম্যক যোগই যোগ, এ বিষয়ে কোন সন্দেহ নাই । শীতকার (শব্দ) হইতেছে মন্ত্র-জপ, বচন অর্থাৎ বাক্য স্তব । ৪১

আলিঙ্গন হইতেছে কস্তুরী, চুষ্মন কপূ'র হইবে । নখ ক্ষত ও দন্ত ক্ষতকে নানাবিধ পুষ্প ও মথনকে তর্পণ জানিবে । বীজপাত বিসর্জন হইবে । ৪২

কূলার্গবে বলিয়াছেন—(১) আলিঙ্গন (২) চুষ্মন (৩) স্তনয়ের মর্দন,

দর্শনং স্পর্শনং যোনেবিকারো লিঙ্গঘর্ষণম্ ।

প্রবেশঃ স্থাপনং শক্তেন'বপুষ্পাণি পূজনে ॥ ৪৩

যামলে— সংযোগাজ্জায়তে সৌখ্যং পরমানন্দ-লক্ষণম্ ।

কুলামৃতং প্রযত্নেন গৃহীয়াৎ ত্বর্লভং নরঃ ॥ ৪৪

তেনামৃতেন দিব্যেন সর্বে তুষ্টা ভবন্তি হি ।

যৎকামং কুরুতে মন্ত্রী তৎক্ষণাদেব সিধ্যতি ॥ ৪৫

ততস্তৎকুলামৃতমাদায় ওঁ অমৃতে ! অমৃতোদ্ভবে ! অমৃতবর্ষিণি ! শুক্রশাপং
বিমোচয় বিমোচয় অমৃতং শ্রাবয় শ্রাবয় অমৃতং কুরু কুরু স্বাহেতি মন্ত্ৰেণ
সংশোধ্যার্যো নিষ্কিপ্য তদর্ঘ্যং দত্ত্বা পূজাশেষং সমাচরেৎ । ৪৬

উত্তরতন্ত্ৰে—ধূপদীপৈশ্চ নৈবেদ্যৈব্রিবিধৈঃ কুলসাধকঃ ।

বিধায় বন্দিতাং তাক্ষ তদুচ্ছিষ্টং স্বয়ং চরেৎ ॥

ততস্তৎপীতাং সুরাং পিবেদिति কুলপূজা । ৪৭

অথ বীরাণাং পুরস্চরণম্

তত্রাদৌ দীক্ষিতাঃ পরকীয়া অষ্টশক্তিঃ ক্রমেণ সংস্থাপ্যার্য্য-পাত্রং
স্থাপয়িত্বার্ঘ্যাদকেন তা অভ্যাক্ষ্য বমিতি ধেনুমুদ্রয়ামৃতীকৃত্যাষ্টশক্তি-রূপভেদঃ

(৪) যোনি দর্শন, (৫) যোনি স্পর্শন, (৬) যোনিবিকাশ, (৭) লিঙ্গঘর্ষণ, (৮) লিঙ্গ-
প্রবেশ ও (৯) লিঙ্গ স্থাপন শক্তির পূজায় এই নয় প্রকার পুষ্প । ৪৩

যামলে বলিয়াছেন—শিব ও শক্তির সংযোগ হইতে পরমানন্দ স্বরূপ সৌখ্য জন্মে ।
সাধক এই পূজায় ত্বর্লভ কুলামৃত যত্নের সহিত গ্রহণ করিবে । ৪৪

সেই দিবা কুলামৃতের দ্বারা সকল দেবগণ তুষ্ট হইয়া থাকেন । মন্ত্ৰজ্ঞ সাধক
যাহা যাহা কামনা করেন, তৎক্ষণাই তাহা সিদ্ধ হয় । ৪৫

তাহার পর সেই কুলামৃত গ্রহণ করিয়া ওঁ অমৃতে অমৃতোদ্ভবে ইত্যাদি মূলোক্ত
মন্ত্ৰে সেই কুলামৃতকে (শুক্রকে) সংশোধন করিয়া অর্ঘ্যে নিষ্ক্রেপ করিয়া সেই অর্ঘ্য
দেবীকে প্রদান করিয়া পূজার অবশিষ্ট অনুষ্ঠান করিবেন । ৪৬

উত্তরতন্ত্ৰে বলিয়াছেন—কুলসাধক বিবিধ ধূপ, দীপ, নৈবেদ্যের দ্বারা সেই দেবীকে
পূজা করিয়া স্বয়ং তাহার উচ্ছিষ্ট ভোজন করিবে । তাহার পর তাহার পীত
সুরা পান করিবে । কুলপূজা সমাপ্ত হইল । ৪৭

অনন্তর বীর সাধকগণের পুরস্চরণ কথিত হইতেছে । এই পুরস্চরণের সময়ে
দীক্ষিতা পরকীয়া আটটি শক্তিকে ক্রমে ক্রমে স্থাপিত করিয়া অর্ঘ্যপাত্র স্থাপন করিয়া
অর্ঘ্যাদকের দ্বারা তাহাদিগকে প্রোক্ষণ করিয়া বৎ এই মন্ত্ৰে ধেনুমুদ্রা দ্বারা অমৃতীকরণ

কৃত্বা ব্রাহ্মণ্যাচ্ছ্রুশক্তিনাং সংজ্ঞাভির্নামকরণং কৃত্বা ক্রমেণাসনাদিকং দত্ত্বাৎ । ১

কুলচূড়ামণৌ—ব্রাহ্মণী ক্ষত্রিয়া বৈশ্যা শূদ্রা চ কুলভূষণা ।

বৈশ্যা নাপিত-কন্যা চ রজকী রঞ্জকী তথা ।

বিশেষ-বৈদক্ষ্য-যুতীঃ সৰ্বা এব কুলাঙ্গনাঃ ॥ ২

অষ্টকন্যা-রূপভেদং বিলোক্যামৰ্ষ-বেষ্টিতম্ ।

ব্রাহ্মণ্যাচ্ছ্রুশক্তীনাং নামভিঃ কৃত-সংজ্ঞকাঃ ॥ ৩

আসনং প্রথমং দত্ত্বা স্বাগতঞ্চ পুনঃ পুনঃ ।

অৰ্ঘ্যং পাদঞ্চ পানীয়ং মধুপৰ্ক-জলং ততঃ ॥ ৪

স্নাপয়েদ্ গন্ধপুষ্পাদি কেশসংস্কারমেব চ ।

ধূপয়িত্বা ততঃ কেশান্ কৌষেয়ঞ্চ নিবেদয়েৎ ॥ ৫

তৎ স্থানান্তরে পীঠমাস্তৌৰ্ঘ্য পাছকাব্যং দত্ত্বা তত্র সমাসীনাঃ প্রত্যেকং ভূষয়িত্বা গন্ধমাল্যাদীনি দত্ত্বাৎ । ততস্তাং তাং শক্তিং যথাক্রমেণ ব্রাহ্মণ্যাদি-
রূপাং সমাবাহ্য জীবন্তাসাদিকং কৃত্বা গন্ধ-পুষ্প-ধূপ-দীপান্ন-ব্যঞ্জনাদিকং দত্ত্বা
তাসাং সব্যকর্ণে ক্রমেণ স্তবং পঠেৎ । ৬

করিয়৷ ব্রাহ্মণী প্রভৃতি অষ্টশক্তির রূপভেদ (মূর্তিভেদ) করিয়া ব্রাহ্মণী প্রভৃতি
অষ্টশক্তির নামসমূহের দ্বারা নামকরণ করিয়া ক্রমে ক্রমে আসনাদি প্রদান করিবে । ১

কুলচূড়ামণিতে বলিয়াছেন—ব্রাহ্মণী, ক্ষত্রিয়া, বৈশ্যা, শূদ্রা, বৈশ্যা, নাপিতকন্যা,
রজকী ও রঞ্জকী—ইহারা এই কার্যে শক্তি হইবে । বিশেষ বৈদক্ষ্য (লীলাচাতুর্য)
যুক্ত হইলে সকল কুলস্ত্রীই শক্তি হইতে পারে । ২

অষ্ট কন্যার মূর্তিবিশেষকে ক্রোধযুক্ত লক্ষ্য করিয়া ব্রাহ্মণী প্রভৃতি অষ্টশক্তির
নামসমূহের দ্বারা তাঁহাদের নামকরণ করিবে । ৩

প্রথমে আসন দিয়া পুনঃ পুনঃ স্বাগত উচ্চারণ করিবে । অৰ্ঘ্য, পাদ, পানীয়,
মধুপৰ্ক, জল দিবে । তাহার পর স্নান করাইয়া গন্ধ, পুষ্প ও কেশ সংস্কার প্রদান
করিবে । তাহার পর কেশসমূহকে ধূপিত করিয়া কৌষেয় বস্ত্র নিবেদন করিবে । ৪-৫

তাহার পর স্থানান্তরে পীঠ (চৌকি) পাতিয়া দুইটি পাছকা দিয়া সেই পীঠে
উপবিষ্টা শক্তি সমূহের প্রত্যেককে ভূষিত করিয়া গন্ধ, মাল্য প্রভৃতি প্রদান করিবেন ।
তাহার পর ব্রাহ্মণী প্রভৃতি বরূপা সেই সেই শক্তিকে যথাক্রমে আবাহন করিয়া
জীবন্তাস প্রভৃতি করিয়া গন্ধ, পুষ্প, ধূপ, দীপ, অন্ন, ব্যঞ্জন প্রভৃতি দিয়া তাঁহাদের
বামকর্ণে ক্রমে ক্রমে স্তব পড়িবেন । ৬

যথা— মাতর্দেবি ! নমস্তে তু ব্রহ্মরূপ-ধরেহনঘে ! ।

কৃপয়া হর বিশ্বং মে মন্ত্রসিদ্ধিং প্রযচ্ছ মে ॥ ৭

মাহেশি ! বরদে ! দেবি ! পরমানন্দরূপিণি ! । কৃপয়েত্যাদি । ৮

কৌমারি ! সর্ববিদ্যেশে ! কুমার-ক্ৰীড়নে বরে ! । কৃপয়েত্যাদি । ৯

বিষ্ণুরূপ-ধরে ! দেবি ! বিনতাসুত-বাহিনি ! । কৃপয়েত্যাদি । ১০

বারাহি ! বরদে ! দেবি ! দংষ্ট্রোদ্ধত-বসুন্ধরে ! । কৃপয়েত্যাদি । ১১

শক্তরূপধরে ! দেবি ! শক্তাদি-স্বরপূজিতে ! । কৃপয়েত্যাদি । ১২

চামুণ্ডে ! মুণ্ডমালাস্ক-চর্চিত্তে ! বিশ্বনাশিনি ! । কৃপয়েত্যাদি । ১৩

মহালক্ষ্মি ! মহোৎসাহে ! ক্ষোভ-সন্তাপ-হারিণি ! । কৃপয়েত্যাদি । ১৪

মিতি-মাতৃময়ে ! দেবি ! মিতি-মাতৃ-বহিষ্কৃতে ! ।

একে বহুবিধে ! দেবি ! বিশ্বরূপে ! নমোহস্ত তে ॥ ১৫

এতৎ শ্লোত্রং পঠেৎ যন্তু কর্মারম্ভেষু সংযতঃ ।

বিদগ্ধাঞ্চ সমালোক্য তস্য বিশ্বং ন জায়তে ॥ ১৬

স্তবের অর্থ । যেমন—হে মাতঃ । দেবি ! তোমাকে নমস্কার । হে ব্রহ্মরূপ-ধরে ! অনঘে ! তুমি কৃপা পূর্বক আমার বিশ্বসমূহ নাশ কর আমাকে মন্ত্রসিদ্ধি প্রদান কর । ৭

হে মাহেশি ! বরদে ! দেবি ! পরমানন্দরূপিণি ! তুমি কৃপাপূর্বক ইত্যাদি । ৮

হে কৌমারি সর্ববিদ্যেশে ! হে শিশু-ক্ৰীড়াশ্রেষ্ঠে ! তুমি কৃপাপূর্বক ইত্যাদি । ৯

হে বিষ্ণুরূপধরে ! দেবি ! হে গুরুভবাহিনি ! তুমি কৃপাপূর্বক ইত্যাদি । ১০

হে বারাহি ! বরদে ! দেবি ! হে দংষ্ট্রোদ্ধত-বসুন্ধরে ! তুমি কৃপাপূর্বক ইত্যাদি । ১১

হে শক্তরূপ-ধরে ! দেবি ! হে ইন্দ্রাদি-দেব-পূজিতে ! তুমি কৃপাপূর্বক ইত্যাদি । ১২

হে চামুণ্ডে ! মুণ্ডমালারক্ত-চর্চিত্তে ! বিশ্ব-নাশিনি ! তুমি কৃপাপূর্বক ইত্যাদি । ১৩

হে মহালক্ষ্মি ! মহোৎসাহে ! ক্ষোভ-সন্তাপ-হারিণি ! তুমি কৃপাপূর্বক ইত্যাদি । ১৪

হে মিতিমাতৃময়ে ! জ্ঞান ও জ্ঞাতৃ-রূপে ! হে মিতিমাতৃ-বহিষ্কৃতে ! জ্ঞাতৃ-ভিন্নে !

অর্থাৎ তুমি জ্ঞান ও জ্ঞাত্রী না হইলেও তুমি জীবের কল্যাণের জন্য জ্ঞান ও জ্ঞাত্রীরূপে আবির্ভূতা হও । হে একে ! বহুবিধে ! (তুমি এক হইয়া বহুমূর্ত্তি-হারিণি ।)

হে দেবি ! হে বিশ্বরূপে ! তোমাকে আমার নমস্কার । ১৫

যে সাধক সংযত হইয়া বিদগ্ধা (রসিকা) শক্তিকে দেখিয়া এই শ্লোত্র পাঠ করে, তাহার কোন বিশ্ব জন্মে না । ১৬

যদি ব্রীড়া-পরা সা তু ভোজয়েৎ তদগৃহাদ্ বহিঃ ।
 স্থিতস্তাবৎ পঠেৎ স্তোত্রং যাবৎ তৃপ্তিঃ প্রজায়তে ॥ ১৭
 আচম্য মুখ-বাসাদি-তাম্বুলঞ্চ নিবেদয়েৎ ।
 ততো দদ্যাৎ পুনর্মাল্যং গন্ধ-চন্দন-পঙ্কিলম্ ।
 বিসৃজ্য দক্ষিণীকৃত্য বরং প্রার্থ্য সুখী ভবেৎ ॥ ১৮
 অন্যা যদি ন গচ্ছেৎ তু নিজকন্যা নিজানুজা ।
 অপ্রজা মাতুলানী বা মাতা বা তৎ-সপত্নিকা ॥ ১৯
 পূর্বাভাবে পরা পূজ্যা মদংশা যোষিতো মতাঃ ।
 সর্বাভাবে একতরা পূজনীয়া প্রযত্নতঃ ॥ ২০
 একা চেৎ যুবতী তত্র পূজিতা চাবলোকিতা ।
 সর্বা এব পরা দেব্যঃ পূজিতাঃ কুলভৈরব ! ॥ ২১
 আদাবস্তে চ মধ্যে চ লক্ষ-পূর্তৌ বিশেষতঃ ।
 ন পূজয়তি চেৎ কাস্তাং তদা বিঘ্নৈর্বিলিপ্যতে ॥ ২২
 পূর্বাজিত-ফলং নাস্তি কা কথা পর-জন্মনি ।
 তস্মাৎ সর্ব-প্রযত্নেন পূজয়েৎ কুল-সুন্দরীম্ ॥ ২৩

যদি সেই শক্তি ভোজনে লক্ষ্যযুক্ত হয়, তবে গৃহের বাহিরে থাকিয়া যে পর্যন্ত শক্তির তৃপ্তি জন্মে, সেই পর্যন্ত স্তোত্র পাঠ করিবে । ১৭

ভোজন শেষ হইলে আচমন করাইয়া তাহার মুখবাসের জন্ত তাম্বুল নিবেদন করিবে । তাহার পর পুনরায় গন্ধ চন্দন-পঙ্কিল মাল্য দান করিবে । তাহার পর বিসর্জন করিয়া প্রদক্ষিণ করিয়া বর প্রার্থনা করিয়া সুখী হইবে । ১৮

যদি এই শক্তিপূজার অন্ত জীগমন না করে, তবে নিজের কন্যা, নিজের কনিষ্ঠা ও জ্যেষ্ঠা ভগিনী, মাতুলানী, মাতা অথবা তাহার সপত্নীর পূজা করিবে । ১৯

পূর্বকথিত জীগণের মধ্যে পূর্বের অভাবে পরেরটি পূজ্যা । সমস্ত জ্ঞী আমার অংশ কথিত হইয়াছে । এই সকল জ্ঞীর অভাবে ইহাদের একতর জ্ঞীকে যত্নপূর্বক পূজা করিবে । ২০

হে কুলভৈরব ! এই বীর পুরস্করণে একটি যুবতী যদি পূজিতা ও অবলোকিতা হন, তবে সমস্ত শ্রেষ্ঠ দেবীগণ পূজিতা হইয়া থাকেন । ২১

এই পুরস্করণের আদিতে, অস্তে ও মধ্যে বিশেষতঃ লক্ষ অপের পূর্তিতে যদি জ্ঞীকে পূজা না করে, তবে সে বিঘ্নসমূহের দ্বারা বিলিপ্ত হয় । ২২

এই কুলসুন্দরীর পূজা না করিলে পূর্বাজিত কর্মের ফল হয় না । পরজন্মে কর্মের

তেন লক্ষ-জপাদি-করণে আদৌ মধ্যে চ কুলসুন্দরী পূজ্যতি । ততো
রাত্রৌ পঞ্চ-মকারেণ দেবীং সংপূজ্য রহস্যমালায়া কুলযুক্তো গুরুং শিরসি
দেবীং হৃদি ধ্যায়া শিবোহহমিতি ভাবয়ন্ জপং কুৰ্য্যাৎ । ২৪

মুণ্ডমালা তন্ত্বে—গতে তু প্রথমে যামে তৃতীয়-প্রহরাবধি ।

নিশায়াঞ্চ প্রজপ্তব্যং রাত্রিশেষে জপেন্ নতু ॥ ২৫

স্বতন্ত্রতন্ত্বে— রাত্রৌ মাংসাসবৈর্দেবীং পূজয়িত্বা বিধানতঃ ।

ততো নগ্নাং স্ত্রিয়ং নগ্নো রমন্ ক্লেদ-যুতোহপি বা ॥ ২৬

জপেন্নল্লক্ষং ততো দেবীং হোময়েজ্ জলদিক্রমে ।

ষোনিকুণ্ড-স্থিতে সপির্মাংস-মংস্ত-যুতং ভূশম্ ॥ ২৭

দশাংশং তর্পয়েদ্ ভবৈর্মাংসমিশ্রৈস্তু সাধকঃ ।

তর্পণস্য দশাংশেন অভিষিচ্য জগন্ময়ীম্ ॥ ২৮

দশাংশং ভোজয়েৎ সাধু সাধকং দেবতা-প্রিয়ম্ ।

ভব্যং মাংসঞ্চ মংস্তঞ্চ চর্বণস্তু প্রদাপয়েৎ ॥ ২৯

কল যে হইবে না, ইহাতে আর কথা কি ? অতএব সমস্ত প্রযত্নে কুলসুন্দরীকে পূজা
করিবে । ২৩

অতএব লক্ষ জপাদি করিলে আদিতে ও মধ্যে কুলসুন্দরীকে পূজা করিবেন ।
তাহার পর রাত্রিতে কুলযুক্ত হইয়া পঞ্চ মকারের দ্বারা দেবীকে পূজা করিয়া রহস্য-
মালা দ্বারা গুরুকে মন্ত্রকে এবং হৃদয়ে দেবীকে ধ্যান করিয়া শিবোহহং (আমি শিব)
এই ভাবনা করিতে করিতে জপ করিবেন । ২৪

মুণ্ডমালাতন্ত্বে বলিয়াছেন—রাত্রির প্রথম প্রহর গত হইলে তৃতীয় প্রহর পর্যন্ত জপ
করিবে । রাত্রিশেষে কিন্তু জপ করিবে না । ২৫

স্বতন্ত্র তন্ত্বে বলিয়াছেন—রাত্রিতে মাংস ও আসব দ্বারা যথাবিধানে দেবীকে
পূজা করিয়া তাহার পর নগ্ন হইয়া নগ্না স্ত্রীতে উপগত হইয়া ক্লেদযুক্ত হইয়াই লক্ষ মন্ত্র
জপ করিবে । তাহার পর দেবীর উদ্দেশ্যে ষোনিকুণ্ডস্থিত প্রজ্জলিত অগ্নিতে মংস্ত মাংস
যুক্ত প্রচুর সপিঃ হোম করিবে । ২৬-২৭

সাধক মাংস-মিশ্র দ্রব্যের (মদ্য) দ্বারা হোমের দশাংশ তর্পণ করিবে । তর্পণের
দশাংশ দ্বারা জগন্ময়ীকে অভিষেক করিয়া অভিষেকের দশাংশ পরিমাণ দেবতাপ্রিয়
সাধককে উত্তম ভোজন করাইবে । ভোজনে দ্রব্য (মদ্য), মাংস, মংস্ত ও চর্বণ প্রদান
করিবে । ২৮-২৯

তদন্তে ভোষয়েৎ ভক্ত্যা গুরুং স্বর্ণাদিভিঃ প্রিয়ে ! ।

এতৎ-কল্লান্মহাদেবি ! মন্ত্রঃ সিধ্যতি নিশ্চিতম্ ॥ ৩০

ইতি কুল-পুরশ্চরণম্ । যৎ তু তন্ত্বচূড়ামণৌ^১—

বিনা হেতুকমাসাচ্চ ক্লেভযুক্তো মহেশ্বরঃ ।

ন পূজা-হবনং^২ কুর্য্যান্ন ধ্যানং নাপি চিস্তনম্ ।

তস্মাদ্ ভুক্তা চ পীত্বা চ পূজয়েৎ পরমেশ্বরীম্ ॥ ৩১

হেতুকং—বিজয়াম্ । মহেশ্বরঃ—সাধকঃ^৩ । পীত্বেতি বিজয়ামেব, প্রকরণাদিতি । তৎ তু বীরপরম্ । মদ্যদানন্ত বীরভাব-ভাজ্যমবধূতানাং শূদ্রস্ত^৪ চ বৃজ্যতে । যথা সময়াতন্ত্রে বীরভাবমুপক্রম্য—

ন বিধিন নিষেধোহস্তি কার্য্যাকার্য্য-বিচারণা । ৩২

শ্রীক্ৰমে—ন দত্তাদ্ ব্রাহ্মণো মদ্যং মহাদেবৈব্য কথঞ্চন ।

বামকাত্মা ব্রাহ্মণো হি মদ্যং মাংসং ন ভক্ষয়েৎ ॥ ৩৩

হে প্রিয়ে ! ইহার পর স্বর্ণাদি দ্বারা ভক্তির সহিত গুরুকে সন্তুষ্ট করিবে । হে মহাদেবি ! এই বীরাচার কল্প হইতে নিশ্চয়ই মন্ত্রসিদ্ধি হইবে । ৩০

কুল পুরশ্চরণ সমাপ্ত হইল

আর যে কুলচূড়ামণিতে বলিয়াছেন—হেতুক (বিজয়া) স্বীকার না করিয়া ক্লেভ-যুক্ত হইয়া মহেশ্বর (সাধক) পূজা, হোম, ধ্যান ও চিন্তা করিবে না । অতএব ভোজন করিয়া পান করিয়া পরমেশ্বরীকে পূজা করিবে । ৩১

হেতুক—বিজয়া । মহেশ্বর—সাধক । পীত্বা এইটির অর্থ—প্রকরণবশতঃ বিজয়া-পান করিয়া । তাহা কিন্তু বীরপর । মদ্যদান কিন্তু বীরভাবের সাধক, অবধূত ও শূদ্রের পক্ষে উপযুক্ত । যেমন সময়াতন্ত্রে বীরভাবকে আরম্ভ করিয়া বলিয়াছেন—

বীরভাবে কোন বিষয়ের বিধি নাই, কোন বিষয়ের নিষেধ নাই এবং কার্য্য ও অকার্য্যের (কর্তব্য ও অকর্তব্যের) বিচার নাই । ৩২

শ্রীক্ৰমে বলিয়াছেন—ব্রাহ্মণ কোন প্রকারে মহাদেবীকে মদ্য দান করিবে না । বামভাবযুক্ত ব্রাহ্মণও মদ্য এবং মাংস ভক্ষণ করিবে না । ৩৩

১। খ—যৎ তু ভাবচূড়ামণৌ । ২। খ—পূজাহবনং । ৩। খ—মহেশ্বরঃ সাধক ইতি নাস্তি । ৪। খ—মদ্যদানন্ত অবধূতস্ত শূদ্রস্তাপি যথা ।

দেব্যাঙ্ক দক্ষিণে ভাগে চক্রপার্শ্বে নিবেদয়েৎ ।

এতদ্ দ্রব্যান্ত শূদ্রস্ত নাশ্চেষান্ত কদাচন ॥ ৩৪

বৈশ্যস্ত মাক্ষিকং শুদ্ধং ক্রিয়স্ত গবাক্ষ্যকম্^১ ।

ব্রাহ্মণস্ত গবাং ক্ষীরং তাদ্রে বা বিসৃজেন্ মধু ।

নারিকেলোদকং কাংস্ত্যে সর্বেষাং দ্রব্য-শোধনম্ ॥ ৩৫

ক্রিয়-বৈশ্যয়োস্ত গোড়ী মাধ্বী চ দানার্হা, তত্র তয়োরধিকারাং ।

তদভাবেহনুকল্প-বিধানম্ । তথা চ—

গোক্ষীরং ব্রাহ্মণো দত্তাং গব্যমাক্ষ্যঞ্চ বাহুভ্যঃ ।

বৈশ্যশ্চ মাক্ষিকং দ্রব্যং শূদ্রঃ পৈষ্টাদিকং পুনঃ ॥ ৩৬

তেন শূদ্রস্তানুকল্পঃ । যৎ তু কুলার্ণবে—

জলং ক্ষীরং ঘৃতং তাদ্রে ! মধু মৈরেষমৈকবম্^২ ।

পৈষ্টং তরুভবং ধাত্য-সম্ভবং চক্র-নির্মিতম্ ॥ ৩৭

সহকার-ভবং দেবি ! মদ্যস্ত বহু-ভেদকম্ ।

শূদ্রের সম্বন্ধে অর্থাৎ শূদ্রের পূজার এই দ্রব্য (মদ্য) দেবতার দক্ষিণে চক্রের পাশে নিবেদন করিবে । অন্তঃপণের পূজার এই দ্রব্য কখনও দিবে না । ৩৪

বৈশ্যের মাক্ষিক (মধু) শুদ্ধ । ক্রিয়ের গোঘৃত শুদ্ধ । ব্রাহ্মণের গোক্ষীর শুদ্ধ অথবা তামপাত্রে মধু নিবেদন করিবে । কাংস্ত্য পাত্রে নারিকেলোদক সকলের পক্ষেই শোধিত দ্রব্য । ৩৫

ক্রিয় ও বৈশ্য গোড়ী (গুড়জাত) ও মাধ্বী (মধুজাত) সুরা দান করিতে পারে, কারণ এই দুই মদ্যে তাঁহাদের অধিকার আছে । এই দুইটির অভাব হইলে অনুকল্প বিহিত হইয়াছে । তাহাই তদ্রে বলিয়াছেন—

ব্রাহ্মণ মদ্য হলে গোক্ষীর, বাহুজাত ক্রিয় গব্য ঘৃত, বৈশ্য মধু এবং শূদ্র পৈষ্টাদি (চূর্ণজাত পিষ্টকাদি) প্রদান করিবে । ৩৬

ইহা দ্বারা শূদ্রের অনুকল্প উক্ত হইয়াছে । আর যে কুলার্ণবে বলিয়াছেন—

হে ভগ্নে ! হে দেবি । জল, ক্ষীর, ঘৃত ও মধু, মৈরয় (মিরাদেশজাত মদ্য বিশেষ), ঐকব (ইক্ষুজাত), পৈষ্ট, তরুভব, ধাত্যজাত, চক্রনির্মিত, সহকার-ভব

মাদক^১-ধর্ম-সন্তোদাদ বর্জ্যমাসীং সুলোচনে ! ।

জ্ঞানেন সংস্কৃতং তৎ তু মহাপাতক-নাশনম্ ॥ ৩৮ ॥ ইতি ।

যচ্চ— পীড়া পীড়া পুনঃ পীড়া পতিত্বা ধরণী-তলে ।

উথায় চ পুন পীড়া পুনর্জন্ম ন বিচুতে ॥ ৩৯

ইতি । তদপ্যবধূতাখ্য-পঞ্চমাশ্রমিপরম^২ । যৎ তু—

সম্বিদাসবয়োর্মধ্যে সম্বিদেব গরীয়সী । ৪০

ইতি । তদপি ব্রাহ্মণেতর-পরম্ । ভৈরব-তত্ত্বেইপি—

মদ্রং মাংসং বিনা বৎস ! যৎকিঞ্চিৎ কুলসাধনম্ ।

শক্যৈ দত্ত্বা ততঃ শেষং গুরবে তন্নিবেদয়েৎ ।

তদমুজ্জাং মুগ্ধি কৃত্বা শেষমাত্মনি যোজয়েৎ ॥ ৪১

ইত্যনেন সামান্যতো মদ্রং নিষিদ্ধম্ । বস্তুতস্ত ব্রাহ্মণস্ত প্রতিনিধি-দ্রব্যদানমপি ন যুক্তম্ । যথা তারাশ্রদীপে—

মদ্য । এই মদ্য বহুভেদ বিশিষ্ট । হে সুলোচনে ! মাদক ধর্মের সন্তোদ (মিশ্রণ) বশতঃ ইহা বর্জনীয় ছিল । ইহা জ্ঞানের (মন্ত্রের) দ্বারা সংস্কৃত হইলে মহাপাতকের নাশক হয় । ৩৭-৩৮

আর যে এই বলিয়াছেন—পান করিয়া পান করিয়া অর্থাৎ পুনঃ পুনঃ পান করিয়া পুনরায় পান করিয়া ধরণীতলে আছাড় খাইয়া তাহার পর উঠিয়া পুনরায় পান করিলে তাহার পুনর্জন্ম হয় না । ৩৯

তাহাও অবধূত নামক পঞ্চম আশ্রমী বিষয়ক অর্থাৎ অবধূতাশ্রমীর এইরূপ মদ্যপান দোষাবহ নহে । আর যে বলিয়াছেন—সম্বিদা ও আসবের মধ্যে সম্বিদাই গরীয়সী অর্থাৎ শ্রেষ্ঠ । ৪০

তাহাও ব্রাহ্মণ-ভিন্ন অর্থাৎ ব্রাহ্মণ-ভিন্ন ক্ষত্রিয়াদি জাতি সম্বিদা গ্রহণ করিবে ।

ভৈরব-তত্ত্বেও বলিয়াছেন—হে বৎস ! মদ ও মাংস বিনা বাহ্য কিছু কুলপুজার সাধন, তাহা শক্তিকে প্রদান করিয়া তাহার সেই শেষ গুরুকে নিবেদন করিবে । তাহার অনুজ্ঞা মতকে করিয়া অবশিষ্ট নিজের গ্রহণ করিবে । ৪১

ইহা দ্বারা সামান্যভাবে মদ্য নিষিদ্ধ হইয়াছে । বস্তুতঃ ব্রাহ্মণের মদ্যের প্রতিনিধি দানও যুক্ত নহে । যেমন তারা-শ্রদীপে বলিয়াছেন—

পঞ্চামৃতং তথা খণ্ডং শাল্যম্ পিষ্টকং তথা ।

যব-গোধূমজৈর্মুদৈগঃ পঞ্চাম্রং পরিকল্পয়েৎ ॥ ৪২

ব্যঞ্জনং যড়্রসোপেতং ঘৃতাক্তং সূমনোহরম্ ।

ফলং নানাবিধং রম্যং পায়সান্নং তথৈব চ ।

এবং সাত্ত্বিক-দ্রব্যেণ ব্রাহ্মণঃ পূজয়েচ্ছিবাম্ ॥ ৪৩

সামিষান্নমামিষঞ্চ মধু-মাক্ষিক-সন্তুবাম্ ।

গোড়ীং তালীঞ্চ বিবিধাং খার্জুরীং পুষ্প-সন্তুবাম্ ।

এবং দত্তাং ক্ষত্রিয়োহপি পৈষ্ঠিকং ন কদাচন ॥ ৪৪

নারিকেলোদকং কাংস্ত্রে তাত্রে গব্যং তথা মধু ।

রাজস্র-বৈশ্যয়োর্দেয়ং ন দ্বিজস্য কদাচন ॥ ৪৫

এবং প্রদানমাত্রেণ হীনায়ুর্ব্রাহ্মণো ভবেৎ ।

শূদ্রস্য পৈষ্ঠিকং দানং ন বৈশ্যস্য কদাচন ॥ ৪৬ ॥ ইতি ।

কুলপূজায়াস্ত মকার-পঞ্চকস্তাবশ্যকত্বম্ । যথা—

মধুমাংসং বিনা দেবি ! কুলপূজাং সমারভেৎ

জন্মান্তর-সহস্রস্য স্কৃতং তস্য নশ্যতি ॥ ৪৭

পঞ্চামৃত, সেইরূপ খণ্ড (মিসরি), শাল্য, পিষ্টক, যব, গোধূম ও মুদ্রগের দ্বারা পঞ্চাম্র প্রদান করিবে । ৪২

ঘৃতাক্ত সূমনোহর যড়্রস-যুক্ত ব্যঞ্জন, নানাবিধ মনোহর ফল ও সেইরূপ পায়সান্ন —এইরূপ সাত্ত্বিক দ্রব্যের দ্বারা ব্রাহ্মণ শিবাকে পূজা করিবে । ৪৩

সামিষান্ন, আমিষ, মধুজাতা, মাক্ষিকাজাতা গোড়ী, তালী, খার্জুরজাতা ও পুষ্প-জাতা এইরূপ বিবিধ সূরা ক্ষত্রিয়ও দান করিবে । কিন্তু কখনও পৈষ্ঠিক মদ্য দান করিবে না । ৪৪

ক্ষত্রিয় ও বৈশ্যের মদ্যের স্থলে কাংস্তপাত্রে নারিকেলোদক এবং তাত্রপাত্রে গব্য ঘৃত ও মধু দেয় । কিন্তু ব্রাহ্মণের উহা দেয় নহে । ৪৫

এইরূপ অনুকল্প প্রদানের দ্বারা ব্রাহ্মণ হীনায়ুঃ হইয়া থাকে । শূদ্র পৈষ্ঠিক মদ্য দিতে পারে । বৈশ্য কখনও তাহা দিতে পারে না । ৪৬

কুল-পূজায় কিন্তু মকার পঞ্চকের আবশ্যকতা আছে । যেমন ভগ্নে বলিয়াছেন—
হে দেবি ! মধু ও মাংস বিনা যে কুল-পূজা আরম্ভ করে, তাহার সহস্র জন্মান্তর
কৃত স্কৃত বিনষ্ট হয় । ৪৭

তথা— মধু মদ্যং মংস-মাংসং মুদ্রা চৈবেতি সাধকঃ ।

মকার-পঞ্চকে নৈব কুলপূজাং সমাচরেৎ ॥ ৪৮

অথ মাংসাদি-নির্ণয়ঃ

মাংসস্ত্রিবিধং জেয়ং জল-খেচর-ভূচরম্ ।

ত্রিবিধং মাংসং সংপ্রোক্তং দেবতা-প্রীতি-কারকম্ ॥ ১

মংসস্ত্রিবিধং দেবি ! উত্তমাম-মধ্যমম্ ।

উত্তমং ত্রিবিধং দেবি ! শাল-পাঠীন-রোহিতম্ ॥ ২

প্রবীণং কণ্টকৈর্হীনং তৈলাক্তং বন্ধলৈর্ষুতম্ ।

দেব্যাঃ প্রীতিকরঞ্চৈব মধ্যমং তচ্চতুর্বিধম্ ।

ক্ষুদ্রানি তানি সর্বাণি অধমানি বিতুর্বুধাঃ ॥ ৩

ভূচর-মাংসঞ্চ— গোমেঘাশ্বোষ্ট্র-মহিষ-বরাহাজ-মৃগোস্তুবম্ ।

মহামাংসাষ্টকং প্রোক্তং দেবতা-প্রীতি-কারকম্ ॥ ৪

মাংসাভাবেহনুকল্পঃ সময়াচারে—

লবণার্কক-পিণ্ডাক-তিল-গোধূম-মাষকম্ ।

লগুনঞ্চ মহাদেবি ! মাংস-প্রতিনিধিঃ স্মৃতঃ ॥ ৫

ইতি মাংসানুকল্পঃ ।

এইরূপ আরও উক্ত হইয়াছে—সাধক মধু, মদ্য, মংস, মাংস ও মুদ্রা—এই মকার পঞ্চকের দ্বারা কুলপূজার অনুষ্ঠান করিবে । ৪৮

অনন্তর মাংসাদির নির্ণয় হইতেছে । মাংস ত্রিবিধ জানিবে । দেবতার প্রীতি-কারক মাংস জলচর, খেচর ও ভূচর ভেদে তিন প্রকার জানিবে । ১

হে দেবি ! উত্তম, মধ্যম ও অধমভেদে মংস ত্রিবিধ জানিবে । হে দেবি ! উত্তম মংস তিন প্রকার—শাল, পাঠীন (বোয়াল) ও রোহিত । ২

প্রবীণ (প্রাচীন—বৃহৎ), কণ্টকহীন, তৈলাক্ত ও বন্ধল (আশ) যুক্ত মংস মধ্যম মংস । উহা দেবতার প্রীতিকারক । উহা চারি প্রকার । সেই সমস্ত ক্ষুদ্র মংসকে পণ্ডিতগণ অধম মংস বলেন । ৩

ভূচরমাংস—গো, মেঘ, অশ্ব, উষ্ট্র, মহিষ, বরাহ, অজ ও মৃগোস্তুব মাংস মহামাংসাষ্টক বলিয়া কথিত হইয়াছে । উহা দেবতার প্রীতিকারক । ৪

মাংসের অভাবে অনুকল্প দেয় । সময়াচার ভেদে মাংসের প্রতিনিধি বলিয়াছেন—

হে মহাদেবি ! লবণ, আর্কক, পিণ্ডাক (তিলকন্ড), তিল, গোধূম, মাষ ও লগুন—এইগুলি মাংস প্রতিনিধি কথিত হইয়াছে । ৫ । মাংসানুকল্প কথিত হইল ।

অথ ভক্ষ্য-বিশেষস্ত মুদ্রা পরিভাষা দ্বিবিধা । যথা কুলার্ণবে—

কুসরং মণ্ডলাকারং চন্দ্রবিন্দু-নিভং শুভম্ ।

চারু পকং মনোহারি শর্করাঈশ্চ পূরিতম্ ।

পূজাকালে দেবতায় মুদ্রেষা পরিকীৰ্ত্তিতা ॥ ৬

যামলে— ভৃষ্ট-ধাত্বাদিকং যাবচ্চৰ্বণীয়ং প্রকল্পয়েৎ ।

তেষাং সংজ্ঞা কৃত্বা মুদ্রা মহামোদ-প্রদায়িনী ॥ ৭

শোধনস্ত^১—ওঁ প্রতদ্বিষ্ণুঃ স্তবতে বীর্যেণ যুগো ন ভীমঃ কুচরো গরিষ্ঠা
যশোরুধু ত্রিষু বিক্রমণেষধিক্ষিয়ন্তি ভুবনানি বিশ্বাঃ ইত্যেনে মাংসস্য । ওঁ
ত্র্যম্বকমিত্যাदिना मीनस्त । ওঁ তদ্বিকোৱিত্যাदिना मुद्रायाः । মাংস-মুদ্রাদানন্ত
কুলপূজায়ামন্যত্রাপি ভবতি । ৮

অথ বামাচারানুকল্পঃ । যথা তন্ত্রান্তরে—

দেব্যুবাচ— পূর্বং যত্কৃতং তৎ সর্বং কথয়স্ব মহেশ্বর ! ।

স্বয়ম্ভুকুসুমং কিম্বা কিম্বা শুক্রং মহামতে ! । ৯

অনন্তর ভক্ষ্য বিশেষের দ্বিবিধা মুদ্রা পরিভাষা । সেই মুদ্রা কথিত হইতেছে ।
যেমন কুলার্ণবে বলিয়াছেন—

চন্দ্রবিন্দুলা মণ্ডলাকার সুগন্ধ মনোহর শর্করাদি পরিপূরিত শুভ (উত্তম) কুসর
দেবতার পূজা কালে মুদ্রা বলিয়া কীৰ্ত্তিত হইয়াছে । ৬

যামলে বলিয়াছেন—ভৃষ্ট ধাত্ব প্রভৃতি যাবতীর চৰ্বণীয় বস্তু কল্পনা করিবে,
তাহাদের মুদ্রা এই সংজ্ঞা করা হইয়াছে । ইহা মহানন্দ প্রদায়িনী । ৭

ওঁ প্রতদ্ বিষ্ণু ইত্যাদি যুগোক্ত মন্ত্রে মাংসের শোধন, ওঁ ত্র্যম্বকং যজামহে সুগন্ধিং
পুষ্টিবর্জনম্ । উর্বারুকমিব বন্ধনান্ মৃত্যোর্মুকীর মাহুতাং এই মন্ত্রে মংসের শোধন,
ওঁ তদ্ বিষ্ণেঃ পরমং পদং সদা পশুন্তি সুররঃ । দিবীং চন্দ্ররাততম্ এই মন্ত্রে মুদ্রার
শোধন করিবে । মাংস ও মুদ্রার শোধন কুল-পূজায় এবং অন্ত্রও হয় । ৮

অনন্তর বামাচারের অনুকল্প কথিত হইতেছে । যেমন তন্ত্রান্তরে দেবী বলিয়াছেন—

হে মহেশ্বর ! পূর্বে বাহা বাহা আমার নিকট উক্ত হইয়াছে, সে সমস্ত আমাকে
বলুন । হে মহামতে ! স্বয়ম্ভুকুসুম কি ? আর শুক্রই বা কি ? ৯

১। ৭—তেষাং শোধনস্ত যতন্ত্রতরে ওঁ প্রতদ্বিষ্ণুরিত্যাदिना मांसं । ওঁ ত্র্যম্বকমিত্যাदिना
मीनं । ওঁ তদ্বিকোৱিত্যাदिना मुद्रां शोधयेद्वৈ নানাদিতি পাঠঃ ।

কিংবা শবাসনং কিংবা মৈথুনকাস্তিচি বা ।

কা বা যোনিপুত্ৰা শয্যা কিংবা মৈথুন-সম্ভবম্ ॥ ১০

কিংবা শ্মশানং কেশক রক্তং কিং মংস্ত-মাংসকম্ ।

ভগগীতিলিঙ্গগীতিন'র-শঙ্খং মহেশ্বর ! ।

কথয়স্ব মহাদেব ! নিখিলেন সমাদরাৎ ॥ ১১

ঈশ্বর উবাচ— পশুভাবং মহাদেবি ! যদুক্তং^১ তৎ শৃণু মে ।

স্বয়ম্ভুকুসুমং দেবি ! রক্তচন্দন-সংস্কৃতকম্ ॥ ১২

দ্বন্ধং মথিতা যৎ কুর্য্যান্ নবনীতং মহেশ্বরি ! ।

গুক্রং তৎ কথিতং পূর্বং পুনশ্চাত্ত্রৈব কথ্যতে ॥ ১৩

বীরাসনং মহাদেবি ! শবাসনমুদাহৃতম্ ।

রক্তপুষ্পং মহাদেবি ! দত্তাদঞ্জন-যোগতঃ ।

মৈথুনং^২ কথিতং দেবি ! কথ্যতে চাস্তিচিঃ প্রিয়ে ! ॥ ১৪

অগ্নানমস্তুচির্যত্র অস্তিচিষ্ঠাভিধীয়তে ।

ভোজনানন্তরং পূজা অস্তিচিঃ সর্বসম্মতা ॥ ১৫

শবাসন কি ? মৈথুন কি ? অথবা অস্তিচি কি ? যোনিই বা কি ? সেইরূপ শয্যাই বা কি ? মৈথুন জাত পুজনই বা কি ? ১০

শ্মশান কি ? কেশ কি ? রক্ত কি ? মংস্ত কি ? মাংস কি ? হে মহেশ্বর ! ভগগীতি কি ? লিঙ্গগীতি কি ? নরশঙ্খই বা কি ? হে মহাদেব ! আদরের সহিত এই সমস্ত বলুন । ১১

ঈশ্বর বলিলেন—মহাদেবি ! পশুভাব বাহা আমার কর্তৃক উক্ত হইতেছে, তাহা আমার নিকট শ্রবণ কর । হে দেবি ! রক্ত চন্দন নামক বস্তুই স্বয়ম্ভুকুসুম । ১২

হে মহেশ্বরি ! দ্বন্ধকে মথন করিয়া বে নবনীত করিবে, তাহা গুক্র বলিয়া পূর্বে আমার কর্তৃক কথিত হইয়াছে । এখানেও কথিত হইতেছে । ১৩

হে মহাদেবি ! বীরাসনই শবাসন বলিয়া কথিত হইয়াছে । হে মহাদেবি ! অঞ্জন বোনে বে রক্তপুষ্প দেবীকে দান করিবে, হে দেবি ! সেই কজল যুক্ত রক্তপুষ্প মৈথুন বলিয়া কথিত হইয়াছে । হে প্রিয়ে ! অস্তিচি কথিত হইতেছে । ১৪

বেখানে অগ্নান অস্তিচি বলিয়া কথিত হয়, এখানে সেই অস্তিচি কথিত হইতেছে । ভোজনের অন্তর পূজাই অস্তিচি । ইহা সর্বসম্মত । ১৫

যোনির্যঃ মহাদেবি ! যোনির্যত্র প্রকীৰ্ত্তিতা

উক্তাঃ কুৰ্মমূত্রা পূজয়েৎ পরদেবতাম্ ।

শয্যাশয়ঃ সমুদ্ভিষ্টঃ সৰ্বভক্ত-সমন্বিতঃ ॥ ১৬

করকচ্ছপিকা কৃত্বা দত্ত্বা পুষ্পাঞ্জলিত্রয়ম্ ।

কাথে দেবদেবেশি ! পূজা মৈথুন-সম্ভবা ॥ ১৭

শ্মশানং দেবদেবেশি ! যত্নকং ভৈরবৈঃ পঠৈঃ ।

শূভাগারং মহাদেবি ! শ্মশানং সমুদাহৃতম্ ॥ ১৮

কেশঞ্চ বিন্ধপুষ্পঞ্চ রক্তঞ্চ রক্তচন্দনম্ ।

দধি দুগ্ধং পায়সঞ্চ নবনীতং তথা মধু ।

শর্করা পনসাত্মাদি মংস্ত-মাংসমুদাহৃতম্ ॥ ১৯

ভগগীতির্মহেশানি লিঙ্গ-স্তবমুদাহৃতম্ ।

নর-শঙ্খং মহেশানি ! শঙ্খং দক্ষিণ-সংজ্ঞকম্ ॥ ২০

নরাস্থি-মালিকা দেবি ! শঙ্খমালা^১ উদাহৃত্য ।

ইতি তে কথিতং দেবি পশুতাবমনুত্তমম্ ॥ ২১

দক্ষিণায় মহাপূজা কথিতা সৰ্বসম্মতা ।

হে মহাদেবি । যেখানে যোনি কীৰ্ত্তিত হইয়াছে, সেখানে যত্নই যোনি । উত্তর মুখ হইয়া পরদেবতাকে পূজা করিবে । উহা সমস্ত ভক্ত সম্মত শয্যা বলিয়া কথিত । ১৬

হে দেবদেবেশি । করকচ্ছপিকা (কুৰ্মমূত্রা) করিয়া পুষ্পাঞ্জলিত্রয় দিবে । ঐরূপ পুষ্পাঞ্জলি দানই মৈথুন সম্ভবা পূজা । ১৭

হে দেবদেবেশি ! শ্রেষ্ঠ ভৈরবগণ কর্তৃক যে শ্মশান উক্ত হইয়াছে । হে মহাদেবি ! শূভাগার সেই শ্মশান বলিয়া কথিত হইয়াছে । ১৮

বিন্ধপুষ্পই কেশ, রক্তচন্দনই রক্ত । দধি, দুগ্ধ, পায়স, নবনীত, শর্করা, পনস আত্মাদি মংস্ত মাংস বলিয়া কথিত হইয়াছে । ১৯

হে মহেশানি । দেবীর স্তব ভগগীতি এবং তোমার স্তব লিঙ্গগীতি বলিয়া কথিত হইয়াছে । হে মহেশানি ! দক্ষিণ নামক (দক্ষিণাবর্ত) শঙ্খই নরশঙ্খ । ২০

হে দেবি । নরাস্থিমালা শঙ্খমালা বলিয়া কথিত হইয়াছে । হে দেবি । অনুত্তম (সর্বোত্তম) পশুভাব এই প্রকারে তোমার নিকট কথিত হইল । ২১

সর্বসম্মত দক্ষিণার মহাপূজা কথিত হইয়াছে । যে সাধক ভক্তিভাবে দক্ষিণাকে

দক্ষিণাং দক্ষিণেনৈব যোহর্চয়েদ্ ভক্তিভাবতঃ ।

অচিরেনৈব সিদ্ধিঃ শ্রান্নাত্ কাৰ্য্যা বিচারণা ॥ ২২

কামবীজাদিকং কুত্বা যদি বিত্তাং জপেৎ সুধীঃ ।

ত্রৈলোক্যং দাসবদ্ভাবং ভজতে চাপরেণ কিম্ ॥ ২৩

যামলে— ময়া চ কথিতো দেবি ! তব পূজাবিধিঃ প্রিয়ে ! ।

আসুরী সা সমাখ্যাতা তথা চান্তাবসায়িনাম্^১ ॥ ২৪

বলিদানং মহেশানি ! কথিতং যৎ তব প্রিয়ম্ ।

তত্র সৰ্বত্র দাতব্যং দধি দুগ্ধং তথ মধু ॥ ২৫

কুকুটং মহিষং যত্র-তত্র মাংসমুদাহৃতম্ ।

নকুলান্ মহিষাদীনি তত্র দুগ্ধং নিবেদয়েৎ ॥ ২৬

ছেদনং করণং দেবি ! জন্তুনাং সমুদাহৃতম্ ।

আজ্যৈর্ষজ্জবিশেষেণ কুর্য্যচৈবমনশ্চুধীঃ ॥ ২৭

ইতি বামাচারানুকল্পঃ । ইতি কুলাচার-নিরূপণম্^২ ।

অথ পূজাধারঃ^৩

নারদীয়ে—আপোহগ্নিহৃদয়ং চক্রং বিষোঃ ক্ষেত্র-সমুদ্ভবম্ ।

দক্ষিণভাবে অর্চনা করে, তাহার অচিরেই সিদ্ধি হইবে, হইতে সন্দেহ করিবে না । ২২

সুধী সাধক যদি কালী বীজাদিকে প্রথমে দিয়া বিদ্যা জপ করে, তবে ত্রৈলোক্য দাসবৎ ভাব প্রাপ্ত হয় । আর অন্য ফলে প্রয়োজন কি ? ২৩

হে দেবি ! হে প্রিয়ে ! যামলে তোমার পূজাবিধি কথিত হইয়াছে । সে পূজা আসুরী বলিয়া খ্যাত হইয়াছে । হে মহেশানি ! সেই আসুরী পূজায় অন্তাবসায়ি-গণের (চণ্ডালাদি অন্ত্যজ-বর্গের) তোমার প্রিয় যে বলিদান, তাহা কথিত হইয়াছে । সেই স্থলে সৰ্বত্র দধি, দুগ্ধ ও মধু প্রদান করিবে । ২৪-২৫

যে স্থলে কুকুট, মহিষ প্রভৃতি বলি হয়, সে স্থলে মৎস্য মাংস বলিয়া কথিত হইয়াছে । যে স্থলে নকুল ও মহিষ প্রভৃতি বলি হয়, সে স্থলে দুগ্ধ নিবেদন করিবে । ২৬

হে দেবি ! জন্তুগণের ছেদন করণ বলিয়া কথিত হইয়াছে । সাধক অনশ্চিন্ত হইয়া আজ্য ষজ্জবিশেষের দ্বারা কর্ম করিবেন । ২৭ । বামাচারের ইহাই অনুকল্প । কুলাচার নিরূপিত হইল ।

অনন্তর পূজার আধার কথিত হইতেছে । নারদীয়ে পূজাস্থান বলিয়াছেন—জল,

১। খ—তথাচান্তাবসায়িনামিতি পাঠঃ । টিপসী—অন্ত্যজানাম্ । ২। খ—ইতি কুলাচার-নিরূপণং নাস্তি । ৩। ক—পূজাবিধিঃ ।

যন্ত্রঞ্চ প্রতিমা-স্থানমর্চনে সর্বদা হরে: ॥ ১

গৌতমীয়ে— শালগ্রামে মনো যন্ত্রে প্রতিমা-মণ্ডলেষু বা ।

নিত্যং পূজা হরে: কার্য্যা ন তু কেবল-ভূতলে ॥ ২

বচনদ্বয়ে হরিরিতি দেবতামাত্রোপলক্ষকম্^১ । গৌতমীয়ে—

শালগ্রাম-শিলা-স্পর্শাৎ কোটি-জন্মাঘ-নাশনম্ ।

কিং পুনশ্চার্চনং তত্র হরি-সান্নিধ্য-কারণম্ ॥ ৩

বহুভির্জন্মভিঃ পুণ্যৈর্যদি কৃষ্ণশিলাং লভেৎ ।

গোম্পদেনৈব চিহ্নেন তেন জন্ম সমাপ্যতে ॥ ৪

এতেন বিষ্ণুপূজায়াং শিলায়া এব প্রাধান্যম্ । মনো—চন্দ্রনাতি-লিখিত-মন্ত্রে ।

বোধায়নঃ—প্রতিমাস্থানেষপশু নাগাবাহন-বিসর্জনে ইতি^২ । অন্যত্রাপি—

শালগ্রামে স্থাবিরে বা নাবাহন-বিসর্জনে ইতি । স্থাবিরং স্থিরপ্রতিমা । ৫

শক্তিবিশয়ে তু যোগিনীতন্ত্রে—

লিঙ্গস্থাং পূজয়েদ্ দেবীং পুস্তকস্থাং তথৈব চ ।

অগ্নি, হৃদয়, বিষ্ণুক্ষেত্র (গণকৌনদী) সমুদ্ভূত চক্র (শালগ্রাম), যন্ত্র ও প্রতিমা—
এইগুলি সর্বদা বিষ্ণুপূজার আধার । ১

গৌতমীয় তন্ত্রে বলিয়াছেন—শালগ্রামে, মনুতে, যন্ত্রে, প্রতিমার বা মণ্ডলে সর্বদা
হরির পূজা করিবে । কদাচ কেবল ভূতলে হরির পূজা করিবে না । ২

এই বচনদ্বয়ে যে হরি পদ আছে, উহা দেবতামাত্রের উপলক্ষক অর্থাৎ উক্তস্থান-
গুলিতে সমস্ত দেবতার পূজা হইবে । গৌতমীয় তন্ত্রে বলিয়াছেন—শালগ্রাম শিলার
স্পর্শ হইলে কোটি জন্মের পাপ নাশ হয় । শালগ্রাম শিলাতে হরির পূজা যে হরির
সান্নিধ্য-কারণক, তাহাতে আর বক্তব্য কি ? । ৩

বহু জন্মের পুণ্য সমূহের দ্বারা যদি গোম্পদ চিহ্নের দ্বারা চিহ্নিত একটি কৃষ্ণশিলা
লাভ করেন, তবে তাহার দ্বারাই তাঁহার জন্মের সমাপ্তি হয়, তাঁহার পুনর্জন্ম হয় না । ৪

ইহা দ্বারা বিষ্ণুপূজার শালগ্রাম শিলার প্রাধান্য সূচিত হইয়াছে । মনুতে—
চন্দ্রনাক্ষিত মন্ত্রাদিতে । প্রতিমাতে, জলে ও অগ্নিতে আবাহন ও বিসর্জন নাই—ইহা
বোধায়ন বলিয়াছেন । অন্যত্রও উক্ত হইয়াছে—শালগ্রামে স্থাবিরে আবাহন ও
বিসর্জন নাই । স্থাবির—স্থির প্রতিমা । ৫

শক্তিবিশয়ে কিন্তু যোগিনীতন্ত্রে বলিয়াছেন—শিবলিঙ্গস্থিতা, সেইরূপ পুস্তকস্থিতা,

মণ্ডলস্থঃ মহামায়াং যন্ত্রস্থঃ প্রতিমাসু চ ।

জলস্থঃ বা শিলাস্থঃ বা পূজয়েৎ পরমেশ্বরীম ॥ ৬

শিলা শালগ্রামাদিস্তথা চ পদ্মপুরাণে—

শালগ্রামশিলা-রূপী যত্র তিষ্ঠতি কেশবঃ ।

তত্র দেবাসুরা যক্ষা ভুবনানি চতুর্দশ ॥ ৭ ॥ ইতি ।

কৌলাবলীয়ে—যত্রাপরাজিতা-পুষ্পং জ্বাপুষ্পঞ্চ বিদ্যতে ।

করবীরে শুক্ল-রক্তে দ্রোণং বা যত্র তিষ্ঠতি ।

তত্র দেবী বসেন্নিত্যং তদ্-যন্ত্রে চণ্ডিকার্চনম ॥ ৮

হয়ারি-কুসুম্বে দেবঃ স্বয়মস্তি সদাশিবঃ^১ ।

তন্মুখে মনুমাদায় পুষ্পমধ্যে তু পূজয়েৎ ॥ ৯

এতৎ সর্বং যন্ত্রাভাবে । তথাহি—

যন্ত্রং যন্ত্রময়ং প্রোক্তং যন্ত্রাত্মা দেবতৈব হি ।

দেহাত্মনোর্যথাভেদো যন্ত্র-দেবতয়োস্তথা ॥ ১০

মণ্ডলস্থিতা মহামায়াকে যন্ত্রস্থিতা, প্রতিমাস্থিতা, জলস্থিতা, শালগ্রামাদি শিলাস্থিতা পরমেশ্বরীকে পূজা করিবে অর্থাৎ শিবলিঙ্গ, চণ্ডী প্রভৃতি পুস্তক, সর্বভোক্তাদি মণ্ডল, যন্ত্র, প্রতিমা, জল ও শালগ্রামাদি শিলাতে শক্তির পূজা করিবে। এইগুলি শক্তিপূজার স্থান । ৬

শিলা হইতেছে শালগ্রামাদি । পদ্মপুরাণে সেইরূপ বলিয়াছেন—শালগ্রাম শিলা-রূপী কেশব যেখানে অবস্থান করেন । সেখানে দেবগণ, অসুরগণ, যক্ষগণ ও চতুর্দশ ভুবন অবস্থান করে । ৭

কৌলাবলীয়ে বলিয়াছেন—যেখানে অপরাজিতা পুষ্প ও জ্বাপুষ্প বিদ্যমান আছে, যেখানে বা শুক্ল ও রক্ত করবীর পুষ্প বা দ্রোণ পুষ্প থাকে, সেখানে দেবী নিত্য বাস করেন, সেই পুষ্প যন্ত্রে চণ্ডিকার পূজা করিবে । ৮

হয়ারি (করবীর) পুষ্পে দেব সদাশিব স্বয়ং অবস্থান করিতেছেন । সেই পুষ্পের মুখে ও পুষ্পের মধ্যে যন্ত্র দ্বারা পূজা করিবে । ৯

যন্ত্রের অভাবে এই সকল পুষ্প যন্ত্র বলিয়া বিহিত হইয়াছে । তন্ত্রে বলিয়াছেন—যন্ত্র যন্ত্রময় কথিত হইয়াছে । যন্ত্রের স্বরূপটি দেবতাই । দেহ ও আত্মার যেমন ভেদ, যন্ত্র ও দেবতার সেইরূপ ভেদ । ১০

বিনা যন্ত্রেণ পূজায়াং দেবতা ন প্রসীদতি ।

হুঃখ-নির্যন্ত্রণাদ্ যন্ত্রমিত্যাহস্তন্ত্রবেদিনঃ ॥ ১১

ইতি যন্ত্রস্য প্রাধান্যমুক্তম্ । এবঞ্চ যন্ত্রস্য মন্ত্রময়ত্ব-স্থিতৌ মন্ত্রোহপি যন্ত্রতুল্য ইত্যায়াতম্ । ১২

স্বচ্ছন্দভৈরবে—কুর্য্যচ্চ স্থণ্ডিলে যন্ত্রং হস্তমাত্রং সুসুন্দরম্ ।

রত্নাদিশু বিনির্মাণে মানমিচ্ছাবশাদ্ ভবেৎ ॥ ১৩

রক্তেন রক্তসা পূর্য্য শ্রীচক্রং ভূবি পূজয়েৎ ।

নশ্যন্তি সর্ব-বিদ্বানি প্রাপ্যতে চ যথেষ্টিতম্ ॥ ১৪

রক্তেন রক্তসা চূর্ণেন, সিন্দূরাদিনেত্যর্থঃ । শ্রীচক্রমিত্যুপলক্ষণং সর্বত্র যন্ত্রমাত্রশ্চেতি । ১৫

তথা— দশভাগং সুবর্ণস্য তাত্রস্য দ্বিংশং তথা ।

ষড়্-গুণং রক্ততস্ত্র্যপি চৈতল্লৌহত্রয়ং শুভম্ ॥ ১৬

চক্রেহস্মিন্ পূজয়েদ্ যো হি স সৌভাগ্যমবাপ্নুয়াৎ ।

অগ্নিমাণ্ডল-সিদ্ধানামধিপো জায়তেহচিরাৎ ॥ ১৭

যন্ত্র ব্যতিরেকে পূজার দেবতা প্রসন্ন হন না । হুঃখের নির্যন্ত্রণ (সঙ্কোচ) করেন বলিয়া তন্ত্র-বেদিগণ ইহাকে যন্ত্র বলেন । ১১

এই বচনের দ্বারা যন্ত্রের প্রাধান্য উক্ত হইয়াছে । এইরূপে যন্ত্র মন্ত্রময় হইলে মন্ত্রও যন্ত্রতুল্য—ইহা পাওয়া যায় । ১২

স্বচ্ছন্দভৈরব তন্ত্রে বলিয়াছেন—স্থণ্ডিলে হস্তপরিমাণ অতিসুন্দর যন্ত্র করিবে । রত্নাদিতে যন্ত্র নির্মাণে যন্ত্রের পরিমাণ ইচ্ছানুসারে হইবে । ১৩

ভূমিতে শ্রীচক্র অঙ্কিত করিয়া রক্তবর্ণ চূর্ণের দ্বারা পূরণ করিয়া পূজা করিবে । সমস্ত বিষ ভাহাতে বিনষ্ট হয় ; যাহা অভিশাপ করে, তাহা প্রাপ্ত হয় । ১৪

রক্তেন রক্তসা—রক্ত রক্তঃ অর্থাৎ চূর্ণ সিন্দূর প্রভৃতি দ্বারা, এই অর্থ । শ্রীচক্র এইটি সমস্ত যন্ত্রের উপলক্ষণ । ১৫

তন্ত্রে সেইরূপ উক্ত হইয়াছে—সুবর্ণের দশভাগ, তাত্রের দ্বাদশ ভাগ ও রক্ততের ষড়্-গুণ ভাগ—এই লৌহত্রয় শুভ । ১৬

এই লৌহত্রে অঙ্কিত যন্ত্রে যে পূজা করে, সে সৌভাগ্য লাভ করে এবং অচিরেই অগ্নিমানি অষ্ট সিদ্ধ ব্যক্তির অধিপতি হয় । ১৭

বিক্রমৈ রচিতৈ যন্তে পদ্মরাগেহথবা প্রিয়ে ! ।

ইন্দ্রনীলেহথ বৈদূর্য্যে স্ফাটিকে মরকতেহপি বা ।

ধনং পুত্রং তথা দারান্ যশাংসি লভতে ধ্রুবম্ ॥ ১৮

তাম্রস্ত কাস্তিদং যন্তং সৌবর্ণং শত্রুনাশনম্ ।

রাজতং ক্ষেমদক্ষৈব স্ফাটিকং সর্ব-সিদ্ধিদম্ ॥ ১৯

তন্ত্ৰচূড়ামণৌ— অকুত্ৰা সুষমাং রেখাং ন কুত্ৰা সুষমং মুখম্ ।

যোহত্র যন্তে প্রবর্ত্তেত তস্য সর্বং হরাম্যহম্ ॥ ২০

অত্র যন্তে^১ শ্রীযন্তে, প্রকরণাৎ । বস্ত্ততন্ত্ৰপলক্ষণ-পরম্ । তথা—

যন্ত যত্র স্থিতির্দেব ! তত্র তং নার্চয়েদ্ যদি ।

তন্মাংস-রুধিরেণৈব পারণা তস্য জায়তে ॥ ২১

পশোরালোকনং ন স্যাৎ তথা কুর্বাতি যত্রতঃ^২ ।

যদি দৈবাৎ পশোরগ্রে লিখনং বিঘ্নতে কচিৎ ।

মমাস্ত-ক্ষতিরেবাত্র ক্রিয়তে পাপ-বুদ্ধিনা ॥ ২২

হে প্রিয়ে ! বিক্রমে রচিত যন্তে অথবা পদ্মরাগে রচিত যন্তে অথবা ইন্দ্রনীলে রচিত যন্তে অথবা বৈদূর্য্যে রচিত যন্তে অথবা স্ফটিক বা মরকতে রচিত যন্তে যে পূজা করে, সে ধন, পুত্র, স্ত্রী ও যশঃ নিশ্চয়ই লাভ করে । ১৮

তাম্র যন্ত অর্থাৎ তাম্রে রচিত যন্ত কাস্তি প্রদ, সৌবর্ণ যন্ত শত্রুনাশক, রাজত যন্ত ক্ষেম-প্রদ এবং স্ফাটিক যন্ত সর্ব-সিদ্ধি-প্রদ । ১৯

তন্ত্ৰ চূড়ামণিতে বলিয়াছেন—সুষম (সুন্দর) রেখা না করিয়া সুষম মুখ না করিয়া যে এই যন্তে পূজার প্রবর্ত্তিত হয়, তাহার আমি সমস্তই হরণ করি । ২০

এই শ্লোকে যন্তে কথার অর্থ—প্রকরণবশতঃ শ্রীযন্তে । বস্ত্ততঃ উহা সমস্ত যন্তের উপলক্ষণ । তন্ত্ৰে বলিয়াছেন—

হে দেব ! যেখানে যে দেবতার অবস্থিতি, সেইখানে যদি তাঁহার অর্চনা না করে, তাহার মাংস ও রুধিরের দ্বারা তাহার পারণ হইয়া থাকে । ২১

যাহাতে পশুর অবলোকন না হয়, সেইরূপ যন্ত পূর্বক করিবে । যদি দৈবাৎ পশুর অগ্রে কোথাও লেখন হয়, পাপবুদ্ধি এহলে আমার অন্তরে ক্ষতিই করে । ২২

কুক্কুমেন চন্দ্রেনে রক্তেন চন্দ্রেনে বা ।

লিখেন যন্ত্রং মহাদেব ! সাবধানঃ স্মৃতাগমঃ ॥ ২৩

পশুরাদীক্ষিতঃ । মুণ্ডমালা-তন্ত্রে—

তাম্রপাত্রে কপালে বা শ্মশানকাষ্ঠ-নির্মিতে ।

শনি-ভৌমদিনে বাপি শরীরেহমৃত-সম্ভবে ।

স্বর্ণে রৌপ্যেহথ লৌহে বা চক্রং কার্য্যং বিধানতঃ ॥ ২৪

পূজাপ্রদীপে— অনুক্তকল্পে যন্ত্রস্ত লিখেন পদ্যং দলাষ্টকম্ ।

ষট্-কোণ-কণিকং তত্র বেদ-দ্বারোপশোভিতম্ ॥ ২৫

অথ যন্ত্রদর্শনফলম্—সম্যক্ শতক্রত্বান্ কৃত্বা যৎ ফলং সমবাপ্নুয়াৎ ।

তৎ ফলং লভতে ভক্ত্যা কৃত্বা শ্রীচক্র-দর্শনম্ ॥ ২৬

ষোড়শ মহাদানানি কৃত্বা যল্লভতে ফলম্ ।

তৎ ফলং সমবাপ্নোতি কৃত্বা শ্রীচক্র-দর্শনম্ ॥ ২৭

সার্ক-ত্রিকোটি-তীর্থেষু স্নাত্বা যৎ ফলমশ্নুতে ।

তৎ ফলং লভতে ভক্ত্যা কৃত্বা শ্রীচক্র-দর্শনম্ ॥ ২৮

হে মহাদেব ! সাবধান হইয়া আগম স্মরণ পূর্বক কুক্কুমের দ্বারা চন্দ্রন বা রক্ত চন্দ্রনের দ্বারা যন্ত্র লিখিবে । ২৩

এই শ্লোকস্থ পশুশব্দের অর্থ—অদীক্ষিত । মুণ্ডমালাতন্ত্রে বলিয়াছেন—তাম্রপাত্রে, কপালে, শ্মশান কাষ্ঠ নির্মিত পাত্রে, অমৃত (আনন্দ) জাত শরীরে, স্বর্ণে, রৌপ্যে অথবা লৌহে শনি ও মঙ্গলবারে বিধান পূর্বক চক্র (যন্ত্র) অঙ্কিত করিবে । ২৪

পূজাপ্রদীপে বলিয়াছেন—যে দেবতার কল্পে (তন্ত্র প্রকরণে) যন্ত্র লেখনের পদ্ধতি উক্ত হয় নাই, সেস্থলে একটি অষ্টদল যুক্ত পদ্য লিখিবে । সেই পদ্য ষট্ কোণ কণিক অর্থাৎ ষট্ কোণ গর্ভ কণিকা দ্বারা এবং চারিটি দ্বার দ্বারা উপশোভিত হইবে । ২৫

অনন্তর যন্ত্র দর্শনের ফল কথিত হইতেছে । তন্ত্রে বলিয়াছেন—মানব সম্যক্ প্রকারে শত সংখ্যক ক্রত্ব (যজ্ঞ) করিয়া যে ফল লাভ করে, ভক্তিপূর্বক শ্রীচক্র দর্শন করিয়া সেই ফল লাভ করে । ২৬

মানব ষোলটি মহাদান করিয়া যে ফল লাভ করে, শ্রীচক্র দর্শন করিয়া মানব সেই ফল লাভ করে । ২৭

সার্ক তিন কোটি তীর্থে স্নান করিয়া মানব যে ফল লাভ করে, ভক্তি পূর্বক শ্রীচক্র দর্শন করিয়া সেই ফল লাভ করে । ২৮

শ্রীচক্রেতু্যপলক্ষণম্ । অথ চক্রপাদোদক-মাহাত্ম্যম্—

গঙ্গা-পুষ্কর-নর্মদাসু যমুনা-গোদাবরী-গোমতী-

গঙ্গাদ্বার-গয়া-প্রয়াগ-বদরী-বারাণসী-সিন্ধুযু ।

রেবা-সেতু-সরস্বতী-প্রভৃতিষু ব্রহ্মাণ্ড-ভাণ্ডোদরে

তীর্থস্নান-সহস্রকোটি-ফলদং শ্রীচক্র-পাদোদকম্ । ২৯

শ্রীচক্রেতু্যপলক্ষণম্ । অথ যন্ত্রাদি-নাশ-প্রায়শ্চিত্তম্—

দগ্ধঞ্চ স্মৃতিতং যন্ত্রং হৃতং চৌরেণ বা প্রিয়ে ! ।

উপবাসং প্রকুর্বাণীত দিনমেকমতদ্রিতঃ ॥ ৩০

লক্ষমাত্রং জপেদ্বিদ্ভাং হোম-তর্পণ-পূর্বিকাম্ ।

সন্তুস্ত্যা চ গুরুং তোষ্য ব্রাহ্মণানপি ভোজয়েৎ ॥ ৩১

লক্ষং জপ্ত্বা তদৃ-দশাংশং হোমং তদৃ-দশাংশ-তর্পণাদিকমপি কুর্যাৎ ।

অমৃতজপঃ কার্য্য ইত্যেকৈ । ৩২

কদাচিদ্ লুপ্তচিহ্নং বা স্মৃতিতাদি-বিভূষণম্ ।

ভস্ম^১ কৰোতি যো মৰ্ত্ত্যো মৃত্যুস্তস্মৈ দ্রুতং ভবেৎ ॥ ৩৩

শ্রীচক্র এই পদটি সমস্ত যন্ত্রের উপলক্ষক । অনন্তর চক্রের পাদোদক মাহাত্ম্য কথিত হইতেছে ।

শ্রীচক্রপাদোদক ব্রহ্মাণ্ড ভাণ্ডের মধ্যে গঙ্গা, পুষ্কর, নর্মদাতে, যমুনা, গোদাবরী, গোমতী, গঙ্গাদ্বার (হরিদ্বার), গয়া, প্রয়াগ, বদরী, বারাণসী ও সিন্ধুতে, রেবা, সেতুবন্ধ, সরস্বতী প্রভৃতিতে সহস্রকোটি তীর্থ স্নানের ফলতুল্য ফল-প্রদ হইয়া থাকে । ২৯

শ্রীচক্র এইটি অস্ত চক্রেরও উপলক্ষণ । অনন্তর যন্ত্রাদি নাশের প্রায়শ্চিত্ত কথিত হইতেছে ।

যন্ত্র দগ্ধ, স্মৃতিত, অথবা চোর কর্তৃক অপহৃত হইলে হে প্রিয়ে ! একদিন অভ্যস্তিত হইয়া উপবাস করিবে । ৩০

লক্ষ সংখ্যক বিদ্যা জপ করিবে, যথাবিধি হোম ও তর্পণ করিবে । সদ্ভক্তি দ্বারা গুরুকে সন্তুষ্ট করিয়া ব্রাহ্মণগণকেও ভোজন করাইবে । ৩১

লক্ষ যন্ত্র জপ করিয়া তাহার দশাংশ হোম, তাহার দশাংশ তর্পণ ও তাহার দশাংশ অভিষেকও করিবেন । কেহ কেহ বলেন—অমৃত জপ কর্তব্য । ৩২

যে মানব কখনও লুপ্ত চিহ্ন স্মৃতিতাদিবৃত্ত চক্রকে ভস্ম করে, তাহার দ্রুত মৃত্যু

তস্মাৎ তু তীর্থরাজে বা গঙ্গাদি-সরিতাং বরে ।

সমুদ্রে বা ক্ষিপেদ্ দেবি ! অন্যথা হুঃখমাপ্নুয়াৎ ॥ ৩৪

ইদমপি যন্ত্রমাত্র-বিষয়কমিতি । অসংস্কৃত-যন্ত্রাদৌ পূজা ন কার্য্যা, ফলাজনকত্বাৎ প্রত্যবায়-জনকত্বাচ্চ । অথ প্রতিষ্ঠিত-যন্ত্রাদৌ কদাচিৎ পূজা-হভাবে মহাকপিল-পঞ্চরাত্রম্—

একাহ-পূজাহবিহিতা কুর্যাদ্ দ্বিগুণমর্চনম্ ।

ত্রিরাত্রস্ত মহাপূজা সংপ্রোক্ষণমতঃ পরম্ ॥ ৩৫

মাসাদূর্দ্ধমেনেকাহং পূজা যদি বিহন্যতে ।

প্রতিষ্ঠৈবোচ্যতে কৈশ্চিৎ কৈশ্চিৎ সংপ্রোক্ষণ-ক্রমঃ ॥ ৩৬

সংপ্রোক্ষণস্ত দেবস্য দেবস্য হেতি পূর্ববৎ ।

গবাং রসৈশ্চ সংস্রাপ্য দর্ভ-তোয়ৈর্নিষিচ্য চ ।

প্রোক্ষয়েৎ প্রোক্ষণী-তোয়ৈর্মূলেনাষ্টোত্তরং শতম্ ॥ ৩৭

সপুষ্পং সকুশং পাণিং চাস্য দেবস্য মন্তকে ।

পঞ্চাবরং^১ জপেন্ নূনমষ্টোত্তর-শতোত্তরম্ ॥ ৩৮

হয় । অতএব হে দেবি ! ঐরূপ যন্ত্ররাজকে তীর্থরাজ প্রসঙ্গে, গঙ্গাদি শ্রেষ্ঠ নদীতে বা সমুদ্রে নিক্ষেপ করিবে । অন্যথা হুঃখ লাভ করিবে । ৩৩-৩৪

ইহাও যন্ত্রমাত্র-বিষয়ক । অসংস্কৃত যন্ত্রাদিতে পূজা কর্তব্য নহে । যেহেতু ঐ যন্ত্রে পূজা ফলের জনক হয় না, প্রত্যুত পাপের জনক হইয়া থাকে । অনন্তর প্রতিষ্ঠিত যন্ত্র, প্রতিমা প্রভৃতিতে কদাচিৎ পূজা না হইলে মহাকপিল পঞ্চরাত্র তাহার প্রতিকারে কর্তব্য কার্য্য বলিতেছেন—

যদি এক দিন পূজা না হয়, তবে দ্বিগুণ অর্চনা করিবেন । তিন রাত্রি অর্থাৎ তিন দিন পূজা না হইলে জপ, হোম, তর্পণাদি যুক্ত ষোড়শোপচারে মহাপূজা করিবে । ইহার পর ত্রিরাত্রির অধিক পূজা না হইলে সংপ্রোক্ষণ করিবে । ৩৫

একমাসের পরে অনেক দিন যদি পূজা ব্যাহত হয়, তবে কেহ কেহ প্রতিষ্ঠা করিতে বলেন । কেহ কেহ সংপ্রোক্ষণ ক্রম অনুসরণ করিতে বলেন । ৩৬

দেবস্য ত্বা ইত্যাদি মন্ত্রে পূর্ববৎ দেবতার সংপ্রোক্ষণ হইবে । গোরসের (হুঙ্কার) দ্বারা স্নান করাইয়া কুশোদকের দ্বারা সেচন করিয়া অষ্টোত্তর মূলমন্ত্রে প্রোক্ষণী পাত্রে জলের দ্বারা প্রোক্ষণ করিবে । ৩৭

দেবতার মন্তকে সপুষ্প ও সকুশ হস্ত স্থাপন করিয়া পঞ্চা নূন অষ্টোত্তর শতের অনধিক মন্ত্র জপ করিবে । ৩৮

ততো মূলেন মুক্তাদি-পীঠাস্তং সংস্পৃশেৎ । ইতি ।

তদ্ব্যাসং লিপিভ্যাসং মন্ত্রভ্যাসঞ্চ বিদ্যাসেৎ ॥ ৩৯

প্রাণপ্রতিষ্ঠা-মন্ত্ৰেণ প্রাণ-স্থাপনমাচরেৎ ।

পূজাঞ্চ মহতীং কুর্যাৎ স্বতন্ত্রোক্তাং যথাবিধি ।

যাগ-হীনাदिषু প্রায়ঃ সংক্ষেপেণ বিধিঃ স্মৃতঃ ॥ ৪০

অথাস্পৃশ্য-স্পর্শে তু বোধায়নঃ—

দ্রব্যবৎ কৃত-শৌচানাং দেবতার্চানাং ভূয়ঃ প্রতিষ্ঠাপনমিতি । ৪১

দেবতার্চা দেবতাপ্রতিমা । তাসামস্পৃশ্য-স্পৃষ্টানাং দ্রব্যবৎ কৃত-শৌচানাং প্রকৃত-দ্রব্যস্য তাত্ত্বাদেৰ্যথোক্ত শুদ্ধিজনকৈরগ্নাদিভিঃ কৃত-শুদ্ধীনাং ভূয়ঃ প্রতিষ্ঠাপনাং পূজ্যত্বমিত্যর্থঃ । ৪২

আদিপুরাণে— খণ্ডিতে স্ফুটিতে দন্ধে ভ্রষ্টে মান-বিবর্জিতে ।

যাগহীনে পশু-স্পৃষ্টে পতিতে ছষ্ট-ভূমিষু ॥ ৪৩

অগ্ন্য-মন্ত্রাচ্চিতে চৈব পতিত-স্পর্শ-দূষিতে ।

দশেষেতেষু নো চক্রুঃ সন্নিধানং দিবৌকসঃ ॥ ৪৪

তাহার পর মূলের দ্বারা মন্ত্রক হইতে পীঠ পর্য্যন্ত স্পর্শ করিবে । তাহার পর তদ্ব্যাস, লিপিভ্যাস ও মন্ত্রভ্যাস করিবে । ৩৯

তাহার পর প্রাণ-প্রতিষ্ঠা মন্ত্রে প্রাণ প্রতিষ্ঠা করিবে । তাহার পর যথাবিধি স্ব স্ব তন্ত্রোক্ত মহাপূজা করিবে । পূজাহীনাদি স্থলে প্রায় এই বিধি সংক্ষেপে উক্ত হইয়াছে । ৪০

অনন্তর অস্পৃশ্য স্পর্শে বোধায়ন বলিতেছেন—দেবতার প্রতিমা অস্পৃশ্যের দ্বারা স্পৃষ্ট হইলে তাত্ত্বাদি পাত্রের দ্বারা তাহার শুদ্ধি করিয়া পুনরায় প্রতিষ্ঠা করিবে । ৪১

দেবতার্চা—দেবতার প্রতিমা । অস্পৃশ্য স্পৃষ্ট দেবতা প্রতিমাসমূহের দ্রব্যের দ্বারা শুদ্ধি করিয়া—প্রকৃত দ্রব্য তাত্ত্বাদি পাত্রের শুদ্ধিজনক যথোক্ত অগ্নাদি দ্বারা শুদ্ধির দ্বারা শুদ্ধি করিয়া পুনরায় প্রতিষ্ঠা দ্বারা পূজ্যত্ব সম্পাদিত হয়, ইহাই বোধায়ন বাক্যের অর্থ । ৪২

আদিপুরাণে বলিয়াছেন—দেব বিগ্রহ খণ্ডিত, (ভগ্ন), স্ফুটিত, (বিদীর্ণ), অগ্নিদগ্ধ, বহানচ্যুত, যথাবিধি পরিমাণ হীন, পূজাহীন, পশু দ্বারা স্পৃষ্ট, ছষ্ট ভূমিতে (অপবিত্র স্থানে) পতিত, অগ্ন দেবতার মন্ত্রের দ্বারা পূজিত এবং পতিত চণ্ডালাদির স্পর্শ দ্বারা দূষিত—এই দশটি স্থলে দেববিগ্রহে দেবতাগণ সন্নিধান করেন না । ৪৩-৪৪

পতিতে—দুই-ভূমিধিত্যেকম্^১ । অন্যমন্ত্ৰাৰ্চিতে—অন্যদেবতা-মন্ত্ৰাৰ্চিতে
ইত্যর্থঃ । ৪৫

অথ লিঙ্গদ্বয়াদি-পূজা-নিষেধঃ

মন্ত্ৰতত্ত্বপ্রকাশে—লিঙ্গদ্বয়ং সদা নার্চ্যং গণেশ-দ্বয়মেব চ ।

শক্তি-দ্বয়ং তথা সূর্য্য-দ্বয়মেকত্র নার্চয়েৎ ॥ ১

দে চক্রে দ্বারকায়াস্ত শালগ্রাম-শিলা-দ্বয়ম্ ।

এতেষামর্চনান্নিত্যমুদবেগং প্রাপ্নুয়াদ্ গৃহী ॥ ২

একত্র—একাসনে । দ্বারকাচক্রং শিবনাভিরূপে খ্যাতম্ ।

লৈঙ্গে— একীকৃত্য চ লিঙ্গানি দশ-পঞ্চ-শতানি বা ।

প্রত্যেকেনাহথবা দেবি ! বিশ্বপত্নৈঃ প্রপূজয়েৎ ॥ ৩

একং পাশুপতং লিঙ্গং মৃচ্ছিলাদি-বিনির্মিতম্ ।

শালগ্রাম-শিলামেকাং গৃহস্থোহপি প্রপূজয়েৎ ॥ ৪

অথ পঞ্চধা শুদ্ধিং বিনা পূজায়াঃ ফলাজনকত্বাৎ সা নিক্রপ্যতে । যথা

পতিতে দুইভূমিধি—দুইভূমিতে পতিত হইলে, এইটি একটি । অন্যমন্ত্ৰাৰ্চিতে—
অন্য দেবতার মন্ত্ৰের দ্বারা অর্চিত হইলে—এই অর্থ । ৪৫

অনন্তর শিবলিঙ্গদ্বয় প্রভৃতির পূজা নিষেধ কথিত হইতেছে । মন্ত্ৰতত্ত্ব প্রকাশে
বলিয়াছেন—

একত্র দুইটি শিবলিঙ্গ ও দুই গণেশের কখনও অর্চনা করিবে না । এইরূপ একত্র
দুই শক্তি ও দুই সূর্য্যের কখনও পূজা করিবে না । ১

দুইটি দ্বারকাচক্র ও দুইটি শালগ্রাম—ইহাদের একত্র পূজা করিয়া গৃহী নিত্য
উদবেগ প্রাপ্ত হন । ২

একত্র—এক আসনে । দ্বারকাচক্র—শিবনাভিরূপে প্রসিদ্ধ চক্র । লিঙ্গ পুরাণে
বলিয়াছেন—

হে দেবি ! পাঁচ, দশ বা শত শিবলিঙ্গ একত্র করিয়া পূজা করিবে অথবা
প্রত্যেককে বিশ্বপত্নীর দ্বারা পূজা করিবে । ৩

গৃহস্থও মৃত্তিকা এবং শিলাদি দ্বারা নির্মিত একটি শিবলিঙ্গ ও একটি শালগ্রাম চক্র
পূজা করিতে পারে । ৪

অনন্তর পঞ্চপ্রকার শুদ্ধি বিনা পূজা ফলের জনক হয় না বলিয়া সেই পঞ্চ শুদ্ধি

কুলার্গবে—আত্ম-স্থান-মন্ত্ৰ-দ্রব্য-দেব-শুদ্ধিস্ত পঞ্চমী ।

যাবন্ন কুরুতে দেবি ! তাবদ্ দেবাচ'নং কৃতঃ ॥ ৫

শুদ্ধিঃ বিনা হি পূজা তু অভিচারায় কল্পতে ।

সুস্মাতৈভূ'ত-শুদ্ধ্যা চ' প্রাণায়ামাদিভিঃ প্রিয়ে ! ।

ষড়ঙ্গাশ্রুখিল-ন্যাসৈরাশ্রুশুদ্ধিরূদীরিতা ॥ ৬

সম্মার্জনানুলেপাত্তৈর্দপণোদরবচ্ছুভম্ ।

বিতান-ধূপ-দীপাদি-পুষ্পমাল্যাди-শোভিতম্ ।

পঞ্চবর্ণ-রজোভিশ্চ স্থানশুদ্ধিরিতীরিতা ॥ ৭

প্রথিত্বা মাতৃক-বর্ণৈর্মূলমন্ত্ৰাক্ষরাণি চ ।

ক্রমোৎক্রমাদ দ্বিরাবৃত্ত্যা মন্ত্ৰাণাং শুদ্ধিরীরিতা ॥ ৮

তথাচাদৌ একৈক-মাতৃকাবর্ণং জপ'ত্বা সমগ্র-মন্ত্ৰং জপ'ত্বা পুনর্যাতৃকৈ-
কৈক-বর্ণং জপেৎ । যথা—অ' মূলং অ' ইত্যাদি । এবং ক্ষকার-পর্য্যন্তম্ ।

ততঃ ক্ষকারাশ্রুকারান্তং জপেদিত্যর্থঃ । ৯

নিরূপিত হইতেছে । যেমন কুলার্গবে বলিয়াছেন—আত্মশুদ্ধি, স্থানশুদ্ধি, মন্ত্ৰশুদ্ধি, দ্রব্যশুদ্ধি ও পঞ্চমী দেবশুদ্ধি—হে দেবি ! যে পর্য্যন্ত পূজক এই পাঁচ প্রকার শুদ্ধি না করিবেন, সে পর্য্যন্ত দেবতার অর্চনা কি করিয়া হইবে ? । ৫

এই পঞ্চ শুদ্ধি ব্যতিরেকে পূজা করিলে উহা পূজকের অভিচারের উপযোগী হয় অর্থাৎ উহা পূজকের অনিষ্ট করে । হে প্রিয়ে ! যথাবিধানে স্নান, ভূতশুদ্ধি, প্রাণায়াম, ষড়ঙ্গাশ্রু প্রভৃতি সমস্ত ক্রমের দ্বারা আত্মশুদ্ধি কথিত হইয়াছে । ৬

সম্মার্জন ও অনুলেপন প্রভৃতি দ্বারা পূজা স্থান দর্পণ মথ্যের দ্বারা স্নান বচ্ছ সুন্দর, বিতান (টাদোরা), ধূপ, দীপ ও পুষ্পমাল্যাदि দ্বারা এবং পঞ্চবর্ণ রজঃ দ্বারা শোভিত হইবে । ইহা স্থানশুদ্ধি কথিত হইয়াছে । ৭

মূলমন্ত্ৰের অক্ষরগুলিকে মাতৃকাবর্ণের দ্বারা ক্রমে ও উৎক্রমে (অনুলোম ও বিলোমে) পাঠ করিবে । ইহা মন্ত্ৰশুদ্ধি বলিয়া কথিত হইয়াছে । ৮

তাহা হইলে প্রথমে এক একটি মাতৃকাবর্ণ পাঠ করিয়া সমগ্র মন্ত্ৰ পাঠ করিয়া পুনরায় মাতৃকার এক একটি বর্ণ পাঠ করিবেন । যেমন—অং মূলং অং ইত্যাদি । এইরূপ ক্ষকার পর্য্যন্ত পাঠ করিবেন । তাহার পর ক্ষকার হইতে অক্ষর পর্য্যন্ত পাঠ করিবেন । ইহাই মোক্ষের অর্থ । ৯

পূজা-দ্রব্যানি সংপ্রোক্ষ্য মূলান্বেশ্য বিধানতঃ ।

দর্শয়েদ্ ধেনুমুজাদি দ্রব্যশুদ্ধিঃ প্রকীৰ্ত্তিতা ॥ ১০

পীঠে দেবীং প্রতিষ্ঠাপ্য সকলীকৃত্য^১ মন্ত্রবিং ।

মূলমন্ত্ৰেণ দীপাদীন্ মাল্যাদীহুদকেন চ ॥ ১১

ত্রিবারং প্রোক্ষয়েদ্ বিদ্বান্ দেবশুদ্ধিরিতীরিতা ।

পঞ্চশুদ্ধিঃ বিধায়েথং পশ্চাদ্ যজনমাচরেৎ ॥ ১২ ॥ ইতি পঞ্চশুদ্ধয়ঃ ।

অথ কুণ্ডনিৰ্ণয়ঃ^২—ব্রাহ্মী সৰ্বার্থসিদ্ধিঃ স্রাং ক্ষত্রিয়া রাজ্যদা মতা ।

ধন-ধান্যকরী বৈশ্যা শূদ্রা তু নিন্দিতা ভবেৎ ॥ ১৩

গৌতমীয়ে^৩—ভূমেঃ পরিগ্রহং কুর্যাদ্ যাবতায়তনং ভবেৎ ।

গুরুমুংসা তু যা ভূমিব্রাহ্মী সা পরিকীৰ্ত্তিতা ॥

ক্ষত্রিয়া রক্ত-মৃদ ভূমিহরিদ্ বৈশ্যা প্রকীৰ্ত্তিতা ।

কৃষা ভূমি ভবেচ্ছূদ্রা চতুর্ধা ভূঃ প্রকীৰ্ত্তিতা ॥

যথাবিধানে মূলমন্ত্র ও অস্ত্র (ফট) দ্বারা পূজা দ্রব্যগুলিকে প্রোক্ষণ করিয়া দেবদেবীকে প্রদর্শনীয় ধেনুমুজা প্রভৃতি মূদ্রা দেখাইবে । ইহা দ্রব্যশুদ্ধি কথিত হইয়াছে । ১০

মন্ত্রবিং বিদ্বান্ সাধক পীঠের উপরে দেবতাকে স্থাপিত করিয়া সকলীকরণ করিয়া মূলমন্ত্রে দীপাদি দেখাইয়া মাল্য প্রভৃতি জলের দ্বারা তিনবার প্রোক্ষণ করিবে । ইহা দেবশুদ্ধি কথিত হইয়াছে । এই প্রকারে পঞ্চশুদ্ধি করিয়া পরে পূজার অনুষ্ঠান করিবে । ১১-১২ । পঞ্চশুদ্ধি সমাপ্ত হইল ।

অনন্তর কুণ্ড নির্ণয় কথিত হইতেছে । কুণ্ডের জন্ম ব্রাহ্মী ভূমি সমস্ত প্রয়োজন সিদ্ধি করে । ক্ষত্রিয়া ভূমি রাজ্যদা কথিত হইয়াছে । বৈশ্যা ভূমি ধন-ধান্য-করী হইয়া থাকে । শূদ্রা ভূমি নিন্দিতা হয় । ১৩

টিপ্পনী । গৌতমীয়-স্তম্বে কুণ্ডের জন্ম ভূমি গ্রহণ করিতে বলিয়াছেন । সেই ভূমি গুরু, রক্ত, হরিৎ ও কৃষ্ণভেদে চারি প্রকার । ভগ্নাথ্যে গুরু যুতিকামর ভূমি ব্রাহ্মী, রক্ত যুতিকামর ভূমি ক্ষত্রিয়া, হরিদ্ বর্ণ যুতিকামর ভূমি বৈশ্যা, কৃষ্ণ যুতিকামর ভূমি শূদ্রা নামে কথিত হইয়াছে । সেখানে উক্ত হইয়াছে—গুরুমুংসা তু যা ভূমিব্রাহ্মী সা পরিকীৰ্ত্তিতা । ক্ষত্রিয়া রক্তমৃদ-ভূমিহরিদ্ বৈশ্যা প্রকীৰ্ত্তিতা । কৃষা ভূমিভবেচ্ছূদ্রা চতুর্ধা ভূঃ প্রকীৰ্ত্তিতা । ভূমিবিশেষে কুণ্ডের ফল মূলেই উক্ত হইয়াছে । ১৩

১। খ—দেবতাকে বড়দস্তাসং কুহুত্যাৰ্থঃ । ২। খ—অথ হোমার্ঘ্যঃ । ৩। ক—টিপ্পণ্যে গৌতমীয়ে ইত্যাদি ।

মৎস্তপুরাণে^১—প্রাণদক-প্রবনাং ভূমিং কারয়েদ্ যত্নতো নৃপ !। ইতি^২
তত্র পূর্বনীচামুত্তরনীচাং বেত্যর্থঃ । ১৪

গণেশবিমর্শিণ্যাম্—আদৌ ভূমিং পরীক্ষ্যেত বাস্তুশাস্ত্র-বিশারদঃ ।

শল্যাदि-শোধনং কুর্যাৎ পৌরুষং* বা খনেৎ ততঃ ॥ ১৫

বাস্তোঃ সংগৃহ্য পূর্বস্থামৈশান্যামুত্তরেহপি বা ।

দিশি সঙ্কল্পপয়েন্নদ্রী মণ্ডপঞ্চ বিভাগতঃ ॥ ১৬

নবহস্ত-প্রমাণং বা সপ্ত-হস্তমথাপি বা ।

পঞ্চহস্ত-প্রমাণং বা চতুরস্রং সমস্ততঃ^৩ ॥ ১৭

সঙ্কল্পয়েৎ^৪—কুর্যাৎ । সমস্ততঃ চতুরস্রং—চতুর্দিক্ সমং । পঞ্চহস্ত-
মণ্ডপমেক কুণ্ড-পক্ষে । তদুত্তরং তত্রৈব—এককুণ্ডমতেনাত্মং পঞ্চহস্ত-গৃহং
ভবেৎ । তদেককুণ্ডং গৃহস্তোত্তরভাগে প্রশস্তম্^৫ । যথা (১৮)—

মৎস্তপুরাণে উক্ত হইরাছে—হে নৃপ । যত্ন পূর্বক ভূমিকে পূর্ব-প্রবনা (পূর্বনীচ) ও
উত্তর-প্রবনা (উত্তরনীচ) করাইবে । ১৪

সে স্থলে প্রাণদক-প্রবনা কথার অর্থ—পূর্ব-নীচা বা উত্তর নীচা । গণেশবিমর্শিণীতে
বলিয়াছেন—

বাস্তুশাস্ত্র বিশারদ ব্যক্তি প্রথমে ভূমিকে পরীক্ষা করিবে, শল্যাদির শোধন
করিবে । তাহার পর উর্ধ্ব-বাহু দণ্ডায়মান পুরুষের পরিমাণ খনন করিবে । ১৫

মন্ত্রজ সাধক বাস্তুর পূর্ব দিকে, ঈশান দিকে, অথবা উত্তর দিকে ভূমি সংগ্রহ করিয়া
বিভাগ অনুসারে মণ্ডপ করিবে । ১৬

চারিদিকে চতুরস্র নবহস্ত প্রমাণ অথবা সপ্তহস্ত প্রমাণ অথবা পঞ্চহস্ত প্রমাণ মণ্ডপ
হইবে । ১৭

সঙ্কল্পয়েৎ অর্থ—করিবে । সমস্ততঃ চতুরস্রং অর্থ—চারি দিকে সম চতুরস্র । পঞ্চহস্ত
মণ্ডপ এক কুণ্ডপক্ষে আনিবে । সেইখানেই তাহা উক্ত হইরাছে—এক কুণ্ডমতে অন্য
অর্থাৎ সপ্ত হস্ত ও নবহস্ত হইতে অন্য পঞ্চ হস্ত মণ্ডপ হইবে । সেই এক কুণ্ড গৃহের
উত্তর ভাগে প্রশস্ত । যেমন তন্ত্রে বলিয়াছেন (১৮)—

১। ব—হরদ্বীপ-পঞ্চরাত্রে ।

২। ব—তত্র পূর্বনীচেত্যাদি-বেত্যর্থ ইত্যন্তপাঠো নাস্তি ।

৩। উর্ধ্ববিহৃতভাঃ পানিদ্রব্যাং পৌরুষং ত্রিবিধি । অমর—মনুসংস্কৃত ১১০ । ৪। ব—সমস্ততঃ
ইত্যন্ততঃ পঞ্চহস্তেত্যাদি পাঠঃ । ৫। ক—সমা । ৬। ব—প্রশস্তমিত্যত্র কার্যম্ । কার্যমিত্যনন্তরং
মহাদান-নির্ণয়ে ইত্যাদি ।

অথোক্তাঃ তথা কুণ্ডমেকং বেদান্তমুদ্বরেৎ ।

লক্ষ্যং মে তু তৎ কুর্যাদ্ গৃহমধ্যে ন দূষণম্^১ ॥ ১৯

মহাদাননির্ণয়ে—ভূভোগ্য মুক্তো^২ তথা পুষ্ঠৌ জীর্ণোদ্ধারে তথৈব চ ।

দীক্ষা^৩ হোমে তথা শান্ত্যবেকং বরুণদিগ্-গতম্ ॥ ২০

অত্র মণ্ডপোতি শেখরো^৪ । জীর্ণোদ্ধারে নষ্টোদ্ধৃত-দেবগৃহাদি-প্রতিষ্ঠায়াম্ ।

তদ্রাস্তরে— উদ্যোগ্য পৌষ্টিকে কুণ্ডং বারুণে শান্তিকাদিষু ।

উচ্চাটন^৫ পুনিলে কুণ্ডং যাম্যে চ মারণে ভবেৎ ॥ ইতি ॥ ২১

বশিষ্ঠসংহিতায়—বাহ্যেঃঈশান-ভাগে তু মণ্ডপং রচয়েৎ সুধীঃ ।

যজ্ঞ-বাহ্যেঃ^৬ ভিহঁস্তৈঃ ঘোড়শৈর্বা সমস্ততঃ ।

চতুর্দার-সমায়ুক্তং তোরণাভৈরলঙ্কৃতম্^৭ ॥ ২১

সমস্তত ইত্যেনেচ চতুর্দিশু সামায়ুক্তম্ । নিবন্ধে—

অনন্তর মণ্ডপের উত্তরভাগে সেইরূপ একটি চতুরস্র কুণ্ড উদ্ধার অর্থাৎ করিবে । লক্ষ্য হোমে কিন্তু মণ্ডপের মধ্যস্থলে সেই কুণ্ড করিবে, তাহা দোষ নহে । ১৯

মহাদান নির্ণয়ে বলিয়াছেন—ভোগকামনার ও মুক্তিকামনার, পুষ্টি কার্য্যে, জীর্ণোদ্ধারে, দীক্ষার হোমে ও শান্তি কার্য্যে মণ্ডপের পশ্চিম দিগ্গত একটি কুণ্ড হইবে । ২০

এই বরুণদিগ্গত পদস্থলে মণ্ডপস্থ এই পদটি উচ্চ করিতে হইবে । জীর্ণোদ্ধারে অর্থ—নষ্টোদ্ধৃত দেবগৃহাদি প্রতিষ্ঠার অর্থাৎ জীর্ণ ও ভগ্ন মন্দিরের সংস্কার পূর্বক প্রতিষ্ঠায় । তদ্রাস্তরে এই বলিয়াছেন—

পৌষ্টিক কর্মে উত্তরদিগ্গত কুণ্ড হইবে । শান্তিকাদি কর্মে বরুণ (পশ্চিম) দিগ্গত কুণ্ড হইবে । উচ্চাটন কর্মে বায়ুকোণগত কুণ্ড হইবে । মারণে দক্ষিণ দিগ্গত কুণ্ড হইবে ।

বশিষ্ঠ-সংহিতার বলিয়াছেন—সুধী সাধক বাস্তব ঈশানভাগে চারিদিকে ছয় হস্ত, ষাট হস্ত, অষ্ট হস্ত অথবা ঘোড়শ হস্ত বিশিষ্ট চারিটি দ্বারযুক্ত, তোরণাদি দ্বারা অলঙ্কৃত মণ্ডপ রচনা করিবে । ২২

সমস্ততঃ এই কথার দ্বারা মণ্ডপের চারিদিকে সমতা উক্ত হইরাছে । নিবন্ধে

১। খ—ন দূষণমিত্যনন্তরং বশিষ্ঠ-সংহিতারমিত্যাди ।

২। ক—উক্তোহনুজো ।

৩। ক—সদাহোমে । খ—মহাহোমে সদা শান্ত্যবেকং ।

৪। খ—শেখ ইত্যনন্তরং তথা

অথোক্তরে তথা কুণ্ডমেকং বেদ্যঃ সমুদ্বরেৎ । ক—বেদান্তমুদ্বরেৎ । ৫। খ—অলঙ্কৃতমিত্যনন্তরং নিবন্ধে তৎ-ত্রিভাগমিতে ।

তৎ-ত্রিভাগ-মিতে ক্ষেত্রেহরত্ৰিমাত্র-সমুন্নতাম্ ।

চতুরস্রাং ততো বেদীং মণ্ডলায় প্রকল্পয়েৎ ॥ ২৩

তস্য মণ্ডলস্য ত্রিভাগৈঃ পূর্ব-পশ্চিময়োৰ্দ্ধক্ষিণোত্তরয়োশ্চ কুতৈস্ত্রিভিঃ^১
ভাগৈর্মিতেহর্থানবধা বিভক্ত-মণ্ডলমধ্যে বেদীং কুর্যাদিত্যর্থঃ । অত্র যত্বপি—

পুত্রপ্রদং যোনিকুণ্ডমর্দেন্দ্রাভং শুভ-প্রদম্ ।

শত্রুক্ৰয়-করং ত্র্যস্রং বৰ্জুলং শাস্তি-কর্মণি ॥ ২৪

ছেদ-মারণয়োঃ কুণ্ডং ষড়্ভুজং পদ্ম-সন্নিভম্ ।

পুষ্টিদং^২ রোগ-শমনং কুণ্ডমষ্টাশ্রমীরিতম্ ॥ ২৫

তথা সিদ্ধসারস্বতে—শাস্তৌ পুষ্টৌ তথারোগ্যে কুণ্ডঞ্চ চতুরস্রকম্ ।

আকর্ষণে ত্রিকোণং স্ফাটুচ্চাটে বৰ্জুলং তথা ।

মারণে চ তথা যোজ্যং বৰ্জুলং মল্লিভিঃ সদা ॥ ২৬

তথা^৩— বিপ্রাণাং চতুরস্রং স্ফাটু রাজ্জাং বৰ্জুলমিচ্ছতে ।

বৈশ্যানাং মর্দচন্দ্রাভং শূদ্রাণাং ত্র্যস্রমীরিতম্ ॥ ২৭

বলিরাছেন—তাহার পর সেই মণ্ডলের ত্রিভাগ পরিমিত ক্ষেত্রে বাস্তব মণ্ডলের জন্ত
অরতি পরিমাণ সমুন্নত চতুরস্র বেদী নির্মাণ করিবে । ২৩

সেই মণ্ডলের পূর্ব ও পশ্চিমে এবং উত্তর ও দক্ষিণে ত্রিভাগকৃত তিন তিন ভাগ
পরিমিত অর্থাৎ নবধা বিভক্ত মণ্ডলের মধ্যে বেদী করিবেন । ইহাই স্নোকেৰ অর্থ ।
এ স্থলে যদিও বিভিন্ন তন্ত্রে বিশেষ ভাবে উক্ত হইরাছে যে—

যোনিকুণ্ড পুত্রপ্রদ, অর্ধচন্দ্রাকার কুণ্ড শুভ-প্রদ, ত্র্যস্র কুণ্ড শত্রু ক্রয়-কর,
শাস্তিকর্মে বৰ্জুল কুণ্ড উক্ত হইরাছে । ২৪

বিদেষ ও মারণে ষট্‌কোণ কুণ্ড, পদ্মাকার পদ্মকুণ্ড পুষ্টিপ্রদ এবং অষ্টাশ্র কুণ্ড
রোগ শাস্তি-কর উক্ত হইরাছে । ২৫

সেইরূপ সিদ্ধ সারস্বতে বলিরাছেন—মল্লিগণ সর্বদা শাস্তিতে, পুষ্টিতে ও আরোগ্যে
চতুরস্র কুণ্ড, আকর্ষণে ত্রিকোণ কুণ্ড, সেইরূপ উচ্চাটনে বৰ্জুল কুণ্ড, সেইরূপ মারণেও
সেই বৰ্জুল কুণ্ড প্রয়োগ করিবেন । ২৬

সেইরূপ আরও উক্ত হইরাছে—বিপ্রগণের চতুরস্র কুণ্ড হইবে । নৃপতিগণের
বৰ্জুল কুণ্ড অভিপ্রেত, বৈশ্যগণের অর্ধচন্দ্র কুণ্ড এবং শূদ্রগণের ত্র্যস্র কুণ্ড কথিত
হইরাছে । ২৭

ইতি বিশিষ্টাভিহিতম্^১ । তথাপি—সর্বসিদ্ধিকরং পুংসাং চতুরশ্রমুদাস্তম্ ।
ইতি নিবন্ধ-নির্বন্ধাং,

চতুরশ্রমু সর্বেষাং কেচিদিচ্ছন্তি তাদ্রিক্যঃ ।

চতুরশ্রে মহেশানি ! সর্বকর্মাণি সাধয়েৎ ॥

ইতি তদ্বাস্তুর-বচনাং,

সর্বাধিকারিকং কুণ্ডং সর্বদং চতুরশ্রমম্ ।

ইতি বিজ্ঞানলতিকা-বচনাচ্চ সর্বকামার্থিনাং সর্ববর্ণানাং চতুরশ্রকুণ্ডে
হোমাধিকারঃ সিধ্যতি । ২৮

অত্রং কোণঃ । যৎ তু শারদায়াম্—

প্রাক্প্রোক্ত-মণ্ডপে বিদ্বান্ বেদিকায়্য বহিঃস্থিধা ।

ক্ষেত্রং বিভজ্য মধ্যোংশে^২ পূর্বাদি পরিকল্পয়েৎ ॥ ২৯

অষ্টাশ্বাশাসু কুণ্ডানি রম্যাকারান্যনুক্রমাৎ ।

চতুরশ্রং যোনিমর্দচ্ছত্রং ত্র্যশ্রং শ্রবতুলম্ ॥ ৩০

ষড়শ্রং পঞ্চজাকারমষ্টাশ্রং তানি নামতঃ ।

আচার্য্য-কুণ্ডং মধ্যে স্মাদ্ গৌরীপতি-মহেন্দ্রয়োঃ ॥ ৩১

তথাপি—“চতুরশ্র কুণ্ড মানবগণের সর্বসিদ্ধি-কর কথিত হইয়াছে”—এই নিবন্ধ
(শারদাতিলক) বচনের নির্বন্ধবশতঃ এবং “কোন কোন তাদ্রিক সকলের জন্য
চতুরশ্র কুণ্ড ইচ্ছা করেন । হে মহেশানি ! চতুরশ্র কুণ্ডে সমস্ত কর্মের সিদ্ধি হয়”—
এই তদ্বাস্তুরের বচন ও “চতুরশ্র কুণ্ড সর্বাধিকারিক অর্থাৎ সকলের অধিকার বিশিষ্ট
সর্বপ্রদ”—এই বিজ্ঞানলতিকার বচন হইতে সর্বকামার্থীগণের চতুরশ্র কুণ্ডে হোমের
অধিকার সিদ্ধ হয় । ২৮

অত্র—কোণ । আর শারদাতিলকে এই যে নয়টি কুণ্ডের বিধান—পঞ্চমেখলাভিজ্ঞ
বিদ্বান্ ব্যক্তি পূর্বপ্রোক্ত মণ্ডপে বেদিকার বহির্ভাগে চারিদিকে ক্ষেত্র মধ্য অংশকে
তিন ভাগে ভাগ করিয়া তাহার মধ্যভাগে প্রদক্ষিণ ক্রমে পূর্বাদি আট দিকে
অনুক্রমে মনোহরাকার কুণ্ড সমূহ নির্মাণ করিবেন । ২৯

সেই কুণ্ডগুলি চতুরশ্র কুণ্ড, যোনিকুণ্ড, অর্দচ্ছত্র কুণ্ড, ত্র্যশ্র কুণ্ড, বৃত্তকুণ্ড, ষড়শ্র-
কুণ্ড, পদ্মকুণ্ড, অষ্টাশ্রকুণ্ড নামে প্রসিদ্ধ । ঈশান কোণ ও পূর্ব দিকের মধ্যস্থলে
আচার্য্য কুণ্ড চতুরশ্র বা বৃত্ত হইবে । ৩০-৩১

ইতি নবকুণ্ড-বিধানম্, তৎ সমর্থ-পরম্ । অত্র বেদিকায়া বহিরিত্যস্য
মধ্যে ইত্যর্থঃ । মধ্যেংশ ইতি পূজার্থং সর্বতোভদ্রমণ্ডলং কার্যমিত্যর্থঃ ।
অসামর্থ্যে ত্বেককুণ্ডে হোমোহপি^১ শাস্ত্রার্থঃ । ৩২

নিবন্ধে— সহস্রে খলু হোতব্যে কুর্ঘ্যাৎ কুণ্ডং করাত্মকম্ ।

দ্বিহস্তমযুতে তচ্চ লক্ষহোমে চতুষ্করম্ ॥ ৩৩

ষট্ঠকরে বেদ-লক্ষণাষ্টকরে দশ-লক্ষকম্ ।

দশহস্তন্তু কোট্যাং বৈ হস্তসংখ্যা ব্যবস্থিতা ।

দশহস্তাং পরং কুণ্ডং নাস্তি হোমে মহীতলে^২ ॥ ৩৪

এবঞ্চাবিশেষাচ্চতুরশ্বেব যোনিকুণ্ডাদেৱপি হোমানুসারেণ দ্বিহস্তাদিতং
বোধ্যম্ । শারদায়াম্—কোট্যামষ্টকরং স্মৃতমিতি । এতয়োৰ্বিরোধস্ত
দ্রব্যস্ত গুরুত্বাণ্ডরুত্বেন^৩ পরিহরণীয়ঃ । তথা—

একহস্তমিতং কুণ্ডং একলক্ষে বিধীয়তে ।

তাহা সমর্থ ব্যক্তি পর অর্থাৎ সমর্থ ব্যক্তি নয়টি কুণ্ড করিতে পারেন । এই স্লোকে
বেদিকার বহিঃ এই পদের অর্থ—বেদিকার মধ্যে । মধ্যেংশে এই কথার অর্থ—
পূজার জন্য সর্বতোমণ্ডল করিবে । অসমর্থ হইলে একটি কুণ্ডে হোমও শাস্ত্র
সঙ্গত । ৩২

নিবন্ধে (শারদাতিলকে) বলিয়াছেন—সহস্র সংখ্যক হোম করিতে হইলে হস্ত
পরিমিত কুণ্ড করিবে । অযুতহোমে সেই কুণ্ড দুই হাত এবং লক্ষ হোমে চারিহাত
হইবে । ৩৩

হস্ত হাত কুণ্ডে চারি লক্ষ, আট হাত কুণ্ডে দশলক্ষ হোম এবং দশ হাত কুণ্ড কোটি
হোমে হইবে । কুণ্ডের হস্ত সংখ্যা এইরূপ ব্যবস্থিত আছে । এই পৃথিবীতে হোমে
দশ হাতের পর কুণ্ড নাই । ৩৪

এইরূপ হইলে কোন বিশেষ না থাকার হোমানুসারে চতুরশ কুণ্ডের স্থায় যোনি
কুণ্ড প্রভৃতিও দুই হাত বা চারি হাত প্রভৃতি হইবে, ইহা জানিবে । শারদাতিলকে
এই বলিয়াছেন—কোট্যামষ্টকরং স্মৃতম্ অর্থাৎ কোটি হোমে আট হাত কুণ্ড উক্ত
হইরাছে । ইহাতে উত্তর বচনের সহিত বিরোধ হয় । হোমীর দ্রব্যের গুরুত্ব ও
অগুরুত্ব অনুসারে এই বিরোধ পরিস্কৃত হইবে । এইরূপ “একহস্ত পরিমিত কুণ্ড

১। খ—এককুণ্ডহোমোহপি ।

২। খ—মহীতলে । শারদায়াং—কোট্যামিত্যাদি ।

৩। খ—গুরুত্বাণ্ডরুত্বেন ।

ইদমপ্যাজ্যহোমে মধু-ঘৃত-দুৰ্বা-করবীরাদি-হোমে চ বোধব্যম্ । ৩৫

তথা— মুষ্টিমাত্রমিতং কুণ্ডং শতার্দ্ধে চ প্রচক্ষতে ।

শতহোমেহরত্নিমাত্রং হস্তমাত্রং সহস্রকে ॥ ৩৬

দ্বিহস্তমযুতে লক্ষ্যে চতুহস্তমুদাহৃতম্ ।

দশলক্ষ্যে তু ষড়্ হস্তং কোট্যামষ্টকরং স্মৃতম্ ॥ ৩৭

একহস্তমিতে কুণ্ডে লক্ষ্যমেকং বিধীয়তে ।

লক্ষ্যাণাং দশকং যাবৎ তাবদ্ব্যন্তেন বর্ধয়েৎ ॥ ৩৮

মুষ্টিঃ কূপরাং কনিষ্ঠামূল্যবধিঃ । অরত্নিঃ কূপরাং কনিষ্ঠাগ্রাবধিঃ । হস্ত-
প্রমাণমগ্রে বক্ষ্যতে । দ্বিহস্তাদিকুণ্ডমানস্ত গৌতমীয়ে (৩৯)—

পূর্বপূর্বস্ত কুণ্ডস্ত কোণসূত্রস্ত যদ ভবেৎ ।

উত্তরোত্তর-কুণ্ডানাং মানং তৎ পরিকীর্তিতম্ ॥ ৪০

তথা— কর্ণসূত্র-প্রমাণেন দ্বিহস্তং কুণ্ডমুদ্ধরেৎ ।

সর্বকুণ্ডেষু সর্বত্র বর্ধয়েদ্ বিধিনাহমুনাঃ ॥ ৪১

একলক্ষ হোমে বিহিত হইয়াছে”—ইহাও আজ্যহোমে অথবা মধু, ঘৃত, দুৰ্বা, করবীরাদি হোমে জানিবেন । ৩৫

তন্নে এইরূপ আরও উক্ত হইয়াছে—শতার্দ্ধহোমে মুষ্টিপরিমিত কুণ্ড হইবে বলেন ।
শত-হোমে অরত্নিমাত্র, সহস্রহোমে হস্তমাত্র কুণ্ড হইবে বলেন । ৩৬

অযুত হোমে দুই হাত কুণ্ড, লক্ষ হোমে চারি হাত কুণ্ড কথিত হইয়াছে । দশ-
লক্ষ হোমে ছয় হাত কুণ্ড, কোটি হোমে আট হাত কুণ্ড কথিত হইয়াছে । ৩৭

একহাত পরিমিত কুণ্ডে এক লক্ষ হোম বিহিত হইয়াছে । এক লক্ষ হইতে দশ-
লক্ষ যাবৎ হোমে কুণ্ডকে এক এক হাত বর্ধিত করিবে । ৩৮

কূপর (কনুই) হইতে কনিষ্ঠাঙ্গুলির মূল পর্য্যন্ত পরিমাণ মুষ্টি । কনুই হইতে
কনিষ্ঠাঙ্গুলির অগ্র পর্য্যন্ত অরত্নি । হস্তের পরিমাণ অগ্রে কথিত হইবে । দ্বিহস্তাদি
কুণ্ডের পরিমাণ গৌতমীর তন্নে এইরূপ বলিয়াছেন (৩৯)—

পূর্ব পূর্ব কুণ্ডের কোণ সূত্র যে পরিমাণ হইবে, উত্তর উত্তর দ্বিহস্তাদি কুণ্ড সেই
পরিমাণ কীর্তিত হইয়াছে । ৪০

সেইরূপ আরও বলিয়াছেন—এক হস্ত কুণ্ডের কর্ণ সূত্রের পরিমাণের দ্বারাই দ্বিহস্ত
কুণ্ড উদ্ধার করিবে । সকল স্থলে এই বিধি অনুসারে সমস্ত কুণ্ডকে বৃদ্ধি করিবে । ৪১

১। খ—লক্ষ্যাণাং দশকং যাবদ্ব্যন্তে নিবর্ধয়েৎ । নিবর্ধয়েদিত্যনন্তরং দ্বিহস্তাদিকুণ্ডে যামক
গৌতমীয়ে জামলে চ পূর্বপূর্বস্তেত্যাदि । ২। খ—অমুনা ইত্যনন্তরমহমর্ষঃ ইত্যাদি ।

কর্ণসূত্রঃ—কোণসূত্রম্ । তথা চায়মর্থঃ—পূর্বপূর্বস্ত হস্তাদিমিতস্ত কোণ-
সূত্রমানম্ ঈশানকোণ-নির্ধাতিকোণ-পাতিত-সূত্রস্ত যন্মানং তদুত্তরোত্তরস্ত
দ্বিহস্তাদি-কুণ্ডস্ত মানমিতি পারিভাষিকং দ্বিহস্তাদিকং, পরিভাষায়া বলবত্বাৎ
ন তু যথাশ্রুতস্ত দ্বৈগুণ্যমিতি* । তথা চ একহস্তকুণ্ডকোণদ্বয়মানেন দ্বিহস্তং
দ্বিহস্ত-কুণ্ডকোণেন ত্রিহস্তং পরিকল্প্য ত্রিহস্ত কুণ্ডকোণ-দ্বয়মানেন চতুর্হস্তং
কার্যম্ । এবং পরত্রাপি । ৪২

গৌতমীয়ে— ততঃ কুণ্ডং খনেন্দ্রী যথা শাস্ত্রবিধানতঃ ।

ত্যাঙ্ক্য সর্পস্ত গাত্রঞ্চ শিরোদেশং* প্রযত্নতঃ ॥ ৪৩

শিরোধাতে ভবেন্ মৃত্যুঃ পিণ্ডেষু পিণ্ড ঘাতনম্ ।

পৃষ্ঠে তু হৃৎ-সন্তুতিঃ ক্রোড়ে সর্বার্থ-সাধনম্ ॥ ৪৪

কর্ণ সূত্র—কোণ সূত্র । তাহা হইলে এই অর্থ হয়—পূর্ব পূর্ব হস্তাদি পরিমিত
কুণ্ডের কোণ সূত্রের ঈশান কোণ ও নির্ধাতিকোণে পাতিত সূত্রের যে পরিমাণ, তাহা
উত্তরোত্তর দ্বিহস্তাদি কুণ্ডের পরিমাণ, ইহাই পারিভাষা বলে পারিভাষিক দ্বিহস্তাদি ।
পরন্তু যথাশ্রুত পরিমাণের দ্বিগুণ দ্বিহস্ত নহে । তাহা হইলে এক হস্ত কুণ্ডের কোণ
দ্বয়ের পরিমাণে দ্বিহস্ত চতুরস্র কুণ্ড, দ্বিহস্ত চতুরস্র কুণ্ডের কোণ পরিমাণে ত্রিহস্ত
চতুরস্র কুণ্ড নির্মাণ করিয়া ত্রিহস্ত চতুরস্র কুণ্ডের কোণ দ্বয়ের পরিমাণে চারিহস্ত
চতুরস্র কুণ্ড করিবে । এইরূপ পঞ্চ হস্ত কুণ্ডাদি স্থলেও জানিবে । ৪২

গৌতমীর ভক্তে বলিয়াছেন—তাহার পর মন্ত্রজ সাধক বাস্ত নাগের গাত্র ও মন্তক
স্বল্প পূর্বক ত্যাগ করিয়া যথাশাস্ত্র বিধানে কুণ্ড খনন করিবে । ৪৩

বাস্ত নাগের মন্তক আহত হইলে যজমানের মৃত্যু হইবে । পিণ্ড সমূহ অর্থাৎ
শরীরংশ সমূহ আহত হইলে যজমানের শরীরের সেই সেই অংশ সমূহ আহত হইবে ।
বাস্তনাগের পৃষ্ঠ আহত হইলে হৃৎ উৎপন্ন হইবে । ক্রোড়ে গৃহ বা কুণ্ডাদি নির্মিত
হইলে সর্বার্থ সিদ্ধি হইবে । ৪৪

১। *—দ্বৈগুণ্যমিত্যানন্তরং গৌতমীয়ে—ততঃ কুণ্ডমিত্যাदि । * নাগশির-আদি নির্ণয়ো যথা—

বাস্তপ্রমাণেন তু গাত্রকেণ বামেদ শেতে খলু নিত্যকালঃ ।

ত্রিভিদ্ধ মর্টসঃ পরিবৃত্ত্য তুর্যো তং বাস্তনাগং প্রবদন্তি সিদ্ধাঃ ।

ভাত্রাদিকে বাসবদিক্-শিরাঃ শ্রান্ মার্গাদিকেষু ত্রিষু বামামুর্দ্ধা ।

প্রত্যক্-শিরাঃ তাৎ খলু কাস্তনাদৌ জ্যেষ্ঠাদি-কৌবের-শিরাঃ স নাগঃ ।

বাস্তবাস্তভূমিত্ত্বংপ্রমাণেন শরীরেণ বাস্তভূমিব্যাপক-শরীরেণ বামেদ বামপার্শ্বে নিত্যকালঃ
শেতে ইত্যর্থঃ । বাসবদিক্-শিরাঃ ইন্দ্রাদিদিক্-শিরাঃ । কৌবেরদিক্-শিরাঃ উত্তরদিক্-শিরাঃ ।

জ্যোতিষে—পূর্বাদিষু শিরঃ কুহা নাগঃ শেতে ত্রিভিঃ।

ভাদ্রাদৌ বামপার্শ্বেন তস্য ক্রোড়ে শুভং গৃহম্ ॥৪৫॥ ইতি ।

শারদায়াম্—যাবান্ কুণ্ডস্য বিস্তারঃ খননং তাবদিশ্রুতে ।

খাতাধিকে ভবেদ্ রোগী হীনে ধেনু-ধন-ক্ষয়ঃ ॥ ৪৬

বক্রে কুণ্ডে তু সস্তাপো মরণং ছিন্ন-মেখলে ।

মেখলা-রহিতে শোকো হৃদিকে বিত্ত-সংক্ষয়ঃ ॥ ৪৭

ভার্য্যা-বিনাশকং প্রোক্তং কুণ্ডং যোন্তা বিনাকৃতম্ ।

অপত্য-ধ্বংসনং প্রোক্তং কুণ্ডং যৎ কণ্ঠবর্জিতম্^১ ॥ ৪৮

অতএব বশিষ্ঠসংহিতায়াম্—তস্মাৎ সর্বং পরীক্ষ্যৎ কৰ্ত্তব্যং শুভবেদিকম্

হস্তমানং ততঃ কুর্য্যাৎ চতুরস্রং সমস্ততঃ ।

সাত্ত্বিকী মেখলা পূর্বা দ্বিতীয়া রাজসী স্মৃতা ।

তৃতীয়া তামসী প্রোক্তা মেখলানাং বিনির্গয়ঃ^২ ॥ ৪৯

জ্যোতিষে এই বলিয়াছেন—তিন তিন মাস ধরিয়া নাগ পূর্বাদি দিকে মন্তক করিয়া শয়ন করে। ভাদ্রাদি মাসে বাম পার্শ্বে শয়ন করে। সেই বাস্ত নাগের ক্রোড়ে গৃহ হইলে শুভ হয়। ৪৫

শারদাতিলকে বলিয়াছেন—কুণ্ডের যে পরিমাণ বিস্তার বা মধ্য সূত্র, সেই পরিমাণ কুণ্ডের খাত কথিত হইয়াছে। খাত বিস্তারের অধিক হইলে রোগী হইবে। নূন হইলে ধেনু ও ধনক্ষয় হইবে। ৪৬

কুণ্ড বক্র হইলে মনস্তাপ, কুণ্ডের মেখলা ছিন্ন হইলে মরণ হইবে। কুণ্ড মেখলা-রহিত হইলে শোক, মেখলা অধিক হইলে বিত্ত নাশ হয়। ৪৭

যোনি বিনা কুণ্ড নির্মিত হইলে উহা ভার্য্যা বিনাশক কথিত হইয়াছে। যে কুণ্ড কণ্ঠ রহিত, তাহা অপত্য নাশক কথিত হইয়াছে। ৪৮

এই অন্তই বশিষ্ঠ-সংহিতায় বলিয়াছেন—অতএব এই প্রকারে সমস্ত পরীক্ষা করিয়া শুভ (সুন্দর) বেদী করিবে। তাহার পর চারিদিকে চতুরস্র হস্ত প্রমাণ কুণ্ড করিবে।

পূর্বা (প্রথম) মেখলা সাত্ত্বিকী, দ্বিতীয়া রাজসী কথিত হইয়াছে। তৃতীয়া মেখলা তামসী উক্ত হইয়াছে। ইহা মেখলার স্বরূপ নির্ণয়। ৪৯

১। ক—কুণ্ডং যৎ কুণ্ডবর্জিতম্। বর্জিতমিত্যনন্তরং অতএবেত্যাদি-সমস্ততঃ ইত্যন্ত-পাঠো নাস্তি।

২। খ—বিনির্গয়ঃ ইত্যনন্তরং কুণ্ডনামিত্যাди পাঠঃ।

হীনে ন্যূন-খাতে। অধিকে চতুরাদিমেখলাযুক্তে। পূর্বা—প্রথমা, কুণাদিতি শেষঃ। ৫০

তথা— কুণানাং মেখলাস্তিস্রো মুষ্টিমাত্রে তু তাঃ ক্রমাৎ।
উৎসেধায়ামতো জ্যেষ্ঠা দ্ব্যেকাদ্ব্যঙ্গুল-সম্মিতাঃ ॥ ৫১
অরতিমাত্রে কুণে তু তাদ্বিধ্যেকাদ্ব্যঙ্গুলাত্রিকা।
হস্তমাত্রমিতে কুণে বেদাগ্নি-নয়নঙ্গুলাঃ ॥ ৫২
কুণে দ্বিহস্তে তা জ্যেষ্ঠা রস-বেদ-গুণঙ্গুলাঃ।
চতুর্হস্তেষু কুণেষু বনু-তর্ক-যুগঙ্গুলাঃ ॥ ৫৩
কুণে রস-করে তাস্ত দশাষ্টর্জঙ্গুলাঃ^১ ক্রমাৎ।
বনু-হস্তমিতে কুণে ভানু-পঙ্ক্ত্যষ্টকঙ্গুলাঃ ॥ ৫৪

হীনে—ন্যূনখাতে অর্থাৎ খাত কুণের বিস্তার অপেক্ষা ন্যূন হইলে। অধিকে—
কুণ চতুরাদি মেখলা যুক্তে অর্থাৎ চারিটির অধিক মেখলা যুক্ত হইলে। পূর্বা—প্রথমা,
কুণ হইতে, এইটি উক্ত হইবে। ৫০

কুণ সমূহের তিনটি মেখলা হয়। মুষ্টি পরিমিত (২১ আঙ্গুল পরিমিত) কুণ
হইলে তাহার সেই মেখলাগুলি যথাক্রমে বিস্তারে ৩ উচ্চতার দুই আঙ্গুল, এক আঙ্গুল
ও অর্ধ আঙ্গুল পরিমিত হইবে। ৫১

বিবৃতি। যে কুণই হউক, তাহার চব্বিশ ভাগের একভাগই এক আঙ্গুল, ইহা
সোমশঙ্কু বলিয়াছেন। খাত হইতে উভয় দিকে সমান অংশ অর্থাৎ আধ আঙ্গুল বাদ
দিয়া মেখলা হইবে। অগ্ন্যাণ্ড কুণের স্থলে এই মেখলা এই রীতিতে হইবে। উত্তম,
মধ্যম ও অধম ভেদে মেখলা তিনটি, দুইটি বা একটিও হইতে পারে। ইহা ক্রিয়াসার
ও ব্যাবহার সংহিতায় বলিয়াছেন। ৫১

অরতি বা সাড়ে বাইশ আঙ্গুল পরিমিত কুণে সেই মেখলাগুলি উচ্চতার ৩
বিস্তারে যথাক্রমে তিন আঙ্গুল, দুই আঙ্গুল ও এক আঙ্গুল হইবে। একহাত পরিমিত
কুণে মেখলাগুলি যথাক্রমে চার আঙ্গুল, তিন আঙ্গুল ও দুই আঙ্গুল হইবে। ৫২

দ্বিহস্ত কুণে সেই মেখলাগুলি বিস্তারে ৩ উচ্চতার যথাক্রমে ছয় আঙ্গুল, চারি
আঙ্গুল ও তিন আঙ্গুল জানিবেন। চারি হাত কুণে যথাক্রমে আট আঙ্গুল, ছয়
আঙ্গুল ও চারি আঙ্গুল হইবে জানিবেন। ৫৩

ছয় হাত কুণে সেই তিনটি মেখলা দশ আঙ্গুল, আট আঙ্গুল ও ছয় আঙ্গুল জানিবেন।
আট হাত কুণে সেই মেখলা বার আঙ্গুল, দশ আঙ্গুল ও আট আঙ্গুল জানিবেন। ৫৪

দশহস্তমিতে কুণ্ডে মনু-ভানু-দশাঙ্গুলাঃ ।

বিস্তারোৎসেধতো^১ জ্যেষ্ঠাঃ মেখলাঃ সর্বতোবুধৈঃ ॥ ৫৫

মেখলা তু ব্রহ্মচারি-মেখলাবদ্ বেষ্টনরূপা চতুরস্রা কার্য্যা । তথা চ একহস্তে কুণ্ডে^২ কুণ্ডসমীপস্থা চতুরঙ্গুলা । তদ্বিহস্ত্যাঙ্গুলা । সর্বাঃ পরস্পরং সংসক্তাঃ । এবং দ্বিহস্তে ষট্-চতুরঙ্গুলাঃ, চতুর্হস্তে অষ্ট-ষট্-চতুরঙ্গুলা ইত্যাদি-ক্রমেণ মেখলা-কার্য্যাঃ । মানং তুৎসেধত আয়ামতশ্চৈকম্^৩ । ৫৬

পিঙ্গলায়াম্—খাতাদেকাঙ্গুলং ত্যক্ত্বা মেখলানাং বিধির্ভবেৎ । ৫৭

কালোত্তরে—খাতাদ্ বাহ্যেহঙ্গুলঃ কণ্ঠঃ সর্বকুণ্ডেষু যং বিধিঃ^৪ ॥ ৫৮

সর্বকুণ্ডেষু চিত্তি চতুরস্রাদি-নবকুণ্ডেষু ত্যর্থঃ । তত্রাপি তেষাং মুষ্ট্যরত্ন্যেক-হস্তভে তথা বোধ্যম্ । দ্বিহস্তাদিভে তু অর্দ্ধাঙ্গুল-ক্রমেণ কণ্ঠবুদ্ধিঃ । যথা গৌতমীয়ে (৫৯)—

সুধী সাধকগণ দশ হাত কুণ্ডে সেই তিনটি মেখলা চারিদিকে বিস্তারে ও উচ্চতার চৌদ্দ আঙ্গুল, বার আঙ্গুল ও দশ আঙ্গুল জানিবেন । ৫৫

মেখলা কিন্তু ব্রহ্মচারীর মেখলার স্থায় বেষ্টনরূপ চতুরস্র করিবে । তাহা হইলে এক হস্ত কুণ্ডে কুণ্ডসমীপে চারি আঙ্গুল, তাহার বাহিরে তিন আঙ্গুল, তাহার বাহিরে দুই আঙ্গুল মেখলা হইবে । সমস্ত মেখলাই পরস্পর সংযুক্ত হইবে । এইরূপ দুই হাত কুণ্ডে ছয় আঙ্গুল, চারি আঙ্গুল, তিন আঙ্গুল ; চারি হাত কুণ্ডে আট আঙ্গুল, ছয় আঙ্গুল ও চারি আঙ্গুল—এই ক্রমে মেখলা করিবেন । উচ্চতার ও বিস্তারে পরিমাণ এক । ৫৬

পিঙ্গলাভস্তে বলিয়াছেন—খাত হইতে এক আঙ্গুল ত্যাগ করিয়া মেখলা সমূহের রচনা হইবে । ৫৭

কালোত্তরে বলিয়াছেন—খাতের বাহিরে এক আঙ্গুল কণ্ঠ হইবে । সর্ব প্রকার কুণ্ডে এই বিধি । ৫৮

সর্ব কুণ্ডেষু অর্থ—চতুরস্রাদি নয়টি কুণ্ডে । সে স্থলেও সেই কুণ্ড সমূহ মুষ্টি পরিমিত, অরতি পরিমিত অথবা একহস্ত পরিমিত হইলে সেইরূপ এক আঙ্গুল কণ্ঠ হইবে বুঝিতে হইবে । দ্বিহস্তাদি পরিমিত কুণ্ড হইলে আধ আঙ্গুল আধ আঙ্গুল ক্রমে কণ্ঠ বুদ্ধি হইবে । যেমন গৌতমীর ভস্ত্রে বলিয়াছেন (৫৯)—

১। খ—বিস্তারোৎসেধতো জ্যেষ্ঠা । ২। খ—একহস্তে কুণ্ডে চতুর্বিদ্যাঙ্গুলাঃ দ্বিহস্তে ষট্চতুর্বিদ্যাঙ্গুলাঃ চতুর্হস্তে অষ্টষট্ চতুরঙ্গুলাঃ ইত্যাদি ক্রমেণ । ৩। খ—একং নাস্তি । ৪। খ—বিধিসিদ্ধ্যন্তরং—শারদাতিলকে হোতুরগ্রে ইত্যাদি

মেখলানাং ভবেদন্তঃ পরিতো নেমিরঙ্গুলা ।

একহস্তস্ত কুণ্ডস্ত বর্দ্ধয়েৎ তাং ক্রমাৎ সুধীঃ ।

দশহস্তান্তমগ্ৰেষামর্দ্ধাঙ্গুল-বশাৎ পৃথক্ ॥ ৬০

পরিতচ্চতুর্দিশু মেখলাত্রয়স্তান্তর্ভাগে নেমির্ভবতি । সা চ বিস্তারোচ্ছ্রা-
য়য়োরেকাঙ্গুল-প্রমাণা । একহস্তস্তোতি একহস্তান্ত-কুণ্ডত্রয়স্তোত্যর্থঃ । তৎ-ত্রয়ে
যোনের্নাভেষ্ট সম-প্রমাণতয়া নেমেরপি সমপ্রমাণত্বাৎ । ইয়মেব কালোত্তরে
কণ্ঠভেনোক্তা । ৬১

শারদায়াম্—হোতুরগ্রে যোনিরাসামুপর্য্যস্বথ-পত্রবৎ ।

মুষ্টিরত্ন্যেক-হস্তানাং কুণ্ডানাং যোনিরীরিতা ।

ষড়্-চতুর্দ্যাঙ্গুলায়াম-বিস্তারোরতি-শালিনী ॥ ৬২

একাঙ্গুলন্ত যোন্তগ্রং কুযাদীষদধোমুখম্ ।

একৈকাঙ্গুলতো যোনিং কুণ্ডেষ্বগ্ৰেষু বর্দ্ধয়েৎ ।

যবদ্বয়-ক্রমেণৈব যোন্তগ্রমপি বর্দ্ধয়েৎ ॥ ৬৩

এক হস্ত পরিমিত কুণ্ডের মেখলা সমূহের ভিতরে চারি দিকে এক আঙ্গুল করিয়া
নেমি (নাভি বা কণ্ঠ) হইবে । সুধী সাধক দশ হাত পর্য্যন্ত অশ্রান্ত কুণ্ড সমূহের সেই
মেখলাগুলির নেমির সেই আঙ্গুলটি ক্রমে ক্রমে পৃথক্ পৃথক্ অর্দ্ধাঙ্গুল করিয়া বর্দ্ধিত
করিবেন । ৬০

পরিতঃ অর্থাৎ চতুর্দিকে মেখলা তিনটির অন্তর্ভাগে নেমি হইবে । সেই নেমিটি
উচ্চতায় ও বিস্তারে এক আঙ্গুল পরিমাণ । একহস্তস্ত অর্থ—একহস্ত পর্য্যন্ত
কুণ্ডত্রয়ের । সেই কুণ্ড তিনটিতে যোনি ও নাভি সম প্রমাণ বলিয়া নেমিও সম
প্রমাণ হইবে । এই নেমিই কালোত্তরে কণ্ঠ বলিয়া উক্ত হইয়াছে । ৬১

শারদাঙ্গুলকে বলিয়াছেন—হোতার অগ্রে সেই মেখলা সমূহের উপরিভাগে
অস্বথ পত্রের স্থায় যোনি হইবে । মুষ্টি পরিমিত কুণ্ড, অরতি পরিমিত কুণ্ড ও
একহস্ত পরিমিত কুণ্ড সমূহের যোনি দৈর্ঘ্যে ছয় আঙ্গুল, বিস্তারে চারি আঙ্গুল ও
উচ্চতায় দুই আঙ্গুল বিশিষ্ট বলিয়া কথিত হইয়াছে । ৬২

যোনির অগ্রকে কিন্তু একাঙ্গুল ও ঈষৎ অধোমুখ করিবেন । অশ্রান্ত দুই হাত,
চারি হাত প্রভৃতি কুণ্ডের যোনিকে এক এক আঙ্গুল করিয়া বর্দ্ধিত করিবেন ।
যোনির অগ্রকেও দুই দুই বৎ ক্রমেই বর্দ্ধিত করিবেন । ৬৩.

আসামিতি মেখলানামিত্যর্থঃ^১ । যতপি চতুরঙ্গুলাগ্ৰমেখলোপরিস্থায়। একাঙ্গুল-কণ্ঠব্যবহিত-খাতগতৈকাঙ্গুলাগ্রায়াঃ ষড়ঙ্গুল-প্রমাণায়। যোনেদ্বিতীয়-তৃতীয়-মুখে নোপরিস্থত্বং ন সম্ভবতি, তথাপি সর্বোন্নত-মেখলোপরিস্থত্বে তয়োৰপ্যপরি সূতরামবস্থানম্ । ষড়্ভিতি । আয়ামে দৈর্ঘ্যে আয়তে ষট্ বিস্তারে চত্বারঃ উন্নতৌ দ্বাবঙ্গুলীত্যর্থঃ । অশ্বখপত্রবদিত্যনেন ষট্-চতুরঙ্গুল-বিস্তৃত-মূল। ক্রমিক-সংকোচে নৈকাঙ্গুলাগ্রা যোনিরিত্যভিহিতম্^২ । মুষ্ঠ্যরত্ন্যেক-হস্তানাং যোনিরেকরূপৈব । ৬৪

গৌতমীয়ে—প্রথমে মেখলে যোনিং কুণ্ডোষ্ঠীং হোতুরগ্রতঃ ।

কুর্যাদ্ গজোষ্ঠবৎ তাস্ত কুণ্ডবিৎ সর্বলক্ষণাম্^৩ ॥ ৬৫

প্রথম ইতি । কুণ্ড-সমীপস্থায়াঃ প্রথম-মেখলায়া মধ্যভাগে ইত্যর্থঃ । কুণ্ডোষ্ঠীমিতি । কুণ্ডে ওষ্ঠোহগ্রং যন্ত্যাস্তাদৃশীম্ । গজোষ্ঠবদিতি । তথাচ শারদা-

আসাং অর্থ—মেখলানাং অর্থাৎ মেখলা সমূহের । যদিও চতুরঙ্গুল প্রথম মেখলার উপরিস্থিত একাঙ্গুল কণ্ঠ ব্যবহিত খাতগত একাঙ্গুলাগ্র পরিমিত। যোনি দ্বিতীয় ও তৃতীয় মুখে উপরিস্থিত হইতে পারে না, তথাপি সর্বোন্নত মেখলার উপরে অবস্থিত সেই দুইটিরও উপরে সূতরাং অবস্থান সম্ভব হইবে । ষড়্- ইত্যাদি কথার অর্থ—আয়ামে অর্থাৎ দৈর্ঘ্যে ছয় আঙ্গুল, বিস্তারে চারি আঙ্গুল, উচ্চতার দুই আঙ্গুল । অশ্বখ পত্রবৎ এই কথা দ্বারা এই উক্ত হইয়াছে যে—চতুরঙ্গুল বিস্তৃত-মূল। যোনির ক্রমিক সংকোচের দ্বারা একাঙ্গুলাগ্রা যোনি অর্থাৎ যোনির অগ্র একাঙ্গুল হইবে । মুষ্টি পরিমিত, অরুণ্ণি-পরিমিত ও একহস্ত পরিমিত কুণ্ডের যোনি একরূপই হইবে । ৬৪

গৌতমীয় তন্ত্রে বলিয়াছেন—প্রথমে হোতার অগ্রে মেখলার মধ্যে কুণ্ডোষ্ঠী (কুণ্ডাগ্রা) যোনি করিবে । কুণ্ডবিৎ সেই যোনিকে হস্তীর ওষ্ঠের দ্বারা সর্বলক্ষণ-বিশিষ্টা করিবে । ৬৫

প্রথমে ইহার অর্থ—কুণ্ডসমীপস্থ প্রথম মেখলার মধ্যভাগে । কুণ্ডোষ্ঠীম্ ইহার অর্থ—কুণ্ডে ওষ্ঠ অর্থাৎ অগ্র আছে যে যোনির, সেই যোনিই কুণ্ডোষ্ঠী । গজোষ্ঠবৎ

১ । খ—আসাং মেখলানাং । অশ্বখপত্রবদিত্যনেনত্যাতি । ২ । খ—অভিহিতমিত্যনন্তরং গৌতমীয়ে প্রথমে মেখলে ইত্যাদি । ৩ । খ—সর্বলক্ষণামিত্যনন্তরং মেখলানাং ভবেন্দ্রঃ পরিভো মেমিরঙ্গুলা । একহস্তস্ত কুণ্ডস্ত বর্ডয়েৎ তাং ক্রমাৎ সুধীঃ । দশহস্তান্তমন্তেবামিষ্ঠাঙ্গুলবশাৎ গুণক্ । মেমিরিতি নাভিরিত্যর্থঃ । তথাচ কুণ্ডোপরি একাঙ্গুলমিত্যনং ভ্যক্তা মেখলা দেয়া ইতি । একহস্ত-একহস্তান্ত নাভিযোতো নৈকমানস্ত দুইত্বাৎ । গণেশবিমর্ষিণ্যাম্—মেখলানাং বহিঃস্থানমিত্যাতি ।

গৌতমীয়-বচনোভ্যামশ্বথপত্রাকারা গজোষ্ঠাকারা বা যোনি: কণ্ঠব্যোত্যর্থ: ।
বাশিষ্ঠে—পৃষ্ঠোন্নতা গজোষ্ঠী বা সচ্ছিন্না মধ্য উন্নতা । যোনিরিত্তি শেষ: । ৬৬

ত্রৈলোক্যসারে—কুণ্ডলয়-সমায়ুক্তা অশ্বথ-দলবন্ নতা ।

অঙ্গুষ্ঠ-মেখলা-যুক্তা মধ্যে চাক্য-স্থিতির্যথা ॥ ৬৭

কুণ্ডলয়েতি । গজকুণ্ডাকার-মৃৎপিণ্ডয়-যুক্ত-মূলদেশা । নতা—নত্ৰা ।
অঙ্গুষ্ঠেতি । বিস্তারোচ্ছায়য়োরঙ্গুষ্ঠমিতয়া একয়া যুদ্ধটিত-মেখলয়া
বেষ্টিতেত্যর্থ: । তথা সতি হস্তগণিতাজ্যস্ত স্থিত্যা কুণ্ডে তৎপাতো ভবতীতি
তাৎপর্যম্ । এতেন যোগ্যপরি অঙ্গুষ্ঠপ্রমাণা মেখলা দেয়েতি সিদ্ধম্ ।
যোনি-প্রমাণ-বৃদ্ধাবপি ন তন্মান-বৃদ্ধি: । ৬৮

স্বায়ত্ত্ববে—অঙ্গুষ্ঠমানোষ্ঠ-কণ্ঠা কার্য্যাহশ্বথ-দলাকৃতি: ।

অঙ্গুষ্ঠমানোষ্ঠং কণ্ঠে খাত-বাহ্যঙ্গুলদেশে যন্তাস্তাদৃশী । ওষ্ঠোহত্রাগ্রম্ । ৬৯

ইহার অর্থ—তাহা হইলে শারদাতিলক ও গৌতমীয় তন্ত্রোক্ত বচনের দ্বারা অশ্বথ
পত্রের আকারের স্থায় অথবা হস্তীর ওষ্ঠের আকারের স্থায় যোনি করিতে হইবে ।

বাশিষ্ঠে বলিয়াছেন—যোনিটি পৃষ্ঠে উন্নতা, হস্তীর ওষ্ঠাকারা, সচ্ছিন্না ও মধ্যে
উন্নতা । যোনি এই বিশেষ পদটি উহা করিতে হইবে । ৬৬

ত্রৈলোক্যসারে বলিয়াছেন—কুণ্ডলয়যুক্তা অশ্বথপত্রবৎ অবনতা অঙ্গুষ্ঠপরিমিত
মেখলা দ্বারা যুক্তা, মধ্যে বাহাতে আঁজা থাকিতে পারে, তদ্রূপ যোনি হইবে । ৬৭

কুণ্ডলয় সমায়ুক্তা অর্থ—যোনির মূলদেশ গজকুণ্ডাকার মৃৎপিণ্ডয় যুক্তা হইবে ।
নতা—নত্ৰা । অঙ্গুষ্ঠ ইত্যাদির অর্থ—বিস্তারে ও উচ্চতার অঙ্গুষ্ঠ পরিমিত একটি
যুক্তিকা নির্মিত মেখলা দ্বারা যোনিটি বেষ্টিত হইবে । তাহা হইলে হস্তগণিত আঁজোর
স্থিতি ও কুণ্ডে তাহার পাত হইবে, ইহাই তাৎপর্য্য । ইহা দ্বারা এই সিদ্ধ হইল যে,
যোনির উপরে অঙ্গুষ্ঠপরিমিত মেখলা দিতে হইবে । যোনির পরিমাণ বৃদ্ধি হইলেও
সেই মেখলার পরিমাণ বৃদ্ধি হইবে না । ৬৮

স্বায়ত্ত্বব তন্ত্রে বলিয়াছেন—কণ্ঠে অঙ্গুষ্ঠ পরিমিতাগ্রা ও অশ্বথদলাকারা যোনি
করিবে । অঙ্গুষ্ঠ-পরিমাণ ওষ্ঠ অঙ্গুষ্ঠ-মানোষ্ঠ, অঙ্গুষ্ঠ-মানোষ্ঠ কণ্ঠে বাহার অর্থাৎ
খাতের বাহিরে অঙ্গুল পরিমিত দেশে অঙ্গুষ্ঠ পরিমিত ওষ্ঠ (অগ্র) যে যোনির
সেইরূপ যোনি অর্থাৎ খাতের বাহিরে অঙ্গুল পরিমিত দেশে যোনির অগ্রটি অঙ্গুষ্ঠ
পরিমিত হইবে । এহলে ওষ্ঠ হইতেছে অগ্র । ৬৯

গণেশবিমর্শিন্যাম্—মেখলানাং বহিঃস্থানং স্থলমিত্যভিধীয়তে ।

চতুরস্র-স্থলারকং নালং মধ্যে সরক্ককম্ ॥ ৭০

স্থলমূলস্ত সূক্ষ্মাগ্রং তন্মালং স্থান্ মনোহরম্ ।

বাহুস্থ-মেখলা-বাহু-স্থানাদারভ্য^১ কারয়েৎ ॥ ৭১

বহিঃস্থানং হোতুরগ্রে ইতি শেষঃ । চতুরস্রেতি । চতুরস্রীকৃত-স্থলে
লগ্ন-মূলমিত্যর্থঃ । তথা চ নালমূলে চতুরস্রং কার্য্যম্ । ৭২

যামলে— নালং তিথ্যঙ্গুলায়ামমর্কঙ্গুলমথাপি বা ।

স্থলং বেদাঙ্গুলং জ্যেয়ং যোনি-লগ্নং সরক্ককম্ ।

অরতি-মুষ্টি-হস্তানাং নালমাত্রমুদীরিতম্ ॥ ৭৩

দ্বিহস্তাদিক-কুণ্ডেষু চতুরঙ্গুলতঃ ক্রমাৎ ।

আয়তিং তস্য জানীয়াৎ স্থৌল্যং দ্ব্যঙ্গুলতঃ পুনঃ ॥ ৭৪

সম্মোহনতন্ত্রে—মূলং মধ্যং তথাগ্রঞ্চ ব্যুৎক্রমাৎ ষট্-ত্রিকং চতুঃ ।

তন্মানাঙ্গুলি-মানং স্থাদেতন্মানস্য লক্ষণম্ ॥ ৭৫

গণেশ-বিমর্শিনীভে বলিরাছেন—মেখলা সমূহের বহিঃস্থান স্থল নামে কথিত হয় ।
চতুরস্র কুণ্ডের মেখলা সমূহের বহিঃস্থান-রূপ স্থল হইতে যোনির নাল আরক হইবে
অর্থাৎ স্থলভাগ হইতে আরম্ভ করিয়া যোনির বাহু মেখলা সংলগ্ন নাল হইবে । মধ্যে
সরক্ক হইবে । ৭০

নালের মূলটি স্থল ও অগ্রটি সূক্ষ্ম ও নালটি মনোহর হইবে । বাহুস্থ মেখলার
বাহুস্থান হইতে আরম্ভ করিয়া নাল নির্মাণ করিবে । ৭১

বহিঃস্থানম্ এই স্থলে হোতার অগ্রে, এইটি উচ্চ করিতে হইবে । চতুরস্র ইত্যাদি
কথার অর্থ—চতুরস্রীকৃত স্থলে মেখলার মূলটি লগ্ন হইবে । এই হইলে নালের মূলে
চতুরস্র করিতে হইবে । ৭২

যামলে বলিরাছেন—নাল আয়ামে (দৈর্ঘ্যে) পঞ্চদশ আঙ্গুল অথবা দ্বাদশ আঙ্গুল
পরিমিত হইবে । স্থল চারি আঙ্গুল জানিবে । উহা সরক্ক ও যোনি লগ্ন হইবে ।
অরতি পরিমিত, মুষ্টি পরিমিত ও হস্ত পরিমিত কুণ্ডের নালমাত্র কথিত হইল । ৭৩

দ্বিহস্তাদি কুণ্ডে চারি আঙ্গুল ক্রমে সেই নালের দৈর্ঘ্য হইবে জানিবে এবং পুনরায়
দুই আঙ্গুল হইতে তাহার স্থৌল্য হইবে । ৭৪

সম্মোহন তন্ত্রে বলিরাছেন—নালের মূল, মধ্য ও অগ্র ব্যুৎক্রমে ছয় আঙ্গুল, তিন

মূলমিতি শেষাকরোরৈব ব্যাংক্রমঃ । তেন চতুরঙ্গুলমধ্যং ত্র্যঙ্গুলমগ্র-
মিত্যর্থঃ । তথা—স্থলাদারভ্য নালং স্মাৎ^১ যোন্তা মধ্যো সরক্ককম্^২ । ৭৬

যোন্তা ইত্যশ্চ নালমিত্যশ্বয়ঃ । সরক্ককমিত্যভয়থা মূলাদগ্রাবধি
অন্তঃ সূত্রাদিনা রক্কবৎ, স্থলাবধি-যোনিমূল-পর্য্যন্ত-নিরবকাশ-সংযোগে মধ্য-
মেখলো-পরি পরিধি-স্থাপনার্থমবকাশাচ্চ (?) । ৭৭

তথাচ যামলে—নাল-মেখলয়োর্মধ্যে পরিধেঃ স্থাপনায় চ ।

রক্কং কুর্য্যাৎ তথা বিদ্বান্ দ্বিতীয়-মেখলোপরি ॥ ৭৮

রক্কমবকাশম্ । সরক্ক-পদদ্বয়-দানাদ্ভয়থা সরক্কত্বং ব্যক্তমুক্তম্ । যথা—
গৌতমীয়ে— স্থলাদারভ্য নালং স্মাৎ সরক্কং যোনি-মধ্যতঃ ।

সূক্ষ্মাগ্রং স্তূলমূলঞ্চ সরক্কং নালমিষ্যতে ।

যোন্তা মধ্যো বিলং কুর্য্যাৎ তদাজ্য-গ্রাহি-সংস্কৃতম্ ॥ ৭৯

আঙ্গুল ৩ চারি আঙ্গুল হইবে । সেই পরিমাণের দ্বারা অঙ্গুলির পরিমাণ হইবে ।
ইহাই মানের লক্ষণ । ৭৫

মূলম্ এই কথার অর্থ—শেষ অঙ্ক দুইটির ব্যাংক্রম হইবে । তাহাতে মধ্যভাগ
চারি আঙ্গুল এবং অগ্রভাগ তিন আঙ্গুল হইবে । তন্মধ্যে এইরূপ আরও উক্ত হইয়াছে—
যোনির স্থল (মেখলার বহির্দেশ) হইতে আরম্ভ করিয়া নাল হইবে । মধ্য মেখল
রক্কযুক্ত হইবে । ৭৬

যোন্তাঃ এই পদের নালং এই পদের সহিত অবয়ব হইবে । সরক্ককম্ এই কথার
অর্থ—উভয় প্রকারে মূল হইতে অগ্র পর্য্যন্ত মধ্যবর্তী সূত্রাদি দ্বারা রক্কযুক্ত । স্থল হইতে
যোনিমূল পর্য্যন্ত নিরবকাশ সংযোগ হইলে মধ্য মেখলার উপরি ভাগে পরিধি
স্থাপনের জন্য অবকাশ থাকে । ৭৭

সেইরূপই যামলে বলিয়াছেন যে, বিদ্বান্ সাধক নাল ও মেখলার মধ্যে পরিধির
স্থাপনের জন্য দ্বিতীয় মেখলার উপরিভাগে রক্ক (অবকাশ—ফাঁক) করিবেন । ৭৮

রক্ক—অবকাশ । সরক্ক পদদ্বয় প্রয়োগের দ্বারা উভয় প্রকারে সরক্কত্ব স্পষ্ট উক্ত
হইয়াছে । যেমন গৌতমীর তন্মধ্যে বলিয়াছেন—

স্থল হইতে আরম্ভ করিয়া যোনির মধ্য পর্য্যন্ত নাল সরক্ক হইবে । নালটি সূক্ষ্মাগ্র,
স্তূল মূল ও সরক্ক অভিপ্রেত । যোনির মধ্যে বিল (ছিদ্র) করিবে । উহা আজ্য গ্রাহী
নামক ছিদ্র । ৭৯

১। ক—স্থলাদারভ্য নালং স্মাদিতি পাঠঃ । ২। খ—সরক্ককমিত্যভয়ত্র সহয্যতে তদুক্তং
গৌতমীয়ে—স্থলাদারভ্য নালং স্মাৎ সরক্কমিত্যাদি পাঠঃ

মধ্যতো^১ মূলদেশস্ত মধ্যপর্যাস্তমিত্যর্থঃ । অতএব—স্থলাদারভ্য নালং
স্তাৎ যোনি-মূলস্ত ধারণে । ইতি পুরশ্চরণ-চন্দ্রিকা । বিলং অভিন্নাধো-
ভাগমৌষনিয়ং তদেব ছিদ্ৰমুচ্যতে আজ্যগ্রাহি চ ৮০

পরিধীঃস্তদ্বিগ্ণাসঞ্চাহ ছন্দোগপরিশিষ্টম্—

বাহুমাত্রাঃ পরিধয় ঋজবঃ সত্ৰচোহব্রণাঃ ।

ত্রয়ো ভবন্ত্যশীর্ণাগ্রা একেষাস্ত চতুর্দিশম্ ॥ ৮১

প্রাগগ্রাবভিতঃ পশ্চাত্তদগগ্রমথাপরম্ ।

ত্ৰাসেং পরিধিমন্ত্ৰেচ্ছদগগ্রঃ স পূর্বতঃ^২ ॥ ৮২

বাহুমাত্রা মূলাবধি-মধ্যমাজুল্যাগ্রাস্ত-দক্ষিণ-বাহু-প্রমাণাঃ । ঋজবঃ সরলাঃ ।
স-ত্ৰচত্বক্-সহিতাঃ । অব্রণাশ্ছিদ্ৰরহিতাঃ । অশীর্ণাগ্রা অচ্ছিন্নাগ্রাঃ । তে চ
উদ্বাহর-শাখাময়াঃ কার্য্যাঃ । একেষাং মতে চতুর্দিশং দেয়া ইত্যর্থঃ । অভিতঃ

মধ্যতঃ অর্থ—মূলদেশের মধ্য পর্যাস্ত । এই জন্তই পুরশ্চরণচন্দ্রিকা এই বলিয়াছেন—
ধারণের জন্য যোনিমূলের স্থল হইতে আরম্ভ করিয়া নাল হইবে । অবিদীর্ণ (অপূর্ণক)
ও ঈষৎ নিম্ন অধোভাগই বিল । তাহাই ছিদ্ৰ কথিত হয় । উহা আজ্য গ্রাহীও । ৮০

ছন্দোগপরিশিষ্ট পরিধি ও তাহার বিগ্ণাস বলিতেছেন—

তিনটি পরিধি বাহু পরিমাণ, ঋজু (সরল), ত্ৰক্ শূক ও ছিদ্ৰ শূক ও অচ্ছিন্নাগ্র
হইবে । কাহারও মতে এই পরিধি চতুর্দিকে স্থাপনীয় । ৮১

এই পরিধিকে অগ্নির উত্তর ও দক্ষিণ পার্শ্বে পূর্বাগ্র স্থাপন করিবে । অপর একটি
পরিধিকে পশ্চিমে উত্তরাগ্র করিয়া স্থাপন করিবে । অন্য একটি পরিধি যদি হয়,
তবে সেইটি অগ্নির পূর্বে উত্তরাগ্র হইবে । ৮২

বাহুমাত্রাঃ অর্থ—দক্ষিণ বাহুর মূল হইতে মধ্যমাজুলির অগ্রের অন্ত পর্যাস্ত পরিমাণ ।
ঋজুঃ—সরল । সত্ৰক্—ত্ৰক্ সহিত । অব্রণ—ছিদ্ৰরহিত । অশীর্ণাগ্র—অচ্ছিন্নাগ্র ।
সেই পরিধিগুলি উদ্বাহর শাখার কর্তব্য । এক সম্প্রদায়ের মতে চারি দিকে পরিধি

১। খ—মধ্যতো মধ্যপর্যাস্তমিত্যর্থঃ । তথা বাশিষ্ঠে—পূষ্ঠোন্নতা গজোষ্ঠী বা সচ্ছিন্না মধ্যমুন্নতা ।
সরস্ককমিতি মধ্যমেখলারামিত্যর্থঃ । তথাচ—নালমেখলারোর্মধ্যে পরিধেঃ স্থাপনায় চ । বস্ত্রং
কূৰ্য্যাৎ তথা বিদ্বান্ বিতীর-মেখলোপরি । পরিধিকৃতং ছন্দোগপরিশিষ্টে বাহুমাত্রা ইত্যাদি পাঠঃ ।

২। খ—স পূর্বতঃ ইত্যনন্তরং অভিতঃ—অগ্নেঃ পার্শ্ববর্ষে । ত্রৈলোক্যসায়ে—কৃতব্রহ্ম-সমাবৃত্তা
অখণ্ডলব্রহ্মতা । অদুষ্ঠমেখলা যুক্তা মধ্যে চাক্যহিতিত্তথা । ষাটকুবে—অদুষ্ঠমানোষ্ঠকঠা কার্য্যাঃ
বদখলাকৃতিঃ । অদুষ্ঠমানা কোষ্ঠকঠৌ বভাঃ সা । কাশিলগকরাণ্যে—করয়েব্রহ্ম ইত্যাদি পাঠঃ ।

অগ্নে: পার্শ্বদ্বয়ে—দক্ষিণোত্তরয়ো: । পশ্চাৎ—পশ্চিমে । উদগত্র উত্তরাগ্র: ।
পূর্বত: অগ্নে: পূর্বস্থাম্ । সৰ্বে পরিধয়ো মধ্য-মেখলোপৰ্য্যৈব, একত্র দৃষ্টত্বাৎ । ৮৩

নাভি: কুণ্ডমধ্যে নির্মাতব্য। । অন্যত্র নির্মাণ বা তত্র ন্যস্তব্য। । কপিল-
পঞ্চরাত্রে— কল্পয়েদন্তরে নাভিং কুণ্ডস্থানুজ-সন্নিভাম্ ।

মুষ্ঠ্যরত্নোক-হস্তানাং নাভিরুৎসেধ-বিস্তৃতা ॥ ৮৪

নেত্র-বেদাঙ্গুলোপেতা^১ কুণ্ডেষু বর্জয়েৎ ।

যবদ্বয়-ক্রমেণৈব নাভিং পৃথগুদারধী:^২ ॥ ৮৫

নাভিক্ষেত্রং ত্রিধা ভিত্ত্বা মধ্যে কুর্বাণীত কর্ণিকাম্ ।

বহিরংশ-দ্বয়ে নাভৌ^৩ পত্রাণি পরিকল্পয়েৎ^৪ ।

যোনিকুণ্ডে যোনিমজ্জকুণ্ডে নাভিক বর্জয়েৎ ॥ ৮৬

স্থাপনীয়—এই অর্থ । অভিত:—অগ্নির দক্ষিণ ও উত্তর পার্শ্বদ্বয়ে । পশ্চাৎ—পশ্চিমে ।
উদগত্র—উত্তরাগ্র । পূর্বত:—অগ্নির পূর্বদিকে । সমস্ত পরিধি মধ্য মেখলার
উপরিভাগেই স্থাপনীয়, যেহেতু একত্র দৃষ্ট হইয়া থাকে । ৮৩

নাভি কুণ্ড মধ্যে নির্মাণ করিতে হয় । অথবা অন্যত্র নির্মাণ করিয়া কুণ্ড মধ্যে
স্থাপন করিবে । কপিলপঞ্চরাত্রে বলিষ্ঠাছেন—

কুণ্ডের মধ্যে পদ্মসদৃশ নাভি নির্মাণ করিবে । মুষ্টি পরিমিত কুণ্ড, অরতি পরিমিত
কুণ্ড ও হস্ত পরিমিত কুণ্ডের নাভি দৈর্ঘ্য ও বিস্তারে তিন আঙ্গুল ও চারি আঙ্গুল
পরিমিত হইবে । উদারবুদ্ধি সাধক অন্য কুণ্ড সমূহে এই নাভিকে যবদ্বয় ক্রমেই পৃথক্
পৃথক্-ভাবে বঙ্কিত করিবেন । ৮৪-৮৫

নাভি ক্ষেত্রকে ত্রিধা ভাগ করিয়া মধ্যভাগে কর্ণিকা করিবেন । নাভির বাহিরের
অংশে দ্বয়ে পত্রসমূহ নির্মাণ করিবেন । যোনি কুণ্ডে যোনি এবং পদ্মকুণ্ডে নাভি
বর্জন করিবেন । ৮৬

১। খ—নেত্রবেদাঙ্গুলোপেতা ন কুণ্ডেষু বিস্তৃত্যদি পাঠ: । ২। খ—উদার-বীৰিত্যন্তরং
যোনিকুণ্ডে যোনিমজ্জকুণ্ডে নাভিক বর্জয়েৎ । নাভিক্ষেত্রমিত্যাদি পাঠ: । ৩। খ—ন বহির-
ংশবোদাভিত্যাদি পাঠ: । ৪। খ—পরিকল্পয়েদিত্যানন্তরং নবকুণ্ডপক্ষে যোনিনিয়মন্ত সিদ্ধান্ত-
নিধয়ে—ইন্দ্রাগ্নিবহনিকু কুণ্ডে যোনি: সৌর্যমুখী স্ততা । যোনি: পূর্বমুখান্তে পূর্বোদয়েতয়া স্ততা ।
পূর্বোপেতি । পূর্বে সত্তরতিয়া পূর্বমুখী ঈশমুখী বেতার্ধ: । অন্নহোম: হত্তিলেহপি বিধীয়তে । যথা
সিদ্ধান্তনিধয়ে—প্রাগ্রা উদগ্রা বা তিত্রো রেখাস্তদন্তরে । উদগ্রত্বমুত্তরামুখ-হোমঃ । এতেন দেবী-
শিব-হোমাদিবুদ্ধরামুখমপ্যাহতং । রেখাজয়ং প্রাদেশমিহমন্তত্ব দৃষ্টত্বাৎ । অথত্র কল্পবাবিতি পাঠ: ।

অথ স্থণ্ডিল-লক্ষণম্

সিদ্ধান্তশেখরে—হস্তমাত্রং স্থণ্ডিলং বা সংক্ষিপ্তে হোম-কর্মণি ।

ক্রিয়াসারে— কুণ্ডমেবংবিধং ন স্ত্যং স্থণ্ডিলে বা সমাচরেৎ ॥ ৮৭

শারদায়াম্— নিত্যং নৈমিত্তিকং কাম্যং স্থণ্ডিলে বা সমাচরেৎ ।

তৎ কুর্যাদ্ হস্তমাত্রস্ত চতুরস্রং সমস্ততঃ ।

প্রাগগ্রা উদগগ্রা বা তিস্রো রেখাস্তদস্তরে ॥ ৮৮

এতেন রেখাত্রয়-দানং বৈকল্পিকম্ । হোমস্ত সর্বদৈব পূর্বাস্তেন কর্তব্যঃ ।
রেখাত্রয়ং প্রাদেশমিতমন্ত্র দৃষ্ট্বাদিতি । ৮৯

অথ ঋকৃ-ঋবৌ

প্রকল্পয়েৎ ঋচং যাগে বক্ষ্যমাণেন বত্নুনা ।

শ্রীপর্ণী-শিংশপা-ক্ষীর-শাখিষেকতমং গুরুঃ ।

গৃহীত্বা বিভজেদ্ হস্তমাত্রং ষট্ ত্রিংশতা পুনঃ ॥ ৯০

হস্তমাত্রং বাহুমাত্রম্ । ষট্ ত্রিংশতা অঙ্গুলীভিরিতি শেষঃ । যথা আগন্ত্যে—

অনন্তর স্থণ্ডিল বলিতেছেন । সিদ্ধান্তশেখরে বলিয়াছেন—অথবা সংক্ষিপ্ত হোম-কর্মে হস্তমাত্র স্থণ্ডিল করিবে । ক্রিয়াসারে বলিয়াছেন—যদি কুণ্ড এই প্রকার না হয়, তবে স্থণ্ডিলে হোম করিবে । ৮৭

শারদাতিলকে বলিয়াছেন—অথবা নিত্য, নৈমিত্তিক ও কাম্য হোম স্থণ্ডিল করিবেন । সেই স্থণ্ডিল চারিদিকে চতুরস্র ও এক হাত পরিমাণ হইবে । সেই স্থণ্ডিলের মধ্যে পূর্বাগ্র বা উত্তরাগ্র তিনটি রেখা হইবে । ৮৮

ইহা দ্বারা রেখাত্রয় দান বৈকল্পিক বুঝাইতেছে । হোম কিন্তু পূর্বমুখেই করিতে হইবে । রেখাত্রয় প্রাদেশ পরিমিত হইবে, যেহেতু অন্ত্র সেইরূপ দৃষ্ট হইয়া থাকে । ৮৯

অনন্তর ঋকৃ ও ঋব কথিত হইতেছে । গুরু বক্ষ্যমাণ প্রকারে যাগের জন্য ঋকৃ নির্মাণ করিবেন । শ্রীপর্ণী (গাভারী), শিংশপা (শিত) ক্ষীর বৃক্ষ (বট, বজ্র, জুমুর, অশ্বখ, প্লক্ষ—পাকুড়)—ইহাদের যে কোন একটিকে গ্রহণ করিয়া ছত্রিশ অঙ্গুলি পরিমিত বাহু প্রমাণ দীর্ঘ একভাগ করিবেন অর্থাৎ কাটিবেন । ৯০

হস্তমাত্র—বাহু মাত্র । ষট্ ত্রিংশতা এই পদের সহিত অঙ্গুলীভিঃ এই পদটিকে উক্ত করিতে হইবে । যেমন অগস্ত্য-সংহিতায় বলিয়াছেন—

স্ফচং বাহুপ্রমাণেন হোমার্থং বিদধীত বৈ ।
 বিংশত্যংশৈর্ভবেদ্ দণ্ডো বেদী তৈরষ্ট্যভির্ভবেৎ ॥ ৯১
 একাংশেন মিতঃ কণ্ঠঃ সপ্তাংশেন মিতং মুখম্ ।
 বেদী-ত্র্যাংশেন বিস্তারঃ কণ্ঠস্ত পরিবীক্ষিতঃ ॥ ৯২
 মুখং কণ্ঠ-প্রমাণং স্থান্ মুখে মার্গং প্রকল্পয়েৎ ।
 কনিষ্ঠাঙ্গুলি-মানেন সর্পিষো নির্গমায় চ ॥ ৯৩
 বেদীমধ্যে বিধাতব্যো ভাগেনৈকেন কর্ণিকা ।
 বিদধীত বহিস্তস্ত্যা একাংশেনাভিহিতোহবটম্ ॥ ৯৪
 তস্তা খাতং ত্রিভির্ভাগৈর্বৃন্তমর্দ্ধাংশতো বহিঃ ।
 অংশেনৈকেন পরিতো দলানি পরিকল্পয়েৎ ॥ ৯৫
 মেখলা মুখ-বেদ্যোঃ^১ স্ত্যাং পরিতোহর্দ্ধাংশ-মানতঃ ।
 দণ্ড-মূলপ্রয়োঃ কুন্তো গুণ-বেদাঙ্গুলৈঃ ক্রমাৎ ॥ ৯৬
 গণ্ডীযুগং যমাংশৈঃ স্তাদ্ দণ্ডস্থানাহ ঈরিতঃ ।
 ষড়্ ভিরংশৈঃ পৃষ্টভাগো বেদ্যোঃ কূর্মাঙ্কতির্ভবেৎ ॥ ৯৭

হোমের জন্য অবশ্যই বাহু প্রমাণ স্ফচ্ নির্মাণ করিবে। ঐ ছত্রিশ অঙ্গুলির
 বিংশতি অংশ অর্থাৎ অঙ্গুলি দণ্ড হইবে। আটটি অঙ্গুলির দ্বারা বেদী হইবে। ৯১

একাংশ পরিমাণে কণ্ঠ হইবে। সপ্তাংশ পরিমাণে মুখ হইবে। বেদীর তিন-
 ভাগ পরিমাণে কণ্ঠের বিস্তার কথিত হইরাছে। ৯২

মুখটি কণ্ঠ প্রমাণ অর্থাৎ বেদীর তৃতীয়াংশ পরিমাণ বিস্তার হইবে। নির্গমনের
 জন্য মুখে কনিষ্ঠাঙ্গুলি পরিমাণ মার্গ (গর্ত) করিবে। ৯৩

বেদীর মধ্যে এক ভাগের দ্বারা কর্ণিকা করিবে। সেই কর্ণিকার বহির্ভাগে
 এক অংশের দ্বারা অবট (গর্ত) করিবে। ৯৪

সেই গর্তের তিন ভাগ পরিমাণে খাতটি হইবে এবং বাহিরে অর্দ্ধাংশমানে বৃন্তটি
 হইবে। এক অংশের দ্বারা বৃন্তের চারি দিকে দল সমূহ কল্পনা করিবে। ৯৫

মুখ ও বেদীর চারি দিকে অর্দ্ধাংশ পরিমাণে মেখলা হইবে। দণ্ডের মূল ভাগের
 ও অগ্রভাগের কুন্ত দুইটি (মুখ) যথাক্রমে গুণাঙ্গুলি বা তিন অঙ্গুলি পরিমাণে ও
 বেদাঙ্গুলি বা চারি অঙ্গুলি পরিমাণে হইবে। ৯৬

মূল ও অগ্রের গণ্ডী দুইটি (বট দুইটি) দুই অংশ পরিমাণে কল্পনাকার হইবে।

হংসশ্চ বা হস্তিনো বা পোত্রিণো বা মুখং লিখং ।
 মুখশ্চ পৃষ্ঠভাগে স্চাৎ সংপ্রোক্তং লক্ষণং স্ফটং ॥ ৯৮
 স্ফটচতুবিংশতিভির্ভাগৈরারচয়েৎ স্ফবম্ ।
 দ্বাবিংশত্যা দণ্ডমানমংশৈরেতশ্চ কীর্তিতম্ ॥ ৯৯
 চতুর্ভিরংশৈরানাহঃ কর্ষাজ্য-গ্রাহি তচ্ছিরঃ ।
 অংশদ্বয়েন নিখনেৎ পক্ষে যুগপদাকৃতিঃ ॥ ১০০
 দণ্ডমূল্যগ্রয়োর্গণ্ডী ভবেৎ কঙ্কণ-ভূষিতা ।
 স্ফবশ্চ বিধির্যাপ্যাতঃ সর্বতন্ত্র-সমন্বিতঃ ॥ ১০১

গণ্ডী কুন্তঃ কঙ্কণঞ্চ । তথাচ—গণ্ডী কঙ্কণ-কুন্তয়োরিতি ভাণ্ডুরিঃ । স্ফবস্ত
 পঞ্চাঙ্গুলান্ভ্যক্তা । শঙ্খমুদ্রয়া ধার্য্যঃ । যথা—

পঞ্চাঙ্গুলান্ বহিস্ত্যক্তা । ধারয়েচ্ছঙ্খমুদ্রয়া । ইতি । ১০২

তয়োরভাবে তু বাশিষ্ঠে—

পলাশপত্রে নিশিচন্দ্রে রুচিরে স্ফক্-স্ফবৌ স্মৃতো ।

ছয়টি অংশের পরিমাণে দণ্ডের আনান্হ (বিস্তার—বিশালতা) করিবে । বেদীর
 পৃষ্ঠভাগ কূর্মাকৃতি হইবে । ৯৭

এই স্ফকের মুখের পৃষ্ঠভাগে হংসের মুখ অথবা হস্তীর মুখ অথবা পোত্রীর
 (বরাহের) মুখ লিখিবে । স্ফকের লক্ষণ কথিত হইল । ৯৮

স্ফকের চতুর্বিংশতি ভাগের দ্বারা স্ফব রচনা করিবে । স্ফব দণ্ডের পরিমাণ
 ইহার অর্থাৎ এই চতুর্বিংশতি ভাগের দ্বাবিংশতি ভাগের দ্বারা উক্ত হইয়াছে । ৯৯

ইহার বিস্তার চারি অংশের দ্বারা হইবে । অংশ দ্বয়ের দ্বারা তাহার মস্তকটি কর্ষ
 পরিমিত আজ্যগ্রাহী (আশি রতি দ্বত ধারণে সমর্থ) করিয়া নির্মাণ করিবে ।
 পক্ষে (মুখের পৃষ্ঠে) যুগপদের আকৃতি করিবে । ১০০

দণ্ডের মূল ও অগ্রে কঙ্কণভূষিত গণ্ডী (ঘট) হইবে । সর্বতন্ত্র সম্বত স্ফবের বিধি
 কথিত হইল । ১০১

গণ্ডী—কুন্ত ও কঙ্কণ । গণ্ডী কঙ্কণ-কুন্তয়োঃ অর্থাৎ কঙ্কণ ও কুন্ত অর্থে গণ্ডী শব্দের
 প্রয়োগ হয়—এই বাক্যে ভাণ্ডুরি তাহাই বলিয়াছেন । পঞ্চাঙ্গুলি পরিভাগ করিয়া
 শঙ্খমুদ্রা দ্বারা স্ফবকে ধারণ করিবে । যেমন তন্ত্রে বলিয়াছেন—বহির্ভাগে পাঁচ
 আঙ্গুল ভাগ করিয়া শঙ্খমুদ্রায় স্ফবকে ধারণ করিবে । ১০২

স্ফক্ ও স্ফবের অভাবে বশিষ্ঠ সংহিতায় বলিয়াছেন—সংকিণ্ড হোমকর্মে নিশ্চিহ্ন

বিদধ্যাদ্ বাশ্বথপত্রে সংক্ষিপ্তে হোম-কর্মণি ॥ ১০৩

অথ হস্ত-প্রমাণম্

গৌতমীয়ে— মুষ্টারঙ্গি-প্রমাণানি যৎকিঞ্চিৎ কথিতানি চ ।

যজ্ঞমানস্য কৰ্ত্তব্যং নান্যশ্চাপি কদাচন ॥ ১০৪

তথা ছন্দোগ-পরিশিষ্টম্—

মানক্রিয়ায়ামুক্তায়ামুক্তে মান-কৰ্ত্তরি ।

মানকৃদ্ যজ্ঞমানঃ শ্রাদ্ বিছ্যামেব নিশ্চয়ঃ ।

চতুर्विंशत्यङ्गुलाद्यং হস্তং তন্ত্রবিদো বিহুঃ ॥ ১০৫

কৰ্ত্তুর্দক্ষিণ-হস্তস্য মধ্যমাঙ্গুলি-পৰ্বণঃ ।

মধ্যস্থ দৈর্ঘ্য-মানেন মানাঙ্গুলমুদাহৃতম্ ॥ ১০৬

যজ্ঞমানশ্চাসান্নিধৌ তু কপিলপঞ্চরাত্রম্—

যবানাং ততুলৈরেকমঙ্গুলং চাষ্টভির্ভবেৎ ।

অদীর্ঘ-যোজিতৈহ'স্তচতুर्विंशदঙ্গুলৈঃ ॥ ১০৭

বরসোহনুক্রমে পুনঃ—

মনোহর দুইটি পলাশ পত্র ঋক্ ও ঋব বলিয়া কথিত হইয়াছে । অথবা দুইটি অশ্বথ পত্রকে ঋক্ ও ঋব করিবে । ১০৩

অনন্তর হস্ত প্রমাণ কথিত হইতেছে । গৌতমীর ভাষে বলিয়াছেন—মুষ্টি, অরঙ্গি প্রভৃতি যাহা কিছু পরিমাণ কথিত হইয়াছে, সমস্ত পরিমাণ যজ্ঞমানেরই পরিমাণে কৰ্ত্তব্য । কখনও অন্যের পরিমাণে কৰ্ত্তব্য নহে । ১০৪

ছন্দোগ পরিশিষ্ট সেইরূপ বলিয়াছেন—পরিমাণ কৰ্ত্তা উক্ত না হইলে পরিমাণ ক্রিয়া উক্ত হইলে যজ্ঞমান পরিমাণকারী হইবে । ইহাই পণ্ডিতগণের নিশ্চয় । তন্ত্রবিদগণ চতুর্বিংশতি অঙ্গুলিযুক্ত পরিমাণকে হস্ত বলেন । ১০৫

কৰ্ত্তার দক্ষিণ হস্তের মধ্যমাঙ্গুলির মধ্য পর্বের দৈর্ঘ্যের পরিমাণের দ্বারা পরিমাণের অঙ্গুলি কথিত হইয়াছে অর্থাৎ মধ্যমাঙ্গুলির মধ্যপর্বের যে পরিমাণ, তাহাই এক অঙ্গুলি । ১০৬

যজ্ঞমানের অসান্নিধৌ অর্থাৎ অনুপস্থিতিতে কপিল পঞ্চরাত্র বলিয়াছেন—অদীর্ঘ-যোজিত আটটি যবতুলে এক অঙ্গুলি হয় অর্থাৎ আটটি যবতুলকে লম্বার পরস্পর যুক্ত না করিয়া পাশাপাশি যুক্ত করিলে যে পরিমাণ হয়, তাহাই এক অঙ্গুলি । এইরূপ চক্ষিণ অঙ্গুলিতে এক হস্ত হয় । ১০৭

অষ্টভিত্তৈর্ভবেজ্যেষ্ঠং মধ্যমং সপ্তভির্ঘবৈঃ ।

কন্যসং ষড়্ভিরুদ্ভিষ্টমঙ্গলং মুনিসত্তম ! * ॥ ১০৮ ॥ ইতি

কন্যসং কনিষ্ঠম । মানস্ত সর্বত্র যবপার্শ্বেন^১ । ষড়্ যবাঃ পার্শ্ব-সম্মিতা
ইতি কাত্যায়ন-বচনাৎ । ১০৯

বিশিষ্ট^২ সংখ্যানুক্তৌ হোমাদি-সংখ্যামাহ মহাকপিলপঞ্চরাত্রম্—

সংখ্যানুক্তৌ শতং সাষ্টং সহস্রং বা জপাদিষু । ইতি । ১

বিষ্ণুধর্মোত্তরে—দুর্বা-হোমঃ পরঃ প্রোক্তস্তেন স্বর্গে মহীয়তে ।

তস্মাদ্ দশগুণং প্রোক্তমিচ্ছুভিঃ প্রাপ্নুয়াৎ কৃতে ॥ ২

তস্মাদ্ দশগুণং শ্রীশ্রীহিভির্দ্বিগুণং ভবেৎ ।

যবৈশ্চতুর্গুণং প্রোক্তং তিলৈর্দশগুণং তথা ।

বিবৈর্দশগুণং প্রোক্তং ঘৃতেনাষ্টগুণং স্মৃতম্ ॥ ৩

ঘৃতঞ্চ গব্যোতরদগ্রাহম্ । যথা বরাহপুরাণম্—

যজ্ঞমানের বয়ঃক্রম অনুসারে পুনরায় বলিয়াছেন—হে মুনিসত্তম । আটটি যবে
জ্যেষ্ঠ (প্রবীণ বয়স্কের) অঙ্গুল, সাতটি যবে দ্বাদশবর্ষাদি মধ্য বয়স্কের মধ্যম অঙ্গুল
এবং ছয়টি যবে পাঁচ ছয় বৎসর বয়সের কনিষ্ঠ অঙ্গুল হয় । ১০৮

কন্যসং—কনিষ্ঠ । ষড়্-যবাঃ পার্শ্বসম্মিতাঃ অর্থাৎ পার্শ্বসংযুক্ত ছয়টি যবের তণ্ডুল
(একটি অঙ্গুল)—এইরূপ কাত্যায়নের বচন অনুসারে সকল স্থলে যব পার্শ্বের সহিত
সংযোগ দ্বারা অঙ্গুলির পরিমাণ গ্রহণ করিতে হইবে । ১০৯

বিশেষ করিয়া সংখ্যার উক্তি না থাকিলে মহাকপিল পঞ্চরাত্র হোমাদির সংখ্যা
বলিতেছেন—জপ, হোম প্রভৃতিতে সংখ্যার উক্তি না থাকিলে অষ্ট সংখ্যা সহিত শত
বা সহস্র জপ ও হোম করিবে । ১

বিষ্ণুধর্মোত্তরে বলিয়াছেন—দুর্বাহোম শ্রেষ্ঠ কথিত হইয়াছে । সেই দুর্বাহোমের
দ্বারা স্বর্গে পূজিত হন । ইক্ষু সমূহের দ্বারা হোম করিলে তাহা হইতে কথিত
ফলের দশগুণ ফলই লাভ করে । ২

শযের দ্বারা হোম করিলে তাহা হইতে দশগুণ ফল লাভ হয় । শ্রীহি সমূহের
দ্বারা হোম করিলে দ্বিগুণ ফল হয় । যবের দ্বারা চতুর্গুণ, তিলের দ্বারা দশ গুণ ফল
কথিত হইয়াছে । বিয়ের দ্বারা দশগুণ ফল উক্ত হইয়াছে এবং ঘৃতের দ্বারা আট গুণ
ফল কথিত হইয়াছে । ৩

* প্রবীণ-বয়স্ক-যজ্ঞমানাসামিধ্যে অষ্ট-ববৈবঙ্গুলম্ । দ্বাদশবর্ষাদি-মধ্যবয়স্কত সপ্তভির্ঘবৈবঙ্গুলং
পঞ্চবটবর্ষত ষড়্ভির্ঘবৈবঙ্গুলমিত্যর্থঃ । ১। খ—মানস্ত পার্শ্বেন । ২। ক—বিশিষ্ট সংখ্যানুক্তৌ ।

মাহিষং আবিধং আজমযজ্ঞীয়মিতি স্থিতিঃ^১ । ৪

হোমে স্বাহাস্ত-মন্ত্রকরণকতামাহ যজ্ঞপার্শ্বঃ—

আদায় দক্ষিণে পাণৌ স্রবং ত্রিমধুরং হবিঃ ।

প্রাণুখো বহিষ্কায়াস্তে জুহয়ান্ ন্যাজপানি ॥ ৫

আদায়েতি স্রবমিত্যম্বয়ঃ । ত্রিমধুরং ঘৃত-মধু শর্করাবৎ । হবিষ্যতং ; জুহয়াদিত্যর্থঃ । ন্যাজপানিনেতি অধোমুখ-হস্তেনেত্যর্থঃ । ৬

যৎ তু^২ ন্যাজপানিনেতি শাখ্যন্তরীয়ম্—

উত্তানেনৈব হস্তেন অঙ্গুষ্ঠাগ্রেণ পীড়িতম্ ।

সংহতান্গুলিপানিস্ত বাগ্‌যতো জুহয়াদ্ হবিঃ ॥

ইতি গোভিল-বচনাদিতি কেচিদাহঃ । তৎ তুচ্ছম্, উক্ত-গোভিল-বচনস্ত পাণ্যাহতি-পরত্বাৎ, তাবতৈবান্গুলিগ্রেণ পীড়িতমিত্যস্ত সঙ্গতেঃ ।

আহুতীস্ত ঘৃতাदीनां স্রবেণাধোমুখেन তু ।

হোমে গব্য ঘৃত ভিন্ন অন্য ঘৃত অগ্রাহ্য । যেমন বরাহপুরাণ বলিয়াছেন—
মহিষ ঘৃত, মেঘ ঘৃত, হাগল ঘৃত অযজ্ঞীয়—এই স্থিতি (মর্যাদা) । ৪

হোম স্বাহাস্ত মন্ত্র করণক অর্থাৎ স্বাহাস্ত মন্ত্র পাঠ দ্বারা হোম হইবে, এই যজ্ঞপার্শ্ব বলেন—

পূর্বমুখ হইয়া দক্ষিণ হস্তে স্রব লইয়া স্বাহাস্ত মন্ত্রে ন্যাজ হস্তে ত্রিমধুর যুক্ত হবিঃ হোম করিবেন । ৫

আদায় এই পদের স্রবং এই পদের সহিত অম্বয় । ত্রিমধুর—ঘৃত, মধু ও শর্করা যুক্ত । হবিঃ—ঘৃত, হোম করিবে—এই অর্থ । ন্যাজ-পানি ইহার অর্থ—অধোমুখ হস্তের দ্বারা । ৬

আর যে কেহ কেহ এই বলেন—ন্যাজহস্তের দ্বারা, এইটি অন্য শাখীয়দের ভ্রম ; যেহেতু গোভিলের এই বচন আছে যে—

হস্তের অঙ্গুলিগুলিকে সংহত করিয়া বাগ্‌যত হইয়া উত্তান হস্তের দ্বারাই অঙ্গুষ্ঠাগ্রের দ্বারা নিমজ্জিত হবিকে হোম করিবেন ।

তাহা কিন্তু তুচ্ছ, যেহেতু উক্ত গোভিলের এই বচনটি হস্তের দ্বারা আহতি পর

১। ৪—স্থিতিরিত্যম্বয়ং যৎ তু বহ্নেণোক্তায়-পুতেনেত্যাদি পাঠঃ ।

২। ৫—অত্র কং

স্থিত্যন্থাৎ প্রাক্ টীপন্যাং লিখিতং—অত্র পতিতং কোড়পত্রং ।

হনেং তিলাত্ৰাহতীস্তু দৈবেনোত্তান-পাণিনা । ইতি ভবিষ্যপুরাণাচ্চ ।
অতএব—পাণ্যাহতি দ্বাদশ-পর্ব-পুরিকা । ইত্যপি সংগচ্ছতে ॥ ৭

মন্ত্র-তন্ত্রপ্রকাশে—নমোহস্তে ন নমো দত্তাং স্বাহাস্তে দ্বিষ্টমেব চ ।

পূজায়ামাহতো চৈব সর্বত্রায়ং বিধিঃ স্মৃতঃ ॥ ৮

অর্থঃ—সর্বত্র নমোহস্তে মন্ত্রে নমঃ পদং ন দত্তাং । তথাচ ইদং পাণ্ড্য
আদিত্যায় নমঃ ইত্যেব প্রয়োজ্যম্ । পাণ্ড্যাদীনি সমুল্লিখ্য পশ্চাত্তল্লিখয়েৎ
শূরান্ । ইত্যাদিবচনাৎ । ন তু ওঁ আদিত্যায় নমঃ ইদমৰ্ধ্যং ওঁ আদিত্যায়
নমঃ ইত্যাদি । ৯

প্রণবাদি-নমোহস্ত-চতুর্থ্যস্ত-পদস্ত মন্ত্রতন্ত্রমুক্তং ব্রহ্মপুরাণে । যথা—

ওঁকারাদি-সমাসুক্তং নমস্কারান্ত-কীর্তিতম্ ।

স্বনাম সর্বসত্ত্বানাং মন্ত্র ইত্যভিধীয়তে ॥ ১০

নমোহস্তে নমো নিষেধস্ত তান্ত্রিকেতরত্র, তেন নমোহস্তে মন্ত্রান্তে ইদং
(বিষয়ক) । তাহাতেই অঙ্গষ্ঠাংগেণ পীড়িতং এই বাক্যটির সঙ্গতি হয় । ঘৃতাদির
আহতি কিন্তু অধোমুখ স্রবের দ্বারা হইবে । ভবিষ্যপুরাণেও এই বলিয়াছেন—

অধোমুখ স্রবের দ্বারা ঘৃত প্রভৃতির আহতি সকল দিবে । উত্তান হস্তে দৈবতীর্থ
দ্বারা তিলাদি আহতি হোম করিবে ।

এই হইলেই পাণ্যাহতিদ্বাদশ-পর্ব-পুরিকা অর্থাৎ অঙ্গুলির দ্বাদশপর্ব পূরণ করিয়া
পাণ্যাহতি হইবে—এই বচনও সঙ্গত হয় । ৭

মন্ত্রতন্ত্র প্রকাশে বলিয়াছেন—পূজার এবং আহতিতে নমো অন্ত মন্ত্রের অন্তে নমঃ
এবং স্বাহান্ত মন্ত্রের অন্তে স্বাহা দিবে না । সর্বত্র এই বিধি শাস্ত্রে উক্ত হইয়াছে । ৮

এই স্লোকের অর্থ হইতেছে—সর্বত্র নমঃ অন্ত মন্ত্রে নমঃ পদ দিবেন না । তাহা
হইলে ইদং পাণ্ড্য ওঁ আদিত্যায় নমঃ এইরূপই মন্ত্রপ্রয়োগ হইবে । যেহেতু পাণ্ড্যাদির
উল্লেখ করিয়া পরে দেবতাগণের উল্লেখ করিবে—এই সকল বচন আছে । কিন্তু ওঁ
আদিত্যায় নমঃ ইদমৰ্ধ্যং ওঁ আদিত্যায় নমঃ ইত্যাদি প্রয়োগ হইবে না । ৯

প্রণবাদি, নমঃ অন্ত ও চতুর্থী বিভক্তান্ত দেবতাবাচক পদের মন্ত্রতন্ত্র ব্রহ্মপুরাণে উক্ত
হইয়াছে । যেমন—

আদিতে ওঁকার যুক্ত এবং অন্তে নমঃ পদ কীর্তিত (কথিত) সমস্ত সন্তের
(দেবতার) নাম মন্ত্র বলিয়া কথিত হয় । ১০

তান্ত্রিক পূজা ব্যতীত বৈদিকাদি পূজার নমঃ অন্ত মন্ত্রের অন্তে নমঃ-পদ দানের
নিষেধ । সেই জন্যই নমঃ অন্ত মন্ত্রের অন্তে ইদং দ্রব্যম্ অমুকদেবতারৈ নমঃ—এইরূপই

জব্যমযুকদেবতায়ৈ নমঃ ইত্যেবং তান্ত্রিকপূজাসু প্রযুক্ত্যতে । এবং সর্বত্র-
আহুতো স্বাহাস্তে দ্বিষ্টং স্বাহা-পদং ন দত্তাদিতি । ১১

যৎ তু পূজায়ামাহুতো সর্বত্র নমোহস্তে ন নমঃ স্বাহাস্তে ন দ্বিষ্টং দত্তাদিত্যর্থ
ইতি ব্যাখ্যানম্, তন্ন চারু, আহুতো নমঃ-পদ-দানস্তাপ্রসক্ত্যা নিষেধানৌচ্য্যং,
স্বাহাস্তে দ্বিষ্টস্য তান্ত্রিক-পূজাদাবর্ঘ্যাди-নিয়তস্য নিষেধানর্হত্বাচ্চ । ১২

যৎ তু— মন্ত্রেণোঙ্কার-পুতেন স্বাহাস্তেন বিচক্ষণঃ ।

স্বাহাবসানে জুহুয়াদ্ ধ্যায়ন্ বৈ মন্ত্রদেবতাম্ ॥

ইত্যনেন হোমে মন্ত্রস্য ওঙ্কারাদিত্বমুক্তম্, তদপি^১ তান্ত্রিকেতরমাত্র-পরম্,
অনুথা তান্ত্রিকমন্ত্রস্য মন্ত্রান্তরতা-প্রসঙ্গঃ, তেন স্বাহাস্ত-মন্ত্রে স্বাহাস্তরং ন
প্রয়োজ্যম্ । আপস্তম্বঃ—নাপ্রোক্ষিতমিহ্ননমগ্নাবাদধ্য্যং । ১৩

স্মৃতিঃ—আদৌ তু দেবতোদ্দেশং তৈত্তিরী-কঠ-শাখিনোঃ ।

কাণ্ড-মধ্যান্দিনাস্ত পশ্চাত্তল্লেক্ষয়েৎ সুরান্ ॥

অন্তেষাং দেবতোদ্দেশো নাস্তি, অনভিধানাৎ ॥ ১৪

তান্ত্রিক পূজা সমূহে প্রযুক্ত হইয়া থাকে । এইরূপ সর্বত্র আহুতিতে স্বাহাস্তে দ্বিষ্ট
অর্থাৎ স্বাহা পদ দিবে না । ১১

আর যে পূজায় ও আহুতিতে সর্বত্র নমঃ অন্ত মন্ত্রে নমঃ পদ এবং স্বাহাস্ত মন্ত্রে দ্বিষ্ট
(স্বাহা) পদ দিবে না—এই অর্থ, এইরূপ যে ব্যাখ্যা, তাহা সুন্দর (সুসঙ্গত) নহে ।
কোন স্থলে আহুতিতে নমঃ পদদানের প্রসক্তি (প্রাপ্তি) না থাকায় তাহার নিষেধ
উচিত নহে । স্বাহাস্তে দ্বিষ্টটি (স্বাহাটি) তান্ত্রিক পূজায় অর্ঘ্যাদিতে নিয়ত বলিয়া
তাহা নিষেধের যোগ্যই নহে । ১২

বিচক্ষণ ঋত্বিক্ মন্ত্র দেবতাকে ধ্যান করিতে করিতে ওঙ্কার পুত (ওঙ্কারাদি)
স্বাহাস্ত মন্ত্রের দ্বারা স্বাহাবসানে অর্থাৎ শেষে স্বাহা পদ দিয়া হোম করিবে ।

এই বচনের দ্বারা হোমে মন্ত্রের যে ওঙ্কারাদি উক্ত হইয়াছে, তাহাও তান্ত্রিক ভিন্ন
মন্ত্রমাত্র পর । অনুথা ইহা স্বীকার না করিলে তান্ত্রিক মন্ত্রের মন্ত্রান্তরত্ব প্রসঙ্গ হইবে ।
সেই হেতু স্বাহাস্ত মন্ত্রে অন্য স্বাহা পদের প্রয়োগ কর্তব্য নহে । আপস্তম্ব বলিয়াছেন—
অপ্রোক্ষিত (প্রোক্ষণের দ্বারা অসংস্কৃত) ইহ্নন অগ্নিতে প্রদান করিবে না । ১৩

স্মৃতি বলিয়াছেন—তৈত্তিরী শাখী ও কঠ শাখিগণের প্রথমে কিন্তু দেবতার উদ্দেশ
(নাম কীর্তন) করিবেন । কাণ্ড ও মধ্যান্দিন শাখিগণের ঋত্বিক্গণ পরে দেবতার

অগ্নিলক্ষণম্

বায়ুপুরাণে— অর্চিয়ান্ পিণ্ডিতশিখঃ সপিং কাঞ্চন-সন্নিভঃ ।
 স্নিগ্ধঃ প্রদক্ষিণশ্চৈব বহ্নিঃ স্মাৎ কার্য্য-সিদ্ধয়ে ॥ ১৫

তথা তত্রৈব— ক্ষুং-তৃট-ক্রোধ-ত্বরা-যুক্তো হীনমন্ত্রঃ জুহোতি যঃ ।
 অপ্রবুদ্ধে সধূমে বা সোহন্ধঃ স্মাদন্য-জন্মনি ॥ ১৬

অল্পে রুদ্ধে সক্ষুলিক্ষে বামাবর্তে ভয়ানকে ।
 আর্দ্রকাঠৈঃ সুসম্পন্নে ফুৎকারবতি পাবকে ॥ ১৭

কৃষ্ণার্চিষি সতুর্গন্ধে তথা নিহতি-মেদিনীম্ ॥
 আহুতিং জুহুয়াৎ যস্ত তস্য নাশো ভবেদ্ ধ্রুবম্ ॥ ১৮

তথাগমে—স্বর্ণ-সিন্দুর-বালার্ক-কুঙ্কম-ক্ষৌদ্র-সন্নিভঃ^১ ।
 সুবর্ণ-রেতসো বর্ণঃ শোভনঃ পরিকীৰ্ত্তিতঃ ॥ ১৯

ভেরী-বারিদ-হস্তীন্দ্র-নিনাদোহগ্নিঃ শুভাবহঃ ।
 নাগ-চম্পক-পুমাগ-পাটলা যুথিকা-নিভঃ ॥ ২০

উল্লেখ করিয়া থাকেন । দেবতার উদ্দেশ উক্ত (বিহিত) না হওয়ার অন্ত্য শাখি-
 গণের দেবতার উদ্দেশ নাই । ১৪

অগ্নির লক্ষণ কথিত হইতেছে । বায়ুপুরাণে বলিয়াছেন—কার্য্যসিদ্ধির জন্য বহ্নি
 অর্চিয়ান্ (দীপ্ত শিখাযুক্ত) পিণ্ডিতশিখ (সংহত শিখ), ঘৃত ও কাঞ্চনের স্মার বর্ণ
 বিশিষ্ট, স্নিগ্ধ (রম্য) ও প্রদক্ষিণ (দক্ষিণাবর্ত-বিশিষ্ট) হইবেন । ১৫

সেই বায়ুপুরাণেই সেইরূপ আরও বলিয়াছেন—যে ব্যক্তি ক্ষুধা, তৃষ্ণা, ক্রোধ ও
 ত্বরা যুক্ত হইয়া অপ্রবুদ্ধ (অনুজ্ঞল) ও সধূম বহ্নিতে হীনমন্ত্র (মন্ত্ররহিত) আজ্যাদি
 হোম করে, সে অন্ত্র অন্ত্রে অন্ত্র হয় । ১৬

যে ব্যক্তি অল্প, রুদ্ধ, ক্ষুলিঙ্গযুক্ত, বামাবর্ত, ভয়ানক, আর্দ্রকাঠ দ্বারা সম্পন্ন
 (জ্বালিত) ফুৎকারবিশিষ্ট, কৃষ্ণবর্ণ শিখা বিশিষ্ট, তুর্গন্ধযুক্ত মেদিনীবিদারণ অগ্নিতে
 আহুতি হোম করে, তাহার নিশ্চয়ই নাশ হয় । ১৭-১৮

আগমে সেইরূপ বলিয়াছেন—সুবর্ণরেতাঃ বহ্নির বর্ণ, সিন্দুর, বালসূর্য্য, কুঙ্কম চূর্ণ
 সমৃদ্ধ বর্ণ শোভন (মঙ্গলকর) কীর্ত্তিত হইয়াছে । ১৯

ভেরী, বারিদ (মেঘ) ও হস্তিপ্রেষের শব্দের স্মার অগ্নির শব্দ শুভকর । নাগকেশর,
 চম্পক, পুমাগ (মেতোংগল), পাটল (পারুল), যুথিকা, পদ্ম, ইন্দীবর (নীলোংগল)

পদ্মোদীপক-কল্লার-সপিণ্ড-গুণ্ড-সন্নিভঃ ।

পাবকশ্চ শুভো গন্ধ ইত্যুক্তস্তত্ত্ব-বেদিত্তিঃ ॥ ২১

প্রদক্ষিণান্ত্যক্ত-কম্পাশ্ছত্রাভাঃ শিখিনঃ শিখাঃ ।

শুভদা যজ্ঞমানশ্চ রাজ্যশ্চাপি বিশেষতঃ ॥ ২২

কুন্দেন্দু-ধবলো ধূমো বহুঃ প্রোক্তঃ শুভাবহঃ ।

কৃষ্ণঃ কৃষ্ণগতের্বর্ণো যজ্ঞমানং বিনাশয়েৎ ॥ ২৩

শ্বেতো রাষ্ট্রং নিহন্ত্যাস্ত বায়স-স্বরসন্নিভঃ ।

থরস্বর-সমো বহুধ্বনিঃ সর্ব-বিনাশ-কৃৎ ॥ ২৪

পুতিগন্ধো হত-ভুজো হোতুর্দুঃখ-প্রদো ভবেৎ ।

ছিন্নাবৃত্তা শিখা কুর্য্যান্ মৃত্যুং ধন-পরিষ্কয়ম্ ॥ ২৫

শুকপক্ষ-নিভো ধূমঃ পারাবত-সমপ্রভঃ ।

হানিং তুরগ-জাতীনাং গবাঞ্চ কুরুতে চিরাৎ ॥ ২৬

এবং বিধেষু দোষেষু প্রায়শ্চিত্তায় দেশিকঃ

মূলেনাভ্যেন জুহুয়াৎ পঞ্চবিংশতীমাহুতীঃ ॥ ২৭

তথা— কর্ণ-হোমে ভবেদ্ ব্যাধির্নেত্রেহন্ধত্বং সমীরিতম্ ।

কল্লার (শ্বেতসূন্দী), ঘৃত ও গুণ্ডগুণ্ডুর গন্ধ সদৃশ অগ্নির গন্ধ শুভ, ইহা তন্ত্রবিদগণ কর্তৃক উক্ত হইয়াছে । ২০-২১

অগ্নির শিখা প্রদক্ষিণা (দক্ষিণাবর্তা) কম্পশৃঙ্গা ও ছত্রতল্যা হইলে যজ্ঞমানের বিশেষতঃ রাজ্যের শুভপ্রদা হইয়া থাকে । ২২

বহির ধূম কুন্দ পুষ্প ও চন্দ্রের স্তায় ধবল হইলে শুভপ্রদ কথিত হইয়াছে । কৃষ্ণগতি বহির কৃষ্ণবর্ণ যজ্ঞমানকে বিনাশ করে । ২৩

কৃষ্ণগতির শ্বেতবর্ণ শীঘ্র রাষ্ট্রকে বিনাশ করে । বহির ধ্বনি বায়সের স্বরের সদৃশ বা পর্দভের স্বরের তুল্য হইলে সকলের বিনাশ-কর হয় । ২৪

হতভুগ্ বহি দুর্গন্ধযুক্ত হইলে হোতার দুঃখপ্রদ হইয়া থাকে । বহির শিখা ছিন্না বা বৃত্তাকার হইলে উহা যজ্ঞমানের বিনাশ ও ধননাশ করে । ২৫

বহির ধূম শুক পক্ষীর পক্ষের সদৃশ অথবা পারাবত সদৃশ বর্ণবিশিষ্ট হইলে উহা যজ্ঞমানের, অশ্বজাতির ও গোসমূহের অচিরে বিনাশ করে । ২৬

এই প্রকার দোষ দৃষ্ট হইলে মন্ত্রোপদেষ্টা দেশিক প্রায়শ্চিত্তের জন্য মূলমন্ত্রে আভ্যের দ্বারা পঁচিশবার আহুতি প্রদান করিবেন । ২৭

তত্ত্বে সেইরূপ আরও বলিয়াছেন—অগ্নির কর্ণদেশে হোম করিলে ব্যাধি হয় ।

নাসিকায়াং মনঃ-পীড়া মন্তকে ধন-সংক্ষয়ঃ ॥ ২৮

যতঃ কাষ্ঠং ততঃ শ্রোত্রং যতো ধূমোহত্র নাসিকা ।

যত্রাহ্ন-অলনং নেত্রং যতোহঙ্গারস্ততঃ শিরঃ ।

যত্র প্রজ্জলিতা জ্বালা জিহ্বা সা জাতবেদসঃ ॥ ২৯

তথা— বৈশ্বানরং স্থিতং ধ্যায়েৎ সমিকোমেষু দেশিকঃ ।

শয়ানমাজ্য-হোমেষু নিষগ্নং শেষ-বস্ত্রযু^১ ।

আশ্রাস্তর্জুহুয়াদ্ বহুবিপশ্চিৎ সর্বকর্মসু ॥ ৩০ ॥ স্থিতমূর্ক্ণস্থিতমিত্যর্থঃ

হোমীষ দ্রব্য-পরিমাণম্

শারদায়াম্— অথাত্র হোম-দ্রব্যানাং প্রমাণমভিধীয়তে ।

কর্মমাত্রং ঘৃতং হোমে শুক্তিমাত্রং পয়ঃ স্মৃতম্ ॥ ৩১

উক্তানি পঞ্চ গব্যানি তৎ সমানি মনীষিভিঃ ।

তৎসমং মধু দুগ্ধানমক্ষমাত্রমুদাহৃতম্ ॥ ৩২

নেত্রে হোম করিলে অন্ধত্ব কথিত হইয়াছে । নাসিকাতে হোম করিলে মনঃপীড়া, মন্তকে হোম করিলে ধন নাশ হয় । ২৮

যেখানে অগ্নির কাষ্ঠ, সেইখানে অগ্নির শ্রোত্র, যেখানে ধূম, সেখানে অগ্নির নাসিকা, যেখানে অগ্নি অলন, সেখানে অগ্নির নেত্র, যেখানে অঙ্গার, সেইখানে অগ্নির মন্তক, যেখানে অগ্নির শিখা প্রজ্জলিত, সেই প্রজ্জলিত শিখাই অগ্নির জিহ্বা । ২৯

সেইরূপ আর বলিয়াছেন—দেশিক সমিদ্ হোমে বৈশ্বানরকে স্থিত উদ্ভিত—দণ্ডায়মান ধ্যান করিবে । আজ্য হোমে বহুকে শয়ান ধ্যান করিবে । অশ্রাস্ত দ্রব্যের হোমে বৈশ্বানরকে উপবিষ্ট ধ্যান করিবে । বিদ্বান্ সাধক সকল বস্তুর হোমে অগ্নির মুখমধ্যে হোম করিবেন । ৩০ । স্থিতং কথার অর্থ—উদ্ভিতস্থিত ।

অনন্তর হোমীষ দ্রব্যের পরিমাণ কথিত হইতেছে । শারদাতিলকে বলিয়াছেন—অনন্তর এখানে হোম-দ্রব্যের পরিমাণ কথিত হইতেছে । ঘৃত হোমে ঘৃতের পরিমাণ এক কর্ষ (১ তোলা), তৈলের পরিমাণ এইরূপ জানিবেন । দুগ্ধ হোমে দুগ্ধের পরিমাণ শুক্তি মাত্র (২ কর্ষ বা ২ তোলা) কথিত হইয়াছে । ৩১

মনীষিগণ পঞ্চগব্য হোমে পঞ্চগব্যকে তাহার অর্ধাৎ দুগ্ধের সমপরিমাণ বলিয়াছেন । মধু তাহার অর্ধাৎ পঞ্চগব্যের সম পরিমাণ । দুগ্ধান অক্ষ (কর্ষ) পরিমাণ উক্ত হইয়াছে । ৩২

দধি প্রসূতি-মাত্রাং স্তান্নাজা: স্যুমুষ্টি-সংমিতা: ।

পৃথুকাস্তং-প্রমাণা: স্যু: শক্তবোহপি তথোদিতা: ॥ ৩৩

গুড়ং পলার্কমানং স্তাচ্ছর্করাপি তথা স্মৃত্য ।

গ্রাসার্কং চক্রমানং স্তাদিষ্কু: পর্বাধি: স্মৃত: ॥ ৩৪

একৈকং পত্র-পুষ্পাণি তথাহপুপানি কল্পয়েৎ ।

কদলী-ফল-নারঙ্গ-ফলান্বেকৈকশো বিহু: ॥ ৩৫

মাতুলঙ্গং চতু:খণ্ডং পনসং দশখা-কৃতম্ ।

অষ্টখা নারিকেলানি খণ্ডিতানি বিহুবুধা: ॥ ৩৬

ত্রিধাকৃতং ফলং বিহুং কপিথং খণ্ডিতং ত্রিধা ।

উর্বারুক-ফলং হোমে কথিতং খণ্ডিতং ত্রিধা ॥ ৩৭

ফলান্বেকৈকখণ্ডানি^১ সমিধ: স্যুর্দশাঙ্গুলা: ।

দূর্বাত্রয়ং সমুদ্ভিষ্টং গুড়ুচী-চতুরঙ্গুলা: ॥ ৩৮

দধি হোমে দধি প্রসূতি প্রসূতিমাত্র (পলদ্বয়মাত্র) হইবে। স্তান্নাহোমে স্তান্না স্মৃতিমাত্র (পল) পরিমিত হইবে। পৃথুক (চিপটক—চিড়া) ভৎপরিমিত (স্তান্নপরিমিত) হইবে। শক্ত হোমে শক্তও সেই পরিমাণ কথিত হইয়াছে। ৩৩

গুড় হোমে গুড় পলার্ক (কর্ঘদ্বয়) পরিমিত হইবে। শর্করাও সেইরূপ পরিমাণ উক্ত হইয়াছে। চক্রহোমে চক্র গ্রাসার্ক (আশি রতি) পরিমাণ হইবে। ইষ্কু হোমে ইষ্কু পর্বাধি—পর্ব পর্যন্ত পরিমাণ উক্ত হইয়াছে। ৩৪

পত্রহোমে পত্র ও পুষ্প এক একটি দেয়। অপূপও সেইরূপ এক একখানিকল্পন (হোম) করিবেন। ফলহোমে কদলী ফল, নারঙ্গ ফল এক একটি দেয় জানিবেন। ৩৫

চারিখণ্ডে খণ্ডিত মাতুলঙ্গের (বীজপুরের) এক এক খণ্ড, দশ খণ্ডে খণ্ডিত পনসের এক এক খণ্ড, আট খণ্ডে খণ্ডিত নারিকেলের এক এক খণ্ড হোমে দেয় বলিয়া কথিত হইয়াছে। ৩৬

তিন খণ্ডে বিভক্ত বিহু, দুই খণ্ডে বিভক্ত কপিথ ফল হোমে দেয়। ত্রিধা খণ্ডিত উর্বারুক (কর্কটী—ফুটী) হোমে দেয় বলিয়া কথিত হইয়াছে। ৩৭

অত্রান্ত ফল অখণ্ড হোমে দেয়। সমিধ্গুলি দশাঙ্গুল পরিমাণ দেয়। এক একবারে দুর্বা তিন তিনটি দেয়। গুড়ুচী (গুলক) লতা চারি আঙ্গুল দেয়। ৩৮

বিবৃতি। বিনীর্ণা, দ্বিদলা, হ্রদা, বক্রা, স্কুলা, দ্বিধা, কুমিদন্টা, দীর্ঘা, ত্র্যক্ষুতা সমিধ্,

ব্রীহয়ো মুষ্টিমাত্রাঃ স্যুমুদগা মাষা যবা অপি ।

তণ্ডলাঃ স্যুস্তদধ্বাংশাঃ কোদ্রবা মুষ্টি-সংমিতাঃ ॥ ৩৯

গোধূমা রক্ত-কলমা বিহিতা মুষ্টিমানতঃ ।

তিলশচুলুক-মাত্রাঃ স্যুঃ সর্ষপাস্তং-প্রমাণকাঃ ॥ ৪০

মুষ্টি-প্রমাণং^১ লবণং মরীচান্যেক-বিংশতিঃ ।

পুরং বদরমানং স্যাদ্ রামঠং তৎসমং স্যুতম্ ॥ ৪১

চন্দনাগুরু-কপূর-কস্তুরী-কুঙ্কুমানি চ ।

তিস্তিড়ীবীজ-মানানি সমুদ্ভিষ্টানি দেশিকৈঃ ॥ ৪২

অথ কর্ষাদিমানম্

গুঞ্জাভির্দশভির্মাষঃ শাণো মাষ-চতুষ্টয়ম্ ।

দ্বৌ শাণৌ বটকঃ কোলো বদরং দ্রক্ষণশ্চ সঃ ॥ ৪৩

বর্জনীয় । উহাদের যে কোনটির দ্বারা হোম করিলে অনিষ্ট ফল হয় । অনধিক ও অনূন পরিমাণ যুক্ত ক্ষীর সমিধ্ সর্বকামপ্রদ । প্রাজ্ঞ ব্যক্তি তর্জনী অঙ্গুলির দ্বারা বর্জুল, আর্দ্রত্বযুক্ত উত্তলক্ষণ বিশিষ্ট সমিধ্কে হোম করিবেন, তাহাতে বিপুল সম্পদ লাভ হয় । শ্রোত, স্মার্ত ও তন্ত্রোক্ত হোমে এইরূপ সমিধ্ উক্ত হইয়াছে । এ সম্বন্ধে বিশেষ বিবরণ শারদাতিলক তন্ত্রের টীকায় দ্রষ্টব্য । ৩৮

ব্রীহি মুষ্টি (পল) মাত্র পরিমাণ । মুগ, মাষ এবং যবও মুষ্টিমাত্র পরিমাণ । তণ্ডুল তাহার অর্দ্ধমাত্র (কর্ষদ্বয়) পরিমাণ এবং কোদ্রব (কোদ ধান) মুষ্টিমাত্র (পল) পরিমাণ হোমে দেয় । ৩৯

গোধূম, রক্ত কলমা (কলমা ধান) মুষ্টি পরিমাণ বিহিত হইয়াছে । তিল চুলুক-মাত্র (কর্ষ) পরিমাণ হোমে দেয় । সর্ষপও সেই পরিমাণ হোমে দেয় । ৪০

প্রতিবার হোমে লবণ মুষ্টিমাত্র পরিমাণ দেয় । মরিচ একেবারে একুইশটি হোমে দেয় । পুর (গুগগুল) বদর (৮০ গুঞ্জা) পরিমাণ, রামঠ (হিজু) তৎসম পরিমাণ বিহিত হইয়াছে । ৪১

চন্দন, অগুরু, কপূর ও কুঙ্কুম তিস্তিড়ি (তেঁতুল) বীজের পরিমাণ হোমে দেয় বলিয়া দেশিকগণ কর্তৃক উক্ত হইয়াছে । ৪২

অনন্তর কর্ষাদির পরিমাণ কথিত হইতেছে । দশটি গুঞ্জার ১ মাষ, চারি মাষে ১ পাণ, দুই শাণে এক বটক । সেই বটককেই কোল, বদর ও দ্রক্ষণ বলে । দুই কোলে ১

কোলো^১ পাণিতলং কর্ষঃ সুবর্ণং কবল-গ্রহঃ ।

পিচুবিড়ালপদকং তিন্দুকোহক্ষশ্চ^২ তদ্বয়ম্ ॥ ৪৪

শুক্রিরষ্টমিকা তে ঘে পলং^৩ বিষং চতুর্থিকা ।

মুষ্টিরাত্রং^৪ প্রকুঞ্চোহথ ঘে পলে প্রসূতিস্তথা ॥ ৪৫

অশীতি-গুণাতঃ শাস্ত্রোক্ত-তোলকম্ । তথা—

সপ্ত-পত্রাষিতা দুর্বা হোম-কর্মণি শস্যতে । ৪৬ । ইতি

অথ নিত্য-হোমঃ । তদ্বক্তং সোমভূজগাবল্যাম্—

নাক্ষপ্তঃ সিধ্যতে মন্ত্রো নান্নতশ্চ ফল-প্রদঃ ।

নানিষ্টো যচ্ছতে কামান্ তস্ম্যাং ত্রিতয়মাচরেৎ ॥ ৪৭

পূজয়া লভতে পূজাং জপাং সিদ্ধির্ন^৫ সংশয়ঃ ।

বিভূতিং চাগ্নি-কার্যেণ সর্বসিদ্ধিঞ্চ বিন্দতি ॥ ৪৮

নীলতন্ত্রে— নিত্যহোমং প্রবক্ষ্যামি সর্বার্থং যেন বিন্দতি ।

সপর্য্যাং সম্যগাপাণ্ড বলিপূর্বং চরেদ্ বিধিম্ ॥ ৪৯

পাণিতল বা কর্ষ । এই কর্ষের বাচক—সুবর্ণ, কবলগ্রহ, পিচু, বিড়ালপদক, তিন্দুক, অক্ষ । ২ কর্ষে ১ শুক্রি, শুক্রির বাচক—অষ্টমিকা । ২ শুক্রিতে ১ পল । পলের বাচক—বিষ, চতুর্থিকা, মুষ্টি, আত্র, প্রকুঞ্চ । ২ পলে ১ প্রসূতি । ৪৩-৪৫

আশি গুণাতে শাস্ত্রোক্ত তোলক (তোলা) হয় । সেরূপ আরও বলিয়াছেন—
হোম কার্যে সপ্ত পত্র যুক্তা দুর্বা প্রশস্তা । ৪৬

অনন্তর নিত্য হোম কথিত হইতেছে । সোমভূজগাবলীতে তাহা উক্ত হইয়াছে ।
অক্ষপ্ত মন্ত্র সিদ্ধ হয় না ; অনান্নত মন্ত্র ফলপ্রদ হয় না ; অপূজিত মন্ত্র কাম্য বিষয়
প্রদান করে না । অতএব এই তিনটির (জপ, হোম ও পূজা) অনুষ্ঠান করিবে । ৪৭

মন্ত্রের পূজা দ্বারা পূজা (সন্মান) লাভ করে । মন্ত্রের জপ হইতে সিদ্ধি হয় । ইহাতে
সংশয় নাই । মন্ত্রের অগ্নিকার্য্য (হোমের) দ্বারা বিভূতি ও সর্বসিদ্ধি হয় । ৪৮

নীলতন্ত্রে বলিয়াছেন—যে নিত্য হোমের দ্বারা সমস্ত প্রয়োজনের লাভ হয়, সেই
নিত্য হোম বলিতেছি । বলি পূর্বক সম্যক্ প্রকারে পূজা করিয়া হোম বিধির অনুষ্ঠান
করিবে । ৪৯

১। খ—শাগো । ২। খ—তিন্দুকক্ষ । ৩। ক—ঘে ঘে পলং । ৪। ক—যষ্টিরাত্রং ।
পদকং তিন্দুকক্ষ তদ্বয়ম্ । শুক্রিরষ্টমিকা ঘে ঘে পলং বিষং চতুর্থিকা । যষ্টিরাত্রং প্রকুঞ্চোহথ ঘে
পলে প্রসূতিস্তথোঃ । ৫। খ—জপাং সিদ্ধিঃ ন সংশয়ঃ ।

ততো হোমং তর্পণঞ্চ চরেৎ সাধক-সন্তমঃ ।

বলি-বৈশ্বাদিকৈকৈব ব্রাহ্মণঃ শ্রয়মাচরেৎ ॥ ৫০

অৰ্ঘ্যোদকেন সংপ্রোক্ষ্য তিলো-রেখাঃ সমালিখেৎ ।

বিধিবদগ্নিমানীয় ক্রব্যাদেভ্যো নমস্তুথা ॥ ৫১

মূলমন্ত্রং সমুচ্চাৰ্য্য কুণ্ডে বা স্থণ্ডিলেহপি বা ।

ভূমৌ বা সংস্তরেদ্ বহ্নিং ব্যাহ্রতি-ত্রিতয়েন তু ॥ ৫২

স্বাহাস্তেন ত্রিধা হুত্বা ষড়ঙ্গ-হবনং চরেৎ ।

ততো দেবীং সমাবাহু মূলেন ষোড়শাহ্রতিম্ ।

হুত্বা স্তুত্বা নমস্তুত্যা বিসৃজেদিন্দুমণ্ডলে * ॥ ৫৩

শ্রামাদৌ তু বিশেষঃ^১—আদৌ ভৈরবান্ হুত্বা মূলেন ষোড়শাহ্রতীর্জুহুয়াৎ ।

তদ্ যথা (৫৪)—

সাধক শ্রেষ্ঠ তাহার পর হোম ও তর্পণ করিবেন । ব্রাহ্মণ বলি বৈশ্বদেব প্রভৃতির অনুষ্ঠান নিজে করিবেন । ৫০

স্থণ্ডিলকে অর্ঘ্যজলের দ্বারা প্রোক্ষণ করিয়া ঐ স্থণ্ডিলে তিনটি রেখা করিবেন । বিধিপূর্বক অগ্নি আনিয়া ওঁ ক্রব্যাদেভ্যো নমঃ বলিয়া ক্রব্যাদাংশ (রাক্ষসগণের অংশ) পরিত্যাগ করিবেন । ৫১

মূলমন্ত্র উচ্চারণ করিয়া ভূমিতে কুণ্ডে অথবা স্থণ্ডিলে বহ্নি স্থাপন করিবেন । স্বাহাস্ত ব্যাহ্রতি ত্রিতয়ের দ্বারা অর্থাৎ ওঁ ভূঃ স্বাহা, ওঁ ভুবঃ স্বাহা, ওঁ স্বঃ স্বাহা এই তিনটি মন্ত্রের দ্বারা তিনবার হোম করিয়া পূজিত দেবতার ষড়ঙ্গের হোম করিবেন । তাহার পর দেবীকে আবাহন করিয়া মূলমন্ত্রের দ্বারা ষোড়শ বার আহ্রতি দিবেন । হোম করিয়া, স্তুত্ব করিয়া ও নমস্কার করিয়া চন্দ্র মণ্ডলে অগ্নিকে বিসর্জন দিবেন । ৫২-৫৩

শ্রামাদির হোমে বিশেষ আছে । প্রথমে ভৈরবগণের উদ্দেশে হোম করিয়া মূলমন্ত্রের দ্বারা ষোল বার আহ্রতি দিবেন । তন্ত্রে তাহা যেমন বলিয়াছেন (৫৪)—

* সংকল্পক ততঃ কৃত্বা কাব্যহোমং সমাচরেৎ । স্বাহাস্তং মূলমুচ্চাৰ্য্য দেবতাত্ৰৈ ত্রিদং বচন্ ।
কুহুয়াঙ্কলিতে বহৌ সংখ্যাক্ পরিত্যক্তবন্ । বিজ্ঞানামধিকারোহস্তি তাদ্রিকৈ হোমকর্মণি ।
অবিকারী অবৈচ্চৈব শূদ্রোহপি হোমকর্মণি । বহ্নিজ্বায়াং পরিত্যক্ত্য স্তনয়ান্তেন হোময়েৎ ।
বারাহী-ওদ্রবাক্ত্র স্তনয়ন্তদ্বীকৃতম্ । ১। খ—বিশেষঃ ইত্যনন্তরং মূলেন ষোড়শাহ্রতীর্জু ভৈরবাংশং হনেকটা-
বিত্যাগি পাঠঃ ।

ভৈরবাংশচ ছনেনঠৌ আজ্যাবিত-ভিলৈঃ শুভৈঃ ।

পূৰ্বাদি-দিক্-ক্রমেণৈব ততো হোমং সমাচরেৎ ॥ ৫৫

অথ বৃহদ্ধোম-পদ্ধতিঃ

কুণ্ডশৈশাশাং দিশি হস্তপ্রমাণ-বেচ্চাং শাক্তাভিষেক-রীত্যা ঘটং সংস্থাপ্য তত্র নিজদেবতামাবাহ্য সম্পূজ্য কুণ্ডং মূলেণ বীক্ষ্য ফড়িতি কুশৈঃ সস্তাড্য ফড়িতি কুশোদকেণ প্রোক্ষ্য ছমিত্যনেনাভূক্ষ্য ফড়িতি তাল-ত্রয়েণ সংরক্ষ্য মূলমুচ্চার্য সামান্য-কর্মণি ওঁ কুণ্ডায় নমঃ ইতি তমর্চয়েৎ । বিশেষ-হোমাদৌ তু ওঁ অমুকদেবতা-কুণ্ডায় নমঃ ইতি কুণ্ডং পূজয়েৎ । ১

ব্রহ্মসংহিতায়াং হোমকাণ্ডে—

ঐশাশাং বেদিকাং হস্ত-বিস্তারোন্নতি-শালিনীম্ ।

কৃত্বাহস্মিন্ স্থাপয়েৎ কুণ্ডং যথোক্ত-ক্রম-যোগতঃ ॥ ২

তত্র সংপূজয়েদ্ দেবং যথাবিধ্যুপচারকৈঃ ।

ততো হোমং প্রকুর্বীত দেবতা-সন্নিধানতঃ ॥ ৩

আজ্যাপ্ত পবিত্র তিল সমূহের দ্বারা পূৰ্বাদি দিক্ ক্রমেই ভৈরবের উদ্দেশে আটটি হোম করিবেন । তাহার পর মূলদেবতার হোম করিবেন । ৫৫

অনন্তর বৃহৎ হোম পদ্ধতি প্রদর্শিত হইতেছে । কুণ্ডের ঐশানকোণে একহস্ত পরিমিত বেদীতে শাক্তাভিষেক রীতিতে ঘট স্থাপন করিয়া, সেই ঘটে নিজের ইষ্টদেবতাকে আবাহন করিয়া পূজা করিয়া, কুণ্ডকে মূলমস্ত্রের দ্বারা বীক্ষণ করিয়া, ফটু এই মন্ত্রে কুশের দ্বারা তাড়ন করিয়া, ফটু এই মন্ত্রে কুশোদকের দ্বারা প্রোক্ষণ করিয়া, হং এই মন্ত্রের দ্বারা অভ্যক্ষণ করিয়া, ফটু এই মন্ত্রে তালত্রয়ের দ্বারা রক্ষা করিয়া, মূল মন্ত্র উচ্চারণ করিয়া, সামান্য কর্মে ওঁ কুণ্ডায় নমঃ এই মন্ত্রে সেই কুণ্ডকে অর্চনা করিবেন । বিশেষ হোমাদি স্থলে কিন্তু ওঁ অমুকদেবতা-কুণ্ডায় নমঃ এই মন্ত্রে কুণ্ডকে পূজা করিবেন । ১—

ব্রহ্ম-সংহিতায় হোম কাণ্ডে বলিয়াছেন—কুণ্ডের ঐশান কোণে এক হাত বিস্তার ও উচ্চতা বিশিষ্ট বেদী করিয়া সেই বেদীকাতে যথোক্ত ক্রমে ঘট স্থাপন করিবেন । ২

সেই ঘটে যথাবিধানে উপচার সমূহের দ্বারা নিজের ইষ্টদেবতাকে পূজা করিবেন । তারপর সেই দেবতার সন্নিধানে হোম করিবেন । ৩

তত্ত্বে— বীক্ষণং মূলমন্ত্ৰেণ শরেন তাড়নং স্মৃতম্ ।

তেনৈব প্রোক্ষণং প্রোক্তং বর্মণাহভ্যক্ষণং মতম্ ॥ ৪

ততঃ কুণ্ডমধ্যে প্রাগগ্রা উদগগ্রা বা তিস্রো রেখা লিখৎ । হোতুঃ
প্রাণ্ড-মুখত্বে প্রাগগ্রা উদগ্-মুখত্বে উত্তরাগ্রা ইতি বিশেষঃ । এতেন হোমে
প্রাণ্ডদগন্ততর-মুখত্বং হোতুঃ সিদ্ধম্ । ৫

ততঃ সংক্ষেপ-হোম-পদ্ধতি-ক্রমেণ ক্রবাদাংশ-ত্যাগ-পর্যন্তং বিধায় ঐদর্য্য-
মূলধারস্থ-বহিভ্যাং সহ ভৌমস্থ বহিরৈক্যং বিভাব্য ঐ বহিচৈতন্ত্যং
কল্পয়ামীতি পাবকে চৈতন্ত্যং নিধায় ওঙ্কারেণাষ্টোত্তর-শতমভিমন্ত্র্য ধেনুমুদ্রয়া
হমৃতীকৃত্য ফড়িতি প্রোক্ষ্য হমিত্যবগুষ্ঠ্য ঐ বহিমূর্তয়ে নমঃ ইতি গন্ধপুষ্পা-
দিভিঃ সম্পূজ্য কুণ্ডশ্যোপরি ত্রিঃ পরিভ্রাম্য প্রণবমুচ্চার্য্য জানু-স্পষ্ট-ভূমিঃ
শিবশুক্ৰ বুদ্ধ্যা আত্মনোহভিমুখং দেব্যা যোনাবেনং নিক্ষিপেৎ । ততো
বাগীশ্বর-বাগীশ্বর্যো সম্পূজ্য ওঁ চিংপিঙ্গল হন হন দহ দহ পচ পচ
সর্বজ্ঞাজ্ঞাপয় স্বাহেতি বহিং জ্বালয়েৎ । ততঃ ওঁ অগ্নিং প্রজ্বলিতং বন্দে জাত-

তত্ত্বে বলিগ্রাহেন—মূল মন্ত্রের দ্বারা বীক্ষণ এবং শর (ফট) মন্ত্রের দ্বারা তাড়ন
কথিত হইয়াছে । সেই শর মন্ত্রের দ্বারা প্রোক্ষণ এবং বর্ম (ছং) মন্ত্রের দ্বারা অভ্যক্ষণ
উক্ত হইয়াছে । ৪

তাহার পর কুণ্ডমধ্যে পূর্বাগ্র বা উত্তরাগ্র তিনটি রেখা করিবেন । হোতা পূর্বমুখ
হইলে পূর্বাগ্র রেখা এবং উত্তরমুখ হইলে উত্তরাগ্র রেখা হইবে, ইহাই বিশেষ । ইহার
দ্বারা সিদ্ধ হইল—হোমে হোতা পূর্ব-মুখ ও উত্তর-মুখ ইহার অন্তর মুখ হইবেন । ৫

তাহার পর সংক্ষেপ হোম পদ্ধতি ক্রমে ক্রবাদের অংশ পরিত্যাগ পর্যন্ত যাবতীর
কর্ম করিয়া, ঐদর্য্য বহি ও মূলধারস্থিত বহির সহিত ভৌম বহির ঐক্য চিন্তা করিয়া
ওঁ রং বহিচৈতন্ত্যং কল্পয়ামি এই মন্ত্রে অগ্নিতে চৈতন্ত্য সম্পাদন করিয়া, ওঙ্কারের দ্বারা
সেই বহিকে ১০৮ বার অভিমন্ত্রিত করিয়া, ধেনুমুদ্রা দ্বারা অমৃতীকরণ করিয়া, ফট এই
মন্ত্রে সেই বহিকে প্রোক্ষণ করিয়া, ছং এই মন্ত্রে অবগুষ্ঠন করিয়া, ওঁ রং বহিমূর্তয়ে
নমঃ এই মন্ত্রে সেই বহিকে গন্ধ-পুষ্প দ্বারা পূজা করিয়া, কুণ্ডের উপরে সেই অগ্নিকে
তিন বার ভ্রামিত করিয়া, প্রণব উচ্চারণ করিয়া ভূমিতে জানু পাতিয়া শিব শুক্রবুদ্ধিতে
নিজের অভিমুখে দেবীর যোনিতে সেই বহিকে স্থাপন করিবে ন । তাহার পর
বাগীশ্বর ও বাগীশ্বরীর পূজা করিয়া ওঁ চিংপিঙ্গল হন হন দহ দহ পচ পচ
সর্বজ্ঞাজ্ঞাপয় স্বাহা—এই মন্ত্রে সেই বহিকে প্রজ্বলিত করিবেন । তাহার পর—

বেদং হতাশনম্ । সুবর্ণ-বর্ণমমলং সমিদ্ধং বিশ্বতোমুখমিতি বহ্নিমুপতিষ্ঠেত ।
ততঃ স্বদেহে বহ্নিজিহ্বা-শ্রাব্যং কুর্য্যৎ যথা লিঙ্গে—সরযুং হিরণ্যায়ৈ নমঃ ।
পায়ৌ—ষরযুং কনকায়ৈ নমঃ । এবং মূর্ধ্নি—শরযুং রক্তায়ৈ নমঃ । মুখে—
বরযুং কৃষ্ণায়ৈ নমঃ । ভ্রাণে—লরযুং সুপ্রভায়ৈ, নেত্রে—ররযুং বহুরুপায়ৈ ।
সর্বগাত্রেষু—ষরযুং অতিরক্তায়ৈ । নমঃ সর্বত্র । এতাঃ সাত্ত্বিকো যাগকর্মণি ।
কাম্য-কর্মণি তু উক্তবীজৈঃ সহ পদ্মরাগা-সুবর্ণা-ভদ্রলোহিতা-লোহিতা-শ্বেতা-
ধূমিনী-করালিকাঃ এতা রাজস্র্যঃ । ক্রুর-কর্মণি তু উক্তবীজৈঃ সহ বিশ্বমূর্ত্তি-
শ্মূলিঙ্গিনী-ধূত্রবর্ণা-মনোজবা লোহিতা-করালা-কাল্যঃ এতাস্তামস্র্যঃ । ৬

শারদায়াম্—লিঙ্গ-পায়ু-শিরো-বক্তু-ভ্রাণ-নেত্রেষু সর্বতঃ ।

বহ্নীরাঘীশ-সংযুক্তাঃ সাদি-যাস্তাঃ সবিম্ববঃ ।

বর্ণা মন্ত্রাঃ সমুদ্ভিষ্টা জিহ্বানাং সপ্ত দেশিকৈঃ ॥ ৭

ঐ অগ্নিং প্রজ্জলিতং বন্দ্যে জাতবেদং হতাশনম্ । সুবর্ণ-বর্ণমমলং সমিদ্ধং বিশ্বতো মুখম্ ।
(অর্থাৎ আমি সুবর্ণের স্তায় বর্ণবিশিষ্ট অমল প্রজ্জলিত সমিদ্ধ (দীপ্ত) সর্বতোমুখ
জাতবেদ হতাশন অগ্নিকে বন্দনা করি) এই মন্ত্রে বহ্নির উপাসনা করিবেন । তাহার
পর নিজ দেহে বহ্নির জিহ্বাশ্রাব্য করিবেন । যেমন লিঙ্গে—সরযুং হিরণ্যায়ৈ নমঃ ।
পায়ৌ—ষরযুং কনকায়ৈ নমঃ । এইরূপ মন্ত্ৰকে—শরযুং রক্তায়ৈ নমঃ । মুখে—বরযুং
কৃষ্ণায়ৈ নমঃ । ভ্রাণে—লরযুং সুপ্রভায়ৈ নমঃ । নেত্রে—ররযুং বহুরুপায়ৈ নমঃ ।
সর্বগাত্রে—ষরযুং অতিরক্তায়ৈ । সর্বত্র শেষে নমঃ পদ দেয় । যাগকর্মে এইগুলি সাত্ত্বিক
জিহ্বা । কাম্যকর্মে কিন্তু উক্ত বীজের সহিত পদ্মরাগা, সুবর্ণা ভদ্রলোহিতা, লোহিতা,
শ্বেতা, ধূমিনী, করালিকাকে পূর্বোক্ত আকার মন্ত্রে পূর্বোক্ত স্থানে শ্রাব্য করিবেন ।
অগ্নির এই জিহ্বাগুলি রাজস জিহ্বা । ক্রুর কর্মে কিন্তু উক্ত বীজের সহিত বিশ্বমূর্ত্তি,
শ্মূলিঙ্গিনী, ধূত্রবর্ণা, মনোজবা, লোহিতা, করালা ও কালী—এই তামস জিহ্বাগুলিকে
পূর্বোক্তরূপ মন্ত্রে পূর্বোক্ত স্থানে শ্রাব্য করিবেন । ৬

শারদাতিলক ভদ্রে বলিগ্রাহেন—লিঙ্গে, গুহে, শিরে, মুখে, নাসিকায়, নেত্রে ও
সর্বাত্রে যথাক্রমে অগ্নি সাতটি জিহ্বার শ্রাব্য করিবেন । সকার হইতে ষকার পর্য্যন্ত
(স ব শ ব ল র ষ পর্য্যন্ত) বর্ণগুলি বহ্নি (ব), ইর (য), অঘীশ (উ) ও বিন্দু (ং) যুক্ত
হটলে অগ্নির ত্রিবিধ সাতটি জিহ্বার সাতটি মন্ত্র দেশিকগণ কর্তৃক উপদিষ্ট হইরাছে । ৭

বিবৃতি । মূলোক্ত লিঙ্গাদি সাতটি স্থানে অগ্নির সাতটি জিহ্বার ও জিহ্বার
অধিপতি দেবতার শ্রাব্য করিতে হয় । এই অতাই শারদাতিলকে ত্রিবিধ জিহ্বার নাম

বহুী রেফঃ । ইরো—যকারঃ । অর্ঘীশঃ—ষষ্ঠবরঃ । তেন বর্ণত্রয়েণৈকং
বীজম্ । ততঃ করাদিগ্ৰাসো । সহস্রার্চিষে অঙ্গুষ্ঠাভ্যাং নমঃ, এবং অস্তিপূর্ণায়
তর্জনীভ্যাং স্বাহা । উত্তিষ্ঠ পুরুষায় মধ্যমাভ্যাং বষট্ । ধুমব্যাপিনে কবচায়
হুং । সপ্তজিহ্বায় কনিষ্ঠাভ্যাং বৌষট্ । ধনুর্দ্ধরায় করতল-পৃষ্ঠাভ্যাং কট্ । এবং
হৃদয়াদিষু । ততো মূর্ত্তি-গ্ৰাসঃ । মূর্ত্তিঃ *—ওঁ অগ্নয়ে জাতবেদসে নমঃ । দক্ষাংসে
—ওঁ অগ্নয়ে সপ্তজিহ্বায় নমঃ । দক্ষপার্শ্বে—ওঁ অগ্নয়ে হব্যবাহনায় নমঃ ।
দক্ষকট্যাং—ওঁ অগ্নয়ে অশ্বোদরজায় নমঃ । লিঙ্গে—ওঁ অগ্নয়ে বৈশ্বানরায়
নমঃ । বামকট্যাং—ওঁ অগ্নয়ে কোমারতেজসে নমঃ । বামপার্শ্বে—ওঁ অগ্নয়ে
বিশ্বমুখায় নমঃ । বামাংসে—ওঁ অগ্নয়ে দেবমুখায় নমঃ । ততো ঐ
বহ্যাসনায় নমঃ ইতি বহুরাসনং কল্পয়িত্বা তত্র বহিঃ ধ্যায়েৎ । যথা (৮)—

উল্লেখ করিয়া “অমর্ত্ত্য-পিতৃ-গন্ধর্ব” ইত্যাদি শ্লোকে জিহ্বার অধিপতি দেবতার নাম
উল্লেখ করিয়াছেন । রাঘবভট্টও পদার্থাদর্শে ইহা সমর্থন করিয়া প্রয়োগ মন্ত্র বলিয়াছেন
—অমৃত্যং হিরণ্যায়ৈঃ নমঃ ওঁ সুরেভ্যো নমঃ । কাহারও মতে অমৃত্যং সুরাধিপত্যে
হিরণ্যায়ৈঃ নমঃ : । বর্ণকুট মন্ত্রের প্রত্যেকবর্ণ অদন্তরূপে উচ্চরিত হইয়া থাকে । এই
অন্তই গ্রন্থকার সরযুং এইরূপ লিখিয়াছেন । পদার্থাদর্শে অমৃত্যং লিখিত হইলেও
সরযুং এইরূপ অদন্তরূপে উচ্চারণ হইবে । ৭

মূলোক্ত বহুরাঘীশ ইহার অর্থ—বহিঃ রেফ । ইর—য । অর্ঘীশ—ষষ্ঠবর উ ।
তাহাতে বর্ণত্রয়ের দ্বারা একটি বীজ হয় । তাহার পর মূলোক্ত মন্ত্রে অগ্নির করগ্রাস
ও অঙ্গগ্রাস করিবে । যেমন ওঁ সহস্রার্চিষে অঙ্গুষ্ঠাভ্যাং নমঃ ইত্যাদি । এইরূপ
ওঁ সহস্রার্চিষে হৃদয়ায় নমঃ ইত্যাদি । তাহার পর মূলোক্ত মন্ত্রে অগ্নির মূর্ত্তি গ্ৰাস
করিবে । যেমন মন্ত্রকে—ওঁ অগ্নয়ে জাতবেদসে নমঃ ইত্যাদি । ৮

বিবৃতি । রাঘব ভট্ট পদার্থাদর্শে শারদাতিলককারের অভিপ্রায় অনুসারে মূর্ত্তিগ্ৰাসে
প্রথমে বাম দক্ষ, পার্শ্ব ও কটিতে মূর্ত্তি গ্ৰাস করিয়া পরে দক্ষিণ কটি, পার্শ্ব ও দক্ষ
মূর্ত্তিগ্ৰাস করিতে বলিয়াছেন । ইহাতে প্রদক্ষিণ ক্রমে গ্ৰাস হয় । কিন্তু তত্ত্বসারে ও
আগমতত্ত্ব বিলাসে ইহার বিপরীত উক্ত হইয়াছে । এসম্বন্ধে কোন প্রমাণও উক্ত হয়
নাই । সাধকগণ বিজ্ঞ গুরুসম্প্রদায়ের উপদেশ অনুসারে এই কার্য্য করিবেন । ৮

তাহার পর ওঁ রং বহ্যাসনায় নমঃ এই মন্ত্রে নিজদেহে বহির আসন কল্পনা
করিয়া সেই আসনে মূলোক্তরূপে বহিকে ধ্যান করিবেন ।

* মূর্ত্তি দক্ষাংসকে চৈব তথা পার্শ্বে কটৌ তথা । পার্শ্বো তথা বামপার্শ্বে কট্যাংসে ক্রমতো ভ্রমেন ।

ইষ্টং শক্তিং অস্তিকাভীতিমুচ্চৈর্দৌর্ধেদোভিধারয়ন্তং জ্বাভম্ ।

হেমাকল্পং পদ্মসংস্থং ত্রিনেত্রং ধ্যায়েদ্ বহ্নিং বন্ধমৌলিং জটাভিঃ ॥ ৯

ততো মেখলানামুপরি বালামস্ত্রেণ শুদ্ধজলৈঃ পরিষিচ্য মেখলায়াং গর্ভশূন্যৈর্দর্ভৈরগ্রেণ মূলমাচ্ছাদয়ন্ ত্রিভিঃ পরিবেষ্টয়েৎ । ততঃ প্রাচী-বর্জ্জং দিক্ষু পরিধীন্ নিষ্কিপ্য তত্র প্রাদক্ষিণ্যেন ব্রহ্মাদি-দেবতাঃ পূজয়েৎ । পুনর্বহ্নিং ধ্যাওয়া তত্র পীঠে সমাবাহ্য ও বৈশ্বানর^১ জাতবেদ ইহাবহ লোহিতাক্ষ সর্বকর্মাণি সাধয় স্বাহা ইদং পাচ্যং ও অগ্নয়ে নমঃ । এবং ক্রমেণাভ্যর্চ্য মেখলায়াং বামাং জ্যেষ্ঠাং রৌদ্রীমম্বিকাক্ষং পূজ্য মধ্যে ষট্-কোণেষু সরযুং হিরণ্যায়ৈ নমঃ এবং ষরযুং কনকায়ৈ । শরযুং রক্তায়ৈ ; বরযুং কৃষ্ণায়ৈ । লরযুং সুপ্রভায়ৈ ররযুং বহুরুপায়ৈ । যরযুং অতিরক্তায়ৈ । এবং কাম্যে সরযুং পদ্মরাগায়ৈ নমঃ ইত্যাদি । ক্রুরকর্মণি সরযুং বিশ্বমূর্ত্যে নমঃ ইত্যাদি । ১০

যথা গণেশবিমর্শিন্যাম্—

ধ্যানের অর্থ—পদ্মাসনে উপবিষ্ট, জ্বাপুষ্পের দ্বারা রক্তবর্ণ, ত্রিনেত্র, জটাসমূহের দ্বারা আবদ্ধ মস্তক, দক্ষিণের দীর্ঘ অধোহস্তে ইষ্ট (বরমুদ্রা) ও উর্ধ্বহস্তে শক্তি, বামের দীর্ঘ উর্ধ্ব হস্তে স্বস্তিকা ও অধোহস্তে অভয় মুদ্রাধারী স্বর্ণালঙ্কারে ভূষিত অগ্নিকে ধ্যান করিবেন । ৯

বিবৃতি । গ্রন্থকার এখানে মাত্র বং বহ্যাসনায় নমঃ মন্ত্রে আসন কল্পনা করিতে বলিয়াছেন । কিন্তু রাঘব ভট্ট পদার্থাদর্শে নিজদেহে অগ্নির পীঠশক্তি পর্য্যন্ত পীঠ স্থাপন করিয়া পরে বং বহ্যাসনায় নমঃ মন্ত্রে স্থাপন করিতে বলিয়াছেন । দেহে এই সকলের স্থাপনই আসন কল্পনা । ৯

তাহার পর মেখলা সমূহের উপরে বালামস্ত্রে (ঐং ক্লীং সৌঃ মস্ত্রে) শুদ্ধ জলের দ্বারা পরিষেচন করিয়া মধ্যমেখলাতে গর্ভশূন্য দর্ভসমূহের দ্বারা অগ্নির দ্বারা মূল আচ্ছাদন করিতে করিতে চারিদিকে তিন তিন বার পরিস্তরণ (পাতন) করিবেন । তাহার পর পূর্বদিক্ পরিত্যাগ করিয়া অগ্নি সকল দিকে পরিধি সমূহ স্থাপন করিয়া সেই পরিধি সমূহে প্রদক্ষিণক্রমে ব্রহ্মাদিদেবতার পূজা করিবেন । পুনরায় বহ্নির ধ্যান করিয়া সেই পীঠে অগ্নির আবাহন করিয়া ও বৈশ্বানর ইত্যাদি মূলোক্ত মন্ত্রে পাণ্ডাদি বা পদ্মাদি উপচারের দ্বারা অগ্নির পূজা করিবেন । এই ক্রমে অর্চনা করিয়া মেখলাতে বামা, জ্যেষ্ঠা, রৌদ্রী ও অম্বিকাকে পূজা করিয়া পূজিত কুণ্ডমধ্যে ও ছয়টি কোণে ও^১ সরযুং হিরণ্যায়ৈ নমঃ ইত্যাদিমন্ত্রে অগ্নির সাতটির জিহ্বার পূজা করিবেন । এইরূপ

১। বৈশ্বানর্যেতি অয়ং মনঃ প্রণবাদিঃ । তাবৎ বৈশ্বানরপ্রাপ্তে জাতবেদ ইহাবহ । লোহিতাক্ষ-পদব্রজে সর্বকর্মাণি সাধয় । বহ্নিজ্যোতিষিতো মনঃ বহ্নিং সম্যক্ সমর্চয় । ইতি জ্ঞানার্ণববচনাৎ ।

মধ্যে চ কোণ-ষট্কে চ জিহ্বাঃ সম্পূজয়েৎ ততঃ ।

হিরণ্যা তপ্ত-হেমাতা শূলপাণেদিশি স্থিতা ॥ ১১

বৈদূর্য্য-বর্ণা কনকা প্রাচ্যাং দিশি সমাশ্রিতা ।

তরুণাদিত্য-সঙ্কাশা রক্তা জিহ্বাহগ্নি-সংস্থিতা ॥ ১২

কৃষ্ণা নীলাব্র-সঙ্কাশা নৈঋত্যাং দিশি সংস্থিতা ।

সুপ্রভা পদ্মরাগাতা বারুণ্যাং দিশি সংস্থিতা ॥ ১৩

অতিরক্তা জ্বাভাসা বায়ব্যাং দিশি সংস্থিতা ।

বহুরূপা যথার্থীভা দক্ষিণোত্তর-সংস্থিতা ॥ ১৪

ততঃ কেশরেঘগ্নাদি-কোণে মধ্যে দিক্ চ অগ্নয়ে সপ্ত-জিহ্বায় নমঃ
ওঁ সহস্রার্চিষে হৃদয়ায় নমঃ । ওঁ স্বস্তি-পূর্ণায় শিরসে স্বাহা । ওঁ
উত্তিষ্ঠপুরুষায় শিখায়ৈ বষট্ । ওঁ ধূমব্যাপিনে কবচায় হুঁ । ওঁ সপ্তজিহ্বায়
নেত্রত্রয়ায় বৌষট্ । সর্বাঙ্গে—ওঁ ধনুর্দ্ধরায় অস্ত্রায় ফট্ । পূর্বাদি দলেষু ওঁ
অগ্নয়ে জাতবেদসে নমঃ । ওঁ অগ্নয়ে হব্যবাহনায় নমঃ । এবং ওঁ অগ্নয়ে
অশ্বোদরজায় নমঃ । ওঁ অগ্নয়ে বৈশ্বানরায় । ওঁ অগ্নয়ে কৌমার-তেজসে ।

কাম্যকর্মে ওঁ সরযুং পদ্মরাগায়ৈ নমঃ ইত্যাদি মন্ত্রে পদ্মরাগা, সুবর্ণা, ভদ্রলোহিতা,
লোহিতা, শ্বেতা, ধূমিনী ও করালিকা—এই সাতটি জিহ্বার পূজা করিবেন । ক্রুরকর্মে
ওঁ সরযুং বিশ্বমূর্ত্ত্যে নমঃ ইত্যাদি মন্ত্রে বিশ্বমূর্ত্তি, স্কুলিজিনী, ধূত্রবর্ণা, মনোজবা,
লোহিতা, করালা ও কালী—এই সাতটি জিহ্বার পূজা করিবেন । ১০

যেমন গণেশ্বর-বিমর্শিনীতে বলিয়াছেন—

তাহার পর মধ্যে ও ছয়টি কোণে অগ্নির জিহ্বাসমূহের পূজা করিবেন । হিরণ্যা
তপ্তকাকনের দ্বার বর্ণবিশিষ্টা ইশান দিকে অবস্থিতা । ১১

কনকা বৈদূর্য্যের বর্ণের দ্বার বর্ণবিশিষ্টা ও পূর্ব কোণে অবস্থিতা । অগ্নির রক্তা
জিহ্বা তরুণ সূর্য্যের দ্বার বর্ণ বিশিষ্টা ও অগ্নিকোণে অবস্থিতা । ১২

অগ্নির কৃষ্ণা জিহ্বা নীল মেঘের দ্বার বর্ণবিশিষ্টা ও নৈঋত কোণে আশ্রিতা ।
সুপ্রভা জিহ্বা পদ্মরাগের দ্বার বর্ণবিশিষ্টা ও বরুণ (পশ্চিম) দিকে অবস্থিতা । ১৩

অতিরক্তা জিহ্বা জ্বাপুষ্্পের দ্বার রক্তবর্ণা ও বায়ুকোণে অবস্থিতা । বহুরূপা
জিহ্বা বহুরূপের অর্থের দ্বার বহুবর্ণ বিশিষ্টা ও দক্ষিণোত্তরে অবস্থিতা । ১৪

তাহার পর কেশর সমূহে অগ্নাদি কোণে মধ্যে ও দিক্ সমূহে মূলোক্ত ওঁ
অগ্নয়ে সপ্ত-জিহ্বায় নমঃ মন্ত্রে পূজা করিয়া ওঁ সহস্রার্চিষে হৃদয়ায় নমঃ ইত্যাদি মন্ত্রে

৩" অগ্নয়ে বিশ্বমুখায় । ৩" অগ্নয়ে দেবমুখায় । ইতি বহ্নি মূর্তী: শক্তি-স্বস্তিক-
বারিণীরভ্যর্চ্য স্ব-স্ব দিক্ লোকপালান্ পূজয়েৎ । ১৫

ততো হস্তাভ্যাং ঋক্-ঋবৌ গৃহীত্বা অধোমুখৌ কৃত্বা, ত্রিরণৌ প্রতাপ্য,
কুশৈস্তদগ্র মধ্য মূলানি সংমার্জ্য, দক্ষিণহস্তেন প্রোক্ষ্য, পুনঃ প্রতাপ্য, তান্
দর্ভানগ্নৌ প্রক্ষিপ্যা ত্বনো দক্ষিণে কুশান্তরে স্থাপয়েৎ । ১৬

তত আজ্যস্থালীমাত্ম-সম্মুখমানীয় অন্ত্রজপ্তেন বারিণা সংশোধ্য, তস্ম্যাজ্যং
নিক্ষিপ্য, বীক্ষণাদিভিঃ সংস্কৃত্য, বায়ব্যে অঙ্গারমুদ্ধত্যা, তত্র নম ইত্যাজ্যস্থালীং
নিবেশয়েৎ । ততো দর্ভযুগ্মং সংদীপ্য ঘৃতে ক্ষিপ্ত্বাগ্নৌ ক্ষিপেৎ । নমঃ ইতি
মন্ত্ৰেণ দীপ্ত-দর্ভযুগ্মেনাজ্যং নির্মজ্জ্য তদদর্ভদ্বয়মগ্নৌ ক্ষিপেৎ । ততঃ ফড়িতি মন্ত্ৰেণ
ঘৃতেন প্রজ্জলিতান্ দর্ভান্ প্রদর্শ্যাগ্নৌ ক্ষিপেৎ । ততো ঘৃতং গৃহীত্বা

অগ্নির ষড়ঙ্গ দেবতার পূজা করিবেন । তাহার পর পূর্বাদি দল সমূহে মূলোক্ত ৩
অগ্নয়ে জাতবেদসে নমঃ ইত্যাদি মন্ত্ৰে শক্তি ও স্বস্তিকধারিণী বহ্নির মূর্তি সমূহের
পূজা করিয়া স্ব স্ব দিক্ সমূহে লোকপালগণকে পূজা করিবেন । ১৫

বিবৃতি । তন্ত্রসারে ও মূলে অঙ্গদেবতার পূজা মন্ত্র ও স্বস্তিপূর্ণায় শিরসে স্বাহা—
এই পর্য্যন্ত উক্ত হইয়াছে, স্বাহা নমঃ উক্ত তথ্য নাই । পূজা মন্ত্র প্রণবাদি নমোহন্ত হ্রস্ব
বলিয়া রাখব ভট্ট শিরসে স্বাহা নমঃ এই মন্ত্র বলিয়াছেন । নমঃ শব্দের পরে নমঃ
শব্দের এবং স্বাহা শব্দের স্বাহা শব্দ প্রয়োগের নিষেধ থাকায় নমো নমঃ এইরূপ
হইবে না । ১৬

তাহার পর দুই হস্তের দ্বারা ঋক্ ও ঋব লইয়া ঐ দুইটিকে অধোমুখ করিয়া
অগ্নিতে তিন বার তপ্ত করিয়া, কুশসমূহের দ্বারা ঐ ঋক্ ও ঋবের অগ্র, মধ্য ও
মূল মার্জন করিয়া, দক্ষিণ হস্তের দ্বারা প্রোক্ষণ করিয়া, পুনরায় প্রতপ্ত করিয়া সেই
কুশগুলিকে অগ্নিতে নিক্ষেপ করিয়া নিজের দক্ষিণে অস্ত্র কুশের উপরে সেই ঋক্
ও ঋবকে স্থাপন করিবেন । ১৬

তাহার পর নিজের সম্মুখে আজ্য স্থালী আনয়ন করিয়া, অন্ত্রমন্ত্র জপ্ত জলের দ্বারা
সেই আজ্যস্থালী শোধন করিয়া, তাহাতে আজ্য নিক্ষেপ করিয়া, বীক্ষণাদি দ্বারা সেই
আজ্যকে সংস্কৃত করিয়া, অঙ্গার তুলিয়া বায়ুকোণে রাখিয়া, সেই অঙ্গারের উপর নমঃ
এই মন্ত্ৰে আজ্য স্থালী স্থাপন করিবেন । তাহার পর দুইটি দর্ভকে প্রজ্জলিত করিয়া ঘৃত
মধ্যে তাহাকে নিক্ষেপ করিয়া পরে তাহা অগ্নিতে নিক্ষেপ করিবেন । নমঃ এই মন্ত্ৰে
প্রজ্জলিত দর্ভযুগ্মের দ্বারা ঘৃতে নির্মজ্জন (চারিদিকে জামিত) করিয়া সেই দর্ভ দুইটিকে

পুনরুদ্বারং বহ্নৌ সংযোজ্য জলং স্পৃষ্ট্বা দক্ষিণ-হস্তোপরিভাবেনাধোমুখবাস্ত-
পানিরগ্রে দক্ষিণাঙ্গুষ্ঠানামিকাভ্যাং মূলে বামহস্তাঙ্গুষ্ঠানামিকাভ্যাং প্রাদেশ-
মিতৌ দৰ্ভৌ ধৃত্বা কড়িতি মন্ত্ৰেণ ঘৃতং পবিত্রীকৃত্য নম ইতি মন্ত্ৰেণ তৎ-
কুশাভ্যাং আত্মসংমুখে ঘৃত-সংপ্লবং কুর্যাৎ । ততঃ প্রাদেশমাত্রং পবিত্রং
ঘৃতমধ্যে ক্ষিপ্ত্বা দ্বৌ ভাগৌ কৃত্বা শুক্ল-কৃষ্ণ-পক্ষৌ স্মরেৎ । ততো বামে ইড়াং
দক্ষিণে পিঙ্গলাং মধ্যে সূর্য্যমাং ধ্যাওয়া হোমং কুর্যাৎ । ১৭

যথা নম ইতি মন্ত্ৰেণ ঋবেণ দক্ষভাগাদাজ্যং গৃহীত্বা ওঁ অগ্নয়ে স্বাহেতি
বহুর্দক্ষিণ-নেত্রে জুহুয়াৎ । তথৈব বামাদাজ্যং গৃহীত্বা ওঁ সোমায় স্বাহেত্যগ্নে-
বামনেত্রে জুহুয়াৎ । তথৈব মধ্যাদাজ্যং গৃহীত্বা ওঁ অগ্নীষোমাভ্যাং
স্বাহেত্যগ্নেঃ কপালনেত্রে জুহুয়াৎ । ততো নম ইতি দক্ষিণভাগাদাজ্যং
ঋবেণাদায় ওঁ অগ্নয়ে স্থিষ্টিকৃতে স্বাহেত্যগ্নের্মুখে জুহুয়াৎ । ততো
মহাব্যাহ্রতিহোমং কুর্যাৎ—ওঁ ভূঃ স্বাহা, ওঁ ভুবঃ স্বাহা, ওঁ স্বঃ স্বাহেতি ।

অগ্নিতে নিক্ষেপ করিবেন । অনন্তর ফট্ এই মন্ত্রে ঘৃতের দ্বারা প্রজ্জ্বলিত দৰ্ভগুলি
ঘৃতে দেখাইয়া অগ্নিতে নিক্ষেপ করিবেন । অনন্তর ঘৃত লইয়া পুনরায় উদ্ধৃত অঙ্গারকে
বহির সহিত যুক্ত করিয়া, জলস্পর্শ করিয়া, অধোমুখ দক্ষিণ হস্তের উপরে অধোমুখ
বামহস্ত রাখিয়া দক্ষিণ হস্তের অঙ্গুষ্ঠ ও অনামা দ্বারা প্রাদেশ পরিমিত দৰ্ভের অগ্র
এবং বামহস্তের অঙ্গুষ্ঠ ও অনামা দ্বারা ঐ দৰ্ভের মূল ধারণ করিয়া, ফট্ এই মন্ত্রে
ঘৃতকে পবিত্র করিয়া, নমঃ এই মন্ত্রে সেই কুশদ্বয়ের দ্বারা নিজের সম্মুখে ঘৃত সংপ্লব
(আলোড়ন) করিবেন । তাহার পর প্রাদেশ পরিমিত কুশ ঘৃত মধ্যে নিক্ষেপ করিয়া
দুই ভাগ করিয়া বাম ভাগকে শুক্লপক্ষ এবং দক্ষিণ ভাগকে কৃষ্ণপক্ষ ভাবনা করিবেন ।
তাহার পর সেই ঘৃতের বাম ভাগে ইড়াকে, দক্ষিণ ভাগে পিঙ্গলাকে ও মধ্যে সূর্য্যাকে
ধ্যান করিয়া হোম করিবেন । ১৭

সেই হোম প্রকার । যথা—নমঃ এই মন্ত্রে ঋবেণ দ্বারা বিধা বিভক্ত ঘৃতের দক্ষিণ
ভাগ হইতে আজ্য লইয়া ওঁ অগ্নয়ে স্বাহা এই বলিয়া অগ্নির দক্ষিণনেত্রে হোম করিবেন ।
সেইরূপ বাম ভাগ হইতে আজ্য লইয়া ওঁ সোমায় স্বাহা এই মন্ত্রে অগ্নির বামনেত্রে
হোম করিবেন । সেইরূপ মধ্যভাগ হইতে আজ্য লইয়া ওঁ অগ্নীষোমাভ্যাং স্বাহা
এই বলিয়া অগ্নির কপাল নেত্রে হোম করিবেন । তাহার পর নমঃ এই মন্ত্রে আজ্য
স্থালীস্থ ঘৃতের দক্ষিণ ভাগ হইতে ঋবেণ দ্বারা আজ্য লইয়া ওঁ অগ্নয়ে স্থিষ্টিকৃতে স্বাহা
এই বলিয়া অগ্নির মুখে হোম করিবেন । তাহার পর ওঁ ভূঃ স্বাহা, ওঁ ভুবঃ স্বাহা, ওঁ

ততো ও বৈশ্বানর জাতবেদ ইত্যাদিমন্ত্রেণ ত্রিবারং হুত্বাগ্নেৰ্গৰ্ভাধানাদি-ক্রিয়াঃ
কুৰ্য্যাৎ । যথা—ও অগ্নেৰ্গৰ্ভাধানং সম্পাদয়ামি স্বাহেতি প্রতিকৰ্মণি ক্রমেণাষ্টা-
হতীৰ্জুহুয়াৎ । এবং পুংসবনং, সীমন্তোন্নয়নং, জাতকৰ্ম, নামকরণং, নিজ্জমণমন্ন-
প্রাশনং, চূড়াকরণমুপনয়নং, মহাব্রতমুপনিষৎ-স্নানং, গোদানম্, উদ্বাহম্ । ১৮

নামকরণে তু ও অগ্নেৰ্নামকরণং সম্পাদয়ামীত্যুক্তাদ্বাষ্টাহতী হুত্বা
অগ্নে ! ত্বমমুক-নামাসীতি তত্ত্বদ্বিহিতং নাম কুৰ্যাদিতি বিশেষঃ । ত্বুরকৰ্মণি
মরণমধিকম্ । সুন্দরীপক্ষে তু ও অগ্নেৰ্গৰ্ভাধানং কল্পয়ামি ঐং নমঃ
ইত্যেকৈকাহুতিং দত্তাদিতি বিশেষঃ । ১৯

ততো বহুঃ পিতরৌ সংপূজ্যাত্মনি সংযোজ্য, মূল্যগ্র-মধ্য-ঘৃত-সংপ্লুতাঃ
পঞ্চসমিধন্তুষ্কীং হুত্বা বহুঃ পূৰ্বোক্ত-জিহ্বাক-মূর্তীনামেকৈকাহুতিং হুত্বা
ঋবেণ চতুৰ্ভারমাজ্যমাদায় ঋচি নিধায় তাং ঋচং ঋবেণ পিধায় উত্তিষ্ঠন্ ও

স্বাহা এই বলিয়া মহাব্যাহুতি হোম করিবেন । তাহার পর ও বৈশ্বানর জাতবেদ
ইত্যাদি মন্ত্রে তিনবার হোম করিয়া অগ্নির গৰ্ভাধানাদি সংস্কার ক্রিয়াসমূহ করিবেন ।
যেমন—ও অগ্নেৰ্গৰ্ভাধানং সম্পাদয়ামি স্বাহা এই প্রকার মন্ত্রে প্রতি সংস্কার কর্মে
যথাক্রমে আট বার আহুতি দিবেন । এই প্রকারে পুংসবন, সীমন্তোন্নয়ন, জাতকৰ্ম,
নামকরণ, নিজ্জামণ, অন্নপ্রাশন, চূড়াকরণ, উপনয়ন, মহাব্রত, উপনিষৎ স্নান, গোদান
ও বিবাহ—এই সংস্কার কার্যগুলি করিবেন । ১৮

নামকরণে কিন্তু ও অগ্নেৰ্নাম-করণং সম্পাদয়ামি স্বাহা এই বলিয়া আট বার
আহুতি দিয়া ও অগ্নে ! ত্বম্ অমুক-নামাসি এই বলিয়া সেই সেই বিহিত নাম
করিবেন, ইহাই বিশেষ । ত্বুর-কর্মে মরণটি অধিক । সুন্দরীপক্ষে কিন্তু ও অগ্নেৰ্গৰ্ভাধানং
কল্পয়ামি ঐং নমঃ এই বলিয়া এক একটি আহুতি দিবেন, এই বিশেষ । ১৯

বিবৃতি । বক্ষ্যমাণ পঞ্চসমিধ্ হোমরূপ নালাপনয়ন করিয়া সূতক দোষ নিবৃত্ত
করিয়া সেই সেই পূজ্য দেবতার নামে অগ্নির নামকরণ করিতে হয় । যেমন—
কৃষ্ণদেবতার পূজা হলে হুতাশন । তৎকৃষ্ণাগ্নিরসি, নারায়ণের পূজা হলে—নারায়ণাগ্নি
রসি, হর্গার পূজা হলে হর্গাগ্নিরসি, এইরূপ নামকরণ করিবেন । ১৯

তাহার পর অগ্নির পিতা ও মাতা বাগীশ্বর ও বাগীশ্বরীকে পূজা করিয়া নিজের
আত্মাতে তাঁহাদিগ সংযুক্ত (লীন) করিয়া পাঁচটি সমিধের মূল, মধ্য ও অগ্র ঘৃত-প্লুত
করিয়া সেই সমিধ-গুলিকে নীরবে মন্ত্র না পড়িয়া আহুতি দিয়া বহির জিহ্বা
অঙ্গদেবতা ও মূর্তিসমূহের উদ্দেশে এক এক আহুতি দিয়া ঋবর দ্বারা চারি বার

বৈশ্বানর জাতবেদ ইত্যাদি-মন্ত্রেণ বৌষড়শ্চেন জুহুয়াৎ । ততো মহাবিশ্বেশ্বর-
মন্ত্রেণ দশাহুতী-জুহুয়াৎ । যথা—(১) ওঁ স্বাহা । (২) ওঁ শ্রী স্বাহা । (৩) ওঁ
শ্রী হ্রী স্বাহা । (৪) ওঁ শ্রী হ্রী ক্রী স্বাহা । (৫) ওঁ শ্রী হ্রী ক্রী শ্রী
স্বাহা । (৬) ওঁ শ্রী হ্রী ক্রী শ্রী গং স্বাহা । (৭) ওঁ শ্রী হ্রী ক্রী শ্রী গং
গণপত্যে স্বাহা । (৮) ওঁ শ্রী হ্রী ক্রী গং গণপত্যে বর-বরদ স্বাহা । (৯) ওঁ
শ্রী হ্রী ক্রী শ্রী গণপত্যে বর-বরদ সর্বজনং স্বাহা । (১০) ওঁ শ্রী হ্রী ক্রী
শ্রী গং গণপত্যে বরবরদ সর্বজনং মে বশমানয় স্বাহা । ২০

প্রপঞ্চসারে—তারাত্তৈর্দশভিত্তৈঃ ! পূর্ব-পূর্বসমন্বিতৈঃ ।

মমুনা গণপত্যেন হুনেং পূর্বং দশাহুতীঃ ॥ ২১

ততো বহৌ দেবতায়ঃ পীঠমত্যচ্য, বহিরূপাং দেবতাং বিচিন্ত্য,
পঞ্চোপচারৈরর্চয়েৎ । সুন্দরী-পক্ষে অঙ্গমন্ত্রেণ সংপূজ্য ঐ হ্রী শ্রী
সমস্তপ্রকট-গুপ্ত-গুপ্ততর-কূলকোটি-নিরহস্তাতিরহস্তা-যোগিণীচক্র-শ্রীপাঙ্ক্যং
পূজয়ামি । তারাদৌ তু ব্রাহ্মাদি-লক্ষ্ম্যাদীন্দ্রাদি-বজ্রাদীংশ্চ পূজয়েৎ ।

আজ্য লইয়া ঈশকে দিয়া ঈশের দ্বারা তাহাকে আচ্ছাদিত করিয়া দাঁড়াইয়া বৌষট্-
অন্ত ওঁ বৈশ্বানর জাতবেদ ইত্যাদি মন্ত্রের দ্বারা অর্থাৎ ওঁ বৈশ্বানর জাতবেদ ইহাবহ
লোহিতাক সর্বকর্মাণি সাধয় স্বাহা বৌষট্ মন্ত্রে আহুতি দিবেন । তাহার পর শ্রীং হ্রীং
ক্রীং শ্রীং গং গণপত্যে বরবরদ সর্বজনং মে বশমানয় স্বাহা এই মহাগণপতি মন্ত্রকে
পূর্ব-পূর্বের দ্বারা যুক্ত করিয়া দশ ভাগে ভাগ করিয়া মূলোক্ত দশটি মন্ত্রে দশটি আহুতি
দিবেন (মূলে আহুতি মন্ত্র দ্রষ্টব্য) । ২০

প্রপঞ্চসার তন্ত্রে বলিয়াছেন—প্রণবাদি পূর্ব পূর্ব মন্ত্র যুক্ত দশটি গণপতি মন্ত্রের
দ্বারা পূর্বে দশটি আহুতি দিবেন । ২১

বিবৃতি । বিভক্ত গণপতি মন্ত্রের দ্বারা দশটি আহুতির পর সমস্ত মন্ত্রের দ্বারা
চারি বার আহুতি দেয় । পদার্থাদর্শ ধৃত গণেশ্বরবিমর্শিনীতে বলিয়াছেন—ভিন্নেহু
দশদা হুত্বা সমস্তেন সুরেশ্বরি । প্রপঞ্চসারে বলিয়াছেন—জুহুয়াচ্চ চতুর্বারং সমন্তেনৈব
স্তেন তু । ২১

তাহার পর অগ্নিতে পূজ্য দেবতার পীঠের অর্চনা করিয়া অগ্নিরূপ দেবতাকে
গায় করিয়া পঞ্চোপচারের দ্বারা অর্চনা করিবেন । সুন্দরী পক্ষে অঙ্গমন্ত্রের দ্বারা
পূজা করিয়া ঐ হ্রী শ্রী ইত্যাদি মূলোক্ত মন্ত্রের দ্বারা পূজা করিবেন । তারাদি
পূজার হোমে ব্রাহ্মী প্রভৃতি অষ্টশক্তি, লক্ষ্মী প্রভৃতি, ইত্যাদি লোকপাল ও বজ্রাদি

ততো বহ্নি-মুখে ঘৃতেন মূলমন্ত্রেণ পঞ্চবিংশত্যাহতীজুহ্বা বহ্নি-দেবতয়ো-
রাগ্ননা সঠৈক্যাং বিভাব্য, মূলেনাজ্যেন একাদশাহতীজুহ্বাং । ততস্ত
তত্তদেবতায়। আবরণ-দেবতানাং ঘৃতেনৈকৈকাহতিং জুহ্বাং । ততঃ
সকল্লিত-তত্তৎকল্লোক্ত-দ্রব্যেণ হোমং কুৰ্ব্বাং । ২১

নিবন্ধে— বহুরূপাখ্য-জিহ্বায়াং জুহ্বাং সৰ্বকৰ্মণি ।

যতঃ সমস্ত-সিদ্ধীনাং সবিদ্রী বহুরূপিকা ॥ ২৩

যামলে— কুণ্ডমধ্যে হিরণ্যখ্য বশ্যাকর্ষণ-কর্মণি ।

কনকাখ্য স্তম্ভনাদৌ রক্তাখ্য দ্বেষণে মতা ॥ ২৪

কৃষ্ণাখ্য মারণে শস্তা সুপ্রভা শাস্তি-কর্মণি ।

উচ্চাটনেহতিরক্তাখ্য বহুরূপা সুসিদ্ধিদা ॥ ২৫

তাস্ত প্রাপ্ত-গণেশবিমর্শিনী-বচনাদবগম্যব্যঃ । ততঃ (১) ওঁ ভূরগ্নয়ে
পৃথিব্যৈ চ মহতে স্বাহা, (২) ওঁ ভুবো বারবে অন্তরীক্ষায় চ দিবে মহতে
স্বাহা, (৩) ওঁ স্বশ্চন্দ্রমসে নক্ষত্রেভ্যো দিগ্ভ্যো মহতে চ স্বাহা, (৪) ওঁ
ভূভূবঃ স্বশ্চন্দ্রমসে নক্ষত্রেভ্যো দিগ্ভ্যো মহতে চ স্বাহা ইত্যাহতীজুহ্বাং ।
ততো হোমদ্রব্যানি ঋবেণ ঋচি বিধায় ঋবেণাচ্ছাত্তৌ নাতৌ সংস্থাপ্য

অন্তের পূজা করিবেন । তাহার পর বহ্নির মুখে ঘৃতের দ্বারা মূলমন্ত্রে ২৫ বার আহতি
দিয়া আত্মার সহিত বহ্নি ও দেবতার ঐক্য চিন্তা করিয়া মূল মন্ত্রে আজ্যের দ্বারা
১১ বার আহতি দিবেন । তাহার পর পূজ্য সেই সেই দেবতার আবরণ দেবতা
সমূহের প্রত্যেকের ঘৃতের দ্বারা এক একবার আহতি দিবেন । অনন্তর সেই দেবতার
কল্লবিহিত দ্রব্যের দ্বারা সকল্লিত হোম করিবেন । ২২

নিবন্ধে বলিয়াছেন—সমস্ত কর্মে অগ্নির বহুরূপা নামক জিহ্বাতে হোম করিবেন ।
যেহেতু বহুরূপা জিহ্বা সমস্ত সিদ্ধি সমূহের জনয়িত্রী । ২৩

যামলে বলিয়াছেন—বশ ও আকর্ষণ কর্মে কুণ্ড মধ্যে হিরণ্য নামক জিহ্বা,
স্তম্ভনাদিতে কনকা নামী জিহ্বা, বিদ্বেষণে রক্তা নামী জিহ্বা, মারণে কৃষ্ণা নামী
জিহ্বা, শাস্তি কর্মে সুপ্রভা নামী জিহ্বা, উচ্চাটনে অতিরক্তা নামী জিহ্বা প্রশস্ত
কথিত হইয়াছে । বহুরূপা সুসিদ্ধিদা । ২৪-২৫

পূর্বোক্ত গণেশ-বিমর্শিনীর বচন হইতে সেই সকল জিহ্বা অবগত হইবেন । তাহার
পর ওঁ ভূরগ্নয়ে ইত্যাদি চারিটি মূলোক্ত মন্ত্রে চারিটি আহতি দিবেন । তাহার পর হোম-
দ্রব্যসমূহ ঋবেণ দ্বারা ঋকে স্থাপন করিয়া ঋবেণ দ্বারা তাহাকে আচ্ছাদন করিয়া

৩ ইতঃ পূৰ্বমিত্যাদি-মন্ত্ৰেণ মূলমন্ত্ৰেণ চ পূৰ্ণাহুতিং দত্ত্বা সংহারমুদ্রয়া-দেবতা-
মাশ্বহুত্বাস্ত্র পুনৰ্ব্যাহুতিভির্হোমৈর্জিহ্বাদমুত্তিনামেকৈকাহুতিং জুহুয়াৎ ।
ততঃ পূৰ্ববন্ধেখলোপরি বারিণা পরিষিচ্যাঅনি সংহারমুদ্রয়াগ্নিং যোজয়িত্বা
পরিধীন্ পরিস্তরাংশ্চাগ্নৌ ক্ষিপেৎ । নৈমিত্তিকে কৰ্মণি এতান্ দহেৎ ।
নিত্যে ন দহেৎ^১ । ততো দক্ষিণাচ্ছিত্র-বাচনে কার্য্যে । ২৬

কাম্যাহোমেহজুলি-নিয়মস্ত—

তৰ্জ্জুগুষ্ঠ-সংযোগাচ্ছান্ত্যর্থং জুহুয়ান্নরঃ ।

দাহ-জ্বরাভিচারাণামনামাজুষ্ঠ-মুদ্রয়া ॥ ২৭

বিদেষণোচ্চাটনে তু মারণে চ প্রশস্ততে ।

প্রদেশিনী-মধ্যমাত্যাং বধোপশমনং ভবেৎ ॥ ২৮

সেই দুইটিকে নাভিসমীপে স্থাপন করিয়া ও ইতঃ পূর্বং প্রাণ-বুদ্ধি-দেহধর্মাধিকারতো
জাগ্রৎ-স্বপ্ন-সুষুপ্তাবস্থাসু মনসা বাচা হস্তাভ্যাং পদ্ভ্যামুদরেণ শিলা বৎ স্মৃতং যদুক্তং বৎ
কৃতং তৎ সর্বং ব্রহ্মার্পণং ভবতু স্বাহা মাং মদীশ্বরং সকলং সম্যক্ অমুকদেবতায়ৈ (অমুক
স্থলে পূজ্য দেবতার চতুর্থী বিভক্তান্ত নাম) সমর্পয়ে ও তৎসং এই মন্ত্ৰে ও মূলমন্ত্ৰে
পূৰ্ণাহুতি দিয়া, সংহার মুদ্রায় দেবতাকে আত্মাতে বিলীন করিয়া, পুনরায় ব্যাহুতি
দ্বারা হোম করিয়া, অগ্নির জিহ্বা সমূহের, অঙ্গদেবতা সমূহের ও মূর্ত্তি সমূহের
প্রত্যেকের এক এক আহুতি হোম করিবেন । তাহার পর পূর্বের স্থান মেখলার উপরে
জলসেচন করিয়া, সংহার মুদ্রায় আত্মাতে অগ্নিকে সংযুক্ত (বিলীন) করিয়া পরিধি-
গুলিকে ও আন্তরণ কুশগুলিকে অগ্নিতে নিক্ষেপ করিবেন । নৈমিত্তিক কর্মে এইগুলিকে
দগ্ধ করিবেন । নিত্য কর্মে কিন্তু এগুলিকে দগ্ধ করিবেন না । তাহার পর দক্ষিণাদান
ও অচ্ছিদ্রাবধারণ করিবেন । ২৬

কাম্য হোমে অজুলি নিয়ম হইতেছে—মানব শান্তির জন্য তর্জ্জনী ও অঙ্গুষ্ঠের
সংযোগে হোম করিবে । দাহ, জ্বর ও অভিচারের কার্য্যে অনামা ও অঙ্গুষ্ঠ মুদ্রায়
হোম করিবে । ২৭

বিদেষণ, মারণ ও উচ্চাটনে অনামা ও অঙ্গুষ্ঠ মুদ্রায় হোম প্রশস্ত । তর্জ্জনী ও মধ্যমা
দ্বারা হোম করিলে বধের উপশম হয় । ২৮

১। শারদায়াং—নৈমিত্তিকে দহেন মন্ত্ৰী নিত্যে ন তু দহেদিত্যন। ক—টিগন্তায়—বহাব্যাহুতি-
হোমক তারালেন চতুর্হনেৎ । ত্বগ্নয়ে পৃথিব্যা চ মহতে বহিবজ্জা । ভূবঃপদাৎ বায়বে চ
চাতুর্দিকার-শব্দতঃ । দিব্যায় মহতে চৈব বহিকারাবধিঃ স্মৃতঃ । স্বর্বাদিত্যচক্রমসং গেষ্টং নক-
পদং ততঃ । ত্রেতাশ্চ মহতে স্বাহা ভূভূবঃ স্বঃ পদং ততঃ । অগ্ন্যাণিত্য-চক্রমসং গেষ্টং নকত্রইত্যপি ।
তাস্যতশ্চৈব দিগ্-ভ্যাস্ত মহতে বহিবজ্জা ।

বপুর্মেধা তথা কান্তি-নীতি-পুষ্ট্যাদিকে তথা ।

আকর্ষণানি সর্বাণি দূরাদভুগতানি চ ।

তর্জন্যনামিকা-যোগাৎ সচ্চ এব ভবন্তি হি ॥ ২৯

মোহনং বশ্য-কাম্যঞ্চ প্রীতি-সম্বর্দ্ধনং তথা ।

প্রদেশিনী-কনিষ্ঠাভ্যাং সর্বমেতৎ প্রসিধ্যতি ॥ ৩০

মোহনাকর্ষণকৈব ক্ষোভগোচ্চাটনং তথা ।

কনিষ্ঠ-মধ্যমাসুষ্ঠ-সংযোগেন তু লীলয়া ॥ ৩১

বিধি-যুক্তেন হোমেন তথা দ্রব্যানুযোগতঃ ।

সর্বৈ মন্ত্রাঃ প্রসিধ্যন্তি মুদ্রা-মন্ত্র-প্রয়োগতঃ ॥ ৩২

ইতি বৃহদ্রোম-পদ্ধতিঃ

অথ^১ সংক্ষেপহোমপ্রয়োগঃ । কুণ্ডৈশ্চশান্ত্যাং দিশি হস্ত-বিস্তৃতোন্নত-বেদ্যাং
শান্ত্যভিষেক-রীত্যা ঘটং সংস্থাপ্য ঘট-শোধনং কুর্যাৎ । যথা—ক্লীমিতি

শরীর ও মেধার বৃদ্ধি, কান্তি-নীতির পুষ্টি প্রভৃতি কার্যে ও দূরবর্তী হইতেও
নৈকট্যকারক সমস্ত আকর্ষণ কার্যে তর্জনী ও অনামা যোগে হোম সদাই কলপ্রদ
হইয়া থাকে । ২৯

তর্জনী ও কনিষ্ঠাযোগে হোম করিলে মোহন, বশীকরণ, কাম্য লাভ ও প্রীতি বর্দ্ধন
—এ সমস্তই সিদ্ধ হয় । ৩০

কনিষ্ঠা, মধ্যমা ও অঙ্গুষ্ঠ সংযোগে হোম করিলে লীলার অনাস্রাসে মোহন,
আকর্ষণ, ক্ষোভ ও উচ্চাটন সিদ্ধ হইয়া থাকে । ৩১

যথোক্ত দ্রব্যযোগে অর্থাৎ শান্ত্র বিহিত যথোক্ত পরিমাণ দ্রব্যের দ্বারা মুদ্রা ও
মন্ত্র প্রয়োগ সহকারে বিধিপূর্বক হোমের দ্বারা সমস্ত মন্ত্র সিদ্ধ হয় । ৩২

বৃহৎ হোম পদ্ধতি সমাপ্ত হইল ।

অনন্তর সংক্ষেপ হোম প্রয়োগ কথিত হইতেছে । কুণ্ডের ঈশান দিকে এক হাত
বিস্তৃত ও উন্নত বেদীতে শান্ত্যভিষেক রীতিতে ঘট স্থাপন করিয়া ঘটের শোধন

১। অ—(৭০৯ পত্রহ) সমাপয়েদিতি অন্তরং অথ সংক্ষেপহোমপ্রয়োগঃ । কুণ্ডং হস্তিলং বা মূল-
মন্ত্রেণ সংবীজ্য কড়িতি তাদ্রনং কুড়া কড়িতি প্রোকণঞ্চ কুড়া হমিত্যভ্যাকণং কুর্যাৎ । ততো মূলমুচ্চাৰ্ধা
র্ভ কুড়ার নমঃ ইতি সম্পূজ্য তত্র প্রাগ্রা উদগগ্রা বা তিস্রো য়েধাঃ কুর্যাৎ । প্রাগ্রেষু মুকুন্দেশ-
পূর্বদ্বাদ্ প্রাদক্ষিণ্যেণ পূজয়েৎ । উদগ্রেষু ব্রহ্মবৈবস্বতচন্দ্রান্ পূজয়েৎ । মূলরীপকে ইতি পাঠঃ ।

সংপ্রোক্য ঐং ইতি তাড়য়েৎ । সৌঃ ইতি কলসমারোণ্য হ্রীং ইতি জলৈঃ
পূরয়েৎ । ৩৩

গঙ্গাভাঃ সরিতঃ সর্বাঃ সমুদ্রাশ্চ সরাংসি চ ।

সর্বৈ সমুদ্রাঃ সরিতঃ সরাংসি জলদা নদাঃ ॥ ৩৪

হৃদাঃ প্রভবণা পুণ্যাঃ স্বঃ-পাতাল-মহীগতাঃ ।

সর্বতীর্থানি পুণ্যানি ঘটে কুর্বন্ত সন্নিধি ॥ ৩৫

ইতি তীর্থাবাহনম্ । শ্রীং ইতি পল্লবং দত্তাৎ । হুং ইতি ফলং, জ্রীং ইতি
স্থিরীকরণং, রঁ ইতি সিন্দুরং, অস্ত্রায় ফড়িতি পুষ্পং, মূলমন্ত্ৰেণ দূর্বাম্ । ও
ইত্যভ্যক্ষণম্ । হং ফট্ স্বাহা ইতি কুশেন তাড়নম্ । তত্র দেবীপীঠং বিচিস্ত্য
তত্র মূলদেবতামাবাহ্য সংপূজ্য কুণ্ডং স্থণ্ডিলং বা মূলমন্ত্ৰেণ বীক্ষ্য ফড়িতি কুশৈঃ
সস্তাভ্য ফড়িতি প্রোক্য হুমিত্যভ্যক্ষ্য ফড়িতি তালত্রয়েণ সংরক্ষ্য মূলমুচ্চাৰ্য্য
সামান্তহোমে ওঁ কুণ্ডায় নম ইতি, বিশেষহোমে ওঁ অমুকদেবতা-কুণ্ডায় নমঃ
ইতি সম্পূজ্য তত্র মধ্যভাগে প্রাগগ্রা উদগগ্রা বা তিস্ত্রে রেখাঃ কুৰ্য্যাৎ । ৩৬

তত্র প্রাগগ্রাস্থ তাস্থ মুকুন্দেশ-পূরন্দরান্ উত্তরাগ্রাস্থ ব্রহ্ম-বৈবস্বত-চন্দ্রান্
প্রাদক্ষিণ্যেন পূজয়েৎ । সুন্দরী-পক্ষে তু সর্বত্র যট্-তারী প্রয়োগঃ ।
যথা—ঐ হ্রী শ্রী ঐ ক্রী সৌঃ ব্রহ্মণে নমঃ । এবং ক্রমেণ পূজয়েৎ । ততঃ

করিবেন । যেমন—ক্রীং এই মন্ত্রে প্রোক্ষণ করিয়া ঐং এই মন্ত্রে তাড়ন করিবেন ।
সৌঃ এই মন্ত্রে কলশ স্থাপন করিয়া, হ্রীং এই মন্ত্রে জলের দ্বারা পূরণ করিবেন । ৩৩

পরে মূলোক্ত ও গঙ্গাভাঃ ইত্যাদি মন্ত্রে ঘটে তীর্থের আবাহন করিবেন । শ্রীং এই
মন্ত্রে পল্লব দিবেন । হুং এই মন্ত্রে ফল, জ্রীং এই মন্ত্রে স্থিরীকরণ, রং এই মন্ত্রে সিন্দুর,
অস্ত্রায় ফট্ এই মন্ত্রে পুষ্প, মূলমন্ত্রে দূর্বা, ওঁ এই মন্ত্রে অভ্যক্ষণ, হং ফট্ স্বাহা এই মন্ত্রে
কুশের দ্বারা তাড়ন (আঘাত) করিবেন । সেই ঘটে দেবীর পীঠ চিন্তা করিয়া, সেই
ঘটরূপ পীঠে মূলদেবতাকে আবাহন করিয়া পূজা করিয়া কুণ্ড বা স্থণ্ডিলকে মূলমন্ত্রে
বীক্ষণ, ফট্ এই মন্ত্রে কুশের দ্বারা তাড়ন, ফট্ এই মন্ত্রে প্রোক্ষণ, হং এই মন্ত্রে অভ্যক্ষণ,
ফট্ এই মন্ত্রে তালত্রয়ের দ্বারা সংরক্ষণ করিয়া, মূলমন্ত্র উচ্চারণ করিয়া সামান্ত হোমে
ওঁ কুণ্ডায় নমঃ, বিশেষ হোমে ওঁ অমুকদেবতাকুণ্ডায় নমঃ এই মন্ত্রে কুণ্ডকে পূজা
করিয়া, সেই কুণ্ডের মধ্যভাগে পূর্বাগ্র বা উত্তরাগ্র তিনটি রেখা করিবেন । ৩৪-৩৬

তদন্থে সেই পূর্বাগ্র রেখাজয়ে প্রদক্ষিণ ক্রমে যথাক্রমে মুকুন্দ, ঈশ ও পূরন্দরকে,
উত্তরাগ্র রেখাজয়ে যথাক্রমে ব্রহ্ম, বৈবস্বত ও চন্দ্রকে পূজা করিবেন । সুন্দরী পক্ষে

কুণ্ডমধ্যে আদৌ ষট্ কোণং তদ্বহিবৃন্তং তদ্বহিজিকোণং তদ্বহিবৃন্তং তদ্বহি-
রষ্টদলং তদ্বহিশ্চতুরস্তং চতুর্বারম্—এবং যন্ত্রং সিন্দুরাদিনা লিখিত্বা তত্‌পরি-
মূলে পুষ্পাঞ্জলীন্ দত্ত্বাং । সুন্দরীপক্ষে তু বালয়া । ততঃ সর্বাণি প্রণবেনাভ্যাক্ষ্য^১
কণিকোপরি আধারশক্ত্যাদীন্ সম্পূজ্যাগ্নাদি-কোণেষু ওঁ ধর্মায় নমঃ । এবং
জ্ঞানায়, বৈরাগ্যায়, ঐশ্বর্য্যায়, পূর্বাদি-দিক্ষু অধর্মায়, অজ্ঞানায়, অবৈরাগ্যায়,
অনৈশ্বর্য্যায়, মধ্যে ওঁ অনন্তায়, ওঁ পদ্মায়, অঁ অর্কমণ্ডলায় দ্বাদশকলাত্মনে,
উঁ সোমমণ্ডলায় ষোড়শকলাত্মনে, মঁ বহ্নিমণ্ডলায় দশকলাত্মনে । ততঃ
কেশরেষু পূর্বাদিতো মধ্যে চ পীতায়ৈ, শ্বেতায়ৈ, অরুণায়ৈ, কৃষ্ণায়ৈ, ধূম্রায়ৈ,
তীব্রায়ৈ ফুলিজিহ্বে রুচিরায়ৈ, জ্বালিতৈ^২, পুনর্মধ্যে রঁ বহ্যাসনায় নমঃ । ৩৭

ততো বাগীশ্বরীমৃতস্নাতাং নীলেন্দীবর-লোচনাং বাগীশ্বরেণ সংযুক্তামিতি

কিন্তু সর্বত্র মুকুন্দাদির পূজার ষট্-তারার প্রয়োগ হইবে । যেমন—ঐং হ্রীং শ্রীং
ঐং ক্রীং সৌঃ ব্রহ্মণে নমঃ । এই ক্রমে সকলের পূজা করিবেন । তাহার পর
কুণ্ডমধ্যে প্রথমে ষট্-কোণ, তাহার বহির্ভাগে বৃত্ত, তাহার বহির্ভাগে ত্রিকোণ,
তাহার বহির্ভাগে বৃত্ত, তাহার বহির্ভাগে অষ্টদল, তাহার বহির্ভাগে চতুর্বার বিশিষ্ট
চতুরস্ত—এইরূপ যন্ত্র সিন্দুরাদি দ্বারা লিখিয়া সেই যন্ত্রের উপরে মূলমন্ত্রে পুষ্পাঞ্জলি
দিবেন । সুন্দরী পক্ষে কিন্তু বাল্য মন্ত্রের দ্বারা পুষ্পাঞ্জলি দিবেন । তাহার পর
সমস্ত হোমীয় দ্রব্য প্রণবের দ্বারা অভ্যক্ষণ করিয়া কণিকার উপরে আধার শক্তি
প্রভৃতির পূজা করিয়া অগ্ন্যাди কোণ সমূহে ওঁ ধর্মায় নমঃ, এই রূপ ওঁ জ্ঞানায় নমঃ, ওঁ
বৈরাগ্যায় নমঃ, ওঁ ঐশ্বর্য্যায় নমঃ বলিয়া ক্রমে ক্রমে ধর্মাদির পূজা করিয়া, পূর্বাদি
দিক্ সমূহে ওঁ অধর্মায় নমঃ, ওঁ অজ্ঞানায় নমঃ, ওঁ অবৈরাগ্যায় নমঃ, ওঁ অনৈশ্বর্য্যায়
নমঃ বলিয়া ক্রমে ক্রমে অধর্মাদির পূজা করিয়া, মধ্যে ক্রমে ক্রমে ওঁ অনন্তায় নমঃ,
ওঁ পদ্মায় নমঃ, ওঁ অং অর্কমণ্ডলায় দ্বাদশ-কলাত্মনে নমঃ, ওঁ উং সোমমণ্ডলায় ষোড়শ-
কলাত্মনে নমঃ, ওঁ মং বহ্নিমণ্ডলায় দশকলাত্মনে নমঃ বলিয়া ক্রমে ক্রমে অনন্তাদির পূজা
করিবেন । তাহার পর কেশর সমূহে পূর্বাদি ক্রমে ওঁ পীতায়ৈ নমঃ, ওঁ শ্বেতায়ৈ নমঃ,
ওঁ অরুণায়ৈ নমঃ, ওঁ কৃষ্ণায়ৈ নমঃ, ওঁ ধূম্রায়ৈ নমঃ, ওঁ তীব্রায়ৈ নমঃ, ওঁ ফুলিজিহ্বে
নমঃ, ওঁ রুচিরায়ৈ নমঃ, ওঁ জ্বালিতৈ নমঃ মন্ত্রে ক্রমে ক্রমে পীতাদি পীঠ শক্তির পূজা
করিয়া মধ্যে ওঁ রং বহ্যাসনায় নমঃ মন্ত্রে পীঠাসনের পূজা করিবেন । ৩৭

১। ঐ—অভ্যাক্ষ্য বহ্যৈর্যোগপীঠমর্চয়েৎ । যথা কণিকোপরীভ্যাং পাঠঃ । ২। ঐ—জ্বালিতৈ
ইত্যনন্তরং ততো রং বহ্যাসনায়েতি পাঠঃ ।

ধ্যাওয়া ও হ্রীং বাগীশ্বরায় নমঃ । ও হ্রীং বাগীশ্বর্যৈ নম ইতি মন্ত্রেণ^১ কুণ্ডমধ্যে
পঞ্চোপচারৈঃ পূজয়েৎ । সুন্দরী-পক্ষে তু কামেশ্বরং কামেশ্বরীং পূজয়েৎ^২ ।
ততঃ কুণ্ডমধ্যে ও বহুর্যোগপীঠায় নমঃ । চতুর্দিক্ণু ও বামায়ৈ নমঃ । এবং
জ্যেষ্ঠায়ৈ রৌদ্র্যৈ অম্বিকায়ৈ, ততো মূলমুচ্চার্য্য ও অমুক-দেবতা-কুণ্ডায় নমঃ
ইতি কুণ্ডং সম্পূজ্য তদধো বাগীশ্বরীং তত্তদেবতারূপাং ঋতুমতীং ধ্যাওয়া
পূজয়েৎ । ততো বহ্নিমায়ায় বৌষড়ন্ত-মূলমন্ত্রেণ বীক্ষ্য ফড়ন্ত-মূলমন্ত্রেণ-
বাহু রমিতি তস্মাদ্ বহ্নিমুক্ত্য মূলমুচ্চার্য্য হুঁ ফটু ক্রব্যাদেভ্যঃ স্বাহা ইতি
মন্ত্রেণ ক্রব্যাদাংশং ত্যজেৎ ॥ ৩৮

গৌতমীয়ে—পাষাণ-ভবমগ্নিক যদি বাহরনি-সম্ভবম্ ।

শ্রোত্রিয়াণাং গেহজ্ঞঞ্চ বনস্থং বাহুবাহরেৎ ।

যদৃচ্ছালাভ-সংপ্রাপ্তো হ্যযোগ্যো যাগ-কর্মণি ॥ ৩৯

নিরগ্নি-ব্রাহ্মণান্নকো হৃদ্ধলাভ-করো ভবেৎ ।

তাহার পর মূলোক্ত ও বাগীশ্বরীমৃতস্নাতাং ইত্যাদি ধ্যান করিয়া মূলোক্ত মন্ত্রে কুণ্ড
মধ্যে বাগীশ্বর ও বাগীশ্বরীর পঞ্চোপচারে পূজা করিবেন । সুন্দরী পক্ষে কামেশ্বর ও
কামেশ্বরীকে পূজা করিবেন । তাহার পর কুণ্ড মধ্যে ও বহুর্যোগপীঠায় নমঃ ।
চারিদিকে যথাক্রমে ও বামায়ৈ নমঃ, ও^১ জ্যেষ্ঠায়ৈ নমঃ, ও রৌদ্র্যৈ নমঃ, ও^২ অম্বিকায়ৈ
নমঃ বলিয়া পূজা করিবেন । তাহার পর মূল মন্ত্র উচ্চারণ করিয়া ও^৩ অমুকদেবতা-
কুণ্ডায় নমঃ এই মন্ত্রে কুণ্ডকে পূজা করিয়া তাহার অধোদেশে সেই সেই দেবতারূপা
ঋতুমতী বাগীশ্বরীকে ধ্যান করিয়া পূজা করিবেন । তাহার পর অগ্নিকে আনিয়া,
বৌষট্ অস্ত্র মূল মন্ত্রের দ্বারা সেই বহ্নিকে বীক্ষণ করিয়া, ফটু অস্ত্র মূল মন্ত্রে আবাহন
করিয়া, রং এই মন্ত্রে তাহা হইতে কিছু বহ্নি তুলিয়া লইয়া মূল মন্ত্র উচ্চারণ করিয়া;
ও^৪ হুং ফটু ক্রব্যাদেভ্যঃ স্বাহা এই মন্ত্রে ক্রব্যাদের অংশ পরিত্যাগ করিবেন । ৩৮

গৌতমীর তন্ত্রে বলিয়াছেন—হোমের অন্ত পাষাণ-জাত (চকমকি পাথর ও লোহার
বর্ষণে উৎপন্ন), অথবা অরনি কাষ্ঠের বর্ষণে উৎপন্ন অথবা শ্রোত্রিয় সাগ্নিক ব্রাহ্মণের
গৃহজাত অথবা অরণ্যস্থ অগ্নি আহরণ করিবে । যাদৃচ্ছিকভাবে লব্ধ বা প্রাপ্ত বহ্নি
যাগকার্য্যে অযোগ্য । ৩৯

১। ঋ—ইতি মন্ত্রেণ পঞ্চোপচারৈঃ সম্পূজ্য সূর্য্যকান্তাদিসমুত্তং শ্রোত্রিয়-গেহজ্ঞং বা
বহ্নিমানয়েৎ । সুন্দরী পক্ষে হিত্যাদি পাঠঃ । ২। ঋ—পূজয়েদিভানন্তর গৌতমীয়ে পাষাণ-
স্তবমিত্যাदि ।

ক্ষত্রবক্ষোশচতুর্থাংশং ফলং দত্তাদ্ হতশনঃ ॥ ৪০

বৈশাচি, ছুদ্রাচ্চ বিফলং জায়তে হোম-কর্ম তৎ ।

তস্মাৎ সর্বপ্রযত্নেন বহ্নিমুক্তং সমাহরেৎ ॥ ৪১

তদ্বাস্তরে—

দ্বিজাতি-ভবনাদ্ বাপি বহ্নিমানীয় সাধকঃ ।

বৌষড়ন্তেন মূলেন মন্ত্রিতং তং বিলোকয়েৎ ॥ ৪২

অগ্নিমাবাহয়েদস্ত্র-মন্ত্ৰেণ তদনন্তরম্ ।

হুং-ফড়ন্তেন মূলেন ক্রব্যাদাংশং পরিত্যজেৎ ॥ ৪৩

ততো বহ্নিং ফড়িতি মন্ত্ৰেণ সংরক্ষ্য হমিত্যবগুষ্ঠ্য বমিতি ধেনুমুদ্রয়ামৃতী-
কৃত্য বাহুভ্যামুদ্ধৃত্য কুণ্ডোপরি ত্রিবিভ্রাম্য মহীস্পৃষ্ট-জানুঃ শিবশুক্ৰবুদ্ধ্যা^৩
আত্মনোহতিমুখং দেব্য। যোনাবেনং নিক্ষিপেৎ । ততো হ্রী বহ্নিমূর্তয়ে নমঃ
ইত্যভ্যর্চ্য রং বহ্নি-চৈতন্যায় নম ইতি চৈতন্যং সংযোজ্য^৪, ওঁ চিৎপিঙ্গলং হন

নিরগ্নি অগ্নিক্রমের নিকট প্রাপ্ত অগ্নি অর্দ্ধ ফল-প্রদ হইয়া থাকেন। ক্ষত্রবন্ধু হইতে
প্রাপ্ত হতশন চতুর্থাংশ ফল প্রদান করেন। বৈশা ও শূদ্র হইতে প্রাপ্ত অগ্নি দ্বারা
হোম করিলে সেই হোম বিফল হইয়া থাকে। অতএব সর্বপ্রযত্নে উক্ত বহ্নিকে
বিহিত স্থান হইতে আহরণ করিবে। ৪০-৪১

তদ্বাস্তরে বলিয়াছেন—সাধক দ্বিজাতির গৃহ হইতে অগ্নি আনিয়া মূল মন্ত্ৰের অন্তে
বৌষট্টি দিয়া সেই মন্ত্ৰে অভিমন্ত্রিত সেই বহ্নিকে অবলোকন করিবে। ৪২

তাহার পর অস্ত্র (ফট) মন্ত্ৰের দ্বারা অগ্নিকে আবাহন করিবে। মূলমন্ত্ৰের
অন্তে হুং ফট যোগ করিয়া সেই মন্ত্ৰে ক্রব্যাদের অংশ পরিত্যাপ করিবে। ৪৩

তাহার পর ফট এই মন্ত্ৰে সেই বহ্নিকে রক্ষা করিয়া, হুং এই মন্ত্ৰে অবগুষ্ঠন করিয়া,
বং এই মন্ত্ৰে ধেনু মুদ্রা দ্বারা অমৃতীকরণ করিয়া, বাহুদ্বয়ের দ্বারা সেই বহ্নিকে উদ্ধৃত
করিয়া, কুণ্ডের উপরে তিনবার ড্রামিত করিয়া ভূমিতে জানু পাতিয়া সেই অগ্নিকে
শিবশুক্ৰ বুদ্ধিতে নিজের অভিমুখে দেবীর ঘোনিতে স্থাপন করিবেন। তাহার পর

১। খ—সমাহরেৎ ইতানন্তরং এবং বহ্নিং পাশ্রে নিধায় ওঁ ক্রব্যাদায় নমঃ ইতি
ক্রব্যাদাংশং পরিত্যজেৎ । অথবা তদ্বাস্তরে দ্বিজাতি-ভবনাদিত্যাदि পাঠঃ । ২। খ—পরিত্যজেদি-
তানন্তরং ততঃ বহ্নির্যোগপীঠায় নমঃ । চতুর্দিশু ওঁ বামাতৈ নমঃ । এবং কোষ্ঠাতৈ, বৌষ্টৈ, অ-
নিকাতৈ । ততো মূলমুচ্চাৰ্ঘ্য ওঁ অমুকদেবতাকুণ্ডায় নমঃ ইতি কুণ্ডং সম্পূজ্য তদগো বাগীধরীং
তৎতদুদেবতারূপাং বহ্নিমূর্তীং ধাত্বা পূজয়েৎ । ততো বহ্নোক্তবহ্নিমানায় বীক্ষণাদিভিঃ সংকৃত্য বং
ইতি তস্মাদ্ বহ্নিমুদ্রিত্য হুং ফট ক্রব্যাদেভ্যঃ স্বাহা ইতি মন্ত্ৰেণ ক্রব্যাদাংশং ত্যজেৎ । ইতি প্রকারা-
ন্তরম্ । ততো বহ্নিবহ্নেণ সংরক্ষ্যেত্যাদি পাঠঃ । ৩। খ—শিববীজবুদ্ধ্যা । ৪। খ—বিধায় ।

হন দহ দহ পচ পচ সৰ্বজ্ঞাপয় স্বাহা ইতি জালয়েৎ । ততঃ--ওঁ অগ্নিঃ
প্রজ্জলিতং বশ্মে জাতবেদং হতাশনম্ । সুবর্ণ-বর্ণমমলং সমিক্তং বিশ্বতো-মুখম্ ॥
ইতু্যপতিষ্ঠেত । ততঃ ওঁ অগ্নে হুমমুকনামাসি ইতি নাম কুৰ্য্যাৎ ॥ ৪৪

যথা মংস্মসূক্তে—প্রতিষ্ঠায়াং লোহিতাগ্নির্বাস্তু-যাগে প্রজাপতিঃ ।

জলাশয়-প্রতিষ্ঠায়াং বরুণঃ সমুদাহৃতঃ ॥ ৪৫

লক্ষহোমে বহ্নিনামা কোটিহোমে ধ্রুবঃ স্মৃতঃ ।

পৌষ্টিকে বরদশৈব ক্রোধোহগ্নিশ্চাভিচারকে ।

প্রকৃতে দেবতা-নাম পুরশ্চরণ-কর্মণি ॥ ৪৬

তত ওঁ বৈশ্বানর জাতবেদ ইহাবহ লোহিতাক্ষ সৰ্বকর্মাণি সাধয় স্বাহা
ইত্যনেন পাচাদিভিঃ সংপূজ্য ওঁ অস্মাগ্নেহিরণ্যাদি-সপ্ত-জিহ্বাভ্যো নমঃ । ওঁ
সহস্রার্চিষে হৃদয়ায় নমঃ । ওঁ স্বস্তিপূর্ণায় শিরসে স্বাহা । ওঁ উত্তিষ্ঠ পুরুষায়
শিখায়ৈ বযট্ । ওঁ ধূমব্যাপিনে কবচায় হুঁ । ওঁ সপ্তজিহ্বায় নেত্রত্রয়ায়
বৌষট্ । ওঁ ধনুর্ধরায় অস্ত্রায় কড়িতি সংপূজ্য, পূর্বাদিতঃ ওঁ অগ্নয়ে জাতবেদসে
নমঃ, ওঁ অগ্নয়ে সপ্ত-জিহ্বায় নমঃ । ওঁ অগ্নয়ে হব্যবাহনায় নমঃ ওঁ অগ্নয়ে
অশ্বোদরজায় নমঃ । ওঁ অগ্নয়ে বৈশ্বানরায় নমঃ ওঁ অগ্নয়ে কৌমার-

ওঁ হ্রীং বহ্নিমূর্তয়ে নমঃ এই মন্ত্রে অর্চনা করিয়া ওঁ রং বহ্নিচৈতন্যায় নমঃ এই মন্ত্রে
অগ্নিতে চৈতন্য সংযোগ করিয়া, ওঁ চিং পিজল ইত্যাদি মূলোক্ত মন্ত্রে অগ্নিকে
প্রজ্জলিত করিবেন । তাহার পর ওঁ অগ্নিঃ প্রজ্জলিতং ইত্যাদি মূলোক্ত মন্ত্রে অগ্নির
উপহান (উপাসনা) করিবেন । তাহার পর ওঁ অগ্নে হুং অমুকদেবতা-নামাসি
(অমুক স্থলে পূজ্য দেবতার নাম উল্লেখ্য) এই বলিয়া অগ্নির নাম করণ করিবেন । ৪৪

যেমন মংস্ম সূক্তে বলিয়াছেন—প্রতিষ্ঠার অগ্নির নাম লোহিত, বাস্তুযাগে অগ্নির
নাম প্রজাপতি । জলাশয় প্রতিষ্ঠার অগ্নির নাম বরুণ কথিত হইয়াছে । ৪৫

লক্ষ হোমে অগ্নির নাম বহ্নি । কোটি হোমে অগ্নির নাম ধ্রুব কথিত হইয়াছে ।
পৌষ্টিক কর্মে অগ্নির নাম বরদ । অভিচার কর্মে অগ্নির নাম ক্রোধ । প্রকৃত পুরশ্চরণ
কর্মে দেবতার নামই অগ্নির নাম । ৪৬

তাহার পর ওঁ বৈশ্বানর ইত্যাদি মূলোক্ত মন্ত্রে অগ্নিকে পাচাদি উপচারে পূজা
করিয়া ওঁ অস্মাগ্নেহিরণ্যাদি-সপ্ত-জিহ্বাভ্যো নমঃ মন্ত্রে অগ্নির জিহ্বার পূজা করিয়া,
ওঁ সহস্রার্চিষে হৃদয়ায় নমঃ ইত্যাদি মূলোক্ত মন্ত্রে অগ্নির হৃদয় অঙ্গ দেবতার পূজা
করিয়া, পূর্বাদি দিক্ হইতে ওঁ অগ্নয়ে জাতবেদসে ইত্যাদি মূলোক্ত মন্ত্রে শক্তি ও

তেজসে নমঃ । ওঁ অগ্নয়ে বিশ্বমুখায় নমঃ । ওঁ অগ্নয়ে দেবমুখায় নমঃ ।
ইতি বহিমূর্তী: শক্তি-স্বস্তিক-ধারিণী: পূজয়েৎ । তদ্বাহে—ওঁ ব্রাহ্ম্যাদষ্ট-
শক্তিভ্য: । তদ্বাহে—ওঁ পদ্ম্যাদষ্টনিধিভ্য: । তদ্বাহে—ওঁ ইন্দ্রাদি-লোক-
পালেভ্য: । তদ্বাহে—বজ্রাদষ্ট্রেভ্য: ১ । ৪৭

ততো বৃহদ্ব্যোম-রীত্যা অ্রবাজ্য-সংস্কারৌ কার্যৌ । তত: প্রাদেশ-মাত্রং
পবিত্রং ঘৃতমধ্যে নিষ্কিপ্য দ্বৌ ভাগৌ কৃত্বা শুক্ল-কৃষ্ণ-পক্ষৌ স্রবৎ । তত:
সব্যাপসব্য-মধ্য-ভাগেষু ইড়াং পিঙ্গলাং সুমুন্মাক্ষাং ধ্যাওয়া হোমং কুর্য্যাৎ । ৪৮

নম ইতি অ্রবণ দক্ষ-ভাগাদাজ্যং গৃহীত্বা ওঁ অগ্নয়ে স্বাহেতি বহুর্দক্ষিণ-
নেত্রে জুহুয়াৎ । তথা বামাদাজ্যং গৃহীত্বা ওঁ সোমায় স্বাহেতি বামনেত্রে ।
ততো মধ্যভাগাদাজ্যং গৃহীত্বা ওঁ অগ্নীষোমাত্যাং স্বাহেত্যগ্নি-ললাটনেত্রে
জুহুয়াৎ । পুনর্দক্ষিণত: ওঁ নম ইতি মস্ত্রেণ ঘৃতং গৃহীত্বা ওঁ অগ্নয়ে স্থিষ্টিকৃতে
স্বাহা ইত্যগ্নিমুখে জুহুয়াৎ । তত: ওঁ ভূ: স্বাহা, ওঁ ভুব: স্বাহা, ওঁ স্ব: স্বাহা,
ওঁ ভূর্ভুব: স্ব: স্বাহা ইতি মহাব্যাহৃতি-হোমং কৃত্বা ওঁ বৈশ্বানর জাতবেদ ইতি

স্বস্তিক ধারিণী বহির মূর্ত্তি সমূহের পূজা করিবেন । তাহার বাহিরে ওঁ ব্রাহ্ম্যাদষ্ট-
শক্তিভ্যো নমঃ । তাহার বাহিরে ওঁ পদ্ম্যাদষ্ট-নিধিভ্যো নমঃ । তাহার বাহিরে
ওঁ ইন্দ্রাদি-লোকপালেভ্যো নমঃ । তাহার বাহিরে ওঁ বজ্রাদষ্ট্রেভ্যো নমঃ মস্ত্রে এই
সকলের পূজা করিবেন । ৪৭

তাহার পর বৃহৎ হোম পদ্ধতি অনুসারে অ্রব ও আজ্যের সংস্কার করিবেন । তাহার
পর প্রাদেশ পরিমিত কুশ ঘৃতমধ্যে নিষ্কেপ করিয়া, ঘৃতকে দুই ভাগ করিয়া পূর্ববৎ
একটি ভাগকে শুক্ল পক্ষ এবং অপর ভাগকে কৃষ্ণ পক্ষ স্রবণ করিবেন । তাহার পর
সব্য (দক্ষিণ), অপসব্য (বাম) ও মধ্য ভাগ সমূহে ইড়া, পিঙ্গলা ও সুমুন্মাক্ষ-
ধ্যান করিয়া হোম করিবেন । ৪৮

নমঃ মস্ত্রে দক্ষিণ ভাগ হইতে অ্রবের দ্বারা আজ্য লইয়া ওঁ অগ্নয়ে স্বাহা মস্ত্রে অগ্নির
দক্ষিণ নেত্রে হোম করিবেন । সেইরূপ বামভাগ হইতে আজ্য লইয়া ওঁ সোমায়
স্বাহা মস্ত্রে অগ্নির বামনেত্রে এবং তাহার পর মধ্যভাগ হইতে আজ্য লইয়া ওঁ
অগ্নীষোমাত্যাং স্বাহা মস্ত্রে অগ্নির ললাট নেত্রে হোম করিবেন । পুনরায় দক্ষিণভাগ
হইতে ওঁ নমঃ এই মস্ত্রে আজ্য লইয়া ওঁ অগ্নয়ে স্থিষ্টিকৃতে স্বাহা মস্ত্রে অগ্নির মুখে হোম

১। অ—অগ্নয়ে দেবমুখায় নমঃ । ২। ক—ব্রহ্ম্যাদষ্ট্রেভ্য: । ৩। খ—বজ্রাদষ্ট্রেভ্য: ইত্যনন্তরং
জ্ঞাতৌ প্রাদেশমাত্রং কুশপত্রময়ং ঘৃতমধ্যে নিষ্কিপ্য সব্যাপসব্যেত্যাদি পাঠ: ।

মন্ত্ৰেণ ত্ৰিবারং জুহুয়াৎ । ততোহগ্নৌ মূলস্ত পীঠপূজা-পূৰ্বকং^১ দেবতাং
সংপূজ্য তন্মুখে ঘৃতেন মূলমন্ত্ৰেণ পঞ্চবিংশতিবারং জুহুয়াৎ । ততো বহ্নিদেব-
তয়োরাত্মনা সহ ঐক্যং বিভাব্য মূলেনৈকাদশাহতীর্জুহুয়াৎ । ততো মূলস্তান্ন-
দেবতাভ্যঃ স্বাহা, এবমাবরণ-দেবতাভ্যঃ স্বাহেতি জুহুয়াৎ । শক্তশ্চেৎ প্রত্যেক-
মেকৈকাহতিং জুহুয়াৎ । ততঃ সঙ্কল্পং বিধায়^২ তত্ত্বৎ-কল্লোক্ত-দ্রব্যেণ হোমঃ^৩
কুৰ্য্যাৎ । যদি দীক্ষান্ন-হোমস্তদা ঘৃতাক্তৈস্তিলৈস্তত্ত্বৎ-কল্লোক্ত-দ্রব্যৈর্বাষ্টোত্তরং
সহস্রং শতং বা জুহুয়াৎ । ততো মূলেণ পূর্ণাহতিং দত্ত্বা সংহারমুদ্রয়া
শ্বেষ্টদেবতাং হৃদয়ে সমানীয় ক্ষমশ্বেত্যাগ্নিং বিসৃজ্য দক্ষিণাং দত্ত্বাৎ^৪ । ৪৯
ইতি সংক্ষেপহোমবিধিঃ ।

অথ প্রয়োগানন্তর-শান্তিকলস-জল-স্নান-মন্ত্ৰা বশিষ্ঠ-সংহিতোক্তা যথা—

সুরাস্বামভিষিক্তস্ত ব্রহ্ম-বিষ্ণু-মহেশ্বরঃ ।

বাসুদেবো জগন্নাথস্তথা সঙ্কৰ্ণঃ প্রভুঃ ।

প্রহ্মশচানিরুদ্ধশ্চ ভবন্ত বিজয়ায় তে ॥ ৫০

করিবেন । তাহার পর মূলোক্ত মন্ত্ৰে মহাব্যাহতি হোম করিবেন । অনন্তর
ও বৈশ্বানর ইত্যাদি মন্ত্ৰে তিন বার হোম করিবেন । অনন্তর অগ্নিতে মূলদেবতার
পীঠের পূজা পূর্বক মূল দেবতার পূজা করিয়া, অগ্নির মুখে মূল মন্ত্ৰে ঘৃতের দ্বারা
২৫ বার হোম করিবেন । অনন্তর নিজের সহিত বহ্নি ও দেবতার ঐক্য ভাবনা
করিয়া মূল মন্ত্ৰে ১১ বার হোম করিবেন । তাহার পর মূলদেবতার ও অন্নদেবতাভ্যঃ
স্বাহা । ও আবরণদেবতাভ্যঃ স্বাহা মন্ত্ৰে হোম করিবেন । সমর্থ হইলে প্রত্যেককে
এক এক আহুতি দিবেন । তাহার পর সঙ্কল্প করিয়া সেই সেই কল্লোক্ত হোম
দ্রব্যের দ্বারা হোম করিবেন । যদি দীক্ষান্ন হোম হয়, তবে ঘৃতাক্ত তিল বা সেই
সেই কল্লোক্ত দ্রব্যের দ্বারা ১০০৮ বা ১০৮ বার হোম করিবেন । তাহার পর মূলমন্ত্ৰে
পূর্ণাহতি দিয়া সংহার মুদ্রায় নিজের ইচ্ছা দেবতাকে হৃদয়ে আনিয়া ও ক্ষম বলিয়া
অগ্নিকে বিসর্জন করিয়া দক্ষিণা দিবেন । সংক্ষেপ হোম পদ্ধতি সমাপ্ত হইল । ৪৯

অনন্তর প্রয়োগের পরে বশিষ্ঠ-সংহিতায় উক্ত শান্তি কলস জলের স্নানমন্ত্রসমূহ
কথিত হইতেছে—

মন্ত্রার্থ—দেবগণ তোমাকে অভিষিক্ত করুন । ব্রহ্মা, বিষ্ণু, মহেশ্বর, বাসুদেব,

১। খ—পীঠপূজামন্ত্ৰং । ২। ক—সংক্ষেপং বিধায় । ৩। ক—কল্লোক্ত হোমং কুৰ্য্যাৎ ।

৪। খ—দক্ষিণাং দদ্যাদিতি হোমঃ ।

আখণ্ডলোহগ্নির্ভগবান্ যমো বৈ নৈঋতন্তথা ।

বরুণঃ পবনশ্চৈব ধনাধ্যক্ষন্তথা শিবঃ ।

ব্রহ্মণা সহিতঃ শেষো দিক্‌পালাঃ পাস্ত্ব বঃ সদা ॥ ৫১

কীর্ত্তির্লক্ষ্মীধৃতির্মেধা পুষ্টিঃ শ্রদ্ধা ক্রিয়া মতিঃ ।

বুদ্ধির্লজ্জাবপুঃ শান্তির্মায়া নিদ্রা চ ভাবনা ।

এতাস্ত্বামভিষিক্তস্ত দেবপত্ন্যঃ সমাগতাঃ ॥ ৫২

আদিত্যশ্চন্দ্রমা ভোমো বুধ-জীব-সিতার্কজাঃ ।

গ্রহাস্ত্বামভিষিক্তস্ত রাহুঃ কেতুশ্চ তর্পিতাঃ ॥ ৫৩

ঋষয়ো মুনয়ো গাবো দেবমাতর এব চ ।

দেবপত্ন্যো দ্রুমা নাগা দৈত্যশ্চাপ্‌সরসাং গণাঃ ॥ ৫৪

অস্ত্রাণি সর্বশাস্ত্রাণি রাজানো বাহনানি চ ।

ঔষধানি চ রত্নানি কালশ্রাবয়বাশ্চ যে ॥ ৫৫

সরিতঃ সাগরাঃ শৈলাস্তীর্থানি জলদা নদাঃ ।

দেব-দানব-গন্ধর্বা যক্ষ-রাক্ষস-পন্নগাঃ ।

এতে হ্যামভিষিক্তস্ত ধর্ম-কামার্থ-সিদ্ধয়ে ॥ ৫৬ ॥ ইতি শান্তিস্তানম্ ।

অথ-শান্ত্যভিষেক:

ঈশ্বর উবাচ— শুশ্রুং সর্বেষু মন্ত্রেষু তব স্নেহেন পার্বতি ! ।

অগ্নিগণ ও প্রভু সর্কর্ষণ (বল্লরাম), প্রদ্যুম্ন ও অনিরুদ্ধ তোমার বিজয়ের হেতু হউন । ৫০

আখণ্ডল (ইন্দ্র), অগ্নি, ভগবান্ যম, নৈঋত, বরুণ, পবন, ধনাধ্যক্ষ কুবের, ব্রহ্মার সহিত শেষ (অনন্ত), এই দিক্‌পালগণ সর্বদা তোমাদিগকে রক্ষা করুন । ৫১

কীর্ত্তি, লক্ষ্মী, ধৃতি, মেধা, পুষ্টি, শ্রদ্ধা, ক্রিয়া, মতি, বুদ্ধি, লজ্জা, বপুঃ, শান্তি, মায়া, নিদ্রা ও ভাবনা—এই দেবপত্নীগণ উপস্থিত হইয়া তোমাকে অভিষিক্ত করুন । ৫২

আদিত্য, চন্দ্রমা, ভোম (মঙ্গল), বুধ, জীব (বৃহস্পতি), সিত (শুক্র), অর্কপুত্র (শনি), রাহু ও কেতু—এই নবগ্রহ সন্তুষ্ট হইয়া তোমাকে অভিষিক্ত করুন । ৫৩

ঋষিগণ, মুনিগণ, ধেনুগণ, দেবমাতৃগণ, দেবপত্নীগণ, দ্রুমগণ, নাগগণ, দৈত্যগণ, অগ্নিগণ, অস্ত্র সমূহ, সর্বশাস্ত্র সমূহ, রাজগণ, বাহনগণ, ঔষধসমূহ, রত্নসমূহ, কালের কলা, কাঠা প্রভৃতি অসংখ্য সমূহ, নদী সমূহ, সাগর সমূহ, পর্বত সমূহ, তীর্থ সমূহ, মেঘ সমূহ, নদ সমূহ, দেবগণ, দানবগণ, গন্ধর্বগণ, যক্ষগণ, রাক্ষসগণ ও পন্নগগণ—ইহারা ধর্ম, কাম ও অর্থ সিদ্ধির জন্য তোমাকে অভিষিক্ত করুন । ৫৪-৫৬

শান্তিস্তান সমাপ্ত হইল ।

অভিষেকং প্রবক্ষ্যামি সর্বরোগ-ভয়াপহম্ ॥ ১

যক্ষাং যশস্ত্রমায়ুস্ত্রাং মহাপাতক-নাশনম্ ।

সর্বাশা-পূরকং সর্ব-মন্দ্রদোষ-বিনাশনম্ ॥ ২

সর্বার্থ-সাধকং দেবি ! সর্বতীর্থ-ফলপ্রদম্ ।

অভিচার-হরং সর্ব-গ্রহদোষ^১ নিবারণম্ ॥ ৩

ভূতাবেশাদি-শমনং ডাকিনীনাং ভয়াপহম্ ।

তেজো-বুদ্ধিকরং দেবি ! বলবুদ্ধি-করং পরম্ ॥ ৪

তক্ষকেনাপি দষ্টশ্চ বিষপীড়া-বিনাশনম্ ।

তেজোহ্রাসে বল-হ্রাসে বুদ্ধি-হ্রাসে ধনক্ষয়ে ॥ ৫

স্ত্রীকৃতেষপি দোষেষু শারীরে মানসে তথা ।

বিকারে দেশিকঃ কুর্যাদভিষেকং বিচক্ষণঃ ॥ ৬

অসৌভাগ্যে চ নারীণামভিষেকঃ প্রবর্ততে ।

সর্বদোষ-হরো ধর্মঃ সত্যং সত্যং হি পার্বতি ! ॥ ৭

নদী-তীরে দেব-ভূমৌ তরুমূলে চতুষ্পথে ।

দেবতায়তনে বাপি স্থাপয়েদ্ ঘটমন্ত্রণম্ ।

নাতি-হ্রস্বং নাতি-দীর্ঘং মৃৎ-তাত্র-স্বর্ণ-নির্মিতম্ ॥ ৮

অনন্তর শাস্ত্রাভিষেক (দিব্যাভিষেক) কথিত হইতেছে । ঈশ্বর বলিলেন—হে দেবি পার্বতি ! তোমার প্রতি স্নেহে সমস্ত তন্ত্রে গুপ্ত সমস্ত রোগ ও ভয়ের নাশক, শ্লাঘ্য, যশস্কর, আয়ুষ্কর, মহাপাতক নাশক, সমস্ত আশার পরিপূরক, সমস্ত মন্দ্রদোষের বিনাশক, সমস্ত অর্থের সাধক, সমস্ত তীর্থ ফলের প্রদায়ক, অভিচার-হর ও সমস্ত গ্রহদোষের নিবারক অভিষেক বলিতেছি । ১-৩

হে দেবি ! মন্ত্রোপদেশটা বিচক্ষণ দেশিক তেজের হ্রাসে, বলের হ্রাসে, বুদ্ধির হ্রাসে, ধনের ক্ষয়ে, স্ত্রীকৃত দোষ নিমিত্ত শরীর ও মনের বিকারে ভূতাবেশাদির শাস্তি-কারক, ডাকিনীগণের ভয়-নিবারক তেজোবুদ্ধিকর, তক্ষকের দ্বারা দষ্ট ব্যক্তিরও বিষপীড়ার বিনাশক শ্রেষ্ঠ অভিষেক করিবে । ৪-৬

স্ত্রীগণের অসৌভাগ্যে অর্থাৎ দুর্ভাগ্য উপস্থিত হইলে এই অভিষেক প্রবর্তিত হয় অর্থাৎ করিতে হয় । হে পার্বতি ! এই অভিষেক সর্বরোগ-হর ধর্ম কর্ম । ইহা সত্য সত্য । ৭

কামবীজেন সংশ্রোক্ষ্য বাগ্ভবেনৈব তাদ্ভয়েৎ ।

শক্ত্যা কলসমারোপ্য মায়ায়া পূরয়েজ্জলৈঃ ।

মন্ত্ৰেণানেন তীর্থানি দেশিকস্তত্র বিগ্ৰহসেৎ ॥ ৯

গঙ্গাত্যাঃ সরিতঃ সর্বাঃ সমুদ্রাশ্চ সরাংসি চ ।

সর্বে সমুদ্রাঃ সরিতঃ সরাংসি জলদা নদাঃ ॥ ১০

হ্রদাঃ প্রস্রবণাঃ পুণ্যাঃ স্বঃ-পাতাল-মহীগতাঃ ।

সর্বতীর্থানি পুণ্যানি ঘটে কুর্বন্ত সন্নিধিম্ ॥ ১১

রমাবীজেন জপ্তেন পল্লবং প্রতিদাপয়েৎ ।

কূর্চেন ফলদানং স্রাং স্ত্রী-বীজেন স্থিরীকৃতিঃ ॥ ১২

সিন্দূরং বহুবীজেন পুষ্পং দত্তাচ্ছরাণুনা ।

মূলেন দূর্বাং শ্রণবৈঃ কুর্ঘ্যাদভ্যক্ষণং ততঃ ॥ ১৩

হং ফট স্বাহেতি মন্ত্ৰেণ কুর্ঘ্যাদ্ দর্ভেণ তাদ্ভনম্ ।

বিচিন্ত্য দেবীপীঠন্ত তত্রাবাহ্য প্রপূজয়েৎ ॥ ১৪

নদীতীরে, দেবভূমিতে, বৃক্ষমূলে, চতুষ্পথে অথবা দেবগৃহে নাতিহ্রস্ব নাতিদীর্ঘ, মৃত্তিকা, তাত্র অথবা স্বর্ণনির্মিত অক্ষত ঘট স্থাপন করিবে । ৮

কাম (ক্লীং) দ্বারা ঐ ঘটকে শ্রোক্ষণ করিয়া, বাগ্ভব (ঐং) বীজের দ্বারা তাদ্ভন (আঘাত) করিবে । শক্তি (সৌঃ) বীজের দ্বারা মূলে কলশ স্থাপন করিয়া মায়া (হ্রীং) বীজের দ্বারা ঐ ঘটে জল পূরণ করিবে । দেশিক বক্ষ্যমাণ এই মন্ত্ৰের দ্বারা সেই ঘটে তীর্থসমূহের স্রাস (আবাহন) করিবে । ৯

গঙ্গাদি সমস্ত নদী, সমুদ্র সমূহ, সরোবর সমূহ, স্বর্গ, পাতাল ও পৃথিবী গত সমস্ত সমুদ্র, নদী, সরোবর, জলদ (মেঘ) সমূহ, পুণ্য হ্রদ ও প্রস্রবণসমূহ ও পুণ্য সমস্ত তীর্থ ঘটে সন্নিধান করুন । ১০-১১

জপ্ত রমা (স্ত্রীং) বীজের দ্বারা ঘটের উপরে পল্লব দান করিবেন । জপ্ত কূর্চ (হ্রং) বীজের দ্বারা নারিকেলাদি ফল দিবেন । জপ্ত স্ত্রী (স্ত্রীং) বীজের দ্বারা ঘটের স্থিরীকরণ করিবেন । ১২

জপ্ত বহু (বং) বীজের দ্বারা ঘটে সিন্দূর দিবেন । জপ্ত শর (ফট) বীজের দ্বারা ঘটে পুষ্প দিবেন । জপ্ত মূল মন্ত্ৰের দ্বারা ঘটে দূর্বা দিবেন । তাহার পর শ্রণব উচ্চারণ করিয়া ঘটের অভ্যক্ষণ করিবেন । ১৩

হং ফট স্বাহা এই মন্ত্র উচ্চারণ করিয়া কূলের দ্বারা ঘটে তাদ্ভন করিবেন । সেই

য-তন্ত্রোক্ত-বিধানেন মন্ত্রস্তোত্রাকারগৈঃ সহ ।

চালয়েৎ তং ঘটং মন্ত্ৰী মন্ত্ৰেণানেন দেশিকঃ ॥ ১৫

ওঁ উত্তিষ্ঠ ব্রহ্মকলস ! দেবতাত্মক ! সিদ্ধিদ ! ।

সর্বতীর্থান্ব-সম্পূর্ণ । পূরয়াহ্মন্নোরথম্ ॥ ১৬

ঈশানেন্দুস্মর-ক্ষৌণ্যস্তদন্তে^১ ভুবনেশ্বরী ।

মন্ত্ৰেণানেন বাদিত্র-নির্ঘোষৈশ্চালয়েদ্ ঘটম্ ॥ ১৭

অভিষিক্বেদ্ গুরুঃ শিষ্যং যজমানং পুরোহিতঃ ।

অভিষিক্বেদ্ গ্রাহেহশ্বখ-পল্লবৈভূত-সঙ্গমে^২ ॥ ১৮

সিঞ্জেদৌড়ুস্বরৈর্মন্ত্রদোষে চ করবীরজৈঃ ।

যশোধনায়ুস্তেজঃ-শ্রী-ফলকামে^৩ চ চ্যুতজৈঃ ॥ ১৯

তুলসীমঞ্জরীভিশ্চ সর্বপাপক্ষয়ার্থিভিঃ ।

সর্বতীর্থফলাবাপ্ত্য শান্তানাম্ বিশ্বসন্তুবৈঃ ॥ ২০

ঘটকে দেবীর পীঠ চিত্তা করিয়া পূজা দেবতার তন্ত্রোক্ত বিধান অনুসারে মন্ত্রজ দেশিক সেই ঘটে দেবীকে আবাহন করিয়া পূজা করিবেন । মন্ত্রজ দেশিক মন্ত্রের উচ্চারণের সহিত অর্থাৎ মন্ত্র উচ্চারণ পূর্বক মূলোক্ত ওঁ উত্তিষ্ঠ ইত্যাদি বক্ষ্যমাণ এই মন্ত্রের দ্বারা সেই ঘটকে চালিত করিবেন । ১৫-১৬

মন্ত্রের অর্থ—হে দেবতাত্মক সিদ্ধিপ্রদ ব্রহ্ম কলস ! তুমি ওঠ । হে সর্বতীর্থান্বপূর্ণ ! তুমি আমাদের মনোরথ পূর্ণ কর । ১৬

ঈশান (হ্), ইন্দু (স্), স্মর (ক্) ও ক্ষৌণী (ল), তাহার অন্তে ভুবনেশ্বরী (হ্রীং) অর্থাৎ শ্লোকমন্ত্রের অন্তে হ্-স্কল্ হ্রীং এই মন্ত্র বলিয়া বাদ যন্ত্রের শব্দ সহকারে ঘটকে চালিত করিবেন । ১৭

গুরু শিষ্যকে এবং পুরোহিত যজমানকে অভিষেক করিবেন । গ্রাহপীড়ার অশ্বখ-পল্লবের দ্বারা অভিষেক করিবেন । ভূতসঙ্গমে (ভূতাবেশে) উড়ুস্বর পল্লবের দ্বারা, মন্ত্রদোষে করবীর পল্লবের দ্বারা, যশঃকামনার, ধনকামনার, আয়ুষ্কামনার, তেজস্বিত্ব কামনার ও ঐশ্বর্যফল কামনার আত্মপল্লবের দ্বারা অভিষেক করিবেন । ১৮-১৯

সমস্ত পাপ ক্ষয়কামী ব্যক্তি তুলসীমঞ্জরী সমূহের দ্বারা অভিষেক করিবেন । সমস্ত তীর্থ কলের প্রাপ্তি জন্য শান্তগণের বিশ্ববৃক্ষজাত পল্লবের দ্বারা অভিষেক কর্তব্য । ২০

১। হ—ঈশানেন্দুপূর-ক্ষৌণ্য ।

২। ক—ভূতসঙ্গমে ।

৩। খ—যশোধনায়ুস্তেজস্বি-

অভিচারে নারসিংহরভিষেক: প্রচক্ষতে ।

কুৰ্যাদ দৰ্ভৈরগৰ্ভৈশ্চ^১ দোষেষু স্ত্রীকৃতেষু চ ॥ ২১

অসৌভাগ্যে চ নারীগাং দুৰ্বাভিঃ সেচনং তথা ।

অথবা সৰ্বকামেষু বিদধীতাত্ম-পল্লবৈঃ ॥ ২২

অস্তাভিষেকমন্ত্ৰস্ত^২ দক্ষিণামূৰ্ত্তি ঋষিরনুষ্টিপছন্দঃ শক্তির্দেবতা সৰ্বসিদ্ধি-
সংকল্পসিদ্ধয়ে বিনিয়োগঃ ॥ ২৩

ওঁ রাজরাজেশ্বরী শক্তি-ভৈরবী রুদ্রভৈরবী ।

শ্মশানভৈরবী দেবী ত্রিপুরানন্দ-ভৈরবী ॥ ২৪

ত্রিকূটা ত্রিপুটা দেবী তথা ত্রিপুরসুন্দরী ।

ত্রিপুরেশী মহাদেবী তথা ত্রিপুরনায়িকা^৩ ॥ ২৫

ত্রিপুরানন্দিনী দেবী তথৈব ত্রিপুরাতনী ।

এতাস্তামভিষিঞ্চন্তু মন্ত্ৰপুতেন বারিণা ॥ ২৬

ছিন্নমস্তা মহাদেবী তথা চৈকজটেশ্বরী ।

তারা চ জয়দুৰ্গা চ শূলিনী ভুবনেশ্বরী ॥ ২৭

হরিতাখ্যা মহাদেবী তথা বিদ্যা-নিবাসিনী^৪ ।

অভিচারে নারসিংহের (চুনিয়া গাহড়ার) পল্লবের দ্বারা অভিষেক উক্ত হইয়াছে ।
স্ত্রীকৃত দোষের নিমিত্ত অগৰ্ভ দৰ্ভৈর দ্বারা অভিষেক করিবেন । ২১

নারীগণের দৌৰ্ভাগ্য উপস্থিত হইলে দুৰ্বা দ্বারা অভিষেক করিবেন । অথবা সমস্ত
ফলের কামনার আত্মপল্লবের দ্বারা হোম করিবেন । ২২

এই অভিষেক মন্ত্ৰের ঋতাদিত্যাস করিয়া অভিষেক করিবেন । এই অভিষেক
মন্ত্ৰের দক্ষিণামূৰ্ত্তি ঋষি, অনুষ্টিপ ছন্দঃ, শক্তি দেবতা, সমস্ত সিদ্ধি ও সঙ্কল্প (কামনা)
সিদ্ধির জন্য ইহার বিনিয়োগ (প্রয়োগ) হয় । ২৩

রাজ-রাজেশ্বরী শক্তিভৈরবী রুদ্রভৈরবী শ্মশানভৈরবী দেবী, ত্রিপুরানন্দ ভৈরবী,
ত্রিকূটা দেবী, ত্রিপুটা, ত্রিপুর সুন্দরী, মহাদেবী ত্রিপুরেশী, ত্রিপুরনায়িকা, ত্রিপুরা-
নন্দিনী দেবী, ত্রিপুরাতনী—ইহারা ভোমাকে মন্ত্ৰপুত জলের দ্বারা অভিষেক
করুন । ২৪-২৬

মহাদেবী ছিন্নমস্তা, একজটেশ্বরী, তারা, জয়দুৰ্গা, শূলিনী, ভুবনেশ্বরী, মহাদেবী

১। খ—কুৰ্যাদ দৰ্ভৈ গৰ্ভৈশ্চ । ২। খ—অস্তাভিষেকমন্ত্ৰস্তেতি মাস্তি । ৩। খ—ত্রিপুর-
নায়িকা । প্রাঃ তোঃ—ত্রিপুরকায়িকা । ৪। খ—প্রাঃ তোঃ—তথৈব চ ত্রিখণ্ডিকা ।

নিত্যা চ নিত্যরূপা চ বজ্রপ্রস্তারিণী পরা^১ ॥ ২৮

সর্বচক্রেশ্বরী দেবী তথা নীল-সরস্বতী ।

সর্বসিদ্ধিকরী দেবী সিদ্ধ-গন্ধর্ব-সেবিতা ॥ ২৯

উগ্রতার। মহাদেবী তথা দক্ষিণকালিকা ।

এতাস্থামভিষিক্ত্ব মন্ত্রপুতেন বারিণা^২ ॥ ৩০

ক্ষেমঙ্করী মহাকালী চানিরুদ্ধ-সরস্বতী

মাতঙ্গিনী চান্নপূর্ণা রাজরাজেশ্বরী তথা ।

এতাস্থামভিষিক্ত্ব মন্ত্রপুতেন বারিণা ॥ ৩১

উগ্রচণ্ডা প্রচণ্ডা চ চণ্ডোগ্রা চণ্ডনায়িকা ।

চণ্ডা চণ্ডবতী চৈব চণ্ডরূপাতিচণ্ডিকা ।

এতাস্থামভিষিক্ত্ব মন্ত্রপুতেন বারিণা ॥ ৩২

উগ্রদংষ্ট্রা মহাদংষ্ট্রা শুভদংষ্ট্রা কপালিনী ।

ভীমনেত্রা বিশালাক্ষী মঙ্গলা বিজয়া জয়া ।

এতাস্থামভিষিক্ত্ব মন্ত্রপুতেন বারিণা ॥ ৩৩

মঙ্গলা নন্দিনী ভদ্রা লক্ষ্মীঃ কীর্ত্তির্ঘণেশ্বিনী ।

পুষ্টির্মেষা শিবা সাধ্বী যশঃ শোভা^৩ জয়া ধৃতিঃ ॥ ৩৪

ভরিতা, সেইরূপ বিদ্যাবাসিনী, নিত্যা, নিত্যরূপা, পরা বজ্রপ্রস্তারিণী, সর্বচক্রেশ্বরী দেবী, নীলসরস্বতী, সর্বসিদ্ধিকরী সিদ্ধ গন্ধর্ব সেবিতা দেবী উগ্রতার।, সেইরূপ মহাদেবী দক্ষিণকালিকা—ইহারা তোমাকে মন্ত্রপুত জলের দ্বারা অভিষিক্ত করুন । ২৭-৩০

ক্ষেমঙ্করী মহাকালী, অনিরুদ্ধ সরস্বতী, মাতঙ্গিনী, অন্নপূর্ণা, রাজরাজেশ্বরী—ইহারা তোমাকে মন্ত্রপুত জলের দ্বারা অভিষিক্ত করুন । ৩১

উগ্রচণ্ডা, প্রচণ্ডা, চণ্ডোগ্রা, চণ্ডনায়িকা, চণ্ডা, চণ্ডবতী, চণ্ডরূপা, অতিচণ্ডিকা—ইহারা মন্ত্রপুত জলের দ্বারা তোমাকে অভিষিক্ত করুন । ৩২

উগ্রদংষ্ট্রা, মহাদংষ্ট্রা, শুভদংষ্ট্রা, কপালিনী, ভীমনেত্রা, বিশালাক্ষী, মঙ্গলা, বিজয়া, জয়া—ইহারা তোমাকে মন্ত্রপুত জলের দ্বারা অভিষিক্ত করুন । ৩৩

মঙ্গলা, নন্দিনী, ভদ্রা, লক্ষ্মী, কীর্ত্তি, ঘণেশ্বিনী, পুষ্টি, যেশা, শিবা, সাধ্বী, যশঃ,

১। —প্রাঃ ভোঃ—পরেত্যনন্তরং এতাস্থামভিষিক্ত্ব মন্ত্রপুতেন বারিণা । ২। প্রাঃ ভোঃ—বারিণেত্যনন্তরং অখারুঢ়া মহেশানী তথা মহিষমর্দিনী । চূর্ণা চ বনচূর্ণা চ ত্রীচূর্ণা ভগবালিনী চ তথা ভগবদ্বী দেবী ভগবতী তথা পরা । ইত্যন্তঃ পাঠঃ পরিদৃশ্যতে । ৩। খ—বশা শোভা ।

শ্রীনন্দা চ সুনন্দা চ নন্দিন্যানন্দ-পূজিতা ।
 এতাস্থাভিষিক্ত মন্ত্রপুতেন বারিণা ॥ ৭৫
 বিজয়া মঙ্গলা ভদ্রা ধৃতি: শান্তিদিত্তি: ক্ষমা^১ ।
 সিদ্ধিস্তুষ্টি রমা পুষ্টি: শ্রীঋদ্ধিশ্চ রতিস্তথা^২ ॥ ৩৬
 দীপ্তি: কান্তির্যশোলক্ষ্মীরীশ্বরী বুদ্ধিরেব^৩ চ ।
 শাক্তী জয়াবতী^৪ ব্রাহ্মী জয়ন্তী চাপরাজিতা ॥ ৩৭
 অজিতা মানবী শ্বেতা ভীতিশ্চাদিত্তিরেব চ ।
 মায়া চৈব মহামায়া মোহিনী ক্ৰোভিণী তথা^৫ ॥ ৩৮
 অবশা বিমলা গৌরী শরণ্যা মত্তিরেব চ ।
 দুর্গা ক্রিয়াকুরুতী চ তথৈব বিগ্রহাস্ত্রিকা ॥ ৩৯
 চর্চিকা চাপরা জ্যোষ্ঠা^৬ তথৈব সুরপূজিতা ।
 বৈবস্বতী চ কোমারী তথা মাহেশ্বরী পরা ॥ ৪০
 বৈষ্ণবী চ মহালক্ষ্মী: কান্তিকী কৌষিকী তথা ।
 শিবদূতী চ চামুণ্ডা মুণ্ডমালা-বিভূষণা ।
 এতাস্থামভিষিক্ত মন্ত্রপুতেন বারিণা ॥ ৪১

শোভা, জয়া, ধৃতি, শ্রীনন্দা, সুনন্দা, নন্দিনী ও আনন্দপূজিতা—ইহারা তোমাকে মন্ত্রপুত জলের দ্বারা অভিষিক্ত করুন । ৩৪-৩৫

বিজয়া, মঙ্গলা, ভদ্রা, ধৃতি, শান্তি, দিত্তি, ক্ষমা, সিদ্ধি, তুষ্টি, রমা, পুষ্টি, শ্রী, ঋদ্ধি, রতি, দীপ্তি, কান্তি, যশোলক্ষ্মী, ঈশ্বরী, বুদ্ধি, শাক্তী জয়াবতী, ব্রাহ্মী, জয়ন্তী, অপরাজিতা, অজিতা, মানবী, শ্বেতা, ভীতি, অদিত্তি, মায়া, মহামায়া, মোহিনী, ক্রোভিণী, অবশা, বিমলা, গৌরী, শরণ্যা, মত্তি, দুর্গা, ক্রিয়া, অকুরুতী, সেইরূপ বিগ্রহরূপা চর্চিকা, অপরা, জ্যোষ্ঠা, সেইরূপ সুরপূজিতা বৈবস্বতী, কোমারী, সেইরূপ পরা মাহেশ্বরী, বৈষ্ণবী, মহালক্ষ্মী, কান্তিকী, কৌষিকী, শিবদূতী, মুণ্ডমালা বিভূষিতা চামুণ্ডা—ইহারা তোমাকে মন্ত্রপুত জলের দ্বারা অভিষিক্ত করুন । ৩৬-৪১

১। প্রা: তো:—বিজয়া নন্দিনী ভদ্রা ধৃতি: শান্তির্দিত্তি ক্ষমা । ২। প্রা: তো:—শ্রীঋদ্ধিশ্চ রতিস্তথা । ৩। প্রা: তো:—ঈশ্বরী বুদ্ধিরেব চ । ৪। প্রা: তো:—শাক্তী জয়াবতী । ৫। তথৈত্যনন্তরং প্রাণতোষণ্যাং—কমলা বিমলা গৌরী শরণ্যাবুধিসুন্দরী । দুর্গা ক্রিয়াকুরুতী চ যটাকর্ণা কপালিনী । রোজো কালী চ মায়ুরী ত্রিনেত্রা চাপরাজিতা । বরুণা বহুরুণা চ তথৈক বিগ্রহাস্ত্রিকা । ৬। প্রা: তো:—চর্চিকা চাপরা জ্যোষ্ঠা । ক+থ—জয়া ।

ইন্দ্রো বহির্ষমশ্চৈব নৈঋতৌ বরুণস্তথা ।
 পবনো ধনদেশানৌ ব্রহ্মানন্তৌ দিগীশ্বরাঃ ।
 এতে দ্বামভিষিক্তস্ত মন্ত্রপুতেন বারিণা ॥ ৪২
 সংবৎসরশ্চায়নৌ চ মাসাঃ পক্ষৌ দিনানি চ ।
 তিথয়শ্চাভিষিক্তস্ত মন্ত্রপুতেন বারিণা ॥ ৪৩
 রবিঃ সোমঃ কুজঃ সৌম্যো গুরুঃ শুক্রঃ শনৈশ্চরঃ ।
 রাহুঃ কেতুশ্চ সততমভিষিক্তস্ত তে গ্রহাঃ ॥ ৪৪
 নক্ষত্রং করণং যোগোহমৃতং সিদ্ধিস্ততঃ পরম্ ।
 দক্ষং পাপং তথা ভদ্রা যোগ-বারাঃ ক্ষণান্তথা ॥ ৪৫
 বারবেলা কালবেলা দণ্ডা রাশ্যাদয়স্তথা^১ ।
 অভিষিক্তস্ত সততং মন্ত্রপুতেন বারিণা ॥ ৪৬
 অসিতাক্ষো রুরুশ্চণ্ডঃ ক্রোধ উন্মত্ত-সংস্ককঃ ।
 কপালী ভীষণাখ্যশ্চ সংহারোহষ্টৌ চ তৈরবাঃ ।
 অভিষিক্তস্ত সততং মন্ত্রপুতেন বারিণা ॥ ৪৭
 ডাকিনী পুত্রকশ্চৈব রাকিনী-পুত্রকান্তথা ।
 লাকিনী পুত্রকাশ্চান্দ্রে কাকিনী-পুত্রকাঃ পরে ॥ ৪৮

ইন্দ্র, অগ্নি, যম, নৈঋত, বরুণ বায়ু, কুবের, ঈশান, ব্রহ্মা ও অনন্ত—এই দিকপতিগণ তোমাকে মন্ত্রপুত জলের দ্বারা অভিষিক্ত করুন । ৪২

সংবৎসর, অয়ন (উত্তরায়ণ ও দক্ষিণায়ণ), মাস, পক্ষ, দিন ও তিথিগুলি তোমাকে মন্ত্রপুত জলের দ্বারা অভিষিক্ত করুন । ৪৩

রবি, সোম, মঙ্গল, বুধ, বৃহস্পতি, শুক্র, শনি, রাহু ও কেতু—এই গ্রহগণ তোমাকে মন্ত্রপুত জলের দ্বারা সর্বদা অভিষিক্ত করুন । ৪৪

নক্ষত্র, করণ, অমৃত যোগ, সিদ্ধিযোগ, দক্ষযোগ, পাপযোগ, ভদ্রযোগ প্রভৃতি যোগ, বার, ক্ষণ, বারবেলা, কালবেলা, দণ্ড সমূহ, রাশি প্রভৃতি তোমাকে মন্ত্রপুত জলের দ্বারা সর্বদা অভিষিক্ত করুন । ৪৫-৪৬

অসিতাক্ষ, রুরু চণ্ড, ক্রোধ, উন্মত্ত, কপালী, ভীষণ, সংহারী—এই অষ্ট তৈরব তোমাকে মন্ত্রপুত জলের দ্বারা সর্বদা অভিষিক্ত করুন । ৪৭

ডাকিনীর পূজণ, রাকিনীর পূজণ, অস্ত্রাঙ্গ লাকিনীর পূজণ, অপরাধর

শাকিনী-পুত্রকা ভূমো^১ হাকিনী-পুত্রকান্তথা ।

ততশ্চ শাকিনীপুত্রা^২ দেবীপুত্রান্ততঃ পরম্ ॥ ৪৯

মাতৃ, গাঞ্চ তথা পুত্রা উর্দ্ধমুখ্যাঃ স্মৃতাস্চ যে ।

অধোমুখ্যাঃ স্মৃতোত্তান-মুখ্যাঃ স্মৃতাস্চ যে পরে^৩ ।

এতে হ্যামভিষিক্তস্ত মন্ত্রপুতেন বারিণা ॥ ৫০

ব্রহ্মা বিষ্ণুশ্চ রুদ্রশ্চ ঈশ্বরশ্চ সদাশিবঃ^৪ ।

এতে হ্যামভিষিক্তস্ত মন্ত্রপুতেন বারিণা^৫ ॥ ৫১

পুরুষঃ প্রকৃতিশ্চৈব বিকারাশ্চৈব ষোড়শ ।

আত্মনশ্চ গুণাশ্চৈব স্থূল্য সূক্ষ্মাশ্চ^৬ যে পরে ।

এতে হ্যামভিষিক্তস্ত মন্ত্রপুতেন বারিণা ॥ ৫২

শাকিনীর পুত্রগণ, শাকিনীর বহু পুত্রগণ, হাকিনীর পুত্রগণ, তাহার পর শাকিনীর পুত্রগণ, তাহার পর দেবীর পুত্রগণ, সেইরূপ মাতৃগণের পুত্রগণ, যে সমস্ত উর্দ্ধমুখী কন্তাগণ, অতীত যে সমস্ত উর্দ্ধমুখী অধোমুখী ও উত্তানমুখী কন্তাগণ—ইহারা তোমাকে মন্ত্রপুত জলের দ্বারা অভিষিক্ত করুন । ৪৯-৫০

ব্রহ্মা, বিষ্ণু, রুদ্র, ঈশ্বর ও সদাশিব—ইহারা তোমাকে মন্ত্রপুত জলের দ্বারা অভিষিক্ত করুন । ৫১

পুরুষ, প্রকৃতি, ষোড়শ বিকার (১১টি ইন্দ্রিয় ও পাঁচটি মহাদ্রুত), আত্মার যে সমস্ত গুণ, অতীত যে সমস্ত স্থূল ও সূক্ষ্ম—ইহারা মন্ত্রপুত জলের দ্বারা তোমাকে অভিষিক্ত করুন । ৫২

১। ৪—পুত্রকা ভূমৌ । ২। প্রাঃ—ততশ্চ শাকিনী পুত্রাঃ । ৩। প্রাঃ তোঃ—অধোমুখা স্মৃতা যে চ উর্দ্ধমুখাস্চ স্মৃতা পরে । ৪। সদাশিব ইত্যনন্তরং—আত্মান্তরাশ্রয়বজ্ঞানাত্মানঃ প্রকীর্ত্তিতাঃ । ইত্যাবিকঃ পাঠঃ প্রাণতোষণাম্ । ৫। বারিণেত্যন্তরং প্রাণতোষণাং—গঙ্গা গোদাবরী রেবা যমুনা চ সরযতী । আত্রেরী ভারতী চৈব সরস্বতী তথা । করতোয়া চত্বতাপা যেতঙ্গা চ কৌশিকী । ভোগবতী চ পাতালে বর্ধে মল্যাকিনী তথা । এতাব্যামভিষিক্ত মন্ত্রপুতেন বারিণা । ভৈরবো ভীমরূপশ্চ শোণো বর্ধর এব চ । সিন্ধুতোয়হ্রদাঃ পাত্ত তথা পাতাল-সত্তবাঃ । যানি কানি চ তীর্থানি পুণ্যান্যাহতনানি চ । তানি হ্যামভিষিক্ত মন্ত্রপুতেন বারিণা । অশ্বীপাদয়ো দীপাঃ সাগরা লবণানয়ঃ । অনন্তান্তথা নাগাঃ সর্পা যে তক্ষকানয়ঃ । এতে হ্যামভিষিক্ত মন্ত্রপুতেন বারিণা । ইত্যাদি । ৬। প্রাঃ তোঃ—স্থূলং সূক্ষ্মান্তথা পরে ।

বেদাদিবীজং হুং বীজং বীজং তং শৈবকেতনম্^১ ।
 শক্তিবীজং রমাবীজং মারাবীজং গুণাকরম্^২ ॥ ৫৩
 চিন্তারত্নং মহাবীজং নারসিংহক শ্রীকরম্^৩ ।
 মার্তণ্ডভৈরবং দৌর্গবীজং শ্রীপুরুষোত্তমম্ ॥ ৫৪
 গণপত্যক বারাহং কালীবীজং ভয়াপহম্ ।
 এতে ত্র্যমভিষিক্তস্ত মন্ত্র-পুতেন বারিণা ॥ ৫৫
 রতিশ্চ বল্লভা বহুব্বষট্ কূচমতঃ পরম্ ।
 বৌষট্-কারস্ত ফট্কারমভিষিক্তস্ত সর্বদা ॥ ৫৬
 নশ্যন্ত প্রেতকুমাণ্ডা রাক্ষসা দানবাশ্চ যে ।
 পিশাচাঃ গুহকা ভূতা অভিষেকেন তাড়িতাঃ ॥ ৫৭
 অলক্ষ্মীঃ কালকর্ণী চ পাপানি স্মমহাস্তি চ ।
 নশ্যন্ত চাভিষেকেন তারাবীজেন তাড়িতাঃ ॥ ৫৮
 রোগাঃ শোকাশ্চ দারিদ্ৰ্যং দৌর্বল্যং চিত্ত-বিক্রিয়া ।
 নশ্যন্ত চাভিষেকেন বাগ্‌বীজেনৈব তাড়িতাঃ ॥ ৫৯

বেদাদিবীজ (হুং), বীজ, সেই শৈবকেতন (মীনকেতন) (ক্রীং), শক্তিবীজ (সৌঃ), রমাবীজ (শ্রীং), মারাবীজ (ত্রীং), সুধাকর (দ্রাং), মহাবীজ চিন্তারত্ন, নারসিংহ বীজ (ক্ষ্রীং), শ্রীকর বীজ (ক্রীং), মার্তণ্ড ভৈরব বীজ (হ্রোং), দৌর্গ-বীজ (দুং), শ্রীপুরুষোত্তম বীজ (ক্রীং), গণপতি বীজ (গং), বরাহবীজ (হং), ভয়াপহ কালীবীজ (ক্রীং)—ইহারা মন্ত্রপুত জলের দ্বারা তোমাকে অভিষিক্ত করুন । ৫৩-৫৫

রতিবীজ (ক্রীং), বহুবল্লভা (রাহা), বষট্, কূচ (হুং), অতঃপর বৌষট্ কার, ফট্কার—তোমাকে সর্বদা অভিষিক্ত করুন । ৫৬

যে সমস্ত প্রেত, কুমাণ্ড (গণদেবতাবিশেষ), রাক্ষস, দানব, পিশাচ, গুহক (কুবেরের অনুচর) ও ভূতগণ আছেন, তাহারা এই অভিষেকের দ্বারা তাড়িত হইয়া বিনষ্ট হউন । ৫৭

অলক্ষ্মী, কালকর্ণী, মহাপাপ সমূহ তারাবীজের দ্বারা তাড়িত হইয়া এই অভিষেকের দ্বারা বিনষ্ট হউন । ৫৮

লোকাহুৎসেগো^১ রাগন্ত দৌর্ভাগ্যমপি হৃদয়ঃ ।

নশ্যন্ত চাভিষেকেন মন্থথেনৈব তাড়িতাঃ ॥ ৬০

তেজোহ্রাসো বুদ্ধিহ্রাসঃ শক্তিহ্রাসস্তথৈব চ^২ ।

নশ্যন্ত চাভিষেকেন^৩ শক্তিবীজেন তাড়িতাঃ ॥ ৬১

বিষানিলা মহারোগো^৪ ডাকিন্যভিভবন্তথা ।

ঘোরাভিচারঃ কুরাশ্চ গ্রহা নাগাস্তথৈব চ ।

নশ্যন্ত চাভিষেকেন কালীবীজেন তাড়িতাঃ ॥ ৬২

নশ্যন্ত বিপদঃ সর্বাঃ সম্পদঃ সন্ত সুস্থিরাঃ ।

অভিষেকেন শান্তেন পূর্ণাঃ সন্ত মনোরথাঃ ॥ ৬৩

ইতি রাজরাজেশ্বরী-তন্ত্রে দেবীশ্বর-সংবাদে শান্তাভিষেকঃ ।

অয়মেব দিব্যাভিষেকঃ । অনেন প্রকারেন গুরুণা গুরুতুল্যেন বাহ্যভিষিক্তঃ

রোগ, শোক, দারিদ্র্য, দৌর্বল্য, চিন্তের বিকার—বাপ্‌ভব বীজের দ্বারা তাড়িত হইয়া এই অভিষেকের দ্বারা বিনষ্ট হউক । ৫৯

লোক সমাজ হইতে প্রাপ্ত উদ্বেগ, রাগ (আসক্তি), দৌর্ভাগ্য, হৃদয়ঃ—মন্থথ বীজের দ্বারা তাড়িত হইয়া অভিষেকের দ্বারা বিনষ্ট হউক । ৬০

তেজোহ্রাস, বুদ্ধিহ্রাস, শক্তিহ্রাস—শক্তিবীজের দ্বারা তাড়িত হইয়া এই অভিষেকের দ্বারা বিনষ্ট হউক । ৬১

বিষসমূহ, বায়ুসমূহ, মহারোগ, ডাকিনীর অভিভব (আবেশ), ঘোর অভিচার কুর গ্রহ ও নাগসমূহ—কালী-বীজের দ্বারা তাড়িত হইয়া এই অভিষেকের দ্বারা বিনষ্ট হউক । ৬২

শান্ত অভিষেকের দ্বারা সমস্ত বিপদ বিনষ্ট হউক, সুস্থির সম্পদ হউক, মনোরথ পূর্ণ হউক । ৬৩

রাজরাজেশ্বরী তন্ত্রে দেবীশ্বর সংবাদে শান্তাভিষেক সমাপ্ত হইল ।

এই শান্তাভিষেকই দিব্যাভিষেক । এই প্রকারে গুরুকর্তৃক অথবা গুরুতুল

১। ৫—লোকাহুৎসেগো। প্রাঃ ভোঃ—লোকানুবাগত্যাগন্ত । ২। প্রাঃ ভোঃ—তেজোহ্রাসো বুদ্ধিহ্রাসস্তথৈব চ । ৩। ৫—মন্থথেনৈব তাড়িতাঃ । ৪। প্রাঃ ভোঃ—বিষাপহৃত্যুঃ=রোগন্ত ডাকিন্যাদিতয়ং তথা ।

কৃতপূর্ণানন্দাদি-নামা অকৃতনামা ব্যতিষিক্তঃ সম্যগ্ গুরুভবিতুমর্হতি । অত-
এবোক্তং—স্মরেচ্ছিরসি হংসগং তদভিধানপূর্বং গুরুমিতি ।

অতএব নামান্তর-সত্ত্বে তন্মামানন্দনাথাস্তং বক্তব্যম্, ন চেৎ প্রকৃতনামৈবা-
নন্দনাথাস্তং প্রয়োজ্যম্, আনন্দনাথশব্দাস্তা গুরব পরিকীৰ্ত্তিতা ইতি বচনাৎ ।

অন্যাদৃশ্যবধূতাভিষেক-প্রক্রিয়া তু গৌরবাদ্ ব্যর্থত্বাচ্চ ন লিখিতা । ৬৪-৬৫

ইতি শ্রীরঘুনাথ তর্কবাগীশ ভট্টাচার্য্য-কৃতে আগম-তত্ত্ব-বিলাসে

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদঃ ॥

ব্যক্তি কর্তৃক অভিষিক্ত হইয়া পূর্ণানন্দাদি নামকরণ করিয়া অথবা নামকরণ না
করিয়া সম্যক্ প্রকারে অভিষিক্ত হইয়া গুরু হইতে পারেন । এইজন্যই উক্ত হইয়াছে
—“মন্তকে হংসগত গুরুকে তাঁহার নামপূর্বক স্মরণ করিবে” । অতএব নামান্তর
থাকিলে সেই নাম আনন্দনাথান্ত করিয়া অর্থাৎ নামের শেষে আনন্দনাথ দিয়া নাম
বলিবে । নচেৎ জন্মনামের শেষে আনন্দনাথ দিয়া নাম প্রয়োগ করিবে । যেহেতু
“আনন্দ-নাথ শব্দান্ত ব্যক্তিগণই গুরু কীৰ্ত্তিত হইয়া থাকেন”—এই বচন আছে । ৬৪

অন্য প্রকার অবধূতাভিষেক প্রক্রিয়া গ্রন্থ গৌরব হয় বলিয়া এবং বর্তমান
কালে প্রকৃত অবধূতের অভাবহেতু ব্যর্থ বলিয়া এই গ্রন্থে তাহা লিখিত হইল না । ৬৫

শ্রীরঘুনাথ তর্কবাগীশ ভট্টাচার্য্য কৃত আগমতত্ত্ববিলাসের

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ সমাপ্ত হইল ।

আগম-তত্ত্ব-বিলাসঃ

তৃতীয়ঃ পরিচ্ছেদঃ

ও নমো গণেশায়

অথ মন্ত্রাদিভির্দেবতা নিরূপ্যতে । তত্রাদৌ গণেশঃ—

পঞ্চাস্তকং শশিধরং বীজং গণপতের্বিভুঃ ।

পঞ্চাস্তকো গকারঃ । শশী নাদ-সম্বলিতো বিন্দুঃ । তথাচৈকাক্ষরোহয়ং মন্ত্রঃ^১ ।

অশু পূজাপ্রয়োগঃ—প্রাতঃ-কৃত্যাদি-পীঠস্থাসান্তং সামান্য-পদ্ধত্যাঙ্ক-রীত্যা
বিধায় হ্রংপদ্ব্যশু কেসরেষু মধ্যে চ তীব্রাং জ্বালিনীং নন্দাং ভোগদাং
কামরূপিণীং উগ্রাং তেজোবতীং সত্যাং বিশ্বনাশিনীঞ্চ পীঠশক্তিং প্রণবাদি-
নমোহস্তেন বিদ্যুশ্চ^২ তত্পরি ও সর্বশক্তি-কমলাসনায় নমঃ ইতি পীঠমন্ত্রঃ^৩
শ্রুসেৎ । তত ঋষ্যাদিন্তাসঃ । গণক ঋষির্নিবৃং ছন্দঃ গণেশো দেবতা ।

অনন্তর মন্ত্রাদির সহিত দেবতা নিরূপিত হইতেছেন । তদ্বধ্যে প্রথমে গণেশের
মন্ত্রাদি নিরূপণ করিতেছি ।

শশিধর (বিন্দুযুক্ত) পঞ্চাস্তককে (গকারকে) গণেশের বীজ জানিবেন । পঞ্চাস্তক
—গকার । শশী—নাদ সম্বলিত বিন্দু । তাহাতে গণেশের বীজ হয়—গম্ । তাহা
হইলে এইটি গণেশের একাক্ষর মন্ত্র (বীজ) হয় । ১

এই গণেশের পূজাপদ্ধতি এইরূপ :—সামান্য পূজা পদ্ধতিতে কথিত রীতিতে
প্রাতঃকৃত্য প্রভৃতি হইতে পীঠস্থাসের শেষ পর্য্যন্ত কার্য্যগুলি করিয়া, হ্রংপদ্ব্যের কেশর
সমূহে প্রদক্ষিণক্রমে ও মধ্যে তীব্রা, জ্বালিনী, নন্দা, ভোগদা, কামরূপিণী, উগ্রা,
তেজোবতী, সত্যা ও বিশ্বনাশিনী-এই নয় পীঠ শক্তিকে ও তীব্রার নমঃ ইত্যাদিরূপে
আদিতে প্রণব ও অন্তে নমঃ দিয়া স্তাস করিয়া, হ্রদয়ের উপরি ভাগে ও গং সর্বশক্তি-
কমলাসনায় নমঃ এই পীঠমন্ত্রকে স্তাস করিবেন । তাহার পর মূলোক্ত প্রকারে
ঋষ্যাদি স্তাস করিবেন । এই মন্ত্রের গণক ঋষি, নিবৃং ছন্দঃ, গণেশ দেবতা । অথ
ঈশগণেশমন্ত্রস্ত গণক ঋষিঃ, নিবৃং ছন্দঃ, গণেশো দেবতা, গকারো বীজং, বিন্দুঃ শক্তিঃ,
সর্বকামসিদ্ধার্থং গণেশ-পূজনে বিনিয়োগঃ । মন্ত্রকে—ও গণকার ঋষয়ে নমঃ ।

ততঃ করাক্ষ-শ্রাসৌ । গাং অক্ষুষ্ঠাভ্যাং নম ইত্যাদিনা গাং হৃদয়ায়^১ নমঃ
ইত্যাদিনা চ । ১

ধ্যানম্— সিন্দুরাভাং ত্রিনেত্রাং পৃথুতর-জঠরং হস্ত-পদৈর্দধানং
দন্তং পাশাকুলেশ্ঠাণ্ড্যক্ককর-বিলম্বীদ-বীজপুরাতিরামম্ ।

বুধে—ওঁ নিবুচ্ছন্দসে নমঃ । হৃদয়ে—ওঁ গণেশায় দেবায় নমঃ । শুক্রে—ওঁ পকারায়
বীজায় নমঃ । পাদদ্বয়ে—ওঁ বিন্দুবীজায় নমঃ এই প্রকারে ঋত্বাদি শ্রাস করিবেন ।
তাহার পর ওঁ গাং অক্ষুষ্ঠাভ্যাং নমঃ, ওঁ গাং তর্জনীভ্যাং স্বাহা, ওঁ গুং মধ্যমাভ্যাং ববট্,
ওঁ গৈং অনামিকাভ্যাং হং, ওঁ গোং কনিষ্ঠাভ্যাং বৌষট্, ওঁ গঃ করতল-করপৃষ্ঠাভ্যাং
অস্ত্রায় ফট্ এই প্রকারে করশ্রাস করিয়া, ওঁ গাং হৃদয়ায় নমঃ, ওঁ গীং শিরসে
স্বাহা, ওঁ গুং শিখারৈ ববট্, ওঁ গৈং কবচার হং, ওঁ গোং নেত্রত্রয়ায় (ত্রিনেত্র
দেবতা হলে নেত্রাভ্যাং) বৌষট্, ওঁ গঃ করতল-করপৃষ্ঠাভ্যাং অস্ত্রায় ফট্ এই
প্রকারে অঙ্গশ্রাস করিবেন । তাহার পর ধ্যান করিবেন । ২

বিবৃতি । ব্রাহ্ম যুহুর্ভে শয্যাভ্যাগ, প্রাতঃস্মরণ মন্ত্র পাঠ, পৃথিবী প্রণাম, গুরুস্মরণ,
ও গুরু প্রণাম, মূলমন্ত্র ভ্যাগান্তে শৌচ, দন্তধাবন, বৈধ বৈদিক জ্ঞানের পর তান্ত্রিক
জ্ঞান, বৈদিক প্রাতঃ সন্ধ্যা ও তর্পণের পর তান্ত্রিক সন্ধ্যা ও তর্পণ । ইহাই প্রাতঃ কৃত্য ।
উহা না করিলে বৈধ কোন কর্মে অধিকার জন্মে না । কাম্য পূজা করিতে প্রবৃত্ত
হইলে প্রাতঃকৃত্যের অনন্তর তোড়ল তন্ত্রোক্ত পূজা সূত্রানুসারে প্রথমে বস্ত্রিবাচন,
সঙ্কল্প, ঘটস্থাপন, মূলমন্ত্রের দ্বারা আচমন, সামান্তার্য্য স্থাপন, দ্বারপূজা, বিদ্যাপসারণ,
কৃত্যপসারণ, আসনভুক্তি, পুষ্পভুক্তি, করভুক্তি, দিগ্‌বন্দন, ভূতভুক্তি, মাতৃকাস্তাস,
অন্তর্মাতৃকাস্তাস, বাহ্যমাতৃকাস্তাস, সংহারমাতৃকাস্তাস, প্রাণায়াম, গীঠস্তাস,
ঋত্বাদিস্তাস, (ঋত্বাদি শ্রাসের পর বর্নস্তাস প্রভৃতি বিশেষ শ্রাস) করস্তাস ও অঙ্গস্তাস,
ব্যাপকস্তাস এইগুলি যথাক্রমে করিয়া পরে ধ্যান করিতে হয় । ধ্যানের পরে
মানসোপচার পূজা, বিশেষার্য্য স্থাপন, গীঠপূজা, পুনর্ধ্যান (প্রতিমাহলে চন্দ্রদান,
প্রাণপ্রতিষ্ঠা) আবাহন, (পৌরানিক পূজাহলে গণেশাদি পঞ্চদেবতার পূজা) ও
প্রধান দেবতার যথোপচারে পঞ্চপুষ্পাঞ্জলি দানান্ত পূজা তাহার পর তৎ তৎকল্লোক্ত
আবরণ দেবতার পূজার পর ধূপাদি দান হইতে বিসর্জন পর্য্যন্ত কার্য্যগুলি করিবেন । ২

এই ধ্যানের অর্থ—সিন্দূরের স্তায় রক্তবর্ণ, ত্রিনেত্র, অতিসুলোদর, বাম ও
দক্ষিণ উর্দ্ধ হস্তপদ দ্বারা অঙ্কন ও পাশধারী, বাম ও দক্ষিণ অথবা হস্তপদের দ্বারা
নিজ দন্ত ও বরদমুদ্রাধারী, বৃহৎ করে (তত্তে) দীপ্যমান বীজপুরের (দাড়িম ফলের)

বালেন্দু-তোতি-মৌলিং করিপতি-বদনং দান-পূর্জাগণং

ভোগীন্দ্রাবন্ধ-ভূষণং ভজত গণপতিং রক্তবস্ত্রাকরাগম্ ॥ ৩

ইষ্টং বরম্ । তথাচ দক্ষিণ-বাময়োক্তোক্তে অক্ষুশ-পার্শ্বৌ অধশ্চ স্বকীয়ং দত্তং বরঞ্চ দধানমিত্যর্থঃ । এবং ধ্যানা, মানসৈঃ সংপূজার্ঘ্যং সংস্থাপ্য, পীঠপূজাং বিধায় কেশরেষু মধ্যে চ তীত্রাদিপীঠ-মহমন্তং সংপূজা, মূলেণ মূর্ত্তিং প্রকল্প্য, পুনর্ধ্যাদাবাহনাদি-পঞ্চপুষ্পাঞ্জলি-দানপর্য্যন্তং বিধায়াবরণ-পূজাং কুর্য্যাৎ । কর্ণিকায়াং পূর্বাদি-দিক্ষু ওঁ গণাধিপত্যে নমঃ এবং গণেশায়, গণনায়কার, গণক্ৰীড়ায়^১ । ততঃ কেশরেষু অগ্নি-নির্ঝতি-বায়ুশান-কোণেষু মধ্যে দিক্ষু চ গাং হৃদয়ায় নম ইত্যাদিনা পূজয়েৎ । পত্রমধ্যে পূর্বাদিতঃ বক্রতুণ্ডমেকদন্তং

দ্বারা বরমণীর, বালচন্দ্রে উজ্জ্বল মুকুট ধারী (অথবা বালচন্দ্রে উজ্জ্বল মন্তক) হস্তিমুখ; মদপ্রবাহে আর্দ্রগণ্ড, ভোগীন্দ্রের দ্বারা আবদ্ধভূষণ অর্থাৎ সর্বশ্রেষ্ঠ সপ্নরূপ-ভূষণ ধারী, রক্তবস্ত্র পরিহিত রক্ত অঙ্গরাগে রঞ্জিত গণপতিকে ভজনা করুন । ৩

বিবৃতি । ধ্যানের পর গণপতি মূর্ত্তা দেখাইতে হয় । এই গণপতি মূর্ত্তার লক্ষণ হইতেছে—মুখাৎ প্রলম্বিতং হস্তং কুড়া সঙ্কুচিতাঙ্গুলিম্ । মধ্যা তর্জনীমধ্যগ্রাসুষ্ঠং চাধঃস্থ-মধ্যমম্ । কুর্য্যান্ মূর্ত্তা গণেশস্ত প্রোক্তেয়ং সর্বসিদ্ধিদা । অথবা—তর্জনীমধ্যগ্রাসুষ্ঠাঙ্গুলি-সন্ধিনির্গতাহৃদুষ্ঠমুস্তিকা । অধোমুখী দীর্ঘরূপা মধ্যমা বিঘ্নমুদ্রিকা । অথবা—কুণ্ডিতাঙ্গুল হস্তস্ত মূলে নাসানিরোগতঃ । গণেশ্বরী ভবেন্ মূর্ত্তা । এই শেষোক্ত মূর্ত্তাটি সমস্ত গণপতি মন্ত সাধারণ । ৩

ইষ্ট—বরমূর্ত্তা । দক্ষিণ ও বামের উর্ধ্বহস্তে অক্ষুশ ও পাশ, অধো হস্ত দ্বয়ে স্বকীয় দত্ত ও বরমূর্ত্তাধারী—এই অর্থ । এই রূপে ধ্যান করিয়া, মানস উপচারে পূজা করিয়া বিশেষার্ঘ্য স্থাপন করিয়া, পীঠপূজা করিয়া, কেশরে মধ্যে তীত্রাদি পীঠ শক্তি ও পীঠমন্ত্রের পূজা করিয়া, মূলমন্ত্রের দ্বারা মূর্ত্তি কল্পনা করিয়া, পুনরায় ধ্যান করিয়া, আবাহন হইতে পঞ্চপুষ্পাঞ্জলি দান পর্য্যন্ত কার্য সকল করিয়া, আবরণ পূজা করিবেন । কর্ণিকার পূর্বাদি দিকে—ওঁ গণাধিপত্যে নমঃ, এইরূপ ওঁ গণেশায় নমঃ, ওঁ গণনায়কার নমঃ, ওঁ গণক্ৰীড়ায় নমঃ মন্ত্রে বধাক্রমে চারি গণাধিপতিকে পূজা করিবেন । তাহার পর কেশর সমূহে অগ্নিকোণ, নৈর্ঝতি, বায়ু ও ইশান কোণে, মধ্যে ও দিক্ সমূহে ওঁ গাং হৃদয়ায় নমঃ ইত্যাদি মন্ত্রে অঙ্গসমূহের পূজা করিবেন ।

পত্রমধ্যে পূর্বাদিক্রমে ওঁ গং বক্রতুণ্ডায় নমঃ ইত্যাদি প্রকার মন্ত্রে বক্রতুণ্ড, একদন্ত,

১। ধ—কর্ণিকার্য চতুর্দিক্ প্রথমং পূজয়েদিমান । গণাধিপং গণেশং তৃতীয়ং গণনায়কম্ । গণক্ৰীড়ং পীত-গৌর-রক্ত-নীলবচঃ ক্রমাৎ ।

মহোদরং গজাননং লম্বোদরং বিকটং বিষ্বরাজং ধূম্রবর্ণং সম্পূজ্য দশাগ্রেণ
 ত্রাক্ষ্যাত্মাতৃঃ পূর্বাদিতঃ সম্পূজ্য তদ্বহিরিষ্টাদীন্ বজ্রাদীংশ্চ সম্পূজ্য ধূপা-
 দি-বিসর্জনাশ্চ কৰ্ম সমাপয়েৎ । পুরশ্চরণং চতুর্লক্ষ-জপঃ । মোদক-পৃথুক-লাজ-
 শক্তি-ক্ষুপর্ব-নারিকেল-তিল-মুপক-কদলীফলৈরষ্টাভিজবৈদ্যদশাংশ-হোমঃ । ৪

মহোদর, গজানন, লম্বোদর, বিকট, বিষ্বরাজ ও ধূম্রবর্ণকে পূজা করিয়া দলের অগ্রে
 পূর্বাদিক্রমে ওঁ ত্রাক্ষ্য নমঃ ইত্যাদি প্রকার মন্ত্রে ত্রাক্ষী, মাহেশ্বরী, কোমারী, বৈষ্ণবী,
 বারাহী, ইষ্ট্রাপী, চামুণ্ডা ও মহালক্ষ্মী এই মাতৃগণকে পূজা করিয়া, দলের বহির্ভাগে
 বিষ্বর পূর্বাদি দিক্‌সমূহে দক্ষিণাবর্তে ক্রমে ক্রমে বীজযুক্ত, বাহনযুক্ত, জাতি ও
 অধিপতিযুক্ত, হেতি (আয়ুধ) যুক্ত ও মূল পারিষদ যুক্ত ইষ্ট্র, অগ্নি প্রভৃতি লোকপাল
 গণকে ওঁ লং ইষ্ট্রায় সুরাধিপত্যে সায়ুধায় সবাহনায় সপরিবারায় সশক্তিকায় গণেশ-
 পারিষদায় নমঃ, ওঁ রং অগ্নয়ে তেজোধিপত্যে সায়ুধায় সবাহনায় ইত্যাদি (অবশিষ্ট
 ইষ্ট্রের স্থায়) ওঁ ষং ষমায় প্রেতাধিপত্যে ইত্যাদি । ওঁ ক্ষং নৈঋতয়ে রক্ষোহধিপত্যে
 সায়ুধায় ইত্যাদি । ওঁ বং বরুণায় জলাধিপত্যে সায়ুধায় ইত্যাদি । ওঁ ষং বারবে
 প্রাণাধিপত্যে সায়ুধায় ইত্যাদি । ওঁ সং সোমায় তারাধিপত্যে সায়ুধায় ইত্যাদি ।
 ওঁ হং ঈশানায় গণাধিপত্যে সায়ুধায় ইত্যাদি । নৈঋত ও বরুণের মধ্যে ওঁ ত্রীং
 অন্তায় নাগাধিপত্যে সায়ুধায় ইত্যাদি । ইষ্ট্র (পূর্ব) ও ঈশানের মধ্যে ওঁ আং
 ব্রহ্মণে প্রজাধিপত্যে সায়ুধায় ইত্যাদি প্রকারে লোকপালগণের পূজা করিয়া
 ধূপদান হইতে বিসর্জন পর্য্যন্ত কৰ্ম করিবেন ।

এই মন্ত্রের পুরশ্চরণে চারি লক্ষ জপ কর্তব্য । অপের পর মোদক, পৃথুক (চিড়া)
 লাজ (ধৈ), শক্তি (ছাতু), ইক্ষুপর্ব, নারিকেল, শুদ্ধ (তুষ্মুক্ত) পরিষ্কৃত (ধোত)
 তিল ও মুপক কদলী ফল—এই আটটি দ্রব্যের দ্বারা অপের দশাংশ হোম, দশাংশ
 তর্পণ, তর্পণের দশাংশ অভিষেক কর্তব্য । ৪

বিবৃতি । আবরণ দেবতার পূজার স্থান—কেশর সমূহের অগ্নি, নৈঋত, বায়ু ও
 ঈশান কোণ, দেবতার পুরোভাগ ও দিক্‌সমূহ । তন্মধ্যে দেবতার পুরোভাগে
 কর্ণিকার নেত্রের এবং দিক্‌সমূহে অস্ত্রের পূজা কর্তব্য । হ্রদয়াদি অঙ্গদেবতাগণকে
 স্বধাক্রমে তুষারবর্ণ, ক্ষটিকবর্ণ, শ্যামবর্ণ, নীলবর্ণ, কৃষ্ণবর্ণ ও অরুণবর্ণ, স্ত্রীকৃপা বরদ ও
 অভয়মুদ্রাধারিণী ও প্রধান দেবতার দেহ-রূপা ধ্যান করিবেন ।

মোদকাদি আটটি দ্রব্যের প্রত্যেকটিকে ত্রিমধুরের দ্বারা আশ্বিন করিয়া তাহার
 এক একটি দ্বারা ৫ হাজার হোম করিলে ৪০ হাজার হোম হইবে । তিলের খোসা
 ছাড়াইয়া ধোত করিয়া শুদ্ধ করিয়া গণেশ গায়ত্রী দ্বারা প্রোক্ষণাদি করিবেন । ৫

অথ-মন্ত্রাস্তরম্ । প্রণবঃ লক্ষ্মীবীজং মায়াবীজং কামবীজং^১ ভুবীজং
বিশ্ববীজং গণপতয়ে বরবরদ সর্বজনং মে বশমানয় স্বাহা^২ । যথা নিবন্ধে—

শ্রী-শক্তি-স্বর-ভূ-বিশ্ব-বীজানি প্রথমং বদেৎ ।

ভেষ্টং গণপতিং পশ্চাদ্ বা বরাস্তে বরদং পদম্ ॥ ৫

উক্ত্যু সর্বজনং মেহস্তে বশমানয় ঠধরম্ ।

অষ্টাবিংশত্যক্ষরোহয়ং তারাত্তো মনুরীরিতঃ ॥ ৬

ইত্যষ্টাবিংশত্যক্ষরঃ । ভুবীজস্ত গ্লৌমিতি । যথা তন্ত্রে—স্মৃতিস্থং মাংসমৌ-
বিন্দু-যুক্তং ভুবীজমীরিতম্ । স্মৃতির্গকারঃ । মাংসং লকারঃ । বিশ্ববীজং
গমিতি । তথা চ ওঁ শ্রীং হ্রীং ক্রীং গ্লৌং গং গণপতয়ে বরবরদ সর্বজনং মে
বশমানয় স্বাহা । ইত্যষ্টাবিংশত্যক্ষরো মন্ত্রঃ । অস্ম্য ধ্যানং (৭)—

গণেশং তর্পয়ামি মন্ত্রে ৪ শত তর্পণ ও তাহার দশাংশ অভিষেক করিবেন । গণেশের
গায়ত্রী—একদংষ্ট্রায় বিদুহে । বক্রতুণ্ডায় ধীমহি । তন্নো বিশ্বঃ প্রচোদয়াৎ । ৪

অনন্তর মহাগণপতির মন্ত্র কথিত হইতেছে । প্রণব, লক্ষ্মীবীজ (শ্রীং), মায়াবীজ
(হ্রীং), কামবীজ (ক্রীং), ভুবীজ (গ্লৌং), বিশ্ববীজ (গং) গণপতয়ে বরবরদ
সর্বজনং মে বশমানয় স্বাহা—তাহাতে মন্ত্রটি হইতেছে ওঁ শ্রীং হ্রীং ক্রীং গ্লৌং
গং গণপতয়ে বরবরদ সর্বজনং মে বশমানয় স্বাহা—এইটি মহাগণপতির অষ্টাবিংশতি
অক্ষর বিশিষ্ট মন্ত্র । যেমন নিবন্ধে বলিয়াছেন—

প্রথমে শ্রীবীজ, শক্তিবীজ, স্বরবীজ, ভুবীজ, বিশ্ববীজ বলিবেন । তাহার পর ভেষ্ট
(চতুর্থী বিভক্ত্যন্ত) গণপতি অর্থাৎ গণপতয়ে বলিবেন । তাহার পর বরশব্দের অন্তে
বরদপদ অর্থাৎ বরবরদ বলিবেন । তাহার পর সর্বজনং মে বলিয়া শেষে বশমানয়
ও ঠধর (স্বাহা) বলিবেন । উহা প্রণবাদি হইবে । উহা মহাগণপতির অষ্টাবিংশতি
অক্ষর বিশিষ্ট মন্ত্র কথিত হইয়াছে । ৫-৬

উহা অষ্টাবিংশতি অক্ষর বিশিষ্ট । ভুবীজ—গ্লৌং । যেমন তন্ত্রে বলিয়াছেন—
স্মৃতিস্থং মাংসমৌ-বিন্দু-যুক্তং ভুবীজমীরিতম্ । স্মৃতি—গকার । স্মৃতিস্থ—গকারে স্থিত
যে মাংস ল অর্থাৎ গ, উহা ওঁ ও বিন্দুযুক্ত হইলে ভুবীজ বলিয়া কথিত হয় । বিশ্ববীজ—
গং । তাহাতে ওঁ শ্রীং হ্রীং ক্রীং গ্লৌং গং গণপতয়ে বরবরদ সর্বজনং মে বশমানয়
স্বাহা । এইটি মহাগণপতির অষ্টাবিংশতি অক্ষর মন্ত্র । এই মন্ত্রের ধ্যান হইতেছে (৭)—

১। খ—মায়াকামবীজং । ২। খ—বশমানয় স্বাহা ইত্যষ্টাবিংশত্যক্ষরঃ । ভুবীজং ভু গ্লৌং
ইতি । যথা নিবন্ধে ।

নবরত্নময়ং দ্বীপং অরেদিস্কুরসামুদ্রো ।

তদ্বীটি-ধৌত-পর্যাস্তং মন্দমাকুত-সেবিতম্ ॥ ৮

মন্দার-পারিজাতাদি-কল্পবৃক্ষ-লতাকুলম্ ।

তদুত-রত্নচ্ছায়াভিরকুণীকৃত-ভূতলম্ ॥ ৯

উত্তাদিনকরেন্দুভ্যামুদ্ভাসিত-দিগন্তরম্ ।

তস্য মধ্যে পারিজাতং নবরত্নময়ং অরেৎ ॥ ১০

ঋতুভিঃ সেবিতং ষড়্ভিরনিশং প্রীতিবর্দ্ধনৈঃ ।

তস্তাধস্তান্মহাপীঠে রচিতো মাতৃকাসুজে ।

ষট্‌কোণাস্তত্রিকোণস্থং মহাগণপতিং অরেৎ ॥ ১১

হস্তীন্দ্রাননমিন্দু-চূড়মরুণচ্ছায়ং ত্রিনেত্রং রসা-

দাল্লিষ্টং প্রিয়য়া সপদ্যকরয়া সাক্ষস্থয়া সন্তুতম্ ।

বিবৃতি । এই মন্ত্রের গণক ঋষি, নিবৃৎ গায়ত্রী ছন্দঃ, মহাগণপতি দেবতা, গং বীজ ও স্বাহা শক্তি । এই মন্ত্রের ষড়্‌মন্ত্রাস হইতেছে—ওঁ গং হ্রদমায় নমঃ, ওঁ শ্রীং শ্রীং শিরসে স্বাহা, ওঁ ত্রীং গুং শিখায়ৈ বষট্, ওঁ ক্রীং গৈং কবচায় হ্রং, ওঁ ম্রৌং পৌং নেত্রত্রয়ায় বৌষট্ ও গং গং অস্ত্রায় ফট্ । ৭

ইক্ষুসাগরে নবরত্নময় দ্বীপ অরণ করিবেন । এই দ্বীপটি চতুষ্পার্শ্বে ইক্ষুসাগরের তরঙ্গের দ্বারা ধৌত ও মন্দ বায়ু দ্বারা সেবিত হইতেছে । ৮

এই দ্বীপটি মন্দার পারিজাত প্রভৃতি কল্পবৃক্ষ ও লতা দ্বারা পরিব্যাপ্ত । সেই দ্বীপ সমুত্তর রত্নের প্রভায় সেই দ্বীপের ভূতল অকুণীকৃত । ৯

বিবৃতি । এই পূজায় পীঠস্থাসে পৃথিবীর স্থাসের অনন্তর ইক্ষুসমুদ্র, নবরত্নময় দ্বীপ, নবরত্নময় পারিজাতের স্থাস করিয়া ক্ষীর সমুদ্রাদির স্থাস করিবেন । ১০

এই দ্বীপের দিগন্তর উদীয়মান দিনকর ও শশধরের দ্বারা উদ্ভাসিত । তাহার মধ্যে নবরত্নময় পারিজাত অরণ করিবেন । ১০

এই পারিজাত বৃক্ষটি প্রীতিবর্দ্ধক ছয়টি ঋতু দ্বারা সেবিত হইতেছে । তাহার অধোভাগে রচিত মহাপীঠে মাতৃকাপদ্ম কর্ণিকাস্থিত ষট্‌কোণের মধ্যবর্তী অধোমুখ ত্রিকোণস্থিত মহাগণপতিকে ধ্যান করিবে । ১১

মহাগণপতির ধ্যানের অর্থ হইতেছে—হস্তীন্দ্রমুখ (গজেন্দ্র বদন), চন্দ্রচূড়, অরুণ বর্ণ, ত্রিনেত্র, রসভরে (অনুরাগবশে) কোড়হা বামহস্তে পদ্মধরা প্রিয়া কর্তৃক সর্বদা দক্ষিণ হস্তে আলিঙ্গিত, বামের অধোহস্ত হইতে দক্ষিণের অধোহস্ত পর্বত হস্তসমূহের

বীজাপুর-গদা-ধনুত্রিশিখ-যুক্-চক্রাঙ্ক-পাশোংপলং

ত্রিহস্ত-অবিষাণ-রত্ন-কলশান্^১ হন্তৈর্বহন্তং ভজে ॥ ১২

গণ্ডপালী^২-গলদান-পুর-লালস-মানসান্ ।

ধিরেকান্ কর্ণ-তালাভ্যাং বারয়ন্তং মুহুমূহঃ ॥ ১৩

করাগ্রধৃত-মানিক্য-কুন্ত-বক্ত্র-বিনিঃসৃতৈঃ ।

রত্নবর্ষৈঃ শ্রীণয়ন্তং সাধকং মদবিহ্বলম্ ।

মানিক্য-মুকুটোপেতং রত্নাভরণভূষিতম্^৩ ॥ ১৪

ভাৱা বীজপুৰ (দাড়িম), গদা, ইক্ষু, ধনুঃ, ত্ৰিশিখ (ত্ৰিশূল), চক্ৰ, পদ্ম, পাশ, উংপল-
ধাৰী ও নিজ তুণ্ডাঙ্গে ধাতুমঞ্জৰী শোভিত রত্নপূৰ্ণ কলশধাৰী মহাগণপতিকে আমি
ভজনা কৰি । ১২

গণ্ডপালী (কপোল) নিঃসৃত মদে লালস-চিত্ত ভ্রমরগণকে কর্ণতালের দ্বারা
বিভাঙনকারী, তুণ্ডাগ্রধৃত মানিক্য কুন্তের মুখনিঃসৃত রত্নবর্ষণের দ্বারা সাধকগণের
শ্রীতিবর্জনকারী, মদবিহ্বল, মানিক্যময় মুকুট-ধাৰী রত্নাভরণে ভূষিত মহাগণপতিকে
আমি ভজনা কৰি । ১৩-১৪

বিবৃতি । ধ্যানের অনন্তর স্বথাক্রমে পূর্ববৎ মানস উপচারে পূজা, বিশেষার্থ্য হাপন,
পীঠস্তাসবৎ পীঠপূজা, ভীতাদি পীঠ শক্তির পূজা, মূলমন্ত্ৰে মূর্তির কল্পনা, পুনরায়
ধ্যান, আবাহনাদি হইতে পক্ষ পুষ্পাঞ্জলি দান পর্যন্ত সমস্ত কার্য্য করিয়া আবরণ
পূজা করিবেন। প্রথমে ত্রিকোণে গণনারকের পূজা, পরে ক্রমে ক্রমে বাক্যমাণ
বিধানে ত্রিকোণের বাহুরে পূর্বাদি চারি দিকে অগ্রস্থ বিষ্ণু বৃক্ষের অধোভাগে শ্রী ও
শ্রীপতিকে, দক্ষিণে বটবৃক্ষের অধোভাগে গৌরী ও গৌরীপতিকে, পশ্চিমে শিঙ্গল
বৃক্ষের অধোভাগে রতি ও রতিপতিকে, সৌম্যে (উত্তরে) প্রিবন্ধু বৃক্ষের অধোভাগে
মহী ও পোত্রিণ (বরাহকে), দেবতার অগ্রে লক্ষ্মী সহিত গোপনারককে, ত্রয়টি কোণের
অগ্র কোণে সিদ্ধির সহিত আমোদকে, বহ্নিকোণে সমৃদ্ধির সহিত প্রমোদকে, ঈশান
কোণে কান্তির সহিত সুমুখকে, বক্রণ কোণে (নৈঋত কোণে) মদনাবতীর সহিত
হুমুখকে, নিশাচর (রাক্ষস কোণে) মদম্ভবার সহিত বিপ্লকে, বায়ুকোণে দ্রাবিণীর
সহিত বিপ্ল-হস্তাকে, ষট্‌কোণের উত্তর পার্শ্বে মহাগণপতির দক্ষিণে বসুধারার সহিত
শঙ্খনিধিকে, বামে বসুমতীর সহিত পদ্মনিধিকে, কেসর সমূহে অঙ্গপূজা, পত্রের
মধ্যস্থলে ত্রাস্মী প্রভৃতি মাতৃবর্গের পূজা, বহির্ভাগে লোকপালগণের পূজা ও তাহার
বহির্ভাগে বজ্রাদি অস্ত্র সমূহের পূজা করিয়া জপ ও হোমান্তে আত্মসমর্পণাদি বিসর্জন
পর্যন্ত কর্মগুলি করিবেন । ১৪

বীজপুরং দাড়িমীকলম্ । পুরশ্চরণং চতুশ্চারিংশং-সহস্রাধিক-চতুর্দশ-
 জপঃ । দশাংশ-হোমঃ পূর্বোক্ত-ঔষ্যৈঃ । অধিকং গ্রন্থান্তরেহনুসঙ্কেয়ম্ ॥ ১৫

মায়া-পুটিত নিজবীজান্তে মহাগণপতয়ে স্বাহা ইতি দ্বাদশাক্ষরঃ* । তেন
 হ্রীং গং হ্রীং মহাগণপতয়ে স্বাহা ইতি দ্বাদশাক্ষরমন্ত্রঃ ॥ ১৬

মুক্তাগৌরং মদগজমুখং চন্দ্রচূড়ং ত্রিনেত্রং
 হস্তৈঃ স্বীয়ৈর্দধতমরবিন্দাঙ্কুশৌ রত্নকুন্তম্ ।

অঙ্কহায়াঃ সরসিজ-রুচন্তদ-ধ্বজালম্বি-পাণে

দেব্যা যোনৌ বিনিহিত-করং রত্নমৌলিং ভজামঃ ॥ ১৭

তদধ্বজেতি । তল্লিঙ্গালম্বি-পাণেরিত্যর্থঃ । দেব্যাঃ স্বপ্রিয়ায়া ইত্যর্থঃ ।

পুরশ্চরণমেকলক্ষজপঃ । অপূর্পৈর্দশাংশ-হোমঃ । অন্যদন্যত্র ॥ ১৮

বীজপুর—দাড়িমকল । এই মন্ত্রের পুরশ্চরণে চারিলক্ষ চুয়াল্লিশ (৪৪) হাজার জপ ।
 পূর্বোক্ত মোদকাদি আটটি দ্রব্যের দ্বারা দশাংশ হোম । অধিক বিষয় গ্রন্থান্তরে
 অনুসঙ্কেয় । ১৫

বিবৃতি । এই মন্ত্রের পুরশ্চরণে প্রতিদিন পূর্বোক্ত পদ্ধতিতে ৪৪০০ তর্পণ এবং
 চারিশত চল্লিশ অভিব্যেক এবং ইহার দশাংশ চুয়াল্লিশ ব্রাহ্মণ ভোজন হইবে । ১৫

মায়া বীজের দ্বারা পুটিত নিজবীজের (গং) অন্তে মহাগণপতয়ে স্বাহা । তাহাতে
 হ্রীং গং হ্রীং মহাগণপতয়ে স্বাহা । ইহা গণেশের দ্বাদশাক্ষর মন্ত্র । ১৬

বিবৃতি । এই মন্ত্রের গণক ঋষি, নিবৃংগায়ত্নী ছন্দঃ, শক্তিগণাধিপ দেবতা, গং বীজ
 ও স্বাহা শক্তি । এই মন্ত্রের করাস্ত্যাস হইতেছে—ওঁ হ্রীং অক্ষুষ্ঠাভ্যাং নমঃ, ওঁ গং
 তর্জনীভ্যাং স্বাহা, ওঁ হ্রীং মধ্যমাং বষট্, ওঁ মহাগণপতয়ে অনামিকাভ্যাং হং, ওঁ স্বাহা
 কনিষ্ঠাভ্যাং বৌষট্ । ওঁ হ্রীং গং হ্রীং গণপতয়ে স্বাহা করভলকর-পৃষ্ঠাভ্যাং কট্ ।
 এইরূপ অঙ্গস্ত্যাস করিবেন । তাহার পর ব্যাপকস্ত্যাস করিয়া ধ্যান করিবেন । ১৬

এই ধ্যানের অর্থ হইতেছে—মুক্তার শ্যাম গোড়বর্ণ, মদ্রপ্রাবী গজের বদনের
 শ্যাম বদন অর্থাৎ গজানন, চন্দ্রচূড়, ত্রিনেত্র, স্বীয় দক্ষিণ ও বাম উর্ধ্ব হস্ত দ্বারা পদ্ম ও
 অক্ষুশধারী, দক্ষিণের অধোহস্তের দ্বারা রত্নকুন্তধারী, নিজক্রোড়স্থিতা দক্ষহস্তস্থিত
 পদ্মের বর্ষসদৃশ বর্ণবিশিষ্টা নিজধ্বজে স্পৃষ্টহস্তা দেবীর (নিজপ্রিয়ার) যোনিতে
 স্তম্ববামহস্ত, রত্নমৌলি শক্তিগণপতিকে ভজনা করি । ১৭

তদধ্বজালম্বিপাণেঃ এই কথাটির অর্থ—তাহার লিঙ্গাগ্র স্পর্শকারিণী দেবীর ।

(মন্ত্রান্তরম্—) ওঁ হ্রীং গং হ্রীং বশমানয় স্বাহা । যথা—

শক্তিরুদ্ধং নিজং বীজং বশমানয় ঠদয়ম্ ।

তারাত্তো মমুরাখ্যাতো রুদ্রসংখ্যাকরাশ্বিতঃ ॥ ১৯

অস্ত্র ধ্যানং—হস্তৈর্বিভ্রতমিস্কুদণ্ড-বরদৌ পাশাকুশৌ পুঙ্কর-

স্পৃষ্ট স্বপ্ৰমদা-বরাক্রমনয়ান্মিষ্টং ধ্বজাগ্রস্পৃশা ।

শ্যামাক্ষ্যা বিধুতাজয়া ত্রিনয়নং চন্দ্রাঙ্কি-চূড়ং জবা-

রক্তং হস্তি মুখং স্মরামি সততং ভোগাতিলোলং বিভূম্ ॥ ২০

দেব্যাঃ এই পদের অর্থ—নিজপ্রিয়ার । এই মন্ত্রের পুরস্করণ এক লক্ষ জপ । অপূর্ণের দ্বারা ৭শাংশ হোম । অস্ত্র শারদাতিলক প্রভৃতি গ্রন্থে ইহার অন্তান্ত বিষয় স্মর্তব্য । ১৮

বিবৃতি । মহাপ্রপত্তির পূজাপদ্ধতি অনুসারে শক্তিপ্রপত্তির পূজা হইবে । পূর্ববৎ ধ্যান, মানসোপচারে পূজা, বিশেষার্থস্থাপন, তীত্ৰাদি নবশক্তি ও পীঠমন্ত্রের সহিত পীঠ পূজা করিয়া, পুনরায় ধ্যান হইতে আবাহনাদি পুঙ্কপুষ্পাঞ্জলি দান পর্যন্ত সমস্ত কার্য্য করিয়া আবরণ পূজা কর্তব্য । ইহার প্রথম আবরণ পঞ্চ মিশ্রন, দ্বিতীয় আবরণ আমোদাদি । অক্ষমন্ত্র সমূহ তৃতীয় আবরণ । ব্রাহ্মাদি মাতৃকা দ্বারা চতুর্থ আবরণ । লোকপালগণের দ্বারা পঞ্চম আবরণ । বজ্রাদি অস্ত্রের দ্বারা ষষ্ঠ আবরণ । ইহাদিগকে পূর্বোক্ত স্থানে পূর্বোক্ত মন্ত্রে পূর্ববৎ পূজা করিবেন । ১৮

একাদশাক্ষর মন্ত্রান্তর কথিত হইতেছে । ওঁ হ্রীং গং হ্রীং বশমানয় স্বাহা । এইটি গণেশের একাদশাক্ষর মন্ত্রান্তর । যেমন তন্ত্রে (শারদাতিলকে) বলিয়াছেন—

শক্তি (হ্রীং) দ্বারা কৃষ্ণ (পুটিত) নিজ বীজ গং, তাহার পর বশমানয় ও ঠদয় (স্বাহা) । উহা তারাদি (প্রণবাদি) হইবে । তাহাতে মন্ত্রটি হয়—ওঁ হ্রীং গং হ্রীং বশমানয় স্বাহা । গণেশের এই একাদশ অক্ষরবিশিষ্ট মন্ত্রটিও কথিত হইয়াছে । ১৯

বিবৃতি । পূর্ব মন্ত্রোক্ত ঋত্বাদিষ্ঠাসের ন্যায় এই মন্ত্রের ঋত্বাদিষ্ঠাস হইবে । এই মন্ত্রের গং বীজ ও স্বাহা শক্তি । এই মন্ত্রের অস্ত্রাঙ্গ এইরূপ হইবে ওঁ ওঁ অকুষ্ঠাভ্যাং নমঃ, ওঁ হ্রীং গং হ্রীং তর্জনীভ্যাং স্বাহা, ওঁ বশং মধ্যমাভ্যাং বযট্, ওঁ আনয় অনামিকাভ্যাং হং, ওঁ স্বাহা কনিষ্ঠাভ্যাং বৌষট্, ওঁ হ্রীং গং হ্রীং বশমানয় স্বাহা করতল-করপৃষ্ঠাভ্যাং অন্ত্রায় ফট্ । সমস্ত মন্ত্র দ্বারা অন্ত্রাঙ্গাস । অস্ত্রাঙ্গাসও এইরূপ হইবে । তন্ত্রসারে মূদ্রিতপাঠ লিপিকর প্রমাদ কৃত । ১৯

এই মন্ত্রের ধ্যানের অর্থ হইতেছে—হস্তসমূহের দ্বারা ইস্কুদণ্ড, বরদ, পাশ ও অকুশধারী (বামের অধোহস্তে ইস্কুদণ্ড, দক্ষিণের অধোহস্তে বরদ, দক্ষিণের ঊর্ধ্ব হস্তে পাশ, বামের ঊর্ধ্ব হস্তে অকুশ), নিজ তণ্ডাগ্রের দ্বারা নিজস্ত্রীর বরাক্র (উত্তমাল)

পুরশ্চরণং লক্ষত্রয়ম্ । ইক্ষুদণ্ডৈরাজ্যযুজৈরপুণৈর্দশাংশহোমঃ । অগ্ন্যদগ্ন্যত্র । ২১

অথ হেরম্বঃ^১—পঞ্চাস্তকে। বিন্দুযুতো। বামকর্ণ-বিভূষিতঃ ।

ভারাদি-হৃদয়াস্তোত্রয়ং হেরম্বমনুরীচিতঃ ॥ ২২

স্পর্শকারী, ধ্বজাগ্রস্পর্শিনী পদ্মধারিণী স্তামাত্রী এই প্রিয়া কর্তৃক আলিষ্ট (আলিঙ্গিত), ত্রিনয়ন, চন্দ্রাঙ্কচূড়, জবার স্তার রক্তবর্ণ, সর্বদা ভোগে অতিলোলুপ বিভূ গজেন্দ্রবদন গণেশকে আমি স্মরণ (ধ্যান) করি । ২০

এই মন্ত্রের পুরশ্চরণ তিন লক্ষ জপ । আজ্যযুক্ত ইক্ষুদণ্ড সমূহের দ্বারা অথবা অপুণের দ্বারা অপুণের দশাংশ হোম । অগ্ন্যাদি বিষয় অগ্ন্যত্র শারদাতিলক প্রভৃতিতে স্কর্ভব্য । ২১

বিবৃতি । ধ্যানের অনন্তর অন্যান্য যাবতীয় কার্য্য বিরিগণপতি পূজার দ্বারা জানিবেন । কিন্তু এই গ্রন্থে বা তন্ত্রসারে বিরিগণপতির পূজাপদ্ধতি সঙ্কলিত হয় নাই । তাই আমি এখানে শারদাতিলক হইতে সংক্ষেপে বিরিগণপতির পূজা পদ্ধতি সঙ্কলিত করিয়া দিতেছি ।

বিরিগণপতির ২৬ অক্ষরের মন্ত্র হইতেছে—হ্রীং বিরি বিরি গণপতে বরবরদ সর্বলোকং মে বশমানস্ব স্বাহা । এই মন্ত্রের গণক ঋষি, গায়ত্রী ছন্দঃ বিরিবিরেন্দ্রের দেবতা, হ্রীং বীজ, স্বাহা শক্তি । এই মন্ত্রের অঙ্গন্যাস—ওঁ হ্রীং বিরি বিরি হৃদয়ায়, ওঁ হ্রীং গণপতে শিরসে, ওঁ হ্রীং বরবরদ শিখায়ৈ, ওঁ হ্রীং সর্বলোকং মে কবচার, ওঁ হ্রীং বশমানস্ব নেত্রত্রয়ায়, ওঁ হ্রীং স্বাহা অন্ত্রায় । এই মন্ত্রের ধ্যান হইতেছে—

সিন্দুরাভমিভাননং ত্রিনয়নং হস্তেযু পাশাঙ্কশো
বিভ্রাণং মধুমং-কপালমনিশং সার্কেন্দ্রমৌলিং ভজে ।
পুষ্ট্যাগ্নিষ্ট-তনুং ধ্বজাগ্র-করয়া পদ্মোন্নসঙ্কস্তয়া
ভদ্রোত্তাহিত-পাণিমাণ্ডবসুমং-পাত্রোন্নসং-পুঙ্করম্ ॥

ধ্যানের অর্থ—সিন্দুর সদৃশ রক্তবর্ণ, গজানন, ত্রিনয়ন, হস্তসমূহের মধ্যে উর্ধ্ব দক্ষিণ হস্তে পাশ, বামের উর্ধ্ব হস্তে অঙ্কুশ, দক্ষিণের অধোহস্তে মধুমং কপাল, সার্কেন্দ্রমৌলি, পদ্মদ্বয়ের দ্বারা উজ্জ্বল, ধ্বজাগ্র স্পর্শি উর্ধ্বহস্ত দ্বারা পুষ্টিকর্তৃক আলিঙ্গিত দেহ, পদ্মের দ্বারা উল্লসিত বামহস্তা প্রিয়া পুষ্টির যোনিতে স্তম্ভ অধোবামহস্ত, অধো দক্ষিণ হস্তে বসুমং (ধনপূর্ণ) পাত্রে উল্লসিত পুঙ্করধারী এই বিরিগণপতিকে আমি সর্বদা ভজন করি ।

ধ্যানের পর মহাগণপতির পূজার স্তার অন্যান্য সমস্ত কর্ম করিবেন । ২১

অনন্তর হেরম্ব মন্ত্র কথিত হইতেছে । বামকর্ণ (দীর্ঘ উকার) বিভূষিত বিন্দুযুক্ত

১। ঋ—অথ হেরম্বঃ । ওঁ পুং দমঃ ইতি চতুঃস্বরঃ । ধ্যামং—যুক্তা ।

তথা চ— গুঁ নমঃ ইতি চতুরক্ষরঃ। অস্ত্র ধ্যানম্—

মুক্তা-কাঞ্চন-নীল-কুন্দ-ঘুঙ্গ-চ্ছাট্রৈস্ত্রিনেত্রাবিতৈ-

নীগাষ্টৈর্হরিবাহনং শশিধরং হেরম্বমর্কপ্রভম্।

দৃপ্তং দানমভীতি-মোদক-রদান্ টঙ্কং শিরোক্ষাভ্রিকাং

মালাং মুদগরমকুশং ত্রিশিখকং দোভির্দধানং ভজে ॥ ২৩

হরিবাহনং সিংহবাহনম্। শিরো মুণ্ডম্। অক্ষাভ্রিকাং মালামক্ষ-মালাম্
পুরশ্চরণং লক্ষত্রয়ম্। হোমশ্চ ঘৃতাস্ত-তিলৈর্দশাংশঃ। অন্তদন্তত্। ২৪

পঞ্চাশতক (গ) প্রণবাদি ও হৃদয়াস্ত (নমঃ অস্ত) হইলে ঐ গুঁ নমঃ এই মন্ত্র হয়।
উহা হেরম্ব মন্ত্র বলিয়া কথিত হয়। ২২

তাহাতে ওঁ গুঁ নমঃ এই চারি অক্ষরে মন্ত্র হয়। এই মন্ত্রের ধ্যান হইতেছে—

বিবৃতি। এই মন্ত্রের গণক ঋষি, গায়ত্রীহন্দঃ, হেরম্ব গণপতি দেবতা, গকার(বীজ)
ও বিন্দু শক্তি। ষড়্-দীর্ঘ মুক্ত এই মন্ত্র কথিত গং বীজের দ্বারা ষড়মন্ত্রাস হইবে।
পূর্ববৎ ভীতাদি পীঠ শক্তির পূজা করিয়া ওঁ হং হং মহাসিংহায় গাং হেরম্বাসনায়
নমঃ এই মন্ত্রে পীঠমন্ত্রের স্তাস করিবেন। ২২

ধ্যানের অর্থ—মুক্তার স্তায়, কাঞ্চনের স্তায়, নীলের স্তায়, কুন্দের স্তায় ও ঘুঙ্গের
(কুঙ্গুমের) স্তায় বর্ণবিশিষ্ট নেত্রত্রয়যুক্ত উর্ধ্বাদি পাঁচটি হস্তিমুখের দ্বারা উপলক্ষিত,
সিংহবাহন, চন্দ্রধর, সূর্য্যের স্তায় প্রভাবিশিষ্ট, দৃপ্ত, হস্তসমূহের দ্বারা বর, অভয়,
মুদ্রা, মোদক, দন্ত, টঙ্ক (পরশ), মুণ্ড (কপাল) অক্ষমালা, মুদগর, অকুশ ও ত্রিশিখ
(ত্রিশূল) ধারী (দক্ষিণ ও বামের অধোহস্তদ্বয়ে বর ও অভয়, তাহার উর্ধ্ব উর্ধ্ব
হস্তদ্বয়ে দক্ষাদিক্রমে মোদক দন্ত, টঙ্ক, মুণ্ড—কপাল, অক্ষমালা, মুদগর, অকুশ ও
ত্রিশিখ ধারী হেরম্বকে আমি ভজনা করি। ২৩

হরিবাহন—সিংহবাহন। শিরঃ—মুণ্ড। অক্ষাভ্রিকা মালা অক্ষমালা। লক্ষ-ত্রয়
পুরশ্চরণ। ঘৃতাস্ত তিলের দ্বারা জপের দশাংশ হোম। অন্তান্ত বিষয় শারদাতিলক
প্রভৃতিতে দ্রষ্টব্য। ২৪

বিবৃতি। ধ্যান হইতে পঞ্চ পুষ্পাঞ্জলি দান পর্য্যন্ত সমস্ত করিয়া ষড়মন্ত্রাস মন্ত্রে
ষড়ম্ব দেবতার পূজা করিয়া, পত্রসমূহে বিদ্র, বিনায়ক, শূর, বীর, বরদ, ইভবজ্র,
একরদ ও লম্বোদরের পূজা করিবেন। পত্রের অগ্রে ইন্দ্রাদি লোকপাল, তাহার
বাহিরে বজ্রাদি অস্ত্রসমূহের পূজা করিয়া ধূপদান হইতে বিসর্জন পর্য্যন্ত যাবতীর কর্ম
করিবেন। ইহা তন্ত্রসারকার বলিয়াছেন। শারদাতিলকে একরূপ উক্ত হয় নাই। ২৫

(মন্ত্ৰান্তরম্—) গং ক্ষিপ্ৰপ্ৰসাদনায় নমঃ ইতি দশাক্ষরঃ । যথা নিবন্ধে—

সম্বৰ্ত্তকো নেত্রযুতঃ পার্শ্বো বহ্যাসনে স্থিতঃ ।

প্ৰসাদনায় হৃদয়ঃ স্ববীজাচ্ছো দশাক্ষরঃ ॥ ২৫

অন্য ধ্যানম্—পাশাকুশো কল্পলতাং বিষাণং দধৎ-স্বশুণ্ডাহিত-বীজপূরঃ ।

রক্তজ্বিনেত্রপুংগবৈন্দুমৌলিহীরোজ্জ্বলো হস্তিমুখোহবতাদ্ বঃ ॥

পূরশ্চরণং লক্ষজপঃ^১ । তিলৈর্মধুরত্রেয়গাষ্ট্রবোঁবাযুত-হোমঃ । অন্যদন্তত্র । ২৬

অথ হরিদ্রাগণেশঃ

পঞ্চাস্তকো ধরা-সংস্থো বিন্দুভূষিত-মস্তকঃ ।

ক্ষিপ্ৰপ্ৰসাদমন্ত্ৰ কথিত হইতেছে । গং ক্ষিপ্ৰপ্ৰসাদনায় নমঃ এইটি ক্ষিপ্ৰ-প্ৰসাদন গণেশের দশাক্ষর মন্ত্ৰঃ । যেমন নিবন্ধে (শারদাতিলকে) বলিয়াছেন—

নেত্র (ইকার) যুক্ত সম্বৰ্ত্তক (ক্ষ), তাহাতে হইল ক্ষি । বহ্যাসনে (র কারে) স্থিত পার্শ্ব প, তাহাতে হইল প্র । তাহার পর প্ৰসাদনায় ও হৃদয় (নমঃ) । উহা স্ববীজাদি (গং বীজাদি) হইবে । তাহাতে গং ক্ষিপ্ৰপ্ৰসাদনায় নমঃ এই মন্ত্ৰ হয় । উহা ক্ষিপ্ৰপ্ৰসাদ গণেশের দশাক্ষর মন্ত্ৰ । ২৫

বিবৃতি । এই মন্ত্ৰের গণক ঋষি, বিরাট্-ছন্দঃ, ক্ষিপ্ৰপ্ৰসাদন বিষ্ণু দেবতা, গং বীজ, আর শক্তি । ষড়্-দীর্ঘযুক্ত আদি বাজের (গং বাজের) দ্বারা ষড়্-অক্ষর হইবে । যেমন—ওঁ গাং অক্ষুষ্ঠাভ্যাং নমঃ । ইত্যাদি । ২৫

এই মন্ত্ৰের ধ্যানের অর্থ—দক্ষিণের উর্ধ্ব হস্তের দ্বারা পাশ, বামের উর্ধ্ব হস্ত দ্বারা অকুশ, দক্ষিণের অধোহস্ত দ্বারা কল্পলতা ও বামের অধোহস্ত দ্বারা বিষাণ (দন্ত) দ্বারা নিজের শুণ্ডাগ্রে বীজপূরধারী, রক্তবর্ণ, ত্রিনেত্র, বালচন্দ্রচূড়, হারে উজ্জ্বল গজানন গণেশ ভোমাধিপকে রক্ষা করুন ।

বিবৃতি । একাক্ষর মন্ত্ৰোক্ত পীঠে এই গজাননকে পূজা করিয়া প্রথমে অঙ্গদেবতার পূজা, তাহারপর বিষ্ণু, বিনায়ক, বীর, শূর, বরদ, ইভবজ্জ, একদন্ত ও লম্বোদর-এই অষ্ট বিষ্ণের পূজা করিয়া পত্নের অঙ্গে ব্রাহ্মী প্রভৃতির পূজা, তাহার পর পত্নের বহির্ভাগে লোকপালগণ ও তাঁহাদের অস্ত্র সমূহের পূজা করিবেন । তাহার পর ধূপদান হইতে বিসর্জন পর্যন্ত যাবতীর কর্ম করিবেন ।

ইহার পূরশ্চরণ লক্ষজপ । মধুরত্রেয়ের দ্বারা আশুত তিলসমূহের দ্বারা বা পূর্বোক্ত অষ্টদ্রবোর দ্বারা অযুত হোম হইবে । অন্তান্ত বিষয় অন্যত্র শারদাতিলক প্রভৃতিতে দ্রষ্টব্য । ২৬

অনন্তর হরিদ্রাগণেশের মন্ত্ৰ কথিত হইতেছে । পঞ্চাস্তক গকার ধরায় (লকারে)

একাক্ষরো মহামন্ত্রঃ সর্বকাম-ফলপ্রদঃ ॥ ২৭

পঞ্চাস্তকো গকারঃ । ধরা লকারঃ । তথা চ গ্রং ইত্যেকাক্ষরো মন্ত্রঃ ।

অশ্রু ধ্যানং—হরিদ্রাভং চতুর্বাহুং হারিদ্ৰ-বসনং বিভূম্ ।

পাশাঙ্কুশ-ধরং দেবং মোদকং দন্তমেব চ ॥ ২৮

পুরশ্চরণং চতুর্লক্ষম্ । হরিদ্রাচূর্ণ-মিশ্রিত-ত্রিমধুরযুক্ত-তণ্ডুলৈরযুত-হোমঃ ।

অন্যদগ্ধ্যত্বে । ২৯

অথ মন্ত্রান্তরম্—ইন্দ্রবীজং সমুদ্রত্যা নিজবীজং সমুদ্বরেৎ ।

চতুর্দশ-স্বরেণাঢ্যং বিন্দুভূষিত-মস্তকম্ ।

একাক্ষরী মহাবিদ্যা কথিতা পদ্মযোনিয়া ॥ ৩০

ইন্দ্রবীজং লকারঃ । নিজবীজং গকারঃ । স তু উপরিস্থস্তথাচ গ্রোং ইত্যেকাক্ষরমন্ত্রঃ । অশ্রু ধ্যানাদি মহাগণপতিবৎ । অয়ং মন্ত্রো বহুধা । যথা (৩১)—

স্থিত হইলে এবং মন্ত্রকে বিন্দু দ্বারা বিভূষিত হইলে উহা সর্বকাম-ফলপ্রদ গণেশের গ্রং এই একাক্ষর মহামন্ত্র হইয়া থাকে । ২৭

পঞ্চাস্তক—গকার । ধরা—লকার । তাহা হইলে গ্রং এই একাক্ষর মন্ত্র হয় ।

বিবৃতি । এই মন্ত্রের বশিষ্ঠ ঋষি, গায়ত্রীছন্দঃ, হরিদ্রাগণপতি দেবতা, গকার বীজ ও লকার শক্তি । বীজের দ্বারা এই মন্ত্রের মড়ঙ্গস্থাপন হইবে । ২৭

এই মন্ত্রের ধ্যানের অর্থ—হরিদ্রাবর্ণ, চতুর্বাহু, হারিদ্ৰ (হরিদ্রাবর্ণ) বসন পরিহিত পাশ, অঙ্কুশ, মোদক ও দন্তধারী, বিভু দেব হরিদ্রাগণেশকে ধ্যান করি । ২৮

বিবৃতি । এইরূপ ধ্যান করিয়া মানসোপচার পূজা, বিশেষার্থ্য স্থাপন, পীঠপূজা পুনর্ধ্যান ও আবাহনাদি করিয়া পূজা করিবেন । একাক্ষর গণপতি মন্ত্রের দ্বারা আবরণ পূজা হইবে । ২৮

এই মন্ত্রের পুরশ্চরণে চারি লক্ষ জপ । হরিদ্রাচূর্ণ মিশ্রিত মধুরত্নর যুক্ত তণ্ডুলের দ্বারা অযুত হোম । অন্যান্য বিষয় অন্তর্ভুক্ত । ২৯

হরিদ্রাগণেশের মন্ত্রান্তর । ইন্দ্রবীজকে (লকে) উদ্বার করিয়া নিজবীজ গকে উচ্চার করিবে । উহা চতুর্দশ স্বর ঔকারের দ্বারা যুক্ত ও মন্ত্রকে বিন্দু ভূষিত হইবে । একাক্ষরী এই মহাবিদ্যা পদ্মযোনি ব্রহ্মা কর্তৃক কথিত হইয়াছে । ৩০

ইন্দ্রবীজ—লকার । নিজবীজ—গকার । এই গকারটি ল এর উপরি ভাগে অবস্থিত হইবে । তাহা হইলে গ্রোং এই একাক্ষর মন্ত্র হইবে ।

ইহার ধ্যান ও পূজা পদ্ধতি মহাগণপতির দ্বারা হইবে । বড় দীর্ঘযুক্ত গং বীজের দ্বারা মড়ঙ্গস্থাপন হইবে । এই মন্ত্র বহু প্রকার হয় । যেমন (৩১)—

লক্ষ্মীত্যাং বাথ কূর্জাত্যাং মায়াত্যাং বা জপেং সুধীঃ ।

কামাত্যাং বধুবীজাত্যাং^১ বাগাত্যাং প্রজপেং সদা ।

ওঁকারাত্যাং মহাবিত্যাং নিজবীজাদিকাং তথা ॥ ৩২

দ্যাক্ষরী চ মহাবিত্যা দ্যাক্ষরী চান্ত্র-সংযুতা ।

চতুর্বর্ণাত্মিকা বিদ্যা বহির্জায়াবধিঃ প্রিয়ে ! ॥ ৩৩

অথোচ্ছিষ্টগণেশঃ

তন্ত্রান্তরে—হস্তিপদং সমুচ্চাৰ্য্য পিশাচীতি ততঃ পদম্ ।

দেবরাজং সনেত্রঞ্চ কাস্তমীশ-স্বরাসিতম্ ।

বহির্জায়াবধির্মন্ত্রস্তারাতঃ সর্বকামদঃ ॥ ৩৪

তথাচাৰ্যং মন্ত্ৰঃ—ওঁ হস্তি পিশাচি লিখে স্বাহা । প্রণবস্থানে গমিভি
মন্ত্ৰান্তরম্ । হস্তি-পিশাচি লিখেহগ্নিবনিতা গং তদাদিত ইতি তত্ত্ববোধ-
বচনাৎ^২ । ৩৫

তথা চ— সারভূতমিদং মন্ত্ৰং ন দেয়ং যস্য কস্যচিৎ ।

গুহ্যং সৰ্বাগমেষেব হিত-বুদ্ধ্যা প্রকাশিতম্ ॥ ৩৬

লক্ষ্মীদ্যা (শ্রীং শ্লোং), কূর্জাদ্যা (হুং শ্লোং), অথবা মায়াদ্যা (হ্রীং শ্লোং) এই
বিদ্যাকে সুধী সাধক জপ করিবে। কামাদ্যা (ক্রীং শ্লোং), বধুবীজাদ্যা (দ্রীং
শ্লোং) অথবা বাগাদ্যা (ঐং শ্লোং) বীজকে সর্বদা জপ করিবে। ৩২

হে প্রিয়ে! এই মহাবিত্যা নিজবীজ যুক্ত হইয়া দ্যাক্ষরী (গং শ্লোং) হয়, অস্ত্র-
সংযুক্ত হইয়া দ্যাক্ষরী (গং শ্লোং ফট্), বহির্জায়াস্তা (স্বাহাস্তা) হইয়া চারি৮র্ন স্বরূপা
(গং শ্লোং স্বাহা) হয়। ৩৩

অনন্তর উচ্ছিষ্টগণেশের মন্ত্র কথিত হইতেছে। তন্ত্রান্তরে বলিয়াছেন—হস্তিপদ-
উচ্চারণ করিয়া তাহার পর পিশাচি পদ বলিবে। নেত্র (ই) যুক্ত দেবরাজ (ল) এবং
ঈশ স্বর (এ) যুক্ত কাস্ত (খ)। প্রণবাদি ও বহির্জায়াস্ত এই মন্ত্র সর্বকামপ্রদ। ৩৪

তাহা হইলে এই মন্ত্র হয়—ওঁ হস্তি পিশাচি লিখে স্বাহা। কেহ কেহ বলেন—
প্রণবস্থানে গং তাহাতে উহা মন্ত্ৰান্তর হয়। যেহেতু তত্ত্ববোধের বচন আছে যে—
হস্তি পিশাচি লিখে ও বহির্বল্লভা স্বাহা এবং তাহার আদিতে গং। ৩৫

এইরূপ আরও উক্ত হইয়াছে—এই সারভূত মন্ত্র যে কোন লোককে দেয় নহে।
সমস্ত আগমে ইহা গুহ্য ছিল। হিত বুদ্ধিতে ইহা প্রকাশিত হইয়াছে। ৩৬

ন তিথিন্ চ নক্ষত্রং নোপবাসো বিধীয়তে ।

যথেষ্টে-চেষ্টয়া মন্ত্রঃ সর্বকাম-ফলপ্রদঃ ॥ ৩৭

অথাস্ত পূজা—প্রাতঃকৃত্যাদি-প্রাণায়ামাস্তং বিধায় স্তসেৎ । শিরসি—
সুধীর ঋষয়ে নমঃ । মুখে—নিবৃদ্‌গায়ত্রীছন্দসে নমঃ । হৃদি—উচ্ছিষ্টগণ-
পতয়ে দেবতায়ৈ নমঃ । ততঃ প্রণবেণ করাজ্ঞাসৌ । ধ্যানম্ (৩৮)—

রক্তমুষ্টিং গণেশঞ্চ সর্বাভরণ-ভূষিতম্ ।

রক্তবস্ত্রং ত্রিনেত্রঞ্চ রক্তপদ্মাসনে স্থিতম্ ॥ ৩৯

চতুর্ভূজং মহাকাযং দ্বিদন্তং সন্নিতাননম্ ।

ইষ্টঞ্চ দক্ষিণে হস্তে দন্তঞ্চ তদধঃ করে ॥ ৪০

পাশাঙ্কুশৌ চ হস্তাভ্যাং জটামণ্ডল-বেষ্টিতম্ ।

ললাট-চন্দ্র-রেখাভ্যাং সর্বাঙ্গকার-ভূষিতম্ ॥ ৪১

এবং ধ্যানার্থ্যং সংস্থাপ্যাস্তদলপদ্মং লিখিত্বা পুনর্ধ্যাত্বা যথাশক্তি পূজয়েৎ ।
ততঃ পত্রেষু পূর্বাদিক্রমেণ ওঁ বক্রতুণ্ডায় স্বাহা । এবং একদন্তায়, লম্বোদরায়,
বিকটায়, বিশ্বেশায়, গজ-বজ্রায়, বিনায়কায়, গণপতয়ে মध्ये হস্তি-মুখায় ।

এই মন্ত্রের আরাধনার তিথি নিয়ম, নক্ষত্র নিয়ম নাই, উপবাসের বিধান নাই ।
ইচ্ছানুরূপ চেষ্টায় এই মন্ত্র সর্বকাম ফলপ্রদ হইয়া থাকে । ৩৭

অনন্তর ইহার পূজা পদ্ধতি কথিত হইতেছে । প্রাতঃ-কৃত্য হইতে প্রাণারাম
পর্যন্ত যাবতীর কর্ম করিয়া ঋষাদি স্তাস করিবেন । মন্ত্রকে—ওঁ সুধীর ঋষয়ে নমঃ ।
মুখে—ওঁ নিবৃদ্‌ গায়ত্রী ছন্দসে নমঃ । হৃদয়ে—ওঁ উচ্ছিষ্টগণপতয়ে দেবতায়ৈ নমঃ ।
তাহার পর প্রণবের দ্বারা করাজ্ঞাস করিয়া ধ্যান করিবেন । ৩৮

এই ধ্যানের অর্থ—রক্তবর্ণ, ত্রিনেত্র, রক্তপদ্মাসনে অবস্থিত, চতুর্ভূজ, দ্বিদন্ত,
সন্নিতমুখ, দক্ষিণ উর্ধ্বহস্তে বরমুদ্রাধারী, অধোহস্তে দণ্ডধারী, বামের উর্ধ্বহস্তে
পাশধারী, অধোহস্তে অঙ্কুশধারী, জটাকুট মণ্ডিত মস্তক, চন্দ্ররেখার মণ্ডিত ললাট,
সর্বাঙ্গকারে ভূষিত মহাকাল উচ্ছিষ্ট গণপতিকে ধ্যান করিবে । ৩৯-৪১

এইরূপ ধ্যান করিয়া বিশেষার্থ্য স্থাপন করিয়া, একটি অষ্টদল পদ্ম লিখিয়া,
পুনরায় ধ্যান করিয়া যথাশক্তি পূজা করিবেন । তাহার পর পত্র সমূহে পূর্বাদি
ক্রমে ওঁ বক্রতুণ্ডায় স্বাহা । এইরূপ মন্ত্রে বক্রতুণ্ডকে পূজা করিয়া এই প্রকারে
একদন্তায় লম্বোদরায়, বিকটায়, বিশ্বেশায়, গজবজ্রায়, বিনায়কায়, গণপতয়ে
ও মध्ये হস্তিমুখায় স্বাহা বলিয়া একদন্ত প্রভৃতি ও হস্তিমুখকে পূজা করিবেন ।

সর্বত্র স্বাহাস্ততা । পুনর্দেবং ত্রিঃ সংপূজ্য যথাশক্তি জপ্তা । জপং সমর্প্য
বলিরূপ-নৈবেদ্যমানীয় ও উচ্ছিষ্টগণেশায় মহাকালায় এষ বলির্নমঃ ইতি
দত্তাৎ । অথবা ও হ্রীং হ্রীং হ্রৈং হ্রুং ফট্ স্বাহেতি বলিঃ দত্তাৎ । ততঃ
ক্ষমস্বেতি বিসৃজেৎ । অশ্ব পুরশ্চরণং ষোড়শসহস্রজপঃ । তথাচ (৪২)—

কৃষ্ণাং চতুর্থীমারভ্য যাবৎ শুক্ল-চতুর্থিকাম্ ।

সহস্রং হি জপেন্নিত্যং যোষিন্নিয়ম-পূর্বকম্ ॥ ৪৩

আপয়েন্ মধুনা নিত্যং নৈবেদ্যং গুড়-পায়সম্ ।

ভুক্তোচ্ছিষ্টৌ জপেন্নিত্যং গণেশোহহং সদা প্রিয়ঃ ॥ ৪৪

শ্বেতার্কৈণাকৃতিং কৃত্বা রক্ত-চন্দনকেন বা ।

অঙ্গুষ্ঠমাত্রং প্রতিষ্ঠাপ্য দ্বিজাগ্নি-গুরু-সন্নিধৌ ।

জপ্তা ষোড়শ-সাহস্র্যং সিদ্ধমন্ত্রো ভবেদ্ ধ্রুবম্ ॥ ৪৫

যোষিদিতি । যোষিছপগমনে নিয়ম-পুরঃ-সরমিত্যর্থঃ । ন তু ত্যাগঃ^১
অপ্রসঙ্গাদনৌচিত্যাদনাচাস্ত ইতি দর্শনাচ্চ । যথা (৪৬)—

সকল নামের অন্তে স্বাহা দিতে হইবে । পুনরায় দেবতাকে তিন বার পূজা করিয়া
যথাশক্তি জপ করিয়া, জপ সমর্পণ করিয়া বলিরূপ নৈবেদ্য আনিয়া ও উচ্ছিষ্ট-
গণেশায় মহাকালায় এষ বলির্নমঃ এই মন্ত্রে বলি নিবেদন করিবেন । অথবা ও হ্রীং
হ্রীং হ্রৈং হ্রুং ফট্ স্বাহা এই মন্ত্রে বলি দিবে । তাহার পর ক্ষমস্ব এই বলিয়া বিসর্জন
দিবে । এই মন্ত্রের পুরশ্চরণ ১৬ হাজার জপ । সেইরূপ তন্ত্রে বলিয়াছেন (৪২)—

স্ত্রীসহবাসের নিয়ম পালন পূর্বক কৃষ্ণ চতুর্থী হইতে আরম্ভ করিয়া শুক্ল চতুর্থী
পর্যন্ত প্রতিদিন ১০০০ এক সহস্র মন্ত্র জপ করিবে । ৪৩

এই মন্ত্রের দেবতাকে মধু দ্বারা প্রত্যহ স্নান করাইবে । গুড় ও পায়স নৈবেদ্য
দিবে । ভোজন করিয়া উচ্ছিষ্ট অবস্থায় প্রত্যহ জপ করিবে । আমি গণেশ, সর্বদা
গণেশের প্রিয় হই (এই ভাবনা করিবে) । ৪৪

শ্বেত অর্ক কাষ্ঠের দ্বারা বা রক্তচন্দন কাষ্ঠের দ্বারা অঙ্গুষ্ঠপরিমাণ মূর্তি করিয়া
ব্রাহ্মণ, অগ্নি ও গুরুর নিকটে প্রতিষ্ঠা করিয়া ষোড়শ সহস্র জপ করিয়া নিশ্চয়ই
সিদ্ধমন্ত্র হইবে । ৪৫

যোষিং এই কথাটির অর্থ—স্ত্রীর উপগমনে নিয়ম সকল প্রতিপালন পূর্বক এই মন্ত্র
জপ করিবে । স্ত্রীর উপগমন ত্যাগ করিবে না । যেহেতু ত্যাগের প্রসঙ্গ নাই এবং

উচ্ছিষ্টাশুচিভূত্বা জপ-পূজনমাচরেৎ ।

অনুচ্ছিষ্টে ন সিধ্যোত তস্মাদেবং সমাচরেৎ ॥ ৪৭

অথাস্ত^১ প্রয়োগঃ—রাজদ্বারে তথারণ্যে সভায়াং গোত্র-সংসদি ।

বিবাদে ব্যবহারে চ সংগ্রামে শত্রু-সঙ্কটে ॥ ৪৮

নৌকায়াং বিপিনে বাপি দ্যাতে চ ব্যাসনে তথা ।

গ্রাম-দাহে চৌর-বিদ্রোহে সিংহ-ব্যাঘ্রাদি-সঙ্কটে ॥ ৪৯

স্মরণাদেব দেবস্তু সর্বং বৈ বিদ্রুতং ভবেৎ ।

তৎ সর্বং নশ্যতি ক্ষিপ্ৰং ভাস্করেণ তমো যথা ।

অপামার্গ-সমিদ্রোমে সৌভাগ্যং লভতে ধ্রুবম্ ॥ ৫০

তথা— বানরাস্থি-সমুদ্ভূতং কীলকং মন্ত্র-মন্ত্রিতম্ ।

নিখনেন্ মন্দিরে যন্তু ভবেচ্ছাটনং পরম্ ॥ ৫১

অথ বীথ্যাং খনেদ্ যন্তু ক্রয়-বিক্রয়তাং হরেৎ ।

নিখনেচ্ছৌণ্ডিকাগারে তন্মত্নং বিকৃতং^২ ভবেৎ ॥ ৫২

সাধারণ পূজাবিধি পরিত্যাগ করিয়া উচিত আচার ও আচমন না করিয়া ইহার পূজাবিধান দেখা যায়। যেমন বলিয়াছেন (৪৬)—

উচ্ছিষ্ট হইয়া (আচমন না করিয়া) অশুচি হইয়া ইহার মন্ত্র জপ ও পূজার অনুষ্ঠান করিবে। অনুচ্ছিষ্ট অবস্থায় জপ পূজা করিলে সিদ্ধ হয় না। অতএব উচ্ছিষ্ট ও অশুচি অবস্থায় এইরূপ জপ ও পূজার অনুষ্ঠান করিবে। ৪৭

অনন্তর এই মন্ত্রের প্রয়োগ কথিত হইতেছে। রাজদ্বারে, মহারণ্যে, সভায়, সগোত্র সভায়, বিবাদে, ব্যবহারে, সংগ্রামে, শত্রু সঙ্কটে, নৌকায়, বনে, দ্যাতে, ব্যাসনে, গ্রামদাহে, চৌরের আঘাতে, সিংহ ব্যাঘ্রাদির সঙ্কটে এই দেবদেবের স্মরণ হইতে এই সমস্ত নিশ্চয়ই বিনষ্ট হয়। সূর্য্যের দ্বারা যেমন অন্ধকার বিনষ্ট হয়। সেই সমস্ত উদ্রুপ শীঘ্র বিনষ্ট হয়। অপামার্গ সমিধের দ্বারা হোম করিলে নিশ্চয়ই সৌভাগ্য লাভ করে। ৪৮-৫০

সেইরূপ আরও উক্ত হইয়াছে—এই মন্ত্রের দ্বারা ১০৮ বার অভিমন্ত্রিত বানরের অস্থি নির্মিত কিলক বাহার গৃহে পুতিয়া দিবেন, তাহার অভ্যন্ত উচ্চাটন হইবে। ৫১

বাহার বীথিতে (দোকানে) এই অস্থি কিলক পুতিবে, তাহার ক্রয়-বিক্রয় বন্ধ হইয়া যাইবে। শৌণ্ডিকাগারে ঐ কীলক পুতিবে, তাহার মদ্য বিকৃত হইবে। ৫২

বেশ্যাগৃহে তু নিখনেদ্ গ্রাহকং লভতে ন স।

কন্যাগৃহে তু নিখনের বিবাহো ভবেদ্ ঋবম্ ॥ ৫৩

মন্ত্র-মন্ত্রিতমিতি । অশ্ব মন্ত্ৰেণাষ্টোত্তরশতাভিমন্ত্রিতমিত্যর্থঃ ।

মানুষ্যস্থি-সমুদ্ভূতং কীলকঞ্চাভিমন্ত্রিতম্ ।

নিখনেন্ মন্দিরে যশ্ব মরণং তশ্ব নিশ্চিতম্ ।

উদ্ধাত তু ভবেৎ স্বাস্থ্যমিতি সর্বশ্ব সম্মতম্ ॥ ৫৪

যশ্ব নাম্না জপেন্ মন্ত্রং সহস্রং স বশো ভবেৎ ।

পঞ্চসহস্র-হোমেন উদ্ধতে বরাং শ্রিয়ম্ ॥ ৫৫

সহস্র-দশহোমেন রাজ্যামাত্যো বশো ভবেৎ ।

লক্ষজাপেন রাজৈব দ্বিলক্ষে রাজপংক্তয়ঃ ।

দশলক্ষেণ তদ্ রাষ্ট্রং বশ্যং তশ্ব চ সর্বদা ॥ ৫৬

অগ্নিমাदि-মহাসিদ্ধিঃ কোটিজাপান্ন সংশয়ঃ ।

খেচরত্বং ভবেন্নিত্যং সর্বজ্ঞত্বঞ্চ জায়তে ॥ ৫৭

মন্ত্রং লিখিত্বা শিরসি কণ্ঠে বা ধারয়েদ্ যদি ।

বেশ্যাগৃহে ঐ কীলক পুতিবে । তাহাতে সেই বেশ্যা গ্রাহক পাইবে না । কন্যার গৃহে এই কীলক পুতিবে । তাহাতে তাহার নিশ্চয়ই বিবাহ হইবে না । ৫৩

মন্ত্র-মন্ত্রিতম্ এই কথার অর্থ—এই মন্ত্রের দ্বারা ১০৮ বার অভিমন্ত্রিত ।

মনুষ্যের অস্থি নির্মিত কীলক ১০৮ বার এই মন্ত্রে অভিমন্ত্রিত করিয়া যাহার গৃহে পুতিবে, তাহার নিশ্চয়ই মরণ হইবে । ইহা তুলিয়া ফেলিলে সে স্বস্থ হইবে, ইহা সর্বসম্মত । ৫৪

যাহার নামে এই মন্ত্র সহস্র সংখ্যক জপ করে, সে বশীভূত হয় । পাঁচ হাজার হোম করিলে উত্তম কন্যাকে বিবাহ করিতে পারে । ৫৫

দশ সহস্র হোমের দ্বারা রাজার মন্ত্রী বশীভূত হয় । লক্ষ মন্ত্র জপের দ্বারা রাজা বশীভূত হয় এবং দুই লক্ষ মন্ত্র জপের দ্বারা রাজ্যবর্গ বশীভূত হয় । দশলক্ষ জপের দ্বারা তাহার রাষ্ট্র সর্বদা তাহার বশ হইয়া থাকে । ৫৬

কোটি মন্ত্র জপে অগ্নিমাदि মহাসিদ্ধি লাভ হইয়া থাকে, ইহাতে সংশয় নাই । ইহা দ্বারা খেচরত্ব (আকাশচারিত্ব) লাভ হয় এবং সর্বজ্ঞত্বও জন্মে । ৫৭

মন্ত্রকে তুর্জপাদিতে লিখিয়া যদি মন্ত্ৰকে বা কণ্ঠে ধারণ করে, তবে

সৌভাগ্যং সর্বরক্ষা চ ভবেৎ তত্র সুনিশ্চিতম্ ॥ ৫৮

ইত্যচ্ছিষ্টগণেশ-প্রয়োগঃ ॥

অথ সূর্য্য:

ওঁ ঘৃণি সূর্য্য আদিত্য । অষ্টাকরোহয়ম্ । যথা নিবন্ধে (১)—

তারো ঘৃণিভৃগুঃ পশ্চাদ্ বামকর্ণ-বিভূষিতঃ ।

বহ্যাসনো মরুচ্ছেষঃ সনেত্রোহদ্রিস্ত্য-পশ্চিমঃ ।

অষ্টাকরো মনুঃ প্রোক্তো ভানোরভিমত-প্রদঃ ॥ ২

ঘৃণিরিতি নির্বিসর্গং স্বরূপম্ । ভৃগুর্দন্ত্য-সকারঃ^১ । মরুৎ যকারঃ । শেষ আকারঃ । অদ্রির্দকারঃ^২ । ত্য-পশ্চিমঃ ত্য-স্বরূপঃ পশ্চিমস্থ ইত্যর্থঃ ॥ ৩

অস্তু পূজা । প্রাতঃকৃত্যাদি-প্রাণায়ামাস্তং বিধায় পীঠস্থাসং কুর্য্যাৎ । হৃদয়স্থ পূর্বাদি-দিক্ষু মধ্যে চ প্রভূতং বিমলং সারং সমারাধ্যং পরমসুখং বিন্যস্ত্য আধারশক্ত্যাদি অং সূর্য্যমণ্ডলায় দ্বাদশকলাত্মনে নম ইত্যস্তং শ্রুসেৎ ।

সৌভাগ্য লাভ হয় এবং সমস্ত বিপদ হইতে রক্ষাও হয় । সে বিষয়ে ইহা নিশ্চিত । ৫৮
উচ্ছিষ্ট গণেশের প্রয়োগ সমাপ্ত হইল ।

অনন্তর সূর্য্যের মন্ত্রাদি নিরূপিত হইতেছে—ওঁ ঘৃণি সূর্য্য আদিত্য—এইটি সূর্য্যের অষ্টাকর মন্ত্র । যেমন নিবন্ধে (শারদাতিলকে) বলিয়াছেন (১)—

তার, ঘৃণিপদ, পরে বামকর্ণ (উ) বিভূষিত ভৃগু (স), বহ্যাসন (বহির আসন) মরুৎ (য) তাহার পর শেষ (আ), তাহার পর সনেত্র (ই যুক্ত) অদ্রি (দ) ত্য পশ্চিম (ত্য অস্ত) । তাহাতে মন্ত্রটি হইল ওঁ ঘৃণি সূর্য্য আদিত্য । এই অষ্টাকর মন্ত্র বেদাদিতে (নারায়ণীয় উপনিষৎ প্রভৃতিতে) অভিমত কলপ্রদ উক্ত হইয়াছে । ২

ঘৃণি এইটি বিসর্গরহিত বর্ণবহু স্বরূপ । ভৃগু—দন্ত্য সকার । মরুৎ—যকার । শেষ—আকার । অদ্রি—দকার (শারদামতে অদ্রি । তাহার অর্থ—দ), ত্য পশ্চিম ত্য এই বর্ণবহুপটি পশ্চিমস্থ অর্থাৎ পরবর্তী এই অর্থ । ৩

বিবৃতি । এই মন্ত্রের দেবনাগ (তন্ত্রসার ও প্রপঞ্চসার মতে দেবভাগ) ঋষি, গায়ত্রী মন্ত্রঃ, দৃষ্ট ও অদৃষ্ট কলের দাতা আদিত্য দেবতা, রং বীজ ও উৎ শক্তি । ৩

এই সূর্য্যের পূজা পদ্ধতি কথিত হইতেছে । প্রাতঃকৃত্য হইতে প্রাণায়াম পর্য্যন্ত কার্য্যসমূহ করিয়া পীঠস্থাস করিবেন । হৃদয়ের আগ্নেয়াদি চারি কোণে ও মধ্যে ওঁ প্রভুতায় নমঃ ইত্যাদি রূপে প্রভূত, বিমল, সার, সমারাধ্য ও পরমসুখকে স্তাস করিয়া আধার শক্ত্যাতির স্তাস হইতে অং সূর্য্যমণ্ডলার দ্বাদশ-কলাত্মনে নমঃ এই পর্য্যন্ত

ততঃ কেশরেষু মধ্যে চ রাং দীপ্তায়ৈ নমঃ । এবং রীং সূক্ষ্মায়ৈ, র্জা জয়্যায়ৈ, রৈ ভজ্যায়ৈ, রৈ বিভূত্যৈ, রৌ বিমলায়ৈ, রৌ অমোঘায়ৈ, রৈ বিদ্যাত্যায়ৈ^১, রঃ সর্বতোমুখ্যে ইতি পীঠশক্তিীন^২স্ত তত্পরি ও ব্রহ্ম-বিষ্ণু-শিবাত্মকায় সৌরায়-যোগপীঠায় নমঃ ইতি পীঠমন্ত্ৰং শ্রুসেৎ । ৪

ততঃ ঋগ্য়াদিত্যাসঃ । দেবভাগ ঋষির্গায়ত্রীচ্ছন্দঃ আদিত্যো দেবতা । ততঃ করাক্ষন্যাসৌ । সত্যায় তেজোজ্বালামণে হং ফট্ স্বাহা অঙ্গুষ্ঠাভ্যাং নমঃ । ব্রহ্মণে তেজোজ্বালামণে হং ফট্ স্বাহা তর্জনীভ্যাং স্বাহা । বিষ্ণবে মধ্যমাভ্যাং বষট্ । রুদ্রায় অনাকিমাভ্যাং হং । অগ্নয়ে কনিষ্ঠাভ্যাং বৌষট্ । সর্বায করতল-পৃষ্ঠাভ্যাং ফট্ । এবং হৃদয়াদিষু । ৫

শ্রাস করিবেন । পরে সং সত্ত্বায় নমঃ ইত্যাদি সত্ত্বাদি হইতে জ্ঞানাত্মা পর্যন্ত শ্রাস করিবেন । তাহার পর কেশর সমূহে ও মধ্যে রাং দীপ্তায়ৈ নমঃ, এইরূপ রীং সূক্ষ্মায়ৈ নমঃ ইত্যাদি প্রকারে মূলোক্ত নবপীঠ শক্তির শ্রাস করিয়া তাহার উপরি ভাগে ও ব্রহ্ম-বিষ্ণু-শিবাত্মকায় সৌরায় যোগপীঠায় নমঃ এই মন্ত্ৰে পীঠমন্ত্ৰের শ্রাস করিবেন । ৪

তাহার পর অস্ত্র ত্রীসূর্য্যমন্ত্ৰস্ত দেবভাগ ঋষির্গায়ত্রী ছন্দঃ আদিত্যো দেবতা রং বীজং উং শক্তিঃ মমাভীষ্ট-সিদ্ধার্থং সূর্য্যপূজনে বিনিয়োগঃ । মন্ত্ৰকে—ও দেবভাগায় ঋষয়ে নমঃ । মুখে—ও গায়ত্রীচ্ছন্দসে নমঃ । হৃদি—ও আদিত্যায় দেবতায়ৈ নমঃ । শুভ্রে—ও রং বীজায় নমঃ । পাদদ্বয়ে—ও উং শক্তয়ে নমঃ ।

তাহার পর করাক্ষন্যাস করিবেন । ও সত্যায় তেজোজ্বালামণে হং ফট্ স্বাহা অঙ্গুষ্ঠাভ্যাং নমঃ । ও ব্রহ্মণে তেজোজ্বালামণে হং ফট্ স্বাহা তর্জনীভ্যাং স্বাহা । ও বিষ্ণবে তেজোজ্বালামণে হং ফট্ স্বাহা মধ্যমাভ্যাং বষট্ । ও রুদ্রায় তেজোজ্বালামণে হং ফট্ স্বাহা অনাকিমাভ্যাং হং । ও অগ্নয়ে তেজোজ্বালামণে হং ফট্ স্বাহা কনিষ্ঠাভ্যাং বৌষট্ । ও সর্বায তেজোজ্বালামণে হং ফট্ স্বাহা করতল-করপৃষ্ঠাভ্যাং অস্ত্রায় ফট্ । এই রূপে করাক্ষাস করিয়া হৃদয় প্রভৃতিতে এইরূপে অঙ্গন্যাস করিবেন । ৫

বিবৃতি । এই অঙ্গন্যাসের পর অষ্টোঙ্গন্যাসও কর্তব্য, ইহা শারদাতিলকের টীকায় রাখব ভট্ট বলিয়াছেন । অষ্টোঙ্গন্যাস যথা হৃদয়ে—ও ও নমঃ । মন্ত্ৰকে—ও মূ নমঃ । লিখার—ও লি নমঃ । বাহুদ্বয়ে—ও সূ নমঃ । নেত্রদ্বয়ে—ও র্য নমঃ । করতলদ্বয়ে—ও আ নমঃ । উদরে—ও দি নমঃ । পৃষ্ঠে—ও ত্য নমঃ । ৫

ততো মূর্ত্তিস্থাস: । শিরসি—ওঁ আদিত্যায় নম: । মুখে—ওঁ রবরে ।
হৃদি—ওঁ ভানবে । গুহে—ইঁ ভাস্করায় । চরণয়ো:—অঁ সূর্য্যায় ।

ততো মন্ত্রস্থাস: । শিরসি—ওঁ নম: । মুখে—স্ব নম: । কণ্ঠে—ণি নম: ।
হৃদি—সু নম: । কুক্কৌ—র্য্য নম: । নাভৌ—আ নম: । লিঙ্গে—দি নম: ।
পাদয়ো:—ত্য নম: । ততো ধ্যানং (৬)—

রক্তাক্ষ-বুগ্ধাভয়-দান-হস্তং কেয়ুর-হারাক্ষদ-কুণ্ডলাঢ্যম্ ।

মাণিক্য-মৌলিং দিননাথমৌড়ে বন্ধু-ক-কাস্তিঃ বিলসৎ-ত্রিনেত্রম্ ॥ ৭

এবং ধ্যানা মানসৈরভার্চ্যার্য্যং সংস্থাপ্য গুরুপংক্তিং সংপূজ্য পীঠপূজাং
কুর্য্যৎ । তত: ওঁ ঋং ঋকোঙ্কার্য্য নম: ইতি মন্ত্ৰেণ মূর্ত্তিঃ কল্পয়েৎ । যথা—

তারাদি ঋং ঋকোঙ্কার্য্য মনুনা মূর্ত্তিকল্পনা ।

তত: পুনর্ধ্যান্য আবাহনাদি-পঞ্চ-পুষ্পাঞ্জলি-দান-পর্য্যন্তং বিধায়াবরণান্ত-

তাহার পর মূর্ত্তি স্থাস করিবেন । মন্ত্ৰকে—ওঁ ওঁ আদিত্যায় নম: । মুখে—ওঁ
এং রবরে নম: । হৃদয়ে—ওঁ উং ভানবে নম: । গুহে—ওঁ ইং ভাস্করায় নম: ।
পাদদ্বয়ে—ওঁ অং সূর্য্যায় নম: । তাহার পর মন্ত্ৰবর্ণের স্থাস করিবেন । যেমন
মন্ত্ৰকে—ওঁ ওঁ নম: । মুখে—ওঁ স্ব নম: । কণ্ঠে—ওঁ ণি নম: । হৃদয়ে—ওঁ সু নম: ।
কুক্কিতে—ওঁ র্য্য নম: । নাভিতে—ওঁ আ নম: । লিঙ্গে—ওঁ দি নম: । পাদদ্বয়ে—
ওঁ ত্য নম: । তাহার পর ধ্যান করিবেন (৬)—

সেই ধ্যানের অর্থ—রক্ত পদ্মদ্বয়-হস্ত (বাম ও দক্ষিণের উর্ধ্বহস্তে রক্তপদ্ম)
অভয় ও দান (বর) হস্ত (বামের অধোহস্তে অভয়, দক্ষিণের অধোহস্তে বরমুদ্রা-
ধারী) কেয়ুর, হার, অঙ্গদ ও কুণ্ডলে ভূষিত, মাণিক্য-মৌলি (মাণিক্যমণ্ডিত
কিরীটধারী) বন্ধুক পুষ্পের স্থায় কাস্তি বিশিষ্ট উজ্জ্বল ত্রিনেত্র বিশিষ্ট দীননাথকে
আমি স্তুতি করি । ৭

এই রূপ ধ্যান করিয়া অক্ষ ও বিলম্বমুদ্রা দেখাইয়া, মানস উপচারে পূজা করিয়া
শব্দ ভিন্ন তাম্রাদি পাতে বিশেষার্থ স্থাপন করিয়া, গুরুপঙক্তিগণের পূজা করিয়া
পীঠস্থাসের স্থায় পীঠপূজা করিবেন । তাহার পর ওঁ ঋং ঋকোঙ্কার্য্য নম: এই মন্ত্ৰের
দ্বারা মূর্ত্তি কল্পনা করিবেন । যেমন শারদাতিলকে বলিয়াছেন—“তারাদি ঋং-
কোঙ্কার্য্য মন্ত্ৰের দ্বারা মূর্ত্তি কল্পনা হইবে” । তাহার পর পুনরায় ধ্যান করিয়া
আবাহন হইতে পঞ্চপুষ্পাঞ্জলি দান পর্য্যন্ত কার্য্য সমূহ যথাক্রমে করিয়া, কর্ণিকার

চত্রেৎ । কেশরেষু অগ্নাদিকোণেষু মধ্যে দিক্ চ অঙ্গশাস-মন্ত্রৈরভ্যর্চ্য দিক্-পত্রেষু পূর্বাদিতঃ ৩° আদিত্যায় নমঃ এবং এ° রবয়ে নমঃ, উ° ভানবে, ই° ভাস্করায় । বিদিক্-পত্রেষু উ° উষাট্যৈ, প° প্রজাট্যৈ, প° প্রভাট্যৈ, স° সন্ধ্যাট্যৈ । পত্রাণ্যেযু ত্র্যক্ষ্যাঙ্ক্যঃ সংপূজ্য পুরতো অরুণং সংপূজ্য তদ্বাহে পূর্বাদিতঃ চন্দ্রায়, মঙ্গলায়, বুধায়-বৃহস্পত্যে, শুক্রায় শনৈশ্চরায় রাহবে কেতবে । ততঃ ইন্দ্রাদীন্ বজ্রাদীংশ্চ সংপূজ্য ধূপাদি-বিসর্জনার্থং কর্ম সমাপয়েৎ । ৮

অস্ত্য পুরশ্চরণমষ্টলক্ষজপঃ । কীরাত্তাভিঃ কীরবৃক্ষ-সমিষ্টিরষ্ট-সহস্র-হোমো বাচনিকঃ । ৯

আবরণপণের পূজা করিবেন । কেশর সমূহে অর্থাৎ কর্ণিকার অগ্নাদি কোণ, মধ্যে ৩ দিক্ সমূহে অর্থাৎ সম্মুখে অঙ্গশাস মন্ত্র সমূহের দ্বারা অঙ্গদেবতার অর্চনা করিয়া, দিক্ পত্র সমূহে পূর্বাদি ক্রমে মূলোক্ত ৩° আদিত্যায় নমঃ, এ° রবয়ে নমঃ, উ° ভানবে নমঃ, ই° ভাস্করায় নমঃ, অং সূর্যায় নমঃ মন্ত্রে পঞ্চ সূর্য্যমূর্ত্তির পূজা করিয়া, বিদিক্ (কোণ) পত্র সমূহে ৩° উ° উষাট্যৈ নমঃ, এইরূপ পং প্রজাট্যৈ, পং প্রভাট্যৈ, সং সন্ধ্যাট্যৈ নমঃ মন্ত্রে উষাদি সূর্য্যশক্তির পূজা করিয়া, পত্রের অগ্রসমূহে ত্র্যক্ষী প্রভৃতি মাতৃগণের পূজা করিয়া, সম্মুখে অরুণের পূজা করিয়া পত্রের বাহিরে পূর্বাদি দিক্ ক্রমে ৩° চন্দ্রায় নমঃ ইত্যাদি মন্ত্রে চন্দ্র, বুধ, বৃহস্পতি, শুক্র, আগ্নেয়াদি কোণে মঙ্গল, শনৈশ্চর, রাহু ও কেতুর পূজা করিবেন । তাহার পর দলৈব বহির্ভাগে ইন্দ্রাদি লোকপাল ও তাহার বহির্ভাগে বজ্রাদি অস্ত্র সমূহের পূজা করিয়া ধূপদান হইতে বিসর্জন পর্য্যন্ত কর্মগুলি শেষ করিবেন । ৮

বিবৃতি । ষড়ঙ্গ দেবতার পূজার পরে কেশর সমূহে পূর্বোক্ত অষ্টাঙ্গের পূজা ও দলৈব বহির্ভাগে স্ববীজ পূর্বক চন্দ্রাদি গ্রহের পূজা কর্তব্য । তদ্বাধ্যে পূর্বদিকে চন্দ্র, বুধ, শুক্র ও শুক্র এবং আগ্নেয়াদি কোণে মঙ্গল, শনি, রাহু ও কেতুর পূজা হইবে । দলৈব বহির্ভাগে ৩° সূর্য্য-পারিষদ্যো নমঃ এই মন্ত্রে সূর্য্যপরিষদগণেরও পূজা কর্তব্য । ৮

এই মন্ত্রের পুরশ্চরণ আট লক্ষ মন্ত্রজপ । কীরাত্ত কীরবৃক্ষের সমিষ্টিসমূহের দ্বারা আট হাজার হোম হইবে । যদিও অপের দশাংশ হোম হইয়া থাকে, তথাপি বসুলক্ষ জপেন্ মন্ত্রং সমিষ্টিঃ কীরশাখিনাম্ । তৎসহস্রং প্রজুহুয়াং কীরাত্তাভি-জিভেম্মিরঃ । এই বচন বলে ৮০০০০ আশি হাজার হোম না হইয়া আট হাজার হোম হইবে । ৯

হ্রাং হ্রীং সঃ । অয়ং ত্র্যক্ষরঃ । অশ্রু প্রথমবীজং দ্বিতীয়-স্বরাস্তম্ ।
দ্বিতীয়ং চতুর্থ-স্বরাস্তম্ । সর্বং পূর্ববৎ । মন্ত্রায়াসস্ত আধারাди-পাদপর্য্যাস্তং
হ্রাং নমঃ । কণ্ঠাদাধার-পর্য্যাস্তং হ্রীং নমঃ । মূৰ্দ্ধাদিকণ্ঠ-পর্য্যাস্তং—সঃ নমঃ ।
করাঙ্গন্যাসৌ ষড়্-দীর্ঘভাজা মায়াবীজেন । ততো^১ ধ্যানম্ (১০)—

রক্তাশ্রুজাসনমশেষ-গুণৈক-সিদ্ধুং ভাসু-সমস্ত-জগতামধিপং ভজামি ।

পদ্মদ্বয়াভয়-বরান্ দধতং করাজৈর্মাণিক্য-মৌলিমকুণাকরুচিং ত্রিনেত্রম্ ॥ ১১

সর্বমন্ত্ৰং পূর্ববৎ । অঙ্গপূজা তু অঙ্গন্যাসবৎ । অশ্রু^২ পুরশ্চরণং দ্বাদশলক্ষ-
জপঃ^৩ । আজ্যেন মধুরাসিক্ত-তিলৈর্বা দশাংশ-হোম । ১২

সূর্য্যের মন্ত্রান্তর কথিত হইতেছে । হ্রাং হ্রীং সঃ এইটি সূর্য্যের ত্র্যক্ষর মন্ত্র । ইহার
প্রথম বীজ দ্বিতীয় স্বরাস্ত, দ্বিতীয় বীজ চতুর্থ স্বরাস্ত হইবে । অশ্রু^১ সমস্ত পূর্ববৎ ।
মন্ত্রায়াস কিন্তু মূলাধার হইতে পাদের অগ্র পর্য্যাস্ত স্থানে হ্রাং নমঃ । কণ্ঠ হইতে মূলাধার
পর্য্যাস্ত স্থানে হ্রীং নমঃ । মন্তক হইতে কণ্ঠ পর্য্যাস্ত স্থানে সঃ নমঃ । ষড়্-দীর্ঘযুক্ত
মায়াবীজের (হ্রীং) দ্বারা করাঙ্গন্যাস হইবে । ১০

বিবৃতি । এই মন্ত্রের অক্ষা অথবা ডুগুম্বি, গায়ত্রী ছন্দঃ, তীক্ষ্ণদীর্ঘিতি সূর্য্য
দেবতা, আদ্য হ্রাং বীজটি বীজ, দ্বিতীয় হ্রীং বীজটি শক্তি । তন্ত্রসারেও এখানে সাধারণ-
ভাবে করাঙ্গন্যাস উক্ত হইয়াছে । কিন্তু এখানে করাঙ্গ ন্যাসে যে বিশেষ আছে ।
তাহা কেহ বলেন নাই । রাঘব ভট্ট শারদাতিলকে বলিয়াছেন—দীর্ঘযুক্তেন বীজেন
নেত্রান্তাগ্রানি বিস্তসেৎ । প্রয়োগসারে উক্ত হইয়াছে—অঙ্গুষ্ঠাদি-কনিষ্ঠান্তমঙ্গুলিষু
বধাক্রমাৎ । শুদ্ধা বিনেত্রমঙ্গানি নেত্রং হস্ততলে শ্রুসেৎ । নারায়ণীয় তন্ত্রেও উক্ত
হইয়াছে—শুদ্ধাঙ্গুলিষু পঞ্চাঙ্গং লোচনং তলয়োর্যাসেৎ । ১০

তাহার পর ধ্যান করিবে । ধ্যানের অর্থ—রক্ত পদ্মাসন (রক্ত পদ্মে উপবিষ্ট)
অশেষ গুণের একমাত্র সাগর (অশেষগুণের একমাত্র আধার) সমস্ত জগতের
অধিপতি করপদ্ম সমূহের দ্বারা পূর্ববৎ দুইটি পদ্ম, বর ও অভয়মুদ্রা ধারণকারী
মাণিক্যমৌলি (মাণিক্য মণ্ডিত কিরীটধারী) অরুণাকরুচি (যাহার অঙ্গ রক্তবর্ণ)-
ত্রিনেত্র ভানুকে ভজনা করি । ১১

ধ্যানের পর অঙ্গ সমস্তই পূর্ববৎ । অঙ্গপূজাও অঙ্গন্যাসের স্থান হইবে । এই
মন্ত্রের পুরশ্চরণে এই মন্ত্রের দ্বাদশ লক্ষ জপ । আজ্যের দ্বারা অথবা মধুরাশ্বত তিলের
দ্বারা দশাংশ হোম করিতে হইবে । ১২

অথ মার্ত্তণ্ডৈরবঃ । হকার-রেক-যকার-চতুর্দশ-বর-বামকর্ণ-বিন্দুভি-
রেকাকরঃ । যথা—আকাশমগ্নি-পবন-সত্যাস্তাৰ্ঘ্যশ-বিন্দুমদিত্তি । সত্যাস্ত
ঔকারঃ, অৰ্ঘ্যশঃ দীর্ঘোকারঃ^১ ইত্যেকাকরঃ । স চ বিশ্ববীজেন পুটিতং কৃত্বা
জাপ্যঃ । বিশ্ববীজন্ত—টাস্তং দহন-নেত্রেন্দু-সহিতং তদুদীরিতম^২ । নেত্রকা-
বিশেষাদত্র দক্ষিণম্ । তেন ঠিঃ । তথা চ ঠিঃ হ্, র্, য্, ঔ উ^৩ (হ্রোঃ)
ঠিঃ^৩ ইতি ত্র্যাকরঃ । ১৩

অনন্তর মার্ত্তণ্ড ঐরবের মন্ত্র কথিত হইতেছে । হকার, রেক, যকার, চতুর্দশবর
(ঔ), বামকর্ণ (উ) ও বিন্দু দ্বারা মার্ত্তণ্ড ঐরবের একাকর বীজ হয় । যেমন
শারদাভিলকে বলিয়াছেন—আকাশ (হ), অগ্নি (র) পবন (য) সত্যাস্ত (ঔ),
অৰ্ঘ্যশ (উ) ও বিন্দুযুক্ত হইলে হ্রোঃ হয় ।

সত্যাস্ত—ঔকার । অৰ্ঘ্যশ—দীর্ঘ উকার । ইহাতে একাকর বীজ হয় । সেই
একাকর বীজকে বিশ্ববীজের দ্বারা পুটিত করিয়া জপ করিতে হয় । বিশ্ববীজ হইতেছে
টাস্ত (ঠ) দহন (র) নেত্র (ই) ও ইন্দু (ং) যুক্ত হইলে সেই বিশ্ববীজ হয় । এখানে
কোন বিশেষ না থাকায় নেত্র শব্দে দক্ষিণনেত্র বুঝিবেন । তাহাতে ঠিঃ হয় ।
তাহা হইলে ঠিঃ হ্রোঃ ঠিঃ এই ত্র্যাকর মন্ত্র হয় । ১৩

বিবৃতি । স্বরস্বয় যুক্ত মন্ত্রের উচ্চারণ বিজ্ঞ সদগুরুর উপদেশ অনুসারে কর্তব্য ।
এই মন্ত্রের ব্রহ্মা ঋষি, নিবৃংছন্দঃ, মার্ত্তণ্ডৈরব দেবতা, হং বীজ ও বিন্দু শক্তি । ইহা
বামবভট্ট বলিয়াছেন । তত্ত্বসারকার পূর্ববৎ ঋগ্‌সাদিষ্টাস বলিয়াছেন । পূর্ববৎ
প্রাভঃকৃত্য হইতে পৌষ্ঠস্টাস ও ঋগ্‌সাদিষ্টাস করিয়া মৃতিষ্টাস করিবেন । যেমন
মধ্যমাত্রায় ও ঠঃ সূর্য্যায় নমঃ । তর্জনীদ্বয়ে—ঠিঃ-ভাস্করায় নমঃ । অঙ্গুষ্ঠদ্বয়ে—
ঠুঃ ভানবে নমঃ । অনামিকাদ্বয়ে—ওঁ ঠেঃ রবয়ে নমঃ । কনিষ্ঠাদ্বয়ে—ওঁ ঠেঃ
দিবাকরায় নমঃ । এইরূপ মন্তকে—ওঁ ঠঃ সূর্য্যায় নমঃ । মূখে—ওঁ ঠিঃ ভাস্করায়
নমঃ । হৃদয়ে—ঠুঃ ভানবে নমঃ । গুহে—ওঁ ঠেঃ রবয়ে নমঃ । পাদদেশে—ওঁ
ঠেঃ দিবাকরায় নমঃ । তাহার পর করাজ স্তাস করিবেন । যেমন—ওঁ ঠাঃ অঙ্গুষ্ঠাভ্যাং
নমঃ । ওঁ ঠিঃ তর্জনীভ্যাং স্বাহা । ওঁ ঠুঃ মধ্যমাভ্যাং বষট্ । ওঁ ঠেঃ অনামিকাভ্যাং
হং । ওঁ ঠেঃ কনিষ্ঠাভ্যাং অস্ত্রায় কট্ । করভলে—ওঁ ঠঃ নেত্রজরায় বৌষট্ ।
এইরূপ ওঁ ঠাঃ হৃদয়ায় । ওঁ ঠিঃ শিরসে স্বাহা । ওঁ ঠুঃ শিখায়ে বষট্ । ওঁ
ঠেঃ কবচার হং । ওঁ ঠেঃ অস্ত্রায় কট্ । ওঁ ঠঃ নেত্রজরায় বৌষট্ । তাহার পর
বিশ্ববীজের দ্বারা ব্যাপক স্তাস করিয়া ধ্যান করিবেন । ১৩

১। ঐ—অৰ্ঘ্যশ উকারতৎপাচ হ্যা উ উ ইত্যেকাকরঃ । ২। ঐ—পরিকল্পিতম্ । ৩। ঐ—
তৎপাচ ঠিঃ হ্রোঃ ঠিঃ ইতি ত্র্যাকরঃ ।

অস্তু ধ্যানম্—হেমাঙ্জোজ-প্রবাল-প্রতিম-নিজরুচিং চারু-খটোঙ্গ-পদ্মৌ

চক্রং শক্তিং সপাশং শৃণিমতিরুচিরামক্ষমালাং কপালম্ ।

হস্তাঙ্জোজৈর্দধানং ত্রিনয়ন-বিলসদ্-বেদবক্ত্রাভিরামং

মার্ত্তণ্ডং বল্লভাঙ্কিং মণিময়-মুকুটং হার-দীপ্তং ভজামঃ ॥ ১৪

অস্তু পুরশ্চরণং লক্ষত্রয়-জপঃ^১ । ত্রিমধুরাক্ত-কমলৈর্দশাংশ-হোমঃ । ১৫

টিপ্পনী । তন্ত্রসারকার করাক্ষণ্যাস বিষয়ক শারদাতিলকের বচন তুলিয়াও পাঁচটি স্তাস কেন দেখাইয়াছেন, তাহার কোন যুক্তি বা প্রমাণ দেখান নাই । রাঘব ভট্ট উক্ত শারদাতিলক বচনের ব্যাখ্যা করিতে বলিয়াছেন—হৃদয়-শিরঃ-শিখা-কবচানি বিনস্তান্ত্রমপি বিস্তৃত্য পশ্চাত্তেজং বিস্তৃসনৌয়ম্ । ১৩

ধ্যানের অর্থ—হেম, পদ্ম ও প্রবালের প্রতিম নিজ দেহবর্ণ (রক্তবর্ণ) আটটি হস্ত-পদ্মের দক্ষিণ ও বামের উর্ধ্ব হস্তদ্বয়ে সুন্দর খটোঙ্গ (টাঙ্গী) ও পদ্ম, দক্ষিণ ও বামের অধো অধোভাগে দুই দুই হস্তে চক্র ও শক্তি, পাশের সহিত সৃণি অর্থাৎ পাশ ও অক্ষুশ, অতিমনোহর অক্ষমালা ও কপালধারী, বেদবক্ত্র (চতুরানন) প্রতিমুখে ত্রিনয়ন দয়িতাঙ্ক (জায়াক্ষ যাহার দেহের বামার্দ্ধ নিজ জায়ার স্বরূপ), মণিময় মুকুটধারী, হারে দীপ্ত মনোহর মার্ত্তণ্ডকে ভজনা করি । ১৪

বিবৃতি । এইরূপ ধ্যান করিয়া মানস উপচারে পূজা করিয়া বিশেষার্থ্য স্থাপন করিবেন । তারার পর পূর্বোক্ত ক্রমে পীঠমন্ত্র পর্যন্ত পূজা করিয়া দীপ্তাদি সংযুক্ত সৌর পীঠে পূর্বাদি দিগ্গত করিকায়—ওঁ উং উষায়ৈ নমঃ, ওঁ প্রং প্রজ্ঞায়ৈ নমঃ, ওঁ প্রং প্রভায়ৈ নমঃ, ওঁ সং সন্ধ্যায়ৈ নমঃ মন্ত্রে উষাদির পূজা করিয়া, বিশ্ববীজ পুটিত নমোহস্ত মূলমন্ত্রের দ্বারা মূর্ত্তি কল্পনা করিবেন । পুনরায় ধ্যান করিয়া সেই মূর্ত্তিতে দেবতার আবাহন হইতে পঞ্চ পুষ্পাঞ্জলি দান পর্যন্ত সমস্ত করিয়া আবরণ দেবতার পূজা করিবেন । প্রথমে পূর্বাদি চারিদিকে সূর্য্য, ভাস্কর, ভানু ও রবিকে ও কোণ-সমূহে দিবাকরকে পূজা করিয়া, পূর্বাদি-দিগ্গত কেশরে, অগ্নি, নৈঋত, বায়ু ও ঈশানে ওঁ ঠ্রাং হৃদয়ায় নমঃ ইত্যাদিমন্ত্রে পাঁচটি অঙ্গদেবতার পূজা শেষে ঈশানে ওঁ ঠৌং নেত্রজয়ায় বৌষট্ মন্ত্রে নেত্রের পূজা করিবেন । তাহার পর বাহ্যে পূর্বের স্তায় চন্দ্রাদি আটটি গ্রহের পূজা করিয়া দলের বহির্ভাগে বজ্রাদি অস্ত্রের সহিত লোকপাল-গণের পূজা করিয়া অর্ঘ্য দিবেন । তাহার পর ধূপদান হইতে বিসর্জন পর্যন্ত যাবতীয় কর্মগুলি শেষ করিবেন । ১৪

ইহার পুরশ্চরণ তিন লক্ষ বিশ্ববীজ পুটিত মন্ত্র তপ । তাহার পর বিকশিত ত্রিমধুরাপ্ত পদ্মের দ্বারা দশাংশ হোম হইবে । ১৫

অথ অজপামন্ত্রঃ । স চ হংস ইতি দ্ব্যক্ষরঃ । যথা নিবন্ধে^১ (১৬)—

বিয়দর্কেন্দু-ললিতং^২ তদাদিঃ সর্গ-সংযুতঃ ।

অজপাথ্যো মনুঃ প্রোক্তো দ্ব্যক্ষরঃ সুরপাদপঃ । ১৭

ইতি । অজপা ইতি রূঢ়-সংজ্ঞা, ন তু তস্য জপাভাবঃ । ভানু-লক্ষণে
জপেন্ মন্ত্রমিত্যস্য পুরশ্চরণ-নিয়মাৎ । অস্ত্য ধ্যানম্ (১৮)—

উত্তমভানু-ক্ষুরিত-তড়িৎদাকারমর্দ্ধাধিকেশঃ

পাশাভীতী বরদ-পরশুং সন্দধানং করাজৈঃ ।

দিব্যাকল্লৈর্নব-মণিময়ৈঃ শোভিতং বিশ্বমূলং

সৌম্যাগ্নেয়ং বপূরবতু নশ্চন্দ্রচূড়ং ত্রিনেত্রম্ ॥ ১৯

অনন্তর অজপামন্ত্র কথিত হইতেছে । সেই অজপা মন্ত্রটি হংসঃ এইরূপ দ্ব্যক্ষর স্বরূপ । যেমন নিবন্ধে (শারদাতিলকে) বলিয়াছেন (১৬)—

বিয়ৎ (হ) অর্কেন্দু দ্বারা ললিত (যুক্ত) হইবে । তদাদি অর্থাৎ হকারাদি (সকারটি) সর্গ (বিসর্গ) দ্বারা যুক্ত হইবে । তাহা হইলে হয় হংসঃ । এই অজপানামক দ্ব্যক্ষর মন্ত্র সুরপাদপ বলিয়া কথিত হইয়াছে । ১৭

অজপা এইটি রূঢ়সংজ্ঞা । তাহার যে জপ নাই, তাহা নহে । যেহেতু “ভানুলক্ষণে জপেন্ মন্ত্রং” অর্থাৎ দ্বাদশ লক্ষ এই মন্ত্র জপ করিবে—এই বচন দ্বারা এই মন্ত্রের পুরশ্চরণের নিয়ম হইয়াছে (১৮)—

বিবৃতি । এই মন্ত্রের ব্রহ্মা ঋষি, দেবী গায়ত্রী হ্রদঃ, গিরিজাপতি দেবতা, হং বীজ ও সঃ শক্তি । বিন্দু ও ছয়টি দীর্ঘস্বর যুক্ত হংস বর্ণের দ্বারা করাজ্ঞাস হইবে ।

এই মন্ত্রের পূজা প্রয়োগ এইরূপ—প্রাতঃকৃত্য হইতে পূর্বোক্ত পীঠমন্ত্রের ত্রাস পর্য্যন্ত সমস্ত কার্য্য করিয়া ঋষ্যাদি ত্রাস করিবেন । যথা—অস্ত অজপামন্ত্রস্ত ব্রহ্মাঋষির্গায়ত্রী হ্রদো গিরিজাপতির্দেবতা হং বীজং সঃ শক্তির্মমাতীর্ক-সিদ্ধার্থে বিনিয়োগঃ । মন্ত্রকে—ও^১ ব্রহ্মণে ঋষয়ে নমঃ । যুখে—গায়ত্রী হ্রদসে নমঃ । হ্রদয়ে—ও^২ গিরিজাপতয়ে দেবতায়ৈ নমঃ । শুদ্ধে—ও হং বীজায় নমঃ । পাদদ্বয়ে—ও সঃ শক্তয়ে নমঃ । তাহার পর ষড়্-দীর্ঘযুক্ত হংস বর্ণের দ্বারা ও হংসঃ অঙ্গুষ্ঠাভ্যাং নমঃ, ও হংসঃ হ্রদয়াং নমঃ ইত্যাদি মন্ত্রে করাজ্ঞাস করিয়া মূলমন্ত্রে ব্যাপক ত্রাস করিয়া ধ্যান করিবেন । ১৮

সেই ধ্যানের অর্থ—উদীয়মান সূর্য্য ও ক্ষুরিত তড়িতের ত্রায় উজ্জল বৃত্ত বর্ণ দেহধারী অর্দ্ধাধিকেশ (যাঁহার অর্দ্ধেক অধিকা ও অর্দ্ধেক ইশ—শিব) করপদ্ম সমূহের বামের উর্ধ্ব হস্তে পাশ, অধোহস্তে অভয়, দক্ষিণের অধোহস্তে বর ও উর্ধ্ব হস্তে

অশ্ব পুরশ্চরণং দ্বাদশলক্ষজপঃ । যুতযুক্ত-পায়সেন দশাংশ-হোমঃ ॥ ১০

অথ চন্দ্রমন্ত্রঃ । অঁ সোমায় নমঃ, ইঁ সোমায় নমঃ ষড়্‌ক্ষরঃ । অথ ইন্দ্রঃ । ইঁ ইন্দ্রায় নমঃ । অশ্ব ব্রহ্মা ঋষিঃ^১ পংক্তিছন্দঃ, ইন্দ্রো দেবতা, ইঁ বীজং আয় শক্তিঃ । ততো বীজেন করাজ্ঞ্যাসৌ । যথা—ইঁ অঙ্গুষ্ঠাভ্যাং নমঃ, ইঁ তর্জনীভ্যাং স্বাহা ইত্যাদিনা । এবং হৃদয়াদিষু । ২১

পরন্তুধারী নুতন মণিময় দিব্যভূষণে ভূষিত বিশ্বের মূল চন্দ্রচূড় ত্রিনেত্র গিরিজাপতির সোমাগ্নিময় বধুঃ ভোমাদিগকে রক্ষা করুন । ১১

বিবৃতি । এইরূপ ধ্যান করিয়া মানস উপচারে পূজা করিয়া বিশেষার্থ্য স্থাপন করিয়া পূর্বোক্ত দীপ্তাদি পূজিত পীঠে পূর্ববৎ পীঠপূজা করিয়া, পুনরায় ধ্যান করিয়া মূলমন্ত্রে কল্পিত মূর্তিতে আবাহনাদি পঞ্চ পুষ্পাজল দান পর্য্যন্ত সমস্ত কার্য্য করিয়া আবরণ দেবতার পূজা করিবেন । যেমন অগ্নি, নৈঋত, বায়ু ও ঈশান কোণে, মধ্য ও দিক্ (সম্মুখ) দলে ওঁ হসাং হৃদয়ায় নমঃ ইত্যাদি মন্ত্রে ষড়্‌অঙ্গদেবতার পূজা করিয়া, পূর্বদিগদলে—ওঁ ঋতায় নমঃ । দক্ষিণ দলে—ওঁ বসবে নমঃ । পশ্চিমদলে—ওঁ নরায় নমঃ । উত্তর দলে—ওঁ বরায় নমঃ । আগ্নেয় দলে—ওঁ ঋতজ্যৈ নমঃ । নৈঋত দলে—ওঁ গোজ্যৈ নমঃ । বায়ুদলে—ওঁ অজ্যৈ নমঃ । ঈশান দলে—ওঁ অদ্রিজ্যৈ নমঃ মন্ত্রে পূজা করিয়া, দলের বাহিরে ইন্দ্রাদি লোকপাল ও ব্রহ্মাদি অস্ত্রের পূজা করিয়া, পূর্বোক্ত প্রকারে অর্ঘ্যদান করিয়া ধূপদান হইতে বিসর্জন পর্য্যন্ত সমস্ত কর্ম সমাপ্ত করিবেন । ১২

এই মন্ত্রের পুরশ্চরণ ১২ বার লক্ষ মন্ত্র জপ এবং যুতযুক্ত পায়সের দ্বারা অপের দশাংশ হোম হইবে । ২০

অনন্তর চন্দ্রমন্ত্র কথিত হইতেছে । আঁ সোমায় নমঃ এইটি চন্দ্রের ষড়্‌ক্ষর মন্ত্র । ইঁ সোমায় নমঃ এই রূপও ষড়্‌ক্ষর মন্ত্র হয় । ২১

বিবৃতি । শারদাতিলক তন্ত্রের চতুর্দশ পটলের প্রথমে চন্দ্রের স্বোঁ সোমায় নমঃ এই মন্ত্র উদ্ধৃত হইয়াছে । এই মন্ত্রের ডুণ্ড ঋষি, পঙক্তি ছন্দঃ, সোম দেবতা, স্বোঁ বীজ, আয় শক্তি । ষট্ দীর্ঘস্বর যুক্ত ব্রবীজের দ্বারা এই মন্ত্রের করাজ্ঞ্যাস হইবে । পীঠস্থানে সূর্য্যমণ্ডল ও অগ্নিমণ্ডলের পূজা করিয়া শেষে সোমমণ্ডলের পূজাতে সত্ত্বাদির পূজা পূর্বক পূর্বাদিক্রমে অম্বতা, তারকা, জ্যোৎস্না, বিমলা, ব্যাপিনী, চিত্রা, কৃত্তিকা, কাতি ও জ্বলা এই নয় পীঠশক্তির স্তাস করিয়া, ওঁ অম্বতকলাখনে সংবিংপীঠায় নমঃ মন্ত্রে পীঠ মন্ত্রের স্তাস ও অশান্ত স্তাস করিয়া চন্দ্রের ধ্যান পূর্বক পূজা করিবে । চন্দ্রের ধ্যান—

অশু ধ্যানঃ— পীতবর্ণং সহস্রাকং বজ্র-পদ্মকরং বিভূম্ ।

সর্বালঙ্কার-সংযুক্তং নৌমীন্দ্রং দিক্-পতীশ্বরম্ ॥ ২২

এবং ধ্যানাবাহু সংপূজ্য ষড়ঙ্গৈরভ্যর্চ্য পূর্বাদিপত্রেষু কং কান্তিকেশ্বায় নমঃ,

কপূরং স্ফটিকাবদাত্মনিশং পূর্ণেন্দু-বিশ্রাননং

মুক্তাদাম-বিভূষিতেন বগুম্বা নিমূলস্বত্তং তমঃ ।

হস্তাভ্যাং কুমুদং বরক দধতং নীলালকোস্তাসিতং

বস্মাক্ষ-মৃগাকোদিতাশ্রয়গুণং সোমং সুধাকিং ভজে ॥

ইহার অর্থ—সর্বদা কপূর ও স্ফটিকের মত শুভ বর্ণ, পূর্ণচন্দ্রবিশ্বের স্তার সূন্দর বদন, মুক্তামালার বিভূষিত দেহের দ্বারা অঙ্ককার নিমূলকারী দক্ষিণ হস্তে কুমুদ ও বামহস্তে বরমুদ্রাধারী, নীল অলকের দ্বারা উদ্ভাসিত, নিজের অক্ষস্থ মৃগচিহ্ন (কলক) হইতে উৎপন্ন আশ্রয় (সেবনীয়) গুণ নীলিমা গুণবান্ অমৃতরূপ সুধাসাগর সোমকে আমি ভজনা করি ।

এইরূপ ধ্যানান্তে পূর্ববৎ সমস্ত—আবাহনাদি পক্ষ পুষ্পাজ্জলি দান পর্যন্ত সমস্ত কার্য্য করিয়া কেশর সমূহে অঙ্গদেবতাগণের, পত্রমধ্যে রোহিণী, কৃত্তিকা, রেবতী, ভরণী, স্বাত্তি, আর্দ্রা, জ্যোতিঃ ও কলার পূজা করিয়া, দলের অগ্রভাগে পূর্ব, দক্ষিণ, পশ্চিম ও উত্তরে যথাক্রমে রবি, বুধ, গুরু ও শুক্রকে, আগ্নেয়াদি চারি কোণে মঙ্গল, শনি, ব্রাহ্ম ও কেতুকে পূজা করিয়া, দলের বাহিরে পূর্ববৎ বজ্রাদি অস্ত্রের সহিত লোকপাল-গণের পূজা করিয়া পূর্ববৎ বিসর্জন পর্য্যন্ত সমস্ত কর্ম শেষ করিবেন । এই মন্ত্রের পুরশ্চরণে ছয় লক্ষ মন্ত্র জপ ও সমুত্ত পায়সের দ্বারা ছয় হাজার হোম কর্তব্য ।

গ্রন্থকার কেন চন্দ্রমন্ত্রের উদ্ধারে কোন প্রমাণ দেন নাই এবং পূজাপ্রয়োগের কোন বিবরণ দেন নাই, তাহা বুঝিতে পারি নাই । আমি শারদাতিলক হইতে চন্দ্রের সংক্ষেপ পূজা পদ্ধতি সংকলন করিয়া দিলাম । ২১

অনন্তর ইন্দ্রমন্ত্র কথিত হইতেছে । মন্ত্রদেব প্রকাশিকা ইন্দ্রমন্ত্র বলিয়াছেন—ইং ইন্দ্রায় হ্রং অর্থাৎ নমঃ । এই মন্ত্রের ত্রন্ধা ঋষি পণ্ডিত হ্রদঃ, ইন্দ্র দেবতা, ইং বীজ ও আর শক্তি । ঋগ্ভাদিষ্টাসের পর বীজের দ্বারা করাজ্ঞাস হইবে । যথা—ইং অঙ্গুষ্ঠাভ্যাং নমঃ, ইং তর্জনীভ্যাং স্বাহা ইত্যাди প্রকারে করজ্ঞাস এবং এই প্রকার মন্ত্রে হ্রদয়াদি অঙ্গজ্ঞাস করিবেন । ২২

ইহার ধ্যানের অর্থ—পীতবর্ণ, সহস্রলোচন, বজ্র ও পদ্ম হস্ত সর্বালঙ্কারে ভূষিত দিক্‌পতি-পতি বিভূ ইন্দ্রকে প্রণাম করি । ২২

এইরূপ ধ্যান করিয়া আবাহন করিয়া সম্যক্রূপে পূজা করিয়া ইং হ্রদয়ার নমঃ ইত্যাदि মন্ত্রে ষড়ঙ্গের অর্চনা করিয়া পূর্বাদিপত্র সমূহে ও কং কান্তিকেশ্বায় নমঃ,

এবং ঐ অগ্নয়ে, ঐ যমায়, ঋ নৈঋতয়ে, ঐ বরুণায়, ঐ বায়বে, ঐ সোমায়, ঐ ইশানায় । ততো বজ্রাদীন্ পূজয়েৎ । অশ্ব পুরশ্চরণং লক্ষজপঃ । সাক্ষ্য-
তিলৈরমৃত-হোমঃ । ২৩

অথাস্ত্র প্রয়োগঃ । চতুষ্কোণ-মণ্ডল-পদ্মে নববস্ত্র-বেষ্টিতং জলকুণ্ডং
স্থাপয়িত্বা গন্ধোদকেন সংপূর্য্য তত্র সপরিবারমিস্ত্রমারাধ্য সহস্রং জপ্ত্বা
তজ্জলাভিষেকেন ভ্রষ্ট-রাজ্যস্য রাজ্য-প্রাপ্তিরন্তেষাং পরমা শ্রীর্ভবতি ॥ ইতি
ইন্দ্রপ্রকরণম্ ॥ ২৪

অথ বিষ্ণু-প্রকরণম্

অথ বক্ষ্যে মহামন্ত্রান্ বিষ্ণোঃ সর্বার্থ-সাধকান্ ।

যস্য সংস্মরণাৎ সন্তো ভবাক্কে: পারমাশ্রিতা: ॥ ১

অথ বিষ্ণুঃ—তারং নমঃপদং ক্রয়ান্ নরৌ দীর্ঘ-সমম্বিতৌ ।

পাবনো গায় মন্ত্রোহয়ং প্রোক্তো বস্বকরঃ পরঃ ॥ ২

এইরূপ রং অগ্নয়ে, ঋ যমায়, ঋ নৈঋতয়ে, ঋ বরুণায়, ঋ বায়বে, ঋ সোমায়,
ঋ ইশানায় নমঃ মন্ত্রে দিক্‌পতিগণের পূজা করিয়া, বজ্রাদি অস্ত্রসমূহের পূজা
করিবেন । এই মন্ত্রের পুরশ্চরণে লক্ষ মন্ত্র জপ । আজ্যাপ্ত তিল সমূহের দ্বারা
অমৃত হোম হইবে । ২৩

অনন্তর এই মন্ত্রের প্রয়োগ কথিত হইতেছে । চতুষ্কোণ মণ্ডলস্থ পদ্মে নববস্ত্র
বেষ্টিত জল কুণ্ড স্থাপন করিয়া গন্ধোদকের দ্বারা তাহা পূরণ করিয়া সেই কুণ্ডে
সপরিবার ইন্দ্রকে আরাধনা করিয়া সহস্র ইন্দ্র মন্ত্র জপ করিয়া সেই জলের
অভিষেকের দ্বারা ভ্রষ্ট-রাজ্য রাজার রাজ্য প্রাপ্তি এবং অস্ত্রাস্ত্র ব্যক্তিগণের পরমা
প্রীতি হয় । ইন্দ্র প্রকরণ সমাপ্ত হইল । ২৪

অনন্তর বিষ্ণুর প্রকরণ আরম্ভ হইতেছে । শারদাতিলক তন্ত্রে বলিয়াছেন—

অনন্তর সমস্ত অর্থের (ধর্ম, অর্থ, কাম ও মোক্ষের) সাধক বিষ্ণুর মহামন্ত্র সমূহ
বলিব । যাহার সমাক্ স্মরণ হইতে সজ্জনগণ ভব-সমুদ্রের (সংসার সাগরের) পার
আশ্রয় করিয়াছেন অর্থাৎ সংসার রূপ সাগর উত্তীর্ণ হইয়াছেন । ১

অনন্তর বিষ্ণুমন্ত্র উক্ত হইতেছে । প্রথমে তার (ঐ) পরে নমঃ পদ । তাহার
পর দীর্ঘ আকার সমন্বিত ন ও র অর্থাৎ নারী । তাহার পর পবন (স্ব) ও গায় ।
তাহাতে মন্ত্রটি হইল—ঐ নমো নারায়ণায় । আট অক্ষর বিশিষ্ট বিষ্ণুর পবিত্রকর
শ্রেষ্ঠ এই মন্ত্র কথিত হইয়াছে । ২

১। ঋ—ইতি ইন্দ্রপ্রকরণমিতি নাস্তি ।

দীর্ঘোহ্র আকারঃ । অশ্ব পূজাপ্রয়োগঃ—প্রাতঃকৃত্যাদি-স্নানান্তঃ বিধায়
পূজাস্থানং প্রবিশ্য মস্ত্রাচমনং কুর্যাৎ । যথা গৌতমীয়ে (৩)—

কেশবাত্তৈস্তিভিঃ পীত্বা দ্বাভ্যাং প্রক্ষালয়েৎ করে ।

দ্বাভ্যামোষ্ঠৌ চ সংযজ্য^১ দ্বাভ্যামুজ্যান্ মুখং ততঃ ॥ ৪

একেন হস্তং প্রক্ষাল্য পাদাবপি তথৈকতঃ ।

সংপ্রোক্ষ্যেকেন মূৰ্দ্ধানং ততঃ সঙ্কর্ষণাদিভিঃ ॥ ৫

আশ্ব-নাসাক্ষি-কর্ণাংশ্চ নাভ্যারস্কং তথা ভুজৌ ।

স্পৃশেদেবং ভবেদাচমনঞ্চ বৈষ্ণবাবয়ে ।

এবমাচমনং কৃৎস্না সাক্ষান্নারায়ণো ভবেৎ ॥ ৬

কেশবাদয়স্ত কেশব-নারায়ণ-মাধব-গোবিন্দ-বিষ্ণু-মধুসূদন-ত্রিবিক্রম-
বামন-শ্রীধর-হৃষীকেশ-পদ্মনাভ-দামোদর-সঙ্কর্ষণ-বাসুদেব-প্রহ্লাদানিরুদ্ধ-পুরু-

এস্থলে দীর্ঘ হইতেছে আকার । এই মন্ত্রের পূজা প্রয়োগ হইতেছে—প্রাতঃকৃত্য
হইতে স্নান পর্য্যন্ত সমাপ্ত করিয়া পূজা স্থানে প্রবেশ করিয়া বৈষ্ণব মস্ত্রাচমন
করিবেন । যেমন গৌতমীয় তন্ত্রে বলিয়াছেন (৩)—

ওঁ কেশবায় নমঃ, ওঁ নারায়ণায় নমঃ, ওঁ মাধবায় নমঃ, এই কেশবাদি তিন মন্ত্রে
তিন বার জলপান কা ১, ওঁ গোবিন্দায় নমঃ, ওঁ বিষ্ণবে নমঃ এই দুই মন্ত্রে দুই হস্ত
প্রক্ষালন করিবে । ওঁ বিষ্ণুভ্যো নমঃ, ওঁ ত্রিবিক্রমায় নমঃ এই দুই মন্ত্রে দুই ওষ্ঠ
মার্জন করিয়া ওঁ বামনায় নমঃ, ওঁ শ্রীধরায় নমঃ এই দুই মন্ত্রে মুখ মার্জন করিবে । ৪

ওঁ হৃষীকেশায় নমঃ এই এক মন্ত্রে হস্ত প্রক্ষালন করিয়া, ওঁ পদ্মনাভায় নমঃ এই
এক মন্ত্রে পদদ্বয় প্রক্ষালন করিবে । ওঁ দামোদরায় নমঃ এই এক মন্ত্রে মস্তক
প্রোক্ষণ করিয়া সঙ্কর্ষণ প্রভৃতি দ্বারা মুখ, নাসিকা, চক্ষুঃ, কর্ণ, নাভি, হৃদয়, মস্তক ও
বাহুদ্বয় স্পর্শ করিবে অর্থাৎ ওঁ সঙ্কর্ষণায় নমঃ মন্ত্রে মুখস্পর্শ, ওঁ বাসুদেবায় নমঃ মন্ত্রে
দক্ষিণনাসা, ওঁ প্রহ্লাদায় নমঃ মন্ত্রে বামনাসা, ওঁ অনিরুদ্ধায় নমঃ মন্ত্রে দক্ষিণনেত্র,
ওঁ পুরুষোত্তমায় নমঃ মন্ত্রে বামনেত্র, ওঁ অধোক্ষজায় নমঃ মন্ত্রে দক্ষিণ কর্ণ, ওঁ
নৃসিংহায় নমঃ মন্ত্রে বামকর্ণ, ওঁ উপেন্দ্রায় নমঃ মন্ত্রে মস্তক, ওঁ হরয়ে নমঃ মন্ত্রে দক্ষিণ
বাহুমূল ওঁ বিষ্ণবে নমঃ মন্ত্রে বাম বাহুমূল স্পর্শ করিবে । বৈষ্ণবমতে এই প্রকার
আচমন হয় । এই প্রকার আচমন করিয়া সাক্ষাৎ নারায়ণ হইয়া থাকে । ৫-৬

কেশবাদি হইতেছেন—কেশব, নারায়ণ, মাধব, গোবিন্দ, বিষ্ণু, মধুসূদন,
ত্রিবিক্রম, বামন, শ্রীধর, হৃষীকেশ, পদ্মনাভ, দামোদর, সঙ্কর্ষণ, বাসুদেব, প্রহ্লাদ,

ষোড়শাধোকজ-নৃসিংহাচ্যুত-জনার্দনোপেন্দ্র-হরি-বিষ্ণবঃ । বাক্যস্ত—ওঁ
কেশবায় নমঃ ইত্যাদিনা । ততঃ সামান্য-পদ্ধতি-রীত্যা মাতৃকাস্তাস্তং
বিধায় কেশবকীর্ত্যাদি-স্তাসং কুর্যাৎ । তত্রাদৌ তস্ত ঋত্বাদিষ্ঠাসঃ । শিরসি—
প্রজাপত্যে ঋষয়ে নমঃ । মুখে—গায়ত্রীচ্ছন্দসে নমঃ । হৃদি—অর্দ্ধলক্ষ্মীহরয়ে
দেবতায়ৈ নমঃ । ততো অবিকৃতেন শ্রীবীজেন শ্রী অঙ্গুষ্ঠাভ্যাং নমঃ ইত্যাদিনা
করাঙ্কন্যাসৌ কৃৎয়া ধ্যায়েৎ^১ (৭)—

উত্তম-প্রত্যোতন-শতরুচিং তপ্ত-হেমাবদাতং

পার্শ্বদ্বন্দ্বৈ জলধি-সুতয়া বিশ্বধাত্র্যা চ জুষ্টম্ ।

নানারত্নোল্লসিত-বিবিধাকল্পমাপীতবস্ত্রং

বিষ্ণুং বন্দে দর-কমল-কৌমোদকী-চক্রপাণি ॥ ৮

এবং ধ্যান মাতৃকাস্থানেষু ন্যসেৎ । সর্ববর্ণেধনুস্বারঃ প্রয়োজ্যঃ, বর্ণানুজ্ঞা ।
সান্ধিচন্দ্রানিত্যাди-বচনাৎ । তথা চ ললাটে—অঁ কেশবায় কীর্ত্যে নমঃ ।
মুখে—অঁ । নারায়ণায় কীর্ত্যে নমঃ । এবং ইঁ মাধবায় তুষ্ট্যে নমঃ । ঈঁ

অনিরুদ্ধ, পুরুষোত্তম, অধোকজ, নৃসিংহ, অচ্যুত, জনার্দন, উপেন্দ্র, হরি ও বিষ্ণু ।
আচমনের মন্ত্র বাক্য ওঁ কেশবায় নমঃ ইত্যাদি প্রকারে হইবে ।

তাহার পর সামান্য পূজা পদ্ধতি অনুসারে মাতৃকা স্তাস পর্যান্ত কার্যা সমূহ
করিয়া, কেশব কীর্ত্যাদি স্তাস করিবেন । সে স্থলে প্রথমে সেই কেশব কীর্ত্যাদি
স্তাসের ঋত্বাদি স্তাস কর্তব্য । যেমন—অস্মৈ শ্রীকেশব-কীর্ত্যাদি-স্তাস-মন্ত্রস্য প্রজাপতি-
র্ক'ষির্গায়ত্রীচ্ছন্দঃ অর্দ্ধলক্ষ্মী-হরির্দেবতা মমাতীষ্টসিদ্ধার্থে বিনিয়োগঃ । মন্তকে—ওঁ
প্রজাপত্যে ঋষয়ে নমঃ । মুখে—ওঁ গায়ত্রীচ্ছন্দসে নমঃ । হৃদয়ে—ওঁ অর্দ্ধলক্ষ্মী-
হরয়ে দেবতায়ৈ নমঃ । তাহার পর অবিকৃত শ্রী বীজের দ্বারা শ্রীং অঙ্গুষ্ঠাভ্যাং
নমঃ, শ্রীং তর্জনীভ্যাং স্বাহা ইত্যাকার মন্ত্রে করাঙ্কন ও অঙ্গন্যাস করিয়া ধ্যান
করিবেন (৭)—

ধ্যানের অর্থ—উদীয়মান শতকোটি সূর্যের স্থায় কাশি (দীপ্তি) বিশিষ্ট তপ্ত
বর্ণের স্থায় পীতবর্ণ, পার্শ্বদ্বন্দ্বৈ জলধিকণা লক্ষ্মী ও বিশ্বধাত্রী পৃথিবী কর্তৃক সেবিত,
বিবিধ রত্নে উদ্ভাসিত, বিবিধভূষণে ভূষিত, পীত-বস্ত্র পরিহিত, শঙ্খ, পদ্ম, কৌমুদকী
ও চক্রহস্ত বিষ্ণুকে বন্দনা করি । ৮

এইরূপ ধ্যান করিয়া মাতৃকাস্থানে কেশব কীর্ত্তি প্রভৃতির স্তাস করিবেন । সমস্ত

গোবিন্দায় পুষ্ট্যৈ নমঃ । উঁ বিষ্ণবে ধৃত্যৈ । উঁ মধুসূদনায় শান্ত্যৈ, ঋঁ
ত্রিবিক্রমায় জিহ্বায়ৈ, ঋঁ বামনায় দয়্যায়ৈ, ৯ঁ শ্রীধরায় মেধায়ৈ, ৪ঁ শ্রী-
কেশায় হর্ষায়ৈ, এঁ পদ্মনাভায় শ্রদ্ধায়ৈ । ঐঁ দামোদরায় লজ্জায়ৈ, ওঁ
বাসুদেবায় লক্ষ্যৈ, ওঁ সঙ্কর্ষণায় সরস্বত্যায়া, ঐঁ প্রহ্লাদায় শ্রীত্যায়া, অঃ
অনিরুদ্ধায় রত্যায়া, কঁ চক্রিণে জয়্যায়ৈ, খং গদিনে তুর্গায়ৈ, গঁ শার্ঙ্গিণে
প্রভায়ৈ, ঘং ঋজিণে সত্যায়ৈ, ঙঁ শঙ্খিনে চণ্ডায়ৈ, চঁ হলিনে বাণ্যৈ, ছঁ
মুঘলিনে বিলাসিত্যৈ । জঁ শূলিনে বিজয়্যায়ৈ । ঝঁ পাশিনে বিরজ্যায়ৈ ।
ঞঁ অকুশিনে বিশ্বায়ৈ । টঁ মুকুন্দায় বিনদ্যায়ৈ । ঠঁ নন্দজায় সুনদ্যায়ৈ ।
ডঁ নন্দিনে স্মৃত্যৈ । টঁ নরায় ঋত্যায়া । নঁ নরকজিতে সমুদ্যায়ৈ । তঁ হরয়ে
শুদ্যায়ৈ । থঁ কৃষ্ণায় বুদ্যায়ৈ । দঁ সত্যায় ভূত্যায়া । ধঁ সাত্বতায় মত্যায়া । নঁ
শৌরয়ে ক্ষম্যায়ৈ । পঁ শূরায় রম্যায়ৈ । ফঁ জনার্দনায় উম্যায়ৈ । বঁ ভূধরায়
ক্রেদিত্যৈ । ভঁ বিশ্বমূর্ত্যে ক্রিয়ায়ৈ । মঁ বৈকুণ্ঠায় বসুদ্যায়ৈ । যঁ ত্রুগাত্মনে
পুরুষোত্তমায় বসুদ্যায়ৈ^১ । রঁ অঙ্গ্যাত্মনে বলিনে পরায়ৈ । লঁ মাংসাত্মনে
বলানুজায় পরায়ণায়ৈ । বঁ মেদাত্মনে বাল্যায়^২ সূক্ষ্মায়ৈ । শঁ অস্থ্যাত্মনে
বৃষদ্যায় স্ক্যায়ৈ । ষঁ মজ্জাত্মনে^৩ বৃষায় প্রজ্যায়ৈ । সঁ শুক্রাত্মনে হংসায়
প্রভায়ৈ । হঁ প্রাণাত্মনে বরাহায় নিশায়ৈ, লঁ জীবাাত্মনে বিমলায় অমোঘ্যায়ৈ ।
ক্ষঁ ক্রোধাত্মনে নৃসিংহায় বিদ্যুত্যায়া । ৯

গৌতমীয়ে—কেশবাদিরয়ং শ্রাসো শ্রাসমাত্রেন দেহিনাম্ ।

অচ্যুতত্বং দদাত্যেব সত্যং সত্যং ন সংশয়ঃ ॥ ১০

কেচিৎ তু কেশব-কীর্ত্তিত্যাং নম ইতি বাক্যক্রমমাহন্তুঃ, মাতৃকাণং
মাতৃকাবর্ণে অনুস্মার প্রযোজ্য । যেহেতু ক্রমদীপিকার বচন আছে যে—অনুস্মারযুক্ত
মাতৃকাবর্ণ সমূহ বলিয়া পরে (চতুর্থী বিভক্ত্যন্ত নাম ও নমঃ বলিবে) । তাহাতে
এইরূপ শ্রাস হইবে । যেমন ললাটে—ওঁ অং কেশবায় কীর্ত্ত্যৈ নমঃ । এইরূপ
মূলোক্ত প্রকারে মাতৃকাশ্রাস স্থানে অং হইতে ক্ষং পর্য্যন্ত এই শ্রাস করিবেন । ৯

গৌতমীর তত্ত্ব বলিয়াছেন—এই কেশব কীর্ত্ত্যাদি শ্রাস জীবগণকে ইহার শ্রাস-
বাজের দ্বারা সত্য সত্য অচ্যুতত্ব দান করেই । ইহাতে সংশয় নাই । ১০

কেহ কেহ “কেশব-কীর্ত্তিত্যাং নমঃ” এইরূপ শ্রাসবাক্যের ক্রম বলেন ; তাহা

১ । ঋ—অনিরুদ্ধায় রত্যায়া । ২ । ঋ—সুনদ্যায়ৈ । ৩ । ঋ—বল্যায় । ৪ । ঋ—
সং সঙ্কাত্মনে বৃষায় ।

সমুচ্চার্য্য কেশবায় ইতি স্মরেৎ । কীর্ত্ত্য চ নমসা যুক্তমিত্যাদি শাসমাচরে-
দিত্তি গৌতমীয়াঃ । অয়ং শাসো ভুক্তি-মুক্তিমিচ্ছতাং^১ শ্রীবীজাদিঃ । তথাচ
গৌতমীয়ে (১১)—

এবং প্রবিশ্বসেন্ শাসং লক্ষ্মীবীজ-পুরঃসরম্ ।

স্মৃতিং ধৃতিং মহালক্ষ্মীং প্রাপ্যাস্তে হরিতাং ব্রজেৎ ॥ ১২

ইতি । তথাচ শ্রীং অং কেশবায় কীর্ত্ত্য নমঃ^২ ইত্যাদি প্রয়োজ্যম্ ॥ ১৩

অথ তদ্ব্যাসঃ—মং নমঃ পরায় জীবতত্বাত্মনে নমঃ । ভং নমঃ পরায়
প্রাণতত্বাত্মনে নমঃ ইতি দ্বয়ং সর্বগাত্রে । বং নমঃ পরায় মতিতত্বাত্মনে নমঃ ।
ফং নমঃ পরায়^৩ অহঙ্কার তত্বাত্মনে নমঃ । পং নমঃ পরায় মনস্তত্বাত্মনে নমঃ,
এতদ্রয়ং হৃদি । নং নমঃ পরায় শব্দ-তত্বাত্মনে নমঃ, ইত্যয়ং মন্তকে^৪ । ধং নমঃ
পরায় স্পর্শ-তত্বাত্মনে নমঃ—মুখে । এবং দং নমঃ পরায় রূপ-তত্বাত্মনে নমঃ
হৃদি । ঙং নমঃ পরায় রস-তত্বাত্মনে নমঃ গুদে । তং নমঃ পরায় গন্ধ-

কিন্ত সঙ্গত নহে । যেহেতু গৌতমীয় তন্ত্রে এই বচন আছে যে, মাতৃকাবর্ণকে
উচ্চারণ করিয়া কেশবায় ও নমো যুক্ত কীর্ত্ত্য বলিবেন, অর্থাৎ কেশবায় কীর্ত্ত্য নমঃ
বলিবেন । ইত্যাদি প্রকারে এই শাস করিবেন । ভোগ ও মোক্ষকামী ব্যক্তিগণের
এই শাস শ্রীবীজাদি হইবে । তাহাও গৌতমীয় তন্ত্রে বলিয়াছেন (১১)—

এইরূপ লক্ষ্মীবীজ পূর্বক এই কেশব কীর্ত্ত্যাদি শাস বিশ্বাস করিবেন । তাহাতে
ইহলোকে স্মৃতি, ধৃতি, মহালক্ষ্মী (মহা ঐশ্বর্য্য) লাভ করিয়া অস্তে হরিভ লাভ
করেন । ১২

সুতরাং এখানে শ্রীং অং কেশবায় কীর্ত্ত্য নমঃ ইত্যাদিরূপে শাসবাক্যের প্রয়োগ
হইবে । ১৩

অনন্তর তদ্ব্যাস কথিত হইতেছে । সমস্ত দেহে—ওঁ মং নমঃ পরায় জীবতত্বাত্মনে
নমঃ, ওঁ ভং নমঃ পরায় প্রাণ-তত্বাত্মনে নমঃ এই দুইটি শাস করিবেন । হৃদয়ে—ওঁ
বং নমঃ পরায় মতি-তত্বাত্মনে নমঃ, ওঁ ফং নমঃ পরায় অহঙ্কার-তত্বাত্মনে নমঃ, ওঁ পং
নমঃ পরায় মনস্তত্বাত্মনে নমঃ, এই তিনটি । মন্তকে—ওঁ নং নমঃ পরায় শব্দতত্বাত্মনে
নমঃ এই শাসটি । মুখে—ওঁ ধং নমঃ পরায় স্পর্শ-তত্বাত্মনে নমঃ । হৃদয়ে—ওঁ দং নমঃ
পরায় রূপ-তত্বাত্মনে নমঃ । গুদে—ওঁ ঙং নমঃ পরায় রস-তত্বাত্মনে নমঃ ।

১। ব—ভুক্তিং মুক্তিমিচ্ছতাং । ২। ব—শ্রীং অং কেশবায় নমঃ । ৩। ব—ফং নমঃ ।
৪। ব—ইতিকারো নাস্তি ।

তত্ত্বাত্মনে নমঃ পাদয়োঃ । ৭ং নমঃ পরায় শ্রোত্র-তত্ত্বাত্মনে নমঃ কর্ণয়োঃ ।
 ৮ং নমঃ পরায় ত্বক্-তত্ত্বাত্মনে নমঃ ত্বচি । ৯ং নমঃ পরায় নেত্র-তত্ত্বাত্মনে
 নমঃ নেত্রয়োঃ । ১০ং নমঃ পরায় জিহ্বা-তত্ত্বাত্মনে নমঃ জিহ্বায়াম্ । ১১ং নমঃ
 পরায় ঘ্রাণ-তত্ত্বাত্মনে নমঃ ঘ্রাণয়োঃ । ১২ং নমঃ পরায় বাক্-তত্ত্বাত্মনে নমঃ
 বাচি । ১৩ং নমঃ পরায় পাণি-তত্ত্বাত্মনে নমঃ পাণ্যোঃ । ১৪ং নমঃ পরায়
 পাদ-তত্ত্বাত্মনে নমঃ পাদয়োঃ । ১৫ং নমঃ পরায় পায়ু-তত্ত্বাত্মনে নমঃ শুভে ।
 ১৬ং নমঃ পরায় উপস্থ-তত্ত্বাত্মনে নমঃ লিঙ্গে । ১৭ং নমঃ পরায় আকাশ-
 তত্ত্বাত্মনে নমঃ মূর্ধ্নি । ১৮ং নমঃ পরায় বায়ু-তত্ত্বাত্মনে নমঃ মুখে । ১৯ং নমঃ
 পরায় তেজস্তত্ত্বাত্মনে নমঃ হৃদি । ২০ং নমঃ পরায় জল-তত্ত্বাত্মনে নমঃ লিঙ্গে ।
 ২১ং নমঃ পরায় পৃথিবী-তত্ত্বাত্মনে নমঃ পাদয়োঃ । ২২ং নমঃ পরায় হংপুণ্ডরীক-
 তত্ত্বাত্মনে নমঃ হৃদি । ২৩ং নমঃ পরায় দ্বাদশকলা-ব্যাপ্ত-সূর্য্য-মণ্ডল-তত্ত্বাত্মনে
 নমঃ—হৃদি । ২৪ং নমঃ পরায় ষোড়শকলা-ব্যাপ্ত-সৌম্যমণ্ডল-তত্ত্বাত্মনে নমঃ—
 হৃদি । ২৫ং নমঃ পরায় দশকলা-ব্যাপ্ত-বহ্নিমণ্ডল-তত্ত্বাত্মনে নমঃ—হৃদি । ২৬ং
 নমঃ পরায় পরমেষ্ঠি-তত্ত্বাত্মনে বাসুদেবায় নমঃ—মন্তকে । ২৭ং নমঃ পরায়

পাদদ্বয়ে—ওঁ ৩ং নমঃ পরায় গন্ধ-তত্ত্বাত্মনে নমঃ । কর্ণদ্বয়ে—ওঁ ৭ং নমঃ পরায়
 শ্রোত্র-তত্ত্বাত্মনে নমঃ । ত্বকে—ওঁ ৮ং নমঃ পরায় ত্বক্-তত্ত্বাত্মনে নমঃ । নেত্রদ্বয়ে—ওঁ
 ৯ং নমঃ পরায় নেত্র-তত্ত্বাত্মনে নমঃ । জিহ্বায়—ওঁ ১০ং নমঃ পরায় জিহ্বা-তত্ত্বাত্মনে
 নমঃ । ঘ্রাণদ্বয়ে—ওঁ ১১ং নমঃ পরায় ঘ্রাণ-তত্ত্বাত্মনে নমঃ । বাকে (মুখবিবরে)
 —ওঁ ১২ং নমঃ পরায় বাক্-তত্ত্বাত্মনে নমঃ । হস্তদ্বয়ে—ওঁ ১৩ং নমঃ পরায় পাণি-
 তত্ত্বাত্মনে নমঃ । পাদদ্বয়ে—ওঁ ১৪ং নমঃ পরায় পাদতত্ত্বাত্মনে নমঃ । শুভে—ওঁ
 ১৫ং নমঃ পরায় পায়ু-তত্ত্বাত্মনে নমঃ । লিঙ্গে—ওঁ ১৬ং নমঃ পরায় উপস্থ-তত্ত্বাত্মনে
 নমঃ । মন্তকে—ওঁ ১৭ং নমঃ পরায় আকাশ-তত্ত্বাত্মনে নমঃ । মুখে—ওঁ ১৮ং নমঃ
 পরায় বায়ু-তত্ত্বাত্মনে নমঃ । হৃদয়ে—ওঁ ১৯ং নমঃ পরায় তেজস্তত্ত্বাত্মনে নমঃ ।
 লিঙ্গে—ওঁ ২০ং নমঃ পরায় জল-তত্ত্বাত্মনে নমঃ । পাদদ্বয়ে—ওঁ ২১ং নমঃ পরায়
 পৃথিবী-তত্ত্বাত্মনে নমঃ । হৃদয়ে—ওঁ ২২ং নমঃ পরায় হংপুণ্ডরীক-তত্ত্বাত্মনে নমঃ ।
 হৃদয়ে—ওঁ ২৩ং নমঃ পরায় দ্বাদশকলাব্যাপ্ত-সূর্য্যমণ্ডল-তত্ত্বাত্মনে নমঃ । হৃদয়ে—ওঁ
 ২৪ং নমঃ পরায় ষোড়শকলাব্যাপ্ত-সৌম্যমণ্ডল-তত্ত্বাত্মনে নমঃ । হৃদয়ে—ওঁ ২৫ং নমঃ
 পরায় দশকলাব্যাপ্ত-বহ্নিমণ্ডল-তত্ত্বাত্মনে নমঃ । মন্তকে—ওঁ ২৬ং নমঃ পরায়

পুরুষ-তত্ত্বাত্মনে^১ সর্কর্ষণায় নমঃ—মুখে । লং নমঃ পরায় বিশ্বতত্ত্বাত্মনে
প্রহ্মায় নমঃ—হৃদি । বং নমঃ পরায় নিবৃত্তি-তত্ত্বাত্মনে অনিরুদ্ধায় নমঃ—
লিঙ্গে । লং নমঃ পরায় সর্বতত্ত্বাত্মনে নারায়ণায় নমঃ—পাদয়োঃ । ক্ষৌং নমঃ
পরায় কোপতত্ত্বাত্মনে নৃসিংহায় নমঃ—সর্বগাত্রে । ১৪

ততো যথাবিধি প্রাণায়ামং পীঠস্থাসঞ্চ কৃত্বা কেশরেষু প্রাদক্ষিণ্যেন মধ্যে
চ পূর্বাদিতঃ^২ ওঁ বিমলায়ৈ নমঃ । এবং উৎকর্ষিণ্যৈ, জ্ঞানায়ৈ, ক্রিয়ায়ৈ,
যোগায়ৈ, প্রহ্মৈ^৩, সত্যায়ৈ, ঈশানায়ৈ, অনুগ্রহায়ৈ ইতি পীঠশক্তীর্ন্যস্ত
তত্‌পরি ওঁ নমো ভগবতে বিষ্ণবে সর্বভূতাত্মনে বাসুদেবায়^৪ সর্বাঙ্গসংযোগ-
যোগপদ্ম-পীঠাত্মনে নমঃ ইতি পীঠমন্ত্রং শ্রুসেৎ । ১৫

ততঃ ঋত্বাদিষ্ঠাসঃ । শিরসি—সাধ্য-নারায়ণায় ঋয়য়ে নমঃ । মুখে—
গায়ত্রীচ্ছন্দসে নমঃ । হৃদি—বিষ্ণবে^৫ দেবতায়ৈ নমঃ । যথা নিবন্ধে (১৬)—

পরমেষ্ঠি-তত্ত্বাত্মনে বাসুদেবায় নমঃ । মুখে—ওঁ^৬ যং নমঃ পরায় পুরুষ-তত্ত্বাত্মনে
সর্কর্ষণায় নমঃ । হৃদয়ে—ওঁ^৭ লং নমঃ পরায় বিশ্বতত্ত্বাত্মনে প্রহ্মায় নমঃ । লিঙ্গে—
ওঁ^৮ বং নমঃ পরায় নিবৃত্তি-তত্ত্বাত্মনে অনিরুদ্ধায় নমঃ । পাদদ্বয়ে—ওঁ^৯ লং নমঃ পরায়
সর্বতত্ত্বাত্মনে নারায়ণায় নমঃ । সর্বগাত্রে—ওঁ^{১০} ক্ষৌং নমঃ পরায় কোপতত্ত্বাত্মনে
নৃসিংহায় নমঃ । ১৪

তাহার পর যথাবিধি প্রাণায়াম ও পীঠস্থাস করিয়া কেশরসমূহে পূর্ব হইতে
প্রদক্ষিণক্রমে ও মধ্যে ওঁ বিমলায়ৈ নমঃ । এইরূপ ওঁ উৎকর্ষিণ্যৈ নমঃ, জ্ঞানায়ৈ,
ক্রিয়ায়ৈ, যোগায়ৈ, প্রহ্মৈ, বুদ্ধৈ, সত্যায়ৈ, ঈশানায়ৈ, অনুগ্রহায়ৈ নমঃ এইরূপ মন্ত্রে
পীঠ শক্তির স্তাস করিয়া, তাহার উপরিভাগে—ওঁ নমো ভগবতে বিষ্ণবে সর্বভূতাত্মনে
বাসুদেবায় সর্বাঙ্গসংযোগ-যোগপদ্ম-পীঠাত্মনে নমঃ মন্ত্রে পীঠমন্ত্র স্তাস করিবেন । ১৫

তাহার পর ঋত্বাদি স্তাস করিবেন । যেমন—অস্মা শ্রীবিষ্ণুমন্ত্রস্য সাধ্যনারায়ণ ঋষিঃ,
দেবী গায়ত্রী ছন্দঃ শ্রীবিষ্ণুর্দেবতা প্রণবো বীজং আয় শক্তিঃ মমাতীর্কসিদ্ধার্থং পূজনে
বিনিয়োগঃ । মন্তকে—ওঁ সাধ্য-নারায়ণায় ঋয়য়ে নমঃ । মুখে—ওঁ দেবৈ্য গায়ত্র্যৈ
ছন্দসে নমঃ । হৃদয়ে—শ্রীবিষ্ণবে দেবতায়ৈ নমঃ । গুহে—ওঁ বীজায় নমঃ । পাদদ্বয়ে
আয় শক্তয়ে নমঃ । যেমন—নিবন্ধে (শারদাতিলকে) বলিয়াছেন (১৬)—

১। ক—পুরুষাত্ম-তত্ত্বা । খ—পুরুষায় তত্ত্বা । ২। খ+ক—কেশরেষু মধ্যে চ পূর্বতঃ ।

৩। ক—বুদ্ধৈ । খ—তত্ত্বৈ । ৪। ক—সর্বাঙ্গ-সংযোগ-পদ্মযোগ-যোগপদ্ম-পীঠাত্মনে ।

৫। খ—শ্রীবিষ্ণবে দেবতায়ৈ । ততঃ করাদিষ্ঠাসৌ ।

সাধ্য-নারায়ণঃ প্রোক্তঃ ঋষিশূদ্র উদাহৃতঃ ।

মন্ত্রস্য দেবী গায়ত্রী দেবতা বিষ্ণুরব্যয়ঃ ॥ ১৭

ততঃ করঙ্গন্যাসৌ—ক্রুদ্ধোঙ্কার অঙ্গুষ্ঠাভ্যাং নমঃ । মহোঙ্কার তর্জনীভ্যাং স্বাহা । বীরোঙ্কার মধ্যমাভ্যাং বষট্ । জুঙ্কার^১ অনামিকাভ্যাং হং । সহস্রোঙ্কার কনিষ্ঠাভ্যাং ফট্ । এবং হৃদয়াদিষু । ১৮

ততো মন্ত্রেণ ষড়ঙ্গন্যাসং কুর্য্যাৎ^২ । ওঁ হৃদয়ায় নমঃ, ন শিরসে স্বাহা, মৌ শিখায়ৈ বষট্, নাং কবচায় হং, রা নেত্রাভ্যাং বৌষট্ । য় অস্ত্রায় ফট্^৩ । দক্ষিণপার্শ্বে—ণাং নমঃ । বামপার্শ্বে—য়^৪ নমঃ । ওঁ নমঃ সুদর্শনায় অস্ত্রায় ফড়িতি মন্ত্রেণ দিগ্-বন্ধনং কুর্য্যাৎ । অত্র মন্ত্রন্যাস-মুক্তি-পঞ্জরন্যাসৌ কাম্যত্বান্ন লিখিতৌ । ১৯

এই মন্ত্রের সাধ্য নারায়ণ ঋষি, দেবী গায়ত্রী ছন্দঃ, অব্যয় বিষ্ণু দেবতা কথিত হইয়াছেন । (এই মন্ত্রের প্রণব বীজ, আয় শক্তি) । ১৭

তাহার পর করঙ্গন্যাস ও অঙ্গন্যাস করিবেন । যথা—প্রথমে মূলোক্ত প্রকারে করঙ্গন্যাস করিয়া ওঁ ক্রুদ্ধোঙ্কার হৃদয়ায় নমঃ, ওঁ মহোঙ্কার শিরসে স্বাহা, ওঁ বীরোঙ্কার শিখায়ৈ বষট্, ওঁ জুঙ্কার কবচায় হং, ওঁ সহস্রোঙ্কার অস্ত্রায় ফট্ এই সকল মন্ত্রে অঙ্গন্যাস করিবেন । ১৮

বিবৃতি । অঙ্গন্যাসের পূর্বে করঙ্গন্যাস কর্তব্য । করঙ্গন্যাস ও অঙ্গন্যাসে স্বাহাস্ত জাতি হইবে বলিয়া বাঘব ভট্ট পদার্থাদর্শে বলিয়াছেন । মন্ত্রতত্ত্ব-প্রকাশেও তাহাই উক্ত হইয়াছে । তাহার মতে এই ন্যাসের মন্ত্র হয়—ওঁ ক্রুদ্ধোঙ্কার হৃদয়ায় নমঃ স্বাহা । কিন্তু তত্ত্বসারকার ও এই গ্রন্থকার স্বাহাস্ত মন্ত্র বলেন নাই । ১৮

তাহার পর মূলমন্ত্রে মূলোক্ত প্রকারে ষড়ঙ্গন্যাস করিয়া দক্ষিণপার্শ্বে—ওঁ ণাং নমঃ, বামপার্শ্বে—ওঁ যং নমঃ । তাহার পর ওঁ নমঃ সুদর্শনায় অস্ত্রায় ফট্ এই মন্ত্রের দ্বারা দিগ্ বন্ধন করিবেন । এস্থলে মন্ত্রন্যাস ও মুক্তিপঞ্জরন্যাস কাম্য বলিয়া লিখিত হইল না । ১৯

বিবৃতি । গ্রন্থকার অষ্টাঙ্গন্যাসে মূলমন্ত্রের শেষের দুইটি বর্ণ ণা বর্ণ ও য় বর্ণকে দক্ষিণ ও বামপার্শ্বে ন্যাস করিতে বলিয়াছেন । তত্ত্বসারেও এইরূপ লিখিত হইয়াছে । ইহার বে মূল শারদাতিলক হইতে উদ্ধৃত হইয়াছে—অবশিষ্টৈঃ পুনর্বর্ণৈঃ বিত্তসেৎ কৃষ্ণিপার্শ্বয়োঃ তাহা প্রমাদ পাঠ । মুদ্রিত শারদাতিলকের কৃষ্ণিপৃষ্ঠয়োঃ এই পাঠ

১। ক+ধ—অজুঙ্কার । ২। ঋ—ষড়ঙ্গ তসেৎ । ৩। ফ—ফট্ । ইতি নীর্থমসং স্তসেৎ । ৪। ওঁ নমঃ সুদর্শনায় ।

সম্রাটের সমস্ত তত্ত্ব পাঠ। রাঘব ভট্ট নামা তত্ত্ব বচনের দ্বারা উপর ও পৃষ্ঠে এই স্তাস কর্তব্য বলিয়া স্তাস মন্ত্র লিখিয়াছেন—পাং উদরায় নমঃ, স্বং পৃষ্ঠায় নমঃ।

মূলে তত্ত্বসারেও সুদর্শনায় অস্ত্রায় কট্ট মন্ত্রে দিগ্‌বন্ধন উক্ত হইয়াছে। কিন্তু কোন খানেই ইহার সমর্থক প্রমাণ উক্ত হয় নাই। পরন্তু শারদাতিলক ঐন্দ্রীচক্রেণ বধ্যামি নমস্চক্রায় স্বাহা এই মন্ত্রে ছোটিকাবাদন পূর্বক দিগ বন্ধন করিতে বলিয়াছেন। তিনি বলিয়াছেন—ঐন্দ্রীচক্রেণ বধ্যামি নমস্চক্রায় ঠদয়ম্। মন্ত্রেণানেন কুবীত দিশাং প্রাগাদি-বন্ধনম্। রাঘব ভট্ট এই দিক্‌বন্ধন স্থলে ঐন্দ্রী পদের স্থানে আগ্নেয়াদি পণ উক্ত করিতে প্রমাণ প্রদর্শন করিয়াছেন। তাঁহার মতে পূর্বদিক্‌ বন্ধনের মন্ত্র হইবে—ওঁ ঐন্দ্রীং দিশাং চক্রেণ বধ্যামি নমস্চক্রায় স্বাহা। এইরূপ আগ্নেয়ীং দিশাং চক্রেণ ইত্যাদি।

গ্রন্থকার মন্ত্রস্থাসকে কাম্য বলিয়াছেন, কিন্তু তাহার সমর্থক কোন প্রমাণ দেন নাই। পরন্তু তত্ত্বসারকার উহার নিত্যত্ব সমর্থন করিতে বলিয়াছেন—তথাচ কল্পে—মন্ত্রস্থাসং ততঃ কুর্য্যাৎ সর্বকাম-ফলপ্রদম্। যং বিনা নৈব তৎ সম্যাগাসুরং নিষ্ফলং ভবেৎ। ইহা দ্বারা মন্ত্রস্থাসের নিত্যত্ব সূচিত হইয়াছে। এজন্য এস্থলে স্তাহা লিখিত হইল। এই মন্ত্রবর্ণের স্তাস দেহে দশাবস্থিতে হইবে। ১ম আবৃত্তিতে স্বা—(১) আধারে—ওঁ নমঃ (২) হৃদয়ে নং নমঃ (৩) বক্রে—মোং নমঃ (৪) দঃ বাহ্মমূলে—নাং নমঃ (৫) বাঃ বাহ্ম মূলে—স্বং নমঃ। দঃ পাদে—স্বং নমঃ। বাঃ পাদে—পাং নমঃ। নাসিকায়—স্বং নমঃ। ২য় আবৃত্তিতে পূর্ববৎ মন্ত্র বর্ণ (১) কণ্ঠে (১০) নাভিতে (১১) হৃদয়ে (১২) দঃ শুনে (১৩) বাঃ শুনে (১৪) দঃ পার্শ্বে (১৫) বাম পার্শ্বে (১৬) পৃষ্ঠে ৩য় আবৃত্তিতে (১৭) মস্তকে (১৮) মুখে (১৯) দঃ নেত্রে (২০) বাঃ নেত্রে (২১) দঃ কর্ণে (২২) বাঃ কর্ণে (২৩) দঃ নাসা পুটে (২৪) বাঃ নাসা পুটে। ৪র্থ আবৃত্তিতে (২৫-২৭) দঃ হস্তের ৩ সন্ধিতে, (২৮-৩২) দঃ হস্তের ৫ অঙ্গুলিতে; ৫ম আবৃত্তিতে (৩৩-৩৫) বাঃ হস্তের ৩ সন্ধিতে, (৩৬-৪০) বাঃ হস্তের ৫ অঙ্গুলিতে; ৬ষ্ঠ আবৃত্তিতে (৪১-৪৩) দঃ পাদে ৩ সন্ধিতে, (৪৪-৪৮) দঃ পাদে ৫ অঙ্গুলিতে ৭ম আবৃত্তিতে (৪৯-৫১) বামপাদে ৩ সন্ধিতে, (২-৫৬) বাঃ পাদে ৫ অঙ্গুলিতে; ৮ম আবৃত্তিতে (৫৭-৬৪) হৃদয়স্থ ৭ ষাটু ও প্রাণে; ৯ম আবৃত্তিতে (৬৫) মস্তকে (৬৬) চক্ষুতে (৬৭) মুখে (৬৮) হৃদয়ে (৬৯) কৃষ্ণিতে (৭০) উরুতে (৭১) জজ্বাতে (৭২) পদে; ১০ম আবৃত্তিতে (৭৩) গণ্ডে (৭৪) অংসে (৭৫) উরুতে (৭৬) পদে (৭৭) শঙ্খমুদ্রায় শঙ্খস্থানে (৭৮) চক্রমুদ্রায় চক্রস্থানে (৭৯) পদামুদ্রায় পদা স্থানে (৮০) পদ্মমুদ্রায় পদ্ম স্থানে অবস্থিত হইয়া অষ্টাক্ষর মন্ত্রের এক একটি অক্ষরকে স্তাস করিবেন।

ইহার পর অষ্টতত্ত্বাস কর্তব্য। এই স্তাস দুই প্রকার—সংহাররূপ ও সৃষ্টিরূপ।

ততঃ ওঁ কিরীট-কেয়ুর-হার ! মকর-কুণ্ডলাকৃত ! শঙ্খ-চক্র-গদা-পদ্মহস্ত !
 পীতাম্বর-ধর ! শ্রীবৎসাক্ষিত-বক্ষঃস্থল ! শ্রীভূমি-সহিতাঅজ্যোতির্দয় ! দীপ্ত-
 করায় সহস্রাদিত্য-তেজসে নমঃ ইতি কিরীট-মন্ত্ৰেণ ব্যাপকং শাস্ত্র^১ মূদ্রাঃ
 প্রদর্শ্য ধ্যায়েৎ (২০)—

উত্তং-কোটি-দিবাকরাভমনিশং শঙ্খং গদা-পদ্মজং

চক্রং বিভ্রতমিন্দিরা-বসুমতী-সংশোভি পার্শ্বদ্বয়ম্ ।

শ্রাসের স্থান—পাদ, লিঙ্গ, হৃদয়, মুখ, মস্তক, হৃদয়, হৃদয় ও সর্বত্র । সংহারে
 অনুলোমে এবং সৃষ্টিতে প্রতিলোমে মন্ত্রবর্ণের শ্রাস হইবে । সৃষ্টিতে তত্ত্বের
 অনুলোম ও সংহারে তত্ত্বের প্রতিলোম হইবে । সংহারে তত্ত্বশ্রাস যথা পদদ্বয়ে— ওঁ
 নমঃ পরায় পৃথিব্যাঅনে নমঃ । লিঙ্গে—নং নমঃ পরায় জলাঅনে নমঃ । হৃদয়ে—
 মোং নমঃ পরায় তেজআঅনে নমঃ । ইত্যাদি

সৃষ্টিতে তত্ত্বশ্রাস যথা সর্বশরীরে—স্বং নমঃ পরায় প্রকৃত্যাঅনে নমঃ । হৃদয়ে—গাং
 নমঃ পরায় মহদাঅনে নমঃ । হৃদয়ে—স্বং নমঃ পরায় অহঙ্কারাঅনে নমঃ ইত্যাদি
 বিন্দুরূপ আত্মা, নাদরূপ অন্তরাত্মা, শক্তিরূপ পরমাত্মা ও শান্তিরূপ জ্ঞানাত্মার শরীরে
 ওঁ বিন্দুরূপাঅনে নমঃ, ওঁ নাদরূপান্তরাঅনে নমঃ, ওঁ শক্তিরূপ-পরমাঅনে নমঃ, ওঁ
 শান্তিরূপ-জ্ঞানাত্মানে নমঃ মন্ত্ৰে ব্যাপকরূপে শ্রাস করিবে ।

মূর্ত্তিপঞ্জর শ্রাস ললাটে—ওঁ অং কেশবার ধাত্রে নমঃ । কুক্ষিতে (নাভিভাগে)
 —নং আং নারায়ণায় অর্য্যানে নমঃ । হৃদয়ে—মোং ইং মাধবার মিত্রায় নমঃ ।
 গলকূপতলে—ভং ঙ্গং গোবিন্দায় বরুণায় নমঃ । দক্ষপার্শ্বে—গং উং বিষ্ণবে অংশবে
 নমঃ । দক্ষিণ ঋদ্ধে—বং উং মধুসূদনায় ভগায় নমঃ । গল দক্ষিণভাগে—তেং এং
 ত্রিবিক্রমায় বিবস্বতে নমঃ । বামপার্শ্বে—বাং ঐং বামনায় ইন্দ্রায় । বাম ঋদ্ধে
 —সুং ওং শ্রীধরায় পুষ্পে নমঃ । গল বাম ভাগে—দেং ওঁ হৃষীকেশায় পর্জনায়
 নমঃ । পৃষ্ঠে—বাং অং পদ্মনাভায় ত্র্যম্বৈ নমঃ । ককুদি (ঘাড়)—স্বং অঃ দামোদরায়
 বিষ্ণবে নমঃ । তাহার পর মস্তকে দ্বাদশাক্ষর মন্ত্র ও অষ্টাক্ষর মন্ত্র শ্রাস
 করিবেন । ১১

তাহার পর মূলোক্ত কিরীট মন্ত্ৰে ব্যাপক শ্রাস করিয়া মূদ্রা সকল দেখাইয়া ধ্যান
 করিবেন । ২০

ধ্যানের অর্থ—উদীয়মান কোটি দিবাকরের আভার তার আভা (দীপ্তি) বিশিষ্ট
 সর্বদা দক্ষিণের অধোহস্তে শঙ্খ, উর্ধ্বহস্তে পদ্ম, বামের অধোহস্তে চক্র, উর্ধ্বহস্তে

কোটীরাকদ-হার-কুণ্ডলধরং পীতাম্বরং কৌস্তভো-

দীপ্তং বিশ্বধরং স্ববক্ষসি লসচ্ছ্রীবৎস-চিহ্নং তজ্জে ॥ ২১

এবং ধ্যান মানসৈঃ সংপূজ্যার্থ্য-স্থাপনং কুর্যাৎ । ততো বিমলাদি-শক্তি-সহিত-পীঠপূজাং কৃতা পুনর্যাহাবাহনাদি-পঞ্চ-পুষ্পাঞ্জলি-দানপর্যাস্তং বিধায়া-বরণপূজাং কুর্যাৎ । যথা (২১)—

অগ্নি-নৈঋতি-বায়ুঈশানেষু দিক্চু চ ক্রুদ্ধোক্তায় হৃদয়ায় নমঃ ইত্যাদিনা
ষড়্ভুজেন সম্পূজ্য, পূর্বাদি-কেশরেষু ওঁ নমঃ, নং নমঃ, মৌ নমঃ, নাং নমঃ, রী
নমঃ, য়ঁ নমঃ, গাং নমঃ, য়ঁ নমঃ । পূর্বাদি-দিগ্দলেষু বাসুদেব-সঙ্কর্ষণ-
প্রহ্মানিরুদ্ধান্ । অগ্নাদিকোণ-দলেষু শান্তি-শ্রী-সরস্বতী-রতীঃ । পূর্বাদিতঃ
পত্রাগ্রেষু শঙ্খ-চক্র-গদা-পদ্ম-কৌস্তভ-মুঘল-খড়্গ-বনমালাঃ । বহিরগ্রে—
গরুড়ম্ । দক্ষিণে—শঙ্খনিধিম্ । বামে—পদ্মনিধিম্ পশ্চিমে—ধ্বজম্ ।
অগ্নিকোণে—বিঘ্নম্ । নৈঋতে—আর্য্যাম্ । বায়ুকোণে—দুর্গাম্ । ঈশানে—
সেনানাম্ । তদ্বহিরিন্দ্রাদীন্ বজ্রাদীংশ্চ প্রণবাদি-নমোহস্ত-চতুর্থ্যস্ত-নাম্

গদাধারী, বাম পার্শ্বগত লক্ষ্মী ও দক্ষিণ পার্শ্বগত বসুমতী (পৃথিবী) দ্বারা শোভিত-পার্শ্বদ্বয়, কোটীর (মুকুট), অঙ্গদ, হার ও কুণ্ডলধারী, পীতাম্বর, নিজবক্ষঃস্থিত কৌস্তভ মণিতে উদ্দীপ্ত, শ্রীবৎসচিহ্নধারী, বিশ্বের পোষক নারায়ণকে ভজনা করি । (ধ্যানের পর শ্রীবৎস, কৌস্তভ, বনমালা ও আয়ুধ মূদ্রা দেখাইবেন) । ২১

এইরূপ ধ্যান করিয়া মানস উপচারে পূজা করিয়া বিশেষার্থ্য স্থাপন করিবেন । তাহার পর পীঠস্থাসবৎ বিমলাদি শক্তি সহিত পীঠপূজা করিয়া পুনরায় ধ্যান করিয়া আবাহন হইতে পঞ্চপুষ্পাঞ্জলি দান পর্যাস্ত সমস্ত কার্য্যের অনুষ্ঠান করিয়া আবরণ পূজা করিবেন । যেমন (২২)—

অগ্নি, নৈঋত, বায়ু, ঈশান ও দিক্‌সমূহে ওঁ ক্রুদ্ধোক্তায় হৃদয়ায় নমঃ ইত্যাদি
মন্ত্রে ষড়্ভুজের পূজা করিয়া, পূর্বাদি কেশর সমূহে মূলোক্ত প্রকারে মন্ত্রবর্ণ সকলকে
পূজা করিয়া, পূর্বাদি দিক্‌দলের মধ্যে বাসুদেব, সঙ্কর্ষণ, প্রহ্মা ও অনিরুদ্ধকে,
অগ্নাদি কোণদল সমূহে—শান্তি, শ্রী, সরস্বতী ও রতিকে, পূর্বাদিক্রমে পত্রের অগ্রসমূহে
শঙ্খ, চক্র, গদা, পদ্ম, কৌস্তভ, মুঘল ও বনমালাকে, অষ্টদলের বহির্ভাগে চতুরশ্রের
অগ্রে গরুড়কে, তাহার দক্ষিণে শঙ্খনিধিকে ও বামে পদ্মনিধিকে, পশ্চিমে ধ্বজকে
অগ্নিকোণে বিঘ্নকে, নৈঋতে—আর্য্যাকে, বায়ুকোণে দুর্গাকে, ঈশানে সেনানীকে,
তাহার বহির্ভাগে ইন্দ্রাদি লোকপালগণ ও বজ্রাদি অস্ত্রসমূহকে প্রণবাদি নমঃ অস্ত্র

সংপূজ্য ধূপ-দীপৌ দত্ত্বা নৈবেদ্যং দত্ত্বাৎ । যথা নৈবেদ্যমানীয় দেবায় মূলেন
পাচ্চাচমনীয়ং দত্ত্বা ফড়িতি নৈবেদ্যং সংপ্রোক্য, চক্রমুদ্রয়াভিরক্ষ্য যমিতি
দোষসমূহং সংশোষ্য রমিতি দোষং সন্দহ্য বমিত্যমৃতীকৃত্য মূলমষ্টধা জপেৎ ।
গন্ধ-পুষ্পৈর্নৈবেদ্যমভ্যর্চ্য উৎসৃজেৎ । ওঁ নিবেদয়ামি ভবতে জুষাণেদং
হবির্হরে ইতি নৈবেদ্য বামহস্তেন গ্রাস-মুদ্রাং প্রদর্শ্য দক্ষিণহস্তেন ওঁ প্রাণায়
স্বাহেত্যাদিনা প্রাণাদি-মুদ্রাঃ প্রদর্শয়েৎ । তত আচমনীয়ং তাম্বুলঞ্চ দত্ত্বা
বিসর্জনাশ্তং কর্ম কুর্যাৎ । অশ্ব পুরশ্চরণং ষোড়শ-লক্ষ-জপঃ । মধুরাপ্লুত-
সরসিজৈর্দশাংশ-হোমঃ । ২৩ ইতি বিষ্ণু-প্রকরণম্^১ ।

অথ শ্রীরামঃ^২ ।

অনন্তোহগ্নাসনঃ সেন্দুর্বীজো রামায় হৃদয়ঃ ।

ষড়ক্ষরোহয়মাদিষ্টো ভজতাং কামদো মণিঃ ॥ ১

অনন্ত আকারঃ তথা চ রাঁ রামায় নমঃ ইতি^৩ ষড়ক্ষরো মন্ত্রঃ অশ্ব

মধ্যে চতুর্থী বিভ্যন্ত নাম অর্থাৎ ওঁ ইন্দ্রায় নমঃ ইত্যাদি প্রকার মন্ত্রের দ্বারা পূজা
করিয়া ধূপ ও দীপ দিয়া নৈবেদ্য দিবেন । যেমন নৈবেদ্য আনিয়া দেবতাকে মূলমন্ত্রে
পাঠ ও আচমন দিয়া ফটু মন্ত্রে নৈবেদ্যকে প্রোক্ষণ করিয়া, চক্র মুদ্রা দ্বারা ঐ নৈবেদ্যকে
সর্বতোভাবে রক্ষা করিয়া, যং মন্ত্রে দোষ সমূহকে শোষণ করিয়া, রং মন্ত্রে তাহাদিগকে
দগ্ধ করিয়া, বং মন্ত্রে অমৃতীকরণ করিয়া, মূলমন্ত্র ৮ বার জপ করিবেন । গন্ধ পুষ্পের
দ্বারা নৈবেদ্যকে অর্চনা করিয়া, মূলমন্ত্র বলিয়া নৈবেদ্যকে উৎসর্গ করিবেন । —ওঁ
নিবেদয়ামি ভবতে জুষাণেদং হবির্হরে । এই মন্ত্রে নিবেদন করিয়া, বামহাতে গ্রাস
মুদ্রা দেখাইয়া দক্ষিণ হস্তের দ্বারা ওঁ প্রাণায় স্বাহা ইত্যাদি মন্ত্রে প্রাণাদি মুদ্রাগুলি
দেখাইবেন । তাহার পর আচমন ও তাম্বুল দিয়া, বিসর্জন পর্য্যন্ত কর্ম শেষ করিবেন ।
এই মন্ত্রের পুরশ্চরণে ষোড়শ লক্ষ জপ ও মধুরাপ্লুত পদ্মের দ্বারা দশাংশ হোম হয় । ২৩

বিষ্ণুপ্রকরণ সমাপ্ত হইল ।

অনন্তর শ্রীরামের মন্ত্র কথিত হইতেছে । (শারদাতিলকে বলিয়াছেন) অনন্ত—আ
অগ্ন্যাসন রেফাসন অর্থাৎ আকারে র যুক্ত হইবে । উহা সেন্দু (সবিন্দু) অর্থাৎ বিন্দু-
যুক্ত হইবে । তাহাতে রাং বীজ হয় । তাহার পর রামায় হ্রং (নমঃ) হইবে । রাম
ভজনাকারিগণের কামপ্রদ মণিরূপ এই ষড়ক্ষর মন্ত্র উপদিষ্ট হইয়াছে । ১

অনন্ত—আকার । তাহা হইলে রাং রামায় নমঃ এই ষড়ক্ষর মন্ত্র হয় । এই মন্ত্রের

পূজা—প্রাতঃকৃত্যাদি-বৈষ্ণবোক্ত-পীঠমন্ত্রস্তং বিদ্যন্ত ঋত্বাদি-শ্রাসং কুর্য্যাৎ । যথা
ব্রহ্মা ঋষির্গায়ত্রীছন্দঃ শ্রীরামো-দেবতা । ততঃ করাদ্রশ্যাসৌ । রাং অঙ্গুষ্ঠাভ্যাং
নমঃ ইত্যাদিনা রাং হৃদয়ায়^১ নমঃ ইত্যাদিনা চ । ততো মন্ত্রশ্রাসঃ । ব্রহ্ম-
রক্তে—রাং নমঃ, জমধ্যে—রা নমঃ, হৃদি—মা নমঃ, নাভৌ—য় নমঃ । লিঙ্গে
—ন নমঃ, পাদয়োঃ—মো নমঃ । ততো ধ্যায়েৎ (২)—

কালান্তোধর-কাস্তি-কাস্তমনিশং বীরাসনাধ্যাসিনং
মুদ্রাং জ্ঞানময়ীং দধানমপরং হস্তামুজং জাহ্নুনি ।
সীতাং পার্শ্বগতাং সরোরুহ-করাং বিদ্যাম্ভিভাং রাঘবং
পশ্যন্তং মুকুটাজ্জদাদি-বিবিধাকল্লোজ্জলাঙ্গং ভজে ॥ ৩

এবং ধ্যান মানসৈঃ সংপূজ্যার্ঘ্যস্থাপনং পীঠপূজাঞ্চ বিধায় বৈষ্ণবোক্ত-
পীঠশক্তিঃ পীঠমন্ত্রস্তং সংপূজ্য পুনর্ধ্যাহাবাহনাদি-পঞ্চপুষ্পাঞ্জলি-দান-পর্য্যন্তং
বিধায়াবরণানি পূজয়েৎ । যথা দেবস্ত বামপার্শ্বে—শ্রীং সীতায়ৈ নমঃ, অগ্রে
—ও শাক্যায় নমঃ । বাম-বক্ষিণ-পার্শ্বয়োশ্চাপায় শরৈভ্যঃ^২ । তদ্বহিঃ কেশরে

পূজাপদ্ধতি এইরূপ—প্রাতঃকৃত্য হইতে বিষ্ণুপ্রকরণোক্ত পীঠমন্ত্র পর্য্যন্ত শ্রাস করিয়া
ঋত্বাদি শ্রাস করিবেন । যথা—এই মন্ত্রের ব্রহ্মা ঋষি, গায়ত্রী ছন্দঃ, শ্রীরাম দেবতা,
(রাং বীজ ও নমঃ শক্তি) । তাহার পর রাং অঙ্গুষ্ঠাভ্যাং নমঃ ইত্যাদি প্রকারে
এবং রাং হৃদয়ায় নমঃ ইত্যাদি প্রকারে করাদ্র শ্রাস করিবেন । তাহার পর মন্ত্রশ্রাস
করিবেন । যথা ব্রহ্মরক্তে—রাং নমঃ । জমধ্যে—রা নমঃ । হৃদয়ে—মা নমঃ ।
নাভিতে—য় নমঃ । লিঙ্গে—ন নমঃ । পাদদ্বয়ে—মঃ নমঃ । তাহার পর ধ্যান
করিবেন (২)—

ধ্যানের অর্থ—প্রলয়কালীন মেঘের কাস্তির স্থায় কাস্তি বিশিষ্ট, বীরাসনে
উপবিষ্ট, একটি হস্তে জ্ঞানমুদ্রাধারী, অপর হস্তপদ্ম জাহ্নুতে স্থাপনকারী, পদ্মকরা
বিদ্যাম্ভিভা পার্শ্বগতা সীতাকে দর্শনকারী, মুকুট, অঙ্গদ প্রভৃতি বিবিধ ভূষণে উজ্জ্বলাঙ্গ
রাঘবকে সর্বদা ভজনা করি । ৩

এইরূপ ধ্যান করিয়া, মানস উপচারে পূজা করিয়া, বিশেষার্ঘ্য স্থাপন করিয়া,
পীঠপূজা করিয়া, বিষ্ণু মন্ত্র প্রকরণোক্ত পাঠশক্তি ও পীঠমন্ত্রের পূজা করিয়া,
পুনরায় ধ্যান করিয়া আবাহন হইতে পঞ্চপুষ্পাঞ্জলি দান পর্য্যন্ত সমস্ত কার্য্য করিয়া,
আবরণ সমূহের পূজা করিবেন । যথা দেবতার বামপার্শ্বে—শ্রীং সীতায়ৈ নমঃ

অগ্নাদিকোণে মধ্যে দিক্ চ—১। হৃদয়ায় নমঃ ইত্যাদিনা ষড়্জানি সংপূজ্য, দলেষু পূর্বাদিতঃ—ওঁ হনুমতে নমঃ । এবং সুগ্রীবায়, বিভীষণায়, লক্ষ্মণায়, অঙ্গদায়, জাম্ববতে । দল্যাণেষু—সৃষ্টয়ে, জয়ন্তায়, বিজয়ায়, সুরাষ্ট্রায়, রাষ্ট্র-বর্দ্ধনায়, অকোপায়, ধর্মপালায়, সূমন্ত্রায় । তত ইন্দ্রাদীন্ বজ্রাদীংশ্চ সংপূজ্য ধূপাদি-বিসর্জনাস্তং কর্ম সমাপয়েৎ । ৪

পুরশ্চরণে তু—ঋতুলক্ষং জপেন্মন্ত্রং দশাংশং কমলৈঃ শুভৈঃ ।

জুহুয়াদিচ্চিত্তে বহৌ ব্রাহ্মণান্ ভোজয়েৎ ততঃ ॥ ৫

অয়ং মন্ত্রঃ ষড়্বিধঃ—স্ববীজাদিঃ কামবীজাদিমায়াদিবাগ্ভবাদিলক্ষ্মী-বীজাদিঃ প্রণবাদিশ্চেতি । যথা—

স্ব-কাম-শক্তি-বাগ্-লক্ষ্মী-তারাত্তঃ^১ পঞ্চবর্ণকঃ ।

ষড়্ক্ষরঃ ষড়্বিধঃ স্রাচ্চতুর্বর্গ-ফলপ্রদঃ ॥ ৬

মন্ত্রে সীতাকে, অগ্রে—ওঁ শাক্‌রায় নমঃ মন্ত্রে শাক্‌কে, বাম ও দক্ষিণ পার্শ্বে—ওঁ চাপায় নমঃ, ওঁ শরভো নমঃ মন্ত্রে চাপ ও শরকে পূজা করিবেন । তাহার বহির্ভাগে কেশর সমূহে অগ্নাদি কোণে মধ্যে ও দিক্‌সমূহে রাং হৃদয়ায় নমঃ ইত্যাদি মন্ত্রে ষড়্জের পূজা করিয়া, দলসমূহে পূর্বাদি ক্রমে ওঁ হনুমতে নমঃ ইত্যাদি মন্ত্রে হনুমান্, সুগ্রীব, ভরত, বিভীষণ, অঙ্গদ, শক্রয় ও জাম্ববানকে পূজা করিবেন । দলের অগ্রসমূহে সৃষ্টি, জয়ন্ত, বিজয়, সুরাষ্ট্র, রাষ্ট্রবর্দ্ধন, অকোপ, ধর্মপাল ও সূমন্ত্রকে পূজা করিবেন । তাহার পর ইন্দ্রাদি লোকপালগণকে ও তাহার বাহিরে বজ্রাদি অস্ত্রসমূহকে পূজা করিবেন । তাহার পর ধূপদানাদি বিসর্জন পর্য্যন্ত যাবতীয় কর্ম শেষ করিবেন । ৪

পুরশ্চরণে কিন্তু ছয় লক্ষ মন্ত্র জপ করিবেন । বহিতে রামের পীঠ অর্চনা করিয়া সুন্দর বিকশিত পদ্মসমূহের দ্বারা জপের দশাংশ হোম করিবেন । তাহার পর ব্রাহ্মণগণকে ভোজন করাইবেন । ৫

এই মন্ত্র ছয় প্রকার—স্ববীজাদি, কামবীজাদি, মায়াবীজাদি, বাগ্ভববীজাদি, লক্ষ্মীবীজাদি ও প্রণবাদি । যেমন তন্ত্রে বলিয়াছেন—

রামায় নমঃ এই পাঁচটি বর্ণ স্ব (রাং) বীজাদি, কাম (ক্লীং) বীজাদি, শক্তি (হ্রীং) বীজাদি, বাগ্ভব (ঐং) বীজাদি, লক্ষ্মী (শ্রীং) বীজাদি ও তারাদি (প্রণবাদি) হইলে ষড়্ক্ষর হয় । উহা চতুর্বর্গ ফলপ্রদ । ৬

ব্রহ্মা-সম্মোহন-শক্তি-দক্ষিণামূর্তিরূচ্যতে ।

অগস্তিঃ শ্রীশিবঃ প্রোক্তা মুনয়োহত্র ক্রমাদিমে ॥ ৭

মুনয়ঃ ঋষয়ঃ । অত্র এষু ।

অথবা কামবীজাদেবিশ্বামিত্রো মুনির্মনোঃ ।

হ্রন্দো গায়ত্রী-সংজ্ঞক শ্রীরামশৈব দেবতা ॥ ৮

প্রাতঃ-কৃত্যাদি বিসর্জনান্তং সর্বং পূর্ববৎ । ৯

মন্ত্রান্তরম্

জানকীবল্লভং ভেষ্টং বহুর্জায়া হ্রমাদিকম্ ।

এই ছয়টি মন্ত্রের যথাক্রমে ব্রহ্মা, সম্মোহন, শক্তি, দক্ষিণামূর্তি, অগস্তি, শ্রীশিব—ইহঁার মুনি কথিত হইয়াছেন । ৭

মুনয়ঃ—ঋষিগণ । অত্র—এই ছয়টি মন্ত্রে । অথবা কামবীজাদি মন্ত্রের বিশ্বামিত্র মুনি (ঋষি), গায়ত্রী নামক হ্রন্দঃ, শ্রীরাম দেবতা । প্রাতঃকৃত্য হইতে বিসর্জন পর্য্যন্ত সমস্ত কার্য্যই পূর্ববৎ । ৮-৯

বিবৃতি । এই রামের পূজায় হনুমান, সীতা ও লক্ষ্মণকে ধ্যানাদি সহকারে পূজা করিতে হয়, ইহা পদার্থাদর্শে রাঘব ভট্ট বলিয়াছেন । অগস্তি সংহিতায় হনুমান্ ও লক্ষ্মণের ধ্যানাদি উক্ত হইয়াছে । হনুমানের মন্ত্র :—ওঁ নমো ভগবতে আজ্ঞেনায় মহাবলায় স্বাহা । এই মন্ত্রের ঈশ্বর ঋষি, অনুষ্ঠুপ্ হ্রন্দঃ, হনুমান্ দেবতা, হং বীজ, স্বাহা শক্তি, বিনিয়োগ—হনুমৎপ্রীতি বা ভুক্তিমুক্তি সাধন । ইহার ষড়ঙ্গ্যাস—ওঁ নমো ভগবতে আজ্ঞেনায় অঙ্গুষ্ঠাভ্যাং, ওঁ রুদ্রমূর্তয়ে তর্জনীভ্যাং, ওঁ বায়ুমূর্তায় মধ্যমাভ্যাং, ওঁ অগ্নিগর্ভায় অনামিকাভ্যাং, ওঁ রামদূতায় কনিষ্ঠাভ্যাং, ওঁ ব্রহ্মাজ্ঞ-বারণার্থায় করতল-করপৃষ্ঠাভ্যাং অন্ত্রায় । উহার ধ্যান—ফটিকাভং স্বর্ণকান্তিং ত্রিভুজক কৃতাজলিম্ । কুণ্ডলদ্বয়-সংশোভি-মুখাস্তোজঃ মুহমূর্ছঃ । পুরস্চরণে—অমৃতমন্ত্র জপ । লক্ষ্মণের মন্ত্র—রং লক্ষ্মণায় নমঃ । এই মন্ত্রের অগস্ত্য ঋষি, গায়ত্রী হ্রন্দঃ, লক্ষ্মণ দেবতা, লং বীজ, ও নমঃ শক্তি । পুরুষার্থচতুষ্টয়ে ইহার বিনিয়োগ । দীর্ঘমুক্ত রং বীজের দ্বারা ষড়ঙ্গ্যাস । ইহার ধ্যান—দ্বিভুজং স্বর্ণরুচিরং তনুং পদ্মনিভেক্ষণম্ । ধনুর্বাণকরং রামসেবা-সংসক্ত-মানসম্ । পুরস্চরণে সপ্তলক্ষ মন্ত্র জপ । ভরত ও শত্রুঘ্নের এই বিধি । ইহা রাঘব ভট্ট দ্বিত অগস্তি সংহিতায় বচনে উক্ত হইয়াছে । ৯

রামের অন্য মন্ত্র কথিত হইতেছে । চতুর্থীর একবচনান্ত জানকীবল্লভ অর্থাৎ জানকী-বল্লভার পরে স্বাহা ও আদিত্যে হং ।

তেন হং জানকী-বল্লভায় স্বাহা । অশ্ব বশিষ্ঠ ঋষিবিরাট্ হৃদঃ শ্রীরামো
দেবতা হং বীজং স্বাহা শক্তিঃ । করাকন্যাসৌ কামবীজেন । তত্কৃতম্—
কামেনাদক্রিয়া মতেতি । শিরো-ললাট-ক্রমধ্য-ভালু-কণ্ঠ-হৃদয়-নাভ্যুরু-জানু-
পাদেষু দশ বর্ণান্ শাসেৎ হং নমঃ ইত্যাদিনা । ধ্যানস্ত (১০)—

অযোধ্যানগরে চিত্ররত্ন-সৌবর্ণ-মণ্ডপে ।

মন্দার-পুষ্পেরাবক-বিতানে তোরণাঙ্ঘ্রিতে ॥ ১১

সিংহাসন-সমাক্রাটং পুষ্পকোপরি রাঘবম্ ।

রক্ষোভির্হরিভির্দেবৈর্দিব্যযান-গতৈঃ শুভৈঃ ।

সংস্কৃত্যমানং মুনিভিঃ সর্বজৈঃ পরিসেবিতম্ ॥ ১২

সীতালঙ্কৃত-বামাকং লক্ষ্মণেনোপশোভিতম্ ।

শ্যামং প্রসন্ন-বদনং সর্বাভরণ-ভূষিতম্ ॥ ১৩

চিন্তয়ামীত্যধ্যাহৃত্যাবয়ঃ । প্রাতঃ-কৃত্যাদি-বিসর্জনান্তঃ সর্বমশ্রুৎ পূর্ববৎ ।

তথা—বর্ণলক্ষং জপেন্মন্ত্রং হবনং তদদশাংশতঃ । বর্ণলক্ষং মন্ত্র-বর্ণলক্ষ-
মিত্যর্থঃ^১ । ১৪

তাহাতে হং জানকীবল্লভায় স্বাহা, এই দশাক্ষর মন্ত্র হয় । এই মন্ত্রের বশিষ্ঠ
ঋষি, বিরাট্ হৃদঃ, শ্রীরাম দেবতা, হং বীজ ও স্বাহা শক্তি । কামবীজের দ্বারা
করাকন্যাস হইবে । হং নমঃ ইত্যাদি প্রকারে শিরঃ, ললাটে, ক্রমধ্যে, ভালু, কণ্ঠ, হৃদয়,
নাভি, উরু, জানু ও পাদে দশটি বর্ণের শাস করিবেন । ১০

বিবৃতি । দশ বর্ণের শাস যথা, মন্ত্রকে—হং নমঃ । ললাটে—জাং নমঃ । ক্রমধ্যে
—নং নমঃ । ভালুতে—কীং নমঃ । কণ্ঠে—বং নমঃ । হৃদয়ে—ল্লং নমঃ । নাভিতে—
ভাং নমঃ । উরুদ্বয়ে—য়ং নমঃ । জানুদ্বয়ে—স্বাং নমঃ । পাদদ্বয়ে—হাং নমঃ । ১০

ধ্যানের অর্থ—মনোহর অযোধ্যা নগরে তোরণ যুক্ত মন্দার পুষ্পব্যাণ্ড বিতান-যুক্ত,
চিত্র রত্নমণ্ডিত সুবর্ণময় মণ্ডপে পুষ্পক রথের উপরে সিংহাসনে সমাক্রাট, দিব্য বান-গত
পবিত্র রাক্ষস, বানর, দেবগণ কর্তৃক সূর্যমান, সর্বজ্ঞ মুনিগণ কর্তৃক পরিসেবিত, সীতা
কর্তৃক অলঙ্কৃত বামাক, লক্ষ্মণের দ্বারা উপশোভিত, শ্যাম প্রসন্নবদন সর্বাভরণে
ভূষিত রাঘবকে ধ্যান করি । ১১-১৩

চিন্তয়ামি এই পদটি অধ্যাহার করিয়া রাঘবং এই পদের সহিত অবয়ব করিতে
হইবে । প্রাতঃকৃত্য হইতে বিসর্জন পর্যন্ত সমস্তই পূর্ববৎ হইবে । সেইরূপ আরও

মন্ত্রান্তরম্

বহ্নিনা^১রায়ণেনাচ্যো জঠরঃ কেবলন্তথা ।

দ্যাকরো মন্ত্ররাজোহয়ং সর্বাভীষ্ট-ফলপ্রদঃ ॥ ১৫

শ্রী-মায়া-মন্ত্রথৈকৈক-বীজাভ্যন্তর্গতো মনুঃ ।

চতুর্বর্ণ স এব স্যাৎ ষড়্-বর্ণো-বাহ্লিত-প্রদঃ ।

স্বাহাস্তো হং কড়স্তো বা নমোহস্তো বা ভবেন্মনুঃ ॥ ১৬

তার-মায়া-রমাহনঙ্গ-বাক্-স্ববীজৈস্তু ষড়্-বিধঃ ।

দ্যাকরো^২ মন্ত্ররাজঃ স্যাৎ সর্বাভীষ্ট-ফল-প্রদঃ ॥ ১৭

দ্যাকরশচন্দ্র-ভদ্রাস্তো মন্ত্রোহয়ং চতুরক্ষরঃ ।

রামায় হ্রস্বনুঃ প্রোক্তো মন্ত্রপঞ্চাক্ষরঃ পরঃ ॥ ১৮

অন্যার্থঃ—বহ্নী রেফঃ । নারায়ণ অকারঃ । জঠরো মকারঃ । তেন রাম ইতি দ্যাকরো মন্ত্রঃ । অয়ং বহুবিধঃ স্যাৎ । তথা চ রাম । শ্রী^৩ রাম শ্রী^৪ । হ্রী^৫ রাম হ্রী^৬ । ক্রী^৭ রাম ক্রী^৮ । শ্রী^৯ রাম শ্রী^{১০} স্বাহা । হ্রী^{১১} রাম হ্রী^{১২} স্বাহা । ক্রী^{১৩}

উক্ত হইয়াছে—বর্ণ লক্ষ মন্ত্র জপ করিবে এবং তাহার দশাংশ হোম করিবে । বর্ণ লক্ষ পদের অর্থ—মন্ত্রবর্ণ লক্ষ অর্থাৎ দশ লক্ষ । ১৪

বহ্নি (র) নারায়ণের (আকার) দ্বারা যুক্ত এবং কেবল জঠর (ম) অর্থাৎ রাম —এই দুই অক্ষরের মন্ত্ররাজ সমস্ত অভীষ্ট ফলের প্রদায়ক । ১৫

সেই দ্যাকর মন্ত্র শ্রী, মায়া ও মন্ত্র এই তিনটি বীজের এক একটি বীজ মন্ত্রের আদিগত ও অন্তগত হইলে চারি অক্ষরের মন্ত্র হইবে । উহা স্বাহাস্ত, হং কড় অন্ত বা নমঃ অন্ত হইলে বাহ্লিত ফলপ্রদ ষড়ক্ষর মন্ত্র হয় । ১৬

সর্বাভীষ্ট ফলপ্রদ দ্যাকর মন্ত্ররাজ তার (ও), মায়া (হ্রীং), রমা (শ্রীং), অনঙ্গ (ক্রীং) বাক্ (ঐং) ও স্ববীজ (রাং) যোগে ছয় প্রকার হয় । ১৭

বিবৃতি । উপরোক্ত শ্লোক হইতে এই মন্ত্রগুলি উদ্ধৃত হয়—ও^১ রাম, হ্রীং রাম, শ্রীং রাম, ক্রীং রাম, ঐং রাম, রাং রাম । ১৭

এই দ্যাকর রাম মন্ত্র চন্দ্রান্ত ও ভদ্রান্ত হইলে চতুরক্ষর রাম মন্ত্র হয় । রামায় হ্রং অর্থাৎ রামায় নমঃ এইটি রামের মন্ত্র কথিত হইয়াছে । এই পঞ্চাক্ষর মন্ত্র শ্রেষ্ঠ । ১৮

এই শ্লোকগুলির অর্থ—বহ্নি র । নারায়ণ—আকার । জঠর—মকার । তাহাতে রাম এই দ্যাকর মন্ত্র হয় । এই দ্যাকর মন্ত্র বহুবিধ হয় । তাহা এই—রাম । শ্রীং রাম শ্রীং ।

১। খ—দ্যাকরো ।

রাম ক্রীং স্বাহা । শ্রীং রাম শ্রীং হং ফট্ । হ্রীং রাম হ্রীং হং ফট্ । ক্রীং রাম
ক্রীং হং ফট্ । শ্রীং রাম শ্রীং নমঃ । হ্রীং রাম হ্রীং নমঃ । ক্রীং রাম ক্রীং নমঃ ।
ওঁ রাম । হ্রীং রাম । শ্রীং রাম । ক্রীং রাম । ঐং রাম । রীং রাম ইত্যেকোন-
বিংশতিভেদাঃ । এবং দ্ব্যক্ষরশচন্দ্রান্তো ভদ্রান্তো বা যদি, তদা চতুরক্ষর-
মন্ত্রদ্বয়ং ভবতি । যথা—রামচন্দ্র ইতি রামভদ্র ইতি চ । এবং রামায় ইতি
স্বরূপং, ততো হ্রং নমঃ-পদক্ষেপং অপরঃ পঞ্চাক্ষরো মন্ত্র ইতি ।

এতেষাং প্রাতঃকৃত্যমারভা ধূপাদি-বিসর্জনান্তং সর্বং কর্ম পূর্ববৎ
পুরশ্চরণস্ত যড়লক্ষ-জপঃ । ১৯

মন্ত্রান্তরম্

বহিস্থং শয়নং বিষ্ণোরদ্ধচন্দ্র-বিভূষিতম্ ।

একাক্ষরো মন্ত্রঃ প্রোক্তো মন্ত্ররাজঃ সুরভ্রমঃ ।

ব্রহ্মা মুনিঃ শ্রাদ্ধ গায়ত্রী ছন্দো রামশ্চ দেবতা ॥ ২০

বিষ্ণুশয়নমাকারঃ । তেন রামিত্তোেকাক্ষরো মন্ত্রঃ । অস্ম্য পুরশ্চরণং
দ্বাদশলক্ষ-জপঃ । তানুলক্ষং জপেনান্ত্রমিতি বচনাৎ । ধ্যান-পূজাদিকন্তু
যড়ক্ষরবৎ । ইতি শ্রীরামপ্রকরণম্ । ২১

হ্রীং রাম হ্রীং । ক্রীং রাম ক্রীং । শ্রীং রাম শ্রীং স্বাহা, হ্রীং রাম হ্রীং স্বাহা । ক্রীং রাম
ক্রীং স্বাহা । শ্রীং রাম শ্রীং হং ফট্ । হ্রীং রাম হ্রীং হং ফট্ । ক্রীং রাম ক্রীং হং ফট্ ।
শ্রীং রাম শ্রীং নমঃ । হ্রীং রাম হ্রীং নমঃ । ক্রীং রাম ক্রীং নমঃ । ওঁ রাম । হ্রীং রাম ।
শ্রীং রাম । ক্রীং রাম । ঐং রাম । রীং রাম । এই একোনবিংশতি (উনিশ প্রকার)
মন্ত্রের ভেদ হয় । এইরূপ যদি দ্ব্যক্ষর রাম এই মন্ত্র চন্দ্রান্ত বা ভদ্রান্ত হয়, তবে
চতুরক্ষর দুইটি মন্ত্র হয় । যেমন রামচন্দ্র এই একটি এবং রামভদ্র এই একটি । এইরূপ
রামায় এই স্বরূপের পর হ্রং অর্থাৎ নমঃ পদ হয়, তবে অপর রামায় নমঃ এই পঞ্চাক্ষর
মন্ত্র হয় । এই সকল মন্ত্রের প্রাতঃকৃত্য হইতে আরম্ভ করিয়া ধূপদানাদি বিসর্জন
পর্যন্ত সমস্ত কর্ম পূর্ববৎ করিবেন । পুরশ্চরণে ছয় লক্ষ মন্ত্র জপ । ১৯

রামের মন্ত্রান্তর বলিতেছেন—বহিস্থ বকারস্থ বিষ্ণুশয়ন (অনন্ত) আ অর্দ্ধচন্দ্র-
বিভূষিত হইয়া রামের একাক্ষর মন্ত্র রাম উক্ত হইয়াছে । উহা সুরভ্রম সদৃশ মন্ত্ররাজ ।
এই একাক্ষর মন্ত্রের ব্রহ্মা ঋষি, গায়ত্রী ছন্দঃ, শ্রীরাম দেবতা । ২০

বিষ্ণুশয়ন—আকার । তাহাতে রাম এই একাক্ষর মন্ত্র হয় । এই মন্ত্রের পুরশ্চরণ

অথ শ্রীকৃষ্ণঃ^১

গোপীজনপদস্তান্তে বল্লভায় দ্বিঠাবধিঃ ।

অয়ং দশাক্ষরো মন্ত্রো দৃষ্টাদৃষ্ট-কলপ্রদঃ ॥ ১

অয়ং মন্ত্রঃ কামবীজাদিঃ । রাশি-নক্ষত্র-চক্রাদৌ তু কামবীজ-বহির্ভাবেন
কিচিৎ কার্য্যাস্ত্য লুপ্ত-বীজত্বাৎ । যথা গোতমীয়ে (২)—

বীজপূর্বো জপস্ত্য রহস্যং কথিতং মুনে ! ।

লুপ্তবীজ-স্বভাবত্বাদ্ দশাক্ষর ইহোচ্যতে ॥ ৩

বৃহদগৌতমীয়ে চ—ভোগমোট্টিক-নিলয়ো লুপ্তবীজো দশাক্ষরঃ ।

উক্রেৎ তু পৃথক্ভেন কামবীজং মহামুনে ! ।

১২ লক্ষ জপ । যেহেতু ভানুলক্ষং জপেন্ মন্ত্রম্ অর্থাৎ ভানুলক্ষ মন্ত্র জপ করিবে
এইরূপ বচন আছে । এই মন্ত্রের ধ্যান পূজাদি ষড়াক্ষরের স্তায় হইবে । ২১

বিবৃতি । ৩^১ নমো ভগবতে রত্ননন্দনার রক্তোদ্র-বিষদার মধুর-প্রসন্ন-বদনার
অমিত-ভেজসে বালার রামার বিকবে নমঃ এইরূপ রামের মালামন্ত্র শারদাভিলকে
উক্ত হইয়াছে । রাঘবভট্ট পদার্থাদর্শে এই মন্ত্রের স্বরূপ, ধ্যান প্রভৃতি বলিয়াছেন ।
এইটি রামের ধারণ মন্ত্রেও লেখ্য । তন্ত্রসার কার ও এই গ্রন্থকার রামপ্রকরণে এই
মন্ত্রের উল্লেখ করেন নাই । অনুসন্ধিৎসু পাঠক ইহার বিশেষ বিবরণ পদার্থাদর্শে
পাইবেন । শ্রীরাম প্রকরণ সমাপ্ত হইল । ২১

অনন্তর শ্রীকৃষ্ণের মন্ত্র কথিত হইতেছে । গোপীজন পদের অন্তে বল্লভায় শেষে
দ্বিঠ (বাহা) হইবে । তাহাতে গোপীজন-বল্লভায় বাহা মন্ত্র হইল । এই দশাক্ষর
মন্ত্র দৃষ্ট ও অদৃষ্ট ফলের প্রদাতা । ১

এই মন্ত্র কামবীজাদি হয় । রাশিচক্র ও নক্ষত্র চক্রাদিতে কিন্তু কামবীজাদির
বহির্ভাবে অর্থাৎ কামবীজকে বাদ দিয়া কেবল গোপীজন-বল্লভায় বাহা এই মন্ত্র
নইয়া বিচার কর্তব্য । কারণ কামবীজটি লুপ্তবীজ । যেমন—গৌতমীর ভ্রাতৃ
বলিয়াছেন (২)—

হে মুনে । এই মন্ত্রের বীজপূর্বক জপ হইবে । এ রহস্য কথিত হইয়াছে । এই
মন্ত্রটি লুপ্ত বীজ স্বরূপ বলিয়া অর্থাৎ জপের কাল ছাড়া অন্য কালে এই বীজ থাকে না
বলিয়া এই লোকে ইহা দশাক্ষর কথিত হইয়া থাকে । ৩

বৃহদগৌতমীর ভ্রাতৃও বলিয়াছেন—লুপ্তবীজ এই দশাক্ষর মন্ত্র ভোগ ও মোক্ষের
একমাত্র স্থান । হে মহামুনে । কামবীজকে কিন্তু পৃথগ্ভাবে উদ্ধার করিবে । এই

তদ্যোগাৎ কলনো মন্ত্রো নাশুখা কল্প-কোটিতিঃ ॥ ৪

কামবীজমিত্যত্র পৃথগ্-যোগে দ্বিতীয়া, ন তু কর্মণি । তথা চ কামবীজ-
বহির্ভাবেন উদ্ধরেদর্থাদদশাক্ষরমিত্যর্থঃ । ৫

অথাস্ত পূজা । প্রাতঃকৃত্যাদি-তত্ত্বজ্ঞাসাস্তঃ বিধায় প্রাণায়ামং কুৰ্য্যাৎ ।
তদ্যথা—কামবীজস্তৈকবার-জপেন দক্ষিণ-নাসয়া বায়ুং রেচয়েৎ । ততঃ
সপ্তবার-জপেন বাম-নাসয়া বায়ুং পূরয়েৎ । ততো নাসা-পুটৌ দ্বত্বা বিংশতি-
বার-জপেন বায়ুং কুন্তয়েৎ । পুনর্বাম^১-নাসয়া বিরিচ্য দক্ষিণেনাপূর্য্য দ্বাত্বা
কুন্তয়েৎ । পুনর্দক্ষয়া বিরিচ্য বামেনাপূর্য্য দ্বাত্বা কুন্তয়েৎ । যথা (৬)—

একেন রেচয়েৎ কাম-বীজেনৈব পৃথক্ পৃথক্ ।

পূরয়েৎ সপ্ত-জপেন বিংশত্যা তেন ধারয়েৎ ।

সর্বেষু কৃষ্ণ-মন্ত্রেষু বীজেনানেন রেচয়েদिति^২ । ৭

কামবীজের যোগে এই মন্ত্রটি কলপ্রদ হয় । অথথা কোটি কল্পেও ইহা কলপ্রদ
হয় না । ৪

কামবীজম্ এই স্থলে পৃথক্ যোগে দ্বিতীয়া বিভক্তি হইয়াছে । কর্মে দ্বিতীয়া হয়
নাই । তাহা হইলে কামবীজ বহির্ভাবে উদ্ধার করিবে অর্থাৎ দশাক্ষর মন্ত্র উদ্ধার
করিবে এই অর্থ হয় । ৫

এই মন্ত্রের পূজাপদ্ধতি ইরূপ :—প্রাতঃকৃত্য হইতে তত্ত্বজ্ঞাস পর্যন্ত সমস্ত কার্য্য
করিয়া প্রাণায়াম করিবেন । যথা—কামবীজের একবার জপের দ্বারা দক্ষিণ নাসায়
বায়ুর রেচন (ত্যাগ) করিবেন । তাহার পর সাতবার জপের দ্বারা বামনাসায় বায়ুর
পূরণ করিবেন । তাহার পর দুই নাসাপুট ধরিয়া বিংশতি বার জপের দ্বারা বায়ুকে
কুন্তক (হির) করিবেন । পুনরায় বামনাসায় রেচন করিয়া দক্ষিণ নাসায় পূরণ
করিয়া উত্তর নাসিকায় কুন্তক করিবেন । পুনরায় দক্ষিণ নাসিকায় রেচন করিয়া
বামনাসা দ্বারা পূরণ করিয়া উত্তর নাসিকা দ্বারা কুন্তক করিবেন । যেমন তন্ত্রে
বলিয়াছেন (৬)—

একবার কামবীজ জপের দ্বারা পৃথক্ পৃথক্ রেচক করিবে । সাতবার জপের
দ্বারা পূরক করিবে । কুড়িবার জপের দ্বারা ধারণ বা কুন্তক করিবে । সমস্ত
কৃষ্ণমন্ত্রে এই বীজের দ্বারা রেচন করিবে । ৭

১। ৪—বামনা রেচয়েৎ । দক্ষয়া পূরয়েৎ । দ্বাত্বা কুন্তয়েৎ । পুনর্দক্ষয়া রেচয়েৎ । বাবরা-
পূর্য্য দ্বাত্বা কুন্তয়েৎ । যথা—একেনেত্যাদি । ২। রেচয়েদিত্যনন্তরং অথবা দ্বন্দ্বময়েনৈব ।

অত্র রেচয়েদিত্যুপলক্ষণম্ । অথবা মূলমন্ত্রেণৈব প্রাণায়ামঃ । তদ্বক্তৃম্^১ (৮)—

পবন-সংযমনস্তমুনাচরেদ্ যমিহ জপ্তুমসৌ মনুমিচ্ছতি^২ ।

তত্রায়ং বিশেষঃ—যদি দশাক্ষরং জপতি, তদা দশাক্ষরেণাষ্টাবিংশত্যাবৃন্তেন
রেচকং পুরকং কুস্তকঞ্চ^৩ যদ্বাষ্টাদশাক্ষরং জপতি, তদা দ্বাদশাবৃন্তেন তেন । ৯

দশাক্ষরেণ চেৎ তত্রাষ্টাবিংশত্যাথ রেচয়েৎ ।

পুরয়েদ্ বামতন্তুদ্বদ্ ধারয়েৎ তৎ প্রমাণতঃ ॥ ১০

প্রাণায়ামো ভবেদেকো রেচ-পুরক-কুস্তকৈঃ ।

অষ্টাদশাক্ষরেণ চেদ্ দ্বাদশৈবং সমাচরেৎ^৪ ॥ ১১

ইতি বচনাৎ । অন্তমন্ত্রেষু তু অন্তমনুভির্বর্ণানুরূপমিত্যুক্তত্বাৎ । তন্তমন্ত্র-
বর্ণ-সংখ্যায়া রেচকাদি-ত্রয়ং কুর্য্যাৎ^৫ । ক্রমদীপিকায়াং রেচয়েন্মাকৃতং দক্ষয়া

এস্থলে রেচয়েৎ এইটি পুরক ও কুস্তকের উপলক্ষণ । অথবা মূলমন্ত্রের দ্বারাই
প্রাণায়াম কর্তব্য । ক্রমদীপিকায় তাহাই উক্ত হইয়াছে (৮)—

সাধক এখানে অর্থাৎ কৃষ্ণ মন্ত্র স্থলে যে মন্ত্র জপ করিতে ইচ্ছা করেন, সেই মন্ত্রেই
প্রাণ সংযমন অর্থাৎ প্রাণায়াম করিবেন । এ স্থলে এই বিশেষ—যদি দশাক্ষর কৃষ্ণ
মন্ত্র জপ করেন, তবে দশাক্ষর মন্ত্রের অষ্টাবিংশতিবার আবৃত্তি দ্বারা রেচক, পুরক ও
কুস্তক করিবেন । যদি অষ্টাদশাক্ষর কৃষ্ণমন্ত্র জপ করেন, তবে সেই মন্ত্রের দ্বাদশ বার
আবৃত্তি দ্বারা রেচক, পুরক ও কুস্তক করিবেন । ৯

বেহেতু বচন আছে যে—যদি দশাক্ষর মন্ত্রের দ্বারা জপ করেন, তবে অষ্টাবিংশতি
বার অপের দ্বারা রেচক সেইরূপ বামনাসায় সেই পরিমাণ জপে অর্থাৎ অষ্টাবিংশতি
বার জপে পূরণ করিবেন এবং সেই পরিমাণ অপের দ্বারা কুস্তক (ধারণ) করিবেন । ১০

যদি অষ্টাদশাক্ষর মন্ত্রের দ্বারা জপ করেন, তবে এইরূপ পুরক, কুস্তক ও রেচকে
দ্বাদশবার মন্ত্র জপ করিবে । রেচক, পুরক ও কুস্তকের দ্বারা একটি প্রাণায়াম হইয়া
থাকে । ১১

অন্ত মন্ত্র সমূহে কিন্তু অন্ত মন্ত্রের বর্ণ-সংখ্যার অনুরূপ সংখ্যা দ্বারা রেচক, পুরক ও
কুস্তক করিবে । ইহা উক্ত হইয়াছে । সেই সেই মন্ত্র বর্ণের সংখ্যা দ্বারা রেচকাদি
ত্রয় করিবে—এই অর্থ । ক্রমদীপিকায় বলিয়াছেন—দক্ষিণ সাধক দক্ষিণ নাসিকা

১। ঋ—তদ্বক্তৃমিতি মার্ত্ত । ২। ঋ—ইচ্ছতি তথাচ যদি দশাক্ষরং জপতি । তদা দশাক্ষরেণ
বিংশাবৃন্তেন । ৩। ঋ—কুস্তককেতি । বধা—দশাক্ষরেণ চেৎ তত্রাষ্টাবিংশত্যাথ রেচয়েৎ ।

৪। ঋ—সমাচরেৎ । অন্ত মন্ত্রেষু তু । ৫। ঋ—কুর্য্যাৎ । রেচয়েদ্ মাকৃতং দক্ষয়া দক্ষিণয়েদাময়া
বণ্যমাত্যাং পুনঃ ধারয়েদিত্যাदि ।

দক্ষিণঃ পুরয়েধাময়া মধ্যনাভ্যা পুনর্বারয়েদিত্যাদি । এতৎ তু শ্রীকৃষ্ণ মন্ত্র-
মাত্র-বিষয়কম্ । নাম্মাত্র^১ বিষ্ণুমন্ত্রাদৌ । ১২

ততঃ পীঠস্থাসং বিধায় কেশরেষু মধ্যে চ বিমলাদি-পীঠ-মন্ত্রস্তং বিস্তৃত্য
ঋত্বাদিস্থাসং কুৰ্ব্ব্যাৎ । শিরসি—নারদায় ঋষয়ে নমঃ, মুখে—বিরাট্ হৃদয়ে
নমঃ, হৃদি—শ্রীকৃষ্ণায় দেবতায়ৈ, গুহ্যে—ক্লী^২ বীজায়, পাদয়োঃ—বাহা
শক্তয়ে । ততঃ ওঁ মন্ত্রাধিষ্ঠাতৃ-দেবতায়ৈ দুর্গায়ৈ নমঃ ইতি দুর্গাং নমস্কুৰ্ব্ব্যাৎ ।
ততো দশাঙ্গুলীষু দশাক্ষরাণি ত্র্যসেৎ । যথা দক্ষিণ-করস্থাস্কুঠে^৩—গোং নমঃ,
এবং তর্জনাং—পীং । মধ্যমায়াং জং, অনামিকায়াং নং, কনিষ্ঠায়াং—বং,
বামস্থ তাম্—জং ভাং যং স্বাং হাং । ১৩

আরা বায়ুর রেচন, বামনাসা আরা পূরণ ও মধ্যনাভী সুষুমা আরা বায়ুর ধারণ (কৃতক)
করিবে ইত্যাদি । ইহা শ্রীকৃষ্ণের মন্ত্রমাত্র বিষয়ে জানিবে । অন্য বিষ্ণুমন্ত্রাদি স্থলে
এই নিয়ম নহে । ১২

তাহার পর পীঠস্থাস করিয়া কেশর সমূহে ও মধ্যে বিমলাদি পীঠমন্ত্র পর্য্যন্ত স্থাস
করিয়া ঋত্বাদিস্থাস করিবেন । যথা মন্তকে—ওঁ নারদায় ঋষয়ে নমঃ । মুখে—
ওঁ বিরাট্ হৃদয়ে নমঃ । হৃদয়ে—ওঁ শ্রীকৃষ্ণায় দেবতায়ৈ নমঃ । গুহ্যে—ওঁ ক্লীং
বীজায় নমঃ । পাদদ্বয়ে—বাহা শক্তয়ে নমঃ । তাহার পর ওঁ মন্ত্রাধিষ্ঠাতৃ-দেবতায়ৈ
দুর্গায়ৈ নমঃ এই মন্ত্রে দুর্গাকে নমস্কার করিবে । তাহার পর দশ অঙ্গুলিতে মন্ত্রের দশ
অক্ষর স্থাস করিবে । যথা দক্ষিণ হস্তের অঙ্গুঠে—গোং নমঃ । তর্জনীতে—পীং নমঃ ।
মধ্যমাতে—জং নমঃ । অনামাতে—নং নমঃ । কনিষ্ঠায়—বং নমঃ । বামের জ্যেষ্ঠাদি
পাঁচটি অঙ্গুলিতে যথাক্রমে পূর্ববৎ—জং ভাং যং স্বাং হাং এই পাঁচটি বর্ণ স্থাস
করিবেন । ১৩

বিবৃতি । গৌতমীর তত্ত্বানুসারে দুর্গানমস্কারের পর ওঁ গোপীজন-বল্লভায় বাহা
ওঁ এই মন্ত্রে হস্তদ্বয়ের মধ্যে পৃষ্ঠে ও পার্শ্বে তিন তিনবার স্থাস করিয়া, সবিন্দু মন্ত্র বর্ণকে
ঔষবের আরা পুটিত ও নমোত্ত করিয়া অঙ্গুলি সমূহের পর্বসমূহে স্থাস করিবেন ।
যেমন দক্ষিণাঙ্গুঠের তিন পর্বে—ওঁ গোং ওঁ নমঃ । তর্জনীর পর্বত্রয়ে—ওঁ পীং ওঁ
নমঃ । এইরূপ মধ্যমা, অনামা ও কনিষ্ঠাতে এক একটি মন্ত্রবর্ণের স্থাস করিয়া বাম-
হস্তের কনিষ্ঠা হইতে অঙ্গুঠ পর্য্যন্ত পাঁচটি অঙ্গুলির পর্বত্রয়ে পাঁচটি বর্ণের স্থাস হইলে
সৃষ্টি স্থাস হয় । দক্ষিণ হস্তের অঙ্গুঠ হইতে বাম হস্তের কনিষ্ঠা পর্য্যন্ত দশ অঙ্গুলিতে
পূর্ববৎ যথাক্রমে দশটি বর্ণের স্থাসের নাম হিতি স্থাস । বামের অঙ্গুঠ হইতে দক্ষিণের

অথ করয়োরঙ্গুলীষু পঞ্চাঙ্গন্যাসঃ । যথা—আ চক্রায় স্বাহা অঙ্গুষ্ঠাভ্যাং
নমঃ, বি চক্রায় স্বাহা তর্জনীভ্যাং স্বাহা, সু চক্রায় স্বাহা মধ্যমাভ্যাং
বষট্ । ত্রৈলোক্য-চক্রায় স্বাহা অনামিকাভ্যাং হ্র, অনুরাস্তক-চক্রায় স্বাহা
কনিষ্ঠাভ্যাং ফট্ । ততো মূলমন্ত্র-পুটিতান্ মাতৃকা-বর্ণান্ সবিন্দুন্ মাতৃকা-
স্থানেষু শ্রাসেৎ । ততঃ প্রণবপুটিতং মূলমন্ত্রং আকেশাদাপাদম্, আপাদাদাকেশং
ত্রিবারং বিদ্যুশ্চ দশাঙ্গ-পঞ্চাঙ্গ-শ্রাসৌ কুর্য্যাৎ । যথা হ্রদি—গোং নমঃ, এবং
শিরসি—পীং নমঃ । শিখায়াং—জং নমঃ । সর্বাঙ্গে—নং, দিক্ষু—বং,
দক্ষপার্শ্বে—ল্লং, বামপার্শ্বে—ভাং, কট্যাং—য়ং । পৃষ্ঠে—স্বাং, মূর্ধ্নি—হাং ।

তথ—আচক্রায় স্বাহা হৃদয়ায় নমঃ । বিচক্রায় স্বাহা শিরসে স্বাহা ।
সুচক্রায় স্বাহা শিখায়ৈ বষট্ । ত্রৈলোক্যরক্ষণ-চক্রায় স্বাহা কবচার হ্র ।
অনুরাস্তক-চক্রায় স্বাহা অস্ত্রায় ফট্ ইতি । অশ্রু^১ তত্ত্বশ্রাস-মূর্ত্তিপঞ্জরশ্রাসা-
দয়ো শ্রাসাঃ কাম্যতয়া নোক্তাঃ । ১৪

অঙ্গুষ্ঠ পর্য্যন্ত এইরূপ শ্রাসের নাম সংহার শ্রাস । এই তিন প্রকার শ্রাস প্রথমে
করিয়া পরে পুনরায় সৃষ্টি ও স্থিতি শ্রাস কর্তব্য । এই পঞ্চ শ্রাসে অসমর্থ হইলে
গৃহস্থ একটি মাত্র শ্রাস করিবেন । তাহার পর স্থিতিক্রমে দশ অঙ্গুলিতে দশ অক্ষরের
শ্রাস করিবেন । তাহা পূর্বে উক্ত হইয়াছে । ১৩

অনন্তর হস্তদ্বয়ের অঙ্গুলী সমূহে মূলোক্ত প্রকারে পঞ্চাঙ্গ শ্রাস করিবেন । তাহার
পর গোপীজনবল্লভায় স্বাহা অং গোপীজনবল্লভায় স্বাহা এইরূপ মূলমন্ত্র পুটিত
সবিন্দু মাতৃকাবর্ণগুলিকে ললাটাদি মাতৃকাস্থানে শ্রাস করিবেন । তাহার পর ও^২
গোপীজনবল্লভায় স্বাহা ও^২ এইরূপ প্রণব-পুটিত মূলমন্ত্রকে কেশ হইতে পাদ পর্য্যন্ত ও
পাদ হইতে কেশ পর্য্যন্ত তিনবার শ্রাস করিয়া মূলোক্ত প্রকারে দশাঙ্গ শ্রাস ও
পঞ্চাঙ্গ শ্রাস করিবেন । এই মন্ত্রের তত্ত্বশ্রাস ও মূর্ত্তি পঞ্জর-শ্রাস কাম্য বলিয়া এখানে
লিখিত হইল না । ১৪

টিপ্পনী । কোন ক্রিয়ার অনুষ্ঠান পদ্ধতি লিখিত বা প্রচলিত না থাকিলে সে
ক্রিয়ার অনুষ্ঠান লুপ্ত হইয়া যায় । কোন সকাম ব্যক্তি তাহা করিতে ইচ্ছুক হইলেও
করিতে পারেন না । তাই ক্রিয়ার অনুষ্ঠান পদ্ধতি সুন্দর করিয়া সম্পূর্ণভাবে লেখা
আবশ্যক । লেখা থাকিলে তাহা হইতে ক্রিয়া অনুষ্ঠিত হইতে পারে । তাই এখানে
দশ তত্ত্বশ্রাস প্রভৃতি লিখিত হইল ।

তত্ত্বভাসি যথা পাদদ্বয়ে—গোং নমঃ পরায় পৃথিবী-তত্ত্বাখ্যানে নমঃ । লিঙ্গে—
 পীং নমঃ পরায় জলাতত্ত্বাখ্যানে নমঃ । শেষে সর্বত্র নমঃ দেয় । হৃদয়ে—জং নমঃ
 পরায় তেজস্তত্ত্বাখ্যানে । মুখে—নং নমঃ পরায় বায়ুতত্ত্বাখ্যানে । মন্তকে—বং নমঃ
 পরায়াকাশতত্ত্বাখ্যানে । হৃদয়ে—ল্লং নমঃ পরায়াহ্কারতত্ত্বাখ্যানে, ভাং নমঃ পরায়
 মহত্তত্ত্বাখ্যানে নমঃ । সর্বগাত্রে—রং নমঃ পরায় প্রকৃতিতত্ত্বাখ্যানে, স্বাং নমঃ পরায়
 পুরুষতত্ত্বাখ্যানে, হাং নমঃ পরায় পরতত্ত্বাখ্যানে নমঃ । এইটি সংহারভাসি । অনন্তর
 সৃষ্টিভাসি । সর্বগাত্রে—পূর্ববং হাং স্বাং রং । হৃদয়ে—ভাং ল্লং । মন্তকে—বং ।
 মুখে—নং । হৃদয়ে—জং । লিঙ্গে—পীং । পাদদ্বয়ে—গোং । ইহা সৃষ্টি ভাসি ।
 তাহার পর সৃষ্টি, স্থিতি ও সংহারক্রমে অক্ষরভাসি । মন্তকে—গোং নমঃ । নেত্রদ্বয়ে—
 পীং । কর্ণদ্বয়ে—জং । নাসিকাদ্বয়ে—নং । মুখে—বং । হৃদয়ে—ল্লং । নাভিতে
 —ভাং । লিঙ্গে—স্বং । জানুদ্বয়ে—স্বাং । পাদদ্বয়ে—হাং । অনন্ত স্থিতিক্রমে ভাসি ।
 যথা হৃদয়ে—গোং নমঃ । নাভিতে—পীং । লিঙ্গে—জং । জানুদ্বয়ে—নং ।
 পাদদ্বয়ে—বং । মন্তকে—ল্লং । নেত্রদ্বয়ে—ভাং । কর্ণদ্বয়ে—স্বং । নাসিকাদ্বয়ে—
 স্বাং । মুখে—হাং । অনন্তর সংহারক্রমে ভাসি । যথা পাদদ্বয়ে—গোং । জানুদ্বয়ে—
 পীং । লিঙ্গে—জং । নাভিতে—নং । হৃদয়ে—বং । মুখে—ল্লং । নাসিকাদ্বয়ে
 —ভাং । কর্ণদ্বয়ে—স্বং । নেত্রদ্বয়ে—স্বাং । মন্তকে—হাং । পুনরায় সৃষ্টি ও
 স্থিতিভাসি কর্তব্য ।

এই ভাসিতে অঙ্গুলি নিয়ম আছে । মন্তকে মধ্যমা, চক্ষুতে মধ্যমা ও তর্জনী, কর্ণে
 অঙ্গুষ্ঠ বাতীত সকল অঙ্গুলি, নাসিকাতে অঙ্গুষ্ঠ ও অনামা, মুখে সর্বাঙ্গুলি, হৃদয়ে
 অঙ্গুষ্ঠ ও তর্জনী, নাভি ও লিঙ্গে অঙ্গুষ্ঠ মধ্যমা, জানুতে অঙ্গুষ্ঠ রহিত সর্বাঙ্গুলি পাদদ্বয়ে
 সর্বাঙ্গুলি দ্বারা ভাসি কর্তব্য ।

অনন্তর স্থিতিক্রমে ভাসি । হৃদয়ে—গোং । নাভিতে—পীং । লিঙ্গে—জং ।
 জানুদ্বয়ে—নং । পাদদ্বয়ে—বং । মন্তকে—ল্লং । নেত্রদ্বয়ে—ভাং । কর্ণদ্বয়ে—স্বং ।
 ত্রাণদ্বয়ে—স্বাং । মুখে—হাং নমঃ । সর্বত্র শেষে নমঃ শব্দ দেয় । অনন্তর সংহার-
 ক্রমে ভাসি । পাদদ্বয়ে—গোং । জানুদ্বয়ে—পীং । লিঙ্গে—জং । নাভিতে—নং ।
 হৃদয়ে—বং । মুখে—ল্লং । নাসিকাদ্বয়ে—ভাং । কর্ণদ্বয়ে—স্বং । নেত্রদ্বয়ে—স্বাং ।
 মন্তকে—হাং নমঃ । পুনরায় সৃষ্টি ও স্থিতি ভাসি কর্তব্য ।

অনন্তর বিভূতিপঙ্কর ভাসি কর্তব্য । সর্বত্র অনুব্রাত্ত মন্ত্র বর্ণের পরে নমঃ দেয় । (১)
 মূলধারে—গোং । লিঙ্গে—পীং । নভৌ—জং । হৃদয়ে—নং । গলে—বং ।
 মুখে—ল্লং । বহুদ্বয়ে—ভাং, স্বং । উরুদ্বয়ে—স্বাং, হাং । (২) কঙ্করাতে—গোং ।
 নাভিতে—পীং । কুণ্ডিতে—জং । হৃদয়ে—নং । শুনদ্বয়ে—বং, ল্লং । পার্শ্বদ্বয়ে—

ভভ: কিরীটমস্ত্রেণ ব্যাপকং বিধায় বেণু-বিদ্বাদি-মুদ্রা: প্রদর্শ্য ও নমঃ
সুদর্শনায় অস্ত্রায় ফড়িতি মস্ত্রেণ^১ দিগ্‌বন্ধনং^২ কুৰ্য্যাৎ। ততো ধ্যায়ৈৎ (১৫) —

অরেদ্ বৃন্দাবনে রম্যে মোহয়ন্তমনারতম্।

গোবিন্দং পুণ্ডরীকাক্ষং গোপকম্ভাঃ সহস্রশঃ ॥ ১৬

আত্মনো বদনাস্তোজ্রে প্রেরিতাক্ষি-মধুব্রতাঃ।

পীড়িতাঃ কামবাণেন চিরমাল্লেশমণোসুকাঃ ॥ ১৭

মুক্তাহার-লসৎ-পীন-ভুঙ্গ-স্তনভরানতাঃ।

ভাং, রং। জানুঘ্নে—স্বাং, হাং নমঃ। (৩) মস্তকে—গোং। মুখে—পীং। নেত্রদ্বয়ে
জং, নং। কর্ণদ্বয়ে—বং, লং। নাসিকাঘ্নে—ভাং, রং। কপোলদ্বয়ে—স্বাং, হাং। (৪)
এইরূপ দক্ষিণ হস্তের মূলে—গোং। ৩টি সন্ধিতে—পীং, জং, নং। অগ্রে—বং। ৫টি
অঙ্গুলিতে—লং, ভাং, রং, স্বাং, হাং। (৫) এইরূপ বামহাতের মূল, তিনটি সন্ধি ও অগ্রে
৫টি এবং ৫টি অঙ্গুলিতে ৫টি বর্ণ শ্রাস করিবে। (৬) দক্ষিণ ও (৭) বাম পাদে মূল,
তিনটি সন্ধি ও অগ্রে ৫টি ও অঙ্গুলিতে পাঁচ পাঁচটি বর্ণ শ্রাস করিবে। (৮) ভূংপরে
মস্তকে—গোং। তাহার পূর্বে—পীং। তাহার দক্ষিণে—জং। তাহার পশ্চিমে—
বং। তাহার উত্তরে—লং। সমস্ত মস্তকে—লং। বাহুদ্বয়ে—ভাং, রং। উরুদ্বয়ে—
স্বাং, হাং। (৯) মস্তকে—গোং। নেত্রদ্বয়ে—পীং। মুখে—জং। কণ্ঠে—নং।
হৃদয়ে—বং। জঠরে—লং। মূলাধারে—ভাং। লিঙ্গে—স্বাং। জানুঘ্নে—স্বাং।
পাদদ্বয়ে—হাং। (১০) শ্রোত্রদ্বয়ে—গোং। গণ্ডদ্বয়ে—পীং। অংসদ্বয়ে—জং।
স্তনদ্বয়ে—নং। পার্শ্বদ্বয়ে—বং। লিঙ্গে—জং। উরুদ্বয়ে—ভাং। জানুঘ্নে—রং।
অঙ্গাদ্বয়ে—স্বাং। পাদদ্বয়ে—হাং। এইরূপ শ্রাসে দশাবৃতিম্বর বিভূতিপঞ্জর শ্রাস
হয়। ইহা বিভূতিকর। অনন্তর বিষ্ণুমস্ত্রের শ্রাস মূর্ত্তিপঞ্জর শ্রাস করিয়া পুনরায়
মূর্ত্তিপঞ্জরের সৃষ্টি ও স্থিতিশ্রাস করিবেন। তাহার পর দশাঙ্গশ্রাস ও পঞ্চাঙ্গশ্রাস
করিবেন। ১৪

তাহার পর নারায়ণ মস্তোক্ত কিরীট মস্ত্রের দ্বারা ব্যাপক শ্রাস করিয়া বেণু,
বিদ্বাদি মুদ্রা দেখাইয়া ও^৩ নমঃ সুদর্শনায় অস্ত্রায় ফট্ এই মস্ত্রে দিগ্‌বন্ধন করিয়া ধ্যান
করিবেন। ১৫

ধ্যানের অর্থ—রম্য বৃন্দাবনে নিজে (গোবিন্দের) বদন-কমলে স্বীয় নয়নরূপ
মধুর প্রেরণকারিণী কামবাণে পীড়িতা হইয়া দীর্ঘকাল আলিঙ্গনে উৎসুকা মুক্তা-
হারে উদ্ভাসিত স্থল স্তনভারে অবনতা বিস্তৃত কেশ-পাশা ও বিস্তৃত বসনা মদভরে

অন্ত-ধমিল্ল-বসনা মদম্মলিত-ভাষণাঃ ॥ ১৮

দন্ত-পঙ্ক্তি-প্রভোদ্ভাসি-স্পন্দমানাধরাঙ্কিতাঃ ।

বিলোভাঃ স্ত্রী বিবিধৈবিলম্বমৈর্ভাব-গতিতৈঃ ॥ ১৯

ফুল্লেন্দীবর-কাস্তিমিন্দুবদনং বর্হীবতংস-প্রিয়ং

শ্রীবৎসাকমুদার-কৌস্তভ-ধরং পীতাম্বরং সুন্দরম্ ।

গোপীনাং নয়নোৎপলার্চিত-তনুং গো-গোপ-সংঘাবৃতং

গোবিন্দং কলবেণু-বাদন-পরং দিব্যাক্র-ভূষণং ভজে ॥ ২০

অথবা ক্রমদীপিকোক্ত-রাসধ্যানেন ধ্যায়েৎ । যথা—

স্থলনীরজ-স্নানপরাগভূতা লহরীকণজাল-ভরেণ সতা ।

মরুতা পরিতাপ-হৃতাধু-তে যমুনা পুলিনে বিমলে ॥ ২১

অশরীর-নিশাত-শরোন্মথিত-প্রমদা-শতকোটিভিরাঙ্কুলিতে ।

উড়ুনাথকরৈর্বিশদীকৃত-দিক্‌ত্রসরে বিচরদ্ ভ্রমরীনিকরে ॥ ২২

বিদ্যাধর-কিন্নর-সিদ্ধ-সুরৈর্গন্ধর্ব-ভূজঙ্গম-চারণকৈঃ ।

দারোপহিতৈঃ সুবিমানগতৈঃ^১ ঋতৈঃ^২ ভিবৃষ্ট-সুপুষ্পচয়ৈঃ ॥ ২৩

ইতরেতরবন্ধ-কর-প্রমদাগণ-কল্পিত-রাসবিহার-বিধৌ ।

অলিত ভাষণী দন্তপঙ্ক্তির প্রভাষ উদ্ভাসিত স্পন্দমান অধরবিশিষ্টা বিবিধ ভাব
গতিত বিলম্বের দ্বারা বিলোভন-কারিণী সহস্র সহস্র গোপকণ্ঠাগণকে সর্বদা
মোহিত-কারী পুণ্ডরীকাক গোবিন্দকে ধ্যান করি । ১৬-১৯

বিকশিত ইন্দীবরের শ্যাম কাস্তিবিশিষ্ট, চন্দ্রবদন, ময়ূরপিচ্ছ রচিত শিরোভূষণ-প্রিয়
শ্রীবৎস-লাহিত বকঃ, উদার কৌস্তভমণিধারী, পীতাম্বর, সুন্দর, গোপীগণের নয়নরূপ
উৎপলের দ্বারা অর্চিত-তনু, গো ও গোপীসজ্জের দ্বারা আবৃত, মধুর গভীর বেনুবাদনে
ভংগর, দিব্য অঙ্গভূষণে ভূষিত গোবিন্দকে ভজন করি । ২০

অথবা ক্রমদীপিকোক্ত রাসধ্যানের দ্বারা ধ্যান করিবেন । সেই ধ্যানের অর্থ—
স্থলপদ্মজাত পরাগমিশ্রিত যমুনার লহরী কণা সমূহে পরিপূর্ণ, পরিতাপ হারী নির্মল
বায়ুদ্বারা অধ্যুষিত, অশরীর কামের ভীকৃশরের দ্বারা উন্মথিত, প্রমদাশত কোটি দ্বারা
আঙ্কুলিত, নক্ষত্রনাথ চন্দের কিরণে উজ্জ্বল দিক্‌দিগন্তে বিচরণশীল ভ্রমরী সমূহবিশিষ্ট
আকাশস্থ বিমানগত চতুর্দিকে পুষ্পবর্ষণকারী নিজ নিজ ক্রীণে পরিবৃত বিদ্যাবর,
কিন্নর, সিদ্ধ ও দেববৃন্দ এবং গন্ধর্ব, ভূজঙ্গম ও চারণগণ কর্তৃক অধ্যুষিত, বিশাল;

মণিশঙ্কুগমপ্যমুনা বপুষা^১ বহুধা-বিহিত-স্বক-দিব্য-তনু^২ ॥ ২৪

সুদৃশামুভয়োঃ পৃথগন্তরগং দয়িতা-গলবন্ধ-ভুজ-দ্বিতয়ম্^৩ ।

নিজসঙ্গ-বিজ্ঞ, স্তনদন-শিখি-জলিতাকুলমুংপলকালিমুজাম^৪ ॥ ২৫

বিবিধ-শ্রুতিভিন্ন-মনোজ্ঞতর-স্বরসপ্তক-মূর্ছন-তালগণৈঃ^৫ ।

ভ্রমমাগমমুভিরুদারমণি-স্মৃট-মণ্ডল-শিজিত-চাকুতরম্ ॥ ২৬

ইতি ভিন্নতনুং মণিভিমিলিতং তপনীয়ময়ৈরিব মারকতম্ ।

মণি-নির্মিত-মধ্যগশঙ্কু-লসদ্বিপুলারুণ-পঙ্কজমধ্যগতম্ ॥ ২৭

অতসী-কুসুমাত-তনুং তরুণং তরুণারুণ-পদ্মপলাশ-দৃশাম্ ।

নবপল্লব-চিত্র^৬-সুগুচ্ছ-লসচ্ছিখি-পিচ্ছ-পিনদ্ধ-কচ-প্রচয়ম্ ॥ ২৮

চটুল-ক্রবমিন্দু-সমান-মুখং মণিকুণ্ডল-মণ্ডিত-গণ্ডযুগম্ ।

শশ-রক্ত^৭-সদৃগ্-দশন-চ্ছদনং মণিরাজদনেকবিধাভরণম্ ॥ ২৯

অসন-প্রসবচ্ছদনোজ্জ্বল-সদ্বিলসদ্বসনং সুবিলাস-ভুবম্ ।

নববিজ্রম-ভঙ্গ-করাভিষ্ণু-তলং ভ্রমরাকুল-দাম-বিরাজি-ভুজম্ ॥ ৩০

নির্মল যমুনা পুলিনে পরস্পর বদ্ধহস্ত প্রমদাগণের কর্ণিত (সৃষ্ট) রাসবিহার অনুষ্ঠানে এই দেহের দ্বারা মণিশঙ্কুভূষিত বহু নিজ দিব্য দেহ সৃষ্টিকারী, গোপী ও কৃষ্ণ উভয়ের ভ্রমর যুক্ত উৎপল সদৃশ পৃথক পৃথক ব্যবধান গত নিজসঙ্গের দ্বারা প্রস্মৃট অনঙ্গরূপ অগ্নিশিখার চঞ্চল ভুজঘরের দ্বারা দয়িতার গলবেষ্টনকারী বিবিধ শ্রবণেন্দ্রিয়ের ভেদক মনোজ্ঞতর স্বর সপ্তকের মূর্ছনা তালগণে রঞ্জিত এই গোপীগণের সহিত ভ্রমমাগ, উৎকৃষ্ট মণি দ্বারা^১ সমুজ্জ্বল মণ্ডনের (ভূষণের) দ্বারা মনোহর ধ্বনিকারী, মরকত মণির দ্বারা বর্ণময় মণিসমূহে মণ্ডিত বিভিন্ন দেহধারী, মণি নির্মিত মধ্য শঙ্কু দ্বারা উদ্ভাসিত বহুং রক্তপঙ্কজের মধ্যবর্তী, অতসীপুষ্পবর্ণের সদৃশ বর্ণময় দেহধারী, তরুণ অরুণের দ্বারা পদ্ম পলাশ লোচন, চিত্র নব পল্লবে উজ্জ্বল ময়ূরপিচ্ছ বহু কেশকলাপ ধারী, চঞ্চল-ক্র চন্দ্র-বদন, মণিময় কুণ্ডলমণ্ডিত গণ্ডযুগধারী, শশ ও রক্ত সদৃশ দন্ত ও শ্রেষ্ঠ মণিসমূহে উজ্জ্বল আভরণ-ধারী, অসনজাত আচ্ছাদনে উজ্জ্বল সুন্দর বসন-ধারী, সুবিলাসভূমি নববিজ্রমভঙ্গকর করপাদভলধারী, ভ্রমরবাকুল রজ্জুশোভিত হস্তধারী

১। খ—শঙ্কুগমপ্যমুনা বপুষা। ২। ক—গলবন্ধভুজদ্বিতয়ম্। ৩। খ—পুলকালি মুজাম্।

৪। খ—সপ্তকমূর্ছনতাল। ৫। খ—চিত্রস্তমুচ্ছলসচ্ছিখি। ৬। খ—নবরক্ত।

ভরুণী-কুচবৃক্-পরিবৃত্ত-মিলদ্-ঘৃষ্ণাকরণ-বক্ষসমুদ্র-গতিম্ ।

শিববেণু-সমীরিত-গানপরং অরবিহ্বলিতং ভুবনৈক-গুরুম্ ॥ ৩১

এবং ধ্যাওয়া মানসৈঃ সংপূজ্যার্থ্যং সংস্থাপ্য বৈষ্ণবোক্ত-পীঠমথস্তাং পীঠ-
পূজাং কুর্যাৎ । ৩২

অশ্রু পূজাযন্ত্রম্

ষট্‌কোণ-গর্ভমষ্টদলপদ্মং বিলিখ্য ষট্‌কোণ-মধ্যে সসাধ্যং কামবীজং বিলিখ্য
বক্ষ্যমাণাষ্টাদশাক্ষরমন্ত্রস্য শেষসপ্তদশাক্ষরৈস্তদ্বেষ্টয়েৎ । ষট্‌কোণস্য পূর্ব-রক্ষো-
হনিলকোণেষু শ্রীবীজং অপর-কোণেষু মায়াবীজং, ষট্-সন্ধিষু ক্রীং কৃষ্ণায়
নমঃ ইতি ষড়্ বর্ণান্, পূর্বাди-কেশরেষু কামদেবায় বিদ্যহে পুষ্পবাণায় ধীমহি
তন্নোহনক্ষঃ প্রচোদয়াদিতি কাম-গায়ত্র্যাস্ত্রীণি স্ত্রীণাক্ষরাণি, পূর্বাди-পত্রেষু
নমঃ কামদেবায় সর্বজনপ্রিয়ায় সর্বজন-সম্মোহনায় জল জল প্রজল সর্বজনস্ত
হৃদয়ং মম বশং কুরু কুরু স্বাহা ইতি মালামন্ত্রস্য ষট্ ষট্ অক্ষরাণি লিখেৎ ।
তদ্বহির্মাতৃকয়া দলানি বেষ্টয়েৎ । চতুরশ্রে দিক্ষু শ্রীবীজং বিদিক্ষু মায়াবীজং
তদ্বহিরষ্টবজ্রাণি লিখেৎ । যথা (৩৩)—

ভরুণীদের কুচদ্বয়ের আলিঙ্গনে কুরুমাক্রণে লিপ্ত বক্ষোধারী উক্ষগতি (বৃষগতি-
ধীরগতি) মঙ্গলকর বেনুনিঃসৃত গানে রত কামবিহ্বল জগতের একমাত্র গুরু শ্রীকৃষ্ণকে
ধ্যান করি । ২১-৩১

এইরূপ ধ্যান করিয়া মানস উপচারে পূজা করিয়া, বিশেষার্থ্য স্থাপন করিয়া,
বৈষ্ণবোক্ত পীঠমন্ পর্য্যন্ত পীঠপূজা করিবেন । ৩২

শ্রীকৃষ্ণের পূজাযন্ত্র কথিত হইতেছে । ষট্‌কোণ গর্ভ (মধ্য) অষ্টদল পদ্ম লিখিয়া
ষট্‌কোণ মধ্যে সসাধ্য (অম্বকের অম্বকসিদ্ধি হউক) কামবীজ লিখিয়া বক্ষ্যমাণ
অষ্টাদশাক্ষর মন্ত্রের শেষ সতেরটি অক্ষরের দ্বারা সসাধ্য কামবীজকে বেষ্টন করিবেন ।
ষট্‌কোণের পূর্বকোণে নৈঋতকোণে ও বায়ুকোণে শ্রীবীজ (শ্রীং), অবশিষ্ট তিনটি
কোণে মায়াবীজ (হ্রীং) লিখিবেন । চরুটি সন্ধিতে ক্রীং কৃষ্ণায় নমঃ এই ছয়টি
বর্ণ লিখিবেন । পূর্বাদি কেশরসমূহে কামদে বায়বি দ্যহেপু প্পবাণা ধীমহি
তন্নোহন নক্ষঃপ্র চোদয়াৎ—এই কামগায়ত্রীর তিনটি তিনটি অক্ষর লিখিবেন ।
পূর্বাদি পত্রসমূহে নমঃ কামদেবা সর্বজনপ্রি়ায়া সর্বজন সম্মোহনায় জল
প্রজল সর্বজনস্ত হৃদয়ং মম বশং কুরু কুরু স্বাহা—এই মালামন্ত্রের ছয়টি ছয়টি অক্ষর
লিখিবেন । তাহার বহির্ভাগে মাতৃকা বর্ণগুলির দ্বারা দলগুলি বেষ্টন করিবেন ।

বিলিখ্য গন্ধ-পঙ্কেন লিখেদষ্টদশাশ্রুজম্ ।

কণিকায়ান্ত ষট্ কোণং সসাধ্যং তত্র মন্থনম্ ॥ ৩৪

শিষ্টেষ্ঠং সপ্তদশভিরক্ষরৈর্বেষ্টয়েৎ স্মরম্ ।

প্রাক্-রক্ষোহনিল-কোণেষু শ্রিয়ং শিষ্টেষু সন্নিদম্ ॥ ৩৫

ষড়ক্ষরং ষট্ সন্ধিষু কেশরেষু ত্রিশস্ত্রিশঃ ।

বিলিখেৎ স্মর-গায়ত্রীং মালামন্ত্রং দশাষ্টকে ।

ষট্ শঃ সংলিখ্য তদ্বাহে বেষ্টয়েন্মাতৃকাক্ষরৈঃ ॥ ৩৬

ভূবিস্বঞ্চ লিখেদ্ বাহে ত্রী-মায়ে দিগ্বিদিক্ষুপি ।

ভূগৃহং চতুরস্রং স্রাদষ্ট-বজ্র-বিভূষিতম্ ॥ ৩৭

মালামন্ত্রমাহ শারদায়াম্—মমোহন্তে কামদেবায় বদেৎ সর্বজনং ততঃ ।

প্রিয়ায় সর্ববর্ণান্তে জন-সম্মোহনায় চ ॥ ৩৮

চতুরস্রে দিক্ সমূহে ত্রীবীজ এবং বিদিক্ সমূহে মাত্রাবীজ ও তাহার বহির্ভাগে আটটি বজ্র লিখিবেন । যেমন তন্ত্রে উক্ত হইয়াছে (৩০)—

তাস্মাদি পাতে গন্ধ পঙ্ক লেপন করিয়া অষ্টদল একটি পদ্ম লিখিবে । তাহার কণিকাতে সসাধ্য অর্থাৎ অম্বকের কর্ম নাম সহিত ষট্ কোণ লিখিবে । তাহার মধ্যে মন্থন বীজ লিখিবে । ৩৪

অষ্টাদশাক্ষর মন্ত্রের শেষ সতেরটি অক্ষর দ্বারা ঐ কামবীজকে বেঁধেন করিবে । ঐ ষট্ কোণের পূর্ব, নৈঋত ও বায়ুকোণে ত্রীবীজ ও অবশিষ্ট তিন কোণে সন্নিদ (মাত্রাবীজ হ্রীং) লিখিবে । ৩৫

ঐ ষট্ কোণের ছয়টি সন্ধিতে ক্লীং কৃ কা র নমঃ মন্ত্রের এক একটি করিয়া ছয়টি অক্ষর লিখিবে । তাহার পর পূর্বাদি ক্রমে এক একটি কেশরে স্মর গায়ত্রীর তিন তিনটি অক্ষর লিখিবে । আটটি দলের এক একটি দলের মধ্যভাগে মালামন্ত্রের ছয় ছয়টি অক্ষর লিখিয়া দলের বাহিরে মাতৃকাবর্ণের দ্বারা দলের অগ্রকে বেঁধেন করিবে । ৩৬

তাহার বাহিরে চতুষ্কোণ ভূবিস্ব (ভূগৃহ) লিখিবে । তাহার পূর্বাদি চারিটি দিকে ত্রীবীজ এবং চারিটি বিদিকে মাত্রাবীজ লিখিবে । ভূগৃহটী চতুরস্র অষ্ট বজ্রচিহ্নে বিভূষিত হইবে । ৩৭

শারদাতিলক তন্ত্রে কামদেবের মালামন্ত্র এই বলিয়াছেন—নমঃ শব্দের পরে কামদেবার ব্লিবেন । তাহার পর সর্বজন ও প্রিয়ায়, সর্বপদের পরে জনসম্মোহনায়

জলদয়-প্রজ্জলার্ণান্ বদেৎ সর্বজনশ্রু চ ।

হৃদয়ং মম শব্দান্তে বশং কুরুযুগং শিরঃ ।

মালামহুরয়ং সাষ্ট-চত্বারিংশত্বিরক্ষরৈঃ^১ ॥ ৩৯

এতদ্ যন্ত্রমষ্টাদশাক্ষর-দ্বাদশাক্ষর-দ্বাবিংশত্যাক্ষর-দশাক্ষর চতুর্দশাক্ষরৈ--
কাক্ষরমষ্টাণামন্তেষাস্ত বালগোপালবৎ সামান্যমেব যন্ত্রমিতি । ৪০

যৎ তু— পদ্যমষ্টপলাশস্ত চতুরস্রং সুলক্ষণম্ ।

চতুর্দার-সমায়ুক্তং কামগতিত-কর্ণিকম্ ।

সামান্যং যন্ত্রমুদ্ভিষ্টমষ্টাদশাক্ষরে শৃণু ॥ ৪১

চতুরস্রং চতুর্দারং পদ্যমষ্টদলাবিতম্ ।

ষট্‌কোণগর্ভ-কামাখ্যং সপ্তদশার্ণ-বেষ্টিতম্ ।

ষড়ক্ষরং মনুবরং ষট্‌কোণে বিলিখেৎ ততঃ ॥ ৪২

ইতি । গৌতমীয়ে^২—অষ্টাদশাক্ষরেতরমন্ত্রমাত্রাষ্টাদশাক্ষর-মন্ত্রয়োবিশেষ--
যন্ত্রমুক্তং, তদশক্তবিষয়মন্তথা তাপিতাদি-বিরোধঃ স্তাদিতি সাম্প্রদায়িকাঃ । ৪৩

ও জলদয় অর্থাৎ জল জল প্রজ্জল বলিবেন । সর্বজনশ্রু হৃদয়ং ও মম শব্দের অন্তে
বশং কুরুযুগ অর্থাৎ কুরু কুরু ও শিরঃ (স্বাহা) বলিবেন । তাহাতে মালামন্ত্রটি হয়
নমঃ কামদেবায় সর্বজনপ্রিয়ায় সর্বজন-সম্বোধনায় জল জল প্রজ্জল সর্বজনশ্রু হৃদয়ং
মম বশং কুরু কুরু স্বাহা । অষ্টচত্বারিংশৎ (৪৮) অক্ষরের দ্বারা এই মালামন্ত্র
হয় । ৩৮-৩৯

এই যন্ত্রটি অষ্টাদশাক্ষর, দ্বাদশাক্ষর, দ্বাবিংশত্যাক্ষর, দশাক্ষর, চতুর্দশাক্ষর,
মন্ত্রের ও অন্যান্য মন্ত্রের বালগোপালমন্ত্রের ন্যায় সামান্য যন্ত্র । ৪০

একটি অষ্টদল পদ্য, তাহার বাহিরে সুলক্ষণ চতুর্দার যুক্ত চতুরস্র ও কামবীজ-
মধ্য কর্ণিকা হইবে । ইহা সামান্য যন্ত্র উদ্ভিষ্ট হইল । অষ্টাদশ অক্ষরের যন্ত্রবিধি
অবগণ কর । ৪১

ষট্‌কোণ মধ্যে সপ্তদশ অক্ষর বেষ্টিত কামবীজযুক্ত অষ্টদল পদ্যযুক্ত চতুর্দারবিশিষ্ট
চতুরস্র করিবে । তাহার পর ষট্‌কোণে ষড়ক্ষর যন্ত্রশ্রেষ্ঠ লিখিবে । ৪২

আর যে গৌতমীর ভিত্তি অষ্টাদশাক্ষর মন্ত্র ছাড়া অন্য মন্ত্র ও অষ্টাদশাক্ষর মন্ত্রের
বিশেষ যন্ত্র উক্ত হইয়াছে । তাহা প্রথম মন্ত্র রচনার অন্তর্গত বিষয়ে, অন্তথা তাপিতাদির
সহিত বিরোধ হইবে, ইহা সাম্প্রদায়িকগণ বলেন । ৪৩

ততঃ পুনর্যাবাহানাди-পঞ্চপুষ্পাঞ্জলিদান-পর্যন্তং বিধায় দেবশরীরে
বশাক্ষ্যাস-পঞ্চাক্ষ্যাস-ক্রমেণ পূজয়েৎ । ততঃ মুখে—ওঁ বেণবে নমঃ । এবং
হৃদি—বনমালাং কৌস্তভং শ্রীবৎসং সংপূজ্য পুনঃ পুষ্পাঞ্জলিপঞ্চকং দত্ত্বা শুক্র-
চন্দন-পঙ্কিলাং শ্বেত-তুলসীং রক্ততুলসীঞ্চ^১ মূলেণ দেবশ্য দক্ষিণ-বামপাদয়োঃ
কৃত্বাৎ । এবং হৃদয়ে করবীর-দ্বয়েন মূর্ধ্নি পদ্মদ্বয়েন সংপূজ্য তুলসীদ্বয়ং
করবীরদ্বয়ং পদ্মদ্বয়ং শিরসি দত্ত্বা সর্বাণি পুষ্পাণি সর্বতনৌ দত্ত্বাৎ । ৪৪

ততঃ আবরণ পূজা—পূর্বে ওঁ দামায় নমঃ । এবং দক্ষিণে সুদামায় নমঃ ।
পশ্চিমে বসু-দামার । উত্তরে কিকিণ্যে । ততঃ কেশরেঘগ্নি-নৈঋত-বায়ু-
শানেষু চতুর্দিক্শ্চ আচক্রায় স্বাহেত্যাদিনা পঞ্চাক্ষমন্ত্রেণ সম্পূজ্য পত্রেষু
পূর্বাদিতঃ ওঁ কুন্সিণ্যে নমঃ । এবং সত্যভামায়ৈ, নাগজিত্যৈ, মিত্রবিন্দায়ৈ,
সুনন্দায়ৈ, সুলক্ষণায়ৈ, জাম্ববত্যা, সুশীলায়ৈ, পত্রাণ্যে পূর্বাদিতো বসুদেবং
দেবকীং নন্দং যশোদাং বলভদ্রং সুভদ্রাং গোপান্ গোপীঃ । তদ্বহির্মধ্যে
পূর্বাদিষু চ মন্দার-সস্তান-পারিজাত-কল্পবৃক্ষ-হরিচন্দন-বৃক্ষান্, তদ্বহিরিন্দ্রাদীন্

তাহার পর পুনরায় ধ্যান করিয়া, আবাহন হইতে পঞ্চপুষ্পাঞ্জলি দান পর্যন্ত সমস্ত
কাৰ্য্য করিয়া, দেবশরীরে দশাক্ষ ও পঞ্চাক্ষ ঋতাস ক্রমে পূজা করিবেন । তাহার পর
মুখে ওঁ বেণবে নমঃ । এইরূপ প্রণবাদি নমো অন্ত মন্ত্রে হৃদয়ে—বনমালা, কৌস্তভ,
শ্রীবৎসকে পূজা করিয়া, পুনরায় ৫ বার পুষ্পাঞ্জলি দিয়া শুক্র চন্দনে পঙ্কিল শ্বেত
তুলসী ও রক্ত তুলসী মূলমন্ত্রে দেবতার দক্ষিণপাদ ও বামপাদে দিবে । এইরূপ হৃদয়ে
করবীর দ্বয়ের দ্বারা এবং মস্তকে পদ্মদ্বয়ের দ্বারা পূজা করিয়া, মস্তকে তুলসীদ্বয়,
করবীর দ্বয় ও পদ্মদ্বয় দিয়া সমস্ত দেহে সমস্ত পুষ্প দিবে । ৪৪

তাহার পর আবরণ পূজা । পূর্বে—ওঁ দামায় নমঃ । এইরূপ দক্ষিণে—ওঁ সুদামায়
নমঃ । পশ্চিমে—ওঁ বসুদামায় নমঃ । উত্তরে—ওঁ কিকিণ্যে নমঃ । তাহার পরে
কেশর সমূহে, অগ্নি, নৈঋত, বায়ু ও ঈশানকোণে চতুর্দিকে (সম্মুখ দিকে) ওঁ
আচক্রায় স্বাহা ইত্যাদি পঞ্চাক্ষমন্ত্রের দ্বারা পূজা করিয়া, পত্রসমূহে পূর্বাদি ক্রমে ওঁ
কুন্সিণ্যে নমঃ এই প্রকারে কুন্সিণীর, সত্যভামায়ৈ, নাগজিত্যৈ, মিত্রবিন্দায়ৈ,
সুনন্দায়ৈ, সুলক্ষণায়ৈ, জাম্ববত্যা সুশীলায়ৈ নমঃ মন্ত্রে সত্যভামাদির পূজা করিয়া,
পত্রের অগ্রসমূহে পূর্বাদি ক্রমে বসুদেব, দেবকী, নন্দ, যশোদা, বলভদ্র, সুভদ্রা, গোপগণ
ও গোপীগণের পূজা করিবেন । তাহার বহির্ভাগে মধ্য ও পূর্বাদি দিকে মন্দার,

বজ্রাদীংশ্চ সংপূজ্য কৃষ্ণাষ্টকং পূজয়েৎ । ও শ্রীকৃষ্ণায় নমঃ, এবং বাসুদেবায়,
দৈবকী-নন্দনায়, নারায়ণায়, যদুশ্রেষ্ঠায়, বাক্ষ্যায়, ধর্মসংস্থাপনায়,
অমুরাক্রান্ত-ভারহারিণে । অশক্তশ্চেদদেবজাদি-বজ্রাদীন্ কৃষ্ণাষ্টকঞ্চ^১ পূজয়েৎ ।
উত্রাপ্যশক্তশ্চেৎ কৃষ্ণাষ্টকে নৈব পূজয়েৎ । যথা গোতমীয়ে (৪৫)—

অথবাক্ষ-দিকৃপতিভিস্তদন্তৈরপি চার্চয়েৎ ।

এবং বাভার্চয়ন্ কৃষ্ণং কাম-মুক্ত্যোঃ স ভাজনম্^২ ॥ ৪৬

অপিকার্যং কৃষ্ণাষ্টক-পরিগ্রহঃ । এবমিতি কৃষ্ণং কৃষ্ণাষ্টকং অর্চয়ন্
বেত্যর্থঃ । ততো ধূপাদি-বিসর্জনান্তঃ কর্ম সমাপয়েৎ । অস্ত্য পুরস্চরণ
দশলক্ষজপঃ । যথা নিবন্ধে (৪৭)—

দশলক্ষমক্ষয়-ফলপ্রদং মনুং প্রতিজ্ঞপ্য নির্মলমতির্দশাক্ষরম্ ।

জুহুয়াৎ সিতাজ্য-মধুভিঃ প্লুতৈতন^৩ বৈরকুণ্ডলমুজ্জৈহ^৪ তবহে দশাযুতমিতি ॥ ৪৮

সন্তান, পারিজাত, কল্লবৃক্ষ, হরিচন্দন বৃক্ষগণকে, তাহার বাহিরে ইন্দ্রাদি লোকপাল
ও বজ্রাদি অস্ত্র সমূহের পূজা করিয়া কৃষ্ণাষ্টককে পূজা করিবেন । যথা—ও^১ শ্রীকৃষ্ণায়
নমঃ, এইরূপ বাসুদেবায়, দৈবকীনন্দনায়, নারায়ণায়, যদুশ্রেষ্ঠায়, বাক্ষ্যায়, ধর্ম-
সংস্থাপনায়, অমুরাক্রান্তভার-হারিণে নমঃ বলিয়া পূজা করিবেন । যদি এই সকলের
পূজার অশক্ত হন, তবে অঙ্গদেবতা ইন্দ্রাদি লোকপাল, বজ্রাদি অস্ত্র সমূহ ও
কৃষ্ণাষ্টককে পূজা করিবেন । তাহাতেও যদি অশক্ত হন, তবে কৃষ্ণাষ্টককে পূজা
করিবেন । যেমন গোতমীয় ভুলে বলিয়াছেন (৪৫)—

অথবা অঙ্গদেবতা ও দিকৃপতি এবং তাহাদের অস্ত্রের সহিত কৃষ্ণকে পূজা করিবে ।
অথবা কৃষ্ণ ও কৃষ্ণাষ্টককে এইরূপ যে অর্চনা করে, সে কাম ও মুক্তির ভাজন হইয়া
থাকে । ৪৬

লোকস্থ অপিকারের দ্বারা কৃষ্ণাষ্টকের গ্রহণ হইবে এবং এই কথার অর্থ—অথবা
কৃষ্ণ ও কৃষ্ণাষ্টককে অর্চনা করিতে করিতে কাম ও মুক্তির ভাজন হইয়া থাকে ।
তাহার পর ধূপদানাদি হইতে বিসর্জন পর্য্যন্ত কর্ম শেষ করিবেন । এই মন্ত্রের
পুরস্চরণ দশলক্ষ জপ । যেমন নিবন্ধে বলিয়াছেন (৪৭)—

বিতত্ত্বমতি সাধক অক্ষর ফলপ্রদ দশাক্ষর মন্ত্র জপ করিয়া শর্করা, ঘৃত ও মধু দ্বারা
আধ্বত নব রক্তপদ্মের দ্বারা অগ্নিতে অযুত (দশ হাজার) হোম করিবেন । ৪৮

১ । ও—অশক্তশ্চেদদেবজাদীন্ কেবলান্ পূজয়েৎ । এতদ্ব্যজনশক্তশ্চেৎ কৃষ্ণাষ্টকে নৈব পূজয়েৎ ।
গোতমীয়ে— ২ । ও—ভাজনং । ততো ধূপাদি ।

মন্ত্রান্তরম্

সনৎ-কুমারতন্ত্রে—শ্রী-শক্তি-মার-পূর্বক^১ শক্তি-শ্রী-মার-পূর্বক: ।

কাম-শক্তি-রমাপূর্বো^২ দশার্ণো মনবস্ত্রয়: ॥ ৪৯

অন্বার্থ:—উক্ত দশাক্ষরো যদি শ্রী-মায়া-কাম-পূর্বক:, মায়া-শ্রী-কাম-পূর্বক:, কাম-মায়া-রমাপূর্বকশ্চ বা ভবতি । তদা ত্রয়ো মন্ত্রান্ত্রয়োদশাক্ষরো ভবন্তি । এতেষাং পূজা তু প্রাতঃকৃত্যাদি-বৈষ্ণবোক্ত পীঠস্থাসান্তং বিধায়; শিরসি—নারদায় ঋষয়ে নম: । মুখে—বিরাট্-গায়ত্রী-ছন্দসে^৩ নম:, হৃদি—শ্রীকৃষ্ণায় দেবতায়ৈ নম: ইতি বিন্যস্ত, আচক্রায় স্বাহা অঙ্গুষ্ঠাভ্যাং নম: ইত্যাদিনা আচক্রায় স্বাহা হৃদয়ায় নম: ইত্যাদিনা চ করাস্ত্র্যাসৌ কৃত্বা, কিরীটমন্ত্রেণ ব্যাপকং কৃত্বা, যথাশক্তি মুদ্রাং বদ্ধা, ওঁ নম: সুদর্শনায় অন্ত্রায় ফড়িতি দিগ্-বন্ধনং কৃত্বা ধ্যায়েৎ । আত্মে মনো দশাক্ষরবদ্ ধ্যানম্ । দ্বিতীয়ে রত্নাভিষেকবৎ । তৃতীয়ে তু (৫০)—

শঙ্খ-চক্র-ধনুর্বাণ-পাশাকুশ-ধরোহরুণ: ।

সনৎকুমার তন্ত্রে বলিয়াছেন—দশাক্ষর মন্ত্রগুলি তিনটি হয়—(১) শ্রী, শক্তি ও মার পূর্ব অর্থাৎ শ্রীং হ্রীং ক্রীং গোপীজন-বল্লভায় স্বাহা । (২) মায়া, শ্রী ও কামপূর্ব অর্থাৎ হ্রীং শ্রীং ক্রীং গোপীজন-বল্লভায় স্বাহা । (৩) কাম, মায়া শ্রীপূর্ব অর্থাৎ ক্রীং হ্রীং শ্রীং গোপীজন-বল্লভায় স্বাহা । ৪৯

এই ত্রোকের অর্থ—গোপীজন-বল্লভায় স্বাহা—এই দশাক্ষর মন্ত্র যদি শ্রী, মায়া ও কামপূর্বক হয়, অথবা মায়া, শ্রী ও কামপূর্বক হয় অথবা কাম, মায়া, রমা পূর্বক হয়, তবে ত্রয়োদশাক্ষর তিনটি মন্ত্র হয় । ইহাদের পূজা কিন্তু—প্রাতঃকৃত্যাদি হইতে বৈষ্ণবোক্ত পীঠস্থাস পর্যন্ত সমস্ত কর্ম করিয়া মূলোক্ত প্রকারে মন্ত্রকে—ওঁ নারদায় ঋষয়ে নম: ইত্যাদি প্রকারে ঋত্বাদিষ্ঠাস করিয়া, ওঁ আচক্রায় স্বাহা অঙ্গুষ্ঠাভ্যাং নম: ইত্যাদি প্রকারে করস্থাস করিয়া, ওঁ আচক্রায় স্বাহা হৃদয়ায় নম: ইত্যাদি প্রকারে অন্ত্রস্থাস করিয়া, কিরীট মন্ত্রের দ্বারা ব্যাপক স্থাস করিয়া, যথাশক্তি মুদ্রাবন্ধন করিয়া, ওঁ নম: সুদর্শনায় ফটু এই মন্ত্রে দিগ্ বন্ধন করিয়া ধ্যান করিবেন । প্রথম মন্ত্রে দশাক্ষরের স্থার ধ্যান হইবে । দ্বিতীয় মন্ত্রে রত্নাভিষেক মন্ত্রবৎ (বিংশাক্ষরমন্ত্রবৎ) ধ্যান করিবে । তৃতীয় মন্ত্রে—মূলোক্ত ওঁ শঙ্খ চক্র ইত্যাদি ধ্যান করিবে । ৫০

১। শ—শক্তিমণিপূর্বক । ২। ধ—রমাপূর্ণো । ৩। ধ—গায়ত্রীছন্দসে । বিয়াড়িতি নাতি ।

বেণুং ধমন্ ধৃতং দোৰ্ভ্যাং ধ্যেয়ঃ কৃষ্ণো দিবাকরে ॥ ৫১ ॥ ইতি ।

গৌতমীয়ে তু অশ্বাপি দশাক্ষরবদ্ ধ্যানম্ । ততো মানস-পূজার্যস্থাপন-
বৈষ্ণবোক্ত-পীঠপূজা-পুনর্ধ্যানাবাহনাদি-পঞ্চ-পুষ্পাঞ্জলি-দানপর্যাস্তং বিধায়,
পূর্বোক্ত-বেধাদি পূজাং বিধায়াবরণাণি^১ পূজয়েৎ । অশ্বাবরণাণি চ অঙ্গানি
ইন্দ্রাদয়ো বজ্রাদয়শ্চ । ততঃ কৃষ্ণাষ্টকেন সংপূজ্য ধূপাদি-বিসর্জনাশ্তং কর্ম-
সমাপয়েৎ^২ । এতেষাং পুরশ্চরণং পঞ্চলক্ষজপঃ । যথা (৫২)—

পঞ্চলক্ষং জপেৎ তাবদযুতং পায়সেন তু ।

জুহুয়াৎ সংস্কৃতে বহৌ মন্ত্রী সর্বার্থ-সিদ্ধয়ে ॥ ৫৩

(মন্ত্রাস্তরম্)—কৃষ্ণায় পদমাভাষ্য গোবিন্দায় ততঃ পরম্ ।

গোপী-জন-পদশ্যাস্তে বল্লভায় দ্বিঠাবধিঃ ।

কামবীজাদিরাখ্যাতো মনুরষ্টাদশাক্ষরঃ ॥ ৫৪

অশ্ব পূজা—প্রাতঃ-কৃত্যাদি-বৈষ্ণবোক্ত-পীঠমন্ত্রস্তং বিদ্যশ্চ ঋত্বাদীন্ন্যসেৎ

ধ্যানের অর্থ—সূর্য্যামণ্ডলে অরুণবর্ণ হস্তদ্বয়-ধৃত বেণুবাদনকারী, শঙ্খ, চক্র, ধনুর্বাণ,
পাশ ও অঙ্কুশধর শ্রীকৃষ্ণকে ধ্যান করি । ৫১

গৌতমীর তন্ত্রে কিন্তু এই মন্ত্রের দশাক্ষরের স্থায় ধ্যান হইবে বলিয়াছেন । তাহার
পর মানসপূজা, বিশেষার্থ্য স্থাপন, বৈষ্ণবোক্ত পীঠপূজা, পুনর্ধ্যান, আবাহন হইতে
পঞ্চপুষ্পাঞ্জলি দান পর্যাস্ত কর্মগুলির অনুষ্ঠান করিয়া, পূর্বোক্ত বেণু প্রভৃতির পূজা
করিয়া আবরণসমূহের পূজা করিবেন । ইহার আবরণ—বড়ঙ্গ, ইন্দ্রাদি লোকপাল ও
বজ্রাদি অস্ত্র । তাহার পর কৃষ্ণাষ্টকের সহিত কৃষ্ণকে পূজা, ধূপদান হইতে বিসর্জন
পর্যাস্ত কর্মগুলি শেষ করিবেন । এই মন্ত্রগুলির পুরশ্চরণ পাঁচ লক্ষ মন্ত্রজপ । যেমন
বলিয়াছেন (৫২)—

সাধক সমস্ত অর্থের সিদ্ধির জন্য পাঁচ লক্ষ এই মন্ত্র জপ করিবেন । সংস্কৃত
বহিতে পায়সের দ্বারা অযুত সংখ্যক হোম করিবেন । ৫৩

কৃষ্ণের অষ্টাদশাক্ষর মন্ত্র কথিত হইতেছে । কৃষ্ণায় পদ বলিয়া তাহার পর
গোবিন্দায় গোপীজন পদের অন্তে বল্লভায় ও দ্বিঠ । উহা কামবীজাদি হইবে ।
তাহাতে মন্ত্রটি হয়—ক্লীং কৃষ্ণায় গোবিন্দায় গোপীজন-বল্লভায় স্বাহা । কৃষ্ণের এইটি
অষ্টাদশাক্ষর মন্ত্র কথিত হইয়াছে । ৫৪

এই মন্ত্রের পূজা পদ্ধতি—প্রাতঃকৃত্যাদি করিয়া বৈষ্ণবোক্ত পীঠমন্ত্র পর্যাস্ত স্থান

শিরসি—নারদায় ঋষয়ে নমঃ । এবং মুখে—গায়ত্রী-ছন্দে নমঃ, হৃদি—কৃষ্ণায় দেবতায়ৈ, গুহে—ক্লীং বীজায়, পাদয়োঃ—স্বাহাশব্দে । ততঃ প্রণব-পুটিত-মন্ত্রং ত্রিশঃ করয়োর্ব্যাপয্য^১ পঞ্চাঙ্গ-করাঙ্গশাসং কুর্যাৎ । যথা—ক্লীং কৃষ্ণায় অঙ্গুষ্ঠাভ্যাং নমঃ, গোবিন্দায় তর্জনীভ্যাং স্বাহা । গোপীজন মধ্যমাভ্যাং বষট্ । বল্লভায় অনামিকাভ্যাং হং, স্বাহা কনিষ্ঠাভ্যাং কট্ । ততো মূলে ন মুর্দ্ধাদি-পাদপর্য্যন্তং ত্রিশো ব্যাপয্য প্রণবেন সকৃদ্ ব্যাপয্য চ মন্ত্রশাসং^২ কুর্যাৎ । মুগ্ধি ললাটে জ্রমধ্যে কর্ণয়োশ্চক্ষুষোত্র্যাণয়োর্বদনে গ্রীবায়াং হৃদি নাভৌ কট্যাং লিঙ্গে জাহ্নুনোঃ পাদয়োঃ এষু স্থানেষু প্রত্যেকং মন্ত্রবর্ণান্ নমোহস্তান্ শ্রুসেৎ । শিরসি প্রণবঞ্চ শ্রুশ্রেৎ । ততো নয়ন-মুখ-হৃদয়-গুহাভিঃ পদপঞ্চকং নমোহস্তং শ্রুসেৎ । ততঃ^৩ করাঙ্গশব্দকরাঙ্গশাসং কৃৎবা দশতত্ত্ব-মুক্তিপঞ্জর-শাসো বিধায়^৪ কিরীট-মন্ত্রেণ ব্যাপকং কৃৎবা মূদ্রা-প্রদর্শনাদি-পঞ্চ-পুষ্পাঞ্জলি-দানপর্য্যন্তং দশাঙ্করবৎ কৃৎবা এতন্মন্ত্রোক্তাঙ্গ-শাসমন্ত্রৈরভার্চ্য পুনঃ পুষ্পাঞ্জলি-পঞ্চকং দত্ত্বা বেণুপূজাদি-বিসর্জনাশ্রিতং দশাঙ্করবৎ কুর্যাৎ । অস্ত্য পুরশ্চরণং দশাঙ্করবৎ । ৫৫

করিয়্য', শ্রুতাদি শাস করিবেন । যথা মন্তকে—৩^১ নারদায় ঋষয়ে নমঃ । এইরূপ মুখে—গায়ত্রীছন্দে । হৃদয়ে—কৃষ্ণায় দেবতায়ৈ । গুহে—ক্লীং বীজায় । পাদয়োঃ—স্বাহা শব্দে । তাহার পর প্রণব পুটিত মন্ত্রকে করহয়ে তিন বার শাস করিয়্যা মূলোক্ত প্রকারে পঞ্চাঙ্গ করাঙ্গশাস করিবেন । তাহার পর মূলমন্ত্রের দ্বারা মন্তক হইতে পাদ পর্য্যন্ত তিন বার ব্যাপক শাস করিয়্যা, প্রণবের দ্বারা একবার ব্যাপক শাস করিয়্যা, মন্ত্রশাস করিবেন । মন্তকে, ললাটে, জ্রমধ্যে, কর্ণদ্বয়ে, চক্ষুদ্বয়ে, নাসিকাদ্বয়ে, বদনে, গ্রীবায়, হৃদয়ে, নাভিতে, কটিতে, লিঙ্গে, জাহ্নুদ্বয়ে ও পাদদ্বয়ের প্রত্যেক স্থানে প্রত্যেক মন্ত্র বর্ণকে নমোহস্ত করিয়্যা শাস করিবেন । মন্তকে প্রণবকে শাস করিবেন । তাহার পর নয়ন, মুখ, হৃদয়, গুহ ও অঙ্গি তে পাঁচটি মন্ত্রের পদকে শাস করিবেন । তাহার পর করাঙ্গশব্দে শাস অঙ্গশাস করিয়্যা, দশতত্ত্ব শাস ও মুক্তিপঞ্জর শাস করিয়্যা, কিরীট-মন্ত্রের দ্বারা ব্যাপক শাস করিয়্যা, মূদ্রাপ্রদর্শন হইতে পঞ্চপুষ্পাঞ্জলি দান পর্য্যন্ত সমস্ত দশাঙ্কর মন্ত্রের শাস করিয়্যা এই মন্ত্রোক্ত অঙ্গশাস মন্ত্রের দ্বারা অর্চনা করিয়্যা পুনরায় পাঁচ বার পুষ্পাঞ্জলি দিয়া বেণুপূজা হইতে বিসর্জন পর্য্যন্ত যাবতীয় কর্ম দশাঙ্কর

১। ক+থ—প্রণবেত্যাদি ব্যাপক্যন্তঃ পাঠো নাস্তি । ২। ক+থ—মন্ত্রশাসমিত্যাদি-শ্রুসেদিত্যন্তঃ পাঠো নাস্তি । ৩। ততঃ ইতি নাস্তি । ৪। ক+থ—দশতত্ত্বাদিঃ বিধায়েত্যন্তপাঠো নাস্তি ।

অথ রত্নাভিষেক-মন্ত্রঃ । যথা নিবন্ধে—শক্তি-শ্রী-পূর্বকোহষ্টাদশাক্ষরো-
 বিংশদর্শকঃ । শক্তির্মায়াবীজম্ । অস্ত্র পূজা—প্রাতঃকৃত্যাদি-বৈষ্ণবোক্ত-
 পীঠমন্ত্ৰস্তং পীঠস্থাসং কৃত্বা ঋত্বাদীন্ শ্রুসেৎ । শিরসি—ব্রহ্মণে ঋষয়ে নমঃ ।
 এবং মুখে—গায়ত্রী-ছন্দসে নমঃ, হৃদি—শ্রীকৃষ্ণায় দেবতায়ৈ, গুহে—ক্লীং
 বীজায়, পাদয়োঃ—স্বাহাশক্তয়ে । করাকন্যাসৌ তু—হ্রীং শ্রীং ক্লীং অঙ্গুষ্ঠাভ্যাং
 নমঃ, কৃষ্ণায় তর্জনীভ্যাং স্বাহা, গোবিন্দায় মধ্যমাভ্যাং বষট্, গোপীজন
 অনামিকাভ্যাং হ্রং, বল্লাভায় কনিষ্ঠাভ্যাং বৌষট্ । স্বাহা করতল-পৃষ্ঠাভ্যাং
 ফট্ । এবং হৃদয়াদিষু । ততঃ পূর্ববমুদ্রাং বন্ধা দিগ্-বন্ধনঞ্চ কৃত্বা কিরীটমন্ত্ৰেণ
 ব্যাপকং কৃত্বা যথা-মুদ্রাং বন্ধা ধ্যাসেৎ (৫৬)—

দ্বারবত্যাং সহস্রার্ক-ভাস্বরৈর্ভবনোত্তমৈঃ ।

অনল্লৈঃ কল্পবৃক্ষৈশ্চ পরীতে মণিমণ্ডপে ॥ ৫৭

জ্বলদ্-রত্নময়-স্তম্ব-দ্বার-তোরণ-কুড্যকে ।

মন্ত্রের শ্রাব্য করিবেন । দশাক্ষর মন্ত্রের শ্রাব্য এই মন্ত্রের পুরস্চরণ করিতে হয় । ৫৫

অনন্তর রত্নাভিষেক মন্ত্র কথিত হইতেছে । যেমন নিবন্ধে বলিয়াছেন—অষ্টাদশাক্ষর
 মন্ত্র শক্তি ও শ্রীবীজপূর্বক হইলে বিংশাক্ষর আর একটি মন্ত্র হয় । ইহা রত্নাভিষেক
 মন্ত্র । শক্তি—মায়াবীজ । ইহার পূজা প্রয়োগ :—প্রাতঃকৃত্য হইতে বৈষ্ণবোক্ত পীঠ-
 মন্ত্র পর্যন্ত পীঠস্থাস করিয়া, ঋত্বাদি শ্রাস করিবেন । মন্ত্ৰকে—ওঁ ব্রহ্মণে ঋষয়ে নমঃ ।
 এইরূপ মুখে—ওঁ গায়ত্রী ছন্দসে নমঃ । হৃদয়ে—ওঁ শ্রীকৃষ্ণায় দেবতায়ৈ নমঃ । গুহে
 —ওঁ ক্লীং বীজায় নমঃ । পাদদ্বয়ে—ওঁ স্বাহা শক্তয়ে নমঃ । তাহার পর করাকন্যাস
 কিত্ত এইরূপ :—ওঁ হ্রীং শ্রীং ক্লীং অঙ্গুষ্ঠাভ্যাং নমঃ । ওঁ কৃষ্ণায় তর্জনীভ্যাং স্বাহা ।
 ওঁ গোবিন্দায় মধ্যমাভ্যাং বষট্ । ওঁ গোপীজন অনামিকাভ্যাং হ্রং । ওঁ বল্লাভায়
 কনিষ্ঠাভ্যাং বৌষট্ । ওঁ স্বাহা করতল-পৃষ্ঠাভ্যাং ফট্ । এইরূপ হৃদয় প্রভৃতিতে
 অঙ্গস্থাস করিবেন । তাহার পর পূর্বের শ্রাব্য মুদ্রাবন্ধন করিয়া কিরীট মন্ত্রের দ্বারা
 ব্যাপকস্থাস করিয়া যথোচিত কূর্মমুদ্রা বন্ধন করিয়া ধ্যান করিবেন । ৫৬

ধ্যানের অর্থ—দ্বারবতী পুরীতে পদ্মরাগময়স্থলে বিরাজমান দুইটি রত্ননদীর মধ্যে
 নিয়ত গলিতরত্নধারা-বর্ষী স্বর্গতরু কল্পবৃক্ষের অণ্ডোভাগে সহস্র সূর্য্যের শ্রাব্য ভাস্বর বহু
 উত্তম ভবন ও বহু কল্প বৃক্ষ দ্বারা পরিবেষ্টিত উজ্জ্বল রত্নময় স্তম্ব, দ্বার, তোরণ ভিত্তি

ফুল-প্রগল্ভসজ্জিত-বিতানালম্বি-মৌক্তিকে ॥ ৫৮

পদ্মরাগ-স্থলী-রাজদ-রত্নন্যোশ্চ মধ্যতঃ ।

অনারত-গলদ-রত্ন-ধারশ্চ স্বস্তরোরধঃ ॥ ৫৯

রত্নপ্রদীপাবলিভিঃ প্রদীপিত-দিগন্তুরে ।

উগ্ৰদাদিত্য-সঙ্কশ-মণিসিংহাসনানুজে ॥ ৬০

সমাসীনোহচ্যুতো ধ্যেয়ো দ্রুতহাটক-সন্নিভঃ ।

সমানোদিত-চন্দ্রার্ক-তড়িৎ-কোটি-সমত্যাতিঃ ॥ ৬১

সর্বাঙ্গঃ সুন্দরঃ সৌম্যঃ সর্বাভরণ-ভূষিতঃ ।

পীতবাসাশ্চক্র-শঙ্খ-গদা-পদ্মোজ্জ্বলদ-ভূজঃ ॥ ৬২

অনারতঃ জ্বলদ-রত্ন-ধারৌঘ-কলশং স্পৃশন্ ।

বামপাদানুজাগ্রেণ মুঞ্চতা পল্লব-চ্ছবিম্ ॥ ৬৩

কৃষ্ণিণী-সত্যভামে দ্বৈ^১ মৃগ্নি রত্নৌঘ-ধারয়া ।

সিঞ্চন্ত্যো দক্ষ-বামস্থে স্ব-দোঃ-স্ব-কলসোথয়া^২ ॥ ৬৪

নাগজিতী সুনন্দা চ দিশন্ত্যো কলসৌ তয়োঃ ।

তাভ্যাঞ্চ দক্ষ-বামস্থে মিত্র-বিন্দা^৩-সুলক্ষণে ॥ ৬৫

বিশিষ্ট প্রফুল্ল পুষ্পমালা ও মুক্তামালা-লব্ধিত উজ্জ্বল চিত্রময় বিতান যুক্ত মণি মণ্ডপে পল্লবচ্ছবি (নবপল্লবদীপ্তি) অপহরণকারী বামপাদানুজের অগ্রভাগের দ্বারা অনবরত রত্নধারা সমূহের উদ্গিরণকারী কলসকে স্পর্শ করিয়া উদীয়মান আদিত্যের ন্যায় উজ্জ্বল মণিময় সিংহাসনের উপরি ভাগস্থিত পদ্মে উপবিষ্ট দ্রবীড়ত স্বর্ণতুল্য দ্যুতি বিশিষ্ট সমকালোদিত কোটি সূর্য্য, কোটি চন্দ্র ও কোটি বিদ্যুতের ন্যায় দ্যুতি বিশিষ্ট, সর্বাঙ্গ সুন্দর, সৌম্য, সর্বাভরণে ভূষিত, পীতবাস, শঙ্খ, চক্র, গদা ও পদ্মে উজ্জ্বল হস্ত অচ্যুতকে ধ্যান করিবে। ৫৭-৬৩

দক্ষিণভাগে কৃষ্ণিণী ও বামভাগে সত্যভামা ইহঁদের মস্তকে নিজহস্ত ধৃত কলসোথিত রত্নবৃন্দের দ্বারা সেচন (অভিষেক) করিতেছেন। ৬৩

নাগজিতী ও সুনন্দা তাঁহাদিগকে ঐরূপ কলস দিতেছেন। তাঁহাদের দক্ষিণভাগে মিত্রবিন্দা ও বামভাগে সুলক্ষণা রত্ননদী হইতে রত্নপূর্ণ ঘট উত্তোলন করিয়া তাঁহাদিগকে দিতেছেন। ৬৫

রত্ন-নট্যোঃ সমুদ্ভূত্যা রত্নপূর্ণো যটৌ তয়োঃ ।

জাম্ববতী সুলীলা চ দিশন্ত্যো দক্ষ-বামগে ॥ ৬৬

বহিঃ ষোড়শসাহস্র-সংখ্যাতাঃ^১ পরিতঃ প্রিয়াঃ ।

ধ্যোয়া কনক-রত্নৌষ-ধারায়ুক-কলশোজ্জলাঃ ॥ ৬৭

তদ্বহিঃচাষ্টনিধয়ঃ পুরয়ন্তো ধনৈর্ধরাম্ ।

তদ্বহিবৃক্ষয়ঃ সর্বে পুরোবচ্চ সুরাদয়ঃ ॥ ৬৮

এবং ধ্যাওয়া মানসৈঃ সংপূজ্যার্যস্থাপনং কুর্যাৎ । ততঃ পূর্বোক্ত-পীঠমন্তঃ
পীঠপূজাং বিধায় পুনর্যাহাবাহনাদি পঞ্চপুষ্পাঞ্জলি-দানপর্যন্তং কৃত্বা ষড়ঙ্গানি
সংপূজ্য ওঁ কিরীটায় নমঃ এবং কুণ্ডলাভ্যাং, শঙ্খায়, চক্রায়^২, গদাটয়ৈ পদ্মায়,
পুনঃ^৩ বনমালাটয়ৈ, শ্রীবৎসায়, কৌন্তভায় । পুনঃ^৪ পুষ্পাঞ্জলি-পঞ্চকং দত্ত্বা
পর্বাঙ্গি-দিক্-পত্র-মূলেষু বাসুদেব-সঙ্কর্ষণ-প্রত্যাগ্নানিরুদ্ধান্ । বিদিক্-পত্রমূলেষু
শান্তি-শ্রী-সরস্বতী রতীঃ । পূর্বাঙ্গি-পত্রেষু রুক্মিণ্যাভ্যাঃ পূর্ববৎ সম্পূজ্য অগ্রে
—ওঁ ষোড়শ-সহস্র-মহিষীভ্যো নমঃ ; তদ্বহিঃ পূর্বাঙ্গিষু ওঁ ইন্দ্রনিধয়ে নমঃ ।

দক্ষিণভাগে জাম্ববতী ও বামভাগে সুলীলা তাঁহাদিগকে আদেশ করিতেছেন ।
তাঁহাদের পশ্চাতে চতুর্দিকে রত্নৌষধারা-যুক্ত স্বর্ণকলসে উজ্জ্বল ষোড়শ সহস্র প্রিয়া-
গণকে ধ্যান করিবে । ৬৬

তাহার বহির্ভাগে ধনের দ্বারা ধরাকে পূর্ণকারী অষ্টনিধিকে এবং পূর্বোক্তবৎ
তাহার বহির্ভাগে সমস্ত ষাদব ও দেবগণ বিরাজমান ধ্যান করিবে । ৬৭-৬৮

এই প্রকারে ধ্যান করিয়া মানস উপচারে পূজা করিয়া বিশেষার্থ স্থাপন করিবেন ।
তাহার পর পূর্বোক্ত পীঠমন্তঃ পর্যন্ত পূজা করিয়া পুনর্বার ধ্যান করিয়া আবাহন হইতে
পঞ্চ পুষ্পাঞ্জলি দান পর্যন্ত সমস্ত কার্য্য করিয়া, ষড়ঙ্গের পূজা করিয়া, ওঁ^১ কিরীটায়
নমঃ, এইরূপ কুণ্ডলাভ্যাং, শঙ্খায়, চক্রায়, গদাটয়ৈ, পদ্মায়, বনমালাটয়ৈ, শ্রীবৎসায়,
কৌন্তভায় নমঃ বলিয়া ইহাদের পূজা করিয়া, পুনরায় ৫ বার পুষ্পাঞ্জলি দিয়া পূর্বাঙ্গি
দিক্-পত্রের মূল সমূহে বাসুদেব, সঙ্কর্ষণ, প্রত্নদুর্গ ও অনিরুদ্ধকে, বিদিক্-পত্রসমূহের
মূলে শান্তি, শ্রী, সরস্বতী ও রতিকে, পূর্বাঙ্গি পত্র সমূহে রুক্মিণী প্রভৃতিকে পূর্ববৎ
পূজা করিয়া, অগ্রে—ওঁ^২ ষোড়শসহস্র-মহিষীভ্যো নমঃ মন্ত্রে মহিষীকে, তাহার

১। ক—ষোড়শসাহস্রবিধাতাঃ ।

২। খ—চক্রায় শঙ্খায় গদাটয়ৈ ।

৩। ঘ—পুনরিত্তি

নাস্তি । ৪। ক—পুনরিত্তি নাস্তি ।

এবং নীল-নিধয়ে, মুকুল-নিধয়ে, মকর-নিধয়ে, আনন্দ-নিধয়ে, কচ্ছপ-নিধয়ে, শঙ্খ-নিধয়ে, পদ্ম-নিধয়ে ইতি সম্পূজা তদ্বহিরিস্ত্রাদীন্ বজ্রাদীংশ্চ সম্পূজ্য ধূপাদি-বিসর্জনান্তঃ কৰ্ম সমাপয়েৎ । ৬৯

তথা— ধ্যাত্বেবং পরমাত্মানং বিংশত্যৰ্ণ-মমুং জপেৎ^১ ।

চতুর্লক্ষং হ্রেনদাজ্যৈশ্চত্বারিংশং-সহস্রকম্ ॥ ৭০

(মন্ত্ৰাস্তরম্)— বাগ্ভবং কামবীজঞ্চ কৃষ্যায় ভুবনেশ্বরী ।

গোবিন্দায় রমা গোপীজন-বল্লভ-ও শিরঃ ॥ ১

চতুর্দশ-স্বরোপেতঃ শুক্রঃ সর্গী তদুর্দ্ধতঃ ।

দ্বাবিংশত্যক্ষরো মন্ত্ৰো বাগীশত্ব-প্রদায়কঃ ॥ ২

গোপীজন-বল্লভেতি স্বরূপম্ । ও ইতি চতুর্থী । শিরঃ স্বাহা । শুক্রো দন্ত্য-সকারঃ । অস্ত্য পূজা—প্রাতঃ-কৃত্যাদি-বৈষ্ণবোক্ত-পীঠমন্ত্ৰং পীঠন্যাসং বিধায়াষ্টাদশাক্ষরবদ্ ঋত্মাদিন্যাসং করাজন্যাসৌ চ বিধায় মুদ্রা-দিগ্-বন্ধনাদি-কঞ্চ বিধায় ধ্যায়েৎ । যথা (৩)—

বহির্ভাগে পূর্বাদি ক্রমে ও^২ ইন্দ্রনিধয়ে নমঃ, এইরূপ নীলনিধয়ে, মুকুলনিধয়ে, মকরনিধয়ে, আনন্দনিধয়ে, কচ্ছপনিধয়ে, শঙ্খনিধয়ে, পদ্মনিধয়ে নমঃ এই প্রকারে অষ্ট নিধির পূজা করিয়া। তাহার বহির্ভাগে ইন্দ্রাদি লোকপাল ও বজ্রাদি অস্ত্র-সমূহের পূজা করিয়া ধূপদান হইতে বিসর্জন পর্যন্ত কার্য্য সমূহ শেষ করিবেন । ৬৯

এই মন্ত্ৰের পুরশ্চরণে চারি লক্ষ মন্ত্ৰ জপ কর্তব্য । তাহাই উক্ত হইয়াছে—এইরূপে পরমাত্মাকে ধ্যান করিয়া চারি লক্ষ বিংশাক্ষর মন্ত্ৰ জপ করিবেন এবং মৃত্তের দ্বারা ৪০০০০ চল্লিশ হাজার হোম করিবেন । ৭০

অনন্তর শ্রীকৃষ্ণের অশ্ব মন্ত্ৰ :—বাগ্ভব (ঐং), কামবীজ (ক্লীং) কৃষ্যায় ভুবনেশ্বরী (হ্রীং) গোবিন্দায় রমা (শ্রীং) গোপীজনবল্লভ—ও অর্থাৎ গোপীজন-বল্লভায় শিরঃ (স্বাহা) ও চতুর্দশ স্বর ও যুক্ত শুক্র (স), তাহা সর্গী (বিসর্গযুক্ত) । তাহাতে বাগীশত্ব প্রদায়ক শ্রীং গোপীজন-বল্লভায় স্বাহা সৌঃ ঐং ক্লীং কৃষ্যায় হ্রীং গোবিন্দায়—এই দ্বাবিংশতি অক্ষরের মন্ত্ৰ হয় । ১-২

গোপীজন-বল্লভ এইটি ঐ স্বরূপ । ও এইটি চতুর্থী । শিরঃ—স্বাহা । শুক্র—দন্ত্য সকার । ইহার পূজা পদ্ধতি—প্রাতঃ কৃত্যাদি হইতে বৈষ্ণবোক্ত পীঠমন্ত্ৰ পর্যন্ত ন্যাস করিয়া অষ্টাদশাক্ষর মন্ত্ৰের ন্যাস ঋত্মাদি ন্যাস ও করাজ ন্যাস করিয়া মুদ্রা ও দিগ্‌বন্ধন প্রভৃতি করিয়া মূলোক্ত ধ্যান করিবেন (৩)—

বামোদ্বর্-হস্তে দধতং বিজ্ঞা-সর্বশ্ব-পুস্তকম্ ।

অক্ষমালাঞ্চ দক্ষোদ্বর্-ক্ষাটিকীং মাতৃকাময়ীম্ ॥ ৪

শব্দব্রহ্মময়ং বেণুমধঃ-পানিদ্বয়েরিতম্^১ ।

গায়ন্তং পীত-বসনং শ্যামলং কোমল-চ্ছবিম্ ॥ ৫

বর্হিবর্হ-কৃতোক্তংসং সর্বজ্ঞং সর্ববেদিভিঃ ।

উপাসিতং মুনিগণৈরুপতিষ্ঠেদ্ ধরিং সদা ॥ ৬

এবং ধ্যায়া বিংশত্যর্গবৎ পূজয়েৎ । অস্ত্য পুরশ্চরণং চতুর্লক্ষ-জপঃ ।

স্বাদ্বক্ত-পলাশপুষ্পেচ্ছচারিংশৎ-সহস্র-হোমঃ । ৭

(মন্ত্রাস্তরম্)— বাগ্ভবং কামবীজঞ্চ মায়াং লক্ষ্মীমনস্তরম্ ।

দশার্ণো মনুবর্ষ্যশ্চ ভবেচ্ছক্রাক্ষরো মনুঃ ॥ ৮

ব্রহ্মসংহিতায়াস্ত—বাগ্ভবং ভুবনেশানী শ্রীবীজং কামবীজকম্ ।

দশার্ণো মনুবর্ষ্যশ্চ ভবেচ্ছক্রাক্ষরোইপরঃ^২ ॥ ৯

ততো দশাক্ষরঃ । তথা চ চতুর্দশাক্ষরো দ্বিবিধঃ । অনয়োব্রহ্মা ঋষির্গায়ত্রী-
ছন্দঃ শ্রীকৃষ্ণো দেবতা ধ্যানস্ত (১০)—

ধ্যানের অর্থ—বামের উদ্বর্ হস্তে বিদ্যাসর্বশ্ব-রূপ পুস্তকধারী, দক্ষিণের উদ্বর্ হস্তে
মাতৃকাবর্ণময়ী অক্ষমালার স্তায় ক্ষাটিক মণি নির্মিত অক্ষমালাধারী, নিম্নের অধো-
হস্ত দ্বয়ে শব্দব্রহ্মময় বেণু নিঃসৃত গানকারী, পীতবসন শ্যামল কোমলপল্লবের স্তায়
দ্যুতিমান্ ময়ূরপুচ্ছখচিত মকুটধারী সর্ববিং মুনিগণ কর্তৃক উপাসিত সর্বজ্ঞ হরিকে
সর্বদা ধ্যান করিবে । ৪-৬

এইরূপ ধ্যান করিয়া বিংশত্যাক্ষর মন্ত্রের স্তায় সমস্ত পূজা করিবেন । এই মন্ত্রের
পুরশ্চরণ চারি লক্ষ মন্ত্র জপ এবং স্বাহ (ঘৃত, মধু শর্করা) যুক্ত পলাশ পুষ্পের দ্বারা
চল্লিশ হাজার হোম হইবে । ৭

শ্রীকৃষ্ণের অস্ত্র মন্ত্র—বাগ্ভব (ঐং), কামবীজ (ক্রীং), মায়া (হ্রীং) লক্ষ্মী
(শ্রীং) অনস্তর দশাক্ষর মন্ত্রবর । তাহা হইলে ঐং ক্রীং হ্রীং শ্রীং গোপীজনবল্লভার
স্বাহা—এই শক্রাক্ষর (চতুর্দশাক্ষর) মন্ত্র হইবে । ৮

ব্রহ্মসংহিতার বলিযাহেন—বাগ্ভব, ভুবনেশানী, শ্রীবীজ, কামবীজ, তাহার পর
দশাক্ষর মন্ত্রবর, তাহাতে অপর একটি চতুর্দশাক্ষর মন্ত্র হয় । ৯

বাগ্ভবাদির পর দশাক্ষর মন্ত্র । তাহাতে দুই প্রকার চতুর্দশাক্ষর মন্ত্র হয় । এই
উত্তর মন্ত্রের ব্রহ্মা ঋষি, গায়ত্রী ছন্দঃ, শ্রীকৃষ্ণ দেবতা । মূলোক্ত ধ্যানের অর্থ (১০)—

ধ্যায়েদ্ বৃন্দাবনে রম্যে কাঞ্চনৌ-ভূমি-মধ্যগে ।
 নানা-পুষ্প-লতা-কীর্ণে বৃক্ষমণ্ডৈশ্চ যশিতে ॥ ১১
 কল্লটিবৌ-তলে সম্যক্ শ্রীমন্মাণিক্য-মণ্ডপে ।
 নারদাষ্টৈর্মুনিগণৈঃ স্তুতিভিঃ পরিবারিতে ॥ ১২
 রত্ন-সিংহাসনে ধ্যায়েত্পবিষ্টং কজোপরি ।
 সজল-জলদ-শ্যামং রক্তপদ্ম-দলেক্ষণম্ ॥ ১৩
 রক্তপদ্ম-সুরং-পাদ-পানিভ্যাং পরিমণ্ডিতম্ ।
 নানারত্ন-সমারক্-ভূষণৈঃ পরিভূষিতম্ ॥ ১৪
 শ্রীযুক্ত-বক্ষসং^১ শ্রীমৎ-কৌস্তুভোদ্ভাসিতান্বরম্ ।
 তারহারাবলী-রম্যং শ্রীবৎসাক্ষিত-বক্ষসম্ ॥ ১৫
 রোচনাতিলক-প্রাস্ত-কুস্তল-ভ্রমরায়িতম্ ।
 কন্দর্প-চাপ-সদৃশ-চিল্লিমালা-বিরাজিতম্ ॥ ১৬
 অনেক-রত্ন-সম্বন্ধ-সুরম্মকর-কুণ্ডলম্ ।
 বহি-বহি-কৃতোত্তংসং^২ সর্বজ্ঞং সর্ববেদিভিঃ ।

উপাসিতং মুনিগণৈরুপতিষ্ঠেদ্ধরিং সদা ॥ ১৭ সর্বমন্ত্রদশাক্ষরবৎ ।

রমণীয় বৃন্দাবনে কাঞ্চনময় ভূমির মধ্যভাগে নানাবিধ পুষ্প ও লতার আকীর্ণ বৃহৎ
 বৃহৎ বৃক্ষ সমূহের দ্বারা যশিত স্বর্গতরু কল্লবৃক্ষের মূলে পরিপূর্ণ সৌন্দর্য্যশালী মাণিক্য
 মণ্ডপে স্তুতিকারী মুনিশ্রেষ্ঠ নারদাদি মুনিগণ পরিবৃত রত্নসিংহাসনে কজোপরি
 (পদ্মোপরি) উপবিষ্ট সজল জলদের স্তায় শ্যামবর্ণ রক্ত পদ্ম পত্রের স্তায় লোচনধারী
 রক্ত পদ্মের স্তায় উজ্জ্বল পাদ ও পানিতলের দ্বারা পরিমণ্ডিত, নানারত্ননির্মিত ভূষণের
 দ্বারা পরিভূষিত সৌন্দর্য্যময় বক্ষোদ্ধৃত দীপ্তিমান্ কৌস্তুভ মণির দ্বারা উদ্ভাসিত বস্ত্রধারী,
 তার হারাবলী দ্বারা রমণীয়, শ্রীবৎসচিহ্ন বিশিষ্ট বক্ষোধারী, গোরোচনার তিলকের
 প্রান্তে ভ্রমরের স্তায় কৃষ্ণবর্ণ নীলকুস্তলধারী কন্দর্পের চাপ সদৃশ চিল্লি (জ) মালার
 বিরাজিত, অনেক রত্নযুক্ত দীপ্ত মকর কুণ্ডলধারী যক্ষুরপিচ্ছকৃত মুকুটধারী, সর্বজ্ঞ
 সর্ববিৎ মুনিগণের দ্বারা উপাসিত শ্রীহরিকে সর্বদা উপাসনা করিবে । ১১-১৭

এই মন্ত্রের স্তাস, পূজা, হোমাদি অন্য সমস্ত কার্য্য দশাক্ষর মন্ত্রের স্তায় করিতে
 হইবে । ১৭

(মন্ত্ৰান্তরম)— কামাক্ষরং ধরাসংস্থং শান্তি-বিন্দু-বিভূষিতম্ ।

ত্রৈলোক্য-মোহনো বিষ্ণুঃ কথিতস্তব যত্নতঃ ॥ ১৮

শান্তিস্তব্যস্বরঃ^১ । এতেন কামবীজাত্মক একাক্ষরো মন্ত্ৰঃ । অস্ত্য পূজা—
প্রাতঃকৃত্যাদি-বৈষ্ণবোক্ত-পীঠশক্তি-পর্য্যন্তং বিন্যস্ত্য তত্‌পরি ওঁ পক্ষিরাজায়
স্বাহেতি পীঠমন্ত্ৰং ন্যসেৎ , ততঃ ঋগ্‌যাদিন্যাসঃ । শিরসি—সম্মোহনায় ঋষয়ে
নমঃ । মুখে—গায়ত্রীছন্দসে নমঃ । হৃদি—ত্রৈলোক্যমোহনায় বিষ্ণবে নমঃ ।
ততঃ করাক্ষত্ৰ্যাসো—ক্লাং অঙ্গুষ্ঠাভ্যাং নমঃ, ক্রাং হৃদয়ায় নমঃ ইতি রীত্যা
ষড়্‌দীর্ঘ-ভাজা কামবীজে নৈব । যথা^২—দীর্ঘষট্‌ক-যুক্তানেন কামবীজেন
কল্পয়েদিতি । ততো বাণন্যাসঃ—হ্রাং শোষণ-বাণায় নমঃ অঙ্গুষ্ঠয়োঃ । এবং
তর্জ্জাদিষু—হ্রীং মোহন-বাণায় নমঃ, ক্রীং সন্দীপন-বাণায়, রুং তাপন-বাণায়,
সং মাদন-বাণায় । তথা মস্তক-মুখ-হৃদয়-লিঙ্গ-পাদেষু তান্ ন্যসেৎ ; ততো
ধ্যানম্ (১৯)—

শ্রীকৃষ্ণের একাক্ষর মন্ত্ৰ—ধরা (ল) স্থিত কামাক্ষর (ক) শান্তি (ঐ) ও বিন্দু
বিভূষিত হইলে ক্রীং এই একাক্ষর মন্ত্ৰ হয় । যত্নপূর্বক ইহা ভোমার নিকট কথিত
হইল । ১৮

শান্তি—চতুর্থ স্বর ঐ । ইহা দ্বারা কামবীজাত্মক একাক্ষর মন্ত্ৰ হয় । ইহার পূজা
পদ্ধতি—প্রাতঃকৃত্য হইতে বৈষ্ণবোক্ত পীঠশক্তি পর্য্যন্ত ন্যাস করিয়া তাহার পর ওঁ
পক্ষিরাজায় স্বাহা এই পীঠমন্ত্ৰ ন্যাস করিবেন । তাহার পর ঋগ্‌যাদি ন্যাস করিবেন ।
যথা মন্ত্ৰকে—ওঁ সম্মোহনায় ঋষয়ে নমঃ । মুখে—ওঁ গায়ত্রীছন্দসে নমঃ । হৃদয়ে—
ওঁ ত্রৈলোক্য-মোহনায় বিষ্ণবে নমঃ । তাহার পর ষড়্‌ দীর্ঘস্বর যুক্ত কামবীজের দ্বারা ই
ওঁ ক্লাং অঙ্গুষ্ঠাভ্যাং নমঃ, ওঁ ক্রাং হৃদয়ায় নমঃ এই রীতিতে করাক্ষত্ৰ্যাস করিবেন ।
যেমন নিবন্ধে বলিয়াছেন—ছয়টি দীর্ঘ যুক্ত এই কামবীজের দ্বারা ষড়্‌কক্ষ্যাস কল্পনা
করিবে । তাহার পর বাণন্যাস করিবে । যথা অঙ্গুষ্ঠদ্বয়ে—ওঁ হ্রাং শোষণবাণায়
নমঃ । এইরূপ তর্জ্জনীদ্বয়ে—ওঁ হ্রীং মোহনবাণায় নমঃ । মধ্যমা দ্বয়ে—ওঁ ক্রীং
সন্দীপন-বাণায় নমঃ । অনামিকা দ্বয়ে—ওঁ রুং তাপনবাণায় নমঃ । কনিষ্ঠা দ্বয়ে—
ওঁ সং মাদন-বাণায় নমঃ । সেইরূপ মস্তক, মুখ, হৃদয়, লিঙ্গ ও পাদে সেই বাণ ন্যাস
করিবে । তাহার পর মূলোক্ত ধ্যান করিবেন । ১৯

ভগ্নবিজ্রম-সঙ্কশং সর্বভেজোময়ং বপুঃ ।

কিরীটিনং কুণ্ডলিনং কেয়ুর-বলয়াস্থিতম্ ॥ ১০

মুক্তা-সদ-রত্ন-সম্বন্ধ-তুলাকোটি-সমুজ্জ্বলম্ ।

নানালঙ্কার-শুভগং পীতাম্বর যুগাবৃতম্ ॥ ২১

গরুড়োপরি সম্বন্ধ-রক্ত-পঙ্কজ-মধ্যগম্ ।

উত্তপ্ত-হেম-সঙ্কশাং লক্ষ্মীং বামোরু-সংস্থিতাম্ ॥ ২২

সর্বালঙ্কার-শুভগাং শুক্লবাসোযুগাবৃতাম্ ।

সকামাং লীলয়া দেবীং মোহয়ন্তং পুনঃ পুনঃ ॥ ২৩

শঙ্খ-চক্র-গদা-পদ্ম-পাশাকুশ-ধনুঃ-শরান্ ।

ধারয়ন্তং জগন্নাথং রক্তপদ্মারুণেক্ষণম্ ॥ ২৪

এবং ধ্যান্য মানসৈঃ সম্পূজ্যার্য্যং সংস্থাপ্য ত্রাসক্রমেণ পীঠপূজাং বিধায় পুনর্ধ্যাত্বাবাহনাদি-পঞ্চপুষ্পাঞ্জলি-দানান্তঃ বিধায় ত্রাসক্রমেণ^১ দেবশরীরে পঞ্চবাণান্ সম্পূজ্য ও কিরীটায় নমঃ এবং কুণ্ডলায়, শঙ্খায়, চক্রায়, গদায়ৈ, পদ্মায়, পাশায়, অকুশায়, ধনুষে, শরায়^২ হৃদি হস্তেষু পূজয়েৎ ।

সেই ধ্যানের অর্থ—নূতন ভগ্ন প্রবালের সদৃশ কাণ্ডি-বিশিষ্ট সর্বভেজোময় দেহধারী, মস্তকে কিরীটধারী, কর্ণে কুণ্ডলধারী, বাহুতে কেয়ুর বলয়ধারী, ও উত্তম রত্ন মুক্তা খচিত তুলাকোটি (নুপুর) দ্বারা উদ্ভাসিত চরণবিশিষ্ট, নানালঙ্কারে প্রিয়দর্শন, পীতবস্ত্র যুগলের দ্বারা আবৃত, গরুড়ের উপরে নিবদ্ধ রক্তপদ্ম মধ্যে উপবিষ্টা, নিজ বাম উরুতে সংস্থিত উত্তপ্ত স্বর্ণ সদৃশ কাণ্ডিমতী সর্বালঙ্কারে সুভগা (ভাগ্যবতী), শুক্ল বস্ত্রযুগলের দ্বারা আবৃত। সকামা লক্ষ্মীদেবীকে লীলায় পুনঃ পুনঃ মোহনকারী, শঙ্খ, চক্র, গদা, পদ্ম, পাশ, অকুশ, ধনুঃ ও বাণধারী রক্তপদ্মের দ্বারা অরুণ লোচন জগন্নাথকে ধ্যান করি। ২০-২৪

এইরূপ ধ্যান করিয়া মানস উপচারে পূজা করিয়া, বিশেষার্থ্য স্থাপন করিয়া, ত্রাসক্রমে পীঠপূজা করিয়া, পুনরায় ধ্যান করিয়া, আবাহন হইতে পঞ্চ পুষ্পাঞ্জলি দান পর্যন্ত সমস্ত করিয়া ত্রাস ক্রমে দেবশরীরে পঞ্চবাণ ত্রাস করিয়া, ও^১ কিরীটায় নমঃ এই মন্ত্রে মস্তকে কিরীটের পূজা করিয়া, এইরূপ প্রণবাদি নমঃ অন্ত মন্ত্রে কর্ণে—কুণ্ডলায়, হস্তসমূহে শঙ্খায়, চক্রায়, গদায়ৈ, পদ্মায়, পাশায়, অকুশায়, ধনুষে, শরায়

বক্ষসি—শ্রীবৎসায় কোমুভায় । গলে—বনমালায়ৈ, নিতম্বে—পীতবসনায়,
বামাক্ষে—শ্রীলৈম্ব্য । ততঃ কেশরেষু অগ্ন্যাদিকোণেষু মধ্যে দিক্ চ ষড়ঙ্গানি
সম্পূজ্য পূর্বাদি-দিক্ চতুষ্টয়ং, কোণেষু পঞ্চমং বাণং সম্পূজ্য পূর্বাদিপত্রেষু
লক্ষ্মী-সরস্বতী-রতি-প্রীতি-কীর্তি-কান্তি-ভূষ্টি-পুষ্টীস্তদ্বহির্লোক-পালানচয়েৎ ।
অত্র বজ্রাদি-পূজনং নাস্তি অনুক্তত্বাৎ । ততো ধূপাদি-বিসর্জনাশ্চ কৰ্ম
সমাপয়েৎ । ২৫

তথা— রবিলক্ষং জপেন্ মন্ত্রং জুহুয়াৎ তদদশাংশতঃ ।

অমৃত-ত্রয়-সিক্তেন পায়সেন বিধানবিৎ ।

অথবা রবি-সাহস্র্যং^১ ছনেৎ তাবচ্চ তর্পয়েৎ ॥ ২৬

(মন্ত্রান্তরম্)— হ্রষীকেশ-পদং ডেহন্তং নমোহন্তং কাম-পূর্বকম্^২ ।

অষ্টাক্ষরো মনুঃ প্রোক্তঃ সমস্ত-পুরুষার্থদঃ ।

ধ্যান-পূজাদিকং সর্বং পূর্ববচ্চ সমাচরেৎ ॥ ২৭

(মন্ত্রান্তরম্)— লক্ষ্মীর্মায়া কামবীজং^৩ ডেহন্তং কৃষ্ণপদং তথা ।

নমঃ মন্ত্রে পূজা করিবেন । পরে বক্ষে—শ্রীবৎসায়, কোমুভায়, গলে—বনমালায়ৈ,
নিতম্বে—পীতবসনায় । বামাক্ষে—ও^৪ শ্রীলৈম্ব্য নমঃ মন্ত্রে পূজা করিবেন । তাহার পর
কেশরে অগ্ন্যাদিকোণে মধ্যে ও দিক্ সমূহে ষড়ঙ্গের পূজা করিয়া, পূর্বাদি দিক্ সমূহে
চারিটি বাণ এবং কোণ সমূহে পঞ্চম বাণের পূজা করিয়া, পূর্বাদি পত্র সমূহে লক্ষ্মী,
সরস্বতী, প্রীতি, কীর্তি, কান্তি, ভূষ্টি ও পুষ্টির ও তাহার বহির্ভাগে লোকপালগণের
অর্চনা করিবেন । এখানে উক্ত না হওয়ায় বজ্রাদি অন্তের পূজা নাই । তাহার পর
ধূপদান হইতে বিসর্জন পর্য্যন্ত কৰ্ম শেষ করিবেন । ২৫

তাহার পর পুরশ্চরণ বিষয়ে তন্ত্রে বলিয়াছেন—রবি (১২) লক্ষ মন্ত্র জপ করিবে ।
তাহার পর বিধানবিৎ সাধক অমৃতত্রয় (ঘৃত, মধু ও শর্করা) সিক্ত পায়সের দ্বারা
দশাংশ হোম করিবে । অথবা রবি সহস্র হোম এবং তাবৎ পরিমাণ (১২ হাজার)
তর্পণ করিবে । ২৬

শ্রীকৃষ্ণের মন্ত্রান্তর—কামবীজ-(ক্রীং) পূর্ব ও নমঃ অন্ত । চতুর্থী বিভক্তি যুক্ত
হ্রষীকেশ অর্থাৎ হ্রষীকেশায় ক্রীং নমঃ । সমস্ত পুরুষার্থপ্রদ এই অষ্টাক্ষর মন্ত্র কথিত
হইরাছে । এই মন্ত্রের ধ্যান পূজাদি সমস্তই পূর্ববৎ জানিবেন । ২৭

শ্রীকৃষ্ণের মন্ত্রান্তর—লক্ষ্মী (শ্রীং) মায়া (হ্রীং) কামবীজ (ক্রীং) চতুর্থী বিভক্তি

স্বাহেতি মন্ত্ররাজোহয়ং ভজতাং সুরপাদপঃ ॥ ২৮

অশ্ব নারদ ঋষিরনুষ্টুপ্ ছন্দঃ শ্রীকৃষ্ণো দেবতা । অশ্ব পূজা—প্রাতঃ-
কৃত্যাদি-বৈষ্ণবোক্ত-পীঠমন্ত্ৰস্তং বিদ্যন্ত ঋত্বাদীংশ্চ বিদ্যন্ত ষড়্-দীর্ঘ-ভাজা
কাম-বীজেন করাকৃত্যাসৌ কৃত্বা ধ্যায়েৎ । যথা (২৯)—

কলায়-কুসুম-শ্যামং বৃন্দাবন-গতং হরিম্ ।

গোপ-গোপী-গবাবীতং^১ পীতবস্ত্র-যুগাশ্রিতম্ ॥ ৩০

নানালঙ্কার-সুভগং কৌস্তভোদ্ভাসি-বক্ষসম্ ।

সনকাদি-মুনিশ্রেষ্ঠৈঃ সংস্তুতং পরয়া মুদা ।

শঙ্খ-চক্র-লসদ্-বাহুং বেণু-হস্ত-দ্বয়েরিতম্ ॥ ৩১

এবং ধ্যান্য মানসৈঃ সম্পূজ্যার্য্যস্থাপনং বৈষ্ণবোক্ত-পীঠমন্ত্ৰস্তং পীঠপূজাং
পুনর্ধ্যানাবাহনাদি-পঞ্চপুষ্পাঞ্জলি-দানপর্য্যন্তং বিধায় অগ্ন্যাди-কোণেষু মধ্যে
দিক্শু চ ষড়্ভুজানি তদ্বহিরিন্দ্রাদীন বজ্রাদীংশ্চ সম্পূজ্য ধূপাদি-বিসর্জনাশ্চ
কর্ম কুর্য্যাৎ । ৩২

যুক্ত কৃষ্ণপদ (কৃষ্ণায়), তাহার পর স্বাহা । এই মন্ত্ররাজ ভজনাকারিগণের সুরপাদপ
কল্পবৃক্ষ স্বরূপ । ২৮

এই মন্ত্রের নারদ ঋষি, অনুষ্টুপ্ ছন্দঃ, শ্রীকৃষ্ণ দেবতা । এই মন্ত্রের পূজা—প্রাতঃ
কৃত্য হইতে বৈষ্ণবোক্ত পীঠমন্ত্ৰ পর্য্যন্ত শ্রাস করিয়া, ঋত্বাদি শ্রাস করিয়া ষড়্-দীর্ঘ
যুক্ত কামবীজের দ্বারা করাকৃত্যাস করিয়া যথোক্ত ধ্যান করিবেন (২৯)—

ধ্যানের অর্থ—কলায় (কড়াই) কুসুমের স্যাম শ্যামবর্ণ, বৃন্দাবনগত, গোপ,
গোপী ও গোপণের দ্বারা পরিবৃত, পীতবর্ণ বস্ত্র ও উত্তরীয়-ধারী, নানাবিধ অলঙ্কারে
প্রিয়দর্শন, কৌস্তভের দ্বারা উদ্ভাসিত বক্ষো বিশিষ্ট, সনকাদিগণ মুনি কর্তৃক পরমা-
নন্দে সংস্তুত, শঙ্খ ও চক্রে উদ্ভাসিত হস্তধারী হস্তদ্বয়ে বেণুবাদনকারী হরিকে ধ্যান
করিবে । ৩০-৩১

এইরূপে ধ্যান করিয়া মানস উপচারে পূজা করিয়া বিশেষার্থ্য স্থাপন করিয়া
বৈষ্ণবোক্ত পীঠমন্ত্ৰ পর্য্যন্ত পীঠ পূজা, পুনর্ধ্যান আবাহনাদি পঞ্চ পুষ্পাঞ্জলিদান পর্য্যন্ত
সমস্ত করিয়া, অগ্ন্যাদি কোণে মধ্যে দিক্‌সমূহে ষড়্ভুজের পূজা করিয়া তাহার বাহিরে
ইন্দ্রাদি লোকপাল ও বজ্রাদি অস্ত্রের পূজা করিয়া ধূপাদি দান হইতে বিসর্জন পর্য্যন্ত
কর্ম করিবেন । ৩২

ধ্যাত্বৈবং পরমাংমানং চতুর্লক্ষং মনুং জপেৎ ।

দশাংশং জুহ্যান্ মন্ত্রৌ কুমুদৈব্রহ্ম-বৃক্ষজৈঃ ॥ ৩৩

(মন্ত্রান্তরম্)—শ্রী-শক্তি-স্বর-কৃষ্ণায় গোবিন্দায় শিরো মনুঃ । ৩৪

শিরঃ স্বাহা । অস্ত্র পূজা—প্রাতঃকৃত্যাদি-বৈষ্ণবোক্ত-পীঠমন্ত্রস্তং পীঠস্থাসং বিধায় রত্নাভিষেকবৎ ঋগ্‌যাদি-স্থাসং বিধায় করাক্রাসৌ কুর্য্যাৎ । যথা—শ্রী অমৃষ্ঠাভ্যাং ননঃ, হ্রীং তজ্জনীভ্যাং স্বাহা । ক্রী মধ্যমাভ্যাং বষট্, কৃষ্ণায় অনামিকাভ্যাং হ্র, গোবিন্দায় কনিষ্ঠাভ্যাং বৌষট্ । স্বাহা করতল-পৃষ্ঠাভ্যাং ফট্ । এবং হৃদয়াদিষু । ততো মুদ্রাদি-দিগ্-বন্ধনঞ্চ বিধায় বিংশত্যক্ষরবদ্ ধ্যাত্বা তদ্বিধানেন পূজয়েৎ । পুরশ্চরণঞ্চ তদ্বৎ । ৩৫

(মন্ত্রান্তরম্)—তারং হৃদগবতে ভেষ্টো রুক্মিণী-বল্লভস্তথা ।

শিরোইন্তুঃ ষোড়শার্ণোহয়ং রুক্মিণীবল্লভস্ত চ ॥ ৩৬

অস্ত্র পূজা—প্রাতঃকৃত্যাদি-বৈষ্ণবোক্ত-পীঠমন্ত্রস্তং বিদ্যস্ত ঋগ্‌যাদি-স্থাসং কুর্য্যাৎ । যথা শিরসি—নারদায় ঋষয়ে নমঃ, মুখে—অমৃষ্টপু-ছন্দসে নমঃ ।

পরমাআকে এইরূপ ধ্যান করিয়া পুরশ্চরণে এই মন্ত্র চারি লক্ষ জপ করিবে । ব্রহ্মবৃক্ষ (পলাশ) জাত কুমুদের দ্বারা জপের দশাংশ হোম করিবে । ৩৩

শ্রীকৃষ্ণের মন্ত্রান্তর—শ্রী (শ্রীং), শক্তি (হ্রীং), স্বর (ক্রীং), কৃষ্ণায় গোবিন্দায় শিরঃ (স্বাহা) । এইটি শ্রীকৃষ্ণের অপর একটি মন্ত্র । ৩৪

শিরঃ—স্বাহা । এই মন্ত্রের পূজা পদ্ধতি—প্রাতঃকৃত্যাদি হইতে বৈষ্ণবোক্ত পীঠমন্ত্র পর্য্যন্ত পীঠস্থাস করিয়া, রত্নাভিষেক মন্ত্রবৎ ঋগ্‌যাদি স্থাস করিয়া, মূলোক্ত প্রকারে করাক্রাস করিবে । তাহার পর মুদ্রা প্রদর্শন প্রভৃতি ও দিগ্-বন্ধন করিয়া বিংশতি অক্ষর মন্ত্রের স্থান ধ্যান করিয়া সেই মন্ত্রের পূজাবিধানে পূজা করিবেন । পুরশ্চরণও সেইরূপ হইবে । ৩৫

শ্রীকৃষ্ণের মন্ত্রান্তর—তার (ওং), হ্রং (নমঃ) ভগবতে, চতুর্থী বিভক্তি মুক্ত রুক্মিণী-বল্লভ (রুক্মিণীবল্লভায়), শিরঃ অন্ত (স্বাহা অন্ত) । রুক্মিণীবল্লভ শ্রীকৃষ্ণের এইটি ষোড়শাক্ষর মন্ত্র । ৩৬

এই মন্ত্রের পূজা—প্রাতঃকৃত্য হইতে বৈষ্ণবোক্ত পীঠমন্ত্র পর্য্যন্ত স্থাস করিয়া ঋগ্‌যাদি-স্থাস করিবেন । যথা মন্তকে—ওং নারদায় ঋষয়ে নমঃ । মুখে—ওং অমৃষ্টপু-

হৃদি—কৃষ্ণী-বল্লভায় দেবতায়ৈ নমঃ । ততঃ করাজন্যাসৌ । ও অঙ্গুষ্ঠাভ্যাং^১
নমঃ, নমঃ তর্জনীভ্যাং স্বাহা, ভগবতে মধ্যমাভ্যাং বষট্ । কৃষ্ণীবল্লভায়
অনামিকাভ্যাং হ্রি । স্বাহা কনিষ্ঠাভ্যাং ফট্ । এবং হৃদয়াদিষু । ততো
ধ্যানম্ (৩৭)—

তাপিঞ্জ-চ্ছবিরঙ্গগাং প্রিয়তমাং স্বর্ণপ্রভামম্বুজ-

প্রোতদ-বামভুজাং স্ববাম-ভুজয়া শ্লিষ্মন্ সচিস্তাশ্রয়া ।

শ্লিষ্মন্তীং স্বয়মন্ত-হস্ত-বিলসৎ সৌবর্ণ-বেত্রশ্চিরং

পায়াদ্ বঃ শর্গমুন-পীতবসনো^২ নানা-বিভূষো হরিঃ ॥ ৩৮

এবং ধ্যান মানসপূজা-বৈষ্ণবোক্ত-পীঠপূজে বিধায় পুনর্যাত্নাবাহনাদি-
পঞ্চপুষ্পাঞ্জলিদান-পর্যন্তং বিধায়াগ্নাদি-কোণেষু মধ্যে দিক্শু চ ষড়ঙ্গানি
সম্পূজ্যাস্তদলেষু পূর্বাদিতো নারদ-পর্বত-জিষ্ণু-নিশাটোহকুর^৩-দারুক-বিষক্-
সেন-শৈলৈয়ান্ অগ্রে বিনতাসুতং তদ-বহিরিস্ত্রান্ বজ্রাদীংশ্চ সম্পূজ্য ধূপাদি-
বিসর্জনাশ্চ কর্ম কুর্যাৎ । অস্ত্র পুরশ্চরণং লক্ষজপঃ । মধুরাপুত-রক্ত-
পদ্মৈরযুতহোমশ্চ । ৩৯

হৃদয়ে নমঃ । হৃদয়ে—ও^১ কৃষ্ণীবল্লভায় দেবতায়ৈ নমঃ । তাহার পর করাজন্যাস
করিবেন । যথা—ও^২ অঙ্গুষ্ঠাভ্যাং নমঃ, ও^৩ নমঃ তর্জনীভ্যাং স্বাহা, ও^৪ ভগবতে
মধ্যমাভ্যাং বষট্, ও^৫ কৃষ্ণী-বল্লভায় অনামিকাভ্যাং হ্রি । ও^৬ স্বাহা কনিষ্ঠাভ্যাং ফট্ ।
এইরূপ হৃদয়াদিতে ন্যাস করিবেন । তাহার পর মূলোক্ত ধ্যান করিবেন (৩৭)—

ধ্যানের অর্থ—তমালের শ্রায় শ্রামবর্ণ অঙ্গগতা স্বর্ণের শ্রায় প্রভাবিশিষ্টা বামহস্তে
উজ্জ্বল পদ্মধারিণী চিত্তামণিময় মালাধারিণী কর্তৃক আলিঙ্গনকারিণী প্রিয়তমাকে
নিজ বাম হস্তে আলিঙ্গনকারী, নিজ দক্ষিণ হস্তে সুবর্ণময়বেত্র ধারী শপসূত্রজাত
পীতবসনধারী নানাবিধ ভূষণে ভূষিত হরি তোমাদিগকে রক্ষা করুন । ৩৮

এই প্রকারে ধ্যান করিয়া মানস উপচারে পূজা ও বিশেষার্থান্বাপন বৈষ্ণবোক্ত
পীঠপূজা করিয়া পুনরায় ধ্যান করিয়া আবাহন হইতে পঞ্চপুষ্পাঞ্জলিদান পর্যন্ত সমস্ত
করিয়া অগ্নাদি কোণে মধ্যে ও দিক্‌সমূহে ষড়ঙ্গের পূজা করিয়া অষ্টদলে পূর্বাদি
ক্রমে ও^১ নারদায় নমঃ । এইরূপ মন্ত্রে নারদ, পর্বত, নিশাট, অকুর, দারুক, বিষক্সেন
ও শৈলৈয়কে পূজা করিয়া, অগ্রে বিনতানন্দন গরুড়কে পূজা করিয়া, দলের বহির্ভাগে
ইন্দ্রাদি লোকপাল ও বজ্রাদি অস্ত্র সমূহের পূজা করিয়া ধূপদান হইতে বিসর্জন পর্যন্ত

(মন্ত্ৰাস্তরম্)— শ্রী-শক্তি-কামপূর্বোহঙ্গ-জন্মশক্তি-রমাস্তকঃ ।

দশাক্ষরঃ স এবাদৌ স্যাচ্ছক্তি-রময়াবিতঃ ।

মন্ত্ৰৌ বিকৃতি-রবার্ণৌ আচক্রাণ্ডজিনাবিমৌ^১ ॥ ৪০

অন্ত্যর্থঃ—পূর্বোক্ত-দশাক্ষর-মন্ত্ৰস্তাদৌ রমা-মায়া-কামবীজানি অস্তে চ কাম-মায়া-রমাবীজানি দত্তাদিতেকঃ ষোড়শাক্ষরঃ । আদৌ বীজত্রয়ং দত্তা মায়া-রমা-বীজে, অস্তে তু ন তত্রয়মিত্যপরো^২ দ্বাদশাক্ষরো মন্ত্ৰঃ । অনয়োঃ পূজা—ঋগ্ভাদি-ষড়ঙ্গস্তাসৌ^৩ দশাক্ষরবৎ কৃত্বা বিংশত্যর্ণোক্তবৎ পূজাং কুর্য্যাৎ । খানং তু (৪১)—

বরদাভয়-হস্তাভ্যাং শ্লিষ্যন্তং স্বাক্ষগে প্রিয়ে ।

পদ্মোৎপল-করে তাভ্যাং শ্লিষ্টং চক্র-দরোজ্জলম্ ॥ ৪২

কর্ম করিবেন । এই মন্ত্ৰের পুরস্করণ লক্ষ জপ । ত্রিমধুরের দ্বারা আশ্রুত রক্ত পদ্মের দ্বারা অযুত হোম । ৩৯

শ্রীকৃষ্ণের অস্ত মন্ত্ৰ—সেই গোপীজনবল্লভায় স্বাহা এই দশাক্ষর মন্ত্ৰ শ্রী, শক্তি ও কাম পূর্বক ও অঙ্গজন্ম কাম, শক্তি ও রমাস্তক হইলে শ্রীং হ্রীং ক্লীং গোপীজনবল্লভায় স্বাহা ক্লীং হ্রীং শ্রীং এইরূপ একটি ষোড়শাক্ষর মন্ত্ৰ হয় । সেই দশাক্ষর মন্ত্ৰ প্রথমে শক্তি (হ্রীং), রমা (শ্রীং) দ্বারা অব্রিত হইলে হ্রীং শ্রীং গোপীজনবল্লভায় স্বাহা এইরূপ একটি দ্বাদশাক্ষর মন্ত্ৰ হয় । এই ষোড়শাক্ষর ও দ্বাদশাক্ষর দুইটি মন্ত্ৰই আচক্রাদি অঙ্গযুক্ত অর্থাৎ ও^৪ আচক্রায় স্বাহা হৃদয়ায় নমঃ ইত্যাদি প্রকার অঙ্গস্তাস যুক্ত । ৪০

এই শ্লোকের অর্থ হইতেছে—পূর্বোক্ত দশাক্ষর মন্ত্ৰের আদিতে রমাবীজ, মায়াবীজ ও কামবীজ এবং শেষে কামবীজ, মায়াবীজ ও রমাবীজ দিবেন । ইহাতে একটি ষোড়শাক্ষর মন্ত্ৰ হয় । প্রথমে বীজ তিনটি দিয়া শেষে মায়া ও রমাবীজ দিবেন । শেষে কিন্তু তিনটি দিবেন না । ইহাতে দ্বাদশাক্ষর আর একটি মন্ত্ৰ হয় । এই দুই মন্ত্ৰের ঋগ্ভাদিষ্ঠাস ও ষড়ঙ্গস্তাস দশাক্ষর মন্ত্ৰের দ্বারা করিয়া বিংশাক্ষর মন্ত্ৰের দ্বারা পূজা করিবেন । ৪১

ধ্যানের অর্থ—বর হস্ত ও অভয় হস্তের দ্বারা নিজ অঙ্গগতা পদ্ম ও উৎপলহস্তা দুই প্রিয়াকে আলিঙ্গনকারী দুইপ্রিয়া কতৃক আশ্রিষ্ট, চক্র ও শঙ্খ উজ্জল শ্রীকৃষ্ণকে ভজনা করিবে । ৪২

১। ঋ—মন্ত্ৰাবিত্যাদি—বিমাবিতান্তঃ পাঠো নাস্তি । ২। ঋ—মিত্যপরো মন্ত্ৰঃ । ৩। ঋ—

ঋগ্ভাদি-পঞ্চাঙ্গস্তাসৌ ।

পুরস্চরণং তু দশলক্ষজপঃ । আজ্যোনাযুত-হোমঃ বাচনিকঃ ॥ ৪৩
(মন্ত্রাস্তরম্)— প্রণবং নমসা যুক্তং কৃষ্ণ-গোবিন্দকৌ তথা ।

শ্রীপূর্বো ভেষ্টাবুচ্চার্য্য হৃৎ ফট্ স্বাহেতি কীৰ্ত্তিতঃ ॥ ৪৪

অত্র কৃষ্ণশ্চ পূর্বমেব শ্রীশব্দাদয়ঃ ন তুভয়ত্র । যথা কবচে অষ্টাক্ষরোদ্ধারে
কৃষ্ণগোবিন্দকৌ পাতু স্বরাচৌ ভেষুতো মনুরিত্যত্র স্বরাদিত্বং কৃষ্ণশ্চৈব, ন তু
গোবিন্দশ্রীপীত্বাং পঞ্চদশাক্ষরঃ । অশ্চ নারদ ঋষিরনুষ্ঠুপ্ ছন্দঃ পরমাত্মা
হরির্দেবতা ক্রীং বীজং স্বাহা শক্তিঃ^১ । আচক্রাদিত্তে: করাদ্রন্যাসৌ । দশাক্ষরবৎ
পূজা-জপ-হোমাদয়ঃ । ৪৫

অথ বালগোপালঃ । গৌতমীয়ে নিবন্ধে চ—

চক্রী বসুস্বর-যুতঃ^২ সর্গ্যেকার্ণো মনুর্মতঃ ।

কৃষ্ণেতি দ্ব্যক্ষরঃ কাম-পূর্বজ্যার্ণঃ স এব তু ॥ ৪৬

এই মন্ত্রের পুরস্চরণে এই মন্ত্রের দশ লক্ষ জপ । আজ্যের দ্বারা অযুত হোম
বাচনিক অর্থাৎ দশলক্ষং জপেদাজ্যোহুর্নৈং তাবৎ সহস্রকম্ এই শাস্ত্রবচন জপের
দশাংশ ১ লক্ষ জপস্থলে দশ হাজার হোম করিতে বলিয়াছেন । ৪৩

শ্রীকৃষ্ণের মন্ত্রাস্তর—নমো যুক্ত প্রণব, শ্রীপূর্ব চতুর্থী বিভক্ত্যন্ত কৃষ্ণ ও গোবিন্দকে
(শ্রীকৃষ্ণায় শ্রীগোবিন্দায়) উচ্চারণ করিয়া হৃৎ ফট্ স্বাহা বলিবে । কৃষ্ণের
এই মন্ত্র কীৰ্ত্তিত হইয়াছে । ৪৪

এস্থলে কৃষ্ণ শব্দের পূর্বেই শ্রীশব্দ প্রভৃতি হইবে । পরন্তু কৃষ্ণ ও গোবিন্দ এই
উভয়স্থলে শ্রীশব্দ প্রভৃতি হইবে না । যেমন কবচে অষ্টাক্ষরের উদ্ধারে—স্বরাদ্য
ভেবিভক্তি যুক্ত কৃষ্ণ ও গোবিন্দ মন্ত্র রক্ষা করুন । এই স্থলে কৃষ্ণেরই স্বরাদিত্ব, পরন্তু
গোবিন্দেরও স্বরাদিত্ব নহে । এই জন্য মন্ত্রটি পঞ্চদশাক্ষর মন্ত্র । এই মন্ত্রের নারদ
ঋষি, অনুষ্ঠুপ্ ছন্দঃ, পরমাত্মা হরি দেবতা, ক্রীং বীজ, স্বাহা শক্তি । আচক্রাদি
প্রভৃতি দ্বারা করাদ্র ন্যাস হইবে । দশাক্ষর মন্ত্রবৎ পূজা, জপ হোম প্রভৃতি হইবে । ৪৫

অনন্তর বালগোপালের মন্ত্র । গৌতমীয় তন্ত্রে ও নিবন্ধে বলিয়াছেন—চক্রী (ক)
বসুস্বর (কৃকার) যুক্ত ও সর্গী (বিসর্গ) যুক্ত হইলে কৃঃ এই একাক্ষর মন্ত্র কথিত
হয় । কৃষ্ণ এইটি দ্ব্যক্ষর মন্ত্র । সেই দ্ব্যক্ষর কাম (ক্রীং পূর্ব) হইলে ক্রীং কৃষ্ণ ত্র্যক্ষর
মন্ত্র হয় । ৪৬

১। খ—আচক্রাদিত্তে: করাদ্রন্যাসাধিত্যি পাঠো নাস্তি । ২। খ—বসুস্বরাদিত্তে: ।

স এব চতুর্গঃ স্রাং ঙেহন্তোহশ্চতুরক্ষরঃ ।
 বক্ষ্যতে পঞ্চবর্ণঃ স্রাং কৃষ্ণায় নমঃ ইত্যপি ॥ ৪৭
 স এব কাম-পূর্বশ্চেং ষড়ক্ষর মনুঃ স্মৃতঃ ।
 কৃষ্ণায়েতি স্মর-দ্বন্দ্ব-মধ্যে পঞ্চাক্ষরোহপরঃ ॥ ৪৮
 গোপালায়াহগ্নিজায়াস্তঃ ষড়ক্ষর উদাহৃতঃ ।
 কৃষ্ণায় কামবীজাতো বহ্নিজায়াস্তকোহপরঃ ॥ ৪৯
 কৃষ্ণ-গোবিন্দকৌ ঙেস্তৌ সপ্তার্ণৌ মনুরুত্তমঃ ।
 কৃষ্ণ-গোবিন্দকৌ ঙেস্তৌ কামাত্মশ্চাষ্টবর্ণকঃ ॥ ৫০
 আত্মস্ত-কামবীজশ্চেং নবাক্ষর উদাহৃতঃ ।
 দধি-ভক্ষণায় বহ্নি-বল্লভাস্তোহষ্ট-বর্ণকঃ ॥ ৫১
 সুপ্রসন্নাত্মনে প্রোক্তো নমঃ ইত্যক্ষরাষ্টকঃ ।
 কামবীজং ধরাবীজং পুনঃ কামং সমুদ্বরেং ॥ ৫২
 শ্যামলাঙ্গ-পদং ঙেস্তং^১ নমোহন্তোহয়ং দশাক্ষরঃ^২ ।

সেই ক্রীং কৃষ্ণ এই ত্র্যক্ষর মন্ত্রের কৃষ্ণপদটি চতুর্থী বিভক্ত্যন্ত কৃষ্ণায় হইলে ক্রীং কৃষ্ণায় এই চতুরক্ষর মন্ত্র হয় । অন্য প্রকার চতুরক্ষর মন্ত্র কথিত হইবে । কৃষ্ণায় নমঃ এইটি পঞ্চাক্ষর মন্ত্র হয় । ৪৭

সেই পঞ্চাক্ষর কৃষ্ণায় নমঃ কাম পূর্ব হইলে ক্রীং কৃষ্ণায় নমঃ এই ষড়ক্ষর মন্ত্র কথিত হয় । স্মর-(ক্রীং) দ্বন্দ্বের মধ্যে কৃষ্ণায় এই হইলে ক্রীং কৃষ্ণায় ক্রীং এই অন্য পঞ্চাক্ষর মন্ত্র হয় । ৪৮

অগ্নিজায়াস্ত (স্বাহাস্ত) গোপালায় অর্থাৎ গোপালায় স্বাহা হইলে ষড়ক্ষর মন্ত্র হয় । কামবীজাত অর্থাৎ প্রথমে কামবীজ ও বহ্নিজায়াস্ত অর্থাৎ শেষে স্বাহা এবং মধ্যে কৃষ্ণায় হইলে উহা অন্য ষড়ক্ষর মন্ত্র হয় । ৪৯

কৃষ্ণ ও গোবিন্দ ঙেস্ত (চতুর্থী বিভক্ত্যন্ত) কৃষ্ণায় গোবিন্দায় হইলে উত্তম সপ্তাক্ষর মন্ত্র হয় । চতুর্থী বিভক্ত্যন্ত কৃষ্ণ ও গোবিন্দ কামাত্ম হইলে অষ্টাক্ষর মন্ত্র হয় । ৫০

যদি কৃষ্ণায় গোবিন্দায়—ইহার আদিতে ও অন্তে কামবীজ হয়, তবে তাহা নবাক্ষর মন্ত্র কথিত হয় । দধিভক্ষণায় বহ্নিবল্লভাস্ত (স্বাহাস্ত) হইলে অষ্টাক্ষর মন্ত্র হয় । ৫১

সুপ্রসন্নাত্মনে শব্দের উত্তর নমঃ অর্থাৎ সুপ্রসন্নাত্মনে নমঃ এইটিও অন্য অষ্টাক্ষর মন্ত্র । কামবীজ (ক্রীং), ধরাবীজ (ধ্রোং) পুনরায় কামবীজ উচ্চার করিবে । ঙেস্ত

শিরোহস্তো বালবপুষে কৃষ্ণায়াহন্তো মনুর্মতঃ ॥ ৫৩

শ্রী-শক্তি-মার-কৃষ্ণায় মারঃ সপ্তাঙ্করো মনুঃ ।

শিরোহস্তো বাল-বপুষে ক্রী কৃষ্ণায় শ্বতো বৃধৈঃ ॥ ৫৪

অর্থঃ । চক্রী ককারঃ । বসু-স্বরো দীর্ঘ ঋকারঃ । বক্ষ্যত ইতি সত্য:-
ফলপ্রদমিত্যনেত্যর্থঃ । তচ্চ—ক্রী কৃষ্ণ ক্রী ইতি । ধরাবীজং শ্রো । শিরঃ
স্বাহা । তথাচ (১) কৃঃ, (২) কৃষ্ণ, (৩) ক্রী কৃষ্ণ, (৪) ক্রী কৃষ্ণায়, (৫) কৃষ্ণ
স্বাহা, (৬) কৃষ্ণায় নমঃ, (৭) ক্রী কৃষ্ণায় নমঃ, (৮) ক্রী কৃষ্ণায় ক্রী,
(৯) গোপালায় স্বাহা, (১০) ক্রী কৃষ্ণায় স্বাহা, (১১) কৃষ্ণায় গোবিন্দায়,
(১২) ক্রী কৃষ্ণায় গোবিন্দায়, (১৩) ক্রী কৃষ্ণায় গোবিন্দায় ক্রী, (১৪) দধি-
ভক্ষণায় স্বাহা, (১৫) সুপ্রসন্নাত্মনে নমঃ, (১৬) ক্রী শ্রো ক্রী শ্যামলাঙ্গায়
নমঃ, (১৭) বালবপুষে ক্রী কৃষ্ণায় স্বাহা, (১৮) শ্রী হ্রী ক্রী কৃষ্ণায় ক্রী,
(১৯) বালবপুষে ক্রী কৃষ্ণায় স্বাহা । এতেষাং পূজাযন্ত্রং বৃত্তাষ্টদলপদ্মং^১
ভৃগুহং চতুর্দ্বারং বৃত্তমধ্যস্থং কামবীজম্ । তথা চ গৌতমীয়ে (৫৫)—

শ্যামলাঙ্গপদ, তাহারপর নমঃ অস্তে হইলে ক্রীং শ্রোং ক্রীং শ্যামলাঙ্গায় নমঃ এই দশাঙ্কর
মন্ত্র হয় । বালবপুষে কৃষ্ণায় শিরোহস্ত (স্বাহাস্ত) হইলে অগ্ন দশাঙ্কর মন্ত্র হয় । ৫২-৫৩

শ্রী, শক্তি, মার (ক্রীং) কৃষ্ণায়, তাহার পর মার, এইটি একটি সপ্তাঙ্কর মন্ত্র ।
বালবপুষে ক্রীং কৃষ্ণায় শিরোহস্ত (স্বাহাস্ত হইলে পণ্ডিতগণ কতৃক উহা একাদশাঙ্কর
মন্ত্র কথিত হইরাছে । ৫৪

ইহার অর্থ—চক্রী—ককার । বসুস্বর—দীর্ঘ ঋকার । বক্ষ্যতে এই বাক্যের অর্থ
সদৃশ প্রদ এই গ্রন্থের দ্বারা কথিত হইবে । সেই মন্ত্রটি হইতেছে—ক্রীং কৃষ্ণ ক্রীং । ধরা-
বীজ—শ্রোং । শিরঃ—স্বাহা । তাহা হইলে এই মন্ত্রগুলি হয়—(১) কৃঃ (২) কৃষ্ণ (৩) ক্রীং
কৃষ্ণ (৪) ক্রীং কৃষ্ণায় (৫) কৃষ্ণায় স্বাহা (৬) কৃষ্ণায় নমঃ (৭) ক্রীং কৃষ্ণায় নমঃ (৮) ক্রীং
কৃষ্ণায় ক্রীং (৯) গোপালায় স্বাহা (১০) ক্রীং কৃষ্ণায় স্বাহা (১১) কৃষ্ণায় গোবিন্দায়
(১২) ক্রীং কৃষ্ণায় গোবিন্দায় (১৩) ক্রীং কৃষ্ণায় গোবিন্দায় ক্রীং (১৪) দধিবামনায়
স্বাহা (১৫) সুপ্রসন্নাত্মনে নমঃ (১৬) ক্রীং শ্রোং ক্রীং শ্যামলাঙ্গায় নমঃ (১৭) বালবপুষে
কৃষ্ণায় স্বাহা (১৮) শ্রীং হ্রীং ক্রীং কৃষ্ণায় ক্রীং (১৯) বালবপুষে ক্রীং কৃষ্ণায় স্বাহা ।

এই মন্ত্র সমূহের পূজা যন্ত্র হইতেছে—বৃত্ত, অষ্টদল পদ্ম, ভৃগুহ, চারিটি দ্বার ও বৃত্ত
মধ্যস্থ কামবীজ । তাহাই গৌতমীর ভক্তে বলিয়াছেন (৫৫)—

পদ্মমষ্টপলাশস্ত চতুরঙ্গং মূলক্ষণম্ ।

চতুর্দার-সমায়ুক্তং কামগর্ভিত-কণিকম্ ॥ ৫৬

অত্র ষট্‌কোণাভ্যপেক্ষা নাস্তি, প্রমাণাভাবাৎ । এতেষাং পূজা তু—
প্রাতঃকৃত্যাদি-বৈষ্ণবোক্ত-পীঠমন্ত্রস্তং পীঠস্থাসং বিধায় ঋগ্‌যাদিষ্ঠাসং কুর্য্যাৎ ।
যথা শিরসি—নারদায় ঋষয়ে নমঃ । মুখে—দেবী-গায়ত্রী-ছন্দসে নমঃ ।
হৃদি—শ্রীকৃষ্ণায় দেবতায়ৈ নমঃ । ততঃ ষড়্‌দীর্ঘ-ভাজা কামবীজেন করাজ-
স্থাসৌ কৃৎস্না পূর্ববমুদ্রাং প্রদশ্য ধ্যায়েৎ । যথা (৫৭)—

অব্যাদ্ ব্যাকোশ-নীলান্বজ রুচিররুণাভোজ-নেত্রোহম্বুজস্থো

বালো জজ্বা-কটীর-স্থল-কলিত-রণং-কিঙ্কণীকো মুকুন্দঃ ।

দোৰ্ভ্যাং হৈয়ঙ্গবীনং দধদতিবিমলং পায়সং বিশ্ববন্দ্যো

গো-গোপী-গোপ-বীতোরুরু-নথবিলসৎ-কণ্ঠভূষণচিরং নঃ ॥ ৫৮

এবং ধ্যান্য মানসৈঃ সম্পূজ্যার্য্যস্থাপন-বৈষ্ণবোক্ত-পীঠমন্ত্র-পীঠপূজাদিকং
বিধায় পুনর্য্যাহ্নাবাহনাদি-পঞ্চপুষ্পাঞ্জলি-দানপর্য্যন্তং বিধায়াবরণ-পূজামার-
ভেৎ । যথা কেশরেষু অগ্ন্যাди-কোণেষু মধ্যে দিক্ষু চ ষড়্‌ঙ্গানি সম্পূজ্য

চতুর্দার-যুক্ত মূলক্ষণ চতুরঙ্গ । তন্মধ্যে কামবীজগর্ভ কণিকায়ুক্ত অষ্টদল পদ্ম । ৫৬

প্রমাণ না থাকায় । ই মন্ত্র ষট্‌কোণের অপেক্ষা নাই । এই মন্ত্রসমূহের পূজা কিন্তু
—প্রাতঃকৃত্যাদি হইতে বৈষ্ণবোক্ত পীঠমন্ত্র পর্য্যন্ত পীঠস্থাস করিয়া ঋগ্‌যাদিষ্ঠাস
করিবেন । যেমন মন্ত্রঃ—ওঁ নারদায় ঋষয়ে নমঃ । মুখে—ওঁ দেবী গায়ত্রীছন্দসে
নমঃ । হৃদয়ে—ওঁ শ্রীকৃষ্ণায় দেবতায়ৈ নমঃ । তাহার পর ষড়্‌দীর্ঘ স্বর যুক্ত কামবীজের
দ্বারা করাজস্থাস করিয়া পূর্ববং যুক্তা দেখাইয়া মূলোক্ত ধ্যান করিবেন । (৫৭)—

ধ্যানের অর্থ—প্রস্তুতিত নীলপদ্মের বর্ণের স্তম্ভ বর্ণবিশিষ্ট, রক্তপদ্ম সদৃশ নয়ন যুক্ত,
পদ্মোপবিষ্ট, জজ্বা ও কটীদেশে গৃহীত রুণ রুণ শব্দকারিণী কিঙ্কণী (ক্ষুদ্র ঘণ্টা)
ধারী, হস্তদ্বয়ের দ্বারা হৈয়ঙ্গবীন (সন্ধ্যোজাত ঘৃত) ও অতিবিমল পায়স (দুগ্ধ)
ধারণকারী, বিশ্বের বন্দনীয়, গো গোপী ও গোপপুত্র পরিবৃত্ত কণ্ঠদেশে ব্যাজনখে
উজ্জল কণ্ঠভূষণধারী বালমুকুন্দ আমাদের রক্ষা করুন । ৫৮

এই প্রকারে ধ্যান করিয়া মানস উপচারে পূজা করিয়া বিশেষাৰ্য্য স্থাপন করিয়া
বৈষ্ণবোক্ত পীঠমন্ত্র পর্য্যন্ত পীঠপূজা প্রভৃতি করিয়া পুনরায় ধ্যান করিয়া, আবাহন
হইতে পঞ্চপুষ্পাঞ্জলি দান পর্য্যন্ত সমস্ত কার্য্য করিয়া আবরণ পূজা আরম্ভ করিবেন ।
যেমন কেশর সমূহের অগ্ন্যাদি কোণ সমূহে মধ্যে ও দিক্‌সমূহে ষড়্‌ঙ্গের পূজা করিয়া

ইন্দ্রাদীন্ বজ্রাদীংশ্চ সম্পূজ্য ধূপাদি-বিসর্জনাস্তং কৰ্ম সমাপয়েৎ । এতেষাং পুরশ্চরণং লক্ষজপঃ । ৫৯

তথাচ— ধ্যাতৈবমেমেবতেষাং লক্ষং জপ্যান্ মনুং ততঃ ।

সপিং-সিতোৎপলোপেতৈঃ^১ পায়সৈরযুতং ছনেৎ ।

তর্পয়েৎ তাবদেতেষাং মনুনাং ছত-সংখ্যয়া ॥ ৬০

(মন্ত্রান্তরম্)— সত্যঃ-ফলপ্রদং মন্ত্রং বক্ষ্যামি চতুরক্ষরম্ ।

সংপ্রোক্তো মার-যুগ্মাস্তঃ-সংস্থ-কৃষ্ণপদেন তু ॥ ৬১

তথাচ—ক্লীং কৃষ্ণ ক্লীং ইতি চতুরক্ষর-মন্ত্রান্তরম্ । অশ্ব পূজা—পূর্বোক্ত-
বালগোপালবৎ কার্য্যা । বিশেষস্ত (৬২)—

শ্রীমৎকল্পদ্রুমলোদ-গত-কমল-লসৎ^২-কণিকা-সংস্থিতো যঃ

স্তুচ্ছাখা-লম্বিপদ্মোদর-বিসরদ-সংখ্যাতরত্নাভিষিক্তঃ^৩ ।

হেমাভঃ^৪ স্প্রভাভিস্ত্রিভুবনমখিলং ভাসয়ন্ বাসুদেবঃ

পায়ান্^৫ নঃ পায়সানোহনবরত নবনীতামৃতানী বশী সঃ^৬ ॥ ৬৩

ইন্দ্রাদি লোকপাল ও বজ্রাদি অস্ত্রসমূহের পূজা করিয়া ধূপাদি দান হইতে বিসর্জন পর্য্যন্ত কৰ্ম সমাপ্ত করিবেন । এই মন্ত্রসমূহের পুরশ্চরণ লক্ষ জপ । ৫৯

তাহাই তন্ত্রে উক্ত হইতেছে—এই প্রকারে ধ্যান করিয়া ইহাদের মন্ত্র এক লক্ষ জপ করিবে এবং ঘৃত ও সিতোপল (শর্করাখণ্ড—মিছরী) যুক্ত পায়সের দ্বারা অযুত হোম করিবে । হোম সংখ্যানুসারে ইহাদের মন্ত্র সমূহের তর্পণ করিবে । ৬০

বালগোপালের মন্ত্রান্তর—সত্যঃফলপ্রদ অশ্ব চতুরক্ষর মন্ত্র বলিয়াছেন । মার (ক্লীং) যুগ্মের মধ্যবর্তী কৃষ্ণপদের দ্বারা এই মন্ত্র কথিত হইয়াছে । ৬১

তাহা হইলে ক্লীং কৃষ্ণ ক্লীং এই চতুরক্ষর মন্ত্রান্তর হয় । এই মন্ত্রের পূজা পূর্বোক্ত বালগোপালের ন্যায় করিবেন । বিশেষ কিন্তু মূলোক্ত ধ্যান (৬২)—

এই ধ্যানের অর্থ—যিনি কল্পদ্রুমের মূল হইতে উদ্গত কমলের উজ্জ্বল কণিকামধ্যে অবস্থিত ঐ কল্পদ্রুমের শাখাশ্রিত পদ্মের উদর নির্গত উজ্জ্বল রত্নসমূহের দ্বারা অভিষিক্ত, স্বর্ণবর্ণ নিজ দেহের প্রভাসমূহের দ্বারা সমস্ত ত্রিভুবন প্রকাশকারী, পারস ভক্ষণকারী, অনবরত নবনীত ও অমৃতভোজী বশী প্রধান সেই বাসুদেব আমাদের রক্ষা করুন । ৬৩

১। খ—সপি চ সিতোৎপলোপেতৈঃ ।

২। খ—শ্রীমৎকল্পদ্রুমলোদগলিতকমলং ।

৩। খ—সংখ্যান-রত্নাভিষিক্তঃ ।

৪। খ—হেমাভুঃ ।

৫। খ—পায়াদ্ বঃ ।

৬। খ—পায়সানোহনবরবনীতে'হমৃতানী । তদ্বসাবে—বশীশঃ ।

ইতি ধ্যানম । ইন্দ্রাদি-পূজায়াঃ প্রাক্ পূর্বাদিষষ্টনিধীনাং পূজা । তথা—

ধ্যাতৈবং প্রজপেদ্বক্ষং চতুক্ষং জুহুয়াৎ ততঃ ।

ত্রিমধ্বতৈবিন্দলৈঃ^১ চত্বারিংশৎ-সহস্রকম্ ॥ ৬৪

এতন্ মন্ত্রস্থ-কামবীজ দ্বয়স্য লকারয়োরন্তে রেফো চেৎ তদা মন্ত্র-
চূড়ামণির্ভবতি । যথা নিবন্ধে (৬৫)—

মারয়োরস্য মাংসাধো রক্তশ্চেদপরো মনুঃ ॥ ৬৬

মারঃ—কামবীজম্ । মাংসং লকারঃ । রক্তো রেফঃ তথাচ ক্লরী^২ কৃষ্ণ
ক্লরী^৩ ইতি । অস্য পূজাদিকং সর্বং পূর্বমন্ত্রবৎ । বিশেষস্ত কলরী অঙ্গুষ্ঠাভ্যাং
নমঃ, কলরী হৃদয়ায় নমঃ ইত্যাদিনা করাজ্ঞান্যাসৌ । ধ্যানঞ্চ (৬৭)—

আরক্তোদ্যানকল্পদ্রুম-তল-বিলসৎ-স্বর্ণ-দোলাংক্রিড়ং

গোপীভ্যাং প্রেঙ্খমানং^৪ বিকসিত-নববন্ধ, ক-সিন্দূর-ভাসম্ ।

বালং লোলালকান্তং কটিতট-বিলসৎ-ক্ষুদ্রবটী-ঘটাঢ্যং

বন্দে শাদূল কামাক্ষুশ-ললিতগলাকল্প-দীপ্তং^৫ মুকুন্দম্ ॥ ৬৮

ইন্দ্রাদি লোকপালগণের পূজার পূর্বে অষ্টনিধিগণের পূজা হইবে । সেইরূপ
পুস্তকচরণে উক্ত হইয়াছে—

এই প্রকারে ধ্যান করিয়া এই মন্ত্র চারিলক্ষ জপ করিবে । তাহার পর ত্রিমধুর
দ্বারা আশ্বত বিম্বদলের দ্বারা চত্বিংশ হাজার হোম করিবে । ৬৪

বালগোপালের মন্ত্রান্তর—এই মন্ত্রের অন্তর্গত কামবীজদ্বয়ের লকারের অন্তে দুইটি
রেফ যদি হয়, তবে তাহা মন্ত্র চূড়ামণি হয় । যেমন নিবন্ধে বলিয়াছেন (৬৫)—

এই মন্ত্রের মারদ্বয়ের মাংসের (লকারের) অধোভাগে রক্ত (রকার) যদি হয়,
তবে অপর একটি মন্ত্র হয় । ৬৬

মার—কামবীজ ক্লীং । মাংস—লকার । রক্ত—রেফ-রকার । তাহা হইলে
ক্লরীং কৃষ্ণ ক্লরীং এই মন্ত্র হয় । ইহার পূজাদি সমস্তই পূর্ববৎ । বিশেষ এই—
ক্লরীং অঙ্গুষ্ঠাভ্যাং নমঃ, ক্লরীং হৃদয়ায় নমঃ ইত্যাদি মন্ত্রে করাজ্ঞান্যাস করিবেন ।
মূলোক্ত আরক্তোদ্যান ইত্যাদি ধ্যান (৬৭)—

ধানের অর্থ—রক্তময় উদ্যানে কল্পবৃক্ষের তলে স্বর্ণময় দোলার আকৃতি, গোপীদ্বয়
কর্তৃক প্রেঙ্খমাণ (নিরীক্ষমাণ) বিকসিত নব বন্ধুক পুষ্পের দ্বারা সিন্দূর বর্ণ, মুখের

১। ধ—বিম্বফলৈ ।

২। ধ—ক্লীং কৃষ্ণ ক্লীং ।

৩। ধ—প্রেঙ্খ, কমাণং ।

৪। ধ—কামাক্ষুশলসিতগলাকল্পদীপ্তং ।

কামাকুশো নথ: । তথা—ধাতৈবং পূর্বরীত্যেব জগু:১ রক্তোংপলৈর্নবৈ: ।

মধুজয়যুতেহ'২ অভ্যর্চেৎ পূর্ববন্ধরিম্ ॥ ৬৯

(মন্ত্ৰান্তরম্)— উদ্ধ'দন্ত যুত: শার্ঙ্গী চক্রী দক্ষিণ কৰ্ণ-যুক্ত ।

মাংসং নাথায় নত্যন্তো মূলমন্ত্ৰোহষ্ট-বর্ণক: ॥ ৭০

অন্ত্যর্থ: । উদ্ধ'দন্ত ওকার: । শার্ঙ্গী গকার: । চক্রী ককার: । দক্ষিণ-
কর্ণো হ্রস্বোকার:২ । মাংসং লকার: । নাথায় স্বরূপম্ । নতির্নম: পদম্ ।

তেন গোকুলনাথায় নম: ইতি মন্ত্ৰ: ॥ ৭১

ঋষির্জ্ঞাহস্র গায়ত্রী ছন্দ: কৃষ্ণ দেবতা ।

বর্ণযুগৈ: সমন্তেন প্রোক্তং শ্রাদ্ধপঞ্চকম্ ॥ ৭২

তথাচ—গোকু অঙ্গুষ্ঠাভ্যাং নম:, লনা তর্জনীভ্যাং স্বাহা, থায় মধ্যমাভ্যাং
বষট্ । নম: অনামিকাভ্যাং হ্র', গোকুলনাথায় নম: কনিষ্ঠাভ্যাং ফট্ ।
এবং হৃদয়াদিষু । ৭৩

ছট্ পার্শ্বে কুঞ্চিত কেশধারী, কটিতটে উজ্জ্বল ক্ষুদ্র ঘণ্টা (ঘুংঘুর)-রূপ ঘট্ সমূহ যুক্ত,
শাদৃ'ল নখে ঋচিত গলভূষণে দীপ্ত বাল মুকুন্দকে বন্দনা করি । ৬৮

কামাকুশ—নথ । সেইরূপ আরও উক্ত হইয়াছে—এই প্রকারে ধ্যান করিয়া
পূর্বরীতিতেই জপ করিয়া মধুরজয়াপ্ত নৃতন উৎপলের দ্বারা হোম করিয়া পূর্ববৎ
হরির অর্চনা করিবেন । ৬৯

বালগোপালের মন্ত্ৰান্তর—উদ্ধ'দন্ত (ও) যুক্ত শার্ঙ্গী (গ), দক্ষিণকর্ণ (উ) যুক্ত
চক্রী (ক), মাংস (ল) নাথায় অন্তে নতি (নম:) এই অষ্টোক্ষর মূলমন্ত্ৰ । ৭০

ইহার অর্থ—উদ্ধ'দন্ত ওকার । শার্ঙ্গী—গকার । চক্রী—ককার । দক্ষিণকর্ণ
—হ্রস্ব উকার । মাংস—লকার । নাথায়—এইটি স্বরূপ অর্থাৎ অবিকল নাথায় পদ ।
নতি—নম: পদ । তাহাতে গোকুলনাথায় নম: এই মন্ত্ৰ হয় । ৭১

এই মন্ত্ৰের ঋক্ষা ঋষি, গায়ত্রী ছন্দ:, শ্রীকৃষ্ণ দেবতা । বর্ণদ্বয়ের দ্বারা এবং সমস্ত
মন্ত্ৰের দ্বারা বড়স্বাস উক্ত হইয়াছে । ৭২

স্বাহা হইলে ও' গোকু অঙ্গুষ্ঠাভ্যাং নম: । ও' লনা তর্জনীভ্যাং স্বাহা । ও' থায়
মধ্যমাভ্যাং বষট্ । ও' নম: অনামিকাভ্যাং হ্র' । নম: গোকুলনাথায় কনিষ্ঠাভ্যাং
ফট্ । এইরূপে হৃদয়াদিতে অঙ্গন্যাস করিবে । মূলোক্ত ধ্যান কিঞ্চ পঞ্চবর্ষং ইত্যাদি । ৭৩

ধ্যানস্ত— পঞ্চবর্ষমতিদীপ্তমঙ্গনে ধাবমানমলকাকুলেক্ষণম্ ।

কিঙ্কিণী-বলয়-হার-নূপুরৈরক্ষিতং স্মরত গোপবালকম্^১ ॥ ৭৪

খ্যাভৈবং প্রজপেদষ্টলক্ষং তাবৎ সহস্রকম্ ।

ভূছয়াৎ ব্রহ্মবৃক্ষোথ-সমিদ্ধিঃ পায়সেন বা ॥ ৭৫

ব্রহ্মবৃক্ষঃ পলাশঃ । পূজাদিকং সর্বং পূর্ববৎ । ইন্দ্রাদি-পূজায়াঃ প্রাক্
অষ্টদিকু-বাসুদেব-সঙ্কর্ষণ-প্রহ্মানিরুদ্ধ-রুক্মিণী-সত্যভামা-মূলক্ষণা-জাম্ববতীঃ
পূজয়েৎ । ৭৬

অথ বাসুদেবঃ—প্রণবো হৃদ ভগবতে বাসুদেবায় কীর্তিতঃ^২ ।

প্রধানং বৈষ্ণবে তন্ত্রে মন্ত্রোহয়ং দ্বাদশাক্ষরঃ ॥ ১

অস্ম্য প্রজাপতিঋষির্গায়ত্রীছন্দঃ বাসুদেবো দেবতা । পূজা তু—
প্রাতঃকৃত্যাদি-পূর্বোক্ত পীঠমবস্থং বিদ্যন্ত্য ঋত্যাদিন্যাসং কৃত্বা করাক্ষত্য়াসৌ
কুর্যাৎ । যথা—ওঁ অঙ্কুষ্ঠাভ্যাং নমঃ, নমস্তর্জনীভ্যাং স্বাহা, ভগবতে মধ্যমাভ্যাং
বষট্ । বাসুদেবায় অনামিকাভ্যাং হ্রৎ, সমস্তমুচ্চাৰ্য্য কনিষ্ঠাভ্যাং ফট্ এবং
হৃদয়াদিষু । ততো বর্ণন্যাসঃ । ২

ধ্যানের অর্থ—পঞ্চবর্ষবয়স্ক অতিদৃপ্ত, অঙ্গনে ধাবমান, অতিচঞ্চল লোচন, কিঙ্কিণী,
হার, বলয়, হার ও নূপুরের দ্বারা ভূষিত বাল গোপালকে ধ্যান কর । ৭৪

এই প্রকারে ধ্যান করিয়া আট লক্ষ মন্ত্র জপ করিবে । ব্রহ্মবৃক্ষ জাত সমিধ্
সমূহের দ্বারা অথবা পায়সের দ্বারা তাবৎ সহস্র (আট হাজার) হোম করিবে । ৭৫

ব্রহ্মবৃক্ষ—পলাশ । পূজাদি সমস্তই পূর্ববৎ । ইন্দ্রাদি লোকপালের পূজার পূর্বে
আটটি দিকে বাসুদেব, সঙ্কর্ষণ, প্রহ্মায়, অনিরুদ্ধ, রুক্মিণী, সত্যভামা, মূলক্ষণা ও
জাম্ববতীকে পূজা করিবে । ৭৬

অনন্তর বাসুদেবের মন্ত্র কথিত হইতেছে । প্রণব, হ্রৎ (নমঃ) ভগবতে বাসুদেবায় ।
বৈষ্ণব শাস্ত্রে এই দ্বাদশাক্ষর মন্ত্র প্রধান কীর্তিত হইয়াছে । ১

এই মন্ত্রের প্রজাপতি ঋষি, গায়ত্রী ছন্দঃ, বাসুদেব দেবতা, ওঁ বীজ ও নমঃ
শক্তি । পূজা কিন্তু—প্রাতঃকৃত্য হইতে পূর্বোক্ত পীঠম্ন পর্য্যন্ত ন্যাস করিয়া ঋত্যাদি
ন্যাস করিয়া করাক্ষ ন্যাস করিবেন । যথা—ওঁ অঙ্কুষ্ঠাভ্যাং নমঃ, ওঁ নমস্তর্জনীভ্যাং
স্বাহা, ওঁ ভগবতে মধ্যমাভ্যাং বষট্ । ওঁ বাসুদেবায় অনামিকাভ্যাং হ্রৎ । সমস্ত মন্ত্র
উচ্চারণ করিয়া ওঁ নমো ভগবতে বাসুদেবায় কনিষ্ঠাভ্যাং ফট্ । এইরূপ হৃদয়াদিতে
অঙ্গন্যাস করিবে । তাহার পর বর্ণন্যাস করিবে । ২

মুগ্ধি ভালে দৃশোরাস্তে গলে দোহ্মদয়াযুজে ।

কুক্কৌ নাভৌ ধ্বজে জাহ্নু-যুগ্মে পাদদ্বয়ে ক্রমাৎ ॥ ৩

দ্বাদশবর্ণান্ শ্রাসেদিতি শেষঃ^১ । ততঃ কিরীটমন্ত্রেণ ব্যাপকং কৃত্বা
ধ্যায়েৎ । যথা (৪)—

বিষ্ণুং শারদ-চন্দ্রকোটি-সদৃশং শঙ্খং রথাজং গদা-

মস্তোজং দধতং সিতাজ্জনিলায়ং কাস্ত্যা জগন্মঙ্গলম্^২ ।

আবদ্ধাঙ্গদ-হার-কুণ্ডল-মহামৌলিং ক্ষুরং-কঙ্কণং

শ্রীবৎসাক্ষমুদার-কৌন্তভধরং বন্দে মুনীন্দ্রেঃ স্তুতম্ ॥ ৫

এবং ধাত্বা বিষ্ণুদভ্যর্চ্যাজমন্ত্রেণাচ্যুত্বা শেষং বিষ্ণুং সমাপয়েৎ ।

অশ্রু পুরশ্চরণং দ্বাদশলক্ষ জপঃ । আজ্যাক্ত-তিলৈর্দ্বাদশসহস্র-হোমঃ । ৬

অথ লক্ষ্মীবাসুদেবঃ

হ্রল্লেক্ষা-বীজ-যুগলং রমাবীজ-যুগং তথা ।

লক্ষ্মাস্তে বাসুদেবায় হৃদস্তঃ প্রণবাদিকঃ ॥ ৭

মস্তকে, ললাটে, চক্ষুর্দ্বয়ে, মুখে গলে, বাহুতে, হৃৎপদে, কৃষ্ণিতে, নাভিতে,
লিঙ্গে, জাহ্নুদ্বয়ে ও পাদদ্বয়ে যথাক্রমে—(দ্বাদশ বর্ণ শ্রাস করিবে), এইটি উহু । ৩

যথা মস্তকে—ওঁ নমঃ, ললাটে—নং নমঃ, চক্ষুর্দ্বয়ে—মং নমঃ, মুখে—ভং নমঃ,
গলে—গং নমঃ, বাহুদ্বয়ে—বং নমঃ, হৃদয়ে—ভেং নমঃ, উদরে—বাং নমঃ, নাভিতে
—সুং নমঃ, লিঙ্গে—দেং নমঃ, জাহ্নুদ্বয়ে—বাং নমঃ, পাদদ্বয়ে—সং নমঃ । তাহার
পর মূর্ত্তিপঞ্জর শ্রাস করিয়া কিরীট মন্ত্রের দ্বারা ব্যাপক শ্রাস করিয়া ধ্যান করিবে । ৪

ধ্যানের অর্থ—শরৎকালীন কোটি চন্দ্রের সদৃশ উজ্জ্বল ও মনোহর, দক্ষিণের
উর্ধ্বাদি দুই হস্তে চক্র ও পদ্ম, বামের উর্ধ্বাদি দুই হস্তে গদা ও শঙ্খধারী, শ্বেতপদ্ম-
বাসী, কাণ্ডিতে জগন্মোহনকারী, অঙ্গদ, হার, কুণ্ডল, মহামুকুটধারী, উজ্জ্বল কঙ্কণধারী,
শ্রীবৎস-চিহ্নধারী, উৎকৃষ্ট কৌন্তভমণিধর, মুনীগণ বন্দিত বিষ্ণুকে বন্দনা করি । ৫

এইরূপ ধ্যান করিয়া বিষ্ণুপূজার শ্রাব অর্চনা করিয়া অঙ্গমন্ত্রের দ্বারা ষড়ঙ্গ দেবতার
পূজা করিয়া অবশিষ্ট কর্মসকল বিষ্ণুপূজার শ্রাব শেষ করিবেন । এই মন্ত্রের
পুরশ্চরণ বার লক্ষ মন্ত্র জপ এবং আজ্যাক্ত তিলের দ্বারা বার হাজার হোম । ৬

অনন্তর লক্ষ্মীবাসুদেব মন্ত্র । হ্রল্লেক্ষাবীজ (হ্রীং) ঘর, সেইরূপ রমাবীজঘর,
লক্ষ্মী শব্দের অন্তে বাসুদেবায় । উহা প্রণবাদি ও হ্রং (নমঃ) অন্ত হইবে । ৭

তথাচ ওঁ হ্রীং হ্রীং শ্রীং শ্রীং লক্ষ্মী-বাসুদেবায় নমঃ ইতি চতুর্দশাক্ষরো
মন্ত্রঃ । অস্ত্য করাজ্ঞাসো—ওঁ হ্রীং হ্রীং অঙ্গুষ্ঠাভ্যাং নমঃ, ওঁ শ্রীং শ্রীং তর্জনী-
ভ্যাং স্বাহা, ওঁ লক্ষ্মী মধ্যমাভ্যাং বষট্ , ওঁ বাসুদেবায় অনামিকাভ্যাং হ্রং ।
ওঁ নমঃ কনিষ্ঠাভ্যাং ফট্ । এবং হৃদয়াদিষু । ধ্যানং তু (৮)—

বিদ্যাচ্ছন্দ্রনিভং বপুঃ কমলজা-বৈকুণ্ঠয়োরেকতাং^১

প্রাপ্তং স্নেহবশেন রত্নবিলসদ্-ভূষাভরালঙ্কৃতম্ ।

বিদ্যা-পঙ্কজ-দর্পণান্ মণিময়ং কুন্তং সরোজং গদাং

শঙ্খাং চক্রমমুনি বিভ্রদমিতাং^২ দিশ্যাং শ্রিয়ং নঃ সদা ॥ ৯

সর্বমন্ত্ৰাদ বাসুদেববৎ । পুরশ্চরণং চতুর্দশ-লক্ষজপঃ । মধুরত্রয়-সংযুত-
পদ্বৈশ্চতুর্দশ-সহস্রাহোমশ্চ । ১০

অথ দধিবামনঃ । ওঁ নমো বিষ্ণবে সুরপতয়ে মহাবলায় স্বাহেত্যষ্টাদশাক্ষরো
মন্ত্রঃ । অস্ত্য ইন্দুঋষিবিরাট্ ছন্দঃ দধিবামনো দেবতা । করাজ্ঞাসো তু—ওঁ

তাহা হইলে ওঁ হ্রীং হ্রীং শ্রীং শ্রীং লক্ষ্মীবাসুদেবায় নমঃ এই চতুর্দশাক্ষর মন্ত্র হয় ।
এই মন্ত্রের করাজ্ঞাস এইরূপ :—ওঁ হ্রীং হ্রীং অঙ্গুষ্ঠাভ্যাং নমঃ, ওঁ শ্রীং শ্রীং তর্জনীভ্যাং
স্বাহা, ওঁ লক্ষ্মী-মধ্যমাভ্যাং বষট্, ওঁ বাসুদেবার অনামিকাভ্যাং হ্রং । ওঁ নমঃ
কনিষ্ঠাভ্যাং ফট্ । এইরূপ ওঁ হ্রীং হ্রীং হৃদয়ায় নমঃ ইত্যাদি মন্ত্রে হৃদয়াদিতে
অঙ্গ্ঞাস করিবে । মূলোক্ত ধ্যান বিদ্যাচ্ছন্দ্রনিভং ইত্যাদি হইতেছে (৮)—

ধ্যানের অর্থ—কমলজা লক্ষ্মী ও বৈকুণ্ঠ নারায়ণের বিদ্যা ও চন্দ্র সদৃশ উজ্জ্বল ও
মনোহর বপুঃ (দেহাঙ্গ) স্নেহবশে একতাপ্রাপ্ত, নানাবিধ রত্নোজ্জ্বল ভূষণে ভূষিত,
বামের উর্ধ্বাদি হস্তে বিদ্যা, পঙ্কজ, দর্পণ ও মণিময় কুন্ত এবং দক্ষিণের উর্ধ্বাদি হস্তে
পদ্ম, গদা, শঙ্খ ও চক্রধারী এই যুগল বপু ভোমাদের অমিত ঐশ্বর্য প্রদান করুন । ৯

এই মন্ত্রের পূজায় অস্ত্যান্ত সমস্ত বাসুদেবের মন্ত্রের মত হইবে । এই মন্ত্রের
পুরশ্চরণে চৌদ্দ লক্ষ এই মন্ত্র জপ এবং মধুর ত্রয়ের দ্বারা আশ্রুত পদ্যের দ্বারা চৌদ্দ
হাজার হোম । ১০

অনন্তর দধিবামনের মন্ত্র—ওঁ নমো বিষ্ণবে সুরপতয়ে মহাবলার স্বাহা, এই
অষ্টাদশাক্ষর মন্ত্রটি দধিবামনের মন্ত্র । এই মন্ত্রের ইন্দু ঋষি, বিরাট্ ছন্দঃ, দধিবামন
দেবতা, প্রণব বীজ ও স্বাহা শক্তি । ব্যাখ্যানাস এইরূপ—অস্ত্য শ্রীদধিবামন-মন্ত্রস্ত
ইন্দুঋষিঃ বিরাট্ ছন্দঃ দধিবামনো দেবতা প্রণবো বীজং স্বাহা শক্তিঃ সমাভীষ্ট-

অঙ্গুষ্ঠাভ্যাং নমঃ, নমস্তজ্জনীভ্যাং স্বাহা, বিষ্ণবে মধ্যমাভ্যাং বযট্, শুরপত্যে
অনামিকাভ্যাং হ্রী, মহাবলায় কনিষ্ঠাভ্যাং বৌঘট্। স্বাহা করতল-পৃষ্ঠাভ্যাং
ফট্। এবং হৃদয়াদিষু। ধ্যানস্ত (১১) —

মুক্তা-গৌরং মণিময়-লসদ্ ভূষণং চন্দ্র-সংস্থং

ভৃঙ্গাকারৈরলক-নিকরৈঃ^১ শোভি-বস্ত্রারবিন্দম্।

হস্তাজাভ্যাং কনক-কলসং শুদ্ধতোয়াভিপূর্ণং^২

দধ্যান্নাঢ্যং কনক-চষকং ধারয়ন্তং ভজামঃ ॥ ১২

ইতি ধ্যানা বিষ্ণুবদভার্চ্য ষডঙ্গানি সম্পূজ্য শেষং সমাপয়েৎ। পুরশ্চরণং
লক্ষত্রয়-জপঃ, যুতপ্লুত-পায়সান্নেন^৩ দশাংশ-হোমশ্চ। ১৩

সিদ্ধার্থে বিনিয়োগঃ। মন্তকে—ও ইন্দবে স্বর্ষয়ে নমঃ, মুখে—বিরাট্-হৃন্দসে নমঃ,
হৃদয়ে—দধিবামন-দেবতায়ৈ নমঃ, গুহে—ও প্রণবায় বোজায় নমঃ, পাদয়োঃ—স্বাহা-
শক্তয়ে নমঃ। তাহার পর মূলোক্ত প্রকারে কর্ণাস ও অঙ্গন্যাস করিয়া মূলোক্ত
মুক্তাগৌরং ইত্যাদি ধ্যান করিবেন (১১) —

ধ্যানের অর্থ—মুক্তার স্থায় গৌরবর্ণ, নবমণি বচিৎ উজ্জলভূষণে ভূষিত, চন্দ্র মণ্ডল
মহাবাসী, ভৃঙ্গাকার ঘোরকৃষ্ণবর্ণ অলকসমূহের দ্বারা শোভিত মুখপদ্ম, হস্তপদ্মের দ্বারা
শুদ্ধ জলপূর্ণ কনক কলশ ও দধ্যান্ন যুক্ত কনক চষকধারী দেবতাকে ভজনা করি। ১২

বিবৃতি। সাম্প্রদায়িক মতে প্রণবাদি পাঁচটি পদের দ্বারা পাঁচটি অঙ্গন্যাস এবং
সমস্ত মন্ত্রের দ্বারা অন্ত্যন্যাস। তন্ত্রসারকার ও তত্ত্ববিলাসকারের এই মত নহে।
করাঙ্গন্যাসের পর মন্তকে, ভালে, চক্ষুর্দ্বয়ে, কর্ণদ্বয়ে, নাসিকাদ্বয়ে, ওষ্ঠে, তালুতে,
কণ্ঠে, বাহুদ্বয়ে, পৃষ্ঠে, হৃদয়ে, উদরে, নাভিতে, গুহে, উরুদ্বয়ে, জাহ্নুদ্বয়ে জজ্বাঘ্নয়ে,
পাদদ্বয়ে ও মন্তকে—ও^১ নমঃ ইত্যাদি আকারে বর্ণন্যাস করিয়া ক্রমধো, গলে,
হৃদয়ে, নাভিতে, লিঙ্গে ও মূলাধারে মন্ত্রের পদগুলিকে ন্যাস করিবেন। পদার্থাদর্শে
ইহা প্রমাণসহ উক্ত হইয়াছে। পদন্যাসের পর মূর্ত্তিপঞ্জর প্রভৃতির ন্যাস করিয়া ধ্যান
কর্তব্য। ১২

এই প্রকারে ধ্যান করিয়া, মানস উপচারে পূজা ও বিশেষার্থ স্থাপন করিয়া, রবি
ও বহুমণ্ডলেষ পূজাপূর্বক শেষে চন্দ্রমণ্ডল পর্য্যন্ত পীঠ পূজা করিয়া পুনরায় ধ্যান ও
আবাহনাদি করিয়া বিষ্ণুর ন্যাস পূজা করিয়া, পঞ্চ পুষ্পাঞ্জলি দান পর্য্যন্ত সমস্ত

১। ঐ—ভৃঙ্গাকারৈরালকনিকরৈঃ। ২। ঐ—তোয়াভিপূর্ণং।

৩। গুণলক্ষ্যং জপেন মন্ত্রং তদংশাংশং যুতপ্লুতম্। পায়সান্নং প্রজুহুয়াদ্ দধ্যান্নং বা বধা বিধিঃ।
বর্ণলক্ষ্যং জপেন মন্ত্রং কৃন্দপ্লুতৈর্মধুদ্বৈতৈঃ। দশাংশং বৈকবে বহৌ জুহুয়াদ্ মন্ত্রবিত্তমঃ।

অথ হয়গ্রীব—ওঁ উদ্গিরং প্রণবোদগীথ সৰ্ববাগীশ্বরেশ্বর ! ।

সৰ্ববেদময়াচিন্ত্য ! সৰ্বং বোধয় বোধয় ॥

ইতি পঢ়াত্মকো^১ মন্ত্রঃ^২ উদগীথেতি তবর্গ-দ্বিতীয়ান্তম্ । অশ্ব ব্রহ্মা
ঋষিরনুষ্ঠূপ্-ছন্দঃ, হয়গ্রীবো দেবতা । করাদন্ত্যাসৌ তু—ওঁ অঙ্গষ্ঠাভ্যাং
নমঃ, উদ্গিরং^৩ প্রণবোদগীথ তর্জনীভ্যাং স্বাহা, সৰ্ববাগীশ্বরেশ্বর মধ্যমাভ্যাং
বযট্, সৰ্ববেদময়াচিন্ত্য অনামিকাভ্যাং হ্রি, সৰ্বং বোধয় বোধয় কনিষ্ঠাভ্যাং
ফট্ । এবং হৃদয়াদিষু । ততো^৪ ধ্যানম্ (১৪)—

শরচ্ছশাক-প্রভমশ্ববক্তৃঃ মুক্তাম্যৈরাভরণৈঃ প্রদীপ্তম্ ।

রথাক্ষ-শঙ্খাচিত-বাহুযুগাং জাহ্নুদ্বয়ং শান্তকরং ভজ্যমঃ ॥ ১৫

করিয়া পূর্ববৎ ষড়্ভঙ্গের পূজা করিয়া, দশদলে বিষ্ণুমন্ত্রোক্ত শান্তি প্রভৃতি শক্তির সহিত
বাসুদেব প্রভৃতির পূজা করিয়া কোণসমূহে ধ্বজ, বৈনভেয়, শঙ্খ ও পদ্মের, কোণসমূহে
বিষ্ণু, আৰ্য্য, দুর্গা ও বিশ্বক্সেনের পূজা করিয়া, দলের অগ্রে কেশবাদির পূজা করিয়া,
ইন্দ্রাদি লোকপাল ও বজ্রাদি অস্ত্রের পূজা করিয়া, পূর্বাদি দিক্ক্রমে দিগ্-
গজগণকে ও ঐরাবতায় দিগ্গজায় নমঃ এইরূপ মন্ত্রে ঐরাবত, পুণ্ডরীক, বামন,
কুমুদ, অঞ্জন, পুষ্পদন্ত ও সার্বভৌমকে পূজা করিয়া, ধূপদানাদি বিসর্জন পর্যন্ত কর্য
শেষ করিবেন । এই মন্ত্রের পুরশ্চরণে তিন লক্ষ এই মন্ত্র জপ । দ্বতাপ্ত পায়সের
দ্বারা বা দধ্যায়ের দ্বারা দশাংশ হোম করিবেন । ১৩

অনন্তর হয়গ্রীব মন্ত্র । ওঁ উদ্গিরং প্রণবোদগীথ সৰ্ববাগীশ্বরেশ্বর ! । সৰ্ববেদময়া-
চিন্ত্য ! সৰ্বং বোধয় বোধয় । হয়গ্রীবের এইটি পঢ়াত্মক মন্ত্র । উদগীথ—এইটি তবর্গ
দ্বিতীয়ান্ত । এই মন্ত্রের পূজাপদ্ধতি—প্রাতঃকৃত্য হইতে বৈষ্ণবোক্ত পীঠমন্ত্র পর্যন্ত শ্রাস
করিয়া ঋষাদি শ্রাস করিবেন । যথা—অশ্ব গ্ৰীহয়গ্রীব-মন্ত্রস্য ব্রহ্মা ঋষি, অনুষ্ঠূপ্-ছন্দঃ,
হয়গ্রীবো দেবতা, হলো বোজানি, স্বরাঃ শক্তয়ঃ বাগৈশ্বর্য্য-সিদ্ধার্থং পূজনে বিনিয়োগঃ ।
মন্তকে—ওঁ ব্রহ্মণে ঋষয়ে নমঃ । মুখে—ওঁ অনুষ্ঠূপ্-ছন্দসে নমঃ । হৃদয়ে—ওঁ
হয়গ্রীবায় দেবতায়ৈ নমঃ । গুহে—ওঁ বাজনেভ্যো বীজেভ্যো নমঃ । পাদদ্বয়ে—ওঁ
শ্বরেভ্যঃ শক্তিভ্যো নমঃ । তাহার পর মূলোক্ত প্রকারে করন্তাস ও অঙ্গশ্রাস করিবেন ।
তাহার পর মূলোক্ত শরচ্ছশাক ইত্যাদি ধ্যান করিবেন (১৪)—

ধ্যানের অর্থ—শরৎকালীন চন্দ্রের স্তায় প্রভাবিশিষ্ট, অশ্ববদন, মুক্তাময় আভরণ-
সমূহের দ্বারা প্রদীপ্ত, রথাক্ষ চক্র ও শঙ্খের দ্বারা চর্চিত বাহুবয়ধারী জাহ্নুদ্বয়ে শান্ত
হস্ত হয়গ্রীবকে পূজনা করি । ১৫

এবং ধ্যান মানসৈরভ্যার্চ্যং সংস্থাপ্য বৈষ্ণবোক্ত-পীঠপূজাং কৃতা হুং
ইত্যনেন মূর্ত্তিং সংকল্প্য পুনর্ধ্যাত্বাবাহনাদি-পঞ্চপুষ্পাঞ্জলি-দানপর্যাস্তং বিধায়
কেশরেষু চতুর্দিক্ ঋগ্-যজুঃ-সামাথর্ব্যা-চতুর্বেদান্, বিদিক্—অঙ্গ-স্মৃতি-
ন্যায়-সর্বশাস্ত্রাণি, পত্রাশ্রেষয়াদি-কোণেষু দিক্ চ পঞ্চাঙ্গানি, তদ্বহিরিন্দ্রাদীন্
বজ্রাদীংশ্চ সম্পূজ্য ধূপাদি-বিসর্জনাস্তং কর্ম সমাপয়েৎ । পুরশ্চরণং ত্রয়স্ত্রিংশ-
শল্লক্ষজপঃ । মধুপ্লুত-কুন্দ-পুষ্পৈর্দশাংশ-হোমশ্চ । ১৬

(মন্ত্ৰান্তরম্)— বিয়দ্-ভৃগুস্বমর্ঘীশ-বিন্দুমদ্ বীজমীরিতম্ ।

একাক্ষরো মনুঃ প্রোক্তশ্চতুর্বর্গ-ফলপ্রদঃ ॥ ১৭

বিয়ৎ হকারঃ, ভৃগুর্দন্ত্যসকারঃ, অর্ঘীশঃ ষষ্ঠস্বরঃ । তেন হুং^১ ইত্যেকা-
ক্ষর-মন্ত্ৰঃ । অস্ত্য ব্রহ্মা ঋষিরনুষ্টুপ্ ছন্দঃ হরগ্রীবরূপী বিষ্ণুর্দেবতা হকারো

এই প্রকারে ধ্যান করিয়া মানস উপচারে পূজা করিয়া বিশেষার্থ স্থাপন করিয়া
বৈষ্ণবোক্ত পীঠ পূজা করিয়া হুং এই মন্ত্রে মূর্ত্তি কল্পনা করিয়া পুনরায় ধ্যান করিয়া
আবাহন হইতে পঞ্চপুষ্পাঞ্জলি পর্যাস্ত সমস্ত কার্য্য করিয়া চারিদিকের কেশরে ও
ঋগ্বেদায় নমঃ ইত্যাদি মন্ত্রে ঋগ্, যজুঃ, সাম ও অথর্ব নামক চারি বেদকে এবং
বিদিক্ সমূহে ও অঙ্গশাস্ত্রায় নমঃ, ও স্মৃতিশাস্ত্রায় নমঃ, ও ন্যায়-শাস্ত্রায় নমঃ,
ও সর্বশাস্ত্রেভ্যোঃ নমঃ ইত্যাকার মন্ত্রে অঙ্গশাস্ত্র, স্মৃতিশাস্ত্র, ন্যায়শাস্ত্র ও সর্বশাস্ত্রকে,
অগ্ন্যাদি কোণ ও দিক্ সমূহে পত্রের অগ্রে ও হৃদয়ায় নমঃ ইত্যাদি মন্ত্রে পঞ্চাঙ্গের
পূজা করিয়া, দলের বাহিরে ইন্দ্রাদি লোকপাল ও বজ্রাদি অস্ত্রসমূহের পূজা
করিয়া, ধূপদান হইতে বিসর্জন পর্যাস্ত কর্মসমূহ শেষ করিবেন । এই মন্ত্রের পুরশ্চরণে
তেত্রিশলক্ষ মন্ত্র জপ । মধু দ্বারা আপ্লুত কুন্দ পুষ্পের দ্বারা জপের দশাংশ তেত্রিশ
হাজার হোম । ১৬

হরগ্রীবের একাক্ষর মন্ত্র । ভৃগু (সকার) বিয়ৎ (হ) অর্ঘীশ (উ) ও বিন্দুমৎ
হইলে উহা বীজ বলিয়া কথিত হয় । চতুর্বর্গ ফলপ্রদ হুং এই একাক্ষর মন্ত্র কল্পে উক্ত
হইয়াছে । ১৭

বিয়ৎ—হকার । ভৃগু—দন্ত্য সকার । অর্ঘীশ—ষষ্ঠস্বর উ । হুং এই একাক্ষর মন্ত্র ।
এই মন্ত্রের ব্রহ্মা ঋষি, অনুষ্টুপ্ ছন্দঃ, হরগ্রীবরূপী বিষ্ণু দেবতা, হকার বীজ, উকার
শক্তি । অগ্ন্যাদি ন্যাস বধা—অস্ত্য শ্রীহরগ্রীব-মন্ত্রস্য ব্রহ্মা ঋষিরনুষ্টুপ্ ছন্দঃ হরগ্রীবো
বিষ্ণুর্দেবতা হকারো বীজং উকারঃ শক্তিঃ বাগৈশ্বর্য্য-প্রাপ্যর্থৈ বিনিয়োগঃ । মন্ত্ৰকে
—ও ব্রহ্মণে ঋষয়ে নমঃ, মুখে—অনুষ্টুপ্ ছন্দসে নমঃ । হৃদয়ে—ও হরগ্রীবরূপিণে

বীজং উকারঃ শক্তিঃ । হসাঁ হসীং হসুং হসৈং হসৌং হসঃ ইতি ক্রমেণ করাদ-
শ্রাসৌ । ততো ধ্যানম্ (১৮)—

ধবল-নলিনিষ্ঠং ক্ষীরগৌরং করাইঞ্জপবলয়-সরোজে পুষ্পকাভীষ্ট-দানে ।
দধতমমলবস্ত্রাকল্প-জালাভিরামং তুরগবদন-বিষ্ণুং নোমি বিদ্যাগ্র-জিষ্ণুং ॥ ১৯
অশ্রুচ্চ — শরচ্ছশাক-প্রভমশ্ববক্ত্রং মুক্তাময়ৈরাভরনৈরুপেতম্ ।

রথাক্ষ-শঙ্খাধ্ব-করঞ্চ বিদ্যা-ব্যাখ্যান-মুদ্রান্তকরং নমামি ॥ ২০

এবং ধ্যানা মানস-পূজার্ঘ্যস্থাপন-পুনর্ধ্যানাবাহনাদি-পঞ্চপুষ্পাঞ্জলি-দানানি
বিধায়াবরণানি পূজয়েৎ । তত্রাক্ষৈঃ প্রথমাবরণম্ । প্রজ্ঞাহয়-মেধাহয়-স্মৃতি
হয়-বিদ্যা হয়-লক্ষ্মী হয়-বাগীশী হয়-বিদ্যাবিশাল হয়-নাদবিমর্দন-হরৈরষ্টভি-
দ্বিতীয়ং, লক্ষ্মী-সরস্বতী-রতি-প্রীতি-কান্তি-পুষ্টি-তুষ্টিভিস্তৃতীয়ং, কুমুদাদিভি-
বিষ্ণবে নমঃ, গুহে—ওঁ হকারায় বীজায় নমঃ । পাদদ্বয়ে—ওঁ উকার-শক্তয়ে নমঃ ।
তাহার পর হ্-সাং হ্-সীং হ্-সুং হ্-সৈং হ্-সৌং হ্-সঃ এই ক্রমে করাদশ্রাস করিবে ।
যেমন—ওঁ হ্-সাং অঙ্গুষ্ঠাভ্যাং নমঃ, ওঁ হ্-সীং তর্জনীভ্যাং স্বাহা, ওঁ হ্-সুং মধ্যমাভ্যাং
বষট্, ওঁ হ্-সৈং অনামিকাভ্যাং জং, ওঁ হ্-সৌং কনিষ্ঠাভ্যাং বৌষট্, ওঁ হ্-সঃ করতল-
করপৃষ্ঠাভ্যাং ফট্ । এই প্রকারে ওঁ হ্-সাং হৃদরায় নমঃ ইত্যাদি মন্ত্রে অঙ্গশ্রাস
করিবেন । তাহার পর ধ্যান করিবে (১৭)—

ধ্যানের অর্থ—শ্বেতপদ্মে উপবিষ্ট, ক্ষীরের লায় বর্ণ, হস্তাঙ্গের দ্বারা জপমালারূপ
বলয় ও পদ্ম, পুষ্পক ও অভয় মুদ্রাধারী, অমল বস্ত্র ও ভূষণ সমূহে রমণীয়, বিদ্যাগ্র-
জিষ্ণু (বিদ্যার প্রধান অধিকারী) অশ্ববদন হরগ্রীব বিষ্ণুকে স্তুতি করি । ১৯

শরচ্ছশাক ইত্যাদি অশ্রু প্রকার ধ্যানও আছে । সেই ধ্যানের অর্থ—শরৎকালীন
চন্দ্রের স্থায় প্রভাবিশিষ্ট, অশ্ববক্ত্র, মুক্তাময়-ভূষণে ভূষিত, উধ্বকরে রথাক্ষ (চক্র)
ও শঙ্খধারী, অধোহস্তে বিদ্যা ও ব্যাখ্যামুদ্রা ধারী হরগ্রীবকে নমস্কার করি । ২০

এই প্রকারে ধ্যান করিয়া, মানস উপচারে পূজা করিয়া, বিশেষার্ঘ্য স্থাপন
করিয়া, পুনরায় ধ্যান করিয়া, হরগ্রীব গায়ত্রী দ্বারা আবাহন হইতে পঞ্চ পুষ্পাঞ্জলি
দান পর্যন্ত সমস্ত কার্য্য করিয়া আবরণের পূজা করিবেন ।

এই আবরণ পূজার অঙ্গমন্ত্রের দ্বারা প্রথম আবরণ । যেমন—এতে গন্ধপুষ্পে ওঁ
হ্-সাং হৃদরায় নমঃ ইত্যাদি । প্রজ্ঞাহর, মেধাহর, স্মৃতিহর, বিদ্যাহর, লক্ষ্মীহর,
বাগীশীহর, বিদ্যাবিশালহর, নাদবিমর্দনহর—এই অষ্টহরের দ্বারা দ্বিতীয় আবরণ ।
যেমন—এতে গন্ধপুষ্পে ওঁ প্রজ্ঞাহরায় নমঃ ইত্যাদি । তাহার পর লক্ষ্মী, সরস্বতী, রতি,

গজৈশ্চতুর্থঃ, ইন্দ্রাদিভিঃ পঞ্চমম্ । ততো ধূপাদি-বিসর্জনান্তঃ কর্ম । অশ্ব
পুরশ্চরণং চতুর্লক্ষজপঃ^১ । দশাংশ আজ্যেন হোমঃ । ২১

(মন্ত্রান্তরম্)—হৃং হৃয়-শিরসে নমঃ^২ অশ্ব সর্বমেকাক্ষরবৎ । হৃং^৩
ওঁ উদগিরং প্রণবোদগীথ সর্ববাগীশ্বরেশ্বর । সর্ববেদময়াচিন্ত্য সর্বং বোধয়
বোধয় স্বাহা ওঁ হৃং^৪ । হংসঃ বিশ্বোত্তীর্ণ-স্বরূপায় চিন্ময়ানন্দরূপিণে । ভূভ্যাং
নমো হৃয়গ্রীব বিদ্যারাজায় বিষ্ণবে স্বাহা সোহঁ । এতাবপ্যেকাক্ষরবৎ । ২২

অথ নৃসিংহ—উগ্রং বীরং মহাবিষ্ণুং জলন্তং সর্বতোমুখম্ ।

প্রীতি, কান্তি, পুষ্টি দ্বারা তৃতীয় আবরণ । যেমন—এতে গন্ধপুষ্পে ওঁ লক্ষ্মী নমঃ
ইত্যাদি । কুমুদ, কুমুদাক্ষক, পুণ্ডরীক, সর্বনেত্র, বামন, শঙ্কুকর্ণ, সুমুখ ও সুপ্রতিষ্ঠ এই
আট গজের দ্বারা চতুর্থ আবরণ । যেমন—ওঁ কুমুদায় নমঃ ইত্যাদি । ইন্দ্রাদি
লোকপালের দ্বারা পঞ্চম আবরণ এবং তাঁহাদের আয়ুধের দ্বারা ষষ্ঠ আবরণ ।
আবরণ পূজার পর ধূপদান হইতে বিসর্জন পর্য্যন্ত সমস্ত কার্য শেষ করিবেন । এই
মন্ত্রের পুরশ্চরণে চারি লক্ষ মন্ত্র জপ । আজ্যের দ্বারা দশাংশ হোম । ২১

বিবৃতি । তন্ত্রসারে বা আগমভূত্ববিলাসে গায়ত্রী দ্বারা আবাহন উক্ত হয় নাই ।
কিন্তু রাঘবভট্ট পদার্থাদর্শে গায়ত্রী দ্বারা আবাহন করিতে বলিয়াছেন । হৃয়গ্রীবের
গায়ত্রী হইতেছে—ওঁ হৃং বাগীশ্বরপদং বিদ্যাহে পদমুচ্চরেৎ । হৃয়গ্রীবং চ ওঁ হৃং
স্বাদ্ ধীমহীতি ততো বদেৎ । তন্নো হংস পদান্তে চ প্রবদেচ্চ প্রচোদয়াৎ । তাহাতে
গায়ত্রী মন্ত্রটি হৃয়—বাগীশ্বরায় বিদ্যাহে হৃয়গ্রীবায় ধীমহি তন্নো হংসঃ প্রচোদয়াৎ । ২১

হৃয়গ্রীবের মন্ত্রান্তর—হৃং হৃয়শিরসে নমঃ । এই অষ্টাক্ষর মন্ত্র । এই মন্ত্রের
ব্রহ্মা ঋষি, দেবী গায়ত্রী ছন্দঃ । (মন্ত্রান্তরে—অনুষ্টুপ্-ছন্দ) হৃয়গ্রীবরূপী বিষ্ণু
দেবতা হং বীজ, সৌ শক্তি, এই মন্ত্রের অশ্ব সমস্ত উক্ত একাক্ষর মন্ত্রের স্থায় হইবে ।

হৃয়গ্রীবের মন্ত্রান্তর—হৃং ওঁ উদগিরং প্রণবোদগীথ সর্ববাগীশ্বরেশ্বর । সর্ববেদ-
ময়াচিন্ত্য সর্বং বোধয় বোধয় স্বাহা ওঁ হৃং—এই একটি মন্ত্র । ওঁ হংসঃ বিশ্বোত্তীর্ণ-
স্বরূপায় চিন্ময়ানন্দরূপিণে । ভূভ্যাং নমো হৃয়গ্রীব বিদ্যারাজায় বিষ্ণবে স্বাহা সোহং
—এইটি আর একটি মন্ত্র । এই দুইটি মন্ত্রের পূর্বমন্ত্রটির অনুষ্টুপ্-ছন্দঃ । অস্তান্ত
সমস্তই একাক্ষর মন্ত্রবৎ জানিবেন । ২২

অনন্তর নৃসিংহ-মন্ত্র । উগ্রং বীরং মহাবিষ্ণুং জলন্তং সর্বতোমুখম্ ।

১। খ—চতুর্লক্ষম্ । ২। ক—একাক্ষরবৎ পূজাদিকং । ৩। খ—হংসঃ ।

১। এইরূপ জপযোগে প্রমাণ—বেদলক্ষ্য জপিতান্তে তদ্ব্যবহারং হৃদয়ে হৃদয়ে ।--পদার্থাদর্শ ।

২। হৃয়ঃ শিরঃ পদং ওঁ হৃং হৃদয়ং সমুচ্চরেৎ । স্ববীজাদিবৎ মন্ত্রশ্চতুর্ভূগলপ্রদঃ ।

নৃসিংহং ভীষণং ভদ্রং মৃত্যুমৃত্যুং নমাম্যম্ ॥ ২৩

অয়ং মন্ত্ররাজঃ । অয়ন্তু মন্ত্রো মায়াপুটিতশ্চেদপরঃ । অশ্ব ব্রহ্মা
ঋষিরনুষ্টুপ্ ছন্দঃ, নৃসিংহো দেবতা । অশ্ব ধ্যানং (২৪)—

মাণিক্যাদি-সমপ্রভং নিজরুচা সংত্রস্ত-রক্ষোগণং

জানু-হাস্ত-করাশুজং ত্রিনয়নং রত্নোল্লসদ-ভূষণম্ ।

বাহুভ্যাং ধৃত-চক্র-শঙ্খমনিশং দংষ্ট্রোগ্র-বক্ত্রোল্লস-

জ্জালা-জিহ্বমুদগ্র-কেশনিচয়ং বন্দে নৃসিংহং বিভূম ॥ ২৫ অন্তদন্তত্র । ২৬

নৃসিংহং ভীষণং ভদ্রং মৃত্যু-মৃত্যুং নমাম্যতম্ ॥ ২৩

শ্লোকরূপ বত্রিশ অক্ষরের এই মন্ত্রটি মন্ত্ররাজ । এই মন্ত্র মায়াপুটিত হইলে অপর
মন্ত্র হয় । এই মন্ত্রের ব্রহ্মা ঋষি, অনুষ্টুপ্ ছন্দঃ, নরসিংহ দেবতা, হং বীজ, ঈং
শক্তি । এই মন্ত্রের পূজা পদ্ধতি—প্রাতঃকৃত হইতে আরম্ভ করিয়া পীঠমন্ত্র পর্যাঙ্ক শ্বাস
করিয়া মন্ত্রকে—ওঁ ব্রহ্মণে ঋষয়ে নমঃ, মুখে—ওঁ অনুষ্টুপ্ ছন্দসে নমঃ, হৃদয়ে—ওঁ
নর-সিংহার দেবতায়ৈ নমঃ, গুহে—ওঁ হং বীজায় নমঃ, পাদদ্বয়ে—ওঁ ঈং শক্তয়ে
নমঃ । এইরূপ ঋষাদি শ্বাস করিয়া, ওঁ উগ্রং বীরং অঙ্গুষ্ঠাভ্যাং নমঃ, ওঁ মহাবিষ্ণুং
তর্জনীভ্যাং স্বাহা, ওঁ জলন্তং সর্বতোমুখং মধ্যমাভ্যাং বমট্, নৃসিংহং ভীষণং
অনামিকাভ্যাং হং, ওঁ ভদ্রং মৃত্যু-মৃত্যুং কনিষ্ঠাভ্যাং বৌয়ট্, ওঁ নমামাহং করতল-
পৃষ্ঠাভ্যাং ফট্ এইরূপে করশ্বাস ও অঙ্গশ্বাস করিয়া, (১) মন্ত্রকে (২) ললাটে (৩) দঃ
নেত্র (৪) বাঃ নেত্রে (৫) মুখে (৬) দঃ বাহুমূলে (৭) দঃ বাহুর মধ্য সন্ধিতে (৮) দঃ
মণিবন্ধে (৯) দঃ অঙ্গুলিমূলে (১০) দঃ অঙ্গুলির অগ্রে (১১) বাঃ বাহুমূলে (১২) বাঃ
বাহুর মধ্য সন্ধিতে (১৩) বাঃ বাহুর মণিবন্ধে (১৪) বাঃ অঙ্গুলি মূলে (১৫) বাঃ
অঙ্গুলির অগ্রে (১৬) দঃ পাদেব উরুসন্ধিতে (১৭) দঃ পাদেব মধ্যসন্ধিতে (১৮) দঃ
জঙ্ঘার নিম্ন সন্ধিতে (১৯) দঃ পাদেব অঙ্গুলি মূলে (২০) দঃ পাদেব অঙ্গুলির অগ্রে
(২১) বাঃ পাদেব উরু সন্ধিতে (২২) বাঃ পাদেব মধ্য সন্ধিতে (২৩) বাঃ জঙ্ঘার
নিম্ন সন্ধিতে (২৪) বাঃ পাদেব অঙ্গুলির অগ্রে (২৬) উদরে (২৭) হৃদয়ে (২৮) গলে
(২৯) দক্ষিণপার্শ্বে (৩০) বামপার্শ্বে (৩১) অপরাঙ্গে (পৃষ্ঠে) (৩২) গ্রীবাতে যথাক্রমে
প্রণব পুটিত বিন্দুযুক্ত এক একটি মন্ত্রবর্ণ শ্বাস করিয়া এই মন্ত্রের মূলোক্ত মাণিক্যাদি-
সমপ্রভং ইত্যাদি ধ্যান করিবেন (২৪)—

ধ্যানের অর্থ—মাণিক্য পর্বতের প্রভার সমান প্রভাবিশিষ্ট, নির্জদীপ্তি দ্বারা রাক্ষস
গণের সন্ত্রাসকারী, জানুতে লস্ত হস্তপদা, ত্রিনয়ন, রত্নোল্লসদভূষণে ভূষিত, বাহুদ্বয়ের
দ্বারা সর্বদা শঙ্খ ও চক্রধারী, বৃহৎদন্তের দ্বারা উগ্রবদন-নির্গত দীপ্ত জিহ্বা হইতে জালা
নিঃসরণকারী, উদগ্রকেশ (উর্ধ্বকেশ) বিভূ নৃসিংহকে আমি বন্দনা করি । ২৫

পাশ-শক্তি-নরহরিরকুশো বর্ম ফট ততঃ ।

ভেন আ হ্রী ক্রোঁ ক্রোঁ হুঁ ফট্ । ধ্যানং (২৭)—

কোপাদালোল-জিহ্বাং বিবৃত-নিজমুখং সোম-সূর্যাগ্নি-নেত্রং

অস্তান্ত বিষয় শারদাভিলক প্রভৃতিতে আছে । তাহা লিখিত হইল । এই প্রকারে ধ্যান করিয়া মানস উপচারে পূজা করিয়া, বিশেষার্থ্য স্থাপন করিয়া, বৈষ্ণবোক্ত পীঠপূজা করিয়া, পুনরায় ধ্যান করিয়া, আবাহন হইতে পঞ্চপুষ্পাঞ্জলি দান পর্যান্ত সমস্ত করিয়া আবরণ পূজা করিবেন । যেমন প্রথমে কেশর সমূহের অগ্নাদি কোণে মধ্যে ও দিক্ সমূহে এতে গন্ধপুষ্পে ও উগ্রং বীরং হৃদয়ায় নমঃ, এইরূপে ও মহাবিশ্বং শিরসে স্বাহা, ও জলন্তং সর্বভোমুখং শিখায়ৈ বষট্, নৃসিংহং ভীষণং কবচারং হং, ভঙ্গং মৃত্যু-মৃত্যুং নেত্রত্রয়ায় বৌষট্, নমাম্যহং অস্ত্রায় ফট্ । তাহার পর পূর্বাদি-দিক্ সমূহের দলে ও গুরুড়ায় নমঃ ইত্যাকার মন্ত্রে গুরুড়, শঙ্কর, শেষ ও পদ্ম-ষোনিকে এবং অগ্নাদি কোণ সমূহে ও ত্রিষ্টয়ে নমঃ, ও ত্রিষ্টয়ে নমঃ, ও ধৃত্যে নমঃ, ও পুষ্ঠ্যে নমঃ মন্ত্রে শ্রী, হ্রী, ধৃতি ও পুষ্ঠিকে পূজা করিয়া দলের বাহিরে পূর্বাদি ক্রমে ইন্দ্রাদি লোকপাল ও তাহাদের অস্ত্র সমূহের পূজা করিবেন । তাহার পর ধূপদান হইতে বিসর্জন পর্যন্ত সমস্ত কর্ম শেষ করিবেন ।

এই মন্ত্রের পুরস্চরণে মন্ত্র বর্ণ (বজ্রিশ) লক্ষ জপ এবং ঘৃতের দ্বারা আশ্লুত পার্শ্বের দ্বারা বজ্রিশ হাজার হোম । শারদাভিলক তন্ত্রে (১৬৭) তাহাই উক্ত হইয়াছে । ২৬

নৃসিংহের মন্ত্রান্তর—পাশ (আং) শক্তি (হ্রীং) নরহরিবীজ (ক্রোঁং) অঙ্কুশ (ক্রোঁং) বর্ম (হং) ও ফট্ । নরহরির এই ষড়ঙ্কর মন্ত্র সর্বকামপ্রদ কথিত হইয়াছে । তাহাতে আং হ্রীং ক্রোঁং ক্রোঁং হং ফট্ এই মন্ত্র হয় । এই মন্ত্রের ব্রহ্মা ঋষি, পঙ্ক্তি হ্রদঃ, নরসিংহ দেবতা, ক্রোঁং বীজ, মায়া শক্তি ।

এই মন্ত্রের পূজা পদ্ধতি—প্রাতঃকৃত্য হইতে বৈষ্ণবোক্ত পীঠমন্ত্র পর্যান্ত শ্রাস করিয়া ঋষাদি শ্রাস করিবেন । যথা মন্ত্ৰকে—ও ব্রহ্মণে ঋষয়ে নমঃ, মুখে—ও পঙ্ক্তি হ্রদসে নমঃ, হৃদয়ে—ও নরসিংহায় দেবতায় নমঃ, গুহে—ক্রোঁং বীজায় নমঃ, পাদদ্বয়ে—ও হ্রীং শক্তয়ে নমঃ । অনস্তর ও আং অঙ্গুষ্ঠাভ্যাং নমঃ, ও হ্রীং তর্জনীভ্যাং স্বাহা, ও ক্রোঁং মধ্যমাভ্যাং বষট্, ও ক্রোঁং অনামিকাভ্যাং হং, ও হং কনিষ্ঠাভ্যাং বৌষট্, ও ফট্ করতলপৃষ্ঠাভ্যাং ফট্ । এই প্রকার মন্ত্রে অঙ্গশ্রাস করিয়া মূলোক্ত কোপাং ইত্যাদি ধ্যান করিবেন (২৭)—

ধ্যানের অর্থ—কোপে জিহ্বা সঞ্চালনকারী, নিজমুখ ব্যাদানকারী, সোম, সূর্য্য ও অগ্নিরূপ ত্রিনেত্রধারী অর্থাৎ তিনটি নেত্র সোম, সূর্য্য ও অগ্নিরূপ, পাদ হইতে

পাদাদানান্তি-রক্ত-প্রভমুপরি সিতং ভিন্ন-দৈত্যোজ্জগাত্ম ।

শঙ্খং চক্রাসি-পাশাকুল-কুলিশ-গদা-দারণান্যদ্বহন্তঃ*

ভীমং ভীক্ষোগ্রদংষ্ট্রং মণিময়-বিবিধাকল্পমীড়ে নৃসিংহম্ ॥ ২৮ অন্তদন্তত্রয়* ৩
(মন্ত্রান্তরম্)—ক্ষকারো বহিমাঝাটো মহুরিন্দু-সমস্থিতঃ ।

একাক্ষরো মনুঃ প্রোক্তঃ সর্বকাম-ফলপ্রদঃ ॥ ২৯

তেন ক্ষেত্রীং ইত্যেকাক্ষরঃ । অস্ত্রা ধ্যানাদি সর্বং মন্ত্ররাজবৎ । বিশেষস্ত

নাতি পর্যন্ত রক্তবর্ণ, তাহার উপরিভাগে শ্বেতবর্ণ দেহধারী, দৈত্যোজ্জ হিরণ্যকশিপুর
গাত্র বিদীর্ণকারী, দক্ষিণ ও বামের উর্ধ্ব হস্তদ্বয়ে শঙ্খ ও চক্র, তাহার অধোহস্তদ্বয়ে
পাশ ও অঙ্কুশ, তাহারও অধোহস্তদ্বয়ে কুলিশ (বজ্র) ও গদা, চতুর্থ হস্তদ্বয়ে
দারণ মুদ্রাবহনকারী*, ভীম (ভয়ঙ্কর) ভীক্ষু ও উগ্র দ্ব্যস্ত্রী যুক্ত, মণিময় বিবিধ
ভূষণে ভূষিত নৃসিংহকে স্তুতি করি । ২৮

ধ্যানের পর কর্তব্য অষ্টাঙ্গ বিষয় শারদাতিলক প্রভৃতিতে আছে । এখানে তাহা
লিখিত হইল । এই প্রকারে ধ্যান করিয়া, মানস উপচারে পূজা করিয়া, বিশেষার্থ
স্থাপন করিয়া, বৈষ্ণবোক্ত পীঠপূজা করিয়া, পুনরায় ধ্যান করিয়া, আবাহন হইতে পঞ্চ
পুষ্পাঞ্জলি দান পর্যন্ত সমস্ত কার্য্য করিয়া আবরণ পূজা করিবেন । কেশরের অগ্নি
প্রভৃতি চারি কোণে, মধ্যে ও দিক্ সমূহে—এতে গঙ্গপুষ্পে ও আং হৃদয়ায় নমঃ,
এইরূপ ত্রীং শিরসে স্বাহা, ক্ষেত্রীং শিখায়ৈ বমট্, ক্রোং কবচায় হং, হং নেত্রত্রয়ায়
বৌষট্, ফট্ করতল-করপৃষ্ঠাভ্যাং ফট্ এইরূপে ষড়ঙ্গের পূজা করিয়া, পদ্মদলে
পূর্বাদিক্রমে ও শঙ্খায় নমঃ ইত্যাদি মন্ত্রে শঙ্খ, চক্র, পাশ, অঙ্কুশ, কুলিশ, গদা,
খড়্গ ও খেটকের পূজা করিয়া, দলের বহির্ভাগে ইন্দ্রাদি লোকপাল ও বজ্রাদি অস্ত্রের
পূজা করিয়া ধূপদান হইতে বিসর্জন পর্যন্ত সমস্ত কার্য্য শেষ করিবেন ।

এই মন্ত্রের পুরস্চরণে ছয় লক্ষ মন্ত্র জপ এবং আজ্যের দ্বারা ছয় মহত্ব হোম কর্তব্য ।
তাহা শারদাতিলক প্রভৃতিতে উক্ত হইয়াছে । যথা—ঋতুলক্ষং অপেদেনং যুতেন
জুহুয়াং ততঃ । তৎসহস্রং সমিদ্ধৈঃ গো ভোষয়েদ্ ভবিগৈশ্চক্ৰম্ ।

নৃসিংহের মন্ত্রান্তর—ক্ষকার বহ্নিতে (রকারে) আকট্ (যুক্ত) হইয়া মনু (ও)
ও বিন্দু দ্বারা বিভূষিত হইলে সর্বকাম ফলপ্রদ একাক্ষর (ক্ষেত্রীং) মন্ত্র কথিত হয় । ২৯

তাহাতে ক্ষেত্রীং এই একাক্ষর মন্ত্র হয় । এই মন্ত্রের ধ্যানাদি সমস্ত ব্যক্তিংশ
অক্ষর মন্ত্ররাজের দ্বারা জানিবেন । ঋত্বাদি দ্বায়ে বিশেষ এই যে, এই মন্ত্রের অত্রি

১। ক—দাক্ষণাত্ম্য ।

* দারণমুদ্রালক্ষণম্—মিথঃ সংসৃষ্ট-সম্মুখোহনুলয়ো বদ্যথোগ্রকঃ ।

বহানঃ সরলাদুষ্ঠৌ মুদ্রেয়ং দারণা মতা ।

২। খ—অন্তদন্তত্রয়তি মাতি ।

অত্রিঋষির্গায়ত্রীহ্রদঃ নৃসিংহো দেবতা^১ ককারো বীজমৌকারঃ শক্তিঃ ।
যড়্-দীর্ঘ-ভাজা মায়াবীজেন^২ করাক্ষ্যাসৌ । ৩০

জয়দ্বয়ং সমুচ্চাৰ্য্য শ্রীপূর্বো নৃসিংহেত্যপি ।

অষ্টাকরো মনুঃ প্রোক্তো ভজতাং কামদো মণিঃ ॥৩১॥ সৰ্বং মন্তরাজবৎ ।

অথ বরাহঃ । ওঁ নমো ভগবতে বরাহরূপায় ভূভূবঃ-স্বঃ-পত্যে ভূপতিত্বং
মে দেহি দদাপয় স্বাহা । ইতি ত্রয়স্ত্রিংশদাকরো মন্ত্রঃ । যথা (৩২)—

ওঁ নমঃ পদমাভাশ্রু ততো ভগবতে পদম্ ।

ততো বরাহরূপায় ভূভূবঃ-স্বঃ-পতিং তথা ॥ ৩৩

ভেষ্মক ভূপতিত্বক মে দেহীতি দদাপয় ।

বহিষ্কায়াম্বিতো মন্ত্রো বরাহশ্চ বরাননে ! ॥ ৩৪

অশ্রু ভার্গব ঋষিরনুষ্ঠুপছন্দঃ আদিবরাহো দেবতা । ধ্যানং (৩৫)—

ঋষি, গায়ত্রী হ্রদঃ, নৃসিংহ দেবতা, ককারবীজ এবং ঔকার শক্তি । সমস্ত কাম্য
কলের লাভে এই মন্ত্রের প্রয়োগ হয় । ছয়টি দীর্ঘ স্বর যুক্ত মায়াবীজের দ্বারা করাক্ষ-
্যাস হইবে । ৩০

নৃসিংহের মন্ত্রান্তর—জয় দ্বয় অর্থাৎ জয় জয় উচ্চারণ করিয়া শ্রীপূর্ব নৃসিংহ অর্থাৎ
(শ্রীনৃসিংহ) ইহাও উচ্চারণ করিলে জয় জয় শ্রীনৃসিংহ এই অষ্টাকর মন্ত্র হয় । উহা
ভজনাকারী ব্যক্তিগণের কামদ মণিস্বরূপ কথিত হইয়াছে । ৩১

এই মন্ত্রের ব্রহ্মা ঋষি, গায়ত্রী হ্রদঃ, নৃসিংহ দেবতা । যড়্-দীর্ঘ যুক্ত নৃসিংহ
বীজের দ্বারা করাক্ষ্যাস । যেমন—ওঁ ক্ষ্রাং অক্ষুষ্ঠাভ্যাং নমঃ ইত্যাদি । অষ্টাক্ষ সমস্ত
দ্বাত্রিংশৎ অক্ষর মন্ত্রের স্মরণ করিবেন । এই মন্ত্রের পুরস্চরণে আট লক্ষ মন্ত্র জপ এবং
আজ্যের দ্বারা দশাংশ হোম ।

অনন্তর বরাহমন্ত্র—ওঁ নমো ভগবতে বরাহরূপায় ভূভূবঃ-স্বঃ-পত্যে ভূপতিত্বং
মে দেহি দদাপয় স্বাহা, এইটি বরাহের তেত্রিশ অক্ষরের মন্ত্র । যেমন তন্ত্রে আছে (৩২)—

হে বরাননে ! ওঁ নমঃ পদ বলিয়া অনন্তর ভগবতে পদ, তাহার পর বরাহরূপায়
চতুর্থী বিভক্ত্যন্ত ভূভূবঃ-স্বঃ-পতি অর্থাৎ ভূভূবঃ-স্বঃ-পত্যে, ভূপতিত্বং মে দেহি এই
এবং বহিষ্কায়ান্ত দদাপয় অর্থাৎ দদাপয় স্বাহা । এইটি বরাহের মন্ত্র । ৩৩-৩৪

এই মন্ত্রের ভার্গব ঋষি, অনুষ্ঠুপ্ ছন্দঃ, আদি বরাহ দেবতা, হ্রং বীজ ও স্বাহা
শক্তি । এই মন্ত্রের পূজা পদ্ধতি এইরূপ—প্রাতঃকৃত্য হইতে বৈক্যবোক্ত পীঠমন্ত্র

আপাদং জানুদেশাদ্ বর-কনক-নিভং নাভিদেশাদধস্তান্
মুক্তাভং কণ্ঠদেশাং তরুণ-রবি-নিভং মস্তকানীলভাসম্ ।
ঈড়ে হস্তৈর্দধানং রথচরণ-দরৌ খড়্গা-খেটৌ গদাখ্যাং

শক্তিং দানাভয়ে চ ক্ষিতিধরণ-লসদংষ্ট্রমাত্মং বরাহম্ ॥ ৩৬ অশ্বদন্তত্ৰৈ ।

পর্যন্ত শ্রাস করিয়া অস্ত্রাদিশ্রাস করিবেন । যথা—অশ্ব শ্রীবরাহমন্ত্রস্য ভার্গব ঋষিঃ
অনুষ্টুপ্ হ্রদঃ আদি-বরাহো দেবতা, হং বীজং স্বাহা শক্তিঃ ভূপতিত্বদানে বিনি-
য়োগঃ । মন্ত্রকে—ও ভার্গবায় ঋময়ে নমঃ । মুখে—ও অনুষ্টুপ্ হ্রদসে নমঃ ।
হৃদয়ে—ও আদি-বরাহায় দেবতায়ৈ নমঃ । গুহে—হং বীজায় নমঃ । পাদদ্বয়ে—
স্বাহা শক্তয়ে নমঃ । তাহার পর করাজশ্রাস করিবেন । যথা—ও একদংষ্ট্রায়
অসুষ্ঠাভ্যাং নমঃ, ও ব্যোমোল্কার তর্জনীভ্যাং স্বাহা, ও তেজোহৃষিপতয়ে মধ্যমাভ্যাং
বষট্, ও বিশ্বরূপায় অনামিকাভ্যাং হং, ও মহাদংষ্ট্রায় কনিষ্ঠাভ্যাং ফট্ । এইরূপে
হৃদয়াদিতে অঙ্গশ্রাস করিয়া মূলোক্ত আপাদং ইত্যাদি ধ্যান করিবেন (৩৫)—

ধ্যানের অর্থ—জানুদেশ হইতে পাদতল পর্যন্ত উত্তম সুবর্ণের তুল্য পীতবর্ণ,
নাভিদেশ হইতে জানু পর্যন্ত মুক্তাতুল্য শুভ্রবর্ণ, কণ্ঠ হইতে নাভিদেশ পর্যন্ত তরুণ
সূর্যাতুল্য রক্তবর্ণ এবং মন্ত্রক হইতে কণ্ঠ পর্যন্ত নীলবর্ণ, দক্ষিণ ও বামের উর্ধ্ব হস্তদ্বয়ে
রথচরণ (চক্র) ও শঙ্খ, তাহার অধো দুই হস্তে শঙ্খ ও খেটক, তাহার অধো দুই হস্তে
গদা ও শক্তি, তাহার অধো দুই হস্তে দান (বর) ও অভয়মুদ্রাধারী, পৃথিবীর মূলে
লগ্ন উজ্জল-দংষ্ট্রা বিশিষ্ট আদি বরাহকে স্তুতি করি । ৩৬

এই মন্ত্রের অন্যান্য বিষয় অন্ত্র আছে । এখানে সেগুলি লিখিত হইতেছে । এই
প্রকারে ধ্যান করিয়া, মা-স উপচারে পূজা করিয়া, বিশেষার্থ্য স্থাপন করিয়া,
বৈকবোক্ত পীঠ পূজাদি কার্য্য করিয়া, পুনরায় ধ্যান করিয়া দুই প্রকার বরাহ মুদ্রা
দেখাইয়া ও আবাহন হইতে পর পুষ্পাঞ্জলি দান পর্যন্ত কার্য্যসমূহ করিয়া আবরণ
পূজা করিবেন । যথা পূর্বাদি চারিদিকে, সম্মুখে যথাক্রমে ও একদংষ্ট্রায় হৃদয়ায়
নমঃ, ও ব্যোমোল্কার শিরসে স্বাহা নমঃ, ও তেজোহৃষিপতয়ে শিখায়ৈ বষট্ নমঃ, ও
বিশ্বরূপায় কবচার হং নমঃ, সম্মুখে—ও মহাদংষ্ট্রায় অন্ত্রায় ফট্ নমঃ । তাহার পর
কোণসমূহে, অধঃ ও উর্ধ্ব অস্ত্রকে পূজা করিবেন । পত্রমধ্যে ও চক্রায় নমঃ ইত্যাদি
প্রকার মন্ত্রে চক্রায়, শঙ্খায়, খড়্গায়, খেটায়, গদায়, শক্তয়ে, বরায়, অভয়ায়—প্রণবাদি
নমোহস্ত মন্ত্রে অস্ত্র সমূহের পূজা করিয়া পত্রের বহির্ভাগে ইন্দ্রাদি লোকপাল ও
বজ্রাদি অস্ত্রের পূজা করিয়া ধূপদান হইতে বিসর্জন পর্যন্ত সমস্ত কার্য্য শেষ করিবেন ।

এই মন্ত্রের প্রসঙ্গের লক্ষ্যমন্ত্র জপ এবং মধুরাশ্রিত পদ্যের দ্বারা তাহার দশাংশ হোম

অথ হরিহরঃ । মন্ত্রদেবপ্রকাশিকায়াং—তারো মায়া প্রাসাদং শঙ্কর-
নারায়ণায় নমঃ প্রাসাদং মায়া তারঃ । তেন ওঁ হ্রীং হৌং শঙ্কর-নারায়ণায়
নমঃ হৌং হ্রীং ওঁ ইতি ষোড়শাক্ষরমন্ত্রঃ । অশ্রু নারায়ণ ঋষিরমৃষ্টপ্ হ্রস্বঃ
হরিহরো দেবতা হৌং বীজং হ্রীং শক্তিঃ । পূজা তু প্রাতঃকৃত্যাদি-বৈষ্ণবোক্তং
শৈবোক্তং বা পীঠস্থাসং বিধায় ঋগ্ভাদীন্ শাস্ত্র হ্রাং অঙ্গুষ্ঠাভ্যাং নমঃ, হ্রীং
তর্জনীভ্যাং স্বাহেত্যাদি ষড়্ দীর্ঘযুক্ত-মায়য়া করাদ্রস্ত্যাসৌ কৃত্বা ধ্যায়েৎ ।
তদ যথা (৩৭)—

শূলং চক্রং পাঞ্চজন্মভীতিং দধতং করৈঃ ।

স্ব-স্ব-ভূষাচ্ছ-লীলার্কদেহং হরিহরং ভজে ॥ ৩৮

এবং ধ্যান মানসৈঃ সম্পূজ্যার্য্যং সংস্থাপ্য বৈষ্ণবোক্তং শৈবোক্তং বা
পীঠার্চনং বিধায় পুনর্য্যাহ্নাবাহনাদি-পঞ্চ-পুষ্পাঞ্জলিদান-পর্য্যন্তং বিধায়াবরণানি
পূজয়েৎ । কেশরেষুগ্নাদি-কোণেষু মধ্যে দিক্ষু চ ষড়্ভঙ্গেন সম্পূজ্য পূর্বাদি-

হইবে । তাহাই শারদাভিলকে বলিয়াছেন—লক্ষ্মেমকং জপেন্ মন্ত্রং মধুরাক্তৈঃ
সরোরুহৈঃ । জুহুয়াদ্ তদদশাংশেন পীঠে বিষ্ণুং প্রপূজয়েৎ ।

অনন্তর হরিহর মন্ত্র । মন্ত্রদেব প্রকাশিকায় বলিয়াছেন—তার (ওঁ) মায়া (হ্রীং)
প্রাসাদ (হৌং) শঙ্কর-নারায়ণায় নমঃ প্রাসাদ, মায়া ও তার । তাহাতে ওঁ হ্রীং
হৌং শঙ্কর-নারায়ণায় নমঃ হৌং হ্রীং ওঁ এই ষোড়শাক্ষর মন্ত্র হয় । এই মন্ত্রের
নারায়ণ ঋষি, অমৃষ্টপ্ হ্রস্বঃ, হরিহর দেবতা, হৌং বীজ, হ্রীং শক্তি । এই মন্ত্রের
পূজাপদ্ধতি—প্রাতঃকৃত্যাদি হইতে বৈষ্ণবোক্ত অথবা শৈবোক্ত পীঠস্থাস পর্য্যন্ত করিয়া
পূর্বোক্তবৎ ঋগ্ভাদি শাস্ত্র করিয়া, ওঁ হ্রাং অঙ্গুষ্ঠাভ্যাং নমঃ ওঁ হ্রীং তর্জনীভ্যাং
স্বাহা ইত্যাদি প্রকারে ছয়টি দীর্ঘ স্বর যুক্ত মায়াবীজের দ্বারা করস্থাস ও অঙ্গস্থাস
করিয়া ধ্যান করিবেন । সেই ধ্যান যেমন শঙ্কর চক্রং ইত্যাদি (৩৭)—

ধ্যানের অর্থ—হস্ত সমূহের দ্বারা শূল, চক্র, পাঞ্চজন্ম ও অভয় মুদ্রাধারী লীলার
স্বরূপে ভূষিত নির্মল হরি ও হরের অর্কদেহ ধারী হরিহরকে ভজনা করি । ৩৮

এই প্রকারে ধ্যান করিয়া মানস উপচারে পূজা করিয়া বিশেষার্য্য স্থাপন করিয়া
বৈষ্ণবোক্ত অথবা শৈবোক্ত পীঠপূজা করিয়া, পুনরায় ধ্যান করিয়া আবাহন হইতে
পঞ্চপুষ্পাঞ্জলি দান পর্য্যন্ত সমস্ত করিয়া আবরণ পূজা করিবেন । কেশর সমূহের
অগ্ন্যাদি কোণ সমূহে, মধ্যে ও দিক্ সমূহে পূর্বোক্ত প্রকারে ষড়্ভঙ্গের পূজা করিয়া

পত্রেষু লক্ষ্মী-নারায়ণী-ধরা-ভূধরা^১-দ্বিকা-ত্র্যদ্বিকা-গঙ্গা-গঙ্গাধরাস্তবহিরিদ্ভা-
দীন সম্পূজ্য ধূপাদি বিসর্জনান্তঃ কৰ্ম সমাপয়েৎ । অত্র বজ্রাদি-পূজা
নাস্ত্যনুজ্ঞাতা ॥ ৩৯

তথা— লক্ষ্মমাত্রং জপেন্ মন্ত্রং তদদশাংশং ঘৃত-প্লুতৈঃ ।

পায়সৈর্হবনং কুর্য্যাৎ সংস্কৃতে হব্যবাহনে ॥ ৪০

বিষ্ণুমন্ত্রং রাত্রৌ ন জপেৎ । “ন জপেদ্ বৈষ্ণবং রাত্রৌ শক্তিমন্ত্রে ন
দুষ্ণতি” । ইতি বৈশম্পায়ন-সংহিতা-বচনাৎ ॥ ৪১

ইতি বিষ্ণু-প্রকরণং সম্পূর্ণম্ ।

অথ শিবপ্রকরণম্

অথ বক্ষ্যে মহেশস্য মন্ত্রান্ সর্বসমৃদ্ধিদান্ ।

যৈঃ পূর্বমুষয়ঃ প্রাপ্তাঃ শিবসাবুজ্যমঞ্জসা ॥ ১

শান্তঃ সত্যান্ত-সংযুক্তো বিন্দু-ভূষিত-মন্তকঃ ।

প্রাসাদাখ্যো মনুঃ প্রোক্তো ভজতাং কামাদো মনিঃ ॥ ২

পূর্বাদি পত্রে লক্ষ্মী, নারায়ণী, ধরা, ভূধরা, অদ্বিকা, ত্র্যদ্বিকা, গঙ্গা ও গঙ্গাধরাকে
প্রণবাদি নমো অন্ত মন্ত্রে পূজা করিয়া তাহার বহির্ভাগে ইন্দ্রাদি লোকপালগণকে
পূজা করিয়া ধূপদানাদি হইতে বিসর্জন পর্য্যন্ত কার্য্যগুলি শেষ করিবেন। এখানে
বজ্রাদি অন্তের পূজা নাই; যেহেতু তাহা মন্ত্রদেব প্রকাশিকাতে উক্ত হয় নাই। ৩৯

মন্ত্রদেব প্রকাশিকায় আরও উক্ত হইয়াছে—পুৰুষচরণে এই মন্ত্র এক লক্ষ জপ
করিবে। ঘৃতান্ত পায়সের দ্বারা সংস্কৃত অগ্নিতে তাহার দশাংশ হোম করিবে। ৪০

বিষ্ণুমন্ত্র রাত্রিতে জপ করিবেন না, যেহেতু “রাত্রিতে বৈষ্ণব মন্ত্র জপ করিবে না,
কিন্তু শক্তিমন্ত্রে উহা দোষাবহ হয় না”। এইরূপ বৈশম্পায়ন সংহিতার বচন
আছে। ৪১। বিষ্ণুপ্রকরণ সমাপ্ত হইল।

অনন্তর শিবপ্রকরণ আরম্ভ হইতেছে। যে মন্ত্র সমূহের দ্বারা ঋষিগণ পূর্বে
শীঘ্র শিবসাবুজ্য লাভ করিয়াছিলেন, বিষ্ণুমন্ত্র কথনের অনন্তর মহেশ্বর শিবের
সর্বসমৃদ্ধিপ্রদ সেই মন্ত্র সমূহ বলিব। ১

শান্ত হ সত্যান্ত ঐকার দ্বারা যুক্ত এবং মন্তকে বিন্দুভূষিত হইলে (হোং) হয়।
উহা প্রাসাদ নামক মন্ত্র। উহা ভজনাকারিগণের কামপ্রদ মনি কথিত হইয়াছে। ২

অন্য পূজা—প্রাতঃকৃত্যাদি-মাতৃকাস্থাসং প্রাণায়ামাংশ্চ কৃৎয়া ত্রীকঠ-
 স্তাসং মাতৃকাস্থানে কুর্য্যাৎ । তদযথা—অং ত্রীকঠ-পূর্ণোদরীভ্যাং নমঃ ।
 আং অনন্ত-বিরজাভ্যাং । ইং অশ্ব-শাল্মলীভ্যাং । ঈং ত্রিমূর্তি-লোলাক্ষীভ্যাং
 উং অমরেশ্বর-বর্তুলাক্ষীভ্যাং । ঊং অর্ঘীশ-দীর্ঘঘোণাভ্যাং । ঋং ভারভূতীশ-
 সুদীর্ঘ-মুখীভ্যাং । ঌং তিথীশ-গোমুখীভ্যাং । ৯ং স্থাপু-দীর্ঘজিহ্বাভ্যাং^১ ।
 ১০ং হর-কুণ্ডোদরীভ্যাং । এং ঝিণ্টীশোদ্ধকেশীভ্যাং । ঐং ভৌতিক-বিকৃত-
 মুখীভ্যাং । ওং সন্তোজাত-জ্বালামুখীভ্যাং । ঔং অমুগ্রহেষ্ণরোক্ষামুখীভ্যাং ।
 অং অক্রুর-সুশ্রীমুখীভ্যাং^২ । অং মহাসেন-বিজামুখীভ্যাং । কং ক্রোধীশ-
 মহাকালীভ্যাং^৩ । খং চণ্ডেশ-সরস্বতীভ্যাং^৪ । গং পঞ্চাস্তক-সর্বসিদ্ধি-
 গৌরীভ্যাং^৫ । ঘং শিবোত্তম-ত্রৈলোক্যবিজ্ঞাভ্যাং । ঙং একরুদ্র-মন্ত্রশক্তিভ্যাং ।
 চং কুম্ভাশক্তিভ্যাং । ছং একনেত্র-ভূতমাতৃভ্যাং^৬ । জং চতুরানন-লম্বোদরী-
 ভ্যাং । ঝং অজেশ-দ্রাবিণীভ্যাং^৭, ঞং শর্ব-নাগরীভ্যাং । টং সোমেশ-খেচরী-
 ভ্যাং । ঠং লাক্ষ্মি-মঞ্জরীভ্যাং^৮ । ডং দারুক-রূপিণীভ্যাং । ঢং অর্দ্ধনারী-
 শ্বর-বীরিণীভ্যাং । ণং উমাকান্ত-কাকোদরীভ্যাং । তং আষাঢ়ি-পুতনাভ্যাং^৯ ।
 ধং দণ্ডি-ভদ্রকালীভ্যাং । দং অদ্রি-যোগিনীভ্যাং । ধং মীন-শঙ্খিনীভ্যাং^{১০} ।
 নং মেষ-গর্জিনীভ্যাং । পং লোহিত-কালরাত্রিভ্যাং । ফং শিখি-কুঞ্জিনীভ্যাং ।
 বং ছগলেশ-কপর্দিনীভ্যাং । ভং দ্বিরেশ-বজ্রিণীভ্যাং । মং মহাকাল-জয়া-
 ভ্যাং । যং ত্রগাত্ম-বালি-সুমুখেশ্বরীভ্যাং । রং অমৃগাত্ম-ভুজঙ্গেশ-রেবতীভ্যাং ।
 লং মাংসাত্ম-পিলাকীশ-মাধবীভ্যাং^{১১} । বং মেদ-আত্ম-খড়্গীশ-বারুণীভ্যাং ।
 শং অস্থাত্ম-বক-বায়বীভ্যাং । ষং মজ্জাত্ম-শ্বেত-রক্ষো-বিদারিণীভ্যাং । সং
 শুক্রাত্ম-ভৃগুশ-সহজাভ্যাং । হং প্রাণাত্ম-নকুলী-লক্ষ্মীভ্যাং । লং জীবাত্ম-
 শিব-ব্যাপিনীভ্যাং । ক্ষং ক্রোধাত্ম-সম্বর্তক-মায়াভ্যাং^{১২} । ততঃ সামান্য-

এই মন্ত্রের পূজাপদ্ধতি—প্রাতঃকৃত্যাদি হইতে মাতৃকাস্থাস ও প্রাণায়াম-ত্রয়
 করিয়া মাতৃকাস্থাস স্থানে মূলোক্ত প্রকারে ত্রীকঠ স্তাস কবিবেন । তাহার পর

১। ক—স্থাপুদীর্ঘ-জিহ্বিকা । ২। খ—অং ক্রুরসুশ্রী । ৩। ক+খ—ক্রোধীশ-
 সর্বসিদ্ধি মহা । ৪। ক+খ—চণ্ডেশ-সর্বসিদ্ধি সর । ৫। ক+খ—পঞ্চাস্তক-গৌরী ।
 ৬। ক—ছং নেত্রভূতমাতৃভ্যাং । ৭। ক—অজেশ-দ্রাবিণীভ্যাং । ৮। খ—লাক্ষ্মি মঞ্জরীভ্যাং ।
 ৯। খ—ভং আষাঢ়িপুতনাভ্যাং । ১০। খ—শঙ্খিনীভ্যাং । ১১। খ—পিলাকীশ-মাধবীভ্যাং ।
 ১২। খ—সম্বর্ত-মায়াভ্যাং ।

পঞ্চতাক্ত-পীঠশাস্ত্রং কৃত্বা পীঠশক্তির্ন্যাসেৎ । যথা—বামাঠৈ নমঃ এবং জ্যেষ্ঠাঠৈ, রৌদ্রো, কাট্যৈ, কলবিকরণৈ, বলবিকরণৈ, বলপ্রমথনৈ^১, সর্বভূতদমনৈ । এতা হংপদ্যস্ত পূর্বাদি-কেশরেষু বিদ্যস্ত মধ্যো ও মনোময়নৈ, তত্পরি ও নমো ভগবতে সকলগুণাত্ম-শক্তি-যুক্তায়ানন্তায় যোগপীঠাত্মনে নমঃ ॥ ৩

ততঃ ঋগ্‌য়াদিষ্ঠাসঃ । শিরসি—বামদেবায় ঋষয়ে নমঃ । মুখে—পঙ্ক্তি-চ্ছন্দসে নমঃ, হৃদি—সদাশিবায় দেবতায়ৈ নমঃ । ততঃ করাক্ষ্যাসৌ । হাং অঙ্গুষ্ঠাভ্যাং নমঃ ইত্যাদি যড়দীর্ঘ-যুক্তেন ঋসেৎ । এবং হৃদয়াদিষু । ততঃ ঈশানাভ্যাং করয়োঃ পঞ্চ মূর্ত্তীর্ন্যাসেৎ । যথা অঙ্গুষ্ঠয়োঃ—হোং^২ ঈশানায় নমঃ । তর্জ্জ্যোঃ—হেং তৎপুরুষায় নমঃ । মধ্যময়োঃ—হং অঘোরায় নমঃ । অনামিকয়োঃ—হিং বামদেবায় নমঃ । কনিষ্ঠয়োঃ—হং সন্তোজাতায় নমঃ । ততস্তত্তদঙ্গুলীভিঃ হোং^৩ ঈশানায় নমঃ ইত্যাদি শিরো-বদন-হৃদ-গুহ-পাদেষু সামান্ত পূজা পদ্ধতি কথিত পীঠশাস্ত্র করিয়া হংপদ্যের পূর্বাদি কেশরে পীঠশক্তির ঋাস করিবেন । যথা—ও^৪ বামাঠৈ নমঃ । এইরূপ জ্যেষ্ঠাঠৈ, রৌদ্রো, কাট্যৈ, কল-বিকরণৈ, বলবিকরণৈ, বলপ্রমথনৈ ও সর্বভূতদমনৈ নমঃ । মধ্যো—ও^৫ মনোময়নৈ নমঃ । তাহার উপরিভাগে ও^৬ নমো ভগবতে সকলগুণাত্মশক্তিযুক্তায়ানন্তায় যোগ-পীঠাত্মনে নমঃ । ৩

তাহার পর ঋগ্‌য়াদি ঋাস করিবেন । যথা ও^৭ অস্ত্র শ্রীপ্রাসাদমন্ত্রস্ত বামদেব ঋষিঃ পঙ্ক্তিঃ ছন্দঃ, সদাশিবো দেবতা হং বীজং ওং শক্তিঃ সর্বসিদ্ধিলাভার্থে ঋাসে বিনিয়োগঃ । মন্ত্রকে—ও^৮ বামদেবায় ঋষয়ে নমঃ । মুখে—ও^৯ পঙ্ক্তিচ্ছন্দসে নমঃ । হৃদয়ে—ও^{১০} সদাশিবায় দেবতায়ৈ নমঃ । গুহে—ও^{১১} হোং বীজায় নমঃ, পাদদ্বয়ে—ও ওং শক্তয়ে নমঃ । তাহার পর হকারে ছয়টি দীর্ঘস্বর যুক্ত করিয়া ও^{১২} হাং অঙ্গুষ্ঠাভ্যাং নমঃ, ও^{১৩} হাং হৃদয়ায় নমঃ ইত্যাদি প্রকারে করাক্ষ্যাস করিবেন । তাহার পর হকারে ওকারাদি পঞ্চ ব্রহ্ম স্বর ও এ উ ই অ যুক্ত অঙ্গুষ্ঠাদি অঙ্গুলিতে মূলোক্ত প্রকারে যথা-ক্রমে ঋাস করিবেন । যেমন অঙ্গুষ্ঠদ্বয়ে—ও^{১৪} হোং ঈশানায় নমঃ । তর্জনীদ্বয়ে—ও^{১৫} হেং তৎপুরুষায় নমঃ । মধ্যমাদ্বয়ে—ও^{১৬} হং অঘোরায় নমঃ । অনামিকাদ্বয়ে—ও^{১৭} হিং বামদেবায় নমঃ । কনিষ্ঠাদ্বয়ে—ও^{১৮} হং সন্তোজাতায় নমঃ । তাহার পর সেই সেই অঙ্গুলি দ্বারা অর্থাৎ সমষ্টি অঙ্গুষ্ঠের দ্বারা মন্ত্রকে, সাক্ষুষ্ঠ তর্জনী দ্বারা মুখে, সাক্ষুষ্ঠ মধ্যমা দ্বারা হৃদয়ে, সাক্ষুষ্ঠ অনামিকা দ্বারা গুহে ও সাক্ষুষ্ঠ কনিষ্ঠা দ্বারা পাদদেশে যথাক্রমে ও^{১৯} হোং ঈশানায় নমঃ ইত্যাদি মন্ত্রে পঞ্চ মূর্ত্তির ঋাস করিবেন ।

পঞ্চমূর্ত্তীর্ন্যাসেৎ । ততঃ উর্দ্ধ-প্রাগ্-দক্ষিণোদীচ্য-পশ্চিম-মুখেষু তত্শব্দসূচী-
ভিত্তিস্বত্বৈকেন্তত্ত্বন-মূর্ত্তীর্ন্যাসেৎ । শূদ্রস্ত এতৎ-পর্য্যন্তং শ্রাসং কৃত্বা ধ্যানেৎ,
অন্যজ্ঞানধিকারাত্ । ৪

তত পূর্ব-দক্ষিণ-পশ্চিমোত্তর-মধ্য-মুখেষু ঈশানস্ত শশিন্যাদি-পঞ্চকলা
ঈশান ইত্যাদি ব্রহ্মস্বচ পদাদিকাঃ প্রণবাচ্চা নমোহস্তা ন্যাসেৎ । যথা—

ওঁ ঈশানঃ সর্ববিদ্যানাং ওঁ শশিন্যে কলায়ৈ নমঃ । ঈশ্বরঃ সর্বভূতানাং
ওঁ অঙ্গদায়ৈ কলায়ৈ নমঃ । ব্রহ্মাধিপতিব্রহ্মণোহধিপতিব্রহ্মা ওঁ ইষ্টদায়ৈ
কলায়ৈ নমঃ । শিবো মেহস্ত ওঁ মরীচ্যৈ কলায়ৈ নমঃ । সদাশিবোম্ ওঁ
অংগমালিন্যৈ কলায়ৈ নমঃ । ৫

ততঃ পূর্ব-পশ্চিম-দক্ষিণোত্তর-বক্তেষু তৎপুরুষস্য চতস্রঃ কলা ন্যাসেৎ ।
যথা,—ওঁ তৎপুরুষায় বিদ্যাহে ওঁ শাষ্ট্যৈ কলায়ৈ নমঃ । মহাদেবায় ধীমহি
ওঁ বিদ্যায়ৈ কলায়ৈ নমঃ । তন্নো রুদ্রঃ ওঁ প্রতিষ্ঠায়ৈ কলায়ৈ নমঃ ।
প্রচোদয়াৎ ওঁ নিবৃত্ত্যৈ কলায়ৈ নমঃ । ৬

তাহার পর নিজের মস্তকে কল্পিত উর্দ্ধমুখে, পূর্বমুখে, দক্ষিণমুখে, উত্তরমুখে ও
পশ্চিমমুখে সেই সেই বোজের সহিত ওঁ হোং ঈশানায় নমঃ ইত্যাদি মন্ত্রে পঞ্চ মূর্ত্তির
শ্রাস করিবেন । শূদ্র এই পর্য্যন্ত শ্রাস করিয়া ধ্যান করিবেন । অন্য শ্রাসে তাঁহাদের
অধিকার নাই । ৪

তাহার পর উর্দ্ধ মুখে, পূর্ব মুখে, দক্ষিণ মুখে, পশ্চিম মুখে ও উত্তর মুখে তৈত্তিরীয়
শাখায় উক্ত ঈশান ইত্যাদি ব্রহ্ম স্বকের পদের পরে প্রণব শশিন্যাদি কলার অন্তে নমঃ
দিয়া ঈশানের শশিনী প্রভৃতি কলাকে শ্রাস করিবেন । যথা উর্দ্ধমুখে—ওঁ ঈশানঃ
সর্ববিদ্যানাং ওঁ শশিন্যে কলায়ৈ নমঃ । পূর্বমুখে—ওঁ ঈশ্বরঃ সর্বভূতানাং ওঁ অঙ্গদায়ৈ
কলায়ৈ নমঃ । দক্ষিণমুখে—ওঁ ব্রহ্মাধিপতিব্রহ্মণোহধিপতিব্রহ্মা ওঁ ইষ্টদায়ৈ
কলায়ৈ নমঃ । পশ্চিমমুখে—ওঁ শিবোমেহস্ত ওঁ মরীচ্যৈ কলায়ৈ নমঃ । উত্তরমুখে—
ওঁ সদাশিবোম্ ওঁ অংগমালিন্যৈ কলায়ৈ নমঃ । ৫

তাহার পর পূর্ব, পশ্চিম, দক্ষিণ ও উত্তর মুখে তৎপুরুষের চারিটি কলা শ্রাস
করিবেন । যথা পূর্বমুখে—ওঁ তৎপুরুষায় বিদ্যাহে ওঁ শাষ্ট্যৈ কলায়ৈ নমঃ । পশ্চিম-
মুখে—ওঁ মহাদেবায় ধীমহি ওঁ বিদ্যায়ৈ কলায়ৈ নমঃ । দক্ষিণমুখে—ওঁ তন্নো রুদ্রঃ
ওঁ প্রতিষ্ঠায়ৈ কলায়ৈ নমঃ । উত্তরমুখে—ওঁ প্রচোদয়াৎ ওঁ নিবৃত্ত্যৈ কলায়ৈ নমঃ । ৬

১। ৪—পাদেষু মূর্ত্তীর্ন্যাস তত্র উর্দ্ধ-প্রাগ্-দক্ষিণোত্তর । ৫—মূর্ত্তীর্ন্যাসেৎ । ততঃ উর্দ্ধ-প্রাগ্-
দক্ষিণপশ্চিমোত্তর ।

ততো হৃদয়ে গ্রীবায়াং অংসদ্বয়ে নাভৌ কুক্ষৌ পৃষ্ঠে বক্ষসি
অঘোরস্তাষ্ঠৌ কলা নৃসেৎ । ওঁ অঘোরেভ্যঃ ওঁ উমাত্যৈ কলাত্মৈ নমঃ ।
অথ ঘোরেভ্যঃ^১ ওঁ মোহাত্মৈ কলাত্মৈ নমঃ । ঘোর ওঁ ক্ষমাত্মৈ কলাত্মৈ নমঃ ।
ঘোরতরেভ্যঃ ওঁ নিদ্রাত্মৈ কলাত্মৈ নমঃ । সর্বতঃ শর্ব ওঁ ব্যাধয়ে কলাত্মৈ নমঃ ।
শর্বেভ্যঃ ওঁ মৃত্যবে কলাত্মৈ নমঃ । নমস্তেহস্ত ওঁ ক্ষুধাত্মৈ কলাত্মৈ নমঃ ।
রুদ্ররূপেভ্যঃ ওঁ তৃষাত্মৈ^২ কলাত্মৈ নমঃ । ৭

ততো গুহে অণ্ডকোষে উরুদ্বয়ে জাহ্নুদ্বয়ে জজ্বাদ্বয়ে শ্রিকৃদ্বয়ে কট্যাং
পার্শ্বয়োঃ বামদেবস্তা ত্রয়োদশকলা নৃসেৎ । যথা ওঁ বামদেবায় নমঃ ওঁ
রক্ষাত্মৈ কলাত্মৈ^৩ নমঃ । জ্যেষ্ঠায় নমঃ ওঁ রক্ষাত্মৈ কলাত্মৈ নমঃ । রুদ্রায়
নমঃ ওঁ রত্নৈ^৪ কলাত্মৈ নমঃ । কালায় নমঃ ওঁ পালিনৈ^৫ কলাত্মৈ নমঃ ।
কল ওঁ কামাত্মৈ কলাত্মৈ নমঃ । বিকরণায় নমঃ ওঁ সংঘমিত্তৈ কলাত্মৈ নমঃ ।
বল ওঁ ক্রিয়াত্মৈ কলাত্মৈ নমঃ । বিকরণায় নমঃ ওঁ বুদ্ধৈ^৬ কলাত্মৈ নমঃ ।
বল ওঁ স্থিরাত্মৈ কলাত্মৈ নমঃ । প্রমথনায় নমঃ ওঁ ধাত্তৈ^৭ কলাত্মৈ নমঃ ।

তাহার পর হৃদয়, গ্রীবায়, অংসদ্বয়ে, নাভিতে, কুক্ষিতে, পৃষ্ঠে ও বক্ষে অঘোরের
আটটি কলান্যাস করিবেন । যথা হৃদয়ে—ওঁ অঘোরেভ্যঃ ওঁ উমাত্মৈ কলাত্মৈ
নমঃ । গ্রীবায়—ওঁ অথ ঘোরেভ্যঃ ওঁ মোহাত্মৈ কলাত্মৈ নমঃ । দক্ষিণ কক্ষে—ওঁ
ঘোর ওঁ ক্ষমাত্মৈ কলাত্মৈ নমঃ । বামকক্ষে—ওঁ ঘোরতরেভ্যঃ ওঁ নিদ্রাত্মৈ কলাত্মৈ
নমঃ । নাভিতে—ওঁ সর্বতঃ শর্ব ওঁ ব্যাধয়ে কলাত্মৈ নমঃ । কুক্ষিতে—ওঁ শর্বেভ্যঃ
ওঁ মৃত্যবে কলাত্মৈ নমঃ । পৃষ্ঠে—ওঁ নমস্তেহস্ত ওঁ ক্ষুধাত্মৈ কলাত্মৈ নমঃ । বক্ষে—
ওঁ রুদ্ররূপেভ্যঃ তৃষাত্মৈ কলাত্মৈ নমঃ । ৭

তাহার পর গুহে, অণ্ডকোষে, উরুদ্বয়ে জাহ্নুদ্বয়ে, জজ্বাদ্বয়ে, শ্রিকৃ (পাহা)
দ্বয়ে, কটিতে ও পার্শ্বদ্বয়ে বামদেবের ত্রয়োদশ কলার স্তাস করিবেন । যথা গুহে—
ওঁ বামদেবায় নমঃ ওঁ উদ্বাত্মৈ কলাত্মৈ নমঃ । অণ্ডকোষে—ওঁ জ্যেষ্ঠায় নমঃ ওঁ
রক্ষাত্মৈ কলাত্মৈ নমঃ । দক্ষিণ উরুতে—ওঁ রুদ্রায় নমঃ ওঁ তুট্টৈ কলাত্মৈ নমঃ ।
উরুতে—ওঁ কালায় নমঃ ওঁ কপালিনৈ কলাত্মৈ নমঃ । দঃ জাহ্নুতে—ওঁ বিকরণায়
নমঃ ওঁ সংঘমিত্তৈ কলাত্মৈ নমঃ । দঃ জজ্বাতে—ওঁ বল ওঁ ক্রিয়াত্মৈ কলাত্মৈ নমঃ ।
বাম জজ্বাতে—ওঁ বিকরণায় নমঃ ওঁ বুদ্ধৈ কলাত্মৈ নমঃ । দঃ পাহাতে—ওঁ বল
ওঁ স্থিরাত্মৈ কলাত্মৈ নমঃ । বাঃ পাহাতে—ওঁ প্রমথনায় নমঃ ওঁ ধাত্তৈ কলাত্মৈ নমঃ ।

১। অ—ওঁ অঘোরেভ্যঃ ওঁ মোহাত্মৈ । ২। ক+থ—তৃষাত্মৈ । ৩। ক+থ—উদ্বাত্মৈ ।
৪। ক+থ—তুট্টৈ । ৫। ক+থ—কপালিনৈ । ৬। ক+থ—বুদ্ধৈ । ৭। ক+থ—ধাত্তৈ ।

সর্বভূতদমনায় নমঃ ওঁ ভ্রামিণ্যৈ কলায়ৈ নমঃ । মন ওঁ মোহিত্যৈ কলায়ৈ নমঃ । উন্নয়নায় নমঃ ওঁ জরায়ৈ কলায়ৈ নমঃ । ৮

ততঃ পাদয়োঃ দোলুলয়ো^১ নাসিকায়ামুর্ধ্বি বাহু-যুগ্মে সন্ধ্যোজাতশ্চাষ্টৌ কলা ন্যসেৎ । যথা ওঁ সন্ধ্যোজাতং প্রপচ্ছামি ওঁ সিদ্ধ্যৈ কলায়ৈ নমঃ । সন্ধ্যোজাতায় বৈ নমঃ ওঁ বৃদ্ধ্যৈ^২ কলায়ৈ নমঃ । ভবে ওঁ মৃত্যু^৩ কলায়ৈ নমঃ । অভবে ওঁ লম্ব্যৈ কলায়ৈ নমঃ । অনাতিভবে ওঁ মেধায়ৈ কলায়ৈ নমঃ । ভজস্ব মাং ওঁ প্রজ্ঞায়ৈ কলায়ৈ নমঃ । ভব ওঁ প্রভায়ৈ কলায়ৈ নমঃ । উদ্ভবায়^৪ নমঃ ওঁ স্বধায়ৈ^৫ কলায়ৈ নমঃ । ৯

ততঃ পঞ্চাঙ্গুলীষু ঈশানাচ্চাঃ পঞ্চ ঋচৌ ন্যসেৎ । যথা—

(১) ওঁ ঈশানঃ সর্ববিদ্যানামীশ্বরঃ সর্বভূতানাং ব্রহ্মাধিপতিব্রহ্মণো অধিপতিব্রহ্মা শিবো মেহস্ত সদাশিবৌ । ১০

(২) ওঁ তৎপুরুষায় বিদ্বাহে মহাদেবায় ধীমহি তন্নো রুদ্রঃ প্রচোদয়াৎ । ১১

(৩) ওঁ অঘোরৈভ্যোহথ ঘোরৈভ্যো ঘোরঘোরতরৈভ্যঃ সর্বতঃ শর্ব-সর্বৈভ্যো নমস্তেহস্ত রুদ্ররূপৈভ্যঃ । ১২

কটিতে—ওঁ সর্বভূতদমনায় নমঃ ওঁ ভ্রামিণ্যৈ কলায়ৈ নমঃ । দঃ পার্শ্বে—ওঁ নমঃ ওঁ মোহিত্যৈ কলায়ৈ নমঃ । বাঃ পার্শ্বে—ওঁ উন্নয়নায় নমঃ ওঁ জরায়ৈ কলায়ৈ নমঃ । ৮

তাহার পর পাদদ্বয়ে, হস্ততলদ্বয়ে, নাসিকায়, মস্তকে ও বাহুদ্বয়ে সন্ধ্যোজাতের আটটি কলা শাস করিবেন । যথা দঃ পাদে—ওঁ সন্ধ্যোজাতং প্রপচ্ছামি ওঁ সিদ্ধ্যৈ কলায়ৈ নমঃ । বাঃ পাদে—ওঁ সন্ধ্যোজাতায় বৈ নমঃ ওঁ বৃদ্ধ্যৈ কলায়ৈ নমঃ । দঃ হস্ততলে—ওঁ ভবে ওঁ মৃত্যু কলায়ৈ নমঃ । বাঃ হস্ততলে—ওঁ অভবে ওঁ লম্ব্যৈ কলায়ৈ নমঃ । নাসিকায়—ওঁ অনাতিভবে ওঁ মেধায়ৈ কলায়ৈ নমঃ । মস্তকে—ওঁ ভজস্ব মাং ওঁ প্রজ্ঞায়ৈ কলায়ৈ নমঃ । দঃ বাহুতে—ওঁ ভব ওঁ প্রভায়ৈ কলায়ৈ নমঃ । বাঃ বাহুতে—ওঁ উদ্ভবায় নমঃ ওঁ স্বধায়ৈ কলায়ৈ নমঃ । ৯

তাহার পর পাঁচটি অঙ্গুলিতে অঙ্গুষ্ঠাভ্যাং নমঃ ইত্যাদি যোগ করিয়া পাঁচটি ঋকের শাস করিবেন । (১) অঙ্গুষ্ঠদ্বয়ে ওঁ ঈশানঃ সর্ববিদ্যানামীশ্বরঃ সর্বভূতানাং ব্রহ্মাধিপতিব্রহ্মণোহধিপতিব্রহ্মা শিবো মেহস্ত সদাশিবৌ অঙ্গুষ্ঠাভ্যাং নমঃ । (২) তর্জনীতে—ওঁ তৎপুরুষায় বিদ্বাহে মহাদেবায় ধীমহি তন্নো রুদ্রঃ প্রচোদয়াৎ

১। ঋ—মোহিত্যৈ কলায়ৈ নমঃ । সন্ধ্যোজাতায় বৈ নমঃ ওঁ বৃদ্ধ্যৈ ইতি পাঠঃ । ২। ক+ধ—জরায়ৈ । ৩। ক+ধ—পার্বয়োঃ মৃত্যুঃ । ৪। ক+ধ—বৃদ্ধ্যৈ । ৫। ক+ধ—মৃত্যু । ৬। ঋ—উদ্ভবায় । ৭। ক+ধ—স্বধায়ৈ ।

(৪) ওঁ বামদেবায় নমো জ্যেষ্ঠায় নমো রুদ্রায় নমঃ কালায় নমঃ
কলবিকরণায় নমো বলবিকরণায় নমো বলপ্রমথনায় নমঃ সর্বভূত-দমনায়
নমো মনোহরনায় নমঃ । ১৩

(৫) ওঁ সত্যোজাতং প্রপদ্যামি সত্যোজাতায় বৈ নমঃ ।

ভবে^১ ভবেহনাতিভবে ভজস্ব মাং ভবোদ্ভবায় নমঃ ॥ ১৪

এবং মূৰ্দ্ধাস্ত্র-হৃদয়-গুহ-পাদেষু এতা ঋচো ন্যসেৎ । ততোহঙ্গশাস্ত্রং^২
কুৰ্য্যাৎ । যথা—ঐং ক্লীং রুং স্ত্রীং সঃ সর্বজ্ঞায় হৃদয়ায় নমঃ । অমৃত-
তেজোমালিনে নিত্যতৃপ্তায় ব্রহ্মণে শিরসে স্বাহা । জলিত-শিখি-শিখায়
অনাদিবোধায় শিখায়ৈ বষট্ । বজ্রিণে বজ্রহস্তায় স্বতন্ত্রায় কবচায় হুঁ । সৌং
বৌং হৌং পুরতো লুপ্তশক্তয়ে নেত্রত্রয়ায় বৌষট্ । শ্রীং হ্রীং পশুং হং ফট্
অনন্তশক্তয়ে অস্ত্রায় ফট্ । ততো ধ্যানম্ (১৫)—

মুক্তা-পীত-পয়োদ-মৌক্তিক-জ্বা-বর্ণৈর্মুখৈঃ পঞ্চভি-
জ্যৈষ্ঠৈরক্ষিতমৌশমিন্দু-মুকুটং পূর্ণেন্দু-কোটি-প্রভম্ ।

ভজ্ঞনোভ্যাং স্বাহা । (৩) মধ্যমাধ্বরে—ওঁ অঘোরৈভ্যোহথ ঘোরৈভ্যো ঘোরঘোরতরৈভ্যঃ
সর্বতঃ সর্বশর্বেভ্যো নমস্তেহস্ত ক্রদ্ররূপেভ্যঃ মধ্যমাভ্যাং বষট্ । (৪) অনামাধ্বরে—ওঁ
বামদেবায় নমো জ্যেষ্ঠায় নমো রুদ্রায় নমঃ কালায় নমঃ কলবিকরণায় নমো
বলায় নমো বলপ্রমথনায় নমঃ সর্বভূত দমনায় নমো মনোহরনায় নমঃ অনামাকিভ্যাং
হং । (৫) কনিষ্ঠাধ্বরে—ওঁ সত্যোজাতং প্রপদ্যামি সত্যোজাতায় বৈ নমঃ । ভবেহভবে
নাতিভবে ভজস্ব মাং ভবোদ্ভবায় নমঃ কনিষ্ঠাভ্যাং বৌষট্ । ১০-১৪

এইরূপ, মস্তকে, মুখে, গুহে ও পাদে এই পাঁচটি ঋক্ শাস করিবেন । তাহার
পর অঙ্গরূপ অঙ্গশাস করিবেন । যথা (১)—ঐং ক্লীং রুং স্ত্রীং সঃ সর্বজ্ঞায় হৃদয়ায়
নমঃ । (২) ঐং ক্লীং রুং স্ত্রীং সঃ অমৃত-তেজোমালিনে নিত্যতৃপ্তায় ব্রহ্মশিরসে শিরসে
স্বাহা । (৩) ঐং ক্লীং রুং স্ত্রীং সঃ জলিত-শিখিশিখায়ানাদিবোধায় শিখায়ৈ বষট্ ।
(৪) ঐং ক্লীং রুং স্ত্রীং সঃ বজ্রিণে বজ্রহস্তায় কবচায় হুঁ । (৫) সৌং বৌং হৌং
পুরতোহলুপ্তশক্তয়ে নেত্রত্রয়ায় বৌষট্ । (৬) শ্রীং হ্রীং পশুং হং ফট্ অনন্ত-শক্তয়ে
অস্ত্রায় ফট্ । তাহার পর মূলোক্ত ধ্যান করিবেন । (১৫)—

ধ্যানের অর্থ—মুক্তাবর্ণ উর্ধ্বমুখ, পীতবর্ণ পূর্বমুখ, পয়োদ (নীলমেঘ) বর্ণ দক্ষিণ
মুখ, মুক্তাবর্ণ পশ্চিমমুখ ও জ্বাবর্ণ উত্তরমুখ—এই পঞ্চমুখ বিশিষ্ট, তিনটি নয়নের

শূলং টঙ্ক-কৃপাণ-বজ্র-দহনান্ নাগেন্দ্র-ঘণ্টাঙ্কুশান্

পাশং ভীতিহরং দধানমমিতাকল্লোজ্জলাঙ্গং ভজে ॥ ১৬

এবং ধ্যাওয়া মানসৈঃ সম্পূজ্যার্ঘ্যং সংস্থাপ্য শৈবোক্ত-পীঠ-মন্ডিতাং পীঠ-
পূজাং বিধায় পুনর্ঘাওয়াবাহনাদি-পঞ্চপুষ্পাঞ্জলিদান-পর্যন্তং বিধায়াবরণানি
পূজয়েৎ । যথা ঐশাং—ওঁ ঐশানায় নমঃ । পূর্বে—তৎপুরুষায় ।
দক্ষিণে—অঘোরায়ে । উত্তরে—বামদেবায় । পশ্চিমে—সদ্যোজাতায় । তত
ঐশানাди-কোণেষু নিবৃত্ত্য প্রতিষ্ঠায়ৈ বিদ্যায়ৈ শাঠ্যৈ । অষ্টপত্রেষু এষু^১
পূর্বাদিতঃ^২—অনন্তায়, সূক্ষ্মায়, শিবোত্তমায়, একনেত্রায়, একরুদ্রায়^৩,
ত্রিনেত্রায়^৪, শ্রীকণ্ঠায়^৫, শিখণ্ডিনে । উত্তরাди-পত্রাগ্রেষু উমায়ৈ, চণ্ডেশ্বরায়,
নন্দিনে, মহাকালায়, গণেশায়, বৃষায়, ভৃঙ্গরীটায়, স্কন্দায় । তদ্বহিরিন্দ্রাদীন
বজ্রাদীংশ্চ সম্পূজ্য ধূপাদি-বিসর্জনান্তং কর্ম সমাপয়েৎ । ১৭

অস্মা পুরশ্চরণং পঞ্চলক্ষক্ষপঃ । যথা—

দ্বারা ভূষিত, চন্দ্রমোলি, কোটি কোটি পূর্ণেন্দুর প্রভাষ স্তায় প্রভাবিশিষ্ট, দক্ষিণের
উর্ধ্বাদি হস্তে শূল, টঙ্ক, কৃপাণ, বজ্র ও অগ্নি এবং বামের উর্ধ্বাদি হস্তে সর্পরাজ, ঘণ্টা,
অঙ্কুশ, পাশ ও অভয় মুদ্রাধারী, অপরিমিত ভূষণে উজ্জল ঐশকে ধ্যান করিবে । ১৬

এই প্রকারে ধ্যান করিয়া, মানস উপচারে পূজা করিয়া, বিশেষার্ঘ্য স্থাপন করিয়া
শৈব পীঠমন্ত্ৰ পর্যন্ত পীঠপূজা করিয়া পুনরায় ধ্যান ও আবাহন হইতে পঞ্চপুষ্পাঞ্জলি
দান পর্যন্ত কর্মসমূহ করিয়া, আবরণ পূজা করিবেন । যথা ঐশানে—ওঁ ঐশানায়
নমঃ । পূর্বে—ওঁ তৎপুরুষায় নমঃ । দক্ষিণে—ওঁ অঘোরায় নমঃ । উত্তরে—ওঁ
বামদেবায় নমঃ । পশ্চিমে—ওঁ সদ্যোজাতায় নমঃ । তাহার পর ঐশানাди কোণ
সমূহে ওঁ নিবৃত্ত্য নমঃ । এইরূপ প্রতিষ্ঠায়ৈ, বিদ্যায়ৈ, শাঠ্যৈ । পূর্ববৎ বড়ঙ্গের
পূজা করিয়া পরে পূর্বাদি অষ্ট পত্রমণ্ডে বিদ্যেশ্বর, অনন্ত প্রভৃতিকে ওঁ অনন্তায় নমঃ
ইত্যাদি মন্ত্রে পূজা করিবেন । অনন্তের পূজার পর সূক্ষ্মায়, শিবোত্তমায়, একনেত্রায়,
ত্রিমূর্ত্তয়ে, শ্রীকণ্ঠায় শিতিকণ্ঠায়, শিখণ্ডিনে নমঃ মন্ত্রে পূজা করিয়া তাহার পর
উমায়ৈ, চণ্ডেশ্বরায়, নন্দিনে, মহাকালায়, গণেশায়, ভৃঙ্গরীটায়, স্কন্দায় নমঃ মন্ত্রে
উমাদির পূজা করিয়া পত্রের বহির্ভাগে ইন্দ্রাদি লোকপাল ও বজ্রাদি অস্ত্র সমূহের
পূজা করিয়া ধূপদান হইতে বিসর্জন পর্যন্ত কর্ম শেষ করিবেন । ১৭

১। ষ—এষু ইতি নাস্তি ।

২। ক—পূর্বাদি ।

৩। ক+খ—একরুদ্রায়েতি নাস্তি ।

৪। ক+খ—ত্রিনেত্রায়েত্যত্র ত্রিমূর্ত্তয়ে ।

৫। ক+খ—শ্রীকণ্ঠায় শিতিকণ্ঠায় শিখণ্ডিনে ।

এবং ধ্যানা জপেন্ মন্ত্রং পঞ্চলক্ষং মধু-প্লুতৈঃ ।

প্রমুনৈঃ করবীরোথৈজুহুয়াং তদশাংশতঃ ॥ ১৮

অথ মন্ত্রান্তরম্—হৃদয়ং বপরং সাক্ষি-লান্তোহনস্তাঘিতো মরুৎ ।

পঞ্চাকরো মনুঃ প্রোক্তস্তারাগ্রাহয়ং ষড়ক্ষরং ॥ ১৯

বপরং তালব্য-শকারঃ । সাক্ষি তৃতীয়-স্বরবৎ । লান্তো বকারঃ । অনন্ত-
আকারঃ । মরুৎ যকারঃ । ইত্যেকঃ । প্রণবাদিশ্চেদপরঃ । ২০

অনয়োঃ পূজা । প্রাতঃকৃত্যাদি-শৈবোক্ত-পীঠমন্ত্রস্তং শ্রাসং বিধায়
ঋগ্য়াদীন্ শ্রাসেৎ । বামদেব ঋষিঃ পঙ্ক্তিচ্ছন্দঃ ঈশানো দেবতা । ততো
মুষ্টিশ্রাসঃ । তর্জ্যন্তোঃ—নং তৎপুরুষায় নমঃ । মধ্যময়োঃ—মং অধোরায
নমঃ । কনিষ্ঠয়োঃ—শিং সন্তোজাতায় নমঃ । অনামিকয়োঃ—বাং বামদেবায়
নমঃ । অঙ্গুষ্ঠয়োঃ—য়ং ঈশানায় । ২১

এই মন্ত্রের পুরস্চরণ পাঁচলক্ষ মন্ত্র জপ । যেমন শারদাতিলকে বলিয়াছেন—এই
প্রকারে ধ্যান করিয়া, পাঁচ লক্ষ মন্ত্র জপ করিবেন এবং মধু দ্বারা আশ্লুত করবীর
পুষ্পের দ্বারা জপের দশাংশ হোম করিবেন । ১৮

অনন্তর শিবের মন্ত্রান্তর—প্রথমে হৃদয় (নমঃ) পরে অক্ষি (ই) যুক্ত বপর শ
অর্থাৎ শি, পরে অনন্ত (আ) যুক্ত লান্ত ব অর্থাৎ বা, পরে মরুৎ য । শিবের এই
পঞ্চাকর মন্ত্র কথিত হইয়াছে । উহা প্রণবাদি হইলে ষড়ক্ষর হয় । ১৯

বপর—তালব্য শকার । সাক্ষি—তৃতীয় স্বরবান্ । লান্ত—বকার । অনন্ত—
আকার । মরুৎ—যকার । ইহা একটি মন্ত্র । উহা যদি প্রণবাদি হয়, তবে আর
একটি ষড়ক্ষর মন্ত্র হয় । ২০

এই দুই মন্ত্রের পূজা পদ্ধতি এইরূপ—প্রাতঃকৃত্যাদি হইতে শৈবোক্ত পীঠমন্ত্র
পর্যন্ত শ্রাস করিয়া, ঋগ্য়াদি শ্রাস করিবেন । যথা—অস্মা ত্রীশিবমন্ত্রস্য বামদেব ঋষিঃ
পঙ্ক্তিচ্ছন্দঃ ঈশো দেবতা ওঁকারো বীজং উং শক্তিঃ সমাভীষ্টসিদ্ধার্থং পূজনে-
বিনিয়োগঃ । মন্ত্রকে—ওঁ বামদেবায় ঋয়য়ে নমঃ । মুখে—ওঁ পঙ্ক্তিচ্ছন্দসে
নমঃ । হৃদয়ে—ওঁ ঈশায় দেবতায়ৈ নমঃ । গুহে—ওঁ বীজায় নমঃ । পাদদ্বয়ে
—ওঁ উং শক্তয়ে নমঃ । তাহার পর মুষ্টিশ্রাস করিবেন । যথা তর্জনীদ্বয়ে—
ওঁ নং তৎপুরুষায় নমঃ । মধ্যমাঙ্গদ্বয়ে—ওঁ মং অধোরায নমঃ । কনিষ্ঠাঙ্গদ্বয়ে—ওঁ
শিং সন্তোজাতায় নমঃ । অনামিকাঙ্গদ্বয়ে—ওঁ বাং বামদেবায় নমঃ । অঙ্গুষ্ঠদ্বয়ে—
ওঁ যং ঈশানায় নমঃ । ২১

নিবন্ধে— মন্ত্রবর্ণাদিকা শ্রুতং পঞ্চমূর্ত্তীর্থধাক্রমম্ ।

তর্জনী^১-মধ্যায়োরস্ত্রানামিকাজুষ্ঠকে পুনঃ ॥ ২২

এবং বক্তৃ-হৃদয়-পাদদ্বয়-গুহ-মূর্ত্ত^২ তা শ্রুতং । এবং প্রাগ্-যাম্য-
বারুণোদীচা^৩-মধ্য-বক্ত্রেষু তা শ্রুতং । ততঃ করাজ্ঞাসৌ । ও^৪ অঙ্গুষ্ঠাভ্যাং
নমঃ । নং তর্জনীভ্যাং স্বাহেত্যাদি । এবং হৃদয়াদিষু । যথা নিবন্ধে—

ষড়্ ভির্বর্ণেঃ ষড়্জ্ঞানি কুর্য্যান্ মন্ত্রশ্চ দেশিকঃ । ২৩

ততো গোলকজ্ঞাসঃ—হৃদি—ও^৫ নমঃ, মুখে—নং নমঃ, অংসরোঃ—মোং^৬
নমঃ, শিং নমঃ । উর্বোঃ—বাং নমঃ, যং নমঃ । এবং কণ্ঠে নাভৌ পার্শ্বদ্বয়ে
পৃষ্ঠে হৃদি । এবং মূর্ধ্নি বদনে নেত্রয়োর্নসোঃ । এবং কর-পং-সন্ধিষু সাগ্রেষু^৭ ।
এবং শিরো-বদন-হৃৎ-কুক্ষৌ উরু-পাদদ্বয়ে^৮ এবং হৃদি বক্ত্রে টঙ্ক-মৃগাভয়-

নিবন্ধে বলিয়াছেন—দেশিক যথাক্রমে তর্জনী, মধ্যমা, অন্ত্রা (কনিষ্ঠা)
অনামিকা অঙ্গুষ্ঠ অঙ্গুলিতে যথাক্রমে মন্ত্রবর্ণাদি পঞ্চ মূর্ত্তিকে জ্ঞাস করিবেন । ২২

এইরূপ বক্তৃ, হৃদয়, পাদদ্বয়, গুহ ও মন্তকে পূর্বোক্তরূপ মন্ত্রে পঞ্চ মূর্ত্তিকে জ্ঞাস
করিবেন । এইরূপ পূর্ব, দক্ষিণ, পশ্চিম, উত্তর ও মধ্য মুখে এইরূপ মন্ত্রে পঞ্চ মূর্ত্তিকে
জ্ঞাস করিবেন । তাহার পর করজ্ঞাস ও অঙ্গজ্ঞাস করিবেন । যথা—ও^৫ অঙ্গুষ্ঠাভ্যাং
নমঃ, নং তর্জনীভ্যাং স্বাহা, মং মধ্যমাভ্যাং বষট্, শিং অনামিকাভ্যাং হ্রং, বাং
কনিষ্ঠাভ্যাং বৌষট্, যং করতল-পৃষ্ঠাভ্যাং ফট্ । এইরূপ ও^৫ হৃদয়ান্ন নমঃ ইত্যাদি
প্রকার মন্ত্রে হৃদয়াদিতে অঙ্গজ্ঞাস করিবেন । যেমন শারদাতিলকতন্ত্র নিবন্ধে
বলিয়াছেন—দেশিক মন্ত্রের ছয়টি বর্ণের দ্বারা ষড়্জ্ঞাস করিবেন । ২৩

অনন্তর দশাবৃত্তিময় গোলকজ্ঞাস করিবেন । যথা হৃদয়ে—ও^৫ ও^৫ নমঃ । মুখে
—ও^৫ নং নমঃ । দক্ষিণ স্কন্ধে—ও^৫ মং নমঃ । বাম স্কন্ধে—ও^৫ শিং নমঃ । দক্ষিণ-
উরুতে—ও^৫ বাং নমঃ । বামতরুতে—ও^৫ যং নমঃ (১ম আবৃতি) । এইরূপ কণ্ঠে,
নাভিতে, পার্শ্বদ্বয়ে, পৃষ্ঠে, হৃদয়ে (২য় আবৃতি) এইরূপ মন্তকে, বদনে, নেত্রদ্বয়ে,
নাসিকাধ্বরে (৩য় আবৃতি) । এইরূপ দক্ষিণ হস্তের অঙ্গুলির মধ্য সন্ধি পর্য্যন্ত ৫টি ও
অগ্রে (৪র্থ আবৃতি) । এইরূপ বামহস্তের অঙ্গুলির মধ্য সন্ধি পর্য্যন্ত ৫টি সন্ধিতে ও
অগ্রে (৫ম আবৃতি) । এইরূপ দক্ষিণ পাদে ৫টি সন্ধি ও অগ্রে (৬ষ্ঠ আবৃতি) । এইরূপ
বাম পাদে ৫টি সন্ধি ও অগ্রে (৭ম আবৃতি) । এইরূপ মন্তকে, মুখে, হৃদয়ে, কুক্ষিতে,

১। ক—তর্জনী-মধ্যায়োঃ । ২। ক—পাদদ্বয়গুহে মূর্ত্ত^২ । ৩। খ—প্রাগ্-যাম্য বারুণা
দিব্যমধ্য । ৪। খ—অংসরোঃ যো নমঃ শিং নমঃ । ৫। ক—এবমিত্যাদিসাগ্রেষিত্যন্ত-
পাঠো নাস্তি । ৬। ক+খ—পার্শ্বদ্বয়ে ।

বরেষু । এবং বক্স্রাংস-হৃৎ-পাদোরু-জঠরেষু । এবং মূৰ্দ্ধ-ভালোদরাংস-
হৃদয়েষু তাঃ পঞ্চমূর্তীর্ন্যাসেৎ । ২৪

ততঃ— ওঁ নমোহস্ত্র স্থাপুভূতায় জ্যোতির্লিঙ্গামৃতায়নে ।

চতুমূর্ত্তি-বপুশ্ছায়া-ভাসিতাক্ষায় শস্তবে ॥

ইত্যনেন ব্যাপকং কুর্য্যাৎ । ততো ধ্যানং (২৫)—

ধ্যায়েন্নিত্যং মহেশং রজতগিরি-নিভং চাক্র-চন্দ্রাবতংসং

রত্নাকল্লোজ্জ্বলাক্ষং পরশু-মৃগ-বরাভীতি-হস্তং প্রসন্নম্ ।

পদ্মাসীনং সমস্তাং স্তুতমমরগণৈর্ব্যাস্র-কৃতিং বসানং

বিশ্বাত্তং বিশ্ববীজং নিখিল-ভয়হরং পঞ্চবক্ত্রং ত্রিনেত্রম্ ॥ ২৬

এবং ধ্যানা মানসোপচারৈঃ সংপূজ্যার্ঘ্যস্থাপন-শৈবোক্ত-পীঠপূজাদি
বিধায় পুনর্থাহাবাহনাদি-পঞ্চপুষ্পাঞ্জলি-দান পর্য্যন্তং কর্ম বিধায়াবরণপূজা-
মারভেৎ । যথা কর্ণিকায়াং পূর্ববৎ ঈশানাди-পঞ্চমূর্তীঃ সংপূজ্য কেশরেষু

উরু সহিত দক্ষিণ পার্শ্বে ও বাম পার্শ্বে (৮ম আবৃত্তি) । এইরূপ হৃদয়ে, মুখপদ্মে ও
নিজের শরীরে হস্ত চতুষ্টয় কল্পনা করিয়া তাহার চক্র (পরশু), মৃগ, অভয় ও বর
স্থানে সেই মুদ্রাযোগে (৯ম আবৃত্তি) । এইরূপ মুখে, অংসঘ্নে, হৃদয়ে, পাদে সহিত
উরুতে ও জঠরে (১০ম আবৃত্তি) । তৎ তৎ অঙ্গুলিযোগে মন্ত্রের এক একটি বর্ণকে
প্রণবাদি করিয়া শাস করিবেন । ইহার পর মস্তকে, ললাটে, উদরে, অংসঘ্নে ও
হৃদয়ে সেই পঞ্চ মূর্ত্তি যথাবৎ পুনরায় শাস করিবেন । তাহার পর ওঁ নমোহস্ত্র
স্থাপুরূপায় জ্যোতির্লিঙ্গামৃতায়নে । চতুমূর্ত্তিবপুশ্ছায়া-ভাসিতাক্ষায় শস্তবে ॥ এই
এই মন্ত্রের দ্বারা ব্যাপক শাস করিবেন । তাহার পর ধ্যান করিবেন (২৪-২৫)—

ধ্যানের অর্থ—রজতপর্বতের তায় শুভ্রবর্ণ, সুন্দর চন্দ্রযুক্ত কিরীটধারী, রত্ন ভূষণে
উজ্জ্বলাঙ্গ, দক্ষিণের উর্ধ্বহস্তে পরশু ও বামের উর্ধ্বহস্তে মৃগমুদ্রা (মৃগ নহে),
দক্ষিণের অধোহস্তে বরমুদ্রা ও বামের অধোহস্তে অভয়মুদ্রাধারী, প্রসন্ন, স্নেহপদ্মাসন,
চতুর্দিকে দেবগণ কর্তৃক কন্দিত, ব্যাস্রচর্ম পরিহিত বিশ্বের আদিকারণ, বিশ্বরূপ,
নিখিল ভয়হর পঞ্চবক্ত্র ত্রিনেত্র মহেশকে সর্বদা ধ্যান করিবেন । ২৬

এই প্রকারে ধ্যান করিয়া, মানস উপচারে পূজা করিয়া, বিশেষার্ঘ্য স্থাপন
করিয়া, শৈবোক্ত পীঠপূজা প্রভৃতি করিয়া, পুনরায় ধ্যান এবং আবাহন হইতে পঞ্চ
পুষ্পাঞ্জলি দান পর্য্যন্ত সমস্ত কর্ম করিয়া আবরণ পূজা করিবেন । যথা কর্ণিকাতে
ঈশানে—ওঁ ঈশানায় নমঃ, পূর্বাদি চারিদিকে—ওঁ তৎপুরুষায় নমঃ, ওঁ অঘোরায় নমঃ,

নিবৃত্ত্যাদি-কলা: পূর্ববৎ পূজয়েৎ । তত: অগ্ন্যাদি-কোণেষু মধ্যে দিক্ চ ও
হৃদয়ায় নমঃ, নং শিরসে স্বাহা, মং শিখায়ৈ^১ বষট্ ইত্যাদিনা সম্পূজ্য
পূর্ববদনস্তাদীন্ সম্পূজ্য উত্তরাদিত উমাদীন্, তদ্বহিরিঙ্গাদীন্ বজ্রাদীংশ্চ
সংপূজ্য ধূপাদি-বিসর্জনাশ্চ কৰ্ম সমাপয়েৎ । ২৭

অস্মি পুরশ্চরণং ষট্-ত্রিংশলক্ষজপ: । যথা—

তত্ত্ব-লক্ষং জপেন্ মন্ত্রং দীক্ষিত: শিব-বত্সনা ।

তাবৎ-সংখ্য-সহস্রাণি জুহুয়াৎ পায়সৈ: শুভৈ: ॥ ২৮

অত্র তত্ত্বশব্দেন ষট্-ত্রিংশৎ-তত্ত্বমুক্তম্, অন্তরঙ্গত্বাৎ ।

অথ মন্ত্রান্তরম্ । নিবন্ধে—ষড়ক্ষর: শক্তি-রুদ্ধ: কথিতোহষ্টাক্ষর: পর: ॥ ২৯

শক্তির্মায়া । তেন হ্রীং ও নম: শিবায় হ্রীং ইতি মন্ত্র: । অস্মি পূজা—

ওঁ বামদেবায় নমঃ, ওঁ সদ্যোজাতায় নমঃ । পরে কেশর সমূহে যথাক্রমে অগ্ন্যাদি
কোণ সমূহে ভূতবীজযোগে—ওঁ নিবৃত্ত্যে নমঃ, ওঁ প্রতিষ্ঠায়ৈ নমঃ, ওঁ বিদ্যায়ৈ নমঃ,
ওঁ শান্ত্যৈ নমঃ, ইশানে ওঁ শান্ত্যভীভায়ৈ নমঃ মন্ত্রে নিবৃত্ত্যাদি কলার পূজা করিবেন ।
তাহার পর অগ্ন্যাদি কোণে মধ্যে ও দিকে ওঁ হৃদয়ায় নমঃ, নং শিরসে স্বাহা, মং
শিখায়ৈ বষট্ ইত্যাদি মন্ত্রে ষড়ক্ষর পূজা করিয়া, পত্রমধ্যে ওঁ অনন্তায় নমঃ ইত্যাদি
মন্ত্রে অনন্ত, সূক্ষ্ম, শিবোত্তম, একনেত্র, একরুদ্র, ত্রিনেত্র, শ্রীকণ্ঠ ও শিখণ্ডী নামক
বিদ্যেশ্বরগণকে পূজা করিবেন । পরে পদ্মাসনে উত্তরাদি দিক্ হইতে ক্রমে ক্রমে ওঁ
উমায়ৈ নমঃ ইত্যাদি মন্ত্রে উমা, চণ্ডেশ্বর, নন্দী, মহাকাল, গণেশ, ভৃঙ্গরীট ও কন্দকে
পূজা করিয়া দলের বহির্ভাগে ইল্লাদি লোকপাল ও বজ্রাদি অন্তের পূজা করিয়া,
ধূপদান হইতে বিসর্জন পর্যন্ত সমস্ত কৰ্ম শেষ করিবেন । ২৭

এই মন্ত্রের পুরশ্চরণে ছত্রিশ লক্ষ মন্ত্র জপ । যেমন নিবন্ধে বলিয়াছেন—দীক্ষিত
সাধক শৈবোক্ত রীতিতে তত্ত্ব লক্ষ মন্ত্র জপ করিবেন এবং সুন্দর পায়সের দ্বারা
তাবৎ সংখ্য সহস্র (৩৬ হাজার) হোম করিবেন । ২৮

এখানে তত্ত্বশব্দে ষট্-ত্রিংশৎ (৩৬) তত্ত্ব উক্ত হইয়াছে । যেহেতু উহা ইহার
অন্তরঙ্গ অর্থাৎ শৈবমতে ছত্রিশটিই তত্ত্ব । শিবপ্রকরণে তত্ত্বশব্দে ছত্রিশ সংখ্যাই
উপস্থিত হইবে ।

অনন্তর মন্ত্রান্তর কথিত হইতেছে । শারদাতিলক নিবন্ধে বলিয়াছেন—ষড়ক্ষর
মন্ত্র (ওঁ নম: শিবায়) শক্তি (হ্রীং) দ্বারা পুড়িত হইলে অষ্টাক্ষর মন্ত্র হয় । ২৯

শক্তি—মায়া । তাহাতে হ্রীং ও নম: শিবায় হ্রীং এই মন্ত্র হয় । এই মন্ত্রের

প্রাতঃকৃত্যাদি-শৈবোক্ত-পীঠমন্ত্র-পীঠশাস্ত্রং বিধায় ঋত্বাদীন্^১ শ্রুতং । বাম-
দেব ঋষিঃ পঙ্ক্তিচ্ছন্দ উমাপতির্দেবতা । ততঃ করাদ্ভ্যাসো^২ । ও অঙ্গুষ্ঠাভ্যাং
নমঃ; নং তর্জনীভ্যাং স্বাহা, মং মধ্যমাভ্যাং^৩ বষট্ । শিং অনামিকাভ্যাং হ্রীং^৪ ।
বাং কনিষ্ঠাভ্যাং বৌষট্ । যঃ^৫ করতলপৃষ্ঠাভ্যাং ফট্ । এবং হৃদয়াদিশু । ত-
দ্যানস্ত—বন্ধুকাভং ত্রিনেত্রং শশি-শকল-ধরং স্মেরবন্ধুং বহস্তং

হস্তৈঃ শূলং কপালং বরদমভয়দং চারুহাসং নমামি ।

বামোরুস্তম্ভগায়াঃ^৬ করতল-বিলসচ্চারু-রক্তোংপলায়া

হস্তেনাল্লিষ্ট-দেহং মণিময়-বিলসদ-ভূষণায়াঃ প্রিয়ায়াঃ ॥ ৩১

ইতি ধ্যানা মানসপূজার্ঘ্য-স্থাপনে কৃত্বা শৈবোক্ত-পীঠমন্ত্র-পীঠপূজাং^৭
বিধায় পুনর্ধ্যানাবাহনা-পঞ্চ-পুষ্পাঞ্জলি-দান-পর্যন্তং বিধায়াবরণানি^৮

পূজা পদ্ধতি—প্রাতঃকৃত্য প্রভৃতি হইতে শৈবোক্ত পীঠমন্ত্র পর্যন্ত পীঠশাস্ত্র করিয়া
ঋত্বাদি শ্রাস্ত করিবেন । যথা—অস্মা শ্রীশিব-মন্ত্রস্য বামদেব ঋষিঃ পঙ্ক্তিচ্ছন্দঃ
উমাপতির্দেবতা প্রণবো বীজং মায়া শক্তির্মমাতীতসিদ্ধার্থে পূজনে বিনিয়োগঃ ।
মন্ত্রকে—ও^১ বামদেবায় ঋষয়ে নমঃ । যুবে—ও^২ পঙ্ক্তিচ্ছন্দসে নমঃ । হৃদয়ে—ও^৩
উমাপতিদেবতায়ৈ নমঃ । গুহে—ও^৪ বীজায় নমঃ । পাদদ্বয়ে—ও^৫ হ্রীং শক্তয়ে নমঃ ।
তাহার পর করাদ্ভ্যাস ও অঙ্গুষ্ঠাভ্যাস করিবেন । যথা—ও^৬ অঙ্গুষ্ঠাভ্যাং নমঃ, নং তর্জনীভ্যাং
স্বাহা, মং মধ্যমাভ্যাং বষট্, শিং অনামিকাভ্যাং হ্রীং, বাং কনিষ্ঠাভ্যাং বৌষট্, যঃ
করতল-পৃষ্ঠাভ্যাং ফট্ । এইরূপ হৃদয়াদিতে অঙ্গুষ্ঠাভ্যাস করিবেন । ৩০

বিবৃতি । স্বাধবভট্ট পদার্থাদর্শে সম্প্রদায় সিদ্ধ মত প্রকাশ করিতে বলিয়াছেন—
ষড়্-দীর্ঘযুক্ত বীজাদৈঃ ষড়্-বর্ণৈঃ ষড়্-বিধিঃ । প্রয়োগ মন্ত্রও বলিয়াছেন—ও^১ হ্রীং ও^২
হ্রীং, হ্রীং নং শিরঃ ইত্যাদি । তন্ত্রসারেও এই মত গৃহীত হয় নাই । ৩০

তাহার পর ধ্যান করিবেন । ধ্যানের অর্থ—বন্ধুক (বাঁধুলি) পুষ্পের বর্ণের তাম্র-
বর্ণ বিশিষ্ট (রক্ত বর্ণ), ত্রিনেত্র, চন্দ্রকলা-ধারী, বাম উরুস্তম্ভে উপবিষ্টা মণিময়
উজ্জ্বল ভূষণে ভূষিতা নিজ বামহস্তে বিকসিত অরুণ রক্তোংপল-ধারিণী প্রিয়ার দক্ষিণ
হস্তে আলিঙ্গিত-দেহ মধুরহাস্য-কারী উমাপতিকে স্তুতি করি । ৩১

এইরূপ ধ্যান করিয়া, মানস উপচারে পূজা করিয়া, বিশেষার্ঘ্য স্থাপন করিয়া
শৈবোক্ত পীঠ মন্ত্র পূজা পর্যন্ত সমস্ত কার্য্য করিয়া পুনরায় ধ্যান করিয়া, আবাহন

১। ঋ—ঋত্বাদি । ২। ঋ—মং মধ্যমাভ্যাং । ৩। ঋ—মং করতল । ৪। ঋ—বামোরুস্তম্ভগায়াঃ ।

৫। ঋ—শৈবোক্ত-পীঠপূজাং বিধায় । ৬। ঋ—আবরণ পূজাং কুর্ঘ্যাং । অত্র ।

পূজয়েৎ । তত্র প্রথমমঙ্গাবরণং কেশরেষুগায়াদি-কোণেষু মধ্যে দিক্ ৫ ও
হ্রদয়ার নমঃ ইত্যাদিনা পূজয়েৎ । ততো মধ্যে পূর্বাদি-দিক্ ৫ হ্রদ্বৈখাং
গগনাং রক্তাং করালিকাং মহোচ্ছ্বাসাম্ । পূর্বাদি-পত্রেষু বৃষভং ক্ষেত্রপালং
চণ্ডেশং দুর্গাং কান্তিকেশং নন্দিনং বিনায়কং সেনাপতিং^১ । পত্রাগ্রেষু পূর্ব-
বহুমাদীন্, তদ্বাহে ব্রাহ্মাণ্ডা মাতৃ-সুদাহিরিজাদীন্ বজ্রাদীংশ্চ সংপূজ্য ধূপাদি-
বিসর্জনান্তং কর্ম সমাপয়েৎ ॥ ৩২ ॥ অত্র পুরশ্চরণং চতুর্দশলক্ষ-জপঃ ।

তথা^২—মনুলক্ষং জপেন্ মন্ত্রং তদদশাংশং যথা বিধি ।

জুহুয়ান্-মধুরাসিতৈত্তরারথ-সমিধুরৈঃ ॥ আরথঃ সোনালাঃ । ৩৩

নিবন্ধে— তারো মায়া বিয়দ্ বিন্দু-মনুস্বর-সমস্থিতঃ^৩ ।

পঞ্চাক্ষর-সমায়ুক্তো বসুবর্ণো মনুর্মতঃ ॥ ৩৪

হইতে পঞ্চপুষ্পাঞ্জলি দান পর্যন্ত সমস্ত কার্য্য করিয়া, আবরণ দেবতাগণের পূজা
করিবেন । তদ্বাধ্যে প্রথম অঙ্গাবরণ, কেশরের অগ্ন্যাদিকোণে, মধ্যে ও দিক্‌সমূহে ও^১
হ্রদয়ার নমঃ ইত্যাদি মন্ত্রে ষড়্ভদ্রদেবতার পূজা করিবেন । পরে কর্ণিকামধ্যে ও
পূর্বাদি দিক্‌সমূহে ও^২ হ্রোং হ্রদ্বৈখাঠৈ নমঃ, ও^৩ হ্রোং গগনাঠৈ নমঃ, ও^৪ হ্রীং
রক্তাঠৈ নমঃ, ও^৫ হ্রিং করালিকাঠৈ নমঃ । ও^৬ হ্রং মহোচ্ছ্বাসাঠৈ নমঃ । পরে পত্রে
পূর্বাদি দিক্‌ক্রমে ও^৭ বৃষভায় নমঃ ইত্যাকার মন্ত্রে বৃষভ, ক্ষেত্রপাল, চণ্ডেশ, দুর্গা,
কান্তিকেশ, নন্দী, বিঘ্ননায়ক ও সেনাপতিকে পূজা করিবেন । পত্রের অগ্রে ও^৮
উমাঠৈ নমঃ ইত্যাকার মন্ত্রে উমা, চণ্ডেশ্বর, নন্দী মহাকাল, গণেশ, বৃষভ, ভৃঙ্গরীট
ও হনুকে পূজা করিবেন । পরে পত্রের অগ্রভাগে স্ববীজ অগ্রে দিয়া ব্রাহ্মী,
মাহেশ্বরী, কোমারী, বৈষ্ণবী, বারাহী, ইন্দ্রাণী, চামুণ্ডা ও মহালক্ষ্মীকে পূজা করিবেন ।
দলের বহির্ভাগে ইন্দ্রাদি লোকপাল ও বজ্রাদি অস্ত্রের পূজা করিয়া ধূপদান হইতে
বিসর্জন পর্যন্ত সমস্ত কর্ম শেষ করিবেন । ৩২

এই 'মন্ত্রের পুরশ্চরণ চতুর্দশ লক্ষ মন্ত্র জপ । শারদাভিলকে বলিয়াছেন—চতুর্দশ
লক্ষ মন্ত্র জপ করিবেন । বথাবিধানে মধুরাধ্বত আরথ (সোনালা) বৃক্ষের উত্তম
সমিধের দ্বারা তৎসহস্র (চতুর্দশ সহস্র) হোম করিবেন । আরথঃ—সোনালা । ৩৩

মন্ত্রান্তর । শারদাভিলক নিবন্ধে বলিতেছেন—তার (ও^১) মায়া হ্রীং, বিন্দু ও মনুস্বর
(ও) যুক্ত বিয়ৎ (হ) এবং পঞ্চাক্ষর মন্ত্র যুক্ত হইলে অষ্টাক্ষর মন্ত্র কথিত হয় । ৩৪

তেন ও হ্রীং হৌং নমঃ শিবায় ইতি^১ হরগৌরী-মন্ত্রঃ । অস্ত্য পূজা—পঞ্চ
পুষ্পাঞ্জলি দান-পর্যন্তমুক্তাষ্টাকরবৎ কৃত্বা পূর্ববদজানি সংপূজ্য শৈবোক্ত-দিশা
পত্রৈশ্বনস্তাদীন্, পত্রাণ্ডে উমাদীন্, তদ্বহিরিস্তাদীন্ বজ্রাদীংশ্চ সংপূজ্য
ধূপাদি-বিসর্জনাস্তং কুর্য্যাৎ । ধ্যানস্ত (৫৫)—

বন্দে সিন্দূর-বর্ণং মণিমুকুট-লসচ্চারুচন্দ্রাবতংসং

ভালোচ্ছিন্নেন্দ্রমীশং স্মিতমুখ-কমলং দিব্য-ভূষাঙ্গরাগম্ ।

বামোরুর্ন্যস্তপাণেররুণ-কুবলয়ং সম্পদত্যাঃ প্রিয়ায়া

বৃত্তোত্তুঙ্গ-স্তনাগ্রে নিহিত-করতলং বেদ-টঙ্কেষু-হস্তম্ ॥ ৫৬

নিবন্ধে— অষ্টলক্ষং জপেন্ মন্ত্রী মন্ত্রং মন্ত্রবিদাং বরঃ ।

তৎ সহস্রং প্রজুহুয়াং পায়সান্নৈষ্বৃত-প্লুতৈঃ ॥ ৩৭

অথ মৃত্যুঞ্জয়ঃ— তারং স্থিরা সর্গেণ্দুর্ভুগুঃ সর্গ-সমন্বিতঃ ।

ত্র্যক্ষরায়া নিগদিতো মন্ত্রো মৃত্যুঞ্জয়াত্মকঃ ॥ ৩৮

ভাহাতে ৩^১ হ্রীং হৌং নমঃ শিবায় এই মন্ত্রটি হরগৌরীর মন্ত্র হয় । এই মন্ত্রের
পূজা পদ্ধতি—পূর্বোক্ত পঞ্চাকর মন্ত্রের দ্বায় পঞ্চ পুষ্পাঞ্জলি দান পর্যন্ত সমস্ত কার্য্য
করিয়া, পূর্ববৎ অঙ্গদেবতার পূজা করিয়া, শৈবোক্ত রীতিতে পত্র সমূহে অনন্ত
প্রভৃতিকে, পত্রের অগ্রে উমা প্রভৃতিকে, তাহার বহির্ভাগে ইন্দ্রাদি লোকপাল ও
বজ্রাদি অস্ত্র সমূহকে পূজা করিয়া ধূপাদিদান হইতে বিসর্জন পর্যন্ত কার্য্য সমূহ
করিবেন । এই মন্ত্রের ধ্যান হইতেছে (৫৫)—

ধ্যানের অর্থ—সিন্দূর বর্ণ, মণিময় মুকুটে উজ্জ্বল, চারুচন্দ্রযুক্ত শিরোভূষণে ভূষিত,
জলাটে উদ্গত-নেত্র, ঈষৎ হাস্যযুক্ত বদন-কমল, দিব্যভূষণে ভূষিত, অঙ্গরাগে রঞ্জিত,
বাম উরুতে স্তম্ভ দক্ষিণহস্তা বামহস্তে অরুণ কুবলয়-ধারিণী প্রিয়ার ফুল সুউচ্চ
বামস্তনাগ্রে নিহিত অধোহস্তের করতল, বামের উর্ধ্ব হস্তে বর, দক্ষিণের উর্ধ্বাদি-
হস্তদ্বয়ে বেদ (পুস্তক) ও টঙ্কধারী ঈশ্বরকে বন্দনা করি । ৫৬

শারদাতিলক নিবন্ধে বলিয়াছেন—মন্ত্রবিৎ-শ্রেষ্ঠ পুরস্করণে এই মন্ত্র আট লক্ষ জপ
করিবেন এবং ঘৃতের দ্বারা আশ্রুত পায়সের দ্বারা আট হাজার হোম করিবেন । ৩৭

অনন্তর মৃত্যুঞ্জয় মন্ত্র । শারদাতিলকে বলিয়াছেন—তার, স্থিরা (জ) কর্ণ
(বামকর্ণ উ) ইন্দু (২) যুক্ত, ভৃগু (স) বিসর্গ-সমন্বিত হইবে । মৃত্যুঞ্জয়রূপ ৩^১ জুং সঃ
এই ত্র্যক্ষর কথিত হইয়াছে । ৩৮

স্থিরা জকার:, “ভোগদো বিজয়া স্থিরা” ইতি বর্গ্য-জকারানুশাসনাং ।
কর্ণ: পঞ্চমস্বর:, সামান্য-নির্দেশ-স্বরসাং । ইন্দুবিন্দু: । ভৃগু: সকার: । সর্গো
বিসর্গ: ১ । তথাচ ওঁ জুং স: ইতি ত্র্যক্ষরো মন্ত্র: । ৩৯

অশ্ব কহোল ঋষির্দেবীগায়ত্রীছন্দ: মৃত্যুঞ্জয়ো দেবতা । যথা (৪০)—

ঋষি: কহোলে দেব্যাদি-গায়ত্রীছন্দ ঈরিতম্ ।

মৃত্যুঞ্জয়ো মহাদেবো দেবতাস্থ প্রকীৰ্ত্তিতা ॥ ৪১

করাজ্ঞাসমৌ তু—সাং অঙ্গুষ্ঠাভ্যাং নম:, সীং তর্জনীভ্যাং স্বাহেত্যাदिना ।
সাং হৃদয়ায় নম ইত্যাদিনা চ । যথা নিবন্ধে—

ভৃগুণা দীর্ঘ যুক্তেন কুর্যাদঙ্গ-ক্রিয়াং মনো: । ৪২

তথা চ প্রাতঃকৃত্যাদি-শৈবোক্ত-পীঠমন্ত্র-পীঠস্থাসান্তং বিধায় ঋষ্যাदि-
স্থাস-করাজ্ঞ-স্থাসান্ বিধায় ধ্যায়েৎ । ৪৩

ভোগদো বিজয়া স্থিরা—এই বর্গ্য জকারের অনুশাসন অনুসারে স্থিরা জকার ।
সামান্যত: কর্ণ শব্দের নির্দেশ থাকায় এস্থলে কর্ণ—পঞ্চমস্বর উ । ইন্দু:—বিন্দু ।
ভৃগু:—সকার । সর্গ বিসর্গ: । তাহা হইলে ওঁ জুং স: এই ত্র্যক্ষর মন্ত্র হয় । ৩৯

বিবৃতি । রাঘব ভট্ট পদার্থাদর্শে উহার ব্যাখ্যায় বলিয়াছেন—কর্ণো বামকর্ণ: উ
অথবা কর্ণশব্দেন ষট্‌সংখ্যা, তেন উ । ইহার দ্বারা বুঝা যায়, তাহার মতে মন্ত্রটি
হইবে—ওঁ জুং স: । নারায়ণীয় তন্ত্রেরও এই মত । এস্থলে সম্প্রদায় অনুসারে ইহার
প্রয়োগ কর্তব্য । ৩৯

এই মন্ত্রের কহোল ঋষি, দেবী গায়ত্রী ছন্দা, মৃত্যুঞ্জয়, দেবতা, প্রণব বীজ:
(পদ্মপাদাচার্য্য মতে জুং বীজ), স: শক্তি । যেমন শারদাতিলকে বলিয়াছেন (৪০)—

এই মন্ত্রের কহোল ঋষি, দৈবী গায়ত্রী ছন্দ: কথিত হইয়াছে । এই মন্ত্রের
মৃত্যুঞ্জয় মহাদেব দেবতা কথিত হইয়াছেন । ৪১

সাং অঙ্গুষ্ঠাভ্যাং নম:, সীং তর্জনীভ্যাং স্বাহা ইত্যাদি মন্ত্রে করজ্ঞাস এবং সাং
হৃদয়ায় নম: ইত্যাদি মন্ত্রে অঙ্গজ্ঞাস হইবে । যেমন নিবন্ধে (শারদাতিলকে)
বলিয়াছেন—ষড়্‌দীর্ঘযুক্ত ভৃগু (স) দ্বারা মন্ত্রের ষড়্‌জ্ঞাস করিবেন । ৪২

তাহা হইলে প্রাতঃকৃত্যাদি হইতে শৈবোক্ত পীঠমন্ত্র পর্যন্ত পীঠস্থাস করিয়া,
ঋষ্যাদিস্থাস, করাজ্ঞাস করিয়া ধ্যান করিবেন ৪৩

চন্দ্রাৰ্কাগ্নি-বিলোচনং স্মিতমুখং পদ্মদ্বয়ান্তঃ-স্থিতং

মুদ্রা-পাশ-মৃগাক্ষ-সূত্র বিলসৎ-পানিং হিমাংসু-প্রভম্ ।

কোটীরেন্দু-গলৎ-সুধাপ্লুত-তমুং হারাদি ভূষোজ্জলং

কাস্ত্য্য বিশ্ব-বিমোহনং পশুপতিং মৃত্যুঞ্জয়ং ভাবয়ে ॥ ৪৪

এবং ধ্যান্য মানসপূজার্থ্য-স্থাপনাদি-পীঠ-মন্ত্রস্তাং পূজাং কৃৎস্না পুনর্ধ্যান্য-বাহনাদি-পঞ্চপুষ্পাঞ্জলি-দানপর্য্যন্তং বিধায় কেশরেষুগ্নাদি-কোণেষু মধ্যো দিক্ষু চ ষড়্জানি সংপূজ্য, তদ্বহিরিন্দ্রাদীন্ বজ্রাদীংশ্চ সংপূজ্য ধূপাদি-বিসর্জনান্তং কর্ম সমাপয়েৎ । ৪৫

তথা— গুণলক্ষং জপেন্মন্ত্রং তদ্রশাংশং বিশাল-ধীঃ ।

জুহুয়াদমৃত্যুখণ্ডৈঃ শুদ্ধ-ত্বক্ষাক্ষ্য-লোড়িতৈঃ ॥ ৪৬ গুণান্ত্রয়ঃ । অমৃত্যু গুড়ুচী । ৪৭

অথ মৃত্যুঞ্জয়স্থাপনো মন্ত্রঃ

মৃত্যুঞ্জয়ং সমুদ্রত্যা পালয়-দ্বিতয়ং পুনঃ ।

মৃত্যুঞ্জয়ং সমুচ্চাৰ্য্য পুনরেব বিলোমতঃ ॥ ৪৮

ধ্যানের অর্থ—চন্দ্র, অর্ক ও অগ্নিস্বরূপ তিনটি নয়ন বিশিষ্ট, স্মিতমুখ, পদ্মদ্বয়ের মধ্যে অবস্থিত অর্থাৎ উর্ধ্বমুখ পদ্মে উপবিষ্ট, অধোমুখ পদ্ম মস্তকে নিহিত, দক্ষিণের উর্ধ্ব হস্ত হইতে অধোহস্ত পর্য্যন্ত চারি হস্ত জ্ঞানমুদ্রা, পাশ, মৃগমুদ্রা ও অক্ষসূত্রে উল্লসিত, চন্দ্রতুল্য শুভ্রবর্ণ, মুকুটলগ্ন চন্দ্র হইতে বিগলিত সুধাধারায় আশ্রুত দেহ, হারাদি ভূষণে উজ্জ্বল, কাস্তি দ্বারা বিশ্ব বিমোহনকারী পশুপতি মৃত্যুঞ্জয়কে ভাবনা করি । ৪৪

এই প্রকার ধ্যান করিয়া, মানস উপচারে পূজা করিয়া, বিশেষার্থ্য স্থাপন হইতে পীঠমন্ত্রের পূজা পর্য্যন্ত কার্য্য করিয়া, কেশরের অগ্ন্যাদিকোণে মধ্যো ও দিক্‌সমূহে ষড়্জনের পূজা করিয়া, দলের বহির্ভাগে ইন্দ্রাদি লোকপাল ও বজ্রাদি অস্ত্রের পূজা করিয়া, ধূপদান হইতে বিসর্জন পর্য্যন্ত কর্মসমূহ শেষ করিবেন । ৪৫

এই মন্ত্রের পুরস্চরণ সম্বন্ধে উক্ত হইয়াছে যে, বিশাল বুদ্ধি পুরস্চরণে তিন লক্ষ মন্ত্র জপ করিবেন এবং শুদ্ধ (বস্ত্র দ্বারা গালিত) ত্বক ও আক্য দ্বারা আশ্রুত অমৃত্যু-খণ্ডের (গুড়ুচী) দ্বারা তাহার দশাংশ (তিন ভাজার) হোম করিবেন । ৪৬

৪৭ হইতেছে তিন । অমৃত্যু—গুড়ুচী (গুলক) । ৪৭

অনন্তর মৃত্যুঞ্জয়ের অপর মন্ত্র । মৃত্যুঞ্জয় মন্ত্র উচ্চারণ করিয়া পুনরায় পালয়-দ্বিতয় অর্থাৎ পালয় পালয় বলিয়া পুনরায় বিলোমে মৃত্যুঞ্জয় মন্ত্র উচ্চারণ করিলে

দ্বাদশাক্ষরমন্ত্রোহয়ং যুত্যাঞ্জয়াতিধোহপরঃ ।

ধ্যান-পূজাদিকং সর্বং পূর্ববচ সমাচরেৎ ॥ ৪৯

তথা চ ওঁ জুং সঃ পালয় পালয় সঃ জুং ওঁ ॥ ৫০

অথ দক্ষিণামূর্তিঃ—প্রণবো হৃদয়ং পশ্চাৎ ততো ভগবতে পদম্ ।

ঙেস্তাঞ্চ দক্ষিণামূর্তিঃ মহ্যং মেধামুদীরয়েৎ ।

প্রযচ্ছ ঠ-দ্বয়াস্তোহয়ং দ্বাবিংশত্যাক্ষরো মনুঃ ॥ ৫১

তেন ওঁ নমো ভগবতে দক্ষিণামূর্তয়ে মহ্যং মেধাং প্রযচ্ছ স্বাহা ইতি ।

অস্ত্য পূজা—প্রাতঃকৃত্যাদি-শৈবোক্ত-পীঠমবস্তং বিন্যস্ত ঋত্মাদিত্যাসং কুর্যাৎ ।

চতুর্মুখ ঋষির্দেবী-গায়ত্রীছন্দঃ দক্ষিণামূর্তিদেবতা । করাক্ষত্মাসৌ তু—ওঁ

আঁ ওঁ অঙ্গুষ্ঠাভ্যাং নমঃ । ওঁ ঈঁ ওঁ তর্জনীভ্যাং স্বাহা ইত্যাদি-ক্রমেণ ।

যথা নিবন্ধে (৫২)।—

তারুরূকৈঃ স্বরৈর্দীর্ঘৈঃ ষড়্ভিরঙ্গানি কল্পয়েৎ ।

অথবা মন্ত্রসমুত্তৈঃ পদৈর্বা কল্পয়েৎ ক্রমাৎ ॥ ৫৩

যুত্যাঞ্জয়ের অপর যুত্যাঞ্জর নামক দ্বাদশাক্ষর মন্ত্র হইবে । এই মন্ত্রের ধ্যান পূজাদি সমস্তই যুত্যাঞ্জর মন্ত্রের দ্বারা আচরণ করিবেন । ৪৮-৪৯

তাহা হইলে ওঁ জুংসঃ পালয় পালয় সঃ জুং ওঁ এই মন্ত্র হয় । ৫০

অনন্তর দক্ষিণামূর্তির মন্ত্র । প্রথমে প্রণব ও হৃদয় (নমঃ), তাহার পর ভগবতে পদ, তাহার পর ঙে—বিভক্তিয়ুক্ত দক্ষিণামূর্তি অর্থাৎ দক্ষিণামূর্তয়ে পদ, তাহার পর মহ্যং মেধাং বলিবেন । তাহার পর প্রযচ্ছ ও ঠ দ্বয়ান্ত অর্থাৎ অস্তে ঠ দ্বয় (স্বাহা) । এই মন্ত্র দ্বাবিংশত্যাক্ষর । ৫১

তাহাতে ওঁ নমো ভগবতে দক্ষিণামূর্তয়ে মহ্যং মেধাং প্রযচ্ছ স্বাহা—এই মন্ত্র হইবে । এই মন্ত্রের পূজা পদ্ধতি—প্রাতঃকৃত্যাদি হইতে শৈবোক্ত পীঠমন্ম পর্য্যন্ত আস করিয়া ঋত্মাদিত্যাস করিবেন । এই মন্ত্রের চতুর্মুখ ঋষি, দেবী গায়ত্রী ছন্দঃ দক্ষিণামূর্তি দেবতা, প্রণবান্ত নাদ বীজ ও স্বাহা শক্তি । এই মন্ত্রের করাক্ষাস যথা—ওঁ আং ওঁ অঙ্গুষ্ঠাভ্যাং নমঃ, ওঁ ঈং ওঁ তর্জনীভ্যাং স্বাহা, ওঁ উং ওঁ মধ্যমাভ্যাং বষট্, ওঁ এং ওঁ অনামিকাভ্যাং হং, ওঁ ওং ওঁ কনিষ্ঠাভ্যাং বৌষট্, ওঁ অঃ ওঁ করতল-পৃষ্ঠাভ্যাং ফট্, যেমন নিবন্ধে বলিয়াছেন (৫২)।—

প্রণব পুটিত ছয়টি দীর্ঘ স্বর আ ঈ উ এ ওঁ অঃ দ্বারা অঙ্গাক্ষাস করিবেন । অথবা মন্ত্রের অন্তর্গত পদসমূহের দ্বারা ক্রমে ক্রমে করাক্ষাস করিবেন । ৫৩

যথা ওঁ নমো অঙ্গুষ্ঠাভ্যাং নমঃ । ভগবতে তর্জনীভ্যাং স্বাহা । দক্ষিণামূর্তয়ে
মধ্যমাভ্যাং বষট্ । মহাং মেধাং অনামিকাভ্যাং হং । প্রযচ্ছ কনিষ্ঠাভ্যাং
বৌষট্ । সর্বং সমুচ্চাৰ্য্য^১ করতল-পৃষ্ঠাভ্যাং ফট্ । এবমেব হৃদয়াদিষু ।
তথাচ মানসোল্লাসে (৫৪)—

ত্রিভিচ্চতুর্ভিঃ ষড়্ভিচ্চ চতুর্ভিঃপ্রিভিরক্ষরৈঃ ।

মন্ত্রবর্ণৈর্বিভক্তৈর্বা কুর্যাদঙ্গক্রিয়াং মনোঃ^২ ॥ ইতি ॥ ৫৫

ততো ধ্যানং— বটবৃক্ষং মহোচ্ছ্রায়ং পদ্মরাগ-ফলোজ্জ্বলম্ ।

গারুত্মত-ময়ৈঃ পত্রৈর্বিচিত্রৈরুপশোভিতম্ ॥ ৫৬

নবরত্ন-মহাকল্লৈর্লব্ধমানৈরলঙ্কৃতম্ ।

বিচিন্ত্য বটমূলস্থং চিন্তয়েন্লোকনায়কম্ ॥ ৫৭

স্ফটিকরজতবর্ণং মোক্তিকীমক্ষমালামমৃতকলস-বিহ্ন -জ্ঞানমুদ্রাঃ করাজৈঃ ।

দধতমুরগ-কক্ষং চন্দ্রচূড়ং ত্রিনেত্রং বিধূত-বিবধ-ভূষণং দক্ষিণামূর্তিমীড়ে ॥ ৫৮

এবং ধ্যানত্যা মানসৈঃ সম্পূজ্যার্ঘ্যস্থাপন-শৈবোক্ত-পীঠপূজা-পুনর্ধ্যানা-

যেমন—ওঁ নমো অঙ্গুষ্ঠাভ্যাং নমঃ, ভগবতে তর্জনীভ্যাং স্বাহা, দক্ষিণামূর্তয়ে
মধ্যমাভ্যাং বষট্, মহাং মেধাং অনামিকাভ্যাং হং, প্রযচ্ছ কনিষ্ঠাভ্যাং বৌষট্,
স্বাহা করতলপৃষ্ঠাভ্যাং ফট্ । এই প্রকারেই হৃদয়াদিতে অঙ্গস্থাপন করিবেন ।
মানসোল্লাসেও সেইরূপ বলিয়াছেন । ৫৪

প্রথমে বিভক্ত তিনটি মন্ত্র বর্ণের দ্বারা, পরে চারিটি, পরে ছয়টি, পরে চারিটি,
পরে তিনটি, পরে দুইটি বিভক্ত মন্ত্র বর্ণের দ্বারা এই মন্ত্রের অঙ্গক্রিয়া করিবেন ।
তাহার পর ধ্যান করিবেন (৫৫)—

হিমাচলভটে অতিবিশাল মহাদীর্ঘ, পদ্মরাগফলের দ্বারা উজ্জ্বল বিচিত্র গারুত্মত
(মরকত) মণিময় পত্রের দ্বারা উপশোভিত, নবরত্নময় লব্ধমান (সুরি) দ্বারা
অলঙ্কৃত বটবৃক্ষকে চিন্তা করিয়া ঐ বটবৃক্ষমূলে লোকনাথকে চিন্তা করিবে । ৫৬-৫৭

স্ফটিক রজতের দ্বারা বর্ণবিশিষ্ট, দক্ষিণের উদ্ধরহস্ত হইতে অধোহস্ত পর্য্যন্ত
করাগ্র সমূহের দ্বারা যুক্তাময়ী অক্ষমালা, অমৃতপূর্ণ কলস, বিদ্যা (পুস্তক) ও
জ্ঞানমুদ্রাধারী, বাহ্যমূলে বন্ধসর্প, চন্দ্রচূড়, ত্রিনেত্র বিবিধভূষণধারী দক্ষিণামূর্তিকে
স্তুতি করি । ৫৮

এই প্রকারে ধ্যান করিয়া মানস উপচারে পূজা করিয়া, বিশেষার্ঘ্য স্থাপন করিয়া

বাঁহনাদি-পঞ্চপুষ্পাঞ্জলিদান-পর্যন্তঃ বিধায় কেশরেণু অগ্ন্যাণ্ডিকোণেশু মধ্যে
দিক্ চ ৩° আ° ৩° হৃদয়ায় নমঃ ইত্যাদিনা ষড়্ভঙ্গেনাত্য্য পূর্বাদি-পত্রেষু ৩°
সরস্বতৌ^১ নমঃ এবং ব্রহ্মণে, সনকায়, সনন্দায়, সনাতনায়, শুকায়, ব্যাসায়,
গণেশ্বরায় । তদ্বহিঃ পূর্বাদিতঃ ৩° সিদ্ধায়^২ নমঃ । এবং গন্ধর্বায়, যোগীন্দ্রায়,
বিদ্যাধরায়, তদ্বহিরিন্দ্রাদীন্ বজ্রাদীংশ্চ সংপূজ্য ধূপাদি-বিসর্জনান্তঃ কর্ম
সমাপয়েৎ । অশ্ব পুরশ্চরণং লক্ষজপঃ । সঘৃত-পদ্মেদিশাংশ-হোমশ্চ । ৫৯
অধার্কনারীশ্বরঃ—অগ্নি-সমর্পকাদিত্য-রানিলৌ-ষষ্ঠ-বিন্দুমৎ ।

চিন্তামণিরিতি খ্যাতং বীজং সর্বসমৃদ্ধিদম্ ॥ ৬০

অগ্নি রেফঃ । সমর্পকঃ ক্ষকারঃ । আদিত্যো মকারঃ । র স্বরূপম্ ।

শৈবোক্ত পীঠপূজা, পুনর্ধ্যান, আবাহন হইতে পঞ্চপুষ্পাঞ্জলি দান পর্যন্ত সমস্ত কার্য্য
করিয়া কেশরের অগ্ন্যাণ্ডিকোণে মধ্যে ৩ দিক্ সমূহে ৩° আং ৩° হৃদয়ায় নমঃ ইত্যাদি
পূর্বোক্ত মন্ত্রে ষড়্ভঙ্গের পূজা করিয়া পূর্বাদি পত্রসমূহে ৩° সরস্বতৌ নমঃ, এইরূপ
ব্রহ্মণে, সনকায়, সনন্দায়, সনাতনায়, শুকায়, ব্যাসায়, গণেশ্বরায় নমঃ মন্ত্রে সরস্বতী
প্রভৃতির পূজা করিয়া, চতুরশ্চের মধ্যে পূর্বাদি দিক্ ক্রমে ৩° সিদ্ধায় নমঃ, এইরূপ
গন্ধর্বায়, যোগীন্দ্রায়, বিদ্যাধরায় নমঃ মন্ত্রে সিদ্ধাদির পূজা করিয়া, পত্রের বহির্ভাগে
ইন্দ্রাদি লোকপাল ও বজ্রাদি অস্ত্র সমূহের পূজা করিবেন । পরে ধূপদান হইতে
বিসর্জন পর্যন্ত যাবতীয় কর্ম শেষ করিবেন । এই মন্ত্রের পুরশ্চরণে লক্ষ মন্ত্র জপ
এবং সঘৃত পদ্মের দ্বারা দশাংশ হোম । ৫৯

বিবৃতি । শারদাতিলক ভগ্নে উনবিংশ পটলে প্রথমে দক্ষিণামুষ্টির এই মন্ত্রটি
উক্ত হইয়াছে—দক্ষিণামুষ্ঠয়ে তুভ্যং বটমূলনিবসিনে । ধ্যানৈক-নিরতাজায় নমো
কদ্রায় শস্তবে । এই মন্ত্রটি আদিত্যে ৩° হ্রীং এবং অন্তে হ্রীং ৩° দ্বারা গুটিত হয় ।
এই মন্ত্রের ঋত্বাদিষ্ঠাস, করাজ্জ্ঞাস, বর্ণজ্ঞাস ও ধ্যান প্রভৃতি সেখানে উক্ত হইয়াছে ।
যাঁহারা এই মন্ত্রে উপাসনা করিতে ইচ্ছুক, তাঁহারা শারদাতিলকে এই মন্ত্রের উপাসনা
শক্তি দেখিতে পাইবেন । আগম-ভক্তবিলাস ও ভক্তসারে এই মন্ত্র কেন উল্লিখিত
হয় নাই, তাহা সুধীগণ চিন্তা করিয়া দেখিবেন । ৬০

অনন্তর অর্ধনারীশ্বর মন্ত্র । অগ্নিটি (র্) সমর্পক (ক্ষ), আদিত্য (ম) বৃ-
অনিল (ব), ঔ এবং ষষ্ঠ স্বর (উ) ও বিন্দু যুক্ত মন্ত্রটি সর্বসমৃদ্ধিপ্রদ চিন্তামণি বীজ-
বলিয়া খ্যাত হইয়াছে । ৬০

অগ্নি—রেফ র্ । সমর্পক—ক্ষকার । আদিত্য—মকার । বৃ—বরূপ অর্থাৎ বৃ ।

অনিলো যকারঃ । ও স্বরূপম্ । ষষ্ঠ দীর্ঘোকারঃ^১ । তেন র ক ম র য ও উ^২ ।
 অশ্রু কশ্যপ ঋষিরনুষ্টুপ্-ছন্দঃ অর্দ্ধনারীশ্বরো দেবতা । পূজা তু—প্রাতঃ-
 কৃত্যাদি-শৈবোক্ত-পীঠমন্ত্রস্তং বিদ্যন্ত ঋত্যাদিভ্যাসং কৃত্বা করাজ্ঞাসৌ কুর্য্যাৎ ।
 যথা—রং অঙ্গুষ্ঠাভ্যাং নমঃ । কং তর্জনীভ্যাং স্বাহা, যং মধ্যমাভ্যাং বষট্ ।
 মং অনামিকাভ্যাং ছং । রং কনিষ্ঠাভ্যাং বৌষট্ । যং করতল-পৃষ্ঠাভ্যাং ফট্ ।
 এবং হৃদয়াদিষু । তথাচ নিবন্ধে (৬১)—

রেফাদি-ব্যাঞ্জনৈঃ ষড়্ভিঃ কুর্যাদঙ্গানি ষট্ ক্রমাদিতি^৩ । ততো ধ্যানং—
 নীলপ্রবাল-রুচিরং বিলসৎ-ত্রিনেত্রং পাশারুণোংপল-কপালক-শূলহস্তম্ ।
 অর্দ্ধাশ্বিকেশমনিশং প্রবিভক্ত-ভূষং বালেন্দুবন্ধ-মুকুটং প্রণমামি রূপম্ ॥ ৬২
 এবং ধ্যানত্যা মানসৈঃ সম্পূজ্যার্য্যস্থাপন-শৈবোক্ত-পীঠপূজা-পুনর্ধ্যানাত্-

অনিল—যকার । ও স্বরূপ । ষষ্ঠ—দীর্ঘ উকার । তাহাতে র্ ক্ ম্ র্ য্ ও উং হয় ।
 এই মন্ত্রের কাশ্যপ ঋষি, অনুষ্টুপ্ ছন্দঃ অর্দ্ধনারীশ্বর দেবতা, রেফ বীজ ও উকার
 শক্তি । এই মন্ত্রের পূজা কিত্ত—প্রাতঃকৃত্যাদি ইহাতে শৈবোক্ত পীঠ মনু পর্য্যন্ত ভ্যাস
 করিয়া ঋত্যাদি ভ্যাস করিবেন । যথা অশ্রু কশ্যপ ঋষিরনুষ্টুপ্-
 ছন্দঃ অর্দ্ধনারীশ্বরো দেবতা রেফা বীজঃ উকারঃ শক্তিঃ সর্বসমৃদ্ধি-প্রাপ্তয়ে পূজনে
 বিনিয়োগঃ । মন্ত্রক—ও কাশ্যপায় ঋষয়ে নমঃ । মুখে—ও অনুষ্টুপ্-ছন্দসে নমঃ ।
 হৃদয়ে—ও অর্দ্ধনারীশ্বরায় দেবতায়ৈ নমঃ । গুহে—ও র্কারায় বীজায় নমঃ ।
 পাদদ্বয়ে—ও উকারায় শক্তয়ে নমঃ । পরে করভ্যাস ও অঙ্গভ্যাস করিবেন । যথা—
 রং অঙ্গুষ্ঠাভ্যাং নমঃ, কং তর্জনীভ্যাং স্বাহা, যং মধ্যমাভ্যাং বষট্, মং অনামিকাভ্যাং
 ছং । রং কনিষ্ঠাভ্যাং বৌষট্, যং করতল-পৃষ্ঠাভ্যাং ফট্ । এই প্রকার মন্ত্রে
 অঙ্গভ্যাস করিবেন । তাহাই নিবন্ধে (শারদাতিলকে) বলিয়াছেন—রেফাদি ছয়টি
 ব্যাঞ্জনের দ্বারা যথাক্রমে ছয়টি স্থানে অঙ্গভ্যাস করিবেন । তাহার পর ধ্যান
 করিবেন (৬১)—

ধ্যানের অর্থ—মহেশের অর্দ্ধনীলবর্ণ, পার্বতীর অর্দ্ধ প্রবালবর্ণ, উজ্জল ত্রিনয়ন
 বিশিষ্ট, দেবীর অর্দ্ধ হস্তদ্বয়ে পাশ ও অরুণ উংপল, মহেশের অর্দ্ধহস্তদ্বয়ে কপাল ও
 ত্রিশূল, মহেশের অর্দ্ধ সর্পাদি দ্বারা অলঙ্কৃত, পার্বতীর অর্দ্ধদেহ রক্ত ভাটকাবি দ্বারা
 অলঙ্কৃত বালচন্দ্র-মণ্ডিত মুকুটে ভূষিত-মন্ত্রক, অর্দ্ধাশ্বিকেশ মূর্ত্তিকে সর্বদা প্রণাম
 করি । ৬২

এই প্রকারে ধ্যান করিয়া, মানস উপচারে পূজা করিয়া, বিশেষার্থ্য স্থাপন করিয়া

বাহনাদি-পঞ্চপুষ্পাঞ্জলি-দানপর্যন্তং বিধায় কেশরেশ্মাদিকোণেষু মধ্যে দিক্ষু
চ ষড়ঙ্গানি সম্পূজ্য পূর্বাদি-পত্রেষু বৃষভাদীন্, পত্রাগ্রেষু পূর্বাদিতঃ ব্রাহ্মী-
মাহেশ্বরী-কৌমারী-বৈষ্ণবী-বারাহীন্দ্রাণী-চামুণ্ডা-মহালক্ষ্মীস্তবহিরিস্ত্রাদীন্
বজ্রাদীংশ্চ সম্পূজ্য ধূপাদি-বিসর্জনাস্তং কর্ম সমাপয়েৎ । ৬৩

তথা— লক্ষ্মেমেকং জপেন্ মন্ত্রং মন্ত্রী মন্ত্রার্থ-তত্ত্ববিৎ ।

অযুতং মধুরাসিতৈজুহুয়াৎ তিল-তণ্ডুলৈঃ ॥ ৬৪

অথ নীলকণ্ঠঃ—লোহিতাগ্ন্যাসনঃ সত্যো বিন্দুমান্ প্রথমং পুনঃ ।

দ্বিতীয়ং বহুবীজস্থা দীর্ঘা শান্তীন্দু-ভূষিতা ॥ ৬৫

তৃতীয়ং লাক্ষ্মী সর্গী মন্ত্রো বীজত্রয়াত্মকঃ ।

নীলকণ্ঠাত্মকঃ প্রোক্তো বিষদয়-হরঃ পরঃ ॥ ৬৬

অস্বার্থঃ—লোহিতা পকারঃ, অগ্নী রেফঃ তো আসনে যশ্চ তাদৃশঃ সত্য

শৈবোক্ত পীঠ পূজা করিয়া, পুনরায় ধ্যান, আবাহন প্রভৃতি হইতে পঞ্চ পুষ্পাঞ্জলি
দান পর্যন্ত সমস্ত কর্ম করিয়া, কেশরের অগ্ন্যাди কোণে, মধ্যে ও দিক্‌সমূহে ওঁ রং
হ্রদয়ায় নমঃ, ওঁ কং শিরসে স্বাহা, ওঁ ষং শিখায়ৈ বষট্ ওঁ মং কবচায় হং, ওঁ রং
নেত্রায় বৌষট্, ওঁ ষং অন্তায় ফট্ মন্ত্রে ষড়ঙ্গের পূজা করিয়া, পদদলে পূর্বাদিক্রমে
ওঁ বৃষায় নমঃ, এইরূপ ক্ষেত্রপালায়, চণ্ডেশ্বরায়, দুর্গায়ৈ, কার্তিকেশ্বায়, নন্দিনে,
বিঘ্ননায়কায় ও সেনাপত্যয়ে নমঃ মন্ত্রে বৃষাদির পূজা করিয়া, পত্রের অগ্রে প্রণবাদি
নমো অস্ত ওঁ বিভক্তিয়ুক্ত ব্রাহ্মী, মাহেশ্বরী, কৌমারী, বৈষ্ণবী, বারাহী, ইন্দ্রাণী,
চামুণ্ডা ও মহালক্ষ্মীকে পূজা করিয়া, পদদলের বাহিরে ইন্দ্রাদি লোকপাল ও বজ্রাদি
অস্ত্রের পূজা করিয়া, ধূপদান হইতে বিসর্জন পর্যন্ত কর্ম সমাপ্ত করিবেন । ৬৩

সেইরূপ উক্ত হইয়াছে—মন্ত্রার্থতত্ত্ববিৎ সাধক এই মন্ত্রের পুরস্চরণে এক লক্ষ মন্ত্র
জপ করিবেন এবং মধুরাঙ্গুত তিল তণ্ডুলের দ্বারা অযুত হোম করিবেন । ৬৪

নীলকণ্ঠের মন্ত্র—অগ্ন্যাসন (রেফাসন) অর্থাৎ রকারে যুক্ত লোহিত পকারটি সন্ম
ও এবং বিন্দু যুক্ত হইলে প্রথম বীজ প্রোং হয় । তাহার পর বহুবীজস্থা (রকারস্থা)
দীর্ঘা নকার শান্তি ঐ ও বিন্দুভূষিত হইলে দ্বিতীয় বীজ নীং হয় । তাহার পর লাক্ষ্মী
ঠকার সর্গী বিসর্গযুক্ত হইলে তৃতীয় বীজ ঠঃ হয় । এই বীজত্রয় সমন্বিত স্বাবর ও
অঙ্গম বিষয়ের নাশক শ্রেষ্ঠ নীলকণ্ঠরূপ মন্ত্র কথিত হইয়াছে । ৬৫-৬৬

এই শ্লোকত্রয়ের অর্থ—লোহিত পকার । অগ্নি—রেফ অর্থাৎ রকার, এই দুইটি

ওকারঃ, স চ বিন্দুমান ইতি প্রথমং বীজম্ । দীর্ঘা নকারঃ, “বামনো জ্বালিনী দীর্ঘা নিরীহঃ সুগতিবির”দিত্তি শাসনাৎ । শান্তিরীকারঃ ইতি দ্বিতীয়ম্ । লাক্ষ্মী ঠকারঃ । সর্গো বিসর্গঃ ইতি তৃতীয়ং বীজম্ । তথাচ প্রোং নীং ঠঃ । ইতি মন্ত্রঃ । ৬৭

অশ্ব অরুণ ঋষিরনুষ্টুপ্ ছন্দঃ নীলকণ্ঠো দেবতা । পূজা তু—প্রাতঃকৃত্যাদি-
শৈবোক্ত পীঠস্থাসান্তং বিধায় ঋগ্মাসিদ্ধাসং কৃত্বা করাজ্ঞাসো কুর্যাৎ । যথা
—হরহর স্বাহা অঙ্গুষ্ঠাভ্যাং নমঃ । কপদিনে স্বাহা তর্জনীভ্যাং স্বাহা নীল-
কণ্ঠায় স্বাহা মধ্যমাভ্যাং বষট্ । কালকূট-বিষভক্ষণায় হুং ফট্ অনামিকাভ্যাং
হুং । নীলকণ্ঠিনে স্বাহা কনিষ্ঠাভ্যাং ফট্ । এবং হৃদয়াদিষু । নিবন্ধে (৬৮)—
হরদ্বয়ং বহ্নিজায়া হৃদয়ং পরিকীর্তিতম্ ।

বর্ণ আসন যাহার অর্থাৎ যে সত্যের, তাদৃশ সত্য ওকার, সে বিন্দুমান্ । এইটি প্রথম
বীজ । দীর্ঘা নকার, যেহেতু বামনো জ্বালিনী দীর্ঘা নিরীহঃ সুগতিবির ইত্যেব
তাত্ত্বিক কোষ শাস্ত্র আছে । শান্তি—ঈকার । এইটি দ্বিতীয় বীজ । লাক্ষ্মী ঠকার ।
সর্গ—বিসর্গ । এইটি তৃতীয় বীজ । তাহা হইলে প্রোং নীং ঠঃ এই মন্ত্র হয় । ৬৭

এই মন্ত্রের অরুণ ঋষি, অনুষ্টুপ্ ছন্দঃ, (রাঘব ভট্টমতে—ত্রিষ্টুপ্ ছন্দঃ) নীলকণ্ঠ
দেবতা । আদ্য প্রোং বীজ, অন্ত্য ঠঃ শক্তি । এই মন্ত্রের পূজা পদ্ধতি—প্রাতঃকৃত্য
প্রভৃতি হইতে শৈবোক্ত পীঠস্থাস পর্যন্ত কার্য্য সমূহ করিয়া ঋগ্মাসিদ্ধাস করিবেন ।
যথা—অশ্ব ত্রীনীলকণ্ঠ-মন্ত্রস্য অরুণ ঋষিরনুষ্টুপ্ ছন্দঃ নীলকণ্ঠো দেবতা প্রোং বীজং
ঠঃ শক্তিঃ বিষদ্বয়-হরণে পূজনে বিনিয়োগ । মন্তকে—ওং অরুণায় ঋষয়ে নমঃ ।
মুখে—ওং অনুষ্টুপ্ ছন্দসে নমঃ । হৃদয়ে—ওং নীলকণ্ঠায় দেবতায়ৈ নমঃ । গুহে
—ওং প্রোং বীজায় নমঃ । পাদদ্বয়ে—ওং ঠঃ শক্তয়ে নমঃ । ইহার পর করজ্ঞাস ও
অঙ্গজ্ঞাস করিবেন । যথা—ওং হরহর স্বাহা অঙ্গুষ্ঠাভ্যাং নমঃ । ওং কপদিনে স্বাহা
তর্জনীভ্যাং স্বাহা, ওং নীলকণ্ঠায় স্বাহা মধ্যমাভ্যাং বষট্ । ওং কালকূট-বিষভক্ষণায়
হুং ফট্ অনামিকাভ্যাং হুং । ওং নীলকণ্ঠিনে স্বাহা কনিষ্ঠাভ্যাং ফট্ । এইরূপ ওং
হরহর স্বাহা হৃদয়ায় নমঃ; ওং কপদিনে স্বাহা শিরসে স্বাহা । ও নীলকণ্ঠায়
স্বাহা শিখায়ৈ বষট্ । ওং কালকূট-বিষভক্ষণায় হুং ফট্ কবচায় হুং ওং নীলকণ্ঠিনে
স্বাহা অস্ত্রায় ফট্ এইরূপে অঙ্গজ্ঞাস জ্ঞাস করিবেন । যেমন শাস্ত্রপাতিসক নিবন্ধে
বলিয়াছেন (৬৮)—

হরদ্বয়ং বহ্নিজায়া অর্থাৎ হর হর স্বাহা—এইটি হৃদয় মন্ত্র কথিত হইয়াছে :

কপদিনে ঠ-বুগলং নিরো মন্ত্র উদাহৃত: ॥ ৬৯

নীলকণ্ঠায় ঠ-বুগলং শিখামন্ত্রোহয়মীরিত: ।

কালকূটপদস্তান্ত্রে বিষভক্ষণ-ও-বুতম ॥ ৭০

হুঁ ফট্ কবচমাদিষ্টং বিদ্বদ্ভিনীলকণ্ঠিনে ।

স্বাহান্ত-মন্ত্রমেতানি পঞ্চাঙ্গানি মনোবিধু: ॥ ইতি ॥ ৭১

ততো মন্ত্রস্থাস: । মন্তকে—প্রোঁ নমঃ, কণ্ঠে—নীঁ নমঃ । হৃদি—ঠোঁ নমঃ । ততো ধ্যানং (৭২)—

বালার্কাহবৃত-তেজসং ধৃত-জটাজ্জটেন্দু-ধণ্ডোজ্জলং

নাগৈশ্চৈঃ কৃতশেখরং জপবটীং শূলং কপালং করৈঃ ।

খট্বাকং দধতং ত্রিনেত্র-বিলসং পঞ্চাননং সুন্দরং

ব্যাঘ্রচর্ম-পরিধানমজ্জ-নিলয়ং শ্রীনীলকণ্ঠং ভজে ॥ ৭৩

এবং ধ্যানা মানসৈঃ সম্পূজ্যার্ঘ্যস্থাপন-শৈবোক্ত-পীঠপূজা-পূনর্ধ্যানা-
বাহনাদি-পঞ্চপুষ্পাঞ্জলি-দানান্ত্রে কেশরেখগ্নাদি-কোণেষু মধ্যে দিক্ষু চ

কপদিনে ঠ বুগল ঠবয় (স্বাহা)—এইটি নিরোমন্ত্র উক্ত হইয়াছে । ৬৯

নীলকণ্ঠায় ঠবয় (স্বাহা)—এইটি শিখামন্ত্র কথিত হইয়াছে । কালকূট পদের
অন্ত্রে ভেবিভক্তি মুক্ত বিষভক্ষণপদ ও হুঁ ফট্ অর্থাৎ কালকূট-বিষভক্ষণায় হুঁ ফট্—
এইটি বিষদগ্ধ কৰ্ত্তৃক কবচমন্ত্র কথিত হইয়াছে । নীলকণ্ঠিনে স্বাহান্ত হইলে অর্থাৎ
নীল-কণ্ঠিনে স্বাহা—এইটি অস্ত্র মন্ত্র । এইগুলিকে মন্ত্রের পঞ্চাঙ্গ জানিবেন । ৭০-৭১

তাহার পর মন্ত্রস্থাস করিবেন । যথা মন্তকে—ওঁ প্রোঁ নমঃ । কণ্ঠে—ওঁ নীঁ
নমঃ । হৃদয়ে—ওঁ ঠোঁ নমঃ । তাহার পর ধ্যান করিবেন (৭২)—

ধ্যানের অর্থ—অমৃত বালসূর্য্যের তেজের দ্বারা তেজোময়, শিরোধৃত জটাজুট
মধ্যবর্তী ইন্দুধণ্ডে উজ্জল, নাগৈশ্চ সমূহের দ্বারা কৃতদুষণ, বক্ষিপের উদ্বাহৃত হইতে
অবোহন্ত পর্য্যন্ত চারিহন্তে যথাক্রমে জপমালা, শূল, কপাল ও খট্বাকধারী ত্রিনেত্রে
উজ্জল পঞ্চমুখ বিশিষ্ট, সুন্দর, ব্যাঘ্রচর্ম পরিহিত পদ্মনিলয় শ্রীনীলকণ্ঠকে ভজনা
করি । ৭৩

এই প্রকারে ধ্যান, মানস উপচারে পূজা করিয়া, বিশেষার্ঘ্য স্থাপন করিয়া, যত্নাক্রমে
প্রকরণোক্ত বিধানে পীঠপূজাদি করিয়া পুনর্ধ্যান, আবাহনাদি হইতে পঞ্চপুষ্পাঞ্জলি
দান পর্য্যন্ত সমস্ত কার্য্য করিয়া, কেশরের অগ্নাদি কোণ সমূহে মধ্যে ও দিক্‌সমূহে

পঞ্চাঙ্গানি সম্পূজ্য তদ্বহিরিষ্টাদীন্ বজ্রাদীংশ্চ সম্পূজ্য ধূপাদি-বিসৰ্জনাশ্চ
কৰ্ম সমাপয়েৎ । ৭৪

তথা—লক্ষত্রয়ং জপেন্মন্ত্রং তদশাংশং সস্পিশা ।

হবিষা জুহুয়াং সম্যক্ সংস্কৃতে হব্যবাহনে ॥৭৫॥ হবিষা পরমাম্নেন^১ ।

কল্পে—তারো হ্রস্বলকণ্ঠায় মন্ত্রশাষ্টাক্ষরঃ পরঃ । তথা চ—ও^২ নমো
নীলকণ্ঠায় । অস্ত্য পূজাদিকং সৰ্বং পূৰ্ববৎ । বিশেষস্ত—ব্রহ্মা ঋষির্গায়ত্রীছন্দঃ
নীলকণ্ঠো দেবতা । ৭৬

অথ চণ্ডেশ্বরঃ—অঘীশো বহ্নিশিখরো লাস্ত্রস্থো দাস্ত্র ঈরিতঃ ।

কড়স্ত্রশ্চণ্ডমন্ত্রোহয়ং ত্রিৰ্ণাত্মা সমীরিতঃ ॥ ৭৭

অস্যার্থঃ—অঘীশঃ ষষ্ঠ স্বরঃ^২ ইত্যেকো বর্ণঃ । দাস্ত্রো ধকারঃ, স চ লাস্ত্রশ্চ
বকারস্তোপরি^৩ স্থিতঃ । তথাচ বহ্নিশিখরেঃপ্রভাগে যস্য তাদৃশঃ ইতি
দ্বিতীয়ো বর্ণস্তেন উর্দ্ধফট্ ইতি ত্র্যক্ষরো মন্ত্রঃ । ৭৮

অস্ত্য ত্রিত ঋষিরনুষ্ঠ প ছন্দশ্চণ্ডেশ্বরো দেবতা । তথা চ নিবন্ধে—

পঞ্চ অঙ্গদেবতার পূজা করিয়া, দলের বহির্ভাগে ইষ্টাদি লোকপাল ও বজ্রাদি অস্ত্রের
পূজা করিয়া ধূপদান হইতে বিসৰ্জন পর্যন্ত বাবতীয় কৰ্ম সমাপ্ত করিবেন । ৭৪

সেইরূপ আরও উক্ত হইয়াছে—পুরশ্চরণে এই মন্ত্র তিন লক্ষ জপ করিবে।
হবিষা—পরমাম্নের দ্বারা । ৭৫

কল্পে উক্ত হইয়াছে—তার, হ্রং নীলকণ্ঠায় । এইটি নীলকণ্ঠের অপর অষ্টাক্ষর
মন্ত্র । তাহা হইলে ও^২ নমো নীলকণ্ঠায় এই মন্ত্র হয় । এই মন্ত্রের পূজাদি সমস্তই
পূৰ্ববৎ । বিশেষ হইতেছে—এই মন্ত্রের ব্রহ্মা ঋষি, গায়ত্রী ছন্দঃ, নীলকণ্ঠ দেবতা । ৭৬

অনন্তর চণ্ডেশ্বর মন্ত্র । অঘীশ উকার, লাস্ত্র (বকারহ—বকারে যুক্ত) দাস্ত্র (ধ)-
বহ্নিশিখর (রেফ মন্তক) ও ফট্ অস্ত্র কথিত হইয়াছে । এই বর্ণত্রয়ায়ক চণ্ডমন্ত্র কথিত
হইয়াছে । ৭৭

এই শ্লোকের অর্থ—অঘীশ ষষ্ঠ স্বর উ, এই একটি বর্ণ । দাস্ত্র—ধকার । সেই
ধকারটি লাস্ত্র বকারের উপরিস্থিত, অথচ উহা বহ্নিশিখর অর্থাৎ বহ্নি শিখরে অগ্রভাগে
বাহার যে ধর বর্ণের, তাদৃশবর্ণ, এইটি দ্বিতীয় বর্ণ । তাহাতে উ ধর, ফট্ এই ত্র্যক্ষর
মন্ত্র হয় । ৭৮

এই মন্ত্রের ত্রিত ঋষি, অনুষ্ঠূপ, ছন্দ, চণ্ডেশ্বর দেবতা । তাহাই শারদাতিলক

১। ধ—হবিষা পরমাম্নেন মনঃ ইতি নাস্তি ।

২। ধ—ষষ্ঠস্বর ইত্যেকং বীজম্ ।

৩। ধ—হ্রিস্ক ইতি দ্বিতীয় বীজম্ । তেন উর্দ্ধফট্ ।

অশ্ব ত্রিতো মূনি: প্রোক্তশ্চন্দোহমুষ্ঠুবুদাহতম । একত-দ্বিত-ত্রিতাত্রয়ো
ভাতরস্তু ভারতানৌ ব্যক্তা: । পূজা—প্রাত:কৃত্যাদি শৈবোক্ত-পীঠশাস্ত্রং
বিধায় ঋত্বাদিন্যাসং কৃত্বা করাজন্যাসৌ কুর্য্যাৎ । দীপ্তফট্, অঙ্গুষ্ঠাভ্যাং নমঃ ।
জলফট্, তর্জনীভ্যাং স্বাহা । জ্বালিনী ফট্, মধ্যমাভ্যাং বষট্ । জ্যেয় ফট্,
অনামিকাভ্যাং হ্রৎ । হন ফট্, কনিষ্ঠাভ্যাং বৌষট্ । সর্বজ্বালিনী ফট্,
করতল-পৃষ্ঠাভ্যাং ফট্ । এবং হৃদয়াদিষু । যথা প্রপঞ্চসারে (৭৯)—

দীপ্ত জল জ্বালিনীতি জ্যেয়েন তু হনেন চ ।

সর্বজ্বালিনী সংযুক্তৈ: ফড়িস্তৈরঙ্গমাচরেৎ ॥ ৮০

ততো ধ্যানম্— চণ্ডেশ্বরং রক্ততনুং ত্রিনেত্রং রক্তাংগুকাঢ্যং হৃদি ভাবয়ামি ,

টঙ্কং ত্রিশূলং স্ফটিকাক্ষমালাং কমণ্ডলুং বিভ্রতমিন্দুচূড়ম্ ॥ ৮১

এবং ধ্যান্য মানসৈ: সম্পূজ্যার্ঘ্য-স্থাপনং কৃত্বা শৈবোক্ত-পীঠপূজাং
বিধায় ঠমিতি বীজেন মূর্ত্তিং সংকল্প্য পুনর্ধ্যাহাবাহনাদিপঞ্চপুষ্পাঞ্জলিদান-
নিবন্ধে বলিয়াছেন—এই মন্ত্রের ত্রিত ঋষি, অনুষ্ঠুপ্-হ্রস্ব: উকারবীজ ও ফট্ শক্তি
উদাহৃত হইয়াছে । একত, দ্বিত ও ত্রিত—তিন ভাতা ভারত প্রভৃতিতে ব্যক্ত আছে ।
এই মন্ত্রের পূজাপদ্ধতি—প্রাত:কৃত্যাদি হইতে শৈবোক্ত পীঠন্যাস পর্যন্ত করিয়া,
ঋত্বাদি ন্যাস করিবেন । যথা—অশ্ব ত্রীচণ্ডেশ্বরমন্ত্রস্য ত্রিত ঋষি: অনুষ্ঠুপ্-হ্রস্ব:
চণ্ডেশ্বরো দেবতা উকারো বীজং ফট্ শক্তি: সমাভীষ্টসিদ্ধার্থে পূজনে বিনিয়োগ: ।
মন্ত্রকে—ওঁ ত্রিতায় ঋষয়ে নমঃ । ইত্যাদি । অনন্তর ওঁ দীপ্ত ফট্, অঙ্গুষ্ঠাভ্যাং
নমঃ । ওঁ জল ফট্, তর্জনীভ্যাং স্বাহা, ওঁ জ্বালিনী ফট্, মধ্যমাভ্যাং বষট্, ওঁ
জ্যেয় ফট্, অনামিকাভ্যাং হ্রৎ, হন ফট্, কনিষ্ঠাভ্যাং বৌষট্, ওঁ সর্বজ্বালিনী ফট্,
করতল-পৃষ্ঠাভ্যাং ফট্—এইরূপে হৃদয়াদিতে অঙ্গ ন্যাস করিবেন । যেমন প্রপঞ্চসারে
বলিয়াছেন (৭৯)—

দীপ্ত, জল, জ্বালিনী জ্যেয় ও হন সহ সর্বজ্বালিনী সংযুক্ত করিয়া উহাদের অন্তে
ফট্ দিয়া অঙ্গন্যাস করিবেন । ৮০

অনন্তর ধ্যান করিবেন । ধ্যানের অর্থ—রক্তদেহ, ত্রিনেত্র, রক্তবস্ত্র পরিহিত, বাম
ও দক্ষিণের উর্ধ্ব হস্তদ্বয়ে টঙ্ক, ত্রিশূল, দক্ষিণ ও বামের অধোহস্তদ্বয়ে স্ফটিকের অক্ষ-
মালা ও কমণ্ডলুধারী চন্দ্রচূড় চণ্ডেশ্বরকে হৃদয়ে ভাবনা করি । ৮১

এইরূপে ধ্যান করিয়া মানস উপচারে পূজা করিয়া বিশেষার্ঘ্য স্থাপন করিয়া,
শৈবোক্ত পীঠ পূজা করিয়া ঠং এই বীজের দ্বারা মূর্ত্তি কল্পনা করিয়া, পুনরায় ধ্যান

পর্য্যন্তঃ বিধায়াবরণপূজামারভেৎ । যথা যড়ৈঃ প্রথমাবরণং । মাতৃতি-
দ্বিতীয়ম্ । ইন্দ্রাদিভিস্তৃতীয়ম্ । বজ্রাদিভিস্চতুর্থম্ । ততো ধূপাদি-বিসর্জনান্তঃ
কর্ম সমাপয়েৎ । অশ্ব পুরশ্চরণং ত্রিলক্ষ-জপঃ । ৮২

যথা— বর্ণলক্ষং জপেন্ মন্ত্রং হোমং কুর্যাদ্ দশাংশতঃ ।

মধুরত্রয়-সংযুক্তৈঃ শুদ্ধৈশ্চ তিল-ততুলৈঃ ॥ ৮৩

অথ চণ্ডোগ্রশূলপানিঃ । যথা কুজিকাতন্ত্রে—

প্রণবঞ্চ ততো মায়াং কূর্চবীজং সমুচ্চরেৎ ।

শিবায়েতি ফড়ন্তুশ্চ চণ্ডোগ্রোহয়ং মহামন্ত্রঃ ॥ ৮৪

ও আবাহনাদি পঞ্চপুষ্পাঞ্জলি দান পর্য্যন্ত সমস্ত কার্য্য করিয়া আবরণ পূজা করিবেন ।
যথা যড়জের দ্বারা প্রথম আবরণ । যেমন—এতে গন্ধপুষ্পে ও দীপ্তফট্ হৃদয়ার নমঃ,
ইত্যাদি । তাহার পর ব্রাহ্মী প্রভৃতি অষ্ট মাতৃকা দ্বারা দ্বিতীয় আবরণ । যথা—
এতে গন্ধপুষ্পে ও হ্রীং ব্রাহ্ম্য নমঃ । এই প্রকারে মাহেশ্বরী, কোমারী, বৈষ্ণবী,
বারাহী ইন্দ্রাণী, চামুণ্ডা ও মহালক্ষ্মীকে স্বববীজপূর্বক পূজা করিবেন । ইন্দ্রাদি
লোকপালগণের দ্বারা তৃতীয় আবরণ । পূর্ববৎ লোকপালগণকে স্বববীজ ও বাহনাদি
যুক্ত করিয়া পূজা করিবেন । বজ্রাদি অস্ত্রের দ্বারা চতুর্থ আবরণ । তাহার পর ধূপদান
হইতে বিসর্জন পর্য্যন্ত সমস্ত কর্ম শেষ করিবেন । এই মন্ত্রের পুরশ্চরণে তিন লক্ষ মন্ত্র
জপ । যেমন শারদাতিলক নিবন্ধে বলিয়াছেন (৮২)—

বিবৃতি । গ্রন্থকার ঠং বীজের দ্বারা চণ্ডেশ্বরের মূর্ত্তি কল্পনা করিতে বলিয়াছেন ।
কিন্তু শারদাতিলক বলিয়াছেন—মূর্ত্তী বীজেন ক, গুণায় অর্থাৎ বীজের দ্বারা
ক, গুণমূর্ত্তিতে । ইহার দ্বারা বুঝা যায়—বীজের দ্বারা মূর্ত্তি কল্পনা করিতে হইবে ।
এই গ্রন্থে বা তন্ত্রসারে চণ্ডেশ্বরের পূজামন্ত্র উক্ত হয় নাই । কিন্তু শারদাতিলকে
(২০।১০০) চণ্ডেশ্বরের পূজা মন্ত্র পৃথক্ উক্ত হইয়াছে । সেই পূজামন্ত্র হইতেছে—
তং কূর্মো বিন্দুসংযুতঃ । চণ্ডেশ্বরায় হৃদ বীজপূর্বঃ পূজামনুর্মতঃ । উর্ধ্বকট্ চং
চণ্ডেশ্বরায় নমঃ । এইটি চণ্ডেশ্বরের পূজা মন্ত্র । ৮২

মন্ত্রবর্ণ লক্ষ মন্ত্র জপ করিবেন এবং মধুরত্রয় সংযুক্ত শুদ্ধ (ঘোত) তিল ততুলের
দ্বারা জপের দশাংশ হোম করিবেন । ৮৩

অনন্তর চণ্ডোগ্রশূলপানি মন্ত্র । যেমন কুজিকাতন্ত্রে—বলিয়াছেন—প্রথমে প্রণব,
তাহার পর মায়া, তাহার পর কূর্চবীজ (হুং), উচ্চারণ করিবেন । তাহার পর ফড়ন্তু
শিবায় এইটি অর্থাৎ শিবায় ফট্ । ইহা চণ্ডোগ্র বরূপ মহামন্ত্র উক্ত হইয়াছে । ৮৪

অশ্ব ব্রহ্মা অধির্গায়ত্রী ছন্দঃ মায়া বীজং চণ্ডোগ্রো দেবতা । “ষড়্দীর্ঘ-
তাজা বীজেন তারাস্তেন ষড়ঙ্গকম্” । বীজেন^১ মায়াবীজেন । ধ্যানম্ (৮৫)—

শুদ্ধফটিক-সঙ্কাশং চতুর্বাহুং কিরীটিনম্ ।

শূলং কপালং দক্ষে তু বামে তু পাশমকুশম্^২ ।

সুরাপান-রসাবিষ্টং সাধকাভীষ্ট-দায়কম্ ॥ ৮৬

ধ্যাত্বা সম্পূজ্য দেবেশং পঞ্চসহস্রং মনুং জপেৎ ।

দশাংশং সংস্কৃতে বহৌ^৩ ছনেদ্ রক্তোৎপলেন চ ॥ ৮৭

অথাস্ত পুরস্চরণান্তে প্রয়োগঃ—

ত্রিমধ্বক্লেণ লভতে কবিতাং ধনভাগ্ ভবেৎ ।

রক্ত-পদ্মস্য হোমেন মহতীং শ্রিয়মাপ্নুয়াৎ ॥ ৮৮

পায়সেন তু হোমেন শত্রূন্ নাশয়তেহচিরাৎ ।

কুসুম্ভুতৈল-হোমেন রিপূন্ হন্যান্ন সংশয়ঃ ॥ ৮৯

করবীরস্য হোমেন বাক্শস্তো জায়তে ধ্রুবম্ ।

শুক্লপদ্মস্য হোমেন মোহয়েদখিলং জগৎ ॥ ৯০

এই মন্ত্রের ব্রহ্মা ঋষি, গায়ত্রী ছন্দঃ, চণ্ডোগ্র দেবতা । “প্রণবাদি ছয়টি দীর্ঘের যুক্ত বীজের (মায়া বীজের) দ্বারা ষড়ঙ্গস্থাপন করিবেন” । বীজেন—মায়াবীজেন অর্থাৎ মায়াবীজের দ্বারা । ধ্যান হইতেছে শুদ্ধ-ফটিক-সঙ্কাশং ইত্যাদি । ৮৫

ধ্যানের অর্থ—শুদ্ধ নির্মল ফটিকের সদৃশ ত্র্যবর্ণ, চতুর্বাহু, কিরীটধারী, দক্ষিণ হস্তে শূল ও কপালধারী, বামে পাশ ও অকুশধারী, সুরাপানের রসে বিহ্বল সাধকের অভীষ্ট দায়ক চণ্ডোগ্র শূলপাণিকে ধ্যান করি । ৮৬

এই দেবেশ্বরকে ধ্যান করিয়া পূজা করিয়া পাঁচ হাজার মন্ত্র জপ করিবে । সংস্কৃত বহিতে রক্ত উৎপলের দ্বারা জপের জশাংশ হোম করিবে । ৮৭

এই মন্ত্রের পুরস্চরণের অন্তে নানারূপ প্রয়োগ কথিত হইতেছে—ত্রিমধুরাস্ত রক্ত উৎপলের দ্বারা হোমে কবিতা লাভ করে এবং ধনবান্ হয় । রক্ত পদ্মের হোমের দ্বারা মহা ঐশ্বর্য লাভ করে । ৮৮

পায়স হোমের দ্বারা অচিরেই শত্রুকে বিনাশ করায় । কুসুম্ভ বীজের তৈলে রক্ত হোমের দ্বারা শত্রু বধ করে, ইহাতে সংশয় নাই । করবীর হোমের দ্বারা নিশ্চয়ই বাক্শ-
স্তো জন্মে । শুক্ল পদ্মের হোমের দ্বারা অখিল জগৎকে (জীবকে) মুক্ত করে । ৮৯-৯০

১। খ—বীজেনাৰ্ণাৎ তু মায়াবীজেন । ২। খ—বামে দৰ্পণমকুশং ।

অন্য যন্তঃ ষট্‌কোণাষ্টদল-পদ্য-বটিতম্^১ । যথা—

ষট্‌কোণাষ্টদলং পদ্যং মধ্যে মূলং প্রপূজয়েৎ ।

কেবলং শুদ্ধভাবেন হবিষ্ণাশী দিবা জপেৎ ॥ ১১

অথ মঞ্জুঘোষঃ । আগমোত্তরে—

মাতৃকাদিং সমুদ্রত্যা বহুবীজং সমুদ্ররেৎ ।

বামাংশং কূর্মসংজ্ঞকং ততো^২ মেঘোণমুদ্ররেৎ ॥ ১

মীনেশকং ততঃ কুর্যাদ্ বামনেত্রেন্দু-সংযুতম্ ।

ষড়ক্ষরো মনুঃ প্রোক্তো মঞ্জুঘোষস্তা শত্ৰুনা ॥ ২

ইয়ন্ত দীপনী প্রোক্তা মূলমন্ত্ৰস্ত কথ্যতে ।

অক্ষুশং শক্তিবীজকং রমাবীজং ততঃ প্রিয়ে ! ।

বীজ-ত্রয়াত্মকো মন্ত্রো জাড্যোঘ-ধ্বাস্ত-নাশনঃ ॥ ৩

অন্ত্যর্থঃ—মাতৃকাদিরকারঃ, বহুবীজং রেফঃ । বামাংশং বকারঃ । কূর্মশ্চকারঃ । মেঘোণো দন্ত্যঃ নকারঃ^৩ । মীনেশো ধকারঃ । স চ বামনেত্রেন্দু-

এই মন্ত্রের মন্ত্র ষট্‌কোণ গর্ভ অষ্টদল পদ্য বটিত । যেহেতু তন্ত্রে উক্ত হইয়াছে—
ষট্‌কোণ গর্ভ একটি অষ্টদল পদ্য হইবে । এই ষট্‌কোণের মধ্যে মূলমন্ত্র লিখিত
হইবে । শুদ্ধ ভাবযুক্ত ও হবিষ্ণাশী হইয়া তাহাতে ঐ মন্ত্রে পূজা করিবে ও দিবাতে
জপ করিবে । ১১

অনন্তর মঞ্জুঘোষ মন্ত্র । আগমোত্তরে বলিয়াছেন—প্রথমতঃ মাতৃকাবর্ণের প্রথম
বর্ণ (অ) উচ্চারণ করিয়া বহুবীজ (র) উচ্চারণ করিবে । পরে বামাংশ (বকার) ;
কূর্মনামক বর্ণ (চকার), তাহার পর মেঘোণ (ন) উচ্চারণ করিবে । তাহার পর
মীনেশকে (ধকে) বামনেত্র (ঙ) ও বিন্দু সংযুক্ত করিবে । শত্ৰু কর্তৃক মঞ্জুঘোষের
এই ষড়ক্ষর মন্ত্র উক্ত হইয়াছে । ১-২

ইহা দীপনী কথিত হইয়াছে । মূলমন্ত্র কথিত হইতেছে । হে প্রিয়ে ! অক্ষুশ,
শক্তিবীজ, তাহার পর রমাবীজ । এই বীজ ত্রয়াত্মক মন্ত্র জড়তা সমূহ ও মালিণ্যের
নাশক । ৩

এই মন্ত্রকের অর্থ । মাতৃকাদি—অকার । বহুবীজ—রেফ । বামাংশ—বকার ।
কূর্ম—চকার । মেঘোণ—নকার । মীনেশ—ধকার । সেই ধকার বামনেত্র ও বিন্দু দ্বারা

সংযুক্ত:। এষা ষড়ঙ্গরী দীপনী। সা চ মন্ত্রাদৌ অনুলোমতঃ মন্ত্রান্তে প্রতি-
লোমতঃ প্রয়োজ্য। অঙ্কশ:ক্রোং। শক্তি-বীজং মায়া। রমাবীজং শ্রীবীজম্^১।
তেন অ র ব চ ন ধীং ক্রোং হ্রীং শ্রীং ধীং ন চ ব র অ^২। ইতি সিদ্ধম্।
অকার-রেফ-বকারাশ্চাত্র^৩ ন সানুস্বারাঃ, কূর্মাди-সাহচর্যাৎ। ৪

অথ মন্ত্রাস্তরম্—শক্তিবীজং রমাবীজং কামবীজং ততঃ প্রিয়ে!।

বিদ্যা শ্রুতিধরী প্রোক্তা এষা বর্ণত্রয়াত্মিকা ॥ ৫

অত্রাপি দীপনী যোজ্য। মন্ত্রাস্তরম্—

হকারো বহ্নিমাক্রটো বামনেন্দ্রেন্দু-ভূষিতঃ।

প্রোক্তা সর্বজ্ঞ-বিদ্যেয়ং একবর্ণাত্মিকা প্রিয়ে! ॥ ৬

তথাচ— কেবলং মায়াবীজম্। দীপন্যত্রাপি।

সিদ্ধঃ সাধ্যঃ সুসিদ্ধো বা সাধকশ্চ তথা রিপুঃ।

তদা মন্ত্রো ভবেদ্ ভক্ত্যা শুভদো বৃদ্ধিদো ভবেৎ ॥ ৭

মধ্যাহ্নে সলিলে চৈব ভোজনে ভাজনে তথা।

গোময়ে তু বহির্দেশে নৈথুনে রমণী-কুচে।

যুক্ত। এই ছয়টি অঙ্কর দীপনী। উহা মন্ত্রের আদিতে অনুলোমে ও মন্ত্রের অন্তে
প্রতিলোমে প্রয়োজ্য। অঙ্কশ—ক্রোং। শক্তিবীজ—মায়া হ্রীং। রমাবীজ—শ্রীবীজ
শ্রীং। তাহাতে অ র ব চ ন ধীং ক্রোং হ্রীং শ্রীং ধীং ন চ ব র অ—এই মন্ত্র সিদ্ধ হয়।
কূর্মাদির সাহচর্য্যবশতঃ অকার, রকার ও বকারে অনুস্বার যুক্ত হইবে না। ৪

হে প্রিয়ে! শক্তিবীজ, রমাবীজ ও তাহার পর কামবীজ। এই বর্ণ (বীজ)
ত্রয়াত্মিকা বিদ্যা শ্রুতিধরী কথিত হইয়াছে। ৫

এই মন্ত্রেও দীপনী যোগ করিতে হইবে। ইহার মন্ত্রাস্তর কথিত হইতেছে—

বহ্নিতে (রকারে) আক্রট হকার বামনেন্দ্র ও ইন্দু দ্বারা ভূষিত হইবে। হে প্রিয়ে।

এক বর্ণাত্মিকা (বীজাত্মিকা) এই সর্বজ্ঞবিদ্যা কথিত হইয়াছে। ৬

তাহা হইলে ইহা কেবল মায়াবীজ হইল। এখানেও দীপনী যোগ করিতে
হইবে। এই মন্ত্র যদি সাধকের সিদ্ধ, সাধ্য, সুসিদ্ধ অথবা অরিও হয়, তাহা হইলেও
এই মন্ত্র ভক্তির সহিত যুক্ত হইলে অর্থাৎ ভক্তির সহিত এই মন্ত্রের উপাসনা করিলে
উহা শুভপ্রদ ও বৃদ্ধিপ্রদ হয়। ৭

মধ্যাহ্ন কালে জলে, আহার কালে পাত্রে, বহির্দেশে গোময়ে, মৈথুনকালে রমণীর

গোষ্ঠে চ নিশি গোমুণ্ডে যন্ত্রং ডমরু-সম্ভিতম্ ॥ ৮
 বিলিখ্য মন্ত্রবর্ণাংশ্চ ত্রিশ^১ উদ্ধে^২ অধস্তথা ।
 লিখেচ্চন্দন-লেখন্যা^৩ প্রযত্নাং সাধকোত্তমঃ ॥ ৯
 উচ্চাটনে লিখেন্ মন্ত্রং গোচর্মণি বিশেষতঃ ।
 সলিলে বিজয়ী নিত্যং ভোজনে চ মহেশ্বরঃ ॥ ১০
 গোময়ে বাবদুকঃ স্মাদ্ গোষ্ঠে সর্বজ্ঞতাং ব্রজেৎ ।
 কুচে শ্রুতিধরো নিত্যং গোমুণ্ডে চ মহাকবিঃ ॥ ১১
 গোমুত্রং বদরীমূলং চন্দনং পাংশুমেব চ ।
 একীকৃত্যাহুষ্ঠা জপ্ত্বা তিলকং কারয়েৎ সদা ॥ ১২
 নান্দ্বেদবার্চনং স্নানং^৪ প্রণবোচ্চারণং ন তু ।
 বস্ত্রাঙ্কলেন দস্তানাং শোধনং লবণেন বা ।
 রাত্রিবাসো ন মুঞ্জেত ন শুচিঃ স্মাৎ কদাচন ॥ ১৩
 এবং কৃত্বা প্রযত্নেন জাত্বা গুরুমুখাং সুধীঃ ।
 মাসৈকেন কবীন্দ্রঃ স্মাদ্ দ্বিমাসেনৈব ঈশ্বরঃ ॥ ১৪

শুনে এবং রাত্রিতে গোষ্ঠস্থানে গোমুণ্ডে ডমরু সদৃশ এক মন্ত্র লিখিয়া সাধকশ্রেষ্ঠ
 কুললেখনী (চন্দনকাঠের লেখনী) দ্বারা যত্নপূর্বক মন্ত্রের উদ্ধে^২দেশে ও অধোদেশে
 তিন বার মন্ত্রবর্ণগুলিকে (ক্রোঃ ত্রীং শ্রীং) লিখিবেন । ৮-৯

বিশেষতঃ উচ্চাটনে গোচর্মে মন্ত্র লিখিবেন । সলিলে মন্ত্র লিখিলে সর্বদা বিজয়ী
 হয় । ভোজনকালে ভোজনে (পাত্রে) লিখিলে মহেশ্বর হয় । ১০

গোময়ে লিখিলে বাবদুক (বহুবক্তা) হয় । গোষ্ঠে লিখিলে সর্বজ্ঞতা লাভ করে ।
 রমণীর শুনে লিখিলে সর্বদা শ্রুতিধর হয় । গোমুণ্ডে লিখিলে মহাকবি হয় । ১১

গোমুত্র, বদরীমূল, চন্দন ও পবিত্র ধূলি একত্র করিয়া অষ্টধা মন্ত্র জপ করিয়া
 সর্বদা তিলক করিবে । ১২

অন্য দেবতার অর্চনা নাই, স্নান নাই, প্রণবের উচ্চারণ নাই । বস্ত্রাঙ্কলের দ্বারা
 বা লবণের দ্বারা দন্তসমূহের শোধন হইবে । রাত্রিবাস ত্যাগ করিবে না । কখনও
 শুচি হইবে না । ১৩

এইরূপ করিয়া সুধী সাধক যত্নপূর্বক গুরুর মুখ হইতে মন্ত্র গ্রহণ করিয়া আরাধনা
 করিলে একমাসে কবীন্দ্র হয় । দুইমাসেই ঈশ্বর হয় । ১৪

ত্রিভির্মাসৈর্ভবেন্ন মর্ত্য্যঃ সর্বশাস্ত্র-বিশারদঃ ।

পুত্রার্থী লভতে পুত্রং ধনার্থী বিপুলং ধনম্ ॥ ১৫

অশ্রু করাক্রম্যাসৌ । ক্ষাং শাং অঙ্গুষ্ঠাভ্যাং নমঃ । ক্ষীং শীং তর্জনীভ্যাং
স্বাহা ইত্যাদি-ক্রমেণ । ধ্যানং যথা (১৬)—

শশধরমিব শুভ্রং খড়্গাপুষ্পাকপাণিং সুরুচিরমতিশাস্ত্রং পঞ্চচূড়ং কুমারম্ ।
পৃথুতর-বরমুখ্যং পদ্মপত্রায়তাক্ষং কুমতি-দহনদক্ষং মঞ্জুষোষং নমামি ॥ ১৭

পীঠপূজাং ততঃ কুর্যাদাধারাচ্ছাদি-শক্তিতঃ ।

ভূত-প্রেতাদিভিঃ কুর্য্যাৎ পীঠাসনমনস্তরম্ ॥ ১৮

জ্ঞানদাত্রে নমঃ পাণ্ডুং বুদ্ধিকর্ত্রে তথাচমম্ ।

জাড্যনাশায় গন্ধঃ স্রাদর্ঘ্যং যক্ষাধিপায় বৈ ।

সর্বসিদ্ধি-প্রদায়েতি পুষ্পং দত্তাদ্ বিচক্ষণঃ ॥ ১৯

কুন্দপুষ্পং সমাদায় ভৈরবান্ পূজয়েৎ ততঃ ।

অসিতাক্ষো রুরুশ্চণ্ডঃ ক্রোধ উন্মত্ত-সংজ্ঞকঃ ।

কপালী ভীষণশৈব সংহারশ্চাষ্টমঃ স্মৃতঃ ॥ ২০

মানব তিনমাস আরাধনা করিলে সর্বশাস্ত্র বিশারদ হয় । পুত্রার্থী পুত্র লাভ
করে । ধনার্থী বিপুল ধন লাভ করে । ১৫

এই মন্ত্রের করাক্রম্যাস । যথা—ক্ষাং শাং অঙ্গুষ্ঠাভ্যাং নমঃ, ক্ষীং শীং তর্জনীভ্যাং
স্বাহা—ইত্যাদি ক্রমে করাক্রম্যাস করিবে । ধ্যান যেমন শশধরামিব ইত্যাদি (১৬)—

ধ্যানের অর্থ—শশধরের স্থায় অতিশুভ্র, খড়্গ ও পুষ্পকধারী, অতিসুন্দর, অতি-
শাস্ত্র, পঞ্চ-মুকুটধারী, কুমারমূর্ত্তি অতিশুল্ল, পদ্মপত্রের স্থায় বিস্তৃতনেত্র, কুমতি-দহনে
দক্ষ মঞ্জুষোষকে নমস্কার করি । ১৭

এই ধ্যানের পর আধারাদি শক্তি সহিত পীঠপূজা করিবেন । অনন্তর ভূতপ্রেতাদি
দ্বারা পীঠাসনের পূজা করিবেন । ১৮

বিচক্ষণ সাধক জ্ঞানদাত্রে নমঃ মন্ত্রে পাণ্ড, সেইরূপ বুদ্ধিকর্ত্রে নমঃ মন্ত্রে আচমন,
জাড্যনাশায় নমঃ মন্ত্রে গন্ধ এবং যক্ষাধিপায় নমঃ মন্ত্রে অর্ঘ্য এবং সর্বসিদ্ধি-প্রদায়
নমঃ মন্ত্রে পুষ্প দিবেন । ১৯

তাহার পর কুন্দপুষ্প লইয়া ভৈরবগণকে পূজা করিবেন । সেই ভৈরবগণ
হইতেছেন—অসিতাক্ষ, রুরু, চণ্ড, ক্রোধ, উন্মত্ত, কপালী, ভীষণ ও অষ্টম সংহার
নামক ভৈরব কথিত হইয়াছেন । ২০

ততো ধূপাদিকং দত্ত্বা প্রসূনানি বিসর্জয়েৎ ।

তৈঃ পুষ্পৈঃ পূজয়েদষ্টৌ যক্ষিণী চ বিশেষতঃ ॥ ২১

সুরাদি-সুন্দরী চৈব মনোহারিণ্যনন্তরম্ ।

কনকাবতী তথা কামেশ্বরী চ রতিকর্ষাথ ॥ ২২

পদ্মিনী চ নটী চৈব অনুরাগিণ্যনন্তরম্ ।

পূজ্যা এতাস্ত যোগিন্যো হুল্লোখা-বীজপূর্বিকাঃ ॥ ২৩

কুকুটেশ্বরতন্ত্রে—বৃহদারণ্যকো নামর্ষিবিরাট্ ছন্দ এব চ ।

স এব মঞ্জুষোষাখ্যো ভক্তি-ভাবেন মুক্তিদঃ ॥ ২৪

ধ্যাত্বা ভৈরবরূপেণ জপেন্ মন্ত্রমনন্তধীঃ^১ ।

মন্ত্রোদ্ধারং প্রবক্ষ্যামি গুহাদ্ গুহতরং প্রিয়ে ! ॥ ২৫

বিষ্ণু-গ্নি-পাশি-শশিযুক্ত-চলধী-স্বরূপং^২

ষড়্-বর্ণ-মন্ত্র উদিতো জগতাং সুখায় ।

সর্বজ্ঞতাং সদসি বাক্-পটুতাং প্রসূতে

বেদাস্ত-বেদ-নিরতস্ত বসুপ্রদঃ স্ম্যৎ ॥ ২৬

তাহার পর ধূপাদি দিয়া পুষ্পসমূহ বিসর্জন করিবেন অর্থাৎ পৃথক করিয়া রাখিবেন । সেই পুষ্পসমূহের দ্বারা বিশেষভাবে অষ্ট যক্ষিণীকে পূজা করিবেন । ২১

সুরাদি সুন্দরী অর্থাৎ সুরসুন্দরী, অনন্তর মনোহারিণী, কনকাবতী, কামেশ্বরী, রতিকর্ষিণী, পদ্মিনী, নটী ও অনন্তর অনুরাগিণী । এই যোগিনীগণকে হুল্লোখাবীজ (হ্রীং বীজ) পূর্বক পূজা করিবে । ২২-২৩

কুকুটেশ্বর তন্ত্রে বলিয়াছেন—এই মন্ত্রের বৃহদারণ্যক নামক ঋষি, বিরাট্ ছন্দঃ, মঞ্জুষোষ নামক দেবতা । সেই মঞ্জুষোষ নামক দেবতা ভক্তিভাবে পূজিত হইলে মুক্তিপ্রদ হন । ২৪

অনন্তচিত্ত হইয়া ভৈরবরূপে তাঁহাকে ধ্যান করিয়া মন্ত্র জপ করিবে । হে প্রিয়ে ! গুহ হইতে গুহতর মন্ত্রোদ্ধার বলিতেছি । ২৫

বিষ্ণু (অ), অগ্নি (র), পাশী (ব) শশিযুক্ত (নাদবিন্দুযুক্ত) চলধী স্বরূপ ষড়্-বর্ণ মন্ত্র

১। অনন্তধীরিত্যনন্তরং তদা মুক্তি-প্রদো মন্ত্রো মাত্র কার্য্য বিচারণা । ধ্যানং তত্র প্রবক্ষ্যামি ভৈরবমন্ত্র মহামন্ত্রনঃ । যথা ধ্যাওয়া জপেন্ মন্ত্রং তন্মে নিগদতঃ শৃণু । সাত্ত্বিকং স্বাক্ষরং চৈব তামসং তদনন্তরম্ । ধ্যানং বক্ষ্যে মহেশানি । বক্ষ্যামি হিতকাম্যয়া । সন্তঃ সিদ্ধিকরং রূপং ধ্যাওয়া জপেত সাত্ত্বিকম্ । সিদ্ধিপ্রদং সাধকানাং তত্তান্যং চিত্তিতপ্রদমিত্যধিকন্তদ্বসাবে । ৩। খ—চলধী স্বরূপঃ ।

বিষ্ণুরকার:। অগ্নী রেফ:, পাশী বকার:, তদ্রয়ং শশিযুক্ত^১ নাদবিন্দুযুক্তং
চলধী স্বরূপমিতি। তেন এতদ্রয়ং^২ কেবলমেব। তথাচ অং রং বং চলধী ইতি
মন্ত্রাস্তরং তত্রৈব। ২৭

আত্মমন্ত্রং জপেন্ মন্ত্রী অযুতং যদি সাধক:।
বলি-নৈবেদ্য-ভুক্ত সাক্ষাদ্ বৃহস্পতিরিবাপর:।
মাসমাত্রেণ সততং কবিরেব ন সংশয়: ॥ ২৮
গোমুণ্ডে গবি পৃষ্ঠে^৩ চ চক্রে বাপি চ গোময়ে।
মন্ত্রমস্ত্য লিখেদাদৌ পশ্চাত্মন্ত্রং জপেৎ পুন: ॥ ২৯
ধ্যানমাত্রং বিধায়াদৌ ভাবয়িত্বা চিরং সুধী:।
নির্জনং স্থানমাগত্য জপেন্ মন্ত্রমধোমুখ: ॥ ৩০
পৌর্ণমাসীং সমাসাত্ত কুল্মস্ত্য কুসুমৈ: শতৈ:।
অষ্টাধিকৈশ্চ সম্পূজ্য জপেন্ মন্ত্রং চতুষ্পথে ॥ ৩১
ত্রিমুণ্ডারোহণং কৃত্বা নিশীথে মুক্তকুন্তল:।

জগতের সুখের জন্য প্রকাশিত হইয়াছে। উহা সর্বজ্ঞতাকে ও সভার বাক্পুটতা
সৃষ্টি করে। বেদান্ত ও বেদনিরত ব্যক্তির ধনপ্রদ হয়। ২৬

বিষ্ণু—অকার। অগ্নি—রেফ। পাশী—বকার। এই তিনটি শশিযুক্ত অর্থাৎ
নাদবিন্দু যুক্ত। চলধী এইটি স্বরূপ। তাহাতে এই চলধী তিনটি কেবল অর্থাৎ বিন্দুযুক্ত
নহে। তাহা হইলে অং রং বং চলধী এই মন্ত্রাস্তর সেইখানেই উক্ত হইয়াছে। ২৭

মন্ত্রজ্ঞ সাধক যদি বলি ও নৈবেদ্য ভোজী হইয়া অযুত সংখ্যক প্রথম মন্ত্র জপ
করেন, তবে তিনি সাক্ষাৎ দ্বিতীয় বৃহস্পতি সদৃশ হইয়া থাকেন। সর্বদা এই মন্ত্র জপ
করিলে মাসমাত্রে কবি হয়, ইহাতে সংশয় নাই। ২৮

গোকুর মুণ্ডে, গোকুর পৃষ্ঠে, চক্রে অথবা গোময়ে প্রথমে এই মন্ত্র ঘোষের মন্ত্র
লিখিবে। পরে পুনরায় মন্ত্রকে জপ করিবে। ২৯

সুধী সাধক প্রথমে ধ্যানমাত্র করিয়া দীর্ঘকাল ভাবনা করিয়া নির্জন স্থানে গমন
করিয়া অধোমুখ হইয়া মন্ত্র জপ করিবে। ৩০

পৌর্ণমাসী তিথিকে পাইয়া অর্থাৎ পৌর্ণমাসী তিথিতে চতুষ্পথে অষ্টাধিক শত
কুল্মপুষ্পের দ্বারা পূজা করিয়া মন্ত্র জপ করিবে। ৩১

যগ্মাসমাত্রং হি জপেদ্ যদি কৃত্বা বিধানবিৎ ।

বৃহস্পতি-সমো বক্তা নাত্র কার্য্য বিচারণা ॥ ৩২

কুকুরস্ত চ মুণ্ডেকং মুণ্ডং ক্রোষ্টু বৃষস্ত চ ।

ত্রিমুণ্ডমেতদ্ বিখ্যাতং সাধকানাং সুখাবহম্ ॥ ৩৩

আসনঐক্যে গোমুণ্ডে বামে কুকুর-মুণ্ডকম্ ।

দক্ষিণে চ শিবামুণ্ডং কৃত্বা পূজাং সমাচরেৎ ॥ ৩৪

অর্দ্ধচন্দ্রাকৃতিং সাক্ষাদ্ বালচন্দ্রোপমং শ্রুটম্ ।

যন্ত্রং লিখেৎ তত্র পূজা কুন্দস্ত কুসুমেন চ ॥ ৩৫

সব্যেন পাংগিকমলেন জপাদি-পূজাং শৃঙ্গারশীলন-বিধৌ খলু দক্ষিণেন ।

রাকা-সুধাকর-মরীচি-তুষার-গৌরং ধ্যাত্বা চতুষ্পাৎ-তটে বৃষ-মন্তুকস্থঃ ॥ ৩৬

সঞ্চিস্ত্য কুকুর-শিবা^১-শিরসাধিক্রূড়ঃ কুন্দেন সাধকতমো জপতি প্রকামম্ ।

গোচর্মণা বিরচিতং রসকোণমাত্রং চক্রং ততোহপি নবকুসুম-রোচনাভিঃ ।

নির্মায়া সব্যবিধিনা বিজনে শ্মশানে সংপূজয়েদ্ বন-ভবৈশ্চ নবৈঃ পলাঠৈঃ ॥ ৩৭

রাজিতে মুক্তকেশ হইয়া ত্রিমুণ্ডে আরোহণ করিয়া বিধানবিৎ সাধক যদি যথাবিধি ছয় মাসমাত্র মন্ত্র জপ করেন, তবে তিনি বৃহস্পতি সম বক্তা হইয়া থাকেন, ইহাতে সংশয় করিবে না । ৩২

কুকুরের এক মুণ্ড, শৃঙ্গালের এক মুণ্ড ও বৃষের এক মুণ্ড—এই তিন মুণ্ড সাধকগণের সুখাবহ বলিয়া বিখ্যাত আছে । ৩৩

গোমুণ্ডে আসন করিয়া বামে কুকুর মুণ্ড ও দক্ষিণে শিবামুণ্ড স্থাপন করিয়া পূজার অনুষ্ঠান করিবে । ৩৪

অর্দ্ধচন্দ্রাকার সাক্ষাদ্ বালচন্দ্রের সদৃশ স্পষ্ট যন্ত্র লিখিবে । সেই যন্ত্রে কুন্দ পুষ্পের দ্বারা পূজা হইবে । ৩৫

চতুষ্পাৎ নদীতটে বৃষমুণ্ডে অবস্থিত হইয়া পূর্ণিমা চন্দ্রের কিরণ ও তুষারের দ্বারা গৌর (৩৭) মঞ্জুষ্যকে ধ্যান করিয়া বাম হস্ত-কমলের দ্বারা পূজা জপাদি করিবে । কিন্তু শৃঙ্গার চর্চা ব্যাপারে দক্ষিণ হস্তের দ্বারা পূজা করিবে । ৩৬

নির্জন শ্মশানে কুকুর ও শৃঙ্গালের মুণ্ডে উপবিষ্ট হইয়া গোচর্মের উপরে নুতন কুসুম গোচরোচনা দ্বারা মটকোণচক্র নির্মাণ করিয়া বাম হস্তে কুন্দ পুষ্প ও বনজাত নব পলাশ পুষ্প পূজা করিবে ও ইচ্ছামত জপ করিবে । ৩৭

সম্পূর্ণ-মণ্ডল-তুষার-মরীচি-মধ্যে বালং বিচিস্ত্য ধবলং বর-খড়া-হস্তম্ ।

উদ্দাম-কেশনিবহং বর-পুস্তকাঢ্যং নগ্নং যজ্ঞেং ক্ষতজ-পদ্য-দলায়তাক্ষম্ ॥ ৩৮

মঞ্জিষ্ঠ^১-তোয়দ-বচাসিত-ভানুমূলৈঃ স্বীয়াজ-শোণিত-মূতৈঃ^২ সহ কূষ্ঠকৈশ্চ ।

কুড়া ললাট-ফলকে তিলকং জপস্থো বিদ্যা-প্রবোধ-বিষয়ে সচগীপতিঃ স্ম্যৎ ॥ ৩৯

ভৈরবতন্ত্রে ঈশ্বর উবাচ—

শ্রয়তাং দেবি ! মে বাক্যং নাত্র কার্য্যা বিচারণা ।

মঞ্জুষোষস্ত যো দেবঃ সোহহং দেবি ! ন সংশয়ঃ ॥ ৪০

একোহহং শঙ্করো দেবি ! নানা-মূর্ত্তিধরঃ স্বয়ম্ ।

তস্মাধিষ্ঠানমধুনা শ্রয়তাং মম তদ্বৃত্ততঃ ॥ ৪১

মন্ত্রঃ ষড়ঙ্করঃ সারঃ সত্যঃ কুমতি-নাশকঃ ।

ব্রহ্মলক্ষাবধিস্তস্য^৩ জাপ্য এব সুরেঙ্গিতঃ ॥ ৪২

ত্রিপক্ষ-জপনাদ্ দেবি ! বাগ্মী ভবতি মানবঃ

শুকবিৎ ভবেৎ তস্য প্রতিভা বিশ্বজিহ্বরী ॥ ৪৩

সম্পূর্ণ চক্রমণ্ডলের তুষার তুল্য মরীচি মধ্যে শ্বেতবর্ণ, বর ও খড়্গধারী আলুলায়িত কেশ, বর ও পুস্তকধারী রক্তপদ্মের স্মারক আরক্ত নেত্র নগ্ন মঞ্জুষোষকে ধ্যান করিয়া ভজনা করিবে । ৩৮

নিজ দেহের রুধিরের সহিত যুক্ত মঞ্জিষ্ঠা, তোয়দ (মুখা), বচা, শ্বেত আকন্দ মূল, কুড়ের দ্বারা ললাট ফলকে তিলক করিয়া জপযুক্ত হইলে বিদ্যার বিকাশ বিষয়ে সে ব্রহ্মপতি সদৃশ হয় । ৩৯

ভৈরব তন্ত্রে ঈশ্বর বলিয়াছেন—হে দেবি ! আমার বাক্য শ্রবণ কর । ইহাতে সন্দেহ করিও না । হে দেবি ! মঞ্জুষোষ নামক যে দেবতা, সে আমি । ইহাতে সংশয় নাই । ৪০

হে দেবি ! আমি শঙ্কর এক, কিন্তু আমি বহুং নানামূর্ত্তি ধারণ করি । এখন আমার নিকট যথার্থতঃ তাহার অনুষ্ঠান শ্রবণ কর । ৪১

মঞ্জুষোষের ষড়ঙ্কর মন্ত্রই সার । উহা সত্যঃ কুমতির নাশক । সেই মন্ত্রের দ্বারা লক্ষ অবধি জপ দেবতার অভিপ্রেত । ৪২

হে দেবি ! মানব ত্রিপক্ষ কালব্যাপী মন্ত্র জপ হইতে বাগ্মী হয় । তাহার শুকবিৎ লাভ হয় । তাহার প্রতিভা বিশ্ববিজয়িনী হইয়া থাকে । ৪৩

মাসমাত্রং জপেদ্ যন্ত পণ্ডিতোহপণ্ডিতো যদি ।

যগ্মাসং যন্ত জপতি স সর্বজ্ঞঃ কুশাগ্রধীঃ ॥ ৪৪

অন্বেন সিদ্ধয়ঃ সৰ্বা ভবন্তি সত্যমীশ্বরী ! ।

আহারোহস্ত নৃণাং বর্চো নৈবেদ্যং চক্ষুষ্যোর্মলম্ ॥ ৪৫

মুত্রৈঃ পাণ্ডং দদেৎ তস্য গন্ধো বিট্-খদিরোদ্ভবঃ ।

আরণ্যস্ত চ^১ পত্রাণি পুষ্পাণ্যেব স্ননিশ্চিতম্ ॥ ৪৬

এরণ্ডতৈলৈঃ কার্পাস-বীজমর্ঘ্যং প্রচক্ষতে ।

তুণ্ড-কীলাল-দানেন ভবেদাচমনীয়কম্ ॥ ৪৭

অথাচারঃ—অরিষ্টগেহে নিশি তৈলমেবমাদায় যত্নাৎ কর-পল্লবেন ।

তেনাঙ্কিতং কাঞ্চন-পুষ্পমেব নিবেদ্য তস্মৈ জপতি প্রকামম্ ॥ ৪৮

আকিংগুকাক্কোড়-তরোশ্চ মূলে বিলিপ্য পাদৌ বদনামৃতেন ।

ত্রিমুণ্ডমাত্রাশ্রিত এব রাত্রৌ জপেদ্ যথাশক্তি তু পৌর্ণমাস্যাম্ ॥ ৪৯

বকুলতরুতলস্থো মুণ্ডমাত্রৈক-রুচো হিমকরকর-গৌরং চিন্তয়িত্বা নিশীথে ।

যদি জপতি জড়াত্মা মন্ত্রমেনং ত্রিপক্ষং ভবতি জগতি সাক্ষাদ্গীর্ষ্যপতির্নাত্র চিত্রম্ ॥

অপণ্ডিত ব্যক্তি যদি মাসমাত্র এই মন্ত্র জপ করে, তবে সেই অপণ্ডিতও পণ্ডিত হয় ।

যে ব্যক্তি ছয়মাস এই মন্ত্র জপ করে, তবে সেই ব্যক্তি তীক্ষ্ণধী সর্বজ্ঞ হয় । ৪৪

হে ঈশ্বরী ! এক বৎসর জপে সমস্ত সিদ্ধি হয়, ইহা সত্য । ইহার আহার মনুষ্যগণের মল । নৈবেদ্য হইতেছে নেত্র মল । ৪৫

এই দেবতাকে মূত্র দ্বারা পাদ দিবে । বিট্খদির-বালা- (জাত) গন্ধ । আরণ্য পত্র সমূহই পুষ্প, ইহা নিশ্চিত । এরণ্ড মূলের সহিত কার্পাস বীজ দ্বারা অর্ঘ্য কথিত হইয়াছে । স্বীয় মুখের নালাব দ্বারা আচমন হইবে । ৪৬-৪৭

অনন্তর আচার (অনুষ্ঠান)—রাত্রিতে সূতিকাগারের তেল যতপূর্বক হস্তপল্লবের দ্বারা লইয়া তাহা দ্বারা কাঞ্চন পুষ্প অঙ্কিত করিয়া সেই দেবতাকে নিবেদন করিয়া ইচ্ছামত জপ করিবে । ৪৮

পলাশবৃক্ষ বা অশোকবৃক্ষের মূলে উপবিষ্ট হইয়া বদনামৃত (মুখের নালা) দ্বারা দুই পাদ লেপন করিয়া ত্রিমুণ্ড মাত্র আশ্রিত হইয়া পূর্ণিমার রাত্রিতে যথাশক্তি মন্ত্র জপ করিবে । ৪৯

বকুল বৃক্ষের তলে ত্রিমুণ্ডের যে কোন এক দ্বণ্ডে আশ্রিত হইয়া চন্দ্রবদ গৌরবর্ণ

ভুক্তান্ন-শেষ-কদলীতরুমূল-সংস্থ আন্তীর্ণপুষ্পরচিতাসনসন্নিবিষ্টঃ^১ ।

রাকাবিধুদগমমুপেত্য কৰোতি পূজাং যঃসোহপ্যজ্যেয় ইহ বাকপতিরীশ্বরঃ স্যাৎ ॥

জিহ্বাং বিমূঢ়্য নিজপানি-সরোরুহাভ্যাং

রান্না-প্রসূন-শতকৈঃ পরিপূজ্য গোষ্ঠে ।

যো বৈ জপেদমুদিনং রস-লক্ষমাত্রং

ঈশং জয়েৎ কিমুত বাকপতিমেব চিত্রম্ ॥ ৫২

স্থিত্বা নিশীথ-সময়ে রজকশ্চ কাষ্ঠে

খড়্গাবিতো জপতি যত্নপি পৌর্ণমাস্তাম্ ।

সম্পূর্ণমাসমথবা তরসাপি তস্মা

বক্তৃদা বিনিঃসরতি গীরমুতায়মানা ॥ ৫৩

যো দন্তধাবনকরশ্চ করঞ্জকাষ্ঠে-

স্তম্ভাপি গীষ্পতি-বচো নিয়তং সুলভ্যম্ ।

তৈলেন যস্তিলভুবা মতিমান্ জুহোতি

কুস্পেন কৈরব-দলেন চ সোহর্চিতঃ স্যাৎ ॥ ৫৪

মঞ্জুষোষ দেবতাকে ধ্যান করিয়া রাত্রিতে যদি কোন জড়ঘী ব্যক্তি এই মন্ত্র তিন লক্ষ জপ করে, তবে সে এই জগতে সাক্ষাৎ বৃহস্পতি হইয়া থাকে, ইহা বিচিত্র নহে । ৫০

অন্ন শেষ ভক্ষণ করিয়া কদলীতরুর মূলে সংস্থিত হইয়া আন্তীর্ণ পুষ্পের দ্বারা রচিত আসনে উপবিষ্ট হইয়া পূর্ণিমা চন্দ্রের উদয়কে প্রাপ্ত হইয়া যে মঞ্জুষোষ দেবকে পূজা করে, সে ইহলোকে অজ্যেয় বৃহস্পতি ও ঈশ্বর হইয়া থাকে । ৫১

নিজের পানিপদের দ্বারা জিহ্বা মার্জন করিয়া গোষ্ঠে শতসংখ্যক রান্না-পুষ্প দ্বারা মঞ্জুষোষ-দেবকে পূজা করিয়া যে ব্যক্তি প্রতিদিন ছয়লক্ষ মন্ত্র জপ করে, সে ঈশ্বরকেও জয় করিতে পারে, বৃহস্পতিকে যে জয় করিবে, উহাতে আশ্চর্য্যের কি আছে । ৫২

রাত্রিকালে পূর্ণিমা তিথিতে রজকের কাষ্ঠে উপবেশন করিয়া খড়্গযুক্ত হইয়া যদি সম্পূর্ণ একমাস মঞ্জুষোষের মন্ত্র জপ করিতে পারে, তবে তাহার মুখ হইতে শীঘ্র অমৃতত্বলা সমধুর বাক্য বিনির্গত হয় । ৫৩

যে ব্যক্তি করঞ্জকাষ্ঠের দ্বারা দন্তধাবন করে, কুন্দপুষ্প বা কৈরব (কুমুদ) পুষ্পের দ্বারা মঞ্জুষোষ দেবকে অর্চনা করে ও তিলজাত তৈলের দ্বারা হোম করে, তাহার মুখ হইতে বৃহস্পতিত্বলা সুমধুর বাক্য সুলভ হইয়া থাকে । ৫৪

পিতা গুরুন কার্যো বৈ দীক্ষা-কর্মণি পার্বতি ! ।

ভাবৎ^১ কালং স্মৃতো হুঃখী পিতা তু নরকং ব্রজেৎ ॥ ইতি^২ ॥ ৫৫

ইদক্ষাশ্রাপেক্ষাধিক-দোষসূচকং প্রতিপ্রসূত-মহাতীর্থাগ্ধি-করণক-পিতৃ-
দীক্ষা-নিষেধকঞ্চ । অশ্রু পুরস্চরণং মড়লক্ৰুজপঃ । যথা (৫৬)—

এবং সম্পূজ্য দেবেশং লক্ষ্ষটকং জপেন্ মনু্য ।

ঘৃতাক্ত-কুন্দপুষ্পৈশ্চ একাদশ-শতানি চ ।

জুহুয়াদেধিতে বহৌ কান্তারে পিতৃ-বেশ্মনি ॥ ৫৭

অথাশ্রু স্তবঃ— অমলং নিগুণং সারং গুণিনং সর্বকামদম ।

তং নমামি হিতং নাথং মঞ্জুঘোষং নমাম্যহম্ ॥ ৫৮

রবীশং পরমং সারং স্তুতং ব্রহ্মাদিভিঃ সুরৈঃ ।

রক্তং রজোগুণৈর্যুক্তং মঞ্জুঘোষং নমাম্যহম্ ॥ ৫৯

বচনেন ন জানন্তি কামেন^৩ ন চ কোবিদাঃ ।

তং শাস্তং তমসা যুক্তং পীতবস্ত্রং নমাম্যহম্ ॥ ৬০

হে পার্বতি ! দীক্ষাকার্য্যে পিতাকে কখনই গুরু করিবে না । পিতাকে গুরু করিলে সমস্ত সময় পুত্র হুঃখী হইবে এবং পিতাও নরকে গমন করেন । ৫৫

এই বচনটি কিন্তু অশ্রু অপেক্ষার অধিক দোষ সূচক এবং প্রতিপ্রসব প্রাপ্ত মহাতীর্থাদি স্থানেও পিতৃদীক্ষার নিষেধ সূচক । ৫৬

এই মঞ্জুঘোষ মন্ত্রের পুরস্চরণে হয় লক্ষ মন্ত্র জপ । যেমন ভক্তে বলিয়াছেন—
এইরূপে কান্তারে পিতৃগৃহে (শ্মশানে) দেবেশ্বর মঞ্জুঘোষকে পূজা করিয়া হয় লক্ষ মন্ত্র জপ করিবে । ঘৃতাক্ত কুন্দপুষ্পের দ্বারা প্রদীপ্ত অগ্নিতে এগার শত হোম করিবে । ৫৭

অনন্তর ইহার স্তব । স্তবের অর্থ—যিনি অমল (নির্মল), নিগুণ, সার অর্থাৎ সর্বদেবশ্রেষ্ঠ গুণী ও সর্বকামপ্রদ, সাধকের হিতকারী ও নাথ (প্রভু), সেই মঞ্জু-
ঘোষকে প্রণাম করি । ৫৮

যিনি রবিরও ঈশ্বর (নিয়ন্তা), পরম সার অর্থাৎ সর্বশ্রেষ্ঠ, ব্রহ্মাদি দেবগণ কর্তৃক বন্দিত, রক্ত ও রজোগুণ যুক্ত, সেই মঞ্জুঘোষকে প্রণাম করি । ৫৯

পণ্ডিতগণ যাহাকে বাক্য ও কামের (মনের) দ্বারা জানিতে পারেন না, সেই শাস্ত তমোগুণ যুক্ত পীতবস্ত্রধারী মঞ্জুঘোষকে প্রণাম করি । ৬০

চরণে পতিতা যস্য দৈত্যানাং জয়-হেতবে ।

চরণে পতিতো জীবো বুদ্ধয়ে^১ তং নমাম্যহম্ ॥ ৬১

ন জানন্তি সুরা যস্য তত্ত্বং সত্ত্বগুণেন বৈ ।

হৃষ্টং সমস্ত-সারঞ্চ মঞ্জুষোষং নমাম্যহম্ ॥ ৬২

ধীশং বিশ্বেশ্বরকৈব প্রতিপত্ত্যাদি-হেতুকম্ ।

সকলং নিষ্কলকৈব তং নমামি হিত-প্রদম্^২ ॥ ৬৩

ইতি মঞ্জুষোষস্তবঃ ।

অত্র দীপনী-ষড়্‌ক্ষরাণামেকৈকাক্ষরেণ ষট্‌পদ্যানামেকৈক-পদ্য-প্রথমাক্ষর-
নিবন্ধ^৩ ইত্যবধেয়মিতি^৪ ॥ ৬৪

অথ ত্র্যম্বকঃ

ত্র্যম্বকং যজামহে সুগন্ধিং পুষ্টিবর্দ্ধনম্ ।

উর্বাকুরুমিব বন্ধনান্ মৃত্যোর্মুক্তীয় মাহমৃত্যং ॥ ১

দেবগণ দৈত্যগণের সহিত যুদ্ধে জয়লাভের জন্য যাঁহার চরণে নিপতিত, জীব
(বৃহস্পতি) জ্ঞানলাভের জন্য যাঁহার চরণে নিপতিত, সেই মঞ্জুষোষকে প্রণাম করি ।

দেবগণ সত্ত্বগুণ দ্বারা যাঁহার তত্ত্ব জানিতে পারেন না, যিনি প্রসন্ন ও সর্বসার, সেই
মঞ্জুষোষ দেবকে প্রণাম করি । ৬১-৬২

যিনি বুদ্ধির ঈশ্বর, যিনি বিশ্বের ঈশ্বর, যিনি প্রতিপত্তি প্রভৃতির হেতু, যিনি সকল
হইয়াও নিষ্কল, সেই মঞ্জুষোষকে প্রণাম করি । ৬৩

মঞ্জুষোষের স্তব সমাপ্ত হইল ।

এই স্তবে দীপনীর ছয়টি অক্ষরের এক একটি অক্ষরের দ্বারা ছয়টি পদ্যের এক
একটি পদ্যের প্রথমাক্ষর নিবন্ধ হইয়াছে । ইহা জানিবেন । ৬৪

অনন্তর ত্র্যম্বক মন্ত্র । সেই মন্ত্রটি হইতেছে—ত্র্যম্বকং যজামহে সুগন্ধিং পুষ্টি-
বর্দ্ধনম্ । উর্বাকুরুমিব বন্ধনান্ মৃত্যোর্মুক্তীয় মাহমৃত্যং ।

মন্ত্রের অর্থ—আমরা সুগন্ধি পুষ্টিবর্দ্ধক ত্র্যম্বক শিবকে পূজা করিতেছি । তিনি
আমাদিগকে পক্ষ উর্বাকুরুকের (ফুটির) বন্ধন (বোঁটা) হইতে উর্বাকুরুকের দ্বারা মৃত্যু
হইতে মুক্ত করুন, কিন্তু অমৃত হইতে মুক্ত না করুন । ১

১। খ—বুদ্ধয়ে তং । ২। হিতপ্রদমিত্যনন্তরম্—ঋষিঃ কথো ভবেৎ পণ্ডিত্বিশ্চনোহজানি ষড়্‌ক্ষরৈঃ ।
দক্ষিণাং পতিতো দন্তাদ্ গুরুতুষ্টির্থা ভবেৎ । গুরুসন্তোষ-মাত্রেণ সিদ্ধির্ভবতি নিশ্চিতম্ । পিতা গুরুন
কার্য্যো বৈ দীপ্তা-কর্মণি সাধকঃ । তাবৎ কালং মৃতো দুঃখী পিতা তু নরকং একেদিত্যাধিকশুদ্ধসাধে ।

৩। খ—প্রথমাক্ষরনিবন্ধ ৪। খ—হিতপ্রদমিতি মঞ্জুষোষঃ ।

অশ্ব বশিষ্ঠ ঋষিরমুটুপ্-হৃন্দ্রাস্বকো দেবতা। তত্র প্রয়োগঃ—ভূত-
তদ্বাদি-পীঠস্থাসান্তং কর্ম সমাপ্য ঋগ্ভাদি-স্থাসং কুর্যাৎ। শিরসি—বশিষ্ঠায়
ঋষয়ে নমঃ। মুখে—অমুটুপ্-হৃন্দ্রসে নমঃ। হৃদি—ত্ৰ্যম্বকায় দেবতায়ৈ
নমঃ। অমুকস্থামুকশান্তয়ে বিনিয়োগঃ। ২

ততঃ করাদ্ভ্যাসৌ—ত্ৰ্যম্বকং অঙ্গুষ্ঠাভ্যাং নমঃ, যজ্ঞামহে তর্জনীভ্যাং
স্বাহা, সূগন্ধিং পুষ্টিবর্দ্ধনং মধ্যমাভ্যাং বষট্। উর্বারুকমিব-বন্ধনাং অনামিকা-
ভ্যাং হ্রৎ। মৃত্যোমুক্ষীয় কনিষ্ঠাভ্যাং বৌষট্। মাহমুতাং করতল-পৃষ্ঠাভ্যাং

এই মন্ত্রের বশিষ্ঠ ঋষি, অমুটুপ্-হৃন্দ্রঃ, ত্ৰ্যম্বক দেবতা, শ্রীং বীজ, মায়া (হ্রীং)
শক্তি, অমুকের অমুকশান্তির জন্য ইহার বিনিয়োগ। এই মন্ত্রের পূজা প্রয়োগ (২)—

ভূততদ্বাদি হইতে পীঠস্থাসান্তং কর্ম সমূহ করিয়া ঋগ্ভাদি স্থাস করিবেন। যথা—অশ্ব
শ্রীত্ৰ্যম্বক-মন্ত্রস্য বশিষ্ঠ ঋষিঃ অমুটুপ্-হৃন্দ্রঃ, ত্ৰ্যম্বকো দেবতা শ্রীং বীজং হ্রীং শক্তিঃ
অমুকস্য মৃত্যুনিবারণে বিনিয়োগঃ। মন্তকে—ওঁ বশিষ্ঠায় ঋষয়ে নমঃ। মুখে—ওঁ
অমুটুপ্-হৃন্দ্রসে নমঃ। হৃদয়ে—ওঁ ত্ৰ্যম্বকায় দেবতায়ৈ নমঃ। গুহ্যে—শ্রীং বীজায়
নমঃ। পাদদ্বয়ে—ওঁ হ্রীং শক্তয়ে নমঃ। তাহার পর করাদ্ভ্যাস করিবেন। যথা
—ওঁ ত্ৰ্যম্বকং অঙ্গুষ্ঠাভ্যাং নমঃ। ওঁ যজ্ঞামহে তর্জনীভ্যাং স্বাহা। ওঁ সূগন্ধিং পুষ্টি-বর্দ্ধনং
মধ্যমাভ্যাং বষট্। ওঁ উর্বারুকমিব বন্ধনাং অনামিকাভ্যাং হ্রৎ। ওঁ মৃত্যোমুক্ষীয়
কনিষ্ঠাভ্যাং বৌষট্। ওঁ মাহমুতাং করতলপৃষ্ঠাভ্যাং ফট্। এইরূপে হৃদয়াদিতে
অঙ্গস্থাস করিবেন। তাহার পর বর্ণস্থাস করিয়া পদস্থাস করিবেন। যথা—পূঃ
মন্তকে—ত্ৰ্যং নমঃ। পঃ মন্তকে—স্বং নমঃ। দঃ মন্তকে—কং নমঃ। উঃ মন্তকে—সং
নমঃ। হৃদয়ের উর্ধ্বভাগে—জাং নমঃ। গলে—মং নমঃ। আশ্বে—হেং নমঃ। নাভিতে
—সুং নমঃ। হৃদয়ে—গং নমঃ। পৃষ্ঠে—ক্ষিং নমঃ। কুক্ষিতে—পুং নমঃ। লিঙ্গে—ক্তিং
নমঃ। পায়ুতে—বং নমঃ। দঃ উরুমূলে—র্জং নমঃ। বাঃ উরুমূলে—নং নমঃ। দঃ উরুর
অন্তে—উং নমঃ। বাঃ উরুর অন্তে—র্বাং নমঃ। দঃ জানুতে—রং নমঃ। বাঃ জানুতে
—কং নমঃ। দঃ জানুর উপরিস্থ বৃত্তে—মিং নমঃ। ঐ বামবৃত্তে—বং নমঃ। দঃ
স্তনে—বং নমঃ। বাঃ স্তনে—ক্ষং নমঃ। দঃ পার্শ্বে—নাং নমঃ। বাঃ পার্শ্বে—স্বং
নমঃ। দঃ পাদে—তোং নমঃ। বাঃ পাদে—মূং নমঃ। দঃ হস্তে—ক্ষীং নমঃ। বাঃ
হস্তে—স্বং নমঃ। দঃ নাসিকায়—মাং নমঃ। বাঃ নাসিকায়—স্বং নমঃ। মন্তকে
—তাং নমঃ। এইরূপে বর্ণস্থাস করিয়া মন্তকাদিতে—এগারটি পদের স্থাস
করিবেন। যথা—মন্তকে—ওঁ ত্ৰ্যম্বকায় নমঃ। জহ্বরে—ওঁ যজ্ঞামহে নমঃ। চক্রে—
ওঁ সূগন্ধিং নমঃ। বজ্রে—ওঁ পুষ্টিবর্দ্ধনং নমঃ। গণ্ডদ্বয়ে—ওঁ উর্বারুকং নমঃ। হৃদয়ে—ওঁ

কট্ । এবং হৃদয়াদিষু । ততঃ শিরো-জ্যুগলাক্ষি-বক্তু-গণ্ডযুগ-হৃদয়োদর-
গুহোরু-জানু-পাদেযু একাদশ পদানি শাস্ত্রা ধ্যায়েৎ । যথা (৩)—

হস্তাভ্যাং কলসদ্বয়ামৃতরসৈরাশ্রাবয়ন্তং শিরো

দ্বাভ্যাং তৌ দধতং যুগাক্ষ-বলয়ে দ্বাভ্যাং বহন্তং পরম্ ।

অঙ্কশস্ত্র-করদ্বয়ামৃত-ঘটং কৈলাস-কান্তং শিবং

স্বচ্ছান্তোজ-গতং নবেন্দু-মুকুটং দেবং ত্রিনেত্রং ভজে ॥ ৪

এবং ধ্যানা মানসৈঃ সম্পূজ্যার্য্যং সংস্থাপ্য শৈবোক্ত-পীঠপূজাং বিধায়
পুনর্ধ্যাদ্বাবাহনাদি-পঞ্চপুষ্পাঞ্জলি-দান-পর্য্যন্তং বিধায়াবরণানি পূজয়েৎ ।
কেশরেষু অগ্ন্যাди-কোণেষু মধ্যে দিক্ষু চ ষড়্ভুজৈঃ পূজয়িত্বাহষ্টপত্রেষু অর্কীয়,
ইন্দবে বসুধায়ৈ জলায় বহুয়ে, বায়বে বিয়তে যজমানায় । তদ্বহি পূর্বাদিতঃ

ইব নমঃ । জঠরে—ওঁ বন্ধনান্ নমঃ । গুহে—ওঁ যুতোঃ নমঃ । উরুতে—ওঁ মুক্ষীর নমঃ ।

জানুতে—ওঁ মা নমঃ । পাদে—ওঁ অমৃতং নমঃ । তাহার পর ধ্যান করিবেন । ৩

বিবৃতি । তন্ত্র সারে এই বৈদিক ত্র্যম্বক মন্ত্রের পূজা প্রয়োগে মন্ত্র বর্ণের স্থান লিখিত
হইলেও আগম তন্ত্র বিলাসে এই স্থানের উল্লেখ নাই । শারদাতিলকে করাজস্থানের
পর বর্ণস্থান ও পদস্থান কর্তব্য বলিয়া উক্ত হইয়াছে । তাই আমি অনুবাদে
করাজস্থানের পর বর্ণস্থান ও পদস্থান পৃথক্ পৃথক্ সম্পূর্ণ লিখিয়া দিয়াছি । ৩

ধ্যানের অর্থ—হস্তদ্বয়ের দ্বারা ধৃত কলশ দ্বয়ের মধ্যস্থ অমৃতরসের দ্বারা মস্তক
প্লাবনকারী, দুই হস্তের দ্বারা ঘটদ্বয় ধারী, দুই হস্তের দ্বারা যুগমুদ্রা ও অক্ষবলয়ধারী
অঙ্কশস্ত্র করদ্বয়ে অমৃতপূর্ণ ঘটদ্বয়-ধারী স্বচ্ছপদ্মে সমাসীন কৈলাসকান্ত নবচক্র চূড়
ত্রিনেত্র পরম দেব শিবকে ভজনা করি । ৪

এই প্রকারে ধ্যান করিয়া, মানস উপচারে পূজা করিয়া, বিশেষার্থ্য স্থাপন করিয়া,
শৈবোক্ত পীঠপূজা করিয়া, পুনরায় ধ্যান করিয়া, মুদ্রা দেখাইয়া, আবাহন হইতে
পঞ্চপুষ্পাঞ্জলি দান পর্য্যন্ত সমস্ত করিয়া আবরণ পূজা করিবেন । প্রথম যথা
কেশরের অগ্ন্যাदि কোণে, মধ্যেও দিক্‌সমূহে ষড়্ভুজের পূজা করিবেন । যথা—এতে
পঞ্চপুষ্পে ওঁ ত্র্যম্বকং হৃদয়ান্ নমঃ । ওঁ বজ্রামহে শিরসে স্বাহা । ওঁ যুগন্ধিং
পুষ্টিবর্দ্ধনং লিখায়ৈ ববট্ । ওঁ উর্বাকুরুমিব বন্ধনাং কবচায় হং । ওঁ যুতোমুক্ষীর
নেত্রত্রয়ান্ বৌষট্ । ওঁ ঋমৃতং করতল-পৃষ্ঠাভ্যাং ফট্ । পরে ২য় আবরণে
অষ্ট পত্রের মূলে পূর্বাদিক্রমে ওঁ অর্কীয় নমঃ । এইরূপ ইন্দবে, বসুধায়ৈ, জলায়,
বহুয়ে, বায়বে, বিয়তে, যজমানায় নমঃ মন্ত্রে অষ্টমূর্তির পূজা করিয়া, তৃতীয়

রামা-রাকা-প্রভা-জ্যোৎস্না-পূর্ণোষা-পুরণী-সুধাঃ^১ সম্পূজ্য, তদ্বহিঃ বিদ্যা-
বিভা-সিতা-প্রজ্ঞা-সারা-সন্ধ্যা-শিবা-নিশাত্ত্বায়ে আৰ্য্যা-প্রজ্ঞা-প্রভা-মেধা-
শান্তি-কান্তি^২-ধৃতি-মতীস্তদ্বহিঃ ধরা-মায়াবনী-পদ্মা-শান্তা-হমোঘা-জয়া^৩-
মলাঃ^৪ সম্পূজ্য ধূপাদি-বিসর্জনান্তঃ কৰ্ম সমাপয়েৎ । ৫

অন্য পুরশ্চরণং লক্ষজপঃ । বিশ্ব-পলাশ-খদির-বট-তিল-সর্ষপ-নবনীত-
দুধ-দধি-দুর্বাভির্দশদ্রব্যৈর্ঘৃতাক্তৈর্দশসহস্রহোমশ্চ । প্রয়োগস্ত—শনিবারে
অশ্বখ-মূলং স্পৃষ্টে^৫ সহস্রং জপেৎ । ততো মৃত্যুশঙ্কা নশ্যতি । তথা (৬)—

স্বাহা সহস্রং প্রজপেদাদিত্যাভিমুখো মনুজ ।

আধি-ব্যাধি-বিনিমুক্তো দীর্ঘমায়ুরবাণুয়াৎ ॥ ৭

আবরণে পত্রের মূলবহির্ভাগে পূর্বাদি ক্রমে ৩^১ রামারৈ নমঃ এইরূপে রাকারৈ, প্রভারৈ,
জ্যোৎস্নারৈ, পূর্ণারৈ, উষারৈ, পুরণ্যৈ, সুধারৈ নমঃ মন্ত্রে অষ্টমূর্তির পূজা করিয়া,
চতুর্থ আবরণে তাহার বহির্ভাগে পত্র মধ্যে ৩^২ বিশ্বারৈ নমঃ । এইরূপে বিদ্যারৈ,
সিতারৈ, প্রজ্ঞারৈ, সারারৈ, সন্ধ্যারৈ, শিবারৈ, নিশারৈ নমঃ মন্ত্রে বিদ্যাদির পূজা
করিয়া পঞ্চম আবরণে তাহার বাহিরে দলমধ্যে ৩^৩ আৰ্য্যারৈ নমঃ, এইরূপে প্রজ্ঞারৈ,
প্রভারৈ, মেধারৈ, শান্ত্যৈ, কান্ত্যৈ ধৃত্যৈ, মত্যা নমঃ মন্ত্রে অষ্টশক্তির পূজা করিয়া,
ষষ্ঠ আবরণে তাহার বহির্ভাগে দলমধ্যে ৩^৪ ধরারৈ নমঃ, এইরূপে মায়ারৈ, অবনৈ,
পদ্মারৈ, শান্ত্যৈ, অমোঘারৈ, জয়ারৈ, অমলারৈ নমঃ মন্ত্রে ধরাদির পূজা করিয়া
সপ্তম আবরণে দলের বহির্ভাগে ইন্দ্রাদি লোকপাল ও অষ্টম আবরণে অর্কাদি গ্রাহক
পূজা করিবেন । তাহার পর ধূপদানাদি বিসর্জন পর্য্যন্ত কৰ্ম শেষ করিবেন । ৫

এই মন্ত্রের পুরশ্চরণে লক্ষ জপ । বিশ্বফল, পলাশ, খদির ও বটের সমিধ, তিল,
সর্ষপ, দৌদ্ধ (দুধজাত নবনীত—পদার্থাদর্শমতে পান্সস), দুধ, দধি ও দুর্বা—এই দশ
ধৃতাক্ত দ্রব্যের দ্বারা অযুত হোম । বিভিন্ন কামনার এই মন্ত্রের প্রয়োগ হয় । উদ্দেশ্যে
অকাল মৃত্যু নিরারণের প্রয়োগ হইতেছে—শনিবারে অশ্বখবৃক্ষের মূল স্পর্শ করিয়া
সহস্র মন্ত্র জপ করিবেন । তাহাতে মৃত্যুর শঙ্কা বিনষ্ট হয় । সেইরূপ শারদাতিলকে-
উক্ত হইয়াছে (৬)—

জ্ঞান করিয়া সূর্য্যের অভিমুখ হইয়া এই মন্ত্র এক হাজার জপ করিবেন । ইহা
দ্বারা আধি, ব্যাধি হইতে মুক্ত হইয়া দীর্ঘ আয়ুঃ লাভ করিবেন । ৭

১। ক+খ—রমা-রাকা প্রভাজ্যোৎস্না পূর্ণা-পূষা-পুরণা-সুধাঃ । ২। খ—আত্মা প্রভা
প্রভা-মেধা কান্তি শান্তি ধৃতি মতীঃ । ৩। খ—আৰ্য্যা প্রজ্ঞা ইত্যাদি । ৪। খ—পরা উমা পাবনী পদ্মা
শান্তা মনসাঃ । ৫—ধরা উমা-পাবনী পদ্মা শান্তা অমোঘা অমা-অমলাঃ ।

অথ মৃতসঞ্জীবনী-বিজ্ঞা

আদৌ প্রাসাদবীজং তদনু মৃতিহরং তারকং ব্যাহতিশ্চ ।

প্রোচ্চার্য্য ত্র্যম্বকং যো জপতি চ সততং সম্পুটং চানুলোমম্ ॥ ৮

মৃতিহরং ত্র্যম্বক-মৃত্যুঞ্জয়-মন্ত্রম্ । সম্পুটমিতি অনুলোম-ক্রমেণৈব সম্পুটিত-
মিতার্থঃ । তেন হৌঁ ওঁ জুঁ সঃ ওঁ ভূভুঁবঃ স্বঃ ততো^১ মধ্যো ত্র্যম্বকমন্ত্রঃ ।
ততশ্চ হৌঁ ওঁ জুঁ সঃ ওঁ ভূভুঁবঃ স্বঃ । অস্মা জপাৎ সর্বসিদ্ধি-ভবতি । ৯

অথ শুক্রোপাসিতা মৃতসঞ্জীবনী-বিজ্ঞা

গায়ত্র্যা একৈক-পাদানন্তরং ত্র্যম্বকমন্ত্রশ্চ একৈক-পাদ ইতি । তথা চ
ওঁ তৎসবিতুর্বরেন্যং ত্র্যম্বকং যজামহে সুগন্ধিং পুষ্টিবর্দ্ধনং ভর্গো দেবশ্চ ধীমহি
উর্বারুকমিব বন্ধনাং ধিয়ো যো নঃ প্রচোদয়ানু মৃত্যোমুক্ষীয় মাহমৃতাং ।
অস্মা ধ্যানং (১০)—

স্বচ্ছং স্বচ্ছারবিন্দ-স্থিতমুভয়করে সংস্থিতৌ পূর্ণ-কুন্তৌ

দ্বাভ্যামেগাঙ্কমালাে নিজকরকমলে দ্বৌ ঘটৌ নিত্য-পূর্ণৌ ।

অনন্তর মৃতসঞ্জীবনী বিদ্যা কথিত হইতেছে—প্রথমে প্রাসাদ বীজ (হৌঁ), তাহার
পর মৃতিহর (মৃত্যুঞ্জয় মন্ত্র), তারক (প্রণব) ও ব্যাহতি (ভূভুঁবঃ স্বঃ) উচ্চারণ
করিয়া ত্র্যম্বক মন্ত্রকে অনুলোমে প্রাসাদ বীজ, মৃত্যুঞ্জয় মন্ত্র ও ব্যাহতি দ্বারা পুটিত
করিয়া যে ব্যক্তি সর্বদা জপ করে, তাহার সর্বসিদ্ধি হয় । ৮

মৃতিহর—ত্র্যম্বক মৃত্যুঞ্জয় মন্ত্র ওঁ জুঁসঃ । সম্পুটম্ ইহার অর্থ—অনুলোম ক্রমেই
সম্পুটিত তাহাতে হৌঁ ওঁ জুঁসঃ ওঁ ভূভুঁবঃ স্বঃ, মধ্যো ত্র্যম্বক মন্ত্র—ত্র্যম্বকং
যজামহে সুগন্ধিং পুষ্টি বর্দ্ধনং । উর্বারুকমিব বন্ধনানু মৃত্যোমুক্ষীয় মাহমৃতাং । তাহার
পর হৌঁ ওঁ জুঁসঃ ওঁ ভূভুঁবঃ স্বঃ এই মন্ত্র হয় । এই মন্ত্রের জপ হইতে সর্বসিদ্ধি হয় । ৯

অনন্তর শুক্রোপাসিতা মৃতসঞ্জীবনী বিদ্যা কথিত হইতেছে—গায়ত্রীর এক একটি
পাদেব অনন্তর ত্র্যম্বক মন্ত্রের এক একটি পাদ । তাহা হইলে ওঁ তৎসবিতুর্বরেন্যং
ত্র্যম্বকং যজামহে সুগন্ধিং পুষ্টিবর্দ্ধনং ভর্গোদেবশ্চ ধীমহি উর্বারুকমিব বন্ধনাং ধিয়ো যো
নঃ প্রচোদয়ানু মৃত্যোমুক্ষীয় মাহমৃতাং এই মন্ত্র হয় । এই মন্ত্রের ধ্যান হইতেছে (১০)—

ধ্যানের অর্থ—স্বচ্ছ (নির্মল) স্বচ্ছ (শ্বেত) পদ্মের উপরে উপবিষ্ট, উভয় হস্তে ধৃত
পূর্ণকুন্ড, অশ্ব দুই হস্তে যুগযুজা ও অক্ষমালাধারী, অশ্ব দুই হস্তে নিত্য অমৃতপূর্ণ ঘটবস্ত্র-

ভাভ্যাং তো চ অবন্তো শিরসি শশিকলাং চামুতৈঃ প্রাবয়ন্তং

দেহং দেবো দধানঃ প্রদিশতু^১ বিশদাকল্পজালঃ ত্রিয়ং বঃ ॥ ১১

এবং ধ্যাৎবাহু ও^২ ত্র্যম্বকায় মহাদেবায় নমঃ ইত্যনেন পূজয়েৎ । অশু
জপাং সর্বসিদ্ধিঃ ॥ ১২

অথ ক্ষেত্রপালঃ । বর্ণাস্ত্য-মৌ-বিন্দুষুতং ক্ষেত্রপালায় হ্রস্বমুঃ ।

তারাত্তো বসুবর্ণোহয়ং ক্ষেত্রপালস্য কীর্তিতঃ ॥ ১৩

তেন ও^৩ ক্ষৌ^৪ ক্ষেত্রপালায় নমঃ ইতি তার-রহিতো^২ বসুবর্ণাঢ্য ইত্যর্থঃ ।
অশু ব্রহ্মা ঋষির্গায়ত্রীছন্দঃ ক্ষেত্রপালো দেবতা ক্ষৌ^৫ বীজং আয়েতি শক্তিঃ ।
করাঙ্গস্ত্যাসৌ তু ক্ষা^৬ অঙ্কুষ্ঠাভ্যাং নমঃ ইত্যাদিনা ষড়্-দীর্ঘভাজা স্ববীজেনৈব ।
ততো ধ্যানং (১৪)—

ধারী, অপর দুই হস্তে অমৃতস্রাবী ঘটঘরধারী, সেই অমৃত পূর্ণ ঘট নিঃসৃত অমৃতের দ্বারা
মন্তুকহিত শশিকলা প্রাবনকারী, সেই অমৃত দ্বারা প্রাবিত দেহ ধারণকারী বিশদ
(উজ্জল) ভূষণে ভূষিত ত্র্যম্বক দেব তোমাদিগকে ঐশ্বর্য্য প্রদান করুন । ১১

এইরূপ ধ্যান করিয়া আবাহন করিয়া ও^২ ত্র্যম্বকায় মহাদেবায় নমঃ এই মন্ত্রের
দ্বারা পূজা করিবেন । এই মন্ত্রের অপের দ্বারা সমস্ত সিদ্ধি হয় । ১২

অনন্তর ক্ষেত্রপাল মন্ত্র । বর্ণাস্ত্য ক্ষকার ঔকার ও বিন্দুষুক্ত হইবে এবং তাহার পর
ক্ষেত্রপালায় হ্রং (নমঃ) ও তারাত্ত (প্রণবাদি) হইবে । এই অষ্টাক্ষর ক্ষেত্রপালের
মন্ত্র কীর্তিত হইয়াছে । ১৩

তাহাতে ও^৩ ক্ষৌ^৪ ক্ষেত্রপালায় নমঃ এইটি তাররহিত অষ্টাক্ষর যুক্ত মন্ত্র, ইহা
প্রোকার্ধ । এই মন্ত্রের ব্রহ্মা ঋষি গায়ত্রী ছন্দঃ, ক্ষেত্র পাল দেবতা, ক্ষৌ^৫ বীজ, আর
এইটি শক্তি, সর্বকামনার সিদ্ধিলাভে এই মন্ত্রের প্রয়োগ হয় । যথা—অশু ত্রীক্ষেত্রপালঃ
মন্ত্রস্য ব্রহ্মা ঋষিঃ গায়ত্রী ছন্দঃ ক্ষেত্রপালো দেবতা ক্ষৌ^৬ বীজং আর শক্তিঃ
সর্বকামসিদ্ধার্থে পূজনে বিনিয়োগঃ । মন্তুকে—ও^৭ ব্রহ্মণে ঋষয়ে নমঃ । মুখে—ও^৮
গায়ত্রী ছন্দসে নমঃ । হৃদয়ে—ও^৯ ক্ষেত্রপালায় দেবতাস্থে নমঃ । গুহে—ও^{১০} ক্ষৌ^{১১}
বীজায় নমঃ । পাদঘরে—ও^{১২} আরশক্তয়ে নমঃ । অনন্তর ষড়্-দীর্ঘম্বর যুক্ত নিজ
বীজের দ্বারাই করাঙ্গ ও অঙ্কুষ্ঠাস হইবে । যথা—ও^{১৩} ক্ষাং অঙ্কুষ্ঠাভ্যাং নমঃ । ও^{১৪}
ক্ষৌ^{১৫} তর্জনীভ্যাং দ্বাহা ইত্যাদি প্রকারে করাঙ্গাস করিয়া ও^{১৬} ক্ষাং হৃদয়ায় নমঃ, ও^{১৭}
ক্ষৌ^{১৮} শিরসে দ্বাহা ইত্যাদি প্রকারে অঙ্কুষ্ঠাস ও ব্যাপক ঙ্গাস করিয়া ধ্যান
করিবেন (১৪)—

ব্রাজ্জল-অট্টাধারং ত্রিনয়নং নীলাঞ্জনাদ্রিপ্রভং

দৌর্দণ্ডান্ত-গদা-কপালমরুগশ্রগ্-বস্ত্রগন্ধোজ্জলম্ ।

ঘণ্টা-মেখল-ঘর্ঘর-ধ্বনি-মিলজ্-ঝঙ্কার-ভীমং বিভূং

বন্দে সংহিত-সর্প-কুণ্ডলধরং শ্রীক্ষেত্রপালং সদা ॥ ১৫

এবং ধ্যানা মানসপূজার্ঘ্যস্থাপনাদি-পঞ্চপুষ্পাঞ্জলিদান-পর্য্যন্তঃ^১ বিধায়া-
বরণ-পূজামারভেৎ । অদৈঃ প্রথমাবরণম্ । অনলাক্ষাগ্নিকেশ-করাল-ঘণ্টারব-
মহা-ক্রোধ^২-পিশিতাশন-পিঙ্গলাক্ষোদ্ধিকেশেরষ্টভির্দ্বিতীয়ম্ । ইন্দ্রাদিভিস্তৃ-
তীয়ম্ । বজ্রাদিভিস্চতুর্থম্ । ততো ধূপাদি-বিসর্জনাস্তং কর্ম সমাপয়েৎ । ১৬

অশ্ব পুরশ্চরণং লক্ষজপঃ । সাজ্য-চরুণা দশাংশহোমঃ । মন্ত্রদেব-প্রকাশি-
কায়াস্ত প্রণব-রহিতোহয়ং মন্ত্রস্তথাচাষ্টাক্ষরঃ । অশ্ব পুরশ্চরণমমৃত-জপঃ । ১৭

অথাস্ত বলিবিধি:

রাত্রৌ গৃহাক্ষনে স্থণ্ডিলং কৃত্বা তত্র সপরিবারং দেবং সম্পূজ্য দেবহস্তস্থ-

ধানের অর্থ—চন্ডের দ্বারা প্রোজ্জল অট্টাধারী, ত্রিনয়ন, অঞ্জন পর্বতের সদৃশ
নীলবর্ণ দক্ষিণ বাহুদণ্ডে গদা ও বাম বাহুদণ্ডে কপালধারী, অরুণবর্ণ মালা, বস্ত্র ও
গন্ধে উজ্জল, মিলিত ঘণ্টা ও মেখলার ঘর্ঘর শব্দে ভীম দর্শন সর্বদা সর্পরচিত কুণ্ডল-
ধারী বিভূ শ্রীক্ষেত্রপালকে বন্দনা করি । ১৫

এই প্রকারে ধ্যান করিয়া মানস উপচারে পূজা, বিশেষার্ঘ্য স্থাপনাদি হইতে
পঞ্চপুষ্পাঞ্জলি দান পর্য্যন্ত সমস্ত কার্য্য করিয়া আবরণ পূজাআরম্ভ করিবেন । ষড়্ভঙ্গের
পূজা দ্বারা প্রথম আবরণ । যথা—এতে গন্ধপুষ্পে ও^১ ক্ষাং হৃদয়ান নমঃ ইত্যাদি ।
অষ্টমুক্তি দ্বারা দ্বিতীয় আবরণ । যথা—এতে গন্ধপুষ্পে ও^২ অমলাক্ষান নমঃ । এইরূপ
অগ্নিকেশার, করালায়, ঘণ্টারবায়, মহাক্রোধায়, পিশিতাশনায়, পিঙ্গলাক্ষায় ও
উদ্ধর্-কেশায় । ইন্দ্রাদি লোকপালগণের দ্বারা তৃতীয় আবরণ এবং বজ্রাদি অস্ত্রের
দ্বারা চতুর্থ আবরণ । তাহার পর ধূপদানাদি হইতে বিসর্জন পর্য্যন্ত সমস্ত কর্ম শেষ
করিবেন । ১৬

এই মন্ত্রের পুরশ্চরণে লক্ষ মন্ত্র জপ । সাজ্য চরু দ্বারা জপের দশাংশ হোম ।
হোমের পর পুনরায় ক্ষেত্রপালকে পূজা করিবেন । মন্ত্রদেব-প্রকাশিকায় কিন্তু
বলিয়াছেন—প্রণবরহিত এই মন্ত্র (পুরশ্চরণে) অপ্য মন্ত্র । তাহা হইলে অষ্টাক্ষর মন্ত্র
হয় । এই মন্ত্রের পুরশ্চরণে অমৃত জপ । ১৭

অনন্তর ক্ষেত্রপালের বলি বিধি কথিত হইতেছে । রাত্রিতে গৃহের অগ্ননে স্থণ্ডিল

কপালে বলিমন্ত্রেণ ত্রিবারং বলিং দত্ত্বা স পরিবারেভ্যঃ স্বশ্বনামভির্বলিং স কুং স কুং
দত্ত্বাং । বলিমন্ত্রস্ত এহেহি বিহ্মি সুরু সুরু ভঞ্জয় ভঞ্জয় তর্জয় তর্জয় বিদ্ব-
পদ বিদ্বপদ মহাভৈরব ক্ষেত্রপাল বলিং গুরু গুরু স্বাহা । অথবা এহেহি রুদ্র
তুরু তুরু সুরু সুরু জন্তু জন্তু হন হন বিদ্বং বিনাশয় বিনাশয় মহাবলিং ক্ষেত্র-
পাল গুরু গুরু স্বাহা ইতি । বলিষ্ঠ সবাঞ্জন-বৃহদ্গ্রাসেন দেয়ঃ । তন্ত্বে (১৮)—

বলিনানেন সন্তুষ্টঃ ক্ষেত্রপালঃ প্রযচ্ছতি ।

কাস্তি-মেধা-বলারোগা-তেজঃ-পুষ্টির্ঘণঃ শ্রিয়ঃ ॥১৯॥ ইতি^৩

অথ বটুকঃ

নিবন্ধে— উদ্বরেদ্ বটুকং ভেষ্টমাপহৃদ্রণং তথা ।

কুরুদ্বয়ং পুনর্ভেষ্টং বটুকঞ্চ সমুদ্বরেৎ ।

একবিংশত্যক্ষরাত্মা শক্তিরুদ্ধো মহামন্ত্রঃ ॥ ২০

তথেষতি ভেষ্টমিত্যর্থঃ । তেন হ্রীং বটুকায় আপহৃদ্রণায় কুরু কুরু
করিয়া সেই স্থতিলে পরিবারের সহিত ক্ষেত্রপালকে পূজা করিয়া ক্ষেত্রপাল দেবের
বামহস্ত ধৃত কপালে বলিমন্ত্রের দ্বারা তিন বার বাঞ্জন সহিত বৃহৎ অন্নপিণ্ড বলি দিয়া
তাঁহার পরিবারগণকে ও^১ অনলায় স্বাহা ইত্যাদি মন্ত্রে তাঁহাদের নাম উচ্চারণ করিয়া
এক একবার বলি দিবেন ।

বলিমন্ত্র হইতেছে—ও^২ এহেহি বিহ্মি সুরু সুরু ভঞ্জয় ভঞ্জয় তর্জয় তর্জয় বিদ্বপদ
বিদ্বপদ মহাভৈরব । ক্ষেত্রপাল । বলিং গুরু গুরু স্বাহা । অথবা এহেহি রুদ্র তুরু তুরু
সুরু সুরু জন্তু জন্তু হন হন বিদ্বং বিনাশয় বিনাশয় মহাবলিং ক্ষেত্রপাল গুরু গুরু স্বাহা ।
বাঞ্জনের সহিত বৃহদ্ গ্রাস পরিমাণ বলি দেয় । তন্ত্বে বলিয়াছেন (১৮)—

ক্ষেত্রপাল বলিদানের দ্বারা সন্তুষ্ট হইয়া কাস্তি, মেধা, বল, আরোগ্য, তেজঃ,
পুষ্টি, ঘণঃ ও ঐশ্বর্য্য প্রদান করেন । ১৯

অনন্তর বটুকমন্ত্র কথিত হইতেছে । নিবন্ধে বলিয়াছেন—ও-বিভক্তি যুক্ত বটুককে
অর্থাৎ বটুকায় উদ্ধার করিবেন । এইরূপে ও-বিভক্তি যুক্ত আপহৃদ্রণ অর্থাৎ
আপহৃদ্রণায় উদ্ধার করিবেন । পরে কুরুদ্বয় অর্থাৎ কুরু কুরু ও পুনরায় ও-বিভক্তি
যুক্ত অর্থাৎ বটুকায়, উহা শক্তি দ্বারা রুদ্ধ (পুটিত) হইলে ইহা বটুকভৈরবের
একবিংশতি অক্ষর মহামন্ত্র হয় । ২০

স্নোকহ তথা এই কথার অর্থ—ও-বিভক্ত্যন্ত । তাহাতে হ্রীং বটুকায় আপহৃদ্র-
ণায় কুরু কুরু বটুকায় হ্রীং এই মন্ত্র হয় । এই মন্ত্রের পূজা পদ্ধতি হইতেছে—

১। ও—ভঞ্জয় তর্জয় তর্জয় বিদ্বপদ মহাভৈরব । ২। ও—বিদ্বং নাশয় নাশয় । ৩। ক—ইতি নান্তি ।

বটুকায় হ্রী। অস্ত্র পূজা—প্রাতঃকৃত্যাদি-প্রাণায়ামান্তঃ কৃত্বা অস্ত্রাদিষ্ঠাসং
কুর্যাৎ। শিরসি—বৃহদারণ্যক-ঋষয়ে নমঃ। মুখে—গায়ত্রী-ছন্দসে নমঃ।
হৃদি—বটুকটৈভরবায় দেবতায়ৈ নমঃ। ততঃ করাদিষ্ঠাসৌ ওঁ হ্রীং বাং অঙ্গুষ্ঠা-
ভ্যাং নমঃ। ওঁ হ্রীং বীং তর্জনীভ্যাং স্বাহা ইত্যাদিনা। যথা নিবন্ধে (২১)—

ষড়্‌দীর্ঘ-যুক্তয়া শক্ত্যা বকারেণ চ তদ্বতা।

অঙ্গানি জাতি-যুক্তানি প্রণবাচ্যানি কল্পয়েৎ ॥ ২২

শক্ত্যা মায়াবীজেন। তদ্বতা^১ নাদ-বিন্দুযুক্ত-ষড়্‌দীর্ঘ-বতা। জাতির্মমঃ
স্বাহা বষড়াদিঃ। ততো ধ্যানং। তন্ত্রে—

তস্তা ধ্যানং ত্রিধা প্রোক্তং সাত্ত্বিকাদি-প্রভেদতঃ। ২৩

প্রাতঃকৃত্য হইতে প্রাণায়াম পর্যন্ত কার্য্য করিয়া, পীঠশক্তি সহিত পীঠাঙ্গাস করিয়া,
অস্ত্রাদিষ্ঠাস করিবেন। যথা মন্তকে—ওঁ বৃহদারণ্যকায় ঋষয়ে নমঃ। মুখে—ওঁ
গায়ত্রীছন্দসে নমঃ। হৃদয়ে—ওঁ বটুকটৈভরবায় দেবতায়ৈ নমঃ। ওঁ হ্রীং বাং
বীজায় নমঃ। পাদদ্বয়ে—হ্রীং শক্তয়ে নমঃ। তাহার পর মূর্ত্তিষ্ঠাস করিবেন যথা—
প্রথমে অঙ্গুষ্ঠাদি পাঁচটি অঙ্গুলিতে ওঁ হ্রোং বোং ঈশানায় নমঃ। ওঁ হ্রোং বেং তৎ-
পুরুষায় নমঃ, ওঁ হ্রুং বৃং অঘোরায় নমঃ, ত্রিং বিং বামদেবায় নমঃ, ওঁ হ্রুং বং
সদ্যোজাতায় নমঃ। অঙ্গুষ্ঠ দ্বারা মন্তকে—ওঁ হ্রোং বোং ঈশানায় নমঃ, অনামায়
বদনে—ওঁ হ্রোং বেং তৎপুরুষায় নমঃ, মধ্যমায় হৃদয়ে—ওঁ হ্রুং বৃং অঘোরায় নমঃ।
তর্জনী দ্বারা ওঁ হ্রোং ত্রিং বিং বামদেবায় নমঃ। অঙ্গুষ্ঠ দ্বারা পাদদ্বয়ে—ওঁ হ্রুং বং
সদ্যোজাতায় নমঃ। এইরূপ উর্ধ্ব, পূর্ব, দক্ষিণ, উত্তর ও পশ্চিম মুখে সেই সেই অঙ্গুলি
দ্বারা মূর্ত্তিষ্ঠাস করিয়া করাদিষ্ঠাস করিবেন। যথা—ওঁ হ্রাং বাং অঙ্গুষ্ঠাভ্যাং নমঃ,
ওঁ হ্রীং বীং অর্জুনীভ্যাং স্বাহা ইত্যাদিরূপে করাদিষ্ঠাস করিবেন। ওঁ হ্রাং বাং
হৃদয়ায় নমঃ, ওঁ হ্রীং বীং শিরসে স্বাহা ইত্যাদিরূপে অঙ্গাঙ্গাস করিবেন। যেমন
শারদাতিলক নিবন্ধে বলিয়াছেন (২১)—

ষড়্‌দীর্ঘ যুক্ত শক্তি ও ষড়্‌দীর্ঘ যুক্ত বকারের সহিত প্রণবাঙ্গি নমঃ, স্বাহা, বষট্-
প্রভৃতি জাতিযুক্ত অঙ্গসমূহের কল্পনা করিবেন। ২২

মূলোক্ত শক্ত্যা পদের অর্থ—মায়াবীজের দ্বারা। তদ্বতা কথার অর্থ—নাদবিন্দু
যুক্ত ষড়্‌দীর্ঘের বিশিষ্টের দ্বারা। জাতিঃ—নমঃ, স্বাহা, বষট্, হ্রং, বৌষট্ ও ফট্।
তাহার পর ধ্যান কর্তব্য। তন্ত্রে বলিয়াছেন—সাত্ত্বিকাদি ভেদে ইহার ধ্যান তিন
প্রকার। ২৩

সাত্ত্বিকং যথা—বন্দে বালং ক্ষটিক-সদৃশং কুণ্ডলোদ্ভাসি বস্ত্রং

দিব্যাকল্লৈর্নবমণিময়ৈঃ কিকিণী-নূপুরাভৈঃ ।

দীপ্তাকারং বিশদ-বসনং সুপ্রসন্নং ত্রিনেত্রং

হস্তাজ্জাত্যাং বটুকমনিশং শূল-দণ্ডৌ দধানম্ ॥ ২৪

রাজসং যথা— উদ্ভদ-ভাস্কর-সম্মিতং ত্রিনয়নং রক্তাঙ্গরাগ-স্রজং

শ্বেরাশ্রং বরদং কপালমভয়ং শূলং দধানং করৈঃ ।

নীলগ্রীবমুদার-ভূষণ-শতং শীতাংশু-চূড়োজ্জ্বলং

বন্ধুকারণ-বাসসং ভয়হরং দেবং সদা ভাবয়ে ॥ ২৫

তামসং যথা— ধ্যায়েন্নীলাদ্রিকান্তং শশি-শকল-ধরং মুণ্ডমালং মহেশং

দিগন্তং পিঙ্গলাক্ষং ডমরুমথ শৃণিং খড়াশূলাভয়ানি ।

নাগং^১ ঘণ্টাং কপালং কর-সরসিরুহৈর্বিভ্রতং ভীমদংষ্ট্রং

সর্পাকল্পং ত্রিনেত্রং মণিময়বিলসং কিকিণী-নূপুরাঢ্যম্ ॥ ২৬

সাত্ত্বিকং ধ্যানমাখ্যা তমপমৃত্যু-বিনাশনম্ ।

আয়ুরারোগ্য-জননমপবর্গ-ফলপ্রদম্ ॥ ২৭

সাত্ত্বিক ধ্যান । যথা বন্দে বালং ইত্যাদি । সাত্ত্বিক ধ্যানের অর্থ—ক্ষটিক সদৃশ শুভ্র, কুণ্ডল শোভিত বদন, নব মণিময় বিবী-ভূষণে ভূষিত, কিকিণী ও নূপুর প্রভৃতি দ্বারা উজ্জ্বলদেহ, শুভ্র-বসন, সুপ্রসন্ন ত্রিনেত্র বাম হস্ত-পক্ষে ত্রিশূল ও দক্ষিণ হস্ত-পক্ষে দণ্ডধারী বালক বটুকভৈরবকে বন্দনা করি । ২৪

রাজস ধ্যানের অর্থ—উদীয়মান সূর্য্যের সদৃশ রক্তবর্ণ, ত্রিনয়ন, রক্তাঙ্গরাগে রঞ্জিত রক্তমালাধারী, ঐষং হাশ্যবদন, দক্ষিণ হস্তে শূল ও অভয় এবং বামহস্তে কপাল ও বরদ-ধারী, নীলগ্রীব, উৎকৃষ্ট শত ভূষণে, ভূষিত, চন্দ্রচূড়ান্ন উজ্জ্বল, বন্ধুক পুষ্প সদৃশ রক্তবর্ণ বস্ত্র পরিহিত, ভয়হর বটুকদেবকে সর্বদা ভাবনা করি । ২৫

তামস ধ্যানের অর্থ—নীলপর্বতের শ্যাম কান্তি বিশিষ্ট, চন্দ্র-কলাধারী, মুণ্ডমালার বিভূষিত, দিগন্তর, পিঙ্গলবর্ণ কেশধারী দক্ষিণ ও বামের উর্ধ্ব করপক্ষে ডমরু ও শৃণি, তাহার অধস্তন দুই করপক্ষে খড়া ও পাশধারী, তাহার অধস্তন দুই হস্তপক্ষে অভয় ও নাগপাশধারী, তাহার অধস্তন দুই হস্তপক্ষে ঘণ্টা ও কপালধারী, ভীমদংষ্ট্র, সর্পভূষণে ভূষিত, মণিময় উজ্জ্বল কিকিণী ও নূপুরে অলঙ্কৃত, ত্রিনেত্র মহেশকে ধ্যান করিবে । ২৬

সাত্ত্বিক ধ্যান অপমৃত্যুর নিবারক, আয়ু ও আরোগ্যের জনক এবং অপবর্গকল্প ফলপ্রদ কথিত হইয়াছে । ২৭

রাজসং ধ্যানমাধ্যাতং সর্বকামার্থ-সিদ্ধিদম্ ।

তামসং শত্রু-শমনং কৃত্যভূত-গদাপহম্ ॥ ২৮

এবং ধ্যানা মানসপূজাৰ্ঘ্যস্থাপনাদি কুর্যাৎ । অস্ত পূজায়ন্তঃ—

ধর্মাধর্মাভিঃ কণ্ঠে পীঠে পঙ্কজ-শোভিতে ।

ষট্‌কোণাস্ত্রিকোণস্থে^১ ব্যোমপঙ্কজ-শোভিতে ॥ ২৯

ব্যোমপঙ্কজম্ মাতৃকাপদ্মম্ । “মাতৃকাকমলং দেবি ! ব্যোমপঙ্কজমীরিত”-
মিত্যুক্তম্ । ততঃ পূর্ববদ্ ধ্যানাবাহনাদিকং কুর্যাৎ । তত্র ক্রমঃ (৩০)—
মূলাদি-সদ্যোজাত-মন্ত্রেণাবাহনম্ । মূলাদি-বামদেবেন স্থাপনম্ । মূলে
সান্নিধ্যম্ । অঘোরেন সন্নিরোধনম্ । তৎপুরুষেণ যোনিমুদ্রাপ্রদর্শনম্ ।
ঈশানেন বন্দনমিতি । ৩১

রাজস ধ্যান ধর্ম, কাম ও অর্থের সিদ্ধিপ্রদ কথিত হইয়াছে । তামস ধ্যান শত্রুশমন,
কৃত্য, ভূত ও গ্রহের নাশক কথিত হইয়াছে । ২৮

এই প্রকারে ধ্যান করিয়া মানস উপচারে পূজা করিয়া বিশেষাৰ্ঘ্য স্থাপন
করিবেন । এই বটুকদেবের পূজা যন্ত্র হইতেছে—ধর্ম ও অধর্ম দ্বারা রচিত ষট্‌কোণের
মধ্যবর্তী ত্রিকোণের মধ্যস্থ ব্যোমপঙ্কজ (বর্জাজ) সংযুক্ত পঙ্কজশোভিত পীঠে
(বটুকদেবকে পূজা করিবেন) । ২৯

বিবৃতি । একটি মাতৃকাপদ্ম করিয়া, তাহার উপরিভাগে ত্রিকোণ, তাহার
উপরিভাগে ষট্‌কোণ, তাহার উপরে অষ্টদল পদ্ম, তাহার উপরে চতুরঙ্গ ও চতুর্দ্বার
করিবেন । ইহা বটুকদেবের পূজা যন্ত্র । ইহাতে আবাহন ও পূজা কর্তব্য । ২৯

ব্যোমপঙ্কজ—মাতৃকাপদ্ম । যেহেতু—হে দেবি । মাতৃকাকমল ব্যোমপঙ্কজ বলিয়া
কথিত হইয়াছে । তাহার পর পূর্ববদ্ ধ্যান করিয়া আবাহনাদি করিবেন । সেই
আবাহনাদির ক্রম এইরূপ (৩০)—

ওঁ হ্রীং বটুকায় আপহৃৎকরণায় কুরু কুরু বটুকায় হ্রীং ওঁ সদ্যোজাতং প্রপদ্যামি
সদ্যোজাতায় বৈ নমঃ । ভবেহভবেহনাতিভবে ভজয় মাং ভবোন্তবায় নমঃ বটুক
ইহাগচ্ছ ইহাগচ্ছ—এইরূপ মূলাদি সদ্যোজাত মন্ত্রের দ্বারা আবাহন, এইরূপ মূলাদি
বামদেব মন্ত্রের দ্বারা বটুক দেবের স্থাপন, মূলের দ্বারা দেবতার সন্নিধীকরণ, তাহার
পর মূলাদি অঘোর মন্ত্রের দ্বারা সন্নিরোধন, মূলাদি তৎপুরুষ মন্ত্রের দ্বারা যোনি মুদ্রা
প্রদর্শন, মূলাদি ঈশান মন্ত্রের দ্বারা বন্দন (ললাটস্থ অঞ্জলি বন্ধন মুদ্রা) করিবেন । ৩১

ততো বহিঃ পদ্মশ্চ কণিকায়াং দিম্ভু ত্রিকোণে চ ঈশান-তৎপুরুষাধোর-
 বামদেব-সন্তো জাতান্ সম্পূজ্য বোমপঙ্কজ-দলেষু পূৰ্বাদিতো অসিতাগ-রু-
 চণ্ড-ক্রোধোন্মত্ত-কপালি-ভীষণ-সংহারানষ্টভৈরবানভ্যর্চ্য ষট্‌কোণেষু পূৰ্বাদিতঃ
 ষড়ঙ্গানি তদ্বহিঃ পূৰ্বাদিতো ডাকিনী-রাকিনী^১-কাকিনী-সাকিনী হাকিনীঃ
 পূজয়েৎ । ততো দেবীপুত্রান্ উমাপুত্রান্ রুদ্রপুত্রান্ মাতৃপুত্রান্ দক্ষিণতো
 যজ্জেৎ । উর্ধ্বে উর্ধ্বমুখীপুত্রান্ অধঃ অধোমুখীপুত্রান্ । তদ্বহিরষ্টপত্রেষু
 ইন্দ্রাদীনষ্টলোকেশান্ বটুকরূপান্ পূজয়েৎ । তদ্বহিঃ পূৰ্বে ও ব্রহ্মাণীপুত্রায়
 নমঃ । এবং ঈশানে মাহেশ্বরীপুত্রায়, উত্তরে বৈষ্ণবীপুত্রায়, অনিলে কৌমারী-

তাহার পর শ্যাম পদ্মতির শ্যাম বহিঃ পদ্মের কণিকায়, চারিদিকে ও ত্রিকোণে হোং
 বোং ঈশানায় নমঃ, ও হ্রেং বেং তৎপুরুষায় নমঃ, ও^১ হ্রং বৃং অধোরায় নমঃ, ও^২ হ্রিং
 বিং বামদেবায় নমঃ, ও হ্রং বং সন্তোজাতায় নমঃ এইরূপ মন্ত্রে ঈশান, তৎপুরুষ,
 অধোর, বামদেব ও সন্তোজাতকে পূজা করিয়া, বোম-পঙ্কজ-দলে পূৰ্বাদিক্রমে ও^৩
 অং অসিতাগায় ভৈরবায় নমঃ, ও^৪ ইং রুববে ভৈরবায় নমঃ, ও^৫ উং চণ্ডায় ভৈরবায়
 নমঃ, ও^৬ ঋং ক্রোধায় ভৈরবায় নমঃ, ও^৭ ৯ং উন্মত্তায় ভৈরবায় নমঃ, ও^৮ এং কপালিনে
 ভৈরবায় নমঃ, ও^৯ ওং ভীষণায় ভৈরবায় নমঃ, ও^{১০} অং সংহারায় ভৈরবায় নমঃ মন্ত্রে
 অসিতাগ, রুচ, চণ্ড, ক্রোধ, উন্মত্ত, কপালী, ভীষণ ও সংহার—এই অষ্টভৈরবের
 পূজা করিয়া, ছয়টি কোণে পূৰ্বাদিক্রমে ও^{১১} হ্রাং বাং হ্রদয়ায় নমঃ, ও^{১২} হ্রীং বীং শিরসে
 শাহা নমঃ, ও^{১৩} হ্রং বৃং শিখায় নমঃ বশট্‌ নমঃ । ও^{১৪} হ্রৈ বৈং কবচারায় হং নমঃ । ও^{১৫}
 হ্রোং বোং নেত্রজয়ায় বৌষট্‌ নমঃ । ও^{১৬} হ্রং বঃ অস্তায় ফট্‌ নমঃ মন্ত্রে ষড়ঙ্গের পূজা
 করিয়া, তাহার বহির্ভাগে অষ্টদল পদ্মের অভ্যন্তরে পূৰ্বাদি ক্রমে ও^{১৭} ডাকিনীপুত্রেভ্যো
 নমঃ এইরূপ মন্ত্রে ডাকিনীপুত্র, রাকিনীপুত্র, লাকিনীপুত্র, কাকিনীপুত্র, সাকিনীপুত্র,
 ও হাকিনীপুত্রগণকে পূজা করিবেন । পরে দক্ষিণদিকে ও উমাপুত্রেভ্যো নমঃ এইরূপ
 মন্ত্রে দেবীপুত্রগণকে অর্থাৎ উমাপুত্র, রুদ্রপুত্র ও মাতৃপুত্রগণকে, উর্ধ্বে উর্ধ্বমুখীর
 পুত্রগণ এবং অধোদিকে অধোমুখীর পুত্রগণকে পূজা করিবেন । ইহার বাহিরে পদ্মের
 অষ্টপত্রে পূৰ্বাদিক্রমে ও লং বটুকরূপায় ইন্দ্রায় সুরাধিপত্যে সামুদ্রায় সবাহনায়
 সপরিবারায় সশক্তিকায় নমঃ ইত্যাকার মন্ত্রে ইন্দ্রাদি লোকপালগণকে পূজা
 করিবেন । পরে ঐ পদ্মপত্র মধ্যে পূৰ্বে ও^{১৮} ব্রহ্মাণীপুত্রকায় নমঃ, এইরূপ ঈশানে
 ও^{১৯} মাহেশ্বরী-পুত্রায়, উত্তরে—বৈষ্ণবীপুত্রায়, বায়ুকোণে—কৌমারীপুত্রায়, পশ্চিমে—

পুজায়, পশ্চিমে ইন্দ্রাণীপুজায়, নৈঋতে মহালক্ষ্মীপুজায়; যাম্যে বারাহী-
পুজায়, অনলে চামুণ্ডাপুজায়, তদ্বহির্দশদিক্ পূর্বদিতো হেতুকং ত্রিপুরাস্তকং
বেতালং বহিজিহ্বং কালাস্তকং করালং একপাদং ভীমরূপং অচলং হাটকে-
শ্বরঞ্চ পূজয়েৎ । ততঃ ঈশানাগ্নি-নিঋতিষু ওঁ যোগিনী-সহিত-দিব্যযোগীশায়
নমঃ । ওঁ যোগিনী-সহিতাস্তরীক্ষ-যোগীশায় নমঃ । ওঁ যোগিনী-সহিত-
ভূমিষ্ঠ-যোগীশায় নমঃ ইতি সম্পূজ্য ধূপাদি-বিসর্জনাস্তং কর্ম সমাপয়েৎ । ৩২

অন্য পুরাণচরণমেকবিংশতি-লক্ষরূপঃ । ত্রিমধুর-প্লুতৈত্তিলৈ-দর্শাংশহোমঃ ।
তথাচ. (৩৩)—

ইন্দ্রাণীপুজায়, নৈঋতে—মহালক্ষ্মীপুজায় । দক্ষিণে—বারাহীপুজায় । অগ্নিকোণে
—চামুণ্ডাপুজায় । তাহার বাহিরে দশদিকে পূর্বাদি ক্রমে হেতুক, ত্রিপুরাস্তক,
বেতাল, বহিজিহ্ব, কালাস্ত, করাল, একপাদ, ভীমদংষ্ট্র, অচল ও হাটকেশ্বর—এই
দশ বটুককে পূজা করিবেন । তাহার পর ঈশান কোণে, অগ্নিকোণে ও নৈঋত
কোণে যথাক্রমে ওঁ যোগিনী-সহিত-দিব্যযোগীশায় নমঃ, ওঁ যোগিনীসহিতা-
স্তরীক্ষ-যোগীশায় নমঃ, ওঁ যোগিনীসহিত-ভূমিষ্ঠ-যোগীশায় নমঃ মন্ত্রে যোগিনী-
সহিত যোগীশের পূজা করিয়া ধূপদান হইতে বিসর্জন পর্য্যন্ত কর্মসমূহ শেষ
করিবেন । ৩২

বিবৃতি । শারদাতিলকে দশ বটুক পূজার পরে চারিটি দিক্, চারিটি বিদিক্ ও
তাহার আটটি অন্তরালে ঐকণ্ঠ, অনন্ত, সূক্ষ্ম, ত্রিমূর্তি, অমরেশ্বর, অধীশ, ভারভূতীশ,
তিথীশ, স্থাগ্ন, হর, ঝিটিল, ভৌতিক, সন্দোজাত, অনুগ্রহেশ্বর ও মহাসেন ও বাহিরে
সেইরূপ আটটি দিক্, আটটি বিদিক্ ও তাহাদের অন্তরাল ষোলটি এই বজ্রিশ স্থানে
কোণীশ, চণ্ডেশ, পঞ্চাস্তক, শিবোত্তম, একরূদ্র, কূর্ম, একনেত্র, চতুরানন, অজেশ,
শর্ব, সোমেশ, লাক্ষ্মি, দারুক, অর্ধনারীশ্বর, উমাকান্ত, আষাঢ়ী, দণ্ডী, অদ্রি, মীন,
মেঘ, লোহিত, শিখী, হৃগলেশ, ঝিরেশ, মহাকাল, বালী, ভূজাঙ্গেশ, পিনাকীশ,
খড়্গীশ, বক, শ্বেত ও ভূগীশ—এই বজ্রিশ ক্রদ্রের ও তাহার পর দক্ষিণে নকুলীশ, শিব
ও সমস্তকের পূজা বিহিত হইয়াছে । কিন্তু তন্ত্রসারে ও এই গ্রন্থে এই পূজা কেন
বিহিত হইল না, তাহা বুঝিতে পারি নাই । ইহা কাম্য বলিয়া বে পরিত্যক্ত হইয়াছে,
তাহাও মনে হয় না । সুতরাং ইহাদেরও পূজা কর্তব্য । ৩২

এই মন্ত্রের পুরাণচরণে একবিংশতি লক্ষ মন্ত্র রূপ । এবং ত্রিমধুরাধুত তিলের
দ্বারা দশাংশ হোম । তাহাই তন্ত্রে বলিয়াছেন (৩৩)—

বর্ণলক্ষং জপেন্দ্রং হবিষ্ঠাশী ত্রিতেন্দ্রিয়ঃ ।

তদনাংশং প্রজুহুয়াং তিলৈর্মধুর-সংযুতৈঃ ॥ ৩৪

বর্ণো—মন্ত্রবর্ণঃ । অথাস্ত্র বলি-বিধিঃ—

শাল্যম্ পায়সং সপির্লাজ-চূর্ণানি শর্করাম্ ।

গুড়মিষ্কুরসাপুটৈর্মধ্বতৈঃ পরিমিশ্রিতৈঃ ॥ ৩৫

কুহা কবলমারাধ্য দেবং পূর্বোক্ত-বত্নানা ।

রক্তচন্দন-পুষ্পাট্টৈর্নিশি তস্মৈ বলিং হরেৎ ॥ ৩৬

কবলং গ্রাসম্ । পূর্বোক্তরীত্যা । যদা—

অন্যনাস্তমজং হত্বা রাজসং প্রাণদীরিতম্ ।

বলিপ্রদান-সময়ে রিপুণাং সর্বসৈন্যকম্ ॥ ৩৭

নিবেদয়েদ্ বলিভেন বটুকায় বিশিষ্টধীঃ ।

বিদর্ভয়েচ্ছত্রনায়া বলিমস্ত্রমুদারধীঃ ॥ ৩৮

শত্রুপক্ষস্য ক্রুধিরং পিশিতঞ্চ দিনে দিনে ।

ভক্ষয় স্বগণৈঃ সার্কিং সারমেয়-সমম্বিতঃ ।

বলিমস্ত্রোহয়মাখ্যাতে সর্বেষাং বিজয়-প্রদঃ ॥ ৩৯

ত্রিতেন্দ্রিয় সাধক হবিষ্ঠাশী হইয়া মন্ত্র বর্ণলক্ষ মন্ত্র জপ করিবেন এবং ত্রিমধুরাধ্বত তিলের দ্বারা জপের দলাংশ হোম করিবেন । ৩৪

লোকগত বর্ণ—মন্ত্রবর্ণ । অনন্তর এই বটুকদেবের বলিবিধি কথিত হইতেছে । ৩৫

শাল্যম্, পায়স, ঘৃত, লাজচূর্ণ, শর্করা, গুড়কে, ইক্ষুরস ও অপূপের সহিত মিশ্রিত করিয়া, মধুদ্বারা আধ্বত করিয়া কবল করিয়া রাজিতে বটুকদেবের রক্তচন্দন, রক্তপুষ্প, ধূপ, দীপ ও নৈবেদ্য দ্বারা পূজা করিয়া পূর্বোক্ত পদ্ধতিতে ক্ষেত্রপাল বলিমস্ত্রে ক্ষেত্র-পাল পদের স্থানে বটুক পদ দিয়া সেই মন্ত্রে রাজিতে তাঁহার হস্তে বলি দিবেন । ৩৬

কবল—গ্রাস । প্রাণ্ডুক্ত বত্নানা—পূর্বোক্ত রীতিতে । অথবা—পূর্বকথিত অন্যান্য ছাগকে হত্যা করিয়া রাজস বলি দিবে । বিশিষ্টধী সাধক বলি প্রদান কালে শত্রুর সমস্ত সৈন্যকে বলিরূপে বটুককে নিবেদন করিবেন । সুধীসাধক সেইরূপ শত্রু নামের দ্বারা বলিমস্ত্রকে বিদর্ভিত করিবেন । ৩৭-৩৮

মূলোক্ত বলিমস্ত্রের অর্থ—কুতুর সমম্বিত হইয়া নিজ গণের সহিত শত্রুর ক্রুধির ও মাংস প্রতিদিন ভক্ষণ কর । সকলের বিজয় প্রদ এই বলিমন্ত্র কথিত হইল । ৩৯

অনেন বিধিনা দ্বাষ্টো বটুকঃ পরসৈশ্চকম্ ।

সর্বং গণেভ্যো বিভজেচ্চামিষং ক্রুদ্ধ-মানসঃ ।

এবং কৃতে পরবলং ক্ষীয়তে নাত্র সংশয়ঃ ॥ ৪০

বিদৰ্ভলক্ষণঞ্চ প্রাপ্তকৃতং যথা—মস্তার্গদ্বয়-মধ্যস্থং সাধ্যনাম প্রকীৰ্ত্তিতম্ ।

তথাচ মস্তস্য দ্বয়োৰ্দ্ধ্বয়োৰ্বর্ণয়োর্মধ্যে শত্রুণাম প্রয়োজ্যম্ । ৪১

অথ লক্ষ্মীপ্রকরণম্

অথ বক্ষ্যে মহাবিভাং কমলাং কমল-প্রিয়াম্ ।

যস্ত্যাঃ প্রসাদমাসাণ্ড জীবন্মুক্তঃ প্রজায়তে ॥ ১

বাস্তং বহি-সমাক্রুৎ বামনেত্রেন্দু-সংযুতম্^১ ।

বীজমেতচ্ছিয়ঃ প্রোক্তং সর্বকাম-ফলপ্রদম্ ॥ ২

বাস্তং তালব্যশকারঃ^২ । তেন শ্রীবীজমাত্রম্ । অস্ত পূজা প্রয়োগঃ—প্রাতঃ—

কৃত্যাদি-পীঠস্থাসান্তং বিধায় কেশরেষু মধ্যে চ পূর্বাদিতঃ ও^৩ বিভূতৈ নমঃ ।

এবং উন্নতৈ কাঠৈস্ত্য স্টৈষ্ট্য^৪ কীঠৈ সন্নতৈ পুঠৈ উৎকৃষ্টৈ ঞ্ঠৈ। পুনর্মধ্যে

শ্রী^৫ কমলাসনায় নমঃ ইতি পীঠশক্তিঃ পীঠমহুক্ষঞ্চ ন্যসেৎ । যথা নিবন্ধে (৩)—

এই বলির দ্বারা বটুক সাধকগণের প্রতি হৃষ্ট হইয়া শত্রুগণের প্রতি ক্রুদ্ধচিত্ত হইয়া সমস্ত শত্রু সৈন্যকে নিজ গণের মধ্যে আমিষরূপে ভাগ করিয়া দেন । এইরূপ করিলে শত্রু সৈন্য ক্ষয় প্রাপ্ত হয় । ইহাতে সংশয় নাই । ৪০

বিদৰ্ভের লক্ষণ পূর্বে উক্ত হইয়াছে । যেমন—দুইটি মন্ত্র বর্ণের মধ্যে সাধ্য নাম কীৰ্ত্তিত হইলে বিদৰ্ভ হয় । তাহা হইলে মন্ত্রের দুইটি বর্ণের মধ্যে শত্রুব নাম প্রয়োগ করিবেন । ৪১

অনন্তর লক্ষ্মীর প্রকরণ । যাহার অনুগ্রহ প্রাপ্ত হইয়া মানব জীবন্মুক্ত হইয়া থাকে, আমি সেই কমল-প্রিয়া মহাবিদ্যা কমলার মন্ত্র ও উপাসনা বলিতেছি । ১

বাস্ত (শ) বহিতে (রকারে) সমাক্রুৎ হইয়া বামনেত্র (ঙ্গ) ও ইন্দু (ং) সংযুক্ত হইবে । এই শ্রীং সর্বকাম ফল প্রদ লক্ষ্মীর বীজ বলিয়া কথিত হইয়াছে । ২

বাস্ত—তালব্য শকার । তাহলে শ্রীং বীজ মাত্র হয় । এই মন্ত্রের পূজা প্রয়োগ এইরূপ—প্রাতঃ কৃত্যাদি হইতে পীঠ স্থাস পর্যন্ত কার্য্যগুলি করিয়া কেশর সমূহে পূর্বাদি ক্রমে ও মধ্যে ও বিভূতৈ নমঃ, এইরূপ উন্নতৈ, কাঠৈ, স্টৈ, কীঠৈ, সন্নতৈ, পুঠৈ, উৎকৃষ্টৈ ও ঞ্ঠৈ নমঃ মন্ত্রে অষ্টকেশরে বিভূত্যাदि অষ্ট পীঠ শক্তির

১। ঙ—বামনেত্রেন্দুভূষিতম্ । ২। ঙ—বাস্তং শকারঃ । ৩। ঙ—কাঠৈ স্টৈ কীঠৈ সন্নতৈ পুঠৈ উৎকৃষ্টৈ ।

বিভূতিরুন্নতিঃ কাস্তিঃ সৃষ্টিঃ কীর্ত্তিশ্চ সন্নতিঃ ।

পুষ্টিরুৎকৃষ্টির্ঋদ্ধিশ্চ সংপ্রোক্তা নব শক্তয়ঃ ॥ ৪

তত ঋত্বাদীন্ শ্রুসেৎ ভৃগুঋষিনিবৃচ্ছনঃ, শ্রীর্দেবতা । ততঃ করাক্ষ্যাসৌ
শ্রী অঙ্গুষ্ঠাভ্যাং নমঃ, শ্রী হৃদয়ায় নমঃ ইত্যাদিনা ষড়্ দীর্ঘ ভাজা নিজ-
বীজেন । ততো ধ্যানং (৫)—

কাস্ত্যা কানকন-সন্নিভাং হিমগিরি-প্রথৈখ্যশ্চতুর্ভির্গজৈ-

হস্তোৎকৃষ্টিপু-হিরণ্ময়ামৃতঘটৈরাসিচ্যমানাং শ্রিয়ম্ ।

বিভ্রাণাং বরমজ্জমুগ্মমভয়ং হস্তৈঃ কিরীটোজ্জ্বলাং

কৌমাবদ্ধ-নিতম্ব-বিস্ব-ললিতাং বন্দেহরবিন্দ-স্থিতাম্ ॥ ৬

তথাচ দক্ষিণাধো বরম্, দক্ষিণোর্ধ্বে পদ্যম্ । বামোর্ধ্বে পদ্যম্ । বামাধোহ-
ভয়ম্ । এবং ধ্যাত্বা মানসৈরভ্যার্চ্যার্য্যং সংস্থাপ্য পীঠপূজাং বিধায় কেসরেষু

শ্রাস করিয়া পুনরায় মধ্যে শ্রীং বর্ণকমলাসনার নমঃ মন্ত্রে পীঠ মন্ত্ৰের শ্রাস করিবেন ।
যেমন শারদাতিলক নিবন্ধে সলিরাছেন (৩)—

বিভূতি, উন্নতি, কাস্তি, সৃষ্টি, কীর্ত্তি, সন্নতি, পুষ্টি, উৎকৃষ্টি ও ঋদ্ধি—এই নয়টি
লক্ষ্মীর শক্তি কথিত হইয়াছেন । ৪

অনন্ত ঋত্বাদি শ্রাস করিবেন । যথা—অশ্রু শ্রীলক্ষ্মীমন্ত্রস্য ভৃগুঋষিনিবৃৎ হস্তঃ,
শ্রীর্দেবতা, শকারো বীজং ঙ্কারঃ শক্তিঃ সর্বকাম-প্রাপ্ত্যর্থৈ পূজনে বিনিয়োগঃ । মন্তকে
—ও ভৃগবে ঋষয়ে নমঃ । মুখে—ও নিবৃচ্ছনসে নমঃ । হৃদয়ে—ও শ্রীরৈ দেবতায়ৈ
নমঃ । গৃহে—ও শকারায় বীজায় নমঃ । পাদদ্বয়ে—ও ঙ্কার-শক্তয়ে নমঃ । পরে
হয়টি দীর্ঘ স্বরযুক্ত নিজ বীজের দ্বারা ও শ্রীং অঙ্গুষ্ঠাভ্যাং নমঃ ইত্যাদি মন্ত্রে এবং ও
শ্রীং হৃদয়ায় নমঃ ইত্যাদি মন্ত্রে করাক্ষ শ্রাস করিবেন । পরে ধ্যান করিবেন (৫)—

ধ্যানের অর্থ—কাস্তিতে কানকন সদৃশী অর্থাৎ কানকন বর্ণা, হিমগিরি তুল্য সুউচ্চ
চারিটি শ্বেত হস্তী কর্তৃক হস্ত (৩৩) দ্বারা উর্ধ্ব উদ্ধৃত অমৃত পূর্ণ ঘটের দ্বারা
আসিচ্যমানা, বামহস্তের অধোহস্ত হইতে দক্ষিণ হস্তের অধোহস্ত পর্যন্ত চারি হস্তের
দ্বারা বর মুদ্রা, দুইটি পদ্য ও অভয় মুদ্রা ধারণী কিরীটের দ্বারা উজ্জ্বলা, পট বস্ত্রের
দ্বারা আবদ্ধ নিতম্ববিশ্বের দ্বারা শোভিতা শ্বেতপদ্মাসনা শ্রীকে বন্দনা করি । ৬

তাহা হইলে দক্ষিণের অধোহস্তে বর ও উর্ধ্ব হস্তে পদ্য । বামের উর্ধ্ব হস্তে পদ্য ও
অধোহস্তে অভয়মুদ্রা হইবে । এই প্রকারে ধ্যান করিয়া মানস উপচারে পূজা করিয়া-

মধ্যে ৮ বিভূত্যা-পীঠমন্ত্রঃ সম্পূজ্য পুনর্বায়াবাহনাদি-পঞ্চপুষ্পাঞ্জলি-দান-পর্যন্তঃ বিধায়াগ্নাদি-কেশরেষু মধ্যে দিস্কু ৮ শ্রীং হৃদয়ায় নমঃ ইত্যাদিনা সম্পূজ্য দিগ্দলেষু পূর্বাদিতঃ ৩ বাসুদেবায় নমঃ । এবং সঙ্কর্ষণায় প্রচুন্নায় অরুদ্ধায় । বিদিগ্দলেষু—দমকায় সলিলায় গুগ্গুলবে কুরুন্টকায় । দেব্যা দক্ষিণে শঙ্খনিধয়ে বসুধাত্যে । বামে পদ্মনিধয়ে বসুমত্যাে । পত্রাগ্রেষু পূর্বাদিতো বলাট্যৈ, বিমলায়ৈ, কমলায়ৈ, বনমালিকায়ৈ, বিভীষিকায়ৈ মাণিকায়ৈ^১ শাক্ত্যৈ বসুমালিকায়ৈ, তদ্বহিরীন্দ্রাদীন্ বজ্রাদীংশ্চ সম্পূজ্য ধূপাদি-বিসর্জনান্তঃ কর্ম সমাপয়েৎ । ৭

পুরশ্চরণং দ্বাদশলক্ষজপঃ । ত্রিমধুরাক্তৈঃ পদ্মৈস্তিলৈর্বা বিল্বফলৈর্বা দ্বাদশ সহস্র-হোমো বাচনিকঃ । ৮

বাগ্ভবং রমাবীজং মায়া কাম ইতি চতুরক্ষরঃ । যথা নিবন্ধে (৯)—

বিশেষার্থ্য স্থাপন করিয়া, পীঠ পূজা করিয়া, কেশরে ৩ মধ্যে বিভূতি প্রভৃতি পীঠ-শক্তি ৩ পীঠ মন্ত্রের পূজা করিয়া, পুনরায় ধ্যান ও আবাহনাদি পঞ্চ পুষ্পাঞ্জলি দান পর্য্যন্ত সমস্ত করিয়া, অগ্নাদি কেশরে মধ্যে ৩ দিক্ সমূহে ৩ শ্রীং হৃদয়ায় নমঃ ইত্যাদি মন্ত্রে ষড়্ভঙ্গের পূজা করিয়া, দিগ্দলে পূর্বাদি ক্রমে ৩ বাসুদেবায় নমঃ, এইরূপ সঙ্কর্ষণায়, প্রচুন্নায়, অনিরুদ্ধায় নমঃ মন্ত্রে বাসুদেবাদির পূজা করিয়া, বিদিকের (কোণের) দলসমূহে ৩ দমকায় নমঃ এইরূপ সলিলায়, গুগ্গুলবে, কুরুন্টকায় নমঃ মন্ত্রে দমকাদি গজের পূজা করিয়া, দেবীর দক্ষিণে—৩ শঙ্খনিধয়ে নমঃ, ৩ বসুধাত্যে নমঃ । বামে—৩ পদ্মনিধয়ে নমঃ, ৩ বসুমত্যাে নমঃ । পত্রের অগ্রে পূর্বাদিক্রমে ৩ বলাট্যৈ নমঃ, এইরূপ বিমলায়ৈ, কমলায়ৈ, বনমালিকায়ৈ, বিভীষিকায়ৈ মাণিকায়ৈ, শাক্ত্যৈ, ৩ বসুমালিকায়ৈ নমঃ মন্ত্রে লক্ষ্মীদুর্ভাগকে পূজা করিয়া দলের বহির্ভাগে ইন্দ্রাদি লোক-পাল ও বজ্রাদি অস্ত্রের পূজা করিয়া ধূপদানাদি বিসর্জনান্তঃ কর্ম শেষ করিবেন । ৭

এই মন্ত্রের পুরশ্চরণে বার লক্ষ মন্ত্র জপ । জপের অন্তে মধুরাপ্ত পদ্মের দ্বারা, মধুরাপ্ত তিলের দ্বারা ও মধুরাপ্ত বিল্বফলের দ্বারা বার হাজার বাচনিক হোম । ৮

বিবৃতি । তিনটি দ্রব্যের যে কোন একটি দ্বারা হোম করিতে পারেন । যদি কেহ তিনটি দ্রব্যের দ্বারা হোম করিতে চাহেন, তবে প্রত্যেক দ্রব্যের দ্বারা চারি হাজার হোম কর্তব্য । ৮

লক্ষ্মীর মন্ত্রান্তর । বাগ্ভব (ঐং), রমাবীজ (শ্রীং), মায়া হ্রীং, কাম (কামবীজ—

বাগ্ভবং বনিতা বিষ্ণোর্ময়া মকর-কেতনঃ ।

চতুর্বীজাত্মকো মন্ত্রশ্চতুর্বর্গ-ফলপ্রদঃ ॥ ১০

অন্ত পূজাদিকং সর্বং পূর্ববৎ । ধ্যানস্ত (১১)—

মাণিক্য-প্রতিম-প্রভাং হিমনিভৈস্তদৈশ্চতুর্ভির্গজৈ-

ইন্তাগ্রাহিত-রত্নকুন্ত-সলিলৈরাসিচ্যমানাং সদা ।

হস্তাজৈর্বরদানমম্বুজযুগাভীতীর্দধানাং হরেঃ,

কাস্তাং কাঙ্ক্ষিত-পারিজাত-লতিকাং বন্দে সরোজাসনাম্ । ১২

পুরুষচরণং দ্বাদশলক্ষজপঃ । রক্তপদ্মে দ্বাদশ-সহস্র-হোমঃ । ১৩

দীর্ঘা যাদির্বিসর্গান্তো ব্রহ্মা ভানুর্বম্বুজরা ।

বাহুস্তে সিংহে প্রিয়াবহুর্মহুঃ প্রোক্তো দশাক্ষরঃ ॥ ১৪

দীর্ঘা নকারঃ, ভানুর্মকারঃ । তথা চ—নমঃ কমলবাসিন্যে স্বাহা । অন্ত পূজা—প্রাতঃকৃত্যাদি-পীঠমবাস্তং পূর্ববদ্ বিদ্যুশ্চ ঋত্বাদীন্ ত্র্যসেৎ । দক্ষ ঋষি-

ক্লীং) এই চারি অক্ষরের অন্ত একটি লক্ষ্মীর মন্ত্র । যেমন শারদাতিলক নিবন্ধে বলিয়াছেন (৯)—

বাগ্ভববীজ (ঐ), বিষ্ণুর বনিতাবীজ (ক্লীং), মায়াবীজ (হ্রীং) ও মকরকেতন-কামবীজ (ক্লীং) । এই চতুর্বীজাত্মক লক্ষ্মীর মন্ত্র চতুর্বর্গফল প্রদ । ১০

এই মন্ত্রের পূজাদি সমস্তই পূর্ববৎ । ধ্যান কিন্তু পৃথক্ । যেমন মাণিক্য-প্রতিম ইত্যাদি (১১)—

ধ্যানের অর্থ—মাণিক্য সদৃশ কান্তি বিশিষ্টা, মুউচ্চ হিমনিভ শুভ্র চারিটি শ্বেত গজ কর্তৃক শুশ্রূত রত্নখচিত কুন্ডের জলের দ্বারা সর্বদা সিচ্যমানা, বামের অধোহস্ত হইতে দক্ষিণের অধোহস্ত পর্যন্ত চারিটি হস্তপদের দ্বারা বরদ মুদ্রা, পদ্মধর ও অভয় মুদ্রা-ধারিণী, শ্বেতপদ্মাসনা পারিজাত কল্ললতিকার শ্যাম অভিলষিত ফলের দাত্রী হরিপ্রিয়া লক্ষ্মীকে বন্দনা করি । ১২

এই মন্ত্রের পুরুষচরণে দ্বাদশ লক্ষ এই মন্ত্র জপ এবং রক্তপদের দ্বারা বার হাজার হোম । ১৩

লক্ষ্মীর মন্ত্রান্তর—দীর্ঘা (ন) বিসর্গান্ত যাদি মঃ । ব্রহ্মা (ক) ভানু (ম) বম্বুজরা (ল) ও বাকারের পরে সিংহে । তাহার পর বহি প্রিয়া (স্বাহা) । লক্ষ্মীর এই দশাক্ষর মন্ত্র কথিত হইয়াছে । ১৪

দীর্ঘা—নকার । ভানু—মকার । তাহা হইলে মন্ত্রটি হয়—নমঃ কমলবাসিন্যে

বিরাট্ হৃদয়ঃ শ্রীদেবতা । ততঃ করাদ্যাসৌ—ওঁ দেবৈনমোহক্ষুষ্ঠাভ্যাং নমঃ ।
ওঁ পদ্মিনৌ নমস্তর্জনীভ্যাং স্বাহা । ওঁ বিষ্ণুপত্ন্যৈ নমো মধ্যমাত্যাং বশট্ ।
ওঁ বরদায়ৈ নমোহনামিকাভ্যাং হুং । ওঁ কমলরূপায়ৈ নমঃ কনিষ্ঠাভ্যাং
ফট্ । এবং হৃদয়াদিষু । শ্রাসাবেতৌ পঞ্চাঙ্গৌ । যথা নিবন্ধে (১৫)—

দেবৈ্য হৃদয়মাখ্যাভং পদ্মিনৌ শিরঃ স্মরিতম্ ।

বিষ্ণুপত্ন্যৈ শিখা প্রোক্তা বরদায়ৈ তনুচ্ছদম্ ।

অস্ত্রং কমলরূপায়ৈ নমোহস্তাঃ প্রণবাদিকাঃ ॥ ১৬

ততো^১ ধ্যানং—আসীনা সরসীরূহে স্মিতমুখী হস্তাশুজৈর্বিভ্রতী

দানং পদ্মযুগাভয়ে চ বপুষা সৌদামিনী-সম্নিভা ।

মুক্তাদাম-বিরাজমান-পৃথুলোত্তুঙ্গ-স্তনোদ্ভাসিনী

পায়ান্নঃ কমলা কটাক্ষ-বিভবৈরানন্দয়ন্তীং হরিম্ ॥ ১৭

স্বাহা । এই মন্ত্রের পূজাপদ্ধতি এইরূপ—প্রাতঃকৃত্য হইতে পীঠমন্ত্র পর্য্যন্ত পূর্ববৎ শ্রাস
করিয়া ঋত্বাদির শ্রাস করিবেন । এই মন্ত্রের দক্ষ ঋষি, বিরাট্ হৃদয়ঃ, শ্রী দেবতা, শ্রীং
বীজ ও স্বাহা শক্তি । পূর্ববৎ ঋত্বাদির শ্রাস করিয়া করশ্রাস করিবেন । যথা—ওঁ দেবৈ্য
নমো অক্ষুষ্ঠাভ্যাং নমঃ, ওঁ পদ্মিনৌ নমঃ তর্জনীভ্যাং স্বাহা । ওঁ বিষ্ণুপত্ন্যৈ নমো
মধ্যমাত্যাং বশট্, ওঁ বরদায়ৈ নমোহনামিকাভ্যাং হুং । ওঁ কমলরূপায়ৈ নমঃ কনিষ্ঠা-
ভ্যাং ফট্ । পরে ওঁ দেবৈ্য নমো হৃদয়ান্ন নমঃ । ওঁ পদ্মিনৌ নমঃ শিরসে স্বাহা ।
ওঁ বিষ্ণুপত্ন্যৈ নমঃ শিখায়ৈ বশট্ । ওঁ বরদায়ৈ নমঃ কবচায় হুং । ওঁ কমল-
রূপায়ৈ নমঃ করতলপৃষ্ঠাভ্যাং ফট্ । এইরূপে অঙ্গশ্রাস করিবেন । এই দুইটি শ্রাস
পঞ্চাঙ্গ, ইহাতে নেত্র শ্রাস নাই । যেমন শারদাতিলক নিবন্ধে বলিয়াছেন (১৫)—

প্রণবাদি নমঃ অন্ত দেবৈ্য মন্ত্রে অর্থাৎ ওঁ দেবৈ্য নমো হৃদয়ান্ন নমঃ মন্ত্রে হৃদয়,
ওঁ পদ্মিনৌ নমঃ মন্ত্রে শিরঃ শ্রাস, ওঁ বিষ্ণুপত্ন্যৈ নমঃ মন্ত্রে শিখাশ্রাস, ওঁ বরদায়ৈ
নমো মন্ত্রে কবচশ্রাস, ওঁ কমলরূপায়ৈ নমঃ মন্ত্রে অস্ত্রশ্রাস কথিত হইয়াছে । সমস্ত
মন্ত্র প্রণবাদি ও নমো অন্ত হইবে । ১৬

তাহার পর ধ্যান । ধ্যানের অর্থ—পদ্মে উপবিষ্টা স্মিতমুখী পূর্ববৎ বামের অধো-
হস্ত হইতে দক্ষিণের অধোহস্ত পর্য্যন্ত চারি হস্তপদ্মে দান (বরমুদ্রা) দুইটি পদ্ম ও অভয়-
মুদ্রা-ধারণী বিদ্যায় সম্নিভ দেহ-ধারণী মুক্তাহার শোভিত পীন উত্তুঙ্গ স্তনে উদ্ভাসিনী-
কটাক্ষবিক্ষেপে হরির আনন্দদাম্বিনী কমলা তোমাদিগকে রক্ষা করুন । ১৭

এবং ধ্যান্য মানসৈঃ সম্পূজ্যার্থ্যং সংস্থাপ্য পূর্বোক্ত-পীঠমবস্থ্যং পীঠপূজাং
বিধায় পুনর্য্যাবাহনাদি-পঞ্চপুষ্পাঞ্জলি-দানপর্য্যন্তং বিধায়াবরণানি পূজয়েৎ ।
যথা অগ্ন্যাди-কেশরেষু চতুর্দিকু মধ্যো চ ওঁ দেবৈ নমো হৃদয়ায় নমঃ, ওঁ
পদ্মিত্তৈ নমঃ শিরসে স্বাহা । ওঁ বিষ্ণুপত্ন্যৈ নমঃ শিখায়ৈ বষট্ । ওঁ
বরদায়ৈ নমঃ কবচায় হুঁ । ওঁ কমলরূপায়ৈ নমোহস্ত্রায় ফট্ । ততঃ পূর্বাদি-
দলেষু বলাক্যাদীশুদ্বহিরিদ্ভাদীন্ বজ্রাদীংশ্চ সম্পূজ্য ধূপাদি-বিসর্জনাশ্চ কর্ম
সমাপয়েৎ । অস্ত্র পুরশ্চরণং দশলক্ষজপঃ । মধুরাক্তপদৈর্দশাংশ-হোমঃ । ১৮

অথ মহালক্ষ্মীঃ । ওঁ ঐং হ্রীং শ্রীং ক্লীং হ্‌সৌঃ জগৎপ্রসূত্যৈ নমঃ । যথা
নিবন্ধে^১ (১৯)—

বাগ্ভবং শম্ভুবনিতা রমা মকর-কেতনঃ ।

ভার্ত্তীয়ঞ্চ জগৎ-পার্শ্বো বহুবীজ সমুজ্জলঃ^২ ॥ ২০

অর্ধীশাঢ্যো ভৃগুশ্চৈব হ্রস্বশ্চোহয়ং দ্বাদশাক্ষরঃ ।

এইরূপে ধ্যান করিয়া, মানস উপচারে পূজা করিয়া, বিশেষার্থ্য স্থাপন করিয়া,
পূর্বোক্ত পীঠমন্ত্র পর্য্যন্ত পীঠপূজা করিয়া, পুনরায় ধ্যান করিয়া, আবাহন হইতে পঞ্চ
পুষ্পাঞ্জলি দান পর্য্যন্ত সমস্ত কার্য্য করিয়া, আবরণ পূজা করিবেন । যেমন অগ্ন্যাদি
কেশর সমূহে চারিদিকে ও মধ্যো ওঁ দেবৈ নমো হৃদয়ায় নমঃ, ওঁ পদ্মিত্তৈ নমঃ
শিরসে স্বাহা, ওঁ বিষ্ণুপত্ন্যৈ নমঃ শিখায়ৈ বষট্, ওঁ বরদায়ৈ নমঃ কবচায় হুঁ, ওঁ
কমলরূপায়ৈ নমঃ অস্ত্রায় ফট্ । এইরূপে ষড়্ভুজের পূজা করিয়া পূর্বাদিদলে পূর্ববৎ
বলাক্য, বিমলায়ৈ, কমলায়ৈ, বনমালিকায়ৈ, বিভীষিকায়ৈ, মালিকায়ৈ, শাক্ষ্যো,
বসুমালিকায়ৈ নমঃ মন্ত্রে লক্ষ্মীর দূতীগণকে পূজা করিয়া, দলের বহিভাগে ইন্দ্রাদি
লোকপাল ও বজ্রাদি অস্ত্র সমূহের পূজা করিয়া ধূপদান হইতে বিসর্জন পর্য্যন্ত কার্য্য-
সমূহ শেষ করিবেন । এই মন্ত্রের পুরশ্চরণে দশ লক্ষ এই মন্ত্র জপ এবং মধুরাক্ত পদের
দ্বারা জপের দশাংশ হোম । ১৮

অনন্তর মহালক্ষ্মী মন্ত্র । ওঁ ঐং হ্রীং শ্রীং ক্লীং হ্‌সৌঃ জগৎপ্রসূত্যৈ নমঃ—
এইটি মহালক্ষ্মীর মন্ত্র । যেমন শারদাতিলক নিবন্ধে বলিয়াছেন (১৯)—

বাগ্ভব (ঐং), শম্ভুবনিতা (হ্রীং), রমা (শ্রীং), মকরকেতন (ক্লীং) ভার্ত্তীয়ঃ
(হ্‌সৌঃ), তাহার পর জগৎ, তাহার পর পার্শ্ব (প) বহুবীজ রেফের (র) দ্বারা
সমুজ্জল অর্থাৎ রেফযুক্ত (প্র) তাহার পর অর্ধীশ (উ) যুক্ত ভৃগু (স) তাহার পর

মহালক্ষ্ম্যাঃ সমুদ্ভিষ্টন্তারাণ্ডঃ সর্বসিদ্ধিদঃ^১ ॥ ২১

অন্ত পূজা—প্রাতঃকৃত্যাদি-শ্রীবীজোক্ত পীঠশাসং কৃতা অষ্টাদীন্ শাসেৎ ।
ব্রহ্মা ঋষিঃ গায়ত্রী ছন্দঃ মহালক্ষ্মী দেবতা । ততো মূলেন করৌ সংশোধ্য
অঙ্কুষ্ঠাদিষু অঙ্কুলীষু ওঁ ঐং নমঃ । ওঁ হ্রীং নমঃ । ওঁ শ্রীং নমঃ । ওঁ ক্লীং নমঃ ।
ওঁ হ্ৰসৌঃ নমঃ । করতলে—ওঁ জগৎ-প্রসূতৈ্য নমঃ । ততো মন্তকাদি-
চরণান্তং মূলেন ব্যাপকং কৃতা^২ মূর্ধ্বাশ্চ-হৃদয়-গুহ-পাদেষু পঞ্চবীজানি শাস্ত্য
শেষাকরানি হৃদয়ে বসাম্ভু-মাংস-মেদোহস্থি-মজ্জা-শুক্ৰাত্মক-সপ্তধাতুযু শাস্ত্য
করাঙ্গশাসৌ কুর্য্যাৎ । ঐং জ্ঞানায় অঙ্কুষ্ঠাভ্যাং নমঃ । হ্রীং ঐশ্বর্যায় তর্জনী-
ভ্যাং স্বাহা । শ্রীং শক্তয়ে মধ্যমাভ্যাং বমট্ । ক্লীং বলায় অনামিকাভ্যাং হং ।
হ্ৰসৌঃ বীর্যায় কনিষ্ঠাভ্যাং বৌষট্ । জগৎ-প্রসূতৈ্য নমস্তেজসে করতল-
পৃষ্ঠাভ্যাং ফট্ । এবং হৃদয়াদিষু । ততো ধ্যানং (২২)—

তৈ্য ও ছং (নমঃ) । ইহাতে মহালক্ষ্মীর এই দ্বাদশাক্ষর মন্ত্র হয় । উহা তারাদি
(ওঁকারদি) হইলে ত্রয়োদশাক্ষর সর্বসিদ্ধিপ্রদ মন্ত্র হয়, ইহা কথিত হইয়াছে । ২০-২১

এই মন্ত্রের পূজাপদ্ধতি এইরূপ—প্রাতঃকৃত্যাদি হইতে শ্রীবীজোক্ত পীঠশাস
করিয়া অষ্টাদি শাস করিবেন । এই মন্ত্রের ব্রহ্মা ঋষি, গায়ত্রী ছন্দঃ, মহালক্ষ্মী
দেবতা, প্রণব বীজ, ভার্জীয় শক্তি, সর্বসিদ্ধি লাভে ইহার বিনিয়োগ । তাহার পর
মূলমন্ত্রকে দুই হস্তে ব্যাপকরূপে শাস দ্বারা দুই হস্ত সংশোধন করিয়া অঙ্কুষ্ঠাদি অঙ্কুলি
সমূহে যথাক্রমে ওঁ ঐং নমঃ, ওঁ হ্রীং নমঃ, ওঁ শ্রীং নমঃ, ওঁ ক্লীং নমঃ, ওঁ হ্ৰসৌঃ
নমঃ । করতলে—ওঁ জগৎ-প্রসূতৈ্য নমঃ । পরে মন্তক হইতে চরণ পর্য্যন্ত মূলমন্ত্রে
ব্যাপক শাস করিবেন । পরে মন্তকে—ওঁ হ্রীং নমঃ । হৃদয়ে—ওঁ শ্রীং নমঃ ।
গুহে—ওঁ ক্লীং নমঃ । পাদে—ওঁ হ্ৰসৌঃ নমঃ মন্ত্রে পঞ্চবীজের শাস করিয়া, হৃদয়স্থ
স্ক, অস্ক (রক্ত), মাংস, মেদ, অস্থি, মজ্জা ও শুক্র ধাতুতে শেষাক্ষরগুলি অর্থাৎ ওঁ
জগৎ-প্রসূতৈ্যনমঃ এই মন্ত্রের বর্ণগুলি শাস করিয়া করাঙ্গ শাস করিবেন । যথা—ওঁ ঐং
জ্ঞানায় অঙ্কুষ্ঠাভ্যাং নমঃ, ওঁ হ্রীং ঐশ্বর্যায় তর্জনীভ্যাং স্বাহা, ওঁ শ্রীং শক্তয়ে মধ্যমা-
ভ্যাং বমট্, ওঁ ক্লীং বলায় অনামিকাভ্যাং হং, ওঁ হ্ৰসৌঃ বীর্যায় কনিষ্ঠাভ্যাং
বৌষট্, ওঁ জগৎপ্রসূতৈ্য নমস্তেজসে করতলপৃষ্ঠাভ্যাং ফট্ । এইরূপ মন্ত্রে করশাস
করিয়া ওঁ ঐং জ্ঞানায় হৃদয়ায় নমঃ । ওঁ হ্রীং ঐশ্বর্যায় শিরসে স্বাহা । ওঁ শ্রীং

১। ঋ—সর্বসিদ্ধিদঃ ইত্যনন্তরং তারাদি ইতি বাগ্ভবং নিহায় ইত্যর্থঃ । অন্ত পূজা । ২। ঋ—
ব্যাপকং কুর্য্যাৎ । ততো মূর্ধ্বাশ্চ ।

বালার্ক-হ্যতিমিন্দুখণ্ড-বিলসং-কোটির-হারোজ্জলাং
 রত্নাকল্প-বিভূষিতাং কুচনতাং শাটলঃ কঠৈর্মঞ্জরীম্ ।
 পদ্মং কৌস্তভ-রত্নমপ্যবিরতং সংবিভ্রতীং সন্মিতাং
 ফুল্লাজ্জোজ-বিলোচন-ত্রয়-মুতাং ধ্যায়েৎ পরামশ্বিকাম্ ॥ ২৩

এবং ধ্যান মানসৈঃ সংপূজ্যার্থ্যং কৃতা শ্রীবীজোক্ত-পীঠপূজাং কৃতা পুন-
 র্যাত্নাবাহনাদি-পঞ্চপুষ্পাঞ্জলি-দানপর্য্যন্তং বিধায়াবরণানি পূজয়েৎ । যথা
 দেব্যা দক্ষিণে—ওঁ শঙ্করনন্দনায় নমঃ । এবং বামে—পুষ্পধ্বনে । অগ্ন্যাদি-
 কোণেষু মধ্যে দিক্শু চ ঐ জ্ঞানায় হৃদয়ায় নমঃ ইত্যাদিনা ষড়ঙ্গেনাত্যর্চ্য
 পূর্বাদি-পত্রেষু ওঁ উমাত্যৈ নমঃ, এবং শ্রিত্যৈ, সরস্বত্যৈ, দুর্গাত্যৈ, ধরত্যৈ,
 গায়ত্যৈ, দেব্যা উষাত্যৈ । দক্ষিণে—জহু-সূতাত্যৈ । বামে—সূর্য্যসূতাত্যৈ ।

শক্তয়ে শিখারৈ বযট্ । ওঁ ক্লীং বলায় কবচায় হং । ওঁ হেঁসাঃ বীর্য্যায় নেত্রত্রয়ায়
 বৌষট্ । ওঁ জগৎ-প্রসূত্যৈ নমস্তেজসে করতল-পৃষ্ঠাভ্যাং ফট্ মন্ত্রে অঙ্গশাস করিয়া
 (অতীব মনোহর বিশাল উদ্যানের মধ্যে মনোহর মহাসরোবরের মধ্যে অতি মনোহর
 পুলিনে (চড়ায়) চতুর্দিক্ পারিজাত বৃক্ষে পরিপূর্ণ মণ্ডপ ও মণিময় কুট্টিম (চাতাল)
 চিত্তা করিয়া মণ্ডপমধ্যে পারিজাত বৃক্ষের নীচে মহারত্ন সিংহাসনে মহালক্ষ্মী দেবীকে)
 ধ্যান করিবেন (২২)—

ধ্যানের অর্থ—বালসূর্য্যের শ্যায় হ্যতি বিশিষ্টা (রক্তবর্ণা), ইন্দুখণ্ডে ভূষিত মুকুট
 ও হারে উজ্জলা, রত্নালঙ্কারে ভূষিতা, স্তনভারে অবনতা, বামের অধোহস্ত হইতে
 দক্ষিণের অধোহস্ত পর্য্যন্ত চারিহস্তে সর্বদা শালিধাত্তের মঞ্জরী, পদ্মদ্বয় ও কৌস্তভরত্ন-
 ধারিণী, সুস্মিতা বিকশিত পদ্মপত্র সদৃশ লোচনত্রয় যুক্তা পরা অশ্বিকাকে ধ্যান করি ॥ ২৩

এই প্রকারে ধ্যান করিয়া, মানস উপচারে পূজা ও বিশেষার্থ্য স্থাপন করিয়া
 শ্রীবীজোক্ত পীঠপূজা করিয়া পুনরায় ধ্যান ও আবাহন হইতে পঞ্চপুষ্পাঞ্জলিদান
 পর্য্যন্ত কার্য্যগুলি করিয়া আবরণ দেবতার পূজা করিবেন । যথা দেবীর দক্ষিণে—ওঁ
 শঙ্করনন্দনায় নমঃ । বামে—ওঁ পুষ্পধ্বনে নমঃ । তাহার পর কেশরের অগ্ন্যাদিকোণে
 মধ্যে ও দিক্‌সমূহে ওঁ ঐং জ্ঞানায় নমঃ হৃদয়ায় নমঃ, ওঁ হ্রীং ঐশ্বর্য্যায় নমঃ শিরসে
 স্বাহা, ওঁ শ্রীং শক্তয়ে নমঃ শিখারৈ বযট্, ওঁ ক্লীং বলায় নমঃ কবচায় হং, ওঁ হেঁসাঃ
 বীর্য্যায় নমঃ নেত্রত্রয়ায় বৌষট্, ওঁ জগৎপ্রসূত্যৈ নমস্তেজসে নমঃ করতল-পৃষ্ঠাভ্যাং
 কট্ এইরূপে ষড়ঙ্গের পূজা করিয়া পূর্বাদিদলে ওঁ উমাত্যৈ নমঃ, এইরূপে শ্রিত্যৈ,
 সরস্বত্যৈ, দুর্গাত্যৈ, ধরত্যৈ, গায়ত্যৈ, দেব্যা ও উষাত্যৈ নমঃ । দক্ষিণে—ওঁ জহুসূতাত্যৈ

পুনর্দক্ষিণে—শঙ্খ-নিধয়ে । বামে—পদ্মনিধয়ে, পশ্চিমে—বরুণায় । যথা
নিবন্ধে (২৪)—

জহু-সূর্য্য-সূতে পূজ্যে^১ পাদ-প্রাকালনোত্তে ।

শঙ্খ-পদ্মনিধী পূজ্যো পার্শ্বয়োধ্বত-চামরো ।

মৃতাতপত্রং বরুণং পূজয়েৎ পশ্চিমে ততঃ ॥ ২৫

ততস্তদ্বহির্বাদশরাশীন্ নবগ্রহান্ তদ্বহিরৈবাবতাগুপ্ত-গজান্ ইন্দ্রাদীন্
বজ্রাদীংশ্চ সংপূজ্য ধূপাদি-বিসর্জনাশ্চ কৰ্ম সমাপয়েৎ । পুরশ্চরণং দ্বাদশ-
লক্ষ-জপঃ । ঘৃতেন দশাংশ-হোমশ্চ । ২৬

ও হ্রীং শ্রীং কমলে কমলালয়ে প্রসীদ প্রসীদ শ্রীং হ্রীং শ্রীং মহালক্ষ্মী^২
নমঃ^৩ । মন্ত্রোহয়ং সপ্তবিংশত্যক্ষরঃ । যথা নিবন্ধে (২৭)—

নমঃ । বামে—ও^১ সূর্য্যসূতায়ৈ নমঃ । পুনরায় দক্ষিণে—ও^১ শঙ্খনিধয়ে নমঃ ।
বামে—ও^১ পদ্মনিধয়ে নমঃ । পশ্চিমে—ও^১ বরুণায় নমঃ । যেমন শারদাতিলক
নিবন্ধে বলিয়াছেন (২৪)—

পত্রমধ্যে দক্ষিণে পাদ প্রকালনে উদ্যতা জহুসূতা ও সূর্য্যসূতাকে পূজা করিবেন ।
দক্ষিণপার্শ্বে চামরধারী শঙ্খনিধিকে এবং বামপার্শ্বে চামরধারী পদ্মনিধিকে পূজা
করিবেন । পরে আতপত্র (ছত্র) ধারী বরুণকে পশ্চিমে পূজা করিবেন । ২৫

তাহার পর দলমধ্যে তাহার বাহিরে ও মেষায় নমঃ ইত্যাদি মন্ত্রে মেষ, বৃষ,
মিথুন, কর্কট, সিংহ, কন্যা, তুলা, বৃশ্চিক, ধনুঃ, মকর, কুম্ভ ও মীন এই দ্বাদশ রাশির
পূজা করিয়া, ও সূর্য্যায় নমঃ ইত্যাদি মন্ত্রে সূর্য্য, চন্দ্র, মঙ্গল, বুধ, বৃহস্পতি, শুক্র, শনি,
বাহ ও কেতুগ্রহকে পূজা করিয়া, তাহার বাহিরে চারিদিকে ও ঐরাবতায় নমঃ মন্ত্রে
ঐরাবত, পুণ্ডরীক, বামন, কুমুদ, অঞ্জন, পুষ্পদন্ত, সার্বভৌম ও সুপ্রভীক—এই
অষ্ট দিগ্গজকে স্বয়ংদিকে পূজা করিয়া, দলের বহির্ভাগে ইন্দ্রাদি লোকপাল ও বজ্রাদি
অস্ত্রের পূজা করিয়া, ধূপদান হইতে বিসর্জন পর্য্যন্ত সমস্ত কার্য্য শেষ করিবেন । এই
মন্ত্রের পুরশ্চরণে দ্বাদশ লক্ষ মন্ত্র জপ এবং ঘৃতের দ্বারা দশাংশ হোম করিবেন । সুগন্ধ
ও দ্রব সলিলের দ্বারা অমৃতদ্বয় তর্পণ করিবেন । দশাংশ তর্পণ স্থলে অমৃতদ্বয় তর্পণের
বিধান বাচনিক । ২৬

মহালক্ষ্মীর মন্ত্রাত্তর—ও শ্রীং হ্রীং শ্রীং কমলে কমলালয়ে প্রসীদ প্রসীদ শ্রীং হ্রীং

১। ও—জহু সূর্য্যসূত পূজ্যপাদ ।

২। ক—মহালক্ষ্মী ।

৩। ও—নমঃ । অর্থাৎ

সপ্তবিংশত্যক্ষরঃ । অর্থাৎ ধ্যানং সিন্দুরাক্ষরকাতিং ।

শত্ৰুপত্নী শ্রিয়াকৃদ্ধা কমৌ ভগবতৌ মহৌ ।

ব্রহ্মাদিত্যৌ ধরা দীর্ঘা লক্ষাদিভগবান্ মরুৎ ॥ ২৮

প্রসীদ-মুগলং ভূয়ঃ শ্রীরুদ্ধা ভুবনেশ্বরী ।

মহালক্ষ্মি নমোহস্তঃ শ্রাৎ প্রণবাদিরয়ং মনুঃ ॥ ২৯

শত্ৰুপত্নী মায়াবীজম্ । ভগ একারঃ । মহী লকারঃ । ব্রহ্ম ককারঃ, আদিত্যো মকারঃ । ধরা লকারঃ । দীর্ঘা আকারযুক্তা । লক্ষশব্দশ্রা-
দির্লক্ষাদির্লকারঃ । মরুৎ যকারঃ । স চ ভগবানেকারযুক্তঃ ॥ ৩০

অশ্রু পূজা—প্রাতঃকৃত্যাদি-ঋগ্‌যজুঃ-শাস্ত্রমেকাঙ্করীবদ্ বিধায় করাক্ষ-
শ্রাসৌ কুর্ধ্যাদ্ । যথা—শ্রীং হ্রীং শ্রীং কমলে শ্রীং হ্রীং অঙ্গুষ্ঠাভ্যাং নমঃ, এবং
শ্রীং হ্রীং শ্রীং কমলালয়ে শ্রীং হ্রীং শ্রীং তর্জ'নীভ্যাং স্বাহা । শ্রীং হ্রীং শ্রীং
প্রসীদ শ্রীং হ্রীং শ্রীং মধ্যমাভ্যাং বষট্ । শ্রীং হ্রীং শ্রীং প্রসীদ শ্রীং হ্রীং শ্রীং

শ্রীং মহালক্ষ্মি নমঃ । এই মন্ত্রটি সপ্তবিংশাক্ষর মন্ত্র । যেমন শারদাতিলক নিবন্ধে
বলিয়াছেন (২৭)—

শত্ৰুপত্নী মায়াবীজ (হ্রীং) শ্রীবীজের দ্বারা রুদ্ধ (পুটিত) হইবে । পরে ক ও ম এবং
ভগ-(এ) যুক্ত মহী (ল), তাহার পর ব্রহ্ম (ক) আদিত্য (ম), দীর্ঘ আকার যুক্ত
ল (লা) ক্ষাদি (মূর্দ্ধন্য ল) ভগযুক্ত মরুৎ (য়), প্রসীদ ধর, পুনরায় শ্রীবীজ রুদ্ধা
(পুটিত) ভুবনেশ্বরী (হ্রীং) অর্থাৎ শ্রীং হ্রীং শ্রীং তাহার পর নমঃ অন্ত মহালক্ষ্মি
অর্থাৎ মহালক্ষ্মি নমঃ (কাহার মতে মহালক্ষ্ম্যৈ নমঃ) (সপ্তবিংশ অক্ষর যুক্ত ও শ্রীং
হ্রীং শ্রীং কমলে কমলালয়ে প্রসীদ প্রসীদ মহালক্ষ্মি ! নমঃ) প্রণবাদি এই মন্ত্র ।
(সর্ব সমুদ্রি প্রদ কথিত হইয়াছে ।) ২৮-২৯

শত্ৰুপত্নী—মায়াবীজ । ভগ—একার । মহী—লকার । ব্রহ্মা—ককার । আদিত্য
—মকার । ধরা—লকার । দীর্ঘা—আকার যুক্তা । ক্ষাদি—লকার । মরুৎ—য়কার ।
সেই যকার ভগবান্ অর্থাৎ একার যুক্ত । ৩০

এই মন্ত্রের পূজাপদ্ধতি এইরূপ—প্রাতঃকৃত্যাদি হইতে ঋগ্‌যজুঃশাস্ত্র (শ্রীং বীজ,
মায়াশক্তি, সর্বসমুদ্রির জন্তু বিনিয়োগ) পর্য্যন্ত একাক্ষরী মন্ত্রের শ্রাব্য করিয়া
করাক্ষশ্রাস করিবেন । যথা—ও শ্রীং হ্রীং শ্রীং কমলে শ্রীং হ্রীং শ্রীং অঙ্গুষ্ঠাভ্যাং নমঃ ।
এইরূপ ও শ্রীং হ্রীং শ্রীং কমলালয়ে শ্রীং হ্রীং শ্রীং তর্জ'নীভ্যাং স্বাহা । ও শ্রীং হ্রীং শ্রীং
প্রসীদ শ্রীং হ্রীং শ্রীং মধ্যমাভ্যাং বষট্ । ও শ্রীং হ্রীং শ্রীং প্রসীদ শ্রীং হ্রীং শ্রীং

অনামিকাভ্যাং হং । শ্রীং হ্রীং শ্রীং মহালক্ষ্মি ! শ্রীং হ্রীং শ্রীং কনিষ্ঠাভ্যাং
কট্ । এবং হৃদয়াদিষু । ততো ধ্যানম্ (৩১)—

সিন্দুরাক্ষণ-কাস্তিমজ্জবসতিং সৌন্দর্য্যাবারং নিধিং

কোটীরাঙ্গদ-হার-কুণ্ডল-কটীসূত্রাদিভির্ভূষিতাম্ ।

হস্তাভ্যৈর্বসুপাত্রমজ্জযুগলাদর্শো বহস্তীং পরা-

মাবীতাং পরিচারিকাভিরনিশং ধ্যায়েৎ প্রিয়াং শার্ঙ্গিনঃ ॥ ৩২

বসুপাত্রং ধনপাত্রম্^১ । এবং ধ্যাত্বা মানসৈঃ সংপূজ্যার্ঘ্যস্থাপনাদি-পীঠপূজাং
পূর্ববদ্ বিধায় পুনর্ধ্যাত্বাবাহনাদি-পঞ্চপুষ্পাঞ্জলি-দান-পর্য্যন্তং বিধায়াবরণানি
পূজয়েৎ । কেশরেষুগ্ণাদি-কোণেষু মধ্যে দিক্ চ শ্রীং হ্রীং শ্রীং কমলে
হৃদয়ায় নমঃ ইত্যাদি-ষড়্ভৈরভ্যর্চ্য পূর্বাদি-দলমূলেষু শ্রীধর-হৃষীকেশ-বৈকুণ্ঠ-

অনামিকাভ্যাং হং । ও শ্রীং হ্রীং শ্রীং মহালক্ষ্মি ! শ্রীং হ্রীং শ্রীং কনিষ্ঠাভ্যাং কট্
এইরূপে কর্ণাস করিয়া অঙ্গনাস করিবেন । যথা—ও শ্রীং হ্রীং শ্রীং কমলে শ্রীং
হ্রীং শ্রীং হৃদয়ায় নমঃ । ও শ্রীং হ্রীং শ্রীং কমলালয়ে শ্রীং হ্রীং শ্রীং শিরসে
হা হা । ও শ্রীং হ্রীং শ্রীং প্রসীদ শ্রীং হ্রীং শ্রীং শিখায়ে বমট্ । ও শ্রীং হ্রীং শ্রীং প্রসীদ
শ্রীং হ্রীং শ্রীং কবচায় হং । ও শ্রীং হ্রীং শ্রীং মহালক্ষ্মি ! শ্রীং হ্রীং শ্রীং নমঃ করতল
পৃষ্ঠাভ্যাং কট্ । তাহার পর সিন্দুরাক্ষণ ইত্যাদি ধ্যান করিবেন (৩১)—

ধ্যানের অর্থ—সিন্দুরের কায় অক্ষণবর্ণা, পদ্মনিবাসিনী, সৌন্দর্য্যের ঝারিনিধি,
মুকুট, বলয়, হার, কুণ্ডল ও কটীসূত্রাদি দ্বারা বিভূষিতা, দক্ষিণের অধোহস্ত হইতে
বামের অধোহস্ত পর্য্যন্ত চারিহস্তে যথাক্রমে বসু (ধন) পাত্র, দুইটি পদ্ম ও আদর্শ-
ধারিণী পরিচারিকাগণের দ্বারা বেষ্টিতা শ্রেষ্ঠা হরিপ্রিয়াকে সর্বদা বন্দনা করি । ৩২

বসুপাত্র—ধনপাত্র । এইরূপ ধ্যান করিয়া মানস উপচারে পূজা করিয়া, বিশেষার্ঘ্য
স্থাপন করিয়া পূর্ববৎ পীঠপূজা করিয়া পুনরায় ধ্যান করিয়া আবাহন হইতে পঞ্চ
পুষ্পাঞ্জলি দান পর্য্যন্ত কার্যাগুলি করিয়া আবরণ পূজা করিবেন । যথা—কেশরের
অগ্ন্যাদিকোণ সমূহে মধ্যে ও দিক্ সমূহে—এতে গজপুষ্পে ও শ্রীং হ্রীং শ্রীং কমলে
শ্রীং হ্রীং শ্রীং হৃদয়ায় নমঃ, এইরূপ মন্ত্রে ষড়ঙ্গাসোক্ত প্রকারে ষড়্ভৈর পূজা করিয়া,
পূর্বাদি দলমূলে এতে গজপুষ্পে ও শ্রীধরায় নমঃ মন্ত্রে শ্রীধরকে পূজা করিয়া ঐরূপ

১। ধ—ধনপাত্রমিত্যর্থঃ । কর্ণাসস্তাসৌ তু শ্রীং হ্রীং শ্রীং কমলে ইত্যাদি । কনিষ্ঠাভ্যাং কট্ ।
সর্বমন্তং পূর্ববৎ । অত্র পুরস্করণং লক্ষণং । মধুরাম্ভূতবিষকলৈরবৃত্তহোমঃ । অস্ত্রামঠৌ বাণাঃ
অনুবাগ বিসর্গাদি বিজয়বরুণ মন-হর্ষ বলতেজো নামানঃ । অথ ধনদামন্তঃ । তত্ত্বার্থমিত্যাদি ।

বিশ্বরূপ-বাসুদেব-সঙ্কর্ষণ-প্রতুম্বানিরুদ্ধকান্ দল-মধ্যেষু ভারতী-পার্বতী-চাম্বী-
শচী-দমক-সলিল-গুগুণ-কুরুটকান্ সংপূজ্য, দলাগ্রেষু অনুরাগং বিসম্বাদং
বিজয়ং বল্লভং, মদং, হর্ষং, বলং, তেজঃ ইতি লক্ষ্মী-বাণান্ সংপূজয়েৎ ।
বাক্যস্ত—ওঁ অনুরাগায় লক্ষ্মীবাণায় নমঃ ইত্যাদি । তদ্বহিরিস্রাদীন্ বজ্রাদীংশ্চ
সংপূজ্য ধূপাদি-বিসর্জনাশ্চ কৰ্ম সমাপয়েৎ । অশ্ব পুরশ্চরণং লক্ষজপঃ ।
বিশ্বফলৈর্মধুরাষিতৈর্দশাংশ-হোমশ্চ । ৩৩

অথ ধনদা । ত-তূর্য্যং বিন্দুসংযুক্তং লজ্জাবীজং সমুদ্বরেৎ ।

লক্ষ্মীবীজং ততো দেবি ! সম্বোধ্যা চ রতিপ্রিয়া ।

বহির্জায়াবধিঃ প্রোক্তো মন্তরাজঃ সুরক্রমঃ ॥ ৩৪

ধং হ্রীং শ্রীং রতিপ্রিয়ে ! স্বাহা ইতি নবাক্ষরী । তদ্বাস্তরে—

ত-তূর্য্যং বিন্দুসংযুক্তং লক্ষ্মী-প্রণবমেব চ ।

মায়াবীজং সমুদ্বৃত্য সম্বোধ্যা চ রতিপ্রিয়া ।

বহির্জায়াবধিঃ প্রোক্তো মন্তরাজোত্তমোত্তমঃ ॥ ৩৫

একান্তে হৃষীকেশ, বৈকুণ্ঠ, বিশ্বরূপ, বাসুদেব, সঙ্কর্ষণ, প্রহ্লাদ ও অনিরুদ্ধকে পূজা
করিয়া দিক্‌পত্র মধ্যে ভারতী, পার্বতী, চাম্বী ও শচীকে এবং বিদিক্‌পত্র মধ্যে দমক
সলিল, গুগুণ ও কুরুটককে পূজা করিয়া, দলের অগ্রে—ওঁ অনুরাগায় লক্ষ্মীবাণায়
নমঃ, এইরূপ সম্বাদায়, লক্ষ্মীবাণায়, বিজয়ায় লক্ষ্মীবাণায়, বল্লভায় লক্ষ্মীবাণায়,
মদায় লক্ষ্মীবাণায়, হর্ষায় লক্ষ্মীবাণায়, বলয় লক্ষ্মীবাণায়, তেজসে লক্ষ্মীবাণায় নমঃ
মন্ত্রে লক্ষ্মীর বাণসমূহকে পূজা করিবেন । দলের বহির্ভাগে ইস্রাদি লোকপাল ও
বজ্রাদি অস্ত্রসমূহের পূজা করিয়া ধূপদান হইতে বিসর্জন পর্য্যন্ত কার্য্যগুলি শেষ
করিবেন । এই মন্ত্রের পুরশ্চরণে লক্ষজপ । মধুরাশ্বত বিশ্বফলের দ্বারা দশাংশ
হোম । ৩৩

অনন্তর ধনদা মন্ত্র । তন্ত্রে বলিয়াছেন—বিন্দুসংযুক্ত তবর্গের চতুর্থবর্ধ (ধং),
লক্ষ্মীপ্রণব (শ্রীং), মায়াবীজ (হ্রীং) তাহার পর সম্বোধনান্ত রতিপ্রিয়া (রতিপ্রিয়ে)
বহির্জায়াবধি (স্বাহা অবধি) অর্থাৎ বহির্জায়াস্ত হইলে কল্পবৃক্ষ সদৃশ মন্ত্র-রাজ
কথিত হয় । ৩৪

ধং হ্রীং শ্রীং রতিপ্রিয়ে স্বাহা—ইহা নবাক্ষরী মন্ত্র । তদ্বাস্তরে বলিয়াছেন—বিন্দু
সংযুক্ত ত বর্গের চতুর্থবর্ধ, লক্ষ্মী প্রণব, মায়াবীজ উচ্চার করিয়া সম্বোধনান্ত রতিপ্রিয়া
শব্দ বহির্জায়াবধি অর্থাৎ বহির্জায়াস্ত হইলে উত্তমোত্তম মন্তরাজ কথিত হয় । ৩৫

লক্ষ্মী-প্রণবঃ শ্রীবীজম্ । তথাচ—ধং হ্রীং শ্রীং রতিপ্রিয়ে ! স্বাহা । ইতি ।
কুবেরানুমতোহয়ং মন্ত্রঃ । অস্ত্র পূজা—প্রাতঃকৃত্যাদি-প্রাণায়ামান্তঃ^১ পীঠ-
শ্রাসকং হ্রীং জ্ঞানাত্মনে নমঃ ইত্যন্তঃ কৃত্বা শিরসি কুবের ঋষয়ে নমঃ । মুখে—
পঙক্তি-ছন্দসে নমঃ । হৃদি—ধনদায়ৈ দেবতায়ৈ নমঃ । ততঃ করাজ্ঞাসৌ
ষড়্ দীর্ঘ-ভাজা মায়য়া । ততো ধ্যানম্ (৩৬)—

কুকুমোদর-গর্ভাভাং কিঞ্চিদ যৌবন-শালিনীম্ ।
মৃণাল-কোমল-ভূজাং কেশুরাজদ-ভূষণাম্ ॥ ৩৭
তুলা-কোটি-পরিভ্রাস্ত-পাদ-পদ্মদয়ান্বিতাম্ ।
মাণিক্যহার-মুকুট-কুণ্ডলাদি-বিভূষিতাম্ ॥ ৩৮
নীলোৎপল-দৃশং কিঞ্চিচ্ছত্ৰং-কুচ-বিরাজিতাম্ ।
করাত্যাং ভ্রাম্যৎ-কমলাং রক্ত-বস্ত্রাজ-রাগিণীম্ ॥ ৩৯
হেমপ্রাকার-মধ্যস্থং রত্নসিংহাসনোপরি ।
ধ্যায়েৎ কল্প-তরোর্মূলে দেবীং তাং ধনদায়িকাম্ ॥ ৪০

এবং ধ্যান্য মানসৈঃ সংপূজ্যার্যং সংস্থাপ্যাদরশক্ত্যাদি-হ্রীং জ্ঞানাত্মনে

লক্ষ্মীপ্রণব—শ্রীবীজ শ্রীং । তাহা হইলে ধং হ্রীং শ্রীং রতিপ্রিয়ে স্বাহা । এই মন্ত্র
কুবেরের অনুমত । এই মন্ত্রের পূজা পদ্ধতি এইরূপ—প্রাতঃকৃত্যাদি হইতে প্রাণায়াম
পর্যন্ত কার্য্য সমূহ করিয়া, হ্রীং জ্ঞানাত্মনে নমঃ এই পর্য্যন্ত পীঠ শ্রাস করিয়া, ঋত্বাদি
শ্রাস করিবেন । বধা মন্ত্ৰকে—ও^১ কুবেরায় ঋষয়ে নমঃ, মুখে—পঙক্তিছন্দসে নমঃ ।
হৃদয়ে—ও^২ ধনদায়ৈ দেবতায়ৈ নমঃ । পরে ষড়্ দীর্ঘযুক্ত মায়াবীজ দ্বারা ও^৩ হ্রাং
অনুষ্ঠাত্যাং নমঃ ইত্যাদি মন্ত্রে করজ্ঞাস এবং ও^৪ হ্রাং হৃদয়ায় নমঃ ইত্যাদি মন্ত্রে
অঙ্গশ্রাস করিবেন । তাহার পর কুকুমোদর ইত্যাদি ধ্যান করিবেন (৩৬)—

ধ্যানের অর্থ—কুকুমের উদরগর্ভের স্থান অরুণবর্ণা, কিঞ্চিং যৌবন-শালিনী,
মৃণালের স্থায় কোমল বাহু-ধারিণী, কেশুর ও অঙ্গদ-ভূষণে ভূষিতা, নুপুর মণ্ডিত
পরিভ্রমণশীল পাদদ্বয়-ধারিণী, মাণিক্য হার, মুকুট ও কুণ্ডলাদি ভূষণে বিভূষিতা
নীলোৎপল সদৃশ নয়নদ্বয়-ধারিণী, কিঞ্চিং উন্নত কুচদ্বয়ে বিরাজিতা, করদ্বয়ের দ্বারা
ভ্রাম্যমাণ কমল ধারিণী, রক্তবস্ত্র ও রক্ত অঙ্গরাগে অনুরাগিণী, হেম প্রাকারের মধ্যস্থ
কল্পতরুর মূলে রত্নসিংহাসনের উপরে উপবিষ্টা ধনদা দেবীকে ধ্যান করিবে । ৩৭-৪০

এইরূপে ধ্যান করিয়া মানস উপচারে পূজা করিয়া বিশেষার্থ্য স্থাপন করিয়া

নমঃ ইত্যন্ত-পীঠপূজাঃ^১ বিধায় ও^২ পদ্মাসনায় নমঃ ইতি মধ্যে সম্পূজ্য
পুনৰ্য্যাবাহ্য সংপূজ্য যোনিমুদ্রাং প্রদর্শ্য কেশরেষু অগ্ন্যাং-কোণেষু মধ্যে
দিক্ চ ষড়্ভৈঃ প্রপূজ্য^৩ পূর্বাং-দলেষু লৈশ্চ্য পদ্মায়ৈ, পদ্মাসনায়ৈ, শ্রীয়ে,
হরিপ্রিয়ায়ৈ, ইরায়ৈ, কমলায়ৈ, অজ্ঞায়ৈ, চকলায়ৈ লোলায়ৈ । পুনর্মধ্যে
দেবীং প্রপূজ্য যথাশক্তি জপিত্বা জপং সমর্প্য নত্বা বিমুদ্রেৎ । অস্তাঃ
পূজাযন্ত্রং যথা (৪১)—

নবযোন্তাত্মকং চক্রং বিলিখেৎ কর্ণিকোপরি ।

দিগ্‌দলং পদ্মমালিখ্য চতুরস্রং লিখেদ্ বহিঃ ।

কোণেষু বজ্রান্ সংলিখ্য মধ্যে বীজং সমুল্লিখেৎ ॥ ৪২

অস্ত্য পুরশ্চরণং লক্ষজপঃ—

প্রজপেদক্ষ-সূত্রেণ রত্নাদি-রচিতেন তু ।

লক্ষে জপে মন্ত্রসিদ্ধিঃ পুরশ্চর্যাং সমাচরেৎ ॥ ৪৩

রাত্রৌ^৩ চেজ্জপ্যতে চাষ্ট-সহস্রং সপ্তবাসরান্ ।

এতেনৈব সূসিদ্ধিঃ স্ত্যাং পুরশ্চর্যাধিকৌ বিধিঃ ॥ ৪৪

আধারশক্ত্যাদি হইতে হ্রাং জ্ঞানাত্মনে নমঃ এই পর্য্যন্ত পীঠপূজা করিয়া ও^২ পদ্মাসনায়
নমঃ এই মন্ত্রে মধ্যে পূজা করিয়া, পুনরায় ধ্যান করিয়া আবাহন করিয়া পূজা
করিয়া যোনিমুদ্রা দেখাইয়া কেশরের অগ্ন্যাংকোণে মধ্যে দিক্‌সমূহে ও^৩ হ্রাং
ছন্দস্বর নমঃ ইত্যাদি মন্ত্রে ষড়্ভৈর পূজা করিয়া, পূর্বাং দলে ও^৩ লৈশ্চ্য নমঃ,
এইরূপ পদ্মায়ৈ, পদ্মাসনায়ৈ, শ্রীয়ে, হরিপ্রিয়ায়ৈ, ইরায়ৈ, কমলায়ৈ, অজ্ঞায়ৈ,
চকলায়ৈ, লোলায়ৈ নমঃ মন্ত্রে পূজা করিয়া মধ্যে দেবীকে পূজা করিয়া, যথাশক্তি
জপ করিয়া জপ সমর্পণ করিয়া প্রণাম করিয়া বিসর্জন করিবেন । ইহার পূজাযন্ত্র
কথিত হইতেছে । যেমন ভক্তে বলিয়াছেন (৪১)—

কর্ণিকার উপরে একটি নবযোনি স্বরূপ চক্র লিখিয়া ও দশদল পদ্ম অঙ্কন করিয়া,
তাহার বহির্ভাগে চতুরস্র লিখিয়া কোণে বজ্র লিখিয়া মধ্যে ষং বীজ লিখিবেন । ৪২

এই মন্ত্রের পুরশ্চরণে লক্ষ মন্ত্র জপ । যেমন ভক্তে বলিয়াছেন—

রত্নাদি খচিত অক্ষসূত্রের মালায় জপ করিবে, লক্ষমন্ত্রের জপ হইলে মন্ত্র সিদ্ধি
হয় । অতএব পুরশ্চরণ করিবে । ৪৩

যদি রাত্রিতে অষ্টাধিক সহস্র মন্ত্র সাত দিন জপ করেন, তবে ইহার দ্বারাই
মন্ত্র সুসিদ্ধ হয় । ইহা পুরশ্চরণাধিক বিধি । ৪৪

ভুক্তা বাপ্যথবাহভুক্তা পায়সায়ং প্রদায় চ ।
 দশকুহোহথবা শৌচং কুড়া বাপি কুচেলতাম্ ।
 যঃ অরৈদ্ দেবি ! বিদ্যাং তাং দারিদ্র্যৈর্নাভিভূয়তে ॥ ৪৫
 পূজাস্তে চ সমায়াতি রাত্রৌ দেবী ধনেশ্বরী ।
 সর্বালঙ্কারমুৎসৃজ্য দত্তা যাতি নিজালয়ম্ ॥ ৪৬
 ধনঞ্চ বিপুলং দত্তা সাধকস্ত মনোরথান্ ।
 পূরয়িত্বা মহেশানি ! বশগা জায়তে শুভা ॥ ৪৭
 যক্ষিণী স্বয়মাহেতি যো মাং অরতি মানবঃ ।
 তস্ত দারিদ্র্য-সংক্রাসং^১ দাসীবৎ করবাণ্যহম্ ॥ ৪৮
 সহস্রং সপ্তভির্থাবৎ পুরশ্চরণমিচ্ছতে ।
 তথা যুতেন খণ্ডেন মধুনা চ দশাংশতঃ ।
 হোমোহপি চ বিধাতব্যঃ ক্রণাদ্ দারিদ্র্য-শাস্তয়ে ॥ ৪৯
 পূজা কার্য্যা মহাদেব্যাস্চন্দনেনানুলেপিতে ।
 তাম্রপাত্রে তথা কার্য্যং মণ্ডলং সুমনোহরম্ ॥ ৫০

হে দেবি ! ভোজন করিয়া অথবা ভোজন না করিয়া দশবার শৌচ করিয়া বা
 না করিয়া পায়সায় কুচেলতা দেবীকে প্রদান করিয়া সেই ধনদা বিদ্যাকে যে অরণ
 করে, সে দারিদ্র্যের দ্বারা অভিভূত হয় না । ৪৫

পূজাস্তে রাত্রিতে দেবী ধনেশ্বরী সাধকের নিকট আগমন করেন এবং সমস্ত
 অলঙ্কার দেহ হইতে উন্মোচন করিয়া সাধককে দিয়া নিজ গৃহ গমন করেন । ৪৬

হে মহেশানি ! বিপুল ধন প্রদান করিয়া সাধকের মনোরথ পুরাইয়া সেই মঙ্গল
 যন্ত্রী দেবী সাধকের বশবর্ত্তিনী হইয়া থাকেন । ৪৭

যক্ষিণী স্বয়ং এই কথা বলেন—যে মানব আমাকে অরণ করে, দাসীর ন্যায়
 আমি তাহার দারিদ্র্য মোচন করিয়া থাকি । ৪৮

সাত দিন যাবৎ প্রত্যহ এক হাজার মন্ত্র জপ পুরশ্চরণ বলিয়া তান্ত্রিকগণের
 অভিপ্রেত । জপের পর শীঘ্র দারিদ্র্য দোষের শাস্তির জন্য দ্বত, খণ্ড (খাঁড়গড়) মধু
 দ্বারা জপের দশাংশ হোম কর্তব্য । ৪৯

মহাদেবীর পূজাও কর্তব্য । চন্দনের দ্বারা অনুলিপ্ত তাম্র পাত্রে সেইরূপ সুমনোহর

তত্র পূজা বিধাতব্য। দেব্যা এবং মনীষিণী ।
 কুতো দারিদ্র্য-শঙ্কাহস্য স হি কোটিশ্রয়ো ভবেৎ ॥ ৫১
 বিত্তং দৃষ্ট্বা তু লোকস্য জপ্যতেহষ্টশতং মনুঃ ।
 তস্য বিত্তং প্রবিষ্ট্যাস্ত দদাতি সাপি তৎকৃণাৎ ॥ ৫২
 দৃষ্ট্বা তু সাধকং ভূপাঃ সর্বস্বং দদতে হঠাৎ ।
 যদ্বয়ং জপ্যতে মন্ত্রঃ শ্বেতপুষ্পেণ পূজনম্ ॥ ৫৩
 কুবেরোহপি স্বয়ং দত্তে গৃহমানীয় হেম চ ।
 যক্ষ্ণেণানীয় সততং সমর্পয়তি তদ্ ধনম্^১ ॥ ৫৪
 বহুধা কিং পুনর্বাচ্যং মনুষ্যৈশ্চৈব বিদ্যতে ।
 তস্য পুত্রশ্চ পৌত্রশ্চ প্রপৌত্রশ্চাপি নিত্যশঃ ।
 দারিদ্র্যাভিভবং ত্যক্ত্বা শত্রুতুল্যঃ স্ননিশ্চিতঃ ॥ ৫৫
 রম্যং দধি তথা খণ্ডং পায়সং শর্করা মধু ।
 নৈবেদ্যং বিবিধং দত্ত্বা রাত্রৌ পূজাং সমাচরেৎ ॥ ৫৬
 ভুক্ত্বা তস্মৈ মহাদেবি ! চন্দ্রনেনানুলেপনম্ ।
 নৈবেদ্যঞ্চ প্রদাতব্যং নিত্যং দারিদ্র্য-শাস্তয়ে ॥ ৫৭

মণ্ডল করিবে। সেই মণ্ডলে মনীষিগণ এই প্রকারে দেবীর পূজা করিবে। এইরূপে পূজা করিলে এই সাধকের কোথায় দারিদ্র্যের আশঙ্কা? সে কোটিপতি হইবে। ৫০-৫১

লোকের বিত্ত দেখিয়া অষ্টাধিক শত মন্ত্র জপ করিবে। সেই দেবী তৎকৃণাৎ তাহার বিত্ত শীঘ্র বিভাগ করিয়া তাহাকে প্রদান করেন। ৫২

যদি সাধক এই মন্ত্র জপ করেন এবং শ্বেত পুষ্পের দ্বারা দেবীর পূজা করেন। তবে রাজস্ববর্গ সাধককে দেখিয়া তাহাকে শীঘ্র সর্বস্ব দান করেন। ৫৩

কুবেরও স্বয়ং আসিয়া স্বর্ণ প্রদান করেন এবং যক্ষের দ্বারা সর্বদা সেই ধন আনাইয়া তাহাকে দেন। ৫৪

বহু বা আর কি বলিব—সাহারই এই মন্ত্র আছে, তাহার পুত্র, পৌত্র, প্রপৌত্র সর্বদা দারিদ্র্যের পীড়নকে ত্যাগ করিয়া স্ননিশ্চিত ইন্দ্র তুল্য হইয়া থাকে। ৫৫

মনোহর দধি, মনোহর খণ্ড, পায়স, শর্করা, মধু ও বিবিধ নৈবেদ্য দিয়া রাত্রিতে পূজা করিবে। হে মহাদেবি! ভোজনান্তে তাহাকে চন্দ্রনের অনুলেপন দিবে। দারিদ্র্য শাস্তির জন্ত প্রত্যহ নৈবেদ্য দান করিবে। ৫৬-৫৭

কামদেবং যজ্ঞে পার্শ্বে দেব্যাঃ প্রত্যাহমাদরাৎ ।

তেন দেব্যা মহাপ্রীতির্বাঞ্ছিতার্থং দদাতি চ ॥ ৫৮

অঙ্গস্তাস-করস্তাসৌ চান্দ্রে চৈবাস্ত্য^১ দেবতা ।

কুবেরস্ত মতেনাস্ত্যাঃ পূজাদি ক্রিয়তে তথা ॥ ৫৯

ও হ্রী^১ রতিপ্রিয়ে ! স্বাহা । ইত্যপরো মন্ত্রঃ । যথা তারাপ্রদীপে—

তারকং ভুবনেশীঞ্চ পূর্ববচ্চ ততঃ পরম্ ।

এবমষ্টাক্ষরীং জপ্ত্বা^১ সর্বসৌখ্যমবাপ্নুয়াৎ ॥ ৬০

শঙ্খ-লিপ্ত-পটে দেবীং গৌরবর্ণাং ধৃতোৎপলাম্ ।

সর্বালঙ্কারিণীং দেবীং সমালিখ্যার্চয়েৎ ততঃ ॥ ৬১

জাতিপুষ্পৈশ্চ ধূপৈশ্চ সহস্রং পরিবর্তয়েৎ ।

সপ্তাহং মন্ত্রমেতস্ত্যাঃ প্রযত্নেন চ সাধয়েৎ ॥ ৬২

অর্দ্ধরাত্রে গতে গতে দেবী সমাগত্য প্রযচ্ছতি ।

পঞ্চবিংশতি-দীনারং প্রত্যহং পরিতোষিতা ॥ ৬৩

ইতি ধনদাপ্রকরণম্ ।

দেবীর পার্শ্বে প্রতিদিন আদরের সহিত কামদেবকে পূজা করিবে। তাহাতে দেবীর মহাপ্রীতি জন্মে এবং বাঞ্ছিত অর্থ দান করেন। এই দেবতার অঙ্গস্তাস ও করস্তাস করিবে। সেইরূপ কুবেরের মতেই এই দেবতার পূজা করিবে। ৫৮-৫৯

ও হ্রীং রতিপ্রিয়ে ! স্বাহা—এইটি ধনদার অপর মন্ত্র। যেমন তারা প্রদীপে বলিয়াছেন—তারক (ও), ভুবনেশানী (হ্রীং) তাহার পর বহিষ্কারান্ত পূর্ববৎ সন্মোদন রতিপ্রিয়ে পদ। তাহাতে ও হ্রীং রতিপ্রিয়ে। স্বাহা—এই অষ্টাক্ষর মন্ত্র হয়। এইরূপ অষ্টাক্ষরী মন্ত্র জপ করিয়া সমস্ত সৌখ্য লাভ করেন। ৬০

শঙ্খ চূর্ণ লিপ্ত পটে গৌরবর্ণা ধৃতোৎপলা সর্বালঙ্কার-ধারিণী দেবীকে সমাক্রুপে অঙ্কিত করিয়া তাহার পর সহস্র জুই ফুল দ্বারা অর্চনা করিবে। ধূপের দ্বারা এক হাজার বার জামিত করিবেন। সপ্তাহ যাবৎ এই দেবতার মন্ত্র যত্নের সহিত উপাসনা করিবে। অর্দ্ধরাত্রি অতীত হইলে দেবী পরিতুষ্টা হইয়া উপস্থিত হইয়া প্রত্যহ ২৫ দীনার প্রদান করেন। ৬১-৬৩

ধনদা প্রকরণ সমাপ্ত হইল।

অথ বাগীশ্বরীং বক্ষ্যে বাগীশ্বর-প্রদায়িনীম্ ।

যশ্চাঃ প্রসাদাদ্ ধর্মার্থ-কাম-মোক্ষাঃ কর-স্থিতাঃ^১ ॥ ১

অথ সরস্বতী । যথা নিবন্ধে—

অঙ্গির্বরুণ-সংরুক্ষো দ-বাগ্ বাদিনি ঠদ্বয়ম্ ।

সরস্বত্যা দশার্ণোহয়ং রাজৈশ্বর্য্য-ফলপ্রদঃ ॥ ২

অঙ্গির্দকারঃ । বরুণো বকারঃ । ঠদ্বয়ং স্বাহা । তেন বদ বদ বাগ্ বাদিনি !

স্বাহা ইতি দশাক্ষরঃ । ৩

অশ্ব পূজা—প্রাতঃকৃত্যাদি-গীঠাশাস্ত্রং কৃত্বা কেশরেষু মধ্যে চ^২ ওঁ মেধারৈ নমঃ । এবং প্রজ্ঞারৈ, প্রভারৈ, বিজ্ঞারৈ, ত্রিারৈ, ধৃতৈ, স্মৃতৈ বুদ্ধৈ বিদ্যৈশ্চৈব । পুনর্মধ্যে বর্ণপদ্মাসনায় । তত ঋত্বাদি-শ্রাসঃ । কথ ঋষি বিরাট্ হ্রদঃ, বাগীশ্বরী দেবতা । অথ বর্ণশ্রাসঃ । শিরসি—বঁ নমঃ, শ্রবণয়োঃ—দঁ নমঃ বঁ নমঃ । চক্ষুষোঃ—দঁ নমঃ বাঁ নমঃ, নসোঃ—গ্ বাঁ নমঃ দিঁ নমঃ ।

স্বাহার প্রসাদে ধর্ম, অর্থ কাম ও মোক্ষ করস্থিত অর্থাৎ অনায়াস-লভ্য হয়, বাগীশ্বর-প্রদায়িনী সেই বাগীশ্বরীকে আমি বলিব । ১

অনন্তর সরস্বতীর মন্ত্র কথিত হইতেছে । যেমন শারদাতিলক নিবন্ধে বলিয়াছেন—অঙ্গি দকার বরুণ বকারের দ্বারা পুটিত হইলে বদব হয় । তাহার পর দ বাগ্ বাদিনি ও ঠদ্বয় (স্বাহা) দিলে বাগীশ্বরী সরস্বতীর বদ বদ বাগ্ বাদিনি স্বাহা এই দশাক্ষর মন্ত্র হয় । উহা বাগ্ বৈভব প্রদান করে । ২

অঙ্গি—দকার । বরুণ—বকার । ঠদ্বয়—স্বাহা । তাহাতে বদ বদ বাগ্ বাদিনি স্বাহা—এই দশাক্ষর মন্ত্র হয় । ৩

এই মন্ত্রের পূজা পদ্ধতি এইরূপ—প্রাতঃকৃত্যাদি হইতে গীঠ শ্রাস পর্য্যন্ত কার্য্য সমূহ করিয়া পূর্বাদি কেশরে ওঁ মেধারৈ নমঃ, এইরূপ প্রজ্ঞারৈ প্রভারৈ বিদ্যারৈ, ত্রিারৈ, ধৃতৈ, বিদ্যৈশ্চৈব নমঃ, মধ্যে ওঁ বর্ণপদ্মাসনায় নমঃ এইরূপ শ্রাস করিবেন । পরে ঋত্বাদিশ্রাস । যথা—অশ্ব শ্রীসরস্বতী-মন্ত্রস্ত কথ ঋষিবিরাট্ হ্রদঃ বাগীশ্বরী দেবতা বাগ্ বীজং স্বাহা শক্তির্বাগ্ বিভব-প্রাপ্যর্থৈ পূজনে বিনিবেগঃ । মন্তকে—ওঁ কথায় ঋষয়ে নমঃ । মুখে—ওঁ বিরাট্ হ্রদসে নমঃ । হ্রদয়ে—ওঁ বাগীশ্বর্য্যে দেবকারৈ নমঃ । জহ্নে—ওঁ বাগ্ বীজায় নমঃ । পাদদ্বয়ে—ওঁ স্বাহা শক্তয়ে নমঃ । পরে মন্ত্র বর্ণের শ্রাস । যথা মন্তকে—বং নমঃ । দঃ কর্ণে—দং নমঃ । বাঃ কর্ণে—বং নমঃ । দঃ চক্ষুতে—দং নমঃ । বাঃ চক্ষুতে—বাং নমঃ । দঃ নাসিকায়—দাং নমঃ । বাম নাসিকায় দিং নমঃ ।

মুখে—নিং নমঃ । লিঙ্গে—স্বং নমঃ । গুহে—হা নমঃ । ততো মাতৃকোক্ত-
করাদিস্যাসৌ কৃতা ব্যায়েৎ । যথা (৪)—

তরুণ-সকলমিন্দোবিভ্রতী শুভকাস্তি:

কুচভর-নমিতাজী সন্নিয়গা সিতাজে ।

নিজকর-কমলোত্তলেখনী-পুস্তক-শ্রী:

সকল-বিভব-সিদ্ধৈ পাতু বাগ্-দেবতা নঃ ॥ ৫

এবং ধ্যানা মানসৈরভ্যার্চ্যার্যং সংস্থাপ্য পীঠপূজাং কৃতা কেশরেষু অগ্ন্যাदि-
কোণেষু মধ্যে দিক্শু চ মেধাদি-পীঠমনুস্তং সম্পূজ্য পুনর্ধ্যাত্বাবাহনাদি-পঞ্চ-
পুষ্পাঞ্জলি-দানপর্য্যন্তং কৃতাবরণানি পূজয়েৎ । যথা—অগ্নিকোণে অং কং খং গং ঘং ঙং আং হ্রদয়ায় নমঃ । নৈঋতে—ইং চং ছং জং ঝং ঞং ঈং শিরসে
স্বাহা । বায়ু—উং টং ঠং ডং ঢং ণং উং শিখায়ৈ বষট্ । ঈশানে—এং তং
থং দং ধং নং ঐং কবচায় হং । মধ্যে—ওং পং ফং বং ভং মং ঔং নেত্রত্রয়ায়
বৌষট্ । দিক্শু—অং যং রং লং বং শং ষং সং হং লং কং অঃ অন্ত্রায় ফট্ । ৬

মুখে—নিং নমঃ । লিঙ্গে—স্বং নমঃ । গুহে—ওং হাং নমঃ । তাহার পর মাতৃকা-
ভাসোক্ত প্রকারে করদাস ও অঙ্গদাস করিবেন । যথা—ওং অং কং খং গং ঘং ঙং
আং অঙ্গুষ্ঠাভ্যাং নমঃ । ওং ইং চং ছং জং ঝং ঞং ঈং বর্জনাভ্যাং স্বাহা ইত্যাদি ।
অঙ্গদাস যথা—ওং অং কং খং গং ঘং ঙং আং হ্রদয়ায় নমঃ, ওং ইং চং ছং জং ঝং
ঞং ঈং শিরসে স্বাহা ইত্যাদি । তাহার পর মূলোক্ত ধ্যান করিবেন । যথা (৪)—

ধ্যানের অর্থ—চক্ষুর তরুণ খণ্ড (কলা) ধারিণী, শুভ কাস্তিময়ী, স্তনদ্বয়ের ভারে
অবনতাজী শ্বেত পদ্মে উপবিষ্টা নিজের বাম কর-পদ্মে উদ্যৎলেখনী ও দক্ষিণ করপদ্মে
পুস্তক মুদ্রাধারিণী বাগ্-দেবতা আমাদিগকে সকল বিভব সিদ্ধির জন্যে রক্ষা করুন । ৫

এই প্রকারে ধ্যান করিয়া মানস উপচারে পূজা করিয়া বিশেষার্থ স্থাপন করিয়া,
পীঠ পূজা করিয়া কেশরের মধ্যে ও দিক্‌সমূহে মেধাদি পীঠ মনু পর্য্যন্ত পূজা করিয়া,
পুনরায় ধ্যান করিয়া আবাহনাদি হইতে পঞ্চ পুষ্পাঞ্জলি পর্য্যন্ত কার্য্য করিয়া আবরণ
সমূহের পূজা করিবেন । যথা অগ্নিকোণে—ওং অং কং খং গং ঘং ঙং আং হ্রদয়ায়
নমঃ । নৈঋতে—ওং ইং চং ছং জং ঝং ঞং ঈং শিরসে স্বাহা নমঃ । বায়ুকোণে—ওং
উং টং ঠং ডং ঢং ণং উং শিখায়ৈ বষট্ নমঃ । ঈশানে—ওং এং তং থং দং ধং নং ঐং
কবচায় হং নমঃ । মধ্যে—ওং ওং পং ফং বং ভং মং ঔং নেত্রাভ্যাং বৌষট্ নমঃ । পূর্ব-
দিকের সম্মুখে—ওং অং যং রং লং বং শং ষং সং হং লং কং অঃ অন্ত্রায় ফট্ নমঃ । ৬

পূর্বাদি-পত্রে—যোগায়ে সত্যায়ে বিমলায়ে জ্ঞানায়ৈ বুদ্ধ্যৈ শ্রুত্যা, মেধায়ৈ, প্রজ্ঞায়ৈ । দলাগ্রে—ব্রাহ্ম্যাচ্চা মাতৃঃ সংপূজ্য তদ্বহ্নিরিত্তাদীন্ বজ্রাদীংশ্চ সংপূজ্য ধূপাদি-বিসর্জনান্তং কর্ম সমাপয়েৎ । ৭

পুরশ্চরণং দশলক্ষ-জপঃ । পয়োহভ্যক্ত-পুণ্ডরীকৈর্মধুরাপ্ত^১-তিলৈর্বা দশাংশ-হোমঃ । দশলক্ষং জপেন্ মন্ত্রমিত্যাদিবচনাৎ । ৮

অশ্রু পূজাযন্ত্রং—ব্যোমেন্দোরসনার্ণকর্ণিকমচাং দ্বৈন্দ্বঃ সুরং-কেশরং
পত্রাস্তর্গত-পঞ্চবর্গ-যশলার্ণাদি-ত্রিবর্গং ক্রমাৎ ।

বিবৃতি । শারদাতিলকের টীকা পদার্থাদর্শে উক্ত হইয়াছে—প্রথমে কর্ণিকার বড়ঙ্গের পূজা । দ্বিতীয়াবরণে আটটি স্বরধ্বনের পূজা । যথা—এতে গঙ্কপুষ্পে ওঁ অং আং নমঃ, এতে গঙ্ক পুষ্পে ওঁ ইং ঈং নমঃ ইত্যাদি । তৃতীয়াবরণে—অষ্টবর্গের দ্বারা । যথা—এতে গঙ্ক পুষ্পে ওঁ কং খং গং ঘং ঙং নমঃ । এইরূপে চ বর্গ, ট বর্গ, ত বর্গ, প বর্গ, যাদি বর্গ, শাদি বর্গ ও হাদি বর্গের পূজা করিয়া চতুর্থাবরণে যোগাদির পূজা করিতে বলিয়াছেন । সম্প্রদায়ানুসারে ইহা কর্তব্য । ৬

অনন্তর পূর্বাদি পত্র সমূহে দক্ষিণাদিক্রমে ওঁ যোগায়ে নমঃ । এইরূপ সত্যায়ে, বিমলায়ে, জ্ঞানায়ৈ, বুদ্ধ্যৈ, শ্রুত্যা, মেধায়ৈ, প্রজ্ঞায়ৈ নমঃ । পরে দলের অগ্রে ওঁ ব্রাহ্ম্যৈ নমঃ, এইরূপ মাহেশ্বর্য্যৈ, কোমার্য্যৈ, বৈষ্ণব্যৈ, বারাহ্যৈ, ইন্দ্রাণ্যৈ, চামুণ্ডায়ৈ, মহালক্ষ্ম্যৈ নমঃ মন্ত্রে ব্রাহ্মী প্রভৃতির পূজা করিয়া, তাহার বহির্ভাগে চতুরশ্রে ইন্দ্রাদি-লোকপাল ও বজ্রাদি অস্ত্রের পূজা করিয়া ধূপদান হইতে বিসর্জন পর্যন্ত কার্য্যগুলি শেষ করিবেন । ৭

এই মন্ত্রের পুরশ্চরণে দশ লক্ষ মন্ত্র জপ এবং দুদ্ধাপ্ত পুণ্ডরীক (যেত পদ্ম) দ্বারা অথবা মধুরাপ্ত তিলের দ্বারা জপের দশাংশ হোম । যেহেতু—দশলক্ষং জপেন্ মন্ত্রং দশাংশং জুহুয়াং ততঃ । পুণ্ডরীকৈঃ পয়োভ্যক্তৈস্তিলৈর্বা মধুরাপ্তদৈঃ । তর্থাং দশলক্ষ মন্ত্র জপ করিবেন । দুদ্ধাপ্ত পুণ্ডরীকের দ্বারা অথবা মধুরাপ্ত তিলের দ্বারা জপের দশাংশ হোম করিবেন—এই বচন আছে । ৮

ইহার পূজা যন্ত্র—এই যন্ত্রের কর্ণিকাটি ব্যোম (হ্), ইন্দু (স) ও এবং রসনার্ণ (:) দ্বারা । প্রদক্ষিণক্রমে অকারাদি স্বরধ্বনের দ্বারা কেসরগুলি বিকশিত । অগ্র পত্র হইতে পাঁচটি পত্রের মধ্যে প্রদক্ষিণক্রমে কর্ণিকাভিমুখে ককারাদি পাঁচটি বর্গ, অবশিষ্ট তিনটি পত্রে যথাক্রমে যবর্গ (য র ল ব), শবর্গ (শ ষ স হ) ও লবর্গ

আশাশ্বত্ৰিষু লাস্ত-লাঙ্গলি-বুজা ক্ষৌণীপুৰেণাবৃতং

যজ্ঞং বর্ণতনোঃ পরং নিগদিতং সৰ্বার্থসিদ্ধি-প্রদম্ ॥ ৯

আশা—দিক্ । অশ্বিঃ কোণঃ । লাস্ত্যো বকারঃ । লাঙ্গলী ঠকারঃ ।

তজ্জান্তরে^১—কর্ণিকায়াম্ প্রেত-বীজং বিধিনা বিলিখেদ্ গুরুঃ ।

তৎ-ষোড়শ-কেশরেষু বিলিখেৎ ষোড়শ স্বরান্ ॥ ১০

তথাষ্টদলমধ্যে চ বর্গাষ্টকং যথাবিধি ।

কাদিমাস্তাঃ পঞ্চ-পঞ্চ-বর্গাঃ স্যুমাতৃকোদিতাঃ ॥ ১১

যাদি-বাস্তাঃ শাদি-হাস্তা লক্ষমীশে প্রবিণ্ডসেৎ ।

চতুরস্রং চতুর্দ্বারং বং ঠং দিক্ষু বিদিক্ষু চ^২ ॥ ১২

দিক্ষু বং, বিদিক্ষু ঠমিত্যর্থঃ । ভুবনেশী-সম্পূটোহয়ং মহাসারস্বতপ্রদঃ ।

তেন মায়া-পুটিতভেন^৩ দ্বাদশাক্ষরঃ । অস্ম্য প্রাতঃকৃত্যাদি সর্বং পূর্ববৎ ।

বিশেষস্ত বৃহস্পতি ঋষিঃ । ১৩

(ল ক) লিখিবেন । আশা (দিক্) সমূহে ও কোণ সমূহে যথাক্রমে লাস্ত (ব) ও লাঙ্গলী (ঠ) দ্বারা যুক্ত ভূপুরের দ্বারা আবৃত এই বর্ণতনু সরস্বতীর সর্বসিদ্ধিপ্রদ যজ্ঞ কল্পিত হইয়াছে । ৯

আশা—দিক্ । অশ্বিঃ—কোণ । লাস্ত—বকার । লাঙ্গলী—ঠকার । তজ্জান্তরে বলিয়াছেন—গুরু বিধিপূর্বক কর্ণিকায় প্রেতবীজ (হেঁসাঃ) লিখিবেন । তাহার ষোলটি কেশরে ষোলটি স্বর লিখিবেন । ১০

সেইরূপ আটটি দল মধ্যে যথা বিধি আটটি বর্গ লিখিবেন । মাতৃকাবর্গ মধ্যে কথিত ককার হইতে মকার পর্যন্ত পাঁচ পাঁচটি বর্ণ বর্গ হয় । বকার হইতে বকার পর্যন্ত, লকার হইতে লকার পর্যন্ত বর্গ বর্ণ এবং লক্ষকে ঈশান কোণে বিণ্ডাস করিবেন । উহা চতুরস্র ও চতুর্দ্বার যুক্ত হইবে । দিক্ সমূহে বং এবং বিদিক্ সমূহে ঠং লিখিবে । ১১-১২

দিক্ সমূহে বং এবং বিদিক্ সমূহে ঠং লিখিবে—এই অর্থ । এই যজ্ঞ ভুবনেশী (হ্রীং) দ্বারা পুটিত হইলে মহাসারস্বত-প্রদ হয় । তাহাতে মায়াবীজের দ্বারা পুটিত হয় বলিয়া দ্বাদশাক্ষর যজ্ঞ হয় । এই যজ্ঞের পূজা পদ্ধতি—প্রাতঃকৃত্যাদি সমস্তই পূর্ববৎ । ঋত্বাদিগ্যাসে বিশেষ বৃহস্পতি ঋষি । ১৩

১। খ—তজ্জান্তরে ইতি নাস্তি ।

২। খ—চতুর্দ্বারং দিক্ষু বং ঠং বিদিক্ষু চ । ইতি ।

৩। খ—মায়া পুটিতভে দ্বাদশাক্ষরঃ । সর্বং পূর্ববৎ । অস্ম্য প্রাতঃকৃত্যাদীতি নাস্তি ।

হৃদয়াস্তে ভগবতি ! বদ শব্দ-বুগং উভঃ ।

বাগ্‌দেবী বহিষ্কায়ান্তং বাগ্‌ভবাণ্ডং সমুচ্চরেৎ ॥ ১৪

তথা চ—ঐ নমো ভগবতি বদবদ বাগ্‌দেবি স্বাহা ইতি ষোড়শাক্ষরঃ^১ ।
অশ্রু করাজ্ঞাসৌ । ঐ অশ্রুষ্ঠাভ্যাং নমঃ, নমস্তর্জনীভ্যাং, ভগবতি মধ্যমাভ্যাং
বষট্ । বদবদ অনামিকাভ্যাং, বাগ্‌দেবি কনিষ্ঠাভ্যাং বৌষট্ । স্বাহা
করতল-পৃষ্ঠাভ্যাং ফট্ । এবং হৃদয়াদিষু । ধ্যানস্ত (১৫)—

শুভ্রাং স্বচ্ছ-বিলেপ-মাল্য-বসনাং শীতাংস্ত-খণ্ডোজ্জলাং

ব্যাখ্যামক্ষগুণং সুধাঢ্য-কলসং বিজ্ঞাঞ্চ হস্তানুজৈঃ ।

বিভ্রাণাং কমলাসনাং কুচনতাং বাগ্‌দেবতাং সুপ্মিতাং^২ ।

বন্দে বাগ্‌বিভব-প্রদাং ত্রিনয়নাং সৌভাগ্য-সম্পৎ-করীম্ ॥ ১৬

ব্যাখ্যা মুদ্রাবিশেষঃ^৩ । প্রাতঃকৃত্যাদি সর্বমন্ত্রং পূর্ববৎ । অঙ্গাবরণ-পূজা
তুঙ্গ্যাসবৎ । পুরস্চরণমষ্টলক্ষ-জপঃ । আজ্যাক্ত-তিলৈর্দিশাংশ-হোমশ্চ^৪ । ১৭

সরস্বতীর মন্ত্রান্তর । হৃদয় (নমঃ) শব্দের অন্তে ভগবতি, তাহার পর দুইটি বদ
শব্দ ও বাগ্‌দেবি শব্দ, সকলের শেষে বহিষ্কায়ী (স্বাহা) ও আদিতে বাগ্‌ভব বীজ
(ঐং) দিয়া মন্ত্রটি উচ্চার করিবেন । ১৭

তাহাতে ঐং নমো ভগবতি । বদ বদ বাগ্‌দেবি । স্বাহা—এই ষোড়শাক্ষর মন্ত্র হইবে ।
এই মন্ত্রের ঋত্বাদিগ্‌নাস পূর্বমন্ত্রবৎ । করাজ্ঞাস যথা—ও^৫ ঐং অশ্রুষ্ঠাভ্যাং নমঃ ।
ও^৬ নমস্তর্জনীভ্যাং স্বাহা । ও^৭ ভগবতি মধ্যমাভ্যাং বষট্ । ও^৮ বদ বদ অনামিকাভ্যাং
হং । ও^৯ বাগ্‌দেবি ! কনিষ্ঠাভ্যাং বৌষট্ । ও^{১০} স্বাহা করতল-পৃষ্ঠাভ্যাং ফট্ ।
এইরূপ ও^{১১} ঐং হৃদয়ায় নমঃ ইত্যাদি প্রকারে অঙ্গগ্‌নাস করিয়া ধ্যান করিবেন (১৫)—

ধ্যানের অর্থ—শুভ্রা, স্বচ্ছ অঙ্গরাগ, মাল্য ও বসন-ধারিণী, চন্দ্র খণ্ডের ন্যায়
উজ্জ্বলা, দক্ষিণের উর্ধ্ব-হস্ত হইতে বামের উর্ধ্ব-হস্ত পর্য্যন্ত চারি হস্ত পদ্মের দ্বারা
ব্যাখ্যান মুদ্রা, অক্ষমালা, সুধাপূর্ণ কলশ ও পুস্তক-মুদ্রা-ধারিণী, শ্বেত কমলাসনা,
কুচভারে অবনতা, ত্রিনয়না, সুন্দর হাস্য মুক্তা, বাগৈশ্বর্যপ্রদা, সৌভাগ্য ও সম্পৎকরী
বাগ্‌দেবতাকে বন্দনা করি । ১৬

ব্যাখ্যা—মুদ্রা বিশেষ* । প্রাতঃকৃত্যাদি অন্ত সমস্তই পূর্বোক্ত মন্ত্রবৎ । অঙ্গগ্‌নাসের

১। ও—ষোড়শাক্ষরী । অস্যাঃ সর্বং পূর্ববৎ । করাজ্ঞাসৌ তু । ২। ক—শাখতীং ।
৩। খ—বিশেষাঃ । অস্য পুরস্চরণমট । ৪। ঘ—হোমশ্চ ইত্যনন্তরং ও^{১১} হ্রোং ঐং হ্রোং ও
সরস্বতৌ নমঃ । একাদশাক্ষরী । অস্য পূজা । ঋত্বাদি গ্‌নাসান্তং পূর্ববৎ । ঐং অশ্রুষ্ঠাভ্যাং ।

* ব্যাখ্যান মুদ্রার লক্ষণ—অশ্রুষ্ঠ ও তর্জনী অগ্রকে সংযুক্ত করিয়া অন্ত অঙ্গুলিগুলিকে প্রসারিত
করিবেন ও প্রবোজ্য সাধকের আঁড়মুখ করিবেন । এই সেই মুদ্রা ব্যাখ্যান মুদ্রা নামে কথিত হয় ।

(মন্ত্রান্তরম্)—প্রণবো মায়া বাগ্ভবঃ মায়া প্রণবঃ সরস্বতৌ নমঃ
ইত্যেকাদশাক্ষরঃ । অস্ত পূজা ঋত্বাদিন্যাসঞ্চ পূর্ববৎ । ঐ অঙ্গুষ্ঠাভ্যাং নমঃ,
ঐঃ তর্জনীভ্যাং স্বাহেত্যাदिना बाग्भवाद्येन करान्न्यासৌ । ध्यानञ्च (১৮)—

বাণীং পূর্ণনিশাকরোজ্জল-মুখীং কপূর-কুন্দ-প্রভাং
চন্দ্রাঙ্কাঙ্কিত-মস্তকাং নিজকরৈঃ সংবিভ্রতীমাদরাৎ ।
বীণামক্ষণ্ডং সুধাঢ্য-কলসং বিদ্যাঞ্চ তুঙ্গস্তনীং
দিব্যাভরণৈর্বিভূষিত-তনুং হংসাধিক্রুতাং ভজে ॥ ১৯

প্রাতঃকৃত্যাদি সর্বমন্ত্রং পূর্ববৎ । আবরণপূজা তু^২ দেব্যা দক্ষিণে—ও

শ্রাব্য অঙ্গাবরণের পূজা । পুরশ্চরণে আটলক্ষ মন্ত্র রূপ এবং আজ্যাক্ত তিলের দ্বারা
দশাংশ হোম । ১৭

সরস্বতীর মন্ত্রান্তর—প্রণব, মায়া বাগ্ভব, মায়া, প্রণব ও সরস্বতৌ নমঃ ।
তাহাতে ও^১ হ্রীং ঐং হ্রীং ও^২ সরস্বতৌ নমঃ—এই মন্ত্র হয় । ইহা একটি একাদশাক্ষর
মন্ত্র । এই মন্ত্রের পূজা পদ্ধতি—দশাক্ষরের শ্রাব্য এই মন্ত্রের কণ্ঠ ঋষি, ত্রিষ্টুপ্ হন্দঃ,
হংস-বাণীশ্বরী দেবতা, ঐং বীজ ও মায়া শক্তি । পূর্ববৎ ঋত্বাদিন্যাস হইবে । ও^১
ঐং অঙ্গুষ্ঠাভ্যাং নমঃ, ও^২ ঐং তর্জনীভ্যাং স্বাহা ইত্যাদি প্রকারে মন্ত্রের আদ্য বাগ্ভব
বীজের দ্বারা করান্ন্যাস হইবে । তাহার পর ধ্যান করিবেন (১৮)—

ধ্যানের অর্থ—পূর্ণচন্দ্রের শ্রাব্য উজ্জলমুখী কপূর ও কুন্দের শ্রাব্য প্রভা বিশিষ্টা,
মস্তকে অর্ধচন্দ্রধারিণী, দক্ষিণের উর্ধ্বহস্ত হইতে বামের উর্ধ্বহস্ত পর্যন্ত নিজ চারি
হস্তের দ্বারা আদরের সহিত বীণা, অক্ষমালা, সুধাপূর্ণ কলস ও বিদ্যামুদ্রাধারিণী,
তুঙ্গ-স্তনী, দিব্যাভরণে ভূষিত-তনু হংসাক্রুতা বাণীকে ভজনা করি । ১৯

বিবৃতি । এই মন্ত্রের অঙ্গন্যাসের পূর্বে ব্রহ্মরক্ত, জমধ্য ও নবরক্তে অর্থাৎ কর্ণদ্বয়,
নেত্রদ্বয় ও নাসাদ্বয়ে এবং মুখ, লিঙ্গ ও গুহাদেশে মন্ত্র বর্ণগুলিকে ন্যাস করিতে শারদা-
তিলকে বলিয়াছেন । তন্ত্রসারেও এই ন্যাসের উল্লেখ আছে । যথা ব্রহ্মরক্তে—ও^১
ঐং নমঃ । জমধ্যে—ও^২ হ্রীং নমঃ । দঃ কর্ণে—ও^৩ ঐং নমঃ । বাঃ কর্ণে—ও^৪ হ্রীং
নমঃ । দঃ চক্ষুতে—ও^৫ ওং নমঃ । বাঃ চক্ষুতে—ও^৬ সং নমঃ । দঃ নাসিকায়—ও^৭
রং নমঃ । বাঃ নাসিকায়—ও^৮ ঋং নমঃ । মুখে—ও^৯ তৈং নমঃ । লিঙ্গে—ও^{১০} নং
নমঃ । গুহাদেশে—ও^{১১} মং নমঃ । গ্রন্থকার ঋত্বাদি এই পদের দ্বারা এই ন্যাসের
কর্তব্যতা সূচনা করিয়াছেন । স্পষ্ট বলেন নাই । ১৯

প্রাতঃকৃত্যাদি অস্ত সমস্তই পূর্ববৎ । অর্থাৎ এই প্রকারে ধ্যান করিয়া মানস

১। ও—প্রাতঃকৃত্যাদি নাসি ।

২। ঋ—পূজা বড়দেব কৃষ্ণা দেব্যাঃ ।

সংস্কৃতায়ৈ নমঃ । ওঁ বাঙ্‌মৈষ্যৈ নমঃ । বামে—ওঁ প্রাকৃতায়ৈ নমঃ, ওঁ বাঙ্‌মৈষ্যৈ^১ নমঃ । ততঃ ষড়্ভুজেন । ততঃ পূর্বাদি-পত্রেষু প্রজ্ঞা-মেধা-শ্রুতি-শাস্তি-স্মৃতি-বাগীশ্বরী-মতি-স্বস্তীঃ, পত্রাণ্যেযু ব্রাহ্ম্যাচ্ছাস্ত্রবহিরিচ্ছাদীন বজ্রাদীংশ্চ সংপূজ্য ধূপাদি-বিসর্জনান্তঃ কৰ্ম সমাপয়েৎ । ২০

পুরশ্চরণং দ্বাদশলক্ষ জপঃ । সিঁতামুজৈর্নাগচম্পক-পুষ্পৈর্বা দ্বাদশ-সহস্র-হোমঃ ॥ ২১

(মন্ত্রাস্তরম্)—ঐ বাচম্পতে অমৃতে প্লবঃ প্লুঃ । একাদশাক্ষরঃ^২ । অমৃত-করাজ্ঞাসৌ । ঐ অঙ্গুষ্ঠাভ্যাং নমঃ । বাচম্পতে তর্জনীভ্যাং স্বাহা । অমৃতে মধ্যমাভ্যাং বষট্ । প্লবঃ অনামিকাভ্যাং হং । প্লুঃ কনিষ্ঠাভ্যাং ফট্ । এবং হৃদয়াদিষু^৩ । যথা নিবন্ধে (২২)—

উপচারে পূজা করিয়া বিশেষার্থ্য স্থাপন করিয়া, পীঠপূজা করিয়া কেশর সমূহে ও মধ্যে পূর্বোক্ত পীঠশক্তি ও পীঠমন্ত্রের পূজা করিবেন । তাহার পর দেবীর দক্ষিণে—ওঁ সংস্কৃতায়ৈ নমঃ, ওঁ বাঙ্‌মৈষ্যৈ নমঃ । বামে—ওঁ প্রাকৃতায়ৈ নমঃ ওঁ বাঙ্‌মৈষ্যৈ নমঃ । তাহার পর কেশরের অগ্নিকোণে—এতে গন্ধপুষ্পে ওঁ ঐং হৃদয়ায় নমঃ । নৈঋতে—ওঁ ঐং শিরসে স্বাহা নমঃ । বায়ুকোণে—ওঁ ঐং লিখায়ৈ বষট্ নমঃ । ঈশানে—ওঁ ঐং কবচায় হং নমঃ । মধ্যে—ওঁ ঐং নেত্রয়ায় বৌষট্ নমঃ । সম্মুখ দিকে—ওঁ ঐং অন্ত্রায় ফট্ নমঃ । অনন্তর পত্র পূর্বাদি ক্রমে—ওঁ প্রজ্ঞায়ৈ নমঃ । এইরূপ মেধায়ৈ, শ্রুতায়ৈ, শাস্ত্রায়ৈ, বাগীশ্বর্যায়ৈ, মতায়ৈ, স্বস্ত্যায়ৈ নমঃ । পত্রাণ্যে ব্রাহ্মী প্রভৃতি মাতৃবর্গের এবং দলের বহির্ভাগে ইচ্ছাদি লোকপাল ও বজ্রাদি অস্ত্র সমূহের পূজা করিয়া ধূপদান হইতে বিসর্জন পর্য্যন্ত কৰ্ম শেষ করিবেন । ২০

এই মন্ত্রের পুরশ্চরণে দ্বাদশ লক্ষ মন্ত্র জপ । শ্বেতপদ্ম অথবা নাগচম্পক পুষ্প সমূহের দ্বারা দ্বাদশ সহস্র হোম । ২১

সব্রহ্মতীর মন্ত্রাস্তর—ঐং বাচম্পতে অমৃতে প্লবঃ প্লুঃ । এই মন্ত্র একাদশাক্ষর । (এই মন্ত্রের ঋত্বাদি পূর্বমন্ত্রবৎ । কিন্তু ঐং বীজ ও প্লুং শক্তিঃ) ঋত্বাদি ঋত্বাসের পর অঙ্গুষ্ঠাস । যথা—ওঁ ঐং অঙ্গুষ্ঠাভ্যাং নমঃ । ওঁ বাচম্পতে, তর্জনীভ্যাং স্বাহা । ওঁ অমৃতে মধ্যমাভ্যাং বষট্ । ওঁ প্লবঃ অনামিকাভ্যাং হং । ওঁ প্লুঃ কনিষ্ঠাভ্যাং ফট্ । এইরূপ ওঁ ঐং হৃদয়ায় নমঃ । ওঁ বাচম্পতে শিরসে স্বাহা । ওঁ অমৃতে

১ । ঐ—বাঙ্‌মৈষ্যৈ নমঃ । অস্য পুরশ্চরণং । ২ । ঐ—একাদশাক্ষরঃ । অমৃতে ইত্যজ-নাকারস্য লোপঃ । সর্বং পূর্ববৎ । করাজ্ঞাসৌ তু । ৩ । ঐ—হৃদয়াদিষু । ধ্যানং আসীনা-ইত্যাদি ।

কুৰ্যাদজানি বিধিবদ্ বাগাটৌ: পঞ্চভি: পটৈ: ।

মাতৃকাং বিদ্যাসেৎ পূর্বং পূর্ববৎ তাং যথাবিধি ॥ ২৩

মন্ত্ৰেহমৃত ইত্যত্র নাইকারস্ম লোপঃ । তথা চ শারদায়াং—

বাচস্পতেহমৃতে ভূয়ঃ প্লুবঃ প্লুরিতি কীর্তয়েৎ ।

বাগাটৌ মনুরাখ্যাটৌ রুদ্রসংখ্যাকরৌ পরঃ ॥ ২৪

প্লুবঃ প্লুরিতি বিসর্গান্তমুভয়ম্ । ধ্যানস্ত—

আসীনা কমলে করৈর্জপবটীং পদ্মদ্বয়ং পুস্তকং

বিভ্রাণা তরুণেন্দু-বন্ধ-মুকুটা মুক্তেন্দু-কুন্দ-প্রভা ।

শিখায়ৈ ববট্ । ওঁ প্লুবঃ কবচায় হং । ওঁ প্লুঃ নেত্রত্রয়ায় অস্ত্রায় ফট্ । যেমন নিবন্ধে বলিয়াছেন (২২)—

বাগ্ভবাদি (বাগ্ভব বীজাদি) পাঁচটি পদের দ্বারা বিধিবৎ শিরঃ প্রভৃতি পাঁচটি স্থানে পঞ্চাঙ্গস্থাপন করিবেন । যথাবিধি সেই মাতৃকাবর্ণগুলিকে পূর্ববৎ পূর্বে স্থাপন করিবেন । ২৩

বিবৃতি । তন্ত্রসারে ও উক্ত গ্রন্থে এই মন্ত্রের পাঁচটি পদের দ্বারা পাঁচটি স্থানে করাস্থাপন দেখাইয়াছেন । কিন্তু পদার্থাদর্শে রাখব ভট্ট বিচার পূর্বক ছয়টি স্থানে উহা করিতে বলিয়াছেন । তাহার মতে ওঁ ঐং বাচস্পতে অমৃতে প্লুবঃ প্লুঃ এই সমস্ত মন্ত্রের দ্বারা অঙ্গস্থাপন হইবে । যেখানে পঞ্চাঙ্গ স্থাপন, সেখানে শারদাতিলকে স্পষ্টভঃ পঞ্চাঙ্গ স্থাপন বলিয়াছেন । এখানে পঞ্চাঙ্গ স্থাপন না বলিয়া কেবল অঙ্গানি বলিয়াছেন । ইহা দ্বারা বুঝা যায়—তাহার বড়ঙ্গস্থাপনই অভিপ্রেত । কোন গ্রন্থে তাহা উক্ত হয় নাই । সুধী সাধক বিচার পূর্বক ইহা করিবেন । ২৩

বড়ঙ্গস্থাপনের পূর্বে মাতৃকাবর্ণের স্থাপন বিহিত হইলেও মন্ত্রে বাচস্পতেহমৃতে ঐ স্থলে শ্লোকে অকারের লোপ হইলেও মন্ত্রে অকারের লোপ হয় না । শারদাতিলকে সেইরূপই বলিয়াছেন—

বাচস্পতে অমৃতে এই দুইটি পদ বলিয়া পুনরায় প্লুবঃ প্লুঃ এই দুইটি পদ কীর্তন করিবেন । উহা বাগাট অর্থাৎ ঐ সকল পদের আদিতে বাগ্ভব বীজ ঐং দিতে হইবে । এই রুদ্রসংখ্যাকর (একাদশাকর) মন্ত্র মুনিগণ কর্তৃক উক্ত হইয়াছে । (সন্ধিতে অকারের লোপ হইলে দশাকর হইবে । তাই মন্ত্রে অমৃতের অকারের লোপ হয় না) । ২৪

প্লবদ্ প্লু—ঐ উভয় পদই বিসর্গান্ত হইবে । তাহার পর ধ্যান করিবেন । সেই ধ্যানের অর্থ—শ্বেতপদ্মে সমাসীনা, দক্ষিণ অধোহস্ত হইতে বামের অধোহস্ত পর্যন্ত চারি

ভালোন্মীলিত-লোচনা কুচস্তর-ক্রান্তা ভবদুতয়ে

ভূষাদ্ বাগধিদেবতা মুনিগণৈরাসেব্যমানাহনিশম্ ॥ ২৫

জপবটী জপমালা । পুরশ্চণমেকাদশ-লক্ষ-জপঃ । ঘৃতেদশাংশ-হোমঃ^১ ।

প্রাতঃকৃত্যাদি সর্বমগ্ধ্যং পূর্ববৎ । ২৬

মন্তান্তরম্

শারদায়াম্— তোয়স্থং শয়নং বিষ্ণোঃ সকেবল-চতুর্মুখম্^২ ।

অর্ঘীশেন্দু-যুতো বহির্বিন্দু-সত্যানুমান্ ভৃগুঃ ।

উক্তানি ত্রীণি বীজানি সন্দিঃ সারস্বতার্থিনাম্ ॥ ২৭

তোয়ং বকারঃ, বিষ্ণোঃ শয়নমাকারঃ । কেবলেন স্বররহিতেন চতুর্মুখেন
ককারেণ সহিতম্ । তেন বাক্ ইতি পদং সিদ্ধম্ । তন্ম চ বাগ্ভবমর্থঃ,
লক্ষিতলক্ষণা-বলাৎ । কেচিৎ তু লক্ষিত-লক্ষণাভয়াদেবং বর্ণয়ন্তি—কে মন্তকে

হস্তের দ্বারা যথাক্রমে জপমালা, দুইটি পদ্ম ও পুষ্পক মুদ্রা ধারিণী, সবচন্দ্রযুক্ত মুকুট
ধারিণী, মুক্তা, চন্দ্র ও কুন্দের ন্যায় প্রভাশালিনী, ললাট দেশে উন্মীলিত (বিকশিত)
নয়না, কুচভারে নভা, সর্বদা মুনিগণ কর্তৃক সেব্যমানা বাক্যের অধিপতি এই দেবী
সরস্বতী আপনাদের ঐশ্বর্য্যের হেতু হউন । ২৫

জপবটী—জপমালা । এই মন্ত্রের পুরশ্চরণে একাদশ লক্ষ মন্ত্র জপ । ঘৃতের দ্বারা
অপের দশাংশ হোম । প্রাতঃকৃত্যাদি হইতে অন্য সমস্তই পূর্ববৎ । ২৬

সরস্বতীর অগ্ন এক ম । শারদাতিলকে বলিয়াছেন—বিষ্ণুর শয়ন (শয্যা)
অনন্ত—আকার তোয়স্থ (বকারস্থ) হইলে বা হয় । চতুর্মুখ—ককার কেবল অর্থাৎ
স্বরহিত হইলে বাক্ হয় । ঐ বাক্পদে লক্ষিত-লক্ষণা দ্বারা বাগ্ভব ঐং গ্রহীত হইলে
উহা একটি বীজ হইবে । বহি (র) অর্ঘীশ (উ) ও বিন্দু (ং) যুক্ত হইলে রুং হয় ।
উহা দ্বিতীয় বীজ । ভৃগু (স) সদা (ও), অনু (ব) ও বিন্দুমান্ হইলে ঘোং বীজ
হয় । সারস্বতার্থীগণের এই তিনটি বীজ পণ্ডিতগণ কর্তৃক উক্ত হইয়াছে । ২৭

তোয়ং—বকার । বিষ্ণোঃ শয়নং—আকার । কেবলেন—স্বররহিতেন । চতুর্মুখেন
ককারের সহিত । তাহাতে বাক্ এই পদ সিদ্ধ হয় । তাহা হইলে লক্ষিত-লক্ষণা
বলে বাক্পদের বাগ্ভব অর্থাৎ বাগ্ভব বীজ অর্থ হয় । কেহ কেহ লক্ষিত-লক্ষণার
ভয়ে সকেবল শব্দের এই প্রকার অর্থ বর্ণনা করেন—কে অর্থাৎ মন্তকে বলতে বর্ত্ততে

বলতে কেবলো অনুস্বারঃ, তদ্ব্যুতেন^১ ককারেণ সহিতো বাকারঃ। তেন
কামিতি * সিদ্ধিমিতি। তন্ন। নিক্রট-লক্ষণায়াঃ শক্তি-তুল্যাভ্যাং বাকপদস্য
বাগ্ভব-পর্যায়ত্বাচ্চ। ২৮

বস্তুতস্ত— দ্বাদশস্বরমুক্ত্য বিন্দুনাদ-বিভূষিতম্।

বিন্দুনাদ-সমায়ুক্তং বহুবীজং সমুদ্বরেৎ।

ষষ্ঠস্বর-সমায়ুক্তং দ্বিতীয়ং বীজমুদ্বরেৎ ॥ ২৯

চন্দ্রবীজং সমুদ্বৃত্য বারুণং যোজয়েৎ ততঃ^২।

ত্রয়োদশ-স্বরান্নকটং বিন্দুনাদ-বিভূষিতম্ ॥ ৩০

ইতি বিশ্বসার-বচনাং বাগ্ভব-বীজমেব। অর্ধীশ উকারঃ। ইন্দুঃ অনুস্বারঃ
তদ্ব্যুতো বহুী রেফঃ, ইতি দ্বিতীয়বীজম্। সত্য ওকারঃ। অশ্ব বকারঃ, তাভ্যাং
সহিতো ভৃগুঃ সকার ইতি তৃতীয়বীজম্। তেনায়ে মন্ত্রঃ—ঐ র্ণ শ্বো^৩। ৩১

অস্য প্রাতঃকৃত্যাদি^৪ সর্বং পূর্ববৎ। করাস্ত্যাসৌ তু ঐ অঙ্গুষ্ঠাভ্যাং নমঃ

অর্থাৎ থাকে বলিয়া কেবল হইতেছে অনুস্বার, তদ্ব্যুত ককারের সহিত বাকার।
তাহাতে কাং ইহা সিদ্ধ হয়। তাহা কিন্তু সঙ্গত নহে। যেহেতু নিক্রট লক্ষণা
শক্তি তুল্য। আর বাক পদটি বাগ্ভবের পর্যায় শব্দ। ২৮

বস্তুতঃ—দ্বাদশ স্বর ঐ কারকে উদ্ধার করিয়া বিন্দুনাদের দ্বারা বিভূষিত করিবে।
তাহা হইলে প্রথমবীজের উদ্ধার হইবে। বিন্দুনাদ যুক্ত ও ষষ্ঠস্বর সংযুক্ত বহুবীজকে
উদ্ধৃত করিবে। এইভাবে দ্বিতীয় বীজ (র্ণ) উদ্ধার করিবে। ২৯

চন্দ্রবীজ সকারকে উদ্ধার করিয়া পরে তাহাতে বারুণ বীজ (ব) যোগ করিবে।
ইহা ত্রয়োদশ স্বরে আকৃত করিয়া বিন্দুনাদ বিভূষিত করিবে। তাহাতে তৃতীয় বীজ
যোং উদ্ধৃত হইবে। ৩০

এই বিশ্বসার ভক্তের বচন হইতে বুঝা যায়, বাক্ বাগ্ভব বীজই। অর্ধীশ—
উকার। ইন্দু—অনুস্বার। তাহা দ্বারা যুক্ত বহুি—রকার। ইহা দ্বিতীয় বীজ।
সত্য—ওকার। অশ্ব—বকার। তাহাদের দ্বারা যুক্ত ভৃগু—স। ইহা তৃতীয় বীজ।
তাহাতে ঐং র্ণং শ্বোং এই মন্ত্র হয়। ৩১

এই মন্ত্রের প্রাতঃকৃত্যাদি হইতে সমস্তই পূর্ববৎ। ঋত্বাদিন্যাসে ঋষি, হ্রস্বঃ ও
দেবতা পূর্ববৎ। কেবল ঐং বীজ ও শ্বোং শক্তি। সারস্বত কামে ইহার বিনিয়োগ।

১। খ—তদ্ব্যুতেন কাহেণ। * তদ্ব্যুতেন ৩ এই গ্রন্থে কাহ আছে। কিন্তু ব্যাখ্যানুসারে বাকং
হয়। যুক্তাব্যুত স্থাপনের চিন্তনীয়। ২। খ—যোজয়ে মতঃ। ৩। খ—প্রাতঃকৃত্যাদীতিবাতি।

ক্লং তর্জনীভ্যাং স্বাহা, স্বোঁ মধ্যমাভ্যাং বষট্ । ঐঁ অনামিকাভ্যাং হ্রং ।
 ক্লং কনিষ্ঠাভ্যাং বৌষট্ । স্বোঁ করতলপৃষ্ঠাভ্যাং ফট্ । এবং হৃদয়াদিষু ।
 ধ্যানম্—মুক্তাহারাবদাতাং শিরসি শলিকলালকৃত্যং বাহুভিঃ শৈ-

বাখ্যাং বর্ণাখ্য-মালাং মণিময়-কলসং পুষ্পকং চোদহস্তীম্ ।

আপীনোত্তুঙ্গ-বক্ষোরুহ-ভর-বিলসন্মধ্যদেশামধীশাং

বাচামীড়ে চিরায় ত্রিভুবন-নমিতাং পুণ্ডরীকে নিষণ্ণাম্ ॥ ৩২

অস্ত্য পুরশ্চরণং লক্ষত্রয়-জপঃ । সাক্ষ্য-পায়সৈর্দশাংশ-হোমঃ । ৩৩

অথ পারিজাত-সরস্বতী

প্রণবো মায়া হকার-সকার-চতুর্দশস্বর^১-বিন্দ্বাত্মকবীজং মায়া প্রণবঃ
 সরস্বতৈত্য নমঃ । তেন ওঁ হ্রীং হ্রসৌ হ্রীং ওঁ সরস্বতৈত্য নমঃ । ইত্যেকা-
 দশাক্ষরঃ । অস্ত্য কথঞ্চিচ্ছ্রীপ্ছন্দঃ পারিজাত-সরস্বতী^২ দেবতা । করাক্ষ-
 ত্যাসৌ তু হসাং অঙ্গুষ্ঠাভ্যাং নমঃ । হসীং তর্জনীভ্যাং স্বাহেত্যাदिना, হসাং
 হৃদয়ায় নমঃ ইত্যাদিনা চ । সর্বমন্ত্ৰং পূর্ববৎ । ৩৪

বিকৃত বীজের দ্বারা করাক্ষতাস হইবে । যেমন—ওঁ ঐং অঙ্গুষ্ঠাভ্যাং নমঃ । ওঁ
 ক্লং তর্জনীভ্যাং স্বাহা । ওঁ স্বোঁ মধ্যমাভ্যাং বষট্ । ওঁ ঐং অনামিকাভ্যাং হ্রং ।
 ওঁ ক্লং কনিষ্ঠাভ্যাং বৌষট্ । ওঁ স্বোঁ করতল পৃষ্ঠাভ্যাং ফট্ । এইরূপ হৃদয়াদিতে
 অঙ্গতাস করিবে । অনন্তর ধ্যান করিবে—

ধ্যানের অর্থ—মুক্তাহারের দ্বার শুভবর্ণা, মস্তকে চন্দ্র কলার অলঙ্কৃত, দক্ষিণের
 উর্ধ্ব হস্ত হইতে বামের উর্ধ্ব হস্ত পর্যন্ত চারি হস্তের দ্বারা ব্যাখ্যা মুদ্রা, মাতৃকার
 অক্ষমালা, মণিময় কলস ও পুষ্পক মুদ্রা-ধারিণী, পীন উত্তুঙ্গ শুনভারে অবনত
 মধ্য-দেহা, শ্বেতপদ্মে উপবিষ্টা, ত্রিভুবনপূজিতা, বাক্য সমূহের অধিপতি সরস্বতীকে
 আমরা সর্বদা স্তুতি করি । ৩২

এই মন্ত্রের পুরশ্চরণে লক্ষত্রয় মন্ত্র জপ এবং সাক্ষ্য সহিত পায়সের দ্বারা জপের
 দশাংশ হোম । ৩৩

অনন্তর পারিজাত সরস্বতীর মন্ত্র । প্রণব (ওঁ) মায়া (হ্রীং), হস্, চতুর্দশ স্বর ও
 বিন্দুরূপ বীজ (হ্রসৌং), মায়া, প্রণব ও সরস্বতৈত্য নমঃ । তাহাতে ওঁ হ্রীং হ্রসৌং হ্রীং
 ওঁ সরস্বতৈত্য নমঃ । ইহা একাদশাক্ষর মন্ত্র । এই মন্ত্রের কথঞ্চি, ত্রিষ্টুপ্ছন্দঃ,
 পারিজাত সরস্বতী দেবতা । করাক্ষতাস বধা—ওঁ হ্রসৌং অঙ্গুষ্ঠাভ্যাং নমঃ । ওঁ হ্রসৌং

১। স্ব—সকারৌকারবিন্দ্বাত্মকা । ২। স্ব—হ্রস্বঃ সরস্বতী দেবতা । মাতৃকোক্ত করাক্ষতাসৌ ।
 ধ্যানং হংসা ।

তথা প্রণবো মায়া হকার-সকার-রেফ'-দ্বাদশস্বর-বিন্দ্যাক-বীজং মায়া
প্রণব: সরস্বতৌ নমঃ, তেন ওঁ হ্রীং হ্‌স্রৈং^১ হ্রীং ওঁ সরস্বতৌ নমঃ^২ ।
অয়মপ্যেকাদশাক্ষরঃ । অশ্ব দক্ষিণা-মূর্ত্তি-ঋষিগায়ত্রীছন্দঃ পারিজাতেশ্বরী
বাণী দেবতা । হ্‌স্রৈং^৩ বীজম্^৪, হ্রীং শক্তিঃ, ওঁ কীলকম্ । হসরা^৫ অঙ্গুষ্ঠাভ্যাং
নমঃ, হসরী^৬ তর্জনীভ্যাং স্বাহেত্যাदिना कराग्रग्रासौ । সর্বমন্ত্রহৃতৈকো-
দশাক্ষরবৎ^৭ । ধ্যানস্ত (৩৫)—

হংসাক্রূড়া হরহসিতহারেন্দু-কুন্দাবদাতা

বাণী মন্দস্মিততর-মুখী মৌলিবন্ধেন্দু-রেখা ।

তর্জনীভ্যাং স্বাহা, ওঁ হ্‌স্রং মধ্যমাভ্যাং বৌষট্, ওঁ হ্‌সৌং অনামিকাভ্যাং হং, ওঁ
হ্‌সৌং কনিষ্ঠাভ্যাং বৌষট্ । ওঁ হ্‌সঃ করতল-পৃষ্ঠাভ্যাং অন্ত্রায় কট্ । ওঁ হ্‌সাং
হৃদয়ায় নমঃ ইত্যাদিরূপে অঙ্গগ্রাস করিবে । তাহার পর মন্তকে—ওঁ নমঃ ।
ক্রমধ্যে—হ্রীং নমঃ । দঃ নেত্রে—ঐং নমঃ । বাঃ নেত্রে—হ্রীং নমঃ । দঃ কর্ণে—ওঁ
নমঃ । বামকর্ণে—সং নমঃ । দঃ নাসাতে—রং নমঃ । বামনাসাতে—স্বং নমঃ ।
মুখে—তৌং নমঃ । গুহে—নং নমঃ । পাদে—মং নমঃ । এই একাদশ স্থানে একাদশ
মন্ত্রবর্ণের গ্রাস করিবেন । অন্যান্য সমস্তই পূর্ববৎ । ৩৪

প্রণব, মায়া, হকার, সকার, রকার, দ্বাদশ স্বর বিন্দ্যাক বীজ, মায়া প্রণব সরস্বতৌ
নমঃ । তাহাতে ওঁ হ্রীং হ্‌স্রৈং হ্রীং ওঁ সরস্বতৌ নমঃ । এইটিও একটি সরস্বতীর
একাদশাক্ষর মন্ত্র । এই মন্ত্রের দক্ষিণামূর্ত্তি ঋষি, গায়ত্রী ছন্দঃ, পারিজাতেশ্বরী
বাণী দেবতা, হ্‌স্রৈং বীজ, হ্রীং শক্তি, ওঁ কীলক ।

এই মন্ত্রের পূজা পদ্ধতি এইরূপ—প্রাতঃকৃত্যাদি হইতে পীঠগ্রাস পর্যন্ত সমস্ত
করিয়া ঋত্বাদিগ্রাস করিবে । যথা মন্তকে—ওঁ দক্ষিণামূর্ত্তয়ে ঋষয়ে নমঃ । মুখে—ওঁ
গায়ত্রীছন্দসে নমঃ । হৃদয়ে—ওঁ পারিজাতেশ্বরী বাণী দেবতায়ৈ নমঃ । গুহে—ওঁ
হ্‌স্রৈং বীজায় নমঃ । পাদদ্বয়ে—ওঁ হ্রীং শক্তয়ে নমঃ । সর্বাঙ্গে—ওঁ কীলকায়
নমঃ । তাহার পর ওঁ হ্‌স্রাং অঙ্গুষ্ঠাভ্যাং নমঃ । ওঁ হ্‌স্রীং তর্জনীভ্যাং স্বাহা
ইত্যাদি প্রকারে করাগ্রগ্রাস করিবেন । অশ্ব সমস্তই পূর্বোক্ত একাদশাক্ষর মন্ত্রবৎ
হইবে । তাহার পর হংসাক্রূড়া ইত্যাদি ধ্যান করিবেন (৩৫)—

ধ্যানের অর্থ হইতেছে—হংসাক্রূড়া, হর-হাত, কুন্দ ও ইন্দুর দ্বার তত্ত্ব বর্ণা,

১। ঋ—তথা প্রণবো মায়া হকার সকার রেফৈকার বিন্দ্যাকঃ ।

২। ঋ—হ্‌সৌং ।

৩। ঋ—নমঃ । ইয়মপ্যেকাদশাক্ষরী ।

৪। ঋ—হ্রীং বীজং । হ্‌সৌং শক্তিঃ ।

৫। ঋ—সর্বমন্ত্রবৎ । অনয়োঃ পুণ্ড্রবৎ ।

বিদ্যা-বীণামৃতময়-ঘটাক্ষত্রজা দীপ্ত-হস্তা

শুভ্রাক্ষস্থা ভবদভিমত-প্রাপ্তয়ে ভারতী স্মাৎ ॥ ৩৬

অস্তু পুরশ্চরণং দ্বাদশলক্ষজপঃ । পুণ্ডরীকৈর্নাগচম্পকপুষ্পৈর্বা দ্বাদশ-
সহস্র-হোমো বাচনিকঃ । ৩৭

অথ সারস্বত-কল্পঃ^১ ।

নারদ উবাচ— কেনোপায়েন দেবেশ ! বিদ্যোৎপত্তির্ভবেনু নৃণাম্ ।

বেদবিদ্যা-প্রকাশশ্চ তন্মে ক্রুহি জগৎ-পতে ! ॥ ১

ব্রহ্মোবাচ—সাধু সাধু ত্বয়া পৃষ্ঠং লোকানাং হিতকারকম্ ।

এতদেব পুরা পৃষ্ঠং কল্পাদৌ বিষ্ণবে ময়া ॥ ২

ব্রহ্মশব্দস্বরূপেণ প্রসন্নেনাস্তুরাত্মনা ।

যৎ প্রোক্তং তেন মে ব্রহ্মন্ তত্ত্বং বক্ষ্যামি যত্নতঃ ॥ ৩

ভগবানুবাচ— শৃণু ব্রহ্মন্ ! পরং গুহ্যং কল্পং সারস্বতং মম ।

যস্য বিজ্ঞানমাত্রেণ জাদ্য-প্রহরণং ভবেৎ ॥ ৪

সর্বশাস্ত্রপ্রকাশশ্চ সর্বজ্ঞো জায়তেহচিরাৎ ।

অভ্যাসাচ্চ ক্রবৎ যস্য বাচশ্চিত্রা ভবন্তি হি ॥ ৫

ঈষৎ হাস্য-মুখী, মস্তকে ইন্দুলেখা ধারিণী, বিদ্যা, বীণা, অমৃতময় ঘট ও অক্ষমালায়
দীপ্ত হস্তা, শ্বেতপদ্মাসনা বাণী আপনাদিগের অভীষ্ট প্রাপ্তির হেতু হউন । ৩৬

এই মন্ত্রের পুরশ্চরণে দ্বাদশ লক্ষ মন্ত্র জপ । পুণ্ডরীক অথবা নাগ-চম্পক পুষ্পের
দ্বারা বাচনিক বার হাজার হোম । ৩৭

অনন্তর সারস্বত কল্প আরম্ভ হইতেছে । নারদ বলিলেন—দেবেশ্বর ! কোন
উপায়ে মনুষ্যগণের বিদ্যার উৎপত্তি ও বেদবিদ্যার প্রকাশ হইবে? হে জগৎপতে !
তাহা আমাকে বলুন । ১

ব্রহ্মা বলিলেন—সাধু সাধু ! তুমি লোকগণের হিতকারক বিষয় প্রশ্ন করিয়াছ ।
পুরাকালে কল্পের আদিতে আমি ইহা বিষ্ণুকে জিজ্ঞাসা করিয়াছিলাম । ২

সেই ব্রহ্মশব্দস্বরূপ সকলের অন্তরাত্মা বিষ্ণু প্রসন্ন হইয়া আমাকে বাহ্য
বলিয়াছিলেন, তাহা যত্নপূর্বক তোমাকে বলিব । ৩

ভগবান্ বলিলেন—হে ব্রহ্মন্ ! যাহার বিজ্ঞানমাত্রে অজ্ঞতার বিনাশ হয়, সেই
গুহ্য শ্রেষ্ঠ সারস্বত কল্প আমার নিকট শ্রবণ কর । ৪

যাহার অভ্যাস (নিরন্তর জপ) হইতে অবশ্যই সর্বশাস্ত্রের প্রকাশ হয় । অচিরে

অবাপুঞ্জিমা রাজ্যং বাগীশং বৃহস্পতিঃ ।

ঐপায়নোহপি যং জ্ঞাতা বেদব্যাসোহভবন্ মুনিঃ ।

মন্ত্রোচ্চারং প্রবক্ষ্যামি স্বাক্ষাবরণ-পূজনৈঃ ॥ ৬

অনন্তং বিন্দুনা যুক্তং বামগণ্ডান্ত-ভূষিতম্ ।

জপেদ্ দ্বাদশ-লক্ষন্ত মুকোহপি বাক্পতির্ভবেৎ ॥ ৭

অর্থঃ—অনন্ত আকারঃ । স খলু বামগণ্ডন্ত ঙ্কারস্ত্যাস্তেন একারেণ ভূষিতঃ । তথাচ আ এ ইতি স্থিতে ঐকারঃ সিধ্যতি । ততশ্চ বিন্দুনা যুক্তঃ কার্য্যঃ । এতাবতা বাগ্ভববীজমাত্রং মন্ত্র ইত্যায়াতম্ । এতশ্চৈকত্বেহপি করাদিত্যসে “আত্মেন দীর্ঘযুক্তেনে”ত্যত্র প্রকৃতেরাণ্যবর্ণ-গ্রহণম্ । ৮

তথা— নাভৌ শুদ্ধারবিন্দুঞ্চ ধ্যায়েদ্ দশদলং সুধীঃ ।

তন্মধ্যে ভাবয়েন্ মন্ত্রী মণ্ডলানাং ত্রয়ং চিরম্ ॥ ৯

রত্ন-সিংহাসনং ধ্যায়েদ্ বর্ণং জ্যোৎস্নাময়ং পুনঃ ।

তশ্চোপরি পুনর্ধ্য্যায়েদ্ দেবীং বাগীশ্বরীং ততঃ ॥ ১০

মুক্তাকান্তি-নিভাং দেবীং জ্যোৎস্নাজাল-বিকাশিনীম্ ।

মুক্তাহার-যুতাং শুভ্রাং শশিখণ্ডেন মণ্ডিতাম্ ॥ ১১

সর্বজ্ঞত্ব জন্মে, বিচিত্র বাক্পক্তি হয় । ঐপায়ন যাহাকে জানিয়া বেদব্যাস মুনি হইয়াছিলেন, অঙ্গাবরণ ও পূজার সহিত সেই মন্ত্রের উচ্চার বলিতেছি । ৫-৬

বাম গণ্ডান্ত ভূষিত বিন্দুযুক্ত অনন্তকে বার লক্ষ জপ করিবে, যে মুক, সেও ইহাতে বাক্পতি হইবে । ৭

এই য়োকের অর্থ—অনন্ত—আকার, সেই আকার বামগণ্ডান্ত (ঙ্কারান্ত) একারের দ্বারা ভূষিত হইবে । তাহা হইলে আ এ এই প্রকার হইলে ঐকার সিদ্ধ হয় । তাহার পর তাহাকে বিন্দু দ্বারা যুক্ত করিবে । ইহা দ্বারা বাগ্ভব বীজমাত্রই (ঐং) মন্ত্ররূপে উপস্থিত হয় । এই মন্ত্র এক (একাক্ষর) হইলেও করাদিত্যসের জ্ঞাত “দীর্ঘযুক্ত আদি আকারের দ্বারা” এই স্থলে মন্ত্র প্রকৃতির আদ্যবর্ণ গৃহীত হইয়াছে । ৭

তাহাই বলিতেছেন—সুধী সাধক নাভিতে শুদ্ধ (নির্মল-শুদ্ধ) দশদল পদ্ম চিত্রা করিবে । তাহার মধ্যে তিনটি মণ্ডল দীর্ঘকাল ভাবনা করিবে । ৯

তাহার পর রত্নময় সিংহাসন ধ্যান করিবে । তাহার পর জ্যোৎস্নাময় বর্ণ ধ্যান করিবে । তাহার পর পুনরায় তাহার উপরে দেবী বাগীশ্বরীকে ধ্যান করিবে । ১০

মুক্তার কান্তির স্তায় কান্তি বিশিষ্টা জ্যোৎস্নাজাল-বিকাশিনী মুক্তাহার যুতা, চন্দ্র-

বিষ্মতীং দক্ষহস্তাভ্যাং ব্যাখ্যাং বর্ণস্তা মালিকাম্ ।

অমৃতেন তথা পূর্ণং ঘটং দিব্যঞ্চ পুস্তকম্ ॥ ১২

দধতীং বামহস্তাভ্যাং পীনস্তন-ভরাশ্চিতাম্^১ ।

মধ্যে ক্ষীণাং তথা স্বচ্ছাং নানারত্ন-বিভূষিতাম্ ॥ ১৩

আত্মাভেদেন ধাতৈবং ততঃ সংপূজয়েৎ ক্রমাৎ ।

আত্মেন দীর্ঘ-যুক্তেন কুর্যাদঙ্গানি হস্তয়োঃ ।

হৃদয়াদৌ তথা কুর্যাদ্বীজেনাঙ্গক্রিয়া পুনঃ ॥ ১৪

অত্রাণ্ড আকারস্তস্য দীর্ঘেণাকারাদিনা যোগ ইত্যর্থঃ^২ । তথা চ—

স্বরং বিহার্য বীজস্ত দীর্ঘষট্‌কেন যোজয়েৎ ।

ইতি স্বচ্ছন্দসংগ্রহ-বচনাদাণ্ডস্বরত্যাগেনাত্র কেবলদীর্ঘস্বরানামেব সৰ্বিন্দু-
নামেব গ্রহণম্ । তথা চ আঁ অঙ্গুষ্ঠাভ্যাং নমঃ, ঙ্গঁ তর্জনীভ্যাং স্বাহা,
তথা আঁ হৃদয়ায় নমঃ । ঙ্গঁ শিরসে স্বাহেত্যাদিপ্রয়োগঃ । ১৫

ধাতের দ্বারা ষড়্ভিত্তা, দক্ষিণ হস্তদ্বয়ের দ্বারা ব্যাখ্যা যুদ্ধা ও অক্ষমালাধারিণী বামহস্ত
দ্বয়ের দ্বারা অমৃতপূর্ণ ঘট ও দিব্য পুস্তক (যুদ্ধা) ধারিণী পীনস্তনভার যুদ্ধা মধ্যে ক্ষীণা
স্বচ্ছা শুভ্রা নানা রত্নভূষণে ভূষিতা দেবী বাগীশ্বরীকে ধ্যান করি । ১১-১৩

এই প্রকারে আত্মার সহিত অভেদে দেবীকে ধ্যান করিয়া, তাহার পর যথাক্রমে
দেবীর পূজা করিবেন । দীর্ঘযুক্ত আদ্যবর্ণের দ্বারা হস্তদ্বয়ে অঙ্গশাস (করশাস)
করিবেন । পুনরায় সেইরূপ আদ্যবীজের দ্বারা হৃদয়াদিতে অঙ্গক্রিয়া (অঙ্গশাস)
করিবেন । ১৪

এস্থলে আদ্য হইতেছে আকার, তাহার দীর্ঘ আকারের সহিত যোগ, এই অর্থ ।
তাহাই বলিতেছেন—বীজ স্বরকে পরিত্যাগ করিয়া হস্তদ্বী দীর্ঘের দ্বারা অঙ্গশাসের
যোজন। করিবেন—স্বচ্ছন্দ তন্ত্রের এই বচন বলে প্রথম স্বরের পরিত্যাগ করিয়া এস্থলে
কেবল বিন্দুযুক্ত দীর্ঘ স্বরেরই গ্রহণ হইবে । তাহা হইলে ওঁ আং অঙ্গুষ্ঠাভ্যাং নমঃ,
ওঁ ঙ্গঁ তর্জনীভ্যাং স্বাহা । সেইরূপ ওঁ আং হৃদয়ায় নমঃ, ওঁ ঙ্গঁ শিরসে স্বাহা
ইত্যাদি প্রকারে করশাসের প্রয়োগ হইবে । ১৫

১। ক—অমৃতং মোকোর্ছো মাস্তি । ২। খ—ইত্যর্থঃ । তথাচ আং আং অঙ্গুষ্ঠাভ্যাং নমঃ ।
আং ঙ্গঁ তর্জনীভ্যাং স্বাহে ত্যাদি প্রয়োগঃ । করশাসে । অঙ্গশাসত বীজেন বাগ্‌ভবৈবৈব । তেন
ঐংস্বরায় নমঃ । ঐং শিরসে স্বাহেত্যাদি প্রয়োগঃ ইতি । তথা অংবার্মথো ইত্যাদি ।

ক্রবোর্মধ্যে তথা নাভৌ গৃহে চ দেশিকস্তথা ।

শ্রুসেদ্ বীজং পুনর্বন্তৌ ব্যাপকং বিশ্বসেৎ ততঃ ॥ ১৬

পীঠশ্রাসং তনৌ কুর্যাদ্ দেবতাভাব-সিদ্ধয়ে ।

মাতৃকারান্ত যৎ প্রোক্তং পীঠমভ্যর্চ্য যত্নতঃ ॥ ১৭

বর্ণাজেনাসনং দত্তান্ মূর্ত্তিং মূলেন কল্পয়েৎ ।

আবাহ্য পূজয়েৎ তস্তাং দেবীং বাগীশ্বরীং ততঃ ॥ ১৮

অদ্বৈঃ প্রথমাবৃত্তিঃ শ্রাদ্ দ্বিতীয়া শক্তিভিস্ততঃ ।

দলাগ্রেষু সমভ্যর্চ্য ব্রহ্মাণ্যাত্মা যথাবিধি ॥ ১৯

লোকপালা বহিঃ পূজ্যান্তেষামস্ত্রাণি তদ্বহিঃ ।

এবং সংপ্রভঞ্জনম্ভী জপ-পূজা-রতঃ সদা ॥ ২০

কবিত্বং লভতে বাগ্মী লক্শৈর্দ্বাদশভিষ্ক'বম্ ।

প্রাতর্জপ্তুঃ সহস্রস্ত পিবেদ্ ব্রাহ্মীং বচাষিতাম্ ।

ন বিস্মরতি মেধাবী শ্রুতান্ বেদাগমানপি ॥ ২১

দেশিক (পূজক) ক্রবোর্মধ্যে, নাভিতে, গৃহে ও বস্তিতে (তলপেটে) বীজশ্রাস করিবেন । তাহার পর ব্যাপকশ্রাস করিবেন । ১৬

দেবতাভাব সিদ্ধির জন্য দেহেতে পীঠশ্রাস করিবেন । যে মাতৃকাশ্রাস উক্ত হইয়াছে, তাহা করিয়া, যত্নপূর্বক পীঠদেবতার অর্চনা করিয়া বর্ণাজের দ্বারা ও^৩ বর্ণকমলাসনার নমঃ মন্ত্রে আসন দিবেন অর্থাৎ পীঠমূর শ্রাস করিবেন । তাহার পর সেই পীঠে দেবী বাগীশ্বরীকে আবাহন করিয়া পূজা করিবেন । ১৮

অজের দ্বারা প্রথম আবরণ, পীঠশক্তি দ্বারা দ্বিতীয় আবরণ হইবে । তাহার পর দলের অগ্রসমূহে ব্রহ্মাণী প্রভৃতি মাতৃবর্গের যথাবিধি পূজা করিবেন । ১৯

দলের বহির্ভাগে লোকপালগণকে পূজা করিবেন । তাহার বহির্ভাগে তাহাদের অন্ত সমূহের পূজা করিবেন । মন্ত্রী এইরূপে বাগীশ্বরীকে ভজনা করিবেন এবং সর্বদা জপ পূজায় রত হইয়া থাকিবেন । ২০

দ্বাদশ লক্ষ মন্ত্র জপের দ্বারা নিশ্চয়ই বাগ্মী হয়, কবিত্ব লাভ করে । প্রাতঃকালে সহস্র মন্ত্র জপ করিয়া, বচা (বচ) যুক্ত ব্রাহ্মী পান করিয়া মেধাবী হয় । শ্রুত বেদ ও আগম প্রভৃতিকে জুলিয়া যায় না । ২১

কণ্ঠমাত্ৰোদকে স্থিত্বা ধ্যায়েন্ মার্গত-মণ্ডলে ।
 জ্যোতিঃ-পুঞ্জ-নিভাং দেবীং পরিবার-সমবিতাম্ ।
 কলাভয়যুতাং হস্তে মুদ্রাপুস্তক-ধারিণীম্ ॥ ২২
 জপেং সহস্র-মানেন যগ্মাসং বিজিতেন্দ্রিয়ঃ ।
 ভীমাং সংপ্রাপ্য বাক্‌সিদ্ধিং কবীনামগ্রণীর্ভবেৎ ॥ ২৩
 অথ প্রয়োগং বক্ষ্যামি জাড্যনাশ-করং পরম্ ।
 রাত্রিশেষে সমুথায় শুচিভূত্বা সমাহিতঃ ।
 শুদ্ধভাবেন চাত্মানং গুরুঞ্চ^১ পরিকল্পয়েৎ ॥ ২৪
 তৎ-প্রভাপটল-ব্যাপ্তং জগৎ সৰ্বং বিচিন্তয়েৎ ।
 মূলধার-স্থিতাং দেবীং কুণ্ডলীং পরদেবতাম্ ।
 মূণ্ডাং প্রোথাপ্য তাং শক্ত্যা ক্রমাচ্চক্রাণি ভেদয়েৎ ॥ ২৫
 ততঃ পরশিবে নীত্বা সৌধীঞ্চ প্রাপয়েৎ ততঃ ।
 উৰ্দ্ধ্বাং গ্রন্থিং বিনির্ভিচ্ছ জিত্বা দীপ-স্বরূপিণীম্ ॥ ২৬
 বীজরূপাং স্বশক্ত্যা তু প্রোল্লসন্তীং পরাত্মিকাম্ ।
 শব্দব্রহ্ম-স্বরূপাঞ্চ^২ নিশ্বনাং চিন্তয়েৎ ততঃ ।
 তৎ-প্রভাপটল-ব্যাপ্তং শরীরং চিন্তয়েৎ ততঃ ॥ ২৭

কণ্ঠমাত্র জলে দাঁড়াইয়া সূর্য্যামণ্ডলে জ্যোতিঃ পুঞ্জের স্থায় কান্তি বিশিষ্টা পরিবার-গণে পরিবৃত্তা হস্তে বর ও অভয়মুদ্রা এবং বাখ্যামুদ্রা ও পুস্তক ধারিণী দেবীকে ধ্যান করিবে । ২২

বিজিতেন্দ্রিয় হইয়া ত্রয় মাস যাবৎ প্রত্যহ সহস্র সংখ্যায় মন্ত্র জপ করিবেন । ইহাতে ভীম (অতীব) বাক্‌সিদ্ধি লাভ করিয়া কবিশ্রমের অগ্রণী হইবেন । ২৩

অনন্তর জড়তা নাশক শ্রেষ্ঠ প্রয়োগ বলিতেছি । রাত্রিশেষে শয্যা হইতে উঠিয়া পবিত্র হইয়া সমাহিত হইয়া শুদ্ধভাবে আত্মাকে ও গুরুকে চিন্তা করিবে । ২৪

সমস্ত জগৎকে সেই গুরুর প্রভাসমূহের দ্বারা ব্যাপ্ত চিন্তা করিবে । মূলধারস্থিতা মূণ্ডা সেই পরদেবতা দেবী কুণ্ডলিনীকে শক্তি দ্বারা আগরিত করিয়া ক্রমে ক্রমে চক্র সমূহ ভেদ করিবেন । ২৫

তাহার পর সেই কুণ্ডলিনীকে পরম শিবে লইয়া গিয়া সৌধীকে (সুধাধারাকে) পাওইয়া দিবেন । তাহার পর উৰ্দ্ধ্ব গ্রন্থি ভেদ করিয়া ও নিজ শক্তি দ্বারা জয় করিয়া

নিত্যং সহস্রমানেন জপেং সংবৎসরং যদি ।
 ততঃ সংজায়তে মন্ত্রী বাচস্পতিরিবাপরঃ ॥ ২৮
 ছন্দোহলঙ্কার-তর্কাদি-নানাশাস্ত্রার্থবিদু ভবেৎ ।
 কবিত্বং জ্ঞান-শক্ত্যা তু পাণ্ডিত্যমধিকং ভবেৎ ॥ ২৯
 অথাপরং প্রবক্ষ্যামি যোগং ভুবি সুদুর্লভম্ ।
 নাভিচক্র-স্থিতাং সৌম্যাং রক্তাকারাং বিচিস্তয়েৎ ॥ ৩০
 ক্ষৌমাবদ্ধ-নিতম্বাঞ্চ রক্তাভরণ-ভূষিতাম্ ।
 পাশাকুশ-ধরাং দিব্যাং বরাভয়যুতাং পুনঃ ॥ ৩১
 দৃষ্ট্যা চামৃত-বর্ষিণ্যা পুরয়ন্তীং মনোরথান্ ।
 এবং ধ্যানা জপেন্নক্ষং মনুজো বিহিতং ততঃ ॥ ৩২
 হোমং কুর্যাৎ ত্রিমধুবৈক্যে রক্তোৎপল-যুতৈর্দ্বিজঃ ।
 ততঃ সন্তুর্পয়েদ্ দেবীং দুগ্ধযুক্তেন সপিষা ॥ ৩৩
 পায়সেন বলিং দত্তাদ্ দধি-পিষ্টৈর্মধু-প্লুতৈঃ ।
 এবং কৃত্বা বিধানস্ত সাক্ষাদ্ বৈশ্রবণো ভবেৎ ॥ ৩৪

দীপ লিখাতুল্যা বীজরূপিণী দীপ্তিময়ী পরমরূপা শকব্রহ্মময়ী নিম্ননা (শব্দহীনা)
 কুণ্ডলিনীকে চিত্তা করিবেন । ২৬-২৭

যদি প্রত্যহ সহস্র সংখ্যার এক বৎসর মন্ত্র জপ করেন, তাহা হইলে তদ্বারা সাধক
 দ্বিতীয় বৃহস্পতির স্থান হইবেন । ২৮

ছন্দঃ, অলঙ্কার, তর্কাদি নানাশাস্ত্রবিদু হইবেন, জ্ঞান শক্তি দ্বারা কবিত্ব লাভ
 করিবেন ও অধিক পাণ্ডিত্য হইবে । ২৯

অনন্তর এই পৃথিবীতে সুদুর্লভ একটি অন্য প্রয়োগ বলিতেছি । নাভিচক্রস্থিত
 সৌম্যা রক্তাকারা (রক্তবর্ণা), ক্ষৌমবস্ত্রে আবদ্ধ নিতম্বা রক্তাভরণে ভূষিতা পাশ ও
 অঙ্কুশধরা দিব্যা বরাভয়ধারিণী অমৃতময় বৃষ্টি দ্বারা মনোরথ পূরণ-কারিণী দেবীকে
 ধ্যান করিবে । মানব এই প্রকারে ধ্যান করিয়া লক্ষ মন্ত্র জপ করিবে । তাহার পর
 দ্বিজ ত্রিমধুর যুক্ত রক্তোৎপলের দ্বারা বিহিত হোম করিবেন । তাহার পর দুগ্ধযুক্ত
 সপিঃ দ্বারা দেবীকে তপ্প করিবেন । ৩০-৩৩

মধু দ্বারা আশ্রুত দধি ও পিষ্টকের সহিত পায়সের দ্বারা বলি দিবেন । এই
 প্রকারে বিধান (অনুষ্ঠান) করিয়া সাক্ষাৎ বৈশ্রবণ (কুবের) হইবেন । ৩৪

সিদ্ধার্থৈত্রিমধুরোপেতৈহৃদ্বা জগদ্ বশং নয়েৎ ।
 পদ্মহোমেন মহতীং প্রাপ্নুয়াৎ শ্রিয়মুজ্জিতাম্ ॥ ৩৫
 সিদ্ধমস্ত্রো যদা মন্ত্রী বালীশস্ত্রাপি যুদ্ধনি ।
 হস্তং দত্ত্বা স্পৃশেৎ^১ সোহপি সৌরীং^২ বাচমনর্গলাম্ ।
 গদ্য-পদ্যময়ীং ক্রতে সিদ্ধবিজ্ঞাপ্রসাদতঃ ॥ ৩৬

ইতি সারস্বত কল্পঃ ।

ইতি শ্রীরঘুনাথ ভট্টাচার্য্য কৃতে আগমতত্ত্ব-বিলাসে
 তৃতীয়ঃ পরিচ্ছেদঃ ।

ত্রিমধুর যুক্ত সিদ্ধার্থের দ্বারা হোম করিয়া জগৎকে বশে আনিয়ন করে । পদ্ম-
 হোমের দ্বারা প্রখ্যাত মহাঐশ্বর্য্য লাভ করে । ৩৫

যখন সাধক সিদ্ধমন্ত্র হয়, তখন সে বালিশের (মূর্খের) মস্তকে হাত দিয়া স্পর্শ
 করিলে সেই বালিশও সিদ্ধ-বিদ্যার প্রভাবে অনর্গল গদ্য পদ্যময়ী সৌরী (দৈবী)
 বাক্য বলে । ৩৬

সারস্বত কল্প সমাপ্ত হইল ।

শ্রীরঘুনাথ ভট্টাচার্য্যকৃত আগমতত্ত্ব-বিলাসের তৃতীয় পরিচ্ছেদের অনুবাদ সমাপ্ত হইল ।

আগম-তত্ত্ব-বিলাসঃ

চতুর্থঃ পরিচ্ছেদঃ

ও ভুবনেশ্বর্যৈ নমঃ

অথ বক্ষ্যামি জপতামীশ্বরীং ভুবনেশ্বরীম্ ।

ব্রহ্মাদয়ো ন^১ যাং বেতুং মহামায়াং সমীশতে ॥ ১

নকুলীশোহগ্নিমারুটো বামনেত্রার্দ্ধচন্দ্রবান্ ।

বীজমস্তাঃ^২ সমাখ্যাতং সেবিতং সিদ্ধিকাক্ষিভিঃ ॥ ২

অস্ত্যর্থঃ—নকুলীশো হকারঃ । অগ্নিঃ রেফঃ । বামনেত্রমীকারঃ । তেন মায়া—
বীজমায়াতম্ । কালিকা-পুরাণে তু হ্রীমিত্যস্ত চতুরক্ষরত্বমুক্তম্ ; যথা (৩)—

চতুরক্ষর মন্ত্রেণ পাদ্যাদীনথ ষোড়শ ।

বিতরেতুপচারাংশচ পূর্বপ্রোক্তাংশচ ভৈরব ! ॥ ৪ ॥ ইতি

ভুবনেশ্বরী-শব্দস্ত্যর্থমাহ দক্ষিণা-মুক্তি-সংহিতায়াম্—

ব্রহ্মা প্রভৃতি দেবগণ যে মহামায়াকে সম্যকরূপে জানিতে সমর্থ হন না । অনন্তর
আমি সেই জপকারিগণের ঈশ্বরী ভুবনেশ্বরীর মন্ত্র প্রভৃতি বলিব । ১

নকুলীশ হকার অগ্নিতে রেফে আরুট হইয়া বামনেত্র ঈকার ও অর্দ্ধচন্দ্র অনুসারে
যুক্ত হইবে । ইহা সিদ্ধিকামিগণ কর্তৃক সেবিত ভুবনেশ্বরীর বীজ বলিয়া সমাখ্যাত । ২

এই শ্লোকের অর্থ, নকুলীশ—হকার । অগ্নি—রেফ । বামনেত্র—ঈকার । ইহাতে
মায়াবীজ (হ্রীং) উপস্থিত হয় । কালিকাপুরাণে কিন্তু হ্রীং এই বীজের চতুরক্ষরত্ব
অর্থাৎ হ্রীং এই বীজটি চারি অক্ষর উক্ত হইয়াছে । যেমন (৩)—

হে ভৈরব ! পূর্বপ্রোক্ত চতুরক্ষর মন্ত্রের দ্বারা দেবীকে পাদ্যাদি ষোড়শ উপচার
বিতরণ (নিবেদন) করিবে । ৪

অষ্টব্যঃ—চতুর্থ পরিচ্ছেদের প্রথমে ক+খ পুস্তকে মহাবিদ্যা নিরূপণে আশ্চর্যজনক পার্থক্য
দেখা যায় । খ পুস্তকে প্রথমে তারা প্রকরণ, তাহার বহু বহু পরে ভুবনেশ্বরী প্রকরণ । ক পুস্তকে
প্রথমে ভুবনেশ্বরী প্রকরণ, তাহার বহু পরে তারা প্রকরণ । ক পুস্তকের প্রকরণ সূচী প্রথম পরিচ্ছেদের
প্রথমে গ্রহকাষোক্ত প্রকরণ সূচী এক ও সামঞ্জস্য যুক্ত । খ পুস্তক সামঞ্জস্য বিহীন । তাই আমি
ক পুস্তক অনুসরণ করিয়া প্রকরণ সন্নিবেশ করিলাম ।

ব্যোমবীজে মহেশানি ! কৈলাশাদি প্রতিষ্ঠিতম্ ।

বহুবীজাং সুবর্ণাদি নিম্পন্নং বহুধা প্রিয়ে ! ॥ ৫

তেনায়ে বর্ততে লোকে ভূমিমণ্ডল-সংস্থিতঃ ।

তুর্য্যস্বরেণ পাতালে শেষরূপেণ ধার্য্যতে ॥ ৬

মহাভূমণ্ডলং তস্মাৎ পাতালস্তাপি নায়িকা ।

অতএব মহেশানি ! ভুবনাধীশ্বরী প্রিয়ে ! ॥ ৭

অথাশ্চ মন্ত্ৰশ্চ^১ পূজাপ্রয়োগঃ ! সামান্য-পূজা-পদ্ধত্যুক্ত-প্রাতঃকৃত্যাদি
পীঠস্থাসান্তং কর্ম বিধায় হ্রৎপদ্যস্ত পূর্বাদি-কেশরেষু পীঠশক্তীর্ন্যাসেৎ । যথা ওঁ
জয়্যায়ৈ নমঃ এবং বিজয়্যায়ৈ নমঃ, অজিতায়ৈ, অপরাজিতায়ৈ, নিত্যায়ৈ,
বিলাসিন্যৈ, দোগ্ধ্র্যৈ, অধোরায়ে, মধ্যো—মঙ্গলায়ে, কর্ণিকায়াং—হ্রীং
সর্বশক্তি-কমলাসনায় নমঃ । ৮

তত ঋত্যাদিষ্ঠাসঃ । অশ্চ ভুবনেশ্বরী-মন্ত্ৰশ্চ শক্তিস্বর্ষির্গায়ত্রী ছন্দঃ

দক্ষিণামূর্ত্তি সংহিতায় ভুবনেশ্বরী শব্দের অর্থ বলিতেছেন—হে মহেশানি ! ব্যোম
বীজে কৈলাশ প্রভৃতি প্রতিষ্ঠিত আছে । হে প্রিয়ে ! বহুবীজ হইতে সুবর্ণাদি বহু
প্রকারে নিম্পন্ন হইয়াছে । ৫

ভূমি মণ্ডলস্থিত এই লোক তাহা দ্বারাই বর্তমান আছে । শেষরূপ (অনন্তরূপ)
তুর্য্য স্বরের দ্বারা এই মহাভূমণ্ডল ধৃত হইয়া আছে । সেই হেতু ইনি পাতালেরও
নায়িকা । হে মহেশানি ! হে প্রিয়ে ! এই হেতুতেই ইনি ভুবনাধীশ্বরী । ৬-৭

অনন্তর এই মন্ত্ৰের পূজা প্রয়োগ কথিত হইতেছে । সামান্য পূজা পদ্ধতিতে উক্ত
প্রাতঃকৃত্য হইতে পীঠস্থাসের শেষ পর্য্যন্ত কর্মসমূহ করিয়া হ্রৎপদ্যের পূর্বাদিকেশর
সমূহে পীঠশক্তি স্তাস করিবেন । যথা—ওঁ জয়্যায়ৈ নমঃ, এইরূপ ওঁ বিজয়্যায়ৈ নমঃ,
ওঁ অজিতায়ৈ নমঃ, ওঁ অপরাজিতায়ৈ নমঃ, ওঁ নিত্যায়ৈ নমঃ, ওঁ বিলাসিন্যৈ নমঃ,
ওঁ দোগ্ধ্র্যৈ নমঃ, ওঁ অধোরায়ে নমঃ, মধ্যো ওঁ মঙ্গলায়ে নমঃ, কর্ণিকাতে ওঁ হ্রীং
সর্বশক্তি-কমলাসনায় নমঃ । ৮

তাহার পর ঋত্যাদিষ্ঠাস । যথা—ওঁ অশ্চ ভুবনেশ্বরী-মন্ত্ৰশ্চ শক্তিস্বর্ষিঃ গায়ত্রী

১। ঋ—প্রিয়ে ইত্যনন্তরম্—ঐক্যে ব্যোম তুর্য্যেণ স্বরেণানিল-সম্ভবঃ । বিকারে সতি রঞ্জন
গাঙ্গাদ্ বহিরূপিনী । বহুবীজং বসুধেয়ং তস্মাদ্ রেফক মুন্দরি ! । অতএব মহেশানি । স বারো
শমতা ভয়েৎ । বিন্দুরজ্যামৃত্যে দেবি প্রাবরন্তী জগৎত্রয়ম্ । সবরূপী ভবেৎ তস্মাৎ প্রাবরন্তী চাক্ষুর্মাত্রয়া ।
অতএব মহেশানি । ভুবনেশ্বরীতি কথ্যতে । ইত্যাদিকঃ । ২। ঋ—অথাভ্যাসঃ পূজা ।

হকারো বীজং ঈকারঃ শক্তিঃ রেফঃ কীলকং ভুবনেশ্বরী দেবতা চতুর্ভগ-
সিদ্ধার্থে বিনিয়োগঃ । শিরসি—শক্তয়ে ঋষয়ে নমঃ । মুখে—গায়ত্রী-হৃদসে
নমঃ । হৃদি—ভুবনেশ্বর্য্য দেবতায়ৈ নমঃ । গুহে—হ-বীজায় নমঃ^১ ।
পাদয়োঃ—ঈ-শক্তয়ে নমঃ । সর্বাঙ্গে—র-কীলকায় নমঃ । ৯

ততো মন্ত্রাচ্চাসঃ । শিরসি—ওঁ হ্রল্লেক্ষায়ৈ নমঃ । বদনে—এঁ গগনায়ৈ নমঃ ।
হৃদি—ওঁ উং রক্তায়ৈ নমঃ । গুহে—ইং করালিকায়ৈ নমঃ । পাদয়োঃ—অং
মহোচ্ছ্রায়ৈ নমঃ । এবমাত্মনঃ^২ শিবরূপতয়া উর্দ্ধ-প্রাগ্-যাম্যোদীচ্য-পশ্চিমেষু
মুখেষু তাম্যাসেৎ । এতাসাং বীজানি যথা নিবন্ধে—সত্যাদি পঞ্চহ্রস্বাঢ্যা শূন্তব্যা
ভূত-সপ্রভাঃ । সত্য ওকারভূতাদিহং প্রাতিলোম্যেন । ওকারেকারয়োস্ত^৩
ভস্ত্রে হ্রস্বত্ব-ব্যবহারঃ । ১০

হৃদঃ ভুবনেশ্বরী দেবতা হকারো বীজম্ ঈকারঃ শক্তিঃ রেফঃ কীলকং চতুর্ভগসিদ্ধার্থে
বিনিয়োগঃ । মন্ত্রকে—ওঁ শক্তয়ে ঋষয়ে নমঃ । মুখে—ওঁ গায়ত্রীহৃদসে নমঃ ।
হৃদয়ে—ওঁ ভুবনেশ্বর্য্য দেবতায়ৈ নমঃ । গুহে—ওঁ হং বীজায় নমঃ । পাদদ্বয়ে—ওঁ
ঈং শক্তয়ে নমঃ । সর্বাঙ্গে—ওঁ রং কীলকায় নমঃ । ৯

তাহার পর মন্ত্রাচ্চাস । যথা মন্ত্রকে—ওঁ হ্রোং হ্রল্লেক্ষায়ৈ নমঃ । বদনে—ওঁ হ্রেং
গগনায়ৈ নমঃ । হৃদয়ে—ওঁ হ্রুং রক্তায়ৈ নমঃ । গুহে—ওঁ হ্রিং করালিকায়ৈ
নমঃ । পাদদ্বয়ে—ওঁ হ্রং মহোচ্ছ্রায়ৈ নমঃ । এইরূপ আত্মা শিবরূপ বলিয়া নিজের
উর্দ্ধ, পূর্ব, বামা, দক্ষিণ, উত্তর ও পশ্চিম মুখে সেই হ্রল্লেক্ষা প্রভৃতিকে স্থাপন করিবে ।
যথা উর্দ্ধমুখে—ওঁ হ্রোং হ্রল্লেক্ষায়ৈ নমঃ । পূর্বমুখে—ওঁ হ্রেং গগনায়ৈ নমঃ ।
দক্ষিণ মুখে—ওঁ হ্রুং রক্তায়ৈ নমঃ । উত্তর—মুখে ওঁ হ্রিং করালিকায়ৈ নমঃ ।
পশ্চিম মুখে—ওঁ হ্রং মহোচ্ছ্রায়ৈ নমঃ ।

এই হ্রল্লেক্ষাদির বীজগুলি যেমন নিবন্ধে (শারদাতিলকে) বলিয়াছেন—সত্যাদি-
পঞ্চ হ্রস্বাঢ্যা শূন্তব্যা ভূতসপ্রভাঃ অর্থাৎ পৃথিব্যাди পঞ্চভূতবর্গের প্রভার ভার প্রভা
(বর্ণ) বিশিষ্টা হ্রল্লেক্ষা প্রভৃতিকে সত্যাদি (ওকারাদি) পঞ্চহ্রস্ব বর্ণ যুক্ত বীজের
দ্বারা ভূষিত করিয়া স্থাপন করিবে । সত্য—ওকার । প্রাতিলোমে ভূতাদি অর্থাৎ
ওকারাদি (ও এ উ ই ও অ) বৃষিতে হইবে । ওকার ও একারের ভস্ত্রে হ্রস্বরূপে
ব্যবহার আছে । ১০

১। ক—ওহে হং বীজায় । পাদয়োঃ ঈশক্তয়ে । সর্বাঙ্গে রং কীলকায় । ২। ঋ—এবং উর্দ্ধ-
প্রাণিত্যাди পশ্চিমেষু তাম্ তসেৎ । ৩। ঋ—ওকারত ভূ তয়ে ।

ততঃ ষড়্ দীর্ঘ-ভাজা মায়াবীজেন করাজ্ঞাসৌ । যথা—ষড়্ দীর্ঘ-ভাজা
বীজেন কুর্যাদঙ্গক্রিয়াঃ মনোরিতি^১ । স্বচ্ছন্দসংগ্রহে (১১)—

স্বরং বিহায় বীজন্ত দীর্ঘ-ষট্ কেন যোজয়েৎ ।

ষড়্জানি বিধেয়ানি সর্বত্রায়ং বিধিঃ স্মৃতঃ ॥ ১২

অস্বার্থঃ—হ্রীঙ্কারন্ত দীর্ঘে কারং ত্যক্ত্বা আকারাদি যোজয়েৎ^২ । সর্বত্র
করাজ্ঞাসয়োরেবং ক্রমঃ । শাস্ত্রেহঙ্গুলিনিয়মস্ত প্রাপ্তঃ । ১৩

ততঃ কপালে—ও গায়ত্রী-সহিত-ব্রহ্মণে নমঃ । এবং দক্ষিণ-কপালে—
সাবিত্রী-সহিত-বিষ্ণবে । বামকপালে—বাগীশ্বরী-সহিত-মহেশ্বরায়, বাম-

বিবৃতি । তন্ত্রসারে ও এই গ্রন্থে বিন্দুযুক্ত পঞ্চ হ্রস্বস্বর (ও এ উ ই অ) যোগে
মূর্ত্তি শাস লিখিত হইয়াছে । তাহা কিন্তু সঙ্গত নহে । শারদাতিলককার সদ্যাদি
পঞ্চ হ্রস্ব স্বর যুক্ত বীজযোগে মূর্ত্তিশাস করিতে বলিয়াছেন । পদার্থদর্শকার রাঘব ভট্ট
প্রমাণ সহকারে ইহা সমর্থন করিয়াছেন । দশপটলীতেও উক্ত হইয়াছে—সদ্যোষ্ঠ-
ক্রতি-নেত্রাদৌর্বিদ্যাং সংভেদ্য মন্ত্রবিৎ । হ্রল্লেকাদীন্ প্রবিশ্যসেৎ । উভয় গ্রন্থকারের
সত্যাদি পঞ্চহ্রস্বাত্ম্য এই প্রমাদ পাঠের অনুসরণই এই প্রমাদের কারণ । শারদাস্ত
সদ্যাদি হ্রস্ববীজাত্ম্য এইরূপ পাঠ আছে । ১০

তাহার পর করাজ্ঞাস । ষড়্ দীর্ঘযুক্ত মায়াবীজের দ্বারা করাজ্ঞাস করিবেন ।
যেমন তন্ত্রে বলিয়াছেন—ছয়টি দীর্ঘ স্বর যুক্ত বীজের দ্বারা মন্ত্রের অঙ্গক্রিয়া (করাজ্ঞাস)
হইবে । স্বচ্ছন্দ সংগ্রহে বলিয়াছেন (১১)—

বীজের স্বরকে (ঈকারাদিকে) পরিভাগ করিয়া সেই বীজকে ছয়টি দীর্ঘস্বরের
সহিত যোগ করিবেন । তাহা দ্বারা ষড়্জ্ঞাস করিবেন । সর্বত্র এই বিধি কথিত
হইয়াছে । ১২

এই শ্লোকের অর্থ—হ্রীংকারের দীর্ঘ ঈকারকে ভাগ করিয়া আকারাদি যোগ
করিবেন । সর্বত্র করাজ্ঞাসে এইরূপ ক্রম । শাস্ত্রে অঙ্গুলি নিয়ম পূর্বেই উক্ত
হইয়াছে । তাহা হইলে করাজ্ঞাস হইবে—ও^১ হ্রাং অঙ্কুষ্ঠাভ্যাং নমঃ, ও^২ হ্রীং
তর্জনীভ্যাং স্বাহা, ও^৩ হ্রুং মধ্যমাভ্যাং বষট্, ও^৪ হ্রৈং অনামিকাভ্যাং হ্রং, ও^৫ হ্রোং
কনিষ্ঠাভ্যাং বৌষট্, ও^৬ হ্রঃ করতল-কর-পৃষ্ঠাভ্যাং অস্ত্রান্ন ফট্ । এইরূপ হ্রদয়াদিতে
ও^৭ হ্রাং হ্রদয়ায় নমঃ ইত্যাদি মন্ত্রে অঙ্গজ্ঞাস করিবেন । ১৩

তাহার পর যোনিজ্ঞাস । যথা কপালে—ও^১ গায়ত্রী সহিত-ব্রহ্মণে নমঃ । এইরূপ
দক্ষিণ কপালে—ও^২ সাবিত্রী-সহিত-বিষ্ণবে নমঃ । বামকপালে—ও^৩ বাগীশ্বরী-

কর্ণোপরি—শ্রীসহিত-ধনপতয়ে, মুখে—রতি-সহিত-স্মরায়, দক্ষকর্ণোপরি—
পুষ্টিসহিত-গণপতয়ে^১। দক্ষিণগণ্ড-কর্ণান্তরালে—শঙ্খনিধয়ে। বামগণ্ড-কর্ণান্ত-
রালে—পদ্মনিধয়ে। মুখে (চিবুকে)—ভুবনেশ্বর্য্যে দেবতায়ৈ। এবং কণ্ঠমূলে-
দক্ষিণ-স্তন-বাম-স্তন-বামাংস-হৃদয়ে-দক্ষিণাংস-পার্শ্বদ্বয়ে-নাভিযু^২ তান্ শ্যসেৎ।
যথা কণ্ঠ মূলে—ও গায়ত্রী-সহিত-ব্রহ্মণে নমঃ ইত্যাদি^৩। ১৪

ততো ভালে—ও ব্রাহ্ম্য নমঃ। এবং বামাংসে—মাহেশ্বর্য্যে, বামপার্শ্বে
কৌমার্য্যে, জঠরে—বৈষ্ণব্যে, দক্ষিণপার্শ্বে—বারাহ্যে, দক্ষিণাংসে—ইন্দ্রাণ্যে,
গলে—চামুণ্ডায়ৈ, হৃদি—মহালক্ষ্ম্যে। এবং বিষ্ণুশ্চ মূলেন ব্যাপকত্রয়ং
কুর্য্যাৎ। ততো ধ্যানম্ (১৫)—

উত্তদিন-ছ্যতিমিন্দুকিরীটাং^৪ তুঙ্গ-কুচাং নয়নত্রয়-যুক্তাম্।

সহিত-মহেশ্বরায় নমঃ। বামকর্ণের উপরে—ও^১ শ্রীসহিত-ধনপতয়ে নমঃ। মুখে—
ও^২ রতি সহিত-স্মরায় নমঃ। দক্ষিণ কর্ণের উপরে—ও^৩ পুষ্টি-সহিত-ধনপতয়ে নমঃ।
দক্ষিণ গণ্ড ও কর্ণের অন্তরালে—ও^৪ শঙ্খনিধয়ে নমঃ। বামগণ্ড ও কর্ণের অন্তরালে—
ও^৫ পদ্মনিধয়ে নমঃ। মুখে (চিবুকে)—ও^৬ ভুবনেশ্বর্য্যে দেবতায়ৈ নমঃ। এইরূপ কণ্ঠমূলে,
দক্ষিণ স্তনে, বামস্তনে, বামক্লে, হৃদয়ে, দক্ষিণ ক্লে, পার্শ্বদ্বয়ে ও নাভিতে তাঁহাদিগকে
শ্রাস করিবেন। যথা কণ্ঠমূলে—ও^১ গায়ত্রী-সহিত-ব্রহ্মণে নমঃ। দক্ষিণস্তনে—
ও^২ সাবিত্রী-সহিত-বিষ্ণবে নমঃ। বামস্তনে—ও^৩ বাগীশ্বরী-সহিত-মহেশ্বরায় নমঃ।
বামক্লে—ও^৪ শ্রীসহিত-ধনপতয়ে নমঃ। হৃদয়ে—ও^৫ রতিসহিত-স্মরায় নমঃ।
দক্ষিণক্লে—ও^৬ পুষ্টিসহিত গণপতয়ে নমঃ। দঃ পার্শ্বে—ও^৭ শঙ্খনিধয়ে নমঃ। বামপার্শ্বে
—ও^৮ পদ্মনিধয়ে নমঃ। নাভিতে—ও^৯ ভুবনেশ্বর্য্যে দেবতায়ৈ নমঃ। ১৪

তাহার পর অষ্ট শক্তির শ্রাস। যথা ভালে—ও ব্রাহ্ম্য নমঃ। এইরূপ বাম-
ক্লে—ও মাহেশ্বর্য্যে নমঃ। বামপার্শ্বে—ও কৌমার্য্যে নমঃ। জঠরে—ও^১ বৈষ্ণব্যে
নমঃ। দক্ষিণপার্শ্বে—ও^২ বারাহ্যে নমঃ। দঃ ক্লে—ও^৩ ইন্দ্রাণ্যে নমঃ। গলে—ও^৪
চামুণ্ডায়ৈ নমঃ। হৃদয়ে—ও^৫ মহালক্ষ্ম্যে নমঃ। এই প্রকারে শ্রাস করিয়া মূলমন্ত্রের
দ্বারা মন্ত্রক হইতে পাদের অঙ্গুষ্ঠ পর্য্যন্ত তিন বার ব্যাপক শ্রাস করিবেন। তাহার
পর ধ্যান করিবেন (১৫)—

ধ্যানের অর্থ—উদীয়মান বালসূর্য্যের শ্রায় কাণ্ডি বিশিষ্টা, চন্দ্রমণ্ডিত-কিরীট-

- ১। ও—পুষ্টিসহিতধনপতয়ে। ২। ও—দক্ষিণস্তন-দক্ষিণাংস-বামাংস-হৃদয়-পার্শ্বদ্বয়-নাভিযু।
৩। ও—ইত্যাদি। তথাচ বর্ণ-ভিন্নভাবে বিবসারঃ—ওকারান্তঃ ও-বৃত্তক নমোহন্তক বধাভিতি।
বিধিমা বিস্তসেৎ পূর্বং লঙ্করগ মতে যথা। এবং সর্বত্র। ততো ভালে। ৪। ও—কিরীটং।

স্মেরমুখীং বরদাকুশাভীতি-করাং প্রভজেন্দ ভুবনেশীম্^১ ॥ ১৬

ইনঃ সূর্য্যঃ । এবং ধাত্বা মানসৈরুপচারৈঃ সাংপূজ্য সামান্য-পূজা-
পদ্ধত্যাঙ্ক-রীত্যাহর্ঘ্যস্থাপনং কুর্য্যাৎ ॥ অস্ত্রাঃ পূজাযন্ত্রং যথা (১৭)—

পদ্মমষ্টদলং বাহ্যে বৃত্তং যোড়শভির্দলৈঃ ।

বিলিখেৎ কর্ণিকামধ্যে ষট্ কোণমতিসুন্দরম্ ।

চতুরস্রং চতুর্দ্বারমেবং মণ্ডলমালিখেৎ । ১৮

ততঃ সামান্যপূজা পদ্ধত্যাঙ্ক-রীত্যা পীঠপূজাং তত্র কৃত্বা পীঠশক্তীরচয়েৎ ।
যথা পূর্বাদিকেশরেষু—ওঁ জয়াট্যৈ নমঃ, এবং বিজয়াট্যৈ, অজিতাট্যৈ, অপরা-
জিতাট্যৈ, নিত্যাট্যৈ, বিলাসিট্যৈ, দোগ্ধ্র্যৈ, অঘোরাট্যৈ, মধ্যে মঙ্গলাট্যৈ,
তত্‌পরি হ্রীং সর্বশক্তি-পদ্মাসনায় । ততো মূলে ন মূর্ত্তিঃ সংকল্প্য পূর্ববদ্ব্যত্না-
বাহনাদি-পঞ্চপুষ্পাঞ্জলি-দান-পর্য্যন্তং বিধায়াবরণানি^২ পূজয়েৎ । ১৯

ধারিণী, উন্নতভনী, ত্রিনয়না, ঈষৎহাস্তমুখী, বামের অধোহস্তে বর, উর্ধ্বহস্তে পাশ,
দক্ষিণের উর্ধ্বহস্তে অকুশ ও অধোহস্তে অভয়-মুদ্রাধারিণী ভুবনেশ্বরীকে ভজনা
করি । ১৬

ইন—সূর্য্য । এইরূপ ধ্যান করিয়া, মানস উপচারে পূজা করিয়া, সামান্য পূজা
পদ্ধতিতে উক্ত রীতি অনুসারে বিশেষার্থা স্থাপন করিবেন । এই ভুবনেশ্বরীর পূজা
যন্ত্র হইতেছে (১৭)—

প্রথম একটি অষ্টদল পদ্ম আঁকিবে । তাহার বাহিরে একটি বৃত্ত আঁকিবে । উহা
বোলটি দলের দ্বারা যুক্ত হইবে । অষ্টদল পদ্মের কর্ণিকাতে অতিসুন্দর ষট্ কোণ
অঙ্কন করিবে । তাহার পর পদ্মের বাহিরে একটি চতুর্দ্বার যুক্ত চতুরস্র আঁকিবে ।
এই প্রকারে মণ্ডল (পূজাযন্ত্র) আঁকিবে । ১৮

তাহার পর সামান্য পূজা পদ্ধতিতে উক্ত রীতি অনুসারে সেই পূজাযন্ত্রে পীঠপূজা
করিয়া পীঠশক্তির পূজা করিবেন । প্রদক্ষিণক্রমে যথা কেশরে—ওঁ জয়াট্যৈ নমঃ ।
এইরূপ অগ্নিকোণ কেশরে—ওঁ বিজয়াট্যৈ নমঃ । দঃ কেশরে—ওঁ অজিতাট্যৈ
নমঃ । নৈঃ কেশরে—ওঁ অপরাজিতাট্যৈ নমঃ । পঃ কেশরে—ওঁ নিত্যাট্যৈ নমঃ ।
বাঃ কেশরে—ওঁ বিলাসিট্যৈ নমঃ । উঃ কেশরে—ওঁ দোগ্ধ্র্যৈ নমঃ । ঈঃ কেশরে
—ওঁ অঘোরাট্যৈ নমঃ । মধ্যে—ওঁ মঙ্গলাট্যৈ নমঃ । তাহার উপরিভাগে—ওঁ হ্রীং
সর্বশক্তি-কমলাসনায় নমঃ । তাহার পর মূলমন্ত্রে মূর্ত্তির কল্পনা করিয়া পূর্ববৎ ধ্যান

১। ঋ—ভুবনেশীং । এবং ধাত্বা । ২। ঋ—বিধায় হ্রাৎ স্বদয়ায় নমঃ ইত্যাদিনা বড়বেন
পূজয়িত্বা । পঞ্চ পুষ্পাঞ্জলী নৃদ্বাবরণানি পূজয়েৎ । যথা কর্ণিকামধ্যে ।

যথা কর্ণিকামধ্যে—ওঁ হ্রস্বেখ্যায়ৈ নমঃ। পূর্বে—এঁ গগনায়ৈ নমঃ। দক্ষিণে—উং রক্তায়ৈ। উত্তরে—ইং করালিকায়ৈ। পশ্চিমে—অং মহোচ্ছ্রায়ৈ। ষট্‌কোণেষু পূর্বে—ওঁ গায়ত্র্যৈ নমঃ ওঁ ব্রহ্মণে নমঃ। এবং নৈঋতে—সাবিত্র্যৈ বিষ্ণবে। বায়ব্যে—সরস্বত্যা রুদ্রায়। বহ্নিকোণে—অগ্ন্যৈ ধনপত্যে। পশ্চিমে—রত্নায়ৈ স্মরায়। ঐশান্যাং—পুষ্ট্যৈ গণপত্যে। ষট্‌কোণস্তোত্রপার্শ্বয়োঃ—শঙ্খনিধয়ে, পদ্মনিধয়ে। ২০

কেশরেশ্মি-নির্ঝতি-বায়ুশান-কোণেষু মধ্যে চতুর্দিক্ চ হ্রীং হৃদয়ায় নম ইত্যাদিনা ষড়ঙ্গানি পূজয়েৎ। নিবন্ধে (২১)—

করিয়া আবাহনাদি করিয়া, পঞ্চপুষ্পাঞ্জলি দান পর্যন্ত কার্য সমূহ করিয়া আবরণ দেবতাগণের পূজা করিবেন। ১৯

বিবৃতি। ধ্যানের পর পাশ, অঙ্কুশ, অভয়, বর, পুষ্পক, জ্ঞান ও যোনিমূদ্রা দেখাইবেন। তার পর ওঁ ঐং হ্রীং শ্রীং পরামৃতরূপে ভগবতি। চন্দ্রমণ্ডলবাসিনি! চন্দ্রামৃতেন পুরয় দ্রব্যমিদং পবিত্রয় পুরয় শ্রীং হ্রীং ঐং স্বাহা—এই মন্ত্রে নিজেকে ও পূজার উপকরণ দ্রব্যগুলিকে প্রোক্ষণ করিবেন। ইহা রাখব ভট্ট পদার্থাদর্শে বলিয়াছেন। ১৯

সেই আবরণ দেবতার পূজা। যথা কর্ণিকামধ্যে—ওঁ ওং হ্রস্বেখ্যায়ৈ নমঃ। সেই কর্ণিকার পূর্বে—ওঁ এং গগনায়ৈ নমঃ। দক্ষিণে—ওঁ উং রক্তায়ৈ নমঃ। উত্তরে ওঁ ইং করালিকায়ৈ নমঃ। পশ্চিমে—ওঁ অং মহোচ্ছ্রায়ৈ নমঃ।

অনন্তর ষট্‌কোণের উর্ধ্বাঙ্গে ত্রিকোণ হইতে প্রদক্ষিণক্রমে মিতুনদেবতার পূজা কর্তব্য। যথা ইন্দ্রকোণে—ওঁ গায়ত্র্যৈ নমঃ, ওঁ ব্রহ্মণে নমঃ। এইরূপ নৈঋতকোণে—ওঁ সাবিত্র্যৈ নমঃ, ওঁ বিষ্ণবে নমঃ। বায়ুকোণে—ওঁ সরস্বত্যা নমঃ, ওঁ রুদ্রায় নমঃ। অগ্নিকোণে—ওঁ অগ্ন্যৈ নমঃ, ওঁ ধনপত্যে নমঃ। পশ্চিমে—ওঁ রত্নায়ৈ নমঃ, ওঁ স্মরায় নমঃ। ঐশানে—ওঁ পুষ্ট্যৈ নমঃ, ওঁ গণপত্যে নমঃ। ষট্‌কোণের উভয় পার্শ্বে—ওঁ শঙ্খনিধয়ে নমঃ, ওঁ পদ্মনিধয়ে নমঃ। ২০

অনন্তর ষড়ঙ্গদেবতা পূজা। অগ্নি, নৈঋত, বায়ু ও ঐশান কোণে, মধ্যে ও চারিদিকে হ্রীং হৃদয়ায় নমঃ ইত্যাদি প্রকারে ষড়ঙ্গের পূজা করিবেন। যথা কেশরের অন্তর্গত অগ্নিকোণে—ওঁ হ্রীং হৃদয়ায় নমঃ। ঐশকোণে—ওঁ হ্রীং শিরসে স্বাহা নমঃ। নৈঋতকোণে—ওঁ হ্রীং শিখায়ৈ বম্‌ট নমঃ। বায়ুকোণে—ওঁ হ্রীং কবচায় হং নমঃ। মধ্যে—ওঁ হ্রীং নেত্রজায়ৈ বৌম্‌ট নমঃ। কর্ণিকায় সম্মুখে—ওঁ হ্রঃ করতল-পৃষ্ঠাভ্যাং অস্ত্রায় বম্‌ট নমঃ। নিবন্ধে বলিয়াছেন (২১)—

কেশরেষ্মগ্নি-কোণাদৌ হৃদয়াদীনি^১ পূজয়েৎ ।

নেত্রমগ্রে দিশাস্ত্রং ধাতব্যাশ্চাক্ষদেবতাঃ ॥ ২২

দিশাস্ত্রমিতি চতুর্দিক্ পূজনে অস্ত্রমন্ত্রস্বাধুতিরিত্যর্থঃ । এবং সর্বত্র ।
ভৈরব্যাদৌ তু বিশেষো বক্তব্যঃ । ২৩

ততোহষ্টদলেষু পূর্বাদিতঃ অনঙ্গকুসুমায়ৈ নমঃ এবং অনঙ্গকুসুমাতুরায়ৈ^২
অনঙ্গমদনায়ৈ, অনঙ্গমদনাতুরায়ৈ, ভুবনপাশায়ৈ, গগনবেগায়ৈ, শশিরেখায়ৈ^৩
গগনরেখায়ৈ । পূর্বাদিষোড়শদলেষু করালৈ্য, বিকরালৈ্য, উমায়ৈ, সরস্বতৈ্য^৪,
শ্রিতৈ্য, দুর্গায়ৈ^৫, ভবায়ৈ, ললিতায়ৈ, শ্রুতৈ্য, স্বতৈ্য, ধৃতৈ্য, শ্রদ্ধায়ৈ, মেধায়ৈ,
মতৈ্য, কাষ্ট্যৈ, আর্য্যায়ৈ । ২৪

তদ্বহির্ভূগ্ৰহে পূর্বাদিতঃ অনঙ্গরূপায়ৈ, অনঙ্গমদনায়ৈ, অনঙ্গমদনাতুরায়ৈ,

কেশরের অগ্নিকোণাদিতে হৃদয়াদি অঙ্গদেবতার পূজা করিবেন । অগ্রে নেত্রের
ও দিক্ সমূহে অস্ত্রের পূজা করিবেন । অঙ্গদেবতাকে ধ্যান করিবেন । ২২

বিবৃতি । গ্রন্থকার মিথুনদেবতার পূজার পর ষড়ঙ্গদেবতার পূজা লিখিয়াছেন ।
কিন্তু শারদাতিলকে ষড়ঙ্গদেবতার পূজার পর মিথুনদেবতার পূজা লিখিয়াছেন ।
রাঘব ভট্ট কর্ণিকার অন্তর্গত অগ্ন্যাди কোণে এবং গ্রন্থকার কেশরের অগ্ন্যাদিকোণে
ষড়ঙ্গের পূজা করিতে বলিয়াছেন । সম্প্রদায় অনুসারে ইহা কর্তব্য । ২২

দিশাসু অস্ত্রমিতি । ইহার অর্থ—চতুর্দিকে পূজায় অস্ত্র মন্ত্রের আবৃত্তি হইবে ।
এইরূপ সর্বত্র জানিবেন । ভৈরব্যাদি বিষয়ে বিশেষ বক্তব্য আছে । ২৩

তাহার পর অষ্টদলে পূর্বাদিক্রমে—ওঁ অনঙ্গকুসুমায়ৈ নমঃ । এইরূপ ওঁ অনঙ্গ-
কুসুমাতুরায়ৈ, ওঁ অনঙ্গমদনায়ৈ, ওঁ অনঙ্গমদনাতুরায়ৈ, ওঁ ভুবনপাশায়ৈ, ওঁ
গগনবেগায়ৈ, ওঁ শশিরেখায়ৈ, ওঁ গগনরেখায়ৈ নমঃ মন্ত্রে অনঙ্গকুসুমাদির পূজা
করিবেন ।

পূর্বাদি ষোড়শদলে যথাক্রমে—ওঁ করালৈ্য নমঃ এইরূপ মন্ত্রে করালীকে, এইরূপ
বিকরালৈ্য, উমায়ৈ, সরস্বতৈ্য, শ্রিতৈ্য, দুর্গায়ৈ, ভবায়ৈ, ললিতায়ৈ, শ্রুতৈ্য, স্বতৈ্য, ধৃতৈ্য,
শ্রদ্ধায়ৈ, মেধায়ৈ, মতৈ্য, কাষ্ট্যৈ ও ওঁ আর্য্যায়ৈ নমঃ মন্ত্রে পূজা করিবেন । ২৪

ষোড়শদলের বহির্ভাগে ভূগ্ৰহে পূর্বাদিক্রমে ওঁ অনঙ্গরূপায়ৈ নমঃ, এইরূপ অনঙ্গ-

১। খ—কোণাদি হৃদয়াদীনি ।

২। খ—কুসুমাতুরায়ৈ অনঙ্গমদনাতুরায়ৈ ভুবনপাশায়ৈ ।

৩। খ+ক—শশিরেখায়ৈ ।

৪। খ—সরস্বতৈ্য শ্রিতৈ্য ।

৫। খ—দুর্গায়ৈ উমায়ৈ ।

ভুবনবেগায়ৈ, ভুবনপালিকায়ৈ, সর্বশিশিরায়ৈ, অনঙ্গবেদনায়ৈ; অনঙ্গ-
মেখলায়ৈ । ২৫

তদ্বিংশচতুরশ্চে পূর্বাদিতঃ ওঁ লং। ইন্দ্রায় দেবাধিপত্যে সাযুধায় সর্বাভিনায়
সপরিবারায় নমঃ । ওঁ রং। অগ্নয়ে তেজোহধিপত্যে সাযুধায়েত্যাদি, ওঁ যং।
যমায় প্রেতাধিপত্যে সাযুধায়েত্যাদি । ওঁ ঙ্গং। নিখতিয়ে রক্ষোহধিপত্যে সাযুধায়েত্যাদি । ওঁ বং। বরুণায় জলাধিপত্যে সাযুধায়েত্যাদি । ওঁ য়ং। বায়বে
প্রাণাধিপত্যে সাযুধায়েত্যাদি, সাং। সোমায় তারাধিপত্যে সাযুধায়েত্যাদি ।
ওঁ হং। ঈশানায় গণাধিপত্যে সাযুধায়েত্যাদি । ইন্দ্রেশানয়োর্মধ্যে ওঁ অং।
ব্রহ্মণে প্রজাধিপত্যে সাযুধায়েত্যাদি । নিখতি-বরুণয়োর্মধ্যে ওঁ হ্রীং
অনন্তায় নাগাধিপত্যে সাযুধায়েত্যাদি । ২৬

তথাচ— লোকপালা বহিঃ পূজ্যাঃ সমস্তাশ্চতুরশ্কে ।

মদনায়ৈ, মদনাতুরায়ৈ, ভুবনবেগায়ৈ, ভুবনপালিকায়ৈ, সর্বশিশিরায়ৈ, অনঙ্গবেদনায়ৈ,
ওঁ অনঙ্গমেখলায়ৈ নমঃ যন্তে পূজা করিবেন । ২৫

তাহার পর লোকপাল পূজা । ভৃগুহের বহির্ভাগে চতুরশ্চতুরশ্কে পূর্বাদিক্রমে ওঁ
লাং ইন্দ্রায় সুরাধিপত্যে বজ্রাযুধায় ঐরাবতবাহনায় সপরিবারায় সশক্তিকায়
ভুবনেশ্বরী-পারিষদায় নমঃ । অগ্নিকোণে—ওঁ রাং অগ্নয়ে তেজোহধিপত্যে শক্তাযুধায়
অজবাহনায় ইত্যাদি । দক্ষিণে—ওঁ যাং যমায় প্রেতাধিপত্যে দণ্ডাযুধায় মহিষ-
বাহনায় সপরিবারায় ইত্যাদি । নৈঋতে—ওঁ ঙ্গং রক্ষোহধিপত্যে অস্ত্রাযুধায় নরবাহ-
নায় সপরিবারায় ইত্যাদি । পশ্চিমে—ওঁ বাং বরুণায় জলাধিপত্যে পাশাযুধায়
মকরবাহনায় সপরিবারায় ইত্যাদি । বায়ুকোণে—ওঁ য়ং বায়বে প্রাণাধিপত্যে
অক্ষুশাযুধায় যুগবাহনায় সপরিবারায় ইত্যাদি । উত্তরে—ওঁ সাং সোমায় তারাধি-
পত্যে গদাযুধায় অশ্ববাহনায় সপরিবারায় ইত্যাদি । ঈশানে—ওঁ হাং ঈশানায়
গণাধিপত্যে শূলাযুধায় বৃষভবাহনায় সপরিবারায় ইত্যাদি । ইন্দ্র ও ঈশানের মধ্যে—
ওঁ আং ব্রহ্মণে প্রজাধিপত্যে চক্রাযুধায় রথবাহনায় ইত্যাদি । নিখতি ও বরুণের
মধ্যে—ওঁ হ্রীং অনন্তায় নাগাধিপত্যে পদ্মাযুধায় হংসবাহনায় ইত্যাদি । ২৬

তাহাই উক্ত হইয়াছে—দলের বহির্ভাগে চতুরশ্চতুরশ্কে চারিদিকে আটটি লোক-

১। ঙ্—প্রেতাধিপত্যে পূর্ববং । ২। ঙ্—রক্ষোহধিপত্যে পূর্ববং । ৩। ঙ্—জলাধিপত্যে
পূর্ববং । ৪। ঙ্—প্রাণাধিপত্যে পূর্ববং ।

পুরুহুতেশয়োর্মধ্যে রক্ষা-বরুণয়োস্তথা ।

ব্রহ্ম-বিষ্ণু, সদা পূজ্যৌ দিগীশার্চাং বিত্বর্বাধাঃ ॥ ২৭

ইন্দ্রাদি-লোকপালানাং যে মন্ত্রান্তে ঋবাদিকাঃ ।

স্বস্ববীজাঘিতাঃ সর্বে স-চতুর্থী-নমোহস্তকাঃ ॥ ২৮

ঋবঃ প্রণবঃ । স্ববীজমাহ মন্ত্রদর্শনে—

পৃথ্ব্যাগ্নি-পবনানস্তা বরুণানিলসেশ্বরৈঃ ।

অনন্ত-বিন্দুসংযুক্তৈরচ্যা পাশেন মায়ায়া ॥ ২৯

অস্তার্থঃ । পৃথ্বী লকারঃ, অগ্নীঃ রেফঃ, পবনো^১ যকারঃ, অনন্তঃ ঋকারঃ, বরুণো বকারঃ, অনিলো যকারঃ, সঃ সকারঃ, ঈশ্বরো হকারঃ, তৈঃ অনন্ত আকারঃ । পাশ অং বীজম্ । মায়া হ্রীংকারঃ । ৩০

তথা— অস্তে যজেন্ন্লোকপালান্ মূল-পারিষদাঘিতান্ ।

হেতি-জাত্যাধিপোপেতান্ দিগ্গু পূর্বাদিতো যজেন ॥ ৩১

পালকে পূজা করিবে । পুরুহুত (পূর্ব) ঈশ অর্থাৎ ইন্দ্র ও ঈশানের মধ্যে এবং রক্ষঃ ও বরুণের মধ্যে ব্রহ্মা ও বিষ্ণুর (অনন্তের) সর্বদা পূজা করিবে । পতিতগণ দিক্‌পতিগণের পূজাকে এইরূপ জানিবেন । ২৭

ইন্দ্রাদি লোকপালগণের যে মন্ত্র সমূহ, সেগুলি প্রণবাদি হইবে । স্ব স্ব বীজের দ্বারা যুক্ত হইবে, চতুর্থী বিভক্তি যুক্ত ও নমঃ অন্ত হইবে । ২৮

ঋব—প্রণব (ঐ) । মন্ত্র দর্শনে দিক্‌পালগণের বীজ বলিয়াছেন—অনন্ত (আ) ও বিন্দু (ং) সংযুক্ত পৃথিবী (ল), অগ্নি (র) পবন (যকার) অনন্ত (ঋ), বরুণ (ব), অনিল (য), স—সকার ও ঈশ্বর (হ) দ্বারা আটদিক্‌ পালের বীজ হয় । পাশ (অং) ও মায়া (হ্রীং) দ্বারা অনন্ত ও ব্রহ্মার বীজ হয় । ২৯

এই শ্লোকের অর্থ—পৃথ্বী লকার । অগ্নি—রেফ । পবন যকার অনন্ত—ঋকার । বরুণ—বকার । অনিল—যকার । স—সকার । ঈশ্বর—হকার, তাহাদের দ্বারা । অনন্ত—আকার । পাশ—অং । মায়া—হ্রীংকার । ৩০

তাহাই (শারদাতিলকে) বলিয়াছেন—সর্বশেষে বাহ্যে পূর্বাদি দিক্‌সমূহে ক্রমে ক্রমে বীজযুক্ত, বাহনযুক্ত, জাতিযুক্ত, অধিপতিযুক্ত, হেতি (অন্ত) যুক্ত ও মূল পারিষদযুক্ত ইন্দ্র, অগ্নি প্রভৃতি লোকপালগণকে পূজা করিবেন । ৩১

বিবৃতি । তন্ত্রসারকার ও এই গ্রন্থকার দিক্‌পাল পূজায় ব্রহ্মার পূজার পর অনন্তের

হেতিরন্তম্ । সবাহনায়েতি ক্রমদীপিকা । তদ্বহিঃ পূর্বাদিতো বজ্রায়,
শক্তয়ে, দণ্ডায়, খড়্গায়, পাশায়, অকুশায়, গদায়ে, শূলায়, পদ্মায়, চক্রায় । ৩২

ততো ধূপাদি-বিসর্জনান্তং কর্ম সমাপয়েৎ । অশ্ব পুরশ্চরণং দ্বাত্রিংশ-
লক্ষজপঃ । যথা—

প্রজপেন্ মন্ত্রবিন্ মন্ত্রং দ্বাত্রিংশলক্ষমানতঃ ।

ত্রিস্বাহুযুক্তৈর্জুহুয়াদষ্টদ্রব্যৈর্দশাংশতঃ ॥ ৩৩

পূজা বলিয়াছেন । ইহা পৌরাণিক ক্রম হইলেও তান্ত্রিক ক্রম নহে । তান্ত্রিক মতে
অনন্তের পূজার পর বজ্রার পূজা হইবে । মহাকপিল পঞ্চরাত্র, হয়শীর্ষ পঞ্চরাত্র,
প্রপঞ্চসার, শারদাতিলক প্রভৃতিতে এইরূপ উক্ত হইয়াছে । বঙ্গদেশে নিবন্ধ ও
পদ্ধতিকারগণ দিক্‌পালের পূজামন্ত্রে মাত্র জাত্যধিপতির উল্লেখ করেন । আম্রধ,
বাহন, পারিষদের নাম উল্লেখ করেন না । কিন্তু এগুলির নামোল্লেখ কর্তব্য মনে করি ।
অন্থথা শারদাতিলকে অন্তের নাম উল্লেখ ব্যর্থ হইয়া পড়ে । প্রপঞ্চসার তন্ত্রে বেদ ও
তন্ত্রের রক্ষক ভগবান্ শঙ্করাচার্য্য স্পষ্টভাবে বলিয়াছেন—অনন্ত-ব্রহ্ম-পর্য্যন্তঃ পঞ্চ-
মৌল্যাদিভির্মতা । চক্রপদ্মাস্তিকৈঃ যষ্টী বজ্রাদৈঃ । এজন্য আমি এখানে দিক্‌পালের
পূজামন্ত্রে অন্ত ও বাহনের নাম যুক্ত করিয়াছি । সাধকগণ বিজ্ঞ সদগুরুর উপদেশ
অনুসারে প্রয়োগ করিবেন । ৩১

হেতি—অন্ত । ক্রমদীপিকা বলিয়াছেন—সবাহনায় অর্থাৎ বাহনের সহিত ।
তাহার বাহিরে পূর্বাদিক্রমে ওঁ বজ্রায় নমঃ, শক্তয়ে, দণ্ডায়, খড়্গায়, পাশায়, অকু-
শায়, গদায়ে শূলায়, পদ্মায় ও চক্রায় নমঃ মন্ত্রে বজ্রাদি সমূহের পূজা করিবেন । ৩২

বিবৃতি । তন্ত্রসারকার ও এই গ্রন্থকার ওঁ বজ্রায় নমঃ ইত্যাদি মন্ত্রে বজ্রাদি অন্তের
পূজা করিতে বলিয়াছেন । প্রপঞ্চসার মতানুসরণে পদার্থাদর্শে ওঁ বজ্রলাক্ষিত-মৌলয়ে
সাম্বন্ধায় সবাহনায় সপরিবারায় সশক্তিকায় ভুবনেশ্বরী পারিসদায় নমঃ মন্ত্রে বজ্রাদি
অন্তের পূজা করিতে বলিয়াছেন । মনে রাখিতে হইবে—ইহা জড় অচেতন অন্তের
পূজা নহে । উহা অন্তের অধিপতি চেতন দেবতার পূজা । প্রপঞ্চসারতন্ত্রেও তাহাই
বলিয়াছেন । এস্থলে সদগুরুর উপদেশ গ্রহণীয় । ৩২

অনন্তর ধূপদান হইতে বিসর্জন পর্য্যন্ত কর্ম শেষ করিবেন । এই মন্ত্রের পুরশ্চরণে
৩২ লক্ষ মন্ত্র জপ । যেমন শারদাতিলকে বলিয়াছেন—

মন্ত্রজ সাধক পুরশ্চরণে ৩২ লক্ষ মন্ত্র জপ করিবেন । তাহার পর ত্রিমধুর (সম-
পরিমাণ চিনি, ঘৃত মধু) যুক্ত অষ্ট দ্রব্যের দ্বারা অপের দশাংশ হোম করিবেন । ৩৩

অষ্ট দ্রব্যানি যথা—অশ্বখোদুম্বর-প্লব-শ্যগ্রোধ-সমিধস্তিলাঃ ।

সিদ্ধার্থ-পায়সাজ্যানি দ্রব্যান্যষ্টৌ বিহবুধাঃ ॥ ৩৪

ত্রিস্বাদ্বিতি । ঘৃত-মধু-শর্করাত্মকমিতি । একাক্ষরীয়ং বিজ্ঞাহতিশপ্তেতি
বাগ্ভবদ্বয়-পুটিতেন শাপোদ্ধার ইত্যুক্তং প্রাকৃ । যথা (৩৫)—

ভুবনেশী মহাবিদ্যা দেবরাজেন বৈ পুরা ।

আরাধিতা মহাবিদ্যা বীর্যাহীনাহভবৎ তদা ।

একাক্ষরী বীর্যাহীনা বাগ্ভবেনোজ্জলীকৃতা ॥ ৩৬

ইতি । তথাচ—বাগ্‌বীজ-পুটিতা মায়া বিদ্যেয়ং ত্র্যক্ষরী মতা^১ । ৩৭

অশ্ব মন্ত্রশ্চ পূর্ববর্ণ্যাসঃ । বিশেষস্ত্ব ঐ^২ হ্রী^৩ ঐ^৪ অঙ্গুষ্ঠাভ্যাং নমঃ, ঐ^৫
হ্রী^৬ ঐ^৭ তর্জনীভ্যাং স্বাহা এবং ক্রমেণ করাজ্ঞ্যাসৌ । যথা নিবন্ধে—

মধ্যেন দীর্ঘ-যুক্তেন বাক্পুটেন প্রকল্পয়েদিতি ।

দীর্ঘ-যুক্তেন ষড়্‌দীর্ঘ-যুক্তেনেত্যর্থঃ । ধ্যানস্ত (৩৮)—

অষ্টদ্রব্যগুলি যেমন—অশ্বখ, মজ্জডুম্বর, পাকুড় ও বটের সমিধ, তিল, সিদ্ধার্থ
(শ্বতরাই), পায়স ও আজ্য—এই আট দ্রব্যকে পণ্ডিতগণ অষ্ট দ্রব্য জানেন । ৩৪

ত্রিস্বাদু—ঘৃত, মধু ও শর্করারূপ । এই একাক্ষরী ভুবনেশ্বরীর এই বিদ্যা অভিশপ্তা
হইয়াছিল । সেই জন্ম বাগ্ভব বীজদ্বয়ের দ্বারা পুটিত (ঐং হ্রীং ঐং) করিয়া শাপোদ্ধার
হইয়াছিল । ইহা পূর্বে বলিয়াছি । যেমন তত্ত্বে বলিয়াছেন (৩৫)—

পুরাকালে দেবরাজ ইন্দ্র কর্তৃক ভুবনেশী মহাবিদ্যা আরাধিতা হইয়াছিলেন ।
তখন মহাবিদ্যা বীর্যাহীনা (শক্তিহীনা) হইয়াছিলেন অর্থাৎ ফল প্রদান করেন নাই ।
এই একাক্ষরী মহাবিদ্যা বীর্যাহীনা হইয়াও বাগ্ভব বীজের দ্বারা উজ্জলীকৃতা অর্থাৎ
বীর্যবতী হইয়াছিলেন । ৩৬

শারদাতিলকে তাহাই বলিয়াছেন—এই মায়া বাগ্ভব বীজের দ্বারা পুটিতা হইয়া
ত্র্যক্ষরী বিদ্যা বলিয়া কথিত হয় । ৩৭

এই মন্ত্রের স্তম্ভগুলি পূর্ববৎ । কেবল করাজ্ঞ্যাসে বিশেষ আছে । যেমন—ও^১ ঐং
হ্রীং ঐং অঙ্গুষ্ঠাভ্যাং নমঃ, ও^২ ঐং হ্রীং ঐং তর্জনীভ্যাং স্বাহা, ও^৩ ঐং হ্রীং ঐং হৃদয়ায়
নমঃ, ও^৪ ঐং হ্রীং ঐং শিরসে স্বাহা ইত্যাদিরূপে ষড়্‌দীর্ঘের যুক্ত মধ্যবীজের (হ্রীং)
দ্বারা করজ্ঞ্যাস ও অঙ্গজ্ঞ্যাস হইবে । যেমন নিবন্ধে বলিয়াছেন—বাগ্‌বীজের দ্বারা

১। ও—শাপোদ্ধার ইতি বক্ষ্যতে । তথাচ বাগ্‌বীজপুটিতা । ২। ও—ত্র্যক্ষরী মতা ।
অস্যা বিশেষস্ত্ব ঐং হ্রীং ঐং ।

শ্যামাকীং শশি-শেখরাং নিজকরৈর্দানঞ্চ রক্তোংপলং

রত্নাঢ্যং চষকং পরং ভয়হরং সংবিভ্রতীং শাশ্বতীম্ ।

মুক্তাহার-লসৎ-পয়োধর-নতাং নেত্রত্রয়োম্বাসিনীং

বন্দেহহং সুরপূজিতাং হরবধুং রক্তারবিন্দ-স্থিতাম্ ॥ ৩৯ ইতি ১ ।

অষ্টপত্রেষু পূজায়াং বিশেষস্তু । অঁ ব্রাহ্মৈ নমঃ এবং ঙ্গে মাহেশ্বর্যৈ, উঁ কোমার্যৈ, ঋঁ বৈষ্ণব্যৈ ঙ্গে বারাহৈ, ঐঁ ইন্দ্রাণ্যৈ, ওঁ চামুণ্ডার্যৈ, অঃ মহালক্ষ্ম্যৈ । ৪০

পুনরষ্টদলেষু অঁ অসিতাক্ষায়, ইঁ রুববে, উঁ চণ্ডায়, ঋঁ-ক্রোধায়, ৯ঁ উন্নতায়, ঐঁ কপালিনে, ওঁ ভীষণায়, অং সংহারায় । যথা—অঁ অঁ অসিতাক্ষ-ব্রাহ্মীভ্যাং নমঃ ইত্যাদিনাহর্চয়েৎ । তথাচ নিবন্ধে—

পুটিত ষড়্ দীর্ঘযুক্ত মধ্যবীজের দ্বারা করাজশাস কল্পনা করিবেন । দীর্ঘযুক্ত কথার অর্থ—ষড়্ দীর্ঘ যুক্ত । সমস্ত শাসের পর মূলোক্ত ধ্যান করিবেন (৩৮)—

ধ্যানের অর্থ—শ্যামাকী, চন্দ্রশেখরা, দক্ষিণের অধোহস্তে দান (বর মুদ্রা), দক্ষিণের উর্ধ্বহস্তে রক্ত উৎপল, বামের উর্ধ্বহস্তে রত্নপূর্ণ উৎকৃষ্ট চষক ও বামের অধোহস্তে অভয়মুদ্রাধারিণী, সনাতনী, মুক্তাহারে উজ্জ্বল স্তনের ভারে নত্না, দেবপূজিতা, রক্তপদ্মে উপবিষ্টা, হরবধু ভুবনেশ্বরীকে আমি বন্দনা করি । ৩৯

এই ধ্যান হইতে পঞ্চপুষ্পাঞ্জলি দান পর্যান্ত সমস্ত কার্য্য পূর্বমন্ত্রোক্ত প্রকারে শেষ করিয়া মধ্যাদিক্রমে হস্তেখাদির, ষট্ কোণে মিতুনবর্গের, কেশর সমূহে অঙ্গপূজার পর অষ্টপত্রে ব্রাহ্মাদি মাতৃবর্গের ও অষ্ট ভৈরবের পূজা করিবেন । এই পূজায় বিশেষ হইতেছে । যথা—ওঁ অং ব্রাহ্মৈ নমঃ, এইরূপ ওঁ ঙ্গে মাহেশ্বর্যৈ নমঃ, ওঁ উং কোমার্যৈ নমঃ, ওঁ ঋং বৈষ্ণব্যৈ নমঃ, ওঁ ঙ্গে বারাহৈ নমঃ, ওঁ ঐং ইন্দ্রাণ্যৈ নমঃ, ওঁ ওং চামুণ্ডার্যৈ নমঃ, ওঁ অঃ মহালক্ষ্ম্যৈ নমঃ । ৪০

পুনরায় অষ্টপত্রে ভৈরবগণকে পূজা করিবেন । যথা—ওঁ অং অসিতাক্ষায় ভৈরবায় নমঃ । ওঁ ইং রুববে ভৈরবায় নমঃ । ওঁ উং চণ্ডায় ভৈরবায় নমঃ, ওঁ ঋং ক্রোধায় ভৈরবায় নমঃ, ওঁ ৯ং উন্নতায় ভৈরবায় নমঃ, ওঁ ঐং কপালিনে ভৈরবায় নমঃ, ওঁ ওঁ ভীষণায় ভৈরবায় নমঃ, ওঁ অং সংহারায় ভৈরবায় নমঃ । অথবা ওঁ অং অং অসিতাক্ষ-ব্রাহ্মীভ্যাং নমঃ ইত্যাদি প্রকার মন্ত্রে ব্রাহ্মী প্রভৃতির পূজা করিবেন ।

দীর্ঘাঢ়া মাতরঃ প্রোক্তা হ্রস্বাঢ়া ভৈরবাঃ স্মৃতাঃ । ইতি । ৪১

সর্বমন্ত্ৰদেকাকরীবৎ । পুরশ্চরণস্ত দশলক্ষজপঃ । যথা—

তত্ত্বলক্ষং জপেনমন্ত্ৰং জুহুয়াৎ তদ্বিশাংশতঃ ।

পলাশ-পুষ্পৈঃ স্বাদ্বৈকৈঃ পুষ্পৈর্বা রাজবৃক্ষজৈঃ ॥ ৪২

অত্র তত্ত্বলক্ষং দশলক্ষং, শক্তৈর্দশ তত্ত্বমিতি বচনাৎ ইতি সম্প্রদায়বিদঃ ।

চতুর্বিংশতি-লক্ষমিত্যপি কেচিৎ । রাজবৃক্ষঃ সোনালুরিতি খ্যাতঃ । ৪৩

তাহাই নিবন্ধে (শারদাতিলকে) বলিয়াছেন—ব্রাহ্মী প্রভৃতি মাতৃগণ দীর্ঘাঢ় কথিত হইয়াছেন এবং ভৈরবগণ হ্রস্বাঢ় উক্ত হইয়াছেন । ৪১

বিবৃতি । পদার্থাদর্শে রাঘব ভট্ট ব্রাহ্মী প্রভৃতির পূজা মন্ত্ৰ বলিয়াছেন—ওঁ অং অসিতাজ্জ ভৈরবাক্ষস্থায়ৈ আং কাং ব্রাহ্ম্যৈ নমঃ । তন্ত্ৰ সারে ও এই গ্রন্থে কিন্তু বিকল্প পক্ষে অং আং অসিতাজ্জ-ব্রাহ্ম্যৈভ্যাং নমঃ এই মন্ত্ৰ বলিয়াছেন, ব্রাহ্ম্যাদির বীজের ও উল্লেখ নাই । শারদাতিলকে বলিয়াছেন—দীর্ঘাঢ়া মাতরঃ প্রোক্তা হ্রস্বাঢ়াঃ ভৈরবাঃ স্মৃতাঃ । পুরাণে ও তন্ত্রে ব্রাহ্ম্যাদির বীজ পূর্বক পূজা উক্ত হইয়াছে । তত্রাস্তরে ব্রাহ্ম্যাদির বীজ এইরূপ উক্ত হইয়াছে—অষ্টৌ দীর্ঘা কাদরোহষ্টৌ সানভা বিন্দুমোগতঃ । ইল্ল আকাশ-সংযুক্তো বীজাঙ্কাসাং ক্রমাদ্ বিহঃ । ৪১

ইহার পর অণ্ড সমস্তই—ষোড়শপত্রে পূর্বোক্ত করালী প্রভৃতির পূজা, তাহার পর অনঙ্গরূপাদির পূজা, তাহার বাহিরে লোকপাল ও তাঁহাদের অস্ত্র পূজা একাকরী মন্ত্রবৎ জানিবেন । এই মন্ত্রের পুরশ্চরণ দশ লক্ষ মন্ত্রজপ । শারদাতিলক তন্ত্রে বলিয়াছেন—

তত্ত্ব লক্ষ মন্ত্ৰ জপ করিবেন । ত্রিমধুরের দ্বারা আপ্পদ পলাশ পুষ্পের দ্বারা অথবা রাজবৃক্ষের (সোনালু—সৌদালের) পুষ্পের দ্বারা জপের দশাংশ হোম করিবেন । ৪২

এস্থলে তত্ত্বলক্ষ হইতেছে দশলক্ষ, যেহেতু শক্তৈর্দশ তত্ত্বম্ এইরূপ বচন আছে ইহা সাম্প্রদায়িকগণ বলেন । ইহাও কেহ বলেন—তত্ত্ব হইল চতুর্বিংশতি লক্ষ । রাজবৃক্ষ—সোনালু নামে লোকে প্রসিদ্ধ । ৪৩

বিবৃতি । এই মন্ত্রের পুরশ্চরণে হোমসংখ্যা সম্বন্ধে মতভেদ দেখা যায় । রাঘব-ভট্ট তত্ত্বলক্ষের ব্যাখ্যায় বলিয়াছেন—চতুর্বিংশতি লক্ষ । তিনি বিকল্পমতের উল্লেখ করেন নাই । একটি বচনও আছে—জপেচ্ চতুর্বিংশতিলক্ষমেনং সূমন্ত্রিতো মন্ত্রবরৎ যথাবৎ । ইহা দ্বারা রাঘব ভট্টের মতই সমর্থিত হইতেছে । ৪৩

(মন্ত্রাস্তরম্)—বাগ্ভবং শঙ্কুবনিতা রমাবীজ-ত্রয়াত্মকম্ ।

মন্ত্রং সমুদ্বারেন্ মন্ত্রী ত্রিবর্গফল-সাধনম্ ।

শ্রাস-পূজাদিকং সর্বং পূর্ববচ্চ সমাচরেৎ ॥ ৪৪

করাস্ত্রাসৌ তু ঐ হ্রীং অষ্টাভ্যাং নমঃ, ঐ হ্রীং তর্জনীভ্যাং স্বাহেত্যাদি-
ক্রমেণ । যথা নিবন্ধে—

ষড়্ দীর্ঘভাজা মথোন বাগ্ভবাভোন কল্পয়েৎ ।

ষড়্জানি মনোরস্য জাতি-যুক্তেন দেশিকঃ ॥

জাতির্মমঃ স্বাহা বষড়াদিঃ^১ ধ্যানস্ত (৪৫)—

সিন্দুরারুণ-বিগ্রহাং ত্রিনয়নাং মানিক্য-মৌলি-সুরং-

তারা-নায়ক-শেখরাং স্মিতমুখীমাপীন-বক্ষোরুহাম্ ।

পানিভ্যাং মণিপূর্ণ রত্নচষকং রক্তোৎপলং বিভ্রতীং

সৌম্যাং রত্নঘটস্থ-সব্যচরণাং ধ্যায়েৎ পরামশ্বিকাম্^২ ॥ ৪৬

অত্র সব্যো বামঃ । অশ্রু শ্রাসাদিকং সর্বং পূর্ববৎ । পুরশ্চরণস্ত দ্বাদশ-
লক্ষ-জপঃ । যথা (৪৭)—

ভুবনেশ্বরীর মন্ত্রাস্তর । শারদাতিলক ভক্তে বলিয়াছেন—বাগ্ভব (ঐং)
শঙ্কুবনিতা (হ্রীং) রমাবীজ (শ্রীং)—মন্ত্রজ্ঞ সাধক ত্রিবর্গফল সাধন এই বীজত্রয়রূপ
মন্ত্র উদ্বার করিবেন । শ্রাসপূজাদি সমস্তই পূর্ববৎ অনুষ্ঠান করিবেন । ৪৪

করাস্ত্রাস কিন্তু ঐং হ্রীং অষ্টাভ্যাং নমঃ, ঐং হ্রীং তর্জনীভ্যাং স্বাহা
ইত্যাदि মন্ত্রে হইবে । যেমন নিবন্ধে বলিয়াছেন—

দেশিক বাগ্ভব বীজাদি নমঃ স্বাহা জাতিযুক্ত ষড়্ দীর্ঘ স্বর বিশিষ্ট মধ্যবীজ হ্রীং
হ্রীং প্রভৃতি দ্বারা এই মন্ত্রের ষড়্জশ্রাস করিবেন । জাতি হইতেছে—নমঃ, স্বাহা, বষট্,
বৌষট্, হং ও ষট্ । একাক্ষর মন্ত্রবৎ ধ্যান পর্য্যন্ত সমস্ত করিয়া ধ্যান করিবেন । ৪৫

ধ্যানের অর্থ—সিন্দূরের শ্রাস অরুণবর্ণ দেহধারিণী, ত্রিনয়না, মানিক্যচিহ্নিত
মুকুটের দ্বারা উজ্জ্বল চন্দ্ররূপ শিরোভূষণ-ধারিণী, স্মিতমুখী, পীনভ্রুতী, হস্তদ্বয়ের দ্বারা
মণিপূর্ণ চষক ও রক্তোৎপল ধারিণী, রত্নপূর্ণ ঘটে বামচরণ স্থাপন-কারিণী, রক্তপদ্মদ্বারা
সৌম্যা পরা অশ্বিকাকে ধ্যান করিবে । ৪৬

এই স্থলে সব্য হইতেছে বাম । এই মন্ত্রের শ্রাসাদি একাক্ষরী মন্ত্রবৎ জানিবেন ।
এই মন্ত্রের পুরশ্চরণে দ্বাদশ লক্ষ মন্ত্র । সেইরূপই শারদাতিলকে বলিয়াছেন (৪৭)—

রবিলক্ষং অপেন্দ্রম্ পায়সৈর্মধুরাঘ্রিতৈঃ ।

দশাংশং জুহুয়ান্নম্নী পীঠে প্রাগীরিতে যজ্ঞে ॥ ৪৮

(মন্ত্রান্তরম্)—অনন্তো বিন্দু সংযুক্তো মায়া-ব্রহ্মাগ্নি-তারবান্ ।

পাশাদি-ত্র্যক্ষরো মন্ত্রঃ সর্ববশ্য-ফলপ্রদঃ । ৪৯

অনন্তঃ আকারঃ । ব্রহ্মা ককারঃ, অগ্নী রেফঃ । তারঃ সানুস্বার ওকারঃ^১
পাশাদিরিতি স্বরূপকথনম্ । তথা চ—অঁ হীঁ ক্রোঁ ইতি মন্ত্রঃ । ৫০

অস্ত্য করাজ্ঞাসৌ তু কেবল-মায়া-বীজেনৈব । তেন হ্রঁ অঙ্কুষ্ঠাভ্যাং নমঃ,
হ্রীঁ তর্জনীভ্যাং স্বাহেত্যাदि-প্রয়োগঃ । তথা চ নিবন্ধে—

ঋগ্‌যজুঃ পূর্বমুক্তাঃ স্যাবীজেনাক্ষ-ক্রিয়া মতেতি । ৫১

ধ্যানস্ত—বরাহুশো পাশমভীতি-মুদ্রাং করৈর্বহস্তীং কমলাসনস্থাম্ ।

বালার্ককোটি-প্রতিমাং ত্রিনেত্রাং ভজেহহমাচ্চাং ভুবনেশ্বরীং তাম্ ॥ ৫২

পুরস্চরণে এই মন্ত্র বার লক্ষ জপ করিবেন । মধুরাধ্বত পায়সের দ্বারা অপেন্দ্র
দশাংশ হোম করিবেন । মন্ত্রজ্ঞ সাধক ভুবনেশ্বরীর প্রকরণে কথিত পীঠে এই
ভুবনেশ্বরীর পূজা করিবেন । ৪৮

ভুবনেশ্বরের মন্ত্রান্তর । বিন্দুসংযুক্ত অনন্ত (আং) মায়া (হ্রীং) ও ব্রহ্ম (ক্) অগ্নি
(র্) ও তার (ওঁ) যুক্ত হইলে (ক্রোং) সর্ববশ্যফলপ্রদ ভুবনেশ্বরীর এই আং হ্রীং
ক্রোং ত্র্যক্ষর মন্ত্র হয় । ৪৯

অনন্ত—আকার । ব্রহ্মা—ককার । অগ্নি—রেফ । তার—অনুস্বার যুক্ত ও-কার ।
পাশাদি এই কথা দ্বারা মন্ত্রের স্বরূপ কথিত হইয়াছে । তাহা হইলে আং হ্রীং ক্রোং
এই মন্ত্র হয় । ৫০

এই মন্ত্রের ঋগ্‌যজুঃ পূর্ববৎ । এই মন্ত্রের বীজ ও শক্তি পূর্ববৎ । করাজ্ঞাস
কিন্তু কেবল মায়াবীজের দ্বারাই কর্তব্য । তাহাতে ওঁ হ্রাং অঙ্কুষ্ঠাভ্যাং নমঃ, ওঁ
হ্রীং তর্জনীভ্যাং স্বাহা—ইত্যাদি প্রকারে করাজ্ঞাসের প্রয়োগ হইবে । শারদাতিলক
নিবন্ধে তাহাই বলিয়াছেন—এই মন্ত্রের ঋগ্‌যজুঃ পূর্বে উক্ত হইয়াছে । বীজের দ্বারা
করাজ্ঞাস উক্ত হইয়াছে । ৫১

এই মন্ত্রের ধ্যান কিন্তু বরাহুশো ইত্যাদি । তাহার অর্থ—পূর্ববৎ হস্তসমূহের দ্বারা
বর, অঙ্কুশ, পাশ ও অভয়মুদ্রা-ধারণী, রক্তপদ্মে আসীনা, কোটি বালসূর্য্যের
স্তায় দীপ্তিমতী ত্রিনেত্রা সেই আদ্যা ভুবনেশ্বরীকে আমি ভজনা করি । ৫২

দক্ষিণেহধো বরং উর্দ্ধেহকুশং বামে উর্দ্ধে পাশং অধোহতয়ং দধতীমিত্যর্থঃ ।
অস্তাঃ পূজাদিকমেকাক্ষরীবৎ । অষ্টদলেষু ব্রাহ্মাদিযুগলং পূর্ববৎ পূজয়েৎ ।
কিন্তু ষোড়শদলে পূজয়াহুতুত্বাদত্র ষোড়শদলাভাবঃ যথা নিবন্ধে—

অজানি কেশরেষচ্যাঃ পত্রস্থা মাতরঃ ক্রমাদিতি ॥ ৫৩

অস্তাপি পুরশ্চরণং দশলক্ষজপঃ । হোমশ্চ অশ্বখোড়ুস্বর-অগ্নৌধ-প্রক্ষাত্য
তমশ্চ সমিদ্ভির্দধি-মধু-ঘৃতাত্তাভিঃ দশসহস্র-সংখ্যান্তিলৈর্হুঁকাত্তৈশ্চ দশ
সহস্রসংখ্যঃ । যথা (৫৪)—

হবিষ্য-ভুক্ জপেন্নম্নং তত্ত্বলক্ষং জিতেন্দ্রিয়ঃ ।

তৎ-সহস্রং জুহুয়াচ্চ জপান্তে মন্ত্র-বিত্তমঃ ॥ ৫৫

দধি-ক্ষৌদ্র-ঘৃতাত্তাভিঃ সমিদ্ভিঃ ক্ষীর-ভুরুহাম্ ।

তৎসংখ্যয়া তিলৈঃ শুক্লৈঃ পয়োহতৈর্জুহুয়াৎ ততঃ ॥ ৫৬

দক্ষিণের অধোহস্তে বর, উর্ধ্বহস্তে অকুশ, বামের উর্ধ্বহস্তে পাশ, অধোহস্তে
অভয়মুদ্রাধারিণী—এই অর্থ । এই মন্ত্রের পূজাদি একাক্ষরী মন্ত্রের ন্যায় কর্তব্য ।
অষ্টদলে ব্রাহ্মাদি যুগলকে অর্থাৎ ব্রাহ্মাদি শক্তি ও অসিতাক্ষাদি ভৈরবকে পূর্ববৎ
পূজা করিবেন । কিন্তু ষোড়শদলে পূজা উক্ত না হওয়ায় এখানে ষোড়শদল নাই ।
যেমন নিবন্ধে বলিয়াছেন—কেশর সমূহে অঙ্গদেবতাগণকে পূজা করিবেন ।
পত্রস্থিতা মাতৃগণকে যথাক্রমে পত্রেই পূজা করিবেন । ৫৩

এই মন্ত্রের পুরশ্চরণে দশলক্ষ জপ । হোম কিন্তু দধি, মধু ও ঘৃত দ্বারা আপ্নত
অশ্বখ, উড়ুস্বর, অগ্নৌধ ও প্রক্ষ—ইহাদের অন্ততম সমিধ্ দ্বারা সহস্র সংখ্যক হোম
হইবে । পরে হুঁকাত্ত তিলের দ্বারা দশ সহস্র সংখ্যক হোম করিবেন । যেমন
শারদাতিলকে বলিয়াছেন (৫৬)—

জিতেন্দ্রিয় হইয়া হবিষ্য ভোজন করিয়া তত্ত্ব লক্ষ মন্ত্র জপ করিবেন । মন্ত্রবিৎ শ্রেষ্ঠ
পূজক জপের অন্তে তত্ত্ব সহস্র হোম করিবেন । ৫৪

দধি, মধু ও মধুর দ্বারা আপ্নত ক্ষীর বৃক্ষের (অশ্বখ, উড়ুস্বর, প্রক্ষ ও বটের
প্রত্যেকের সমিধ্ দ্বারা তত্ত্ব সংখ্যায় হোম করিবেন । পরে হুঁকাত্ত শুক্ল তিলের দ্বারা
তত্ত্ব সংখ্যায় হোম করিবে । ৫৬

বিবৃতি । তত্ত্বপারে ও আগমতত্ত্ববিলাসে তত্ত্ব শব্দটি দশ সংখ্যার বোধক বলিয়া
উক্ত হইয়াছে । কিন্তু উহা শারদাতিলক ও প্রপঞ্চসার তত্ত্ব বিরুদ্ধ । আচার্য্য শঙ্কর
প্রপঞ্চসারে স্পষ্ট বলিয়াছেন—জপেচ্, চতুর্বিংশতিলক্ষমেনং সুবক্তিতো মন্ত্রবরং যথা-

অত্র তদ্বশমো দশবাচকঃ । পূর্বোক্তযুক্ত্যে । ইতি কুবসেন্দরী-প্রকরণম্ ।

অন্নপূর্ণা

নায়া-স্বপ্ন-ভগবত্যাংক্তে মাহেশ্বরী-পদং ততঃ ।

অন্নপূর্ণে ঠ যুগলং মনুঃ সপ্তদশাক্ষরঃ ॥ ১

অন্তার্থঃ । আদৌ নায়া বীজম্ । ততো জং নমঃ পদম্ । ভগবতি স্বরূপম্ ।
মাহেশ্বরী স্বরূপম্ । অন্নপূর্ণে স্বরূপম্ । ঠ যুগলং বাহা । কল্পে চ (১)—

প্রণবাক্ষ্য যদা দেবি ! তদা সপ্তদশাক্ষরী ।

অন্নদা মোক্ষদা ঠৈব সবা বিভব-বর্দ্ধিনী ॥ ৩

মায়াভা চ যদা দেবি ! তদা সা সকলেষ্টদা ।

শ্রীবীজাভা যদা দেবি ! তদা সূখ-বিবর্দ্ধিনী ॥ ৪

বাগ্বীজাভা যদা দেবি ! বাগীশ্বর-প্রদায়িনী ।

কামাভা চ যদা দেবি ! সর্বকাম-প্রদায়িনী ॥ ৫

বং । হোমস্থলে বলিগ্ৰাহেন—পরোক্তানাংক সন্ধিঃ সত্ৱ-মহীকঃ দ্বিধিকৈঃ দ্ব্যভা-
সিকম্ । দ্ব্যভাঃ প্রপঞ্চসারাদির মতে তদ্বৎক চ দুর্বিপত্তি সংখ্যার বোধক । সাধক
যুক্তায়ুক্ত বিচার করিয়া সমস্তের উপদেশানুসারে এই মন্ত্রাং গ্রহণ করিবেন । ৫৬

এহলে পূর্বোক্ত যুক্তি অনুসারে তদ্বৎক কালের দঠক তদ্বৎকটি দশ সংখ্যার
বাচক । কুবসেন্দরীর প্রকরণ সমাপ্ত ৫৬

অনন্তর অন্নপূর্ণার মন্ত্র । প্রথমে নায়া (হ্রীং), পরে জং (নমঃ ও ভগবতি ।
তাহার অন্তে মাহেশ্বরী ! পদ, অন্নপূর্ণে ও ঠ যুগল (বাহা)—এইটি অন্নপূর্ণার সপ্ত-
দশাক্ষর মন্ত্র । ১

এই স্লোকের অর্থ—প্রথমে নায়াবীজ, তাহার পর জং—নমঃ পদ । ভগবতি এই
স্বরূপ অর্থাৎ এই শব্দ, মাহেশ্বরী এই শব্দ, অন্নপূর্ণে এই শব্দ, পরে ঠ যুগল—বাহা ।
অন্নপূর্ণাকল্পেও বলিগ্ৰাহেন (২)—

হে দেবি । যখন এই বিদ্যা প্রণবাদি হয়, তখন তাহা সপ্তদশাক্ষরী হয় । তখন
ঐহা অন্নদাত্তী, মোক্ষদাত্তী ও সর্বদা বিভববর্দ্ধিনী হইয়া থাকেন । ৩

হে দেবি । এই বিদ্যা যখন মায়াবীজাদি হন, তখন সমস্ত ইষ্টকালের দাত্তী হইয়া
থাকেন । হে দেবি । যখন এই বিদ্যা শ্রীবীজাদি হন, তখন সূখবর্দ্ধন করেন । ৪

হে দেবি । এই বিদ্যা যখন বাগ্বীজাদি হন, তখন ইনি বাগীশ্বর্য্য প্রদান করেন ।

হে দেবি । এই বিদ্যা যখন কামবীজাদি হন, তখন ইনি সমস্ত কামের প্রদাত্তী হন । ৫

তার-মায়াদিকা বিদ্যা ভোগমোক্ষক-দায়িনী ।

মায়া-শ্রী-যুগ্ম-বীজাচ্ছা সদা বিভব-বন্ধিনী ।

শ্রী-মায়া-যুগ্ম-বীজাচ্ছা সদা সম্পত্তি-পূরণী ॥ ৬

এবঞ্চাস্তা মায়াৱহিতৈব প্রকৃতিঃ । তথাচ তদ্বাস্তুরে—

বি-মায়া প্রণবাত্মৈষা ভবেৎ সপ্তদশাক্ষরী ॥ ৭ ইতি ।

অতএব মায়া প্রকৃতি-মন্ত্র-ষট্ঠিকৈব, এতাদৃশ্যা এব চ বিদ্যয়া আদৌ প্রণবাদি-যোগ ইতি কিং ন স্ত্যাদিতি নিরস্তম্, “প্রণবাচ্ছা যদা দেবি! তদা^১ সপ্তদশাক্ষরী”ত্যস্ত বিরোধোচ্চ, মায়া-ষটিত-মন্ত্রস্ত তার-মায়াদি-বীজদ্বয়-পূর্ব-কর্তে উনবিংশত্যাক্ষরত্বাপত্তেঃ সম্প্রদায়বিরোধশ্চ । তথা চ মায়াশূন্যতম-যোগ আবশ্যকঃ । তেনেয়ং^২ বিদ্যা মায়াদিরেকা, মায়াং বিনা প্রণবাদিঃ শ্রীবীজাদি-বাগ্ভবাদিঃ কামাদিশ্চেতি পঞ্চধা সপ্তদশাক্ষরী বিদ্যা, কল্পে^৩ কবচে তথা প্রতিপাদনাৎ । তার-মায়া-যুগ্মাচ্ছা মায়া-শ্রী-যুগ্মাচ্ছা শ্রীমায়া-যুগ্মাচ্ছা চেতি

এই বিদ্যা তার (ও) ও মায়াবীজাদি হইলে ভোগ ও মোক্ষের একটি প্রদান করেন । মায়া ও শ্রী—এই উভয় বীজ আদিতে হইলে সর্বদা বিভব বর্দ্ধন করেন । শ্রী ও মায়া—এই উভয় বীজ আদিতে হইলে সর্বদা সম্পত্তি পূরণ করেন । ৬

এই হইলে মায়াৱহিত বিদ্যাই এই বিদ্যার প্রকৃতি হইবে । তদ্বাস্তুরে তাহাই বলিয়াছেন—এই বিদ্যা বি-মায়া বিগতমায়া অর্থাৎ মায়াৱহিত হইয়া প্রণবাদি হইলে সপ্তদশাক্ষরী বিদ্যা হইবে । ৭

অতএব—মায়া প্রকৃতি মন্ত্রের ষটকই । এতাদৃশ মায়াষটিত প্রকৃতি বিদ্যারই আদিতে প্রণবাদির যোগই বা কেন হইবে না—এই সন্দেহও নিরস্ত হইল । যেহেতু “প্রণবাচ্ছা যদা দেবি! তদা সপ্তদশাক্ষরী” এই বচনের সহিত বিরোধ হয় এবং মায়া ষটিত মন্ত্র তার ও মায়াদি বীজপূর্ব হইলে অর্থাৎ ‘হ্রীং নমো ভগবতি’ ইত্যাদি বিদ্যার আদিতে তার ও মায়া বা মায়া ও শ্রী বা শ্রী ও মায়া যুক্ত হইলে এই বিদ্যা উনবিংশত্যাক্ষরী হইয়া পড়িবে । তাহাতে সম্প্রদায় বিরোধ হইবে । তাহা হইলে মায়াদির অশূন্যতম যোগ আবশ্যক । তাহা হইলে এই বিদ্যা মায়াদি হইলে একটি বিদ্যা হয় । মায়া ব্যতীত প্রণবাদি, শ্রীবীজাদি, বাগ্ভব বীজাদি, কামবীজাদি হয় । তাহাতে সপ্তদশাক্ষরী বিদ্যা পাঁচ প্রকার হয় । কল্পে ও অন্নপূর্ণার কবচে তাহাই প্রতিপাদিত হইরাছে । তার ও মায়া—এই উভয় বীজাদি, মায়া ও শ্রী—এই উভয়

১। য—তদা সপ্তদশাক্ষরী । ২। য—এতেম ইয়ং বিদ্যা মায়াদি । ৩। ক—বিদ্যাকল্পে ।

ত্রিবিধাষ্টাদশাকরী^১ বাগ্ভব-মায়্যা-বুদ্ধ্যাত্মা কাম-মায়্যা-বুদ্ধ্যাত্মাষ্টাদশাকরীতি
কবচোক্তা । অমাদৌ বর্ণ-সন্দেহঃ প্রাগেব নিরাকৃতঃ । ৮

অথৈষাং মন্ত্রাণাং পূজা^২ চ—প্রাতঃকৃত্যাদি-পীঠস্থানান্তং কৰ্ম বিধায় হ্রং-
পদ্যন্ত্য কেশরেষু মধ্যে চ ভুবনেশ্বরী-পীঠমন্ত্রস্তাঃ পীঠশক্তীবিম্বস্ত্য ঋত্মাদি-
শাসং কুৰ্য্যাৎ । যথা শিরসি—ওঁ ব্রহ্মণে ঋষয়ে নমঃ, মুখে—ওঁ পঙ্ক্তি-
ছন্দসে নমঃ, হৃদি—অন্নপূর্ণায়ৈ দেবতায়ৈ নমঃ । ৯

বীজাদি, শ্রী ও মায়্যা—এই উভয় বীজাদি—এই প্রকারে তিন প্রকার অষ্টাদশাকরী
বিদ্যা এবং বাগ্ভব ও মায়্যা—এই উভয় বীজাদি, কাম ও মায়্যা—এই উভয় বীজাদি
এই অষ্টাদশাকরী বিদ্যা কবচে উক্ত হইয়াছে । চক্র বিচারোপযোগী সন্দিক্ত বর্ণ
নির্ণয় প্রসঙ্গে অমাদিশব্দের বর্ণ সন্দেহ পূর্বেই নিরস্ত হইয়াছে । ৮

বিবৃতি । এই অন্নপূর্ণার প্রণবযোগে (১) ওঁ নমো ভগবতি । মাহেশ্বরি ! অন্নপূর্ণে
স্বাহা । হ্রীং যোগে (২) হ্রীং নমো ভগবতি । মাহেশ্বরি । অন্নপূর্ণে স্বাহা । শ্রীং
যোগে (৩) শ্রীং নমো ভগবতি ইত্যাদি । ঐং যোগে (৪) ঐং নমো ভগবতি ।
ক্লীং যোগে (৫) ক্লীং নমো ভগবতি ইত্যাদি । তার ও মায়্যা যোগে (৬) ওঁ হ্রীং
নমো ভগবতি ইত্যাদি । মায়্যা ও শ্রী যোগে (৭) হ্রীং শ্রীং নমো ভগবতি । ইত্যাদি ।
শ্রী ও মায়্যা যোগে (৮) শ্রীং হ্রীং নমো ভগবতি ইত্যাদি । বিভিন্ন ফল সিদ্ধির
জন্তু বিভিন্ন মন্ত্র কথিত হইয়াছে । ৮

এই মন্ত্রসমূহের পূজাপদ্ধতি । প্রাতঃকৃত্য হইতে পীঠস্থান পর্য্যন্ত সমস্ত কার্য
করিয়া, হ্রংপদ্যের পূর্বাদি কেশর সমূহে ও মধ্যে ভুবনেশ্বরীর পীঠশক্তি ও পীঠমন্ত্র শাস
করিবেন । যথা—ওঁ জয়্যায়ৈ নমঃ, ওঁ বিজয়্যায়ৈ নমঃ, ওঁ অজিতায়ৈ নমঃ, ওঁ
অপরাজিতায়ৈ নমঃ, ওঁ নিত্যায়ৈ নমঃ, ওঁ বিলাসিন্যৈ নমঃ । ওঁ দোগ্ধ্র্যৈ নমঃ, ওঁ
অধোরায়াৈ নমঃ, ওঁ মঙ্গলায়াৈ নমঃ । কর্ণিকায়—ওঁ হ্রীং সর্বশক্তি-কমলাসনার্য নমঃ ।
এইরূপে পীঠশক্তির শাস করিয়া ঋত্মাদি শাস করিবেন । যথা—অম্ম শ্রীঅন্নপূর্ণা-
মন্ত্রস্ত্য ব্রহ্মা ঋষিঃ পঙ্ক্তিছন্দঃ অন্নপূর্ণা দেবতা হ্রীং বীজং স্বাহা শক্তিঃ অন্নপ্রদানে
বিনিয়োগঃ । মন্ত্রকে—ওঁ ব্রহ্মণে ঋষয়ে নমঃ । মুখে—ওঁ পঙ্ক্তিছন্দসে নমঃ ।
হৃদয়ে—ওঁ অন্নপূর্ণায়ৈ দেবতায়ৈ নমঃ । গুহ্যে—ওঁ হ্রীং বীজায় নমঃ । পাদদ্বয়ে—ওঁ
স্বাহা শক্তয়ে নমঃ । ৯

১। ঋ—অষ্টাদশাকরী । বিশেষতঃ বদ্বীজমাদৌ তে নৈবাক্ষ্যাসাদি । যথা কল্পে বদ্বীজাক্ষ্য ভবেৎ
বিদ্যা তদ্বীজেনাদকল্পনা । অমাদৌ বর্ণসন্দেহস্ত । ২। ক—মন্ত্রাঃ । পূজা চ । ঋ—অধ্যায়ঃ পূজা ।

কলে— এতেষাং মন্ত্ররাশীনাং ঋষিঃ স্কাভিধীয়তে ।

পঙক্তিচ্ছন্দঃ সমাখ্যাতং দেবতা চান্নপূর্ণিকা ॥ ১০

ততোহবিকৃতেনাত্তবীজে নৈব^১ করাজ্ঞাসো কুর্যাৎ । হ্রীং অনুষ্ঠাত্যাং নমঃ,
হ্রীং তর্জনীভ্যাং স্বাহা ইত্যাদিনা^২ । যথা নিবন্ধে (১১)—

অঙ্গানি মায়য়া কুর্যাৎ ততো দেবীং বিচিস্তয়েৎ ।

কলে চ— যদ্ বীজাত্তা তবেদ্ বিজ্ঞা তদ্ বীজেনাজ-কল্পনা ।

ততো ধ্যানং—রক্তাং বিচিত্রবসনাং নবচন্দ্রচূড়ামন্নপ্রদাননিরতাং স্তনভার-নম্রাম্ ।
নৃত্যাস্তমিন্দু-শকলাভরণং বিলোক্য হৃষ্টাং ভজে ভগবতীং ভবহঃখহন্ত্রীম্ ॥ ১২

এবঞ্চ বামহস্তে সুবর্ণময়মন্নপূর্ণপাত্রং কৃৎ দক্ষিণহস্তেন রত্নময়-হস্তয়া অন্নং
ক্ষিপন্তীত্যর্থঃ^৩ । ১৩

কলে উক্ত হইরাছে—এই মন্ত্রসমূহের ত্রাক্ষা ঋষি কথিত হইরাছেন । পঙক্তি
ছন্দঃ ও দেবতা অন্নপূর্ণা কথিত হইরাছেন । ১০

তাহার পর অবিকৃত আদ্য হ্রীং বীজের দ্বারা করাজ্ঞাস করিবেন । যথা—
ও^১ হ্রীং অনুষ্ঠাত্যাং নমঃ, হ্রীং তর্জনীভ্যাং স্বাহা ইত্যাদি । এইরূপ ও^২ হ্রীং হৃদম্নাজ
নমঃ, ও^৩ হ্রীং শিরসে স্বাহা ইত্যাদি । যেমন নিবন্ধে বলিয়াছেন—মায়াবীজের দ্বারা
অজ্ঞাস করিবে । তাহার পর দেবীকে ধ্যান করিবে । কলে বলিয়াছেন—যদ্
বীজাত্তা তবেদ্ বিজ্ঞা তদ্ বীজেনাজ-কল্পনা । এই বিজ্ঞা যে বীজাদি হইবে, সেই
বীজের দ্বারা অজ্ঞাস করিবে । ১১

বিবৃতি । রাঘবভট্ট পদার্থাদর্শে ঋষাদি ত্রাসে অনুষ্ঠাপ্ ছন্দঃ বলিয়াছেন । কিন্তু
ভক্তসারে ও এই গ্রন্থে প্রমাণ সহকারে পঙক্তি ছন্দঃ এবং অবিকৃত হ্রীং বীজের দ্বারা
করাজ্ঞাস উক্ত হইরাছে । কিন্তু এই বিষয়ে কোন প্রমাণ প্রদর্শিত হয় নাই ।
রাঘবভট্ট কিন্তু ষড়্-দীর্ঘ যুক্ত মায়্যা দ্বারা অজ্ঞাস করিতে বলিয়াছেন । অন্নপূর্ণার মন্ত্র
গুলি যখন যে বীজাদি হইবে, তখন সেই বীজের দ্বারা করাজ্ঞাস করিতে হইবে । ১১

তাহারপর ব্যাপক জ্ঞাস করিয়া ধ্যান করিবেন । সেই ধ্যানের অর্থ—রক্তবর্ণা, বিচিত্র
বসনা, নবচন্দ্র যুক্ত মুকুটধারিণী, অন্নপ্রদানে নিরতা, স্তনভারে নম্রা, চন্দ্রখণ্ডাভরণ
শিবকে নৃত্য করিতে দেখিয়া হৃষ্টা ভবহঃখহারিণী ভগবতী অন্নপূর্ণাকে ভজনা করি । ১২

এইরূপ ধ্যান হইলে বামহস্তে সুবর্ণময় অন্নপরিপূর্ণ পাত্র ধারণ করিয়া রত্নময়
দক্ষিণ হস্তের দ্বারা অন্ন বিতরণ করিতেছেন—এই অর্থ হয় । ১৩

১। য—ততচ্চ অবিকৃতেন মায়াবীজেন । ২। ক—ইত্যাদিনেত্যাদ্যজ্ঞকল্পনেত্যাদ্যপাঠো নাস্তি ।
৩। য—ইত্যর্থ ইত্যমন্ত্রং এতেনৈব। বিজ্ঞেতি ।

ইতি দ্বাভ্যামানসৈঃ সংপূজ্য সামান্যপূজা-পদ্ধত্যাভ্যুত্থানপন-পীঠ-পূজে বিধায় ভুবনেশ্বরী-মন্ত্রোক্ত-জয়াদিপীঠমন্ত্রাং পূজাং বিধায় পুনর্দ্বাভ্য-বাহনাদি-পঞ্চপুষ্পাঞ্জলিদান-পর্য্যন্তং বিধায়াবরণপূজামারভেৎ । যথা অগ্ন্যাदि-কোণ-কেশবেষু মধ্যে দিক্শু চ হ্রীং হৃদয়ায় নম ইত্যাদিনা চ যড়ঙ্গেন সংপূজ্যষ্টদলেষু^১ পূর্বাদিক্রমেণ ওঁ ত্র্যম্বক্য নমঃ এবং মাহেশ্বর্য্যে, কৌমার্য্যে, বৈষ্ণব্যে, বারাহ্যে, ইন্দ্রাণ্যে, চামুণ্ডায়ৈ, মহালক্ষ্ম্যৈ^২ পূজয়েৎ । তত্রৈব—

দলেষু পূজয়েদেভাঃ ত্র্যম্বক্যাঃ ক্রমতঃ সুধীঃ ॥ ১৪ ইতি ।

তত ইন্দ্রাদীন্ বজ্রাদীংশ্চ সংপূজ্য ধূপাদি-বিসর্জনাশ্চ কৰ্ম সমাপয়েৎ ।
অস্ত্য পুরশ্চরণং ষোড়শসহস্র-জপঃ । তথা চ—

যথাবিধি জপেন্নম্ন্রং বসুযুগ্ম-সহস্রকম্ ।

সাজ্যেনান্নেন জুহুয়াৎ তদশাংশমনস্তুরম্ ॥ ১৫

অথ মন্ত্রান্তরম্—মায়া পদ্মাবতি ! স্বাহা সপ্তার্ণোহয়ং মনুঃ স্মৃতঃ ।

ত্য়াস-পূজাদিকং সৰ্বং পূর্ববৎ সমুপাচরেৎ ॥ ১৬

এই প্রকারে ধ্যান করিয়া, মানস উপচারে পূজা করিয়া, সামান্য পূজা পদ্ধতিতে উক্ত প্রকারে বিশেষার্থ্য স্থাপন করিয়া, পীঠপূজা করিয়া ভুবনেশ্বরী মন্ত্রোক্ত জয়াদি পীঠমন্ত্র পর্য্যন্ত পীঠ পূজা করিয়া, পুনরায় ধ্যান ও আবাহনাদি করিয়া, পঞ্চপুষ্পাঞ্জলি দান পর্য্যন্ত সমস্ত কার্য্য করিয়া আবরণ পূজা করিবেন । যথা অগ্ন্যাदि কোণের কেশবে মধ্যে ও দিক্‌সমূহে—ওঁ হ্রীং হৃদয়ায় নমঃ ইত্যাদি মন্ত্রে যড়ঙ্গের পূজা করিয়া; অষ্টদলে পূর্বাদিক্রমে ওঁ ত্র্যম্বক্য নমঃ । এইরূপ মাহেশ্বর্য্যে কৌমার্য্যে, বৈষ্ণব্যে, বারাহ্যে, ইন্দ্রাণ্যে, চামুণ্ডায়ৈ, মহালক্ষ্ম্যৈ নমঃ মন্ত্রে পূজা করিবেন । যেহেতু সেই কল্পেই বলিয়াছেন—

সুধী সাধক পদ্মের দলসমূহে ক্রমে ক্রমে এই ত্র্যম্বকী প্রভৃতিকে পূজা করিবেন । ১৪

তাহার পর ইন্দ্রাদি লোকপাল ও বজ্রাদি অস্ত্র সমূহের পূজা করিয়া ধূপ দান হইতে বিসর্জন পর্য্যন্ত সমস্ত কৰ্ম শেষ করিবেন । এই মন্ত্রের পুরশ্চরণে ষোড়শ সহস্র জপ । শাস্ত্রদাতারূপে তাহাই উক্ত হইরাছে যে—

যথাবিধি বসু (অষ্ট) যুগ্ম অর্থাৎ ষোড়শ সহস্র সংখ্যক মন্ত্র জপ করিবেন । অনন্তর আত্ম দ্বারা আশ্রুত অমের দ্বারা জপের দশাংশ হোম করিবেন । ১৫

অনন্তর অন্নপূর্ণার মন্ত্রান্তর । মায়া (হ্রীং) পদ্মাবতি । স্বাহা—এই সপ্তাঙ্কর

ভেনু—হ্রীং পদ্মাবতৌ স্বাহেতি মন্ত্রঃ । ইত্যঙ্গপূর্ণাপ্রকরণম্ । ১৭

অথ ত্রিপুটা— শ্রী-মায়া-মদনৈঃ প্রোক্তো মন্ত্ৰো বীজত্রয়াত্মকঃ ।

পরাদির্বা ভবেদেবি ! কামাদির্বা ভবেদয়ম্ ॥ ১৮

তেন শ্রীবীজং মায়াবীজং কামবীজমিতি ত্র্যক্ষরঃ । পরা ভুবনেশী । তেন মায়া রমা কাম ইতি । কামাদিরিতি । তেন কামবীজং রমাবীজং মায়া-বীজমিতি ত্রিধায়ং মন্ত্রঃ । ১৯

এতেষাং পূজা—প্রাতঃকৃত্যাদি-পীঠস্থাসান্তং কর্ম কৃত্বা ভুবনেশ্বরী-মন্ত্রোক্ত-জয়াদি-পীঠমন্ত্ৰস্তং বিদ্যস্য ঋত্বাদিষ্ঠাসং কুর্য্যৎ । শিরসি—সম্মোহনায় ঋষয়ে

অঙ্গপূর্ণার মন্ত্র বলিয়া কথিত হইয়াছে । এই মন্ত্রের শাস পূজাদি পূর্বাক্ত অঙ্গপূর্ণা মন্ত্রবৎ অনুষ্ঠান করিবেন । ১৬

তাহাতে হ্রীং পদ্মাবতৌ স্বাহা এই মন্ত্র হয় । অঙ্গপূর্ণার প্রকরণ সমাপ্ত হইল । ১৭

বিবৃতি । এই গ্রন্থে এই মন্ত্রটি অঙ্গপূর্ণার মন্ত্রান্তর কথিত হইয়াছে । কিন্তু শারদাতিলকে উহা পদ্মাবতীর মন্ত্র বলিয়া কথিত হইয়াছে এবং তাহার ধ্যান ও সংক্ষেপ পূজা পদ্ধতিও উক্ত হইয়াছে । উক্ত মন্ত্রের শারদাতিলোক্ত ধ্যান হইতেছে—

পদ্মাসনস্থ্যং করপঙ্কজাভ্যং রক্তোৎপলে সন্দধতীং ত্রিনেত্রাম্ ।

আবিজ্রতীমাতরণানি রক্তাং পদ্মাবতীং পদ্মমুখীং ভজামি ।

এই পদ্মাবতীর মন্ত্রের ঋত্বাদি শাস, অঙ্গশাস, মূল পূজা ও আবরণ পূজা সমস্তই অঙ্গপূর্ণা মন্ত্রবৎ জানিবেন । কেবল পুরুষচরণে পঞ্চলক্ষ মন্ত্র জপ এবং ঘৃতের দ্বারা দশাংশ হোম । ১৭

অনন্তর ত্রিপুটা মন্ত্র । শ্রীবীজ (শ্রীং), মায়াবীজ (হ্রীং) ও মদনবীজ (ক্রীং) দ্বারা বীজত্রয়রূপ ত্রৈপুট মন্ত্র কথিত হইয়াছে । হে দেবি । এই মন্ত্র পদ্মাবীজাদি (হ্রীং বীজাদি) হইয়া থাকে অথবা কামবীজাদিও হইয়া থাকে । ১৮

তাহাতে শ্রীবীজ, মায়াবীজ ও কামবীজ—এই তিনটি ত্র্যক্ষরমন্ত্র । পরা—ভুবনেশী । তাহাতে মায়াবীজ, রমাবীজ ও কামবীজ—এই তিনটিও ত্র্যক্ষর মন্ত্র । কামাদি বল্যর কামবীজ, রমাবীজ ও মায়াবীজ—এই তিনটিও ত্র্যক্ষর মন্ত্র । সুতরাং ত্রিপুটার তিন প্রকার মন্ত্র । ১৯

এই মন্ত্রগুলির পূজা পদ্ধতি । যথা—প্রাতঃকৃত্য হইতে পীঠস্থাস পর্য্যন্ত সমস্ত কর্ম করিয়া ভুবনেশ্বরী মন্ত্রোক্ত জয়াদি হইতে পীঠমন্ত্ৰ মধ্যস্ত পীঠ শক্তি ও পীঠমন্ত্রের শাস করিয়া ঋত্বাদি শাস করিবেন । যথা অস্ত্র ত্রিপুটা-মন্ত্রস্ত সম্মোহন ঋষিঃ ত্রিপুটা-দেবতা শ্রীং বীজং ক্রীং শক্তিঃ রমাবতীঈশিকার্বৈ বিনিবোধঃ । মন্ত্ৰকে—ওঁ সম্মোহনার

নমঃ, মুখে—গায়ত্রীছন্দসে 'নমঃ। হৃদয়ে—ত্রিপুটায়ৈ দেবতা নমঃ।
নিবন্ধে (২০)—

ঋষিঃ সম্মোহনচ্ছন্দো গায়ত্রী দেবতা স্মৃতা।

ত্রিপুটাত্মা দ্বিরুক্তৈস্তৈর্বীজৈরঙ্গানি ষট্ ক্রমং ॥ ২১ ॥ ইতি

ততঃ করাজ্ঞাসৌ শ্রী অঙ্গুষ্ঠাভ্যাং নমঃ, হ্রী তর্জনীভ্যাং স্বাহা ক্রী
মধ্যমাভ্যাং বষট্ পুনস্তথৈব ত্রয়ম্। এবমঙ্গ্যাসঃ। তথাচ নিবন্ধে—
দ্বিরুক্তৈস্তৈরিত্যুক্তম্। ততো ধ্যানম্ (২২)—

পারিজাত-বনে রম্যে মণ্ডপে মণিকুটিমে।

রত্নসিংহাসনে রম্যে পদ্মে ষট্ কোণ-শোভিতে।

অধস্তাং কল্পবৃক্ষস্য নিষগ্নাং দেবতাং স্মরেৎ ॥ ২৩

চাপং পাশাশুজ-সরসিজাত্যকুশং পুষ্পবাণান্

সংবিভ্রাণাং করসরসিজৈ রত্নমৌলিং ত্রিনেত্রাম্।

ঋষয়ে নমঃ। মুখে—ওঁ গায়ত্রীছন্দসে নমঃ। হৃদয়ে—ওঁ ত্রিপুটাদেবতায়ৈ নমঃ।
গুহ্যে—ওঁ শ্রীং বীজায় নমঃ। পাদদ্বয়ে—ওঁ ক্রীং শক্তয়ে নমঃ। শারদাতিলক নিবন্ধে
বলিয়াছেন (২০)—

এই মন্ত্রের সম্মোহন ঋষি, গায়ত্রী ছন্দঃ, ত্রিপুটা (ত্রিপুটানায়ী) দেবতা কথিত
হইয়াছেন। দ্বিরুক্ত সেই বীজের দ্বারা যথাক্রমে ছয়টি অঙ্গের স্তাস করিবেন। ২১

ঋতাদি স্তাসের পর করাজ্ঞাস। যথা—ওঁ শ্রীং অঙ্গুষ্ঠাভ্যাং নমঃ, ওঁ হ্রীং তর্জনীভ্যাং
স্বাহা, ওঁ ক্রীং মধ্যমাভ্যাং বষট্, পুনরায় সেইরূপ তিনটি। যথা ওঁ শ্রীং অনামিকা-
ভ্যাং হং, ওঁ হ্রীং কনিষ্ঠাভ্যাং বৌষট্ ওঁ ক্রীং করতলকর-পৃষ্ঠাভ্যাং অন্ত্রায় ফট্।
এইরূপ অঙ্গ্যাস করিবেন। যথা—ওঁ শ্রীং হৃদয়ায় নমঃ, ওঁ হ্রীং শিরসে স্বাহা, ওঁ ক্রীং
লিখারৈ বষট্, ওঁ শ্রীং করচার হং, ওঁ হ্রীং নেত্রত্রয়ায় বৌষট্, ওঁ ক্রীং করতলকর-
পৃষ্ঠাভ্যাং অন্ত্রায় ফট্। তাহাই শারদাতিলক নিবন্ধে দ্বিরুক্ত সেই বীজের দ্বারা (যজ্ঞ-
স্তাস করিবেন)।—এই বলিয়াছেন। অনন্তর পারিজাত ইত্যাদি ধ্যান করিবেন (২২)—

পারিজাত বনে মনোহর মণ্ডপে কল্পবৃক্ষের অধোভাগে মণি কুটিমে রত্নসিংহাসনে
ষট্ কোণ শোভিত সুন্দর পদ্মে উপবিষ্টা ত্রিপুটা দেবতাকে ধ্যান করিবেন। ২৩

এই মন্ত্রের ধ্যানের অর্থ—বামের অধোহস্ত হইতে দক্ষিণের অধোহস্ত পর্যন্ত ছয়
হস্ত পদ্মেই ক্ষুচাপ, পাশ ও দুইটি পদ এবং অঙ্গুণ ও পঞ্চপুষ্পবাণ-ধারিণী মন্তকে রত্ন-

হেমাক্ষাভ্যাং কুচভর-নভাং রত্নমঞ্জীর-কাঞ্চীং

ত্রৈবেয়াঈবিলসিত-তম্বুং ভাবয়েচ্ছক্তিমাত্তাম্ ॥ ২৪

চামরাদর্শ-তাম্বুল-করগুণ-সমুদগকান্ ।

বহন্তীভিঃ কুচাভীভিদুঁতিভিঃ পরিবারিতাম্ ।

কারুণ্যামৃত-বর্ষিণ্যা পশ্যন্তীং সাধকং দৃশা ॥ ২৫

অম্বুজং পদ্মং ন তু শঙ্খাং, দধতী পদ্মযুগলমিতি দক্ষিণামূর্তি-বচনাং । তেন
বামহস্তত্বে উর্দ্ধতশ্চাপাদি-ত্রয়ং, দক্ষিণহস্তত্বে অধস্তঃ সরসিজম্, অক্ষুণ্ণং পুষ্প-
বাণ-পঞ্চকঞ্চ বিভ্রাণামিত্যর্থঃ । ইয়ং ষড়্ভুজা । করগু সাজী ইতি ধ্যাতঃ । ২৬

এবং ধ্যানা মানসপূজার্থ্য-স্থাপন-সামান্য-পূজা-পদ্ধত্যুক্ত-পীঠপূজাং বিধায়
কেশরেষু ভুবনেশ্বরী-মন্ত্রোক্ত জয়াদি-পীঠমন্ত্রস্তাং পীঠপূজাং বিধায় পুনর্ধ্যাত্বা-
বাহনাদি-পঞ্চপুষ্পাঞ্জলি-দান-পর্য্যন্তং বিধায়াবরণপূজাং কুর্য্যাৎ । যথা—
অগ্ন্যাदि-ষট্‌কোণেষু ওঁ লক্ষ্ম্য নমঃ এবং হরয়ে, গৌর্যৈ শিবায়, রত্নৈ
কামায় । যথা (২৭)—

মুকুটধারিণী, ত্রিনেত্রা, স্বর্ণপদ্মের দ্বার বর্ণ প্রভাবিশিষ্টা, স্তনভারে নভা, রত্নময় নুপুর,
কাঞ্চী (চক্রহার) ও ত্রৈবেয়াদি কণ্ঠভূষণের দ্বারা শোভিত-দেহা সেই আদ্যা শক্তিকে
ভাবনা (ধ্যান) করিবেন । ২৪

চামর, দর্পণ, তাম্বুল-করগু (পানের সাজী) ও সমুদগকে (পদ্মাদি স্থাপনের পাত্র-
কোটা) বহনকারিণী, স্তনভার পীড়িতা সৌম্যাদি চতুর্দলহা যুগিনী, সূর্য্যা, আদিত্যা,
প্রভাবতী নাম্নী দূতীগণ কর্তৃক পরিবৃত্তা, কারুণ্যরূপ অমৃতবর্ষী চক্ষুঃ দ্বারা সাধককে
দর্শনকারিণী সেই আদ্যা শক্তিকে ভাবনা করিবে । ২৫

দধতীং পদ্মযুগলম্ অর্থাৎ পদ্মদ্বয় ধারণ কারিণী এইরূপ দক্ষিণামূর্তি-সংহিতার
বচন হইতে বুঝা যায়, ধ্যান-লোক স্থিত অম্বুজ শব্দের অর্থ—পদ্ম, শঙ্খ নহে । তাহা
হইলে বামহস্ত ত্বে উর্দ্ধ হইতে ইক্ষুচাপ, পাশ, পদ্ম—এই তিনটি, দক্ষিণ হস্তত্বে
অধো হইতে পদ্ম, অক্ষুণ্ণ ও পুষ্পবাণ-পঞ্চকধারিণী—এই অর্থ হয় । ইনি ষড়্‌ভুজা ।
করগু সাজী বলিয়া প্রসিদ্ধ । ২৬

এই প্রকারে ধ্যান করিয়া মানস পূজা বিশেষার্থ্য স্থাপন, সামান্য পূজা পদ্ধতি-
কথিত পীঠপূজা করিয়া, কেশর সমূহে ভুবনেশ্বরী মন্ত্রোক্ত জয়াদি পীঠ শক্তি ও
পীঠমন্ত্র পূজা করিয়া, পুনরায় ধ্যান, আবাহন হইতে পঞ্চ পুষ্পাঞ্জলি দান পর্য্যন্ত
সমস্ত করিয়া আবরণ পূজা করিবেন । যথা আগ্নেয়াদি ছয়টি কোণে—ওঁ লক্ষ্ম্য

অগ্ন্যাদি-ষট্ স্থ কোণেষু লক্ষ্ম্যাভ্যঃ পূজয়েদ্ ঋষম্ ।

লক্ষ্মীং হেমপ্রভাং তদ্বীং স-বরাক্ষ-যুগাভয়াম্ ॥ ২৮

শঙ্খ-চক্র-গদাভোজ ধরং হেমনিভং হরিম্ ।

পাশাকুশাভয়াভীষ্ট-ধরাং গৌরীং জ্বারুণাম্ ॥ ২৯

মৃগ-টকাভয়াভীষ্ট-ধরং স্বর্ণনিভং হরম্ ।

নীলোৎপল-করাং^১ সৌম্যাং রতিং কাঞ্চন-সন্নিভাম্ ।

ধূত-পাশকুশেঘাসং পুষ্পেষুমরুণং^২ স্মরম্ ॥ ৩০

ষট্ কোণশ্চোভয়তঃ শঙ্খনিধয়ে, পদ্মনিধয়ে । অগ্ন্যাদিকোণ-কেশরেষু মধ্যে দিক্ চ শ্রীং হৃদয়ায় নমঃ ইত্যাদিনা ষড়্ভঙ্গেন পূজয়েৎ । ততঃ পত্রেষু ব্রাহ্ম্যাভা মাতরঃ পূজ্যাঃ ব্রাহ্মী-মাহেশ্বরী-কৌমারী-বৈষ্ণবী-বারাহী-ইন্দ্রাণী চামুণ্ডা-মহালক্ষ্ম্যাঃ । তদ্বহিরিন্দ্রাদীন পূজয়েৎ । নিবন্ধে (৩১)—

নমঃ, ওঁ হরয়ে নমঃ, ওঁ গৌর্যো নমঃ, ওঁ শিবায় নমঃ, ওঁ রতৌ নমঃ, ওঁ কামার নমঃ মন্ত্রে পূজা করিবেন । যেমন শারদাতিলক নিবন্ধে বলিয়াছেন (২৭)—

আগ্নেয়াদি ছয়টি কোণে বক্ষ্যমাণ লক্ষ্মী প্রভৃতিকে পূজা করিবেন । আগ্নেয় কোণে—হেমবর্ণা তদ্বী বরমুদ্রা, দুইটি পদ্ম ও অভয় মুদ্রাধারিণী লক্ষ্মীকে পূজা করিবেন । ২৮

নৈঋত কোণে—শঙ্খ, চক্র, গদা ও পদ্মধারী হরিকে পূজা করিবেন । পশ্চিম কোণে—জ্বাপুষ্পের কায় রক্তবর্ণা পাশ, অকুশ, বর ও অভয় মুদ্রাধারিণী গৌরীকে পূজা করিবেন । ২৯

বায়ুকোণে—মৃগ, টকা, পরশু, অভয় ও বরমুদ্রাধারী স্বর্ণবর্ণ হরকে পূজা করিবেন । ঈশান কোণে—নীলোৎপলধারিণী স্বর্ণবর্ণা সৌম্যা রতিকে পূজা করিবেন । পূর্বকোণে—পাশ, অকুশ, ধনুঃ ও পুষ্পবাণধারী রক্তবর্ণ স্মরকে পূজা করিবেন । ৩০

ষট্ কোণের পার্শ্বদ্বয়ে—সেই শঙ্খনিধি ও পদ্মনিধি এই নিধিদ্বয়কে ওঁ শঙ্খনিধয়ে নমঃ, ওঁ পদ্ম নিধয়ে নমঃ মন্ত্রে পূর্ববৎ পূজা করিবেন । কেশরের অগ্ন্যাদি কোণে মধ্যে ও দিক্ সমূহে যথাক্রমে ওঁ শ্রীং হৃদয়ায় নমঃ ইত্যাদি মন্ত্রে ছয়টি অঙ্গদেবতার পূজা করিবেন । তাহার পর পত্রগুলিতে ব্রাহ্ম্যাদি মাতৃগণকে পূজা করিবেন । যথা ব্রাহ্মী, মাহেশ্বরী, কৌমারী, বৈষ্ণবী, বারাহী, ইন্দ্রাণী, চামুণ্ডা ও মহালক্ষ্মী । দলের বহির্ভাগে ইন্দ্রাদি লোকপালগণকে পূজা করিবেন । শারদাতিলক নিবন্ধে বলিয়াছেন (৩১)—

লোকেশান্ বনিতারূপানর্চয়েৎ সৌম্যবিগ্রহান্ ।

ততো ধূপাদি-বিসর্জনাশ্চ কৰ্ম সমাপয়েৎ । পুরশ্চরণং দ্বাদশলক্ষ জপঃ ।

যথা (৩২) — ভাস্কুলক্ষং জপেদেনং মনুং তাবৎ সহস্রকম্ ।

বিষ্ণুর্অথ-সমুত্তৈর্মধুরাক্তৈঃ সমিধুরৈঃ ।

জ্বাপুষ্পৈশ্চ জুহুয়াৎ তোষয়েদ্ বসুনা গুরুম্ ॥ ৩৩

আরম্ভঃ সোনালুরিতি খ্যাতঃ । ত্রয়াণাং মন্ত্রাণাং মধ্যে যন্তাদৌ ষট্ৰীজং তদাদি-বীজ-ত্রিকোণ-দ্বিকুক্তেন করাস্ত্যাসৌ তত্র কার্যৌ । ৩৩

ইতি ত্রিপুটা-প্রকরণম্ ।

অথাভিধাশ্চে ত্বরিতাং ত্বরিতং ফলদায়িনীম্ ।

তারো মায়া বর্মবীজং ঋদ্ধিরীশ স্বরাশ্বিতা ॥ ৩৫

কূর্মস্তদন্ত্যো ভগবান্ ক্ষঃ স্ত্রী দীর্ঘতনুচ্ছদম্ ।

সম্বর্তো ভগবান্ মায়া ফড়ন্ত্যো দ্বাদশাক্ষরঃ ॥ ৩৬

তারঃ প্রণবঃ মায়া ভুবনেশী, বর্মবীজঃ^১ পঞ্চম-স্বর-বিন্দুমান্ হকারঃ, নতু

বনিতারূপ সৌম্য সুন্দর দেহধারী লোকপালগণকে পূজা করিবেন । তাহার পর ধূপদান হইতে বিসর্জন পর্য্যন্ত সমস্ত কৰ্ম শেষ করিবেন । পুরশ্চরণে দ্বাদশ লক্ষ মন্ত্র জপ । যেমন নিবন্ধে বলিয়াছেন (৩১) —

পুরশ্চরণে এই মন্ত্র বার লক্ষ জপ করিবেন । জপের অন্তে মধুরাক্ত বিষ্ণু ও আরগ্‌বধ (সোনালু) আত উত্তম সমিধের দ্বারা বা মধুরাক্ত জ্বাপুষ্প সমূহের দ্বারা বার হাজার হোম করিবেন । ধনের দ্বারা গুরুকে সমুষ্ঠ করিবেন । ৩৩

আরম্ভ—সোনালু নামে লোকে প্রসিদ্ধ । এই তিনটি মন্ত্রের মধ্যে যে মন্ত্রের আদিতে যে বীজ থাকিবে, সেই আদিবীজ দ্বিকুক্ত করিয়া দ্বিকুক্ত ত্রিকোণে অর্থাৎ ষট্‌কোণে করাস্ত্যাস করিবেন । ত্রিপুটার প্রকরণ সমাপ্ত হইল । ৩৪

অনন্তর ত্বরিতামন্ত্র । অনন্তর ত্বরিত ফলদায়িনী ত্বরিতার মন্ত্র বলিতেছি । প্রথমে তার (ঔ), মায়াবীজ (হ্রীং), বর্মবীজ (হং) ঈশ্বর (একাদশস্বর এ) যুক্ত ঋদ্ধি (ঋ) অর্থাৎ ঋ, অনন্তর কূর্ম (চ), ভগবান্ (একার যুক্ত) তদন্ত্য (সেই চকারের পরবর্তী বর্ধ) অর্থাৎ ছে, তাহার পর ক্ষঃ স্ত্রী ও দীর্ঘতনুচ্ছদ (হুং), তাহার পর ভগবান্ (একার যুক্ত) সম্বর্ত (ক্ষকার) অর্থাৎ ক্ষে, তাহার পর ফট্ অন্ত মায়া অর্থাৎ হ্রীং ফট্ । এইগুলি ত্বরিতার দ্বাদশাক্ষর মন্ত্র । ৩৫-৩৬

তার—প্রণব । মায়া—ভুবনেশী (হ্রীং) । বর্মবীজ—পঞ্চম স্বর ও বিন্দু যুক্ত

কূর্চং, সামান্য-নির্দেশাৎ । অতএব পরার্কে কূর্চবীজ-প্রতিপত্তয়ে দীর্ঘতনুচ্ছদ-
মিত্যত্র প্রযুক্তম্ । ঋক্টিঃ ঋকারঃ, ঐশ-স্বর একারঃ । কূর্ম-চকারঃ । তদন্ত্য-
শ্চকারঃ । ভগ একারঃ তদ্বান্ । ক্ষঃ স্ত্রী স্বরূপম্ । দীর্ঘতনুচ্ছদং^১ ষষ্ঠ-স্বর-বিন্দু-
মান্ হকারঃ । সম্বর্তঃ ক্ষকারঃ । ভগ একারস্তদ্বান্ । তেন ওঁ হ্রীং হং খে চ
ছে ক্ষঃ স্ত্রী হ্রীং ক্ষে হ্রীং ফট্ ইতি মন্ত্রঃ । ৩৭

অস্ত্র পূজা—প্রাতঃকৃত্যাদি পীঠস্থাসান্তঃ কৰ্ম কৃত্বা কেশরেষু ভুবনেশ্বরী-
মন্ত্রোক্ত-জয়াদি-পীঠশক্তীবিম্বস্ত্র মধ্যো ক্ষং হং হং বজ্রদেহ পুরু পুরু হিঙ্গুলু
হিঙ্গুলু গর্জ গর্জ হং হং ক্ষাং পঞ্চাননায় নমঃ ইতি মন্ত্রং চাসেৎ । ৩৮

তত ঋত্যাদিন্যাসঃ । অস্ত্র ত্রিতামস্ত্রস্ত্র অর্জুন ঋষিবিরাট্ ছন্দস্ত্রিতা
দেবতা পুরুষার্থ-চতুষ্টয়-সিদ্ধার্থে বিনিয়োগঃ । শিরসি—অর্জুন ঋষয়ে নমঃ,
মুখে—বিরাট্ ছন্দসে নমঃ । হৃদি—ত্রিতাত্ৰৈ দেবতাত্ৰৈ নমঃ । ৩৯

ততো মন্ত্রন্যাসঃ । মুর্ধ্নি ওঁ নমঃ, ভালে হং নমঃ । গলে খে নমঃ, হৃদি চ
নমঃ, নাভৌ ছে নমঃ গুহো ক্ষঃ নমঃ, উর্বোঃ স্ত্রী নমঃ, জাহ্ননোঃ হ্রীং নমঃ,

হকার (হং), কিন্তু কূর্চ (হ্রং) নহে । বেহেতু সামান্যভাবে নির্দেশ হইরাছে । এই
জন্ম ইহার পরার্কে কূর্চবীজ বোধের জন্য দীর্ঘতনুচ্ছদ প্রযুক্ত হইরাছে । ঋক্টি—ঋকার ।
ঐশ-স্বর—একার । কূর্ম—চকার । তদন্ত্য—হকার । ভগ—একার, তদ্বান্ অর্থাৎ একার
যুক্ত । ক্ষঃ স্ত্রী এই দুইটি স্বরূপ অর্থাৎ অবিকল এই দুইটি বর্ণ । দীর্ঘতনুচ্ছদ—ষষ্ঠ-স্বর
দীর্ঘ উকার ও বিন্দু যুক্ত হকার । সম্বর্ত—ক্ষকার । ভগ—একার, তদ্বান্ । তাহাতে
ত্রিতাত্ৰৈ ওঁ হ্রীং হং খে চ ছে ক্ষঃ স্ত্রী হ্রং ক্ষে হ্রীং ফট্—এই দ্বাদশাক্ষর মন্ত্র হয় । ৩৭

এই মন্ত্রের পূজা পদ্ধতি । প্রাতঃকৃত্য হইতে পীঠস্থাস পর্যন্ত যাবতীর কৰ্ম করিয়া
কেশর সমূহে পূর্ববৎ ভুবনেশ্বরী মন্ত্রপ্রোক্ত জয়াদি পীঠ শক্তির ন্যাস করিয়া, মধ্যো
ক্ষং হং হং বজ্রদেহ পুরু পুরু হিঙ্গুলু হিঙ্গুলু গর্জ গর্জ হং হং ক্ষাং পঞ্চাননায় নমঃ এই
মন্ত্রে পীঠ মন্ত্রের ন্যাস করিবেন । ৩৮

অনন্তর ঋত্যাदि ন্যাস । যথা অস্ত্র ত্রিতামস্ত্রস্ত্র অর্জুন ঋষিবিরাট্ ছন্দঃ ত্রিতা
দেবতা প্রণবো বীজং মায়ী শক্তিঃ পুরুষার্থ-চতুষ্টয়-সিদ্ধার্থে বিনিয়োগ । মন্ত্ৰকে—ওঁ^২
অর্জুন ঋষয়ে নমঃ । মুখে—ওঁ বিরাট্-ছন্দসে নমঃ । হৃদয়ে—ওঁ ত্রিতাত্ৰৈ দেবতাত্ৰৈ
নমঃ । গুহো—ওঁ ওঁকার-বীজায় নমঃ । পাদদ্বয়ে—ওঁ স্বাহা শক্তয়ে নমঃ । ৩৯

অনন্তর মন্ত্রন্যাস । যথা মন্ত্ৰকে—ওঁ নমঃ । ভালে—হং নমঃ । গলে—খে নমঃ ।

জঙ্ঘয়ো: ক্ৰে নমঃ^১, পাদয়ো: ফট্ নমঃ । ততো মূলেন ব্যাপকং কুৰ্যাৎ ।
নিবন্ধে (৪০)—

মায়া-বিবজ্জিতান্ বৰ্ণান্ মুগ্ধি ভালে গলে হৃদি ।

নাভি-গুহোৰু-মুগ্ধো জাহ্নু-জঙ্ঘাপদেষু চ ।

বিন্ধ্যস্ত ব্যাপকং কুৰ্যাৎ সমন্তেনৈব সাধকঃ ॥ ৪১

ততঃ কৰাজ্ঞাসৌ—চ হে অঙ্গুষ্ঠাভ্যাং নমঃ হে ক্ৰ তৰ্জনীভ্যাং স্বাহা, ক্ৰঃ
স্ত্রী মধ্যমাভ্যাং বষট্ । স্ত্রী হুঁ অনামিকাভ্যাং হুঁ । হুঁ ক্ৰে কনিষ্ঠাভ্যাং বৌষট্ ।
ক্ৰে^২ ফট্ করতল-পৃষ্ঠাভ্যাং ফট্ । এবং হৃদয়াদিশু । যথা নিবন্ধে (৪২)—

কুৰ্মাচ্চৈ: সপ্তভিৰ্বৰ্ণৈ: পূৰ্ব-পূৰ্ব-বিয়োজিতৈ: ।

দ্বাভ্যাং দ্বাভ্যাং ষড়ঙ্গানি কুৰ্যাৎ সাধক-সত্তমঃ^৩ ॥ ৪৩

অত্রাপি মায়া-বজ্ৰনম্ । ততো ধ্যানম্—

হৃদয়ে—চ নমঃ । নাভৌ—হে নমঃ । গুহে—ক্ৰঃ নমঃ । উরু দ্বয়ে—স্ত্রী নমঃ ।
জাহ্নুদ্বয়ে—হুং নমঃ । জঙ্ঘাদ্বয়ে—ক্ৰে নমঃ । পাদদ্বয়ে—ফট্ নমঃ । তাহার পর
মূলের দ্বারা ব্যাপক শ্বাস করিবেন । যেমন নিবন্ধে বলিয়াছেন (৪০)—

সাধক এই মন্ত্ৰের মায়াবহিত বৰ্ণগুলির এক একটিকে মস্তকে, ললাটে, গলে, হৃদয়ে,
নাভিতে, গুহে, উরুদ্বয়ে, জাহ্নুদ্বয়ে, জঙ্ঘাদ্বয়ে ও পাদদ্বয়ে শ্বাস করিয়া সমস্ত মন্ত্ৰের
দ্বারা ব্যাপক শ্বাস করিবেন । ৪১

অনন্তর কৰাজ্ঞাস । যথা—ওঁ চ হে অঙ্গুষ্ঠাভ্যাং নমঃ । ওঁ হে ক্ৰঃ তৰ্জনীভ্যাং
স্বাহা । ওঁ ক্ৰঃ স্ত্রী মধ্যমাভ্যাং বষট্ । ওঁ স্ত্রী হুং অনামিকাভ্যাং হুং । ওঁ হুং ক্ৰে
কনিষ্ঠাভ্যাং বৌষট্ । ওঁ ক্ৰে ফট্ করতল-পৃষ্ঠাভ্যাং ফট্ । এইরূপ হৃদয়াদিতে—
ওঁ চ হে হৃদয়ায় নমঃ । ওঁ হে ক্ৰঃ শিরসে স্বাহা । ওঁ ক্ৰঃ স্ত্রী শিখায়ৈ বষট্ । ওঁ
স্ত্রী হুং কবচায় হুং । ওঁ হুং ক্ৰে নেত্রত্রয়ায় বৌষট্ । ওঁ ক্ৰে ফট্ করতল-পৃষ্ঠাভ্যাং
ফট্ । যেমন শাৰদাতিলক নিবন্ধে বলিয়াছেন (৪২)—

সাধক শ্ৰেষ্ঠ এই মন্ত্ৰের মায়াবহিত কুৰ্মাদ (চকারাদ) খে প্রভৃতি সাতটি বৰ্ণের
পূৰ্ব পূৰ্ব এক একটি বৰ্ণকে পরিত্যাগ করিয়া দুই দুইটি বৰ্ণ দ্বারা ছয়টি অঙ্গের শ্বাস
করিবেন । ৪৩

এই কৰাজ্ঞাস স্থলে মায়াবীজকে বজ্ৰন করিবেন । তাহার পর ত্বরিতার ধ্যান
করিবেন । সেই ধ্যানের অর্থ—

শ্যামাং বহিকলাপ-শেখর-মৃত্যুমাধক-পর্ণাংককাং
 গুঞ্জাহার-লসৎ-পয়োধর-ভরামষ্টাহিপান্ বিজ্রতীম্ ।
 ভাঙ্কদ-মেখলা-গুণ-রগম্ভীরতাং প্রাপিতান্ ।

কৈরাভীং বরদাভয়োদ্যত-করাং দেবীং ত্রিনেত্রাং ভজে ॥ ৪৪

ইতি ধ্যানা মানস-পূজাৰ্য্যস্থাপন-সামান্য পূজাপদ্ধত্যুক্ত পীঠপূজাস্তে
 পদ্মশ্র কেশরেষু পূর্বাদিতঃ জয়াং, বিজয়াং, অজিতাং, অপরাজিতাং, নিত্যাং
 বিলাসিনীং, দোগ্ধ্রীং, অঘোরাং, মঙ্গলাং সম্পূজ্য মধো ঙ্গং হং বজ্রদেহ^১
 পুরু পুরু হিঙ্গুলু হিঙ্গুলু গর্জ গর্জ হং হং কাং পঞ্চাননায় নমঃ ইতি সংপূজ্য
 পুনর্ধ্যাত্বাবাহনাদি-পঞ্চপুষ্পাঞ্জলিদান-পর্য্যস্তং বিধায় অগ্ন্যাди-কেশরেষু চ
 ছে গায়ত্রৌ হৃদয়ায় নমঃ । ছে ঙ্গঃ গায়ত্রৌ শিরসে স্বাহা । ঙ্গঃ স্ত্রী গায়ত্রৌ
 শিখায়ৈ বষট্ । স্ত্রীং হং গায়ত্রৌ কবচায় হং । হুং ক্ষে গায়ত্রৌ নেত্রত্রয়ায়
 বৌষট্ । দিক্ক্ষু^২ ক্ষে ফট্ গায়ত্রৌ অন্ত্রায় ফট্ । যথা নিবন্ধে—

শ্যামবর্ণা, ময়ূরপুচ্ছ রচিত মুকুটধারিণী, পর্ব্বরচিত বস্ত্র পরিহিতা, গুঞ্জাহার
 (কুঁচফলের হার) মণ্ডিত স্তনদ্বয়-ধারিণী, ভাটক (কর্ণভূষণ), অঙ্গদ (বাহুভূষণ),
 মেখলা (চন্দ্রহার) ও গুণধারা ঝুণ ঝুণ শব্দকারী নুপুরের রূপ প্রাপ্ত অষ্টমর্পেজ
 ধারিণী অর্থাৎ কর্ণে ভাটকরূপ অনন্ত ও কুলিক ধারিণী, বাহুতে অঙ্গদরূপ বাসুকী ও
 শঙ্খপাল-ধারিণী, কটিতে চন্দ্রহাররূপ ভঙ্ক ও মহাপদ্ম ধারিণী ও পাদদ্বয়ে নুপুররূপ
 কর্কোটক ও পদ্মনাগ-ধারিণী, কৈরাভরূপিণী, উদ্যত বামহস্তে বরমুদ্রা ও উদ্যত দক্ষিণ
 হস্তে অভয়মুদ্রাধারিণী, ত্রিনেত্রা ত্রিভুজা দেবীকে ভজনা করি । ৪৪

এই প্রকারে ধ্যান করিয়া মানসোপচারে পূজা, বিশেষাৰ্য্য স্থাপন, সামান্য পূজা
 পদ্ধতি কথিত পীঠপূজা করিয়া পদ্মের কেশর সমূহে পূর্বাদিক্রমে জয়াং, বিজয়াং,
 অজিতা, অপরাজিতা, নিত্যা, বিলাসিনী, দোগ্ধ্রী, অঘোরা ও মঙ্গলাকে পূজা করিয়া
 মধো ও ঙ্গং হং হং বজ্রদেহ পুরু পুরু হিঙ্গুলু হিঙ্গুলু গর্জ গর্জ হং হং কাং পঞ্চাননায়
 নমঃ মন্ত্রে পীঠমনুকে পূজা করিয়া পুনরায় ধ্যান, আবাহন-হইতে পঞ্চপুষ্পাঞ্জলি দান
 পর্য্যন্ত কর্মসমূহ করিয়া অগ্ন্যাদি কেশর সমূহে ও চ ছে গায়ত্রৌ হৃদয়ায় নমঃ, ও ছে ঙ্গঃ
 গায়ত্রৌ শিরসে স্বাহা, ও ঙ্গঃ স্ত্রী গায়ত্রৌ শিখায়ৈ বষট্, ও স্ত্রী হং গায়ত্রৌ কবচার
 হং, ও হুং ক্ষে গায়ত্রৌ নেত্রত্রয়ায় বৌষট্ । দিক্ক্ষমূহে—ও ক্ষে ফট্ গায়ত্রৌ
 অন্ত্রায় ফট্ । যেমন শারদাতিলক নিবন্ধে বলিয়াছেন—

১। ঙ্গ—বজ্রদেহ পুরু পুরু হিঙ্গুলু, ক—বজ্রদেহ ঘূরি ঘূরি । ২। ঙ্গ—দিক্ক্ষু ক্ষে স্ত্রীং গায়ত্রৌ
 অন্ত্রায় ফট্ । পূর্বাদি দলেয় ।

অদৈঃ প্রণীতাং গায়ত্রীং কেশরেষু চৈ৷ ৮৫

পূর্বাদি-দলেষু শ্রীং হৃদ্যৈ নমঃ, শ্রীং খেচর্যৈ নমঃ। এবং চণ্ডায়ৈ, হেদিষ্ঠৈ, ক্ষেপিষ্ঠৈ, ত্রিষ্টৈ, হৃদ্যৈ, ক্ষেমকার্যৈ। বহিরগ্রতঃ ফট্কার্যৈ দ্বারস্তোভয়তঃ জয়্যৈ^১ বিজয়্যৈ। তদ্বাহে—কিঙ্করায় রক্ষ রক্ষ ত্বরিতাজ্জা স্থিরো ভব হং ফট্ ইতি মন্ত্ৰেণ কিঙ্করং পূজয়েৎ। তথা চ নিবন্ধে—

দ্বারস্থ পার্শ্বয়োঃ পূজ্যে হেম-বেত্র-করাষুজে।

জয়াখ্যা বিজয়াখ্যা চ কিঙ্করায় পদস্ততঃ ॥ ৮৬

কেশর সমূহে ক্রমে ক্রমে ছয়টি অঙ্গের সহিত প্রণীতা ও গায়ত্রীকে অর্চনা করিবেন। ৮৫

বিবৃতি। তন্ত্রসারে ও এই গ্রন্থে শারদাতিলকের বচনকে প্রমাণরূপে উল্লেখ করিয়া অঙ্গদ্ব্যাসের যে মন্ত্র লিখিত হইয়াছে, তাহ' সঙ্গত কিনা সুধী সাধকগণের বিবেচ্য। শারদাতিলক বলিয়াছেন—অঙ্গের সহিত প্রণীতা ও গায়ত্রীকে পূজা করিবেন। ইহাতে অঙ্গমন্ত্রের সহিত গায়ত্রীর যোগ কর্তব্য বুঝা যায় না। গায়ত্রীর যদি যোগ হয়, তবে প্রণীতার পূজা কোথায় কিভাবে হইবে? রাঘবভট্ট প্রপঞ্চসার, পদ্মপাদাচার্য্য, ত্রোতলামত, মন্ত্রদেবপ্রকাশিকার মত বিচার পূর্বক বলিয়াছেন যে, কেশরেষু ষড়ঙ্গানি সম্পূজ্য কোবেরেশানয়োঃ প্রণীতাং গায়ত্রীক পূজয়েৎ। ত্রোতলামতে স্পষ্ট বলিয়াছেন—যজেৎ তত্রাক্ষিপত্রেযু পূর্বাশান্ত্রদেবতাঃ। সৌম্যে প্রণীতামৈশে চ গায়ত্রীমভিপূজয়েৎ। সুধী সাধক বিচার পূর্বক ষড়ঙ্গমন্ত্র নির্ণয় করিবেন। ৮৫

পূর্বাদি দল সমূহে—ওঁ শ্রীং হৃদ্যৈ নমঃ। ওঁ শ্রীং খেচর্যৈ নমঃ। এইরূপ চণ্ডায়ৈ, হেদিষ্ঠৈ, ক্ষেপিষ্ঠৈ, ত্রিষ্টৈ, হৃদ্যৈ ও ওঁ শ্রীং ক্ষেমকার্যৈ নমঃ মন্ত্রে হৃদ্যারী প্রভৃতি মন্ত্রবর্ণের শক্তিগুলিকে পূজা করিবেন। দলের বাহিরে দেবীর অগ্রে—ওঁ শ্রীং ফট্কার্যৈ নমঃ। দ্বারের বাহিরে উভয় পার্শ্বে—ওঁ জয়্যৈ নমঃ, বিজয়্যৈ নমঃ মন্ত্রে জয়া ও বিজয়্যাকে পূজা করিয়া দ্বারের বহির্ভাগে ওঁ কিঙ্করায় রক্ষ রক্ষ ত্বরিতাজ্জা স্থিরো ভব হং ফট্ এই মন্ত্রে কিঙ্করকে পূজা করিবেন। তাহাই শারদাতিলক নিবন্ধে বলিয়াছেন—

দ্বারের বাহ্য পার্শ্ব দুইটিতে হস্তপদে হেমময় বেত্রধারিণী জয়া ও বিজয়্যাকে পূজা করিবেন। তাহার দ্বারের বহির্ভাগে হং ফট্-অন্ত কিঙ্কর মন্ত্রের দ্বারা দেবীর কৃত্যরূপ কিঙ্করকে পূজা করিবেন। কিঙ্করমন্ত্র এইরূপ—কিঙ্করায় পদ বলিহা রক্ষ

রক্ষ রক্ষ পদস্তাভে ত্বরিতাজ্ঞাস্থিরোভব ।

বর্মাত্মাভ্যেন মনুনা কিঙ্করং তদ্বহির্ঘঞ্জেৎ ॥ ৪৭

লগুড়ং বিল্লতং কৃষ্ণং কৃষ্ণ চর্চর-মুক্তজম্ ।

আরণ্যৈরকুণৈঃ পুটৈশ্চরতিরমৈয়াঃ স্নুগক্ষিভিঃ ।

পূজয়েদ্ ধূপদীপাষ্টৌ নৃত্য-গীত-মহোৎসবৈঃ^১ ॥ ৪৮

অত্রৈল্লাদি-পূজা নাস্তি অমুক্তহাং । ততো ধূপাদি-বিসর্জনাস্তং কর্ণ
সমাপয়েৎ । অস্ত্য পুরশ্চরণং লক্ষজপঃ । যথা (৪৯)—

লক্ষং সংজপ্য মন্ত্রজ্ঞো মন্ত্রমেনং জিতেন্দ্রিয়ঃ ।

দশাংশং জুহুয়াদ্ বৈশ্বৈশ্চিমধ্বজৈঃ সমিধ্ববৈঃ^২ ॥ ৫০

অস্ত্যাঃ পূজাযন্ত্রং দক্ষিণামুত্তৌ—

অষ্টপত্রং লিখেৎ পদ্মং বহির্ভূবিস্বমালিখেৎ ।

প্রত্যেকং বসু-পত্রেষু কবচং চাষ্টধা লিখেৎ ।

মধ্যে তু ভুবনেশানীং বেষ্টয়েন্ মাতৃকাকুরৈঃ । ৫১ ইতি ।

রক্ষ পদের অস্তে ত্বরিতাজ্ঞা স্থিরোভব, ইহার অস্তে বর্ম (হং) ও অস্ত্র (কট্) । ইহাতে কিঙ্করায় রক্ষ রক্ষ ত্বরিতাজ্ঞা স্থিরোভব হং কট্—এই মন্ত্র হয় । এই মন্ত্রের দ্বারা ঘরের বহির্ভাগে কিঙ্করকে পূজা করিবেন । ৪৬-৪৭

কৃষ্ণবর্ণ কুটিল কেশবিশিষ্ট লগুড়ধারী এই কিঙ্করকে অতিরমণীয় স্নুগন্ধ অরণ্যজাত রক্তপুষ্প সমূহের দ্বারা, ধূপ, দীপ ও নৈবেদ্যের দ্বারা মনোরম নৃত্য গীতের সহিত পূজা করিবেন । ৪৮

এই ত্বরিতামন্ত্রের পূজায় ইল্লাদিলোকপাল ও বজ্রাদি অস্ত্রের পূজা নাই । যেহেতু তাহা উক্ত হয় নাই । তাহার পর ধূপদান হইতে বিসর্জন পর্য্যন্ত কর্ম সমূহ শেষ করিবেন । এই মন্ত্রের পুরশ্চরণে লক্ষ মন্ত্র জপ । যেমন নিবন্ধে বলিয়াছেন (৪৯)—

জিতেন্দ্রিয় মন্ত্রজ্ঞ সাধক এক লক্ষ এই মন্ত্র জপ করিয়া ত্রিমধুরের দ্বারা আধ্বত শ্রেষ্ঠ বিদ্র সমিধের দ্বারা জপের দশাংশ হোম করিবেন । ৫০

এই মন্ত্রের পূজা যন্ত্র দক্ষিণামূর্তি সংহিতায় উক্ত হইয়াছে । যন্ত্রটি এইরূপ— একটি অষ্টদল পদ্ম লিখিবে । তাহার বহির্ভাগে ভূবিশ্ব রচনা করিবে । অষ্টদলের প্রত্যেক পত্রে কবচ (হং) লিখিবে । মধ্যে ভুবনেশানী (হ্রীং) লিখিবে এবং উহাকে মাতৃকাবর্ণের দ্বারা বেষ্টিত করিবে । ৫১

অথ নিত্য্য^১ ।

বাগ্ভবঃ মান্মথঃ বীজং নিত্য্যক্রিমে-মদৌ পুনঃ ।

ঽবে-বহিবধু মন্ত্রো দ্বাদশার্ণোহয়মীরিতঃ ॥

ঐ ক্লীং নিত্য্যক্রিমে ! মদঽবে ! স্বাহেতি মন্ত্রঃ^২ । অশ্রু পূজা—প্রাতঃ-কৃত্যাদি-পীঠস্থাসান্তঃ কৃত্বা কেশরেষু মধ্যে চ পূর্বাদিতঃ জয়াদি-হ্রীং সর্বশক্তি-কমলাসনায় নমঃ ইত্যন্তং বিদ্যুশ্রু ঋত্বাদীন্ ত্র্যসেৎ । সম্বোধন ঋষির্নিবৃৎ-ছন্দঃ নিত্য্য দেবতা । ততঃ^৩ করাজস্থাসৌ (৫২)—

ঐ অঙ্কুষ্ঠাভ্যাং নমঃ, ঐ তর্জনীভ্যাং স্বাহা ইত্যাদি বাগ্‌বীজাভ্যেন । এবং হৃদয়াদিষু । ততো ধ্যানম্ (৫৩)—

অর্ধেন্দুমৌলিমরুণামমরাভিবন্দ্যামন্তোজ-পাশী-শূনি-পূর্ণকপাল-হস্তাম্ ।

রক্তাঙ্গরাগবসনাভরণাং ত্রিনেত্রাং ধ্যায়েচ্ছিবশ্রু বনিতাং মদবিহ্বলাঙ্গীম্ ॥

অনন্তর নিত্য্য মন্ত্র । বাগ্ভব (ঐং), মন্থথবীজ (ক্লীং) নিত্য্যক্রিমে ও মদ পদ, পরে ঽবে পদ ও বহিবধু (স্বাহা)—নিত্য্যার এই দ্বাদশাক্ষর মন্ত্র কথিত হইয়াছে ।

ঐং ক্লীং নিত্য্যক্রিমে মদঽবে স্বাহা—এইটি নিত্য্য মন্ত্র । এই মন্ত্রের পূজা পদ্ধতি—প্রাতঃকৃত্য হহতে পীঠস্থাস পর্যন্ত বাবতীর কর্ম করিয়া, পূর্বাদি ক্রমে কেশরে ও মধ্যে পূর্বোক্ত জয়াদি পীঠ শক্তির স্থাস করিয়া হ্রীং সর্বশক্তি-কমলাসনায় নমঃ মন্ত্রে পীঠম্নুর স্থাস করিয়া ঋত্বাদি স্থাস করিবেন । এই মন্ত্রের সম্বোধন ঋষি, নিবৃৎ ছন্দ, নিত্য্য দেবতা, ক্লীং বীজ, স্বাহা শক্তি । যথা—অশ্রু নিত্য্যমন্ত্রশ্রু সম্বোধন ঋষির্নিবৃৎ-ছন্দো নিত্য্য দেবতা ক্লীং বীজং স্বাহা শক্তির্মমাদীষ্ট-সিদ্ধ্যর্থৈ পূজনে বিনিয়োগঃ । মন্ত্রকে—ও সম্বোধনায় ঋষয়ে নমঃ । মুখে—ও নিবৃচ্ছন্দসে নমঃ । হৃদয়ে—ও নিত্য্যায়ৈ দেবতায়ৈ নমঃ । গুহ্যে—ও ক্লীং বীজায় নমঃ । পাদদ্বয়ে—ও স্বাহা শক্তয়ে নমঃ । ৫২

অনন্তর করাজস্থাস । যথা—ও ঐং অঙ্কুষ্ঠাভ্যাং নমঃ, ও ঐং তর্জনীভ্যাং স্বাহা ইত্যাদি । এইরূপ—ও ঐং হৃদয়ায় নমঃ, ও ঐং শিরসে স্বাহা ইত্যাদি বাগ্‌-বীজাদি (ঐং) মন্ত্রের দ্বারা এই করাজস্থাস হইবে । তাহার পর ধ্যান (৫৩)—

এই ধ্যানের অর্থ—মন্ত্রকে অর্ধচন্দ্র-ধারিণী, অরুণবর্ণা, দেবগণের অভিবন্দনীয়া, দক্ষিণ ও বামের উর্ধ্ব-হস্তে পদ্ম ও পাশ-ধারিণী, দক্ষিণ ও বামের অধোহস্তে অঙ্কুশ ও সুরাপূর্ণ কপালধারিণী, রক্ত অঙ্গরাগ, রক্ত বসন ও আভরণে ভূষিতা, ত্রিনেত্রা মদ-বিহ্বলাঙ্গী শিবের বনিতা নিত্য্যাকে ধ্যান করিবেন । ৫৪

১। ক—অথ নিত্য্য । ঐং ক্লীংমিত্যাদি । মন্ত্রোচ্চার-লোকান্ত নাস্তি । ২। খ—মদঽবে স্বাহা । পূজা তু । ৩। খ—ততঃ ঐং অঙ্কুষ্ঠাভ্যাং ।

এবং ধ্যান। মানস-পূজার্থ্যস্থাপন-পীঠপূজাং বিধায় কেশরেষু জয়াদি-পীঠ-
শক্তির্মধ্যে হ্রীং সর্বশক্তিকমলাসিনায় নম ইত্যন্তং সংপূজ্য পুনর্ধ্যাওয়াবাহনাদি-
পঞ্চপুষ্পাঞ্জলিদান-পর্যন্তং বিধায়াগ্নাদি-কোণ-চতুষ্টয়ে মধ্যে দিক্শু চ ঐ
হৃদয়ায় নমঃ ইত্যাদি-ষড়ৈকরত্যাষ্টদলেষু নিত্য্য-নিরঞ্জন-ক্লিন্না-ক্লেদিনী-
মদনাতুরা-মদজবা-দ্রাবিণী-দ্রাবিণীঃ সংপূজ্য তদ্বাহে ইন্দ্রাদীন বজ্রাদীংশ্চ
সংপূজ্য ধূপাদি-বিসর্জনান্তং কুর্যাৎ । নিবন্ধে (৫৫)—

চতুর্লক্ষং জপিয্য তু মধুরাক্তৈর্মধুকজৈঃ ।

কুশুমৈরযুতং হৃদ্বা তোষয়েদ গুরুমাত্মনঃ ॥ ৫৬

অথ বজ্র-প্রস্তারিণী । বাগ্ভবঃ মায়া নিত্যাক্রিনে মদজবে স্বাহা ইতি
ষাদশাক্ষরো মন্ত্রঃ । তথা চ (৫৭)—

বাণ্‌মায়ানন্তরং নিত্যাক্রিনে ভূয়ো মদজবে ! ।

দ্বিঠাস্তো রবিসংখ্যার্ণো মন্ত্রো বশ্য-প্রদায়কঃ ॥ ৫৮

এই প্রকারে ধ্যান করিয়া মানস উপচারে পূজা, বিশেষার্থ্য স্থাপন, পীঠ পূজা
করিয়া, কেশর সমূহে পূর্বোক্ত জয়াদি পীঠশক্তি ও মধ্যে ঐ হ্রীং সর্বশক্তি-কমলাসিনায়
নমঃ মন্ত্রে পীঠম্নর পূজা করিয়া, পুনরায় ধ্যান করিয়া আবাহন হইতে পঞ্চপুষ্পাঞ্জলি
দান পর্যন্ত সমস্ত কার্য্য করিয়া, অগ্নাদি কোণ চতুষ্টয়ে, মধ্যে ও দিক্‌সমূহে ওঁ ঐং
হৃদয়ায় নমঃ ইত্যাদি ছয় প্রকার অঙ্গমন্ত্রে পূজা করিয়া, অষ্টদলের এক একটি দলে
যথাক্রমে ওঁ নিত্য্যায়ৈ নমঃ, ওঁ নিরঞ্জনায়ৈ নমঃ, ওঁ ক্লিন্নায়ৈ নমঃ, ওঁ ক্লেদিন্যৈ
নমঃ, ওঁ মদনাতুরায়ৈ নমঃ, ওঁ মদজবায়ৈ নমঃ, ওঁ দ্রাবিণ্যৈ নমঃ, ওঁ দ্রাবিণ্যৈ নমঃ
মন্ত্রে এই অষ্ট শক্তির পূজা করিয়া, দলের বাহিরে আয়ুধ বাহনাদি সহিত ইন্দ্রাদি
লোকপাল ও বজ্রাদি অস্ত্রসমূহের পূজা করিয়া, ধূপদান হইতে বিসর্জন পর্যন্ত সমস্ত
কর্ম শেষ করিবেন । শারদাতিলক নিবন্ধে পুরস্চরণ বিষয়ে বলিয়াছেন (৫৫)—

এই মন্ত্রের পুরস্চরণে চারি লক্ষ এই মন্ত্র জপ করিয়া মধুরাক্ত মধুক পুষ্পের দ্বারা
অযুত হোম করিয়া নিজের গুরুকে সন্তুষ্ট করিবেন । ৫৬

বিবৃতি । শারদাতিলক তন্ত্রের দশম পটলে নিত্য্যার পঞ্চদশাক্ষর আর একটি মন্ত্র
আছে । তাহার পূজা পদ্ধতি স্বতন্ত্র । ৫৬

অনন্তর বজ্রপ্রস্তারিণী । প্রথমে বাগ্ভব, মায়া নিত্যাক্রিনে মদজবে স্বাহা—এইটি
বজ্রপ্রস্তারিণীর ষাদশাক্ষর মন্ত্র । তাহাই শারদাতিলকে বলিয়াছেন (৫৭)—

অশ্ব পূজা যন্ত্র—ষট্‌কোণং দ্বাদশদলং চতুর্দ্বারং চতুরশ্রয়ং । ৫৯

পূজা তু—প্রাতঃকৃত্যাদি-পীঠস্থাসান্তঃ বিধায় কেশরেষু জয়াদি-পীঠমন্তঃ
বিশ্বস্য ঋত্বাদিস্থাসং কুর্যাৎ । অগ্নিরা ঋষিঃ ত্রিষ্টুপ্‌ হন্দো বজ্রপ্রস্তারিণী-
দেবতা । ৬০

ততঃ করাজস্থাসৌ ঐ অঙ্কুষ্ঠাভ্যাং নমঃ, ঐ তর্জনীভ্যাং স্বাহা ইত্যাদিনা
বাগ্‌ভবাণ্ডেন । এবং হৃদয়াদিষু । ততো ধ্যানং (৬১)—

রক্তাকৌ রক্তপোতে রবিদল-কমলাভাস্তরে যম্মিষল্লাং

রক্তাঙ্গীং রক্তমৌলি-সুরিত-শশিকলাং স্মেরবজ্রাং ত্রিনেত্রাম্ ।

বীজাপুরেযু-পাশাঙ্কুশ-মদন-ধনুঃ-সংকপালানি হস্তৈ-

বিভ্রাণামানতাসীং স্তনভর-নমিতামম্বিকামাশ্রয়ামঃ ॥ ৬২

বাগ্‌বীজ ও মায়াবীজের অনন্তর নিত্যক্রমে পুনরায় মদম্রবে পদ । উহা
দ্বিষ্টান্ত স্বাহান্ত হইবে । এই দ্বাদশাক্ষর মন্ত্রটি বশ্যপ্রদায়ক । ৫৮

এই মন্ত্রের পূজা যন্ত্র । ষট্‌কোণ, তাহার বহির্ভাগে দ্বাদশ দল, তাহার বাহিরে
চতুর্দ্বার ও চতুরশ্র অঙ্কন করিলে বজ্রপ্রস্তারিণীর মন্ত্র হয় । ৫৯

এই মন্ত্রের পূজা পদ্ধতি । প্রাতঃকৃত্য হইতে পীঠস্থাস পর্য্যন্ত করিয়া, কেশর
সমূহে পূর্বোক্ত জয়াদি পীঠশক্তি ও পীঠমন্ত্রের স্থাস করিয়া ঋত্বাদি স্থাস করিবেন ।
এই মন্ত্রের অগ্নিরা ঋষি, ত্রিষ্টুপ্‌ হন্দঃ, বজ্রপ্রস্তারিণী দেবতা, বাক্‌বীজ ও স্বাহা শক্তি ।
স্থাস যথা—অশ্ব বজ্রপ্রস্তারিণী মন্ত্রস্য অগ্নিরা ঋষিঃ ত্রিষ্টুপ্‌ হন্দঃ বজ্রপ্রস্তারিণী দেবতা
বাক্‌বীজং স্বাহা শক্তিঃ অভীষ্টসিদ্ধার্থে বিনিয়োগ । মন্তকে—ওঁ অগ্নিরসে ঋষয়ে
নমঃ । মুখে—ওঁ ত্রিষ্টুপ্‌ হন্দসে নমঃ । হৃদয়ে—ওঁ বজ্রপ্রস্তারিণী দেবতায়ৈ নমঃ ।
গুহে—ওঁ বাক্‌বীজায় নমঃ । পাদদ্বয়ে—ওঁ স্বাহা শক্তয়ে নমঃ । ৬০

তাহার পর করাজস্থাস । বাগ্‌ভব বীজাদি মন্ত্রের দ্বারা করাজস্থাস কর্তব্য । যথা—
ওঁ ঐ অঙ্কুষ্ঠাভ্যাং নমঃ, ওঁ ঐ তর্জনীভ্যাং স্বাহা । হৃদয়াদিতে ওঁ ঐ হৃদয়ায় নমঃ,
ওঁ ঐ নিরসে স্বাহা ইত্যাদি । তাহার পর মূলোক্ত ধ্যান করিবেন (৬১)—

ধ্যানের অর্থ—রক্ত-সমূহে রক্ত-নৌকায় দ্বাদশদল পদ্মের অভ্যন্তরে উপবিষ্টা,
রক্তাঙ্গী, রক্তবর্ণ মন্তকে দেদীপমান শশিকলা যুক্তা, ঈষৎ হাস্যমুখী, ত্রিনেত্রা, বামের
উর্দ্ধহস্ত হইতে অধোহস্ত পর্য্যন্ত তিন হস্তে যথাক্রমে পাশ, ইক্ষুচাপ, সংকপাল
ধারিণী, দক্ষিণের উর্দ্ধহস্ত হইতে অধোহস্ত পর্য্যন্ত তিন হস্তে যথাক্রমে অঙ্কুশ, শর ও
বীজাপুর ধারিণী, স্তনভরের ভাবে অবনতাসী অধিকাকে আশ্রয় করি । ৬২

এবং ধ্যানা মানস-পূজার্থ্যস্থাপনাদি কৃৎ পূর্ববৎ পীঠপূজাং কৃৎ পুনর্ধ্যায়া-
বাহনাদি-পঞ্চপুষ্পাঞ্জলিদান-পর্যন্তঃ কৃৎ আবরণানি পূজয়েৎ । যথা অগ্ন্যাदि-
কোণেষু মধ্যে দিক্ ৫ ঐ হৃদয়ায় নমঃ ইত্যাদিনাভ্যর্চ্য দ্বাদশদলেষু পূর্বাদিতঃ
হ্রলৈখাং ক্রেদিনীং ক্লিমাং ক্কাভিণীং মদনাতুরাং নিরঞ্জনং রাগবতীং
নাবতীং মেখলাং জ্যাবিণীং বেগবতীং স্মরাং^১ তদ্বাহে ব্রাহ্ম্যাচ্চ মাতৃ তদ্বহি-
রিস্রাদীন্ বজ্রাদীংশ্চ পূজয়িত্বা ধূপাদি-বিসর্জনাশ্চ কুর্ধ্যাৎ । অস্ত্য পুরশ্চরণং
লক্ষজপঃ । ঘটাক্ত-রাজবৃক্ষ-সমিষ্টিরযুতহোমঃ । রাজবৃক্ষঃ^২ সোনালুরিতি
খ্যাতঃ । ৬৩

অথ শূলিনী

জল জল শূলিনী হৃষ্টগ্রহ হং ফট্ স্বাহা । যথা নিবন্ধে (৬৪)—

জল জল পদস্ত্যাস্তে শূলিনীতি পদং ততঃ ।

হৃষ্টগ্রহ ! হুমস্ত্যাস্তে বহিজায়াবধির্মতুঃ ॥ ৬৫

এইরূপ ধ্যান করিয়া, মানস উপচারে পূজা করিয়া, বিশেষার্থ্য স্থাপন করিয়া
পূর্ববৎ পীঠ পূজা করিয়া, পুনরায় ধ্যান, আবাহন হইতে পঞ্চপুষ্পাঞ্জলি দান পর্যন্ত
সমস্ত কার্য্য করিয়া আবরণ দেবতার পূজা করিবেন । যথা—অগ্ন্যাदि কোণ, মধ্যে
ও দিক্ সমূহে—ও^১ ঐ হৃদয়ায় নমঃ ইত্যাদি প্রকারে ষড়ঙ্গ মন্ত্র দ্বারা পূজা করিয়া,
দ্বাদশদলে পূর্বাদি ক্রমে ও^১ হ্রলৈখায়ৈ নমঃ, ও^১ ক্রেদিন্যৈ নমঃ, ও^১ ক্লিমায়ৈ নমঃ, ও^১
ক্কাভিণ্যৈ নমঃ, ও^১ মদনাতুরায়ৈ নমঃ, ও^১ নিরঞ্জনায়ৈ নমঃ, রাগবত্যৈ নমঃ, ও^১
মদনাবত্যৈ নমঃ, মেখলায়ৈ নমঃ, ও^১ জ্যাবিণ্যৈ নমঃ, ও^১ বেগবত্যৈ নমঃ, ও^১ স্মরায়ৈ
নমঃ মন্ত্রে হ্রলৈখাদির পূজা করিয়া, তাহার বাহিরে পূর্ববৎ ব্রাহ্মী প্রভৃতি মাতৃগণের
পূজা করিয়া, দলের বাহিরে চতুরস্ত্রের মধ্যে ইস্রাদি লোকপাল ও বজ্রাদি অস্ত্রের
পূজা করিয়া, ধূপদান হইতে বিসর্জন পর্যন্ত সমস্ত কর্ম করিবেন । এই মন্ত্রের
পুরশ্চরণে লক্ষ মন্ত্র জপ । ঘটাক্ত রাজবৃক্ষের শ্রেষ্ঠ সমিধ্ দ্বারা অযুত হোম । রাজ-
বৃক্ষ সোনালু গাছ নামে প্রসিদ্ধ । ৬৩

অনন্তর শূলিনী হুর্গা মন্ত্র । জল জল শূলিনি । হৃষ্টগ্রহ হং ফট্ স্বাহা—এইটি
শূলিনী হুর্গার মন্ত্র । যেমন শারদাতিলক নিবন্ধে বলিয়াছেন (৬৪)—

জল জল পদের অন্তে শূলিনি । এই পদ, পরে হৃষ্টগ্রহ হং ও অস্ত্রের (ফট্-এর)
অন্তে বহিজায়া (স্বাহা) । এই অবধি মন্ত্র । ৬৫

অস্তাঃ পূজা—প্রাতঃকৃত্যাদি-পীঠস্থানান্তঃ দুর্গা-মন্ত্রবৎ কৃত্বা ঋত্বাদীন
কৃত্যসেৎ । অস্ত দীর্ঘতপা ঋষিঃ ককুপ্ ছন্দঃ শূলিনী দেবতা । ৬৬

ভূতঃ করাক্ষ্যাসৌ কুর্য্যাৎ । শূলিনি দুর্গে ! হং ফট্ অঙ্গুষ্ঠাভ্যাং নমঃ,
শূলিনি বরদে হং ফট্ তর্জনীভ্যাং স্বাহা, শূলিনি ! বিদ্যাবাসিনি হং ফট্
মধ্যমাভ্যাং বষট্, শূলিনি অসুরমর্দিনি ! বুদ্ধপ্রিয়ে ত্রাসয় ত্রাসয় হং ফট্
অনামিকাভ্যাং হং । শূলিনি দেবসিদ্ধ-প্রপূজিতে নন্দিনি রক্ষ রক্ষ মহা-
যোগেশ্বরী ! হং ফট্ কনিষ্ঠাভ্যাং ফট্ । এবং হৃদয়াদিষু । অস্তা ঋত্বাসৌহয়ং
পঞ্চাঙ্গঃ । ততো ধ্যানম্ (৬৭)—

অধ্যাক্ষতাং যুগেন্দ্রং সজল-জলধর-শ্যামলাং হস্তপদ্মে:

শূলং বাণং কুপাণং শূণি-জলজ-গদা-চাপ-পাশান্ বহন্তীম ।

চন্দ্রোক্তংসাং ত্রিনেত্রাং চতুঃস্তম্ভিরসিনা খেটকং বিভ্রতীতি:

কন্যাভিঃ সেব্যমানাঃ প্রতিভট-ভয়দাং শূলিনীং ভাবয়ামি ॥ ৬৮

এই মন্ত্রের পূজা পদ্ধতি । প্রাতঃকৃত্য হইতে পীঠস্থান পর্যন্ত দুর্গামন্ত্রের দ্বারা কর্ম
সমূহ করিয়া ঋত্বাদি কৃত্য করিবেন । যথা—অস্ত শূলিনীমন্ত্রস্ত দীর্ঘতপাঃ ঋষিঃ ককুপ্
ছন্দঃ শূলিনী দেবতা হং বীজং স্বাহা শক্তিঃ গ্রহাদিদোষ-শান্ত্যর্থং কৃত্যসে বিনিয়োগঃ ।
মন্ত্রকে—ওঁ দীর্ঘতমসে ঋষয়ে নমঃ, মুখে—ককুপ্ ছন্দসে নমঃ, হৃদয়ে—ওঁ শূলিনী
দেবতারৈ নমঃ । ওহে—হং বীজায় নমঃ । পাদদ্বয়ে—ওঁ স্বাহা শক্তয়ে নমঃ । ৬৬

তাহার পর পঞ্চ করাক্ষ্যাস করিবেন । যথা—ওঁ শূলিনি ! দুর্গে । হং ফট্
অঙ্গুষ্ঠাভ্যাং নমঃ । ওঁ শূলিনি । বরদে । হং ফট্ তর্জনীভ্যাং স্বাহা । ওঁ শূলিনি ।
বিদ্যাবাসিনি । হং ফট্ মধ্যমাভ্যাং বষট্ । ওঁ শূলিনি । অসুরমর্দিনি । বুদ্ধপ্রিয়ে !
ত্রাসয় ত্রাসয় হং ফট্ অনামিকাভ্যাং হং । ওঁ শূলিনি । দেবসিদ্ধ-প্রপূজিতে ।
নন্দিনি । রক্ষ রক্ষ মহাযোগেশ্বরী ! হং ফট্ কনিষ্ঠাভ্যাং ফট্ । এইরূপ
হৃদয়াদিতে—ওঁ শূলিনি । দুর্গে হং ফট্ হৃদয়ায় নমঃ । ওঁ শূলিনি । বরদে ! হং
ফট্ শিরসে স্বাহা । ওঁ শূলিনি । বিদ্যাবাসিনি । হং ফট্ শিখারৈ বষট্ । ওঁ
শূলিনি । অসুরমর্দিনি । বুদ্ধপ্রিয়ে ! ত্রাসয় ত্রাসয় হং ফট্ কবচায় হং । ওঁ শূলিনি ।
দেবসিদ্ধ-প্রপূজিতে নন্দিনি । রক্ষ রক্ষ মহাযোগেশ্বরী ! হং ফট্ করতলকর-পৃষ্ঠাভ্যাং
অস্তায় ফট্ । এই মন্ত্রের পঞ্চাঙ্গকৃত্য । তাহার পর ধ্যান করিবেন । (৬৭)—

ধ্যানের অর্থ—সিংহে উপবিষ্টা, সজল মেঘের দ্বারা স্তম্ভ বর্ণা, দক্ষিণের অধোহস্ত
হইতে বামের অধোহস্ত পর্যন্ত হস্তপদ্ম সমূহের দ্বারা শূল, বাণ, কুপাণ, অরি (চক্র),
শঙ্খ, গদা, চাপ ও পাশ বহন-কারিণী, চন্দ্রমুখ মুকুট-ধারিণী, ত্রিনেত্রা, খেটক—

এবং ধ্যান্য মানসৈঃ সংপূজ্যার্থাং সংস্থাপ্য পূর্বোক্ত-পীঠপূজাং বিধায়
পুনর্ধ্যান্যাবাহনাদি-পঞ্চপুষ্পাঞ্জলি-দান-পর্যন্তং কৃত্যবরণানি পূজয়েৎ । যথা—
অগ্ন্যাদিকোণে মध्ये চ পঞ্চাঙ্গানি পূজয়েৎ । ততঃ পত্রেষু পূর্বাদিতঃ দুর্গাঃ
বরদাং বিদ্যাवासिनीं अमूरमर्दिनीं युक्ताप्रियां देवसिद्ध-प्रपूजितां^১ नन्दिनीं
महायोगेश्वरीं संपूज्य पत्रात्रेषু शङ्खाय चक्राय खड्गाय गदायै शराय
चापाय शूलाय पाशाय इति तदस्त्राणि संपूज्य तद्वहिर्दিকपालान् संपूज्य
धূपादि-विसर्जनान्तं कर्म समापयेत् । अष्ट पुरश्चरणं पञ्चदश-लक्ष-जपः ।
तथाच—मनुमेनं जपेन्मन्त्री वर्णलक्षं विचक्षणः । ৯

সর্পিষাশ্নেন বা হোমস্তদ্বিশাংশমিতো ভবেৎ ॥ ৭০ ॥ ইতি শূলিনী-প্রকরণম্ ।

ব্রহ্ম-বিষ্ণুশিরোরত্ন-নীরাজিত-পদাম্বুজাম্ ।

বন্দেহং জগতামাত্যং দুর্গাং দুর্গতিহারিণীম্ ॥ ১

হারিণী জয়া, বিজয়া, ভদ্রা ও শূলকাত্যায়নী নাম্নী চারিকণ্ঠাগণ কর্তৃক উভয় দিকে
সেব্যমানা, শক্রগণের ভয়দায়িনী শূলিনীকে আমি ধ্যান করি । ৬৮

এই প্রকারে ধ্যান করিয়া মানস উপচারে পূজা ও বিশেষার্থ্য স্থাপন করিয়া,
দুর্গার অষ্টাক্ষর মন্ত্রোক্ত পীঠপূজাবৎ পীঠপূজা করিয়া, পুনরায় ধ্যান, আবাহন হইতে
পঞ্চপুষ্পাঞ্জলিদান কার্যাগুলি করিয়া আবরণ দেবতার পূজা করিবেন । যথা কেশর
সমূহে অগ্ন্যাदि কোণে ও মধ্যে পাঁচটি অঙ্গদেবতার পূজা করিবেন । তাহার পর পত্রে
পূর্বাদি ক্রমে ও^১ দুর্গায়ৈ নমঃ ইত্যাকার প্রণবাদি নমঃ অস্ত মন্ত্রে দুর্গা, বরদা, বিদ্যা-
বাসিনী, অমূরমর্দিনী, যুক্ত : দেবসিদ্ধ প্রপূজিতা, নন্দিনী ও মহাযোগেশ্বরীকে পূজা
করিয়া, পত্রের অগ্রে শূলিনীর অস্ত্র—ও শঙ্খায় নমঃ ইত্যাকার প্রণবাদি নমঃ অস্ত মন্ত্রে
শঙ্খ, চক্র, খড়্গ, গদা, শর, চাপ, শূল ও পাশকে পূজা করিয়া, দলের বহির্ভাগে
দিকপাল ও বজ্রাদি অস্ত্রসমূহকে পূজা করিয়া, ধূপাদি দান হইতে বিসর্জন পর্যন্ত
কর্মগুলি শেষ করিবেন । ৬৯

ইহার পুরশ্চরণে পনের লক্ষ মন্ত্রজপ কর্তব্য । তাহাই শারদাভিলকে বলিয়াছেন—

বিচক্ষণ মন্ত্রজ্ঞ সাধক এই মন্ত্র মন্ত্রবর্ণ লক্ষ মন্ত্র জপ করিবেন । জপের দশাংশ
পরিমাণ সর্পিঃ দ্বারা বা অশ্বের দ্বারা হোম হইবে । ৭০

ব্রহ্মা ও বিষ্ণু শিরোরত্ন দ্বারা যাহার পাদদ্বয়ে আরতি হইয়াছে, এই জগতের
আদি দুর্গতিহারিণী সেই দুর্গাকে আমি বন্দনা করি । ১

বিশ্বসারে— অথ দুর্গামনু বক্ষ্যে দৃষ্টাদৃষ্ট-ফলপ্রদান ।

যেন বিজ্ঞানমাত্রেণ ভবেদ্ গঙ্গাধরঃ^১ স্বয়ং ॥ ২

শারদায়াম্— অথ দুর্গা মনুং বক্ষ্যে দৃষ্টাদৃষ্টে ফলপ্রম্ ।

মায়াহ্রিঃ কর্ণবিন্দ্যাচ্যো ভূয়োহসৌ সর্গবান্ ভবেৎ ॥ ৩

পঞ্চাস্তকঃ প্রতিষ্ঠাবান্ মারুতো ভৌতিকাসনঃ ।

তারাদি-হৃদয়াস্তোহয়ং মন্ত্রো বস্বক্ষরাত্মকঃ ॥ ৪

অন্ত্যর্থঃ—অদ্রির্দকারঃ । কর্ণঃ পঞ্চমস্বরঃ, সামান্য-নির্দেশ-স্বরসাৎ ।

অসৌ কর্ণাচ্যোহ্রিঃ । অত্র বিসর্গনির্দেশাদ্ ন বিন্দ্বয়ঃ, সর্বনামাং বুদ্ধিস্ব-
বাচকত্বাৎ । সর্গো বিসর্গস্তদ্বান্ । তথাচ বিসর্গশ্চ রেফত্বমিতি । পঞ্চাস্তকো
গকারঃ । প্রতিষ্ঠা আকারঃ,^২ মারুতো যকারঃ, ভৌতিক ঐকারঃ, হৃদয়ং
নমঃ, তেন ও হ্রীং ছং দুর্গায়ৈ নমঃ ইতি মন্ত্রঃ । ৫

বিশ্বসার তন্ত্রে বলিয়াছেন—যাহার জ্ঞানমাত্রে সাধক স্বয়ং গঙ্গাধর হইয়া থাকেন,
আমি দৃষ্ট ও অদৃষ্ট ফলপ্রদ দুর্গার মন্ত্রসমূহ বলিব । ২

শারদাতিলকে বলিয়াছেন—অনন্তর দৃষ্ট ও অদৃষ্ট ফল-প্রদ দুর্গামন্ত্র বলিব ।
মাত্রা—মাত্রাবীজ হ্রীং, কর্ণ—উ ও বিন্দু যুক্ত অদ্রি—দ তাহাতে হইল ছং । পুনরায়
উহা (ঐ ছ) সর্গবান্—সর্গ (র) যুক্ত হইবে । (সর্গ—উপসর্গ, উপসর্গটি রেফরূপ
বলিয়া মন্ত্রে হকারটি রেফযুক্ত অর্থাৎ ছবু হইবে ।) তাহার পর পঞ্চাস্তক গকারটি
প্রতিষ্ঠা—আকারবান্ হইবে । মারুত যকার ভৌতিকাসন অর্থাৎ ভৌতিক ঐকারে
স্থিত হইবে । তাহাতে দুর্গায়ৈ হইল । উহা প্রণবাদি ও হৃদয়াস্ত (নমঃ অস্ত),
হইলে ও^১ হ্রীং ছং দুর্গায়ৈ নমঃ মন্ত্র হয় । এইটি দুর্গার অষ্টাক্ষর মন্ত্র । ৩-৪

ইহার অর্থ—অদ্রি—দকার । কর্ণ—পঞ্চম স্বর উকার ; যেহেতু এখানে বামকর্ণ
বা দক্ষিণ কর্ণ এই রূপ বিশেষভাবে কর্ণের নির্দেশ না হইয়া কর্ণ এইরূপ সামান্যভাবে
নির্দেশ হইয়াছে । অসৌ—এই কর্ণযুক্ত অদ্রি অর্থাৎ ছ, সর্বনাম শব্দ বুদ্ধিগত অর্থের
বাচক বলিয়া এস্থলে সর্গ অর্থাৎ বিসর্গের নির্দেশ আছে বলিয়া বিন্দুর অর্থ হয় হইবে
না অর্থাৎ অসৌ এই সর্বনাম শব্দে ছ এইটি বুদ্ধিস্ব হইবে, ছং এইটি বুদ্ধিতে উপস্থিত
হইবে না, কারণ ২ : যুক্ত বর্ণের প্রয়োগ বিরল ও অনুজ্ঞার্য্য^১ । সর্গ—বিসর্গ, তদ্বান্
বিসর্গবান্ । সুতরাং বিসর্গটি রেফ হইবে । পঞ্চাস্তক-গকার । প্রতিষ্ঠা—আকার ।
মারুত—যকার । ভৌতিক—ঐকার । হৃদয়—নমঃ । তাহাতে ও^১ হ্রীং ছং দুর্গায়ৈ
নমঃ এই মন্ত্র হয় । ৫

অশ্রাঃ পূজাপ্রয়োগঃ । প্রাতঃকৃত্যাদি-পীঠশাস্ত্রাস্তং কৰ্ম বিধায় কেশৱেষু
মধ্যে চ পীঠশক্তির্ন্যাসেৎ । যথা—আং প্রভাত্যৈ নমঃ, এবং ঐং মায়াত্ৰৈ নমঃ,
উং জয়াত্ৰৈ, এং সূক্ষ্মাত্ৰৈ, ঐং বিজ্ঞাত্ৰৈ, ওং নন্দিত্ৰৈ, ঐং সুপ্রভাত্যৈ, ঐ
বিজ্ঞাত্ৰৈ, অঃ সৰ্বসিদ্ধিদাত্ৰৈ, তত্‌পরি ও বজ্রনখদংষ্ট্রযুধায় মহাসিংহায় হং
ফট্ নমঃ ইতি শাস্ত্ৰেৎ । ৬

তত ঋশ্বাদিষ্ঠাসঃ । শিরসি—নারদঋষয়ে নমঃ, মুখে—গায়ত্রীছন্দসে
নমঃ । হৃদি—দুৰ্গাত্ৰৈ দেবতাত্ৰৈ নমঃ । যথা (৭)—

ঋষিঃ স্থান্ নারদশ্ছন্দো গায়ত্রী দেবতা মনোঃ ।

দুৰ্গা সমীরিতা সন্তিহরিতাপন্নিবারণী ॥ ৮

ততঃ করাজ্ঞাসমৌ ও হ্রীং হং দুৰ্গাত্ৰৈ হ্রাং অজুষ্ঠাত্যাং নমঃ । ও হ্রীং হং
দুৰ্গাত্ৰৈ হ্রীং তর্জনীভ্যাং স্বাহা । এবং মধ্যমাদিযু । তথা ও হ্রীং হং দুৰ্গাত্ৰৈ

এই মন্ত্রের তন্ত্রোক্ত পূজা পদ্ধতি এইরূপ—প্রাতঃ কৃত্য হইতে পীঠ শাস্ত্র পর্যন্ত
কার্যগুলি করিয়া হংপদের কেশৱে ও মধ্যে পীঠ শক্তিগুলির শাস্ত্র করিবেন । যথা—
ও আং প্রভাত্যৈ নমঃ, ও ঐং মায়াত্ৰৈ নমঃ, ও উং জয়াত্ৰৈ নমঃ, ও এং সূক্ষ্মাত্ৰৈ নমঃ, ও
ঐং বিজ্ঞাত্ৰৈ নমঃ, ও ও নন্দিত্ৰৈ নমঃ, ও ঐং সুপ্রভাত্যৈ নমঃ, ও অং বিজ্ঞাত্ৰৈ নমঃ,
ও অঃ সৰ্বসিদ্ধিদাত্ৰৈ নমঃ, তাহার উপরিভাগে—ও বজ্রনখ-দংষ্ট্রাযুধায় মহাসিংহায়
হং ফট্ নমঃ এইরূপে পীঠশক্তির শাস্ত্র করিবেন । ৬

তাহার পর ঋশ্বাদি শাস্ত্র । যথা অশ্রু ত্রীদুৰ্গামন্ত্রস্য নারদ ঋষিঃ, গায়ত্রী ছন্দঃ দুৰ্গা
দেবতা হং বীজং হ্রীং শক্তিঃ হরিতাপন্নিবারণে বিনিয়োগঃ । মন্ত্ৰকে—ও নারদায়
ঋষয়ে নমঃ । মুখে—ও গায়ত্রী-ছন্দসে নমঃ । হৃদয়ে—ও দুৰ্গাত্ৰৈ দেবতাত্ৰৈ নমঃ ।
মুখে—ও হং বীজায় নমঃ । পাদদ্বয়ে—ও হ্রীং শক্তয়ে নমঃ । যেমন শারদাতিলকে
বলিয়াছেন (৭)—

এই মন্ত্রের নারদ ঋষি, গায়ত্রী ছন্দঃ হইতেছে । পণ্ডিতগণ কর্তৃক হরিত ও
আপদের নিবারণী দুৰ্গা দেবতা উক্ত হইয়াছেন । ৮

তাহার পর করাজ্ঞাস । যথা—ও হ্রীং হং দুৰ্গাত্ৰৈ হ্রাং অজুষ্ঠাত্যাং নমঃ, ও হ্রীং
হং দুৰ্গাত্ৰৈ হ্রীং তর্জনীভ্যাং স্বাহা । এইরূপ মধ্যমাদিতে শাস্ত্র করিবেন । যথা—
ও হ্রীং হং দুৰ্গাত্ৰৈ হ্রাং মধ্যমাত্যাং বষট্ । ও হ্রীং হং দুৰ্গাত্ৰৈ হ্রীং অনামিকাত্যাং
হং । ও হ্রীং হং দুৰ্গাত্ৰৈ হ্রীং কনিষ্ঠাত্যাং বৌষট্ । ও হ্রীং হং দুৰ্গাত্ৰৈ হ্রাঃ
করতল কর-পৃষ্ঠাত্যাং অজ্রায় ফট্ । সেইরূপ ও হ্রীং হং দুৰ্গাত্ৰৈ হ্রাং হৃদয়ায় নমঃ

হ্রাং হৃদয়ায় নমঃ । ওঁ হ্রীং হ্রং হ্র্গায়ৈ হ্রৌ শিরসে স্বাহা ইত্যাদিনা
হৃদয়াদিষু চ । তথা চ নিবন্ধে (৯)—

নমস্কার-বিমুক্তেন^১ মূলমন্ত্রেণ সাধকঃ ।

হ্রামাঙ্গৈঃ সহ কুবীত ষড়ঙ্গানি যথাবিধি ॥ ১০

ততো ধ্যানং—সিংহস্থা শশিশেখরা মরকত-প্রখ্যা চতুর্ভিভূজৈঃ

শঙ্খাং চক্র-ধনুঃ-শরাংশচ দধতী নেত্রৈস্ত্রিভিঃ শোভিতা ।

আমুক্তোঙ্গদ-হার-কঙ্কণ-রণং-কাঞ্চী-কণন-নূপুরা

দুর্গা দুর্গতিহারিণী ভবতু নো রত্নোজ্জ্বল-কুণ্ডলা ॥ ১১

এবং ধ্যাত্বা মানসোপচারৈঃ সম্পূজ্যার্য্যং সংস্থাপ্য পীঠপূজাং কুহা

ওঁ হ্রীং হ্রং হ্র্গায়ৈ হ্রৌ শিরসে স্বাহা, ওঁ হ্রীং হ্রং হ্র্গায়ৈ হ্রুং শিখায়ৈ বষট্ । ওঁ হ্রীং
হ্রং হ্র্গায়ৈ হ্রৈং কবচায় হ্রং । ওঁ হ্রীং হ্রং হ্র্গায়ৈ হ্রৌং নেত্রত্রয়ায় বৌষট্ । ওঁ হ্রীং
হ্রং হ্র্গায়ৈ হ্রঃ করতল-কর-পৃষ্ঠাভ্যাং অন্তায় ফট্—ইত্যাদিক্রমে হ্রস্বাদিতে শ্বাস
করিবেন । সেইরূপ শারদাতিলক নিবন্ধে বলিয়াছেন (৯)—

সাধক হ্রাং হ্রীং ইত্যাদি সহকারে নমস্কার রহিত মূল মন্ত্রের দ্বারা ওঁ হ্রীং হ্রং
হ্র্গায়ৈ মন্ত্রে যথাবিধি শক্তি ষড়ঙ্গ মুদ্রায় ষড়ঙ্গশ্বাস করিবেন । ১০

বিবৃতি । তত্ত্বসারে হ্রাং হ্রীং প্রভৃতিকে আগে দিয়া পরে হ্র্গামন্ত্রকে দিয়া
করাস্ত্যাসের মন্ত্র মুদ্রিত হইয়াছে । উহা প্রমাদকৃত । রাঘবভট্ট দ্বিত বচনে আছে—
তারো মায়া চ হ্র্গায়ৈ হ্রামাঙ্গস্তাহঙ্গকল্পনা । রাঘবভট্ট অঙ্গশ্বাস মন্ত্র বলিয়াছেন—
ওঁ হ্রীং হ্রং হ্র্গায়ৈ হ্রাং হৃদয়ায় নমঃ । ওঁ হ্রীং হ্রং হ্র্গায়ৈ হ্রৌ শিরসে স্বাহা । ১০

তাহার পর ধ্যান করিবেন । সেই ধ্যানের অর্থ—সিংহের উপরে উপবিষ্টা,
চন্দ্রশেরা (চন্দ্রযুক্ত মুকুট ধারিণী) মরকত-মণিতুলা চারি বাহুর বাম ও দক্ষিণের
উর্ধ্ব হৃই হস্ত দ্বারা যথাক্রমে শঙ্খ ও চক্র এবং বাম ও দক্ষিণের অধো হৃই হস্ত দ্বারা
ধনুঃ ও শর-ধারিণী, নেত্রত্রয়ে শোভিতা, মুক্তামণ্ডিত অঙ্গদ, হার, কঙ্কণ, শঙ্কায়মান
কাঞ্চী ও শঙ্কায়মান নূপুর-ধারিণী, রত্নোজ্জ্বল কুণ্ডল-ধারিণী দুর্গা ভোমাদের দুর্গতি-
হারিণী হউন । ১১

এইরূপ ধ্যান করিয়া, দুর্গামুদ্রা, শঙ্খমুদ্রা, চক্রমুদ্রা, ধনুর্মুদ্রা, ও বাণমুদ্রা দেখাইয়া
মানস উপচারে পূজা করিয়া বিশেষার্থ্য স্থাপন করিয়া, পীঠ পূজা করিয়া, কেশর
সমূহে পূর্বাদি দিক্ ক্রমে ও মধ্যো—ওঁ আং প্রভাট্টে নমঃ, ওঁ ইং মারাত্টে নমঃ, ওঁ উং

কেশরেষু মধ্যে চ পূর্বাদিতঃ আং প্রভাতৈ নমঃ ইত্যাদিনা পূর্বোক্তেন পূজয়েৎ ।
তদুপরি ও বজ্রনখদংষ্ট্রায়ুধায় মহাসিংহায় হ্রং কটু নমঃ ইতি পূজয়েৎ । তথা চ
নিবন্ধে (১২)—

প্রভা মায়া জয়া সুক্ষ্মা বিত্তকা নন্দিনী পুনঃ ।

সুপ্রভা বিজয়া সর্ব-সিদ্ধিদা নবশক্তয়ঃ ।

অজ্জ্জ্বলিত্ব-স্বত্রয়-ক্লীব-রহিতৈঃ^১ পূজয়েদিমাঃ ॥ ১৩

তথা— প্রণবানন্তরং বজ্র-নখদংষ্ট্রায়ুধায় চ ।

মহাসিংহায় বর্মাস্ত্রং নতিঃ সিংহমহর্মতঃ ॥ ১৪

ততঃ পুনর্ধ্যাত্বাবাহনাদি-পঞ্চপুষ্পাঞ্জলিদান-পর্য্যন্তং বিধায়াবরণপূজাং
কুর্যাৎ^২ । যথা অগ্ন্যাদি-কেশরেষু মধ্যে দিক্ চ পূর্ববৎ ও হ্রীং হ্রং হ্রগাঁয়ে
হ্রাং হ্রদয়ায় নম ইত্যাদিনা ষড়ঙ্গেন সম্পূজ্য পত্রেষু পূর্বাদিতঃ জং জয়াটৈ, বিং
বিজয়াটৈ; কীং কীর্তৈ, প্রং প্রীটৈ, পং প্রভাটৈ, শং শ্রদ্ধাটৈ, মং মেধাটৈ, ঙং
শং শ্রুটৈ । নমঃ সর্বত্র^৩ । পত্রাগ্রেষু শঙ্খং চক্রং গদাং খড়্গং পাশমকুশং^৪ চাপং

জয়াটৈ নমঃ, ও এং সুক্ষ্মাটৈ নমঃ, ও ঐং বিত্তকাটৈ নমঃ, ও ওং নন্দিনী নমঃ । ও
ওং সুপ্রভাটৈ নমঃ, ও অং বিজয়াটৈ নমঃ, ও অঃ সর্বসিদ্ধিদাটৈ নমঃ । তাহার
উপরে ও বজ্রনখদংষ্ট্রায়ুধায় মহাসিংহায় হ্রং কটু নমঃ মন্ত্রে নবশক্তি ও পীঠমনুর পূজা
করিবেন । যেমন শারদাতিলকে বলিরাছেন (১২)—

প্রভা, মায়া, জয়া, সুক্ষ্মা, বিত্তকা, নন্দিনী, সুপ্রভা, বিজয়া ও সর্বসিদ্ধিদা—এই
নয়জন পীঠশক্তি । হ্রস্বত্রয়—অ, ই, উ, এবং ক্লীবরহিত বিন্দুযুক্ত নয়টি স্বরবর্ণ রূপ
যীজের দ্বারা এই শক্তিসমূহকে পূজা করিবেন । ১৩

সেইরূপ আরও বলিরাছেন—প্রণবের অনন্তর বজ্রনখদংষ্ট্রায়ুধায় মহাসিংহায়, তাহার
পর বর্ম (হ্রং) অস্ত্র (কটু) নতি (নমঃ)—এইটি সিংহমন্ত্র কথিত হইরাছে । ১৪

তাহার পর পুনরায় ধ্যান, আবাহন ইহাতে পঞ্চ পুষ্পাঞ্জলি দান পর্য্যন্ত কার্যাগুলি
করিয়া আবরণ পূজা করিবে । যথা অগ্ন্যাদি-কেশরে, মধ্যে ও দিক্ সমূহে পূর্ববৎ ও
হ্রীং হ্রং হ্রগাঁয়ে হ্রাং হ্রদয়ায় নমঃ ইত্যাদি পূর্বোক্ত মন্ত্রে ষড়ঙ্গের পূজা করিয়া, পঞ্চ
সমূহে পূর্বাদিক্রমে আদিতৈ ও এবং অন্তে নমঃ দিয়া ও জং জয়াটৈ, বিং বিজয়াটৈ,
কীং কীর্তৈ, প্রিং প্রীটৈ, প্রং প্রভাটৈ, শ্রং শ্রদ্ধাটৈ, মং মেধাটৈ ত্রং শ্রুটৈ নমঃ বলিয়া

১। খ—আগ্না হ্রস্বত্রয় ক্লীবরহিতৈঃ । ২। খ—আবরণ-পূজামারভেৎ । ৩। খ—পং প্রীটৈ ।
৪। খ—মং মেধাটৈ ইতি নতি । ৫। খ—সর্বত্র প্রণবাди-মন্ত্রে হ্রস্বেন পূজয়েৎ । ৬। ক—পাশাঙ্কুশঃ ।

শরং তদ্বাহে ইন্দ্রাদীন্ বজ্রাদীংশ্চ সম্পূজ্য ধূপাদি-বিসর্জনান্তং কর্ম সমাপয়েৎ ।
অশ্ব পুরশ্চরণমষ্ট-লক্ষ জপঃ । তথা চ (১৫)—

বমূলক্ষং জপেন্দ্রং তিলৈর্মধুর-লোড়িতৈঃ ।

পয়োহক্ষসা বা জুহুয়াৎ তৎ-সহস্রং জিতেন্দ্রিয়ঃ ॥ ১৬

পয়োহক্ষসা হৃক্ষযুক্তানেন । তথা চ বাচনিকোহষ্ট-সহস্রহোমঃ । ১৭

অথ প্রকারান্তরম্ । বিশ্বসারে^১—

ধাস্ত-বীজং সমুদ্রত্যা বামকর্ণ-বিভূষিতম্ ।

ইন্দু-বিন্দু-সমাযুক্তং বীজং পরম-ত্বর্ণভম্ ॥ ১৮

চতুর্বর্গপ্রদং সাক্ষান্মহাপাতক-নাশনম্ ।

একাক্ষরী সমা নাস্তি বিদ্যা ত্রিভুবনে প্রিয়ে ! ॥ ১৯

বিনা গন্ধৈর্বিনা পুষ্পৈর্বিনা হোম-পুরঃসরৈঃ ।

বিনায়াটৈর্মহাদেবি ! জপমাত্রেন সিদ্ধিদা ॥ ২০

জয়াদির পূজা করিবেন । পত্রের অগ্র সমূহে শঙ্খ, চক্র, গদা, খড়্গ, পাশ, অঙ্কুশ, চাপ ও শরের পূজা করিবেন । পত্রের বাহিরে ইন্দ্রাদি লোকপাল ও বজ্রাদি অস্ত্রের পূজা করিয়া ধূপদান হইতে বিসর্জন পর্য্যন্ত কার্যগুলি শেষ করিবেন । এই মন্ত্রের পুরশ্রবণে আট লক্ষ মন্ত্র জপ । শারদাভিলকে তাহাই বলিয়াছেন (১৫)—

জিতেন্দ্রিয় সাধক এই মন্ত্রের পুরশ্রবণে আট লক্ষ মন্ত্র জপ করিবেন । মধুরাশ্বত তিলের দ্বারা অথবা পায়সের দ্বারা আট সহস্র হোম করিবেন । ১৬

পয়োহক্ষসা—হৃক্ষযুক্ত অগ্নের দ্বারা । সূতরাং আট সহস্র হোম বাচনিক অর্থাৎ তন্ত্র বচনের বলে ৮০ আশি হাজার হোম স্থলে ৮ হাজার হোম হইবে । ১৭

অনন্তর হৃগার অন্য প্রকার মন্ত্র । বিশ্বসার তন্ত্রে বলিয়াছেন—ধাস্তবর্ণ (দ বর্ণকে) উচ্চার করিয়া বামকর্ণ (উ) দ্বারা বিভূষিত ও ইন্দু বিন্দু (ং) দ্বারা যুক্ত করিলে পরম ত্বর্ণভ দুঃ এই একাক্ষর বীজ হয় । ১৮

উহা চতুর্বর্গ (ধর্ম, অর্থ, কাম ও মোক্ষ) প্রদ ও সাক্ষাৎ মহাপাপের নাশক । হে প্রিয়ে । এই ত্রিভুবনে একাক্ষরী বিদ্যার সমান বিদ্যা নাই । ১৯

হে মহাদেবি । গন্ধ বিনা, পুষ্প বিনা, হোম প্রমুখ বিনা, পরিভ্রম বিনা কেবল

১। খ—বিশ্বসারে বড়ত্যাং বেতান্ত ঈর্ষিবেশেন পৌনরুক্ত্যাপত্তেচ তস্মাদ্ বসন্তানন্তরমভ্যে
বহুবীজযুক্তম্, তদ্বীজং তদন্তর্য্যন্তে দীর্ঘতে চেৎস্বান্তরমিতি তদ্বম্ । ধাস্তবীজমিত্যাদি পাঠঃ ।

মঙ্গল্যস্তা ঋষির্দেবি ! নারদঃ পরিকীৰ্ত্তিতঃ ।

গায়ত্রী হ্রদ আখ্যাতে জগদ্ধাত্রী চ দেবতা ॥ ২১

চতুৰ্ভগপ্রদা হুর্গা সর্বসত্ত্বেষু সংস্থিতা ।

বিবিধা সা মহাবিদ্যা তৎ শৃণু গণেশ্বরী ! ॥ ২২

কূর্চাত্মাং বা জপেদ্ বিদ্যাং তদন্তে বহ্নিসুন্দরী ।

লজ্জাত্মাং বা জপেদ্ বিদ্যাং ফড়স্তাং বা জপেৎ সুধীঃ ॥ ২৩

বধুবীজ-যুতাং বাপি স্বাহাত্মাং বা জপেৎ পুনঃ ।

লক্ষ্মীত্মাং বা জপেদ্ বিদ্যাং চতুৰ্ভগ-ফলাপ্তয়ে ॥ ২৪

বাগ্ভবাত্মাং জপেদ্ বাপি প্রণবাত্মাং জপেৎ পুনঃ ।

কামবীজাদিকাং বাপি ফড়স্তাং বা জপেৎ সুধীঃ ।

ত্র্যক্ষরী বিবিধা বিদ্যা ব্রহ্মণা কথিতা পুরা ॥ ২৫

অন্যার্থঃ—কূর্চাত্মামিতি । বিদ্যামেকাক্ষরী-যুক্ত-বিদ্যাম্ । তেনায়ং দ্ব্যক্ষরো
মন্ত্রঃ । তদন্তে কূর্চাদি-মূলবিদ্যাস্তে বহ্নিসুন্দরী । অত্রাপি বাকারো অনুষঞ্জ-
নীয়ঃ, সর্বত্র তথা দর্শনাৎ । ১৬

অপমাত্তের দ্বারা এই বিদ্যা সিদ্ধিপ্রদা হইয়া থাকেন । হে দেবি । এই মন্ত্রের নারদ
ঋষি কীৰ্ত্তিত হইয়াছেন । গায়ত্রী হ্রদঃ এবং জগদ্ধাত্রী দেবতা কথিত হইয়াছেন । ২০-২১

চতুৰ্ভগপ্রদা হুর্গা সমস্ত সত্ত্বের (বিদ্যার) মধ্যে অবস্থিতা । হে গণেশ্বরী ! একাক্ষরী
সেই বিদ্যা সমস্ত বীজে অবস্থিত হইয়া বহুপ্রকার হইয়াছেন, তাহা শ্রবণ কর । ২২

এই একাক্ষরী বিদ্যার আদিতে কূর্চবীজ দিয়া জপ করিবে । অথবা সেই কূর্চাদি
বিদ্যার অন্তে বহ্নিসুন্দরী দিয়া জপ করিবে । অথবা এই একাক্ষরী বিদ্যার
আদিতে লজ্জাবীজ দিয়া জপ করিবে অথবা সুধী সাধক লজ্জাবীজাদি এই বিদ্যার
অন্তে ফটু দিয়া জপ করিবে । ২৩

অথবা এই একাক্ষরী বিদ্যাতে বধুবীজ (জীবীজ) যোগ করিয়া জপ করিবে
অথবা বধুবীজাদি এই বিদ্যার অন্তে পুনরায় স্বাহা দিয়া জপ করিবে । অথবা চতুৰ্ভগ
ফলের প্রাপ্তির জন্য এই একাক্ষরী বিদ্যার আদিতে লক্ষ্মীবীজ দিয়া জপ করিবে । ২৪

অথবা এই একাক্ষরী বিদ্যার আদিতে বাগ্ভব-বীজ দিয়া জপ করিবে । অথবা
এই বিদ্যার আদিতে প্রণব দিয়া জপ করিবে । অথবা এই বিদ্যার আদিতে কামবীজ
দিয়া জপ করিবে । অথবা সুধী সাধক তাহার অন্তে ফটু দিয়া জপ করিবে । পুরা-
কালে ব্রহ্মা কর্তৃক এই ত্র্যক্ষরী বিদ্যা নানা প্রকার কথিত হইয়াছে । ২৫

ন চ তদন্তে একাক্ষর-বিদ্যাশ্চে, তথা চায়ং ত্র্যক্ষরো মন্ত ইতি বাচ্যম্ ।
তথা সতি—বধুবীজযুতাং বাপি স্বাহাস্তাং বা জপেং পুনরিত্যত্ৰাপ্যাক্ষরীত্যা
বধুরহিত-বিদ্যায়া এব স্বাহাস্তত্ব-প্রাপ্তৌ পৌনরুক্ত্যাপত্তেঃ, ফড়স্তাং বেত্যস্ত
ধিনিবেশেন পৌনরুক্ত্যাপত্তেচ্চ । তস্মাৎ যন্মন্ত্রানন্তরমন্তে বীজযুক্তং, তদ্বীজং
তন্মন্ত্রশ্যাস্তে দীয়তে চেন্ মন্ত্রান্তরমিতি তত্ত্বম্ । তথায়ং চতুরক্ষরঃ । ২৭

লজ্জাদ্যামিতি দ্ব্যক্ষরোহয়ম্ । ফড়স্তামিতি সার্কিত্র্যক্ষরঃ । বধুবীজেতি
দ্ব্যক্ষরঃ । স্বাহাস্তামিতি চতুরক্ষরঃ । লক্ষ্মাদ্যামিতি দ্ব্যক্ষরঃ । বাগ্ভবাদ্যামিতি
দ্ব্যক্ষরঃ । প্রণবাদ্যামিতি দ্ব্যক্ষরঃ । কামেতি দ্ব্যক্ষরঃ । ফড়স্তামিতি সার্কিত্র্যক্ষরঃ ।
ত্র্যক্ষরী দকারোকারানুস্বারাত্মক-ত্র্যক্ষরময়ী মূলবিদ্যেত্যর্থঃ । তথা চ দুং । হুং
দুং । হুং দুং স্বাহা । হ্রীং দুং । হ্রীং দুং ফট্ । জ্রীং দুং । জ্রীং দুং স্বাহা । শ্রীং দুং ।
ঐং দুং । ওং দুং । ক্রীং দুং । ক্রীং দুং ফট্ । ইতি দ্বাদশমন্ত্রাঃ । ২৮

এই শ্লোকের অর্থ :—কূর্চাদ্যাং ইহার অর্থ—কূর্চবীজ যুক্তা একাক্ষরী বিদ্যা । তাহাতে
এইটি দ্ব্যক্ষর মন্ত্র হয় । তদন্তে—কূর্চবীজাদি মূলবিদ্যার অন্তে বহিঃ সূন্দরী । এস্থলেও
বাক্যর অনুবৃত্ত হইবে ; যেহেতু এস্থলে সর্বত্র বাক্যর দেখা যায় । ২৬

তদন্তে কথার অর্থ—একাক্ষর বিদ্যার অন্তে বহিঃ সূন্দরী এই অর্থ হউক, তাহাতে
এইটি ত্র্যক্ষর মন্ত্র হয়, ইহা বলিতে পারেন না । কারণ তাহা হইলে বধুবীজ যুতাং বাপি
স্বাহাস্তাং বা জপেং পুনঃ । এই স্থলেও উক্ত রীতিতে বধু বীজরহিত কেবল একাক্ষরী
বিদ্যাই স্বাহাস্ত হওয়ার পুনরুক্তির আপত্তি হইবে । আর ফড়স্তাং বা এইটির দুইবার
নিবেশ প্রযুক্ত উহার পুনরুক্তির আপত্তি হইবে । অতএব যে বীজের অনন্তর অন্তে
যে বীজ উক্ত হইবে, সেই বীজটিকে সেই বীজের অন্তে যদি দেন ; তবে তাহা মন্ত্রান্তর
হইবে । ইহাই তত্ত্ব । তাহা হইলে এইটি চতুরক্ষর মন্ত্র । ২৭

লজ্জাদ্যামিতি । এইটি দ্ব্যক্ষর । ফড়স্তামিতি । এইটি সার্কি ত্র্যক্ষর । বধুবীজেতি ।
এইটি দ্ব্যক্ষর । স্বাহাস্তামিতি । এইটি চারি অক্ষর । লক্ষ্মাদ্যামিতি । এইটি দ্ব্যক্ষর ।
বাগ্ভবাদ্যামিতি । এইটি দ্ব্যক্ষর । প্রণবাদ্যামিতি । এইটি দ্ব্যক্ষর । কামেতি ।
এইটি দ্ব্যক্ষর । ফড়স্তামিতি । এইটি ত্র্যক্ষর । ত্র্যক্ষরী কথার অর্থ—দকার, উকার ও
অনুস্বার স্বরূপ অক্ষর ত্রয়রূপ মূল বিদ্যা দুং । তাহা হইলে—(১) দুং । (২) হুং দুং ।
(৩) দুং দুং স্বাহা (৪) হ্রীং দুং (৫) হ্রীং দুং ফট্ (৬) জ্রীং দুং (৭) জ্রীং দুং স্বাহা
(৮) শ্রীং দুং (৯) ঐং দুং (১০) ওং দুং (১১) ক্রীং দুং (১২) ক্রীং দুং ফট্—এই দ্বাদশ
প্রকার মন্ত্র । ২৮

বিশ্বসারে—দীর্ঘশ্বর-সমাস্তু-নিজবীজানি পার্বতি ! ।

বিষ্ণুসেনাত্মনো দেহে হ্রদয়াদিষু পূর্ববৎ ॥ ২৯

পূর্ববন্ শ্রাসবর্ণস্ত পূর্ববৎ কৰ্ম চাচরেৎ ।

কালীবদাচরেদ্ বিষ্ণাং জপেদ্ বিষ্ণামহনিশ্চ ।

লক্ষ-দ্বাদশকৈর্দেবি ! পুরশ্চরণমীরিতম্ ॥ ৩০

মংস্ত্র-মাংসৈঃ সূপ-পুটৈপমৃগৈঃ শশক-শল্লকৈঃ ।

পূজয়েৎ পরয়া ভক্ত্যা দুর্গাং দুর্গতিনাশিনীম্ ॥ ৩১

স্বয়ম্ভুকুসুমৈঃ শুক্রেঃ সুগন্ধি-কুসুমাব্রিতৈঃ ।

জবা-যাবক-সিন্দুরৈঃ রক্তচন্দন-সংযুতৈঃ ।

নানা-মাংসৈর্নানাদ্রব্যৈঃ পূজয়েৎ পরমেশ্বরীম্ ॥ ৩২

কাকৈঃ শুকৈশ্চ মহিষৈর্মেষৈশ্ছাগৈর্নরৈস্তথা ।

গজৈরুষ্ট্রৈঃ খগৈর্গৃধ্রৈঃ পূজয়েদ্ বিধিনামুনা ।

তদা ভবেন্মহাসিদ্ধিনা ত্র কার্য্যা বিচারণা ॥ ৩৩

ধ্যানস্ত— সিংহস্কন্ধসমাক্রুতাং নানালঙ্কার-ভূষিতাম্ ।

চতুর্ভুজাং মহাদেবীং নাগযজ্ঞোপবিত্তিনীম্ ॥ ৩৪

হে পার্বতি ! নিজের দেহে হ্রদয়াদি স্থানসমূহে পূর্ববৎ ছয়টি দীর্ঘশ্বর যুক্ত নিজ বীজ (মূলবীজ) গুলিকে শ্রাস করিবে । (ইহা ষড়ঙ্গশ্রাস) । ২৯

পূর্ববৎ শ্রাসসমূহ করিবে । পূর্ববৎ সমস্ত কৰ্ম করিবে । কালীর শ্রাস বিষ্ণুর অনুষ্ঠান করিবে । দিব্যরাত্রি এই বিষ্ণাকে জপ করিবে । হে দেবি দ্বাদশ লক্ষ জপের দ্বারা পুরশ্চরণ কথিত হইয়াছে । ৩০

মংস্ত্র, মাংসের দ্বারা সূপ (ডাল), পুপ (পিষ্টক) দ্বারা, মৃগ দ্বারা, শশক ও শল্লকের দ্বারা অতিভক্তির সহিত দুর্গতিনাশিনী দুর্গাকে পূজা করিবে । ৩১

স্বয়ম্ভু কুসুমের দ্বারা, সুগন্ধি কুসুম যুক্ত শুক্রে দ্বারা, জবা, যাবক (আলতা) সিন্দূরের দ্বারা, রক্ত চন্দনের দ্বারা, নানামাংস ও নানা দ্রব্যের দ্বারা পরমেশ্বরীকে পূজা করিবে । ৩২

এই বিধি অনুসারে কাকের দ্বারা, শুকের দ্বারা, মহিষের দ্বারা, মেঘের দ্বারা, ছাগের দ্বারা, নরের দ্বারা, গজের দ্বারা, উষ্ট্রের দ্বারা, খগের দ্বারা, গৃধ্রের দ্বারা পরমেশ্বরীকে পূজা করিবে । তখন মহাসিদ্ধি হইবে, ইহাতে সন্দেহ করিবে না । ৩৩

ধ্যানের অর্থ হইতেছে—সিংহস্কন্ধে আক্রুতা নানা অলঙ্কারে ভূষিতা চতুর্ভুজা

শঙ্খ-শার্ঙ্গ-সমায়ুক্ত-বামপাণি-দ্বয়াস্থিতাম্ ।

চক্রঞ্চ পঞ্চবাণাঞ্চ ধারয়ন্তীঞ্চ দক্ষিণে ॥ ৩৫

রক্তবস্ত্র-পরিধানাং বালার্ক-সদৃশী তনুশ্চ ।

নারদাষ্টৈর্মুনিগণৈঃ সেবিতাং ভবগেহিনীম্ ॥ ৩৬

ত্রিবলী-বলয়োপেত-নাভিনাল-মৃণালিনীম্ ।

রত্নদ্বীপ-মহাদ্বীপে সিংহাসন-সমন্বিতে ।

প্রফুল্লকমলারুঢাং ধ্যায়েৎ তাং ভবগেহিনীম্ ॥ ৩৭

অস্ত্রা যন্তঃ—ত্রিকোণং বিন্যসেৎ পূর্বং নবকোণ-সমন্বিতম্ ।

ত্রিবিম্ব-সহিতং কার্য্যমষ্টপত্রসমন্বিতম্ ॥ ৩৮

ত্রিরেখা সহিতং কার্য্যং বজ্র-ভূপুর-সংযুতম্ ।

সমীকৃত্য যথোক্তেন বিলিখেদ্ বিধিনাহমুনা ॥ ৩৯

নানাস্ত্র-সংযুক্তং লেখ্যং চক্রং যন্ত্র-সমন্বিতম্ ।

তত্র তাং পূজয়েদ্ দেবীং মূল-প্রকৃতি-রূপিণীম্ ॥ ৪০

পদ্মস্থাং পূজয়েদ্ দুর্গাং সিংহপৃষ্ঠ-নিষেদ্বষীম্ ।

প্রভাঢ়াঃ শক্তয়ঃ পূজ্যাঃ গন্ধাষ্টৈর্নবকোণকে ॥ ৪১

মহাদেবী,, কঙ্কে নাগরূপ উপবীত ধারিণী, বাম হস্তদ্বয়ে শঙ্খ ও শার্ঙ্গধারিণী, দক্ষিণে চক্র ও পঞ্চবাণ ধারিণী যুক্ত বস্ত্রপরিহিতা, বালসূর্য্যের সদৃশ রক্তবর্ণ দেহধারিণী, নারদাদি মুনিগণ কর্তৃক সেবিতা ত্রিবলীরূপ বলয়যুক্তা নাভিপদ্মের নালরূপ মৃণাল বিশিষ্টা রত্নদ্বীপরূপ মহাদ্বীপে সিংহরূপ আসন স্থিত বিকশিত কমলে আরুঢ়া সেই ভবদুন্দরী ভবগেহিনীকে ধ্যান করিবে । ৩৪-৩৭

এই অগস্ত্যাদী দুর্গার যন্ত্র হইতেছে—নবকোণ যুক্ত ত্রিকোণ অঙ্কিত করিবে । ঐ নবকোণ তিনটি বিম্ব (বৃত্ত) বিশিষ্ট হইবে । উহা অষ্টপত্র বিশিষ্ট হইবে । তাহার বাহিরে উহাকে তিনটি রেখা যুক্ত ও বৃহৎ ভূপুর যুক্ত করিবে । সমান করিয়া যথোক্ত এই বিধি অনুসারে এই যন্ত্র অঙ্কন করিবে । ৩৮-৩৯

এই যন্ত্র নানা অস্ত্র সংযুক্ত ও মূলমন্ত্র সমন্বিত করিয়া লিখিবে । সেই যন্ত্রে মূল-প্রকৃতি রূপিণী সেই দেবীকে পূজা করিবে । পদ্মাসনা সিংহ পৃষ্ঠ-নিবাসিনী সেই দুর্গাকে পূজা করিবে । নবকোণে গন্ধাদি দ্বারা প্রভা প্রভৃতি শক্তিকে পূজা করিবে ।

পূজারান্ত নবকোণে—প্রভা মায়া জয়া সুখ্যা বিত্ত্বা নন্দিনী পুনঃ ।

সুপ্রভা বিজয়া সর্বসিদ্ধিদা নবশক্তয়ঃ ।

এতাঃ প্রণব-মায়াত্মা স্বস্বনাম্না প্রপূজয়েৎ ॥ ৪২

ওঁ হ্রীঁ প্রভাত্যৈ নমঃ ইত্যাদিনা । দেব্যা বামে শঙ্খনিধয়ে । দক্ষিণে
পদ্মনিধয়ে^১ । যথা নিবন্ধে (৪৩)—

ওঁকারং পূর্বমুচ্চার্য্য হ্রীঁকারং তদনন্তরম্ ।

যথা পাদং চতুর্থ্যন্তং পূজয়েৎ ক্রমতঃ প্রিয়ে ! ॥ ৪৪

শঙ্খ-পদ্ম নিধৌ দেব্যা বাম-দক্ষিণ-যোগতঃ ।

পূজয়েৎ পরয়া ভক্ত্যা রক্তচন্দন-পূর্বকৈঃ ॥ ৪৫

অর্ঘ্যদানং সদা কার্য্যং পূজান্তে পর্বতাত্মজে ! ।

অঙ্গাবৃত্তৈঃ পুনঃ পূজ্যা পত্রকোণেষু মাতরঃ^২ ॥ ৪৬

বজ্রাত্মাযুধ-সংযুক্তা ভূপুরে লোকনায়কাঃ ॥ ৪৭

এষাং পুরশ্চরণং দ্বাদশলক্ষজপঃ ।

পূজার নব কোণে—প্রভা, মায়া, জয়া, সুখ্যা, বিত্ত্বা, নন্দিনী, সুপ্রভা, বিজয়া;
সর্বসিদ্ধিদা—এই নয়টি । ইহাদিগকে প্রণব ও মায়াবীজ আদিত্তে দিয়া নিজ নিজ
নামের দ্বারা পূজা করিবে । ৪২

ওঁ হ্রীং প্রভাত্যৈ নমঃ ইত্যাদিরূপে পূজা করিবে । দেবীর বামে—ওঁ শঙ্খনিধয়ে
নমঃ বলিয়া এবং দক্ষিণে—ওঁ পদ্মনিধয়ে নমঃ বলিয়া পূজা করিবে । যেমন নিবন্ধে
বলিয়াছেন (৪৩)—

হে প্রিয়ে । ওঁ কারকে প্রথমে উচ্চারণ করিয়া তাহার পর হ্রীংকার ও
চতুর্থীবিভক্তি অতঃ যথা পদ (পূজ্য প্রভাদি দেবতার নাম পদ) উচ্চারণ করিয়া
ক্রমে ক্রমে পূজা করিবে । ৪৪

দেবীর বাম ও দক্ষিণভাগে অতিভক্তির সহিত রক্ত চন্দন দ্বারা শঙ্খনিধি ও
পদ্মনিধিকে পূজা করিবে । হে পর্বতাত্মজে । পূজান্তে সর্বদা অর্ঘ্যদান করিবে ।
পুনরায় অঙ্গাবরণের সহিত পত্র কোণে ব্রাহ্মী প্রভৃতি মাতৃগণকে পূজা করিবে ।
ভূপুরে বজ্রাদি আয়ুধের সহিত ইন্দ্রাদি লোকপালগণকে পূজা করিবে । ৪৫-৪৭

এই মন্ত্রের পুরশ্চরণ বার লক্ষ মন্ত্র জপ ।

১। খ—পদ্মনিধয়ে । তথা অর্ঘ্যদানং ইত্যাদি । ২। মাতরঃ পত্রকোণেষু ব্রাহ্মীমাহেশ্বরীকৃষ্ণাং
কৌমারী বৈষ্ণবী পূজ্যা বারাহীজ্ঞান্যপীজ্যতে । চামুণ্ডা মহালক্ষ্মীমাতরতাঃ প্রকীৰ্ত্তিতাঃ ।

অথ জয়দুর্গা—তারো দুর্গে যুগং রক্তমন্ত্ৰো চান্তং সলোচনম্ ।

দ্বিষ্ঠান্তা জয়দুর্গেয়ং বিজ্ঞা বেজা দশাক্ষরী ॥ ৪৮

রক্তং রেফঃ, অস্ত্যঃ ক্ষকারঃ, দ্বিষ্ঠঃ স্বাহা । অস্ত্যঃ পূজা-প্রয়োগঃ—প্রাতঃ
কৃত্যাদি-দুর্গামন্ত্ৰোক্ত-ঋত্বাদি-ন্যাসান্তং কৃত্বা করাজন্যাসো কুৰ্য্যাৎ । যথা দুর্গে
অঙ্গুষ্ঠাভ্যাং নমঃ, দুর্গে তর্জনীভ্যাং স্বাহা, দুর্গায়ৈ মধ্যমাভ্যাং বষট্, ভূতরক্ষণি
অনামিকাভ্যাং হ্রং, ওঁ দুর্গে দুর্গে রক্ষণি কনিষ্ঠাভ্যাং বৌষট্ । দুর্গে দুর্গে !
রক্ষণি ! করতল-পৃষ্ঠাভ্যাং ফট্ । এবং হৃদয়াদিষু । তথা চ নিবন্ধে (৪৯)—

তারাদি দুর্গে হৃদয়ং দুর্গে শির উদীরিতম্ ।

দুর্গায়ৈ স্মাচ্ছিখা বর্ম ভূতরক্ষণি কীর্তিতম্ ॥ ৫০

তারাদি দুর্গে দ্বিতয়ং রক্ষণ্যক্ষ সমীরিতম্ ।

তারাদি দুর্গে যুগলং রক্ষণ্যস্ত্রমুদীরিতম্ ॥ ৫১

অনন্তর জয় দুর্গা মন্ত্র । প্রথমে তার, পরে দুইটি দুর্গে, পরে রক্ত (র) অস্ত্য (ক্ষ)
ও চান্ত (ণ) সলোচন (ইকার যুক্ত) । উহা দ্বিষ্ঠান্ত (স্বাহান্ত) হইবে । ইহাকে
দশাক্ষরী জয়দুর্গা বিদ্যা জানিবে । ৪৮

রক্ত—রেফ (র) । অস্ত্য—ক্ষকার । দ্বিষ্ঠঃ—স্বাহা । এই মন্ত্রের পূজা পদ্ধতি—
প্রাতঃকৃত্য হইতে দুর্গামন্ত্ৰোক্ত ঋত্বাদিন্যাস পর্যাস্ত করাজন্যাস করিবেন । যথা—ওঁ
দুর্গে অঙ্গুষ্ঠাভ্যাং নমঃ । ওঁ দুর্গে তর্জনীভ্যাং স্বাহা । ওঁ দুর্গায়ৈ মধ্যমাভ্যাং বষট্ ।
ওঁ ভূতরক্ষণি অনামিকাভ্যাং হ্রং । দুর্গে দুর্গে রক্ষণি কনিষ্ঠাভ্যাং বৌষট্ । ওঁ
দুর্গে দুর্গে রক্ষণি করতল-পৃষ্ঠাভ্যাং ফট্ । এইরূপে হৃদয়াদিতে ন্যাস করিবেন ।
যেমন শারদাতিলক নিবন্ধে বলিয়াছেন (৪৯)—

তারাদি দুর্গে অর্থাৎ ওঁ দুর্গে—এইটি হৃদয় মন্ত্র । ওঁ দুর্গে—এইটি শিরো মন্ত্র
কথিত হইয়াছে । ওঁ দুর্গায়ৈ—এইটি শিখা মন্ত্র এবং ওঁ ভূতরক্ষণি—এই কবচ মন্ত্র
কথিত হইয়াছে । ৫০

তারাদি-দুর্গে-দ্বিতয় ও রক্ষণি অর্থাৎ ওঁ দুর্গে ! দুর্গে । রক্ষণি !—এইটি নেত্র মন্ত্র
কথিত হইয়াছে । তারাদি দুর্গে যুগল, রক্ষণি ও ফট্ অর্থাৎ ওঁ দুর্গে ! দুর্গে ।
রক্ষণি । অস্ত্রায় ফট্—এইটি অস্ত্রমন্ত্র কথিত হইয়াছে । ৫১

বিবৃতি । এই মন্ত্রের মার্কণ্ডেয় ঋষি, বৃহতীছন্দঃ জয়দুর্গা দেবতা, এশব বীজ ও
স্বাহা শক্তি । সিদ্ধিকামনায় এই মন্ত্রের প্রয়োগ হয় । ইহা রাঘব ভট্ট পদার্থাদর্শে
বলিয়াছেন । দুর্গামন্ত্রের ঋত্বাদি পূর্বেই উক্ত হইয়াছে । ৫১

ততো ধ্যানং—কালাজাতাং কটাক্ষররিকুল-ভয়দাং মৌলিবন্ধেন্দুরেখাং

শব্দাং চক্রং কৃপাণং ত্রিশূলমপি কঠৈরক্ষয়ন্তীং ত্রিনেত্রাং ।

সিংহক্কাধিক্রুতাং ত্রিভুবনমখিলং তেজসা পূরয়ন্তীং

ধ্যায়েদ্ হুর্গাং জয়াখ্যাং ত্রিদশ-পরিবৃত্তাং সেবিতাং সিদ্ধিকামৈঃ ॥ ৫২

এবং ধ্যানা মানসপূজাৰ্ঘ্য-স্থাপনাদি কৃত্বা পূর্বোক্ত-পীঠপূজাং বিধায় পূর্ববৎ পূজয়েৎ । অশ্ব পুরশ্চরণং পঞ্চলক্ষজপঃ । যথা নিবন্ধে (৫৩)—

বাণলক্ষং জপেন্ মন্ত্রং যুতেন জুহুয়াৎ ততঃ ।

দশাংশং সংস্কৃতে বহৌ ব্রাহ্মণানপি ভোজয়েৎ ।

অষ্টাক্ষরোদিতৈ পীঠে পূজয়েৎ পূর্ববৎ সুধীঃ ॥ ৫৪

অথ মহিষমর্দিনী

ভাস্ত্রং বিয়ং সনয়নং শ্বেতো মর্দিনী ! ঠদ্বয়ম্ ।

অষ্টাক্ষরী সমাখ্যাতা বিদ্যা মহিষমর্দিনী ॥ ৫৫

ভাস্ত্রং মকারঃ । বিয়ং হকারঃ । সনয়নং হ্রস্বেকারঃ, সামান্য-নির্দেশ-

তাহার পর ধ্যান । ধ্যানের অর্থ—কৃষ্ণমেঘের স্থায় নীলবর্ণা, কটাক্ষ বিক্ষেপে শত্রু কুলের ভয়-প্রদা, মন্তকে ইন্দুকর্লায় মণ্ডিতা, (অষ্টাক্ষরী মন্ত্রবৎ) হস্ত সমূহের দ্বারা শব্দ, চক্র, কৃপাণ ও ত্রিশূল-ধারিণী, ত্রিনেত্রা, সিংহক্কে আকৃতা, তেজের দ্বারা অখিল ত্রিভুবন পূরণ-কারিণী দেবতাগণের দ্বারা পরিবৃত্তা, সিদ্ধি-কামিগণ কর্তৃক সেবিতা জয়দুর্গাকে ধ্যান করি । ৫২

এই প্রকারে ধ্যান করিয়া মানস পূজা, অর্ঘ্য স্থাপনাদি করিয়া পূর্বোক্ত পীঠপূজা করিয়া পূর্বোক্ত অষ্টাক্ষর মন্ত্রবৎ পূজা করিবেন । এই মন্ত্রের পুরশ্চরণে পাঁচ লক্ষ মন্ত্র জপ । যেমন শারদাতিলক নিবন্ধে বলিয়াছেন (৫৩)—

এই মন্ত্রের পুরশ্চরণে ৫ পাঁচ লক্ষ মন্ত্র জপ করিবেন । তাহার পর সংস্কৃত বহিতে যুতের দ্বারা জপের দশাংশ হোম করিবেন এবং ব্রাহ্মণগণকে ভোজন করাইবেন । সুধী সাধক অষ্টাক্ষর মন্ত্রোক্ত পীঠে দেবীর পূজা করিবেন । ৫৪

অনন্তর মহিষমর্দিনী মন্ত্র । ভাস্ত্র—ম, সনয়ন অর্থাৎ ইকার সহিত বিয়ং—হ, শ্বেত —ব, তাহার পর মর্দিনী । ঠ ঠদ্বয় (বাহা) । তাহাতে হইল মহিষমর্দিনী । বাহা । এই অষ্টাক্ষরী বিদ্যা মহিষমর্দিনী বলিয়া কথিত হইয়াছে । ৫৫

ভাস্ত্র—মকার । বিয়ং—হ । সনয়ন—হ্রস্ব ইকার ; যেহেতু এখানে সনয়ন শব্দের

স্বরসং । শ্বেতো মূৰ্দ্ধন্য-স্বকারঃ । মর্দিনি স্বরূপম্ । ঠ দ্বয়ং স্বাহা । অত্র
মন্ত্রে তৃতীয়-স্বরবিশিষ্টো দকারঃ । যথা নারায়ণী-তন্ত্রে—

বিষং হি মজ্জা কালোহগ্নিরজ্রিরিস্থো নি ঠদ্বয়ম্ ॥ ৫৬

অন্ত্যর্থঃ—বিষং মকারঃ, হি স্বরূপং, মজ্জা মূৰ্দ্ধন্য-স্বকারঃ । কালো
মকারঃ । অগ্নী রেফঃ, অজ্রির্দকারঃ, ইস্থো হ্রস্বেকারস্থঃ । নি স্বরূপম্ । ঠদ্বয়ং
স্বাহা । অত্রৈক এব দকারঃ, উদ্ধারে তথাদর্শনাৎ, তেন ন দ্বিভাষক্য । ৫৭

অয়ং মন্ত্রস্তারাদির্মায়াদিবধ্বাদিঃ কবচাদিঃ কামাদির্বাগ্ভবাদিঃ^১ । প্রণব-
পুটিতা মায়া-পুটিতা বধু-পুটিতা কবচ-পুটিতা কাম-পুটিতা বাগ্ভব-পুটিতা ।
প্রণবদ্বয়াদির্মায়াদ্বয়াদির্বধুদ্বয়াদিঃ কবচদ্বয়াদিঃ কামদ্বয়াদির্বাগ্ভবদ্বয়াদিঃ ।
প্রণব মায়াভয়াদিঃ কাম-প্রণবোভয়াদিশ্চ ভবতি । যথা বিশ্বসারে (৫৮)—

প্রণবাভ্যাং জপেদ্ বিদ্যাং মায়াভ্যাং বা জপেৎ সুধীঃ ।

বধুবীজাদিকাং বাপি কবচাভ্যাং জপেৎ তথা ॥ ৫৯

সামান্যভাবে নির্দেশ হইয়াছে । শ্বেত—মূৰ্দ্ধন্য স্বকার । মর্দিনি—এই মর্দিনী শব্দ ।
ঠদ্বয়—স্বাহা । এই মন্ত্রে তৃতীয় স্বর বিশিষ্ট দকার । যেমন নারায়ণী তন্ত্রে
বলিয়াছেন—বিষং হি মজ্জা কালোহগ্নিরজ্রিরিস্থো নি ঠদ্বয়ম্ । ৫৬

ইহার অর্থ । বিষ—মকার, হি—এই হি শব্দ । মজ্জা—মূৰ্দ্ধন্য স্বকার । কাল—মকার ।
অগ্নি—রেফ । অজ্রি—দকার । উহা ইস্থ—হ্রস্ব ইকারস্থ অর্থাৎ হ্রস্ব ইকার যুক্ত ।
নি—স্বরূপ অর্থাৎ নি শব্দ । ঠদ্বয়—স্বাহা । এই মন্ত্রে একটিই দকার, যেহেতু উদ্ধারে
সেইরূপ একটি দকার দেখা যায় । অতএব এস্থলে দ্বিত্বের আশঙ্কা নাই । ৫৭

এই মন্ত্র তারাদি, মায়াবীজাদি, বধুবীজাদি, কবচবীজাদি, কামবীজাদি ও বাগ্ভব
বীজাদি হয় । এই বিদ্যা প্রণব পুটিতা মায়াবীজ পুটিতা, বধুবীজ পুটিতা, কবচ
পুটিতা, কামবীজ পুটিতা, বাগ্ভববীজ পুটিতা হয় । এই মন্ত্র প্রণব দ্বয়াদি,
মায়াদ্বয়াদি, বধুদ্বয়াদি, কবচ দ্বয়াদি, কামবীজ দ্বয়াদি, বাগ্ভববীজ দ্বয়াদি হয় । এই
মন্ত্র প্রণব ও মায়া এই উভয় বীজাদি এবং কাম ও প্রণব এই উভয় বীজাদিও হয় ।
যেমন বিশ্বসার তন্ত্রে বলিয়াছেন (৫৮)—

সুধী সাধক প্রণবাদ্যা এই বিদ্যাকে জপ করিবে অথবা মায়াদ্যা এই বিদ্যাকে জপ
করিবে । অথবা বধুবীজাদি এই বিদ্যাকে অথবা কবচাদি এই বিদ্যাকে জপ
করিবে । ৫৯

১। ব—বাগ্ভবাদিশ্চ ভবতি । যথা বিশ্বসারে—প্রণবাভ্যাং ইত্যাদি ।

সর্বকামেষু সর্বত্র কামাত্মাং প্রজপেৎ সুধীঃ ।

বাগভবাত্মাং জপেৎ তাস্ত দেবীং বাক্য-বিশুদ্ধয়ে ॥ ৬০

বিনা বীজৈর্মহাবিद्या নিবীৰ্য্যা পরিকীৰ্ত্তিতা ।

পুটিতা বীজযুগ্মেন মুখে যুগ্মৈক-দেশকে ॥ ৬১

দশাক্ষরী সমা নাস্তি বিद्या ত্রিভুবনেশ্বরী ।

প্রণবঞ্চ তথা মায়া ভবেদ্ বিद्या পুনর্দশ ।

কামং প্রণবমিত্যুক্তং ভবেদ্ বিद्या পুনর্দশ' ॥ ৬২

কবচাত্মামিত্যত্র কবচং পঞ্চম-স্বর-বিন্দু-মদ-হকাররূপম্ । পুটিতেতি ।
বীজ-যুগ্মেন পুটিতা উক্ত বীজানামেকতমবীজেনাত্মস্তুয়োৰ্ভূত্যা, একদেশে মুখে
যুগ্মায়ুগ্ম-ঘটিতা বা যদি, তদা দশাক্ষরী সমা বিद्या নাস্তীত্যর্থঃ । যুগ্মেত্যত্রার্শ
আদিহাদং । ৬৩

সুধী সাধক সমস্ত কামনায় সর্বত্র কামবীজাদি এই বিদ্যাকে জপ করিবে ।
বাক্যের বিশুদ্ধির জন্ত বাগ্ভবাদ্যা সেই বিদ্যাদেবীকে জপ করিবে । ৬০

বীজভিন্ন এই মহাবিদ্যা বীৰ্য্যহীনা কীৰ্ত্তিত হইয়াছেন । এইহেতু মুখে (আদিত্তে)
যুগ্মৈক দেশকে (অস্তে) বীজ দুইটির দ্বারা পুটিত হন । ৬১

হে ঈশ্বর ! দশাক্ষরীর সমান বিদ্যা ত্রিভুবনে নাই । প্রণব ও মায়া যোগে এই
মন্ত্র দশাক্ষর হয় । কামবীজ ও প্রণব যোগ দিলে এই মন্ত্র দশাক্ষর হয়, ইহা উক্ত
হইয়াছে । ৬২

কবচাদ্যাম্—এই স্থলে কবচটি পঞ্চমস্বর ও বিন্দুযুক্ত হকার স্বরূপ । পুটিতা—
বীজযুগ্মের দ্বারা পুটিতা । উক্ত বীজসমূহের একতম বীজের দ্বারা আদিত্তে ও অস্তে
যুক্ত । একদেশে মুখে । যদি বা যুগ্মায়ুগ্ম ঘটিতা হয়, তবে দশাক্ষরীতুল্যা বিদ্যা নাই,
এই অর্থ । যুগ্ম এই স্থলে অর্শআদিত্তনিবন্ধন অং প্রত্যয় হইয়াছে । ৬৩

বিবৃতি । প্রণবাদি ওঁ মহিষমর্দিনি ! স্বাহা । মায়াবীজাদি—হ্রীং মহিষমর্দিনি
স্বাহা । বধুবীজাদি জ্রীং মহিষমর্দিনি ! স্বাহা । কবচাদি—হং মহিষমর্দিনি স্বাহা ।
কামবীজাদি—ক্লীং মহিষমর্দিনি । স্বাহা । বাগ্ভববীজাদি—ঐং মহিষমর্দিনি ।

পুটিতবীজযুগ্মেন মুখে যুগ্মৈকদেশকে । অসার্থ—প্রণাদিরূপ-সজাতীয়-বীজযুগ্মেনেত্যর্থঃ ।
পুটিত্বং বিবরণোতি—মুখে ইত্যাদি । মুখে আদৌ যুগ্মকং স্বাহা । তস্মৈকদেশকে তৎ সমোপ ইত্যর্থঃ ।
তেনাদাবস্তে চ প্রণবাদিপুটিতেত্যর্থঃ । কেচিৎ তু পুটিতেত্যাবেনৈব মন্ত্রস্যাত্মস্বরোঃ প্রণবাদিলাভে পুন-
মুখে যুগ্মৈকদেশকে ইতি কথনাং স্বাহায়াঃ পূর্বং বীজদানং পূর্বস্যান্ধসমীপত্বাৎ । তেন ওঁ মহিষমর্দিনি
স্বাহা ইত্যাদয়ো দশাক্ষর-মন্ত্রা ইত্যাহঃ । ১ । ৭—পুনর্দশা । অষ্টেত্যসাং বিজ্ঞানাং পূজাপ্রয়োগঃ ।

অথৈতাসাং বিজ্ঞানাং পূজাপ্রয়োগঃ—প্রাতঃকৃত্যাদি পীঠস্থাসাং কৰ্ম
বিধায় কেশরেষু মধ্যো দিক্ চ হুৰ্গামস্ত্রোক্ত-পীঠশক্তিঃ পীঠমনুর নামেৎ ।
ততঃ পূৰ্বোক্ত-ঋত্বাদিষ্ঠাসং কৃত্বা কৰাজ্ঞাসৌ কুৰ্য্যাৎ । যথা—মহিষ-হিংসিকে
হুঁ ফট্ অঙ্গুষ্ঠাভ্যাং নমঃ । মহিষশত্রো শার্ঙ্গি হুঁ ফট্ তর্জনীভ্যাং স্বাহা ।
মহিষং হেষয় হেষয় হুঁ ফট্ মধ্যমাভ্যাং বষট্ । মহিষং হন হন দেবি । হুঁ ফট্
অনামিকাভ্যাং হুঁ । মহিষ-সূদনি হুঁ ফট্ কনিষ্ঠাভ্যাং ফট্ । এবং হৃদয়াদিষু
নেত্র-রহিতং পঞ্চাঙ্গন্যাসং কুৰ্য্যাৎ । যথা-নিবন্ধে (৬৪)—

মহিষ-হিংসিকে হুঁ ফট্ হৃদয়ং পরিকীৰ্ত্তিতম্ ।

মহিষশত্রো শার্ঙ্গি হুঁ ফট্ শিরোহঙ্গমুদাহৃতম্ ॥ ৬৫

মহিষং ভীষয় ভীষয় হুঁ ফট্ শিখামনুঃ ।

মহিষং হন যুগ্মাস্তে দেবি ! হুঁ ফট্ তনুচ্ছদম্ ।

স্বাহা । এই কয়টি নবাক্ষর মন্ত্র । প্রণব ও মায়াদি—ওঁ হ্রীং মহিষমর্দিনি ! স্বাহা ।
কাম ও প্রণবাদি—ক্লীং ওঁ মহিষমর্দিনি ! স্বাহা । ওঁ মহিষমর্দিনি ! ওঁ স্বাহা ।
হ্রীং মহিষমর্দিনি ! হ্রীং স্বাহা । জ্রীং মহিষমর্দিনি ! জ্রীং স্বাহা । হ্রং মহিষমর্দিনি !
হ্রং স্বাহা । ক্লীং মহিষমর্দিনি ! ক্লীং স্বাহা । এই কয়টি দশাক্ষর মন্ত্র । ৬৩

এই সমস্ত মন্ত্রের পূজা পদ্ধতি :—প্রাতঃকৃত্যাদি হইতে পীঠ স্থাস পর্যন্ত কর্মসমূহ
করিয়া, কেশর সমূহে মধ্যো ও দিক্ সমূহে হুৰ্গামস্ত্রোক্ত পীঠ শক্তি ও পীঠমনুর নাম
করিয়া, তাহার পর পূৰ্বোক্ত ঋত্বাদি নাম করিয়া কৰাজ্ঞাস করিবেন । করন্যাস
যথা—ওঁ মহিষ হিংসিকে ! হুঁ ফট্ অঙ্গুষ্ঠাভ্যাং নমঃ । ওঁ মহিষশত্রো ! শার্ঙ্গী
হুঁ ফট্ তর্জনীভ্যাং স্বাহা । ওঁ মহিষং ভীষয় ভীষয় হুঁ ফট্ মধ্যমাভ্যাং বষট্ ।
ওঁ মহিষং হন হন দেবি । হুঁ ফট্ অনামিকাভ্যাং হুঁ । ওঁ মহিষসূদনি ! হুঁ
ফট্ কনিষ্ঠাভ্যাং ফট্ । অঙ্গন্যাস যথা—ওঁ মহিষহিংসিকে ! হুঁ ফট্ হৃদয়ায়
নমঃ । ওঁ মহিষশত্রো ! শার্ঙ্গি হুঁ ফট্ শিরসে স্বাহা । ওঁ মহিষং ভীষয় ভীষয়
হুঁ ফট্ শিখায় বষট্ । ওঁ মহিষং হন হন দেবি । হুঁ ফট্ কবচায় হুঁ । ওঁ
মহিষ-সূদনি ! হুঁ ফট্ কনিষ্ঠাভ্যাং ফট্ । এইরূপে নেত্ররহিত হৃদয়াদি স্থানে
পঞ্চাঙ্গন্যাস করিবেন । যেমন শারদাতিলক নিবন্ধে বলিয়াছেন (৬৬)—

মহিষহিংসিকে ! হুঁ ফট্—এইটি হৃদয়মন্ত্র কথিত হইয়াছে । মহিষশত্রো !
শার্ঙ্গি হুঁ ফট্—এই শিরোমন্ত্র বলিয়া কীৰ্ত্তিত হইয়াছে । ৬৫

মহিষং ভীষয় ভীষয় হুঁ ফট্—এইটি শিখামন্ত্র । মহিষং হন হন দেবি । হুঁ ফট্—

মহিষান্তে সূদনি হুঁ ফড়ন্তমস্ত্রমীরিতম্ ॥ ৬৬

ভক্তো ধ্যানং—গারুড়োপল-সন্নিভাং-মণি-মৌলি-কুণ্ডলমস্তিতাং
নৌমি ভাল-বিলোচনাং মহিষোত্তমাজ-নিষেদুষীম
শঙ্খ-চক্র-কৃপাণ-খেটক-বাণ-কামূর্ক-শূলকান্ ।

তর্জনীমপি বিভ্রতীং নিজ্বাহতিঃ শশি-শেখরাম্ ॥ ৬৭

এবং ধ্যান। মানসোপচারৈঃ সংপূজ্যার্যাস্থাপন-পীঠপূজাদি কৃতা কেশরেষু
মধ্যে চ পূর্বোক্ত-পীঠশক্তীঃ পীঠমনুষ্ক যজ্ঞেৎ । পুনর্ধ্যাত্বাবাহনাদিপঞ্চপুষ্পাঞ্জলি-
দানপর্য্যন্তং কর্ম বিধায়াবরণানি পূজয়েৎ । যথা কেশরেষুগ্নাদি-কোণেষু পূর্ব-
বদঙ্গং সংপূজ্য পত্রেষু পূর্বাদিতঃ আঁ দুর্গায়ৈ ঈঁ বরবণিনৈ উঁ আর্য্যায়ৈ ঋঁ
কণক-প্রভায়ৈ, ৯ঁ কৃত্তিকায়ৈ ঐঁ অভয়-প্রদায়ৈ, ওঁ কন্যায়ৈ, অঃ সুরূপায়ৈ ।

এইটি কবচ মন্ত্র । মহিষ শব্দের অন্তে সূদনি অর্থাৎ মহিষসূদনি । হুঁ ফট্—এইটি
অস্ত্র মন্ত্র বলিয়া কথিত হইয়াছে । ৬৬

বিবৃতি । এই মন্ত্রের ষড়ঙ্গস্থানে শারদাতিলকোক্ত ষড়ঙ্গস্থান মন্ত্রের সহিত তন্ত্রসার
ও এই গ্রন্থোক্ত মন্ত্রের ভেদ দেখা যায় । তন্ত্রসারাদির তর্জনীর মন্ত্র মহিষ শাস্ত্রো
শার্বি । মধ্যমার মন্ত্র—মহিষং হেষয় হেষয় । শারদার পাঠ মূলে ও অনুবাদে
লিপিবদ্ধ করিয়াছি । সাধক বিচার পূর্বক মন্ত্র পাঠ গ্রহণ করিবেন । ৬৬

তাহার পর ধ্যান । ধ্যানের অর্থ—গারুড়োপল (গরুড়ের উদগার মণি মর-
কত মণি) তুল্যা, মণিময় মুকুট ও কুণ্ডলে ভূষিতা, ললাট-নেত্রা, মহিষের উত্তমাঙ্গে
(মস্তকে) উপবিষ্টা, ১০ঁ জর বাহু সমূহের দ্বারা অর্থাৎ দক্ষিণ ও বামের উর্ধ্বহস্তের
দ্বারা শঙ্খ ও চক্র, তাহার অধোহস্ত দ্বয়ের দ্বারা কৃপাণ ও খেটক, তাহার অধোহস্ত
দ্বয়ের দ্বারা বাণ ও কামূর্ক, তাহার অধোহস্ত দ্বয়ের দ্বারা শূল ও তর্জনী
মুদ্রাধারিণী চন্দ্রশেখরা মহিষমর্দিনীকে স্তুতি করি । ৬৭

এইরূপ ধ্যান করিয়া, মানস উপচারে পূজা করিয়া, বিশেষার্য্য স্থাপন ও পীঠ পূজা
করিয়া, কেশরে মধ্যে ও দিক্ সমূহে পীঠ শক্তি ও পীঠমনুর পূজা করিবেন । পুনরায়
ধ্যান করিয়া আবাহন হইতে পঞ্চপুষ্পাঞ্জলি দান পর্য্যন্ত কার্য্যগুলি করিয়া আবরণ
দেবতার পূজা করিবেন । যথা কেশর সমূহে অগ্ন্যাদিকোণে পূর্ববৎ অম্বুদেবতার
পূজা করিয়া, পত্র সমূহে পূর্বাদি ক্রমে—ওঁ আঁ দুর্গায়ৈ নমঃ, ওঁ ঈঁ বরবণিনৈ
নমঃ, ওঁ উঁ আর্য্যায়ৈ নমঃ, ওঁ ঐঁ কনকপ্রভায়ৈ নমঃ, ওঁ ঐঁ কৃত্তিকায়ৈ
নমঃ, ওঁ ওঁ অভয়প্রদায়ৈ নমঃ, ওঁ ওঁ কন্যায়ৈ নমঃ, ওঁ অঃ সুরূপায়ৈ নমঃ ।

পত্রাণ্ডেষু যঁ চক্রায়, যঁ শঙ্খায়, যঁ খড়্গায়, যঁ খেটকায়^১, যঁ বাণায়, যঁ ধনুবে,
যঁ শূলায়, যঁ তর্জ্জনৈ। নমঃ^২ সর্বত্র। পুনঃ পত্রাণ্ডেষু ব্রাহ্মাণ্ডাঃ পূজয়েৎ।
তদ্বহিরিন্দ্রাদীন্ বজ্রাদীংশ্চ সম্পূজ্য ধূপাদি-বিসর্জনাশ্চ কৰ্ম সমাপয়েৎ।
জপসমৰ্পণাৎ পূৰ্বম্ উত্তরস্থাং দিশি ত্রিকোণমণ্ডলং বলিখ্য তত্র বলিং দত্বাৎ।
তন্মন্ত্ৰস্ত (৬৮) —

এহি এহি পদদ্বন্দ্বঃ গুরু গুরু পদদ্বয়ম্।

মদীয়ঞ্চ বলিং দেবি ! লুলাপক-পদদ্বয়ম্ ॥ ৬৯

সাধয়-দ্বিতয়ং ক্রয়াৎ খাদয়-দ্বিতয়ং পুনঃ।

সর্বসিদ্ধিং পদং দেহি ততঃ স্বাহা-পদং বদেৎ।

বলিদানস্ত মন্ত্ৰোহয়ং মর্দিন্যাঃ পরিকীৰ্ত্তিতঃ ॥ ৭০

অস্ত্য পুরশ্চরণমষ্টলক্ষজপঃ। যথা—

অষ্টলক্ষং জপেন্নম্নঃ তৎ-সহস্রং তিলৈর্হুনেৎ।

ইতি মহিষমর্দিনী-প্রকরণম্ ॥

পত্রের অণ্ডে—ওঁ যং চক্রায় নমঃ, ওঁ যং শঙ্খায় নমঃ, ওঁ যং খড়্গায় নমঃ। ওঁ যং
খেটকায় নমঃ। ওঁ যং বাণায় নমঃ, ওঁ যং ধনুবে নমঃ, ওঁ যং শূলায় নমঃ, ওঁ যং
তর্জ্জনৈ নমঃ। সর্বত্র চতুর্থান্ত নামের শেষে নমঃ দিতে হইবে। পুনরায় পত্রের অণ্ডে—
ব্রাহ্মী প্রভৃতি মাতৃগণকে পূর্বোক্ত মন্ত্রে পূজা করিবেন। তাহার বহির্ভাগে ইন্দ্রাদি
লোকপাল ও বজ্রাদি অস্ত্রসমূহের পূজা করিবেন। পরে ধূপদান হইতে বিসর্জন পর্যন্ত
সমস্ত কার্য্য করিবেন। জপ সমৰ্পণের পূর্বে উত্তর দিকে ত্রিকোণ মণ্ডল অঙ্কন করিয়া
সেইখানে বলি দিবেন। বলিদানের মন্ত্ৰ হইতেছে (৬৮) —

এহি এহি দুইটি পদ, গুরু গুরু দুইটি পদ, মদীয়ং বলিং দেবি ! ও লুলাপক
পদদ্বয়, সাধয় পদদ্বয়, পুনরায় খাদয় পদদ্বয়, পরে সর্বসিদ্ধিং পদ, দেহি ও তাহার পর
স্বাহা পদ বলিবেন। তাহাতে মন্ত্ৰটি হইল—ওঁ এহি এহি গুরু গুরু মদীয়ং বলিং
লুলাপক লুলাপক সাধয় সাধয় খাদয় খাদয় সর্বসিদ্ধিং দেহি স্বাহা। মহিষমর্দিনীর
এইটি বলিমন্ত্ৰ কথিত হইয়াছে। ৬৯-৭০

এই মন্ত্ৰের পুরশ্চরণে আট লক্ষ এই মন্ত্ৰ জপ। যেমন বলিয়াছেন—
অষ্ট লক্ষ মন্ত্ৰ জপ করিবে এবং তিলের দ্বারা আট সহস্র হোম করিবে।

মহিষমর্দিনীর প্রকরণ সমাপ্ত হইল।

যন্তাঃ^১ প্রসাদমাসাভ্যঃ সন্তঃ সিদ্ধীশ্বরো ভবেৎ ।

বন্দেহহং জগতামাভ্যঃ তাং কালীং কালরূপিণীম্ ॥ ১

ভৈরবীতন্ত্রে—অথ বক্ত্য মহাবিদ্যাঃ কালিকায়াঃ সুহৃৎভাঃ ।

যাসাং বিজ্ঞানমাত্রেণ জীবমুক্তো ভবেন্নরঃ ॥ ২

নাত্র চিন্তা বিত্তক্ষেঃ শ্যান্ নচামিত্রাদি-দূষণম্^২ ।

ন বা প্রয়াস-বাহুল্যং সময়াসময়াদিকম্ ।

ন বিত্তব্যয়-বাহুল্যং কায়-ক্লেশকরং ন চ ॥ ৩

য এনাং চিন্তয়েন্নম্রী সর্বকাম-সমৃদ্ধিকাম্ ।

তস্য হস্তে সদৈবাস্তি সর্বসিদ্ধির্ন সংশয়ঃ ॥ ৪

গতপদময়ী বাণী সভায়াং তস্য জায়তে ।

তস্য দর্শনমাত্রেণ বাদিনো নিম্প্রভা মতাঃ ।

রাজানোহপি হি দাসত্বং ভজন্তে কিং পরে জনাঃ ॥ ৫

বহুঃ শৈত্যং জলস্তম্ভং গতিস্তম্ভং বিবস্বতঃ ।

দিবারাত্রি-ব্যত্যয়ঞ্চ বশীকর্তুং ক্ষমো ভবেৎ ॥ ৬

কালী প্রকরণম্ । তাঁহার প্রসাদ লাভ করিয়া সন্তঃ সিদ্ধীশ্বর হইতে পারেন । জগতের আদি সেই কালরূপিণী কালীকে আমি বন্দনা করি । ১

ভৈরবী তন্ত্রে বলিয়াছেন—অনন্তর যে সমস্ত বিদ্যার জ্ঞানমাত্রেই মানব জীবমুক্ত হয়, সেই কালিকার সুহৃৎ মহাবিদ্যা সমূহ বলিতেছি । ২

এই বিদ্যায় বিত্ত্বির বিচার নাই, অমিত্রাদি দোষও নাই । ইহাতে প্রয়াসের বাহুল্য নাই, সময় ও অসময় নাই । ইহাতে বিত্ত ব্যয়ের বাহুল্য নাই । ইহা কায়-ক্লেশকরও নহে । যে মন্ত্রজ্ঞ সাধক সর্বসমৃদ্ধিপ্রদা এই দেবীকে ভাবনা করে, তাঁহার হস্তে সর্বদাই সর্বসিদ্ধি আছে, ইহাতে সংশয় নাই । ৩-৪

সভাতে তাঁহার গদ্যময়ী ও পদ্যময়ী বাক্য জন্মে অর্থাৎ সে অনর্গল গদ্যময় ও পদ্যময় বাক্য বলিতে পারে । তাঁহার দর্শনমাত্রে বাদিগণ নিম্প্রভ হয়, ইহা সকলের সম্মত । রাজগণও ইহার দাসত্ব করে । অশ্রান্ত ব্যক্তিগণ যে দাসত্ব করে, ইহাতে কোনই বক্তব্য নাই । ৫

বহুর শৈত্য, জলস্তম্ভ, সূর্য্যের গতিস্তম্ভ ও দিবারাত্রির ব্যত্যয় করিতে পারেন এবং জগৎকে বশীভূত করিতে সমর্থ হন । ইহলোকে মানব সমস্ত লোকের অধিপতি ও

সর্বশ্রেষ্ঠব জনশ্রেষ্ঠব বল্লভঃ কীর্ত্তিবর্দ্ধনঃ ।

অন্তে চ ভজতে দেব্যা গণত্বং দুর্লভং নরঃ ॥ ৭

চন্দ্রসূর্য্য-সমো ভূত্বা বসেৎ কল্লাযুতং দিবি ।

ন তস্মা দুর্লভং কিঞ্চিদ্ যঃ স্মরেদ্ ঘোরদর্শনাম্ ॥ ৮

তজ্ঞাদৌ দক্ষিণকালী । তন্ত্রে—

সর্বসিদ্ধি-প্রদা দেবী হেলয়া চিস্তিতা যদি ।

অতঃ সা দক্ষিণা নাম্নী ত্রিষু লোকেষু গীয়তে ॥ ৯

স্বতন্ত্রতন্ত্রে—ক্রোধীশং বিন্দুযুক্ত কাস্তে ত্রিমূর্ত্ত্যগ্নি-সমায়ুতম্ ।

ত্রিলিখেৎ পরতো দেবি ! হুংকার-দ্বয়মেব হি ॥ ১০

মায়াবন্দং সমালিখ্য অত্রিঃ সম্বর্ত্ত-সূক্ষ্ম-যুক্ত ।

ণে কালিকে সপ্তবর্ণান্ পূর্ববৎ পরমেশ্বরী ! ॥ ১১

স্বাহাস্তেয়ং মহাবিद्या দ্বাবিংশত্যক্ষরী মতা ।

অনয়া সদৃশী বিद्या নাস্তি জ্ঞানে তু মামকে ॥ ১২

কীর্ত্তি বর্দ্ধক হইয়া থাকে । অন্তে দেহের অবসানে দুর্লভ দেবীর গণত্ব লাভ করে । ৬-৭

চন্দ্র ও সূর্য্যের সমান হইয়া হ্যালোকে অযুত কল্লা বাস করে । যে ঘোরদর্শনা কালিকাকে স্মরণ (ভাবনা) করে, তাহার দুর্লভ কিছুই নাই । ৮

সেই কালিকার বিদ্যাসমূহের মধ্যে প্রথমে দক্ষিণকালী কথিত হইতেছে । তন্ত্রে বলিয়াছেন—

যদি এই দেবী হেলায় চিস্তিতা হন, তবে তিনি (সর্বসিদ্ধি প্রদা) হইয়া থাকেন । এই জন্যই তিনি তিন লোকে দক্ষিণা নামে কীর্ত্তিত হইতেছেন । ৯

স্বতন্ত্র তন্ত্রে বলিয়াছেন—ক্রোধীশ (ক) বিন্দুযুক্ত (কং) হইবে । ককারের পরে উহা অগ্নি (র) ও ত্রিমূর্ত্তি (ঈ) যুক্ত হইবে । তাহাতে ক্রীং হইবে । হে দেবি । ইহা (ক্রীং) তিন বার লিখিবে । তাহাতে ক্রীং ক্রীং ক্রীং হইবে । পরে দুইটি হুং লিখিবে । পরে দুইটি মায়ী (হ্রীং) লিখিবে । পরে অত্রি (দ) সূক্ষ্ম (ই) যুক্ত সম্বর্ত্ত (ক্ষ) অর্থাৎ ক্ষি, পরে ণে ও কালিকে এই দুই স্বরূপে লিখিবে । হে পরমেশ্বরী ! পরে পূর্ববৎ সাতটি বর্ণ (ক্রীং ক্রীং ক্রীং হুং হুং হ্রীং হ্রীং) লিখিবে । ইহা স্বাহাস্তা হইবে । এই মহাবিद्या দ্বাবিংশত্যক্ষরী বলিয়া কীর্ত্তিতা হইয়াছেন । আমার জ্ঞানে এই বিদ্যার সদৃশী বিদ্যা আর নাই । ১০-১২

ক্রোধীশঃ ককারঃ । ত্রিমূর্তিঃ চতুর্থস্বরঃ । অগ্নী রেফঃ । অত্রির্দকারঃ ।
সম্বর্তঃ ক্ষকারঃ । সূক্ষ্মস্বতীয়স্বরঃ । ৭ে কালিকে ইতি স্বরূপম্^১ । তথা চ ক্রী-
ক্রী ক্রী হুং হুং হ্রীং হ্রীং দক্ষিণে কালিকে ক্রী ক্রী ক্রী হুং হুং হ্রীং হ্রীং
বাহা ইতি সিদ্ধম্ ॥ ১৩

কালীতন্ত্রেহপি—কামত্রয়ং বহিসংস্থং রতিবিন্দু সমন্বিতম্ ।

কুর্চযুগ্মং তথা লজ্জা-যুগলং তদনন্তরম্ ॥ ১৪

দক্ষিণে কালিকে চেতি পূর্ববীজানি চোচ্চরেৎ ।

অন্তে বহিবধুং দত্তাদ্ বিদ্যা রাজ্ঞী প্রকীৰ্ত্তিতা ॥ ১৫

কামঃ ককারঃ বহ্নী রেফঃ রতিঃ চতুর্থস্বরঃ । কুমারীতন্ত্রেহপি—

ভৈরব উবাচ—

অতিগুহ্যতমং হেতজ্ জ্ঞানাত্মক-সনাতনম্^২ ।

অতীব চ সুগোপ্যঞ্চ কথিতুং নৈব শক্যতে ।

অতীব মৎপ্রিয়াসীতি কথয়ামি তবানঘে ! ॥ ১৬

রূপাণি বহুসংখ্যানি প্রকৃতেঃ সন্তি ভাবিনি ! ।

তেষাং মধ্যে প্রধানস্ত কালীরূপং মনোহরম্ ॥ ১৭

ক্রোধীশঃ—ককার । ত্রিমূর্তিঃ—চতুর্থ স্বর ঐ । অগ্নিঃ—রেফ । অত্রিঃ—দকার ।
সম্বর্তঃ—ক্ষকার । সূক্ষ্মঃ—তৃতীয় স্বর ই । ৭ে কালিকে এই দুইটি স্বরূপ । তাহা হইলে
ক্রীং ক্রীং ক্রীং হুং হুং হ্রীং হ্রীং দক্ষিণে কালিকে ক্রীং ক্রীং ক্রীং হুং হুং হ্রীং হ্রীং বাহা
—এই মন্ত্র উদ্ধৃত হয় । ১৩

কালীতন্ত্রেও বলিয়াছেন—বহিতে অবস্থিত কামত্রয় (তিনটি ককার) রতি
(চতুর্থ স্বর ঐ) ও বিন্দু (ৎ) সমন্বিত হইবে । তাহাতে হইল—ক্রীং ক্রীং ক্রীং ।
পরে দুইটি কুর্চ বীজ—হুং হুং । পরে দুইটি লজ্জাবীজ—হ্রীং হ্রীং । পরে দক্ষিণে
কালিকে এইটি ও পূর্ববীজ সাতটি উচ্চারণ করিবেন । শেষে বহি বধু (বাহা)
দিবেন । ইহা বিদ্যারাজ্ঞী বলিয়া কীৰ্ত্তিত হইয়াছে । ১৪-১৫

কাম—ককার । বহিঃ—রেফ । রতিঃ—চতুর্থ স্বর । কুমারী তন্ত্রেও বলিয়াছেন—

ভৈরব বলিলেন—এই জ্ঞানাত্মক সনাতন বিদ্যা তত্ত্ব (বিদ্যারহস্য) অতি গুহ্যতম
এবং অতীব সুগোপ্য । ইহা বলিতে পারিতেছি না । হে অনঘে ! তুমি আমার
অতিপ্রিয়া হইতেছ, এই জন্য তোমাকে বলিতেছি । হে ভামিনি । প্রকৃতির বহুসংখ্যক
রূপ (মূর্তি) আছে । তাহার মধ্যে প্রধান—মনোহর কালীরূপ । ১৬-১৭

বিশেষতঃ কলিযুগে নরাণাং^১ ভুক্তি-মুক্তিদম্ ।
 তস্মা উপাসকশ্চৈব ব্রহ্ম-বিষ্ণু-শিবাদয়ঃ ॥ ১৮
 চন্দ্রঃ সূর্য্যশ্চ বরুণঃ কুবেরোহগ্নিস্তথা যমঃ ।
 দ্বর্বাসাশ্চ বশিষ্ঠশ্চ দত্তাত্রেয়ো বৃহস্পতিঃ ॥ ১৯
 বহুনাত্র কিমুক্তেন সর্বে দেবা উপাসকাঃ ।
 কালিকায়াঃ প্রসাদেন ভুক্তি-মুক্ত্যাদি-ভাগিনঃ^২ ॥ ২০
 তস্মা মন্ত্রং প্রবক্ষ্যামি যতো রক্ষেজ্জগৎ-ত্রয়ম্ ।
 ককারং বহিসংযুক্তং রতি-বিন্দু-সমন্বিতম্ ॥ ২১
 ত্রিগুণঞ্চ ততঃ কূর্চগ্ন্যযুং লজ্জা-যুগং ততঃ ।
 দক্ষিণে কালিকে চেতি পূর্ববীজানি চোচ্চরেৎ ॥ ২২
 বহিঃপ্রায়াবধির্মন্ত্রঃ কালিকায়া মনুর্মতঃ ।
 ন চ সিদ্ধান্তাপেক্ষাস্তি নারিমিত্রাদি-চিস্তনম্ ॥ ২৩

শ্রুতৌ চ—অথ হৈ না^৩ ব্রহ্মরক্ত্রে ব্রহ্মস্বরূপিণীমাপ্নোতি সুভগাং ত্রিগুণাম্
 কামরেফেন্দ্রিরা-বিন্দু-মেলনরূপাম্ । এতৎ-ত্রিগুণিতামাদৌ । তদনু কূর্চদ্বয়ম্ ।

বিশেষতঃ কলিযুগে এই কালীরূপ মানবগণের ভুক্তি ও মুক্তিপ্রদ । ব্রহ্মা, শিব
 প্রভৃতি তাঁহার উপাসক । ১৮

চন্দ্র, সূর্য্য, বরুণ, কুবের, অগ্নি সেইরূপ যম, দ্বর্বাসা, বশিষ্ঠ, দত্তাত্রেয়, বৃহস্পতি
 তাঁহার উপাসক । অধিক আর কি বলিব, সমস্ত দেবতাই তাঁহার উপাসক ।
 কালিকার প্রসাদে তাঁহারা সকলেই ভোগ ও মোক্ষভাগী । ১৯-২০

সেই কালিকার মন্ত্র বলিতেছি, যে মন্ত্র হইতে এই জগৎ-ত্রয়কে রক্ষা করেন ।
 বহিতে (রকারে) সংযুক্ত ক ও রতি (ঈ) ও বিন্দু দ্বারা যুক্ত ত্রিগুণ হইবে (ক্রীং ক্রীং
 ক্রীং) হইবে । তাহার পর কূর্চবীজ যুগল (হুং হুং) তাহার পর লজ্জাবীজ দ্বয় (হ্রীং
 হ্রীং), তাহার পর দক্ষিণে কালিকে এই পদ, তাহার পর পূর্ববীজগুলি উচ্চারণ
 করিবেন । উহা বহিঃপ্রায়ান্ত (স্বাহান্ত) হইবে । এইটি দক্ষিণ কালিকার মন্ত্র বলিয়া
 কথিত হইয়াছে । এই মন্ত্রে সিদ্ধাদি বিচার নাই, অরিমিত্রাদির বিচারও নাই । ২১-২৩

কালিকোপনিষদেও বলিয়াছেন—অনন্তর এই সাধক নিশ্চয়ই ব্রহ্মরক্ত্রে সুভগা
 (ষড়ৈশ্বর্য্যালিনী) ত্রিগুণা (সৃষ্টি স্থিতিলয়কারিণী) ব্রহ্মস্বরূপিণী কালিকাকে লাভ
 করেন । এই কালিকা কাম, রেক, ইন্দ্রিরা ও বিন্দুর মিলনরূপা । প্রথমে ইনি

কূৰ্চবীজন্ত বোম-ষষ্ঠশ্বর-বিন্দু মেলনরূপম্ । তদেতদ্বিকৃচ্চাৰ্য্য ভুবনাবয়ম্ ।
 ভুবনা তু বোম-জলনেন্দ্রিরা-শূণ্ণমেলন-রূপা, তদ-দ্বয়ম্ । দক্ষিণে কালিকে
 চেত্যাভিমুখগতা । তদনুবীজসপ্তকমুচ্চাৰ্য্য বৃহস্তানু-জায়ামুচ্চরেৎ । স তু শিব-
 ময়ো ভবেৎ, সৰ্বসিদ্ধীশ্বরো ভবেৎ, গতিস্তৃষ্ণান্তি সত্যম্, নান্যস্ত গতিরন্তীতি ।
 স তু নারীশ্বরঃ, স তু বাগীশ্বরঃ, স তু দেবেশ্বরঃ, স তু সৰ্বেশ্বর ইতি । ২৪

মন্ত্ৰার্থমাহ^১ রুদ্রযামলে—

ককারো জলরূপত্বাৎ^২ কেবলং মোক্ষ-দায়িনী ।

জলনার্ণ-সমায়োগাৎ সৰ্বতেজোময়ী শুভা ॥ ২৫

মায়াত্রয়েণ দেবেশি ! সৃষ্টি-স্থিত্যন্ত-কারিণী ।

বিন্দুনাং নিষ্কলত্বাচ্চ কৈবল্য-ফলদায়িনী ॥ ২৬

বীজত্রয়ী শাস্ত্রবী সা কেবলং^৩ জ্ঞানচিৎ-কলা ।

শব্দবীজ-দ্বয়েনৈব শব্দরাশি-প্রবোধিনী ॥ ২৭

লজ্জাবীজ-দ্বয়েনৈব সৃষ্টি-স্থিত্যন্ত-কারিণী ।

সম্বোধন-পদেনৈব সদা সন্নিধি-কারিণী ।

ত্রিগুণিতা (ক্রীং ক্রীং ক্রীং) । তাহার পর কূৰ্চদ্বয় (হুং হুং) । কূৰ্চবীজ বোম, ষষ্ঠ
 শ্বর ও বিন্দুর মিলনরূপ । সেই এই কূৰ্চ দুইবার উচ্চারণ করিয়া ভুবনা দুইটি ।
 ভুবনা বোম, জলন, ইন্দ্রিরা ও শূণ্ণের (২) মিলনরূপ । তাহার দুইটি ও তাহার
 অভিযুগতা দক্ষিণে কালিকে এইটি । তাহার পর পূর্ববীজ সাতটি উচ্চারণ করিয়া
 বৃহস্তানু (স্বাহা) উচ্চারণ করিবেন । সেই সাধক শিবময় হইবে, সৰ্বসিদ্ধিশ্বর হইবে,
 তাহার গতি আছে, ইহা সত্য । অশ্বের কিন্তু গতি নাই । সে নারীগণের ঈশ্বর, সে
 বাক্যের ঈশ্বর, সে দেবগণের ঈশ্বর, সে সকলের ঈশ্বর । ২৪

রুদ্রযামলে মন্ত্ৰের অর্থ বলিতেছেন—ক্রীং এই মন্ত্ৰের ককারটি জলরূপ বলিয়া
 উহা মোক্ষদায়িনী । জলন বর্ণ (অগ্নিবর্ণ) রকারের যোগে উহা শুভা ও
 সৰ্বতেজোময়ী । ২৫

হে দেবেশি ! মায়াত্রয়ের দ্বারা ইনি সৃষ্টি, স্থিতি ও লয় করেন । বিন্দুসমূহ নিষ্কল
 (উত্তম ফলপ্রদ) বলিয়া ইহা দ্বারা ইনি কৈবল্যদায়িনী । ২৬

তিনি শাস্ত্রবী বীজত্রয়রূপা কেবল জ্ঞানরূপ চৈতন্যের কলা (শক্তি) রূপা ।
 শব্দবীজ (কূৰ্চবীজ) দ্বয়ের দ্বারা ইনি শব্দরাশির প্রবোধকর্তা । ২৭

ইনি লজ্জাবীজের দ্বারা সৃষ্টি, স্থিতি ও লয় করেন । সম্বোধন পদের দ্বারা ইনি

স্বাহয়া জগতাং মাতা সর্বপাপ-প্রণাশিনী ॥ ২৮

অলনার্ণো বহ্নিবর্ণঃ রেফ ইত্যর্থঃ । মায়া চতুর্থ-স্বরঃ । শব্দবীজং কূটম্ ।
স্পষ্টমশ্রুৎ ॥ ২৯

অথাস্ত্র মন্ত্রস্য^১ সপৰ্য্যা-বিধিঃ । গুরু-নমস্কারাদি সামান্ত্রপদ্ধতাবুক্তম্ ।
অথ স্নানম্ । নন্তাদৌ গহ্বা^২ বৈদিকস্নানং কৃত্বা দেবীরূপং সৰ্বং বিভাব্য সুবর্ণ-
রজতাত্মক-কুলদৰ্ভান্ দৰ্ভান্ বা করয়োৰ্যাস্তাচামেৎ । কুলদৰ্ভা যথা তন্ত্বে (৩০)—

সুবর্ণং রজতঞ্চৈব জপ-পূজাদি-কৰ্মসু ।

কুশকার্য্যকরং প্রোক্তং নতু বশ্যঃ কুশাঃ কুশাঃ ।

তর্জন্তো রজতং ধার্য্যমনামাসু সুবর্ণকম্ ॥ ৩১ ॥ ইতি

তত ও অন্তেত্যাदि অমুকদেবতা-প্রীতিকামো মন্ত্রস্নানমহং করিষ্যে ইতি
সংকল্প্য জলে ত্রিকোণং লিখ্য তত্র ও গঙ্গে চেত্যাदि নাকুশমুদ্রয়া সূর্য্য-
মণ্ডলাং তীর্থমাবাহু^৩ ও হ্রী^৪ স্বাহেত্যাচামেৎ । ততস্তেন জলেনাস্নানং

সর্বদা সকলের সাঙ্গিধ্য করিয়া থাকেন । ইনি স্বাহা দ্বারা জগতের মাতা হইয়া
সর্বপাপ বিনাশ করিয়া থাকেন । ২৮

অলনার্ণ—বহ্নিবর্ণ, রেফ এই অর্থ । মায়া—চতুর্থ স্বর (ঐ) । শব্দবীজ—কূট (হুং)
অশ্রুত সমস্তই স্পষ্ট । ২৯

অনন্তর এই মন্ত্রের সপৰ্য্যা বিধি কথিত হইতেছে । গুরু নমস্কারাদি সামান্ত্র পূজা
পদ্ধতিতে উক্ত হইয়াছে । অনন্তর স্নান কথিত হইতেছে । নদী প্রভৃতিতে গমন করিয়া
বৈদিক স্নান করিয়া, সকলকে দেবীরূপ চিন্তা করিয়া, সুবর্ণ বা রজতরূপ কুলদৰ্ভ বা
দৰ্ভকে দুই হস্তে লইয়া আচমন করিবেন । কুলদৰ্ভ যেমন তন্ত্বে বলিয়াছেন (৩০)—

জপ ও পূজা প্রভৃতি কর্ম সমূহে সুবর্ণ ও রজত কুশের কার্য্য করে, ইহা উক্ত
হইয়াছে । বশ্য কুশ কুশ নহে । তর্জনী দ্বয়ে রজত ধারণ করিবে । অনামা দ্বয়ে
সুবর্ণ ধারণ করিবে । ৩১

তাহার পর ও অন্তেত্যাदि অমুকদেতাপ্রীতিকামো মন্ত্রস্নানমহং করিষ্যে এইরূপ
সংকল্প করিয়া, জলে ত্রিকোণ লিখিয়া, সেই জলে ও গঙ্গে চ ইত্যাদি মন্ত্রে অঙ্কন সূর্য্য
মণ্ডল হইতে তীর্থ আধাহন করিয়া, ও হ্রীং স্বাহা—এই মন্ত্রে আচমন করিবেন ।

১। অ—অথাস্ত্রাঃ সপৰ্য্যাবিধিঃ । ২। অ—গহ্বা দেবীরূপং সৰ্বং বিভাব্য বৈদিক-স্নানং কৃত্বা ।
৩। অ—তীর্থমাবাহু মূলভে ও আশ্রিতদ্বার স্বাহা, ও বিজিতদ্বার স্বাহা, ও শিবজিতদ্বার স্বাহেত্যাচামেৎ ।
অথবা হ্রীং স্বাহেত্যাচামেৎ । ততস্তেন জলেনাস্নানং ।

ত্রিঃ সংপ্রোক্ষ্য মূলেন করাভ্যাং মৃত্তিকামাদায় সূর্য্যায় দর্শয়িত্বা তয়া মৃত্তিকয়া
মূলেনাঙ্গলেপনং কৃত্বা^১ মূৰ্দ্ধ-হৃদয়-নাভিষু জলাঞ্জলি-ত্রয়ং দত্ত্বা পূর্ববদাচম্য
তৎ-ত্রিকোণং দক্ষিণহস্ত-তর্জনা দক্ষিণাবর্তেন বিলোড্য চক্ষুরাদি-সপ্তছিদ্রাণি
প্রসৃতকরদ্বয়াজ্জলিভিরাচ্ছাচ্চ মূলবিদ্যামুচ্চরন্ তত্র ত্রিনিমজ্য দেবতাং
ধ্যায়ন্ উন্নজ্য মূলবিদ্যয়া ত্রিবারমভিমম্বিতেন পয়সা কলসমুদ্রয়া ত্রিবার-
মাত্মমূর্দ্ধানমভিষিচ্য ওঁ আত্মতত্ত্বায় স্বাহা, ওঁ বিদ্যাতত্ত্বায় স্বাহা, ওঁ শিবতত্ত্বায়
স্বাহেত্যাচামেৎ । যথা নীলতন্ত্রে (৫২)—

মৃৎকুশানপি সংগৃহ্য গত্বা জলাস্তিকং ততঃ ।

মলাপকর্ষণং স্নাত্বা^২ মন্ত্রস্নানং সমাচরেৎ ॥ ৩৩

কুলচূড়ামণৌ— কৃষ্ণ-রক্ত-হরিলীলা বিবিধা মম মূর্তয়ঃ ।

তত্র যৎকুলগঃ শিষ্যঃ স তদ্ রূপং পরামুশন্ ॥ ৩৪

দিবং স্বর্গমথোর্বীক্ষ পাतालতল-সম্ভবম্ ।

আচাস্তুঃ কুলদর্ভেণ সদর্ভঃ কুলপুত্রকঃ ॥ ৩৫

তাহার পর সেই জলের দ্বারা নিজেকে ৩ বার প্রোক্ষণ করিয়া, মূলমন্ত্রে হই হাতে
মৃত্তিকা আনিয়া, সূর্য্যকে তাহা দেখাইয়া, সেই মৃত্তিকা দ্বারা মূলমন্ত্রে অঙ্গলেপন
করিয়া, মস্তকে, হৃদয়ে ও নাভিতে জলাঞ্জলি তিনটি দিয়া, পূর্ববৎ আচমন করিয়া,
পূর্বলিখিত সেই ত্রিকোণকে দক্ষিণ হস্তের তর্জনীর দ্বারা দক্ষিণাবর্তে আলোড়ন
করিয়া চক্ষুঃ প্রভৃতি ৭টি ছিদ্রকে বিস্তৃত হস্তদ্বয়ের অঙ্গুলি সমূহের দ্বারা আচ্ছাদন
করিয়া, মূলবিদ্যাকে উচ্চারণ করিয়া, সেই নদী প্রভৃতির জলে ৩ বার নিমজ্জন করিয়া,
দেবতাকে ধ্যান করিতে করিতে উন্নজ্জন করিয়া, মূলবিদ্যার ৩ বার অভিমম্বিত
জলের দ্বারা কলস মুদ্রায় ৩ বার নিজ মস্তকে অভিষেক করিয়া, ওঁ আত্মতত্ত্বায় স্বাহা,
ওঁ বিদ্যাতত্ত্বায় স্বাহা, ওঁ শিবতত্ত্বায় স্বাহা এই মন্ত্রে আচমন করিবে । যেমন নীলতন্ত্রে
বলিয়াছেন (৩২)—

মৃত্তিকা ও কুশগুলি সংগ্রহ করিয়া তাহার পর জলের নিকটে গিয়া মলাপকর্ষণ
স্নান করিয়া মন্ত্রস্নান করিবেন । ৩৩

কুলচূড়ামণিতে বলিয়াছেন—আমার কৃষ্ণ, রক্ত, হরিৎ ও নীল বর্ণা নানা মূর্তি
আছে । তন্মধ্যে শিষ্য যে কুলগত হইবে, সে হ্যালোক (আকাশ), স্বর্গ ও পৃথিবী এবং

১। খ—কৃত্বা বসিতি গোকরীষং নাসাপুটদ্বয়ে দৃষ্টাৎ । ততো মূর্দ্ধেতাদি । ২। খ—মলাপকর্ষণং
কৃত্বা মন্ত্রস্নানং সমাচরেৎ । বিদ্যয়া ত্রিনিমজ্যৈবমাচামেৎ পাথসা তয়া । তয়া বিদ্যায়েত্যাৰ্থঃ ।
কুমারী তন্ত্রে—বেদাদ্যাক

কুলপাত্রং সদূর্বকং সতিলং সজলং ততঃ ।

গৃহীত্বা কুলদেবস্তা প্রীতয়ে স্নানমাচরেৎ ॥ ৩৬

কৃতসঙ্কল্প এবাসৌ কুলচক্রং জলে গ্রাসেৎ ।

কুলস্থানাং সমানীয় কুলমুদ্রাকুশেন চ ॥ ৩৭

কুলতীর্থানি তত্রৈব সমাবাহু শিবাত্মকম্ ।

ততোয়ঞ্চ ত্রিধা পীত্বা ত্রিধা চ প্রোক্ষণং তনোঃ ॥ ৩৮

দিবমাকাশং, তদ্রূপং পরামৃশনমিতি সর্বত্র সম্বন্ধঃ । কুলদর্ভেণ সদর্ভো দর্ভবান্ । কুলপাত্রং কপালাদি । কুলচক্রং ত্রিকোণম্ । কুলস্থানাং সূর্য্যাং । ভোয়ং ত্রিধা পীত্বৈতি আচম্যেত্যর্থঃ^১ । ৩৯

কুমারী তন্ত্বে—বেদাভ্যুক্ষ তথা মায়া স্বাহেত্যাচমনং মতম্^২ । ৪০

মায়াতন্ত্বে—মুক্তিকাং মূলমন্ত্ৰেণ সংগৃহ্য চ করদ্বয়ে ।

সূর্য্যায় দর্শয়িত্বাত্ত পশ্চাদ্ বিলেপনং স্মৃতম্^৩ ॥ ৪১

পাতালতল সম্ভব সেই রূপকে (মুক্তিকে) অর্থাৎ আকাশ, স্বর্গ, পৃথিবী ও পাতালে সেই মুক্তিকে স্মরণ করিতে করিতে আচমন করিয়া কুলদর্ভের দ্বারা দর্ভ যুক্ত হইয়া কুলপাত্র হর্বাযুক্ত, জলযুক্ত কুলপাত্র (কপালাদি) লইয়া তাহার পর কুলদেবতার প্রীতির জন্য স্নান করিবে । ৩৬-৩৮

সেই শিষ্য সঙ্কল্প করিয়া জলে কুলচক্র (ত্রিকোণ) অঙ্কন করিবে । কুলস্থান (সূর্য্যামণ্ডল) হইতে কুলমুদ্রা অঙ্কনের দ্বারা সেই কুলচক্রে তীর্থগণকে আবাহন করিয়া আনিয়া সেই শিবস্বরূপ জলকে তিনবার পান করিয়া অর্থাৎ আচমন করিয়া ৩ বার দেহকে প্রোক্ষণ করিবে । ৩৭-৩৮

দিবম্—আকাশ । তদ্রূপং পরামৃশন্—সেই রূপ (মুক্তি) স্মরণ করিতে করিতে ইহা আকাশ প্রভৃতি সকল স্থলে সম্বন্ধ হইবে । কুলদর্ভেণ—কুলদর্ভ সুবর্ণ রজত দ্বারা সদর্ভ দর্ভযুক্ত হইবে । কুলপাত্রং—কপালাদি । কুলচক্রম্—ত্রিকোণ । কুলস্থানাং—সূর্য্যামণ্ডল হইতে । ভোয়ং ত্রিধা পীত্বা এই কথার অর্থ—আচমন করিয়া । ৩৯

কুমারীতন্ত্বে বলিয়াছেন—বেদাভ্য (৩^১), সেইরূপ মায়া (৩^২) ও স্বাহা এই মন্ত্রে আচমন কথিত হইয়াছে । ৪০

মায়া তন্ত্বে বলিয়াছেন—মূলমন্ত্ৰে হস্তদ্বয়ে মুক্তিকা গ্রহণ করিয়া সূর্য্যকে দেখাইয়া পরে এই দেহে সেই মুক্তিকার বিলেপন উক্ত হইয়াছে । ৪১

১। খ—আচম্যেত্যর্থঃ । মায়াতন্ত্বে—মুক্তিকাং । ২। খ—মতমিতি। নমস্তবং কুলচূড়ামণৌ—কৃষ্ণরক্ত । ৩। খ—স্মৃতম্ । গোকরীং নাসিকায়াং বৎ মন্ত্ৰেণ পুটবধে । কলাঞ্জলি ত্রয়ং ।

জলাঞ্জলি-ত্রয়ং কুর্ধ্যান্ মুর্দ্ধ-সম্মাভিকেষু চ ।

তৎ তথাচমনং কৃত্বা ত্রিকোণং দক্ষিণেন তু ॥ ৪২

গৃহীত্বা পানিনা দেবি ! শঙ্খাবর্তক্রমেণ তু ।

বিলোড়্য তত্র ত্রিমজ্জেন্দঘমর্ষণকং^১ ত্রিধা^২ ॥ ৪৩

ত্রিধেতি ফলাতিশয়ার্থম্ । নীলতন্ত্রে—বিদ্যায়া ত্রিনিমজ্জিবমাচামেৎ
পাথসা তয়া । পাথসা জলেন । তয়া বিদ্যায়া । স্বতন্ত্রতন্ত্রে (৪৪)—

মূলং পঠন্ মুগ্ধি তোয়ং মুদ্রয়া কুন্তসংজ্ঞয়া ।

ক্ষিপ্ত্বা বারত্রয়ং দেবি ! আচামেৎ সাধকাগ্রণীঃ ।

আত্ম-বিদ্যা শিবৈবন্তত্বৈবন্ততো যাগগৃহং বিশেৎ ॥ ইতি স্নানম্ ॥ ৪৫

ততস্তত্র গৃহাদৌ বা স্থিত্বা সূর্য্যার্ঘ্যদানপর্য্যন্তাং বৈদিকসঙ্ক্যাং কৃত্বা
তান্ত্রিকসঙ্ক্যাং কুর্ধ্যাৎ । সা যথা—আত্মতত্ত্বাচ্ছৈরাচম্য ষড়ঙ্গশাসং কৃত্বা বামহস্তে
জলং গৃহীত্বা দক্ষিণেনাচ্ছাচ্চ হং যং বং লং রং ইতি ত্রিরতিমন্ত্রা মূলে
গলদমুভিস্তত্ত্বমুদ্রয়া মূর্দ্ধানং সপ্তধাভ্যক্ষ্য শেষজলং দক্ষিণহস্তে সমাদায়াত্মায়

অনন্তর হে দেবি ! মন্তক, হৃদয় ও নাভিতে ৩ বার জলাঞ্জলি দিবেন । তাহার পর
পূর্ববৎ আচমন করিয়া দক্ষিণ হস্তের দ্বারা ত্রিকোণ ধারণ করিয়া শঙ্খাবর্তক্রমে ৩ বার
আলোড়ন করিয়া ৩ বার নিমজ্জন করিবেন এবং ৩ বার অঘমর্ষণ করিবেন । ৪২-৪৩

তিন বার অঘমর্ষণ; ইহা অতিশয় ফলের জন্ম । নীলতন্ত্রে বলিয়াছেন—মূলবিদ্যা
দ্বারা ৩ বার নিমজ্জন করিবে । সেই বিদ্যায় জলের দ্বারা আচমন করিবে ।
পাথসা—জলের দ্বারা । তয়া—সেই বিদ্যা দ্বারা । স্বতন্ত্রতন্ত্রে বলিয়াছেন (৪৪)—

হে দেবি ! সাধকাগ্রণী কুন্তনামক মুদ্রায় মূলমন্ত্র পড়িতে পড়িতে ৩ বার মন্তকে
জল নিক্ষেপ করিয়া আত্মতত্ত্ব, বিদ্যাতত্ত্ব ও শিবতত্ত্বের দ্বারা অর্থাৎ ৩^১ আত্মতত্ত্বায়
স্বাহা, ৩^২ বিদ্যাতত্ত্বায় স্বাহা, ৩^৩ শিবতত্ত্বায় স্বাহা এই মন্ত্রে ৩ বার আচমন করিবে
এবং তাহার পর যাগ গৃহে প্রবেশ করিবে । স্নান সমাপ্ত হইল । ৪৫

তাহার পর সেই নদী প্রভৃতিতে বা গৃহাদিতে অবস্থিত হইয়া সূর্য্যার্ঘ্যদান পর্য্যন্ত
বৈদিক সঙ্ক্যা করিয়া তান্ত্রিক সঙ্ক্যা করিবেন । সেই সঙ্ক্যা যথা—আত্মতত্ত্বাদি দ্বারা
আচমন করিয়া ষড়ঙ্গশাস করিয়া বাম হস্তে জল লইয়া দক্ষিণ হস্তের দ্বারা আচ্ছাদন
করিয়া, হং যং বং লং রং এই মন্ত্রে সেই জলকে ৩ বার অভিমন্ত্রিত করিয়া মূলমন্ত্রে
তত্ত্বমুদ্রায় ক্ষরিত সেই জলদ্বারা মন্তকে ৭ বার অভ্যাক্ষণ করিয়া, অবশিষ্ট জল দক্ষিণ

ইড়িয়াকৃষ্ণ দেহান্তঃ পাপং প্রক্ষাল্য কৃষ্ণবর্ণং উজ্জলং পাপরূপং পিঙ্গলয়া বিরিচ্য
পুরতো বজ্রপাশাণে ফড়িতি মস্ত্রেণ তাড়য়েদিত্যঘমর্ষণম্ । ৪৬

ততো হস্তৌ প্রক্ষাল্যাচম্য গুরুং স্তূর্ণয়েৎ । যথা—শ্রীঅমুকানন্দনাথভৈরব-
স্তুপ্যতামিতি ক্রমেণ দিব্য সিদ্ধ-মানবৌষ-গুরুন্ সস্তূর্ণ্য নিজ্জগুরুং তর্পয়েৎ ।
ততো দেবীং তর্পয়েৎ । যথা—জলে যন্ত্রং বিলিখ্য তত্র দেবীমাবাহ্য মূলান্তে
শ্রীমহাকাল-সহিত-দক্ষিণ-কালিকে মাতস্তূপ্যতামিতি ত্রিঃ সস্তূর্ণ্য একৈকা-
ঞ্জলিনা পরিবারান্ তর্পয়েৎ । অশক্তৌ তু সাযুধ-বাহন-সপরিবার-মহাকাল-
সহিত-শ্রীদক্ষিণকালিকে মাতস্তূপ্যতামিতি ত্রিস্তূর্ণয়েৎ । ৪৭

তস্ত্রে— তর্পণাদৌ প্রযুক্তীত তূপ্যতাং ব্রহ্মভৈরব ! ।

আবাহনেষপি পিতৃন্ ভৈরবানপি কীর্তয়েৎ ॥ ৪৮

তত্র ভৈরবরূপেণ দেবীমপি চ কালিকাম্ ।

তূপ্যতাং কালিকে মাতঃ পিতর্ভৈরব তূপ্যতাম্ ।

এবমেব বিধানেন যথা শক্ত্যা চ তর্পয়েৎ^১ ॥ ৪৯

হস্তে লইয়া আঘ্রাণ করিয়া ইড়ানাড়ী দ্বারা সেই জলকে আকর্ষণ করিয়া দেহের মধ্য-
বর্তী পাপকে প্রক্ষালন করিয়া পাপরূপ সেই কৃষ্ণবর্ণ জলকে পিঙ্গলানাড়ী দ্বারা বাহির
করিয়া পুরোবর্তী বজ্র পাশাণে ফট্ এই মন্ত্রে নিক্ষেপ করিবেন । ইহা অঘমর্ষণ । ৪৬

অনন্তর দুই হাত প্রক্ষালন করিয়া আচমন করিয়া গুরুকে তর্পণ করিবেন । যথা—
শ্রীঅমুকানন্দ নাথ ভৈরবস্তুপ্যতাম্ এই মন্ত্রক্রমে দিব্যৌষ, সিদ্ধৌষ, মানবৌষ গুরুগণকে
তর্পণ করিয়া নিজ গুরুকে তর্পণ করিবেন । অনন্তর দেবীকে তর্পণ করিবেন ।
যথা—জলে যন্ত্র লিখিয়া সেই যন্ত্রে দেবীকে আবাহন করিয়া মূলমন্ত্রের অন্তে
শ্রীমহাকাল-সহিত দক্ষিণে কালিকে মাতস্তূপ্যতাম্ এই মন্ত্রে ৩ বার তর্পণ করিয়া
এক এক অঞ্জলি দ্বারা পরিবারগণকে তর্পণ করিবেন । অশক্ত হইলে মূলমন্ত্রের অন্তে
সায়ুধ-বাহন-সপরিবার-মহাকাল-সহিত-শ্রীমদদক্ষিণকালিকে মাতস্তূপ্যতাম্—এই মন্ত্রে
৩ বার তর্পণ করিবেন । ৪৭

তস্ত্রে বলিয়াছেন—হে ব্রহ্মভৈরব ! তর্পণ প্রভৃতিতে তূপ্যতাং প্রয়োগ করিবে ।
সেই আবাহনেও ভৈরবরূপে পিতৃন্ ভৈরবান্ কীর্তন করিবেন । দেবী কালিকাকে
কালিকে মাতস্তূপ্যতাম্, পিতর্ভৈরবস্তুপ্যতাম্—এইরূপ বিধানেই যথাশক্তি তর্পণ
করিবেন । ৪৮-৪৯

ইতি শ্যামরহস্যম্ । সাম্প্রদায়িক-মতে তু প্রাপ্তোক্তাহঃ-কৃত্যান্তর্গত-তর্পণ-
রীতৌষ তর্পণম্ । কালীগুরবস্ত বীরতন্ত্রোক্তাঃ পূজাবসরে বক্তব্য্যঃ । ততো
হ্রীং হংসঃ শ্রীমার্তগু-ভৈরবায় প্রকাশশক্তি-সহিতায় ইদমর্ধ্যং স্বাহেতি সূর্য্যায়^১
ত্রিরেকধা বাহর্ধ্যং দত্ত্বা সূর্য্যামণ্ডলে দেবীং বিভাব্য ঔ সূর্য্যামণ্ডল-বাসিন্যৈ
শ্রীদক্ষিণকালিকায়ৈ ইদমর্ধ্যং স্বাহেতি ত্রিরর্ধ্যং দত্ত্বা গায়ত্রীং যথাশক্তি জপ্ত্বা
দেবীবামহস্তে সমর্পয়েৎ । নন্দিকেশ্বর-সংহিতায়াং (৫০)—

যাবন্ন দীয়তে চার্ঘ্যং ভাস্করায় নিবেদনম্ ।

তাবন্ন পূজয়েদ্ বিষ্ণুং শঙ্করং বা সুরেশ্বরীম্ ॥ ৫১

তস্ত্রাস্তরে—দিনেশায়াংক্ষিপেৎ তিষ্ঠন্ বারিণা চাঞ্জলি-ত্রয়ম্ ।

অষ্টোত্তর-শতাবৃত্ত্যা গায়ত্রীং প্রজপেৎ সুধীঃ ॥ ৫২

গায়ত্রী যথা কুমারী তন্ত্রে—

কালিকায়ৈ পদং প্রোক্ত্বা বিদ্বাহে তদনন্তরম্ ।

শ্মশানবাসিনীং ভেষ্টাং ধীমহীতি ততো বদেৎ ।

তনো ঘোরে পদং প্রোচ্য প্রচোদয়াদ্ বদেদिति ॥ ৫৩

ইহা শ্যামরহস্যের বলিয়াছেন । সাম্প্রদায়িক মতে কিন্তু পূর্বোক্ত অহঃ কৃত্যান্তর্গত
তর্পণের রীতিতেই তর্পণ হইবে । বীরতন্ত্রোক্ত কালীর গুরু সমূহ পূজাবসরে কথিত
হইবে । তাহার পর ওঁ হ্রীং হংসঃ শ্রীমার্তগুভৈরবায় প্রকাশশক্তি-সহিতায় ইদমর্ধ্যং
স্বাহা—এই মন্ত্রে সূর্য্যকে ৩ বার অথবা একবার অর্ঘ্য দিয়া, সূর্য্যামণ্ডলে দেবীকে
ভাবনা করিয়া, ওঁ সূর্য্য-মণ্ডলবাসিন্যৈ শ্রীদক্ষিণকালিকায়ৈ ইদমর্ধ্যং স্বাহা—এই মন্ত্রে
৩ বার অর্ঘ্য দিয়া, যথাশক্তি গায়ত্রী জপ করিয়া দেবীর বামহস্তে জপ সমর্পণ
করিবেন । নন্দিকেশ্বর-সংহিতায় বলিয়াছেন (৫০)—

যে পর্য্যন্ত ভাস্করকে অর্ঘ্য নিবেদন না করিবেন, সে পর্য্যন্ত বিষ্ণুকে, শঙ্করকে বা
সুরেশ্বরীকে পূজা করিবেন না । ৫১

তস্ত্রাস্তরে বলিয়াছেন—সুধী পূজক দণ্ডায়মান হইয়া সূর্য্যের উদ্দেশে অঞ্জলিত্রয়
প্রদান করিবেন এবং অষ্টোত্তর শতবার আবৃত্তি করিয়া গায়ত্রী জপ করিবেন । ৫২

যেমন কুমারী তন্ত্রে সেই গায়ত্রী বলিয়াছেন—‘কালিকায়ৈ’ পদ বলিয়া অনন্তর
‘বিদ্বাহে’ বলিবেন । অনন্তর চতুর্থী বিভক্ত্যন্ত শ্মশানবাসিনী অর্থাৎ ‘শ্মশানবাসিন্যৈ

১। ৫—সূর্য্যায় ত্রিরর্ধ্যং দত্ত্বা সূর্য্যামণ্ডলে দেবীং বিভাব্য ঔ সূর্য্যামণ্ডলবাসিন্যৈ শ্রীদক্ষিণকালিকায়ৈ
ইদমর্ধ্যং স্বাহেতি ত্রিরর্ধ্যং দত্ত্বা গায়ত্রীং যথা শক্তি ।

অশ্রুতাঃ প্রসাদমাত্রেন মহাপাতক-কোটয়ঃ ।

সত্যঃ প্রলয়মায়াস্তি সাধকস্ত ন চাশ্রুতা ॥ ৫৪

রাবণস্য বধাচ্চৈব রামচন্দ্রো বিমোচিতঃ ।

গুরুদারাকর্ষণাচ্চ দেবেন্দ্রোহপি বিমোচিতঃ ॥ ৫৫

নিজকন্যাকর্ষণাচ্চ ব্রহ্মা চাপি বিমোচিতঃ ।

মাতৃবধাৎ পরশুরামো মুক্তশাস্তাঃ প্রসাদতঃ ॥ ৫৬

সুরাপান্যচ্চ শ্রীকৃষ্ণো দত্তাত্রেয়স্তথৈব চ ।

এবমেবা মহাবিদ্যা গোপন্যা দেবি ! সুন্দরি ! ॥ ৫৭

মহাপাতক-মুক্তোহপি প্রজপেদ্ দশধা যদি ।

সত্যং সত্যং মহাদেবি ! মুক্তো ভবতি তৎক্ষণাৎ^১ ॥ ৫৮

ততঃ স্ব-স্ব-মন্ত্রমষ্টোত্তরশতং জপ্ত্বা জপং সমৰ্প্য সংহার-মুদ্রয়া সূর্য্যমণ্ডলাদ্
দেবীং স্বহৃদয়মানয়েৎ । যথা চ (৫৯)—

‘সীমহি’ এই পদ বলিবেন । অনন্তর ‘তন্নো ঘোরে’ এই পদ বলিয়া ‘প্রচোদয়াৎ’ এই
পদ বলিবেন । ৫৩

এই গায়ত্রীমাত্রের প্রসাদমাত্রের দ্বারা (অনুগ্রহের দ্বারা) সাধকের কোটি মহাপাপ
প্রলয় প্রাপ্ত হয় । অশ্রু কোন প্রকারে উহা প্রলীন হয় না । ৫৪

এই গায়ত্রীমাত্রের প্রসাদে রামচন্দ্র রাবণ বধের পাপ হইতে বিমুক্ত হইয়াছিলেন ।
গুরুপত্নীর আকর্ষণ জনিত পাপ হইতে দেবেন্দ্রও মুক্ত হইয়াছিলেন । ৫৫

নিজকন্যার আকর্ষণ জনিত পাপ হইতে ব্রহ্মাও বিমুক্ত হইয়াছিলেন । এই
গায়ত্রীর প্রসাদে পরশুরামের মাতৃবধ পাপ হইতে মুক্ত হইয়াছিলেন । ৫৬

সেইরূপ শ্রীকৃষ্ণ ও দত্তাত্রেয় সুরাপান জনিত পাপ হইতে এইরূপ মুক্ত
হইয়াছিলেন । হে দেবি সুন্দরি ! এই মহাবিদ্যা গোপনীয়া । ৫৭

মহাপাতক মুক্ত ব্যক্তিও যদি দশবার এই গায়ত্রী জপ করে, হে মহাদেবি !
তৎক্ষণাৎ মে মহাপাতক হইতে মুক্ত হয়, ইহা সত্য সত্য । ৫৮

তাগার পর নিজ নিজ ইচ্ছ মন্ত্র ১০৮ বার জপ করিয়া জপ সমৰ্পণ করিয়া সংহার
মুদ্রায় সূর্য্যমণ্ডল হইতে স্বহৃদয়ে দেবীকে আনয়ন করিবেন । যেমন তন্ত্রে
বলিয়াছেন (৫৯,—

১। স্ব-তৎক্ষণাৎ । কুলদুর্ভাগ্যো—উখায়েত্যাदि ।

ততো বিত্তাং হৃদি ধ্যানা অরৌত্তরশতং জপেৎ ।

অবহির্মানসো যোগী যাগভূমিস্থাবিশেৎ ॥ ৬০

এতৎ পর্য্যন্তং জলেহপি কর্ত্তুং শক্যতে । ততো ধৌত-বাসসী পরিধায়
পাদৌ হস্তৌ চ প্রক্ষাল্য তিলকং কুর্যাৎ । কুলচূড়ামণৌ (৬১)—

উখায় কুলবস্ত্রে হে পরিধায় কুলেন চ ।

তিলকং কুলরূপস্ত কৃত্বাচম্য কুলেশ্বরঃ^১ ॥ ৬১

কুলবস্ত্রং রক্তাদিবস্ত্রং প্রাপ্তকৃত্তম্ । কুলেন রক্তচন্দনাদিনা । কুলরূপং
ত্রিপুণ্ড্রাভ্যকম্ । কুলেশ্বরঃ সাধকঃ । ৬৩

মায়াতন্ত্রে—তিলকং রক্তগন্ধেন গোপীনাং চন্দনেন চ । ৬৪

স্বতন্ত্রতন্ত্রে—মোক্ষার্থী রক্তবস্ত্রে চ ভোগার্থী শ্বেতবাসসী ।

মারণে কৃষ্ণবাসস্ত বশ্যে রক্তং সদা গৃহী ॥ ৬৫

তাহার পর দেবীকে হৃদয়ে ধ্যান করিয়া এই বিদ্যা ১০৮ বার জপ করিবেন ।
যোগী বহির্মনা না হইয়া যাগভূমিতে প্রবেশ করিবেন । ৬০

এই পর্য্যন্ত কার্য্যগুলি জলেও করিতে পারেন । তাহার পর ধৌত বস্ত্রধর (বস্ত্র ও
উত্তরীয়) পরিধান করিয়া পাদবস্ত্র ও হস্তবস্ত্র প্রক্ষালন করিয়া তিলক করিবেন ।
কুলচূড়ামণিতে বলিয়াছেন (৬১)—

কুলেশ্বর সাধক জল হইতে উখিত হইয়া দুইখানি কুলবস্ত্র (রক্তাদি বস্ত্র) পরিধান
করিয়া কুলের (রক্ত চন্দনাদি) দ্বারা কুলরূপ (ত্রিপুণ্ড্রাদিরূপ) তিলক করিয়া
আচমন করিয়া (যাগভূমিতে প্রবেশ করিবেন) । ৬২

কুলবস্ত্রম্—পূর্বোক্ত রক্তাদি বস্ত্র । কুলেন—রক্ত চন্দনাদি দ্বারা । কুলরূপম্—
ত্রিপুণ্ড্রাদিরূপ । কুলেশ্বরঃ—সাধক । ৬৩

মায়াতন্ত্রে বলিয়াছেন—রক্তগন্ধ দ্বারা অথবা গোপীগণের চন্দনের দ্বারা তিলক
করিবে । ৬৪

স্বতন্ত্র তন্ত্রে বলিয়াছেন—গৃহী মোক্ষার্থী হইলে দুইখানি রক্ত বস্ত্র এবং ভোগার্থী
হইলে দুইখানি শ্বেত বস্ত্র পরিবেন । মারণে সর্বদা কৃষ্ণ বস্ত্র, বশ্তকর্মে সর্বদা রক্ত বস্ত্র
পরিবেন । ৬৫

উচ্চাটনে ব্যাঘ্রচর্ম^১ বৃক্ষত্বক্ শুভ্র-কর্মণি ।

পরিধায় ততো মন্ত্রী যাগভূমিমথাবিশেৎ ॥ ৬৬

অথ মন্ত্রাচমনং যথা—

কালিকাভিজিভিঃ পীত্বা কাল্যাদিভিরুপস্পৃশেৎ ।

ছাত্যামোষ্ঠৌ দ্বিরুন্মুজ্য চৈকেন ক্ষালয়েৎ করম্ ॥ ১

মুখ-ভ্রাগ্নেক্ষণ-শোত্র-নান্দ্যুরসু কং ভূজৌ ক্রমাৎ ।

আচম্যেবং ভবেৎ কালী বৎসরাৎ তাং প্রপশ্যতি ॥ ২

কং শিরঃ । কালিকাভিঃ কালিকাবীজৈঃ । তথাচ ক্রীমিতি ত্রিরাচামেৎ ।
ওঁ কালৈ্য নমঃ, ওঁ কপালিন্যৈ নমঃ ইত্যোষ্ঠৌ দ্বিরুন্মুজেৎ । ওঁ কুল্লাইয়ে নমঃ
ইতি করং ক্ষালয়েৎ । ওঁ কুরুকুল্লাইয়ে নমঃ ইতি মুখে, ওঁ বিরোধিন্যৈ নমঃ, ওঁ
বিশ্রুচিন্তাইয়ে নমঃ ইতি দক্ষিণ-বাসনসোঃ । ওঁ উগ্রাইয়ে নমঃ, ওঁ উগ্রপ্রভাইয়ে
নমঃ ইতি দক্ষিণ-বামনেত্রয়োঃ । ওঁ দীপ্তাইয়ে নমঃ, ওঁ নীলাইয়ে নমঃ ইতি দক্ষিণ-
বাম-শ্রোত্রয়োঃ । ঘনাইয়ে নমঃ ইতি নাভৌ । বলাকাইয়ে নমঃ ইতি বক্ষসি ।

উচ্চাটনে ব্যাঘ্র চর্ম^১ এবং শুভ্রন কর্মে বৃক্ষত্বক্ পরিধান করিয়া অনন্তর সাধক
যাগভূমিতে প্রবেশ করিবেন । ৬৬

অনন্তর মন্ত্রাচমন করিবেন । যেমন তত্ত্ব বলিয়াছেন—কালিকার তিনটি বীজ
দ্বারা আচমন করিয়া কাল্যাদি মন্ত্রসমূহের দ্বারা ইন্দ্রিয়স্থানে স্পর্শ করিবেন । দুইটি
মন্ত্রের দ্বারা দুই ওষ্ঠকে দুই বার মার্জন করিয়া একটি মন্ত্রের দ্বারা হস্ত প্রক্ষালন
করিবেন । তাহার পর মুখ, ভ্রাগ্ন ঘ্র, চক্ষুঃ ঘ্র, শ্রোত্রঘ্র, নাভি, বক্ষঃ, মস্তক ও
বাহু ঘ্র স্পর্শ করিবেন । এই প্রকারে আচমন করিয়া কালী হইবেন । বৎসরের
মধ্যে তাঁহাকে দেখিতে পাইবেন । ১-২

কং—মস্তক । কালিকাভিঃ—তিনটি কালিকাবীজের দ্বারা । তাহা হইলে ক্রীঃ—
এই মন্ত্রে তিনবার আচমন করিবেন । ওঁ কালৈ্য নমঃ, ওঁ কপালিন্যৈ নমঃ এই
মন্ত্রদ্বয়ে দুইবার ওষ্ঠ দুইটিকে মুছিবেন । ওঁ কুল্লাইয়ে নমঃ এই মন্ত্রে হস্ত প্রক্ষালন
করিবেন । ওঁ কুরুকুল্লাইয়ে নমঃ মন্ত্রে মুখ, ওঁ বিরোধিন্যৈ নমঃ মন্ত্রে দক্ষিণ নাসিকা,
ওঁ বিশ্রুচিন্তাইয়ে নমঃ মন্ত্রে বাম নাসিকা, ওঁ উগ্রাইয়ে নমঃ মন্ত্রে দক্ষিণ নেত্র, ওঁ
উগ্রপ্রভাইয়ে নমঃ মন্ত্রে বামনেত্র, ওঁ দীপ্তাইয়ে নমঃ মন্ত্রে দক্ষিণ কর্ণ, ওঁ নীলাইয়ে নমঃ

১। খ—ব্যাঘ্রচর্ম কালং নারকী শুদ্ যাবদাহুতসংগ্ধবম্ । কালিকামিতি শব্দাঙ্কচাদেবী
মাত্রোপলব্ধকম্ । তথা যতাত্মাযে বিটরক শব্দরূপং প্রকল্পয়েৎ । অত্রাবসয়ে বিজয়ামিত্যাदि ।

ওঁ মাত্রায়ৈ নমঃ ইতি শিরসি । ওঁ মুদ্রায়ৈ নমঃ, ওঁ মিত্রায়ৈ নমঃ ইতি দক্ষ-
বামাংসয়োঃ । ইদং মন্ত্রাচমনং পাপক্ষয়ায় অমৃতদাপি কর্ত্ব্যং বুজ্যতে । ৩

অথ পূজাবিধিঃ । যাগস্থানং গত্বা ওঁ ওঁ বজ্রোদকে হুঁ ফট্ স্বাহেতি জল-
মভিমন্ত্র্য সব্যে সমানীয়াসনমভ্যাক্য তত্রোপবিশ্য ওঁ হ্রীং বিমুক্ত্য সর্বপাপানি
শময়াশেষবিকল্পমপনয় হুঁ ফট্ স্বাহেতি চরণৌ প্রক্ষাল্য, ওঁ মণিধরণি বজ্রিণি
মহাপ্রতিসরে রক্ষ রক্ষ হুঁ ফট্ স্বাহেতি শিখাবন্ধনং কৃত্বা কুলদর্ভান্ দর্ভান্
বা করয়োর্দষ্ট্বা ওঁ হ্রীং স্বাহেত্যাচামেৎ । তদুক্তং কুমারী-কল্পে (৪)—

ওঁ ওঁ বজ্রোদকে হুঁ ফট্ স্বাহা-মন্ত্রেণ মন্ত্রবিৎ ।

জলমানীয় সব্যে তু আসনং শোধয়েৎ ততঃ ॥ ৫

প্রণবং পূর্বমুক্ত্য লজ্জাবীজং তথৈব চ

ততো বিমুক্তান্তে সর্বপাপানি শময়াদথ ॥ ৬

অশেষান্তে বিকল্পং স্রাদপনয়েতি তৎপরম্ ।

কূর্চবীজং তথাহস্তকং বহিজায়া ততঃ পরম্ ।

অনেন সাধকঃ কুর্যাৎ পাদপ্রক্ষালনং প্রিয়ে ! ॥ ৭

মন্ত্রে বাম কর্ণ, ওঁ ঘনায়ৈ নমঃ মন্ত্রে নাভি, ওঁ বলাকায়ৈ নমঃ মন্ত্রে বক্ষঃ, ওঁ মাত্রায়ৈ
নমঃ মন্ত্রে মস্তক, ওঁ মুদ্রায়ৈ নমঃ মন্ত্রে দক্ষিণ স্বক্ক এবং ওঁ মিত্রায়ৈ নমঃ মন্ত্রে বামস্বক্ক
স্পর্শ করিবে । এই মন্ত্রাচমন পাপক্ষয়ের জন্য অন্য সময়েও করিতে পারেন । ৩

অনন্তর পূজাবিধি কথিত হইতেছে । যাগ (পূজা) স্থানে গমন করিয়া, ওঁ
বজ্রোদকে হুঁ ফট্ স্বাহা মন্ত্রে জলকে অভিমন্ত্রিত করিয়া, বামে আনিয়া, তাহা দ্বারা
আসনকে অভ্যাক্ষণ করিয়া, সেই আসনে বসিয়া ওঁ হ্রীং বিমুক্ত্য সর্বপাপানি শময়াশেষ
বিকল্পমপনয় হুঁ ফট্ স্বাহা মন্ত্রে দুইটি পা ধুইয়া, ওঁ মণিধরণি বজ্রিণি মহাপ্রতিসরে
রক্ষ রক্ষ হুঁ ফট্ স্বাহা মন্ত্রে শিখা বন্ধন করিয়া, কুলদর্ভ (সুবর্ণ বা রজত) অথবা
দর্ভসমূহ দুই হাতে দিয়া, ওঁ হ্রীং স্বাহা মন্ত্রে আচমন করিবেন । তাহাই কুমারীকল্পে
উক্ত হইয়াছে (৪)—

মন্ত্রবিৎ পূজক ওঁ ওঁ বজ্রোদকে হুঁ ফট্ স্বাহা মন্ত্রের দ্বারা বামে জল আনিয়া তাহা
দ্বারা আসন শোধন করিবেন । অনন্তর প্রথমে প্রণব উচ্চারণ করিয়া লজ্জাবীজ
(হ্রীং) উচ্চারণ করিয়া পরে বিমুক্ত পদের অন্তে সর্বপাপানি শময় পদের পরে অশেষ
পদের পরে বিকল্পমপনয়, ইহার পর কূর্চবীজ (হুঁ), অস্ত্র (ফট্) ও তাহার পর
বহিজায়া (স্বাহা)—হে প্রিয়ে ! এই মন্ত্রের দ্বারা সাধক পাদ প্রক্ষালন করিবে । ৫-৭

তথা— প্রণবং পূর্বমুদ্রত্য মণ্যন্তে ধরণীতি চ ।

বজ্রিণীতি পদং প্রোক্ত্য মহাপ্রতিসরে তথা ॥ ৮

রক্ষদ্বয়ং ততো হুঁ ফট্ স্বাহা চ তদনন্তরম্ ।

অনেনৈব বিধানেন রক্ষাং কুর্যাদ্ বিচক্ষণঃ ॥ ৯

তন্ত্রে— বেদাঙ্গক তথা মায়া স্বাহেত্যাচমনে মনুরিতি । ১০

কুমারীকল্পে— প্রণবং পূর্বমুদ্রত্য সর্ববিদ্বান্ ততঃ পরম্ ।

উৎসারয় ততো হুঁ ফট্ স্বাহা চ তদনন্তরম্ ।

অনেনৈব চ মন্ত্রেণ বিশ্বমুৎসারয়েৎ সুধীঃ ॥ ১১

তেন ওঁ সর্ববিদ্বানুৎসারয় হুঁ ফট্ স্বাহেতি সিদ্ধার্থ-তিলৈর্নারাচ-মুদ্রয়া
ভূতাপসরণং কৃৎস্না ওঁ রক্ষ রক্ষ হুঁ ফট্ স্বাহেতি মুষ্টি-নিঃসৃত-জলেন
ভূমিশোধনং কৃৎস্না ওঁ পবিত্র বজ্র হুং হুং ফট্ স্বাহেতি ভূমিমভিমন্ত্রয়েৎ ।
তদন্তরং কুমারীকল্পে (১২)—

প্রণবং পূর্বমুদ্রত্য রক্ষদ্বয়মতঃ পরম্ ।

হুং ফট্ স্বাহেতি মন্ত্রেণ ভূমিক্ পরিশোধয়েৎ ॥ ১০

ততঃ পবিত্র বজ্রাদৌ প্রণবং পূর্বমুদ্রয়েৎ ।

এইরূপ আরও উক্ত হইয়াছে—প্রথমে প্রণব উচ্চারণ করিয়া মণি শব্দের অন্তে
ধরণি এই পদ বলিয়া ও বজ্রিণি এই পদ বলিয়া মহাপ্রতিসরে ও পরে রক্ষ রক্ষ হুইটি
ও তাহার পর হুং ফট্ স্বাহা । বিচক্ষণ সাধক এই মন্ত্রের দ্বারা রক্ষা করিবেন । ৮-৯

তন্ত্রে বলিয়াছেন—বেদাদ্য (ওঁ), মায়া (হ্রীং) ও স্বাহা—ইহা আচমনে মন্ত্র । ১০

কুমারী কল্পে বলিয়াছেন—প্রথমে প্রণব উচ্চারণ করিয়া, তাহার পর সর্ববিদ্বান্
তাহার পর উৎসারয়, তাহার পর হুং ফট্ স্বাহা । এই মন্ত্রের দ্বারা সুধী সাধক বিশ্ব
উৎসারণ করিবেন । ১১

সুতরাং ওঁ সর্ববিদ্বানুৎসারয় হুঁ ফট্ স্বাহা মন্ত্রে নারাচমুদ্রার শ্বেতরাই ও তিল
সমূহের দ্বারা ভূতাপসারণ করিয়া, ওঁ রক্ষ রক্ষ হুং ফট্ স্বাহা মন্ত্রে মুষ্টি নিঃসৃত জলের
দ্বারা ভূমি শোধন করিয়া, ওঁ পবিত্র বজ্র হুং হুং ফট্ স্বাহা মন্ত্রে ভূমিকে অভিমন্ত্রিত
করিবেন । কুমারী কল্পে তাহা উক্ত হইয়াছে (১২)—

প্রথমে প্রণব উচ্চারণ করিয়া তাহার পর রক্ষ দ্বয় অর্থাৎ রক্ষ রক্ষ হুং ফট্ স্বাহা
—এই মন্ত্রের দ্বারা ভূমি শোধন করিবেন । ১০

তাহার পর পবিত্র বজ্র শব্দের আদিতে প্রণবকে প্রথমে উচ্চারণ করিবেন অর্থাৎ

বর্মদ্বয়ং ততশ্চৈব ফট্ স্বাহা তদনন্তরম্ ।

অনেনৈব চ মন্ত্রেণ কুর্যাদ্ ভূম্যভিমন্ত্রণম্ ॥ ১৪

অত্র বর্ম দীর্ঘং, হুং ফড়েকাদশশ্রুতাপি বাচকত্বাৎ । ততো ভূমৌ আঃ
সুরেখে বজ্ররেখে হুং ফট্ স্বাহেতি ত্রিকোণমণ্ডলং কৃতা তত ওঁ আধার-
শক্ত্যাদিভ্যো নমঃ ইতি সম্পূজ্য তত্র কোমলাভাসনং তদভাবে কঙ্কলাভাসনং
সংস্থাপ্য কুশবিষ্টরে শবপ্রাণ-প্রতিষ্ঠাং কৃতা তত্র তং সংস্থাপ্য কৃতাজলিঃ—
মেরুপৃষ্ঠ ঋষিঃ সূতলং ছন্দঃ কুর্মোহত্র দেবতা আসনপরিগ্রহে বিনিয়োগঃ ।

ওঁ পৃথি ! ত্বয়া ধৃতা লোকা দেবি ! ত্বং বিষ্ণুনা ধৃতা ।

ত্বঞ্চ ধারয় মাং নিত্যং পবিত্রং কুরু চাসনম্ ॥

ইতি পঠিত্বা হ্রীং আধারশক্তি-কমলাসনায় নমঃ ইত্যাসনং^১ পূজয়েৎ ।

বধা তদ্বাস্তরে (১৫)—

ভূমৌ ত্রিকোণমালিখ্যাধারশক্ত্যাদি পূজয়েৎ^২ ।

তথা— মায়াবীজং সমুদ্রত্যাধারশক্তিং সমুচ্চরন্ ।

তেস্তুং কমলাসনমাস্তীৰ্য্য নমোহস্তঞ্চ প্রপূজয়েৎ ॥ ১৬

ওঁ পবিত্র বজ্র উচ্চারণ করিয়া তাহার পর বর্মদ্বয় অর্থাৎ হুং হুং ও তাহার পর ফট্ স্বাহা এই মন্ত্রের দ্বারা ভূমির অভিমন্ত্রণ করিবেন । ১৪

এস্থলে বর্ম দীর্ঘ হুং যেহেতু বর্ম শব্দটি হুং ফট্ ও একাদশ স্বরেরও বাচক হইয়া থাকে । তাহার পর ওঁ আঃ সুরেখে বজ্ররেখে হুং ফট্ স্বাহা মন্ত্রে ভূমিতে ত্রিকোণ মণ্ডল করিয়া, তাহার পর ওঁ আধার-শক্ত্যাদিভ্যো নমঃ মন্ত্রে সেই ত্রিকোণে পূজা করিয়া, তাহার উপর কোমলাদি আসন তাহার অভাবে কঙ্কলাদি আসন পাতিয়া, কুশবিষ্টরে শবের প্রাণপ্রতিষ্ঠা করিয়া, সেইখানে তাহা রাখিয়া কৃতাজলি হইয়া ওঁ আসন মন্ত্রস্থ মেরুপৃষ্ঠ ঋষিঃ সূতলং ছন্দঃ কুর্মো দেবতা আসন-পরিগ্রহে বিনিয়োগঃ । ওঁ পৃথি ! ত্বয়া ইত্যাদি মূলোক্ত মন্ত্র পড়িয়া ওঁ হ্রীং আধার-শক্তি-কমলাসনায় নমঃ মন্ত্রে আসনকে পূজা করিবেন । যেমন তদ্বাস্তরে বলিয়াছেন (১৫)—

ভূমিতে ত্রিকোণ লিখিয়া আধার শক্ত্যাদির পূজা করিবে । সেইরূপ আরও উক্ত হইয়াছে—মায়াবীজকে উচ্চারণ করিয়া আধারশক্তি উচ্চারণ করিয়া ওঁ বিভাজ্যত কমলাসন অর্থাৎ কমলাসনায় বলিয়া উহাকে নমঃ অস্ত করিয়া অর্থাৎ ওঁ হ্রীং আধার-শক্তি-কমলাসনায় নমঃ মন্ত্রে পূজা করিবে । ১৬

১। ওঁ—আসনং সম্পূজ্য ওঁ আঃ সুরেখে বজ্ররেখে হুং ফট্ স্বাহেতি চ সম্পূজয়েৎ । ২। ওঁ—আধারশক্ত্যাদি পূজনম্ ।

কুমারীকল্পে—আঃ কারান্তং সুরেশে চ বজ্ররেখে ততঃ পরম্ ।

হুঁ কট্, স্বাহেতি কুর্যাৎ তু মণ্ডলঞ্চ শবাসনে ।

বীরাসনেনোপবিশেৎ সংপূজ্যাসনমেব চ^১ ॥ ১৭

শবাসন ইত্যস্তোপবিশেদিত্যাদ্বয়ঃ । এবং বিধিনাসনং সংস্থাপ্য
পদ্ম-ঐশ্বর্য-বীরাসনান্নতমাসনেনোত্তরমুখ উপবিশেৎ^২ । আসনানি যথা—
বংশ-সূক্তে (১৮)—

মুহুং চূড়কমাসীনশ্চাণ্ডেশু কোমলেষু বা ।

বিষ্টরেষু সমাসীনঃ সাধয়েৎ সিদ্ধিমুত্তমাম্ ॥ ১৯

মুখাদিলক্ষণমাহ নীলতন্ত্রে—

অর্বাঙ্ক ষণ্মাসতো গৰ্ভচ্যুতমাহমুহুং বুধাঃ ।

চূড়োপনয়নৈর্হীনং মৃতমচূড়কং বিহুঃ ॥ ২০

নিবৃন্ত-চূড়কো বালো হীনোপনয়নঃ পুমান্ ।

যো মৃতঃ পঞ্চমে বর্ষে তমেব কোমলং বিহুঃ ॥ ২১

বতন্ত্রে— কন্ডলে লোহিতে বাপি কৃষ্ণে বা ব্যাঘ্রচর্মণি ।

সম্যাসী ব্রহ্মচারী তু বিশেৎ কৃষ্ণস্য চর্মণি ॥ ২২

কুমারী কল্পে বলিয়াছেন—আঃ কারের অশ্বে সুরেশে ও বজ্ররেখে, তাহার পর হুং
কট্, স্বাহা মন্ত্রে মণ্ডল করিবেন । আসনকে পূজা করিয়া শবাসনে বীরাসন করিয়া
উপবেশন করিবেন । ১৭

শবাসনে এই পদের উপবিশেৎ এই পদে অবসর । এইরূপ বিধি অনুসারে আসন
পাতিয়া পদ্মাসন, ঐশ্বর্যাসন, বীরাসন—ইহাদের অন্যতম আসনের দ্বারা উত্তর মুখ
হইয়া উপবেশন করিবেন । বংশ সূক্তে আসনগুলি যেমন বলিয়াছেন (১৮)—

মুহু আসনে বা চূড়ক আসনে উপবিষ্ট হইয়া অথবা অশ্ব কোমল আসনে অথবা
বিষ্টরে উপবিষ্ট হইয়া সাধক উত্তম সিদ্ধির সাধন করিবেন । ১৯

নীলতন্ত্রে মুহু প্রভৃতি আসনের লক্ষণ বলিতেছেন—পণ্ডিতগণ ছয়মাসের পূর্বে
গৰ্ভচ্যুত মৃতকে মুহু বলেন । চূড়াকরণ ও উপনয়নহীন মৃতকে অচূড়ক জানিবে । ২০

যে বালক পুরুষের চূড়াকরণ হইয়াছে অথচ উপনয়ন হয় নাই, সে যদি পাঁচ
বৎসরের মধ্যে মরে, তবে তাহাকে কোমল জানিবে । ২১

বতন্ত্রতন্ত্রে বলিয়াছেন—রক্ত কন্ডলে অথবা কৃষ্ণবর্ণ ব্যাঘ্র চর্মে উপবেশন করিবে ।
সম্যাসী ব্রহ্মচারী কিন্তু কৃষ্ণসার মৃগের চর্মে বসিবেন । ২২

- মংস্তপুস্তে— কৃষ্ণসারং স্বীপি-চর্ম অচূড়ং কঞ্চলং তথা ।
 পীতং বস্ত্রঞ্চ শুক্লঞ্চ আসনার প্রকল্পয়েৎ ॥ ২৩
- কালীতন্ত্রে— যুতাসনং বিনা দেবি ! যো জপেৎ কালিকাং নরঃ ॥
 তাবৎ কালং নারকী শ্যৎ যাবদাহুত-সংপ্রবন্ ॥ ২৪
- অত্রাবসরে বিজয়াং স্বীকুর্বন্তি । পঠন্তি চ ভাবচূড়ামণী—
 বিনা হেতুকমাসাত্ত্ব ক্লোভযুক্তো মহেশ্বরঃ ।
 ন জাপং মম^১ সংকুৰ্য্যাম ধ্যানং ন চ পূজনম্ ।
 তস্মাদ্ ভুক্ত্বা চ পীত্বা চ পূজয়েৎ পরমেশ্বরীম্ ॥ ২৫
- বিজয়াকল্পে— সন্নিদাসবয়োর্মধ্যে সন্নিদেব গরীয়সী ।
 সন্নিৎ-প্রয়োগন্তেনেহ পূজাদৌ সাধকোত্তমঃ ।
 কর্তব্যশ্চ মহাপূজা করণীয়াভিনন্দিতৈঃ ॥ ২৬

তৎ-শোধন-স্বীকারাদি-প্রকারস্ত শ্যামারহস্তাদৌ দ্রষ্টব্যঃ । বিজয়াদি-
 স্বীকারস্তবধূতপর ইত্যবধেয়ম্^২ । ২৭

ততো বামকর্ণোর্ধ্বে^৩ ওঁ গুরুভ্যো নমঃ । দক্ষকর্ণোর্ধ্বে গং গণেশায় নমঃ ।

মংস্তপুস্তে বলিয়াছেন—কৃষ্ণসার যুগের চর্ম, স্বীপীর চর্ম, অচূড়, পীত কঞ্চল ও শুক্ল
 বস্ত্র আসনের জন্ত স্থির করিবে । ২৩

কালীতন্ত্রে বলিয়াছেন—হে দেবি । যে মানব যুতাসন বিনা কালিকা মন্ত্রকে
 জপ করে, যে পর্য্যন্ত দ্বুতপ্রলয় না হয়, সে পর্য্যন্ত সে নারকী হইয়া থাকে । ২৪

এই অবসরে বিজয়া গ্রহণ করেন । ভাবচূড়ামণিতে বলিয়াছেন—হেতুক
 (বিজয়া) গ্রহণ না করিয়া জপ পূজাদি করিলে মহেশ্বর ক্ষুব্ধ হন । অতএব হেতুক
 বিনা আমার জপ ধ্যান ও পূজা করিবে না । অতএব ভোজন করিয়া ও পান করিয়া
 পরমেশ্বরীকে পূজা করিবে ।

বিজয়া কল্পে বলিয়াছেন—সন্নিদা ও আসনের মধ্যে সন্নিদাই গরীয়সী (শ্রেষ্ঠা) ।
 সেইজন্য সাধকোত্তম এই পূজাদিতে সন্নিদার প্রয়োগ কর্তব্য মনে করেন । অভিনন্দিত
 সাধক কর্তব্য মহাপূজা করণীয় । ২৬

সন্নিদার শোধন ও স্বীকারের প্রকার কিন্তু শ্যামা রহস্তাদিতে দ্রষ্টব্য । বিজয়ার
 স্বীকার কিন্তু অবধূতপর, ইহা জানিবেন । ২৭

তাহার পর বামকর্ণের উর্ধ্বে^৩—ওঁ গুরুভ্যো নমঃ । দক্ষিণ কর্ণের উর্ধ্বে^৩—ওঁ

মধ্যে শ্রীকালিকায়ৈ দেবতায়ৈ নমঃ ইতি নমস্কর্যাৎ । ততঃ স্বামে সামান্তার্থ্যং বিধায় তেনোদকেনাত্মানং পূজোপকরণকাঙ্ক্ষ্য্য দক্ষিণে গন্ধপুষ্পাদিকং বামে সুগন্ধিজলং দেবতায়ঃ পশ্চিমে কুলদ্রব্যানি অন্যং পানাদিকং দেবতা বামে স্থাপয়েৎ । কুলচূড়ামণৌ (২৮)—

সর্বঞ্চ দক্ষিণে স্থাপ্যং বামে চার্ধ্যং নিবেশয়েৎ ।

দেবতা-পশ্চিমে ভাগে কুল-দ্রব্যানি ধারয়েৎ ॥ ২৯

পশ্চিমে পৃষ্ঠে ইত্যর্থঃ । “সুরাঞ্চ পৃষ্ঠতো দত্তাদন্যং পানঞ্চ বামতঃ” ইতি কালিকাপুরাণৈক-বাক্যত্বাৎ । তত ওঁ শতাভিষেক হুঁ ফট্ স্বাহা, ওঁ পুষ্পকেতু রাজার্বিতে শতায় সম্যক্ সম্বন্ধায় পুষ্পে পুষ্পে মহাপুষ্পে সুপুষ্পে পুষ্পভূষিতে । ৩০

পুষ্পচর্যাবকীর্ণে হুঁ ফট্ স্বাহেত্যাভ্যাং পুষ্পাধিষ্ঠানং কুর্যাৎ । যথা কুমারীকল্পে (৩১)—

অধিষ্ঠানে চ পুষ্পস্ত প্রণবং পূর্বমুচ্চরেৎ ।

শতাভিষেকেতি পদং হুঁ ফট্ স্বাহা ততঃ পরম্ ।

গং প্রণেশায় নমঃ । মধ্যে—ওঁ শ্রীকালিকায়ৈ দেবতায়ৈ নমঃ মন্ত্রে নমস্কার করিবেন । তাহার পর নিজের বামদিকে সামান্তার্থ্য করিয়া, সেই সামান্তার্থ্যের জলের দ্বারা নিজেকে ও পূজার উপকরণগুলিকে অভ্যক্ষণ করিয়া, নিজের দক্ষিণে গন্ধপুষ্পাদি, বামে সুগন্ধি জল, দেবতার পশ্চিমে কুলদ্রব্য এবং বামে অন্য পানাদি দ্রব্য স্থাপন করিবেন । ২৮

সমস্ত দ্রব্য দক্ষিণে স্থাপ্য, বামে অর্ঘ্য স্থাপন করিবে । দেবতার পশ্চিমভাগে কুলদ্রব্য সমূহ স্থাপন করিবে । ২৯

পশ্চিমে এই কথার অর্থ—পৃষ্ঠে । বোহেতু সুরাকে পৃষ্ঠভাগে দিবে । অস্তান্ত পানীয় বামভাগে রাখিবে—এই কালিকাপুরাণের বচনের সহিত একবাক্যতা আছে । ৩০

তাহার পর ওঁ শতাভিষেক হুং ফট্ স্বাহা, ওঁ পুষ্পকেতু রাজার্বিতে শতায় সম্যক্ সম্বন্ধায়, ওঁ পুষ্পে পুষ্পে মহাপুষ্পে সুপুষ্পে পুষ্পভূষিতে । পুষ্পচর্যাবকীর্ণে হুং ফট্ স্বাহা, এই দুইটি মন্ত্রের দ্বারা পুষ্পের অধিষ্ঠান (পুষ্পে দেবীর অধিষ্ঠান) করিবেন । যেমন কুমারীকল্পে বলিয়াছে (৩১)—

পুষ্পের অধিষ্ঠানে প্রথমে প্রণব উচ্চারণ করিবেন । পরে শতাভিষেক এই পদ,

অনেন মহুনা দেব্যা: পুষ্পাধিষ্ঠানমেব চ ॥ ৩২

প্রণবং পুষ্পকেতুশ্চ তথা রাজার্বতেহপি চ ।

শতায় সমাগিত্যক্তা সঙ্কায় ততঃ পরম্ ॥ ৩৩

পুষ্পে পুষ্পে মহাপুষ্পে সুপুষ্পে পুষ্পভূষিতে ।

পুষ্পচয়াবকীর্ণে হুং ফট্ স্বাহেতি ততঃ পরম্ ।

বিশুদ্ধং পুষ্পমেতেন জলং পূর্বদাচরেৎ ॥ ৩৪

অথ গন্ধ-পুষ্পাভ্যাং করৌ সংশোধ্য বামপাশ্বি-ঘাত-ত্রয়ং ভূমৌ দক্ষা
তর্জনী-মধ্যমাভ্যামুর্দ্ধোর্দ্ধ-তালত্রয়ং তর্জন্যঙ্গুষ্ঠ-যোগেন ছোটিকাভির্দশদিগ্-
বন্ধনং কৃৎ দিব্যদৃষ্ট্যা দিব্যান্ বিদ্বান্ নিরস্য চতুর্দিক্ বহিপ্রাকারং বিচিন্ত্য
প্রাণায়াম-ত্রয়ং কুর্যাৎ । তদুক্তং স্বতন্ত্রে (৩৫)—

পাশ্বিঘাত-করাশ্ফোট-সমুদক্ষিত-বক্তৃকঃ ।

তালত্রয়মথো দক্ষা সশব্দং সম্প্রদায়তঃ ॥ ৩৬

ঋতু-চন্দ্রৈর্নেত্র-রাতৈ রসৈর্বৈদাধিকৈঃ প্রিয়ে ! ।

তাহার পর হুং ফট্ স্বাহা—এই মন্ত্রের দ্বারা দেবীর পুষ্পে অধিষ্ঠান হয় । ৩২

প্রণব, পুষ্পকেতু, সেইরূপ রাজার্বতে ও শতায় সমাক্ এই বলিয়া সঙ্কায় তাহার
পর পুষ্পে পুষ্পে মহাপুষ্পে সুপুষ্পে পুষ্পভূষিতে পুষ্পচয়াবকীর্ণে, তাহার পর হুং
ফট্ স্বাহা এই পদ । তাহাতে মন্ত্রটি হয়—ও^১ পুষ্পকেতু রাজার্বতে শতায় সমাক্
সঙ্কায়, পুষ্পে পুষ্পে মহাপুষ্পে সুপুষ্পে পুষ্পভূষিতে পুষ্পচয়াবকীর্ণে হুং ফট্ স্বাহা—
এই মন্ত্র হয় । ইহা দ্বারা পুষ্পের বিশুদ্ধি হয় । জলকে পূর্ববৎ বিশুদ্ধ করিবে । ৩৩-৩৪

অনন্তর গন্ধপুষ্পের দ্বারা দুই কর সংশোধন করিয়া বামপাশ্বি (বাম পায়ের
গোড়ালির) আঘাত তিনটি ভূমিতে দিয়া, তর্জনী ও মধ্যমা দ্বারা উর্ধ্ব উর্ধ্ব তিনটি
তালি দিয়া, তর্জনী ও অঙ্গুষ্ঠের যোগে ছোটিকা দ্বারা দশ দিক্ বন্ধন বন্ধন করিয়া,
দিব্যদৃষ্টি (নির্নিমেষ দৃষ্টি দ্বারা) দিব্য বিদ্ব সমূহকে দূর করিয়া, চারি দিকে
বহিপ্রাচীর চিন্তা করিয়া তিনটি প্রাণায়াম করিবেন । স্বতন্ত্র তন্ত্রে তাহাই
বলিয়াছেন (৩৫)—

হে প্রিয়ে ! বাম পায়ের গোড়ালির আঘাত, করের আশ্ফোট (হাততালি),
উর্ধ্বমুখ হইয়া অনন্তর সশব্দে তালত্রয় (তিনবার করতালি) দিয়া সম্প্রদায় অনুসারে
ঋতু (৬) ও চন্দ্র (২) অর্থাৎ ১৬, নেত্র (২) ও বাম (৩) অর্থাৎ ৩২, বৈদাধিক (৪) ও রস

মাত্ৰাতি: প্রণবং জপ্। পূৰ-কুস্তক-ৰেচক: ।

প্রাণায়ামং তত: কৃত্ব। ভূতভুজিঃ ততশ্চরেৎ ॥ ৩৭

অন্তত্ৰাপি—মনোজীবাগ্নানো: শুদ্ধি: প্রাণায়ামেন জায়তে ॥ ২৮

কালীহৃদয়েহপি—প্রাণায়ামত্রয়ং কুৰ্য্যান্ মূলেণ প্রণবেন বা ।

অথবা মন্ত্ৰবীজেন যথোক্ত-বিধিনা সূৰী: ॥ ৩৯

বীজমন্ত্ৰ মায়াবীজম্ । তত্ৰায়ং ক্ৰমঃ—মূলাধাৰে মনঃ সংযোজ্য দক্ষাঙ্গুষ্ঠেন দক্ষনাসা-পুটং ধৃত্ব। মূলমন্ত্ৰং ষোড়শবারং জপন্ বামেণ বায়ুমাৰ্প্য কনিষ্ঠানামিকাভ্যামঙ্গুষ্ঠেন চ নাসাপুটদ্বয়ং ধৃত্ব। তমেব চতুঃষষ্টিবারং জপন্ বায়ুং কুস্তয়িত্ব। পুনস্তং দ্বাত্রিংশদ-বারং জপন্ দক্ষিণেন বায়ুং রেচয়েৎ । এবং ক্ৰমোংক্রমেণ^১ বারত্ৰয়ে কৃতে প্রাণায়াম-ত্রয়ং ভবতি ॥ ৪০

অথ ভূতভুজিঃ—অক্কে উত্তানৌ করৌ কৃত্ব। সামান্য-পদ্ধত্ৰ্যাক্ত-ভূতভুজি-প্রক্রিয়য়া জীবাগ্ন-কূলকুণ্ডলিনী-তত্ত্বানি পরমশিবে সংযোজ্য পূৰক-কুস্তক-ৰেচকাদি-ক্রমেণ দেহং সংশোধ্য, আ^২ সোহহমিতি মন্ত্ৰেণ বিপৰীত-গত্যা (৬) অৰ্থাৎ ৬৪ মাত্ৰায় প্রণব জপ করিয়া পূৰক, কুস্তক ও রেচকরূপ প্রাণায়াম ৩ বার করিয়া ভূতভুজি করিবেন । ৩৬-৩৭

অন্তত্ৰও কথিত হইয়াছে—প্রাণায়ামের দ্বারা মনঃ ও জীবাগ্নার শুদ্ধি হইয়া থাকে । ৩৮

কালীহৃদয়েও বলিয়াছেন—সূৰী সাধক মূল মন্ত্ৰের দ্বারা, অথবা প্রাণায়ামের দ্বারা অথবা মন্ত্ৰের বীজ দ্বারা যথোক্ত বিধানে ৩ বার প্রাণায়াম করিবে । ৩৯

এহলে বীজ হইতেছে—মায়াবীজ । এহলে প্রাণায়ামের ক্ৰম—মূলাধাৰে মনঃকে সংযুক্ত করিয়া, দক্ষিণ অঙ্গুষ্ঠ দ্বারা দক্ষিণ নাসাপুট ধরিয়া মূলমন্ত্ৰ ১৬ বার জপ করিতে করিতে বামনাসা পুট দ্বারা বায়ুকে পূরণ করিয়া, কনিষ্ঠা ও অনামিকা দ্বারা বামনাসা পুট, দক্ষিণ অঙ্গুষ্ঠ দ্বারা দক্ষিণ নাসাপুট ধরিয়া সেই মূলকে ৬৪ বার জপ করিতে করিতে বায়ুকে কুস্তক (নিশ্বাস রোধ) করিয়া, পুনরায় সেই মূলমন্ত্ৰকে ৩২ বার জপ করিতে করিতে দক্ষিণ নাসিকা দ্বারা সেই বায়ুকে ধীরে ধীরে রেচন (ভোগ) করিবেন । এইরূপ ক্ৰমে ও ব্যাংক্রমে ৩ বার করিলে প্রাণায়াম-ত্রয় হয় । ৪০

অনন্তর ভূতভুজি—নিজের ক্রোড়ে দুই হস্ত উত্তান করিয়া, সামান্য পদ্ধতিতে কথিত ভূতভুজি প্রক্রিয়া দ্বারা জীবাগ্না, কূলকুণ্ডলিনী ও তত্ত্ব সমূহকে পরমশিবে যুক্ত করিয়া, পূৰক, কুস্তক ও রেচক ক্ৰমে দেহকে শোধন করিয়া, আং সোহহম্ এই মন্ত্ৰের

ষট্ চক্রভেদেন জীবাশ্বানং শিবসংযোগ জনিত-সুখাধারা-লোলীভূতাং কুল-
কুণ্ডলিনীং পৃথিব্যাদি-পঞ্চভূতাত্মক-পঞ্চতন্ত্রানি গন্ধাভ্যেকোনবিংশতি-তন্ত্রানি
চ যথাযথং স্ব-স্ব-স্থানে নিয়োজয়েৎ । ততো দেবীরূপমাস্থানং বিভাব্য
অহ্মদি হস্তং দত্ত্বা আঁ হ্রীঁ ক্রোঁ স্বাহেতি^১ মন্ত্রং জপমাস্থানি দেবতা-জীবন্তাসং
কুর্য্যাৎ । তন্ত্রাস্তরে (৪১)—

দেবীরূপং ততো ধ্যায়েৎ স্বাত্মানং^২ কমলেক্ষণে ।।

ততো জীবং প্রবিণ্ড্য পাশাদি-ত্ৰ্যক্ষরেণ তু^৩ ॥ ৪২

পাশাদি-ত্ৰ্যক্ষরেণ আঁ সোহহমিতি স্বরূপেণেত্যর্থঃ । কুমারীকল্পে—ভূতশুদ্ধিং
বিধায় স্বং দেবীরূপেণ চিন্তয়েৎ । ততঃ ওঁ আঁ হ্রীঁ ক্রোঁ স্বাহেতি ব্যাপকেন
কায়-বাক্-চিত্ত-শোধনং কৃত্বা হ্রদি হস্তং দত্ত্বা ওঁ রক্ষ হ্রীঁ ক্রোঁ স্বাহেতি
আত্মরক্ষাং কুর্য্যাৎ^৪ ।

দ্বারা বিপরীত গতিতে ষট্ চক্র ভেদ ক্রমে জীবাশ্বাকে শিবের সহিত মিলন জনিত
সুখাধারায় লোলীভূত কুলকুণ্ডলিনীকে, পৃথিব্যাদি পঞ্চভূতাত্মক পঞ্চতন্ত্রকে গন্ধাদি
একোনবিংশতি (উনিশ) তন্ত্রকে যথাযথভাবে স্থানে স্থাপন করিবে । তাহার পর
নিজেকে দেবীরূপ চিন্তা করিয়া নিজের হৃদয়ে হাত দিয়া “আঁ হ্রীঁ ক্রোঁ স্বাহা”
এই মন্ত্র জপ করিতে করিতে নিজেতে দেবতার জীবন্তাস করিবেন । তন্ত্রাস্তরে
বলিয়াছেন (৪১)—

হে কমলেক্ষণে । তাহার পর নিজেকে দেবীরূপ ধ্যান করিবে । তাহার পর
পাশাদি ত্ৰ্যক্ষরের (আঁ সোহহং মন্ত্রের) দ্বারা জীবকে ভাস করিয়া (আত্মরক্ষা
করিবেন) । ৪২

পাশাদি ত্ৰ্যক্ষরেণ—আঁ সোহহং স্বরূপের দ্বারা এই অর্থ । কুমারীকল্পে
বলিয়াছেন—ভূতশুদ্ধি করিয়া নিজেকে দেবীরূপ চিন্তা করিবে । তাহার পর ওঁ আঁ
হ্রীঁ ক্রোঁ স্বাহা—এই মন্ত্রে ব্যাপকের দ্বারা দেহ, বাক্য ও চিত্ত শোধন করিয়া হৃদয়ে
হস্ত দিয়া ওঁ রক্ষ হ্রীঁ ক্রোঁ স্বাহা এই মন্ত্রে আত্মরক্ষা করিবেন । যেমন বলিয়াছেন—

১। স্ব—আঁ হ্রীঁ ক্রোঁ হংস ইতিমন্ত্রেণ জীবন্তাসং কুর্য্যাৎ ।

২। স্ব—ধ্যায়েৎ স্বাত্মানং ।

৩। স্ব—ত্ৰ্যক্ষরেণ তু ইত্যনন্তরং প্রাণমন্ত্রেণ যুক্তেন ততোহমুখ্যাঃ পদং ততঃ । প্রাণা ইতি বদেৎ
পশ্চাৎ ইহ প্রাণান্ততঃ পরম্ । অমুখ্যা জীব ইহ হিতোহমুখ্যাঃ পদং ততঃ । সর্বেন্দ্রিয়ান্যমুখ্যাক
বাঙ্ মনোনয়নাৎ ততঃ । প্রোক্তপ্রাণপদাৎ প্রাণা ইহাগত্যা যুখং চিরম্ । তিষ্ঠন্ত বহির্জায়াতঃ
প্রাণমন্ত্রোহমীরিতঃ । জ্ঞানার্ণবে প্রকারান্তরং যথা—বিপরীতং প্রাণমন্ত্রং বিলিখ্যেৎ পাশপূর্বকম্ ।
প্রাণ প্রতিষ্ঠাযন্ত্রোহয়ং সর্বকমাণি সাধয়েৎ ইত্যধিকঃ । ততঃ পরং কুমারী কল্পে ভূতশুদ্ধিমিত্যাदि ।

৪। স্ব—কুর্য্যাদিত্যনন্তরং যথা কৃতাজলিঃ ওঁ অন্ত জীত্যাदि ।

যথা-- প্রণবঃ পূর্বমুক্ত্য শেষ-সন্ধিনমেব চ ।

হুঁ ফট্ স্বাহা মনুঃ প্রোক্তঃ কায়-বাক্-চিত্ত-শোধনে ।

ওঁ রক্ষ হুঁ ফট্ স্বাহা চ মন্ত্রঃ শ্রাদাত্মরক্ষণে ॥ ৪৩

ভূত ঋগ্‌যজুঃসং কুর্য্যাৎ । কৃতাজ্জলিঃ অশ্রু শ্রীদক্ষিণকালিকামন্ত্রস্য ভৈরব
ঋষিরুষ্ণিকৃচ্ছন্দঃ শ্রীদক্ষিণকালিকা দেবতা হ্রীং বীজং হুঁ শক্তিঃ ক্রীং কীলকং
পুরুষার্থ-চতুষ্টয়-সিদ্ধার্থে বিনিয়োগঃ ইত্যুচ্চার্য্য, শিরসি—ভৈরবায় ঋষয়ে
নমঃ মুখে—উষ্ণিকৃচ্ছন্দসে নমঃ । হৃদে—শ্রীদক্ষিণকালিকায়ৈ দেবতায়ৈ নমঃ ।
গৃহে—হ্রীং বীজায় নমঃ । পাদয়োঃ—হুং শক্তয়ে নমঃ । সর্বাঙ্গে—ক্রীং
কীলকায় নমঃ । তত্ত্বতঃ কালীতন্ত্রে (৪৪)—

ভৈরবোহস্য ঋষিঃ প্রোক্ত উষ্ণিকৃ-চ্ছন্দ উদাহৃতম্ ।

দেবতা কালিকা প্রোক্তা লজ্জাবীজন্ত বীজকম্ ॥ ৪৫

কীলকং চাত্ত-বীজং শ্রাদ্ধতুর্বর্গফলপ্রদঃ ১ ।

কবিত্বার্থে নিয়োগঃ শ্রাদ্ধেবমৃগাদি-কল্পনা ॥ ৪৬

কবিত্বার্থ ইত্যুপলক্ষণম্ । যথা কুলচূড়ামণৌ—

প্রণবকে প্রথমে উচ্চার করিয়া শেষ সঙ্গী আং ও হুঁ ফট্—এই মন্ত্র কায়, বাক্ ও
চিত্তশোধনে উক্ত হইয়াছে । ওঁ রক্ষ হুঁ ফট্ স্বাহা—আত্মরক্ষণে এই মন্ত্র । ৪৩

অনন্তর ঋগ্‌যজুঃসং করিবেন । কৃতাজ্জলি হইয়া অশ্রু শ্রীদক্ষিণকালিকামন্ত্রস্য
ভৈরব ঋষিরুষ্ণিকৃচ্ছন্দঃ শ্রীদক্ষিণকালিকা দেবতা হ্রীং বীজং হুঁ শক্তিঃ ক্রীং কীলকং
পুরুষার্থ-চতুষ্টয়-সিদ্ধার্থে বিনিয়োগঃ । এই বলিয়া মন্ত্রকে—ওঁ ভৈরবায় ঋষয়ে নমঃ ।
মুখে—উষ্ণিকৃচ্ছন্দসে নমঃ । হৃদয়ে—ওঁ শ্রীদক্ষিণকালিকায়ৈ দেবতায়ৈ নমঃ ।
গৃহে—ওঁ হ্রীং বীজায় নমঃ । পাদদ্বয়ে—ওঁ হুং শক্তয়ে নমঃ । সর্বাঙ্গে—ওঁ ক্রীং
কীলকায় নমঃ । কালীতন্ত্রে তাহাই উক্ত হইয়াছে (৪৪)—

এই মন্ত্রের ভৈরব ঋষি কথিত হইয়াছে । উষ্ণিকৃচ্ছন্দঃ উদাহৃত হইয়াছে ।
কালিকা দেবতা ও লজ্জাবীজ (হ্রীং) বীজ কথিত হইয়াছে । ৪৫

আদ্যবীজ কীলক হয় । এই মন্ত্র চতুর্বর্গ ফলপ্রদ । কবিত্ব লাভে ইহার বিনিয়োগ
হয় । এই মন্ত্রের এইরূপ ঋগ্‌যজুঃসং করিয়া কল্পনা হইয়া থাকে । ৪৬

কবিত্বার্থ এইটি চতুর্বর্গের উপলক্ষণ । যেমন কুলচূড়ামণিতে বলিয়াছেন—এই

ভৈরবোহম্ম ঋষিঃ প্রোক্ত উষ্ণিক্ ছন্দ উদাস্ততম্ ।

দক্ষিণা কালিকা দেবী চতুর্ভগ্নফলপ্রদা ॥ ৪৭

ততঃ করাজ্ঞাসৌ । যথা তন্ত্বে—ষড়্ দীর্ঘভাজা বীজেন প্রণবাচেন কল্পয়েৎ । তেন প্রণবাচ-মায়াবীজেন ষড়্ দীর্ঘ-ভাজা জ্ঞাসঃ, লজ্জাবীজস্ত বীজকমিত্যুক্তত্বাৎ । অথবা ষড়্ দীর্ঘ-ভাজা প্রণবাচেন নিজ-বীজেন ।

যথা বীরতন্ত্বে—দীর্ঘষট্-ক-যুতাচেন প্রণবাচেন কল্পয়েৎ । ৪৮

তথা চ—ওঁ হ্রাঁ অঙ্কুষ্ঠাভ্যাং নমঃ, ওঁ হ্রীঁ তর্জনীভ্যাং স্বাহা ইত্যাদিনা । অথবা ওঁ ক্রাং অঙ্কুষ্ঠাভ্যাং নমঃ, ওঁ ক্রীং তর্জনীভ্যাং স্বাহেত্যাদিনা জ্ঞাসেৎ । এবং হৃদয়াদিষু । অঙ্গজ্ঞাসস্ত ত্রিঃ সকৃদ্বা কার্য্যঃ । যথা ভৈরব-তন্ত্বে—ষড়্জ্ঞানি জ্ঞাসেনু মন্ত্রী ত্রিঃসকৃদ্বা যথাক্রমম্ । ৪৯

ততো বর্ণজ্ঞাসঃ^১ । যথা কুমারী তন্ত্বে—

১ কারাস্তান্ মাতৃকাণান্ হৃদয়ে সংপ্রবিজ্ঞাসেৎ ।

মন্ত্ৰের ভৈরব ঋষি ও উষ্ণিক্ ছন্দ কথিত হইয়াছে । চতুর্ভগ্ন-ফলপ্রদা-দক্ষিণ কালিকা দেবতা । ৪৭

তাহার পর করাজ্ঞাস । যেমন তন্ত্বে বলিয়াছেন—প্রণবাদি ষড়্ দীর্ঘযুক্ত বীজের দ্বারা করাজ্ঞাস করিবেন । সুতরাং প্রণবাদি ষড়্ দীর্ঘ হর যুক্ত মায়াবীজের দ্বারা করাজ্ঞাস করিবেন । যেহেতু লজ্জাবীজস্ত বীজকম্—ইহা উক্ত হইয়াছে । অথবা প্রণবাদি ষড়্ দীর্ঘ যুক্ত নিজবীজ দ্বারা করাজ্ঞাস করিবেন । যেমন বীরতন্ত্বে বলিয়াছেন—দীর্ঘ ষট্-ক-যুতাচেন প্রণবাচেন কল্পয়েৎ অর্থাৎ প্রণবাদি দীর্ঘ ষট্-ক যুক্ত আদ্য বীজের দ্বারা করাজ্ঞাস করিবে । ৪৮

তাহা হইলে ওঁ হ্রাং অঙ্কুষ্ঠাভ্যাং নমঃ, ওঁ হ্রীং তর্জনীভ্যাং স্বাহা । ওঁ হ্রুং মধ্যমাভ্যাং বষট্ । ওঁ হ্রৈং অনামিকাভ্যাং হং । ওঁ হ্রৌং কনিষ্ঠাভ্যাং বৌষট্ । ওঁ হ্রঃ করতল-করপৃষ্ঠাভ্যাং অন্ত্রায় ফট্ । অথবা ওঁ ক্রাং অঙ্কুষ্ঠাভ্যাং নমঃ; ওঁ ক্রীং তর্জনীভ্যাং স্বাহা-ইত্যাদি প্রকারে করজ্ঞাস করিবেন । ওঁ হৃদয়ায় নমঃ অথবা ওঁ ক্রাং হৃদয়ায় নমঃ ইত্যাদি প্রকারে অঙ্গজ্ঞাস করিবে । অঙ্গজ্ঞাস কিন্তু তিনবার বা একবার করিবেন । যেমন ভৈরবতন্ত্বে বলিয়াছেন—

মন্ত্ৰজ্ঞ সাধক যথাক্রমে তিনবার বা একবার অঙ্গজ্ঞাস করিবেন । ৪৯

তাহার পর বর্ণজ্ঞাস । যেমন কুমারী তন্ত্বে বলিয়াছেন—হৃদয়ে অ হইতে ১ পর্য্যন্ত

বাপকানি ততঃ পশ্চান্ মূলমস্ত্রেণ মস্ত্রবিৎ ॥ ৫২

১। খ—দক্ষিণ জলস্রোত। ২। খ—বামজলস্রোত। ৩। ক+খ—৩৭ নম্বর স্থানে।

নিবিন্দুন্ বাথ বর্ণকানিতি ভৈরবীতন্ত্রবচনাহুভয়মপ্যবিকৃতম্ । অত্র বর্ণশ্রাস
এব মাতৃকাস্রাস ইতি সম্প্রদায়ঃ । পূর্ণানন্দস্ত বর্ণশ্রাসানন্তরং সর্বসাধারণ-
মাতৃকাস্রাসমপ্যাহ । তচ্চিস্ত্যম্ । “যথা কালী তথা নীলা তৎ-ক্রমান্ মাতৃকান্
শ্রাসেদিতি নীলামাতৃকায়াঃ কালীমাতৃকা-সাদৃশ্য-নির্দেশেন কালীমাতৃকায়াঃ
সামান্য-মাতৃকা-বৈলক্ষণ্যস্ত সিদ্ধত্বাৎ ।” ৫৪

অথ ষোড়শশ্রাসঃ । যথা বীরতন্ত্রে—

কেবলাং মাতৃকাং কৃত্বা মাতৃকাং তার-সংপুটাম্ ।

মাতৃকা-পুটিতং তারং শ্রাসেৎ সাধক-সন্তমঃ ॥ ৫৫

শ্রীবীজ-পুটিতাং তান্ত মাতৃকা-পুটিতঞ্চ তৎ ।

কামেন পুটিতাং দেবীং তৎপুটং কামমেব চ ॥ ৫৬

শক্ত্যা চ পুটিতাং দেবীং শক্তিঞ্চ তৎপুটং শ্রাসেৎ ।

ত্রীং দ্বন্দ্বঞ্চ^১ পুনর্ম্যস্তা ঋ ঋ ৯ ৯ঞ্চ পূর্ববৎ ॥ ৫৭

শ্রাসেদেতান্ নিবিন্দুন্ বাথ বর্ণকান্ অর্থাৎ এই মাতৃকাবর্ণগুলিকে সবিন্দু বিন্দুযুক্ত
করিয়া অথবা নিবিন্দু বিন্দুযুক্ত না করিয়া শ্রাস করিবে—এই ভৈরবীতন্ত্রের বচন আছে
বলিয়া উভয়ই অবিকৃত । এ স্থলে বর্ণশ্রাসই মাতৃকাস্রাস, ইহা সম্প্রদায় বলেন ।
পূর্ণানন্দ কিন্তু বর্ণশ্রাসের অনন্তর সর্ব সাধারণ মাতৃকাস্রাস বলিয়াছেন । তাহা
চিস্তনীয় । যথা কালী তথা নীলা তৎ ক্রমাৎ মাতৃকান্ শ্রাসেৎ অর্থাৎ যেমন কালী,
সেই রূপ নীলা । অতএব নীলার ক্রমেই মাতৃকাবর্ণগুলিকে শ্রাস করিবেন—এইরূপ
বচনে নীলার মাতৃকার সহিত কালী মাতৃকার সাদৃশ্য কথিত হওয়ার কালীমাতৃকার
সাধারণ মাতৃকার বৈলক্ষণ্য সিদ্ধ হইয়াছে । ৫৪

অনন্তর ষোড়শশ্রাস । সাধক-শ্রেষ্ঠ মাতৃকা শ্রাসের স্থানে কেবল মাতৃকাকে শ্রাস
করিয়া, প্রণব পুটিত মাতৃকাকে ঐ মাতৃকা স্থানে শ্রাস করিবে । পরে মাতৃকা পুটিত
প্রণকে শ্রাস করিবেন । ৫৫

পরে শ্রীবীজ পুটিত মাতৃকা ও মাতৃকাপুটিত শ্রীবীজকে শ্রাস করিবে । পরে
কামবীজ পুটিত মাতৃকাকে এবং মাতৃকা পুটিত কামবীজকে শ্রাস করিবে । ৫৬

পরে শক্তিবীজ পুটিত মাতৃকাকে ও মাতৃকা পুটিত শক্তিবীজকে শ্রাস করিবে ।

১। ঋ—বৈলক্ষণ্যস্ত সিদ্ধত্বাদিত্যানন্তরং, ততঃ শিবপটলোক্তরীত্যা। শ্রীকণ্ঠশ্রাসঃ কার্যঃ ।
যথা যতন্ত্রে—আনৌ তু মাতৃকাস্রাস্ততঃ শ্রীকণ্ঠ উচ্যতে । অয়ং শ্রাসঃ কার্যঃ । অথ ষোড়শশ্রাসঃ ।
২। ঋ—ক্রমে বন্দক ।

মূলেন পুটিতাং দেবীং তৎ-পুটং মন্ত্রমেব চ ।

অনুলোম-বিলোমেন শাস্তা মন্ত্রং যথাবিধি ।

মূলেনাষ্টশতং কুর্যাদ্ ব্যাপকং তদনন্তরম্ ॥ ৫৮

তাং মাতৃকাম্ । তৎ শ্রীবীজম্ । শক্তির্মায়াবীজম্ । দেবীং মাতৃকাম্ । তথা
চ আদৌ কেবল-মাতৃকাং মাতৃকা-স্থানেষু শাসেৎ । ততস্তৎ-স্থানেষু প্রণব-
পুটিতাং মাতৃকাং মাতৃকা-পুটিতঞ্চ প্রণবং শাসেৎ । তদযথা—ওঁ অং ওঁ ।

পুনরায় হ্রীং হ্রীং পুটিত ঞ্চ ঞ্চ ১ ২কে শাস করিয়া পুনরায় ঞ্চ ঞ্চ ১ ২ পুটিত হ্রীং
বীজকে শাস করিবে । ৫৭

মূলমন্ত্রের দ্বারা পুটিত মাতৃকাবর্ণকে ও মাতৃকা পুটিত মূলমন্ত্রকে শাস করিবে ।
যথা বিধানে অনুলোম ও বিলোমে এই মন্ত্রশাস করিয়া অনন্তর মূল মন্ত্রের দ্বারা ১০৮
বার ব্যাপক শাস করিবে । ৫৮

তাং অর্থ—মাতৃকাকে । তৎ অর্থ—শ্রীবীজকে । দেবীং অর্থ—মাতৃকাকে । শক্তিঃ
অর্থ—মায়াবীজকে । (১) তাহা হইলে প্রথমে কেবল মাতৃকা বর্ণগুলির এক একটিকে
মাতৃকা স্থানে শাস করিবেন । যথা ললাটে অং নমঃ । মুখে—আং নমঃ । ইত্যাদি ।
(২) তাহার পর সেই মাতৃকাস্থানে প্রণব পুটিত মাতৃকাবর্ণ সমূহের এক একটিকে এবং
মাতৃকাবর্ণ সমূহের এক একটি দ্বারা পুটিত প্রণবকে শাস করিবেন । যথা—ললাটে
—ওঁ অং ওঁ নমঃ । মুখস্থে—ওঁ আং ওঁ নমঃ । এইরূপ ক্ষ পর্য্যন্ত মাতৃকাবর্ণকে
প্রণব পুটিত করিয়া শাস করিবেন । যথা ললাটে—অং ওঁ অং নমঃ । মুখে—আং ওঁ
আং নমঃ ইত্যাদি । এইরূপ ক্ষ পর্য্যন্ত শাস করিবেন । সর্বত্র শেষে নমঃ পদ হইবে ।

১। ঞ্চ—ব্যাপকং তদনন্তরং । ক্রীষ্ণমিত্যত্র ককারঘটিতবীজং নতু মায়াবীজং নিজবীজায়কৈব
ব ১ ২ ক বিস্তারিত্তি তদ্ব্যবচনাৎ । মায়াবীজমিত্যপরে । যথা ওঁ অং ওঁ । এবং তথৈব
মাতৃকাপুটিতং তারং যথা অং ওঁ অং । এবং শ্রীবীজপুটিতাং ।

ক পুস্তকেছত্রায়ং পার্থো টিপ্পনাতরা দৃশ্যতে । মলাকালসংহিতায়াং—বিস্তারসং মাতৃকাং পূর্বং
শাসোহয়ং প্রথমঃ স্মৃতঃ (১) শ্রিয়া সংপুটিতং বর্ণং বর্ণ-সংপুটিতাং শ্রিয়ম্ । এবং ক্রমেণ বিস্তৃত
ষিতির্যন্ত সমোরিতঃ (২) কামসংপুটিতাং লক্ষ্মীং লক্ষ্মীসংপুটিতঞ্চ তৎ । বিস্তারং মাতৃকাস্থানে
তৃতীয়াহয়ং সমোরিতঃ (৩) লক্ষ্মী-সংপুটিতাং লক্ষ্মীং শ্রিয়া সংপুটিতং দ্বিত্যম্ । পূর্ববৎ বিস্তারমাত্র
শাসত্বা উপাশ্রুতঃ (৪) মুখস্থ-সমাক্রুতং লক্ষ্মীচন্দ্রং নসোদ্যম্ । লক্ষ্মী-লক্ষ্মীচন্দ্রং কামং শক্রপদে
হিতম্ । মূল-সংপুটিতং কদা তৎ পুটক মন্ত্রং তথা । বিস্তারমাত্রমার্গেণ শাসোহয়ং পঞ্চমঃ স্মৃতঃ
(৫) অনুলোম-বিলোমেন লিপিহানেষু কেবলং । মূলং বিস্তার্য মেধাবী মূলমন্ত্রোত্তরং শতম্ । সংলপ্য
বাণিহেদেহে ন্যাসঃ ষষ্ঠোহয়মোরিতঃ (৬) কামঃ কামবীজং ক্রীঃ ইতি বীজং (৭) ইবং ন্যাসত্ব যঃ
কুর্যাদ্ স মন্ত্রী ভৈরবো ভবেৎ । স হরিঃ স হরঃ.....মাজ্জ সংলপঃ ॥

সর্বত্র শেষে নমঃ পদম্ । এবং শ্রী-বীজ-পুটিতাং মাতৃকাং মাতৃকা-পুটিতঞ্চ
শ্রীবীজম্ । এবং কামেন পুটিতাং মাতৃকাং মাতৃকা-পুটিতঞ্চ কামম্ । এবং
শক্ত্যা পুটিতাং মাতৃকাং মাতৃকা-পুটিতঞ্চ শক্তিং শ্রমেৎ^১ । ৫৯

হ্রীং বন্দ্যমিতি মায়াদ্বয়-পুটিতাং মাতৃকাং মাতৃকা-পুটিতং মায়াদ্বয়মিত্যর্থঃ ।
একমায়্যা-ঘটিত-মায়াদ্বয়-ঘটিত-প্রকারয়োর্মায়্যাঘটিতভেদৈকত্বম্ । ঋ ঋ ১ ১ ক
পূর্ববদिति । সানুস্মার-ঋকারাদি-চতুষ্ক-পুটিতাং মাতৃকাং মাতৃকাপুটিতং
তচ্চতুষ্কমিত্যর্থঃ । ৬০

(৩) এইরূপ শ্রীবীজ পুটিত মাতৃকা ও মাতৃকা পুটিত শ্রীবীজকে মাতৃকাস্থানে শ্রাস
করিবেন । যথা ললাটে—শ্রীং অং শ্রীং নমঃ । মুখে—শ্রীং আং শ্রীং নমঃ ইত্যাদি ।
এইরূপ ক্ষ পর্য্যন্ত । এইরূপ ললাটে—অং শ্রীং অং নমঃ । মুখে—আং শ্রীং আং নমঃ ।
ইত্যাদি ।

(৪) পরে কামবীজ পুটিত মাতৃকাকে এবং মাতৃকা পুটিত কামবীজকে শ্রাস
করিবেন । যথা ললাটে—ক্লীং অং ক্লীং নমঃ । মুখে—ক্লীং আং ক্লীং নমঃ । ইত্যাদি ।
এইরূপ ললাটে—অং ক্লীং অং নমঃ । মুখে—আং ক্লীং আং নমঃ । এইরূপ ক্ষ পর্য্যন্ত ।

(৫) এইরূপ শক্তিবীজ (হ্রীং) পুটিত মাতৃকাবর্ণগুলি এবং মাতৃকাবর্ণ পুটিত শক্তি-
বীজকে শ্রাস করিবেন । যথা ললাটে—শ্রীং অং শ্রীং নমঃ । মুখে—শ্রীং আং শ্রীং
নমঃ । এইরূপ ক্ষ পর্য্যন্ত । পরে ললাটে—অং শ্রীং অং নমঃ । মুখে—আং শ্রীং
আং নমঃ । এইরূপ ক্ষ পর্য্যন্ত । ৫৯

হ্রীং বন্দ্যম্—ইহার অর্থ—মায়াদ্বয় পুটিত মাতৃকাবর্ণগুলিকে এবং মাতৃকা বর্ণ পুটিত
মায়াদ্বয়কে শ্রাস করিবেন । যথা ললাটে—হ্রীং হ্রীং অং হ্রীং হ্রীং নমঃ । মুখে—হ্রীং
হ্রীং আং হ্রীং হ্রীং নমঃ । এইরূপ ক্ষ পর্য্যন্ত । এইরূপ ললাটে—অং হ্রীং হ্রীং অং নমঃ ।
মুখে—আং হ্রীং হ্রীং আং নমঃ । এইরূপ ক্ষ পর্য্যন্ত । এক মায়্যা ঘটিত ও মায়াদ্বয় ঘটিত
প্রকার দুইটি মায়্যাঘটিত বলিয়া এক । (৫) ঋ ঋ ১ ১ ক পূর্ববৎ ইহার অর্থ—অনুস্মার
যুক্ত ঋ ঋ ১ ১ এই চারি বর্ণ পুটিত মাতৃকা ও মাতৃকা পুটিত সেই চারি বর্ণকে শ্রাস
করিবেন । যথা ললাটে—ঋং ঋং ১ং ১ং অং ঋং ঋং ১ং ১ং নমঃ । মুখে—ঋং ঋং
১ং ১ং আং ঋং ঋং ১ং ১ং নমঃ । ইত্যাদি । এইরূপ ক্ষকার পর্য্যন্ত । আর
একবার ললাটে—অং ঋং ঋং ১ং ১ং অং নমঃ । মুখে—আং ঋং ঋং ১ং ১ং আং
নমঃ । এইরূপ ক্ষকার পর্য্যন্ত শ্রাস হইবে । ৬০

১। ঋ—শক্তিং শ্রমেৎ । তথা হ্রীং-বন্দ্যং ঋ ঋ ১ ১ ক পূর্ববৎ । মাতৃকাপুটিতং তৎ তৎপুটিতঞ্চ
মাতৃকাং শ্রমেৎ । মন্ত্রপুটিতাং মাতৃকাং মাতৃকাপুটিতঞ্চ মন্ত্রম্ । পুনরনুলোম-বিলোমেন কেবলং
মন্ত্রং মাতৃকাস্থানে শুদ্ধ মূলেনাটোত্তরশতং ব্যাপকমিতি পাঠঃ ।

অত্র হ্রীং-বন্দ্যমিত্যত্র ক্রীং-বন্দ্যমিতি কেচিদ্ বদন্তি, নিজবীজ-বয়কৈব
 ॥ ৬১ ॥ বিশ্রুসেদিত্তি তত্ত্ববাজ-দর্শনাৎ । তন্ন, লজ্জাবীজন্ত বীজকমিতি
 কালীতন্ত্র-বচনৈকবাক্যতয়া নিজবীজপদস্য মায়াপরত্বাৎ । অতএব মায়া-
 ষটিত্বেন প্রকারদ্বয়শ্চেক্যাম যোচ্যত্ব-ব্যাঘাতঃ । এবঞ্চ দুর্গাদি-বিষয়কত্বমস্মা
 দ্ভাসস্ত বুদ্ধ্যতে চ । এবং মন্ত্রপুটিতাং মাতৃকাং তৎ-পুটিতঞ্চ মন্ত্রম্ । অনুলোম-
 বিলোমেন মূলেনাষ্টোত্তরশতং ব্যাপকং কুর্যাৎ । অয়ং শ্রাসস্তারায়্যাপি
 কার্য্যঃ । যথা (৬১)—

ইতি গুপ্তেন দুর্গায়া অঙ্গযোচা প্রকীৰ্ত্তিতা ।

তারায়্যঃ কালিকায়্যাস্ত উমুখ্যাস্ত তথা পরা ॥ ৬২

কৃতেহস্মিন্ শ্রাসবর্য্যে তু সর্বং পাপং প্রণশ্যতি ।

বিষাপমৃত্যু-হরণং গ্রহ-রোগাদি-নাশনম্ ॥ ৬৩

দুষ্ট-সত্ত্বানি নশ্যন্তি শত্রবো যান্তি মিত্রতাম্ ।

কবিতা-সহরী তস্মা স্রাক্ষারস-পরম্পরা ।

অনিমাতৃষ্ট-সিদ্ধিস্ত তস্মা হন্তে ব্যবস্থিতা ॥ ৬৪

এস্থলে হ্রীং-বন্দ্যং স্থলে ক্রীং-বন্দ্যং কেহ বলেন । যেহেতু নিজবীজদ্বয়ং চৈব ॥ ৬১ ॥
 ॥ ৬১ ॥ বিশ্রুসেৎ অর্থাৎ নিজবীজ দ্বয় ও ঋ ১ ২কে শ্রাস করিবে—এইরূপ তত্ত্ববাজের
 বচন দেখা যায় । তাহা কিন্তু যথার্থ নহে, যেহেতু “লজ্জাবীজং তু বীজকম্” অর্থাৎ এই
 মন্ত্রের লজ্জাবীজই বীজ—এই কালীতন্ত্রের বচনের সহিত একবাক্যতা প্রযুক্ত সেস্থলে
 নিজবীজ পদ মায়াপর অর্থাৎ মায়াপার্থক হইবে । এইহেতু মায়াদ্বয় ষটিত প্রকারদ্বয়ের
 একত্বহেতু যোচ্যত্বের (দ্বয় প্রকারের) বাধা হয় না । এইজন্যই এই মন্ত্রের দুর্গাবিসয়কত্বও
 বুদ্ধ হইবে অর্থাৎ দুর্গাবিসয়েও এই যোচ্যশ্রাস হইবে । এইরূপ মন্ত্র পুটিত মাতৃকাকে ৩
 মাতৃকা পুটিত মন্ত্রকে অনুলোম ও বিলোমে শ্রাস করিবেন । মূলের দ্বারা ১০৮ বার
 ব্যাপক শ্রাস করিবেন । এই শ্রাস তারার পূজারও কর্তব্য । যেমন ভক্তে
 বলিয়াছেন (৬১)—

এই প্রকারে গুপ্ত দুর্গার অঙ্গযোচা কীৰ্ত্তিত হইয়াছে । তারা, কালিকা ও উমুখী
 (দুবনেশ্বরী বা বগলা মুখী) দেবতার পূজার এই শ্রেষ্ঠ যোচ্যশ্রাস কর্তব্য । ৬২

এই শ্রেষ্ঠ যোচ্যশ্রাস করিলে সমস্ত পাপ বিনষ্ট হয় । ইহা বিষ, অপমৃত্যু এবং
 গ্রহদোষ ও রোগাদির নাশক । ৬৩

এই শ্রাস করিলে দুই প্রাণিগণ বিনষ্ট হয়, শত্রুগণ মিত্রতা প্রাপ্ত হয়, তাহার

কায়িকং বাচিকঞ্চাপি মানসং যচ্চ দৃষ্টতম্ ।

সর্বং তস্য বিনাশিত্বং যাতি ত্য়াসস্ত চিস্তনাং ॥ ৬৫

পরকৃত্যা ক্ষয়ং যাতি যং কিকিছুপপাতকম্ ।

যদ্ রূপং দৃশ্যতে যেন স তদ্রূপঞ্চ গচ্ছতি ॥ ৬৬

যং নমন্তি মহাদেবি ! ষোঁটা-পুটিত-বিগ্রহাঃ ।

অন্নায়ুঃ স ভবেৎ সন্তো দেবতা কম্পতে ভিয়া' ॥ ৬৭

ষোঁটাসিদ্ধিস্ত লক্ষ্যবার-করণাদ্ ভবতি । ষট্-প্রকারেণ স্তবব্যত্যাং ষোঁটাস ইত্যুচ্যতে । অঙ্গষোঁটা প্রকীৰ্ত্তিতেত্যাদৌ ষোঁটা ষট্-প্রকারাবিভক্তেহত্রেতি অর্শ-আদিভাদং, ততস্ত্রিয়ামাপ্-প্রত্যয়েন সিদ্ধম্, লোকাশ্রয়ত্বাল্লিঙ্গশ্চেতি স্ত্রীত্বম্ ৬৮

অথ তত্ত্বত্য়াসঃ । যথা—মূলং ত্রিখণ্ডং বিধায় প্রথম-খণ্ডান্তে ওঁ আশ্রতত্বায় নমঃ ইতি পাদাদি-নাভি পর্য্যন্তম্, দ্বিতীয়-খণ্ডান্তে ওঁ বিদ্যাতত্বায় নমঃ ইতি

ব্রাহ্মারস পরম্পরা (তুল্যা) মধুর কবিতা লহরী জন্মে । অশিমাди অষ্টসিদ্ধি তাহার হস্তে ব্যবহৃত আছে । ৬৪

এই ত্য়াসের চিন্তা হইতে কায়িক, বাচিক, মানসিক যে সমস্ত দৃষ্টত আছে, সে সমস্ত দৃষ্টতই বিনাশ প্রাপ্ত হয় । ৬৫

এই ষোঁটাত্য়াস হইতে শত্রুকৃত কৃত্যা ক্ষয় প্রাপ্ত হয়, যাহা কিছু উপপাতক, তাহাও ক্ষয় প্রাপ্ত হয় । যং কর্তৃক দেবীর যে রূপ দৃশ্য হয়, সে সেই রূপ প্রাপ্ত হয় । ৬৬

হে মহাদেবি । যাহা :৫ শরীর ষোঁটাধারা পুটিত, সে যাহাকে নমস্কার করে, সে সদাঃ অন্নায়ুঃ হয়, দেবতা ভয়ে কাঁপেন । ৬৭

লক্ষ্যবার ষোঁটা করিলে ষোঁটাসিদ্ধ হয় । ছয় প্রকারে ত্য়াস হয় বলিয়া ষোঁটাত্য়াস এই নামে কথিত হয় । অঙ্গষোঁটা প্রকীৰ্ত্তিতা—ইত্যাদি স্থলে ষোঁটা ষট্-প্রকার বিদ্যতে অত্র অর্থাৎ ছয়টি প্রকার ইহাতে আছে এইরূপ বহুব্রীহি সমাপে নিষ্কার হইয়াছে । অর্শ আদিত্ব নিবন্ধন তাহার উত্তর স্ত্রীলিঙ্গে আং প্রত্যয় করিয়া ষোঁটাপদ সিদ্ধ হইয়াছে । লিঙ্গ লোকব্যবহারের অনুবর্তী বলিয়া স্ত্রীলিঙ্গ হইয়াছে । ৬৮

অনন্তর তত্ত্বত্য়াস । যথা মূলকে ত্রিখণ্ড করিয়া প্রথম খণ্ড ক্রীং ক্রীং ক্রীং হুং হুং হ্রীং হ্রীং অন্তে ওঁ আশ্রতত্বায় যাহা যোগ করিয়া পাদ হইতে নাভি পর্য্যন্ত, দ্বিতীয় খণ্ড 'দক্ষিণে কালিকে' ইহার অন্তে ওঁ বিদ্যাতত্বায় যাহা যোগ করিয়া নাভি হইতে হৃদয়

নাভ্যাদি-হৃদয়-পর্য্যন্তঃ, তৃতীয়-খণ্ডান্তে ও শিবতত্ত্বায় নমঃ ইতি হৃদয়াদি-
শিরঃ-পর্য্যন্তঃ শ্রবণে ॥ ৬৯

যথা স্বতন্ত্রে—মূলবিদ্যা-ত্রিখণ্ডান্তে প্রণবাত্তৈর্যথাবিধি ।

আত্ম-বিদ্যা-শিবৈশ্বত্বৈশ্বত্বত্বাসং সমাচরেৎ ॥ ৭০

অথ বীজত্বাসঃ । কুমারীকল্পে—

ব্রহ্মরন্ধ্রে ব্রুবোর্মধ্যে ললাটে নাভি-দেশকে ।

গুহে বক্ত্রে চ সর্বাঙ্গে সপ্তবীজং ক্রমান্বয়েৎ ॥ ৭১

যথা—আত্মং বীজং ব্রহ্মরন্ধ্রে । দ্বিতীয়বীজং ক্রমধ্যে । তৃতীয়বীজং
ললাটে । চতুর্থবীজং নাভৌ । পঞ্চমবীজং গুহে । ষষ্ঠবীজং বক্ত্রে ।
সপ্তমবীজং সর্বাঙ্গে ॥ ৭১

ষোড়শত্বাস তত্ত্বত্বাস-বীজত্বাসাঃ কাম্যাঃ^১ । একাক্ষর-মন্ত্রাদৌ তত্ত্বত্বাস-
বীজ-ত্বাসয়োঃ স্মৃতরামভাবঃ । ততো মূলে নবধা সপ্তধা^২ ত্রিধা বা
ব্যাপকত্বাসং কুর্যাৎ । যথা ভৈরবতন্ত্রে—

পর্য্যন্ত, তৃতীয় খণ্ড ক্রীং ক্রীং ক্রীং হুং হুং হ্রীং হ্রীং স্বাহা ইহার অস্তে ও^৩ শিবতত্ত্বায়
স্বাহা যোগ করিয়া হৃদয় হইতে মস্তক পর্য্যন্ত স্থানে ত্বাস করিবেন । তাহা হইলে এই
ত্বাসটি এইরূপ হইবে । যথা পাদ হইতে নাভি পর্য্যন্ত স্থানে—ক্রীং ক্রীং ক্রীং হুং
হুং হ্রীং হ্রীং ও^৩ আত্মতত্ত্বায় স্বাহা । নাভি হইতে হৃদয় পর্য্যন্ত স্থানে—দক্ষিণে
কালিকে ও^৩ বিদ্যাতত্ত্বায় স্বাহা । হৃদয় হইতে মস্তক পর্য্যন্ত স্থানে—ক্রীং ক্রীং ক্রীং
হুং হুং হ্রীং হ্রীং স্বাহা ও^৩ শিবতত্ত্বায় স্বাহা । ৬৯

স্বতন্ত্র তন্ত্রে যেমন বলিয়াছেন—মূলবিদ্যার ত্রিখণ্ডের অস্তে প্রণবাদি নমঃ অস্ত
আত্মতত্ত্ব, বিদ্যাতত্ত্ব ও শিবতত্ত্বের দ্বারা যথাবিধি তত্ত্ব ত্বাসের অনুষ্ঠান করিবে । ৭০

অনন্তর বীজত্বাস । কুমারীকল্পে বলিয়াছেন—ব্রহ্মরন্ধ্রে, ক্রব্ধয়ের মধ্যে, ললাটে,
নাভিদেশে, গুহে, বক্ত্রে ও সর্বাঙ্গে যথাক্রমে সাতটি বীজ ত্বাস করিবে । ৭১

যথা ব্রহ্মরন্ধ্রে—আদি বীজ (ক্রীং) ক্রমধ্যে—দ্বিতীয় বীজ (ক্রীং) । ললাটে—
তৃতীয় বীজ (ক্রীং) । নাভিতে—চতুর্থ বীজ (হুং) । গুহে—পঞ্চম বীজ (হুং)
বক্ত্রে—ষষ্ঠ বীজ (হ্রীং) । সর্বাঙ্গে—সপ্তম বীজ (হ্রীং) । ৭২

ষোড়শত্বাস, তত্ত্বত্বাস ও বীজত্বাস কাম্য । একাক্ষর মন্ত্রাদিতে তত্ত্বত্বাস ও বীজত্বাস
স্মৃতরাং নাই । তাহার পর মূলের দ্বারা নববার, সাতবার, পাঁচবার বা তিনবার

১। খ—কাম্যাঃ ইত্যনন্তরং ততো মূলে নবধা ইত্যাদি পাঠঃ । ২। খ—পঞ্চধা ব্যাপকং কুর্যাৎ ।

নবধা সপ্তধা বাপি মূলে ন পঞ্চধা ত্রিধেতি^১ ॥ ৭৩

উত: পীঠস্থাস: । হ্রংপদ্যস্থ মধ্যে ওঁ আধার-শক্তয়ে নম: । এবং প্রকৃতয়ে, কুমায়, শেষায়, পৃথিব্যে, সুধান্বধয়ে, মণিধীপায়, চিন্তামণি-গৃহায়, শ্মশানায়, পারিজাতায়, তন্মূলে রত্নবেদিকায়ৈ, তদ্বপরি মণিপীঠায়, চতুর্দিক্শ্চ মুনিভ্য: দেবেভ্য:, পরিত: বহুমাংসাস্থি-মোদমান-শিবাভ্য:, শবমুণ্ডেভ্য: । অগ্ন্যা-দিকোণেষু ধর্মায়, জ্ঞানায়, বৈরাগ্যায়, ঐশ্বর্য্যায় । পূর্বাদি-দিক্শ্চ অধর্মায়, অজ্ঞানায়, অবৈরাগ্যায়, অনৈশ্বর্য্যায় । মধ্যে আনন্দকন্দায়, সখিমলায়, প্রকৃতিময়-পদ্মেভ্য:, বিকারময়-কেশরেভ্য:, তদ্বরূপ-কণিকায়ৈ, পদ্মায়, অং অর্কমণ্ডলায়, উং সোমমণ্ডলায়, মং বহ্নিমণ্ডলায়, সং সত্ত্বায়, রং রজসে, তং তমসে, আং আত্মনে, অং অন্তরাত্মনে, পং পরমাত্মনে, হ্রীং জ্ঞানাত্মনে । পূর্বাদিত: পত্রমূলেষু ইচ্ছায়ৈ, জ্ঞানায়ৈ, ক্রিয়ায়ৈ, কামিন্যৈ, কামদায়িন্যৈ, রত্নায়ৈ, রতিপ্রিয়ায়ৈ, আনন্দায়ৈ । কণিকায়াং মনোন্মত্নৈ । মধ্যে ঐং পরায়ৈ, ঐং অপরায়ৈ, ঐং বিরূপায়ৈ^২, হ্রস্বো: সদাশিব-মহাপ্রোক্ত-পদ্মাসনায় নম: ॥ ৭৪

ব্যাপক স্থাস করিবেন । যেমন ভৈরবতন্ত্রে বলিয়াছেন—মূলের দ্বারা নববার বা সাতবার বা পাঁচবার বা তিনবার (ব্যাপকস্থাস করিবেন) । ৭৩

তাহার পর পীঠ স্থাস । যথা হ্রংপদ্যের মধ্যে—ওঁ আধার-শক্তয়ে নম: । এইতপ ওঁ প্রকৃতয়ে নম:, কুমায়, শেষায়, পৃথিব্যে, সুধান্বধয়ে, মণিধীপায়, চিন্তামণিগৃহায়, শ্মশানায়, পারিজাতায়, তাহার মূলে—রত্নবেদিকায়ৈ । তাহার উপরে—মণিপীঠায় নম: । পরিত: চারিদিকে—মুনিভ্য:, দেবেভ্য: । চারিদিকে—বহুমাংসাস্থি-মোদমান-শিবাভ্য:, শবমুণ্ডেভ্য: । অগ্ন্যা-দিকোণ সমূহে—ধর্মায়, জ্ঞানায়, বৈরাগ্যায়, ঐশ্বর্য্যায়, । পূর্বাদি দিক্ সমূহে—অধর্মায়, অজ্ঞানায়, অবৈরাগ্যায়, অনৈশ্বর্য্যায় । মধ্যে—আনন্দ-কন্দায়, সখিমলায়, প্রকৃতিময়-পদ্মেভ্য:, বিকারময়-কেশরেভ্য:, তদ্বরূপ-কণিকায়ৈ, পদ্মায়, অং অর্কমণ্ডলার দ্বাদশকলাত্মনে, উং সোমমণ্ডলার ষোড়শ-কলাত্মনে, মং বহ্নি-মণ্ডলার দশকলাত্মনে, সং সত্ত্বায়, রং রজসে, তং তমসে, আং আত্মনে, অং অন্তরাত্মনে, পং পরমাত্মনে, হ্রীং জ্ঞানাত্মনে । পত্রমূলে পূর্বাদিক্রমে—ইচ্ছায়ৈ, জ্ঞানায়ৈ, ক্রিয়ায়ৈ, কামিন্যৈ, কামদায়িন্যৈ, রত্নায়ৈ, রতিপ্রিয়ায়ৈ, আনন্দায়ৈ । কণিকাতে—মনোন্মত্নৈ । মধ্যে—ঐং পরায়ৈ, ঐং অপরায়ৈ, ঐং বিরূপায়ৈ, হ্রস্বো: সদাশিব-মহাপ্রোক্ত-পদ্ম-সনায় নম: । ৭৪

১। ৭—মূলে ন সপ্তধা ত্রিধেতি ।

২। ৭—ঐং পরায়ৈ, অপরায়ৈ, বিরূপায়ৈ ।

তথা তস্মৈ—ইচ্ছা জ্ঞানা ক্রিয়া চৈব কামিনী কামদায়িনী ।

রতী রতি-প্রিয়ানন্দা কর্ণিকায়াং মনোম্বনী ॥ ৭৫

বাগ্ভবং প্রথমকোক্ত্য পরায়ৈ তদন্তরম্ ।

অপরায়ৈ বিরূপায়ৈ হৃসৌঃ বাচ্যমতঃ পরম্ ॥ ৭৬

সদাশিব-মহাপ্রোক্তং ভেদস্তং পদ্মাসনং ততঃ ।

নমঃ ইত্যেবমস্তোত্রয়ং পীঠস্থাসে উদাস্ততঃ ।

এবং দেহময়ে পীঠে চিস্তয়েদিষ্টদেবতাম্ ॥ ৭৭

ততঃ প্রাপ্তক-কামকলারূপমাত্মনং বিভাব্য মূল্যধারাং পরমশিব-পর্যাস্তং
কুণ্ডলিনীং ধ্যায়া তত্রামৃতেন সংপ্রাব্য করকচ্ছপিকয়া পুষ্পং গৃহীত্বা সুমুদ্রা-
বহিঃস্থ-সুদয়াষ্টদল-রক্তপদ্ম-মধ্যে দেবীং ধ্যায়েৎ । ততঃ স্বতন্ত্রে (৭৮)—

ততঃ কামকলা-ধ্যানাদাবাহ্য কালিকাং পরাম্ ।

কূর্মাখ্য-মুদ্রয়া পুষ্পশ্চক্রমধ্যে নিধাপয়েৎ ॥ ৭৯

ধ্যানং যথা কালীতন্ত্রে ভৈরবতন্ত্রে চ—

করালবদনাং ঘোরাং মুক্তকেশীং চতুর্ভুজাম্ ।

কালিকাং দক্ষিণাং দিব্যাং মুণ্ডমালা-বিভূষিতাম্ ॥ ৮০

সেইরূপ তন্ত্রে বলিয়াছেন—ইচ্ছা, জ্ঞানা, ক্রিয়া, কামিনী, কামদায়িনী, রতি,
রতিপ্রিয়া, আনন্দা ও কর্ণিকাতে মনোম্বনী পূজনীয়া । ৭৫

প্রথমে বাগ্ভব (ঐং) বলিয়া তাহার পর পরায়ৈ, অপরায়ৈ ও বিরূপায়ৈ
বলিবেন । অতঃপর হৃসৌঃ বলিবেন । পরে সদাশিব মহাপ্রোক্ত ও চতুর্থী বিভক্তি
অন্ত পদ্মাসন অর্থাৎ পদ্মাসনায়, তাহার পর নমঃ । এইরূপ এই পীঠ মন্ত্র পীঠস্থাসে
উক্ত হইয়াছে । এইরূপ দেহময় পীঠে ইষ্টদেবতাকে ধ্যান করিবে । ৭৬-৭৭

তাহার পর নিজেকে পূর্বোক্ত কামকলা রূপ ভাবনা করিয়া মূল্যধার হইতে পরম
শিব পর্যাস্ত কুণ্ডলিনীকে ধ্যান করিয়া, সেইখানে অমৃতের দ্বারা কুলকুণ্ডলিনীকে
প্রাবিত্ত করিয়া করকচ্ছপিকায় (কূর্মমুদ্রায়) পুষ্প লইয়া সুমুদ্রানাড়ীর বহিঃস্থ
সুদয়গত অষ্টদল রক্তপদ্ম মধ্যে দেবীকে ধ্যান করিবেন । স্বতন্ত্রতন্ত্রে তাহাই উক্ত
হইয়াছে যে (৭৮)—

তাহার পর কামকলা ধ্যানের পর পরা কালিকা দেবীকে আবাহন করিয়া
কূর্মনামক মুদ্রায় পুষ্প সমূহের দ্বারা চক্রমধ্যে দেবীকে স্থাপন করিবেন । ৭৯

কালীতন্ত্রে ও ভৈরবতন্ত্রে কালীর বৈরূপ ধ্যান বলিয়াছেন, তাহার অর্থ—করাল-

সচ্চচ্ছিন্ন-শিরঃ-খড়্গ-বামাধোদ্ধ-করাশুকাম্ ।
 দক্ষোদ্ধাধঃ-করাশুকো বিভ্রতীকাতয়ং বরম্ ॥ ৮১
 মহামেষ-প্রভাং শ্যামাং তথৈব চ দিগম্বরীম্ ।
 কণ্ঠাবসক্ত-মুণ্ডালী-গলদ-রুধির-চর্চিতাম্ ॥ ৮২
 কর্ণাবতংসতা-নীত-শবমুগ্ধ-ভয়ানকাম্ ।
 ঘোরদংষ্ট্রাং করালান্তাং পীনোন্নত-পয়োধরাম্ ॥ ৮৩
 শবানাং করসংঘাতৈঃ কৃতকাঙ্ক্ষীং হসমুখীম্ ।
 সূরুদয়-গলদ-রক্ত-ধারা-বিস্ফুরিতাননাম্ ॥ ৮৪
 ঘোর-রাবাং মহারোজীং শ্মশানালয়-বাসিনীম্ ।
 বালার্ক-মণ্ডলাকার-লোচন-ত্রিতয়াস্থিতাম্ ॥ ৮৫
 দন্তুরাং দক্ষিণ-ব্যাপি-লম্বমান-কচোচ্চয়াম্ ।
 শবরূপ-মহাদেব-হৃদয়োপরি সংস্থিতাম্ ॥ ৮৬
 শিবাভির্ঘোর-রাবাভিশ্চতুর্দিক্ সমস্থিতাম্ ।
 মহাকালেন সাক্ষিং তামুপরিষ্ঠাং^১ রতাতুরাম্ ॥ ৮৭
 মুখ-প্রসন্নবদনাং স্মেরানন-সরোরুহাম্ ।
 এবং সঞ্চিস্তয়েং কালীং সর্বকামার্থ-সিদ্ধিদাম্ ॥ ৮৮

বদনা (ভীষণদন্তবিশিষ্টমুখী), ঘোরা (ভীষণা), মুক্তকেশী, চতুর্ভুজা, দিব্যা
 (ত্র্যলোকবাসিনী), মুণ্ডমালায় বিভূষিতা, বামের অধোহস্তে সচ্চচ্ছিন্ন নরমুণ্ড ধারিণী,
 বামের উর্ধ্বহস্তে খড়্গধারিণী, দক্ষিণের উর্ধ্বহস্তে অভয় এবং অধোহস্তে বরমুদ্রা
 ধারিণী, মহামেষের শ্যাম প্রভাবিশিষ্টা, শ্যামবর্ণা, দিগম্বরী, কণ্ঠলগ্নমুণ্ডমালা করিত
 রুধিরে চর্চিতা (লিপ্তা), ভয়ানক শবমুগ্ধকে কর্ণাবতংস (কর্ণভূষণ) কারিণী,
 ঘোরদংষ্ট্রা (ভীষণ বৃহদ-দন্তমুক্তা), করালমুখী, পীন ও উন্নত শুনধারিণী, শবের
 হস্তসমূহে কৃতকাঙ্ক্ষী ধারিণী, হাস্যমুখী, সূরুদয় (ওষ্ঠপ্রান্তদয়) বিগলিত রক্তধারার
 বিস্ফুরিত বদনা, ভীষণ শব্দ কারিণী, মহারুদ্রমূর্তি, শ্মশানবাসিনী, নবোদ্ভিত অর্ক-
 মণ্ডলের শ্যাম বৃত্তাকার রক্তবর্ণলোচনত্রয়মুক্তা, উন্নতদশনা, দক্ষিণভাগব্যাপী আলুলায়িত-
 কুণ্ডলা, শব রূপ মহাদেবের উপরে সংস্থিতা, চতুর্দিকস্থ ঘোর গর্জনকারী শৃঙ্গালগণে
 পরিবৃত্তা, মহাকালের সহিত উপরিস্থিতা হইয়া রতাতুরা, মুখপ্রসন্নবদনা, এবং হাস্যময়
 মুখলগ্ন ধারিণী, সর্বসিদ্ধি-প্রদা সেই দক্ষিণা কালীকে এই মূর্তিতে ধ্যান করিবে । ৮০-৮৮

বামাধোদ্ধ-করাশুক্রামিত্যাদিস্তেনাধ-শব্দেন বিসর্গলোপে সন্ধেশ্চান্দস-
ভেন বা সমাধানম্ । অভয়ং বরদধৈব দক্ষিণাধোদ্ধ-পানিকামিতি পাঠো
দুর্ঘট এব^১ । শ্যামামিত্যত্র কামামিতি পাঠস্তত্র ক্ষীণামিত্যর্থঃ । দিগন্তরী-
মিত্যত্র বহুব্রীহি-সমাসেহপি^২ ত্র্যক্ষরী বিভা ইতিবৎ গৌরাদিত্যাদি ভী ।
কর্ণাবতংসতা-নীতেত্যসমস্ত-পদম্ সমস্তপদাঘরীত্যপি কেচিদ্ । শব্দযুগ্মেত্যত্র
প্রেতযুগ্মেত্যর্থঃ । প্রেতকর্ণাবতংসেতি বচনাৎ, বিগতাসু-কিশোরাভ্যাং
কৃতকর্ণাবতংসিনীমিতি শ্রবণাচ্চ । অত্র রেফমধ্যমপি পঠন্তি, ঘোরবাণাব-
তংসেতি বচনাৎ, শকুন্ত-পক্ষ-সংযুক্ত-বামকর্ণ-বিভূষিতামিতি শ্রবণাচ্চ ।
বস্তুতস্ত পাঠোহন্যতর এব পাঠাঃ, ধ্যানে তু কর্ণাধঃ প্রেতযুগ্মং কর্ণোদ্ধৈ^৩ বাণ-
যুগ্মং ধ্যেয়ম্ । করালান্শ্যামিতি । পূর্বং বদনপদেন^৪ মুখবৃত্তমত্রাস্তপদেন
মুখমুক্তমিত্যপোনরুক্ত্যম্ । স্বকশকো^৫ বকারযুক্ত-ককার-মধ্যে। নাস্তুঃ,

বামাধোদ্ধ-করাশুক্রাম্—এই অদন্ত (অকারান্ত) অধ শব্দের উদ্ধ শব্দের সহিত
সন্ধি হইলে অথবা অধস্ শব্দের বিসর্গলোপ করিয়া সন্ধি করিলে অথবা ছান্দস বলিয়া
সন্ধির সমাধান করিতে হইবে । অভয়ং বরদধৈব দক্ষিণাধোদ্ধ-পানিকাম্ এই স্থলে
অভয়ং ও বরদং এই দুই পদের পানিকার সহিত অরসদুর্ঘট । শ্যামাম্—এই স্থলে কামাৎ
এইরূপ পাঠ আছে । সেস্থলে তাহার অর্থ—ক্ষীণা । দিগন্তরীং—এই স্থলে বহুব্রীহি
সমাস হইলেও ত্র্যক্ষরী বিভা ইহার ন্যায় গৌরাদিত্যনিবন্ধন ইপ্রত্যয় । কর্ণাবতংসতাং
নীতাং—এইটি অসমস্ত-পদ সমস্ত পদের সহিত অরসযুক্ত—ইহাও কেহ কেহ বলেন ।
শব্দযুগ্ম পদের অর্থ—প্রেতযুগ্ম । যেহেতু প্রেতকর্ণাবতংসা অর্থাৎ প্রেত কর্ণভূষণ, এই
বচন আছে এবং বিগতাসুকিশোরাভ্যাং কৃতকর্ণাবতংসিনীং অর্থাৎ বিগত প্রাণ
কিশোরদ্বয় দ্বারা কর্ণভূষণ কারিণী—এইরূপ বচনও শ্রুত আছে । এস্থলে রেফ মধ্যও
কেহ কেহ পাঠ করেন । যেহেতু ঘোরবাণাবতংসা অর্থাৎ ঘোরবাণরূপ কর্ণভূষণা—
এইরূপ বচন আছে এবং শকুন্ত পক্ষ-সংযুক্ত বামকর্ণ-বিভূষিতাম্ অর্থাৎ শকুন্ত-পক্ষ-
সংযুক্ত বামকর্ণের দ্বারা ভূষিত—এইরূপ বচনও শ্রুত হইয়া থাকে । বস্তুতঃ অন্যতর পাঠ
পাঠ্য । ধ্যানে কিন্তু কর্ণের অধোভাগে প্রেতযুগ্ম এবং কর্ণের উর্ধ্বে বাণ যুগ্ম ধ্যান
করিবে । করালান্শ্যাম্—এই স্থলে পূর্বে বদন পদের দ্বারা মুখ-বৃত্ত, এস্থলে আশ্র কথা দ্বারা

১। ক + ধ—পানিকামিত্যত্র পানিকে ইতি পাঠে দুর্ঘটান্তাবঃ শ্রাৎ । সতু কচিন্ন দৃষ্টভে ।
২। প—বহুব্রীহিসমাসে গৌরাদিত্যাদি ভী, ত্র্যক্ষরী বিভা ইতিবৎ । ৩। ধ—পদেন মুখবৃত্তমাত্রাস্ত
পদেন মুখমুক্তমিত্যপোনরুক্ত্যম্ । ৪। ধ—স্বকঃ শব্দঃ ককারদ্বয়দ্বারাঃ স্মিতস্ত স্তাসর স্বকণা-
তপানিতি নৈবদীয়দর্শনাৎ ।

ককার-দ্বয়মধ্যাভেদকারণোপাপত্ত্যা স্মিতস্য সন্তাসয় স্বকণা-কণানিতি
নৈষধীয়বিরোধাৎ । দক্ষিণব্যাপীত্যত্র দক্ষিণব্যাপিমুক্তালম্বি-কচোচ্চয়ামিত্যপি
পাঠঃ । হৃদয়োপরি সংস্থিতামিতি । বামপাদস্য^১ শব্দহৃদয়স্থতয়া দক্ষিণ-
পাদস্য চ শব্দচরণ-দ্বয়স্থতয়া আলীচরূপস্থিত্যা সংস্থিতামিত্যর্থঃ । মহাকালেন
সাক্ষিঃ তামুপরিষ্ঠামিত্যত্র কদাচিদিত্যধ্যাহৃত্যাবয়ঃ । ন হি সর্বদৈব উপবিশ্য
তিষ্ঠতীতি । যদ্বা রতাতুরাং চেন্নহাকালেন সাক্ষিমুপরিষ্ঠামিত্যর্থঃ^২ । কেচিৎ
তু উপরিষ্ঠামিতি পাঠঃ বর্ণয়ন্তি । তত্র চ মহাকালেন সাক্ষিঃ তাং চিন্তয়ে-
দিত্যর্থঃ । উপরি তিষ্ঠতীতি উপরিষ্ঠা^৩ মহাকালশ্চেত্যর্থঃ । সূয়ামাদিত্যং
বহুম্ । তথা চ বিপরীত-সুরতোপযোগাৎ শয়নে শিবশোদ্ধাবস্থিত-লিঙ্গং
স্বযোনৌ সংঘট্য স্থিতামিতি রহস্যার্থঃ । মহাকালেন চ সমং বিপরীত-
রতাতুরামিত্যপি পাঠঃ কাচিৎকঃ । ৮৯

মুখ উক্ত হইয়াছে, এইহেতু পুনরুক্ত হয় না । সূত্র শব্দটি বকারযুক্ত ককার মধ্য ও নাভ,
ককারদ্বয় মধ্য হইলে নকারলোপের আপত্তি হেতু স্মিতস্য সন্তাসয় স্বকণা-কণানু—এই
নৈষধবাক্যের সহিত বিরোধ হইবে । দক্ষিণব্যাপি এই স্থলে দক্ষিণ-ব্যাপি-মুক্তালম্বি-
কচোচ্চয়ামু—এইরূপও পাঠ আছে । হৃদয়োপরি সংস্থিতামু, ইহার অর্থ—কালিকার
বামপাদটি শবের হৃদয়ে স্থিত এবং দক্ষিণ পাদটি শবের চরণদ্বয়ে স্থিত বলিয়া আলীচ
রূপে সংস্থিতা । মহাকালেন সাক্ষিঃ তামুপরিষ্ঠামু—এই স্থলে কদাচিৎ এই পদটি অধ্যা-
হার করিয়া অব্রজ হইবে । যেহেতু তিনি সর্বদা হৃদয়ের উপরে উপবেশন করিয়া থাকেন
না । অথবা যদি রতাতুরাং পাঠ হয়, তবে মহাকালেন সাক্ষিমুপরিষ্ঠামু অর্থাৎ
মহাকালের সহিত উপরিস্থিতা তাঁহাকে (চিন্তা করিবে) এই অর্থ হয় । কেহ কেহ
উপরিষ্ঠাং এই পাঠ বর্ণনা করেন । সে স্থলে মহাকালের সহিত তাঁহাকে উপরিস্থিতা
চিন্তা করিবে, এই অর্থ হয় । মহাকালস্য উপরি তিষ্ঠতি অর্থাৎ মহাকালের উপরে
দাঁড়াইয়া থাকেন, এই অর্থ । সূয়ামাদিত্যহেতু বহু হইয়াছে । এই অর্থ হইলে বিপরীত
সুরতের উপযোগী বলিয়া শয়নে শিবের উর্ধ্বস্থিত লিঙ্গকে নিজের ঘোনিতে মিলিত

১। খ—বামপাদস্য শ ত্রি ভূপে কালনিষমন্ত মুণ্ডমালাতলে গতে তু প্রথমে বামে... ..রাত্রিশেবে
অপেন্ নতু । পুনঃ কুমারী তলে—এবং লক্ষ্যং...দিবারাত্রিবিভেদতঃ । তেন বাবতা কালেন সিধ্যতি,
তাবতা দিবা লক্ষ্যং জপ্তা দিবৈব তদুদশাংলং হোময়েৎ । ততঃ পরং তাতুলপূর্ণাত্তো বাবতা সিধ্যতি,
তাবতা কালেন রাত্রৌ লক্ষ্যং জপ্তা রাত্রৌ তদুদশাংলং হোময়েদিতি বিষয়-বিভাগঃ । দক্ষিণা তু ১
২। খ—সাক্ষিমুপরিষ্ঠামিত্যর্থঃ । ৩। খ—উপরিষ্ঠা । মহাকালস্য ।

ধ্যানান্তরং স্বতন্ত্রতন্ত্রে—অঞ্জনাদি-নিভাং দেবীং করাল-বদনাং শিবাম্ ।

মুণ্ডমালাবলী-কীর্ণাং মুক্তকেশীং স্মিতাননাম্ ॥ ১

মহাকাল-হৃদস্তোত্র-স্থিতাং পীন-পয়োধরাম্ ।

বিপরীত-রতাসক্তাং ঘোরদংষ্ট্রাং শিবৈঃ সহ ॥ ২

নাগযজ্ঞোপবীতাঢ্যাং চন্দ্রাঙ্ক-কৃত-শেখরাম্ ।

সর্বাঙ্গকার-যুক্তাঞ্চ মুণ্ডমালা-বিভূষিতাম্ ॥ ৩

মৃত-হস্ত-সহস্রৈশ্চ বদ্ধ-কাঞ্চীং দিগম্বরীম্ ।

শিবাকোটি-সহস্রৈশ্চ যোগিনীভির্বিরাজিতাম্ ॥ ৪

রক্তপূর্ণ-মুখাশ্তোত্রাং মদ্যপান-প্রমত্তিকাম্ ।

বহ্যর্ক-শশি-নেত্রাঞ্চ রক্ত-বিস্মুরিতাননাম্ ॥ ৫

বিগতানু-কিশোরাভ্যাং^১ কৃত-কর্ণাবতংসিনীম্ ।

কণ্ঠাবতংস-মুণ্ডালী-গলজ্জ্বল-চর্চিতাম্ ॥ ৬

শ্মশান-বহ্নি-মধ্যস্থং ব্রহ্ম-কেশব-বন্দিতাম্ ।

সদৃশঃ-কৃত-শিরঃ-খড়্গ-বরাভীতি-করাশূজাম্ ॥ ৭

করিয়া স্থিতা, ইহাই রহস্যার্থ । মহাকালেন চ সমং বিপরীত-রতাতুরাম্—এইরূপ পাঠও কোন কোন স্থলে আছে । ৮৯

স্বতন্ত্রতন্ত্রে অন্তরূপ ধ্যান আছে । তাহার অর্থ—অঞ্জন পর্বতের স্তার কৃষ্ণবর্ণী, করাল-বদনা, শিবা (কল্যাণময়ী), মুণ্ডমালা সমূহের দ্বারা আকীর্ণা (ব্যাধা), মুক্তকেশী, ঈষৎ হাস্তবদনা, মহাকালের হৃৎপদ্মে দণ্ডায়মানা, পীনস্তনী, শিবের সহিত বিপরীত রতিতে আসক্তা, ঘোরদংষ্ট্রা, সর্পরূপ যজ্ঞোপবীত ভূষিতা, চন্দ্রাঙ্কে কৃত মুকুট-ধারিণী, সমস্ত অলঙ্কারে অলঙ্কৃতা, মুণ্ডমালা দ্বারা বিভূষিতা, শবের হস্ত সহস্রের দ্বারা রচিত কাঞ্চী ধারিণী, দিগম্বরী, কোটি সহস্র শৃংগাল ও যোগিনী সমূহের দ্বারা বিরাজমানা রক্ত পরিপূর্ণ মুখপদ্ম-ধারিণী, মদ্যপানে প্রমত্তা, অগ্নি, সূর্য্য ও চন্দ্র রূপ ত্রিনেত্র যুক্তা, রক্ত বিস্মুরিত বদন-ধারিণী, বিগত-প্রাণ কিশোর দ্বারা রচিত কর্ণভূষণ ধারিণী, কণ্ঠলগ্ন মুণ্ডমালা হইতে ক্ষরিত রক্তের দ্বারা চর্চিতা (অনুলিঙ্গা), শ্মশানবহ্নি মধ্য-বর্তিনী, ব্রহ্মা ও কেশবের বন্দিতা, সদৃচ্ছিন্ন শিরঃ, খড়্গ, বর ও অভয় যুক্ত হস্তপদ্ম-ধারিণী—এইরূপ মূর্তিতে দেবী কালিকাকে ধ্যান করিবে । ১-৭

অথবা বিরূপাক্ষকৃত-ধ্যানেন ধ্যায়েৎ । যথা—
 ত্রিমাণ্ডল-চয়-প্রখ্যাং প্রধান-শব-সংস্থিতাম্ ।
 গলচ্ছাগিত-ধারাভিঃ স্মেরানন-সরোরুহাম্ ॥ ৮
 পীনোন্নত-কুচ-দ্বন্দ্বাং পীন-বক্ষো-নিতম্বিনীম্ ।
 দক্ষিণা-মুক্ত-কেশাজীং দিগম্বর-বিনোদিনীম্ ॥ ৯
 মহাকাল-রতাবিষ্টাং^১ স্মেরানন্দোপরি স্থিতাম্ ।
 অথ সান্দ্ৰাস্মতামোদ-মোদিনীং মদ-বিহ্বলাম্ ॥ ১০
 আরক্ত-মুখ-সংশোভি-দন্তপংক্তি-বিরাজিতাম্^২ ।
 শবদ্বয়-কৃতোত্তংসাং সিন্দূর-তিলকোজ্জ্বলাম্ ॥ ১১
 পঞ্চাশমুণ্ড-ঘটিত-মালাং লোহিত-শোণিতাম্ ।
 নানামণি বিশোভাত্যাং নানালঙ্কার-ভূষিতাম্ ॥ ১২
 শবাস্থি-কৃতকেয়ুর-শঙ্খ-কঙ্কণ-মণ্ডিতাম্ ।
 শববক্ষঃ-সমাক্রুতাং লেলিহানাং শবং কচিৎ ॥ ১৩
 শবমাংস-কৃত-গ্রাসাং সাত্ত্বহাসাং মুহূর্মুহঃ ।
 খড়্গ-মুণ্ড ধরাং বামে সব্যোহভয়ং বরপ্রদাম্ ॥ ১৪
 দন্তরাঞ্চ মহারৌদ্রীং চণ্ডনাদাদি-ভীষণাম্ ।
 শিবাভির্ঘোররূপাভির্বেষ্টিতাং ভীষনাদিনীম্ ॥ ১৫

অথবা বিরূপাক্ষকৃত ধ্যানের দ্বারা ধ্যান করিবেন । সেই ধ্যানের অর্থ—বিভিন্ন
 অঙ্গন সমষ্টির দ্বারা কৃষ্ণবর্ণা, প্রধান শবের উপরে দণ্ডায়মানা, ক্ষরিত শোণিত সমূহের
 দ্বারা ঈষৎ হাস্যযুক্ত মুখ-পদ্ম-ধারিণী, পীন ও উন্নত স্তনদ্বয় যুক্তা, পীন বক্ষঃ ও নিতম্ব
 মণ্ডিতা, দক্ষিণে মুক্তকেশাজী, দিগম্বরের বিনোদ-কারিণী, মহাকালের রসে আবিষ্টা,
 কামানন্দের উপরিস্থিতা, ঘন অস্মিতারূপ হর্ষে হ্রষ্টা, মদবিহ্বলা, আরক্ত মুখের
 শোভাবর্ধক দন্ত-পংক্তি দ্বারা শোভিতা, শবদ্বয়ের দ্বারা রচিত কর্ণভূষণ-ধারিণী,
 সিন্দূরের তিলকে উজ্জ্বলা, লোহিতের দ্বারা শোণিতা (রক্ত-রঞ্জিতা) পঞ্চাশং মুণ্ডের
 মালা ধারিণী, নানা মণির শোভায় শোভিতা, নানা অলঙ্কারে বিভূষিতা, শবাস্থি
 দ্বারা রচিত কেয়ুর, শঙ্খ ও কঙ্কণে ভূষিতা, শববক্ষে সমাক্রুতা, কখনও কখনও শবলেহন
 কারিণী, শবমাংসে কৃতগ্রাস (কৃত অন্নপিণ্ড) ভক্ষণ-কারিণী, মুহূর্মুহঃ অট্টহাসকারিণী,
 বামহস্তে মুণ্ড ও খড়্গ ধারিণী এবং দক্ষিণ হস্তে অভয় ও বরমুদ্রা-ধারিণী, দন্তরা-

মাতৈর্মাতৈঃ স্ব-ভক্তেষু জলন্তীং ঘোরনিষ্বনৈঃ ।

যুয়ং কিমিচ্ছথ ক্রথ দদামৌতি প্রভাষিণীম্ ॥ ১৬

এষামেকতমেন দেবীং ধ্যায়া মানসোপচারৈঃ পূজয়েৎ । যথা কুমারীকল্পে—

এনাস্ত মানসৈর্ভোগৈরচয়িত্বা যথাবিধি ।

ততো বৈ মানসং জাপং কুর্যাদ্ হোমাদিকং তথা ।

নমস্কৃত্য ততস্তত্ৱা বহির্যোগমথাচরেৎ ॥ ১৭

ততোহর্ঘ্যস্থাপনং কুর্য্যাৎ । যথা স্ববামে ভূমৌ হুং-গর্ভং ত্রিকোণং বিলিখ্য তত্র সাধারণমর্ঘ্যপাত্রং অস্ত্রায় ফড়িতি প্রক্ষালিতং সংস্থাপ্য, মূলেণ শুদ্ধজলেনা-
পূর্য্য, বিদ্বপত্রাক্রতাদীনি তত্র নিক্ষিপ্য^১, মং বহ্নিমণ্ডলায় দশকলাত্নেন নমঃ
ইত্যাধারং, অং সূর্য্যমণ্ডলায় দ্বাদশকলাত্নেন নমঃ ইতি পাত্রং, উং সোম-
মণ্ডলায় ষোড়শকলাত্নেন নমঃ ইতি জলকং সম্পূজ্য ওং গঙ্গে চেত্যাদিনাকুশ-
মুদ্রয়া সূর্য্যমণ্ডলাস্তীর্থমাবাহ্য ওং হ্রীং হৃদয়ায় নমঃ ইত্যাদিনা চতুষ্কোণাগ্নীশা-

মহারোদ্রী, চওনাদে অতিভীষণা, ঘোররূপ শৃগালগণ কর্তৃক বেষ্টিতা, ভীষণ গর্জন
কারিণী, নিজ ভক্তগণের মধ্যে ঘোর শব্দে মাভেঃ মাতৈঃ বচন কারিণী, ভোমরা কি
চাও বল, আমি তাহা দিব—এইরূপ ভাষণ-কারিণী দেবী কালিকাকে ধ্যান
করিবে । ৮-১৬

এই ধ্যান তিনটির যে কোন একটি ধ্যানের দ্বারা দেবীকে ধ্যান করিয়া মানস
উপচারের দ্বারা পূজা করিবেন । যেমন কুমারী কল্পে বলিয়াছেন—

মানস ভোগের (উপচারের) দ্বারা ইহাঁকে যথাবিধি অর্চনা করিয়া, তাহার
পর মানস জপ ও সেইরূপ মানস হোম প্রভৃতি করিবেন । তাহার পর নমস্কার করিয়া
স্তুতিপাঠ করিয়া অনন্তর বহির্যোগ (বাহ্যপূজা) করিবেন । ১৭

তাহার পর বিশেষাৰ্ঘ্য স্থাপন করিবেন । যথা—নিজের বামভাগে ভূমিতে হুংগর্ভ
ত্রিকোণ মণ্ডল লিখিয়া, সেই ত্রিকোণ মণ্ডলে অস্ত্রায় ফটু মন্ত্রে প্রক্ষালিত সাধারণ অর্ঘ্য
পাত্র (শঙ্খাদি) স্থাপন করিয়া, মূলমন্ত্রে শুদ্ধজলের দ্বারা তাহা পূরণ করিয়া, সেই
পাত্রে বিদ্বপত্র, অক্ষত, পুষ্প চলন, দুর্বাদি স্থাপন করিয়া ও মং বহ্নিমণ্ডলায় দশকলাত্নেন
নমঃ মন্ত্রে আধারকে, ওং অং সূর্য্যমণ্ডলায় দ্বাদশকলাত্নেন নমঃ মন্ত্রে পাত্রকে, উং
সোমমণ্ডলায় ষোড়শকলাত্নেন নমঃ মন্ত্রে জলকে পূজা করিয়া, ওং গঙ্গে চ ইত্যাदि
মন্ত্রে অকুশমুদ্রায় সূর্য্যমণ্ডল হইতে তীর্থকে আবাহন করিয়া, চতুষ্কোণের অগ্নি, ইশান,

স্বর-বায়ু ও হ্রৌঁ নেত্রত্রয়ায় বৌমট ইত্যাদি। ওঁ হ্রঃ অস্ত্রায় কড়িতি চতুর্দিক্
চ সম্পূজ্য তত্পরিমিতমুজ্জয়াচ্ছাত্ত মূলং দশবা জপ্তা। বসিতি ধেনুমুজ্জয়াহ
মৃতীকৃত্যাক্ত্রেণ সংরক্ষ্য চমিত্যবগুষ্ঠ্য ভূতিনী-যোনিমুজ্জে প্রদর্শ্য তদক্ষিপে
পাদ্যচমনীয়-পাত্রঞ্চ সংস্থাপ্যার্ঘ্য-জলং কিঞ্চিৎ প্রোক্ষণী পাত্রে নিক্ষিপ্য
মূলেন তেনোদকেনাত্মানং পূজোপকরণাঞ্চাভ্যক্ষ্য পীঠং পূজয়েৎ ॥ ১৮

অস্থাঃ পূজাযন্ত্রম্ । আদৌ বিন্দুং স্ববীজং ভুবনেশীঞ্চ বিলিখ্য ততত্রিকোণ-
মধোবক্তং তদ্বাহেহধোবক্ত-ত্রিকোণ-চতুষ্টয়ং ততো বৃন্তমষ্টদল-পদ্মং
পুনর্বৃত্তং চতুর্ধারাত্মকং ভূগৃহং লিখেৎ । যথা কালীতন্ত্রে (১৯)—

আদৌ ত্রিকোণমালিখ্য ত্রিকোণং তদ্বহির্লিখেৎ ।

ততো বৈ বিলিখেন্ মন্ত্রী ত্রিকোণত্রয়মুত্তমম্ ॥ ২০

ততো বৃত্তং সমালিখ্য লিখেদষ্টদলং ততঃ ।

বৃত্তং বিলিখ্য বিধিবল্লিখেদ্ ভূপুরমেককম্ ॥ ২১

নিবৃত্ত ও বায়ু কোণে যথাক্রমে ওঁ হ্রাং হ্রদয়ায় নমঃ, ওঁ হ্রাং নিরসে স্বাহা, ওঁ হ্রং
লিখাই বমট, ওঁ হ্রৈং কবচার হং মন্ত্রে, অগ্রে—ওঁ হ্রৌঁ নেত্রত্রয়ায় বৌমট মন্ত্রে ও চারি-
দিকে ওঁ হ্রঃ অস্ত্রায় ফট মন্ত্রে পূজা করিয়া, তাহার উপরে মংস্ত মুদ্রা দ্বারা আচ্ছাদন
করিয়া, মূলমন্ত্র দশ বার জপ করিয়া, বং মন্ত্রে ধেনুমুদ্রা দ্বারা অমৃতীকরণ করিয়া,
অস্ত্রমন্ত্রের দ্বারা রক্ষা করিয়া, হং মন্ত্রে অবগুঠন করিয়া, ভূতিনী ও যোনি মুদ্রা
দেখাইয়া, তাহার দক্ষিণে পাদ্যপাত্র ও আচমন পাত্র স্থাপন করিয়া কিছু অর্ঘ্য জল
প্রোক্ষণী পাত্রে নিক্ষেপ করিয়া, মূলমন্ত্রে সেই জলের দ্বারা আত্মাকে ও পূজার
উপকরণকে অভ্যক্ষণ করিয়া, পীঠের পূজা করিবেন । ১৮

এই কালিকার পূজা যন্ত্র । প্রথমে ভূমিতে বিন্দু, স্ববীজ ও ভুবনেশীবীজ লিখিয়া
তাহার পর অধোমুখ ত্রিকোণ, তাহার বাহিরে অধোমুখ চারিটি ত্রিকোণ, তাহার পর
বৃত্ত ও অষ্টদল পদ্ম, পুনরায় বৃত্ত, তাহার পর চতুর্ধার বৃত্ত ভূগৃহ লিখিবেন । যেমন
কালীতন্ত্রে বলিয়াছেন (১৯)—

প্রথমে ত্রিকোণ লিখিয়া তাহার বাহিরে একটি ত্রিকোণ লিখিবে । তাহার পর মন্ত্রজ-
সাধক তাহার বাহিরে একটি ত্রিকোণ লিখিয়া পরে তিনটি উত্তম ত্রিকোণ লিখিবে ।
তাহার পর ত্রিকোণের বাহিরে একটি বৃত্ত লিখিয়া তাহার পর অষ্টদল পদ্ম লিখিবে ।
তাহার পর একটি বৃত্ত লিখিয়া যথাবিধি চতুর্ধারযুক্ত একটি ভূপুর লিখিবে । ২০-২১

১। খ—প্রদর্শ্য পাদ্যমাচনীয়ং বহাকাঠৈরবেতি । সর্ববিদ্যান্ নাশয়েতি পুনঃ প্রোচ্য যাদা লক্ষীং
সমুচ্চরেৎ ।

কুমারীকল্পে—মধ্যে তু বৈন্দবং চক্রং বীজমায়া-বিভূষিতম্ । ইতি ।

অথ যন্ত্রান্তরং যথা তন্ত্রে (২২)—

শক্ত্যাগ্নিভ্যাক্ষং ষট্‌কোণং শক্তিভিশ্চ নবাত্মকম্ ।

পদ্মে বসুদলে ভূমিপুশ্চতুর্দ্বার-সংযুতা ॥ ২৩

ইতি । অন্ত্যর্থঃ—শক্তিরধোমুখত্রিকোণং অগ্নিরুর্দ্ধমুখ-ত্রিকোণং তাভ্যাং মধ্যে ষট্‌কোণং তদ্বহিঃ শক্তিভিরধোমুখ-ত্রিকোণ-ত্রয়েণ নবকোণং ততোহষ্ট-দল-পদ্মং চতুরস্রং চতুর্দ্বারক্ষেতি ॥ ২৪

পীঠপূজা যথা—ওঁ আধার-শক্তয়ে নমঃ এবং প্রকৃতয়ে, কুমায়, শেষায়, পৃথিব্যৈ, সুধানুধয়ে, মণিদ্বীপায়, চিস্তামণি-গৃহায়, শ্মশানায়, পারিজাতায়; তন্মূলে রত্ন-বেদিকায়ৈ, তদুপরি মণিপীঠায়, চতুর্দিক্শ্চ মুনিভ্যঃ, দেবেভ্যঃ, পরিতো বহুমাংসাস্থি-মোদমান-শিবাভ্যঃ শবমুণ্ডেভ্যঃ । অগ্নাদিকোণেষু ধর্মায়, জ্ঞানায়, বৈরাগ্যায়, ঐশ্বর্য্যায় । পূর্বাদি-দিক্শ্চ অধর্মায়, অজ্ঞানায়, অবৈরাগ্যায়; অনৈশ্বর্য্যায় । মধ্যে আনন্দকন্দায়, সখিমলায়, প্রকৃতিময়-পত্রেভ্যঃ,

কুমারীকল্পেও বলিয়াছেন—মধ্যে বীজ ও মায়া-বিভূষিত বৈন্দব চক্র (লিখিবেন) । অনন্তর যন্ত্রান্তর কথিত হইতেছে । যেমন তন্ত্রান্তরে বলিয়াছেন (২২)—

শক্তি (অধোমুখ ত্রিকোণ) ও অগ্নি (উর্দ্ধমুখ ত্রিকোণ) সহিত মধ্যে ষট্‌কোণ, তাহার বহির্ভাগে শক্তিসমূহের দ্বারা অর্থাৎ অধোমুখ ত্রিকোণ ত্রয়ের দ্বারা নবকোণ, অষ্টদল পদ্ম ও চতুর্দ্বার সংযুক্ত ভূপুর লিখিবেন । ২৩

ইহার অর্থ । শক্তি—অধোমুখ ত্রিকোণ । অগ্নি—উর্দ্ধমুখ ত্রিকোণ । তাভ্যাং—তাহার সহিত মধ্যে ষট্‌কোণ । তদ্বহিঃ—তাহার বহির্ভাগে । শক্তিভিঃ—অধোমুখ ত্রিকোণ ত্রয়ের সহিত । নবকোণং—নবকোণ । তাহার পর অষ্টদল পদ্ম ও চতুর্দ্বার যুক্ত চতুরস্র (ভূপর) । ২৪

পীঠপূজা । যথা—ওঁ আধারশক্তয়ে নমঃ । এইরূপ প্রকৃতয়ে, কুমায়, শেষায়, পৃথিব্যৈ, সুধানুধয়ে, মণিদ্বীপায়, চিস্তামণিগৃহায়, শ্মশানায়, পারিজাতায়, পারিজাতের মূলে—রত্নবেদিকায়ৈ, রত্নবেদীর উপরে—মণিপীঠায় চারিটি দিকে—মুনিভ্যঃ, দেবেভ্যঃ । চতুর্দিকে—বহুমাংসাস্থি-মোদমান-শিবাভ্যঃ, শবমুণ্ডেভ্যঃ । অগ্নাদিকোণে—ধর্মায়, জ্ঞানায়, বৈরাগ্যায়, ঐশ্বর্য্যায় । পূর্বাদি দিকে—অধর্মায়, অজ্ঞানায়, অবৈরাগ্যায়, অনৈশ্বর্য্যায় । মধ্যে—আনন্দকন্দায়, সখিমলায়, প্রকৃতিময়-পত্রেভ্যঃ,

বিকারময়-কেশরেভ্যঃ, তত্ত্বরূপ-কণিকায়ৈ, পদ্মায়, অং সূর্য্যমণ্ডলায়, ঔ সোমমণ্ডলায়, মং বহ্নিমণ্ডলায়, সঁ সত্ভায়, রং রজসে, তং তমসে, আং আত্মনে, অং অন্তরাত্মনে, পং পরমাত্মনে, হ্রী জ্ঞানাত্মনে । পূর্বাদিতঃ পত্রমূলেষু ইচ্ছায়ৈ, জ্ঞানায়ৈ, ক্রিয়ায়ৈ, কামিত্যৈ, কামদায়িত্যৈ, রতৈ, রতিপ্রিয়ায়ৈ, আনন্দায়ৈ । কণিকায়ং মনোমত্বে, মধ্যে ঐং পরায়ৈ, অপরায়ৈ, বিরূপায়ৈ, হৃসৌঃ সদাশিবমহাপ্রোত-পদ্মাসনায় নমঃ । ততঃ পুনর্যাদা পুষ্পাঞ্জলাবানীয়া যন্ত্রমধ্যে আবাহয়েৎ—

ওঁ দেবেশি ! ভক্তি-মূলভে ! পরিবার-সমম্বিতে ! ।

যাবৎ ত্রাং পূজয়িষ্যামি তাবৎ ত্রং সুস্থিরা ভব ॥ ২৫

ততো মূলমুচ্চার্য্য শ্রীদক্ষিণকালিকে ! দেবি ! ইহাবহ ইহাবহ, ইহ তিষ্ঠ তিষ্ঠ, ইহ সন্নিধেহি, ইহ সন্নিধেহি, ইহ সন্নিরুধ্যস্ব, ইহ সন্নিরুধ্যস্ব ইত্যাবাহন-স্থাপন-সন্নিরোধন-মুদ্রাভিরাবাহনাদি কৃত্বা অত্রাধিষ্ঠানং কুরু মম পূজাং গৃহাণেতি সন্মুখীকরণ-মুদ্রয়া সন্মুখীকৃত্য দেবীং ষড়ঙ্গ-ত্য়াসেন সকলীকৃত্য হমিত্যবগুষ্ঠন-মুদ্রয়াবগুষ্ঠ্য বমিতি ধেহুমুদ্রয়ামৃতীকৃত্য, মহামুদ্রাখ্য-পরমী-

বিকারময়-কেশরেভ্যঃ তত্ত্বরূপ-কণিকায়ৈ, পদ্মায়, ঐ অং সূর্য্যমণ্ডলায়, ঔ উং সোম-মণ্ডলায়, সং সত্ভায়, রং রজসে, তং তমসে, আং আত্মনে, অং অন্তরাত্মনে, পং পরমাত্মনে, হ্রীং জ্ঞানাত্মনে । পূর্বাদিক্রমে পত্রের মূলে—ইচ্ছায়ৈ, জ্ঞানায়ৈ, ক্রিয়ায়ৈ কামিত্যৈ, কামদায়িত্যৈ, রতৈ, রতিপ্রিয়ায়ৈ, আনন্দায়ৈ । কণিকায়—মনোমত্বে । মধ্যে—ঐং পরায়ৈ, অপরায়ৈ, বিরূপায়ৈ, হৃসৌঃ সদাশিব-মহাপ্রোত-পদ্মাসনায় নমঃ । তাহার পর পুনরায় ধ্যান করিয়া পুষ্পাঞ্জলিতে তাঁহাকে আনিয়া যন্ত্রমধ্যে তাঁহাকে আবাহন করিবেন । বলিবেন—

ওঁ দেবেশি ! ভক্তি-মূলভে ! পরিবার-সমম্বিতে ।

যাবৎ ত্রাং পূজয়িষ্যামি তাবৎ ত্রং সুস্থিরা ভব ॥ ২৫

তাহার পর মূল মন্ত্র উচ্চারণ করিয়া, শ্রীদক্ষিণ-কালিকে ! দেবি ! ইহাবহ ইহাবহ ইহ তিষ্ঠ ইহ তিষ্ঠ, ইহ সন্নিধেহি ইহ সন্নিধেহি, ইহ সন্নিরুধ্যস্ব, ইহ সন্নিরুধ্যস্ব মন্ত্রে আবাহন, স্থাপন, সন্নিধান, সন্নিরোধন মুদ্রাসমূহের দ্বারা আবাহনাদি করিয়া, অত্রাধিষ্ঠানং কুরু মম পূজাং গৃহাণ—এই মন্ত্রে সন্মুখীকরণ মুদ্রায় সন্মুখীকরণ করিয়া দেবীকে ষড়ঙ্গত্য়াসের দ্বারা সকলীকরণ করিয়া, হং এই মন্ত্রে অবগুষ্ঠন মুদ্রায় অবগুষ্ঠন করিয়া, বং মন্ত্রে ধেহুমুদ্রায় অমৃতীকরণ করিয়া, মহামুদ্রা নামক পরমী-

করণ-মুদ্রা পরমৌক্য ভূতিশ্রীকর্ষণী-যোনিমুদ্রাঃ প্রদর্শ্য প্রাণপ্রতিষ্ঠাং বিধায়
পূজয়েৎ । ২৬

সবাহস্তকৃত। মুষ্টিদীর্ঘাধোমুখ-তর্জনী ।

অবগুষ্ঠন-মুদ্রায়মভিতো ভ্রামিতা মতা । ২৭

অস্ত্রোদ্র-প্রথিতাজুষ্ঠা প্রসারিত-করাজুলিঃ ।

মহামুদ্রায়মুদিতা পরমৌকরণে বুদ্ধিঃ । ২৮

পরমৌকরণমায়ুধাভরণাদিভিঃ পূর্ণীকরণম্ ।

বজ্রা তু যোনিমুদ্রাং বৈ মধ্যমে কুটিলে কুরু ।

অঙ্গুষ্ঠেন তদগ্রস্ত মুদ্রেষা ভূতিনী মতা । ২৯

মধ্যমা-তর্জনীভ্যাঞ্চ কনিষ্ঠানামিকে সমে ।

অকুণ্ডল-রূপাভ্যাং মধ্যমে পরমেশ্বরী । ৩০

অঙ্গুষ্ঠঞ্চ বিবৃণীত কনিষ্ঠানামিকোপরি ।

ইয়মাকর্ষণী মুদ্রা ত্রৈলোক্যাকর্ষণী পরা । ৩১

ততো মূলমুচ্চার্য্য এতৎপাভ্যং দক্ষিণ-কালিকায়ৈ নমঃ, এবমিদমর্ঘ্যং স্বাহা,
ইদমাচমনীয়ং স্বধা, স্নানীয়ং নিবেদয়ামি । পুনরাচমনীয়ং স্বধা । এষ গন্ধো

করণ মুদ্রায় পরমৌকরণ করিয়া, ভূতিনী, আকর্ষণী ও যোনিমুদ্রা দেখাইয়া প্রাণপ্রতিষ্ঠা
করিয়া পূজা করিবেন । ২৬

ধাম ও দক্ষিণ উভয় হস্তের মুষ্টি করিয়া দীর্ঘ ও অধোমুখ তর্জনীকে উভয় দিকে
ভ্রামিত করিলে ইহা অবগুষ্ঠন মুদ্রা বলিয়া কথিত হয় । ২৭

উভয় হস্তের অঙ্গুষ্ঠকে পরস্পর প্রথিত করিয়া হাতের অগ্রাঙ্গ অঙ্গুলি প্রসারিত হইবে ।
পণ্ডিতগণ কর্তৃক পরমৌকরণে ইহা মহামুদ্রা বলিয়া কথিত হয় । ২৮

পরমৌকরণ হইতেছে আয়ুধ ও আভরণাদি দ্বারা পূর্ণীকরণ । যোনি মুদ্রা বন্ধন করিয়া
মধ্যমাজুলি দুইটিকে কুটিল করিবে । অঙ্গুষ্ঠের সহিত তাহার অগ্রকে যুক্ত করিবে । ইহা
ভূতিনী মুদ্রা নামে কথিত হয় । ২৯

হে পরমেশ্বরী । অকুণ্ডল মধ্যমা ও তর্জনীর সহিত কনিষ্ঠা ও অনামিকাকে সমান
করিবে । কনিষ্ঠা ও অনামিকার উপরিভাগে অঙ্গুষ্ঠযোগ করিবে । ইহা শ্রেষ্ঠ অকর্ষণী
মুদ্রা । ইহা ত্রৈলোক্যকে আকর্ষণ করিতে পারে । ৩০-৩১

তাহার পর মূলমন্ত্র উচ্চারণ করিয়া এতৎ পাভ্যং দক্ষিণ-কালিকায়ৈ নমঃ মন্ত্রে
পাভ্য দিবে । এইরূপ ইদমর্ঘ্যং স্বাহা মন্ত্রে অর্ঘ্য, ইদমাচমনীয়ং স্বধা মন্ত্রে আচমন, ইদং

নমঃ, এতানি পুষ্পানি বৌষট্, ততো মূলেন পুষ্পাঞ্জলিপঞ্চকং দত্ত্বা ধূপদীপৌ
দত্ত্বাৎ । যথা—মূলমুচ্চাৰ্য্য এষ ধূপঃ ওঁ দক্ষিণ-কাঠৈল্য নমঃ ইত্যুৎসৃজ্য ওঁ
অয়ধ্বনি-মন্ত্রমাতঃ স্বাহেতি ঘণ্টামভ্যর্চ্য বামপাণিনা বাদয়ন্

ওঁ বনস্পতি রসো দিব্যো গন্ধাঢ্যঃ স্তম্বনোহরঃ ।

আভ্রৈয়ঃ সৰ্বদেবানাং ধূপোহয়ং প্রতিগৃহ্যতাম্ ॥ ৩২

ইতি পঠিত্বা নীচৈর্ধূপং প্রচালয়েৎ । ততো মূলমুচ্চাৰ্য্য এষ দীপঃ ওঁ
দক্ষিণ-কাঠৈল্য নমঃ ইত্যুৎসৃজ্য বামেন ঘণ্টাং বাদয়ন্

ওঁ সুপ্রকাশো মহাদীপঃ সৰ্বতন্তিমিরাপহঃ ।

সবাহ্যভ্যস্তরং জ্যোতির্দীপোহয়ং প্রতিগৃহ্যতাম্ ॥ ৩৩

ইত্যুক্ত্বা দৃষ্টি-পর্য্যন্তং দীপং চালয়েৎ । ততো মূলেন পুষ্পাঞ্জলিভয়ং
দত্ত্বা নৈবেদ্যমাচমনীয়ং তাম্বুলঞ্চ দত্ত্বা ত্রীদক্ষিণকালিকে দেবি । আবরণং তে
পূজ্যামীত্যমুজ্জাং গৃহীত্বাবরণানি পূজয়েৎ । যথা অগ্ন্যাदि-কোণ-কেশরেমু-

ন্নানীয়ং নিবেদয়ামি মন্ত্রে স্নানীয়, পুনরাচমনীয়ং যথা মন্ত্রে পুনরায় আচমন, এষ গন্ধো
নমঃ মন্ত্রে গন্ধ, এতানি পুষ্পানি বৌষট্ মন্ত্রে পুষ্পসমূহ দিবেন । তাহার পর মূলের দ্বারা
পাঁচ বার পুষ্পাঞ্জলি দিয়া ধূপ ও দীপ দিবেন । যথা - মূলমন্ত্র উচ্চারণ করিয়া এষ ধূপঃ
ওঁ দক্ষিণকাঠৈল্য নমঃ মন্ত্রে ধূপকে উৎসর্গ করিয়া, ওঁ অয়ধ্বনি মন্ত্রমাতঃ স্বাহা এই মন্ত্রে ঘণ্টাকে
অর্চনা করিয়া বামহাতে ঘণ্টাকে বাজাইতে বাজাইতে—

ওঁ বনস্পতিরসো দিব্যো গন্ধাঢ্যঃ স্তম্বনোহরঃ ।

আভ্রৈয়ঃ সৰ্বদেবানাং ধূপোহয়ং প্রতিগৃহ্যতাম্ ॥ ৩২

এই শ্লোক মন্ত্র পড়িয়া দেবীর নিম্নে ধূপকে চালিত করিবেন । তাহার পর মূলমন্ত্র
উচ্চারণ করিয়া এষ দীপঃ ওঁ দক্ষিণকাঠৈল্য নমঃ মন্ত্রে দীপকে উৎসর্গ করিয়া বাম
হাতে ঘণ্টা বাজাইতে বাজাইতে—

ওঁ সুপ্রকাশো মহাদীপঃ সৰ্বতন্তিমিরাপহঃ ।

সবাহ্যভ্যস্তরং জ্যোতির্দীপোহয়ং প্রতিগৃহ্যতাম্ ॥ ৩৩

এই শ্লোক মন্ত্র বলিয়া দৃষ্টি পর্য্যন্ত দীপকে চালিত করিবে । তাহার পর মূলের দ্বারা
তিনবার পুষ্পাঞ্জলি দিয়া, নৈবেদ্য, আচমন ও তাম্বুল দিয়া ত্রীদক্ষিণ-কালিকে । দেবি ।
আবরণং তে পূজয়ামি এই বলিয়া অমুজ্জা গ্রহণ করিয়া আবরণ সমূহের পূজা করিবেন ।
যথা অগ্ন্যাदि কোণের কেশর সমূহে—

তুষার-ফটিক-শ্যাম-নীল-কৃষ্ণাকর্ণাচিষঃ ।

বরদাভয়ধারিণ্যঃ পুরাতন-নব-দ্বিয়ঃ ॥ ৩৪

ইতি ধ্যাওয়া ওঁ ক্রাং হৃদয়ায় নমঃ ইত্যাদিনা, মধ্যে ওঁ ক্রোং নেত্র-ত্রয়ায় বৌষট্, চতুর্দিক্ ওঁ ক্রঃ অন্ত্রায় ফট্ । ওঁ হ্রাং হৃদয়ায় নমঃ ইত্যাদিনা বা । ততো বায়ব্যাদীশ-পর্য্যন্তং গুরুপঙ্ক্তিং সমর্চয়েৎ । যথা—ওঁ মহাদেব্যাস্থায়ৈ নমঃ, ওঁ মহাদেবানন্দনাথায় নমঃ এবং ক্রমেণ দিব্যৌষ-সিকৌষ-মানবৌষান্ গুরুনর্চয়েৎ । তত ওঁ গুরুভ্যো নমঃ, ওঁ পরমগুরুভ্যো নমঃ, ওঁ পরাপর-গুরুভ্যো নমঃ, ওঁ পরমেষ্ঠি-গুরুভ্যো নমঃ ইতি পূজয়েৎ । যথা বীরভদ্রে (৩৫)—

শ্রীদেব্যাচ—আদৌ সর্বত্র দেবেশ ! মম্বদঃ পরমো গুরুঃ ।

পরাপরগুরুস্ত্বং হি পরমেষ্ঠিরহং স্বতঃ ॥ ৩৬

ঈশ্বর উবাচ—সর্বমস্ত্রেষু বিজ্ঞাসু স্বয়ং প্রকৃতি-রূপিণী ।

ততঃ পুরুষরূপস্ত ততঃ স্বগুরু সন্ততিঃ ॥ ৩৭

তেন চাহং মদংশাশ্চ মন্তুক্কাশ্চাবিশেষতঃ ।

ওঁ তুষার-ফটিক-শ্যাম-নীল-কৃষ্ণাকর্ণাচিষঃ ।

বরদাভয়-ধারিণ্যঃ পুরাতন-নবদ্বিয়ঃ ॥ ৩৪

এইরূপ ধ্যান করিয়া ওঁ ক্রাং হৃদয়ায় নমঃ, ওঁ ক্রীং শিরষে স্বাহা, ওঁ ক্রুং শিখায়ৈ বষট্, ওঁ ক্রোং কবচায় হং মস্ত্রে অগ্ন্যাঙ্গি চারিকোণে পূজা করিয়া, মধ্যে—ওঁ ক্রোং নেত্রত্রয়ায় বৌষট্ । চারিদিকে—ওঁ ক্রঃ অন্ত্রায় ফট্, মস্ত্রে বড়দেব পূজা করিবেন । অথবা ওঁ হ্রাং হৃদয়ায় নমঃ ইত্যাদি মস্ত্রে বড়দেব পূজা করিবেন । তাহার পর বায়ু-কোণ হইতে ঈশান কোণ পর্য্যন্ত গুরু পঙ্ক্তির পূজা করিবেন । যথা—ওঁ মহাদেব্যাস্থায়ৈ নমঃ, ওঁ মহাদেবানন্দনাথায় নমঃ এই ক্রমে দিব্যৌষ, সিকৌষ, মানবৌষ, গুরু-সমূহকে অর্চনা করিবেন । তাহার পর ওঁ গুরুভ্যো নমঃ, ওঁ পরমগুরুভ্যো নমঃ, ওঁ পরাপরগুরুভ্যো নমঃ, ওঁ পরমেষ্ঠিগুরুভ্যো নমঃ মস্ত্রে গুরু পঙ্ক্তির পূজা করিবেন । যেমন বীরভদ্রে বলিয়াছেন (৩৫)—

শ্রীদেবী বলিলেন—হে দেবেশ । প্রথমে সর্বত্র মম্বদাতাই হইলেন পরম গুরু । তুমিই পরাপর গুরু, আমি স্বতঃই পরমেষ্ঠী গুরু । ৩৬

ঈশ্বর বলিলেন—সর্ব মস্ত্রে সমস্ত বিজ্ঞাতে স্বয়ং তুমি প্রকৃতিরূপিণী । তাহার পর পুরুষ তাহার পর স্বগুরু সন্ততি । হে দেবি । সেই জন্ত আমি, আমার অংশ ও আমার

দিব্যৌষা গুরবো দেবি । সিদ্ধৌষা গুরবত্ত্বা ।

মানবৌষাঃ সমাসেন কথ্যামি তবাগ্নতঃ ॥ ৮৮

তদ্রাদৌ কালিকাদেবী তস্তাঃ শৃণু গুরুক্রমম্ ।

মহাদেবী মহাদেবজিপুরশ্চৈব ভৈরবঃ ।

দিব্যৌষা গুরবঃ প্রোক্তাঃ সিদ্ধৌষান্ কথ্যামি তে ॥ ৮৯

ব্রহ্মানন্দঃ পূর্ণদেবশ্চলচিত্তশ্চলাচলঃ ।

কুমারঃ ক্রোধনশ্চৈব বরদঃ স্মরদীপনঃ ।

মায়া মায়াবতী চৈব মানবৌষান্ শৃণু প্রিয়ে ! ॥ ৯০

বিমলঃ ক্রকরশ্চৈব ভীমসেনঃ সুধাকরঃ ।

নীলো গোরক্ষশ্চৈব ভোজদেবঃ প্রজাপতিঃ ॥ ৯১

মূলদেবো রস্তিদেবো বিল্বেশ্বর-হতাশনো ।

সময়ানন্দ-সন্তোষৌ কালিকা-গুরবঃ স্মৃতাঃ ।

আনন্দনাথ-শঙ্কাস্তাঃ গুরবঃ পরিকীৰ্ত্তিতাঃ ॥ ৯২

তথা— অজ্ঞানাদ্ গুরুনাম্নাং বৈ গুরু-ত্রিতয়মর্চয়েৎ ।

চতুষ্টয়ং বা সঙ্কোচো ন চ কার্য্যস্তুতঃ পরম্ ॥ ৯৩

ভক্ত সমূহ অবিশেষে দিব্যৌষ গুরু । সেইরূপ সিদ্ধৌষ গুরু আছে । মানবৌষ গুরু আছে । তোমার অগ্রে সংক্ষেপে সেই সকল বলিতেছি । ৩৭-৩৮

ভগ্নধ্যে প্রথমে কালিকা দেবী । তাঁহার পর গুরুক্রম শ্রবণ কর । মহাদেবী, মহাদেব, জিপুরভৈরব দিব্যৌষ গুরু বলিয়া প্রখ্যাত । তোমাকে সিদ্ধৌষ গুরুবর্গ বলিতেছি । ৩৯

ব্রহ্মানন্দ, পূর্ণদেব, চলচিত্ত, চলাচল, কুমার, ক্রোধন, বরদ, স্মরদীপন, মায়া, মায়াবতী—ইহারা সিদ্ধৌষ । তুমি মানবৌষ গুরুবর্গ শ্রবণ কর । ৪০

বিমল, ক্রকর, ভীমসেন, সুধাকর, নীল গোরক্ষ, ভোজদেব, প্রজাপতি, মূলদেব, রস্তিদেব, বিল্বেশ্বর, হতাশন, সময়ানন্দ, সন্তোষ—ইহারা কালিকার গুরু বলিয়া কথিত হইয়াছেন । গুরুবর্গ আনন্দ নাথ শঙ্কাস্ত হইয়া থাকেন । ৪১-৪২

সেইরূপ আরও বলিয়াছেন—গুরুর নাম অজ্ঞাত হইলে গুরু ত্রিতয়কে—গুরু, পরম গুরু ও পরাপর গুরুকে অর্চনা করিবেন অথবা গুরু চতুষ্টয়কে—গুরু, পরম-গুরু, পরাপর গুরু ও পরমেষ্টীগুরুকে অর্চনা করিবে । ইহার পর আর সঙ্কোচ করিবে না । ৪৩

গুরুঃ পরমগুরুশ্চৈব পরাপর-গুরুস্ততঃ ।

পরমেষ্ঠী-গুরুশ্চৈব কথিতা গুরবস্ততঃ ॥ ৪৪

তৈরবতস্তে— ঋগ্যজ্ঞা গুরবো বিষ্ণোর্নাথাস্তা গুরবঃ শিবে । ।

আনন্দাস্তাশ্চ নাথাস্তাঃ শক্তৌ চ গুরবঃ স্মৃতাঃ ॥ ৪৫

ততঃ বহিঃ-ষট্‌কোণে—ওঁ কালৈ নমঃ এবং কপালিষ্ঠে, কুল্লাইয়ে, কুরু-কুল্লাইয়ে, বিরোধিষ্ঠে, বিপ্রচিন্তাইয়ে । অন্তঃস্থ্যাস্তে—উগ্রাইয়ে, উগ্রপ্রভাইয়ে, দীপ্তাইয়ে । দ্বিতীয়-ত্র্যাস্তে—ওঁ নীলাইয়ে, ঘনাইয়ে, বলাকাইয়ে । তৃতীয়-ত্র্যাস্তে—মাত্রাইয়ে, মূর্ডাইয়ে, মিতাইয়ে ॥ ৪৬

সর্বাঃ শ্যামা অসিকরা মুণ্ডমালা-বিভূষিতাঃ ।

তর্জনীং বামহস্তেন ধারয়ন্ত্যাঃ শুচি-স্মৃতাঃ ।

দিগম্বরী হসমুখ্যঃ স্বম্ববাহন-ভূষিতাঃ ॥ ৪৭

ইতি ব্যাঘ্রার্চয়েৎ । ততোহষ্টপদ্রেষু পূর্বাদিতঃ ওঁ আং ত্র্যাক্ষ্য নমঃ । এবং ওঁ ঈং নারায়ণ্যে, ওঁ উং মাহেশ্বর্যে, ওঁ ঋং চামুণ্ডায়ৈ । ওঁ হ্রং কোমার্যে ওঁ ঐং অপরাজিতায়ৈ । ওঁ ঔং বারাহ্যে, ওঁ অঃ নারসিংহে ইতি সম্পূজ্য

গুরু, পরম-গুরু, তাহার পর পরাপর গুরু, তাহার পর পরমেষ্ঠী গুরু, গুরু পণ্ডিত বলিয়া কথিত হইয়াছেন । ৪৪

তৈরব তস্মৈ বলিয়াছেন—বিষ্ণুর গুরু ঋগ্যজ্ঞ হইবে । শিবের গুরুবর্গ নাথাস্ত হইবে । শক্তির গুরুবর্গ আনন্দাস্ত ও নাথাস্ত অর্থাৎ আনন্দনাথাস্ত হইবে । ইহা কথিত হইয়াছে । ৪৫

তাহার বাহিরের ছয়টি কোণে ওঁ কালৈ নমঃ । এইরূপ কপালিষ্ঠে, কুল্লাইয়ে, কুরুকুল্লাইয়ে, বিরোধিষ্ঠে, বিপ্রচিন্তাইয়ে । মধ্য ত্রিকোণে—উগ্রাইয়ে, উগ্রপ্রভাইয়ে, দীপ্তাইয়ে । দ্বিতীয় ত্রিকোণে—ওঁ নীলাইয়ে, ঘনাইয়ে, বলাকাইয়ে । তৃতীয় ত্রিকোণে—মাত্রাইয়ে, মূর্ডাইয়ে, ওঁ মিতাইয়ে নমঃ মন্ত্রে পূজা করিবে । ৪৬

ইহারা সকলেই শ্যামবর্ণা, অসিকতা, মুণ্ডমালায় বিভূষিতা, বামহস্তে তর্জনীমূলাধারিনী, শুচিস্মৃতা, দিগম্বরী, হসমুখী ও নিজ নিজ বাহনে ভূষিতা । ৪৭

এইরূপ ধ্যান করিয়া অর্চনা করিবেন । তাহার পর অষ্টপদ্রে পূর্বাদিক্রমে ওঁ আং ত্র্যাক্ষ্য নমঃ, ওঁ ঈং নারায়ণ্যে নমঃ, ওঁ উং মাহেশ্বর্যে নমঃ, ওঁ ঋং চামুণ্ডায়ৈ নমঃ, ওঁ হ্রং কোমার্যে নমঃ, ওঁ ঐং অপরাজিতায়ৈ নমঃ, ওঁ ঔং বারাহ্যে নমঃ,

মূলেন পুষ্পাঞ্জলি-ত্রয়ং দত্ত্বাৎ । ততঃ পাত্যাদিনা মহাকালমর্চয়েৎ । যথা কুমারীকল্পে (৪৮)—

দেব্যান্ত দক্ষিণে ভাগে মহাকালং প্রপূজয়েৎ ।

তত্র মন্ত্রঃ—হ্রীং ক্ষৌং ঙাঁ রাং লীং বাঁ ক্রৌং মহাকালভৈরব । সর্ববিঘ্নান্ নাশয় নাশয় হ্রীং শ্রীং ফটু স্বাহা । যথা কালীকল্পে (৪৯)—

কবচং ক্ষৌং সমুদ্রত্যা ঙাঁ রাং লীং বাঁ চ ক্রৌং ততঃ ।

মহাকাল ভৈরবেতি সর্ববিঘ্নান্ নাশয়েতি চ ॥ ৫০

নাশয়েতি পুনঃ প্রোচ্য মায়াং লক্ষ্মীং সমুদ্রয়েৎ ।

ফটু স্বাহয়া সমায়ুক্তো মন্ত্রঃ সর্বার্থ-সাধকঃ ১ ॥ ৫১

কবচং পঞ্চমস্বরবদ্-রূপম্ । ততো মহাকালং ত্রিস্তম্পয়িত্বা পত্রাণ্যেযু পূর্বাদিতঃ ঐং হ্রীং অসিতাক্ষায় ভৈরবায় নমঃ । এবং ক্ররবে, চণ্ডায়, ক্রোধায়, উন্মত্তায়, কপালিনে, ভীষণায়, সংহারায় ইত্যভ্যর্চ্য ২ তদ্বহ্নিরিত্তাদি-লোক-পালান্ তদ্বহ্নির্বজ্রাঘ্রাণি চ পূজয়েৎ । যথা কুমারীতন্ত্রে (৫২)—

ওঁ অঃ নারসিংহে নমঃ—এইরূপে পূজা করিয়া মূলমন্ত্রে ৩ বার পুষ্পাঞ্জলি দিবেন । অনন্তর—পাত্যাদি উপচারে মহাকালকে পূজা করিবেন । যেমন কুমারীকল্পে বলিয়াছেন (৪৮)—

দেবীর দক্ষিণভাগে মহাকালকে উত্তমরূপে পূজা করিবে । সেই মহাকালের মন্ত্রঃ—হ্রীং ক্ষৌং ঙাঁ রাং লাং বাঁ ক্রৌং মহাকালভৈরব সর্ববিঘ্নান্ নাশয় নাশয় হ্রীং শ্রীং ফটু স্বাহা । যেমন কালীকল্পে বলিয়াছেন (৪৯)—

কবচ (হ্রীং) ক্ষৌংকে উদ্ধার করিয়া ঙাঁ রাং লাং বাঁ ক্রৌং বলিবেন । তাহার পর মহাকাল-ভৈরব এই পদ ও সর্ববিঘ্নান্ নাশয় এই পদ এবং নাশয় এই পদ পুনরায় বলিয়া মায়া (হ্রীং) ও লক্ষ্মীকে (শ্রীং) উদ্ধার করিবে । এই মন্ত্র ফটু ও স্বাহা দ্বারা যুক্ত হইয়া সর্বার্থ সাধক হয় । ৫০-৫১

কবচটি পঞ্চম স্বর রূপ বিশিষ্ট হইবে । তাহার পর মহাকালকে ৩ বার ত্রিস্তম্প করিয়া, পত্রের অগ্রে পূর্বাদিক্রমে ওঁ ঐং হ্রীং অসিতাক্ষায় ভৈরবায় নমঃ । এইরূপ ক্ররবে, চণ্ডায়, ক্রোধায়, উন্মত্তায়, কপালিনে, ভীষণায়, সংহারিণে নমঃ মন্ত্রে—এই

১। ঐ—সর্বার্থ সাধকঃ । ততো মহাকালং ত্রিস্তম্পয়িত্বা । ২। ঐ—তদ্বহ্নিঃ ওঁ ইন্দ্রায়, অগ্নয়ে, যমায়, নৈঋতায়, বরুণায়, বায়বে, কুবেরায়, দৈশানায়, ব্রহ্মণে, অনন্তায় । তদ্বহ্নিঃ ওঁ বজ্রায়, শক্তয়ে, লক্ষ্মণায়, খণ্ডগায়, পাশায়, অম্বুশায়, গদাগ্রৈ, শূলায়, পদ্মায়, চক্রায় । ততো দেব্যা বামোদধৌ ৩।

ব্রাহ্মাণ্ডাঃ পূজয়েৎ পত্রে পত্রাণ্যে তৈরবান্ যজ্ঞেৎ ।

লোকপালাংস্ততো বাহ্যে তদব্রাণি চ তদ্বাহিঃ । ৫০

ততো দেব্যা বামোৰ্দ্ধ-হস্তে—ওঁ ঋং ঋজায়, এবং অধো—নমুণায় ।
দক্ষোৰ্দ্ধহস্তে—ওঁ ঐ অভয়ায় । এবমধঃ—বরায় । ততো বড়ঙ্গগ্ৰাসং বিধায়
মূলে পঞ্চোপচারৈর্দেবীং পূজয়েৎ । যথা কালীতন্ত্রে (৫১)—

মহাকালং যজ্ঞেদ্ যত্নাং পশ্চাদ্ দেবীং প্রপূজয়েৎ ।

কুমারীকল্পে — ততো নীরাজনং কুর্যাদ্ দশবারং প্রদীপকৈঃ । ৫২

ততঃ প্রাণায়ামং বিধায় কামকলাং ধ্যানা শিরসি গুরুং হৃদি দেবীং
ভাবয়ন্ যথাশক্তি জপেৎ । ততঃ প্রাণায়ামং কৃত্বা অর্ঘ্যাজ্জল-পুষ্পাদিকং
গৃহীত্ব গৃহেত্যাদিনা দেব্যা বামহস্তে জপং সমৰ্প্য স্তুত্বা প্রদক্ষিণীকৃত্যষ্টাঙ্গ-
পাতং প্রণমেৎ, জগন্মঙ্গলং নাম কবচঞ্চ পঠেৎ । তত ওঁ ইতঃ পূর্বমিত্যা-
দিনাশ্রমসমৰ্পণং কৃত্বা যোনিমুদ্রাং প্রদর্শ্যাবরণানি দেব্যঙ্গে বিলাপ্য সংহার-

তৈরবগণকে পূজা করিয়া, তাহার বহির্ভাগে ইন্দ্রাদি লোকপাল, তাহার বহির্ভাগে বজ্রাদি
অস্ত্র সমূহের পূজা করিবেন । যেমন কুমারীতন্ত্রে বলিয়াছেন (৫২)—

পত্রে ব্রাহ্মী প্রভৃতি মাতৃগণকে, পত্রের অগ্রে তৈরবগণকে পূজা করিবেন । তাহার
বাহিরে চতুরশ্চের মধ্যে লোকপালগণকে, তাহার বাহিরে তাঁহাদের অস্ত্রসমূহকে পূজা
করিবেন । ৫৩

তাহার পর দেবীর বাম উৰ্দ্ধহস্তে—ওঁ ঋং ঋজায় । এইরূপ অধোহস্তে—নমুণায় ।
দক্ষিণের উৰ্দ্ধ হস্তে—ওঁ ঐ অভয়ায় । এইরূপ অধোহস্তে—বং বরায় নমঃ মত্রে পূজা
করিবেন । তাহার পর বড়ঙ্গগ্ৰাস করিয়া মূলমন্ত্রের দ্বারা পঞ্চোপচারে দেবীকে পূজা
করিবেন । যেমন কালীতন্ত্রে বলিয়াছেন (৫৪)—

মহাকালকে যত্নপূর্বক পূজা করিবে । তাহার পর দেবীকে উত্তমরূপে পূজা
করিবে । কুমারীকল্পে বলিয়াছেন—তাহার পর প্রদীপ সমূহের দ্বারা দশবার নীরাজন
করিবে । ৫৫

তাহার পর প্রাণায়াম করিয়া কামকলাকে ধ্যান করিয়া মন্তকে গুরু, হৃদয়ে
দেবীকে ভাবনা করিতে করিতে যথা শক্তি জপ করিবেন । তাহার পর প্রাণায়াম
করিয়া, অর্ঘ্য হইতে জল, পুষ্পাদি লইয়া ওঁ স্তুত্বা ইত্যাদি মত্রে দেবীর বামহাতে
জপ সমৰ্পণ করিয়া স্তুতি করিয়া প্রদক্ষিণ করিয়া অষ্টাঙ্গ প্রণাম করিবেন এবং
জগন্মঙ্গল নামক কবচ পড়িবেন । তাহার পর “ওঁ ইতঃ পূর্বম্” ইত্যাদি মত্রে
আশ্রমসমৰ্পণ করিয়া যোনিমুদ্রা দেখাইয়া, আবরণ সমূহকে দেবীর অঙ্গে বিলাপিত

মুদ্রয়া হে দেবি । পূজিতাসি ক্রমশ্চেতি বিমূঢ়্য তত্তেজঃ পুষ্পেণ সহানীয়া
বামনাসা-বিবর-বন্ধনাং বহুদয়মারোপয়েৎ । ৫৬

ওঁ উত্তরে শিখরে দেবি । ভূম্যাং পর্বতবাসিনি । ।

ব্রহ্মযোনি-সমুৎপন্নে গচ্ছ দেবি । মমাস্তরম্ । ৫৭

ইতি মন্ত্রেণ । তত ঐশাঙ্ক্যাং মণ্ডলিকাং কৃৎবা তত্র ওঁ উচ্ছিষ্ট-চাণ্ডালিন্দ্ৰে^১
নমঃ ইতি ত্রিঃ সংপূজ্য যন্ত্রলেপং বামহস্তে কৃৎবা দক্ষিণহস্ত-কনিষ্ঠয়া তত্র
মায়াবীজং বিলিখ্য তয়া তিলকং কুর্য্যাৎ । যথা (৫৮)—

বামে কৃৎবা যন্ত্রলেপং মায়াং সব্য-কনিষ্ঠয়া ।

বিলিখ্য তিলকং কুর্য্যান্ মন্ত্রেণানেন সাধকঃ । ৫৯

যং যং স্পৃশামি হস্তেন যং যং পশ্যামি চক্ষুৰ্বা ।

স স মে বশ্যতাং যাতু যদি শত্রুসমো ভবেৎ ॥ ৬০

অপকালে জিহ্বা কর্পূরাঢ্যা কার্য্যা । “কর্ণূরাঢ্যা সদা জিহ্বা কর্তব্য্যা
অপ-কর্মণি” ইতি বিশ্বসার-বচনাৎ । ইদং কাম্য অপ-বিষয়কমিতি তত্ত্বম্ ।

করিয়া, সংহার মুদ্রায় “হে দেবি । পূজিতাসি ক্রমশ্চ” এই মন্ত্রে বিসর্জন করিয়া সেই তেজঃ
পুষ্পের সহিত আনিয়া বাম নাসিকার রক্ষপথে নিজের হৃদয়ে “উত্তরে শিখরে” ইত্যাদি
মন্ত্রে আরোপিত করিবেন । ৫৬

তাহার পর ঈশানে মণ্ডল করিয়া, সেই মণ্ডলে ওঁ উচ্ছিষ্ট-চাণ্ডালিন্দ্ৰে নমঃ মন্ত্রে
৩ বার পূজা করিয়া বামহাতে যন্ত্রলেপ ধারণ করিয়া, দক্ষিণ হস্তের কনিষ্ঠায় দ্বারা
সেইখানে মায়াবীজ লিখিয়া সেই যন্ত্রলেপ দ্বারা তিলক করিবেন । যেমন তত্ত্ব
বলিয়াছেন (৫৭-৫৮)—

সাধক বাম হস্তে যন্ত্রের লেপ করিয়া, দক্ষিণ হস্তের কনিষ্ঠা দ্বারা সেইখানে মায়া
লিখিয়া বক্ষ্যমাণ এই মন্ত্রের দ্বারা তিলক করিবেন । ৫৯

সেই মন্ত্রের অর্থ হইতেছে—হস্তের দ্বারা বাহাকে বাহাকে স্পর্শ করিবে, বাহাকে
বাহাকে চক্ষুঃ দ্বারা দর্শন করিবে । যদি সে সকলে ইন্দ্রতুল্য হয়, তবেও সে আমার
বশ্য প্রাপ্ত হইবে । ৬০

অপকালে জিহ্বাকে কর্পূর যুক্ত করিবে । যেহেতু কর্পূরাঢ্যা সদা জিহ্বা কর্তব্য্যা
অপকর্মণি অর্থাৎ অপকর্মে জিহ্বাকে সর্বদা কর্পূর যুক্ত করিবে—এই বিশ্বসারতন্ত্রের
বচন আছে । এই বচনটি কাম্য অপ-বিষয়ক, ইহাই তত্ত্ব । সেই কালিকার নৈবেদ্য

তন্নৈবেদ্যং শিষ্টৈভ্যো। দত্তা কিঞ্চিৎ স্বীকৃত্য যদ্বোদকং পীত্বা নির্মালাং শিরসা
বিধৃত্য^১ ত্রৈলোক্যং বশীকৃত্য। ৬১

অস্ত পুরস্চরণং লক্ষ্ময়-জপঃ। যথা কালীতন্ত্রে—

লক্ষ্মেমেকং জপেন্ মন্ত্রং হবিষ্যাদী দিবা শুচিঃ।

রাত্রৌ তাম্বুল-পূর্ণাস্ত্রঃ শয্যায়াং লক্ষ্মমানতঃ। ৬২

ব্যবস্থামাহ স্বতন্ত্র-তন্ত্রে—

দিবা লক্ষং শুচিভূত্বা হবিষ্যাদী জপেন্নরঃ।

ততস্ত্ব তদদশাংশেন হোময়েদ্ হবিষা প্রিয়ে^২ !। ৬৩

তেন যাবতা কালেন সিধ্যতি, তাবতা দিবা লক্ষং জপ্ত্বা দিবৈব তদদশাংশং
জুহুয়াৎ। ততঃ পরং যাবতা সিধ্যতি, তাবতা রাত্রৌ শয্যায়াং তাম্বুলপূর্ণাস্ত্রো
লক্ষং জপ্ত্বা রাত্রাবেব তদদশাংশং জুহুয়াদিত্যর্থঃ। অত্রাঙ্গস্ত কালান্তরমাহ
নীলসারস্বতে (৬৪)—

নিজ ভক্ত ব্যক্তিগণকে দিয়া, নিজে কিছু গ্রহণ করিয়া, যদ্বোদক পান করিয়া, নির্মালা
মস্তকে ধারণ করিয়া যথেষ্টভাবে বিচরণ করিবেন। তাহার পর মূলের দ্বারা ১০৮ বার
অভিমন্ত্রিত পুষ্প চন্দন ধারণ করিয়া ত্রৈলোক্যকে বশ করিতে পারিবেন। ৬১

এই মন্ত্রের পুরস্চরণ লক্ষময় জপ। যেমন কালীতন্ত্রে বলিয়াছেন—এক লক্ষ মন্ত্র
জপ করিবে। হবিষ্যাদী ও শুচি হইয়া দিবাতে এক লক্ষ মন্ত্র জপ করিবে। রাত্রিতে
শয্যায় মুখে তাম্বুলপূর্ণ করিয়া লক্ষ পরিমাণ জপ করিবে। ৬২

স্বতন্ত্রতন্ত্রে ব্যবস্থা বলিতেছেন—মানব হবিষ্যাদী ও শুচি হইয়া দিবাতে লক্ষ
মন্ত্র জপ করিবে। হে প্রিয়ে। তাহার পর যত্নের দ্বারা তাহার দশাংশ হোম
করিবে। ৬৩

তাহাতে যাবৎ কালে সিদ্ধি হইবে, তাবৎ দিবাতে লক্ষ মন্ত্র জপ করিয়া দিবাতেই
তাহার দশাংশ হোম করিবে। তাহার পর যে পরিমাণ কালে সিদ্ধি হয়, সেই
পরিমাণ কালে শয্যায় মুখে তাম্বুল পুরিয়া লক্ষ মন্ত্র জপ করিয়া রাত্রিতেই অপেক্ষ
দশাংশ হোম করিবে, এই অর্থ হয়। এখানে নীলসারস্বতে তর্পণাদি অনেক অস্ত কাল
বলিতেছেন (৬৪)—

১। স্ব—বিধৃত্য ভগ্নেচ্ছং বিধরেৎ। ততো মূলেনাস্ত্রোত্তর-শতাভিমন্ত্রিতং পুষ্প চন্দনং বিধৃত্য
ত্রৈলোক্যং। ২। স্ব—প্রিয়ে। অত্রাঙ্গস্য কালান্তরমাহ।

লক্ষমেকং অপেশদ্বং হবিষ্যাদী দিবা শুচিঃ ।

অশুচিশ্চ তথা রাত্ৰৌ লক্ষমেকং তথৈব চ ।

দশাংশং হোময়েন্ মন্ত্রী তপ'য়েদভিষেচয়েৎ' ৬৫

কুমারীকল্পেহপি— লক্ষমেকং অপেদ্ বিজ্ঞাং হবিষ্যাদী দিবা শুচিঃ ।

রাত্ৰৌ তাম্বুল-পুরাশ্চ শয্যায়াং লক্ষ-মানতঃ' ৬৬

এবং লক্ষ-দ্বয়ং জপ্ত্বা তদদশাংশেন মন্ত্রবিৎ ।

অযুতং হোময়েদ্ দেবি । দিবা-রাত্রি-বিভেদতঃ ৬৭

তেন দিবারাত্ৰৌ লক্ষ-দ্বয়ং জপ্ত্বা পশ্চাদ্ দিবারাত্ৰৌ দশাংশং জুহুয়াদিতি বিষয়-বিভাগঃ । দক্ষিণা তু^৩ কল্পদ্বয়ে লক্ষদ্বয় জপাযুতদ্বয়-হোম-তপ'ণাত্তনস্তর-মেব । এতেন যাবৎসু দিনেষু শুচিনা লক্ষং দিবা জপ্তব্যম্, তাবৎশ্বেবাহ-শুচিনা রাত্ৰৌ লক্ষং জপ্তব্যমিত্যেকাহোরাত্রে তাম্বুল-ভক্ষণেন হবিষ্যাদ্ভক্ষণস্ত-বিরোধোহপি নিরস্তঃ^৪ ইতি । এবঞ্চ তপ'ণাত্তনমপি দিবারাত্ৰৌ কর্তব্যমেকত্র

শুচি, হবিষ্যাদী ব্যক্তি দিবাতে এক লক্ষ মন্ত্র জপ করিবে । অশুচি হইয়া রাত্রিতে সেইরূপ এক লক্ষ মন্ত্র জপ করিবে । মন্ত্রজ সাধক সেইরূপ জপের দশাংশ হোম করিবে, তপ'ন করিবে, অভিষেক করিবে । ৬৫

কুমারীকল্পেও বলিয়াছেন—হবিষ্যাদী ও শুচি হইয়া দিবাতে এক লক্ষ বিজ্ঞা জপ করিবে । রাত্রিতে শয্যায়াং তাম্বুল মুখে পুরিয়া এক লক্ষ জপ করিবে । ৬৬

হে দেবি । মন্ত্রবিৎ সাধক দিবা রাত্রি ভেদে এইরূপে দুই লক্ষ জপ করিয়া তাহার দশাংশ পরিমাণে অযুত হোম করিবে । ৬৭

তাহাতে দিবা রাত্রিতে দুই লক্ষ জপ করিয়া পরে দিবা ও রাত্রিতে অপের দশাংশ হোম করিবে—এইরূপ বিষয় বিভাগ হয় । দক্ষিণা দুই কল্পে কিন্তু লক্ষদ্বয় জপ, অযুত-দ্বয় হোম ও তপ'নাদির অনস্তর হইবে । ইহা দ্বারা যতদিন শুচি ব্যক্তি দিবাতে লক্ষ-মন্ত্র জপ করিবে, ততদিন রাত্রিতে অশুচি ব্যক্তি লক্ষ মন্ত্র জপ করিবে । এইজন্য এক অহোরাত্রে তাম্বুল ভক্ষণের সহিত হবিষ্যাদ্ভক্ষণের বিরোধও নিরস্ত হইল ; যেহেতু এক কালে হবিষ্যাদ্ভক্ষণ ও তাম্বুল ভক্ষণের প্রাপ্তি হয় নাই । এইরূপ

১। খ—অভিষেচয়েৎ । ইতি সাক্ষ্যদারিকাঃ । বস্তুতস্তু কুমারীকল্পে । ২। খ—লক্ষমানতা ।

বা যুদ্ধকক্ স্তম্ভকর্মান পরিধায় ততো মন্ত্রী বাগভূমি মণ্যবিশেৎ মন্ত্যচমনম্ । ৩। খ—দক্ষিণা তু

লক্ষদ্বয়..... ৪। খ - নিরস্ত ইতি রহস্যার্থঃ । অত্রৈব বোধ্যম্ বিপ্রাশাং ।

দৃষ্টাদিতি বা কল্পঃ । অত্রৈদং বোধ্যং বিভাগাং দিবা লক্ষ-অপমাত্রৈর্নৈব
পুরস্চরণং সিধ্যতি । যথা ফেংকারীয়ে (৬৮)—

দ্বিজাতীনাঞ্চ সর্বেষাং দিবা বিধিরিচ্ছেদ্যতে ।

শূদ্রাণাঞ্চ তথা প্রোক্তং রাত্রাবিষ্টং মহাফলম্ । ইতি ॥ ৬৯

কালীরহস্তোহপি—দিবৈব প্রজপেন্ মন্ত্রং লক্ষমেকং শুচির্দ্বিজঃ^১ ॥ ৭০

রাত্রিঅপে কালনিয়মস্ত মুণ্ডমালাতন্ত্রে —

গতে তু প্রথমে যামে তৃতীয়-প্রহরাবধি ।

নিশায়ান্ত প্রজপ্তব্যং রাত্রিশেষে অপেন্ ন তু । ৭১

অথ মন্ত্রভেদাঃ—বর্গাণ্যং বহি-সংযুক্তং রতি-বিন্দু বিভূষিতম্ ।

একাক্ষরো মহামন্ত্রঃ সর্বকাম-ফলপ্রদঃ ।

ত্রিগুণা তু বিশেষেণ সর্বশাস্ত্র-প্রবোধিনী । ১

কালিকাশ্রুতৌ—অথাহ সর্বাং বিভাগং প্রথমমেকং দ্বয়ং ত্রয়ং বা নামপুটিতং
কৃষা যো অপেং গতিস্তস্মাস্তীতি নাশ্রুতৌ গতিঃ ও সত্যং তৎ সৎ ।

তর্পণাদি অঙ্গও দিবা ও রাত্রিতে কর্তব্য । যেহেতু একত্র উহা দৃষ্ট হইয়াছে । এইরূপ বা
কল্প । এ স্থলে ইহা জ্ঞাতব্য যে, ব্রাহ্মণগণের দিবাতে লক্ষ মন্ত্র অপের দ্বারাই পুরস্চরণ সিদ্ধ
হয় । যেমন ফেংকারীয়ে তন্ত্রে বলিয়াছেন (৬৭)—

এ স্থলে সমস্ত দ্বিজাঙ্গিণের দিবাবিধি কথিত হইয়াছে । শূদ্রগণের সেইরূপ রাত্রি
বিধি কথিত হইয়াছে । ইহাতে ইষ্ট মহাফল হয় । ৬৯

কালীরহস্তোও বলিয়াছেন - শুচি বিপ্র দিবাতেই এক লক্ষ মন্ত্র জপ করিবেন । ৭০

মুণ্ডমালাতন্ত্রে রাত্রিঅপে কাল নিয়ম বলিয়াছেন—রাত্রির প্রথম প্রহর গত হইলে
তৃতীয় প্রহর পর্যন্ত রাত্রিতে জপ করিবে, রাত্রিশেষে কিন্তু জপ করিবে না । ৭১

অনন্তর কালীর বিভিন্ন মন্ত্র কথিত হইতেছে । বর্গের আদিবর্ণ ক বহি রকারে স্থিত
হইয়া রতি টি ও বিন্দু দ্বারা ভূষিত হইলে সর্বকাম্য ফলপ্রদ হয় । উহা বিশেষভাবে
ত্রিগুণিত হইলে সর্বশাস্ত্র প্রবোধিনী হইয়া থাকে । ১

কালিকোপনিষদে বলিয়াছেন—অনন্তর সমস্ত পূর্বোক্ত বিভাগকে একটি, দুইটি বা
তিনটি নাম পুটিত করিয়া যে জপ করে, তাহার গতি (ফল) আছে, অন্তের গতি

অথ গুরুং পরিতোষ্য গৃহীয়ায়ত্ত্বরাজকম্ । গুরুস্তমপি শিষ্যায় সংকুলীনায়া
 বিজ্ঞায়ুক্তায় শুদ্ধাববে ত্রিঘ্নং স্পৃষ্ট্বা স্বয়ং পরিপূজ্য নিশায়াং নিহবে একাকী
 শিবগৃহে লক্ষং তদর্কং বা জপ্ত্বা দত্ত্বাৎ । ৩ সত্যং তৎসং । নাশ্চপ্রকারেণ
 সিদ্ধির্ভবতীহ বৈ কালিকামনোৰ্বা^১ তারায়াত্রিপূরামনোৰ্বা^২ সৰ্বশ্চ দুৰ্গামনোৰ্বা^৩
 ইত্যোম্ শিবং ৩ তৎসদিত্তি । ২

সৰ্বাং বিজ্ঞামিতি পূৰ্বোক্ত-বিজ্ঞামিত্যর্থঃ । তস্তাঃ প্রথমবীজং বা বীজদ্বয়ং বা
 বীজত্রয়ং বা একেন বীজেন দ্বাভ্যাং ত্রিভির্বা পুটিতং নাম^৪ বা জপেদিত্যর্থঃ ।
 তথা চ মহাস্তবে — প্রত্যেকং বা দ্বয়ং বা ত্রয়মপি চ পরং বীজমত্যন্তগুহম্ ।

তন্নাম্না যোজয়িত্বা ইত্যুক্তম্ । ৩

কালীতন্ত্রে চ — কামাক্ষরং বহিসংস্থং ইন্দ্রিরা-নাদ-বিন্দুভিঃ ।

মন্ত্ররাজমিদং খ্যাতং দুর্লভং পাপ-চেতসাম্ । ৪

মূলভা শুভদা ভক্ত্যা সাধকানাং মহাত্মনাম্ ।

ত্রিগুণা তু বিশেষেণ সৰ্বশাস্ত্র-প্রবোধিকা ।

নাই। ইহা, ইহা সত্য। ইহাই সেই সৎ ব্রহ্ম। অনন্তর গুরুকে সন্তুষ্ট করিয়া মন্ত্ররাজকে
 গ্রহণ করিবে। গুরু সেই সংকুলীন বিদ্বান্ গুরুষু নিহব (অবিশ্বাসী) শিষ্যকেও
 ত্রীকে স্পর্শ করিয়া স্বয়ং উত্তমরূপে পূজা করিয়া রাত্রিতে একাকী শিবগৃহে লক্ষ বা
 তদর্ক মন্ত্র জপ করিয়া দিবেন। ইহা সত্য, ইহা সেই সৎ ব্রহ্ম। ইহা লোকে কালিকা-
 মন্ত্রের, তারামন্ত্রের বা সমস্ত দুৰ্গামন্ত্রের অন্য প্রকারে সিদ্ধি হয় না। ইহা শিব। ইহা
 সেই সৎ ব্রহ্ম। ২

সৰ্ববিজ্ঞাং অর্থ—পূৰ্বোক্ত বিজ্ঞা। তাহার প্রথমবীজ বা বীজদ্বয় বা বীজত্রয়।
 একটি বীজের দ্বারা বা দুইটি বীজের দ্বারা বা তিনটি বীজের দ্বারা পুটিত কালী নাম
 জপ করে—এই অর্থ। মহাস্তবে তাহাই বলিয়াছেন—প্রত্যেক বীজ, দুইটি বীজ বা
 তিনটি বীজ অত্যন্ত গুহ। উহা তোমার নামের সহিত যোগ করিয়া যে জপ করে,
 ইহা উক্ত হইয়াছে। ৩

কালীতন্ত্রেও বলিয়াছেন—কামাক্ষর ককার বহি রকারে সংস্থিত হইয়া ইন্দ্রিরা,
 চতুৰ্থ অর ঙ্কার ও বিন্দুর সহিত যুক্ত হইলে ইহা মন্ত্ররাজ বলিয়া প্রখ্যাত হইয়াছে।
 এই বিজ্ঞা পাপচেতাঃ ব্যক্তিগণের দুর্লভ। ৪

ইহা মহাত্মা সাধকগণের ভক্তি দ্বারা মূলভা ও শুভপ্রদা। উহা ত্রিগুণিতা হইলে

অনয়া সদৃশী বিত্তা ন হি সারস্বত-প্রদা । ৫

আকর্ষণ-বশীকার-মারণোচ্চাটনং তথা ।

শাস্তি-পুষ্ট্যাদি-কর্মাণি সাধয়েদনয়াহচিরাৎ । ৬

কিং কৰ্ত্তব্যমনেনাপি^১ বণিতুং নৈব শক্যতে ।

জিহ্বা-কোটি সহস্রৈশ্চ বক্ত -কোটিশতৈরপি । ৭

অনয়া সদৃশী বিত্তা অনয়া সদৃশো জপঃ ।

অনয়া সদৃশং জ্ঞানং ন ভূতং ন ভবিষ্যতি^২ । ৮

ইন্দ্রিরা চতুর্থস্বরঃ । অনয়োঃ - একাক্ষর-দ্ব্যক্ষরয়োঃ । করাদ্রশ্যাসৌ দীর্ঘ-
ষট্‌ক-যুতেনাত্তবীজেনৈব, ন তু মায়াবীজেনাপি । যথা বীরতন্ত্রে (৯)—

দীর্ঘ-ষট্‌ক-যুতাদ্যেন প্রণবাদ্যেন কল্পয়েৎ ।

ষড়ঙ্গানি মনোরম্য জাতি যুক্তেন দেশিকঃ । ১০

জাতিশ্চ হৃদয়াদিকমিতি । তেন ক্রা^৩ হৃদয়ায় নমঃ ইত্যাদি প্রয়োজ্য-
মিতি । ধ্যানস্ত কুলচূড়ামণ্যুক্তং পূর্ণানন্দ-ধৃতম্ । যথা (১১)—

বিশেষভাবে সর্বশাস্ত্রের প্রবোধ-জনিকা হইয়া থাকে । এই বিত্তার সদৃশ সারস্বত প্রদা
বিত্তা আর নাই । এই বিত্তা দ্বারা অচিরেই আকর্ষণ, বশীকরণ, মারণ, উচ্চাটন, শাস্তি ও
পুষ্ট্যাদি কর সাধিত হইয়া থাকে । ৫-৬

এই বিত্তা দ্বারা কি করা যায়, তাহা কোটি সহস্র জিহ্বা দ্বারা কোটি শত মুখ-দ্বারাও
বর্ণনা করিতে পারা যায় না । ৭

এই বিত্তার সদৃশ বিত্তা, এই বিত্তার জপ সদৃশ জপ, এই বিত্তার জ্ঞান সদৃশ জ্ঞান হয়
নাই, হইবেও না । ৮

ইন্দ্রিরা—চতুর্থ স্বর ঙ্গ । এই একাক্ষর ও দ্ব্যক্ষর মন্ত্রের দীর্ঘ ষট্‌ক (আ ঙ্গ উ ঐ ঔ
অং) যুক্ত আত্ম বীজের দ্বারাই করন্তাস ও অকন্তাস হইবে । মায়াবীজের দ্বারা হইবে
না । যেমন বীরতন্ত্রে বলিয়াছেন (৯)—

দেশিক সাধক এই মন্ত্রের প্রণবাদি দীর্ঘ ষট্‌ক যুক্ত ও জাতি (নমঃ, বাহাদি)
যুক্ত আত্ম ক্রীং বীজের দ্বারা এই মন্ত্রের ষড়ঙ্গত্ব করিবে । ১০

জাতি—নমঃ বাহাদি । তাহাতে ক্রাং হৃদয়ায় নমঃ ইত্যাদি মন্ত্রই প্রয়োজ্য ।
পূর্ণানন্দ ধৃত কুলচূড়ামণিতত্ত্বোক্ত ধ্যান করিবে । সেই ধ্যানের অর্থ যথা । (১১)—

ধ্যায়ৈং করালান্ধ্র-দংষ্ট্রাং নীল-রক্ত-বিলোচনাম্ ।
 ক্ষুরচ্ছব-করশ্রেণী-কৃত-কাঞ্চীং দিগধরীম্ । ১২
 বীরাসন-সমাসীনাং মহাকালোপরি স্থিতাম্ ।
 শ্রুতিমূল-সমাকীর্ণ-মুক্ধীং চণ্ডনাদিনীম্ ॥ ১৩
 মুণ্ডমালা-গলদ-রক্ত-চর্চিতাং পীবর-স্তনীম্ ।
 মদিরা-মোদিতাঙ্কল-কম্পিতাখিল-মেদিনীম্ ॥ ১৪
 বামে করে খড়্গা-মুণ্ড-ধারিণীং দক্ষিণে করে ।
 বরাভয়যুতাং ঘোর-বদনাং লোল-জিহ্বিকাম্ ॥ ১৫
 শকুন্ত-পক্ষ-সংযুক্ত-বাণকর্ণ-বিভূষিতাম্ ।
 শিবাভির্ঘোর-রাবাত্তিঃ সেবিতাং প্রলয়োদিতাম্ ॥ ১৬
 চণ্ডহাস-চণ্ডনাদ চণ্ডাফালৈশ্চ ভৈরবীম্ ।
 গৃহীত্বা নর-বক্ষালং জয়শব্দ-পরায়ণৈঃ ॥ ১৭
 শিরসাখিল সিদ্ধৌষ-মুনিভিঃ সেবিতাং পরাম্ ।
 এবং তাং কালিকাং ধ্যাত্বা পূজয়েৎ কুলনায়কঃ ॥ ১৮

করালবদনা, করালদংষ্ট্রা, নীলবর্ণা, রক্তলোচনা, উজ্জস শব্দন্ত সমূহে কৃত্য কালী-
 ধারিণী, দিগধরী, বীরাসনে সমাসীনা, মহাকালের উপরে স্থিতা, কর্ণমূল পর্যন্ত বিভূত
 মুক্ধ-ধারিণী, চণ্ডনাদিনী মুণ্ডমালা ক্ষরিত রক্তের দ্বারা চর্চিতা, পীবর-স্তনী, মদিরা
 দ্বারা আমোহ অনিত আফালনের দ্বারা অখিলমেদিনী কম্পিতকারিণী, বামকরে
 খড়্গা ও মুণ্ড ধারিণী, দক্ষিণ করে বর ও অভয় মুদ্রাধারিণী, ঘোরবদনা, লোল-
 জিহ্বিকা, শকুন্ত পক্ষ সংযুক্ত বাণের দ্বারা বামকর্ণ বিভূষিতা, ঘোররাবকারী শিবাগণ
 কর্তৃক সেবিতা, প্রলয়ের দ্বায় উদিতা, মন্তকে নরবক্ষাল লইয়া চণ্ডহাস, চণ্ডনাদ ও
 প্রচণ্ড আফাল (আফালনের) দ্বারা ভৈরবী, জয় জয় শব্দকারী অখিল সিদ্ধৌষ ও
 মুনিগণ কর্তৃক সেবিতা সেই পরা কালিকাকে কুলনায়ক এইরূপ ধ্যান করিয়া পূজা
 করিবেন। ১৭-১৮

বিবৃতি। তন্ত্রসারের কোন্ কোন্ পুস্তকে একাক্ষর মন্ত্রের সিদ্ধেশ্বরতত্ত্বোক্ত
 এইরূপ ধ্যান দেখা যায়—শব্দরূপে মহাভীমাং ঘোরাদংষ্ট্রাং বরপ্রদাম্। হস্তযুতাং
 ত্রিনেত্রাং কপাল-কত্রিকা-করাম্। মুক্তকেশীং ললজিহ্বাং পিবতীং কধিরং মুহঃ।
 চতুর্বাহুতাং দেবীং বরাভয়-করাং শ্রয়েৎ। কালীপূজা পদ্ধতিতে এই ধ্যান দেখা
 যায়। ১৮

অন্যং সৰ্বং পূৰ্ববৎ । অনয়োঃ পুরস্চরণং লক্ষ্যমঃ * । যথা সিদ্ধেশ্বরতন্ত্রে (১১)

এবং ধ্যাওয়া অপেন্ মন্ত্রং লক্ষ্যমেকং বিধানতঃ ।

তদশাংশং বিধানেন হোময়েৎ সাধকোত্তমঃ । ইতি । ২০

অথ মন্ত্ৰান্তরম্

কালীতন্ত্রে— অথাতঃ সংপ্রবক্ষ্যামি মন্ত্রং কল্পদ্রুমং পরম্ ।

যেন অপ্তেন বিধিবৎ সিদ্ধয়োহষ্ট ভবন্তি হি । ২১

যস্য স্মরণমাত্রেণ পলায়ন্তে মহাপদঃ ।

বৃহস্পতি-সমো বাগ্মী ধনৈর্ধনপতির্ভবেৎ । ২২

কামতুল্যশ্চ নারীগাং রিপুগাং স যমোপমঃ ।

তস্য পাদান্বজ্জ-দ্বন্দ্বং রাজ্ঞাং কিরীট ভূষণম্ ।

তস্য ভূতিং বিলোক্যৈব কুবেরোহপি তিরস্কৃতঃ । ২৩

অন্যত্র সমস্তই পূর্ববৎ । এই একাক্ষর ও দ্ব্যক্ষর মন্ত্রের পুরস্চরণ লক্ষ মন্ত্র জপ । যেমন সিদ্ধেশ্বরতন্ত্রে বলিয়াছেন (১১)—

এইরূপ ধ্যান করিয়া যথাবিধানে এক লক্ষ মন্ত্র জপ করিবে । সাধক শ্রেষ্ঠ যথা বিধানে অপের দশাংশ হোম করিবেন । ২০

অনন্তর কালিকার মন্ত্ৰান্তর কথিত হইতেছে । কালীতন্ত্রে বলিয়াছেন—যে মন্ত্র বিধিপূর্বক জপ্ত হইলে অষ্ট সিদ্ধি হয়, অনন্তর এই সিদ্ধি লাভের জন্য শ্রেষ্ঠ কল্পদ্রুম সদৃশ মন্ত্র বলিবে । ২১

যে বিচার স্মরণমাত্রে মহা আপদসমূহ পলায়ন করে, বৃহস্পতি সমান বাগ্মী হয়, ধনসমূহের দ্বারা ধনপতি হয় ও নারীগণের নিকট কামতুল্য হয়, শত্রুগণের নিকট সে যমের তুল্য হয়, তাঁহার পাদপদ্মদ্বয় রাজন্যবৃন্দের কিরীটের ভূষণ, তাঁহার ঐশ্বর্য দেখিয়া কুবেরও তিরস্কৃত হন । ২২-২৩

* ক পদ্যকে চারমর্তিরিত্তয়া লিখিতঃ—তন্ত্রে—শৃংগু দেবি । প্রবক্ষ্যামি একাক্ষরমনুং প্রিয়ে । । যস্য বিজ্ঞানমাত্রেণ জীবন্মুক্তস্তু সাধকঃ ॥ গৃহ্যাদ্ গৃহ্যতরো মন্ত্রো ন দেয়ঃ প্রাপ-সংশয়ে । সান্তাদি-বহিঃসারূঢ়ং সযোতর-দৃগবিতম্ ॥ চন্দ্রাবিন্দু-সমাবৃত্তং গৃহ্যাদ্ গৃহ্যতরং শ্মৃতম্ । ধ্যানং শৃংগু বরারোহে । সাধকানাং সুখাবহম্ ॥ শব্দারূঢ়াং মহাভীমাং ঘোরদংষ্ট্রাং ভয়প্রদাম্ । হাস্যবৃত্তাং ত্রিনেত্রাণ্ড কপালকটিকাকরাম্ ॥ মূর্তবেশীং ললিতবদনাং শিবস্তীং ত্রুধিরং ধিবঃ । চতুর্বাহু-খুতাং দেবীং বরাভয়করাং শ্ময়েৎ ॥ তস্যাঃ পূজাদিকং দাক্ষিণ্যং । তদন্তঃ তঠৈব—অধিন্যাসং পূজনং দেহ্যান্তু পূর্ববৎ ভবেৎ । পুরস্চরণং লক্ষমঃ । তদন্তঃ তঠৈব— ১। ৫—প্রকারান্তরম্ ।

তন্ত্ৰৈব জননী যন্তা পিতা তন্ত্ৰ পুরোত্তমঃ ।

সম্প্রদায়বিদ্যাং বক্তৃদ্য য এনাং বেত্তি তত্ত্বতঃ । ২৪

মায়াশব্দঃ কূর্চযুগ মমৈন্দ্রাস্তং মাদন-ত্রয়ম্ ।

মায়া-বিন্দীশ্বর-যুতং দক্ষিণে । কালিকে । পদম্ । ২৫

সংহার-ক্রম-যোগেন বীজ-সপ্তকমুকরেৎ ।

একবিংশত্যক্ষরাত্যস্তারাত্ত্বঃ কালিকা-মন্ত্রঃ^১ । ২৬

তেন ও হ্রীং হ্রীং হ্রীং হ্রীং ক্রীং ক্রীং ক্রীং দক্ষিণে । কালিকে । ক্রীং ক্রীং
ক্রীং হ্রীং হ্রীং হ্রীং হ্রীং । ইতি সিদ্ধম্ । ২৭

পূর্বোক্ত-মন্ত্রবৎ কুর্যাৎ সর্বাং পূজাং বিচক্ষণঃ ।

স্বাহাস্তশ্চ ত্রয়োবিংশত্যক্ষরো মন্ত্ররাজকঃ । ২৮

বিনা প্রণবং দেবেশি । দ্বাবিংশত্যক্ষরী ভবেৎ ।

বিংশত্যর্ণা মহাবিদ্যা স্বাহা-প্রণব-বর্জিতা ।

ধ্যান-পূজাদিকং সর্বং দক্ষিণাবতুপাচরেৎ । ২৯

যে ব্যক্তি সম্প্রদায়বিদ্য ব্যক্তিগণের মুখ হইতে এই বিদ্যা তত্ত্বতঃ জানে, তাঁহার জননী
যন্তা, তাঁহার পিতা পুরোত্তম । ২৪

দুইটি মায়া (হ্রীং হ্রীং) দুইটি কূর্চ (হ্রীং হ্রীং), মায়া (ঐ) বিন্দু ও ঐশ্বর (নাহ)
অর্থাৎ নাহবিন্দুবৃক্ক ঐন্দ্রাস্ত (লকার সমীপস্থ) মাদনত্রয় (ককারত্রয় অর্থাৎ ক্রীং ক্রীং
ক্রীং), দক্ষিণে কালিকে শব্দ তাহার পর সংহারক্রমে সাতটি বীজ উদ্ধার করিবে । উহা
তারাত্ত্ব (প্রণবাদি) হইবে । এই একবিংশতি অক্ষর যুক্ত মন্ত্রটি কালিকার মন্ত্র । ২৫-২৬

তাহাতে ও^১ হ্রীং হ্রীং হ্রীং হ্রীং ক্রীং ক্রীং ক্রীং দক্ষিণে কালিকে ক্রীং ক্রীং ক্রীং হ্রীং হ্রীং
হ্রীং হ্রীং—এই মন্ত্র সিদ্ধ হয় । ২৭

বিচক্ষণ সাধক পূর্বোক্ত প্রথম মন্ত্রের জ্ঞায় সমস্ত পূজা করিবে । এই মন্ত্র স্বাহা
হইলে ত্রয়োবিংশত্যক্ষর মন্ত্ররাজ হয় । ২৮

হে দেবেশি । প্রণব বিনা উহা দ্বাবিংশত্যক্ষরী বিদ্যা হয় । এই মন্ত্র স্বাহা ও প্রণববর্জিত
হইলে বিংশত্যক্ষরী বিদ্যা হয় । এই সকল বিদ্যার ধ্যান পূজাদি দক্ষিণা কালিকার জ্ঞায়
করিবে । ২৯

ইন্দ্রশ্য^১ লকারস্য সমীপমৈন্দ্রং রেকঃ, স এবান্তে যস্য তাদৃশং মাদনত্রয়ং
ককার-ত্রয়ম্ । মায়া চতুর্থ স্বরঃ । ঐশ্বরো নাদঃ^২ । তদ্বাস্তব্রে চ (৩০)—

মায়া-ক্রোধো ত্রয়ঃ কামা বহ্যাস্তে রতি-সংযুতাঃ ।

বিন্দুযুক্তা মহেশানি ! সম্বোধন-পদদ্বয়ম্ ।

সপ্ত বীজানি সংহারৈঃ স্বাহাস্তঃ প্রণবাদিকঃ । ইতি । ৩১

রতিশ্চতুর্থস্বরঃ । তথাচ প্রণবং মায়াদ্বয়ং কূর্চদ্বয়ং নিজবীজ-ত্রয়ং দক্ষিণে
কালিকে^৩ নিজবীজত্রয়ং কূর্চদ্বয়ং মায়াদ্বয়মিত্যেকবিংশত্যাকরী । অস্ত্যাঃ
পূজাদিকং সর্বং দক্ষিণাবৎ । পুরস্চরণস্ত লক্ষজপঃ । অয়ং মন্ত্রঃ স্বাহাস্তশ্চেৎ
ত্রয়োবিংশত্যাকরঃ । অয়স্ত প্রণবরহিতশ্চেদ্ দ্বাবিংশত্যাকরঃ । স্বাহা-প্রণব-
রহিতশ্চেদ্ বিংশত্যাকরঃ । এষাং^৪ একবিংশত্যাকরাदीনাং ধ্যান-পূজাদিকং
সর্বং দক্ষিণাবৎ । ৩২

ভৈরবতন্ত্রে—কালী-বীজ-দ্বয়ং দেবি ! দীর্ঘ-হুংকারমেব চ ।

ইন্দ্রের লকারের সমীপে যে বর্ণ থাকে, তাহাই ঐন্দ্র বর্ণ অর্থাৎ র, সেই রটি আছে
যে মাদনত্রয়ের, তাদৃশ মাদনত্রয় অর্থাৎ ককার ত্রয় । মায়া—চতুর্থস্বর ঐ । ঐশ্বর—
নাদ । তদ্বাস্তব্রেও বলিয়াছেন (৩০)—

হে মহেশানি ! মায়াদ্বয় ও ক্রোধবীজ দ্বয় (হুং হুং) ককার-ত্রয় বহ্যস্তা রকারাত্মা
রতি (ঐ) সংযুক্তা ও বিন্দুযুক্তা অর্থাৎ ক্রীং ক্রীং ক্রীং, দুইটি সম্বোধন পদ অর্থাৎ
দক্ষিণে কালিকে, সংহার ক্রমে সপ্তবীজ । তাহাতে পূর্বোক্ত একবিংশত্যাকর মন্ত্র হয় ।
ঐহা স্বাহাস্ত ও প্রণবাদি হয় । ৩১

রতি—চতুর্থ স্বর ঐ । তাহা হইলে প্রণব, মায়াদ্বয়, কূর্চদ্বয়, নিজবীজত্রয় (ক্রীং ক্রীং
ক্রীং) দক্ষিণে কালিকে নিজবীজ ত্রয়, কূর্চদ্বয় ও মায়াদ্বয় । ঐহা একবিংশত্যাকর মন্ত্র ।
এই মন্ত্রের পূজাদি সমস্তই দক্ষিণাকালীর স্থায় হইবে । পুরস্চরণ লক্ষজপ । এই মন্ত্র
যদি স্বাহাস্ত হয়, তবে তাহা ত্রয়োবিংশত্যাকর মন্ত্র হইবে । এই মন্ত্র যদি প্রণব রহিত
হয়, তবে দ্বাবিংশত্যাকর মন্ত্র হয় । স্বাহা ও প্রণবরহিত মন্ত্র হইলে বিংশত্যাকর মন্ত্র হয় ।
এই একবিংশত্যাকর প্রভৃতি মন্ত্রত্রয়ের ধ্যান পূজাদি সমস্তই দক্ষিণাকালীর স্থায়
হইবে । ৩২

কালীর মন্ত্রান্তর । ভৈরবতন্ত্রে বলিয়াছেন—হে দেবি । কালীর বীজদ্বয় ও দীর্ঘ

১। ঐ—ইন্দ্রস্য সমীপমৈন্দ্রং ইত্যাদি । ২। ঐ—নাদঃ ইত্যমন্তরং তথাচ প্রণবং মায়াদ্বয়ং ইত্যাদি ।

৩। ঐ—কালিকে নিজবীজ কূর্চদ্বয়ং ইত্যাদি । ৪। ঐ—এষাং একবিংশত্যাকরাदीনামিতি নান্তি ।

ত্ৰ্যক্ষরী সা মহাবিদ্যা চামুণ্ডা কালিকা স্মৃতা ॥ ৩৩

অস্তাঃ সৰ্বং দক্ষিণাবৎ ।

তন্ত্ৰে— অথ বক্ষ্যে মহাবিদ্যাং সিদ্ধবিদ্যাং মহোদয়াম্ ।

ভৈরবেণ পুরা প্রোক্তা কালীহৃদয়-সংজিতা ।

অস্তা জ্ঞান-প্রভাবেণ কলয়ামি জগজ্জয়ম্ ॥ ৩৪

প্রণবং পূর্বমুদ্রত্য হ্রল্লেক্ষা-বীজমুদ্বরেৎ ।

রতি-বীজং সমুদ্রত্য প-পঞ্চম-ভগাঘ্রিতম্ ।

ঐদ্বয়েন সমায়ুক্তা বিদ্যারাজ্ঞী প্রকীৰ্ত্তিতা ॥ ৩৫

রতিবীজং নিজবীজম্ । ও হ্রীং ক্রীং মে স্বাহা পাতু জ্ঞানুনা কালিকা
সদেতি ভৈরবতন্ত্র-কবচে তথাদর্শনাৎ । কালীকুলার্ণবেহপি রত্যাভ্যুত্থেন দ্বাবিংশ-
শতাক্ষর্য্যা বিবরণাৎ, রতিবীজং বীজমস্তা হ্রল্লেক্ষা শক্তিরুচ্যতে ইতি দর্শনাৎ ।
রত্যাভ্যা কালিকা পাতু দ্বাবিংশতাক্ষররূপিণীতি চামুণ্ডাতন্ত্রৈকবাক্যত্বাচ্চ ।
প-পঞ্চমো মকারঃ । ভগ একারঃ । ঐদ্বয়ং স্বাহা । তেন প্রণবঃ মায়াবীজং
নিজবীজং মে স্বাহা^১ । ও হ্রীং ক্রীং মে স্বাহা । ইতি সিদ্ধম্ । ৩৬

হুঁকার । ত্ৰ্যক্ষরী সেই মহাবিদ্যা চামুণ্ডা কালিকা বলিয়া কথিত হইয়াছে । ইহার
ধ্যান পূজা সমস্তই দক্ষিণাকালীর দ্বারা হইবে । ৩৩

কালীর মন্ত্রান্তর । তন্ত্ৰে বলিয়াছেন—অনন্তর মহা-অভ্যুদয়কারিণী সিদ্ধবিদ্যা
মহাবিদ্যা বলিব । এই কালীহৃদয় নামে প্রখ্যাতা বিদ্যা ভৈরব কর্তৃক পূর্বকালে কথিত
হইয়াছে । এই বিদ্যার জ্ঞান প্রভাবে আমি জগৎজয়কে পরিচালিত করি । ৩৪

প্রথমে প্রণবকে উদ্ধার করিয়া হ্রল্লেক্ষাবীজ (হ্রীং) উদ্ধার করিবে । পরে রতি বীজ
(ক্রীং) উদ্ধার করিয়া ভগ (এ) যুক্ত পবর্গের পঞ্চম মকারকে উদ্ধার করিবে । ইহা
ঐদ্বয়ের (স্বাহার) সহিত যুক্ত হইলে এই বিদ্যা বিদ্যারাজ্ঞী বলিয়া কীর্ত্তিতা হয় । ৩৫

রতিবীজ—নিজবীজ । যেহেতু “ও হ্রীং ক্রীং মে স্বাহা পাতু জ্ঞানুনা কালিকা
সদা” এই ভৈরব-তন্ত্রের কবচে তাহাই দেখা যায় । কালীকুলার্ণবেও রতিবীজাদিরূপে
দ্বাবিংশতাক্ষরী মন্ত্রের বিবরণ করায় “রতিবীজং বীজমস্তা হ্রল্লেক্ষা শক্তিরুচ্যতে” ইহা
দেখা যায় এবং “রত্যাভ্যা কালিকা পাতু দ্বাবিংশতাক্ষররূপিণী” অর্থাৎ রত্যাভ্যা দ্বাবিংশ-
শতাক্ষররূপিণী বিদ্যা আমাকে রক্ষা করুন—এই চামুণ্ডাতন্ত্র বচনের সহিত
একবাক্যতাও আছে । প-পঞ্চম—মকার । ভগ—একার । ঐদ্বয়—স্বাহা । তাহাতে

অত্র কেচিৎ—রতিঃ দীর্ঘোকারঃ। তস্য বীজং কারণং^১ হ্রস্বোকারন্তেন^২ ও হ্রী^৩। (৭) দ্বিতীয়স্বর-নাদ-বিন্দুযুক্ত-ককারদ্বয়ং মে স্বাহেতি মন্ত্র ইত্যুচ্চ্যত্ব, সম্প্রদায়-বিরোধাৎ। কবচ-বিরোধাচ্চ। ৩৭

অস্তু পূজাপ্রয়োগঃ। প্রাতঃকৃত্যাদি-প্রাণায়ামান্তঃ বিধায় ঋত্যাদিষ্ঠাসং কুর্যাৎ। যথা অস্তু মন্ত্রস্য তৈরব ঋষির্বিরাট্ ছন্দঃ সিদ্ধকালী ব্রহ্মরূপা ভুবনেশী দেবতা^৪ ক্রীং বীজং হ্রীং শক্তিঃ। ধ্যানস্ত (৩৮)—

খড়্গোদ্ভিগ্নেন্দু-খণ্ড-অবদম্বতরস-প্লাবিতাঙ্গী ত্রিনেত্রা

সব্যো পাণৌ কপালাদৃ^৫ গলদম্বজমথো মুক্তকেশী পিবন্তী।

দিগন্তা বদ্ধকাঙ্ক্ষী মণিময়-মুকুটাত্তৈর্যুতা দীপ্ত-জিহ্বা।

পায়ান্নীলোৎপলান্না রবি-শশি-বিলসৎ-কুন্তলালীঢ়-পাদা ॥ ৩৯

এবং ধ্যানত্বে দক্ষিণাবৎ সর্বং কার্যম্। পুরশ্চরণমেকবিংশতি-সহস্র-জপঃ। যথা কালীতন্ত্রে (৪০)—

এণব, মাম্মাবীজ, নিজবীজ (ক্রীং) মে স্বাহা। ইহাতে ও^৬ হ্রীং ক্রীং মে স্বাহা—এই মন্ত্র উদ্ধৃত হয়। ৩৬

এস্থলে কেহ কেহ এই মন্ত্র বলেন—রতি দীর্ঘ উকার, তাহার বীজ কারণ হ্রস্ব উকার, তাহাতে ও^৬ হ্রীং। দ্বিতীয় স্বর নাদবিন্দুযুক্ত ককার দ্বয় ও মে স্বাহা। তাহা ঠিক নহে; যেহেতু উহাতে সম্প্রদায় বিরোধ ও কবচ বিরোধ হয়। ৩৭

এই মন্ত্রের পূজা প্রয়োগ—প্রাতঃকৃত্যাদি হইতে প্রাণায়াম পর্যন্ত করিয়া ঋত্যাদি ঋাস করিবেন। যথা—অস্তু ত্রীসিদ্ধকালী-মন্ত্রস্য তৈরব ঋষির্বিরাট্ ছন্দঃ সিদ্ধকালী ব্রহ্মরূপা ভুবনেশী দেবতা ক্রীং বীজং হ্রীং শক্তিঃ সমাভীষ্টসিদ্ধার্থে বিনিয়োগঃ। এই মন্ত্রের ধ্যানের অর্থ (৩৮)—

খড়্গবিদারিত ইন্দুমণ্ডল হইতে বিগলিত অম্বতের রসে প্লাবিতাঙ্গী, ত্রিনেত্রা, বাম হস্ত ধৃত কপাল হইতে বিগলিত রক্ত পানকারিণী, মুক্তকেশী দিগ্বন্তা (নগ্না) কটিতটে বদ্ধ কাঙ্ক্ষী, মণিময় মুকুটধারিণী, প্রসারিত জিহ্বা, নীলোৎপলের স্থায় বর্ণবিশিষ্টা, সূর্য্য ও চন্দ্রের স্থায় শোভমান কুণ্ডল-ধারিণী আলীঢ় পদা দেবী আমাদিকে রক্ষা করুন। ৩৯

এইরূপ ধ্যান করিয়া দক্ষিণা কালিকার স্থায় সমস্ত করিবেন। এই মন্ত্রের পুরশ্চরণ একুইশ সহস্র মন্ত্র জপ। যেমন কালীতন্ত্রে বলিয়াছেন (৪০)—

১। খ—কারণমিতি নাস্তি। ২। খ—তেন ও হ্রীং মে স্বাহেতি মন্ত্রঃ। ৩। খ—দেবতা নিজবীজং বীজং লজ্জাবীজং শক্তিঃ। ৪। খ—কপালে।

জপেদ্ বিংশতি-সাহস্রং সহস্রকেন সংযুতম্ ।

হোময়েৎ তদন্যথাশেন যুহুপুস্পেণ মন্ত্রবিৎ ॥ ৪১

যুহুপুস্পং শিরীষাদি । প্রথমার্ঘ্যব-রজ ইতি কেচিৎ । (১) নিজবীজ-ত্রয়ং স্বাহা । (২) নিজবীজত্রয়ং ফটু স্বাহা । (৩) নিজবীজং কূর্চবীজং লজ্জা-বীজং পুনর্নিজং কূর্চং লজ্জা স্বাহা । এষাং ত্রয়াণাং ধ্যান-পূজাদিকং সর্বং দক্ষিণাবৎ । পুরশ্চরণস্তু মন্ত্রবর্ণসংখ্যা-লক্ষ-জপঃ । ৪২

বাগ্ভবঃ নমঃ নিজবীজত্রয়ং কালিকায়ৈ স্বাহা । যথা ভৈরবতন্ত্রে—

বাগ্ভবোহস্তাদিহৃদয়ং বহ্যাক্লটঃ প্রজাপতিঃ ।

দ্বিতীয়-স্বর-সংযুক্তো বিন্দু-খণ্ডেন্দু-সংযুতঃ ॥ ৪৩

অস্তাঃ^১ পূজায়াং বিশেষস্তু । দক্ষিণামূর্তিঋষিঃ পণ্ডিত্বিচ্ছন্দঃ কালিকা দেবতা । ধ্যানস্তু (৪৪)—

চতুর্ভুজা কৃষ্ণবর্ণা যুগ্মমালা-বিভূষিতা ।

খড়্গাঞ্চ দক্ষিণে পাণৌ বিভ্রতীন্দীবর-দ্বয়ম্ ॥ ৪৫

মন্ত্রবিৎ সাধক সহস্রের অধিক এক সংখ্যা যুক্ত বিংশতি সহস্র অর্থাৎ এক বিংশতি সহস্র মন্ত্র জপ করিবে, যুহুপুস্পের দ্বারা জপের দশাংশ হোম করিবে । ৪১

যুহুপুস্প—শিরীষাদি । কেহ বলেন—প্রথম আর্ঘ্যব রজঃ । (১) নিজ বীজত্রয় ও স্বাহা অর্থাৎ ক্রীং ক্রীং ক্রীং স্বাহা । (২) নিজবীজত্রয় ও ফটু স্বাহা অর্থাৎ ক্রীং ক্রীং ক্রীং ফটু স্বাহা । (৩) নিজবীজ, কূর্চবীজ, লজ্জাবীজ, পুনরাগ্নি নিজবীজ, কূর্চবীজ, লজ্জাবীজ ও স্বাহা—ক্রীং হুং হ্রীং ক্রাং হুং হ্রীং স্বাহা—এই তিনটি মন্ত্রের ধ্যান পূজাদি সমস্তই দক্ষিণা কালীর দ্বারা হইবে । পুরশ্চরণ কিন্তু মন্ত্রবর্ণের যত সংখ্যা, তত লক্ষ সংখ্যক মন্ত্র জপ । ৪২

বাগ্ভব, নমঃ নিজবীজত্রয় ও কালিকায়ৈ স্বাহা । যেমন ভৈরবতন্ত্রে বলিয়াছেন—এই মন্ত্রের আদিতে বাগ্ভব বীজ, তাহার পর হৃদয় নমঃ, তাহার পর বিন্দুখণ্ড ও চন্দ্র সংযুক্ত (২ যুক্ত) দ্বিতীয় স্বরবিশিষ্ট বহ্যাক্লট (রকারাক্রপ) প্রজাপতি (চক) অর্থাৎ ক্রীং ক্রীং বীজত্রয় তাহার পর কালিকায়ৈ স্বাহা । ৪৩

এই মন্ত্রের পূজায় বিশেষ হইতেছে—এই মন্ত্রের দক্ষিণামূর্তি ঋষি, পণ্ডিত্বিচ্ছন্দঃ কালিকা দেবতা । অন্যান্য সমস্ত পূর্ববৎ । ধ্যানের অর্থ হইতেছে (৪৪)—

চতুর্ভুজা, কৃষ্ণবর্ণা, যুগ্মমালার বিভূষিতা, দক্ষিণ হস্ত দুইটিতে খড়্গা ও ইন্দীবর

কর্জীক খর্পরকৈব ক্রমাৎ বামেন বিভ্রতী ।

ছাং লিখন্তীং জটামেকাং বিভ্রতী শিরসা দ্বয়ীম্ ॥ ৪৬

মুণ্ডমালাং পরাং শীর্ষে গ্রীবায়ামথ চাপরাম্ ।

বক্ষসা নাগহারকং বিভ্রতী রক্তলোচনা ॥ ৪৭

কৃষ্ণ-বস্ত্র-ধরা কট্যাং ব্যাঘ্রাজ্জিন-সমস্থিতা ।

বামপাদং শবহাদি সংস্থাপ্য দক্ষিণং পদম্ ॥ ৪৮

বিলাপ্য সিংহ-পৃষ্ঠে তু লেলিহানা শবং স্বয়ম্ ।

সাত্ত্বহাসা মহাঘোর-রাবমুক্তা স্মৃভীষণা^১ ॥ ৪৯

শীর্ষে পরাং গ্রীবায়ামপরামিতি মুণ্ডমালাদ্বয়ীং বিভ্রতীমিত্যর্থঃ । ইয়মেব “কালিকেতি সমাখ্যাতা হিমাচলকৃতাত্রয়ে”তি মার্কণ্ডেয়-পুরাণোক্তা কালিকা । পুরাণে তু ইয়মেবোগ্রতারেতু্যচ্যতে একজটেতি চ ইতি নক্ষত্রবিদ্যা-প্রকাশে বক্ষ্যতে । অস্ত্রাঃ সর্বমন্যদ দক্ষিণাবৎ । পুরশ্চরণস্ত লক্ষদ্বয়-জপঃ । ৫০

নিজবীজং মায়া-দ্বয়ং দক্ষিণে কালিকে স্বাহা । অস্ত্র সর্বং দক্ষিণাবৎ^২ । ৫১

(নীলোৎপল) দ্বয়-ধারিণী, বাম হস্তদ্বয়ে যথাক্রমে কর্জীকা ও খর্পর ধারিণী, মস্তকে বগনম্পর্শিনী একটি জটা ও অপর দুইটি জটাদারিণী, মস্তকে একটি শ্রেষ্ঠ মুণ্ডমালা ধারিণী, গ্রীবাতে অপর একটি মুণ্ডমালা ধারিণী, বক্ষে নাগহার ধারিণী, রক্তলোচনা, কৃষ্ণবস্ত্র পরিহিতা, কটিতে ব্যাঘ্রচর্ম যুক্তা, শবের হৃদয়ে বামপাদ স্থাপন করিয়া দক্ষিণপদ সিংহপৃষ্ঠে স্থাপন করিয়া স্বয়ং শবলেহন-কারিণী, সাত্ত্বহাস-কারিণী, মহাঘোর শব্দকারিণী স্মৃভীষণা দেবীকে ধ্যান করিবে । ৪৬-৪৯

শীর্ষে পরাং গ্রীবায়ামপরাম্—এই গ্রন্থের এই অর্থ—শীর্ষে একটি মুণ্ডমালা, গ্রীবাতে অপর একটি মুণ্ডমালা । ইনিই কালিকেতি সমাখ্যাতা হিমাচল-কৃতাত্রয়া—এই মার্কণ্ডেয় পুরাণোক্ত কালিকা । পুরাণে ইনি উগ্রভারা নামে কথিত হন, একজটা বলিয়াও কথিত হন । ইহা নক্ষত্র-বিদ্যা-প্রকাশে বলিব । এই মন্ত্রের অস্ত্র সমস্ত দক্ষিণা কালীর স্তায় করিবে । এই মন্ত্রের পুরশ্চরণ লক্ষদ্বয় জপ । ৫০

কালীর মন্ত্রান্তর । নিজবীজ (ক্রীং), মায়াদ্বয়, দক্ষিণ কালিকে স্বাহা অর্থাৎ ক্রীং হ্রীং হ্রীং দক্ষিণে কালিকে স্বাহা—এইটী একটি মন্ত্র । এই মন্ত্রের ধ্যান পূজাদি সমস্তই দক্ষিণ কালীর স্তায় কর্তব্য । ৫১

১। খ—স্মৃভীষণা । অস্ত্রং সর্বং দক্ষিণাবৎ । ২। খ—দক্ষিণাবৎ । বীজং মায়াযুগলকঃ । স্মৃভীজং নিজবীজং লজ্জা দক্ষিণে ।

(১) নিজবীজং মায়া-মুগ্ধঞ্চ (২) নিজবীজং কূৰ্চং লজ্জা দক্ষিণে কালিকে ফট্ । এতয়োৱপি সৰ্বং দক্ষিণাবদ্বিশেষাৎ ১ । ৫২

নিজবীজদ্বয়ং কূৰ্চদ্বয়ং লজ্জাদ্বয়ং দক্ষিণে কালিকে নিজবীজদ্বয়ং কূৰ্চদ্বয়ং লজ্জাদ্বয়ং স্বাহা । অস্তা দক্ষিণামূৰ্ত্তিঋষিঃ পণ্ডিত্বিহন্দঃ দক্ষিণ-কালিকা দেবতা । সৰ্বমশ্রুদ্ দক্ষিণাবৎ । ৫৩

ক্রীং হুং হ্রীং দক্ষিণে কালিকে স্বাহা । অস্তা দক্ষিণামূৰ্ত্তিঋষিঃ অনুষ্টুপ্-হন্দঃ দক্ষিণ-কালিকা দেবতা । ধ্যানং পূজাদিকং সৰ্বং দক্ষিণাবৎ । ৫৪

নিজবীজং স্বাহা । অস্তা ভৈরবঃ ঋষিরুষ্ণিকৃহন্দো দক্ষিণ-কালিকা দেবতা । সৰ্বমশ্রুদ্ দক্ষিণাবৎ । ৫৫

নিজবীজদ্বয়ং কূৰ্চদ্বয়ং লজ্জাদ্বয়ং স্বাহা । অস্তা সৰ্বং দক্ষিণাবৎ । ৫৬

কালীর মন্ত্ৰান্তর । (১) নিজবীজ ও মায়াদ্বয় অৰ্থাৎ ক্রীং হ্রীং হ্রীং—এই একটি মন্ত্ৰ । (২) নিজবীজ, কূৰ্চবীজ, লজ্জাবীজ, দক্ষিণে কালিকে ফট্ অৰ্থাৎ ক্রীং হুং হ্রীং দক্ষিণে কালিকে ফট্—এইটি আর একটি মন্ত্ৰ । বিশেষ না থাকায় এই উভয় মন্ত্ৰের ধ্যান পূজাদি সমস্ত দক্ষিণা কালীর শ্রায় কর্তব্য । ৫২

কালীর মন্ত্ৰান্তর । নিজবীজ দ্বয়, কূৰ্চবীজ দ্বয়, লজ্জাবীজ দ্বয় দক্ষিণে কালিকে নিজবীজ দ্বয়, কূৰ্চবীজ দ্বয়, লজ্জাবীজ দ্বয় স্বাহা অৰ্থাৎ ক্রীং ক্রীং হুং হুং হ্রীং হ্রীং, দক্ষিণে কালিকে ক্রীং ক্রীং হুং হুং হ্রীং হ্রীং স্বাহা—এইটি আর একটি কালীর মন্ত্ৰ । এই মন্ত্ৰের দক্ষিণামূৰ্ত্তি ঋষি, পণ্ডিত্বিহন্দঃ দক্ষিণ-কালিকা দেবতা । অস্ত সমস্তই দক্ষিণা কালীর শ্রায় কর্তব্য । ৫৩

কালীর মন্ত্ৰান্তর । ক্রীং হুং হ্রীং দক্ষিণে কালিকে স্বাহা । এই মন্ত্ৰের দক্ষিণামূৰ্ত্তি ঋষি, অনুষ্টুপ্-হন্দঃ, দক্ষিণ-কালিকা দেবতা । ইহার ধ্যান পূজাদি সমস্তই দক্ষিণ কালীর শ্রায় হইবে । ৫৪

কালীর মন্ত্ৰান্তর । নিজবীজ স্বাহা অৰ্থাৎ ক্রীং স্বাহা—এইটি আর একটি মন্ত্ৰ । এই মন্ত্ৰের ভৈরব ঋষি, উষ্ণিকৃ হন্দঃ, দক্ষিণ-কালিকা দেবতা । অস্ত সমস্তই দক্ষিণা কালীর শ্রায় কর্তব্য । ৫৫

কালীর মন্ত্ৰান্তর । নিজবীজদ্বয়, কূৰ্চদ্বয়, লজ্জাদ্বয় স্বাহা (ক্রীং ক্রীং হুং হুং হ্রীং হ্রীং স্বাহা)—এইটি একটি মন্ত্ৰ । এই মন্ত্ৰের সমস্তই দক্ষিণা কালীর শ্রায় কর্তব্য । ৫৬

নিজবীজং কূর্চং লজ্জা স্বাহা । অশ্রু পঞ্চবক্ত্রু ঋষিঃ । সর্বমশ্রুদ
দক্ষিণাবৎ । ৫৭

(১) নিজবীজ-ত্রয়ং কূর্চদ্বয়ং লজ্জাদ্বয়ং বহিঃজায়া (২) মূলবীজং দক্ষিণে
কালিকে বহিঃজায়া (৩) নিজবীজং কূর্চং মায়া পুনস্তানি স্বাহা (৪) মূলবীজ-
দ্বয়ং কূর্চদ্বয়ং লজ্জাদ্বয়ং পুনস্তান্যেব বহিঃজায়া (৫) নিজবীজ-ত্রয়ং লজ্জাদ্বয়ং
কূর্চদ্বয়ং পুনস্তান্যেব স্বাহা (৬) নমঃ বাগ্ভবং নিজবীজদ্বয়ং কালিকায়ৈ স্বাহা
(৭) নমঃ আঁ আঁ ক্রোঁ ক্রোঁ ৩ ফট্ স্বাহা কালিকে কালিকে কূর্চম্ ।
এতাসাং সর্বং দক্ষিণাবৎ । পুরশ্চরণস্ত লক্ষ জপঃ । ৫৮

মায়া কূর্চং ফট্ । অশ্রুপি সর্বং দক্ষিণাবৎ । এতাসাং প্রমাণস্ত বিশ্ব-
সারাদৌ । যথা বিশ্বসারে (৫৯)—

অথ পক্ষাক্ষরীং বিদ্যাং শৃণুয কমলাননে ! ।

কালীর মন্ত্রাস্তর । নিজবীজ, কূর্চবীজ, লজ্জাবীজ স্বাহা (ক্রীং হুং হ্রীং স্বাহা) এইটি
একটি মন্ত্র । এই মন্ত্রের পঞ্চবক্ত্রু ঋষি । অশ্রু সমস্তই দক্ষিণাকালীর শ্রায় কর্তব্য । ৫৭

কালীর অশ্রুঃ মন্ত্রাস্তর । (১) নিজবীজত্রয়, কূর্চদ্বয়, লজ্জাদ্বয়, বহিঃ-জায়া
অর্থাৎ ক্রীং ক্রীং ক্রীং হুং হুং হ্রীং হ্রীং স্বাহা—এই একটি মন্ত্র । (২) মূলবীজ, দক্ষিণে
কালিকে স্বাহা অর্থাৎ ক্রীং দক্ষিণে কালিকে স্বাহা—এইটি একটি মন্ত্র । (৩) নিজবীজ,
কূর্চ, মায়া, পুনরায় সেইগুলি ও স্বাহা অর্থাৎ ক্রীং হুং হ্রীং ক্রীং হুং হ্রীং স্বাহা—এইটি
আর একটি মন্ত্র (৪) নিজবীজদ্বয় কূর্চদ্বয়, লজ্জাদ্বয়, পুনরায় সেইগুলি ও বহিঃজায়া
অর্থাৎ ক্রী ক্রীং হুং হুং হ্রীং হ্রীং ক্রীং ক্রীং হুং হুং হ্রীং হ্রীং স্বাহা—এই একটি মন্ত্র (৫)
নিজ বীজত্রয়, লজ্জাদ্বয়, কূর্চদ্বয়, পুনরায় সেইগুলি ও স্বাহা অর্থাৎ ক্রীং ক্রীং ক্রীং হ্রীং
হ্রীং হুং হুং ক্রীং ক্রীং ক্রীং হ্রীং হ্রীং হুং হুং স্বাহা—এইটি একটি মন্ত্র । (৬) নমঃ, বাগ্ভব-
বীজ, নিজ বীজদ্বয়, কালিকায়ৈ স্বাহা—(নমঃ ঐং ক্রীং ক্রীং কালিকায়ৈ স্বাহা) এইটি
একটি মন্ত্র (৭) নমঃ আং আং ক্রোং ক্রোং ফট্ স্বাহা কালি কালিকে কূর্চ (হুং)
—এইটি একটি মন্ত্র । এই সমস্ত মন্ত্রের পূজা ধ্যান সমস্তই দক্ষিণ কালীর শ্রায়
করিবে । পুরশ্চরণ লক্ষ জপ । ৫৮

কালীর মন্ত্রাস্তর । মায়া, কূর্চ ফট্ অর্থাৎ হ্রীং হুং ফট্ । এইটি একটি মন্ত্র । এই
মন্ত্রেরও ধ্যান পূজাদি দক্ষিণা কালীর শ্রায় । ইহাদের প্রমাণ কিন্তু বিশ্বসারাদি তন্ত্রে
আছে । যেমন বিশ্বসারে বলিয়াছেন (৫৯)—

হে প্রিয়ে । হে কমলাননে । অনন্তর কালীর পক্ষাক্ষরী বিদ্যা শ্রবণ কর ।

প্রজাপতিঃ সমুদ্রত্যা বহ্যাক্রাটঃ ততঃ প্রিয়ে ! ॥ ৬০

চতুৰ্থ-স্বর-সংযুক্তং নাদ-বিন্দু-সমধিতম্ ।

বীজত্রয়ং ক্রমেণৈব তদন্তে বহ্নি-সুন্দরী ।

পক্ষাক্ষরী মহাবিদ্যা কথিতা পদ্ম-যোনিয়া ॥ ৬১

ষড়ক্ষরীং মহাকালীং বক্ষ্যামি শৃণু পার্বতি ! ॥

বীজত্রয়ং সমুদ্রত্যা অস্ত্রমস্ত্রং সমুদ্রেৎ ।

বহ্নিজায়াবধিঃ প্রোক্তা বিদ্যা ত্রৈলোক্য-মোহিনী ॥ ৬২

অষ্টাক্ষরী মহাবিদ্যা কথ্যতে পরমেশ্বরী ।

বীজত্রয়ং ক্রমেণৈব পুনর্বীজত্রয়ং সুধীঃ ।

স্বাহাস্তা কথিতা বিদ্যা চতুৰ্বর্গফল-প্রদা^১ ॥ ৬৩

বীজত্রয়মত্র সর্বপ্রথমোক্ত-দ্বাবিংশত্যক্ষর-মস্ত্রবীজ ত্রয়ম্ । নিজবীজ-
কূটবীজ-মায়া-বীজাত্মকং বোধ্যম্ । তন্ত্রসার-কারোহপ্যেবং বিবৃতবান । ৬৪

একাদশাক্ষরী বিদ্যা কথ্যতে শৃণু পার্বতি ! ।

বাগ্ভবং হৃদয়ং পশ্চাদ্ বহ্যাক্রাটং প্রজাপতিম্ ॥ ৬৫

হে প্রিয়ে । প্রজাপতিকে (ক) উদ্ধার করিয়া বহ্যাক্রাট, চতুৰ্থ স্বর সংযুক্ত, নাদবিন্দু-
বিভূষিত কর । ক্রমে ক্রমে তিনটি বীজ ও তাহার অন্তে বহ্নি সুন্দরী স্বাহা
দিলে পক্ষাক্ষরী বিদ্যা হয় । পদ্মযোনি ব্রহ্মা কর্তৃক এই পক্ষাক্ষরী বিদ্যা কথিত
হইয়াছে । ৬০-৬১

হে পার্বতি ! ষড়ক্ষরী মহাকালীকে বলিতেছি, শ্রবণ কর । বীজত্রয় উদ্ধার
করিয়া অস্ত্র মস্ত্র (ফট্) উদ্ধার করিবে । উহা বহ্নিজায়া হইবে । এই ত্রৈলোক্য-
মোহিনী ষড়ক্ষরী বিদ্যা কথিত হইয়াছে । ৬২

হে পরমেশ্বরী ! অষ্টাক্ষরী মহাবিদ্যা কথিত হইতেছে । সুধী সাধক ক্রমে
ক্রমে নিজবীজ, কূটবীজ, মায়াবীজরূপ বীজত্রয় উদ্ধার করিয়া পুনরায় বীজত্রয় উদ্ধার
করিবে । উহা স্বাহাস্তা হইবে । উহা চতুৰ্বর্গ (ধর্ম, অর্থ, কাম ও মোক্ষ) ফলপ্রদা
বিদ্যা । ৬৩

এস্থলে বীজত্রয় হইতেছে সর্ব প্রথমোক্ত দ্বাবিংশত্যক্ষর মস্ত্রের বীজত্রয় । নিজবীজ,
কূটবীজ ও মায়াবীজরূপ জানিবেন । তন্ত্রসারকারও এইরূপ বিবরণ করিয়াছেন । ৬৪

হে পার্বতি ! একাদশাক্ষরী বিদ্যা কথিত হইতেছে, শ্রবণ কর । বাগ্ভব (ঐ)

চতুর্থ-স্বর-সংযুক্তং বিন্দুনাদ-বিভূষিতম্ ।
 দ্বিগুণঞ্চ ততঃ কৃত্বা ভেষজঞ্চ কালিকাপদম্ ।
 স্বাহাস্তা কথিতা বিদ্যা প্রিয়ে ! একাদশাক্ষরী ॥ ৬৬
 ঋষিঃ শ্রাদ্ দক্ষিণামূর্ত্তিচ্ছন্দঃ পঙ্তিক্রদাহতম্ ।
 পরাং পরতরা শক্তিঃ কালিকা দেবতা স্মৃতা ।
 একাদশাক্ষরী বিদ্যা কালিকায়াঃ সুত্বলভা ॥ ৬৭
 লক্ষদ্বয়ং জপেদ বিদ্যাং পুরশ্চরণ-কর্মণি ।
 অন্ত্যাসাং বর্ণলক্ষং শ্রাং কথিতং পদ্মযোনিনা ॥ ৬৮

অন্ত্যাসামুক্ত-পঞ্চাক্ষরী-প্রভৃতীনাং । বর্ণলক্ষমিতি । মন্ত্রাক্ষর-সমসংখ্য-
 লক্ষমিত্যর্থঃ । অস্তা ধ্যানম্—চতুর্ভুজা কৃষ্ণবর্ণা যুগ্মমালা-বিভূষিতা ইত্যাদি
 পূর্বোক্তম্ । ৬৯

বিশ্বসারে—মূলবীজং ততো মায়া লজ্জাবীজং ততঃ পরম্ ।
 দক্ষিণে কালিকে চেতি তদন্তে বহিস্পন্দরী ॥ ৭০
 একাদশাক্ষরী কালী চতুর্ভুজ-ফলপ্রদা ।
 ধ্যান-পূজাদিকং সর্বং দক্ষিণাবহুপাচরেৎ ॥ ৭১

জপ (নমঃ), পরে প্রজাপতিকে (ক) বহ্যাক্রুচ, চতুর্থস্বর সংযুক্ত ও বিন্দুনাদ বিভূষিত
 করিবে । তাহার পর তাহাকে দ্বিগুণ করিয়া কালিকা পদকে ও বিভূষিত করিবে ।
 উহা স্বাহাস্তা হইবে । হে প্রিয়ে । এই একাদশাক্ষরী বিদ্যা কথিত হইয়াছে । ৬৫-৬৬

এই মন্ত্রের দক্ষিণামূর্ত্তি ঋষি, পঙ্তি ছন্দঃ কথিত হইয়াছে । শ্রেষ্ঠ হইতে শ্রেষ্ঠা
 শক্তি কালিকা দেবতা উক্ত হইয়াছে । কালিকার একাদশাক্ষরী বিদ্যা সুত্বলভা । ৬৭

এই বিদ্যার পুরশ্চরণ কার্য্যে লক্ষদ্বয় এই মন্ত্র জপ করিবে । অন্ত্যাস পঞ্চাক্ষরী
 প্রভৃতি বিদ্যার পুরশ্চরণে মন্ত্রবর্ণ সমসংখ্যক লক্ষ মন্ত্র জপ করিবে । ইহা পদ্মযোনি
 ঋষী কর্তৃক উক্ত হইয়াছে । ৬৮

অন্ত্যাসাং অর্থ—উক্ত পঞ্চাক্ষরী প্রভৃতির । বর্ণলক্ষং অর্থ—মন্ত্রবর্ণের সম-সংখ্যক
 লক্ষ । এই মন্ত্রের ধ্যান—“চতুর্ভুজা কৃষ্ণবর্ণা যুগ্মমালা-বিভূষিতা” ইত্যাদি পূর্বেই
 উক্ত হইয়াছে । ৬৯

বিশ্বসার তন্ত্রে বলিয়াছেন—মূলবীজ, তাহার পর মায়া, লজ্জাবীজ, তাহার পর
 দক্ষিণে কালিকে, তাহার অন্তে বহিস্পন্দরী । এই একাদশাক্ষরী কালী চতুর্ভুজ-
 প্রদা । এই মন্ত্রের ধ্যান পূজাদি সমস্তই দক্ষিণাকালীর তন্ত্র অনুষ্ঠান করিবেন । ৭০-৭১

মূলবীজং ততো মায়া লজ্জাবীজং ততঃ পরম্ ।

মহাবিদ্যা মহাকাল্যা মহাকালেন ভাষিতা ॥ ৭২

কবচং মূলবীজঞ্চ তদন্তে ভুবনেশ্বরী ।

দক্ষিণে কালিকে চেতি অন্ত্রান্তা সমুদীরিতা' ॥ ৭৩

অত্র কবচং দীর্ঘকবচং, কালী-মায়োভয়-সাহচর্যাং ।

অথাপরাং প্রবক্ষ্যামি বিদ্যাং বিংশতি-বর্ণিকাম্ ।

যশ্চাঃ প্রসাদমাত্রেণ ভবেদ্ ভূমি-পুরন্দরঃ ॥ ৭৪

মূলবীজদ্বয়ং ক্রয়াং ততঃ কূটদ্বয়ং বদেৎ ।

লজ্জা-যুগ্মং সমুদ্রাত্য সমুদ্রাস্ত-পদদ্বয়ম্ ।

পূর্ববৎ ষট্ তথা বীজান্তস্তে চ বহ্নিনুন্দরী ॥ ৭৫

ঋষিঃ শ্রাদ্ দক্ষিণামূর্তিঃ পঙক্তিশ্চন্দ্র উদাহৃতম্ ।

দেবতা কথিতা সন্দিঃ কালী দক্ষিণপূর্বিকা ॥ ৭৬

একাদশাক্ষরী বিদ্যা কথ্যতে শৃণু পার্বতি ! ।

মূলং কবচ-মায়াক্ষ সমুদ্রাস্ত-পদদ্বয়ম্ ।

স্বাহান্তা কথিতা বিদ্যা চতুর্বর্গ-ফলপ্রদা ॥ ৭৭

মূলবীজ, তাহার পর মায়া, তাহার পর লজ্জাবীজ । মহাকালীর এই মহাবিদ্যা মহাকাল কর্তৃক ভাষিত হইয়াছে । ৭২

কবচ, মূলবীজ ও তাহার অন্তে ভুবনেশ্বরী ও দক্ষিণে কালিকে এইটি । উহা অন্ত্রান্তা (ষট্ অন্ত্র) বিদ্যা কথিত হইয়াছে । এস্থলে কালী ও মায়া এই উভয়ের সাহচর্য্যাবশতঃ কবচ হইতেছে দীর্ঘ কবচ । ৭৩

যে বিদ্যার প্রভাবমাত্রে মানব ভূমির অধিপতি হইতে পারে, অনন্তর সেই কালীর অপর বিংশত্যাক্ষরী বিদ্যা বলিবে । ৭৪

মূলবীজদ্বয় বলিবে, তাহার পর কূটদ্বয় বলিবে । পরে লজ্জাবীজদ্বয় উদ্ধার করিয়া, সম্বোধনান্ত দক্ষিণে কালিকে এই পদদ্বয় উদ্ধার করিবে । পূর্বোক্ত সেইরূপ দ্বয়জী বীজ উদ্ধার করিয়া শেষে বহ্নিনুন্দরী বলিবে । ৭৫

এই মন্ত্রের দক্ষিণামূর্তি ঋষি ও পঙক্তি চন্দ্র উক্ত হইয়াছে । সজ্জন পণ্ডিতগণ কর্তৃক দক্ষিণ পূর্বিকা কালী অর্থাৎ দক্ষিণ কালী দেবতা কথিত হইয়াছেন । ৭৬

হে পার্বতি । একাদশাক্ষরী বিদ্যা কথিত হইতেছে, শ্রবণ কর । মূল, কবচ, মায়া,

ঋষিঃ শ্রাদ্ দক্ষিণামূর্তিচ্ছন্দোহমুষ্টেবুদাস্ততম্^১ ।

অত্র কবচং দীর্ঘকবচম্, কালীমায়োভয়-সাহচর্য্যং ॥ ৭৮

অথাপরাং প্রবক্ষ্যামি বিদ্যাং ত্রিভুবনেশ্বরীম্ ।

নিজবীজং সমুদ্রত্যা তদন্তে বহ্নিসুন্দরী ।

ভৈরবোহস্তা ঋষিঃ প্রোক্তঃ সর্বভক্ত-সমম্বিতঃ ॥ ৭৯

অষ্টাক্ষরী তু যা^২ প্রোক্তা সর্বভক্তেষু গোপিতা ।

নিজবীজদ্বয়ং কূর্চ-দ্বয়ং লজ্জাদ্বয়ং ততঃ ।

স্বাহাস্তা কথিতা বিদ্যা সর্বকাম-ফলপ্রদা ॥ ৮০

নিজং কূর্চং তথা লজ্জা তদন্তে বহ্নিসুন্দরী ।

পঞ্চাক্ষরী মহাবিদ্যা পঞ্চবক্তৃঋষিঃ স্মৃতঃ ॥ ৮১

নবাক্ষরীং মহাবিদ্যাং শৃণু কমলাননে ! ।

নিজবীজত্রয়ং কূর্চযুগ্মং লজ্জাযুগ্মং ততঃ ।

স্বাহাস্তা কথিতা বিদ্যা সর্বসম্পৎ-করী মতা ॥ ৮২

সম্বোধনান্ত দক্ষিণে কালিকে এই পদদ্বয়, উহা স্বাহাস্তা হইবে। এই বিদ্যা চতুর্ভূজ ফলপ্রদা। ৭৭

এই বিদ্যার দক্ষিণামূর্তি ঋষি, অনুষ্ঠদৃপ্ ছন্দঃ উক্ত হইয়াছে।

এই স্থলে কবচটি দীর্ঘকবচ, যেহেতু উহাতে কালী ও মারী উভয়ের সাহচর্য্য আছে। ৭৮

অনন্তর অপর ত্রিভুবনেশ্বরী বিদ্যা বলিব। নিজবীজ দুইটি ও তাহার অন্তে বহ্নিসুন্দরী। এই মন্ত্রের ভৈরব ঋষি কথিত হইয়াছেন। উহা সর্বভক্ত সম্মত। ৭৯

অষ্টাক্ষরী যে বিদ্যা কথিত হইয়াছে, তাহা সমস্ত ভক্তে গোপিতা। নিজবীজ, দ্বয়, কূর্চবীজ দ্বয়, তাহার পর লজ্জাবীজ দ্বয়, উহা স্বাহাস্তা কথিত হইয়াছে। উহা সর্বকামফলপ্রদা। ৮০

নিজবীজ, কূর্চবীজ, সেইরূপ লজ্জাবীজ, তাহার অন্তে বহ্নিসুন্দরী। ইহা পঞ্চাক্ষরী মহাবিদ্যা। ইহার পঞ্চবক্তৃ ঋষি। ৮১

হে কমলাননে। নবাক্ষরী মহাবিদ্যাকে শ্রবণ কর। নিজবীজ ত্রয়, কূর্চবীজ দ্বয়, তাহার অন্তে লজ্জাবীজ দ্বয়। স্বাহাস্তা এই বিদ্যা কথিত হইয়াছে। উহা সম্পৎকরী কথিত হইয়াছে। ৮২

অথাপরাং প্রবক্ষ্যামি বিজ্ঞাং তাক্ষ নবাক্ষরীম্ ।

মূলবীজং সমুদ্ভূত্যা মনুজ্যন্ত-পদদ্বয়ম্ ।

স্বাহাস্তা কথিতা বিজ্ঞা সর্বশত্রুকরয়ঙ্করী ॥ ৮৩

অথবাহষ্টাক্ষরীং বিজ্ঞাং শৃণু কমলাননে ! ।

নিজবীজং ততঃ কূচং ততো মায়াং সমুদ্ভৱেৎ ।

পুনস্তানি সমুদ্ভূত্যা স্বাহাস্তা মোক্ষদায়িনী ॥ ৮৪

অথাহপরাং প্রবক্ষ্যামি দশতত্ত্ব-সমম্বিতাম্ ।

মূলদ্বয়ং কূচযুগং তথা লজ্জাদ্বয়ং ততঃ ॥ ৮৫

পুনস্তাণ্যেব বীজানি তদন্তে বহিস্পন্দরী ।

চতুর্দশাক্ষরী বিজ্ঞা চতুর্বর্গ-ফলপ্রদা ॥ ৮৬

ব্রহ্মত্রয়ং সমুদ্ভূত্যা রতি-বহি-সমম্বিতম্ ।

নাদবিন্দু-সমায়ুক্তং লজ্জা-কূচদ্বয়ং ততঃ ॥ ৮৭

পুনঃ ক্রমেণ চোদ্ধৃত্যা বহিজায়াবধির্মনুঃ ।

ষোড়শীয়ং সমাপ্যাতা বিজ্ঞা কল্পক্রমোপমা ॥ ৮৮

লজ্জেন্তি । লজ্জা-যুগং কূচযুগঞ্চৈত্যর্থঃ । তেন নিজবীজত্রয়ং মায়াদ্বয়ং

অনন্তর অষ্ট সেই নবাক্ষরী বিদ্যাকে বলিতেছি । মূলবীজকে উদ্ধার করিয়া, মনোহনাস্ত দক্ষিণে কালিকে এই পদদ্বয় । উহা স্বাহাস্তা হইবে । এই বিদ্যা শত্রু-
করয়ঙ্করী কথিত হইয়াছে । ৮৩

হে কমলাননে ! অথবা অষ্টাক্ষরী বিদ্যা শ্রবণ কর । নিজবীজ, তাহার পর
কূচবীজ, তাহার পর মায়াকে উদ্ধার করিবে । পুনরায় সেই বীজগুলিকে উদ্ধার
করিয়া স্বাহাস্তা করিবে । উহা মোক্ষদায়িনী । ৮৪

অনন্তর দশতত্ত্ব সমম্বিতা বিদ্যাকে বলিবে । মূলদ্বয়, কূচবীজদ্বয় ও লজ্জাদ্বয় ।
তাহার পর পুনরায় সেই বীজগুলি, তাহার অন্তে বহিস্পন্দরী । এই চতুর্দশাক্ষরী
বিদ্যা চতুর্বর্গ ফলপ্রদা । ৮৫-৮৬

রতি ও বিন্দুসমম্বিত নাদবিন্দুযুক্ত ব্রহ্মত্রয় (ককারত্রয়) উদ্ধার করিয়া লজ্জাদ্বয়
ও কূচদ্বয় উদ্ধার করিয়া পুনরায় তাহাদিগকে উদ্ধার করিয়া বহিজায়াত মনু হইবে ।
এই ষোড়শ বর্ণরূপ বিদ্যা কল্পক্রমতুল্যা কথিত হইয়াছে । ৮৭-৮৮

লজ্জা ইত্যাদির অর্থ—লজ্জাদ্বয় এবং কূচদ্বয় । তাহাতে নিজবীজত্রয়, মায়া দ্বয়,

কূর্চদ্বয়ং পুনর্নিজ-বীজদ্বয়ং মায়াদ্বয়ং কূর্চদ্বয়ং স্বাহেতি^১ ক্রীং ক্রীং ক্রীং হ্রীং
হ্রীং হুং হুং ক্রীং ক্রীং ক্রীং হ্রীং হ্রীং হুং হুং স্বাহা (১৬) ইতি সিদ্ধম্ । ৮৯

মায়াতন্ত্রে—হৃদয়ং বাগ্ভবং দেবি ! নিজবীজযুগং ততঃ ।

কালিকায়ৈ পদঞ্চোক্তা তদন্তে বহিসুন্দরী ॥ ৯০

অত্র বিসর্গো লোপ্য ইত্যুক্তং প্রাক্^২ । তেন ক্রীং ক্রীং হুং হুং হ্রীং হ্রীং ক্রীং
ক্রীং হুং হুং হ্রীং হ্রীং স্বাহা । দেবীতি সম্বোধনম্, ন তু তস্মৈ মন্ত্রেহন্তর্ভাবঃ ।
অতএব হৃদয়ং বাগ্ভবং মূলদ্বয়ং কালিকায়ৈ ঠদ্বয়মিতি তন্ত্রসারকৃতাপি
বিবৃতম্ । ৯১

তন্ত্রান্তরে—নমঃ পাশাকুশৌ ঘেধা ফট্ স্বাহা কালি কালিকে ।

দীর্ঘতনুচ্ছদং কালী-মন্ত্ৰঃ পঞ্চদশাক্ষরঃ^৩ ॥ ৯২

অত্রাপি বিসর্গো লোপ্য ইত্যুক্তং প্রাক্ । ঘেধেতি পাশদ্বয়মকুশদ্বয়ক্ষেতি
তন্ত্রসারকৃত্য বিবৃতম্ । ৯৩

কূর্চদ্বয়, পুনরায় নিজবীজদ্বয়, মায়াদ্বয়, কূর্চদ্বয় ও স্বাহা । ইহাতে ক্রীং ক্রীং ক্রীং হ্রীং
হ্রীং হুং হুং ক্রীং ক্রীং ক্রীং হ্রীং হ্রীং হুং হুং স্বাহা—এই মন্ত্র সিদ্ধ হয় । ৮৯

মায়াতন্ত্রে বলিয়াছেন—হে দেবি ! হৃদয় (নমঃ), বাগ্ভববীজ, নিজবীজদ্বয়,
তাহার পর কালিকায়ৈ পদ বলিয়া তাহার অন্তে বহিসুন্দরী বলিবে । ৯০

এস্থলে বিসর্গ লোপ্য, ইহা পূর্বে উক্ত হইয়াছে । তাহাতে ক্রীং ক্রীং হুং হুং হ্রীং
হ্রীং ক্রীং ক্রীং হুং হুং হ্রীং হ্রীং স্বাহা । দেবি ! এইটি সম্বোধন পদ, কিন্তু তাহার মন্ত্রে
অন্তর্ভাব হয় নাই । অতএব হৃদয়, বাগ্ভব, মূলদ্বয়, কালিকায়ৈ ও ঠদ্বয় । ইহা তন্ত্র
সারকারও বিবৃত করিয়াছেন । ৯১

তন্ত্রান্তরে বলিয়াছেন—নমঃ, পাশদ্বয়, অকুশদ্বয়, ফট্ স্বাহা কালি । কালিকে !
দীর্ঘতনুচ্ছদ,—উহা পঞ্চদশাক্ষর কালী মন্ত্র । ৯২

এস্থলেও বিসর্গ লোপ্য, ইহা পূর্বে উক্ত হইয়াছে । ঘেধা, ইহার অর্থ—পাশদ্বয় ও
অকুশদ্বয় । ইহা তন্ত্র-সারকারও বিবৃত করিয়াছেন । ৯৩

১। ঘ—স্বাহেতি । মায়াতন্ত্রে—হৃদয়ং বাগ্ভবং ইত্যাদি । ২। ঘ—প্রাক্ । তন্ত্রান্তরে—
নমঃ পাশাকুশৌ ইত্যাদি । ৩। ঘ—পঞ্চদশাক্ষরঃ । বহিসুন্দরীতয়া লক্ষিতপাদস্ত চ শবচরণদ্বয়
বৃত্তয়া আলাট-রূপহিত্যা সংহিতানিত্যর্থঃ । মহাকালেন সার্থং তামুপরিষ্ঠানিত্যত্র কদাচিদিত্যাখ্যা^৯
অত্যাখ্যঃ ।

এতাসাং পূজনং দেবি । দক্ষিণাবৎ সুরেশ্বরী ! ।

লক্ষসংখ্যং জপং কুর্য্যাৎ পুরশ্চরণসিদ্ধয়ে ॥ ১৪

মংস্তপুস্তে—লজ্জাবীজং ততঃ ক্রোধং ফড়স্তা ত্র্যক্ষরী ভবেৎ । এতাসাং
পূজাযন্ত্রং কালীতন্ত্রে (১৫)—

আদৌ ত্রিকোণং বিদ্যন্ত ত্রিকোণং তদ্বহ্নির্যসেৎ ।

ততো বৈ বিলিখেন্দ্রী ত্রিকোণ-ত্রয়মুত্তমম্ ॥ ১৬

ততো বৃত্তং সমালিখ্য লিখেদষ্টদলং ততঃ ।

বৃত্তং বিলিখ্য বিধিবল্লিখেদ্ ভূপুরমেককম্ ॥ ১৭

কুমারীকল্পে—মধ্যে তু বৈন্দবং চক্রং বীজমায়া-বিভূষিতম্ ।

বীজং—নিজবীজম্ ॥ ১৮

অথ গুহ্যকালী

বিশ্বসারে—অথ বক্ষ্যে মহেশানি ! বিদ্যাং সর্বকল-প্রদাম্ ।

চতুর্বর্গ-প্রদাং সাক্ষান্ মহাপাতক-নাশিনীম্ ।

গুহ্যকালীং মহাবিদ্যাং ত্রৈলোক্যে চাতিতুল্যভাম্ ॥ ১

হে সুরেশ্বরী । ইহাদের পূজা দক্ষিণাকালীর স্থায় হইবে । পুরশ্চরণ সিদ্ধির
জন্য লক্ষ সংখ্যক জপ করিবে । ১৪

মংস্তপুস্তে বলিয়াছেন—লজ্জাবীজ, তাহার পর ক্রোধবীজ (হুং) । উহা ফট্ অস্ত
হইলে ত্র্যক্ষরী বিদ্যা হয় । এই সকল বিদ্যার পূজাযন্ত্র কালীতন্ত্রে বলিয়াছেন (১৫)—

প্রথমে একটি ত্রিকোণ অঙ্কন করিয়া তাহার বহির্ভাগে একটি ত্রিকোণ অঙ্কন
করিবে । তাহার পর মন্ত্রজ্ঞ সাধক তিনটি উত্তম ত্রিকোণ অঙ্কন করিবে । ১৬

তাহার পর বৃত্ত অঙ্কন করিয়া সেই বৃত্তে আটটি দল অঙ্কন করিবে । বিধিবৎ
একটি বৃত্ত লিখিয়া একটি ভূপুর লিখিবে । ১৭

কুমারী কল্পে বলিয়াছেন—মধ্যে বৈন্দব চক্রটি মায়া ও নিজবীজের দ্বারা বিভূষিত
হইবে । বীজ—নিজবীজ । ১৮

বিশ্বসার তন্ত্রে বলিয়াছেন—হে মহেশানি ! অনন্তর সর্বকল-প্রদা, চতুর্বর্গপ্রদা,
সাক্ষাৎ মহাপাপনাশিনী ত্রৈলোক্যে অতিতুল্য মহাবিদ্যা গুহ্যকালী বিদ্যাকে
বলিব । ১

মন্ত্ৰো যথা—(১) নিজবীজ-ত্রয়ং কূৰ্চদ্বয়ং মায়াদ্বয়ং গুহ্য-কালিকে^১ নিজবীজ-
ত্রয়ং কূৰ্চদ্বয়ং মায়াদ্বয়ং বহিঃজায়া। (২) কামবীজত্রয়ং কূৰ্চদ্বয়ং মায়াদ্বয়ং
দক্ষিণে কালিকে কামত্রয়ং কূৰ্চদ্বয়ং মায়াদ্বয়ং বহিঃজায়া। (৩) নিজবীজং
কূৰ্চং মায়া গুহ্য-কালিকে নিজবীজদ্বয়ং কূৰ্চদ্বয়ং মায়াদ্বয়ং বহিঃজায়েতি
ষোড়শী (৪) শেষে “কামবীজদ্বয়-ত্যাগাদিয়ং বিদ্যা চতুর্দশী”। (৫) নিজবীজ-
ত্রয়ং কূৰ্চদ্বয়ং মায়াদ্বয়ং গুহ্য-কালিকে স্বাহা। এষাপি চতুর্দশাক্ষরী
(৬) নিজবীজ-ত্রয়ং কূৰ্চদ্বয়ং মায়াদ্বয়ং দক্ষিণে কালিকে স্বাহা। এষা
পঞ্চদশী (৭) কূৰ্চং মায়া গুহ্যে কালিকে নিজবীজদ্বয়ং কূৰ্চদ্বয়ং মায়াদ্বয়ং
স্বাহা। ইয়মপি পঞ্চদশী (৮) নিজবীজং গুহ্যে কালিকে নিজবীজং স্বাহা।
(৯) নিজবীজং^২ দক্ষিণে কালিকে নিজবীজং স্বাহা (১০)। এতাসাং প্রমাণানি
যথা—বিশ্বসারে (২)—

ইন্দ্রাদি-ব্রাহ্মণ-বর্গ-স্ত্রয়ং রতি-বিন্দু-সমম্বিতম্।

ত্রিগুণঞ্চ ততঃ কৃত্বা ঈশানঞ্চ সমুদ্বারেৎ ॥ ৩

ষষ্ঠ-স্বর-সমাম্বৃত্তং নাদ-বিন্দু-কলাম্বিতম্।

দ্বিগুণঞ্চ ততঃ কৃত্বা ঈশদ্বয়ং সমুদ্বারেৎ ॥ ৪

মন্ত্ৰ যথা—(১) নিজবীজত্রয়, কূৰ্চদ্বয়, মায়াদ্বয় গুহ্যকালিকে। নিজবীজত্রয়,
কূৰ্চদ্বয়, মায়াবীজদ্বয় বহিঃজায়া। (২) নিজবীজ, কূৰ্চবীজ, মায়াবীজ, গুহ্যকালিকে।
নিজবীজদ্বয়, কূৰ্চবীজদ্বয়, মায়াদ্বয় ও বহিঃজায়া। ইহা ষোড়শাক্ষরী। (৩) কামবীজ-
দ্বয়ের ত্যাগহেতু এই বিদ্যা চতুর্দশাক্ষরী হয়। (৪) নিজবীজত্রয়, কূৰ্চবীজদ্বয়, মায়া-
বীজদ্বয়, গুহ্যকালিকে স্বাহা। এই বিদ্যাও চতুর্দশাক্ষরী। (৫) নিজবীজত্রয়,
কূৰ্চবীজদ্বয়, মায়াবীজদ্বয়, দক্ষিণে কালিকে। স্বাহা। এই বিদ্যা পঞ্চদশাক্ষরী।
(৬) কূৰ্চবীজ, মায়াবীজ, গুহ্যে কালিকে। নিজবীজদ্বয়, কূৰ্চদ্বয়, মায়াদ্বয় ও স্বাহা।
এই বিদ্যাও পঞ্চদশাক্ষরী। (৭) নিজবীজ গুহ্যে। কালিকে। নিজবীজ ও স্বাহা।
(৮) নিজবীজ দক্ষিণে। কালিকে। স্বাহা। এই বিদ্যাসমূহের প্রমাণ যেমন বিশ্বসার
তন্ত্রে বলিয়াছেন (১)—

বর্গাদ্য ককে রতি (ঈ) ও বিন্দু সমম্বিত ইন্দ্রের (লকারের) আদি রকারে আকৃত
করিবে। তাহার পর তাহাকে ত্রিগুণ (ক্রীং ক্রীং ক্রীং) করিয়া, ষষ্ঠস্বর (উ) যুক্ত
নাদ ও বিন্দুকলা (২) সমম্বিত ঈশানকে উদ্বার করিবে। তাহার পর তাহাকে

বামান্ধি-বহ্নি-সংযুক্তং নাদ-বিন্দু-বিভূষিতম্ ।

তদগৃহ্যে কালিকে প্রোক্তা অথবা দক্ষিণে বদেৎ ॥ ৫

সপ্তবীজং পুনঃ পূর্বক্রমেণ যোজয়েৎ ততঃ ।

বহ্নিজ্ঞায়াবধিঃ প্রোক্তা বিদ্যা ত্রৈলোক্য-মোহিনী ॥ ৬

অথবেতি । গৃহ্যে ইতি দক্ষিণে ইতি বা বদেৎ । তথা চ মন্ত্রদ্বয়যুক্তম্ । ৭

কামবীজং ততঃ কূটং তদন্তে ভুবনেশ্বরী ।

গৃহ্যে চ কালিকে চেতি তথা বীজদ্বয়ং ভবেৎ ॥ ৮

স্বাহাস্তা কথিতা বিদ্যা সর্বতন্ত্রেষু গোপিতা ।

এষা তু ষোড়শী বিদ্যা চতুর্বর্গ-ফলপ্রদা ॥ ৯

তথা বীজদ্বয়ং ভবেদिति । নিজবীজদ্বয়ং কূটদ্বয়ং মায়াদ্বয়মিতি তাৎপর্যার্থঃ ।

অত্র কামবীজমিত্যত্র নিজবীজমিত্যপি পাঠঃ । তত্র চ গৃহ্যকাল্যা নিজবীজং কামবীজমিত্যর্থঃ । তথা (১০)—

কামবীজদ্বয়ং হিহা ভবেদ্ বিদ্যা চতুর্দশী । অস্ত মন্ত্রশ্চেতি শেষঃ । কাম-
বীজদ্বয়মিতি । সম্বুদ্ধান্ত-পদদ্বয়ানন্তর-কামবীজদ্বয়মিত্যর্থঃ । ১১

দ্বিগুণ (হুঃ হুঃ) করিয়া, নাদবিন্দু সমন্বিত বামান্ধি (ঐ) ও বহ্নি (বৃ) যুক্ত ইশ (হ)
দ্বয়কে উচ্চার করিবে । তাহার পর গৃহ্যে । কালিকে । বলিয়া অথবা দক্ষিণে ।
কালিকে বলিবে । তাহার পর পুনরায় পূর্ব ক্রমে সাতটি বীজকে যোগ করিবে ।
এই ত্রৈলোক্যমোহিনী বিদ্যা বহ্নিজ্ঞায়াবধি কথিত হইয়াছে । ৩-৬

অথবেতি ইহার অর্থ—গৃহ্যে ইতি এই পদ অথবা দক্ষিণে এই পদ বলিবে ।
তাহাতে মন্ত্রদ্বয় কথিত হয় । ৭

কামবীজ (ক্লীং), তাহার পর কূট, তাহার শেষে ভুবনেশ্বরী (হ্রীং) ও গৃহ্যে ।
কালিকে । এবং নিজবীজদ্বয়, কূটদ্বয় ও মায়াদ্বয় হইবে । সর্বতন্ত্রে গোপিতা স্বাহাস্তা
এই বিদ্যা কথিত হইয়াছে । চতুর্বর্গফল প্রদা এই বিদ্যা ষোড়শাঙ্করী । ৮-৯

তথা বীজদ্বয়ং ভবেৎ, ইহার তাৎপর্যার্থ—নিজবীজদ্বয়, কূটদ্বয় ও মায়া দ্বয় । এই
মন্ত্রকে কামবীজম্ এই স্থলে নিজবীজং এইরূপও পাঠ আছে । সেস্থলে গৃহ্যকালীর
নিজবীজ অর্থ—কামবীজ । সেইরূপ তন্ত্রে উক্ত হইয়াছে (১০)—

এই মন্ত্রের কামবীজদ্বয়কে ত্যাগ করিলে এই বিদ্যা চতুর্দশাঙ্করী হইবে । অস্ত
মন্ত্রস্ত এইটিকে উক্ত করিতে হইবে । কামবীজদ্বয়ম্, ইহার অর্থ—সম্বোধনান্ত পদদ্বয়ের
অনন্তর কামবীজদ্বয় । ১১

সপ্ত বীজং পুরা প্রোক্তং গুহ্যে চ কালিকে ! পুনঃ ।

স্বাহাস্তা কথিতা বিদ্যা সর্বতন্ত্রেষু গোপিতা ॥ ১২

সপ্তেতি কামজয়ং কূর্চদ্বয়ং মায়াদ্বয়মিত্যর্থঃ । এষাপি চতুর্দশাক্ষরী । অস্তা গুহ্যেতি নামপদং ত্যক্ত্বা দক্ষিণে ইতি পদক্ষেপে দীয়তে তদা পঞ্চদশাক্ষরী । ১৩

তথা চ— দক্ষিণে পদমাভাষ্য ভবেৎ পঞ্চদশাক্ষরী ।

তথা— কামবীজং পরিত্যজ্য অথবা ষোড়শাক্ষরী ॥ ১৪

অন্ত্যর্থঃ । ষোড়শাক্ষর-বিদ্যায় আদৌ কামবীজাভাবে পঞ্চদশী ভবতীতি । ১৫

তথা— কামবীজং সমুদ্রত্যাগ সমুদ্রাস্ত-পদদ্বয়ম্ ।

পুনঃ কামং তদন্তে চ দত্তাদ্ বহুশ্চ সূন্দরীম্ ॥ ১৬

এষা নবাক্ষরী বিদ্যা গুহ্যকাল্যাঃ সমীরিতা ।

দক্ষিণে পদমাভাষ্য ভবেদ্ বিদ্যা দশাক্ষরী ॥ ১৭

পূর্বপ্রোক্ত সাতটি বীজ, পুনরায় গুহ্যে । কালিকে । । সর্বতন্ত্রে গোপিতা এই বিদ্যা স্বাহাস্তা কথিত হইয়াছে । ১২

সপ্ত ইহার অর্থ—কামজয়, কূর্চদ্বয়, মায়াদ্বয় । এই বিদ্যাও চতুর্দশাক্ষরী । এই মন্ত্রের গুহ্যে এই নাম পদ পরিত্যাগ করিয়া যদি দক্ষিণে এই পদ দেন, তবে পঞ্চদশাক্ষরী বিদ্যা হইবে । ১৩

তাহাই তন্ত্রে বলিয়াছেন—দক্ষিণে পদ বলিলে পঞ্চদশাক্ষরী বিদ্যা হইবে । সেইরূপ আরও বলিয়াছেন—কামবীজ পরিত্যাগ করিলে ষোড়শাক্ষরী হইবে । ১৪

এই শ্লোকের অর্থ—ষোড়শাক্ষরী বিদ্যার প্রথমে কামবীজ না থাকিলে পঞ্চদশাক্ষরী বিদ্যা হয় । ১৫

সেইরূপ আরও উক্ত হইয়াছে—কামবীজকে উদ্ধার করিয়া সম্বোধনান্ত গুহ্যে । কালিকে । এই পদ দুইটি উদ্ধার করিবে । তাহার পর পুনরায় কাম বীজ ও তাহার অন্তে বহিসুন্দরী দিবে । ইহা গুহ্যকালীর নবাক্ষরী বিদ্যা কথিত হইয়াছে । ইহাতে গুহ্যে পদের স্থানে দক্ষিণে পদ বলিলে দশাক্ষরী বিদ্যা হইবে । ১৬-১৭

শ্যামাবিবরমধিকৃত্য বামলে—জাগর্ভোবা মহাবিদ্যা কেবলং চিৎ-প্রকাশিকা । ন চ সৃষ্টা চ বে চান্তদর্শন পূজনোৎসুকাঃ । করহং বহুসংসার্যা ফটিকং ধারয়ন্তি তে । ন মাং ত্বাং বেত্তি পুণ্যাক্ষা আবরোহৈক্যমন্ততঃ । দক্ষিণা সিদ্ধিসাধ্যাদি-বহিতা কিপ্রসিদ্ধিমা । কালস্ত গ্রহণাৎ কালী কালক্রাসং করোত্যাভ্য । ততঃ কালী সিদ্ধবিদ্যা কলৌ পূর্ণ কলপ্রদা । যথা নিমজ্জনাদিত্যাক্ষান্পৃষ্ঠং বিমলং মতঃ । তথাচৈবং মহাবিদ্যা কলিনোষাধা বাধিতা । সিদ্ধমন্ততয়া নাজ যুগসেবা-পরিভ্রমঃ । তস্মাৎ না সকলোপায়েষাং মাহাত্ম্যঃ ।

আসাং শাস-পূজাদি সৰ্বং পূৰ্ববদেব^১ । যথা তৈত্রৈব (১৮)—

পূৰ্ববদ্যাসবৰ্গস্ত পূৰ্ববৎ পূজয়েচ্ছিবাম্ ।

পূৰ্ববচ্চ জপেদ্বিছাং সৰ্বং পূৰ্ববদেব হি ॥ ১৯

বলিমন্ত্ৰ—এহেহি জগন্মাতৰ্জগতাং জননি ! গৃহ গৃহ মম বলিং সিদ্ধিং
দেহি দেহি শত্ৰুক্ৰয়ং কুরু কুরু হুঁ হুঁ হ্রীঁ হ্রীঁ ফট্ ফট্ ওঁ কালিকায়ৈ নমঃ
ফট্ স্বাহা ইতি । অথবা এহেহি গুহকালি ! মম বলিং গৃহ গৃহ মম শত্ৰু
নাশয় নাশয় খাদয় খাদয় শূর শূর ছিক্কি ছিক্কি সিদ্ধিং দেহি দেহি হুঁ ফট্
স্বাহা । আসনমন্ত্ৰস্ত ওঁ সদাশিব-মহাপ্ৰেতায় গুহকাল্যাসনায় নমঃ । ২০

অথ ভদ্রকালী—

নিজবীজ-ত্ৰয়ং কূৰ্চদ্বয়ং মায়াদ্বয়ং ভদ্রকাল্যৈ নিজবীজ-ত্ৰয়ং কূৰ্চদ্বয়ং
মায়াদ্বয়ং স্বাহা^২ । যথা (১)—

কামবীজাদিকং বীজং সৰ্বং পূৰ্বাপরে যজ্ঞেৎ ।

ভদ্রকালীং তথা ঙেষ্টাং বীজমধ্যে নিয়োজয়েৎ ॥ ২

স্বাহান্তা কথিতা বিদ্যা বিংশত্যৰ্ণাভিক্কা পরা ।

চতুৰ্ভগপ্রদা বিদ্যা ভদ্রকালী শুভাবহা ॥ ৩

অথ নিগ্রহে মন্ত্ৰান্তরং যথা—

এই সকল বিদ্যার শাস পূজাদি সমস্তই পূৰ্বে (দক্ষিণাকালীর) স্থান হইবে ।
যেমন সেইখানে বলিয়াছেন (১৮)—

পূৰ্ববৎ ন্যাস সমুদায় করিবে, পূৰ্ববৎ শিবাকে পূজা করিবে । পূৰ্ববৎ এই বিদ্যাকে
জপ করিবে । সমস্তই পূৰ্ববৎ হইবে । ১৯

দুই প্রকার বলিমন্ত্ৰ কিন্তু—ওঁ এহেহি ইত্যাদি মূলোক্তরূপ হইবে । আসন মন্ত্ৰ
(পীঠমন্ত্ৰ) হইবে—ওঁ সদাশিব মহাপ্ৰেতায় গুহকাল্যাসনায় নমঃ । ২০

অনন্তর ভদ্রকালী । নিজবীজত্ৰয়, কূৰ্চদ্বয়, মায়াদ্বয় ভদ্রকাল্যৈ নিজবীজত্ৰয়,
কূৰ্চদ্বয়, মায়াদ্বয় ও স্বাহা । যেমন তন্ত্রে বলিয়াছেন (১)—

কামবীজাদি সমস্ত বীজ পূৰ্বে ও পরে যোগ করিবে । এই পূৰ্বাপর বীজবৰ্গের
মধ্যে ও-বিভক্ত্যন্ত ভদ্রকালী পদকে যোগ করিবে । বিংশতিবৰ্ণাভিক্কা এই বিদ্যা
স্বাহান্তা কথিত হইয়াছে । ২-৩

১। খ—পূৰ্ববদেব । বলিমন্ত্ৰ—
শুভাবহা । অথ নিগ্রহে মন্ত্ৰান্তরম্ ।

২। খ—স্বাহা । বিংশত্যৰ্ণাভিক্কা বিদ্যা ভদ্রকালী

প্রাসাদবীজমুক্ত্য কালীতি পদমুদ্বরেৎ ।

মহাকালী পদধোক্তা কিলিষুগ্মতঃ পরম্ ॥ ৪

অস্ত্র-বহিপ্রিয়ান্তোহয়ং ভদ্রকালী-মহামতুঃ ।

আরাধ্য প্রজপেন্ নিত্যমষ্টোত্তর-শতং মনুন্ ॥ ৫

জপমালা বিধাতব্যা হষ্টোত্তর-শতেন তু ।

ধ্যাতব্যেয়ং মহাদেবী ভদ্রকালী ভয়াপহা ॥ ৬

আরাধ্যোতি । ভূতশুদ্ধি-প্রাণায়ামো কৃত্বা পঞ্চোপচারৈঃ শিবলিঙ্গে
সম্পূজ্যেত্যর্থঃ । ধ্যানস্ত—

ক্ষুৎক্ষামা কোটরাক্ষী মসিমলিনমুখী মুক্তকেশী রুদন্তী

নাহং তৃপ্তা বদন্তী জগদখিলমিদং গ্রাসমেকং করোমি ।

হস্তাভ্যাং ধারয়ন্তী জলদনল-শিখা-সন্নিভং দাশযুগ্মং

দন্তৈর্জম্বুফলাভৈঃ পরিহরতু ভয়ং পাতু মাং ভদ্রকালী ॥ ৭

প্রয়োগমাত্রং কর্তব্যং বৈরি-নিগ্রহ-কারকম্ ।

ইয়ং দেবী মহাদেবী শত্রুনিগ্রহ-কারিণী ।

যথেষ্টচিত্ত্য চিত্ত্যা ধর্ম-কামার্থ-সিদ্ধিদা ॥ ৮

অনন্তর নিগ্রহে মন্ত্রান্তর আছে । যথা—প্রাসাদবীজ (হোং) উচ্চার করিয়া
কালী এই পদ উচ্চার করিবে । অনন্তর মহাকালী পদ বলিয়া কিলিপদদ্বয় বলিবেন ।
অতঃপর অস্ত্র ও বহিপ্রিয়া অস্ত্রে দিবেন । হ্রীং কালী মহাকালী কিলি কিলি ফট্
বাহা—এইটি ভদ্রকালীর মহামন্ত্র । ভদ্রকালীকে পূজা করিয়া নিত্য অষ্টোত্তর শত
মন্ত্র জপ করিবে । অষ্টোত্তর শত গুটিকা দ্বারা জপমালা নির্মাণ করিবে । এই
ভয়নাশিনী ভদ্রকালী মহাকালী সকলেরই ধোয়া । ৪-৬

আরাধ্য কথার অর্থ—ভূতশুদ্ধি ও প্রাণায়াম করিয়া পাঁচটি উপচারের দ্বারা শিবলিঙ্গে
পূজা করিয়া । ধ্যানের অর্থ হইতেছে—

ক্ষুধার ক্ষীণা, কোটরাক্ষী, মসীর গায় মলিনমুখী, মুক্তকেশী, রোদন কারিণী আমি
তৃপ্ত নহি, অখিল জগৎ এক গ্রাস করিব—এই বাক্যবাদিনী, জলং অনল শিখাভূতা
দাশদ্বয়কে হস্তদ্বয়ের দ্বারা ধারণ কারিণী, জম্বুফলের গায় দন্তবিশিষ্টা, ভদ্রকালী ভয়
নিবারণ করুন, আমাকে রক্ষা করুন । ৭

বৈরিনিগ্রহ-কারক প্রয়োগমাত্র কর্তব্য । এই দেবী মহাদেবী, শত্রুনিগ্রহ-কারিণী
ধর্ম, কাম ও অর্থের সিদ্ধিপ্রদা । যথেষ্ট ধ্যানের দ্বারা ইনি ধোয়া । ৮

অত্র পুরশ্চরণাদিকং দক্ষিণ-কালীতন্ত্রবদিতি কেচিৎ । বস্তুতস্ত পুরশ্চরণ-
মষ্টোত্তর-সহস্রজপঃ, বিশেষাশুক্রত্বাৎ ॥ ৯

অথ মহাকালী

সপ্তবীজানি মহাকালি সপ্তবীজানি স্বাহা^১ ॥ যথা—

বীজানি চোচ্চরেৎ পূর্বং মহাকালি-পদং ততঃ ।

তদন্তে সপ্তবীজানি স্বাহাস্তা সর্বসিদ্ধিদা ।

বিংশত্যর্গা মহাবিভা মহাকাল্যাঃ প্রকীৰ্ত্তিতা ॥ ১

এতাসাং পূজা-জপাদি দক্ষিণাবৎ । বিশেষস্ত ভূপুরে ইন্দ্রাদি-দিক্‌পালান্
তদ্বহির্বজ্রাদীন্ ভূগৃহস্য পূর্বাদি-চতুর্দ্বারে বিষ্ণুং শিবং সূর্য্যং গণেশং পূজয়েৎ ।
গুহ্যকাল্যাণীনাং যন্ত্রস্ত (২)—

ত্রিকোণকৈব যট্‌কোণং নবকোণং মনোহরম্ ।

ত্রিবৃত্তং সাষ্টপত্রঞ্চ সুকিঞ্জক-সমস্থিতম্ ॥ ৩

ভূপুরত্রিতয়াক্রুৎ যোনি-মণ্ডল-মণ্ডিতম্ ।

ত্রিপঞ্চারমিদং চক্রং সর্বতন্ত্র-প্রকীৰ্ত্তিতম্ ॥ ৪

এই বিদ্যার পুরশ্চরণাদি দক্ষিণা কালীর স্মার, ইহা কেহ কেহ বলেন । বস্তুতঃ
বিশেষ উক্ত না হওয়ায় ইহার পুরশ্চরণ অষ্টোত্তর সহস্র মন্ত্র জপ হইবে । ৯

অনন্তর মহাকালী । পূর্ব কথিত সাতটি বীজ, মহাকালি । সপ্ত বীজ ও স্বাহা ।
যেমন তন্ত্রে বলিয়াছেন—প্রথমে ক্লীং ক্লীং প্রভৃতি সাতটি বীজ উচ্চারণ করিবে ।
তাহার পর মহাকালি । পদ ও তাহার শেষে পূর্বোক্ত সাতটি বীজ ও স্বাহা ।
মহাকালীর এই বিংশত্যক্ষরী বিদ্যা মহাসিদ্ধি প্রদা কথিত হইয়াছে । ১

এই বিদ্যাসমূহের পূজা জপাদি দক্ষিণা কালীর স্মার হইবে । বিশেষ হইতেছে—
ভূপুরে ইন্দ্রাদি লোকপাল, তাহার বাহিরে বজ্রাদি অস্ত্র, ভূগৃহে পূর্বাদি চারি দ্বারে
বিষ্ণু, শিব, সূর্য্য ও গণেশকে পূজা করিবেন । গুহ্যকালী প্রভৃতির যন্ত্র হইতেছে (২)—

ত্রিকোণ, যট্‌কোণ অর্থাৎ অধোমুখ ত্রিকোণাকার যট্‌কোণময় ও মনোহর নবকোণ
অর্থাৎ অধোমুখ তিনটি ত্রিকোণ, তিনটি বৃত্ত, মনোহর কিঞ্জক-বিশিষ্ট অষ্টদল । উহা
ভূপুর ত্রিতয়ের দ্বারা আকৃষ্ট এবং যোনি-মণ্ডলের (অধোমুখ ত্রিকোণের) দ্বারা মণ্ডিত
হইবে । এই ত্রিপঞ্চ (পঞ্চদশ) আর (কোণ) বিশিষ্ট চক্র সমস্ত তন্ত্রেই কীর্ত্তিত
হইয়াছে । ৩-৪

ত্রিকোণং ত্রিকোণাকারমিত্যর্থঃ । তথা চ ষট্‌কোণপদেনাত্রাধোমুখ-
ত্রিকোণদ্বয়মভিহিতম্, ন তুর্দ্ধাধোভাবেন ষট্‌কোণমিত্যর্থ-লাভায় । ষট্‌কোণস্ত
বিশেষণং ত্রিকোণমনুষ্ঠাদশ-কোণতাপত্তেস্ত্রিপঞ্চারত্নানুপপত্তেচ্চ । ৫

কেচিৎ তু ত্রিকোণৈকৈব ষট্‌কোণং ত্রিকোণ-দ্বিতয়ং পুনরিত্তি পাঠস্তত্র
ত্রিকোণপদং ন বিশেষণম্, ষট্‌কোণপদঞ্চ উপদর্শিত-ত্রিকোণদ্বয়-পরম্ । ভূপুরং
চতুরস্রম্ । যোনিমণ্ডলমধোমুখ-ত্রিকোণম্, তেন মণ্ডিতমর্থাদ্ বেষ্টিতম্ । ৬

ধ্যানস্ত— মহামেঘ-প্রভাং দেবীং কৃষ্ণবস্ত্র-পিধায়িনীম্ ।

ললজ্জিহ্বাং ঘোরদংষ্ট্রাং কোটরাক্ষীং হসমুখীম্ ॥ ৭

নাগহার-লতাপেতাং চন্দ্রাঙ্কিত-শেখরাম্ ।

ছাং লিখন্তীং জটামেকাং লেলিহানাং শবং স্বয়ম্ ॥ ৮

নাগযজ্ঞোপবীতাক্ষীং নাগশয্যা-নিষেহযীম্^১ ।

নাগেন রসনা-হার-কল্লিতাং রত্ননুপুরাম্ ॥ ৯

ত্রিকোণম্—ত্রিকোণাকার, এই অর্থ । তাহা হইলে এস্থলে ষট্‌কোণ পদের দ্বারা
অধোমুখ ত্রিকোণদ্বয় অভিহিত হইয়াছে । কিন্তু উর্ধ্ব ও অধোভাবে ষট্‌কোণ
লাভের জন্য ইহা উক্ত হয় নাই । ষট্‌কোণের বিশেষণ ত্রিকোণ, অনুষ্ঠা অষ্টাদশ
কোণের আপত্তি হইবে, ত্রিপঞ্চ (পঞ্চদশ) কোণের অনুপত্তি হইবে । ৫

কেহ কেহ বলেন—ত্রিকোণং চৈব ষট্‌কোণং ত্রিকোণ-দ্বিতয়ং পুনঃ—এই পাঠ ।
এইরূপ পাঠে ত্রিকোণ পদটি বিশেষণ নহে, ষট্‌কোণ পদটি প্রদর্শিত ত্রিকোণদ্বয়
তাৎপর্য্যক । ভূপুরং—চতুরস্র । যোনিমণ্ডল—অধোমুখ ত্রিকোণ । তেন মণ্ডিতং—
তাহার দ্বারা ভূষিত এই অর্থ । ৬

ধ্যানের অর্থ—মহামেঘের স্তায় প্রভাবিশিষ্টা, দেবী (জ্যোতির্ময়ী), কৃষ্ণ বস্ত্র
পরিহিতা, ললজ্জিহ্বিকা, ঘোরদংষ্ট্রা, কোটরাক্ষী, হাস্যমুখী, নাগহাররূপ লতাবিশিষ্টা;
চন্দ্রাঙ্কিত মুকুট-ধারিণী, গগনস্পর্শিনী একটি জটাবারিণী, স্বয়ং শবলেহন কারিণী,
মাগনির্মিত যজ্ঞোপবীত ধারিণী, নাগশয্যায় শায়িনী, পঞ্চাশৎ-মুণ্ডখচিত নরমালা-
ধারিণী, বিশাল উদর বিশিষ্টা, মস্তকে সহস্র ফণাবিশিষ্ট অনন্তনাগ-ধারিণী, চারিদিকে
নাগগণের ফণাদ্বারা বেষ্টিতা, বামহস্তে সর্পরাজ তক্ষকরূপ কঙ্কণে এবং দক্ষিণ হস্তে
নাগরাজ অনন্তরূপ কঙ্কণে মণ্ডিতা, কটিতে নাগরূপ কাঞ্চী দ্বারা, গলদেশে নাগরূপ

১। খ—নিষেহযীমিতানন্তরং পঞ্চাশৎ-মুণ্ড-সংযুক্ত নরমালা মহোদরীম্ । সহস্রফণসংযুক্তমনন্তং
শিরসোপরি । চতুর্দিশু নাগফণা বেষ্টিতাং গুহ্যকালিকাম্ । তক্ষক-সর্পব্যাঞ্জন বামকঙ্কণ-ভূষণাম্ ।
অনন্তনাগব্যাঞ্জন কৃতদক্ষিণকঙ্কণা । নাগেন রসনা ইত্যাদিকঃ ।

বামে শিবস্বরূপং তং কল্পিতং বৎসরূপকম্ ।

বিভূজাং চিস্তয়েদ্ দেবীং নাগযজ্ঞোপবীতিনীম্ ॥ ১০

নরদেহ-সমারক-কুণ্ডল-শ্রুতি-মণ্ডিতাম্ ।

প্রসন্ন-বদনাং সৌম্যাং নবরত্ন-বিভূষিতাম্ ॥ ১১

নারদাষ্টৈর্মুনিগণৈঃ সেবিতাং শিবমোহিনীম্ ।

সাট্টহাসাং মহাভীমাং সাধকাভীষ্ট-দায়িনীম্ ॥ ১২

জটামেকামিতি ধারয়ন্তীমিতি শেষঃ^১ । আজ্ঞানুলম্বিনী মালা বনমালা প্রকীৰ্ত্তিতা । ১৩

অনন্তং শিরসোপরীতি । দধতীমিতি শেষঃ । বামে বামোপার্শ্বে বৎসরূপং বালকরূপং শিবং ধারয়ন্তীমিতি শেষঃ । গুহকালিকামিত্যত্র গুহত্বমুপলক্ষণম্ । পূজাদি সর্বং দক্ষিণাবৎ । ১৪

উচ্চাটনে মহাকাল্যা মন্ত্রাস্তরম্ । যথা—ওঁ ফ্রেং ফ্রেং ফ্রেং ফ্রেং পশূন্ গৃহাণ হুঁ ফট্ স্বাহা । অত্র দ্বিতীয়-তৃতীয়-বীজে পবর্গ-দ্বিতীয়-রেকৈকাদশ-স্বর-বিন্দুভিঃ । চতুর্থপঞ্চমে ককারেকৈকাদশ-স্বর-বিন্দুভিঃ । ১৫

হারের দ্বারা শোভিতা, রত্নময় নুপুর ধারিণী, বামহস্তে শিবস্বরূপ কল্পিত বালক ধারিণী, বিভূজা, নাগরূপ যজ্ঞোপবীত-ধারিণী, কর্ণদ্বয়ে নরদেহরূপ কুণ্ডলধারিণী, প্রসন্নবদনা, সৌম্যা, নবরত্নে বিভূষিতা, নারদাদি মুনিগণ কর্তৃক সেবিতা, শিবমোহিনী, সাট্টহাসা, মহাভীমা, সাধকের অভীষ্ট ফলদায়িনী, দেবী মহাকালীকে ধ্যান করিবে । ৭-১২

জটামেকাম্ এই স্থলে ধারয়ন্তীং পদ উহ্য করিতে হইবে । আজ্ঞানুলম্বিতা মালা বনমালা বলিয়া কীর্ত্তিত হইয়াছে । ১৩

অনন্তং শিরসোপরি এই স্থলে দধতীং এই পদ উহ্য করিতে হইবে । বামে—বামোপার্শ্বে । বৎসরূপং—বালকরূপ শিবকে, ধারয়ন্তীং এই পদ উহ্য করিতে হইবে । গুহকালিকাম্—এই স্থলে গুহপদটি উপলক্ষণ । পূজাদি সমস্তই দক্ষিণাকালীর দ্বারা হইবে । ১৪

উচ্চাটনে মহাকালীর মন্ত্রাস্তর । যথা—ওঁ ফ্রেং ফ্রেং ফ্রেং ফ্রেং পশূন্ গৃহাণ হুঁ ফট্ স্বাহা । এ স্থলে দ্বিতীয় ও তৃতীয় বীজটি পবর্গের দ্বিতীয় বর্ণ, রকার, একাদশ স্বর ও বিন্দু দ্বারা হইয়াছে । চতুর্থ ও পঞ্চম বীজ ককার, রকার, একাদশ স্বর একত্র ও বিন্দু দ্বারা হইয়াছে । ১৫

অথাস্ত প্রয়োগঃ । অজ্ঞানাসাদিকং ন কর্তব্যম্ । তথা চ—

শ্রাস-শুক্লাদিকানাঞ্চ নাত্র কার্য্য বিচারণা ।

কৃষ্ণতোয়ৈশ্চ সংপূর্ণে কৃষ্ণকুন্তে চ কালিকাম্ ।

পঞ্চবক্ত্রাং মহারোজীং প্রতিবক্ত্রং ত্রিলোচনাম্ ॥ ১৬

শক্তি-শূল-ধনুর্বাণ-খড়্গ-খেট-বরাভয়ান্ ।

দক্ষাদক্ষ-ভুজৈর্দেবীং বিভ্রাণাং ভূরি-ভুষণাম্ ॥ ১৭

এবং ধ্যানা যথাবিধিপচারৈরভ্যর্চ্য কুন্তে পূর্বাদীশান-পর্য্যন্তং ব্রাহ্মী-
মাহেশ্বরী-কৌমারী-বৈষ্ণবী-বারাহৈন্দ্রী-চামুণ্ডা-চণ্ডিকা অষ্টশক্তিীঃ-পূজয়েৎ ।

তথা— নামোচ্চারণ-সম্বন্ধং বহৌ প্রজ্জলিতেহস্বরে ।

জুহুয়াদ্ বৈরিণাং শুকৌ দেবীমন্ত্রং জপংস্তথা ॥ ১৮

সমিধঃ পিচুমর্দস্য তথা বিভীতকাষ্ঠিকাঃ ।

গৃহধূমঃ শ্মশানাস্ত-বিভীতাকার-হোমতঃ ।

সপ্তাহাদ্ বৈরিণং হস্তি কালিকামন্ত্র-যোগতঃ ॥ ১৯

অনন্তর এই মন্ত্রের প্রয়োগ । এই প্রয়োগে অজ্ঞানাসাদি করিবে না । তাহাই
তত্ত্ব বলিয়াছেন—

এই বিচার প্রয়োগ । এই প্রয়োগে শ্রাস, শুদ্ধি প্রভৃতির বিচার করিবে না ।
কৃষ্ণবর্ণ জলের দ্বারা পরিপূর্ণ কৃষ্ণবর্ণ কুন্তে মহারোজী পঞ্চবক্ত্রা, প্রতিমুখে লোচনত্রয়
মুক্তা, দক্ষিণ ও বামবাহু সমূহে শক্তি, শূল, ধনুঃ, বাণ, খড়্গ, খেট, বর ও অন্তর
মুদ্রাধারিণী, ভূরিভুষণা, দেবী কালিকাকে এই মূর্তিতে ধ্যান করিবে । ১৬-১৭

এই প্রকারে ধ্যান করিয়া যথাবিধি উপচার সমূহের দ্বারা পূজা করিয়া কুন্তে পূর্ব
হইতে ঈশান পর্য্যন্ত স্থানে ব্রাহ্মী, মাহেশ্বরী, কৌমারী, বৈষ্ণবী, বারাহী, ঐন্দ্রী,
চামুণ্ডা ও চণ্ডিকা—এই অষ্টশক্তিকে পূজা করিবেন ।

সেইরূপ শত্রুগণের জন্ত শত্রুর নামোচ্চারণের সহিত সম্বন্ধ দেবীর মন্ত্র জপ
করিতে করিতে আকাশে প্রজ্জলিত শুদ্ধ বহিতে হোম করিবে । ১৮

শ্মশানের মধ্যে বিভীতক অঙ্গারে কালিকার মন্ত্রযোগে পিচুমর্দ (নিম্ববৃক্ষের)
সমিধের দ্বারা, সেইরূপ বিভীতক (বহেড়ার) সমিধ ও গৃহধূম দ্বারা হোম করিলে
সপ্তাহের মধ্যে শত্রুকে বধ করে । ১৯

উচ্চাটনঞ্চাপরাহে সঙ্খ্যায়াং মারণং তথা ।

দক্ষিণস্থাং দিশি স্থিতা গ্রামাদেদক্ষিণামুখঃ ॥ ২০

অথ শ্মশানকালী

নিজবীজত্রয়ং কূর্চদ্বয়ং মায়াদ্বয়ং শ্মশানকালি পুনস্তানি স্বাহা^১ । যথা (১)—

সপ্তবীজং সমুদ্রত্যা শ্মশানকালি ! চেতুর্থী ।

পুনর্বীজক্রমেণৈব স্বাহাস্তা সর্বসিদ্ধিদা ।

বিংশত্যধিকা বিদ্যা সা শ্মশানকালিকা মতা ॥ ২

অস্থাঃ সর্বং ভদ্রকালীবৎ । অথাস্থা মন্ত্রাস্তরম্ । কালীতন্ত্রে (৩)—

বাণীং মায়াং ততো লক্ষ্মীং কামবীজমতঃ পরম্ ।

কালিকে সম্পূটত্বেন চতুষ্কং বীজমালিখৎ ।

একাদশার্ণা দেবেশি ! চতুর্বর্গ-প্রদায়িনী^২ ॥ ৪

তেন বাগ্ভবং মায়া রমা কামবীজং কালিকে বাগ্ভবং মায়া রমা
নিজবীজক্ষেতি । অস্থাঃ পূজা যন্ত্রম্ (৫)—

গ্রামের দক্ষিণদিকে দক্ষিণমুখে অবস্থিত হইয়া অপরাহে উচ্চাটন, সঙ্খ্যার মারণ
কর্ম করিবে । ২০

অনন্তর শ্মশান কালী । নিজবীজত্রয়, কূর্চদ্বয়, মায়াদ্বয়, শ্মশানকালি । পুনরায়
সেই পূর্ববীজগুলি ও স্বাহা । যেমন তন্ত্রে বলিয়াছেন (১)—

সাতটি বীজ (ক্রীং ক্রীং ক্রীং হুং হুং হ্রীং হ্রীং) উদ্ধার করিয়া শ্মশানকালি ।
পুনরায় ক্রমে ক্রমে সেই সাতটি বীজ । উহা স্বাহাস্তা হইলে সর্বসিদ্ধিদা হয় । বিংশতি
অক্ষরের অধিক এই বিদ্যা শ্মশানকালিকা কথিত হইয়াছেন । ২

এই বিদ্যার ধ্যান পূজাদি সমস্ত ভদ্রকালীর স্থায় হইবে । অনন্তর মহাকালীর
মন্ত্রাস্তর কথিত হইতেছে । যেমন কালীতন্ত্রে বলিয়াছেন (৩)—

বাণী (ঐং) মায়া, তাহার পর লক্ষ্মী, কামবীজ, তাহার পর কালিকে । সম্পূট-
রূপে ঐ চারিটি বীজ পুনরায় লিখিবেন । হে দেবেশি ! এই একাদশাক্ষরী বিদ্যা
চতুর্বর্গ প্রদায়িনী । ৪

তাহাতে বাগ্ভব, মায়া, রমা, কামবীজ, কালিকে । বাগ্ভব, মায়া, রমা,
নিজবীজ—এই মন্ত্র হয় । এই শ্মশানকালীর পূজাযন্ত্র হইতেছে (৫)—

১। স্ব—স্বাহা । সর্বং ভদ্রকালীবৎ । ২। স্ব—প্রদায়িনী । তথাচ ঐং হ্রীং ক্রীং ক্রীং কালিকে ।
ক্রীং ক্রীং হ্রীং ঐং ইতি । অস্যা পূজাযন্ত্রম্ ।

পদ্মমষ্টদলং বৃন্তং তদ্বাহ্যে ধরণীতলম্ ।

চতুর্ধার সমাবৃত্তং মধ্যে মূলং সমালিখেৎ ॥ ৬

মলেষষ্ঠানু বিলিখেৎ কবর্গাচ্ছট-বর্গকম্ ।

ধরণ্যাং বিলিখেদাচ্ছাং চতুষ্কঞ্চ চতুষ্ককে ।

পূর্বাди উত্তরাস্তঞ্চ মধ্যে দেবীং প্রপূজয়েৎ^১ ॥ ৭

ধরণীতলং চতুরশ্রম্ । অষ্টবর্গকং ক চ ট ত প য শ হ বর্গাত্মকম্ ।

হবর্গো হঙ্কো । আচ্ছাং বীজচতুষ্কং ধরণ্যাং চতুষ্ককে চতুর্ধারে ইত্যর্থঃ ৮

প্রাতঃকৃত্যাদি প্রাণায়ামাস্তং কর্ম কৃত্বা ঋত্যাদিশাসং কুর্য্যাৎ । শিরসি—
ভৃগুঋষয়ে নমঃ । মুখে—নিবৃচ্ছন্দসে নমঃ । হৃদি—শ্মশানকালিকারৈ
দেবতায়ৈ নমঃ । গুহে—ঐ^২ বীজায় নমঃ । পাদয়োঃ—হ্রী^৩ শক্তয়ে নমঃ ।
সর্বাঙ্গে—ক্রী^৪ কীলকায় নমঃ । ৯

ততঃ করাজ্ঞাসো^৫ । যথা—ঐ^৬ হ্রী^৭ শ্রী^৮ ক্রী^৯ হৃদয়ায় নমঃ । ঐ^{১০} হ্রী^{১১}
শ্রী^{১২} শিরসে স্বাহা ইত্যচ্ছ-কল্পনা-প্রকারঃ । যথা তদ্বৈ—

একটি অষ্টদল পদ্ম, তাহার বাহিরে একটি বৃন্ত ও চতুর্ধার যুক্ত চতুরশ্র, মধ্যে
মূলবীজকে লিখিবে । আটটি দলে কবর্গাদি আটটি বর্গকে লিখিবে । ধরণীর
(ভূগৃহের) চতুর্ধারে পূর্ব হইতে উত্তর পর্য্যন্ত চারিটি বীজ লিখিবে । মধ্যে দেবীকে
পূজা করিবে । ৬-৭

ধরণীতলং—চতুরশ্র । ৩ ঐবর্গকম্—ক, চ, ট, ত, প, য, শ, হ বর্গরূপ আটটি বর্গ ।
হ বর্গ—হ ও ঙ্ক । আদ্য বীজ চারিটি চতুরশ্রের চতুষ্ককে অর্থাৎ চতুর্ধারে এই অর্থ । ৮

প্রাতঃকৃত্য হইতে প্রাণায়াম পর্য্যন্ত কর্ম করিয়া ঋত্যাদি শাস করিবেন । মন্তকে—
ঐ ভৃগু ঋষয়ে নমঃ । মুখে—ও^১ নিবৃচ্ছন্দসে নমঃ । হৃদয়ে—শ্মশান-কালিকারৈ
দেবতায়ৈ নমঃ । গুহে—ও^২ ঐং বীজায় নমঃ । পাদদ্বয়ে—ও^৩ হ্রীং শক্তয়ে নমঃ ।
সর্বাঙ্গে—ও^৪ ক্রীং কীলকায় নমঃ । ৯

তাহার পর করাজ্ঞাস । যথা—ও^৫ ঐং হ্রীং শ্রীং ক্রীং হৃদয়ায় নমঃ । ও^৬ ঐং
হ্রীং শ্রীং শিরসে স্বাহা । ও^৭ ঐং হ্রীং শ্রীং ক্রীং শিখায়ৈ বমট্ । ও^৮ ঐং হ্রীং শ্রীং

১। ঐ—প্রপূজয়েৎ । আশ্রমিতি বীজচতুষ্কমিত্যর্থঃ । চতুষ্কং শেষচতুষ্কম্ প্রাতঃকৃত্যাদি ।

২। ঐ—ততঃ করাজ্ঞাসো যথা—ঐ অমৃতাভ্যাং নমঃ, হ্রী^৩ হর্জবীজাংস্বাহা, শ্রী^৪ বধ্যমাজাং
বমট্ ক্রী^৫ অমামিকাত্যাং হ্রী^৬ কালিকে কনিষ্ঠাত্যাং বোবট্ । ক্রীমাদি-বাগ্-ভবান্তং কবতলপৃষ্ঠাত্যাং
কট্ । এবং হৃদয়াদিহ । ততো ধ্যানম্ ।

চতুর্দশ চতুর্ভুজৈর্ধিরাবৃত্য। যড়ঙ্গকমিতি । ১০

ততো ধ্যানম্— অঞ্জনাজি নিভাং দেবীং শ্মশানালয়ং-বাসিনীম্ ।

রক্তনেত্রাং মুক্তকেশীং শুকমাংসাত্তি-ভৈরবাম্ ॥ ১১

পিঙ্গাক্ষীং বামহস্তেন মন্তাপূর্ণং সমাংসকম্ ।

সমুঃ-কৃত্ত-শিরো দক্ষ-হস্তেন দধতীং শিবাম্ ॥ ১২

শ্মিতবক্ত্রাং সদাচাম-মাংস-চর্বণ-তৎপরাম্ ।

নানালঙ্কার-ভূষাক্ষীং নগ্নাং মন্তাং সদাসবৈঃ ॥ ১৩

এবং ধ্যাওয়া যজেদ্ দেবীং শ্মশানে তু বিশেষতঃ ।

গৃহে বাপি গৃহস্থোহপি মংস-মাংসৈঃ শ্মশোভনৈঃ ।

নগ্নো ভূত্বা মহাপূজাং কুর্ধ্যাদ্ রাত্রৌ বিশেষতঃ ॥ ১৪

পূজা তু প্রাতঃকৃত্যাদি ধ্যান-মানস-পূজাৰ্ঘ্যং সংস্থাপ্য পুনৰ্য্যাক্ষা যথোক্তোপচারৈরভ্যর্চ্য পত্রেষু ব্রাহ্মাছাস্ত্রদ্বিহিরসিতাজাদীন্ সংপূজ্য ধূপাদি বিসর্জনাস্তং কর্ম সমাপয়েৎ । পুরশ্চরণমেকাদশলক্ষ-জপঃ^১ । ১৫

ক্রীং কবচার হং । ও^২ ঐং হ্রীং শ্রীং নেত্রত্রয়ান বোধট্ । ও^৩ ঐং হ্রীং শ্রীং ক্রীং করতল-পৃষ্ঠাভ্যাং কট্ । এইগুলি অঙ্গকল্পনার প্রকার । যেমন তন্ত্রে বলিয়াছেন—

চারিটি বীজ, তিনটি বীজ ও চারিটি বীজ—ইহাদের দুইবার আবৃত্তি দ্বারা যড়ঙ্গস্থাপন করিবে । তাহার পর ধ্যান করিবে । ১০

ধ্যানের অর্থ—অঞ্জন পর্বতের শ্মশান কৃষ্ণবর্ণা, দিব্যা, শ্মশান-গৃহবাসিনী, রক্তনেত্রা, মুক্তকেশী, শুকমাংসা, অতিভৈরবা, পিঙ্গাক্ষী, বামহস্তে সমাংস মন্ত পূর্ণ পাত্ৰ ধারিণী, দক্ষিণহস্তে সদাশিখর মুণ্ডধারিণী, শিবা, শ্মিতমুখী, সর্বদা আম মাংস চর্বণে তৎপর, নানা অলঙ্কারে ভূষিতদেহা, নগ্না, সর্বদা আসব-সমূহের দ্বারা মন্তা দেবী কালীকে ধ্যান করিবে । ১১-১৩

এই প্রকারে ধ্যান করিয়া শ্মশানে বিশেষভাবে দেবী কালিকাকে পূজা করিবে । গৃহস্থও গৃহে অতি সুন্দর মংস মাংসের দ্বারা পূজা করিবে । উল্লঙ্ঘ ইহা রাত্রিতে বিশেষভাবে মহাপূজা করিবে । ১৪

পূজা পদ্ধতি হইতেছে—প্রাতঃকৃত্যাদি হইতে ধ্যান, মানস পূজা, বিশেষাৰ্ঘ্য স্থাপন করিয়া পুনরায় ধ্যান করিয়া যথোক্ত উপচারে অর্চনা করিয়া পত্রসমূহে ব্রাহ্মী প্রভৃতি মাতৃবর্ণ, তাহার বাহিরে অসিতাজাদি ভৈরবগণকে পূজা করিয়া ধূপদান হইতে বিসর্জন পর্যন্ত কর্ম সমাপ্ত করিবেন । এই বিদ্যার পুরশ্চরণ এগার লক্ষ মন্ত জপ । ১৫

অথ সর্বাঙ্গ-কালিকা

যথা অন্তরে— কামবীজং সমালিখ্য কালিকায়ৈ পদং লিখেৎ ।

নমোহস্ত এষ দেবেশি ! সপ্তার্ণো মনুরুত্তমঃ^১ ।

সর্বাঙ্গ-কালিকা দেবী অন্তঃ সর্বস্ত পূর্ববৎ ॥ ১৬

অন্যদ্ব্যানাদিকং পূজনঞ্চ সর্বং পূর্ববৎ শ্মশানকালিকাবদিত্যর্থঃ । ১৭

ইতি শ্যামাপ্রকরণম্ ॥

যশ্চাঃ প্রসাদ-লেশেন করস্থা হৃষ্টসিদ্ধয়ঃ ।

তামুগ্ররূপিণীং বন্দে তারিণীং দুর্গতারিণীম্ ॥ ১

মংস্তস্মুজ্ঞে— অথ ভেদান্ প্রবক্ষ্যামি তারিণ্যাঃ সর্বসিদ্ধিদান্ ।

যেষাং বিজ্ঞানমাত্রেণ জীবনুত্তমস্ত সাধকঃ ॥ ২

কবিতাং লভতে দিব্যামনর্গল-বিজুষ্টিণীম্ ।

পাণ্ডিত্যং সর্বশাস্ত্রেষু ধনৈর্ধনপতির্ভবেৎ ॥ ৩

রাজদ্বারে সভায়াঞ্চ বিবাদে ব্যবহারকে ।

সর্বত্র জয়মাপ্নোতি বৃহস্পতিরিবাপরঃ ॥ ৪

অনন্ত সর্বাঙ্গকালিকা । যেমন স্বতন্ত্রভাবে বলিয়াছেন—কামবীজ লিখিয়া কালিকায়ৈ পদ ৩ অন্তে নমঃ লিখিবেন । হে দেবেশি ! এই তিনটি সপ্তাঙ্গর উত্তম মন্ত্র । এই মন্ত্র সর্বাঙ্গকালিকা দেবী । অন্ত সমস্তই পূর্ববৎ । ১৬

অন্যঃ সর্বং তু পূর্ববৎ অর্থ—অন্য-দ্ব্যানাদি ৩ পূজা সমস্তই পূর্ববৎ শ্মশান কালিকাবৎ । ১৭ শ্যামা প্রকরণ সমাপ্ত হইল ।

বাহার প্রসাদের লেশমাত্রের দ্বারা আটটি সিদ্ধি করহ হয় । সেই দুর্গতারিণী উগ্ররূপিণী তারিণীকে বন্দনা করি । ১

মংস্তস্মুজ্ঞে বলিয়াছেন—অনন্তর তারিণীর সর্বসিদ্ধিপ্রদ ভেদগুলিকে বলিব । সাধক বাহাদের জ্ঞানমাত্রের দ্বারাই জীবনুত্তম হয় । ২

সেই সাধক অনর্গলপ্রকাশ মনোহর কবিত্বকে লাভ করে, সর্বশাস্ত্রে পাণ্ডিত্যকে লাভ করে, ধনসমূহের দ্বারা ধনপতি হয় । রাজদ্বারে, সভায়, বিবাদে, ব্যবহারে সর্বত্র জয়লাভ করে । সে ষষ্ঠীয় বৃহস্পতি সদৃশ হইয়া থাকে । ৩-৪

১। ঋ—মনুরুত্তমঃ ইত্যনুগতং—বজ্রং কালিকা দেবী। অন্তঃ সর্বং তু পূর্ববৎ। কালিকা দেবোক্তিঃ । নিজবীজেনেত্যর্থঃ । ইতি কালীপ্রকরণং ।

অন্যত্র তারা-বিলাস-ধৃত-বচনানি । যথা—

কৈলাশ-শিখরাসীনং চন্দ্রখণ্ড-বিভূষিতম্ ।

বন্ধঃস্থলে সমাসীনা পৃচ্ছতি স্য নগাত্মজা ॥ ৫

কথমীশান ! সর্বজ্ঞ ! ভবতন্ত্রে তপোধনাঃ ।

কাং বিদ্যাং প্রাপ্য মুনয়ো^১ ভারতাদি প্রচক্রিরে ॥ ৬

শ্রুত্বা নগাত্মজা-বাক্যং প্রহস্য পরমেশ্বরঃ ।

প্রাহ প্রিয়াং পরিষজ্য সাধু সাধ্বিতি পূজয়ন্ ॥ ৭

শৃণু সাধ্বি ! মহাবিদ্যামজ্ঞানেন্ধন-দাহিনীম্^২ ।

যাম্বাপ্য মহাত্মানো ধর্ম-কর্মার্থ-মুক্তিষু ॥ ৮

নাসাধ্যং মেনিরে কিঞ্চিৎ কবয়ঃ শুদ্ধবুদ্ধয়ঃ ।

বাদে চ সদসি বাক্যস্তুষ্টিনী প্রতিবাদিনাম্ ॥ ৯

বিদ্যা-হানিকরী বৈরি-বিদ্বিষাং বলি-দানতঃ^৩ ।

বাদিনং বাথ রাজানং তৎপত্নীশ্চ বশং নয়েৎ ॥ ১০

সুবিমল-নখ-দন্ত-পাণি-পাদো মুদিতমনাঃ পরদূষণে চ মৌনী ।

হর-হর-কমলোদ্ভবাজিঘ্র-ভক্তো ভবতি চিরায় সরস্বতী-নিবাসঃ ॥ ১১

অন্য গ্রন্থে তারা-বিলাস ধৃত বচনগুলি । যেমন—নগাত্মজা পার্বতী হরবন্ধঃ স্থলে লগ্ন হইয়া কৈলাস শিখরস্থিত চন্দ্রখণ্ড বিভূষিত মহেশ্বরকে জিজ্ঞাসা করিলেন—হে ইশান ! হে সর্বজ্ঞ ! আসনার সেই তপোধন ব্যাসাদি মুনিগণ কোন বিদ্যালভ করিয়া মহাভারতাদি নির্মাণ করিয়াছিলেন ? ৫-৬

পরমেশ্বর নগাত্মজার বাক্য শ্রবণ করিয়া হাসিয়া প্রিয়াকে আলিঙ্গন করিয়া সাধু সাধু বলিয়া প্রশংসা করিয়া বলিলেন—সাধ্বি ! অজ্ঞানেন্ধন দাহকারিণী বিদ্যাকে শ্রবণ কর । বাদে প্রতিবাদিগণের সভায় বাক্যস্তুজনকারিণী যে বিদ্যাকে সম্যক প্রকারে প্রাপ্ত হইয়া শুদ্ধবুদ্ধি মহাত্মা কবিগণ ধর্ম, অর্থ, কাম ও মুক্তি বিষয়ে কোন কিছু অসাধ্য মনে করেন নাই । এই বিদ্যা বৈরী বিদ্বিষ্ট ব্যক্তিগণের বিদ্যাহানিকরী । এই বিদ্যা বলিদান প্রভাবে বাদীকে অথবা রাজাকে ও তাঁহার পত্নীগণকে বশে আনিতে পারে । ৭-১০

সুবিমল নখ, দন্ত, পাণি, পাদ বিশিষ্ট, হৃষ্ট-মনাঃ, পরদূষণে মৌনী, হরি, হর ও ব্রহ্মার চরণভক্ত ব্যক্তি সুচিরকাল সরস্বতীর বাসগৃহ হইয়া থাকেন । ১১

১। খ—প্রাপ্য কবয়ো । ২। খ—অজ্ঞানেন্ধন দাহিনীম্ । ৩। খ—দানতঃ । উভয়ন্যরং হাস্যায় বা সদস্যানামন্তুত্বমপি অনুরেৎ ইত্যাদিকঃ ।

মংস্ফুজ্ঞে— কৃত-সুকৃত-সহস্রানেক-জন্মপ্রভাবৈ-
 র্ভবতি যদি মনুষ্যো গুৰ্বধীনশ্চিরাযু: ।
 কথমপি মনুমেদং প্রাপ্য শিষ্টায় তস্মৈ
 নিজকুলতিলকায় জ্যেষ্ঠ-পুত্রায় দত্তাং ॥ ১২

অন্যত্রাপি—মনুর্বিমুখ্য দাতব্যো জ্যেষ্ঠায় হিতকারিণে ।
 পুত্রায় কিমুতান্যস্মৈ বিগোত্রায়-সুপৌরুষ: ॥ ১৩
 মধুনা ত্রিদিনাদবাক্ যজ্জিহ্বায়াং ন্যসেদমুম্ ।
 বিনা পাঠেন মুখোহপি পণ্ডিত: সোহভিজায়তে ॥ ১৪
 সর্বদা গোপয়েদেনং মনুং সদ-গুরুমেব চ ।
 তেন বীৰ্য্যবতী বিদ্যা নিবীৰ্য্যা স্যাং প্রকাশিত: ॥ ১৫
 ন পাপরতায় দত্তান্নাভক্তায় কদাচন ।
 গুরু-ভক্তায় দাস্তায় দত্তাদেবাসু-পূর্বকম্^১ ॥ ১৬
 বিদ্যা ব্রাহ্মণমিত্যাহ সেবধিস্তেহস্মি রক্ষ মাম্ ।
 নাস্ম্যকায় মাং ক্রয়াস্তদা স্যাং বীৰ্য্যবত্তমা ॥ ১৭

মংস্ফুজ্ঞে বলিয়াছেন—অর্জিত সুকৃত সহস্র জনিত অনেক জন্মের প্রভাবে যদি
 মনুষ্য গুরুর অধীন হইয়া দীর্ঘায়ু: হয়, তবে সে কোন প্রকারে এই বিদ্যাকে পাইয়া
 নিজ কুলতিলক সেই জ্যেষ্ঠপুত্রকে প্রদান করিয়াছিলেন । ১২

অন্যত্রও বলিয়াছেন—বিশেষ বিচার করিয়া সুপৌরুষ ব্যক্তি হিতকারী জ্যেষ্ঠ
 পুত্রকে মন্ত্র দিবেন । বিগোত্রকে (অশ্ব গোত্রকে) যে বিশেষ বিচার করিয়া দিবেন,
 সে বিষয়ে আর বক্তব্য কি ? ১৩

যদি তিন দিন পূর্বে জিহ্বাতে মধু দ্বারা এই মন্ত্র লিখেন, তবে সেই মুখও অধ্যয়ন
 বিনাই পণ্ডিত হইয়া থাকে । ১৪

সর্বদা এই মন্ত্রকে ও সদগুরুকে গোপন করিবে । তাহাতে বিদ্যা বীৰ্য্যবতী হয়,
 প্রকাশিতা হইলে নিবীৰ্যা হয় । ১৫

পাপাসক্ত ব্যক্তিকে বিদ্যা দিবে না, অভক্ত ব্যক্তিকে কখনও দিবে না । গুরু-ভক্ত
 ও দাত (ইন্দিয় সংঘত) ব্যক্তিকে জলদান পূর্বক মন্ত্র দিবে । ১৬

বিদ্যা ব্রাহ্মণের নিকট গিয়া এই বলিয়াছিলেন—আমি তোমার সেবধি (নিধি)

১। ৫—অনুপূর্বকমিত্যনন্তরং যদৃষ্টবশান্নাতো মন্ত্রস্যাস্য ভবেন্ মুনে । বিগোত্রপৌরুষং
 মৈতদন্যগোত্রং নহেৎ সুধী: । বিদ্যা ব্রাহ্মণমিত্যাदि ।

যমেব তু শুচিং বিজ্ঞা নিয়তং ব্রহ্মবাদিনম্ ।

তস্মৈ মাং ক্রহি বিপ্রায় নাবিপ্রায় প্রমাদিনে^১ ॥ ১৮

তথা— নীল-সারস্বতে তন্ত্বে কবিতা^২ চিত্তহারিণী ।

বিশেষতঃ কলিযুগে মৎপ্রসাদাৎ ভবিষ্যতি ॥ ১৯

অল্পজ্ঞমপি বিদ্বাংসং মানয়িষ্যস্তু বাগ্মিনঃ ।

বৃহস্পতি-বদাশ্চর্যাং দৃশ্যং মন্ত্ৰজ্ঞমদ্রুতম্ ॥ ২০

মন্ত্ৰশ্চ জ্ঞানমাত্রেন অনুভাবদ্বয়ং ভবেৎ ।

তাৎকালিকী চ কবিতা পরৈরনভিভাব্যতা ॥ ২১

সিদ্ধমন্ত্ৰো যদা মন্ত্ৰী বালিশশ্চাপি মূৰ্দ্ধনি ।

হস্তং দত্বা দিশত্যাশু সোহপি শ্লোকান্ করোতু্যত^৩ ॥ ২২

বীরতন্ত্বে ভগবানুবাচ—প্রোক্তা দেবি ! মহাবিদ্যা তারা ত্রিভুবনেশ্বরী ।

কতিধা সা মহাদেবী মন্ত্ৰভেদেন কথ্যতাম্ ॥ ২৩

হইতেছি। আমাকে রক্ষা কর। অসূয়াকারী ব্যক্তির নিকট আমাকে বলিও না।

তাহা হইলে আমি বীর্যবতী হইব। ১৭

বাহাকে শুচি নিয়ত ব্রহ্ম-বাদী বলিয়া বুঝিবে, সেই বিপ্রের নিকট আমাকে বলিবে। প্রমাদযুক্ত বিপ্রকে দিবে না। ১৮

সেইরূপ নীল সারস্বত তন্ত্বে উক্ত হইয়াছে—বিশেষতঃ কলিযুগে আমার প্রসাদে মনোহর কবিত্ব জন্মে। ১৯

অল্পজ্ঞ এই মন্ত্ৰবিৎ ব্যক্তিগণকে বাগ্মিগণ বৃহস্পতির শ্যাম সম্মানিত করিবেন। মন্ত্ৰজ্ঞকে আশ্চর্য্য অদ্ভুত দৃশ্য মনে করে। ২০

এই মন্ত্ৰের জ্ঞানমাত্রের দ্বারা এই দুইটি অনুভাব হয়—তাৎকালিক কবিত্ব ও অশ্রুকর্তৃক অনভিভূতত্ব। ২১

যখন মন্ত্ৰজ্ঞ সাধক সিদ্ধমন্ত্ৰ হইয়া মূৰ্খেরও মন্ত্ৰকে হাত দিয়া উপদেশ করেন, তবে সেও শীঘ্র নিশ্চয়ই শ্লোক সমূহ রচনা করে। ২২

বীরতন্ত্বে ভগবান্ বলিলেন—দেবি। ত্রিভুবনেশ্বরী তারা মহাবিদ্যা কথিত হইয়াছে। সেই মহাদেবী মন্ত্ৰভেদে কত প্রকার বলুন। ২৩

১। খ—প্রমাদিনে ইত্যনন্তরং অনাষ্ট্রের দ্বিতীয়ক ন কিঞ্চিদ্বিষয়কারণম্। ২। খ—কিপ্রপ্রসাদী ভক্ততাং মহানীল সরস্বতীম্। নীলসারস্বতে ইত্যাদি। কবিতা বিষয়কারিণী। ৩। খ—করোতু্যত ইত্যনন্তরং তারিণীতন্ত্বে—ধন্যা চ জননী তস্য ধন্যন্তস্য পিতাপি চ। য এনাং কামলভিকারং বিদ্যাঃ রাজ্ঞীং অপেক্ষরঃ। বীরতন্ত্বে ইত্যাদি।

দেবাবাচ—প্রাণৈঃ গণৈর্মহাদেব ! ন প্রকাশ্যং মহাকুলম্ ।

তথাপি তব ভক্ত্যা তু তুভ্যং বক্ষ্যামি শঙ্কর ! ॥ ২৪

ত্রপয়াহত্র বধুবাক্যং^১ যথা ন ক্ষরতে প্রিয় ! ।

তথৈবেয়ং মহাবিদ্যা ন কদা ভুবি গোচরা ॥ ২৫

তদ্বাস্তরে^২—যে জপন্তি পরাং বিদ্যাং নিয়মেন বশস্থিতাঃ ।

দেবাঃ সর্বে নমস্তুস্তি কিঃ পুনর্মানবাদয়ঃ ॥ ২৬

বৃহস্পতি-সমো বাগ্মী ধনৈর্ধনপতির্ভবেৎ ।

কামতুল্যশ্চ নারীগাং রিপুণাং শমনোপমঃ ॥ ২৭

তস্য পাদানুজঘন্স্ব রাজ্ঞাং মুগ্ধি বিভূষণম্ ।

তস্য ভূতিং বিলোকৈব্য কুবেরোহপি তিরস্কৃতঃ ॥ ২৮

য এবং পূজয়েদ্ দেবীং নিয়মে পিতৃকাননে ।

তস্মৈবাজ্ঞাকরাস্তাবৎ সিদ্ধয়োহষ্টৌ ভবন্তি হি ॥ ২৯

দেবী বলিলেন—হে মহাদেব ! প্রাণপণে মহাকুল প্রকাশ্য নহে । তথাপি হে শঙ্কর ! তোমার প্রতি ভক্তিবশতঃ তোমাকে বলিব । হে প্রিয় ! স্বস্তরের সম্মুখে লজ্জা হেতু বধুর মুখ হইতে যেমন বাক্য ক্ষরিত হয় না । অর্থাৎ বধুবাক্য যেমন কাহারও ক্ষতিগোচর হয় না, সেইরূপ এই মহাবিদ্যা কখন এই পৃথিবীতে কাহারও ক্ষতিগোচর হয় না । ২৪-২৫

তদ্বাস্তরে বলিয়াছেন—যে ব্যক্তিগণ বশে থাকিয়া অর্থাৎ স্থির হইয়া নিয়ম পূর্বক পরা বিদ্যাকে জপ করেন । সমস্ত দেবগণ তাহাকে নমস্কার কবেন, মানব প্রভৃতি যে তাঁহাকে নমস্কার করেন, তাহাতে বক্তব্য কি ? ২৬

সেই ব্যক্তিগণ বৃহস্পতি তুল্য বাগ্মী হয়, ধনসমূহের দ্বারা ধনপতি হয় । নারীগণের নিকট কামের তুল্য হয়, শত্রুগণের নিকট শমন সদৃশ হয় । ২৭

তাঁহার পাদপদ্মদ্বয় নৃপতিগণের মস্তকের ভূষণ । তাঁহার ভূতি (ঐশ্বর্য্য) দেখিয়া কুবেরও তিরস্কৃত (লজ্জিত) হন । ২৮

যে পিতৃকাননে (শ্মশানে) নিয়মে এই প্রকারে দেবীকে পূজা করেন, সকলে তাহার আজ্ঞাকর হয় । আটটি সিদ্ধি তাহার হইয়া থাকে । ২৯

তৈশ্চ জননী ধন্য৷ পিতা তস্তা নুর্যোত্তমঃ ।
 সম্প্রদায়বিদাং বক্তৃদা য এনাং বেত্তি তত্ত্বতঃ ॥ ৩০
 তস্তা বিজ্ঞানমাত্রেণ কুলকোটিং সমুদ্বরেৎ ।
 নন্দন্তি পিতরঃ সর্বে গাথাং গায়ন্তি তে মুদা ॥ ৩১
 অপি নঃ স্বকূলে কশ্চিৎ কুলজ্ঞানী ভবিষ্যতি ।
 স ধন্যঃ স চ বিজ্ঞানী স কবিঃ স চ পণ্ডিতঃ ॥ ৩২
 স কুলীনঃ স চ সুখী স বশী স চ সাধকঃ ।
 স ব্রাহ্মণঃ স বেদজ্ঞঃ সোহগ্নি-হোত্ৰী স দীক্ষিতঃ ॥ ৩৩
 স তীর্থসেবী পীঠানাং স নিবাসী^১ স সর্বদঃ ।
 স সোমযাজী স ব্রতী স সন্ন্যাসী স পূজিতঃ ॥ ৩৪
 স ধর্মাত্মা স যোগী চ স মুক্তো ব্রহ্মবিৎ স চ ।
 স বৈষ্ণবঃ স শৈবশ্চ স সৌরঃ স চ গাণপঃ ॥ ৩৫
 স চ বিজ্ঞান-বেত্তা চ য এনাং বেত্তি তত্ত্বতঃ ।
 অপি চেৎ তৎ সমা নারী মৎসমঃ পুরুষো যদি ।
 অনিরুদ্ধ-সরস্বত্যাঃ সমো মন্ত্রোহস্তি বৈ তদা ॥ ৩৬

যে সম্প্রদায়বিদগণের মুখ হইতে তত্ত্বতঃ এই বিদ্যাকে জানে, তাহার জননী ধন্য৷ । তাহার পিতা দেবশ্রেষ্ঠ । ৩০

সেই মহাবিদ্যার বিজ্ঞানমাত্রেণ দ্বারা কোটি কুলকে উদ্ধার করে । সমস্ত পিতৃগণ আনন্দে নৃত্য করেন এবং গাথা গান করেন । ৩১

যদি আমাদের নিজকূলে কোন ব্যক্তি কুলজ্ঞানী হয়, সে ধন্য, সে বিজ্ঞানী, সে কবি, সে পণ্ডিত, সে কুলীন, সে সুখী, সে বশী, সে সাধক, সে ব্রাহ্মণ, সে বেদজ্ঞ, সে অগ্নি-হোত্ৰী, সে দীক্ষিত । ৩২-৩৩

সে তীর্থসেবী, সে পীঠ সমূহের নিবাসী, সে সর্বপ্রদ, সে সোমযাজী, সে ব্রতী, সে সন্ন্যাসী, সে সকলের পূজিত । সে ধর্মাত্মা, সে যোগী, সে মুক্ত, সে ব্রহ্মবিৎ, সে বৈষ্ণব, সে শৈব, সে সৌর, সে গাণপত্য । ৩৪-৩৫

যে ইহাঁকে ষথার্থতঃ জানে সে বিজ্ঞানবেত্তা । তোমার সমান যদি নারী এবং আমার সমান যদি পুরুষ থাকে, তবে অনিরুদ্ধ সরস্বতীর সমান মন্ত্রও আছে । ৩৬

মহাপদে মহাপাপে মহাগ্রহ-নিবারণে ।

মহাউংপাতে মহাশোকে মহাদাহে মহাগদে ।

মহামোহে মহাশৌর্য্যে মহাদারিদ্র্য-সঙ্কটে ॥ ৩৭

মহারণে মহাশূন্যে মহাহজ্ঞানে মহাহ্রদে ।

সমস্ত-ক্লেশসংঘাতে স্মরণাদেব নাশয়েৎ ॥ ৩৮

অস্ত্যা জ্ঞানং জ্ঞানমেব ধ্যানমেবাত্ম-দর্শনম্ ।

অনয়া সদৃশী বিদ্যা নাস্তি তস্মৈ ন সংশয়ঃ ॥ ৩৯

অস্তাঃ স্মরণ-মাত্রেন বচশ্চিহ্নায়তে নৃণাম্ ।

যজ্ঞ-জ্ঞানাদমরতঞ্চ লভেৎ মুক্তিং চতুর্বিধাম্ ॥ ৪০

কেংকারীয়ে— জিহ্বায়াং শ্রুতনাদেব মুকোহপি শ্রুকবির্ভবেৎ ।

জ্ঞানমাত্রেন মন্ত্রস্ত জপাৎ সর্বজ্ঞতা ভবেৎ । ॥ ৪১

অব্যাহতা মতিঃ শাস্ত্রে বিজয়ো বাক্পতেরিব ।

ভাবনা-বশ-সম্পন্নো ভবেদ্ যোগী মহাকবিঃ ॥ ৪২

জড়োহপি যদি মুকঃ স্যাদ্ ভাবনাবশ-তৎপরঃ ।

লভতে শ্রীমতাং বাণীং মন্ত্রস্ত লক্ষজাপতঃ ॥ ৪৩

মহাবিপদে, মহাপাপে, মহাগ্রহের নিবারণে, মহাউংপাতে, মহাশোকে, মহাদাহে, মহারোগে, মহামোহে, মহাশৌর্য্যে, মহাদারিদ্র্য সঙ্কটে, মহারণে, মহাশূন্যে, মহাহজ্ঞানে, মহাহ্রদে, সমস্ত ক্লেশের সংঘাতে তাঁহার স্মরণ হইতেই এই সমস্তকে নাশ করায় । ৩৭-৩৮

এই বিদ্যার জ্ঞানই জ্ঞান, ধ্যানই আত্মদর্শন । এই বিদ্যার সদৃশী বিদ্যা তস্মৈ নাই, ইহাতে সংশয় নাই । ৩৯

যে বিদ্যার জ্ঞান হইতে মানব অমরত্ব ও চতুর্বিধ মুক্তি লাভ করে, সেই এই বিদ্যার স্মরণমাত্রেই নানবর্ণের বাক্য চিত্রের গায় হইয়া থাকে । ৪০

কেংকারীর তস্মৈ বলিয়াছেন—জিহ্বাতে এই মন্ত্রের গায় হইতে মুকও শ্রুকবি হইয়া থাকে । এই মন্ত্রের জ্ঞানমাত্রেই এই মন্ত্রের জপ হইতে সর্বজ্ঞত্ব হয় । ৪১

শাস্ত্রে বুদ্ধি অব্যাহত হয়, বাক্পতির (বৃহস্পতির) গায় বিজয়ী হয় । ভাবনাবশ সম্পন্ন হইলে যোগী মহাকবি হয় । ৪২

মুক অর্থাৎ যদি ভাবনাবশ তৎপর হয়, তবে সেও লক্ষ মন্ত্র জপ হইতে ব্যাসাদি-গণের বাণী লাভ করে । ৪৩

শ্রীমতাং ব্যাসাদীনাম্ । কাং বিজ্ঞাং প্রাপ্য মুনয়ো ভারতাদি প্রচক্রিরে ।
ইত্যুক্ত্বাং । তদ্বাস্তরে—

ন কদাপি ভবতি মুখ্যে মনুমেণং বেত্তি যো মনুষ্যঃ ।

ত্রিজগতি ভবতি খ্যাতে বিধায় পূজামনুষ্য মনোঃ ॥ ৪৪

তথা— সর্বত্র জয়মাপ্নোতি কীর্তিমাযুঃ স্মৃতান্ বহুন্ ।

স বাসঃ শ্রীসরস্বতোর্ষত্র সারস্বতো মনুঃ ॥ ৪৫

তারাবিদ্যারা আবির্ভাবঃ

অথেষ্যং বিজ্ঞা কদাবিভূব কথং বা বাঙ্ময়াধিকারিণী সরস্বতীত্যাচ্যতে,
উচ্যতে— আত্মা-প্রকৃতি-ভূতা যা শক্তির্দেবী সনাতনী ।

চতুর্বেদময়ী ভূতা সৈব বাগধিকারিণী ॥ ১

শব্দব্রহ্মময়ী সৈব সর্বাভ্যন্তর-বর্ত্তিনী ।

প্রবর্ত্তয়তি সর্বান্সু ক্রিয়ান্সু নিখিলং জগৎ ॥ ২

সেয়ং জগতি ভূয়োভিনামতিঃ প্রণিগচ্ছতে ।

তারেত্যেকজট্যেত্যেবং নীলবাণীতি চিন্ময়ী ॥ ৩

শ্রীমতাং অর্থ—ব্যাসাদির । যেহেতু “কাং বিজ্ঞাং প্রাপ্য মুনয়ো ভারতাদি প্রচক্রিরে” ইহা উক্ত হইয়াছে । তদ্বাস্তরে বলিয়াছেন—

যে মানব এই মন্ত্রকে জানে, সে কখনও মূৰ্খ হয় না । মনুষ্য এই মন্ত্রের পূজা করিয়া ত্রিজগতে খ্যাত হয় । ৪৪

সেইরূপ আরও বলিয়াছেন—যে মানবে সরস্বতীর মন্ত্র বিরাজ করে, সেখানে সরস্বতী দ্বয়ের বাস । সর্বত্র জয়, কীর্তি, আয়ুঃ ও বহু পুত্র প্রাপ্ত হয় । ৪৫

এই বিদ্যার কখন আবির্ভাব হইয়াছিল ? কিহেতু বা বাঙ্ময়াধিকারিণী সরস্বতী নামে কথিত হন ? তাহার উত্তর বলিতেছি—

আত্মা প্রকৃতিভূতা দেবী সনাতনী যে শক্তি, তিনি চতুর্বেদময়ী হইয়া বাক্যের অধিকারিণী হন । ১

তিনিই শব্দব্রহ্মময়ী সকলের অভ্যন্তর-বর্ত্তিনী । তিনি অখিল জগৎকে সমস্ত ক্রিয়াতে প্রবর্ত্তিত করেন । ২

সেই শব্দব্রহ্মময়ী আত্মা শক্তিই এই জগতে তারানামে, একজটা নামে ও নীলবাণী বা সরস্বতী বহু নামে কথিত হইয়াছেন । ৩

১। খ—বিধায় খ্যাতে বিধায় পূজামনুষ্য মনোঃ । যস্মিন্ দিবা স সন্মতে মনুমেণম্ তত্র তু লাঃ স্যাদ্ভিন্নতম্ । ভবতি ব্যতায়মপি সদস্য কৰ্মণোকৃত্যোঃ । তথা সর্বত্রৈত্যাদি ।

তবে— নীলয়া বাক্ প্রদা চেতি তেন নীলসরস্বতী ।
 বিদিতা নীলবর্ণত্বাৎ তথা নীলসরস্বতী ॥ ৪
 প্রধানৈকজটা যস্মাৎ তস্মাদেকজটা শিবা ।
 তারকত্বাৎ সদা তারা সুখ-মোক্ষ-প্রদায়িনী ॥ ৫
 উগ্রাপং-তারিণী যস্মাচ্ছগ্রতারা প্রকীৰ্ত্তিতা ।
 এবং নিগদিতা বিদ্যা তারিণী সর্বসিদ্ধিদা ॥ ৬

শব্দব্রহ্মময়ীতি শব্দাত্মক-ব্রহ্মস্বরূপেত্যর্থঃ । তথাচোক্তং—শব্দাত্মিকা-
 সুবিমলগ্-যজুষাং নিধানমুদগীতরম্য-পদ-পাঠবতাক্ষ সান্নাম্ । দেবী ত্রয়ী
 ভগবতীতি দেব্যা স্তুতো । হ্রং স্বাহা হ্রং স্বধা হ্রং হি বষট্কার-স্বরাঙ্কি-
 কেত্যাদৌ চ^১ । ৭

নবম্যাঃ সরস্বতীত্বে কথং নীলবর্ণত্বমিতি । উচ্যতে সিদ্ধসারস্বতে (৮)—
 শ্রীদেব্যুবাচ— ভগবন্ সর্ববিজ্ঞানাং পারগ ! হ্রং মহেশ্বর ! ।
 বদ চিন্ময় ! বিশ্বাস্ত-ব্যাপ্ত-রশ্মি-কদম্বক ! ॥ ৯
 তন্মাস্তি জগতি চক্রে যৎ তু বা গোচরং পরম্ ।
 অথ সর্বজ্ঞ-নামাসি দেবেষু সকলেষপি ॥ ১০

তবে বলিয়াছেন—নীলার বাক্ প্রদান করেন, এই হেতু তিনি নীলসরস্বতী ।
 তিনি নীলবর্ণা বলিয়া বিদিতা, সেই হেতু তিনি নীলসরস্বতী । ৪

যেহেতু একটি-জটা প্রধান, সেই হেতু সেই শিবা একজটা । সর্বদা তারক অর্থাৎ
 জ্ঞান করেন বলিয়া তারা সুখমোক্ষ প্রদায়িনী । ৫

যেহেতু উগ্র আপং হইতে জ্ঞান করেন বলিয়া উগ্রাপং-তারিণী, সেই হেতু উগ্রতারা
 নামে কীর্ত্তিতা । সর্বসিদ্ধিপ্রদা তারিণী বিদ্যা এই প্রকার কথিত হইয়াছেন । ৬

শব্দব্রহ্মময়ী ইহার অর্থ—শব্দরূপ ব্রহ্মস্বরূপা । শব্দাত্মিকা সুবিমলগ্-ইত্যাদি দেবী
 স্তুতিতে ও হ্রং স্বাহা হ্রং স্বধা হ্রং হি বষট্কার-স্বরাঙ্কিকা—ইত্যাদিতে তাহাই উক্ত
 হইয়াছে । ৭

আচ্ছা, ইনি সরস্বতী হইলে ইহার নীলবর্ণত্ব কিরূপে হইল ? ইহার উত্তর
 বলিতেছি । সিদ্ধ সারস্বতে শ্রীদেবী বলিলেন—

হে ভগবন্ । হে শঙ্কর ! তুমি সমস্ত বিদ্যার পারগ । হে চিন্ময় । হে বিশ্বাস্তব্যাপ্ত
 রশ্মিকদম্বক । (বিশ্বাস্তব্যাপ্ত তেজোরশ্মি সমূহ-ধারিন্ ।) বলুন । ৮-৯

খ্যাতো সর্বত্র লোকেহস্মিন্ ধবলা ভারতী শুভা ।

ন পীতা ন চ বাহস্বেতা কথং নীলা সরস্বতী ॥ ১১

এতদ্ বক্তুং বিস্তরেণ দেব-দেব ! ত্বমর্হসি ।

গায়ত্রী চৈব সাবিত্রী সরস্বত্যপি শঙ্কর ! ॥ ১২

প্রাতর্মধ্যাহ্ন-সময়ে রক্তা শ্বেতা চ শ্যামলা ।

সাবিত্রীহৃদয়ে প্রোক্তা সৈবান্ধা বদ কিং প্রভো ! ॥ ১৩

মহেশ্বর উবাচ—সাধু ! ত্বয়া পৃষ্ঠমিদং সমাগেতদ্ বিবিচ্যতে ।

পূর্বং দেবাস্মুরে যুদ্ধে দানবা দিত্তিজৈঃ সহ ।

চক্রেন চক্রিণা ছিন্নাঃ কান্দিশীকাঃ প্রহৃদ্রবুঃ ॥ ১৪

সমুদ্রং দৃষ্টদৈত্যাস্ত সমুদ্র-কুহরোদরে ।

মস্ত্রণাং চক্রিরে পূর্বং দেবানাং পরিভূতয়ে ॥ ১৫

বেদরূপা ভগবতী সর্বমস্ত্রময়ী হি সা ।

তয়ৈব সর্ববিপ্রাণাং যজ্ঞকাণ্ডঃ প্রবর্ততে ॥ ১৬

তেষু যজ্ঞেষু সমুত্তৈর্হবিভিঃ সবলাঃ সুরাঃ ।

বাহ্য তোমার অগোচর শ্রেষ্ঠ বস্তু, তাহা এই অগচ্চক্রে নাই । সকল দেবের মধ্যেও তুমি সর্বজ্ঞ নামে খ্যাত । ১০

এই লোকে সর্বত্র শুভপ্রদা ভারতী ধবল বলিয়া খ্যাত, তিনি পীতা নহেন, অথবা অশ্বেতা (শ্বেতভিন্না) নহেন, তবে তিনি কিরূপে নীল সরস্বতী হইলেন? হে দেবদেব! ইহা তুমি বিস্তরে বলিতে পার। হে শঙ্কর! গায়ত্রী, সাবিত্রী, সরস্বতীও প্রাতঃকালে, মধ্যাহ্নকালে রক্তা ও শ্বেতা শ্যামলা সাবিত্রী হৃদয়ে উক্ত হইয়াছে। হে প্রভো! তিনি কি ভিন্না? ১১-১৩

মহেশ্বর বলিলেন—তুমি ইহা ভাল প্রশ্ন করিয়াছি। ইহা আমি সম্যকরূপে বিবেচনা করিতেছি। পূর্বে দেবাসুর যুদ্ধে দিত্তিজ (দৈত্য) গণের সহিত দানবগণ চক্রধারী কর্তৃক চক্রের দ্বারা ছিন্ন হইয়া যত্র তত্র ভয়ে পলায়ন করিয়াছিলেন। ১৪

দৃষ্ট দৈত্যগণ মিলিত হইয়া সমুদ্র গহবরের মধ্যে দেবতাগণের পরাভবের অন্ত পূর্বে মস্ত্রণা করিয়াছিলেন। ১৫

বেদরূপী সেই ভগবতী সর্বমস্ত্রময়ী। তাঁহার দ্বারাই সমস্ত বিপ্রগণের যজ্ঞকাণ্ড প্রবর্তিত হইতেছে। ১৬

সেই সমস্ত যজ্ঞসমুত্ত হবিঃ দ্বারা দেবতাগণ বলবান্ হইয়াছিলেন। এই অস্ত্রই

অতোহহুমান্ প্রবাধ্যন্তে বয়ঞ্চাবলিনন্ততঃ ॥ ১৭
 ইতি তেষাং বচঃ শ্রুত্বা দীনানাং দিতি-জন্মনাম্ ।
 হয়গ্রীব-সোমকশ্চ নির্বেদং ভূশমাপতুঃ ॥ ১৮
 তাবুভৌ ভ্রাতরৌ দীপ্তৌ তুরঙ্গ-গ্রীব-সোমকৌ ।
 শব্দাকর্ষণিকাং দেবীং সমুদ্दिश्याহতপশ্চতাম্ ॥ ১৯
 তয়োর্ধোর-তপঃ-প্রীতা প্রাহাকর্ষণ-দেবতা ।
 কো বাহতিবীৰ্য্যবানত্র বরঃ কো বাহতিবাহিতঃ ॥ ২০
 তাত্যামুক্তা ভগবতী^১ বরপ্রার্থন-হেতবে ।
 সর্বশব্দাকর্ষণাশ্রমাবাভ্যাং দীয়তামিতি ॥ ২১
 তথাহস্থিতি তয়া প্রোক্তৌ দানবাবতিগর্বিভৌ ।
 অস্ত্রাশ্রম প্রভাবেণ ভুলোকং সমুপস্থিতৌ ॥ ২২
 সর্বাংশ্চ কর্ষতঃ শব্দান্ মন্তরূপান্ দ্বিজন্মনাম্ ।
 সা শব্দরূপিণী দেবী শুরুরূপা সরস্বতী ॥ ২৩
 মুখানি সর্বং বিপ্রাণাং ত্যক্ত্বাসিত বপুর্ধরা^২ ।
 আয়ত্বা দৈত্য-বরয়োহঁস্তগ্রাহমুপাগতা ॥ ২৪

আমরা দেবভাগ্য কর্তৃক পীড়িত হইতেছি । সেই হেতুই আমরা দুর্বল হইয়াছি । ১৭
 দীন দৈত্যগণের এইরূপ বাক্য শ্রবণ করিয়া হয়গ্রীব ও সোমক অত্যন্ত নির্বেদ
 পাইয়াছিলেন । ১৮
 সেই হয়গ্রীব ও সোমক দুই ভ্রাতা দীপ্ত হইয়া শব্দাকর্ষণী দেবীর উদ্দেশে ভগ্নতা
 করিয়াছিলেন । ১৯
 তাহাদের ঘোরতর ভগ্নতার প্রীত হইয়া আকর্ষণ দেবতা বলিয়াছিলেন—এখানে
 কে অতি শক্তিশালী ? কি বরই বা তোমাদের বাহিত ? । ২০
 বর প্রার্থনার অন্ত ভগবতী তাহাদের কর্তৃক এইরূপ উক্ত হইয়াছিলেন । সেই দুই
 ভ্রাতা বলিল—আমাদিগকে শব্দাকর্ষণ অস্ত্র প্রদান করুন । ২১
 তথাস্ত বলিয়া ভগবতী কর্তৃক উক্ত হইয়া সেই দুই ভ্রাতা হয়গ্রীব ও সোমক
 অত্যন্ত গর্বিত হইয়া এই অস্ত্রের প্রভাবে ভুলোকে উপস্থিত হইয়াছিল । ২২
 দ্বিজগণের মন্তরূপ সকলশব্দকে আকর্ষণ করিয়াছিলেন । সেই শব্দরূপিণী শুরুরূপা

ক্রন্দন্তীং তাক্ বিবশাং নীলা পাতাল-গোলকে ।
 হালাহলবিমৈঃ কুণ্ডং^১ তত্র-নীলাঞ্জন-প্রভৈঃ ॥ ২৫
 তত্র তাং বিনিমাজ্জ্যেব বদ্ধাং পন্নগ-রজ্জুভিঃ ।
 পর্বতৈর্নিচিতাং কুড়া পুনর্দেব-জিগীষয়া ।
 স্বর্গমাসাত্ত সেনাভিঃ প্রতুষ্টুবতুরাহবম্ ॥ ২৬
 শকাকর্ষণ-বাণেন দৈত্যানাং পৃথিবীতলে ।
 নিঃশক্যশৈচব নির্মজ্জা বেদবিস্তারিণো দ্বিজাঃ ॥ ২৭
 মন্ত্র-বিস্মরণেনৈব যজ্ঞবিদ্যা নিরাসিতা ।
 তন্নাশতো হবির্ভোগ-বর্জিতা বলহানিতঃ ।
 নিবীর্য্যাত্তা নিরুদ্ধ-যোগাস্তাভ্যাং দেবা নিরাকৃতাঃ ॥ ২৮
 ইথং বিদ্রাব্য বিবুধান্ তো হয়গ্রীব-সোমকৌ ।
 বিষ্ণুচক্রাচ্ছঙ্কিতৌ চ সমুদ্রাস্তর্গৃহে স্থিতৌ ॥ ২৯
 ইথং যদা বেদময়ী বিকৃষ্টা বচঃ-প্রসূঃ সর্বমশু-স্বরূপা ।

সরস্বতী দেবী সমস্ত বিপ্রেস মুখ ত্যাগ করিয়া অসিতদেহ ধারণ করিয়া দৈত্যবর-
 যমের অধীন হইয়া তাহার হাতের মধ্যে উপস্থিত হইয়াছিলেন । ২৩-২৪

সেই রোদনকারিণী বিবশা সরস্বতীকে পাতালগোলকে লইয়া গেলেন । সেই
 পাতালগোলকে হালাহল বিষে পরিপূর্ণ নীলাঞ্জনের সদৃশ একটি কুণ্ড আছে । সেই
 কুণ্ডে তাঁহাকে পন্নগ-রজ্জু দ্বারা বাঁধিয়া সেই পাতালে বিধকুণ্ডে তাঁহাকে নিমজ্জিত
 করাইয়া পর্বতে তাঁহাকে সঞ্চিত রাখিয়া পুনরায় স্বর্গজয়ের ইচ্ছায় স্বর্গে উপস্থিত
 হইয়া সেনাগণের সহিত যুদ্ধ আরম্ভ করিয়াছিলেন । ২৫-২৬

পৃথিবীতলে বেদবিস্তারকারী দ্বিজগণ দৈত্যগণের শকাকর্ষণ বাণের দ্বারা নিঃশক্য
 ও নির্মজ্জ হইয়াছিলেন । ২৭

মন্ত্রের বিস্মরণের দ্বারা যজ্ঞবিদ্যা নিঃসারিত হইয়াছিল । সেই যজ্ঞবিদ্যার নাশে
 হবির্ভোগ রহিত হইয়া বলহানি প্রযুক্ত নিবীর্য্যাত্ত (যাঁহার অস্ত্র বীর্য্যহীন) হইয়া
 উদ্বেগহীন হইয়া দেবগণ দৈত্যদের কর্তৃক পরাজিত হইয়াছেন । ২৮

সেই হয়গ্রীব ও সোমক এই প্রকারে দেবগণকে পরাজিত করিয়া বিষ্ণুর চক্রের
 ভয়ে সমুদ্রের মধ্যবর্তী গৃহে থাকিল । ২৯

এইরূপে সর্বমশু স্বরূপা বাক্যপ্রসবিনী বেদময়ী সরস্বতী যখন দেত্যদের কর্তৃক আকৃষ্ট

যজ্ঞ-প্রণাশাদ্ ব্যাধিতাঃ সুরেন্দ্রাস্তদা হরিং তুষ্টু-বুরাদিদেবম্ ॥ ৩০
 ঞ্জা বচঃ সোহিৎ বরোরুমায়ে মায়াবিনৌ তৌ দিত্তি-জন্মবর্ষ্যৌ ।
 বেদস্ত চৌরৌ মনসা বিদিত্তা চকার তস্ত হরণায় যত্নম্ ॥ ৩১
 সহস্র-দংষ্ট্রস্য ঋষস্য রূপং পাঠীন-নাম্নঃ পরমোহিৎ বিষ্ণুঃ ।
 রূপং গৃহীত্বা ভগবাননন্তো বিবেশ বেদোদ্ধরণায় সিন্ধুম্ ॥ ৩২
 বরাহ-রূপেণ যথা নিমগ্নাং যুগে যুগে প্রোদ্ধতবান্ ধরিত্রীম্ ।
 তথৈব মংস্তাকৃতিরশ্বজাক্ষৌ বিলোড়য়ামাস সমুদ্র-পূরম্ ॥ ৩৩
 মংস্ত-স্বরূপস্য হরেঃ শরীরাদাবির্বভূবুচ্চ ভূজাশ্চতস্রঃ ।
 চক্রং তথা নন্দক-শাঙ্গ'-চাপৌ কোমদকীং হস্ত' চতুষ্টয়েন ॥ ৩৪
 মংস্ত-স্বরূপস্য জনার্দনস্য বভূব যুদ্ধং শরদাং সহস্রম্ ।
 ততস্ত শঙ্কার্ধ-বিকর্ষণস্ত্রং নিখাস-বাতেন বলাদগৃহ্মাং ॥ ৩৫
 অপাকৃতাত্তৌ হরিচক্র-কৃত্তৌ কোমোদকী তাদ্ভন-মুচ্ছিতৌ চ ।
 খড়্গ-প্রহারাং পতিতৌ চ নাশমুভৌ হয়গ্রীবক-সোমকাথৌ ॥ ৩৬

হইলেন, তখন যজ্ঞের নাশহেতু দেবগণ ব্যাধিত হইয়া আদিদেব হরিকে স্তুতি করিতে লাগিলেন । ৩০

অনন্তর মায়াবিনাশী সেই হরি দেবগণের বাক্য শ্রবণ করিয়া সেই মায়াবী দুই দৈত্যবর্ষ্যকে বেদচোর মনে করিয়া সেই বেদের উদ্ধারের জন্য যত্ন করিলেন । ৩১

অনন্তর সেই ভগবান্ অনন্ত পরম বিষ্ণু পাঠীননামক সহস্রদন্ত ঋষাকার রূপ ধারণ করিয়া বেদ উদ্ধারের জন্য সমুদ্র মধ্যে প্রবেশ করিলেন । ৩২

অশ্বজাক্ষ হরি যুগে যুগে বরাহরূপে যেমন নিমগ্না পৃথিবীকে উদ্ধার করিয়াছিলেন, সেইরূপ তিনি মংস্তাকৃতি ধারণ করিয়া সমুদ্রকে আলোড়ন করিতে লাগিলেন । ৩৩

মংস্তরূপী হরির শরীর হইতে চারিটি বাহু আবির্ভূত হইল । সেই হস্তচতুষ্টয়ের দ্বারা চক্র, নন্দক নামক খড়্গ, শাঙ্গ'নামক ধনুঃ ও কোমুদকী নামক গদা ধারণ করিলেন । ৩৪

সেই হয়গ্রীব ও সোমকের সহিত মংস্তরূপী জনার্দনের এক হাজার বৎসর যুদ্ধ হইয়াছিল । তাহার পর তাহাদের নিকট হইতে নিখাস বায়ু দ্বারা বলপূর্বক শঙ্কার্ধ বিকর্ষণ অস্ত্র গ্রহণ করিয়াছিলেন । ৩৫

সেই হয়গ্রীব ও সোমক—উভয়েই হরি কর্তৃক নিরস্ত্র হইয়া হরির চক্রের দ্বারা

অথানুধেৰ্গৰ্ভপুরাস্তুরালে নিবেশিতাং তাং বিষকুণ্ড-মধ্যে ।

মৎস্ত-স্বরূপী ভগবাননন্তঃ প্রোদ্ধত্য নিশ্বাস-নিরন্ত-পক্ষঃ ॥ ৩৭

গরুড়াতালোকন-শুধ্যামানে বিষস্ত কুণ্ডে বিবশাং শয়ানাম্ ।

নিরন্ত-চেষ্টাং নিভৃতান-যষ্টিং নিশ্বাসমাত্রৈক-শবৈক-শেষাম্ ॥ ৩৮

অশ্বাসয়ামাস সূশীতবাক্যৈর্হরিঃ স্মিতং প্রাহ সরস্বতীং সঃ ।

ত্রিতার-বিভাং প্রথমং জগাদ সমস্ত-মস্ত-প্রকরস্ত মূলম্^১ ॥ ৩৯

তেনাপি নো সন্নিদমাপ দেবী প্রাসাদ-মস্তং পুনরুজ্জগাদ ।

তেনাপি নো সন্নিদমাপ দেবী বীজত্রয়ীমভ্যদধন্ মুকুন্দঃ ॥ ৪০

তেনাপি নো সন্নিদমাপ দেবী বাচাং ত্রয়ীমভ্যদধন্ মহাত্মা ।

তেনাপি নো সন্নিদমাপ দেবী কামেশ্বরীং সোহথ জগাদ বিষ্ণুঃ ॥ ৪১

এবং যড়াকারমনু-প্রণীত্যা সংজ্ঞামবাপ বচসাং সবিত্রী ॥ ৪২

হিন্ন হইয়া কোমুদকী গদা দ্বারা ভাঙিত ও মূর্ছিত হইয়া খড়া প্রহারে পতিত হইয়া
বিনাশ প্রাপ্ত হইয়াছিল । ৩৬

অনন্তর মৎস্বরূপী ভগবান্ অনন্ত সমুদ্রের গৰ্ভগৃহে মধ্যে বিষকুণ্ড মধ্যে স্থাপিত।
সেই সরস্বতীকে উদ্ধার করিয়া নিশ্বাসের দ্বারা তাঁহার গাত্রপক্ষ দূর করিয়া নিজে
নিশ্বাস-নিরন্ত পক্ষ হইয়াছিলেন । ৩৭

গরুড়ের দৃষ্টিমাত্রের দ্বারা শুধ্যমান। বিষের কুণ্ডে শয়ান। বিবশ। চেষ্টাশূন্য। অঙ্গবস্তু
ধারিণী নিশ্বাসমাত্রাবশেষ। শবৈকশেষ। সরস্বতীকে সেই হরি সূশীত (স্নিগ্ধ) বাক্যের
দ্বারা আশ্বাস প্রদান করিয়াছিলেন এবং হাসিয়া বলিলেন । প্রথমে বলিলেন—সমস্ত
মস্তসমূহের মূল ত্রিতারাকে জানিবে । ৩৮-৩৯

তাহা দ্বারাও দেবী সন্নিং (চৈতন্য) লাভ করিলেন না । তখন মুকুন্দ প্রাসাদ
বীজ বলিয়াছেন । তাহাতেও দেবী সন্নিং লাভ করিলেন না, তখন মুকুন্দ বীজত্রয়
বলিলেন । ৪০

তাহা দ্বারাও সন্নিং ফিরিয়া পাইলেন না । তখন মুকুন্দ বীজত্রয় বলিলেন ।
তাহা দ্বারাও দেবী সন্নিং ফিরিয়া পাইলেন না । তখন মহাত্মা মুকুন্দ বাক্যত্রয়
বলিলেন । ৪১

তাহা দ্বারাও দেবী সন্নিং ফিরিয়া পাইলেন না । তখন সেই বিষ্ণু কামেশ্বরীকে
বলিলেন । এই ছয় প্রকার মস্ত প্রণয়নের দ্বারা বাক্যের অনন্য সরস্বতী সংজ্ঞালাভ
করিলেন । ৪২

১। খ—মূলম্ ইত্যনন্তরং তেনাপি নো সন্নিদমাপ দেবী কামেশ্বরীমিত্যাदि ।

উখাপ্য তাং সন্মিতমাবভাসে নীলাসি জাতা বিষকুণ্ড-মগ্না ।
 সর্বাঙ্গপূর্ণাসিতশোভিতাক্ষী^১ ময়া হতো তেহপি চ শত্রু-মুখ্যো ॥ ৪৩
 যথা পুরা সর্বমহীমূরাণাং^২ মুখান্তরে জাগ্রতি বীতশঙ্কা ।
 যত্নং সমুদ্রাসয় দেবতাভ্য ইত্যাদি-বাণীং হরিরাহ দেবীম্ ॥ ৪৪
 মৎস্তাবতারেণ সুরক্ষিতাহং ত্বয়া ভক্তস্বৈহ ফলং সমস্তম্ ।
 কিস্বিন্দু-শোভাকৃতিরপ্যধীশ নীলত্বমাগ্নাসি নিতান্তনিন্দ্যম্ ॥ ৪৫
 নিবেশিতাহং বিষকুণ্ডমধ্যে তদ্ যেন দুরীভবতি ক্ষণেন ।
 তথা কুরুষ্ব প্রথিতৈরুপায়ৈরিত্যুক্ত ঈশোহপি জগাদ ভূয়ঃ ॥ ৪৬
 মা ত্বং শুচো^৩ যাহি বচঃ-সবিত্রি ! প্রাগপ্যপূর্বং শশি-শুদ্ধবর্ণা ।
 উগ্রেণ হালাহল-তুর্বিষেণ নীলত্বমাগ্নাসি কুতোহত্র দোষঃ ॥ ৪৭
 নানাবিধান্ভারগানি শোভাং পুষ্পস্তি^৪ নীলে খলু দেহ এব ।
 নীলা মৃড়ানী জগতাং সবিত্রী নীলশ্চ কঠো বিষশাসনস্ত ॥ ৪৮

বিষ্ণু তাঁহাকে বিষকুণ্ড হইতে উঠাইয়া ঈশ্বর হাসিয়া বলিলেন—তুমি বিষকুণ্ডে মগ্ন হইয়া নীল হইয়াছ। সর্বাঙ্গ পূর্ণ অসিত শোভার তোমার অঙ্গ শোভিত হইয়াছে। সেই শত্রুমুখ্য হয়গ্রীব ও সোমক আমার কর্তৃক নিহত হইয়াছে। ৪৩

পূর্বকালে যেমন ভূদেবগণের মুখ মধ্যে নিঃশঙ্ক হইয়া জাগ্রত ছিলে, দেবতাগণের উদ্দেশে যত্নকৈ উল্লাসিত কর—ইত্যাদি কথা হরি দেবী সরস্বতীকে বলিলেন। ৪৪

মৎস্ত অবতারে আমি তোমার কর্তৃক উদ্ধৃত হইয়াছি। এই লোকে তাহার সমস্ত কল ভোগ করুন। হে অধীশ! চল্লিশোভার স্মার আকার যুক্ত হইয়াও আমি বিষকুণ্ড মধ্যে স্থাপিত হইয়া নিতান্ত নিন্দনীয় নীলবর্ণ প্রাপ্ত হইয়াছি। ৪৫

তাহা যাহাতে অতি শীঘ্র দূর হয়, স্বপ্রেক্ষিত (নিজের উদ্ভাবিত) উপায়ের দ্বারা তাহা করুন। এইরূপ কথিত হইয়া ঈশ্বরও পুনরায় তাহাকে বলিলেন। ৪৬

তুমি শোক করিও না, বাক্যজননি! পূর্বাপেক্ষা আরও অপূর্ব চল্লিশের স্মার শুদ্ধবর্ণ রূপ প্রাপ্ত হও। উগ্র হালাহল বিষের দ্বারা তুমি নীল হইয়াছ। উহাতে দোষ কোথায়। ৪৭

নানাবিধ আভরণ দেহের নীলে সম্যক শোভা ধারণ করে। দেহে নীল হইয়াও নীল মৃড়ানী জগৎ প্রসবিনী হইয়াছেন। বিষশাসক নীলকণ্ঠের কণ্ঠও নীল। ৪৮

১। ঋ—শোভিতাক্ষী। ২। ঋ—মহীমূখ্যমাং। ৩। ঋ—মা ত্বং শুচং যাহি। ৪। ঋ—শোভাং প্রাপ্তি নীলে।

নীলো মহেন্দ্রঃ সুরচক্রবর্তী নীল। জগজ্জীবন-দাশ্চ মেঘাঃ ।
 নীলং নভঃ সর্বজ্ঞনাবকাশো নীলঃ কলঙ্কঃ শশিদীপ্তি-হেতুঃ ॥ ৪৯
 নীলোহপ্যহং সস্বগুণাশ্রয়শ্চ নীলস্য বর্ণস্য কুতোহস্তি দোষঃ ।
 অশেষভূষা-মণিবেষ্টিতাজ্যো বিনাঞ্জনেনাক্ষি-নিবেশিতেন ।
 ন রূপবত্যো ন চ বা যুবত্যো বিলাসবত্যো নবযৌবনাশ্চ ॥ ৫০
 অতশ্চ তে নীল-সরস্বতীতি খ্যাতির্ভবিত্রী ভুবনত্রয়েহপি ।
 ত্বদর্থমেব প্রহিতা মহার্হা ষাট্-কৌষিকী বালমৃগাক্ষি-বিদ্যা ॥ ৫১
 ষট্-কাক্স-যোগেন হি জীবিতাসি বিনষ্ট-চেষ্টা বিষকুণ্ডমধ্যে ।
 ষাট্-কৌষিকস্তেন মনুর্ভবত্যাঃ প্রবর্ততে সপ্তদশদ্বয়ার্ণঃ ॥ ৫২
 ইত্যাগমো নীলসরস্বতী যো মহেশ্বরেণ প্রতিপাদনীয়ঃ^১ ।
 এতৎ-প্রভাবাদ্ বচসাং সবিত্রি । ভবিষ্যসি ত্বং ক্রত-বাক্-প্রদাত্রী ॥ ৫৩
 ইথং সমাশ্বাস্য বচোভিরাত্তঃ পুমান্ সমাদায় সরস্বতীং তাম্ ।
 প্রবর্তয়ামাস মুখে দ্বিজানাং পুনঃ সুরাস্তে মথ ইত্যনাত্তাঃ ॥ ৫৪

দেব চক্রবর্তী মহেন্দ্রও নীল, জগতের জীবনদাতা মেঘও নীল, সর্বজনের
 অবকাশ আকাশও নীল, চন্দের দীপ্তির (গৌরবের) হেতু কলঙ্কও নীল । ৪৯

আমি সস্বগুণের আশ্রয় হইয়াও নীল, অতএব নীল বর্ণের দোষ কোথায় ?
 নবযৌবনা তুমি নানাপ্রকার ভূষণ ও মণিদ্বারা বেষ্টিতাকী হইয়াছ । অঞ্জন বিনা
 চক্ষুর নিষ্কেপ মাত্রের দ্বারা রূপবতী হয় না বা যুবতী ও বিলাসবতী নবযৌবনাও হয়
 না । এই হেতু এই ভুবনত্রয়েও তোমার নীলসরস্বতী এই খ্যাতি হইবে । তোমার
 জন্মই মহার্হ ষাট্-কৌষিকী বালমৃগাক্ষিবিদ্যা প্রয়োগ করিয়াছি । ৫০-৫১

বিষকুণ্ড মধ্যে তুমি নিশ্চেষ্ঠ হইয়া ছয়টি অন্ত্রযোগে জীবিত হইয়াছে । সেই হেতু
 তোমার সপ্তদশদ্বয় (চতুস্ত্রিংশৎ) অক্ষর মন্ত্র ষাট্-কৌষিক হইয়াছে । ৫২

নীল সরস্বতী সম্বন্ধীয় এই আগম মহেশ্বরের কত্বক প্রতিপাদিত হইয়াছে । হে বাক্য
 জননি ! ইহার প্রভাবে তুমি ক্রত বাক্-প্রদাত্রী হইবে । ৫৩

এই প্রকার বাক্য সমূহের দ্বারা তাঁহাকে আশ্বস্তা করিয়া প্রথম পুরুষ সেই
 সরস্বতীকে লইয়া দ্বিজগণের মুখে প্রবর্তিত করিলেন । সেই অনাদি দেবগণ পুনরায়
 মখে (যজ্ঞে) প্রবৃত্ত হইলেন । ৫৪

ততঃ প্রভৃতোব জগৎ-প্রতীতা শ্রিয়ঃ-প্রদা নীলসরস্বতীতি ।

নীলত্বহেতুঃ পুনরৈবমুক্তঃ পুনস্ত্ব শুক্রমিতমস্ত্ব কিং তে ॥ ৫৫

ইতি সারস্বতাখ্যানং যে পঠন্তি স্মরন্তি বা ।

তেষাং বিষ-ভয়ং শত্রু-ভয়ং নৈব প্রবর্ততে ॥ ৫৬

ইতি সিদ্ধ-সারস্বত-বচনানি । নহু সরস্বত্যা নীলত্বে তরুণশকলমিন্দো-
বিভ্রতী শুভ্রকান্তিরিত্যাदि-ধ্যানপ্রমাণা শুক্ল-সরস্বতীদানীং দুর্লভেতি চেৎ ।
উচ্যতে; ভগবতী যয়া সরস্বতী-মূর্ত্যা মহাবিশ্বমুপতন্ত্বে সৈব সরস্বতী মূর্ত্তিরি-
দানীমপি শুক্রেতি^১ ন বিবাদস্পর্শঃ । এবং সাবিদ্রীকূপেণ সরস্বতী ভূত্বা
ভগবতী ব্রহ্মাণমুপাত্তে, তদপি সরস্বত্যাঃ প্রাতর্মধ্যাহ্নে সায়াহ্নেষু রূপ-
ভেদমাদধদ্ রূপান্তরমেব । অতএব দেব্যাঃ স্তুতাবৃত্তম্—তং হি শ্রীস্বং হি
সাবিদ্রীত্যাदि । অতএব তস্তাঃ সর্বরূপায়া মূলপ্রকৃতেলক্ষ্মীরূপেণ বিশ্ব-
পত্নীত্বমবিরুদ্ধম্, উক্তঞ্চ লক্ষ্মীরূপেণ সংস্থিতেত্যাदि । বস্তুতস্ত বিশ্ব-প্রভৃতি-
নামপি শিবাংশতয়া পূর্বপক্ষাবকাশো নাস্ত্যেব । তথা চোক্তং—

সেই হইতে সরস্বতী কল্যাণ প্রদা নীল সরস্বতী নামে জগতে প্রতীত হইয়াছেন ।
মহেশ্বর কতৃক সরস্বতীর নীলত্বহেতু পুনরায় এইরূপ উক্ত হইল । পুনরায় আর
তোমার অবগেচ্ছার বিষয় কি আছে ? ৫৫

এই সরস্বতীর ইতিকথা সাহারা পাঠ করে বা স্মরণ করে, তাহাদের বিষভয় ও
শত্রুভয় উপস্থিত হয় না । এইগুলি সিদ্ধ সারস্বততন্ত্রের বচন । ৫৬

আচ্ছা, সরস্বতী এইরূপে নীল হইলে “তরুণ-শকলমিন্দোবিভ্রতী শুভ্রকান্তি”
ইত্যাদি ধ্যান-প্রমাণক শুক্ল সরস্বতী এখন দুর্লভ, এই যদি বলি । তাহার উত্তর
বলিতেছি । ভগবতী যে সরস্বতী মূর্ত্তিতে মহাবিশ্বের উপাসনা করিয়াছিলেন । সেই
সরস্বতী মূর্ত্তি এখনও শুক্লা, ইহাতে বিবাদ সম্বন্ধ নাই ।

এইরূপ ভগবতী সাবিদ্রী আকারে (মূর্ত্তিতে) সরস্বতী হইয়া ব্রহ্মার উপাসনা
করিয়াছিলেন, তাহাও সরস্বতীর শুক্ল রূপ । সেই সাবিদ্রী প্রতি মাধ্যাহ্নে ও সায়াহ্ন-
সমূহে আকারভেদ (মূর্ত্তিভেদ) ধারণ করিয়া রূপান্তর ধারণ করিয়াছিলেন । এই
জগত্ই দেবীর স্ততিতে উক্ত হইয়াছে—তং হি শ্রীস্বং হি সাবিদ্রী ইত্যাদি । অতএব সেই
সর্বরূপা মূল প্রকৃতির লক্ষ্মীরূপে বিশ্বপত্নীত্ব বিরুদ্ধ নহে । এই জগত্ই উক্ত হইয়াছে—
লক্ষ্মীরূপেণ সংস্থিতা ইত্যাদি । বস্তুতঃ বিশ্ব প্রভৃতিও শিবের অংশরূপ বলিয়া
পূর্বপক্ষের অবকাশই নাই । সেই জগত্ই উক্ত হইয়াছে—

ব্রহ্মা বিষ্ণুশ্চ রুদ্রশ্চ ঈশ্বরশ্চ সদাশিবঃ ।

ততঃ পরশিবো দেবি ! ষট্ শিবাঃ পরিকীৰ্ত্তিতাঃ ॥ ইতি ॥ ৫৭

তত্র চ বিষ্ণুর্মহাবিষ্ণুর্নীলরূপঃ, রুদ্রঃ শিবঃ, ঈশ্বরশ্চতুর্ভূজ-শুক্ল-নারায়ণ-মূর্তিঃ, সদাশিবঃ পঞ্চমুখোহর্ধনারীশ্বরমূর্তিস্তত্র চ প্রধান-মধ্য-মুখস্থার্ধঃ গৌরমিতি প্রসঙ্গাচ্ছক্তম্ । ৫৮

নহু বিষ্ণোরপি শিবত্বে হরেন্নাম ন গৃহীয়াদিত্যাদি-বচনবিরোধ ইতি চেছচ্যতে, যতো বিষ্ণুরপি শিবাংশ এব, অতো বিষ্ণু-বৈরাগ্যাদিকং বামা-চার-তয়োচ্যতে । ততশ্চ বামাচারস্ত বাচনিকতয়া ন দোষঃ । যথা কালিকাপুরাণে (৫৯)—

শ্মশানভৈরবীং দেবীমুগ্রতারাং তথৈব চ ।

উচ্ছিষ্টভৈরবীং চণ্ডীং তারাং ত্রিপুরভৈরবীম্ ।

এতাস্ত্ব বামভাবেন পূজ্যা দক্ষিণতাং বিনা ॥ ৬০ ॥ ইতি

আত্মায়াঃ শক্তেঃ প্রকৃতিরূপায়াঃ শিবেন সহৈব পতি-পত্নীভাবঃ । শিবো জড়ঃ শক্তিঃ ক্রিয়াবতী । তৎ খলু জড়ঃ শিবঃ ক্রিয়াবত্যা প্রকৃত্যা শক্তি-রূপয়া সঙ্গতঃ সর্বসংসারং তনুতে । কোহত্র সংশয়ঃ ? অত এবোক্তম্ (৬১)—

হে দেবি । ব্রহ্মা, বিষ্ণু, রুদ্র, ঈশ্বর, সদাশিব ও তাহার পর শিব—এই ছয়জন শিব বলিয়া কীর্ত্তিত হইয়াছেন । ৫৭

সে স্থলে বিষ্ণু হইতেছেন—মহাবিষ্ণু নীলরূপ, রুদ্র, শিব, ও ঈশ্বর চতুর্ভূজ শুক্ল-নারায়ণ মূর্তি, সদাশিব পঞ্চ অর্ধনারীশ্বর মূর্তি । সেস্থলে প্রধান মধ্য মুখের অর্ধ গৌর, ইহা প্রসঙ্গক্রমে উক্ত হইয়াছে । ৫৮

আচ্ছা, বিষ্ণু শিব হইলে “হরেন্নাম ন গৃহীয়াৎ” এইরূপ বাক্যের সহিত বিরোধ হইবে, এই যদি বলি । তাহার উত্তর বলিতেছি । যেহেতু বিষ্ণু শিবাংশ, সেই হেতু বিষ্ণুর প্রতি বৈরাগ্য বামাচাররূপে উক্ত হইতেছে । তাহাতে বামাচারটি বাচনিক বলিয়া দোষ হয় না । যেমন কালিকা-পুরাণে বলিয়াছেন (৫৯)—

শ্মশান ভৈরবী দেবী, সেইরূপ উগ্রতারা, উচ্ছিষ্ট ভৈরবী, চণ্ডী, তারা, ত্রিপুরা ভৈরবী—ইহারা দক্ষিণভাব ব্যতীত বামভাবেই পূজ্যা । ৬০

প্রকৃতিরূপা আত্মা শক্তির শিবের সহিত পতি-পত্নীভাব সম্বন্ধ । শিব জড়, শক্তি ক্রিয়াবতী । সেইহেতু জড় শিব ক্রিয়াবতী শক্তিরূপ প্রকৃতির সহিত মিলিত হইয়া সমস্ত সংসার বিস্তার করেন । ইহাতে সংশয় কি ? এই জন্যই উক্ত হইয়াছে (৬১)—

বিসৃষ্টো সৃষ্টিক্রপাৎ স্থিতিক্রপা চ পালনে ।

তথা সংস্রুতি-ক্রপাহন্তে জগতোহস্মি জগন্ময়ে ! ॥ ইতি । ৬২

সৃষ্টিক্রপেত্যাদিষু কার্য্যে কারণোপচারঃ । সৃষ্টিং রূপয়তি করোতীত্যা-
দিকো বাহর্থঃ । উক্তঞ্চ শ্রীমতাচার্য্যেণ—

শিবঃ শক্ত্যা যুক্তো যদি ভবতি শক্তঃ প্রভবিতুং

ন চেদেবং দেবো ন খলু কুশলঃ স্পন্দিতুমপি ॥ ইতি ॥ ৬৩

প্রকৃতেঃ সংসার-কর্তৃত্বে—বিষ্ণুঃ শরীর-গ্রহণমহমীশান এব চ ।

কারিতান্তে যতোহতস্তাং কঃ স্তোতুং শক্তিমান্ ভবেৎ ।

ইত্যাদি-ব্রহ্মবাক্যাদিরেব সূতরাং প্রমাণমস্তু । এতেন প্রকৃতি-দেষিণঃ
পাষণ্ডাঃ পরাস্তাঃ । বেদময়মূর্ত্তেঃ প্রকৃতেঃ স্মৃতি-দেব্যা ভৈরব-রূপিণা শিবেন সহ
পতি-পত্নী-ভাব এব । বিষকুণ্ডে নাগাচ্ছাদিততয়াহস্মি নাগভূষা সম্মতৈব । ৬৪

যৎ তু কালিকাপুরাণে পূর্বং শুভ-নিশ্চিন্তোপক্রতা দেবা হিমালয়ে গহ্বা
গন্ধাবতরণ-স্থলে দেবীং তুষ্ট বৃঃ । ততস্ততা সা মাতঙ্গ-বনিতা ভূত্বা দেবান-

হে জগন্ময়ে ! বিচিত্র সৃষ্টিতে তুমি সৃষ্টিক্রপ (সৃষ্টির কারণ), পালনে স্থিতিক্রপ
(স্থিতির কারণ) । এই জগতের অন্তে (প্রলয়ে) তুমি সংহারক্রপ (সংহারকারণ) । ৬২

সৃষ্টিক্রপা ইত্যাদি স্থলে কার্য্যে কারণের উপচার হইবে । অথবা সৃষ্টিং রূপয়তি সৃষ্টি
করেন অর্থাৎ সৃষ্টিকে রূপিত করেন ইত্যাদি অর্থ । শ্রীমান্ শঙ্করাচার্য্য্যও বলিয়াছেন—

যদি শিব শক্তির সহিত যুক্ত হন, তবে তিনি প্রভু (জগৎকর্ত্তা বা নিয়ন্তা) হইতে
পারেন । যদি দেব এইরূপ না হন অর্থাৎ শক্তির সহিত যুক্ত না হন, তাহা হইলে
তিনি কোন কিছু করিতেই সমর্থ হন না । ৬৩

প্রকৃতির সংসার কর্ত্তৃত্বে বিষ্ণুঃ শরীর-গ্রহণমহমীশান এব চ । কারিতান্তে
যতোহতস্তাং কঃ স্তোতুং শক্তিমান্ ভবেৎ—যেহেতু আমি ঈশানই বিষ্ণুকে শরীর গ্রহণ
করাইয়াছিলাম, সেই হেতু কে তোমাকে স্তুতি করিতে সমর্থ হইবে ? অর্থাৎ কেহই
সমর্থ হইবে না—ইত্যাদি ব্রহ্মবাক্যাদিই সূতরাং প্রমাণ আছে । বেদময়মূর্ত্তি এই
প্রকৃতি দেবীর ভৈরবরূপী শিবের সহিত পতি-পত্নীভাবই । বিষকুণ্ডে নাগের দ্বারা
আচ্ছাদিত হইয়াছিলেন বলিয়া ইহঁার নাগভূষা সমীচনই হইয়াছে । ৬৪

আর যে কালিকা-পুরাণে বলিয়াছেন—পূর্বে দেবগণ শুভ ও নিশ্চিন্তের দ্বারা
পীড়িত হইয়া হিমালয়ে গিয়া গঙ্গার অবতরণ স্থলে দেবীকে স্তুতি করিয়াছিলেন ।
তাহার পর সেই দেবী স্তুত হইয়া মাতঙ্গবনিতা হইয়া দেবগণকে জিজ্ঞাসা করিয়া—

পূজ্যং ভবন্তিঃ কা তু যতে ইতি । ততস্তথাঃ কার্যকোষতঃ সমদুতাহতবীং
মাং স্তোতীতি । যা নিঃসূতা, সা গৌরাদী, যা প্রাক্ স্থিতা, সা কৃষ্ণবর্ণা
কালিকাখ্যা ভূষা হিমাচলে স্থিতা । তামুগ্রতারং বদন্তি একজটাবারিহা-
দেকজটেতি চ । এবং প্রস্তাবানন্তরং ধ্যানযুক্তং যথা (৬৫)—

চতুর্ভুজা কৃষ্ণবর্ণা মুণ্ডমালা-বিভূষিতা ।

খড়্গাং দক্ষিণ-পাণিভ্যাং বিভ্রতীন্দীবরং দ্বয়ম্ ॥ ৬৬

কর্ত্তীঞ্চ খৰ্পরশ্চৈব ক্রমাদ্ বামেণ বিভ্রতী ।

জ্যাং লিখন্তীং জটামেকাং বিভ্রতী শিরসা দ্বয়ীম্ ॥ ৬৭

মুণ্ডমালাং পরাং শীর্ষে গ্রীবয়ামপি সর্বদা ।

বন্ধসা নাগহারস্ত বিভ্রতী রক্ত-লোচনা ॥ ৬৮

কৃষ্ণবস্ত্র-ধরা কট্যাং ব্যাঘ্রাজিন-সমযিতা ।

বামপাদং শবহৃদি সংস্থাপ্য দক্ষিণং পদম্ ॥ ৬৯

বিষ্ণুশ্চ সিংহপৃষ্ঠে তু লেলিহানা শবং স্বয়ম্ ।

সাত্ত্বিহাসা মহাঘোর-রাবযুক্তাতিভীষণা ।

চিস্ত্যাগ্রতারা সততং ভক্তিমন্তিঃ সুখেপ্-সুখিভিঃ ॥ ৭০

হিলেন—আপনারা কার স্তুতি করিতেছেন । তাহার পর তাঁহার দেহকোষ হইতে
এক নারী মূর্ত্তি আবির্ভূতা হইয়া বলিলেন—আমাকে স্তুতি করিতেছে । যিনি
নিঃসূতা হইয়াছিলেন—তিনি গৌরাদী । যিনি পূর্বে ছিলেন, তিনি কৃষ্ণবর্ণা কালিকা
হইয়া হিমাচলে অবস্থিতা আছেন । তাঁহাকে উগ্রতারা বলেন, একটি জটা ধারণ
করেন বলিয়া একজটাও বলেন । এইরূপ প্রস্তাবের অনন্তর তাঁহার ধ্যান উক্ত
হইয়াছে । সেই ধ্যানের অর্থ (৬৫)—

চতুর্ভুজা, কৃষ্ণবর্ণা, মুণ্ডমালায় বিভূষিতা, দক্ষিণ হস্তদ্বয়ের দ্বারা খড়্গা, ইন্দীবর-
দ্বয়-ধারিণী, বাম হস্তদ্বয়ের দ্বারা যথাক্রমে কর্ত্তী ও খৰ্পর-ধারিণী, আকাশে শুভ্র একটী
জটা, মস্তকে দুইটী জটা-ধারিণী, মস্তকে এবং গ্রীবায়ও সর্বদা উত্তম মুণ্ডমালা-ধারিণী;
বক্ষে নাগহার-ধারিণী, রক্তলোচনা, রক্তবস্ত্রধরা, কটিতে ব্যাঘ্রাজিন যত্নিতা, শবের
হৃদয়ে দক্ষিণ পাদ স্থাপন করিয়া সিংহপৃষ্ঠে দক্ষিণ পদ বিস্তার করিয়া স্বয়ং আসব
লেহনকারিণী, সাত্ত্বিহাসা, মহাগর্জন-কারিণী অতিভীষণ উগ্রতারা ভক্তিমান্ সুখকামী
ব্যক্তিগণ কর্ত্তক চিন্তনীয়৷ ৬৬-৭০

১১। খ—পশ্চিমান্বেষজাত্যস্ত পশ্চিন্যাম্বেষজাত্যস্ত ।

তত্রৈব শিব উবাচ—মহামায়া মূলভূতা ততস্তু শারদা পরা ।

উমা উতঃ শৈলপুত্রী মংপ্রিয়াক্ত তাদ্বিমাঃ ॥ ৭৫

উগ্রচণ্ডা প্রচণ্ডাচ্চিপুৱাত্তাশ্চৈব চ ।

ভাসাঞ্চাপি সর্দৈবাহং মহাভৈরব-রূপধৃক্ ।

নায়কঃ সূতরাং তাভিনিত্য-নিত্যং রমে বৃধঃ ॥ ৭৬

যথেষ্ট-মাংস-মংসাদি-ভোজনায় ময়া ধৃতঃ ।

মহাভৈরব-রূপোহয়ং তথা স্ত্রী রতি-সঙ্গমে ॥ ৭৭

ইতি প্রসঙ্গাহুক্তম্ । এতস্যাঃ খলু সর্বারাধ্যায়াঃ প্রধানং নামত্রয়ম্ । একজটোত্রতারা নীলসরস্বতীতি মন্ত্র-ভেদাৎ । তত্র প্রকৃতিরূপৈকজটৈব । নীলয়া বাক্প্রদা চেতি তেন লীল-সরস্বতীতি^১ বচনাৎ লীল-সরস্বতীতি যবর্গ-তৃতীয়াদিনা । সাপি মন্ত্রভেদে । তদর্থশ্চ সরস্বতীপদেন বাক্দাত্রী উচ্যতে^২ । তথা চ নীলয়া সরস্বতীতি তৎপদ-সিদ্ধিঃ । তন্মায়ো যবর্গ-তৃতীয়াদিহে প্রমাণস্ত দশাঙ্করী বিদ্যা । যথা তদীয়-কবচে (৭৮)—

সেইখানেই শিব বলিলেন—মহামায়া মূলভূতা, তাঁহার পর তাঁহার অপরা শারদা, উমা ও শৈলপুত্রী । আমার প্রিয়ার সেই এই উগ্রচণ্ডা, প্রচণ্ডাদি, ত্রিপু সেইরূপ অপর রূপ । সূতরাং মহাভৈরবরূপধারী আমি নবদাই সেই সমস্ত র নায়ক । পণ্ডিত সাধক সেইরূপ (মূর্তি) সমূহের দ্বারা আনন্দিত হন । ৭৫-৭৬

যথেষ্ট মংস মাংসাদি ভোজনের জন্য আমি এই মহাভৈরব রূপ (মূর্তি) ধ করিয়াছি । সেইরূপ রতিসঙ্গমে স্ত্রী রূপ ধারণ করিয়াছি । ৭৭

ইহা প্রসঙ্গতঃ উক্ত হইয়াছে । এই সর্বারাধ্যা মহামায়া ভৈরবীর মন্ত্রভেদে প্রধান নাম তিনটি—একজটা, উগ্রতারা ও নীলসরস্বতী । তন্মধ্যে একজটাই প্রকৃতিরূপা । নীলয়া বাক্প্রদা চেতি তেন লীল-সরস্বতী অর্থাৎ লীলায় বাক্প্রদান করেন, এই হেতু তাঁহার একটি নাম লীল-সরস্বতী । এই বচন অনুসারে যবর্গের তৃতীয় অক্ষর ল ব দ্বারা লীল-সরস্বতী । তাহাও মন্ত্রভেদে হইয়া থাকে । তাহার অর্থ—সরস্বতী গদ্য দ্বারা বাগ্দাত্রী কথিত হয় । লীলায় সরস্বতী বাক্দাত্রী বলিয়া লীল-সরস্বতী গদ্য সিদ্ধি হয় । তাঁহার নামের আদিটি যবর্গের তৃতীয়, ইহাতে প্রমাণ দশাঙ্করী বিদ্যা । যেমন তাঁহার কবচে বলিয়াছেন (৭৮)—

ইন্দ্রো বামাক্ষি-যুক্ত পৃথ্বী সরস্বত্যানল-প্রিয়া ।

কূর্চাচ্ছতা পাতু চোর্জং মূলবিদ্যা দশাক্ষরীতি ॥ ৭৯

তত্র ইন্দ্রো যবর্গ-তৃতীয়-বর্ণঃ । বামাক্ষি চতুর্থস্বরঃ । পৃথ্বী যবর্গ-তৃতীয়ঃ । সরস্বতি ইতি সমুচ্ছাত্ত-পদরূপম্ । অনলপ্রিয়া স্বাহা । আদাবন্তে চ কূর্চম্ । এবং মহানীল-সরস্বতীতি চাপর-নাম । তথা তারাদি-নাম-ভেদেন ভেদাষ্টকম-পরমপি মন্ত্র-ভেদাদ্ বক্ষ্যত ইতি তত্ত্বম্ । ৮০

অথ প্রভেদান্ বক্ষ্যামি তারিণ্যাঃ সর্বসিদ্ধিদান্ ।

যান্ বিজ্ঞায় মহাত্মানঃ সর্বৈশ্বর্যমবাপ্নুযুঃ ॥ ৮১

ইয়ং ত্রয়োদশ-ভেদবতী একজটোগ্রতারা-নীলসরস্বতী-লীলসরস্বতী-মহানীলসরস্বতী-তারোগ্রা-মহোগ্রা-বজ্রা-নীলা-সরস্বতী-কামেশ্বরী-ভদ্রকালী-ভেদাৎ । তত্র প্রকৃতিরূপতয়া প্রথমমেকজটা-মন্ত্রো নিক্রপ্যতে । যথা মংস্যসূক্তে (১)—

মায়াবীজং সমুচ্ছত্য তকারং বহ্নি-সংযুতম্ ।

মায়াবিন্দীশ্বরযুতং দ্বিতীয়ং বীজমুচ্ছরেৎ ॥ ২

বামাক্ষি (ঙ্গ) যুক্ত ইন্দ্র (ল), পৃথ্বী (ল), সরস্বতি । অনলপ্রিয়া (স্বাহা) ও আদাবন্তা (আদিতে ও অন্তে কূর্চবীজযুক্ত) দশাক্ষরী মূলবিদ্যা ভোমার উদ্ধারদেশ করুন । ৭৯

সেই স্থলে (শ্লোকে) ইন্দ্র—যবর্গের তৃতীয় বর্ণ ল, বামাক্ষি—চতুর্থ স্বর ঙ্গ, পৃথ্বী—যবর্গের তৃতীয় বর্ণ ল, সরস্বতি এই পদটি সম্বোধনপদের রূপ । অনলপ্রিয়া—স্বাহা, তারাদি ও অন্তে কূর্চবীজ হুং । এইরূপ মহানীল-সরস্বতী এইটি অপর নাম । সেইরূপ মন্ত্র-ভেদ-বশতঃ তারাদি নাম ভেদে অপর আটটি ভেদ পরে কথিত হইবে, ইহাই তত্ত্ব । ৮০

মহাত্মগণ যে মন্ত্র সমূহকে জানিয়া সমস্ত ঐশ্বর্য লাভ করিয়াছিলেন, আমি সেই তারিণীর সর্বসিদ্ধি প্রদ মন্ত্রসমূহ বলিব । ৮১

এই তারিণী একজটা, উগ্রতারা, নীল-সরস্বতী, লীল-সরস্বতী, মহানীল-সরস্বতী, তারা, উগ্রা, মহোগ্রা, বজ্রা, নীলা, সরস্বতী, কামেশ্বরী, ভদ্রকালী ভেদে ত্রয়োদশ প্রকার ভেদ-বিশিষ্টা । তন্মধ্যে একজটা প্রকৃতি বলিয়া তাঁহার মন্ত্র প্রথমে নিক্রপিত হইতেছে । যেমন মংস্যসূক্তে বলিয়াছেন (১)—

মায়াবীজকে উদ্ধার করিয়া, বহ্নি (র) সংযুক্ত তকারকে মায়া (ঙ্গ) ও নাদ বিন্দু দ্বারা যুক্ত করিয়া দ্বিতীয় বীজ (জীং) কে উদ্ধার করিবে । ২

১। ৭—দ্বিতীয়ং বীজমুচ্ছরম্ ।

কূর্চবীজং তৃতীয়ঞ্চ ফট্কারন্তদনন্তরম্ ।

সম্পূর্ণঃ সিদ্ধমন্ত্রস্ত রশ্মিপঞ্চক-সংযুতঃ ॥ ৩

মায়াবীজং লজ্জাবীজম্ । মায়া চতুর্থস্বরঃ । ঈশ্বরো নাদঃ । কূর্চবীজং ষষ্ঠ-
স্বর-নাদ-বিন্দুমান্ হকারঃ । এতস্মৈ নামান্তরং উগদর্পঃ দীর্ঘতনুচ্ছদমিত্যাदि ।
এতেন সামান্যতঃ কবচপদেন পঞ্চমস্বর-নাদ-বিন্দুমান্ হকার উচ্যতে । অতএব
কবচায় হুমিত্যেব শ্রাসে হ্রস্বাস্ত-নির্দেশঃ ক্রিয়তে । “কবচং মূলবীজাত্যং
তদন্তে ভুবনেশ্বরী”ত্যত্র দীর্ঘপদং কবচ-মায়াঞ্চ সম্বন্ধাস্ত-পদদ্বয়মিত্যত্র চ শ্রামা-
মন্ত্রোচ্চারে কবচপদং দীর্ঘ-কবচপরং কালীমায়াভয়-সাহচর্যাদিত্যুক্তম্ । ৪

যং তু “কালীবীজ-দ্বয়ং দেবি ! দীর্ঘহুকারমেব চে” ত্যত্র দীর্ঘপদং, তৎ-
স্বরূপাখ্যান-পরমেবেতি ধ্যেয়ম্ । শ্রুত্ব্যক্তং তন্ত্রাস্তরে—নিখায়ৈ বষড়িত্যুক্তং
কবচায় হুমীরিতমিত্যত্র কবচস্য হ্রস্ব-মধ্যত্বম্ । সিদ্ধসারস্বতেহপি—বিষ্ণু-
বাগুরুপিণীং প্রোচ্য কবচায় হুমুচ্চরেদিত্যুক্তম্^১ । ন চ তারিণ্যষ্টক-মন্ত্রোচ্চারে

কূর্চবীজ তৃতীয় বীজ, তদনন্তর ফট্কার । তাহাতে হ্রীং ত্রাং হুং ফট্ এই মন্ত্র
উক্ত হইল । রশ্মিপঞ্চক (বর্ণপঞ্চক) সংযুক্ত সম্পূর্ণ মন্ত্রই সিদ্ধমন্ত্র । ৩

মায়াবীজ—লজ্জাবীজ (হ্রীং) । মায়া—চতুর্থ স্বর (ঈ) । ঈশ্বর—নাদ । কূর্চবীজ—
—ষষ্ঠস্বর (উ), নাদ ও বিন্দুযুক্ত হকার অর্থাৎ হুং । ইহার নামান্তর উগদর্প, দীর্ঘকবচ,
দীর্ঘতনুচ্ছদ ইত্যাদি । ইহা দ্বারা সামান্যভাবে বুঝা যায়—সামান্যতঃ কবচ পদের দ্বারা
পঞ্চম স্বর ও নাদ বিন্দুযুক্ত হকার (হুং) কথিত হয় । এইজন্যই শ্রাসে “কবচায় হুং”
এইরূপই হ্রস্বাস্ত নির্দেশ করা হয় । “কবচং মূলবীজাত্যং তদন্তে ভুবনেশ্বরী”
এই স্থলে ও “কবচ-মায়াঞ্চ সম্বন্ধাস্ত-পদদ্বয়ম্ এই স্থলে শ্রামার মন্ত্রোচ্চারে কবচ
পদের কালী ও মায়া উভয়ের সাহচর্যবশতঃ দীর্ঘকবচে তাৎপর্য, ইহা পূর্বে উক্ত
হইয়াছে । ৪

কালীবীজদ্বয়ং দেবি ! দীর্ঘ-হুকারমেব চ—এই স্থলে যে দীর্ঘপদ, তাহার স্বরূপ
কথনই তাৎপর্য বুঝিতে হইবে । তন্ত্রাস্তরে সুস্পষ্ট বলিয়াছেন—নিখায়ৈ বষড়িত্যুক্তং
কবচায় হুমীরিতম্—এই স্থলে কবচটি হ্রস্বমধ্য । সিদ্ধসারস্বতেও এই বলিয়াছেন—
বিষ্ণুবাগুরুপিণীং প্রোচ্য কবচায় হুমুচ্চরেৎ । তারিণীর আটটি মন্ত্রের উচ্চারে—

১। ৪—কবচং মূলবীজক তদন্তে ভুবনেশ্বরীত্যাদিন্যাসার মন্ত্রোচ্চারাদৌ তু কবচপদং দীর্ঘকবচ-
পরম্, অন্যথা কবচপদেনৈব সর্বত্র কূর্চপ্রাপ্তৌ নমঃ প্যশাকুশৌ বেধা কট্ দ্বাভ্য কালি কালিকে । দীর্ঘ-
তনুচ্ছদং কালীমনুঃ পঞ্চদশাকরঃ ইত্যাদৌ দীর্ঘপদ-বৈয়র্থ্যাপত্তেঃ । ২। ৪—হুমুচ্চরেদিত্যুক্তম্
ইত্যনন্তরং ফট্কারফট্কারান্তঃ ।

মহাদি-মায়া কবচমিত্যাদৌ হ্রস্বব্রূপ-গ্রহণমন্ত্ৰিতি বাচ্যম্। তত্র সার্ব-
চতুরক্ষর-মন্ত্ৰস্ত প্রকৃতিত্বেন তত্র চ হ্রস্বপ্রসক্ত্যা কবচ-পদস্ত দীর্ঘ-কবচ-
পর্যাদিতি । ৫

ফট্কারট্কারান্তঃ। রশ্মিপঞ্চকপদেনাত্ত বর্ণপঞ্চকমুচ্যতে। কেচিৎ তু
রশ্মি-পঞ্চক-পদেনাত্ত প্রণব উচ্যতে, তস্মাকারোক-মকার-নাদ-বিন্দুরূপ-
বর্ণ-পঞ্চক-ময়ত্বাৎ। তেন প্রণবাদি-মন্ত্রোক্তারোহয়মিত্যাহঃ। তৎ তু ন
যুজ্যতে, “এষৈব হি মহাবিদ্যা মায়াত্মা সকলেষ্টদে”ত্যাदि-বচন-বিরোধাৎ।
অত্র মধ্যম-বীজে গুণ্যমৃত-বীজমন্তি। তত্র কারণমাহ তারার্ণবে (৬)—

বশিষ্ঠাৱাধিতা বিদ্যা ন তু শীঘ্রফলা যতঃ।

অতন্তেনাপি মুনিনা শাপো দত্তঃ সূদারুণঃ।

ততঃ প্রভৃতি বিদ্যেয়ং ফলদাত্ৰী ন কশ্যচিৎ ॥ ৭

শাপোক্তারমাহ তত্রৈব—

চন্দ্রবীজং ত্রপান্তুস্ব-বীজোপরি নিয়োজিতম্।

ততঃ প্রভৃতি বিদ্যেয়ং বধূরিব যশস্বিনী।

ফলিনী সর্ববিদ্যানাং জয়িনী জয়-কামিণী ॥ ৮

“মহাদি-মায়া কবচং” ইত্যাদি স্থলে হ্রস্বাবশিষ্ট রূপের গ্রহণ হউক, ইহা বলিতে
পারেন না, যেহেতু সার্ব চতুরক্ষর মন্ত্ৰ প্রকৃতি বলিয়া সে স্থলে হ্রস্বের প্রসক্তি না
থাকায় কবচ পদের দীর্ঘ কবচেই তাৎপর্য্য গৃহীত হইয়াছে। ৫

ফট্কারটি টকারান্ত। এ স্থলে রশ্মিপঞ্চক পদের দ্বারা বর্ণপঞ্চক কথিত হইয়াছে।
কেহ কেহ বলেন—এই স্থলে রশ্মিপঞ্চক পদের দ্বারা প্রণব কথিত হয়, যেহেতু তাহা
অকার, উকার, মকার, নাদ ও বিন্দুরূপ বর্ণপঞ্চকময়। তাহা কিন্তু যুক্তিযুক্ত নহে।
যেহেতু—এষৈব হি মহাবিদ্যা মায়াত্মা সকলেষ্টদা অর্থাৎ মায়াত্মা এই মহাবিদ্যা সমস্ত
অভিলষিত প্রদা, ইত্যাদি বচনের সহিত বিরোধ হয়। এই মহাবিদ্যার মধ্যমবীজে
গুণ্য অমৃতবীজ (স) আছে। সেস্থলে তাহার কারণ তারার্ণবে বলিতেছেন (৬)—

এই বিদ্যা বশিষ্ঠ কর্তৃক আরাধিতা হইয়াও যেহেতু শীঘ্র ফলপ্রদা হন নাই, সেই
হেতু সেই মুনি দারুণ শাপ দিয়াছিলেন। সেই হইতে এই বিদ্যা কাহারও ফলদাত্রী
হন নাই। ৭

সেই তারার্ণবেই শাপোক্তার এই বলিয়াছেন—ত্রপার (ভুবনেশী বীজের) অন্তস্থিত
ত্রীং বীজের উপরে চন্দ্রবীজ (স) নিয়োজিত হইবে। সেই হইতে এই বিদ্যা বধুর
বশস্বিনী হইলেন, সর্ববিদ্যার ফলদাত্রী হইলেন, জয়-কামিণীর জয়দাত্রী হইলেন। ৮

বিষক্ষয়করী বিদ্যা অমৃতত্ব-প্রদায়িনী ।

মন্ত্রস্ত জ্ঞানমাত্রেণ বিজয়ী ভূবি জায়তে ॥ ৯

তেন পঞ্চাক্ষর-বিদ্যায়া অভিশপ্তায়া উদ্ধৃত-শাপহাং তদ্ব্যটিত-যাবন্-
মন্ত্ৰেষেব শাপোদ্ধারঃ স্মৃটঃ । তথা চৈকবীরাকল্পে (১০)—

লজ্জাবীজং বধুবীজং কূর্চবীজং তথা হি ফট্ ।

এবং পঞ্চাক্ষরী বিদ্যা পঞ্চভূত-প্রকাশিনী ॥ ১১

বধুবীজং স্ত্রীংকারঃ তথা চ বিশ্বসারে—

সত্তরীঞ্চ মহেশানি ! বধুবীজং প্রকীৰ্ত্তিতম্^১ ।

একবীরাকল্পে—ষোড়শ-ব্যঞ্জনং বহি-বামাক্ষি-বিন্দু-সংযুক্তম্ ।

চন্দ্রবীজ-সমাক্রুতং বধুবীজং প্রকীৰ্ত্তিতম্ ॥ ১২

চন্দ্রবীজং দন্ত্যসকারস্তেনাক্রুতমিত্যর্থঃ অতএব পঞ্চাক্ষরী-ব্যটিত-যাবন্-
মন্ত্ৰাণামুদ্ধৃত-শাপহানীলতত্ত্ববচনমপ্যুপপত্ততে । যথা—

তারাত্মা পঞ্চবর্ণেয়ং শ্রীমল্লীল-সরস্বতী ।

সর্বভাষাময়ী শুদ্ধা সর্বান্নায়ৈর্নমস্কৃতা ॥ ১৩

এই বিদ্যা বিষক্ষয়করী ও অমরত্বদায়িনী হইল । এই বিদ্যার জ্ঞানমাত্রেই ভূমণ্ডলে
বিজয়ী হইয়া থাকে । ৯

তাহাতে অভিশপ্ত পঞ্চাক্ষর বিদ্যার শাপ উদ্ধৃত হওয়ার তদ্ব্যটিত যাবতীয়
মন্ত্ৰেরই শাপোদ্ধার হইয়াছে, ইহা তাহা দ্বারা স্মৃট হইল । তাহাই একবীরাকল্পে
বলিয়াছেন (১০)—

লজ্জাবীজ, বধুবীজ (স্ত্রীং), কূর্চবীজ, সেইরূপ ফট্—এইরূপ পঞ্চাক্ষরী বিদ্যা
পঞ্চভূতের প্রকাশিনী । ১১

বধুবীজ—স্ত্রীংকার । তাহা বিশ্বসারতন্ত্রে বলিয়াছেন—হে মহেশানি ! স্ ত্
রীং অর্থাৎ স্ত্রীং বধুবীজ বলিয়া কীৰ্ত্তিত হইয়াছে । একবীরা কল্পেও বলিয়াছেন—
ষোড়শ ব্যঞ্জন ত বহি (র), বামাক্ষি (ঈ) ও বিন্দু সংযুক্ত হইয়া চন্দ্রবীজে সমাক্রুত হইলে
বধুবীজ বলিয়া কীৰ্ত্তিত হয় । ১২

চন্দ্রবীজ দন্ত্য সকার, তৎকর্তৃক আক্রুত—এই অর্থ । অতএব পঞ্চাক্ষরী ব্যটিত
যাবতীয় মন্ত্ৰের শাপোদ্ধার হইয়াছে বলিয়া নীলতন্ত্রের বচনও উপপন্ন হয় । যেমন—

তারাদি এই পঞ্চাক্ষরী হইতেছেন—শ্রীমল্লীল সরস্বতী । ইনি সর্বভাষাময়ী শুদ্ধা
ও সমস্ত আশ্রয় কর্তৃক নমস্কৃতা (প্রশংসিতা) । ১৩

নীলসরস্বতীত্যাশ্রয় বর্গ-তৃতীয়াদি-নাম-নির্দেশঃ । প্রণবাদি-মন্ত্রস্ত উগ্র-
তারাশ্রকথাং নীলসরস্বত্যানাশ্রকথাচ্চ । যথা বীরভদ্রে—

অস্ত্রাস্ত্রেয়ং মহাবিদ্যা জটাপুঙ্গব-ধারিণী ।

বেদাদি-মুখ-যুক্তা চেৎ তারা ভুবন-তারিণী ॥ ১৪

জটাপুঙ্গবঃ জটাপ্রোষ্ঠঃ, বেদাদিঃ প্রণবঃ । তদ্রে—

তারাস্ত্র-রহিতা ত্র্যর্গা মহানীল-সরস্বতী ।

কুল্লুকেয়ং সমাখ্যাতা সর্বতন্ত্রেষু গোপিতা ॥ ১৫

তথাচ কুল্লুকৈব নীলসরস্বতীত্যাচ্যতে । এতৎ সুব্যক্তং কালী-কবচাস্তরে—

জিহ্বাং মে সর্বদা পাতু তারা সংসার-তারিণী ।

বেদাদি-বীজ-লজ্জা ত্রীং^১ কবচাস্ত্র-স্বরূপিণী ॥ ১৬

নীলসরস্বতী পাতু মধ্যং মে সর্বদৈব হি ।

মায়া-ত্রী^২ কবচরূপা বাগীশত্ব-প্রদায়িনী ।

নাভিং পায়াদেকজটাতু ভুবনেশী ত্রীং বর্মাস্ত্রা ইতি ॥ ১৭

অত্র শাপোদ্ধার-রহিত-নির্দেশঃ । প্রচণ্ড-চণ্ডিকা-কবচেহপি—

নীল সরস্বতী এই স্থলে বর্গের তৃতীয়াদি অর্থাৎ লকারাদি নাম নির্দেশ হইয়াছে ।
যেহেতু প্রণবাদি মন্ত্র উগ্রতারা স্বরূপ, কিন্তু নীল সরস্বতী স্বরূপ নহে । যেমন বীরভদ্রে
বলিয়াছেন—

অস্ত্রাস্ত্র (কট্-কারাস্ত্র) এই মহাবিদ্যা জটাপুঙ্গব-ধারিণী । এই মহাবিদ্যা যদি
বেদাদিমুখ (ওঁ) যুক্তা হন, তবে তিনি ভুবনতারিণী তারা হন । ১৪

জটাপুঙ্গব—জটাপ্রোষ্ঠ । বেদাদি—প্রণব । তদ্রে বলিয়াছেন—তার (ওঁ) ও অস্ত্র
(কট্) রহিত ত্র্যর্গী মহানীল সরস্বতী । ইনি কুল্লুকানামে বিখ্যাতা এবং সমস্ত তন্ত্রে
গোপিতা । ১৫

তাহা হইলে এই কুল্লুকাই নীল সরস্বতী নামে কথিত হন । কালীর কবচাস্তরে
ইহা সুব্যক্ত সুস্পষ্ট হইয়াছে—বেদাদি বীজ (ওঁ), লজ্জা (ত্রীং) ত্রীং, কবচ (হুং)
ও অস্ত্র-স্বরূপিণী সংসার-তারিণী তারা আমার জিহ্বাকে সর্বদা রক্ষা করুন । ১৬

মায়া, ত্রীং কবচরূপা বাগীশত্ব-প্রদায়িনী নীল সরস্বতী আমার মধ্যদেহকে সর্বদাই
রক্ষা করুন । ভুবনেশী, ত্রীং বর্ম (হুং) কট্-রূপা একজটাতু আমার নাভিকে রক্ষা
করুন । ১৭

এস্থলে শাপোদ্ধার রহিত বীজের নির্দেশ হইয়াছে । প্রচণ্ড চণ্ডিকা কবচেও

ভারো মায়া বধুঃ কূর্চঃ ফট্কারোহয়ং মহামন্ত্রঃ ।

খড়্গ-কর্ত্রীধরা তারা চোক্ষুর্দেশং সদাবতু ॥ ১৮

হ্রীং জ্রীং হ্রুং ফট্ পাতালে মাং পাতু চৈকজটা সতী ।

তারাস্ত্র-রহিতা সা তু খেহব্যাম্লীল-সরস্বতীতি ॥ ১৯

এতেন মায়া-বধু-কবচৈর্নীলসরস্বতী । অস্ত্রাস্ত্রৈস্তৈরেকজটা প্রণবাস্ত্রৈ-
রস্ত্রাস্ত্রৈস্তৈরুগ্রতারেতি বিষয় বিভাগঃ । নমু প্রাপ্তকৃত-নীলতন্ত্রোক্ত-“তারাস্ত্রা-
পঞ্চবর্ণেয়”মিত্যাदि বচনোক্ত-প্রণবাদি-মন্ত্রস্ত বধুবীজ-ঘটিতত্বে কিং মানমিতি
চেচ্চ্যতে । যথা মন্ত্রচূড়ামণৌ (২০)—

অনুত্তরং সমুদ্ধৃত্য মায়েত্তুরমতঃ পরম্ ।

প-পঞ্চম-সমাক্রুতং পঞ্চরশ্মিঃ প্রকীৰ্ত্তিতঃ ॥ ১১

জীবনী-মধ্যগা পশ্চাদেকাক্ষী তদনন্তরম্ ।

উগ্রদর্পং ততো দদ্যাদস্ত্রং দেবি ! প্রকাশিতম্ ॥ ২২

অস্যার্থঃ—অনুত্তরং সর্বপূর্বমকারমিত্যর্থঃ । মায়া চতুর্থস্বরস্তদুত্তরমুকারঃ,

বলিয়াছেন—তার, মায়া, বধু, কূর্চ ও ফট্কার—এই মহামন্ত্র খড়্গ ও কর্ত্রিকা-
(কাতারী) ধরা তারা । তিনি উর্ধ্বদেশ সর্বদা রক্ষা করুন । ১৮

হ্রীং জ্রীং হ্রুং ফট্ একজটা হইয়া পাতালে আমাকে রক্ষা করুন । তার ও অস্ত্র
রহিত সেই মহাবিদ্যা নীল সরস্বতী । ইনি আকাশে আমাকে রক্ষা করুন । ১৯

ইহা দ্বারা এই বিষয় বিভাগ হয়—মায়া, বধু ও কবচের দ্বারা অর্থাৎ হ্রীং জ্রীং হ্রুং
দ্বারা নীল সরস্বতী । অস্ত্র অস্ত্র তাহাদের দ্বারা অর্থাৎ হ্রীং জ্রীং হ্রুং ফট্ দ্বারা একজটা
এবং প্রণবাদি ও অস্ত্র অস্ত্র তাহাদের দ্বারা অর্থাৎ ও হ্রীং জ্রীং হ্রুং ফট্ দ্বারা তারা হয় ।

আচ্ছা, পূর্বোক্ত নীলতন্ত্রোক্ত “তারাদ্যা পঞ্চবর্ণেয়ম্” ইত্যাদি বচনোক্ত প্রণবাদি
মন্ত্র বধুবীজ ঘটিত, ইহাতে প্রমাণ কি ? এই যদি বলি । তাহার উত্তর বলিতেছি ।
যেমন মন্ত্র-চূড়ামণিতে বলিয়াছেন (২০)—

অনুত্তর (অ) উক্তার করিয়া অতঃপর মায়ার (চতুর্থ স্বর ইর) উত্তর বর্ণ উক্তার
পর্বর্গের পঞ্চম মকারে সমাক্রুত হইলে পঞ্চরশ্মি নামে কীৰ্ত্তিত হয় । ২১

হে দেবি ! পরে অর্থাৎ ওঁকারের পর জীবনীমধ্যগা (হ্রীং) ও একাক্ষী (বধুবীজ
জ্রীং) তাহার পর উগ্রদর্প (হ্রুং) দিবে ! তাহার পর অস্ত্র (ফট্), তাহাতে অস্ত্রের
আবির্ভাব হইবে । ২২

এই শ্লোকের অর্থ—অনুত্তরং কথার অর্থ—সর্ববর্ণের পূর্ব অকার । মায়া—চতুর্থ

প-পঞ্চমো মকারঃ । তেন পঞ্চরশ্মি-পদেন প্রণব উক্তঃ । জীবনী-মধ্যগা-
পদেন মায়াবীজমুচ্যতে । যথা সঙ্কেত-চন্দ্রোদয়ে (২০)—

হ্রল্লেক্ষা ভুবনেশ্বরী চ ভুবনা দেবীশ্বরী হ্রীর্মহা-

মায়া জীবনমধ্যগা ত্রিভুগতাং ধাত্রী পরেশী পরা । ইতি । ২৪

মহামায়েতি মায়েত্যাখ্যাত্যে । জীবনমধ্যগেতি জীবনস্য জীবন্যাস-
মস্তস্য পাশাদি-ত্ৰ্যাক্ষরস্য মধ্যগেত্যর্থঃ । জীবনীত্যত্র বিদ্যা বিশেষ্যা । এবং
পরাপদেন কচিং সৌরিত্তি বীজমপ্যুচ্যতে, বালায়াঃ পরাবীজত্বাং সঙ্কেতান্তর-
সম্বাচ্ছেতি ধ্যেয়ম্ । একাক্ষী বধুবীজম্^১ । যথা সঙ্কেতচন্দ্রোদয়ে—

একাক্ষী কুসুমেষু পঞ্চম-বধুবীজমেক্ষণা স্ত্রী তথ্যেতি । উগ্রদর্পঃ কূর্চম্^২ ।
এতেন প্রণবাদি-মস্তস্য বধুঘটিতত্বং সিদ্ধমিতি সর্বত্র শাপোদ্ধারঃ । যৎ তু
ফেৎকারীয়ে (২৫)—

ত্ৰ্যাক্ষরোহসৌ মহামন্ত্রঃ কট্কারোহস্তে যদি স্থিতঃ ।

পঞ্চরশ্মি-সমামুক্তোহপাজ্ঞানেক্ষন-দাহকঃ ॥ ২৬

স্বর ই, তাহার উত্তর বর্ণ উ । প-পঞ্চম—মকার । তাহাতে পঞ্চরশ্মি পদের দ্বারা
প্রণব উক্ত হয় । জীবনীমধ্যগা পদের দ্বারা মায়াবীজ উক্ত হয় । যেমন সঙ্কেত-
চন্দ্রোদয়ে বলিয়াছেন (২০)—

হ্রল্লেক্ষা, ভুবনেশ্বরী, ভুবনা, দেবী, ঈশ্বরী, হ্রী, মহামায়া, জীবনমধ্যগা, ত্রিভুগৎ-
ধাত্রী, পরেশী, পরা, (এইগুলি মায়াবীজের বাচক) । ২৪

মহামায়া এইটি মায়া নামে কথিত হয় । জীবনীমধ্যগা এই পদের অর্থ—জীবের
অর্থাৎ জীবন্যাস মস্ত্র পাশাদি তিনটি অক্ষরের (আং হ্রীং ক্রোং) মধ্যবর্তী । এখানে
জীবনী পদটির বিদ্যা বিশেষ্য । এইরূপ পরাপদের দ্বারা কোন স্থলে সোঃ এই বীজ
কথিত হয় । যেহেতু বালা পরাবীজ এবং তাহার সঙ্কেতান্তরও বর্তমান, ইহা
জানিবেন । একাক্ষী বধুবীজ স্ত্রীং । যেমন সঙ্কেত-চন্দ্রোদয়ে বলিয়াছেন—একাক্ষী
কুসুমেষু পঞ্চম-বধু বামেক্ষণা, সেইরূপ স্ত্রী (এইগুলি স্ত্রীং বীজের বাচক) উগ্রদর্পঃ
—কূর্চবীজ হুং । ইহা দ্বারা প্রণবাদি মন্ত্রের বধু-ঘটিতত্ব সিদ্ধ হইল বলিয়া সর্বত্র
শাপোদ্ধার হইল । আর যে ফেৎকারীয়ে বলিয়াছেন (২৫)—

ত্ৰ্যাক্ষর এই মহামন্ত্র, ইহার অন্তে যদি কট্ অবস্থিত হয়, উহা পঞ্চ রশ্মি সংযুক্ত
হইলে অজ্ঞানরূপ ইন্দ্রের দাহক হয় । ২৬

তন্তোদ্ধারমহং বক্ষ্যে মম সার্বজ্ঞ্য-কারণম্^১ ।

প্রণবং স-পরং দত্তাচ্চতুর্থ-স্বর-ভূষিতম্ ॥ ২৭

বহু্যাক্ষরং স্মুরদীপ্তমিন্দু-বিন্দু-বিভূষিতম্ ।

ত্র্যক্ষরঞ্চ ততো দত্তাচ্চতুর্থ-স্বর-ভূষিতম্^২ ॥ ২৮

দীর্ঘোকার-সমায়ুক্তং হ্রস্বং^৩ যোজয়েৎ ততঃ ।

ফট্কারঞ্চ ততো দত্তাৎ সম্পূর্ণং সিদ্ধ-মন্ত্রকম্ ॥ ২৯

লীলয়া বাক্ প্রদা চেতি তেন লীল-সরস্বতী ।

তারকয়া সদা তারা সুখ-মুক্তি-প্রদায়িনী ॥ ৩০

উগ্রাপস্তারিণী যস্মাদুগ্রতারা প্রকীৰ্ত্তিতা ।

বিতারৈকজটা চৈষা মহামুক্তি-করী মতা ॥ ৩১

তারাস্ত্র-রহিতা ত্র্যর্ণা মহালীল-সরস্বতী ।

কুল্লুকেয়ং সমাখ্যাতা সর্বতন্ত্রেষু গোপিতা ॥ ৩২

এতেন প্রণবাদি-বিদৌব লীলসরস্বতী তারা উগ্রতারেতি চ কথ্যতে ।

আমার সর্বজ্ঞত্বের কারণ সেই মন্ত্রের উদ্ধার বলিব । প্রণব, তাহার পর সকারের পরে চতুর্থ স্বরভূষিত বিন্দু সমন্বিত বহিতে (বকারে) আক্ষর স্মুরদীপ্ত ইন্দু সকার অর্থাৎ স্ত্রীং দিবে । তাহার পর চতুর্থ স্বর ভূষিত ও নাদবিন্দুযুক্ত দীর্ঘ উকার সংযুক্ত হ্রস্ব অর্থাৎ হ্রং যোগ করিবে । তাহার পর ফট্কার দিবে । ও স্ত্রীং স্ত্রীং হ্রং ফট্—এই সম্পূর্ণ মন্ত্রটি সিদ্ধ মন্ত্র । ২৭-২৯

লীলার বাক্ প্রদান করেন, সেই হেতু তিনি লীল সরস্বতী, সর্বদা আপদ্ হইতে জ্ঞান করেন বলিয়া তারা । তিনি সুখরূপ মুক্তিদায়িনী । ৩০

যেহেতু উগ্র আপৎ হইতে জ্ঞান করেন, সেই হেতু তিনি উগ্রতারা নামে কীৰ্ত্তিতা হইয়াছেন । এই বিদ্যা বিতারা (প্রণব শূণ্য) হইলে একজটা হয় । এই মাস্তাকি ফট্ অস্তা পক্ষাকরী বিদ্যা মহামুক্তিকরী বলিয়া কথিত হইয়াছেন । ৩১

প্রণব ও অস্ত শূণ্য ত্র্যক্ষরী বিদ্যা মহালীল সরস্বতী । ইনি কুল্লুকা বলিয়া খ্যাতা ও সমস্ত তন্ত্রে গোপিতা । ৩২

ইহা দ্বারা প্রণবাদি বিদ্যাই লীল সরস্বতী, তারা ও উগ্রতারা নামে কথিত হইয়াছে

অত্র লীলসরস্বতী-পদং যবগ-তৃতীয়াদি । তারাস্ত্র-রহিতেতি তারাস্ত্রাত্যাং
রহিতেত্যর্থঃ ইতি সকার-রহিত-তকার-ঘটিত-প্রকৃতি-মন্ত্রকথনম্ । ৩৩

যচ্চ শঙ্করাচার্য্যোণোক্তম্—

সপর-চতুর্থ-স্বর-রজনীশং শূন্যং পরুষং তদধোদেশম্ ।

মধ্যে ষোড়শহনি তে শুদ্ধং অশ্বে হুঁ ফট্কার-নিবন্ধম্ ॥ ইতি

শুদ্ধকাকারো মন্ত্র-ঘটক ইতি তদুভয়মতিগুপ্ত-চন্দ্রবীজ-রহিত-প্রকৃতি-মন্ত্র-
পরতয়েব বোধ্যম্ । ৩৪

নমু পঞ্চাক্ষরৈকজটা-মন্ত্রস্তাভিশপ্ততয়া তস্মৈব শাপোদ্ধারঃ কৃতঃ । তৎ
কথমন্যমন্ত্রেষু শাপোদ্ধার-সম্ভাবনা । ন চ মূলমন্ত্রস্তাভিশপ্ততয়া তদ্ব্যটিত-
মন্ত্রা অভিশপ্তা ইতি বাচ্যম্ । অভিশপ্ত-ভুবনেশ্বর্যৈকাক্ষর-ঘটিত-যাবন্মন্ত্রাণা-
মভিশপ্তত্বাপত্তেঃ । অথ তদীয়াভিশপ্ত-মন্ত্রঘটিত-তদীয়মন্ত্রোহভিশপ্ত ইতি
যচ্চ্যুচ্যতে, তদা পাশাক্ষুণপুটিত-শক্তিবীজাত্মক-ভুবনেশ্বরীমন্ত্রস্তা হৃষ্টত্বাপত্তিঃ ।
যদি তু পাশাক্ষুণাত্যাং শাপ উদ্ধৃত ইত্যুচ্যতে, তদা একাক্ষরী বীৰ্য্যহীনা
বাগ্ভবেনোজ্জলীকৃতেতি বচন-বিরোধঃ । ৩৫

বুঝিবেন । এস্থলে লীল সরস্বতীপদ যবগ তৃতীয়াদি অর্থাৎ লকারাদি । তারাস্ত্র-
রহিতা তার ও অস্ত্রের দ্বারা রহিত হওয়ায় সকার রহিত তকার ঘটিত প্রকৃতি মন্ত্র
কথিত হইল । ৩৩

আর যে শঙ্করাচার্য্য সপর-চতুর্থ-স্বর-রজনীশং ইত্যাদি বাক্যে শুদ্ধ (কেবল)
তকারকে মন্ত্রের ঘটক বলিয়া বলিয়াছেন, সেই উভয়ই অতিগুপ্ত চন্দ্রবীজ সকার
রহিত প্রকৃতি মন্ত্র-পর রূপেই বুঝিতে হইবে । ৩৪

আচ্ছা, পঞ্চাক্ষর একজটার মন্ত্র অভিশপ্ত বলিয়া তাহারই শাপোদ্ধার করা
হইয়াছে । অতএব অন্য মন্ত্র সমূহে শাপোদ্ধারের সম্ভাবনা কোথায় ? মূলমন্ত্র
অভিশপ্ত বলিয়া তদ্ব্যটিত মন্ত্র সমূহও অভিশপ্ত, ইহা বলিতে পারেন না । যেহেতু
তাহা বলিলে অভিশপ্ত ভুবনেশ্বরীর একাক্ষর হ্রীং বীজ ঘটিত যাবতীর মন্ত্রের
অভিশপ্ততার আপত্তি উপস্থিত হইবে । এই আপত্তি পরিহারের জন্য যদি বলেন—
তদীয় অভিশপ্ত মন্ত্র ঘটিত তদীয় মন্ত্রই অভিশপ্ত, অন্য মন্ত্র অভিশপ্ত নহে অর্থাৎ যাহার
যে মন্ত্রটি অভিশপ্ত, সেই মন্ত্র ঘটিত, তাহারই অন্য মন্ত্র অভিশপ্ত হইবে । সেই অভিশপ্ত
মন্ত্র ঘটিত অন্য দেবতার মন্ত্র অভিশপ্ত হইবে না । তাহা হইলে পাশ ও অক্ষুণবীজ
পুটিত শক্তিবীজরূপে ভুবনেশ্বরী মন্ত্রের হৃষ্টত্ব প্রসঙ্গ হইবে । যদি বলেন—সেস্থলে

উচ্যতে । বাগ্ভবশ্চোপলক্ষণপরতয়া নাপত্তিঃ^১ । বস্তুতত্ত্ব পঞ্চাকরী
 বিঠৈব প্রকৃতিরূপা । তত্র বীজাস্তর-প্রক্ষেপেহপি শাপ-সম্ভাবনা । পাশাঙ্ক-
 পুটিত-শঙ্কেষু মন্ত্রাস্তরতয়া মায়া ন তস্য প্রকৃতিরিতি সর্বং চতুরশ্রম ।
 পঞ্চাকরমন্ত্রস্ত দ্বিতীয়বীজে শাপো দত্তঃ, সর্বমন্ত্রাণাং প্রায়শস্তদ-ঘটিতত্বাদ
 যাবদ বিঠৈবাভিশপ্তা, ততস্তদ্বন্ধারে সর্ববিঠৈবানবচ্চেতি । অতএব বধু-
 বীজাত্মকৈকাকর-মন্ত্রেহপি শাপ-তদ্বন্ধারো যুক্তৌ । অন্যথা একাকর্যা
 অভিশপ্ত-পঞ্চাকরকূট-ঘটিতত্বাভাবাত্তত্র সকারযোগস্থানগ্রতাপত্তেরিতি তু
 পরমার্থঃ । পঞ্চাকর্যাঃ প্রকৃতিতত্ত্ব উক্তফেংকারীয়-বচনাৎ^২ বক্ষ্যমাণ-নীল
 তন্ত্র-বচনাচ্চ । তচ্চ যথা পঞ্চাকরীমধিকৃত্য (৩৬)—

তারাত্মা পঞ্চ-বর্ণেয়ং শ্রীমল্লীল-সরস্বতী ।

সর্বভাষাময়ী শুদ্ধা সর্বান্নায়ৈর্নমস্কৃত্য ॥ ৩৭

শ্রীবীজাত্মা যদা বিদ্যা তদা শ্রীঃ সর্বতোমুখী ।

পাশ ও অঙ্কুশের দ্বারা অভিশাপ উদ্ধৃত হইয়াছে । তাহা হইলে বলিব—একাকরী
 বীর্ষাহীনা বাগ্ভবেনোজ্জ্বলীকৃত্য—এই বচনের সহিত বিরোধ হইবে । ৩৫

উক্ত প্রশ্নের উত্তর বলিতেছি । বাগ্ভব পদটি অন্তেরও উপলক্ষণ তাৎপর্য্যক বলিয়া
 উক্ত আপত্তি হয় না । বস্তুতঃ পক্ষে পঞ্চাকরী বিদ্যাই প্রকৃতিরূপা, তাহাতে
 বীজাস্তরের প্রবেশ হইলেও শাপের সম্ভাবনা । পাশ ও অঙ্কুশের দ্বারা শক্তিবীজ
 মন্ত্রাস্তর বলিয়া মায়া তাহার প্রকৃতিরূপ নহে । এই হেতু সমস্ত সুসমঞ্জস হয় । পঞ্চাকরী
 মন্ত্রের দ্বিতীয়বীজে শাপ প্রদত্ত হইয়াছে । সমস্ত মন্ত্র প্রায়শঃ তদঘটিত বলিয়া সমস্ত
 বিদ্যাই অভিশপ্ত হয় । অতএব তাহার শাপোদ্ধার হইলে সমস্ত বিদ্যাই অনবদ্য
 (নির্দোষ) হইবে । এই জন্মই বধুবীজরূপ একাকর মন্ত্রেও শাপ ও তাহার উদ্ধার
 যুক্ত হয় । অন্যথা একাকরী বিদ্যা অভিশপ্ত পঞ্চাকর কূট ঘটিত না হওয়ার স্বেচ্ছা
 সকার যোগ অসংলগ্ন হইয়া পড়ে । ইহাই কিন্তু পরমার্থ । উক্ত ফেংকারীয় তন্ত্রের
 বচন ও বক্ষ্যমাণ নীলতন্ত্রের বচন হইতে পঞ্চাকরীর প্রকৃতিত্ব সিদ্ধ হয় । তাহা
 কিন্তু পঞ্চাকরীর অধিকারে উক্ত হইয়াছে (৩৬)—

এই তারাদি পঞ্চবর্ণা শ্রীমল্লীল সরস্বতী । ইনি সর্বভাষাময়ী শুদ্ধা ও সমস্ত
 আয়ার (তন্ত্র) কর্তৃক নমস্কৃত্য । ৩৭

যখন এই বিদ্যা শ্রীবীজাদি হন, তখন তিনি সর্বতোমুখী (সর্বজনবাস্তবিনী) শ্রী । এই

এষেব হি মহাবিদ্যা মায়াত্মা সকলেষ্টদা ॥ ৩৮

বাগ্ভবাত্মা যদা বিদ্যা বাগীশত্ব-প্রদায়িনী ।

এষা ক্রমগতা প্রাপ্তা মতভেদাদনেকথা ॥ ৩৯

এষা পঞ্চাক্ষরী । তদেবাহ—

পঞ্চাক্ষরী একজ্ঞা তারাভাবে মহেশ্বরী ! ।

তারাত্মা তু ভবেদেবি ! শ্রীমল্লীলসরস্বতী ॥ ৪০

লীলেতি যবর্গ-তৃতীয়াদিঃ । একবীরাকল্পেহপি—

লজ্জাবীজং বধুবীজং কূচবীজং তথাহি ফট্ ।

এবং পঞ্চাক্ষরী বিদ্যা পঞ্চভূত-প্রকাশিনীতি ।

অত্য়াসাং^১ বিদ্যানামেকজট্টেব দেবতা প্রকৃতিত্বাৎ ॥ ৪১

অত্য়াসাং সপৰ্য্যাবিধিঃ

অত্র প্রাতঃগুরুচিস্তনাদি সামান্য-পূজাপদ্ধতাবুজ্জম । অথ জ্ঞানম্ ।

নত্য়াদৌ গত্বা বৈদিক জ্ঞানং কৃত্বা দেবীরূপং সৰ্বং বিভাব্য সুবর্ণরজতাত্মক-
কূলদৰ্ভান্ দৰ্ভান্ বা^২ করয়োদত্ত্বাচামেৎ । কূলদৰ্ভা যথা তন্ত্বে (১)—

পঞ্চাক্ষরী বিদ্যা মায়াদি হইলে সকলের অভীষ্টফল দাত্রী হইয়া থাকেন । ৩৮

এই পঞ্চাক্ষরী বিদ্যা যখন বাগ্ভবাদি হন, তখন তিনি বাক্পতিত্ব প্রদায়িনী ।

এই পঞ্চাক্ষরী বিদ্যা সম্প্রদায়ক্রমে প্রাপ্তা এবং মতভেদে উহা অনেক প্রকার । ৩৯

এষা—পঞ্চাক্ষরী বিদ্যা । তাহাই তন্ত্বে বলিতেছেন—হে মহেশ্বরী । এই পঞ্চাক্ষরী
বিদ্যা তার রহিত হইলে একজ্ঞা হন । হে দেবি ! এই বিদ্যা তার (ঐ) যুক্ত হইলে
শ্রীমান্ লীল সরস্বতী হন । ৪০

লীলসরস্বতী এই স্থলে যবর্গ-তৃতীয় লকাঃাদি অর্থাৎ লীলসরস্বতী, লীলসরস্বতী
নহেন । একবীরাকল্পেও বলিয়াছেন—লজ্জাবীজ, বধুবীজ, কূচবীজ, সেইরূপ ফট্ ।
এইরূপ পঞ্চাক্ষরী বিদ্যা পঞ্চভূতের প্রকাশিনী । তারা, লীলসরস্বতী প্রভৃতি অন্যান্য
বিদ্যাসমূহের একজ্ঞা দেবতাই প্রকৃতি । ৪১

অনন্তর এই বিদ্যা সমূহের সপৰ্য্যায় (পূজা) বিধি কথিত হইতেছে । সেই সপৰ্য্যায়স্থলে
প্রাতঃকালে গুরুচিস্তনাদি সামান্য পূজা পদ্ধতিতে উক্ত হইয়াছে । অনন্তর জ্ঞান
কর্তব্য । নদী প্রভৃতিতে গমন করিয়া, বৈদিক জ্ঞান করিয়া, সমস্ত বস্তুকে দেবী-
রূপ চিত্তা করিয়া, হুই হস্তে সুবর্ণ বা রজতরূপ কূলদৰ্ভ বা দৰ্ভসমূহ ধারণ করিয়া
জাচমন করিবেন । কূলদৰ্ভ বেমন তন্ত্বে বলিয়াছেন (১)—

সুবর্ণ-রক্ততৈব জপ-পূজাদি-কর্মসু ।

কুশকার্য্যকরং প্রোক্তং ন তু বন্যাঃ কুশাঃ কুশাঃ ।

তর্জ্ঞ্যো রক্ততঃ ধার্য্যমনামানু সুবর্ণকম্ ॥ ২ ॥ ইতি ।

ততঃ ওঁ অচেত্যাদি অমুকগোত্রঃ শ্রীঅমুকদেবশর্মা অমুক-দেবতা-প্রীতি-
কামো মন্ত্রস্মানমহং করিষ্যে ইতি সংকল্প্য জলে ত্রিকোণং বিলিখ্য তত্র ওঁ গঞ্জে
চেত্যাদিনাকুশমুদ্রয়া^১ সূর্য্য-মণ্ডলাং তীর্থমাবাহ^২ ওঁ হ্রীং স্বাহেত্যাচামেৎ ।
ততস্তেন জলেনাত্মানং ত্রিঃ সংপ্রোক্য মূলেন করাভ্যাং মৃত্তিকামাদায় সূর্য্যায়
দর্শয়িত্বা তয়া মৃত্তিকয়া মূলেনাজলেপনং কৃৎ^৩ মূর্দ্ধ-হৃদয়-নাভিষু জলাঞ্জলি-
ত্রয়ং দত্তাৎ । ততঃ পূর্ববদাচম্য তত্রিকোণং দক্ষিণহস্ত-তর্জ্ঞ্য দক্ষিণাবর্তেন
বিলোভ্য চক্ষুরাদি-সপ্ত-ছিদ্রাণি প্রসৃত-করদ্বয়াজুলীভিরাচ্ছাণ্ড মূলবিদ্যামুচ্চরন্
তত্র ত্রিনিমজ্জ্য দেবতাং ধ্যায়ন্ উন্মজ্জ্য মূলবিদ্যয়া ত্রিবারমভিমন্ত্রিতেন পয়সা
কলসমুদ্রয়া ত্রিবারমাত্র-মূর্দ্ধানমভিষিচ্য ওঁ আত্মতত্ত্বায় স্বাহা, ওঁ বিদ্যাতত্ত্বায়
স্বাহা, ওঁ শিবতত্ত্বায় স্বাহেত্যাচামেৎ । যথা নীলতন্ত্রে (৩)—

জপ ও পূজাদি কর্মসমূহে সুবর্ণ ও রক্তত কুশকর কথিত হইয়াছে । বন্য কুশ
কিছু কুশ নহে । তর্জনীদ্বয়ে রক্তত এবং অনামাঘরে সুবর্ণ ধারণ করিবে । ২

অনন্তর মূলোক্ত সঙ্কল্পবাক্যে সঙ্কল্প করিয়া, জলে ত্রিকোণ লিখিয়া, সেই ত্রিকোণে
“ওঁ গঞ্জে চ” ইত্যাদি মন্ত্রে অকুশ মুদ্রায় সূর্য্যমণ্ডল হইতে তীর্থসমূহ আবাহন করিয়া,
“ওঁ হ্রীং স্বাহা” মন্ত্রে আচমন করিবেন । অনন্তর সেই ত্রিকোণস্থ জলের দ্বারা নিজেকে
৩ বার প্রোকণ করিয়া, মূলমন্ত্রে এই হাতে মৃত্তিকা আনিয়া, সূর্য্যকে দেখাইয়া, সেই
মৃত্তিকা দ্বারা মূলমন্ত্রে অঙ্গলেপন করিয়া, মস্তকে, হৃদয়ে ও নাভিতে তিন অঞ্জলি
জল দিবেন । অনন্তর পূর্ববৎ আচমন করিয়া সেই ত্রিকোণকে দক্ষিণ হস্তের তর্জনী
দ্বারা দক্ষিণাবর্তে আলোড়িত করিয়া, চক্ষুরাদির সাতটি ছিদ্রকে প্রসারিত করহরের
অঙ্গুলি সমূহের দ্বারা আচ্ছাদিত করিয়া, মূলবিদ্যা উচ্চারণ করিতে করিতে সেই
ত্রিকোণে তিনবার নিমজ্জন করিয়া, দেবতাকে ধ্যান করিতে করিতে উন্মজ্জন করিয়া,
মূলবিদ্যার বারত্রে অভিমন্ত্রিত জলের দ্বারা কলসমুদ্রায় তিনবার নিজ মস্তকে

১। অকুশমুদ্রা বখা—জানার্ণবে দক্ষমুষ্টিং বিধায়ায়াৎ তর্জনাঙ্কুশরূপিণী । অকুশাখ্যা মহামুদ্রা
ত্রৈলোক্যাকর্ষণকমা । ২। খ—তীর্থমাবাহ মূলোক্তে ওঁ আত্মতত্ত্বায় স্বাহা ওঁ বিদ্যাতত্ত্বায় স্বাহা
ওঁ শিবতত্ত্বায় স্বাহা ইত্যোচামেৎ । অথবা হ্রীং স্বাহেত্যাচামেৎ । ৩। খ—বিলেপনং কৃৎ বসিষ্ঠ
সৌকরীষং নাসাপুটঘরে দত্তাৎ । ততো মূর্দ্ধ ।

মৃৎকুশানপি সংগ্রহ গচ্ছা জলাস্তিকং ততঃ ।

মলাপকর্ষণং কৃৎবা মন্ত্রস্থানং সমাচরেৎ १ ॥ ৪

কুলচূড়ামণৌ— কৃষ্ণ-রক্ত-হরিমৌলী বিবিধা মম মূর্তয়ঃ ।

তত্র যৎ কুলগঃ শিষ্যঃ স তদ্রূপং পরামৃশন্ ॥ ৫

দিবং স্বর্গমথোর্বাক্ষ পাতাল-তল-সম্ভবম্ ।

আচান্তঃ কুলদর্ভেণ স-দর্ভঃ কুলপুত্রকঃ ॥ ৬

কুলপাত্রং সদূর্বঞ্চ সতিলং সজলং ততঃ ।

গৃহীত্বা কুলদেবন্ত প্রীতয়ে স্থানমাচরেৎ ॥ ৭

কৃতসংকল্প এবাসৌ কুলচক্রং জলে ন্যসেৎ ।

কুলস্থানাং সমানীয় কুলমুদ্রাক্ষুশেন চ ॥ ৮

কুলতীর্থানি তত্রৈব সমাবাহু শিবাত্মকম্ ।

তন্তোয়ঞ্চ ত্রিধা পীত্বা ত্রিধা চ প্রোক্ষণং তনোঃ ॥ ৯

দিবমাকাশম্ । তদ্রূপং পরামৃশনমিতি সর্বত্র সম্বন্ধঃ । কুলদর্ভেণ সদর্ভঃ

অভিষেচন করিয়া ও আশ্বত্থার স্বাহা ইত্যাদি মূলোক্ত মন্ত্রে আচমন করিবেন ।
যেমন নীলতন্ত্রে বলিয়াছেন (৩)—

মুক্তিকা এবং কুশও সংগ্রহ করিয়া জলের নিকটে গিয়া তাহার পর মলাপকর্ষণ
স্থান করিয়া মন্ত্রস্থান করিবে । ৪

কুলচূড়ামণিতে বলিয়াছেন—কৃষ্ণ, হরিৎ, রক্ত ও নীল—বহু প্রকার আমার মূর্তি
আছে । তন্মধ্যে শিষ্য যে কুল (মন্ত্র) গামী, সেই কুল শিষ্য সেই রূপকে জলোক, স্বর্গ,
পৃথিবী অথবা পাতালগত মূর্তিকে চিন্তা করিতে করিতে কুলদর্ভের দ্বারা দর্ভযুক্ত
হইয়া আচমন করিয়া তাহার পর সদূর্ব, সতিল, সজল, কুলপাত্র (কপালাদি) গ্রহণ
করিয়া, সংকল্প করিয়া কুল দেবতার প্রীতির জন্য স্থান করিবে । ৫-৭

কৃতসংকল্প এই শিষ্য জলে কুলচক্র (ত্রিকোণ) অঙ্কন করিবে । কুলমুদ্রা অঙ্কনের
দ্বারা কুলস্থান (সূর্য্য) হইতে কুলতীর্থ সমূহকে সেই ত্রিকোণেই আবাহন করিয়া
আনিয়া, শিবরূপ সেই জলকে তিন বার পান করিয়া তিন বার দেহে প্রোক্ষণ
করিবে । ৮-৯

দিবম্—আকাশ । তদ্রূপং পরামৃশন্ এইটি সমস্ত ক্রিয়ার সহিত অন্বিত হইবে ।

১ । ৪—সমাচরেৎ । নিগূঢ়া ত্রিণিমজ্জৈবমাচামেৎ পাথসা তয়া । তয়া বিস্তরেত্যর্থঃ । কুমারীতন্ত্রে—
বেদান্তক তথা বাহ্যাহেত্যাচমনং মতম্ । কুলচূড়ামণৌ—

দৰ্ভবান্ । কুলপাত্ৰং কপালাদি । কুলচক্রং ত্রিকোণম্ । কুলস্থানাং পূৰ্ঘ্যাৎ ।
তোয়ং ত্রিধা পীত্বৈতি আচমোত্যর্থঃ । ১০

কুমারীতন্ত্ৰে—বেদাঙ্ক তথা মায়া স্বাহেত্যাচমনং মন্তম্^১ । ১১

মায়াতন্ত্ৰে—মুক্তিকাং মূলমন্ত্ৰেণ সংগৃহ্য চ করদ্বয়ে ।

পূৰ্ঘ্যায় দৰ্শয়েন্তত্র পশ্চাদ্বিলেপনং স্মৃতম্^২ ॥ ১২

জলাঞ্জলিত্রয়ং দত্ত্বান্ মুৰ্দ্ধ-হৃদাভিকেষু চ ।

তত আচমনং কৃত্বা ত্রিকোণং দক্ষিণেন তু ॥ ১৩

গৃহীত্বা পানিনা দেবি ! শঙ্খাবৰ্ত্ত-ক্রমেণ তু ।

বিলোড়্য তত্র ত্রির্মজ্জদঘমর্ষণকং ত্রিধা^৩ ॥ ১৪

ত্রিধেতি ফলাতিশয়ার্থম্ । নীলতন্ত্ৰে—

বিদ্যয়া ত্রির্নিমজ্জ্যবমাচামেৎ পাথসা তয়া । ১৫

পাথসা জলেন । তয়া বিদ্যয়া । স্বতন্ত্রতন্ত্ৰে—

কুলদৰ্ভেণ সদৰ্ভঃ—কুলদৰ্ভ সুবৰ্ণ রজতাদি দ্বারা দৰ্ভযুক্ত । কুলপাত্ৰং—কপালাদি ।
কুলচক্রং—ত্রিকোণম্ । কুলস্থানাং—পূৰ্ঘ্য হইতে । তোয়ং ত্রিধা পীত্বা, ইহার অর্থ
—আচমন করিয়া ১০

কুমারীতন্ত্ৰে বলিয়াছেন—বেদাঙ্ক (ঔ) সেইরূপ মায়া (ত্রীং) ও স্বাহা—অর্থাৎ
ঔ ত্রীং স্বাহা এই মন্ত্ৰে আচমন উক্ত হইয়াছে । ১১

মায়াতন্ত্ৰে বলিয়াছেন—করদ্বয়ে মূলমন্ত্ৰে মুক্তিকা গ্রহণ করিয়া, সূর্য্যকে তাহা
দেখাইবে । পরে তাহার অঙ্গে বিলেপন উক্ত হইয়াছে । ১২

পরে মন্ত্ৰকে, হৃদয়ে ও নাভিতে জলাঞ্জলি তিনটি দিবেন । হে দেবি ! তাহার পর
আচমন ও ত্রিকোণ করিয়া দক্ষিণ হস্তের দ্বারা শঙ্খাবৰ্ত্ত ক্রমে সেই জলকে আলোড়ন
করিয়া সেই জলে তিন বার নিমজ্জন করিবে ও তিন বার অঘমর্ষণ করিবে । ১৩-১৪

ফলের অতিশয়ের জন্য ৩ বার অঘমর্ষণ । নীলতন্ত্ৰে বলিয়াছেন—এই প্রকারে
তিন বার নিমজ্জন করিয়া বিদ্যা দ্বারা সেই জলে আচমন করিবে । ১৫

পাথসা—জলেন, অর্থাৎ জলের দ্বারা । তয়া—বিদ্যয়া, অর্থাৎ বিদ্যা দ্বারা ।

১। খ—কুমারীতন্ত্ৰে ইত্যাদি-মতমিত্যন্ত-পাঠো নাস্তি । ২। খ—স্মৃতম্ । গোবিন্দীবাং
নাসিকার্যাং বং মন্ত্ৰেণ পুটধয়েঃ জলাঞ্জলীত্যাदि-পাঠঃ । ৩। খ—ত্রিধা স্বতন্ত্রতন্ত্ৰে—ততঃ
আচমনং কৃত্বা ইত্যাদি ত্রিধেত্যনন্তরং দত্ত্বাজ্জলাঞ্জলিত্রয়ং বক্রণায় ততঃ পরম্ । সোমায় ভানবে
পশ্চাজ্জলাঙ্ঘ্যায় বাসলী । পরিধায় ততো বহ্নৌ বধাবিধি সমাচবেদিত্তি পাঠঃ ।

মূলং পঠন্ মুদ্রি ত্রৈয়ং মুদ্রয়া কুস্তসংজ্ঞয়া * :

ক্ৰিপ্তা। বারত্ৰয়ং দেবি ! আচামেৎ সাধকাগ্রণীঃ ।

আত্ম-বিজ্ঞা-শিবৈবন্তুত্বৈবন্ততো যাগগৃহং বিশেৎ ॥ ১৬

ইতি জ্ঞানম্ । ততো বৈদিক-সঙ্খ্যাং কৃত্বা তান্ত্রিকসঙ্খ্যাং কুর্য্যাৎ । সা যথা
ঐ আত্মতত্ত্বায় স্বাহা ইত্যাদিনা আচম্য ষড়ঙ্গত্বাসং কৃত্বা বামহস্তে জলং
নিধায় তত্র দক্ষিণহস্ত-তর্জন্যা কূর্চবীজেন ত্রিকোণং বিলিখ্য দক্ষিণহস্তেনাচ্ছাচ্চ
তত্র কূর্চবীজং ত্রির্জপ্ত্বা মূলেণ গলদম্বুভিস্তপ্তমুদ্রয়া সপ্তকৃত্বো মূর্দ্ধানমভ্যাক্ষ্য
শেষজ্জলং দক্ষিণহস্তে সমাদায় তজ্জলং শুক্লবর্ণমিড়িয়াকৃশ্য দেহান্তঃ পাপং
প্রক্ষাল্য কজ্জলাভং তজ্জলং দক্ষিণনাঙ্গাপুটেণ পিঙ্গলয়া নিঃসার্য্য দক্ষিণভাগে
বজ্রশিলোপরি প্রক্ষিপেদেবং ত্রিধা^১ একধা বাঘমর্ষণং কৃত্বা আত্মতত্ত্বাদিভিঃ
পুনরাচম্য ওঁ হংসঃ শুচিসদ্বশুরন্তুরিন্ক্ষসঙ্কোতা বেদিষদতিথি-ছুরোণসন্ নৃষদ্ব-
রসদূতসদ্বোমসদজ্জা গোজা ঋতজ্জা অদ্রিজা ঋতং বৃহদিত্তি হংসঋচং ত্রিরুক্ক-

ষতপ্রত্যয়ে বলিগ্রাহে—হে দেবি । সাধক শ্রেষ্ঠ মূলমন্ত্র পড়িতে পড়িতে কুস্ত নামক
মুদ্রা দ্বারা মন্তকে তিনবার জল নিক্ষেপ করিয়া আত্মতত্ত্ব, বিজ্ঞাতত্ত্ব ও শিবতত্ত্ব দ্বারা
আচমন করিবে । তাহার পর যাগগৃহে প্রবেশ করিবে । ১৬

জ্ঞান সমাপ্ত । তাহার পর বৈদিক সঙ্খ্যা করিয়া তান্ত্রিক সঙ্খ্যা করিবেন । সেই
তান্ত্রিক সঙ্খ্যা যথা—ঐং আত্মতত্ত্বায় স্বাহা ইত্যাদি মন্ত্রে আচমন করিয়া, ষড়ঙ্গত্বাস
করিয়া, বাম হস্তে জল লইয়া, সেই জলে দক্ষিণ হস্তের তর্জনী দ্বারা কূর্চবীজ সহিত
ত্রিকোণ লিখিয়া, দক্ষিণ হস্তের দ্বারা আচ্ছাদন করিয়া, সেই জলে তিন বার কূর্চবীজ
জপ করিয়া, মূলমন্ত্রে গলিত জলের দ্বারা তত্ত্বমুদ্রার সাতবার মন্তকে অভ্যাক্ষণ করিয়া,
অবশিষ্ট জল দক্ষিণ হস্তের করতলে লইয়া সেই শুক্লবর্ণ জলকে ইড়ানাড়ী দ্বারা আকর্ষণ
করিয়া, দেহের মধ্যবর্তী পাপকে প্রক্ষালন করিয়া, কজ্জল সদৃশ সেই জলকে দক্ষিণ
নাঙ্গা পুটে পিঙ্গলা নাড়ী দ্বারা নিঃসৃত করিয়া দক্ষিণভাগে বজ্রশিলার উপরে নিক্ষেপ
করিবেন । এইরূপ তিন বার বা এক বার অঘমর্ষণ করিয়া, আত্মতত্ত্বাদি দ্বারা
পুনরায় আচমন করিয়া, উধ্ব-বাহ হইয়া ওঁ হংসঃ শুচিসং ইত্যাদি মূলোক্ত হংস কক্

* কুস্তমুদ্রা । যথা—জ্ঞানার্গবে—দক্ষাভূতে পরাভূতং ক্ৰিপ্তা হস্তধরেন তু । সাবকানং চৈকমুষ্টিং
কুস্তমুদ্রাং বিহুর্ধ্বাঃ । ১ । খ—ত্রিধাঘমর্ষণং কৃত্বা ওঁ বজ্রায় স্বাহা ইত্যাদিলিঙ্গরমেবং সোমাক-
তানবে দদ্যাৎ । তত আত্মতত্ত্বাভিঃ পুনরাচম্য ওঁ হংস ইত্যাদি ।

বাহরভিজপন্ সূর্য্যমুপতিষ্ঠেৎ । ততো মূলমুচ্চাৰ্য্য ত্রী অমুকদেবীং তৰ্পয়ামি
স্বাহেতি' ত্রিতৰ্পয়েৎ । যথা মালিনীতন্ত্ৰে (১৭)—

আচামেনাত্তত্বাত্ত্বাঃ প্রণবাত্ত্বাঃ দ্বিষ্টান্তকৈঃ ।

আত্ম-বিদ্যা-শিবাস্ত্বাঃ প্রণবং বাগ্ভবং মতম্ ॥ ১৮

অঘমর্ষণকং তত্র কূৰ্চবীজ-জপো মতঃ ।

উপস্থায় পুনর্হংসমূর্দ্ধ-বাহুস্ত্রিধা জপেৎ ॥ ১৯

উত্তরাশামুখো ভূত্বা দেবীমাত্রং প্রতৰ্পয়েৎ ।

মূলান্তে তারিণীকোক্ত্বা তৰ্পয়াম্যগ্নিবল্লভা ॥ ২০

ততো হস্তৌ প্রক্ষাল্যাচম্য, “হ্রী” হংসঃ শ্রীমার্কণ্ডেভৈরবায় প্রকাশশক্তি-
সহিতায় ইদমৰ্ঘ্যং স্বাহেতি” বারত্ৰয়মেকবারং বা সূর্য্যায়ার্ঘ্যং দত্ত্বা, সূর্য্য-
মণ্ডলে দেবীং বিচিন্ত্য, তাত্ৰাদিপাত্রে রক্তচন্দন-শ্বেতাক্কুসুমাপরাজিতাপুষ্পা-
ক্ষতাদীনি নিক্ষিপ্য মূলমুচ্চাৰ্য্য “ও” উদ্যদাদিত্য-মণ্ডল-মধ্য-বৰ্ত্তিত্তে নিত্য-
চৈতন্যোদিতায়ৈ শ্রীমদেকজটায়ৈ ইদমৰ্ঘ্যং স্বাহে”তি অৰ্ঘ্যত্ৰয়ং দত্ত্বা গায়ত্রীং
ধ্যাত্বা, শতধা দশধা বা সংজপ্য, দেবীবামহন্তে জপং সমৰ্পয়েৎ । ২১

তিনবার পাঠ করিতে করিতে সূর্য্যের উপস্থান (উপাসনা) করিবেন । তাহার পর
মূলমন্ত্র উচ্চারণ করিয়া “শ্রী অমুকী-দেবীং তৰ্পয়ামি স্বাহা” মন্ত্রে তিন বার তৰ্পণ
করিবেন । যেমন মালিনীতন্ত্ৰে বলিয়াছেন (১৭)—

প্রণবাদি ও দ্বিষ্ট (স্বাহা) অন্ত আত্মতত্ত্বাদি দ্বারা আচমন করিবে । আত্ম, বিদ্যা
ও শিব—তত্ত্ব এবং বাগ্ভব বীজ (ঐং) প্রণব কথিত হইয়াছে ১৮

সেস্থলে কূৰ্চবীজ (হ্রং) জপ অঘমর্ষণ উক্ত হইয়াছে । পুনরায় উৰ্দ্ধবাহু হইয়া
হংস ঋক্ তিন বার জপ করিবে । সূর্য্যকে উপস্থান করিয়া উত্তরমুখ হইয়া, মূল-
বিদ্যার অন্তে “তারিণীং তৰ্পয়ামি স্বাহা” মন্ত্র বলিয়া দেবীমাত্রকে তৰ্পণ করিবে । ১৯-২০

তাহার পর হ্রী হস্ত প্রক্ষালন ও আচমন করিয়া, “ও হ্রীং হংসঃ শ্রীমার্কণ্ডেভৈরবায়
প্রকাশ-শক্তি-সহিতায় ইদমৰ্ঘ্যং স্বাহা” এই মন্ত্রে তিনবার বা একবার সূর্য্যকে অৰ্ঘ্য
দিয়া, সূর্য্যমণ্ডলে দেবীকে চিন্তা করিয়া, তাত্ৰাদি পাত্রে রক্ত চন্দন, শ্বেত অৰ্কপুষ্প,
অপরাজিতা পুষ্প ও অক্ষত প্রভৃতি দিয়া মূল মন্ত্র উচ্চারণ করিয়া, ও উদ্যদাদিত্য-
মণ্ডল-মধ্যবৰ্ত্তিত্তে নিত্যচৈতন্যোদিতায়ৈ শ্রীমদেকজটায়ৈ ইদমৰ্ঘ্যং স্বাহা, মন্ত্রে অৰ্ঘ্যত্ৰয়

১। ঋ—স্বাহেতি পঞ্চবিংশতিবারং ত্রিধা সমৰ্পয়েৎ । যথা মালিনীতন্ত্ৰে—ততঃ আচমনং ইত্যাদি—
যথাবিধি সমাচরেৎ । মালিনীতন্ত্ৰে —

বীরভদ্রে তু—ওঁ উদ্ভাদাদিত্যমণ্ডলমধ্যবর্তিনৈ শিবচৈতন্যমযৈ শ্রীমদেক-
জটায়ৈ ইদমৰ্ঘাং^১ স্বাহেত্যৰ্ঘ্যমন্ত্র উক্তস্তথাচান্তর-প্রকার-করণেনৈব সিদ্ধিঃ ।
প্রমাণস্ত সামান্যপূজাপদ্ধতাবুক্তম্ । সর্বত্রৈকজটাপদ-স্থানে অন্য-নামাপি
যথায়থমুহমিতি । গায়ত্রী-তদ্ব্যনঞ্চ পূর্বমুক্তম্ । ততঃ স্ব-স্ব-মন্ত্রমষ্টোত্তর-শতং
জপ্ত্বা জপং সমৰ্প্য সংহারমুদ্রয়া দেবতাং সূর্য্যামণ্ডলাং স্বহৃদয়মানয়েৎ । ২২

যথা— ততো বিদ্যাং হৃদি ধ্যাত্বা অষ্টোত্তরশতং জপেৎ ।

অবহির্মানসো যোগী যাগভূমিমথাবিশেৎ ॥ ইতি । ২৩

এতৎপর্য্যন্তং জলেহপি কর্ত্তুং শক্যতে । ততো ধৌত-বাসসী পরিধায়
পাদৌ হস্তৌ চ প্রক্ষাল্য তিলকং^২ কুর্যাৎ । যথা কুলচূড়ামণৌ (২৪)—

উথায় কুলবস্ত্রে ছে পরিধায় কুলেন চ ।

তিলকং কুলরূপস্ত কৃত্বাচম্য কুলেশ্বরঃ ॥ ২৫

দিশা, গায়ত্রীকে ধ্যান করিয়া শতবার বা দশবার গায়ত্রীকে জপ করিয়া দেবীর বাম
হস্তে জপ সমৰ্পণ করিবেন । ২১

বীরভদ্রে কিন্তু “ওঁ উদ্ভাদাদিত্য-মণ্ডল-মধ্যবর্তিনৈ শিবচৈতন্যমযৈ শ্রীমদেকজটায়ৈ
ইদমৰ্ঘাং স্বাহা” এই অৰ্ঘ্য-মন্ত্র উক্ত হইয়াছে । সুতরাং অন্যতর প্রকার করিলেই এই
অৰ্ঘ্যদান সিদ্ধি হইবে । ইহার প্রমাণ কিন্তু সামান্য পূজা পদ্ধতিতে উক্ত হইয়াছে ।
সর্বত্র একজটা পদস্থানে অন্য নামও যথায়থা উহা করিবে । গায়ত্রী ও তাহার ধ্যান
পূর্বেই উক্ত হইয়াছে । তাহার পর নিজ নিজ ইষ্টমন্ত্র অষ্টোত্তর শত (১০৮) জপ করিয়া
জপ সমৰ্পণ করিয়া সংহার মুদ্রায় দেবতাকে সূর্য্যামণ্ডল হইতে নিজ হৃদয়ে আনিয়ন
করিবে । ২২

যেমন ভদ্রে বলিয়াছেন—তাহার পর যোগী বহির্মনাঃ না হইয়া অন্তশ্চিন্ত হইয়া
বিদ্যাকে হৃদয়ে ধ্যান করিয়া অষ্টোত্তর শত (১০৮) ইষ্ট মন্ত্র জপ করিবে । তাহার পর
পূজাভূমিতে প্রবেশ করিবে । ২৩

এই পর্য্যন্ত জলেও করিতে পারেন । তাহার পর ধৌত বস্ত্রদ্বয় (পরিধেয় বস্ত্র ও
উত্তরীয়) পরিধান করিয়া হস্তদ্বয় ও পাদদ্বয় প্রক্ষালন করিয়া তিলক করিবেন ।
যেমন কুলচূড়ামণিতে বলিয়াছেন (২৫)—

কুলেশ্বর সাধক নদী প্রভৃতি হইতে উঠিয়া কুলবস্ত্র (রক্তবস্ত্র) দ্বয় পরিধান করিয়া

১। ঋ—ইদমৰ্ঘাং স্বাহেত্যৰ্ঘ্য-মন্ত্রঃ । এবং মাতৃকাস্তাস ইবাজান্ততর-প্রকারেত্যাদি ।
২। ঋ—তিলকং কৃত্বা ভালাদৌ বীজানি সংলিখ্য কুলদর্ভান্ দর্ভান্ বা করহোৰ্য্যস্ত মদ্রাচমনং কুর্যাৎ ।
কুলচূড়ামণৌ—

কুলবস্ত্রং রক্তাদিবস্ত্রং প্রাপ্তকৃতম্^১ । কুলেন রক্ত-চন্দনাদিনা । কুলরূপং
ত্রিপুণ্ড্রাভ্যাকম্ । কুলেশ্বরঃ সাধকঃ । মায়াতন্ত্রে—

তিলকং রক্তগন্ধেন গোপীনাং চন্দনেন চ ।

দেব্যস্ত্রং বিলিখেদ্ ভালে তারাবীজং ততো হৃদি ॥ ২৬

শক্তিং মধ্যে তথালিখ্য প্রাণায়ামং সমাচরেৎ ।

আচম্য প্রাণ্ডমুখো ভূত্ব উপবিশ্য চ মন্ত্রবিৎ ।

ততো মন্ত্রাচমনং কুর্য্যাৎ । যথা—

অথ মন্ত্রাচমনম্^২ । ওঁ উগ্রতারায়ৈ নমঃ । ওঁ একজটায়ৈ নমঃ, ওঁ
নীলসরস্বতৈ নমঃ ইতি জলং ত্রিঃ পীত্বা^৩ হ্রীমিতি করৌ ক্ষালয়েৎ । ততো
বধুকূট-বীজাভ্যাং ওষ্ঠৌ দ্বিরনুমুজ্য ফড়িতি করং ক্ষালয়েৎ । ততঃ ওঁ
বৈরোচনায় নমঃ ইত্যাস্ত্রং^৪ স্পৃশেৎ । ততঃ ওঁ শঙ্খ-পাণ্ডরায় নমঃ । ওঁ পদ্ম-
নাভায় নম ইতি নসোঃ, ওঁ নামকায় নমঃ, ওঁ সামকায় নমঃ ইতি দৃশোঃ ।
ওঁ তাবকায় নমঃ, ওঁ পাণ্ডরায় নমঃ, ইতি শ্রুতোয়াঃ, ওঁ অসিতাভায় নমঃ,

কুলের (রক্তচন্দনাদি) দ্বারা কুলরূপ (উগ্রপুণ্ড্রাদিরূপ) তিলক করিয়া আচমন
করিয়া (যাগভূমিতে প্রবেশ করিবেন) । ২৫

কুলবস্ত্রং—পূর্বোক্ত রক্তাদি বস্ত্র । কুলেন—রক্তচন্দনাদি দ্বারা । কুলরূপ—
ত্রিপুণ্ড্রাদি স্বরূপ । কুলেশ্বরঃ—সাধক । মায়াতন্ত্রে বলিয়াছেন—

রক্তচন্দনের দ্বারা ও গোপীগণের চন্দন দ্বারা তিলক করিবে । ললাটে দেবীর
অস্ত্র অঙ্কন করিবে । তাহার পর হৃদয়ে তারাবীজ, সেইরূপ মধ্যে শক্তি বীজ লিখিয়া
মন্ত্রবিৎ সাধক উপবেশন করিয়া পূর্বমুখ হইয়া আচমন করিয়া প্রাণায়াম করিবে । ২৬

অনন্তর মন্ত্রাচমন । ওঁ উগ্রতারায়ৈ নমঃ, ওঁ একজটায়ৈ নমঃ, ওঁ নীলসরস্বতৈঃ
নমঃ এই মন্ত্রে তিনবার জল পান করিয়া হ্রীং এই মন্ত্রে হস্ত দ্বয় ক্ষালন করিবেন ।
তাহার বধুবীজ (জ্রীং) ও কূটবীজ (হুং) দ্বারা দুই ওষ্ঠ মার্জন করিয়া, ফটু এই
মন্ত্রে হস্ত প্রক্ষালন করিবেন । তাহার পর ওঁ বৈরোচনায় নমঃ মন্ত্রে মুখ স্পর্শ
করিবেন । তাহার পর ওঁ শঙ্খপাণ্ডরায় নমঃ, ওঁ পদ্মনাভায় নমঃ মন্ত্রে নাসিকাঘর্ষ,
ওঁ নামকায় নমঃ, ওঁ সামকায় নমঃ মন্ত্রে চক্ষুর্ঘর্ষ, ওঁ তাবকায় নমঃ, ওঁ পাণ্ডরায়

১। খ—প্রাপ্তকৃতং । মায়াতন্ত্রে । ২। ক—দেব্যস্ত্রমিত্যাदि কুর্য্যাৎ বধেত্যন্তঃ পার্শ্বো নাস্তি ।

৩। খ—পীত্বা হ্রীং হ্রমিতি করং ক্ষালয়েৎ । ওঁ বৈরোচনায় নম ইত্যাস্ত্রং স্পৃশেৎ । ওঁ শঙ্খ
পাণ্ডরায় নমঃ । ওঁ পদ্মনাভায় নমঃ ইতি নসোঃ । ৪। ক—বৈরোচনায় নমঃ ইত্যোষ্ঠং ।

ইতি নাভৌ, ওঁ পদ্মাস্তকায় নম ইতি বক্ষসি, ওঁ যমাস্তকায় নম ইতি
শিরসি, ওঁ বিদ্রাস্তকায় নমঃ, ওঁ নরাস্তকায় নম ইতাংশয়োঃ স্পৃশ্যেৎ ।
যথা ভৈরবতন্ত্রে (২৭)—

ভারাভেদৈস্ত্রিভিঃ পীত্বা মায়য়া কালয়েৎ করম্ ।

স্ত্রীং হুং ওষ্ঠৌ দ্বিরন্যুজ্য কট্কারৈঃ কালয়েৎ করম্ ॥ ২৮

আশ্র-নাসে দৃশৌ শ্রোত্রে নাভি-বক্ষঃ-শিরো-ভুজান্ ।

বৈরোচনাদিভিঃ স্পৃষ্ট্বা সর্বপাটৈঃ প্রমুচ্যতে ।

আচম্য ভৈরবো ভূত্বা বৎসরাং তাং প্রপশ্যতি ॥ ২৯

ভারাভেদৈরিত উগ্রতারৈকজটা-নীলসরস্বতী-ভেদৈঃ । বৈরোচনাদয়স্ত
সচতুর্থীকাঃ প্রণবাঙা নমোহস্তাশ্চ^১ । ইদং মন্ত্রাচমনং পাপক্ষয়ায় অন্যদাপি
কর্তুং যুক্ত্যতে । ৩০

অথ পূজাবিধিঃ । যাগ স্থানং গড়া ওঁ বজ্রোদকে হুং ফট্ স্বাহেতি মন্ত্ৰেণ
জলমভিমদ্য^২ তজ্জলং পূজার্থং স্ববামে নিধায় ততঃ কিঞ্চিদন্যজলে প্রক্ষিপ্য
তেন বারিণা ওঁ হ্রীং বিত্ত্বক্ষসর্বপাপানি শময়াশেষ-বিকল্পমপনয় হুং ফট্
নমঃ মন্ত্রে কর্ণদ্বয়, ওঁ অসিতাভায় নমঃ মন্ত্রে নাভি, ওঁ পদ্মাস্তকায় নমঃ মন্ত্রে
হৃদয়, ওঁ যমাস্তকায় নমঃ মন্ত্রে মস্তক, ওঁ বিদ্রাস্তকায় নমঃ, ওঁ নরকাস্তকায়
নমঃ মন্ত্রে দ্বয়ে কক্ষদ্বয় স্পর্শ করিবে । যেমন ভৈরবতন্ত্রে বলিয়াছেন (২৭)—

তিন ভারাভেদের অর্থাৎ মূলোক্ত উগ্রতারা প্রভৃতির দ্বারা তিন বার জল পান
করিয়া মায়া দ্বারা কর কালন করিবে । স্ত্রীং হুং মন্ত্রে ওষ্ঠকে দুই বার মার্জন করিয়া
কট্কারের দ্বারা কর প্রক্ষালন করিবে । ২৮

মুখ, নাসিকাগুহ, চক্ষুর্দ্বয়, শ্রোত্রদ্বয়, নাভি, হৃদয়, মস্তক ও বাহুদ্বয় বৈরোচনাদি
মন্ত্ৰের দ্বারা স্পর্শ করিয়া সমস্ত পাপের দ্বারা মুক্ত হয় । আচমন করিয়া ভৈরব হইয়া
বৎসরের মধ্যে তাঁহাকে দর্শন করিবে । ২৯

ভারাভেদৈঃ—উগ্রতারা, একজটা, নীল সরস্বতী ভেদে । বৈরোচন প্রভৃতি চতুর্থী
বিত্ত্বিক্ত্বিক্ত, প্রণবাদি ও নমঃ অন্ত হইবে । ইহা মন্ত্রাচমন । পাপক্ষয়ের জন্য অন্ত
সময়েও ইহা করিতে পারেন । ৩০

অনন্তর পূজাবিধি । পূজাহানে গিয়া ওঁ বজ্রোদকে হুং ফট্ স্বাহা মন্ত্রে জল
অভিমদিত করিয়া, সেই জলকে পূজার অন্ত বামভাগে রাখিয়া, তাহা হইতে কিছু
জল লইয়া অন্ত জলে নিক্ষেপ করিয়া, সেই অন্ত জলের দ্বারা ওঁ হ্রীং বিত্ত্বিক্ত্বিক্ত

স্বাহেতি পাদৌ হস্তৌ চ প্রক্ষাল্য কুলকুশান্ রজত-সুবর্ণরূপান্ তর্জয়নামানু
দস্তা ও হ্রীং স্বাহেত্যাচামেৎ^১ । ৩১

মংস্র-সূক্তে—তারং বজ্রোদকে হুং ফট্ স্বাহা জলমধিষ্ঠিতম্ । ৩২

তথা— তারং লজ্জা বিশুদ্ধান্তে সর্বপাপানি চৈব হি ।

শময়ান্তে ত্র্যশেষান্তে বিকল্পং পদমুচ্চরেৎ ॥ ৩৩

অপনয়ান্তে বর্ম ফট্ স্বাহা পাদ-বিশুদ্ধয়ে ।

ওঁ মায়া বহিজায়া চ তথাচাচমনে মনুঃ^২ ॥ ৩৪

অত্র বর্ম দীর্ঘকবচং বক্ষ্যমাণ-কুমারীকল্পৈকবাক্যত্বাৎ । কুমারী-কল্পেহপি—

ওঁ বজ্রোদকে হুং ফট্ স্বাহা-মন্ত্রেণ মন্ত্রবিৎ ।

জলমানীয় সব্যো তু আসনং শোধয়েৎ ততঃ ॥ ৩৫

প্রণবং পূর্বমুক্ত্য লজ্জাবীজং তথৈব চ ।

ততো বিশুদ্ধান্তে সর্ব-পাপানি শময়াদথ ॥ ৩৬

সর্বপাপানি শময়ান্তে বিকল্পমপনয় হুং ফট্ স্বাহা মন্ত্রে হস্ত ও পাদ প্রক্ষালন করিয়া,
রজত ও সুবর্ণরূপ কুলকুশ তর্জনী ও অনামাতে ধারণ করিয়া, ওঁ হ্রীং স্বাহা—মন্ত্রে
আচমন করিবে । ৩১

মংস্র সূক্তে বলিয়াছেন—তার (ওঁ) বজ্রোদকে হুং ফট্ স্বাহা মন্ত্রে জল
অভিমন্ত্রিত করিবে । ৩২

সেইরূপ আরও বলিয়াছেন—তার (ওঁ), লজ্জা (হ্রীং), বিশুদ্ধ পদের অন্তে
বিকল্প পদ উচ্চারণ করিবে । তাহার পর অপনয় পদের অন্তে বর্ম (হুং) ও ফট্
স্বাহা—এই মন্ত্র পাদবিশুদ্ধির জন্য প্রযুক্ত হয় । ওঁ, মায়া (হ্রীং) বহিজায়া (স্বাহা)
—আচমনে এই মন্ত্র । ৩৩-৩৪

বক্ষ্যমাণ কুমারী কল্পের বচনের সহিত একবাক্যতা হেতু এস্থলে বর্ম—দীর্ঘকবচ ।
কুমারী কল্পেও বলিয়াছেন—

মন্ত্রবিৎ সাধক ওঁ বজ্রোদকে হুং ফট্ স্বাহা মন্ত্রের দ্বারা জল আনিয়া বামে
রাখিবেন এবং তাহার দ্বারা আসন শোধন করিবেন । ৩৫

প্রথমে প্রণবকে উচ্চারণ করিয়া তাহার পর সেইরূপ লজ্জাবীজ উচ্চারণ করিয়া

১। খ—আচামেৎ । কুমারী তন্ত্রে—স্নানোচ্চ তীর উপায় বস্ত্রে যে পরিধায় চ । তিলকং কুলবৎ
কৃষ্ণা তথাচমা সুবর্ণরি । জলপথং করে কৃষ্ণা গতা দারি মহেবরি । আলয়েদ্ধস্ত পাদৌ চ বক্ষ্যমাণেন
বহ্নিনা । মংস্রসূক্তে । ২। খ—মনুঃ । কুমারীকল্পেহপি ।

অশেষান্তে বিকল্পং স্তাদপনয়েতি তৎপরম্ ।

কুর্চবীজং ততোহস্তঞ্চ বহির্জায়া ততঃ পরম্ ।

অনেন সাধকঃ কুর্খ্যাৎ পাদ-প্রক্ষালনং প্রিয়ে^১ ! ৩৭

কুমারীতন্ত্রেহপ্যেবম্ । অধিকন্তু—

বেদাচ্চঞ্চ তথা মায়া স্বাহেত্যাচমনে মনুঃ । ইতি । ৩৮

বীরতন্ত্রে তু—ও^২ শ্রী^৩ স্বাহেতি পাদপ্রক্ষালনং, ও^৪ হ্রী^৫ সুবিশুদ্ধ-ধর্মগাত্রি-
সর্বপাপানি শময়াশেষবিকল্পান্তপনয় হুং ফট্, স্বাহেত্যাচমনমুক্তম্ ।

তদ—যথা (৩৯)—

ও^৬ হ্রী^৭ স্বাহেতি মন্ত্রেণ তেনৈব পাদধাবনম্ ।

ও^৮ হ্রী^৯ সুবিশুদ্ধস্তান্তে ধর্মগাত্রি ততঃ পরম্ ॥ ৪০

সর্বপাপানি শময় ততোহশেষপদং বদেৎ ।

বিকল্পান্তপনয়^{১০} হুং ফট্, স্বাহেত্যাচমনং প্রিয়ে^{১১} ! ॥ ইতি ॥ ৪১

তস্মাদেকতর করণেন সিদ্ধিরেব । পূর্বকল্পস্ত বহুসম্মতঃ । ততঃ পীঠং
চিন্তয়েৎ । তদ যথা (৪২)—

বিশুদ্ধপদের অন্তে সর্বপাপানি শময়, অনন্তর অশেষ পদের অন্তে বিকল্প পদ হইবে ।
তাহার পর অপনয়, কুর্চবীজ (হুং), তাহার পর অন্ত (ফট্), তাহার পর বহির্জায়া ।
হে প্রিয়ে ! এই মন্ত্রের দ্বারা সাধক পাদপ্রক্ষালন করিবে । ৩৮-৩৭

কুমারীতন্ত্রেও এইরূপ বলিয়াছেন । অধিকন্তু বলিয়াছেন—বেদাচ্চ (ও^৬), সেইরূপ
মাত্রা (হ্রীং) ও স্বাহা—এইটি আচমনের মন্ত্র । ৩৮

বীরতন্ত্রে—ও^২ শ্রীং স্বাহা মন্ত্রে পাদ প্রক্ষালন । ও^৪ হ্রীং সুবিশুদ্ধ-ধর্মগাত্রি
সর্বপাপানি শময়াশেষবিকল্পান্তপনয় হুং ফট্, স্বাহা মন্ত্রে আচমন উক্ত হইয়াছে ।
তাহা যেমন (৩৯)—

সেই ও^৬ হ্রীং স্বাহা মন্ত্রের দ্বারাই পাদ ধৌত করিবে । ও^৮ হ্রীং সুবিশুদ্ধ পদের অন্তে
ধর্মগাত্রি পদ, পরে সর্বপাপানি শময়, পরে অশেষ পদ বলিবেন । পরে বিকল্পান্তপনয়
হুং ফট্, স্বাহা । হে প্রিয়ে । এই মন্ত্রে আচমন করিবে । ৪০-৪১

অতএব যে কোন একটি মন্ত্রের করণ হইলে কার্য্য সিদ্ধ হইবে । তবে পূর্বকল্পটি
বহুসম্মত । তাহার পর পীঠ চিন্তা করিবে । তাহা যেমন (৪২)—

শ্মশানং তত্র সঞ্চিন্ত্য তত্র কল্পজন্মং স্মরেৎ ।

তন্-মূলে মণিপীঠঞ্চ নানা-মণি-বিভূষিতম্ ॥ ৪৩

নানালঙ্কার-ভূষাঢ্যং মূনিদেবৈশ্চ ভূষিতম্ ।

শিবাভির্বহুমাংসাস্থি-মোদমানাভিরন্ততঃ ॥ ৪৪

চতুদ্দিক্শু শবমুণ্ড-চিতাঙ্গারাস্থি-ভূষিতম্ ।

তন্মধ্যে ভাবয়েদ্ দেবীং যথোক্ত-ধ্যান-যোগতঃ ॥ ৪৫

তত ওঁ মণিধরি^১-বজ্রিণি ! সর্ববশঙ্করী ! হুং ফট্, স্বাহেতি শিখাং বদ্বীয়াৎ ।

যথা বীরতন্ত্রে—

ওঁ মণিধরি-বজ্রিণি ! ততঃ সর্বপদং বদেৎ ।

বশঙ্কবি ! হুং ফড়ন্তে স্বাহা রক্ষা প্রকীৰ্ত্তিতেতি ॥ ৪৬

তত রক্ষ রক্ষ হুং ফট্, স্বাহেতি মুষ্টি-নিঃসৃত-জলসেকাৎ ভূমিং শোধয়িত্বা

ওঁ সর্ববিঘ্নানুৎসারয় হুং ফট্, স্বাহেতি নারাচমুদ্রয়া অক্ষত-প্রক্ষেপেণ
দিব্যাস্তরীক্ষ-ভৌমান্ ত্রিবিধান্ বিঘ্নানুৎসার্য ওঁ পবিত্রবজ্রভূমে হুং ফট্,

সেই পীঠে শ্মশান চিন্তা করিয়া সেই শ্মশানে কল্পবৃক্ষকে চিন্তা করিবে। সেই
কল্পবৃক্ষের মূলে নানা মণি বিভূষিত মূনি ও দেবগণে মণ্ডিত, বহু মাংস ও অস্থি
দ্বারা হ্রষ্ট শিবাগণ কর্তৃক বেষ্টিত, চারিদিকে শবমুণ্ড, চিতাঙ্গার ও অস্থিদ্বারা ভূষিত
নানা ভূষণে ভূষিত মণি পীঠ চিন্তা করিবে। তন্মধ্যে যথোক্ত ধ্যানযোগে দেবীকে
ভাবনা করিবে। ৪৩-৪৫

তাহার পর ওঁ মণিধরি-বজ্রিণি ! সর্ববশঙ্করি ! হুং ফট্, স্বাহা মন্ত্রে শিখাবদ্ধন
করিবে। যেমন বীরতন্ত্রে বলিয়াছেন—মণিধরি-বজ্রিণি !, তাহার পর সর্ব পদ
বলিবেন। পরে বশঙ্করি ! হুং ফট্, অস্তে স্বাহা—ইহা রক্ষা কীর্ত্তিতা হইয়াছে। ৪৬

তাহার পর রক্ষ রক্ষ হুং ফট্, স্বাহা মন্ত্রে মুষ্টি নিসৃত জলসেচন দ্বারা ভূমিকে শোধন
করিয়া, ওঁ সর্ববিঘ্নানুৎসারয় হুং ফট্, স্বাহা মন্ত্রে নারাচ মুদ্রায় তত্ত্বল নিক্ষেপ দ্বারা
দিব্য, অস্তরীক্ষ ও ভৌম বিঘ্ন সমূহ উৎসারণ করিয়া, ওঁ পবিত্র-বজ্রভূমে হুং ফট্, স্বাহা

১। খ—মণিধরিণি বজ্রিণি মহাপরিসরে রক্ষ রক্ষ হুং ফট্, স্বাহেতি শিখাবদ্ধনরূপরক্ষাং কুৰ্য্যাক।
যথা কুমারীকল্পে—প্রণবং পূর্বমুক্তত্যা মণান্তে ধরিণীতি চ। পদং প্রোক্তা মহাপরিসরে তথা। রক্ষরক্ষ
ততো হুং ফট্, স্বাহা চ তদনন্তরম্। অনেনৈব বিধানেন রক্ষাং কুৰ্য্যান্ বিচক্ষণঃ। বীরতন্ত্রে যু ওঁ
মণিধরি-বজ্রিণি সর্ববশঙ্করি হুং ফট্, স্বাহেতি শিখাং বদ্বীয়াৎ। যথা মণিধরি।

‘স্বাহেতি’ ভূমিমভিমন্ত্র্য ওঁ আঃ সুরেথে বজ্ররেথে হুং ফট্, স্বাহেতি তত্র ত্রিকোণ-মণ্ডলং কৃৎ৷ তত্র কোমল-কম্বলাত্মাসনমাস্তীৰ্য্য২ কুশপত্রশত-বিরচিত্ত-বিষ্টরৈঃ শবপ্রাণ-প্রতিষ্ঠাং কৃৎ৷ তত্র তং সংস্থাপ্য ওঁ আঃ সুরেথে বজ্ররেথে হুং ফট্, স্বাহেতি পুষ্পাদিনা তানি সম্পূজ্য স্বস্তিকাদ্যন্যতম-ক্রমেণ তদ্রোপবিশেৎ । যথা—কুমারীকল্পে (৪৭)—

প্রণবং পূর্বমুদ্রিত্য রক্ষ-দ্বয়মতঃ পরম্ ।

হুং ফট্, স্বাহেতি মন্ত্রেণ ভূমিঞ্চ পরিশোধয়েৎ । ৪৮

তথা— প্রণবং পূর্বমুদ্রিত্য সর্ববিদ্বান্ ততঃ পরম্ ।

উৎসারয় ততো হুং ফট্, স্বাহা চ তদনন্তরম্ ।

অনেনৈব চ মন্ত্রেণ বিদ্বানুৎসারয়েৎ সুধীঃ৩ ॥ ৪৯

কুমারীকল্পে— ওঁ কারং আঃ সুরেথে চ বজ্ররেথে ততঃ পরম্ ।

মন্ত্রে ভূমিকে অভিমন্ত্রিত করিয়া, ওঁ আঃ সুরেথে ! বজ্ররেথে ! হুং ফট্, স্বাহা মন্ত্রে সেই ভূমিতে ত্রিকোণ মণ্ডল করিয়া, সেই ত্রিকোণে কোমল, কম্বল প্রভৃতি আসন পাতিয়া, শত কুশপত্র বিরচিত বিষ্টরের দ্বারা শবের প্রাণ প্রতিষ্ঠা করিয়া, সেইখানে তাহাকে রাখিয়া, ওঁ আঃ সুরেথে ! বজ্ররেথে ! হুং ফট্, স্বাহা মন্ত্রে পুষ্পাদি দ্বারা সেইগুলিকে পূজা করিয়া, স্বস্তিকাদি অগতম আসন ক্রমে সেইখানে উপবেশন করিবেন । যেমন কুমারী কল্পে বলিয়াছেন (৪৭)—

প্রথমে প্রণব উচ্চারণ করিয়া অনন্তর রক্ষ পদদ্বয় (রক্ষ রক্ষ) ও হুং ফট্, স্বাহা— এই মন্ত্রে ভূমিকে শোধন করিবেন । ৪৮

সেইরূপ আরও বলিয়াছেন—প্রথমে প্রণব উচ্চারণ করিয়া সর্ববিদ্বান্, তাহার পর উৎসারয়, তাহার পর হুং ফট্, অনন্তর স্বাহা । সুধী সাধক এই মন্ত্রের দ্বারা বিদ্বদসমূহ উৎসারণ করিবেন । ৪৯

কুমারী কল্পে বলিয়াছেন—ওঁ কারং, আঃ সুরেথে ! বজ্ররেথে ! তাহার পর

১। ঋ—স্বাহেতি বহুব্রীহীভ্যমন্ত্রেণ ওঁ পবিত্র বজ্র হুং হুং ফট্, স্বাহেতি কুমারীকল্পোক্তমন্ত্রেণ বা ভূমিমন্ত্র্য তেনৈব তত্র ত্রিকোণ মণ্ডলং । ২। ঋ—আস্তীৰ্য্য কুশপত্রশত-বিরচিত্ত বিষ্টরত । ৩। ঋ—সুধীঃ । ততঃ পবিত্র বজ্রাদৌ প্রণবং পূর্বমুদ্রয়েৎ । বর্ম্মদ্বয়ং ততঃশ্চৈব ফট্, স্বাহা তদনন্তরম্ । অনেনৈব চ মন্ত্রেণ কুর্ধ্যাদ্ ভূম্যভিমন্ত্রণম্ । তদ্ব্যন্তরে ভূমৌ ত্রিকোণমালিখ্যাং প্রাণত্যাগাদি পুঙ্খয়েৎ । কুমারীকল্পে ওঁ কারং ইত্যাদি ।

হুং ফট্ স্বাহেতি কুৰ্খ্যাৎ তু মণ্ডলঞ্চ শবাসনে ।

বীৰাসনেনোপবিশেৎ সম্পূজ্যাসনমেব চ^১ ॥ ৫০

শবাসন ইত্যাহা উপা^২ গদি ত্যাগয়ঃ । মংস্-সূক্তে—

মৃহ-চুড়কঃ সীনশ্চাত্তেযু কোমলেষু বা ।

বিষ্টেষু^৩ সীনঃ সাধয়েৎ সিদ্ধিমুক্তমাম ॥ ৫১

কালীতন্ত্রে—মৃতাসনং বিনা দেবি ! যো জপেৎ কালিকাং নরঃ^৪ ।

তান কং নারকং স্যাদ বাহদাভূত-সংপ্লবম্ ।

মৃত্যুভাবে বিষ্টরঞ্চ শবরূপং প্রকল্পয়েৎ ॥ ৫২

অত্র কালিকাপদং শবাকুট-দেবীমাত্রোপলক্ষকম্ । মৃদাদিলক্ষণমাসন-বিবেচনঞ্চ প্রাক্ প্রপঞ্চিতমাসন-প্রস্তাবে । ততো^৫ বিশেষানুকৃত্যেহপি সামান্ততো দৃষ্টতয়া বামপার্শ্ব-ঘাতত্রেয়েণ ভৌমান্ তালত্রেয়েণান্তরীক্ষগান্ দিব্যদৃষ্ট্যা দিব্যান্ বিদ্বানুৎসার্য্য ওঁ মণিধরি-বজ্রিণি মহাপ্রতিসরে রক্ষ রক্ষ হুং ফট্ স্বাহেতি বস্ত্রাঞ্চলে রক্ষাগ্রহিৎ বদ্বীয়াৎ^৬ । যথা কুমারীতন্ত্রে (৫৩)—

হুং ফট্ স্বাহা মন্ত্রে ত্রিকোণ মণ্ডল করিবে । তাহার পর আসনকে পূজা করিয়া শবাসনে বীৰাসনে উপবেশন করিবে । ৫০

শবাসনে এই পদটির উপবিশেৎ এই ক্রিয়ার সহিত অর্থঃ । মংসসূক্তে বলিয়াছেন—মৃহ আসনে, কোমল আসনে উপবিষ্ট হইয়া অথবা অন্য কোমল আসনে বা বিষ্টরে উপবিষ্ট হইয়া উত্তম সিদ্ধি সাধন করিবে । ৫১

কালীতন্ত্রে বলিয়াছেন—হে দেবি ! যিনি মৃতাসন বিনা পরা কালিকা মন্ত্রকে জপ করেন । তিনি ভূত-প্রলয় পর্য্যন্ত নারকী হইয়া থাকেন । মৃতাসনের অভাব হইলে বিষ্টরকে শবরূপ কল্পনা করিবেন । ৫২

এস্থলে কালিকাপদটি শবাকুট দেবীমাত্রেয় উপলক্ষক । মৃহ প্রভৃতি আসনের লক্ষণ ও আসনের বিবেচনা আসন প্রকরণে পূর্বেই সবিস্তরে উক্ত হইয়াছে । তাহার পর বিশেষভাবে উক্ত না হইলেও সামান্ত ভাবে বিদ্বগলি দৃষ্ট বলিয়া বাম গোড়ালির তিনটি আঘাত দ্বারা ভৌম বিদ্ব সমূহ, উর্ধ্বপার্শ্ব^৭ তাল ত্রেয়ের দ্বারা অন্তরীক্ষগত বিদ্ব সমূহ, দিব্যদৃষ্টি (নির্নিমেষ দৃষ্টি) দ্বারা দিব্য বিদ্ব সমূহ উৎসারণ করিয়া, ওঁ মণিধরি-

১। খ—সম্পূজ্যাসনমেব চ । মংসসূক্তে—মৃহ । ২। ক—কালিকাং পরাম্ । ৩। খ—ততো বামপার্শ্ব । ৪। খ—বদ্বীয়াৎ । ততঃ ওঁ আং হুং ফট্ স্বাহেতি ব্যাপ্তকেন কার-বাক চিত্তানি সংশোধ্য ওঁ শতাভিষেক ইত্যাদি ।

প্রণবং পূর্বমুক্ত্য মণ্যন্তে ধরিণীতি চ ।

বজ্রিণীতি পদং প্রোক্ত । মহাপ্রতিসরে তথা ॥ ৫৪

রক্ষয়ং ততো হুঁ ফট্ স্বাহা চ তদনন্তরম্ ।

অনেনৈব বিধানেন রক্ষাং কুর্যাদ্ বিচক্ষণঃ ॥ ৫৫

অত্র ধরিণীত্যস্ত বজ্রিণীত্যনেন সমাসাৎ পূর্বদ্যাবস্তেন মণিধরি-বজ্রিণীতি মন্ত্রভাগঃ, ন পুনর্ধরিণীতি মন্ত্রভাগঃ ।

মণিধরি-বজ্রিণি দেবি ! মহাপ্রতিসরে তথ্যেতি কবচে হুঁ মণিধরি-বজ্রিণি বজ্রিত-সারে ইতি বিরূপাক্ষকৃত-স্তবে চ তথাপ্রতিপাদনাৎ । ততঃ ওঁ আঃ হুঁ ফট্ স্বাহেতি ব্যাপকেন কায়-বাক্-চিত্তানি সংশোধ্য, ওঁ শতাভিষেক হুঁ ফট্ স্বাহা । ওঁ পুষ্পকেতু রাজার্হতে শতায় সম্যক্ সম্বন্ধায় পুষ্পে পুষ্পে মহাপুষ্পে সুপুষ্পে পুষ্প-ভূষিতে । পুষ্পচর্যাবকীর্ণে হুঁ ফট্ স্বাহেতি মন্ত্রাভ্যাং পুষ্পমভিমন্ত্রয়েৎ । যথা কুমারীতন্ত্রে (৫৬)—

প্রণবং পূর্বমুক্ত্য শেষং সর্গিনমেব^১ চ ।

বজ্রিণি ! মহাপ্রতিসরে রক্ষ রক্ষ হুঁ ফট্ স্বাহা মন্ত্রে বস্ত্রাঙ্কলে রক্ষাগ্রন্থি বন্ধন করিবে । যেমন কুমারীতন্ত্রে বলিয়াছেন (৫৩)—

প্রথমে প্রণব উচ্চারণ করিয়া, মণির অস্ত্রে ধরিণি এই বলিয়া বজ্রিণি । এই পদ বলিয়া, সেই মহাপ্রতিসরে ও দুইটি রক্ষ বলিয়া হুঁ ফট্, তাহার পর স্বাহা । বিচক্ষণ সাধক এই মন্ত্র দ্বারা রক্ষা বিধান করিবেন । ৫৪-৫৫

এস্থলে ধরিণী এই পদের বজ্রিণী এই পদের সহিত সমাস হওয়ার পূর্বপদের পূর্ব-ভাব হইয়াছে । তাহাতে মণিধরি-বজ্রিণি এই মন্ত্রাংশ হইবে । কিন্তু ধরিণি এইরূপ মন্ত্রাংশ হইবে না । যেহেতু—“মণিধরি-বজ্রিণি দেবি মহাপ্রতিসরে তথা” এই কবচে এবং হুঁ মণিধরি-বজ্রিণি বজ্রিতসারে এই বিরূপাক্ষ কৃত স্তবে সেইরূপ প্রতিপাদিত হইয়াছে । তাহার পর ওঁ আঃ হুঁ ফট্ স্বাহা মন্ত্রে ব্যাপকের দ্বারা দেহ, বাক্য ও চিত্ত শোধন করিয়া, ওঁ শতাভিষেক হুঁ ফট্ স্বাহা । ওঁ পুষ্পকেতু রাজার্হতে শতায় সম্যক্ সম্বন্ধায়, পুষ্পে পুষ্পে মহাপুষ্পে সুপুষ্পে পুষ্প-ভূষিতে পুষ্পচর্যাবকীর্ণে হুঁ ফট্ স্বাহা—এই মন্ত্র দুইটির দ্বারা পুষ্পকে অভিমন্ত্রিত করিবে । যেমন কুমারী তন্ত্রে বলিয়াছেন (৫৬)—

প্রথমে প্রণব উচ্চারণ করিয়া বিসর্গ বিশিষ্ট শেষকে (আকারকে) ও

হুং ফট্ স্বাহা মহুঃ প্রোক্তঃ কায়-বাক্-চিত্তশোধনে ॥ ৫৭

শেষ আকারঃ । সর্গী বিসর্গবান্^১ । কুমারীকল্পে—

অধিষ্ঠানে চ পুষ্পস্ত প্রণবং পূর্বমুচ্চরেৎ ।

শতাভিষেক্তি পদং হুং ফট্ স্বাহা ততঃ পরম্^২ ।

অনেন মহুনা দেব্যা পুষ্পাধিষ্ঠানমেব চ ॥ ৫৮

প্রণবং পুষ্পকেতুশ্চ তথা রাজাহঁতেহপি চ ।

শতায় সম্যগিত্যক্তা সম্বন্ধায় ততঃ পরম্ ॥ ৫৯

পুষ্পে পুষ্পে মহাপুষ্পে সুপুষ্পে পুষ্পভূষিতে ।

পুষ্পচয়াবকীর্ণে হুং ফট্ স্বাহেতি ততঃ পরম্ ।

বিশুদ্ধং পুষ্পমেতেন জলং পূর্ববদাহরেৎ ॥ ৬০

ততঃ সুবর্ণাদি-পীঠে গোরোচনা-কুঙ্কুমাদি-লিপ্তে ও আঃ সুরেখে বজ্ররেখে
হুং ফট্ স্বাহেতি মন্ত্রেণাধোমুখ-ত্রিকোণ-গর্ভাষ্টদলপদ্ম-চতুরস্র-চতুর্দ্বার-যুতং
যন্ত্রং লিখেৎ । পদ্মস্ত পূর্বাদি-দলেষু মন্ত্রাক্ষরাণি লিখেৎ । তথা চ তন্ত্র-
চূড়ামণৌ (৬১)—

হুং ফট্ স্বাহা উচ্চারণ করিবে । দেহ, বাক্য ও চিত্তের শোধনে এই মন্ত্র । ৫৭

শেষঃ—আকার । সর্গী—বিসর্গবান্ । কুমারী কল্পে বলিয়াছেন—পুষ্পে দেবীর
অধিষ্ঠানে প্রথমে প্রণব উচ্চারণ করিবে । পরে শতাভিষেক এই পদ ও হুং ফট্
স্বাহা—এই মন্ত্রে পুষ্পে দেবীর অধিষ্ঠান হইয়া থাকে । ৫৮

প্রণব, পুষ্পকেতু ও রাজাহঁতে, আর শতায় সম্যক্ এই বলিয়া সম্বন্ধায় । তাহার
পর পুষ্পে পুষ্পে মহাপুষ্পে সুপুষ্পে পুষ্প-ভূষিতে । তাহার পর পুষ্পচয়াবকীর্ণে
হুং ফট্ স্বাহা । এই মন্ত্রের দ্বারা পুষ্পকে বিশুদ্ধ করিবে ও পূর্ববৎ জল আহরণ
করিবে । ৫৯-৬০

তাহার পর গোরোচনা কুঙ্কুমাদি লিপ্ত সুবর্ণাদি পীঠে ও আঃ সুরেখে বজ্ররেখে ।
হুং ফট্ স্বাহা এই মন্ত্রে দ্বারা অধোমুখ ত্রিকোণ গর্ভ অষ্টদল পদ্ম, চতুরস্র ও চতুর্দ্বার
রূপ যন্ত্র লিখিবেন । পদ্মের পূর্বাদি দলে মন্ত্রের অক্ষরগুলি লিখিবেন । তাহাই
তন্ত্র-চূড়ামণিতে বলিয়াছেন (৬১)—

১। খ—বিসর্গবানিত্যস্ত-পাঠো নাস্তি ।

২। ব—শতাভিষেক ও পুষ্পকেতুস্বাহাহঁতে

ততঃ কুলরসেনৈব পীঠং নির্মায যত্নতঃ ।

ওঁ আঃ সুরেখে বজ্ররেখে হুং ফট্ স্বাহা-সমন্বিতঃ ॥ ৬২

মন্ত্ৰেণানেন সংলিখ্য বস্তুপত্রং মনোহরম্ ।

চতুরশ্রং চতুর্দ্বারমেবং মণ্ডলমালিখেৎ ॥ ৬২

কুল-রসেন^১ স্বয়ম্ভু-কুমুদেন তদনুকল্প-রক্তচন্দনেন বা । স্বয়ম্ভু-কুমুদং
দেবি ! রক্তচন্দন-সংজ্ঞকমিত্যুক্তত্বাৎ । বর্ণলিখনপ্রকারঃ ফেংকারীয়ে (৬৩)—

সযোনিং চন্দনেনাষ্টদলং বৃত্তং লিখেৎ ততঃ ।

মুদ্রাসনং সমাসাশ্রু মায়াং পূর্বদলে লিখেৎ ॥ ৬৪

মধ্যবীজং দ্বিতীয়ে কুমুতরে পশ্চিমে তু টম্ ।

মধ্যে বীজং লিখেৎ তারং ভূতশুদ্ধিমথাচরেৎ ॥ ৬৫

মধ্যবীজং বধুবীজম্ । দ্বিতীয়ে—দক্ষিণে । তারং হুংকারম্, তারা-প্রণবত্বাৎ ।
টং পশ্চিমে । ভগে কূর্চং । পত্রান্তে ভূপুরদ্বয়মিতি^২ বক্ষ্যমাণ-ষট্-কোণ-তদ্-
যন্ত্রাস্তর-প্রতিপাদক-ভৈরবতন্ত্র-বচনৈকবাক্যত্বাচ্চ । যন্ত্রাস্তরং যথা (৬৬)—

তাহার পর কুলরস (স্বয়ম্ভুকুমুদ বা রক্তচন্দন) দ্বারা যত্নপূর্বক পীঠ নির্মাণ করিয়া
ওঁ আঃ সুরেখে বজ্ররেখে ও স্বাহা সমন্বিত হুং ফট্ অর্থাৎ হুং ফট্ স্বাহা—এই মন্ত্রের
দ্বারা মনোহর আটটি পত্র, চতুরশ্র ও চতুর্দ্বার যুক্ত একটি মণ্ডল (বৃত্ত) অঁাকিবে । ৬২

কুলরসেন—স্বয়ম্ভুকুমুদ বা তাহার অনুকল্প রক্তচন্দন দ্বারা । যেহেতু—স্বয়ম্ভুকুমুদং
দেবি । রক্তচন্দন-সংজ্ঞকম্—এইরূপ উক্ত আছে । বর্ণলেখনের প্রকার ফেংকারীর
তত্ত্ব বলিয়াছেন (৬৩)—

সেই সাধক চন্দনের দ্বারা যোনি (ত্রিকোণ) লিখিবে । তাহার পর বৃত্ত ও অষ্টদল
লিখিবে । মুদ্র আসনে বসিয়া পূর্বদলে মায়াকে লিখিবে । ৬৪

দ্বিতীয় দক্ষিণদলে মধ্যবীজ জ্যৈষ্ঠকে, উত্তরে ফকে, পশ্চিমে ট্কে, মধ্যে তার
(হুং) বীজকে লিখিবে । অনন্তর ভূতশুদ্ধি করিবে । ৬৫

মধ্যবীজং—বধুবীজ জ্যৈষ্ঠ । দ্বিতীয়ে—দক্ষিণ দলে । তারং—হুংকার, যেহেতু
ঈহা তারা প্রণব । পশ্চিম দলে ট্, ভগে যোনিতে কূর্চ (হুং) । পত্রের শেষে দুইটি
ভূপুর—ইহা তাহার বক্ষ্যমাণ ষট্-কোণ যন্ত্রাস্তরের প্রতিপাদক ভৈরবতন্ত্রের বচনের
সহিত একবাক্যতা প্রযুক্ত হইয়াছে । যন্ত্রাস্তর যেমন বলিয়াছেন (৬৬)—

১। খ—কুলরসেনেত্যাদীত্বাভিধানত্যাগঃ পাঠো নাস্তি । ২। খ—দ্বয়মিতি ভৈরবীয়বাক্যাত্ত ।
অন্যে ষট্-কোণাধিতপদমিতি কেচিৎ । ষট্-কোণাস্তরং ইত্যাদি ।

যট্‌কোণান্তর্গতং পদ্যং ভূবিশ্ব-দ্বিতয়ং পুনঃ ।

চতুরশ্রং চতুর্বারমেবং বা যন্ত্রমালিখেৎ ॥ ৬৭

বীজলিখনস্ত পূর্ববৎ । মধ্যো মম দ্রুত-কবিত্ব-পাণ্ডিত্যং কুরু কুরু ইত্যাদি-
সাধ্যঞ্চ লিখেৎ । সারস্বতার্থিণাং বিশেষযন্ত্রমাহ নীলতন্ত্রে বীরতন্ত্রে চ (৬৮)—

ব্যোমেন্দ্রো রসনার্ণ-কণিকমচাং দ্বৈন্দ্রঃ সুরং-কেশরং

নর্গোল্লাসি-বসুচ্ছদং বসুমতী-গেহেন সংবেষ্টিতম্ ।

তারাদীশ্বর-বারিবর্ণ-বিলসদিকোণ-সংশোভিতং

যন্ত্রং নীলতনোঃ পরং নিগদিতং সর্বার্থ-সিদ্ধিপ্রদম্ ॥ ৬৯

বাখ্যাতপ্রায়মিদং দীক্ষায়াং মাতৃকাযন্ত্রপ্রস্তাবে । বিশেষস্ত তারাদীশ্বরচন্দ্রঃ
বারি জলং তয়োর্বর্ণৌ ঠকার-বকারৌ, তাভ্যাং দিকোণবিলাসঃ । মাতৃকাযন্ত্রে
তু দিকোণয়োর্বকার-ঠকারৌ যথাক্রমমিতি ভেদঃ । ততস্তদ্ যন্ত্রং পুরতঃ
পুষ্পাচ্ছাদিতং সংস্থাপ্য সামান্যার্ঘ্যং সংস্থাপ্য যন্ত্রে পীঠ পূজাং কুর্যাৎ । ৭০

যথা—পীঠস্থ পূর্বদ্বারে—ওঁ হ্রীং গাঁ গণপত্যে নমঃ । পীঠস্থ দক্ষিণে—

যট্‌কোণান্তর্গত অর্থাৎ যট্‌কোণ গর্ভ পদ্য, দুইটি ভূবিশ্ব, পুনরায় চতুরশ্র ও
চতুর্বারি । এইরূপই বা যন্ত্র লিখিবেন । ৬৭

পূর্ববৎ বীজের লিখন হইবে । মধ্যো—মম দ্রুত-কবিত্ব-পাণ্ডিত্যং কুরু কুরু ইত্যাদি-
সাধ্যও লিখিবেন । সারস্বতার্থিগণের বিশেষ যন্ত্র নীলতন্ত্রে ও বীরতন্ত্রে বলিয়াছেন ।
সেই যন্ত্রবাক্যের অর্থ (৬৮)—

এই যন্ত্রের কণিকাটি ব্যোম (হ), ইন্দ্র (স) ও ঐ এবং রসনার্ণ (:) যুক্ত অর্থাৎ
হ্রসৌঃ যুক্ত । প্রদক্ষিণক্রমে অকারাদি স্বর দ্বারা কেশরগুলি শোভিত । অষ্টপত্র
অষ্টবর্ণের দ্বারা উল্লসিত । ভৃগৃহের দ্বারা বেষ্টিত । তারাদীশ্বর চন্দ্রের বর্ণ ও জলবর্ণ
ঠকার ও বকারের দ্বারা বিকসিত দিক্ ও কোণের দ্বারা শোভিত । সর্বার্থসিদ্ধিপ্রদ
নীলসরস্বতীর এই শ্রেষ্ঠ যন্ত্র কথিত হইল । ৬৯

দীক্ষায় মাতৃকা যন্ত্র প্রস্তাবে এই যন্ত্রটি প্রায় বাখ্যাত হইয়াছে । বিশেষ
হইতেছে—তারাদীশ্বর হইতেছেন চন্দ্র ; বারি—জল, তাহাদের বর্ণ ঠকার ও বকার ।
তাহাদের দ্বারা দিক্ কোণের বিলাস । মাতৃকাযন্ত্র কিন্তু দিক্ ও কোণে যথাক্রমে
বকার ও ঠকার—এই ভেদ । তাহার পর পুষ্পাচ্ছাদিত সেই যন্ত্রকে স্থাপন করিয়া,
সামান্যার্ঘ্য স্থাপন করিয়া যন্ত্রে পীঠ পূজা করিবেন । ৭০

পীঠপূজা যথা, পীঠের পূর্বদ্বারে—ওঁ হ্রীং গাং গণপত্যে নমঃ । পীঠের দক্ষিণে—

ওঁ হ্রীং বাং বটুকায় নমঃ । পীঠস্থ পশ্চিমে—ওঁ হ্রীং ক্রাং ক্ষেত্রপালায় নমঃ ।
পীঠস্থোত্তরে—ওঁ হ্রীং বাং যোগিনীভ্যো নমঃ । ততো মধ্যে উপর্যুপরি—ওঁ
শ্মশানায় নমঃ । ওঁ কল্পবৃক্ষায় নমঃ । তন্মূলে—ওঁ মণিপীঠায় নমঃ । ওঁ
নানামণিভ্যো নমঃ । ওঁ নানালঙ্কারেভ্যো নমঃ, ওঁ মুনিভ্যো নমঃ । ওঁ
দেবেভ্যো নমঃ, ওঁ বহুমাংসাস্থি-মোদমান-শিবাভ্যো নমঃ । চতুর্দিকু—শবমুণ্ড-
চিতাক্ষারাস্থিভ্যো নমঃ । ততঃ পূর্বাভ্যুদলে দেব্যগ্রাদি-ক্রমেণ ওঁ লক্ষ্ম্য নমঃ,
ওঁ সরস্বতৈ্য, রতৈ্য, প্রীতৈ্য, কীর্ত্তৈ্য, শান্তৈ্য, তুষ্টৈ্য, পুষ্টৈ্য ইতি সংপূজ্য
কণিকায়ং হ্ৰসৌঃ সদাশিব-মহাপ্রোত-পদ্মাসনায় নমঃ ইত্যর্চয়েৎ । কুমারী-
কল্পে (৭১)—

ততোহর্ঘ্যপাত্রং বিদ্যুস্ত্য দ্বারপালান্ সমর্চয়েৎ ,

গাং বীজাভ্যং গণেশঞ্চ বামাভ্যং বটুকস্তথা ॥ ৭২

ক্ষামাভ্যং ক্ষেত্রপালঞ্চ যামাভ্যং যোগিনীং ততঃ ।

পূর্বে ষাম্যে পশ্চিমে চ উত্তরে চ প্রপূজয়েৎ ॥ ৭৩

তত্ৰাস্তরে^১—তে সর্বে ধ্রুব-দীর্ঘাভ্যঃ শক্তিবীজ-পুরঃসরাঃ ।

ওঁ হ্রীং বাং বটুকায় নমঃ । পীঠের পশ্চিমে—ওঁ হ্রীং ক্রাং ক্ষেত্রপালায় নমঃ । পীঠের
উত্তরে—ওঁ হ্রীং বাং যোগিনীভ্যো নমঃ । তাহার পর মধ্যে উপরি উপরি—ওঁ শ্মশানায়
নমঃ, ওঁ কল্পবৃক্ষায় নমঃ, তাহার মূলে—ওঁ মণিপীঠায় নমঃ, ওঁ নানামণিভ্যো নমঃ,
ওঁ নানালঙ্কারেভ্যো নমঃ, ওঁ মুনিভ্যো নমঃ, ওঁ দেবেভ্যো নমঃ, ওঁ বহুমাংসাস্থি-
মোদমান-শিবাভ্যো নমঃ, চারিদিকে—ওঁ শবমুণ্ড-চিতাক্ষারাস্থিভ্যো নমঃ । তাহার
পূর্বাদি অষ্টদলে দেবীর অগ্রাদিক্রমে—ওঁ লক্ষ্ম্য নমঃ, ওঁ সরস্বতৈ্য নমঃ, রতৈ্য,
প্রীতৈ্য, কীর্ত্তৈ্য, শান্তৈ্য, তুষ্টৈ্য, ওঁ পুষ্টৈ্য নমঃ এইরূপ প্রণবাদি নমঃ অন্ত মন্ত্রে পূজা
করিয়া, কণিকায়—ওঁ হ্ৰসৌঃ সদাশিব-মহাপ্রোত-পদ্মাসনায় নমঃ মন্ত্রে শববাহনকে
অর্চনা করিবেন । কুমারী কল্পে বলিয়াছেন (৭১)—

তাহার পর অর্ঘ্যপাত্র স্থাপন করিয়া দ্বারপালগণকে পূজা করিবেন । পূর্বে,
দক্ষিণে, পশ্চিমে ও উত্তরে গাং বীজকে আদিত্তে দিয়া গণেশকে, বাং বীজকে
আদিত্তে দিয়া বটুককে, ক্রাং বীজকে আদিত্তে দিয়া ক্ষেত্রপালকে এবং যাং বীজকে
আদিত্তে দিয়া যোগিনীকে পূজা করিবেন । ৭২-৭৩

তত্ৰাস্তরে বলিয়াছেন—গণেশাদি সকলে প্রণবাদি, দীর্ঘ ঈকারাদি যুক্ত শক্তিবীজ

ঋবঃ প্রণবঃ । দীর্ঘঃ^১ আকারঃ । শক্তিবীজং মায়া । সিদ্ধসারস্বতে (৭৪)—

লক্ষ্মীঃ সরস্বতী তৈব রতিঃ প্রীতিস্তথৈব চ ।

কীৰ্ত্তিঃ শান্তিশ্চ^২ পুষ্টিশ্চ তুষ্টিরিত্যষ্ট-শক্তয়ঃ ।

দেব্যা নীল-সরস্বত্যাঃ পীঠ-শক্তয় ঈরিতাঃ ॥ ৭৫

বীরতন্ত্রে—তন্মধ্যে পূজয়েদ্ দেব্যা বাহনং শবমেব চ ॥ ৭৬

ততো যন্তোপরি মূলেন মূর্ত্তিং সংবল্য, বন্ধাজ্জলির্বামকর্ণোর্ধ্বে—ও^৩ গুরুভ্যো নমঃ । দক্ষিণ-কর্ণোর্ধ্বে—ও^৪ গণেশায় নমঃ । মধ্যে—ও^৫ শ্রীমদেক-জটায়ৈ দেবতায়ৈ নম ইত্যাদিনা নমস্কৃত্য ফড়িতি গন্ধ-পুষ্পাভ্যাং করৌ সংশোধ্য বাম-তলে দক্ষিণ-তর্জনী-মধ্যমাভ্যামূর্দ্ধোর্ধ্ব-তালত্রয়ং তর্জনাধুষ্ঠ-যোগেন ছোটিকাভির্দশদিগ্-বন্ধনঞ্চ কৃত্বা রমিতি জলধারয়া বহি-প্রাকারং বিচিস্ত্য ভূতশুদ্ধিং কুর্যাদ্ । ৭৬

যথা—অন্ধে উত্তানৌ করৌ কৃত্বা হংস ইতি মন্ত্রেণ হৃদয়স্থং দীপকলিকা-
কারং জীবাআনং সুষুমা-বিবর-বত্সনা পরমশিবে সংযোজ্য মূলাধার-পদ্মস্থং
কুণ্ডলিনীং নিদ্রাণাং ষট্-চক্রভেদ-প্রক্রিয়য়া বক্ষ্যমাণ-স্বরূপাং হুমিতি ত্রিকোণ-

ও আদ্যবীজ পূর্বক হইবে । ঋবঃ—প্রণব । দীর্ঘঃ—আকার । শক্তিবীজং—মায়া ।
সিদ্ধ সারস্বতে বলিয়াছেন (৭৪)—

লক্ষ্মী, সরস্বতী, রতি, প্রীতি, সেইরূপ কীৰ্ত্তি, শান্তি, পুষ্টি ও তুষ্টি—এই আটটি
শক্তি । ৭৫

বীরতন্ত্রে বলিয়াছেন—তাহার অর্থাৎ কর্ণিকার মধ্যে দেবীর বাহন শবকে পূজা
করিবে । ৭৬

তাহার পর যন্ত্রের উপরে মূলের দ্বারা মূর্ত্তি কল্পনা করিয়া বন্ধাজলি হইয়া বাম-
কর্ণের উর্ধ্বে—ও গুরুভ্যো নমঃ, দক্ষিণকর্ণের উর্ধ্বে—ও গণেশায় নমঃ, মধ্যে ও
শ্রীমদেকজটায়ৈ দেবতায়ৈ নমঃ ইত্যাদি মন্ত্রে নমস্কার করিয়া, ফট্ মন্ত্রে গন্ধ ও
পুষ্পের দ্বারা করশোধন করিয়া, বাম হস্ততলে দক্ষিণ হস্তের তর্জনী ও মধ্যমা দ্বারা
উর্ধ্ব উর্ধ্ব তালত্রয় দিয়া, তর্জনী ও অঙ্গুষ্ঠযোগে ছোটিকা সমূহের দ্বারা দশ দিক্
বন্ধন করিয়া, রং মন্ত্রে জলধারা দ্বারা বহি-প্রাচীর চিস্তা করিয়া ভূতশুদ্ধি করিবে । ৭৬

ভূতশুদ্ধি যথা—নিজের ক্রোড়ে হুই করকে উত্তান করিয়া, হংসঃ মন্ত্রে হৃদয়স্থ দীপ-
কলিকার জীবাআকে সুষুমা নাড়ীর বিবর পথে পরম শিবে মিলিত করিয়া,
মূলাধার পদ্মস্থ নিদ্রিতা বক্ষ্যমাণ স্বরূপা কুলকুণ্ডলিনীকে ষট্-চক্র ভেদ প্রক্রিয়ার দ্বা

মণ্ডলস্থাগ্নি-শিখয়া সজ্জাগরাং বিধায় হংসঃ ইতি মন্ত্রেণোত্তোল্য বক্ষ্যমান-ষট্-
চক্রভেদ-প্রক্রিয়য়া ষট্ চক্র-ভেদেন পরমশিবৈ সংযোজ্য পৃথিব্যাদীনি গন্ধা-
দীনি চ তদ্বানি সামান্য-ভূতশুদ্ধি-দর্শিতরীত্যা পরমশিবৈ সংযোজয়েৎ । ততঃ
কনিষ্ঠানামিকাভ্যামঙ্গুষ্ঠেন চ নাসাপুটদ্বয়ং ধৃত্বা কুন্তকেন নাভৌ রক্তবর্ণং হ্রীং
কারং ধ্যাত্বা তদ্বদুত্তেনাগ্নিনা বামকুক্ষিস্থেন সামান্য-ভূতশুদ্ধি-প্রক্রিয়া-
লিখিত-স্বরূপেণ পাপপুরুষেণ সহ লিঙ্গ-শরীরং সংদহ্য পীতবর্ণং স্ত্রীংকারং
হৃদি বিচিন্ত্য তদ্বদুত্তেন বায়ুনা রেচকেন তদ্বদ্যম্ম প্রোৎসার্য পুনরঙ্ক-গত-করদ্বয়ঃ
শ্বেতবর্ণং হুংকারং শিরসি বিচিন্ত্য তদ্বদুত্তেনামৃতানুনা^১ তদস্থি প্রাবিতং কৃত্বা
সমস্তমপগত-ব্যথং বিশ্বং শরীরমাপ্লাবয়েৎ । তত আত্মানমপগত-ব্যথং নির্মলং
দেব্যাভেদেন চিন্তয়েৎ । তস্মিন্ বিশ্বব্যাপকেহমৃত-বারিণি আঃ-কারাদ-রক্তপদ্মং
তদ্বপরিটাক্ষরাং শ্বেতপদ্মং তদ্বপরিনীলং হুংকারং তদ্বপরি হুংকার-বীজভূষিতাং
কত্রিকাং ধ্যয়েৎ । তদ্বপরি দেবতাং স্বহৃদয়ে হস্তং দত্ত্বা আঁ হ্রীঁ ক্রোঁ স্বাহে-
তোকাদর্শ-বারং জপম্নাত্মনি^২ প্রাণৈঃ প্রতিষ্ঠাপ্যাত্মাভেদেন ধ্যয়েৎ (৭১)—

মন্ত্রে ত্রিকোণ মণ্ডলস্থ অগ্নিশিখা দ্বারা জাগরিত করিয়া হংস এই মন্ত্রের দ্বারা তাঁহাকে
উত্তোলন করিয়া, বক্ষ্যমাণ ষট্-চক্র ভেদ প্রক্রিয়ায় ষট্-চক্র ভেদের দ্বারা পরমশিবৈ
মিলিত করিয়া, পৃথিবাদি ও গন্ধাদি ভূতগুলিকে সামান্য ভূতশুদ্ধি প্রকরণে দর্শিত
রীতিতে পরম-শিবৈ মিলিত করিবেন । তাহার পর কনিষ্ঠা ও অনামিকা এবং অঙ্গুষ্ঠ
দ্বারা নাসাপুট-দ্বয় ধরিয়া কুন্তকের দ্বারা নাভিতে রক্তবর্ণ হ্রীং কারকে ধ্যান করিয়া,
সেই হ্রীং-কারোদ্ভূত অগ্নিদ্বারা বামকুক্ষি স্থিত সামান্য ভূতশুদ্ধি প্রক্রিয়ায় লিখিত
স্বরূপে পাপ পুরুষের সহিত লিঙ্গ শরীরকে দহন করিয়া, পীতবর্ণ স্ত্রীং-কারকে হৃদয়ে
চিন্তা করিয়া, সেই স্ত্রীং-কারোদ্ভূত বায়ু দ্বারা রেচকের সাহায্যে সেই পাপ পুরুষের দেহ
দ্যম্ম উৎসারিত করিয়া, পুনরায় অন্ধে করদ্বয় স্থাপন করিয়া, মন্তকে শ্বেতবর্ণ হুংকারকে
চিন্তা করিয়া, সেই হুংকারোদ্ভূত অমৃত জলের দ্বারা তাহার অস্থিকে প্রাবিত
করিয়া ব্যথারহিত সমস্ত বিশ্ব শরীরকে প্রাবিত করিবেন । তাহার পর ব্যথাহীন
নির্মল আত্মাকে দেবীর সহিত অভেদে চিন্তা করিবেন । সেই বিশ্বব্যাপক অমৃত
বারিতে আঃকার হইতে রক্তপদ্ম, তাহার উপরে টাংকার হইতে শ্বেতপদ্ম, তাহার
উপরে নীল হুংকার, তাহার উপরে টাংকার বীজভূষিত কত্রিকাকে ধ্যান করিবেন ।
তাহার উপরে দেবতাকে নিজের হৃদয়ে হাত দিয়া, আঁ হ্রীঁ ক্রোঁ স্বাহা এই যন্ত্র

যথা—খৰ্বাঃ অভিনব-জ্বলদ-নীলবর্ণাঃ লম্বোদরীঃ ব্যাঘ্রচর্মাবৃত-কটীঃ
 পীনোন্নত-পয়োধরাঃ রক্ত-বর্জুল-ত্রিনেত্রাঃ ললজিহ্বাঃ দংষ্ট্রাকরাল-বদনাঃ
 পিঙ্গলবর্ণ-জটাজুটাঃ^১ পদদ্বয়লম্বমান-নীলোৎপল-মালাঃ অতিনীল-নাগবন্ধ-জট-
 জুটাঃ ললাটে শ্বেতাস্থিপট্টিকা-সংযুক্ত-কপালপঞ্চকাদ্বিতাঃ জ্বাকুসুমসঙ্কাশ-
 তক্ষক-নাগকৃতকুণ্ডলান্ অতিশুভ্র-শেষ-নাগকৃত-হারাং দুর্বাদল-শ্যাম-নাগকৃত-
 যজ্ঞোপবীতাং চতুর্ভুজাং উপরি দক্ষিণে সরক্ত-মাংসখণ্ড-মণ্ডিত-মুষ্টি-নিবিষ্ট-
 জটাজুট-সংলগ্নাঃ খড়্গ-ভূষিত-করাং উপরি বামে রক্ত-নীল-কিঞ্চিদ্ধিকম্বর-
 নীলোৎপল-করান্ অধস্তাদ দক্ষিণে বীজভূষিত-বৃন্তক-কত্রিকালঙ্কৃত-করান্
 অধস্তাদ্বামে ত্রিজগজ্জাড্য-সমেত-শুভ্র-কপালমণ্ডিতকরাং ভুজচতুষ্টয়ে ধূত্ৰাভ-
 নাগকৃত-কেয়ুরাং কনকাভ-নাগকৃত-কঙ্কণাং শবাকৃতাং শবহৃদয়স্থিত-দক্ষিণ-
 চরণাং শব-পাদদ্বয়স্থিত-প্রসারিত-বামচরণাং কুন্দাভ-নাগকৃত-কটিপুত্রাং
 ঈষদ্রক্ত-নাগকৃত-নূপুরাং সন্ধ্যা-কৃত-গলদ্রুধিরান্মোচ্য-কেশগ্রথিত-পাদপদ্ম-

একাদশ বার জপ করিতে করিতে আত্মাতে প্রাণ সমূহের দ্বারা প্রতিষ্ঠিত করিয়া
 আত্মার সহিত অভেদে দেবতাকে ধ্যান করিবেন (৭)—

ধ্যানের অর্থ যথা—খৰ্বা, বর্ষণোন্মুখ নূতন মেঘের ন্যায় নীলবর্ণা, লম্বোদরী, ব্যাঘ্র
 চর্মের দ্বারা আবৃত কটি, পীন ও উন্নত স্তনধারিণী, রক্তবর্ণ বর্জুল লোচনত্রয়যুক্তা,
 ললজিহ্বা, দংষ্ট্রাকরাল বদনা, পিঙ্গলবর্ণ একটি জটায় মণ্ডিতা, পদদ্বয় পর্য্যন্ত লম্বমান
 নীলোৎপলের মালাধারিণী, অতিনীল জটাজুট ধারিণী, ললাটে শ্বেত অস্থিপট্টিকায়
 সংযুক্ত কপাল পঞ্চক ধারিণী, জ্বাকুসুম সদৃশ তক্ষক নাগকৃত কুণ্ডল-ধারিণী,
 অতিশ্বেত শ্বেতনাগকৃত হার-ধারিণী, দুর্বাদলের ন্যায় শ্যাম নাগকৃত যজ্ঞোপবীতে
 মণ্ডিতা, চতুর্ভুজা, দক্ষিণের উপরে সরক্ত মাংসখণ্ড-মণ্ডিত মুষ্টিতে নিবিষ্ট জটাজুট
 সংলগ্ন খড়্গাগ্র ভূষিত-করা, বামের উপরে রক্ত নীল কিঞ্চিৎ বিকাশ শীল নীলোৎপল-
 হস্তা, দক্ষিণের নীচে বীজভূষিত বৃন্ত (মুষ্টি) বিশিষ্ট কত্রিকায় অলঙ্কৃত হস্তা, বামের
 নীচে ত্রিজগতের জাড্য পূর্ণ শুভ্র কপালে মণ্ডিত-করা, চারি বাহুতে ধূত্ৰাভ নাগকৃত
 কেয়ুর, কনকাভ নাগকৃত কঙ্কণ-ধারিণী, শবাকৃতা, শবহৃদয়স্থিত দক্ষিণ চরণ বিশিষ্ট-
 শবের পাদদ্বয়-স্থিত প্রসারিত বামচরণ-যুক্তা, কুন্দাভ নাগকৃত কটি-পুত্র-ধারিণী, ঈষৎ
 রক্ত নাগকৃত নূপুর-ধারিণী, সন্ধ্যাচ্ছিন্ন পরম্পর কেশে গ্রথিত পাদপদ্ম লম্বিত গলঃ

প্রলম্বিত-পঞ্চাশত্তরশৃঙ-মালাং অনলদল-চিতামধ্য-স্থিতাং বীপিচর্মকৃতোপরি-
বজ্রাং যোষিদখিলালঙ্কার-ভূষিতাং সাবেশ-শ্বেতবদনাম্ । ৭৮

যথা বীরতন্ত্রে—ততো বদ্ধাসনো বীর আত্মানং শোধয়েৎ ততঃ ।

রক্তবর্ণং ত্রপাবীজং নাভৌ ধ্যায়েৎ সমাহিতঃ ॥ ১

তজ্জাত-বহ্নিনা সর্বং দক্ষং ধং চিন্তয়েৎ ততঃ ।

পীতবর্ণং বধুবীজং হৃদি সংচিন্ত্য সাধকঃ ।

তদুন্মোৎসারয়েন্ মস্ত্রী তদুদ্ভূতেন বায়ুনা ॥ ২

শব্দবীজং শুক্লবর্ণং ললাটে চন্দ্রমণ্ডলে ।

ধ্যাত্বা তদমৃতেনৈব শরীরং পরিকল্পয়েৎ ॥ ৩

ততোহপগত-পাপাত্মা জগৎ সর্বং চরাচরম্ ।

মগ্নং ব্যাপক-তোয়াক্ষাভাঃ-কারং চিন্তয়েৎ ততঃ ॥ ৪

তচ্ছব্দগুণ-যোগেন রক্তপদ্মং বিচিন্তয়েৎ ।

তন্ত্রোপরি ততো ধ্যায়েৎ টাঙ্কারাং শ্বেতপঙ্কজম্ ॥ ৫

কুধির যুক্ত পঞ্চাশৎ (৫০) নরমুণ্ডের মালা-ধারিণী, প্রজ্বলিত অনল গর্ভ চিতার মধ্যে
স্থিতা, বীপি (ব্যাঘ্র) চর্ম-কৃত বহির্বস্ত্র পরিহিতা, স্ত্রীগণের অখিল অলঙ্কারে ভূষিতা,
আবেশ যুক্ত ঈষৎ হাস্যবদনা একজটাকে ধ্যান করিবে । ৭৮

যেমন বীরতন্ত্রে বলিয়াছেন—তাহার পর বীর সাধক আসনে বসিয়া আত্মাকে
শোধন করিবে । তাহার পর সমাহিত হইয়া রক্তবর্ণ ত্রপাবীজকে (লজ্জাবীজকে)
নাভিতে ধ্যান করিবে । ১

সেই লজ্জাবীজ জাত বহ্নি দ্বারা নিজেকে ও সমস্ত অবকাশকে দক্ষ চিন্তা করিবে ।
তাহার পর মন্ত্রজ্ঞ সাধক হৃদয়ে পীত বর্ণ বধুবীজকে চিন্তা করিয়া সেই বধুবীজোদ্ভূত
বায়ু দ্বারা সেই ভস্মকে উৎসারিত করিবে । ২

ললাটে চন্দ্র মণ্ডলে শুক্লবর্ণ শব্দবীজ হুংকারকে ধ্যান করিয়া সেই হুংকারামৃতে
দ্বারা শরীরকে পরিকল্পিত করিবে । ৩

তাহার পর পাপরহিত সাধক সমস্ত চরাচর জগৎকে সেই ব্যাপক তোয়াক্ষিতে
মগ্ন চিন্তা করিবেন । তাহার পর আঃকারকে চিন্তা করিবে । ৪

সেই শব্দগুণ হুংকার যোগে রক্তপদ্মকে চিন্তা করিবে । তাহার পর তাহার
উপরে টাংকার হইতে শ্বেত পঙ্কজকে ধ্যান করিবে । ৫

তন্ত্রোপরি ততো ধ্যায়ৈং হুংকারং নীলসম্মিতম্ ।

তন্ত্রোপরি ততো ধ্যায়ৈং কর্ত্তিকাং বীজ-ভূষিতাম্ ॥ ৬

কর্ত্ত্যপরি^১ মহাদেবীং খৰ্বাং নীলঘন-শ্রুতাম্ ।

লম্বোদরীং ব্যাঘ্রচর্ম-সমাবৃত-নিতম্বিনীম্ ॥ ৭

পীনোন্নত-পয়ো-ভারাং রক্ত-বর্জুল-লোচনাম্ ।

ললজ্জিহ্বাং মহাভাগাং দংষ্ট্রাকোটি-সমুজ্জলাম্ ॥ ৮

পিঙ্গোত্রৈক-জটাজুটাং নীলনাগ-সমুজ্জলাম্ ।

নীলোংপলল-সম্মালা-বন্ধজুটাং ভয়ঙ্করীম্ ॥ ৯

শ্বেতাঙ্গি-পট্টিকায়ুক্ত-কপালপঙ্ক-শোভিতাম্ ।

ললাটে রক্তনাগেন কৃতকর্ণাবতংসিকাম্ ॥ ১০

অতিশুভ্র-মহানাগ-কৃতহার-মহোজ্জলাম্ ।

দূর্বাদল-শ্যামনাগ-কৃত-যজ্ঞোপবীতিনীম্ ॥ ১১

চতুর্ভুজাং রক্তমাংস-খণ্ড-মণ্ডিত-মুষ্টিনা ।

জটাজুটে^২ অগ্রলগ্নেন^৩ শোভিনা তীক্ষ্ণ-ধারয়া^৩ ॥ ১২

খড়্গেন দক্ষিণশ্যোর্ধ্বে শোভিতাং বীরনাদিনীম্ ।

তদধস্তাদ্ বীজবৃন্ত-কর্ত্তিকালঙ্কৃতাং পরাম্ ॥ ১৩

তাহার পর তাহার উপরে নীল সম্মিত হুংকারকে ধ্যান করিবে। তাহার পর তাহার উপরে বীজ ভূষিতা কর্ত্তিকাকে (কাতারিকে) ধ্যান করিবে। ৬

কর্ত্তিকার উপরে মহাদেবীকে খৰ্বা, নীলমেঘের স্তায় কৃষ্ণবর্ণা, লম্বোদরী, ব্যাঘ্রচর্মে আবৃত-নিতম্বিনী, পীন ও উন্নত স্তন-ধারিণী, রক্তবর্ণ গোলাকার লোচন-ধারিণী, ললজ্জিহ্বা-ধারিণী, মহাভাগা, দংষ্ট্রাকোটিতে উজ্জ্বলা, পিঙ্গলবর্ণ উগ্র একটি জটাবারিণী নীলনাগে সমুজ্জ্বলা, বিকসিতনীলোংপল মালায় বন্ধ-জুটা (বু'টি), ভয়ঙ্করী, ললাটে শ্বেতঅঙ্গি পট্টিকায় (পটিতে) যুক্ত কপালপঙ্কে শোভিতা, রক্তনাগকৃত কর্ণভূষণে ভূষিতা, অতিশুভ্র মহানাগকৃত হারে মহোজ্জ্বলা, দূর্বাদলের স্তায় শ্যাম নাগকৃত যজ্ঞোপবীত-ধারিণী, চতুর্ভুজা, রক্ত মাংসখণ্ড-মণ্ডিত মুষ্টি (মুঠী) যুক্ত জটাজুটে অগ্রলগ্ন সুন্দর তীক্ষ্ণধার খড়্গের দ্বারা দক্ষিণের উর্ধ্ব হস্তে শোভিতা, বীরনাদিনী, তাহার অধোভাগে (অধোহস্তে) বীজমণ্ডিত বৃন্ত (বোঁটা—মুঠী) যুক্ত কর্ত্তিকার শোভিতা,

* অকোভ্য-সংজ্ঞক-সৰ্গভূতামিত্যৰ্থঃ। বস্তুপ্ৰত্যক্ষলব্ধবোনিদে এৰাণং ম'প্রতীকিতে তথাপি-
শক্তিৰূপত্বাং ১। বস্তুৰূপত্বাচ্চ তাদৃশত্বমব্যাহতমিতি মন্তব্যম্। ১। খ-বস্তুপ্রত্যক্ষম্।

ফেৎকারীয়ে— মায়াং নাভৌ রক্তবর্ণাং ধ্যাত্বা তজ্জাত-বহিনা ।

শুকং কৰ্মাশ্রকং দেহং দন্ধং সঞ্চিস্তয়েৎ ততঃ ॥ ২২

স্ত্রীংকারং হৃদি পীতাভং তদ্বদুত্তেন বায়ুনা ।

ভস্ম প্রোৎসারিতং কৃত্বা ললাটে চিস্তয়েৎ ততঃ ॥ ২৩

কূর্চং তুষার-বর্ণাভং তদ্বদুত্তামুতেন চ ।

তদস্থি-প্রাবিতং কৃত্বা তদাত্মানং বিচিস্তয়েৎ ॥ ২৪

সর্বব্যথা-বিনির্মুক্তং নির্মলং দেবতাময়ম্ ।

ভূতশুদ্ধিং বিধায়েৎ শূন্যং বিশ্বং বিচিস্তয়েৎ ॥ ২৫

নির্লেপং নিগুণং শুদ্ধমাত্মানং দেবতাময়ম্ ।

অন্তরীক্ষে ততো ধ্যানেদাঃ-কারাদ্ রক্তপঙ্কজম্ ॥ ২৬

ভূয়ন্তশ্চোপরি ধ্যানেট্টাঙ্কারাং শ্বেতপঙ্কজম্ ।

তশ্চোপরি পুনর্ধ্যায়েৎ হুঙ্কারং নীলসন্নিভম্ ॥ ২৭

ততো হুঙ্কারজাং পশ্যেৎ কত্রিকাং বীজভূষিতাম্ ।

কক্ৰ্যপরি-গতাং ধ্যানেদাত্মানং তারিণীময়ম্ ॥ ২৮

এবভূতা মহাদেবীকে যোগপথে ধ্যান করিবে। হে মহাদেব। আত্মাকে বিজ্ঞাপিত করিবে যে—আমি পণ্ডিত ও মহাকবি। ৭-২১

ফেৎকারীত্ব তন্ত্রে বলিয়াছেন—মায়াকে নাভিতে রক্তবর্ণা ধ্যান করিয়া, তাহার পর সেই মায়াজাত বহিঃসারা শুক্ল কৰ্মাশ্রক দেহকে দন্ধ চিন্তা করিবে। ২২

হৃদয়ে পীতাভ স্ত্রীংকারকে চিন্তা করিবে। তাহার পর সেই স্ত্রীংকারোদ্ভূত বায়ু দ্বারা ভস্ম প্রোৎসারিত করিয়া ললাটে তুষার বর্ণাভ কূর্চবীজ হুংকে চিন্তা করিবে। সেই হুংকারোদ্ভূত অমৃতের দ্বারা সেই অস্থিকে প্রাবিত করিয়া সমস্ত ব্যথাহীন নির্মল দেবতাময় সেই আত্মাকে চিন্তা করিবে। এইরূপে ভূতশুদ্ধি করিয়া বিশ্বকে শূন্য চিন্তা করিবে। ২৩-২৫

আত্মাকে নির্লেপ, নিগুণ, শুদ্ধ ও দেবতাময় চিন্তা করিবে। তাহার পর অন্তরীক্ষে আংকার হইতে রক্তপঙ্কজকে ধ্যান করিবে। ২৬

পুনরায় তাহার উপরে টাংকার হইতে শ্বেতপঙ্কজকে ধ্যান করিবে। পুনরায় তাহার উপরে নীলসন্নিভ হুংকারকে ধ্যান করিবে। ২৭

তাহার পর হুংকার-জাতা বীজ-ভূষিতা কত্রিকাকে দর্শন করিবে। কত্রিকার উপরে আত্মাকে তারিণীময় ধ্যান করিবে। ২৮

প্রত্যাশীতপদাং ঘোরাং মুণ্ডমালা-বিভূষিতাম্ ।

খৰ্বাং লম্বোদরীং ভীমাং ব্যাঘ্রচর্ম-বৃত্তাং কটৌ ॥ ২৯

নব-যৌবন-সম্পন্নং পঞ্চমুদ্রা-বিভূষিতাম্ ।

চতুর্ভুজাং ললজ্জিহ্বাং মহাভীমাং বরপ্রদাম্ ॥ ৩০

খড়্গ-কর্ত্তী-সমায়ুক্ত-সব্যোতর-ভুজ-দ্বয়াম্ ।

কপালোৎপল-সংযুক্ত-সব্যপাণি-যুগাশ্বিতাম্ ॥ ৩১

পিঙ্গোত্রৈক-জট্টাং ধ্যায়েন্মৌলাবক্ষোভ্য-ভূষিতাম্ ।

বালার্ক-মণ্ডলাকার-লোচনত্রয়-ভূষিতাম্ ॥ ৩২

জ্বলচ্চিতা-মধ্যগতাং ঘোর-দংষ্ট্রাং করালিনীম্ ।

সাবেশ-স্মেরবদনাং স্ত্র্যালঙ্কার-বিভূষিতাম্ ॥ ৩৩

বিশ্বব্যাপক-তোয়াস্তঃ-শ্বেতপদ্মোপরি স্থিতাম্ ।

অক্ষোভ্যা দেবী-মূৰ্দ্ধন্যস্ত্রিমূর্ত্তির্নাগরূপধৃক্ ॥ ৩৪ ॥ ইতি ।

পঞ্চমুদ্রাবিভূষিতামিতি ললাটে শ্বেতাস্থি-পট্টিকা-চতুষ্টয়াশ্বিত-মুকুটায়িত-কপাল-পঞ্চকাশ্বিতামিতার্থঃ । শ্বেতাস্থি-পট্টিকায়ুক্ত-কপাল-পঞ্চ-শোভিতামিতি বীরতন্ত্র-তন্ত্রচূড়ামণি-বচনাৎ । শ্রীমতা শঙ্করাচার্য্যোণাপ্যুক্তম্—বিচিত্রাস্থিমালাং

সেই তারিণী হইতেছেন—প্রত্যাশীতপদে দণ্ডায়মানা, ঘোরা, মুণ্ডমালার বিভূষিতা, খৰ্বা, লম্বোদরী, ভীমা ভয়জনিকা, ব্যাঘ্রচর্মে আবৃত কটি, নবযৌবন সম্পন্ন, পঞ্চমুদ্রায় বিভূষিতা, চতুর্ভুজা, লোলজিহ্বা-ধারিণী, মহাভয়ঙ্কর মূর্ত্তি বিশিষ্টা, বরপ্রদা, খড়্গ ও কর্ত্তীযুক্ত সব্যোতর (দক্ষিণ) বাহুদ্বয় ধারিণী, কপাল ও উৎপল যুক্ত বাম বাহুদ্বয় ধারিণী, পিঙ্গলবর্ণ উগ্র একটি জট্টা মণ্ডিতা, মস্তকে অক্ষোভ্য ভূষিতা, বালসর্য্যামণ্ডলের দ্বারা বর্ত্তুল রক্ত লোচনত্রয়ে ভূষিতা, জ্বলন্ত চিতার মধ্যবর্ত্তিনী, ঘোরদংষ্ট্রা-বিশিষ্টা, করালিনী, আবেশ ভাবযুক্ত ঈষৎ হাস্যবদনা, স্ত্রীগণের অলঙ্কারে ভূষিতা, বিশ্বব্যাপক তোয়ের মধ্যগত শ্বেতপদ্মের উপরিস্থিতা দেবীকে ধ্যান করিবে । নাগরূপধারী ত্রিমূর্ত্তি হইতেছেন অক্ষোভ্য, ইনি দেবীর মস্তকে স্থিত । ২৯-৩৪

পঞ্চমুদ্রা বিভূষিতাম্ অর্থ—ললাটে শ্বেতবর্ণ অস্থি পট্টিকা চতুষ্টয় সংলগ্ন মুকুটায়িত (মুকুটাকার) কপাল-পঞ্চক-যুক্তা । যেহেতু শ্বেতাস্থি-পট্টিকায়ুক্ত-কপাল-পঞ্চ-শোভিতাম্—এই বীরতন্ত্র ও তন্ত্র-চূড়ামণির বচন আছে । শ্রীমৎ শঙ্করাচার্য্যও

ললাটে করালং কপালঞ্চ পঞ্চাষিতাং ধারয়ন্তীমিতি পঞ্চাষিতাং কপাল-
পঞ্চাষিতাং বিচিত্রাঙ্গি-মালাং অঙ্গিপটিকা^১-চতুষ্টয়ীং করালং কপালং
অর্থাৎ পটিকালগ্নং তদেব কপাল-পঞ্চকঞ্চ ললাটে ধারয়ন্তীমিতি তদর্থঃ । অথবা
পঞ্চমুদ্রা-বিভূষিতামিত্যশ্চ যোনি-ভূতিনী-বীজদানব-ধূমকেতু-লেলিহানাখ্য-
পঞ্চমুদ্রা-সম্বষ্টামিত্যর্থঃ । নাগ-নাম-ধ্যানে তদ্বাস্তুরোক্তে যথা (৩৫)—

জটাস্থনন্তঃ শ্রবসোশ্চ তক্ষকো মহাদি-পদ্মো হৃদি হার-ভূষণঃ ।

অবাপ কর্কোট ইহোপবীততাং সূমেখলায়ামথ দেবি ! বাসুকিঃ ॥ ৩৬

স শঙ্খপালঃ কিল কঙ্কণং গতঃ করেষু পদ্মঃ পদনুপুর-শ্রিয়ম্ ।

ভুজেষু ভাগঃ কুলিকোহঙ্গদো মতো ভূজোদ্ধিমালা চ মহাঙ্গিভিঃ স্থিতা ॥ ৩৭

সিতশ্চ রক্তো ধবলশ্চমেচকস্তথৈব গীতোহপ্যসিতশ্চ পাণ্ডুরঃ ।

ভূজঙ্গ-মালামিহ বর্ণ-জাতয়ো ভবন্তি সর্বৈর্মনিভিজ্জলন্তিতাম্^২ ॥ ৩৮

ততঃ আঃ সোহহমিতি মন্ত্ৰেণ জীবং কুণ্ডলিনীং তদ্বানি চ যথা স্থান-
মানয়েৎ । ৩৯

বলিরাছেন—বিচিত্রাঙ্গি-মালাং ললাটে করালং কপালঞ্চ পঞ্চাষিতাং ধারয়ন্তীম্ ।
পঞ্চাষিতাং—কপাল পঞ্চক-মুদ্রা । বিচিত্রাঙ্গিমালাং—অঙ্গিপটিক চতুষ্টয়ী । করালং
কপালং—ভীষণ নরমুণ্ড অর্থাৎ পটিকালগ্ন সেই কপালপঞ্চক ললাটে ধারণকারিণী,
এই সেই বাক্যের অর্থ । অথবা পঞ্চমুদ্রাবিভূষিতাম্ এইটির অর্থ—যোনি, ভূতিনী,
বীজদানব, ধূমকেতু ও লেলিহানা নামক পঞ্চমুদ্রায় সম্বষ্টা । নাগের নাম ও ধ্যান
তদ্বাস্তুরে উক্ত হইয়াছে । যথা (৩৫)—

জটাসমূহে অনন্ত, কর্ণদ্বয়ে তক্ষক, মহাদি পদ্ম অর্থাৎ মহাপদ্ম হৃদয়ের হারভূষণ,
কর্কোটক দেবীর যজ্ঞোপবীতত্ব প্রাপ্ত হইয়াছে । হে দেবি ! বাসুকি সুন্দর মেখলার
পরিণত হইয়াছে । সেই শঙ্খপাল বাহুসমূহে কঙ্কণ হইয়াছে । পদ্মনাগ নুপুরের শ্রীপ্রাপ্ত
হইয়াছে । বাহুসমূহে কুলিক নাগ অঙ্গদ হইয়াছে, বাহুর উর্ধ্বে মহাঙ্গি নির্মিত মালা
আছে । সিত, রক্ত, ধবল, মেটক (স্ফাম), সেইরূপ পীত, অসিত ও পাণ্ডুর । এই
সকল বর্ণ জাতি এই নাগের হইয়া থাকে । সেই ভূজঙ্গমালাকে ধারণ করিয়া আছেন ।
তিনি মনিসমূহ দ্বারা উজ্জ্বলত্ব প্রাপ্ত হইয়াছেন । ৩৬-৩৮

তাহার পর আঃ সোহহং এই মন্ত্ৰের দ্বারা জীবকে, কুণ্ডলিনীকে ও তত্ত্বসমূহকে
যথাস্থানে আনয়ন করিবে । ৩৯

১। অ—পঞ্চাষিতং ধারয়ন্তীমিতি । অথ বাক্যমাণ-শঙ্করাচার্য্যভূজঙ্গপ্রায়ত্ত্ববাসুসারেণ আঙ্গানং
দেবতাময়ং ধ্যয়েৎ । নাগনাম ধ্যানে ইত্যাদি । ২। ক+খ—জলন্তিতাম্ । ভতো গোপারামঃ ।

ততঃ প্রাণায়ামঃ । বামনাসা-পুটেন মূলং চতুর্বারং জপ্ত্বা বায়ুং পূরয়েৎ । তদন্থ নাসাপুটৌ ধৃত্বা ষোড়শ-বারেণ কুস্তয়েৎ । তদন্থ দক্ষিণনাসা-পুটেন বারান্ধকাবের্ধেন রেচয়েৎ । পুনর্দক্ষিণেনাপূর্য্য কুস্তয়িত্বা বামেন রেচয়েৎ । পুন-
বামেনাপূর্য্য কুস্তয়িত্বা দক্ষিণেন রেচয়েদেবং কৃতে প্রাণায়ামত্রয়ং ভবতি । ৪০

ততঃ ঋত্বাদিভ্যাসঃ । শিরসি—অঙ্কোভ্য ঋষয়ে নমঃ । মুখে—বৃহতীছন্দসে
নমঃ । হৃদি—শ্রীমদেকজটায়ৈ^১ দেবতায়ৈ নমঃ । এবং তন্তুগ্রাম প্রয়োজ্যম্ ।
মূলাধারে—হুং বীজায় নমঃ । পাদয়োঃ—ফট্ শক্তয়ে^২ নমঃ । সর্বাঙ্গে—
কূর্চান্ত্রেভর-মস্ত্রাক্ষরাণ্যুচ্চার্য্য কীলকায় নমঃ ইতি শ্রুত্ব মম ক্রতকবিত্ত-পাণ্ডিত্য-
সিদ্ধার্থে বিনিয়োগঃ চতুর্বর্গফল-সিদ্ধার্থে ইতি বা সর্বাঙ্গে পুনর্যাসেৎ । যথা
বীরতন্ত্রে (৪১)—

অঙ্কোভ্য ঋষিরেতশ্চা বৃহতীছন্দ ঈরিতম্ ।

তাহার পর প্রাণায়াম । বামনাসা পুটের দ্বারা মূলমন্ত্রকে ৪ চারি বার জপ
করিয়া বায়ুকে পূরণ করিবেন । তাহার পর দুই নাসাপুট ধারণ করিয়া ষোড়শ বার
জপের দ্বারা কুস্তক করিবেন । তাহার পর দক্ষিণ নাসাপুটের দ্বারা আট বার জপে
রেচক করিবেন । পুনরায় দক্ষিণ নাসাপুটের দ্বারা পূর্ববৎ পূরক, কুস্তক ও রেচক
করিবেন । পুনরায় বামনাপুটের দ্বারা প্রথমবৎ পূরক, কুস্তক ও রেচক করিবেন ।
এইরূপ করিলে তিনটি প্রাণায়াম হয় । ৪০

তাহার পর ঋত্বাদি ভ্যাস । যথা—অশ্রু শ্রীমদেকজটা-মস্ত্রশ্রু অঙ্কোভ্য ঋষি
ঋষি, বৃহতীছন্দঃ শ্রীমদেকজটা দেবতা হুং বীজং, ফট্ শক্তিঃ, হ্রীং শ্রীং কীলকং মম
ক্রত-কবিত্ত-পাণ্ডিত্য-সিদ্ধার্থে পূজনে বিনিয়োগঃ । মন্ত্রকে—ও^৩ অঙ্কোভ্য ঋষয়ে
নমঃ । মুখে—ও^৩ বৃহতীছন্দসে নমঃ । হৃদয়ে—শ্রীমদেকজটায়ৈ দেবতায়ৈ নমঃ ।
এইরূপ তারাপূজার তারা ও উগ্রতারার পূজার উগ্রতারার নাম প্রয়োগ করিতে হইবে ।
মূলাধারে হুং বীজায় নমঃ । পাদদ্বয়ে—ও^৩ ফট্ শক্তয়ে নমঃ । কূর্চ ও অন্ত্রভিন্ন
মস্ত্রাক্ষর সমূহ হ্রীং শ্রীং উচ্চারণ করিয়া সর্বাঙ্গে ও^৩ হ্রীং শ্রীং কীলকার নমঃ এইরূপ
ভ্যাস করিয়া, মম ক্রত-কবিত্ত-সিদ্ধার্থে বিনিয়োগঃ । চতুর্বর্গ ফল-সিদ্ধার্থে বিনিয়োগঃ
এই প্রকারে বা সর্বাঙ্গে ভ্যাস করিবে । যেমন বীরতন্ত্রে বলিয়াছেন (৪১)—

১। ঋ—একজটাদিদেবতাভ্যো নমঃ । মূলাধারে ইত্যাদি । ২। ঋ—ফট্ শক্তয়ে নমঃ ।
শেখাণ্ডাক্ষরাণ্যুচ্চার্য্য সর্বাঙ্গে কীলকার নমঃ । তথা চোক্তং যথা কালী তথা দীনা তৎকর্তাৎ
মাতৃকাং ভসেৎ । যথা হৃদি অং অং ইত্যাদি ।

নীলসরস্বতী দেবী ত্রিষু লোকেষু গোপিতা ।

হুং বীজমস্ত্রং শক্তিঃ শ্রীচতুর্ভূগণপ্রদা ॥ ৪২

নীল-সরস্বতীত্যাপলক্ষণম্ । তত্র কীলকং বীরতন্ত্রাত্তম্যমপি রহস্য-
কারাদি-সকল-সম্প্রদায়-নিখিলানুসারাদবগম্যব্যং শ্রুতব্যঞ্চ । চতুর্ভূগণেন্তি ।
বিনিয়োগ-কীর্তনম্ । তচ্চ ফলাস্তুরশ্রাপ্যাপলক্ষকম্ । ৪৩

ততো মাতৃকান্যাসঃ । তথাচোক্তম্—যথা কালী তথা নীলা তৎক্রমান্
মাতৃকাং শ্রুসেৎ । তথাচ কুমারীতন্ত্রে—

ঃকারান্তান্ মাতৃবর্ণান্ হৃদয়ে সংপ্রবিশ্যসেৎ ।

ঘকারান্তাংস্ততঃ পশ্চাদ্ দক্ষিণে চ প্রবিশ্যসেৎ ॥ ৪৪

ঢকারান্তান্ মহামন্ত্রাংস্ততো বামভুজে শ্রুসেৎ ।

ভকারান্তাংস্তথা পশ্চাৎ ততো দক্ষিণপাদকে ।

ক্ষকারান্তাংস্ততঃ পশ্চাদ্ বিশ্যসেৎ বামপাদকে ॥ ৪৫

তথা চ হৃদি—অঁ আঁ ইঁ ঈঁ উঁ ঊঁ ঋঁ ঌঁ ৯ঁ ১ঁ নমঃ । দক্ষিণভুজে—
এঁ ঐঁ ওঁ ঔঁ অঁ অঃ কঁ খঁ গঁ ঘঁ নমঃ । বামভুজে—ঙঁ ঠঁ ডঁ জঁ ঝঁ ঞঁ টঁ ঠঁ

এই বিদ্যার অকোভ্য ঋষি ও বৃহতী ছন্দঃ উক্ত হইয়াছে । ত্রিলোকে গোপিতা
নীলসরস্বতী দেবী হইতেছেন । হুং বীজ ও চতুর্ভূগণ ফলপ্রদা অস্ত্র শক্তি । ৪২

এস্থলে নীলসরস্বতী পদটি একজটা প্রভৃতির উপলক্ষণ । তন্মধ্যে বীরতন্ত্র প্রভৃতিতে
অনুজ্ঞ হইলেও রহস্যকারাদি সকল সম্প্রদায়ের লিখন অনুসারে সেস্থলে কীলক আছে
বুঝিতে হইবে এবং শ্রাস করিতে হইবে । চতুর্ভূগণ ফলপ্রদা—ইহা দ্বারা বিনিয়োগ
কথিত হইয়াছে । তাহা ফলাস্তুরেরও উপলক্ষণ । ৪৩

তাহার পর মাতৃকা শ্রাস । যেমন তন্ত্রে বলিয়াছেন—যেমন কালী, সেইরূপ
তার। । সেইক্রমে মাতৃকা শ্রাস করিবে । সেইরূপ কুমারীতন্ত্রে বলিয়াছেন—

হৃদয়ে ঃকারান্ত মাতৃকা বর্ণগুলিকে শ্রাস করিবে । তাহার পর দক্ষিণ বাহুতে
ঘকারান্ত মাতৃকা বর্ণগুলিকে শ্রাস করিবে । ৪৪

তাহার পর বাম বাহুতে ঢকারান্ত মাতৃকা বর্ণগুলিকে শ্রাস করিবে । তাহার পর
দক্ষিণপাদে সেইরূপ ভকারান্ত মাতৃকা বর্ণগুলিকে শ্রাস করিবে । তাহার পর
বামপাদে ক্ষকারান্ত মাতৃকা বর্ণগুলিকে শ্রাস করিবে । ৪৫

তাহা হইলে হৃদয়ে—অঁ আঁ ইঁ ঈঁ উঁ ঊঁ ঋঁ ঌঁ ৯ঁ ১ঁ নমঃ । দক্ষিণ
বাহুতে—এঁ ঐঁ ওঁ ঔঁ অঁ অঃ কঁ খঁ গঁ ঘঁ নমঃ । বাম বাহুতে—ঙঁ ঠঁ ডঁ জঁ ঝঁ ঞঁ টঁ ঠঁ

ডং তং নমঃ । দক্ষিণপাদে—গং তং থং দং ধং নং পং ফং বং ভং
মং যং রং লং বং শং ষং সং হং জং কং নমঃ । ৪৬

যত্নপায়ঃ শ্বাসঃ কালীতন্ত্রে নিবিন্দুস্তথাপি বীরতন্ত্রানুসারাং সবিন্দুরেব-
কর্তব্যঃ । ভৈরবীতন্ত্রে তু—সবিন্দুন্ বা। শ্বাসেদেতান্নিবিন্দুন্ বাথ বর্ণকান্ ।
ইতি । ৪৭

ততঃ করাজশ্বাসো । হ্রাং অখিলবাগ্‌রূপিণ্যে অঙ্গুষ্ঠাভ্যাং নমঃ । হ্রীং
অখণ্ডবাগ্‌রূপিণ্যে তর্জনীভ্যাং স্বাহা । হ্রুং ব্রহ্মবাগ্‌রূপিণ্যে মধ্যমাভ্যাং
বষট্ । হ্রৈং বিষ্ণুবাগ্‌রূপিণ্যে অনামিকাভ্যাং ছং । হ্রৌং রুদ্রবাগ্‌রূপিণ্যে
কনিষ্ঠাভ্যাং বৌষট্ । হ্রুং সর্ববাগ্‌রূপিণ্যে করতল-পৃষ্ঠাভ্যাং ফট্ । এবং
হৃদয়াদিশু । অঙ্গুলী-নিয়মস্ত পূর্বমেবোক্তঃ । অয়ন্ত নীলসরস্বতী-পক্ষে—
তথাচ তামধিকৃত্য সিদ্ধসারস্বতে (৪৮)—

অখিল-বাগ্‌রূপিণীং প্রোচ্য হৃদয়ায় নমো বদেৎ ।

অখণ্ডবাগ্‌-রূপিণীতি শিরসে বহুবল্লভা ॥ ৪৯

ব্রহ্মবাগ্‌-রূপিণীমুক্ত্বা শিখায়ৈ বষড়িত্যপি ।

বিষ্ণুবাগ্‌-রূপিণীং প্রোচ্য কবচায় হুমুচ্চরেৎ ॥ ৫০

বং ঞং টং ঠং ডং ঢং নমঃ । দক্ষিণ পাদে—গং তং থং দং ধং নং পং ফং বং ভং
মং যং রং লং বং শং ষং সং হং জং কং নমঃ । ৪৬

বক্ষিও কালীতন্ত্রে এই শ্বাস নিবিন্দু উক্ত হইয়াছে, তথাপি বীরতন্ত্রের মতানুসারে
উহা সবিন্দুই কর্তব্য । ভৈরবীতন্ত্রে কিন্তু বলিয়াছেন যে, এই মাতৃকা বর্ণগুলিকে
সবিন্দু অথবা নিবিন্দু শ্বাস করিবে । ৪৭

তাহার পর করাজশ্বাস । ওঁ হ্রাং অখিল-বাগ্‌রূপিণ্যে অঙ্গুষ্ঠাভ্যাং নমঃ । ওঁ হ্রীং
অখণ্ড-বাগ্‌রূপিণ্যে তর্জনীভ্যাং স্বাহা । ওঁ হ্রুং ব্রহ্মবাগ্‌রূপিণ্যে মধ্যমাভ্যাং বষট্ ।
ওঁ হ্রৈং বিষ্ণুবাগ্‌রূপিণ্যে অনামিকাভ্যাং ছং । ওঁ হ্রৌং রুদ্রবাগ্‌রূপিণ্যে কনিষ্ঠাভ্যাং
বৌষট্ । ওঁ হ্রুং সর্ববাগ্‌রূপিণ্যে করতল-পৃষ্ঠাভ্যাং ফট্ । এইরূপ হৃদয়াদিতে শ্বাস
করিবে । অঙ্গুলি নিয়ম কিন্তু পূর্বেই উক্ত হইয়াছে । এই শ্বাস নীলসরস্বতী পক্ষে ।
নীলসরস্বতীর অধিকারে (প্রকরণে) সিদ্ধ সারস্বতে তাহাই উক্ত হইয়াছে (৪৮)—

অখিল বাগ্‌রূপিণীকে বলিয়া হৃদয়ায় নমঃ বলিবেন । অখণ্ড বাগ্‌রূপিণী বলিয়া
শিরসে বহুবল্লভা (স্বাহা) বলিবে । ৪৯

ব্রহ্মবাগ্‌রূপিণীকে বলিয়া শিখায়ৈ বষট্, ইহাও বলিবে । বিষ্ণুবাগ্‌রূপিণী
বলিয়া কবচার হুং উচ্চারণ করিবে । ৫০

রুদ্রবাগ্-রূপিণীং নেত্রত্রয়াং বৌষড়িত্যপি ।

সর্ববাগ্-রূপিণীমুক্ত্ । অত্রায় ফড়িতি স্মরেৎ ।

ষড়্-দীর্ঘ-মায়াবীজান্তে তেষুং নামাভিযোজয়েৎ ॥ ৫১

অস্তত্র তু সর্বত্র হ্রা' একজটায়ৈ' অঙ্গুষ্ঠাভ্যাং নমঃ । হ্রী' তারিণ্যে
তর্জনীভ্যাং স্বাহা । হ্রুং বজ্রোদকে মধ্যমাভ্যাং বষট্ । হ্রৈ' উগ্রজটে
অনামিকাভ্যাং হ্রঁ । হ্রৌ' মহাপ্রতিসরে কনিষ্ঠাভ্যাং বৌষট্ । হ্রঃ
পিন্ডোত্রৈকজটে করতল-পৃষ্ঠাভ্যাং ফট্ । এবং হ্রদয়াদিষু । তথা
চৈকজটাদিমধিকৃত্য নীলতন্ত্রে (৫২)—

বীজান্তে একজটায়ৈ হ্রদয়ং পরিকীৰ্ত্তিতম্ ।

তারিণ্যে শিরসে তদ্বদ্ বজ্রোদকে শিখা তথা ॥ ৫৩

উগ্রজটে চ কবচং মহাপ্রতিসরে তথা ।

পিন্ডোত্রৈকজটে তদ্বন্মেত্রান্ত্রে পরিকীৰ্ত্তিতে ॥ ৫৪

রুদ্রবাগ্-রূপিণী বলিয়া নেত্রত্রয়াং বৌষট্, ইহাও বলিবে । সর্ববাগ্-রূপিণী
বলিয়া অত্রায় ফড়্, ইহা স্মরণ করিবে । হ্রয়টী দীর্ঘ হ্রয় যুক্ত মায়াবীজের অণ্ডে
চতুর্থী বিভক্তিমুক্ত নাম ইহার সহিত যোগ করিবে । ৫১

অস্তত্র সকল স্থলে ও হ্রাং একজটায়ৈ অঙ্গুষ্ঠাভ্যাং নমঃ । ও হ্রীং তারিণ্যে তর্জনী-
ভ্যাং স্বাহা, ও হ্রুং বজ্রোদকে মধ্যমাভ্যাং বষট্, ও হ্রৈং উগ্রজটে অনামিকাভ্যাং হ্রঁ ।
ও হ্রৌং মহাপ্রতিসরে কনিষ্ঠাভ্যাং বৌষট্ । ও হ্রঃ পিন্ডোত্রৈকজটে করতল-পৃষ্ঠাভ্যাং
ফট্ । হ্রদয়াস্থিহানে এইরূপে অঙ্গুষ্ঠাস করিবে । নীলতন্ত্রে একজটাকে অধিকার
করিয়া অর্থাৎ একজটার প্রকরণে তাহাই বলিয়াছেন যে (৫২)—

হ্রয়টী দীর্ঘহ্রয় যুক্ত মায়া বীজের অণ্ডে একজটায়ৈ নমঃ—এইটি হ্রদয় মন্ত্র কীৰ্ত্তিত
হইয়াছে । ঐরূপ মায়াবীজান্তে তারিণ্যে শিরসে স্বাহা । সেইরূপ মায়াবীজের
অণ্ডে বজ্রোদকে শিখায়ৈ বষট্ । সেইরূপ মায়াবীজের অণ্ডে উগ্রজটে কবচার হ্রঁ,
সেইরূপ মায়াবীজের অণ্ডে মহা-প্রতিসরে নেত্রত্রয়াং বৌষট্, সেইরূপ মায়াবীজের
অণ্ডে পিন্ডোত্রৈকজটে করতল-পৃষ্ঠাভ্যাং ফট্—এইটি অস্ত্রমন্ত্র কীৰ্ত্তিত হইয়াছে । ৫৩-৫৪

১। খ—একজটায়ৈ করতল পৃষ্ঠাভ্যাং ফট্ । এবং হ্রদয়াদিষু তথাচৈকজটাদিমধিকৃত্য নীলতন্ত্রে—
বীজান্তে একজটায়ৈ অঙ্গুষ্ঠাভ্যাং নমঃ । ইত্যাদি । এবং হ্রদয়াদিষু । তথাচৈকজটাদিমধিকৃত্য
নীলতন্ত্রে বীজান্তে একজটায়ৈ ইত্যাদি ।

বীজান্তে যড়-দীর্ঘ-যুক্ত-মায়াবীজান্তে, যড়-দীর্ঘ-মায়াবীজান্তে ভেদঃ
নামাভিযোজয়েদিতি পূর্বকল্পে তথাদর্শনাৎ। করাদন্ত্যাসয়োঃ প্রতিসরে
ইত্যত্র পরিসরে ইতি পাঠো ন যুক্তঃ, রক্ষাগ্রহি-বন্ধনে অর্ঘ্যদানে কবচান্তরে
চ তথৈব দর্শনাদিতি ধ্যেয়ম্। অনুক্তত্বাদত্র বর্ণন্ত্যাস-পীঠন্ত্যাসৌ ন লিখিতৌ।
তথা চ ফেৎকীরীয়ে—অত্রোক্তমাচরেৎ সম্যক্ নাশ্চৎ সঞ্চারয়েদ্ বৃধঃ।
ততঃ ফলাধিনা তারাবোঢ়ান্ত্যাসঃ কর্তব্যঃ। যথা রুদ্রজামলে (৫৫)—

তারাবোঢ়াং প্রবক্ষ্যামি সর্বতন্ত্রেষু গোপিতাম্।

সর্ববিঘ্নোপশমনীং সর্বপাপ-প্রণাশিনীম্ ॥ ৫৬

মহাদারিদ্ধ্য শমনীং সর্বসম্পৎ-প্রদায়িনীম্।

সর্বকাম-প্রদাং নিত্যং সর্বসাম্রাজ্য-দায়িনীম্ ॥ ৫৭

শিষ্টায় ভক্তিযুক্তায় বিনীতায় মহাত্মনে।

বদান্তায় কুলীনায় শুদ্ধাচার-রতায় চ ॥ ৫৮

এবং বিধায় দেবেশি! সাধকায় প্রকাশয়েৎ।

অনুথা সিদ্ধি-হানিঃ স্রাদিত্যাক্তা শঙ্করৈঃ কৃতা ॥ ৫৯।

বীজান্তে—ছয়টি দীর্ঘধর যুক্ত মায়াবীজের অন্তে, যেহেতু “যড়-দীর্ঘ-মায়াবীজান্তে
ভেদঃ নামাভিযোজয়েৎ” এই পূর্বকল্পে (নীলসরস্বতী কল্পে) সেইরূপই দেখা যায়।
করাদন্ত্যাসস্থলে প্রতিসরে এইস্থলে পরিসরে এই পাঠ প্রমাদ প্রযুক্ত, রক্ষাগ্রহি বন্ধনে,
অর্ঘ্যদানে ও কবচান্তরে সেইরূপই (প্রতিসরেই) দেখা যায় জানিবে। শাস্ত্রে উক্ত হয়
নাই বলিয়া বর্ণন্ত্যাস ও পীঠন্ত্যাস লিখিত হইল না। তাহাই ফেৎকীরীয়ে বলিয়াছেন
—এই শাস্ত্রে যাহা উক্ত হইয়াছে, পণ্ডিত সাধক তাহারই সম্যক্ প্রকারে অনুষ্ঠান
করিবে। অগ্নি কিছুই আচরণ করিবে না। তাহার পর ফলাধী সাধকের তারাবোঢ়া
ন্ত্যাস কর্তব্য। যেমন রুদ্রজামলে বলিয়াছেন (৫৫)—

সমস্ত তন্ত্রে সুরক্ষিতা সমস্ত বিঘ্নের নিবারিণী সর্বপাপ প্রণাশিনী, মহাদারিদ্ধ্য-
শমনী, সর্বসম্পৎ-প্রদায়িনী, সর্বকামপ্রদা, নিত্য্য, সর্বসাম্রাজ্য-দায়িনী তারাবোঢ়া
বলিতেছি। ৫৬-৫৭

ভক্তিযুক্ত, বিনীত, মহাত্মা (সর্বদা সকলের হিতচিন্তক) বদান্ত, কুলীন, শুদ্ধাচার
রত, হে দেবেশি! এইরূপ সাধকের নিকট এই তারাবোঢ়া প্রকাশ করিবে। ইহার
অনুষ্ঠান করিলে সিদ্ধিহানি হইবে। শঙ্কর এইরূপ আজ্ঞা করিয়াছেন। ৫৮-৫৯

রুদ্রৈশ্চ প্রথমো শ্যাসো দ্বিতীয়শ্চ গ্রহৈবৃত্তঃ ।

লোকপালৈশ্চতুর্থঃ শ্যাস্চিবশক্ত্যা চতুর্থকঃ ।

তারাদিভিঃ পঞ্চমঃ শ্যাসঃ ষষ্ঠঃ পীঠৈর্নিগজতে ॥ ৬০

একেন সহিতা রুদ্রাঃ পঞ্চাশৎ পরিকীর্তিতাঃ ।

বিন্দুযুক্তৈর্মাতৃকার্ণৈশ্চাক্ষরী-বীজপূর্বকৈঃ ॥ ৬১

ভেষ্টৈশ্চৈর্নমোহৈশ্চৈর্দেবেশি ! বিম্বসেং তান্ ক্রমাৎ সুধীঃ ।

তারিণী ত্র্যক্ষরী প্রোক্তা ভববন্ধ-বিনাশিনী ॥ ৬২

নীলবর্ণাং ত্রিনয়নাং শবাসন-সমায়ুতাম্ ।

বিভ্রতীং বিবিধাং ভূষাং মোলাবক্ষোভ্য-ভূষিতাম্ ।

এবং ধ্যাওয়া তারিণীশ্চ সমাহিতমনাশ্চিরম্ ॥ ৬৩

অথ রুদ্রশাসঃ । হ্রীং শ্রীং হুং অং শ্রীকণ্ঠেশায় নমঃ । ইত্যাদিনা মাতৃকা-
বর্ণ্যসেং । হ্রীং শ্রীং হুং আং অনন্তেশায় নমঃ এবং হ্রীং শ্রীং হুং ইং সূক্ষ্মেশায়,
হ্রীং শ্রীং হুং ঐং ত্রিমূর্তীশায়, হ্রীং শ্রীং হুং উং অমরেশ্বরেশায়, হ্রীং শ্রীং হুং ঊং
অর্ধাশেশায় । হ্রীং শ্রীং হুং ঋং ভারভূতীশেশায়, হ্রীং শ্রীং হুং ঌং তিথীশেশায় ।
হ্রীং শ্রীং হুং ৯ং স্থাধীশায় । হ্রীং শ্রীং হুং ঙং হরেশায়, হ্রীং শ্রীং হুং ঐং
বির্ভীশেশায় । হ্রীং শ্রীং হুং ঐং ভৌতিকেশায়, হ্রীং শ্রীং হুং ওং সত্ত্বোজ্জাত-
শায় । হ্রীং শ্রীং হুং ঔং অমৃতগ্ৰহেশ্বরেশায় । হ্রীং শ্রীং হুং অং অকুরেশায় ।

রুদ্রবর্ণের দ্বারা প্রথম শাস অর্থাৎ প্রথম রুদ্র শাস । দ্বিতীয় গ্রহবর্গযুক্ত
গ্রহশাস । তৃতীয় লোকপালসমূহের দ্বারা যুক্ত লোকপাল শাস । চতুর্থ শিবশক্তিযুক্ত
শিবশক্তি শাস । পঞ্চম তারাদিযুক্ত তারাদি শাস । ষষ্ঠ পীঠ সমূহের দ্বারা পীঠ
শাস । এই ছয়টি শাস তারাবোতা নামে প্রসিদ্ধ । ৬০

একের সহিত পঞ্চাশৎ (৫১) রুদ্র কীর্তিত হইয়াছে । হে দেবেশি ! সুধী সাধক
তারার ত্র্যক্ষর বীজপূর্বক বিন্দুযুক্ত মাতৃকাবর্ণ সমূহ চতুর্থী বিভক্ত্যন্ত রুদ্র নাম ও অন্তে
নমঃ দিয়া মাতৃকাস্থানে সেই মাতৃকাবর্ণগুলিকে ক্রমে ক্রমে শাস করিবে । ভববন্ধ-
বিনাশিনী তারিণী ত্র্যক্ষরী (হ্রীং শ্রীং হুং) কথিতা হইয়াছেন । ৬১-৬২

নীলবর্ণা, ত্রিনয়না, শবাসনে আকৃতা, বিবিধভূষণ ষারিণী, মস্তকে অক্ষোভ্যভূষিতা
তারিণীকে এই মূর্তিতে ধ্যান করিয়া চিরকাল (দীর্ঘকাল) সমাহিত চিত্ত হইয়া
বোতাশাস শাস করিবে । ৬৩

অনন্তর মূলোক্ত প্রকারে রুদ্রশাস করিবে । অনন্তর হৃদয়ে হ্রীং শ্রীং হুং এই ত্র্যক্ষর

হ্রীং ত্রীং হুং অঃ মহাসেনেশায়, হ্রীং ত্রীং হুং কং ক্রোধশেশায় । হ্রীং ত্রীং হুং
 খং চণ্ডেশেশায় । হ্রীং ত্রীং হুং গং পঞ্চাস্তকেশায়, হ্রীং ত্রীং হুং ঘং নিবোত্তমে-
 শায়, হ্রীং ত্রীং হুং ঙং একরুদ্রেশায় । হ্রীং ত্রীং হুং চ কূর্মেশায় । হ্রীং ত্রীং হুং
 ছং একনেত্রেশায় । হ্রীং ত্রীং হুং জং চতুরাননেশায় । হ্রীং ত্রীং হুং ঝং
 অজ্ঞেশেশায় । হ্রীং ত্রীং হুং ঞং শর্বেশায় । হ্রীং ত্রীং হুং টং সোমেশেশায় ।
 হ্রীং ত্রীং হুং ঠং লাক্ষ্মীশায় । হ্রীং ত্রীং হুং ডং দারুকেশায় । হ্রীং ত্রীং
 হুং ঢং অর্দ্ধনারীশ্বরেশায় । হ্রীং ত্রীং হুং নং উমাকান্তেশায় । হ্রীং ত্রীং হুং
 তং আষাঢ়ীশায় । হ্রীং ত্রীং হুং থং দণ্ডীশায় । হ্রীং ত্রীং হুং দং অদ্রীশায় ।
 হ্রীং ত্রীং হুং ধং মীনেশায় । হ্রীং ত্রীং হুং নং মেঘেশায় । হ্রীং ত্রীং
 হুং পং লোহিতেশায় । হ্রীং ত্রীং হুং ফং শিখীশায় । হ্রীং ত্রীং হুং
 বং হৃগলগুণেশায় । হ্রীং ত্রীং হুং ভং দ্বিরগুণেশায় । হ্রীং ত্রীং হুং মং
 মহাকালেশায় । হ্রীং ত্রীং হুং যং বালীশায় । হ্রীং ত্রীং হুং রং ভুজ্ঞেশায় ।
 হ্রীং ত্রীং হুং লং পিনাকীশায় । হ্রীং ত্রীং হুং বং খড়্গীশায় । হ্রীং ত্রীং হুং শং
 বকেশায় । হ্রীং ত্রীং হুং ষং শ্বেতেশায় । হ্রীং ত্রীং হুং সং ভূমীশায় ।
 হ্রীং ত্রীং হুং হং নকুলীশায় । হ্রীং ত্রীং হুং লং শিবেশায় । হ্রীং ত্রীং হুং কং
 সম্বর্তকেশায় । ইতি রুদ্রশাস্ত্রঃ । ৬৪

স্বরৈহৃদি শ্রুসেৎ সূর্য্যং রক্তং ত্র্যক্ষরপূর্বকৈঃ ।

ক্রবোর্মধ্যে যবর্গেণ সোমং শুক্লন্ত বিন্ধ্যসেৎ ॥ ৬৫

নেত্রত্রেয়ে কবর্গেণ লোহিতং মঙ্গলং শ্রুসেৎ ।

হৃদয়গুণে তথা শ্যামং চবর্গেণ বৃধং শ্রুসেৎ ॥ ৬৬

কণ্ঠকূপে পীতবর্ণং টবর্গেণ বৃহস্পতিম্ ।

পাণ্ডুরাভং তবর্গেণ শুক্রঞ্চ গলদেশকে ॥ ৬৭

বীজ পূর্বক স্বরবর্ণ সহিত রক্তবর্ণ সূর্য্যকে ধ্যান করিবে । ক্রবয়ের মধ্যে ঐ ত্র্যক্ষর
 বীজপূর্বক য বর্গের সহিত শুক্লবর্ণ সোমকে শ্রাস করিবে । ৬৪-৬৫

নেত্রত্রেয়ে ঐ বীজত্ৰয় পূর্বক লোহিত বর্ণ মঙ্গলকে কবর্গের সহিত শ্রাস করিবে ।
 হৃদয় মণ্ডলে ঐ বীজত্ৰয় পূর্বক শ্যামবর্ণ বৃধকে চবর্গের সহিত শ্রাস করিবে । ৬৬

কণ্ঠকূপে ঐ বীজত্ৰয় পূর্বক টবর্গের সহিত পীতবর্ণ বৃহস্পতিকে শ্রাস করিবে ।
 গলদেশে ঐ বীজত্ৰয় পূর্বক তবর্গের সহিত পাণ্ডুর বর্ণ শুক্রকে শ্রাস করিবে । ৬৭

নাভিদেবে নীলবর্ণং পবর্গেণ শনৈশ্চরম্ ।

শবর্গেণ ধূত্রবর্ণং রাহুং বজ্রে, শ্রুসেং ততঃ ।

লক্ষাভ্যাং শুদদেশে চ কেতুং ধূত্রং বরাননে ! ॥ ৬৮

অথ প্রয়োগঃ । হ্রদি রক্তবর্ণং সূর্য্যং ধ্যাওয়া হ্রীং জ্রীং হ্রং ঐ আং ইং ঐং
উং উং ঞং ঞং ৯ং ৯ং এং ঐং ওং ঐং অং অঃ সূর্য্যায় নমঃ । ক্রমধ্যে শুক্রবর্ণং
চক্ষুং ধ্যাওয়া হ্রীং জ্রীং হ্রং য়ঁ রঁ লঁ বঁ সোমায় নমঃ । নেত্রত্রয়ে লোহিতং মঙ্গলং
ধ্যাওয়া হ্রীং জ্রীং হ্রং কং খং গং ঘং ঙং মঙ্গলায় নমঃ । হৃদয়মণ্ডলে—শ্যামং বুধং
ধ্যাওয়া হ্রীং জ্রীং হ্রং চং ছং জং ঞং ঞং বুধায় নমঃ । কণ্ঠকূপে পীতং বৃহস্পতিং
ধ্যাওয়া হ্রীং জ্রীং হ্রং টং ঠং ডং ঢং ণং বৃহস্পত্যে নমঃ । গলদেশে পাণ্ডুরং
শুক্লং ধ্যাওয়া হ্রীং জ্রীং হ্রং তং থং দং ধং নং শুক্রায় নমঃ । নাভিদেবে নীলবর্ণং
শনিং ধ্যাওয়া হ্রীং জ্রীং হ্রং পং ফং বং ভং মং শনৈশ্চরায় নমঃ । মুখে—ধূত্রবর্ণং
রাহুং ধ্যাওয়া হ্রীং জ্রীং হ্রং শঁ ষঁ সঁ হঁ রাহবে নমঃ । শুদে ধূত্রবর্ণং কেতুং
ধ্যাওয়া হ্রীং জ্রীং হ্রং লং লং কেতবে নমঃ । ইতি গ্রহন্যাসঃ । ৬৯

ইন্দ্রমগ্নিং যমং রক্ষো বরুণং পবনং বিভুম্ ।

ঈশানমাত্মনো মূর্ধ্নি দিক্শুচাষ্টৈশ্চক্ষুক্রমাৎ ॥ ৭০

অধোহনন্তুমূর্দ্ধদেশে ব্রহ্মাণঞ্চ ততো শ্রুসেং ।

তুশ্বদীর্ঘশ্বরৈশ্চাষ্টবর্গৈস্ত্র্যক্ষরপূর্বকৈঃ ॥ ৭১

আত্মনো মূর্ধ্নিদেবেহষ্টদিক্শু অথ উর্দ্ধঞ্চ বিভ্রুসেদিত্যর্থঃ । অথ প্রয়োগঃ—
হ্রীং জ্রীং হ্রং ঐ ঐ কং খং গং ঘং ঙং ইন্দ্রায় নমঃ । এবং হ্রীং জ্রীং হ্রং ইং

নাভিদেবে ঐ বীজত্রয় পূর্বক পবর্গের সহিত নীলবর্ণ শনিকে ন্যাস করিবে । ঐ
বীজত্রয় পূর্বক শবর্গের সহিত ধূত্রবর্ণ রাহুকে ন্যাস করিবে । অনন্তর শুদদেশে ঐ
বীজত্রয় পূর্বক ল ও ল বর্ণের সহিত ধূত্রবর্ণ কেতুকে ন্যাস করিবে । ৬৮

অনন্তর উহার প্রয়োগ কথিত হইতেছে । রক্তবর্ণ সূর্য্যকে ধ্যান করিয়া হৃদয়ে,
ক্রমধ্যে, নেত্রত্রয়ে, হৃদয়মণ্ডলে, কণ্ঠকূপে, গলদেশে, নাভিদেবে, মুখে ও শুদদেশে
মূলোক্ত প্রকারে গ্রহন্যাস করিবে । ৬৯

নিজের মস্তকের আটটি দিকে যথাক্রমে বীজত্রয় পূর্বক হ্রদীর্ঘ স্বরের সহিত
আটটি বর্ণের দ্বারা ইন্দ্র, অগ্নি, যম, রক্ষা, বরুণ, বায়ু, কুবের ও ঈশানের ন্যাস করিবে ।
মস্তকের উর্দ্ধদেশে ব্রহ্মাকে, মস্তকের অধোদেশে অনন্তকে ন্যাস করিবে । ৭০-৭১

কৈং টং হং ঙং ঞং অগ্নয়ে । হ্রীং জ্রীং হ্রুং উং উং টং ঠং ডং ঢং ণং যমায় ।
 হ্রীং জ্রীং হ্রুং ঞং ঞং তং থং দং ধং নং নৈঋতায় । হ্রীং জ্রীং হ্রুং ঞং ঞং পং
 ফং বং ভং মং বরুণায় । হ্রীং জ্রীং হ্রুং এঁ এঁ যঁ রঁ লঁ বঁ বায়বে ।
 হ্রীং জ্রীং হ্রুং ওঁ ওঁ শঁ ষঁ সঁ হঁ কুবেরায় । হ্রীং জ্রীং হ্রুং অঁ অঃ লঁ কঁ
 ত্রৈশানায় । অধঃ হ্রীং জ্রীং হ্রুং অনন্তায় । উ ধ্বং—হ্রীং জ্রীং হ্রুং ব্রহ্মণে ।
 নমঃ সর্বত্র^১ । ইতি লোকপালশাস্ত্রাঃ । ৭২

ব্রহ্মা বিষ্ণুশ্চ রুদ্রশ্চ ঈশ্বরশ্চ সদাশিবঃ ।

ততঃ পরশিবো দেবি ! ষট্শিবাঃ পরিকীৰ্ত্তিতাঃ ॥ ৭৩

মূলাধারে তু ব্রহ্মাণং ডাকিনী-সহিতং শ্রুসেং ।

সর্বত্র ত্র্যক্ষরীমুক্ত্বা^২ বাদি-শাস্ত্রং সবিন্দুকম্ ॥ ৭৪

স্বাধিষ্ঠানাখ্য-চক্রে তু সবিষ্ণু-রাকিণীং^৩ তথা ।

বাদি-শাস্ত্রং প্রবিশ্বাস্ত নাভৌ তু মণিপুরকে ॥ ৭৫

ডাদি-ফাস্তার্গ-সহিতং রুদ্রঞ্চ লাকিনীং তথা ।

অনাহতে কাদি-ঠাস্ত্রমীশ্বরং কাকিনীং তথা ॥ ৭৬

বিশুদ্ধাখ্য-মহাচক্রে যোড়শম্বর-সংযুক্তম্ ।

সদাশিবং শাকিনীস্ত বিশ্রুসেং পূর্ববত্ততঃ ॥ ৭৭

নিম্নের মন্তকের আটটি দিকে উধ্ব^১ ও অধোদেশে শ্রাস করিবে, এই অর্থ ।

অনন্তর মূলোক্ত প্রকারে সর্বত্র অস্ত্রে নমঃ দিয়া লোকপাল শ্রাস করিবে । ৭২

ব্রহ্মা, বিষ্ণু, রুদ্র, ঈশ্বর, সদাশিব তাহার পর পরশিব । হে দেবি ! এই ছয়টি শিব কীৰ্ত্তিত হইয়াছেন । ৭৩

এই শিবশক্তি শ্রাসে সর্বত্র ত্র্যক্ষরী বীজ হ্রীং জ্রীং হ্রুং বলিয়া মূলাধারে, স্বাধিষ্ঠানে সবিন্দু বকার হইতে সকার পর্য্যন্ত বর্ণ বলিয়া ডাকিনী সহিত ব্রহ্মাকে শ্রাস করিবেন । ৭৪

স্বাধিষ্ঠান নামক চক্রে সবিন্দু বকার হইতে সকার পর্য্যন্ত বর্ণ বলিয়া সবিষ্ণু রাকিণীকে শ্রাস করিবে । নাভিতে মণিপুরকে সবিন্দু ডকার হইতে ককার পর্য্যন্ত বর্ণ বলিয়া রুদ্র ও লাকিনীকে শ্রাস করিবে । অনাহত চক্রে পূর্ববৎ সবিন্দু ককারাদি ঠকারান্ত বর্ণ উচ্চারণ করিয়া ঈশ্বর ও কাকিনীকে শ্রাস করিবে । ৭৫-৭৬

তাহার পর বিশুদ্ধ নামক মহাচক্রে সবিন্দু যোড়শ ম্বর সংযুক্ত শিব ও শাকিনীকে পূর্ববৎ শ্রাস করিবে । ৭৭

আজ্ঞাচক্রে তু দেবেশি ! লক্ষ-বর্ণ-সমন্বিতম্^১ ।

ব্রহ্মরূপং পরশিবং^২ হাকিনী-সহিতং শ্রুসেৎ ॥ ৭৮

অথ প্রয়োগঃ—মূলাধারে হ্রীং জ্রীং হুং বঁং শঁং ষঁং সঁং ডাকিনী-সহিত-
ব্রহ্মাণে নমঃ । এবং স্বাধিষ্ঠানে—হ্রীং জ্রীং হুং বঁ ভঁ মঁ ষঁ রং লঁ কাকিনী-
সহিত-বিষ্ণবে । মণিপু্রে—হ্রীং জ্রীং হুং ডং ঢং গং তং থং দং ধং নং পং
ফঁ লাকিনী-সহিত-রুদ্রায় নমঃ । অনাহতে—হ্রীং জ্রীং হুং কঁ খঁ গঁ ঘঁ ঙং
চং ছং জং ঝং ঞং টং ঠং কাকিনী-সহিতেশ্বরায় নমঃ । বিতুন্ধাথ্যে—অং
আং হেং ঈং উং ঊং ঋং ঌং ৯ং ৩ং এং ঐং ওং ঔং অং অঃ শাকিনী-সহিত-
সদাশিবায় নমঃ । আজ্ঞাচক্রে—হ্রীং জ্রীং হুং লং ক্ষং^৩ হাকিনী-সহিত-পর-
শিবায় নমঃ । ইতি শিবশক্তিষ্ঠাসঃ । ৭৯

তারা চোগ্রা মহোগ্রা চ বজ্রা নীলা^৪ সরস্বতী ।

কামেশ্বরী ভদ্রকালী ইত্যুষ্ঠৌ তারিণী মতা ॥ ৮০

সর্বাদৌ তারিণী-বীজং^৫ সমুচ্চার্য ক্রমেণ তু ।

স্বরাদি-বস্তুবর্ণেণ ভূষিতেন চ বিন্দুনা ।

ডেস্তা নমোহস্তা শ্রুতব্যান্তারাত্মা ধ্যান-পূর্বিকাঃ ॥ ৮১

ব্রহ্মরন্ধ্রে ললাটে চ ক্রমধ্যে কণ্ঠগহ্বরে ।

হৃদয়ে নাভিদেশে চ লিঙ্গে চাধারকে শ্রুসেৎ ॥ ৮২

হে দেবেশি ! আজ্ঞাচক্রে ল ও ক্ষ বর্ণ ব্রহ্মরূপ পর শিবকে হারিণী সহিত
সংযুক্ত শ্রাস করিবে । ৭৮

অনন্তর মূলোক্ত প্রকারে মূলাধারাদি স্থানে শিবশক্তি শ্রাস করিবে । অনন্তর
তারাদি শ্রাস করিবে । তারা, উগ্রা, মহোগ্রা, বজ্রা, নীলা, সরস্বতী, কামেশ্বরী ও
ভদ্রকালী—এই আট প্রকার তারিণী কথিত হইয়াছেন । ৭৯-৮০

সর্বপ্রথমে, তারিণী বীজ হ্রীং জ্রীং, হুং উচ্চারণ করিয়া পরে বিন্দুভূষিত স্বরাদি
আটটি বর্ণের সহিত চতুর্থী বিভক্ত্যন্ত ও নমঃ অন্ত তারাদির ধ্যান পূর্বক শ্রাস
করিবে । ৮১

ব্রহ্মরন্ধ্রে, ললাটে, ক্রমধ্যে, কণ্ঠ কূপে, হৃদয়ে, নাভিদেশে, লিঙ্গে ও মূলাধারে এই

১। খ—লক্ষবর্ণ-সমন্বিতম্ । ২। খ—পরং শিবং ব্রহ্মরূপং । ৩। খ—হুং বঁং লাকিনী ।

৪। খ—বজ্রকালী সরস্বতী । কামেশ্বরী চ চামুণ্ডা ইত্যুষ্ঠৌ । ৫। খ—তারিণীবীজং ।

প্রয়োগন্ত । ব্রহ্মরজে—হ্রীং জ্রীং হুং অং আং ইং ঐং উং ঋং ঌং ৯ং
 ১০ং এং ঐং ওং ঔং অং অঃ তারায়ৈ নমঃ । ললাটে—হ্রীং জ্রীং হুং কং খং গং
 ঘং ঙং উগ্রায়ৈ নমঃ । জমধ্যে—হ্রীং জ্রীং হুং চং ছং জং ঝং ঞং মহোগ্রায়ৈ
 নমঃ । কণ্ঠগহ্বরে—হ্রীং জ্রীং হুং টং ঠং ডং ঢং ণং বজ্রায়ৈ নমঃ । হৃদয়ে—
 হ্রীং জ্রীং হুং তং থং দং ধং নং নীলায়ৈ নমঃ । নাভো—হ্রীং জ্রীং হুং পং ফং
 বং ভং মং সরস্বতায়ৈ নমঃ । লিঙ্গে—হ্রীং জ্রীং হুং য়ং রং লং বঁ কামেশ্বর্যৈ
 নমঃ । মূলাধারে—হ্রীং জ্রীং হুং শং ষং সং হং লং ঋং ভদ্রকাল্যৈ নমঃ ।
 ইতি তারাদিগ্য়াসঃ । ৮৩

মূলাধারে কামরূপং হৃদি জালকরং তথা ।

ললাটে পূর্ণগির্যাক্ষ্যমুড্ডীয়ানং তদুর্দ্ধ্বকম্ ॥ ৮৪

বারাণসীং ভ্রুবোর্মধ্যে জলন্তীং লোচনত্রেয়ে ।

মায়াবতীং মুখবৃন্তে কণ্ঠে অষ্টপুরীং ততঃ ।

অযোধ্যাং নাভিদেশে চ কট্যাং কাঞ্চীং বিনিদিশেৎ ॥ ৮৫

দশৈতানি প্রধানানি পীঠানি ক্রমতো বিহুঃ ।

ব্রহ্মদীর্ঘস্বরৈর্বর্গৈর্নমোস্তৈঃ ক্রমতো গৃহেৎ ॥ ৮৬

অথ প্রয়োগঃ—মূলাধারে হ্রীং জ্রীং হুং অং আং কং খং গং ঘং ঙং
 কামরূপ-পীঠায় নমঃ । হৃদয়ে—হ্রীং জ্রীং হুং ইং ঐং চং ছং জং ঝং ঞং
 জালকর-পীঠায় নমঃ । ললাটে—উং উং টং ঠং ডং ঢং ণং পূর্ণগিরি-পীঠায়
 নমঃ । ললাটোর্ধ্বে—হ্রীং জ্রীং হুং ঋং ঌং তং থং দং ধং নং উড্ডীয়ান-পীঠায়
 নমঃ । ভ্রুবোঃ—হ্রীং জ্রীং হুং ৯ং ১০ং পং ফং বং ভং মং বারাণসী-পীঠায় নমঃ ।
 লোচনত্রেয়ে—হ্রীং জ্রীং হুং এং ঐং যং রং লং বং জলন্তী-পীঠায় নমঃ ।
 মুখবৃন্তে—হ্রীং জ্রীং হুং ওং ঔং শং ষং সং হং মায়াবতী-পীঠায় নামঃ । কণ্ঠে—

গাস করিবেন । মূলোক্ত প্রকারে তারাদি গ্য়াস কর্তব্য । ৮২-৮৩

অনন্তর কামরূপাদি পীঠের গ্য়াস করিবেন । মূলাধারে কামরূপ, হৃদয়ে জালকর,
 ললাটে পূর্ণগিরি, ললাটের উর্ধ্বে ব্রহ্মরজে উড্ডীয়ান, ভ্রুবরের মধ্যে বারাণসী,
 লোচনত্রেয়ে জলন্তী, মুখবৃন্তে মায়াবতী, কণ্ঠে অষ্টপুরী, তাহার পর নাভি দেশে
 অযোধ্যা, কটিতে কাঞ্চীর গ্য়াস নির্দিষ্ট হইয়াছে । ৮৪-৮৫

এই দশটি প্রধান পীঠ ক্রমে ক্রমে গ্য়াস করিতে হইবে, জানিবেন । নমঃ অস্ত

হ্রীং হ্রীং হ্রুং অং অঃ লং কং অষ্টপুত্রী পীঠায় নমঃ । নাভিদেনে—হ্রীং
 ত্রীং হ্রুং অযোধ্যা-পীঠায় নমঃ । কট্যাং—হ্রীং হ্রীং হ্রুং কাঞ্চী-পীঠায় নমঃ^১ ।
 ইতি পীঠশাস্ত্রাঃ । ৮৭

ইতি ষোড়া চ কথিতা তারায়্যাঃ সর্বসিদ্ধিদা ।

অকোভ্যঃ সর্বজন্তুনাং শ্রাসস্ত্রাস্ত্র প্রসাদতঃ ॥ ৮৮

অকোভ্যঃ অধ্ব্যঃ শ্রাদ্ধিত্যর্থঃ । ইতি ক্রত্বয়ামলোক্তঃ ষোড়শশাস্ত্রাঃ ।

প্রকারান্তরম্ । যথা কালীতন্ত্রে—

মন্ত্রেণাস্ত্র^২রিতান্ কৃত্বা ষড়্ধা চ মাতৃকাং^৩ শ্রাসেৎ ।

ক্রমোংক্রমাদৃ^৪ বরারোহে ! তারাষোড়া প্রকীৰ্ত্তিতা ॥ ৮৯

কৃতেহস্মিন্ শ্রাসবর্যো তু সর্বং পাপং প্রণশ্যতি ।

যোগিনীনাং ভবেৎ পূজ্যঃ স দেবো ন তু মানুষ্যঃ ॥ ৯০

যং নমস্তি মহেশানি ! ষোড়া-পুটিত-বিগ্রহাঃ ।

অগ্নায়ুঃ স ভবেৎ সচো দেবতা কম্পতে ভিয়া ।

নাস্ত্যস্ত্র লোকে পূজ্যোহপি পিতৃ-মাতৃ-মুখো-জনঃ^৫ ॥ ৯১

হ্রু ও দীর্ঘ স্বরের সহিত ও বর্ণের সহিত ক্রমে ক্রমে এই দশটি পীঠের শ্রাস করিবেন ।
 মূলোক্ত প্রকারে এই শ্রাস কর্তব্য । ৮৬-৮৭

তারার সর্বসিদ্ধি প্রদা এই ষোড়শশাস্ত্র কথিত হইল । সমস্ত জীব এই শ্রাসের
 প্রসাদে অকোভা হন । অকোভ্যঃ—অধ্ব্য (অনভিভবনীয়) হন, এই অর্থ । ৮৮

ক্রত্বয়ামলোক্ত ষোড়শশাস্ত্র সমাপ্ত হইল

প্রকারান্তর ষোড়শশাস্ত্র । যেমন কালীতন্ত্রে বলিয়াছেন—হে বরারোহে ! প্রত্যেক
 মাতৃকাবর্ণকে উপাসিত তারা মন্ত্রের দ্বারা পুটিত করিয়া ক্রমে ও উৎক্রমে (অনুলোমে
 ও বিলোমে) শ্রাস করিবেন । ইহা তারাষোড়া নামে কীর্ত্তিত হইয়াছে । ৮৯

এই শ্রাসশ্রেষ্ঠ ষোড়শশাস্ত্র করিলে সমস্ত পাপ বিনষ্ট হয় এবং যোগিনীগণের পূজ্য
 হয় । সে দেবতা মানুষ নহে । ৯০

হে মহেশানি ! ষোড়াপুটিত-দেহ মনুষ্যগণ যাহাকে নমস্কার করে, সে সন্তঃ
 অগ্নায়ুঃ হয় । তাহাকে দেখিয়া দেবতা ভয়ে কাঁপিতে থাকেন । এই লোকে ইহাঁর
 সমান পূজ্যও নাই । পিতৃ-মাতৃ-প্রমুখ ব্যক্তিও পূজ্য নহে । ৯১

১। কাঞ্চীপীঠায় নমঃ । ইতি ষোড়া চ । ২। উপাসিত-মন্ত্রপুটিতানিত্যর্থঃ । ৩। প্রত্যেক
 মাতৃকাবর্ণানিত্যর্থঃ । ৪। ক্রমোংক্রমং বক্ষ্যতি শ্রাসঃ সংহারান্ত ইত্যাদিনা । ৫। খ—মুখোজনঃ ।
 তদ্বক্তং তদ্ব্যস্তরে ।

পিতৃ-মাত্ৰাদিরপি ন পূজ্য ইত্যর্থঃ । তদুক্তং তদ্বাস্তরে—

শ্রাসে^১ সর্পাঘিতাং সৃষ্ট্যা স্রুত্যা বিন্ধুস্তিকান্ শ্রাসেৎ ।

বিন্দু-সর্পাঘিতান্ শ্রাসেদ্ ডাঙর্ণান্ স্থিতি-বত্নানা ॥ ১২

সংস্রুতেদোষসংহারঃ সৃষ্টেস্তু স্রুত-পুষ্টয়ঃ ।

স্থিতেস্তু শান্তিবিদ্যাসমুদ্রাং কার্য্যা ত্রিধা মতঃ ॥ ১৩

শ্রাসঃ সংহারান্তো মন্দিরি-বৈখানসেযু বিহিতোহয়ম্ ।

স্থিত্যন্তো গৃহমেধিষু সৃষ্ট্যান্তো বর্গিনামিতি প্রাহঃ ॥ ১৪

বৈরাগ্য-যুক্তি গৃহস্থে সংহারান্তঃ কেচিদাহরাচার্য্যাঃ ।

সহজানৌ বনবাসিনি স্থিতিক্ বিদ্যার্থিনাং সৃষ্টিং চ ॥ ১৫

সহজানৌ^২ সত্রীকে । এতেন সৃষ্টি-স্থিতি-সংস্রুতি-ক্রমেণ কৰ্ত্তব্যম্ ।
যত্ৰ ধা চেতি । সৃষ্টি-স্থিতি-সংহার-স্থিত্যাভ্যংক্রমেণেত্যর্থঃ । সৃষ্টিরকারাদি-

পিতৃ-মাতৃযুগঃ, ইহার অর্থ—পিতৃ মাতৃরূপ ব্যক্তিও পূজ্য নহে । তাহাই তদ্বাস্তরে
বলিয়াছেন—

সৃষ্টি ক্রমে বিসর্গ যুক্ত করিয়া শ্রাস করিবে । সংহার ক্রমে অনুসার যুক্ত করিয়া
শ্রাস করিবে । সংস্থিতিক্রমে ডাদি বর্গগুলিকে অনুসার ও বিসর্গযুক্ত করিয়া শ্রাস
করিবে । ১২

এই সংহার শ্রাস হইতে দোষের নাশ, সৃষ্টি শ্রাস হইতে পুত্র ও পুষ্টি এবং
স্থিতিশ্রাস হইতে শান্তি স্থাপিত হয় । অতএব তিন প্রকারেই শ্রাস কৰ্ত্তব্য, ইহা উক্ত
হইয়াছে । ১৩

এই সংহারান্ত শ্রাস অর্থাৎ সৃষ্টি, স্থিতি ও সংহার মন্দিরি (ভিন্দু), বৈখানস
(বানপ্রস্থী) গণের মধ্যে বিহিত । গৃহস্থগণের মধ্যে স্থিতান্ত শ্রাস অর্থাৎ সৃষ্টি ও স্থিতি ।
বর্গিগণের (ব্রহ্মচারিগণের) মধ্যে কেবল সৃষ্টিশ্রাস বিহিত হইয়াছে । ১৪

বৈরাগ্যবান্ গৃহস্থগণের মধ্যে সংহার শ্রাস, সত্রীক বনবাসিগণের মধ্যে স্থিতিশ্রাস
এবং বিদ্যার্থিগণের মধ্যে সৃষ্টি শ্রাস—ইহা কোন আচার্য্য বলেন । ১৫

সহজানৌ—সত্রীকে । সৃষ্টি, স্থিতি, সংহার ক্রমেই এই শ্রাস কৰ্ত্তব্য । যত্ৰ ধা চ
ইহার অর্থ—সৃষ্টি, স্থিতি, সংহার, স্থিতি প্রভৃতি উৎক্রমে । সৃষ্টি—অকারাদি ককারান্ত ।

১। মন্ত্ৰেণাঘাতানিত্যাদিনা ২৭ যোক্তান্তরযুক্তং তৎ সৃষ্ট্যাভিক্রমেণৈব কৰ্ত্তব্যমিত্যাহ
তসেনিত্যাদিনা । ২। ৭—সহজানৌ বনবাসিনি স্থিতিক্ । বিদ্যার্থিনাং সৃষ্টিং । এতেন সৃষ্টি ।

ক্ষকারান্তঃ । স্থিতির্ডাদি-ঠান্তঃ । সংস্রুতিঃ ক্ষকারান্তকারান্তঃ । অথ ষোড়ান্তরম্
যথা ক্রত্ৰয়ামলে (৯৬)—

শূণু দেবি ! প্রবক্ষ্যামি গুহ্য-ষোড়া ত্রিয়ং শ্রিয়ে^১ ! ।

ন প্রকাশ্যমিদং কাপি মস্ত্রিণঃ কায়-শোধনে ॥ ৯৭

প্রণবং মাতৃকাবর্ণৈঃ পুটিতং মাতৃকাস্থলে ।

তেনৈব পুটিতং বর্ণং শ্রুসেং তত্ৰৈব পার্বতি ! ৯৮

মায়াবীজং তথা দেবি ! বিম্বস্তব্যং প্রযত্নতঃ ।

বধুবীজং তথা তৈব বিম্বসেং সুসমাহিতঃ ॥ ৯৯

কূর্চবীজং তথা দেবি ! শ্রুসনীয়মশেষতঃ ।

অস্ত্রৈশ্চৈব তথা শ্রুত্বা সকলং তদনন্তরম্ ॥ ১০০

গুহ্যষোড়া ত্রিয়ং দেবি ! ন প্রকাশ্যা কদাচন ।

অবশ্যং প্রত্যহং কার্য্যা ন পূজা ন জপস্তথা^২ ॥ ১০১

স্থিতি—ডাদি-ঠান্ত । সংহার—ক্ষকরাদি অকারান্ত । অনন্তর ষোড়ান্তর ক্রত্ৰয়ামলে
বলিয়াছেন (৯৬)—

হে দেবি ! আর একটি ষোড়া বলিতেছি, শ্রবণ কর । ইহা গুহ্য ষোড়া, ইহা
কোনও স্থলে প্রকাশ্য নহে । হে পার্বতি ! সামকের দেহস্তম্বির জন্ত মাতৃকাবর্ণের
দ্বারা প্রণবকে এবং প্রণবের দ্বারা মাতৃকাবর্ণকে পুটিত করিয়া সেই মাতৃকাস্থানেই
শ্রাস করিবেন । যেমন ললাটে অং ওঁ অং নমঃ, আং ওঁ আং নমঃ ইত্যাদি । ওঁ
অং ওঁ নমঃ, ওঁ আং ওঁ নমঃ ইত্যাদি । ৯৭ ৯৮

হে দেবি ! মায়াবীজকে সেইরূপ অর্থাৎ মায়াবীজকে অকারাদি বর্ণের দ্বারা
এবং মাতৃকাবর্ণগুলিকে মায়াবীজের দ্বারা পুটিত করিয়া যত্নপূর্বক শ্রাস করিবে ।
সুসমাহিত হইয়া বধুবীজকে মাতৃকাবর্ণগুলি দ্বারা এবং মাতৃকাবর্ণগুলিকে বধুবীজের
দ্বারা পুটিত করিয়া সেইরূপ মাতৃকাস্থানে শ্রাস করিবে । ৯৯

হে দেবি ! কূর্চবীজকে সেইরূপ মাতৃকাবর্ণগুলির দ্বারা এবং মাতৃকাবর্ণগুলিকে
কূর্চবীজের দ্বারা পুটিত করিয়া অশেষে শ্রাস করিবে । তাহার পর এইরূপ অস্ত্রকে
(ফটকে) মাতৃকাবর্ণের দ্বারা এবং মাতৃকাবর্ণকে ফট দ্বারা পুটিত করিয়া শ্রাস
করিয়া সকলকে সকল করিবে । ১০০

হে দেবি ! এই গুহ্য ষোড়া কখনও প্রকাশ্য নহে । প্রত্যহ ইহা অবশ্য করিবে ।
পূজা করিবে না । সেইরূপ জপ করিবে না । ১০১

এতৎ-করণে পূজা-জাপাকরণেহপি ন প্রত্যবায় ইতি ভাবার্থঃ ।
 এতেনাবশ্যকতা দশিতা । অথবা পূর্বোক্তা কালীষোঢ়া কর্তব্য । যথা
 যামলে (১০২)—

গুহ-যোঢ়া সদা কার্য্য তারণ্যা মন্ত্র-সিদ্ধয়ে ।

কালীষোঢ়াহথবা দেবি ! ন পূজা ন জপস্ততঃ ॥ ১০৩

ইতি ষোঢ়া-প্রকরণম্ ।

ততো মূলমুচ্চার্য্য শির আদি পাদ-পর্য্যন্তং পাদাদি-শিরোহস্তং হৃদাদি-
 মুখ-পর্য্যন্তং ব্যাপক ত্রয়ং শ্রুসেৎ । অথবা প্রণব-পুটিত-মূলেন ব্যাপক-শ্রাসং^১
 কুর্ঘ্যাৎ । তত্ক্ষণং ফেংকারীয়ে—

ওঁ কারপুটিতং কৃৎস্না মনুনা ব্যাপকং শ্রুসেৎ^২ ॥ ১

ততঃ পুষ্পং গৃহীত্বা বক্ষ্যমাণ-ধ্যান-শ্লোকং পঠন্ দেবতাং হৃদি চিস্তয়ন্
 শ্বশিরসি তৎ পুষ্পং বিদ্যম্ভ মানসৈরুপচারৈঃ সুধাসমুদ্র-মাংস-পর্বতাত্তৈ-
 নৈবেদ্য-রহিতৈরুক্ত-মানসপূজা-রীত্যা সংপূজ্য বিশেষার্থ্য-স্থাপনং কুর্ঘ্যাৎ । ২

ইহা করিলে পূজা, জপাদি না করিলেও প্রত্যবায় হয় না, ইহাই ভাবার্থ । ইহা
 দ্বারা ইহার আবশ্যকতা দশিত হইয়াছে । অথবা পূর্বোক্ত কালীষোঢ়াই কর্তব্য ।
 যেমন যামলে বলিয়াছেন (১০২)—

মন্ত্র সিদ্ধির জন্ত তারণীর গুহ যোঢ়া সর্বদাই কার্য্য । অথবা হে দেবি !
 কালীষোঢ়া করিবে । জপ ও পূজা করিবে না । ১০৩

ষোঢ়াপ্রকরণ সমাপ্ত হইল ।

অনন্তর ব্যাপক শ্রাস । অনন্তর ষোঢ়াশ্রাসের পরে মূলমন্ত্র উচ্চারণ করিয়া মন্তক
 হইতে পাদ পর্য্যন্ত, পাদ হইতে মন্তক পর্য্যন্ত, হৃদয় হইতে মুখ পর্য্যন্ত তিনবার ব্যাপক
 শ্রাস করিবে । অথবা প্রণব পুটিত মূলমন্ত্রের দ্বারা ব্যাপক শ্রাস করিবে । তাহাই
 ফেংকারীয়ে উক্ত হইরাছে—ওঁকার পুটিত করিয়া মূলমন্ত্রের দ্বারা ব্যাপক শ্রাস
 করিবে । ১

তাহার পর কূর্ম মূর্ত্তার পুষ্প লইয়া বক্ষমাণ ধ্যান শ্লোক পড়িতে পড়িতে দেবতাকে
 হৃদয়ে চিন্তা করিতে করিতে নিজের মন্তকে সেই পুষ্প রাখিয়া মানস উপচারে
 নৈবেদ্যরহিত সুধাসমুদ্র মাংসপর্বতাদি দ্বারা উক্ত মানসপূজার রীতিতে পূজা করিয়া
 বিশেষার্থ্য স্থাপন করিবে । ২

১। ষ—ব্যাপকশ্রাসং সমুদ্রা বা পুঞ্চা । ২। ষ—শ্রুসেৎ । ততোহর্ঘ্যস্থাপনম্ । যথা ইবাহে
 ত্রিকোণবৃত্ত ।

তদ যথা—অবামে আধারমুখ-ত্রিকোণ-বৃত্ত-চতুরশ্র-মণ্ডলং কৃতা সাধার-
পাত্রং মূলেন^১ প্রক্ষাল্য তত্র সংস্থাপ্য মূলেন শুদ্ধজলেনাপূর্য্য রক্তচন্দন-বিদ-
পত্রাক্রতাঙ্গাদীনি তত্র নিক্ষিপ্য^২ মং বহ্নিমণ্ডলায় দশকলাত্মনে নমঃ, অং সূর্য্য-
মণ্ডলায় দ্বাদশকলাত্মনে নমঃ, উং সোমমণ্ডলায় যোড়শকলাত্মনে নমঃ ইতি
ত্রিপদিকার্যাং পাত্রে জলে চ সম্পূজ্য ওং গঙ্গে চেত্যাদিনাকুশমুদ্রয়া সূর্য্য-
মণ্ডলাত্তীর্থমাবাহার্য্যাস্থাগ্রীশানুর-বায়ু-কোণেষু মধ্যো দিক্শু চ হ্রাং অখিলবাগ্-
রূপিণ্যৈ হৃদয়ায় নমঃ ইত্যাদিনা হ্রাং একজটায়ৈ হৃদয়ায় নমঃ ইত্যাদিনা বা
যথাযোগং ষড়ঙ্গানি বিষ্ঠাস্তার্ঘ্যপাত্রং মংস্রমুদ্রয়াচ্ছাভ্য তত্পরি মূলং দশধা
জপেৎ । তথাচ কালীতন্ত্রে—দশকৃত্বো জপেদ্বিষ্ঠাং দেবতা-ভাবসিদ্ধয়ে ॥ ৩

তদর্ঘ্যং^৩ ফড়িত্যস্ত্র-মুদ্রয়া সংরক্ষ্য হ্রিমিত্যবগুণ্ঠন-মুদ্রয়াবগুণ্ঠ্য ষমিতি
ধেনু-মুদ্রয়ামৃতীকৃত্য ভূতিনী-যোনি-মুদ্রে প্রদর্শ্য তেজোময়ং তজ্জলং বিভাব্য
তদক্ষিণে পাত্ৰমাচমনীয়ঞ্চ সংস্থাপ্যার্ঘ্য-জলং কিঞ্চিং প্রোক্ষণী-পাত্রস্থ-জলে

বিশেষার্ঘ্য স্থাপন যথা—নিজের বামভাগে মূলাধারমুখ ত্রিকোণ, বৃত্ত ও চতুরশ্র
মণ্ডল করিয়া সাধার পাত্রকে মূলের দ্বারা প্রক্ষালন করিয়া, সেই মণ্ডলে রাখিয়া, মূল
মন্ত্রে শুদ্ধ জলের দ্বারা সেই পাত্র পূরণ করিয়া, রক্তচন্দন, বিদ্যপত্র, গন্ধপুষ্প,
অক্ষত প্রভৃতি সেই পাত্রে নিক্ষেপ করিয়া, ওং মং বহ্নিমণ্ডলায় দশকলাত্মনে
নমঃ মন্ত্রে ত্রিপদিকাতে, ওং অং সূর্য্যমণ্ডলায় দ্বাদশকলাত্মনে নমঃ মন্ত্রে পাত্রে, ওং উং
সোমমণ্ডলায় যোড়শকলাত্মনে নমঃ মন্ত্রে জলে পূজা করিয়া, ওং গঙ্গে চ ইত্যাদি মন্ত্রে
অকুশ মুদ্রায় সূর্য্যমণ্ডল ইহাতে তীর্থ আবাহন করিয়া, অর্ঘ্যের অগ্নি, ঈশান, অমুর
(নিধতি) ও বায়ুকোণে মধ্যো ও দিক্‌সমূহে ওং হ্রাং অখিল-বাগ্‌রূপিণ্যৈ নমঃ
ইত্যাদি মন্ত্রে অথবা ওং হ্রাং একজটায়ৈ নমঃ ইত্যাদি মন্ত্রে যথাযোগ্য ষড়ঙ্গস্থাপন
করিয়া, অর্ঘ্যপাত্রকে মংস্র মুদ্রায় আচ্ছাদন করিয়া, সেই অর্ঘ্যপাত্রের উপরে দশবার
মূলমন্ত্র জপ করিবেন । সেইরূপ কালীতন্ত্রে বলিয়াছেন—দেবভাবের সিদ্ধির জন্য
দশবার বিষ্ঠা জপ করিবে । ৩

সেই অর্ঘ্য “ফট্” এই অস্ত্র মন্ত্রে অস্ত্রমুদ্রায় রক্ষা করিয়া, হ্রং এইমন্ত্রে অবগুণ্ঠন মুদ্রায়
অবগুণ্ঠন করিয়া, বং এই মন্ত্রে ধেনুমুদ্রায় অমৃতীকরণ করিয়া, ভূতিনী মুদ্রা ও যোনি
মুদ্রা দেখাইয়া, অর্ঘ্যজলকে তেজোময় ভাবনা করিয়া, সেই অর্ঘ্যের দক্ষিণে পাদ্য ও

১। খ—মূলেনেতি নাস্তি । ২। খ—নিক্ষিপ্যার্ঘ্যাস্থাগ্রীশানুর । ৩। খ—তদর্ঘ্যং অস্ত্রেণ
রক্ষ্য ধেনুযোনিমুদ্রে প্রদর্শ্য ।

নিক্রিয়া তেনোদকেনাত্মানং পূজোপকরণঞ্চাত্মকেন্দ^১ । বস্তুতত্ত্বতদ-বিষয়ে
ভূতশুদ্ধি-অনন্তরমেবাধ্যং কার্যম্ ।

ভূতশুদ্ধিঃ বিধায়াধ অধ্যাদি-স্থাপনকরেৎ ।

প্রাণায়ামং ততঃ কৃত্বা ঋত্বাদিষ্ঠাসমাচরেৎ ॥ ৪

ইতি ফেংকারীয়ে বিশেষ্যাভিধানাদিত্তি । ততঃ পুষ্পাঞ্জলিং রক্তচন্দন-
বিল্বপত্র-জবা-করবীরাপরাজিতা-পুষ্প-সমম্বিতং বিরচয়্যাত্মাভেদেন দেবীং
ধ্যায়েদ্ । যথা:—

প্রত্যালীঢ়-পদাৰ্পিতাঙ্ঘ্রি-শব-হৃদ ঘোরাট্টহাসা পরা

খড়্গোন্দীবর-কত্রি-খৰ্পরভূজা হুঙ্কারবীজোদ্ভবা ।

খৰ্বা নীলবিশাল-পিঙ্গল-জটাজুটোগ্রনাগৈশ্বৰ্যুতা

জাড্যং শাস্ত্র কপালকে ত্রিজগতাং হস্ত্যগ্রতারা স্বয়ম্ ॥ ৫

অস্মার্থঃ—পদং সংস্থানং, তথাচ প্রত্যালীঢ়-পদেন বামপদাকুঞ্চনসহকৃত-
মক্রিগপদ-প্রসারণরূপ-সংস্থানেনাৰ্পিতো অজিঘ্রুঃ শবহৃদি যয়া তাদৃশী । শবহৃদি

আচমনীয় স্থাপন করিয়া, বিশেষার্থের কিছু জল প্রোক্ষণী পাত্রে জলে নিক্ষেপ
করিয়া, সেই প্রোক্ষণী পাত্রে জলের দ্বারা নিজেকে পূজার উপকরণ সমূহকে
অভ্যক্ষণ করিবেন । বস্তুতঃ এই পূজা বিষয়ে ভূতশুদ্ধির অনন্তর বিশেষার্থ স্থাপন
কর্তব্য । বেহেতু—

অনন্তর ভূতশুদ্ধি করিয়া বিশেষার্থের স্থাপন করিবে । তাহার পর প্রাণায়াম
করিয়া ঋত্বাদিষ্ঠাস করিবে । ৪

এইরূপ বিশেষ উক্ত হইয়াছে । তাহার পর কূর্মমুদ্রায় রক্তচন্দন যুক্ত বিল্বপত্র
জবা, অপরাজিতা পুষ্প বিশিষ্ট পুষ্পাঞ্জলি রচনা করিয়া আত্মার সহিত অভেদে
দেবীকে ধ্যান করিবেন ।

ধ্যান-শ্লোকের অর্থ—শবের হৃদয়ে প্রত্যালীঢ় আকারে চরণ স্থাপন কারিণী, ঘোর
অট্টহাসকারিণী, পরা, বাহুচক্রে খড়্গা, ইন্দীবর, কত্রিকা ও খৰ্পরধারিণী, হুঙ্কার
বীজোদ্ভবা, খৰ্বা, নীল পিঙ্গল জটাজুটে মণ্ডিতা, উগ্রনাগ সমূহের দ্বারা ভূষিতা,
ত্রিজগতের জাড্য কপালে রাখিয়া স্বয়ং উগ্রতারা উহা নাশ করিতেছেন । ৫

সেই শ্লোকের অর্থ । পদ শব্দের অর্থ—সংস্থান অর্থাৎ সন্নিবেশ বা অবস্থান ।

১। খ—পূজোপকরণক ত্রিভূত্ব্য অর্থত দ্বিগুণে পাত্ৰাচমনীয়ে সংস্থাপয়েত । ভূতশুদ্ধিঅনন্তরমেবাং
কার্যম্ । যথা ফেংকারীয়ে—ভূতশুদ্ধিঃ ।

দক্ষিণপাদং প্রসারণেন নির্ভরং বিদ্যন্ত শবপাদ-অয়োপরি বাম-পাদমাকুঞ্চনেন
বিদ্যন্ত তিষ্ঠতীত্যর্থঃ । এবমেব প্রত্যালীঢ়-শব্দার্থঃ । যৎ তু শঙ্করাচার্য্য-কৃত-
স্তবে শবং বামপাদেন কণ্ঠে নিপীড়্য স্থিতাং দক্ষিণেনাঙ্গীনাঙ্গী নিপীড়্যোতি
দৃশ্যতে, তৎ তু রূপান্তর-পরতয়া ব্যত্যাসাঘয়েন বা সমর্থনীয়ম্ । ৬

নষেবং সংস্থান-বিশেষো যদি সর্বদৈব, তদা কদাচিদপ্যুপবেশনাদি ন
শ্রুতং, সর্বদৈব খড়্গাদি-যোগশ্চ শ্রাদ্ধিত্তি চেম্ অপরাপর-বেশাদেঃ সন্বেহপি
এতাদৃশ-রূপশ্চ ধ্যেয়ত্বেন নির্দেশাৎ । এবমেবা পরদেবতা-ধ্যানেহপি বোধ্যম্ । ৭

যদা প্রত্যালীঢ়ং পদং যন্তাঃ, সা প্রত্যালীঢ়পদা, অপিতোইত্তিঃ শবহৃদি
যয়া, সা অপিতাঙ্গী শবহৃদিত্তি পদদ্বয়মেকপদং বা । খড়্গাদি-সংস্থানস্ত
দক্ষিণোঙ্ক-বামোঙ্ক-দক্ষিণাঙ্গ-বামাঙ্গ-ক্রমেণ । হুঙ্কারেতি । হুঙ্কারবীজো-

সুতরাং প্রত্যালীঢ় পদের দ্বারা অর্থাৎ বামপাদের আকুঞ্চন সহকারে দক্ষিণপাদ
প্রসারণ রূপ সংস্থান দ্বারা শবের হৃদয়ে অর্পিত হইয়াছে দক্ষিণ অঙ্গী ঝাঁহার কর্তৃক,
তিনি তাদৃশী অর্থাৎ প্রত্যালীঢ় পদে অর্পিতাঙ্গী শবহৃৎ । শবের হৃদয়ে দক্ষিণ পাদ
প্রসারণের দ্বারা নির্ভরভাবে স্থাপন করিয়া, শবের পাদদ্বয়ের উপরে বামপাদকে
আকুঞ্চন করিয়া স্থাপনের দ্বারা দাঁড়াইয়া আছেন—এই অর্থ । ইহা প্রত্যালীঢ় শবের
অর্থ । শঙ্করাচার্য্য কৃত স্তবে—শবং বামপাদেন কণ্ঠে নিপীড়্য স্থিতাং দক্ষিণেনাঙ্গী
নিপীড়্য অর্থাৎ শবকে বামপাদের দ্বারা কণ্ঠে নিপীড়ন করিয়া দক্ষিণ অঙ্গী (চরণ)
দ্বারা দুই অঙ্গী পীড়ন করিয়া অবস্থিতা আছেন—এই যে অন্তরূপ দেখা যায়, তাহা
দেবীর অঙ্গমূর্ত্তি তাৎপর্য্যে অথবা বিপরীত অঙ্গের দ্বারা অর্থাৎ দক্ষিণেনাঙ্গীনাঙ্গী
শবং কণ্ঠে নিপীড়্য বামপাদেনাঙ্গী নিপীড়্য স্থিতাং অর্থাৎ দক্ষিণ চরণের দ্বারা
শবের কণ্ঠ নিপীড়ন করিয়া বামপাদের দ্বারা (শবের) পাদদ্বয় নিপীড়ন করিয়া
অবস্থিতা—এইরূপ অঙ্গের দ্বারা সমর্থন করিতে হইবে । ৬

আচ্ছা, এই সংস্থান বিশেষ যদি সর্বদাই থাকে, তবে কখনও তাঁহার উপবেশনাদি
হইবে না এবং সর্বদা খড়্গাদির সংযোগ থাকুক, এই যদি কেহ বলেন । তবে বলিব—
না । যেহেতু অস্ত্রাঙ্গ বেশ থাকিলেও এতাদৃশ রূপই ধোর বলিয়া শাস্ত্রের নির্দেশ
আছে । অস্ত্রাঙ্গ দেবতার ধ্যানেও এইরূপই বুঝিতে হইবে । ৭

অথবা প্রত্যালীঢ় পদ ঝাঁহার, তিনি প্রত্যালীঢ়-পদা, অর্পিত শবহৃদি, শব হৃদয়ে
অঙ্গী বং কর্তৃক তিনি অর্পিতাঙ্গী-শবহৃৎ । অতএব ইহা দুইটি পদ অথবা একটি
পদ । খড়্গাদি আয়ুধের অবস্থান কিন্তু দক্ষিণের উদ্বাহন্ত ও বামের উদ্বাহন্ত এবং
দক্ষিণের অধোহন্ত এবং বামের অধোহন্ত ক্রমে হইবে । হুঙ্কারবীজ এই কথার অর্থ—

পরিষ্টাদাবিভূতামিত্যর্থঃ । এতচ্ছব্দমস্মা ভূতশুদ্ধৌ । নীলেন্তি নীলো নীলবর্ণঃ
বিশাল-পিঙ্গল-জটাজুটশ্চ উগ্রনাগাশ্চ তৈষূতা । যদ্বা বিশালঃ পিঙ্গলো
জটাজুটৌ যন্তাঃ, সা তাদৃশী । ততশ্চ নীলয়া কর্মধারয়ঃ । তথাচ নীল-বিশাল-
পিঙ্গল-জটাজুটেত্যেকপদং বা । শেষং সুগমম্ । ৮

এদাদৃশ রূপস্য ধ্যেয়ত্বেন তদর্থোপস্থাপকতয়া ধ্যান-পত্ৰস্তাপি পাঠ্যতা ।
বস্তুতস্ত ধ্যান-পত্ৰস্তাবশ্য-পাঠ্যত্বং প্রচণ্ডচণ্ডিকা-প্রকরণে প্রোক্তম্ । তস্য চ
উপলক্ষণ-পবতয়া সার্বত্রিকতমিতি । ৯

এবং বিভাব্য কর-কলিত-দূর্বাকৃত-রক্তচন্দন-মিলিত-দিনকর-কিরণারুণ-
কুমুদাঞ্জলৌ মাতৃকা-যন্ত্রং ধাত্বা হৃদয়াদ্ মূল-মন্ত্র-তেজোময়ীং শুদ্ধজ্ঞান-চৈতন্য-
ময়ীং ষট্চক্র-ভেদেন শিরঃস্থিত-সহস্রদল-কমল-কণিকাস্তম্ভ-পরমশিবং
প্রাপ্য ক্রিয়া-সমভিব্যাহারেণ তদমৃতামুখৌ বিশ্রাম্য তদমৃত-লোলীভূতাং
চৈতন্যানন্দময়ীং তাং প্রবহন্-মাসাপুটাদানীয় মূলেন কলিত-মূর্ত্তাবাবাহয়েৎ ।
তদ্বাস্তরে (১০)—

হুংকার বীজের উপরিভাগে আবির্ভূতা । ইহার ভূতশুদ্ধিতে ইহা উক্ত হইয়াছে ।
নীল এই পদের অর্থ—নীল অর্থাৎ নীলবর্ণ যে বিশাল পিঙ্গল জটাজুট ও উগ্রনাগ
(কর্মধারয়) তাহাদের কর্তৃক যুতা (যুক্ত) অথবা বিশাল পিঙ্গল জটাজুট বাহার,
তিনি বিশাল পিঙ্গল জটাজুট, তাহার পর নীলা পদের সহিত কর্মধারয় । অথবা
তাহা হইলে নীল বিশাল পিঙ্গল জটাজুট এইটি একটি পদ । শেষ পদের অর্থ
সুগম । ৮

এতাদৃশ রূপটি ধ্যেয় বলিয়া সেই অর্থের (রূপের) উপস্থাপক বলিয়া ধ্যান য্লোক
পদ্ধিতে হয় । বস্তুতঃ ধ্যান য্লোক অবশ্য পাঠ্য, ইহা প্রচণ্ডচণ্ডিকা প্রকরণে উক্ত
হইয়াছে । সেইটির সকল ধ্যান-য়্লোকের উপলক্ষণে তাৎপর্য্য বলিয়া সকল হুসেই
প্রযোজ্য (পাঠ্য) । ৯

এই প্রকার রূপ (মূর্ত্তি) ধ্যান করিয়া করতল গৃহীত দূর্বাকৃত রক্তচন্দন যুক্ত সূর্য্য-
কিরণের দ্বারা অরুণ বর্ণ কুমুদাঞ্জলিতে মাতৃকা যন্ত্র ধ্যান করিয়া হৃদয় হইতে মূলমন্ত্র-
রূপ তেজোময়ী শুদ্ধ জ্ঞান চৈতন্যময়ী দেবীকে ষট্চক্রভেদের দ্বারা শিরঃস্থিত সহস্রদল
কমলের কণিকার অন্তর্গত পরমশিবের সহিত মিলিত করাইয়া ক্রিয়া সমভিহার দ্বারা
সেই অব্যত সিদ্ধিতে বিশ্রাম করাইয়া সেই অব্যতের দ্বারা লোলীভূতা চৈতন্যানন্দময়ী
সেই দেবীকে প্রবহমান নাসা পুটের দ্বারা আনিয়া মূলের দ্বারা কলিত মূর্ত্তিতে স্থাপন
করিয়া আবাহন করিবেন । যেমন তদ্বাস্তরে বলিয়াছেন (১০)—

দেবীং সুষুমা-মার্গেণ চানীয় ব্রহ্মরক্তকম্ ।

বহুমাঙ্গাপুটে ধ্যানা নির্যাস্তীং স্বাঞ্জলিস্থিতাম্ ।

পুষ্পে আরোপ্য তং পুষ্পং প্রতিমাদৌ নিধাপয়েৎ ॥ ১১

ততঃ— ওঁ দেবেশি ! ভক্তিসুলভে ! পরিবার-সমন্বিতে ।

সাবদ্যং পূজয়িষ্যামি তবৎ তং সুস্থিরা ভব ॥

ইতি পঠিত্ব তত্তমাস্ত্রাবাহনাদিকং কুর্য্যাৎ । যথা—ওঁ শ্রীমদেকজটে ইহাবহাবহ^১ ইত্যনামিকা-মূলপর্ব-গতাজুষ্ঠাজুলিরূপাবাহনমুদ্রাং দর্শয়ন্ত্রাবাহনম্, ইহ তিষ্ঠ তিষ্ঠ ইতি তমেবাধোমুখং^২ স্থাপনমুদ্রাখ্যং দর্শয়ন্ স্থাপনম্, ইহ সন্নিধেহি সন্নিধেহি ইত্যাক্ষাজুষ্ঠমুষ্টিযুগং^৩ সন্নিধাপন-মুদ্রাখ্যং দর্শয়ন্ সন্নিধাপনম্, ইহ সন্নিরুধ্যস্ব সন্নিরুধ্যস্ব ইতি গতিতাজুষ্ঠমুষ্টিযুগং^৪ সন্নিরোধন-মুদ্রাখ্যং দর্শয়ন্ সন্নিরোধনম্, অত্রাধিষ্ঠানং কুরু মম পূজাং গৃহাণেতি উত্তান-মুষ্টি-যুগলাত্মক-সংস্মখীকরণ-মুদ্রাং দর্শয়ন্ সংস্মখীকরণম্ । দেবাজ্ঞে-ষড়ঙ্গ-শাসাত্মক-সকলীকরণম্ । হুমিত্যবগুষ্ঠনমুদ্রাং দর্শয়ন্তবগুষ্ঠনম্ । বমিতি

সুষুমাপথে দেবীকে ব্রহ্মরক্তে আনিয়া প্রবহমান নাস পুট হইতে নির্গমনকারিণী নিজ অঞ্জলি স্থিত পুষ্পে দেবীকে ধ্যান করিয়া সেই পুষ্পে স্থাপন করিয়া সেই পুষ্পকে প্রতিমাদিতে স্থাপন করিবেন । ১১

তাহার পর ওঁ দেবেশি ! ভক্তিসুলভে ইত্যাদি মূলোক্ত শ্লোক মন্ত্র পড়িয়া সেই সেই নামে আবাহন করিবেন । যথা—ওঁ শ্রীমদেকজটে ইহাবহ ইহাবহ এই মন্ত্রে অনামিকা মূলপর্বগত অজুষ্ঠাজুলিরূপ আবাহন মুদ্রা দেখাইয়া আবাহন, ইহ তিষ্ঠ ইহ তিষ্ঠ এই মন্ত্রে সেই অঞ্জলিকে অধোমুখে স্থাপন রূপ স্থাপনী মুদ্রা দেখাইয়া স্থাপন, ইহ সন্নিধেহি ইহ সন্নিধেহি বলিয়া উদ্ধর্ষাজুষ্ঠ মুষ্টিদ্বয় রূপ সন্নিধাপন মুদ্রা দেখাইয়া সন্নিধাপন, ইহ সন্নিরুধ্যস্ব ইহ সন্নিরুধ্যস্ব বলিয়া মুষ্টিগত অজুষ্ঠ মুষ্টিদ্বয়-রূপ সন্নিরোধন মুদ্রা দেখাইয়া সন্নিরোধন, অত্রাধিষ্ঠানং কুরু, নম পূজাং গৃহাণ বলিয়া উত্তান মুষ্টি যুগলরূপ সংস্মখীকরণ মুদ্রা দেখাইয়া সংস্মখীকরণ করিবেন । দেবীর অঙ্গে ষড়ঙ্গশাসকে সকলীকরণ বলেন । হুং বলিয়া অবগুষ্ঠন মুদ্রা দেখাইয়া অবগুষ্ঠন, বং বলিয়া বেনু

১। খ—ইহাগচ্ছ ইত্যঞ্জলিং দর্শয়েৎ । ২। খ—অধোমুখং ইহ সন্নিধেহি । ৩। খ—মুষ্টিযুগং ইহ সন্নিরুধ্যস্ব । ৪। খ—মুষ্টিযুগং দর্শয়েৎ । ততোহবগুষ্ঠনমুদ্রয়া কবচেনাবগুষ্ঠা ধেনুমুদ্রয়া পবনীকৃত্যাধোজুষ্ঠ-প্রসারিতমুষ্টিযুগলেন সংস্মখীকুর্য্যাৎ । ততো বোস্তাদি পঞ্চমুদ্রা-বীজ সহিতা দর্শয়েৎ । আবাহনাদি ।

যেহুমুদ্রাং দর্শয়ন্নমৃতীকরণম্ । অমৃতোহমৃতগ্রথিতাদ্রুষ্ঠ-প্রসারিত-করদ্বয়াদ্বল্যা-
 স্তক-মহামুদ্রাং দর্শয়ন্মায়ুধাভরণাদিভিঃ পূর্ণীকরণরূপং পরমীকরণং কুর্যাৎ ।
 ততো যোনি-ভূতিনী-বীজদানব-ধুমকেতু-লেলিহাখ্যাঃ পঞ্চমুদ্রাঃ সবিন্দ্বকা-
 দশবর-মায়া-বাগ্ভব-বধু-কুর্চানাং যথাক্রমমেকৈক-বীজমুক্তাঃ দর্শয়েৎ ।
 “আবাহনাদিমুদ্রাভিঃ পঞ্চমুদ্রাঃ প্রদর্শয়ে”দিতি ভৈরবীয়াৎ । তাস্ত মুদ্রা-
 প্রকরণেহনুসন্ধেয়াঃ^১ । ততঃ লেলিহা-মুদ্রয়া স্পৃষ্টা তত্তনান্না আং হ্রীং ক্রোং
 স্বাহা শ্রীমদেকজটায়্যাঃ প্রাণা ইহপ্রাণা ইত্যাদিক্রমেণ প্রাণপ্রতিষ্ঠাং^২ কুর্যাৎ ।
 অত্রৈতাদৃশমস্ত্রোহপ্রসিদ্ধপ্রমাণ-বচনকোহপি পূর্ব-পূর্ব-পদ্ধতিকার-লিখনানু-
 সারাদনুমিত-প্রমাণকঃ । তত আদৌ মূলমুচ্চার্য্য তদনন্তরং শ্রীমদেকজটে
 বজ্রপুষ্পং প্রতীচ্ছ হুং ফট্ স্বাহেতি মন্ত্রমুচ্চার্য্য চ এতৎপাদ্যং ওঁ শ্রীমদেক-
 জটায়ৈ নমঃ ইত্যাদি-ক্রমেণ চতুর্থ্যন্ত-তত্তনান্না ষোড়শোপচারৈরষ্টোপচারৈঃ
 পঞ্চোপচারৈর্বা যথাশক্তি পূজয়েৎ । অর্ধ্যাং স্বাহা-পদেন । আচমনীয়-মধুপকৌ

মুদ্রা দেখাইয়া অমৃতীকরণ, অঙ্গুষ্ঠদ্বয়কে পরস্পর গ্রথিত করিয়া প্রসারিত করদ্বয়ের
 অঙ্গুলি রূপ মহামুদ্রা দেখাইয়া আভরণাদি দ্বারা পূর্ণীকরণ-রূপ পরমীকরণ করিবেন ।
 তাহার পর সবিন্দু একাদশ বর (ঐং), মায়া (হ্রীং) বাগ্ভব (ঐং), বধু (স্ত্রীং) ও কুর্চ
 (হুং) ইহাদের এক একটি বীজ যথাক্রমে উচ্চারণ করিয়া যোনি, ভূতিনী, বীজ দানব,
 ধুমকেতু ও লেলিহা নামক মুদ্রাগুলি দেখাইবেন । যেহেতু “আবাহনাদিমুদ্রাভিঃ
 পঞ্চমুদ্রাঃ প্রদর্শয়েৎ” অর্থাৎ আবাহনাদি মুদ্রাসমূহের সহিত পঞ্চমুদ্রা দেখাইবেন—
 এইরূপ বচন আছে । সেই পঞ্চমুদ্রা প্রকরণে অনুসন্ধান । তাহার পর লেলিহা
 মুদ্রা দ্বারা স্পর্শ করিয়া সেই সেই নামের দ্বারা আং হ্রীং ক্রোং স্বাহা শ্রীমদেকজটায়্যাঃ
 প্রাণা ইহ প্রাণাঃ ইত্যাদি ক্রমে প্রাণপ্রতিষ্ঠা করিবেন । এই প্রাণপ্রতিষ্ঠা স্থলে প্রাণ
 প্রতিষ্ঠার মন্ত্র অপ্রসিদ্ধ প্রমাণ-বচন বিশিষ্ট হইলেও পূর্ব পূর্ব পদ্ধতিকারের লেখা
 অনুসারে লিখিত হওয়ার উহার প্রামাণিক বচন আছে অনুমিত হয় । তাহার পর
 প্রথমে মূলমন্ত্র উচ্চারণ করিয়া তাহার পর শ্রীমদেকজটে বজ্র পুষ্পং প্রতীচ্ছ হুং ফট্
 স্বাহা এই মন্ত্র উচ্চারণ করিয়া এতৎ পাদ্যং ওঁ শ্রীমদেকজটায়ৈ নমঃ ইত্যাদি ক্রমে চতুর্থী
 বিভক্তি অন্ত সেই সেই নামের দ্বারা শক্তি অনুসারে ষোড়শ উপচারে, অষ্ট

১। স্ব—অনুসন্ধেয়াঃ ততঃ আং হ্রীং ক্রোং হংসঃ স্বাহা । ২। স্ব—প্রাণপ্রতিষ্ঠাং কৃত্বা
 দেবান্বেদমন্ত্রাসং কৃত্বা মূলমুচ্চার্য্য শ্রীমদেকজটে বজ্র পুষ্পং প্রতীচ্ছ হুং ফট্ স্বাহা এতৎ পাদ্যং...
 ইত্যাদিক্রমেণ ষোড়শোপচারৈঃ ।

অধা-পদেন । পুষ্পং বৌষট্-পদেন । সৰ্বমন্ত্ৰায়মঃ-পদেন দেয়ম্ । তথাচ
ফেৎকারিণ্যাং—শ্রীমদেকজটে উক্ত্য বজ্রপুষ্পং প্রতীচ্ছ চ ।

তারাদি-বহ্নিজায়াস্তমুদীৰ্ঘ্য যজ্ঞনঞ্চরেৎ ॥ ইতি ॥ ১২

তারঃ কূৰ্চং তদাদি হুঁ ফড়িত্যর্থঃ । স চ বহ্নিজায়াস্তঃ^১ ইতি । অত্র মন্ত্ৰে
নামোহো ন কার্য্যঃ, সৰ্ব-সাধারণ্যেনোক্তত্বাৎ । কস্তাঞ্চিং প্রাচীন-পদ্ধতৌ তু
বিশেষঃ—ওঁ ভগবত্যেকজটে হ্রীঁ বিগুন্ধধর্মগাত্রি সৰ্বপাপানি তারয়
সৰ্ববিকল্পানপনয় হুঁ ফট্ স্বাহা পাঢ়ং নমঃ । ওঁ মণিধরিবজ্রণি মহাপ্রতিসরে
ইদমৰ্ঘ্যং স্বাহা । ওঁ তারিণি হ্রীঁ ইদমাচমনীয়ং স্বধা । হ্রীঁ কপালিকে
মধুপৰ্কঃ স্বধা । শ্রীমদেকজটে ইদমাচমনীয়ং সুগন্ধিজলং নমঃ । গন্ধ-পুষ্পয়ো-
বিশেষত্বয়ম্—পরমানন্দসৌরভ্য-পরিপূর্ণদিগন্তরম্ । গৃহাণ পরমং গন্ধং
কৃপয়া পরমেশ্বর ! ॥ শ্রীমদেকজটে এষ গন্ধো নমঃ । তুরীয়বন-সমুত্তং নানা-

উপাচারে অথবা পঞ্চোপচারের দ্বারা পূজা করিবেন । স্বাহা পদের দ্বারা অধা,
অধাপদের দ্বারা আচমন ও মধুপৰ্ক, বৌষট্-পদের দ্বারা পুষ্প, নমঃ পদের দ্বারা
অন্ত সমস্ত দিবেন । তাহাই ফেৎকারিণী তন্ত্ৰে বলিয়াছে—

শ্রীমদেকজটে ও বজ্রপুষ্পং প্রতীচ্ছ বলিয়া তারাদি স্বাহান্ত অর্থাৎ শ্রীমদেকজটে
বজ্রপুষ্পং প্রতীচ্ছ হুং ফট্ স্বাহা বলিয়া যজ্ঞন (দেবপূজা) করিবে । ১২

তার হইতেছে, কূৰ্চং (হুং) তদাদি অর্থাৎ হুং ফট্ এই অর্থ । সেই হুং ফট্-টি
বহ্নিজায়াস্ত (স্বাহান্ত) হইবে । এই মন্ত্ৰে নামের উচ্চ করিবে না ; যেহেতু উহা সৰ্ব-
সাধারণরূপে উক্ত হইয়াছে । কোন প্রাচীন পদ্ধতিতে এইরূপ বিশেষ আছে—ওঁ
ভগবত্যেকজটে হ্রীং বিগুন্ধ-সৰ্বগাত্রি সৰ্বপাপানি তারয় সৰ্ববিকল্পানপনয় হুং ফট্ স্বাহা
পাঢ়ং নমঃ । ওঁ মণিধরিবজ্রণী মহাপ্রতিসরে ইদমৰ্ঘ্যং স্বাহা । ওঁ তারিণি । হ্রীং
ইদমাচমনীয়ং স্বধা । হ্রীং কপালিকে মধুপৰ্কঃ স্বধা । শ্রীমদেকজটে ইদমাচনীয়ং সুগন্ধি-
জলং নমঃ । গন্ধ ও পুষ্পের এই বিশেষ—

পরমানন্দ-সৌরভ্য-পরিপূর্ণ-দিগন্তরম্ । (যে পরমানন্দ জনক সৌরভে দিগন্তর
পরিপূর্ণ) গৃহাণ পরমং গন্ধং কৃপয়া পরমেশ্বর ! (পরমেশ্বর ! কপাপূর্বক শ্রেষ্ঠ গন্ধ
গ্রহণ করুন ।) শ্রীমদেকজটে । এষ গন্ধো নমঃ । তুরীয় বনসমুত্তং নানাগুণমহোৎসবম্ ।
(তুরীয় বনজাত নানাগুণের মহোৎসবভূমি) । আনন্দ সৌরভ্যং পুষ্পং গৃহতাং
পরমেশ্বর ! । (হে পরমেশ্বর ! আনন্দরূপ সৌরভযুক্ত পুষ্পকে গ্রহণ করুন)

গুণমহোৎসবম্ । আনন্দ-সৌরভং পুষ্পং গৃহতাং পরমেশ্বরী ! ॥ এতাদৃশী
বাক্যরচনা বিদ্যাধরাচার্য্য সম্মতা । মহাতন্ত্রে তারিণীনির্ণয়ে (১৩)—

প্রণবাস্তগবত্যেকজটে মায়া ততঃ পরম্ ।

বিশুদ্ধধর্মগাত্রিতঃ সর্বপাপানি তৎপরম্ ॥ ১৪

তারয় সর্ববিকল্পানপনয় হুং ফট্ শিরঃ ।

অয়ং পাদুমহুর্দেবি ! আচমনীয়মহুং শৃণু ॥ ১৫

তারং তারিণি মায়েতি তারো মায়া ততঃ পরম্ ।

মণিধরিবজ্রিনীতি মহাপ্রতিসরে মনুঃ ।

মায়া কপালিকে মন্ত্রো মধুপর্কে সুরেশ্বরী ! ॥ ১৬

তারো মায়েত্যাদি মন্ত্রস্তু পরিশেষাদর্ঘ্যস্য । বিশেষস্তু ওঁ জয়ধ্বনি মন্ত্রমাতঃ
স্বাহেতি ঘণ্টাং সংপূজ্য বামপাণিনা বাদয়ন্ নীচৈধূর্পমুচ্চৈর্দীপং নিবেদ্য নৈবেদ্যং
কড়িতি প্রোক্য চক্রমুদ্রয়াভিরক্ষ্য তত্‌পরি মূলমষ্টধা জপ্ত্বা ধেনুমুদ্রয়াযুতী-

শ্রীমদেকজটে এতানি পুষ্পানি ঘোষট্ মন্ত্রে পুষ্প দিবেন । এতাদৃশ বাক্যের রচনা
বিদ্যাধরাচার্য্যের সম্মত । মহাতন্ত্র তারিণী-নির্ণয়ে বজ্রিয়াছেন (১৩)—

প্রণবের পরে ভগবত্যেকজটে ! মায়া (হ্রীং) তাহার পর বিশুদ্ধগাত্রির পরে
সর্বপাপানি তাহার পর তারয় সর্ববিকল্পানপনয় হুং ফট্ ও শিরঃ (স্বাহা) । হে দেবি ।
অর্ঘ্যং ও ভগবত্যেকজটে হ্রীং বিশুদ্ধ-ধর্মগাত্রি । সর্বপাপানি তারয় সর্ববিকল্পানপনয়
হুং ফট্ স্বাহা—এইটি পাদ মন্ত্র । আচমনীকৃত মন্ত্র শ্রবণ কর । ১৪-১৫

হে সুরেশ্বরী । তার (ওঁ) তারিণি ! মায়া (হ্রী) অর্ঘ্যং ও তারিণি । হ্রীং
এইটি আচমন মন্ত্র । তার ও মায়া, তাহার পর মণিধরিবজ্রিনি । মহাপ্রতিসরে । এইটি
অর্ঘ্যমন্ত্র । মায়া ও কপালি—এইটি মধুপর্কের মন্ত্র । ১৬

তারো মায়া ইত্যাদি মন্ত্রটি পরিশেষে অর্ঘ্যের হয় । বিশেষ কিন্তু এই যে, ওঁ
জয়ধ্বনি মন্ত্রমাতঃ স্বাহা মন্ত্রে ঘণ্টাকে পূজা করিয়া বামহাতে সেই ঘণ্টা বাজাইতে
বাজাইতে দেবীর নিম্নদেশে ধূপ, উচ্চদেশে দীপ দিবেন । নৈবেদ্যকে ফট্ মন্ত্রে
প্রোক্ষণ করিয়া চক্রমুদ্রা দ্বারা চৈদিক রক্ষা করিয়া, সেই নৈবেদ্যের উপরে মূলমন্ত্র

১। খ—সুরেশ্বরী । ততো ঘোষনিমুদ্রাং ।

অধোপচারমন্ত্রাঃ—পাদ্যক পাদঘোষদীপ্যাম্বোহন্তেন চ মন্ত্রবিৎ । নিরোমন্ত্রণ-দেবেনি অর্ঘ্যং
দদ্যাচ্ছিরোপরি । আচমনং মধুপর্কং স্বধামন্ত্রণ বৈ মুখে । স্বানং গন্ধং জ্বা দদ্যাৎ পুষ্পানি
স্বাধিত্যপি । ততো নিবেদনাদীতি সর্বং দদ্যান্মহেশ্বরী ।

কৃত্যোক্ত-মন্ত্ৰেণ দত্তাং । ততঃ পানার্থজলমাচমনীয়াদি চ দত্তা শিরো-হৃদয়-
মুলাধার-পাদ-সর্বাঙ্গেষু পুষ্পাঞ্জলি-পঞ্চকং দত্তাং । ততো যোনিমুদ্রাং প্রদর্শ্য
দেবি ! আজ্ঞাপয় ভবত্যা পরিবারান্ পূজয়ামীতি সংপ্রার্থ্যাবরণানি
পূজায়েৎ । ১৭

তদ্ যথা—কেশরেখগ্নীশানুর-বায়ুযু মধ্যো দিক্ষু ষড়ঙ্গানি পূজায়েৎ । হ্রীং
একজটায়ৈ হৃদয়ায় নমঃ ইত্যাগ্রো । হ্রীং তারিণ্যৈ শিরসে স্বাহা ইতীশানে ।
হ্রীং বজ্রোদকে শিখায়ৈ বষট্ ইতি নৈঋতে । হ্রীং উগ্রজটে কবচায় হ্রমিতি
বায়ো । মধ্যো হ্রীং মহাপ্রতিসরে নেত্রত্রয়ায় বৌষট্ । চতুর্দিক্ষু—হ্রঃ
পিক্সোত্রৈকজটে অস্ত্রায় ফট্ । নীলসরস্বতী-বিষয়ে তু হ্রাং অখিলবাগুরুপিণ্যৈ
হৃদয়ায় নমঃ ইত্যাদিনা ষড়ঙ্গানি পূজায়েৎ । অগ্ন্যাди-ব্যবস্থা তু পূজ্য-পূজক-
য়োর্মধ্যদেশস্ত পূর্বত্বমাদৃত্য । ততো দেব্যা মোলৌ ওঁ অক্ষোভ্য বজ্রপুষ্পং
প্রতীচ্ছ হ্রুং ফট্ স্বাহেতি মন্ত্ৰেণাক্ষোভ্যং পূজায়েৎ^১ । ততঃ পীঠস্থোত্তরে

আটবার জপ করিয়া, যেনুমুদ্রা দ্বারা অমৃতীকরণ করিয়া উক্তমন্ত্ৰে দেবীকে নিবেদন
করিবেন । তাহার পর পানার্থ জল ও আচমনীয় প্রভৃতি দিয়া, মস্তক, হৃদয়, মুলাধার,
পাদ ও সর্বাঙ্গে পাঁচটি পুষ্পাঞ্জলি দিয়া, যোনি মুদ্রা দেখাইয়া, প্রার্থনা মুদ্রায় “দেবি !
আজ্ঞাপন্ন ভবত্যাঃ পরিবারান্ পূজয়ামি” বলিয়া প্রার্থনা করিয়া আবরণ দেবতা
সমূহকে পূজা করিবেন । ১৭

আবরণ পূজা যথা—কেশর সমূহের অগ্নি, ঈশান, নৈঋত ও বায়ুকোণে ষড়ঙ্গের
পূজা করিবেন । অগ্নিকোণে ওঁ হ্রাং একজটায়ৈ হৃদয়ায় নমঃ । ঈশানে—ওঁ হ্রীং
তারিণ্যৈ শিরসে স্বাহা । নৈঋতে—ওঁ হ্রুং বজ্রোদকে শিখায়ৈ বষট্ । বায়ু কোণে—
ওঁ হ্রুং উগ্রজটে কবচায় হ্রং । মধ্যো—ওঁ হ্রোঃ মহাপ্রতিসরে নেত্রত্রয়ায় বৌষট্ ।
চারিদিকে—ওঁ হ্রঃ পিক্সোত্রৈকজটে অস্ত্রায় ফট্ মন্ত্ৰে ষড়ঙ্গের পূজা করিবেন ।
নীল সরস্বতী বিষয়ে কিন্তু ওঁ হ্রাং অখিল-বাগুরুপিণ্যৈ হৃদয়ায় নমঃ ইত্যাদি পূর্বোক্ত
মন্ত্ৰে ষড়ঙ্গের পূজা করিবেন । পূজ্য ও পূজকের মধ্য দেশকে পূর্বদিক স্বীকার করিয়া
অগ্ন্যাদি কোণের ব্যবস্থা হইবে । তাহার পর দেবীর মস্তকে ওঁ অক্ষোভ্য বজ্রপুষ্পং
প্রতীচ্ছ হ্রুং ফট্ স্বাহা এই মন্ত্ৰে অক্ষোভ্যকে পূজা করিবেন । তাহার পর পীঠের
উত্তরে বায়ুকোণ হইতে ঈশান কোণ পর্যন্ত ওরুপভুক্তিকে পূজা করিবেন । যথা—

১। ঋ—অক্ষোভ্যং পূজায়েৎ । তদুক্তং কেংকারীয়ে—এবং বহিঃকারান্তং বজ্রপুষ্পাং বিনির্দিপেৎ০
ততঃ পীঠস্থোত্তরে ।

বায়ব্যাদীশং পর্যাস্তং গুরুপঙ্তিঃ পূজয়েৎ । যথা—উর্দ্ধকেশানন্দনাথ
বজ্রপুষ্পং প্রতীচ্ছ হুং ফট্ স্বাহেতি । তথা চ ফেৎকারীয়ে^১ (১৮)—

বজ্রপুষ্পং প্রতীচ্ছতি হুং ফট্ স্বাহেতি মন্ত্রতঃ ।

এতন্মন্ত্রে নামমাত্রং ভিন্নকৈব ন সংশয়ঃ ।

অমুনা মনুনা সর্বান পরিবারান্ সমর্চয়েৎ ॥ ১৯

এবং ব্যোমকেশানন্দনাথ-নীলকণ্ঠানন্দনাথ-বৃষধ্বজানন্দনাথান্ ।^২ এতে
দিব্যৌষাঃ । এবং বশিষ্ঠানন্দনাথ-কূর্মনাথানন্দনাথ-মীননাথানন্দনাথ-মহেশ্বরান-
ন্দনাথ-হরিনাথানন্দনাথান্^৩ এতে সিদ্ধৌষাঃ । এবং তারাবতাস্ব-ভানুমত্যস্ব-
জয়স্ব-বিদ্যাস্ব-মহোদর্যস্ব-সুখানন্দনাথ-পরানন্দনাথ-পারিজাতানন্দনাথ-কুলে-
শ্বরানন্দনাথ-বিক্রপাঙ্কানন্দনাথ-ফেরব্যস্বাঃ^৪ । এতে মানবৌষাঃ । তথাচ বীর-
তন্ত্রে (২০)— অথ তারা-গুরুন বক্ষ্যে দৃষ্টাদৃষ্ট-ফলপ্রদান্ ।

উর্দ্ধকেশো ব্যোমকেশো নীলকণ্ঠো বৃষধ্বজঃ ।

দিব্যৌষাঃ সিদ্ধিদা বৎসা সিদ্ধৌষান্ শৃণু যত্নতঃ ॥ ২১

ওঁ উর্দ্ধকেশানন্দনাথ বজ্রপুষ্পং প্রতীচ্ছ হুং ফট্ স্বাহা মন্ত্রে পূজা করিবেন ।
তাহাই ফেৎকারীয়তন্ত্রে বলিয়াছেন (১৮)—

বজ্রপুষ্পং প্রতীচ্ছ এই পদ হুং ফট্ স্বাহা এই মন্ত্রের অর্থাৎ বজ্রপুষ্পং প্রতীচ্ছ হুং
ফট্ স্বাহা এই মন্ত্রের আদিতে গুরুপঙ্তির এক একটি নাম দিবে । এই মন্ত্রে নাম
মাত্রই ভিন্ন । ইহাতে কোন সংশয় নাই । এই মন্ত্রের দ্বারা সমস্ত পরিবারকে
অর্চনা করিবে । ১৯

এইরূপ ব্যোমকেশানন্দনাথ, নীলকণ্ঠানন্দনাথ, বৃষধ্বজানন্দনাথকে পূজা করিবেন ।
ইহারা দিব্যৌষ । এইরূপ বশিষ্ঠানন্দনাথ, কূর্মনাথানন্দনাথ, মীননাথানন্দনাথ,
মহেশ্বরানন্দনাথ, হরিনাথানন্দনাথকে পূজা করিবেন । ইহারা সিদ্ধৌষ । এইরূপ
তারাবতাস্ব, ভানুমত্যস্ব, জয়স্ব, বিদ্যাস্ব, মহোদর্যস্ব, সুখানন্দনাথ, পরানন্দনাথ,
পারিজাতানন্দনাথ, কুলেশ্বরানন্দনাথ, বিক্রপাঙ্কানন্দনাথ, ফেরব্যস্বকে পূজা করিবেন ।
ইহারা মানবৌষ । (উর্দ্ধকেশানন্দনাথের মন্ত্রের দ্বারা মন্ত্রে পূজা কর্তব্য ।)
তাহাই বীরতন্ত্রে বলিয়াছেন (২০)—

অনন্তর দৃষ্ট ও অদৃষ্টফলপ্রদ তারার গুরুসমূহকে বলিব । উর্দ্ধকেশ, ব্যোমকেশ,
নীলকণ্ঠ, বৃষধ্বজ ইহারা সিদ্ধিপ্রদ দিব্যৌষ । বৎসা ! যত্নপূর্বক সিদ্ধৌষ গ্রহণ কর । ২১

১। খ—ফেৎকারীয়ে ইতি নাস্তি । ২। খ—বৃষধ্বজানন্দনাথান্ পূজয়েৎ । এতে দিব্যৌষাঃ ।
বশিষ্ঠানন্দ । ৩। খ—হরিনাথানন্দনাথান্ পূজয়েৎ । এতে সিদ্ধৌষাঃ । ৪। খ—ফেরব্যস্ব
সর্বত্র বজ্রোত্যাदिना পূজয়েৎ । এতে মানবৌষাঃ । তথাচ বীরতন্ত্রে—

বশিষ্ঠঃ কূৰ্মনাথশ্চ মীননাথো মহেশ্বরঃ ।

হরিনাথো মানবোধান্ শৃণু বক্ষ্যামি তদগুরুন ॥ ২২

তারাবতী ভানুমতী জয়া বিজা মহেশ্বরী ।

সুখানন্দঃ পরানন্দঃ পারিজাতঃ কুলেশ্বরঃ ।

বিক্রপাক্ষঃ ফেরবী চ কথিতং তারিণীকুলম্ ॥ ২৩

আনন্দনাথ-শকাস্তা গুরবঃ সর্বসিদ্ধিদাঃ ।

জিয়োহপি গুরুরূপাশ্চ অম্বাস্তাঃ পরিকীৰ্ত্তিতাঃ ॥ ২৪

ভৈরবতন্ত্ৰে— ঋগ্মন্তা গুরবো বিষ্ণোর্নাথাস্তা গুরবঃ শিবে ! ।

আনন্দাস্তাশ্চ নাথাস্তাঃ শক্তৌ চ গুরবঃ স্মৃতাঃ^১ ॥ ২৫

এষু সর্বত্র বজ্জেতি মন্ত্ৰো যোজ্যঃ । অশক্তশ্চেদক্ষোভ্যমাত্রং পূজয়েৎ ।
“মম মৌলিস্থিতমবশ্যং পরিপূজয়েদি”তি ফেৎকারীয়ে দেবীবাক্যম্ । ততঃ^২
পূৰ্বাদি-দলমূলেষু বামাবৰ্ত্তেন প্রণবাদিনমোহন্ত-চতুর্থ্যন্ত-নাম-মন্ত্ৰেণ মহা-
কাল্যাণাঃ পূজয়েৎ । যথা (২৬)—

বশিষ্ঠ, কূৰ্মনাথ, মীননাথ, মহেশ্বর, হরিনাথ—ইহারা সিদ্ধোৎসব । তারার মানবোধ
গুরু সমূহকে বলিব, শ্রবণ কর । তারাবতী, ভানুমতী, জয়া, বিজা, মহেশ্বরী, সুখানন্দ,
পরানন্দ, পারিজাত, কুলেশ্বর, বিক্রপাক্ষ, ফেরবী—ইহারা মানবোধ । তারিণী কুল
কথিত হইল । ২২-২৩

আনন্দনাথ শকাস্ত গুরুগণ সর্বসিদ্ধিপ্রদ, অম্বাস্ত-শব্দ জীগণ ও গুরুরূপা কীৰ্ত্তিতা
হইয়াছেন । ২৪

ভৈরবতন্ত্ৰে বলিয়াছেন—বিষ্ণুর গুরুবর্গ ঋগ্মন্ত, শিবের গুরুবর্গ নাথাস্ত ও শক্তির
গুরুবর্গ আনন্দনাথাস্ত কীৰ্ত্তিত হইয়াছেন । ২৫

এই গুরুবর্গের সর্বত্র বজ্জপুষ্পং ইত্যাদি মন্ত্র যোগ করিতে হইবে । এই গুরুবর্গের
পূজার অসমর্থ হইলে অক্ষোভ্যমাত্রকে পূজা করিবেন । যেহেতু—মম মৌলিস্থিত-
মবশ্যং পরিপূজয়েৎ অর্থাৎ আমার মস্তকস্থিত অক্ষোভ্যকে অবশ্যই পূজা করিবে—
এইরূপ ফেৎকারীত্ব তন্ত্ৰে দেবীবাক্য আছে । তাহার পর পূৰ্বাদি দলমূলে বামাবৰ্ত্তে
প্রণবাদি, চতুর্থী বিভাস্ত নাম মন্ত্ৰের দ্বারা মহাকালী প্রভৃতির পূজা করিবেন ।
যেমন তন্ত্ৰে বলিয়াছেন (২৬)—

মহাকালী রুদ্রাণী উগ্রা ভীমা তথৈব চ ।

ঘোরা চ ভ্রামরী চৈব মহারাত্রিষ্চ সপ্তমী ।

অষ্টমী ভৈরবী প্রোক্তা যোগিনীস্তাঃ প্রপূজয়েৎ ॥ ২৭

ততঃ পূর্বাди-চতুর্দলে^১ বামাবর্তেন বৈ বৈরোচনং শং শঙ্খপাণ্ডরং পং পদ্মনাভং অং অসিতাভং । অগ্ন্যাদিকোণদলেষু বামাবর্তেন নাং নামকং সাং সামকং পাং পাণ্ডরং তাং তারকং । পূর্বাди-দ্বার-চতুষ্টয়ে বামাবর্তেন পং পদ্মান্তকং যং যমান্তকং বিং বিদ্বান্তকং নং নরকান্তকম্ । সর্বত্র বজ্জেত্যাदि-মন্ত্রযোগঃ । তথাচ-সিদ্ধ-সারস্বতে (২৮)—

বৈরোচনং তথা শঙ্খং পাণ্ডরং পদ্মনাভকম্ ।

অসিতাভং বজ্জেশ্বরী দিক্ষিত্যাदि-চতুর্দলে ॥ ২৯

নামকং সামকঞ্চৈব^২ পাণ্ডরং তারকং তথা ।

বহ্ন্যাদিক-চতুষ্কোণে মন্ত্ৰৈঃ শৈবৈঃ শৈবৈঃ ক্রমাদ্ যজ্ঞেৎ ॥ ৩০

মন্ত্ৰৈঃ শৈবৈঃ শৈবরিত্তি সানুস্মার সস্বরনামাণ্ড-বর্ণৈরিত্যর্থঃ^৩ । বজ্জেত্যাदि-

মহাকালী, অনন্তর রুদ্রাণী, উগ্রা, ভীমা, সেইরূপ ঘোরা, ভ্রামরী, সপ্তমী মহারাত্রি, অষ্টমী ভৈরবী যোগিনী কীর্ত্তিতা হইয়াছেন । তাঁহাদিগকে পূজা করিবেন । ২৭

তাহার পর পূর্বাди চারি পক্ষে বামাবর্তে বৈং বৈরোচন । বজ্জপুষ্পং প্রতীচ্ছ হুং ফট্ স্বাহা ইত্যাকার মন্ত্ৰে বৈরোচনকে পূজা করিবে । এইরূপ শং শঙ্খপাণ্ডর, পং পদ্মনাভ, অং অসিতাভকে । অগ্ন্যাদি কোণ দলে বামাবর্তে নাং নামক, সাং সামক, পাং পাণ্ডর, তাং তারককে এবং পূর্বাди দ্বার চতুষ্টয়ে বামাবর্তে পং পদ্মান্তক, যং যমান্তক, বিং বিদ্বান্তক, নং নরকান্তকে পূর্বোক্তরূপ মন্ত্ৰে পূজা করিবেন । সর্বত্র বজ্জপুষ্পং ইত্যাদি মন্ত্র যোগ করিতে হইবে । তাহাই সিদ্ধ সারস্বতে বলিয়াছেন (২৮)—

মন্ত্রজ সাধক বৈরোচন, সেইরূপ শঙ্খ, পাণ্ডর, পদ্মনাভ ও অসিতাভকে, চতুর্দলে ইত্যাদি দিকে পূজা করিবেন । বহ্ন্যাদি চতুষ্কোণে সামক, সামক, পাণ্ডর ও তারককে নিজ নিজ মন্ত্ৰে ক্রমে ক্রমে অর্চনা করিবেন । ২৯-৩০

মন্ত্ৰৈঃ শৈবৈঃ শৈবৈঃ ইহার অর্থ—অনুস্মার যুক্ত স্বরবিশিষ্ট নামের আদিবর্ণ দ্বারা ।

১। খ—পূর্বাদিদ্বারচতুষ্টয়ে বামাবর্তেন পদ্মান্তক-যমান্তক-বিদ্বান্তক নরকান্তকান্ পূজয়েৎ । সর্বত্র বজ্জেত্যাदिমন্ত্র । তথাচ সিদ্ধাসারস্বতে । ২। ক—নামকঞ্চৈব । ৩। খ—ইত্যর্থঃ । বং বৈরোচন ।

মন্ত্রস্ত শেষে যোজ্য এব । তেন বৈ বৈরোচন বজ্রপুষ্পং প্রতীচ্ছ হুং কট্
স্বাহেত্যাদি-ক্রমেণার্চয়েদিত্যর্থঃ । নীলতন্ত্রে^১ বৈরোচনাদিমধিকৃত্য (৩১)—

বামাবর্তক্রমেণৈব পূজয়েদঙ্গদেবতাঃ ।

দ্বারে^২ পূর্বাদিতত্ত্বং পদ্মাস্তক-যমাস্তকম্ ।

বিদ্বাস্তকমথাভ্যচ্য পূজয়েন্ নরকাস্তকম্ ॥ ৩২

তদ্বাদিত্তি । নামান্তকরবীজমুচ্চার্য বামাবর্তেনেত্যর্থঃ^৩ । ততো দেবীং
পুনর্গন্ধাদিভিরভ্যচ্য মূলেন পুষ্পাঞ্জলিত্রয়ং দত্ত্বাং । ৩৩

ততো বলিদানম্ । তদ্বক্তং ফেৎকারীয়ে—পূজাস্তে ভোজানাদৌ চ বলিং
মন্ত্রেণ দাপয়েৎ । ৩৪

তত্র ক্রমঃ । স্ববামে অধোমুখ-ত্রিকোণবৃত্ত-চতুরস্র-মণ্ডলং কৃৎবা পুষ্পৈস্তদ-
ভ্যচ্য তত্র বিহিত-বলিদ্রব্য-ভরিতং সাধার-পাত্রং নিধায় তদ্বামাস্তুষ্ঠা-
নামিকাত্যাং স্পৃষ্ট্বা^১ ওঁ হ্রীঁ একজটে মহাযক্ষাধিপতয়ে ময়োপনীতং বলিং
গৃহ্ণ গৃহ্ণ গৃহ্ণাপয় গৃহ্ণাপয় মম সর্বশাস্তিং কুরু কুরু পরবিঘ্ণামাকৃশ্যাকৃশ্য ত্রুট

বজ্রপুষ্পং ইত্যাদি মন্ত্রটি শেষে যোগ করিতেই হইবে । তাহাতে বৈং বৈরোচন-
বজ্রপুষ্পং প্রতীচ্ছ হুং কট্ স্বাহা ইত্যাদি মন্ত্রে ক্রমে ক্রমে অর্চনা করিবেন । নীলতন্ত্রে
বৈরোচনাদিকে অধিকার করিয়া বলিয়াছেন (৩১)—

বামাবর্ত ক্রমে অঙ্গদেবভাগনকে পূজা করিবেন । দ্বারে পূর্বাদি দিক্ হইতে পূর্ববৎ
মন্ত্রে পদ্মাস্তক, যমাস্তক, বিদ্বাস্তককে পূজা করিয়া অনন্তর নরকাস্তককে পূজা
করিবে । ৩২

তদ্বৎ কথার অর্থ—নামান্তকররূপ বীজ উচ্চারণ করিয়া বামাবর্ত ক্রমে । তাহার
পর পুনরায় দেবীকে গন্ধাদি উপচারে পূজা করিয়া মূলমন্ত্রের দ্বারা ৩ বার পুষ্পাঞ্জলি
দিবেন । ৩৩

তাহার পর বলিদান । তাহাই ফেৎকারীয়ে তন্ত্রে বলিয়াছেন—পূজার শেষে ও
ভোজনের আদিতে মন্ত্রের দ্বারা বলি দান করাইবেন । ৩৪

সেই বলিদানের ক্রম—নিজের বামভাগে অধোমুখ ত্রিকোণ বৃত্ত, চতুরস্র, মণ্ডল
করিয়া পুষ্পসমূহের দ্বারা তাহার অর্চনা করিয়া, সেইস্থানে বিহিত বলিদ্রব্যপূর্ণ সাধার
পাত্র স্থাপন করিয়া, সেই পাত্রকে বাম অঙ্গুষ্ঠ ও অনামিকা দ্বারা স্পর্শ করিয়া, ওঁ হ্রীং
একজটে মহাযক্ষাধিপতয়ে ময়োপনীতং বলিং গৃহ্ণ গৃহ্ণ গৃহ্ণাপয় গৃহ্ণাপয় মম

ক্রট ছিকি ছিকি সর্বজগদ্বশমানয় হ্রীং স্বাহেতি ত্রিঃ পঠিত্বা বলিং দত্ত্বাৎ ।
তদুক্তং মংস্তাস্মক্ते (৩৫)—

ইতি সংপূজ্য বামে চ ব্যাপকং মণ্ডলং লিখেৎ ।

কুসুমৈরর্চয়েৎ তৎ তু তত্র পাত্রং নিধায় চ ॥ ৩৬

পাত্রে বিনিহিতং দ্রব্যং নিধায় সাধকোত্তমঃ ।

অঙ্গুষ্ঠানামিকাভ্যাশ্চ বলিং দত্ত্বাৎ প্রযত্নতঃ ॥ ৩৭

তথা সিদ্ধসারস্বতে—প্রণবং পূর্বমুদ্রিত্য হ্রল্লেক্ষা চ ততঃ পরম্ ।

একজটে পদান্তে চ মহাশব্দমুদীরয়েৎ ॥ ৩৮

যক্ষাধিপদমাভ্যাশ্চ পতয়ে-পদতো ময়া ।

উপনীতং পদকোক্ত্বা বলিং গৃহ্ণেতি চ দ্বিধা ॥ ৩৯

গৃহ্যপয় দ্বিধা প্রোক্ত্বা মম সর্বপদং তথা ।

শাস্তিং কুরু-পদদ্বন্দ্বং পরবিজ্ঞামনস্তরম্ ॥ ৪০

দ্বিধাকৃশ্ণেতি চ ক্রিয়াৎ ক্রট ছিকীতি চ দ্বিধা ।

সর্বাদি চ ততো জগদ্বশমানয়-শব্দতঃ ।

মায়া স্বাহেতি মন্ত্রোহয়ং বল্যাদৌ বুদ্ধিদঃ স্মৃতঃ^১ ॥ ৪১

সর্বশাস্তিং কুরু কুরু পরবিজ্ঞামাকৃশ্ণাকৃশ্ণ ক্রট ক্রট ছিকি ছিকি সর্বজগদ্বশমানয় হ্রীং স্বাহা এই মন্ত্র তিন বার পড়িয়া বলি দিবেন । তাহা মংস্তা সূক্তে উক্ত হইয়াছে (৩৫)—

এইরূপে পূজা করিয়া বামে ব্যাপক মণ্ডল লিখিবে । সেই মণ্ডলকে পুষ্পসমূহের দ্বারা পূজা করিবে । সেই মণ্ডলে পাত্র স্থাপন করিয়া সেই পাত্রে বিহিত বলিদ্রব্য রাখিয়া সাধকশ্রেষ্ঠ বাম অঙ্গুষ্ঠ ও অনামিকা দ্বারা স্পর্শ করিয়া ষড়্ পূর্বক বলি দিবেন । ৩৬-৩৭

সেইরূপ সিদ্ধ সারস্বতেও বলিয়াছেন—প্রথমে প্রণব উচ্চারণ করিয়া তাহার পর হ্রল্লেক্ষা (হ্রীং) একজটে পদের অন্তে মহাশব্দ উচ্চারণ করিবে । যক্ষাধিপদ বলিয়া পতয়ে পদের পর ময়া উপনীতং পদ বলিয়া বলিং, গৃহ্ণ এইটি দুইবার বলিয়া গৃহ্যপয় বলিয়া মম ও সর্ব পদ বলিয়া শাস্তিং ও দুইটি কুরুপদ বলিয়া পরবিজ্ঞাং পদ অনন্তর আকৃশ্ণ এই পদ দুই বার বলিবেন । ক্রট ও ছিকি দুইবার সর্ব পদকে আদিত্তে রাখিয়া জগদ্বশমানয় শব্দের পরে মায়া (হ্রীং) ও স্বাহা বলিবেন । (তাহাতে মূলোক্ত মন্ত্র উক্ত হইবে ।) বলি প্রভৃতিতে এই মন্ত্র বুদ্ধিপ্রদ কথিত হইয়াছে । ৩৮-৪১

ততো মূলেন পুষ্পাঞ্জল্যষ্টকং দত্ত্বা রহস্যমালয়া নিগদেনোপাংগুনা মানসেন
বা অষ্টোত্তরং সহস্রং শতং বা জপেৎ । তথাচ (৪২)—

অষ্টোত্তর-শতং জাপ্যং যাবজ্জীবিত-সংখ্যয়া ।

সহস্রং বা জপেদ্ দেবি ! নিত্যপূজাবিধৌ পুনঃ ॥ ৪৩

অশক্তশ্চৎ বিংশত্যা ন্যূনং ন জপেৎ । তথাচ—

সহস্রং শতং বিংশতিং^১ বা জপেদ্ রহস্য-মালয়া । ৪৪

জপক্রমস্ত-মন্ত্র-স্মরণোক্ত-প্রক্রিয়াং কৃত্বা মূলাধার-স্বাধিষ্ঠান-মণিপুরকেষু
যথাক্রমে বীজত্রয়-ব্যাপ্তিং তড়িৎ-কোটি-ভাস্বরং পরম্পরানুসৃত্যতাং বিভাব্য
সর্বতেজোময়ং ফট্কারং বিশ্রান্তিময়ং হৃদি ধ্যাত্বা জপেদিতি^২ । যথা নীল-
তন্ত্রে (৪১)—

মন্ত্র-ধ্যানং প্রবক্ষ্যামি জপাং সার্বজ্ঞ্য-দায়কম্ ।

মন্ত্রধ্যানান্ মহেশানি ! শুধ্যতে ব্রহ্মহা যতঃ ॥ ৪৬

মূল-চক্রে তু হ্রল্লেকাং সূর্যকোটি-সমপ্রভাম্ ।

স্বাধিষ্ঠানে পীতবর্ণং দ্বিতীয়ঞ্চ বিভাবয়েৎ ॥ ৪৭

তাহার পর মূলের দ্বারা ৮ বার পুষ্পাঞ্জলি দিয়া, রহস্য মালার নিগদ (উচ্চৈঃস্বরে)
উপাংগু অথবা মানস ১০০৮ অথবা অথবা ১০৮ বার জপ করিবেন । তাহাই উক্ত
হইয়াছে (৪২)—

হে দেবি ! নিত্য পূজা বিধিতে পুনরায় যাবৎ জীবিত সংখ্যায় ০৮ বার সংখ্যায়
মন্ত্র জপ করিবে অথবা ১০০০ এক হাজার জপ করিবে । ৪৩

অশক্ত যদি হন, তবে বিংশতির ন্যূন জপ করিবেন না । তাহাই উক্ত হইয়াছে
যে—রহস্য মালার সহস্র, শত বা বিংশতি বার মূলমন্ত্র জপ করিবে । ৪৪

জপের ক্রম কিন্তু মন্ত্র স্মরণোক্ত প্রক্রিয়া করিয়া মূলাধার, স্বাধিষ্ঠান, মণিপুর
সমূহে যথাক্রমে বীজত্রে ব্যাপ্ত কোটি তড়িতেৱ ন্যায় ভাস্কর পরম্পর অনুসৃত ভাবনা
করিয়া হৃদয়ে সর্বতেজোময় ফট্ কারকে বিশ্রান্তিময় ভাবনা করিয়া জপ করিবেন ।
যেমন নীলতন্ত্রে বলিয়াছেন (৪৫)—

মন্ত্রধ্যান বলিতেছি । হে মহেশানি ! যেযেতু মন্ত্রধ্যান হইতে ব্রহ্মধাতী তদ্ব হন,
সেই হেতু জপ-জ্ঞা সার্বজ্ঞ্যপ্রদায়ক মন্ত্রধ্যান বলিব । ৪৬

মূলাধার চক্রে কোটি সূর্যের প্রভার ন্যায় প্রভাবিশিষ্টা হ্রল্লেকাকে, স্বাধিষ্ঠান চক্রে
দ্বিতীয় স্ত্রীংকে পীতবর্ণ ভাবনা করিবে । ৪৭

নাভৌ জীমূত-সঙ্কশং কূর্চবীজং মহাপ্রভম্ ।

অস্ত্রবীজং হৃদি ধ্যায়েৎ কালাগ্নি-সদৃশ-প্রভম্ ॥ ৪৮

মূলাদি-ত্রক্ষরক্রে তু সর্বাং বিজ্ঞাং বিভাবয়েৎ ।

সূর্যকোটি-প্রতীকাশাং যোগিভির্দৃষ্ট-পূর্বিকাম্ ॥ ৪৯

এবং যথাশক্তি জপ্তা জপ-সমর্পণাদি-বিসর্জনাস্তং কর্ম সমাপয়েৎ । জপ-সমর্পণস্তু ফেংকারীয়ে (৫০)—

ততশ্চার্ঘ্যাদকেনৈব দেব্যাশ্চ বামহস্তকে ।

জপং সমর্পয়েদ্ ধীমান্ গুহ্যতি-গুহ্যমন্ত্রকৈঃ ॥ ৫১

এযাং^১ মন্ত্রাণাং পুরশ্চরণং লক্ষজপঃ । যথা—

এবং কৃত্বা হবিষ্ঠাশী জপেন্লক্ষমনন্ত-ধীঃ । ৫২

তত্ত্বচূড়ামণৌ— সিদ্ধবিজ্ঞাতয়া নাত্র যুগসেবা-পরিশ্রমঃ ।

নক্তং^২ ভোজ্যং হবিষ্ঠান্নং জপেন্নম্নং দিবা শুচিঃ ॥ ৫৩

জপকালে চ সততং ভার্ঘ্যাং যত্নেন বর্জয়েৎ ।

বর্জয়েদ্ বিষুকল্পঞ্চ বর্জয়েৎ তুলসীদলম্ ।

বর্জয়েন্মালতী-পুষ্পং বর্জয়েদন্ত-পূজনম্ ॥ ৫৪

মাতিতে জীমূত (মেঘ) সদৃশ মহাপ্রভাবিশিষ্ট কূর্চবীজ হুংকে, হৃদয়ে অস্ত্র বীজ কটকে কালাগ্নি সদৃশ ভাবনা করিবে । ৪৮

মূলধার হইতে ত্রক্ষরক্রে পর্যন্ত সমস্ত চক্রে কোটি সূর্যের ন্যায় উজ্জ্বলা যোগিনীগণ কর্তৃক পূর্বদৃষ্ট সমস্ত বিদ্যাকে ভাবনা করিবে । ৪৯

এইরূপে যথাশক্তি জপ করিয়া জপ সমর্পণ হইতে বিসর্জন পর্যন্ত সমস্ত কর্ম শেষ করিবেন । ফেংকারীয়ে তন্ত্রে জপ সমর্পণ প্রকার এই বলিয়াছেন (৫০)—

তাহার পর ধীমান্ সাধক গুহ্যতিগুহ্য গোত্রী ইত্যাদি মন্ত্রে অর্ঘ্যজল দ্বারা দেবীর বাম হস্তে জপ সমর্পণ করিবে । ৫১

ইহাদের মন্ত্র সমূহের পুরশ্চরণ লক্ষমন্ত্র জপ । যেমন তন্ত্রে বলিয়াছেন—এই প্রকারে পূজাদি করিয়া হবিষ্ঠাশী ও অনন্তচিত্ত হইয়া লক্ষ মন্ত্র জপ করিবে । ৫২

তত্ত্বচূড়ামণিতে বলিয়াছেন—সিদ্ধবিদ্যা বলিয়া এই মন্ত্রে যুগসেবার পরিশ্রম নাই । যাত্রিতে হবিষ্ঠান্ন ভোজন করিবে । দিবাতে শুচি হইয়া মন্ত্র জপ করিবে । ৫৩

জপকালে ভার্ঘ্যাকে বহুপূর্বক বর্জন করিবে ।^৩ বিষুকল্প বর্জন করিবে, তুলসীপত্র বর্জন করিবে । মালতী পুষ্প বর্জন করিবে । অন্ত দেবতার পূজা বর্জন করিবে । ৫৪

তথা— রহস্য-মালামাদায় লক্ষ্মেকং সদা জপেৎ^১ । ৫৫

রহস্যমালা যথা—অকস্মাদ্বিহিতা সিদ্ধির্মহাশঙ্খাধ্য-মালায়া ।

পঞ্চাশন্নগিভির্মাল্য নিমিত্তা সর্ব-সিদ্ধিদা ॥ ৫৬

তথা— কাস্তেন রচিতা সিদ্ধির্মহাশঙ্খাধ্য-মালায়া ।

পঞ্চাশন্নগিভির্মাল্য নিমিত্তা সর্বসিদ্ধিদা ॥ ৫৭

কাস্তেন—মন্ত্ৰকাবয়বেন^২ । মহাশঙ্খাভাবে স্ফাটিকী মালা কর্তব্য ।

তথা চ— মহাশঙ্খোপ্যশক্তশ্চেৎ স্ফাটিক্যা-মালায়া জপেৎ । ৫৮

তারামন্ত্ৰেষু কুল্লুকা-জ্ঞানমাবশ্যকম্ । তথাচ মংস্তসূক্তে—

কুল্লুকাং যো ন জানাতি মহামন্ত্ৰং জপেন্নরঃ ।

পঞ্চতং জায়তে তস্য অথবা বাতুলো ভবেৎ ॥ ৫৯

মায়াতন্ত্ৰে— কুল্লুকাং স্থাপয়েচ্ছীর্ষে লিখিত্বা ভূজ'-পত্রকে ।

রাজদ্বারে সভায়াঞ্চ বিজয়ী ভবতি ধ্রুবম্ ॥ ৬০ ॥ ইতি

সেইরূপ আরও উক্ত হইয়াছে—রহস্যমালা লইয়া সর্বদা এক লক্ষ জপ করিবে । ৫৫

রহস্যমালা যেমন বলিয়াছেন—রহস্যমালা নামক মালার অকস্মাৎ (অনায়াসে) সিদ্ধি বিহিত হইয়াছে । পঞ্চাশৎ মণি দ্বারা নির্মিত মালা সর্বসিদ্ধিপ্রদা কথিত হইয়াছে । ৫৬

সেইরূপ আরও উক্ত হইয়াছে—কাস্তেন (মন্ত্ৰকাবয়বের দ্বারা) রচিত মহাশঙ্খ নামক মালার সিদ্ধি জন্মে । পঞ্চাশৎ মণি দ্বারা নির্মিত মালা সর্বসিদ্ধিপ্রদা । ৫৭

কাস্তেন—মন্ত্ৰকাবয়বের দ্বারা । মহাশঙ্খ মালার অভাবে স্ফটিকের মালা কর্তব্য । তাহাই তন্ত্ৰে উক্ত হইয়াছে যে, মহাশঙ্খ মালায় জপ করিতে অসমর্থ হইলে স্ফটিকের মালার জপ করিবে । ৫৮

তারার মন্ত্ৰ সমূহে কুল্লুকা জ্ঞান আবশ্যক । তাহা মংস্ত সূক্তে বলিয়াছেন—কুল্লুকা যে ব্যক্তি জানে না, সে মানব যদি মহামন্ত্ৰ জপ করে, তবে তাহার মৃত্যু হয় অথবা তাহার বাতুলতা জন্মে । ৫৯

মায়াতন্ত্ৰে বলিয়াছেন—ভূজপত্রে কুল্লুকাকে লিখিয়া মন্ত্ৰকে স্থাপন করিবে । ইহাতে রাজদ্বারে ও সভায় অবশ্যই বিজয়ী হইবে । ৬০

এবমুত্তেন জপ্তা তু তদশাংশেন হোময়েৎ ।

তদশাংশং তর্পণঞ্চ দশাংশং বিপ্র-ভোজনম্ ।

তর্পয়েচ্চ পরাং দেবীং তৎপ্রকার ইহোচ্যতে ॥ ৬১

তথা সিদ্ধসারস্বতে—এবং জপং পুরা কৃত্বা দশাংশমসিতোৎপলৈঃ ।

আজ্যাত্তৈজু'হয়ান্মগ্নী তদশাংশেন তর্পণম্ ॥ ৬২

তত্রৈব—

এবং জপং পুরা কৃত্বা দশাংশমসিতোৎপলৈঃ ।

আজ্যাত্তৈজু'হয়ান্মগ্নী বিদ্বৈর্বা জুহ্যাত্ততঃ ॥ ৬৩

কালাগুরু-দ্রবোপেতৈর্বিমলৈর্গন্ধবারিভিঃ ।

তর্পয়েচ্চ পরাং দেবীং তৎপ্রকার ইহোচ্যতে ॥ ৬৪

জলে চাবাহ্নি বিধিবৎ পাত্যাত্তৈরুদকাশ্রকৈঃ ।

সস্তপ্য বিধিবদেবীং পরিবারান্ সকৃৎ সকৃৎ ॥ ৬৫

অভিষেকো যথা—দেবীবুদ্ধ্যা স্বমাত্মানং সংপূজ্য সাধকোত্তমঃ ।

তারিণীং সিঞ্চয়ামীতি জলং মূগ্ধি বিনিক্ষিপেৎ ॥ ৬৬

তদ্বাস্তরে—

সংখ্যা-পূর্ত্তে নিজদ্রবৈর্জপসংখ্যা-দশাংশতঃ ।

এইরূপ উক্ত প্রকারে জপ করিয়া তাহার দশাংশ সংখ্যার হোম করিবে । হোমের দশাংশ সংখ্যার তর্পণ, তর্পণের দশাংশ সংখ্যার ব্রাহ্মণ ভোজন কর্তব্য । পরা দেবীকে তর্পণ করিবে । তাহার প্রকার কথিত হইতেছে । ৬১

সেইরূপ সিদ্ধ সারস্বতে বলিয়াছেন—মন্ত্রজ সাধক এইরূপে প্রথমে জপ করিয়া আজ্যাত্ত অসিত উৎপলের দ্বারা জপের দশাংশ হোম করিবে । ৬২

সেইখানে বলিয়াছেন—প্রথমে এইরূপে জপ করিয়া তাহার পর মন্ত্রজ সাধক আজ্যাত্ত অসিত উৎপলের দ্বারা অথবা আজ্যাত্ত বিদ্বের দ্বারা জপের দশাংশ হোম করিবে । ৬৩

কৃকাগুরু দ্রব (যসা চন্দন) যুক্ত নির্মল সুগন্ধ জলের দ্বারা পরা দেবীকে তর্পণ করিবে । সেই প্রকার এখানে কথিত হইতেছে । ৬৪

জলে দেবীকে বিধিবৎ আবাহন করিয়া উদকরূপ পান্যাদি দ্বারা বিধিবৎ দেবীকে তর্পণ করিয়া পরিবারগণকে এক একবার তর্পণ করিবে । ৬৫

অভিষেক যেমন—নিজেকে দেবীজ্ঞানে পূজা করিয়া সাধক ঐষ্ট “তারিণীং সিঞ্চয়ামি” এই বলিয়া মন্ত্রকে জল নিক্ষেপ করিবে । ৬৬

তদ্বাস্তরে বলিয়াছেন—যথাবিধি সমাহিত হইয়া জপ সংখ্যা গণনার দ্রব্যের দ্বারা

যথোক্ত-কৃণ্ডে জুহুয়াৎ যথাবিধি সমাহিতঃ ॥ ৬৭

অথবা প্রত্যহ জপ, জুহুয়াৎ তদশাংশতঃ ।

অত্র হোম-দশাংশস্ত তর্পণং পরিকীৰ্ত্তিতম্ ॥ ৬৮

এতদ্বিতীয়াঃ সাধনস্থানং নীলতন্ত্রে মহাফেংকারীয়ে চ—

একলিঙ্গে শ্মশানে বা শূন্যাগারে চতুষ্পথে ।

তত্রস্থঃ সাধয়েন্নস্তু বিদ্যাং ত্রিভুবনেশ্বরীম্ ॥ ৬৯

তত্রৈব—

পঞ্চকোশাস্তুরে যত্র ন লিঙ্গাস্তরমীক্ষতে :

তদেকলিঙ্গমাখ্যাতং তত্র সিদ্ধিরনুত্তমা ॥ ৭০

অন্যত্রাপি—

উজ্জটে পর্বতে বাপি নির্জনে বা চতুষ্পথে ।

দেবাগারে চ শূন্যে চ নির্জনৈকাস্ত-বেশ্মনি ॥ ৭১

বীরতন্ত্রে—

শূন্যাগারে শ্মশানে যদি জপতি জড়ন্তেকলিঙ্গে তড়াগে

গঙ্গাগর্ভে গিরৌ বা শুচি-বিমলমতিঃ সর্বদা ভক্তি-যুক্তঃ ।

বিদ্যাং শ্রীনীলবাণ্যা ভুবনজনপতিঃ সর্বশাস্ত্রার্থবেত্তা

দেহাস্তে যোগিমুখ্যঃ পরম-সুখপদং ব্রহ্ম নির্বাণমেতি ॥ ৭২

ইতি পূজাপদ্ধতিঃ ।

জপের সংখ্যা পূর্ণ হইলে যথোক্ত কৃণ্ডে যথোক্ত দ্রব্যের দ্বারা জপের দশাংশ পরিমাণ হোম করিবে । ৬৭

অথবা প্রত্যহ জপ করিয়া জপের দশাংশ পরিমাণে হোম করিবে । এখানে হোমের দশাংশ পরিমাণে তর্পণ কীর্ত্তিত হইয়াছে । ৬৮

এই বিদ্যার সাধন স্থান নীলতন্ত্রে ও ফেংকারীতন্ত্রে এই বলিয়াছেন—এক লিঙ্গে অথবা শ্মশানে, শূন্যগৃহে, চতুষ্পথে—মন্ত্রজ্ঞ সাধক ইহাদেয় একস্থানে উপবিষ্ট হইয়া ত্রিভুবনেশ্বরী বিদ্যাকে সাধন করিবে । ৬৯

পাঁচ কোশের মধ্যে যেখানে অন্ত শিবালঙ্কা দেখা যায় না, সেই লিঙ্গ একলিঙ্গ নামে কীর্ত্তিত হন । সেখানে সর্বোত্তম সিদ্ধি জন্মে ।

অন্যত্রও বলিয়াছেন—উজ্জটে, পর্বতে অথবা নির্জনে অথবা চতুষ্পথে, শূন্যবিগ্রহ দেবগৃহে, অথবা নির্জন একান্ত গৃহে (বিদ্যার সাধন করিবে ।) । ৭১

বীরতন্ত্রে বলিয়াছেন—যদি শুচি ও নির্মলমতি মূর্খ ব্যক্তি সর্বদা ভক্তিবৃত্ত হইয়া শূন্যাগারে শ্মশানে, একলিঙ্গে, তড়াগে, গঙ্গাগর্ভে অথবা পর্বতে শ্রীনীল সরস্বতীর বিদ্যা সাধন করে, তবে সেই অঙ্ক সকল শাস্ত্রার্থবিৎ ভুবনের অনাগের অধিপতি ও

অষ্টম্যাдиषু বিশেষপূজা-বিধানং নৈমিত্তিকবিধৌ পূর্বযুক্তম্ । অথ
মন্ত্রভেদাঃ একবীরাঙ্কজে—

লিখং খং কূর্চসংযুক্তং রোদ্রং ত্রৈগুণ্যমেব চ ।

বিধি-বিষ্ণু-মহেশানাং স্বশক্ত্যা ক্রমযোগতঃ ॥ ১

এষা মতা মহাবিদ্যা সর্বসিদ্ধি-ফলপ্রদা ।

সর্বমন্ত্রময়ী বিদ্যা সর্বতন্ত্রেষু গোপিতা ॥ ২

সিদ্ধিদা ভক্ততামাস্তু সম্প্রদায়-বিধানতঃ ।

ধ্যানার্চন-প্রকারশ্চ তারিণ্যাঃ পূর্ববদ্ভবেৎ ॥ ৩

অন্যার্থঃ । খং নাদবিন্দু-বিশিষ্ট-কবর্গ-দ্বিতীয়বর্গ-স্বরূপম্ । ন ত্বাকাশবীজম্ ।

যথা তন্ত্রে—ঋদ্ধি-সংজ্ঞং সমুদ্রত্যা বিন্দুনাৎ-বিভূষিতমিতি । ৪

কূর্চং কূর্চবীজম্ । রোদ্রং প্রাসাদবীজম্ । ত্রৈগুণ্যং প্রণবম্ । বিধি-
শক্তির্বাগ্ভবম্ । বিষ্ণুশক্তি রমাবীজম্ । মহেশশক্তিভুবনেশীবীজম্ । ইয়ং
সপ্তাঙ্করী । নীলতন্ত্রে (৫)—

যোগিশ্রেষ্ঠ হইয়া দেহান্তে পরম সুখের স্থান ব্রহ্মনিবাণ লাভ করে । পূজাপদ্ধতি
সমাপ্ত হইল । ৭২

অষ্টমী প্রভৃতিতে বিশেষ পূজার বিধান নৈমিত্তিক বিধিতে পূর্বে উক্ত হইয়াছে ।
অনন্তর মন্ত্র ভেদ কথিত হইতেছে । একবীরাঙ্কজে বলিয়াছেন—

বিধিশক্তি (বাগ্ভব ঐং) বিষ্ণুশক্তি (রমাবীজ শ্রীং) ও মহেশবীজ (ভুবনেশী
বীজ হ্রীং) ব্রহ্মা, বিষ্ণু ও মহেশ্বরের নিজ নিজ শক্তির সহিত যথাক্রমে লিখিবে । কূর্চ
(হুং) সংযুক্ত খং কে. রোদ্র (প্রাসাদ বীজ) হৌং, ত্রৈগুণ্য (ঐ) তাহাতে মহাবিদ্যাটি
হইবে—খং হুং হৌং ঐ ঐং হ্রীং শ্রীং । এই সপ্তাঙ্কর মহাবিদ্যা সর্বসিদ্ধি প্রদা কথিত
হইয়াছে । এই সর্বময়ী বিদ্যা সমস্ত তন্ত্রে গোপিতা । ১-২

এই বিদ্যা সম্প্রদায় সমস্ত বিধানে এই বিদ্যার ভজনা-কারিগণের শীঘ্র সিদ্ধিপ্রদা ।
এই তারিণীর ধ্যান ও অর্চনার প্রকার পূর্ববৎ হইবে । ৩

এই শ্লোকের অর্থ খং—নাদবিন্দুবিশিষ্ট কবর্গের দ্বিতীয়বর্গ-স্বরূপ । আকাশ বীজ
কিত্ত নহে । যেমন তন্ত্রে এই বলিয়াছেন—বিন্দুনাৎ-বিভূষিত ঋদ্ধি নামক বর্ণকে
(খবর্ণকে উচ্চার করিয়া) । ৪

কূর্চং—কূর্চবীজ (হুং) । রোদ্রং—প্রাসাদ বীজ (হৌং) । ত্রৈগুণ্যম্—প্রণব (ঐং)
বিধিশক্তি—বাগ্ভববীজ ঐং । বিষ্ণুশক্তিঃ রমাবীজ শ্রীং । মহেশশক্তিঃ ভুবনেশী
বীজ হ্রীং । এই বিদ্যা সপ্তাঙ্করী । নীলতন্ত্রে এই বলিয়াছেন (৫)—

অথ বিদ্যাং প্রবক্ষ্যামি তারাং ভুবনতারিণীম্
 যস্তাঃ স্মরণমাত্রেণ ভয়মাত্ত শমং ব্রজেৎ ॥ ৬
 প্রণবং পূর্বমুক্ত্য হ্রল্লেক্ষাবীজমুদ্বরেৎ ।
 গগনং শেষসংযুক্তং বিন্দুনাদ-বিভূষিতম্ ॥ ৭
 কূৰ্চবীজঞ্চ হৃদয়ং তারায়ৈ চ সমুদ্বরেৎ ।
 সকলদ্বস্তরং তারয় তারয়েতি তথা পুনঃ ॥ ৮
 তারযুগ্মং বহিঃজায়া মন্ত্রোহয়ং সুরপাদপঃ ।
 গদ্যপদ্যময়ী বাণী কথায়ামভিধানতঃ ॥ ৯
 চতুর্লক্ষজপেনাস্তাঃ সিদ্ধয়োহষ্টৌ ভবন্তি হি ।
 ধ্যানপূজাদিকং সর্বং পূর্ববৎ সমুপাচরেৎ ॥ ১০

অস্তুার্থঃ—হ্রল্লেক্ষা মায়া, গগনং হকারঃ, শেষ আকারঃ, তেন হাঁ ইতি ।
 হৃদয়ং নমঃ-পদম্ । তারায়ৈ সকল-দ্বস্তরং তারয় তারয় স্বরূপম্^১ । তারযুগ্মং
 প্রণবদ্বয়ম্ । ইয়ং পঞ্চবিংশত্যক্ষরী । মায়াতন্ত্রে^২ (১১)—

অনন্তর ভুবনতারিণী তারাবিদ্যা বলিবে । প্রথমে প্রণবকে উদ্ধার করিবা হ্রল্লেক্ষা
 বীজকে উদ্ধার করিবে । বিন্দুনাদ-বিভূষিত শেষ (আকার) সংযুক্ত গগন (হ)
 কূৰ্চবীজ (হুং), হৃদয় নমঃ ও তারায়ৈ পদ উদ্ধার করিবে । তাহার পর সকল দ্বস্তরং
 তারয় তারয় এই বলিবে । পুনরায় তার দ্বয় (ওঁ ওঁ) ও বহিঃজায়া (হা হা) বলিবে ।
 তাহাতে মন্ত্রটি হইল—ওঁ হ্রীং হাং হুং নমস্তারায়ৈ সকল দ্বস্তরং তারয় তারয় ওঁ ওঁ
 হা হা । এই মন্ত্র সুরপাদপ স্বরূপ । এই বিদ্যার প্রভাবে কথোপকথনে গদ্য পদ্যময়ী
 বাণী নিসৃত হয় । ৬-৯

এই বিদ্যার চারি লক্ষ জপের দ্বারা অষ্ট সিদ্ধি হইয়া থাকে । ধ্যান পূজাদি সমস্তই
 পূর্ববৎ আচরণ করিবে । ১০

এই শ্লোকের অর্থ—হ্রল্লেক্ষা—মায়া হ্রীং । গগন—হকার । শেষ—আকার ।
 তাহাতে হাং হয় । হৃদয়ং—নমঃ পদ । তারায়ৈ সকল দ্বস্তরং তারয় তারয়—উহা
 ঐ স্বরূপ । তারযুগ্মং—প্রণব দ্বয় । ইহা পঞ্চবিংশত্যক্ষরী বিদ্যা । মায়াতন্ত্রে
 বলিয়াছেন (১১)—

১। ঐ—স্বরূপম্ । তারঃ প্রণবঃ ।

২। ঐ—মায়াতন্ত্রে শ্রীভগবানুবাদ—অথ তারাবিন্দুদ

বল্যে ভূক্তিযুক্তি বলপ্রদান । বেবাং স্মরণমাত্রেণ অগণনাং ভবেৎ প্রবন্ । তাবা চেত্রোত্যাदि ।

তার। চোগ্রা মহোগ্রা চ বজ্রনীলা সরস্বতী ।
 কামেশ্বরী ভদ্রকালী ইত্যুষ্ঠৌ তারিণী মতা ॥ ১২
 উদ্বৰ্ণ-গতো^১ জীবো নিগমস্বর-সংযুতঃ ।
 নাদবিন্দু-সমাক্রান্তস্ত্বরশ্মি-সমন্বিতঃ ॥ ১৩
 কপিলো বামকর্ণস্থো নাদাঢ্যো বিন্দুশেখরঃ ।
 পার্শ্বাস্ত্যঞ্চ তথা ঞ্জাস্ত্যং^২ শরাস্ত্যং^৩ পরিকীর্তিতম্ । ১৪
 মধ্যাদিমায়া-কবচং দ্বিতীয়ং মন্ত্রমুদ্বৃতম্ ।
 বিপরীতং ত্রিধা জ্ঞেয়ং কূর্চাস্ত্যঞ্চ তুরীয়কম্ ॥ ১৫
 মায়াদি-কবচাস্ত্যঞ্চ পঞ্চমং পরিকীর্তিতম্ ।
 মায়ামধ্যগতং ষষ্ঠং দ্বিতীয়াস্ত্যঞ্চ সপ্তমম্ ।
 অষ্টমং কবচমধ্যং স্তাদেবং ভেদাষ্টকং ভবেৎ ॥ ১৬

তার।, উগ্রা, মহোগ্রা, বজ্রা, নীলা, সরস্বতী, কামেশ্বরী ও ভদ্রকালী—এই আট প্রকার তারিণী কথিত হইয়াছেন । ১২

উদ্বৰ্ণ (বৃ) গত জীব (হ) নিগম স্বর (ঙ্গ) সংযুক্ত ও নাদ বিন্দু বিভূষিত হইবে । তাহাতে হ্রীং হয় । উহা তত্ত্বরশ্মি (বধুবীজ জ্রীং) সমন্বিত হইবে । তাহাতে জ্রীং হয় । কপিল (হ) বামকর্ণ (উ) যুক্ত নাদযুক্ত ও বিন্দুমস্তক হইবে । তাহাতে হ্রুং হয় । উহা পার্শ্বাস্ত্য (ফ) ও ঞ্জ-কারাস্ত্য (ট্) যুক্ত হইবে । তাহাতে হ্রীং জ্রীং হ্রুং কট্ হয় । উহা শরাস্ত্য (ফট্-কারাস্ত্য) কীর্তিত হইয়াছে । তাহাতে হ্রীং জ্রীং হ্রুং কট্ কট্ এই হয় । উহা তারামন্ত্র । ১৩-১৪

উক্ত বিদ্যার মধ্যবীজ জ্রীং আদিতে হইলে অর্থাৎ জ্রীং জ্রীং হ্রুং ফট্ কট্ হইলে উহা দ্বিতীয় উগ্রার মন্ত্র উদ্ধৃত হয় । উহা বিপরীত হইলে অর্থাৎ আদিবীজ অন্তে ও অন্তবীজ আদিতে নিবিষ্ট হইয়া হ্রুং জ্রীং জ্রীং ফট্ হইলে উহা তৃতীয় মহোগ্রার মন্ত্র উদ্ধৃত হয় । উহা কূর্চাস্ত্য মন্ত্র অর্থাৎ হ্রুং জ্রীং জ্রীং ফট্ এইটি চতুর্থ বজ্রার মন্ত্র হইবে । ১৫

মায়াদি এবং কবচাস্ত্য অর্থাৎ হ্রীং জ্রীং ফট্ হ্রুং মন্ত্রটি পঞ্চম নীলার মন্ত্র কীর্তিত হইয়াছে । মায়াবীজ মধ্যগত অর্থাৎ জ্রীং জ্রীং ফট্ হ্রুং এই হইলে ষষ্ঠ সরস্বতীর মন্ত্র হয় । দ্বিতীয়বীজ জ্রীংটি অন্তগত হইলে অর্থাৎ হ্রীং হ্রুং জ্রীং ফট্ হইলে এইটি সপ্তম

১। ব—গতো বীজো। ২। ঞ্জ—তথা ঞ্জাস্ত্যং। ৩। শরাস্ত্যং অস্ত্যাস্ত্যং বড়ন্তরিতার্থঃ।

ভেন মায়া বধু কূর্চ ফট্-কারবরকেতি প্রথমে। মন্ত্রঃ, তথাচ হ্রী জ্রী হ্রু কট্ ইতি সিদ্ধম্।

ঋষিঃ শ্রাদষ্টকশ্রুত্বো যমুদ্বৈব, দেবতা তথা ।

শঙ্কুপত্নী মহেশানি ! চতুর্বর্গেষু যোজয়েৎ ॥ ১৭

কাললক্ষং জপেন্দ্রজ্ঞমেবমুক্তেন বজ্রমা ।

ধ্যান-পূজাদিকং সর্বং পূর্ববৎ সমুপাচরেৎ ॥ ১৮

ত্ৰ্যক্ষরশ্চৈব ভেদোহয়ং ফটৌ যত্র ন তত্র বৈ ।

জপে তু ত্ৰ্যক্ষরং জ্ঞেয়ং শ্রাসে সর্বং প্রতিষ্ঠিতম্ ॥ ১৯

এষামর্থঃ । উঋবর্ণো রেফঃ । জীবো হকারঃ । নিগমস্বর ঈকারঃ । নাদবিন্দু স্পষ্টৌ । তেন মায়াবীজমুদ্ধতম্ । তত্ত্বরশ্মির্বধুবীজম্ । কপিলো হকারঃ । বামকর্ণঃ উকারঃ । নাদবিন্দু স্পষ্টৌ । তেন কূর্চবীজমুদ্ধতম্ । পার্শ্বঃ পকারস্ত্যাস্ত্যং ফকারঃ । ঞ্জাস্ত্যং টকারঃ ইতি^১ সার্ক-চতুরক্ষর-মন্ত্রস্বরূপং প্রকৃতিভূতম্, তচ্চ শরাস্তমন্ত্রবীজাস্ত্যং ষড়ন্তমিত্যর্থঃ । তেন মায়া-বধু-কূর্চং ফটুকার-দ্বয়ক্ষেতি প্রথমো মন্ত্রঃ^২ । তন্ত্রসারকারোহপি এতেন

কামেশ্বরীর মন্ত্র হয় । কবচ মধ্য মন্ত্রটি অর্থাৎ হ্রীং হ্রুং জ্রীং ফট্ মন্ত্রটি অষ্টম ভদ্রকালীর মন্ত্র হয় । এইরূপ আটটি ভেদ হয় । ১৬

হে মহেশানি ! এই মন্ত্রসমূহের অষ্টকঋষি, অনুষ্টিদুপ্, হ্রস্বঃ শঙ্কুপত্নী দেবতা । চতুর্বর্গলাভে এই মন্ত্রগুলির বিনিয়োগ করিবে । ১৭

এই প্রকার পদ্ধতিতে কাল (ছয়) লক্ষ মন্ত্র জপ করিবে । ধ্যান পূজা প্রভৃতি সমস্তই—পূর্ববৎ অনুষ্ঠান করিবে । ১৮

যে বীজত্রয়ের মধ্যে ফকার ও টকার নাই । সে স্থলে ত্ৰ্যক্ষরেরই এই ভেদ । জপে ত্ৰ্যক্ষর মন্ত্র জানিবে । শ্রাসে সমস্তই প্রতিষ্ঠিত জানিবে । ১৯

এই শ্লোকগুলির এই অর্থ । উঋবর্ণঃ—রেফ্ । জীবঃ—হকার । নিগমস্বরঃ—ঈকার । নাদবিন্দু—নাদ ও বিন্দুর অর্থ স্পষ্ট । ইহাতে মায়াবীজ হ্রীং উদ্ধৃত হইল । তত্ত্বরশ্মিঃ—বধুবীজ জ্রীং । কপিলঃ—হকার । বামকর্ণঃ—উকার । নাদবিন্দু—নাদ ও বিন্দুর অর্থ স্পষ্ট । তাহাতে কূর্চবীজ হ্রুং উদ্ধৃত হইল । পার্শ্বঃ—পকার । ত্যাস্ত্যং—ফকার । ঞ্জাস্ত্যং—টকার । এই সার্কচারিত্র্যক্ষর মন্ত্রের স্বরূপটি প্রকৃতিভূত । তাহা শরাস্ত অস্ত্রবীজাস্ত্য অর্থাৎ ষড়ন্ত এই অর্থ । তাহাতে মায়া, বধুবীজ, কূর্চবীজ ও ফটুকারদ্বয়—(১) এইটি প্রথম মন্ত্র । তন্ত্রসারকারও—এতেন (ইহা দ্বারা) পঞ্চাক্ষরঃ

১। ঋ—টকার ইতি পঞ্চাক্ষর মন্ত্রোক্তারঃ । স চ মন্ত্রঃ শরাস্তঃ অস্ত্রবীজাস্ত্যঃ তেন পঞ্চাক্ষরশ্রীতি পুনঃ ফটুকার ইত্যায়াতম্ । তথাচ পঞ্চাক্ষরঃ প্রকৃতিঃ সচ ষড়ন্তশ্চেৎ বিদ্যাস্তবৎ । তেন মায়া ।

২। ঋ—প্রথমো মন্ত্রঃ । মধ্যাদীতি । কবচং দীর্ঘকবচং এবমন্ত্যাপি । তেন বধুমায়াকূর্চমন্ত্রঃ ।

পঞ্চাঙ্করঃ ফড়ন্তুশ্চেদেকা বিদ্যা, তেন পঞ্চাঙ্করঃ প্রকৃতিরিত্যাহ । মধ্যাদীতি ।
মধ্যং বধুবীজমাদৌ যস্তাস্তাদৃশযুক্তং কবচং যত্র, তাদৃশং প্রকৃতিভূতং
সার্ক-চতুরঙ্করমিত্যর্থঃ । এতদাদি-স্থলেষু কবচং দীর্ঘকবচমুপস্থিতত্বাৎ, তেন
বধু-মায়া-কূচমন্ত্রম্ । (২) বিপরীতমিতি^১ অব্যবহিত-পূর্বোক্ত-মন্ত্রো যদি
বিপরীতশ্চরমবীজাদিরিত্যর্থঃ । ত্রিধেতি । তৃতীয়মিত্যর্থঃ । তেন কূচং বধু-
মায়া ফট্ । (৩) কূচেতি । অর্থাৎ^২ প্রকৃতং, তেন কূচং মায়া বধুরস্ত্রং কূচবধো-
মায়া-পরত্বে উক্তাভেদঃ । (৪) মায়াদীতি । প্রকৃতি-মন্ত্রস্তা মায়াদি-কবচাস্তত্বে
কবচাৎ প্রাগস্তমভিপ্রেতম্, তেন মায়া বধুরস্ত্রং কূচম্ । সপ্তম-মন্ত্রবদন্তপদস্ত
ত্র্যঙ্কর-পরত্বে মূলভূতৈকজটামন্ত্রাভেদঃ । (৫) মায়ামধ্যেতি^৩ । এতদেবেত্যর্থঃ,
তেন বধুমায়া ফট্ কূচম্ । (৬) দ্বিতীয়েতি । তেন মায়া কূচং বধুরস্ত্রম্^৪ । ন

ফড়ন্তুশ্চেৎ (পঞ্চাঙ্কর যদি ফড়ন্তু হয়, তবে উহা) একা বিদ্যা (একটি বিদ্যা) । তেন
(তাহা দ্বারা) পঞ্চাঙ্করঃ প্রকৃতিঃ (পঞ্চাঙ্কর প্রকৃতি) ইত্যাহ (ইহা বলিলেন) ।
মধ্যাদি এই কথার অর্থ—মধ্য বধুবীজ আদিতে যে বিদ্যার, তাদৃশ বধুবীজ যুক্ত কবচ
যে প্রকৃতিতে, তাদৃশ প্রকৃতিভূত সার্ক চারি অঙ্কর । এই সমস্ত স্থলে কবচটি দীর্ঘকবচ ;
যেহেতু সমস্ত দীর্ঘ সন্নিধানে উপস্থিত হইয়াছে । তাহাতে বধু, মায়া, কূচ ও অস্ত্র
অর্থাৎ জ্রীং জ্রীং হুং ও ফট্—(২) এইটি দ্বিতীয় মন্ত্র । বিপরীতম্ এই কথার অর্থ—
অব্যবহিত পূর্বোক্ত মন্ত্র যদি বিপরীত অর্থাৎ চরম (অন্ত) বীজাদি হয় । ত্রিধা
ইহার অর্থ—তৃতীয় । তাহাতে কূচবীজ, বধুবীজ, মায়াবীজ, ও ফট্ অর্থাৎ হুং জ্রীং
জ্রীং ফট্—(৩) এইটি তৃতীয় মন্ত্র । কূচ এই কথার অর্থ—প্রকৃত কূচবীজ । তাহাতে
কূচবীজ, মায়াবীজ, বধুবীজ ও অস্ত্র অর্থাৎ হুং জ্রীং জ্রীং ফট্—(৪) এইটি চতুর্থ মন্ত্র ।
কূচ ও বধুর পর মায়া হইলে পূর্বোক্ত মন্ত্রের সহিত অভেদ হয় । মায়াদি এই কথার
প্রকৃতি মন্ত্রটি মায়াদি ও কবচাস্ত হইলে কবচের পূর্বে অস্ত্র অভিপ্রেত হয় । তাহাতে
অর্থ হয়—মায়া, বধু, অস্ত্র ও কবচ অর্থাৎ জ্রীং জ্রীং ফট্ হুং ; (৫) এইটি পঞ্চম মন্ত্র ।
সপ্তম মন্ত্রের ক্তায় অন্তপদটি ত্র্যঙ্কর তাৎপর্য্যক হইলে মূলভূত একজটা মন্ত্রের সহিত
অভেদ হয় । মায়া মধ্য এই কথার এই অর্থ । তাহাতে বধু, মায়া, ফট্, কূচ অর্থাৎ

১। খ—বিপরীতমিতি । অব্যবহিতোক্তমন্ত্রস্ত আগন্তুবীজরোবৈপরীত্যনিত্যার্থঃ । ত্রিধেতি ।

২। খ—অর্থাৎ প্রকৃতিমন্ত্রে ইত্যর্থঃ । তেন কূচং মায়া বধুরস্ত্রং মায়াদীতি । মায়াদি কবচাস্ত-মন্ত্রস্ত
প্রকৃতিরূপত্বাৎ কবচাৎ প্রাক্ অস্ত্রমভিপ্রেতম্ । তেন মায়া বধুরস্ত্রং কূচং । ৩। খ—ফট্ ।

অটমমিতি । তেন নামভেদেনাটৌ মন্ত্রাঃ । ত্র্যঙ্করশ্চৈবেতি । যত্র ককারটকারৌ মন্ত্রস্তত্র ত্র্যঙ্করস্ত
স্বরূপাবয়বত্বং বিশেষঃ । অপত্ন্যাকরস্ত মায়ামধ্যেতি । তেন বধুমায়া ফট্-কূচং । ৪। দ্বিতীয়েতি ।

চাত্তাস্তপদস্ত পঞ্চম-মন্ত্রবৎ সর্বাঙ্গ-পরতঃ ত্র্যক্ষরাস্ত্যাবয়ব-পরত্বাধায়ে সর্বাঙ্গ-পরত্বশ্রাকল্পনাং পঞ্চমমন্ত্রে তথা ব্যুৎপত্তেৰ্দশিত-দোষত্বাৎ । (৭) অষ্টমমিতি তেন বধুঃ কূর্চং মায়া ফট্ । মায়া-কূর্চ-বধুস্ত-পরত্বে পূর্বাভেদঃ । (৮) ত্র্যক্ষর-শ্রোতি । যত্র বীজত্রয়-মধ্যে ফকার-টকারৌ নন্তস্তত্র ত্র্যক্ষরশ্রাপি অয়ং ভেদ ইত্যর্থঃ । ২০

তথাচ মায়া-বধু-কূর্চৈর্বধু-মায়া-কূর্চৈঃ কূর্চ-বধু-মায়াভিঃ, কূর্চ-মায়া-বধুভিঃ মায়া-কূর্চ-বধুভির্বধু-কূর্চ-মায়াভিঃ ষাড্-বিধ্যং প্রকারান্তরশ্রোতিভাবাৎ । অয়ন্ত বিরোধঃ । ২১

জপস্ত্র্যক্ষরশ্রোত্বাৎ স্যাসে তু সর্বং প্রতিষ্ঠিতং ফট্কারোহপি শ্রুত্বা ইত্যর্থঃ । যথা পাদয়োঃ—ফট্ শক্তয়ে নমঃ ইত্যাদি^১ । এবং শ্রাস ইত্যপি সামান্যতঃ প্রাপ্তয়োৰ্ভাবনা-যন্ত-বীজ-লিখনয়োৰপ্যুপলক্ষকম্ । তেন পূজা-প্রস্তাবে পূর্ব-মুক্তম্ । যোতাস্তাসোহপি শ্রণবাস্ত-ঘটিতঃ সর্বমন্ত্র-সাধারণতয়া কর্তব্য এব । যথা রুদ্র-জামলে (২২)—

দ্বীং দ্বীং ফট্ হুং—(৬) এইটি ষষ্ঠ মন্ত্র হয় । দ্বিতীয় ইহা দ্বারা মায়া, কূর্চ, বধু ও অন্ত অর্থাৎ দ্বীং হুং দ্বীং ফট্—(৭) এইটি সপ্তম মন্ত্র । এখানে অন্তপদটি পঞ্চম মন্ত্রের শ্রায় সর্বাঙ্গ তাৎপর্য্যক নহে । ত্র্যক্ষরের অন্ত্য অবয়ব তাৎপর্য্যের বাধা না হওয়ার সর্বাঙ্গ তাৎপর্য্যক কল্পনা সঙ্গত নহে । পঞ্চম মন্ত্রে সেইরূপ ব্যুৎপত্তিতে (সর্বাঙ্গ পরত্বে) দোষ দর্শিত হইয়াছে । অষ্টমম্—ইহা দ্বারা বধু, কূর্চ, মায়া ফট্ অর্থাৎ দ্বীং হুং দ্বীং ফট্—(৮) এইটি অষ্টম মন্ত্র হয় । মায়া কূর্চ, বধু ও অন্ত পর হইলে পূর্বের সহিত অভেদ হয় । ত্র্যক্ষরশ্র এই কথার এই অর্থ—যেখানে বীজত্রয় মধ্যে ফকার ও টকার নাই, সেখানে ত্র্যক্ষরেই এই ভেদ । ২০

তাহা হইলে মায়া, বধু ও কূর্চের দ্বারা, বধু, মায়া ও কূর্চের দ্বারা, কূর্চ, বধু ও মায়া দ্বারা, কূর্চ, মায়া ও বধু দ্বারা, মায়া, কূর্চ ও বধু দ্বারা, বধু, কূর্চ ও মায়া দ্বারা হই প্রকার মন্ত্র হইবে, অন্য প্রকার মন্ত্রের সম্ভাবনা নাই । ইহা কিন্তু বিরুদ্ধ । ২১

ত্র্যক্ষর বিদ্যারই জপ হইবে । শ্রাসে কিন্তু সমস্ত বিদ্যাই প্রতিষ্ঠিত (আবশ্যক) অর্থাৎ ফট্কারের শ্রাস কর্তব্য । যেমন পাদদ্বয়ে ফট্ শক্তয়ে নমঃ ইত্যাদি । এইরূপ শ্রাস—এইটিও সামান্যভাবে প্রাপ্ত দুইটির ভাবনা এবং যন্ত-বীজ লেখারও উপলক্ষণ । সেই জন্য ইহা পূজা প্রস্তাবে পূর্বে উক্ত হইয়াছে । যোতাস্তাও শ্রণব ও অন্ত ঘটিত সর্বমন্ত্র-সাধারণ বলিয়া কর্তব্যই । যেমন রুদ্রজামলে বলিয়াছেন (২২)—

১। ধ—ইত্যাদি । যোতাস্তাসোহপি শ্রণবাস্তঘটিতত্বেন তথৈব । যথা রুদ্র ।

প্রণবঃ মাতৃকাবর্ণৈঃ পুটিতং মাতৃকাস্থলে ।

তেনৈব পুটিতং বর্ণং শ্রুসেৎ তত্রৈব পার্বতি ! ॥ ২৩

মায়াবীজং তথা দেবি ! বিশ্রুস্তব্যং প্রযত্নতঃ ।

বধুবীজং তথা চৈব বিশ্রুসেৎ সুসমাহিতঃ ॥ ২৪

কূৰ্চবীজং তথা দেবি ! শ্রুসনীয়মশেষতঃ ।

অস্ত্রকৈব তথা শ্রুত্বা সকলং^১ তদনন্তরম্ ॥ ইতি ॥ ২৫

স্বতন্ত্রতন্ত্রে গন্ধৰ্বে চ—জলাপচ্ছমনীং তারং বক্ষ্যেহন্যাং শৃণু তত্বতঃ ।

যশ্রাঃ স্মরণ-মাত্রেণ ভয়মাস্তু বিনাশয়েৎ ॥ ২৬

প্রণবং পূর্বমুদ্ধৃত্য তারে তু তারে তথা ।

তুত্বা স্বাহেতি মন্ত্রোহয়ং দশাক্ষরঃ উদাহৃতঃ ॥ ২৭

অস্ত্রা ধ্যানং স্বতন্ত্রে—শ্যামবর্ণাং ত্রিনয়নাং দ্বিভুজাং বর-পঙ্কজে ।

দধানাং বহুবর্ণাভির্বহরূপাভিরাবৃতাম্ ॥ ২৮

শক্তিভিঃ স্মরবদনাং স্মর-মৌক্তিক-ভূষণাম্ ।

মাতৃকাবর্ণের এক একটি দ্বারা পুটিত প্রণবকে মাতৃকাস্থানে শ্রাস করিবে। হে পার্বতি ! সেই মাতৃকাস্থানেই প্রণবের দ্বারা পুটিত মাতৃকাবর্ণকে শ্রাস করিবে। ২৩

হে দেবি ! যত্নপূর্বক মায়াবীজকে সেইরূপ শ্রাস করিবে। সমাহিত হইয়া সাধক বধুবীজকে সেইরূপ শ্রাস করিবে। ২৪

হে দেবি ! কূৰ্চবীজকে সেইরূপ অশেষে সকল মাতৃকাস্থানে শ্রাস করিবে। অস্ত্রকে সেইরূপ শ্রাস করিয়া তাহার পর সকল মন্ত্রবর্ণকে সেইরূপ শ্রাস করিবে। ২৫

স্বতন্ত্রতন্ত্রে ও গন্ধর্বতন্ত্রে তারার মন্ত্রান্তর বলিতেছেন—জলীর আপদ্-নাশিনী অন্ত তার। বিদ্যাকে তত্বতঃ বলিতেছি, শ্রবণ কর। যাহার স্মরণমাত্রে শীঘ্র ভয় বিনাশ করান। ২৬

প্রথমে প্রণব উদ্ধার করিয়া পুনরায় তারে তু তারে বলিয়া তুত্বা স্বাহা বলিবে। তাহাতে মন্ত্রটি হইল—ও তারে তু তারে তুত্বা স্বাহা। তারার এই দশাক্ষর মন্ত্র কথিত হইয়াছে। ২৭

স্বতন্ত্রতন্ত্রে এই মন্ত্রের ধ্যান উক্ত হইয়াছে। সেই ধ্যানের অর্থ—শ্যামবর্ণা, ত্রিনয়না, দ্বিভুজা, বরমুদ্রা ও পঙ্কজধারিণী, বহুরূপা শক্তি সমূহের দ্বারা আবৃত। (বেষ্টিত),

১। খ—সকলং তদনন্তরম্। ইত্যয়ং ষোড়শাসং সর্বমন্ত্রাণামেব। তথাচ ত্র্যক্ষরশ্রেত্যপলকণম্ সর্বমন্ত্রাণামেব শ্রাসভাবনাদিকং পঞ্চাক্ষরমটনারা ষোড়া প্রণবেমালি। অগস্ত দ্ব্যাক্ষরমাত্রেতি তত্বম্। স্বতন্ত্র—

রক্ত-পাছকয়োঁন্যস্ত-পাদাশুজ-যুগাং স্মরেৎ ।

অস্ত পূজাদিকং সৰ্বং পূৰ্ববৎ সমুপাচরেৎ ॥ ২৯

পুৰুষচরণস্ত দশলক্ষ-জপঃ । তদ্ব্যক্তং তত্রৈব—

দশলক্ষং জপেদ্ ধীমান্নিয়মেন যথাবিধি ।

দশাংশং জুহ্যান্নদ্বী ঘৃতাত্তৈঃ রক্ত-পুষ্পকৈঃ ॥ ৩০

মাতৃকাৰ্ণবে— বিদ্যাস্তরং প্রবক্ষ্যামি শৃণু সাবহিতা প্রিয়ে ! ।

বাগ্ভবং কুলদেবীঞ্চ তারকং বাগ্ভবং তথা ॥ ৩১

হুল্লেখা চান্দ্রমস্ত্রান্তে বহির্জায়াবধির্মহুঃ ।

অষ্টাঙ্করো মহুঃ প্রোক্তো বেদমাতুরনুত্তমঃ ॥ ৩২

পঞ্চাঙ্গান্যস্ত মন্ত্রস্ত পঞ্চবীজৈঃ প্রকল্পয়েৎ ।

অস্ত্রং শেষাঙ্করৈর্ন্যস্ত কৃতকৃত্যো ভবেন্নরঃ ।

ধ্যান-পূজাদিকং সৰ্বং পূৰ্ববচ্চ সমাচরেৎ ১ ॥ ৩৩

স্মেরবদনা, সমুজ্জ্বলমুক্তামণ্ডিত ভূষণে ভূষিতা, রক্ত পাছকায় চরণদ্বয় স্থাপন কারিণী তারাকে স্মরণ (ধ্যান) করিবে । এই বিদ্যার ধ্যান পূজাদি সমস্তই পূর্ববৎ অনুষ্ঠান করিবে । ২৮-২৯

পুৰুষচরণ কিন্তু দশ লক্ষ জপ । সেই যত্নতন্ত্ৰে তাহা উক্ত হইয়াছে—

ধীমান্ সাধক যথাবিধি নিয়মের সহিত দশ লক্ষ মন্ত্র জপ করিবে । মন্ত্রজ সাধক ঘৃতাত্ত রক্ত পুষ্পের দ্বারা জপের দশাংশ পরিমাণে হোম করিবে । ৩০

মাতৃকাৰ্ণবে তারার অন্য বিদ্যা বলিয়াছেন—হে প্রিয়ে ! তারার অন্য বিদ্যা বলিতেছি, অবহিত হইয়া শ্রবণ কর । বাগ্ভব, কুলদেবী (মাল্লাবীজ), তার, বাগ্ভব, হুল্লেখা ও অন্দ্রমস্ত্রের অঙ্গে বহির্জায়া অবধি মন্ত্র । তাহাতে মন্ত্রটি হইল—ঐং হ্রীং ওঁ ঐং হ্রীং ফট্ স্বাহা । বেদমাতা নীলসরস্বতীর এই অষ্টাঙ্কর মন্ত্রটি সর্বশ্রেষ্ঠ । ৩১-৩২

এই মন্ত্রের পাঁচটি বীজের দ্বারা পাঁচটি অঙ্গের স্তাস করিবেন । শেষাঙ্কর সমূহের দ্বারা অস্ত্র স্তাস করিয়া মানব কৃতকৃত্য হইতে পারে । এই মন্ত্রের ধ্যান পূজাদি সমস্তই পূর্ববৎ করিবেন । ৩৩

বিবৃতি । এই মন্ত্রের ষড়ঙ্গস্তাস যথা হৃদয়ে—ওঁ ঐং হৃদয়ায় নমঃ । মন্তকে—ওঁ হ্রীং শিরসে স্বাহা । শিখায়—ওঁ ওঁ শিখায়ৈ বষট্ । বাহুদ্বয়ে—ওঁ ঐং কবচায় হং ।

১। ধ—সমাচরেৎ । কালিকা সিদ্ধবিদ্যা শ্রী মহাকালী পরা মতা । তত্শাস্ত্রে মহাবিদ্যা বিজ্ঞেয়া সাধকোত্তমৈঃ । তেনাদৌ ।

তেনাদৌ বাগ্ভবন্ততঃ কুলদেবী-মায়াবীজং, ততস্তারঃ প্রণবঃ পুনর্বাগ্ভবঃ
পুনর্মায়া, ততঃ ফট্ স্বাহা । অষ্টাক্ষর ইতি । টকারস্ত্যাক্ষরতয়া গণনা-
ভাবাদিতি ভাবঃ । ৩৪

মংস্ত্যপুস্তে—প্রণবং পূর্বমুচ্চাৰ্য্য পদে যুগ্মং তথৈব চ ।

মহাপদে পদং ক্রয়াং পদ্যাবতি পদং ততঃ ॥ ৩৫

মায়ে স্বাহেতি মন্ত্রোহয়ং প্রোক্তঃ সপ্তদশাক্ষরঃ ।

পূজা পূর্ববহুদ্ভিষ্টা অর্দ্ধরাত্রে চতুষ্পথে ।

জপমস্ত্যশ্চরেদ্ যস্ত্ব স স্ত্যাদ্ দ্রুতকবিক্রবম্^১ ॥ ৩৬

মায়ে ইতি সম্বুধ্যস্ত-পদস্বরূপম্, নতু মায়া-বীজদ্বয়ং, সম্বুধ্যস্ত-পদ-সমভি-
ব্যাহারস্য তথা তাৎপর্যাগ্রাহকত্বাৎ । স্বচ্ছন্দসংগ্রহে (৩৭)—

শিববীজং মহেশানি ! শক্তিবীজং ততঃ পরম্ ।

বিন্দুসর্গ-সমাযুক্তং বেদান্তং তদধঃ-ক্রমাৎ ॥ ৩৮

নেত্রত্রয়ে—ওঁ হ্রীং নেত্রত্রয়ায় বৌষট্ । করতলে—ওঁ ফট্ স্বাহা করতল-পৃষ্ঠাভ্যাং
ফট্ । এইরূপ করন্যাস প্রভৃতি করিয়া ধ্যানাদি করিবেন । ৩৩

তাহাতে প্রথমে বাগ্ভববীজ ঐং, তাহার পর কুলদেবী মায়াবীজ হ্রীং, তাহার
পর তার প্রণব ওঁ, পুনরায় বাগ্ভববীজ, পুনরায় মায়া, তাহার পর ফট্ স্বাহা ।
অষ্টাক্ষর কথার তাৎপর্য্য—টকারটি অর্দ্ধাক্ষর বলিয়া গণনা হয় না বলিয়া অষ্টাক্ষর
মন্ত্র বলা হইয়াছে । ৩৪

মংস্ত্য সূক্তে সপ্তদশাক্ষর মন্ত্র বলিতেছেন—প্রথমে প্রণব উচ্চারণ করিয়া সেইরূপ
পদে হয় অর্থাৎ পদে পদে ও মহাপদে পদ বলিবে । তাহার পর পদ্যাবতি পদ,
তাহার পর মায়ে স্বাহা এই বলিবে । তাহাতে ওঁ পদে পদে মহাপদে পদ্যাবতি
মায়ে স্বাহা—এই সপ্তদশাক্ষর মন্ত্র হয় । অর্দ্ধরাত্রে চতুষ্পথে এই মন্ত্রের পূজা পূর্ববৎ
উদ্ভিষ্ট হইয়াছে । যিনি এই মন্ত্রের জপ করেন । তিনি নিশ্চয়ই দ্রুতকবি হন । ৩৫-৩৬

মায়ে এইটি মায়াপদের সম্বোধন পদের রূপ ; কিন্তু মায়াবীজ দ্বয় নহে । সম্বোধন
পদের সমভিব্যাহারে মায়া পদের সেইরূপই তাৎপর্য্য গৃহীত হয় । ৩৭

স্বচ্ছন্দ সংগ্রহে অষ্টাক্ষরী বিদ্যা কথিত হইয়াছে—হে মহেশানি । যথাক্রমে
বিন্দু ও বিসর্গযুক্ত, শিববীজ, তাহার পর শক্তিবীজ স, তাহার পর যথাক্রমে বেদার্থ

১। ঐ—ক্রবম্ । স্বচ্ছন্দ সংগ্রহে ।

মায়া-স্ত্রী-বর্মবীজান্তে হংসবীজমুদাত্তম্ ।

এষা অষ্টাক্ষরী বিদ্যা কথিতা স্তুবি হৃদয়তঃ ॥ ৩২

আজ্ঞা-সিদ্ধিমবাপ্নোতি ত্রৈলোক্যং বশমানয়েৎ ।

বশমায়াস্তি সত্যতঃ তস্য বিদ্যাশ্চতুর্দশ ॥ ৪০

হংসতারা মহাবিদ্যা তব স্নেহাৎ প্রকাশিতা ।

কবিতা সা বহেৎ পুংসাং ধনার্থী ধনমাপ্নুয়াৎ ।

মোক্ষার্থী লভতে মোক্ষং নাত্র কার্য্যা বিচারণা^১ ॥ ৪১

শিববীজং হকারঃ, স চ বিন্দুযুক্তঃ । শক্তিবীজং দন্ত্যসকারঃ, স চ বিসর্গ-
বান্, তেন হংস ইতি সিদ্ধম্ । তথা চ হংসঃ প্রণবঃ মায়া বধুঃ কূর্চং হংসঃ
ইত্যষ্টাক্ষরী । তত্রৈব (৪২)—

পঞ্চাক্ষরী চ যা বিদ্যা হংসাত্তস্তা মহোদয়া ।

কেবলং ত্বৎ-প্রযত্নেন তব স্নেহাৎ প্রকাশিতা ॥ ৪৩

প্রণব, মায়াবীজ, স্ত্রীবীজ, বর্মবীজ, তাহার অন্তে হংসবীজ কথিত হইয়াছে । তাহাতে
হংসঃ 'ও' স্ত্রীং স্ত্রীং হুং হংস—এই অষ্টাক্ষরী বিদ্যা হয় । পৃথিবীতে এই বিদ্যা
দুলভ । ৩৮-৩৯

এই বিদ্যা দ্বারা আজ্ঞাসিদ্ধি লাভ করে, ত্রৈলোক্যকে বশে আনয়ন করে । তাহার
চতুর্দশ বিদ্যা সর্বদা বশীভূত হয় । ৪০

হংসতারা মহাবিদ্যা তোমার স্নেহে কথিত হইল । এই মহাবিদ্যা মানবগণের
কবিত্ব প্রদান করে । ধনার্থী ধনলাভ করে, মোক্ষার্থী মোক্ষলাভ করে । ইহাতে
সন্দেহ করিবে না । ৪১

শিববীজং—হকার । তাহা বিন্দুযুক্ত হইবে । শক্তিবীজং—দন্ত্য সকার । তাহা
বিসর্গ যুক্ত হইবে । তাহাতে হংসঃ এইপদ সিদ্ধ হয় । তাহাতে হংসঃ প্রণব (ও)
মায়া (স্ত্রীং), বধু (স্ত্রীং), কূর্চ (হুং) ও হংসঃ—এই অষ্টাক্ষরী বিদ্যা হয় । সেই
ব্রহ্মন্দ সংগ্রহেই বলিয়াছেন (৪২)—

পঞ্চাক্ষরী যে বিদ্যা, তাহার আদিতে ও অন্তে হংসঃ হইলে মহা অভ্যাসকারিণী
হন । কেবল তোমার যত্নে ও তোমার প্রতি স্নেহে ইহা প্রকাশিত হইয়াছে । ৪৩

তথাচেয়ং ফট্-কার-মধ্যা চেয়বাকরী । অনয়োৰ্জপ-পূজাদীন্ পঞ্চাকরী-
বদাচরেৎ ॥ ৪৪

তদ্বাস্তরে—লজ্জা-বুগং বধুবীজং ততো দীর্ঘতনুচ্ছদম্ ।

সারস্বতোহপরো মন্ত্রঃ সংপ্রোক্তশ্চতুরক্ষরঃ ।

তদন্তে যদি ফট্কারো মনুঃ পঞ্চাকরো ভবেৎ ॥ ৪৫

তথা— তার-শক্তি-বধুবীজান্তে দীর্ঘতনুচ্ছদম্ ।

অস্ত্রমগ্নি-বধুরন্তে মনুঃ সপ্তাকরো ভবেৎ ॥ ৪৬

মন্ত্রমাত্রেষয়ং প্রোক্তস্তথা দীর্ঘেন বর্মণা ।

পুটিতঞ্চ বধুবীজমপরোহসৌ গুণাকরঃ^১ ॥ ৪৭

তথাচ কূর্চং বধুঃ কূর্চমিতি ত্র্যাকরো মন্ত্রঃ । একবীরাকল্পেহপি—

শিবঃ শক্তিস্তার-মায়া-ফট্কারান্ত উদাহৃতঃ ।

সার্বপঞ্চাকরো মন্ত্রো জ্ঞানদীপ-প্রদো মতঃ^২ ॥ ৪

এই অষ্টাকরী বিদ্যা ফট্কার মধ্যা হইলে নবাকরী বিদ্যা হয় । এই দুই বিদ্যার
জপ পূজা প্রভৃতি পঞ্চাকরী বিদ্যার শ্রাব্য করিবে । ৪৪

তদ্বাস্তরে বলিয়াছেন—লজ্জাবীজদ্বয় (হ্রীং হ্রীং), বধুবীজ (জ্রীং) ও দীর্ঘতনুচ্ছদ
(হুং)—এই চতুরক্ষর নীল সরস্বতীর অপর মন্ত্র কথিত হইয়াছে । তাহার অন্তে
যদি ফট্কার হয়, তবে পঞ্চাকর মন্ত্র হইবে । ৪৫

সেইরূপ আরও বলিয়াছেন—তার (ও^৩), শক্তি (হ্রীং) বধুবীজ (জ্রীং), ইহার
অন্তে দীক্ষতনুচ্ছদ (হুং), অস্ত্র (ফট্) ও অন্তে অগ্নিবধু (বাহা) । তাহাতে ও^৩
হ্রীং জ্রীং হুং ফট্ বাহা—এই সপ্তাকর মন্ত্র হইবে । ৪৬

মন্ত্রমাত্রে এই বিধি উক্ত হইয়াছে । সেইরূপ দীর্ঘকবচের দ্বারা বধুবীজ জ্রীং
পুটিত অর্থাৎ হুং জ্রীং হুং এই হইলে অপর এই গুণাকর মন্ত্র হয় । ৪৭

তাহা হইলে কূর্চ হুং বধু জ্রীং কূর্চ অর্থাৎ হুং জ্রীং হুং এই ত্র্যাকর মন্ত্র হয় ।
একবীরাকল্পেও বলিয়াছেন—

শিব (হং), শক্তি (হ্রীং), তার (ও^৩), মায়া (হ্রীং) ও অন্তে ফট্ অর্থাৎ হং সং
হ্রীং ও^৩ হ্রীং ফট্—এই সার্ব পঞ্চাকর মন্ত্র কথিত হইয়াছে । উহা জ্ঞান প্রদ বলিয়া
কথিত হইয়াছে । ৪৮

ভারো মায়া শিবঃ শক্তিঃ ফট্কারান্তা পরা যুতা ।

এতয়োঃ কল্পমুদিতং মহোগ্রাকল্পমুত্তমম্ ॥ ৪৯

এতয়োঃ নয়োঃ । শিবঃ সানুস্মার-হকারঃ । শক্তিঃ সবিসর্গ-দন্ত্যসকারঃ । ৫০

অথ নীলসরস্বতী । যথা সিদ্ধসারস্বতে—

বাঙ্-মায়া-কমলাবীজমীশো ভৃগু-নিষেবিতঃ ।

চতুর্দশেন্দু-সংযুক্তঃ^১ পশ্চাদ্ভৃগু-মহেশ্বরো ॥ ১

চতুর্দশ-বিসর্গাট্যো বদ-দ্বন্দ্বঞ্চ বাক্-পদম্ ।

বাদিনীতি পদং পশ্চাৎ নীং^২ পদ-ত্রিতয়ং ততঃ ॥ ২

নীলসরস্বতীপদং ত্রিরাবৃতিশ্চ বাঙ্-মনোঃ ।

কা হি শব্দদ্বয়ং পশ্চাৎ কলরীমগ্নিবল্লভা ॥ ৩

চতুস্ত্রিংশদ্বর্ণযুক্তো নীলসারস্বতো মনুঃ ।

ষাট্-কৌষিকোহয়ং বিজ্ঞেয়ঃ ষড়্-ভিবর্ণৈর্ঘতঃ কৃতঃ ॥ ৪

ঋষি-ছন্দো-দেবতানাং বিভাগং শৃণু পার্বতি ! ।

গঙ্গা-প্রবাহো নামর্ষি মৎস্মরুপী জনার্দনঃ ॥ ৫

ভার, মায়া, শিব, শক্তি, অস্তে ফট্কার অর্থাৎ ও হ্রীং হং সং ফট্—এই আর একটি বিদ্যা । এই দুই বিদ্যার কল্প (বিধি) উক্ত হইয়াছে । মহোগ্রা কল্প উত্তম । ৪৯

এতয়োঃ—এই দুইটির । শিবঃ—সানুস্মার হকার । শক্তিঃ—সবিসর্গ দন্ত্যসকার । ৫০

অনন্তর নীলসরস্বতী বিদ্যা । যেমন সিদ্ধ সারস্বতে বলিয়াছেন—

বাঙ্ (ঐং) মায়া (হ্রীং), কমলাবীজ (ক্রীং), চতুর্দশ স্বর ও ইন্দু সংযুক্ত ভৃগুতে (সকারে) সংযুক্ত ঈশ অর্থাৎ হেংসোং, অনন্তর চতুর্দশ ও বিসর্গযুক্ত ভৃগু (সকার) সংযুক্ত মহেশ্বর অর্থাৎ স্বেহাঃ, বদদ্বয় অর্থাৎ বদ বদ, বাক্ পদ, বাদিনি এই পদ, নীংপদ ত্রিতয় অর্থাৎ নীং নীং নীং, তাহার পর নীলসরস্বতী পদ, ত্রিরাবৃত্ত বাঙ্-মনু অর্থাৎ ঐং ঐং ঐং, কাহি কাহি শব্দদ্বয়, পরে কলরীং ও অগ্নিবল্লভা (স্বাহা) অর্থাৎ ঐং হ্রীং ক্রীং হেংসোং স্বেহাঃ বদ বদ বাগ্-বাদিনি নীলসরস্বতি ঐং ঐং ঐং কাহি কাহি কলরীং স্বাহা—এই চতুস্ত্রিংশৎ (৩৪) বর্ণযুক্ত নীলসরস্বতীর মন্ত্র । যেহেতু ছয়টি বর্ণের দ্বারা এই মন্ত্র উদ্ভূত, সেই হেতু এই মন্ত্র ষাট্-কৌষিক জানিবে । ১-৪

হে পার্বতি । এই মন্ত্রের ঋষি, ছন্দঃ ও দেবতার বিভাগ অবশ্য কর । এই মন্ত্রের

১। ঐ—চতুর্দশবর্ণোপেতঃ । ২। ঐ—তবর্ণপঞ্চমবর্ণটিতমিদং বীজং মায বীজমুচ্যতে । ঐ'হ্রী' ক্রী' হেংসোং বদবদ বাগ্-বাদিনি নীং নীং নীং নীলসরস্বতি ঐ'ঐ'ঐ' কাহি কাহি কলরীং স্বাহা ।

অতিশয়-বাক্যকবিতা^১ হুন্দো দেবী সরস্বতী ।

সর্ববাগৈশ্বর্যময়ী সমস্তাভীষ্টদায়িনী ॥ ৬

ঐ^২ বীজং কীলকং জেয়ং কলাঃ শক্তিঃ সমীরিতা ।

নীলো বর্ণস্ত বিজ্ঞেয়স্বরিতং^৩ কবিতাকলম্ ॥ ৭

মুদ্রা তু প্রতিবাদীন্দ্র মুখ-মুদ্রা সমীরিতা ।

হল্লৈখয়ঃ ষড়ঙ্গানি কুর্য্যাৎ ষড়্ দীর্ঘ-যুক্তয়া ॥ ৮

নীলাং শুক্লাং মানময়ীঞ্চ করেষু বীণাং মুদ্রাঞ্চ পাত্রমথপূর্ণ-সুধাং দধানাম্ ।

উচ্চতুর্মুখ-বহৎ-কবিতা-প্রবাহাং নীলাং ভজামি হৃদয়েষু সরস্বতীং তাম্ ॥ ৯

অথ মাতৃকার্ণবোক্ত-ধ্যানম্—

নীলাস্তোমধর-সন্নিভা ত্রিনয়না বাহুস্কুরদল্লকী

মুদ্রাপাত্রকরা চতুর্মুখবহদ্বাক-পূর-কল্লোলিনী ।

নীলচ্ছায়মরালপংক্তি-ঘটনা-রম্যো বিমানে স্থিতা ।

প্রোক্তুঙ্গ-স্তনভার-ভঙ্গুর-তনুর্নীলা শিবা পাতু বঃ । ১০

ইতি নক্ষত্রবিদ্যাশ্রকরণং^৪ সম্পূর্ণম্ * ।

মজাপ্রবাহ নামক গাথি । ইনি মংসাক্রপী জনার্জন । অতিশয়বাক্য কবিতা হুন্দাঃ, সমস্ত বাগৈশ্বর্যময়ী, সমস্ত অভীষ্ট প্রদায়িনী সরস্বতী দেবী (দেবতা), ঐঃ বীজকে কীলক জানিবে । কাল শক্তি বলিয়া কীৰ্ত্তিত । নীলবর্ণকে শীঘ্র কবিত্ব ফলদায়ক জানিবে । ৫-৭

প্রতিবাদীন্দ্রের মুখ মুদ্রা মুদ্রা নামে কথিত হইয়াছে । ছয়টি দীর্ঘের যুক্ত হল্লৈখা দ্বারা ষড়ঙ্গাস করিবে । ৮

ধ্যানের অর্থ—নীলবর্ণ বস্ত্র পরিহিতা মানময়ী হস্তসমূহে বীণা, মুদ্রা, পাত্র ও পূর্ণ সুধা ধারিণী, উন্মিত চারি মুখ হইতে কবিতা প্রবাহ সৃষ্টি কারিণী সেই নীলা সরস্বতীকে হৃদয়ে ভজনা করি । ৯

মাতৃকার্ণবোক্ত ধ্যানের অর্থ হইতেছে—নীল জলধরের স্থায় নীলবর্ণা, ত্রিনয়না, বাহুতে উজ্জ্বলবীণা-ধারিণী মুদ্রা ও পাত্র হস্তা, চতুর্মুখের স্থায় বাক্যপূরক ভরল ধারিণী নীলবর্ণ মরাল পংক্তি ঘটনার (রচিত) মনোহর বিমানে স্থিতা, প্রোক্ত (অত্যাচ) স্তনভারে অবনত দেহা নীলা শিবা ভোমাদিগকে রক্ষা করুন । ১০

নক্ষত্র বিদ্যার প্রকরণ সমাপ্ত হইল ।

১। ঐ—অতিশয়বাক্য কবিতা । ২। ঐ—বিজ্ঞেয়স্বরিতা । ৩। ঐ—প্রকরণ সম্পূর্ণম্ । অথ ভাবিণী করঃ । ভাবিণীতরে ঐশ্বর উবাচ । * ঐ—পুস্তকে নক্ষত্রবিদ্যাসম্বন্ধে ভাবিণী করস্বতঃ প্রচণ্ডচতিকা করঃ ।

প্রচণ্ড-চণ্ডিকাং দেবীমথ বক্ষ্যামি বিস্তরাৎ ।

যশ্চাঃ প্রসাদাংসাত্ত্ব স্ত্যঃ সিদ্ধো ভবেন্নরঃ ॥ ১

কবিত্বঞ্চ সুপাণ্ডিত্যং ধনং পুত্রং প্রগল্ভতাম্ ।

বহুনা কিমিহোক্তেন স হি সাক্ষাৎ সদাশিবঃ ॥ ২

অথ মন্ত্ৰাঃ । তথা বিশ্বসারতন্ত্রে—

লক্ষ্মীং লজ্জাং তথা মায়াং মাত্ৰাং দ্বাদশিকামপি ।

বজ্রবৈরোচনীয়ে হ্রে মায়ে ফট্ স্বাহয়া যুতঃ ॥ ৩

মাত্ৰাং দ্বাদশিকামপীতি । মাত্ৰা স্বরন্তথা চ দ্বাদশস্বরাত্মকং বাগ্ভব-
বীজমিত্যর্থঃ । সর্বত্র উক্তরেদিত্যাধ্যাত্মেনে সস্বক্ৰঃ । অত্র লজ্জাপদং কামবীজ-
পরম্ । তথা চ (৪)—

অত্র লজ্জাপদে দেবি ! কামবীজং বিতন্ততে ।

মহাকালমতং জ্ঞেয়ং মন্ত্রোদ্ধারং শুভাবহম্ ॥ ৫

পূর্বমায়া-পদে দেবীতি পাঠে মায়াপদস্য পূর্বং পূর্বমায়াপদং রাজদন্তাদিত্বাৎ
পরনিপাতঃ^১ । তথা চ পূর্বমায়াপদং বল্লজ্জাপদং তন্মিহিত্যর্থঃ । তথা চ

অনন্তর আমি সেই প্রচণ্ডচণ্ডিকা দেবীকে অতিবিস্তরে বলিতেছি । ঈহার প্রসাদ
প্রাপ্ত হইয়া মানব সদাঃ সিদ্ধ হয় । কবিত্ব, সুপাণ্ডিত্য, ধন, পুত্র, প্রগল্ভতা প্রাপ্ত হয় ।
এখানে অধিক উক্তির প্রয়োজন কি ? সে সাক্ষাৎ সদাশিব । ১-২

অনন্তর প্রচণ্ড চণ্ডিকার মন্ত্র । যেমন বিশ্বসার তন্ত্রে বলিয়াছেন—

লক্ষ্মীবীজ, লজ্জাবীজ, সেইরূপ মায়াবীজ, দ্বাদশিকা মাত্ৰা (দ্বাদশ স্বর ঐং), বজ্র
বৈরোচনীয়ে, দুইটি মায়া, স্বাহা যুক্ত ফট্ অর্থাৎ শ্রীং ক্লীং ত্রীং ঐং বজ্রবৈরোচনীয়ে
হ্রীং হ্রীং ফট্ স্বাহা । এইটি প্রচণ্ডচণ্ডিকার মন্ত্র । ৩

মাত্ৰাং দ্বাদশিকামপি, ইহার অর্থ—মাত্ৰা হইতেছে স্বর । তাহা হইলে দ্বাদশ-
স্বরাত্মক বাগ্ভব বীজ । সর্বত্র উক্তরেৎ এই অধ্যাত্মত্ব ক্রিয়ার সহিত সস্বক্ৰ । এখানে
লজ্জা পদটি কামবীজ তাৎপর্য্যক । তাহাই উক্ত হইয়াছে (৪)—

হে দেবি ! এখানে লজ্জাপদে কামবীজ শব্দিত (ধ্বনিত) হয় । ইহা মহাকালের
মত জানিবে । মন্ত্রোদ্ধার শুভাবহ জানিবে । ৫

অত্র লজ্জাপদে দেবি ! এই স্থলে পূর্বমায়াপদে দেবি এই পাঠ হইলে মায়াপদস্য
পূর্বং—মায়াপদের পূর্ব এইরূপ সমাসে রাজদন্তাদিত্ব নিবন্ধন মায়া পদের

১। ঋ—পরনিপাতঃ । তথাচ পূর্বমায়াপদং বল্লজ্জাপদং তন্মিহিত্যর্থঃ । তথাচ পূর্বমায়াপদ-পদেন ।

পূর্বমায়াপদপদেন কামবীজমুচ্যতে, অশ্বথা তাপিনী-বিশ্বসারাদি-গ্রন্থবিরোধঃ
স্তাৎ । তথা চ বিশ্বসারস্তত্ত্ব (৬)—

কামাত্মাং বাগ্ভবাত্মাং বা মায়াত্মাং বা জপেৎ সুধীঃ ।

লক্ষ্মীত্মাং বা জপেদ্বিত্যাং চতুর্বর্গফল-প্রদাম্ ॥ ৭

এবমাত্র কল্পে—সর্বত্রমায়াপদং ভুবনেশী-বাচকমেব । যথা ভৈরবমতম্—

লক্ষ্মীঃ প্রথমবীজেহন্তি লজ্জাবীজে মনোভবঃ ।

তৃতীয়েহস্মিন্ সদা দেবী মহাপাতক-নাশিনী ॥ ৮

চতুর্থে তু গুণাতীতা মুক্তিবিদ্যা-প্রদায়িকা ।

বকারে বরুণঃ সাক্ষাজ্জকারে তু সুরাধিপঃ ॥ ৯

রেফে হঁতাশনো দেবো বকারে বসুধাধিপঃ ।

ঐকারে ত্রিপুরা দেবী রেফে ত্রিপুরসুন্দরী ॥ ১০

ত্রৈলোক্য-বিজয়া দেবী সর্দৈবৌকার-সংস্থিতা ।

চকারে চন্দ্রমা দেবো নকারে হি বিনায়কঃ ॥ ১১

পরনিপাত হইবে । তাহা হইলে পূর্বমায়াপদ অর্থাৎ মায়া পদের পূর্বে যে লজ্জাপদ
আহাতে । তাহা হইলে পূর্বমায়া পদে কামবীজ উক্ত হয় । অশ্বথা তাপিনী, বিশ্ব-
সারাদি ভক্তের সহিত বিরোধ হইবে । তাহাই বিশ্বসার তন্ত্রে উক্ত হইয়াছে (৬)—

সুধী সাধক এই বিদ্যাকে কামাদ্যা করিয়া অর্থাৎ কামবীজকে প্রথমে দিয়া অথবা
এই বিদ্যাকে বাগ্ভবাদ্যা করিয়া অথবা এই বিদ্যাকে মায়াদ্যা করিয়া জপ করিবে ।
চতুর্বর্গফল প্রদা এই বিদ্যাকে লক্ষ্মীদ্যা করিয়া জপ করিবে । ৭

সুভবাৎ এই কল্পে সর্বত্র মায়াপদটি ভুবনেশ্বরী বাচক । যেমন ভৈরবমত—লক্ষ্মী
প্রথমবীজে আছেন । লজ্জাবীজে মনোভব (কাম), তৃতীয়বীজে মহাপাতকনাশিনী
এই দেবী সর্বদা আছেন । ৮

চতুর্থবীজে গুণাতীতা মুক্তি বিদ্যা প্রদায়িকা দেবী, বকারে সাক্ষাৎ বরুণ ও
জকারে সাক্ষাৎ সদাশিব আছেন । ৯

রেফে হঁতাশন দেব, বকারে বসুধাধিপতি, ঐকারে ত্রিপুরা দেবী, রেফে ত্রিপুর
সুন্দরী আছেন । ১০

ত্রৈলোক্যবিজয়া দেবী সর্বদাই ঐকারে অবস্থিত আছেন । চকারে চন্দ্রমা দেব
এবং নকারে বিনায়ক অবস্থিত আছেন । ১১

ঈকারে কমলা সাক্ষাদ্ যকারে চ সরস্বতী ।

মায়া যুগ্মে সদা দেবী প্রকৃত্যা সহ সঙ্গতা ॥ ১২

বৈখরী চৈব ফট্‌কারে স্বাকারে কুসুমায়ুধঃ ।

হাকারে চ রতিত্তিষ্ঠেদেবং মঙ্গল-সমুচ্চয়ঃ ॥ ১৩

এবঞ্চ বজ্রশব্দস্য বকারো যরলবীয় ইতি সিদ্ধম্, বো “বালো বাকুণী সূক্ষ্মা বরুণো বেদ-সংজ্ঞকঃ” ইতি বর্ণাভিধানেনাস্ত্য-বকারপর্যায়-দর্শনাৎ । তথা বৈরোচনীয়-শব্দস্য পবর্গীয়-বকারাদিত্তমপি, “সুরভির্মুখবিষ্ণু চ সংহারো বসুধাধিপ” ইতি তেনৈব বর্ণ্য-বকারানুশাসনাৎ^১ । ১৪

ইথঞ্চ এতৎ-কল্পে আদৌ-রমা ততঃ কামস্ততো মায়া ততো বাগ্-ভবস্ততো বজ্র-বৈরোচনীয়ে ইতি পদম্, ততঃ পুনরায় যুগ্মং, ততঃ ফট্‌কারঃ, ততঃ স্বাহা ইতি ষোড়শাক্ষরী বিদ্যোদ্ধতেতি কেচিৎ । তচ্চিস্ত্যম্^২ । তথাচ জ্রী” ক্রী” হ্রী” হ্রী” বজ্রবৈরোচনীয়ে হ্রী” হ্রী” ফট্‌ স্বাহা ইতি সিদ্ধম্ । এতাদৃশ-ষোড়শা ইত এবোদ্ধারে বক্ষ্যমাণ-ষোড়শান্তর-বোধক-বিশ্বসার-বচনস্য পৌনরুক্ত্যাপত্তেঃ । তদ্বচনম্ যথা (১৫)—

ঈকারে সাক্ষাৎ কমলা, যকারে সাক্ষাৎ সরস্বতী, মায়াধরে প্রকৃতির সহিত দেবী সর্বদা সঙ্গত হইয়া আছেন । ১২

ফট্‌কারে বৈখরী দেবী, স্বাকারে কুসুমায়ুধ (কন্দর্প) হাকারে রতি আছেন । এইরূপে মন্ত্রে দেবগণের সমুচ্চয় হইয়াছে । ১৩

এই হইলে বজ্রশব্দের বকার—যরলবীয় ইহা সিদ্ধ হয় ; যেহেতু “বো বালো বাকুণী, সূক্ষ্মা, বরুণো বেদসংজ্ঞকঃ” এই বর্ণাভিধানে অস্ত্য বকারের বাল, বাকুণী, সূক্ষ্মা, বরুণ প্রভৃতি পর্যায় শব্দ দৃষ্ট হইয়া থাকে । সেইরূপ বৈরোচনীয় শব্দটি পবর্গীয় বকারাদিও হয় ; যেহেতু “সুরভির্মুখ বিষ্ণু চ সংহারো বসুধাধিপ” এইরূপ সেই বর্ণাভিধানে বর্গীয় বকারের অনুশাসন (সুরভি প্রভৃতি বাচক শব্দ) দেখা যায় । ১৪

এইরূপ হইলে এই কল্পে প্রথমে রমা, পরে কাম, পরে মায়া, পরে বাগ্‌ভব, পরে বজ্রবৈরোচনীয়ে এই পদ, পরে পুনরায় মায়াধর, পরে ফট্‌কার, পরে স্বাহা—এই ষোড়শাক্ষরী বিদ্যা উদ্ধৃতা হইয়াছে, ইহা কেহ কেহ বলেন । তাহা চিত্তনীয় ।

১। খ—বসুধাধিপ ইতি তেনৈবাস্ত্যবকারানুশাসনাৎ । ২। খ—চিস্ত্যং । এতাদৃশষোড়শা ইত এবোদ্ধারে রমা কাম...সমস্থিতমিতি বক্ষ্যমাণ ষোড়শান্তরবোধকবিশ্বসারবচনস্য পৌনরুক্ত্যাপত্তেঃ । বসুধাধিপ ।

রমা কামস্তথা লজ্জা বাগ্ভবং বজ্রবৈ-পদম্ ।

রোচনীয়ে লজ্জাদ্বন্দ্বং মদ্রং স্বাহা-সমন্বিতম্ ॥ ১৬

ইতি । বস্তুতস্ত্ব অত্র লজ্জাপদং ভুবনেশীপরমেব । মায়াপদস্ত্ব সর্বত্র
কূটপরম্ । তত্রৈব—

বাস্তং বহিসমাক্রুৎ রতিবিন্দুবিভূষিতম্ ।

লক্ষ্মীবীজমিদং প্রোক্তং সর্বকামার্থ-সিদ্ধিদম্ ॥ ১৭

বামাক্ষি-বহি-সংযুক্তং বিন্দুনাদ-বিভূষিতম্ ।

শিববীজং মহেশানি ! লজ্জাবীজমুদাহৃতম্ ॥ ১৮

ঈশানমুক্ত্য পুরারিবীজং^১ সবিন্দুকং নাদ-বিভূষিতঞ্চ ।

স বামকর্ণং পরিতঃ প্রকল্প্য মায়াং বদন্তীহ মনৌষিণস্ত্বাম্ ॥ ১৯

দ্বাদশ স্বরবর্ণং স্যাদানাদবিন্দু-বিভূষিতম্ ।

বাগ্ভববীজমিত্যুক্তং সর্ববাক্য-বিগুহ্যয়ে ॥ ২০

এতাদৃশ ষোড়শাক্ষরীরই উদ্ধার হইলে বক্ষ্যমাণ অন্য ষোড়শাক্ষরীর বোধক বিশ্বসার-
বচনের পুনরুক্তির আপত্তি হইবে । সেই বচনটি যেমন (১৫)—

রমা, কাম, সেইরূপ লজ্জা, বাগ্ভব, বজ্রবৈ পদ, বৈরোচনীয়ে ও স্বাহা সমন্বিত
লজ্জাদ্বন্দ্বকে মদ্র জানিবে । ১৬

বস্তুতঃপক্ষে এখানে ৮ জাপদটি ভুবনেশ্বরীর বাচক । মায়াপদটি সর্বত্র কূটবীজ
তাৎপর্য্যক । যেহেতু সেইখানেই বাস্ত শকার বহিতে (রকারে) সমাক্রুত হইয়া রতি
(ঈ) ও বিন্দু বিভূষিত হইলে ইহা সর্বকাম ও সর্ব অর্থপ্রদ লক্ষ্মীবীজ নামে কথিত
হয় । ১৭

শিববীজ (হ) বহি (র) ও বামাক্ষি (ঈ) সংযুক্ত হইয়া নাদবিন্দু দ্বারা বিভূষিত
হইলে হে মহেশানি । ইহা লজ্জাবীজ বলিয়া কথিত হয় । ১৮

পুরারিবীজ ঈশানকে (হকে) বামকর্ণ (উ) যুক্ত বিন্দুযুক্ত নাদ বিভূষিত উদ্ধার
করিয়া সর্বতোভাবে কল্পনা (উদ্ধার) করিলে এখানে তাঁহাকে মনৌষিণ মায়া
বলেন । ১৯

দ্বাদশ স্বরবর্ণ (ঐ) নাদবিন্দু বিভূষিত হইলে তাহা সর্ববাক্য বিগুহ্যের জন্য
বাগ্ভববীজ বলিয়া উক্ত হইয়াছে । ২০

ইতি মন্ত্র-চতুর্বিজ-বিবরণাং, শ্রী-মায়া-কূর্চ-বাগ্-বীজৈর্বজ্জ বৈরোচনীয়ে
 হুং । হুং ফট্, স্বাহা মহাবিদ্যা ষোড়শী ব্রহ্মরূপিণী ॥ ইতি কবচে তথৈব প্রতি-
 পাদনাচ্চ । এবঞ্চাদৌ শ্রীস্ততো মায়া ততঃ কূর্চং ততো বাগ্ভবং ততো
 বজ্জবৈরোচনীয়ে ইতি পদং ততঃ পুনঃ কূর্চদ্বয়ং ততঃ ফট্কারন্ততঃ স্বাহেতি
 ষোড়শীবিদ্যা উদ্ধতেতি । তন্ত্রসার-কৃতাপ্যেয কল্পঃ সমাদৃতঃ^১ । তথাচ শ্রী
 হ্রীং হুং ঐং বজ্জবৈরোচনীয়ে হুং হুং ফট্, স্বাহা ইতি সিদ্ধম্ । অতএবাদি-
 চতুর্বিজানাং পৌর্বাপর্য্যভেদাদেতদ্বিত্যাশ্চতুর্বিধত্বমুক্তং যথা-শ্রুতমেব সাধু
 সঙ্গচ্ছতে । যথা (২১)—

লক্ষ্মীবীজং যদাভ্যং শ্রীস্তদা শ্রীঃ সর্বভোমুখী ।

লজ্জাবীজেন চাভ্যেন বশ্যতাং যাস্তি যোষিতঃ ॥ ২২

মায়াবীজেন চাভ্যেন মহাপাতক-নাশনম্ ।

মাত্রা দ্বাদশিকা বীজমাভ্যং শ্রীশ্রুতি-দায়কম্ ॥ ২৩

ন চৈবং প্রাপ্তুস্তানাং বিশ্বসার-বচনানাং ভৈরব-মতোক্ত-বচনানাঞ্চ বিরোধ

এইরূপে মন্ত্রের চারিটি বীজের বিবরণ দেখা যায় । এবং শ্রী-মায়া-কূর্চ-বাগ্-
 বীজৈর্বজ্জ বৈরোচনীয়ে হুং । হুং ফট্, স্বাহা মহাবিদ্যা ষোড়শী ব্রহ্মরূপিণী অর্থাৎ শ্রী
 মায়া, কূর্চ ও বাগ্‌বীজের সহিত বজ্জবৈরোচনীয়ে হুং হুং ফট্, স্বাহা—এই ষোড়শাকরী
 মহাবিদ্যা ব্রহ্মরূপিণী—এই কবচে সেইরূপ মায়াকে কূর্চ বলিয়া প্রতিপাদন করা
 হইয়াছে । এই হইলে প্রথমে শ্রী, তাহার পর মায়া, তাহার পর কূর্চ, তাহার পর
 বাগ্‌ভব, তাহার পর বজ্জবৈরোচনীয়ে এই পদ, তাহার পর পুনরায় দুইটি কূর্চ, তাহার
 পর ফট্, তাহার পর স্বাহা—এই ষোড়শী বিদ্যা উদ্ধৃতা হইয়াছে, এই বলিয়া তন্ত্রসার-
 কারও এই কল্পের আদর করিয়াছেন । তাহা হইলে শ্রীং হ্রীং হুং ঐং বজ্জবৈরোচনীয়ে
 হুং হুং ফট্, স্বাহা—ইহা সিদ্ধ হয় । এই জন্মই প্রথম চারিটি বীজের পৌর্বাপর্য্যভেদে
 এই বিদ্যার চতুর্বিধত্ব উক্ত হইয়াছে । উহা যথাশ্রুত সুন্দরভাবে সঙ্গত হয় । যেমন
 তন্ত্রে বলিয়াছেন (২১)—

লক্ষ্মীবীজ যখন প্রথমে হইবে, তখন সর্বভোমুখী শ্রী হইবে । লজ্জাবীজ প্রথমে
 হইলে স্ত্রীগণ বশ্যতা প্রাপ্ত হয় । ২২

মায়াবীজ প্রথমে হইলে মহাপাপ নাশ হয় । মাত্রা দ্বাদশিকা বীজ (ঐং বীজ)
 প্রথমে হইলে উহা মুক্তিদায়ক হয় । ২৩

পূর্বেক্ত বিশ্বসারের বচনসমূহের ও ভৈরবমতোক্ত বচন সমূহের বিরোধ, ইহা

ইতি বাচ্যম্, তত্ত্বচিনানাং বক্ষ্যমাণ-ষোড়শী-বিজ্ঞান্তর-পরহাং। বীজচতুষ্টয়-
মাচমনে সুব্যক্তীভবিষ্যতীতি চ ধ্যেয়ম্ । ২৪

অথাস্থাঃ পূজাপ্রয়োগঃ। প্রাতঃকৃত্যাদিকং সামান্য-পদ্ধত্যুক্ত-ক্রমেণ
কৃত্বা মন্ত্রাচমনং কুর্যাৎ ; যথা—

লক্ষ্মী-মায়া-কূচ'বৌজৈস্ত্রিভিঃ পীত্বাসু সাধকঃ ।

বাগ্ভনোষ্ঠৌ সংযুজ্য মায়াভ্যাঞ্চ দ্বিরনুমুজেৎ ।

কূচেন ক্ষালয়েৎ পাণী এভির্মন্ত্রৈশ্চ বিম্বসেৎ ॥ ২৫

শ্রীমায়া কূচ'বাক্-কাম-ত্রিপুটা-ভগ-বর্ত্ত'লৈঃ' ।

কামকলাক্লুশাভ্যাঞ্চ বক্তু-নাসাক্ষি-কর্ণয়োঃ ॥ ২৬

নাভি-হৃদয়মস্তকঞ্চাংসৌ স্পৃষ্ট্বা শত্বর্ভবেৎ ক্ষণাৎ ।

আচম্যেবং ছিন্নমস্তাং বৎসরাং তাং প্রপশ্যতি ॥ ২৭

লক্ষ্মী—রমাবীজম্ । মায়া—ভুবনেশী । মায়াভ্যাঞ্চেতি মায়াদ্বয়মুচ্চাৰ্য্য
বারদ্বয়মুনুমুজেদিত্যর্থঃ । অন্যথা মায়া চ দ্বিরনুমুজেদিত্যেব ক্রিয়াৎ ।
শ্রীমায়েতি । বাক্—বাগ্ভবম্ । ত্রিপুটা বর্ণাঃ—লক্ষ্মী মায়া কামবীজানি ।

বলিতে পারেন না, যেহেতু সেই সেই বচনগুলি বক্ষ্যমাণ অন্য ষোড়শী বিদ্যা তাৎ-
পর্য্যক । বীজ চতুষ্টয় আচমনে সুস্পর্ষ হইবে ইহা জানিবে । ২৪

অনন্তর প্রচণ্ডচণ্ডিকার পূজা প্রয়োগ । সারান্য পদ্ধতি কথিত ক্রমে প্রাতঃকৃত্যাদি
করিয়া মন্ত্রাচমন করিবেন । যেমন—

সাধক লক্ষ্মী, মায়া ও কূচ তিনটি বীজের দ্বারা জলপান করিয়া বাগ্ভবের দ্বারা
ওষ্ঠদ্বয় মার্জন করিয়া (মুছিয়া) দুইটি মায়া দ্বারা তাহাকে শুদ্ধ করিবেন । কূচের
দুইটি দ্বারা কর ক্ষালন করিয়া এই সকল বীজের দ্বারা স্পর্শ করিবেন । ২৫

শ্রীবীজ, মায়াবীজ, কূচবীজ, বাক্, বাগ্ভববীজ, কামবীজ, ত্রিপুটা (লক্ষ্মীবীজ,
মায়াবীজ, কামবীজ) ভগ (ঐং), বর্ত্ত'ল (ওঁ), কামকলা (ঙ্গং) অক্লুশ (ক্রোং)
দ্বারা মুখ, নাসা, অক্ষি, কর্ণদ্বয়, নাভি, হৃদয়, মস্তক ও অংসদ্বয় স্পর্শ করিয়া তৎক্ষণাৎ
শত্ব হইবে । এইরূপে আচমন করিয়া বৎসরের মধ্যে তাহাকে প্রত্যক্ষ করিবে । ২৬-২৭

লক্ষ্মী—রমাবীজ শ্রীং । মায়া—ভুবনেশী হ্রীং । মায়াভ্যাঞ্চ ইহার অর্থ—দুইটি
মায়া উচ্চারণ করিয়া দুইবার মার্জনা করিবেন । অন্যথা মায়াভ্যাং না বলিয়া মায়া
চ দ্বিরনুমুজেৎ অর্থাৎ মায়া দ্বারা দুইবার মার্জনা করিবেন, এইই বলিতেছেন । শ্রীমায়া
ইত্যাদি ঐহের অর্থ । বাক্—বাগ্ভববীজ ঐং । ত্রিপুটা—বর্ণ, লক্ষ্মী, মায়া, কাম-

ভগমৈকারঃ ।^১ ক্ষমাত্মকো জগদ যোনিঃ পরঃ পরনিরোধ-কৃদিত্তি বর্ণমালায়াং যোনিপদেন দ্বাদশ-স্বর-কথনাং^২ তত্র জগদিত্যেকং নাম । এবঞ্চ দ্বাদশ-স্বরোহত্র বাগ্ভবরূপঃ সমভিব্যাহার-বশাৎ বীজ-বোধকত্বাচ্চ । বৰ্ত্তুলং প্রণবঃ । কামকলা ঈকারঃ । অক্ষুশঃ ক্রোদ্ধারঃ^৩ । ২৮

তথাচ লক্ষ্মী-মায়া-কূর্চৈ'স্ত্রিরনু পীত্বা বাগ্ভবেনোষ্ঠৌ সংযুজ্য মায়া-দ্বয়েন দ্বিক্রন্মুজ্য-কূর্চেন পাণী প্রক্ষাল্য মুখে শ্রীঃ । নসোঃ হ্রীং হুং । দূশোঃ ঐং ক্রীং । কর্ণয়োঃ শ্রীং হ্রীং । নাতৌ ক্রীং । হৃদি ঐং । মস্তকে ওঁ । অংসয়োঃ ঈং ক্রোং শ্রুসেং । ততঃ প্রাণায়ামান্তং কৃত্বা ষোড়শাসং কুর্যাৎ । যথা (২৯)—

মন্ত্রষোড়াং ততঃ কুর্যাৎ ত্রৈলোক্য-বশকারিণীম্ ।

শ্রী-বালা-ত্রিপুটা-যোনি-প্রাসাদ-প্রণবৈস্তথা ॥ ৩০

কালী-বধ্বকুশৈঃ কামকলা-কূর্চাস্ত্রকৈঃ ক্রমাৎ ।

বীজ । ভগ—ঐকার, যেহেতু—“ক্ষমাত্মকো জগদযোনিঃ পরঃ পর নিরোধকঃ” এই বর্ণমালার যোনি শব্দ দ্বাদশস্বর বলা হইয়াছে । সেই কোষে জগৎ একটি ঐকারের নাম (বাচক শব্দ) । এই হইলে বীজের সমভিব্যাহার (সাহচর্য্য) বশতঃ এবং বীজের বোধক বলিয়া এখানে দ্বাদশ স্বর বাগ্ভবরূপ হইবে । বৰ্ত্তুলং—প্রণব । কামকলা—ঈকার । অক্ষুশঃ—ক্রোদ্ধার । ২৮

তাহা হইলে লক্ষ্মী, মায়া ও কূর্চের অর্থাৎ শ্রীং হ্রীং হুং মন্ত্রে তিনবার জল পান করিয়া, বাগ্ভববীজ ঐং মন্ত্রে ওষ্ঠদ্বয় মুছিয়া, দুইটি মায়া অর্থাৎ হ্রীং হ্রীং মন্ত্রে দুইবার র্ত্ত মুছিয়া, কূর্চবীজ হুং মন্ত্রে দুইবার ধুইয়া, শ্রীং মন্ত্রে মুখ, হ্রীং মন্ত্রে দক্ষিণ নাসিকা, হুং মন্ত্রে বামনাসিকা, ঐং মন্ত্রে দক্ষিণ চক্ষুঃ, ক্রীং মন্ত্রে বাম চক্ষুঃ, শ্রীং মন্ত্রে দক্ষিণ কর্ণ, হ্রীং মন্ত্রে বাম কর্ণ, ক্রীং মন্ত্রে নাভি, ঐং মন্ত্রে হৃদয়, ওঁ মন্ত্রে মস্তক, ঈং মন্ত্রে দক্ষিণ ঋতু ও ক্রোং মন্ত্রে বামঋতু স্পর্শ করিবেন । তাহার পর প্রাণায়াম পর্য্যন্ত কার্য্যগুলি করিয়া ষোড়শাস করিবেন । যেমন তন্ত্রে বলিয়াছেন (২৯)—

তাহার পর ত্রৈলোক্যবশকারিণী মন্ত্রষোড়ার শ্রাস করিবেন । শ্রীবীজ (শ্রীং), বালাবীজ (ঐং ক্রীং সৌঃ), ত্রিপুটাবীজ (শ্রীং হ্রীং ক্রীং), যোনিবীজ (ঐং) প্রাসাদ-বীজ (হৌং), প্রণব (ওঁ) সহিত, এইরূপ কালীবীজ (ক্রীং), বধুবীজ (হ্রীং), অক্ষুবীজ (ক্রোং) সহিত, কামকলা (ঈং), কূর্চবীজ (হুং) ও অন্তের (ফট্-কারের)

১। ঐ—ঐকারঃ । স চ বাগ্ভববীজম্ ক্ষমাত্মকো । ২। ঐ—কথনাং কেবলযোনিবাচক-
শব্দত্বাৎ তদ্বাচকত্বাৎ সমভিব্যাহার । ৩। ঐ—ক্রোংকারঃ । স চাংসযোরেব শ্রুতব্যঃ । তথাচ—

ষোড়শী-মনুবর্ণৈশ্চ পৃথগষ্টাদশাক্ষরৈঃ ।

এভির্বীজৈর্মাতৃকাণান্ শ্বেষু স্থানেষু বিস্থাসেৎ ॥ ৩১

এষা ব্রহ্ম-অরূপা হি বীজষোঢ়া প্রকীৰ্ত্তিতা ।

অস্ত্যাঃ সম্যাসনাৎ সৰ্বে বজ্রদেহা ভবন্তি হি ।

সৰ্বৈশ্বর্য্য-যুতান্তে হি জীবন্মুক্তা দশাক্ষতঃ ॥ ৩২

শ্রীলক্ষ্মীবীজম্ । বালা-বাগ্ভবঃ কামঃ সৌরিত্তি বীজত্রয়ম্ । ত্রিপুটা-
লক্ষ্মী-মায়া-কামাত্মক-বীজত্রয়ম্ । যোনিরৈকারঃ^১ প্রাপ্ত-বর্ণমালাবচনাৎ,
প্রকৃতে তু তদ্ব্যচিতিত্বাদ্ বাগ্ভব-বীজম্ । প্রাসাদঃ শিববীজম্ । প্রণবঃ—ওঁ-
কারঃ । কালী কালীবীজম্ । বধূর্বধুবীজম্ । অকুশঃ—ক্রোঁ । কামকলা
ঈঁ । কূচঁ স্পষ্টম্ । অন্ত্রং—ফট্-কারঃ । ষোড়শী মনুবর্ণৈরিত্তি । অস্ত্যা
উক্ত-ষোড়শী-মনুবর্ণৈরিত্যর্থঃ । পৃথক্—প্রত্যেকবর্ণম্ । অষ্টাদশাক্ষরৈরিত্তি
এতদীয়-কমলা-ভুবনেশীত্যাदि-বক্ষ্যমাণাষ্টাদশাক্ষরী-বর্ণৈরিত্যর্থঃ । এভিরিত্তি
ইত্যুক্তৈরেকপঞ্চাশদ্বর্ণৈরিত্যর্থঃ । ৩৩

সহিত ষোড়শ মন্ত বর্ণ—শ্রীং ঐং ক্লীং সৌঃ শ্রীং হ্রীং ক্লীং ঐং হৌং ওঁ ক্রীং দ্রীং ক্রোং
ঈং হুং ফট্—এই ষোড়শ মনুবর্ণের সহিত এবং অষ্টাদশ অক্ষরের সহিত, উক্ত এই
সকল বর্ণের সহিত মাতৃকাবর্ণগুলির পৃথক্ পৃথক্ মাতৃকাস্থানে গ্যাস করিবে । ৩০-৩১

অক্ষররূপা এই বীজষোঢ়া কীর্ত্তিত হইল । এই বীজষোঢ়ার গ্যাসের দ্বারা সকলেই
বজ্রদেহ হইয়া থাকে । সে সমস্ত ঐশ্বর্য্যযুক্ত এবং দশবৎসরের মধ্যে জীবন্মুক্ত হয় । ৩২

শ্রীঃ—লক্ষ্মীবীজ, বালা—বাগ্ভব বীজ ও কামবীজ সৌঃ—এই বীজত্রয় ।
ত্রিপুটা—লক্ষ্মীবীজ মায়াবীজ ও কামবীজ রূপ বীজত্রয় । যোনিঃ—ঐকার । পূর্বোক্ত
বর্ণমালা বচন হইতে ইহা জানা যায় । প্রকৃতপক্ষে এস্থলে ঐকার ঘটিত বলিয়া
বাগ্ভববীজ । প্রাসাদঃ—শিববীজ । প্রণবঃ—ওঁকার । কালী—কালীবীজ ক্রীং ।
বধূঃ—বধুবীজ । অকুশঃ—ক্রোঁ । কামকলা—ঈঁ । কূচঁ—স্পষ্ট অর্থাৎ হুং ।
অন্ত্রং—ফট্-কার । ষোড়শী মনুবর্ণৈঃ ইহার অর্থ—এই প্রচণ্ড-চণ্ডিকার ষোড়শাক্ষর
মন্ত বর্ণের দ্বারা পৃথক্—প্রত্যেক বর্ণ । অষ্টাদশাক্ষরৈঃ এই কথার অর্থ—এই প্রচণ্ড
চণ্ডিকার কমলা ভুবনেশানী ইত্যাদি বাক্যে বক্ষ্যমাণ অষ্টাদশাক্ষর মন্ত্রের বর্ণের
দ্বারা । এভিঃ এই কথার অর্থ—এই প্রকারে উক্ত এক পঞ্চাশৎ বর্ণের দ্বারা । ৩৩

১। ঐ—যোনির্জগদ্-যোনিরৈকারঃ । অমাত্মকো জগদ্যোনিঃ পরঃ পরনিরোধকৃদিত্তি বর্ণমালা-
বর্ণনাৎ । প্রকৃতে তু ।

যথা—শ্রী অ নমঃ। ঐ আ নমঃ। ক্রী ই নমঃ। সৌঃ ঙ্র নমঃ।
 শ্রী উ নমঃ। হ্রী উ নমঃ। ক্রী ঞ নমঃ। ঐ ঞ নমঃ। হৌ ঞ নমঃ।
 ও ঙ্র নমঃ। ক্রী এ নমঃ। শ্রী ঐ নমঃ। ক্রো ও নমঃ। ঙ্র ঔ নমঃ।
 হ্রু অ নমঃ। ক অ নমঃ। ট্ ক নমঃ। শ্রী ঋ নমঃ। হ্রী র্গ নমঃ।
 হ্রু ঋ নমঃ। ঐ ঙ্র নমঃ। ব চ নমঃ। জ্ব ই নমঃ। বৈ জ্ব নমঃ। রো
 ষ নমঃ। চ ঞ্র নমঃ। নী ট নমঃ। য়ে ঠ নমঃ। হ্রু ঙ্র নমঃ। হ্রু ঙ্র
 নমঃ। ফট্ গং নমঃ। স্বা তং নমঃ। হা থ নমঃ। শ্রী দ নমঃ। হ্রী ষ নমঃ।
 হ্রু ন নমঃ। ঐ প নমঃ। ব ফ নমঃ। জ্ব ব নমঃ। বৈ ভ নমঃ। রো ষ
 নমঃ। চ ষ নমঃ। নী র নমঃ। য়ে ল নমঃ। শ্রী ব নমঃ। হ্রী শ নমঃ।
 হ্রু ষ নমঃ। ঐ স নমঃ। ফট্ হ নমঃ। স্বা ল নমঃ। হা ষ নমঃ। ৩৪

বীজ যোড়া যথা,—(১) ললাটে—শ্রীং অং নমঃ। (২) মুখবৃত্তে—ঐং আং নমঃ।
 (৩) দঃ চক্ষুতে—ক্রীং ইং নমঃ। (৪) বাঃ চক্ষুতে—সৌঃ ঙ্রং নমঃ। (৫) দঃ কর্ণে—শ্রীং
 উং নমঃ। (৬) বাঃ কর্ণে—হ্রীং উং নমঃ। (৭) দঃ নাসিকায়—ক্রীং ঞং নমঃ।
 (৮) বাঃ নাসিকায়—ঐং ঞং নমঃ। (৯) দঃ গণ্ডে—হৌং ঞং নমঃ। (১০) বাঃ গণ্ডে—
 ওং ঙ্রং নমঃ। (১১) ওষ্ঠে—ক্রীং এং নমঃ। (১২) অধরে—শ্রীং ঐং নমঃ। (১৩)
 উর্ধ্বদন্তে—ক্রোং ও নমঃ। (১৪) অধোদন্তে—ঐং ঔং নমঃ। (১৫) ব্রহ্মরন্ধ্রে—হ্রুং
 অং নমঃ। (১৬) মুখে—ক অং নমঃ। (১৭) দঃ বাহুমূলে—ট কং নমঃ। (১৮) কনুইতে
 —শ্রীং ঋং নমঃ। (১৯) মণিবন্ধে—হ্রীং গং নমঃ। (২০) অঙ্গুলিমূলে—হ্রুং ষং নমঃ।
 (২১) অঙ্গুলাগ্রে—ঐং ঙ্রং নমঃ। (২২) বাম বাহুমূলে—ব চং নমঃ। (২৩) কনুইতে
 জ্ব ঙ্রং নমঃ। (২৪) মণিবন্ধে বৈ জ্বং নমঃ। (২৫) অঙ্গুলিমূলে রো ষং নমঃ। (২৬)
 অঙ্গুলাগ্রে চং ঞ্রং নমঃ। (২৭) দঃ পাদে মূলে—নী টং নমঃ। (২৮) হাঁটুতে—য়ে ঠং
 নমঃ। (২৯) গোড়ালিতে—হ্রুং ঙ্রং নমঃ। (৩০) অঙ্গুলিমূলে—হ্রুং টং নমঃ। (৩১)
 অঙ্গুলাগ্রে—ফট্ গং নমঃ। (৩২) বাম পাদমূলে—ফট্ গং নমঃ। (৩৩) হাঁটুতে—হা
 থং নমঃ। (৩৪) গোড়ালিতে—শ্রীং দং নমঃ। (৩৫) অঙ্গুলিমূলে—হ্রীং ষং নমঃ।
 (৩৬) অঙ্গুলির অগ্রে—হ্রুং নং নমঃ। (৩৭) দঃ পার্শ্বে—ঐং পং নমঃ। (৩৮) বাঃ পার্শ্বে
 —ব ফং নমঃ। (৩৯) পৃষ্ঠে জ্ব বং নমঃ। (৪০) নাভী—বৈ ডং নমঃ। (৪১) উদরে—
 রো মং নমঃ। (৪২) হৃদয়ে—চ ষং নমঃ। (৪৩) দঃ ক্লে—নী রং নমঃ। (৪৪) ককুদ
 —য়ে লং নমঃ। (৪৫) বাঃ ক্লে—শ্রীং বং নমঃ। (৪৬) হৃদয়াদি দক্ষ করে—হ্রীং ঞং
 নমঃ। (৪৭) হৃদয়াদি বাম করে—হ্রুং ষং নমঃ। (৪৮) হৃদয়াদি দক্ষ পাদে—ঐং সং

তত অমৃতাদিকং শ্রুতং । যথা—অমৃত মন্ত্রস্য ভৈরব ঋষিঃ সম্রাট্ হৃদশ্চিন্ন-
মস্তা দেবতা হুঙ্কারদ্বয়ং বীজং স্বাহা শক্তিরভীষ্টার্থসিদ্ধয়ে বিনিয়োগঃ । শিরসি
—ভৈরবায় ঋষয়ে নমঃ । মুখে—সম্রাট্ হৃদসে নমঃ । হৃদি—চিন্নমস্তায়ৈ

নমঃ । (৪৯) হৃদয়াদি বামপাদে—ফট্ হং নমঃ । (৫০) হৃদয়াদি উদরে—হা লং নমঃ ।
(৫১) হৃদয়াদি মুখে—হা কং নমঃ । ৩৪

বিবৃতি । মন্ত্রযোড়্যং ততঃ কুর্য্যাৎ ইত্যাদি বচনের দ্বারা মন্ত্রযোড়্য মন্ত্র বর্ণের
সহিত ৫১ মাতৃকাবর্ণের ৫১ মাতৃকা স্থানে শ্রুতি বিহিত হইয়াছে । তন্ত্রসারে এই
শ্রুতের প্রকার লিখিত হয় নাই । কিন্তু এই গ্রন্থে তাহা লিখিত হইয়াছে । শ্রীবালা-
বাক্যের দ্বারা যে ফট্কারান্ত মন্ত্র শরীর গঠিত হয়, তাহা সপ্তদশ অক্ষর । যোড়শী-
বর্ণৈশ্চ এই বাক্যের দ্বারা এবং অষ্টাদশাক্ষরৈঃ এই বাক্যের দ্বারা যে মন্ত্র হয়, তাহা
সমস্তই ফট্কারান্ত । ফটের টকারকে পৃথক্ বর্ণ ধরিলে ১৭ + ১৭ + ১৯ সংখ্যা হয় ।
তাহা ৫১ সংখ্যার বেশী । স্বরহীন টকার অনুচ্চার্য্য বলিয়া পূজা শ্রাসাদিতে যদি
উহা পৃথক্ বর্ণরূপে গৃহীত না হয়, তবে ৫১ সংখ্যার কম হয় । গ্রন্থকার প্রথম মন্ত্রের
ফট্কে ২টি বর্ণ করিয়া ১৭, পরের দুইটি মন্ত্রের ফট্কে এক বর্ণ ধরিয়া ১৬ + ১৮ সংখ্যা
ধরিয়া ৫১ সংখ্যার পূরণ করিয়াছেন । একই শ্রুতি একমন্ত্রে ফট্কারে বিভাগ ও
অন্য দুই মন্ত্রে বিশেষ বিধি না থাকিলে অবিভাগ করা যায় কি ? আমি তো এইরূপ
বিভাগের কারণ দেখিতে পাই নি । আমার মনে হয়—যোড়শীমনুবর্ণৈঃ এই পদটি
কৃচ্ছান্তকৈঃ পদের বিশেষণ । তাহাতে ১৬ অক্ষরের লাভ হয় । পৃথদষ্টাদশাক্ষরৈঃ
বাক্যের দ্বারা ১৮ অক্ষরের লাভ হয় । গ্রন্থকার অষ্টাদশাক্ষরৈঃ বাক্যের দ্বারা যে
মন্ত্রের উল্লেখ করিয়াছেন, তাহাও ফট্অস্তা, উহাতে ১৯ অক্ষর থাকিলেও যখন বচনে
অষ্টাদশাক্ষর বলা হইয়াছে, তখন বচনেই ফটের একবর্ণত্ব স্বীকৃত হইয়াছে বুঝা যায় ।
যোড়শীমনুবর্ণৈঃ স্থলেও ফটের একত্ব স্বীকৃত হইয়াছে । সুতরাং শ্রীবালা ইত্যাদি
দ্বারা ১৬টি, অষ্টাদশাক্ষরৈঃ দ্বারা ১৮টি মন্ত্র বর্ণ ধরিলে ৩৪টি মন্ত্রবর্ণ । বাকি ১৭
সপ্তদশাক্ষর একটি মন্ত্র লইলে ৫১ সংখ্যার পূরণ হয় । বচনে ২য় ও ৩য় মন্ত্রের স্পষ্ট
উল্লেখ নাই । যোড়শীমনুবর্ণৈশ্চ এই স্থলে অনুক্ত সমুচ্চয়ার্থক চকারের দ্বারা ও
শ্রীং হ্রীং হ্রুং ঐং বজ্র বৈরোচনীয়ে হং ফট্ স্বাহা—এই সপ্তদশাক্ষর বা অন্য সপ্তদশাক্ষর
মন্ত্র গ্রহণ করিলে সর্ব সামঞ্জস্য হয় । প্রকৃত শ্রুতের আকারটি কি হইবে, তাহা সুবিজ্ঞ
মন্ত্র শাস্ত্রাভিজ্ঞ সম্প্রদায়বিৎ সাধককে নির্ণয় করিতে অনুরোধ করি । ৩৪

তাহার পর অমৃতাদি শ্রুতি করিবেন । যথা—অমৃত প্রচণ্ড-চণ্ডিকামন্ত্রস্য ভৈরব
ঋষিঃ, সম্রাট্ হৃদঃ, চিন্নমস্তা-দেবতা, হুঙ্কারদ্বয়ং বীজং স্বাহা শক্তিঃ মমভীষ্টার্থসিদ্ধয়ে
বিনিয়োগঃ । মন্তকে—ও ভৈরবায় ঋষয়ে নমঃ । মুখে—ও সম্রাট্ হৃদসে নমঃ ।

দেবতায়ৈ নমঃ । ওহে—হুঁ হুঁ বীজায় নমঃ । পাদয়োঃ—স্বাহা শক্তয়ে নমঃ ।
মধা (৩৫)—

ভৈরবোহস্ত ঋষির্দেবি ! সত্ৰাট্‌ছন্দ উদাস্ততম্ ।

ছিন্নমস্তা স্মৃতা দেবী বীজং কূর্চদ্বয়ং পুনঃ ।

স্বাহা শক্তিরভীষ্টার্থে বিনিয়োগ উদাস্ততঃ ॥ ৩৬

ততঃ করাস্ত্যাসৌ কূর্ঘ্যাৎ । ওঁ আঁ ঋজায় হৃদয়ায় স্বাহা ইতি কনিষ্ঠয়োঃ ।
ওঁ ঈঁ সুখজায় শিরসে স্বাহা ইতি পবিত্রাঙ্গুল্যোঃ । ওঁ উঁ সুবজ্জায় শিখায়ৈ
স্বাহেতি মধ্যময়োঃ । ওঁ ঐঁ পাশায় কবচায় স্বাহেতি তর্জন্যোঃ । ওঁ ঔঁ
অকুশায় নেত্রত্রয়ায় স্বাহেত্যঙ্গুষ্ঠয়োঃ । ওঁ অঃ সুরক্ষাসুরক্ষায়াস্ত্রায় কড়িতি
করতলপৃষ্ঠয়োঃ । এবং হৃদয়াদিষু । তদুক্তং ভৈরবতন্ত্রে (৩৭)—

উচ্চরেৎ পূর্বমাকারং বিন্দুলাঞ্জিত-মস্তকম্^১ ।

ঋজায় হৃদয়ায়েতি স্বাহাযুক্তং কনীয়সি ॥ ৩৮

ঈং-কারিঞ্চ ততো দেবি ! চন্দ্রকোটি-সমপ্রভম্ ।

হৃদয়ে—ওঁ ছিন্নমস্তায়ৈ দেবতায়ৈ নমঃ । ওহে—হুঁ হুঁ বীজায় নমঃ । পাদদ্বয়ে—
স্বাহা শক্তয়ে নমঃ । যেমন তন্ত্রে বলিয়াছেন (৩৫)—

হে দেবি ! এই মন্ত্রের ভৈরব ঋষি, সত্ৰাট্‌ ছন্দঃ কথিত হইয়াছে । ছিন্নমস্তা
দেবতা, কূর্চদ্বয় বীজ ও স্বাহা শক্তি কথিত হইয়াছেন । অভীষ্ট সিদ্ধির লাভে এই
মন্ত্রের প্রয়োগ কথিত হইয়াছে । ৩৬

তাহার পর করাস্ত্যাস করিবেন । কনিষ্ঠাদ্বয়ে—ওঁ আঁ ঋজায় হৃদয়ায় স্বাহা ।
পবিত্রাঙ্গুলিদ্বয়ে (অনামাদ্বয়ে) ওঁ ঈঁ সুখজায় শিরসে স্বাহা । মধ্যমাদ্বয়ে—ওঁ
উঁ সুবজ্জায় শিখায়ৈ স্বাহা । তর্জনীদ্বয়ে—ওঁ ঐঁ পাশায় কবচায় স্বাহা । অঙ্গুষ্ঠদ্বয়ে
—ওঁ ঔঁ অকুশায় নেত্রত্রয়ায় স্বাহা । করতল-পৃষ্ঠে—ওঁ অঃ সুরক্ষাসুরক্ষায়াস্ত্রায়
কট্ । এইরূপ হৃদয়াদিতে অঙ্গস্ত্যাস করিবেন । তাহাই ভৈরবতন্ত্রে উক্ত
হইয়াছে (৩৭)—

বিন্দুলাঞ্জিত মস্তক (বিন্দুযুক্ত) আকারকে প্রথমে উচ্চারণ করিবে । পরে স্বাহান্ত
ঋজায় হৃদয়ায় অর্থাৎ ঋজায় হৃদয়ায় স্বাহা এই বলিয়া কনিষ্ঠাতে স্ত্যাস করিবে । ৩৮

হে দেবি ! তাহার পর কোটিচন্দ্রের স্তায় প্রভাবিশিষ্ট ঈংকারকে উচ্চারণ

১। ঋ—মস্তকমিত্যানন্তরং সুগ্রীবায় ততো বাচ্য শিখায়ৈ তদনন্তরম্ । স্বাহান্তং মধ্যমায়াং
বিগুলেৎ তদনন্তরমিত্যাди পাঠব্যতিক্রমো দৃশ্যতে । ঋ—পুণ্ডকে করস্ত্যাসমন্তান্ পৃথগুচ্ছত্য পৃথগঙ্গস্ত্যাস
মন্তা উক্ততঃ ।

সুখজায় ততো বাচ্যং শিরসে তদনন্তরম্ ।
 স্বাহা-যুক্তং ততো বাচ্যং পবিত্রাজুলি-সংযুক্তম্ ॥ ৩৯
 উকারঞ্চ ততো বাচ্যং বিন্দুলাঙ্কিত-মন্তকম্ ।
 সুবজ্রায় ততো বাচ্যং শিখায়ৈ তদনন্তরম্ ।
 স্বাহাস্তং মধ্যমায়াঞ্চ বিম্বসেৎ তদনন্তরম্ ॥ ৪০
 মাত্রাং দ্বাদশিকাং দেবীং বিম্বসেচ্চ ততঃ পরম্ ।
 পাশায়েতি সমুচ্চাৰ্য্য প্রবদেৎ কবচায় চ ।
 স্বাহাস্তং বিম্বসেন্নম্রং তর্জন্যাং তদনন্তরম্ ॥ ৪১
 ঔকারঞ্চ ততো দেবি ! চাক্ষুশায় ততঃ পরম্ ।
 নেত্রত্রয়ায় স্বাহাস্তমঙ্গুষ্ঠে করয়োদ্বয়োঃ ॥ ৪২
 অ-কারঞ্চ বিসর্গাস্তং সুরক্ষাকর-সংযুক্তম্ ।
 অসুরক্ষায়-সংযুক্তং অস্ত্রায়েতি ততঃ পরম্ ।
 ফড়ক্ষর-সমাযুক্তং বিম্বসেৎ করয়োদ্বয়োঃ ॥ ৪৩
 হৃদি মূর্ধ্নি শিখায়াঞ্চ কবচে নেত্র-মণ্ডলে ।
 যাবদস্ত্রং চতুর্দিশু বিদিশু চ যথাক্রমম্^১ ॥ ৪৪

করিয়া অনন্তর সুখজায় বলিয়া পরে পবিত্রাজুলি-সংযুক্ত স্বাহাস্ত শিরসে বলিবে
 অর্থাৎ অনামাঘ্নয়ে অঙ্গুষ্ঠঘ্নয় সংযুক্ত করিয়া ও ঐং সুখজায় শিরসে স্বাহা বলিবে । ৩৯

তাহার পর বিন্দুলাঙ্কিত মন্তক উকারকে (উং কে) বলিবে । তাহার পর
 সুবজ্রায় শিখায়ৈ বলিবে । অনন্তর অস্ত্রে স্বাহা বলিয়া মধ্যমাতে শ্বাস করিবে । ৪০

তদনন্তর দ্বাদশমাত্রা (স্বর) রূপিনী দেবীকে অর্থাৎ ঐংকে পাশায় উচ্চারণ করিয়া
 কবচায় বলিবে । তাহার পর তাহাকে স্বাহাস্ত করিয়া তর্জনীঘ্নয়ে শ্বাস
 করিবে । ৪১

হে দেবি । তাহার পর ঔ'কার ও অক্ষুশায় তাহার পর স্বাহাস্ত নেত্রত্রয়ায় অর্থাৎ
 ও ঔং অক্ষুশায় নেত্রত্রয়ায় স্বাহা বলিয়া দুই হস্তের অঙ্গুষ্ঠে শ্বাস করিবে । ৪২

বিসর্গান্ত অঃকার, সুরক্ষা অক্ষরের ও অসুরক্ষার পদের পর অর্থাৎ অঃ সুরক্ষা-
 সুরক্ষায় এবং ফড়ক্ষর সংযুক্ত অস্ত্রায় ফটু বলিয়া করতল ঘ্নয়ে বিম্বাস করিবে । ৪৩

চারি দিকে ও বিদিক্ সমূহে যথাক্রমে হৃদয়ে, মন্তকে, শিখায়, কবচে, নেত্রমণ্ডলে,
 ও অস্ত্র পর্য্যন্ত অঙ্গশ্বাস করিবে । ৪৪

১। অ—যথাক্রমম্ । ত্রিশক্তিতন্ত্রে তৈত্তরবাক্যম্—

অত্র দিগ্বিদ্ভিত্তি কথনং যড়ঙ্গ-পূজাবিষয়ম্ । ত্রিশক্তিতন্ত্রে ভৈরববাক্যম্—
উচ্চরেৎ প্রণবং পূর্বমাকারং বিন্দুসংযুক্তমিত্যাদি-বাক্যাদত্র করাজেষু প্রণবসম্ব-
লিতো জ্ঞাসঃ । ততো মূলেন মন্তকাদি-পাদ-পর্য্যন্তং পাদাদি-মন্তক-পর্য্যন্তং
বারত্ৰয়ং জ্ঞাসেৎ । ততো ধ্যানম্ (৪৫)—

স্বনাভৌ নীরজং ধ্যায়েদুর্দ্ধং বিকসিতং সিতম্ ।

তৎপদ্ম-কোষমধ্যে তু মণ্ডলং চতুরোচিষঃ ॥ ৪৬

জবা-কুসুম-সঙ্কাশং রক্তবক্ক-সন্নিভম্ ।

রজঃ-সত্ত্ব-তমো-রেখা যোনিমণ্ডল-মণ্ডিতম্ ॥ ৪৭

মধ্যে তু তাং মহাদেবীং সূর্য্যাকোটি-সমপ্রভাম্ ।

ছিন্নমস্তাং করে বামে ধারয়ন্তীং স্বমস্তকম্ ॥ ৪৮

প্রসারিত-মুখীং ভীমাং লেলিহানোগ্র-জিহ্বিকাম্ ।

পিবন্তীং রৌধিরীং ধারাং নিজকণ্ঠ-বিনির্গতাম্ ॥ ৪৯

বিবৃতি । এখানে ও তন্ত্রসারে অঙ্গজ্ঞাসের প্রকার লিখিত হয় নাই । এখানে
তাহা লিখিত হইল । যথা হৃদয়ে ওঁ আং খড়্গায় হৃদয়ায় স্বাহা । মন্তকে—ওঁ
ঈং সুখড়্গায় শিরসে স্বাহা । শিখায়—ওঁ উং সুবজ্জায় শিখারৈ স্বাহা । বাহুদ্বয়ে—ওঁ
ঐং পাশায় কবচায় স্বাহা । নেত্রদ্বয়ে—ওঁ ওঁ অঙ্কুশায় নেত্রদ্বয়ায় স্বাহা । করতল
করপৃষ্ঠে—ওঁ অঃ সুরক্ষাসুরক্ষায় অন্ত্রায় ফট্ । ৪৪

এস্থলে যে দিগ্বিদ্ভিক্ অর্থাৎ দিক্‌সমূহে ও বিদ্ভিক্‌সমূহে যে বলা হইয়াছে, তাহা
যড়ঙ্গপূজা বিষয়ক জানিবেন । ত্রিশক্তিতন্ত্রে ভৈরববাক্য হইতেছে—উচ্চরেৎ প্রণবং
পূর্বং আকারং বিন্দুসংযুক্তম্ অর্থাৎ প্রথমে প্রণব, পরে বিন্দুসংযুক্ত আকার উচ্চারণ
করিবে—ইত্যাদি বাক্য হইতে জানা যায়—এস্থলে করাজ্ঞাসে প্রণবযুক্ত মন্ত্রের জ্ঞাস
হইবে । তাহার পর মূলের দ্বারা মন্তক হইতে পাদ পর্য্যন্ত ও পাদ হইতে মন্তক
পর্য্যন্ত বারত্ৰয় ব্যাপক জ্ঞাস করিবেন । তাহার পর ধ্যান করিবেন (৪৫)—

সেই ধ্যানের অর্থ—মন্ত্রজ্ঞ সাধকগণ সর্বদা নিজের নাভিতে উজ্জ্বলিত বিকসিত
শ্বেত পদ্ম ধ্যান করিবে । সেই পদ্মের কোষমধ্যে সত্ত্ব, রজঃ ও তমোরূপ রেখাএক
দ্রুপ যোনি মণ্ডলে মণ্ডিত জবাকুসুম সদৃশ রক্তবক্ক পুষ্পতুল্য রক্ত বর্ণ প্রচণ্ড-কিরণ
সূর্য্যের মণ্ডল ধ্যান করিবে । সেই মণ্ডলমধ্যে কোটি সূর্য্যের জ্ঞায় প্রভাবিনিষ্ঠ । সেই
মহাদেবী ছিন্নমস্তাকে বামকরে ধীর ছিন্নমস্তক-ধারিণী, প্রসারিতমুখী (বিবৃত্তাননা),
লেলিহান উগ্র জিহ্বা-ধারিণী, নিজকণ্ঠ বিনির্গত কুধিরধারা পানকারিণী, বিকীর্ণকেশ

বিকীর্ণ-কেশপাশাঞ্চ নানাপুষ্প-সমন্বিতাম্ ।

দক্ষিণে চ করে কত্রীং মুণ্ডমালা-বিভূষিতাম্ ॥ ৫০

দিগম্বরীং মহাঘোরাং প্রত্যালীঢ়-পদে স্থিতাম্ ।

অস্থিমালা-ধরাং দেবীং নাগ-যজ্ঞোপবীতিনীম্ ॥ ৫১

রাতকামোপরিষ্ঠাঞ্চ সদা ধ্যায়ন্তি মন্ত্রিণঃ ।

সদা ষোড়শ-বর্ষীয়াং পীনোন্নত-পয়োধরাম্ ॥ ৫২

বিপরীত-রতাসক্তৌ ধ্যায়েদ্ রতি-মনোভবৌ ।

ডাকিনী-বর্ণিনী-যুক্তাং বাম-দক্ষিণ-যোগতঃ ।

দেবী-গলোচ্ছলদ্রক্ত-ধারাপানং প্রকূর্বতীম্ ॥ ৫৩

বর্ণিনীং লোহিতাং সৌম্যাং যুক্তকেশীং দিগম্বরীম্ ।

কপাল-কত্রিকা-হস্তাং বাম-দক্ষিণ-যোগতঃ ॥ ৫৪

নাগযজ্ঞোপবীতাঢ্যাং জলন্তেজোময়ীমিব ।

প্রত্যালীঢ়পদাং দিব্যাং নানালঙ্কার-ভূষিতাম্ ।

সদা দ্বাদশবর্ষীয়ামস্থিমালা-বিভূষিতাম্ ॥ ৫৫

ডাকিনীং বামপার্শ্বে তু কল্প-সূর্য্যানলোপমাম্ ।

পাশা (আলুনাগ্নিত কেশা—যুক্তকেশী) নানাবিধ পুষ্পে বিভূষিতা, দক্ষিণহস্তে কত্রিকা-
ধারিণী, মুণ্ডমালার বিভূষিতা, দিগম্বরী (লগ্না), মহাঘোরা, প্রত্যালীঢ় পদে (দক্ষিণপাদ
অগ্রভাগে এবং পশ্চাদ্ ভাগে কিকিৎ আকৃষ্ট বামপাদে) অবস্থিতা অস্থিনির্মিত
মালাধারিণী, দেবী (জ্যাতির্ময়ী), নাগরূপ যজ্ঞোপবীত-ধারিণী, সর্বদা ষোড়শ
বর্ষীয়া, পীন ও উন্নত স্তন-ধারিণী, বিপরীত রতিযুক্ত রতিকামের উপরে অবস্থিতা
ধ্যান করেন । ৪৬-৫২

রতি ও মনোভবকে (কামকে) বিপরীত রতিতে আসক্ত ধ্যান করিবে । দেবীর
বামে ও দক্ষিণে দেবীর গলদেশ-গলিত রক্তধারা পানকারিণী ডাকিনী ও বর্ণিনী যুক্তা
দেবীকে ধ্যান করিবে । ৫৩

বর্ণিনীকে রক্তবর্ণা, সৌম্যা, যুক্তকেশী, দিগম্বরী (বিবজ্জা), বামহস্তে কপাল ও
দক্ষিণ হস্তে কত্রিকা (কাতারী) ধারিণী, নাগরূপ যজ্ঞোপবীত যুক্তা, জলন্তেজো-
ময়ী, প্রত্যালীঢ়-পদা, দিব্যা, নানালঙ্কারে বিভূষিতা, সর্বদা দ্বাদশ বর্ষীয়া, অস্থিমালার
বিভূষিতা ধ্যান করিবে । ৫৪-৫৫

দেবীর বামপার্শ্বে মহাদেবী ডাকিনীকে প্রলয়কালীন সূর্য্য ও অগ্নির তাম্র সমুচ্ছলনা

বিদ্যাজ্জটাং ত্রিনয়নাং দন্ত-পংক্তি-বলাকিনীম্ ॥ ৫৬

দংষ্ট্রা-করাল-বদনাং পীনোন্নত-পয়োধরাম্ ।

মহাদেবীং মহাঘোরাং মুক্তকেশীং দিগম্বরীম্ ॥ ৫৭

লোলিহান-মহাজিহ্বাং মুণ্ডমালা-বিভূষিতাম্ ।

কপাল-কর্ত্রিকা-হস্তাং বাম-দক্ষিণ-যোগতঃ ॥ ৫৮

দেবীগলোচ্ছলদ্রক্ত-ধারা-পানং প্রকুব্ধীম্ ।

করস্থিত-কপালেন ভীষণেনাতিভীষণাম্ ।

আভ্যাং নিষেব্যমানাং তাং ধ্যায়েদ্দেবীং বিচক্ষণঃ ॥ ৫৯

পিবন্তীমিতি মুখেনেতি শেষঃ । তথা চ ভৈরবতন্ত্রে—

স্ব-মস্তকং স-খর্পরং রক্ত-ধারাভিপূরিতম্ ।

ললজ্জিহ্বাং মহাভীমং ধৃতং বামভুজে তথা ॥ ৬০

এবঞ্চাশ্চাঃ শবাক্রুড়ে চতুর্ভুজত্রে চ প্রমাণং নাস্তীতি তত্ত্বম্ । অথবা
ধ্যানান্তরম্—

স্বনাভৌ নীরজং ধ্যায়েদ্ভানুমণ্ডল-সংযুতম্ ।

যোনিচক্র-সমায়ুক্তং গুণত্রিতয়-সংজ্ঞিতম্ ॥ ৬১

বিহাদবং অটোধারিণী, ত্রিনয়না, বলাকীর ত্রায় শুভদশনা, দংষ্ট্রার করালবৎ বদনা,
পীন ও উন্নত স্তন-ধারিণী, মহাঘোরা, মুক্তকেশী, দিগম্বরী, অতিবৃহৎ লোলজিহ্বা-
ধারিণী, মুণ্ডমালার বিভূষিতা, বামে কপাল ও দক্ষিণে কর্ত্রিকা-ধারিণী, বামহস্ত ধৃত
নিজ মুখের দ্বারা দেবীর গলদেশ নির্গত রক্তধারা-পানকারিণী, করস্থিত ভীষণ
কপালের দ্বারা অতিভীষণা ধ্যান করিবে। এই ডাকিনী ও বনিণী দ্বারা সেব্যমানা
দেবীকে বিচক্ষণ সাধক ধ্যান করিবে। ৫৬-৫৯

পিবন্তী অর্থ—তেন মুখেন অর্থাৎ সেই মুখের দ্বারা, এইটি উহা করিতে হইবে।
তাহাই ভৈরবতন্ত্রে বলিয়াছেন—

বামহস্ত ধৃত রক্তধারায় পরিপূর্ণ ললজ্জিহ্বা মহাভীষণ সখর্পর অর্থাৎ খর্পরের মধ্যে
নিজমস্তক (ধ্যান করিবে)। ৬০

এই হইলে ইনি শবাক্রুড়া ও চতুর্ভুজা, ইহাতে কোন প্রমাণ নাই। ইহাই তত্ত্ব।
অথবা অন্য ধ্যানের অর্থ—

যতি নিজের নাভিতে সত্ত্ব, রজ, ও তমোরূপ ৩৭ ত্রিতয় নামক যোনি চক্র ভূষিত
সূর্য্যমণ্ডলের দ্বারা মুক্ত একটি পদ্ম ধ্যান করিবে। ৬১

ততো মধ্যে মহাদেবীং ছিন্নমস্তাং স্মরেদ্ যতিঃ ।
 প্রদীপ-কলিকাকারামদ্বিতীয়-ব্যবস্থিতাম্ ।
 যোনিমুদ্রা-সমায়ুক্তাং হৃদয়স্থিত-লোচনাম্ ॥ ৬২
 ধ্যেয়মেতদ্ যতীনাঞ্চ গৃহস্থানাং নিশাময় ।

যথা— অস্তুরা স্বশরীরস্য নাভি-নীরজ-সঙ্গতাম্ ॥ ৬৩
 নিলৈ'পাং ত্রিগুণাং সূক্ষ্মাং বালচন্দ্র-সমপ্রভাম্ ।
 সমাধিমাত্র-গম্যাস্ত গুণ-ত্রিতয়-বেষ্টিতাম্ ।
 কলাতীতাং গুণাতীতাং মুক্তিমার্গ-প্রদায়িনীম্ ॥ ৬৪

ধ্যানস্থাৱশ্যকত্বমাহ তন্ত্রে—

প্রচণ্ডচণ্ডিকামেবমধ্যাহ্না যন্ত পূজয়েৎ ।
 সগুস্তস্য শিরশ্ছিহ্না দেবী পিবতি শোণিতম্ ॥ ৬৫

প্রচণ্ডচণ্ডিকামিত্যুপলক্ষণম্ । সর্বত্রৈব ধ্যানমাবশ্যকম্ । এবং ধ্যানা
 মানসৈঃ সম্পূজ্য তারিণীবচ্ছায়াস্থাপনং কুর্য্যাৎ^১ । ততো যন্ত্রাদৌ পীঠপূজাং
 কুর্য্যাৎ । যন্ত্রমাহ তৈরব-তন্ত্রে । যথা (৬৬)—

তাহার মধ্যে যতি প্রদীপ কলিকার শাস্র আকারবিশিষ্ট। অদ্বৈতরূপে অবস্থিত।
 যোনিমুদ্রা যুক্তা, হৃদয়গত লোচন যুক্ত। মহাদেবী ছিন্নমস্তাকে স্মরণ করিবেন । ৬২

ছিন্নমস্তার এই রূপ যতিগণের ধ্যেয় । গৃহস্থগণের ধ্যেয় রূপ বলিতেছি, শ্রবণ কর ।
 যথা—নিজের শরীরের মধ্যে নাভিপদ্মে মণিপুরে অবস্থিত। ছিন্নমস্তা দেবীকে নির্গুণা,
 নিলৈ'পা, সূক্ষ্মা, বালচন্দ্রের শাস্র প্রভাশালিনী, সমাধিমাত্রগম্যা ত্রিগুণে বেষ্টিত,
 কলাতীতা, সত্ত্বাদি-গুণাতীতা ও মুক্তিদাত্রী ধ্যান করিবে । ৬৩-৬৪

তন্ত্রে ধ্যানের আবশ্যকত্ব বলিতেছেন—যে ব্যক্তি প্রচণ্ডচণ্ডিকাকে এইরূপ ধ্যান
 না করিয়া পূজা করে, দেবী তৎকণাং তাহার মস্তক ছিন্ন করিয়া শোণিত পান
 করেন । ৬৫

স্নোকে প্রচণ্ডচণ্ডিকা পদটি উপলক্ষণ । সমস্ত দেবদেবীর পূজার ধ্যান আবশ্যক ।
 এই প্রকারে ধ্যান করিয়া মানস উপচারে পূজা করিয়া তারিণীর শাস্র বিশেষার্থ্য
 স্থাপন করিবেন । তাহার পর যন্ত্রাদিতে পীঠপূজা করিবেন । তৈরবতন্ত্রে যন্ত্র
 বলিতেছেন । যথা (৬৬)—

ত্রিকোণং বিশ্বেদেদৌ তন্মধ্যে মণ্ডলত্রয়ম্ ।

তন্মধ্যে বিশ্বেদে যোনিং দ্বারত্রয়-সমস্থিতাম্ ॥ ৬৭

বহিরষ্টদলং পদ্মং ভূবিশ্ব-ত্রিতয়ং পুনঃ ।

কূটবীজং লিখেন্ মধ্যে ত্রিকোণে ফট্-সমস্থিতম্ ॥ ৬৮

যন্ত্রাস্তরং^১ তত্রৈব—সিতং কুর্যাদলং পূর্বমাগ্নেয়ং রক্তবর্ণকম্ ।

যাম্যং কৃষ্ণমতঃ পীতং শুক্লং রক্তং সিতাসিতম্ ॥ ৬৯

ততঃ পীতাং প্রকূর্বাৎ কর্ণিকাং তস্য মধ্যাগাম্ ।

তন্মধ্যে তু প্রকূর্বাৎ মণ্ডলং চতুরোচিষঃ ।

রক্তঃ-সত্ত্বং তমো রেখা রক্তা শুক্লা সিতা ক্রমাৎ ॥ ৭০

মায়া-যুগ্মং ততো ন্যস্ত ফড়ঙ্কর-সমস্থিতম্ ।

বাহ্যং তস্য চ চক্রস্য কুর্য্যাৎ প্রাকার-বেষ্টিততম্ ॥ ৭১

পূর্বং রক্তং তথা কৃষ্ণং সিতং পীতং যথাক্রমাৎ ।

চতুর্দ্বার-সমায়ুক্তং ক্ষেত্রপালৈরধিষ্ঠিতম্ ॥ ৭২

প্রথমে একটি ত্রিকোণ অঙ্কন করিবে। সেই ত্রিকোণের মধ্যে তিনটি মণ্ডল (বৃত্ত) লিখিবে। সেই বৃত্ত মধ্যে দ্বারত্রয় যুক্ত যোনিচক্র অঁাকিবে। তাহার বাহিরে অষ্টদল পদ্ম লিখিবে। তাহার বাহিরে পুনরায় তিনটি ভূগৃহ লিখিবে। ত্রিকোণে ফট্-সহ মধ্যে কূটবীজ হুং লিখিবে। ৬৭-৬৮

সেইখানেই যন্ত্রাস্তর উক্ত হইয়াছে—সেই যন্ত্রের পূর্বদলটিকে শুভ্র করিবে। আগ্নেয় দলকে রক্তবর্ণ, দক্ষিণ দলকে কৃষ্ণবর্ণ, তাহার পর যথাক্রমে অন্যান্য দলগুলিকে পীত, শুক্ল, রক্ত, সিত ও অসিত করিবে। ৬৯

তাহার পর তাহার মধ্যবর্তী কর্ণিকাকে পীতবর্ণ করিবে। সেই কর্ণিকার চতুর্কিরণ সূর্যের মণ্ডল করিবে। সেই সূর্যমণ্ডলে যথাক্রমে রজোরূপ রক্তরেখা, সত্ত্বরূপ শুক্লরেখা ও তমোরূপ কৃষ্ণরেখায় একটি ত্রিকোণ করিবে। ৭০

তাহার পর তাহার মধ্যে ফট্-কার সহ দুইটি মায়া (হুং হুং) লিখিবে। সেই চক্রের বহির্ভাগকে প্রাকার বেষ্টিত করিবে। ৭১

তাহার পর তাহাকে যথাক্রমে প্রথম রক্তবর্ণ সেইরূপ কৃষ্ণবর্ণ, সিতবর্ণ ও পীতবর্ণ চতুর্দ্বার যুক্ত ক্ষেত্রপালের দ্বারা অধিষ্ঠিত করিবে। ৭২

ইতি^১ । ততঃ পীঠপূজাং কুর্যাৎ । সা যথা—ওঁ আধারশক্তয়ে নম । এবং
কুর্মায়ে, অনন্তায়, পৃথিব্যৈ, ক্ষীরসমুদ্রায়, রত্নদ্বীপায়, কল্পবৃক্ষায়, তদধঃ
স্বর্ণসিংহাসনায়, আনন্দকন্দায়, সন্নিহিতায়া, সর্বতত্ত্বাত্মকপদ্মায়, সঁ সত্বায়,
বঁ রজসে, তঁ তমসে, আঁ আত্মনে, অঁ অন্তরাত্মনে, পঁ পরমাত্মনে, হ্রীঁ
জ্ঞানাত্মনে । পদ্মমধ্যে—রতিকামাভ্যাং । ভৈরবমতে তু (৭৩)—

আধারশক্তিং কূর্মঞ্চ নাগরাজমতঃ পরম্ ।

পদ্ম-নালঞ্চ পদ্মঞ্চ পূজয়েন্নম্রবিম্বরঃ ॥ ৭৪

মণ্ডলং চতুরস্রঞ্চ রজঃ সত্ত্বং তমস্তথা ।

রতি-কামৌ চ সম্পূজ্য শক্তিপূজাং সমাচরেৎ ॥ ৭৫ ইতি ।

রতিকামোপরি বজ্রবৈরোচনীয়ে দেহি দেহি এহি এহি গৃহু গৃহু মম সিদ্ধিং
দেহি দেহি মম শত্রুন্ মারয় মারয় করালিকে হুঁ ফট্ স্বাহেতি পীঠমন্ত্ৰেণ-
পূজয়েৎ । সর্বত্র প্রণবাদি-নমোহস্তেন পূজনম্ । পুনৰ্য্যাবাহয়েৎ । তদ
যথা (৭৬)—

সর্বসিদ্ধির্নির্নীয়ে সর্বসিদ্ধিভাকিনীয়ে বজ্রবৈরোচনীয়ে ইহাবহ ইহাবহ

তাহার পর পীঠ পূজা করিবেন । সেই পীঠ পূজা যেমন—ওঁ আধার-শক্তয়ে
নমঃ । এইরূপ প্রথমে ওঁ এবং শেষে নমঃ পদ দিয়া কুর্মায়, অনন্তায়, পৃথিব্যৈ, ক্ষীর-
সমুদ্রায়, রত্নদ্বীপায়, কল্পবৃক্ষায়, তাহার অধোভাগে স্বর্ণসিংহাসনায়, আনন্দকন্দায়,
সন্নিহিতায়া, সর্বতত্ত্বাত্মক-পদ্মায়, সং সত্বায়, বং রজসে, তং তমসে, আং আত্মনে,
অং অন্তরাত্মনে, পং পরমাত্মনে, হ্রীং জ্ঞানাত্মনে, পদ্মমধ্যে—রতিকামাভ্যাম্ ।
ভৈরবমতে কিন্তু (৭৩)—

আধারশক্তি, কূর্ম, নাগরাজ, তাহার পর পদ্মনাল ও পদ্মকে মন্ত্রজ্ঞ সাধক পূজা
করিবে । তাহার পর মণ্ডল, চতুরস্র, রজঃ, সত্ত্ব ও তমকে এবং রতি ও কামকে পূজা
করিয়া শক্তির পূজা করিবে । ৭৬-৭৫

রতি ও কামের উপরে ওঁ বজ্রবৈরোচনীয়ে দেহি দেহি এহি এহি গৃহু গৃহু মম
সিদ্ধিং দেহি দেহি মম শত্রুন্ মারয় করালিকে হুং ফট্ স্বাহা—এই পীঠমন্ত্রে পূজা
করিবেন । সর্বত্র আদিত্যে প্রণব ও অস্তে নমঃ দিয়া পূজা হইবে । পুনরায় ধ্যান
করিয়া আবাহন করিবেন । যথা (৭৬)—

ওঁ সর্বসিদ্ধি-বর্নিনীয়ে । সর্বসিদ্ধি-ভাকিনীয়ে । বজ্রবৈরোচনীয়ে । ইহাবহ

১ । ৪—ইতি । যথা এতদধ্যায়োক্তবদ্বং লিখৎ । ততঃ পীঠপূজাং ।

পুনঃপুনঃমুচ্চার্য ইহ তিষ্ঠ ইহ তিষ্ঠ ইহ সন্নিধেহি ইহ সন্নিধেহি ইহ
সন্নিধেহি ইহ সন্নিধেহি ইত্যনেনাবাহ্য আঁ হ্রীঁ ক্রোঁ হংসঃ ইত্যনেন
প্রাণপ্রতিষ্ঠাং কৃত্বা ওঁ আঁ খড়্গায় হৃদয়ায় স্বাহা ইত্যাদিনা ষড়ঙ্গং
বিশ্রুত্ব যথাশক্তি পূজাং কৃত্বা, বলিং দত্ত্বাৎ । যথা—বজ্রবৈরোচনীক্ষে
দেহি দেহি এহি এহি গৃহু গৃহু ইমং বলিং মম সিদ্ধিং দেহি দেহি মম
শত্রুন্ মারয় করালিকে হুঁ ফট্ স্বাহেতি মন্ত্ৰেণ । ততো দেব্যা দক্ষিণে
—বর্গিণ্যে নমঃ । বামে—ডাকিণ্যে নমঃ । ততো দেব্যঙ্গে ষড়ঙ্গং সংপূজ্য
দক্ষিণে—ওঁ শঙ্খনিধয়ে নমঃ । বামে—ওঁ পদ্মনিধয়ে নমঃ । পূর্বাদি-দিক্—
লক্ষ্মীং লজ্জাং মায়াং বাণীক পূজয়েৎ । বিদিক্—ব্রহ্মা-বিষ্ণু-রুদ্রেশ্বরান্ ।
মধ্যে—সদাশিবং । সর্বত্র প্রণবাদি-নমোহস্তেন পূজয়েৎ । ততঃ পুষ্পাঞ্জলীন্
দত্ত্বাবরণানি পূজয়েৎ । যথা—অগ্নীশাসুরবায়ুসু মধ্যে দিক্ চ ওঁ আঁ খড়্গায়—

ইহাবহ ; পুনরায় এই মন্ত্র উচ্চারণ করিয়া, ইহ তিষ্ঠ ইহ তিষ্ঠ, পুনঃ সেই মন্ত্র পূর্বক
ইহ সন্নিধেহি ইহ সন্নিধেহি ; পুনরায় সেই মন্ত্র পূর্বক ইহ সন্নিধেহি ইহ সন্নিধেহি,
পুনঃ সেই মন্ত্রপূর্বক অত্রাতিষ্ঠানং কর, মম পূজাং গৃহাণ—এইরূপ মন্ত্ৰে আবাহন
করিয়া, ওঁ আঁ হ্রীঁ ক্রোঁ হংসঃ এই মন্ত্ৰের দ্বারা প্রাণ প্রতিষ্ঠা করিয়া ওঁ আঁ খড়্গায়
হৃদয়ায় স্বাহা ইত্যাদি মন্ত্ৰে ষড়ঙ্গের স্তোত্র করিয়া, যথাশক্তি দেবীর পূজা করিয়া বলি
দিবেন । যথা—ওঁ বজ্রবৈরোচনীক্ষে দেহি দেহি এহি এহি গৃহু গৃহু ইমং বলিং মম
সিদ্ধিং দেহি দেহি মম শত্রুন্ মারয় করালিকে হুঁ ফট্ স্বাহা—এই মন্ত্ৰের দ্বারা বলি
দিবেন । তাহার পর দেবীর দক্ষিণে বর্গিণ্যে নমঃ, বামে—ওঁ ডাকিণ্যে নমঃ মন্ত্ৰে
বর্গিনী ও ডাকিনীর পূজা করিয়া, তাহার পর দেবীর অঙ্গে ওঁ আঁ খড়্গায় হৃদয়ায়
স্বাহা, ওঁ ইং সুখড়্গায় শিরসে স্বাহা, ওঁ উং সুবজ্রায় শিখায় স্বাহা, ওঁ ঐং পাশায়
কবচায় স্বাহা, ওঁ ওঁং অঙ্কুশায় নেত্রত্রয়ায় স্বাহা ওঁ অঃ সুরকাসুরকায় অস্ত্রায় ফট্ স্বাহা ।
ইত্যাদি মন্ত্ৰে ষড়ঙ্গের পূজা করিয়া, দক্ষিণে—ওঁ শঙ্খনিধয়ে নমঃ । বামে—ওঁ
পদ্মনিধয়ে নমঃ পূর্বে—ওঁ লক্ষ্মী নমঃ । দক্ষিণে—ওঁ লজ্জায় নমঃ । পশ্চিমে
—ওঁ মায়ায় নমঃ । উত্তরে—ওঁ বাণীক নমঃ মন্ত্ৰে পূজা করিবেন । অগ্নাদি
কোণে যথাক্রমে প্রণবাদি, নমঃ অস্ত মন্ত্ৰে ব্রহ্মা, বিষ্ণু, রুদ্র ও ঈশ্বরকে, মন্ত্ৰে
সদাশিবকে পূজা করিবেন । সর্বত্র প্রণবাদি, নমঃ অস্ত মন্ত্ৰে পূজা করিবেন ।
তাহার পর পুষ্পপুষ্পাঞ্জলি দিয়া আবরণ দেবতাগণের পূজা করিবেন । যথা—
অগ্নি, ঈশ, অমর ও বায়ুকোণে, মধ্যে দিক্সমূহে ওঁ আঁ খড়্গায় হৃদয়ায় স্বাহা

হৃদয়ায় স্বাহা ইত্যাদিনা ষড়ঙ্গানি সংপূজ্যষ্টপত্রেষু পূর্বাদিক্রমেণ ওঁ হ্রীং
কাট্যৈ নমঃ । ওঁ হ্রীং বর্ণিণ্যৈ নমঃ । এবং ডাকিণ্যৈ, মহাভৈরব্যৈ ।
ভৈরব্যৈ, ইন্দ্রাক্ষ্যৈ, পিজ্জাক্ষ্যৈ । সংহারকারিণ্যৈ^১ । সর্বং প্রণবাদি-
নমোহস্তেন পূজয়েৎ । যথা (৭৭)—

একাং নামাভিধাং কালীং বর্ণিনীং ডাকিনীং তথা ।

ভৈরবীঞ্চ মহাপূর্বাং ভৈরবীং তদনন্তরম্ ।

ইন্দ্রাক্ষীঞ্চ সপিজ্জাক্ষীং ততঃ সংহারকারিণীম্ ॥ ৭৮

পূর্বাদিকে দলে পূজ্যাঃ শক্তয়শ্চ যথাক্রমম্ ।

প্রণবাদি-নমোহস্তেন লজ্জাবীজং সমুচ্চরন্ ॥ ৭৯

মহাপূর্বামিত্যস্ত পূর্বভৈরব্যামবয়ঃ । তথা চ সুব্যক্তং কবচে—

ডাকিনী দক্ষিণে পাতু শ্রীমহাভৈরবীঞ্চ মাম্ ।

নৈঋত্যং সততং পাতু ভৈরবী পশ্চিমেহবতু ॥ ৮০ ॥ ইতি

পদ্মমধ্যে হুঁ হুঁ ফট্ নমঃ স্বাহা নমঃ । দেব্যা দক্ষিণে—ওঁ সত্য়াট্-হৃদ্যসে

ইত্যাদি মন্ত্রে ষড়ঙ্গের পূজা করিয়া আটটি পত্রে পূর্বাদিক্রমে—ওঁ হ্রীং কাট্যৈ
নমঃ, ওঁ হ্রীং বর্ণিণ্যৈ নমঃ । এইরূপ ওঁ হ্রীং আদি ও নমঃ অন্ত মন্ত্রে ডাকিণ্যৈ,
মহাভৈরব্যৈ, ভৈরব্যৈ, ইন্দ্রাক্ষ্যৈ, পিজ্জাক্ষ্যৈ, সংহার-কারিণ্যৈ বলিয়া পূজা করিবেন ।
এই সকলকে প্রণবাদি ও নমঃ অন্ত মন্ত্রে পূজা করিবেন । যেমন তন্ত্রে
বলিয়াছেন (৭৭)—

কালী নাম্নী এক শক্তি, তাহার পর বর্ণিনী, ডাকিনী ও মহাপূর্বা ভৈরবী অর্থাৎ
মহাভৈরবী, ভৈরবী, অনন্তর ইন্দ্রাক্ষী, পিজ্জাক্ষী, অনন্তর সংহারকারিণী—পূর্বাদি দলে
এই শক্তিসমূহকে লজ্জাবীজ উচ্চারণ করিয়া প্রণবাদি অর্থাৎ ওঁ হ্রীং আদি ও নমঃ
অন্ত মন্ত্রে পূজা করিবে । ৭৮-৭৯

মহাপূর্বাং এই শব্দটির পূর্ববর্তী ভৈরবী পদের সহিত অবয়ঃ । তাহা হিন্নমস্তাক
কবচে সুস্পষ্ট উক্ত হইয়াছে—

ডাকিনী দক্ষিণে আমাকে রক্ষা করুন । শ্রীমহাভৈরবী নৈঋতে আমাকে রক্ষা
করুন । সর্বদা ভৈরবী আমাকে রক্ষা করুন । ৮০

পদ্ম মধ্যে—হুঁ হুঁ ফট্ নমঃ, স্বাহা নমঃ । দেবীর দক্ষিণে—ওঁ সত্য়াট্-হৃদ্যসে

নমঃ । দেব্যা উত্তরে—ওঁ সর্ববর্ণেভ্যো নমঃ । পুনর্দক্ষিণে—ওঁ বীজশক্তিত্যাং
নমঃ । পদ্মাগ্রেষু পূর্বাঙ্গি ক্রমেণ ত্রাট্কা, মাহেশ্বর্যৈ, কোমার্যৈ, বৈষ্ণব্যৈ,
বারাহ্যৈ, ইন্দ্রাণ্যৈ, চামুণ্ডায়ৈ, মহালক্ষ্ম্যৈ । সর্বত্র প্রণবাদি-নমোহস্তেন
পূজয়েৎ ততশ্চতুর্দিক্শু দ্বারেষু—ওঁ করালায় নমঃ, ওঁ বিকরালায়^১ নমঃ ।
এবং অতি-করালায়, মহাকরালায় । যথা ভৈরবীয়ে (৮১)—

পূর্বদ্বারে করালঞ্চ বিকরালঞ্চ দক্ষিণে ।

পশ্চিমেহতিকরালঞ্চ মহাকরালমুত্তরে ॥ ৮২

ততো ধূপাদি-বিসর্জনান্তং কর্ম সমাপয়েৎ^২ । বিসর্জনে ত্রয়ং বিশেষঃ ।
সংহারমুদ্রাং প্রদর্শ্য নির্মাল্য-পুষ্পাঞ্জলিবারোপ্যাত্রায় তৎ-পুষ্পাঞ্জলিতো
বামনাসাপুটেন—

যোনিমুদ্রা-সমাক্রুতাং প্রদীপ-কলিকোজ্জলাম্ ।

কৃষ্ণপক্ষে বিধুমিব ক্রমেণ ক্ষীণতাং গতাম্^৩ ॥

দেবীং বিচিন্ত্য “উত্তরে শিখরে দেবী ভূম্যাং পর্বতবাসিনী”ত্যাदि-

নমঃ । দেবীর উত্তরে—ওঁ সর্ববর্ণেভ্যো নমঃ । পুনরায় দক্ষিণে—ওঁ বীজশক্তিত্যাং
নমঃ । পদ্মসমূহের অগ্রে পূর্বাঙ্গি ক্রমে প্রণবাদি বীজান্ত অর্থাৎ ওঁ আং ইত্যাদি নমঃ
অন্ত মন্ত্রে ত্রাট্কা, মাহেশ্বর্যৈ, কোমার্যৈ, বৈষ্ণব্যৈ, বারাহ্যৈ, ইন্দ্রাণ্যৈ, চামুণ্ডায়ৈ,
মহালক্ষ্ম্যৈ বলিয়া ত্রাক্ষী প্রভৃতি মাতৃবর্গকে পূজা করিবেন । সর্বত্র প্রণবাদি নমঃ
অন্ত মন্ত্রে পূজা করিবেন । তাহার পর চারিদিকে দ্বারে—ওঁ করালায় নমঃ । ওঁ
বিকরালায় নমঃ । এইরূপ অতিকরালায় ও মহাকরালায় নমঃ বলিয়া পূজা
করিবেন । যেমন ভৈরবীয়ে বলিয়াছেন (৮১)—

পূর্ব দ্বারে করালকে, দক্ষিণ দ্বারে বিকরালকে, পশ্চিম দ্বারে অতিকরালকে ও
উত্তর দ্বারে মহাকরালকে পূজা করিবে । ৮২

তাহার পর ধূপদান হইতে বিসর্জন পর্য্যন্ত সমস্ত কার্য শেষ করিবেন । বিসর্জনে
এই বিশেষ—সংহার মুদ্রা দেখাইয়া নির্মাল্য পুষ্পগুলিকে অঞ্জলিতে রাখিয়া সেই
পুষ্পাঞ্জলি হইতে বামনাসা পর্য্যন্ত যোনিমুদ্রায় সমাক্রুতা প্রদীপ কলিকার দ্বার
উজ্জ্বলা, কৃষ্ণপক্ষের চন্দ্রের দ্বায় ক্ষীণত্ব প্রাপ্তা দেবীকে চিন্তা করিয়া, “ওঁ উত্তরে
শিখরেত্যাদি । অন্ত পুরস্চরণম্ ।

১। খ—ওঁ বিকরালায়ৈতি নাস্তি । ২। খ—সমাপয়েৎ । সংহারমুদ্রাং প্রদর্শ্যাজ্জলিবারোপা
বামনাসাপুটেন যোনিমুদ্রাসমাক্রুতাং । ৩। খ—ইমং মন্ত্রং সমুচ্চার্য চতুর্দিশো নিবেশয়েৎ । উত্তরে
শিখরেত্যাদি । অন্ত পুরস্চরণম্ ।

কালীপূজোক্ত-মন্ত্রমুচ্চাৰ্য্য নাভ্যুপরিস্থিত-পদ্মকোষান্তর্গত-সূর্য্যমণ্ডলে নিবেশ-
শয়েৎ । ৮৩

অস্ত্য পুরশ্চরণং লক্ষজপঃ সিদ্ধবিদ্যাত্মকং । বলিদানে তু তৈরবীয়ে—

রাত্রৌ বলিঃ প্রদাতব্যো মংস্ত-মাংস-সূরাদিভিঃ ।

অথবা মধুপানাত্তৈর্মধুরৈর্বিভবক্রমৈঃ ॥ ৮৪

মন্ত্রস্ত— উচ্চরেৎ প্রণবং পূর্বং সর্বসিদ্ধি-প্রদেহন্বিতম্ ।

বর্ণিনীয়ে ততো বাচ্যং সর্বসিদ্ধিপ্রদে ততঃ ॥ ৮৫

ডাকিনীয়ে ততো বাচ্যং^১ দেবী নাম ততঃ পরম্ ।

এহেহীতি ততো বাচ্যমিমং বলিমনস্তরম্ ॥ ৮৬

গৃহু গৃহু ততঃ প্রোক্ত্বা মম সিদ্ধিমনস্তরম্ ।

দেহি দেহীতি মাংসে চ ততঃ ফট্ স্বাহয়াযুতঃ ।

বলিমন্ত্রঃ সমাখ্যাতঃ পূজিতেয়ং সুরেশ্বরী^২ ! ॥ ৮৭

শিখরে দেবী ভূম্যাং পর্বতবাসিনী” ইত্যাদি কালীপূজা প্রকরণোক্ত-মন্ত্র উচ্চারণ
করিয়া নাভির উপরিস্থিত পদ্মকোষের অন্তর্গত সূর্য্যমণ্ডলে নিবেশ করাইবেন । ৮৩

সিদ্ধ বিদ্যা বলিয়া এই মন্ত্রের পুরশ্চরণে লক্ষ মন্ত্র জপ কর্তব্য । বলিদানে কিন্তু
তৈরবীর ভব্রে বলিয়াছেন—

রাত্রিতে মংস্ত, মাংস ও সূরাদির সহিত বলি দিবে । অথবা বিভব অনুসারে
মধুর মধু, পানাদির সহিত বলি দিবে । ৮৪

মন্ত্র কিস্ত—প্রথমে প্রণব (৩^২) উচ্চারণ করিবে । তাহার পর সর্বসিদ্ধিপ্রদে ।
অনস্তর বর্ণিনীয়ে । অনস্তর সর্বসিদ্ধিপ্রদে । বলিবে । পরে ডাকিনীয়ে, অনস্তর
দেবীর নাম অর্থাৎ বজ্রবৈরোচনীয়ে ! তাহার পর এহি এহি এই বলিবে । অনস্তর
ইমং বলিৎ, অনস্তর গৃহু গৃহু, তাহার পর মম সিদ্ধিং বলিয়া অনস্তর দেহি দেহি
বলিয়া দুইটি মাংসে অর্থাৎ হ্রীং হ্রীং, তাহার পর স্বাহা-যুক্ত ফট্ অর্থাৎ ফট্ স্বাহা ।
তাহাতে বলিমন্ত্রটি হইল—৩^২ সর্বসিদ্ধিপ্রদে ! বর্ণিনীয়ে ! সর্বসিদ্ধিপ্রদে ।
ডাকিনীয়ে । বজ্রবৈরোচনীয়ে এহি এহি ইমং বলিৎ গৃহু গৃহু মম সিদ্ধিং দেহি দেহি
হ্রীং হ্রীং ফট্ স্বাহা । ইহা ছিন্নমস্তার বলিমন্ত্র বলিয়া প্রসিদ্ধ । এই সুরেশ্বরী ইহা-
বারা পূজিতা হইয়া থাকেন । ৮৫-৮৭

১। খ—ততো বাচ্যং ইমং বলিমনস্তরং । গৃহু গৃহু । ২। খ—ষোড়শবিধা প্রণবসামাহ
ভব্রে তথা সর্বপ্রযোজন ।

ইতি । দেবী নাম বজ্রবৈরোচনীয়ে ইতি সমুদ্রাস্তম্ । মায়ে—ভুবনেশী-
বীজধরম্ । তন্ত্রে (৮৮)—

তথা সর্বপ্রযত্নেন সর্বোপাস্তা চ ষোড়শী ।

লক্ষ্মীবীজাদিকা সৈব সর্বৈশ্বর্য্য-প্রদায়িনী ॥ ৮৯

লজ্জাঢ়া স্বৰ্গ-ভূ-নাগ-যোষিদাকর্ষণী পরা ।

কূর্চাঢ়া সর্বজন্তুনাং মহাপাতক-নাশিনী ॥ ৯০

বাগ্ভবাত্মা যদা বিত্যা বাগীশত্ব-প্রদায়িনী ।

এষা তু ষোড়শীবিত্যা বেত্যা সপ্তদশাক্ষরী ॥ ৯১

শ্রীবীজ-পুটিতা সা তু লক্ষ্মী-বুদ্ধি-করী সদা ।

লজ্জয়া পুটিতা বিত্যা ত্রৈলোক্যাকর্ষণী পরা ॥ ৯২

কূর্চেন পুটিতা সর্ব-পাপিনাং পাপহারিণী ।

বাগ্‌বীজ-পুটিতা চৈষা বাগীশত্ব প্রদায়িনী ॥ ৯৩

চতুর্বিধেতি বিত্বেষা প্রিয়ে ! সপ্তদশাক্ষরী ।

তারাত্মা ষোড়শী চাত্মা ভবেৎ সপ্তদশাক্ষরী ।

দেবী নাম—বজ্রবৈরোচনীয়ে এই সম্বোধনাস্ত নাম । মায়ে—ভুবনেশ্বরী বীজধর
হ্রীং হ্রীং । তন্ত্রে এইরূপ বিদ্যার প্রশংসা করিয়াছেন (৮৮)—

ষোড়শাক্ষরী বিদ্যা সেইরূপ সকলের সর্বপ্রযত্নে উপাস্তা । সেই ষোড়শাক্ষরী
বিদ্যা লক্ষ্মীবীজাদি হইলে সমস্ত ঐশ্বর্য্য-প্রদায়িনী হইয়া থাকেন । ৮৯

সেই ষোড়শাক্ষরী বিদ্যা লজ্জা বীজাদি হইলে স্বৰ্গ, মর্ত্য ও নাগলোকের জ্ঞাপনের
শ্রেষ্ঠ আকর্ষণী হইয়া থাকেন । সেই ষোড়শাক্ষরী কূর্চাদি হইলে মহাপাতক-নাশিনী
হইয়া থাকেন । ৯০

যখন ঐ ষোড়শাক্ষরী বাগ্ভব বীজাদি হইয়া থাকেন, তখন তিনি বাগৈশ্বর্য্য-
প্রদায়িনী হইয়া থাকেন । এই হইলেন ষোড়শী বিদ্যা । সপ্তদশাক্ষরী বিদ্যা জানিতে
হইবে । ৯১

সেই ষোড়শাক্ষরী শ্রীবীজ পুটিতা হইলে সর্বদা ঐশ্বর্য্য বুদ্ধিকরী হন । লক্ষ্মী
বীজ দ্বারা পুটিতা হইলে শ্রেষ্ঠ ত্রৈলোক্যাকর্ষণী হইয়া থাকেন । ৯২

কূর্চ বীজের দ্বারা পুটিতা হইলে সমস্ত পাপিগণের পাপবিনাশিনী হইয়া থাকেন ।
বাগ্‌বীজের দ্বারা পুটিতা হইলে বাগৈশ্বর্য্য-প্রদায়িনী হইয়া থাকেন । ৯৩

হে প্রিয়ে ! এই সপ্তদশাক্ষরী বিদ্যা এই চারি প্রকার । প্রণবাদি ষোড়শাক্ষরী

এষা বিদ্যা মহাবিদ্যা ভুক্তি-মুক্তিকরী সদা ॥ ৯৪

ইতি সপ্তদশাঙ্করী । অথ মন্ত্রান্তরম্—

ভুবনেশী কামবীজং কূর্চবীজঞ্চ বাগ্ভবম্ ।

ভুবনেশী কূর্চবীজং বাগ্ভবং তদনন্তরম্ ॥ ৯৫

বজ্রবৈরোচনীয়ে চ হুঁ ফট্ স্বাহা ততঃ পরম্ ।

ন্যাস-পূজাদিকং চাস্থা ষোড়শীবৎ সমাচরেৎ ॥ ৯৬

তথা— হ্রল্লেক্ষা মাদনং লক্ষ্মী বাগ্‌বীজং^১ কূর্চমেব চ ।

অস্ত্রান্তা ছিন্নমস্তায়া মহাবিদ্যা প্রকীৰ্ত্তিতা ॥ ৯৭

অস্থাশ্চ সদৃশী বিদ্যা জগৎস্বপি ন বিদ্যতে ।

ষড়্‌বর্ণোহয়ং মনুঃ সাক্ষান্মোক্শদো নাত্র সংশয়ঃ ॥ ৯৮

হ্রল্লেক্ষা—মায়া । মাদনং কামবীজম্ । অস্থা ধ্যানমহং বক্ষ্যে শৃণুস্ব কমলাননে ॥ ৯৯

প্রত্যালীড়-পদাং সदैব দধতীং ছিন্নং শিরঃ কর্ত্তিকাং

দিগ-বস্ত্রাং স্বকবন্ধ-শোণিত সুধা-ধারাং পিবন্তীং মুদা ।

অন্য প্রকার সপ্তদশাঙ্করী হইয়া থাকে । এই বিদ্যা মহাবিদ্যা সর্বদা ভোগকরী ও মোক্ষকরী । ৯৪

সপ্তদশাঙ্করী বিদ্যা সমাপ্ত হইল । অনন্তর ছিন্নমস্তার মন্ত্রান্তর কথিত হইতেছে ।

ভুবনেশী (হ্রীং), কামবীজ (ক্রীং), কূর্চবীজ (হুং), বাগ্‌ভববীজ (ঐং), ভুবনেশী, কূর্চবীজ, বাগ্‌ভব বীজ, তাহার পর বজ্রবৈরোচনীয়ে, তাহার পর হুং ফট্ স্বাহা । তাহাতে মন্ত্রটি হইল—হ্রীং ক্রীং হুং ঐং হ্রীং হুং ঐং বজ্রবৈরোচনীয়ে হুং ফট্ স্বাহা । এই বিদ্যার ন্যাস পূজাদি সমস্তই ষোড়শাঙ্করীর ন্যায় করিবে । ৯৫-৯৬

হ্রল্লেক্ষা (হ্রীং), মাদন (ক্রীং), লক্ষ্মী (ত্রীং), বাগ্‌বীজ (ঐং), কূর্চ (হুং), উহা অর্থাৎ হ্রীং ক্রীং ত্রীং ঐং হুং অস্ত্রান্ত (ফট্-অন্ত) হইলে ছিন্নমস্তার মহাবিদ্যা বলিয়া কথিত হয় । ৯৭

এই মহাবিদ্যার সদৃশী মহাবিদ্যা জগতেই নাই । এই ষড়্‌বর্ণ মন্ত্র সাক্ষাৎ মোক্ষপ্রদ, ইহাতে কোন সংশয় নাই । ৯৮

হ্রল্লেক্ষা—মায়া । মাদনং—কামবীজ । হে কমলাননে ! এই মহাবিদ্যার ধ্যান বলিতেছি শ্রবণ কর । ৯৯

ধ্যানের অর্থ—প্রত্যালীড়পদাং, সর্বদা ছিন্ন শিরঃ ও কর্ত্তিকাব্যাহিনী, দিগ্‌বস্ত্রাং,

১। ঋ—বাগ্‌ভবং ।

নাগাবন্ধ-শিরোমণিং ত্রিনয়নাং হৃদ্যাংপললিঙ্কতাং
রত্নাসক্ত-মনোভবোপরিদৃঢ়াং ধ্যায়েক্সবাসম্মিভাম্ ॥ ১।

দক্ষে চাতিসিতা বিমুক্তচিকুরা কত্রীং তথা খর্পরং
হস্তাভ্যাং দধতী রজোগুণভবা নাম্নাপি সা বণিনী ।
দেব্যাশ্চিন্ন-কবন্ধতঃ পতদস্মগ্ধারাং পিবন্তী মুদা
নাগাবন্ধ-শিরোমণির্মলুবিদা ধোয়া সদা সাসুরৈঃ ॥ ২

বামে কৃষ্ণ-তনুং তথৈব দধতী খড়্গাং তথা খর্পরং
প্রত্যালীঢ়পদা কবন্ধ-বিগলদ্রক্তং পিবন্তী মুদা ।
সৈষা যা প্রলয়ে সমস্ত-ভুবনং ভোক্তুং ক্ষমা তামসী
শক্তিঃ সাপি পরাংপরা ভগবতী নাম্না পরা ডাকিনী ॥ ৩

ইতি ধ্যানাহা^১ পূজাদিকং সর্বং ষোড়শীবৎ কুর্য্যাৎ । তথা—তারং লজ্জাদ্বয়ং
বজ্রবৈরোচনীয়ে হুং ফট্ স্বাহা । ইয়মপি চতুর্দশাক্ষরী । অস্ত্যাপি ধ্যান-
পূজাদিকং ষোড়শীবৎ । ৪

আনন্দের সহিত নিজ কবন্ধ গলিত শোণিত রূপ সুধাধারা পানকারিণী, নাগাবন্ধ
শিরোমণি-ধারিণী, ত্রিনয়না, হৃদয়ে উৎপলের দ্বারা অলঙ্কৃতা, রতিতে আসক্ত মনো-
ভবের উপরে দৃঢ়ভাবে অবস্থিতা (দণ্ডায়মানা) জবাসদৃশ রক্তবর্ণা ধ্যান করিবে । ১

দেবীর দক্ষিণ অতিশুক্লা, মুক্তকেশী, দুই হস্তের দ্বারা কত্রিকা ও খর্পর-ধারিণী,
রজোগুণভবা নামে তিনি বণিনী অর্থাৎ বণিনী মায়ী দেবীকে দেবীর কবন্ধ হইতে
গলিত রক্তধারা আনন্দে পানকারিণী, নাগাবন্ধ শিরোমণি-ধারিণী মন্ত্রবিৎ-সাধক ও
দেবগণ কর্তৃক সর্বদা ধোয়া চিন্তা করিবে । ২

দেবীর বামে কৃষ্ণবর্ণ-দেহা, খড়্গা ও খর্পর-ধারিণী, প্রত্যালীঢ়পদে দণ্ডায়মানা,
আনন্দে কবন্ধ গলিত রক্তধারা পানকারিণী যে তামসী শক্তি প্রলয়ে সমস্ত জগৎ ভক্ষণ
করিতে সমর্থ, সেই ডাকিনী মায়ী ভগবতী শক্তি শ্রেষ্ঠ হইতে শ্রেষ্ঠা ধ্যান করিবে । ৩

এইরূপ ধ্যান করিয়া পূজাদি সমস্তই ষোড়শাক্ষরীর শ্রায় করিবেন । তন্ত্রে সেইরূপ
আরও মন্ত্র বলিয়াছেন—তার (ওঁ), লজ্জাদ্বয় (হ্রীং হ্রীং), বজ্রবৈরোচনীয়ে হুং ফট্
স্বাহা—এই বিদ্যাও চতুর্দশাক্ষরী । এই বিদ্যারও পূজাদি ষোড়শাক্ষরীর শ্রায় হইবে । ৪

বিয়ং সূত্র-যুতং বিন্দুনাদযুক্তং ততঃ প্রিয়ে !

একাক্ষরী মহাবিদ্যা ত্রৈলোক্য-বশকারিণী ॥ ৫

সূত্রং দীর্ঘোকারঃ । তেন কূচ'বীজমাত্রম্ । সর্বং পূর্ববৎ^১ ।

তারাদন্তা ভবত্যেবা চতুর্বর্গফলপ্রদা ।

তেন প্রণবপুটিতং কূচ'মিত্যপি ত্র্যক্ষরী । ঠঠাঐশ্বযা মহাবিদ্যা ত্রৈলোক্য-
মোহকারিণী । ঠঠঃ স্বাহা দ্বিঠভাৎ । তথাচ কূচ'ং স্বাহেতি ত্র্যক্ষরী । তথা (৬)—

বজ্রবৈরোচনীয়ে চ কূচ'যুগ্মং স-ফট্ ঠঠঃ ।

তারাদন্তেযা^২ মহাবিদ্যা সর্বতেজোহপহারিণী ।

ত্রৈলোক্যাকর্ষিণী বিদ্যা চতুর্বর্গফলপ্রদা ॥ ৭

তেন ও বজ্রবৈরোচনীয়ে হুং হুং ফট্ স্বাহেতি ত্রয়োদশাক্ষরী ।
ধ্যান-পূজাদিকং সর্বং ষোড়শীবৎ । অথাষ্টাদশাক্ষরী বিদ্যা যথা (৮)—

কমলা ভুবনেশানী কূচ'বীজং সরস্বতী ।

বজ্রবৈরোচনীয়ে চ পূর্ববীজানি চোচ্চরেৎ ॥ ৯

হে প্রিয়ে ! বিয়ং (হ) সূত্র (উকার) যুক্ত হইবে । তাহার পর উহা বিন্দুনাদ
যুক্ত হইবে । একাক্ষরী এই বিদ্যা ত্রৈলোক্যের বশকারিণী হইয়া থাকে । ৫

সূত্রং—দীর্ঘ উকার । তাহাতে কূচ'বীজমাত্র হয় । সমস্তই পূর্ববৎ । এই বিদ্যা
তারাদন্তা (আদিত্তে ও অন্তে তার হইলে) চতুর্বর্গফলপ্রদা হয় । তাহাতে প্রণব পুটিত
কূচ' হয় । ইহাও ত্র্যক্ষরী বিদ্যা । এই মহাবিদ্যা ঠঠাঐশ্ব (স্বাহাঐশ্ব) হইলে ত্রৈলোক্য-
বশকারিণী হয় । ঠ ঠ দ্বিঠ বলিয়া স্বাহা হয় । তাহা হইলে কূচ' স্বাহা অর্থাৎ হুং
স্বাহা—এইটি ত্র্যক্ষরী মহাবিদ্যা হয় । ৬

তাহাই তন্ত্রে বলিয়াছেন—বজ্রবৈরোচনীয়ে কূচ' যুগ্ম, ফটের সহিত ঠ ঠ অর্থাৎ
বজ্রবৈরোচনীয়ে হুং হুং ফট্ স্বাহা । উহা তারাদন্ত অর্থাৎ প্রণবাদি হইলে সমস্ত
তেজের বিনাশিনী, ত্রৈলোক্যের আকর্ষিণী ও চতুর্বর্গ ফলপ্রদা হইয়া থাকেন । ৭

তাহা হইলে ও বজ্রবৈরোচনীয়ে হুং হুং ফট্ স্বাহা—এই ত্রয়োদশাক্ষরী বিদ্যা
হয় । এই বিদ্যার ধ্যানপূজাদি সমস্তই ষোড়শাক্ষরী বিদ্যার দ্বায় হইবে । অনন্তর
অষ্টাদশাক্ষরী বিদ্যা । যেমন তন্ত্রে বলিয়াছেন (৮)—

কমলা (প্রীং), ভুবনেশানী (হ্রীং), কূচ'বীজ (হুং), সরস্বতী (ঐং) বজ্রবৈরো-

১। খ—সর্বং পূর্ববৎ ঠঠাঐশ্বযা মহাবিদ্যা । ২। খ—তারাদন্তা ভবত্যেবা চতুর্বর্গ-প্রদাশ্বিনী ।
তেন প্রণবপুটিতং কূচ'মিত্যপি ত্র্যক্ষরী । তথা বজ্র-বৈরোচনীয়ে চেত্যাদি ।

ফট্ স্বাহা চ মহাবিদ্যা বসুচন্দ্রাকরী পরা ।

তারাত্তৈকোনবিংশার্ণা ব্রহ্মবিদ্যা-বরুপিণী ॥ ১০

এতে বিদ্যোত্তমে দেবি ! ভক্তি-মুক্তি-প্রদে তত্তে ।

লক্ষ্ম্যাদি-পুটিতা-পূর্বা রজ্জ্বরচন্দ্রাকরী ভবেৎ ॥ ১১

চতুর্ধা চ মহাবিদ্যা চতুর্ভগ্নফলপ্রদা ।

প্রণবাভা যদা চৈষা ভোগমোক্ককরী সদা ॥ ১২

বিদ্যাস্তরং প্রবক্ষ্যামি সাবধানাবধারণয় ।

হ্রল্লেক্ষা কূর্চ-বাগ্‌বীজ্যে বজ্রবৈরোচনীয়ে হুঁ ॥ ১৩

অস্ত্রং স্বাহা মহাবিদ্যা চতুর্দশাকরী মতা ।

সর্বৈশ্বর্য্য-প্রদা চৈষা সর্বসম্মোহকারিণী ॥ ১৪

ভুবনেশী ত্রি-তত্ত্বঞ্চ বাগ্‌বীজ্যং প্রণবস্ততঃ ।

বজ্রবৈরোচনীয়ে চ ফট্ স্বাহা চ তথা পরা ॥ ১৫

চতুর্দশাকরী চৈষা চতুর্ভগ্নফলপ্রদা ।

এষা বিদ্যা মহাবিদ্যা জন্মমৃত্যু-বিনাশিনী ॥ ১৬ ॥ ত্রিতত্ত্বং প্রণবঃ ।

চনীয়ে ও পূর্ববীজগুলি অর্থাৎ শ্রীং হ্রীং হুং ঐং ফট্ স্বাহা—এই বসু (৮) চন্দ্র (১) অক্ষরবিশিষ্টা অষ্টাদশাকরী শ্রেষ্ঠা । উহা তারাদি (প্রণবাদি) হইলে একোনবিংশত্যাকরী ব্রহ্মবিদ্যা-বরুপিণী হয় । ১০-১০

হে দেবি ! এই অষ্টাদশাকরী ও উনবিংশাকরী বিদ্যা বিদ্যোত্তমা, শুভকরী, ভোগ ও মুক্তিপ্রদা । পূর্বাক্ত অষ্টাদশাকরী বিদ্যা লক্ষ্মীবীজ, লজ্জাবীজ, কূর্চবীজ ও বাগ্‌ভব বীজদ্বারা পুটিতা হইলে চারি প্রকার উনবিংশাকরী চতুর্ভগ্নফলপ্রদা মহাবিদ্যা হয় । এই অষ্টাদশাকরী বিদ্যা প্রণবাদি হইলে সর্বদা ভোগকরী ও মোক্ষকরী হইয়া থাকে । ১১-১২

এই ছিন্নমস্তার বিদ্যাস্তর বলিব । মনোযোগপূর্বক শ্রবণ কর । হ্রল্লেক্ষা (হ্রীং), কূর্চ (হুং), বাগ্‌বীজ (ঐং), বজ্রবৈরোচনীয়ে হুং অস্ত্র (ফট্) স্বাহা—এই চতুর্দশাকরী মহাবিদ্যা বলিয়া কথিত হইয়াছে । এই মহাবিদ্যা সর্বৈশ্বর্য্যপ্রদা ও সর্বসম্মোহকারিণী । ১৪

ভুবনেশী (হ্রীং), ত্রিতত্ত্ব (ওঁ), বাগ্‌বীজ (ঐং), অনন্তর প্রণব (ঐ), বজ্রবৈরোচনীয়ে ফট্ স্বাহা—এই চতুর্দশাকরী বিদ্যা শ্রেষ্ঠা মহাবিদ্যা । ইহা চতুর্ভগ্নফলপ্রদা ও জন্মমৃত্যু-নাশিনী । ত্রিতত্ত্বং—প্রণব । ১৫-১৬

তথা^১— রমা কামস্তথা লজ্জা বাগ্ভবং বজ্রবৈ-পদম্ ।
 রোচনীয়ে লজ্জা-বন্দনমগ্ৰং স্বাহা-সমযিতম্ ॥ ১৭
 ইয়ং সা ষোড়শী প্রোক্তা সর্বকাম-ফলপ্রদা ।
 কথিতাঃ সকলা বিদ্যাঃ সারাং সারতরাঃ শুভাঃ ॥ ১৮
 আসাং ঋষিভৈরবোহহং নাম্না তু ক্রোধভূপতিঃ ।
 সত্রাট্ছন্দো দেবতা চ ছিন্নমস্তা প্রকীৰ্ত্তিতা ॥ ১৯
 ষড়্ দীর্ঘভাক্-স্বরৈগৈব প্রণবাঞ্ছেন সুন্দরি ! ।
 খড়্গাঞ্ছেন ঠঠাস্তানি ষড়্গানি প্রকল্পয়েৎ ॥ ২০
 নারি-দোষাদিকঙ্কাসাং তাঃ সুসিদ্ধাঃ সুরাসুরৈঃ ।
 সকলেষু চ বর্ণেষু সকলেষ্বাশ্রমেষু চ ।
 অস্তিমেষু চ বর্ণেষু ভুক্তিমুক্তি-প্রদায়িকাঃ ॥ ২১
 প্রণবাচ্চা চ যা বিদ্যা শূদ্রাদৌ ন সমীৰিতা ।
 অস্ত্রাকৈব বিশেষোহয়ং যোষিচ্ছেৎ সমুপাসয়েৎ ॥ ২২
 ডাকিনী সা ভবত্যেব ডাকিনীভিঃ প্রজায়তে ।
 পতিহীনা পুত্রহীনা যথা স্ত্রাং সিদ্ধযোগিনী ॥ ২৩

সেইরূপ আর একটি বিদ্যা তত্ত্বে বলিয়াছেন—রমা (শ্রীং), কাম (ক্লীং), লজ্জা (ভ্রীং), বাগ্ভব (ঐং), বজ্রবৈ পদ, রোচনীয়ে, দুইটি লজ্জা (ভ্রীং ভ্রীং) ও স্বাহা সহ অগ্ন অর্থাৎ ফট্ স্বাহা । এই সেই ষোড়শাঙ্করী সর্বকাম ফলপ্রদা কথিত হইয়াছে । সার হইতে সারা (শ্রেষ্ঠা) শুভা সকল বিদ্যা কথিত হইল । ১৭-১৮

এই বিদ্যা সমূহের আমি ক্রোধভূপতি নামক ভৈরব ঋষি, সত্রাট্, ছন্দঃ, ছিন্নমস্তা দেবতা কীৰ্ত্তিত হইয়াছেন । ১৯

প্রণবাদি ছয়টি দীর্ঘ স্বরের দ্বারা খড়্গাদি এবং ঠঠাস্ত (স্বাহাস্ত) অর্থাৎ ঐ আং খড়্গায় হ্রদয়ায় স্বাহা ইত্যাদি মন্ত্রের দ্বারা ষড়্ঙ্গের ন্যাস করিবেন । ২০

এই বিদ্যা সমূহের অরিদোষাদি নাই । সেই সকল বিদ্যাই সুরাসুর কর্তৃক সুসিদ্ধা হইয়া আছেন । সকল বর্ণে, সকল আশ্রমে, অস্তিম শূদ্রগণ সমূহে ভোগ ও মোক্ষপ্রদা । প্রণবাদি যে বিদ্যা, সেই বিদ্যা শূদ্রাদি বিষয়ে উক্ত হয় নাই । ২১

এই বিদ্যাতে এই বিশেষ যে, যোষিৎ যদি ইহার উপাসনা করে, তবে সে ডাকিনী-পণের সহিত ডাকিনী হইয়া জন্মায় । সিদ্ধ যোগিনী যে রূপ হয়, সেও পতিহীনা পুত্রহীনা হইয়া থাকে । ২২-২৩

ইতি তে কথিতং তত্ত্বং ব্রহ্মমখিলং প্রিয়ে ! ।

অতিশ্লেহ-তরঙ্গেন ভক্ত্যা দাসোহস্মি তে প্রিয়ে^১ ! ॥ ২৪

ষড়্‌দীর্ঘেত্যাदि षोडश्याक्तक्रमेण बोध्यम् । तथाच—ওঁ আঁ ষড়্‌মাক্স
হৃদয়ায় স্বাহা ইত্যাদি প্রয়োজ্যম্ । এতাসাং ধ্যান-পূজাদিকং সৰ্বং
ষোড়শীবং কার্য্যমিতি ॥ ইতি ছিন্নমস্তাপ্রকরণম্ ।

ব্রহ্মাদয়োহপি যাং বেষ্টুং তত্ত্বতঃ প্রভবন্তি নো ।

তাং জগন্মাতরং বন্দে ভৈরবীং ত্রিপুরভৈরবীম^২ ॥ ১

অথ ভৈরবী প্রকরণম্ । তত্রাদৌ ত্রিপুরভৈরবী^৩ । ত্রিপুরায়াত্রৈবিধ্যাং
জ্ঞানার্ণবে ব্যক্তম্ । যথা ত্রিবিধা ত্রিপুরা দেবীতি । তথাচ—ত্রিপুরভৈরবী
ত্রিপুরাবালা ত্রিপুর-সুন্দরীতি ভেদত্রয়ম্ । ত্রিপুরাপদব্যাংপত্তিস্ত্ব বারাহী-
তন্ত্রে (২)—

ব্রহ্ম-বিষ্ণু-মহেশাদি-ত্রিদশৈরচিতা পুরা ।

ত্রিপুরেতি ততো নাম কথিতং দৈবতৈস্তব ॥ ইতি ॥ ৩

হে প্রিয়ে । অতি শ্লেহতরঙ্গে বিহ্বল হইয়া আমি তোমাকে এই সকল ব্রহ্ম
তত্ত্ব বলিয়াছি । হে প্রিয়ে । ভক্তিতে আমি তোমার দাস (আত্মাবাহী)
হইয়াছি । ২৪

ষড়্‌দীর্ঘেত্যাदि গ্রন্থের অর্থ ষোড়শাক্ষরী বিদ্যার প্রকরণ ক্রমে বুঝিতে হইবে ।
এই বিদ্যাসমূহের ধ্যান পূজাদি সমস্তই ষোড়শীর শ্রায় করিবেন । ২৫

ছিন্নমস্তার প্রকরণ সমাপ্ত হইল ।

ব্রহ্মা প্রভৃতি দেবগণও যাঁহাকে তত্ত্বতঃ জানিতে সমর্থ হন না, সেই জগন্মাতা
ভৈরবী ত্রিপুরভৈরবীকে আমি বন্দনা করি । ১

অনন্তর ভৈরবীর বিদ্যা নিক্রুপিত হইতেছে । তদ্বাধ্যে প্রথমে ত্রিপুর ভৈরবীর বিদ্যা
কথিত হইবে । ত্রিবিধা ত্রিপুরা জ্ঞানার্ণবে ব্যক্ত হইয়াছে । যেমন—ত্রিবিধা ত্রিপুরা
দেবী । তাহা হইলে ত্রিপুর ভৈরবী, ত্রিপুরা বালা, ত্রিপুর-সুন্দরী—এই তিনটি ত্রিপুরার
ভেদ । ত্রিপুরা পদের ব্যাংপত্তি কিন্তু বারাহীতন্ত্রে এই বলিয়াছেন (২)—

ব্রহ্মা, বিষ্ণু, মহেশাদি ত্রিদশগণ (দেবগণ) কর্তৃক পুরা (প্রাচীন কালে) অর্চিতা
হইয়াছিলেন । সেই হেতু দেবতাপণ কর্তৃক তোমার ত্রিপুরা এই নাম কথিত হইয়াছে । ৩

১। ষ—প্রিয়ে ।। এতাসাং ধ্যানপূজাদিকং । ২। ষ—অয়ং মোকো নাস্তি । ৩। ষ—
তত্রাদৌ ভৈরবী প্রকরণম্ । তত্রাদৌ ত্রিপুরাভৈরবী ।

অথ মন্ত্রাঃ শারদায়াম্—বিয়দ্ ভৃগু-হতাশহো ভৌতিকো বিন্দুশেখরঃ ।

বিয়দ্ভাদি-কেস্ত্রাগ্নি-স্থিতং বামান্ধি-বিন্দুমৎ ॥ ৪

আকাশ-ভৃগু-বহ্নিহো মনুঃ সর্গেন্দ্রুথওবান্ ।

পঞ্চকুটাজ্জিকা বিদ্যা বেদ্যা ত্রিপুরভৈরবী ॥ ৫

প্রথমং বাগ্ভবং কুটং দ্বিতীয়ং কামবীজকম্ ।

তৃতীয়ং শক্তিকুট্যাং ত্রিভিবৌজৈরুদাস্তম্ ॥ ৬

অন্তার্থঃ—বিয়ৎ হকারঃ । ভৃগুর্দন্ত্যসকারঃ । হতাশো রেকঃ । তদা-
শ্রিতো ভৌতিক ঐকারঃ^১ । স চ বিন্দুশেখরো বিন্দুমান্ । বিন্দুরনুনাগিকস্তেন
হকার-সকার-রেকৈকার-বিন্দুভির্বাগ্ভবাখ্যং প্রথম-কুটম্ । ৭

বিবৃতি । প্রপঞ্চসার ভাষ্যে এই ব্যাপ্তি উক্ত হইয়াছে—ত্রিমূর্তিসর্গাচ্চ পুরাতনভাঃ
জরীময়ত্বাচ্চ পুঁঠৈব দেব্যাঃ । লয়ে ত্রিলোকা। অপি পূরণভাঃ প্রায়োহুদিকার্যা-
ত্রিপুরেতি নাম । অর্থাৎ দেবীর ত্রিমূর্তি হইতে পুরাকালে সর্গ (সৃষ্টি), স্থিতি ও লয়
হেতু, দেবীর পুরাকালে জরীময়ত্ব (ত্রিবেদরূপত্ব) হেতু ও ত্রিলোকের লয়ে পূরণহেতু
প্রায় অধিকার ত্রিপুরা এই নাম হইয়াছে । ৩

অনন্তর ত্রিপুরা দেবীর মন্ত্রসমূহ কথিত হইতেছে । শারদাতিলকে বলিয়াছেন—

বিয়ৎ (হ্), ভৃগু (স্), হতাশ (র্), এইগুলি থাকে যে বিন্দুমন্তক ভৌতিকে
(ঐতে) তাদৃশ বিয়ৎ ভৃগু-হতাশহ ভৌতিক অর্থাৎ হ্-সূত্রৈঃ । বিয়ৎ (হ্),
তদাদি অর্থাৎ হকারাদি (স্) ক, ইক্ষ (ল), অগ্নি (র), এইগুলি স্থিত আছে যে
বিন্দুমৎ বামান্ধিতে, তাদৃশ বিয়ৎ-তদাদি-কেস্ত্রাগ্নিস্থিত বিন্দুমৎ বামান্ধি অর্থাৎ
হসকলরীং । ৪

আকাশ (হ্), ভৃগু (স্), বহ্নি (র), এইগুলি স্থিত আছে যে সর্গ (:)
ইন্দ্রুথ (ং) বান্ মনুতে (ঔ তে), তাদৃশ আকাশ ভৃগু-বহ্নিহ সর্গেন্দ্রুথওবান্ মনু
অর্থাৎ হসরৌঃ । এই পঞ্চকুটরূপা বিদ্যাকে ত্রিপুর ভৈরবী আনিবেন অর্থাৎ এই
পঞ্চকুটা বিদ্যাই ত্রিপুর ভৈরবীর বিদ্যা । ৫

প্রথম কুটটি বাগ্ভব কুট, দ্বিতীয় কুটটি কামবীজ কুট, তৃতীয় কুটটি শক্তিকুট ।
তিনটি বীজের দ্বারা ইহা উক্ত হইয়াছে । ৬

ইহার অর্থ—বিয়ৎ—হকার, ভৃগুঃ—দন্ত্যসকার, হতাশঃ—রেক বকার, তদাশ্রিত
ভৌতিকঃ—ঐকার । সেই ঐকার বিন্দুশেখরঃ—বিন্দুমান্ । বিন্দুঃ—অনুনাগিক

বিরঃ হকারন্তুশ্চাদিস্তদাদির্দন্ত্যসকারঃ । কঃ ককারঃ স্বরূপঃ । ইন্দ্ৰো
লকারঃ । অগ্নিরেফঃ । তত্র স্থিতং বামাক্ষি দীর্ঘেকারঃ, তেন হকার-দন্ত্য-সকার-
ককার-লকার রেফ-চতুর্থস্বর-বিন্দুভিঃ কামবীজাখ্যং দ্বিতীয়-কূটম্ । ৮

আকাশো হকারঃ ভূর্দন্ত্য-সকারঃ বহ্নী রেফঃ, তত্রস্থো মনুরৌকারঃ ।
সর্গো বিসর্গঃ । ইন্দুখণ্ডমনুস্বারঃ, তেন হকার-সকার-রেফ-চতুর্দশস্বর-
বিসর্গানুস্বারৈঃ শক্তিকূটাখ্যং তৃতীয়কূটম্ । পঞ্চকূটেতি পঞ্চভিব্যঞ্জনৈর্হকার-
সকার-ককার-লকার-রেফস্বরূপৈঃ কূটং যস্যাং সা^১ । তেন হসরৈ^২ হসকলরীং
হসরৌঃ ইতি সিদ্ধম্ । ইয়ং ত্রিপুরভৈরবী ॥ ৯

অস্তাঃ পূজা—প্রাতঃকৃত্যাদি-প্রাণায়ামাস্তং বিধায় পীঠস্থাসং কুর্যাৎ ।
পূর্বোক্তমাধারশক্ত্যাদি-হ্রীং জ্ঞানাত্মনে নমঃ ইত্যাস্তং বিদ্যস্তা হ্রংপদ্যস্ত
পূর্বাদি-কেসরেষু ওঁ ইচ্ছায়ৈ নমঃ । এবং জ্ঞানায়ৈ নমঃ । ক্রিয়ায়ৈ, কামিন্যৈ,
কামদায়িন্যৈ, রত্ন্যৈ, রতিপ্রিয়ায়ৈ, নন্দায়ৈ । মধ্যো মনোন্মায়ৈ । তদুপরি

অনুস্বার । তাহাতে হকার সকার রেফ ঐকার ও বিন্দু দ্বারা (হসরৈঃ দ্বারা)
বাগ্ভব কূটনামক প্রথমকূট হয় । ৭

বিরঃ—হকার, সেই হকারের আদি—দন্ত্যসকার, কঃ—ককার স্বরূপ, ইন্দ্ৰঃ—
লকার, অগ্নিঃ—রেফ, তাহাতে স্থিত বামাক্ষিঃ—দীর্ঘ ঐকার, তাহাতে হকার, দন্ত্য-
সকার, ককার, লকার, রেফ (রকার), চতুর্থ স্বর ও বিন্দু অর্থাৎ হসকলরীং দ্বারা
কামবীজ নামক দ্বিতীয় কূট হয় । ৮

আকাশঃ—হকার, ভূঃ—দন্ত্যসকার, বহ্নিঃ—রেফ (রকার), এই রেফে স্থিত
মনুঃ—ঐকার । সর্গঃ—বিসর্গ, ইন্দুখণ্ডঃ—অনুস্বার । তাহাতে হকার, সকার, রকার,
চতুর্দশ স্বর ঐকার, বিসর্গ ও অনস্বারের দ্বারা শক্তিকূট নামক তৃতীয় কূট হইল ।
পঞ্চকূটার অর্থ—পাঁচটি ব্যঞ্জন হকার, সকার, ককার, লকার ও রেফ-কার দ্বারা
সাহার কূট হইয়াছে, সে পঞ্চকূটা । তাহাতে হসরৈঃ, হসকলরীং, হসরৌঃ এই তিনটি
কূট সিদ্ধ হয় । এই বিদ্যাই ত্রিপুর-ভৈরবী । ৯

এই বিদ্যার পূজা । প্রাতঃকৃত্য হইতে প্রাণায়াম পর্যন্ত করিয়া পীঠস্থাস
করিবেন । যথা—পূর্বোক্তক্রমে আধারশক্তি প্রভৃতি হইতে “হ্রীং জ্ঞানাত্মনে নমঃ” এই
পর্যন্ত শাস করিয়া, হ্রংপদের পূর্বাদিকেশরে যথাক্রমে ওঁ ইচ্ছায়ৈ নমঃ, এইরূপ ওঁ
জ্ঞানায়ৈ নমঃ, ক্রিয়ায়ৈ, কামিন্যৈ, কামদায়িন্যৈ, রত্ন্যৈ, রতিপ্রিয়ায়ৈ, নন্দায়ৈ, মধ্যো

ঐ পরাঠে, অপরাঠে, পরাপরাঠে, হ্ঃসোঃ সদাশিব-মহাপ্রভ-পদ্মাসনায়
নমঃ ইতি পীঠশক্তিঃ পীঠমন্ত্ৰঃ বিষ্ণুস্তা ঋত্বাদিষ্ঠাসং কুর্যাৎ । ১০

শিরসি—দক্ষিণামূর্তয়ে ঋষয়ে নমঃ । মুখে—পঙ্ক্তিহৃদয়ে নমঃ । হৃদি—
ত্রিপুরভৈরবৈ দেবতায়ৈ নমঃ, গুহে—বাগ্ভবায় বীজায় নমঃ । পাদয়োঃ—
তাস্তীয়-শক্তয়ে নমঃ । সর্বাঙ্গে—কামরাজায় কীলকায় নমঃ । দক্ষিণামূর্তি-
সংহিতায়াম্ (১১)—

ঋষিস্ত দক্ষিণামূর্তিরমুং শিরসি বিষ্ণুসেং ।

হৃদয়ে পংক্তিস্ত বিজ্ঞেয়ং মুখে বিষ্ণুস্ত দেবতাম্ ॥ ১২

হৃদয়ে ত্রিপুরেশানীং বাগ্ভবং বীজমুচ্যতে ।

শক্তিবীজং শক্তিরেব কামবীজঞ্চ কীলকম্ ॥ ১৩

ততো নাভ্যাং-চরণান্তঃ—হসরৈঃ নমঃ । হৃদয়ান্নাভি-পর্যন্তঃ—হসকলরীং
নমঃ । শিরসো হৃদয়ান্তঃ—হসরোঃ নমঃ । এবমাত্তবীজং দক্ষিণে করে ।

মনোমুখে, তত্‌পরি—ঐ পরাঠে, অপরাঠে, পরাপরাঠে, হ্ঃসোঃ সদাশিব মহাপ্রভ-
পদ্মাসনায় নমঃ মন্ত্ৰে পীঠশক্তি ও পীঠমন্ত্ৰের স্তাস করিয়া ঋত্বাদিষ্ঠাস করিবেন । ১০

ঋত্বাদি স্তাস যথা—অস্ম ত্রিপুর-ভৈরবী মন্ত্ৰস্ত দক্ষিণামূর্তিঋষিঃ পঙ্ক্তিহৃদয়ে
ত্রিপুর-ভৈরবী দেবতা বাগ্ভববীজং বীজং তাস্তীয়-বীজং শক্তিঃ কামরাজ-বীজং
কীলকং মমাভীষ্ট-সিদ্ধার্থং পূজনে বিনিয়োগঃ । মন্ত্ৰকে—ওঁ দক্ষিণামূর্তয়ে ঋষয়ে
নমঃ । মুখে—ওঁ পঙ্ক্তিহৃদয়ে নমঃ । হৃদয়ে—ওঁ ত্রিপুর-ভৈরবৈ দেবতায়ৈ নমঃ ।
গুহে—ওঁ বাগ্ভবায় বীজায় নমঃ । পাদদ্বয়ে—ওঁ তাস্তীয়শক্তয়ে নমঃ । সর্বাঙ্গে—
ওঁ কামরাজায় কীলকায় নমঃ । দক্ষিণামূর্তি সংহিতায় বলিয়াছেন (১১)—

এই বিদ্যার দক্ষিণামূর্তি ঋষি, ইহাঁকে মন্ত্ৰকে স্তাস করিবে । পঙ্ক্তিহৃদয়ে
জানিবে । মুখে হৃদয়ে স্তাস করিয়া হৃদয়ে ত্রিপুরেশানী দেবতাকে স্তাস করিবে ।
বাগ্ভব বীজটি বীজ, শক্তিবীজ শক্তি এবং কামবীজ কীলক কথিত হয় । ১২-১৩

অনন্তর বীজ স্তাস । নাভি হইতে চরণ পর্যন্ত স্থানে—ওঁ হসরৈঃ নমঃ । হৃদয়
হইতে নাভি পর্যন্ত স্থানে—ওঁ হসকলরীং নমঃ । মন্ত্ৰক হইতে হৃদয় পর্যন্ত—ওঁ
সহরোঃ নমঃ । এইরূপ দক্ষিণ করে—ওঁ হসরৈঃ নমঃ । বামহস্তে—ওঁ হসকলরীং
নমঃ । উভয় হস্তে—ওঁ সহরোঃ নমঃ । তাহার পর মন্ত্ৰকে, মূলাধারে ও হৃদয়ে
সংখ্যানুসারে তিনটি বীজস্তাস করিবেন । মন্ত্ৰকে—ওঁ হসরৈঃ নমঃ । মূলাধারে—

দ্বিতীয়-বীজং বামকর্ণে । তৃতীয়বীজমুভয়কর্ণে । ততো মূরি মূলাধারে যদি
যথা-সংখ্যান ত্রিণি বীজানি শ্রাসেৎ । তথা চ নিবন্ধে (১৪)—

নাভেরাচরণং শ্রুত্বোদ্ বাগভবং মন্ত্রবিস্তমঃ ।

হৃদয়ান্নাভিপৰ্য্যন্তং কামরাজং প্রবিশ্যসেৎ ।

শিরসো স্তব্ধ-প্রদেশান্তং তাস্তীয়ং বিশ্রাসেত্ততঃ ॥ ১৫

আত্মং দ্বিতীয়ং করয়োস্তাস্তীহমুভয়োরপি ।

মূৰ্খ্যাধারে যদি শ্রুত্বোদুয়ো বীজত্রয়ং ক্রমাৎ ॥ ১৬

ততো নবযোনিশ্রাসঃ । আত্মবীজং দক্ষিণকর্ণে, দ্বিতীয়বীজং বামকর্ণে,
তৃতীয়বীজং চিবুকে । এবং গণ্ডয়োর্বদনে । নেত্রয়োৰ্নসি । অংসয়োৰ্জঠরে ।
কুৰ্পরয়োঃ কুক্ষৌ । জাহ্নুনোল্লিঙ্গে । পাদয়োৰ্গুহে । পার্শ্বয়োৰ্হৃদি ।
শুনয়োঃ কণ্ঠে । তথা চ নিবন্ধে (১৭)—

ওঁ হসকলরীং নমঃ । হৃদয়ে ওঁ সহরৈঃ নমঃ । যেমন নিবন্ধে (শারদাতিলকে)
বলিয়াছেন (১৪)—

মন্ত্রবিৎ-শ্রেষ্ঠ সাধক নাভি হইতে চরণ পর্য্যন্ত বাগ্ভব বীজ শ্রাস করিবেন । হৃদয়
হইতে নাভি পর্য্যন্ত কামরাজ বীজ শ্রাস করিবেন । তাহার পর মন্তক হইতে হৃদয়
পর্য্যন্ত তৃতীয় শক্তিবীজ শ্রাস করিবেন । ১৫

বাম ও দক্ষিণ করে প্রথম বীজ ও দ্বিতীয় বীজ এবং উভয় করে তৃতীয় বীজ শ্রাস
করিবে । মন্তকে, মূলাধারে, হৃদয়ে পুনরায় যথাক্রমে তিনটি বীজ শ্রাস করিবে । ১৬

অনন্তর নবযোনি শ্রাস । যথা দক্ষিণকর্ণে—ওঁ হসকলরীং নমঃ । বামকর্ণে—ওঁ
হসকলরীং নমঃ । চিবুকে—ওঁ সহরৈঃ নমঃ । এইরূপ দক্ষিণ গণ্ডে—ওঁ হসকলরীং
নমঃ । বাম গণ্ডে—ওঁ হসকলরীং নমঃ । বদনে—ওঁ সহরৈঃ নমঃ । দক্ষিণ নেত্রে
—ওঁ হসকলরীং নমঃ । বামনেত্রে—ওঁ হসকলরীং নমঃ । নাসিকায়—ওঁ হসকলরীং
নমঃ । দঃ কণ্ঠে—ওঁ হসকলরীং নমঃ । বাঃ কণ্ঠে—ওঁ হসকলরীং নমঃ । জঠরে—ওঁ
সহরৈঃ নমঃ । দঃ কনুইতে—ওঁ হসকলরীং নমঃ । বাঃ কনুইতে—ওঁ হসকলরীং
নমঃ । কুক্ষিতে—ওঁ সহরৈঃ নমঃ । দঃ জাহ্নুতে—ওঁ হসকলরীং নমঃ । বাঃ জাহ্নুতে
ওঁ হসকলরীং নমঃ । লিঙ্গাঙ্গে—ওঁ সহরৈঃ নমঃ । দঃ পাদে—ওঁ হসকলরীং নমঃ ।
বাঃ পাদে—ওঁ হসকলরীং নমঃ । গুহে—ওঁ সহরৈঃ নমঃ । দঃ পার্শ্বে—ওঁ হসকলরীং
নমঃ । বাঃ পার্শ্বে—ওঁ হসকলরীং নমঃ । হৃদয়ে—ওঁ সহরৈঃ নমঃ । দঃ শুনে—
ওঁ হসকলরীং নমঃ । বাঃ শুনে—ওঁ হসকলরীং নমঃ । কণ্ঠে—ওঁ হসকলরীং নমঃ ।
তাহাই নিবন্ধে বলিয়াছেন (১৭)—

নবযোক্তাস্থকং শ্বাসং কুৰ্য্যাদ্ বীজৈস্ত্রিভিঃ ক্রমাৎ ।

কৰ্ণয়োশ্চিবুকে ভূয়ো গণ্ডয়োৰ্বদনে পুনঃ ॥ ১৮

নেত্রয়োৰ্নসি বিষ্ঠাসেদংসযোৰ্জঠরে পুনঃ ।

ভূতঃ কুৰ্পরয়োঃ কুক্ষৌ জাহ্নুনোৰ্ধ্বজমূৰ্দ্ধনি ॥ ১৯

পাদয়োৰ্গৃহদেশে চ পার্শ্বয়োহুদয়াশুজে ।

স্তনয়োঃ কণ্ঠদেশে চ ত্রীণি বীজানি বিষ্ঠাসেৎ ॥ ২০

ভূতো রত্যাদি-শ্বাসঃ । মূলাধারে—ঐ^৩ রতৈত্য় নমঃ । হৃদি—ক্লী^৩ প্রীতৈত্য়
নমঃ । অমধ্যে—সৌঃ মনোভবায়ৈ নমঃ । পুনঃ অমধ্যে—সৌঃ অমৃতেশৈ
নমঃ । হৃদি—ক্লী^৩ যোগেশৈ নমঃ । মূলাধারে—ঐ^৩ বিশ্বযোতৈ নমঃ । ১৯
তথা চ নিবন্ধে—মূলে রতিং হৃদি প্রীতিং অমধ্যে মনোভবাম্ ।

বালাবীজৈস্ত্রিভিঃ স্থানেষ্বেত্য়লোমতঃ ॥ ২০

অমৃতেশীক^৩ যোগেশীং বিশ্বযোনিং ক্রমাদিমাঃ ।

বিলোমবীজৈর্বিষ্ঠাস্তেহ্ মুক্তিশ্বাসমথাচরেৎ ॥ ২১

তিনটি বীজের দ্বারা ক্রমে ক্রমে নবযোনি শ্বাস করিবেন । (১) দক্ষিণ কৰ্ণ,
বামকৰ্ণ ও চিবুকে, (২) পুনরায় দক্ষিণগণ্ড, বামগণ্ড ও বদনে, (৩) পুনরায় দক্ষিণ
নেত্রে, বামনেত্রে ও নাসিকায় শ্বাস করিবেন (৪) পুনরায় দক্ষিণকুক্ষি, বামকুক্ষি ও
জঠরে, (৫) তাহার পর দক্ষিণ কুৰ্পর, বামকুৰ্পর ও কুক্ষিতে, (৬) দক্ষিণ জাহ্নু,
বামজাহ্নু ও লিঙ্গাগ্রে, (৭) দক্ষিণপাদে, বামপাদে ও গৃহদেশে, (৮) দক্ষিণ পার্শ্বে,
বাম পার্শ্বে ও হৃৎপদে, (৯) দক্ষিণস্তনে, বামস্তনে ও কণ্ঠে তিন তিন স্থানে তিন তিনটি
বীজ শ্বাস করিবেন । ১৮

তাহার পর রত্যাদি শ্বাস । মূলাধারে—ঐ^৩ রতৈত্য় নমঃ । হৃদয়ে—ক্লী^৩ প্রীতৈত্য়
নমঃ । অমধ্যে—সৌঃ মনোভবায়ৈ নমঃ । পুনরায় অমধ্যে—সৌঃ অমৃতেশৈ
নমঃ । হৃদয়ে—ক্লী^৩ যোগেশৈ নমঃ । মূলাধারে—ঐ^৩ বিশ্বযোতৈ
নমঃ । ১৯

তাহাই নিবন্ধে বলিয়াছেন—বিলোমে তিনটি বালাবীজের দ্বারা মূলাধারে
রতিকৈ, হৃদয়ে প্রীতিকৈ ও অমধ্যে মনোভবাকৈ শ্বাস করিবেন । অমৃতেশী,
যোগেশী ও বিশ্বযোনি—ইহাদিগকে ক্রমে ক্রমে এই তিন স্থানে বিলোম বালাবীজের
দ্বারা শ্বাস করিবেন । অনন্তর মুক্তিশ্বাস করিবেন । ২০-২১

অথ মূর্ত্তিষ্ঠাসঃ । মূর্ত্তি—সহরো^১ ঈশানমনোভবায় নমঃ । বজ্রে—সহরো^২
তৎপুরুষ-মকরধ্বজায় নমঃ । হৃদি—সহরু^৩ অঘোর-কুমার-কন্দর্পায় নমঃ ।
গুহ্যে—সহরিং বামদেব-মন্মথায় নমঃ । পাদয়োঃ—সহর^৪ সন্তোজাত-
কামদেবায় নমঃ । এবমূর্দ্ধপ্রাগ্-যাম্যোত্তর-পশ্চিম-মুখেষু ঈশান-মনোভবাদি-
পঞ্চ-মূর্ত্তীশ্রুতদ্বীজাদিকা শ্রুতসেৎ । তথা চ নিবন্ধে (২২)—

বিবৃতি । ঐং ক্লীং সৌঃ—এই তিনটি বালাবীজ । তন্ত্রসারে আগমবাগীশ
মহাশয় অনুলোম বালাবীজের দ্বারা রত্নাদিষ্ঠাস লিখিয়া প্রমাণরূপে শারদাতিলকের
এই বচন তুলিয়াছেন । ঐ বচনে বিলোমতঃ কথাটিকে রত্নাদিষ্ঠাসে অদ্বয় না করিয়া
পরবর্ত্তী অমৃতেশী প্রভৃতির স্থাসে অদ্বয় করিয়াছেন অর্থাৎ অনুলোম বালাবীজের দ্বারা
রত্নাদিষ্ঠাস এবং বিলোম বালাবীজের দ্বারা অমৃতেশী প্রভৃতির স্থাস লিখিয়াছেন ।
এই গ্রন্থকারও ঐ মত অনুবর্ত্তন করিয়াছেন । কিন্তু বিলোমতঃ স্থলে অনুলোমতঃ
পাঠ গ্রহণ করিয়াছেন । উহা যদি বীজেরে সহিত অবিত হয়, তবে বিলোম স্থানে
অমৃতেশীর স্থাস কিরূপে লিখিত হইল ? সুতরাং অনুলোমতঃ এই পাঠটি সম্ভব
মনে হয় না । বিলোমতঃ পাঠ হইলে লিখিত বিলোম স্থানে বিলোম বীজের দ্বারা
অমৃতেশী প্রভৃতির স্থাস সম্ভব হইতে পারে । বহুদর্শী রাঘবভট্ট পদার্থাদর্শে বিলোম
বালাবীজের দ্বারা উভয় স্থাসই করিতে বলিয়াছেন । এস্থলে আগমবাগীশ ও ত্তর্ক-
বাগীশ বিলোম শব্দের যথাক্রম অর্থ—সৌঃ ক্লীং ঐং লইয়াছেন । কিন্তু পদার্থাদর্শ
মুত বচন বলিতেছেন—কামস্ত কামবীজং রতিবীজং বাগ্ভবং সমুদ্ভিষ্টম্ । সন্মোহনাশা-
মস্ত্যং প্রীতেবীজং তথা প্রোক্তম্ । তাহাতে রতির বাগ্ভববীজ (ঐং) প্রীতির অন্ত্য
সৌঃ বীজ এবং মনোভবায় মধ্য ক্লীং বীজ । উক্ত বচনানুসারী রাঘব ভট্টের এই
বিলোম । এইরূপ বিলোমেই উভয় স্থাস কর্তব্য । ২১

অনন্তর মূর্ত্তিষ্ঠাস । মন্তকে—ও^১ সহরোং ঈশানমনোভবায় নমঃ । মুখে—ও^২
সহরোং তৎপুরুষ-মকরধ্বজায় নমঃ । হৃদয়ে—ও^৩ সহরুং অঘোরকুমার-কন্দর্পায় নমঃ ।
গুহ্যে—ও^৪ সহরিং বামদেব-মন্মথায় নমঃ । পাদদ্বয়ে—ও^৫ সহরং সন্তোজাত-কাম-
দেবায় নমঃ । এইরূপ উর্ধ্বমুখ, পূর্বমুখ, দক্ষিণমুখ, উত্তরমুখ ও পশ্চিমমুখে ঈশান
মনোভবাদি পঞ্চ মূর্ত্তিকে সেই সেই বীজ আদিতে দিয়া স্থাস করিবেন । যথা
উর্ধ্বমুখে—ও^১ সহরোং ঈশানমনোভবায় নমঃ । পূর্বমুখে—ও^২ সহরোং তৎপুরুষ-মকর-
ধ্বজায় নমঃ । দক্ষিণমুখে—ও^৩ সহরুং অঘোরকুমার-কন্দর্পায় নমঃ । উত্তরমুখে—
ও^৪ সহরিং বামদেব-মন্মথায় নমঃ । পশ্চিমমুখে—ও^৫ সহরং সন্তোজাত-কামদেবায়
নমঃ । ২২

অ-অ-বীজাদিকং পূর্বং মূর্ধান-মনোভবম্ ।

অসেদ বক্তে তৎপুরুষ-মকরধ্বজমাস্ত্রবিং ॥ ২৩

হৃদযোর-কুমারাদি কন্দর্পং তদনন্তরম্ ।

গুহ্যদেশে প্রবিণ্ড্যেদ বামদেবাদি-মন্ত্রম্ ॥ ২৪

সদ্যোজাতং কামদেবং পাদয়োবিণ্ড্যসেং ততঃ ।

উর্ধ্ব-প্রাগ্-দক্ষিণোদীচ্য-পশ্চিমেষু মুখেষু তান্ ॥ ২৫

প্রবিণ্ড্যেদ যথাপূর্বং ভৃগুবে্যামাগ্নি-সংস্থিতঃ ।

সদ্যাদি-পঞ্চত্বষাঢ্যং বীজমাঙ্গাং প্রকীৰ্ত্তিতম্ ॥ ২৬

ভৃগুদন্ত্য-সকারঃ । ব্যোম—হকারঃ । অগ্নী রেফঃ । সদ্যঃ ওকার-
স্তদাদিহং পূর্বপূর্বক্রমেণ । আঙ্গাং মূর্তীনাং । ততঃ করয়োরঙ্গুলিষু ক্রমেণ
পঞ্চবাণান্ পঞ্চকামাংশ্চ অসেৎ^১ । ২৭

তত্র বাণতাসঃ । অঙ্গুষ্ঠয়োঃ—জা^২ জাবিণ্যৈ নমঃ । তর্জনয়োঃ—জী^৩
কোভণ্যৈ নমঃ । মধ্যময়োঃ—ক্লী^৪ বশীকরণ্যৈ নমঃ । অনামিকয়োঃ—বু^৫
আকর্ষণ্যৈ নমঃ । কনিষ্ঠয়োঃ—সঃ সম্বোহণ্যৈ নমঃ । ২৮

তাহাই নিবন্ধে বলিয়াছেন—আমাজ সাধক প্রথমে মন্তকে স্বপ্নবীজাদি পূর্বক
ঈশানমনোভবকে শ্রাস করিবেন । মুখে তৎপুরুষ মকরধ্বজকে শ্রাস করিবেন । ২৩
হৃদয়ে অঘোরকুমারাদি কন্দর্পকে অর্থাৎ অঘোরকুমার কন্দর্পকে, তাহার পর
গুহ্যদেশে বামদেবাদি মন্ত্রকে অর্থাৎ বামদেব মন্ত্রকে শ্রাস করিবেন । ২৪

তাহার পর পাদদ্বয়ে সদ্যোজাত কামদেবকে শ্রাস করিবেন । উর্ধ্বমুখ, পূর্বমুখ,
দক্ষিণমুখ, উত্তরমুখ ও পশ্চিমমুখে তাহাদিগকে পূর্বের ত্যায় শ্রাস করিবেন । ভৃগুঃ
(স) ব্যোম (হ) ও অগ্নিতে (রেফ) উর্ধ্ব ও অধঃ ক্রমে অর্থাৎ অগ্র পশ্চাৎ ক্রমে
সংযুক্ত সদ্যাদি পঞ্চ হস্তের (ও এ উ ই অ) দ্বারা যুক্ত হইলে এইগুলি এই মূর্তিগুলির
বীজ বলিয়া কীৰ্ত্তিত হয় । ২ -২৬

ভৃগুঃ—দন্ত্যসকার । ব্যোম—হকার । অগ্নিঃ—রেফ রকার । সদ্যঃ—ওকার ।
স্তদাদি অর্থাৎ ওকারাদি পূর্বপূর্ব ক্রমে অর্থাৎ ও এ উ ই অ এই ক্রমে যুক্ত হইবে ।
আঙ্গাং—মূর্তি সমূহের । তাহার পর করদ্বয়ের অঙ্গুলি সমূহে পঞ্চবাণ ও পঞ্চকামেক
শ্রাস করিবেন । ২৭

তদন্ত্যে বাণতাস । যথা, অঙ্গুষ্ঠদ্বয়ে ও^১ জাং জাবিণ্যৈ নমঃ । তর্জনীদ্বয়ে—ও^২

ততঃ ক্রমেণ কামষ্ঠাসঃ । হ্রীং কামায় নমঃ । ক্রীং মন্থথায় নমঃ । ঐ
কন্দর্পায় নমঃ । রুং মকরধ্বজায় নমঃ । জ্রীং মীনকেতনায় নমঃ । ততো মূর্ধ
নাদে বক্ত্রে গৃহ্যে হৃদি পূর্বোক্ত-পঞ্চবাণান্ পঞ্চকামাংশ্চ স্মরেৎ । তথা চ
জ্ঞানার্গবে (২৯)—

খাস্ত-দ্বয়ং সমালিখ্য বহিসংস্থং ক্রমেণ হি ।

মুখবৃন্তেন নেত্রেণ বামেণ পরিমণ্ডিতম্ ॥ ৩০

বাণদ্বয়মিদং প্রোক্তং মাদনং ভূমি-সংস্থিতম্ ।

চতুর্থস্বর-বিন্দ্যাঢ্যং নাদরূপং বরাননে ! ॥ ৩১

ফাস্তং শক্র-সমাযুক্তং বামকর্ণ-বিভূষিতম্ ।

নাদবিন্দু-সমাযুক্তং সর্গবাংশ্চন্দ্রমা ভবেৎ ॥ ৩২

পঞ্চবাণান্ মহেশানি ! নামতঃ শৃণু পার্বতি ! ।

কোভণ্যে নমঃ । মধ্যমাধ্বরে—ওঁ ক্রীং বশীকরণ্যে নমঃ । অনামিকাধ্বরে—ওঁ ক্রীং
আকর্ষণ্যে নমঃ । কনিষ্ঠাধ্বরে—ওঁ সঃ সন্মোহন্যে নমঃ । ২৮

তাহার পর যথাক্রমে কামষ্ঠাস । যথা অঙ্গুষ্ঠধ্বরে—হ্রীং কামায় নমঃ । তর্জনী-
ধ্বরে—ওঁ ক্রীং মন্থথায় নমঃ । মধ্যমাধ্বরে—ওঁ ঐং কন্দর্পায় নমঃ । অনামিকাধ্বরে—
ওঁ রুং মকরধ্বজায় নমঃ । কনিষ্ঠাধ্বরে—ওঁ জ্রীং মীনকেতনায় নমঃ । তাহার
পর মস্তকে, পাদে, বক্ত্রে, গৃহ্যে ও হৃদয়ে পূর্বোক্ত পঞ্চবাণ ও পঞ্চ কামকে স্তাস
করিবেন । বাণস্তাস যথা মস্তকে—ওঁ ওঁ দ্রাং দ্রাবিণ্যে-নমঃ । পাদধ্বরে—ওঁ ক্রীং
কোভণ্যে নমঃ । বক্ত্রে—ওঁ ক্রীং বশীকরণ্যে নমঃ । গৃহ্যে—ওঁ রুং আকর্ষণ্যে
নমঃ । হৃদয়ে—ওঁ সঃ সন্মোহন্যে নমঃ । তাহার পর কামষ্ঠাস । মস্তকে—হ্রীং কামায়
নমঃ । পাদধ্বরে—ওঁ ক্রীং মন্থথায় নমঃ । বক্ত্রে—ওঁ ঐং কন্দর্পায় নমঃ । গৃহ্যে—ওঁ
রুং মকরধ্বজায় নমঃ । হৃদয়ে—ওঁ জ্রীং মীনকেতনায় নমঃ । তাহাই জ্ঞানার্গব
তত্ত্বে বলিয়াছেন (২৯)—

খাস্ত দকার দ্বয় লিখিয়া বহিসংস্থ (বকার সংযুক্ত) করিয়া তাহা যথাক্রমে
মুখবৃন্ত (অ) ও বামনেত্র (ঐ) পরিমণ্ডিত হইয়া নাদবিন্দু যুক্ত হইলে দুইটি বাণবীজ
হয়, ইহা কথিত হইয়াছে । হে বরাননে ! মাদন (ক) ভূমি (ল) সংযুক্ত হইয়া
চতুর্থস্বর ঐ ও বিন্দু দ্বারা যুক্ত হইলে নাদরূপ তৃতীয় বাণবীজ হয় । ৩০-৩১

ফাস্ত বকার শক্র (ল) সংযুক্ত হইয়া বামকর্ণ (উ) দ্বারা বিভূষিত ও নাদবিন্দু যুক্ত
হইলে চতুর্থ বাণবীজ হয় । চন্দ্রমা স বিসর্গ যুক্ত হইলে পঞ্চম বাণবীজ হয় । ৩২

হে মহেশানি ! হে পার্বতি । হে পরমেশ্বর । নামতঃ পঞ্চবাণকে অর্থাৎ পঞ্চবাণের

জাবণঃ ক্ৰোভণো বশ্যন্তথাকর্ষণ-সংজ্ঞকঃ ॥

অথোন্মাদঃ ক্রমেণৈব নামানি পরমেশ্বরী ! ॥ ৩৩

শ্যাসে তু সর্বত্র স্ত্রী-লিঙ্গেন প্রয়োগঃ । তথা চ নিবন্ধে—

জামাত্যাং জাবিণীং^১ মুখি জীমাত্যাং ক্ৰোভণীং পদে ।

ক্লী^২ বশীকরণীং বক্তে, গুহে ব্রু^৩ বীজ-পূর্বিকাম্ ॥ ৩৫

আকর্ষণীং হৃদি পুনঃ সর্গাস্তভৃ^৪শু-সংস্থিতাম্ ।

সম্মোহনৌ ক্রমাদেবং বাণশ্যাসোহয়মীরিতঃ ॥ ৩৫

অত্রোন্মাদ-সম্মোহন-পদয়োঃ পর্য্যায়তা ।

কামাস্তত্রৈব বিজ্ঞেয়াস্তেষাং বীজানি সংশৃণু ।

পরাবীজং মধ্যবাণং বাগ্ভবং পরমেশ্বরী ! ॥ ৩৬

তুর্য্যবাণং ততশ্চৈব স্ত্রীবীজঞ্চ ক্রমাং প্রিয়ে ! ।

পঞ্চ কামা ইমে দেবি ! নামানি শৃণু পার্বতি ! ॥ ৩৭

কাম-মন্মথ-কন্দর্প-মকরধ্বজ-সংজ্ঞকাঃ ।

মীনকেতুর্মহেশানি ! পঞ্চমঃ পরিকীর্তিতঃ ।

পঞ্চকামাংস্ততো দেবি ! বাণস্থানেষু বিস্তাসেৎ ॥ ৩৮

আব প্রবণ কর, জাবণ, ক্ৰোভণ, বশ, (বশীকরণ) আকর্ষণ তাহার পর উন্মাদ (সম্মোহন) এইগুলি ক্রমে ক্রমে বাণের নাম জানিবে । ৩৩

শ্যাসে সকল স্থলে স্ত্রী-লিঙ্গেই প্রয়োগ হইবে । তাহাই নিবন্ধে বলিয়াছেন—মস্তকে জাম্ আদিতে জাবিণীকে, পরে স্ত্রীংকে আদিতে দিয়া ক্ৰোভণীকে, বক্তে ক্লী^২ আদিতে দিয়া বশীকরণীকে, গুহে ব্রুং বীজপূর্বক আকর্ষণীকে এবং হৃদয়ে বিসর্গাস্ত-ভৃ^৪শু অর্থাৎ সং সহিত সম্মোহনৌকে ক্রমে ক্রমে শ্যাস করিবে । এইরূপ ক্রমেই বাণশ্যাস করিত হইয়াছে । ৩৪-৩৫

কামগুলি অর্থাৎ কামশ্যাসগুলি সেই বাণশ্যাস স্থানেই জানিবে । তাহাদের বীজগুলি প্রবণ কর । পরাবীজ (স্ত্রীং), হে পরমেশ্বরী । মধ্যবাণবীজ (ক্লীং), বাগ্ভব (ঐং), তুর্য্যবাণ অর্থাৎ চতুর্থবাণবীজ (ব্রুং), তাহার পর হে প্রিয়ে । স্ত্রীবীজ (স্ত্রীং)—এইগুলিতে ক্রমে ক্রমে কামগণের বীজ জানিবে । হে দেবি । হে পার্বতি । এইগুলি পঞ্চকাম । ইহাদিগের নাম প্রবণ কর । ৩৬-৩৭

হে মহেশানি । কাম, মন্মথ, কন্দর্প, মকরধ্বজ নামক চার কাম, মীনকেতু পঞ্চম-

পরাবীজং মায়াবীজম্ । মধ্যবাণং মধ্যবাণবীজং—কামবীজম্ । তূর্য্যবাণ-
চতুর্থবাণবীজম্ বকার-লকার-বামকর্ণ-বিন্দ্বাত্মকম্ ।

ততঃ করাদিত্যাসো । যথা—হসরী^১ অঙ্গুষ্ঠাভ্যাং নমঃ । হসরী^২ তর্জনীভ্যাং
স্বাহা । হসরু^৩ মধ্যমাভ্যাং বষট্ । হসরৈ^৪ অনামিকাভ্যাং হ্ । হসরৌ^৫
কনিষ্ঠাভ্যাং বৌষট্ । হসরঃ করতল-পৃষ্ঠাভ্যাং ফট্ । এবং হৃদয়াদিষু ।
তথাচ নিবন্ধে—

ষড়্ দীর্ঘ-যুক্তেনাচেন বীজেনাঙ্গক্রিয়া মতা ।

ততঃ সূভগাদিত্যাসঃ । তালে—ঐ^৬ ক্রী^৭ ব্লু^৮ স্ত্রী^৯ সঃ সূভগায়ৈ নমঃ ।
ক্রমধ্যে—ঐং ক্রীং ব্লুং স্ত্রীং সঃ ভগায়ৈ নমঃ । বদনে—ঐ^{১০} ক্রীং ব্লুং স্ত্রীং সঃ
ভগসর্পিণ্যৈ নমঃ । কণ্ঠিকায়াং—ঐ^{১১} ক্রীং ব্লুং স্ত্রীং সঃ ভগমালিন্যৈ নমঃ ।
কণ্ঠে—ঐ^{১২} ক্রীং ব্লুং স্ত্রীং সঃ অনঙ্গায়ৈ^{১৩} নমঃ । হৃদি—ঐ^{১৪} ক্রীং ব্লুং স্ত্রীং সঃ
অনঙ্গকুসুমায়ৈ^{১৫} । নাভৌ—ঐ^{১৬} ক্রীং ব্লুং স্ত্রীং সঃ অনঙ্গমেখলায়ৈ । লিঙ্গমূলে
—ঐ^{১৭} ক্রীং ব্লুং স্ত্রীং সঃ অনঙ্গমদনায়ৈ । তথা চ নিবন্ধে (৪১)—

কাম বলিয়া কীৰ্ত্তিত হইয়াছেন । হে দেবি । বাণশাসের পর বাণস্থানে পঞ্চ কামের
শাস করিবেন । ৩৮

পরাবীজং—মায়াবীজ । মধ্যবাণং—মধ্যবাণ বীজ কামবীজ । তূর্য্যবাণম্—চতুর্থ-
বাণবীজ অর্থাৎ বকার লকার বামকর্ণ (উ) ও বিন্দুর মিলনরূপ ব্লুং বীজ । ৩৯

তাহার পর করাদিত্যাস । যথা—ও^১ হ্ সূরাং অঙ্গুষ্ঠাভ্যাং নমঃ । হ্ সূরীং
তর্জনীভ্যাং স্বাহা । হ্ সূরুং মধ্যমাভ্যাং বষট্ । হ্ সূরৈং অনামিকাভ্যাং হুং । হ্ সূরৌং
কনিষ্ঠাভ্যাং বৌষট্ । হ্ সূরঃ করতল-পৃষ্ঠাভ্যাং ফট্ । এইরূপ হৃদয়াদিস্থানে শাস
করিবেন । যথা হৃদয়ে—ও^২ হ্ সূরাং হৃদয়ায় নমঃ । মস্তকে—হ্ সূরীং শিরসে স্বাহা ।
শিখায়—হ্ সূরুং শিখায়ৈ বষট্ । বাহুদ্বয়ে—হ্ সূরৈং কবচারে হুং । নেত্রদ্বয়ে—
হ্ সূরৌং নেত্রদ্বয়ায় বৌষট্ । করতলে—হ্ সূরঃ করতল-পৃষ্ঠাভ্যাং ফট্ । তাহাই
নিবন্ধে বলিয়াছেন—

হয়টি দীর্ঘের যুক্ত আদ্যবীজের দ্বারা অঙ্গক্রিয়া অঙ্গশাস উক্ত হইয়াছে । ৪০

তাহার পর ভাল প্রভৃতি স্থানে মূলোক্ত প্রকারে সূভগাদি শাস করিবেন । নিবন্ধে
তাহাই বলিয়াছেন (৪১)—

ভাল-ক্র-মধাবদনে কঠিকা-কঠ-স্বংসু চ ।

নাভ্যধিষ্ঠানয়োঃ পঞ্চ তারাত্মাঃ সুভগাদিকাঃ ॥ ৪২

শ্রুতব্যা বিধিনা দেব্যো মন্ত্রিণা সুভগা ভগা ।

ভগসর্পিণ্যথ পরা ভগমালিন্যতঃ পরম্ ॥ ৪৩

অনঙ্গানঙ্গকুসুমা ভূয়শ্চানঙ্গমেখলা ।

অনঙ্গমদনা সর্বা মদবিভ্রম-মহুরাঃ ।

বাক্-কাম-বীজং ব্রু' জ্বী' সস্তারাঃ পঞ্চোদিতাস্তমী ॥ ৪৪

ততো ভূষণত্মাসঃ । যথা শিয়সি—অং নমঃ । এবং ভালে—আং ।
ক্রবোঃ—ইং ঈং । কর্ণয়োঃ—উং উং । নেত্রয়োঃ—ঋং ঋং । নসি—২ং
গণ্ডয়োঃ—৩ং ঐং । গুষ্ঠয়োঃ—ঐং ওং । দন্ত্যপঙক্ত্যোঃ—ঔং অং । মুখে—
অং । চিবুকে—কং, গলে খং । কণ্ঠে গং । পার্শ্বয়োঃ ঘং ঙং । স্তনয়োঃ
চং ছং । দোর্মূলয়োঃ—জং ঝং । কুর্পরয়োঃ—ঞং টং । পাণ্যোঃ—ঠং
ডং । কর-পৃষ্ঠয়োঃ—ঢং ণং । নাভৌ—তং । গুহে—থং । উৰ্বেষীঃ
দং ধং । জাহ্ননোঃ—নং পং । জজ্বয়োঃ—ফং বং । স্ফিচোঃ—ভং মং ।
পশ্চলয়োঃ—যং, চরণাঙ্গুষ্ঠয়োঃ—বং । কাষ্ঠ্যাং—বং । গ্রীবায়াং—লং ।
কটকে—শ' । হৃদি—ষং । গুহে—ক্ষং । কর্ণয়োঃ—সং । গণ্ডয়োঃ—লং ।
মৌলৌ—হং । তথা চ নিবন্ধে (৪৫)—

ভাল, ক্র, বদন, কঠিকা (মুখমধ্যে স্থানবিশেষ), কঠ, হৃদয়, নাভি ও স্বাধিষ্ঠানে
(লিঙ্গমূলে) বন্ধমান পঞ্চ তার (ঐং ক্রীং ব্রুং জ্বীং সঃ) আদিতে দিয়া সুভগাদি শব্দকে
চতুর্থী বিভক্ত্যন্ত ও প্রণবাদি ও নমঃ অন্ত করিয়া ও' ঐং ক্রীং ব্রুং সঃ সুভগায়ে নমঃ
ইত্যাকার মন্ত্রে সুভগাদি দেবীকে বিধিপূর্বক শ্রাস করিবেন । ৪২

মন্ত্রজ সাধক কর্তৃক শ্রুতব্যা দেবীগণের নাম হইতেছে—(১) সুভগা, (২) ভগা,
(৩) ভগসর্পিণী, (৪) অনন্তর শ্রেষ্ঠা ভগমালিনী, (৫) অনন্তর অনঙ্গা, (৬)
অনঙ্গকুসুমা, (৭) তাহার পর অনঙ্গমেখলা (৮) অনঙ্গমদনা । ইহারা সকলেই
মদবিভ্রমে মহুরা । বাগ্ বাগ্ভব বীজ (ঐং) কাম কামবীজ (ক্রীং) ব্রুং জ্বীং সঃ—
এই পাঁচটি তার বলিয়া কথিত হইয়াছে । ৪৩-৪৪

অনন্তর ভূষণ-শ্রাস । মূলোক্ত প্রকারে বর্ণরূপ ভূষণ-শ্রাস করিবেন । নিবন্ধে
আহাই বলিয়াছেন (৪৫)—

শ্রুসেচ্ছিরসি-ভাল-জ-কর্ণাক্ষি-মুগলে নসি ।

গণ্ডয়োৰোষ্ঠয়োদন্ত-পঙ্ক্ত্যোৱাস্তো শ্রুসেৎ স্বরান্ ॥ ৪৬

চিবুকেহ গলে কণ্ঠে পার্শ্বয়োঃ স্তনমুগ্ধকে ।

দোম্মুগয়োঃ কর্পুরয়োঃ পান্যোন্তপৃষ্ঠদেশতঃ ॥ ৪৭

নাভৌ গুহে পুনশ্চোৰ্বো জাহ্নুনোৰ্জজ্বয়োস্ততঃ ।

শ্ফিচোঃ পশ্চলয়োঃ পশ্চাচ্চরণাঙ্গুষ্ঠয়োৰ্ঘয়োঃ ।

কাদি-রাস্তান্ শ্রুসেদ্ বর্ণান্ স্থানেষু সমাহিতঃ ॥ ৪৮

কাষ্ঠ্যাং গৈবেয়কে পশ্চাৎ কটকে হৃদি গুহকে ।

কর্ণয়োগুয়োর্মৌলৌ বলশান্ ষক্ষসান্ লহৌ ।

অষ্টাবিমান্ প্রবিশ্যস্যেদেবং সাধকসত্তমঃ ॥ ৪৯

ততঃপ্রিখণ্ডাং মুদ্রাং বদ্ধা ধ্যায়েৎ ।

উত্তমাস্তু-সহস্র-কাস্তিমরুণ-ক্ষৌমাং শিরোমালিকাং

মস্তকে, ললাটে, জ্ঞাতে, কর্ণদ্বয়ে, চক্ষুর্দ্বয়ে নাসিকাদ্বয়ে, গণ্ডদ্বয়ে, ওষ্ঠদ্বয়ে, দন্ত-পঙ্ক্তিদ্বয়ে ও মুখে ব্রহ্মবর্ণগুলিকে শ্রাস করিবেন । ৪৬

বিবৃতি । রাঘবভট্ট সম্প্রদায় বিদগ্ধের মত ব্যক্ত করিতে বলিয়াছেন—কর্ণাধি-স্থলে দুই দুইটি বর্ণের এবং জ্ঞা, হস্ত ও হস্ত পৃষ্ঠে এক একটি বর্ণের শ্রাস হইবে । তন্ত্রসার ও তত্ত্ব বিলাসে নাসিকায় একটি বর্ণের শ্রাস লিখিত হইয়াছে । শারদায় কর্ণকুণ্ডলয়ো-র্মৌলৌ এইরূপ পাঠ আছে । উহা রাঘবভট্ট সম্মত । কিন্তু কর্ণয়োগুয়োর্মৌলৌ এইরূপ পাঠ দ্রুত হইয়াছে । ৪৬

চিবুকে, অনন্তর গলে, কণ্ঠে, পার্শ্বদ্বয়ে, স্তনদ্বয়ে, বাহুমূলদ্বয়ে, কর্পুরদ্বয়ে, হস্তদ্বয়ে, হস্তপৃষ্ঠদ্বয়ে, নাভিতে, গুহে, উরুদ্বয়ে, জজ্বাদ্বয়ে, গুল্ফদ্বয়ে, পাদতলদ্বয়ে ও চরণের অঙ্গুষ্ঠদ্বয়ে সাধক সমাহিত হইয়া ক হইতে র পর্য্যন্ত ব্যঞ্জনবর্ণগুলিকে শ্রাস করিবেন । ৪৭-৪৮

বিবৃতি । রাঘবভট্ট বলিয়াছেন—পানিতে, পানির পৃষ্ঠদেশে এক একটি বর্ণের শ্রাস হইবে । কটকে ল, হৃদয়ে ভালব্য শ, কর্ণকুণ্ডলদ্বয়ে মূৰ্দ্ধন্য ষ ও দন্ত্য সকারের শ্রাস হইবে । কিন্তু উক্ত গ্রন্থে পানিদ্বয়ে ও তাহার পৃষ্ঠদেশে দুই দুইটি বর্ণের শ্রাস লিখিত হইয়াছে । কর্ণ কুণ্ডলদ্বয়ে শ্রাস লিখিত হয় নাই । ৪৮

সাধক-সত্তম কাকীতে, গৈবেয়কে, অনন্তর কটকে, হৃদয়ে, গুহে, কর্ণদ্বয়ে, গণ্ডদ্বয়ে ও মস্তকে ব ল শ, ষ ক্ষ স ও ল হ এই আটটি বর্ণকে এইরূপে শ্রাস করিবে । ৪৯

তাহার পর ত্রিখণ্ডা মুদ্রা রচনা করিয়া ধ্যান করিবেন । ধ্যানের অর্থ—উদীয়মান

রক্তালিঙ্গ-পয়োধরাং জপবটীং বিজ্ঞানভীতিং বরম্ ।

হস্তাঙ্জৈর্দধতীং ত্রিনেত্র-বিলম্বক্কাং রবিন্দ-প্রিয়ং

দেবীং বন্ধ-হিমাংশু-রত্ন-মুকুটীং বন্দে সমন্দস্মিতাম্ ॥ ৫০

তথা চ—রক্ত-বর্ণাং রক্ত-বস্ত্রাং মুণ্ডমালারক্তালিঙ্গ-কুচাং দক্ষিণে উর্ধ্বে
জপমালাং বামোর্ধ্বে বিজ্ঞাং পুস্তকম্ বামাধোহভয়ং দক্ষিণাধো বরং দধতীং
ধ্যায়েৎ ॥ ৫১

এবং ধ্যানা মানসৈরূপচারৈরভ্যার্চ্যার্যং সংস্থাপ্যাদারশক্ত্যাদি-হ্রীং
জ্ঞানাত্মনে নমঃ ইত্যন্তং সংপূজ্য পূর্বাদি-কেশরেধু মধ্যে চ—
ইচ্ছা জ্ঞানা ক্রিয়া চৈব কামিনী কামদায়িনী ।
রতী রতিপ্রিয়া নন্দা নবমী চ মনোময়িনী ॥

এতাঃ প্রণবাদি-নমোহস্তেন সংপূজ্য ঐ পরায়ৈ, অপরায়ৈ, পরাপরায়ৈ ।
হেঁসাঃ সদাশিবমহাপ্রেত-পদ্মাসনায় নমঃ ইতি সংপূজ্য প্রাগ্‌যোনি-মধ্য-
যোন্তস্তুরালে ওঁ গুরুভ্যো নমঃ, ওঁ গুরুপাদ্ভ্যো নমঃ । ওঁ পরমগুরুভ্যো
নমঃ, ওঁ পরমগুরুপাদ্ভ্যো নমঃ । ওঁ পরাপরগুরুভ্যো নমঃ, ওঁ

সহস্র আদিত্যের কাণ্ডির স্তায় কাণ্ডি বিশিষ্টা, রক্তবর্ণ পটুবস্ত্র পরিহিতা, মুণ্ডমালা-
ধারিণী, রক্তচন্দন লিঙ্গ-স্তনধরা, দক্ষিণ ও বাম উর্ধ্ব হস্তপদে যথাক্রমে জপমালা,
ও বিজ্ঞা (পুস্তকমুদ্রা), দক্ষিণ ও বাম অধঃ হস্তপদে অভয় ও বরমুদ্রাধারিণী,
নেত্রদ্বয়ে শোভমান মুখপদ্ম বিশিষ্টা, চন্দ্রকলাবদ্ধ রত্নমুকুটধারিণী, ঈষৎ হাস্যমুখী
দেবীকে আমি বন্দনা করি । ৫০

অতএব দেবীকে রক্ত বর্ণা রক্তবস্ত্রা, মুণ্ডমালা ও রক্তচন্দনে লিঙ্গ স্তন-ধারিণী,
দক্ষিণের উর্ধ্ব হস্তে জপমালা, বামে উর্ধ্ব হস্তে বিজ্ঞা অর্থাৎ পুস্তকমুদ্রা, বামের
অধোহস্তে অভয়মুদ্রা, দক্ষিণের অধোহস্তে বরমুদ্রা-ধারিণী ধ্যান করিবে । ৫১

এই প্রকারে ধ্যান করিয়া, মানস উপচারের দ্বারা পূজা করিয়া, অর্ঘ্য স্থাপন
করিয়া আদ্য শক্তি প্রভৃতি হইতে হ্রীং জ্ঞানাত্মনে নমঃ পর্যন্ত পূজা করিয়া, পূর্বাদি-
কেশরে মধ্যে ও দিক্‌সমূহে—ওঁ ইচ্ছায়ৈ নমঃ, এইরূপ জ্ঞানায়ৈ, ক্রিয়ায়ৈ, কামিন্যৈ,
কামদায়িন্যৈ, রত্নায়ৈ, রতিপ্রিয়ায়ৈ, নন্দায়ৈ, নবমীশক্তি মনোময়িন্যৈ—ইহাদিগকে
প্রণবাদি ও নমঃ অন্ত মন্ত্রে পূজা করিয়া, ঐং পরায়ৈ, ঐং অপরায়ৈ, ঐং পরাপরায়ৈ,
হেঁসাঃ সদাশিব মহাপ্রেতপদ্মাসনায় নমঃ মন্ত্রে পীঠমন্ত্রের পূজা করিয়া, পূর্বযোনি
(ত্রিকোণ) ও মধ্য ত্রিকোণের অন্তরালে ওঁ গুরুভ্যো নমঃ, ওঁ গুরুপাদ্ভ্যো নমঃ,

পরাপরগুরুপাদ্ভ্যো নমঃ । ও পরমেষ্ঠীগুরুভ্যো নমঃ, ও পরমেষ্ঠি-
গুরুপাদ্ভ্যো নমঃ । এবমাচার্যোভ্যন্তংপাদ্ভ্যো নমঃ । ৫২

অস্তাঃ পূজায়ত্ত্বম্ । শারদায়াম্—

পদ্মমষ্টদলোপেতং নবযোন্মাত্য-কর্ণিকম্ ।

চতুর্দার-সমাবৃত্তং ভূগৃহং বিলিখৎ ততঃ ॥ ৫৩

ঐ হ্রীং শ্রীং হ স খ ফ্রেং হ্‌সোঃ ইতি বিন্দুচক্রে দেব্যা মূর্ত্তিং সংকল্প্য
ত্রিখণ্ডমুদ্রয়া পূর্ববদেবীং ধ্যানাবাহয়েৎ (৫৪)—

ও দেবেশি ! ভক্তি-সুলভে ! পরিবার-সমম্বিতে !

যাবৎ তাং পূজয়িষ্যামি তাবৎ ত্বং সুস্থিরা ভব ॥ ৫৫

তথা চ নিবন্ধে—পঞ্চভিঃ প্রণবৈর্মূর্ত্তিং তস্তামাবাহু দেবতাম্ ।

ও^১ পরমগুরুভ্যো নমঃ, ও^২ পরমগুরু-পাদ্ভ্যো নমঃ, ও^৩ পরাপরগুরুভ্যো নমঃ,
ও^৪ পরাপরগুরু-পাদ্ভ্যো নমঃ, ও^৫ পরমেষ্ঠীগুরুভ্যো নমঃ, ও^৬ পরমেষ্ঠীগুরু-পাদ্ভ্যো
নমঃ । এইরূপ ও^৭ আচার্যোভ্যো নমঃ, ও^৮ আচার্য-পাদ্ভ্যো নমঃ বলিয়া
পূজা করিবে । ৫২

বিবৃতি । শ্রীগুরুর ক্রম তিন প্রকার—দিব্যোঘ, সিদ্ধোঘ ও মানবোঘ । তন্মধ্যে
দিব্যোঘ—পরপ্রকাশানন্দ, পরমেশানন্দ, পরমশিবানন্দ, কামেশ্বর্য্যানন্দ, মোক্ষানন্দ,
কামানন্দ ও অমৃতানন্দ । সিদ্ধোঘ—ঈশান, তৎপুরুষ, অঘোর, বামদেব ও সদানন্দ ।
মানবোঘ—স্বয়ংগুরুসম্প্রদায়, গুরু, পরমগুরু, পরাপরগুরু, পরমেষ্ঠি গুরু । পীঠের
উত্তরে ইহাদের পূজা করিতে হয় । ৫২

এই ত্রিপুরভৈরবীর পূজা যন্ত্র । শারদাতিলকে বলিয়াছেন—নবযোনি যুক্ত
কর্ণিকাবিশিষ্ট একটি অষ্টদল পদ্ম লিখিয়া চতুর্দার যুক্ত ভূগৃহ লিখিবেন । এইটি
দেবীর পূজায়ন্ত্র । ৫৩

তাহার পর ঐং হ্রীং শ্রীং হ স খ ফ্রেং হ্‌সোঃ এই মন্ত্রে বিন্দুচক্রে দেবীর মূর্ত্তি
কল্পনা করিয়া ত্রিখণ্ডমুদ্রায় পূর্ববৎ দেবীর ধ্যান করিয়া শ্লোকমন্ত্র পড়িতে পড়িতে
দেবীকে আবাহন করিবেন । ৫৪

শ্লোকমন্ত্রের অর্থ—হে দেবেশি ! হে ভক্তিসুলভে ! হে পরিপার-সমম্বিতে !
যে পর্য্যন্ত তোমাকে পূজা করিব । সে পর্য্যন্ত তুমি সুস্থির হইয়া থাক । ৫৫

তাহাই নিবন্ধে বলিয়াছেন—পারিভাষিক পঞ্চ প্রণবের দ্বারা মূর্ত্তির কল্পনা

ভাৱা-বাক্-শক্তি-কমলা হ স খ ফে হে সো: স্মৃতা: ॥ ৫৬

এতে পঞ্চভাৱা: প্রণবা: স্মৃতা: ইত্যর্থ:। তত আৱাহনাৱি-পঞ্চপুষ্পাঞ্জলি-
জ্ঞানপৰ্য্যন্তং বিধায়াৱরণপূজামাৱভেত। যথা দেৱা ৱামকোণে—ঐ ৱঠৈত্য
নম:। দক্ষিণকোণে—ক্লী ৱীঠৈত্য নম:। অগ্রকোণে—সো: মনোভৱায়
নম:। কেশৱেষণ্যাৱি-কোণেষু মধ্যে দিক্ চ পূৰ্বোক্তাঙ্গমন্ত্ৰেণ পূজয়েৎ। ৫৭

তথা চ জ্ঞানার্ণৱে—অগ্নীশাস্মুর-ৱায়ৱ্য-মধ্য-দিক্ পূজনম্।

তত উত্তরে—জ্রা ৱ্রাৱিণৈত্য নম:। জ্রী ৱ্রোভণৈত্য নম:। দক্ষিণে—ক্লী
ৱশীকরণৈত্য নম:, ৱু ৱাকর্ষণৈত্য নম:। অগ্রে—স: সন্মোহনৈত্য নম:। ৫৮

তত: পঞ্চকামান্ পূজয়েৎ। উত্তরে—হ্রী ৱামায় নম:, ক্লী ৱম্মথায় নম:।
দক্ষিণে—ঐ ৱন্দর্পায় নম:, ৱুং মকরধ্বজায় নম:। অগ্রে—জ্রী ৱীনকেতনায়
নম:। তথা চ জ্ঞানার্ণৱে (৫৯)—

কৱিরা সেই স্মৃতিতে দেৱীকে আৱাহন কৱিয়া (সমাহিত হইয়া আগমোক্ত বিধানে
পূজা কৱিবেন)। ৱাক্ ৱাগ্-ভৱবীজ ঐং, শক্তি শক্তিৱীজ হ্রীং, কমলা লক্ষ্মীৱীজ ক্লীং,
হ্ স্ খ্ ফেং, হ্ সো:—এইগুলি পৱিভাষিক পঞ্চ প্রণৱ ৱলিয়া কথিত হইয়াছে। ৫৬

এইগুলি পঞ্চ ভাৱ প্রণৱ ৱলিয়া কথিত, ইহাই শ্লোকাৰ্থ। তাহাৱ পর আৱাহনাৱি
হইতে পঞ্চপুষ্পাঞ্জলি দান পৰ্য্যন্ত সমস্ত কাৰ্য্য কৱিয়া আৱরণ পূজা আৱস্ত কৱিবেন।
যথা দেৱীৱ ৱামকোণে—ঐ ঐং ৱঠৈত্য নম:। দক্ষিণকোণে—ঐ ক্লীং ৱীঠৈত্য নম:।
অগ্রকোণে—ঐ সো: মনোভৱায় নম:। কেশৱেৱ অগ্ন্যাৱিকোণে, মধ্যে ৩ দিক্
সমূহে পূৰ্বোক্ত অঙ্গমন্ত্ৰেৱ দ্বাৱা ছয়টি অঙ্গদেৱতাৱ পূজা কৱিবেন। ৫৭

যথা অগ্নিকোণে—ঐ হ্ স্ ৱাং হ্রদৱায় নম:। ঈশাণে—ঐ হ্ স্ ৱীং শিৱসে
ৱাহা নম:। নৈঋতকোণে—ঐ হ্ স্ ৱুং শিখাণৈ ৱষট্ নম:। ৱায়ুকোণে—ঐ
হ্ স্ ৱৈং কৱচায় হং নম:। মধ্যে—ঐ হ্ স্ ৱোং নেত্রজায় ৱৌষট্ নম:। সন্মুখ-
দিকে—ঐ হ্ স্ ৱ: কৱতল-পৃষ্ঠাভ্যাং ফট্ নম:। তাহাই জ্ঞানার্ণৱে ৱলিয়াছেন—
অগ্নিকোণে, ঈশাণকোণে, নৈঋতকোণে, ৱায়ুকোণে, মধ্যে ৩ দিক্ সমূহে অঙ্গদেৱতাৱ
পূজা হইবে। তাহাৱ পর উত্তরে—ঐ ৱ্রাং ৱ্রাৱিণৈত্য নম:। ঐ ৱ্রীং ৱ্রোভণৈত্য
নম:। দক্ষিণে—ঐ ক্লীং ৱশীকরণৈত্য নম:। ঐ ৱুং ৱাকর্ষণৈত্য নম:। অগ্রে—ঐ
স: সন্মোহনৈত্য নম:। ৫৮

তাহাৱ পর পঞ্চ কামেৱ পূজা কৱিবেন। যথা উত্তরে—ঐ হ্রীং ৱামায় নম:,
ঐ ক্লীং ৱম্মথায় নম:। দক্ষিণে—ঐ ঐং ৱন্দর্পায় নম:। ঐ ৱুং মকরধ্বজায়
নম:। অগ্রে—ঐ জ্রীং ৱীনকেতনায় নম:। তাহাই জ্ঞানার্ণৱে ৱলিয়াছেন (৫৯)—

উত্তরস্তাং দ্বয়ং দেবি ! দক্ষিণস্তাং দ্বয়ং দিশি ।

অগ্রে চৈকং ক্রমেণৈব পঞ্চবাণাংস্ততো যজ্ঞেৎ ।

পঞ্চকামাংস্তথা দেবি ! বাণবৎ পরিপূজয়েৎ ॥ ৬০

ততোহষ্ট-যোনিষু পূর্বাদিতঃ ঐ ক্লী ব্লী স্ত্রী সঃ সূভগায়ৈ নমঃ । ঐ ৫
ভগায়ৈ নমঃ । ঐ ৫ ভগমপিন্যৈ । ঐ ৫ ভগমালিন্যৈ । ঐং ৫ অনঙ্গায়ৈ^১ ।
ঐং ৫ অনঙ্গকুসুমায়ৈ । ঐ ৫ অনঙ্গমেখলায়ৈ । ঐং ৫ অনঙ্গমদনায়ৈ ।
ততোহষ্ট-পত্রেষু পূর্বাদিতঃ^২ ওঁ অসিতাক্স-ব্রাহ্মীভ্যাং নমঃ । এবং ওঁ ক্লক্স-
মাহেশ্বরীভ্যাং নমঃ । ওঁ চণ্ড-কৌমারীভ্যাং । ওঁ ক্রোধ-বৈষ্ণবীভ্যাম্ । ওঁ
উন্মত্ত-বারাহীভ্যাম্ । ওঁ কপালীন্দ্রাণীভ্যাম্ । ওঁ ভীষণ-চামুণ্ডাভ্যাম্ । ওঁ
সংহার-মহালক্ষ্মীভ্যাম্ । তথা চ নিবন্ধে (৬১)—

অষ্টযোনিষষ্ট-শক্তিঃ পূজয়েৎ সূভগাদিকাঃ ।

মাতরো ভৈরবাক্সহা মদবিভ্রম-বিহ্বলাঃ ।

অষ্ট-পত্রেষু সংপূজ্যা হথাবৎ কুসুমাদিভিঃ ॥ ৬২

ততস্তদ্বহিরিন্দ্রাদীন্^৩ বজ্রাদীংশ্চ সংপূজ্য ধূপাদি-বিসর্জনান্তং কর্ম
সমাপয়েৎ । নৈবেদ্যানন্তরং শ্রীবিদ্যোক্ত-বলিচতুষ্টয়মত্র বর্তব্যম্ । ৬৩

হে দেবি ! উত্তর দিকে ৫টি বাণের এবং দক্ষিণ দিকে দুইটি বাণের ও অগ্রে একটি
বাণের ক্রমে ক্রমে এই পঞ্চ বাণকে পূজা করিবে । তাহার পর হে দেবি ! সেইরূপ
পঞ্চকামকে পঞ্চবাণের স্তায় পূজা করিবে । ৬১

তাহার পর অষ্টযোনিতে পূর্বাদিক্রমে মূলোক্ত প্রকারে সূভগাদির পূজা করিয়া
মূলোক্ত প্রকারে মাতৃগণের সহিত অসিতাক্সাদি ভৈরবের পূজা করিবেন । তাহাই
নিবন্ধে বলিয়াছেন (৬১)—

অষ্টযোনিতে সূভগাদি অষ্টশক্তিকে পূজা করিবেন । অসিতাক্সাদি ভৈরবের
ক্রোড়ে অবস্থিত মদবিভ্রমে বিহ্বলা ব্রাহ্মী প্রভৃতি মাতৃগণকে পুষ্পাদি দ্বারা যথাযথ-
ভাবে পূজা করিবেন । ৬২

তাহার পর তাহার বহির্ভাগে ইন্দ্রাদি লোকপাল ও বজ্রাদি অস্ত্রের পূজা করিয়া
ধূপদান হইতে বিসর্জন পর্যন্ত কর্মগুলি শেষ করিবেন । নৈবেদ্যের পর শ্রীবিদ্যোক্ত
বলি চারিটি এইখানেই করিবেন । ৬৩

১। ঋ—ঐঃ ৫ অনঙ্গায়ৈ ইতি নাস্তি ।

২। ঋ—পূর্বাদিত ইতি নাস্তি ।

৩। ঋ—

অস্তু পুরস্চরণং দশলক্ষজপঃ । হোমস্তু দ্বাদশ সহস্রম্ । তথা চ নিবন্ধে—

দীক্ষাং প্রাপ্য জপেন্নম্নং তত্ত্বলক্ষং^১ জিতেন্দ্রিয়ঃ ।

পুষ্পৈর্ভানু-সহস্রানি জুহুয়াৎ ব্রহ্মবৃক্ষজৈঃ ।

ত্রিমধুরাশ্বত করবীর-সমুদ্ভবৈঃ ॥ ৬৪

তথাশ্চ দশৈব^২ । ব্রহ্মবৃক্ষঃ পলাশঃ । বৃহজ্জামলে—

পূর্বজন্মকৃতৈঃ পুণ্যৈর্ধ্যাতৈঃনাং পরদেবতাম্ ।

যো ভজেদ্বক্তুমার্গেণ স সাক্ষাৎ শকরো ভবেৎ ॥ ৬৫

অথ সম্পৎপ্রদাতৈরবী

জানার্ণবে— যথাসৌ ত্রিপুরা বাল। তথা ত্রিপুরভৈরবী ।

সম্পৎ-প্রদা নাম তস্তাঃ শৃণু নির্মলমানসে ! ॥ ১

শিবচন্দ্রৌ বহ্নিসংস্থৌ বাগ্ভবং তদনন্তরম্ ।

কামরাজং তথা দেবি ! শিবচন্দ্রাশ্বতং ততঃ ॥ ২

এই মন্ত্রের পুরস্চরণ দশলক্ষ মন্ত্র জপ । হোম কিন্তু ১২ হাজার । তাহাই নিবন্ধে বলিয়াছেন—

জিতেন্দ্রিয় সাধক নক্তি দীক্ষা গ্রহণ করিয়া পুরস্চরণে তত্ত্ব (দ্বাদশ) লক্ষ মন্ত্র জপ করিবে । ব্রহ্মবৃক্ষজাত পুষ্প সমূহের দ্বারা ভানু (দ্বাদশ) সহস্র হোম করিবেন । অথবা ত্রিমধুরাশ্বত করবীর বৃক্ষজাত পুষ্পের দ্বারা হোম করিবেন । ৬৪

অশ্চ দশলক্ষই মন্ত্র জপ । ব্রহ্মবৃক্ষঃ—পলাশ । বৃহজ্জামলে বলিয়াছেন—যে ব্যক্তি পূর্বজন্মকৃত পুণ্যবশে এই পদ্ধতিতে এই পরদেবতাকে ধ্যান করিয়া ভজনা করে, সে সাক্ষাৎ শকর হয় । ৬৫

অনন্তর সম্পৎপ্রদা ভৈরবী । জানার্ণব তত্ত্ব বলিয়াছেন—এই ত্রিপুরাবাল। যেক্রপ ত্রিপুরভৈরবীও সেইরূপ । হে নির্মল-মানসে ! তাহার সম্পৎপ্রদা নাম বলিতেছি অবগত কর । ১

শিব (হ), চন্দ্র (স) বহ্নি (রকারের সহিত) সংযুক্ত ও বাগ্ভববীজ ঐৎ । তাহাতে হৃৎসূত্রং হইল । হে দেবি ! তাহার পর কুমারী বালার কামরাজ কামবীজ, শিব

১। প্রয়োগসাবে—অতো দ্বাদশতত্ত্বানি বদন্ত্যে বিপশিতঃ । .—পদার্থান্বয়ম্ ।

২। য—তথাস্তত্র দশৈবেতি নাস্তি ।

পৃথীবীজাস্ত-বহ্যাত্যং তাত্ত্বীয়ং শৃণু বল্লভে ! ।

শক্তিবীজে ! মহেশানি শিববহ্নী নিয়োজয়েৎ ॥ ৩

কুমার্যাঃ পরমেশানি ! হিহা সর্গস্ত বৈলম্বম্ ।

ত্রিপুরাভৈরবী দেবী মহাসম্পৎ-প্রদা প্রিয়ে ! ॥ ৪

অস্বার্থঃ । শিবো হকারচন্দ্রো দন্ত্যসকারস্তো রেফস্তো । ততো বাগ্-
ভবমিতি হকার-দন্ত্যসকার-রেফ-বাগ্ভবৈঃ প্রথমকূটম্ । শিবচন্দ্রাশ্রিতমিতি ।
শিবচন্দ্রয়োরধোগতং কুমার্যা বালায়াঃ কামরাজং কামরাজকূটং কামবীজ-
মিত্যর্থঃ । কামবীজমিতি পাঠে কুমার্যান্ময়েহপি ন ক্ষতিঃ । তথা
পৃথীবীজস্য কামবীজস্য-লকারস্তাস্তে বহ্যাত্যং রেফযুক্তম্ । তথাচ হকার-দন্ত্য-
সকার-ককার-লকার-রেফ-চতুর্থ-স্বরবিন্দুভির্দ্বিতীয়কূটম্ । অথ তাত্ত্বীয়ং বীজং
শৃণু শক্তিবীজ ইতি । কুমার্যা বালা-ভৈরব্যা যৎ শক্তিবীজং দন্ত্য-সকারঃ
চতুর্দশ-স্বর-বিসর্গ-ষটিতং বক্ষ্যমাণং তৃতীয়-কূটং, তত্র শিববহ্নী হকার-রেফো
নিয়োজয়েৎ উপর্য্যধোভাবেন মিশ্রয়েৎ । তথাচাদৌ হকারস্ততো দন্ত্য-

(হ) ও চন্দ্রের সহিত যুক্ত হইয়া কামবীজস্থ পৃথীবীজ লকারে রকার যুক্ত হইবে ।
তাহাতে হ্-স্কল্লরীং হইবে । হে বল্লভে ! তাত্ত্বীয় বীজ শ্রবণ কর । হে মহেশানি !
কুমারী বালা ভৈরবীর শক্তিবীজ সকারে শিব (হ) ও বহ্নিকে উপরে ও নীচে যোগ
করিবে । বিসর্গকে পরিত্যাগ অর্থাৎ শক্তিবীজের বিসর্গকে পরিত্যাগ করিয়া বিন্দু
অনুসার যোগ করিবে । তাহাতে হসরৌং হইবে । হে প্রিয়ে ! এই ত্রিপুরা ভৈরবী
দেবী মহাসম্পৎ প্রদা ভৈরবী । ২-৪

এই শ্লোকের অর্থ—শিব হকার, চন্দ্র দন্ত্যসকার, এই দুইটি রকারস্থ অর্থাৎ
রকারের সহিত মিলিত হইবে । তাহার পর বাগ্‌বীজ ঐ হইলে হ, সকার, রকার ও
বাগ্ভব বীজের দ্বারা প্রথমকূট হ্-স্কল্লরীং হইবে । শিবচন্দ্রাশ্রিতম্ ইহার অর্থ—শিব ও
চন্দ্রের অধোগত (পরবর্তী) কুমারী বালার কামরাজ কামরাজ কূট কামবীজ ।
কামবীজং এইরূপ পাঠ হইলে কুমারীর সহিত ইহার অনুর না হইলেও ক্ষতি নাই ।
সেইরূপ পৃথিবীবীজস্থ-সকারের শেষে বহ্নিযুক্ত রকার যুক্ত । তাহাতে হকার, দন্ত্য-
সকার, ককার, লকার, রকার চতুর্থ স্বর ঈকার ও বিন্দু দ্বারা দ্বিতীয় কূট হ্-স্কল্লরীং
হইবে । শৃণু শক্তিবীজ এই গ্রন্থে তৃতীয় কূট উদ্ধৃত হইয়াছে । কুমারী বালাভৈরবীর যে
শক্তিবীজ চতুর্দশস্বর ও সর্গ (:) ষটিত দন্ত্য সকার, যাহা বক্ষ্যমাণ তৃতীয় কূট, সেই
সকারে শিব (হ) ও বহ্নি (র কে) যোগ করিবে অর্থাৎ উর্ধ্বভাবে (অগ্রে) ও

সকারন্ততো রেফ ইতি সিদ্ধম্ । তত্র চ বিসর্গং হিহা বিন্দুং যোজয়েৎ ।
এবঞ্চ হকার-দন্ত্য-সকার-রেফ-চতুর্দশস্বর-বিন্দুভিস্তৃতীয়কূটম্ । তথাচ ত্রিপুর-
ভৈরবী বিসর্গরহিতা চেৎ সম্পৎপ্রদা ভৈরবীতি তত্ত্বম্^১ । তেন হসরৈ ইতি
প্রথমকূটম্ । হসকলরী ইতি দ্বিতীয়কূটম্ । হসরৌ ইতি তৃতীয় কূটমিতি
সিদ্ধম্ । ইয়ং সম্পৎপ্রদা ভৈরবী । অস্তা ধ্যানম্ (৫)—

আতাত্মার্ক-সহস্রাভাং ক্ষুরচন্দ্রকল-জটাম্ ।

কিরীট-রত্নবিলসচ্চিত্র-চিত্রিত-মৌক্তিকাম্ ॥ ৬

শ্রবক্রধির-পঙ্কাত্য-মুণ্ডমালা-বিরাজিতাম্ ।

নয়নত্রয় শোভাত্যাং পূর্ণেন্দু-বদনাবিতাম্ ॥ ৭

মুক্তাহার-লতা-রাজৎ-পীনোন্নত-ঘন-স্তনীম্ ।

রক্তাশ্বর-পরীধানাং যৌবনোন্নত-রূপিণীম্ ॥ ৮

পুস্তকং চাতয়ং বামে দক্ষিণে চাক্ষমালিকাম্ ।

বরদান-রতাং নিত্যং মহাসম্পৎ-প্রদাং স্মরেৎ ॥ ৯

তেন বামোর্ধ্ব পুস্তকং বামোর্ধ্বভয়ম্ । দক্ষিণোর্ধ্ব জপমালাং দক্ষিণাধো

অধোভাবে (পরে) মিশ্রিত করিবে । তাহাতে আদিতে হকার পরে দন্ত্যসকার
তাহার পর রকার ইহা সিদ্ধ হয় । সে স্থলে বিসর্গকে ত্যাগ করিয়া বিন্দু (২) যোগ
করিবে । তাহা হইলে হকার, দন্ত্যসকার, রকার চতুর্দশ স্বর ও ৩ বিন্দু দ্বারা তৃতীয়
কূট হয় । তাহা হইলে ত্রিপুরভৈরবী যদি বিসর্গরহিত হইয়া বিন্দুযুক্ত হন, তবে তিনি
সম্পৎ প্রদা ভৈরবী হন ; ইহাই তত্ত্ব । তাহাতে হসরৈঃ এইটি প্রথমকূট, হস্কলরীঃ
এইটি দ্বিতীয় কূট । হসরৌঃ এইটি তৃতীয় কূট, ইহা সিদ্ধ হয় । ইনি অর্থাৎ এই
ত্রিকূটা সম্পৎপ্রদা ভৈরবী । ৫

ইহার ধ্যানের অর্থ—অরুণবর্ণা সহস্র সূর্য্যের স্তায় কাণ্ডি বিশিষ্টা, চন্দ্রকলাবিকসিত
জটাবারিণী রত্নবিলসিত চিত্রচিত্রিত মুক্তাখচিত কিরীট ধারিণী, গলিত রক্ত পদ্ম মুক্ত
মুণ্ডমালাধারিণী, নয়নত্রয় শোভায় শোভিতা, পূর্ণচন্দ্র-বদনা, মুক্তাময় হারলতার
শোভিত পীন ও উন্নত ঘন স্তনী, রক্তবস্ত্রপরিহিতা, যৌবনোন্নতা, বামহস্তে পুস্তক ও
অভয়মুদ্রা ধারিণী দক্ষিণে অক্ষমালিকা ও বরমুদ্রা ধারিণী নিত্য সম্পৎপ্রদা ভৈরবীকে
ধ্যান করিবে । ৬-৯

তাহাতে বুঝা যায়—বামের উর্ধ্বহস্তে পুস্তক এবং অধোহস্তে—অভয় । দক্ষিণের

বরং দধতীং ধ্যায়েৎ । শ্রাস-পূজাদিকং ত্রিপুরভৈরবীবৎ^১ । অত্রাক্ষমন্ত্রে তু
বিশেষঃ—ধিকৃষ্টৈকং ত্রিভিব্যুৎকৈঃ করাজশ্রাস-কল্পনেতি । অস্তাঃ পুরশ্চরণং
ত্রিলক্ষজপঃ । যথা জ্ঞানার্গবে (১০)—

বালাবদস্তাঃ পূজাদি কুর্য্যাৎ সাধকসমুদয়ঃ ।

গুণলক্ষং জপেন্ মন্ত্রং জুহুয়াৎ তদশাংশতঃ ॥ ১১

শ্রাস-পূজাদিকং সর্বং কুমার্যা ইব সূত্রতে ! ।

একলক্ষং জপেন্ মন্ত্রং সিদ্ধয়ে সাধকোত্তমঃ ॥ ১২

ইতি বচনাৎ সিদ্ধবিদ্যাত্মাচ্চ একলক্ষজপঃ পুরশ্চরণমিতি বদন্তি ॥ ১৩

অথকৌলেশভৈরবী

জ্ঞানার্গবে—সম্পৎ-প্রদা ভৈরবীবদ বিদ্ধি কৌলেশ-ভৈরবীম্ ।

হসাত্তা সৈব দেবেশি ! ত্রিষু বীজেষু পার্বতি !^২ । ১৪

সৈব সম্পৎপ্রদা ভৈরবোব্যব । ইয়ন্তু সহস্রাত্তা শ্রাৎ পূজা-ধ্যানাদিকং

উদ্ধৃহস্তে জপমালা এবং অধোহস্তে বর মুদ্রা ধারিণীকে ধ্যান করিবে । শ্রাস ও
পূজাদি সমস্তই ত্রিপুরভৈরবীর শ্রায় হইবে । এই পূজায় অঙ্গশাসনের মন্ত্রে কিন্তু বিশেষ
এই যে, ত্রিরাবৃত্ত তিনটি বীজের দ্বারা করাজশ্রাস মন্ত্র হইবে । ইহার পুরশ্চরণে তিন
লক্ষ মন্ত্র জপ । যেমন জ্ঞানার্গবে বলিয়াছেন (১০)—

সাধকশ্রেষ্ঠ বালার শ্রায় ইহার পূজাদি করিবে । গুণ (৩) লক্ষ মন্ত্র জপ
করিবে । জপের দশাংশ পরিমাণে হোম করিবে । ১১

হে সূত্রতে ! ইহার শ্রাস পূজাদি সমস্ত কুমারীর (বালার) শ্রায় হইবে । সাধক
শ্রেষ্ঠ সিদ্ধির জন্ত এক লক্ষ মন্ত্র জপ করিবে । ১২

এই বচন আছে বলিয়া এবং সিদ্ধ বিদ্যা বলিয়া একলক্ষ জপ পুরশ্চরণ—ইহা কেহ
কেহ বলেন । ১৩

অনন্তর কৌলেশ ভৈরবী । জ্ঞানার্গবে বলিয়াছেন—হে দেবেশি । হে পার্বতি !
সম্পৎপ্রদা ভৈরবীর শ্রায় কৌলেশী ভৈরবীকে জানিবে । সেই সম্পৎপ্রদা ভৈরবী
হসাত্তা তিনটি বীজেই অধিষ্ঠিত হইয়া থাকেন । ১৪

সৈব পদের অর্থ—সম্পৎপ্রদা ভৈরবীই । এই কৌলেশী ভৈরবী বিদ্যা সহস্রাত্তা

১। ধ—শ্রাসপূজাদিকং তু পূর্ববৎ । ২। ধ—পার্বতি ! । ইয়ন্তু সহস্রাত্তা শ্রাৎ পূজা
ধ্যানাদিকং তথা । অতীর্থঃ । ত্রিষু কুটেষু লকার আধিস্তেৎ তদা কৌলেশভৈরবী । অতঃ
পূজাধ্যানাদিকং ।

তথা। ইয়ং কোলেশভৈরবী তু। অস্ত্যর্থঃ। সৌ দন্ত্য-সকারঃ। হরো
হকারতাবান্তৌ যন্ত্যাতাদৃশী। তথা চ ত্রিকূটেষু হকার-দন্ত্যসকারয়োর্ব্যত্যয়-
শ্চেত্তদা কোলেশভৈরবী ভবতি। তেন সহরৈং সহকলরীং সহরৌ ইতি
সিদ্ধম্। ইয়ং কোলেশভৈরবী। অস্ত্য। ধ্যান-পূজাদিকন্তু সম্পৎপ্রদা
ভৈরবীবৎ বোদ্ধব্যম্। ১৫

অথ ভয়বিধ্বংসিনী ভৈরবী

সম্পৎ-প্রদা-ভৈরবী আত্মস্তু-কূটয়ো রেফবর্জিতা চেদ্রয়বিধ্বংসিনী ভৈরবী
ভবতি, দক্ষিণামূর্তী তথা দর্শনাৎ। ধ্যান-পূজাদিকং সর্বং সম্পৎ-প্রদাবৎ^১।
তেন হসৈং হসকলরীং হসৌং ইতি সিদ্ধম্। ইয়ং ভয়বিধ্বংসিনী ভৈরবী। ১৬

অথ সকল-সিদ্ধিদা ভৈরবী ॥

জ্ঞানার্ণবে^২ কোলেশ-ভৈরবীমধিকৃত্য—

এতস্ত্যা এব বিদ্যায়া আত্মস্তু রেফবর্জিতে।

ভদ্রেয়ং পরমেশানি ! নাম্না সকল-সিদ্ধিদা।

সম্পৎপ্রদা ভৈরবীবদ্ ধ্যান-পূজাদিকং ভবেৎ ॥ ১৭

হইবে। পূজা ধ্যানাদি সেইরূপ সম্পৎপ্রদা ভৈরবীর জ্ঞান হইবে। ইয়ন্ত অর্থ—
কোলেশী ভৈরবী। এই শ্লোকের অর্থ। স—দন্ত্য সকার। হর—হকার, সেই
সকার ও হকার আদিতে যাহার, তাদৃশী সহরাদা যে বিদ্যা। তাহা হইলে তিনটি
কূটেই হকার ও দন্ত্য সকারের যদি বাতায় হয়, তখন কোলেশী ভৈরবী হয়। তাহাতে
সহরৈং স্ হ্ ক ল্ রীং স্ হ্ রৌং ইহা সিদ্ধ হয়। এই বিদ্যা কোলেশ ভৈরবী।
এই বিদ্যার ধ্যান পূজাদি সমস্তই সম্পৎপ্রদা ভৈরবীর জ্ঞান জানিবে। ১৫

ভয়-বিধ্বংসিনী ভৈরবী। সম্পৎপ্রদা ভৈরবী বিদ্যা যদি আদ্য কূট ও অন্ত কূট রেফ
বর্জিত হন, তবে ভয় বিধ্বংসিনী ভৈরবী হন। যেহেতু দক্ষিণামূর্তি সংহিতাতে সেইরূপ
দেখা যায়। ধ্যান পূজাদি সমস্তই সম্পৎপ্রদা ভৈরবীর জ্ঞান হইবে। তাহাতে হ্ সৈং
হ্ স্ ক ল্ রীং হ্ সৌং এই বিদ্যা সিদ্ধ হয়। ইনি ভয়-বিধ্বংসিনী ভৈরবী। ১৬

অনন্তর সকল সিদ্ধিদা ভৈরবী। জ্ঞানার্ণবে কোলেশী ভৈরবীর অধিকারে
(প্রকরণে) বলিয়াছেন—

হে পরমেশানি ! এই কোলেশ-ভৈরবী বিদ্যার আদ্যকূট ও অন্তকূট রেফ বর্জিত
হইলে তখন এই কোলেশ-ভৈরবী বিদ্যা সকল-সিদ্ধিদা ভৈরবী হন। এই বিদ্যার
ধ্যান পূজাদি সমস্তই সম্পৎপ্রদা ভৈরবীর জ্ঞান হইবে। ১৭

অন্ত্যর্থঃ । কোলেশ-ভৈরবী আভ্যন্ত্রে রেফ-রহিতা চেৎ সকল-সিদ্ধিমা
ভৈরবী^১ ভবতি । তেন সর্হেই সহকলরী^২ সর্হৌ ইতি সিদ্ধম্ । ইয়ং সকল-
সিদ্ধিমা ভৈরবী ১৮

অথ চৈতন্য-ভৈরবী

যথা জ্ঞানার্গবে—বাগ্ভব-বীজমুচ্চার্য্য জীব-প্রাণ-সমন্বিতম্ ।

সকলা ভুবনেশানী দ্বিতীয়ং বীজমুকুরেৎ ॥ ১৯

জীবং প্রাণ-বহ্নি-সংস্থং^৩ শক্রস্বর-বিভূষিতম্ ।

বিসর্গাঢ্যং মহেশানি ! বিদ্যা ত্রৈলোক্যমাতৃকা ॥ ২০

অন্ত্যর্থঃ । অত্র জীবো দন্ত্য-সকারঃ । প্রাণো হকারস্তাভ্যাং যুক্তং বাগ্ভ-
ব-বীজমিতি প্রথমবীজম্ । সকলা ইতি স্বরূপম্ । ভুবনেশানী মায়া ইতি
দ্বিতীয়ম্ । তথাচ চন্দ্র-শিব-দ্বাদশস্বরাত্মকং^৪ বিন্দুনাদ-কলাঢ্যং প্রথম-বীজম্ ।
চন্দ্র-কাম-পৃথিবী-মায়াভির্দ্বিতীয়বীজম্ । চন্দ্র-শিব-বহ্নি-চতুর্দশস্বর-বিসর্গাঢ্যং

ইহার অর্থ—কোলেশ ভৈরবী বিদ্যার আদি ও অন্ত রেফ রহিত হইলে সকল-
সিদ্ধিমা ভৈরবী হন । তাহাতে সর্হেইং সর্হকলরীং সর্হৌং এই সিদ্ধ হয় । এই বিদ্যা
সকল সিদ্ধিমা ভৈরবী । ১৮

অনন্তর চৈতন্য-ভৈরবী । যেমন জ্ঞানার্গব তন্ত্রে বলিয়াছেন—জীব (স) ও প্রাণ-
সমন্বিত বাগ্ভববীজ (ঐং) অর্থাৎ সর্হেইং উচ্চারণ করিয়া, দ্বিতীয় বীজ স্কল্ ও
ভুবনেশানী (হ্রীং) অর্থাৎ স্কল্ হ্রীং উদ্ধার করিবে । ১৯

হে মহেশানি ! জীব (স) প্রাণ (হ) ও বহ্নিতে (রকারে) মিলিত হইয়া
শক্রস্বর (চতুর্দশ স্বর) ওকারে বিভূষিত হইয়া বিসর্গ (:) যুক্ত হইলে ইহা ত্রৈলোকা-
মাতৃকা বিদ্যা হয় । ২০

এই শ্লোকের অর্থ—এস্থলে জীব দন্ত্য সকার ; প্রাণ হকার, এই দুইটি দ্বারা যুক্ত-
বাগ্ভব বীজ ঐং । ইহা প্রথম কুট । সকল এইটি স্বরূপ । ভুবনেশানী—মায়া-
এইটি দ্বিতীয় কুট । তাহা হইলে চন্দ্র (স্), শিব (হ্) বিন্দুনাদকলা যুক্ত দ্বাদশস্বর
স্বরূপটি প্রথম বীজ । চন্দ্র (স), কাম (ক্), পৃথিবী (ল) ও মায়া দ্বারা দ্বিতীয়
বীজ । চন্দ্র (স্), শিব (হ্), বহ্নি (র), চতুর্দশ স্বর বিসর্গযুক্ত হইলে তৃতীয়

১। ঐ—ভৈরবী । অথ চৈতন্য ভৈরবী । জ্ঞানার্গবে । ২। ঐ—জীবপ্রাণবহ্নি । ৩। ঐ—
দ্বাদশস্বরযুক্তং ।

তৃতীয়বীজম্^১ । তেন সঠেই ইতি প্রথমকূটম্ । সকলহ্রী^২ ইতি দ্বিতীয়কূটম্ ।
সহরোঃ ইতি তৃতীয়-কূটমিতি সিদ্ধম্ ।

ইয়ং চৈতন্যভৈরবী । অস্তাঃ পূজা-যন্ত্রম্ (২১)—

ত্রিকোণকৈব যটকোণং বসুপত্রং বরাননে ! ।

চতুরস্রং চতুর্দ্বারমেবং মণ্ডলমালিখৎ ॥ ২২

অস্তাঃ পূজা—আধারশক্ত্যাদি-হ্রী^৩ জ্ঞানাত্মনে নমঃ ইত্যন্তং বিদ্যাস্ত
পূর্বাদি-কেশরেষু বামাং জ্যোষ্ঠাং রৌদ্রীং অম্বিকামিচ্ছাং জ্ঞানাং ক্রিয়াং^৪
কুজিকাং চিত্রাং বিষম্বিকাং ভ্রামরীমানন্দাং বিদ্যাস্ত মধ্যে হে^৫সোঃ সদাশিব-
মহাপ্রোক্ত-পদ্মাসনায় নম ইতি শ্রুতং ।

সম্পৎ-প্রদা-বালা-কৌলেশী-সকলেষ্টদা-বিদ্যানামেতাভ্যঃ পীঠ-শক্তয় এব
জ্ঞানার্ণবোক্তাঃ । ২৩

ততঃ ঋত্বাদিগ্ৰাসঃ । শিরসি—দক্ষিণামূর্তয়ে ঋষয়ে নমঃ । মুখে—পঙ্ক্তি-
ছন্দসে নমঃ । হৃদি—চৈতন্য-ভৈরবৈ দেবতায়ৈ নমঃ । ২৪

ততঃ করাজ্ঞাসো—পূর্ববীজমুচ্চার্য অঙ্কুষ্ঠাভ্যাং নমঃ । দ্বিতীয়-বীজমুচ্চার্য
তর্জনীভ্যাং স্বাহা । তৃতীয়-বীজমুচ্চার্য মধ্যমাভ্যাং বমট । পুনঃ প্রথমং

বীজ হয় । তাহাতে সঠেই এইটি প্রথম কূট, স্ক্ ল হ্রীং এইটি দ্বিতীয় কূট, সহরোঃ
এইটি তৃতীয় কূট সিদ্ধ হয় । ইনিই চৈতন্য-ভৈরবী । ইহার পূজাযন্ত্র এইরূপ (২১)—

হে বরাননে ! একটি ত্রিকোণ, তাহার পর একটি যটকোণ ও অষ্টদল, তাহার
পর চতুর্দ্বার যুক্ত চতুরস্র—এইরূপ মণ্ডল লিখিবে । ২২

এই ভৈরবীর পূজা । আধার শক্ত্যাদি-হ্রীং জ্ঞানাত্মনে নমঃ—এই পর্য্যন্ত শ্রাস
করিয়া পূর্বাদি কেশরে বামা, জ্যোষ্ঠা, রৌদ্রী, অম্বিকা, ইচ্ছা, জ্ঞানা, ক্রিয়া, কুজিকা,
চিত্রা, বিষম্বিকা, ভ্রামরী ও আনন্দাকে শ্রাস করিয়া মধ্যে হে^৫সোঃ সদাশিব মহাপ্রোক্ত-
পদ্মাসনায় নমঃ এই মন্ত্রে পীঠমন্ত্রকে শ্রাস করিবে । জ্ঞানার্ণবোক্ত এইগুলিই
সম্পৎপ্রদা, বালা, কৌলেশী ও সকলেষ্টদা বিদ্যাসমূহের পীঠ শক্তি । ২৩

তাহার পর ঋত্বাদি গ্ৰাস । যথা মন্ত্রকে—ও^৬ দক্ষিণামূর্তয়ে ঋষয়ে নমঃ । মুখে—ও^৬
পঙ্ক্তিছন্দসে নমঃ । হৃদয়ে—ও^৬ চৈতন্য-ভৈরবৈ দেবতায়ৈ নমঃ । তাহার পর
করাজ্ঞাস । যথা ও^৬ উচ্চারণ পূর্বক পূর্ববীজ অর্থাৎ ও^৬ সঠেই অঙ্কুষ্ঠাভ্যাং নমঃ ।
এইরূপ ও^৬ ও দ্বিতীয় বীজ অর্থাৎ ও^৬ হ্ স্ক্ ল হ্রীং তর্জনীভ্যাং স্বাহা । ও^৬ তৃতীয়

অনামিকাভ্যাং হং । দ্বিতীয়ং কনিষ্ঠাভ্যাং বৌষট্ । তৃতীয়ং করতল-পৃষ্ঠাভ্যাং
ফট্ । এবং হৃদয়াদিষু । “দ্বিরাবৃত্তাঃ ষড়ঙ্গানি বিম্বস্তা সাধকঃ সদা” । ইতি
বচনাৎ । ২৫

ততো ধ্যানং— উজ্জ্বলানু-সহস্রাভ্যাং নানালঙ্কার-ভূষিতাম্ ।

মুকুটাগ্র-লসচ্চন্দ্র-রেখাং রক্তান্বরাদিতাম্ ॥ ২৬

পাশাকুশধরাং নিত্যং বামহস্ত-কপালিনীম্ ।

বরদাভয়-শোভাভ্যাং পীনোন্নত-ঘনস্তনীম্ ॥ ২৭

এবং ধ্যানার্থ্যং সংস্থাপ্যাদারশক্ত্যাদি-বামা-জ্যেষ্ঠাদি-পীঠশক্তিঃ পীঠমমুঞ্চ
সংপূজ্য ত্রিপুরভৈরব্যাক্ত-গুরুপংক্তিং সংপূজ্য পুনর্ধ্যাত্বাবাহনাদি-পঞ্চ-
পুষ্পাঞ্জলিদান-পর্যন্তং বিধায়াবরণানি পূজয়েৎ । ২৮

তত্র প্রথমং ষড়ঙ্গপূজা । যথা অগ্নিকোণে—প্রথমবীজমুচ্চার্য হৃদয়ায়
নমঃ । এবমীশানে দ্বিতীয়ং শিরসে স্বাহা । নৈঋতে তৃতীয়ং শিখায়ৈ বমট্ ।
বীজ সহরৌঃ উচ্চারণ পূর্বক অর্থাৎ ওঁ স্-হ্-রৌঃ মধ্যমাভ্যাং বৌষট্ । পুনরায় ওঁ
স্-হ্-রৌঃ অনামিকাভ্যাং হং । ওঁ হ্-স্-ক্-ল্ হ্রীং কনিষ্ঠাভ্যাং বৌষট্ । ওঁ স্-হ্-রৌঃ
করতল-পৃষ্ঠাভ্যাং ফট্ । এইরূপ হৃদয়ে—ওঁ স্-হ্-রৌঃ হৃদয়ায় নমঃ । মন্তকে—ওঁ
হ্-স্-ক্-ল্ হ্রীং শিরসে স্বাহা । শিখায়—ওঁ সহরৌঃ শিখায়ৈ বমট্ । বাহুদ্বয়ে—ওঁ
স্-হ্-রৌঃ কবচায় হং । নেত্রদ্বয়ে—ওঁ হ্-স্-ক্-ল্ হ্রীং নেত্রদ্বয়ায় বৌষট্ । করতল
পৃষ্ঠে—ওঁ স্-হ্-রৌঃ করতল-পৃষ্ঠাভ্যাং অস্ত্রায় ফট্ । যেহেতু এই বচন আছে যে—
সাধক সর্বদা প্রথমাদি বীজগুলিকে দুইবার আবৃত্তি করিয়া করাজ্ঞাস করিয়া
ধ্যান করিবে । ২৪

ধ্যানের অর্থ—উদীয়মান সূর্য্য-সহস্রের ন্যায় দ্যুতিবিশিষ্টা, নানা অলঙ্কারে
বিভূষিতা, মুকুটাগ্রে উজ্জ্বল চন্দ্র রেখা-ধারিণী, রক্তবস্ত্র পরিহিতা, নিত্য, দক্ষিণ হস্তে
পাশাকুশ ও বরমুদ্রা এবং বাম হস্তে কপাল ও অভয়মুদ্রা ধারিণী পীন ও উন্নত ঘনস্তনী
চৈতন্ত ভৈরবীকে ধ্যান করিবে । ২৬-২৭

এই প্রকারে ধ্যান করিয়া, বিশেষার্থ্য স্থাপন করিয়া, আধার শক্তি প্রভৃতি ইহিতে
বামা, জ্যেষ্ঠাদি পীঠ শক্তি ও পীঠ মন্ত্র পর্য্যন্ত পূজা করিয়া, ত্রিপুর ভৈরবী প্রকরণোক্ত
গুরু পঙ্ক্তিকে পূজা করিয়া, পুনরায় ধ্যান করিয়া, আবাহনাদি পঞ্চপুষ্পাঞ্জলি দান
পর্য্যন্ত সমস্ত কার্য্য করিয়া আবরণ দেবতার পূজা করিবেন । ২৮

তদন্থে প্রথম ষড়ঙ্গ পূজা । যথা—অগ্নিকোণে প্রথম বীজ উচ্চারণ করিয়া
অর্থাৎ ওঁ স্-হ্-রৌঃ হৃদয়ায় নমঃ । এইরূপ ঈশানে—ওঁ হ্-স্-ক্-ল্ হ্রীং শিরসে স্বাহা ।

বায়ো পুনঃ প্রথমং কবচায় হং । মধ্যে—দ্বিতীয়ং নেত্রত্রয়ায় বৌষট্ । চতুর্দিশু
—তৃতীয়মস্ত্রায় কট্ । ততঃ পূর্ববদ্ রত্নাদিকং সংপূজ্য অগ্রে ওঁ বসন্তায় নমঃ ।
বামে—কামদেবায় । দক্ষিণে—চাপায় । ততঃ পূর্ববদ্বাগান্ সংপূজ্য ষট্‌কোণে
পূর্বাদিতঃ—ওঁ ডাকিণ্যৈ নমঃ । এবং কাকিণ্যৈ, লাকিণ্যৈ, রাকিণ্যৈ, সাকিণ্যৈ,
হাকিণ্যৈ । অষ্টদলেষু পূর্বাদিতঃ পূর্বোক্তানঙ্গকুম্মাভাঃ । পূর্বাদিপত্রাগ্রেষু ওঁ
পরভৃত্যায় নমঃ । এবং সারসায়, শুকায়, মেঘাহ্বায় মেঘায়েতি বা অপাঙ্গায়,
জ্বিলাসায়, হাবায়, ভাবায় । তত ইন্দ্রাদীন্ বজ্রাদীংশ্চ সংপূজ্য ধূপাদি-
বিসর্জনাস্তং কর্ম সমাপয়েৎ ॥ অস্ত্রাঃ পুরশ্চরণং লক্ষঙ্গপঃ । ২৯

অথ কামেশ্বরী ভৈরবী

জানার্ণবে— কামেশ্বরী চ রুদ্রার্ণা পূর্বসিংহাসনে স্থিতা ।

এতস্তা এব বিদ্যায়া বীজদ্বয়মুদাহৃতম্ ॥ ৩০

তদন্তে পরমেশানি ! নিত্যক্লিন্নে ! মদদ্রবে ! ।

এতস্তা এব তাত্ত্বীয়ং রুদ্রার্ণা পরমেশ্বরী ॥ ৩১

নৈর্ঘতে—ওঁ স্‌হ্‌রৌঃ শিখায়ৈ বৌষট্ । বায়ুকোণে—ওঁ স্‌হ্‌ং কবচায় হং ।
মধ্যে—ওঁ হ্‌স্কল্ হ্রীং নেত্রত্রয়ায় বৌষট্ । চারিদিকে—ওঁ স্‌হ্‌রৌঃ অস্ত্রায়
কট্ । তাহার পর পূর্ববৎ রতি প্রভৃতিকে পূজা করিয়া, অগ্রে—ওঁ বসন্তায় নমঃ ।
বামে—ওঁ কামদেবায় নমঃ । দক্ষিণে—ওঁ চাপায় নমঃ । তাহার পর পূর্ববৎ
বাগগণকে পূজা করিয়া, ষট্‌কোণে পূর্বাদি ক্রমে ওঁ ডাকিণ্যৈ নমঃ । এইরূপ
রাকিণ্যৈ, লাকিণ্যৈ, কাকিণ্যৈ, সাকিণ্যৈ, হাকিণ্যৈ নমঃ বলিয়া পূজা করিয়া,
অষ্টদলে পূর্বাদিক্রমে পূর্বোক্ত অনঙ্গকুম্মাদির পূজা করিবেন । পূর্বাদি পত্রের
অগ্রসমূহে ওঁ পরভৃত্যায় নমঃ । এইরূপ সারসায়, শুকায়, মেঘাহ্বায় অথবা মেঘায়,
অপাঙ্গায়, জ্বিলাসায়, হারায়, ভাবায় নমঃ বলিয়া পূজা করিবেন । তাহার পর
ইন্দ্রাদি লোকপাল ও বজ্রাদি অস্ত্রসমূহকে পূজা করিয়া, ধূপদান হইতে বিসর্জন
পর্যন্ত সমস্ত কার্য শেষ করিবেন । এই বিদ্যার পুরাশ্চরণং লক্ষঙ্গপঃ । ২৯

অথ কামেশ্বরী ভৈরবী । জানার্ণব তন্ত্রে বলিয়াছেন—একাদশাকরা কামেশ্বরী
সিংহাসনের পূর্বে অবস্থিতা । হে পরমেশানি । এই চৈতন্য ভৈরবী বিদ্যার দুইটি
বীজ স্‌হ্‌ং ও স্‌কল্ হ্রীং উক্ত হইবে । তাহার অন্তে নিত্যক্লিন্নে । মদদ্রবে ।
তাহার পর এই চৈতন্য ভৈরবীর তৃতীয় বীজ স্‌হ্‌রৌঃ উক্ত করিবে । এই
একাদশাকরা কামেশ্বরী । ৩০-৩১

ধ্যানপূজাদিকং দেবি ! চৈতন্য ইব পূর্ববৎ ।

ত্রিকোণে তু বিশেষোহন্তি কথয়ামি ত্বানন্দে ! ॥ ৩২

অত্রকোণক্রমেণৈব নিত্যং ক্রিমাং মদদ্রবাম্ ।

ষড়ঙ্গাবরণং পশ্চাৎ পূজয়েৎ সর্বসিদ্ধয়ে ॥ ৩৩

পূর্বেতি । শিবাধ্যাসিত-সিংহাসনস্য পূর্বস্মিন্ স্থিতেত্যর্থঃ । কেচিৎ
তু শিবমুখস্য সিংহাসনসংজ্ঞা ইত্যাহঃ ।

স্থানক্রয়ে^১ এতস্তা ইত্যস্ত চৈতন্য-ভৈরব্যা ইত্যর্থঃ । বীজদ্বয়মিতি
আত্মবীজদ্বয়মিত্যর্থঃ^২ । তেন সর্হেঁ সকলহ্রীং নিত্যক্রিমে মদদ্রবে সহরৌ ইতি
সিদ্ধম্ । ইয়ং কামেশ্বরী ভৈরবী । ৩৪

অথ ষট্‌কুটা ভৈরবী

জ্ঞানার্ণবে—ডাকিনী-রাকিনী-বীজে লাকিনী-কাকিনী-যুগম্ ।

সাকিনী-হাকিনী-বীজে আহত্য সুরসুন্দরি ! ॥ ৩৫

আত্মমৈকার-সংযুক্ত-মন্ত্রদীকার-সংযুক্তম্

শক্রস্বরাস্বিতং দেবি ! তাত্ত্বীয়ং বীজমালিখেৎ ।

হে দেবি । ধ্যান, পূজাদি সমস্তই পূর্ববৎ চৈতন্য ভৈরবীর ন্যায় হইবে । অনন্দে ।
পূজায় ত্রিকোণে বিশেষ আছে, তাহা তোমার নিকট বলিতেছি । ৩২

পূর্ব ইত্যাদি কথার অর্থ—শিবের অধ্যাসিত সিংহাসনের পূর্বে অবস্থিত । কেহ
কেহ এই বলেন—শিবমুখের সিংহাসন নাম । স্থানক্রমে এতস্তাঃ পদের অর্থ—চৈতন্য-
ভৈরবীর । বীজদ্বয়ম্—এই কথার অর্থ—প্রথমবীজ দ্বয় । তাহাতে সর্হেঁ স্ ক্ ল্
হ্রীং নিত্যক্রিমে মদদ্রবে স্ হ্ রৌং—এই মন্ত্র সিদ্ধ হয় । এই বিদ্যাই কামেশ্বরী
ভৈরবী । ৩৪

বিবৃতি । স্বরহীন ব্যঞ্জন বর্ণ অনুচ্চার্য্য বলিয়া অঙ্কাকর । স্বরবর্ণই অঙ্কর । এই
বিদ্যাতে বহু ব্যঞ্জন বর্ণ থাকিলেও ১১টি স্বরবর্ণ আছে বলিয়া উহাকে একাদশ বর্ণা
বলা হইয়াছে । ৩৪

অনন্তর ষট্‌কুটা ভৈরবী । জ্ঞানার্ণবে বলিয়াছেন—হে সুরসুন্দরি । ডাকিনী বীজ
(ড), রাকিনী বীজ (র), এই দুইটি ; লাকিনী (ল) ও কাকিনী (ক)—এই দুইটি
বীজ ; সাকিনী বীজ (স) ও হাকিনী বীজ (হ)—এই দুইটি উচ্চার করিয়া প্রথম
ক র ল ক স হ-কে ঐকার সংযুক্ত, অস্ত্র দ্বিতীয় ড র ল ক স হ-কে ইকার সংযুক্ত

বিন্দুনাদ-কলাক্রান্তং ত্রিতয়ং শৈলসম্ভবে ! । ৩৬

ডাকিনী-বীজং টবর্গ-তৃতীয়াক্ষরম্ । রাকিনী বীজং—রেফঃ । লাকিনী-বীজং—লকারঃ । কাকিনী-বীজং—ককারঃ । সাকিনী-বীজং দন্ত্য-সকারঃ । অতএব সাকিনী-শব্দোহপি দন্ত্যাদিরেব । হাকিনী-বীজং—হকারঃ । পদ-ত্রয়ং কর্মবিভক্ত্যন্তম্ । অন্ত্যদ্বিতীয়-বীজং । শক্রস্বরচতুর্দশস্বরঃ । ত্রিতয়ং কূটত্রয়ং বিন্দুনাদাত্যং^১ । ষড়্ভিব্যঞ্জনৈকূটং যস্থা সা ইতি নামার্থঃ^২ । তেন ড র ল ক স হেঁ, ড র ল ক স হৌঁ ড র ল ক স হৌঁ ইতি সিদ্ধম্ । ইয়ং ষট্কুটা ভৈরবী । ৩৭

তৃতীয়বীজং সবিসর্গমিত্যপি মতম্ । যথা দক্ষিণামূর্ত্তি-সংহিতায়াং—

ডরৌক্ষ্মা-মাদনং চন্দ্র-শিবমত্র ত্রিধা লিখেৎ ।

অর্কেলা-শক্র-কলয়া ক্রমাৎ তং মণ্ডিতং কুরু ।

বিন্দুনাদান্বিতঞ্চাত্মযুগ্মমন্ত্যং বিসর্গবৎ ॥ ৩৮

করিবে । হে দেবি । তৃতীয় ড র ল ক স হ-কে শক্রস্বর ঔকার দ্বারা যুক্ত করিয়া লিখিবে । হে শৈলসম্ভবে । এই তিনটি বিন্দু ও নাদকলা দ্বারা যুক্ত হইবে । ৩৫-৩৬

ডাকিনী বীজং—ট বর্গের তৃতীয় অক্ষর ড । রাকিনী বীজং—রেফ র । লাকিনী বীজং—লকার । কাকিনী বীজং—ককার । সাকিনী বীজং—দন্ত্য সকার । অতএব সাকিনী শব্দও দন্ত্যাदि অর্থাৎ দন্ত্য সকারাদি । হাকিনী বীজং—হকার । তিনটি পদই কর্মবিভক্ত্যন্ত । অন্ত্য অর্থ—দ্বিতীয় বীজ । শক্রস্বরঃ—চতুর্দশ স্বর ঔ । ত্রিতয়ং—কূটত্রয়—এই অর্থ । কূটত্রিতয় বিন্দুনাদ যুক্ত । ছয়টি ব্যঞ্জনবর্ণের দ্বারা কূট হইয়াছে যাহার অর্থাৎ যে বিদ্যার, তিনি ষট্কুটা । ইহাই ষট্কুটা নামের অর্থ । তাহাতে ড্ র্ ল্ ক্ স্ হেঁ, ড্ র্ ল্ ক্ স্ হৌঁ, ড্ র্ ল্ ক্ স্ হৌঁ এই সিদ্ধ হয় । এই বিদ্যাই ষট্কুটা ভৈরবী । ৩৭

তৃতীয় বীজটি সবিসর্গ, এইও মত আছে । যেমন দক্ষিণামূর্ত্তি সংহিতায় বলিয়াছেন—ড্ র্ ক্ষ্মা (ল্) মাদন (ক্), চন্দ্র (স্), শিবকে (হ্) অর্থাৎ ড্ র্ ল্ ক্ স্ হ্-কে এই বিদ্যায় তিনবার লিখিবে । সেই ত্রিতয়কে অর্ক (দ্বাদশ স্বর ঐ), ঈলা (চতুর্থ স্বর ঐ), শক্র (চতুর্দশ স্বর ঔ) ও কলা (বিন্দুনাদ) দ্বারা এই তিনটিকে ক্রমে ক্রমে যুক্ত করিবে । প্রথম দুইটি বিন্দুনাদের দ্বারা যুক্ত হইবে । অন্ত্য তৃতীয়টি বিসর্গ যুক্ত হইবে । ৩৮

১। ক—ত্রিতয়ং কূটত্রয়মিত্যর্থঃ । বিন্দুনাদাত্যং । ২। ষ—তৃতীয় বীজং সবিসর্গবদ্বিত্তি কেচিৎ । যথা দক্ষিণামূর্ত্তি ।

অর্কে। দ্বাদশস্বরঃ। ঈলা চতুর্থস্বরঃ। শক্রশচতুর্দশস্বরঃ। অর্কেণ
মায়া-শক্রাভ্যাং ক্রমাভ্যং মণ্ডিতং কুরু। ইত্যপি কচিৎ পাঠন্তত্র মায়া
চতুর্থস্বরঃ। অস্তা ধ্যানম্ (৩৯)—

বালসূর্য্যপ্রভাং দেবীং জ্বাকুসুম-সন্নিভাম্।

মুণ্ডমালাবলী-রম্যাং বালসূর্য্য-সমাংসকাম্ ॥ ৪০

সুবর্ণকলসাকার-পীনোন্নত-পয়োধরাম্।

পাশাকুশৌ পুস্তকঞ্চ তথা চ জপমালিকাম্ ॥ ৪১ দধতীমিতি শেষঃ।

দ্বিরাবৃত্ত্যা ষড়ঙ্গানি বিধায় পরমেশ্বরী !।

যন্ত্রমস্তা বরারোহে ! ত্রিকোণং তৎ-পুটং লিখেৎ ॥ ৪২

বহিরষ্টদলং পদ্মং রবিপত্রং ততো লিখেৎ।

চতুরস্ত্রং চতুর্দ্বারমেবং মণ্ডলমালিখেৎ ॥ ৪৩

ষড়ঙ্গাবরণং দেবি ! পূর্ববৎ পূজয়েচ্ছিবে !।

অর্কং—দ্বাদশ স্বর। ঈলা—চতুর্থ স্বর। শক্র—চতুর্দশ স্বর। অর্কেণ মায়া-
শক্রাভ্যাং ক্রমাং তং মণ্ডিতং কুরু অর্থাৎ অর্কের দ্বারা মায়া ও শক্র দ্বারা ক্রমে ক্রমে
তাহাকে মণ্ডিত কর—এইরূপও কোন কোন স্থলে পাঠ আছে। সেই পাঠে মায়া—
চতুর্থ স্বর। ইহার ধ্যানের অর্থ (৩৯)—

বাল সূর্যের শ্যাম প্রভাবিশিষ্টা, জ্বাকুসুমের শ্যাম রক্তবর্ণা, মুণ্ডমালাবলী দ্বারা
মনোহরা, বালসূর্যের তুল্য রক্তবস্ত্র পরিহিতা, সুবর্ণ কলশের আকার পীন ও উন্নত
স্তনধারিণী, পাশ, অকুশ, পুস্তক ও জপমালা-ধারিণী দেবীকে চিন্তা করিবে। ৪০-৪১।
দধতীম্ এই পদটি উহ।

হে পরমেশ্বরী! বীজত্রয়কে হুইবার আবৃত্তি করিয়া ষড়ঙ্গের শাস করিবে।
যথা—ওঁ ডরলকসহৈং অঙ্কুষ্ঠাভ্যাং নমঃ, ওঁ ডরলকসহীং তর্জনীভ্যাং স্বাহা, ওঁ ডরলক
সহৌং মধ্যমাভ্যাং বৌষট্, ওঁ ডরলকসহৈং অনামিকাভ্যাং হং। ওঁ ডরলকসহীং
কনিষ্ঠাভ্যাং বৌষট্, ওঁ ডরলকসহৌং করতল-পৃষ্ঠাভ্যাং ষট্। এইরূপ ওঁ ডরলকসহৈং
হৃদয়ান নমঃ ইত্যাদি আকারে অঙ্গশাস করিবে। হে বরারোহে। এই বিদ্যার
যন্ত্র এইরূপ—একটি ত্রিকোণ, তাহার বাহিরে পুটিত ত্রিকোণ অর্থাৎ ষট্‌কোণ, তাহার
বাহিরে দ্বাদশদল পদ্ম, তাহার বাহিরে চতুর্দ্বার ও চত্ৰকোণ—এই মণ্ডল (যন্ত্র)
লিখিবে। ৪২-৪৩

হে দেবি। পূর্ববৎ ছয়টি অঙ্গাবরণের পূজা করিবেন। যথা—ওঁ ডরলকসহৈং

রত্নাদি-ত্রিতয়ং দেবি ! ত্রিকোণে পরিপূজয়েৎ ॥ ৪৪

ডাকিষ্ঠাভাস্ত্র যট্‌কোণে বসুপত্রে ততঃ পরম্ ।

ব্রাহ্মাদি-যুগলং পশ্চাদ্রবিপত্রে ততঃ পরম্ ॥ ৪৫

বালায়াঃ পীঠশক্তীস্ত বামাভ্যাঃ পূজয়েৎ ক্রমাৎ ।

চতুরস্ত্রে লোকপালান্ সাযুধান্ পরমেশ্বরী ! ॥ ৪৬

তৎপুটং ত্রিকোণদ্বয়মধ্যগতং যট্‌কোণান্তর্গতমিতি যাবৎ ॥ ৪৭

অথ ভোগমোক্ষদা ভৈরবী^১

যথা জ্ঞানার্ণবে—এতস্তা এব বিদ্যায়াঃ ষড়্‌বর্ণান্ ক্রমশঃ স্থিতান্ ।

বিপরীতান্ বদ প্রোচে ! বিদ্যেয়ং ভোগমোক্ষদা ।

শ্রাস-পূজাদিকং সর্বমস্ত্যাঃ পূর্ববদাচরেৎ । ৪৮

হৃদয়ার নমঃ, ওঁ ডরলকসহোং শিরসে স্বাহা, ওঁ ডরলকসহোং শিখায়ৈ বষট্, ওঁ ডরলকসহোং কবচায় হ্র, ওঁ ডরলকসহোং নেত্রত্রয়ায় বৌষট্, ওঁ ডরলকসহোং অস্ত্রায় ফট্ । হে দেবি ! ত্রিকোণে রতি, প্রীতি, মনোভবাকে ওঁ রতৈত্য নমঃ, ওঁ প্রীতৈত্য নমঃ, ওঁ মনোভবায়ৈ নমঃ মন্ত্রে পূজা করিবে । ৪৪

তাহার পর যট্‌কোণে ওঁ ডাকিষ্ঠে নমঃ, ইত্যাকার মন্ত্রে ডাকিনী, রাকিনী, লাকিনী, কাকিনী, সাকিনী ও হাকিনীকে পূজা করিবেন । বসুপত্রে ব্রাহ্মাদি যুগলের পূজা করিবেন । যথা—ওঁ অসিতাঙ্গ-ব্রাহ্মীভ্যাং নমঃ, ওঁ কুরুমাহেশ্বরীভ্যাং নমঃ, ওঁ চণ্ডকামারীভ্যাং নমঃ, ওঁ ক্রোধভৈরবীভ্যাং নমঃ, ওঁ উন্নতবারাহীভ্যাং নমঃ, ওঁ কপালীজ্ঞানীভ্যাং নমঃ, ওঁ ভীষণচামুণ্ডাভ্যাং নমঃ, ওঁ সংহার-মহালক্ষ্মীভ্যাং নমঃ । তাহার পর দ্বাদশ দলে বালার পীঠশক্তি বামাদির যথাক্রমে পূজা করিবেন । যথা—ওঁ বামায়ৈ নমঃ, এইরূপ জ্যেষ্ঠায়ৈ, রৌদ্র্যে, অধিকায়ৈ, ইচ্ছায়ৈ, জ্ঞানায়ৈ, ক্রিয়ায়ৈ, কুজিকায়ৈ, বিচিত্রায়ৈ, বিষবিদ্রিকায়ৈ, ভূচর্য্যে ও আনন্দায়ৈ । হে পরমেশ্বরী ! তাহার পর চতুরস্ত্রে বজ্রাদি অস্ত্রের সহিত লোকপালগণকে পূজা করিবেন । এইরূপ বিধানই যট্‌কূটা ভৈরবীকে পূজা করিবে । ৪৫-৪৬

তৎপুট কথার অর্থ—ত্রিকোণদ্বয়ের মধ্যগত, যট্‌কোণের অন্তর্গত । ইহাই তাৎপর্য্য । ৪৭

অনন্তর ভোগমোক্ষদা ভৈরবী । যেমন জ্ঞানার্ণবে বলিয়াছেন—হে প্রোচে ! এই যট্‌কূটা ভৈরবী বিদ্যার ক্রমে ক্রমে অবস্থিত ছয়টি বর্ণকে বিপরীত বল । এই বিদ্যা ভোগমোক্ষদা ভৈরবী । এই বিদ্যার শ্রাস পূজাদি সমস্তই পূর্ববৎ অর্থাৎ যট্‌কূটা ভৈরবীর শ্রাস হইবে । ৪৮

বিপরীতান্ ইতি ষট্‌কূটা-ভৈরব্যা। এব বর্ণা বিপরীতা ইত্যর্থঃ । তেনাদৌ
হকারন্ততো দন্ত্য-সকারন্ততঃ ককারন্ততো লকারন্ততো রেফন্ততো ডকারঃ
ইত্যেব ক্রম ইত্যর্থঃ । ইয়মেব নিত্য্য ভৈরবী উচ্যতে । তেন—হ স ক
ল র ডে^১ হ স ক ল র ডী^২ হ স ক ল র ডৌ^৩ ইতি সিদ্ধম্ । ইয়ং
ভোগমোক্ষদা ভৈরবী । ৪৯

অথ রুদ্রভৈরবী^১

মধ্যা জ্ঞানার্ণবে—শিবচন্দ্রো মাদনাস্তং পাস্তং বহ্নি-সমন্বিতম্ ।

শক্তি-ভিন্নং বিন্দুনাদ-কলাঢ্যং বাগ্‌ভবং প্রিয়ে ! ॥ ৫০

সম্পৎ-প্রদায়া ভৈরব্যাঃ কামরাজং তদেব হি ।

সদাশিবস্তা বীজন্ত মহাসিংহাসনস্তা চ ।

এষা বিদ্যা মহেশানি । বর্ণিতুং নৈব শক্যতে ॥ ৫১

শিবো হকারশ্চন্দ্রো দন্ত্য-সকারঃ মাদনাস্তং খকারঃ । পাস্তং ফকারঃ ।
বহ্নী রেফঃ । শক্তিরেকাদশস্বরঃ । ইতি বাগ্‌ভব-কূটম্ । সম্পৎ-প্রদায়া
মধ্যমকূটমস্তা মধ্যমকূটমেব । আসনীভূত-শিবস্তা বীজং প্রেতবীজং তৃতীয়ং^২

বিপরীতান্ অর্থ—ষট্‌কূটা ভৈরবীর বর্ণগুলিকে বিপরীত করিয়া । তাহাতে
প্রথমে হকার, পরে দন্ত্য সকার, পরে ককার, পরে লকার, পরে রকার, পরে ডকার ;
এইরূপ ক্রম । ইনিই নিত্য্যভৈরবী বলিয়া কথিত হন । তাহাতে, হসকলরডেং,
হসকলরডীং ও হসকলরডৌং এই বিদ্যা সিদ্ধ হয় । এই বিদ্যা ভোগ মোক্ষদা
ভৈরবী । ৪৯

অনন্তর রুদ্রভৈরবী । যেমন জ্ঞানার্ণবে বলিয়াছেন—হে প্রিয়ে ! শিব (হ্) ও
চন্দ্র (স্) মাদনাস্ত (খ্), বহ্নিসমন্বিত, পাস্ত (ফ্), শক্তি (এ) সহিত ভিন্ন
(মিশ্রিত) এবং বিন্দু ও নাদকলা যুক্ত, ইহা বাগ্‌ভবকূট । সম্পৎপ্রদা ভৈরবীর সেই
মধ্যমকূট কামরাজই ইহার মধ্যম কূট । মহাসিংহাসন শিবের প্রেতবীজই এই
বিদ্যার তৃতীয় বীজ । হে মহেশানি । এই বিদ্যা আমি বর্ণনা করিতে পারি না । ৫০-৫১

শিবঃ—হকার ; চন্দ্র—দন্ত্য সকার ; মাদনাস্ত—খকার ; পাস্ত—ফকার ; বহ্নি—
রেফ রকার ; শক্তি—একাদশ স্বর ঐ—ইহা বাগ্‌ভব কূট । সম্পৎপ্রদা ভৈরবীর মধ্যম
কূটই এই বিদ্যার মধ্যম কূট । আসনীভূতপ্রেত শিবের বীজ অর্থাৎ প্রেতবীজ এই

শক্তিকূটমিত্যর্থঃ । তেন হ স খ ফে' হ স ক ল রী' হে'সাঁ ইতি সিদ্ধম্ ।
ইয়ং রুদ্রভৈরবী । অস্ত্রাঃ পূজা-যন্ত্রম্ (৫২)—

ত্রিকোণকৈব বৃত্তঞ্চ বৃত্তাষ্টদলপঞ্চম্ ।

বৃত্তং ভূমণ্ডলক্ষেতি^১ ভৈরব্যা যন্ত্রমুত্তমম্ ॥ ৫৩

অস্ত্রাঃ পূজা । প্রাতঃকৃত্যাদি-প্রাণায়ামাস্তং বিধায় চৈতন্যভৈরবীবৎ পীঠ-
শ্রাসং কুর্যাৎ । অস্ত্রাঃ পীঠমন্ত্রস্ত—অঘোরে ঐ ঘোরে হ্রীং সর্বতঃ সর্ব-সর্বভ্যো
ঘোরঘোরতরে^২ শ্রীং নমোহস্ত রুদ্ররূপেভ্যঃ ঐ ক্লীং সৌং^৩ ইতি । ৫৪

বিদ্যার তৃতীয় শক্তি কূট—এই অর্থ । তাহাতে হসখফেং, হসকলরীং হে'সাঁ—ইহা
সিদ্ধ হয় । এই বিদ্যাই রুদ্রভৈরবী । এই বিদ্যার পূজার যন্ত্র এইরূপ (৫২)—

একটি ত্রিকোণ, তাহার পর একটি বৃত্ত, পুনরায় একটি বৃত্ত, তাহার পর অষ্টদল
পদ্ম, তাহার বাহিরে বৃত্ত ও ভূমণ্ডল (চতুর্দ্বার বৃত্ত চতুরঙ্গ) । ইহা ভৈরবীর উত্তম
যন্ত্র । ৫৩

এই বিদ্যার পূজা । প্রাতঃকৃত্যাদি হইতে প্রাণায়াম পর্য্যন্ত করিয়া চৈতন্যভৈরবীর
ভার পীঠশ্রাস করিবেন । যথা—আবার শক্ত্যাদি হইতে হ্রীং জ্ঞানাত্মনে নমঃ পর্য্যন্ত
শ্রাস করিয়া, পূর্বাধিক্রমে ওঁ বামারৈ নমঃ । এইরূপ জৈষ্ঠারৈ, রৌদ্র্যৈ, অম্বিকারৈ,
ইজ্ঞারৈ, জ্ঞানারৈ, ক্রিয়ারৈ, কুজিকারৈ, চিত্তারৈ, বিষম্বিকারৈ, ভূচর্যৈ, আনন্দারৈ
নমঃ মন্ত্রে পীঠশক্তির শ্রাস করিয়া মধ্যে পীঠমন্ত্রের শ্রাস করিবেন । ইহার পীঠমন্ত্র—
ওঁ অঘোরে ঐ ঘোরে হ্রীং সর্বতঃ সর্বসর্বভ্যো ঘোরঘোরতরেভ্যঃ শ্রীং নমোহস্ত রুদ্র-
রূপেভ্যঃ ঐ ক্লীং সৌং হ্রীং । ৫৪

বিবৃতি । উক্তসারে ও এখানে পীঠমন্ত্রের শরীর ভিন্ন । উক্তসারে—অঘোরে ঐ
ঘোরে হ্রীং সর্বতঃ সর্বসর্বভ্যো ঘোরঘোরতরে শ্রীং নমোহস্ত রুদ্ররূপেভ্যঃ ঐ হ্রীং
শ্রীং । উক্তসারের পাঠান্তর ঐ ক্লীং সৌঃ । জ্ঞানমালা তন্ত্রে বলিয়াছেন—অঘোরে
বাগ্ভবং পশ্চাদ্ ঘোরে তু ভুবনেশ্বরী । সর্বতঃ সর্বসর্বভ্যো ঘোরঘোরতরে রমাম্ ।
নমোহস্ত রুদ্ররূপেভ্যো দেব্যা বীজত্রয়ং ক্রমাৎ । ত্রিংশস্তিষ্ঠ ত্রিভির্বর্ণৈর্বিদ্যেয়ং কথিতা
প্রিয়ে । এই মন্ত্রটি তেত্রিশ অক্ষরের হইলে ঘোরতরেভ্যঃ এই পাঠটিকে প্রমাদকৃত
বলিতে হইবে । ঘোরতরে পাঠই সমীচীন । দেব্যাঃ বীজত্রয়ং বাক্যের অর্থ স্পষ্ট
নহে ; সন্দিগ্ধ । এই মন্ত্রের অন্তর্গত যে বীজত্রয়, সেই বীজত্রয় ? অথবা ঐ ক্লীং সৌং

১। খ—ভৈরব্যা যন্ত্রমুত্তমমিতি নাস্তি ।

২। খ—ঘোরঘোরতরেভ্যঃ শ্রীং নমো রুদ্ররূপেভ্যঃ

ঐং ক্রৌং । ততঃ ব্রহ্মাদি শ্রাসঃ । ৩। ক+খ—সৌং হ্রীং ।

তত ঋত্বাদিহাসঃ ॥ শিরসি—দক্ষিণামূর্তয়ে ঋষয়ে নমঃ, মূখে—পংক্তি-
চ্ছন্দসে নমঃ । হৃদি—রুদ্রভৈরবৈ্য দেবতায়ৈ নমঃ । কূটজয়েণ দ্বিরাবৃত্ত্য
করাজ্ঞাসৌ পূর্ববৎ কৃত্বা ধ্যায়ৈৎ । ৫৫

উত্তস্তানু-সহস্রাভাং চন্দ্রচূড়াং ত্রিলোচনাম্ ।

নানালঙ্কার-মুভগাং সর্ববৈরি-নিকৃন্তনীম্ ॥ ৫৬

বমজ্জধিরমুণ্ডালী-কলিতাং রক্তবাসসম্ ।

ত্রিশূলং ডমরুং খড়্গাং তথা খেটকমেব চ ॥ ৫৭

পিণাকঞ্চ শরান্ দেবীং পাশাক্ষুণ্ণবৃগং ক্রমাৎ ।

পুষ্পকঙ্কাঙ্ক-মালাঞ্চ শিবসিংহাসনে স্থিতাম্ ॥ ৫৮

ইয়ং দশভূজা । এবং ধ্যাত্বা মানসৈরভ্যর্চ্যার্থ্যং সংস্থাপ্য চৈতন্তভৈরব্যুক্ত-
পীঠপূজাং বিধায় এতন্মন্ত্রোক্ত-পীঠমন্ত্রেণ পীঠং সংপূজ্য পুনর্ধ্যাত্বাবাহনাদি-পঞ্চ-
পুষ্পাঞ্জলি-দানাস্তং বিধায়াবরণানি পূত্বয়েৎ । ৫৯

এই বীজত্রয় ? কোনটি যথার্থ, তাহার নির্ণয় হুঁকহ । সম্পদায়বিৎ গুরুর উপদেশানুসারে
ইহার নির্ণয় কর্তব্য । ৫৪

তাহার পর ঋত্বাদি হাস । যথা মন্ত্ৰকে—ও দক্ষিণামূর্তয়ে ঋষয়ে নমঃ । মূখে—
ও পংক্তিচ্ছন্দসে নমঃ । হৃদয়ে—ও রুদ্রভৈরবৈ্য দেবতায়ৈ নমঃ । তাহার পর
করাজ্ঞাস । যথা—ও হসখক্রেং অঙ্গুষ্ঠাভ্যাং নমঃ, ও হসকলরীং তর্জনীভ্যাং স্বাহা,
হ্ৰসৌঃ মধ্যমাভ্যাং বৌষট্, ও হসখক্রেং অনামিকাভ্যাং হ্রং, ও হসকলরীং কনিষ্ঠাভ্যাং
বৌষট্, ও হ্ৰসৌঃ করতল-পৃষ্ঠাভ্যাং ফট্ । এইরূপ হৃদয়ে—ও হসখক্রেং হৃদয়ার
নমঃ । ও হসকলরীং শিরসে স্বাহা, ও হ্ৰসৌঃ শিখায়ৈ বমট্ । ও হসখক্রেং কবচার
হ্রং, ও হসকলরীং নেত্রত্রয়ার বৌষট্ । ও হ্ৰসৌঃ করতল-পৃষ্ঠাভ্যাং ফট্ । এইরূপ
দ্বিরাবৃত্ত কূট জয়ের দ্বারা পূর্ববৎ করাজ্ঞাস করিয়া ধ্যান করিবেন । ৫৫

ধ্যানের অর্থ—উদীয়মান আদিত্য সহস্রের শ্যাম দীপ্তি যুক্তা, চন্দ্রচূড়া, ত্রিলোচনা,
নানালঙ্কারে প্রিয়দর্শিনী, সর্ববৈরী বিনাশিনী, গলিতরুধির মুণ্ডসমূহের মালায়
বিভূষিতা, রক্তবস্ত্র পরিহিতা, ক্রমে ক্রমে ত্রিশূল, ডমরু, খড়্গ, খেটক, পিণাক (ধনুঃ),
শর, পাশ, অক্ষুণ্ণ, পুষ্পক ও অক্ষমালা-ধারিণী, শিব সিংহাসনে স্থিতা দেবীকে ধ্যান
করিবে । ৫৬-৫৮

ইনি দশভূজা । এই প্রকারে ধ্যান করিয়া, মানস উপচারে পূজা করিয়া,
বিশেষার্থ স্থাপন করিয়া, চৈতন্ত ভৈরবী প্রকরণোক্ত আধার শক্তি প্রভৃতির পূজা,
করিয়া, বামাদি পীঠশক্তি, এই মন্ত্রোক্ত পীঠমন্ত্রের দ্বারা পীঠ মনুর পূজা করিয়া-

চৈতন্ত-ভৈরবী বদ্যিকোণাদৌ ষড়্ভুজেনাভ্যর্চ্য ত্রিকোণে রত্নাদিকং পত্র-
মূলেহনঙ্গাদিকাঃ পূর্বাদিপত্রেষু চাসিতাগ-ব্রাহ্মাদীন্ ভূগৃহে ইন্দ্রাদীন্
বজ্রাদীংশ্চ সংপূজ্য ধূপাদি-বিসর্জনান্তঃ কৰ্ম সমাপয়েৎ । অস্তাঃ পুরশ্চরণং
লক্ষণং । ৬০

অথ ভুবনেশ্বরী ভৈরবী

যথা জ্ঞানার্ণবে—হসাত্তং বাগ্ভবজাত্তং হসকাস্তে সুরেশ্বরী ! ।

ভুবীজং ভুবনেশানী দ্বিতীয়ং বীজমুক্তম্ ।

শিবচন্দ্রৌ মহেশানি ! ভুবনেশী চ ভৈরবী ॥ ৬১

ত্রিপুর ভৈরবী প্রকরণোক্ত গুরুপঙ্ক্তির পূজা করিয়া পুনরায় ধ্যান করিয়া,
আবাহনাদি পঞ্চ পুষ্পাঞ্জলি দান পর্যন্ত কার্যগুলি করিয়া আবরণ সমূহের পূজা
করিবেন । ৫৯

আবরণ পূজা । যথা চৈতন্ত ভৈরবীর স্তায় অগ্নিকোণে—ওঁ হসখক্রেং হ্রদয়ার
নমঃ । ঈশান কোণে—ওঁ হসকলরীং শিরসে স্বাহা । নৈঋত কোণে—ওঁ হ্‌সৌঃ
শিখায়ৈ স্বস্ট্ । বায়ুকোণে—ওঁ হসখক্রেং কবচায় হুং । মধ্য—ওঁ হসকলরীং
নেত্রদ্বয়ার বোধট্ । চতুর্দিকে—ওঁ হসৌঃ অস্ত্রায় ফট্ । এইরূপে ষড়্ভুজের পূজা
করিয়া দেবীর বামকোণে—ওঁ রত্নৈ নমঃ । দক্ষিণ কোণে—ওঁ প্রীতৈ নমঃ ।
অগ্নিকোণে—ওঁ মনোভবায়ৈ নমঃ । দলমূলে পূর্বাদি ক্রমে—ওঁ অনঙ্গকুসুমায়ৈ নমঃ ।
এইরূপ অনঙ্গমেখলায়ৈ, অনঙ্গমদনায়ৈ, অনঙ্গমদনাতুরায়ৈ, অনঙ্গমদনবেগায়ৈ,
অনঙ্গসম্ভবায়ৈ, অনঙ্গভুবনপালিত্যৈ, অনঙ্গশশিরেখায়ৈ নমঃ মন্ত্রে অনঙ্গকুসুমাদির
পূজা করিয়া, পূর্বাদি পত্রসমূহে—ওঁ অসিতাগ-ব্রাহ্মীভ্যাং নমঃ, এইরূপ
কুরুমাহেশ্বরীভ্যাং, চণ্ডকৌমারীভ্যাং, ক্রোধবৈষ্ণবীভ্যাং, কপালীল্লাপীভ্যাং, উদ্যত-
বারাহীভ্যাং, ভীষণ-চামুণ্ডাভ্যাং, ওঁ সংহার-মহালক্ষ্মীভ্যাং নমঃ মন্ত্রে ইহীদের পূজা
করিয়া ভূগৃহে ইন্দ্রাদি লোকপাল ও বজ্রাদি অস্ত্রসমূহের পূজা করিয়া, ধূপদান হইতে
বিসর্জন পর্যন্ত কর্মগুলি শেষ করিবেন । এই মন্ত্রের পুরশ্চরণ একলক্ষ জপ । ৬০

অথ ভুবনেশ্বরী । যেমন জ্ঞানার্ণবে বলিয়াছেন—হসাত্ত বাগ্ভববীজ অর্থাৎ হস
এই দুইটিকে আদিতে রাখিয়া বাগ্ভববীজ ঐ—এইটি প্রথম বীজ । হে সুরেশ্বরী
হসক এর অন্তে ভুবীজ (ল) ও ভুবনেশানী হ্রীং—এইটি দ্বিতীয় বীজ উদ্ধৃত হইয়াছে ।
শিব (হ) চন্দ্র (স) ও ওঁঃ—এইটি তৃতীয় বীজ । হে মহেশানি ! এইটি ভুবনেশী
ভৈরবী । ৬১

ত্রিপুরার্নবেহপি—হংসাস্ত্রয়ো দন্ত্য-সকাররূঢ়া^১রব্যক্তি পংক্তি-স্বর-সংবিভিনাঃ ।

আদৌ সবিন্দু পরতো বিসর্গী মধ্যে বিরিকীল্ল-হরাগ্নি-যুক্তঃ ॥ ৬২

তথাচ^২ হকার-সকার-দ্বাদশ-স্বর-বিন্দুভিঃ প্রথমং বাগ্ভব-কূটম্ । হকার-দন্ত্য-সকার ককার-লকার-মায়াবীজৈর্দ্বিতীয়ং কামরাজ-কূটম্ । হকার-দন্ত্য-সকার-চতুর্দশ-স্বর-বিসর্গঘটিতং প্রেতবীজং তৃতীয়ং শক্তিকূটম্^৩ । তেন হ সৈং , হ স ক ল হ্রীং , হে,সোঃ ইতি সিদ্ধম্ । ইয়ং ভুবনেশ্বরী ভৈরবী । অস্মাঃ পূজাযন্তঃ চৈতন্য-ভৈরবীবৎ । ৬৩

পূজা তু চৈতন্য-ভৈরব্যাক্তিশা ঋগ্গাদি-শাস্ত্রাস্তং কৃত্বা করাজ্ঞাসৌ কুর্যাৎ । হ স ক ল হ্রাং অঙ্কুষ্ঠাভ্যাং নমঃ ইত্যাদি-ক্রমেণ, ষড়্-দীর্ঘভাজা মনোহর কুর্যাদঙ্গক্রিয়াং মনোরিতি বচনাৎ । ততো ধ্যানম্ (৬৪)—

জবাকুসুম-সঙ্কশাং দাড়িমী-কুসুমোপমাম্ ।

চন্দ্রলেখা-জটাজুটাং ত্রিনেত্রাং রক্তবাসসম্ ।

নানালঙ্কার-সুভগাং পীনোন্নত-ঘনস্তনীম্ ।

ত্রিপুরার্নবেও বলিয়াছেন—তিনটি হংস (হ) দন্ত্য সকারে আকৃষ্ট, রবিস্বর (দ্বাদশস্বর ঐ) অক্লিস্বর (ঐর্থ স্বর ঈ) ও পঙক্তি-স্বর (চতুর্দশস্বর ঔ) সহিত মিলিত, প্রথম দুইটি স্বর সবিন্দু অর্থাৎ বিন্দুযুক্ত, তৃতীয় স্বরটি বিসর্গযুক্ত, মধ্য হসটি বিরিকি (ক), ইল্ল (ল) হর শিব (হ) ও অগ্নি (র) যুক্ত । ৬২

তাহা হইলে হকার, সকার, দ্বাদশস্বর ও বিন্দুদ্বারা প্রথম বাগ্ভব কূট । হকার, দন্ত্য সকার, ককার, লকার, মায়াবীজের দ্বারা দ্বিতীয় কামরাজ কূট । হকার, দন্ত্য সকার, চতুর্দশস্বর, বিসর্গ ঘটিত প্রেতবীজ দ্বারা তৃতীয় শক্তি কূট । তাহাতে হ্-সৈং, হসকলহ্রীং, হ্-সোঃ এই সিদ্ধ হয় । ইনি ভুবনেশ্বরী ভৈরবী । ইহার পূজা যন্ত চৈতন্য ভৈরবীবৎ । ৬৩

পূজা কিন্তু চৈতন্য ভৈরবী প্রকরণোক্ত পূজা প্রকারে ঋগ্গাদিশাস্ত্র পর্য্যন্ত করিয়া সকলহ্রাং অঙ্কুষ্ঠাভ্যাং নমঃ, সকলহ্রীং তজ্জ'নোভ্যাং স্বাহা ইত্যাদি প্রকারে করাজ্ঞাস করিবেন । যেহেতু বচন আছে যে, ষড়্-দীর্ঘযুক্ত মধ্য বীজের দ্বারা মন্ত্রের করাজ্ঞাস করিবে । তাহার পর ধ্যান । ধ্যানের অর্থ (৬৪)—

জবাকুসুম ও দাড়িম পুষ্পের শ্যাম রক্তবর্ণা, চন্দ্রলেখা যুক্ত জটাজুটধারিণী, ত্রিনেত্রা, রক্ত বস্ত্র পরিহিতা, নানা অলঙ্কারে প্রিয়দর্শিনী, পীন ও উন্নত ঘনস্তনী, পাশ, অঙ্কুশ,

১। খ—হরাস্ত্রয়োদশে সকাররূঢ়া । ২। খ—তেন । ৩। খ—শক্তিকূটং । অস্মাঃ পূজা-যন্তঃ চৈতন্যভৈরবীবৎ । পূজা তু ।

পাশাদ্ধ্ব-বরাভীতীধীরয়ন্তীং শিবাং শ্রয়ে ॥ ৬৫

অন্যং সৰ্বং চৈতন্য-ভৈরবীবং কার্যম্ ।

ভুবনেশ্বরী ভৈরব্যা ভেদান্তরমথোচ্যতে ! ।

সহাভ্যা সৈব দেবেশি ! তদা সা সকলেশ্বরী ।

ধ্যানপূজাদিকং সৰ্বমেতস্তা এব পার্বতি^১ ! ॥ ৬৬

এতস্তা এব ভুবনেশ্বরী-ভৈরব্যা এব । ইয়ং সহাভ্যা চেৎ সকলেশ্বরী
ভৈরবী ভবতি । ৬৭

অথ ত্রিপুরা বালা

অধরো বিন্দুমানাভং ব্রহ্মেন্দ্রস্থঃ শশীযুতঃ ।

দ্বিতীয়ং ভৃগুসর্গাচ্যো মনুস্তার্ত্তীয়মীরিতম্ ।

এষা বালেতি বিখ্যাতা ত্রৈলোক্য-বশকারিণী ॥ ৬৮

তথাচ বাগ্ভবং কামবীজং সৌরিত বীজত্রয়ম্^২ । তেন ঐ^৩ ক্লী^৪ সৌঃ
ইতি সিদ্ধম্ । ইয়ং ত্রিপুরা বালা ।

অস্ত্যাঃ পূজাদিকন্ত ত্রিপুরভৈরবীবং । জ্ঞানার্ণবে তু বিশেষঃ—শ্রাসাদিক-

বর ও অভয়ধারিণী শিবাকে আশ্রয় করি। অন্য সমস্তই 'চৈতন্য ভৈরবীর শ্রাস' করিবে । ৬৫

ভুবনেশ্বরী ভৈরবীর অন্য প্রকার ভেদ কথিত হইতেছে । হে দেবেশি ! ভুবনেশ্বরী ভৈরবীর বীজ যখন সহাদি অর্থাৎ সর্হেং, সহকলহ্রীং ও স্হৌঃ হইবে, তখন ইনি সকলেশ্বরী ভৈরবী হইবেন । হে পার্বতি ! ইহার ধ্যান পূজাদি সমস্তই ভুবনেশ্বরী ভৈরবীর পূজার শ্রায়ই হইবে । ৬৬

এতস্তা এব—এই ভুবনেশ্বরী ভৈরবীর শ্রায়ই । এই বিদ্যার আদিতে যদি সহ হয়, তবে সকলেশ্বরী ভৈরবী হয় । ৬৭

অনন্তর ত্রিপুরা বালা । শারদাভিলকে বলিয়াছেন—বিন্দুযুক্ত অধর (ঐ) আদ্যবীজ । ইন্দ্রস্থ (লকারস্থ) ব্রহ্মা (ক), শশী (বিন্দু—ং) ও ঐ যুক্ত হইলে ক্লীং দ্বিতীয় বীজ । মনু (ও) ভৃগু ও (স) সর্গ (:) দ্বারা অগ্রপশ্চাদ্ভাবে যুক্ত হইলে তৃতীয় বীজ কথিত হয় । ইনি বালা বলিয়া বিখ্যাত । ইনি ত্রৈলোক্য-বশকারিণী । ৬৮

তাহাতে বাগ্ভববীজ, কামবীজ, সৌঃ এই বীজত্রয় হয় । তাহাতে ঐং, ক্লীং, সৌঃ—এই বীজত্রয় সিদ্ধ হয় । ইনিই ত্রিপুরা বালা । ইহার পূজা কিন্তু ত্রিপুর

মেতদ্বীজে নৈব কুর্য্যাৎ । করাজ্ঞানসৌ তু দ্বিকৃত্যেতি । অস্তাঃ পুরস্চরণং
ত্রিলক্ষ-জপঃ । তথাচ জ্ঞানার্গবে (৬৯)—

বর্ণলক্ষং জপেন্মগ্নং দশাংশং হবনধরেৎ ।

তর্পণঞ্চ তথা কুর্য্যাৎ সর্বসৌভাগ্য-ভাগ্ ভবেৎ ॥ ৭০

ইতরেষাস্তু লক্ষজপঃ । শ্রীবিদ্যায়াং লক্ষ-জপশ্চোক্তত্বাৎ । অথ মন্ত্রাস্তরং
জ্ঞানার্গবে (৭১)—

সূর্য্য-স্বরং মহেশানি ! বিন্দুনাদ-কলাবিতম্ ।

স্বরাস্তং পৃথিবী-সংস্থং তুর্য্যস্বর-সমম্বিতম্ ॥ ৭২

বিন্দুনাদ-কলাক্রাস্তং সর্গবান্ ভৃগুরব্যয়ঃ ।

শক্রস্বর-সমামুক্তো বিদ্যেয়ং ত্র্যক্ষরী মতা ॥ ৭৩

অস্তার্থঃ । সূর্য্য স্বরঃ ঐকারঃ । স্বরাস্তং ককারঃ । পৃথিবী লকারঃ ।
ভৃগুর্দন্ত্যসকারঃ । অব্যয়ো বিন্দুঃ । দক্ষিণামূর্ত্তি-সংহিতায়ামপ্যেবম্ । তেন
বাগ্ভবমাত্রং প্রথমবীজম্ কামবীজমাত্রং দ্বিতীয়ম্ । দন্ত্যসকার-চতুর্দশ-
স্বর-বিসর্গ-বিন্দুভিস্তৃতীয়ম্ । শারদোক্ত-মন্ত্রো বিন্দুরহিতঃ । অয়ন্ত বিন্দু-সহিত

ভৈরবীর দ্বারা । জ্ঞানার্গবে কিন্তু বিশেষ উক্ত হইয়াছে । নবযোগাদিগ্ণাস প্রভৃতি
এই বীজেরই দ্বারা করিবেন । দ্বিরাবৃত্ত এই মন্ত্রের দ্বারা করাজ্ঞানাস হইবে । এই
বিদ্যার পুরস্চরণ তিন লক্ষ জপ । তাহাই জ্ঞানার্গবে বলিয়াছেন (৬৯)—

মন্ত্রবর্ণ (৩) লক্ষ মন্ত্র জপ করিবে । জপের দশাংশ হবন করিবে । তর্পণও
সেইরূপ হোমের দশাংশ করিবে । তাহাতে সমস্ত সৌভাগ্য-ভাগী হইবে । ৭০

অগ্ন্যাশ্রয় বিদ্যার লক্ষ জপ ; যেহেতু শ্রীবিদ্যার লক্ষ জপ উক্ত হইয়াছে । অনন্তর
মন্ত্রাস্তর জ্ঞানার্গবে উক্ত হইয়াছে (৭১)—

হে মহেশানি ! বিন্দু ও নাদকলা যুক্ত সূর্য্য (দ্বাদশ) স্বর অর্থাৎ ঐ—এই বীজটি
প্রথম বীজ । স্বরের অন্ত (ক) পৃথিবী (লকারে) যুক্ত হইয়া চতুর্থ স্বর ই এবং বিন্দু ও
নাদকলা দ্বারা অম্বিত হইলে ইহা দ্বিতীয় বীজ হয় । বিসর্গযুক্ত ভৃগু বিন্দু যুক্ত হইয়া
শক্র (চতুর্দশ) স্বরের সহিত মিলিত হইলে তৃতীয় বীজ হয় । এই বিদ্যা ত্র্যক্ষরী
বলিয়া উক্ত হইয়াছে । ৭২-৭৩

ইহার অর্থ সূর্য্যস্বরঃ—ঐকার । স্বরাস্তং—ককার । পৃথিবী—লকার । ভৃগুঃ—
দন্ত্য সকার । অব্যয়ঃ—বিন্দু । দক্ষিণামূর্ত্তি সংহিতাতেও এইরূপই উক্ত হইয়াছে ।
তাহাতে বাগ্ভব বীজ মাত্রই প্রথম বীজ । কামবীজ মাত্র দ্বিতীয় বীজ । দন্ত্যসকার,

ইতি ভেদঃ । এষা বিসর্গ-বিন্দু-বিদ্যা শপ্তা, এতাং বিদ্যামুক্ত্য সারসমুচ্চয়াদৌ
তত্র শাপবোধনাৎ । যথা (৭৪)—

বিদ্যামূলোৎপত্তিরেষা ময়োক্তা জ্ঞাতব্যেয়ং সর্বদা সিদ্ধিকামৈঃ ।

দেব্যা শপ্তা যেন বিদ্যেয়মাচ্ছা পূর্বং তেন প্রাণহীনা ভবেৎ সা ॥ ৭৫

মুণ্ডমালাতন্ত্রেহপি—কুমারী যা চ বিদ্যেয়ং ত্রয়া শপ্তা পতিব্রতে ! ।

উত্তরষট্কেহপি—আদিমেন তু সা লুপ্তা মধ্যমেন তু কীলিতা ।

অন্তিমেন তু সন্তিনা তেন বিদ্যা ন সিধ্যতি ॥ ৭৬

শাপোদ্ধারস্ত মুণ্ডমালাতন্ত্রে—

কেবলং শিবরূপেণ শক্তিরূপেণ কেবলম্ ।

ময়া প্রতিষ্ঠিতা বিদ্যা তারা-চন্দ্র-স্বরূপিণী^১ ॥ ৭৭

অস্বার্থঃ । শিবো হকারঃ । শক্তির্দন্ত্য-সকারঃ । তথাচ হকার-দন্ত্য-
সকারৌ বাগ্-ভব-বীজে কামবীজে চ দৃষ্টাৎ । তেন মধ্যমকূটে রেক্ষো নাস্তীতি

চতুর্দশ স্বর, বিসর্গ বিন্দু দ্বারা তৃতীয় বীজ । শারদাতিলকোক্ত মন্ত্র বিন্দুরহিত ।
ইনি কিন্তু বিন্দু সহিত । ইহাই প্রভেদ । এই বিসর্গ ও বিন্দু অস্তা বিদ্যা অভিশপ্তা ।
সার-সমুচ্চয়াদিতে এই বিদ্যাকে উদ্ধার করিয়া সেইখানে শাপ প্রতিপাদিত
হইয়াছে । যেমন বলিয়াছেন (৭৪)—

এই বিদ্যামূলের উৎপত্তি আমি বলিয়াছি । সমস্ত সিদ্ধি কামী সাধকের ইহা জ্ঞাতব্য ।
দেবী কর্তৃক এই আদ্যা যখন অভিশপ্তা হন, তখন ইনি প্রাণহীনা হইয়াছিলেন । ৭৫

মুণ্ডমালাতন্ত্রেও বলিয়াছেন—হে পতিব্রতে ! এই যে কুমারী বিদ্যা, তাহা তোমার
কর্তৃক অভিশপ্তা হইয়াছে ।

উত্তরষট্কেও বলিয়াছেন—যেহেতু এই বালা বিদ্যা অভিশপ্তা, সেই হেতু সেই
বিদ্যা প্রথম বীজের দ্বারা লুপ্ত, দ্বিতীয় বীজের দ্বারা কীলিত, অন্তিম তৃতীয় বীজের
দ্বারা সংভিন্ন (মিশ্রিত-একীভূত), সেইজন্য সে বিদ্যা সিদ্ধ হয় না । ৭৬

মুণ্ডমালাতন্ত্রে শাপোদ্ধার বলিয়াছেন—কেবল শিবরূপে (হকাররূপে) ও কেবল
শক্তিরূপে (সকাররূপে) আমি তারা মধ্যবর্তী চন্দ্রতুল্যা সেই বালা বিদ্যাকে প্রতিষ্ঠা
করিয়াছি । ৭৭

ইহার অর্থ শিবঃ—হকার ও শক্তিঃ—দন্ত্য সকার । তাহা হইলে হকার ও দন্ত্য
সকারকে বাগ্-ভবে ও কামরাজবীজে দিবেন । তাহাতে জানা গেল—মধ্যম কূটে

তত্ত্বম্ । তৃতীয়-বীজে তু হকারমাত্রং দন্ত্য-সকারম্ স্বভাবসিদ্ধহাং, অগ্নত্র
তথা-দর্শনাচ্চ । রুদ্রজামলেহপি (৭৮)—

বাগ্ভবং প্রথমং দেবি ! কামবীজং দ্বিতীয়কম্ ।

তৃতীয়ং-শক্তি-বীজস্ত শিবযুক্তং যদা ভবেৎ ।

এষা বালা সমাখ্যাতা সর্বদোষ-বিবর্জিতা^১ ॥ ৭৯

ইদমপি শাপোদ্ধারপ্রকারান্তরম্ । তথাচ বাগ্ভবং কামবীজং সৌরিত্তি
বীজত্রয়ং বালাভৈরবী ভবতীতি । অস্থাঃ পূজাদিকন্ত ত্রিপুরভৈরবীবং ।
জ্ঞানার্গবে তু বিশেষঃ—শাসাদিকমেতদ্বীজত্রয়েণৈব কুর্য্যাৎ । করাস্ত্যাসৌ তু
দ্বিরুক্ত্যেতি । অস্থাঃ পুরস্চরণং ত্রিলক্ষজপঃ । তথাচ জ্ঞানার্গবে (৮০)—

বর্ণলক্ষং জপেন্দ্রং দশাংশং হবনকরেৎ ।

তর্পণঞ্চ তথা কুর্য্যাৎ সর্বসৌভাগ্য-ভাগ্ ভবেৎ ॥ ৮১

ইতরেষান্ত লক্ষজপঃ, শ্রীবিদ্যাং লক্ষজপস্ত্যোক্তহাং । মন্ত্রান্তরং
শ্রীক্ৰমে— বাগ্ভবং ত্রেদিনী-বীজমীকারান্তং ততঃ পঠেৎ ।

নাদবিন্দু-সমাক্রান্তং বীজং পরম-দুর্লভম্ ॥ ৮২

যেফ নাই । ইহাই তত্ত্ব । তৃতীয়বীজে হকার মাত্র দিবেন, তাহার দন্ত্য সকারটি
স্বভাবসিদ্ধ এবং অগ্নত্রও সেইরূপ দেখা যায় । রুদ্রজামলেও বলিয়াছেন (৭৮)—

হে দেবি ! প্রথম বাগ্ভববীজ । দ্বিতীয় কামবীজ । তৃতীয় শক্তিবীজ, ইহা
শিবশক্তি যুক্ত হইবে । এই বালা সর্বদোষ বিবর্জিতা বলিয়া কথিতা হইয়াছেন । ৭৯

ইহাও শাপোদ্ধারের প্রকারান্তর । তাহা হইলে বাগ্ভববীজ, কামবীজ ও সৌঃ
—এই তিনটি বীজ বালাভৈরবী হইয়া থাকেন । এই বিদ্যার পূজাদি কিন্তু ভৈরবীক
দ্বারা হইবে । জ্ঞানার্গবে কিন্তু বিশেষ উক্ত হইয়াছে । এই বীজত্রয়ের দ্বারাই শাসাদি
করিবেন । করাস্ত্যাস কিন্তু দ্বিরাবৃত্ত মন্ত্রের দ্বারা করিবেন । এই বিদ্যার পুরস্চরণ
তিন লক্ষ জপ । তাহাই জ্ঞানার্গবে বলিয়াছেন (৮০)—

মন্ত্রবর্ণ (তিন) লক্ষ মন্ত্র জপ করিবেন । জপের দশাংশ হবন করিবেন । তর্পণও
সেইরূপ করিবেন । তাহাতে সর্ব সৌভাগ্যশালী হইবেন । ৮১

অন্যান্ত মন্ত্রের লক্ষ জপ, যেহেতু শ্রীবিদ্যার লক্ষ জপ উক্ত হইয়াছে । শ্রীক্ৰমে
মন্ত্রান্তর উক্ত হইয়াছে—

বাগ্ভববীজ, তাহার পর ইকারান্ত ত্রেদিনীবীজ (ক্রী)-কে নাদবিন্দু যুক্ত পাঠ
করিবেন । এই বীজ পরম দুর্লভ । ৮২

শক্তিমৌকার-সংযুক্তাং বিসর্গং তদধঃ পঠেৎ ।

এতদ্বীজত্রয়ং দেবি ! সৌঃ ক্লীঞ্চ তদনন্তরম্ ।

ইয়ং পঞ্চাকরী বিদ্যা কথিতা ভুবি হ্রলভা ॥ ৮৩

ক্লেদিনীবীজং লকারবান্ ককারঃ । শক্তির্দন্ত্য-সকারঃ । তেন বাগ্ভবং
কামবীজং সৌরিতি ত্রয়ম্ । ততঃ পুনঃ সৌস্ততঃ কামবীজমিতি পঞ্চাকরী ।
তত্রৈব (৮৪)—

বালা-বীজত্রয়ং দেবি ! হংসাত্মং বা জপেৎ সুধীঃ ।

হংসাস্তং বা মহাভাগে ! শপ্তাদি-দোষ-শাস্তয়ে ॥ ৮৫

তথা তত্রৈব— পাশবীজং মহেশানি ! শক্তি-শৈবং সবহ্নিকম্ ॥

দ্বাদশস্বর-সংযুক্তং নাদ-বিন্দু-সমম্বিতম্ ॥ ৮৬

কামরাজং প্রবক্ষ্যামি হ্রীকারং শক্তি-শৈবকম্ ।

মাদনকেন্দ্রবীজঞ্চ বহ্নি-বামাক্ষি-বিন্দুমং ॥ ৮৭

শক্তিকে (স কে) ঔকার সংযুক্ত করিয়া তাহার পরে বিসর্গ পাঠ করিবেন । হে
দেবি । ঐং ক্লীং সৌঃ এই বীজত্রয়, তাহার পর সৌঃ ক্লীং—এই পঞ্চাকরী বিদ্যা
পৃথিবীতে হ্রলভা কথিত হইয়াছে । ৮৩

ক্লেদিনীবীজং—লকারযুক্ত ককার অর্থাৎ ক্ল । শক্তিঃ—দন্ত্য সকার । তাহাতে
বাগ্ভববীজ (ঐং), কামবীজ (ক্লীং) সৌঃ—এই তিনটি । তাহার পর পুনরায় সৌঃ
তাহার পর পুনরায় কামবীজ (ক্লীং)—এই পঞ্চাকরী । সেইখানেই উক্ত
হইয়াছে (৮৪)—

হে দেবি । অথবা সুধী সাধক অভিষাপাদি দোষ শাস্তির জন্য বালার বীজ
তিনটিকে হংসাদ্য করিয়া অর্থাৎ আদিতে হংসঃ দিয়া জপ করিবে । হে মহেশানি ।
অথবা হংসাস্ত অর্থাৎ অন্তে হংসঃ দিয়া জপ করিবে । ৮৫

সেইরূপ সেইখানেই বলিয়াছেন—হে মহেশানি । পাশবীজ (আং) শক্তি (স)
সবহ্নি (ব্কার সহ) শৈব (হ) ইহা দ্বাদশ স্বরসংযুক্ত ও নাদবিন্দু সমম্বিত হইবে ।
তাহা হইলে আং স্ হ্ রৈং হইবে । ইহা বাগ্ভব কূট । ৮৬

কামরাজ কূট বলিতেছি । হ্রীং, শক্তিশৈব (স্ হ্) মাদন (ক্), ইন্দ্রবীজ (ল্),
বামাক্ষি (ঙ্) বিন্দুমং (ং যুক্ত) । তাহাতে হ্রীং স্ হ্ ক্লরীং হইল । ইহা কামরাজ
কূট । ৮৭

শক্তিকূটং মহাদেবি ! ক্রোঙ্কারং শক্তি-শৈবকম্ ।

বহুবীজং মনোযুক্তং নাদবিন্দু-সসর্গকম্ ॥ ৮৮

চতুর্দশাক্ষরী বিদ্যা ষোড়শীং শৃণু চান্বিকে ! ।

হংসবীজং ততঃ পশ্চাৎ ষোড়শী কথিতা ময়া ॥ ৮৯

অস্তার্থঃ—পাশবীজং আকারঃ । শক্তির্দন্ত্যসকারঃ । শৈবো হকারঃ । শক্তি-শৈবমিতি সমাহারদ্বন্দ্বম্ । এবং পরত্রাপি । তথা চ পাশবীজং দন্ত্যসকার-হকার-রেফ-বাগ্ভবৈরেকম্ ইত্যুভয়ং বাগ্ভব-কূটম্ । ৯০

হ্রীংকারো মায়াবীজম্ । শক্তির্দন্ত্য-সকারঃ । শৈবো হকারস্তেন দন্ত্য-সকার-হকার-লকার-রেফ-চতুর্থ-স্বরবিন্দুভিরেকমিত্যুভয়ং কামরাজকূটম্ । ৯১

ক্রোঙ্কারঃ সুপ্রসিদ্ধঃ । সর্গো বিসর্গঃ । নাদবিন্দু ইতি সমাহারঃ অথবা নাদবিন্দুভ্যাং সসর্গকং বিসর্গবদिति বহুবীজস্য বিশেষণম্ । তেন দন্ত্যসকার-হকার-রেফ-চতুর্দশস্বর^২বিন্দুনাদ-বিসর্গৈরেকমিত্যুভয়ং শক্তি-কূটম্ । ইতি ষড়্‌বীজৈঃ কূটত্রয়ম্ । ৯২

হে মহাদেবি । শক্তি কূট বলিতেছি । ক্রোং শক্তিশৈব (স্হং), বহুবীজ (র) ও মনু (ঔ) যুক্ত নাদবিন্দু (ং) ও বিসর্গ সমন্বিত । তাহাতে ক্রোং স্হংরৌং হয় । ইহা শক্তি কূট । ৮৮

হে অন্বিকে ! এইটি চতুর্দশাক্ষরী বিদ্যা । ষোড়শী বিদ্যা শ্রবণ কর । সেই চতুর্দশাক্ষরী বিদ্যার পরে হংসবীজ (হংসঃ) যোগ করিয়া আমি ষোড়শাক্ষরী বিদ্যা বলিয়াছি । ৮৯

ইহার অর্থ । পাশবীজং—আংকার । শক্তিঃ—দন্ত্যসকার । শৈবঃ—হকার । শক্তি-শৈবং এই পদটি সমাহার দ্বন্দ্বসমাসে নিষ্পন্ন । পরবর্তী শক্তিশৈবং স্থলে এইরূপ জানিবে । তাহাতে পাশবীজ এক, দন্ত্যসকার, হকার, রেফ, বাগ্ভব (ঐং) দ্বারা একটি, এই উভয়ই বাগ্ভব কূট । ৯০

হ্রীংকারঃ—মায়াবীজ এক । শক্তিঃ—দন্ত্যসকারঃ । শৈবঃ—হকার । তাহাতে দন্ত্যসকার, হকার, লকার, চতুর্থস্বর ও বিন্দু দ্বারা এক ; এই উভয়ই কামরাজ কূট । ৯১

ক্রোংকার প্রসিদ্ধ । উহা এক । সর্গঃ—বিসর্গ । নাদবিন্দু এইটি সমাহারদ্বন্দ্ব নিষ্পন্ন । অথবা নাদ ও বিন্দুর সহিত সসর্গক অর্থাৎ বিসর্গবৎ । ইহা বহুবীজং

তথা চ পাশমায়াদ্ধুশৈরক্ষর-ত্রয়ং স্বরব্যতিরেকোপরাক্ষরৈশ্চ একাদশা-
ক্ষরাণীতি চতুর্দশাক্ষরীয়ং বিদ্যা^১ । তেন আঁ সহরৈঁ হ্রীঁ সহকলরীঁ ক্রোঁ
সহরৌংঃ ইতি সিদ্ধম্ । ৯৩

অস্যাঃ পুরস্চরণং ত্রিলক্ষজপঃ । এতন্তা অন্তে হংস ইত্যক্ষরদ্বয়ক্ষেপে
ষোড়শী ভবতি^২ ।

অথ নবাক্ষরী

স্বধা শ্রীক্রমে— শিবঃ শক্তিঃ চ বাগ্-বীজং বিন্দুনাদ-কলাশ্রিতম্ ।

বাগ্-ভবং কথিতং দেবি ! কামরাজং শৃণু প্রিয়ে ! ॥ ১

শিবশক্তি-মাদনেন্দ্র-বহি-মায়া-সমন্বিতম্ ।

নাদবিন্দু-কলাক্রান্তং কূটং পরম-দুর্লভম্ ॥ ২

শিবশ্চন্দ্রশ্চ সত্যান্তঃ সর্গ-বিন্দু-কলাশ্রিতঃ ।

এষা নবাক্ষরী বালা সর্বদোষ-বিবর্জিতা ॥ ৩

এই পদের বিশেষণ । তাহাতে দন্ত্যসকার, হকার, রকার, চতুর্দশ স্বর, বিন্দু, নাদ,
বিসর্গ দ্বারা একটি,—এই উভয় শক্তি কূট এই ছয়টি বীজের দ্বারা কূটত্রয় । ৯২

তাহাতে পাশ, মায়া ও অঙ্কুশের দ্বারা অক্ষরত্রয়, স্বর ব্যতিরিক্ত অপর অক্ষর
সমূহের দ্বারা একাদশ অক্ষর । এই উভয় মিলিয়া এই বিদ্যা চতুর্দশাক্ষরী হয় ।
তাহাতে আং স্ হ্ রৈং, হ্রীং স্ হ্ ক্ ল্ রীং, ক্রোং স্ হ্ রৌংঃ এই বিদ্যা সিদ্ধ
হয় । ৯৩

এই বিদ্যার পুরস্চরণ তিন লক্ষ জপ । এই চতুর্দশাক্ষরী বিদ্যার অন্তে হংস এই
অক্ষরদ্বয় যদি হয়, তবে ষোড়শাক্ষরী বিদ্যা হয় । ৯৪

অনন্তর নবাক্ষরী বিদ্যা । যেমন শ্রীক্রমে বলিয়াছেন—হে দেবি ! শিব (হ),
শক্তি (স), বাগ্-বীজ (ঐ) বিন্দুনাদকলাশ্রিত হইলে বাগ্-ভব কূট কথিত হয় ।
হে প্রিয়ে ! কামরাজ কূট শ্রবণ কর । ১

শিব (হ্), শক্তি (স্), মাদন (ক্), ইন্দ্র (ল্), বহি (ব্) মায়া (জ্) সমন্বিত
নাদ বিন্দু কলাযুক্ত কামরাজ কূট পরম দুর্লভ । ২

শিব (হ্), সত্যান্ত ঔকারান্ত চন্দ্র (স্) সর্গ ও বিন্দুকলা (ং) দ্বারা যুক্ত হইলে
শক্তি কূট হয় । এই নবাক্ষরী বালা সর্বদোষ বিবর্জিতা । ৩

বাগ্-বীজমত্র কেবলমৈকারস্তথা চ^১ হকার-সকার-বাগ্-ভবৈঃ প্রথমং বাগ্-
ভব-কূটম্ । হকার-দন্ত্য-সকার-ককার-লকার-রেফ-তুর্ধ্যস্বর-বিন্দুভিত্তিতীয়ং
কামরাজকূটম্ । হকার-দন্ত্যসকার-চতুর্দশস্বর-বিন্দু-বিসর্গৈস্তৃতীয়ং শক্তি-
কূটম্^২ । তেন হসৈ হসকলরী^৩ হসৌঃ ইতি সিদ্ধম্ । অয়ং মন্ত্রো দন্ত-
সকারাদিশ্চ ভবতি । তথা চ ত্রিপুরা-সারসমুচ্চয়ে (৪)—

ভৈরবীয়মুদিতাহকুলপূর্বা দেশিকৈর্ঘদি ভবেৎ কুলপূর্বা ।

সৈব শীঘ্রফলদা ভুবি বিত্তেত্যাচ্যতে পশুজনেষতিগোপ্যা ॥ ৫

অস্মার্থঃ । অকুলং হকারঃ, কুলং দন্ত্যসকারস্তথা চ হকার-ত্রয়-পরস্থিতং
দন্ত্যসকারত্রয়ং হকার-ত্রয়াদৌ যোজ্যমিতি । ইয়ং শক্তি বাল্য ভৈরবী ॥
অথ মন্ত্রাস্তরং ত্রিপুরাসারে (৬)—

শিবাষ্টমং কেবলমাদিবীজং ভগশ্চ পূর্বাষ্টমবীজমন্যৎ ।

পরং শিরোহস্তং গদিতা ত্রিবর্ণা সঙ্কেতবিদ্যা গুরুবক্তৃগম্যা ॥ ৭

এই স্থলে বাগ্-বীজটি কেবল ঐকার । তাহাতে হকার, সকার বাগ্-ভবের দ্বারা
প্রথম বাগ্-ভব কূট । হকার, দন্ত্যসকার, ককার, লকার, রেফ, চতুর্ধ স্বর ও বিন্দু
দ্বারা দ্বিতীয় কামরাজ কূট । হকার, দন্ত্যসকার, চতুর্দশ স্বর, বিন্দু ও বিসর্গের দ্বারা
তৃতীয় শক্তি কূট । তাহাতে হসৈং, হস্-ক্লরীং, হসৌঃ এই সিদ্ধ হয় । এই মন্ত্র
দন্ত্যসকারাদিও হয় অর্থাৎ স্হৈং, স্হ-ক্লরীং, স্হৌঃ হয় । সার-সমুচ্চয়ে তাহাই
বলিয়াছেন (৪)—

দেশিকগণ কর্তৃক এই বিদ্যা অকুল (হ্) পূর্বা কথিত হইয়াছে । যদি উহা কুল
(স্) পূর্বা হয়, তবে এই বিদ্যা ভূমণ্ডলে শীঘ্র ফলপ্রদা হয় । ইহা কথিত হইয়াছে ।
পশুভাবযুক্ত সাধকের নিকট উহা গোপ্যা । ৫

হকার তিনটির পরস্থিত দন্ত্যসকার তিনটিকে হকার তিনটির আদিতে যোগ
করিবে । তাহা হইলে ইনি শক্তিবাল্য ভৈরবী হন । ত্রিপুরাসারে মন্ত্রাস্তরঃ
বলিয়াছেন (৬)—

শিবের (উকারের) অষ্টম ঐ ও কেবল (২) হইলে প্রথম বীজ হয় । ভগ্নের
একারের পূর্ব অষ্টম ঐ কেবল (২ যুক্ত) হইলে দ্বিতীয় বীজ হয় । শিরোস্ত (ওকারাত্ত
ঐ) কেবল (২ যুক্ত) হইলে পর তৃতীয় বীজ হয় । এই সঙ্কেত বিদ্যা গুরুমুখ গম্যা
অর্থাৎ গুরুমুখ হইতে এই বিদ্যা গ্রহণীয় । ৭

অন্ত্যর্থঃ। শিব উকারন্ত্যষ্টমঃ ঐকারঃ স্বরূপম্। ভগমৈকারন্ত্য
পূর্বাষ্টমবীজং চতুর্থস্বরঃ। শিরোহনুস্বারঃ। স এবান্তে যন্ত তাদৃশমৌকাররূপম্।
পরং শেষবীজম্। তত্রয়ং কীদৃক্? কেবলং। কে মন্তুকে বলতে কেবলো বিন্দু-
স্ত্বং অর্শ আদিভ্যং। তথা চ ঐ ঙ্গ ঔ ইতি ত্রিবর্ণা বালা উদ্ধৃতা। অতএব
ঐ ঙ্গ ঔ মে মধ্যদেশং বীজবিদ্যা সদাহবত্বিতি তৎকবচেহপি প্রতিপাদিতম্।
কেচিৎ তু কেবলং শুদ্ধং বর্ণত্রয়ং ঐ ঙ্গ ঔ ইতি মন্তুমাছঃ। ৮

মন্তাস্তরং ত্রীক্রমে—শক্তিঃ শিবো বহুবীজং দ্বাদশস্বর-বিন্দুকম্।

শক্তির্মহেশঃ কামশ্চ ইন্দ্রো বহুীন্দু-মায়য়া ॥ ৯

শক্তিঃ শিবশ্চ বহুশ্চ মনুস্বর-বিসর্গকঃ।

নাদবিন্দু-কলা-ক্রান্তং বীজমেতৎ প্রকীর্ত্বিতম্ ॥ ১০

অন্ত্যর্থঃ—দন্ত্যসকার-হকার-রেফ-বাগ্ভবৈঃ প্রথমম্। দন্ত্যসকার-হকার-
ককার-লকার-রেফ-চতুর্থস্বর-বিন্দুভির্দ্বিতীয়ম্। দন্ত্যসকার-হকার-রেফ-চতু-
র্দশ-স্বর-বিসর্গ-বিন্দুভিস্তৃতীয়কূটম্^১ ॥ তেন সহরৈ^২ সহকলরী^৩ সহরৌ^৪
ইতি সিদ্ধম্। ১১

ইহার অর্থ শিব—উকার, তাহার অষ্টম ঐকার। উহা স্বরূপ অর্থাৎ ঐকারই
শাকিবে। ভগ—একার, তাহার পূর্ব অষ্টমবীজ চতুর্থ স্বর ঙ্গ। শিরঃ অনুস্বার, সেই
অনুস্বার অন্তে যে বর্ণের, সে শিরোহন্ত বর্ণ, তাহা ঔকাররূপ। পরং—শেষ বীজ। সে
তিনটি বর্ণ কিরূপ? কেবল। কেবল কথার অর্থ—কে অর্থাৎ মন্তুকে বলতে আন্তর্য
করে যে, সে হইল কেবল, তাহা বিন্দু, তদ্বৎ অর্থাৎ বিন্দুমৎ, অর্শআদিভ্য হেতু অং
প্রত্যয়। তাহা হইলে ঐং ঙ্গং ঔং এই ত্রিবর্ণা বালা উদ্ধৃত হয়। এই জন্তই ঐং ঙ্গং ঔং
মে মধ্যদেশং বীজ-বিদ্যা সদাহবত্ব অর্থাৎ ঐং ঙ্গং ঔং এই বীজ বিদ্যা সর্বদা আমার
মধ্যদেশ রক্ষা করুন—এই কবচেও ইহা প্রতিপাদিত হইয়াছে। কেহ কেহ কেবল
শুদ্ধ ঐ ঙ্গ ঔ এই বর্ণত্রয় মাত্রকে মন্তু বলেন। ৮

ত্রীক্রমে মন্তাস্তর বলিয়াছেন—শক্তি (স্), শিব (হ্), বহুবীজ (র), দ্বাদশস্বর
(ঐ) ও বিন্দু। তাহাতে হইল—সহরৈং। শক্তি, শিব, কাম (ক্), ইন্দ্র (ল),
বহু (ব্), ইন্দু (ং) ও মায়ী দ্বারা ত্রিতীয় কূট। শক্তি, শিব, মনু স্বর (ঔ), বিসর্গ
বিশিষ্ট বহু নাদ ও বিন্দু কলাযুক্ত হইলে এই তৃতীয় বীজ কীর্ত্বিত হয়। ৯-১০

ইহার অর্থ—দন্ত্যসকার, হকার, রেফ, বাগ্ভব ও বিন্দু দ্বারা প্রথম কূট, দন্ত্যসকার

অথ নবকূট-বালা

তত্রৈব— বালাবীজত্রয়ং দেবি ! কূটত্রয়ং নবাক্ষরম্ ।

বিয়ৎ-কূটত্রয়ং দেবি ! তৈরব্য্যা নবকূটকম্ ॥ ১২

বালাবীজত্রয়ং অধরো বিন্দুমানাত্মমিত্যাদিনোক্তম্ । নবাক্ষরমিতি শিবঃ শক্তিশ্চ বাগ্-বীজমিত্যাদিনোক্তম্ । বিয়ৎ-কূটত্রয়ং বিয়ৎ-পদষটিতোদ্ধারক-প্রথমোক্তত্রিপুর-তৈরব্যী-কূটত্রয়ম্ । এতানি মিলিত্বা তৈরব্য্যা বালায়া নব কূটকং ভবতীত্যর্থঃ । ১২

অস্ত্যাঃ পুরশ্চরণং ত্রিলক্ষজপঃ । এতানাং ত্রিপুরাবালানাং পূজাযন্ত্ৰং ধ্যানপূজাদিকঞ্চ ত্রিপুরতৈরব্যীবৎ । পুরশ্চরণস্ত লক্ষজপঃ, শ্রীক্রমোক্তত্বাৎ । ১৪

এতাসাং ত্রিপুরাবালানাং দীপনী বিদ্যা শ্রীক্রমে—

বদযুগ্মং মহেশানি বাগ্-বাদিনি ততঃ পরম্ ।

এষা তৃষ্টাক্ষরী বিদ্যা বাগ্-ভবাক্তে নিয়োজয়েৎ ॥ ১৫ এতামিতি শেষঃ ।

হকার, ককার, লকার, রকার, চতুর্থ স্বর ও বিন্দু দ্বারা দ্বিতীয় কূট ও দন্ত্যসকার, হকার, রকার, চতুর্দশ স্বর, বিসর্গ ও বিন্দু দ্বারা তৃতীয় কূট হয় । তাহাতে স্হ্-রৈং, হ্-স্-ক্লরীং ও স্হ্-রোংঃ এই সিদ্ধ হয় । ১১

অনন্তর নবকূটী বালা । সেইখানেই উক্ত হইয়াছে—হে দেবি ! বালার কূট ত্রয় ত্রৈং ক্লীং সৌঃ, হ্-সৈং, হ্-স্-ক্লরীং হ্-সৌঃঃ এই নবাক্ষর কূটত্রয় । হে দেবি ! হ্-সরৈং হ্-ল্-ক্লরীং, হ্-স্-রৌঃঃ এই বিয়ৎ কূটত্রয় তৈরব্যীর নবকূট । ১২

বালা বীজত্রয় “অধরো বিন্দুমান্” ইত্যাদি বাক্যের দ্বারা উক্ত হইয়াছে । নবাক্ষর কূটত্রয় “শিবঃ শক্তিশ্চ বাগ্-বীজং” ইত্যাদি বাক্যের দ্বারা উক্ত হইয়াছে । বিয়ৎ কূটত্রয় বিয়ৎ পদ ষটিত মন্ত্রোদ্ধার কারক প্রথমোক্ত ত্রিপুর তৈরব্যীর কূটত্রয় । এইগুলি মিলিত্বা তৈরব্যী বালার নবকূট হয়, ইহাই মন্ত্রোদ্ধার বাক্যের অর্থ । ১৩

এই বিদ্যার পুরশ্চরণ তিন লক্ষ জপ । এই ত্রিপুরা বালা সমূহের পূজাযন্ত্ৰ, ধ্যান, পূজাদি ত্রিপুর তৈরব্যীর দ্বারা হইবে । কিন্তু পুরশ্চরণ শ্রীক্রমোক্ত বলিয়া লক্ষ জপ । ১৪

এই ত্রিপুরা বালা সমূহের দীপনী বিদ্যা শ্রীক্রমে বলিয়াছেন—

হে মহেশানি । প্রথমে বদ যুগ্ম (বদ বদ), তাহার পর বাগ্-বাদিনি—এই অষ্টাক্ষরী বিদ্যা, ইহাকে হ্-স্-রৈং এই বাগ্-ভবকূটের আদিতে যোগ করিবে । ১৫ এ এতৎ এইটি উক্ত ।

ক্রিয়ে ক্রেদিনি দেবেশি । মহামোক্ষং ততঃ কুরু ।

কামরাজং সমুচ্চাৰ্য্য প্রণবং তদনন্তরম্ ॥ ১৬

মহামোক্ষং কুরু পশ্চাৎ শক্তিকূটং তথোচ্চরেৎ ।

জপেদাদৌ জপেৎ পশ্চাৎ সপ্তবারমমুক্তমাৎ ॥ ১৭

অগ্নিপূর্ণেশ্বরী ভৈরবী । যথা জ্ঞানার্ণবে—

তারঞ্চ ভুবনেশানীং^১ শ্রীবীজং কামবীজকম্ ।

হৃদয়াস্তে ভগবতি মাহেশ্বরী-পদস্তুতঃ ।

অগ্নিপূর্ণেহগ্নিজায়া চ বিদ্যেয়ং বিংশদক্ষরী ॥ ১৮

তথা কল্পে— কামবীজং বিনা দেবি ! ত্রিবীজ-পূর্বিকা যদা ।

উনবিংশাক্ষরী দেবী ধনধান্য-সমৃদ্ধিদা ॥ ১৯

অন্তাঃ পূজা—প্রাতঃকৃত্যাদি-সামান্যোক্ত-পীঠস্থাসং বিধায়, পূর্বাদি-
কেশরেষু ওঁ বামায়ৈ নমঃ । এবং জ্যেষ্ঠায়ৈ নমঃ । রোড়্র্যে, কাট্যে,

হে দেবেশি । তাহার পর ক্রিয়ে ক্রেদিনি । মহামোক্ষং, অনন্তর কুরু ও কামরাজ
কূট হস্‌ক্লরীং উচ্চারণ করিয়া, প্রণব (ওঁ), অনন্তর মহামোক্ষং কুরু, পরে
হস্‌স্রোংঃ এই শক্তিকূটকে সেইরূপ উচ্চারণ করিবে । তাহাতে দীপনী বিদ্যাটি
হইবে—বদ বদ বাগ্‌বাদিনি ! হস্‌স্রোং ক্রিয়ে ক্রেদিনি । মহামোক্ষং কুরু
হস্‌ক্লরীং ওঁ মহামোক্ষং কুরু হস্‌স্রোংঃ । এই বিদ্যাকে জপের আদিতে
অনুক্রমে ৭ বার এরং জপের অন্তে ৭ বার জপ করিবে । ১৬-১৭

অনন্তর অগ্নিপূর্ণেশ্বরী ভৈরবী । যেমন জ্ঞানার্ণবে বলিয়াছেন—প্রথমে তার (ওঁ),
ভুবনেশানী (হ্রীং), শ্রীবীজ (শ্রীং), কামবীজ (ক্লীং), হৃদয় (নমঃ), তাহার অন্তে
ভগবতি । মাহেশ্বরী । পদ, তাহার পর অগ্নিপূর্ণে ! ও অগ্নিজায়া (স্বাহা) । তাহাতে
হয়—ওঁ হ্রীং শ্রীং ক্লীং নমো ভগবতি । মাহেশ্বরী । অগ্নিপূর্ণে স্বাহা । এই বিদ্যা
বিংশাক্ষরী । ১৮

সেইরূপ কল্পে বলিয়াছেন—হে দেবি । যখন এই বিদ্যা কামবীজ ক্লীং ব্যতীত
ওঁ হ্রীং শ্রীং এই ত্রিবীজপূর্বা অর্থাৎ ওঁ হ্রীং শ্রীং নমো ভগবতি । মাহেশ্বরী ।।
অগ্নিপূর্ণে । স্বাহা হইবে, তখন এই বিদ্যা উনবিংশাক্ষরী হইবে । দেবী ধান্য-ধান্য
সমৃদ্ধি প্রদা । ১৯

এই বিদ্যার পূজা । প্রাতঃকৃত্য হইতে সামান্য পূজা পদ্ধতি কথিত পীঠস্থান

কলবিকরণৈ, বলবিকরণৈ, বলপ্রমথনৈ, সর্বভূতদমনৈ, মধ্যো মনোময়নৈ ;
তৎসমীপে ওঁ জয়াটৈ, বিজয়াটৈ, অজিতাটৈ, অপরাজিতাটৈ; নিত্যটৈ,
বিলাসিতৈ, দোষ্ট্র্য, অঘোরাটৈ, মধ্যো মঙ্গলাটৈ, হেঁসীঃ সদাশিব-মহাপ্রোত-
পদ্মাসনায় নমঃ । ২০

ততঃ ঋত্বাদিষ্ঠাসঃ । শিরসি—ব্রহ্মণে ঋষয়ে নমঃ । মুখে—পঙ্ক্তি-চ্ছন্দসে
নমঃ । হৃদি—অন্নপূর্ণেশ্বর্যৈ ভৈরব্যা দেবতায়ৈ নমঃ । গুহে—হ্রীং বীজায়
নমঃ । পাদয়োঃ—শ্রীং শক্তয়ে নমঃ । সর্বাঙ্গে—ক্লীং কীলকায় নমঃ । ২১

ততঃ করাজ্ঞাসো—হ্রীং অঙ্গুষ্ঠাভ্যাং নমঃ ইত্যাদিনা হ্রীং হৃদয়ায় নমঃ
ইত্যাদিনা চ । তথা চ জ্ঞানার্গবে—ভুবনেশা মহেশানি ! ষণ্ডদীর্ঘ-স্বরভিন্নয়া
ইত্যাদি । ২২

ততঃ পদাষ্ঠাসঃ । মূর্ধ্নি—ওঁ নমঃ । চক্ষুষোঃ—হ্রীং নমঃ, শ্রীং নমঃ । কর্ণয়োঃ
—ক্লীং নমঃ, নমো নমঃ । নসোৰ্ভগবতি নমঃ, মাহেশ্বরি নমঃ । মুখে—অন্নপূর্ণে
নমঃ, গুহে স্বাহা নমঃ । পুনর্গুহাদি-মূর্দ্ধান্তং চাসেৎ । যথা তত্রৈব (২৩)—

করিয়া, পূর্বাদি কেশর সমূহে ওঁ বামাটৈ নমঃ, এইরূপ জ্যোষ্ঠাটৈ নমঃ, রৌদ্র্য,
কাট্যো, কলবিকরণৈ, বলবিকরণৈ, বলপ্রমথনৈ, সর্বভূতদমনৈ, মধ্যো মনোময়নৈ,
তাহাদের সমীপে ওঁ জয়াটৈ, বিজয়াটৈ, অপরাজিতাটৈ, নিত্যটৈ, বিলাসিতৈ,
দোষ্ট্র্য, অঘোরাটৈ, মধ্যো মঙ্গলাটৈ, হেঁসীঃ সদাশিব-মহাপ্রোত-পদ্মাসনায় নমঃ
মন্ত্রে পীঠ শক্তি ও পীঠ মনুর ঋস করিবেন । ২০

তাহার পর ঋত্বাদি ঋস । অস্তু শ্রীঅন্নপূর্ণেশ্বরী-ভৈরবী-মন্ত্রস্য ব্রহ্মা ঋষিঃ
পঙ্ক্তিচ্ছন্দঃ শ্রীঅন্নপূর্ণেশ্বরী ভৈরবী দেবতা হ্রীং বীজং শ্রীং শক্তিঃ ক্লীং কীলকং
ধ্যানসম্বন্ধি-সিদ্ধার্থং বিনিয়োগঃ । মন্তকে—ওঁ ব্রহ্মণে ঋষয়ে নমঃ, মুখে—ওঁ পঙ্ক্তি-
চ্ছন্দসে নমঃ, হৃদয়ে—ওঁ অন্নপূর্ণেশ্বর্যৈ ভৈরব্যা নমঃ । গুহে—ওঁ হ্রীং বীজায়
নমঃ, পাদদ্বয়ে—ওঁ শ্রীং শক্তয়ে নমঃ । সর্বাঙ্গে—ওঁ ক্লীং কীলকায় । ২১

তাহার পর করাজ্ঞাস । ওঁ হ্রীং অঙ্গুষ্ঠাভ্যাং নমঃ, ওঁ হ্রীং তর্জনীভ্যাং স্বাহা
ইত্যাদি প্রকারে করজ্ঞাস এবং হ্রীং হৃদয়ায় নমঃ, ওঁ হ্রীং শিরসে স্বাহা ইত্যাদি
প্রকারে অঙ্গজ্ঞাস করিবেন । তাহাই জ্ঞানার্গবে বলিয়াছেন—হে মহেশানি ! ষণ্ড-
দীর্ঘস্বরের দ্বারা ভিন্ন ভিন্ন ভুবনেশী অর্থাৎ হ্রীং হ্রীং হ্রীং হ্রীং হ্রীং হ্রীং হ্রীং দ্বারা অঙ্গজ্ঞাস
করিবেন । ২২

তাহার পর পদাষ্ঠাস । যথা মন্তকে—ওঁ নমঃ, চক্ষুর্দ্বয়ে—হ্রীং নমঃ, শ্রীং নমঃ ।

একমেব পুনশ্চৈকং পুনরেকং স্বয়ং ততঃ ।

চতুশ্চতুস্তথা^১ দ্বাত্যাং পদাশ্চেতানি পার্বতি^২ ! ॥ ২৪

পদাশ্চেতানি দেবেশি ! নবদ্বারেষু বিদ্যসেৎ ।

মূৰ্ছাদি-গুহ-পর্যন্তং পুনন্তেষু বরাননে ! ।

গুহাদি-ব্রহ্মরক্তাস্তং পদানাং নবকং শ্রুসেৎ ॥ ২৫

ততো ব্রহ্মরক্ত-মুখ-হৃদয়-মূলাধারেষু চতুর্বীজানি বিদ্যন্ত^৩ শেষানি জ্রমধ্য-
নাসিকা-কণ্ঠ-নাভি-লিঙ্গেষু নমোহস্তানি শ্রুসেৎ । তদন্তং তত্রৈব—

ব্রহ্মরক্তাস্ত-হৃদয়-মূলাধারেষুক্রমাৎ ।

চতুর্বীজানি বিদ্যন্ত পরেদ্ব্যস্তাংশ্চ বিদ্যসেৎ ॥ ২৬

জ্রমধ্য-নাসিকা-কণ্ঠ-নাভি-লিঙ্গেষু পঞ্চম্ ।

পূর্ববৎ ক্রমতো দেবি ! নমঃ-প্রকৃতিকং শ্রুসেৎ ॥ ২৭

ততো মূলেন ব্যাপকং কৃৎবা ধ্যয়েৎ—

তন্তুকাঞ্চনবর্ণীভাং বালেন্দুকৃত-শেখরাম্ ।

- ইত্যাদি মূলোক্ত প্রকারে মন্তক হইতে গুহ পর্যন্ত নবদ্বারে নয়টি মন্ত্র পদের শ্রাস করিয়া পুনরায় গুহ হইতে মন্তক পর্যন্ত শ্রাস করিবেন । ২৩

যেমন সেইখানে বলিয়াছেন—একটি পদ, পরে একটি পদ, পরে একটি পদ, পুনরায় একটি পদ, তাহার পর দুই অক্ষরের দ্বারা একটি পদ, চারি চারি অক্ষরের দ্বারা ৩ পদ, দুই অক্ষরের দ্বারা একটি পদ । হে পার্বতি । এইগুলি পদ । ২৪

হে দেবেশি । এই নয়টি পদকে মন্তক হইতে গুহ পর্যন্ত নবদ্বারে শ্রাস করিবে । হে বরাননে । গুহ হইতে মন্তক পর্যন্ত সেই সেই স্থানে নয়টি পদকে শ্রাস করিবে । ২৫

তাহার পর ব্রহ্মরক্ত, মুখ, হৃদয়, মূলাধারে নমঃ অস্ত চারিটি বীজ শ্রাস করিয়া, অবশিষ্ট পাঁচটি পদকে নমঃ অস্ত করিয়া জ্রমধ্য, নাসিকা, কণ্ঠ, নাভি ও লিঙ্গে শ্রাস করিবে । সেইখানেই তাহা উক্ত হইরাছে—ব্রহ্মরক্ত, মুখ, হৃদয় ও মূলাধারে অনুক্রমে চারিটি বীজ শ্রাস করিয়া অগ্ন্যন্ত স্থানে অগ্ন্যন্ত পদগুলিকে শ্রাস করিবে । ২৬

হে দেবি । পূর্ববৎ ক্রমে ক্রমে জ্রমধ্য, নাসিকা, কণ্ঠ, নাভি ও লিঙ্গ—পাঁচটি স্থানে নমঃ প্রকৃতিক (নমঃঅস্ত) পাঁচটি পদকে শ্রাস করিবেন । ২৭

তাহার পর মূলমন্ত্রে ব্যাপক শ্রাস করিয়া ধ্যান করিবেন । সেই ধ্যানের অর্ব—

১। ব—বর্ধিত্তিত্তথা দ্বাত্যাং । ২। ব—পার্বতি । ততো ব্রহ্মরক্ত । ৩। ব—বিস্তৃত্য

শেষং ভূয়ে । সর্বত্র নমোহস্তেন শ্রুসেৎ । ততো মূলেন ব্যাপকং ।

নবরত্নপ্রভা-দীপ্ত-মুকুটাং কুঙ্কমাকুণ্ডাম্ ॥ ২৮

চিত্রবস্ত্র-পরিধানাং সফরাক্ষীং ত্রিলোচনাম্ ।

সুবর্ণ-কলসাকার-পীনোন্নত-পয়োধরাম্^১ ॥ ২৯

গোক্ষীর-ধাম-ধবলং পঞ্চবক্ত্রং ত্রিলোচনম্ ।

প্রসন্নবদনং শত্ৰুং নীলকণ্ঠবিরাজিতম্ ॥ ৩০

কপদিনং ক্ষুরং-সর্প-ভূষণং কুন্দসম্মিতম্ ।

নৃত্যাস্তমনিশং হৃষ্টং দৃষ্ট্বানন্দময়ীং পরাম্ ॥ ৩১

সানন্দমুখ-লোলাক্ষীং মেখলাঢ্যাং নিতম্বিনীম্ ।

অন্নদানরতাং নিত্যং ভূ-শ্রীভ্যাং সমলঙ্কৃতাম্ ॥ ৩২

এবং ধ্যাত্বা মানসোপচারৈরভ্যর্চ্যার্য্যং স্থাপয়েৎ । অস্তাঃ পূজাযন্ত্রম্—

ত্রিকোণঞ্চ চতুঃপত্রং বনুপত্রং ততঃ পরম্ ।

কলাপত্রঞ্চ ভূবিশ্বং চতুর্দারং সমালিখেৎ ॥ ৩৩

ততঃ পীঠপূজাং বিধায় পুনর্ধ্যাত্বাবাহনাদি-পঞ্চপুষ্পাঞ্জলি-দান-পর্য্যন্তং
বিধায়াবরণানি পূজয়েৎ । কণিকায়্যং অগ্নীশাস্তুর-বায়ুযু মধ্যে দিক্ষু চ হ্রাঁ ।
হৃদয়ায় নম ইত্যাদিনা পূজয়েৎ । ত্রিকোণাগ্রে—ওঁ হৌঁ নমঃ শিবায়েতি শিবং

তপ্তকাঞ্চনের দীপ্তির স্তায় দীপ্তি বিশিষ্টা, বালচন্দ্র খচিত শেখর-ধারিণী, নবরত্নের
প্রভার দীপ্ত মুকুট-ধারিণী, কুঙ্কমের স্তায় অরুণবর্ণা, চিত্রবস্ত্র-পরিহিতা, সফরীমংসের
স্তায় ত্রিনয়না, সুবর্ণ কলসাকার পীন ও উন্নত স্তনধারিণী, গোহৃদ্ধ ধামের স্তায় ধবল
পঞ্চানন ত্রিলোচন প্রসন্নবদন, নীলকণ্ঠে বিরাজমান কপদী (জটাধারী) উল্লসিত
সর্পরূপভূষণে ভূষিত কুন্দতুল্য ধবল হৃষ্ট শত্ৰুকে সর্বদা নৃত্য করিতে দেখিয়া আনন্দ-
ময়ী, পরা, আনন্দমুখী লোলাক্ষী, মেখলাযুক্ত নিতম্ব-ধারিণী, অন্নদাননিরতা, নিত্য,
ভূমি (পৃথিবী) ও শ্রী কর্তৃক অলঙ্কৃত। অন্নপূর্ণেশ্বরী ভৈরবীকে ধ্যান করি। ২৮-৩২

এই প্রকারে ধ্যান করিয়া, মানস উপচারে পূজা করিয়া বিশেষার্ঘ্য স্থাপন
করিবেন । ইহার পূজাযন্ত্র যেমন—

একটি ত্রিকোণ, বৃত্ত, চারিটি পত্র, পুনরায় আটটি পত্র, তাহার পর ষোড়শ পত্র,
তাহার পর চতুর্দার যুক্ত ভূবিশ্ব লিখিবেন । ৩৩

তাহার পর পীঠ পূজা করিয়া পুনরায় ধ্যান করিয়া, আবাহন হইতে পণ্ড
পুষ্পাঞ্জলি দান পর্য্যন্ত সমস্ত করিয়া আবরণ সমূহের পূজা করিবেন । কণিকায় অগ্নি,

পূজয়েৎ । বামকোণে—ওঁ নমো ভগবতে বরাহরূপায় ভূর্ভুবঃস্বঃপত্যে
ভূপতিভ্যং মে দেহি দদাপয় স্বাহেতি বরাহং পূজয়েৎ । দক্ষিণকোণে—ওঁ নমো
নারায়ণায়ৈতি নারায়ণং পূজয়েৎ । ততো বামে দক্ষিণে চ গ্লৌ শ্রীং অন্নং
মহুমন্নং দেহান্নাধিপত্যে মমান্নং দদাপয় স্বাহা শ্রীং গ্লৌ ইত্যনেন
ভূমি-শ্রিয়ৌ পূজয়েৎ । ততশ্চতুর্দলেষু পুরতঃ আরভ্য ওঁ পরবিজ্ঞায়ৈ নমঃ ।
হ্রীং ভুবনেশ্বর্যৈ নমঃ । শ্রীং কমলায়ৈ নমঃ । ক্লীং সুভগায়ৈ নমঃ । তথা চ
জ্ঞানার্গবে (৩৪)—

তারেণ পরবিজ্ঞাঞ্চ ভুবনেশীং তদাত্মনা ।

কমলাং রময়া ভদ্রে ! কামেন সুভগাং যজ্ঞেৎ ॥ ৩৫

অষ্টপত্রেষু পশ্চিমাদিতো ব্রাহ্মাদি-মাতৃঃ পূজয়েৎ । ষোড়শপত্রেষু—
নং অমৃতায়ৈ অন্নপূর্ণায়ৈ নমঃ । এবং মোং মানদায়ৈ, ভং ভূষ্ট্যৈ, গং পুষ্ট্যৈ,
বং শ্রীতৈ্যৈ, তিং রতৈ্যৈ, মাং ক্রিয়ায়ৈ, হেং শ্রিয়ৈ, শ্বং সুধায়ৈ, রিং রাত্ৰ্যৈ,
অং জ্যেৎস্নায়ৈ, ন্নং হিমবতৈ্যৈ, পুং ছায়ায়ৈ, গেং পূর্ণিমায়ৈ, স্বাং নিত্যায়ৈ;
হাং অমাবাস্তায়ৈ । এতা-অন্নপূর্ণা-পদাস্তাঃ পূজয়েৎ । তথা চ জ্ঞানার্গবে—

ঈশান, নৈঋত, বায়ুকোণে, মধ্যে ও দিক্‌সমূহে ওঁ হ্রাং হৃদয়ায় নমঃ ইত্যাদি মন্ত্রে
ষড়ঙ্গের পূজা করিবেন । ত্রিকোণের অগ্রে—ওঁ হোং নমঃ শিবায় এই মন্ত্রে শিবকে
পূজা করিবেন । বামকোণে—ওঁ নমো ভগবতে বরাহরূপায় ভূর্ভুবঃস্বঃপত্যে ভূপতিভ্যং
মে দেহি দদাপয় স্বাহা—এই মন্ত্রে বরাহকে পূজা করিবেন । দক্ষিণ কোণে—ওঁ
নমো নারায়ণায়—এই মন্ত্রে নারায়ণকে পূজা করিবেন । তাহার পর বামে ও দক্ষিণে
—ওঁ গ্লৌং শ্রীং অন্নং মহুমন্নং দেহান্নাধিপত্যে মমান্নং দদাপয় স্বাহা শ্রীং গ্লৌং—এই
মন্ত্রে ভূমি ও শ্রীকে পূজা করিবেন । তাহার পর চারিটি দলে সম্মুখ হইতে আরম্ভ
করিয়৷ ওঁ পরবিজ্ঞায়ৈ নমঃ, ওঁ হ্রীং ভুবনেশ্বর্যৈ নমঃ, ওঁ শ্রীং কমলায়ৈ নমঃ,
ওঁ ক্লীং সুভগায়ৈ নমঃ । তাহাই জ্ঞানার্গবে বলিয়াছেন (৩৪)—

হে ভদ্রে ! প্রণবের সহিত পরবিজ্ঞাকে, ভুবনেশী স্বরূপ হ্রীং বীজের সহিত
ভুবনেশীকে, রমায় (শ্রীং) সহিত কমলাকে এবং কামের (ক্লীং) সহিত সুভগাকে—
পূজা করিবেন । ৩৫

অষ্ট পত্র সমূহে পশ্চিম দিক্ হইতে ব্রাহ্মী প্রভৃতি মাতৃগণকে পূজা করিবেন ।
ষোড়শ পত্রে নং অমৃতায়ৈ অন্নপূর্ণায়ৈ নমঃ ইত্যাদি মূলোক্ত এক একটি মন্ত্র বর্ণের
সহিত পূজা করিবেন । অন্নপূর্ণা পদকে অশ্বে দিয়া এই অমৃতাদি দেবতাপ্রণকে পূজা

স্বৈঃ স্বৈর্বর্গৈঃ প্রপূজ্যাস্ত অন্নপূর্ণাস্ত^১-শক্তিকাঃ । ৩৬

তত্ত্বচতুরস্ত্রে লোকপালান্ পূজয়েৎ । যথা তত্রৈব—

চতুরস্ত্রে লোকপালান্ ক্রমেণ পরিপূজয়েৎ ।

ততো ধূপাদিবিসর্জনাস্তং কৰ্ম সমাপয়েৎ । অস্ত্রাঃ পুরশ্চরণং লক্ষজপঃ ॥ ৩৭

তথা চ কল্পে—এবং ধ্যাভা জপেন্নম্নঃ লক্ষসংখ্যামনুযীঃ ।

সাজ্যো নামেন জুহুয়াত্তদশাংশমনস্তরম্^২ ॥ ৩৮

অথ শ্মশান-ভৈরবী

শ্মশানভৈরবি ! নরকধিরাস্তি-বসাতক্ষিণি ! সিদ্ধিং মে দেহি মম মনোরথান্
পুরয় হু^৩ কট্ স্বাহেতি মন্ত্রঃ । অনেন যাবৎ কুরকর্মণি প্রয়োগঃ কার্য্যঃ । ৩৯

ইতি ভৈরবীপ্রকরণম্

বন্দিতামিন্দ্রচন্দ্রাচৈশ্চন্দ্রশেখর-সুন্দরীম্ ।

বন্দে সর্বেষ্ট-সিদ্ধার্থং মহাত্রিপুরসুন্দরীম্ ॥ ১

করিবেন । তাহাই জ্ঞানার্ণবে বলিয়াছেন—অর্থাৎ বীজ চতুর্কয়ের অতিরিক্ত অবশিষ্ট
এক একটি মন্ত্র বর্ণের সহিত অন্নপূর্ণা শব্দ অস্ত্রে দিয়া ইহাদের পূজা করিবেন । ৩৬

তাহার পর চতুরস্ত্রে লোকপালগণকে পূজা করিবেন । যেমন সেইখানেই
বলিয়াছেন—চতুরস্ত্রে ক্রমে ক্রমে লোকপালগণকে পূজা করিবে । ৩৭

তাহার পর ধূপদানাদি হাতে বিসর্জন পর্য্যন্ত কর্ম শেষ করিবেন । এই বিদ্যার
পুরশ্চরণ লক্ষ জপ । কল্পে তাহাই বলিয়াছেন—

এই প্রকারে ধ্যান করিয়া অননুচিত্ত হইয়া লক্ষ সংখ্যক মন্ত্র জপ করিবে । অনন্তর
মৃতমুক্ত অস্ত্রের দ্বারা জপের দশাংশ হোম করিবে । ৩৮

অনন্তর শ্মশান ভৈরবী । এই শ্মশান ভৈরবীর মন্ত্র হইতেছে—শ্মশান-ভৈরবি !
নরকধিরাস্তি-বসাতক্ষিণি । সিদ্ধিং মে দেহি মম মনোরথান্ পুরয় হুং কট্ স্বাহা ।
এই মন্ত্রের দ্বারা যাবতীয় কুর কর্মের প্রয়োগ করিবেন । ৩৯

ভৈরবী প্রকরণ সমাপ্ত হইল ।

ইন্দ্র চন্দ্র প্রভৃতি দেবগণের বন্দিতা চন্দ্রশেখর-সুন্দরী মহাত্রিপুর-সুন্দরীকে সমস্ত
ইষ্টসিদ্ধির জন্য বন্দনা করি । ১

১। স্ব—অন্নপূর্ণা জপঃ । তথাচ কল্পে—এবং ধ্যাভা । ২। স্ব—অনন্তরম্ বক্তাঃ প্রলাভমাসক্ত
সিদ্ধয়োহর্টৌ করহিতাঃ । তাং জগমাতরং বন্দে ভৈরবীং ত্রিপুরভৈরবীম্ । ইতি ভৈরবীপ্রকরণং
পূর্ণম্ ।

জ্ঞানার্ণবে—ভূমিচন্দ্রঃ শিবো মায়া শক্তিঃ কৃষ্ণাধ্ব-মাদনো ।

অর্দ্ধচন্দ্রশ্চ বিন্দুশ্চ নবার্ণো মেরুরুচ্যতে ।

মহাতিপুরসুন্দর্যা মন্ত্রা মেরু-সমুদ্ভবাঃ ॥ ২

ভূমির্গকারঃ, চন্দ্রো দন্ত্যসকারঃ, শিবো হকারঃ, মায়া চতুর্থ স্বরঃ, শক্তি-
রেকাদশস্বরঃ । কৃষ্ণাধ্বা বহিঃ, স তু রেফঃ । মাদনঃ ককারঃ । অর্দ্ধচন্দ্রবিন্দু-
স্পষ্টৌ^১ । ইতি নবতিরক্ষরৈর্মেরুস্তথাট্টৈতৈরেবাক্ষরৈর্ঘটিতা অস্ত্রা মন্ত্রা^২
বক্তব্য ইত্যর্থঃ । প্রকৃতিভূত-কামরাজাদি-বিদ্যা বক্তব্য ইত্যর্থঃ । তেন
ষোড়শাদৌ বীজান্তর-সদেহপি ন ক্ষতিঃ । ৩

জ্ঞানার্ণবে—শক্ত্যস্তসু র্য্যবর্ণোহয়ং কলমধ্যে বরাননে ।

বাগ্ভবং পঞ্চবর্ণৈস্ত্ব কামরাজমথোচ্যতে ॥ ৪

মাদনং শিবচন্দ্রাভ্যং শিবাস্ত্বং মীনলোচনে ! ।

কামরাজমিদং ভদ্রে ! ষড়্ভবং সর্বমোহনম্ ॥ ৫

জ্ঞানার্ণবে বলিয়াছেন—ভূমি (ল), চন্দ্র (স), শিব (হ), মায়া (চতুর্থস্বর ঐ),
শক্তি (এ), কৃষ্ণাধ্বা বহি (র), মাদন (ক), অর্দ্ধচন্দ্র (°), বিন্দু (ং)—এই নয়
অক্ষর মেরু বলিয়া কথিত হয় । মহাতিপুরসুন্দরীর মন্ত্রগুলি এই মেরু হইতে উদ্ভূত । ২

ভূমি লকার, চন্দ্র—দন্ত্য সকার, শিব—হকার, মায়া—চতুর্থস্বর ঐ, শক্তি—একাদশ
স্বর এ, কৃষ্ণাধ্বা—বহি । তিনি কিস্ত রকার । মাদন—ককার । অর্দ্ধচন্দ্র ও বিন্দুর
অর্থ স্পষ্ট । এই নয়টি অক্ষরের দ্বারা মেরু হয় । সুতরাং এই বর্ণ গুলি ঘটিত ইহার
মন্ত্র সমূহ বক্তব্য—এই অর্থ অর্থাৎ প্রকৃতিভূত কামরাজাদি বিদ্যা বক্তব্য এই অর্থ ।
এইরূপ অর্থ হওয়ায় ষোড়শী প্রকৃতিতে বীজান্তর থাকিলেও কোন ক্ষতি নাই । ৩

জ্ঞানার্ণবে বলিয়াছেন—হে বরাননে । কল মধ্যে অর্থাৎ ক ও লকারের মধ্যে
শক্তি একারের অন্তে এই চতুর্থ বর্ণ ঐ । শেষে মায়াবীজ । এই পঞ্চ বর্ণের দ্বারা
বাগ্ভব কুট হয় । অনন্তর কামরাজ কুট বলিতেছি । ৪

হে মীনলোচনে । শিবচন্দ্রাদ্য মাদন অর্থাৎ হকার ও সকারাদি মাদন (ক)
শিবাত (হকারাত) অর্থাৎ মাদন ককারের শেষে হকার, শেষে ল ও মায়াবীজ—এই
ষড়্ভব বৃত্ত সর্বমোহন কামরাজ বীজ । ৫

শক্তিবীজং বরারোহে ! চম্ভ্রাণ্ডং সৰ্বসিদ্ধিদম্ ।

চতুরক্ষর-রূপক্ ত্র্যক্ষরী ত্রিপুরা ভবেৎ ॥ ৬

এতামুপাস্তু দেবেশি ! কামঃ সৰ্বাঙ্গসুন্দরঃ ।

কামরাজো ভবেদ্দেবি ! বিদ্যেয়ং ব্রহ্মরূপিণী ॥ ৭

অন্ত্যর্থঃ । শক্তিরেকাদশস্বরস্তুশ্চাস্তুভূতস্তুৰ্য্যবর্ণো দীর্ঘেকারস্তথা চ^১ তৌ ককার-লকারয়োর্মধ্যে লেখ্যৌ । এতদ্বাগ্ভবং পঞ্চবর্ণৈরুচ্যতে । তেন শেষবর্ণো বচনান্তরৈকবাক্যতয়া মায়াবীজম্^২ । তথা তত্রৈব (৮)—

সকলা ভুবনেশানী কামেশী-বীজমুদ্রিতম্ ।

অনেন সকলা বিদ্যাঃ কথয়ামি বিশেষতঃ । ৯

অন্ত্যর্থঃ । কলাভ্যাং সহ বর্তমানা সকলা ককার-লকারাত্মক-বর্ণদ্বয়ান্বিতা ভুবনেশী মায়াবীজং কামেশ্বরী-বীজং ভবতি । অতএব বশিন্যাদিন্যাসে—

কবর্ণান্তে মহেশানি ! কামেশী-বীজমুদ্রিতম্ ।

মেরুভূতং সমুচ্চার্য বাগ্দ্দেবীং পূজয়েত্ততঃ ॥ ১০

হে বরারোহে ! সৰ্বসিদ্ধিপ্রদ শক্তিবীজ চম্ভ্রাণ্ড (সকারাদি) । উহা চারি অক্ষর স্বরূপ । ত্রিপুরা ত্র্যক্ষরী হইয়া থাকেন । ৬

হে দেবেশি ! ইহাকে উপাসনা করিয়া সৰ্বাঙ্গসুন্দর কাম ও কামরাজ হইবে । হে দেবি ! এই বিদ্যা ব্রহ্মরূপিণী । ৭

ইহার অর্থ । শক্তিঃ—একাদশ স্বর । তাহার অন্তর্ভূত তুর্য্যবর্ণ দীর্ঘ ঈকার, তাহা হইলে এ ও ঈ এই দুই বর্ণকে ককার ও লকারের মধ্যে লিখিবেন । এই পঞ্চবর্ণের দ্বারা এই বাগ্ভববীজ কথিত হয় । সেই জন্ত অর্থাৎ পাঁচটি বর্ণ না হওয়ার শেষ বর্ণটি বচনান্তরের সহিত এক বাক্যতাবশতঃ মায়াবীজ হইবে । সেইখানেই সেইরূপ বলিয়াছেন (৮)—

সকলা ভুবনেশানী (হ্রীং) অর্থাৎ ক্ল্ হ্রীং কামেশী বীজ কথিত হয় । ইহা দ্বারা বিশেষ ভাবে সকল বিদ্যাই বলিতেছি । ৯

ইহার অর্থ । ক ও ল এর সহিত বর্তমান যে, সে সকলা । ককার লকার স্বরূপ বর্ণের দ্বারা যুক্তা ভুবনেশী মায়াবীজ কামেশ্বরী কামরাজ বীজ হয় । এই জন্তই ইহার বশিন্যাदि ন্যাসে—

১ । ঈ—দীর্ঘেকারস্তৌ ককার লকারয়োর্মধ্যে লেখ্যৌ । তেন ক এ ঈ ল ইত্যায়াতম্ । ২ । ঋ—মায়াবীজং । বধা সকলা ।

ইতি জ্ঞানার্ণব-বচনং বক্ষ্যমাণং তদ্বীজপ্রদর্শকতয়া উপযুক্ত্যতে । অনেনেনতি
 তেন । কল হ্রীমিতি কামেশ্বরী-বীজং^১ প্রকৃতিভূত-কামরাজাদি-সর্ববিজ্ঞা-
 ঘটকং তেনৈকাক্ষর-মস্ত্রাঘটকত্বেহপি ন ক্ষতিঃ । অতএব মেরুভূতমিত্যুক্তম্ ।
 তথাট্টক-বর্ণাকাজ্জায়াং বিশেষ্যীভূতা ভুবনেশী । বর্ণদ্বয়াকাজ্জায়াং
 সান্নিধ্যবশাৎ লকারবতী ভুবনেশী । বর্ণত্রয়াকাজ্জায়াং কলবতী ভুবনেশী
 বিজ্ঞা-ঘটিকা । এবঞ্চ ককারৈকাদশ-স্বর-চতুর্থস্বর-লকার-মায়াবীজৈর্বাগ্-
 ভবকূটং মায়াবীজস্থানেকবর্ণঘটিতত্বেপ্যেকং বীজরূপত্বাৎ । এবমন্যত্রাপি । ১১

মাদনমিতি মাদনং ককারঃ । শিবচন্দ্রো হসৌ তাবাত্তো যস্য তাদৃশম্ ।
 শিবাস্তমিতি, শিবো হকারঃ, স এবাস্তো যস্য ইতি মাদনবিশেষণ-দ্বয়ম্ ।
 তেন চতুর্বর্ণ-প্রাপ্তো^২ ষড়্বর্ণত্বেন বর্ণদ্বয়াকাজ্জায়াং বচনান্তরৈকবাক্যতয়া
 কামেশ্বরী-শেষাক্ষর-দ্বয়স্য পরিশেষেণ দাতব্যত্বাদন্তে লকার-মায়াবীজঞ্চ ।

হে মহেশানি । কবর্ণের অন্তে মেরুভূত উত্তম কামেশী বীজ উচ্চারণ করিয়া
 তাহার পর বাগ্-দেবীকে পূজা করিবে । ১০

এই বক্ষ্যমাণ জ্ঞানার্ণব তন্ত্রের বচন সেই কামেশী বীজের প্রদর্শকরূপে উপযোগী
 হয় । অনেন এই বাক্যের অর্থ—সেই কামেশ্বরী বীজ দ্বারা । কল্ হ্রীং এই কামেশ্বরী
 বীজ প্রকৃতিভূত কামরাজাদি সমস্ত বিদ্যার ঘটক । তাহাতে উহা একাক্ষর মন্ত্রের
 ঘটক না হইলেও ক্ষতি নাই । এই জন্মই উহা মেরুভূত বলিয়া উক্ত হইয়াছে । তাহা
 হইলে একবর্ণের আকাজ্জায় ভুবনেশী (হ্রীং) বিশেষ্য হইবে । বর্ণদ্বয়ের আকাজ্জায়
 সান্নিধ্যনিবন্ধন ভুবনেশী লকারবতী হইবে । বর্ণত্রয়ের আকাজ্জায় কলবতী ভুবনেশী
 বিজ্ঞা ঘটক হয় । তাহা হইলে ককার, একাদশ স্বর একার, চতুর্থস্বর ঈকার, লকার
 ও মায়াবীজের দ্বারা বাগ্-ভব কূট হয় । মায়াবীজ অনেক বর্ণ ঘটিত হইলেও বীজরূপ
 বলিয়া একটি বর্ণ । এই রূপ অন্যান্য স্থলেও জানিবেন । ১১

মাদনং ইত্যাদির ব্যাখ্যা । মাদনং—ককার । শিবচন্দ্রো—হ ও স । এই হ ও স
 দুইটি আদিতে সাহার, তাদৃশ মাদন । শিবাস্তং কথার অর্থ—শিব হকার । তাহা
 অন্ত বে বর্ণের । শিবচন্দ্রাচ্চ ও শিবাস্ত—ইহা মাদনের বিশেষণ দ্বয় । তাহাতে
 চারিবর্ণের প্রাপ্তি হইলে বিদ্যাটি ছয়টি বর্ণরূপ বলিয়া দুই বর্ণের আকাজ্জা হওয়ার
 বচনান্তরের সহিত এক বাক্যতা প্রযুক্ত কামেশ্বরীর শেষ অক্ষরদ্বয় পরিশেষে দেয়

১। খ—কামেশ্বরীবীজং সর্ববিজ্ঞাঘটকম্ । অতএব তত্র মেরুভূতমিত্যুক্তম্ । এবঞ্চক এ ঈ ল
 হ্রীমিতি লকবর্ণৈর্বাগভবকূটম্ । ২। চতুর্বর্ণপ্রাপ্তো ষড়্বর্ণপ্রাপ্তো ষড়্বর্ণত্বেন ।

তেন^১ হকার-দন্ত্য-সকার-ককার-হকার-লকার-মায়াবীজৈঃ ষড়্-বর্ণাঙ্কং
কামরাজকূটং ভবতি । ১২

অথ শক্তিকূটমুচ্যতে^২ । শক্তিবীজ-চতুরক্ষররূপস্থিতি । সান্নিধ্যাৎ কাম-
রাজস্য চন্দ্রাভ্যং চতুরক্ষররূপং শক্তিবীজমিত্যর্থঃ । তেন^৩ দন্ত্যসকার-ককার-
লকার-মায়াবীজৈশ্চতুরক্ষরং শক্তিকূটং ভবতি । ১৩

ন চ চন্দ্রাদি-চতুরক্ষরস্য গ্রাহ্যে কহলাশ্রুতম-ত্যাগে বিনিগমনাবিরহ ইতি
বাচ্যম্, চন্দ্রাভ্যপদেন শিববীজরাহিত্যস্য বিবক্ষণাৎ । তাবতৈব কামরাজস্য
হকারদ্বয়-রাহিত্য-লাভাৎ বচনান্তরৈকবাক্যত্বাচ্চ । যথা চতুঃশত্যাং (১৪)—

মাদনং তদধঃ শক্তিস্তদন্তা বিন্দুমালিনী ।

ঐন্দ্রঞ্চ ভুবনেশানী বীজং তদ্বাগ্ভবং ভবেৎ ॥ ১৫

শিববীজং ত্রিধা কৃত্বা সৃষ্টি-স্থিতি-লয়-ক্রমাৎ ।

দ্বয়মাশ্রেন রহিতমাত্মাধো মাদনাক্ষরম্ ॥ ১৬

হওয়ার অণ্ডে লকার ও মায়াবীজ দেয়। তাহাতে হকার, দন্ত্য সকার, ককার,
হকার, লকার ও মায়া বীজের দ্বারা ষড়্-বর্ণ স্বরূপ কামরাজ কূট হয় । ১২

অনন্তর শক্তিবীজং চতুরক্ষরং এই গ্রন্থের দ্বারা শক্তি কূট কথিত হইতেছে।
সান্নিধ্যনিবন্ধন কামরাজের চন্দ্রাভ্য (সকারাভ্য) চতুরক্ষররূপ শক্তি বীজ (শক্তি কূট)
—এই অর্থ । তাহাতে দন্ত্য সকার, ককার, লকার ও মায়াবীজের দ্বারা চারি অক্ষর
বিশিষ্ট শক্তি কূট হয় । ১৩

চন্দ্রাদি চারি অক্ষর গ্রাহ্য হইবে, কহলের অশ্রুতম ত্যাজ্য হইবে, ইহাতে বিনিগমনা
(একতর পক্ষ-পাতিনী যুক্তি) নাই, ইহা বলিতে পারেন না। যেহেতু চন্দ্রাভ্য
পদের দ্বারা শিববীজ রাহিত্যই বিবক্ষিত হইয়াছে। তাহা দ্বারাই কামরাজের হকার
দ্বয়ের ত্যাগ লাভ হইয়াছে এবং বচনান্তরের সহিত এক বাক্যতাও আছে। যেমন
চতুঃশতীতে বলিয়াছেন (১৪)—

মাদন (ক), তাহার অধঃ অনন্তর শক্তি (এ), তাহার অণ্ডে বিন্দুমালিনী (ই),
ঐন্দ্র (ল) ও ভুবনেশানী (হ্রীং)—ইহা বাগ্ভব কূট হয় ।

শিববীজকে (হকারকে) সৃষ্টি, স্থিতি, লয় ক্রমে ত্রিধা করিয়া অর্থাৎ তিন স্থানে
লিখিয়া মধ্যম ও শেষ হকারদ্বয়কে শিবাভ্য (সকার) রহিত করিবে। আদ্যের অধো-

১। খ—তেন হ স ক হ ল হ্রীমিতি ষড়্-বর্ণাঙ্কং । ২। খ—শক্তিবীজমিতি । চতুরক্ষরমিতি
সান্নিধ্যাৎ । ৩। খ—তেন সকল হ্রীমিতি চতুরক্ষরময়ং শক্তিকূটং ।

পরস্থিতিশিবাধস্তাদিল্লবীজং নিয়োজয়েৎ ।

তথা লয়-শিবাধোহপি বহির্ভূর্য্যস্বরেন্দুমান্ ।

এবমেতন্মহাবীজং কামরাজং মহোদয়ম্ ॥ ১৭

মায়াবীজং মহেশানি ! মাদনং শত্রু-সংযুতম্ ।

চন্দ্রবীজং কেবলস্ত বিনিযুজ্য বরাননে ! ।

সংহার-ক্রমযোগেন শক্তিবীজং সমুদ্বরেৎ ॥ ১৮

অস্বার্থঃ—মাদনং ককারঃ । শক্তিরেকারঃ, বিন্দুমালিনী দীর্ঘেকারঃ, সপ্তশতী-মূলভূতে মেরুচন্দ্রে^১ চতুর্থস্বরভিধানাৎ । তদ্রাস্তরেহপি তুর্য্যবর্ণ ইত্যভিধানাচ্চ । বারাহীতস্ত্রে তু—

কুড়া তু মাদনঞ্চাদৌ তৎ-পাতালে ভগং কুরু ।

দক্ষাক্ষীন্দ্রং শিবা চৈব বাণার্ণং পুণ্যমেব তৎ ॥ ১৯

ইত্যত্র দক্ষাক্ষীভূতম্, তত্র বামদক্ষক্রমেণ ন্যাস ইতি শিষ্টাঃ । বস্তুতস্ত

ভাগে মাদনাক্ষর ককার হইবে । পরবর্তী স্থিতিক্রম দ্বিতীয় হকারের পরে ইল্ল বীজ (ল) যোগ করিবে । সেইরূপ লরূপ তৃতীয় শেষ শিব বীজের পরে বহি (র), চতুর্থস্বর ঈ ও বিন্দু (ং) যুক্ত হইবে । ইহা মহোদয় কামরাজ মহাবীজ কামরাজ কট হইবে । ১৬-১৭

হে বরাননে । হে মহেশানি । মায়াবীজ (হ্রীং) শত্রু (ল) সংযুক্ত মাদন (ক) ও কেবল চন্দ্র সকারকে সংহারক্রমে (বিপরীত ক্রমে) যোগ করিয়া শক্তি কট উদ্ধার করিবে । ১৮

ইহার অর্থ । মাদন—ককার, শক্তি—একার, বিন্দুমালিনী—দীর্ঘ ঈকার । যেহেতু সপ্তশতীর মূলভূত মেরুচন্দ্র নামক গ্রন্থে বিন্দুমালিনীকে চতুর্থস্বর বলিয়াছেন, তদ্রাস্তরেও তুর্য্যবর্ণ এই উক্ত হইরাছে । বারাহীতস্ত্রে কিন্তু—

প্রথমে মাদনকে (ককে) উচ্চারণ করিয়া তাহার পাতালে অধোভাগে অর্থাৎ পরে ভগকে (একারকে) উচ্চারণ কর । তাহার পর দক্ষাক্ষি (ঈ), ইল্ল (ল) ও শিবা (হ) সেই পঞ্চবর্ণ পুণ্য ।

এই স্থলে দক্ষাক্ষী এই উক্ত হইরাছে । সে স্থলে বাম ও দক্ষিণ ক্রমে ন্যাস হয়, ইহা শিষ্টগণ বলেন । ১৯

বস্তুতঃ দক্ষাক্ষী এইটি দীর্ঘাচ্চ চতুর্থ স্বরের সংজ্ঞাবাচক শব্দ আছে । ইহা প্রত্যেক

দক্ষাক্ষী ইতি দীর্ঘান্তচতুর্থস্বর-সংজ্ঞাশব্দোহন্তীতি প্রত্যেকাক্ষর-স্তোত্রে তৃতীয়ে—

ঈশানাদি-মহাপ্রেত-মৌলি-লালিত-পাঙ্কজে ! ।

ঈশ্বরীশ্রাদিভূতানাং সুন্দরি ! ত্বাং সমাশ্রয়ে ॥ ২০

ইত্যভিধানাচ্চ চতুর্থস্বরঃ সুব্যক্তমুক্তঃ । ঐন্দ্রং লকারঃ । ভুবনেশী মায়া-বীজম্ । ইতি বাগ্ভবকূটম্ । শিববীজং হকারঃ । ত্রিধেতি ত্রিষু স্থানেষু উপর্য্যধোভাবেন লিখিত্বৈত্যর্থঃ । দ্বয়মিতি^১ । মধ্যম-চরম-হকারদ্বয়মিত্যর্থঃ । আত্মেন শিবাৎ দন্ত্যসকারেণ রহিতম্ । এবঞ্চ প্রথম-শিবানন্তরং দন্ত্য-সকারোহর্থাৎ^২ । আদ্যধঃ দন্ত্যসকার-যুক্ত-হকারাধঃ । পরস্থিতি-শিবেতি । পরো দ্বিতীয়ঃ স্থিতিক্রপো যঃ শিবস্তদধস্তাদিত্যর্থঃ । ইন্দ্রবীজং লকারঃ । জয়শিবস্তৃতীয়শিবঃ । বহ্নী রেফঃ । কামরাজমিতি কামরাজ-কূটমিত্যর্থঃ । শক্র-সংযুতমিতি তেন লকারাধঃ ককার-ইত্যর্থঃ । চন্দ্রো দন্ত্যসকারঃ । সংহারো বৈপরীত্যম্ । তেন চাদৌ দন্ত্যসকারস্ততঃ ককারস্ততো লকার-স্তদন্তে মায়াবীজমিত্যর্থঃ । শক্তিবীজমিতি শক্তিকূটমিত্যর্থঃ । ২১

অক্ষরের তৃতীয় স্তোত্রে—ঈশানাদি-মহাপ্রেত-মৌলি-লালিত-পাঙ্কজে । ঈশ্বরীশ্রা-দিভূতানাং সুন্দরি ! ত্বাং সমাশ্রয়ে । অর্থাৎ ঈশানাদি মহাপ্রেতের মন্তক কর্তৃক সেবিত পাঙ্কজে । তুমি ইশ্রাদিভূত বর্ণের (দেববৃন্দের) ঈশ্বরী । হে সুন্দরি ! আমি তোমাকে আশ্রয় করি । ২০

এই উক্ত হওয়ার চতুর্থ স্বর সুস্পষ্ট উক্ত হইয়াছে । ঐন্দ্র—লকার, ভুবনেশী—মায়াবীজ, ইহা বাগ্ভব কূট । শিববীজ হকার । ত্রিধা ইহার অর্থ—তিন স্থানে উক্ত^১ ও অধোভাবে লিখিয়া । দ্বয়ম্ ইহার অর্থ—মধ্যম ও চরম হকার দ্বয় । আত্মেন—শিবাদ্য দন্ত্যসকারের দ্বারা রহিত । এই হইলে প্রথম শিবের অনন্তর অর্থাৎ দন্ত্যসকার হয় । আদ্যধঃ—দন্ত্যসকার যুক্ত হকারের অধঃ । পরস্থিতিশিব ইহার অর্থ—পর অর্থাৎ দ্বিতীয় স্থিতিক্রপ যে শিব, তাহার অধঃ । ইন্দ্র-বীজ—লকার । জয় শিব—তৃতীয় শিব । বহ্নি—রেফ । কামরাজং—কামরাজ কূট এই অর্থ । শক্র সংযুত ইহার অর্থ—লকারের অধোভাগে ককার । চন্দ্র—দন্ত্যসকার । সংহার—বৈপরীত্য । তাহাতে দন্ত্যসকার, তাহার পর ককার, তাহার পর লকার, তাহার অন্তে মায়াবীজ—এই অর্থ । শক্তিবীজম্—শক্তি কূট, এই অর্থ । ২১

অথবা—শক্তিবীজং বরারোহে ! চন্দ্রাভ্যং সর্বসিদ্ধিদম্ । চতুরক্ষর-
রূপস্থিত্যন্তৈবমর্থঃ । চন্দ্রাভ্যং চতুরক্ষরং শক্তিকূটং চতুরক্ষরস্য সকারাদিত্ত-
প্রাপ্তৌ পরিশেষাৎ কামেশ্বরী-বর্ণত্রয়স্য সকারাদিত্তং লভ্যতে । অতএব
কামেশ্বরী-মন্ত্র-সম্বন্ধিন একাক্ষরস্য বাগ্ভবে দ্ব্যক্ষরস্য কামরাজে ত্র্যক্ষরস্য
শক্তিকূটে পরিশেষাৎ সমুপযোগঃ । ইথঞ্চ^১ ককারৈকাদশস্বর-তুর্ধ্যস্বর-ভূমি-
লজ্জা-বীজৈর্বাগ্ভবকূটং প্রথমম্ । শিব-চন্দ্র-কাম-শিব-ভূমি-লজ্জাভিঃ কাম-
রাজকূটং দ্বিতীয়ম্ । চন্দ্র-কাম-ভূমি-লজ্জাভিঃ শক্তিকূটং তৃতীয়ম্ । ইত্যান্ত-
প্রকারেণ ত্র্যক্ষরী ত্রিপুরা ভবেদ্বিতি নির্গলিতার্থঃ । ২২

তথা চন্দ্রপীঠে—স্বরো ভগং বিন্দুমতী ল-পরা বাগ্ভবং মতম্ ।

শিবো জীবঃ স্রঃ শত্বর্ণ-পরা কামকূটকে ॥

ভৃগুঃ কামঃ ক্ষমা মায়া কামরাজাভিধা মতা^২ ॥ ২৩

ইয়ং কামোপাসিতা পঞ্চদশাক্ষরী । ইয়ং ত্র্যক্ষরী বিদ্যা বিদ্যারাজীত্যাচ্যতে

অথবা—শক্তিবীজং বরারোহে ! চন্দ্রাভ্যং সর্বসিদ্ধিদম্ । চতুরক্ষররূপং তু—ইহারই
এইরূপ অর্থ । চন্দ্রাভি চারিঅক্ষর শক্তিকূট । চতুরক্ষরের সকারাদিত্ত প্রাপ্তি হইলে
পরিশেষে কামেশ্বরীর বর্ণত্রয়ের সকারাদিত্ত লাভ হয় । অতএব পরিশেষে কামেশ্বরী
মন্ত্র সম্বন্ধী একাক্ষরের বাগ্ভবে, দ্ব্যক্ষরের কামরাজে ও ত্র্যক্ষরের শক্তিকূটে উপযোগ
আছে । এই প্রকার হইলে ককার, একাদশ স্বর একার, চতুর্থ স্বর ইকার, ভূমি (ল)
ও লজ্জাবীজের দ্বারা প্রথম বাগ্ভব কূট । শিব (হ), চন্দ্র (স) কাম (ক), শিব
(হ) ভূমি (ল) ও লজ্জাবীজের দ্বারা দ্বিতীয় কামরাজ কূট । চন্দ্র (স) কাম (ক)
ভূমি (ল) ও লজ্জাবীজের দ্বারা তৃতীয় শক্তিকূট—এইরূপ উক্ত প্রকারে ত্রিপুরা
ত্র্যক্ষরী হন, ইহাই নির্গলিতার্থ । ২২

সেই চন্দ্রপীঠেও বলিয়াছেন—স্বর (ক), ভগ (এ), বিন্দুমতী (ঙ) ল ও পরা
(হ্রীং) বাগ্ভবকূট বলিয়া কথিত হইয়াছে । শিব (হ), জীব (স), স্র (ক),
লজ্জ (হ), ল ও পরা (হ্রীং) কামরাজকূটে আছে । ভৃগু (স), কাম (ক), ক্ষমা
(ল) ও মায়া কামরাজ নামক বিদ্যা বলিয়া কথিত হইয়াছে । ২৩

এই বিদ্যাটি কামের উপাসিতা পঞ্চদশাক্ষরী । এই ত্র্যক্ষরী বিদ্যারাজী বলিয়া ও

১। ঋ—ইথঞ্চ ক এ ঙ ল হ্রীমিতি বাগ্ভবকূটং প্রথমম্ । হ স ক হ ল হ্রীমিতি কামরাজকূটং
দ্বিতীয়ম্ । ল ক ল হ্রীমিতি শক্তিকূটং তৃতীয়ম্ । ২। ঋ—মতা । ইয়ং ত্র্যক্ষরী বিদ্যা
কামরাজাভিধা ।

কামরাজাখ্যা চ । “কামরাজো ভবেদ্ দেবি ! বিদ্যেয়ং ব্রহ্মরূপিণী”ত্যভি-
ধানাৎ । তথাচ কামরাজ-পদেন কচিদিজ্ঞাবিশেষোহয়ং কচিৎ কামরাজাখ্য-
মধ্যমকূটমপ্যুচ্যতে । ইদন্ত বোধ্যং—সর্ববিজ্ঞানামেব কূটত্রয়স্ত বাগ্ভবাদি-
পরিভাষাহস্তীতি^১ । তেন ক এ ঙ্গ ল হ্রীং । হ স ক হ ল হ্রীং । স ক ল
হ্রীং ইতি সিদ্ধম্ । ২৪

জ্ঞানার্গবে—শৃণু দেবি ! প্রবক্ষ্যামি লোপামুদ্রাভিধাং পরাম্ ।

কামরাজাখ্য-বিদ্যায়াঃ শক্তিং তুর্য্যঞ্চ সুন্দরি ! ।

হিঙ্গা মুখে শিবেন্দুভ্যাং লোপামুদ্রা প্রকাশিতা ।

অগস্ত্যোপাসিতা বিদ্যা ত্রৈলোক্য-ক্ষোভকারিণী ॥ ২৫

অস্তার্থঃ^২ কামরাজাখ্য-বিদ্যায়া বাগ্ভবাখ্যে আদিকূটে দ্বিতীয়-তৃতীয়-
স্বরদ্বয়ং হিঙ্গা হকার-দন্ত্যসকারৌ প্রথমং দত্তাদিত্যর্থঃ । তেন^৩ শিবচন্দ্রকাম-
ভূ-লজ্জাভিঃ প্রথমকূটম্ । শেষদ্বয়স্তথৈব । ইয়মগস্ত্যোপাসিতা প্রথম-লোপা-

কামরাজ নামক বিদ্যা বলিয়া কথিত হয় । যেহেতু কামরাজো ভবেদ্ দেবি ! বিদ্যেয়ং
ব্রহ্মরূপিণী অর্থাৎ হে দেবি । এই ব্রহ্মরূপিণী বিদ্যা কামরাজ হইবেন । এইরূপ উক্ত
হইয়াছে । সুতরাং কামরাজপদের দ্বারা কোন স্থলে এই পঞ্চদশাক্ষরী বিদ্যাবিশেষ
কোন স্থলে বা কামরাজ নামক মধ্যমকূটও কথিত হইয়া থাকে । এই স্থলে ইহা
জানিবেন যে, সমস্ত বিদ্যারই কূটত্রয়ে বাগ্ভবাদি পরিভাষা আছে । তাহাতে ক এ
ঙ্গ ল হ্রীং, হ স ক হ ল হ্রীং, স ক ল হ্রীং এই সিদ্ধ হয় । ২৪

লোপামুদ্রা বিদ্যা কথিত হইতেছে । জ্ঞানার্গবে বলিয়াছেন—হে দেবি ।
লোপামুদ্রানাম্নী অপরা বিদ্যা বলিতেছি শ্রবণ কর । হে সুন্দরি ! কামরাজ নামক
বিদ্যার বাগ্ভব নামক প্রথম কূটের শক্তি ও চতুর্থস্বর ত্যাগ করিয়া প্রথমে শিব ও
চন্দ্রের (হকার ও সকারের) দ্বারা যুক্ত হইলে লোপামুদ্রা বিদ্যা প্রকাশিতা হয় ।
ত্রৈলোক্যক্ষোভকারিণী এই বিদ্যা অগস্ত্যের উপাসিতা । ২৫

ইহার অর্থ—কামরাজ নামক বিদ্যার বাগ্ভব নামক আদিকূটে দ্বিতীয় ও তৃতীয়
স্বরদ্বয় ত্যাগ করিয়া হকার ও দন্ত্যসকারকে প্রথমে দিবে, এই অর্থ । তাহাতে শিব
(হ) ; চন্দ্র (স), কাম (ক) ভূ (ল) ও লজ্জা দ্বারা লোপামুদ্রার প্রথম কূট হয় ।

১। খ—অভীতি । জ্ঞানার্গবে—শৃণু দেবি । ২। খ—অস্তার্থ ইতি নাস্তি । ৩। খ—
তেন হ স ক ল হ্রীং ইতি প্রথমকূটম্ । শেষদ্বয়ং তথৈব । ইয়মগস্ত্যোপাসিতা লোপামুদ্রা কামরাজ
লোপামুদ্রা । কামরাজ লোপামুদ্রায়া অবান্তর ।

মুদ্রা পঞ্চদশাক্ষরী; কামরাজ-প্রথম-লোপামুদ্রায়োরবাস্তব-বিশেষমগ্রে
বক্ষ্যামঃ । ২৬

তত্রৈব^১— কামরাজাখ্য-বিজ্ঞায়ান্তৃতীয়ং সুরবন্দিতে ! ।

সহাতং শক্তিবীজং স্রাদ্ধিভাগন্ত্য-প্রপূজিতা ।

লোপামুদ্রা-প্রভাবেণ সাক্ষাদব্রহ্মস্বরূপিণী ॥ ২৭

তৃতীয়ং শক্তিবীজমিত্যম্বয়ঃ । সহাতমিতি কামরাজাখ্যবিজ্ঞায়া যদেব
বাগ্ভবকূটং কামরাজকূটকাস্রা অপি তদেব । শক্তিকূটস্ত সহাতমিতি
বিশেষঃ । তেন^২ চন্দ্র-শিব-চন্দ্র-কাম-ভূ-লজ্জাভিস্তৃতীয়কূটমিত্যর্থঃ । তথা চ-
ক এ ঈ ল হ্রীং, হ স ক হ ল হ্রীং, সহ স ক ল হ্রীং ইতি সিদ্ধম্ । ইয়ং
সপ্তদশাক্ষরী দ্বিতীয়-লোপামুদ্রা । ইয়মপ্যগন্ত্যোপাসিতা দ্বিতীয়-লোপামুদ্রা ॥
তথা চ কামরাজবিজ্ঞামধিকৃত্য চন্দ্রপীঠে (২৮)—

অস্রাশ্চ শক্তিকূটক্ষেদ ভৃগু-শম্ভু-পুরঃসরঃ ।

ভুক্তিমুক্তি-প্রদা বিজ্ঞা লোপামুদ্রাত্যোপাসিতা ॥ ১৯

শেষবয়সেইরূপ । এই পঞ্চদশাক্ষরী বিদ্যা অগন্ত্যের উপাসিতা প্রথম লোপামুদ্রা ।
কামরাজ ও প্রথম লোপামুদ্রার অবাস্তব বিশেষ অগ্রে বলিব । ২৬

সেইখানেই বলিয়াছেন—সুরবন্দিতে । কামরাজ নামক বিদ্যার তৃতীয় শক্তিকূট
সহাত হইবে । এই বিদ্যা অগন্ত্যের উপাসিতা । লোপামুদ্রার প্রভাবে এই বিদ্যা
ব্রহ্মস্বরূপিণী হইরাছে । ২৭

তৃতীয়ং শক্তিবীজং এই অম্বয় হইবে । সহাতং ইহার অর্থ—কামরাজ নামক
বিদ্যার যে বাগ্ভবকূট ও কামরাজকূট, এই বিদ্যারও তাহাই বাগ্ভবকূট ও
কামরাজকূট । শক্তিকূট কেবল সহাত হইবে, এই বিশেষ । তাহাতে চন্দ্র, শিব,
চন্দ্র, কাম, ভূ ও লজ্জা দ্বারা তৃতীয় কূট হয়, এই অর্থ । তাহা হইলে ক এ ঈ ল হ্রীং,
হ স ক হ ল হ্রীং, সহ স ক ল হ্রীং এই সিদ্ধ হয় । ইনি সপ্তদশাক্ষরী দ্বিতীয়
লোপামুদ্রা । ইনিও অগন্ত্যের উপাসিতা দ্বিতীয় লোপামুদ্রা । কামরাজ বিদ্যার
অধিকারে চন্দ্রপীঠে তাহাই বলিয়াছেন (২৮)—

এই বিদ্যার শক্তিকূট যদি হয়, তবে তাহা ভৃগু (স) ও শম্ভু (হ) পূর্বক হইবে ।
এই বিদ্যা ভুক্তি ও মোক্ষপ্রদা লোপামুদ্রাদি দ্বারা উপাসিতা । ২৯

১। য—তত্রৈবেতি নাস্তি ।

২। য—তেন সহ স ক ল হ্রীমিতি তৃতীয়বীজমিত্যর্থঃ ।

তত্রৈব^১— কামরাজাখ্য-বিদ্যায়া বাগ্ভবেন বরাননে ! ।

বিদ্যোদ্ধারং প্রবক্ষ্যামি শক্তিমাদন-মধ্যগম্ ॥ ৩০

শিবং কুর্যাদ্ বাগ্ভবে তু শিবাণ্ডং কামবীজকম্ ।

চন্দ্রাণ্ডস্ত তৃতীয়ং স্থাঙ্খিভ্যেয়ং মনু-পূজিতা ॥ ৩১

অস্বার্থঃ—অতঃপরং কামরাজাখ্য-বিদ্যায়া বাগ্ভবেন বাগ্ভবেনৈব বিদ্যোদ্ধারং প্রবক্ষ্যামি । মনু-চন্দ্র-কুবের-পূজিতানাং তিস্ং নামেব বিদ্যানাং উদ্ধারং প্রবক্ষ্যামীত্যম্বয়ঃ । তথা চৈতাসাং কূটত্রয়ং কামরাজ-বাগ্ভবকূট-ঘটিতমেবেত্যর্থঃ । কামরাজ-বিদ্যায়া বাগ্ভবকূটঘটিত-কূটত্রয়স্থাপি^২ প্রথমকূটং বাগ্ভবাখ্যম্ । দ্বিতীয়ং কামরাজাখ্যম্ । তৃতীয়ং শক্তিকূটাখ্যম্ । তত্র প্রথমে শক্তিীতি শক্তিরেকারঃ । মাদনং ককারঃ । তয়োর্মধ্যগং শিবং হকারং কুর্য্যাৎ । প্রথমে বাগ্ভবাখ্যকূটে একার-ককারয়োর্মধ্যে হকারং দদ্যাদিত্যর্থঃ ।^৩ তেন কাম-শিব-ভগ-তুর্য্যস্বর-ভূ-লজ্জাভির্বাগ্ভবাখ্যং প্রথমং

সেইখানেই উক্ত হইয়াছে—হে বরাননে ! কামরাজ নামক বিদ্যার বাগ্ভবের দ্বারা বিদ্যার উদ্ধার বলিতেছি । এই বিদ্যার বাগ্ভবকূটে শিবকে (হকে) শক্তি (এ) ও মাদনের (ককারের) মধ্যগত করিবে । কামরাজ কূট শিবাণ্ড (হকারাণ্ড) হইবে । তৃতীয় শক্তিকূট চন্দ্রাণ্ড (সকারাণ্ড) হইবে । এই বিদ্যা মনু কর্তৃক পূজিতা । ৩০-৩১

ইহার অর্থ—অতঃপর কামরাজাখ্য বিদ্যার বাগ্ভবকূটের দ্বারা অর্থাৎ বাগ্ভব-কূটের দ্বারাই উদ্ধার বলিব । মনু, চন্দ্র ও কুবেরের পূজিত তিনটি বিদ্যারই উদ্ধার বলিব, এই অরম্ব হইবে । তাহা হইলে এই বিদ্যাসমূহের কূটত্রয় কামরাজ ও বাগ্ভব-কূট ঘটিতই—এই অর্থ । কামরাজ বিদ্যার বাগ্ভবকূট ঘটিত কূটত্রয়েরও প্রথমকূট—বাগ্ভব নামক কূট, দ্বিতীয়—কামরাজ নামককূট, তৃতীয়—শক্তিকূট নামক কূট । অনাধ্যে শক্তি এই গ্রন্থের দ্বারা প্রথমকূটের উদ্ধার বলিতেছেন । শক্তিঃ—একার । মাদনং—ককার । শিব হকারকে এই উভয়ের মধ্যগত করিবে । প্রথম বাগ্ভব কূটে একার ও ককারের মধ্যে হকারকে দিবে, এই অর্থ । তাহাতে কাম (ক), শিব (হ), ভগ (এ), চতুর্থস্বর (ঈ), ভূ (ল), ও লজ্জা দ্বারা বাগ্ভব নামক প্রথম

১। খ—তত্রৈবেতি নাস্তি ।

২। খ—বাগ্ভবকূটত্রয়স্থাপি ।

৩। খ—দদ্যাদিত্যর্থঃ ।

কামরাজাখ্যং দ্বিতীয়কূটং হকারাণ্ডং । তৃতীয়ং শক্তিকূটং সকারাণ্ডং । তথাচ চন্দ্রগীঠে কশির্বো ভগতুর্য্যো চ কমা মায়েতি বাগ্ভবম্ । শিবঃ কামো ভগঃ তুর্য্যঃ কমা মায়েতি কামকম্ । কীবঃ

কূটম্ । শিব-কাম-ভগ-ভূষাশ্বর-ভূ-লজ্জাভিঃ কামরাজাখ্যঃ দ্বিতীয়কূটম্ ।
চন্দ্র-কাম-ভগ-ভূষাশ্বর-ভূ-লজ্জাভিঃ শক্তিকূটাখ্যঃ তৃতীয়-কূটম্ । তথা চ—
ক হ এ ঐ ল হ্রীং, হ ক এ ঐ ল হ্রীং, স ক এ ঐ ল হ্রীং ইতি সিদ্ধম্ । ইয়ং
মনুপূজিতা অষ্টাদশাক্ষরী ॥ ৩২ ॥

তত্রৈব— সহাভ্যং বাগ্ভবং দেবি ! চন্দ্রাভ্যং শিবমধ্যগম্ ।

মাদনং কামরাজে তু শক্তিবীজং সহাননম্ ।

চন্দ্রাধিত-বিদ্যেয়ং ভোগমোক্ষফল-প্রদা ॥ ৩৩

অন্বার্থঃ । কামরাজ-বিদ্যায়া বাগ্ভবং সহাভ্যেদন্ত্যা বাগ্ভবম্ । তন্ত্যা
দ্বিতীয়-বাগ্ভবে ককারো যদি দন্ত্যসকারাদির্হকারয়োর্মধ্যগতশ্চ যদি স্ত্যাং,
তদাস্ত্যাঃ কামরাজাখ্য-কূটম্ । তথা চ কামরাজকূটে আদৌ দন্ত্যসকার-
স্ততো হকারস্ততঃ ককারস্ততো হকারস্তত একারস্তত ঐকারস্ততো লকারস্ততো
মায়েতি । সহাননমিতি । তথাচাস্ত্যা বাগ্ভবকূটমেব শক্তিকূটম্ ॥ তেন^২ চন্দ্র-
কূট হয় । শিব, কাম, ভগ, চতুর্থশ্বর, ভূ ও লজ্জা দ্বারা কামরাজ নামক দ্বিতীয়
কূট হয় । চন্দ্র (স), কাম, ভগ, চতুর্থশ্বর ও লজ্জাবীজ দ্বারা শক্তিকূট নামক তৃতীয়
কূট হয় । তাহা হইলে ক হ এ ঐ ল হ্রীং, হ ক এ ঐ ল হ্রীং, স ক এ ঐ ল হ্রীং—
এইরূপ বিদ্যার উচ্চার হয় । মনু পূজিতা এই বিদ্যা অষ্টাদশাক্ষরী । ৩২

সেইখানেই বলিয়াছেন—হে দেবি ! কামরাজ বিদ্যার বাগ্ভবকূটটি যদি
সহাদ হয়, তবে তাহা এই বিদ্যার বাগ্ভবকূট হয় । এই বিদ্যার কামরাজে কিন্তু
চন্দ্রাভ্য ও শিবমধ্যগত মাদন হইবে । শক্তিকূট সহানন (সহমুখ বা সহাদ্য)
হইবে । ৩৩

ইহার অর্থ—কামরাজ বিদ্যার বাগ্ভবকূটটি যদি সহাদ হয়, তবে তাহা এই
বিদ্যার বাগ্ভবকূট হইবে । তাহার দ্বিতীয় বাগ্ভবে ককার যদি দন্ত্যসকারাদি এবং
হকারঘরের মধ্যগত হয়, তাহা হইলে তাহা এই বিদ্যার কামরাজকূট হইবে । তাহা
হইলে কামরাজকূটে প্রথমে দন্ত্য সকার, তাহার পর হকার, অনন্তর ককার, অনন্তর
হকার, অনন্তর একার, অনন্তর ঐকার, অনন্তর লকার, অনন্তর মায়া । সহাননম্ ইহা

কারো ভগাভ্যুখ্য লপরাঃ শক্তিকূটকম্ । বানবার সমুদ্বিষ্টা সর্বদেবৈর্নমস্কৃত্য । তেন ক হ এ ঐ ল
হ্রীমিতি বাগ্ভবাখ্যং প্রথমং কূটং । হ ক এ ঐ ল হ্রীমিতি কামরাজাখ্যং দ্বিতীয়ং কূটং ।
স ক ল এ ঐ ল হ্রীমিতি শক্তিকূটাখ্যং তৃতীয়কূটং । ইয়ং মনুপূজিতা । লহাদ্যং ।
২ । খ—তেন স হ ক এ ঐ ল হ্রীমিতি প্রথমং স হ ক হ এ ঐ ল হ্রীমিতি দ্বিতীয়ং স হ ক এ ঐ ল
হ্রীমিতি তৃতীয় কূটং । ইয়ং চন্দ্রোপাসিতা । তথাচ চন্দ্রপীঠে ।

শিব-কাম-ভগ-তুর্ধ্যস্বর-ভূ-লজ্জাভিঃ প্রথমং বাগ্ভব-কূটম্ । চন্দ্র-শিব-কাম-
শিব-ভগ-তুর্ধ্যস্বর-ভূ-লজ্জাভিঃ দ্বিতীয়ং কামরাজ-কূটম্ । চন্দ্র-শিব-কাম-ভগ-
তুর্ধ্যস্বর-ভূ-লজ্জাভিঃ তৃতীয়ং শক্তিকূটম্ । তথা চ চন্দ্রপীঠে (৩৪)—

চন্দ্রঃ শিবঃ কাম-ভগে সর্পিণী-স্নাপরেতি বাক্ ।

কামং ক-ভগয়োর্মধ্যে শিবঃ শক্তৌ ভূতঃ শিবঃ ॥

ক-ভগে তুর্ধ্য-ল-পরা চন্দ্রেনোপাসিতা মতা ॥ ৩৫

অন্ত্যর্থঃ^১ বাক্ বাগ্ভবকূটমিত্যর্থঃ । অশ্লৈষ বাগ্ভব-কূটস্ত ককারে-
কারয়োর্মধ্যে শিব ইতি । কামং কামরাজ-কূটমিত্যর্থঃ । শক্তৌ শক্তিকূটে^২
ইত্যর্থঃ তথাচ স হ ক এ ঈ ল হ্রী, স হ ক হ এ ঈ ল হ্রী, স হ ক এ
ঈ ল হ্রী ইতি সিদ্ধম্ । ইয়ং চন্দ্রোপাসিতা দ্বাবিংশত্যক্ষরী ॥ ৩৬

তত্রৈব— হসাত্ত্বং বাগ্ভবং বীজং শিবাচ্চং সহ মধ্যগম্ ।

মাদনং কামরাজে তু তৃতীয়ং শৃণু পার্বতি ! ।

হসাত্ত্বং শক্তিবীজস্ত কুবেরেণ সমর্চিতা ॥ ৩৭

দ্বারা জানা গেল—এই বিদ্যার বাগ্ভব কূটই শক্তিকূট । তাহাতে চন্দ্র, শিব, কাম,
ভগ, চতুর্ধ্যস্বর, ভূ ও লজ্জাবীজ দ্বারা প্রথম বাগ্ভবকূট । চন্দ্র, শিব, কাম, শিব,
ভগ, চতুর্ধ্যস্বর, ভূ ও লজ্জাবীজ দ্বারা দ্বিতীয় কামরাজকূট । চন্দ্র, শিব, কাম, ভগ, চতুর্ধ্য
স্বর, ভূ, ও লজ্জাবীজ দ্বারা তৃতীয় শক্তিকূট হয় । চন্দ্রপীঠে তাহাই বলিয়াছেন (৩৪)—

চন্দ্র, শিব, কাম, ভগ, সর্পিণী (ঈ), স্না (ল) ও পরা মারাবীজ—ইহা বাগ্ভবকূট ।
ক ও ভগের মধ্যে শিব হইলে কামরাজকূট হয় । শক্তিকূটে ভূত, শিব, ক, ভগ,
চতুর্ধ্যস্বর, ল ও পরা (লজ্জাবীজ) । ইনি চন্দ্রের দ্বারা উপাসিত বলিয়া কথিত
হইয়াছেন । ৩৫

ইহার অর্থ । বাক্—বাগ্ভবকূট, এই অর্থ । এই বাগ্ভবকূটেরই ককার ও
একারের মধ্যে শিব । কামং—কামরাজকূট, এই অর্থ । শক্তৌ—শক্তিকূটে, এই
অর্থ । তাহা হইলে স হ ক এ ঈ ল হ্রীং, স হ ক হ এ ঈ ল হ্রীং, স হ ক এ ঈ ল হ্রীং—
এই বিদ্যা উদ্ধৃত হয় । এই দ্বাবিংশত্যক্ষরী বিদ্যা চন্দ্রের উপাসিতা । ৩৬

সেইখানেই বলিয়াছেন—কামরাজ বিদ্যার প্রথম বাগ্ভবকূট যদি হসাত্ত্ব হব, তবে
তাহা বিদ্যার বাগ্ভবকূট হইবে । কামরাজ কূটে মাদন (ক) শিবাশি এবং সকার
ও হকারের মধ্যগত হইবে । হে পার্বতি ! তৃতীয় শক্তিকূট অবগত কর । শক্তিকূট
কিহু হসাত্ত্ব হইবে । ইহা কুবেরের উপাসিতা । ৩৭

অন্ত্যর্থঃ—কামরাজাখ্য-বিজ্ঞান্য আত্মং বাগ্ভবকূটং হসান্ত্বেদন্ত্যা বাগ্ভবং বীজম্ । তন্ত্যা দ্বিতীয়বাগ্ভবে ককারো যদি হকারাদির্দন্ত্যাসকার-হকারয়োর্মধ্যগতশ্চ স্তাদন্ত্যাঃ কামরাজাখ্য-কূটম্ । তথা চ কামরাজকূটে আদৌ হকারন্ততো দন্ত্যাসকারন্তত ককারন্ততো হকারন্তত একারন্তত ঈকারন্ততো লকারন্ততো ময়েতি । হসান্তমিতি । তথা চান্ত্যা বাগ্ভব-কূটমেব শক্তিকূটমিত্যর্থঃ । তেন^১ শিব-চন্দ্র-কাম-ভগ-তুর্ধ্যস্বর-ভূ-লজ্জাভিঃ প্রথমং বাগ্ভব-কূটম্ । শিব-চন্দ্র-কাম-শিব-ভগ-তুর্ধ্য-স্বর-ভূ-লজ্জাভির্দ্বিতীয়ং কামরাজ-কূটম্ । শিব-চন্দ্র-কাম-ভগ-তুর্ধ্যস্বর-ভূ-লজ্জাভিস্তৃতীয়ং শক্তিকূটম্ । তথা চ চন্দ্রপীঠে (৩৮)—

শিবো জীবন্ততঃ শম্ভুভৃগুঃ কামঃ শিবস্তথা ।

শম্ভুভৃগুঃ কতো যোজ্য্য ভগতুর্ধ্যক্ষমাপরাঃ ॥ ৩৯

অন্ত্যর্থঃ । শিবানন্তরং^২ কতঃ ককারাং পরং ভগাদি যোজ্যমিতি বাগ্ভবম্ । এবমেব শক্তিকূটম্ । কামরাজে তু কহানন্তরমেব ভগাদীতি

ইহার অর্থ—কামরাজ নামক বিদ্যার প্রথম বাগ্ভবকূট যদি হসান্ত হয়, তবে তাহা এই বিদ্যার বাগ্ভবকূট হইবে । ইহার দ্বিতীয় বাগ্ভবে ককার যদি হকারাদি ও সকার হকারের মধ্যগত হয়, তবে তাহার কামরাজ নামক কূট হইবে । তাহা হইলে কামরাজকূটে প্রথমে হকার, পরে দন্ত্য সকার, পরে ককার, পরে হকার, পরে একার, পরে ঈকার, পরে লকার, তাহার পর ময়া হইবে । হসান্ত্য কথার অর্থ—তাহা হইলে ইহার বাগ্ভবকূটই শক্তিকূট । সেইজন্য শিব, চন্দ্র, কাম, ভগ, চতুর্ধ্যস্বর, ভূ ও লজ্জা দ্বারা প্রথম বাগ্ভবকূট । শিব, চন্দ্র, কাম, শিব, ভগ, চতুর্ধ্যস্বর, ভূ ও লজ্জাবীজ দ্বারা দ্বিতীয় কামরাজকূট । শিব, চন্দ্র, কাম, ভগ, চতুর্ধ্যস্বর, ভূ ও লজ্জা-বীজের দ্বারা তৃতীয় শক্তি কূট হয় । তাহাই চন্দ্রপীঠে উক্ত হইয়াছে (৩৮)—

শিবের পর জীব, পরে শম্ভু, ভৃগু, কাম, শিব, সেইরূপ শম্ভু, ভৃগু, ককারের পর ভগ, চতুর্ধ্যস্বর, ক্ষমা ও পরা (হ্রীং) যোগ করিবে । ৩৯

ইহার অর্থ—শিবের অনন্তর জীব প্রভৃতি, ককারের পর ভগাদি যোগ করিবে । ইহা বাগ্ভবকূট । এইরূপই শক্তিকূট । কামরাজকূটে কিন্তু কহের অনন্তরই

১। খ—তেন হ স ক ঈ ল হ্রীমিতি দ্বিতীয়ং । হ স ক ঈ ল হ্রীমিতি তৃতীয়ং হ্রীং । তথাচ চন্দ্রপীঠে—শিবো । ২। খ—শিবজীবানন্তরং প্রকৃত্যঃ ককারাং পরং ভগাদি ইতি বাগ্ভবং ।

বিশেষঃ^১। তথাচ হ স ক এ ঙ্গ ল হ্রীং, হ স ক হ এ ঙ্গ ল হ্রীং, হ স ক এ ঙ্গ ল হ্রীমিতি সিদ্ধম্। ইয়ং কুবেরোপাসিতা ষাণ্ডিন্যাক্ষরী ॥ ৪০

তত্রৈব— কামরাজ্যখ্য-বিদ্যায়া হিহা ভূমিং তৃতীয়কে।

শক্তিবীজে স্থিতাং দেবি ! চন্দ্রাধঃ কুরু তত্র চ।

ইন্দ্রাধিত-বিদ্যেয়ং ভুক্তি-যুক্তি-ফলপ্রদা ॥ ৪১

অন্যার্থঃ—কামরাজ্যখ্য-বিদ্যায়াঃ শক্তিকূটে স্থিতাং ভূমিং লকারং তৃতীয়-স্থানে হিহা চন্দ্রাধঃ কুরু দন্ত্যসকারস্তাধঃ স্থাপয়েদিত্যর্থঃ। তথা চ শক্তিকূটে আদৌ দন্ত্যসকারস্ততো লকারস্ততঃ ককারস্ততো মায়া। অন্যত্বভয়কূটং পূর্ববৎ। তেন^২ কাম-ভগ-তুর্ধ্যস্বর-ভূ-লজ্জাভিঃ প্রথমকূটম্। শিব-চন্দ্রঃ কাম-শিবেন্দ্র-লজ্জাভিঃ দ্বিতীয়কূটম্। চন্দ্রেন্দ্র-কাম-লজ্জাভিঃ তৃতীয়ং কূটম্। তথাচ ক এ ঙ্গ ল হ্রীং, হ স ক হ ল হ্রীং, স ল ক হ্রীং ইতি সিদ্ধম্। ইয়ং ইন্দ্র-পূজিতা পঞ্চদশাক্ষরী। ৪২

তত্রৈব— কামরাজ্যখ্য-বিদ্যায়া বাগ্ ভবে মাদনং ত্যজ।

চন্দ্রং তত্রৈব সংযোজ্য কামরাজে ততঃ পরম্ ॥

হিহা চন্দ্রং মুখে কুর্যাদ্ বিদ্যেয়ং নন্দি-পূজিতা ॥ ৪৩

ভগাদি, এই বিশেষ। তাহা হইলে হ স ক এ ঙ্গ ল হ্রীং, হ স ক হ এ ঙ্গ ল হ্রীং, হ স ক এ ঙ্গ ল হ্রীং—এই সিদ্ধ হয়। এই ষাণ্ডিন্যাক্ষরী বিদ্যা কুবেরের উপাসিতা। ৪০

সেইখানেই উক্ত হইয়াছে—কামরাজ নামক বিদ্যার ভূমি (ল) কে তৃতীয় স্থানে ত্যাগ করিয়া চন্দ্রের (সকারে) পরে রাখিবে। তাহা হইলে শক্তিকূটে প্রথমে দন্ত্য-সকার, পরে লকার, পরে ককার, তাহার পর মায়া। অন্য উভয়কূট পূর্ববৎ। তাহাতে কাম, ভগ (এ), চতুর্থস্বর, ভূ (ল), ও লজ্জাবীজের দ্বারা প্রথম কূট, শিব, চন্দ্র (স), কাম (ক), শিব, ইন্দ্র (ল) ও লজ্জাবীজের দ্বারা দ্বিতীয় কূট এবং চন্দ্র, ইন্দ্র, কাম (ক) ও লজ্জাবীজের দ্বারা তৃতীয় কূটম্। তাহা হইলে ক এ ঙ্গ ল হ্রীং, হ স ক হ ল হ্রীং, স ল ক হ্রীং—এই উদ্ভার হয়। এই পঞ্চদশাক্ষরী বিদ্যা ইন্দ্রের পূজিতা। ৪২

সেইখানেই বলিয়াছেন—কামরাজ নামক বিদ্যার বাগ্ ভবে ককার ত্যাগ কর। সেই ককারের স্থানে চন্দ্রকে যোগ করিয়া তাহার পর কামরাজে চন্দ্রকে ত্যাগ করিয়া তাহাকে প্রথমে দিবেন। এই বিদ্যা নন্দি কর্তৃক পূজিতা। ৪৩

১। ষ—বিশেষঃ। কামরাজ্যখ্যবিদ্যায়া।

২। ষ—তেন ক এ ঙ্গ ল হ্রীং ইতি প্রথমং।

হ স ক হ ল হ্রীমিতি তৃতীয়ং। স ল ক হ্রীমিতি তৃতীয়কূটং। কামরাজ্যখ্যবিদ্যায়া

অস্তার্থঃ—কামরাজাখ্য-বিদ্যায়া বাগ্ভবে ককারস্থানে দন্ত্যসকারং দন্ত্যং । তথা চ^১ চন্দ্র-ভগ-তুর্ঘ্যোস্ত্র-মায়াভির্বাগ্ভবকূটম্ । কামরাজে পুনঃ শিবাশ্তে চন্দ্রং ত্যক্ত্বা মুখে শিবাদৌ দন্ত্যং । তথাচ^২ চন্দ্র-শিব-কাম-শিব-ভূ-লজ্জাভিঃ কামরাজকূটম্ । শক্তিকূটস্ত সমানম্ । তথা চ চন্দ্রপীঠতন্ত্রে (৪৪)—

ভৃগুর্ভগং বিন্দুমতী ল-মায়া ভৃগুঃ শিবঃ কাম-হ-ভূমি-মায়াঃ ।

ভৃগুঃ স্মরো ভূর্ভবনেশ্বরী চ বিদ্যেয়মুক্তা ভুবি নন্দিবন্দ্য। ৪৫

ভৃগুর্দন্ত্যসকারঃ । বিন্দুমতী চতুর্থস্বরঃ^৩ । তথাচ স এ ঙ্গ ল হ্রীং, স হ ক হ ল হ্রীং, স ক ল হ্রীং ইতি সিদ্ধম্ । ইয়ং নন্দিপূজিতা পঞ্চদশাক্ষরী । ৪৬

তত্রৈব— ত্রিকূটে ভুবনেশানীং দ্বিধা কুরু মহেশ্বরি ! ।

বিন্দুহীনা নাদহীনা দুর্বাসঃ-পূজিতা ভবেৎ ॥ ৪৭

তত্ৰাস্তরে—কামরাজাখ্য-বিদ্যায়াত্রিকূটেষু বরাননে ! ।

যা স্থিতা ভুবনেশানী দ্বিধা কুরু মহেশ্বরি ! ॥

নাদহীনা বিন্দুহীনা দুর্বাসঃ-পূজিতা ভবেৎ ॥ ৪৮

ইহার অর্থ—কামরাজ নামক বিদ্যার বাগ্ভবকূটে ককারের স্থানে দন্ত্য সকার দিবে । তাহা হইলে চন্দ্র, ভগ, চতুর্থস্বর, ইন্দ্র (ল) ও মায়াবীজের দ্বারা বাগ্ভব কূট হইবে । কামরাজ কূটে পুনঃ শিবাশ্তে চন্দ্রকে ত্যাগ করিয়া মুখে শিবের আদিতে দিবে । তাহা হইলে চন্দ্র, শিব, কাম, শিব, ভূ ও লজ্জাবীজ দ্বারা কামরাজ কূট হইবে । শক্তি কূট কিন্তু সমান । তাহাই চন্দ্রপীঠ তন্ত্রে উক্ত হইয়াছে (৪৪)—

ভৃগু (স), ভগ, বিন্দুমতী (ঙ্গ), ল, মায়া, (হ্রীং) ; ভৃগু, শিব, কাম, হ, ভূমি ও মায়া । ভৃগু, স্মর, ভূ, ভুবনেশ্বরী (হ্রীং) । নন্দি পূজিতা এই বিদ্যা পৃথিবীতে প্রকাশিতা হইয়াছে । ৪৫

ভৃগু—দন্ত্য সকার, বিন্দুমতী—চতুর্থস্বর । তাহা হইলে স এ ঙ্গ ল হ্রীং, স হ ক হ ল হ্রীং, সকল হ্রীং ইহা সিদ্ধ হয় । এই পঞ্চদশাক্ষরী বিদ্যা নন্দি কর্তৃক পূজিতা । ৪৬

সেইখানেই উক্ত হইয়াছে—হে মহেশ্বরি ! কামরাজ বিদ্যার ত্রিকূটে যে মাসাবীজ তিনটি আছে, তাহাকে দুই ভাগ (হ+রী) কর । তাহা নাদবিন্দু হীনা হইবে । ইহা দুর্বাসার পূজিত হইবেন । ৪৭

তত্ৰাস্তরে বলিরাহেদ—হে বরাননে ! কামরাজ নামক বিদ্যার ত্রিকূটে যে

১। খ—তথাচ স এ ঙ্গ ল হ্রীমিতি বাগ্ভবকূটম্ । কামরাজে পুনঃ । ২। খ—তথাচ স হ ক ল হ্রীমিতি কামরাজকূটং শক্তিকূটং ভূ । ৩। খ—চতুর্থস্বরঃ । ত্রিকূটে ভুবনেশানীং ।

অস্তার্থঃ^১ । কামরাজাখ্য-বিদ্যায়াত্রিকূটেষু যন্মারাবীজত্রয়ং বর্ততে, তৎ
 দ্বিধাকৃত্য দ্বিখণ্ডীকৃত্য নাদবিন্দুহীনঞ্চ কৃত্বোচ্চরেৎ । তেন হরী ইতি বর্ণনয়ং
 মায়াস্থানে প্রয়োজ্যম্ । দক্ষিণামূর্ত্তৌ^২ চ—মায়াস্থানে হরীবর্ণ-যুগলঞ্চ ক্রমান্বি-
 খেদিতি । তেন^৩ কাম-ভগ-ভূষোন্দ্র-শিব-রীকারৈঃ প্রথমকূটম্ । শিব-চন্দ্র-
 কাম-শিব-ভূ-শিব-রীকারৈর্দ্বিতীয়-কূটম্ । চন্দ্র-কাম-ভূ-শিব-রীকারৈস্তৃতীয়-
 কূটম্ । এতেনাত্রেব বিশ্লিষ্টোচ্চারণস্ত্য বিহিতত্বান্নাত্ত্র সংযুক্ত-বীজস্ত্য
 বিশ্লেষণোচ্চারণং প্রতীয়তে, বিশ্লেষণং বিনাহুচ্চাৰ্য্যাণাং কূটানাস্ত্যগতৈব্য
 বিশ্লেষণোচ্চারণমিতি ধ্যেয়ম্ । তথাচ ক এ ঙ্গ ল হরী, হ স ক হ ল হরী,
 স ক ল হরী ইতি সিদ্ধম্ । ইয়ং দুর্বাসঃ-পূজিতা অষ্টাদশাক্ষরী ॥ ৪৯ ॥

তত্রৈব— লোপামুদ্রাখ্য-বিদ্যায়া দ্বিতীয়ায়া মহেশ্বরী ! ।

কামরাজ-ভৃগুং হিত্বা মুখে কুৰ্য্যাৎ তমেব হি ॥ ৫০

শিবং বিনা চতুর্থস্ত তাত্ত্বীয়ে স ক গঃ শিবঃ ।

এষা বিদ্যা বরারোহে ! ত্রিপুরা সূর্য্য-সেবিতা ॥ ৫১

তুবনেশানী ত্রীং বীজ আছে, হে মহেশ্বরী । তাহাকে দ্বিধা কর । উহা নাদহীনা ও বিন্দু
 হীনা হইলে দুর্বাসা কর্তৃক পূজিতা হইবেন । ৪৮

ইহার অর্থ—কামরাজ নামক বিদ্যার তিনটি কূটে যে মায়াবীজ তিনটি আছে,
 তাহাকে দ্বিধা করিয়া— ১। খণ্ড করিয়া ও নাদহীন বিন্দুহীন করিয়া উচ্চারণ করিবে ।
 তাহাতে মায় (ত্রীং) স্থানে হ+রী এই বর্ণদ্বয় প্রয়োগ করিবে । দক্ষিণামূর্ত্তি-
 সংহিতাতে এই বলিয়াছেন—মায়াস্থানে হরী-বর্ণ-যুগলঞ্চ ক্রমান্বিখেৎ । তাহাতে
 কাম, ভগ, চতুর্থদ্বয়, ইন্দ্র, হ ও রী দ্বারা প্রথম কূট হইবে । শিব, চন্দ্র, কাম, শিব, ভূ,
 শিব ও রীকারের দ্বারা দ্বিতীয় কূট । চন্দ্র, কাম, ভূ, শিব ও রীকারের দ্বারা তৃতীয়
 কূট । ইহা দ্বারা প্রতীয়মান হইতেছে—এইখানেই বিশ্লিষ্ট (বিভক্ত) বর্ণের উচ্চারণ
 বিহিত হওয়ার অগত্যা সংযুক্ত বীজের বিশ্লেষণ করিয়া উচ্চারণ হইবে না । কিন্তু
 বিনা অনুচ্চাৰ্য্য কূট সমূহের অগত্যা বিশ্লেষণ করিয়াই উচ্চারণ হইবে, ইহা জানিবেন ।
 তাহা হইলে ক এ ঙ্গ ল হ রী, হসকহল হ রী, সকল হ রী ইহা সিদ্ধ হয় । এই
 অষ্টাদশাক্ষরী বিদ্যা দুর্বাসার পূজিতা । ৪৯

সেইখানেই বলিয়াছেন—হে মহেশ্বরী । দ্বিতীয়স্থানে উদ্ধৃত প্রথম লোপামুদ্রা
 নামক বিদ্যার ভৃগুকে ত্যাগ করিয়া সেই ভৃগুকে মুখে আদিত্য করিবে । চতুর্থে কিন্তু

১। খ—অববর্ণঃ । ২। খ—তেন ক এ ঙ্গ ল হরী ইতি প্রথমং হ স ক হ ল হরী ইতি
 দ্বিতীয়ং স ক ল হরী ইতি তৃতীয় কূটম্ । লোপামুদ্রাখ্য বিদ্যায়া ।

অত্র দ্বিতীয়-লোপামুদ্রা-ভ্রম-নিরাসায় দ্বিতীয়ায় ইতি । উক্তাক্রমাৎ
কামরাজাখ্য-বিজ্ঞাপেক্ষয়া দ্বিতীয়ায়ঃ প্রথমলোপামুদ্রায়া ইতি তদর্থঃ । তথাচ
প্রথম-লোপামুদ্রায়াঃ কামরাজকূটে ভৃগুঃ অর্থাৎ হকারাধঃস্থ-দন্ত্যসকারঃ
ভ্যক্তৃ। তমেব দন্ত্যসকারমেব মুখে আদৌ হকারোপরি কুর্ধ্যাৎ । চতুর্থস্ত
শিবঃ বিনা অর্থাৎ দ্বিতীয়-হকারঃ ভ্যজ্জেৎ । তথা তৃতীয়শক্তিকূটে
শিবো-হকারঃ স ক গঃ দন্ত্যসকার-ককারয়োরধোগামী বক্ষ্যমাণ-চন্দ্রপীঠ-
বচনৈকবাক্যত্বাৎ । বাগ্ভবকূটস্ত পূর্ববদেব । তথাচ^১ শিব-চন্দ্র-কামেন্দ্র-
মায়াভির্বাগ্ভব-কূটম্ । চন্দ্র-শিব-কামেন্দ্র-মায়াভিঃ কামরাজ-কূটম্ । চন্দ্র-
কাম-শিবেন্দ্র-মায়াভিঃ শক্তিকূটম্ । দক্ষিণামূর্ত্তিসংহিতায়াঞ্চ প্রথম-লোপা-
মুদ্রামধিকৃত্য (৫২)—

কানুস্থানান্ধিবং ভ্যক্তৃ। হসাণ্ডং বাচি মন্থথে ।

সহাশ্রমন্তে সহয়োর্মধ্যে কঃ সূর্য্যপূজিতা ॥ ৫৩

শিবকে ভ্যাগ করিবে । তৃতীয় শক্তিকূটে স ক ল ও শিব হইবে । এই ত্রিপুরা বিদ্যা
সূর্য্য সেবিতা । ৫০-৫১

এখানে দ্বিতীয় লোপামুদ্রা ভ্রমনিরাসের জন্য দ্বিতীয়ায় এই বলিয়াছেন । উক্তার
ক্রম হইতে কামরাজ নামক বিদ্যার দ্বিতীয়া অর্থাৎ দ্বিতীয় স্থানবর্ত্তী প্রথম লোপামুদ্রার,
ইহাই ভাষার অর্থ । তাহা হইলে প্রথম লোপামুদ্রার কামরাজ কূটে ভৃগুকে অর্থাৎ
হকারের অধঃস্থ দন্ত্যসকারকে ভ্যাগ করিয়া সেই দন্ত্যসকারকেই মুখে আদিতে
হকারের উপরে করিবে । কিন্তু চতুর্থ শিব বিনা অর্থাৎ দ্বিতীয় হকারকে ভ্যাগ করিবে ।
মুতরাং তৃতীয় শক্তিকূটে বক্ষ্যমাণ চন্দ্রপীঠ বচনের সহিত একবাক্যতা প্রযুক্ত শিব
হকার স ক গটি দন্ত্যসকার ও ককারের অধোগামী হইবে । বাগ্ভবকূট কিন্তু
পূর্ববৎ । তাহা হইলে শিব, চন্দ্র, কাম, ইন্দ্র ও মায়াবীজের দ্বারা বাগ্ভবকূট
হইবে । চন্দ্র-শিব-কাম-ইন্দ্র ও মায়া দ্বারা কামরাজ কূট এবং শিব, কাম, শিব,
ইন্দ্র, মায়া দ্বারা শক্তিকূট । দক্ষিণামূর্ত্তি-সংহিতাতে প্রথম লোপা মুদ্রার অধিকারে
বলিয়াছেন (৫২)—

মধ্যম কূটের ককারের পশ্চাৎ দেশ হইতে হকারকে বাদ দিলে ইহার বাগ্ভব
কূট হয় । সেইরূপ কামরাজ কূটে হকারকে বাদ দিয়া তাহা যদি হসাদ হয়, তবে

১। খ—তথাচ হ স ক ল হ্রীমিতি বাগ্ভবকূটং স ক ল হ্রীমিতি—কামরাজকূটং স ক ল হ
হ্রীমিতি শক্তিকূটং । দক্ষিণামূর্ত্তি-সংহিতায়াঞ্চ প্রথমলোপামুদ্রামধিকৃত্য কানুস্থানান্ধিবং ।

অন্ত্যর্থঃ—ককারস্থানুস্থানাং পশ্চাদ্দেশাং হকারং পরিশেষেণ মধ্যম-
কূটস্থ-দ্বিতীয়-হকারং ত্যজ্য। তদেব কূটং^১ সহাত্তক্ষেদস্তা মন্থে কামরাজকূটে
ভবতি। অন্তে প্রথম-লোপামুদ্রায়াঃ শক্তিকূটে সকার-হকারয়োর্মধ্যে
ককারক্ষেদর্থাৎ ককারস্থানো হকারো দীয়তে চেদস্তাঃ শক্তিকূটং ভবতীতি।
ব্যক্তমাহ চন্দ্রপীঠে (৫৪)—

শিবো ভূতঃ কাম-ধরা-পরাঃ স হ ক লঃ পরা।

জীবকামেশ-ল-পরাঃ সৌরী সর্বসমৃদ্ধিদা ॥ ৫৫

জীবো দন্ত্যসকারঃ^২। এবঞ্চ দ্বিতীয়লোপামুদ্রামাশ্রিত্য তন্ত্রসারোক্ত-
কল্পনমযুক্তমেব, চন্দ্রপীঠতন্ত্রবিরোধাদিতি ধ্যেয়ম্। তেন শিব-ভূত-কাম-ধরা-
পর্যভির্বাগ্ভবকূটম্। সহকলপর্যভিঃ কামরাজ-কূটম্। জীব-কামেশ-

তাহা কামরাজ কূট হইবে। অন্তে সহাত্ত শক্তি কূটে সকার-হকারের মধ্যে ক হইলে
শক্তি কূট হইবে। এই বিদ্যা সূর্য্য-পূজিতা। ৫৩

ইহার অর্থ—ককারের অনুস্থান পশ্চাৎ দেশ হইতে হকারকে পরিশেষে মধ্যমকূটস্থ
দ্বিতীয় হকারকে ত্যাগ করিয়া সেই কূটই এই বিদ্যার বাক্যে বাগ্ভবকূটে হয়।
হসাদ্যম্ এইটি হস এই স্বরূপের উক্তি। সেইরূপ দ্বিতীয় হকারকে ত্যাগ করিয়া সেই
কূটই যদি সহাত্ত হইয়া ইহার মন্থ অর্থাৎ কামরাজ কূটে হয়। অন্তে প্রথম লোপা-
মুদ্রার শক্তিকূটে সকার ও হকারের মধ্যে ককার যদি অর্থাৎ ককারের অধোদেশে
অর্থাৎ পরে যদি দেওয়া হয়, তাহা হইলে তাহা এই বিদ্যার শক্তিকূট হয়। ইহা
চন্দ্রপীঠে সুস্পষ্ট বলিতেছেন (৫৪)—

শিব, ভূত, কাম, ধরা (ল) ও পরা (মারী—হ্রীং); স হ ক ল ও পরা;
জীব (স) কাম, ঈশ, ল ও পরা। ইনি সূর্য্যের উপাসিতা সর্বসমৃদ্ধিপ্রদা বিদ্যা। ৫৫

জীব—দন্ত্যসকার। এই প্রকার হইলে দ্বিতীয় লোপামুদ্রাকে আশ্রয় করিয়া
তন্ত্রসারোক্ত কল্পনা অযুক্তই, যেহেতু তাহা চন্দ্র পীঠতন্ত্রের বিরোধী হয়, ইহা
জানিবেন। তাহাতে শিব, ভূত, কাম, ধরা ও পরা দ্বারা বাগ্ভব কূট, সহকল ও
পর্যভি কামরাজ কূট, জীব, কাম, ঈশ, ল ও পরা দ্বারা শক্তিকূট হয়। তাহা হইলে

১। ব—তদেব কূটং অন্য্য বাচি বাগ্ভবকূটে ভবতি। হসাদ্যমিতি স্বরূপাধ্যায়ম্। তথা
দ্বিতীয় হকারং ত্যজ্য। তদেব কূটং সহাত্তক্ষেৎ অন্য্য মন্থে কামরাজ কূটে—। ২। ব—
সকারঃ। এতেন তন্ত্রসারোক্ত ব্যাখ্যানং ব প্রদেয়ম্ ইতি দশ ত্রিকূটাঃ। চন্দ্র পীঠাদিত্ত-
বিরোধাদিতি।

ল-পরাভিঃ শক্তি'কুটম্ । তথাচ হ স ক ল হ্রী', স হ ক ল হ্রী', স ক হ ল হ্রী'
ইতি সিদ্ধম্ । ইয়ং সূর্য্যপূজিতা পঞ্চদশাক্ষরী ॥ ৫৬ ॥

ইতি দশত্ৰিকুটকাঃ ॥

শৃণু দেবি ! প্রবক্ষ্যামি চতুষ্কৃটাক্ষ শাক্ষরীম্ ।

লোপামুদ্রাং দ্বিতীয়ান্ত বিলিখ্য সুরবন্দিতে ! ॥ ৫৭

পুনর্বিলিখ্যতামেব চতুর্থে পঞ্চমে স্থিতাম্ ।

হিহা তু ভুবনেশানীমেকোচ্চারণে চোচ্চরেৎ ।

চতুষ্কৃটাত্মিকা বিদ্যা শঙ্করেণ প্রপূজিতা ॥ ৫৮

অন্বাৰ্থঃ—অত্র দ্বিতীয়তঃ প্রথমলোপামুদ্রাপেক্ষয়া, নু তু কামরাজা-
পেক্ষয়েতি তদ্বসারকারাদয়ন্তথাচ দ্বিতীয়লোপামুদ্রায়াং দ্বিলিখিতায়াং ষট্-
কৃটানি ভবন্তি । তত্র চতুর্থ'-পঞ্চম-কূটয়োর্মায়াবীজং ত্যজেৎ । তথাচ প্রথম-
কূটত্রয়ং পৃথগুচ্চাৰ্য্য শেষকূটত্রয়মেকীকৃত্যোচ্চারণেৎ^১ । তেন কাম-ভগ-
তুর্য্যোদ্র-মায়াভিঃ প্রথমকূটম্ । শিব-চন্দ্র-কাম-শিবোদ্র-মায়াভিঃ দ্বিতীয়-কূটম্ ।
চন্দ্র-শিব-চন্দ্র-কামোদ্র-মায়াভিঃ তৃতীয়কূটম্ । কাম-ভগ-তুর্য্যোদ্র-শিব-চন্দ্র-

হসকল হ্রীং, সহকল হ্রীং, সকহল হ্রীং—এই সিদ্ধ হয় । ইহা সূর্য্য পূজিতা
পঞ্চদশাক্ষরী বিদ্যা । ৫৬ এই দশটি ত্রিকূটা । ১০

হে দেবি ! হে শঙ্করি ! চতুষ্কৃটা বলিব, শ্রবণ কর । হে সুরবন্দিতে ! দ্বিতীয়
লোপামুদ্রাকে লিখিয়া পুনরায় লোপামুদ্রাকে লিখিয়া অর্থাৎ দুইটি লোপামুদ্রা বিদ্যা
লিখিয়া তাহার চতুর্থ ও পঞ্চমকূটে স্থিতা ভুবনেশানীকে ত্যাগ করিয়া এক উচ্চারণে
দ্বিতীয়টিকে উচ্চারণ করিবেন । এই চতুষ্কৃটা বিদ্যা শঙ্কর কর্তৃক পূজিতা । ৫৭-৫৮

এই স্থলে দ্বিতীয়টি প্রথম লোপামুদ্রার অপেক্ষায়, কামরাজ বিদ্যার অপেক্ষায়
নহে । ইহা তদ্বসারকার প্রভৃতি বলেন । তাহা হইলে দ্বিতীয় লোপামুদ্রাটি দুইবার
লিখিত হইলে ছয়টি কূট হয় । তন্মধ্যে চতুর্থ ও পঞ্চমকূটের মায়াবীজকে ত্যাগ
করিবেন । তাহা হইলে প্রথম কূটত্রয়কে পৃথক্ উচ্চারণ করিয়া শেষ কূট তিনটিকে
এক করিয়া উচ্চারণ করিবেন । তাহাতে কাম, ভগ, তুর্য্য, ইন্দ্র ও মায়া দ্বারা প্রথম
কূট ; শিব, চন্দ্র, কাম, শিব, ইন্দ্র ও মায়া দ্বারা দ্বিতীয় কূট ; চন্দ্র, শিব, চন্দ্র, কাম,
ইন্দ্র ও মায়া দ্বারা তৃতীয় কূট ; কাম, ভগ, চতুর্থদ্বয়, ইন্দ্র, শিব, চন্দ্র, কাম, শিব, ইন্দ্র,

১। খ—উচ্চারণেৎ । ভেদ ক এ ঈ ল হ্রীমিতি প্রথমং হ স ক ল হ্রীমিতি দ্বিতীয়ং স হ ক ল
হ্রীমিতি তৃতীয়ম্ । ক এ ঈ-ল হ স ক হ ল হ্রীমি চতুর্থকূটম্ ইত্যেকা চতুষ্কৃটা । লোপামুদ্রাং তথা ।

কাম-শব্দ-বিলাসঃ । তথাচ ক এ ঙ্গ ল
 হ্রী, হ স ক হ ল হ্রী, স হ স ক ল হ্রী, ক এ ঙ্গ ল হ স ক ল স হ স
 ক ল হ্রী ইত্যাদি । তদনন্তরঃ পুনঃ শব্দরোপাসিতা ॥ ৫৯
 অথ যদ্যপি — তদনন্তরঃ পুনঃ পুনঃ বিলিখ্যেতদনন্তরম্ ।

নান্যত্রোপাসিতা যদ্যপি — বিলিখ্যেতদনন্তরম্ ॥ ৬০

অর্থঃ—এখানে লোপামুদ্রাং সন্নিহিতত্বাৎ, “অগস্ত্যস্ত দ্বিধা-
 বিদ্যাং বিলিখ্য নান্দিপূজিতাম্” ইত্যাদি দক্ষিণামুত্তিসংহিতা-বচনাচ্চ । তদ্ব্যসার-
 কৃতস্ত লোপামুদ্রাং পুনর্দেবীতি — ইতি বদন্তঃ পুনঃ শব্দস্বরসাং দ্বিতীয়াং
 লোপামুদ্রামিত্যর্থ ইত্যাহঃ । তেন ক এ ঙ্গ ল হ্রী ইতি প্রথমং, হ স ক হ
 ল হ্রী ইতি দ্বিতীয়ং, স হ স ক ল হ্রী ইতি তৃতীয়ং, স এ ঙ্গ ল হ্রী ইতি
 চতুর্থং, স হ ক হ ল হ্রী ইতি পঞ্চমং, স ক ল হ্রী ইতি ষষ্ঠ কূটম্ ।
 তদ্ব্যকৌমুদীকৃতস্ত প্রক্রান্তত্বাৎ প্রথমলোপামুদ্রামাহন্তর পুনঃ শব্দবৈয়র্থ্যাৎ
 দক্ষিণামুত্তি-বিরোধাচ্চ । ইত্যেকা ষট্‌কূটা^১ দ্বাবিংশত্যক্ষরী বিষ্ণুপাসিতা ।
 ইতি শুদ্ধা দ্বাদশ-বিধেবেতি । ৬১

চন্দ্র, শিব, চন্দ্র, কাম, ইন্দ্র ও মারা দ্বারা চতুর্থ কূট । তাহা হইলে ক এ ঙ্গ ল হ্রীং
 হ স ক হ ল হ্রীং, সহ সকল হ্রীং, ক এ ঙ্গ ল হ স ক ঙ্গ ল স হ সকল হ্রীং—এই সিদ্ধ
 হয় । এই একটি শব্দের উপাসিতা দ্বাবিংশত্যক্ষরী বিদ্যা । ৫৯ । ১১

অনন্তর ষট্‌কূটা । হে দেবি ! দ্বিতীয় লোপামুদ্রা তদনন্তর সেইরূপ নন্দিপূজিত
 বিদ্যাকে লিখিবেন । ইহা বৈষ্ণবী ষট্‌কূটা হইবে । ৬০

ইহার অর্থ—এখানে লোপামুদ্রা সন্নিধান-বশতঃ এবং “অগস্ত্যস্ত দ্বিধা বিদ্যাং
 বিলিখ্য নন্দিপূজিতাম্” এই দক্ষিণা মুত্তি-সংহিতার বচন অনুসারে দ্বিতীয় লোপামুদ্রা ।
 তদ্ব্যসারকার কিন্তু লোপামুদ্রাং পুনর্দেবি এই পাঠ কল্পনা করিয়া পুনঃ শব্দের স্বারস্বে
 (মহিমায়) দ্বিতীয়াং লোপামুদ্রাং এই অর্থ বলেন । তাহাতে ক এ ল ঙ্গ হ্রীং এই প্রথম,
 হ স ক হ ল হ্রীং এই দ্বিতীয়, স হ সকল হ্রীং এই তৃতীয়, স এ ঙ্গ ল হ্রীং এই চতুর্থ,
 স হ ক হ ল হ্রীং এই পঞ্চম, সকল হ্রীং এই ষষ্ঠ কূট । তদ্ব্যকৌমুদীকার কিন্তু আরম্ভ
 বশতঃ প্রথম লোপামুদ্রা বলেন । তাহা সঙ্গত নহে, যেহেতু তাহাতে পুনঃ শব্দের
 বৈয়র্থ্য প্রসঙ্গ হয় এবং দক্ষিণামুত্তি সংহিতার বচনের সহিত বিরোধও হয় । এই
 একটি দ্বাবিংশত্যক্ষরী ষট্‌কূটা বিষ্ণুর উপাসিতা । এই শুদ্ধা বিদ্যা দ্বাদশ প্রকারই । ৬২

অথ পারিভাষিক-যোড়শ্যঃ ॥ এতাসাং দ্বাদশবিদ্যানামাসৌ হ্রীং শ্রীং
ইতি কূটস্থয়ং যোজিতক্ষেদন্ত্যা দ্বাদশবিদ্যা ভবন্তি । তথা জ্ঞানার্ণবে (১)—

চন্দ্রাস্তং বারুণাস্তঞ্চ শক্রাদি-সহিতং পৃথক্ ।

বামাক্ষি-বিন্দুনা যুক্তং বিশ্বমাতৃকলাধিতম্ ॥ ২

বিদ্যাদৌ যোজয়েদেবি ! সাক্ষাজ্জাগ্রৎ-স্বরূপিণী ।

ত্রিকূটাঃ সকলা ভদ্রে ! পঞ্চকূটা ভবন্তি হি ॥ ৩

বৈষ্ণবী বসুকূটা স্যাৎ ষট্‌কূটা শাকরী ভবেৎ ।

দ্বিতীয়োহয়ং প্রকারঃ শ্রাদ্ধূর্ণভো ভুবনত্রেয় ॥ ৪

অনুচ্চাৰ্য্যঃ—চন্দ্রঃ সকারস্ত্যাস্তো হকারঃ । বারুণো বকারস্তদন্ত্যঃ শকার-
স্তদন্ত্যং পৃথক্ । শক্রাদিনা রেফেণ সহিতম্ । বামাক্ষি বিন্দুনা দন্তদযুক্তম্ ।
তথা বিশ্ব-মাতৃকলা নাদন্তদযুক্তম্ । তথাচ বর্ণাভিধানং (৫)—

অর্দ্ধমাত্রা কলা বাণী নাদোহর্ধেন্দুঃ সদাশিবঃ ।

অনুচ্চাৰ্য্য্য তুরীয়া চ বিশ্বমাতৃকলা পরেতি ॥ ৬

অনন্তর পারিভাষিক যোড়শীবর্ণ । এই দ্বাদশবিধ বিদ্যার আদিতে হ্রীং শ্রীং এই
কূটস্থয় যদি যুক্ত হয়, তবে অন্য প্রকার দ্বাদশ বিদ্যা হয় । যেমন জ্ঞানার্ণবে
বলিয়াছেন (১)—

চন্দ্রবর্ণ সকারের অন্তর্গত হ, বারুণের অন্তর্গত শকারে শক্রের আদিবর্ণ র পৃথক্
পৃথক্ভাবে যোগ করিয়া বামাক্ষি (ঈ) ও বিশ্বমাতৃকলারূপ বিন্দু নাদকে যোগ
করিলে হ্রীং শ্রীং হয় । হে দেবি । এই দুইটিকে পূর্বোক্ত বিদ্যাসমূহের আদিতে যোগ
করিলে এই বিদ্যা সকল সাক্ষাদ্ ব্রহ্মস্বরূপিণী হয় । হে ভদ্রে ! এই দুই কূট যোগ
করিলে সকল ত্রিকূটই পঞ্চকূট হয় । বৈষ্ণবী বিষ্ণুর উপাসিতা বিদ্যা বসুকূটা
(অষ্টকূটা), শঙ্করের উপাসিতা শাকরী বিদ্যা ষট্‌কূটা হয় । এই দ্বিতীয় প্রকার
বিভুবনে গুণ্ড ১২-৪

ইহার অর্থ—চন্দ্র দন্ত্যসকার, তাহার অন্ত হকার । বারুণ বকার, তাহার অন্ত
শকার, এই দুইটি পৃথক্ । শক্র লকারের আদি বকারের সহিত, বামাক্ষি ঈ ও বিন্দুর
সহিত যুক্ত হইয়া বিশ্বমাতৃকলা নাদের সহিত যুক্ত হইবে । ৫

তাহাই বর্ণাভিধান বলিতেছেন—অর্দ্ধমাত্রা, কলা, বাণী, নাদ, অর্ধেন্দু, সদাশিব,
অনুচ্চাৰ্য্য্য, তুরীয়া, বিশ্বমাতৃকলা ও পরা—এই নবগুলি নাদের বাচক । ৬

এবং মায়া-রমাবীজ-বীজদ্বয়ং বিদ্যাদৌ প্রাপ্ত-বাদশ-বিদ্যাদৌ যোজয়েৎ ।
তদা বিদ্যা সাক্ষাৎসং-স্বরূপিণী ভবতি । অনয়োৰুভয়োৰেব যোগো নান্য-
তরয়োঃ । তেন চতুৰ্বিংশতিবিদ্যা উক্তাঃ^১ । মায়াদৌ কূট-ব্যবহারস্ত গৌণ
ইত্যুক্তং প্রাক্ । এবং মায়া-রমাবীজয়োরাদৌ প্রণবশ্চেৎ প্রযুক্ত্যেত, তদা
অন্যেহপি দ্বাদশপ্রকারা ভবন্তি । ৭

যথা— বেদাদি-মণ্ডিতা দেবি ! শিব-শক্তিময়ী সদা ।

তস্যা ভেদাস্ত সৰলাঃ ষট্-কূটাঃ পরমেশ্বরী ! ॥

বৈষ্ণবী নবকূটা স্যাৎ সপ্ত-কূটা তু শাকরী ॥ ৮

পূর্বোক্ত-বীজদ্বয়বতী বিদ্যা বেদাদিরোদ্ধারন্তেন মণ্ডিতা আদৌ ভূষিতে-
ত্যর্থঃ । অস্ত্রান্ত্রিকূটায়াঃ । তেন ষট্-বিংশদ্বিভা^২ উক্তাঃ । এতাস্চতু-
বিংশতিঃ পারিভাষিক-ষোড়শ্যঃ । ৯ ২৪ ।

অথ মহাষোড়শী

জ্ঞানার্ণবে—আত্মবীজদ্বয়ং ভদ্রে । বিপরীত-ক্রমেণ হি ।

বিলিখ্য পরমেশানি ! ততোহন্যানি সমুদ্ভবন্ত ॥ ১০

এইরূপ হইলে মায়া ও রমারূপ-বীজদ্বয় বিদ্যার আদিতে অর্থাৎ পূর্বোক্ত দ্বাদশ
বিদ্যার আদিতে যোগ করিবেন । তখন বিদ্যা সাক্ষাৎ জাগ্রৎস্বরূপিণী হয় । মায়া
ও রমা উভয়েরই যোগ হইবে, একতরের যোগ নহে । তাহাতে চতুৰ্বিংশতি প্রকার
বিদ্যা উক্ত হইবে । মায়াদিতে কূট ব্যবহার গৌণ, ইহা পূর্বেই উক্ত হইয়াছে । এইরূপ
মায়া ও রমাবীজের আদিতে প্রণব যদি প্রযুক্ত হয়, তবে অন্য দ্বাদশ প্রকার
বিদ্যা হয় । ৭

যেমন বলিয়াছেন—হে দেবি । যখন শিব শক্তিময়ী (হ্রীং শ্রীং) বেদাদি (প্রণব)
যুক্ত হইবেন । হে পরমেশ্বরী । তখন সকল কূট ভিন্ন ভিন্ন ষট্-কূট হইবে । বৈষ্ণবী
নবকূট হইবে, শাকরী সপ্তকূট হইবে । ৮

পূর্বোক্ত বীজদ্বয়বতী বিদ্যা বেদাদি ওঁকার, তাহার দ্বারা মণ্ডিতা অর্থাৎ প্রথমে
ভূষিতা হয়, এই অর্থ । তস্যাঃ—সেই ত্রিকূটার । ষট্-বিংশ বিদ্যা উক্ত হইল । এই
চতুৰ্বিংশতি বিদ্যা পারিভাষিকী ষোড়শী । ৯

অনন্তর মহাষোড়শী । জ্ঞানার্ণবে বলিয়াছেন—হে প্রিয়ে । এই বিদ্যার ত্রিভেদ
উক্ত হইয়াছে । এখন মহাবিদ্যা শ্রবণ কর । হে ভদ্রে । হে পরমেশানি । আত্ম
বীজদ্বয় হ্রীং শ্রীং কে বিপরীত ক্রমে অর্থাৎ শ্রীং হ্রীং ক্রমে লিখিয়া তাহার পর অন্ত্যাক্ত

অন্তর্মুখী বরারোহে ! কুমারী ত্রিপুরেশ্বরী ।

এভিস্ত পঞ্চসংখ্যাকৈবীজৈঃ সংপুটিতাং যজ্ঞেৎ ।

ষট্‌কুটাং পরমেশানি ! বিত্তেয়ং ষোড়শাঙ্করী ॥ ১১

ত্রিকুটাঃ সকলা ভজ্রে ! ষোড়শাঙ্গা ভবন্তি হি ।

বৈষ্ণব্যেকোনবিংশাঙ্গা শৈবী সপ্তদশাঙ্করী ॥ ১২

অস্বার্থঃ । আত্মবীজদ্বয়ং প্রকৃত-দ্বাদশবিদ্যানামাদৌ^১ প্রযুজ্যমানং মায়া-
রমাস্বকবীজদ্বয়ং তস্মৈ বিপরীত-ক্রমঃ আদৌ রমা পশ্চান্মায়া । কুমারী চ
প্রাপ্তক্কা ঐ ক্লী সৌরিত্তি বীজত্রয়াত্মিকা, সৈব অন্তর্মধ্যে স্থিতামর্থ্যাং কাম-
বীজং মুখে আদৌ যস্তান্তাদৃশী কার্য্যা । ক্লী ঐ সৌরিত্তি সংস্থাপ্যোত্যর্থঃ ।
ততশ্চ এতৈঃ পঞ্চসংখ্যাকৈবীজৈঃ^২ ষট্‌কুটাং নবকুটাং সপ্তকুটাং বা সংপুটিতাং
সংপুটবৎকুতাং যজ্ঞেৎ । তেনানুলোমবিলোমতঃ পুটিতামিত্যর্থঃ । ১৩

তথা চায়ং নির্গলিতার্থঃ—পূর্বোক্তানাং দ্বাদশ-বিদ্যানামাদৌ প্রণব-মায়া-

বীজগুলি উদ্ধার করিবেন । হে বরারোহে । কুমারী ত্রিপুরেশ্বরী অন্তর্মুখী হইবে
অর্থাৎ বালার অন্তঃস্থিত ক্লীংবীজ মুখে আদিতে হইবে । তাহা হইলে ক্লীং ঐং সৌঃ
হইবে । এই ক্লীং ত্রীং ক্লীং ঐং সৌঃ পঞ্চবীজের দ্বারা ষট্‌কুটা ক এ ঐ ল ত্রীং,
হ স ক ল ত্রীং, স স হ স ক ল ত্রীং, স এ ঐ ল ত্রীং, স হ ক ল ত্রীং, সকল ত্রীং কে
অনুলোম বিলোমে পুটিত করিয়া পূজা করিবে । ১০-১১

হে ভজ্রে । সকল ত্রিকুটা ষোড়শাঙ্করী হয় । বৈষ্ণবী বিদ্যা একোনবিংশাঙ্করী,
শৈবী বিদ্যা সপ্তদশাঙ্করী হইয়া থাকে । ১২

ইহার অর্থ—আত্ম বীজদ্বয়—প্রকৃত দ্বাদশবিদ্যার আদিতে প্রযুজ্যমান মায়া ও
রমাস্বক বীজদ্বয় । তাহার বিপরীত ক্রম—প্রথমে রমা ও পরে মায়া । কুমারী—
পূর্বপ্রোক্ত ঐং ক্লীং সৌঃ এই বীজত্রয় বরূপা । সেই অন্তঃ অর্থাৎ মধ্যে । তিনি অন্তর
মধ্যে স্থিতা অর্থাৎ কামবীজ ক্লীং মুখে আদিতে যাহার, তাদৃশী করিতে হইবে । ক্লীং
ঐং সৌঃ এই রূপ স্থাপন করিতে হইবে—এই অর্থ । সেই অন্ত এই পঞ্চবীজের দ্বারা
ষট্‌কুটা নবকুটা বা সপ্তকুটাকে সংপুটিত অর্থাৎ সম্পূর্ণের স্মারক করিয়া পূজা করিবেন ।
তাহাতে অনুলোম বিলোমে পুটিত—এই অর্থ হয় । ১৩

তাহা হইলে এই নির্গলিতার্থ হইল যে, পূর্বোক্ত দ্বাদশ বিদ্যার আদিতে প্রণব,

১। খ—প্রকৃত বিদ্যানামাদৌ । ২। খ—বীজৈঃ ষট্‌কুটা ভবন্তি ষট্‌কুটা নবকুটা ভবন্তি,
ষট্‌কুটা ভবন্তি । তাসাং রমাদিবীজ ।

রমা-যোগে যদি ক্রিয়তে, তদা সৰ্বা ত্রিকূটা ষট্‌কূটা ভবতি, ষট্‌কূটা নবকূটা ভবতি, চতুষ্কূটা সপ্তকূটা ভবতি । তাসাঞ্চ রমাদি-বীজপঞ্চক-সংপুটং কুৰ্য্যাৎ । ততশ্চ সহজ-ত্রিকূটা প্রণব-মায়া-রমাভিঃ ষট্‌কূটা ভূত্বা বীজপঞ্চক-পুটিতা সতী মহাষোড়শী ভবতি । সহজষট্‌কূটা তাভির্নবকূটা ভূত্বা পঞ্চপুটিতা সতী উনবিংশতি-বর্ণা ভবতি ।^১ সহজসপ্তকূটা তাভিঃ সপ্তকূটা ভূত্বা পঞ্চ-পুটিতা সতী সপ্তদশাৰ্ণা ভবতি । এবঞ্চ যত্ৰপি ত্রিকূটামাত্রং ষোড়শী ভবতি, তথাপি কামরাজ-ঘটিতা^২ লোপামুদ্রা ঘটিতা চ মহাষোড়শী মুখ্যা বক্ষ্যমাণ-নিবন্ধ-বচন-স্বরসাৎ^৩ । তত্রাপি প্রথমলোপামুদ্রা ঘটিতৈব মুখ্যা ।

“পঞ্চদশাক্ষরীং পশ্চাদ্বক্রেৎ পরমেশ্বরী !” । ইতি বক্ষ্যমাণ-গন্ধর্বতন্ত্র-বচনাৎ । এবঞ্চ লোপামুদ্রাপদেন সৰ্বত্র পঞ্চদশাক্ষরী প্রথমলোপৈব গ্রাহ্যা, ন তু সপ্তদশাক্ষরী দ্বিতীয়াপি, ত্রিকূটা-পদেন তু সাপ্যুচ্যতে, একোনবিংশাৰ্ণা সপ্তদশাৰ্ণা চ পারিভাষিক্যেব । তেন^৪ শ্রীং হ্রীং ক্লীং ঐং সৌঃ ইতি প্রথমং বীজ-

মায়া ও রমার যোগ যদি হয়, তখন সমস্ত ত্রিকূটই ষট্‌কূট হয়, ষট্‌কূট নবকূট হয় । চতুষ্কূটা সপ্তকূটা হয় । তাহাদেরও রমাদি বীজ পঞ্চকের সংপুট করিবে । তাহার পর সহজ ত্রিকূটগুলি প্রণব, মায়া ও রমা দ্বারা ষট্‌কূট হইয়া বীজ পঞ্চকের দ্বারা পুটিত হইয়া মহাষোড়শী হয় । স্বভাবতঃ ষট্‌কূটগুলি প্রণব মায়া রমা দ্বারা নবকূট হইয়া পঞ্চবীজের দ্বারা পুটিতা হইয়া উনবিংশাক্ষরী হয় । স্বভাবতঃ সপ্তকূটগুলি তাহাদের দ্বারা সপ্তকূট হইয়া পঞ্চবীজের দ্বারা পুটিতা হইয়া সপ্তদশাৰ্ণা হয় । এইরূপে যদিও ত্রিকূটামাত্র ষোড়শী হয়, তথাপি কামরাজ ঘটিতা লোপামুদ্রা ঘটিতা মহাষোড়শী বক্ষ্যমাণ নিবন্ধ বচনের অভিপ্রায়ানুসারে মুখ্যা । তন্মধ্যে প্রথম লোপামুদ্রা ঘটিতই মুখ্যা । যেহেতু “পঞ্চদশাক্ষরীং পশ্চাদ্বক্রেৎ পরমেশ্বরী !” অর্থাৎ হে পরমেশ্বরী পরে পঞ্চদশাক্ষরীকে উদ্ধার করিবে । এইরূপ বক্ষ্যমাণ গন্ধর্বতন্ত্রের বচন আছে । এইরূপ হইলে লোপামুদ্রা পদের দ্বারা সৰ্বত্র পঞ্চদশাক্ষরী প্রথম লোপামুদ্রাই গ্রহণীয়া । কিন্তু সপ্তদশাক্ষরী দ্বিতীয় লোপামুদ্রা গ্রহণীয়া নহে । ত্রিকূটাপদের দ্বারা তাহাও কথিত হয় । একোনবিংশাৰ্ণা ও সপ্তদশাৰ্ণা পারিভাষিকীই । তাহাতে শ্রীং হ্রীং ক্লীং ঐং সৌঃ এই প্রথম বীজ পঞ্চক, অনন্তর প্রণব, তাহার পর মায়া, তাহার পর রমা, তাহার

১। ঋ—ভবতি । সহজ ষট্‌কূটা তাভি সপ্তকূটা । ২। ঋ—ঘটিতা লোপামুদ্রা ব্রহ্মতত্ত্ব ঘটিতাভি মহাষোড়শী । ৩। ঋ—স্বরসাৎ । অপরোপর ত্রিকূটা ঘটিতা সৌন্দর্য । একোনবিংশাৰ্ণা । ৪। ঋ—তেন ঐং হ্রীং ক্লীং ।

পঞ্চকং ততঃ প্রথমভূতো মায়া ততো রমা ততঃ কামরাজবিজ্ঞায়াঃ^১ প্রথম-
লোপামুদ্রায়া বা কূটজয়ং ততঃ সৌঃ ঐ^২ ক্লী^৩ হ্রী^৪ শ্রী^৫ ইতি বীজপঞ্চকম্,
ইত্যেবা প্রধান-ষোড়শী । এবমপরাপর-ত্রিকূটমধ্যাপ্যাহা^৬ ॥ তথাচ শ্রী^৭ হ্রী^৮
ক্লী^৯ ঐ^{১০} সৌঃ ও^{১১} হ্রী^{১২} শ্রী^{১৩} ক এ ঐ ল হ্রী^{১৪} হ স ক হ ল হ্রী^{১৫} স ক ল হ্রী^{১৬} সৌঃ
ঐ^{১৭} ক্লী^{১৮} শ্রী^{১৯} ইতি সিকম্ । ১৪

এবং প্রথমলোপা-ষটিভা ষোড়শ্যপ্যাহা । কেচিৎ তু অনুলোমতঃ সংপুটি-
তত্বমাহন্তর তন্ত্রবিরোধাৎ । তথাচ যোগিনী-তন্ত্রে (১৫)—

শ্রীবীজ-মায়া-স্বর-যোনি-শক্তিস্তারঞ্চ মায়া কমলাহথ বিজ্ঞা ।

শক্ত্যাদি-বীজৈশ্চ বিলোমতঃ সা শ্রীষোড়শীয়ন্ত শিবপ্রদীপ্তা^{১০} ॥ ১৬

অত্র যোনির্বাগ্ভব-বীজম্ । যতপি যোনি-পদেন দ্বাদশস্বর এবোচ্যতে ।
তথাচ বর্ণাভিধানম্—

ক্ৰমাত্মকে। জগদযোনিঃ পরঃ পরনিরোধকৃৎ ইতি । তথাপি বীজমধ্য-
পাঠিতত্বাত্তদ্বিধি-বীজমেবোচ্যতে । এবমন্তত্রাপি বোধ্যম্ । বিজ্ঞা কামরাজাদি-

পর কামরাজ বিজ্ঞার অথবা প্রথম লোপমুদ্রার কূটজয়, তাহার পর সৌঃ ঐঃ ক্লীঃ হ্রীঃ
শ্রীঃ এই বীজ পঞ্চক, এইরূপ এই প্রধান ষোড়শী । এইরূপ অপরাপর ত্রিকূটমধ্যা
বিজ্ঞাও উক্ত করিতে হইবে । তাহা হইলে শ্রীঃ হ্রীঃ ক্লীঃ ঐঃ সৌঃ ও হ্রীঃ শ্রীঃ ক এ
ঐ ল হ্রীঃ হ স ক হ ল হ্রীঃ সকল হ্রীঃ সৌঃ ঐঃ ক্লীঃ হ্রীঃ শ্রীঃ এই সিদ্ধ হয় । ১৪

এইরূপ প্রথম লোপামুদ্রা ষটিভা ষোড়শীকে উক্ত করিবে ।

কেহ কেহ বলেন অনুলোমে সংপুট করিতে হইবে । তাহা সমীচীন নহে ; যেহেতু
তাহাতে তন্ত্রের সহিত বিরোধ হয় । তাহাই যোগিনীতন্ত্রে বলিয়াছেন (১৫)—

শ্রীবীজ, মায়া, স্বর (ক্লীঃ), যোনি (ঐঃ), শক্তি, তার (ও), মায়া, কমলা
(শ্রীঃ) অনন্তর কামরাজাদি ত্রিকূট বিজ্ঞা । তাহা শক্ত্যাদিবীজের দ্বারা বিলোমে
পুটিভা হইলে শিবের উপদিক্ শ্রীষোড়শী বিজ্ঞা হয় । ১৬

এহলে যোনি বাগ্ভববীজ । যদিও যোনি পদে দ্বাদশ স্বরই কথিত হয়,
সেইরূপ বর্ণাভিধান হইতেছে—“ক্ৰমাত্মক, জগদযোনি, পর, পর-নিরোধকৃৎ” এই
শব্দগুলি ঐকারের বাচক । তথাপি এই যোনি শব্দটি বীজমধ্যে পাঠিত হওয়ার ঐকার
যুক্ত বীজই কথিত হয় । এইরূপ অন্তান্ত স্থলেও বুঝিতে হইবে । বিজ্ঞা—কামরাজাদি

১। ঐ—কামরাজ বিজ্ঞায়া কূটজয়ং । ততঃ সৌঃ ঐঃ ২। ঐ—মধ্যাপ্যাহা । কেচিৎ
অনুলোমতঃ । ৩। ঐ—প্রদীপ্তা । বিজ্ঞা কামরাজাদি ।

ত্রিকূটরূপা। বিলোমত ইতি । বিলোমতঃ শক্ত্যাদিবীজৈঃ । শক্তি-বাগ্ভব-
কাম-মায়া-রমাভিরিত্যর্থঃ । ১৭

গান্ধর্বোহপি—রমাবীজং সমুদ্ভূত্যা মায়াবীজং নিয়োজয়েৎ ।

কামবীজং সমালিখ্য বাগ্ভবীজং তদনন্তরম্ ॥ ১৮

চতুর্দশ-অরোপেতং চন্দ্রং বিন্দুযুগাধিতম্ ।

প্রণবং ভুবনেশানীং রমাকৈব মহেশ্বরী ! ॥ ১৯

পঞ্চদশাকরীং পশ্চাদ্ভুত্বরেৎ পরমেশ্বরী ! ।

ব্যুৎক্রমাৎ পরমেশানি পূর্বোক্ত-বীজপঞ্চকম্ ।

আলিখ্য সংপুটীকুর্যাদিত্তেয়ং দ্ব্যষ্ট-কুটিকা ॥ ২০।

বিন্দুযুগং বিসর্গঃ । পঞ্চদশাকরীং^১ কামরাজ-প্রথমলোপায়ুক্তান্তর-
ত্রিকূটাম্ । দ্ব্যষ্টকুটিকা ষোড়শকূটেত্যর্থঃ । তথাচ রুদ্রজামলে (২১)—

শ্রীমায়া মদনো বাণী পরা তারঃ শিবপ্রিয়া ।

হরিপ্রিয়া ত্রিকূটা সা পরা বাণী মনোভবঃ ।

মায়া লক্ষ্মীমহাবিভা শ্রীবিভা ষোড়শী পরা^২ ॥ ২২

ত্রিকূটরূপা। বিলোমতঃ কথার অর্থ—বিলোমে শক্ত্যাদি বীজের দ্বারা শক্তি,
বাগ্ভব, কাম, মায়া, রমাবীজের দ্বারা । ১৭

গান্ধর্বতন্ত্রেও বলিয়াছেন—রমাবীজকে উদ্ধার করিয়া মায়াবীজকে লিখিবেন ।
কামবীজকে লিখিয়া বাগ্ভববীজকে লিখিবেন । তাহার পর চতুর্দশ স্বর ও
এবং বিন্দুযুগ (:) সহিত চন্দ্র (সৌঃ) । হে মহেশ্বরী ! তাহার পর প্রণব,
ভুবনেশানী (হ্রীং) রমা, হে পরমেশ্বরী ! পরে পঞ্চদশাকরীকে উদ্ধার করিবে ।
হে পরমেশ্বরী ! ব্যুৎক্রমে পূর্বোক্ত বীজপঞ্চককে লিখিয়া সংপুট করিবে । এই বিদ্যা
দ্বি-অষ্ট (ষোড়শ) কূটা । ১৮-২০

বিন্দুযুগ—বিসর্গ । পঞ্চদশাকরী—কামরাজবিদ্যা, প্রথমলোপা যুক্তা, ইহার
অন্তর কূট । দ্ব্যষ্টকুটিকা ইহার অর্থ—ষোড়শকূটা । ২১-২৬

তাহাই রুদ্রজামলে বলিয়াছেন—শ্রী, মায়া, মদন (ক্রীং), বাণী (ঐং), পরা
(সৌঃ), তার, শিবপ্রিয়া (হ্রীং), হরিপ্রিয়া (শ্রীং), সেই ত্রিকূটা, অনন্তর পরা
(সৌঃ), বাণী (ঐং), মনোভব (ক্রীং), মায়া, লক্ষ্মী । ইনি মহাবিদ্যা শ্রীবিদ্যা
পর্যায় ষোড়শী । ২২

পরেতি মহতীত্যর্থঃ । দক্ষিণামুত্তো ৫—

দ্বিতীয়স্তাদি-বৃক্ষস্ত বিপরীতং লিখেৎ সুধীঃ ।

বালাং চান্তমুখাং কুত্ৰা বিলিখেত্তদনন্তরম্ ॥ ২৩

তারং মায়াং ততো লক্ষ্মীং তথা কূটত্রয়ং লিখেৎ ।

কলয়া সম্পূটাং কুর্যাদ্রমাখ্যাং পরমেশ্বরী ! ॥ ২৪

অস্ত্যর্থঃ । দ্বিতীয়স্ত দ্বিতীয়কল্লোক্তস্ত মায়া-রমা-ঘটিত-মন্ত্রস্ত । কলয়া পূর্বোক্ত-পঞ্চবর্ণাত্মক-কলয়েত্যর্থঃ । রমাখ্যাং প্রণবাদিষট্ কূটাম্ । উমাখ্যা-মিতি পাঠেইপ্যয়মেবার্থঃ । ২৫

কেচিৎ তু কলয়েত্যস্ত স্থানে বালয়েতি পাঠং পরমেশ্বরীত্যত্র পরমেশ্বরী-মিতি পাঠঞ্চ কল্পয়ন্তি, তেনাস্তমুখয়া বালয়া সম্পূটাং বদন্তি । রমাখ্যাং শ্রীবীজং পরমেশ্বরীং মায়াবীজঞ্চ বদন্তি । তেনোত্তরদলে ক্লীং ঐং সৌং শ্রীং হ্রীং ইতি স্বীকূর্বতে, তন্ন সম্যক্ । সম্পূটশব্দার্থাপরিজ্ঞানাৎ অনন্বয়াপত্তেঃ সর্ব-তন্ত্র-বিরোধাত্ । তথাচ বৃহচ্ছ্রীক্ৰম-সংহিতায়াম্ (২৬)—

পর। ইহার অর্থ—মহতী । দক্ষিণামুত্তিতে বলিয়াছেন—সুধী সাধক দ্বিতীয় কল্লোক্ত আদিবীজ দ্বয় হ্রীং শ্রীং কে বিপরীতভাবে (শ্রীং হ্রীং রূপে) লিখিবেন । তাহার পর বালাকে অন্তমুখী করিয়া লিখিবেন । অনন্তর তার, মায়া ও লক্ষ্মী সেইরূপ কূটত্রয় লিখিবেন । হে পরমেশ্বরী ! তাহাকে অর্থাৎ রমানামক পূর্বোক্ত প্রণবাদি ষট্ কূটাকে পূর্বোক্ত বীজ পঞ্চকরূপ কলাদ্বারা সম্পূট করিবেন । ২৩-২৪

ইহার অর্থ । দ্বিতীয়স্ত—দ্বিতীয় কল্লোক্ত মায়া রমা ঘটিত মন্ত্রের । কলয়া অর্থ—পূর্বোক্ত পঞ্চবর্ণাত্মক কলা দ্বারা । রমাখ্যাং—প্রণবাদি ঐ হ্রীং শ্রীং ক এ ঐ ল হ্রীং, হ স্ ক ল হ্রীং, সকল হ্রীং এই ষট্ কূটাকে । রমাখ্যাং স্থলে উমাখ্যাং এইরূপ পাঠ হইলেও এই অর্থই । ২৫

কেহ কেহ কলয়া এই স্থানে বালয়া এই পাঠ, পরমেশ্বরী এই স্থানে পরমেশ্বরীং এই পাঠ কল্পনা করেন । ফলে অন্তমুখ বালা দ্বারা সম্পূটা বলেন । রমাখ্যাকে শ্রীবীজ, পরমেশ্বরীকে মায়া বীজ বলেন । তাহাতে উত্তর দলে ক্লীং ঐং সৌঃ শ্রীং হ্রীং এই বীকার করেন । তাহা কিন্তু বার্থ নহে । যেহেতু সম্পূট শব্দের অর্থবোধ নাই অনন্বয়ের আপত্তি হয় এবং সমস্ত তন্ত্রের সহিত বিরোধ হয় । তাহাই বৃহচ্ছ্রীক্ৰম সংহিতায় বলিয়াছেন (২৬)—

শ্রীমায়া মদনো যোনিঃ পরৈতানি^১ মুখে কুরু ।

বেদাদি-ভুবনেশানী-শ্রীবীজঞ্চ ত্রিকূটকম্ ।

ষট্ কুটাং সংপুটাং কুর্যাদাতৈঃ পঞ্চভিরঙ্করৈঃ ॥ ২৭

আতৈরিতি শ্রীমায়াদিভিরিত্যর্থঃ । মায়াতন্ত্রে চ—

লক্ষ্মীঃ পরা মদনযোনিযুতা চ শক্তিস্তারং পরা চ কমলাপাথ মূলবিজ্ঞা ।

শক্ত্যাদিভিশ্চ বিপরীততয়া প্রদৃষ্টং শ্রীমন্তরাজমুদিতং পরদেবতায়াম্ ॥ ২৮

লক্ষ্মী রমাবীজম্ । অত্র পরা ভুবনেশী, নতু বালাশেষবীজং, ষোড়শী-প্রতিপাদক-বচনান্তরৈকবাক্যত্বাৎ । মদনঃ কামবীজম্ । যোনি-বাগ্ভব-বীজম্^২ । শক্তিঃ সৌরিতি বীজম্ । তারং প্রণবঃ । পরা মায়া । কমলা লক্ষ্মীবীজম্ । মূলবিজ্ঞা কামরাজ-ত্রিকূটাদিকা । শক্ত্যাদিভিরিতি । শক্তি^৩-বাগ্ভব-কাম-মায়া-রমাভিঃ । এতেনানুলোমতঃ পঞ্চবীজৈঃ সংপুটামিতি চ মতং হেয়ম্ । অতৌ চ—শ্রীমায়া তারঃ পরা লক্ষ্মীঃ, কুমারিকা বিজ্ঞা ব্যস্তা বালা শ্রীঃ পরা তথা ॥ ব্যস্তা বিপরীতা বালেত্যর্থঃ । তথৈতি । ব্যস্তেত্যর্থঃ । কুমারী চান্তর্মুখা গ্রাহা । অত্র কুমারিকানন্তরং তারাদিবীজ-

শ্রী, মায়া, মদন, যোনি ও পরা—এই বীজগুলিকে মুখে প্রথমে লিখুন । বেদাদি ভুবনেশানী, শ্রীবীজ ও ত্রিকূট—এই ছয়টি কূটকে প্রথম পাঁচটি অঙ্কের দ্বারা সংপূর্ণ করিবে । ২৭

আতৈঃ অর্থ—শ্রীমায়াদি দ্বারা । মায়াতন্ত্রে বলিয়াছেন—লক্ষ্মী, পরা, মদন, যোনিযুক্তা, শক্তি, তার, পরা, কমলা, অনন্তর মূলবিজ্ঞা (কামরাজের ত্রিকূট প্রভৃতি), শক্ত্যাদি দ্বারা বিপরীতভাবে উচ্চারিত হইলে উহা পরদেবতার মন্তরাজ বলিয়া কথিত হয় । ২৮

লক্ষ্মী—রমাবীজ (শ্রীং) । এখানে পরা ভুবনেশী, কিন্তু বালার শেষ বীজ নহে, যেহেতু ষোড়শী প্রতিপাদক বচনান্তরের সহিত একবাক্যতা আছে । মদনঃ—কামবীজ । যোনি—বাগ্ভববীজ । শক্তিঃ—সৌঃ এই বীজ । তার—প্রণব । পরা—মায়া । কমলা—লক্ষ্মীবীজ । মূলবিজ্ঞা—কামরাজ ত্রিকূটাদিকা । শক্ত্যাদিভিঃ—শক্তি, বাগ্ভব, কাম, মায়া ও রমা দ্বারা । ইহা দ্বারা অনুলোমে পঞ্চবীজের দ্বারা সংপূর্ণ এই মত হের হইল । অতৌ বলিতেছেন—শ্রী, মায়া, তার, পরা, লক্ষ্মী, কুমারিকা বিজ্ঞা ব্যস্তা অর্থাৎ বালা ব্যস্তা, কুমারী অন্তর্মুখী গ্রাহনীর । এখানে

ত্রয়-সম্বন্ধঃ, তদ্ব্যাস্তুরৈকবাক্যত্বাৎ । শ্রীঃ পরা চেতি পাঠে ন কেবলং বালা ব্যস্তা
শ্রীঃ পরা চেতি বাক্যার্থঃ । তথা চাদৌ রমা ততো মায়া ততো চান্তমূখা
বালা ততস্তারস্ততো মায়া ততো রমা ততো মূলকূটত্রয়ং বিদ্যা । ততোহ-
ন্তমূখা বালা ব্যস্তা, তেনাদৌ সৌঃ ততো বাগ্ভবস্ততঃ কামস্ততো মায়া ততো
রমেতি সমুদিতার্থঃ । শ্রুতৌ বিদ্যা-ষোড়শবর্ণ-স্বরূপকথনং বা ন ত্র্যগ্র-পশ্চা-
দ্যাবোহপি তৎপ্রতিপাদ্যঃ । ২৯

বস্তুতন্তু শ্রীমায়ে মধ্যাদি-বালিকা তারো মায়া শ্রীবিদ্যা-পরাদি-পঞ্চ-
বীজানি ব্যস্তানি চেত্যেব ত্রৈপুরী শ্রুতিঃ । এতেন শ্রীমায়া তারং মায়া
শ্রীবীজা মূলত্রিকূটং ব্যস্তা বালা রমা মায়েতি মন্ত্র ইতি মতঞ্চ হেয়ম্ । ৩০

কূল্যমুতে—শ্রীবীজং শক্তিবীজঞ্চ কামবীজঞ্চ বাগ্ভবম্ ।

বালান্ত-সংস্থিতং বীজং প্রণবঞ্চ ততঃ পরম্ ॥ ৩১

শক্তিবীজং রমাক্ষেব বিদ্যাঞ্চ পরমেশ্বরী ! ।

লোপাং বা কামরাজং বা ত্রিকূটামথবা পরাম্ ॥ ৩২

কুমারিকার অনন্তর তারাদি বীজত্রয়ের সম্বন্ধ ; যেহেতু তদ্ব্যাস্তুরের সহিত একবাক্যতা
আছে । শ্রী পরা—এই পাঠ হইলে এইরূপ বাক্যার্থ হইবে—কেবল বালা ব্যস্তা
নহে, শ্রী পরাও ব্যস্তা হইবে । তাহা হইলে আদিতে রমা, অনন্তর মায়া, অনন্তর
অন্তমূখা বালা, অনন্তর তার, অনন্তর মায়া, অনন্তর রমা, অনন্তর মূলকূটত্রয় বিদ্যা ;
অনন্তর অন্তমূখা বালা ব্যস্তা । তাহাতে আদিতে সৌঃ, অনন্তর বাগ্ভব, অনন্তর
কাম, অনন্তর মায়া, অনন্তর রমা, ইহাই সমুদিতার্থ । শ্রুতিতে বিদ্যা অথবা ষোড়শ
বর্ণস্বরূপ কথিত হইয়াছে । বীজের অগ্রপশ্চাদ্ভাব শ্রুতির প্রতিপাদ্য নহে । ২৯

বস্তুতঃ পক্ষে শ্রী মায়ে মধ্যাদি বালিকা তারো মায়া শ্রীবিদ্যা-পরাদি-পঞ্চবীজানি
ব্যস্তানি চ অর্থাৎ শ্রীবীজ, মায়াবীজ, মধ্যাদি বালাবীজ (ক্লীং ঐং সৌঃ) তার,
শ্রীবীজ-পরা, মায়াবীজ অর্থাৎ হ্রীং শ্রীং, ব্যস্ত দ্বিতীয় পঞ্চবীজ (সৌঃ ঐং ক্লীং হ্রীং
শ্রীং, ইহাই ত্রৈপুরী শ্রুতি । ইহা দ্বারা শ্রী, মায়াবীজ, তার, মায়াবীজ, শ্রীবীজ বালা-
বীজ, মূল ত্রিকূট, ব্যস্তা বালা (সৌঃ ক্লীং ঐং) রমাবীজ ও মায়াবীজ—এই মন্ত্র, এই
মতও হেয় হইল । ৩০

কূল্যমুতে বলিয়াছেন—শ্রীবীজ, মায়াবীজ, কামবীজ, বাগ্ভববীজ, বালার অন্তে
সংস্থিত (শেষ) বীজ, প্রণব, মায়াবীজ, শ্রীবীজ, হে পরমেশ্বরী । অনন্তর লোপা-
মুদ্রা, কামরাজ বা ত্রিকূট অথবা পরা বিদ্যাস করিয়া হে মন্দরি । অনন্তর আদ্য পঞ্চ-

বিদ্যাস্য পুনরাচ্ছানি পঞ্চবীজানি স্মর্যসি ।।

বিপরীত-ক্রমেণৈব বিদ্যাসেৎ যোড়শী পরা ॥ ৩০

জামলে— লক্ষ্মীঃ পরা মদন-বাগ্ভব-শক্তি-বীজং

তারঞ্চ ভূতি-কমলে কথিতা চ বিদ্যা ।

কূটত্রয়ঞ্চ বিপরীততয়া নিযুক্তং

শ্রীষোড়শাঙ্করমিহাগম-সুপ্রসিদ্ধম্ ॥ ৩৪

অর্থঃ—অত্র পরা মায়াবীজং, ন তু বালাশেষবীজম্, যোড়শী-প্রতিপাদক-
বচনান্তরৈকবাক্যত্বাৎ । শক্তিবীজং সৌঃ । ভূতিমায়াবীজম্ । কমলা শ্রীবীজম্ ।
বিদ্যা কামরাজাদি-বিদ্যেত্যর্থঃ । কূটত্রয়ঞ্চৈতি । অন্তর্মুখ-বালায়া ইত্যর্থঃ ।
চকারাদন্তে রমা মায়া চ বিপরীতেত্যর্থঃ । ৩৫

নিবন্ধে চ—সান্তান্ত শিবপূর্ব-সপ্তম-যুতং সূক্ষ্মান্ত-মস্তাবিতং

দেবীং দক্ষিণবাহু-শত্রু-নয়নং কামং কলা-লাক্ষিতম্ ।

দস্তান্তোদ্ধ-মুখং শেষ-দশনং জীবং মুখেনাবিতং

বীজং পঞ্চকমিত্থমেবমুদিতং সর্বার্থ-সিদ্ধি-প্রদম্ ॥ ৩৬

বীজকে বিপরীত ক্রমে বিদ্যাস করিবে। উহাতে অন্য একটি যোড়শী বিদ্যা
হইবে । ৩১-৩৩

জামলে বলিয়াছেন—শ্রীবীজ, মায়াবীজ, বাগ্ভববীজ, শক্তি (সৌঃ) প্রণব,
মায়াবীজ, শ্রীবীজ, তার, ভূতি (মায়াবীজ), কমলাবীজ, অনন্তর কথিত মূল কাম-
রাজাদি বিদ্যা, বিপরীতভাবে প্রযুক্ত বালার কূটত্রয় ও বিপরীত রমা মায়া। ইহা
আগম-প্রসিদ্ধ যোড়শাঙ্করী বিদ্যা । ৩৪

ইহার অর্থ—যোড়শী প্রতিপাদক বচনান্তরের সহিত একবাক্যত্ব নিবন্ধন
এইস্থলে পরা হইতেছে মায়াবীজ, কিন্তু বালার শেষবীজ নহে। শক্তিবীজ—সৌঃ।
ভূতি—মায়াবীজ। বিদ্যা—কামরাজাদি বিদ্যা—এই অর্থ। কূটত্রয়ং—অন্তর্মুখ বালার
কূটত্রয়, চকারের দ্বারা শেষে রমা মায়াও বিপরীত, এই অর্থ পাওয়া যায়। ৩৫

নিবন্ধে বলিয়াছেন—সান্তান্ত (শ), শিবের (হকারের) পূর্ব সপ্তম বর্ণ (র),
সূক্ষ্মান্ত (ঐ), মন্ত (ং), তাহাতে শ্রীং হইল। দেবী (ত্রীং), দক্ষিণবাহু (ক),
শত্রু (ল) কলার ঐকারে লাঙ্ঘিত কাম (ং)। তাহাতে ক্লীং হইল। দস্তান্ত (ঐ)
উর্ধ্বমুখ (ং) ও শেষদশনের (ঔকারের) সহিত মুখের (:) দ্বারা যুক্ত জীব (স)
অর্থাৎ সৌঃ। সর্বার্থসিদ্ধিপ্রদ এই পাঁচটি বীজ এই প্রকারে আবির্ভূত হইয়াছে। ৩৬

বেদাত্মং ত্রিগুণাং রম্যমথ বদেৎ কামেন সংসেবিতাং
লোপাং বা পুনরেব পঞ্চকমণো পূর্বং বিলোমক্রমৈঃ ।
এষা শ্রীঃ পরমা পরাং পরতমা সর্বাথ-সিদ্ধি-প্রদা
সারাং সারতরা সমস্তজগতামুৎপত্তিভূতা শিবা ॥ ৩৭

অনয়োর্থঃ—দন্ত্যসকার এবাস্তো। যস্য স সাস্তো মূর্দ্ধন্য-ষকারঃ, স এবাস্তো। যস্য স সাস্তাস্তুলব্যশকারঃ। শিবো হকারন্তস্য পূর্বসপ্তমো রেফঃ। সূক্ষ্মাস্তমীকারঃ, মন্তমনুস্বারঃ। তেন রমাবীজম্^১। সর্বত্র বদেদিতি পরপদ্যস্থেনাশ্রয়ঃ। দেবীং মায়াং। দক্ষিণবাহুঃ ককারঃ। শক্রো^২ লকারন্তয়োর্নয়নং মেলনং যশ্চেতি কামবিশেষণম্। কামো বিন্দুঃ। কলা কামকলা দীর্ঘেকারন্তেন কামবীজম্। দন্তাস্ত ঐকারঃ মুখশ্চোর্ধ্বম্ উর্ধ্বমুখং বিন্দুঃ, তেন বাগ্ভব-বীজম্। জীবো দন্ত্যসকারঃ। শেষদশন ঔকারঃ। মুখং বিসর্গঃ। তেন সৌরিতি পরাবীজম্। বেদাত্মং প্রণবঃ। ত্রিগুণা মায়া। লোপাং প্রথমলোপাম্। ৩৮

বেদাত্ম (ঔ), ত্রিগুণা (মায়া—ত্ৰীং), অনন্তর কাম (ক্লীং) সেবিতা (সহিতা)। রমা (ক্লীং) বলিবেন। অনন্তর কামরাজ বিদ্যার প্রথম লোপামুদ্রা (ক এ ঙ্গ ল-ত্ৰীং, হ স ক ল ত্ৰীং, সকল ত্ৰীং) অনন্তর বিলোমক্রমে পুনরায় পূর্ব বর্ণপঞ্চক (সৌঃ ঐং ত্ৰীং ক্লীং ক্লীং)। এই শ্রীবিদ্যা পরমা (শ্রেষ্ঠা), পর হইতে পরতরা সমস্ত অর্থের (ধর্ম, অর্থ, কাম ও মোক্ষের) সিদ্ধিপ্রদা সার হইতে সারতমা সমস্ত জগতের উৎপত্তিভূতা শিবা কল্যাণময়ী। ৩৭

এই দুই শ্লোকের অর্থ—দন্ত্যসকারটি অন্ত যাহার অর্থাৎ যে বর্ণের, সে হইল দন্তাত্ম অর্থাৎ মূর্দ্ধন্য ষকার, সেই মূর্দ্ধন্য ষকারটি অন্ত যে বর্ণের, সে হইল বাস্তাত্ম অর্থাৎ তালব্য শকার। শিব—হকার, তাহার পূর্ব সপ্তম (রেফ—র)। সূক্ষ্মাস্ত—ঈকার। মন্ত—অনুস্বার। তাহাতে রমাবীজ হইল। সর্বত্র পরপদ্যস্থ বদেৎ এই ক্রিয়ার সহিত অশ্রয়। দেবী—মায়াবীজ। দক্ষিণ বাহু—ককার। শক্র—লকার। এই উভয়ের মেলন বেধানে, তিনি দক্ষিণ বাহু শক্র নয়ন, ইহা কামং পদের বিশেষণ। কাম—বিন্দু (৭)। কলা—কামকলা—দীর্ঘ ঐকার, তাহাতে কামবীজ হইল। দন্তাস্ত—ঐকার। মুখের উর্ধ্ব উর্ধ্বমুখ—ং। তাহাতে বাগ্ভব ঐং হইল। জীব—দন্ত্য

১। ঋ—রমাবীজং। দেবীং মায়াং। ২। ঋ—শক্রো লকারঃ। মন্তমমীকারঃ। কামো বিন্দুঃ।

স্বচ্ছন্দসংগ্রাহে চ—লক্ষ্মীবীজা চ কামেশী বাণীশক্তিস্তথৌকৃতিম্ ।

সবিসর্গাং পুরো দদ্বা^১ ততঃ প্রণব উচ্যতে ॥ ৩৯

ততো মায়াং রমাবীজং লোপাং বা কামরাজকম্ ।

পূর্বোক্তৈঃ পঞ্চভির্বীজৈর্বিলোমেণ প্রপূরয়েৎ ।

এষা বিদ্যা সদা দেবি ! পুত্রোহপি চ সুরগোপিতা ॥ ৪০

কামেশী কামবীজম্ । শক্তির্দন্ত্যসকারঃ । লোপাং^২ প্রথম-লোপাম্ ।

ভেদান্তরমাহ কুজিকাতন্ত্রে (৪১)—

পর্য চ কমলা কামো বাগ্ভবং শক্তিরেব চ ।

তারঃ শক্তিশ্চ কমলা ত্রিকূটাং যোজয়েৎ ততঃ ॥ ৪২

শক্ত্যাচ্চ ব্যাংক্রমান্যস্তং স্থান্ মহাষোড়শী পরা ।

ইমাং বিদ্যাং মহাদেবি ! যতিভূপোহথবা জপেৎ ॥ ৪৩

ভুক্তিমুক্তি-প্রদা বিদ্যা হস্তে কৈবল্য-দায়িনী ।

পরাত্মা ভুবনেশানি ! জেয়া ভুবন-সুন্দরী ॥ ৪৪

সকার । শেষদশন—ওকার । মুখ—বিসর্গ । তাহাতে সৌঃ এই পরাবীজ হইল ।
বেদাদ—প্রণব ও । ত্রিগুণা—মায়া অর্থাৎ মায়াবীজ । লোপা—প্রথম লোপা । ৩৮

স্বচ্ছন্দসংগ্রাহে বলিয়াছেন—লক্ষ্মীবীজ, লজ্জাবীজ, কামেশীবীজ (ক্লীং), বাণীবীজ (ত্রীং), শক্তি (স), সবিসর্গ ওকার অর্থাৎ সৌঃ পূর্বে দিয়া তাহার পর প্রণব বলিবে । তাহার পর মায়া, রমাবীজ, লোপামুদ্রা বা কামরাজ ত্রিকূট, তাহার পর পঞ্চবীজকে বিলোমে পূরণ করিবে । হে দেবি ! এই বিদ্যা সর্বদা পুত্রের নিকটও গুপ্ত থাকিবে । ৩৯-৪০

কামেশী—কামবীজ । শক্তি—দন্ত্যসকার । লোপা—প্রথম লোপা । কুজিকা তন্ত্রে ইহার ভেদ বলিতেছেন (৪১)—

পর্য (হ্রীং), শ্রীবীজ, বাগ্ভববীজ, শক্তি (সৌঃ), প্রণব (ও^২), মায়াবীজ, শ্রীবীজ, তাহার পর ত্রিকূটাকে যোগ করিবে । তাহার পর শক্ত্যান্ত অর্থাৎ শক্তি-সৌঃকে আদি করিয়া পঁচটি বীজ ব্যাংক্রমে স্থাপনীয় । ইহা পরা মহাষোড়শী হইবে । হে মহাদেবি ! এই বিদ্যাকে যোগী ও ভূপতিগণ জপ করেন । ৪২-৪৩

এই বিদ্যা ইহলোকে ভোগ ও মোক্ষপ্রদা । দেহান্তে ইনি কৈবল্য প্রদান করেন । হে ভুবনেশানি ! এই পরাদি (মায়াবীজাদি) এই বিদ্যাকে ভুবনসুন্দরী জানিবে । ৪৪

কমলাত্মা মহাদেবি ! কমলা সূন্দরী মতা ।

কামাত্মা চ মহাবিদ্যা বিজ্ঞেয়া কামসূন্দরী ॥ ৪৫

বাগ্ভবাত্মা মহাবিদ্যা সদা বাক্ সূন্দরী মতা ।

শক্ত্যাত্মা চ মহাবিদ্যা বিজ্ঞেয়া শক্তি-সূন্দরী ।

তারাত্মা বেদমাতা চ বিজ্ঞেয়া বেদ-সূন্দরী^১ ॥ ৪৬

কামরাজেন দেবেশি ! লোপয়া চ বিশেষতঃ ।

শ্রীম্মহাষোড়শী-মন্ত্রচতুষ্কাত্ত-বিপর্যয়াৎ^২ ॥ ৪৭

অত্র পরা—মায়া, শক্তিঃ সৌঃ । পরতঃ শক্তির্মায়া । আন্তে বিপর্যয়ো
ন দ্বন্তেহপীতি ভাবার্থঃ । তারাত্তেতি । অত্র মায়াস্থানে প্রণবো দেয়ঃ । নাত্র
বিপর্যয়ঃ । ৪৮

অথ বীজাবলী-ষোড়শী । যথা রুদ্রজামলে ষোড়শীখণ্ডে—

শ্রীবীজ-মায়ে সংলিখ্য তথৈব চ কুমারিকাম্ ।

শ্রীবীজ-মায়ে কামঞ্চ বাজ্রায়া-কমলাস্তথা ॥ ৪৯

হে মহাদেবি ! এই বিদ্যা কমলাদি (শ্রীবীজাদি) হইয়া কমলা সূন্দরী নামে খ্যাত
হইয়াছেন । এই কামাদি (কামবীজাদি) বিদ্যাকে কামসূন্দরী জানিবে । ৪৫

বাগ্ভব বীজাদি এই মহাবিদ্যা সর্বদা বাক্‌সূন্দরী নামে খ্যাত হন । শক্তি বীজাদি
এই মহাবিদ্যাকে শক্তিসূন্দরী জানিবে । তারাত্মা এই বিদ্যাকে বেদমাতা বেদসূন্দরী
জানিবে । ৪৬

হে দেবেশি ! কামরাজের দ্বারা বিশেষতঃ লোপামুদ্রা দ্বারা এবং চারিটি আদ্য
বর্ণের বিপর্যয়ের দ্বারা মহাষোড়শী মন্ত্র হয় । ৪৭

এই স্থলে পরা—মায়া । শক্তি—সৌঃ । পরে শক্তি—মায়া । আন্তে বিপর্যয়
হয়, অন্তে কিন্তু বিপর্যয় হয় না । ইহাই ভাবার্থ । তারাত্মা এই স্থলে মায়া স্থানে
প্রণব দেয় । এস্থলে বিপর্যয় নাই । ৪৮

অনন্তর বীজাবলী ষোড়শী । যেমন রুদ্র-জামলে ষোড়শী খণ্ডে বলিয়াছেন—
শ্রীবীজ ও মায়াবীজ লিখিয়া সেইরূপ কুমারিকা বালাবীজ, শ্রীবীজ, মায়াবীজ, কাম-
বীজ, বাগ্ভববীজ, মায়াবীজ, কমলাবীজ, পরাবীজ (সৌঃ), কামবীজ, বাগ্ভবঃ

১। খ—বেদসূন্দরী । ইত্যনন্তরঃ আমলসূন্দরী বিদ্যা প্রথম ষষ্ঠ-রূপিনীত্যধিকঃ । ২। খ—
বিপর্যয়াৎ । অথ বীজাবলী ষোড়শী ।

পরঃ কামঞ্চ বাঘীজং মায়াং শ্রীবীজমেব চ ।

বীজাবলী-ষোড়শীয়াং সৰ্বতন্ত্ৰেষু গোপিতা ।

রাজ্যং দেয়ং শিরো দেয়ং ন দেয়া বীজষোড়শী^১ ॥ ৫০

তথাচ—শ্রীবীজং মায়াবীজং, বাগ্ভবং কামঃ, সৌঃ শ্রী-মায়া-কাম-
বাগ্ভব-মায়া-শ্রীবীজানি সৌঃ কাম-বাগ্ভব-মায়া-শ্রীবীজানি চেতি
বীজষোড়শী । তথাচ ব্রহ্মজামলে (৫১)—

আদৌ লক্ষ্মীং পরাষ্টৈব তথৈব চ কুমারিকাম ।

শ্রীবীজঞ্চ^২ পরাবীজং কামং বাগ্ভবমেব চ ॥ ৫২

পরঃ শ্রীবালিকাক্ষৈব লিখেৎ ব্যুৎক্রম-যোগতঃ ।

অন্তে দত্তাং পরা শ্রীশ্চ সম্পূর্ণা কথিতা ত্রয়ি ।^৩

বালা প্রধান-বিদ্যা চ সৰ্বতন্ত্ৰেষু গোপিতা^৩ ॥ ৫২-৫৩

জ্ঞানার্গবে প্রধান-ষোড়শীমধিকৃত্য—

বক্তুকোটি-সহস্রৈশ্চ জিহ্বাকোটি-শতৈরপি ।

বর্ণিতুং নৈব শক্যেয়ং শ্রীবিদ্যা যোড়শাক্ষরী ॥ ৫৪

বীজ, মায়াবীজ ও শ্রীবীজ লিখিবে । এই বীজাবলী ষোড়শী সমস্ত তন্ত্ৰে গোপিতা ।
রাজ্য দেয়, মন্তক দেয় ; কিন্তু বীজ ষোড়শী দেয় নহে । ৪৯-৪০

তাহা হইলে শ্রীবীজ, মায়াবীজ, কামবীজ, বাগ্ভববীজ, কামবীজ, সৌঃ,
শ্রীবীজ, মায়াবীজ, কামবীজ, বাগ্ভববীজ, মায়াবীজ, শ্রীবীজ, সৌঃ, কামবীজ,
বাগ্ভববীজ, মায়াবীজ ও শ্রীবীজ—ইহাই ষোড়শী । তাহাই ব্রহ্ম-জামলে
বলিয়াছেন (৫১)—

প্রথমে লক্ষ্মীবীজ, অনন্তর পরা (মায়া) বীজ, সেইরূপ কুমারিকা (বালা) বীজ,
শ্রীবীজ, পরাবীজ, কামবীজ, বাগ্ভববীজ, পরাবীজ, মায়াবীজ, শ্রীবীজ, অনন্তর
ব্যুৎক্রমে বালিকা (বালা) বীজ লিখিবে । অন্তে পরাবীজ ও শ্রীবীজ দিবে । তোমার
নিকট সম্পূর্ণ বিদ্যা কথিত হইল । বালা ও প্রধান বিদ্যা সমস্ত তন্ত্ৰে গোপিতা । ৫২-৫৩

শতকোটি মুখ ও সহস্র কোটি জিহ্বা দ্বারা এই যোড়শাক্ষরী শ্রীবিদ্যাকে বর্ণনা
করিতে পারা যায় না । ৫৪

১। খ—ষোড়শী । তথাচ ব্রহ্মজামলে । ২। খ—শ্রীবীজক নবা বীজম্ । ৩। খ—গোপিতা ।

বৈখরী বাচ্যভাববাদশক্তা গুণ-বর্ণনে ।

যতো নিরাকরং বস্তু পরা তত্রৈব কারণম্ ॥ ৫৫

মুকীভূতা হি পশ্যন্তী মধ্যমা মধ্যমা ভবেৎ ।

ব্রহ্মবিজ্ঞা-স্বরূপা যা ভুক্তি-মুক্তি-ফলপ্রদা ॥ ৫৬

একোচ্চারণে দেবেশি ! বাজপেয়স্ত কোটয়ঃ ।

অশ্বমেধ-সহস্রাণি প্রাদক্ষিণ্যং ভুবন্তথা ।

কাশ্যাদিতীর্থ-যাত্রাঃ শ্রু্যঃ সার্বকোটি-ত্রয়াশ্বিতাঃ ॥ ৫৭

ষোড়শাঙ্গী মহাবিজ্ঞা ন প্রকাশ্যা কদাচন ।

গোপনীয়্য ত্বয়া ভজে ! স্বযোনিরিব পার্বতি ! ॥ ৫৮

বৈখরী কঠস্থিতা বর্ণনকারিকা শক্তিঃ, সা গুণবর্ণনে অশক্তা । কৃতঃ? বাচ্য-ভাবনাং, বাচ্যো বর্ণনীয়ো ভাব ইন্দ্রিয়-বিষয়ো যস্তান্তত্বাং, তথাচেন্দ্রিয়া-গোচরায়্য অস্তা বর্ণনে সা অশক্তেত্যর্থঃ । তদেবাহ যতঃ সা নিরাকরং অকরা-প্রতিপাত্তং বস্তু । তথা তত্রৈব বর্ণনে কারণং পরাশক্ত্যন্তরং মুকীভূতা । তথা মধ্যমা বৈখরী কুলকুণ্ডলিন্যোর্মধ্যে বর্তমানা মধ্যমা নারী শক্তিরপি মুকী-ভূতেত্যর্থঃ । যথা শারদায়াং (৫৯)—

কঠস্থিতা বৈখরী শক্তি ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য বিষয়ের বর্ণনার সমর্থ্য, এই বিদ্যার গুণবর্ণনে অশক্তা । যেহেতু এই জীবিত্য নিরাকর বস্তু (অকরের দ্বারা অপ্রতিপাদ) । পরা শক্তি সেই গুণবর্ণনে কারণ হইলেও মুকীভূতা । পশ্যন্তী এবং মধ্যমা শক্তিও ইহার গুণবর্ণনে মধ্যমা (উদাসীন) হইয়াছেন ; যেহেতু ভোগমোক্ষ ফলপ্রদা এই ষোড়শী বিদ্যা ব্রহ্মবিদ্যা (ব্রহ্মরূপা) । ৫৪-৫৬

হে দেবেশি । একবার এই বিদ্যার উচ্চারণের সহিত কোটি বাজপেয় বজ্র, সহস্র অশ্বমেধ বজ্র, সমস্ত ভূমণ্ডলের প্রদক্ষিণ ও সাড়ে তিন কোটি কাশ্যাদিতীর্থের যাত্রা তুল্য হইতে পারে না । হে দেবেশি ! এ বিষয়ে কোন সন্দেহ নাই । ৫৭

হে গিরিজা । এই ষোড়শাঙ্গরী মহাবিজ্ঞা কখনও প্রকাশ্য নহে । হে পার্বতি ! ইহা নিজ যোনির দ্বারা গোপনীয়্য । ৫৮

বৈখরী—কঠস্থিতা বর্ণন কারিকা শক্তি । ইনি ইহার গুণবর্ণনে অসমর্থ্য । কি হেতু ? বাচ্যভাবহেতু । বাচ্য—বর্ণনীর ভাব—ইন্দ্রিয় বিষয় বাহার—যে বৈখরী শক্তির তিনিই বাচ্যভাব, তাহার বাচ্যভাবহেতু অর্থাৎ তিনি ইন্দ্রিয় বিষয় বিষয়ক । সেইজন্য ইন্দ্রিয়ের অবিস্মরণ এই বিদ্যার বর্ণনার তিনি অসমর্থ্য—এই অর্থ । তাহাই

শক্তিঃ ততো ধ্বনিস্তম্যাদস্তম্যামিরোধিকা ।

ততোহর্কেন্দুততো বিন্দুস্তম্যাদাসীৎ পরা ততঃ ।

পশুস্তী মধ্যমা বাচি বৈখরীশব্দজম্ভুঃ ॥

ইত্যুক্তং সৃষ্টিপ্রক্রিয়ায়াম্ । সিদ্ধজামলে (৬০)—

কামো মায়া রমা বালা ত্রিকুটা স্ত্রী ভগাকুশৌ ।

কালী কামকলা কূর্চং সর্বাদৌ প্রণবঃ প্রিয়ে ! ॥

শ্রীমহামোড়শীয়ঞ্চ যা খ্যাতা ভুবনত্রয়ে ॥ ৬১

জ্ঞানেন যত্নাহা বিদ্যা সর্বান্নায়ৈর্নমস্কৃতা ।

সপ্তলক্ষমহাবিদ্যাস্তম্ভাদৌ কথিতাঃ প্রিয়ে ! ॥ ৬২

বলিতেছেন—যেহেতু তিনি নিরক্ষর (অক্ষরের অপ্রতিপাদ্য) বস্তু । সেই রূপ বর্ণনার কারণ পরা শক্ত্যন্তরও মুক । সেইরূপ মধ্যমা বৈখরীও কুলকুণ্ডলিনীর মধ্যে বর্তমান। মধ্যমা শক্তিও মুক (অসমর্থ)—ইহাই অর্থ । ৫৯

যেমন শারদাতিলকে বলিয়াছেন—সেই কুণ্ডলিনী শক্তিকে (মূল কারণ শব্দের উল্লেখীকরণ অবস্থাকে) সৃষ্টি করেন । তাহা হইতে ধ্বনি, সেই ধ্বনি হইতে নাদ, সেই নাদ হইতে নিরোধিকা ; সেই নিরোধিকা হইতে অর্কেন্দু, অর্কেন্দু হইতে বিন্দু, সেই বিন্দু হইতে শব্দ জন্মের ভূমি পরা, পশুস্তী, মধ্যমা ও মুখে বৈখরীর আবির্ভাব হয় । ইহা সৃষ্টি প্রক্রিয়ায় বলিয়াছেন । ৬০

বিবৃতি । মূলকারণের উল্লেখীকরণ অবস্থাই শক্তি । সত্ত্বগুণ-প্রধান শক্তিই চিচ্ছক্তি । এই চিচ্ছক্তিই পরমাকাশ । সত্ত্বগুণ-প্রধান চিচ্ছক্তি রজোগুণের দ্বারা অনুবিদ্ধ হইলে ধ্বনি শব্দবাচ্য হন । এই ধ্বনিই অক্ষরাবস্থা । সেই চিচ্ছক্তি তমোগুণের দ্বারা অনুবিদ্ধ হইলে নাদ শব্দ বাচ্য হন । ইহাই অব্যক্তাবস্থা । সেই চিচ্ছক্তি প্রচুর তমোগুণের দ্বারা অনুবিদ্ধ হইলে নিরোধিকা শব্দবাচ্য হন । তিনি আবার প্রচুর সত্ত্বগুণের দ্বারা অনুবিদ্ধ হইলে অর্কেন্দু শব্দের বাচ্য হন । এই উভয়ের যোগে বিন্দুশব্দ বাচ্য হন । এই বিন্দু হইতেই পরা, পশুস্তী, মধ্যমা ও বৈখরীর আবির্ভাব হয় । ৬০

সিদ্ধ-যামলে বলিয়াছেন—কামবীজ, মায়াবীজ, স্ত্রীবীজ, বালাবীজ, ত্রিকুটা, স্ত্রীবীজ (স্ত্রীং), ভগবীজ (এং), অকুশবীজ (ক্রোং), কালীবীজ (ক্রীং), কামকলা (ক্রং) ও কূর্চ (কুং) । হে প্রিয়ে ! সকলের আদিতে প্রণব । হে প্রিয়ে ! যে বিদ্যা ত্রিভুবনে বিখ্যাতা, এই সেই মহামোড়শী । ৬১

এই বিদ্যা জ্ঞানের বিষয়ীভূতা হইলে যত্নাহা হয় । এই বিদ্যা সকল আশ্রয়ের পুজিতা । হে প্রিয়ে ! তন্ত্রের আদিতে সাত লক্ষ মহাবিদ্যা কথিত হইয়াছে । ৬২

সারাংসারভূতা ভূতা যা যা বিদ্যাঃ সুরোগোপিতাঃ ।

বহুনা কিমিহোক্তেন ভাসাং সারা হি ষোড়শী ॥ ৬৩

অত্র ভগং যোনির্বাগ্ভববীজং বীজমধ্যপঠিতত্বাৎ, ন ত্বেকাদশস্বর ইত্যুক্তং
প্রাক্ । আগ্নায়ঃ শিবমুখপ্রোক্তাগমভাগঃ । তেনাদৌ প্রণবস্ততঃ কামবীজং
ভূতা মায়া ভূতো লক্ষ্মীভূতো বালায়া প্রকৃতি-স্থিতায়া বীজত্রয়ম্ । ততস্ততঃ
কূটত্রয়ম্ । ততো বধুবীজং ততো বাগ্ভববীজং ততোহঙ্কুশস্ততঃ ক্রীং বীজম্ ।
ততঃ কামকলা ঈকারস্ততঃ কূটম্ । তথাচ ওঁ ক্রীং হ্রীং শ্রীং ঐং ক্রীং সৌঃ ক এ
ঈ ল হ্রীং, হ স ক হ ল হ্রীং, স ক ল হ্রীং ইতি কামরাজকূটং প্রথমলোপা-
মুদ্রা বা, ততঃ শ্রীং ঐং ক্রোং ক্রীং ঈং হুং ইতি সিদ্ধম্ । অত্র ত্রিকূটা ইত্যত্র
ত্রিপুটা ইতি পাঠঃ প্রামাণিকঃ, সুন্দরীমন্ত্র-মাত্রস্য কামেশীবীজঘটিতত্ব-
নিয়মাৎ । তথাচোক্তম্ (৬৪)—

সকলা ভুবনেশানী কামেশী-বীজমুদ্ধতম্ ।

অনেন সকলাঃ বিদ্যাঃ কথ্যামি বিশেষতঃ ॥ ৬৫ ইতি ।

একাক্ষরমন্ত্রস্য পঞ্চদশাক্ষর-ষোড়শাক্ষর-বীজাবলীদ্বয়স্য চ একাক্ষরত্বেন

যে যে মহাবিদ্যা সার হইতে সারতরভূতা ও অতিগোপিতা; অধিক আর কি
বলিব, এই ষোড়শী বিদ্যা তাহাদের হইতে সার । ৬৩

এখানে ভগ অর্থাৎ ত্রিনি বাগ্ভববীজ, যেহেতু ইহা বীজ মধ্যে পঠিত । কিন্তু
পূর্বে একাদশ স্বর, ইহা উক্ত হইয়াছে । আগ্নায়—শিবমুখপ্রোক্ত আগম । তাহাতে
প্রথমে প্রণব, পরে কামবীজ, পরে মায়াবীজ, পরে লক্ষ্মীবীজ, পরে প্রকৃতিভূত
বালার বীজত্রয়, পরে সেই সেই কূটত্রয়, পরে বধুবীজ, বাগ্ভববীজ, পরে অঙ্কুশবীজ,
পরে ক্রীং বীজ, পরে কামকলা ঈকার ও তাহার পর কূট । তাহা হইলে ওঁ ক্রীং হ্রীং
শ্রীং ঐং ক্রীং সৌঃ ক এ ঈ ল হ্রীং হ স ক হ ল হ্রীং স ক ল হ্রীং এই কামরাজ কূট
অথবা প্রথম লোপা মুদ্রা, তাহার পর শ্রীং ঐং ক্রোং ক্রীং ঈং হুং এই মন্ত্র উদ্ধৃত হয় ।
এখানে ত্রিকূটা এই স্থলে ত্রিপুটা এই পাঠ প্রামাণিক, যেহেতু সুন্দরীর মন্ত্র মাত্রই
কামেশী বীজ ঘটিত, এই নিয়ম আছে । তাহাই উক্ত হইয়াছে (৬৪)—

স ক ল ও ভুবনেশানী, ইহা দ্বারা কামেশী বীজ উদ্ধৃত হয় । ইহা দ্বারা বিশেষ-
ভাবে কামরাজ প্রভৃতি সকল বিদ্যাই বলিব । ৬৫

একাক্ষর মন্ত্র এবং পঞ্চদশাক্ষর, ষোড়শাক্ষর বীজাবলী দ্বয়ের একাক্ষররূপে ও

বীজাবলীত্বেন চ গ্রন্থান্তরে পৃথঙ্ নির্দেশ ইতি তেষেব কামেশী-রাহিত্যামতি ।
ইয়মপি মহাষোড়শী । ৬৬

তদ্বাস্তরে—দত্তা গোপাল-বীজস্ত কামরাজস্ত পূর্বতঃ ।

ষোড়শী কামরাজাখ্যা কন্দর্পারাধিতা মতা ॥ ৬৭

মায়া পুরস্কৃতা বিদ্যা ষোড়শী সা সুহর্লভা ।

শ্রীকৃষ্ণারাধিতাখ্যেয়ং যতোহভূদীশ্বরঃ স্বয়ম্ ॥ ৬৮

শ্রীযুতা ষোড়শী বিদ্যা সর্বসৌভাগ্যদায়িনী ।

লক্ষ্ম্যা আরাধিতা বিদ্যা যা বিভক্তি জগজ্জয়ম্ ॥ ৬৯

কামরাজ-মহাবিদ্যা তারপূর্বা চ ষোড়শী ।

উপাস্তা নারদেনেয়ং যতোহভূন্নানসী গতিঃ ॥ ৭০

বিনা গুরুপদেশেন শ্রীবিদ্যাং ষোড়শাক্ষরীম্ ।

দৃষ্ট্বা প্রজাপতে ! যন্ত স ভক্ষ্যো যোগিনীগণৈঃ ॥ ৭১

ষোড়শার্ণা মহাবিদ্যা শ্রীবিদ্যা কথিতা পুরা ।

নিধানমিব চৌরেভ্যো রক্ষণীয়া ত্বয়া প্রিয়ে ! ॥ ৭২

বীজাবলীত্বরূপে গ্রন্থান্তরে নির্দেশ আছে । এই জন্ত সেই সকলেই কামেশী বীজ
রাহিত্য আছে । ইনিও মহাষোড়শী । ৬৬

তদ্বাস্তরে বলিয়াছেন—কামরাজের পূর্বে গোপালবীজ (ক্লীং) দিয়া কামরাজ
নাম্নী ষোড়শী বিদ্যা উদ্ধার করিবে । ইনি কন্দপের আরাধিতা বলিয়া প্রসিদ্ধ । ৬৭

যে ষোড়শী মায়া দ্বারা পুরস্কৃতা অর্থাৎ মায়াপূর্বা, তিনি সুহর্লভা । ইনি শ্রীকৃষ্ণের
আরাধিতা বলিয়া প্রসিদ্ধা । যেহেতু শ্রীকৃষ্ণ ইহার আরাধনা করিয়া স্বয়ং ঈশ্বর
হইয়াছিলেন । ৬৮

শ্রীযুতা ষোড়শী বিদ্যা সমস্ত সৌভাগ্য প্রদায়িনী । যে লক্ষ্মী এই জগৎজয়কে
পোষণ করেন । এই বিদ্যা সেই লক্ষ্মীর আরাধিতা । ৬৯

তারপূর্বা (প্রণবপূর্বা) ষোড়শী কামরাজ মহাবিদ্যা হইলে ইনি নারদের উপাস্তা
হন । বাহা হইতে তাঁহার মানসী গতি হইয়াছিল । ৭০

যিনি গুরুর উপদেশ বিনাই ষোড়শাক্ষরী শ্রীবিদ্যাকে দেখিয়া জপ করেন, তিনি
যোগিনীগণের ভক্ষ্য । ৭১

হে প্রিয়ে । ষোড়শাক্ষরী মহাবিদ্যা শ্রীবিদ্যা বলিয়া পূর্বে কথিত হইয়াছে ।
উহা চৌর হইতে নিধির স্থান তোমার রক্ষণীয় । ৭২

তথা চ পঞ্চদশ-বর্ণ-ষটিত-কূটত্রয়-রূপায়াঃ প্রকৃত-কামরাজ-বিদ্যায়া আদৌ কামবীজং মায়াবীজং রমাবীজং প্রণবো বা যদি দীয়তে, তদা চতুর্বিধাপরা ষোড়শী ভবতি । অথ প্রকারান্তরম্ । যথা রুদ্রযামলে (৭৩)—

লোপামুদ্রা-বাগ্ভবে তু পৃথ্যাস্তে শিবযোজনাং ।

সকারং কামরাজাদৌ লোপা তু ষোড়শাক্ষরী ।

অনয়া সদৃশী বিদ্যা ন বিদ্যার্ণব-গোচরে ॥ ৭৪

অন্যার্থঃ—প্রথমলোপামুদ্রায়া বাগ্ভবকূটে যা পৃথ্বী লকারস্তদন্তে হকারান্তর-যোজনাং কামরাজকূটস্থাদৌ দন্ত্যসকারং যদি চ দত্তাং অর্থাৎ হকারস্থানঃস্থ-দন্ত্যসকারো যদ্যুর্দ্ধস্থো ভবতি, তদা লোপা ষোড়শী ভবতি । তেন শিব-চন্দ্র-কাম-ভূ-শিব-মায়াভিঃ প্রথমকূটম্, চন্দ্র-শিব-কাম-শিব-ভূ-মায়াভিঃ দ্বিতীয়-কূটম্, চন্দ্র-কাম-ভূ-মায়াভিঃ তৃতীয়কূটং ইতি ষোড়শাক্ষরী । তথাচ হ স ক ল হ হ্রী, স হ ক হ ল হ্রী, স ক ল হ্রী ইতি সিদ্ধম্ । প্রথম-লোপামুদ্রা ষোড়শাক্ষরী ॥ ৭৫

রুদ্রযামলে—বিদ্যারাজী বাগ্ভবে তু কাস্তেহনস্ত-নিয়োজনাং ।

তাহা হইলে পঞ্চদশ-বর্ণ ষটিত কূটত্রয়রূপ প্রকৃত কামরাজ বিদ্যার আদিতে কামবীজ, মায়াবীজ, রমাবীজ অথবা প্রণব যদি দেওয়া হয়, তাহা হইলে অপর চারি প্রকার ষোড়শী হয় । ৭৬

অনন্তর প্রকারান্তর কথিত হইতেছে । রুদ্রযামলে বলিয়াছেন—লোপামুদ্রার বাগ্ভব কূটে পৃথ্বীর (লকারের) পরে শিব (হ) যোগ করিলে, কামরাজ কূটের আদিতে সকার দিলে ষোড়শাক্ষরী লোপা হয় । ইহার সদৃশা বিদ্যা বিদ্যারূপ সাগরে নাই । ৭৪

ইহার অর্থ—প্রথম লোপামুদ্রার বাগ্ভবকূটে যে পৃথ্বী (লকার) আছে, তাহার অন্তে (পরে) হকার যোগ করিয়া কামরাজ কূটের আদিতে দন্ত্যসকার যদি দেন, অর্থাৎ হকারের অধঃস্থ দুইটি দন্ত্যসকার যদি উর্ধ্বস্থ হয়, তখন লোপামুদ্রা ষোড়শী হয় । তাহাতে শিব (হ), চন্দ্র (স), কাম (ক), ভূ (ল), শিব ও মায়াবীজ দ্বারা প্রথম কূট । চন্দ্র, শিব, কাম, শিব, ভূ ও মায়াবীজের দ্বারা দ্বিতীয় কূট । চন্দ্র, কাম, ভূ ও মায়া দ্বারা তৃতীয় কূট হয় । ইনি ষোড়শাক্ষরী । তাহা হইলে হ স ক ল হ হ্রীং স হ ক হ ল হ্রীং সকল হ্রীং ইহা সিদ্ধ হয় । ৭৫

প্রথম লোপামুদ্রা ষোড়শাক্ষরী । রুদ্রযামলে বলিয়াছেন—বিদ্যারাজী

ষোড়শার্ণা মহাবিদ্যা চিদ্রনৈক্যাময়ী শুভা ॥ ৭৬

বিদ্যারাজী কামরাজবিদ্যা, বাগ্ভবে বাগ্ভবকূটে । কাস্তে ককারস্যাস্তে ।
অনস্তো হকারঃ । ইতি যোড়শী-প্রকরণম্ ॥ ৭৭

অথ সপ্তদশাক্ষরী । যথা রুদ্রধামলে—

লোপা-বাগ্ভব-শক্রাস্তে শিববীজং নিয়োজয়েৎ

তথৈব শক্তিবীজে চ লোপা সপ্তদশাক্ষরী ॥ ৭৮

অস্ত্যাঃ স্মরণ-মাত্রেণ শিবো ভবতি নানুথা ।

অগ্নিমাছুষ্টসিদ্ধীশঃ সাক্ষাদ্ভূমিপূরন্দরঃ ॥ ৭৯

অস্ত্যার্থঃ—প্রথমলোপায়া বাগ্ভবকূটে শক্তিকূটে চ শক্রস্য লকারস্যাস্তে
শিববীজং হকারং যদি যোজয়েত্তদা সপ্তদশাক্ষরী বিদ্যা ভবতি । ৮০

প্রকারান্তর-সপ্তদশাক্ষরী । রুদ্রধামলে—

লোপায়াঃ শক্তিকূটাস্তে হংসবীজযুক্তা যদি ।

তদা সপ্তদশী বিদ্যা সাক্ষাৎ জাগ্রৎ-স্বরূপিণী ॥ ৮১

কামরাজ বিদ্যার বাগ্ভবকূটে ককারের অস্তে অনস্ত (হকার) যোগ করিলে ষোড়শাঙ্ক
করী শুভা মহাবিদ্যা হয় । ইনি চিদ্রনৈক্যাময়ী । ৭৬

বিদ্যারাজী—কামরাজবিদ্যা । বাগ্ভবে—বাগ্ভবকূটে । কাস্তে—ককারের
অস্তে । অনস্তঃ—হকার । যোড়শী প্রকরণ সমাপ্ত হইল । ৭৭

অনস্তর সপ্তদশাক্ষরী । রুদ্রধামলে বলিয়াছেন—প্রথম লোপার বাগ্ভবকূটে
শক্রের (লকারের) অস্তে যদি শিববীজকে (হকারকে) যোগ করেন, সেইরূপ
শক্তিকূটেও যদি করেন, তবে সপ্তদশাক্ষরী লোপা বিদ্যা হয় । ৭৮

এই বিদ্যার স্মরণমাত্রে সাধক শিব হইয়া যান, ইহার অনুথা হয় না । তিনি
ভূমিপতি হইয়া সাক্ষাৎ অগ্নিমাতি অষ্ট সিদ্ধির অধিপতি হন । ৭৯

ইহার অর্থ—প্রথম লোপার বাগ্ভবকূটে ও শক্তিকূটে শক্র লকারের অস্তে
শিববীজ হকারকে যদি যোগ করেন, তবে সপ্তদশাক্ষরী বিদ্যা হয় । ৮০

প্রকারান্তর সপ্তদশাক্ষরী রুদ্রধামলে বলিয়াছেন—লোপামুদ্রার শক্তিকূটের অস্তে
ঐ বিদ্যা যদি হংসবীজযুক্তা হন, তবে সাক্ষাৎ জাগ্রৎস্বরূপিণী সপ্তদশাক্ষরী বিদ্যা
হন । ৮১

অষ্টাদশাঙ্করী

প্রথমলোপামুদ্রামধিকৃত্য তত্রৈব—

অধরং বিন্দুনা যুক্তং বাগ্ভবাণ্ডে নিয়োজয়েৎ ।
 মাদনং কামরাজাণ্ডে তান্ত্রীয়াণ্ডে মহেশ্বরী ! ॥ ১
 ভৃগুঃ সর্গাঘ্রিতো দেবি ! মনুনা চ সমন্বিতঃ ।
 অষ্টাদশাঙ্করী হেমা শ্রীবিদ্যা ভুবি দুর্লভা ॥ ২
 শ্রীগুরোঃ কৃপয়া দেবি ! নিত্য-সিদ্ধিপ্রদায়িনী ।
 নবলক্ষং জপিছা তু লোপামুদ্রাং মহেশ্বরীম্ ॥ ৩
 অষ্টাদশাঙ্করী বিদ্যা পশ্চাদ্ রাখ্যা বরাননে ! ।
 অন্তথা শাপমাপ্নোতি কুলং তস্য বিনশ্যতি ॥ ৪
 সর্বকল্যাণদা বিদ্যা সর্ববিঘ্নবিনাশিনী ।
 সর্বসৌভাগ্যদা দেবি ! সর্বমঙ্গলকারিণী ।
 অনয়া সদৃশী বিদ্যা ত্রৈলোক্যে চাতিদুর্লভা ॥ ৫
 রুদ্রত্বং প্রাপ্তবানস্মি জগুঃ । চাষ্টাদশাঙ্করীম্ ।
 বিষ্ণুত্বং প্রাপ্তবান্ বিষ্ণুত্রৈলোক্যং পিতামহঃ ॥ ৬

অনন্তর অষ্টাদশাঙ্করী বিদ্যা । প্রথম লোপামুদ্রাকে অধিকার (প্রস্তাব) করিয়া সেইখানেই বলিয়াছেন—হে দেবি ! হে মহেশ্বরী ! বাগ্ভবকটের আদিতে বিন্দু-যুক্ত অধর (ঐং) যোগ করিবে । কামরাজকটের আদিতে মাদন (ক্রীং), তৃতীয় শক্তি-কটের আদিতে সর্গঃ (ঃ) যুক্ত ও মনু (ও) যুক্ত ভৃগু (স) অর্থাৎ সৌঃ যোগ করিবে । তাহাতে অষ্টাদশাঙ্করী শ্রীবিদ্যা হইবে । এই বিদ্যা পৃথিবীতে দুর্লভা । ১-২

হে দেবি ! শ্রীগুরুর কৃপায় ইনি নিত্য সিদ্ধি প্রদায়িনী হন । হে বরাননে ! প্রথমে মহেশ্বরী লোপামুদ্রাকে নব লক্ষ জপ করিয়া পরে এই অষ্টাদশাঙ্করী বিদ্যাকে উপাসনা করিবে । অন্তথা শাপ প্রাপ্ত হইবে এবং তাহার কুলও নাশ হইবে । ৩-৪

হে দেবি ! এই বিদ্যা সমস্ত কল্যাণের প্রদাত্রী, সমস্ত বিঘ্নের নাশিনী, সমস্ত সৌভাগ্য দায়িনী, সমস্ত মঙ্গল কারিণী । ইহার সদৃশ বিদ্যা ত্রৈলোক্যে অতিদুর্লভা । ৫

আমি এই অষ্টাদশাঙ্করী বিদ্যা প্রাপ্ত হইয়া রুদ্রত্ব লাভ করিয়াছি । এই অষ্টাদশাঙ্করী বিদ্যা জপ করিয়া বিষ্ণু বিষ্ণুত্ব ও পিতামহ ত্রৈলোক্য লাভ করিয়াছেন । ৬

অস্থার্থ:—অধরং দ্বাদশশ্বরঃ বিন্দুনাদযুক্তঃ, অর্থাৎ বাগ্ভববীজং বাগ্ভব-কূটস্থাদৌ দত্তাৎ । কামরাজকূটস্থাদৌ মাদনং কামবীজং দত্তাৎ । তথা তৃতীয়কূটস্থো মনুনা চতুর্দশশ্বরেণ সমন্বিতো ভৃগুর্দন্ত্যসকারঃ, স চ বিসর্গান্তঃ । তেন বালাবীজত্রয়ং ত্রিকূটস্থাদৌ যথাসংখ্যং^১ যোজ্যমিত্যষ্টাদশাক্ষরী । নবলক্ষ-মিতি । আদৌ প্রথমলোপামুদ্রাং গৃহীত্বা নবলক্ষং জপ্ত্বা পশ্চাৎ তদ্ব্যটিতমষ্টাদশাক্ষরীং গৃহীয়াদিত্যর্থঃ । তত্রৈব (৭)—

কামরাজাখ্য-বিদ্যায়া বাগ্ভবাদৌ তু বাগ্ভবম্ ।

ভুবনেশী-কামরাজে শ্রীবীজং শক্তিপূর্বতঃ ॥ ৮

এষাপ্যষ্টাদশী প্রোক্তা সর্বসিদ্ধি-প্রদায়িকা ।

ভোগ-মোক্ষপ্রদা সাক্ষাৎ পুরুষার্থপ্রদায়িকা ॥ ৯

অনয়া সদৃশী বিদ্যা ন বিদ্যার্ণব-গোচরা ।

নাস্তি নাস্তি পুনর্নাস্তি সত্যং সত্যং বদামি তে^২ ॥ ১০

ইহার অর্থ । অধর—দ্বাদশশ্বর, ঐ বিন্দুনাদ যুক্ত অর্থাৎ বাগ্ভববীজ ঐংকে বাগ ভব কূটের আদিতে দিবেন । কামরাজ কূটের আদিতে মাদন কামবীজ ক্লীংকে দিবেন । সেইরূপ তৃতীয় শক্তিকূটের আদিতে মনু চতুর্দশশ্বর ঐকারের দ্বারা যুক্ত ভৃগু দন্ত্যসকারকে দিবেন । তাহা বিসর্গান্ত হইবে । তাহাতে বালার বীজত্রয় তিনটি কূটের আদিতে যথাসংখ্যক যোগ করিবেন । তাহাতে ঐং হ স ক ল হ্রীং, ক্লীং হ স ক হ ল হ্রীং সৌঃ সকল হ্রীং এই অষ্টাদশাক্ষরী বিদ্যা হইবে । নবলক্ষং কথার অর্থ—প্রথমে প্রথম লোপামুদ্রাকে গ্রহণ করিয়া নয় লক্ষ জপ করিয়া পরে সেই লোপামুদ্রা ব্যতিত অষ্টাদশাক্ষরী বিদ্যাকে গ্রহণ (জপ) করিবে । ৭

সেইখানেই বলিয়াছেন—কামরাজ বিদ্যার বাগ্ভব কূটের আদিতে বাগ্ভবীজ ঐং, কামরাজ কূটের আদিতে ভুবনেশী হ্রীং এবং শক্তিকূটের আদিতে শ্রীবীজ শ্রীং বীজ দিলে সমস্ত সিদ্ধি প্রদায়িনী অষ্টাদশাক্ষরী বিদ্যা কথিত হয় । ইনি ভোগমোক্ষ-প্রদা ও সাক্ষাৎ পুরুষার্থের প্রদাত্রী । ৮-৯

এই বিদ্যার সদৃশী বিদ্যা বিদ্যাসাগরের মধ্যে নাই, নাই, নাই । পুনরায় বলিতেছি নাই । তোমাকে বলিতেছি—ইহা সত্য সত্য । ১০

১। ঐ—যথাসংখ্যং যোজ্যম্ । তথাচ ঐং হ স ক ল হ্রীং ক্লীং হ স ক ল হ হ্রীং সৌঃ-সকল-হ্রীমিত্যষ্টাদশাক্ষরী । তত্রৈব কামরাজাখ্য বিদ্যায়া । ২। ঐ—কথয়ামি তে । তেন ঐং ক এ ঐ ল হ্রীং হ্রীং হ স ক হ ল হ্রীং শ্রীং সকল হ্রীং । তদ্ব্যস্তবে কামরাজ বিদ্যামধিকৃত্য-

যোগিনীজালকরে—কামরাজবিজ্ঞামধিকৃত্য—

বাঙ্‌মায়া^১ শক্তিবীজাচ্চা ত্রিকূটা ক্রমযোগতঃ ।

ত্রিপুরামালিনী^২ নাম্না ভবেদষ্টাদশাক্ষরী^৩ ॥ ১১

লোপা-বাগ্‌ভবমুচ্ছত্য বিলোমাং বালিকাং ততঃ ।

প্রণবং সবিসর্গস্ত ততো বৈ কুলসুন্দরীম্ ॥ ১২

শক্তিকূট-মধ্যভাগে হকারং যোজয়েচ্ছিবে ! ।

বিলোমাং বালিকাং তত্র ব্রহ্মার্ণঃ সবিসর্গকঃ ॥ ১৩

ইয়ং শ্রীপরমা বিজ্ঞা কেবলা মোক্ষদায়িনী ।

অস্মা লক্ষজপেনৈব কিং ন সিধ্যতি ভূতলে ।

অস্মাঃ স্মরণমাত্রেণ শিবো ভবতি নানুথা ॥ ১৪

অস্মার্থঃ—কুলসুন্দরী বালা^৪, কামাক্ষরং ককারঃ, শক্তিবর্ণ একাদশস্বরঃ ।
পুরুন্দরো লকারঃ, হরো হকারঃ, লোপা প্রথমলোপা । ব্রহ্মার্ণঃ প্রণবঃ ।
তথাচ প্রণবঃ, বাগ্‌ভবং, কামবীজং, সৌরিতি বালাবীজত্রয়ম্, ক এ ল হ

যোগিনী জালকরে কামরাজ বিদ্যার অধিকারে (প্রস্তাবে) বলিয়াছেন—
কামরাজ বিদ্যার তিনটি কূটের আদিতে যথাক্রমে বাগ্‌বীজ ঐং, মারবীজ ক্লীং ও
শক্তি (সৌঃ) যোগ করিলে ত্রিপুরামালিনী নামক অষ্টাদশাক্ষরী বিদ্যা হয় । ১১

হে শিবো ! লোপামুদ্রার বাগ্‌ভব কূটকে উদ্ধার করিয়া বিলোমে বালাবীজ,
তাহার পর সবিসর্গ প্রণব, তাহার পর কুলসুন্দরী বালা, তাহার পর শক্তিকূটের
মধ্যভাগে হকার যোগ করিবে । তাহার পর বিলোম বালিকা (বালা), তাহার পর
সবিসর্গ ব্রহ্মার্ণ (প্রণব) দিবেন । ১২-১৩

এই পরমা শ্রীবিদ্যা কেবল মোক্ষদায়িনী । ইহার লক্ষ জপের দ্বারা ভূতলে কি না
সিদ্ধ হয় অর্থাৎ সমস্তই সিদ্ধ হয় । এই বিদ্যার স্মরণমাত্রে শিব হয় । ইহার অনুথা
হয় না । ১৪

ইহার অর্থ । কুলসুন্দরী—বালা । কামাক্ষর—ককার । শক্তিবর্ণ—একাদশ
স্বর । পুরুন্দর—লকার । হর—হকার । লোপা—প্রথম লোপা । ব্রহ্মার্ণ—প্রণব ।

১। ঐ—বাঙ্‌মার শক্তি । ২। ঐ—ত্রিপুরাবাসিনী । ৩। ঐ—দশাক্ষরী । বর্ণসংখ্যার্ক কালেন
পুরুন্দরগমিত্তে । বাঙ্‌মারেতি বালাবীজত্রয়ম্ । তত্রৈব প্রণবং পূর্বমুচ্ছত্য ততো বৈ কুলসুন্দরীম্ ।
কামাক্ষরং শক্তিবর্ণং পুরুন্দরং ততঃ । ভূবনেশীং সমুচ্ছত্য বিলোমাং বালিকাং ততঃ । প্রণবং
সাপ্যদাৰ্ঘ্যম্ । ৪। ঐ—বালা । ব্রহ্মার্ণঃ ।

হ্রীং ততঃ সৌঃ ক্লীং ঐং ইতি বিলোম-বালাবীজ-ত্রয়ং, ততঃ^১ সবিসর্গঃ প্রণবঃ, ততঃ কুলসুন্দরী বালা, লোপা বাগ্ভবো হ স ক ল হ্রীং, ততো বিলোম-বালিকা, ততঃ সবিসর্গঃ প্রণবঃ, ততঃ কুলসুন্দরী বালা, ততঃ প্রথমলোপামূদ্রা, শক্তি-কূটমধ্যভাগে হকারযোজনাং স ক হ ল হ্রীং ইতি । ততো বিলোম-বালিকা, ততঃ প্রণব-বিসর্গো^২ চেতি সপ্তত্রিংশদক্ষরীয়ং বিদ্যা । অত্র বিসর্গ-স্থানুচ্চার্য্যত্বেহপি ধ্যেয়তেতি ধ্যেয়ম্ । তেন ও ঐং ক্লীং সৌঃ ক এ ল হ হ্রীং সৌঃ ক্লীং ঐং ওঃ ঐং ক্লীং সৌঃ হ স ক ল হ্রীং সৌঃ ক্লীং ঐং ওঃ ঐং ক্লীং সৌঃ স ক হ ল হ্রীং সৌঃ ক্লীং ঐং ওঃ ইতি সিদ্ধম্ ॥ ১৫ ॥

অথ ব্রহ্মবিদ্যা

ব্রহ্মবিদ্যেতি যা প্রোক্তা সৃজিতা ন প্রকাশিতা । ইতি প্রশ্নোত্তরং শ্রীক্রমে—

তাং বিদ্যাং শৃণু দেবেশি ! কামমিল্দ্ৰ-সমন্বিতম্ ।

নাদ-বিন্দুকলা-ভেদাং তুরীয়-স্বরসংযুতম্ ।

মহাশ্রীসুন্দরী বিদ্যা মহাত্রিপুরসুন্দরী ॥ ১৬

তাহা হইলে প্রণব, বাগ্ভব, কামবীজ, সৌঃ এই বালাবীজ ত্রয়, ক এ ল হ হ্রীং, তাহার পর সৌঃ ক্লীং ঐং এইরূপ বিলোম বালাবীজ ত্রয়, তাহার পর সবিসর্গ প্রণব, তাহার পর কুলসুন্দরী বালা, তাহার পর লোপার বাগ্ভববীজ হ স ক ল হ্রীং তাহার পর বিলোম বালাবীজ, তাহার পর সবিসর্গ প্রণব, তাহার পর কুলসুন্দরী বালা, তাহার পর প্রথম লোপা মূদ্রা ও শক্তিকূটের মধ্যভাগে হকারের যোগ হইতে সকলহ্রীং । তাহার পর বিলোম বালিকা (বালা), তাহার পর প্রণব ও বিসর্গ—ইহাই সপ্তত্রিংশৎ (৩৭) অক্ষরী বিদ্যা । এ স্থলে প্রণবের পরে বিসর্গ অনুচ্চার্য্য হইলেও ধ্যেয়, ইহা জানিবেন । তাহাতে ও ঐং ক্লীং সৌঃ কএলহ হ্রীং সৌঃ ক্লীং ঐং ওঃ ঐং ক্লীং সৌঃ হ স ক ল হ্রীং সৌঃ ক্লীং ঐং ওঃ ঐং ক্লীং সৌঃ সকল হ্রীং সৌঃ ক্লীং ঐং ওঃ এই উক্ত হইল । ১৫

অনন্তর ব্রহ্মবিদ্যা । ব্রহ্মবিদ্যা বলিয়া যাহা কথিত হইয়াছে, তাহা সৃজিতা হইলেও প্রকাশিতা হয় নাই, এইরূপ প্রশ্নোত্তর শ্রীক্রমে আছে—

হে দেবিশি ! সেই ব্রহ্মবিদ্যাকে শ্রবণ কর । ককারকে ইন্দ্র (ল) সমন্বিত করিবে ও তুরীয় স্বর ঈর সহিত সংযুক্ত করিবে । নাদও বিন্দুকলার ভেদ (মিশ্রণ—যোগবশতঃ) ইহা মহাশ্রীসুন্দরী বিদ্যা ও মহাত্রিপুর সুন্দরী বিদ্যা হয় । ১৬

১। ঐ—ততঃ প্রণবো বিসর্গঃ বালা হ স ক ল হ্রীং বিলোম বালা ততঃ প্রণবঃ বিসর্গো বালা স ক হ ল হ্রীং বিলোম বালা প্রণব বিসর্গো চেতি সপ্তত্রিংশদক্ষরীয়ং বিদ্যা । অত্র বিসর্গস্থানুচ্চার্য্যত্বেহপি ধ্যেয়ত্বং মতেতি ধ্যেয়ম্ । অথ ব্রহ্মবিদ্যা ।

ককারে সৰ্বমুৎপন্নং কামকৈবল্য-দায়কম্ ।

লকারে সৰ্বমৈশ্বর্যমীকারে সৰ্বসৌখ্যকম্ ।

এবং বীজত্রয়ং দেবি ! বিদ্যানাং সারসংগ্রহম্ ॥ ১৭

বাগ্ভবং কামরাজঞ্চ শক্তিভেন নিয়োজয়েৎ ।

একাক্ষরেণ কথিতা ব্রহ্মবিদ্যৈব কেবল ॥ ১৮

এতেন কামরাজমস্তা একাক্ষরমন্ত্রঃ^১ । তথাচ ক্লী^২ ইতি সিদ্ধম্ । এবমিতি ককার-লকারেকার-রূপং বীজত্রয়ং বাগ্ভবং কামরাজং জানীয়াৎ শক্তিভেন চ । নিয়োজয়েৎ জানীয়াদिति । তেন বর্ণত্রয়স্ত কুটত্রয়াত্মকত্বং ককারো বাগ্ভবাখ্যং লকারঃ কামরাজাখ্যং ঈকারঃ শক্ত্যাখ্যং কূটং তৎ-ত্রয়ঞ্চ বিদ্যানাং সারসংগ্রহমিতি ভাবার্থঃ^৩ । অত্রৈকাক্ষরে কূটত্বমৌপচারিকম্ । ১৮

ইদানীং পূর্বোক্তায়াঃ কামরাজ-প্রথমলোপামুদ্রয়োবিশেষোহভিধীয়তে ।
যথা—তেহধিকৃত্য যথাকুলোড্ডীশে—

শ্রীপরা বাগ্ভবাখ্যৈশ্চ ঈশ্বরী তার-মন্ত্রধৈঃ ।

আগ্ভূতৈর্ভিগ্ধমানা সুন্দরী ষড়্বিধা ভবেৎ ॥ ১৯

ইহার ককারে সমস্ত উৎপন্ন হইরাছে এবং উহা কাম ও কৈবল্যদায়ক । লকারে সকল ঐশ্বর্য ও ঈকারে সকল সুখ লাভ হয় । হে দেবি ! এই তিনটি বীজ বিদ্যার সংগ্রহ । ১৭

এই তিনটিকে বাগ্ভবকূট, কামরাজকূট ও শক্তিকূটরূপে নিরোপ (এরোপ) করিবে । এই একাক্ষর ক্লীং দ্বারা কেবল ব্রহ্মবিদ্যাই কথিত হইরাছে । ১৮

ইহা দ্বারা এই সিদ্ধ হয় যে, এই বিদ্যার একটি অক্ষর কামরাজ । তাহা হইলে ক্লীং এই সিদ্ধ হয় । এবম্ ইতি—ইহার ভাবার্থ এই যে, ককার, লকার, ও ঈকার রূপ বীজ তিনটিকে বাগ্ভবকূট, কামরাজকূট ও শক্তিকূট জানিবে । নিয়োজয়েৎ—জানীয়াৎ (জানিবে) । তাহাতে এই বর্ণত্রয় কূটত্রয়রূপ । ককার বাগ্ভবকূট, লকার—কামরাজকূট ও ঈকার শক্তিনামক কূট । সেই তিনটি বিদ্যার সার সংগ্রহ । এই স্থলে একটি অক্ষরে কূট-ব্যবহার গোণ । ১৮

এখন পূর্বোক্ত কামরাজবিদ্যা ও প্রথম লোপা মুদ্রার বিশেষ বেক্রপ তাহা তাহার অধিকারে কথিত হইতেছে । যেমন কুলোড্ডীশে বলিয়াছেন—

আদিত্যুত শ্রীবীজ, পরা (বালার) শেখ বীজ সৌঃ, বাগ্ভববীজ, ঈশ্বরীবীজ হ্রীং,

অন্ত্যর্থঃ । শ্রী রমাবীজম্ । পরা বালা-শেষবীজং, ন তু মায়াবীজং, ঈশ্বর্যা সহ পৌনরুক্ত্যাং । বাগ্ভবং সেন্দু দ্বাদশস্বর-বীজম্^১ । তারঃ প্রণবঃ । মন্থথঃ কামবীজম্ । প্রত্যেকমৈতৈরাত্ত্বভূতৈভিঃ সুনন্দ্রী কামরাজবিদ্যা প্রথমলোপামুদ্রা চ প্রত্যেকং ষড়্‌বিধা ভবেৎ । তথাচ কামরাজবিদ্যায়াঃ প্রথমলোপামুদ্রায়াশ্চাদৌ ষড়্‌বীজানামেকৈক-দানে ষট্ ষট্ ভেদা ভবন্তীত্যর্থঃ । অতএব “স্বরং যোনিং লক্ষ্মীং ত্রিতয়মিদমাগ্রে তব মনো”রিত্তি ভগবতাচার্য্যোণাপি প্রতিপাদিতম্ । তত্র চ স্বরঃ কামবীজম্ । যোনির্বাগ্ভববীজম্ । লক্ষ্মীঃ শ্রীবীজম্ । ত্রিতয়মিতি প্রত্যেকমিত্যর্থঃ ন তু সমুদিতম্ । ২০

তথা অনয়োরাগ্রে কাম-মায়া রমাবীজং মায়া-শ্রী-কামবীজং শ্রী-মায়া-কামবীজং বা যদি ত্রয়ং ত্রয়ং প্রযুক্তং স্যাৎ, তদা প্রত্যেকং ত্রিবিধা অষ্টাদশাক্ষরী ভবতি^২ । যথা তত্রৈব (২১)—

তার (ওঁ) ও মন্থথ বীজ (ক্ৰাং) দ্বারা ভিদ্‌মান হইয়া সুনন্দ্রী কামরাজ বিদ্যা ও প্রথম লোপামুদ্রা ছয় প্রকার হয় । ২১

ইহার অর্থ । শ্রী—রমাবীজ । পরা—বালার শেষবীজ, মায়াবীজ কিন্তু নহে, যেহেতু ঈশ্বরীর সহিত পুনরুক্তি হয় । বাগ্ভব—ইন্দু (ং) যুক্ত দ্বাদশ স্বরবীজ ঐং । ঈশ্বরী—মায়াবীজ । তার—প্রণব । মন্থথ—কামবীজ । আদিভূত এই বীজ সমূহের প্রত্যেকের দ্বারা ভিন্ন হইয়া সুনন্দ্রী কামরাজ বিদ্যা ও প্রথম লোপা মুদ্রা প্রত্যেকে ছয় প্রকার হন । সুতরাং কামরাজ বিদ্যার ও প্রথম লোপামুদ্রার আদিতে ছয়টি বীজের এক একটি দিলে ছয় ছয়টি ভেদ হইবে, ইহাই অর্থ । এই জন্যই ভগবান্ শঙ্করাচার্য্যও—স্বরং যোনিং লক্ষ্মীং ত্রিতয়মিদমাদ্যে তব মনোঃ অর্থাৎ মাতঃ । তোমার মস্তকের প্রথমে স্বর, যোনি ও লক্ষ্মী এই তিনটি বীজ—ইহা প্রতিপাদন করিয়াছেন । সেই আচার্য্য বাক্যে স্বর—কামবীজ । যোনি—বাগ্ভববীজ । লক্ষ্মী—শ্রীবীজ । ত্রিতয়ম্—প্রত্যেক, ইহা অর্থাৎ সিদ্ধ হয় । তিনটির সমুদায় নহে । ২০

সেইরূপ কামরাজ বিদ্যা ও প্রথম লোপামুদ্রার আদিতে কামবীজ, মায়াবীজ ও রমাবীজ ; মায়াবীজ, শ্রীবীজ ও কামবীজ অথবা শ্রীবীজ, মায়াবীজ ও কামবীজ—

১। ঐ—ঈশ্বরী মায়াবীজম্ । তারঃ ।
লোপামুদ্রায়াশ্চাদৌ ।

২। ঐ—ভবতি । তেন কামরাজবিদ্যায়া

কাম মায়া রমা পূর্বে মায়ালক্ষ্মী: অরুণা ।

রমা মায়া তথা কামো বশু-চন্দ্রাকরী ত্রিধা ॥ ২২

কেচিং তু লক্ষণয়া যোনিপদেন মায়াবীজমুক্তা। অরং যোনিং লক্ষ্মী-
মিত্যাচার্য্যপত্নং সমুদিত-পরতয়াহত্রোদাহরন্তি । ২৩

অথ কামরাজবিদ্যায়া: শাস্তব-শক্তিভেদ উচ্যতে । যথা হংসমাহেশ্বরে—

প্রকারভেদ-মনসা পূজয়েদ্ যদি সাধক: ।

তাং বিদ্যাং শৃণু দেবেশি ! ক্রমেণ কথয়ামি তে ॥ ২৪

পূর্বোক্তং কামরাজং তদেব শাস্তবং বিদু: ।

ককারাদির্যদা দেবি^১ ! পূর্বান্নায়-প্রচোদিতা ॥ ২৫

জ্ঞেয়: স কীলিতো মন্ত্র: সর্বদা সিদ্ধিদো ন হি^২ ।

এতচ্ছাস্তবমুদ্দিষ্টং শৃণু শাস্তবং বরাননে ! ॥ ২৬

মায়াবীজং ততো ঝিণ্টী কামং শক্রং বিয়ং ক্রমাং ।

যদি তিন তিনটি বীজ প্রযুক্ত হয়, তখন প্রত্যেকই তিন প্রকার অষ্টাদশাকরী বিদ্যা হয় । ২১

যেমন সেইখানেই বলিয়াছেন—কামরাজবিদ্যা ও লোপামুদ্রার প্রথমে কাম, মায়া ও রমাবীজ, মায়া, লক্ষ্মী ও কামবীজ, রমা, মায়া ও কাম বীজ হইলে তিন প্রকার অষ্টাদশাকরী বিদ্যা হয় । ২২

কেহ কেহ লক্ষণা দ্বারা যোনি পদে মায়াবীজ বলিয়া “অরং যোনিং লক্ষ্মীম্” এই আচার্য্য বাক্যকে সমুদিত পর করিয়া এই স্থলে উদাহরণ প্রদর্শন করেন । ২৩

অনন্তর কামরাজ বিদ্যা হইতে শাস্তব শক্তির ভেদ কথিত হইতেছে । যেমন হংসমাহেশ্বরে বলিয়াছেন—

হে দেবেশি ! যদি সাধক প্রকারভেদকে মনের দ্বারা পূজা করে, তবে সেই বিদ্যাকে ক্রমে ক্রমে তোমার নিকট বলিতেছি । ২৪

পূর্বে যে কামরাজ বিদ্যা উক্ত হইয়াছে, তাহাকেই শাস্তব-বিদ্যা জানিবে । হে দেবি ! যখন পূর্বান্নায়ে ককারাদি মন্ত্র উপদিষ্ট হয়, তখন সে মন্ত্র কীলিত জানিবে । উহা সর্বদা সিদ্ধপ্রদ নহে । ইহাই শাস্তব কামরাজ বলিয়া উদ্দিষ্ট হইয়াছে । হে বরাননে ! শাস্ত কামরাজ শ্রবণ কর । ২৫-২৬

মায়াবীজ (ঈ), অনন্তর ক্রমে ক্রমে ঝিণ্টী (এ), কাম (ক), শক্র (ল), বিয়ং

জাতবেদো যুগাক্ষেন লাক্ষিতং পরমেশ্বরী ॥ ২৭

এতদ্বাগ্ভবকূটং পূর্ববৎ কামরাজকম্ ।

তথৈব শক্তিকূটং সূন্দর্যোয়া প্রকীৰ্ত্তিতা ॥ ২৮

সবীৰ্য্যা সিদ্ধিদা নিত্য্য ত্রৈলোক্য-বশকারিণী ॥

নিষ্কলিতা মহাবিদ্যা পূৰ্বান্নায়-প্রচোদিতা ॥ ২৯

অস্তুার্থঃ—যৎ কামরাজাখ্য-বিদ্যা স্বরূপমুক্তং, তদেব^১ শান্তবৎ কামরাজাখ্যম্ ।
স তু মন্ত্রঃ কলিতঃ । অতঃ শান্তাখ্য-কামরাজ-বিদ্যোপাস্তা । তৎ ক্রমমাহ—
মায়াবীজমিতি । মায়াবীজং দীর্ঘেকারঃ । ঝিণ্টী একারঃ । কামঃ ককারঃ ।
শক্রো লকারঃ । বিয়ৎ হকারঃ । জাতবেদো রেফঃ । যুগাক্ষো নাদবিন্দু
তৈর্লাক্ষিতং যুক্তং বিয়ৎ পরমেশ্বরী দীর্ঘেকারঃ ।

তথাচ^২—তুর্য্য-স্বরৈকাদশ-স্বর-কবর্গাদি-ভূ-মায়া-বীজৈর্বাগ্ভবকূটম্ ।
তেন ঈ এ ক ল হ্রী, হ স ক হ ল হ্রী, স ক ল হ্রী ইতি সিদ্ধম্ ।
পূর্ববদিতি । পূর্বোক্ত-কামরাজাখ্য-বিদ্যায়া যৎ কামরাজকূটং শক্তিকূটং
তদব্রাপীত্যর্থঃ ৩০

(হ) জাতবেদ (র) যুগাক্ষ (নাদবিন্দু) দ্বারা লাক্ষিত (যুক্ত) পরমেশ্বরী (হ্রীং)
—ইহা বাগ্ভবকূট । পূর্বের শাস্ত্র কামরাজ কূট ও শক্তিকূট—ইহা সূন্দরী বিদ্যা
বলিয়া কীর্ত্তিতা । ২৮

এই বিদ্যা বীৰ্য্যবতী সর্বদা সিদ্ধিদ্রদা ও ত্রৈলোক্য বশকারিণী । এই মহাবিদ্যা
নিষ্কলিতা হইয়া পূর্বান্নায়ে উপদিষ্ট হইয়াছে । ২৯

ইহার অর্থ । কামরাজ বিদ্যার যে স্বরূপ উক্ত হইয়াছে, তাহাই শান্তব কামরাজ ।
সেই মন্ত্র কিন্তু কলিত । এইজন্ত শান্তা নামক কামরাজ বিদ্যা উপাস্তা । মায়াবীজ
এই গ্রন্থের দ্বারা তাহার (অক্ষরের) ক্রম বলিতেছেন—মায়া বীজ—দীর্ঘ ঈকার,
ঝিটি—একার, কাম—ককার, শক্র—লকার, বিয়ৎ—হকার, জাতবেদ—রেফ—
রকার, যুগাক্ষ—নাদবিন্দু । তাহাদের দ্বারা লাক্ষিত যুক্ত বিয়ৎ । পরমেশ্বরী দীর্ঘ
ঈকার । তাহা হইলে চতুর্থ স্বর ঈ, একাদশ স্বর এ, কবর্গের আদি ক, ভূ (ল), মায়া
বীজ হ্রীং দ্বারা বাগ্ভব কূট হয় । তাহাতে ঈ এ ক ল হ্রীং, হ স ক হ ল হ্রীং,
স ক ল হ্রীং এই সিদ্ধ হয় । পূর্ববৎ এই কথার এই অর্থ—পূর্বোক্ত কামরাজ নামক
বিদ্যার যে কামরাজ নামক কূট ও শক্তি কূট, তাহা এখানেও আছে । ৩০

১। ঋ—তদেব শান্তং । স তু মন্ত্রঃ । ২। ঋ—তথাচ ঈ এ ক ল হ্রীং ইতি বাগ্ভবকূটং ।
পূর্ববদিতি ।

অত্রাপি পূর্ববদ্বিত্যাদৌ^১ ত্রীপরাশ্চাত্তর-যোগাৎ যড়বিধত্বম্, কাম-মায়া-
রমাদি-ত্রিক-ত্রিক-যোগাৎ ত্রিবিধত্বঞ্চ ভবতি । এবং পরত্রাপি । হংস-
মাহেশ্বরে^২ ভেদান্তরমাহ (৩১)—

মোক্শবীজং ততো মায়া ব্রহ্মা^৩ শক্ৰো হরোহগ্নিনা ।

বিধুনা বামনেন্ত্রেণ নাদবিন্দুবিভূষিতঃ ॥

পূর্ববৎ কাম শক্তী চ ধ্যায়েৎ কামকলাত্মিকে^৪ ! ॥ ৩২

বিদ্যা বেদ্যা পরা গুপ্তা সংহাররূপ-বর্জিতা ।

এষা ত্রী-প্রাণ-সংযুক্তা দারিদ্র্যদুঃখ-মোচনী ॥ ৩৩

মোক্শবীজমেকারঃ । মায়া দীর্ঘেকারঃ । তথা চ শ্রীক্রমে—

এতদ্ ভগং ততো মায়া ব্রহ্মা শক্ৰো হরোহগ্নিনা ।

বামনেন্ত্রেণ সংযুক্তো নাদবিন্দুবিভূষিতঃ ।

এতদ্ বাগ্ভবমুদ্ভিষ্টং পূর্ববৎ কামশক্তিকম্ ॥ ৩৪

এ স্থলেও পূর্বের স্তায় প্রথমে ত্রী ও পরাদি—ইহার অন্তত্বের যোগে ছয় প্রকার
বিদ্যা হয় । কাম, মায়া ও রমাদি তিন তিনটির যোগে তিন প্রকার হয় । এইরূপ
অন্তত্বও জানিবে । হংসমাহেশ্বরে ভেদান্তর বলিতেছেন (৩১)—

মোক্শবীজ এ, অনন্তর মায়া ঐ, ব্রহ্মা ক, শক্ৰ ল, হর হ, অগ্নি র বিধু ৬ ও বামনেত্র
ঐ দ্বারা যুক্ত ও নাদবিন্দু দ্বারা বিভূষিত হইলে বাগ্ভব কূট হয় । পূর্ববৎ কামরাজ
কূট ও শক্তিকূট । হে কামকলাত্মিকে । ইহাকে ধ্যান করিবে । ৩২

ইহার বাগ্ভবকূট অগ্ন হওয়ার ইহাকে অগ্নি বিন্যা জানিবে । ইনি গুপ্তা ও
সংহাররূপবর্জিতা । এই বিদ্যা ত্রী ও প্রাণ-সংযুক্তা হইলে দারিদ্র্য-দুঃখের নাশিনী
হইয়া থাকেন । ৩৩

মোক্শবীজ—একার । মায়া—দীর্ঘ—ঐকার । তাহাই শ্রীক্রমে বলিয়াছেন—এই
স্তম্ভ (এ), অনন্তর মায়া (ঐ), ব্রহ্মা, শক্ৰ, হর (হ) অগ্নি, বামনেত্র ঐ দ্বারা যুক্ত
হইয়া নাদবিন্দু বিভূষিত হইলে ইহা বাগ্ভবকূট বলিয়া উদ্ভিষ্ট হয় । পূর্ববৎ
কামরাজকূট ও শক্তিকূট হইবে । ৩৪

১। ঐ—বিদ্যাদৌ মায়া রমায়োগে . পঞ্চকূটত্বম্ । তথা বিদ্যাদৌ বিদ্যাশ্চে চ ষাষাৎ
ত্রয়োদশবীজযোগঃ ক্রিয়াতে চেৎ তদা ত্রীং হ্রীং ক্লাং ঐং সৌঃ ওঁ হ্রীং ত্রীং ঙ্গ এ ক ল হ্রীং হ ল ক হ ল
হ্রীং সকল হ্রীং সৌঃ ঐং ক্রীং হ্রীং ত্রীং ইত্যেবাপি বোধ্যন্তী ভবতি । এবং শাক্তকামরাজস্তাদৌ
শ্রীপর্বত্যান্যন্ততমযোগাৎ যড়বিধত্বং কামমায়া । ২। ঐ—হংসমাহেশ্বরে—সবীজ সিদ্ধিমা
বিদ্যা ত্রৈবোক্ত্য-বশকারিণী । সিদ্ধীনিভা মহাবিদ্যা পূর্বান্নার-প্রচোদিতা । দোস্তরমাহ—
মোক্শবীজং । ৩। ঐ—ব্রহ্মাশক্ৰৌ পুরাগ্নিনা । ৪। ঐ—কামকলাত্মিকম্ ।

ভগমেকারঃ । মায়া দীর্ঘেকারঃ^১ । তত্রৈব ভগাদিমন্ত্রে বিশেষো যথা—

ব্রহ্মবীজং যদা দত্তাং ত্রিকূটে দেবি ! হৃদগে ।

প্রথমা সূন্দরী দেবী দ্বিতীয়া ব্রহ্মসূন্দরী ॥ ৩৫

শক্তিকূটে মহেশানি ! অনন্তসূন্দরী মতা ।

এষা তু ষোড়শী বিজ্ঞা মতভেদেন দর্শিতা ॥ ৩৬

ত্রিকূটান্তে হংসবীজং^২ বিন্দুসর্গবিভূষিতম্ ।

এষা শ্রী-প্রাণ-সংযুক্তা দারিদ্র্য-দুঃখমোচনী ॥ ৩৭

অনয়োরর্থঃ^৩ । ব্রহ্মবীজং প্রণবঃ । স চাত্তকূটাদৌ চেৎ^৪ প্রথমা সূন্দরী ।

দ্বিতীয়-কূটাদৌ চেদ্ ব্রহ্মসূন্দরী । তৃতীয়-কূটাদৌ চেদনন্তসূন্দরী^৫ ভবতি ।

এষা দ্বিতি । ত্রিকূটস্থ পঞ্চদশাক্ষরত্বাদিতি ভাবঃ ॥ ত্রিকূটান্তে সর্বশেষে ।

প্রাণো হংসবীজম্ । ইয়ং সপ্তদশাক্ষরী পারিভাষিক-ষোড়শী ভবতি । ৩৮

অথ লোপামুদ্রায়াঃ শান্তবশাক্তভেদমাহ স্বচ্ছন্দ-মাহেশ্বরে—

লোপামুদ্রা মহাবিজ্ঞা প্রথমং যা সমীরিতা ।

ভগ—একার । মায়া—দীর্ঘ ঈকার । সেই শ্রীক্রমেই ভগাদি মন্ত্রে বিশেষ বেমন বলিয়াছেন—

হে দেবি ! হৃদগে ত্রিকূটে ব্রহ্মবীজ (ॐ) যখন দিবে, তখন প্রথম বিদ্যা সূন্দরী, দ্বিতীয়া বিদ্যা ব্রহ্মসূন্দরী, হে মহেশানি ! শক্তিকূটে ব্রহ্মবীজ যোগ করিলে অনন্ত সূন্দরী বিদ্যা হয় । মতভেদে এই ষোড়শী বিদ্যা প্রদর্শিত হইল । ৩৫-৩৬

ত্রিকূটের অন্তে বিন্দু (ৎ) ও সর্গ (:) বিভূষিত হংস বীজ হইলে এবং ইহা শ্রী ও প্রাণযুক্ত হইলে দারিদ্র্য-দুঃখের নাশিনী হইয়া থাকে । ৩৭

এই দুই শ্লোকের অর্থ । ব্রহ্মবীজ—প্রণব । সেই ব্রহ্মবীজ প্রথম কূটের আদিতে যদি হয়, তবে প্রথম সূন্দরী হয়, দ্বিতীয় কূটের আদিতে হইলে ব্রহ্ম সূন্দরী, তৃতীয় কূটের আদিতে যদি হয়, তবে অনন্ত সূন্দরী হয় । ত্রিকূট পঞ্চদশ অক্ষরস্বরূপ এক বলিয়া এষা তু এইরূপ একবচন প্রযুক্ত হইয়াছে, ইহাই তাৎপর্য্য । ত্রিকূটান্তে—সর্বশেষে । প্রাণ—হংসবীজ । ইনি সপ্তদশাক্ষরী পারিভাষিকী ষোড়শী । ৩৮

অনন্তর লোপামুদ্রার শান্তব ও শাক্তভেদ স্বচ্ছন্দমাহেশ্বরে বলিতেছেন—হে

১। ঈ—ঈকারঃ । ব্রহ্মা ককাবঃ । হরো হকারঃ । অগ্নী রেকঃ । বামনেত্রমীকারঃ । অত্র বিশেষঃ । ব্রহ্মবীজং । ২। হংস ইত্যক্ষর-ব্যয়াক্ষরমিত্যর্থঃ । ৩। ঋ—অর্থার্থঃ । ৪। ঋ—চেৎ সূন্দরী । ৫। ঋ—ভবতি । অথ লোপায়াঃ ।

সৈব শাস্ত্রবমুদ্ভিষ্টং শৃণু শাস্ত্রং বরাননে ! ॥ ৩৯

শক্তির্মহেশঃ কামশ্চ ইন্দ্রবীজং ততঃ পরম্ ।

মহামায়া ততঃ পশ্চাত্তব স্নেহাদ্বদাম্যহম্ ॥ ৪০

পূর্ববৎ কামশক্ত্যাখ্যো বর্ণো নিক্ষীলিতাত্মকো ।

ইতি শাস্ত্রা মহাবিদ্যা পশ্চিমায়-যোজিতা ॥ ৪১

শক্তির্দন্ত্য-সকারঃ । পূর্ববৎ কামরাজবিজ্ঞাবৎ^১ । আশ্রায়ঃ—শিবমুখ-
প্রোক্তাগমভাগঃ । পশ্চিমত্বং মুখশ্চ । তথা চ স হ ক ল হ্রীং, হ স ক হ ল
হ্রীং, স ক ল হ্রীং ইতি সিদ্ধম্ । অত্রাপি শ্রীপরাদি-যোগাৎ ষোড়া ষোড়শী ।
কাম-মায়া-রমা-ত্রিকাদিযোগাৎ ত্রিবিধাষ্টাদশী । ৪২

শ্রীক্রমে— শিববীজং শক্তি-সোমং মাদনঞ্চ পুরন্দরম্ ।

ব্যোম-বহ্নি-সমামুক্তং তুরীয়-স্বর-বিন্দুকম্ ॥ ৪৩

পূর্ববৎ কামরাজস্ত শক্তিবীজং সমুদ্বরেৎ ।

এষা বিজ্ঞা মহেশানি ! বর্ণিতুং নৈব শক্যতে ॥ ৪৪

বরাননে । প্রথমে যে মহাবিদ্যা লোপামুদ্রা কথিত হইয়াছে, তাহা শাস্ত্রব উদ্ভিষ্ট
হইয়াছে । এখন শাস্ত্র শ্রবণ কর । ৩৯

শক্তি (স), মহেশ (হ), কাম (ক), ইন্দ্রবীজ (ল), তাহার পর মহামায়া (হ্রীং)
—ইহা বাগ্‌ভবকূট ভোমার স্নেহে বলিতেছি । তাহার পূর্ববৎ কামরাজকূট ও
শক্তিকূট নামক বর্ণ নিক্ষীলিত স্বরূপ । এই শাস্ত্র মহাবিদ্যা শিবের পশ্চিম মুখ নির্গত
পশ্চিমায়ারে যোজিত আছে । ৪০-৪১

শক্তি—দন্ত্য সকার । পূর্ববৎ—কামরাজ বিজ্ঞাবৎ । আশ্রায়—শিবমুখ প্রোক্ত
আগম ভাগ । মুখের পশ্চিমত্ব, আশ্রায়ের পশ্চিমত্ব নহে । তাহা হইলে সহকল হ্রীং,
হসকহল হ্রীং, সকল হ্রীং—এই সিদ্ধ হয় । এখানেও শ্রী ও পরাদির যোগে হয় প্রকার
ষোড়শী হয় । কাম, মায়া ও রমা—এই ত্রিকের যোগে অষ্টাদশাক্ষরী বিদ্যা ত্রিবিধা
হইয়া থাকে । ৪২

শ্রীক্রমে বলিয়াছেন—শিববীজ (হ), শক্তি (স), সোম (স), মাদন (ক),
পুরন্দর ইন্দ্র (ল), ব্যোম (হ), বহ্নি (র) সংযুক্ত চতুর্থ স্বর ও বিন্দু । পূর্ববৎ
কামরাজকূট ও শক্তিকূট উদ্ধার করিবে । হে মহেশানি ! এই বিদ্যা আমি বর্ণনা
করিতে পারি না । ৪৩-৪৪

শক্তির্দন্ত্য-সকারঃ, সোমো দন্ত্যসকারঃ। কামরাজ-কূটং শক্তিকূটক
পূর্ববৎ কামরাজবিভাবৎ সমুদ্বরেৎ । অত্র বীজযোগো নাস্তি ॥ অত্র হি ত্রী-
পরাত্তৈক-যোগে ষোড়শী নির্বহতি । তত্র ত্রীপরাতি-যোগঃ । যত্র কাম-
মায়া-রমা-ত্রিকাতি-যোগে অষ্টাদশী নির্বহতি, তত্রৈব কাম-মায়া-রমা-ত্রিকাতি-
যোগঃ ক্রিয়তে । এবমুত্তরত্রাপি । ইয়মপি ষোড়শী । ৪৫

শিবঃ শক্তির্ভুবনেশী বাগ্ভবঃ বীজমুত্তমম্ ।

কামং ব্যোম চ দেবেশি ! মহামায়া ততঃ পরম্ ॥ ৪৬

সোমো ব্যোম মহামায়া নবার্ণা পরিকীৰ্ত্তিতা ।

রুদ্রশক্তিরিয়ং দেবি ! পূর্বান্নায়ে হি নারিকা ॥ ৪৭

মাদনং গোত্রভিঃ সান্তো রেফো বামাক্ষি-চন্দ্রবান্ ।

নাদবিন্দু-সমায়ুক্তঃ কথিতঃ পরমেশ্বরী ! ॥ ৪৮

ব্রহ্মা চ গগনং শক্ৰো নকুলীশোহনলস্তথা ।

মায়া-বিন্দু-সনাদেন কামরাজং সমুদ্বরেৎ ॥ ৪৯

শক্তি—দন্ত্য সকার । সোম—দন্ত্য সকার । কামরাজকূট ও শক্তিকূট পূর্ববৎ
কামরাজ বিভাবৎ উদ্ধার করিবে । এই বিভাতে অন্য বীজের যোগ নাই । যেস্থলে
ত্রী পরাদি এক একটি বীজের যোগে ষোড়শীর আবির্ভাব হয়, সে স্থলে ত্রী পরাদি
বীজের যোগ হয় । যেখানে কাম, মায়া ও রমা এই ত্রিকাতির যোগে অষ্টাদশা-
দর্শাক্রী বিদ্যার আবির্ভাব হয়, সেইখানেই কাম, মায়া, রমা রূপ ত্রিকের যোগ করা
হয় । এইরূপ উত্তরবর্তী স্থলেও জানিবে । ইনিও ষোড়শী । ৪৫

হে দেবেশি ! শিব (হ), শক্তি (স), ভুবনেশী (ত্রীং) ইহা উত্তম বাগ্ভবকূট ।
কাম (ক), ব্যোম (হ) ও মহামায়া (ত্রীং) (ইহা কামরাজকূট) । সোম (স), ব্যোম
ও মহামায়া—ইহা শক্তিকূট । এই নবাক্ষর মন্ত্র কীর্ত্তিত হইয়াছে । এই দেবী রুদ্র-
শক্তি । ইনি পূর্বান্নায়ে নারিকা । ৪৬-৪৭

হে পরমেশ্বরী ! মাদন (ক), গোত্রভিঃ ইন্দ্র (ল), সান্ত (হ), অগ্নি (র),
বামাক্ষি (ঐ) ও চন্দ্র (") যুক্ত ও নাদ বিন্দু বিভূষিত । উহা অন্য এক মন্ত্র কথিত
হইয়াছে । ৪৮

ব্রহ্মা (ক), গগন (হ), শক্ৰ (ল), নকুলীশ (হ), অনল (র), মায়া (ঐ),

শক্তির্মাদন শক্রশ্চ হরো বহ্নিশ্চ মায়য়া ।

নাদবিন্দু-সমাক্রান্তঃ কথিতঃ কামদো মনুঃ ।

এষা বিদ্যা মহেশানি ! কথিতৈকাদশাক্ষরী^১ ॥ ৫০

গোত্রভিঃ লকারঃ । চন্দ্রো নাদঃ । নাদবিন্দুর্নাদমধ্যগত-বিন্দুঃ । বিন্দু-
সনাদেন সনাদবিন্দুনেত্যর্থঃ । অত্র বিন্দুরেব সনাদা বিন্দু-সনাদ ইতি
বিগ্রহঃ । উপমানাবধারণে ইত্যনেন সমাসঃ । তেন কামেন্দ্র-মায়াভিঃ
কাম-শিবেন্দ্র-মায়াভিঃ শক্তি-কামেন্দ্র-মায়াভির্মন্ত্রো বোধ্যঃ । তথাচ ক ল
হ্রী, ক হ ল হ্রী, স ক ল হ্রী ইতি সিদ্ধম্ । ৫১

মাদনং পঞ্চবক্তৃঞ্চ লোহিতা রুদ্র-যোগিনী ।

পূরন্দরো মহামায়া বাগ্ভবং বীজমুত্তমম্ ॥

পূর্ববৎ কামশক্ত্যাখ্যমুদ্বরেদেবি ! সুন্দরীম্ ॥ ৫২

অশ্রাধঃ । লোহিতা ক্ষকারঃ । রুদ্রযোগিনী পবর্গ-পঞ্চমঃ । পূর্ববৎ
কামরাজ-বিদ্যাবৎ^২ । তেন ক হ ক্ষ ম ল হ্রী, হ স ক হ ল হ্রী, স ক ল হ্রী
ইতি সিদ্ধম্ । ৫৩

বিন্দু ও নাদের সহিত কামরাজকে উদ্ধার করিবে । শক্তি (স), মাদন (ক), শক্র
(ল) হর (হ), বহ্নি (র) মায়ার (ঈর) সহিত নাদবিন্দু যুক্ত হইলে উহা কামপ্রদ
মন্ত্র কথিত হয় । হে মহেশানি ! এই একাদশাক্ষরী বিদ্যা কথিত হইয়াছে । ৫০

গোত্রভিঃ—(ল) কার : চন্দ্র—নাদ । নাদ বিন্দু—নাদ মধ্যগত বিন্দু । বিন্দু-
সনাদেন—সনাদ বিন্দু দ্বারা, এই স্থলে বিন্দুই—সনাদ । বিন্দুসনাদ এই বিগ্রহ বাক্য ।
উপমানাবধারণে এই সূত্রের দ্বারা সমাস হইয়াছে । তাহাতে কাম, ইন্দ্র ও মায়্যা
(হ্রীং) দ্বারা, কাম, শিব, ইন্দ্র ও মায়্যা (হ্রীং) দ্বারা এবং শক্তি, কাম, ইন্দ্র ও মায়্যা
দ্বারা মন্ত্র হয় জানিবেন । সুতরাং কলহ্রীং কহলহ্রীং সকলহ্রীং এই মন্ত্র সিদ্ধ হয় । ৫১

মাদন (ক), পঞ্চবক্তৃ (হ) লোহিতা (ক্ষ), রুদ্র যোগিনী (ম), পূরন্দর (ল)
ও মহামায়া (হ্রীং)—ইহা উত্তম বাগ্ভব কূট । হে দেবি । পূর্ববৎ সুন্দরী কামরাজ-
কূট ও শক্তিকূটকে উদ্ধার করিবে । ৫২

লোহিতা—ক্ষকার । রুদ্রযোগিনী—পবর্গের পঞ্চম ম । পূর্ববৎ—কামরাজ বিদ্যার
স্তায় । তাহাতে ক হ ক্ষ ম ল হ্রীং, হ স ক হ ল হ্রীং, সকল হ্রীং ইহা সিদ্ধ হয় । ৫৩

১। খ—একাদশাক্ষরী । তেন ক ল হ্রীং ক হ ল হ্রীং সকল হ্রীং । মাদনং । ২। খ—
বাক্যবিদ্যাবৎ । ভূমীশং ।

ভূখীশং গগনং হান্তং কালমিস্রং মহেশ্বরম্ ।

বামাক্ষি-বহ্নি-বিন্ধ্যাত্যং বাগ্ভবং পরমেশ্বরী ! ।

কামবীজং শক্তিকূটং পূর্ববৎ তু সমুদ্বরেৎ ॥ ৫৪

ভূখীশো দন্ত্যসকারঃ । গগনং হকারঃ । হান্তঃ ক্ষকারঃ । কালঃ
পবর্গ-পঞ্চমঃ । পূর্ববৎ কামরাজবিদ্যাবৎ ॥ সর্বত্রৈবায়ং ক্রমঃ^১ । তথা চ
স হ ক্ষ ম ল হ্রীং, হ স ক হ ল হ্রীং, স ক ল হ্রীং ইতি সিদ্ধম্ ॥ ৫৫

বিষ্ণুরীশস্ততো হান্তঃ কালেশঃ পৃথিবী ততঃ ।

ভুবনেশী ততঃ পশ্চাদ্বাগ্ভবং কথিতং ত্রয়ি ! ।

কামরাজং শক্তিকূটং পূর্ববৎ কথিতং প্রিয়ে ! ॥ ৫৬

অস্ত্যর্থঃ^২ । বিষ্ণুরকারঃ, ঈশো হকারঃ, তথাচ বিশিষ্টে লক্ষণয়া
অকারযুক্তো হকার ইত্যর্থঃ । কালেশো মকারঃ । ৫৭

অথ বীজাবলী পঞ্চদশী

যথা নবরত্নেশ্বরে—মায়া-শ্রীর্মদনৈর্দেবি ! শ্রী-মায়া-মদনৈরপি ।

মদনো মায়ায়া শ্রীশ্চ শ্রীশ্চ মদন-মায়ায়া ॥ ৫৮

ভূখীশ (স), গগন (হ), হান্ত (ক্ষ), কাল (ম), ইন্দ্র (ল), মহেশ্বর (হ)
বামাক্ষি (ঈ) সহিত বহ্নি (র) ও বিন্দুযুক্ত হইলে হে পরমেশ্বরী ! ইহা বাগ্ভব-
কূট হয় । পূর্ববৎ কামরাজ কূটের স্থায় কামরাজকূট ও শক্তিকূট উদ্ধার
করিবে । ৫৪

ভূখীশ—দন্ত্য সকার । গগন—হকার । হান্ত—ক্ষকার । কাল—পবর্গের পঞ্চম ।
পূর্ববৎ—কামরাজ বিদ্যাবৎ । সকল মন্ত্র স্থলেই এই ক্রম । তাহা হইলে স হ ক্ষ ম
ল হ্রীং, হ স ক হ ল হ্রীং, সকল হ্রীং, এই মন্ত্র সিদ্ধ হয় । ৫৫

বিষ্ণু (অ), ঈশ (হ), অনন্তর হান্ত (ক্ষ), কালেশ (ম), অনন্তর পৃথিবী (ল),
তাহার পর ভুবনেশী, (হ্রীং) এই বাগ্ভবকূট তোমার নিকট কথিত হইল । হে
প্রিয়ে ! পূর্ববৎ কথিত কামরাজকূট ও শক্তিকূট উদ্ধার করিবে । ৫৬

ইহার অর্থ—বিষ্ণু—অকার । ঈশ—হকার । তাহা হইলে বিশিষ্টে লক্ষণা দ্বারা
অকার যুক্ত হকার—এই অর্থ হইবে । কালেশ—মকার । ৫৭

অনন্তর বীজাবলী পঞ্চদশী । যেমন নবরত্নেশ্বরে বলিয়াছেন—হে দেবি ! মায়া-
বীজ (হ্রীং), শ্রীবীজ (শ্রীং) ও মদনবীজ (ক্লীং), শ্রীবীজ, মায়াবীজ ও মদন-

মায়া মদন-শ্রীশ্চ কথিতা পরমেশ্বরী ! ।
 ত্রি-পঞ্চ বীজরূপা হি গদিতা মৃত্যুনাশিনী ! ।
 নাস্ত্যশ্রুতাঃ পরমা বিদ্যা বিজ্ঞেয়া পরমেশ্বরী ! ॥ ৫৯
 শক্তিঃ স্বয়ম্ভুঃ শত্ৰুশ্চ শক্রস্তু ভুবনেশ্বরী ।
 শিবো মাদন-রুদ্রেন্দ্রা মহামায়া ততঃ পরম্ ॥ ৬০
 কামঃ শিবস্ততো ব্রহ্মা ইন্দ্রশ্চ ভুবনেশ্বরী ।
 এষা তু পরমেশানি সূন্দরী সুভগোদয়া^১ ।
 ত্রিকূটান্তে হংসবীজং তদা সপ্তদশী ভবেৎ ॥ ৬১

ত্রিকূটান্তে ইত্যত্রাস্থা ইতি শেষঃ । তথাচ—স ক হ ল হ্রীং, হ ক হ ল
 হ্রীং; ক হ ক ল হ্রীং ইতি^২ সিদ্ধং সুভগায়াত্রিকূটম্ । ৬২

বাগ্‌বীজং বিজয়া মায়া ব্রহ্মা শক্রস্তু পার্বতী ।
 মান্মথং শিব-শক্তৌ চ মদনো হর ইন্দ্রকঃ ॥ ৬৩

বীজের দ্বারা, মদনবীজ, মায়াবীজ ও শ্রীবীজের দ্বারা, শ্রীবীজ, মদনবীজ ও মায়া-
 বীজের দ্বারা এবং মায়াবীজ মদনবীজ ও শ্রীবীজের দ্বারা হে পরমেশ্বরী ! ত্রিপঞ্চ
 (পঞ্চদশ) বীজরূপা বিদ্যা কথিত হইয়াছে । ইনি মৃত্যুনাশিনী কথিত হইয়াছেন ।
 হে পরমেশ্বরী ! ইহা হইতে পরমা বিদ্যা আর নাই জানিবে । ৫৮-৫৯

শক্তি (স), স্বয়ম্ভু ব্রহ্মা (ক), শত্ৰু (হ), শক্র (ল) ও ভুবনেশ্বরী (হ্রীং), শিব
 (হ), মদন (ক), রুদ্র (হ) ইন্দ্র (ল) ও মহামায়া (হ্রীং) । তাহার পর কাম (ক),
 শিব (হ), ব্রহ্মা (ক), ইন্দ্র (ল) ও ভুবনেশ্বরী (হ্রীং)—হে পরমেশ্বরী ! ইনি
 সুভগোদয়া সূন্দরী বিদ্যা । এই বিদ্যার ত্রিকূটের অন্তে হংসবীজ যোগ করিলে তখন
 এই বিদ্যা সপ্তদশাক্ষরী হইবে । ৬০-৬১

ত্রিকূটান্তে এই স্থলে অস্ত্রাঃ এই পদটি অধ্যাহার করিতে হইবে । তাহা হইলে
 সকলহ্রীং, হকলহ্রীং, কহকলহ্রীং—এই সুভগার ত্রিকূট সিদ্ধ হইল । ৬২

বাগ্‌বীজ (ঐং), বিজয়া (ঐ), মায়া (ঐ), ব্রহ্মা (ক), শক্র (ল), পার্বতী
 (হ্রীং), মান্মথ (হ্রীং), শিব (হ), শক্তি (স), মাদন (ক), হর (হ), ইন্দ্র (ল)

১। ঐ—সুভগোদয়া । তেন সকল হ্রীং । ২। ঐ—হ্রীমিতি পঞ্চদশাক্ষরী সূন্দরী
 সুভগাখ্যা । যত্র তত্র সুভগাপদং সৌভাগ্যপদং বা দৃশ্যতে, তত্র তত্রাস্থা গ্রহণমিত্যবধাতব্যম্ ত্রিকূটান্তে
 হংসবীজং তদা সপ্তদশী ভবেৎ । বাগবীজং ।

মহামায়া ততঃ পশ্চাচ্ছক্তির্মহুঃ স-সর্গকঃ ।

চন্দ্রঃ প্রজাপতিঃ শক্রো মহামায়া ততঃ পরা ॥ ৬৪

অষ্টাদশাক্ষরী বিদ্যা মহাত্রিপুরসুন্দরী ।

সর্বান্তে হংসযুক্তা^১ চেতুদা বিংশাক্ষরী ভবেৎ ॥ ৬৫

বিজয়া একারঃ^২ । মায়া তুর্য্যস্বরঃ । অত্র কূটজয়াদৌ বালাবীজত্রয়ং
ক্রমেণ দত্তমিত্যষ্টাদশাক্ষরী । তথাচ—ঐং এ ঐ ক ল হ্রীং, ক্রীং হ স ক হ ল
হ্রীং সৌঃ, স ক ল হ্রীং^৩ ইতি সিদ্ধম্ । ইয়মষ্টাদশাক্ষরী । অন্ত্যঃ শেষে হংসঃ
ইতি বীজদ্বয়ক্ষেত্রিংশতাক্ষরীত্বার্থঃ । ৬৬

শ্রীদেব্যাচ—ভাষা-সৃষ্টি-স্থিতি-হ্রতি-নিরাখ্যাঃ পঞ্চ সুন্দরী ।

কথয়স্ব প্রভো দেব ! যদি তে রোচতে মতিঃ ॥ ৬৭

ঈশ্বর উবাচ—শিবো মাদন ইন্দ্রশ্চ শক্তিশ্চ ভুবনেশ্বরী ।

ব্রহ্মা শিবেন্দ্রো শক্তিশ্চ মহামায়া ততঃ পরা ॥ ৬৮

মাদনেন্দ্রো শক্তি-শিবো মহামায়া তদন্তিকে ।

এষা পঞ্চদশী ভাষা সাক্ষাৎত্রিপুরসুন্দরী ॥ ৬৯

ও মহামায়া (হ্রীং), তাহার পর শক্তি (স) বিসর্গযুক্ত মনু (ঐ), চন্দ্র (স),
প্রজাপতি (ক), শক্র (ল) ও মহামায়া—এই অষ্টাদশাক্ষরী বিদ্যা মহাত্রিপুর-
সুন্দরী । ইহার সকলের শেষে হংসঃ যুক্ত হইলে তখন ইনি বিংশাক্ষরী বিদ্যা
হন । ৬৩-৬৫

বিজয়া—একার । মায়া—চতুর্থস্বর ঐ । এস্থলে কূটজয়ের আদিতে বালাবীজ-
ত্রয় ক্রমে ক্রমে প্রদত্ত হইয়াছে । এক্ষণ ইহা অষ্টাদশাক্ষরী হইয়াছে । তাহা হইলে
ঐং এ ঐ ক ল হ্রীং, ক্রীং হ স ক হ ল হ্রীং, সৌঃ সকল হ্রীং—এই সিদ্ধ হয় । ইনি
অষ্টাদশাক্ষরী । যদি এই বিদ্যার শেষে হংসঃ এই বীজদ্বয় দেওয়া হয়, তবে
বিংশাক্ষরী বিদ্যা হইবে—এই অর্থ । ৬৬

শ্রীদেবী বলিলেন—হে দেব । যদি তোমার বুদ্ধি আমার প্রতি রুচিকর হয়, তবে
আমার নিকটে ভাষা, সৃষ্টি, স্থিতি, সংহ্রতি ও নিরাখ্যা—এই পাঁচটি সুন্দরী বলুন । ৬৭

ঈশ্বর বলিলেন—শিব (হ), মাদন (ক), ইন্দ্র (ল), শক্তি (স) ও ভুবনেশ্বরী
(হ্রীং); ব্রহ্মা (ক), শিব (হ), ইন্দ্র (ল), শক্তি (স) ও মহামায়া (হ্রীং),

১। হংসঃ ইত্যক্ষরদ্বয়াক্ষরবীজযুক্তা চেদিত্যর্থঃ । ২। ঐ—একারঃ । তেন ঐং এ হ্রীং
ক ল হ্রীং । ৩। ঐ—দ্বিমিত্যষ্টাদশাক্ষরী । সর্বশেষে ।

শক্তির্দন্ত্যসকারঃ । তেন^১ শিব-কামেশ্বর-মায়াভিঃ কাম-শিবেশ্বরশক্তি-
মায়াভিঃ, কামেশ্বর-শক্তি-শিব-মায়াভির্মদ্রঃ । তথাচ হ ক ল স হ্রীং, ক হ ল
স হ্রীং, ক ল স হ হ্রীং ইতি সিদ্ধম্ । এষা ভাষা । ৭০

শিবশ্চন্দ্রস্তথা কামঃ শক্রশ্চ ভুবনেশ্বরী ।

শিবেন্দ্রো কাম-রুদ্রো চ চন্দ্রশ্চ পরমেশ্বরী ॥

শক্তিঃ কামশ্চ শক্রশ্চ মহামায়া ততঃ পরম্^২ ॥ ইয়ং সৃষ্টিঃ ॥ ৭১

শিবেন্দ্রো কাম-শক্তৌ চ মহামায়া ততঃ পরা ।

কামশ্চন্দ্রো মহেশশ্চ ইন্দ্রঃ শক্তিশ্চ পার্বতী ॥

ব্রহ্মা মহেশ্বরঃ শক্তিঃ শক্রশ্চ ভুবনেশ্বরী^৩ ॥ ইয়ং স্থিতিঃ ॥ ৭২

শিবেন্দ্র-কামাঃ শক্তিশ্চ তৎপরী ভুবনেশ্বরী ।

শিব-শক্তৌ মাদনেন্দ্রো শিবো বহুীন্দু-মায়য়া ॥

শিবঃ শক্তিশ্চ কলহা বহুীমায়েন্দু ভূষিতাঃ^৪ ॥ এষা সংহৃতিঃ । ৭৩

তাহার পর মাদন (ক), ইন্দ্র (ল), শক্তি (স), শিব (হ), তাহার অন্তে মহামায়া
(হ্রীং), এই পঞ্চদশাকরী ভাষা । ইনি সাক্ষাৎ ত্রিপুরসুন্দরী । ৬৮-৬৯

শক্তি—দন্ত্যসকার । তাহা হইলে শিব, কাম, ইন্দ্র ও মায়া দ্বারা ; কাম, শিব,
ইন্দ্র, শক্তি ও মায়া দ্বারা এবং কাম, ইন্দ্র, শক্তি, শিব ও মায়া দ্বারা মন্ত্র হয় । তাহা
হইলে হ ক ল হ্রীং, ক হ ল স হ্রীং, ক ল স হ হ্রীং এই মন্ত্র সিদ্ধ হয় । ইনি
ভাষা সুন্দরী । ৭০

শিব (হ), চন্দ্র (স), তাহার পর কাম (ক), শক্র (ল) ও ভুবনেশ্বরী (হ্রীং) ;
শিব, ইন্দ্র (ল), কাম (ক), রুদ্র (হ) চন্দ্র (স) ও পরমেশ্বরী (হ্রীং) ; শক্তি-
(স), কাম (ক), শক্র (ল) ও তাহার পর মহামায়া (হ্রীং) । ইনি সৃষ্টি । ৭১

শিব (হ), ইন্দ্র (ল), কাম (ক), শক্তি (স) ও মহামায়া (হ্রীং) ; তাহার
পর কাম (ক), চন্দ্র (স), মহেশ (হ), ইন্দ্র (ল), শক্তি (স) ও পার্বতী (হ্রীং) ;
ব্রহ্মা (ক), মহেশ্বর (হ), শক্তি (স), শক্র (ল) ও ভুবনেশ্বরী (হ্রীং) । ইনি
স্থিতি সুন্দরী । ৭২

শিব, ইন্দ্র, কাম, শক্তি ও তাহার পর পরমেশ্বরী (হ্রীং) ; শিব, শক্তি, মাদন,
ইন্দ্র, বহুি (র), মায়া (ঐ) ও বিন্দু দ্বারা যুক্ত ; শিব (হ), অর্থাৎ হ্রীং ; শিব, শক্তি
ক ল ও বহুি মায়া ও ইন্দুভূষিত হ অর্থাৎ হ্রীং । ইনি সংহৃতি সুন্দরী । ৭৩

১। খ—তেন হ ক ল স হ্রীং । ২। খ—তেন হ স ক হ ল হ্রীং সকলহ্রীমিতি । ইয়ং সৃষ্টিঃ ।
৩। খ—ভুবনেশ্বরী । তথাচ হ ল ক স হ্রীং ক স হ ল হ্রীমিতী । ইয়ং স্থিতিঃ । শিবেন্দ্রো
কামশক্তৌ । ৪। খ—ভূষিতাঃ । তেন হ ল ক স হ্রীং হ স ক ল হ্রীমিতোষা ।

শক্রো ব্রহ্মা ইন্দ্রবীজং মহামায়া ততঃ পরম্ ।

বাগ্ভবং কথিতকৈতৎ কামরাজং ততঃ শৃণু ॥

শক্তিঃ শিবো মাদনেন্দ্রো তৎপরো পরমেশ্বরী ।

শিবঃ শক্তিশ্চ সোমশ্চ শূন্যো ব্রহ্মা মহেশ্বরী ।

শূন্যো হকারঃ^১ । এষা নিরাখ্যা ॥ ৭৪

দেব্যাচ—স্বপ্নাকর্তীং মধুমতীং কথয়স্ব ময়ি প্রভো ! ।

ইদানীং শ্রোতুমিচ্ছামি যদি চাস্তি কৃপা ময়ি ॥ ৭৫

ঈশ্বর উবাচ—শিবো মাদন-শক্রো চ শক্তিশ্চ ভুবনেশ্বরী ।

মহেশো ব্রহ্মা হংসশ্চ ইন্দ্রশ্চ^২ পরমেশ্বরী ॥ ৭৬

মহেশঃ শক্তিঃ কামশ্চ পুরন্দরো বিয়ৎ তথা ।

অগ্নি-মায়া-কলা-যুক্তং নাদ-বিন্দু-বিভূষিতম্ ॥

হংসো হকারঃ । মায়াকলা—ঈকারঃ । ৭৭

এষা স্বপ্নাবতী খ্যাতা কলা পঞ্চদশী তথা ।

তেন হকলস হ্রীং, হকহল হ্রীং হসকল হ্রীং । ইতি স্বপ্নাবতী । ৭৮

শক্র (ল), ব্রহ্মা (ক), চন্দ্র (স), মহামায়া (হ্রীং), তাহার পর বাগ্ভববীজ (ঐং)—ইহা বাগ্ভবকূট কথিত হইয়াছে । তাহার পর কামরাজকূট অবগণ কর । শক্তি (স), শিব (হ), মাদন (ক), ইন্দ্র (ল), তাহার পর পরমেশ্বরী (হ্রীং); শিব, শক্তি, সোম (স), শূন্য (হ), ব্রহ্মা (ক) ও মহেশ্বরী (হ্রীং) । 'শূন্য'—হকার । ইনি নিরাখ্যা সুন্দরী । ৭৪

দেবী বলিলেন—হে প্রভো ! যদি আমার প্রতি কৃপা থাকে, তবে স্বপ্নাবতী ও মধুমতী বিদ্যা বলুন । এখন আমি তাহা শুনিতে ইচ্ছা করি । ৭৫

ঈশ্বর বলিলেন—শিব (হ), মাদন (ক), শক্র (ল), শক্তি (স) ও ভুবনেশ্বরী (হ্রীং); মহেশ (হ), ব্রহ্মা (ক), হংস (হ), ইন্দ্র (ল) ও পরমেশ্বরী (হ্রীং); মহেশ (হ), শক্তি (স), কাম (ক), পুরন্দর (ল), সেইরূপ অগ্নি (র), মায়াকলা (ঈ) যুক্ত ও বিন্দুনাদ বিভূষিত হইবে । হংসঃ—হকার । মায়াকলা—ঈকার । ৭৭

ইনি স্বপ্নাবতী বলিয়া খ্যাতা । ইনি পঞ্চদশী কলা (পঞ্চদশাকরী) । তাহাতে হ ক ল স হ্রীং, হ ক হ ল হ্রীং, হ স ক ল হ্রীং হয়—ইহাই স্বপ্নাবতী । ৭৮

১। খ—হকারঃ । তেন ল ক স হ্রীং স হ ক ল হ্রীং হ স স হ ক হ্রীমিতি । এষা নিরাখ্যা ।

২। খ—ইন্দ্রোহপি । খ—ভুবনেশ্বরী ।

ব্রহ্মা মহেশ ইন্দ্রশচ শক্তিশচ ভুবনেশ্বরী ।

ব্রহ্মা বিয়ং-মরুচ্ছক্রান্তং পরা ভুবনেশ্বরী ॥ ৭৯

মাদনং সোম-চন্দ্রো চ শক্রশচ পরমেশ্বরী ।

এষা মধুমতী খ্যাতা সর্বশাস্ত্রেষু গোপিতা ॥ ৮০

অন্তার্থঃ । মরুদ্ যকারঃ । তেন কহলস হ্রীং, কহযল হ্রী কসসল হ্রী-
মিত্যেযা মধুমতী । ৮১

শ্রীক্রমে— কামকেশ্বর-বিত্তৈব ত্রিকূট-ক্রম-পাঠিতা ।

সৌভাগ্যায়াত্রিকূটেন পঞ্চম্যাঃ পঞ্চকূটকম্ ॥ ৮২

ত্রিপুরা যা মহাবিদ্যা কূটেকাদশ-নির্মিতা ।

সারাংসার-তরা বিদ্যা কথিতৈকাদশাক্ষরী ॥ ৮৩

অন্তার্থঃ । কামরাজবিদ্যায়াত্রিকূটং সুভাগায়াঃ কূটত্রয়ং, পঞ্চমাঃ পঞ্চ-
কূটক্ষেতি একাদশকূটেষু^১ । (১) ক এ ঐ ল হ্রীং (২) হ স ক হ ল হ্রীং !
(৩) স ক ল হ্রীং । (৪) হ স ক ল হ্রীং (৫) হ স ক হ ল হ্রীং । (৬) স ক ল
হ্রীং (৭) ক এ ঐ ল হ্রীং (৮) হ স ক ল হ্রীং (৯) হ ক হ ল হ্রীং (১০) ক হ
য ল হ্রীং (১১) হ ক ল স হ্রীং ইতি । ৮৪

ব্রহ্মা (ক), মহেশ (হ), ইন্দ্র (ল), শক্তি (স) ও ভুবনেশ্বরী (হ্রীং), ব্রহ্মা,
বিয়ং (হ), মরুৎ (য), শক্র (ল) ও তাহার পর ভুবনেশ্বরী (হ্রীং) । মাদন (ক),
সোম (স), চন্দ্র (স), শক্র (ল) ও পরমেশ্বরী (হ্রীং) । ইনি মধুমতী বলিয়া
প্রখ্যাতা এবং সমস্ত শাস্ত্রে গোপিতা । ৭৯-৮০

ইহার অর্থ । মরুৎ—যকার । তাহাতে ক হ ল স হ্রীং, ক হ য ল হ্রীং, ক স স ল
হ্রীং—এইরূপই এই মধুমতী । ৮১

শ্রীক্রমে বলিয়াছেন—যথাক্রমে পঠিত কামরাজ বিদ্যার ত্রিকূট, সুভাগার ত্রিকূটের
সহিত পঞ্চমীর পঞ্চকূট, এই একাদশ কূটের দ্বারা মহাবিদ্যা ত্রিপুরা হয় । এই বিদ্যা
সার হইতে সারতরা । ইনি একাদশাক্ষরী । ৮২-৮৩

ইহার অর্থ—কামরাজ বিদ্যার ত্রিকূট, সুভাগার কূটত্রয় এবং পঞ্চমীর পঞ্চকূট—
এই ত্রিপুরা বিদ্যা একাদশ কূটা । সেই একাদশ কূট—১। ক এ ঐ ল হ্রীং । ২। হ
স ক হ ল হ্রীং । ৩। স ক ল হ্রীং । ৪। হ স ক ল হ্রীং । ৫। হ স ক হ ল হ্রীং ।
৬। স ক ল হ্রীং । ৭। ক এ ঐ ল হ্রীং । ৮। হ স ক ল হ্রীং । ৯। হ ক হ ল হ্রীং ।
১০। ক হ য ল হ্রীং । ১১। হ ক ল স হ্রীং । ৮৪

১। খ—কূটত্রয়ঃ । অথ পঞ্চমী ।

অথ পঞ্চমী । অন্ত্যঃ পঞ্চকূটো মন্ত্রঃ । তত্র প্রথমমেককূটাত্মকং বাগ্ভব-
কূটম্ । ততঃ কূটত্রয়াত্মকং^১ কামরাজকূটম্ । তত্রাপি স্বপ্নাবত্যা মধ্যকূটেন
দ্বিতীয়কূটম্ । মধুমত্যা মধ্যকূটেন তৃতীয়কূটম্^২ । ততঃ শক্তিকূটম্ । যথা
তন্ত্রে (৮৪)—

কামং বিষ্ণুযুতং দেবি ! শক্তিমায়েন্দ্র এব চ ।

মহামায়া ততঃ পশ্চাদ্ বাগ্ভবং বীজমুদ্বরেৎ ॥ ৮৫

বিষ্ণুযুতমকারযুতমিত্যর্থঃ । শক্তিরেকারঃ । মায়া ঈকারঃ । ইন্দ্রো-
লকারঃ । মহামায়া হ্রীংকারঃ । তেন ক এ ঈ ল হ্রীং ইতি বাগ্ভবকূটম্ । ৮৬

জীবপ্রাণৌ মহাদেবি ! মাদনং তদনন্তরম্ ॥

ইন্দ্রবীজং ততঃ পশ্চাদ্ভুবনেশী ততঃ পরম্ ।

জীবো দন্ত্যসকারঃ । প্রাণো হকারঃ । তথাচ । চন্দ্র-শিব-কামেন্দ্র-
মায়াভিঃ শক্তিকূটং পঞ্চমম্ । তেন স হ ক ল হ্রীং ইতি সিদ্ধম্ । বাগ্ভবাদি-
কূটচতুষ্টয়ং পূর্ববদেব । ইতি দ্বিবিধা পঞ্চমী ॥ ৮৭

বিয়চ্ছন্দ্রস্ততঃ পশ্চাৎ কলৌ নকুলি-বহ্নি চ ।

অনন্তর পঞ্চমী । এই পঞ্চমীর পঞ্চকূট মন্ত্র । তন্মধ্যে প্রথম এককূটাত্মক বাগ্ভব
কূট, তাহার পর কূটত্রয়াত্মক কামরাজ কূট । সেই কামরাজ কূটে স্বপ্নাবতীর
মধ্যকূটের দ্বারা দ্বিতীয় কূট, মধুমতীর মধ্যকূটের দ্বারা তৃতীয়কূট, তাহার পর
শক্তিকূট । যেমন শ্রীক্রম তন্ত্রে বলিয়াছেন (৮৪)—

হে দেবি ! বিষ্ণু (অকার) যুজ্ঞ কাম (ক), শক্তি (এ), মায়া (ঈ), ইন্দ্র
(ল), তাহার পর মায়াবীজ (হ্রীং)—এই বাগ্ভবকূট উদ্ধার করিবে । ৮৫

বিষ্ণুযুতং—অকার যুক্ত—এই অর্থ । শক্তিঃ—একার । মায়া—ঈকার । ইন্দ্রঃ—
লকার । মহামায়া—হ্রীংকার । তাহাতে ক এ ঈ ল হ্রীং—এই বাগ্ভবকূট হয় । ৮৬

হে মহাদেবি ! জীব (স), প্রাণ (হ) তাহার পর মাদন (ক), তাহার পর ইন্দ্র
বীজ (ল), তাহার পর ভুবনেশী (হ্রীং) ।

জীব—দন্ত্যসকার । প্রাণ—হকার । তাহা হইলে চন্দ্র, শিব, কাম, ইন্দ্র ও মায়া
দ্বারা পঞ্চম শক্তিকূট হয় । তাহাতে স হ ক ল হ্রীং—এই সিদ্ধ হয় । পূর্বের সার
বাগ্ভবাদি চারিটি কূট । এই দুই প্রকার পঞ্চমী । ৮৭

বিয়ৎ (হ), চন্দ্র (স), তাহার পর ক ল, নকুলী (হ), বহ্নি (র), মায়া স্বরের

১। খ—কূটত্রয়াত্মক কূটং । ততঃ ততঃ কূটত্রয়াত্মকং কামরাজকূটং । তত্রাপি স্বপ্নাবত্যা ॥

২। খ—তৃতীয়কূটং । যথা তন্ত্রে । ৩। খ—বাগ্ভবকূটং । বিয়চ্ছন্দ্রস্ততঃ পশ্চাৎ ।

‘মায়া-স্বরেণ সংযুক্তং নাদ-বিন্দু-কলাঘিতম্ ॥

প্রথমং কামরাজস্য কূটং পরমদুর্লভম্’ ॥ ৮৮

নকুলি-বহ্নীতি সমাহারে বন্দ্যঃ। কামরাজশ্চেতি বীজত্রয়াঙ্ককস্য
কামরাজস্য প্রথমকূটং পঞ্চম্যাস্ত দ্বিতীয়কূটমিত্যর্থঃ। ৮৯

বিয়দ্বিষ্ণুযুতং কামো হংসঃ শক্রস্ততঃ পরম্।

মহামায়া ততঃ পশ্চাৎ স্বপ্নাবতীতি কথ্যতে ॥ ৯০

হংসো হকারঃ। এতৎ স্বপ্নাবতী-মধ্যকূটময়ং কামরাজস্য দ্বিতীয়কূটং^১
পঞ্চম্যাস্ত তৃতীয় কূটম্। যদ্যপি স্বপ্নাবত্যা মধ্যকূটে প্রথমবর্ণে স্বরো নাস্তি
পঞ্চম্যাস্তৃতীয়কূটে প্রথমবর্ণে অকারো বিদ্যত ইতি বৈষম্যং সম্ভাব্যতে,
তথাপি বহুতর-সাজাত্যাচ্ছারণ-বৈজাত্যাভাবাৎ পারিভাষিকত্বাচ্চ তৃতীয়-
কূটং স্বপ্নাবতীত্যাচ্যত ইতি তদ্বম্। ৯১

মাদনং শিববীজঞ্চ বায়ুবীজস্ততঃ পরম্।

ইন্দ্রবীজং ততঃ পশ্চান্নমহামায়াং সমুদ্বারেৎ ॥ ৯২

(ইকারের) দ্বারা যুক্ত এবং নাদ ও বিন্দুকলা দ্বারা মণ্ডিত। ইহা অতিদুর্লভ
কামরাজের প্রথম কূট। ৮৮

নকুলীবহ্নি এইটি সমাহার বন্দে নিষ্পন্ন। কামরাজস্য এই কথার অর্থ—বীজ-
ত্রয়াঙ্ক কামরাজের প্রথম কূট, পঞ্চমীর কিন্তু দ্বিতীয় কূট। ৮৯

বিষ্ণুযুত (অকার যুক্ত) বিয়ৎ (হ), কাম (ক), হংসঃ (হ), তাহার পর শক্র
(ল), তাহার পর মহামায়া (হ্রীং), ইহা স্বপ্নাবতী বলিয়া কথিত হয়। ৯০

হংসঃ—হকার। ইহা স্বপ্নাবতীর মধ্যকূটময়, কামরাজের দ্বিতীয় কূট, পঞ্চমীর
তৃতীয় কূট। যদিও স্বপ্নাবতীর মধ্য কূটে প্রথম বর্ণে স্বর নাই ; পঞ্চমীর তৃতীয় কূটে
প্রথম বর্ণে অকার আছে, এই জন্য বৈষম্যের সম্ভাবনা আছে, তথাপি এই উভয়ের
মধ্যে বহুতর সাজাত্য আছে বলিয়া, উচ্চারণের বৈজাত্য নাই বলিয়া এবং পারি-
ভাষিক বলিয়া তৃতীয় কূট স্বপ্নাবতী বলিয়া কথিত হয়, ইহাই তদ্ব। ৯১

মাদন (ক), শিববীজ (হ), বায়ুবীজ (ব), তাহার পর ইন্দ্রবীজ (ল), তাহার
পর মহামায়া বীজ (হ্রীং) উচ্চার করিবে। ৯২

১। ৮—পরমদুর্লভম্। তেন হ স ক ল হ্রীমিতি কামরাজস্য প্রথমকূটং পঞ্চম্যাস্ত দ্বিতীয় কূটং।
বিয়ৎ বিষ্ণুযুতং। ২। ৮—দ্বিতীয়কূটং মাদনং শিববীজঞ্চ।

বায়ুবীজং যকারঃ । এতন্মধুমতী মধুকূটময়ং কামরাজস্য তৃতীয়কূটং
পঞ্চম্যাস্ত চতুর্থকূটং মধুমতীত্যাচ্যতে^১ ॥ ১৩

শিববীজং তথা কামমিস্রং দেবীং নিয়োজয়েৎ ।

মহামায়াং ততঃ পশ্চাচ্ছক্তিকূটং সমুদ্বরেৎ ॥ ১৪

দেবী সকারঃ^২ । ইয়ং পঞ্চম্যাঃ শক্তিকূটাত্ম্যং পঞ্চমকূটং । তথাচোক্তম্—

বাগ্ভবং প্রথমং কূটং শক্তিকূটঞ্চ পঞ্চমম্ ।

মধ্যকূটত্রয়ং দেবি ! কামরাজং মনোহরম্ ॥

কথিতা পঞ্চমী বিদ্যা ত্রৈলোক্যে সুভগোদয়া^৩ ॥ ১৫

তথাচ—ক এ ঙ্গ ল হ্রী, হ স ক ল হ্রী, হ ক হ ল হ্রী, ক হ র ল হ্রী,
হ ক ল স হ্রী ইতি সিদ্ধম্ । পঞ্চবিংশত্যক্ষরী ত্রিপুরসুন্দরী পঞ্চকূটাত্মিকা ॥ ১৬

অথ প্রকারান্তরং শক্তিকূটম্ । যথা ঈশ্বর উবাচ—

শৃণু দেবি ! মহাভাগে ! শক্তিকূটং সুদূর্লভম্^৪ ।

মহেশঃ শক্তিঃ কামশ্চ পুরন্দরো বিয়ত্তথা ॥

বায়ুবীজ—যকার । ইহা মধুমতী মধুকূটময় কামরাজের তৃতীয় কূট; পঞ্চমীর
চতুর্থকূট মধুমতী বলিয়া কথিত হয় । ১৩

শিববীজ (হ), সেইরূপ কাম (ক), ইন্দ্র (ল), দেবী (স) কে প্রয়োগ করিবে ।
তাহার পর মহামায়াকে (হ্রীং) দিয়া শক্তিকূট উদ্ধার করিবে । ১৪

দেবী—সকার । ইনি পঞ্চমীর শক্তিকূট নামক পঞ্চম কূট । তাহাই কুলোডীশ
তন্ত্রে বলিয়াছেন—

প্রথম বাগ্ভবকূট, পঞ্চম শক্তিকূট । হে দেবি ! মধ্যকূটত্রয় মনোহর কামরাজ
কূট । এই পঞ্চমী বিদ্যা ত্রিভুবনে সুভগোদয়া বলিয়া কথিত হয় । ১৫

তাহা হইলে ক এ ঙ্গ ল হ্রীং, হ স ক ল হ্রীং, হ ক হ ল হ্রীং, ক হ র ল হ্রীং, হ ক
ল স হ্রীং ইহা সিদ্ধ হয় । পঞ্চবিংশত্যক্ষরী ত্রিপুর-সুন্দরী পঞ্চকূট স্বরূপা । ১৬

অনন্তর প্রকারান্তর শক্তিকূট । যেমন ঈশ্বর বলিলেন—হে দেবি । হে মহাভাগে !
সুদূর্লভ শক্তিকূট বলিতেছি, শ্রবণ কর ।

১। খ—ত্যাচ্যতে । তেন ক হ ব ল হ্রীমিতি সিদ্ধম্ শিববীজং তথা । ২। খ—সকারঃ ।
তেন হ ক ল স হ্রীমিতি শক্তিকূটম্ । পঞ্চম্যাস্তে পঞ্চকূটম্ । ৩। খ—সুভগোদয়া । অথবা
প্রকারান্তরং শক্তিকূটম্ । ৪। ক—সুদূর্লভং বাগ্ভবং প্রথমম্ খ— বাগ্ভবং প্রথমং কূটং
কামরাজত্রিকূটং প্রবক্ষ্যামি । তবনৈবাং বিশেষতঃ জীবপ্রাণৌ মহাদেবি ! মাননং উদনন্তরম্ ।

অগ্নি-মায়া-কলা-যুক্তং বিন্দুনাদ-বিভূষিতম্ ।

এষা স্বপ্নাবতী খ্যাতা কলা-পঞ্চদশী তথা ॥ ১৭

হংসো হকারঃ । মায়া-কলা দীর্ঘেকারঃ, তথাচ, হ স ক ল হ্রী, হ ক হ ল হ্রী, হ স ক ল হ্রী ইতি সিদ্ধম্ । ইয়ং স্বপ্নাবতী পঞ্চদশাক্ষরী ॥

ব্রহ্মা মহেশ ইন্দ্রশ্চ শক্তিশ্চ ভুবনেশ্বরী ।

ব্রহ্মা বিয়মরুচ্ছক্ৰস্তংপরা ভুবনেশ্বরী ॥

মাদনং সোমচন্দ্রো চ শক্রশ্চ পরমেশ্বরী ।

এষা মধুমতী খ্যাতা সর্বশাস্ত্রেষু গোপিতা ॥ ১৮

মরুৎ যকারঃ । তথাচ—ক হ ল স হ্রী, ক হ য ল হ্রী, ক স স ল হ্রী ইতি সিদ্ধম্ । ইয়ং মধুমতী পঞ্চদশাক্ষরী ॥ ১৯

শ্রীক্রমে— কামকেশ্বরী-বিত্তৈব ত্রিকূটক্রম-পাঠিতা ।

সৌভাগ্যাস্ত্রিকূটেন পঞ্চম্যাঃ পঞ্চকূটকম্ ॥ ১০০

মহেশ (হ), শক্তি (স), কাম (ক), পুরন্দর (ল) এবং বিয়ং (হ), সেইরূপ অগ্নি (র) মায়াকলা (ঈ), বিন্দুনাদ (ং) বিভূষিত অর্থাৎ হ্রীং । ইনি স্বপ্নাবতী নামে খ্যাতা এবং ইনি পঞ্চদশী কলা । ১৭

হংসঃ—হকার । মায়াকলা—দীর্ঘ ঈকার । তাহা হইলে হ স ক ল হ্রীং, হ ক হ ল হ্রীং, হ স ক ল হ্রীং এই সিদ্ধ হয় । ইনি পঞ্চদশাক্ষরী স্বপ্নাবতী ।

ব্রহ্মা (ক), মহেশ (হ), ইন্দ্র (ল), শক্তি (স) ও ভুবনেশ্বরী (হ্রীং), ব্রহ্মা, বিয়ং (হ), মরুৎ (য), ইন্দ্র (ল), তাহার পর ভুবনেশ্বরী (হ্রীং), মাদন (ক), সোম (স), চন্দ্র (স), শক্র (ল) ও পরমেশ্বরী (হ্রীং) । ইনি মধুমতী নামে খ্যাতা এবং সমস্ত শাস্ত্রে গোপিতা । ১৮

মরুৎ—যকার । তাহা হইলে ক হ ল স হ্রীং, ক হ য ল হ্রীং ক স স ল হ্রীং—এই সিদ্ধ হয় । ইনি পঞ্চদশাক্ষরী মধুমতী । ১৯

শ্রীক্রমে বলিয়াছেন—ক্রমে ক্রমে পাঠিত ত্রিকূট কামকেশ্বর (কামরাজ) বিদ্যা অর্থাৎ কামরাজ বিদ্যার ক্রমে ক্রমে পাঠিত তিনকূট, সৌভাগ্যার তিন কূটের সহিত

ইন্দ্রবীজং ততঃ পশ্চাৎ ভুবনেশী ততঃ পরম্ । জীবঃ সকারঃ প্রাণো হকারঃ । তথাচ স হ ক ল হ্রীমিতি শক্তিকূটং পঞ্চমং কূটচতুষ্কং পূর্ববদেব । তথাচ ক এ ঈ ল হ্রীং হ স ক ল হ্রীং হ ক হ ল হ্রীং ক হ স ল হ্রীং হ ক ল স হ্রীমিত্যেকা পঞ্চমী । ক এ ঈ ল হ্রীং হ ক হ ল হ্রীং স হ ক ল হ্রীমিত্যপরা পঞ্চমী ইতি ইতি বিবিধা । অথবা দেবদেবেশি ।

ত্রিপুরা যা মহাবিদ্যা কুটেকাদশনির্মিতা।

সারাং সারতরা বিদ্যা কথিতৈকাদশাক্ষরী ॥ ১০১

অস্তার্থঃ। কামরাজবিদ্যাস্ত্রিকূটং শক্তিঃ স্বয়ম্ভুঃ শঙ্কুশ্চেত্যাক্ত-সুভগায়াঃ কুটত্রয়ম্, ততঃ কামং বিষ্ণুযুতম্ দেবীতি বক্ষ্যমাণ-প্রথম-পঞ্চম্যাঃ পঞ্চকূটক্ষেতি একাদশকূটেয়ম্। অত্র পঞ্চম-গ্রহণে প্রথমোপস্থিতিস্তত্ত্বম্। ঐ এ ক ল হ্রীং, হ স ক ল হ্রীং, স ক ল হ্রীং। হ ক ল স হ্রীং, হ ক হ ল হ্রীং, হ স ক ল হ্রীং, ক এ ঐ ল হ্রীং, হ স ক ল হ্রীং, হ ক হ ল হ্রীং, ক হ স ল হ্রীং, হ ক ল স হ্রীং ইতি সিদ্ধম্। ইয়মেকাদশকূটা ত্রিপুরসুন্দরী ॥ ১০২

অথবা দেবদেবেশি ! সৌভাগ্যায়ান্ত বাগ্ভবম্।

কুটত্রয়ং কামরাজং শক্তিবীজঞ্চ পূর্ববৎ ॥ ১

বামনেত্রাদি-কূটং বা ভগাদি-কূটমেব বা।

অরিহা সিদ্ধিদা বিদ্যা সর্বদোষ-বিবর্জিতা ॥ ২

অস্তার্থঃ—শক্তিকূটদ্বৈবিধোন দ্বিবিধায়াঃ পঞ্চম্যা বাগ্ভবকূটং পরিত্যজ্য সৌভাগ্যায়ান্ত প্রথমলোপামুদ্রায়া বাগ্ভবকূটং যোজয়েৎ। কামরাজ-

পঞ্চমীর পাঁচটি কূট, ইশা দ্বারা ত্রিপুরা মহাবিদ্যার যে এগার কূট উদ্ধৃত হইয়াছে। সেই একাদশাক্ষরী (একাদশ কূটা) বিদ্যা সার হইতে সারতরা কথিত হইয়াছে। ১০০-১০১

ইহার অর্থ—কামরাজ বিদ্যার ত্রিকূট, “শক্তিঃ স্বয়ম্ভুঃ শঙ্কুশ্চ” ইত্যাদি বচনোক্ত সুভগার ত্রিকূট, তাহার পর “কামং বিষ্ণুযুতং দেবী” এই বচনোক্ত বক্ষ্যমাণ প্রথম পঞ্চমীর পঞ্চকূট, এই একাদশ কূটা এই বিদ্যা। এস্থলে পঞ্চম গ্রহণে প্রথম উপস্থিতিই তত্ত্ব (হেতু)। ঐ এ ক ল হ্রীং, হ স ক ল হ্রীং, স ক ল হ্রীং, হ ক ল স হ্রীং, হ ক হ ল হ্রীং, হ স ক ল হ্রীং, ক এ ঐ ল হ্রীং, হ স ক ল হ্রীং, হ ক হ ল হ্রীং, ক হ স ল হ্রীং, হ ক ল স হ্রীং—ইহ সিদ্ধ হয়। ইনিই একাদশ কূটা ত্রিপুর সুন্দরী। ১০২

হে দেবদেবেশি ! অথবা সৌভাগ্যার বাগ্ভবকূট, কামরাজের তিনটি কূট এবং পূর্ববৎ শক্তিকূট। অথবা বামনেত্রাদি কূট অথবা ভগাদি কূট। এই বিদ্যা শত্রু নাশিনী ও সিদ্ধিপ্রদা এবং সর্বদোষ বিবর্জিতা। ১-২

ইহার অর্থ—শক্তিকূট দ্বিবিধ হওয়ায় দুই প্রকার পঞ্চমী বিদ্যার বাগ্ভবকূট পরিত্যাগ করিয়া সৌভাগ্যা নামক প্রথম লোপামুদ্রার কূট যোগ করিবে। কাম-

১। ব—অস্তার্থঃ। এতয়োর্বাগ্ভবকূটং পরিবশ্য সুভগায়াঃ শক্তিঃ স্বয়ম্ভুঃ শঙ্কুশ্চেত্যাদিনা প্রাক্তজয়া বিদ্যায়া বাগ্ভবকূটং যোজয়েৎ। কামরাজকূটত্রয়ং।

কূটত্রয়ঃ শক্তি-কূটক। পূর্ববৎ—প্রাপ্তকৃত-পঞ্চমীবৎ। তেনৈতয়োরাগ-কূটঃ^১ শিবেন্দু-কাম মায়া-ভুবীকৈঃ প্রয়োজ্যং তথাচ হ স ক হ ল হ্রীং ইতি সিদ্ধম। সর্বমন্তঃ পূর্ববদিত্যপর-ভেদদ্বয়ম। বামনেনত্রঃ চতুর্থস্বরঃ। তেন প্রথমোক্তয়োঃ পঞ্চম্যোৰ্বাগ্ভবকূটস্থানে যদি^২ শাক্ত-কামরাজাভূতঃ দীর্ঘেকারাদিকূটং প্রযুক্ত্যতে। কামরাজকূটত্রয়ঃ শক্তিকূটক প্রথমোক্ত-পঞ্চমীবৎ। তেন তয়োরাগকূটঃ^৩ চতুর্থৈকাদশ-স্বর-কাম-শক্র-মায়াভিঃ প্রয়োজ্যম। সর্বমন্তঃ পূর্ববদিত্যপর-ভেদদ্বয়ম। ভগমেকাদশস্বরঃ। তেন তয়োরাগে^৪ একাৱাগ-কূটং প্রযুক্তং^৫ স্মাতুদা একাদশ-তুৰ্য্যস্বর-কাম-শক্র-মায়াভিৰ্বাগ্ভবকূটম। সর্বমন্তঃ পূর্ববদিত্যপর-ভেদদ্বয়ম^৬। ৩

জামলে— দ্বিবিধা পঞ্চমী বিদ্যা পঞ্চপঞ্চাকুরী পরা।

মধ্যো ষড়ক্ষরকৈব শক্তিশ্চ চতুরক্ষরী ॥ ৪

অন্যার্থঃ—পঞ্চমী বিদ্যা দ্বিবিধা ভবতি। একা পঞ্চ-পঞ্চাকুরী পঞ্চ-

রাজের পূর্ববৎ কূটত্রয় ও শক্তিকূট। পূর্ববৎ—প্রাপ্তকৃত পঞ্চমীবৎ। তাহাতে এই দুইটির আদ্যকূট শিব, ইন্দু, কাম, ভূ ও মায়াবীজের দ্বারা প্রযুক্ত হইবে। তাহা হইলে হ স ক ল হ্রীং এই মন্ত্র সিদ্ধ হয়। অন্য সমস্ত পূর্ববৎ। এই অপর ভেদদ্বয়। বামনেনত্রঃ—চতুর্থস্বর ঐ। তাহাতে প্রথমোক্ত দুইটি পঞ্চমীর বাগ্ভবকূট স্থানে যদি শাক্ত কামরাজের আদিভূত দীর্ঘেকারাদি কূট প্রযুক্ত হয়, কামরাজ কূটত্রয় ও শক্তি-কূট প্রথমোক্ত পঞ্চমীর দ্বারা প্রদত্ত হয়, তাহা হইলে সেই দুইটির আদ্যকূট চতুর্থস্বর (ঐ), একাদশ স্বর (এ), কাম (ক), শক্র (ল) ও মায়াবীজের দ্বারা প্রযুক্ত হইবে। অন্য সমস্তই পূর্ববৎ। এই অপর দুইটি ভেদ। ভগম্—একাদশ স্বর এ। তাহাতে সেই দুইটির আদ্যে একারাদি যখন প্রযুক্ত হইবে। তখন একাদশ স্বর (এ), চতুর্থস্বর (ঐ), কাম (ক), শক্র (ল) ও মায়াবীজের দ্বারা বাগ্ভবকূট হইবে। অন্য সমস্তই পূর্ববৎ। এই অপর ভেদদ্বয়। ৩

জামলে বলিয়াছেন —পঞ্চমী বিদ্যা দুই প্রকার। তন্মধ্যে এক প্রকার পাঁচ পাঁচটি অক্ষরযুক্ত পঞ্চকূটরূপ। অপরটি মধ্যো ষড়ক্ষরী ও শক্তিকূট চতুরক্ষরী হইবে। ৪

১। ঐ—আদ্যকূটং হ স ক ল হ্রীমিতি প্রয়োজ্যম। সর্বমন্তঃ। ২। ঐ—যদি ঐকারাদি কূটত্রয়ঃ। ৩। ঐ—আদ্যকূটং ঐ এ ক ল হ্রীমিতি প্রয়োজ্যম। ৪। ঐ—আদ্যে একারাদি কূটং। ৫। ঐ—তথাচ এ ঐ ক ল হ্রীমিতি। ৬। ঐ—ভেদদ্বয়মিত্যুক্তবা পঞ্চমী শক্তিবাগ্ভব-কূটভেদেন। তথাচ জামলে দ্বিবিধা।

পঞ্চাক্ষর-ঘটিত-পঞ্চকূটা । পরা অক্ষা তু কথ্যতে ইতি শেযঃ । তস্যা মধ্যে
পঞ্চ-কূটাস্তর্গত-তৃতীয়কূটে স্বপ্নাবত্যাখ্যে ষড়ক্ষরং কূটং অর্থাৎ কামরাজ-
বিজ্ঞায়া মধ্যকূটং প্রয়োজ্যম্ । তেন প্রথমোক্ত-পঞ্চম্যাঃ স্বপ্নাবত্যাখ্য-কূটং
দুরীকৃত্য^১ শিব-চন্দ্র-কাম-শিব-শক্তি-মায়াত্মকং ষড়ক্ষরং কূটং প্রয়োজ্যম্ । এবং
প্রথমোক্ত-পঞ্চম্যা^২ যৎ শক্তিকূটং দ্বিবিধমুক্তং, তৎ পরিত্যজ্য চতুরক্ষরকূটং
অর্থাৎ কামরাজ-বিজ্ঞায়াঃ শক্তিকূটং^৩ চন্দ্র-কামেন্দ্র-মায়াত্মকং চতুরক্ষররূপং
প্রয়োজ্যম্ । এতাবতাপি পঞ্চম্যাঃ পঞ্চবিংশতি-বর্ণাত্মকত্বমক্ষতম্ । তেন^৪
কাম-ভগ-তুর্য্য-ভূ-মায়াভিঃ শিব-চন্দ্র-কাম-ভূ-মায়াভিঃ শিব-চন্দ্র-কাম-শিব-
ভূ-মায়াভিঃ । কাম-শিব-বায়ু-ভূ-মায়াভিঃ । শক্তি-কাম-ভূ-মায়াভিঃ^৫ কূট-
পঞ্চকমিত্যেকা পঞ্চমী । তথাচ—ক এ ঈ ল হ্রীং, হ স ক ল হ্রীং, হ স ক
হ ল হ্রীং, ক হ ষ ল হ্রীং, স ক ল হ্রীং ইতি সিদ্ধম্ । ৫

ইহার অর্থ—পঞ্চমী বিদ্যা দুই প্রকার হয় । একটি পঞ্চ পঞ্চাক্ষরী অর্থাৎ পাঁচ
পাঁচটি অক্ষর ঘটিত পঞ্চকূট । পরা অর্থাৎ অক্ষা পঞ্চমী । কথ্যতে অর্থাৎ কথিত
হইতেছে এইটি অধ্যাহার করিবে । তাহা হইলে অর্থ হইবে—অক্ষ পঞ্চমী কথিত
হইতেছে । সেই অক্ষা পঞ্চমীর মধ্যে পঞ্চকূটের অন্তর্গত স্বপ্নাবতী নামক তৃতীয় কূটে
ষড়ক্ষর কূট অর্থাৎ কামরাজ বিদ্যার মধ্যকূট প্রয়োগ করিবে । তাহাতে প্রথমোক্ত
পঞ্চমীর স্বপ্নাবতী নামক কূটকে পরিত্যাগ করিয়া তৎস্থলে শিব (হ), চন্দ্র (স)
কাম (ক), শিব (হ), শক্তি (ল) ও মায়াবীজ (হ্রীং) রূপ ষড়ক্ষর কূট প্রয়োগ
করিবে । এইরূপ প্রথমোক্ত পঞ্চমীর যে দুই প্রকার শক্তি কূট উক্ত হইয়াছে, তাহা
পরিত্যাগ করিয়া তৎস্থলে চারি অক্ষরের কূট অর্থাৎ কামরাজ বিদ্যার চন্দ্র (স),
কাম (ক), ইন্দ্র (ল) ও মায়াবীজ (হ্রীং) রূপ চারি অক্ষরের শক্তিকূট প্রয়োগ
করিবে । এইরূপ হইলেই পঞ্চমীর পঞ্চবিংশতি বর্ণ স্বরূপত্ব অক্ষতই রহিল । তাহাতে
কাম, ভগ, তুর্য্যস্বর (ঈ), ভূ ও মায়াবীজ দ্বারা, শিব, চন্দ্র, কাম, ভূ ও মায়াবীজ দ্বারা,
শিব, চন্দ্র, কাম, শিব, ভূ ও মায়াবীজ দ্বারা, কাম, শিব, বায়ু, ভূ ও মায়াবীজ দ্বারা ও
শক্তি, কাম, ভূ ও মায়াবীজ দ্বারা কূট পঞ্চক হয় । এই একটি পঞ্চমী । তাহা হইলে
ক এ ঈ ল হ্রীং, হ স ক ল হ্রীং, হ স ক হ ল হ্রীং, ক হ ষ ল হ্রীং, স ক ল হ্রীং—এই
বীজ উদ্ধৃত হয় । ৫

১। স্ব—দুরীকৃত্য হ স ক হ ল হ্রীমিতি ষড়ক্ষরং । ২। স্ব—পঞ্চম্যা ত্রিকূটাত্মক কামরাজ
কূটত্র যৎ শক্তিকূটং মধুমত্যাখ্যং তৎ পরিত্যজ্য অর্থাৎ । ৩। স্ব—শক্তিকূটং ল ক ল হ্রীমিতি
চতুরক্ষর রূপং । ৪। স্ব—তেন ক এ ঈ ল হ্রীং হ স ক ল হ্রীং হ স ক ল হ্রীং হ ক ল হ্রীমিত্যেকা
পঞ্চমী । অক্ষা বাগ্ভবকূটং ।

অন্য বাগ্ভবকূটং পরিত্যজ্য পূর্ববৎ^১ প্রথমলোপায়া বাগ্ভবকূটং বাম-
নেত্রাদিকূটং ভগাদিকূটং বা যদি প্রযুক্তান্তে, তদাহপরভেদত্রয়ং ভবতীত্যেমা
পঞ্চমী চতুর্ধা । এতেন দ্বাদশবিধা পঞ্চমী দর্শিতা । তথা এতয়োরষ্টধা চতুর্ধা
চ ব্যবস্থিতয়োঃ পঞ্চম্যোত্রিকূটাত্মক-কামরাজকূটস্য তৃতীয়-কূটে মধুমত্যাখ্যো^২
বক্ষ্যমাণবাস্তুর-ভেদেন পঞ্চম্যা অন্তোহপি ভেদাঃ । ৬

যথা— কামবীজং মহেশানি ! শিববীজং ততঃ পরম্ ।

তদধো হংসবীজন্ত ইন্দ্রবীজং বিচিস্তয়েৎ ।

মহামায়া ততঃ পশ্চাৎ কূটং পরমদুর্লভম্ ॥ ৭

তথাচ পঞ্চকূটায়াম্ চতুর্থকূটং যদি^৩ কাম-শিব-রুদ্র-ভূ-মায়াত্মক-পঞ্চাক্ষর-
কূটাত্মকং ভবতি, তদা যাহ্ণবিধা সা পুনরষ্টবিধা । অন্য ষা চতুর্বিধা, সাপি
পুনশ্চতুর্বিধা ভবতীতি চতুর্বিংশতি-প্রকারা পঞ্চমী^৪ । ৮

প্রকারান্তরং যথা তত্ত্ববোধে—কামাকাশ-পরাক্র-সংস্থানকৃত-রূপি-
নীতি । পরা দস্ত্যাসকারঃ ॥ সংস্থানকৃত^৫-রূপিণী—মায়াবীজম্ । তথাচ তন্ত্রে (২)

ইহার বাগ্ভব কূটকে পরিত্যাগ করিয়া তৎস্থলে পূর্ববৎ প্রথম লোপার বাগ্ভব-
কূট, বামনেত্রাদি কূট অথবা ভগাদি কূট যদি প্রদত্ত হয়, তাহা হইলে অপর তিনটি
ভেদ হয় । এইজন্য এই পঞ্চমী বিদ্যা চারি প্রকার হইল । ইহা দ্বারা দ্বাদশ প্রকার
পঞ্চমী বিদ্যা প্রদর্শিত হইল । সেইরূপ আট প্রকারে ও চারি প্রকারে অবস্থিত এই দুই
পঞ্চমী বিদ্যার ত্রিকূটাত্মক কামরাজ কূটের মধুমতী নামক তৃতীয় কূটে বক্ষ্যমাণ
অবান্তরভেদে পঞ্চমী বিদ্যার অন্যান্য ভেদও হয় । ৬

যেমন বলিয়াছেন—হে মহেশানি ! কামরাজ, শিববীজ, তাহার পর তাহার
অধোভাগে হংসবীজ (হ) ও ইন্দ্রবীজ (ল) চিত্তা করিবে । তাহার পর মহামায়া ।
এই কূট পরম দুর্লভ । ৭

তাহা হইলে পঞ্চকূটার চতুর্থকূট যদি কাম, শিব, রুদ্র, ভূ ও মায়াবীজরূপ পঞ্চাক্ষর
কূটাত্মক হয় । তবে যে আট প্রকার পঞ্চমী বিদ্যা, সে আবার আট প্রকার হয় ।
অন্য যে চারি প্রকার পঞ্চমী বিদ্যা, সেও পুনরায় চারি প্রকার হয় । এই প্রকারে
চতুর্বিংশতি প্রকার পঞ্চমী বিদ্যা হয় । ৮

ইহার অন্য প্রকার আছে । যেমন তত্ত্ববোধে এই বলিয়াছেন—কাম (ক),

১। ৭—পূর্ববৎ সূত্রগারা বাগ্ভবকূটং বামনেত্রাদি ।

২। ৭—মধুমত্যাখ্যো ইতি নাস্তি ।

৩। ৭—যদি ক. হ. ল. হ্রীমিতি চতুর্থকূট কূটাত্মকং ।

৪। ৭—পঞ্চমী । তথা তত্ত্ববোধে ।

৫। ৭—কৃতরূপিণী । তন্ত্রে চ কামরাজঃ মহেশানি ।

কামবীজং মহেশানি ! শক্তুবীজং ততঃ পরম্ ।

তদধশ্চন্দ্রবীজস্ত পৃথীবীজং ততো লিখেৎ ।

তদন্তে চ মহামায়া কূটং পরম-দুর্লভম্ ॥ ১০

অর্থঃ—পঞ্চকূটায়াম্ চতুর্থকূটং যদি ক হ ল স হ্রীমিতি পঞ্চাক্ষর-কূটায়াকং ভবতি। তদা যাহষ্টবিধা, সা পুনরপ্যষ্টবিধা। অন্য য়া চতুর্বিধা, সা পুনরপি চতুর্বিধেতি ষট্‌ত্রিংশদ্রূপিণী পঞ্চমী প্রতিপাদিতা ভবতি ॥ ইতি পঞ্চমী ॥ ১১

অথ প্রাণযোগঃ

শ্রীক্ৰমে— এতাসাংৈব বিদ্যানাং প্রাণং শৃণু বরাননে ! ।

রমা-মায়া-হংসবীজং বাগ্‌ভবাচ্চে নিয়োজয়েৎ ॥ ১২

শক্ত্যন্তে তু মহাদেবি ! হংস-মায়া-রমাস্তথা ।

এভিষুজ্ঞেন দেবেশি ! বিদ্যা-জপনমাচরেৎ ॥ ১৩

আকাশ (হ), পরা (স), শক্র (ল) ও সংস্থান কৃতরূপিণী (হ্রীং) । পরা—দত্তা সকার । সংস্থানকৃতরূপিণী—মায়াবীজ । তাহাই তন্ত্রে বলিয়াছেন (৯)—

হে মহেশানি ! কামবীজ (ক), শক্তুবীজ (হ) তাহার পর তাহার অধোভাগে চন্দ্রবীজ (স), তাহার পর পৃথীবীজ (ল) লিখিবে । তাহার অন্তে মহামায়া (হ্রীং) । এই কূট পরম দুর্লভ । ১০

ইহার অর্থ—পঞ্চকূটার চতুর্থকূট যদি ক হ ল স হ্রীং এই পঞ্চাক্ষর কূটায়াক হয়, তবে যে আট প্রকার পঞ্চমী বিদ্যা, সে পুনরায় আট প্রকার হয় । অতঃ হে চারি প্রকার পঞ্চমী বিদ্যা, সেও পুনরায় চারি প্রকার চারি প্রকার হয় । এইরূপে ষট্‌ত্রিংশ-রূপিণী পঞ্চমী বিদ্যা প্রতিপাদিত হয় । পঞ্চমী বিদ্যা সমাপ্ত হইল ।

প্রাণযোগ । শ্রীক্ৰমে বলিয়াছেন—হে বরাননে ! এই বিদ্যাসমূহের প্রাণ (জীবন) শ্রবণ কর । বাগ্‌ভব বীজের আদিতে রমা, মায়া ও হংসবীজ (হংসঃ) যোগ করিবে । হে মহাদেবি ! শক্তিকূটের অন্তে হংসঃ, মায়া ও রমাবীজ যোগ করিবে । দেবেশি ! এই বীজগুলির যোগের পর অর্থাৎ এই বীজগুলিকে যোগ করিয়া বিদ্যার জপের অনুষ্ঠান করিবে । ১২-১৩

১। খ—বিদ্যাজপনমাচর । এতদ্ব্যপ্যক্ত জপানৌ জপান্তে চ সপ্ত সপ্তবারম্বেব । দীপ্ত্যং তথা দর্শনাৎ । তেনানৌ ত্রীং হ্রীং হংসঃ ইতি জপ্তা । বাগ্‌ভবকূটং কামরাজ কূটং শক্তি কূটক জপ্তা হংসঃ হ্রীং ত্রীং ইতি জপানৌ জপান্তে চ সপ্তসপ্তবারম্বেব জপাদিত্যর্থঃ । এতাসামিতি ।

এতাসামিতি পূর্বোক্ত-সর্ববিজ্ঞানামিত্যর্থঃ । তাসাং শ্রীক্রমেহপ্যুক্ততয়া^১
শ্রীক্রমোক্ত-বচনে এতৎপদ্যন্ত্য নাসঙ্গতিঃ ॥ প্রাণং জীবনম্ । হংসবীজং
হংসঃ-স্বরূপম্ । “ত্রিকূটান্তে হংসবীজং তদা সপ্তদশী ভবেদি”ত্যাदि-প্রাণুক্ত-
বচন-দর্শনাৎ । তেনাদৌ শ্রীং হ্রীং হংসঃ ইতি জপ্ত্বা বাগ্ভব কূটং কামরাজ-
কূটং শক্তিকূটঞ্চ জপ্ত্বা হংসঃ হ্রীং শ্রীং ইতি জপাদৌ জপান্তে চ সপ্তবারান্
জপেৎ, দীপন্ত্যাং তথা দর্শনাদিত্যর্থঃ । পঞ্চম্যাং বিশেষস্ত যথা (১৪)—

রমাং মায়াং হংসবীজং বাগ্ভবাভ্যে নিয়োজয়েৎ ।

শক্ত্যন্তে তু মহেশানি ! হংসং মায়াং রমাস্তুথা ॥ ১৫

কামরাজত্রেয়ে দেবি ! ককারং শক্র-সংযুতম্ ।

মায়াবিন্দীশ্বরযুতং সূর্য্যকোটি-সমপ্রভম্ ।

প্রথমং কামকূটস্থ চাভ্যে নিয়োজয়েদিদম্ ॥ ১৬

বাস্তং বহ্নি-সমাযুক্তং বামনেত্রৈণ ভূষিতম্ ।

নাদবিন্দু-সমাযুক্তং শ্রিয়ৌ বীজযুদাহৃতম্ ।

দ্বিতীয়ং কামরাজস্ত জপেদ্বক্তৃ। তু স্মরসি ! ॥ ১৭

এতাসাং ইহার অর্থ—পূর্বোক্ত সমস্ত বিদ্যার । সেই সমস্ত বিদ্যা শ্রীক্রমে উক্ত
হওয়ার শ্রীক্রমের এই বচনে এতৎপদের উল্লেখ কোন অসঙ্গতি হয় নাই । প্রাণং—
জীবন । হংসবীজং—হংসঃ এই স্বরূপ । “ত্রিকূটান্তে হংসবীজং তদা সপ্তদশী ভবেৎ”
অর্থাৎ ত্রিকূটের অন্তে হংসঃ বীজ দিলে তখন ইহা সপ্তদশী হইবে—এইরূপ বচন দেখা
যায় । তাহা হইলে প্রথমে শ্রীং হ্রীং হংসঃ এই তিনটি জপ করিয়া বাগ্ভব কূট,
কামরাজ কূট ও শক্তিকূট জপ করিয়া হংসঃ হ্রীং শ্রীং এইটি জপের আদিতে ও
জপের অন্তে সাতবার জপ করিবেন । যেহেতু দীপনীতে এইরূপ দেখা যায়, এই
অর্থ । পঞ্চমীতে বিশেষ আছে । যেমন তন্ত্রে বলিয়াছেন (১৪)—

বাগ্ভবকূটের আদিতে শ্রীবীজ, মায়াবীজ ও হংসঃ বীজ প্রদান করিবে । হে
মহেশানি ! শক্তিকূটের অন্তে হংসঃ বীজ, মায়াবীজ ও শ্রীবীজ প্রদান করিবে । ১৫

হে দেবি ! কামরাজের তিনটিতে যথাক্রমে শক্র (ল) সংযুক্ত সূর্য্যকোটি
সমপ্রভ মায়ী (ঈ) বিন্দু (৮) ও ঈশ্বর (নাদ) ভূষিত ককার অর্থাৎ ক্রীং যোগ
করিবে । কামরাজ কূটের আদিতে এই প্রথমবীজ ক্রীংকে যোগ করিবে । ১৬

বহ্নি (র) সংযুক্ত বামনেত্রের দ্বারা ভূষিত ও নাদবিন্দুযুক্ত বাস্ত (শকে) উদ্বার

গগনং^১ বহি-সংযুক্তং বামনেত্র-বিভূষিতম্ ।

নাদবিন্দু-সমায়ুক্তং মায়াবীজং প্রকীৰ্ত্তিতম্ ।

মধুমতীং জপেচ্চাপি সৰ্বকাম-ফলপ্রদাম্ ॥ ১৮

অন্ত্যর্থঃ । শ্রীং হ্রীং হংসঃ ইত্যুচ্চাৰ্য্য বাগ্ভবকূটং জপেৎ । ততঃ ক্রীং
ইতি কামবীজং জপ্ত্বা কামরাজ-প্রথমকূটং জপেৎ । ততঃ শ্রীং ইতি রমাবীজং
জপ্ত্বা দ্বিতীয়-কামরাজ-কূটং জপেৎ । ততো হ্রীং ইতি মায়া-বীজং জপ্ত্বা
কামরাজ-তৃতীয়কূটং জপেৎ । ততঃ শক্তিকূটং জপ্ত্বা হংসঃ হ্রীং শ্রীং ইতি
জপেৎ । এবং জপাদৌ জপান্তে চ সপ্তথা জাপ্যম্ । ইতি প্রাণযোগঃ ॥ ১৯

অথ শ্রীবিদ্যাদীপনী । তত্রাদৌ পঞ্চম্যাঃ—

তারং লক্ষ্মীঞ্চ বাগ্‌বীজং মন্থথং ভুবনেশ্বরীম্ ।

এতজ্জপ্ত্বা ততঃ পশ্চাদ্‌বাগ্‌ভবাখ্যং সমুচ্চরেৎ ॥ ২০

প্রণবং ভুবনেশানীং রমাং কামঞ্চ বাগ্‌ভবম্ ।

কামরাজং ততো জপ্ত্বা ত্রৈলোক্য-ক্ষোভকারকঃ ॥ ২১

করিবে । উহা শ্রীর বীজ বলিয়া কথিত হইয়াছে । হে সুন্দরি ! ইহা বলিয়া দ্বিতীয়
কামরাজকে জপ করিবে । ১৭

বহি সংযুক্ত বামনেত্রের দ্বারা ভূষিত গগন হকে উচ্চারণ করিবে । ইহা নাদবিন্দু-
যুক্ত হইলে মায়াবীজ বলিয়া কীৰ্ত্তিত হয় । ইহা কামরাজ কূটের তৃতীয় কূটের
আদিতে দিয়া জপ করিবে । সৰ্বকামফলের প্রদাত্রী মধুমতী বিদ্যাকেও জপ
করিবে । ১৮

ইহার অর্থ—শ্রীং হ্রীং হংসঃ এই উচ্চারণ করিয়া বাগ্ভবকূট জপ করিবে । তাহার
পর ক্রীং এই কামবীজ জপ করিয়া কামরাজের প্রথমকূট জপ করিবে । তাহার পর
শ্রীং এই রমাবীজ জপ করিয়া, দ্বিতীয় কামরাজকূট জপ করিবে । তাহার পর হ্রীং
এই মায়াবীজ জপ করিয়া কামরাজের তৃতীয় কূট জপ করিবে । তাহার পর
শক্তিকূট জপ করিয়া হংসঃ হ্রীং শ্রীং এই জপ করিবে । এই রূপ জপের আদিতে ৩
জপের অন্তে সাতবার জপ করিবে । প্রাণযোগ সমাপ্ত হইল । ১৯

অনন্তর শ্রীবিদ্যার দীপনী । তন্মধ্যে প্রথমে পঞ্চমীর দীপনী—প্রণব, লক্ষ্মীবীজ,
বাগ্‌বীজ, মন্থথবীজ ও ভুবনেশ্বরী (হ্রীং) এইগুলিকে জপ করিয়া তাহার পরে
বাগ্‌ভবকূটকে সম্যক্ উচ্চারণ করিবে । ২০

ওঁকারকৈব বাগ্‌বীজং রমাং মন্থধ-মায়য়া ।

স্বপ্নাবতীং মহাদেবি ! জপেৎ তত্র সমাহিতঃ ॥ ২২

প্রণবকাধরং কামং রমাঞ্চ ভুবনেশ্বরীম্ ।

মধুমতীং ততো জপ্ত্বা মায়াং শ্রীকূটবীজকম্ ॥ ২৩

প্রণবাত্মকং দেবেশি ! হংসবীজপুটীকৃতম্ ।

এতদ্বীজং সমুচ্চার্য শক্তি-কূটস্থতো জপেৎ ।

এষা তু দীপনী রিচা অজপা প্রাণরূপিণী^১ ॥ ২৪

মায়ামিতি । তেন হংসঃ^২ ওঁ হ্রীং হুং হংসঃ ইতি জপ্ত্বা শক্তিকূটং জপেদি-
ত্যর্থঃ । জপনিয়মস্ত—জপেদাদৌ জপেৎ পশ্চাৎ সপ্তবারমনুক্রমাৎ । তেন
জপাদৌ জপান্তে চ এবং সপ্তকৃত্বো জপেদিত্যর্থঃ ॥ ২৫

তথা— কামরাজাদি-বিদ্যানাং দীপনীং চৈব কারয়েৎ ।

বাগ্‌ভবে কামরাজে তু শক্তিকূটে সুরেশ্বরি ! ॥ ২৬

প্রণব, ভুবনেশ্বরী (হ্রীং), রমাবীজ, কামবীজ, বাগ্‌ভববীজ জপ করিয়া তাহার
পর কামরাজকূট জপ করিয়া ত্রৈলোক্যের ক্ষোভ কারক হইবে । ২১

হে মহাদেবি ! সেই জপকালে সমাহিত হইয়া ওঁকার, বাগ্‌বীজ, রমাবীজ,
মন্থধবীজ ও মায়াবীজ জপ করিয়া স্বপ্নাবতী বিদ্যা জপ করিবে । ২২

প্রণব, অধর (ঐং), কামবীজ, রমাবীজ ও ভুবনেশ্বরী (হ্রীং) জপ করিয়া
মধুমতী বিদ্যা জপ করিবে । হে দেবেশি ! হংসঃ বীজ দ্বারা পুটীকৃত প্রণবাদ্য (প্রণবাদি)
মায়াবীজ, শ্রীবীজ, কূটবীজ—এই বীজগুলিকে উচ্চারণ করিয়া তাহার পর শক্তি-
কূটকে জপ করিবে । এই দীপনীবিদ্যা সমস্ত বিদ্যার অজপা-প্রাণরূপিণী । ২৩-২৪

মায়াং ইহার অর্থ—তাহা হইলে হংসঃ ওঁ হ্রীং শ্রীং হুং হংসঃ এই জপ করিয়া
শক্তিকূট জপ করিবেন । জপের নিয়ম কিন্তু—জপের আদিতে সাতবার জপ
করিবে এবং জপের অন্তে সাতবার জপ করিবে । এই অনুক্রমে জপ করিবে ।
তাহাতে জপের আদিতে ও জপের অন্তে এই রূপ সাত সাতবার করিয়া জপ করিবেন
—এই অর্থ হয় । ২৫

সেইরূপ বলিয়াছেন—হে সুরেশ্বরি ! কামরাজাদি বিদ্যাসমূহের বাগ্‌ভবকূটে,
কামরাজকূটে ও শক্তিকূটে দীপনী করাইবে । ২৬

তত্র ক্রমঃ । বাগ্ভব-শক্তিকূটয়োদীপনী পঞ্চমীবদ্বোধ্যা । কামরাজকূটে তু
প্রণবং ভুবনেশানীং রমাং কামঞ্চ বাগ্ভবমিতি জপ্ত্বা । জপেদিত্যধ্যাহৃত্যাবয়ঃ ।
দীপনী চ মন্ত্রকূটেহধিকাক্ষর-সম্বন্ধঃ । ২৭

তন্ত্বে—হিমা রুদ্ধা যে চ মন্ত্ৰাঃ প্রসুপ্তা মত্তা ভীতা মূচ্ছিতা বীৰ্যহীনাঃ

দক্ষাঃ শ্রুতাঃ শত্রুপক্ষস্থিতা যে বালা বৃদ্ধা গৰ্বিতা যৌবনেন ।

যে নির্বীৰ্যা যে চ সন্তেন হীনাঃ ষণ্ডীভূতাশ্চান্ধমন্ত্ৰৈর্বিহীনাঃ

এতৈর্হৃষ্টা দীপনেনৈব যুক্তাঃ সৰ্বে মন্ত্ৰা বীৰ্যবন্তো ভবন্তি ॥ ২৮

অপরদেবতানাং দীপনী পূর্বমুক্তা^১ । ইদমত্র বোধ্যম্ । কূটঘটকব্যঞ্জনানাং
সর্বেষাং স্বরসম্বন্ধোহন্ত্যেব । যথা সূভগাদিবিদ্যামধিকৃত্য যোগিনীহৃদয়ে—
স্বরব্যঞ্জনভেদেন সপ্তত্রিংশৎ-প্রভেদিনী ।

সপ্তত্রিংশৎ-প্রভেদেন ষট্‌ত্রিংশৎ-তত্ত্বরূপিণী ॥ ২৯

তত্ত্বাতীত-স্বভাবা চ বিদ্যেয়া ভাব্যতে সদা^২ ।

শ্রীকণ্ঠদশকং তদ্বদব্যক্তম্ হি বাচকম্ ।

প্রাণভূতঃ স্থিতো দেবি ! তদ্বদেকাদশঃ পরঃ ॥ ৩০

সে স্থলে ক্রম হইতেছে—বাগ্ভবকূট ও শক্তিকূটের দীপনী পঞ্চমীর ভাব
জানিবে । কামরাজকূটে কিন্তু প্রণব, ভুবনেশানী (হ্রীং), রমাবীজ, কামবীজ ও
বাগ্ভববীজ—এই জপ করিলা । জপেৎ (জপ করিবে) এই ক্রিয়া অধ্যাহার করিলা
অবর করিবে । দীপনী হইতেছে মন্ত্রকূটে অধিক অক্ষরের সম্বন্ধ । ২৭

তন্ত্বে বলিয়াছেন—যে যে মন্ত্র ছিন্ন, রুদ্ধ, প্রসুপ্ত, মত্ত, ভীত, মূচ্ছিত, বীৰ্যহীন, দক্ষ
শ্রুত, ও অরিপক্ষে অবস্থিত । যে যে মন্ত্র বালক, বৃদ্ধ, যৌবনে গৰ্বিত অর্থাৎ যুবক,
যে যে মন্ত্র নির্বীজ, যে যে মন্ত্র সত্ত্ব হীন, ষণ্ড ও অন্ধমন্ত্ৰের দ্বারা হীনা, এই সমস্ত হুই
মন্ত্রগুলি দীপনী দ্বারা বীৰ্যবান্ হইয়া থাকে । ২৮

অপর দেবতা সমূহের দীপনী পূর্বে উক্ত হইয়াছে । এই স্থলে ইহা জ্ঞাতব্য যে—
কূট ঘটক সমস্ত ব্যঞ্জনের স্বর সম্বন্ধ আছেই । যেমন সূভগাদি বিদ্যার অধিকারে
যোগিনী হৃদয়ে বলিয়াছেন—

স্বর ও ব্যঞ্জনভেদে বিদ্যাসমূহ সপ্তত্রিংশৎ প্রকারে প্রভিন্ন । সপ্তত্রিংশৎ প্রভেদ
হেতু এই বিদ্যা ষট্‌ত্রিংশৎতত্ত্বরূপা । এই তত্ত্বাতীত-স্বভাবা বিদ্যা সর্বদা চিন্তনীয় ।
ক্লীববর্জিত অকারাদি দশটি বর্ণ সেইরূপ অব্যক্ত ব্যঞ্জনের বাচক । দেবি । ঐষ্ট
একাদশস্বর অনুসার প্রাণভূত হইয়া অবস্থিত আছে । ২৯-৩০

সপ্তত্রিংশদ্বিতি বিশিষ্টবিজ্ঞানাদায় । ষট্‌ত্রিংশদ্বিতি বিশিষ্টবিজ্ঞায়াঃ
সর্বরূপত্বাৎ ষট্‌ত্রিংশদ্বর্ণানাং ষট্‌ত্রিংশতত্ত্বরূপত্বমিতি ভাবঃ । শ্রীকণ্ঠেতি ।
শ্রীকণ্ঠঃ প্রথম স্বরঃ । তথাচ ক্লীবহীনা অকারাদি স্বরা অব্যক্তস্য ব্যঞ্জনস্য
বাচকা বোধকাঃ । একাদশোহনুস্বারোহপীত্যর্থঃ । তত্ত্বসারকৃতোহপ্যেবম্ ।
অধিকন্তু ঋণি-ধনি-বিচারেহনুসঙ্কেয়ম্ । ৩১

অথ শ্রীযন্তম্ । যথা^১ বিন্দুমৎ-ত্রিকোণমধ্যমষ্টকোণং তন্ত্রয়ং সংহার-চক্রম্ ।
দশারদ্বয়ং চতুর্দশারমেতৎত্রয়ং স্থিতিচক্রম্ । অষ্টপত্রং ষোড়শপত্রং ত্রিবৃত্তং^২
ভৃগুহত্রয়ং চতুর্দ্বারযুক্তং এতৎ সৃষ্ট্যাত্মকম্ । তদ্বক্তং জামলে—

বিন্দুত্রিকোণবসুকোণ দশারযুগ্ম-মহাস্রনাগ-দল-সঙ্গত-ষোড়শারং
বৃত্তত্রয়ঞ্চ ধরণী-সদন-ত্রয়ঞ্চ শ্রীচক্ররাজমুদিতং পরদেবতারাঃ^৩ ॥ ৩২
দশদলে বৃত্তঞ্চ সর্বযন্ত-সাধারণতয়া দেয়ম্ । এবং চক্ররাজং সিন্দুর-

বিশিষ্ট বিদ্যাকে ধরিয়া সপ্তত্রিংশৎ বলা হইয়াছে । ষট্‌ত্রিংশৎ কথার তাৎপর্য্য—
বিশিষ্ট বিদ্যা সর্বরূপ বলিয়া ষট্‌ত্রিংশৎ বর্ণ ষট্‌ত্রিংশৎ তত্ত্বরূপ—এই তাৎপর্য্য শ্রীকণ্ঠ-
দশকং বাক্যে শ্রীকণ্ঠ—প্রথম স্বর । তাহা হইলে ক্লীবহীন অকারাদি স্বরসমূহ অব্যক্ত
ব্যঞ্জনের বাচক অর্থাৎ বোধক । একাদশ অনুস্বারও ব্যঞ্জনের বোধক । তত্ত্বসারকারও
এইরূপই বলিয়াছেন । অধিক কথা ঋণি ধনি চক্র বিচারে অনুসঙ্কেয় । ৩১

অনন্তর শ্রীযন্ত । যথা মধ্যে একটি বিন্দু, তাহার বাহিরে ত্রিকোণ, ইহাই বিন্দুমৎ
ত্রিকোণ, তাহার বাহিরে অষ্টকোণ, এই অষ্টকোণের মধ্যে বিন্দুমৎ ত্রিকোণ আছে
বলিয়া এই অষ্ট কোণটি বিন্দুমৎ ত্রিকোণ-মধ্য অষ্টকোণ । বিন্দু, ত্রিকোণ ও অষ্ট-
কোণ এই তিনটির নাম সংহার চক্র । তাহার বাহিরে দুইটি দশকোণ, তাহার বাহিরে
চতুর্দশকোণ—এই তিনটি স্থিতি চক্র । তাহার বাহিরে অষ্টদল পদ্ম, তাহার বাহিরে
ষোড়শদল পদ্ম, তাহার বাহিরে তিনটি বৃত্ত, তাহার বাহিরে চারিটি ঘর, ইহার নাম
সৃষ্টিচক্র । তাহা যামলে উক্ত হইয়াছে—

বিন্দু, ত্রিকোণ, বসু (অষ্ট) কোণ, দুইটি দশকোণ, মনু (চতুর্দশ) কোণ, নাগ
(অষ্ট), দল-সঙ্গত ষোড়শদল, তিনটি বৃত্ত, তিনটি ভৃগুহ, ইহা শ্রীবিদ্যার শ্রীচক্ররাজ
কথিত হইয়াছে । ৩২

সর্বসাধারণ বলিয়া দশদলে বৃত্তটি দেয় । এইরূপ চক্ররাজকে সিন্দুর কুঙ্কমাদি

১। খ—যথা বিন্দুমৎ ত্র্যস্রমষ্ট কোণম্ ।

২। খ—ত্রিবৃত্তং ভূসদনত্রয়ং ।

৩। খ—

কুকুমাদিলিখিতং^১ সুবর্ণ-রক্ত-পঞ্চরত্ন-স্ফটিক-তাম্রাদিভ্যঃকৌর্ণং বা কুর্যাৎ ।
ভূতভৈরবে (৩৩)—

যোহস্মিন্ যন্ত্রে মহেশানি ! কেশরাণি প্রকল্পয়েৎ । যোগিনী-সহিতান্ত্রা
হিংসাং কুব্ধন্তি ভৈরবাঃ ॥ ইতি বচনামাত্র কেশরাণি । ৩৪

অথ শ্রীবিদ্যায়াঃ সংক্ষেপপূজাপদ্ধতিঃ ।

প্রাতঃকৃত্যাদি-প্রাণায়ামাস্তং সামান্য-পদ্ধত্যুক্ত-ক্রমেণ বিধায় ঋত্বাদিত্যসং
কুর্যাৎ । অস্ত্র ত্রিপুরসুন্দরী-মন্ত্রস্ত দক্ষিণামূর্ত্তিঋষিঃ পঙ্তিচ্ছন্দস্ত্রিপুর-সুন্দরী
দেবতা বাগ্ভবং বীজং কামরাজং কীলকং তান্ত্রীয়ং শক্তিঃ পুরুষার্থ-চতুষ্টয়-
সিদ্ধ্যর্থৈ বিনিয়োগঃ । শিরসি—দক্ষিণামূর্ত্তয়ে ঋষয়ে নমঃ । মুখে—পঙ্তি-
চ্ছন্দসে নমঃ । হৃদি—ত্রিপুরসুন্দর্যৈ দেবতায়ৈ নমঃ । গুহে—বাগ্ভবায়
বীজায় নমঃ । পাদয়োঃ—তান্ত্রীয়শক্তয়ে নমঃ । সর্বাঙ্গে—কামরাজায়
কীলকায় নমঃ^২ । ৩৫

অথ বশিত্বাদিত্যসং । যথা—অং আং ইং ঈং উং ঊং ঋং ঌং ৯ং ১০ং এং
ঐং ওং ঔং অং অঃ র ব লুং বশিনী-বাগ্দেবতায়ৈ নমঃ—ব্রহ্মরঞ্জে । কং

দ্বারা লিখিত হইবে । অথবা সুবর্ণ, রক্ত, পঞ্চরত্ন, স্ফটিক বা তাম্রাদিতে উৎকীর্ণ
(খোদাই) করিবে । ভূতভৈরবে বলিয়াছেন (৩৩)—

হে মহেশানি ! যে সাধক এই যন্ত্রে কেশরসমূহ রচনা করে, যোগিনীর সহিত
ভৈরবগণ তাহার হিংসা করিয়া থাকেন—এই বচন আছে বলিয়া এই যন্ত্রে কেশর
হয় না । ৩৪

অনন্তর শ্রীবিদ্যার সংক্ষেপ পূজাপদ্ধতি । সামান্য পদ্ধতি কথিতক্রমে প্রাতঃকৃত্য
হইতে প্রাণায়াম পর্যন্ত করিয়া মূলোক্ত প্রকারে প্রণবাদি যন্ত্রে ঋত্বাদিত্যসং কর্তব্য । ৩৫

অনন্তর বশিত্বাদিত্যসং । ব্রহ্মরঞ্জে—অং আং ইং ঈং উং ঊং ঋং ঌং ৯ং ১০ং এং ঐং

১। ক—সিন্দূরকুকুমাদি লিপ্তং । ২। জ্ঞানার্ণবে—বীজক বাগ্ভবং শক্তিতান্ত্রীয়ং
কীলকং ভতঃ । কামরাজং মহেশানি ! বীজস্তাস্ততঃ পরম্ । তথা সমরাজে—ত্রিপুরসুন্দরী-মন্ত্রস্ত
দক্ষিণামূর্ত্তয়ে তথা । ঋষয়ে নমঃ শিরসি পঙ্ত্যে হন্দসে নমঃ । মুখে ত্রিপুরসুন্দর্যৈ দেবতায়ৈ
নমো হৃদি । বাগ্ভবাদি-রূপং দক্ষিণামূর্ত্তো—নিঃসরন্তি মহামত্না মহাঘোষবিকুলজবৎ । তথৈব
মাতৃকাবর্ণা নিঃসৃতা বাগ্ভবাঃ শ্রিয়ে । । অতএব তদেবাশাঃ বাগ্ভবং বীজমুচ্যতে । যোবিৎ
পুরুষরূপেণ স্মরন্তী বিশ্বমাতৃকা । মহামোহেন দেবেশি ! কীলয়ন্তি জগৎ-ত্রয়ম্ । অতন্তং কীলকং
দেবি । তেন সৌভাগ্যগর্বিতা । পালয়ন্তী জগৎ সর্বং তেনৈব শক্তিকৃত্যতে ।

খং গং ঙং উং স ক ল হ্রীং কামেশ্বরী-বাগ্‌দেবতায়ৈ নমঃ—ললাটে । চং ছং জং ঝং ঞং নবলীং মোদিনী-বাগ্‌দেবতায়ৈ নমঃ—ক্রমধ্যে । টং ঠং ডং ঢং ণং য লুং^১ বিমলা-বাগ্‌দেবতায়ৈ নমঃ—কণ্ঠে । তং থং দং ধং নং য ম লীং অরুণা-বাগ্‌দেবতায়ৈ নমঃ—হৃদি । পং ফং বং ভং মং হ স ল ব য়ুং^২ জয়িনী-বাগ্‌দেবতায়ৈ নমঃ—নাভী । যং রং লং বং ঝ ম র য়ুং সর্বেশ্বরী-বাগ্‌দেবতায়ৈ নমঃ—মূলাধারে । শং ষং সং হং লং ক্ষং ক্ষ ম রাং কোলিনী-বাগ্‌দেবতায়ৈ নমঃ—সর্বাঙ্গে । ৩৬

যথা জ্ঞানার্ণবে—অবর্গান্তে লিখেদ্ বীজং বহি-ফাস্তং ক্রমান্বিতম্ ।

বামকর্ণ-বিভূষাচ্যং বিন্দুনাদান্বিতং প্রিয়ে ! ॥ ৩৭

বশিনীং পূজয়েদ্বাচাং দেবতাং দেবি ! সূত্রতে ! ।

কবর্গান্তে মহেশানি কামেশী-বীজমুত্তমম্ ।

মেরুভূতং সমুচ্চাৰ্য্য বাগ্‌দেবীং পূজয়েত্ততঃ ॥ ৩৮

চবর্গান্তে ধাস্ত-লাস্ত-ক্ষমাতূর্য্য-স্বরান্বিতম্ ।

মোদিনীং পূজয়েদ্বাণীং নাদবিন্দুবিস্তৃষিতাম্ ॥ ৩৯

৩৬ ঙং ঞং অং অঃ রবলুং বশিনী-বাগ্‌দেবতায়ৈ নমঃ । ললাটে—কং খং গং ঙং উং কলহ্রীং কামেশ্বরী-বাগ্‌দেবতায়ৈ নমঃ । ক্রমধ্যে—চং ছং জং ঝং ঞং নবলীং মোদিনী-বাগ্‌দেবতায়ৈ নমঃ । কণ্ঠে—টং ঠং ডং ঢং ণং যলুং বিমলা-বাগ্‌দেবতায়ৈ নমঃ । হৃদয়ে—তং থং দং ধং নং যমলীং অরুণা-বাগ্‌দেবতায়ৈ নমঃ । নাভিতে—পং ফং বং ভং মং হসলবয়ুং জয়িনী-বাগ্‌দেবতায়ৈ নমঃ । মূলাধারে—যং রং লং বং ঝমরয়ুং সর্বেশ্বরী-বাগ্‌দেবতায়ৈ নমঃ । সর্বাঙ্গে—শং ষং সং হং লং ক্ষং ক্ষমরীং কোলিনী-বাগ্‌দেবতায়ৈ নমঃ । ৩৬

যেমন জ্ঞানার্ণবে বলিয়াছেন—হে প্রিয়ে । অবর্গের পরে বহি (র), ফাস্ত (ব), ক্রমা (ল) দ্বারা অন্বিত বামকর্ণ (উ) বিভূষিত ও বিন্দুনাদ যুক্ত ফাস্ত (ব) লিখিবে । ৩৭

হে দেবি সূত্রতে । বাক্যের দেবতা বশিনীকে পূজা করিবে । হে মহেশানি ! কবর্গের অন্তে মেরুভূত উত্তম কামেশী বীজ (সকল হ্রীং) উচ্চারণ করিয়া তাহার পর কামেশ্বরী বাগ্‌দেবীকে পূজা করিবে । ৩৮

চবর্গের অন্তে ধাস্ত (ন), লাস্ত (ব) ও চতুর্থস্বরযুক্ত নাদবিন্দু বিভূষিত ক্রমা (ল) লিখিয়া মোদিনী বাণীকে পূজা করিবে । ৩৯

টবর্গান্তে বায়ুবীজং ভূমিযুক্তং মহেশ্বরী ! ॥

বামকর্ণেন্দুবিন্ধাঢ্যং বিমলাং বাগদেবীমরুণাং যজ্ঞে ॥ ৪০

তবর্গান্তে যমক্ষাস্তং বামনেত্র-ত্রিভূষিতম্ ।

বিন্দুনাদাঘিতং বীজং বাগ্-দেবীমরুণাং যজ্ঞে ॥ ৪১

পবর্গান্তে ব্যোমচন্দ্র-স্মাতোয়ানিল-সংযুতম্ ।

উকারঃ^১-স্বরসংযুক্তং বিন্দুনাদকলাঘিতম্ ।

জয়িনীং পূজয়েদ্বাচাং দেবতাং বীরবন্দিতে ! ॥ ৪২

যবর্গান্তে জাস্ত-কাল-রেফবায়ু-সমন্বিতম্ ।

বামকর্ণেন্দু-শোভাঢ্যং সর্বেশীং পরিপূজয়েৎ ॥ ৪৩

ক্ষমং বহিগতং তুর্য্যস্বরেণ পরিবেষ্টিতম্ ।

নাদবিন্দুকলাক্রাস্তং কৌলিনীং^২ বাচমর্চয়েৎ ॥

শবর্গান্তে মহেশানি ! স্রাসেৎ সর্বার্থসিদ্ধয়ে ॥ ৪৪

শিরো-ললাট-ক্রমধ্যে কণ্ঠ-হৃদ্রাতি-দেশকে ।

আধারে ব্যাপকে^৩ শ্রাসান্ বর্গৈরষ্টভিরাচরেৎ ইতি ॥ ৪৫

হে মহেশ্বরী ! টবর্গের অন্তে ভূমি (ল) বীজযুক্ত বায়ুবীজ লিখিয়া তাহাকে বামকর্ণ ও ইন্দুবিন্দু দ্বারা যুক্ত করিয়া বিমলা বাগ্-দেবতাকে পূজা করিবে । ৪০

তবর্গের অন্তে যম ও বামনেত্র (ঈ) ত্রিভূষিত বিন্দু নাদযুক্ত ক্ষাস্ত (ল) কে লিখিয়া অরুণাবাগ্-দেবীকে পূজা করিবে । ৪১

হে বীরবন্দিতে ! পবর্গের অন্তে ব্যোম (হ), চন্দ্র (স), স্মা (ল) ও তোর (ব) ষষ্ঠস্বর সংযুক্ত বিন্দু ও নাদকলাযুক্ত অনিলবীজ (র) উচ্চারণ করিয়া জয়িনী-বাগ্-দেবতাকে পূজা করিবে । ৪২

যবর্গের অন্তে জাস্ত (য), কাল (ম), রেফ (র) ও বামকর্ণ (উ) ইন্দুযুক্ত বায়ু-বীজ লিখিয়া সর্বেশী বাগ্-দেবতাকে পূজা করিবে । ৪৩

হে মহেশানি ! শবর্গের অন্তে বহি (র) গত ক্ষম অর্থাৎ ক্ষম্বরকে চতুর্থ স্বরের দ্বারা যুক্ত করিয়া নাদ ও বিন্দুকলা দ্বারা ভূষিত করিয়া সকল অর্থের সিদ্ধির জন্য কৌলিনী বাগ্-দেবতাকে শ্রাস করিবে । ৪৪

মস্তক, ললাট, ক্রমধ্য, কণ্ঠ, হৃদয়, নাভিদেশ ও ব্যাপক (সর্বান্তে) আটটি বর্গের দ্বারা শ্রাসগুলির অনুষ্ঠান করিবে । ৪৫

১। ষ—ষষ্ঠ স্বর সমায়ুক্ত । ২। ষ—কৌলেশীং । ৩। ষ—ব্যাপকে বাবদ্ তসেদ্ বোবিঃ পুরা প্রিবে ।

মেরুভূতযিতি সর্ববিজ্ঞাষটকমিত্যর্থঃ । তদ্বাচোত্তম—

সকলা ভুবনেশানী কামেশী বীজমুত্তমম্ ।

অনেন সকলা বিজ্ঞাঃ কথয়ামি বিশেষতঃ ॥ ৪৬

ইতি নিকৃষ্টার্থকম্^১ । কামেশীবীজমুত্তমমিত্যানেন কামেশ্বরী-বাগ্‌দেবতাজ্ঞ
সূচিতা । কেচিৎ তু—

কবর্গান্তে মহেশানি । কল হ্রীং বীজমুত্তমম্ ।

কামেশ্বরীং সমুচ্চার্য বাগ্‌দেবীং পূজয়েৎ ততঃ ॥ ৪৭

ইত্যপি পাঠঃ । অথ করন্তাসঃ । অং মধ্যমাত্যাং নমঃ, আং অনামিকাভ্যাং
নমঃ । সৌঃ কনিষ্ঠাভ্যাং নমঃ । ঐ অঙ্গুষ্ঠাভ্যাং নমঃ, ঐ তর্জনীভ্যাং নমঃ,
সৌঃ করতল-পৃষ্ঠাভ্যাং নমঃ ॥ অথাক্রান্তাসঃ । ঐ হৃদয়ায় নমঃ । ক্লীং শিরসে
স্বাহা । সৌঃ শিখায়ৈ বযট্ । ঐং কবচায় হ্রৎ । ক্লীং নেত্রত্রয়ায় বৌষট্ । সৌঃ
অস্ত্রায় ফট্ । ততো মূলেন ব্যাপকত্রয়ং কৃত্বা ধ্যায়েৎ । ৪৮

বালার্কমণ্ডলাভাসাং চতুর্বাহুং ত্রিলোচনাম্ ।

পাশাকুশ-শরাংশচাপং ধারয়ন্তীং শিবাং শ্রয়ে ॥ ৪৯

মেরুভূতম্ ইহার অর্থ—সমস্ত বিদ্যার ঘটক । তাহাই উক্ত হইয়াছে যে, সকল ও
ভুবনেশানী (হ্রীং) কামেশী বীজ উত্তম বলিয়া উক্ত হইয়াছে । ইহা দ্বারা সকল
বিদ্যা বিশেষভাবে বলিব । ৪৬

এই শ্লোকটির অর্থ পূর্বেই উক্ত হইয়াছে । কামেশী বীজমুত্তমম্—ইহা দ্বারা এখানে
কামেশ্বরী বাগ্‌দেবতা সূচিত হইয়াছে । কেহ কেহ বলেন—

কবর্গান্তে মহেশানি । কলহ্রীং বীজমুত্তমম্ ।

কামেশ্বরীং সমুচ্চার্য বাগ্‌দেবীং পূজয়েৎ ততঃ ।

অর্থাৎ হে মহেশানি । কবর্গের অন্তে উত্তম কলহ্রীং বীজ উচ্চারণ করিয়া তাহার পর
কামেশ্বরী বাগ্‌দেবতাকে পূজা করিবে । এইরূপও পাঠ আছে । ৪৭

অনন্তর করন্তাস । ওঁ অং মধ্যমাত্যাং নমঃ । ওঁ আং অনামিকাভ্যাং নমঃ ।
ওঁ সৌঃ কনিষ্ঠাভ্যাং নমঃ । ওঁ ঐং অঙ্গুষ্ঠাভ্যাং নমঃ । ওঁ ঐং তর্জনীভ্যাং নমঃ ।
ওঁ সৌঃ করতলপৃষ্ঠাভ্যাং নমঃ । ৪৮

অনন্তর অক্রান্তাস । ওঁ ঐং হৃদয়ায় নমঃ । ওঁ ক্লীং শিরসে স্বাহা । ওঁ সৌঃ
শিখায়ৈ বযট্ । ওঁ ঐং কবচায় হ্রৎ । ওঁ ক্লীং নেত্রত্রয়ায় বৌষট্ । ওঁ সৌঃ

১। ঐ—নিকৃষ্টার্থকম্ । করন্তাসঃ ।

অথবা— প্রাতঃ পদ্মনিভাং দেবীং বালার্ক-কিরণোজ্জ্বলাম্ ।
 জবাকুসুম-সঙ্কাশাং দাড়িমী-কুসুমোপমাম্ ॥ ৫০
 পদ্মরাগ-প্রতীকাশাং কুঙ্কমারুণ-সন্নিভাম্ ।
 ক্ষুরদ্বাগিকা-মুকুট-কিঙ্কণীজ্জাল-মণ্ডিতাম্ ॥ ৫১
 কালালিকুল-সঙ্কাশ-কুটিলালক-পল্লবাম্ ।
 প্রত্যগ্রারুণ-সঙ্কাশ-বদনাত্তোজ্জমগুলাম্ ॥ ৫২
 কিঙ্কিদন্ধেন্দু-কুটিল-ললাটমুহূপটিকাম্ ।
 পিনাকিধনুরাকার-জ্বলতাং পরমেশ্বরীম্ ॥ ৫৩
 আনন্দমুদিতোল্লাস-লীলান্দোলিত-লোচনাম্ ।
 ক্ষুরনয়ন-সঙ্কাশ-বিলসন্ধেমকুণ্ডলাম্ ॥ ৫৪
 সূগণ্ড-মণ্ডলাভোগ-জ্বিতেন্দু-মুহূ-মণ্ডলাম্ ।
 বিশ্বকর্ম-বিনির্মাণ-সূত্র-সুস্পষ্ট-নাসিকাম্ ॥ ৫৫
 তাম্র-বিক্রম-বিন্দ্ৰাঢ্য-রক্তৌষ্ঠীমম্বতোপমাম্ ।
 স্মিত-মাধুর্য্য-বিজ্বিত-মাধুর্য্য-রস-সাগরাম্ ॥ ৫৬
 অনৌপম্য-গুণোপেত-চিবুকোদ্দেশ-শোভিতাম্ ।
 কল্মষগ্রীবাং মহাদেবীং যুগল-ললিতৈর্ভুজৈঃ ॥ ৫৭

অস্ত্রাঙ্গ ফট্ । তাহার পর মূলের দ্বারা তিনবার ব্যাপক স্ত্রাস করিয়া ধ্যান করিবেন । ৪৯

ধ্যানের অর্থ—বাল সূর্য্যামণ্ডলের স্থায় দীপ্তিবিশিষ্টা, চতুর্ভুজা, ত্রিলোচনা, পাশ, অঙ্কুশ, শর ও চাপধারিণী শিবাকে আশ্রয় করি । ৫০

অথবা তাহার পর পদ্মনিভা বালসূর্য্যের কিরণের স্থায় উজ্জ্বলা জবাকুসুম সদৃশা দাড়িমী কুসুমোপমা, পদ্মরাগ প্রতীকাশা, কুঙ্কমারুণের সদৃশী, উজ্জ্বল মানিক্য মুকুটস্থিত কিঙ্কণী জ্বালের দ্বারা মণ্ডিতা, কৃষ্ণবর্ণ অলিকুল সদৃশ কুণ্ডল পল্লবে মণ্ডিতা, নুতন অরুণ সদৃশ বদন মণ্ডল ধারিণী কোমল ললাট পটে কিঙ্কিৎ কুটিল অর্দ্ধচন্দ্র ধারিণী, পিনাকীর ধনুর আকার জ্বলতা-ধারিণী, পরমেশ্বরী, আনন্দে মুদিত ও বিকসিত লীলার আন্দোলিত লোচন-ধারিণী, প্রক্ষুরিত কিরণ সদৃশ উজ্জ্বল হেমকুণ্ডল ধারিণী, কোমল ইন্দুমণ্ডল-বিজয়ী বিস্তৃত সূগণ্ড মণ্ডল-ধারিণী, বিশ্বকর্মার নির্মাণ সূত্র রচিত সুস্পষ্ট নাসিকা-ধারিণী, তাম্র ও বিক্রমবিন্দু সদৃশ রক্তবর্ণ ওষ্ঠধারিণী অম্বতোপম স্মিতমাধুর্য্য দ্বারা মাধুর্য্যরস সাগরে বিজয়িনী, উপমারহিত গুণযুক্ত

রক্তোৎপল-দল্যাকার-সুকুমার-করাশুজাম্ ।

করাশুজ-নখজ্যোতির্বিভাসিত-নভস্তল্যাম্^১ ॥ ৫৮

মুক্তাহারলতোপেত-সমুন্নত-পয়োধরাম্ ।

ত্রিবলীবলয়াযুক্ত-মধ্যদেশ-সুশোভিতাম্ ॥ ৫৯

লাবণ্য-সরিদাবর্তাকার-নাভি-বিভূষিতাম্ ।

অনর্ঘরত্ন-ঘটিত-কাঞ্চীযুত-নিতম্বিনীম্ ॥ ৬০

নিতম্ববিশ্ব-দ্বিরদ-রোমরাজি-বরাঙ্কশাম্ ।

কদলী-ললিতস্তম্ব-সুকুমারোরুমীশ্বরীম্ ॥ ৬১

লাবণ্য-কুসুমাকার-জানুমণ্ডল-বন্ধুরাম্ ।

লাবণ্য-কদলী-তুল্য-জজ্ঞাযুগল-মণ্ডিতাম্ ॥ ৬২

গূঢ়গুল্ফ-পদদ্বন্দ্ব-প্রপদা-জিত-কচ্ছপাম্ ।

তনুদীর্ঘাঙ্গুলি-স্বচ্ছ-নখরাজি-বিরাজিতাম্ ॥ ৬৩

ব্রহ্ম-বিষ্ণু-শিরোরত্ন-নিঘৃষ্ট-চরণাশুজাম্ ।

সীতাংশু-শত-সঙ্কশ-কান্তি-সন্তান-হাসিনীম্ ॥ ৬৪

লৌহিত্য-জিত-সিন্দূর-জবা-দাড়িম-রাগিণীম্ ।

রক্তবস্ত্র-পরিধানাং পাশাঙ্কুশ-করাশুজাম্ ॥ ৬৫

চিবুক দেশে শোভিতা, কশ্মুবৎ গ্রীবা-ধারিণী, মহাদেবী, মৃণালের স্থায় ললিত বাহু সমূহের দ্বারা শোভিতা, রক্ত উৎপলের দলের স্থায় সুকুমার করপদ্ম-ধারিণী, করপদ্মের নখজ্যোতিতে নভঃস্থল উজ্জ্বল কারিণী, মুক্তাহার লতায়ুক্ত সমুন্নত ভন-ধারিণী, ত্রিবলী বলয়-মণ্ডিত মধ্যদেশে সুশোভিতা, লাবণ্য নদীর আবর্তাকার নাভি দ্বারা বিভূষিতা, মহামূল্য রত্ন খচিত কাঞ্চী মণ্ডিত নিতম্ব-ধারিণী, নিতম্ব বিশ্বরূপ দ্বিরদ কুণ্ডে বাজিবরের অঙ্কুরের স্থায় রোম-ধারিণী, কদলীর ললিত স্তম্ভের স্থায় সুকুমার উরু-ধারিণী, ঈশ্বরী, লাবণ্য কুসুমের আকার উন্নতাবনত জানুমণ্ডল-ধারিণী, লাবণ্য কদলীতুল্য জজ্ঞাযুগলে মণ্ডিতা, কচ্ছপপাদাগ্র জয়ী গূঢ়গুল্ফ পদদ্বয় ধারিণী, কীর্ণ দীর্ঘাঙ্গুলি হিত স্বচ্ছ নখরাজিতে বিরাজিতা (মণ্ডিতা), ব্রহ্মা ও বিষ্ণুর শিরোরত্ন দ্বারা ঘর্ষিত চরণপদ্ম-ধারিণী, শত চল্লের কান্তি সদৃশ কান্তি সমূহের দ্বারা উদ্ভাসিনী, সিন্দূর, জবা ও দাড়িম রাগ (বর্ণ) জয়ী লৌহিত্য-ধারিণী, রক্তবস্ত্র পরিহিতা, করপদ্মে

রক্তপদ্ম-নিবিষ্টাঙ্ক রক্তাভরণ-ভূষিতাম্ ।

চতুর্ভুজাং ত্রিনেত্রাঙ্ক পঞ্চবাণ-ধনুর্ধরাম্ ॥ ৬৬

কর্পূর-শকলোদ্ভিত্র-তাম্বুলপুরিতাননাম্ ।

মহামৃগমদোদ্দাম-কঙ্কুমারুণ-বিগ্রহাম্ ॥ ৬৭

সর্বশৃঙ্গার-বেশাঢ্যাং সর্বাভরণ-ভূষিতাম্ ।

জগদাহ্লাদ-জননীং জগদ্রঞ্জন-কারিণীম্ ॥ ৬৮

জগদাকর্ষণকরীং জগৎকারণ-রাপিণীম্ ।

সর্বমন্ত্রময়ীং দেবীং সর্বসৌভাগ্য-সুন্দরীম্ ।

সর্বলক্ষ্মীময়ীং নিত্যাং সর্বশক্তিময়ীং শিবাম্ ॥ ৬৯

এবং^১ ব্যাড়া মানসোপচারৈঃ সম্পূজ্য আনন্দোহহমিতি বিভাব্য শঙ্খ-
স্থাপনং কুর্যাৎ । যথা ত্রীচক্রপুরতঃ স্ববামে ষট্‌কোণমধ্যে ত্রিকোণং বিলিখ্য
তত্র ত্রিপদিকাং সংস্থাপ্য মূলে^২ ষট্‌কোণং পূজয়েৎ । ফড়িতি শঙ্খং প্রক্ষাল্য
তত্র গন্ধকুসুমাক্তং নিক্ষিপ্য মূলে^৩নাপূর্য্য মং বহ্নিমণ্ডলায় দশকলাত্মনে নমঃ
ইতি ত্রিপদিকায়াং ঐ সূর্য্যমণ্ডলায় দ্বাদশকলাত্মনে নমঃ ইতি শঙ্খে । উ

পাশ ও অঙ্কুশ-ধারিণী, রক্তপদ্মে উপবিষ্টা, রক্তবর্ণ আভরণে ভূষিতা, চতুর্ভুজা,
ত্রিনেত্রা, পঞ্চবাণ ও ধনুর্ধরা, কর্পূরখণ্ড মিশ্রিত তাম্বুল পূর্ণ বদন-ধারিণী, মহামৃগমদের
(কঙ্কুমের) দ্বারা উদ্দাম ও কঙ্কুমের অরুণের দ্বারা রক্তবর্ণ দেহ-ধারিণী, সমস্ত প্রকার
শৃঙ্গার বেশযুক্তা সমস্ত আভরণে ভূষিতা, জগতের আহ্লাদ-কারিণী, জগতের
মনোরঞ্জন-কারিণী, জগতের আকর্ষণ-কারিণী, জগতের কারণ রূপিণী, সমস্ত
মন্ত্রময়ী, দেবী, সমস্ত সৌভাগ্যে সুন্দরী, সর্বলক্ষ্মীময়ী, নিত্যা, সর্বশক্তিময়ী শিবাকে
ধ্যান করি । ৬১-৬৯

এই প্রকারে ধ্যান করিয়া, মানস উপচারে পূজা করিয়া “আনন্দোহহং” (আমি
আনন্দ) এই ভাবনা করিয়া শঙ্খ স্থাপন করিবেন । যথা—ত্রীচক্রের পুরোভাগে
নিজের বামভাগে ষট্‌কোণ মধ্যে ত্রিকোণ লিখিয়া সেইখানে ত্রিপদিকা
স্থাপন করিয়া মূলমন্ত্রের দ্বারা ষট্‌কোণকে পূজা করিবেন । ফট্ এই মন্ত্রে
শঙ্খকে প্রক্ষালন করিয়া সেই শঙ্খে গন্ধ, পুষ্প ও অক্ষত প্রদান করিয়া মূলমন্ত্রে জলের
দ্বারা পূরণ করিয়া ঐ মং বহ্নিমণ্ডলায় দশকলাত্মনে নমঃ মন্ত্রে ত্রিপদিকার, ঐ অং
সূর্য্যমণ্ডলায় দ্বাদশকলাত্মনে নমঃ মন্ত্রে শঙ্খে, ঐ উং সোম-মণ্ডলায় বোড়শকলাত্মনে

সোমমণ্ডলার-ষোড়শকলাঙ্গনে নমঃ ইতি জলে সম্পূজ্য ঔ গঙ্গে চেত্যাদিনা
সূর্য্যমণ্ডলাস্তীৰ্ণমাৰাহু হমিত্যবগুণ্য যড়কেন সম্পূজ্য ধেনুমুদ্রাং প্রদর্শ্য মূল
মঠেণা জগুঃ। তজ্জলং কিঞ্চিং প্রোক্ষণীপাত্রে^১ নিক্ষিপ্য তেনোদকেনাত্মানং
পূজোপকরণকাড্যাক্য তদ্বক্ষিণে পাদ্যাদিপাত্রে সংস্থাপ্যাবরণানি পূজয়েৎ। ৭০

যন্ত্রস্ত উপর্যুপরি—ঔ আধার-শক্তয়ে নমঃ এবং কূর্য্যায়, পৃথিব্যৈ,
অনন্তায়, রসানুধয়ে, রত্নরূপায়, বকুলোদ্যানায়^২, রত্নমণ্ডপায়, কল্পবক্ষায়,
রত্নবেদিকায়ৈ, রত্নসিংহাসনায়। পীঠোপরি বৈন্দবচক্রে—নমঃ হে সোঃ
সদাশিব-মহাপ্রেত-পদ্মাসনায় নমঃ। বৈন্দবে^৩—হসরৈঃ হসকলরীং হসকলরৌং
ইতি মন্ত্ৰেণ মূর্ত্তিঃ^৪ সম্পূজ্য ত্রিখণ্ডাং মুদ্রাং বদ্ধা পূর্ববক্ষ্যাত্মা প্রবহমানাসাপুটে
ভেজোময়ীং পুষ্পাঞ্জলাবানীয়—

ঔ মহাপদ্মবনাস্তস্থে ! কারণানন্দবিগ্রহে।

সর্বভূতহিতে ! মাতরেহেহি পরমেশ্বর ! ॥

ইতি মূর্ত্তী সংস্থাপ্যাবাহনাদি কৃত্বা নৈবেদ্যাস্তং যথোপচারেণ সম্পূজ্য
বলি-চতুষ্টয়ং দদ্যাৎ। ৭১

নমঃ মন্ত্ৰে জলে পূজা করিয়া ঔ গঙ্গে চ ইত্যাদি মন্ত্ৰে সূর্য্যমণ্ডল হইতে তীর্থ আবাহন
করিয়া, হং এই মন্ত্ৰে অবগুঠন করিয়া হরজি অঙ্গমন্ত্ৰের দ্বারা পূজা করিয়া, ধেনুমুদ্রা
দেখাইয়া, মূলমন্ত্র আটবার জপ করিয়া, কিছু সেই জল প্রোক্ষণীপাত্রে নিক্ষেপ করিয়া,
সেই জলের দ্বারা আত্মাকে ও পূজার উপকরণকে অভ্যক্ষণ করিয়া করিয়া তাহার
বক্ষিণে পাদ্যাদি পাত্র স্থাপন করিয়া, আবরণগণকে পূজা করিবেন। ৭০

যন্ত্রের উপরের উপরে—ঔ আধারশক্তয়ে নমঃ। এইরূপ কূর্য্যায়, পৃথিব্যৈ,
অনন্তায়, রসানুধয়ে রত্নরূপায় বকুলোদ্যানায়, রত্নমণ্ডপায়, কল্পবক্ষায়, রত্নবেদিকায়ৈ
রত্নসিংহাসনায়। পীঠের উপরে বৈন্দবচক্রে—ঔ হে সোঃ সদাশিব-মহাপ্রেতপদ্মাসনায়
নমঃ। বৈন্দবে—হসরৈঃ হসকলরীং হসকলরৌং এই মন্ত্ৰের দ্বারা মূর্ত্তি কল্পনা করিয়া
ত্রিখণ্ডা মুদ্রা বন্ধন করিয়া, পূর্ববৎ ধ্যান করিয়া প্রবহমান নাসাপুটের দ্বারা ভেজোময়ী
দেবতাকে পুষ্পাঞ্জলিতে আনিয়া, মূলোক্ত ঔ মহাপদ্মবনাস্তস্থে কারণানন্দ-বিগ্রহে।
সর্বভূতহিতে মাতরেহেহি পরমেশ্বর ! এই মন্ত্ৰে মূর্ত্তিতে স্থাপিত করিয়া, আবাহনাদি
করিয়া নৈবেদ্য পর্য্যন্ত যথাযথ উপচারে পূজা করিয়া ঈশানাди কোণসমূহে বলি
চতুষ্টয় প্রদান করিবেন। ৭১

১। ঔ—প্রোক্ষণ্যন্তসি। ২। ঔ—বনন্দোদ্যানায়। ৩। ঔ—বৈন্দবে হেহং হসকলরীং
হেসৌং ইতি মন্ত্ৰেণ। ৪। ঔ—মূর্ত্তিঃ সঙ্কল্প্য।

যথা ঈশান-বায়ু-নির্ঋতি-বহ্নিকোণেষু ত্রিকোণ-চতুর্মণ্ডলানি কৃৎয়া তেহু
বাঁ বটুকায় নমঃ, যাঁ যোগিনীভ্যো নমঃ, কাঁ ক্ষেত্রপালায় নমঃ, গাঁ গণপত্যে
নমঃ ইতি সম্পূজ্য তেহু দ্রব্যভরিত-পাত্রাণি নিক্ষিপ্য তত্ত্বমষ্টৈর্বলিং দদ্যাৎ ।
ততঃ ষড়ঙ্গানি পূজয়েৎ । ৭২

যথা অগ্নীশানুর-বায়ুশু মধ্যে দিক্ চ বাগ্ভবকূটমুচ্চার্য্য হৃদয়ায় নমঃ
কামরাজকূটমুচ্চার্য্য শিরসে স্বাহা, শক্তিকূটমুচ্চার্য্য শিখায়ৈ বষট্ ; পুনর্বাগ্-
ভবমুচ্চার্য্য কবচায় হং, কামরাজমুচ্চার্য্য নেত্রত্রয়ায় বৌষট্ । শক্তিমুচ্চার্য্য
সর্বাঙ্গে অস্ত্রায় ফট্ । ৭৩

ততো মধ্য-প্রাক্-ত্র্যশ্র-মধ্যেষু গুরুপঙ্তিিং পূজয়েৎ । যথা—ঐং হ্রীং শ্রীং
গুরুভ্যো নমঃ । এবং ঐং হ্রীং শ্রীং গুরুপাদ্ভ্যো নমঃ । ঐং হ্রীং শ্রীং
পরমগুরুভ্যো নমঃ, ঐং হ্রীং শ্রীং পরমগুরুপাদ্ভ্যো নমঃ । ঐং হ্রীং শ্রীং
পরাপরগুরুভ্যো নমঃ । ঐং হ্রীং শ্রীং পরাপরগুরুপাদ্ভ্যো নমঃ । ঐং
হ্রীং শ্রীং আচার্য্যোভ্যো নমঃ । ঐং হ্রীং শ্রীং আচার্য্যপাদ্ভ্যো নমঃ । ৭৪

যথা—ঈশানকোণ, বায়ুকোণ, নৈঋতকোণ ও বহ্নিবোণে চারিটি ত্রিকোণ মণ্ডল
করিয়া, সেই ত্রিকোণ মণ্ডলে যথাক্রমে ও বাং বটুকায় নমঃ, ওঁ যাং যোগিনীভ্যো
নমঃ, ওঁ কাং ক্ষেত্রপালায় নমঃ, ওঁ গাং গণপত্যে নমঃ এই মন্ত্রে পূজা করিয়া, সেই
মণ্ডলে দ্রব্যপূর্ণ পাত্র স্থাপন করিয়া পূর্বোক্ত সেই সেই মন্ত্রের দ্বারা বলি দিবেন ।
তাহার পর ষড়ঙ্গের পূজা করিবেন । ৭২

ষড়ঙ্গ পূজা । যথা—অগ্নিকোণ, ঈশানকোণ, নৈঋতকোণ, বায়ুকোণ, মধ্য
ও দিক্ সমূহে বাগ্ভবকূট হসরৈং উচ্চারণ করিয়া হৃদয়ায় নমঃ মন্ত্রে হৃদয়ের,
কামরাজকূট হসকলরীং উচ্চারণ করিয়া শিরসে স্বাহা মন্ত্রে মস্তকের, শক্তিকূট হসরৌং
উচ্চারণ করিয়া শিখায়ৈ বষট্ মন্ত্রে শিখার, পুনরায় বাগ্ভবকূট উচ্চারণ করিয়া
কবচায় হং মন্ত্রে কবচের, কামরাজকূট উচ্চারণ করিয়া নেত্রত্রয়ায় বৌষট্ মন্ত্রে
নেত্রত্রয়ের, শক্তিকূট উচ্চারণ করিয়া অস্ত্রায় ফট্ মন্ত্রে সর্বাঙ্গের পূজা করিবেন । ৭৩

তাহার পর মধ্য, পূর্ব, ত্র্যশ্র ও মধ্য গুরু পঙ্তিকে পূজা করিবেন । যথা—
ওঁ ঐং হ্রীং শ্রীং গুরুভ্যো নমঃ । এইরূপ ঐং হ্রীং শ্রীং গুরু-পাদ্ভ্যো নমঃ । ঐং
হ্রীং শ্রীং পরমগুরুভ্যো নমঃ, ঐং হ্রীং শ্রীং পরমগুরু-পাদ্ভ্যো নমঃ । ঐং হ্রীং
শ্রীং পরাপরগুরুভ্যো নমঃ, ঐং হ্রীং শ্রীং পরাপরগুরু-পাদ্ভ্যো নমঃ, ঐং হ্রীং শ্রীং
আচার্য্যোভ্যো নমঃ, ঐং হ্রীং শ্রীং আচার্য্য-পাদ্ভ্যো নমঃ । ৭৪

অখাবরণ-পূজা । ততঃচতুরশ্রয় প্রথমরেখায়াং ঐং হ্রীং শ্রীং অনিমা দ্যষ্ট-
সিদ্ধি-শ্রীপাঙ্ককাং পূজয়ামি নমঃ । সর্বত্রাবরণ-পূজায়াং^১ শ্রীপাঙ্ককাং পূজয়ামি
নমঃ পদপ্রয়োগঃ । তথাচ তদ্রাস্তরে (৭৫)—

শ্রীপদং পূর্বমুচ্চাৰ্য্য পাঙ্ককাং পদমুচ্চরেৎ ।

পূজয়ামি নমঃ পশ্চাৎ পূজয়েদঙ্গদেবতাঃ ॥ ৭৬

এবং মধ্যরেখায়াং—ঐং হ্রীং শ্রীং ব্রহ্মাণ্যাদ্যষ্টদেবী-শ্রীপাঙ্ককাং পূজয়ামি
নমঃ । অন্তরেখায়াং—ঐং হ্রীং শ্রীং সর্বসংকোভগ্যা-মুদ্রা-শ্রীপাঙ্ককাং
পূজয়ামি নমঃ । চক্রাণ্ডে—ঐং হ্রীং শ্রীং ত্রিপুরাচক্র-নায়িকা-শ্রীপাঙ্ককাং
পূজয়ামি নমঃ । অত্র ত্রৈলোক্য-মোহনে চতুরশ্রে ত্রিপুরাচক্র^২-নায়িকাধিষ্ঠিতে
এতা অনিমা দ্যাঃ প্রকটতর-যোগিনীঃ সমুদ্রাঃ সায়ুধাঃ সপরিবারাঃ সবাহনাঃ
পূজিতান্তর্পিতাঃ সন্ত ইত্যর্ঘ্যজলেন মূলদেবী সমর্পয়েৎ । ততঃ সব্যহস্তাঙ্গুষ্ঠা-
নামিকা-নখাণ্ডেণ ধৃত-শ্রীপাদার্ঘ্য-বিন্দুনা অশ্রু-হস্তাঙ্গুষ্ঠ-পুষ্পাকৃত-ক্লেপৈ-
মূলমস্ত্রান্তে^৩ শ্রীমহাত্রিপুরসুন্দরীং তর্পয়ামীতি ত্রিস্তর্পয়েৎ । তদুক্তং স্বতন্ত্রে—

অনন্তর আবরণ পূজা । তাহার পর চতুরশ্রের প্রথম রেখায় ঐং হ্রীং শ্রীং
অনিমাদ্যষ্টসিদ্ধি-শ্রীপাঙ্ককাং পূজয়ামি নমঃ । আবরণ পূজায় সর্বত্র শ্রীপাঙ্ককাং
পূজয়ামি নমঃ এই পদের প্রয়োগ হইবে । তাহাই তদ্রাস্তরে বলিয়াছেন (৭৫)—

পূর্বে শ্রীপদ উচ্চারণ করিয়া পাঙ্ককাং পদ উচ্চারণ করিবে । পরে পূজয়ামি নমঃ
বলিবেন । এই মন্ত্রে অঙ্গদেবতার পূজা করিবেন । ৭৬

এইরূপ মধ্যরেখায় ঐং হ্রীং শ্রীং ব্রহ্মাণ্যাদ্যষ্টদেবী-শ্রীপাঙ্ককাং পূজয়ামি নমঃ ।
অন্তরেখাতে—ঐং হ্রীং শ্রীং সর্বসংকোভগ্যা-মুদ্রা-শ্রীপাঙ্ককাং পূজয়ামি নমঃ ।
চক্রাণ্ডে—ঐং হ্রীং শ্রীং ত্রিপুরাচক্রনায়িকা-শ্রীপাঙ্ককাং পূজয়ামি নমঃ । এই স্থলে ঐ
ত্রৈলোক্যমোহনে চতুরশ্রে ত্রিপুরাচক্র-নায়িকাধিষ্ঠিতে এতা অনিমা দ্যাঃ প্রকট-যোগিনীঃ
সমুদ্রাঃ সায়ুধাঃ সপরিবারাঃ সবাহনাঃ পূজিতান্তর্পিতাঃ সন্ত এই মন্ত্রে অর্ঘ্যজলের দ্বারা
মূলদেবীকে সমর্পণ করিবেন । (সমর্পণ মন্ত্রের অর্থ—ত্রিপুরাচক্রের নায়িকা দ্বারা
অধিষ্ঠিত ত্রৈলোক্যমোহনচক্রে মুদ্রা, সায়ুধ, পরিবার ও বাহনের সহিত এই অনিমা দি
প্রকটতর যোগিনীগণ পূজিত ও তপিত হউন ।) তাহার পর বামহস্তের সংযুক্ত
অঙ্গুষ্ঠ ও অনামিকার নখাণ্ডের দ্বারা ধৃত শ্রীপাদার্ঘ্যের বিন্দু দ্বারা এই পূজকের অঙ্গ

১। ঐ—পূজায়াং শ্রীপদ-প্রয়োগঃ । ২। ঐ—ত্রিপুরাচক্রে :নায়িকাধিষ্ঠিতে । ৩। ঐ—
মূলমস্ত্রান্তে ইতি ন্যাসি ।

অঙ্গুষ্ঠানামিকাযোগাধামহন্তস্য পার্বতি ! ।

তর্পয়েৎ স্তম্বরীং দেবীং সমুদ্রাঞ্চ সবাহনাম্ ॥ ৭৭

তর্পণানি মুখে দেব্যান্ত্রিবারং মূলবিভ্রয়া ।

অঙ্গুষ্ঠানামিকাভ্যাস্ত নৈখৈর্নির্দিষ্টমুদ্রতম্ ॥ ৭৮

শ্রীপাত্ৰস্তোদকং বিন্দুং তর্পয়েৎ কুলনারিকাম্ ।

অঙ্গুষ্ঠো ভৈরবো দেবি ! অনামা চণ্ডিকা প্রিয়ে ! ॥

সব্যেন হন্তযোগেন তর্পয়েদ্বা কুলেশ্বরীম্ ॥ ৭৯

বিশেষস্ত—অঙ্গুষ্ঠানামিকাভ্যাস্ত বশ্যকর্মণি তর্পয়েৎ ।

অঙ্গুষ্ঠমধ্যমাভ্যাস্ত শাস্তিকর্মণি তর্পয়েৎ ॥ ৮০

তর্জ্জঙ্গুষ্ঠযোগেন তর্পয়েদাভিচারকে ।

কনিষ্ঠাঙ্গুষ্ঠযোগেন স্তম্বনে তর্পয়েৎ প্রিয়ে । ॥ ৮১

ততঃ ষোড়শদলে—অং আং ইং ঈং উং ঊং ঋং ঌং ৯ং ১০ং এং ঐং ওং ঐং
অং অঃ ঐং হ্রীং শ্রীং কামাক্ষিণ্যাদি-ষোড়শনিত্যাকলা-শ্রীপাত্ৰকাং
পূজয়ামি নমঃ । চক্রাণ্ডে—ঐং হ্রীং শ্রীং ত্রিপুরেশী-চক্রনারিকা-শ্রীপাত্ৰকাং

হন্ত গৃহীত পুষ্পাক্ত প্রক্ষেপ সহকারে মূলমস্তকের অন্তে শ্রীমহাত্রিপুর-সুন্দরীং তপয়ামি,
এই মন্ত্রে তিনবার তর্পণ করিবে। স্বতন্ত্র তন্ত্রে তাহাই উক্ত হইয়াছে যে—

হে পার্বতি ! বামহস্তের অঙ্গুষ্ঠ ও অনামিকার যোগে মূদ্রা ও বাহনের সহিত
সুন্দরী দেবীকে তর্পণ করিবে । ৭৭

দক্ষীর মুখে মূলবিদ্যার দ্বারা তিনবার তর্পণ হইবে । অঙ্গুষ্ঠ ও অনামিকার দ্বারা
নখে উদ্ধৃত শ্রীপাত্ৰের নির্দিষ্ট উদক বিন্দু দ্বারা কুলনারিকাকে তর্পণ করিবে । হে
দেবি ! হে প্রিয়ে ! ভৈরব অঙ্গুষ্ঠ এবং অনামা চণ্ডিকা । অথবা সব্য (দক্ষিণ) হন্ত
দ্বারা কুলেশ্বরীকে তর্পণ করিবে । ৭৮-৭৯

বিশেষ হইতেছে—বশ্যকর্মে অঙ্গুষ্ঠ ও অনামা দ্বারা তর্পণ করিবে । শাস্তিকর্মে
অঙ্গুষ্ঠ ও মধ্যমা দ্বারা তর্পণ করিবে । ৮০

অভিচার কর্মে তর্জ্জনী ও অঙ্গুষ্ঠ যোগে তর্পণ করিবে । হে প্রিয়ে ! স্তম্বন কর্মে
কনিষ্ঠা ও অঙ্গুষ্ঠযোগে তর্পণ করিবে । ৮১

তাহার পর ষোড়শ দলে অং আং ইং ঈং উং ঊং ঋং ঌং ৯ং ১০ং এং ঐং ওং ঐং
অং অঃ ঐং হ্রীং শ্রীং কামাক্ষিণ্যাদি-ষোড়শনিত্যাকলাঃ শ্রীপাত্ৰকাং পূজয়ামি নমঃ ।
চক্রাণ্ডে—ঐং হ্রীং শ্রীং ত্রিপুরেশী-চক্রনারিকা-শ্রীপাত্ৰকাং পূজয়ামি নমঃ । এহলে

পূজয়ামি নমঃ । অত্র সৰ্বাশাপরিপূৰকে ষোড়শ-দলচক্রে ত্ৰিপুৰেশী-চক্ৰ-
নায়িকাধিষ্ঠিতে এতাঃ কামাকৰ্ণিণ্যাঃ গুপ্ততরা যোগিন্যঃ সমুদ্রাঃ^১ ইত্যাদিনাৰ্ঘ্য-
জ্বলেন মূলদেবী সমৰ্পয়েৎ । ৮২

অষ্টদলেষু—ঐং হ্রীং শ্রীং অনঙ্গকুসুমাত্ম-দেবী-শ্রীপাছকাং পূজয়ামি
নমঃ । চক্ৰাণ্যে—ঐং হ্রীং শ্রীং ত্ৰিপুৰসুন্দরী-চক্ৰনায়িকা-শ্রীপাছকাং পূজয়ামি
নমঃ । অত্র সৰ্বসংক্ষোভকরেহষ্টদলচক্রে ত্ৰিপুৰসুন্দরী-চক্ৰনায়িকাধিষ্ঠিতে
এতা অনঙ্গকুসুমাত্মা গুপ্ততরা যোগিন্যঃ সমুদ্রাঃ^২ ইত্যাদিনাৰ্ঘ্যজ্বলেন মূলদেবী
সমৰ্পয়েৎ । ৮৩

চতুর্দশাৰচক্রে—ঐং হ্রীং শ্রীং সৰ্বসংক্ষোভণ্যাদি-চতুর্দশদেবী-শ্রীপাছকাং
পূজয়ামি নমঃ । চক্ৰাণ্যে—ঐং হ্রীং শ্রীং ত্ৰিপুৰবাসিনী-চক্ৰনায়িকা-
শ্রীপাছকাং পূজয়ামি নমঃ । অত্র সৌভাগ্যদায়কে চতুর্দশাৰচক্রে ত্ৰিপুৰ-
বাসিনী-চক্ৰ-নায়িকাধিষ্ঠিতে এতাঃ^৩ সৰ্বসংক্ষোভণ্যাদয়ঃ শক্তয়ঃ সম্প্রদায়-
যোগিন্যঃ শশক্তয়ঃ সমুদ্রা ইত্যাদিনাৰ্ঘ্যজ্বলেন মূলদেবী সমৰ্পয়েৎ । ৮৪

পূৰ্ববৎ সৰ্বাশাপরিপূৰকে ষোড়শদল-চক্রে ত্ৰিপুৰেশী-চক্ৰ-নায়িকাধিষ্ঠিতে এতাঃ
কামাকৰ্ণিণ্যাঃ গুপ্ততরা যোগিন্যঃ সমুদ্রাঃ সামুখাঃ সপরিবারাঃ সবাহনাঃ পূজিতা-
ভূপিতাঃ সন্ত এই মন্ত্ৰে অৰ্ঘ্যজ্বলের দ্বারা মূলদেবীকে পূজা সমৰ্পণ করিবেন । ৮২

অষ্টদল সমূহে—ঐং হ্রীং শ্রীং অনঙ্গকুসুমাত্মদেবী-শ্রীপাছকাং পূজয়ামি নমঃ ।
চক্ৰাণ্যে—ঐং হ্রীং শ্রীং ত্ৰিপুৰসুন্দরী-চক্ৰনায়িকা-শ্রীপাছকাং পূজয়ামি নমঃ । এস্থলে
সৰ্বসংক্ষোভকরে অষ্টদলচক্রে ত্ৰিপুৰসুন্দরী-চক্ৰনায়িকাধিষ্ঠিতে এতা অনঙ্গকুসুমাত্মা
গুপ্ততরা যোগিন্যঃ সমুদ্রাঃ সামুখাঃ সপরিবারাঃ সবাহনাঃ পূজিতাভূপিতাঃ সন্ত এই
বলিয়া অৰ্ঘ্যজ্বলের দ্বারা মূলদেবীকে পূজা সমৰ্পণ করিবেন । ৮৩

চতুর্দশাৰ চক্রে—ঐং হ্রীং শ্রীং সৰ্বসংক্ষোভণ্যাদি চতুর্দশদেবী-শ্রীপাছকাং
পূজয়ামি । চক্ৰাণ্যে—ঐং হ্রীং শ্রীং ত্ৰিপুৰবাসিনী-চক্ৰনায়িকা-শ্রীপাছকাং পূজয়ামি ।
এস্থলে সৌভাগ্যদায়কে চতুর্দশাৰচক্রে ত্ৰিপুৰবাসিনী-চক্ৰনায়িকাধিষ্ঠিতে এতাঃ
সৰ্বসংক্ষোভণ্যাদয়ঃ শক্তয়ঃ সম্প্রদায়যোগিন্যঃ শশক্তয়ঃ সমুদ্রাঃ সামুখাঃ সপরিবারাঃ
সবাহনাঃ পূজিতাভূপিতাঃ সন্ত এই বলিয়া অৰ্ঘ্য জ্বলের দ্বারা মূলদেবীকে পূজা সমৰ্পণ
করিবেন । ৮৪

১। ঐ—সমুদ্রা ইত্যাদি মূলদেবী সমৰ্পয়েৎ ।

২। সমুদ্রা ইত্যাদি মূলদেবী সমৰ্পয়েৎ ।

৩। ঐ—এতাঃ সমৰ্পয়েৎ । ততঃ চতুর্দশাৰেত্যাদি-সমৰ্পয়েদিত্যন্তং পুনৰুক্তম্ ।

বাহুদশারচক্রে—ঐং হ্রীং শ্রীং সর্বসিদ্ধি-প্রদাদি-দশদেবী-শ্রীপাছকাং পূজয়ামি নমঃ । চক্রাগ্রে—ঐং হ্রীং শ্রীং ত্রিপুরা-শ্রীচক্রনায়িকা-শ্রীপাছকাং পূজয়ামি নমঃ । অত্র সর্বার্থসাধক-বহির্দশারচক্রে ত্রিপুরা-শ্রীচক্রনায়িকা-ধিষ্ঠিতে এতাঃ সর্বসিদ্ধিপ্রদা দেব্যঃ কুলকৌলিন্যাদি-যোগিণ্যঃ সমুদ্রা ইত্যাদিনার্ধ্যজলেন মূলদেবী সমর্পয়েৎ । ৮৫

অস্তর্দশারচক্রে ঐং হ্রীং শ্রীং সর্বজ্ঞাদি-দশদেবী-শ্রীপাছকাং পূজয়ামি নমঃ । চক্রাগ্রে—ঐং হ্রীং শ্রীং ত্রিপুরমালিনী চক্রনায়িকা-শ্রীপাছকাং পূজয়ামি নমঃ । অত্র সর্বরক্ষাকরাস্তর্দশারচক্রে ত্রিপুরমালিনী-চক্রনায়িকা-ধিষ্ঠিতে এতাঃ সর্বজ্ঞাতা-দেব্যো নিগর্বযোগিণ্যঃ সমুদ্রা ইত্যাদিনার্ধ্যজলেন মূলদেবী সমর্পয়েৎ । ৮৬

অষ্টারচক্রে—ঐং হ্রীং শ্রীং বশিষ্ঠাচ্যুতবাগ্-দেবতা-শ্রীপাছকাং পূজয়ামি নমঃ । চক্রাগ্রে—ঐং হ্রীং শ্রীং ত্রিপুরসিদ্ধা চক্রনায়িকা-শ্রীপাছকাং পূজয়ামি নমঃ । অত্র সর্বরোগহরাষ্টারচক্রে ত্রিপুরসিদ্ধা-চক্রনায়িকাধিষ্ঠিতে এতা

বাহুদশার চক্রে—ঐং হ্রীং শ্রীং সর্বসিদ্ধি-প্রদাদি-দশ-দেবী-শ্রীপাছকাং পূজয়ামি নমঃ । চক্রাগ্রে—ঐং হ্রীং শ্রীং ত্রিপুরা-শ্রীচক্রনায়িকা-শ্রীপাছকাং পূজয়ামি নমঃ । এহলে সর্বার্থসাধক-বহির্দশারচক্রে ত্রিপুরা-শ্রীচক্রনায়িকাধিষ্ঠিতে এতাঃ সর্বসিদ্ধিপ্রদা দেব্যঃ কুলকৌলিন্যাদি-যোগিণ্যঃ সমুদ্রাঃ সানুধাঃ সপরিবারা সবাহনাঃ পূজিতান্তপিতাঃ সন্ত এই বলিয়া অর্ধ্যজলের দ্বারা পূজা সমর্পণ করিবেন । ৮৫

অস্তর্দশারচক্রে—ঐং হ্রীং শ্রীং সর্বজ্ঞাদি-দশ-দেবী-শ্রীপাছকাং পূজয়ামি নমঃ । চক্রাগ্রে—ঐং হ্রীং শ্রীং ত্রিপুরমালিনী-চক্রনায়িকা-শ্রীপাছকাং পূজয়ামি নমঃ । এহলে সর্বরক্ষাকরাস্তর্দশারচক্রে ত্রিপুরমালিনী-চক্রনায়িকাধিষ্ঠিতে এতাঃ সর্বজ্ঞাতা দেব্যো নিগর্বযোগিণ্যঃ সমুদ্রাঃ সানুধাঃ সপরিবারাঃ সবাহনাঃ পূজিতান্তপিতাঃ সন্ত এই বলিয়া অর্ধ্যজলের দ্বারা মূলদেবীকে পূজা সমর্পণ করিবেন । ৮৬

অষ্টারচক্রে—ঐং হ্রীং শ্রীং বশিষ্ঠাচ্যুত-বাগ্-দেবতা-শ্রীপাছকাং পূজয়ামি নমঃ । চক্রাগ্রে—ঐং হ্রীং শ্রীং ত্রিপুরসিদ্ধা-চক্রনায়িকা-শ্রীপাছকাং পূজয়ামি নমঃ । এহলে সর্বরোগহরাষ্টচক্রে ত্রিপুরসিদ্ধা-চক্রনায়িকাধিষ্ঠিতে এতাঃ বশিষ্ঠাচ্যুত-বহু-যোগিণ্যঃ সমুদ্রাঃ সানুধাঃ সপরিবারাঃ সবাহনাঃ পূজিতান্তপিতাঃ সন্ত এই বলিয়া অর্ধ্যজলের দ্বারা মূলদেবীকে পূজা সমর্পণ করিবেন । এই সময়ে অন্তরাল ত্রিকোণে বড়লৈর পূজা করিবেন । যথা—অগ্নিকোণ, ঈশানকোণ, নৈঋত কোণ, বায়ুকোণ, মধ্য ৩

বলিষ্ঠাচ্ছা রহস্য-যোগিন্যঃ সমুদ্রা ইত্যাদিনাৰ্য্যজলেন মূলদেবৈব্য সমৰ্পয়েৎ ।
অত্রাস্তুরাল-ত্ৰ্যস্ত্রে ষড়্জানি পূজয়েৎ । ৮৭

ততোহগ্ৰকোণেষু—ঐং হ্রীং শ্রীং কামেশ্বরী-নিত্যা-শ্রীপাঙ্ককং
পূজয়ামি নমঃ । দক্ষিণ-কোণেষু—ঐং হ্রীং শ্রীং বজ্জেশ্বরী-নিত্যা-শ্রীপাঙ্ককং
পূজয়ামি নমঃ । বামকোণেষু—ঐং হ্রীং শ্রীং ভগমালিনী-নিত্যা-শ্রীপাঙ্ককং
পূজয়ামি নমঃ । চক্রাণ্ডে—ঐং হ্রীং শ্রীং ত্রিপুরাশ্বিকা-চক্রনায়িকা-শ্রী-
পাঙ্ককং পূজয়ামি নমঃ । অত্র সৰ্বসিদ্ধি-প্রদে ত্ৰ্যস্ত্রে চক্রে চাপ-বাণ-পাশা-
ক্লেশ-ভূষিতাস্তুরালে ত্রিপুরাশ্বিকা-চক্রনায়িকাধিষ্ঠিতে এতাঃ কামেশ্বর্যাদ্যা
অতিরহস্য-যোগিন্যঃ সমুদ্রা ইত্যাদিনাৰ্য্যজলেন মূলদেবৈব্য সমৰ্পয়েৎ । ৮৮

ততো বিন্দুমধ্যে বাগ্ভবাদি-বীজত্রয়ং^২ পূৰ্বমুচ্চাৰ্য্য শ্রীমহাতিপুৰসুন্দরী-
নিত্যা-শ্রীপাঙ্ককং পূজয়ামি নমঃ । ইতি বারত্রয়ং পূজয়েৎ । বামে—
যোনিমুদ্রা-শ্রীপাঙ্ককং পূজয়ামি নমঃ । চক্রাণ্ডে^৩—হ স রৈ, হ স ক ল
রী, হ স রৌঃ ত্রিপুরভৈরবী-চক্রনায়িকা-শ্রীপাঙ্ককং পূজয়ামি নমঃ । অত্র

দিক্‌সমূহে বাগ্ভবকূট বলিয়া হৃদয়ার নমঃ, কামরাজ কূট বলিয়া শিরসে স্বাহা,
শক্তিকূট বলিয়া শিখায়ৈ বমট্ । পুনরায় বাগ্ভব কূট বলিয়া কবচায় হং, কামরাজ
কূট বলিয়া নেত্রত্রয়ায় বৌষট্, শক্তিকূট বলিয়া সৰ্বাঙ্গে অস্ত্রায় ফট্ । ৮৭

তাহার পর অগ্ৰকোণ সমূহে—ঐং হ্রীং শ্রীং কামেশ্বরী-নিত্যা-শ্রীপাঙ্ককং পূজয়ামি
নমঃ । দক্ষিণ কোণ সমূহে—ঐং হ্রীং শ্রীং বজ্জেশ্বরী-নিত্যা-শ্রীপাঙ্ককং পূজয়ামি
নমঃ । বামকোণ সমূহে—ঐং হ্রীং শ্রীং ভগমালিনী-নিত্যা-শ্রীপাঙ্ককং পূজয়ামি
নমঃ । চক্রাণ্ডে—ঐং হ্রীং শ্রীং ত্রিপুরাশ্বিকা-চক্রনায়িকা-শ্রীপাঙ্ককং পূজয়ামি নমঃ ।
এই সময়ে সৰ্বসিদ্ধিপ্রদে ত্ৰ্যস্ত্রে চক্রে চাপ-বাণ-পাশাক্লেশ-ভূষিতাস্তুরালে ত্রিপুরাশ্বিকা-
চক্রনায়িকাধিষ্ঠিতে এতাঃ কামেশ্বর্যাদ্যা অতিরহস্যযোগিন্যঃ সমুদ্রাঃ সায়ুধাঃ
সপরিবারাঃ সবাহনাঃ পূজিতান্তর্পিতাঃ সন্ত বলিয়া অৰ্য্যজলের দ্বারা মূলদেবীকে
পূজা সমৰ্পণ করিবেন । ৮৮

তাহার পর বিন্দুমধ্যে বাগ্ভবাদি বীজত্রয় হসরৈং হসকলরীং হসরৌঃ পূৰ্বে
বলিয়া শ্রীমহাতিপুৰ-সুন্দরী-নিত্যা-শ্রীপাঙ্ককং পূজয়ামি নমঃ যন্ত্রে তিনবার পূজা
করিবেন । বামে—যোনিমুদ্রা-শ্রীপাঙ্ককং পূজয়ামি নমঃ । চক্রাণ্ডে—হসরৈং হসকল

১। ঐ—সমুদ্রা ইত্যাদি মূলদেবৈব্য । ২। ঐ—মধ্যে বীজত্রয়ং । ৩। ঐ—চক্রাণ্ডে হৈসৎ
হসকলরীং হেনাৎ ।

সর্বানন্দময়ে পরব্রহ্মরূপিণে বৈন্দবচক্রে ত্রিপুরভৈরবীচক্রে-নায়িকাবিষ্ঠিতে
সর্বচক্রেস্বরী-যোগিন্যঃ সমুদ্রাঃ সায়ুধাঃ সবাহনাঃ সপরিবারাঃ পূজিতান্তপিতাঃ
সত্ত্ব ইতি মূলদেবী সমর্প্য ধূপাদি-বিসর্জনান্তঃ কর্ম সমাপয়েৎ । ৮১

অস্তাঃ পুরশ্চরণং লক্ষজপঃ । তথা চ বামকেশ্বর-তন্ত্রে—

তত্র স্থিতা জপেন্নক্ষং সাক্ষাদেবী-স্বরূপ-ধৃক্ ।

কিংতু কৈর্বনং কুর্যাদশাংশঞ্চ বরাননে ! ॥

কুম্ভকুম্ভমৈবাপি মধুরত্রয়-মিশ্রিতৈঃ ॥ ৯০

মধুরত্রয়ঞ্চ ঘৃত-মধু-শর্করাত্মকম্ । ইতি সংক্ষেপ পূজাপদ্ধতিঃ । বিস্তার-
পদ্ধতিশ্চ গ্রন্থান্তরেহেষেয়া । ইতি ত্রিপুরসুন্দরীপ্রকরণম্ ॥

অথ বগলামুখী

তদ্বাস্তরে—ব্রহ্মাত্মং সংপ্রবক্ষ্যামি সত্ত্বঃ প্রত্যয়-কারকম্ ।

সাধকানাং হিতার্থায় শুভুনাং চ বৈরিণাম্ ॥

যস্তাঃ স্মরণমাত্রেণ পবনোহপি স্থিরায়তে ॥ ১

স্বীং, হ স রৌং: ত্রিপুরভৈরবী-চক্রনায়িকা-শ্রীপাহুকাং পূজয়ামি নমঃ । এই সময়ে
সর্বানন্দময়ে পরব্রহ্মরূপিণে বৈন্দবচক্রে ত্রিপুরভৈরবী-চক্রনায়িকাবিষ্ঠিতে সর্ব-
চক্রেস্বরী-যোগিন্যঃ সমুদ্রাঃ সায়ুধাঃ সপরিবারাঃ সবাহনাঃ পূজিতান্তপিতাঃ সত্ত্ব
বলিয়া মূলদেবীকে অর্ঘ্য জলের দ্বারা পূজা সমর্পণ করিয়া ধূপদান হইতে বিসর্জন
পর্যন্ত সমস্ত কর্ম শেষ করিবেন । ৮১

এই মন্ত্রের পুরশ্চরণ লক্ষজপ । তাহাই বামকেশ্বরতন্ত্রে বলিয়াছেন—সেই স্থানে
বসিয়া সাক্ষাৎ দেবীরূপ ধারণ করিয়া লক্ষ মন্ত্র জপ করিবে ।

হে বরাননে ! কিংতুক (পলাশ) পুষ্প দ্বারা জপের দশাংশ হোম করিবে ।
অথবা মধুরত্রয় মিশ্রিত কুম্ভ (কুম্ভ) পুষ্প দ্বারা জপের দশাংশ হোম করিবে । ৯০

মধুরত্রয়—ঘৃত, মধু ও শর্করারূপ । সংক্ষেপ পূজাপদ্ধতি সমাপ্ত হইল । বিস্তৃত
পূজা পদ্ধতি অন্য গ্রন্থে দ্রষ্টব্য । ত্রিপুরসুন্দরী প্রকরণ সমাপ্ত

অনন্তর বগলামুখীর মন্ত্রাদি কথিত হইতেছে । তদ্বাস্তরে বলিয়াছেন—সাধকের
হিতকর অর্থের সাধনের জন্য ও শক্রবর্গের তত্ত্বনেব অন্য সদ্যঃ প্রত্যয়-অনেক ব্রহ্মাত্ম
বলিতেছি । যে বিদ্যার স্মরণমাত্রে পবনও স্থির (শুভিত) হইয়া যায়, প্রবাহিত
হয় না । ১

প্রথমঃ স্থিরমায়াঃ ততশ্চ বগলামুখি ।।

তদন্তে সর্বদৃষ্টানাং ততো বাচং মুখং পদম্ ॥ ২

তন্তয়েতি ততো জিহ্বাং কীলয়েতি পদদ্বয়ম্ ।

বুদ্ধিং নাশয় পশ্চাৎ তু স্থিরমায়াং সমালিখেৎ ॥ ৩

লিখেচ্চ পুনরোক্তারং স্বাহেতি চ পদন্ততঃ ।

ষট্‌ত্রিংশদক্ষরী বিদ্যা সর্বসম্পৎ-করী মতা ॥ ৪

স্থিরমায়া—হ্রীং । তথাচ বহিহানেন্দ্র-যুঙ্-মায়া স্থিরমায়া প্রকীৰ্ত্তিতা ।

তথাচায়াঃ মন্ত্রঃ—ওঁ হ্রীং বগলামুখি ! সর্বদৃষ্টানাং বাচং মুখং তন্তয় জিহ্বাং কীলয় কীলয় বুদ্ধিং নাশয় হ্রীং ওঁ স্বাহা । ৫

অথ মন্ত্রান্তরম্—ওঁ হ্রীং বগলামুখি ! সর্বদৃষ্টানাং বাচং মুখং তন্তয় জিহ্বাং কীলয় বুদ্ধিং বিনাশয় হ্রীং ওঁ স্বাহা ॥ ইয়ং চতুস্ত্রিংশদক্ষরীঃ ॥ ৬

অধানয়োঃ পূজাপ্রয়োগঃ । প্রাতঃ-কৃত্যাদি-প্রাণায়ামান্তঃ বিধায় স্বস্ত্যাদিন্যাসং কুর্য্যাৎ । শিরসি—নারদায় ঋষয়ে নমঃ । এবং মুখে—ত্রিষ্টুপ্-

প্রথমে প্রণব, স্থিরমায়া (হ্রীং), তাহার পর বগলামুখি ! তাহার পরে সর্বদৃষ্টানাং তাহার পর বাচং মুখং পদ, তন্তয় এই পদ, তাহার পর জিহ্বাং, পরে কীলয় কীলয় এই পদদ্বয় ও বুদ্ধিং নাশয়, পরে স্থিরমায়া লিখিবে । পুনরায় ওক্তার পদ ও তাহার পর স্বাহাপদ লিখিবে । ইহা ষট্‌ত্রিংশৎ অক্ষরী সর্বসম্পৎকরী বিদ্যা কথিত হইয়াছে । ২-৪

স্থিরমায়া—হ্রীং । তাহাই উক্ত হইয়াছে যে—বহি-(র-) হীন ইন্দ্র (ল) যুক্ত মায়া, তাহা স্থির মায়া কীৰ্ত্তিত হইয়াছে । তাহা হইলে এই মন্ত্র হয়—ওঁ হ্রীং বগলামুখি ! সর্বদৃষ্টানাং বাচং মুখং তন্তয় জিহ্বাং কীলয় কীলয় বুদ্ধিং নাশয় হ্রীং ওঁ স্বাহা । ৫

অনন্তর মন্ত্রান্তর—ওঁ হ্রীং বগলামুখি ! সর্বদৃষ্টানাং মুখং তন্তয় জিহ্বাং কীলয় বুদ্ধিং বিনাশয় হ্রীং ওঁ স্বাহা । এই বিদ্যা চতুস্ত্রিংশদক্ষরী । ৬

এই দুই বিদ্যার পূজা প্রয়োগ । প্রাতঃকৃত্য হইতে প্রাণায়াম পর্য্যন্ত কর্মগুলি করিয়া স্বস্ত্যাদি ন্যাস করিবেন । যথা—অস্তা স্রীবগলামুখী-বিদ্যায় নারদ ঋষিঃ ত্রিষ্টুপ্-

১। মন্ত্রান্তরের সাধক প্রমাণ—বহিহানেন্দ্রযুঙ্-মায়া বগলামুখি ! সর্বদৃষ্টি । দৃষ্টানাং বাচমিত্যুক্তা মুখং তন্তয় কর্তব্যেৎ । জিহ্বাং কীলয় বুদ্ধিং তু বিনাশয় পদং বদেৎ । পুনর্বার্জং ততস্তারং বহিহায়া-বর্জিতবেৎ । তারাদিকান্তচতুস্ত্রিংশদক্ষরী বগলামুখী ।

হৃদয়ে । হৃদি—বগলামুখ্যে দেবতায়ৈ নমঃ । লিঙ্গে—হ্রীং বীজায় নমঃ ।
পাদয়োঃ—স্বাহাশক্তয়ে নমঃ । ৭

ততঃ করাজ্ঞাসৌ^১ যথা—ওঁ হ্রীং অঙ্গুষ্ঠাভ্যাং নমঃ । বগলামুখি
তর্জনীভ্যাং স্বাহা । সর্বভুটানাং মধ্যমাভ্যাং বষট্ । বাচং মুখং স্তম্ভয়
অনামিকাভ্যাং হ্রং । জিহ্বাং কীলয় কীলয় কনিষ্ঠাভ্যাং বৌষট্ । বুদ্ধিং
নাশয় হ্রীং ওঁ স্বাহা করতল-পৃষ্ঠাভ্যাং ফট্ । এবং হৃদয়াদিষু । ৮

ততো মূলাস্তে আত্মতত্ত্বব্যাপিনী-বগলামুখী-শ্রীপাদুকাং পূজয়ামি মূলাধারে ।
মূলাস্তে বিদ্যাতত্ত্বব্যাপিনী-বগলেত্যাди শিরসি । মূলাস্তে সর্বতত্ত্বব্যাপিনী-
বগলেত্যাदि সর্বাঙ্গে । ততশ্চ (২)—

মুগ্ধি ভালে দৃশোঃ শ্রোত্র-গণ্ডয়োর্নসয়োঃ পুনঃ ।

ওষ্ঠয়োর্মুখবৃত্তে চ দক্ষিণাংসে চ কুর্পরে ॥ ১০

হৃদঃ বগলামুখী দেবতা হ্রীং বীজং স্বাহা শক্তিঃ শত্রুশস্ত্রেনে বিনিরোগঃ । মন্তকে—
ওঁ নারদায় ঋষয়ে নমঃ । এইরূপ মুখে—ওঁ ত্রিঋদুপ্ হৃদয়ে নমঃ । হৃদয়ে—ওঁ
বগলামুখ্যে দেবতায়ৈ নমঃ । লিঙ্গে—ওঁ হ্রীং বীজায় নমঃ । পাদদ্বয়ে—ওঁ স্বাহা
শক্তয়ে নমঃ । ৭

তাহার পর করাজ্ঞাস । যথা—ওঁ হ্রীং অঙ্গুষ্ঠাভ্যাং নমঃ । ওঁ বগলামুখি ।
তর্জনীভ্যাং স্বাহা । ওঁ সর্বভুটানাং মধ্যমাভ্যাং বষট্ । ওঁ বাচং মুখং স্তম্ভয় অনামি-
কাভ্যাং হ্রং । ওঁ জিহ্বাং কীলয় কীলয় কনিষ্ঠাভ্যাং বৌষট্ । ওঁ বুদ্ধিং নাশয় হ্রীং
ওঁ স্বাহা করতলপৃষ্ঠাভ্যাং অস্ত্রায় ফট্ । এইরূপ হৃদয়ে—ওঁ হ্রীং হৃদয়ায় নমঃ । মন্তকে
—ওঁ বগলামুখি । শিরসে স্বাহা । শিখায়—ওঁ সর্বভুটানাং শিখায়ৈ বষট্ । কবচে
বাহুদ্বয়ে—ওঁ বাচং মুখং স্তম্ভয় কবচায় হ্রং । নেত্রদ্বয়ে—জিহ্বাং কীলয় কীলয় নেত্র-
দ্বয়ায় বৌষট্ । করতল-পৃষ্ঠে—ওঁ বুদ্ধিং নাশয় হ্রীং ওঁ স্বাহা করতল-কর-পৃষ্ঠাভ্যাং
অস্ত্রায় ফট্ । ৮

তাহার পর তত্ত্বজ্ঞাস । যথা মূলাধারে—ওঁ হ্রীং বগলামুখি । সর্বভুটানাং বাচং
মুখং স্তম্ভয় জিহ্বাং কীলয় বুদ্ধিং নাশয় হ্রীং ওঁ স্বাহা আত্মতত্ত্বব্যাপিনী-বগলামুখী-
শ্রীপাদুকাং পূজয়ামি । মন্তকে—মূলবিদ্যাতে বিদ্যাতত্ত্বব্যাপিনী-বগলামুখী-শ্রীপাদুকাং
পূজয়ামি । সর্বাঙ্গে—মূলবিদ্যাতে সর্বতত্ত্বব্যাপিনী-বগলামুখী-শ্রীপাদুকাং পূজয়ামি । ৯

তাহার পর মন্তকে, ভালে, চক্ষুর্দ্বয়ে, শ্রোত্রদ্বয়ে, নাসিকাদ্বয়ে, ওষ্ঠদ্বয়ে, মুখবৃত্তে,

১। দিব্যাত্মে—বৃদ্ধ-বর্ণেশু সপ্তাহি-শেবার্ধৈশ্চ মনুভবৈঃ । করশাখাসু তলয়োঃ করাকৃত্যসযাচরৈঃ ।
বৃদ্ধ ২, বাণ—৫, ইন্দ্র—৫, সপ্ত—৭, অহি—৮, অবশিষ্ট মনুবর্ণ দ্বারা অষ্ট ।

মণিবন্ধেহঙ্গুলেমূলে গলে চ কুচয়োস্তদি ।

নাভৌ কট্যাং গুহদেশে বামাংসে কুর্পরে তথা ॥ ১১

মণিবন্ধেহঙ্গুলেমূলে ততশ্চ বিম্বসেং পুনঃ ।

দক্ষবামে চোরু-জাঘোণ্ডল্ফয়োরঙ্গুলিমূলয়োঃ ॥ ১২

ক্রমেণ মন্ত্রবর্ণাংস্তু স্তুত্বা ধ্যায়েদ্ যথাবিধি ।

ততো ধ্যানং—মধ্যে সুধাক্ষিমনিমণ্ডপরত্নবেদী

সিংহাসনোপরিগতাং পরিপীতবর্ণাম্ ।

পীতাস্বরাতরণ-মাল্য-বিভূষিতাঙ্গীং

দেবীং নমামি ধৃতমুদগর-বৈরি-জিহ্বাম্ ॥ ১৩

জিহ্বাগ্রমাদায় করেণ দেবীং বামেন শক্রন্ পরিপীড়য়ন্তীম্ ।

গদাভিঘাতেন চ দক্ষিণেন পীতাস্বরাত্যাং দ্বিভূজাং নমামি ॥ ১৪

দক্ষিণহস্তে, কুর্পরে, মণিবন্ধে, অঙ্গুলিমূলে, গলে, স্তনদ্বয়ে, হৃদয়ে, নাভিতে, কটিতে, গুহদেশে, বামহস্তে, কুর্পরে, মণিবন্ধে, অঙ্গুলিমূলে, তাহার পর পুনরায় দক্ষিণ ও বামের উরুদ্বয়ে, জানুদ্বয়ে, গুল্ফে ও অঙ্গুলিমূলে মন্ত্রবর্ণ ন্যাস করিবেন । ক্রমে ক্রমে মন্ত্রবর্ণগুলিকে স্তাস করিয়া যথাবিধি ধ্যান করিবেন । ১০-১২

মন্ত্রবর্ণ স্তাস । যথা মন্ত্রকে—ওঁ নমঃ, ললাটে—ওঁ হ্রীং নমঃ, দক্ষনেত্রে—ওঁ বং নমঃ, বামনেত্রে—ওঁ গং নমঃ, দক্ষকর্ণে—ওঁ লাং নমঃ, বামকর্ণে—ওঁ মূং নমঃ, দক্ষগণ্ডে ওঁ ষিং নমঃ, বামগণ্ডে—ওঁ সং নমঃ, দক্ষনাসায়—ওঁ বং নমঃ, বামনাসায়—ওঁ হং নমঃ, উল্লোখীঠে—ওঁ ষ্টাং নমঃ, নিয়ৌঠে—ওঁ নাং নমঃ, মুখে—ওঁ বাং নমঃ, দক্ষহস্তে—ওঁ চং নমঃ, দক্ষকুর্পরে—ওঁ মূং নমঃ, দক্ষমণিবন্ধে—ওঁ থং নমঃ, দক্ষহস্তাঙ্গুলিমূলে—ওঁ শুং নমঃ, গলে—ওঁ ভং নমঃ, দক্ষস্তনে—ওঁ ষ্ণং নমঃ, বামস্তনে—ওঁ জিং নমঃ, হৃদয়ে—ওঁ হ্রাং নমঃ, নাভিতে—ওঁ কীং নমঃ, কটিতে—ওঁ লং নমঃ, গুহে—ওঁ ষ্ণং নমঃ, বামহস্তে—ওঁ কীং নমঃ, বামকুর্পরে—ওঁ লং নমঃ, বাম মণিবন্ধে—ওঁ ষ্ণং নমঃ । বামহস্তাঙ্গুলিমূলে—ওঁ বৃং নমঃ, দক্ষ উরুতে—ওঁ ত্বিং নমঃ, দক্ষজানুতে—ওঁ নাং নমঃ, দক্ষগুল্ফে—ওঁ শং নমঃ, দক্ষপাদাঙ্গুলিমূলে—ওঁ ষ্ণং নমঃ, বামোরুতে—ওঁ নমঃ, বামজানুতে—ওঁ হ্রীং নমঃ, বামগুল্ফে—ওঁ ঘ্রাং নমঃ, বামপাদাঙ্গুলিমূলে—ওঁ হ্রাং নমঃ ।

ধ্যানের অর্থ—সুধাসাগরের মধ্যে মণিময় মণ্ডপের মধ্যবর্তী রত্নবেদিকায় সিংহাসনের উপরিগতা পীতবর্ণা পীতবসনা, আভরণ ও মাল্যে বিভূষিতাঙ্গী, মুদগর ও শক্র-জিহ্বাধারিণী দেবী বগলামুখীকে স্মরণ করি । ১৩

এতেন দ্বিযং দ্বিভুজা বামেন শক্রজিহ্বাং দক্ষিণেন মুদগরং গদাং বা বিভ্রতী ।
সিংহরূপং যদাসনং, তদুপরি স্থিতা ধোয়া । এবং ধ্যাত্বা মানসৈঃ সম্পূজ্যার্থ্যঃ
কুর্ষ্যাৎ । যথা অষ্টাঙ্গুলং চতুরশ্রং বিধায় ঈশানাди-কোণেষু পূর্বাদি-দিক্শু
কুম্মাক্ত-চন্দনৈঃ শ্লৌ গণপত্যে নমঃ ইতি গজদানেন সম্পূজ্য তৈলেন মধুনা
বার্ঘ্যপাত্রং পূরয়েৎ । ততো বারত্ৰয়ং বিষ্ঠয়া সংপূজ্যাদানি বিষ্ঠ্যসেৎ । ১৫

ততো মূলমুচ্চার্য্যাদারশক্তি-কমলাসনায় নমঃ, শক্তিপদ্মাসনায় নমঃ,
ইতি পীঠং সংপূজ্য পূর্ববৎ ধ্যাত্বাবাহু যড়ঙ্গানি ঞ্চসেৎ । ততো মুদ্রাং প্রদর্শ্য
পূরতঃ যড়ঙ্গেন মণ্ডলং যজেৎ । ততো মূলেনাভিমন্ত্র্য ধেনু-যোনিমুদ্রে প্রদর্শ্য
আত্ম-বিষ্ঠা-শিবৈস্তত্বৈবিন্দুত্রয়ং মুখে ক্ষিপ্ত্বা তর্জ্যঙ্গুষ্ঠ-যোগেন সাক্ষাং
সাবরণাং বগলামুখীং তর্পয়েৎ । তত উপচারৈরভ্যর্চ্যাবরণানি পূজয়েৎ । ১৬

ষট্‌কোণেষু পূর্বে—সুভগাং, আগ্নেয়ে—ভগসর্পিণীং, ঈশানে—ভগাবহাং,

বামকরে শক্রর জিহ্বা টানিয়া দক্ষিণ হস্তে গদার আঘাতে দ্বারা শক্রর
পরিপীড়নকারিণী পীতবসনযুক্তা দ্বিভুজা বগলামুখীকে প্রণাম করি । ১৪

ইহা দ্বারা ইনি দ্বিভুজা উক্ত হইরাছেন । বামহস্তে শক্রর জিহ্বা, দক্ষিণ হস্তে
মুদগর বা গদাধারিণী । সিংহরূপ যে আসন, তাহার উপরে অবস্থিত । এইরূপে
ধ্যান করিয়া মানস উপচারে পূজা করিয়া বিশেষার্থ্য স্থাপন করিবেন । যথা অষ্টাঙ্গুল
চতুরশ্র করিয়া তাহার ঈশানাদি কোণসমূহে পূর্বাদি দিকে পুষ্প, তুল ও চন্দনের
দ্বারা শ্লৌ গণপত্যে নমঃ মন্ত্রে গজমদদান পূর্বক পূজা করিয়া তৈল বা মধুদ্বারা
অর্ঘ্যপাত্র পূরণ করিবেন । তাহার পর মূলবিদ্যা দ্বারা তিন বার পূজা করিয়া পূর্বোক্ত
যড়ঙ্গন্যাস করিবেন । (তাহার পর ধেনু ও যোনি মুদ্রা দেখাইয়া সেই মধু বা তৈল
দ্বারা নিজেকে ও পূজার উপকরণকে তিনবার অভ্যক্ষণ করিবেন ।) ১৫

তাহার পর মূলবিদ্যা উচ্চারণ করিয়া আদ্য-শক্তিকমলাসনায় নমঃ, শক্তিপদ্ম-
সনায় নমঃ এই মন্ত্রে পীঠকে পূজা করিয়া পূর্ববৎ ধ্যান করিয়া আবাহন করিয়া
যড়ঙ্গন্যাস করিবেন । তাহার পর মুদ্রা দেখাইয়া পুরোভাগে যড়ঙ্গমন্ত্রের দ্বারা
মণ্ডলকে পূজা করিবেন । তাহার পর মূলবিদ্যার দ্বারা দেবীকে অভিমন্ত্রিত করিয়া
ধেনু ও যোনিমুদ্রা দেখাইয়া ওঁ আত্মভক্তার স্বাহা, ওঁ বিদ্যাত্ত্বার স্বাহা, ওঁ শিবতত্ত্বার
স্বাহা মন্ত্রে তিন বিন্দু মুখে দিয়া, তর্জনী ও অঙ্গুষ্ঠযোগে ওঁ সাক্ষাং সাবরণাং
বগলামুখীং তর্পয়ামি নমঃ মন্ত্রে বগলামুখীকে তর্পণ করিবেন । তাহার পর উপচারের
দ্বারা অর্চনা করিয়া আবরণগণকে পূজা করিবেন । ১৬

ষট্‌কোণের পূর্বে—সুভগাকে, আগ্নিকোণে—ভগসর্পিণীকে, ঈশানে—ভগাবহাকে,

পশ্চিমে—ভগসিদ্ধাং, নৈঋতে—ভগনিপাতিনীং, বায়ো—ভগমালিনীং
সম্পূজ্যাই-পত্রেষু ব্রাহ্মাণ্ডাঃ পূজয়েৎ । পত্রাগ্রেষু—জয়া বিজয়া অজিতা
অপরাজিতা জ্যন্তিনী স্তম্বিনী মোহিনী আকর্ষিণী—এতাঃ সম্পূজ্য দ্বারেষু ও
ভৈরবায় নমঃ ইতি সম্পূজ্য তদ্বাহে ইন্দ্রাদীন্ বজ্রাদীংশ্চ সম্পূজ্য ধূপাদিকং
দত্ত্বা যথাশক্তি জপ্ত্বা ত্রিশূলমুদ্রাং প্রদর্শ্য পুষ্পাঞ্জলি-ত্রয়ং দত্ত্বা দেবৈ
ঘোনিমুদ্রাং প্রদর্শ্য ভৈরবায় বলিং দত্ত্বা বিসর্জনান্তঃ কর্ম সমাপয়েৎ । অস্ত্রাঃ
পুরশ্চরণং লক্ষজপঃ । তথাচ (১৭)—

পীতাম্বরধরো ভূত্বা পূর্বাশাভিমুখঃ স্থিতঃ ।

লক্ষমেকং জপেন্নম্নং হরিদ্রাগ্রস্থি-মালয়া ॥ ১৮

ব্রহ্মচর্য্যরতো নিত্যং প্রয়তো ধ্যান-তৎপরঃ ।

প্রিয়ঙ্গু-কুমুদেনাপি পীতপুষ্পৈশ্চ হোময়েৎ ॥ ১৯

অথ প্রয়োগঃ । কুরুতে বাগ্গতিশুদ্ধং দৃষ্টানাং বুদ্ধিনাশনম্ ।

জপ-হোম-প্রয়োগে চ মন্ত্রঞ্চাপ্যযুতং জপেৎ ॥ ২০

হরিদ্রা-হরিতালাভ্যাং লবণং জুহুয়ামিষি ।

স্তম্বয়েৎ পরসৈন্তানি নাত্র কার্য্যা বিচারণা ॥ ২১

পশ্চিমে—ভগসিদ্ধাকে, নৈঋতে—ভগনিপাতিনীকে, বায়ুকোণে—ভগমালিনীকে,
পূজা করিয়া অষ্টপত্র সমূহে ব্রাহ্মী প্রভৃতি শক্তিবর্গকে পূজা করিবেন। পত্রের
অগ্রসমূহে জয়া, বিজয়া, অজিতা, অপরাজিতা, জ্যন্তিনী, স্তম্বিনী, মোহিনী ও
আকর্ষিণী—ইহাদিগকে পূজা করিয়া দ্বার সমূহে ও ভৈরবায় নমঃ মন্ত্রে ভৈরবের
পূজা করিয়া তাহার বাহিরে ইন্দ্রাদি লোকপাল ও বজ্রাদি অস্ত্রের পূজা করিয়া
ধূপাদি দিয়া, যথাশক্তি জপ করিয়া ত্রিশূলমুদ্রা দেখাইয়া তিনবার দেবীকে পুষ্পাঞ্জলি
দিয়া, দেবীকে ঘোনিমুদ্রা দেখাইয়া, ভৈরবকে বলি দিয়া বিসর্জন পর্য্যন্ত কর্ম শেষ
করিবেন। এই বিদ্যার পুরশ্চরণ লক্ষ জপ। তাহাই উক্ত হইয়াছে (১৭)—

পীতবস্ত্র পরিধান করিয়া পূর্বাভিমুখে অবস্থিত হইয়া হরিদ্রার গ্রন্থিমালার এক
লক্ষ মন্ত্র জপ করিবে। ১৮

সর্বদা ব্রহ্মচর্য্য ধারণ করিয়া সংযত ও ধ্যান পরায়ণ হইয়া পীত পুষ্পের দ্বারা
অথবা প্রিয়ঙ্গুকুমুদের দ্বারাও হোম করিবে। ১৯

অনন্তর বগলামুখীর প্রয়োগ। জপ ও হোমের প্রয়োগ করিলে উহা বাক্য ও গতির
তত্ত্বন করে এবং দৃষ্টগণের বুদ্ধি নাশ করে। ২০

অথবা পীতপুষ্পৈশ্চ ত্রিমধুরৈশ্চ হোময়েৎ ।

স্তম্ভেনৈষ চ সর্বৈষু প্রয়োগঃ প্রত্যয়াবহঃ ॥ ২২

বগলামুখী-ধারণ-যন্ত্রম্

ওঁকারয়োঃ সম্মুখয়োঃ স্তম্ভধিঃ-শিরসোলিখেৎ ।

মধ্যগং নাম সাধ্যস্ত্য তদ্বাহে চাক্ষরদ্বয়ম্ ॥ ২৩

বীজং দ্বিতীয়বর্গস্ত্য তৃতীয়ং বিন্দু-ভূষিতম্ ।

চতুর্দশ-স্বরোপেতং সংলিখেৎ পৃথিবীগতম্ ॥ ২৪

ঠকারেণ^১ সমাবেষ্ট্য চতুষ্কোণপুটং বহিঃ ।

তৎকোণ-রেখা-সংসর্জিতৈঃ শূলৈর্বজ্রাষ্টকং লিখেৎ ॥ ২৫

ত্রিশূলমধ্যরেখায়াঃ পৃথীবীজানি পার্শ্বয়োঃ ।

অষ্টম্বপি চ কোণেষু তদ্বহির্বগলাং লিখেৎ ॥ ২৬

পৃথিব্যন্তরিতং বাহে মাতৃকাপরিমণ্ডলম্ ।

আবেষ্ট্য চাষ্টধা পশ্চাত্তদ্বাহে স্থির-মায়য়া ॥ ২৭

নিরুধ্যাক্ষবীজেন নাদসংমিলিতাজিঘ্রণা ।

লিখেৎ পূর্ববদাবেষ্ট্য ঠকারৈর্বগলামুখীম্ ॥ ২৮

রাজিতে হরিদ্রা ও হরিতালের সহিত লবণ হোম করিবে। উহা পরসৈন্যকে
স্তম্ভিত করে। ইহাতে কোন সন্দেহ নাই। ২১

অথবা ত্রিমধুরাপ্নুত পীত পুষ্পের দ্বারা হোম করিবে। সমস্ত স্তম্ভনে এই প্রয়োগ
প্রত্যয়-কারক। ২২

অনন্তর কালামুখীর ধারণ যন্ত্র। উক্ত^১ ও অধোমন্তক পরস্পর পরস্পরাভিমুখ
দুইটি ওঙ্কার লিখিবে। ঐ ওঁকারের মধ্যে স্তম্ভনীয় ব্যক্তির নাম ও তাহার বাহিরে
দুইটি অক্ষর—পৃথিবী (ল) গত চতুর্দশবর্গ যুক্ত বিন্দুভূষিত দ্বিতীয় বর্গের তৃতীয় বীজ
(বর্ণ) অর্থাৎ (জ্যোৎ) লিখিবে। ঠকারের দ্বারা বৃত্তাকারে তাহাকে বেষ্টিত
করিয়া চতুষ্কোণ পুটের বহির্ভাগে তাহার কোণরেখা সংলগ্ন শূলের দ্বারা আটটি
বজ্র অঙ্কন করিবে। ত্রিশূলের মধ্যরেখার পার্শ্বদ্বয়ে পৃথিবীবীজ লিখিবে। তাহার
বহির্ভাগে আটটি কোণেই বগলামুখী বিদ্যাকে লিখিবে। তাহার বাহিরে পৃথিবীবীজ
(লং) দ্বারা ব্যবহৃত মাতৃকা বর্ণগুলিকে বৃত্তাকারে আটবার বেষ্টিত করিয়া পরে
তাহার বাহিরে স্থির মায়ী হ্রীংকারের দ্বারা পূর্ববৎ আটবার বেষ্টিত করিয়া নাদযুক্ত

পটে পাযাণ-পটে বা হরিত্রোক্ষত-তালকৈঃ ।

দিব্যস্তম্ভে মুখস্তম্ভে লিখিত্বা গাঢ়মাক্রমেৎ ।

বিবাদে যন্ত্রমালিখ্য ভূর্জে তৈরেব বস্তুভিঃ ॥ ২৯

প্রয়োগান্তরম্^১—কুস্তকারস্ত চক্রস্ত ভ্রমতো বিপরীততঃ ।

মুস্তিকাং সমুপাদায় বৃষভং কারয়েত্ততঃ ॥ ৩০

যন্ত্রং তস্তোপরি শ্যস্ত তালকেন বিলিপ্য চ ।

তন্মাসায়াং বিনিষ্কিপ্য পীতরজ্জুং নিজে গৃহে ॥ ৩১

অর্চয়েত্তং চতুষ্কালং নিত্যং পীতোপচারতঃ ।

দ্বষ্টস্ত স্তম্ভয়ত্যেব মুখং বাচস্পত্যেরপি ॥ ৩২

অস্তাঃ পূজাযন্ত্রং—ত্র্যশ্রং ষড়শ্রং বৃত্তমষ্টদলং ভূপুরাষিতম্ । ইয়ং মহাবিদ্যা, প্রাণুক্তবচনাৎ । ইতি বগলাপ্রকরণম্ ॥ ৩৩

অথ মাতঙ্গী

বামকেশ্বর তন্ত্রে—অথ বক্ষ্যে মহাদেবীং মাতঙ্গীং সর্বসিদ্ধিদাম্ ।

চরণ অঙ্কণবীজের (ক্রেঃ) দ্বারা সংরুদ্ধ (পুটিত) (ক্রেঃ হলীং ক্রেঃ) লিখিবে ।

ঠকারের দ্বারা বগলামুখীকে বেষ্টিত করিবে । ২৩-২৮

ধাতুর পাতে বা প্রস্তরের পাটার দেবস্তম্ভে ও মুখস্তম্ভে হরিত্রা, ধূতুররস ও হরিতাল দ্বারা এই যন্ত্র লিখিয়া দৃঢ়ভাবে নিঃশঙ্ক হইয়া বিচরণ করিবে । বিবাদ (মোকর্দমা) উপস্থিত হইলে সেই সকল বস্তু দ্বারা ভূর্জপত্রের যন্ত্র লিখিয়া দৃঢ়ভাবে বিচরণ করিবে । ২৯

বগলামুখীর প্রয়োগান্তর । বিপরীতভাবে ভ্রাম্যমাণ কুস্তকারের চক্র হইতে মুস্তিকা আনিয়া সেই মুস্তিকা দ্বারা একটি বৃষভ নির্মাণ করাইবে । ৩০

সেই বৃষভের উপরে যন্ত্র স্থাপন করিয়া হরিতালের দ্বারা তাহাকে লেপন করিয়া তাহার নাসিকাতে পীত রজ্জু প্রদান করিয়া নিজের গৃহে তাহাকে প্রতিদিন চারি-কালে (প্রাতঃ, মধ্যাহ্ন, সায়াহ্ন ও রাত্রিতে) পীত উপচারের দ্বারা পূজা করিবে । উহা বৃহস্পতিরও মুখকে স্তম্ভন করে, দুষ্টের মুখকে স্তম্ভন তো করেই । ৩১-৩২

এই বগলামুখীর পূজাযন্ত্র—একটি ত্রিকোণ, তাহার পর ষট্‌কোণ, তাহার পর বৃত্ত ও অষ্টদলপদ্ম । উহা ভূগৃহ যুক্ত হইবে । পূর্বোক্ত বচনানুসারে ইনি মহাবিদ্যা । বগলামুখীর প্রকরণ সমাপ্ত হইল । ৩৩

অস্ত্রোপাসনমাত্রেণ বাক্‌সিদ্ধিং লভতে ঐবম্ ॥ ১

প্রণবক ততো মায়াং কামবীজক কূটকম্ ।

মাতঙ্গী ভেদুতা চাত্ত্বং বহিঃজায়াবধির্মমুঃ ॥ ২

অস্ত্র দক্ষিণামূর্ত্তিক্ষিবিবিরাই হন্দো মাতঙ্গী দেবতা সর্বার্থ-সিদ্ধিরে
বিনিয়োগঃ ।

অঙ্গশাস-করশাসৌ কুর্য্যান্মন্ত্রী সমাহিতঃ ।

ষড়্‌দীর্ঘভাজা বীজেন প্রণবাচেন কল্পয়েৎ ॥ ৩

ষট্‌কোণাষ্টদলং পদ্মং লিখেদ্‌ যন্ত্রং মনোহরম্ ।

তত্র পূজা প্রকর্তব্যা জ্বাপুষ্পেণ মন্ত্রবিৎ ॥ ৪

পূর্বাষ্টদলে রতি-প্রীতি-মনোভবা-ক্রিয়া-শ্রদ্ধানঙ্গ-কুমুমানঙ্গমদনা-মদনা-
লসা ইত্যষ্টশক্তিঃ সম্পূজ্য ধ্যায়েৎ ।

শ্যামাক্ষীং শশিশেখরাং ত্রিনয়নাং রত্নসিংহাসনস্থিতাং

বেদৈর্বাহুদৈগুরসি-খেটক-পাশাকুশ-ধরাম্ ॥ ৫

অনন্তর মাতঙ্গী । বামকেশ্বর তন্ত্রে বলিয়াছেন—অনন্তর সর্বসিদ্ধি প্রদা মহাবিদ্যা
মাতঙ্গী বিদ্যাকে বলিব । যাহার উপাসনা মাত্রেয় দ্বারা নিশ্চয়ই বাক্‌সিদ্ধি লাভ
হয় । ১

প্রথমে প্রণব, তাহার পর মায়া (হ্রীং), কামবীজ (ক্লীং), কূটবীজ (হুং),
ভেদভক্তি মুক্তা মাতঙ্গী অর্থাৎ মাতঙ্গী, অস্ত্রং (ফট্) ও অস্ত্রে বহিঃজায়া (বাহা) ।
ইহাই মাতঙ্গীর মন্ত্র । তাহাতে মন্ত্রটি হয়—ওঁ হ্রীং ক্লীং হুং মাতঙ্গী ফট্ বাহা । ২

এই বিদ্যার দক্ষিণামূর্ত্তি ঋষি, বিরাট্ হন্দুঃ, মাতঙ্গী দেবতা সর্বার্থ-সিদ্ধির জন্ত
ইহার বিনিয়োগ হয় ।

মন্ত্রী সমাহিত হইয়া অঙ্গশাস ও করশাস করিবে । প্রণবাদি ষড়্‌দীর্ঘ যুক্ত
মাত্রাবীজের দ্বারা অঙ্গমন্ত্রের কল্পনা করিবে । ৩

মাতঙ্গীর পূজা যন্ত্র । মন্ত্রবিৎ পূজক ষট্‌কোণ ও অষ্টদল পদ্মযুক্ত মনোহর বস্ত্র
লিখিবে । এই যন্ত্রে জ্বাপুষ্পের দ্বারা পূজা কর্তব্য । ৪

পূর্বাদি আটটি দলে রতি, প্রীতি, মনোভবা, ক্রিয়া, শুদ্ধা, অনঙ্গকুমুমা, অনঙ্গমদনা
ও মদনালসা—এই অষ্টশক্তিকে পূজা করিয়া ধ্যান করিবেন । ধ্যানের অর্থ—শ্যামাক্ষী
চন্দ্রশেখরা, ত্রিনয়না, রত্নসিংহাসনে অবস্থিতা, বেদ (চারি) বাহু-দন্তের দ্বারা অসি,
খেটক, পাশ ও অকুশধরা মাতঙ্গীকে ধ্যান করিবে । ৫

এবং দ্বাভ্যা পূজয়েৎ । অস্তাঃ পুরশ্চরণং ষট্‌সহস্রজপঃ ।

পুরশ্চরণকালে তু ষট্‌সহস্রং মনুং জপেৎ ।

তদদশাংশং ছনেদাভ্যোঃ শর্করা-মধুভিঃ সহ ॥

ব্রহ্মবৃক্ষোদ্ভবৈঃ কাঠৈঃ সাধকঃ শক্তিভিঃ সহ' ॥ ৬

রত্নাভূষ্ট-শক্তিভিঃ সহ মূলদেব্যা হোমং কুর্যাদিতি সমুদায়ার্থঃ । অস্তাঃ পুরশ্চরণান্তে প্রয়োগঃ ॥ ৭

চতুস্পথে শ্মশানে বা কলামধ্যে চ মাস্ত্রিকঃ ।

মংস্‌ মাংসং পায়সঞ্চ দত্ত্বান্ ধূপঞ্চ গুগ্‌ গুলুম্ ॥ ৮

রাত্রি-যোগেন কর্তব্যং সদা পূর্ণশ্চ সাধকঃ ।

এবং প্রয়োগমাত্রেণ কবিতা জায়তে ধ্রুবম্ ॥ ৯

অগ্নিস্তম্ভং জলস্তম্ভং বাক্‌স্তম্ভং কারয়েদ্‌ ধ্রুবম্ ।

শাস্ত্রে বাদে কবিভে চ বৃহস্পতিরিবাপরঃ ॥ ১০

অনেনৈব বিধানেন মাতঙ্গী সিদ্ধিদায়িনী ।

নূনং তদ্‌ গৃহমাগত্য কুবেরো দীয়তে বসু ।

বিনা মংসৈর্বিনা মাংসৈর্নার্চয়েৎ পরদেবতাম্ ॥ ১১

ইতি মাতঙ্গী-প্রকরণম্ ।

এই বিদ্যার পুরশ্চরণ ছট্‌সহস্র মন্ত্র জপ । তন্ম্বে বলিরাহেন—পুরশ্চরণকালে ছয় সহস্র মন্ত্র জপ করিবে । শর্করা ও মধুর সহিত আভ্যোর দ্বারা জপের দশাংশ হোম করিবে । সাধক ব্রহ্মবৃক্ষের (পলাশের) কাঠের দ্বারা শক্তিগণের সহিত দেবীর হোম করিবে । ৬

রতি প্রভৃতি অষ্টশক্তির সহিত মূলদেবীর হোম করিবেন । ইহাই সমুদায় বাক্যের অর্থ । এই মন্ত্রের পুরশ্চরণের শেষে প্রয়োগ কর্তব্য । ৭

মন্ত্রবিৎ সাধক চতুস্পথে, শ্মশানে অথবা কলামধ্যে (স্ত্রীমধ্যে) ধূপ, গুগ্‌ গুলু, মংস, মাংস ও পায়স দিবে । রাত্রিকালে ইহার প্রয়োগ কর্তব্য । ইহাতে সাধক পূর্ণ হয় । এইরূপ প্রয়োগ মাত্রের দ্বারা নিশ্চয় কবিত্ব জন্মে । অগ্নিস্তম্ভ, জলস্তম্ভ ও বাক্‌স্তম্ভ অবশ্যই করায় । শাস্ত্রে, বাদে ও কবিভে দ্বিতীয় বৃহস্পতির গায় হয় । ৮-১০

এই বিধানের দ্বারাই মাতঙ্গী সিদ্ধিদায়িনী হন । কুবের মাতঙ্গী-সাধকের গৃহে আসিয়া অবশ্যই ধন প্রদান করেন । এই পরদেবতাকে মংস বিনা মাংস বিনা অর্চনা করিবে না । মাতঙ্গী প্রকরণ সমাপ্ত । ১১

অথোচ্ছিষ্টচাণালিনী ।

ফেংকারিণ্যাম্—উক্ত। চোচ্ছিষ্টশব্দস্ত তথা চাণালিনীতি^১ চ ।

সুখীতি ততো দেবীং কীৰ্ত্তয়েতদনন্তরম্ ॥ ১২

মহাপিশাচিনীং পশ্চাৎলজ্জাবীজস্ততঃ পরম্ ।

নাদবিন্দু-সমাক্রান্তং ঠকার-ত্রিতয়ং^২ ততঃ ।

সবিসর্গং মহাদেবি ! সর্বসিদ্ধি-প্রদায়কম্ ॥ ১৩

তথাচ—উচ্ছিষ্ট-চাণালিনী সুখী দেবী মহাপিশাচিনী হ্রীং ঠঃ ঠঃ ঠঃ^৩ । ১৪

অথ মন্ত্রান্তরম্^৪ । তদন্তঃ তদ্রাস্তরে—

অথবোচ্ছিষ্ট-চাণালি মাতঙ্গি-পদমীরয়েৎ ।

ততঃ সর্ববশঞ্চাস্তে করি ! হ্রদ্বহিবল্লভা ।

একোনবিংশতিবর্ণৈঃ সর্বসিদ্ধি-করো ভরেৎ ॥ ১৫ ইতি ।

উচ্ছিষ্ট-চাণালি ! মাতঙ্গি । সর্ববশঙ্করি ! নমঃ স্বাহা ॥ ইত্যন-
বিংশত্যঙ্করম্ । ১৬

অনন্তর উচ্ছিষ্ট চাণালিনী । ফেংকারিণী তন্ত্রে বলিয়াছেন—উচ্ছিষ্ট বলিয়া
চাণালিনী এই পদ, সুখী এই পদ, তাহার পর দেবীপদ বলিবে । তাহার অনন্তর
মহাপিশাচিনী পদ, পরে লজ্জাবীজ (হ্রীং), তাহার পর নাদবিন্দু যুক্ত সবিসর্গ ঠকার
তিনটি লিখিবে । হে মহাদেবি ! ইহা সর্বসিদ্ধি প্রদায়ক । ১২-১৩

তাহা হইলে মন্ত্রটি হয়—উচ্ছিষ্ট-চাণালিনী সুখী দেবী মহাপিশাচিনী হ্রীং ঠঃ
ঠঃ ঠঃ । ১৪

অনন্তর উচ্ছিষ্ট-চাণালিনীর মন্ত্রান্তর কথিত হইতেছে । তদ্রাস্তরে তাহা উক্ত
হইয়াছে যে—

অথবা উচ্ছিষ্ট-চাণালি ! মাতঙ্গি ! পদ উচ্চারণ করিবে । তাহার পর সর্ববশং
পদের অন্তে করি । পদ, হ্রৎ (নমঃ) পদ ও বহিবল্লভা (স্বাহা) । এই একোন-
বিংশতি (১১) বর্ণের দ্বারা গঠিত এই মন্ত্র সর্বসিদ্ধিকর হয় । ১৫

তাহা হইলে—উচ্ছিষ্ট-চাণালি ! মাতঙ্গি ! সর্ববশঙ্করি ! নমঃ স্বাহা—এই
ঊনবিংশতি অঙ্করের মন্ত্র । ১৬

১। ক—তথা চাণালিনীতি । ২। খ—ঠকারত্রিতয়ং ততঃ । ৩। ঘ—হ্রীং ঠঃ ঠঃ ।

৪। ঙ—মন্ত্রান্তরম্ । উচ্ছিষ্টচাণালি মাতঙ্গি সর্ববশঙ্করি নমঃ স্বাহা । মন্ত্রান্তরং বাপ্তবং স্বাহা ।

অথবা—বাগ্ভবঃ মায়া কামঃ সৌঃ ঐ জ্যেষ্ঠ-মাতঙ্গি ! নমামি উচ্ছিষ্ট-
চাণালি ! ত্রৈলোক্য-বশঙ্করি ! বাহ্যঃ^১ । ইত্যষ্ট-বিংশত্যঙ্করী । ইয়মাদি-
বাগ্ভব-রহিতা সতী কৃচ্ছা চ ভবতি । মন্ত্রদেবপ্রকাশিকায়াম্ (১৭)—

ইমাং বিদ্যাং জপেশানি ! চাপরাং হুং-সমম্বিতাম্ ।

ইয়ং বিদ্যা মহাবিদ্যা সর্বপাপপহারিণী ॥ ১৮

সুখদা মোক্ষদা চৈব রাজ্য-সৌভাগ্য-দায়িকা ।

যাং যাং প্রার্থয়তে সিদ্ধিং হঠাৎ তাং তামবাপ্নুয়াৎ^২ ॥ ১৯

বিধানঞ্চ প্রবক্ষ্যামি শৃণু দেবি ! বরাননে ! ।

ভোজনানন্তরং দেবি ! বিনৈবাচমনে কৃতে ॥ ২০

বলিং দত্তাং প্রথমতো মূলমন্ত্রেণ সাধকঃ ।

ততো মন্ত্রং জপেদ্ধ্যাত্বা দেবীং তামিষ্ট-সিদ্ধয়ে ॥ ২১

বলিমপ্যচ্ছিষ্টেন । ধ্যানন্ত—

শবোপরি সমাসীনাং রক্তাস্বর-পরিচ্ছদাম্ ।

রক্তালঙ্কার-সংযুক্তাং গুঞ্জাহার-বিভূষিতাম্ ॥ ২২

অথবা বাগ্ভব (ঐং), মায়া (হ্রীং), কাম (ক্লীং), সৌঃ ঐং জ্যেষ্ঠ-মাতঙ্গি !
নমামি উচ্ছিষ্ট-চাণালি ! ত্রৈলোক্যবশঙ্করি ! বাহ্য—ইহা অষ্টাবিংশত্যঙ্করী বিদ্যা ।
এই বিদ্যা প্রথমে বাগ্ভব বীজ রহিত ইইয়া কুর্চ বীজাদিও হয় । মন্ত্রদেব-প্রকাশিকার
বলিয়াছেন (১৭)—

হে ঈশানি ! হুং-সমম্বিতা অপরা এই বিদ্যাকে জপ কর । এই বিদ্যা মহাবিদ্যা
ও সমস্ত পাপের বিনাশিকা, সুখদা, মোক্ষদা, রাজ্য ও সৌভাগ্য দায়িনী । যে ব্যক্তি
যে সিদ্ধি প্রার্থনা করে, সেই ব্যক্তি সেই সিদ্ধি হঠাৎ লাভ করে । ১৮-১৯

হে দেবি ! বরাননে ! ইহার বিধান বলিতেছি, শ্রবণ কর । হে দেবি ! সাধক
ভোজনের অনন্তর আচমন বিনাই প্রথমতঃ মূলমন্ত্রের দ্বারা বলি দিবে । তাহার পর
ইষ্ট সিদ্ধির নিমিত্ত দেবীকে ধ্যান করিয়া মন্ত্র জপ করিবে । উচ্ছিষ্টের দ্বারা বলি
দিবে । ২০-২১

ধ্যানের অর্থ—মন্ত্রবিৎ শ্রেষ্ঠ শবের উপরে সমাসীনা, রক্তবস্ত্র পরিহিতা, রক্তা-
লঙ্কারে ভূষিতা, গুঞ্জাহারে যুজিতা, বোড়লবর্মীয়া সুবতী, লীন ও উন্নত শুন-ধারিণী,

ষোড়শাঙ্গাং যুবতীং পীনোন্নত-পয়োধরাম্ ।

কপাল-কর্তৃকাহুতাং পরাং জ্যোতিঃ-স্বরূপিণীম্ ।

বামদক্ষিণযোগেন ধ্যারেন্নম্ন-বিহস্তমঃ ॥ ২৩

তথা—

উচ্ছিষ্টেন বলিং দত্ত্বা অপেৎ তদগতমানসঃ ।

উচ্ছিষ্টেন চ কর্তব্যো জাপোহস্তাঃ সিদ্ধিমিচ্ছতা ।

উচ্ছিষ্টে অপমানস্য জায়ন্তে সর্ব-সিদ্ধয়ঃ^১ ॥ ২৪

অপরঞ্চ প্রবক্ষ্যামি শৃণু দেবি ! ফলপ্রদম্ ।

হোমঞ্চ তর্পণং চৈব সর্বকামার্থ-সিদ্ধয়ে ॥ ২৫

স্থণ্ডিলে মণ্ডলং কৃত্বা চতুরস্রং সমস্ততঃ ।

পূজয়েন্ মণ্ডলং দেবি ? মূলমন্ত্রেণ সাধকঃ ॥ ২৬

স্থণ্ডিলে চতুরস্রমণ্ডলং কৃত্বা মূলমুচ্চার্য্য ওঁ মণ্ডলায় নমঃ ইতি মণ্ডলমভ্যর্চ্য
বহিস্বরূপাং^২ দেবতাং ধ্যান্য জুহুয়াৎ । তথা চ—

ততো দেবীং সন্নাধায়-বহিরূপাং ব্যবস্থিতাম্ ।

দেবীং ধ্যান্য চরেদ্ধোমং দধি-সিদ্ধার্থ-তণ্ডুলৈঃ ।

সহস্র-মাত্র-হোমেন রাজ্য চ বশগো ভবেৎ ॥

হস্তে কপাল ও কর্ত্রিকাধারিণী, পরা, জ্যোতিঃ-স্বরূপিণী উচ্ছিষ্ট চাণ্ডালিনীকে বাম
ও দক্ষিণ মার্গে ধ্যান করিবে । ২২-২৩

সেইরূপ আরও বলিয়াছেন—উচ্ছিষ্ট দ্রব্যের দ্বারা বলি দিয়া তদগত-চিত্ত হইয়া
জপ করিবে। সিদ্ধিকামী সাধক উচ্ছিষ্ট মুখেই এই বিদ্যার জপ করিবে। উচ্ছিষ্ট
মুখে জপকারী ব্যক্তির সমস্ত সিদ্ধি জন্মে । ২৪

হে দেবি ! ফলপ্রদ অপর বিধি বলিতেছি, শ্রবণ কর । সমস্ত কামনার সিদ্ধির
জন্য হোম ও তর্পণ করিবে। হে দেবি ! স্থণ্ডিলে চারিদিকে চতুরস্র মণ্ডল করিয়া
সাধক মূলমন্ত্রে উচ্ছিষ্ট চাণ্ডালিনী দেবীকে পূজা করিবে । ২৫-২৬

স্থণ্ডিলে চতুরস্র মণ্ডল করিয়া মূলমন্ত্র উচ্চারণ করিয়া ওঁ স্থণ্ডিলায় নমঃ এই মন্ত্রে
মণ্ডলকে অর্চনা করিয়া দেবতাকে বহিস্বরূপ ধ্যান করিয়া হোম করিবেন । তাহাই
উক্ত হইরাছে যে—

তাহার পর সেই চতুরস্র মণ্ডলে বহিরূপে ব্যবস্থিতা দেবীর আধান করিয়া

১। ঋ—সিদ্ধয়ঃ । স্থণ্ডিলে চতুরস্র মণ্ডলং । ২। ঋ—বহিস্বরূপাং ব্যবস্থিতাং । দেবীং
ধ্যান্য চরেৎ ।

মার্জারস্ত তু মাংসেন দেব্যা হোমং সমাচরেৎ ।
 স প্রামোতি পরাং বিজ্ঞাং সর্বশাস্ত্র-বশীকৃতাম্ ॥ ২৭
 ছাগ-মাংসেন হোমেন ভবন্তি কুল-সিদ্ধয়ঃ ।
 বিজ্ঞা-কামশ্চরেদ্ধোমং শর্করা-ঘৃতৈ-পায়সৈঃ ।
 নুনং তস্য ভবন্ত্যেব সত্তো বিজ্ঞাশ্চতুর্দশ ॥ ২৮
 বিম্বপত্রৈস্ত্রিমধ্বকৈর্মাসমেকং সমাহিতঃ ।
 বক্ষ্যাপি লভতে পুত্রং চিরজীবিনমুত্তমম্ ॥ ২৯
 কর্ককু-কুশুমং হৃদা রক্তং মধু-সমন্বিতম্ ।
 ছুর্ভগায়া হঠাদেবি ! সৌভাগ্যং শুভদায়কম্ ॥ ৩০
 রজস্বলায়া বস্ত্রেণ মধুনা পায়সেন চ ।
 হোমং কৃত্বা মহাদেবি ! ত্রৈলোক্যং বশমানয়েৎ ॥ ৩১
 ইত্যেষা কথিতা দেবি ! সর্বপাপপ্রণাশিনী ।
 উচ্ছিষ্টে দূষণং ত্যজ্জ্বা অপবিত্রো জপেদ্ ধ্রুবম্ ॥ ৩২

অত্র যন্তপি পুরণশ্চরণং নোক্তং, তথাপ্যষ্টোত্তর-সহস্রং জপঃ তদুদ্দেশ্যেন
 হোমাদিকঞ্চ বোধ্যম্ । তথা চ (৩৩)—

দেবীকে ধ্যান করিয়া দধি, সিদ্ধার্থ ও তণ্ডুলের দ্বারা হোম করিবেন । সহস্রশাস্ত্র
 হোমের দ্বারা রাজ্য বশবর্তী হইবেন ।

মার্জারের মাংসের দ্বারা দেবীর হোম করিবেন । সে সর্বশাস্ত্র বশীকৃত পরা
 বিদ্যাকে লাভ করে । ছাগমাংসের হোমের দ্বারা কুলসিদ্ধিসমূহ হইয়া থাকে ।
 বিদ্যাকামী সাধক শর্করা, ঘৃত ও পায়সের দ্বারা হোম করিবে । তৎকণাং তাহার
 চতুর্দশ বিদ্যালভ অবশ্যই হইয়া থাকে । ২৭-২৮

ত্রিমধুরাপ্ত বিম্ব পত্রের দ্বারা সমাহিত হইয়া এক মাস হোম করিবে । বক্ষ্যাপি
 চিরজীবী উত্তম পুত্র লাভ করে । হে দেবি ! রক্ত ও মধু সংযুক্ত কর্ককু পুষ্প হোম
 করিয়া ছুর্ভাগ্য হঠাৎ শুভদায়ক সৌভাগ্য জন্মে । ২৯-৩০

হে মহাদেবি ! রজঃস্বলার বস্ত্রে দ্বারা, মধু দ্বারা ও পায়সের দ্বারা হোম করিয়া
 ত্রৈলোক্যকে বশে আনিতে পারিবে । হে দেবি ! সর্বপাপপ্রণাশিনী এই বিদ্যা কথিত
 হইল । উচ্ছিষ্টে দোষ ত্যাগ করিয়া অপবিত্র হইয়া অবশ্য জপ করিবে । ৩১-৩২

যদিও এই স্থলে পুরশ্চরণ উক্ত হয় নাই, তথাপি অষ্টোত্তর সহস্র জপ এবং তাহার
 দশাংশ হোমাদি কর্তব্য জানিবেন । তাহাই উক্ত হইয়াছে যে (৩৩)—

যেষাং জপে চ হোমে চ সংখ্যা নোক্তা মনীয়মিতি: ।

তেষামষ্ট-সহস্রাণি সংখ্যা শ্রাঙ্গপ-হোময়ো: ॥ ৩৪ ॥ ইতি ।

অষ্টসহস্রমষ্টোত্তরসহস্রমিতি সম্প্রদায়: । আসাং সিদ্ধ-বিজ্ঞানং
পুরশ্চরণং নাস্তীতি কেচিৎ^১ । তন্ন । সিদ্ধবিজ্ঞানাং পুরশ্চরণশ্রোক্তদ্বাং । ৩৪

ইত্যুচ্ছিষ্টচাণালিনী-প্রকরণম্ ।

অথ ধুমাবতী

ফেংকারিণ্যাং—দাস্তাবর্ঘীশ-বিন্দুস্তৌ বীজং ধুমাবতী দ্বিষ্ট: ।

ধুমাবতী-মন্ত্ৰঃ প্রোক্তো বৈরিনিগ্রহ-কারক:² ॥ ৩৫

তেন ধুং ধুং ধুমাবতি স্বাহা ইতি সিদ্ধম্ । অস্ত্রা: পূজা—প্রাতঃ-কৃত্যাদি³-
ভূতভুতাদি-প্রাণায়ামাস্তং বিধায় ঋজাদিভ্যাসং কুর্য্যাৎ । শিরসি—পিপ্লবাদ
ঋষয়ে নম: । মুখে—বিরাট্ ছন্দসে নম:⁴ । হৃদি—ধুমাবতৌ দেবতায়ৈ
নম: ॥ ৩৬

তত: করাজ্ঞাসৌ । ধাঁ অঙ্গুষ্ঠাভ্যাং নম:, ধী⁵ তর্জনীভ্যাং স্বাহা ।
ইত্যাদিনা ধাঁ হৃদয়ায় নম: ইত্যাদিনা চ । ততো ধ্যায়েৎ (৩৭)—

যে মন্ত্রসমূহের জপে ও হোমে মনীয়গণ কর্তৃক সংখ্যা উক্ত হয় নাই, সেই মন্ত্র
সমূহের জপ ও হোম অষ্টসহস্র সংখ্যক উক্ত হইয়াছে ।

অষ্টসহস্রং অর্থ—অষ্টোত্তর সহস্র—ইহা সম্প্রদায়গণ বলেন । এই বিদ্যাগুলি সিদ্ধ
বিদ্যা বলিয়া পুরশ্চরণ নাই, ইহা কেহ কেহ বলেন । তাহা সঙ্গত নহে, যেহেতু সিদ্ধ
বিদ্যাসমূহের পুরশ্চরণ উক্ত হইয়াছে । উচ্ছিষ্ট চাণালিনীর প্রকরণ সমাপ্ত হইল । ৩৪

অনন্তর ধুমাবতী । ফেংকারিণী তন্ত্রে বলিয়াছেন—অর্ঘীশ (উ) ও বিন্দু অন্ত
দুইটি দান্ত ধবর্ষ (ধুং ধুং), তাহার পর ধুমাবতি ও দ্বিষ্ট (স্বাহা) । বৈরিনিগ্রহকারক
এই ধুমাবতী মন্ত্র কথিত হইয়াছে । ৩৫

তাহাতে ধুং ধুং ধুমাবতি স্বাহা এই মন্ত্র সিদ্ধ হয় । এই বিদ্যার পূজা প্রয়োগ—
প্রাতঃকৃত্যাদি ভূতভুতি প্রভৃতি হইতে প্রাণায়াম পর্য্যন্ত করিয়া ঋজাদি ভ্যাস করিবেন ।
যথা মন্ত্ৰকে —৩^১ পিপ্লবাদ ঋষয়ে নম: । মুখে—৩^২ বিরাট্ ছন্দসে নম: । হৃদয়ে
৩^৩ ধুমাবতৌ দেবতায়ৈ নম: । ৩৬

তাহার পর করাজ্ঞাসৌ । যথা—৩^৪ ধাঁ অঙ্গুষ্ঠাভ্যাং নম:, ৩^৫ ধীং তর্জনীভ্যাং

১। ধ—নাস্তীতি বচন: ।

২। ধ—কারক: । অস্ত্রা: পূজা ।

৩। ধ—প্রাতঃ

কৃত্যাদিকং কৃত্বা ভূতভুতি প্রাণায়ামৌ চ কৃত্বা ঋজাদি ।

৪। ধ—নম: । তত: করাজ্ঞাসৌ ।

বিবর্ণা চকলা কৃষ্ণা দীর্ঘা চ মলিনাশ্রয়া ।

বিমুক্ত-কুন্তলা কৃষ্ণা বিধবা বিরল-দ্বিজা ॥ ৩৮

কাকধ্বজ-রথাক্রাটা বিলম্বিত-পয়োধরা ।

শূর্ণহস্তাতিরুকাকী^১ ধূতহস্তা বরাহিতা ॥ ৩৯

প্রবৃদ্ধ-ষোণা তু ভূশং কুটীলা কুটিলেক্ষণা ।

ক্ষুৎ-পিপাসাদিতা নিত্যং ভয়দা কলহাম্পদা ॥ ৪০

বিরলদ্বিজা—বিরলদস্তা ।

জপেৎ কৃষ্ণ-চতুর্দশাং পুরশ্চরণ-সিদ্ধয়ে ।

উপবাসরতো মন্ত্রী শূচ্যাগারে দিবানিশম্ ॥ ৪১

শ্মশানে বিপিনে বাপি জপেন্নকন্ত বাগ্‌যতঃ ।

সোক্ষীশ আর্দ্রবাসাশ্চ পুরশ্চরণ-কর্মণি ॥ ৪২

আখ্যোপরি লিখেন্নম্নঃ তস্মিন্ স্থাপ্য শিবং যজেৎ^২ ।

অবষ্টভ্য শিবং শত্রু-নাশ্না তু প্রজপেন্নম্ ॥ ৪৩

সহস্রশ্লোকিতঃ শত্রুজ্ঞ^৩ রেণ পরিভূয়তে ।

ব্রাহ্ম ইত্যাদি প্রকারে করুণাস ও^১ ষাং হৃদয়ায় নমঃ ইত্যাদি প্রকারে অঙ্গুণাস করিয়া ধ্যান করিবেন । ৩৭

বিবর্ণা, চকলা, কৃষ্ণা, দীর্ঘা, মলিনবসনা, বিমুক্তকেশা, কৃষ্ণা, বিধবা, বিরলদস্তা কাকধ্বজ রথে আক্রাটা বিশেষভাবে লম্বিত-স্তনধারিণী শূর্ণহস্তা অতিরুক্কনয়না, কশিত-হস্তা বরমুদ্রাধারিণী, দীর্ঘনাসিকা, অত্যন্ত কুটীলা, কুটিলনয়না, সর্বদা ক্ষুৎ-পিপাসায় পীড়িতা, ভয়প্রদা, কলহপ্রিয়া । ধূমাবতীতে ধ্যান করিবে । ৩৮-৪০

বিরলদ্বিজা—বিরল দস্তা । পুরশ্চরণ সিদ্ধির জন্য মন্ত্রজ্ঞ সাধক উপবাসী হইয়া শূচ্যাগৃহে কৃষ্ণ চতুর্দশীতে দিবারাত্রিতে জপ করিবে । ৪১

শ্মশানে অথবা অরণ্যে আর্দ্রবস্ত্র পরিধান করিয়া ও উক্ষীশ ধারণ করিয়া পুরশ্চরণ কার্যে বাগ্‌যত হইয়া লক্ষ মন্ত্র জপ করিবে ।

শত্রুনাশের উপরে মন্ত্র লিখিবে । তাহার উপর শিবস্থাপন করিয়া পূজা করিবে । সেই মন্ত্রকে অবষ্টভ (অবলম্বন) করিয়া শত্রুনাশের সহিত মন্ত্র জপ করিবে । সহস্রাঙ্ক

১। ঐ—শূর্ণহস্তাতিরুকাকী। ২। ঐ—যজেৎ। অমৃতং ত্রিশুং নাশয়েত্যাকারাদি লিখিতায়া আখ্যায় উপরি শ্লোকঃ বিলিখ্য তত্র শিবমাখ্যায় যজেদিত্যর্থঃ। তথাচ অবষ্টভা।

পঞ্চগব্যেন শান্তিঃ স্যাদ্ভরশ্চ পয়সাপি বা^১ ॥ ৪৪

আখ্যোপরি—রিপুনামোপরি । তন্মিহ্নস্ত্রে অবষ্টভ্যালস্য শত্রুনাম্না সহ
মন্ত্রং জপেৎ । শত্রুনাম-সাহিত্যঞ্চ অমুকমুৎসাদয়েতি শত্রুনামোত্তরযোগঃ ।
পঞ্চগব্যেন পয়সা বা জুহুয়াৎ । অরিণমভিষিঞ্চেদিহ ভরশ্চ শান্তির্ভবতীত্যর্থঃ । ৪৫

তথা— কৃতা মন্ত্রে রিপোরাখ্যামরণ্যে যামিনীদলে ।

উৎসাদো জায়তে শত্রোর্মিনোরযুতজাপতঃ^২ ॥ ৪৬

অমুকমুৎসাদয় ইত্যনন্তরং মন্ত্রং সংযোজ্য যামিনীদলেহর্জিরাত্রে মন্ত্রস্তায়ুত-
জপতঃ শত্রোকুন্মূলনং ভবতি । ৪৭

তথা— দক্ষা কাকং শ্মশানাগ্রৌ তদুত্সাদায় মন্ত্রিতম্ ।

বিরোধিনামষ্টাশাসু সত্ৰ উচ্চাটনং রিপোঃ ॥ ৪৮

যামিনী হরিদ্রা । তথা হরিদ্রাপত্রে মন্ত্রং বিলিখ্য রিপোরাখ্যাং অমুকং
রিপুং নাশয়েতি স্বরূপাং বিলিখ্য এতাদৃশমন্ত্রমযুতং জপেদিত্যর্থঃ ।^৩

জপ হইলেই শত্রু জ্বরের দ্বারা অভিভূত হয় । পঞ্চগব্য অথবা হুঙ্কর দ্বারা হোম
করিলে জ্বরের শান্তি হয় । ৪৩-৪৪

আখ্যোপরি—শত্রুনােমের উপরে । সেই মন্ত্রে অবষ্টভ অর্থাৎ অবলম্বন করিয়া
শত্রুর নামের সহিত মন্ত্র জপ করিবে । শত্রু নামের সাহিত্য হইতেছে—অমুকম্
উৎসাদয় এইটির শত্রুনােমের পর যোগ । পঞ্চগব্য দ্বারা অথবা হুঙ্ক দ্বারা হোম করিবে ।
জ্বর পীড়িত ব্যক্তিকে অভিষেক করিলে সঙ্গে সঙ্গে জ্বরের শান্তি হইবে । এই
অর্থ । ৪৫

সেইরূপ আরও উক্ত হইয়াছে—অরণ্যে যামিনীদলে (হরিদ্রাপত্রে) মন্ত্রে শত্রুর
নাম লিখিয়া অযুত মন্ত্র জপ করিলে শত্রুর অরসাদ জন্মে । ৪৬

অমুকম্ উৎসাদয় ইহার পর মন্ত্র যোগ করিয়া যামিনীদলে হরিদ্রাপত্রে লিখিত
মন্ত্রের অযুত জপের দ্বারা শত্রুর উন্মূলন হয় । ৪৭

সেইরূপ আরও উক্ত হইয়াছে—শ্মশানের অগ্নি দ্বারা কাককে দহু করিয়া তাহার
তন্ত্র আনিয়া মন্ত্রের দ্বারা অষ্টোত্তর শতবার তাহাকে মন্ত্রিত করিয়া শত্রুর আট দিকে
নিক্ষেপ করিবে । ৪৮

১। খ—পয়সাপি বা । পূর্ববৎ পঞ্চোপচারৈঃ সম্পূজ্য শত্রুনাম্না শিবমবষ্টভ্য বক্ষ্যমাণবিদ্যাং
আদ্যন্তমন্ত্রেণ সমুদারমদ্বারভ্য শত্রুনামলিখনযুক্তং কৃতা পঞ্চপতং মূলমন্ত্রং জপেদিত্যর্থঃ । তথা কৃতা
মন্ত্রে । ২। খ—অযুতজাপতঃ । দক্ষা কাকং । ৩। ক—যামিনীত্যাদীত্যর্থঃ ইত্যন্তঃ পাঠো নাস্তি ।

মন্ত্রিতমিতি অষ্টোত্তরশতেনেত্যর্থঃ । তথাচ হরিদ্রাপত্রে শত্রোর্নাম লিখিত্বা^১
শত্রুণামষ্টাশাষ্টদিশু ক্রিপেদিত্যর্থঃ ॥ ৪৯

তথা— শ্মশান-ভস্মনা কৃত্বা শিবং তস্যোপরি স্তম্বেৎ ।

বিরোধি-নাম-সংরুদ্ধং কৃষ্ণপক্ষে সমর্চয়েৎ ॥ ৫০

তস্মা শিবস্মা উপরি বিরোধি-নাম লিখেদিত্যর্থঃ । নাম কীদৃক্ ? সংরুদ্ধং
আত্মস্ত-মধ্যেষু যোজিতম্ অর্থাৎ সমুদায়-মূলমন্ত্রেণেত্যর্থঃ । যথা—নাম
আত্মস্তমধ্যেষু মন্ত্রঃ স্যাদ্রোধনং তথেন্তি রোধন-লক্ষণমুক্তম্ ॥ ৫১

মহিষীক্ষীর-ধূপঞ্চ যদ্ যৎ শত্রুবিপৎ-করম্ ।

মহিষীক্লপমাসাচ্চ স্বপ্নে শত্রুং বিনাশয়েৎ ॥ ৫২

মহিষীক্ষীরধূপক্ষেতি শত্রোবিপন্নক্ষত্রং যৎ, তদাহুতা যা ঔষধিস্তয়া মহিষী-
ক্ষীরযোগাদ্ ধূপং কৃত্বা দাহ ইত্যর্থঃ ॥ ৫৩

যামিনী হরিদ্রা । তাহা হইলে হরিদ্রাপত্রে মন্ত্র লিখিয়া “অমুকং নাশয়” এইরূপ
শত্রুর নাম লিখিয়া এইরূপ মন্ত্র অমৃত জপ করিব—এই অর্থ ।

মন্ত্রিতং কথার অর্থ—মন্ত্রের দ্বারা অষ্টোত্তর শত বার মন্ত্রিতা । তাহা হইলে
হরিদ্রাপত্রে শত্রুর নাম লিখিয়া শত্রুগণের আট দিকে নিক্ষেপ করিবে—এই অর্থ । ৪৯

সেইরূপ আরও উক্ত হইয়াছে—শ্মশানভস্মের দ্বারা শিব নির্মাণ করিয়া তাহার
উপরে সংরুদ্ধ (আদি, মধ্য ও অন্তে মন্ত্রযুক্ত) শত্রুর নাম লিখিবে । কৃষ্ণপক্ষে
সম্যকভাবে অর্চনা করিবে । ৫০

সেই শিবের উপরে শত্রুর নাম লিখিবে, এই অর্থ । নামটি কিরূপ ? সংরুদ্ধ
নাম । আদি, মধ্য ও অন্তে সমুদায়মন্ত্রের দ্বারা যোজিত—এই অর্থ । যেমন—নামের
আদি, অধ্য ও অন্তে মন্ত্র হইবে । সেইরূপই রোধন । এই রোধনের লক্ষণ উক্ত
হইয়াছে । ৫১

সেইরূপ আরও উক্ত হইয়াছে—শত্রুর বিপৎকর যে নক্ষত্র, সে নক্ষত্রে মহিষীক্ষীর
যুক্ত ধূপ করিয়া পোড়াইবে । দেবী স্বপ্নে মহিষীর রূপ ধরিয়া শত্রুকে বিনাশ
করান । ৫২

মহিষীক্ষীর-ধূপঞ্চ ইহার অর্থ—শত্রুর যে বিপৎ নক্ষত্র, সেই বিপৎ নক্ষত্রে আহুত
ঔষধির সহিত মহিষীর ঘৃক মিশাইয়া ধূপ করিয়া দাহ করিবে । ৫৩

মন্ত্ৰেণানেন লিখনেন তন্ত্ৰস্য রিপুমন্দিরে ।

শত্ৰুমুচ্চাটয়েন্ নুনং নাত্ৰ কাৰ্য্যা বিচাৰণা ॥ ৫৪

মন্ত্ৰেণেতি মূলমুচ্চাৰ্য্যামুকং নাশয়েতি মন্ত্ৰেণেত্যর্থঃ । তন্ত্ৰমেতি চিত্তাত্ম
ধূপ-ভস্ম বেত্যর্থঃ ॥ ৫৫

শ্মশান-ভস্মনা লিঙ্গং কৃত্ব। পুষ্পাদিনার্চয়েৎ ।

ভগবন্নিতি সমাভাষ্য মনসা কৰ্ম চিন্তয়ন্ ॥ ৫৬

নিম্ব-কাকচ্ছদাবেকীকৃত্য চাষ্টশতং জপেৎ ।

দত্বাদ্ ধূপং সাধ্যনাম্না সত্বো বিদ্বেষয়য়েদরীন্ ॥ ৫৭

অন্ত্যর্থঃ—নিম্ব-কাকপক্ষাবেকীকৃত্য তদুপরি অষ্টোত্তরশতং জপ্ত। তেন
দ্রব্যোণামুকং দ্বেষয় দ্বেষয় ইত্যুচ্চাৰ্য্য মূলচ্চাৰ্য্য চ ধূপং দত্বাৎ । ৫৮

তথা— চিত্তিকার্ঠানলে ক্ষীর-হোমাচ্ছান্তিং সদা ভবেৎ । ৫৯

তথা— রজ্জো-ধূপপ্রদানেন গৃধ্ররূপেণ কালিকা ।

মারয়ত্যরিমাগত্য শান্তির্নির্মাল্য-ধূপতঃ ॥ ৬০

সেই ভস্ম এই মন্ত্ৰের দ্বারা শত্ৰুর গৃহে পুতিয়া দিবে। ইহা অবশ্যই শত্ৰুকে
উচ্চাটন করিবে। ইহাতে সন্দেহ করিবে না। ৫৪

মন্ত্ৰেণ কথার অর্থ—মূল মন্ত্ৰ উচ্চারণ করিয়া অমুকং নাশয় বলিলে যে মন্ত্ৰ হইবে,
তাহা দ্বারা। তন্ত্ৰস্য অর্থ—চিত্তাত্ম অথবা ধূপভস্ম। ৫৫

শ্মশান ভস্মের দ্বারা শিবলিঙ্গ করিয়া ভগবন্ এইরূপ সম্বোধন করিয়া মনে মনে
কৰ্ম চিন্তা করিতে করিতে পুষ্পাদি দ্বারা সেই শিবলিঙ্গের অর্চনা করিবে। ৫৬

নিম্ব ও কাকপক্ষ এক করিয়া অষ্টশত মন্ত্ৰ জপ করিবে। তাহার পর সাধ্যের নাম
উচ্চারণ করিয়া ধূপ দিবে। ইহা তৎক্ষণাৎ শত্ৰুগণকে বিদ্বিষ্ট করিবে। ৫৭

ইহার অর্থ—নিম্ব ও কাকপক্ষ এক করিয়া তাহার উপর ১০৮ বার মন্ত্ৰ জপ করিয়া
অমুকং দ্বেষয় দ্বেষয় উচ্চারণ করিয়া মূলমন্ত্ৰ উচ্চারণ করিয়া সেই দ্রব্যের দ্বারা ধূপ
দিবে। ৫৮

সেইরূপ আরও বলিয়াছেন—চিত্তিকাঠের অগ্নিতে ক্ষীর হোম করিলে সর্বদা
শান্তি হয়। ৫৯

সেইরূপ আরও বলিয়াছেন—শত্ৰুর পদরজঃ দ্বারা ধূপ প্রদান করিলে কালিকা
গৃধ্ররূপে অরির নিকট আসিয়া শত্ৰুকে মারিয়া ফেলেন। নির্মাল্য দ্বারা নির্মিত ধূপ
প্রদান করিলে শান্তি হয়। ৬০

বরাহ-কর্ণধূপেন হন্যাচ্ছকর-রূপিণী ।

অশ্বখপত্রধূপেন শান্তিৰ্ভবতি নাম্যথা ॥ ৬১

শান্তিঃ সৰ্বাভিচারস্ত পঞ্চগব্যেন জায়তে !

ক্ষীরেণ বাপি দেবেশি ! মধুর-ত্রিতয়েন বা ॥ ৬২

রাজোহত্র শত্রুপদধূলিঃ ॥

কীলে ক্ষীরতরোবিদৰ্ভ্য বিলিখনেন্নেণ নামাকরং

জপ্তালিখ্য পদদ্বয়ে তু নিখনেচ্ছাটনং বিদ্বিষাম্ ॥

তৎপাদদ্বয়ধূলিকীর্ণ-হবিষা দত্বাদ্ দ্বিজ্জেভ্যো বলিং

তজ্জপ্ত্বা চিতিভস্মকীলিতমরের্গেহে তচ্ছাটনম্ ॥ ৬৩

অস্যার্থঃ—ক্ষীরিতরোরশ্বখ-বট-পৰ্কট্যন্ততমস্য কীলে কীলদ্বয়ে মনুষ্যাকার-
লিখিতশত্রোঃ পদদ্বয়ে নিখনেৎ । কিং কুত্বা ? নামাকরং মন্ত্ৰেণ বিদৰ্ভ্য ।
বিদৰ্ভলক্ষণঞ্চ (৬৪)—

দে দে মন্ত্রাক্ষরে যত্র একৈকং সাধ্যনামকম্ ।

বিদৰ্ভিতস্ত তৎ প্রোক্তং সৰ্বরক্ষাকরং পরম্ ॥ ৬৫

বরাহ কর্ণের দ্বারা নির্মিত ধূপ প্রদান করিলে কালিকা শূকররূপে তাহাকে হত্যা করেন । অশ্বখ পত্রের দ্বারা নির্মিত ধূপ প্রদান করিলে শান্তি হয়, অন্য কোন প্রকারে শান্তি হয় না । ৬১

হে দেবেশি ! সমস্ত অভিচারের পঞ্চগব্যের দ্বারা হৃদয়ের দ্বারা অথবা মধুর ত্রিতয়ের দ্বারা শান্তি হয় । এ স্থলে রজঃ—শত্রুর পদধূলি । ৬২

ক্ষীর বৃক্ষের কীলকে মন্ত্ৰের দ্বারা শত্রুর নামাকর বিদৰ্ভিত করিয়া লিখিবে । তাহাতে অঙ্কিত পদদ্বয়ে এই মন্ত্ৰ-বিদৰ্ভিত নামাকর লিখিয়া মন্ত্ৰের দ্বারা জপ করিয়া শত্রুর গৃহে পুতিয়া দিবে । তাহাতে বিদ্বিষ্ট শত্রুগণের উচ্চাটন হইবে । সেই বিদ্বিষ্ট শত্রুর পদদ্বয়ের ধূলি মিশ্রিত হবির সহিত পক্ষিগণকে বলি দিবে । সেই মন্ত্ৰকে জপ করিয়া চিতাভস্মকে শত্রুর গৃহে কীলিত (প্রোথিত) করিবে । তাহাতে শত্রুর উচ্চাটন হইবে । ৬৩

এই শ্লোকের অর্থ—ক্ষীরবৃক্ষ বট, অশ্বখ, পৰ্কটী (পাকুড়) ইহাদের অন্ততম বৃক্ষের কীল অর্থাৎ কীলদ্বয়ে মনুষ্যাকারে লিখিত (অঙ্কিত) শত্রুর পদদ্বয়ে অঙ্কন করিবে । কি করিয়া অঙ্কন করিবে ? নামের অক্ষর বিদৰ্ভিত করিয়া । বিদৰ্ভের লক্ষণ হইতেছে (৬৪)—

তথা— মস্ত্রাঙ্করদ্বয়-মধ্যস্থং সাধ্যানামাক্ষরং লিখেৎ ।

বিদৰ্ভ এষ বিজ্ঞেয় ইতি চ । ৬৬

তথা চ—আদৌ মস্ত্রাঙ্করদ্বয়ং ততঃ সাধ্যাঙ্করমেকং পুনর্মস্ত্রাঙ্করদ্বয়ং ততঃ সাধ্যাঙ্করমেকং এবং ক্রমেণ যাবদক্ষরসমাপ্তিং লিখেৎ । অত্র মস্ত্রাদীনাং দ্বয়োরক্ষরয়োরন্তরে সাধ্যানামাক্ষরদ্বয়ং যোজয়েৎ । সাধ্যাঙ্করয়োর্দ্বয়োরন্তরে চ মস্ত্রাণামেকৈকাক্ষরং যোজয়েদिति সুভগানন্দঃ । দ্বিজৈভ্য ইতি পক্ষিভ্য ইত্যর্থঃ । ইতি ধুমাবতীপ্রকরণম্ ॥ ৬৭

অথ কর্ণপিশাচী । তদুক্তং তদ্রাস্তরে—

কর্ণাস্যেক্ষণ-লোহিতো বকগতোহনন্তশ্চিকারো বদা-

হতীতানাগত-শব্দযুক্তভুবনেশীবহিঃস্রাব্যতা ।

তারাচো মনুরেষ লক্ষ জপতো ব্যাসেন সংসেবিতঃ

সার্বজ্যং লভতেহচিরেণ নিয়তং পৈশাচিকী ভক্তিতঃ ॥ ১

যেখানে দুই দুইটি মস্ত্রের অক্ষরের পরে এক একটি সাধ্য শব্দের নামের অক্ষর যোজিত হয়, তাহা বিদৰ্ভিত কথিত হয় । উহা শ্রেষ্ঠ রক্ষাকর । ৬৫

সেইরূপ আরও বলিয়াছেন—মস্ত্রবর্ণ দ্বয়ের মধ্যবর্তী করিয়া সাধ্য-নামের অক্ষর লিখিবে । ইহাকে বিদৰ্ভ বলিয়া জানিবে । ৬৬

তাহা হইলে প্রথমে মস্ত্রাঙ্কর দ্বয়, তাহার পর সাধ্য নামের একটি অক্ষর, পুনরায় মস্ত্রের অক্ষর দ্বয়, তাহার পর সাধ্যানামের একটি অক্ষর । এই ক্রমে অক্ষরের সমাপ্তি পর্যন্ত লিখিবে ।

এই স্থলে সুভগানন্দ এই বলেন—মস্ত্রাদির দুইটি অক্ষরের মধ্যে সাধ্যানামের দুইটি অক্ষর যোজনা করিবেন । দ্বিজৈভ্যঃ অর্থ—পক্ষিগণকে । ৬৭

ধুমাবতী প্রকরণ সমাপ্ত হইল ।

অনন্তর কর্ণপিশাচী । তাহা তদ্রাস্তরে উক্ত হইয়াছে—কর্ণ শব্দের মুখে (পরে) ইক্ষণ (ই) যুক্ত লোহিত (প), বকগত (শকারগত) অনন্ত (আ), তাহার পর চিকার (চি) বদ অতীতানাগত শব্দযুক্ত ভুবনেশী (হ্রীং) বহিঃস্রাব্যতা (বাহা) শব্দযুক্ত ও প্রশবাদি বিদ্যা হইবে । তাহাতে মন্ত্রটি হয়—ও কর্ণপিশাচি বদাতীতানাগতং হ্রীং বাহা । ব্যাসকর্তৃক উপাসিত এই মন্ত্র । কর্ণপিশাচীর প্রতি ভক্তি পরায়ণ হইয়া এই মন্ত্র লক্ষজপ করিলে অচিরে অবশ্যই সার্বজ্য লাভ করে । ১

তথাচ—ওঁ কর্ণপিশাচি বদাতীতানাগতং হ্রীং স্বাহা ইত্যাকরো মন্ত্রঃ ।

ধ্যানং যথা (২)—

কৃষ্ণাং রক্তবিলোচনাং ত্রিনয়নাং খৰ্ব্বাঞ্চ লম্বোদরীং
বন্ধুকাক্ষাং-জিহ্বিকাং বরবরাভীষুক-করামুদ্রীম্ ।
ধুমার্টির্জটীলাং কপাল-বিলসৎ-পানি-দ্বয়াং চঞ্চলাং
সর্বজ্ঞাং শবহন্তং-কৃত্যধিবসতীং পৈশাচিকীং ত্বাং হুমঃ ॥ ৩

তন্ত্রে— নিশায়ামর্দ্ধরাত্রৌ চ হৃদি গুপ্তা পিশাচিকাম্ ।

দক্ষমীনং বলিং দত্ত্বা রাত্রৌ সংপূজ্য সংজপেৎ ॥ ৪

ওঁ কর্ণপিশাচি দক্ষমীনং বলিং গৃহ্ণ গৃহ্ণ মম সিদ্ধিং কুরু কুরু স্বাহা ইতি
দক্ষমীনবলিং দত্ত্বাৎ ॥ ৫

রক্ত-চন্দন-বন্ধুক-জবা-পুষ্পাদিকস্ত যৎ ।

অমৃতং কুরু দেবেশি ! স্বাহেতি প্রোক্ষয়েজ্জলৈঃ ॥ ৬

পূর্বাহ্নে কিঞ্চিজ্জপ্ত্বা মধ্যাহ্নে একভক্তং নিরামিষং ভুক্ত্বা রাত্রাবপি
তৎসংখ্যং জপেৎ । অন্যৎ কিঞ্চিন্ন ভোক্তব্যং তাম্বুলকাদিকং বিনা^১ । এবং

তাহা হইলে ওঁ কর্ণপিশাচি ! বদাতীতানাগতং হ্রীং স্বাহা, এই অক্ষররূপ মন্ত্র
হয় । ধ্যানের অর্থ—

কৃষ্ণবর্ণা, রক্তলোচনা, ত্রিনয়না, খৰ্ব্বা, লম্বোদরী, বন্ধুকের দ্বার অরুণবর্ণ
জিহ্বিকা, বর ও অভয়মুদ্রা যুক্ত হস্তধারিণী, উদ্রুখী, ধূত্রবর্ণ শিখা যুক্ত-দেহা, জটীলা,
কপাল ধরে শোভমান হস্তদ্বয় বিশিষ্টা, সর্বজ্ঞা, শবহন্তরে সমাসীনা পিশাচী দেবীকে
নমস্কার করি । ৩

তন্ত্রে বলিয়াছেন—রাত্রির অর্দ্ধরাত্রিতে পিশাচী দেবীকে হৃদয়ে স্থাপন (চিন্তা)
করিয়া দক্ষ মন্ত্র বলি দিয়া রাত্রিতে পূজা করিয়া জপ করিবে । ৪

ওঁ কর্ণপিশাচি ! দক্ষমীনং বলিং গৃহ্ণ গৃহ্ণ মম সিদ্ধিং কুরু কুরু স্বাহা এই মন্ত্রে
দক্ষ মন্ত্রকে বলি দিবে । ৫

রক্তচন্দন, বন্ধুকপুষ্প, জবাপুষ্পাদি স্বাহা কিছু ওঁ অমৃতং কুরু দেবেশি । স্বাহা
এই মন্ত্রে জলের দ্বারা প্রোক্ষণ করিবে । ৬

পূর্বাহ্নে কিছু জপ করিয়া মধ্যাহ্নে একবার নিরামিষ ভোজন করিয়া রাত্রিতেও
সেই সংখ্যা জপ করিবেন । তাম্বুল প্রভৃতি বিনা অন্য কিছু ভোজন করিবেন না ।

১। স্ব—বিনা । জপতঃ পরাং পরং । ওঁ কর্ণপিশাচীং তর্পয়ামি হ্রীং স্বাহা । এবং ক্রমেণ ।

ক্রমেণ লক্ষ্মেমকং^১ জপ্তা তত্তদশাংশেন হোমাদিকং কুর্যাৎ । হোমশক্তৌ
জপদশাংশ-তর্পণং কৃত্বা বরং প্রার্থয়েৎ । মূলং রক্তচন্দনেন লিখিত্বা^২ তত্র
পূজয়েৎ । ৭

সিদ্ধিলক্ষণস্ত গগনে হুংকারাদি শ্রবণং দীর্ঘাঘ্নিশিখাদর্শনক^৩ । অথ
মন্ত্রান্তরম্—ওঁ হ্রীং কর্ণপিশাচি মে কর্ণে কথয় হুং ফট্ স্বাহা ইতি^৪ সপ্তদশাক্ষরং
মন্ত্রং প্রদীপতৈলং পাদয়োদিত্বা রাত্রৌ লক্ষং জপেৎ, ততঃ সর্বজ্ঞো ভবতি ।
নাস্তি পূজাধ্যানম্ । তথা ওঁ ক্লীং জয়াদেবি স্বাহা ইত্যষ্টাক্ষরম্ । অস্ত্যাপি
শ্রাসাত্ত্যভাবঃ । পূর্বং লক্ষং জপ্তা গৃহগোধিকং নিহত্য তত্রোপবিশ্য জয়া-
দেবীং যথাশক্তি সম্পূজ্য তাবজ্জপেদ্ যাবৎ সা জীবতি, ততঃ সিধ্যতি ।
সিদ্ধৌ তু মনসাপি প্রশ্নে কৃতে সা আয়াতি, ততস্তস্তাঃ পৃষ্ঠে সর্বং ভূত-
ভবিষ্যাদিকং পশ্যতি । ইতি কর্ণপিশাচি প্রকরণম্ । ৮-৯

এই ক্রমে এক লক্ষ জপ করিয়া তাহার তাহার দশাংশ হোমাদি করিবেন । হোমে
অশক্ত হইলে জপের দশাংশ তর্পণ করিয়া বর প্রার্থনা করিবেন । রক্ত চন্দনের দ্বারা
মূল মন্ত্র লিখিয়া সেখানে পূজা করিবেন । কর্ণপিশাচী সিদ্ধির লক্ষণ হইতেছে গগনে
হুংকারাদির শ্রবণ ও দীর্ঘ অগ্নিশিখার দর্শন । ৭

অনন্তর কর্ণপিশাচীর মন্ত্রান্তর । ওঁ হ্রীং কর্ণপিশাচি । মে কর্ণে কথয় হুং ফট্ স্বাহা
এই সপ্তদশাক্ষর মন্ত্র হই পায়ে প্রদীপ তৈল দিয়া রাত্রিতে লক্ষ মন্ত্র জপ করিবে ।
তাহাতে সর্বজ্ঞ হয় । ইহীর পূজা ও ধ্যান নাই । ৮

ওঁ ক্লীং জয়াদেবি ! স্বাহা এইটি অষ্টাক্ষর মন্ত্র । এই মন্ত্রেরও শ্রাসাদি নাই ।
পূর্বে এক লক্ষ মন্ত্র জপ করিয়া গৃহ গোধিকাকে (টিকটিকি) হত্যা করিয়া, সেইখানে
বসিয়া জয়াদেবীকে যথাশক্তি পূজা করিয়া যে পর্য্যন্ত সে জীবিত না হয়, সে পর্য্যন্ত
জপ করিবেন । তাহার পর সিদ্ধি হয় । সিদ্ধি হইলে মনে মনে প্রশ্ন করিলে সেই
দেবী আসেন । তখন সে তাহার পৃষ্ঠদেশে ভূত ও ভবিষ্যৎ দর্শন করে । ৮-৯

কর্ণপিশাচী প্রকরণ সমাপ্ত হইল ।

১। ৭—লক্ষ্মেমকং পুরস্করণং কৃত্বা দশাংশং জুহুয়াৎ । তদভাবে দশাংশং তর্পণং কৃত্বা
বরং প্রার্থয়েৎ । — ২। ৭—লিখিত্বা বহ্নোপরীক্টদেবতাং পূজয়েৎ অথ সিদ্ধিলক্ষণস্ত । ৩। ৭—
শিখাদর্শনাৎ সিদ্ধিত্ত্ববিজ্ঞতীতি জ্ঞাত্বা যথা বিধিমাচরেৎ । ওঁ হ্রীং কর্ণপিশাচি । ৪। ৭—
স্বাহেতি প্রদীপতৈলং ।

অথ বিশালাক্ষী

আদিজামলে— ঐবমাত্মং সমুদ্রত্যা মায়াবীজং সমুদরেৎ ।

বিশালাক্ষীপদং ভেষ্টং হৃদস্তং মন্ত্রমুদরেৎ ॥ ১০

ওঁ হ্রীং বিশালাক্ষ্যৈ নমঃ ইত্যষ্টাক্ষরী । সদাশিব ঋষিঃ পঙক্তিচ্ছন্দো
বিশালাক্ষী দেবতা ওঁ শক্তিঃ হ্রীং বীজং ধর্মার্থকামমোক্ষেষু বিনিয়োগঃ ।
ওঁ হ্রাং অঙ্গুষ্ঠাভ্যাং নমঃ ইত্যাদিনা ওঁ হ্রাং হৃদয়ায় নমঃ ইত্যাদিনা চ
করাঙ্গস্থাসৌ । ততো মূলেন ব্যাপকং গ্রন্থা ধ্যারেৎ (১১)—

যথা— ধ্যারেদেবীং বিশালাক্ষীং তপ্তজাম্বুনদ-প্রভাম্ ।

দ্বিভুজামম্বিকাং চণ্ডাং খড়্গা-খর্পর-ধারিণীম্ ॥ ১২

নানালঙ্কার-সুভগাং রক্তাহ্বর-ধরাং শুভাম্ ।

সদা ষোড়শ-বর্ষীয়াং প্রসন্নাস্রাং ত্রিলোচনাম্ ॥ ১৩

মুণ্ডমালাবলী-রম্যাং পীতোন্নত-পয়োধরাম্ ।

শবোপরি মহাদেবীং জটামুকুট-মণ্ডিতাম্ ॥ ১৪

শত্রুকরকরীং দেবীং সাধকাভীষ্টদায়িকাম্ ।

সর্বসৌভাগ্য-জননীং মহাসম্পৎ প্রদাং স্মরেৎ ॥ ১৫

অনন্তর বিশালাক্ষী । আদি জামলে বলিয়াছেন—প্রথমে প্রণব উদ্ধার করিয়া
মায়াবীজ উদ্ধার করিবে, তাহার পর নমো অস্ত এবং ওঁ বিভক্ত্যন্ত বিশালাক্ষী পদ
উদ্ধার করিবে । ১০

ওঁ হ্রীং বিশালাক্ষ্যৈ নমঃ । ইহা অষ্টাক্ষরী মন্ত্র । এই মন্ত্রের সদাশিব ঋষি
পঙক্তি ছন্দঃ, বিশালাক্ষী দেবতা, ওঁ শক্তি, হ্রীং বীজ, ধর্ম, অর্থ, কাম ও মোক্ষলাভে
ইহার বিনিয়োগ । ওঁ হ্রাং অঙ্গুষ্ঠাভ্যাং নমঃ, ওঁ হ্রীং তর্জনীভ্যাং স্বাহা ইত্যাদি
প্রকারে করতাস ও ওঁ হ্রাং হৃদয়ায় নমঃ, ওঁ হ্রীং শিরসে স্বাহা ইত্যাদি প্রকারে
অঙ্গস্থাস করিবেন । তাহার পর মূলের দ্বারা ব্যাপক গ্রন্থা ধ্যান করিবেন । ১১

ধ্যানের অর্থ—তপ্ত জাম্বুনদের (সুবর্ণের) দ্বারা প্রভাবিশিষ্টা বিশালাক্ষী দেবীকে
ধ্যান করিবে । দ্বিভুজা, অম্বিকা, চণ্ডা, খড়্গ ও খর্পরধারিণী, নানা অলঙ্কারে
সৌভাগ্য-শালিনী, রক্তাহ্বরধরা, শুভা, সর্বদা ষোড়শবর্ষীয়া, প্রসন্নবদনা, ত্রিলোচনা,
মুণ্ডমালাবলীতে মনোহরা, পীন ও উন্নত স্তনধারিণী, শবোপরি সমাসীনা, জটামুকুটে
মণ্ডিতা, শত্রুকরকরী, দেবী, সাধকের অভীষ্টদায়িনী, সমস্ত সৌভাগ্যের, জননী,
মহাসম্পৎপ্রদা মহাদেবী বিশালাক্ষীকে স্মরণ করিবে । ১২-১৫

যন্ত্রস্ত ত্রিকোণমধ্যাষ্টপত্রপদ্মগর্ভং বৃত্তং চতুরস্রং চতুর্দ্বারম্^১ । মূলপূজান্তে
পত্রাণ্যেব পদ্মজাকী-বিক্রপাকী-রক্তাকী-মূলোচনৈকনেত্রা-দ্বিনেত্রা-কোট-
রাকী-ত্রিলোচনা ইত্যষ্টযোগিনীঃ পশ্চিমা দিতঃ^২ সম্পূজ্য তদ্বহিরিষ্টাদীন
বজ্রাদীংশ্চ সম্পূজ্য ধূপাদি-বিসর্জ্যনাস্তং কৰ্ম সমাপয়েৎ । পুরশ্চরণং বর্ণলক্ষ-
ক্ষপঃ । স্মৃতেন দশাংশহোমঃ । ১৬

ইতি বিশালাক্ষী প্রকরণম্ ।

অথ গৌরী । হ্রীং গৌরি রুদ্রদয়িতে যোগেশ্বরি হুং কট্ স্বাহা ।

হ্রীং গৌরি রুদ্রদয়িতে যোগেশ্বরি সর্বম কট্ ।

দ্বিষ্টান্তঃ ষোড়শার্ণোহয়ং মন্ত্রঃ সন্ধিরুদীরিতঃ ॥ ইতি । ১৭

ইতি ষোড়শাক্ষরী । অশ্রাঃ পূজা—প্রাতঃ-কৃত্যাদি প্রাণায়ামাস্তং কৃত্বা
ঋত্বাদীন্যসেৎ । পর্বত ঋষির্গায়ত্রীছন্দো গৌরী দেবতা । ততঃ ষড়্-দীর্ঘভাজা
মায়াবীজেন করাক্ষত্বাসৌ ॥ ধ্যানস্ত (১৮)—

এই বিশালাক্ষীর যন্ত্র । মধ্যে একটি ত্রিকোণ, তাহার পর বৃত্ত, অষ্টদল পদ্ম,
তাহার পর বৃত্ত, চতুরস্র ও চতুর্দ্বার অঙ্কন করিবেন । যথোপচারে মূলদেবতার পূজার
পরে পত্রের অগ্রে পশ্চিমা দিক্রমে পদ্মজাকী, বিক্রপাকী, রক্তাকী, মূলোচনা,
একনেত্রা, দ্বিনেত্রা, কোটরাকী ও ত্রিলোচনা—এই আট যোগিনীকে পূজা করিয়া
তাহার বাহিরে ইষ্টাদি লোকপাল ও বজ্রাদি অস্ত্র সমূহের পূজা করিয়া ধূপদান হইতে
বিসর্জন পর্য্যন্ত কৰ্মগুলি শেষ করিবেন । এই মন্ত্রের পুরশ্চরণ বর্ণলক্ষ (আট লক্ষ)
ক্ষপ, তাহার দশাংশ হোম । বিশালাক্ষী প্রকরণ সমাপ্ত হইল । ১৬

অনন্তর গৌরীমন্ত্র । হ্রীং গৌরি । রুদ্রদয়িতে । যোগেশ্বরি । সর্বম সহিত কট্,
অন্তে দ্বিষ্টঃ (স্বাহা) । গৌরীর এই ষোড়শাক্ষর মন্ত্র পণ্ডিতগণ কতৃক উক্ত
হইয়াছে । ১৭

তাহাতে হ্রীং গৌরি । রুদ্র-দয়িতে । যোগেশ্বরি । হুং কট্ স্বাহা । এই
ষোড়শাক্ষর মন্ত্র হয় । এই মন্ত্রের পূজা । প্রাতঃকৃত্য হইতে প্রাণায়াম পর্য্যন্ত করিয়া
ঋত্বাদির স্তাস করিবেন । এই মন্ত্রের পর্বত ঋষি, গায়ত্রী ছন্দঃ, গৌরী দেবতা ।

১ । ত্রিকোণং চাষ্টপত্রক ততো বৃত্তং সমালিখ্যৎ । চতুরস্রং চতুর্দ্বারমেবং বস্ত্রসমালিখ্যৎ ।

২ । ত্রিকোণান্তর্মহাদেবীং সম্পূজ্য যাতরঃ ক্রমাৎ । পদ্মজাকী বিক্রপাকী রক্তাকী চ মূলোচনা ।
একনেত্রা দ্বিনেত্রা চ কোটরাকী ত্রিলোচনা । এতাঃ পূজ্যাঃ মহেশানি । পত্রাণ্যেবষ্ট-যোগিনীঃ ।
পশ্চিমা দি-ক্রমেণৈব অষ্টসিদ্ধিরূপিনীঃ । চতুরস্রে মহাদেবি । লোকপালান্ সমর্চয়েৎ ।

হেমাভ্যং বিভ্রতীং দোতিদৰ্পণাঞ্জন-সাধনে ।

পাশাঙ্কুশৌ সৰ্বভূষাং তাং গৌরীং সৰ্বদা ভজে ॥ ১৯

এবং ধ্যানা মানসৈঃ সম্পূজ্যার্থ্যং সংস্থাপ্য জয়াদি-পীঠমমৃতং সম্পূজ্য
পুনৰ্ধ্যাহ্নায়াহ দেবীং সম্পূজ্যাগ্নাদিকোণেষু ষড়ঙ্গৈরভ্যর্চ্য পূর্বাদিপত্রেষু
শুভগাং রতিং কামিনীং কামদায়িনীং পাশমঙ্কুশং দৰ্পণমঞ্জন-শলাকাং
পূজয়িত্বা ইন্দ্রাদীন্ বজ্রাদীংশ্চ সম্পূজ্য ধূপাদিবিসৰ্জ্ঞানান্তং কৰ্ম সমাপয়েৎ ॥ ২০

পুরশ্চরণং লক্ষ্যক্রমঃ । আজ্যেন দশাংশ-হোমঃ । কলস্তু পুষ্পাঞ্জন-ভক্ষ্য-
চন্দনাদিকং মূলমস্ত্রাভিমন্ত্রিতং যস্যৈ যস্যৈ দীয়তে, স বশ্যো ভবতি । তথা
রাত্রৌ হরিদ্রয়া বামোক্ত মধ্যে প্রিয়-স্ত্রী-নামাভিলিখ্য বামকরেণ পিধায় শতং
সহস্রং বা জপনিষ্ঠাং স্ত্রিয়মাকর্ষয়তি ॥ ২১ ইতি গৌরী-প্রকরণম্

অথ কাভ্যায়নী

শ্রীভগবানুবাচ—শৃণু দেবি ! মহামন্ত্রং বাগ্ভবাদি-নমোহস্তকম্ ।

বহু্যাসনং শিবং বাস্তুং বিন্দুশান্তি-বিভূষিতম্ ॥ ২২

তাহার পর ষড়্-দীর্ঘ-যুক্ত মাল্লাবীজের দ্বারা করাজস্তাস করিবেন । ধ্যানের অর্থ
হইতেছে (১৮)—

সুবর্ণবর্ণা, বাহুসমূহে দৰ্পণ, অঞ্জন-সাধন (শলাকা) পাশ ও অঙ্কুশধারিণী
সর্বাঙ্গদ্বারে ভূষিতা সেই গৌরীকে সৰ্বদা ভজনা করি । ১৯

এই প্রকারে ধ্যান করিয়া মানস উপচারে পূজা করিয়া বিশেষার্থ্য স্থাপন করিয়া
জয়াদি হইতে পীঠমন্ত্র পর্য্যন্ত পীঠ পূজা করিয়া, ধ্যান করিয়া আবাহন করিয়া
দেবীকে পূজা করিয়া অগ্ন্যাদি কোণ সমূহে ষড়ঙ্গের দ্বারা পূজা করিয়া, পূর্বাদি পত্র
সমূহে শুভগা, রতি, কামিনী, কামদায়িনী, পাশ, অঙ্কুশ, দৰ্পণ ও অঞ্জনশলাকে পূজা
করিয়া ইন্দ্রাদি লোকপাল ও বজ্রাদি অস্ত্রের পূজা করিয়া ধূপদান হইতে বিসৰ্জন
পর্য্যন্ত কৰ্ম শেষ করিবেন । ২০

এই মন্ত্রের পুরশ্চরণ লক্ষ জপ । ঘূতের দ্বারা দশাংশ হোম । এই মন্ত্রের প্রয়োগের
কল—পুষ্প, অঞ্জন, ভক্ষ্য ও চন্দনাদি মূলমন্ত্রে অভিমন্ত্রিত করিয়া, যাহাকে যাহাকে
দিবেন, সে বস্ত হইবে । সেইরূপ রাত্রিতে বাম উরুর মধ্যে হরিদ্রা দ্বারা প্রিয় স্ত্রীর
নাম লিখিয়া বাম করের দ্বারা আচ্ছাদন করিয়া শত মন্ত্র বা সহস্র মন্ত্র জপ করিতে
করিতে প্রিয় স্ত্রীকে আকর্ষণ করেন । গৌরী প্রকরণ সমাপ্ত হইল । ২১

অনন্তর কাভ্যায়নী । শ্রীভগবান বলিলেন—হে দেবি । মহামন্ত্র বলিতেছি, শ্রবণ

চকারং বিন্দুনা যুক্তং চতুর্দশবরাধিতম্ ।

ভেষুতা চণ্ডিকা চৈব মন্ত্রঃ প্রোক্তো দশাক্ষরঃ ।

চিন্তামণিরিতি খ্যাতে ময়াজ্জাপি বিচিন্ত্যতে^১ ॥ ২৩

বিন্দ্যাদি বিশেষণদ্বয়ং শিববাস্তবয়োরাধিতম্ । তথাচ ঐং হ্রীং শ্রীং চৌং
চণ্ডিকায়ৈ নম ইতি মন্ত্রঃ সিদ্ধঃ । ২৪

তথা— দেবতা চণ্ডিকা ছন্দো গায়ত্রী কপিলো মুনিঃ ।

লক্ষ্মেমেকং^২ জপেন্মন্ত্রং দশাংশং জুহুয়াৎ ততঃ ॥ ২৫

মাতৃকোক্তে জপেৎ পীঠে বীজেনাক্ষ-ক্রিয়া মতা ।

আদাবঙ্গানি সম্পূজ্য শস্ত্র-পূজা ততঃ পরম্ ॥ ২৬

লোকপালান্ততঃ পূজ্যান্তেষামস্ত্রাণি তদ্বহিঃ ।

ডাকিনী যোগিনী চৈব খেচরী সাকিনী তথা ।

দিক্ষু পূজ্যা ইমা দেব্যাঃ সুসিদ্ধাঃ ফলদায়িকাঃ ॥ ২৭

কর । প্রথমে বাগ্‌ডব অস্ত্রে নমঃ মধ্যে বহ্যাসন (র কারে যুক্ত) শান্তি (ই) ও
বিন্দু দ্বারা বিভূষিত শিব (হ) ও বাস্ত (শ) অর্থাৎ হ্রীং শ্রীং, চতুর্দশ বরযুক্ত বিন্দু-
ভূষিত চকার অর্থাৎ চৌং, তাহার পর ও বিভক্তিযুক্ত চণ্ডিকা অর্থাৎ চণ্ডিকায়ৈ—এই
দশাক্ষর মন্ত্র কথিত হইয়াছে । উহা চিন্তামণি নামে খ্যাত । আমি আজও ধ্যান
করি । ২২-২৩

বিন্দু-শান্তি-বিভূষিতং ও বহ্যাসনং এই বিশেষণ দ্বয় শিব ও বাস্ত এই উভয়ে
অধিত । তাহা হইলে ঐং হ্রীং শ্রীং চৌং চণ্ডিকায়ৈ নমঃ—এই মন্ত্র সিদ্ধ হয় । ২৪

সেইরূপ আরও বলিয়াছেন—এই মন্ত্রের কপিল ঋষি, গায়ত্রী ছন্দঃ, চণ্ডিকা
দেবতা । একলক্ষ মন্ত্র জপ করিবে । তাহার পর তাহার দশাংশ হোম করিবে । ২৫

মাতৃকাপটলোক্ত পীঠে এই দেবতার পূজা করিবে । মূলবীজের দ্বারা করশাস
ও অঙ্গশাস করিবে । প্রথমে অস্ত্রের পূজা করিয়া তাহার পর শস্ত্রপূজা হইবে । ২৬

তাহার পর লোকপালগণকে, তাহার বহির্ভাগে তাঁহাদিগের অস্ত্রগুলিকে পূজা
করিবেন । ডাকিনী, যোগিনী, খেচরী, সাকিনী—এই সুসিদ্ধা ফলদায়িকা দেবীগণকে
দিক্‌সমূহে পূজা করিবেন । ২৭

১। খ—বিচিন্ত্যতে । তথাচ ঐং হ্রীং ।

২। খ—বর্গলক্ষ্মেমেকং জপেন্ মন্ত্রং হবিষ্ঠানী

জিতেজিরঃ । দশাংশং জুহুয়াদ্যৈক্যঃ পুরস্করণ-সিদ্ধয়ে ।

ধ্যানং যথা— সৰ্বাপাদ-সরোজেনাহলঙ্কতোরু-মৃগাধিপাম্ ।
 বামপাদাংগ-দলিত-মহিষাসুর নির্ভরাম্ ॥ ২৮
 সুপ্রসঙ্গাং সুবদনাং চাক্রনেত্র-ত্রয়াস্থিতাম্ ।
 হার-নুপুর-কেয়ুর-জটা-মুকুট-মণ্ডিতাম্ ॥ ২৯
 বিচিত্রপট্ট-বসনামর্কচন্দ্র-বিভূষিতাম্ ।
 খড়্গ-খোটক-বজ্রানি ত্রিশূলং বিশিখং তথা ॥ ৩০
 ধারয়ন্তীং ধনুঃ পাশং শঙ্খং ঘণ্টাং সরোরুহম্ ।
 বাহুভিল্ললিতৈর্দেবীং কোটি-চন্দ্র-সমপ্রভাম্ ॥ ৩১
 সমাবৃত্তৈর্দিবিসদৈর্দেবৈরাকার্ষ্য-সংস্থিতৈঃ ।
 সুর্য্যমানাং মোদমানৈর্লোকপালাদিভিঃ সদা ॥ ৩২
 এবং সক্ষিস্তয়েদেবীং জায়তে নরপুঙ্গবঃ ।
 ক্ষত্রিয়েষু যথা রামো দেবেষু চ পুরন্দরঃ ॥ ৩৩
 ভূজঙ্গেষু যথা তাক্ষ্যঃ কুরকার্যো যথা শনিঃ ।
 শকুন্তেষু যথা শ্যোনো মন্ত্রজ্ঞো বলবাংস্তথা ॥ ৩৪
 ইদন্তে পরমং গুহ্যং সংক্ষেপাৎ কথিতং ময়া ।
 ইদানীং জপহোমানাং বিধানঞ্চ শৃণু প্রিয়ে ! ॥ ৩৫

ধ্যান যথা—দক্ষিণপাদ-পদ্ম দ্বারা মহামৃগাধিপকে (সিংহকে) অলঙ্কৃতকারিণী,
 বামপাদের অঙ্গ দ্বারা দলিত মহিষাসুরে নির্ভরকারিণী, সুপ্রসঙ্গা, সুবদনা, মনোহর
 নেত্রত্রয় যুক্তা, হার, নুপুর, কেয়ুর, জটা ও মুকুটে মণ্ডিতা, বিচিত্র পট্ট বসনা, অর্কচন্দ্র
 বিভূষিতা, দলিত বাহু সমূহের দ্বারা খড়্গ, খোটক, বজ্র, ত্রিশূল, বিশিখ, ধনুঃ, পাশ,
 শঙ্খ, ঘণ্টা ও পদ্মধারিণী, কোটি চন্দ্র-সমপ্রভা, দেবী, দ্ব্যলোকবাসী আকাশস্থিত
 দেবগণ কর্তৃক পরিবৃত্তা, সর্বদা মোদমান লোকপালগণ কর্তৃক সুর্য্যমান দেবীকে ধ্যান
 করিবে । ২৮-৩২

এই প্রকারে দেবীকে চিন্তা করিবে । যে এইরূপ চিন্তা করে, সে নরশ্রেষ্ঠ হইয়া
 জন্মায় । ক্ষত্রিয় সমূহের মধ্যে যেমন রাম, দেবভাগ্যের মধ্যে যেমন পুরন্দর,
 ভূজঙ্গসমূহের মধ্যে যেমন তাক্ষক, কুর কার্যো যেমন শনি, শকুন্তসমূহের মধ্যে যেমন
 শ্যোন, সেরূপ এই মন্ত্রজ্ঞ ব্যক্তি বলবান্ হয় । ৩৩-৩৪

এই পরম গুহ্য তত্ত্ব সংক্ষেপে আমার কর্তৃক কথিত হইল । হে প্রিয়ে ! এখন জপ
 হোমের বিধান বলিতেছি শ্রবণ কর । ৩৫

মন্ত্ৰোহয়ং চিন্ত্যতে দেবি ! সভায়াং পুরতো যদি ।
 কোটি-সূর্য্য-প্রতীকাশো দৃশ্যতে বাদিভিত্তথা ।
 পলায়ন্তে মহাদেবি ! সাধনেন কৃণাত্ততঃ ॥ ৩৬
 ইষে মাস্তৃসিতে পক্ষে নবম্যামারভেজ্জপম্ ।
 সহস্রং প্রত্যহং কৃতা সম্প্রাপ্য নবমীং সিতাম্ ॥ ৩৭
 বিজয়ং খড়্গামাদায় পূজয়িত্বা যথাবিধি ।
 অর্ধরাত্রে বলিং দত্ত্বা প্রাতর্ঘাত্রাং সমাচরেৎ ॥ ৩৮
 রণভূমিং সমাসাচ্চ সহস্রং প্রজপেদ্বনুত্ম ।
 তং দৃষ্ট্বা পুরুষং দেবি ! স্তব্ধকোভো জায়তে রিপোঃ ॥ ৩৯
 সদূতং যমমায়াতং মন্ত্রমানা নরাধিপাঃ ।
 পলায়ন্তে মহাদেবি ! নাত্র কার্য্যা বিচারণা ॥ ৪০
 শুক্লাশ্বরধরো মোনী ব্রহ্মচারি-ব্রতে স্থিতঃ ।
 শুক্লবর্ণাং মহাদেবীং ধ্যায়া শুক্লবিভূষণাম্ ।
 সহস্রং মাসমেকস্ত জপেন্নিত্যং যথাবিধি ॥ ৪১
 মালতী-বকুলৈঃ কুন্দৈর্মন্ত্রী মধুর-সংযুতৈঃ ।
 সহস্র-ত্রিতয়ং হুত্বা বাগীশো জায়তে হচিরাৎ ॥ ৪২

হে দেবি । এই মন্ত্র যদি সভার প্রতিবাদিগণের সম্মুখে স্মর্য্যমাণ হয়, তবে প্রতিবাদিগণ কর্তৃক কোটি সূর্য্য-সদৃশ দৃশ্যমান হন । হে মহাদেবি । বাদিগণ তৎক্ষণাৎ সন্ত্রস্ত সহকারে পলায়ন করে । ৩৬

আশ্বিন মাসের কৃষ্ণপক্ষের নবমীতে জপ করিবে । প্রত্যহ সহস্র জপ করিয়া শুক্লা নবমী তিথি প্রাপ্ত হইলে বিজয় খড়্গ লইয়া যথাবিধি পূজা করিয়া অর্ধরাত্রিতে বলি দিয়া প্রাতঃকালে যাত্রা করিবে । ৩৭-৩৮

রণভূমিতে উপস্থিত হইয়া সহস্র মন্ত্র জপ করিবে । হে দেবি । সেই পুরুষকে দেখিয়া শত্রুর হৃদয়ে কোভ উপস্থিত হয় । ৩৯

রাজস্বয়ং সেদূত যম আসিয়াছে মনে করিয়া পলায়ন করে । হে মহাদেবি । অ বিধয়ে কোন বিচার করিবে না । ৪০

সাধক শুক্লবস্ত্র ধারণ করিয়া মোনী হইয়া ব্রহ্মচারী ব্রতে অবস্থান করিয়া অর্ঘ্যঃ ব্রহ্মচর্য্য ধারণ করিয়া শুক্লবর্ণা শুক্লালঙ্কারে বিভূষিতা মহাদেবীকে ধ্যান করিয়া একমাস যথাবিধি প্রত্যহ সহস্র মন্ত্র জপ করিবে । ৪১

হেলায়া কবিতাং দেবি ! বিশদাং কুরুতে দ্রুতম্ ।
 জপং যা কুরুতে নিত্যং শতশো বৎসরাবধি ॥ ৪৩
 বক্ষ্যাপি লভতে পুত্রং কার্ত্তিকৈয়-পরাক্রমম্ ।
 হৃভগা চ ভবেৎ পত্ন্যঃ সুভগাতি-মনোরমা ॥ ৪৪
 রূপং বিচিন্ত্য পূর্বোক্তং লক্ষং জপ্ত্বা যুতং ততঃ ।
 নীলোৎপলৈঃ সরোজৈর্বা হৃদা বৈশ্রবণায়তে ॥ ৪৫
 ব্যাঘ্রচর্ম-পরীধানাং যুগ্মমালা-বিভূষিতাম্ ॥ ৪৬
 রক্তবর্ষ, ল-ভীমাঙ্কীং জিহ্বয়া লোলয়াহসুরান্ ।
 চর্বয়ন্তীং মহাকালীং কালরাত্রিমিবাপরাম্ ॥ ৪৭
 ক্ষোভয়ন্তীং জগৎ সর্বং সমুদ্রানুর-পর্বতম্ ।
 এবং ধ্যায়া জপেদেবি ! শ্মশানে বা চতুষ্পথে ॥ ৪৮
 সপ্তাহং ত্রিশতং কৃদ্বা ব্রতস্থঃ স্থিরমানসঃ ।
 জপেদ্ যো নিয়তং দেবি ! স রিপুশ্মাশয়েদ্ ধ্রুবম্ ॥ ৪৯
 অনেনৈব বিধানেন বলিং দত্ত্বা চতুষ্পথে ।
 দক্ষং মৎস্যং সরক্তান্নং পিণ্ডীকৃত্য সমাহিতঃ ।

মন্ত্রজ সাধক মধুরমিশ্রিত মালতীপুষ্প, বকুলপুষ্প, কুন্দ পুষ্পের দ্বারা তিন সহস্র হোম করিয়া অচিরে বাকৃপতি হইয়া থাকে । ৪২

হে দেবি ! হেলায় কবিতাকে দ্রুত বিশদ করে । যে স্ত্রী বৎসরাবধি প্রত্যহ এক শত মন্ত্র জপ করে, সে বক্ষ্যা হইলেও কার্ত্তিকের শাস্ত্র পরাক্রম শালী পুত্র লাভ করে । সে স্বামীর নিকট হৃভগা হইলেও অতিমনোরমা সুভগা হয় । ৪৩-৪৪

দেবীর পূর্বোক্ত রূপ চিন্তা করিয়া লক্ষ মন্ত্র জপ করিয়া তাহার পর নীল উৎপল অথবা পদ্মের দ্বারা হোম করিয়া বৈশ্রবণ (কুবের) তুল্য হইয়া থাকে । ৪৫

ব্যাঘ্রচর্ম পরিহিতা, যুগ্মমালার বিভূষিতা, রক্তবর্ষ বর্ভুল ভীম-নয়না, লোলজিহ্বা দ্বারা অসুরগণকে চর্বণকারিণী, কালরাত্রির শাস্ত্র দ্বিতীয় মহাকালী, সুর, অসুর ও পবনের সাহস সমস্ত জপৎ ক্ষোভকারিণী—এই প্রকারে দেবীকে ধ্যান করিয়া শ্মশানে বা চতুষ্পথে জপ করিবে । ৪৬-৪৭

হে দেবি ! ব্রত পরারণ ও স্থিরচিত্ত হইয়া যে ব্যক্তি সপ্তাহে তিন শত করিয়া নিম্নত জপ করে, সে নিশ্চয়ই শত্রুগণকে নাশ করে । ৪৮

এই বিধানের সমাহিত হইয়া চতুষ্পথে দক্ষ মৎস্য, সরক্ত পিণ্ডীকৃত অন্ন, হরিদ্রাক্ত

আমমাংসং করিজ্ঞাতং যং বিচিন্ত্য প্রদাপয়েৎ ॥ ৫০

সপ্তাহান্নভতে শত্রুর্য়মসদ্য ন সংশয়ঃ ।

হরির্বা শঙ্করো বাপি ন শঙ্কো রক্ষিতুং কচিৎ ॥ ৫১

বলিমন্ত্রস্ত—উমা-বীজযুগধাদৌ চামুণ্ডাবীজযুগাকম্ ।

কালি ! কালি ! পদঞ্চোক্ত্য খাদয়-দ্বিতয়ং ততঃ ॥ ৫২

বশীকুরু মহাসত্ত্বানাদিদ্বন্দ্বং পুনর্বদেৎ ।

বহিজয়া ততঃ প্রোক্তো বলিমন্ত্রঃ সুখাবহঃ ॥ ৫৩

উমাবীজং হ্রস্বেখাবীজম্ । চামুণ্ডাবীজং কালীবীজম্ । তথা চ হ্রীং হ্রীং
ক্রীং ক্রীং কালি ! কালি খাদয় খাদয় বশীকুরু মহাসত্ত্বান্ হ্রীং হ্রীং স্বাহা
ইতি মন্ত্রঃ । ৫৪

তথা— এণাজিনং পরিধায় উপবিষ্ঠ্য নিজাক্ষনে ।

আত্মানং ঘোররূপঞ্চ চিন্তয়িত্বা সমাহিতঃ ॥ ৫৫

অক্ষারক-দিনে চৈব নিন্দিতাসু তিথিস্বপি ।

পূজিতং খড়্গমাদায় নিশীথে বলিমাহরেৎ ॥ ৫৬

প্রহার-শোণিতঞ্চাস্ত্র দচ্ছাদেবৈয যথাবিধি ।

অচ্ছেদ্যভেদ্য-কায়ঃ স্যাদ্ রিপুণাং নাত্র সংশয়ঃ ॥ ৫৭

আমমাংস যে দেবীকে প্রদান করিবে, তাহার শত্রু সপ্তাহের মধ্যে যমগৃহ লাভ করে,
ইহাতে সংশয় নাই। হরি অথবা হর কখনও তাহাকে রক্ষা করিতে সমর্থ হই-
না। ৪৯-৫০

বলিমন্ত্র হইতেছে প্রথমে উমাবীজ (মায়াবীজ হ্রীং) দ্বয়, পরে চামুণ্ডা (কালী)
বীজদ্বয়, কালি। কালি। নি-পদ বলিয়া খাদয়-দ্বয়, তাহার পর বশীকুরু মহাসত্ত্বান্
ও আদি (হ্রীং) দ্বয় পুনরায় বলিবেন। তাহার পর বহিজয়া (স্বাহা)। ইহা
মুখকর বলিমন্ত্র উক্ত হইয়াছে। ৫১-৫৩

উমাবীজ—হ্রস্বেখাবীজ। চামুণ্ডাবীজ—কালীবীজ। স্বাহা হইলে হ্রীং হ্রীং ক্রীং
ক্রীং কালি। কালি। নিখাদয় নিখাদয় বশীকুরু মহাসত্ত্বান্ হ্রীং হ্রীং স্বাহা—এই
মন্ত্র হয়। ৫৪

সেইরূপ আরও উক্ত হইয়াছে—যুগচর্ম পরিধান করিয়া নিজের অঙ্গনে উপবেশন
করিয়া নিজেকে ঘোররূপ চিন্তা করিয়া সমাহিত হইয়া মঙ্গল বার দিনে নিন্দিত
ব্রিহাদি তিথি সমূহে রাত্রিতে পূজিত গড়গ লইয়া বলি আহরণ করিবে। ৫৫-৫৬

অথ মন্ত্ৰান্তরম্—মায়াবীজং সমুদ্রত্যা রমাবীজং ততঃ পরম্ ।

কাত্যায়নীপদং তেষুং বহুভাষ্যা ততঃ পরম্ ।

অষ্টাকরী মহাবিদ্যা সর্বকামফলপ্রদা^১ ॥ ৫৮

তেন—হ্রীং শ্রীং কাত্যায়ন্যৈ স্বাহা ইতি সিদ্ধম্ । ধ্যানপূজাদিকং সর্বং
পূর্ববচ্চ সমাচরেৎ । ইতি কাত্যায়নীকল্পঃ ॥ ৫৯

অথ ব্রহ্মশ্রীমন্ত্ৰঃ^২ । যথা—হ্রীং নমো ব্রহ্মশ্রীঃ রাজিতে রাজপূজিতে
জয়ে বিজয়ে গৌরি গাক্ষারি ত্রিভুবন-বশঙ্করি সর্বলোক-বশঙ্করি সর্বস্ত্রী-
পুরুষ-বশঙ্করি সুযুদ্ধ-দুর্ধোররাবে হ্রীং স্বাহা ॥ ১

অকৃত্যাসমু^৩ রাজিতে রাজপূজিতে হৃদয়ায় নমঃ, জয়ে বিজয়ে গৌরি
গাক্ষারি শিরসে স্বাহা । ত্রিভুবনবশঙ্করি শিখায়ৈ বৌষট্ । সর্বলোক-
বশঙ্করি কবচায় হুং । সর্বস্ত্রী-বশঙ্করি নেত্রত্রয়ায় বৌষট্ । সুযুদ্ধ-দুর্ধোর-
রাবে হ্রীং স্বাহা অস্ত্রায় ফট্ । ততো ধ্যানম্ ()—

খড়্গ প্রহার জনিত ঐ বলির শোণিত দেবীকে যথাবিধি নিবেদন করিবে । তাহা
হইলে শক্রগণের নিকট অচ্ছেদ্য-দেহ ও অভেদ্য-দেহ হইবে, এ বিষয়ে সন্দেহ নাই । ৫৭

অনন্তর মন্ত্ৰান্তর । মায়াবীজ (হ্রীং) ও রমাবীজ (শ্রীং) উচ্চার করিয়া তাহার
পর ৩৬ বিভক্তি অন্ত কাত্যায়নী অর্থাৎ কাত্যায়ন্যৈ, তাহার পর বহির ভাষ্যা (স্বাহা) ।
অষ্টাকরী এই বিদ্যা সর্বকামফলপ্রদা । ৫৮

তাহাতে হ্রীং শ্রীং কাত্যায়ন্যৈ স্বাহা, এই মন্ত্ৰ সিদ্ধ হয় । ধ্যান পূজাদি সমস্তই
পূর্ববৎ অনুষ্ঠান করিবেন । কাত্যায়নী কল্প সমাপ্ত হইল । ৫৯

অনন্তর ব্রহ্মশ্রী মন্ত্ৰ । যথা—হ্রীং নমো ব্রহ্মশ্রীঃ রাজিতে ! রাজপূজিতে ! জয়ে !
বিজয়ে । গৌরি ! গাক্ষারি । ত্রিভুবন-বশঙ্করি । সর্বলোক বশঙ্করি । সর্ব-স্ত্রী-পুরুষ-
বশঙ্করি । সুযুদ্ধ-দুর্ধোর-রাবে । হ্রীং স্বাহা । ১

অকৃত্যাস যথা—ও রাজিতে রাজ-পূজিতে হৃদয়ায় নমঃ । ও^৪ জয়ে ! বিজয়ে
গৌরি গাক্ষারি শিরসে স্বাহা । ত্রিভুবন-বশঙ্করি শিখায়ৈ বমট্ । সর্বলোক-বশঙ্করি ।
কবচায় হুং । সর্বস্ত্রী-বশঙ্করি । নেত্রত্রয়ায় বৌষট্ । ও^৫ সুযুদ্ধদুর্ধোর-রাবে হ্রীং
স্বাহা অস্ত্রায় ফট্ । তাহার পর ধ্যান করিবেন । ২

১। কলপ্রদম্ । ধ্যানপূজাদিকং সর্বং পূর্বক সমাচরেৎ । ইতি কাত্যায়নীকল্পঃ । ২। খ—
নমঃ । দেবপ্রকাশিতাং জয়েথা নমস্কারাদি ব্রহ্মশ্রীঃ । ৩। ঘ—(অকৃত্যাসমু রাজিতে রাজপূজিতে
হৃদয়ায় নমঃ) অস্ত্রায় ফট্ । ধ্যানম্— ।

অবিকল শশিরাজমৌলিরাবকপাশাঙ্কুরচিরকরাজ্য বন্ধুজীবরূপাদী ।
 অমরনিকরবন্দ্যা জীর্ণগাশোণলেপাংকুকুমযুতা শ্যাম সম্পদে পার্বতীবঃ ॥
 অকৈর্যাত্তির্লোকপালৈরস্মাত্ত্রৌণ্যোবাবরণানি ॥ পুরস্চরণমযুতজপঃ । পায়সেন
 দশাংশহোমঃ । মধুরত্রয়যুতৈস্তিলতণ্ডুলৈর্লবণৈর্মধুরফলৈর্বা দিনত্রয়ং ত্রি-
 সহস্র-হোমঃ । প্রাতঃকালে সূর্য্যামণ্ডলস্থাং দেবীং সক্ষিস্ত্যাষ্টোত্তরশত-
 জপন্ ত্রিভুবনং বশয়তি^১ ॥ ইতি ব্রহ্মশ্রীমন্তপ্রকরণম্ ॥ ৩

অথ রাজমুখীমন্তঃ—স তু দ্বিচত্বারিংশদক্ষরঃ । যথা ওঁ রাজমুখি বশ্যমুখি
 হ্রীং হ্রীং ক্লীং দেবি দেবি মহাদেবি দেবাধিদেবি সর্বজনস্য মুখং মম বশং কুরু
 কুরু স্বাহা^২ ॥ ৪

অঙ্গন্যাসস্ত ওঁ রাজমুখি হৃদয়ায় নমঃ । বশ্যমুখি হ্রীং হ্রীং ক্লীং শিরসে
 স্বাহা । দেবি দেবি শিখায়ৈ বষট্ । মহাদেবি কবচায় হ্রীং । দেবাধিদেবি
 নেত্রত্রয়ায় বৌষট্ । সর্বজনস্য মুখং মম বশং কুরু কুরু স্বাহা অস্ত্রায় কট্^৩ ।
 সর্বং ব্রহ্মশ্রীমনোরিব । জপাদৌ সর্বজনস্থানে সাধ্যনাম দেয়মিতি । ৫

ইতি রাজমুখীমন্তপ্রকরণম্^৩ ॥

ধ্যানের অর্থ । অবিকল (পূর্ণ) শশী-বিরাজিত মৌলি, মনোহর করপদ্মে পাশ ও
 অঙ্কুশধারিণী, বন্ধুজীবের ন্যায় অরুণাঙ্গী, দেবগণের বন্দনীয়া, ত্রিনয়না, রক্তবর্ণলেপযুক্ত
 বস্ত্র-পরিহিতা, অংকুকুমুমভরণা পার্বতী ভোমাদেব সম্পদের হেতু হউন । ৩

ইহার অঙ্গের দ্বারা, মাতৃকাবর্গের দ্বারা ও লোকপালগণের দ্বারা তিনটিই
 আবরণ । পুরস্চরণ অযুতজপ । পায়সের দ্বারা জপের দশাংশ হোম । মধুরত্রয়
 যুক্ত তিলতণ্ডুল, লবণ অথবা মধুর ফলের দ্বারা তিন দিন তিন হাজার হোম করিবেন ।
 প্রাতঃকালে সূর্য্য-মণ্ডলবাসিনী দেবীকে চিত্তা করিয়া অষ্টোত্তর শত জপ করিয়া
 ত্রিভুবন বশ করিতে পারেন । ব্রহ্মশ্রী মন্ত প্রকরণ সমাপ্ত হইল । ৩

অনন্তর রাজমুখী মন্ত । সেই মন্তটি দ্বিচত্বারিংশদক্ষর বিশিষ্ট । যথা—ওঁ^১
 রাজমুখি । বশ্যমুখি । হ্রীং হ্রীং ক্লীং দেবি । দেবি । মহাদেবি । দেবাধিদেবি ।
 সর্বজনস্য মুখং মম বশং কুরু কুরু স্বাহা । ৪

অঙ্গন্যাস ! যথা—ওঁ^২ রাজমুখি । হৃদয়ায় নমঃ । ওঁ বশ্যমুখি । হ্রীং হ্রীং

১। ও—বশয়তি । অথ রাজমুখী । ২। ও—স্বাহা । অস্ত্রায় কট্ । অঙ্গন্যাসস্ত ওঁ রাজমুখি ।
 ৩। ও—অথ অশ্বানভৈরবী । অশ্বানভৈরবী মর কথিরাহি বসামিসিদ্ধিং বে দেবি মম মমোরখাম্
 পুরম হুং কট্ স্বাহা । অথ জালাবাসিনী ।

অথ জ্বালামালিনী । যথা—ওঁ নমো ভগবতি জ্বালামালিনি গৃধ্রগণপরি-
বৃতে হুঁ ফট্^১ স্বাহা । ৬

অস্ত্রাঃ করাক্ষাসৌ ওঁ নমো অঙ্গুষ্ঠাভ্যাং নমঃ । ভগবতি তর্জনীভ্যাং
স্বাহা, জ্বালামালিনি ! মধ্যমাভ্যাং বষট্ । গৃধ্রগণপরিবৃতে অনামিকাভ্যাং
হুঁ । হুঁ ফট্ কনিষ্ঠাভ্যাং বৌষট্ । স্বাহা করতলপৃষ্ঠাভ্যাং ফট্ । এবং
হৃদয়াদিষু । ৭

অভুক্তা নিয়তৈধৈব জপেনমস্তু জপাজ্জয়ী ।

জপেদষ্টসহস্রন্তু ত্রয়োবিংশতি-বাসরান্ ॥ ৮

প্রত্যহং সাধনং সিদ্ধং দদাতি চ ন সংশয়ঃ ।

শ্রুতিমাত্রেণ বৈ মস্তু রিপূন্ সর্বান্ বিনাশয়েৎ^২ ॥ ৯

ইতি জ্বালামালিনীপ্রকরণম্ ।

কেংকারীয়ে—ওঁ ঠ ঠা ঠি ঠী ঠু ঠূ ঠে ঠৈ ঠো ঠৌ ঠ ঠঃ অমুকং

কৌ শিরসে স্বাহা ওঁ দেবি । দেবি । শিখারৈ বষট্ । ওঁ মহাদেবি ! কবচার
হং । ওঁ দেবাধিদেবি ! নেত্রত্রয়ায় বৌষট্ । ওঁ সর্বজনন্ত মুখং মম বশং করু
কুরু স্বাহা অন্ত্রায় ফট্ । অন্য সমস্ত ব্রহ্মগ্রী মন্ত্রের দ্বারা । জপের আদিতে মন্ত্রের
সর্বজনন্ত পদ স্থানে সাধ্য বস্তু ব্যক্তির নাম দেয় । রাজমুখীমন্ত্র প্রকরণ সমাপ্ত হইল । ৫

অনন্তর জ্বালামালিনী । যথা—ওঁ নমো ভগবতি । জ্বালামালিনি । গৃধ্রগণ-
পরিবৃতে হুঁ ফট্ স্বাহা । ৬

এই বিদ্যার করাক্ষাস । ওঁ নমো অঙ্গুষ্ঠাভ্যাং নমঃ । ওঁ ভগবতি । তর্জনীভ্যাং
স্বাহা । ওঁ জ্বালামালিনি মধ্যমাভ্যাং বষট্ । ওঁ গৃধ্রগণ-পরিবৃতে অনামিকাভ্যাং
হুঁ । ওঁ হুঁ ফট্ কনিষ্ঠাভ্যাং বৌষট্ । ওঁ স্বাহা করতল-করপৃষ্ঠাভ্যাং ফট্ ।
এইরূপ হৃদয়াদিতে অঙ্গাক্ষাস করিবে । ৭

মন্ত্রজ্ঞ সাধক ভোজন না করিয়া প্রতিদিন নিয়ত মন্ত্র জপ করিবেন । ইহাতে
জয়ী হইবেন । ত্রয়োবিংশতি দিন ধরিয়৷ আট হাজার মন্ত্র জপ করিবেন । জয়ী
হইবেন । ৮

দেবী প্রত্যহ সিদ্ধ সাধন প্রদান করেন, ইহাতে কোন সংশয় নাই । মন্ত্রজ্ঞ সাধক
মন্ত্রের স্মরণ মাত্রেই সমস্ত শত্রুকে বিনাশ করান । জ্বালামালিনী প্রকরণ সমাপ্ত হইল । ৯

১। ব—হুঁ ফট্ কনিষ্ঠাভ্যাং বৌষট্ স্বাহা । অস্ত্রাঃ করাক্ষাঃ । ২। ব—বিনাশয়েৎ কেং
কারীয়ে ।

গৃহ গৃহ হুঁ হুঁ ঠ ঠঃ । অনেন মন্ত্ৰেণ শৃগালাস্থিময়ঃ কীলকং পঞ্চাঙ্গুলং
সহস্রৈরাভিমন্ত্য যস্য গৃহে নিখনেৎ, যস্য নাম্না শ্মশানে বা নিখনেৎ, স উন্ন্যস্তো
ভবতি । ১০

ওঁ ডঁ ডাঁ ডিঁ ডীঁ ডুঁ ডুঁ ডেঁ ডৈঁ ডোঁ ডৌ ডঃ অমুকং গৃহ গৃহ
হুঁ হুঁ ঠ ঠঃ । অনেন মন্ত্ৰেণ মহুগ্গাস্থিময়ঃ কীলকং বিতস্তি-প্রমাণং সহস্রৈ-
রাভিমন্ত্য যস্য গৃহে লিখনেৎ যস্য নাম্না শ্মশানে বা নিখনেৎ, তস্য সমস্ত-
পরিবারা নশ্যন্তি । উদ্ধতে শাস্তিঃ । ১২

শাস্তিমন্ত্ৰো যথা—ওঁ সঃ সঃ সঃ হঃ অমুকস্য শাস্তির্ভবতু স্বাহা । অনেন
মন্ত্ৰেণ সূতমধুসিক্তং ক্ষীরং জুহুয়াৎ পিবেচ্চ তেন শাস্তির্ভবতি । ১২

ওঁ টঁ টাঁ টিঁ টীঁ টুঁ টুঁ টেঁ টৈঁ টোঁ টৌ টঃ অমুকং মারয় মারয় ঠ ঠঃ ॥
অনেন গর্দভাস্থিময়ঃ কীলকং ত্রয়োদশাঙ্গুলং সহস্রৈরাভিমন্তিতং যস্য নাম্না
চিতামধ্যে নিখনেৎ, স জ্বরেণ বিনশ্যতি ॥ ১৩

ওঁ লঁ লাঁ লিঁ লীঁ লুঁ লুঁ লেঁ লৈঁ লোঁ লৌ লঃ অমুকং নাশয়

ফেংকারীর তন্ত্ৰে ওঁ ঠং ঠাং ঠিঁ ঠীঁ ঠুঁ ঠুঁ ঠেঁ ঠৈঁ ঠোঁ ঠৌ ঠঃ অমুকং গৃহ
গৃহ হুঁ হুঁ ঠ ঠঃ এই মন্ত্ৰে বলিরাহেন । এই মন্ত্ৰের দ্বারা শৃগালের অস্থিময় পাঁচ অঙ্গুল
কীলক সহস্রবার অভিমন্ত্রিত করিয়া যাহার গৃহে পুতিবেন, যাহার নামে বা শ্মশানে
পুতিবেন, সে উন্ন্যস্ত হয় । ১০

ওঁ ডং ডাং ডিঁ ডীঁ ডুঁ ডুঁ ডেঁ ডৈঁ ডোঁ ডৌ ডঃ অমুকং গৃহ গৃহ হুঁ হুঁ ঠং
ঠঃ । এই মন্ত্ৰের দ্বারা বিতস্তি প্রমাণ মনুষ্যের অস্থিময় কীলক সহস্রবার অভিমন্ত্রিত
করিয়া যাহার গৃহে পুতিবে, যাহার নামে বা শ্মশানে পুতিবে, তাহার সমস্ত পরিবার
নাশ হইবে । ঐ কীলক তুলিয়া ফেলিলে শাস্তি হয় । ১১

শাস্তি মন্ত্ৰ । যথা—ওঁ সঃ সঃ সঃ হঃ অমুকস্য শাস্তির্ভবতু স্বাহা । এই মন্ত্ৰের দ্বারা
সূত মধু সিক্ত ক্ষীর হোম করিবেন ও পান করিবেন । তাহাতে শাস্তি হয় । ১২

ওঁ টং টাং টিঁ টীঁ টুঁ টুঁ টেঁ টৈঁ টোঁ টৌ টঃ অমুকং মারয় মারয় ঠং ঠঃ ।
এই মন্ত্ৰের দ্বারা তের আঙ্গুল গর্দভের অস্থিময় কীলক সহস্রবার অভিমন্ত্রিত করিয়া
যাহার নামে চিতামধ্যে পুতিবেন, সে জ্বরে বিনাশ প্রাপ্ত হয় । ১৩

ওঁ লং লাং লিঁ লীঁ লুঁ লুঁ লেঁ লৈঁ লোঁ লৌ লঃ অমুকং নাশয় ঠং ঠঃ ।

নাশয় ঠ ঠঃ । অনেন খদিরকাঠময় কীলকং বড়দুলং সহস্রেনাভিমন্ত্র্য যস্ত
নাম্না শ্মশানে গৃহে বা নিখনেৎ, তস্ত সৰ্বং নাশয়তি । সৰ্বত্র শাস্তিঃ পূৰ্ববৎ । ১৪

অথ নিগড়বন্ধনমোক্ষণম্ ॥

যথা ওঁ নমঃ ঋতে নিঋতে তিগ্মতেজো যশ্ময়ং বিব্রেতা বন্ধমেতং যমেন
দন্তং তৎসম্বিদানোত্তমে নাকে অঘোরোহ বৈরং ॥ অস্ত নিগড়ভঞ্জনমন্ত্রস্য
প্রজ্ঞাপতিঋষিনিঋতির্দেবতা ত্রিষ্টুপ্ছন্দো বন্ধাদি-ব্যসনপরিহারে
বিনিয়োগঃ । ১৫

এবং ঋতাদিকং যস্য অযুতং প্রজপেৎ সুধীঃ ।

ততো বন্ধাব্যসনাচ্চ মুক্তো ভবতি নানুথা । ১৬

ইতি নিগড়বন্ধনমোক্ষণ-প্রকরণম্ ॥

অথ চিটিমন্ত্রঃ

যথা— তারং চিটিদ্বয়ং ক্রয়াচ্চাণ্ডালি চ ততঃ পরম্ ।

মহদাচ্চাং ততো ক্রয়াদমুকং মে ততঃ পরম্ ॥ ১৭

বশমানয় ঠ-দ্বন্দ্বং চিটিমন্ত্র উদাস্ততঃ ।

সপ্তভিদিবসৈভূপান্ বশয়েদ্বিধিনামুনা ॥ ১৮

এই মন্ত্রের দ্বারা হয় আঙ্গুল খদির কাঠময় কীলক সহস্রবার অভিমন্ত্রিত করিয়া যাহার
নামে শ্মশানে অথবা গৃহে পুতিবেন, তাহার সমস্তই বিনাশ করায় । সকল স্থলে
পূর্ববৎ শাস্তি করিবে । ১৪

অনন্তর নিগড় বন্ধন । যথা—ওঁ নমঃ ঋতে নিঋতে তিগ্মতেজো যশ্ময়ং বিব্রেতা
বন্ধমেতং যমেন দন্তং তৎ সম্বিদানোত্তমে নাকে অঘোরোহং বৈরম্ । অস্ত নিগড়-
ভঞ্জনমন্ত্রস্য প্রজ্ঞাপতিঋষিনিঋতির্দেবতা ত্রিষ্টুপ্ছন্দো বন্ধাদিব্যসন-পরিহারে
বিনিয়োগঃ । ১৫

এইরূপ ঋতাদি শ্রাব করিয়া সুধী সাধক অযুত মন্ত্র জপ করিবে । তাহা হইতে
বন্ধ ও ব্যসন হইতে মুক্ত হয় । ইহার অন্তথা হয় না । ১৬

নিগড় বন্ধন মোক্ষণ প্রকরণ সমাপ্ত ।

অনন্তর চিটি মন্ত্র । তার, চিটি-দ্বয় বলিবেন । তাহার পর চাণ্ডালি মহংপদাদি
চাণ্ডালি অর্থাৎ মহাচাণ্ডালি, তাহার পর অমুকং মে বলিবেন । তাহার পর বশ-
মানয় ঠদ্বয় (বাহা) । ইহা চিটি মন্ত্র বলিয়া কথিত হইয়াছে । এই বিধি দ্বারা
সাত দিনে নৃপতিগণকে বশ করিতে পারে । ১৭-১৮

তথাচ—ও চিটি চিটি চাণালি মহাচাণালি অমুকং মে বশমানয় বাহেতি
মন্ত্রঃ^১ । অত্র প্রণবানন্তরবর্ণচতুষ্কং তৃতীয়শ্বরবদিত্তিবোধ্যম্ । বিধিমাহ—

বিলিখ্য তালপত্রে তং সাধ্যনাম্না বিদভিত্তম্ ।

নিক্ষিপ্য ক্ষীরসংমিশ্রে জলে তং কাথয়েন্নিশি ॥ ১৯

বশ্যো ভবতি সাধ্যশ্চ নাত্ কার্য্য্য বিচারণা ।

তালপত্রে লিখিত্বৈনং ভদ্রকালীগৃহে ধনেং ।

বশ্যায় সর্বজন্তুনাং প্রয়োগোহয়মুদাহৃতঃ ॥ ২০

বিদভিত্তমিতি ঘে ঘে মন্ত্রাক্ষরে যত্র একৈকং সাধ্যনামকম্ । বিদভিত্তম্
তং প্রোক্তং সর্বরক্ষাকরং পরম্ ইতি স্রীত্যা বিদভিত্তমিত্যর্থঃ । ২১

ইতি চিটিমন্ত্রপ্রকরণম্ ।

অথ গরুড় মন্ত্র । যথা নিবন্ধে—

সম্বৰ্ত্তকো নেত্রযুতঃ পার্শ্বস্তারোহগ্নিসুন্দরী ।

গারুড়ো মনুরাখ্যাতো বিষদয়-বিনাশকঃ ॥ ২২

তাহা হইলে ও চিটি চিটি চাণালি মহাচাণালি । অমুকং মে বশমানয় বাহা
এই মন্ত্র হয় । এই স্থলে প্রণবের অনন্তর বর্ণ চারিটি তৃতীয় শ্বরবৎ, ইহা জানিবেন ।
বিধি বলিতেছেন—

সাধ্যনামের দ্বারা বিদভিত্ত সেই মন্ত্রকে তালপত্রে লিখিয়া ক্ষীর-মিশ্রিত জলে
নিক্ষেপ করিয়া তাহাকে স্নাত্তিতে কাথ করিবে । তাহাতে সাধ্য বশ হয় । ইহাতে
কোন বিচারণা (সংশয়) নাই । ১৯

সমস্ত প্রাণীর বস্তুর অস্ত্র তালপত্রে এই মন্ত্রকে লিখিয়া ভদ্রকালীর গৃহে পুতিবে ।
এই প্রয়োগ কথিত হইয়াছে । ২০

বিদভিত্তম্ ইহার অর্থ—ঘে ঘে মন্ত্রাক্ষরে যত্র একৈকং সাধ্যনামকম্ । বিদভিত্তম্
তু তং প্রোক্তং সর্বরক্ষাকরং পরম্ । অর্থাৎ যে স্থলে দুইটি মন্ত্রের অক্ষর ও একটি
সাধ্যনামের অক্ষর, তাদৃশ সেই মন্ত্র সর্বরক্ষাকর বিদভিত্ত বলিয়া কথিত হইয়াছে ।
এই স্রীতি অনুসারে বিদভিত্ত । চিটি মন্ত্রের প্রকরণ সমাপ্ত হইল । ২১

অনন্তর গরুড় মন্ত্র । যেমন নিবন্ধে বলিয়াছেন—নেত্রযুক্ত (ইকারে যুক্ত) সম্বৰ্ত্তক
(ক), পার্শ্ব (পকার), তাহাতে ক্ষিপ হয় । তাহার পর তার (ও) ও অগ্নিসুন্দরী
(বাহা) । ইহা যাবর ও অঙ্গম বিষদয় বিনাশক গরুড়ের মন্ত্র কথিত হইয়াছে । ২২

সম্বৰ্ত্তকঃ ককারঃ । পার্শ্বঃ পকারঃ । তেন কিং ও বাহেতি মন্ত্রঃ ।
তথা তত্রৈব—স্বরন্ গুরুভূমাআনং মন্ত্রমেনং অপেক্ষরঃ ।

বিষমালোকনেনৈব হস্তাগ্নি-কুলোদ্ভবম্ ॥ ২৩

অস্ত পূজা—প্রাতঃকৃত্যাদি-বৈষ্ণবকোক্ত-পীঠমন্ত্রং বিষ্ণুস্তা ঋতাদীন্ শাস্তেৎ ।
রুদ্র ঋষিঃ পঙ্ক্তিহ্রদঃ পক্ষীন্দ্রো দেবতা ও বীজং বাহা শক্তিঃ । ২৪

ততঃ করাদ্ভ্যাসৌ । জল জল মহামতি বাহা অঙ্গুষ্ঠাভ্যাং নমঃ । গুরুড়-
চূড়ামণে বাহা তর্জনীভ্যাং বাহা । গুরুড় শিখি শিখে বাহা মধ্যমাভ্যাং
বষট্ । গুরুড়^১ প্রভঞ্ প্রভঞ্ প্রভেদন প্রভেদন বিজ্রাবয় বিজ্রাবয়
বিমর্দয় বিমর্দয় বাহা অনামিকাভ্যাং হ^২ । উগ্ররূপধর সর্ববিষহর ভীষয়
ভীষয় বাহা কনিষ্ঠাভ্যাং বৌষট্ । সর্বং দহ দহ ভস্মীকুরু কুরু বাহা
করতলপৃষ্ঠাভ্যাং ফট্ । এবং হৃদয়াদিষু । ততঃ করদ্বয়ান্গুষ্ঠাদি-পঞ্চাঙ্গুলীষু

সম্বৰ্ত্তক—ককার । পার্শ্ব—পকার । তাহাতে, কিং ও বাহা এই মন্ত্র হয় ।
সেইখানেই এইরূপ বলিয়াছেন—

যে মানব নিজেকে গুরুড় স্মরণ করিতে করিতে এই মন্ত্র জপ করে, সে দৃষ্টি মাত্রের
দ্বারা নাগকুলজাত বিষকে নাশ করে । ২৩

ইহার পূজা । প্রাতঃকৃত্য হইতে বিষ্ণু মন্ত্রের পূজা পদ্ধতি কথিত পীঠমন্ত্র পর্য্যন্ত
শাস্ত করিয়া ঋতাদি শাস্ত করিবেন । এই মন্ত্রের রুদ্র ঋষি, পঙ্ক্তি হ্রদঃ, পক্ষীন্দ্র
দেবতা ও বীজ ও বাহা শক্তি । শাস্তি এইরূপ হইবে—অস্ত শ্রীগুরুড়-মন্ত্রস্ত রুদ্র ঋষিঃ
পঙ্ক্তিঃ হ্রদঃ পক্ষীন্দ্রো দেবতা ও বীজং বাহা শক্তিঃ বিষঘ্ন-বিনাশে বিনিষোপঃ ।
মন্ত্ৰকে—ও রুদ্রায় ঋষয়ে নমঃ । মুখে—ও পঙ্ক্তিহ্রদসে নমঃ । হৃদয়ে—ও পক্ষীন্দ্র-
দেবতায়ৈ নমঃ । তথ্যে—ও ও বীজায় নমঃ । পাদদ্বয়ে—ও বাহা শক্তয়ে নমঃ । ২৪

অনন্তর করাদ্ভ্যাস । ও জল জল মহামতি বাহা অঙ্গুষ্ঠাভ্যাং নমঃ । ও গুরুড়-
চূড়ামণে বাহা তর্জনীভ্যাং বাহা । ও গুরুড় শিখি শিখে বাহা মধ্যমাভ্যাং বষট্ । ও
গুরুড় প্রভঞ্ প্রভঞ্ প্রভেদন প্রভেদন বিজ্রাবয় বিজ্রাবয় বিমর্দয় বিমর্দয় বাহা অনামিকা-
ভ্যাং হ^২ । ও উগ্ররূপধর সর্ববিষহর ভীষয় ভীষয় বাহা কনিষ্ঠাভ্যাং বৌষট্ । ও সর্বং
দহ দহ ভস্মী কুরু কুরু বাহা করতল-পৃষ্ঠাভ্যাং ফট্ । এইরূপ হৃদয়াদিতে অভ্যাস
হইবে । তাহার পর করদ্বয়ের অঙ্গুষ্ঠাদি পাঁচটি অঙ্গুলি, পাদ, কটি, হৃদয়, মুখ ও
মন্ত্ৰকে মন্ত্রের পঞ্চবর্ণ শাস্ত করিবেন । যথা অঙ্গুষ্ঠে—ও কিং নমঃ, তর্জনীতে পং নমঃ,

পদ-কটী-হৃদয়-মুখ-মূৰ্দ্ধন্য চ মন্ত্র-পঞ্চ-বর্ণান্ শ্রুয়েৎ । ততো ধ্যয়েৎ (২৫)—

বর্মান্তর্বহিষুগ্মাক্ষর-কমলগতং মঞ্চভূতাত্ত্ববর্ণং

কণ্ঠাকল্পং ফণীশ্চৈরভয়-বর-করং পদ্মানেত্রং সুবক্ত্রম্ ।

হৃষ্টাহিচ্ছেদি^১-তুণ্ডং স্মরদখিলবিমপ্রোষণং প্রাণভূতং

প্রাণাগ্রণ্যং ত্রিবেদীতনুমমৃতময়ং পক্ষিরাজং ভজেহহম্ ॥ ২৬

অর্থার্থঃ । বর্ম কবচং, তন্ত্ৰান্তর্মধ্যে বহিষুগ্মাক্ষরং রেফদ্বয়ং যত্র কমলে, তত্র স্থিতম্^২ । মঞ্চভূতৌ খট্টাকার ঘটকৌ আত্মবর্ণৌ ক্ষকারেকারৌ যন্তু । তথা চ উপরি রেফদ্বয়ং অধঃ ক্ষকারেকারৌ খট্টাকারতয়া কর্ণিকায়ামিত্যর্থঃ । ২৭

এবং ধ্যানং কৃত্বা মানসৈঃ সম্পূজ্যার্ঘ্যং সংস্থাপ্য বৈষ্ণবোক্ত-পীঠমন্তপীঠ-পূজাং কৃত্বা পুনর্ধ্যাত্বাবাহু^৩ হৃকার-গর্ভগত-খট্টাকার-স্থিত-রেফদ্বয়-ক্ষকারেকার-

মধ্যমার—ওঁ ওঁ নমঃ, অনামায়—ওঁ স্বাং নমঃ, কনিষ্ঠায়—ওঁ হাং নমঃ । পাদে—ওঁ ক্রিং নমঃ, কটিতে—ওঁ পং নমঃ, হৃদয়ে—ওঁ ওঁ নমঃ, মুখে—ওঁ স্বাং নমঃ, মস্তকে—ওঁ হাং নমঃ । এই শ্রাসের পর ধ্যান করিবেন । ২৫

ধ্যানের অর্থ—বর্ম (হুং কারের) অন্তর্গত বহি (রকার) দ্বয়স্থিত মঞ্চভূত আদ্য বর্ণযুক্ত কমলে সমাসীন ফণীশ্চরূপ ভূষণে ভূষিত অভয় ও বরদ হস্ত, পদ্মানেত্র, সুবদন হৃষ্ট সর্পের ছেদনকারী^১ ব, স্মরণকারিণী^২ সমস্ত বিষনাশক, প্রাণভূত ও প্রাণ-গ্রাণ্য বেদত্রয় দেহধারী অন্তময় পক্ষিরাজকে আর্মি ভজনা করি । ২৬

এই শ্লোকের অর্থ—বর্ম—কবচ (হুং) তাহার অন্তঃ অর্থাৎ মধ্যে বহিষুগ্মাক্ষর রেফদ্বয় যে কমলে, সেই কমলস্থিত মঞ্চভূত ঘট্টাকারের ঘটক যে আদ্যবর্ণ ক্ষকার ও ঈকার যে পদে, তাদৃশপদে সমাসীন । তাহা হইলে উপরে রেফদ্বয় ও অধঃ ক্ষকার ও ঈকার ঘট্টাকার রূপে কর্ণিকায় অবস্থিত অর্থাৎ যে পদের কর্ণিকায় হুং কারের মধ্যে উপরে রকারদ্বয় ও নীচে ক্ষকার ও ঈকার খট্টার আকারে অবস্থিত তাদৃশ পদে সমাসীন—এই অর্থ । ২৭

এইরূপ ধ্যান করিয়া মানস উপচারে পূজা করিয়া বিশেষার্ঘ্য স্থাপন করিয়া বিষ্ণু মন্ত্র প্রকরণোক্ত পীঠমন্ পর্ধ্যন্ত পীঠপূজা করিয়া পুনরায় ধ্যান করিয়া, আবাহন করিয়া প্রমাণান্তর প্রাপ্ত হুং কারের গর্ভগত খট্টার আকারে স্থিত রেফদ্বয় এবং ক্ষকার

১। খ—হৃষ্টাহিচ্ছেদি । ২। খ—হিতং । পঞ্চভূত আদ্যবর্ণঃ ক্ষকারেকারবিন্দ্যাক্ষর-নিববীজং যন্ত । তথাচ তদীজং কর্ণিকায়ামিত্যর্থঃ । ৩। খ—আবাহু বৈষ্ণব মধ্যাহ্নকারগর্ভে ক্ষকারেকারবিন্দ্যাক্ষরবীজযুক্ত-কর্ণিকেশ্বরবর্ণা ।

বর্ণচতুষ্টয়যুক্ত-কণিকে স্বরদ্বন্দ্বাষ্টক-কেশরে ক চ ট ত প য ল লাষ্ট-বর্ণ-যুক্তাষ্ট-
দলে প্রমাণাস্তর-পরিপ্রাপ্তে^১ মাতৃকাপদ্যে পক্ষিরাজং পূজয়েৎ । ২৮

তত আবরণপূজা । অষ্টৈঃ প্রথমাবরণম্ । অনন্ত-বাসুকি-ভঙ্কক-কর্কোটক-
পদ্ম-মহাপদ্ম-শঙ্খ-কুলিকাষ্ট-নাগৈর্দ্বিতীয়ম্ । ইন্দ্রাদিতিস্তৃতীয়ম্ । ২৯

পুরশ্চরণং পঞ্চলক্ষ-জপঃ । অথবা^২ মূলমন্ত্রমমৃতং প্রত্যেকমক্ষর-সংখ্য-
সহস্রং মালামন্ত্রং জপেৎ । যুতাক্তৈঃ কৃষ্ণপুষ্পৈর্দশাংশহোমঃ । মালামন্ত্রো
যথা—ওঁ নমো ভগবতে গুরুভায় কালাগ্নি-বর্ণায় এহেহি কালানল-লোল-
জিহ্বায় পাতয় পাতয় মোহয় মোহয় বিজ্রাবয় বিজ্রাবয়^৩ ভ্রম ভ্রম ভ্রাময়
ভ্রাময় হন হন দহ দহ পচ পচ হুঁ ফটু স্বাহা । ৩০

ক্ষীরাক্ষি-মধ্যে তত্রোৎপন্ন-পূর্বোক্ত-মাতৃকাক্ষরময়মমৃতাত্মকং শ্বেতপদ্মং
বিচিন্ত্য তৎপদ্যে দষ্টং বিচিন্ত্য দষ্টশ্চ মূর্দ্ধ-বক্ত্র-হৃদয়-নাভিষু^৪ রং হং ঠং বং ইতি
বীজ-চতুষ্টয়মমৃতপ্রাবিভেন বিচিন্ত্য দষ্টশিরস উপরি চন্দ্রকান্ত-ধবলং সুধাময়ং
গুরুভং ধ্যান্য স্বহস্তস্থিতামৃতপূরিত-শঙ্খনির্গলদমৃত-ধাবয়া দষ্টং প্রাবয়ন্তং

ও ঙ্কার রূপ বর্ণ চতুষ্টয়যুক্ত কণিক আটটি স্বরদ্বন্দ্ব যুক্ত কেশর যুক্ত ক চ ট ত প য ল
ও ল বর্ণ রূপ আটটি বর্ণ বিশিষ্ট দলযুক্ত মাতৃকাপদ্যে পক্ষিরাজকে পূজা করিবে । ২৮

তাহার পর আবরণ পূজা । ষড়ঙ্গের দ্বারা প্রথম আবরণ । অনন্ত, বাসুকি,
ভঙ্কক, কর্কোটক, পদ্ম, মহাপদ্ম, শঙ্খ, কুলিক—এই আটটি নাগের দ্বারা দ্বিতীয়
আবরণ । ইন্দ্রাদি লোকপালগণের দ্বারা তৃতীয় আবরণ । ২৯

এই মন্ত্রের পুরশ্চরণ পাঁচ লক্ষ মন্ত্র জপ অথবা অমৃত মূলমন্ত্র ও মূলমন্ত্রের বর্ণসংখ্যক
(পাঁচ হাজার) মূলোক্ত মালামন্ত্র জপ করিবেন । যুতাক্ত কৃষ্ণ পুষ্পের দ্বারা জপের
যশাংশ পরিমাণ হোম করিবে । ৩০

ক্ষীর সমুদ্রের মধ্যে সেই ক্ষীর সমুদ্রে উৎপন্ন পূর্বোক্ত মাতৃকাবর্ণময় অমৃতরূপ
শ্বেত পদ্ম ধ্যান করিয়া সেই পদ্যে সর্প দষ্ট ব্যক্তিকে চিন্তা করিয়া সেই সর্পদষ্টের মস্তক
মূখ, হৃদয় ও নাভিতে রং হং ঠং ও বং এই বীজ চতুষ্টয়কে অমৃত স্করণ-কারিক্রমে
চিন্তা করিয়া সর্পদষ্ট ব্যক্তির মস্তকের উপরে চন্দ্রকান্তের শ্যাম ধবলবর্ণ গুরুভকে ধ্যান
করিয়া নিজ হস্ত স্থিত অমৃতপূরিত শঙ্খ হইতে গলিত অমৃত দ্বারায় সর্পদষ্ট ব্যক্তিকে

১। খ—প্রমাণাস্তরপরিপ্রাপ্তে ইতি নাস্তি ।

২। খ—অথবা পুরশ্চরণার্থং ।

৩। খ—

বিজ্রাবয় অবয় অবয় হন হন । ৪। খ—নাভিষু বং হং ঠং বমিতি ।

গরুড়ং ধ্যানং মন্ত্রং জপেৎ । এবং ধ্যানমাত্রেণ দৃষ্টো নির্বিষঃ সমুখায় চিরং
জীবেৎ । ৩১

ওঁ নমো ভগবতে গরুড়ায়^১ মহেশ্বররূপায় পর্বতশিখরাকাররূপায় সংহর
সংহর মোচয় মোচয় চালয় চালয় পাতয় পাতয় নির্বিষ নির্বিষ বিষমপ্যমৃতং
চাহাররূপ-সদৃশমিদং প্রজ্ঞাপয়ামি স্বাহা নমঃ লল লল রব রব হন হন ক্ষিপ
ক্ষিপ হর হর স্বাহা । অনেন গরুড়-মন্ত্রেণ মন্ত্রী গরুড়ো ভূত্বা অভিমদ্বিতং
স্বাবরবিষং ভক্ষিতমপি অমৃতং কৰোতি কিমুতান্নপানাদিকম্ । ৩২

অথ গরুড়স্তবঃ—সুপর্ণং বৈনতেয়ঞ্চ নাগারিং নাগভূষণম্ ।

জিতান্তকং বিষারিঞ্চ অজিতং বিশ্বরূপিণম্ ॥ ৩৩

গরুড়ং পতগশ্রেষ্ঠং তাক্ষ্যং কণ্ঠপনন্দনম্ ।

ষাদশৈতানি নামানি গরুড়স্য মহাত্মনঃ ॥ ৩৪

যঃ পঠেৎ প্রাতরুথায় স্নানে বা শয়নেহপি বা ।

বিষং নাক্রমতে তস্য ন চ হিংসন্তি হিংসকাঃ ॥ ৩৫

সংগ্রামে ব্যবহারে চ বিজয়ন্তস্য জায়তে ।

বন্ধনান্মুক্তিমায়াতি যাত্রায়াং সিদ্ধিরেব চ ॥ ৩৬

ইতি গরুড়স্তবঃ ॥ ইতি গরুড়প্রকরণম্ ॥

প্রাচীন কারী গরুড়কে ধ্যান করিতে করিতে মন্ত্র জপ করিবেন । এইরূপ ধ্যান মাত্রেণ
দ্বারা সর্পদষ্ট ব্যক্তি নির্বিষ হইয়া উথিত হইয়া দীর্ঘকাল জীবিত থাকিবে । ৩১

ওঁ নমো ভগবতে ইত্যাদি মূলোক্ত মন্ত্রের দ্বারা মন্ত্রজ্ঞ সাধক গরুড় হইয়া অভি-
মদ্বিত স্বাবর বিষ ভক্ষিত হইলেও তাহাকে অমৃত করে । অন্নপানাদি ভক্ষিত হইলে
যে অমৃত হয়, তাহাতে আর বক্তব্য কি ? ৩২

সুপর্ণ, বৈনতেয়, নাগারি, নাগভূষণ, জিতান্তক (যত্নাকরী) বিষারি, অজিত,
বিশ্বরূপী, গরুড়, পতগশ্রেষ্ঠ, তাক্ষ্য, কণ্ঠপ নন্দন—মহাত্মা গরুড়ের এই ষাদশ নাম কে
ব্যক্তি প্রাতঃকালে শয্যা হইতে উঠিয়া স্নানকালে বা শয়নকালে পাঠ করে, তাহাকে
বিষ আক্রমণ করে না । হিংসকগণ তাহাকে হিংসা করে না । সংগ্রামে ও লোক
ব্যবহারে তাহার বিজয় আছে, বন্ধন হইতে মুক্তি হয় এবং যাত্রার সিদ্ধি হয় । ৩৩-৩৬

গরুড়ের তব ও গরুড়ের প্রকরণ সমাপ্ত হইল

১। খ—গরুড়ায় । অতঃপর ওঁ ভুবনেশ্বরী নমঃ । অথ বক্ষ্যামিতি ভুবনেশ্বরী প্রকরণ
কালী প্রকরণান্তরং ওঁ নমো ভগবতে গরুড় রূপেত্যাদি । ক + খ—পুতকরোদেব প্রকরণ-ব্যতীতঃ

অথ বিষহরাগ্নি-মন্ত্রঃ । স চ বিসর্গ-বিন্দুযুক্ত খকার-ব্যয়রূপঃ । তেন খঃ
খং ইতি । ৩৭

অস্ত্র পূজা । প্রাতঃকৃত্যাদিকং কৃত্বা ঋত্বাদীম্যাসেৎ । অগ্নিঋষিঃ পঙক্তি-
ছন্দঃ অগ্নিদেবতা খকারো বীজং বিন্দুঃ শক্তিঃ । করাজম্যাসৌ তু দীর্ঘষট্-কযুক্তা
খকারেণ । ধ্যানার্চনে শারদাক্ত-বৈশ্বানর-মন্ত্রবৎ । ৩৮

পুরস্চরণং দ্বাদশ-সহস্র-জপঃ । আজ্যেন দশাংশহোমঃ । স্ববামহস্ততলে
পঞ্চদলং শ্বেতপদ্মং ধ্যায়া তৎকর্ণিকায়াং সবিসর্গং খকারং তৎপঞ্চদলেষু
সানুস্মার-খকারং ধ্যায়া রক্তবর্ণমমৃতময়ং বিচিন্ত্য তৎস্পর্শাৎ সর্বং বিষং
নাশয়েৎ । ইথভূত-করেণ বিষরোগগ্রস্তং স্পৃষ্ট্বাহিষ্টসহস্রং জপেৎ ।
সর্পবৃশ্চিকাদি-বিষজ্বালা-জীর্ণ-বিসর্প-দস্তাদিশূল-নেত্রাদি-রোগ-সর্বং বেদনা-
নাঞ্চ ততঃ প্রশান্তির্ভবতি ইতি বিষহরাগ্নিমন্ত্রঃ । ৩৯

অথ বৃশ্চিকবিষহরমন্ত্রাঃ । ওঁ স র হ ফুঃ । ওঁ হিলি মিলি চিলি হ ফুঃ
ওঁ হিলি হিলি চিলি হ ফুঃ । ব্রহ্মণে ফুঃ । সর্বেভ্যো দেবেভ্য ফুঃ ।
ইত্যেতে । ৪০

অনন্তর বিষহর অগ্নিমন্ত্র । সেই মন্ত্রটি বিসর্গ ও বিন্দুযুক্ত খকাররূপ । তাহাতে
খঃ খং এই মন্ত্র হয় । ৩৭

এই মন্ত্রের পূজা—প্রাতঃকৃত্যাদি করিয়া ঋত্বাদিষ্ঠাস করিবেন । এই মন্ত্রের অগ্নি
ঋষি, পঙক্তি ছন্দঃ অগ্নি দেবতা, খকার বীজ, বিন্দু শক্তি । দীর্ঘ ষট্-কযুক্ত খকারের
দ্বারা করাজম্যাস করিবেন । ধ্যান ও পূজা শারদাভিলকোক্ত বৈশ্বানর মন্ত্রের দ্বারা
করিবেন । ৩৮

এই মন্ত্রের পুরস্চরণ দ্বাদশ হাজার জপ । ঘৃতের দ্বারা জপের দশাংশ হোম ।
নিজের বাম হস্তের তলে পঞ্চদল শ্বেতপদ্ম ধ্যান করিয়া তাহার কর্ণিকায় সবিসর্গ খকার
(খঃ), তাহার পাঁচটি দলে অনুস্মার যুক্ত খকার (খং) ধ্যান করিয়া, তাহাকে রক্তবর্ণ
অমৃতময় চিন্তা করিয়া তাহার স্পর্শ হইতে সমস্ত বিষকে নাশ করায় । ঈদৃশ করে
দ্বারা বিষরোগ গ্রস্ত ব্যক্তিকে স্পর্শ করিয়া আট হাজার জপ করিবে । এই জপ হইতে
সর্প ও বৃশ্চিকাদির বিষ-জ্বালা, জীর্ণ (পুরাতন) বিসর্প রোগ, দস্তাদিশূল, নেত্রাদির
রোগ সকল ও বেদনা সমূহের শান্তি হয় । ৩৯

বিষহর অগ্নিমন্ত্রের প্রকরণ সমাপ্ত হইল

অনন্তর বৃশ্চিকবিষহরমন্ত্র । ওঁ স র হ ফুঃ, ওঁ হিলি মিলি চিলি হ ফুঃ, ওঁ হিলি

অথ মুষিকবিষহরমন্ত্রঃ^১ । যথা—ওঁ গৈং কাং ঠঃ । ইতি মুষিক-বিষহর-
মন্ত্রঃ । ওঁ সরণে ফুঃ অসরণে বিসরণে ফুঃ । এতমন্ত্রজপ্ত-শ্বেত-সৰ্পপ প্রক্ষে-
পান্ মুষিক-নাশো ভবতি । ওঁ হ্রাং হ্রীং হ্রুং জকৃত ওঁ স্বাহা গরুড় হুং কট্ ।
ইতি লুতা-বিষহরো হুর্গামন্ত্রঃ । ওঁ নমো ভগবতে বিষ্ণবে সর সর হন হন হুং
কট্ স্বাহা । ইতি সৰ্বকীটজাতি-বিষহরো বিষ্ণুমন্ত্রঃ ॥ ৪১

অথ সুখপ্রসবমন্ত্রঃ । ওঁ মন্থথ মন্থথ বাহি বাহি লম্বোদর মুঞ্চ মুঞ্চ
স্বাহা ॥ মুক্তাঃ পাশা বিপাশাশ্চ মুক্তাঃ সূর্য্যেণ রশ্ময়ঃ । মুক্তাঃ সৰ্বভয়াদ্
গৰ্ভ এহেহি মারীচ মারীচ স্বাহা ॥

এতয়োরশ্রুতরেণাষ্টবারং জলমভিমন্ত্য দেয়ম্ । তৎ পীত্বা সুখপ্রসবা
ভবতি । ইতি সুখপ্রসবমন্ত্র-প্রকরণম্ ॥ ৪২

অথ হনুমৎকল্পঃ । যথা গরুড়তন্ত্রে দেবীশ্বর-সংবাদে শঙ্কর উবাচ—

শৃণু দেবি ! প্রবক্ষ্যামি সাবধানাবধারণয় ।

হনুমৎ-সাধনং পুণ্যং মহাপাতক-নাশনম্ ॥ ৪৩

হিলি চিলি চিলি হ ফুঃ, জ্ঞাপ্ণে ফুঃ, সৰ্বেভ্যঃ দেবেভ্যঃ ফুঃ । এইগুলি বৃশ্চিকের
বিষহর মন্ত্র । ৪০

অনন্তর মুষিকের বিষহর মন্ত্র । ওঁ গৈং কাং ঠঃ । এইটি মুষিকের বিষহর মন্ত্র ।
ওঁ সরণে ফুঃ, অসরণে বিসরণে ফুঃ । এই মন্ত্র জপ্ত শ্বেত সৰ্পপ প্রক্ষেপ হইতে
মুষিক নাশ হয় । ওঁ হ্রাং হ্রীং হ্রুং জকৃত ওঁ স্বাহা গরুড় হুং কট্ । এইটি লুতার বিক
হর হুর্গামন্ত্র । ওঁ নমো ভগবতে বিষ্ণবে সর সর হন হন হুং কট্ স্বাহা—এইটি সমস্ত
কীট জাতির বিষহর বিষ্ণুমন্ত্র । ৪১

অনন্তর সুখ প্রসব মন্ত্র । (১) ওঁ মন্থথ মন্থথ বাহি বাহি লম্বোদর মুঞ্চ মুঞ্চ স্বাহা,
(২) ওঁ মুক্তাঃ পাশা বিপাশাশ্চ মুক্তাঃ সূর্য্যেণ রশ্ময়ঃ । মুক্তাঃ সৰ্বভয়াদ্ গৰ্ভ এহেহি
মারীচ মারীচ স্বাহা—এই দুইটি মন্ত্রের যে কোন একটি মন্ত্রের দ্বারা জলকে আট বার
অভিমন্ত্রিত করিয়া পান করিতে দিবে । তাহা পান করিয়া সুখ-প্রসবা হয় । ৪২

সুখ প্রসব মন্ত্র প্রকরণ সমাপ্ত হইল ।

অনন্তর হনুমৎ কল্প । যেমন গরুড়তন্ত্রে দেবী ও ঈশ্বরের সংবাদে ঈশ্বর বলিলেন—
হে দেবি । মহাপাতকের নাশক পুণ্য হনুমৎ সাধন (হনুমানের মন্ত্র) বলিতেছি ।
সাবধান হইয়া অবধারণ কর । ৪৩

বিয়ং সলবকং হনুমতে চ তদনন্তরম্ ।

রুদ্রাত্মকায় কবচং ফড়িতি দ্বাদশাক্ষরঃ ॥ ৪৪

এতমন্ত্রং সমাখ্যাতং গোপনীয়ং প্রমত্ততঃ ।

তব স্নেহেন ভক্ত্যা চ দাসোহস্মি তব সুন্দরি ! ॥ ৪৫

এতমন্ত্রঞ্চাজুঁনায় প্রদত্তং হরিণা পুরা ।

জয়েন সাধনং কৃদ্বা জিতং সর্বং চরাচরম্ ॥ ৪৬

নদীকূলে বিষ্ণুগৃহে নির্জনে পর্বতে বনে ।

একাগ্রচিত্তমাদায় সাধয়েৎ সাধনং মহৎ ॥ ৪৭

অস্তার্থঃ—বিয়ং হকারঃ । লবোহনুস্বারঃ । কবচং পঞ্চমস্বরবাক্রপম্ ।
তথাচ—হঁ হনুমতে রুদ্রাত্মকায় হঁ ফট্ ইতি মন্ত্রঃ । অত্র হনুমৎ-শব্দো
ব্রহ্মোকার-মধ্যঃ প্রকৃতিরূপত্বাৎ^১ । অস্ত্য করাক্ষর্যাসৌ ষড়্ দীর্ঘ-ভাজাদি-
বীজেন । তথাচ হাঁ অক্ষুষ্ঠাভ্যাং নমঃ, হীঁ তর্জনীভ্যাং স্বাহেত্যাদিনা চ ।
ততো ধ্যানম্ । ৪৮

সলবক (অনুস্বারযুক্ত) বিয়ং (হ), হনুমতে, তাহার পর রুদ্রাত্মকায় কবচ (হং)
ফট্ । এই দ্বাদশাক্ষর হনুমানের মন্ত্র । ৪৪

এই মন্ত্র আমার কর্তৃক কথিত হইল । উহা ষড়্ পূর্বক গোপনীয় । হে সুন্দরি !
তোমার স্নেহে ও ভক্তিতে আমি তোমার দাস হইয়াছি । ৪৫

প্রাচীনকালে হরি অজুঁনকে এই মন্ত্র প্রদান করিয়াছিলেন । জয়—(অজুঁন)
এই মন্ত্রের সাধন করিয়া চরাচর জগৎ জয় করিয়াছিলেন । ৪৬

নদীকূলে, বিষ্ণুগৃহে, নির্জনে, পর্বতে, বনে একাগ্রচিত্ত হইয়া মহৎ সাধন (মন্ত্র)
সাধন করিবে । ৪৭

ইহার অর্থ—বিয়ং—হকার । লব—অনুস্বার । কবচ—পঞ্চম স্বর বিশিষ্ট রূপ
হং । তাহা হইলে হং হনুমতে রুদ্রাত্মকায় হং ফট্—এই মন্ত্র হয় । এই স্থলে হনুমৎ
শব্দটি প্রকৃতি স্বরূপ বলিয়া উহার মধ্যে ব্রহ্ম উকার, দীর্ঘ উকার নহে, (ইহা আমার
গুরু বলেন) । এই মন্ত্রের করাক্ষর্যাস ছয়টি দীর্ঘস্বর যুক্ত আদি বীজের দ্বারা হইবে ।
তাহা হইলে হাং অক্ষুষ্ঠাভ্যাং নমঃ, হীং তর্জনীভ্যাং স্বাহা, ইত্যাদি মন্ত্রের দ্বারা
ষড়্ভক্ত্যাস করিবেন । তাহার পর ধ্যান করিবেন । ৪৮

মহাশৈলং সমুৎপাট্য ধাবন্তং রাবণং প্রতি ।
 তিষ্ঠ তিষ্ঠ রণে হৃষ্ট ষোররাবণঃ^১ সমুৎসৃজন্ ॥ ৪৯
 লাক্ষ্মারক্তাক্ষণং রৌদ্রং কালান্তক-যমোপমম্ ।
 অলদগ্নি-সুরমৈত্রং সূর্যকোটি-সমপ্রভম্ ॥ ৫০
 অঙ্গদাঠৈর্মহাবীরৈর্বেষ্টিতং রুদ্ররূপিণম্ ।
 এবংরূপং হনুমন্তং ভাবয়েৎ সাধকোত্তমঃ ॥ ৫১
 প্রাতঃ স্নাত্বা নদীতীরে উপবিষ্ট্য কুশাসনে ।
 প্রাণায়ামং ষড়ঙ্গঞ্চ মূলেন স করং শ্বসেৎ ॥ ৫২
 পুষ্পাঞ্জল্যষ্টকং দত্ত্বা ধ্যান্যামং সসীতকম্ ।
 তাত্ত্রপাত্রে ততঃ পদ্মমষ্টপত্রং স কেশরম্ ॥ ৫৩
 রক্তচন্দন-মৃষ্টেন লিখেৎ তন্ত্ৰ শলাকয়া ।
 কর্ণিকায়াম্ লিখেন্নম্রং তত্রাবাহ্য কপিপ্রভুম্ ॥ ৫৪
 কর্ণিকায়াম্ হনুমন্তং ধ্যান্যাম পাত্ৰাদিকং ততঃ ।
 গন্ধপুষ্পাদিকৈশ্চৈব নিবেদ্য মূলমন্ত্রতঃ ॥ ৫৫
 সূত্রীবাং লক্ষণৈশ্চৈব অঙ্গদং নলনীলকম্ ।
 কাম্ববস্তুঞ্চ কুমুদং কেশরিণং দলে দলে ॥ ৫৬

ধ্যানের অর্থ—মহাশৈল উৎপাটন করিয়া রাবণের প্রতি ধাবমান, রে হৃষ্ট রাবণ ।
 রণে তিষ্ঠ এষ্টরূপ ষোর গর্জনকারী, লাক্ষ্মা ও রক্তের শ্যাম অরুণ, রৌদ্র, কালান্তক
 যমের শ্যাম ভয়ানক, জ্বলন্ত অগ্নির শ্যাম সুরিতনেত্র, কোটি সূর্যের শ্যাম প্রভা-বিশিষ্ট,
 অঙ্গদাদি-মহাবীরগণে বেষ্টিত রুদ্ররূপী হনুমান্কে সাধকশ্রেষ্ঠ এই প্রকারে ধ্যান
 করিবে । ৪৯-৫১

প্রাতঃকালে স্নান করিয়া নদীতীরে কুশাসনে উপবেশন করিয়া, প্রাণায়াম ও
 মূলের দ্বারা করশ্বাসের সহিত ছয়টি অঙ্গশ্বাস করিবেন । ৫২

আটবার পুষ্পাঞ্জলি দিয়া সীতার সহিত রামকে ধ্যান করিয়া, তাহার পর
 তাত্ত্রপাত্রে চন্দনে (যসা রক্ত চন্দনে) শলাকা দ্বারা কেশর যুক্ত অষ্টদল রক্ত পদ্ম
 লিখিবে । কর্ণিকায় হনুমানের মন্ত্র লিখিবে । সেই কর্ণিকায় কপিপ্রভু হনুমানকে
 আবাহন করিয়া ধ্যান করিয়া তাহার পর মূলমন্ত্রে পাদ্যাদি, গন্ধপুষ্পাদি নিবেদন
 করিয়া, হে দেবি । সূত্রীবা, লক্ষণ, নল, নীল, কাম্ববান্, কুমুদ ও কেশরীকে এক এক

পূর্বাঙ্গি-ক্রমতো দেবি ! পূজয়েন্ গন্ধচন্দনৈঃ ।

পবনফাঞ্জনাতৈঃ পূজয়েন্ দক্ষবাসতঃ ।

দলাগ্রেষু কপিভ্যোহপি পুষ্পাঞ্জল্যষ্টকং ততঃ ॥ ৫৭

অস্ত পুরশ্চরণং লক্ষজপঃ । আজ্যেন দশাংশহোমঃ । জপান্তে মহতীং
পূজাং কুর্যাৎ ॥ ৫৮

সুদৃঢ়ং সাধকং মহা নিশীথে পবনাত্মজঃ ।

সুপ্রসন্নস্ততো ভূত্বা প্রয়াতি সাধকাগ্রতঃ ॥ ৫৯

যথেষ্মিতং বরং দত্ত্বা সাধকায় কপিপ্রভুঃ ।

যাতি স্বমালয়ং লোকে সাধকো বিজয়ী ভবেৎ ॥ ৬০

অধৈতৎ-সাধনম্ । তত্র করাদিস্তাসৌ হাঁ অঙ্গুষ্ঠাভ্যাং নমঃ ইত্যাদিনা ।
ততঃ প্রাণায়ামঃ । অকারাদি-ষোড়শস্বরানুচ্চার্য বামেণ বায়ুং পূরয়েৎ ।
পঞ্চবর্গানুচ্চার্য বায়ুং কুস্তয়েৎ । যকারাদি ত্রিবর্গানুচ্চার্য দক্ষিণেন বায়ুং
রেচয়েৎ । ততো ধ্যানম্ (৬১)—

ধ্যায়েদ্রুণে হনুমন্তং কপিকোটি-সমন্বিতম্ ।

ধাবন্তং রাবণং জেতুং দৃষ্ট্বা সত্ত্বরমুখিতম্ ॥ ৬২

দলে পূর্বাঙ্গিক্রমে গন্ধচন্দনের দ্বারা পূজা করিবে । দক্ষিণে ও বামে পবন ও অঞ্জনকে
পূজা করিবে । দলের অগ্রে কপিগণকে আটবার পুষ্পাঞ্জলি দিবে । ৫৩-৫৭

জপের অন্তে মহতী পূজা করিবেন । সাধককে সুদৃঢ় মনে করিয়া তাহার পর
পবন নন্দন প্রসন্ন হইয়া রাজিতে সাধকের অগ্রে গমন করেন । ৫৯

কপিপ্রভু হনুমান্ সাধকের অভিপ্রেত বর প্রদান করিয়া নিজ গৃহে গমন করেন ।
সাধক এই লোকে বিজয়ী হইয়া থাকে । ৬০

অনন্তর এই মন্ত্রের সাধন । এই সাধনে হাঁ অঙ্গুষ্ঠাভ্যাং নমঃ ইত্যাদি মন্ত্রে করাদি
গ্রাস করিবেন । তাহার পর প্রাণায়াম করিবেন । যথা—অকারাদি ষোড়শ স্বর
উচ্চারণ করিয়া বাম নাসিকা দ্বারা বায়ুকে পূরণ করিবেন । কবর্গাদি পাঁচটি বর্গকে
উচ্চারণ করিয়া বায়ুকে কুস্তক করিবেন । যকারাদি তিনটি বর্গকে উচ্চারণ করিয়া
দক্ষিণ নাসিকা দ্বারা বায়ুকে রেচন করিবেন । তাহার পর মূলোক্ত ধ্যান
করিবেন । ৬১

ধ্যানের অর্থ—রূপকৃমিতে মহাবীর লক্ষণকে পতিত দেখিয়া হনুমান্ সত্ত্বর উখিত
হইয়া কোটি বানরের সহিত মিলিত হইয়া প্রচণ্ড ক্রোধে তরু পর্বত উৎপাটন করিয়া

লক্ষণঞ্চ মহাবীরং পতিতং রণ-ভূতলে ।

গুরুঞ্চ ক্রোধমুৎপাদ্য গৃহীত্বা গুরুপর্বতম্ ॥ ৬৩

হাহাকাঠৈঃ সদর্পৈশ্চ কম্পয়ন্তং জগজ্জয়ম্ ।

আব্রহ্মাণ্ডং সমাবাপ্য কৃত্বা ভীমং কলেবরম্ ॥ ৬৪

ইতি ধ্যান্য ষট্ সহস্রং জপেৎ । অশ্ব মন্ত্রশ্চ (৬৫)—

স্ববীজং পূর্বমুচ্চার্য পবনঞ্চ ততো বদেৎ ।

নন্দনঞ্চ ততো দেয়ং গেহবসানেহনলপ্রিয়া ।

দশার্ণোহয়ং মনুঃ প্রোক্তো নরাণাং সুরপাদপঃ ॥ ৬৬

তেন ইং পবননন্দনায় স্বাহা ইতি মন্ত্রঃ । সপ্তম-দিবসে দিব্যরাত্রিঃ
বাপ্য জপেৎ । ততো মহাভয়ং দত্ত্বা ত্রিভাগ-শেষায়াং নিশি নিয়তমাগচ্ছতি ।
সাধকোহপি—বিদ্যাং বাপি ধনং বাপি রাজ্যং বা শত্রুনিগ্রহম্ । তৎক্ষণাদেব
চাপ্নোতি সত্যং সত্যং সুনিশ্চিতম্ ॥ ইতি হনুমৎকল্পঃ ॥ ৬৭

অথার্চপটী যথা—ও নমো ভগবতি চামুণ্ডে রক্তবাসসে অপ্রতিহতরূপ-
পরাক্রমে অমুক-বধায় বিচেতসে স্বাহা ইতি মন্ত্রঃ^১ । ৬৮

কলেবরকে ব্রহ্মাণ্ডব্যাপী ভীম করিয়া দর্পসহকারে হাঃ হাঃ শব্দে জগৎজয়কে কম্পিত
করিয়া রাবণকে জয় করিবার নিমিত্ত রণে ধাবমান হনুমানকে ধ্যান করিবে । ৬২-৬৪

এইরূপ ধ্যান করিয়া ছয় হাজার জপ করিবেন । এই সাধনের মন্ত্রটি
হইতেছে (৬৫)—

নিজের বীজটি প্রথমে উচ্চারণ করিয়া তাহার পর পবন ও নন্দন বলিবেন ।
তাহার পর গে বিভক্তি ও শেষে অনলপ্রিয়া (স্বাহা) দিবেন । মানবগণের কল্পহৃদয়
সদৃশ এই দশাক্ষর মন্ত্র কথিত হইয়াছে । ৬৬

তাহা হইলে হং পবন-নন্দনায় স্বাহা—এই মন্ত্র হয় । সপ্তম দিবসে দিব্যরাত্রি
ব্যাপিয়া জপ করিবে । তাহার পর মহাবীর হনুমান্ মহাভয় প্রদান করিয়া রাত্রির
ত্রিভাগশেষে নিশ্চিতই আগমন করেন । সাধক যদি ভয়াদিত্যাগ করেন, তবে—
বিদ্যা অথবা ধন অথবা রাজ্য অথবা শত্রুনিগ্রহ তৎক্ষণাৎ প্রাপ্ত হন, ইহা সুনিশ্চিত
সত্য সত্য । হনুমৎ কল্প সমাপ্ত হইল । ৬৭

অনন্তর আর্চপটী । আর্চপটীর এই মন্ত্র যথা—ও নমো ভগবতি চামুণ্ডে রক্ত-
বাসসে অপ্রতিহতরূপ-পরাক্রমে অমুক বধায় বিচেতসে স্বাহা । ৬৮

আর্দ্ররক্তপটেনাবৃতঃ নদীতীরে উষরভূমৌ বা দক্ষিণামুখ উর্দ্ধবাহজ্জপেৎ ।
 শবৎ পটঃ শুভ্রতি, ভাবৎ প্রাণাঃ শুভ্রান্তি শত্রোঃ । ইত্যার্দ্রপটী ।

অথ বেতালাদিসিদ্ধিঃ ॥ কুলচূড়ামণৌ ভৈরব উবাচ—

বেতালাদিমহাসিদ্ধিঃ কথং ভবতি চণ্ডিকে ! ।

তন্মে কথয় দেবেশি ! যদি স্নেহোহস্তি মাং প্রতি ॥ ৬৯

দেবুবাচ—নিম্ববৃক্ষোদ্ভবং কাষ্ঠং শ্মশানে সাধকোদ্ভবমঃ ।

ভৌমবারে মধ্যরাত্রৌ গত্বা কুল-যুগাশ্বিতঃ ॥ ৭০

খনিভ্বা চাষ্টলক্ষং বৈ জপেন্ মহিষ-মর্দ্দিনীম্ ।

তৎ-সহস্রং হ্রনেদৃ বৎস ! তত্রৈব পিতৃকাননে ॥ ৭১

কাষ্ঠমুদ্ধত্যা তপ্সিন্ বৈ দণ্ডং পাঙ্ক-চিহ্নিতম্ ।

কুত্বা দুর্গাষ্টমী রাত্রৌ শ্মশানে নিক্ষিপেত্ততঃ^১ ॥ ৭২

তন্ত্ৰোপরি শবৎ কুত্বা পূজয়িত্বা যথাবিধি ।

শবাসনগতো বীরো জপেদষ্টসহস্রকম্ ॥ ৭৩

ততো মাতৃবলিং দত্ত্বা কাষ্ঠমামন্ত্রয়েৎ ততঃ ।

ক্ষেঁ ক্ষেঁ দণ্ড মহাভাগ ! যোগিনীহৃদয়প্রিয় ! ।

আর্দ্র রক্ত বস্ত্রে আবৃত হইয়া নদীর তীরে অথবা উষর ভূমিতে দক্ষিণমুখ ও উর্দ্ধবাহ হইয়া জপ করিবেন । যে সময়ে বস্ত্র শুষ্ক হইবে, সেই সময়ে শত্রুর প্রাণ শুষ্ক হইবে । আর্দ্রপটী সমাপ্ত হইল । ৬৮

অনন্তর বেতালাদি সিদ্ধি। কুলচূড়ামণিতে ঈশ্বর বলিলেন—হে চণ্ডিকে ! বেতালাদি মহাসিদ্ধি কি প্রকারে হয় ? হে দেবেশি ! যদি আমার প্রতি স্নেহ থাকে, তবে তাহা আমাকে বল । ৬৯

সেবি বলিলেন—সাধক শ্রেষ্ঠ কুলদ্বয়ের (জীবনের) সহিত শ্মশানের মধ্যে মঙ্গলবার মধ্যরাত্রিতে নিমগাছের কাঠকে পুতিয়া আট লক্ষ মহিষমর্দ্দিনীর মন্ত্র জপ করিবেন । হে বৎস ! সেই শ্মশানে আট হাজার হোম জরিবেন । ৭০-৭১

তাহার পর সেই শ্মশানে সেই নিমকাঠকে তুলিয়া পাঙ্ক চিহ্নিত দণ্ড করিয়া দুর্গাষ্টমীর রাত্রিতে শ্মশানে নিক্ষেপ করিবেন । ৭২

তাহার উপরিভাগে শব স্থাপন করিয়া যথাবিধানে পূজা করিয়া সেই শবাসনে উপবিষ্ট হইয়া বীরসাক্ষক আট হাজার মন্ত্র জপ করিবেন । ৭৩

মম হস্তস্থিতো নাথ মমাজ্ঞাং পরিপালয় ॥ ৭৪

এবমামন্ত্য বেতালং যত্র যত্র প্রযুজ্যতে ।

তত্ত্ব চূর্ণাবিধায়াথ পুনরায়্যতি কৌলিকঃ ॥ ৭৫

গচ্ছ গচ্ছ মহাভাগে ! পাত্কে ! বরবর্ণিনি ! ।

মংপাদ-স্পর্শমাত্রেণ গচ্ছ ত্বং শতযোজনম্ ॥ ৭৬

অষ্টলৌহং সমাসাত্ত পঞ্চাশদঙ্গুলাকৃতিম্ ।

খড়্গং কৃত্বা তত্র মন্ত্রং লিখিত্বা পূজয়েন্মমুম্ ॥ ৭৭

তৎসহস্রং ততো হুত্বা মহাশব-কলেবরে ।

খনিত্বা জীববৃক্ষাশ্রে বদ্ধা শুদ্ধস্ত ভাবয়েৎ ॥ ৭৮

কুলাষ্টম্যামর্করাশ্রে চিত্তামধ্যে সমাহিতঃ ।

প্রীতিপূর্বং সমামন্ত্য হুনেৎ পিতৃবনে ততঃ ॥ ৭৯

মধুরত্রয়সংযুক্তং বিশ্বপত্রেণ সংযুতম্ ।

পাদাদি-মুর্দ্ধ-পর্য্যন্তং হোমাস্তে বলিমাহরেৎ ॥ ৮০

বল্যাস্তে পরমা মায়া দেবী মহিষমর্দিনী ।

তাহার পর মাতৃকাগণকে বলি দিয়া সেই কাঠকে স্ফেং স্ফেং দণ্ডমহাভাগ ! যোগিনী-হৃদয়-প্রিয় ! মম হস্তস্থিতো নাথ ! মমাজ্ঞাং পরিপালয় এই মন্ত্রে বেতালকে আমন্ত্রিত করিবেন । ৭৪

এই প্রকারে বেতালকে আমন্ত্রিত করিয়া যেখানে যেখানে প্রেরণ করিবে, তাহাকে চূর্ণ করিয়া অনন্তর সেই কৌলিক বেতাল পুনরায় ফিরিয়া আসে । ৭৫

হে বরবর্ণিনি মহাভাগে পাত্কে ! যাও যাও । আমার স্পর্শমাত্রে তুমি শত যোজন দূরে যাও । ৭৬

পঞ্চাশ অঙ্গুল পরিমিত অষ্টলৌহ আনিয়া তাহাকে খড়্গ করিয়া সেই খড়্গে মন্ত্র লিখিয়া সেই মন্ত্রকে পূজা করিবে । ৭৭

আট হাজার হোম করিয়া সেই মহাশবেব দেহে সেই খড়্গকে প্রবেশ করাইয়া জীববৃক্ষের অশ্রে তাহাকে বাঁধিয়া তাহাকে শুদ্ধ করিবেন । ৭৮

কুলাষ্টমীর (কৃষ্ণাষ্টমীর) অর্করাজিতে শ্মশানে সমাহিত হইয়া প্রীতিপূর্বক তাহাকে আমন্ত্রণ করিয়া সেই শ্মশানে চিত্তামধ্যে হোম করিবে । ৭৯

হোমের অন্তে সেই শুদ্ধ শবকে পাদ হইতে মন্তক পর্য্যন্ত মধুরত্রয়ের দ্বারা আবৃত্ত করিয়া বিশ্বপত্রের দ্বারা যুক্ত করিয়া বলি দিবে । ৮০

আয়াতি বলিপূর্ণায়া বরহন্তা হসমুখী ।

গৃহ বৎসেতি শব্দে বৈ খড়্গামৃতোলা ধারয়েৎ ॥ ৮১

ঘোরদংষ্ট্রে ! মহাকালি ! করবাল-স্বরূপিণি ! ।

আং ভ্রাং ঙ্রীং কুরু কল্যাণং বিপক্ষচ্ছেদবিস্তরম্ ॥ ৮২

এবমামন্ত্র্য খড়্গস্ত যমুদ্दिश्य क्रिपेन्नरः ।

হিষ্টা হিষ্টা পুনর্হিষ্টা গচ্ছত্যা কৃশ্য তে পুনঃ ॥ ৮৩

ইতি বেতালাদিসিদ্ধি-প্রকরণম্ ॥

অগ্নিন্ স্বমির্মিত-গ্রন্থ-রত্নে যত্নেনাগ্র্যং নৈপুণং সংপ্রণীয় ।

নানাগ্রন্থ-ভ্রান্তি-সন্তান-শাস্তুরন্তঃ সন্তঃ সন্ত সন্তোষবন্তঃ^১ ॥

ইতি শ্রীরঘুনাথ ভর্কবাগীশ ভট্টাচার্য্য-বিরচিত আগম-তত্ত্ব-বিলাসে

চতুর্থঃ পরিচ্ছেদঃ ॥

বলির শেষে হস্তমুখী বরহন্তা পরমা মায়াদেবী মহিষমর্দিনী মুখে বলিপূর্ণ করিয়া আগমন করেন। বৎস! খড়্গ গ্রহণ কর এই বলিয়া খড়্গ উত্তোলন করিয়া তারাকে ধারণ করান। ৮১

সে সাধক মানব—ঘোর-দংষ্ট্রে ! মহাকালি ! করবাল স্বরূপিণি ! আ ভ্রাং ঙ্রীং কুরু কল্যাণং বিপক্ষচ্ছেদ-বিস্তরম্ । এইরূপ মন্ত্রে খড়্গকে আমন্ত্রণ করিয়া বাহার উদ্দেশ্যে তাহাকে নিক্ষেপ করেন, সেই খড়্গ তাহাকে পুনঃ পুনঃ ছেদন করিয়া আকৃষ্ট হইয়া পুনরায় আগমন করে। বেতালাদির সিদ্ধি প্রকরণ সমাপ্ত হইল। ৮২-৮৩

শ্রীরঘুনাথ ভর্কবাগীশ ভট্টাচার্য্য বিরচিত আগমতত্ত্ব বিলাসের

চতুর্থ পরিচ্ছেদের অনুবাদ সমাপ্ত হইল

পঞ্চমঃ পরিচ্ছেদঃ

অথ স্তবকবচানি । বারাণসীতন্ত্রে—

প্রণবঞ্চাদিমে জগৎ । স্তোত্রং বা সংহিতাং পঠেৎ ।

অন্তে চ প্রণবং দত্তাদিত্যবাচাদি পুরুষঃ ।

এবং সর্বত্র বিজ্ঞেয়ো হৃদ্যথা বিফলং ভবেৎ ॥ ১

তন্ত্রে— মনসা যং স্মরেৎ স্তোত্রং বচসা বা মনুং জপেৎ

উভয়ং নিষ্ফলং যাতি ভিন্ন-ভাণ্ডোদকং যথা ॥ ২

তত্রাদৌ গণেশস্তোত্রম্ । (শারদাতিলকোক্তম্)

ওঁ কারমাচ্চং প্রবদন্তি সন্তো বাচঃ শ্রুতীনামপি যং গৃণন্তি ।

গজাননং দেবগণানতাজিষ্ণুং ভজেহহমর্কেন্দুকৃতাবতংসং ॥ ৩

পাদারবিন্দার্চন-তৎপরাণাং সংসার-দাবানল-ভঙ্গ-দক্ষম্ ।

নিরন্তরং নির্গত-দানতোয়ৈস্তং নোমি বিশ্বেশ্বরমম্বুজাভম্ ॥ ৪

কৃতান্তরাগং নবকুঙ্কুমেণ মন্তালি-মালাং মদপঙ্ক-লগ্নাম্ ।

নিবারয়ন্তং নিজকর্ণ-তালৈঃ কো বিশ্বরেৎ পুত্রমনস্ক-শত্রোঃ ॥ ৫

শস্তোৰ্জটাজুট-নিবাসি-গঙ্গা-জলং সমাদায় করাস্বজেন ।

লীলাভিরারাম্ভিবমর্চয়ন্তং গজাননং ভক্তি-যুতা ভজন্তি ॥ ৬

কুমার-ভুক্তৌ পুনরাশ্র-হেতোঃ, পয়োধরৌ পর্বতরাজ-পুত্র্যোঃ ।

প্রক্ষালয়ন্তং কর-শীকরেন মোক্ষেন তং নাগমুখং ভজামি ॥ ৭

ত্বয়া সমুদ্ধত্য গজাশ্র ! হস্তং যে শীকরাঃ পুঙ্কর-রক্ত-যুক্তাঃ ।

ব্যোমাজনে তে বিচরন্তি তারাঃ কালাশ্রনা মোক্তিক-তুল্য-ভাসঃ ॥ ৮

ক্রীড়ারতে বারিনিধৌ গাজশ্রে, বেলামতিক্রামতি বারিপূরে ।

কল্লাবসানং পরিচিস্ত্য দেবাঃ, কৈলাসনাথং শ্রুতিভিঃ স্তবন্তি ॥ ৯

নাগাননে নাগকৃতোত্তরীয়ে ক্রীড়ারতে দেবকুমার-সংঘৈঃ ।

ত্বয়ি ক্ষণং কালগতিং বিহায়, তৌ প্রাপতুঃ কন্দুকতামিনেন্দু ॥ ১০

বিশেষ দ্রষ্টব্য :— বহু গ্রন্থে স্তব কবচের অনুবাদ পাওয়া যায় বলিয়া অত্যধিক গ্রন্থকলেকের বৃত্তির ভয়ে এই গ্রন্থে সেই সকল স্তব ও কবচ সমূহের অনুবাদ দেওয়া হইল না ।

মদোল্লসং-পঞ্চমুখৈরজস্রমধ্যাপয়ন্তং সকলাগমার্থান্ ।
 দেবানুঘীন্ ভক্তজ্ঞনৈকমিত্রং হেরম্বমর্কারুণমাশ্রয়ামি ॥ ১১
 পাদাঘ্রুজাভ্যামতিবামনাত্যাং কৃতার্থয়ন্তং কৃপয়া ধরিত্রীম্ ।
 অকারণং কারণমাপ্তবাচ্যং তং নাগবক্ত্রং ন জহাতি চেতঃ ॥ ১২
 যেনাপিতং সত্যবতী-সুতায় পুরাণমালিখ্য বিষাণ-কোট্যা ।
 তং চন্দ্রমৌলেন্তনয়ং তপোভিরারাদ্যমানন্দঘনং ভজামি ॥ ১৩
 পদং শ্রুতীনামপদং স্তুতীনাং লীলাবতারং পরমাত্ম-মূর্ত্তেঃ ।
 নাগাত্মকো বা পুরুষাত্মকো বেত্যভেদমাভ্যং ভজ বিশ্বরাজম্ ॥ ১৪
 পাশাকুশৌ ভগ্নরদং হৃভীষ্টং করৈর্দধানং কররক্ত-মূর্ত্তেঃ ।
 মুক্তাফলাভৈঃ পুথু শীকরোথৈঃ সিঞ্চন্তুমঙ্গং শিবয়োভজামি ॥ ১৫
 অনেকমেকং গজমেকদন্তং চৈতন্যরূপং জগদাদিবীজম্ ।
 ব্রহ্মেতি যং বেদবিদো বদন্তি তং শম্ভু-স্বহৃৎ সততং ভজামি ॥ ১৬
 স্বাক্ষ-স্থিতায়া নিজবল্লভায়া মুখাঘ্রুজালোকন-লোলনেত্রম্ ।
 স্মেরাননাজং মদ-বৈভবেন রুদ্ধং ভজে বিশ্ববিমোহনং তম্ ॥ ১৭
 যে পূর্বমারাদ্য গজানন ! ত্বাং সর্বাণি শাস্ত্রাণি পঠন্তি তেষাম্ ।
 ততো ন চান্যং প্রতিপাদ্যমস্তি তদস্তি চেৎ সত্যমসত্য-কল্পম্ ॥ ১৮
 হিরণ্যবর্ণং জগদীশিতারং কবিং পুরাণং রবিমণ্ডলস্থম্ ।
 গজাননং যং প্রবিশন্তি সন্তুস্তং কালযোগৈস্তমহং প্রপদ্যে ॥ ১৯
 বেদাস্তগীতং পুরুষং ভজেহহমাত্মানমানন্দঘনং হৃদিস্থম্ ।
 গজাননং যস্যহস্য জনানাং বিশ্বাক্ষকারো বিলয়ং প্রযাতি ॥ ২০
 শম্ভোঃ সমালোক্য জটাকলাপে শশাক্ষখণ্ডং নিজ-পুঙ্করেণ ।
 স্বভগ্ন-দন্তং প্রবিচিস্ত্য মোক্ষাদাক্রষ্টু-কাম শ্রিয়মাতনোতু ॥ ২১
 বিশ্বার্গলানাং বিনিপাতনার্থং যং নারিকেলৈঃ কদলীফলাভৈঃ ।
 প্রতোষয়ন্তং মদবারণাশ্চং প্রভুং সদাভীষ্টমহং ভজে তম্ ॥ ২২
 যজ্ঞৈরনৈকৈর্বহতিশুপোভিরারাদ্যমাভ্যং গজরাজবক্ত্রম্ ।
 স্তুত্যানয়া যে বিধিনা স্তুবন্তি, তে সর্বলক্ষ্মী-নিধয়ো ভবন্তি ॥ ২৩

ইতি গণেশস্তোত্রং সমাপ্তম্ ।

অথ হরিজাগণেশকবচম্

ঈশ্বর উবাচ— শৃণু বক্ষ্যামি কবচং সর্বসিদ্ধিকরং ত্রিয়ে ! ।
 পঠিত্বা পাঠয়িত্বা চ মুচ্যতে সর্বসঙ্কটাত্ ॥
 অজ্ঞাত্বা কবচং দেবি গণেশস্ত মমুং জপেৎ ।
 সিদ্ধির্ন জায়তে তস্য কল্পকোটিশতৈরপি ॥
 ও আমোদশ্চ শিরঃ পাতু প্রমোদশ্চ শিখোপরি ।
 সম্মোদো জঘুগে পাতু ক্রমধ্যে চ গণাধিপঃ ॥
 গণক্রীড়ো নেত্রযুগ্মং নাসায়াং গণনায়কঃ ।
 গণক্রীড়াধিতঃ পাতু বদনে সর্বসিদ্ধয়ে ॥
 জিহ্বায়াং স্মৃথঃ পাতু গ্রীবায়াং হৃদযুগ্মং সদা ।
 বিশ্বেশো হৃদয়ে পাতু বিশ্বনাশশ্চ বক্ষসি ॥
 গণানাং নায়কঃ পাতু বাহুযুগ্মে সদা মম ।
 বিশ্বকর্ত্তা চ উদরে বিশ্বহর্ত্তা চ লিঙ্গকে ॥
 গজবক্ত্রঃ কটীদেশে একদন্তো নিতম্বকে ।
 লম্বোদরঃ সদা পাতু গুহদেশে মমাক্রুণঃ ॥
 ব্যাল-যজ্ঞোপবীতী মাং পাতু পাদযুগে সদা ।
 জাপকঃ সর্বদা পাতু জাহ্নুজঙ্ঘে গণাধিপঃ ॥
 হারিদ্ৰঃ সর্বদা পাতু সর্বাঙ্গে গণনায়কঃ ।
 য ইদং প্রপঠেমিত্যং গণেশস্ত মহেশ্বরি ! ॥
 কবচং সর্বসিদ্ধাখ্যং সর্ববিঘ্নবিনাশনম্ ।
 সর্বসিদ্ধিকরং সাক্ষাৎ সর্বপাপবিমোচনম্ ॥
 সর্বসম্পত্ত-প্রদং সাক্ষাৎ সর্বশত্রুক্ৰয়-করম্ ।
 গ্রহপীড়া জরো রোগো যে চান্তে গুহকাদয়ঃ ॥
 পঠনাক্ষুবণাদেব নাশমায়াস্তি তৎক্ষণাত্ ॥
 ধনধান্যকরং দেবি ! কবচং সুর-পূজিতম্ ॥
 সমো নাস্তি মহেশানি ! ত্রৈলোক্যে কবচস্ত চ ।
 দারিদ্ৰ্যস্ত মহেশানি ! কবচস্ত চ ভূতলে ॥
 কিমন্যৈরসদালাপৈর্যজ্ঞায়ুর্ব্যয়তামিয়াৎ ॥

ইতি বিশ্বসারতন্ত্রে হরিজাগণেশ-কবচং সমাপ্তম্ ॥

অথ সূর্য্যকবচম্ ।

শ্রীসূর্য্য উবাচ—শান্ত শান্ত মহাবাহো ! শৃণু মে কবচং ততম্ ।
 যজ্ঞপ্তা মন্ত্রবিৎ সম্যক্ ফলমাপ্নোতি নিশ্চিতম্ ॥
 যজ্ঞতা চ মহাদেবো গণানামধিপো ভবেৎ ।
 পঠনাক্ষারণাদিষ্ণুঃ সর্বেষাং পালকঃ সদা ॥
 এবমিস্ত্রাদয়ঃ সর্বে সর্বৈশ্বর্য্যমবাপ্নুযুঃ ।
 কবচস্ত ঋষিব্রহ্মা ছন্দোহষ্টবুদাহতম্ ॥
 শ্রীসূর্য্যো দেবতা চাত্ত সর্বদেবনমস্কৃতঃ ।
 যশ আরোগ্যমোক্ষে চ বিনিয়োগঃ প্রকীৰ্ত্তিতঃ ॥
 প্রণবো মে শিরঃ পাতু ঘৃণির্মে পাতু ভালকম্ ।
 সূর্য্যোহব্যানয়নদ্বন্দ্বমাদিত্যঃ কর্ণযুগ্মকম্ ॥
 অষ্টাক্ষরো মহামন্ত্রঃ সর্বাভীষ্টপ্রদায়কঃ ।
 হ্রীং হ্রীং বীজং মে মুখং পাতু হৃদয়ং ভুবনেশ্বরী ॥
 চন্দ্রবীজং বিসর্গাঢ্যং পাতু মে গুহ্যদেশকম্ ।
 ত্র্যক্ষরোহসৌ মহামন্ত্রঃ সর্বতন্ত্রেষু গোপিতঃ ॥
 শিবো বহিঃ-সমাযুক্তো বামাক্ষিবিन्दুভূষিতঃ ।
 একাক্ষরো মহামন্ত্রঃ শ্রীসূর্য্যস্ত প্রকীৰ্ত্তিতঃ ॥
 গুহ্যাদ্ গুহ্যতরো মন্ত্রো বাজ্জাচিত্তামণিঃ স্মৃতঃ ।
 শীর্ষাদি-পাদপর্য্যন্তং সদা পাতু মনুজমঃ ॥
 ইতি তে কথিতং দিব্যং ত্রিষু লোকেষু দুর্লভম্ ।
 শ্রীপ্রদং কান্তিদং নিত্যং ধনারোগ্যবিবর্দ্ধনম্ ॥
 কুষ্ঠাদি-রোগশমনং মহাব্যাধি-বিনাশনম্ ।
 ত্রিসক্যং যঃ পঠেন্নিত্যমরোগী বলবান্ ভবেৎ ॥
 বহুনা কিমিহোক্তেন যদ্ যন্মনসি বর্ত্ততে ।
 তত্ত্বং সর্বং ভবত্যেব কবচস্ত চ সাধনাৎ ॥
 ভূত-প্রেত-পিশাচাশ্চ যক্ষ-গন্ধর্ব্ব-রাক্ষসাঃ ।
 ব্রহ্ম-রাক্ষস-বেতাল নৈব ত্রষ্টুমপি ক্রমাঃ ॥
 দুরাদেব পলায়ন্তে তস্ত সংকীৰ্ত্তনাদপি ।

ভূৰ্জপত্রে সমালিখ্য যোচনাগুরু-সুস্মৈঃ ॥

রবিবারে চ সংক্রান্ত্যাং সপ্তম্যাঞ্চ বিশেষতঃ ।

ধারয়েৎ সাধকশ্রেষ্ঠত্ৰৈলোক্য-বিজয়ী ভবেৎ ।

ত্রিলোহ-মধ্যগং কুড়া ধারয়েদ্ দক্ষিণে ভুজে ।

শিখায়ামথবা কণ্ঠে সোহপি সূর্য্যো ন সংশয়ঃ ॥

ইতি তে কথিতং শাস্ত্র ! ত্রৈলোক্য-মঙ্গলাভিধম্ ।

কবচং হৃদ্রভং লোকে ভব স্নেহাৎ প্রকাশিতম্ ॥

অজ্ঞাতা কবচং দিব্যং জপেৎ সূর্য্যমমৃতমম্ ।

সিদ্ধির্ন জায়তে তস্মৈ কল্পকোটিশতৈরপি ॥

ইতি ব্রহ্মজামলে ত্রৈলোক্যমঙ্গলং নাম সূর্য্যকবচং সমাপ্তম্ ॥

অথ সূর্য্যস্তবঃ

বশিষ্ঠ উবাচ—স্তবং তত্র ততঃ শাস্ত্রঃ কুশো ধমনি-সমুতঃ ।

রাজনামসহস্রেন সহস্রাংস্তুং দিবাকরম্ ॥

খিণ্ণমানস্ত তং দৃষ্ট্বা সূর্য্যঃ কৃষ্ণাভ্রজং তদা ।

স্বপ্নে তু দর্শনং দত্ত্বা পুনর্বচনমব্রবীৎ ॥

শ্রীসূর্য্য উবাচ—শাস্ত্র শাস্ত্র মহাবাহো শৃণু জাম্ববতী-সুত ! ।

অলং নাম সহস্রেন পঠশ্বেমং স্তবং শুভম্ ॥

যানি নামানি গুহ্যানি পবিত্রাণি শুভানি চ ।

তানি তে কীর্তয়িষ্যামি শ্রদ্ধা বৎসাবধারয় ॥

ও বিকর্তুনো বিবস্বাংশ্চ মার্ত্তণ্ডো ভাস্করো রবিঃ ।

লোকপ্রকাশকঃ শ্রীমান্ লোকচক্ষুর্গ্ৰহেশ্বরঃ ॥

লোকসাক্ষী ত্রিলোকেশঃ কৰ্ত্তা হৰ্ত্তা তমিস্রহা ।

তপনস্তাপনশ্চৈব শুচিঃ সপ্তাশ্ববাহনঃ ॥

গতন্তি-হন্তো ব্রহ্মা চ সৰ্বদেয়-নমস্কৃতঃ ।

একবিংশতিরিত্যেষ স্তব ইষ্টঃ সদা মম ॥

শ্রীরোগ্যকরশ্চৈব ধন-ধাত্ত-যশস্করঃ ।

স্তবরাজ ইতি খ্যাতস্ত্রিষু লোকেষু বিশ্রুতঃ ।

য এতেন মহাবাহো ধ্বংসক্যেহমমৃতদয়ে ।

স্তোতি মাং প্রণতো তুহা সর্বপাপৈঃ প্রমুচ্যতে ॥

কায়িকং বাচিকঞ্চৈব মানসং যচ্চ হৃদয়তম্ ।

একজপোহন তং সর্বং প্রণশ্যতি মমাগ্ৰতঃ ॥

এষ জপ্যশ্চ হোমশ্চ সঙ্কোপাসনমেব চ ।

বলিমন্ত্রোহর্ঘ্যমন্ত্রশ্চ ধূপমন্ত্রস্তথৈব চ ॥

অন্নপ্রদানে স্নানে চ প্রণিপাতে প্রদক্ষিণে ।

পূজিতোইয়ং মহামন্ত্রঃ সর্বপাপহরঃ শুভঃ ॥

এবমুক্ত্বা তু ভগবান্ ভাস্করো জগদীশ্বরঃ ।

আমন্ত্র্য কৃষ্ণতনয়ং তত্রৈবাস্তরধীয়ত ॥

শাস্ত্রোহপি শুবরাজেন শুভা সপ্তাশ্ববাহনম্ ।

পুতাত্মা নিরুজঃ শ্রীমাংস্তস্মাদ্রোগাদ্ বিমুক্তবান্ ॥

ইতি শাস্ত্রপুরাণে রোগাপনয়নে শ্রীসূর্য্যবক্ত্রবিনির্গতঃ শুবরাজঃ সমাপ্তঃ ॥

অথ রামস্তবঃ

শ্রীহনুমানুবাচ—তিরশ্চামপি রাজেতি সমবায়ং সমীযুষাম্ ।

যথা সূগ্রীব-মুখ্যানাং যন্তুমুগ্রং নমাম্যহম্ ॥

সকৃদেব প্রপন্নায় বিশিষ্টামৈরয়চ্ছিয়ম্ ।

বিভীষণায়া ক্রিতটে যন্তং বীরং নমাম্যহম্ ॥

যো মহান্ পূজিতো ব্যাপী মহাক্কেঃ করুণামৃতম্ ।

স্বতো জটায়ুনা যন্তং মহাবিশুং নমাম্যহম্ ॥

তেজসাপ্যায়িতা যস্য জলন্তি জলনাদয়ঃ ।

প্রকাশতে স্বতন্ত্রো যন্তং জলন্তং নমাম্যহম্ ॥

সর্বতোমুখতা যেন লীলয়া দর্শিতা রণে ।

রাক্ষসেশ্বর-যোধানাং তং বন্দে সর্বতোমুখম্ ॥

নৃভাবস্ত প্রপন্নানাং হিনস্তি চ যথা নৃষু ।

সিংহঃ সত্ত্বৈষিবোৎকৃষ্টস্তং নৃসিংহং নমাম্যহম্ ॥

যস্মাদ্বিভ্যতি বাতর্ক-জলনেন্দ্রাঃ সমুত্থবঃ ।

ভিয়ং ধিনোতু পাপানাং ভীষণং তং নমাম্যহম্ ॥

পরস্ম যোগ্যতাপেক্ষা-রহিতো নিত্যমঙ্গলম্ ।

দদাত্যেবং নিজৌদার্য্যাদ্ যন্তং ভক্তং নমাম্যহম্ ॥
 যো যুত্যাং নিজদাসানাং মারয়ত্যথিলেষ্টদঃ ।
 তজ্জোদাস্ততয়োর্বন্ধোর্মুত্য়ুত্যাং নমাম্যহম্ ॥
 যৎ-পাদপদ্মপ্রণতো ভবেত্তত্তমপুরুষঃ ।
 তমীশং সর্বদেবানাং নমনীয়ং নমাম্যহম্ ॥
 আত্মতাবং সমুৎক্ষিপ্য দাস্তো নৈব রঘুদ্রহম্ ।
 ভজ্জেহং প্রত্যহং রামং সসীতং সহ লক্ষণম্ ॥
 নিত্যং শ্রীরামভক্তস্য কিঙ্করা যমকিঙ্করাঃ ।
 শিবময্যো দিশন্তস্য সিদ্ধয়ন্তস্য দাসিকাঃ ॥
 ইমং হনুমতা প্রোক্তং মন্তরাজাত্মকং স্তবম্ ।
 পঠেদনুদিনং যন্তু স রামে ভক্তিমান্ ভবেৎ ॥
 ইতি হনুমৎকল্পে মন্তরাজাত্মকং শ্রীরামস্তোত্রং সমাপ্তম্ ॥

অথাপরস্তবঃ

পটুজলধর-ধীরধ্বানমাদায় চাপং
 পবনজবনমেকং বাণমাকৃষ্য তুণাৎ ।
 অভয়-বচনদায়ী সানুজঃ সর্বতো মে
 রণহতদনুজেন্দ্রো রামচন্দ্রঃ সহায়ঃ ॥ ১
 দশরথকুলদর্পো রাম বাহুপ্রতাপো
 দশবদন-সকোপঃ ক্রালিতাশেষপাপঃ ।
 সুররিপুকৃততাপো বন্দিতানেকভূপো ।
 বিরত-বিমলচন্দ্রো রামচন্দ্রঃ সহায়ঃ ॥ ২
 নীল-কুমুদ-গবাক্ষৈরঙ্গদাত্তৈঃ সন্যতৈঃ
 বিরিচিত-কপিবৈশৈর্দেববৃন্দৈঃ সন্যতৈঃ ।
 সততমনুগতো মে কুন্তকর্ণেভসিংহো
 ভজ্জ দনুজফণীন্দ্রো রামচন্দ্রঃ সহায়ঃ ॥ ৩
 পবনতনুজ-হস্ত-শূল-পাদাসুজমা
 কলসভবরতোভিঃ প্রাপ্তমাহেন্দ্রধ্বা ।
 অপরিমিত-শরৌষৈঃ পূর্ণতুণীরধারী

লঘু নিহতকপীন্দ্রো রামচন্দ্রঃ সহায়ঃ ॥ ৪

কুশিক-ভনয়-যাগং রক্ষিতুং লক্ষণাঢ্যঃ

পবনশরনিকায় ক্ষিপ্তমারীচকায় ।

বিদলিত-হরচাপো মেদিনীনন্দনায়া

নয়নকুমুদচন্দ্রো রামচন্দ্রঃ সহায়ঃ ॥ ৫

অশুরকুল-কুশানুর্মানসাত্তোজ-ভানুঃ

সুর-নর-নিকরাণামগ্রণীর্মেব দ্যুগাং ।

অগণিত-গুণসীমা নীলমেঘৌষধামা

লসদমিত-মুনীন্দ্রো রামচন্দ্রঃ সহায়ঃ ॥ ৬

কুবলয়-দলনীলঃ কামিতার্থ-প্রদো মে

মুনিজন-কৃত-রক্ষো রক্ষসাত্মকহস্তা ।

পরিহৃত-ছুরিতৌঘো নামমাত্রেন পুংসা-

মখিলসুরনৃপেন্দ্রো রামচন্দ্রঃ সহায়ঃ ॥ ৭

কনক-কমল-কান্ত্যা কান্তয়াসঙ্গতোহসৌ

মুনি-মনুজ-শরণ্যঃ কামদঃ সত্যসন্ধঃ ।

শুক্রনে নিরহবকুলীলয়া বদ্ধসিদ্ধুঃ

স্তবদখিল-করীন্দ্রো রামচন্দ্রঃ সহায়ঃ ॥ ৮

অনুদিনমনুরামং রামচন্দ্রাষ্টকং যঃ

পঠতি লিখতি তং নো বীক্ষতে ভূতসংঘঃ ।

অতিবহুলসমৃদ্ধিকানুভূয়াত্র ভূমা-

বনুপমমভিরামং রামমন্তো জিহীতে ॥ ৯

ইতি শ্রীরামাষ্টকস্তোত্রং সমাপ্তম্ ॥

অথ রামাষ্টক-শতকম্

বেদব্যাস উবাচ—শৃণু গান্ধেয় ! বক্ষ্যামি রামশ্রাস্তুতকর্মণঃ ।

নামাষ্টশতকং পুণ্যং ত্রিষু লোকেষু বিশ্রুতম্ ॥

নাতঃ পরতরং গুহ্যং ত্রিষু লোকেষু বিদ্রুতং ।

কৈলাসশিখরে রম্যে নানারত্ন-বিভূষিতে ॥

একাগ্রঃ প্রযতো ভূত্বা বিষ্ণুমারাদ্য ভক্তিতঃ ।

উপবিষ্টন্ততে। ভোক্তুং পার্বতীং শঙ্করোহম্বরীং ॥
 পার্বত্যেহি ময়া সার্বং ভোক্তুং ভুবনবলিতে ! ।
 তমাহ পার্বতী দেবী জগত্। নাম সহস্রকম্ ॥
 ততো ভোক্ত্যামাহং দেব ভুক্ত্যতাং তবতা প্রভো ।
 ততস্তাং পার্বতীং প্রাহ প্রহসন্ পরমেশ্বরঃ ॥
 ধন্যাসি কৃতপুণ্যাসি বিম্বতক্তাসি পার্বতি ।
 হর্গতা বৈষ্ণবী ভক্তিভাগধেয়ং বিনেশ্বরী ! ॥
 রকারাদীনি নামানি শৃণ্বতা মম পার্বতি ! ।
 মনঃ প্রসন্নতামেতি রামনামাভিশঙ্কয়া ॥
 রমন্তে যোগিনোহনন্তো সত্যানন্দে চিদাঙ্গনি ।
 ইতি রামপদেনাসৌ পরং ব্রহ্মাভিধীয়তে ॥
 রাম রামেতি রামেতি রামরামে মনোরমে ।
 সহস্র নামভিস্তুল্যং রামনাম বরাননে ! ॥
 রামেত্যুক্তা মহাদেবি ! ভুক্তুং সার্বং ময়াধুনা ।
 ততো রামেতি নামোক্তুং সহ ভুক্তুং চ পার্বতী ॥
 ততো ভুক্তুং মহাদেবী পতিনা সহ সংস্থিতা ।
 প্রপচ্ছ শ্রীমহাদেবং প্রীতিপ্রবণমানসা ॥
 সহস্রনামভিস্তুল্যং রামনাম ত্বয়োদিতম্ ।
 তস্ত্যান্যান্তাপি নামানি সন্তি চেদ্রাবণদ্বিষঃ ॥
 কথ্যতাং মম দেবেশ ! তত্র মে প্রীতিরুত্তমা ।

শ্রীশঙ্কর উবাচ—শৃণু নামানি বক্ষ্যামি রামচন্দ্রস্য পার্বতি ! ।
 লৌকিকা বৈদিকাঃ শক্কা যো কেচিৎ সন্তি পার্বতি ! ॥
 নামানি রামভদ্রস্য সহস্রং তেষু চাধিকম্ ।
 তেষু চাত্যস্ত-মুখ্যং হি নাম্নামষ্টোত্তরং শতম্ ॥
 বিষ্ণোরেকৈক-নামানি সর্ববেদাধিকং মতম্ ।
 তাদৃক-নাম-সহস্রেন রামনাম পরং মতম্ ॥
 জপতঃ সর্ববেদাংশ্চ সর্বমন্ত্রাংশ্চ পার্বতি ! ।
 তন্মাং কোটিগুণং পুণ্যং রামনামৈব লভ্যতে ॥

অনন্ত শ্রীরামাষ্টোত্তরশতনামস্তোত্রস্তা ঈশ্বর ঋষিদমুষ্টিপুঙ্খলঃ শ্রীরামচন্দ্রো

দেবতা শ্রীরামপ্রীত্যর্থং ক্রপে বিনিয়োগঃ ॥
 ও শ্রীরামো রামভদ্রশচ রামচন্দ্রশচ শাস্বতঃ ।
 রাজীবলোচনঃ শ্রীমান্ রাজেন্দ্র-রঘুপুঙ্গবঃ ॥
 বিশ্বামিত্রপ্রিয়ো দান্তঃ শরণ্য-ত্রাণ-তৎপরঃ ॥
 বালি-প্রমথনো বাগ্মী সত্যবাক্ সত্যবিক্রমঃ ।
 সত্যব্রতো ব্রতফলঃ সদাহনুমদাশ্রয়ঃ ॥
 কৌশলেয়ঃ খর-ধ্বংসী বিরোধ-বধপণ্ডিতঃ ।
 বিভীষণ-পরিত্রাতা দশগ্রীব-শিরোহরঃ ॥
 সপ্ততালপ্রভেত্তা চ হরকোদণ্ড-খণ্ডনঃ ।
 জামদগ্ন্য-মহাদর্প-দমনস্তাডকাস্তকঃ ॥
 বেদান্ত-সারোহমেয়াত্মা ভববৈঘ্নশচ ভেষজঃ ।
 দুষণস্ত্রিশিরো-হস্তা ত্রিমূর্ত্তিত্রিগুণস্ত্রয়ী ॥
 ত্রিবিক্রমস্ত্রিলোকাত্মা পুণ্যচারিত্র্য-কীর্ত্তনঃ ।
 ত্রিলোকী রক্ষকো ধর্ম্মী দণ্ডকারণ্য-পুণ্যকুং ॥
 অহল্যা-পাবনশৈচব পিতৃভক্তো বরপ্রদঃ ।
 জিতেন্দ্রিয়ো জিতক্রোধো জিতলোভো জগদ্গুরুঃ ॥
 ঋকুবানর-সংঘাতী চিত্রকূট-সমাশ্রয়ঃ ।
 জয়ন্ত-প্রাণ-বরদঃ স্মিত্রা-পুত্র-সেবিতঃ ॥
 সর্বদেবাধিদেবশচ যুতবালক-জীবনঃ ।
 মারী-মারীচ-হস্তা চ মহাভাগো মহাভুজঃ ॥
 সর্বদেবস্তুতঃ সৌম্যো ব্রহ্মণ্যো মুনিসংস্তুতঃ ।
 মহাযোগী মহোদারঃ সূত্রীবেঙ্গিত-রাজ্যদঃ ॥
 সর্বপুণ্যাধিকফলস্তীর্থঃ সর্বাঘ-নাশনঃ ।
 আদিপুরুষো মহাপুরুষঃ পরমঃ পুরুষস্তথা ॥
 পুণ্যোদয়ো দয়াসারঃ পুরাণপুরুষোত্তমঃ ।
 স্মিতবক্ত্রো মিতভাষী পূর্ণভাষী চ রাঘবঃ ॥
 অনন্তগুণগন্তীরো বীরোদান্তগোত্তমঃ ।

মায়া-মাহুদ চারিত্রো মহাদেবান্তিপূজিতঃ ॥
 সেতুকুজিতবারীশঃ সৰ্বতীৰ্থময়ো হরিঃ ।
 শ্যামাকঃ স্তম্বরঃ শূরঃ পীতবাসা ধনুর্ধরঃ ॥
 সৰ্বযজ্ঞাধিপো যজ্ঞো জরামরণবজ্জিতঃ ।
 শিবলিঙ্গ-প্রতিষ্ঠাতা সৰ্বাঘ-গণবজ্জিতঃ ॥
 পরমাত্মা পরং ব্রহ্ম সচ্চিদানন্দবিগ্রহঃ ।
 পরং জ্যোতি পরং ধাম পরাকার্তা পরাং পরঃ ।
 পরেশঃ পারগঃ পারঃ সৰ্ববেদাত্মকঃ শিবঃ ॥
 ইত্যেতদ্রামভদ্রস্য নাম্নামষ্টোত্তরং শতম্ ।
 গুহাদ গুহতরং দেবি ! তব প্রীত্যা প্রকীৰ্ত্তিতম্ ॥
 যঃ পঠেৎ শৃণুয়াদ্বাপি ভক্তিযুক্তেন চেতসী ।
 স সৰ্বৈৰ্মুচ্যতে পাপৈঃ কল্পকোটিশতোদ্ভবৈঃ ॥
 জলানি স্থলতাং যাস্তি শত্রবো যাস্তি মিত্রতাম্ ।
 রাজানো দাসতাং যাস্তি বহুর্যো যাস্তি শৈত্যতাম্ ॥
 আনুকূল্যঞ্চ ভূতানি শৈশ্বর্য্যং যাস্তি চলাঃ শ্রিয়ঃ ।
 অনুগ্রহং গ্রহা যাস্তি শান্তিমায়াস্ত্যপদ্রবাঃ ॥
 পঠতো ভক্তিভাবেন জনস্য গিরিসমুদ্রে ! ।
 যঃ পঠেৎ পরয়া ভক্ত্যা তস্য বশ্যং জগজ্জয়ম্ ॥
 যদ্ যৎ কাময়তে চিন্তে তত্তদাপ্নোতি কীর্ত্তনাং ।
 যঃ পঠেৎ রামচন্দ্রস্য নাম্নামষ্টোত্তরং শতম্ ॥
 জ্ঞানেনাপি চ কুৰ্বাণো ন স পাপেন লিপ্যতে ।
 সৰ্ববেদেষু তীৰ্থেষু দানেষু চ ব্রতেষু চ ॥
 তৎ-ফলং কোটিগুণিতং শুভেনানেন লভ্যতে ।
 পুণ্যকালেষু সৰ্বেষু পঠন্নানন্ত্যমশ্নতে ॥
 কল্পকোটি-সহস্রাণি কল্পকোটি-শতানি চ ।
 বৈকুণ্ঠে বাসমাপ্নোতি দশপূৰ্বৈর্দশাপরৈঃ ॥
 রামং চৰ্ব্বাদলশ্যামং পদ্মাকং পীতবাসসম্ ।
 স্তবন্তি নামভিদিবৈৰ্যন তে সংসারিণো নরাঃ ॥

রামায় রামভদ্রায় রামচন্দ্রায় বেধসে ।
 রঘুনাথায় নাথায় সীতায়ঃ পতয়ে নমঃ ॥
 ইমং মন্ত্ৰং মহেশানি । জপয়েব দিবানিশম্ ।
 সর্বপাপবিনির্মুক্তো বিষ্ণুসাম্বজ্যামাপ্নুয়াৎ ॥
 ইত্যেতদ্ রামভদ্রস্য মাহাত্ম্যং বেদসম্মতম্ ।
 কথিতং তব গাঙ্গেয় ! যতন্তুং বৈষ্ণবোত্তমঃ ॥
 বন্দ্যামহে মহেশানং হরকোদণ্ড-খণ্ডনম্ ।
 জানকীহৃদয়ানন্দ-চন্দনং রঘুনন্দনম্ ॥

ইতি পদ্মপুরাণে পার্বতীশ্বর-সংবাদে শ্রীরামচন্দ্রশতনাম-স্তোত্রং
 সমাপ্তম্ ॥

অথ রামকবচম্

ধ্যাত্বা নীলোৎপলশ্যামং রামং রাজীবলোচনম্ ।
 জানকীলক্ষণোপেতং জটামুকুট-মণ্ডিতম্ ॥
 সাসি-তুণ-ধনুর্বাণ-পাণিং নক্তঞ্চরাস্তকম্ ।
 স্বলীলয়া জগজ্জাতুমাবিভূতমজং বিতুম্ ॥
 রামরক্ষাং পঠেৎ প্রোক্তঃ পাপঘ্নীং সর্বকামদাম্ ।

শ্রীরামকবচস্তাস্মা বৃধকৌলিক ঋষিরনুষ্টপ্ছন্দঃ শ্রীরামচন্দ্রো দেবতা
 শ্রীরামচন্দ্রপ্রীত্যর্থং জপে বিনিয়োগঃ ॥

ওঁ শিরো মে রাঘবঃ পাতু ভালং দশরথাত্মজঃ ।
 কোষলেয়ো দূশো পাতু বিশ্বমিত্রপ্রিয়ঃ শ্রুতী ॥
 ভ্রাণং পাতু মথত্ৰাতা মুখং সৌমিত্র-বৎসলঃ ।
 জিহ্বাং বিদ্যানিধিঃ পাতু কণ্ঠং ভরত-বন্দিতঃ ॥
 ক্রক্কো দিব্যায়ুধঃ পাতু ভূজো ভগ্নেশ-কার্মুকঃ ।
 করৌ সীতাপতিঃ পাতু হৃদয়ং জামদগ্ন্যজিৎ ॥
 বক্ষঃ পাতু কবন্ধারিঃ স্তনৌ গীর্বাণবন্দিতঃ ।
 পার্শ্বৌ কুলপতিঃ পাতু কুক্ষিমিদ্ধাকু-নন্দনঃ ॥
 মধ্যং পাতু ধরধ্বংসী নাভিঃ জাম্ববদাশ্রয়ঃ ।
 গুহ্যং জিভেন্দ্রিয়ঃ পাতু পৃষ্ঠং পাতু রঘুদহঃ ॥

স্মৃগীবেশঃ কটিং পাতু সন্ধিনী হনুমৎপ্রভুঃ ।
 উরু রঘুসুতমঃ পাতু রক্ষকুলবিনাশকং ॥
 জাহ্নুনী সেতুকং পাতু জজ্জ্ব দশমুখাস্তকঃ ।
 পাদৌ বিভীষণশ্রীদঃ পাতু রামোহখিলং বপুঃ ॥
 এতাং রামবলোপেতাং রক্ষাং যঃ শ্রুত্বা পঠেৎ ।
 স চিরায়ুঃ সুখী পুত্রী বিজয়ী বিনয়ী ভবেৎ ॥
 পাতাল-ভূতল-ব্যোম-চারিণশ্চন্দ্রচারিণঃ ।
 ন ত্রষ্টুমপি শক্তাস্তে রক্ষিতং রামনামভিঃ ॥
 রামেতি রামচন্দ্রেতি রামভদ্রেতি বা স্মরন্ ।
 নরো ন লিপ্যতে পাপৈর্ভুক্তিঃ মুক্তিঞ্চ বিন্দতি ॥
 জগজ্জৈত্রৈকমন্ত্রেণ রামনাম্মাভিরক্ষিতম্ ।
 যঃ করে ধারয়েত্তস্য করস্থাঃ সর্বসিদ্ধয়ঃ ॥
 ভূর্জপত্রে ত্রিমাং বিদ্যাং গন্ধচন্দন-চর্চিতাম্ ।
 কুত্বা বৈ ধারয়েদ্ যস্ত মোহভীষ্টফলমাপ্নুয়াৎ ॥
 কাকবক্ষ্যা চ যা নারী মৃতবৎসা চ যা ভবেৎ ।
 বহুপত্যা জীববৎসা সা ভবেন্নাত্র সংশয়ঃ ॥
 বজ্রপঞ্জর-নামেদং যো রামকবচং পঠেৎ ।
 অব্যাহতাজ্ঞঃ সর্বত্র লভতে জয়মঙ্গলম্ ॥
 আদিষ্টবান্ যথা স্বপ্নে রামরক্ষামিমাং হরিঃ ।
 তথা লিখিতবান্ প্রাজ্ঞঃ প্রবুদ্ধো বুদ্ধকৌশিকঃ ॥
 ধবিনৌ বন্ধ-নিস্ত্রিংশৌ কাকপক্ষধরৌ শুভৌ ।
 বীরৌ মাং পথি রক্ষতাং তাবুভৌ রাম-লক্ষণৌ ॥
 তরুণৌ রূপসম্পন্নৌ শুকুমারৌ মহাবলৌ ।
 পুণ্ডরীক-বিশালাক্ষৌ চীর-কৃষ্ণাজিনাস্বরৌ ॥
 ফলমূলানিনৌ দাস্তৌ তাপসৌ ব্রহ্মচারিণৌ ।
 পুত্রৌ দশরথশ্রেষ্ঠৌ ভ্রাতরৌ রামলক্ষণৌ ॥
 শরণৌ সর্বসত্ত্বানাং শ্রেষ্ঠৌ সর্বধনুশ্চতাম্ ।
 রক্ষঃকুল-নিহন্তারৌ জায়েতাং মে রঘুসুতমৌ ॥

আস্তসজ্যধনুযাবিষুপ্প্রশাবক্ষয়াশুগনিসকসঙ্গিনৌ
রক্ষণায় মম রামলক্ষণাবগ্রতঃ পথি সदैব গচ্ছতাম্ ॥

সন্নকঃ কবচী খড়্গী চাপবাণধরো যুবা ।

যচ্ছন্ননোরথং চান্মান্ রামঃ পাতু সলক্ষণঃ ॥

অগ্রতস্ত নৃসিংহো মে পৃষ্ঠতো গরুড়ধ্বজঃ ।

পার্শ্বয়োস্ত ধনুযন্তৌ সশরৌ রাম-লক্ষণৌ ॥

রামো দাশরথিঃ শূরো লক্ষণানুচরো বলী ।

কাকুস্থঃ পুরুষঃ পূর্ণঃ কৌশলেয়ো রঘুন্তমঃ ॥

বেদান্তবেত্তো যজ্ঞেশঃ পুরাণঃ পুরুষোত্তমঃ ।

জানকীবল্লভঃ শ্রীমান্ অপ্রমেয়-পরাক্রমঃ ॥

আপদামপহন্তারং দাতারং সর্বকামদাম্ ।

গুণাভিরামং শ্রীরামং ভূয়ো ভূয়ো নমাম্যহম্ ॥

দক্ষিণে লক্ষণো ধন্বী বামে চ জানকী শুভা ।

পুরতো মারুতির্যশ্চ তং নমামি রঘুন্তমম্ ॥

এতানি মম নামানি মদ্ভক্তো যঃ সদা স্মরেৎ ।

অশ্বমেধায়ুতং পুণ্যং স প্রাপ্নোতি ন সংশয়ঃ ॥

ইতি শ্রীপদ্মপুরাণে বজ্রপঞ্জরাখ্যং শ্রীরামকবচং সমাপ্তম্ ।

অথ শ্রীকৃষ্ণস্তোত্রম্

প্রসীদ ভগবন্ মহমজ্ঞানকুষ্টিভাষনে ।

তবাজিঘ্রু-পঙ্কজ-রজো রাগিণীং ভক্তিমুত্তমাম্ ॥

অজ ! প্রসীদ ভগবন্নমিত-হ্যতিপঞ্জর ! ।

অপ্রমেয় ! প্রসীদাস্মন্ হৃৎখ-হন্ পুরুষোত্তম ! ॥

স্বসংবেত্ত প্রসীদাস্মদানন্দাশ্রুতনাময় ! ।

অচিন্ত্যসার ! বিশ্বাত্মন্ ! প্রসীদ পরযেশ্বর ! ॥

প্রসীদ তুঙ্গ ! তুঙ্গানাং প্রসীদ শিবশোভন ! ।

প্রসীদ গুণগম্ভীর ! গম্ভীরানাং মহাহ্যতে ! ॥

প্রসীদাব্যক্ত-বিস্তীর্ণ ! বিস্তীর্ণানামগোচর ! ।

প্রসীদার্দ্রার্জ্জুজাতীনাং প্রসীদাস্তাস্তদায়িনাম্ ॥

শুরোগর্গরীয়ান্ সর্বেশ ! প্রসীদানন্তদেহিনাম্ ।
 জয় মাধব মায়াত্মন জয় শাস্ত্রতশাঙ্কর ॥
 জয় শঙ্কর ! জীমন্ ! জয় নন্দকনন্দন ! ।
 জয় চক্রগদাপাণে ! জয় দেব ! জনাৰ্দ্দিন ॥
 জয় রত্নবরাবন্ধ-কিরীটাক্রান্তমস্তক ! ।
 জয়পক্ষিপতিচ্ছায়ানিরুদ্ধাক-করাকরণ ॥
 নমস্তে নরকারাতে ! নমস্তে মধুসূদন ! ।
 নমস্তে ললিতাপাঙ্গ ! নমস্তে নরকাস্তক ! ॥
 নমঃ পাপহরেশান ! নমঃ সর্বভয়াপহ ! ।
 নমঃ সন্তুতসর্বাঙ্গন ! নমঃ সন্তুতকৌস্তুভ ! ॥
 নমস্তে নয়নাতীত ! নমস্তে ভয়হারক ! ।
 নমো বিভিন্নদেহায় নমঃ শ্রুতিপথাতিগ ! ॥
 নমস্ত্রিমূর্তিতেদেন সর্গস্থিত্যন্তহেতবে ।
 বিষ্ণবে ত্রিদশারাতি জিষ্ণবে পরমাত্মনে ॥
 চক্রভিন্নারি-চক্রায় চক্রিণে চক্রবন্ধবে ।
 বিশ্বায় বিশ্ববন্দ্যায় বিশ্বভূতানুবর্তিনে ॥
 নমস্তে যোগিধ্যেয়ায় নমোহস্থধ্যাক্সরূপিণে ।
 ভক্তিপ্রদায় ভক্তানাং নমস্তে মুক্তিদায়িনে ॥
 স্তবনং হবনং চেষ্টা-ধ্যানং পূজা-নমস্ক্রিয়া ।
 দেবেশ ! কর্ম সর্বং মে ভবেদারাধনং তব ॥

ইতি হবনজপার্চা ভেদতো বিষ্ণুপূজা নিয়ত-হৃদয় কর্মা যন্ত মন্ত্রী চিরায় ॥

স খলু সকল-কামান্ প্রাপ্য কৃষ্ণাত্মরাত্না ।
 জনন-মৃতি-বিমুক্তামৃতমাং মুক্তিমেতি ॥
 গো-গোপ-গোপিকাবীতং গোপালং গোষু গোপ্রদম্ ।
 গোপৈরীড়্যং গোসহশ্রৈর্নোমি গোকুলনায়কম্ ॥
 শ্রীণয়েদনয়া স্তুত্যা জগন্নাথং জগন্ময়ম্ ।
 ধর্মার্থ-কামনোক্ষাণামাপ্তয়ে পুরুষোত্তমম্ ॥

ইতি শ্রীকৃষ্ণস্তবসমাপ্তঃ ॥

অথ গোপালস্তবঃ

নারদ উবাচ—নবীন-নীরদশ্যামং নীলেন্দীবর-লোচনম্ ।

বল্লবী-নন্দনং বন্দে কৃষ্ণং গোপালরূপিণম্ ॥

সুরধর্ষদলোদ্ধক-নীলকুক্ষিতমূর্ধজম্ ।

কদম্বকুসুমোদ্ধক-বনমালাবিভূষিতম্ ॥

গণ্ডমণ্ডলসংসর্গি-চলৎ-কাঞ্চন-কুণ্ডলম্ ।

স্থূলমুক্তাফলোদার-হাব্যোতীত-বন্ধসম্ ॥

হেমাস্তদ-তুলাকোটি-কিরীটোজ্জল-বিগ্রহম্ ।

মন্দমারুত-সংক্ষোভ-বল্গিতাস্বরসঞ্চয়ম্ ॥

রুচিরৌষ্ঠপুট-শ্যস্ত-বংশী-মধুরনিশ্বনৈঃ ।

লসদেগাপালিকা-চেতো মোহয়ন্তং মুহুমূহঃ ॥

বল্লবীবদনাজ্জোজ-মধুপান-মধুরতম্ ।

ক্ষোভয়ন্তং মনস্তাসাং সম্মেরাপাঙ্গ-বীক্ষণৈঃ ॥

যৌবনোদ্ভিন্ন-দেহাভিঃ সংসক্তাভি পরম্পরম্ ।

বিচিত্রাস্বরভূষাভির্গোপনারীভিরাবৃতম্ ॥

প্রভিন্নাঞ্জন-কালিন্দী-জলকেলি-কলোৎসুকম্ ।

যোধয়ন্তং কচিদ্ গোপান্ ব্যাহরন্তং গবাং গণম্ ॥

কালিন্দী-জলসংসর্গি-শীতলানিল-কম্পিতে ।

কদম্ব-পাদপ-চ্ছায়ে স্থিতং বৃন্দাবনে কচিৎ ॥

রত্নভূধর-সংলগ্ন-রত্নাসনপরিগ্রহম্ ।

কল্পপাদপ-মধ্যস্থ-হেমমণ্ডপিকা-গতম্ ॥

বসন্তকুসুমামোদ-সুরভিকৃত-দিঙ্ মুখে ।

গোবর্দ্ধন-গিরৌ রম্যে স্থিতং রাস-রসোৎসুকম্ ॥

সব্যহস্ত-তল-শ্যস্ত-গিরিবর্ষ্যাতপত্রকম্ ।

শক্তিধাখণ্ডলোন্মুক্ত-মুক্তাসার-ঘনাননম্ ॥

বেণুবাত্ত-মহোল্লাস-কৃতহকার-নিঃশ্বনৈঃ ।

সবৎসৈরুদ্ভুতৈঃ শব্দং গোকুলৈরভিবীক্ষিতম্ ॥

কৃষ্ণমেবানুগায়ন্তিস্তেষ্ঠা-বশবর্ত্তিভিঃ ।

দণ্ডপাশোত্ত-কঠৈর্গোপালৈরুপশোভিতম্ ॥
 নারদাভৈর্মুনিভ্যৈষ্ঠৈর্বেদাবেদাজপারগৈঃ ।
 প্রীতি-সুস্মিকয়া বাচ্য তুয়মানং পরাংপরম্ ।
 য এবং চিন্তয়েদেবং ভক্ত্যা সংশ্লোতি মানবঃ ।
 ত্রিসন্ধাং তস্য তুষ্টোহসৌ দদাতি বরমীপ্সিতম্ ॥
 রাজ-বল্লভতামেতি ভবেৎ সর্বজন-প্রিয়ঃ ।
 অচলাং শ্রিয়মাপ্নোতি স বাগ্মী জায়তে ধ্রুবম্ ॥
 ইতি গৌতমীয়ে তন্ত্রে শ্রীগোপালস্তোত্রং সমাপ্তম্ ॥

অথ শ্রীকৃষ্ণকবচম্

পুলস্ত্য উবাচ—ভগবন্ ! সর্বধর্মজ্ঞ ! কবচং যৎ প্রকাশিতম্ ।
 ত্রৈলোক্যমঙ্গলং নাম কৃপয়া কথয় প্রভো ! ॥

সনৎকুমার উবাচ

শৃণু বক্ষ্যামি বিপ্রেন্দ্র ! কবচং পরমাদ্বুতম্ ।
 নারায়ণেন কথিতং কৃপয়া ব্রহ্মণে পুরা ॥
 ব্রহ্মণা কথিতং মহ্যং তব স্নেহাদ্ বদামি তে ।
 অতিগুহ্যতরং তত্ত্বং ব্রহ্ম মন্ত্রৌঘ-বিগ্রহম্ ।
 যদ্ধ্বা পঠনাদ্ ব্রহ্মা সৃষ্টিং বিতনুতে ধ্রুবম্ ॥
 যদ্ধ্বা পঠনাং পাতি মহালক্ষ্মীর্জগৎ-ত্রয়ম্ ।
 পঠনাদ্ ধারণাং শত্ভূঃ সংহর্তা সর্বতত্ত্ববিৎ ॥
 ত্রৈলোক্য-জননী ছর্গা মহিষাদি-মহাসুরান্ ।
 বরদৃপ্তান্ জঘানৈব পঠনাদ্ ধারণাদ্ যতঃ ॥
 এবমিস্ত্রাদয়ঃ সর্বে সর্বৈশ্বর্যমবাপ্নুযুঃ ॥
 ইদং কবচমত্যন্তং গুপ্তং কুত্রাপি নো বদেৎ ।
 শিষ্যায় ভক্তিয়ুক্তায় সাধকায় প্রকাশয়েৎ ।
 শঠায় পরশিষ্যায় দত্ত্বা চ মৃত্যুমাশ্নুয়াৎ ॥
 ত্রৈলোক্য-মঙ্গলস্তাস্য কবচস্য প্রজ্ঞাপতিঃ ।
 ঋষিশৃঙ্গশ্চ গায়ত্রী দেবো নারায়ণঃ স্বয়ম্ ।
 ধর্মার্থ-কাম-মোক্ষেষু বিনিয়োগঃ প্রকীর্তিতঃ ॥

প্রণবো মে শিরঃ পাতু নমো নারায়ণায় চ ।
 জালং পায়াম্বেত্ৰযুগ্মমষ্টার্ণো ভুক্তি-মুক্তিদঃ ॥
 ক্রীং পায়াম্বেত্ৰযুগ্মঐকাকরঃ সর্বমোহনঃ ।
 ক্রীং কৃষায় সদা জ্ঞানং গোবিন্দায়েতি জিহ্বিকাম্ ॥
 গোপীজনপদং বল্লভায় স্বাহা ভূজদ্বয়ম্ ।
 অষ্টাকরো মহামন্ত্রঃ কঠং পাতু দশাকরঃ ॥
 ক্রীং কৃষঃ ক্রীং করৌ পায়াম্ ক্রীং কৃষায়াক্রজোহবতু ।
 হৃদয়ং ভুবনেশানী ক্রীং কৃষায় ক্রীং স্তনৌ মম ॥
 গোপালায়ান্জিয়া চ কৃষ্ণিযুগ্মং সদাবতু ।
 ক্রীং কৃষায় সদা পাতু পার্শ্বযুগ্মমুত্তমঃ ॥
 বৃষ-গোবিন্দকৌ পাতু অরাদ্যৌ ডেবুতৌ মনুঃ ।
 অষ্টাকরঃ পাতু নাভিং কৃষেতি দ্ব্যাকরোহবতু ॥
 পৃষ্ঠং ক্রীং কৃষ ককালং ক্রীং কৃষায় দ্বিঠাস্তকঃ ।
 সন্ধিনি পাতু সততং ত্রীং হ্রীং ক্রীং কৃষ ঠদ্বয়ম্ ॥
 উরু সপ্তাকরঃ পাতু ত্রয়োদশাকরোহবতু ।
 ত্রীং হ্রীং ক্রীং পদতো গোপীজনবল্লপদং ততঃ ॥
 ভায় স্বাহেতি পায়ুং বৈ ক্রীং হ্রীং ত্রীং স দশার্ণকঃ ।
 সর্বাঙ্গং মে সদা পাতু দ্বারকা-নায়কো বলী ॥
 নমো ভগবতে পশ্চাদ্ বাসুদেবায় তৎপরম্ ।
 তারাত্তো দ্বাদশার্ণোহয়ং প্রাচ্যাং মাং সর্বদাবতু ॥
 ত্রীং হ্রীং ক্রীং চ দশার্ণস্ত ক্রীং হ্রীং ত্রীং ষোড়শাকরঃ ।
 গদাহ্যদায়ুধো বিষ্ণুর্মামগ্নেদিশি রক্ষতু ॥
 হ্রীং ত্রীং দশাকরো মন্ত্রো দক্ষিণে মাং সদাবতু ।
 তারো নমো ভগবতে ক্লিষ্টা-বল্লভায় চ ॥
 স্বাহেতি ষোড়শার্ণোহয়ং নৈঋত্যাং দিশি রক্ষতু ॥
 ক্রীং হৃষীকে-পদং শায় নমো মাং বাকুণেহবতু ।
 অষ্টাদশার্ণঃ কামান্তো বায়ব্যাং মাং সদাবতু ॥
 ত্রীং মায়া কামকৃষায় গোবিন্দায় দ্বিঠো মনুঃ ।

দ্বাদশাঙ্গীকৃত্বৈকো বিষ্ণুরন্তরে মাং সদাবতু ॥
 বাগ্ভবং কামকুম্ভায় হ্রীং গোবিন্দায় ততঃ পরম্ ।
 শ্রীং গোপীজন-বল্লান্তে ভায় স্বাহা চ সৌম্যতঃ ॥
 দ্বাবিংশত্যঙ্করো মন্ত্রো মামৈশান্তে সদাবতু ।
 কালীয়স্ত ফণামধ্যে দিব্যং নৃত্যং করোতি তম্ ।
 নমামি দেবকীপুত্রং নৃত্যরাজানমচ্যুতম্ ।
 দ্বাত্রিংশদঙ্করো মন্ত্রোহপ্যধো মাং সর্বদাবতু ॥
 কামদেবায় বিদ্যহে পুষ্পবাণায় ধীমহি ।
 তন্নোহনঙ্গঃ প্রচোদয়াদ্ মাং সদা পাতু চৌর্ধ্বতঃ ।
 ইতি তে কথিতং বিপ্র সর্বমন্ত্রৌষ-বিগ্রহম্ ।
 ত্রৈলোক্যমঙ্গলং নাম কবচং ব্রহ্মরূপকম্ ॥
 ব্রহ্মণা কথিতং পূর্বং নারায়ণ-মুখাচ্ছ্রুতম্ ।
 তব স্নেহান্নয়া ত্যাতং প্রবক্তব্যং ন কশ্চিৎ ॥
 গুরুং প্রণম্য বিধিবৎ কবচং প্রপঠেত্ততঃ ।
 সকৃদ্বিত্তির্যথাজানং সোহপি সর্বতপোময়ঃ ॥
 মন্ত্রেষু সকলেষুেব দেশিকো নাত্র সংশয়ঃ ।
 শতমষ্টোত্তরঙ্কাস্য পুরশ্চর্য্যাবিধিঃ শ্রুতঃ ॥
 স্পর্দ্ধামুদধুয় সততং লক্ষ্মীবাণী বসেত্ততঃ ।
 পুষ্পাঞ্জল্যষ্টকং দত্ত্বা মূলে নৈব পঠেৎ সকুং ॥
 সম্বৎসর-সহস্রাণাং পূজায়াঃ ফলমাপ্নুয়াৎ ।
 ভূর্জে বিলিখ্য গুলিকাং স্বর্ণস্থাং ধারয়েদ্ যদি ॥
 কঠে বা দক্ষিণে বাহৌ সোহপি বিষ্ণুর্ন সংশয়ঃ ।
 অশ্বমেধসহস্রাণি বাজপেয়-শতানি চ ।
 মহাদানানি যান্তেব প্রাদক্ষিণ্যং ভুবন্তথা ।
 কলাং নারহস্তি তান্তেব সকুচ্ছারণাস্ততঃ ।
 কবচস্য প্রসাদেন জীবন্তুক্তো ভবেন্নরঃ ।
 ত্রৈলোক্যং ক্ষোভয়ত্যেব ত্রৈলোক্য-বিজয়ী ভবেৎ ॥
 ইদং কবচমজ্ঞাত্বা ভজেদ্ যঃ পুরুষোত্তমম্ ।

শতলক্ষ-প্রজাগোহপি ন মম্বতস্য সিধ্যতি ॥

ইতি সনৎকুমারতত্ত্বৈ ত্রৈলোক্যমঙ্গলং নাম ত্রীকৃষ্ণকবচং সমাপ্তম্ ॥

অথ নৃসিংহকবচম্

নারদ উবাচ—ইন্দ্রাদি-দেববৃন্দে ! তাতেশ্বর ! জগৎপতে ! ।

মহাবিশ্বনৃসিংহস্য কবচং ক্রহি মে প্রভো ।

যস্য প্রপঠনাদ্ বিদ্যাত্ত্রৈলোক্যবিজয়ী ভবেৎ ॥

ব্রহ্মোবাচ—শৃণু নারদ ! বক্ষ্যামি পুত্রশ্রেষ্ঠ ! তপোধন ! ।

কবচং নরসিংহস্য ত্রৈলোক্যবিজয়াভিধম্ ॥

যস্য প্রপঠনাদ্বিদ্বান্ ত্রৈলোক্যবিজয়ী ভবেৎ ।

অষ্টাং জগতাং বৎস ! পঠনাদ্ধারণাদ্ যতঃ ॥

লক্ষ্মীর্জগজ্জয়ং পাতি সংহর্তা চ মহেশ্বরঃ ।

পঠনাদ্ ধারণাদেবা বভূবুশ্চ দিগীশ্বরঃ ॥

ব্রহ্মমন্ত্রময়ং বক্ষ্যে ভূতাদি-বিনিবারকম্ ।

যস্য প্রসাদাদ্ হর্বাসাত্ত্রৈলোক্যবিজয়ী মুনিঃ ॥

পঠনাদ্ ধারণাদ্ যস্য শাস্তা চ ক্রোধভৈরবঃ ।

ত্রৈলোক্যবিজয়স্ত্যস্ত কবচস্য প্রজাপতিঃ ॥

অবিশ্চন্দ্রশ্চ গায়ত্রী নৃসিংহো দেবতা বিভূঃ ।

সর্বাভিলাষসিদ্ধার্থং বিনিয়োগঃ প্রকীর্তিতঃ ॥

ক্লেদো^১ মে শিরঃ সদা পাতু চন্দ্রবর্ণো মহামনুঃ ।

উগ্রবীরং মহাবিশ্বং জলন্তং সর্বতোমুখম্ ॥

নৃসিংহং ভীষণং ভদ্রং যত্নমত্যাং নমাম্যহম্ ।

দ্বাত্রিংশদক্ষরো মন্ত্রো মম্বরাজঃ সুরভ্রমঃ ॥

কণ্ঠং পাতু ক্রবং ক্লেদো^১ং হৃদগবতে চক্ষুযী মম ।

নরসিংহায় চ জ্বালামালিনে পাতু কর্ণকম্ ॥

দীপ্তজংষ্ট্রায় চ তথাগ্নিনেত্রায় চ নাসিকাম্ ।

সর্বরক্ষোদ্রায় সর্বভূতবিনাশানায় চ ॥

সর্বজ্বরবিনাশায় দহদহ পচদ্বয়ম্ ।

রক্ষ রক্ষ দ্বয়ং পশ্চাৎ স্বাহা পাতু মুখং মম ॥

তারাদি-রামচন্দ্রায় নমঃ পায়ান্ গুদং মম ।
 ক্রীং পায়ান্ পার্শ্বযুগ্মং মে তারো নমঃ পদন্ততঃ ।
 নারায়ণায় পায়ুঞ্চ আং হ্রীং ক্রৌঁ ক্রৌঁ চ হৃঞ্চ ফট্ ।
 ষড়ঙ্করঃ কটিং পাতু ওঁ নমো ভগবতে পদম্ ॥
 বাসুদেবায় গৃষ্ঠং ক্রীং কৃষ্ণায় ক্রীমুরুদ্বয়ম্ ।
 ক্রীঁ কৃষ্ণায় সদা পাতু জাহ্ননী চ মনুজমঃ ॥
 ক্রীঁ গ্রৌঁ ক্রীঁ শ্যামলাঙ্গায় নমঃ পায়ান্ পদদ্বয়ম্ ॥
 ক্রৌঁ নরসিংহায় ক্রৌঁঞ্চ সর্বাঙ্গং মে সদাবতু ॥
 ইতি তে কথিতং বৎস ! সর্বমন্ত্রোষ-বিগ্রহম্ ।
 তব স্নেহান্ময়া খ্যাতিং প্রবক্তব্যং ন কশ্যচিৎ ॥
 গুরুপূজাং বিধায়াথ গৃহীয়াৎ কবচং ততঃ ।
 সর্বপুণ্যযুতো ভূত্বা সর্বসিদ্ধিযুতো ভবেৎ ॥
 শতমষ্টোত্তরঞ্চাস্ত্র পুরশ্চর্য্যাবিধিঃ স্মৃতঃ ।
 হবনাদীন্ দশাংশেন কৃত্বা তৎ সাধয়েদ্ ধ্রুবম্ ॥
 ততস্তু সিদ্ধকবচঃ পূর্ণাত্মা মদনোপমঃ ।
 স্পর্দ্ধামুদ্বুয় ভবনে লক্ষ্মীবাণী বসেত্ততঃ ॥
 পুষ্পাঞ্জল্যষ্টকং দত্ত্বা মূলে নৈব পঠেৎ স কৃৎ ।
 অপি বর্ষসহস্রাণাং পূজায়াঃ ফলমাপ্নুয়াৎ ॥
 ভূর্জে বিলিখ্য গুলিকাং স্বর্ণস্থাং ধারয়েদ্ যদি ।
 কণ্ঠে বা দক্ষিণে বাহৌ নরসিংহো ভবেৎ স্বয়ম্ ॥
 যোষিদ্ বামভূজে চৈব পুরুষো দক্ষিণে ভূজে ।
 বিভ্রীয়াৎ কবচং পুণ্যং সর্বসিদ্ধিযুতো ভবেৎ ॥
 কাকবক্ষ্যা চ যা নারী মৃতবৎসা চ যা ভবেৎ ।
 জন্মবক্ষ্যা নষ্ট-পুষ্পা বহুপুত্রবতী ভবেৎ ॥
 কবচস্ত প্রসাদেন জীবন্যুক্তো ভবেন্নরঃ ।
 ত্রৈলোক্যং ক্রোভয়তোব ত্রৈলোক্য-বিজয়ী ভবেৎ ॥
 ভূতপ্রেত-পিশাচাশ্চ রাক্ষসা দানবাশ্চ যে ।
 তং দৃষ্টা প্রপলায়ন্তে দেশাদ্দেশান্তরং ধ্রুবম্ ॥

যস্মিন্ গেহে চ কবচং গ্রামে বা যদি তিষ্ঠতি ।

তং দেশস্ত পরিভ্রাজ্য প্রযান্তি চাতিদূরতঃ ॥

ইতি ব্রহ্মসংহিতায়াং ত্রৈলোক্য-বিজয়ং নাম ত্রিংশৎকবচং সমাপ্তম্ ॥

অথ বিষ্ণু নামাষ্টকস্তোত্রম্

ব্রহ্মোবাচ—অচ্যুতঃ কেশবঃ বিষ্ণুঃ হরিঃ সত্যং জনার্দনম্ ।

হংসং নারায়ণকৈব এতন্নামাষ্টকং শুভম্ ॥

ত্রিংশদ্যং বঃ পঠেদ্বিত্যং তস্মৈ পাপং ন বিচ্যতে ।

শত্রুসৈন্যং ক্ষয়ং যাতি হৃদঃস্থং সুস্থং ভবেৎ ॥

গঙ্গায়াং মরণকৈব দৃঢ়া ভক্তিঃ কেশবে ।

ব্রহ্মবিদ্যা-প্রবোধশ্চ তস্মাদ্বিত্যং পঠেদ্বরঃ ॥

ইতি ব্রহ্মপুরাণে শ্রীবিষ্ণু নামাষ্টকস্তোত্রং সমাপ্তম্ ॥

অথ নারায়ণোপনিষৎ ।

ও অথ পুরুষো হ বৈ নারায়ণোহকাময়ত প্রজাঃ সৃজেয়েতি । নারায়ণাৎ
প্রাণো জায়তে মনঃ সর্বেশ্চিয়ানি চ । খং বায়ুর্জ্যোতিরাপঃ পৃথিবী বিশ্বস্ত
হারিণী । নারায়ণাদ্ ব্রহ্মা জায়তে । নারায়ণাদ্ রুদ্রো জায়তে ।
নারায়ণাদিস্ত্রো জায়তে । নারায়ণাৎ প্রজাপতিঃ প্রজায়তে । নারায়ণাদ্
বাদশাদিত্যা রুদ্রাঃ বসবঃ সর্বাণি চন্দ্রাংসি নারায়ণদেব সমুৎপত্তস্তে ।
নারায়ণাৎ প্রবর্ত্তস্তে । নারায়ণে প্রলীয়ন্তে । এতদ্ ঋক্বেদশিরোহধীতে ।
অথ নিত্যো নারায়ণঃ ব্রহ্মা চ নারায়ণঃ, শিবশ্চ নারায়ণঃ, শত্রুশ্চ নারায়ণঃ,
কালশ্চ নারায়ণঃ, দিশশ্চ নারায়ণঃ, বিদিশ্চ নারায়ণঃ । উর্দ্ধশ্চ নারায়ণঃ,
অধশ্চ নারায়ণঃ, অন্তর্বহিশ্চ নারায়ণঃ, নারায়ণ এবৈদং সর্বং যদুতং যচ্চ
ভাব্যম্ । নিকলকো নিরঞ্জনো নির্বিকল্পো নিরাখ্যাতঃ শুদ্ধো দেব একো
নারায়ণো ন দ্বিতীয়োহস্তি কশ্চিৎ । য এবং বেদ স বিষ্ণুরেব ভবতি ।
স বিষ্ণুরেব ভবতি । য এতদ্-যজুর্বেদশিরোহধীতে । ওমিত্যাগ্রে ব্যাহরেৎ
নম ইতি পশ্চান্নারায়ণায়ৈতু্যপরিষ্ঠাৎ । ওমিত্যেকাক্ষরং নম ইতি দ্বৈ অক্ষরে ।
নারায়ণায়ৈতি পঞ্চাক্ষরানি । এতদ্বৈ নারায়ণস্তাষ্টাক্ষরং পদম্ । যো হ বৈ
নারায়ণস্তাষ্টাক্ষরং পদমধ্যোতি, সোহনুপপ্লবঃ সর্বমায়ুরেতি । বিদ্বতে
প্রাজাপত্যং রায়ম্পোষং গো-পত্যম্ । ততোহমৃতত্বমশ্নুতে ॥

ইতি নারায়ণোপনিষৎ সমাপ্তা ॥

অথর্বাঙ্গিরসম্

প্রত্যগানন্দং ব্রহ্ম-রূপং প্রণবরূপং অকার উকার মকার ইতি । জ্ঞানেনেকধা সমভবৎ তদেব ওমিতি । যমুক্তা মূঢ়াভে যোগী জন্ম-সংসারবন্ধনাং ।
 ও নমো নারায়ণায়ৈতি । ও নমো নারায়ণায়ৈতি মন্ত্রোপাসকো বৈকুণ্ঠ-ভুবন-
 গমিষ্যতি । তদ্বিদং পুণ্ডরীকং বিজ্ঞানবনতস্মাত্তিদ্ভিদান্তমাত্রং । ব্রহ্মণ্যো
 দেবকীপুত্রো ব্রহ্মণ্যো মধুসূদনঃ । ব্রহ্মণ্যঃ পুণ্ডরীকাক্ষো ব্রহ্মণ্যো বিষ্ণুরচ্যুত
 ইতি সর্বভূতস্বমেকং বৈ ও নারায়ণং কারণরূপমকারণং পরং ব্রহ্ম । এতদথর্ব-
 শিরো যোহধীতে, প্রাতরধীয়ানো রাত্রিকৃতং পাপং নাশয়তি, সায়নধীয়ানৈ
 দিবসকৃতং পাপং নাশয়তি তৎ সায়ং প্রতিরধীয়নোহপাপো ভবতি ।
 মধ্যাহ্নিনমাদিত্যাভিমুখোহধীয়ানঃ পঞ্চমহাপাতকোপপাতকাং প্রমুচ্যতে ।
 সর্ববেদ-পারায়ণ-পুণ্যং লভতে নারায়ণ-সামুজ্যমবাপ্নোতি য এবং বেদ ।

ইত্যথর্বাঙ্গিরসং সমাপ্তম্ ।

অথাপামার্জনস্তোত্রম্ ।

ও নমঃ পরমার্থীয়েত্যপামার্জন-মন্ত্রস্ত পুলস্ত্য ঋষিরমুষ্ঠু প্ছন্দঃ ত্রীনর-
 সিংহো দেবতা হরামুকস্তেতি বীজং অচ্যুতানন্দেতি শক্তিঃ তপ্তহাটককেশা-
 ত্রেতি কীলকং অমুকগোত্রস্ত শ্রীঅমুকদেবশর্মণো ঋটিতু্যংপন্ন-ব্যাধিপ্রশমনার্থং
 পাঠে বিনিয়োগঃ ।

পুলস্ত্য উবাচ—ও নমঃ পরমার্থীয় পুরুষায় মহাত্মনে ।

অরূপ-বহুরূপায় ব্যাপিনে পরমাত্মনে ॥

নিষ্কলম্বায় শুদ্ধায় ধ্যানযোগরতায় চ ।

নমস্তুভ্য প্রবক্ষ্যামি যত্ত্বং সিধ্যতু মে বচঃ ॥

ত্রিবিক্রমায় রামায় বৈকুণ্ঠায় নমো নমঃ ।

নমস্তুভ্য প্রবক্ষ্যামি যত্ত্বং সিধ্যতু মে বচঃ ॥

বরাহ ! নরসিংহেশ ! বামনেশ ! ত্রিবিক্রম ! ।

হয়গ্রীবেশ সর্বেশ শ্রবীকেশ ! হরাস্তম্ ॥

অপরাজিত-চক্রাচৈশ্চতুর্ভিঃ পরমায়ুধৈঃ ।

অখণ্ডিতানুভাবৈশ্চ সর্বদৃষ্টহরো ভব ॥

হরামুকস্ত হরিতং হৃদয়ং হৃদপোষিতম্ ।

যুত্বেষকান্তি-ভয়দং ছুরিতস্ত চ যৎ ফলম্ ॥
 গরম্পর্শ মহারোগ-হর্ষণ্য-জরয়া জর ।
 ওঁ নমো ভগবতে বাসুদেবায় নমঃ কৃষ্ণায় ঋজুগে ॥
 নমঃ পুঙ্করনেত্রায় কেশবায়াদিত্যক্রিণে ।
 নমঃ কমল-কিঙ্কর-পীতনির্মল-বাসসে ॥
 মহাহর-রিপুস্কন্ধ-যুষ্ট-চক্রায় চক্রিণে ।
 দংষ্ট্রোদ্ধত-ক্ষিতিভূতি-ত্রয়ীমুক্তিমতে নমঃ ॥
 মহাযজ্ঞ-বরাহায় শেষভোগাক্ষ-শায়িনে ।
 তপ্তহাটক-কেশাগ্র-জলৎ-পাবক-লোচনে ॥
 বজ্রাধিক-নখম্পর্শ-দিব্যসিংহ নমোহস্তু তে ।
 কাশ্যপায়াতিহুস্বায় ঋগ্-যজুঃ-সামভাষিণে ॥
 ভূভ্যং বামনরূপায় সৃজতে গাং নমো নমঃ ।
 বরাহাশেষদুষ্টানি সর্বপাপফলানি চ ॥
 মর্দ মর্দ মহাদংষ্ট্র ! মর্দ মর্দ চ হৃকৃতম্ ।
 নরসিংহ-করালানু-দন্ত-প্রান্তে জলানল ! ॥
 ভুঞ্জ ভুঞ্জ নিনাদেন দুষ্টানুশ্রুতিনাশন ! ।
 ঋগ্-যজুঃ-সাম গর্ভাভির্বাগ্ভির্বামনরূপধ্বক্ ॥
 প্রশমং সর্বদুষ্টানি নয়তস্তু জনাদনঃ ।
 ঐকাহিকং ব্যাহিকঞ্চ তথা ত্রিদিবস-জরম্ ॥
 চাতুর্থকং তথাতুগ্রং তথৈব সততজরম্ ।
 দোষোথং সারিপতোথং তথৈবাগস্তকজরম্ ॥
 শমং নয়ান্ত গোবিন্দ ছিল্পি ছিক্যস্তু বেদনাম্ ।
 নেত্র-দুঃখং শিরোদুঃখং দুঃখঞ্চোদর-সন্তবম্ ॥
 অস্তঃশ্বাসং বহিঃশ্বাসং পরিতাপং স-বেপথুম্ ।
 গুদ-শ্রাণাজিঘ্রু-রোগাংশ্চ কৃষ্ঠরোগং তথাক্ষবম্ ॥
 কামলং পাণ্ডুরোগাংশ্চ প্রমেহাংশ্চাতিদারুণান্ ।
 ভগ্নরাতিসারাংশ্চ মুখরোগান্ সবিজ্রধীন্ ॥
 অশ্বরী-মূত্রকৃচ্ছাংশ্চ রোগানন্যাংশ্চ দারুণান্ ।

যে বায়ু-সম্ভবা রোগা যে চ পিত্তসম্ভবাঃ ॥
 কফোদ্ভবা চ যে কেচিদ্ যে চান্ধে সাম্পিপাতিকাঃ ।
 আগন্তুকাশ্চ যে রোগা লুতা-বিস্ফোটকাদয়ঃ ॥
 তে সৰ্বে প্রশমং যাস্তু বায়ুদেবাপমার্জনাং ।
 শ্রলয়ং যাস্তু তে সৰ্বে বিষ্ণোরুচ্চারণেন তু ॥
 ক্ষয়ং গচ্ছন্ত চাশেষান্তে চক্রাভিহতা হরেঃ ।
 অচ্যুতানন্দ-গোবিন্দ নামোচ্চারণ-ভাষিতাঃ ॥
 নশ্যন্ত সকলা রোগাঃ সত্যং সত্যং বদাম্যহম্ ।
 স্থাবরং জঙ্গমঞ্চাপি কৃত্রিমঞ্চাপি যদ্বিষম্ ।
 দন্তোদ্ভবং নখ-বিষমাকাল-প্রভবং বিষম্ ।
 লুতাভিপ্রভবং যচ্চ বিষমত্যন্ত-দুঃসহম্ ॥
 শমং নয়তু তৎ সৰ্বং কীর্ত্তিতোহস্মি জনাদর্শনঃ ।
 গ্রহান্ প্রেতগ্রহাংশ্চৈব তথা বৈ ডাকিনী-গ্রহান্ ॥
 বেতালাংশ্চ পিশাচাংশ্চ গন্ধর্বান্ যক্ষ-রাক্ষসান্ ।
 শকুনি-পুতনাশ্চ তথা বৈনায়ক-গ্রহান্ ॥
 মুখযুগ্মাং তথাভ্যাগ্রাং রেবতীং বৃদ্ধরেবতীম্ ।
 বৃদ্ধিকাখ্যাং গ্রহাংশ্চোগ্রান্ তথা মাতৃগ্রহানপি ॥
 বালস্য বিষ্ণোশ্চরিতং হস্ত বালগ্রহানিমান্ ।
 নরসিংহস্য তে দৃষ্ট্যা দক্কা যে চাপি যৌবনে ॥
 শটাকরণ-বদনো নরসিংহো মহাবলঃ ।
 গ্রহানশেষান্নিশেষান্ করোতু জগতো হিতঃ ॥
 নরসিংহ-মহাসিংহ জ্বালামালো জ্বলানল ।
 গ্রহানশেষান্ সর্বেশ খীদথাদাগ্নিলোচন ॥
 যে রোগা যে মহোৎপাতো যদ্বিষং যে মহাগ্রহাঃ ।
 যানি চ ক্রুরভূতানি বিষরোগাশ্চ দারুণাঃ ॥
 শত্রুক্ষতেষু যে রোগা জ্বালগদ'ভকাদয়ঃ ।
 তানি সৰ্বানি সৰ্বাত্মা পরমাত্মা জনাদর্শনঃ ॥
 কিক্কিদ্ধপং সমাস্থায় বায়ুদেবাস্থ নাশয় ।

ক্রিপ্তাঃ সূদর্শনং চক্ষুঃ আলামালাতিদীপিতম্ ॥
 সর্বদৃষ্টোপশমনং কুরু দেববরাচ্যুত ! ।
 সূদর্শন মহাধ্বান হিকি হিকি মহারয় ! ॥
 সর্বদৃষ্টানি রক্ষাংসি কয়ং নয় বিভীষণ ! ।
 প্রাচ্যাং রক্ষ প্রতীচ্যাঞ্চ দক্ষিণোত্তরতন্তথা ॥
 রক্ষাং করোতু সর্বায়া নরসিংহঃ স্বর্গজ্জিতৈঃ ।
 ভুব্যস্তরীক্ষে চ তথা পার্শ্বতঃ পৃষ্ঠতোহগ্রতঃ ॥
 রক্ষাং করোতু ভগবান্ বহুরূপী জনার্দনঃ ।
 তথা বিষ্ণুর্জগৎ সর্বং স দেবাসুরমানুষম্ ॥
 তেন সত্যেন দৃষ্টানি শমমশ্রু প্রয়াস্ত্ব বৈ ।
 যথা বিষ্ণৌ স্মৃতে সত্যঃ সংক্ষয়ং যাস্তি পাতকাঃ ॥
 তেন সত্যেন সত্যং যন্ময়োক্তং তদস্ত্ব তৎ ।
 পরমাত্মা যথা বিষ্ণুর্বেদান্তেষু পি গীয়তে ॥
 তেন সত্যেন সকলং দৃষ্টমশ্রু প্রশাম্যতু ।
 যথা যজ্ঞেশ্বরো বিষ্ণুর্বেদান্তেষু পি গীয়তে ॥
 তেন সত্যেন সকলং যন্ময়োক্তং তথাস্ত্ব তৎ ।
 শাস্তিরস্ত শিবঞ্চাস্ত্ব দৃষ্টমশ্রু প্রশাম্যতু ॥
 বাসুদেব-শরীরোথৈঃ কুশৈর্নির্নাশিতং ময়া ।
 অপামার্জতু গোবিল্ল নরনারায়ণস্তথা ॥
 তথাস্ত্ব সর্বদুঃখানাং প্রশমো বচনাকরেঃ ।
 শাস্তিং সমস্তরোগান্তে গ্রহাঃ সর্বে বিষাণি চ ॥
 ভূয়ানি চ প্রয়াস্ত্বীশে সংস্তুতে মধুসূদনে ।
 এতৎ সমস্তরোগেষু ভূতগ্রহভয়েষু চ ॥
 অপামার্জনকং শস্তং বিষ্ণোর্নামাভিমন্ত্রিতম্ ।
 এতে কুশা বিষ্ণুশরীর-সন্তুবা-জনাদনোহহম্ ।
 শাস্তিরস্ত শিবঞ্চাস্ত্ব দৃষ্টমশ্রু প্রশাম্যতু ।
 যদশ্রু হরিতং কিঞ্চিং ক্রিপ্তং নারায়ণার্ণবে ॥
 স্বাস্থ্যমশ্রু সর্দৈবাস্ত্ব হৃষীকেশশ্রু কীর্তনাৎ ।

যত এবাগতং পাপং তত্ৰৈব প্রতিগচ্ছতু ॥

এতজ্জোগাভিভূতানাং জন্ত মাং হিতমিচ্ছতা ।

বিষ্ণুভাজন-কর্তব্য অপামার্জনকং শুভম্ ॥

অনেন সর্বদুষ্টানি প্রশমং যাস্ত্যসংশয়ঃ ।

সর্বভূত-হিতার্থায় কুৰ্য্যাস্তস্মাৎ সদৈব হি ॥

ইতি বিষ্ণুধর্মে সর্বব্যাপিপ্রশমনমপামর্জনকন্তোত্রং সমাপ্তম্ ॥

অথ বিষ্ণুস্তবঃ (শারদোক্তম্)

আদায় বেদাঃ সকলাঃ সমুদ্রাদ নিহত্য শব্দ্যং রিপুমভ্যুদগম্ ।

দস্তাঃ পুরা যেন পিতামহায়, বিষ্ণুং তমাদিং ভজ মংস্মরূপম্ ॥ ১

দিব্যামৃতার্থং মণিতে মহাকৌ দেবানুরৈবানুর্কি-মন্দরান্ধৈ-

ভূর্মেমহাবেগ-বিঘূর্ণিতায়াস্তং কুর্মমাধারগতং নমামি ॥ ২

সমুদ্রকাঞ্চী সরিহুত্তরীয়া বসুন্ধরা-মেরু-কিরীট-ভারা ।

দস্তাগ্রতো যেন সমুদ্রতা ভূস্তমাদিকোলং শরণং প্রপত্তে ॥ ৩

ভক্তান্তি-ভক্ত-কুময়া প্রিয়ায়াঃ শুভাস্তুরালাহুদিতো নৃসিংহঃ ।

রিপুং সুরাণাং নিশিতৈর্নখাগ্রৈর্বিদারয়ন্তং ন চ বিস্মরামি ॥ ৪

চতুঃ-সমুদ্রাতরণা ধরিত্রী, স্যাসায় নালং চরণস্ত যস্য ।

একস্ত নাশস্ত পদং সুরাণাং ত্রিবিক্রমং সর্বগতং নমামি ॥ ৫

ত্রিঃসপ্তবারং নৃপতীমিহত্য যন্তর্পণং রক্তময়ং পিতৃভ্যঃ ।

চকার দোর্দণ্ডবলেন সম্যক্ তমাদি-শূরং প্রণমামি বিষ্ণুম্ ॥ ৬

কূলে রঘুণাং সমবাপ্য জন্ম বিধায় সেতুং জলধের্জলাস্তম্ ।

লঙ্কেশ্বরং যঃ সময়াঙ্ককার সীতাপতিং তং প্রণমামি ভক্ত্যা ॥ ৭

হলেন সর্বান্ নৃপতীমিকৃষ্ট চবার চূর্ণং মুষল-প্রহারৈঃ ।

যঃ কৃষ্ণমাসাচ্চ বলং বলীয়ান্ ভক্ত্যা ভজেতং বলভদ্ররামম্ ॥ ৮

পুরা সুরাণামসুরান্ বিদ্রেতুং সংভাবয়ন্ চীবরচিহ্নবেশম্ ।

চকার যঃ শাস্ত্রমমোষকল্পং তং মূলভূতং প্রণতোহগ্নি বুদ্ধম্ ॥ ৯

কল্লাবসানে নিশিতৈঃ খুরাগ্রৈঃ সংঘট্টয়ামাস নিমেষমাত্রাং ।

যন্তেজসা নিদহতীতি ভীমো বিষ্ণুত্মকং তং তুরগং ভজামঃ ॥ ১০

শব্দ্যং সুচক্রং সুগদাং সরোজং, দোর্ভির্দধানং গরুড়াধিরাত্মম্ ।

ত্রীংসচ্চিহ্নং জগদাদিমূলং, তমালনীলং হৃদি বিষ্ণুমীড়ে । ১১

কীরাদুধো শেষবিশেষতয়ে, শয়ানমন্তঃ স্মিতশোভি-বক্তৃন্ম ।

উৎফুল্লনৈত্রানুজ্জমমুজ্জাতমাত্তং শ্রুতীনামসকুং স্মরামি ॥ ১২

শ্রীণয়েদনয়া স্তব্যা জগন্নাথং জগন্ময়ম্ ।

ধর্মার্থকামমোক্ষাণামাপ্তয়ে পুরুষোত্তমম্ ॥ ১৩

ইতি বিষ্ণুস্তোত্রঃ সমাপ্তম্ ॥

অথ সরস্বতীস্তোত্রম্ ॥

হ্রীং হ্রীং হ্রীং কবীজ্রে শশিরুচিকমলাকল্প-বিন্দুপট্টশোভে ! ।

ভবো ভব্যানুকূলে কুমতি-বনদবে বিশ্ববন্দ্যাজিঘ্রপদ্যে ! ।

পদ্যে পদ্যোপদিষ্টে প্রণত-জনমনোমোদ-সম্পাদয়িত্রি ! ।

প্রোংপ্লুষ্ঠাজ্ঞানকুটে ! হরিনিজদয়িতে ! দেবি ! সংসারসারে ॥ ১

ঐ ঐ ঐ ইষ্টমন্ত্রে কমলভবমুখাশ্রোজভূতিস্বরূপে ! ।

রূপারূপপ্রকাশে ! সকলগুণময়ে ! দিগুণে ! নির্বিকারে ! ।

ন স্থলে নাপি স্থল্লেখপ্যবিদিত-বিষয়ে ! নাপি বিজ্ঞাততত্ত্বে ।

বিশ্বে বিশ্বান্তরালে সুরবরনমিতে ! নিফলে ! নিত্যশুদ্ধে ! ॥ ২

হ্রীং হ্রীং হ্রীং জাপতুষ্টে হিমরুচি-মুকুটে বল্লকী-ব্যগ্রহস্তে ।

মাতর্মাতর্নামস্তে দহ দহ জড়তাং দেহি বুদ্ধিং প্রশস্তাম্ ।

বিভে ! বেদান্তগীতে ! শ্রুতিপরিপঠিতে ! মোক্ষদে ! মুক্তিমার্গে ! ।

মার্গাতীত-প্রভাবে ভব মম বরদা শারদে শুভ্রহারে ॥ ৩

ধীর্ধীর্ধীর্ধারণাখ্যে ধৃতি-মতি-ভুতিভির্নামভিঃ কীর্তনীয়ৈ ! ।

নিত্যেহনিত্যে নিমিত্তে মুনিগণনমিতে নূতনে বৈ পুরাণে ।

পুণ্যে পুণ্যপ্রবাহে হরিহর-নমিতে ! নিত্যশুদ্ধে ! সুবর্ণে ! ।

মাত্রে মাত্রাঙ্কিতস্তে নতি-মতি-মতিদে মাধব-শ্রীতিদানে ॥ ৪

হ্রীং ক্রীং ধীং হ্রীং-স্বরূপে দহ দহ ছরিতং পুস্তকব্যগ্রহস্তে !

সন্তষ্টাকারচিত্তে স্মিতমুখি স্তবগে স্তম্ভিনি স্তম্ভবিভে ।

মোহে মুক্তপ্রভাবে কুরু মম কুমতি ধ্বান্ত-বিধ্বংসমীড্যে,

গীর্গৌর্বাগ্ভারতী ত্বং কবিরূষরসনা সিদ্ধিদা সিদ্ধবিভা ॥ ৫

স্তোমি ত্বাং ত্বাক বন্দে ভজ মম রসনাং মা কদাচিত্ ত্যজেথাঃ

মা মে বুদ্ধিবুদ্ধা ভবতু ন চ মনো দেবি ! মে যাতু পাপম্ ।
 মা মে হঃখং কদাচিৎপি চ সময়েহপ্যন্ত মে নাকুলং
 শান্ত্রে বাদে কবিভে প্রসরতু মম ধীর্মান্ত কুঠা কদাচিৎ ॥ ৬
 ইত্যেতৈঃ শ্লোকমুখ্যে প্রতিদিনমুখসি স্তোতি যো ভক্তি-নন্দো
 বাণীং বাচস্পতেরপ্যভিমত-বিভবো বাক্যপটুম্বষ্ট-পদঃ ।
 স স্মাদিষ্টার্থলাভী স্মৃতমিব সততং পালয়েৎ ত্বং দেবীং
 সৌভাগ্যং তস্মৈ গেহে প্রসরতি কবিতা বিশ্বমন্তঃ প্রয়াতি ॥ ৭

ব্রহ্মচারী ব্রতী মৌনী ত্রয়োদশ্যাং নিরামিষঃ ।

স্বাস্থ্যত-স্তোত্র-পাঠাদ্ ভবেদিষ্টার্থ-লাভবান্ ॥ ৮

পঞ্চদয়েহপি যো ভক্ত্যা ত্রয়োদশ্যৈক-বিংশতিম্ ।

অবিচ্ছেদং পঠেদ্বীমান্ ধ্যায়া দেবীং সরস্বতীম্ ॥ ৯

শুক্লাস্বরধরাং দেবীং শুক্লাভরণভূষিতাম্ ।

বাহিতং ফলমাপ্নোতি স লোকে নাত্র সংশয়ঃ ।

ইতি ব্রহ্মা স্বয়ং প্রাহ সরস্বত্যা স্তবং শুভম্ ।

প্রযত্নেন পঠেদ্বিত্যং সোহমৃতত্বঞ্চ গচ্ছতি ॥ ১১

ইতি ব্রহ্মকৃতং সরস্বতী-স্তোত্রং সমাপ্তম্ ॥

অথ প্রচণ্ড-চণ্ডিকাস্তোত্রম্ ।

নাভৌ শুক্ল-সরোজ-মধ্য-বিলসদ্ বন্ধুকপুষ্পাকরণং

ভাস্বদ-ভাস্বর-মণ্ডলং তদ্বদরে তদ যোনিচক্রং মহৎ ।

তদ্বধ্যে বিপরীত-মৈথুনরত-প্রদ্যম্ন-তৎ-কামিনী

পৃষ্ঠস্থাং তরুণার্ক-কোটিবিলসন্তেজঃ-স্বরূপাং শিবাম্ ॥ ১

বামে ছিন্নশিরোধরাং তদিতরে পাণৌ মহৎ-কর্তৃকাং

প্রতালীড়-পদাং দিগন্ত-রসনামুন্মুক্ত-কেশব্রজাম্ ।

ছিন্নাশ্রীয়-শিরঃ-সমুদ্রসদৃশ্-গ-ধারাং পিবন্তীং পরাং

বালাদিত্য-সমপ্রকাশ-বিলসন্তেত্রয়োস্তাসিনীম্ ॥ ২

বামাদনুত্র নালং বহুবহল-গলদ্রক্তধারাভিরুচৈঃ

পায়ন্তীমস্থিভূষাং করকমল-লসৎ-কর্তৃকামুগ্ররূপাম্ ।

ব্রহ্মামরন্তকেশীমপগত-বসনাং বর্ণিনীমাত্মশক্তিং

প্রত্যাশীঢ়োরু-পাদামরুণিত-নয়নাং যোগিনীং যোগনিজাম্ ॥ ৩
 দিগ্‌বত্রাং মুক্তকেশীং প্রলয়ধনচটা-ঘোররূপাং প্রচণ্ডাং
 দংষ্ট্রাহস্ত্রেক্ষ্য-বক্ত্রেদর-বিবর-লসল্লোলজিহ্বাগ্র-ভাসাম্ ।
 বিছ্যল্লোলান্ধি-বুগ্মাং হৃদয়তট-লসন্তোগি-ভীমাং স্তম্ভুস্তি
 সঙ্কশ্চিন্নাত্মকণ্ঠ-প্রগলিত-রুধিরৈর্ভাকিনীং বর্দ্ধয়ন্তীম্ ॥ ৪
 ব্রহ্মেশানাচ্যুতাত্মৈঃ শিরসি বিনিহিতামন্দ-পাদারবিন্দৈ-
 রাত্মজৈর্যোগিমুখৈঃ প্রতিপদমনিশং চিস্তিতাচিস্ত্য-রূপাম্ ।
 সংসারে সারভূতাং ত্রিভুবন-জননীং ছিন্নমস্তাং প্রশস্তা-
 মিষ্টাং তামিষ্টদাত্রীং কলিকলুষহরাং চেতসা চিস্তয়ামি ॥ ৫
 উৎপত্তি-স্থিতি-সংহতীর্ঘটরিতুং ধত্তে ত্রিরূপাং তত্থুং
 ত্রৈগুণ্যাজ্জগতো যদীয়বিকৃতিব্র'ক্ষাচ্যুতঃ শূন্যভূৎ ।
 তামাত্মাং প্রকৃতিং স্মরামি মনসা সর্বার্থ-সংসিদ্ধয়ে
 যন্তাঃ স্মের-পদারবিন্দ-যুগলে লাভং ভজন্তেহমরাঃ ॥ ৬
 অলিপিশিত-পরজ্ঞী যোগপূজাপরোহহং
 বহু-বিধজনভাবারন্ত-সংভাবিতোহহম্ ।
 পশুজন-বিরতোহহং ভৈরবী-সংস্থিতোহং
 গুরুচরণপরোহহং ভৈরবোহহং শিবোহহম্ ॥ ৭
 ইদং স্তোত্রং মহাপুণ্যং ব্রহ্মণা ভাষিতং পুরা ।
 সর্বসিদ্ধিপ্রদং সাক্ষান্নহাপাতক-নাশনম্ ॥ ৮
 যঃ পঠেৎ প্রাতরুথায় দেব্যাঃ সন্নিহিতোহপি বা ।
 তস্য সিদ্ধির্ভবেদ্ দেবি ! বাঞ্ছিতার্থ-প্রদায়িনী ॥ ৯
 ধনং ধাতুং সূতং জায়াং হরং হস্তিনমেব চ ।
 বসুন্ধরাং মহাবিঘ্নামষ্টসিদ্ধির্লেভেদ্ ধ্রুবম্ ॥ ১০
 বৈয়াত্মাজিনরঞ্জিত-স্বজঘনে রম্যে প্রলম্বোদরে
 ধর্বেহনির্বচনীয়-পর্ব-সুভগে মুণ্ডাবলী-মণ্ডিতে ।
 কর্ত্তী কুন্দরুচিং বিচিত্র ললিতাং জ্ঞানং দধানে পদে
 মাতর্ভক্তজনানুকম্পিনি ! মহামায়েহস্ত তুভ্যং নমঃ ॥ ১১
 ইতি প্রচণ্ডচণ্ডিকা-স্তোত্রং সমাপ্তম্ ॥

অথ প্রচণ্ড-চণ্ডিকা-কবচম্ ॥

দেব্যাচ—কথিতাশ্চিন্নমস্তায়া যা যা বিত্তাঃ স্রুগোপিতাঃ ।

ত্বয়া নাথেন জীবেশ ! ঐশ্বৰ্য্যচাধিগতা ময়া ॥ ১

ইদানীং শ্রোতুমিচ্ছামি কবচং পূর্বস্মৃতিতম্ ।

ত্রৈলোক্য-বিজয়ং নাম কবচং কথ্যতাং প্রভো ! ॥ ২

ভৈরব উবাচ—শৃণু বক্ষ্যামি দেবেশি ! সৰ্বদেব-নমস্কৃতে ।

ত্রৈলোক্য-বিজয়ং নাম কবচং সৰ্বমোহনম্ ॥ ৩

সৰ্ববিজ্ঞানময়ং সাক্ষাৎ সুরাসুরজয়প্রদম্ ।

ধারণাং পঠনাদীশশ্চৈত্রৈলোক্য-বিজয়ী বিভূঃ ॥ ৪

ব্রহ্মা নারায়ণো রুদ্রো ধারণাং পঠনাদ্ যতঃ ।

কর্তা পাতা চ সংহর্তা ভুবনানাং সুরেশ্বরী ! ॥ ৫

ন দেয়ং পরনিশ্চেভ্যো হৃভক্তেভ্যো বিশেষতঃ ।

দেয়ং শিষ্ঠায় ভক্তায় প্রাণেভ্যোহপ্যধিকায় চ ॥ ৬

দেব্যশ্চ ছিন্নমস্তায়াঃ কবচস্ত তু ভৈরবঃ ।

ঋষিবিরাট্ ছন্দশ্চ দেবতা ছিন্নমস্তকা ।

ত্রৈলোক্য-বিজয়ে মুক্তৌ বিনিয়োগঃ প্রকীর্তিতঃ ॥ ৭

হুং-কারো মে শিরঃ পাতু ছিন্নমস্তা বলপ্রদা ।

হ্রীং হুং ঐং ত্র্যক্ষরী পাতু ভালং রক্তা দিগম্বরী ॥ ৮

শ্রীং হ্রীং হুং ঐং দৃশৌ পাতু মুণ্ডকত্রীধরাহপি সা ।

সা বিত্তা প্রণবাত্তা ঐশ্বৰ্য্যযুগ্মং সদাবতু ॥ ৯

বজ্রবৈরোচনৌয়ে হুং ফট্ স্বাহা চ ঐবাদিকা ।

ব্রাণং পাতু ছিন্নমস্তা স্বমুণ্ডকত্রী-ধারিণী ॥ ১০

শ্রী-মায়া-কূৰ্চবাগ্বীর্জবজ্রবৈরোচনৌয়ে হুং ।

হুং ফট্ স্বাহা মহাবিত্তা ষোড়শী ব্রহ্মরূপিণী ॥ ১১

অপাশ্বে বালিকাঞ্চাস্থগ্ধারাং পায়য়তী মুদা ।

বদনং সৰ্বতঃ পাতু ছিন্নমস্তা স-শক্তিকা ॥ ১২

মুণ্ডকত্রী ধরা রক্তা সাধকাভীষ্টদায়িনী ।

বর্ণিনী-ডাকিনী-যুক্তা সাপি মামভিতোহবতু ॥ ১৩

রমাতা পাতু জিহ্বাঞ্চ লজ্জাতা পাতু কণ্ঠকম্ ।
 কূর্টাতা হৃদয়ং পাতু বাগাতা ত্বন-বৃগ্ধকম্ ॥ ১৪
 রময়া পুটিতা বিজ্ঞা পার্শ্বোঁ পাতু সুরেশ্বরী ।
 মায়য়া পুটিতা পাতু নাভিদেশং দিগম্বরী ॥ ১৫
 কূর্চেন পুটিতা দেবী পৃষ্ঠদেশং সদাবতু ।
 বাগ্-বীজ-পুটিতা চৈষা মধ্যং পাতু সশক্তিকা ॥ ১৬
 ঈশ্বরী কূর্চবাগ্-বীজে বজ্রবৈরোচনীয়ে হুং ।
 কটু স্বাহেতি মহাবিজ্ঞা সূর্য্যকোটি-সমপ্রভা ॥ ১৭
 ছিন্নমস্তা সদা পায়াদুরুবৃগ্ধং স-শক্তিকা ।
 হ্রীং হুং বগিনী জাহু ক্রীং হ্রীং হুং চ ডাকিনী পদম্ ॥ ১৮
 সর্ববিজ্ঞা স্থিতা নিত্য্য সর্বাঙ্গং মে সদাবতু ।
 প্রাচ্য্যং পায়াদেকলিঙ্গা যোগিনী পাবকেহবতু ॥ ১৯
 ডাকিনী দক্ষিণে পাতু ক্রীমহাভৈরবী চ মাম্ ।
 নৈঋত্যাং সততং পাতু ভৈরবী পশ্চিমেহবতু ॥ ২০
 ইন্দ্রাক্ষী পাতু বায়ব্যেহসিতাক্ষী পাতু চোত্তরে ।
 সংহারিণী সদা পাতু শিবকোণে সকর্তৃকা ॥ ২১
 ইত্যষ্টশক্তয় পাস্ত দিগ্দিগ্ধু সকর্তৃকাঃ ।
 ক্রীং ক্রীং ক্রীং পাতু সা পূর্বে হুং হুং মাং পাতু পাবকে ॥ ২২
 হ্রীং হ্রীং মাং দক্ষিণে পাতু দক্ষিণে কালিকেহবতু ।
 ক্রীং ক্রীং ক্রীং চৈব নৈঋত্যাং হুং হুং মাং পশ্চিমেহবতু ॥ ২৩
 হ্রীং হ্রীং পাতু মরুৎকোণে স্বাহা পাতু সদোত্তরে ।
 মহাকালী খড়্গহস্তা রক্ষঃ-কোণে সদাবতু ॥ ২৪
 তারো মায়্যা বধু কূর্চং ফটুকারোহয়ং মহামনুঃ ।
 খড়্গ-কর্ত্রীধরা তারা চোক্ষ্ণদেশং সদাবতু ॥ ২৫
 হ্রীং ক্রীং হুং ফটু পাতালে, মাং পাতু চৈকজটা সতী ।
 তারান্ধরহিতা শ্বেহব্যান্মহানীলসরস্বতী ॥ ২৬
 ইতি তে কথিতং দেব্যাঃ কবচং মন্ত্র-বিগ্রহম্ ।
 যদ্ধৃতা পঠনাস্তীমঃ ক্রোধাখ্যো ভৈরবঃ প্রভুঃ ॥ ২৭

শূরানুরমুনীজ্ঞানাং বর্তী হর্তী ভবেৎ শরম্ ।

যশ্যাজ্ঞয়া মধুমতী যাতি সা সাধকাস্তিকম্ ॥ ২৮

ভূতিশ্রাত্তাশ্চ যোগিশ্রো যক্ষিণ্যাশ্রাত্তাশ্চ খেচরাঃ ।

আজ্ঞাং গৃহুস্তি তান্তশ্চ কবশ্চ প্রসাদতঃ ॥ ২৯

এতদেব পরং ব্রহ্ম কবচং মনুখোদিতম্ ।

দেবীমভার্চ্য গন্ধাঐত্বমূলনৈব পঠেৎ স কুৎ ।

সম্বৎসর-কৃতায়ান্ত পূজায়াঃ ফলমাপ্নুয়াৎ ॥ ৩০

ভূর্জে বিলিখিতকৈব গুলিকাং কাঞ্চনস্থিতাম্ ।

ধারয়েদক্ষিণে বাহৌ কণ্ঠে বা যদি বাগ্‌যতঃ ।

সবৈশ্বর্যযুতো ভূত্বা ত্রৈলোক্যং বশমানয়েৎ ॥ ৩১

তশ্চ গেহে বসেন্নস্মীর্বাণী চ বদনামুজ্জে ।

ব্রহ্মাস্ত্রাদীনি শস্ত্রাণি তদ-গাত্রে যাস্তি সৌম্যতাম্ ॥ ৩২

ইদং কবচমজ্ঞাত্বা যো ভজেচ্ছিন্নমস্তকাম্ ।

সোহপি শস্ত্র-প্রহারেণ মৃত্যুমাশ্রোতি সত্বরম্ ॥ ৩৩

ইতি ভৈরবীতন্ত্রে ভৈরবসম্বাদে ছিন্নমস্তাকল্পে ত্রৈলোক্য-

বিজয়ং নাম ছিন্নমস্তাকবচং সমাপ্তম্ ॥

অথ বগলামুখী-স্তোত্রম্

চলৎ-কনক-কুণ্ডলোল্লসিত-চারুগণ্ডস্থলীং

লসৎ-কনক-চম্পক-দ্যুতিমদিন্দুবিম্বাননাম্ ।

গদাহতবিপক্ষকাং কলিত-লোলজিহ্বাঞ্চলাম্

স্মরামি বগলামুখীং বিমুখসন্মনঃ-স্তুত্ত্বিনীম্ ॥ ১

পীযুষোদধিমধ্যচারুবিলসজ্জকোৎপলে মণ্ডলে

যৎ সিংহাসনমৌলিপাতিতরিপু-প্রোতাসনাধ্যাসিনীম্ ।

স্বর্ণাভাং করপীড়িতারি-রসনাং ভ্রাম্যদ-গদা-বিভ্রমা-

মিখং ধ্যায়তি যাস্তি তশ্চ সহসা সন্তোহথ সর্বাপদঃ ॥ ২

দেবী তচ্চরণানুজার্চন-কৃতে যঃ পীত-পুষ্পাঞ্জলীং

ভক্ত্যা বামকরে বিধায় চ মনুং মন্ত্রী মনোজ্ঞানকরম্ ।

পীঠ-ধ্যানপরোহথ কুন্তকবশাধীজং স্মরেৎ পার্শ্বিকং

উক্তা মিত্র-মুখস্ত বাচি হৃদয়ে জাড্যং ভবেৎ তৎকথাং ॥ ৩
 বাহী মুক্তি রক্ততি ক্রিতিপতিবৈদ্যনরঃ শীততি
 ক্রোধী শাম্যতি হর্জনঃ স্তম্ভনতি ক্রিপ্রাশুগঃ বজ্রতি ।
 গর্বা বর্ষতি সর্ববিচ্ছ জড়তি তন্মন্ত্রিণা যন্ত্রিতঃ
 ত্রীনিতো বগলামুখি প্রতিদিনং কল্যাণি ! তুভ্যং নমঃ ॥ ৪
 মন্ত্রভাদলং বিপক্ষদলনে স্তোত্রং পবিত্রঞ্চ তে
 যন্ত্রং বাদি-নিযন্ত্রণং ত্রিজগতাং জৈত্রস্ত চিত্রং হু তে ।
 মাতঃ শ্রীবগলেতি নাম ললিতং যন্ত্যস্তি জন্তোর্মুখ
 তন্মাম-গ্রহণেন সংসদি মুখস্তন্তো ভবেদ্বাদিনাম্ ॥ ৫
 হৃষ্টস্তম্ভনমুগ্রাশ্বশমনং দারিড্র্য-বিজ্ঞাবণং
 ভূভূদভী-শমনং বলান্ যুগদৃশাং চেতঃ-সমাকর্ষণম্ ।
 সৌভাগ্যৈক-নিকেতনং মম দৃশোঃ কারুণ্য-পূর্ণামৃতং
 মৃত্যোর্মারণমাবিরস্ত পুরতো মাতস্তদীয়ং বপুঃ ॥ ৬
 মাতর্ভক্তয় মে বিপক্ষবদনং জিহ্বাং চলাং কিলয়
 ব্রাহ্মীং মুদ্রয় নাশয়াস্ত দ্বিষণামুগ্রাং গতিং স্তম্ভয় ।
 শক্রং শ্চ, গয় দেবি ! তীক্ষ্ণগদয়া গৌরাজি ! পীতাস্বরে !
 বিশ্বৌষং বগলে হর প্রণমতাং কারুণ্য-পূর্ণেক্ষণে ॥ ৭
 মাতর্ভৈরবি ভদ্রকালি ! বিজয়ে ! বারাহি ! বিশ্বাশ্রয়ে !
 শ্রীবিহে ! সময়ে ! মহেশি ! বগলে ! কামেশি ! রামে রমে ! ।
 মাতঙ্গি ত্রিপুরে পরাংপরতরে স্বর্গাপবর্গপ্রদে !
 দাসোহহং শরণাগতঃ করুণয়া বিশ্বেশ্বরি ! ত্রাহি মাম্ ॥ ৮
 সংরস্তে চৌরসংঘে গ্রহরণ-সময়ে বন্ধনে ব্যাধিমধ্যে
 বিজ্ঞাবাদে বিবাদে প্রকুপিত-নৃপতো দিব্যকালে নিশায়াং ।
 বশ্যে বা স্তম্ভনে বা রিপুবধ-সময়ে নির্জনে বা বনে বা
 গচ্ছংতিষ্ঠংত্রিকালং যদি পঠতি শিবং প্রাপ্নুয়াদাস্ত ধীরঃ ॥ ৯
 নিত্যং স্তোত্রমিদং পবিত্রমিহ যো দেব্যাঃ পঠত্যাদরাং
 ধৃত্বা যন্ত্রমিদং তথৈব সময়ে বাহৌ করে বা গলে ।
 রাজানোহপ্যরয়ো মদাক্ককরিণঃ সর্পা যুগেন্দ্রাদিকা-

স্তে বৈ যাস্তি বিমোহিতা রিপুগণা লক্ষ্মীঃ স্থিরাঃ সিদ্ধয়ঃ ॥ ১০

হং বিজ্ঞা পরমা ত্রিলোক-জননী ধিয়ৌয-সঙ্কেদিনী,

বোষাকর্ষণ-কারিণী জনমনঃ-সম্মোহসম্পাদয়িনী ।

ভক্তোৎসারণকারিণী পশুমনঃ-সম্মোহসংদায়িনী,

জিহ্বাং কীলয় ভৈরবী বিজয়তে ব্রহ্মাদি-মন্ত্ৰো যথা ॥ ১১

বিজ্ঞাং লক্ষ্মীং সর্ব-সৌভাগমায়ুঃ পুত্রৈঃ পৌত্রৈঃ সর্বসাম্রাজ্য-সিদ্ধিम् ।

মানং ভোগো কশ্যমারেগ্য-সৌখ্যং প্রাপ্তং তত্তদুত্তলেহস্মিন্নরেন ॥ ১২

যৎকৃতং জপসম্মাহং পতিতং পরমেশ্বরী ! ।

দৃষ্টানাং নিগ্রহার্থায় তং গৃহাণ নমোহস্ত তে ॥ ১৩

ব্রহ্মানুমিতি বিখ্যাতং ত্রিষু লোকেষু বিষ্ণুতম্ ।

গুরুভক্তায় দাতব্যং ন দেয়ং যশ্চ কশ্যচিৎ ॥ ১৪

শীতান্বরাং দ্বিভূজাঞ্চ ত্রিনেত্রাং গাত্রকোঅলাম্ ।

শীলামুদগরহস্তাঞ্চ স্মরন্তাং বগলামুখীম্ ।

প্রাতর্মধ্যাহ্নকালে শুভপঠনমিদং কার্যসিদ্ধি-প্রদং স্ম্যৎ ॥ ১৫

ইতি রুদ্রজামলে বগলামুখীস্তোত্রং মাপ্তম্ ॥

অথান্নপূর্ণাস্তোত্রম্ ।

নমঃ কল্যাণদে দেবি ! নমঃ শঙ্কর-বল্লভে ! ।

নমো ভক্ত-প্রিয়ে দেবি অন্নপূর্ণে নমোহস্ত তে ॥ ১

নমো মায়াগৃহীতাক্ষি ! নমঃ শঙ্করবল্লভে ! ।

মাহেশ্বরী ! নমস্তভ্যমন্নপূর্ণে ! নমোহস্ত তে ॥ ২

মহামায়ে শিবে ! ধর্মপত্নীরূপে ! হরপ্রিয়ে ! ।

বাহাদাত্রি জগদ্ধাত্রি অন্নপূর্ণে ! নমোহস্ত তে ॥ ৩

প্রোক্তস্তানুসম্মোহে নয়নত্রয়ভূষিতে ।

চন্দ্রচূড়ে মহাদেবি ! অন্নপূর্ণে নমোহস্ত তে ॥ ৪

বিচিত্রবসনে দেবি ! অন্নদানরতেহনঘে ।

শিবনৃত্য-কৃতামোদে অন্নপূর্ণে ! নমোহস্ত তে ॥ ৫

সাধকাভীষ্টদে ! দেবি ভবহুঃখবিনাশিনি ।

কুচভারনতে দেবি অন্নপূর্ণে ! নমোহস্ত তে ॥ ৬

ষট্‌কোণ-পদ্মমধ্যস্থে বড়দ-যুবতীময়ে ।
 ব্রহ্মাণ্যাদি-ব্রহ্মপে চ অন্নপূর্ণে নমোহস্ত তে ॥ ৭
 দেবি চতুঃকৃতাপীড়ে সর্বসাম্রাজ্য-দায়িনি ।।
 সর্বানন্দকরে দেবি অন্নপূর্ণে ! নমোহস্ত তে ॥ ৮
 ইন্দ্রাশ্রুজিত-পাদাজে রুদ্রাদিরূপ-ধারিনি ।
 সর্বসম্পৎ-প্রদে দেবি অন্নপূর্ণে ! নমোহস্ত তে ॥ ৯
 পূজাকালে পঠেৎ যন্ত শ্রোত্রমেতৎ সমাহিতঃ ।
 তস্য গেহে স্থিরা লক্ষ্মীর্জায়তে নাত্র সংশয়ঃ ॥ ১০
 প্রাতঃকালে পঠেৎ যন্ত মন্ত্রজাপ-পুরঃসরম্ ।
 তস্য চান্ন-সমৃদ্ধিঃ স্যাদ্ বর্দ্ধমানা দিনে দিনে ॥ ১১
 যস্যৈ কস্যৈ ন দাতব্যং ন প্রকাশ্যং কদাচন ।
 প্রকাশ্যং কার্য্যহানিঃ স্যাত্তস্মাদ্ যত্নেন গোপয়েৎ ॥ ১২
 ইত্যন্নপূর্ণাশ্রোত্রং সমাপ্তম্ ॥

অথান্নপূর্ণাকবচম্ ।

দেবুবাচ—কথিতাশ্চান্নপূর্ণায়া যা যা বিদ্যাঃ সুহৃৎকৃতাঃ ।
 কৃপয়া কথিতাঃ সর্বাঃ শ্রুতাশ্চাধিগতা ময়া ॥ ১
 সাম্প্রতং শ্রোতুমিচ্ছামি কবচং যৎ পুরোদিতম্ ।
 ত্রৈলোক্যমঙ্গলং নাম কবচং মন্ত্র-বিগ্রহম্ ॥ ২

ঈশ্বর উবাচ—শৃণু পার্বতি ! বক্ষ্যামি সাবধানাবধারণয় ।
 ব্রহ্মবিদ্যাস্বরূপঞ্চ মহদৈশ্বর্য্য-দায়কম্ ॥ ৩
 পঠনাক্ষারণান্ মর্ত্যৈস্ত্রৈলোক্যৈশ্বর্য্যমাপ্নুয়াৎ ।
 ত্রৈলোক্যরক্ষণশ্রাস্ত্র কবচস্ত্র ঋষিঃ শিবঃ ॥ ৪
 ছন্দো বিরাড়ন্নপূর্ণা দেবতা সর্বসিদ্ধিদা ।
 ধর্ম্মার্থ-কামমোক্ষেষু বিনিয়োগঃ প্রকীর্ত্তিতঃ ॥ ৫
 হ্রীং নমো ভগবত্যন্তে মাহেশ্বর-পদং ততঃ ।
 অন্নপূর্ণে ততঃ স্বাহা চৈষা সপ্তদশাক্ষরী ॥ ৬
 পাতু মামন্নপূর্ণা সা যা ধ্যাতা ভুবনত্রয়ে ।
 বিময়া প্রণবাত্তৈষা তথা সপ্তদশাক্ষরী ॥ ৭

পাতঙ্গপূর্ণা সৰ্বাকং যজ্ঞকৃত্যাপাতঙ্গদা ।
 ত্রীবীজাত্মা ক্রবৌ পাতু কণ্ঠং বাগবীজ-পূর্বিকা ॥ ৮
 কামবীজাদিকা চৈবা হৃদয়াস্তে মহেশ্বরী ! ।
 তারং হ্রীং ত্রীং নমোহস্তে চ ভগবতিঃপদং ততঃ ॥ ৯
 মাহেশ্বরী-পদং চাম্পূর্ণং স্বাহেতি পাতু মে ।
 নাভিমেকোনবিংশার্ণা পায়ান্মাহেশ্বরী সদা ॥ ১০
 তারং মায়া রমা কামঃ ষোড়শার্ণান্ততঃ পরম্ ।
 ধ্বজঞ্চ সৰ্বদা পাতু বিংশত্যর্ণাজিকা চ য়া ॥ ১১
 অম্পূর্ণা মহাবিভা হ্রীং পাতু ভুবনেশ্বরী ।
 শিরঃ ত্রীং হ্রীং তথা ক্লীঞ্চ ত্রিশুটা পাতু মে গুদম্ ॥ ১২
 ষড়দীর্ঘ-ভাজা বীজেন ষড়ঙ্গানি পুনস্ত মাম্ ।
 করৌ পাদৌ সদা পাতু রমা কামো ক্রবন্তথা ॥ ১৩
 ইন্দ্রো মাং পাতু পূর্বে চ বহ্নিকোণেহনলেহবতু ।
 যমো মাং দক্ষিণে পাতু নৈঋত্যাং নিঋতিশ্চ মাম্ ॥ ১৪
 পশ্চিমে বরুণঃ পাতু বায়ব্যাং পবনোহবতু ।
 কুবেরশ্চোত্তরে পাতু মারৈশাণ্ড্যাং শিবোহবতু ॥ ১৫
 উর্ধ্বাধঃ সততং পাতু ব্রহ্মানন্তো যথাক্রমাং ।
 বজ্রাচ্চাশ্চায়ুধঃ পাস্ত দশদিক্ষু যথাক্রমাং ॥ ১৬
 ইতি তে কথিতং পুণ্যং ত্রৈলোক্যরক্ষণং পরম্ ।
 যজ্ঞত্বা পঠনাদ্বেবাঃ সর্বৈশ্বর্যমবাপ্নুযুঃ ॥ ১৭
 ব্রহ্মা বিষ্ণুশ্চ রুদ্রশ্চ পঠনাদ্ভারগাদ্ যতঃ ।
 সৃজত্যবতি হস্ত্যব কল্পে কল্পে পৃথক্ পৃথক্ ॥ ১৮
 পুষ্পাঞ্জল্যষ্টকং দেবৈব্য মূলে নৈব পঠেত্ততঃ ।
 যুগাযুত-কৃত্যায়ান্ত পূজায়াঃ ফলমাপ্নুয়াৎ ॥ ১৯
 চাকল্য-রহিতা লক্ষ্মীঃ পুত্রপৌত্রাবধিস্থিতা ।
 বাণী বজ্রে বসেত্তস্য সত্যং সত্যং ন সংশয়ঃ ॥ ২০
 অষ্টোত্তর-শতধাস্ত পূরশর্চ্যাবিধিঃ শ্রুতঃ ।
 ভূজৈ বিলিখ্য গুলিকাং স্বর্ণস্থা ধারয়েদ্যদি ॥ ২১

কণ্ঠে বা নক্ষিপে বাহৌ সে'হপি সর্বভণৌময়ঃ ।

ব্রহ্মাত্মাদৌনি শত্ৰাণি তদগাত্ৰং পাপ্য পার্ভতি ! ॥ ২২ ॥

মাল্যানি কুশুমাত্মেব ভবন্তোব ন সংশয়ঃ ।

ইতি ভৈরবতন্ত্রে অন্নপূর্ণা-কবচং সমাপ্তম্ ॥ ২৩ ॥

অথ ভুবনেশ্বরী-স্তবঃ

অথানন্দময়ীং সাক্ষাৎ শব্দব্রহ্মস্বরূপিণীম্ ।

ঈড়ে সকল-সম্পত্তৌ জগৎ-কারণমস্থিকাম্ ॥ ১ ॥

আত্মামশেষ-জননীমরবিন্দযোনে-

বিষ্ণোঃ শিবস্ত চ বপুঃ প্রতিপাদয়িত্রীম্ ।

সৃষ্টিস্থিতিক্ষরকরীং জগতাং ত্রয়াণাং,

স্বহা গিরং বিমলয়াম্যহমস্থিকে ! ত্বাম্ ॥ ২ ॥

পৃথ্যা জলে ন শিখিনা মরুতান্বরেণ,

হোত্রেন্দুনা দিনকরেণ চ মূর্ত্তিভাজঃ ।

দেবস্ত মম্মথরিপোরপি শক্তিমন্তা,

হেতুস্তমেব খলু পর্বতরাজপুত্রি ! ॥ ৩ ॥

ত্রিস্রোতসঃ সকলদেব-সমর্চিতায়া,

বৈশিষ্ট্য-কারণমবৈমি তদেব মাতঃ !

ত্বংপাদপঙ্কজ-পরাগ-পবিত্রিতাম্বু,

শঙ্কোজ্জটাম্বু সততং পরিবর্ত্তনং যৎ ॥ ৪ ॥

আনন্দয়েৎ কুমুদিনীমধিপঃ কলানং,

নাগ্লামিনঃ কমলিনীমথ নেতরাং বা ।

একস্ত মোদনবিধৌ পরমেক ঈষ্টে,

ত্বস্ত প্রপঞ্চমভিনন্দয়সি স্বদৃষ্ট্যা ॥ ৫ ॥

আত্মাপ্যশেষজগতাং নবযৌবনাসি,

শৈলাধিরাজতনয়াপ্যতিকোমলাসি ।

ত্ৰয্যাঃ প্রসূরপি তয়া ন সমীক্ষিতাসি;

ধ্যেয়াপি গৌরি ! মনসো ন পথি স্থিতাসি ॥ ৬ ॥

আসাত্ত জন্ম মনুজেষু চিরান্দুরাপং,

তজাপি পাটবমবাপ্য নিজেজ্জিয়ানাম্ ।
 নাত্যর্চয়ন্তি জগতাং জনয়িত্তি ! যে ত্বাং,
 নিঃশ্রেণিকাশ্রমধিকৃৎ পুনঃ পতন্তি ॥ ৭
 কপ্পরচূর্ণহিমবারি-বিলোড়িতেন,
 যে চন্দ্রেনে কুসুমৈশ্চ সুকাতগন্ধৈঃ ।
 আরাধয়ন্তি হি ভবানি ! সমুৎসুকাস্ত্বাং,
 তে স্বপ্নশেষ-ভুবনাধিভুবঃ প্রথন্তে ॥ ৮
 আবিশ্য মধ্য-পদবীং প্রথমে সরোজে,
 সুপ্তা হি রাজ-সদৃশী বিরচয়্য বিশ্বম্ ।
 বিহ্বলতা-বলয়বিভ্রমমুদ্রহন্তী,
 পদ্মানি পঞ্চ বিদলয়্য খমশ্চুবানা ॥ ৯
 তন্নির্গতামৃতরসৈরভিষিচ্য গাত্রং,
 মার্গেণ তেন নিলয়ং পুনরপ্যবাপ্তা ।
 যেষাং হৃদি ক্ষুরসি জাতু ন তে ভবেয়ু-
 র্মাতর্মহেশ্বর-কুটুম্বিনি ! গর্ভভাজঃ ॥ ১০
 আলম্বি-কুণ্ডলভরামভিরাম-বক্ত্রা-
 মাপীবর-স্তনতটীং তনুবৃত্তমধ্যাম্ ।
 চিন্তাক্ষসূত্রকলসাং লিখিতাচ্যহস্তা-
 মাবর্তয়ামি মনসা তব গৌরীমূর্তি ॥ ১১
 আস্থায় যোগমবজ্জিত্য চ বৈরিষট্ক-
 মাবধ্য চেন্দ্রিয়গণং মনসি প্রসন্নে ।
 পাশাক্ষুশাভয়বরাচ্য-করাং সুবক্ত্রা-
 মালোকয়ন্তি ভুবনেশ্বর ! যোগিনস্ত্বাম্ ॥ ১২
 উত্তপ্তহাটকনিভা করিভিষ্কৃত্তুভি-
 রাবজ্জিতামৃতঘটৈরভিষিচ্যমানা ।
 হস্তদ্বয়েন ললিনে রুচিরে বহন্তী,
 পদ্মাপি সাত্ত্বয়বরা ভবসি ত্বমেব ॥ ১৩
 অষ্টাভিরুগ্রবিবিধায়ুধবাহিনীভি-

দেবল্লরীতিরধিকৃষ্ণ মুগাধিরাজম্ ।
 দুর্বাদলছাতিরমত্যা-বিপকপকান্,
 শুক্কুর্বতী বমসি দেবি ভবানি ! তুর্গা ॥ ১৪
 আবির্নিদাঘ জল-শীতরশোভি-বস্ত্রাং,
 গুজ্জাকলেম পরিকল্পিতহারযষ্টিম্ ।
 পত্রাং শুকামসিতকাস্তিমনজতম্ভা-
 মাগ্ভাং পুলিন্দ-তরুণীমসকুং অরামি ॥ ১৫
 হংসৈর্গতি-কণিত-নুপুর-দূরকৃষ্টে-
 মুর্তৈরিবাপ্তবচনৈরনুগম্যমানো ।
 পদ্মাবিবোধর্মুখরূঢ়শুভ্রাতনালো,
 শ্রীকণ্ঠপত্নি ! শিরসৈব দধে তবাজ্বী ॥ ১৬
 স্বাভ্যাং সমীক্ষিতুমতৃপ্তিমভেব দৃগ্ভ্যা-
 মুৎপাত্ত ভালনয়নং বৃষকেতনেন ।
 সান্দ্রানুরাগতরলেন নিরীক্ষ্যমাণে,
 জজ্বেষ উভে অপি ভবানি তবানতোহস্মি ॥ ১৭
 উরু অরামি জিতহাস্তিকরাবলেপৌ,
 স্ফোল্লোন মার্দবতয়া পরিভূতরভৌ ।
 শ্রোণী-ভরশ্চ সহনৌ পরিকল্প্য দন্তৌ,
 স্তম্ভাবিবাস্ববয়সা তব মধ্যমেণ ॥ ১৮
 শ্রোণৌ স্তনৌ চ যুগপৎ প্রথয়িশ্চতোচ্চৈ-
 বাল্যাং পরেণ বয়সা পরিকৃষ্টসারঃ ।
 রোমাবলী-বিলসিতেন বিভাব্য মূর্ত্তি-
 র্মধ্যস্তব ক্ষুরভূ মে হৃদয়শ্চ মধ্যো ॥ ১৯
 সখ্যা অরশ্চ হরনেত্র-হতাশভীরো-
 র্ণাবণ্যবারি-ভরিতং নবযৌবনেন ।
 আপাত্ত দন্তমিব পল্ললমপ্রধৃগ্ভাং
 নাতিং কদাপি তব দেবি ! ন বিস্ময়েরয়ম্ ॥ ২০
 ঐশোপগূঢ়-পিপ্তনং ভসিতং দধানে,

কাশ্মীর-কর্দম-মগ্নস্তনপঙ্কজে তে ।
 স্নাতোখিতস্য করিণঃ কণলক্ষ্যফেণৌ,
 সিন্দূরিভৌ স্মরয়তঃ সমদন্ত কুন্তৌ ॥ ২১
 কণ্ঠাতিরিক্ত-গলছজ্জল-কাস্তিধারা-
 শোভৌ ভূজৌ নিজরিপোর্মকরধ্বজেন ।
 কণ্ঠগ্রহায় রচিতৌ কিল দৌর্ঘ-পাশৌ,
 মাতর্মম স্মৃতিপথং ন বিলজ্জয়েতাম্ ॥ ২২
 নাত্যায়তং রুচির-কস্তু বিলাস-চৌর্যং
 ভূষাভরেণ বিবিধেন বিরাজমানম্ ।
 কণ্ঠং মনোহরগুণং গিরিবাঙ্গকণ্ঠে !
 সক্ষিস্ত্য তৃপ্তিমুপযামি কদাপি নাহম্ ॥ ২৩
 অতায়তাকমভিজাত-ললাট-পট্টং
 মন্দস্মিতেন দরফুল্লকপোল-রেখম্ ।
 বিশ্বাধরং বদনমুন্নত-দৌর্ঘনাসং
 যন্তে স্মরত্যসকৃদস্ব স এ জাতঃ ॥ ২৪
 আবিজ্ঞয়ারকরলেখমনল্লগন্ধ-
 পুষ্পোপরি ভ্রমদলিত্রজনিবিশেষম্ ।
 যশ্চেতসা কসয়তে তব কেশপাশং
 তস্য স্বয়ং গলতি দেবি ! পুরাণপাশঃ ॥ ২৫
 ঞ্জতিবুচরিত-পাকং ধীমতাং স্তোত্রমেতৎ
 পঠতি য ইহ মর্ত্যো নিত্যমার্জ্যো রাত্না ।
 ন ভবতি পদমুচ্চৈতঃ সম্পদাং পাদ-নত্ন-
 ক্রিতিপ-মুকুটলক্ষ্মীলক্ষণাণাং চিরায় ॥ ২৬
 ইতি ভুবনেশ্বরী-স্তোত্রং সমাপ্তম্ ।

অথাস্তাঃ কবচম্

ঐদেব্যাচ—ভুবনেশ্বর্যাশ্চ দেবেশ ! যা যা বিদ্যাঃ প্রকাশিতাঃ ।

ঞ্জতাশ্চাধিগতাঃ সর্বাঃ শ্রোতুমিচ্ছামি সাম্প্রতম্ ॥

ত্রৈলোক্য-মঙ্গলং নাম কবচং যৎ পুরোদিতম্ ।

তৎ প্রকাশয় দেবেশ ! যদি মেহোহতি মাং প্রতি ॥

ঈশ্বর উবাচ—শৃণু পার্বতি বক্ষ্যামি সাবধানাবধারণ ।

ত্রৈলোক্য-মঙ্গলং নাম কবচং মন্ত্রবিগ্রহম্ ॥

সিদ্ধবিভ্রাময়ং দেবি সর্বৈশ্বর্য্য-প্রদায়কম্ ।

পঠনাকারগাম্যত্ব্যত্রৈলোক্যৈশ্বর্য্য-ভাগ্ ভবেৎ ॥

ত্রৈলোক্য-মঙ্গলশাস্ত্র কবচস্ত্র ঋষিঃ শিবঃ ।

ছন্দো বিরাট্ জগদ্ধাত্রী দেবতা ভুবনেশ্বরী ॥

ধর্মার্থকামমোক্ষেষু বিনিয়োগঃ প্রকীৰ্ত্তিতঃ ।

হ্রীং বীজং মে শিরঃ পাতু ভুবনেশী ললাটকম্ ॥

ঐং পাতু দক্ষনেত্রং মে হ্রীং পাতু বামলোচনম্ ।

শ্রীং পাতু দক্ষকর্ণং মে ত্রিবর্ণাত্মা মহেশ্বরী ॥

বামকর্ণং সদা পাতু ঐং ভ্রূণং পাতু মে সদা ।

হ্রীং পাতু বদনং দেবী ঐং পাতু রসনাং মম ॥

বাক্পুটো চ ত্রিবর্ণাত্মা কণ্ঠং পাতু পরাশ্রিতা ।

শ্রীং স্বক্কো পাতু নিয়তং হ্রীং ভূজৌ পাতু সর্বদা ॥

ক্লীং করৌ ত্রিপুৰেশানী ত্রিপুটৈশ্বর্য্যদায়িনী ।

আং পাতু হৃদয়ং হ্রীং মে মধ্যদেশং সদাবতু ॥

ক্রোং পাতু নাভিদেশং সা ত্র্যক্ষরী ভুবনেশ্বরী ।

সর্ববীজং সদা পৃষ্ঠং পাতু সর্ববশঙ্করী ॥

হ্রীং পাতু গুহদেশং মে নমো ভগবতি কটিম্ ।

মাহেশ্বরী সদা পাতু সন্ধিনি ক্রান্তযুগাকম্ ॥

অন্নপূর্ণে ! সদা পাতু স্বাহা পাতু পদদ্বয়ম্ ।

সপ্তদশাক্ষরী পায়াদন্নপূর্ণাখিলং বপুঃ ॥

তারং মায়া রমা কামঃ ষোড়শার্ণা ততঃ পরম্ ।

শিরঃস্থা সর্বদা পাতু বিংশদ্বর্ণাশ্রিতা পরা ॥

তারং তুর্গে যুগং রক্ষণি স্বাহেতি চ দশাক্ষরী ।

জয়তুর্গা ঘনশ্যামা পাতু মাং পূর্বতো মুদা ॥

মায়াবীজাদিকা চৈষা দশার্ণা চ তথাপরা ।

উত্তপ্তকাঞ্চনাতাসা জয়হর্গাহনলেহবতু ॥
 তারং হ্রীং দুং হর্গায়ৈ চ নমোহষ্টার্গাঙ্গিকা পরা ॥
 শঙ্খ-চক্র-বসুর্বাণ-ধরা মাং দক্ষিণেহবতু ॥
 মহিষমর্দিনি স্বাহা বসুবর্গাঙ্গিকা পরা ।
 নৈঋত্যাং সর্বদা পাতু মহিষাসুরনাশিনী ॥
 মায়া পদ্মাবতি স্বাহা সপ্তার্গা পরিকীর্তিতা ।
 পদ্মাবতী পদ্মসংস্থা পশ্চিমে মাং সদাবতু ॥
 পাশাকুলপুটা মারৈহি পরমেশ্বরি স্বাহা ।
 ত্রয়োদশার্গা তারাতা সাধারানিলেহবতু ॥
 সরস্বতী পঞ্চশরো নিত্যক্রিমে মদদ্রবে ! ।
 স্বাহা রব্যাকরী নিত্যা মামুত্তরে সদাবতু ॥
 তারং মায়া চ কবচং খেচ ছে ক্ষ ততো বধুঃ ।
 হুং ক্ষে হ্রীং ফট্ মহাবিভা দ্বাদশার্গাখিলপ্রদা ॥
 ত্বরিতাষ্টাহিভিঃ পারাচ্ছিবকোণে সদা চ মাম্ ।
 ঐং ক্লীং সৌঃ সা ততো বালা মামুর্দ্ধদেশতোহবতু ॥
 বিন্দুস্তা ভৈরবী বালা ভূমৌ মাং সর্বদাহবতু ।:
 ইতি তে কথিতং পুণ্যং ত্রৈলোক্য-মঙ্গলং পরম্ ॥
 সারাং সারভরং পুণ্যং মহাবিদ্যৌষবিগ্রহম্ ।
 অস্ত্যাপি পঠনাং সত্ত্বঃ কুরেরোহপি ধনেশ্বরঃ ॥
 ইন্দ্রাজ্ঞাঃ সকলা দেবা ধারণাং পঠনাদ্ যতঃ ।
 সর্বসিদ্ধীশ্বরাস্ত্যঃ সন্তঃ সর্বৈশ্বর্যমবাপ্নুযুঃ ॥
 পুষ্পাঞ্জল্যষ্টকং দত্ত্বা মূলে নৈব পঠেৎ স কুং ।
 সত্বং সর-কৃত্যাস্ত পূজায়াঃ ফলমাপ্নুয়াৎ ॥
 শ্রীতিমন্তোন্ততঃ কৃত্বা কমলা নিশ্চলা গৃহে ।
 বাণী চ নিবসেদ্বক্তে সত্যং সত্যং ন সংশয়ঃ ॥
 যো ধারয়তি পুণ্যাত্মা ত্রৈলোক্য-মঙ্গলাভিধম্ ।
 কবচং পরমং পুণ্যং সোহপি পুণ্যবতাং বরঃ ॥
 সর্বৈশ্বর্য-মুতো ভূত্বা ত্রৈলোক্য-বিজয়ী ভবেৎ ॥

পুরুষো দক্ষিণে বাহৌ নারী বামভুজে তথা ॥

বহুপুত্রবতী ভূত্বা বক্ষ্যাপি লভতে পুত্ৰম্ ।

অক্ষাত্ৰাদীনি শস্ত্রাণি নৈব কৃন্তন্তি তং জনম্ ॥

এতৎ কবচমজ্ঞাত্বা যো ভজ্যেৎ ভুবনেশ্বরীম্ ।

দারিদ্ৰ্যং পরমং প্রাপ্য সৌচিরাশ্রিত্বামাপ্নুয়াৎ ॥

ইতি রুদ্রজামলে দেবীশ্বর-সম্বাদে ত্রৈলোক্যমঙ্গলং নাম ভুবনেশ্বরী-

কবচং সমাপ্তম্ ॥

অথ ত্রিপুটাস্তবঃ ॥

বরাভীতিহস্তং দ্বিবাহুং প্রসন্নং শিবং সুপ্রসন্নং স্বশক্ত্যোপবিষ্টং

প্রসন্নাস্তবিশ্বং প্রকাশস্বরূপং, শিরঃ-পদ্মমধ্যে গুরুং ভাবয়ামি ॥ ১

বকং বহিসংস্থং ত্রিমূর্ত্যু প্রজুষ্টং শশাঙ্কেন যুক্তং তবাচুং স্ববীজম্ ।

সুবর্ণপ্রভং যে জপন্তি ত্রিশক্তে ! শ্রিয়ং সৌভগত্বং লভন্তে নরাস্তে ॥ ২

নভো বায়ুমিত্রং ততো বামনেত্রং, সুধা ধামবিশ্বং নিয়োজ্যৈক-বক্তৃম্ ।

দ্বিতীয়ং স্ববীজং সুরশ্রেণিবন্দ্যং, তদীয়ং বিভাব্য শ্রিয়ং প্রাপ্নুবন্তি ॥ ৩

বিরিঞ্চিঃ ক্ষিতিস্থং ততো বামনেত্রং, বিধুং নাদযুক্তং দিনেশাতবীজম্ ।

বিভাব্যৈব সংমোহয়ন্তি ত্রিলোকীং, জপাদীশ্বরত্বং লভন্তে নরেন্দ্রাঃ ॥ ৪

ত্রয়ং সন্নিযোজ্য অরারি-প্রিয়ে যে, ত্রিসঙ্খ্যং জপন্তি তদঙ্গং বিভাব্য ।

ন তেষাং রিপুর্বাঙ্-প্রয়োগং কৰোতি, অরাস্তেহঙ্গনানাং গৃহে শ্রীস্ত তেষাম্ ॥ ৫

মুখে ভারতী গজ-পদ্ম-প্রবন্ধা, ন হিংসন্তি হিংস্রাঃ সুরাস্তান্নমন্তি ।

তদভিঘ্নয়ং ভূষণং মুগ্ধি রাজাং করে সিদ্ধয়ো দুর্গহাস্তাংস্ত্যজন্তি ॥ ৬

বনে পারিজাত-ক্রমাণাং পৃথিব্যাঃ, সুবর্ণপ্রভায়াং মণিব্যাহগেহে ।

অরহেদিকায়াং লসত্রত্বসিংহাসনে পদ্মমণ্ডারকং সংবিচিন্ত্য ॥ ৭

স্কুরং-কর্ণিকায়াং পরং যোনিযুগ্মং তদন্তর্গতামৃগহেম-প্রভাং তাম্ ।

লসৎ-কুণ্ডলামিন্দুবক্ত্রাং ত্রিনেত্রাং স্কুরং-কম্বুকণ্ঠাং সুবক্ষোজ-নভ্রাম্ ॥ ৮

মহারত্ন-বজ্রোন্নসদ্বাহুবৃন্দৈঃ সুপদ্মদ্বয়ং পাশকং কার্মুকঞ্চ ।

সুবর্ণাকুশং পুষ্পবাণান্ দধানাং বৃহত্রত্নভূষাং সুমধ্যাং সুকাঞ্চীম্ ॥ ৯

ভূলাকোটিরম্য-স্কুরং-পাদপদ্মাং কিরীটাজলঙ্কারযুক্তাং প্রসন্নাম্ ।

সিঁতে চামরে দর্পণং তৎ-করগুং, সমুদগং শুকপূর্ণপূর্ণং যুতাভিঃ ॥ ১০

ত্রিলোকী-বিধাত্রীং জগত্ৰাপহন্ত্রীং, জগৎকোভকত্রীং জগন্মোক্শদাত্রীম্ ।

সদানন্দপূর্ণাং হকারার্দ্ধবর্ণাং ত্রিবিদ্যুস্বরূপাং ত্রিশক্তিং ভজামি ॥ ১১

চিরং চিন্তয়িত্বা তদেতৎ স্বরূপাং পুরো যন্ত্রমধ্যে সমাবাহু ভক্ত্যা ।

স্বয়ম্ভুপ্রসূনাদিভিঃ পূজয়িত্বা, চতুর্ভগসিদ্ধিং লভতে পামরোহপি ॥ ১২

শ্রিয়ং শ্রীপতিং পার্বতীমীশ্বরঞ্চ রতিং কামদেবং ষড়্ভজেন সাক্ষিম্ ।

স্বযোনৌ তথা মন্ত্রমুক্তা ভবানীং ক্রমাৎ পূজয়িত্বা নরেন্দ্রো ভবেৎ সঃ ॥ ১৩

নিধী যৌ চ পার্শ্বদ্বয়ে সংবিভাব্য, প্রপূজ্য মহিম্ব্রস্তুতো লোকপালাঃ ।

তদস্ত্রাণি তত্ত্বদলাগ্রে প্রপূজ্য ভবস্থাষ্টসিদ্ধিং লভেন্নানবোহপি ॥ ১৪

ক্ষিতিস্বং বিধাত্রী জগৎসৃষ্টিকত্রী ত্বমাপোহপি বিষ্ণুর্জগৎ-পালিকা চ ।

ত্বমগ্নিস্ত্ব রুদ্রো জগৎকোভকত্রী ত্বমৈশ্বর্যযুক্তা জগদ্বায়ুরূপা ॥ ১৫

ত্বমাচ্ছা শিবে শত্ৰুকান্তে শরণ্যে, জগদ্ ব্রহ্মরক্তে সদারং ভ্রমীষি ।

নিরাধারগম্যা ভবনৈশ্চকপূর্ণ্যা ত্বমাকাশকল্পা ভবানী প্রসীদ ॥ ১৬

ভবান্তোষিমধ্যে নিপাতৈতাব সর্বং মুনীনাঞ্চ গর্বং সুখর্বং করোষি ।

অতস্ত্বাং ন জানে চিদানন্দরূপে প্রকাশস্বরূপে ভবানি ! প্রসীদ ॥ ১৭

জপিত্বা তু বিদ্যাং জনো মন্দচেতা জপম্নেকলক্ষং কবিত্বং করোতি ।

বিচিন্ত্য স্বরূপং ত্বদীয়ং ত্রিলোক্যাং লভেদ্ দুর্লভত্বং ভবানী প্রসীদ ॥ ১৮

ত্বমাধারশক্তিস্বমাধেয়রূপা জগদ্ব্যাপিকা ত্বং জগদ্ব্যাপ্যরূপা ।

অভাবস্ত্বমেকা গুণাতীতরূপা ত্বমেবাসি ভাবো ভবানি ! প্রসীদ ॥ ১৯

অণুস্বং বিভূস্বং ত্বমেবাসি বিশ্বং স্তুতিঃ কা ভবত্যা জগত্যাং বিভাতি ।

তথাপি ত্বদীয়া গুণা মাং দিশন্তি স্তুতিং কর্তুমেবং ভবানি ! প্রসীদ ॥ ২০

ইদং স্তোত্রমত্যন্তগুহ্যং নরা যে পঠন্তি ত্রিসন্ধ্যাং কুলাস্তে জপিত্বা ।

ন তেষামসাধ্যং ত্রিলোক্যাং জনানাং লভন্তে স্বরূপং ভবানি ! প্রসীদ ॥ ২১

ইতি ত্রিপুটা-স্তোত্রং সমাপ্তম্ ॥

অথাস্ত্রাঃ কবচম্ ।

দেবুবাচ—ভগবন্ সর্বধর্মজ্ঞ সর্বশাস্ত্রার্থপারগ ! ।

ত্রিশক্তিরূপ-লক্ষ্মীশ্চ কবচং যৎ প্রকাশিতম্ ।

সর্বার্থ-সাধনং নাম কথয়স্ব ময়ি শ্রোতা ! ॥ ১

ঈশ্বর উবাচ—শৃণু দেবি ! প্রবক্ষ্যামি কবচং পরমাদ্বুতম্ ।

সৰ্বার্থ-সাধনং নাম ত্রৈলোক্যে চাতিত্বর্ণনম্ ॥ ২
 সৰ্বসিক্ৰিয়য়ং দেবি ! সৰ্বৈশ্বৰ্য্য-প্রদায়কম্ ।
 পঠনাক্ষারণান্মৰ্ত্ত্যত্ৰৈলোক্যৈশ্বৰ্য্য-ভাগ্ ভবেৎ ॥ ৩
 সৰ্বার্থ-সাধনস্তাস্মৈ কবচস্ত ঋষিঃ শিবঃ ।
 ছন্দো বিরাদি ত্রিশক্তি-শ্রীজগদ্ধাত্তী চ দেবতা ।
 ধর্মার্থকামমোক্ষেষু বিনিয়োগঃ প্রকীৰ্ত্তিতঃ ॥ ৪
 শ্রীং বীজং মে শিরঃ পাতু লক্ষ্মীরূপা ললাটকম্ ।
 হ্রীং পাতু দক্ষনেত্রং মে বামনেত্রং সুরেশ্বরী ॥ ৫
 ক্লীং পাতু দক্ষকর্ণং মে বামং কামেশ্বরী তথা ।
 লক্ষ্মীত্ৰাণং সদা পাতু বদনং পাতু কেশবঃ ॥ ৬
 গৌরী তু রসনাং পাতু কণ্ঠং পাতু মহেশ্বরঃ ।
 শঙ্কদেশং রতিঃ পাতু ভুজৌ তু মকরধ্বজঃ ॥ ৭
 শঙ্খনিধিঃ করৌ পাতু বক্ষঃ পদ্মনিধিঃ সদা ।
 ব্রাহ্মী মধ্যং সদা পাতু নাভিং পাতু মহেশ্বরী ॥ ৮
 কুমারী পৃষ্ঠদেশং মে গুহ্যং রক্ষতু বৈষ্ণবী ।
 বারাহী সন্ধিনি পাতু ঐন্দ্রী পাতু পদদ্বয়ম্ ॥ ৯
 ভার্য্যাং রক্ষতু চামুণ্ডা লক্ষ্মী রক্ষতু পুত্রকান্ ।
 ইন্দ্রঃ পূর্বে সদা পাতু আগ্নেয়্যামগ্নিদেবতা ॥ ১০
 যাম্যে যমঃ সদা পাতু নৈঋত্যাং নিঋতিশ্চ মাম্ ।
 পশ্চিমে বরুণঃ পাতু বায়ব্যাং বায়ুদেবতা ॥ ১১
 সৌম্যে সোমঃ সদা পাতু ঐশান্যামীশ্বরোহবতু ।
 উর্দ্ধং প্রজাপতিঃ পাতু অধশ্চানন্তদেবতা ॥ ১২
 রাজদ্বারে শ্মশানে চ অরণ্যে প্রান্তরে তথা ।
 জলে স্থলে চান্তরীক্ষে শত্রুণাং নিচয়ে তথা ॥ ১৩
 এতাভিঃ সহিতা দেবী ত্রিবীজাত্মা মহেশ্বরী ।
 ত্রিশক্তিশ্চ মহালক্ষ্মীঃ সর্বত্র মাং সদাবতু ॥ ১৪
 ইতি তে কথিতং দেবি সারাং সারতরং পরম্ ।
 সৰ্বার্থ-সাধনং নাম কবচং পরমাদ্বুতম্ ॥ ১৫

অস্ত্রাণি পঠনাং সত্তাঃ কুবেরোহপি ধনেশ্বরঃ ।
 ইন্দ্রাজ্ঞাঃ সকলা দেবা ধারণাং পঠনাদ্ যতঃ ।
 সর্বসিদ্ধীশ্বরঃ সত্তাঃ সর্বৈশ্বর্যম্বাপ্নুয়ুঃ ॥ ১৬
 পুষ্পাঞ্জল্যষ্টকং দত্তান্মূলেনৈব পঠেৎ সকলং ।
 সংবৎসর-কৃত্যাস্ত পূজায়াঃ ফলমাপ্নুয়াৎ ॥ ১৭
 শ্রীতিমন্ত্রোচ্চতঃ কৃতা কমলা নিশ্চলা গৃহে ।
 বাণী চ নিবসেদ্বজ্রে সত্যং সত্যং ন সংশয়ঃ ॥ ১৮
 যো ধারয়তি পুণ্যাত্মা সর্বার্থ-সাধনাভিধম্ ।
 কবচং পরমং পুণ্যং সোহপি পুণ্যবতাং বরঃ ।
 সর্বৈশ্বর্যযুতো ভূত্বা ত্রৈলোক্য-বিজয়ী ভবেৎ ॥ ১৯
 পুরুষো দক্ষিণে বাহৌ নারী বামভুজে তথা ।
 বহুপুত্রবতী ভূত্বা বক্ষ্যাপি লভতে সূতম্ ॥
 ব্রহ্মাস্ত্রাদীনি শস্ত্রাণি নৈব কুন্তস্তি তত্তনুম্ ।
 এতৎ কবচমজ্ঞাত্বা যো জপেৎ পরমেশ্বরীম্ ॥
 দারিদ্র্যং পরমং প্রাপ্য সোহচিরান্মৃত্যুমাশ্নুয়াৎ ॥

ইতি রুদ্রজামলে ত্রিশক্ত্যাঃ সর্বার্থ-সাধনং নাম কবচং সমাপ্তম্ ॥

অথাপরন্তবঃ (ত্রিপুটাদেব্যাঃ)

হেমাজ্ঞাভাং কুটিলচিবুকাং রত্নমঞ্জীররম্যাং,
 স্তোম্যে স্তোত্রৈঃ প্রণতিবহুতৈঃ সিদ্ধয়ে সর্বসিদ্ধেঃ ।
 চাপং পাশাশ্চ সুরসিজানুদ্বংশং পুষ্পবাণা-
 নাবিভ্রাণাং ভুবনশুভগৈঃ ষড়্ভুজৈস্ত্রিভুজৈঃ ॥ ১
 ব্রহ্মেন্দ্রাণৈরমরনিবহৈর্বন্দ্যপাদাঙ্কযুগ্মাং
 রম্যৈরুণ্যৈঃ কুমুমবিলসৎ-কল্পভূমীকুহাণাম্ ।
 মধ্যে তেষাং মণিময়গৃহে রত্নসিংহাসনস্থাং
 গ্ৰৈবায়াণ্যৈবিলসিত-তনুং শূলিশক্তিং নমামি ॥ ২
 ব্রহ্মোপেন্দ্রত্রিপুরমথন-স্বনিবাসিত্রজানা-
 মানত্ৰাণাং মুকুটমণিভির্হারিণী রাজভৌ ভৌ ।
 যন্তুংপাদৌ স্মরতি জগতামদ্বিকে ! হেলয়া স

জীবশুক্তঃ প্রভবতি তরাং স্নাতলে বিশ্ববন্দ্যে । ৩
 লক্ষ্মী-মায়া-মদনকলিতং সর্বসম্পৎ-প্রদং হি
 যৌজৈরেভির্ভূবন-মিহিতে গৌরি ! পূর্ণেন্দুবক্তে ! ।
 মদ্রং যন্তে জপতি করুণাশালি-পঙ্কেহাহাঙ্গি !
 ক্ষিপ্ৰং তস্মৈ প্রভবতি গৃহে রত্নরাশিঃ স্নুকেশি ! ৪
 মাতস্তেহং ন হি মম পুলস্ত্যং গিরীশৈকশক্তে
 সামুদ্রে। হি শ্রুত ইহ তরঙ্গো ন তারঙ্গ ইভ্যে ।
 সিন্ধুঃ কুত্র প্রভবতি শিবে শৈলরাজস্য কণ্ঠে !
 মহেদং মাং স করুণভূশা সিন্ধু দীনং ভবানি ! ৫
 অশ্বৈশ্বর্য্যং ধনমুখ-সুভারোগ্যরূপাণি কীত্তিঃ
 ভাগ্যং ভূমিং নতিমতিতরাং দেহি ধর্মোহচলাং মে ।
 হং-পাদাজ্জৈ স্মরহরশিরো-ভূষণে ভূরিভূরি
 দুরীভূত-সকল-জগতাম্বিকেকেশ্ব প্রণামঃ ॥ ৬
 যে সেবন্তে চরণযুগলং পর্বতেন্দ্রাজ্যজায়া-
 স্তে তে ভূয়ো জগতি নিতরাং সন্তি নো দেহভাজঃ ।
 যোগীন্দ্রাণাং মনন-পথগে হ্রৎসরোজাসনস্থে !
 কোটীন্দ্বর্কছ্যাতিধরতনো বিশ্ববন্দ্যে হুমন্তাম্ ॥ ৭
 সৌম্নাধ-প্রকটিতগতে অক্ষবিদ্যৎ-প্রকাশে !
 মূলধারেষপি বিজগতামেকচৈতন্যরূপে ! ।
 ষট্চক্রোদ্ধ্বং নয়তি নিপুণো যঃ পরং বামনিত্যং
 যুক্তস্তেহস্মাদ্ভবজলনিধেঃ সন্তরত্যেব পারম্ ॥ ৮
 স্তোত্রেনাগেন যো মর্ত্যস্তোষয়েৎ ত্রিপুটাং পরাম্
 চঞ্চলাপি স্থিরা লক্ষ্মীর্গেহে তস্মৈব তিষ্ঠতি ॥
 সিন্ধুয়োহষ্টৌ করে মাতস্তস্য বশ্যং জগজ্জয়ম্ ।
 শত্রবো বিলয়ং যান্তি মহাপ্রজা চ জায়তে ॥ ৯
 পঠনাং শুবরাজস্য হুঃস্বপ্নপ্রশমো ভবেৎ ।
 বর্ষণে লোকশ্চাপ্নোতি সর্বসিদ্ধিমমুত্তমাম্ ।
 ইতি গন্ধর্বতন্ত্রে ত্রিপুটাস্তোত্রং সমাপ্তম্ ॥

অথ ছর্গায়াঃ শতনাম-স্তোত্রম্

ঈশ্বর উবাচ—শতনাম প্রবক্ষ্যামি শৃণু কমলাননে ।

যস্য প্রসাদমাত্রেণ ছর্গা প্রীতা ভবেৎ সতী ॥ ১

ঔ সতী সাধ্বী ভব-প্রীতা ভবানী ভবমোচনী ।

আর্য্য ছর্গা ক্রয়া আত্মা ত্রিনেত্রা শূলধারিণী ॥ ২

পিলাকধারিণী চিত্রা চণ্ডবণ্ডা মহাতপাঃ ।

মনোবুদ্ধিরহকারা চিত্তরূপা চিতা চিতিঃ ॥ ৩

সর্বমন্ত্রময়ী নিত্যা সত্যানন্দস্বরূপিণী ।

অনন্তা ভাবিনী ভাব্যা ভব্যাহভব্য সদাগতিঃ ॥ ৪

শান্তবী দেবমাতা চ চিস্তারত্নময়ী সদা ।

সর্ববিদ্যা দক্ষকন্যা দক্ষযজ্ঞবিনাশিনী ॥ ৫

অপর্ণানেকপর্ণা চ পাটলা পাটলাবতী ।

পট্টাশ্বত্থপরীধানা কলমঞ্জীররঞ্জিনী ॥ ৬

অমেয়-বিক্রমা ক্রুরা স্তম্ভরী পুরস্তম্ভরী ।

বনছর্গা চ মাতঙ্গী মতঙ্গ-মুনি-পূজিতা ॥ ৭

ব্রাহ্মী মাহেশ্বরী চৈন্দ্রী কোমারী বৈষ্ণবী তথা ।

চামুণ্ডা চৈব বারাহী লক্ষ্মীশ্চ পুরুষাকৃতিঃ ॥ ৮

বিমলোৎকর্ষিণী জ্ঞানা ক্রিয়া সত্যা চ বুদ্ধিদা ।

বহলা বহলপ্রেমা সর্ববাহন-বাহনা ॥ ৯

নিশুভুশুভহননী মহিষাসুরমর্দিনী ।

মধুকৈটভহন্ত্রী চ চণ্ড-মুণ্ডবিনাশিনী ॥ ১০

সর্বাশুরবিনাশা চ সর্বদানবঘাতিনী ।

সর্বশাস্ত্রময়ী সত্যা সর্বাস্ত্র-ধারিণী তথা ॥ ১১

অনেক-শস্ত্রহস্তা চ অনেকাস্ত্রাশ্ব ধারিণী ।

কুমারী চৈব কন্যা চ কৈশোরী যুবতিঃ যতিঃ ।

অপ্রোঢ়া চৈব প্রোঢ়া চ মাতা বুদ্ধা বলপ্রদা ॥ ১২

মহোদরী মুক্তকেশী ঘোররূপা মহাবলা ॥ ১৩

অগ্নিভালা রৌদ্রমুখী কালরাত্রিস্তপস্বিনী ॥ ১৪

নারায়ণী ভক্তকালী বিষ্ণুমারী জলোদরী ॥ ১৫

শিবদুগ্ধী করালী চ অনন্তা পরমেশ্বরী ।

কাত্যায়নী চ সাবিত্রী প্রত্যক্ষা ব্রহ্মবাদিনী ॥ ১৬

য ইদং প্রপঠেন্নিত্যং দুর্গানাম-শতাষ্টকম্ ।

নাসাধ্যং বিত্ততে দেবি ! ত্রিষু লোকেষু পার্বতি ! ॥ ১৭

ধনং ধাত্ত্বং সূতং জায়াং হয়ং হস্তিনমেব চ ।

চতুর্বর্গং তথা চান্তে লভেৎমুক্তিঞ্চ শাস্ত্রতীম্ ॥ ১৮

কুমারীং পূজয়িত্বা চ ধ্যায়া দেবীং সুরেশ্বরীম্ ।

পূজয়েৎ পরয়া ভক্ত্যা জপনাম-শতাষ্টকম্ ॥ ১৯

নাসাধ্যং বিত্ততে দেবি ! তস্মা সিদ্ধির্ভবেদ্ ভবম্ ।

রাজানো দাসতাং যান্তি রাজ্যত্রিয়মবাপ্নুয়াৎ ॥ ২০

গোরচনালক্তক-কুকুমেণ সিন্দুর-কর্পূর-মধুত্রয়েন ।

বিলিখ্য যন্ত্রং বিধিনা বিধিজ্ঞো ভবেৎ সদা ধারয়তে পুরারিঃ ॥ ২১

ভৌমাবাস্তা-নিশাভাগে চন্দ্রে শতভিয়াং গতে ।

বিলিখ্য প্রপঠেৎ স্তোত্রং স ভবেৎ সম্পদাং পদম্ ॥ ২২

ইতি বিশ্বসারতন্ত্রে দুর্গাশতনাম-স্তোত্রং সমাপ্তম্ ॥

অথাস্তাঃ কবচম্

শৃণু দেবি ! প্রবক্ষ্যামি কবচং সর্বসিদ্ধিদম্ ।

পঠিত্বা ধারয়িত্বা চ নরো মুচ্যতে সঙ্কটাত্ ॥ ১

ইদং গুহ্যতমং দেবি ! কবচং তব কথ্যতে ।

গোপনীয়ং প্রযত্নেন সাবধানাবধারণয় ॥

অঙ্কিত্বা কবচং দেবি ! দুর্গা-মন্ত্রঞ্চ যো জপেৎ ।

স নাপ্রোতি ফলং তস্মা পরে চ নরকং ব্রজেৎ ॥ ২

উমা দেবী শিরঃ পাতু ললাটং শূলধারিণী ।

চক্ষুষী খেচরী পাতু কণৌ চত্বরবাসিনী ॥ ৩

শুগন্ধা নাসিকাং পাতু বদনং সর্বসাধিনী ।

জিহ্বাঞ্চ চণ্ডিকা দেবী গ্রীবাং সৌভজিকা তথা ॥ ৪

অশোকবাসিনী চেতো ঘৌ বাহু বজ্রধারিণী ।

কণ্ঠে পাতু মহাবাগী জগন্মাতা স্তনধরম্ ॥ ৫

হৃদয়ং ললিতা দেবী উদরং সিংহবাহিনী ।

কটিং ভগবতী পাতু দ্বাবুকা বিক্র্যবাসিনী ॥ ৬

মহাবলা চ জঙ্ঘে ঘে পাদৌ ভূতলবাসিনী ।

এবং স্থিতাসি দেবি ! ত্বং ত্রৈলোক্য-রক্ষণাত্মিকে ! ॥ ৭

রক্ষ মাং সর্বগাত্রেষু দুর্গে দেবি ! নমোহস্ত তে ॥ ৮

ইত্যেতৎ কবচং দেবি মহাবিঘ্নাফলপ্রদম্ ।

যঃ পঠেৎ প্রাতরুথায় সর্বতীর্থফলং লভেৎ ॥ ৯

যো হ্যসেৎ কবচং দেহে তস্য বিঘ্নং ন কুত্রচিৎ ।

ভূত-প্রেত-পিশাচেভ্যো ভয়ং তস্য ন বিঘ্নতে ॥ ১০

রণে রাজকূলে বাদে সর্বত্র বিজয়ী ভবেৎ ।

সর্বত্র পূজ্যমাপ্নোতি দেবিপুত্র ইব ক্রিতৌ ॥ ১১

ইদং গুহ্যতমং দেবি ! কবচং তব কথ্যতে ।

গোপনীয়ং প্রযত্নেন সাবধানাবধারণ ॥ ১২

ইতি কুজিকাতন্ত্রে দুর্গা-কবচং সমাপ্তম্ ॥

অথ শ্রীবিঘ্নাতোত্রম্

কল্যাণবৃষ্টিভিরিবামৃত-পুরিতাভির্লক্ষ্মীঃ স্বয়ং বরণমঙ্গলদীপিকাভিঃ ।

সেবাভিরশ্ব তব পাদ-সরোজমূলে নাকারি কিং মনসি ভক্তিমতাং জনানাম্ ॥ ১

এতাবদেব জননি স্পৃহণীয়মান্তে ত্বদ-বন্দনেষু সলিলস্থ-সরোজনেত্রে ।

সান্নিধ্যমুদরুণাশ্বজসোদরস্য ত্বদ-বিগ্রহস্য শুধয়া পরয়াপ্লুতস্য ॥ ২

ঈষৎ প্রভাব-কলুষাঃ কতি নাম সন্তি, ব্রহ্মাদয়ঃ প্রতিদিনং প্রলয়াভিভূতাঃ ।

একঃ স এব জননি ! স্থিরসিদ্ধিরান্তে, যঃ পাদয়োস্তব স কৃৎ প্রণতিং করোতি ॥ ৩

লক্ষ্মী সঙ্কল্পিপুর-সুন্দরি ! তাবকীনাং কারুণ্যকন্দলিতকাস্তিভবং কটাক্ষম্ ।

কন্দর্পভাব-সুভগাশ্রয়ি ভক্তি-ভাজঃ, সংমোহয়ন্তি তরুণীর্ভূবন-ত্রেয়েহপি ॥ ৪

দ্বীং-কারমেব তব নাম গৃণন্তি দেবা মাতঙ্গিকোণ-নিলয়ে ত্রিপুরে ত্রিনেত্রে ! ।

ত্বং সংশ্রুতো যমভটাভিভবং বিহায় দীব্যস্তি নন্দনবনে সহ লোকপালৈঃ ॥ ৫

হস্তঃ পুরামধিগলং পরিপূর্ণমানঃ, ক্রুরঃ কথং ন ভবিতা গরলস্য বেগঃ ।

নাশ্বাসনায় যদি মাতরিদং তবার্কং, দেহস্য শব্দদযুতাপ্ত ত-শীতলস্য ॥ ৬

সর্বজ্ঞতাং সদসি বাক্ পটুতাং প্রমুতে, দেবি ! স্বদন্তি-সরসৌরহরোঃ প্রণামঃ ।
 কিকিংকরমুকুটমুজ্জলমাতপত্রং, যে চামরে চ মহতীং বনুধাং দদাতি ॥ ৭
 কল্পজ্জমৈরভিমতপ্রতিপাদনেষু, কারুণ্যবারিধিভিরন্ব ভবংকটাকৈঃ ।
 আলোকয় ত্রিপুরসুন্দরি মামনাথং, তয্যেব ভক্তি-ভরিতং ত্বয়ি বন্ধদৃষ্টিম্ ॥ ৮
 হস্তেতরেষপি নিধায় মনাংসি চান্মে, ভক্তিং বহন্তি কিল পামরদৈবতেষু ।
 ত্বামেব দেবি ! মনসাহমমুস্মরামি, ত্বামেব নোমি শরণং জননি ! ত্বমেব ॥ ৯
 লঙ্কেষু সংস্থপি তবাক্ষি-বিলোকনামামালোকয় ত্রিপুরসুন্দরি মাং কদাচিৎ ॥ ১০
 বৃক্ষং ময়া চ সদৃশং করুণৈকপাত্রং জাতো জনিষ্ঠতি জনো ন চ জায়তে বা ॥ ১১
 ব্রীং ব্রীমিতি প্রতিদিনং জপতাং তবাখ্যাং, কিং নাম ছল্ভমিহ ত্রিপুরাধিবাসে ! ।
 মালা-কিরীট-মদবারণীয়াস্তান্ সেবতে মধুমতী স্বয়মেব লক্ষ্মীঃ ॥ ১২
 সম্পৎ-করাণি সকলেন্দ্রিয়-নন্দনানি, সাত্ৰাজ্য-দান-কুশলানি সরোরুহাক্ষি ! ।
 ত্বদ্ বন্দনানি ছুরিতাহরণোত্ততানি, মামেব মাতরনিশং কলয়ন্ত নাশ্রম্ ॥ ১৩
 কল্পোপসংহরণ-কল্লিত-তাণ্ডবশ্চ দেবশ্চ খণ্ডপরশোঃ পরভৈরবশ্চ ।
 পাশাশ্চ শৈকবশরাসন-পুষ্পবাণা, সা সাক্ষিণী বিজয়তে তব-মূর্ত্তিরেকা ॥ ১৪
 লঙ্কং সদা ভবতু মাতরিদং ত্বদীয়ং, তেজঃ পরং বহল-কুঙ্কুম-পঙ্কশোনম্ ।
 জাম্বৎ-কিরীটমমৃতং শু-কলাবতংসঃ, রূপং ত্রিকোণ-মুদিতং পরমামৃতাক্তম্ ॥ ১৫

ব্রীং-কারত্ময়-সংপুটেন মহতা মস্ত্রেণ সন্দীপিতং
 স্তোত্রং যঃ প্রতিবাসরং তব পুরো মাতর্জপেন্মনুবিৎ ।
 তস্য ক্ষৌণি-ভূজো ভবন্তি বশগা লক্ষ্মীচ্চির-স্থায়িনী ।
 বাণী নির্মলসূক্তি-ভার-ভরিতা জাগন্তি দীর্ঘং যশঃ ॥ ১৬
 ইতি স্বাক্ষ-বিরচিতং কল্যানী-স্তোত্রং সমাপ্তম্ ॥

অথ কিঙ্কিনীস্তোত্রম্

কিং কিং ছঃখং সকল জননি ! ক্ষীয়তে ন শ্রুতায়্যং,
 কা কা কীর্ত্তিঃ কুলকমলিনি প্রাপ্যতে নাচিভায়াম্ ।
 কিং কিং সৌখ্যং সুরবরমুতে ! প্রাপ্যতে ন স্তুতায়্যং,
 কং কং যোগং ত্বয়ি ন তনুতে চিত্তমালম্বিতায়াম্ ॥ ১
 শ্রুতা ভবভয়ং হংসি পূজিতাসি শুভকরি ! ।
 স্তুতা ত্বং বাঞ্ছিতং দেবি ! দদাসি করুণাকরে ! ॥ ২

পরমানন্দবোধাক্ষিপণে ! তেজঃ-স্বরূপিণি ! ।

দেববৃন্দ-শিরোরত্ন-নিঘৃষ্ট-চরণানুজে ! ।

চিদ-বিশ্রান্তি-মহাসত্তামাত্রে মাত্রে নমোহস্ত তে ॥ ৩

সৃষ্টিস্থিত্যুপসংহার-হেতুভূতে সনাতনি ! ।

গুণত্রয়াত্মিকাসি ত্বং জগতঃ করণেচ্ছয়া ॥ ৪

অনুগ্রহায় ভক্তানাং গৃহীতদিব্য-বিগ্রহে ! ।

ভক্তস্য মে নিত্যপূজাযুক্তস্য পরমেশ্বর ! ॥ ৫

ঐহিকামুণ্ডিকীং সিদ্ধিং দেহি ত্রিদশবন্দিতে ! ।

তাপত্রয়পরিম্বান-ভাজনং ত্রাহি মাং শিবে ! ॥ ৬

নান্যং বদামি ন শৃণোমি ন চিন্তয়ামি, নান্যং স্মরামি ন ভজামি ন চাশ্রয়ামি ।

ত্যাক্ত্বা ত্বদীয়চরণানুজমাদরেণ, মাং ত্রাহি দেবি কৃপয়া ময়ি দেহি সিদ্ধি ॥ ৭

অজ্ঞানাদ্বা প্রমাদাদ্বা কৈবল্যাং সাধনস্য চ ।

যন্ন্যনমতিরিক্তং বা তৎ সর্বং ক্ষতমহঁসি ॥ ৮

দ্রব্যহীনং ক্রিয়াহীনং শ্রদ্ধা-মত্ত-বিবর্জিতম্ ।

তৎ সর্বং কৃপয়া দেবি ! ক্ষমস্ব ত্বং দয়ানিধে ! ॥ ৯

যন্নয়া ক্রিয়াত কর্ম তন্মহৎ স্বল্পমেব বা ।

তৎ সর্বঞ্চ জগদ্ধাত্রি ! ক্ষন্তব্যময়মঞ্জলিঃ ॥ ১০

ইতি কিঙ্কিণী-স্তোত্রং সমাপ্তম্ ॥

অথ শ্রীকবচম্

দেবুবাচ—দেব দেব মহাদেব ভক্তানাং প্রীতিবর্দ্ধন ! ।

স্মৃতিতং যন্নহাদেব্যাঃ কবচং কথয়স্ব মে ॥ ১

শ্রীমহাদেব উবাচ—শৃণু দেবি প্রবক্ষ্যামি কবচং দেবতুল্লভম্ ।

অপ্রকাশ্যং পরং গুহ্যং সাধকাতীষ্টদায়কম্ ॥ ২

কবচস্য ঋষির্দেবি দক্ষিণামূর্তিরব্যয়ঃ ।

ছন্দঃ পঙ্ক্তিঃ সমুদ্ভিষ্টং দেবী ত্রিপুরসুন্দরী ।

ধর্মার্থ-কামমোক্ষাণাং বিনিয়োগস্ত সাধনে ॥ ৩

বাগ্ভবঃ কামরাজশ্চ শক্তিবীজং মহেশ্বর ! ।

বাগ্ভবঃ পাতু শীর্ষে মাং কামরাজস্তথা হৃদি ॥ ৪

শক্তিবীজং সদা পাতু নাভৌ গুহ্যে চ পাদয়োঃ ।
 ঐ ক্রী সৌৰ্ভদনে পাতু বালা মাং সৰ্বসিদ্ধয়ে ॥ ৫
 হসৈং হসকলরীং হসৌঃ পাতু ভৈরবী কণ্ঠদেশতঃ ।
 সুন্দরী নাভিদেহেশেহব্যাক্ষীর্ষে কামকলা সদা ॥ ৬
 জ্ঞ-নাসয়োরন্তরালে মহাত্মিপুরসুন্দরী ।
 ললাটে সুভগা পাতু ভগা মাং কণ্ঠদেশতঃ ॥ ৭
 ভগোদয়া তু হৃদয়ে উদরে ভগসপিণী ।
 ভগমালা নাভিদেহে লিঙ্গে পাতু মনোভবা ॥ ৮
 গুহ্যে পাতু মহাদেবী রাজরাজেশ্বরী শিবা ।
 চৈতন্য-রূপিণী পাতু পাদয়োজ্জগদম্বিকা ॥ ৯
 নারায়ণী সৰ্বগাত্রে সৰ্বকার্যো শুভঙ্করী ।
 ব্রহ্মাণী পাতু মাং পূর্বে দক্ষিণে বৈষ্ণবী তথা ॥ ১০
 পশ্চিমে পাতু বারাহী উত্তরে চ মহেশ্বরী ।
 আগ্নেয়াং পাতু কৌমারী মহালক্ষ্মীশ্চ নৈঋতে ॥ ১১
 বায়ব্যাং পাতু চামুণ্ডা ইন্দ্রাণী পাতু ঈশকে ।
 জলে পাতু মহামায়া পৃথিব্যাং সৰ্বমঙ্গলা ।
 আকাশে পাতু বরদা সৰ্বত্র ভুবনেশ্বরী ॥ ১২
 ইদং তু কবচং দেব্যা দেবানামপি স্থূলভম্ ।
 যঃ পঠেৎ প্রাপ্তকুথায় শুচিঃ প্রয়তমানসঃ ॥ ১৩
 নাথয়ো ব্যাধয়ন্তশ্চ ন ভয়ঞ্চ কচিস্তুবেৎ ।
 ন চ মারী-ভয়ং তশ্চ পাতকানাং ভয়ং তথা ॥ ১৪
 ন দারিদ্র্যবশং গচ্ছেৎ তিষ্ঠেৎ মৃত্যুবশে ন চ ।
 গচ্ছেচ্ছিবপূরং দেবি ! সত্যং সত্যং বদামি তে । ১৫
 ইদং কবচমজ্জাভা ত্রীবিজ্ঞাং যো জপেৎ প্রিয়ে ! ।
 স নাপ্রোতি ফলং তশ্চ প্রাপ্নুয়াচ্ছত্র-ঘাতনম্ ॥ ১৬
 ইতি সিদ্ধজামলে ত্রিপুরসুন্দরী-কবচং সমাপ্তম্ ॥

অথ মহাত্মিপুর-সুন্দরী কবচম্

দেবুবাচ—ভগবন্ দেব-দেবেশ লোকানুগ্রহকারক ! ।

ত্বং-প্রসাদান্নহাদেব ঞ্জতা মন্ত্রাণেনেকথা ॥ ১

সাধনং বিবিধং দেব ! কীলকোদ্ধরণং তথা ।

লাপাদি-দুষণোদ্ধারঃ ঞ্জতত্ত্বতো ময়া প্রভো ! ॥ ২

রাজরাজেশ্বরী-দেব্যাঃ কবচং স্মৃচিতং ময়ি ।

শ্রোতুমিচ্ছামি তত্ত্বতাং কথয়স্ব ময়ি প্রভো ! ॥ ৩

রাজরাজেশ্বরী-দেব্যাঃ কবচং স্মৃচিতং ময়ি ।

শ্রোতুমিচ্ছামি তত্ত্বতাং কথয়স্ব ময়ি প্রভো ! ॥ ৪

ঈশ্বর উবাচ—লক্ষ্মণ-সহস্রাণি বারিতাসি পুনঃ পুনঃ ।

ত্বীশ্বভাবাং পুনর্দেবি পৃচ্ছসি ত্বং ময়ি প্রিয়ে ! ॥ ৫

অত্যন্তগুহ্যং কবচং সর্বকাম-ফলপ্রদম্ ।

শ্রীতয়ে তব দেবেশি ! কথয়ামি শৃণু ত্বং ॥ ৬

অস্ত রাজরাজেশ্বরী-শ্রীমহাত্রিপুর-সুন্দরী-ষোড়শী-বিজ্ঞা-কবচস্ত মহাদেব
ঋষিঃ প্রস্তার-পংক্তিচ্ছন্দো রাজরাজেশ্বরী মহাত্রিপুর-সুন্দরী দেবতা সর্বার্থ-
সাধনে বিনিয়োগঃ ॥ ৭

পূর্বে মাং তৈরবী পাতু বাল। মাং পাতু দক্ষিণে ।

মালিনী পশ্চিমে পাতু ত্রাসিনী তূত্তরেহবতু ॥ ৮

উর্ধ্বাং পাতু মহাদেবী মহাত্রিপুর-সুন্দরী ।

অধস্তাং পাতু দেবেশী পাতাল-তল-বাসিনী ॥ ৯

আধারে বাগ্ভবঃ পাতু কামরাজস্তথা হৃদি ।

ডামিরঃ পাতু মাং নিত্যং মন্তকে সর্বকামদঃ ॥ ১০

ব্রহ্মরক্কে সর্ব-গাত্রে ছিদ্ৰস্থানেষু সর্বদা ।

মহাবিজ্ঞা ভগবতী পাতু মাং পরমেশ্বরী ॥ ১১

ঐং ক্রীং ললাটে মাং পায়্যাং হ্রীং ব্লুং সঃ পাতু নেত্রয়োঃ ।

নাসায়াং কর্ণয়োশ্চৈব জ্রীং জৈং জ্রাং জ্রীং চিবুকে তথা ।

সৌঃ পাতু চ গলে স-হ্রীং হৃদয়ে নাভিদেশকে ॥ ১২

ক ল হ্রীং ক্রীং জ্রী গুহদেশে স-হ্রীঃ পাতু পাদয়োঃ ।

স ক্রীং মাং সর্বতঃ পাতু কল পাতু চ সন্ধিষু ।

স হ হ্রীং মাং সর্বতঃ পাতু স ক্রীং পাতু চ সন্ধিষু ॥ ১৩

জলে স্থলে তথাকাশে দিম্বু রাজগৃহে তথা ।
 হুং ক্লে মাং ত্রিভা পাতু স-হ্রীং স-ক্লীং মনোভবা ॥ ১৪
 হংসঃ পাতু মহাদেবী পরং নিকল-দেবতা ।
 বিজয়া মঙ্গলা দূতী কল্যাণী ভগমালিনী ।
 আলা চ মালিনী নিত্য্য সর্বদা পাতু মাং শিবা ॥ ১৫
 ইত্যেবং কবচং দেবি দেবানামপি ছল্লভম্ ।
 তব শ্রীত্যা ময়াখ্যাতং গোপনীয়ং প্রযত্নতঃ ॥ ১৬
 ইদং রহস্যং পরমং গুহ্যাদ্ গুহ্যতরং প্রিয়ে ! ।
 ধন্যং যশস্যমায়ুয্যং ভোগমোক্ষ-প্রদং শুভম্ ॥ ১৭
 হৃৎস্বপ্ন-নাশনং পুংসাং নরনারীবশকরম্ ।
 আকর্ষণকরং দেবি স্তম্ভোচ্চাটকরং শিবে ॥ ১৮
 ইদং কবচমজ্জাত্য রাজরাজেশ্বরীং শিবাম্ ।
 যোহর্চয়েদ্ যোগিনী-বৃন্দৈঃ স ভক্ষ্যে নাত্র সংশয়ঃ ॥ ১৯
 ন তস্য মন্ত্রসিদ্ধিঃ স্তাৎ কদাচিদপি শঙ্করি ! ।
 ইহলোকে চ দারিদ্র্যং রোগদুঃখ-ভয়ানি চ ॥ ২০
 পরত্র নরকং গতা পশু-যোনিমবাপ্নুয়াৎ ।
 তস্মাদেতৎ সদাভ্যশ্বেদধিকারী ভবেত্ততঃ ॥ ২১

মহাক্ত্রনির্গতমিদং কবচং সপুণ্যং পূজাবিশেষে পুরতো বিধিনা পঠেদ্ যঃ ।
 সৌভাগ্য-ভোগ-ললিতানি শুভানি ভুক্ত্য দেব্যাঃ পদং ভজতি তৎ পুনরস্তকালে
 ইতি কুলানন্দ-সংহিতায়াং শ্রীমহাত্রিপুর-সুন্দরী-ষোড়শী-কবচং-সমাপ্তম্ ॥

অথ লক্ষ্মীস্তোত্রম্

ঈশ্বর উবাচ—ত্রৈলোক্য-পূজিতে দেবি ! কমলে বিষ্ণুবল্লভে ! ।

যথা হং সুস্থিরা কৃষ্ণে তথা ভব ময়ি স্থিরা ॥ ১
 ঈশ্বরী কমলা লক্ষ্মীশচলা ভূতির্হরিপ্রিয়া ।
 পদ্মা পদ্মালয়া সম্পদছট্টৈঃ শ্রীঃ পদ্মধারিণী ॥ ২
 দাদশৈতানি নামানি লক্ষ্মীং সম্পূজ্য যঃ পঠেৎ ।
 স্থিরা লক্ষ্মীর্ভবেত্তস্য পুত্রদারাদিভিঃ সহ ॥ ৩
 ইতি লক্ষ্মীস্তোত্রং সমাপ্তম্ ॥

অথ লক্ষ্মী-কবচম্

ঈশ্বর উবাচ—অথ বক্ষ্যে মহেশানি ! কবচং সর্বকামদম্ ।

যন্ত বিজ্ঞানমাত্রেণ ভবেৎ সাক্ষাৎ সদাশিব ! ॥ ১

নার্চনং তন্ত দেবেশি ! মন্ত্রমাত্রং জপেন্নরঃ ।

স ভবেৎ পার্বতী-পুত্রঃ সর্বশাস্ত্র-পুরস্কৃতঃ ।

বিজ্ঞাৰ্থিনা সদা সেব্যা বিশেষে বিষ্ণুবল্লভা ॥ ২

অষ্টাশ্চতুরক্ষরী বিষ্ণুৱনিতায়াঃ কবচস্ত ভগবান্ শ্রীশিবঋষিরমৃষ্টপ্-
ছন্দো বাগ্ভবী দেবতা বাগ্ভবঃ বীজং লজ্জাশক্তিঃ রমা কীলকং কাম-
বীজাত্মকং কবচং মম সুকবিত্ব-সুপাণ্ডিত্য-সর্বসিদ্ধি-সমুদয়ে বিনিয়োগঃ ॥ ৩

ঐং-কারো মন্ত্ৰকে পাত্ৰ বাগ্ভবী সর্বসিদ্ধিদা ।

হ্রীং পাত্ৰ চক্ষুষ্যোর্মধ্যে চক্ষুর্গুণে চ শঙ্করী ॥ ৪

জিহ্বায়াং মুখবৃত্তে চ কণ্ঠ্যোৰ্গণ্ডয়োৰ্নসি ।

ওষ্ঠাধরে দন্ত-পংক্তৌ তালুমূলে হনৌ পুনঃ ।

পাত্ৰ মাং বিষ্ণুৱনিতা লক্ষ্মীঃ শ্রীবৰ্ণরূপিণী ॥ ৫

গণ্ডযুগ্মে ভুজদ্বন্দ্বে স্তন-দ্বন্দ্বে চ পার্বতী ।

হৃদয়ে মণিবন্ধে চ গ্রীবায়াং পার্শ্বয়োঃ পুনঃ ॥ ৬

পৃষ্ঠদেশে তথা গুহ্যে বামে চ দক্ষিণে তথা ।

উপস্থে চ নিভস্থে চ নাভৌ জজ্ঞাদ্বয়ে পুনঃ ॥ ৭

জাম্বুচক্রে পদদ্বন্দ্বে ঘূটিকেহঙ্গুলিমূলকে ।

সধাতু-প্রাণশক্ত্যাশ্র-সৌমন্ত্রাং মন্ত্ৰকে পুনঃ ।

সর্বাঙ্গে পাত্ৰ কামেশী মহাদেবী সমুন্নতিঃ ॥ ৮

ব্যুষ্টিঃ পাত্ৰ মহামায়া উৎকৃষ্টিঃ সর্বদাবত্ৰ ।

ঋদ্ধিঃ পাত্ৰ সদা দেবী সর্বত্র শঙ্কুবল্লভা ॥ ৯

বাগ্ভবী সর্বদা পাত্ৰ পাত্ৰ মাং হরগেহিনী ।

রমা পাত্ৰ সদা দেবী পাত্ৰ মায়া সুরাট স্বয়ম্ ।

সর্বাঙ্গে পাত্ৰ মাং লক্ষ্মীবিষ্ণুমায়া সুরেশ্বরী ॥ ১০

বিজয়া পাত্ৰ ভবনে জয়া পাত্ৰ সদা মম ।

শিবদূতী সদা পাত্ৰ সুরেশ্বরী পাত্ৰ সর্বদা ॥ ১১

ভৈরবী পাত্ত সৰ্বত্র ভৈরুণী সৰ্বদাবত্ ।
 ত্রিতা পাত্ত মাং নিত্যমুগ্রতারা সদাবত্ ॥ ১২
 পাত্ত মাং কালিকা নিত্যং কালরাত্রিঃ সদাবত্ ।
 বনভূগী সদা পাত্ত কামাখ্যা সৰ্বদাবত্ ॥ ১৩
 যোগিনীঃ সৰ্বদা পাত্ত মুদ্রাঃ পাত্ত সদা মম ।
 মাত্ৰাঃ পাত্ত সদা দেব্যশ্চক্রস্থা যোগিনীগণাঃ ॥ ১৪
 সৰ্বত্র সৰ্বকার্যেষু সৰ্বকৰ্মষু সৰ্বদা ।
 পাত্ত মাং দেবদেবী চ লক্ষ্মীঃ সৰ্ব-সমৃদ্ধিদা ॥ ১৫
 ইতি তে কথিতং দিব্যং কবচং সৰ্বসিদ্ধয়ে ।
 যত্র তত্র ন বক্তব্যং যদীচ্ছেদাত্মনো হিতম্ ॥ ১৬
 শঠায় ভক্তিহীনায় নিন্দকায় মহেশ্বরী ! ।
 নূনাক্ষে চাতিরিক্তাক্ষে দৰ্শয়েন্ন কদাচন ।
 ন স্তবং দৰ্শয়েদ্দিব্যং সন্দৰ্শ্য শিবহা ভবেৎ ॥ ১৭
 কুলীনায় মহেচ্ছায় ভূগী-ভক্তিরতায় চ ।
 বৈষ্ণবায় বিষ্ণুদ্বায় দত্তাং কবচমুত্তমম্ ॥ ১৮
 নিজ্জশিষ্ঠায় শান্তায় ধনিনে কুলিনে তথা
 দত্তাং কবচমিত্যুক্তং সৰ্বতন্ত্র-সমন্বিতম্ ॥ ১৯
 শনৌ মঙ্গলবারে চ রক্তচন্দনকৈস্তথা ।
 যাববেন লিখেন্মন্ত্রং সৰ্বতন্ত্র-সমন্বিতম্ ॥ ২০
 বিলিখা কবচং দিব্যং স্বয়ম্ভূকুশুমৈঃ শুভৈঃ ।
 স্ব-শুক্রৈঃ পরশুক্রৈশ্চ নানা-গন্ধ-সমাধিতৈঃ ॥ ২১
 গোরোচনা-কুকুমেন রক্তচন্দনকেন বা ।
 স্তুতিৰ্থো শুভযোগে বা শ্রবণায়াং রবেদিনে ॥ ২২
 অৰিগ্ৰাং কৃত্তিকায়াং বা ফল্গুনাঞ্চ মঘাস্থ চ ।
 পূৰ্বভাদ্রপদা-যোগে স্নাত্যাং মঙ্গল-বাসরে ।
 বিলিখা প্রপঠেৎ স্তোত্রং শুভযোগে সুরালয়ে ॥ ২৩
 আয়ুষ্মৎ-প্রীতিযোগে বা ব্রহ্মযোগে বিশেষতঃ ।
 ইন্দ্রযোগে শুভযোগে শুক্রযোগে শুভৈব চ ।

কৌলবে বালবে চৈব বনিজে চৈব সন্তমঃ ॥ ২৪

শূন্তাগারে শ্মশানে বা বিজনে চ বিশেষতঃ ।

কুমারীং পূজয়িত্বা চ যজেন্দ্রবীং সনাতনীম্ ॥ ২৫

মৎস্তৈর্মাতৈঃ শাকশূপৈঃ পূজয়েৎ পরদেবতাম্ ।

ঘৃতাঠৈঃ সোপকরণৈঃ পুপশূপৈর্বিশেষতঃ ।

ব্রাহ্মণান্ ভোজয়িত্বা চ পূজয়েৎ পরমেশ্বরীম্ ॥ ২৬

আখটকমুপাখ্যানং ততঃ কুর্যাদিনত্রয়ম্ ।

তদা ধরেন্নহারক্ষাং শঙ্করেণেতি ভাষিতম্ ॥ ২৭

সারণ-দেষণাদীনি লভন্তে নাত্র সংশয়ঃ ।

স ভবেৎ পার্বতী-পুত্রঃ সর্বশাস্ত্র-পুরস্কৃতঃ ॥ ২৮

গুরুর্দেবো হরঃ সাক্ষাৎ পত্নী তস্য হরপ্রিয়া ।

অভেদেন যজেন্দু যন্ত তস্য সিদ্ধিরদূরতঃ ॥ ২৯

পঠতি য ইহ মর্ত্যো নিত্যমার্দ্রাস্তুরাত্মা জপকলমনুমেয়ং লঙ্গতে যদ্বিধেয়ম্ ।

স ভবতি পদমুচ্চৈঃ সম্পদাং পাদনস্ত্র ক্ষিতিপ মুকুটলক্ষ্মীলক্ষণানাং চিরায় ॥ ৩০

ইতি বিশ্বসার-তন্ত্রে লক্ষ্মী-কবচং সমাপ্তম্ ॥

অথ তারাপ্তোত্তম

মাতর্নীল-সরস্বতি-প্রণমতাং সৌভাগ্য-সম্পৎ-প্রদে !

প্রত্যালীচপদস্থিতে শবহাদি স্মেরাননাস্তোরুহে ! ।

ফুল্লেন্দীবরলোচনত্রয়যুতে কর্ত্রীং কপালোংপলে

খড়গধাদধতী ত্বমেব শরণং ত্বামীশ্বরীমাশ্রয়ে ॥ ১

বাচামীশ্বরী ! ভক্ত-কল্পলতিকে ! সর্বার্থ-সিদ্ধীশ্বরী !

গত-প্রাকৃত-পণ্ডিত-রচনা সার্বজ্জ্য-সিদ্ধিপ্রদে !

নীলেন্দীবরলোচনত্রয়যুতে কারুণ্যবারাং নিধে !

সৌভাগ্যামৃতবর্ষণেন কুপয়া সিন্ধুতমস্মাদৃশম্ ॥ ২

খর্বে গর্বসমুহপূরিততনো সর্পাদিবেশোজলে !

ব্যাঘ্রত্বক্-পরিবীত-সুন্দরকটি-ব্যাধুত-ঘণ্টাঙ্কিতে ।

সদ্যঃ-কৃত্তগলত্রয়ঃ-পরিমিলনুগুণ্যমূর্দ্ধক-

গ্রন্থি-শ্রোণি-নুগুণ্যম-ললিতে ! ভীমে ভয়ং নাশয় ॥ ৩

মায়াবিকাররূপ-ললমা বিন্দুচন্দ্রাবিতে !
 হুংকটকারময়ী তমেব শরণং মস্ত্রাঙ্গিকে মাদৃশঃ ।
 মূর্তিতে জননি ! ত্রিধামষটিতা স্তুলাভি-সুস্মা পরা
 বেদানাং ন হি গোচরা কথমপি প্রাপ্তাং নু তামাশ্রয়ে ॥ ৪
 ত্বং-পাদাসুজ-সেবয়া স্কৃতিনো গচ্ছন্তি সাধুজ্যতাং
 তস্য শ্রীপরমেশ্বর-ত্ৰিনয়ন-ব্রহ্মাদিসাম্যাত্মনঃ ।
 সংসারাসুধি-মজ্জনে পটুতনুং দেবেন্দ্রমুখ্যান্ সুরান্
 মাতস্ত্বংপদ-সেবনে হি বিমুখান্ কিং মন্দবীঃ সেবতে ॥ ৫
 মাতস্ত্বংপদ-পঙ্কজ-দ্বয়রজোমুদ্রাক কোটীরিন-
 স্তে দেবা জয়সঙ্গরে বিজয়িনো নিঃশঙ্কমন্ধে গতাঃ ।
 দেবোহহং ভুবনে ন মে সম ইতি স্পর্ধাং বহন্তং পরে
 তত্তুল্যাং নিয়তং যথা শুচিরবী নাশং ব্রজন্তি স্বয়ম্ ॥ ৬
 তন্নাম-স্মরণাং পলায়ন-পরা দ্রষ্টুঞ্চ শক্তা ন তে
 ভূতপেতপিশাচ-রাক্ষসগণা যক্ষাশ্চ নাগাধিপাঃ ।
 দৈত্য-দানবপুঙ্গবাশ্চ খচরা ব্যাঘ্রাদিকা জন্তুবো
 ডাকিন্যঃ কুপিতাস্ত্রকাশ্চ মনুজং মাতঃ । ক্ষণং ভূতলে ॥ ৭
 লক্ষ্মীঃ সিদ্ধগণাশ্চ পাত্ৰকমুখাঃ সিদ্ধাস্তথা বৈরিণাং
 স্তম্ভশ্চাপি রণাঙ্গনে গজঘটাস্তম্ভস্তথা মোহনম্ ।
 মাতস্ত্বংপদ-সেবয়া খলু নৃণাং সিধ্যন্তি তে তে গুণাঃ
 কাস্তিঃ কাস্তমনোভবন্ত ভবতি ক্ষুদ্রোহপি বাচস্পতিঃ ॥ ৮
 তারাস্টকমিদং পুণ্যং ভক্তিমান্ যঃ পঠেন্নরঃ ।
 প্রাতর্মধ্যাহ্নে কালে চ সায়াহ্নে নিয়তঃ শুচিঃ ॥ ৯
 লভতে কবিতাং দিব্যাং সর্বশাস্ত্রার্থবিন্ধবেৎ ।
 লক্ষ্মীমনশ্বরাং প্রাপ্য ভুক্ত্বা ভোগান্ যথেষ্টিতান্ ॥ ১০
 কীর্ত্তিং কাস্তিক নৈরুজ্যং সর্বেষাং প্রিয়তাং ব্রজেৎ ।
 বিখ্যাতিকাপি লোকেষু প্রাপ্যাস্তে মোক্ষমাগ্নুয়াৎ ॥ ১১
 ইতি নীলতন্ত্রে পরমরহস্যে তারাস্তোত্রং সমাপ্তম্ ॥

অথাপরন্তবঃ

ঘোররূপে মহারাষে সর্বশত্রুকয়ঙ্করি ! ।
 ভক্তভ্যো বরদে দেবি ত্রাহি মাং শরণাগতম্ ॥ ১
 সুরাসুরাচিতে দেবি সিদ্ধগন্ধর্বসেবিতে ।
 জাড্যাপাহরে দেবি ত্রাহি মাং শরণাগতম্ ॥ ২
 জটাজুট-সমায়ুক্তে লোলজিহ্বানুকারিণি ! ।
 দ্রুত-বুদ্ধিকরে দেবি ত্রাহি মাং শরণাগতম্ ॥ ৩
 জড়ানাং জড়তাং হংসি ভক্তানাং ভক্তবৎসলে ! ।
 মূঢ়তাং হর মে দেবি ! ত্রাহি মাং শরণাগতম্ ॥ ৪
 হুং হুংকার-ময়ে ! দেবি বলিহোম-প্রিয়ে শুভে ! ।
 উগ্রতারে নমস্তুভ্যং ত্রাহি মাং শরণাগতম্ ॥ ৫
 সৌভাগ্যরূপে ক্রোধরূপে চণ্ডরূপে নমোস্তু তে ।
 সৃষ্টিকূপে নমস্তুভ্যং ত্রাহি মাং শরণাগতম্ ॥ ৬
 বুদ্ধিং দেহি যশো দেহি কবিত্বং দেহি দেবি মে ।
 মূঢ়ত্বং হর মে দেহি ত্রাহি মাং শরণাগতম্ ॥ ৭
 ইন্দ্রাদি-দিবিসদ্-বৃন্দ-বন্দিতে করুণাময়ি ! ।
 তারে তারাধিনাথাস্তু ত্রাহি মাং শরণাগতম্ ॥ ৮
 অষ্টমাঞ্চ চতুর্দশ্যাং নবম্যাং যঃ পঠেন্নরঃ ।
 বর্ণ্যমৈঃ সিদ্ধিমাপ্নোতি নাত্র কার্য্য বিচারণা ॥ ৯
 মোক্ষার্থী লভতে মোক্ষং ধনার্থী ধনমাপ্নুয়াৎ ।
 বিদ্যার্থী লভতে বিদ্যাং তর্কব্যাকরণাদিকাম্ ॥ ১০
 ইদং স্তোত্রং পঠেদ্ যস্তু সততং শ্রদ্ধয়াষিতঃ ।
 তস্য শত্রুকয়ং যাতি মহাপ্রাজ্ঞশ্চ জায়তে ॥ ১১
 পীড়য়াং বাপি সংগ্রামে জাপ্যে দানে তথা ভয়ে ।
 য ইদং পঠতি স্তোত্রং শুভং তস্য ন সংশয়ঃ ॥
 ইতি শ্রীবীর-তন্ত্রোক্ত-তারাস্টক-স্তোত্রং সমাপ্তম্ ॥

অথ তারা-কবচম্

দেবুবাচ— তারা পূজা শ্রুতা নাথ বিদ্যাশ্চ সকলান্ততঃ ।

সাম্প্রতং শ্রোতুমিচ্ছামি কবচং মন্ত্র-বিগ্রহম্ ॥ ১

ত্রৈলোক্য-মঙ্গলং নাম সর্বাপত্তিনিবারকম্ ।

পুত্রৈব স্মৃতিতং নাথ ! কৃপয়া মে প্রকাশয় ॥ ২

তৈরব উবাচ—দেব-দানব-বিজ্ঞাধুক্-পূজিতে প্রাণবল্লভে ।

ত্রৈলোক্য-মোহনং নাম কবচং শ্রয়তাং পরম্ ॥ ৩

সর্ববিজ্ঞাময়ং দেবি সর্বমন্ত্রময়ং ধ্রুবম্ ।

সর্বরক্ষাকরং দেবি ! সর্বসিদ্ধি-প্রদায়কম্ ॥ ৪

বেদব্যাসেহপি যদ ধৃত্বা সর্বজ্ঞঃ পঠনাদ্ যতঃ ।

যদ ধৃত্বা পঠনাদীশত্রৈলোক্য-বিজয়ী প্রভুঃ ॥ ৫

ধনাধিপঃ কুবেরোহপি দেবাধিপঃ শচীপতিঃ ।

পঠনাদ্কারণাং সত্যং যতঃ সর্বে দিগীশ্বরাঃ ।

সর্বসিদ্ধিযুতাঃ সন্তঃ সর্বৈশ্বর্যমবাপ্নুযুঃ ॥ ৬

যস্য প্রসাদাদীশোহহং তৈরবানাং সুরেশ্বরী ! ।

ক্রোধাধিপো মহাভীমো দেবেষু প্রধিতঃ প্রভুঃ ॥ ৭

ন দত্তাং পরশিষ্যেভ্যো দত্তাচ্ছিষ্যেভ্য এব হি ।

অভক্তেভ্যোহপি পুত্রেভ্যো দত্ত্বা মৃত্যুমবাপ্নুয়াৎ ॥ ৮

ত্রৈলোক্য-মোহনস্তাস্ম্য কবচস্ত ঋষিঃ শিবঃ ।

ছন্দো বিরাট্ দেবতা চ সোত্রতার। প্রকীৰ্ত্তিতা ।

চতুৰ্ভুজৈঃ বিজ্ঞায়াং বিনিয়োগঃ প্রকীৰ্ত্তিতঃ ॥ ৯

ওঁ হ্রীং জ্রীং মে শিরঃ পাতু হুং ফট্ পাতু ললাটকম্ ।

সার্বপঞ্চাকরী তারা পায়াম্নেত্র-যুগং মম ॥ ১০

ওঁ হ্রীং জ্রীং হুং শ্রুতী পায়াম্নমঃ পাতু চ নাসিকাম্ ।

তারা ষড়াকরী পায়াদ্বদনং মুণ্ডভূষণা ॥ ১১

হ্রীং জ্রীং হুং ফট্ বদনং পাতু জিহ্বাং পায়াম্নহেস্থরী ।

হ্রীং জ্রীং হুং মে গলং পাতু মহানীল-সরস্বতী ॥ ১২

জ্রীং কঙ্কো পাতু নিয়তং তারৈকাকররূপিণী ।

হুং ঘাটাং মে সদা পাতু বীজৈকাকররূপিণী ॥ ১৩

ঐং হ্রীং জ্রীং হুং ফট্ পায়াদ্ভাক্তারা মে ভুজদ্বয়ম্ ।

শ্রীং হ্রীং ত্রীং হুং চ ফট্ পায়াং শ্রীতারা মে শুভদয়ম্ ॥ ১৪

হ্রীং হ্রীং ত্রীং হুঙ্ ফট্ পায়াং তারা চ শুভদয়ং মম ।

হুং হ্রীং ত্রীং হুঙ্ ফট্ বীজং তারা পৃষ্ঠং সদাবতু ॥ ১৫

ত্রীং হ্রীং ত্রীং হুঙ্ ফট্ পায়াং পার্শ্বো কাম-স্বরূপিণী ।

ওঁ হ্রীং ত্রীং হুং নমঃ পায়াং কৃষ্ণিং মহাঘড়ঙ্করী ॥ ১৬

এং সৌঃ ওঁ এং হ্রীং ফট্ স্বাহা কটিদেশং সদাবতু ।

অষ্টাঙ্করী মহাবিভা সাক্ষাদ্ ব্রহ্ম-স্বরূপিণী ।

খং হুং হৌং ওঁ এং শ্রীং হ্রীং সা গুহ্যদেশং সদাবতু ॥ ১৭

সপ্তাঙ্করী চোত্রতারা মূলবিভা-স্বরূপিণী ।

ওঁ হ্রীং হাং হুং নমস্তারায়ৈ সকল-পদং ততঃ ॥ ১৮

তন্তরং তারয়পদং তারয় শ্রণবদয়ম্ ।

স্বাহেতি চ মহাবিভা জাগুর্নী সর্বদাবতু ॥ ১৯

এং সৌঃ ওঁ এং ত্রীং ফট্ স্বাহা জজ্জ্ব পাভু পরাশ্রিকা ।

ওঁ হ্রীং ত্রীং হুং চ ফট্ তারা হংসাগন্তা নবাঙ্করী ।

মহোত্রতারা পাদৌ মে পাভু নিত্যং মহেশ্বরী ॥ ২০

এং হ্রীং ত্রীং হেঁ সৌঃ সৌঃ বদ বদ বাগ্-বাদিনীতি চ ।

কাম-বীজত্রয়ং নীলসরস্বতী-স্বরূপকম্ ।

এং এং ওঁ এং কাহি কাহি কলরৌঃ স্বাহেতি সর্বদা ।

চতুস্ত্রিংশল্লিপিময়ী পাভু তারাখিলং বপুঃ ॥ ২১

ইন্দ্রো বামাক্ষি-বৃক্ পৃথ্বী সরস্বত্যনলপ্রিয়া ।

কূর্চাগন্তা পাভু চোর্ধ্বং মূলবিভা দশাঙ্করী ॥ ২২

তারং মায়া বধুঃ কূর্চং কালী কামকলা ততঃ ।

উত্রতারে ভগং কামঃ পরা লক্ষ্মী শিবাকুশৌ ।

সা মহামোড়শী প্রোক্তা তারা দেব্যা ময়াধুনা ।

বিধিবদ্গ্ৰহণাদস্তা মৃত্যুং মৃত্যুপথং নয়েৎ ॥ ২৩

এষা বিভা ময়া গুপ্তা তন্ত্রাদি-জামলেষু চ ।

সাম্প্রতং কথিতা তুভ্যং কবচাদতয়া প্রিয়ে ! ॥ ২৪

ইতি তে কথিতং দেবি গুহ্যাদ্ গুহ্যতরং পরম্ ।

ত্রৈলোক্যমোহনং নাম কবচং মন্ত্র-বিগ্রহম্ ॥ ২৫
 ব্রহ্মবিজ্ঞানময়ং ভজে ! কেবলং ব্রহ্মরূপিণম্ ।
 মন্ত্র-বিজ্ঞানময়ং চৈব কবচং মন্ত্র-খোদিতম্ ॥ ২৬
 গুরুমভ্যর্চ্য বিধিবৎ কবচং প্রপঠেদ্ যদি ।
 ত্রিঃ সঙ্কল্প্য যথাজ্ঞানং ভৈরবস্তৎকণাস্তবেৎ ॥ ২৭
 সর্বপাপবিনিমুক্তঃ কুলকোটিঃ সমুদ্বরেৎ ।
 গুরুঃ স্ত্যং সর্ববিজ্ঞানস্বপাধিকারী জপাদিষু ॥ ২৮
 শতমষ্টোত্তরং চাস্ত্য পুরন্দর্যাবিধিঃ স্মৃতঃ ।
 শতমষ্টোত্তরং জপ্ত্বা ভবেদ্ ভূমি-পুরন্দরঃ ।
 ত্রৈলোক্যং বিচরেদ্বীরো গণনাথো যথা গৃহঃ ॥ ২৯
 গন্তপত্ময়ী বাণী ভবেদ্ গঙ্গা-প্রবাহবৎ ।
 পুষ্পাঞ্জল্যষ্টকং দস্তা মূলে নৈব পঠেত্ততঃ ।
 পঞ্চবর্ষ-সহস্রাণাং পূজায়াঃ ফলমাপ্নুয়াৎ ॥ ৩০
 ভূর্যো বিলিখ্য গুলিকাং স্বর্ণস্ত্যং ধারয়েদ্ যদি ।
 পুরুষো দক্ষিণে বাহৌ যোষিদ্ধামভুজে তথা ।
 বহুপুত্রবতী নারী পুরুষো বহুপুত্রকান্ ।
 সর্বসিদ্ধিযুতো ভূত্বা বিচরেদ্ভৈরবো যথা ॥ ৩১
 তদ্গাত্রং প্রাপ্য শস্ত্রাণি ব্রহ্মাস্ত্রাদীনি ভৈরবি ! ।
 মাল্যানি কুসুম্যান্যেব ভবন্তি সুখাদানি চ ॥ ৩২
 তস্য গেহে স্থিরা লক্ষ্মীবাণী বজ্রে বসেদ্ ধ্রুবম্ ॥ ৩৩
 ইদং কবচমজ্জাত্য তারাং যো ভজতে হৃদয়ঃ ।
 অল্লাঘূর্নির্ধনো মুখো ভবত্যেব ন সংশয়ঃ ॥ ৩৪

ইতি ভৈরবীতন্ত্রে ভৈরবভৈরবী-সংবাদে তারাকল্পে ত্রৈলোক্য-
 মোহনং নাম তারাকবচং সমাপ্তম্ ॥

অথানুৎ কবচম্

ঈশ্বর উবাচ—কোটিতন্ত্রেষু গোপ্য হি বিজ্ঞাতিভয়মোচনী ।
 দিব্যং হি কবচং তস্তাঃ শৃণু সর্বকামদম্ ॥ ১

ভাৱা-কবচস্যাকৌড্য 'অষিষ্টিপ্ৰহ্মো ভগবতী ভাৱা দেবতা সৰ্বমহ-
সিদ্ধি-সমুদয়ে বিনিয়োগঃ ॥ ২

ওঁ প্রণবো শিরঃ পাতু ব্রহ্মরূপা মহেশ্বরী ।
হ্রীং-কারঃ পাতু ললাটে বীজরূপা মহেশ্বরী ॥ ৩
জ্রীং-কারঃ পাতু বদনে লজ্জারূপা মহেশ্বরী ।
হুং-কারঃ পাতু হৃদয়ে তারিণীশক্তিরূপধৃক্ ॥ ৪
ফট্-কারঃ পাতু সৰ্বাক্ষে সৰ্বসিদ্ধিফলপ্রদা ।
খৰ্বা মাং পাতু দেবেশী গণ্ডযুগ্মে ভয়াপহা ॥ ৫
লছোদরী সদা স্কন্ধযুগ্মে পাতু মহেশ্বরী ।
ব্যাহ্রচর্মাবৃতকটী পাতু দেবী শিবপ্রিয়া ॥ ৬
পীনোন্নতস্তনী পাতু পার্শ্বযুগ্মে মহেশ্বরী ।
রক্তযত্নলনেত্রা চ কটিদেশে সদাবতু ॥ ৭
ললজ্জিহ্বা সদা পাতু নাভৌ মাং ভুবনেশ্বরী ।
করালাস্যা সদা পাতু লিঙ্গে দেবী হরপ্রিয়া ॥ ৮
পিশাংগৈক-জটী পাতু জজ্জ্বায়াং বিশ্বনাশিনী ।
প্রেত-খৰ্পর-ধরা পাতু জাহ্নুচক্রে মহেশ্বরী ॥ ৯
নীলবর্ণা সদা পাতু জাহ্নুনী সৰ্বদা মম ।
নাগকুণ্ডধরা দেবী পাতু পাদযুগ্মে তথা ।
নাগহার-ধরা দেবী সৰ্বাক্ষং পাতু সৰ্বদা ॥ ১০
নাগাজদ-ধরা দেবী পাতু প্রান্তরদেশতঃ ।
চতুর্ভূজা সদা পাতু গমনে শত্রুনাশিনী ॥ ১১
খড়্গাহস্তা সদাদেবী পাতু মাং বিজয়প্রদা ।
নীলাম্বর-ধরা দেবী পাতু মাং বিশ্বনাশিনী ॥ ১২
কত্রীহস্তা সদা পাতু বিবাদে শত্রুমধ্যতঃ ।
ব্রহ্মরূপধরা দেবী সংগ্রামে পাতু সৰ্বদা ॥ ১৩
নাগকঙ্কণ-ধরা দেবী ভোজনে পাতু সৰ্বদা ।
শবকর্ণা মহাদেবী শয়নে পাতু সৰ্বদা ॥ ১৪
বীরাসন-ধরা দেবী নিজায়াং পাতু সৰ্বদা ।

যতুর্বাণধরা দেবী পাতু মাং বিরসংকুলে ॥ ১৫
 নাগাক্তিকটী পাতু দেবী মাং সর্বকর্মসু ।
 ছিন্নমুণ্ডধরা দেবী কাননে পাতু সর্বদা ॥ ১৬
 চিতামধ্যস্থিতা দেবী মারণে পাতু সর্বদা ।
 ঘীপিচর্মধরা দেবী পুত্রদার-ধনাদিষু ॥ ১৭
 অলঙ্কারাঘিতা দেবী পাতু মাং হরবল্লভা ।
 রক্ত রক্ত নদীকুঞ্জে হুং হুং ফট্-সমস্থিতা ॥ ১৮
 বীজরূপা মহাদেবী পবতে পাতু সর্বদা ।
 মণিধরিবজ্রিণি দেবি মহাপ্রতিসরে তথা ॥ ১৯
 রক্ত রক্ত সদা হুং হুং ওঁ হ্রীং স্বাহা মহেশ্বরী ।
 পুষ্পকেতু রাজার্কিতে কাননে পাতু সর্বদা ॥ ২০
 ওঁ হ্রীং বজ্রপুষ্পে হুং ফট্ প্রান্তরে সর্বকামদা ।
 ওঁ পুষ্পে পুষ্পে মহাপুষ্পে পাতু পুত্রান্ মহেশ্বরী ॥ ২১
 হুং স্বাহা শক্তিসংযুক্তা দারান্ রক্ষতু সর্বদা ।
 ওঁ আং হুং ফট্ স্বাহা মহেশানী পাতু দ্যুতে হরপ্রিয়া ॥ ২২
 ওঁ হ্রীং সর্ববিঘ্নেৎসারিণী দেবী বিঘ্নান্মাং সর্বদাবতু ।
 ওঁ পবিত্রবজ্রভূমে হুং ফট্ স্বাহা-সমস্থিতা ॥ ২৩
 পৃথিব্যাং পাতু মাং দেবী সর্ববিঘ্নবিনাশিনী ।
 ওঁ আঃ সুরেথে বজ্ররেথে হুং ফট্ স্বাহা-সমস্থিতা ॥ ২৪
 পাতালে পাতু মাং দেবী নাগিনী নাম সংজ্ঞিকা ।
 হ্রীংকারী পাতু মাং পূর্বে শক্তিরূপা মহেশ্বরী ॥ ২৫
 জ্রীংকারী দক্ষিণে পাতু বধুরূপা মহেশ্বরী ।
 হুং স্বরূপা মহা দেবী পাতু মাং ক্রোধরূপিণী ॥ ২৬
 ফ-স্বরূপা মহামায়া পশ্চিমে পাতু সর্বদা ।
 উত্তরে পাতু মাং দেবী ট্-স্বরূপা হরপ্রিয়া ॥ ২৭
 মধ্য মাং পাতু দেবেশী হুং স্বরূপা নগাজ্জা ।
 হ্রিতা পাতু মাং দেবী সর্ববিঘ্নবিনাশিনী ॥ ২৮
 নীলবর্ণা সদা পাতু সর্বত্র বাগ্ভবী সদা ।

ভবানী পাতু ভবনে সর্বৈৰ্ঘ্যাশ্রয়ানী ॥ ২৯
 বিজ্ঞানানন্তা দেবী পাতু বজ্রে, নরনরতী ।
 শাস্ত্রে বাদে চ সংগ্রামে জলে চ বিষমে গিরৌ ॥ ৩০
 ভীমরূপা সদা পাতু শ্মশানে ভয়নাশিনী ।
 ভূতপ্রেতালয়ে ঘোরে দ্বর্গা মাং ভীষণাহবতু ॥ ৩১
 পাতু নিত্যং মহেশানী সর্বত্র শিবদুতিকা ।
 কবচস্ত চ মাহাত্ম্যং নাহং বর্ষশতৈরপি ।
 শঙ্কোমি কথিতুং দেবি ! ভবেত্তস্ত ফলঞ্চ যৎ ॥ ৩২
 পুত্রদারেষু বন্ধুনাং সর্বদেশে চ সর্বদা ।
 ন বিচ্যতে ভয়ং তস্ত নৃপপূজ্যো ভবেচ্চ সঃ ॥ ৩৩
 শুচিভূত্বাহ শুচির্বাপি কবচং সর্বকামদম্ ।
 প্রপঠন্ বা স্মরন্ মর্ত্যো দুঃখ শোকবিবর্জিতঃ ॥ ৩৪
 সর্বশাস্ত্রে মহেশানি কবিরাহি ভবতি ধ্রুবম্ ।
 সর্ববাগীশ্বরো মর্ত্যো লোকবশ্যো ধনেশ্বরঃ ॥ ৩৫
 রণে দূতে বিবাদে চ জয়ন্তস্ত ভবেৎ ধ্রুবম্ ।
 পুত্রপৌত্রাষিতো মর্ত্যো বিলাসী সর্বযোষিতাম্ ॥ ৩৬
 শত্রবো দাসতাং যাস্তি সর্বেষাং বহ্নভঃ সদা ।
 গর্বো ধর্বো ভবত্যেব বাদী স্তমতি দর্শনাৎ ।
 যত্নাচ্চ বশতাং যাতি দাসান্তস্তাবনীভূজঃ ॥ ৩৭
 প্রসঙ্গাৎ কথিতং সর্বং কবচং সর্বকামদম্
 প্রপঠন্ বা স্মরন্ মর্ত্যো শাপাছুগ্রহণক্ষমঃ ॥ ৩৮
 আনন্দবৃন্দসিদ্ধি নামধিপঃ কবিরাদ্ ভবেৎ ।
 সর্ববাগীশ্বরো মর্ত্যো লোকবশ্যঃ সদা সুখী ॥ ৩৯
 গুরোঃ প্রসাদমাসাচ্চ বিজ্ঞাং প্রাপ্য সুগোপিতাম্ ।
 তত্রাপি কবচং দেবি ! হর্ষভং ভুবনত্রয়ে ॥ ৪০
 গুরুদেবো হরঃ সাক্ষাৎ পত্নী তস্ত হরপ্রিয়া ।
 অভেদেন যজেদ্ যন্ত তস্ত সিদ্ধিরদূরতঃ ॥ ৪১
 মন্ত্রাচারা মহেশানি ! কথিতাঃ পূর্বতঃ প্রিয়ে ! ।

নাভৌ জ্যোতিস্তথা বক্তুং হৃদয়ে পরিচিস্তয়েৎ ॥ ৪২
 ঐশ্বর্যং শ্রুতবিত্তঞ্চ মহাবাগীশ্বরো নরঃ ।
 নিত্যং তস্য মহেশানি ! মহিলা-সঙ্গমং চরেৎ ॥ ৪৩
 পঞ্চাচাররতো মর্ত্যঃ সিদ্ধো ভবতি নান্যথা ।
 শক্তিবুক্তো ভবেন্মর্ত্যঃ সিদ্ধো ভবতি নান্যথা ॥ ৪৪
 ব্রহ্মা বিষ্ণুশ্চ রুদ্রশ্চ যে দেবাঃ সুরসন্তমাঃ ।
 তং দৃষ্ট্বা সাধকং দেবি ! লজ্জায়ুক্তা ভবন্তি তে ॥ ৪৫
 স্বর্গে মর্ত্যে চ পাতালে যে দেবাঃ সিদ্ধিদায়কাঃ ।
 প্রশংসন্তি সদা দেবি ! তং দৃষ্ট্বা সাধকোত্তমম্ ॥ ৪৬
 বিঘ্নাত্মকাশ্চ যে দেবাঃ স্বর্গে মর্ত্যে রসাতলে ।
 প্রশংসন্তি সদা সর্বে তং দৃষ্ট্বা সাধকোত্তমম্ ॥ ৪৭
 ইতি তে কথিতং দেবি ! ময়া সম্যক্ প্রকীৰ্ত্তিতম্ ।
 ভুক্তি-মুক্তি-করং সাক্ষাৎ কল্পবৃক্ষ-স্বরূপকম্ ॥ ৪৮
 আসাধ্যাচ্চগুরুং প্রসাত্য চ গুরুং কল্পদ্রুমালম্বনং
 মোহেনাপি মদেন বা বিরহিতো জার্ডোৰ্ন মুহত্যসৌ ।
 সিদ্ধোহসৌ ভুবি সর্বদুঃখ-বিপদাং পারং প্রয়াত্যন্তকো
 মিত্রং তস্য নৃপাশ্চ দেবি ! বিপদো নশ্যন্তি তস্মাক্ত চ ॥ ৪৯
 তদগাত্রং প্রাপ্য শস্ত্রাণি ব্রহ্মাস্ত্রাদীনি বৈ ভুবি ।
 মাল্যানি কুশুমাত্তেব ভবন্তি সুখদানি চ ॥
 তস্য গেহে স্থিরা লক্ষ্মীবাণী বক্তে বসেদ্ ধ্রুবম্ ॥ ৫০
 ইদং কবচমজ্জাত্য তারাং যো ভজতে নরঃ ।
 অগ্নায়ুর্নিধনো মূৰ্খো ভবত্যেব ন সংশয়ঃ ॥ ৫১
 লিখিত্বা ধারয়েদ্ যস্ত কণ্ঠে বা মস্তকে ভুজে ।
 তস্য সর্বার্থসিদ্ধিঃ স্যাদ্ যদ্ যদ্ মনসি বর্ত্ততে ॥ ৫২
 গোরোচনা-কুঙ্কুমে ন রক্তচন্দনকেন বা ।
 যাবকৈর্বা মহেশানি ! লিখেন্মন্ত্রং সমাহিতঃ ॥ ৫৩
 অষ্টম্যাং মঙ্গলদিনে চতুর্দশ্যামথাপি বা ।
 সন্ধ্যায়াং দেব-দেবেশি লিখেন্মন্ত্রং সমাহিতঃ ॥ ৫৪

মহায়াং শ্রাবণায়াং বা রেবত্যাং বা বিশেষতঃ ।

সিংহরাসৌ গতে চন্দ্রে কর্কটস্থে দিবাকরে ॥

মীনরাসৌ গুরৌ যাতে বৃশ্চিকস্থে শনৈশ্চরে ।

লিখিত্বা ধারয়েদ্ যন্ত উত্তরাভিমুখো ভবন্ ॥ ৫৫

শ্মশানে প্রাপ্তরে বাপি শূচ্যাগারে বিশেষতঃ ।

নিশায়াং যো লিখেন্মন্ত্রং তস্য সিদ্ধিরচঞ্চলা ॥ ৫৬

ভূৰ্জপত্রে লিখেন্মন্ত্রং গুরুণা চ মহেশ্বরী !

ধ্যান-ধারণ-যোগেন ধারয়েদ্ যন্ত ভক্তিতঃ ।

অভিচারো তস্য সিদ্ধিঃ স্থানাত্ কার্য্যা বিচারণা ॥ ৫৭

ইতি রুদ্র-জামলে উগ্রতারা-কবচং সমাপ্তম্ ॥

অথ ষোড়াকবচম্ ।

ওঁ অথ বক্ষ্যাম্যহং দেব্যাস্তারায়্যাঃ কবচং শুভম্ ।

ন সিধ্যতি বিনা যেন তারামন্ত্রঃ কদাপি হি ॥

পুরা কৈলাস-শিখরে তারাং প্রাপ্রচ্ছ শঙ্করঃ ।

গুপ্তভাবেন দেবেশি ! কথয়স্ব তু সাদরম্ ॥

কেনোপায়েন সহসা শরীরং সুদৃঢ়ং ভবেৎ ।

কথং বা সিদ্ধিরতুলা তব মন্ত্রবিদাং প্রিয়ে ! ॥

তারোবাচ—অতিগুহ্যতরং বাক্যং নিঃসৃতং বক্তৃপঙ্কজাং ।

ইদং রহস্যং পরমং কথয়ামি ত্বয়ি প্রভো ! ॥

শ্রায়তাং পরমং গুহ্যং কবচং মনুখাং স্মৃতম্ ।

মধুকৈটভয়োবুদ্ধে কথিতং পদ্মজম্বনা ॥

তৎ-প্রভাবাৎ তু দেবেশ ! স্বয়ং বিষ্ণুর্ন গচ্ছতি ।

ভবৎসু কথিতং পূর্বং তন্ন স্মরসি মায়য়া ।

উদ্ধৃতং সারভূতানাং কবচং যোগিনী-মতম্ ।

ন কস্মচিৎ প্রদাতব্যং ন প্রকাশ্যং কথঞ্চন ॥

শপথং কুরু মে দেব ! যদি স্নেহোহস্তি মাং প্রতি ।

শ্রায়তাং সাবধানেন নিখিলং সারবিগ্রহম্ ।

সত্যং সত্যং পুনঃ সত্যং সত্যমেব পুনঃ পুনঃ ॥

কবচেন বিনা দেব ! যো মামর্চয়তি ক্রণাং ।
 তমশ্চাতি মহোত্রা সা যোগিনীভিঃ স্নানিচ্চিতম্ ॥
 ত্রক্ষ-বিষ্ণু-মহেশানাং বীজং রক্ষতু মূলকম্ ।
 তদেব শক্তিবীজন্ত দ্বিজং রক্ষতু যত্নতঃ ॥
 মণিপুরং সদা পাতু বধুবীজমশেষতঃ ।
 অনাহতং কুর্চবীজং পাতু মে হৃদয়স্থিতম্ ॥
 অস্ত্রস্ত সর্বদা পাতু বিত্তকং কণ্ঠভূষণম্ ।
 শেষস্ত পাতু মে নিত্যমাজ্ঞাস্থানং দ্বিপত্রকম্ ॥
 শীর্ষং শাতু সদা তত্রা জটা পাতু সদাননম্ ।
 নীল-সরস্বতী পাতু হৃদয়ং সর্বদা পুনঃ ॥
 মূলাধারং সদা পাতু মহানীল-সরস্বতী ।
 অঙ্কোত্যঃ পাতু সর্বাঙ্গং বৃহতী পাতু ভালকম্ ॥
 উগ্রতারা দেবতা মে গহ্বরং পাতু সর্বদা ।
 চরণৌ মে সদা পাতু হুং বীজং তদশেষতঃ ॥
 স্তনদ্বয়ং তথা পাতু ফট্ শক্তিবিঘ্নঘাতিকা ।
 রসনাং মে সদা পাতু লক্ষ্মীদেবী চ শাশ্বতী ॥
 বসনস্ত্রং সদা পাতু সরস্বতী প্রযত্নতঃ ।
 রতিঃ পাতু সদা বীজং প্রীতির্মে বদনং সদা ॥
 কীর্তিঃ কীর্ত্তিং সদা পাতু শান্তিঃ শান্তিং সদাবতু ।
 পুষ্টির্মে পাতু পুষ্টিঞ্চ তুষ্টিস্তুষ্টিং সदैব হি ॥
 বৈরোচনঃ পাতু শঙ্খং শঙ্খপূর্বস্তথৈব চ ।
 পাণুরো মে সদা গণ্ডং পাতু নিত্যঞ্চ সর্বশঃ ॥
 পদ্মনাভঃ সদা পাতু নাভিং মে দশপত্রিকাম্ ।
 অসিতাভঃ পাতু লিঙ্গং নামকঃ পাতু কর্ণকম্ ॥
 সামকো মে তথা হস্তৌ পাণুরঃ পাতু কণ্ঠকম্ ।
 তারকঃ পাতু হৃদয়ং পৃষ্ঠং পদ্মাস্তকো মনঃ ।
 পার্শ্ব-দ্বন্দ্বং সদা পাতু যমাস্তক-নরাস্তকৌ ।
 চরণৌ পাতু মে নিত্যং বিদ্যাস্তক-সমাহবয়ঃ ॥

ভাবন্তে পাতু সততমষ্টাদং পরমেশ্বরী ।
 ইতীদং কথিতং দেব । কবচং মনুখাং স্মৃতম্ ॥
 প্রমাদাদ্ যদি দেবেশ ! যত্র কুত্র প্রকাশ্যতে ।
 যোগিনীভিত্তদা হস্ত স্বয়ং বধকারিণী ॥
 দত্তাচ্ছাস্তায় শিষ্যায় তত্ত্বমন্ত্রযুতায় চ ।
 গুরুভক্তিযুতায়ৈব তদা সিদ্ধিরনুত্তমা ॥
 রহস্যং কথিতং সর্বমনস্তফলদায়কম্ ।
 গোপিতব্যং ত্বয়া দেব ন প্রকাশ্যং কথঞ্চন ॥

ইতি শ্রীভারাকবচ-সমাপ্তম্

অথ মহিষমর্দিনী-স্তোত্রম্

তৈরব উবাচ—সচ্চিতে চর চণ্ডি ! চূর্ণিতহরাচার-প্রচণ্ডাসুরে !
 শৈবরং দারয় ভূরি হৃদর-দরজোহোমি-মর্মাপদঃ ।
 তেনায়ং নিরুপদ্রতো নিরুপম-শ্রীপাদপদ্মাবী
 প্রাপ্তানন্দ-রসার্ণবে মম মনোহংসশ্চিরং নন্দতু ॥ ১
 হিড়া চণ্ডি-হিরণ্য-দারণ-পটুপ্রোদ্ধাম-হস্তাঙ্গুলি-
 ক্ষায়ং-কম্ব-সুমেরু-সোদর-সটোটোপং নৃসিংহং সুরাঃ ।
 মাস্তৃং-পশুপাশ-পেষণ-পটু-শ্রীপাদসংসেবিনং
 সেবন্তে করিবৈরিণং কিমরিভিভীতিভবং-সেবিনাম্ ॥ ২
 চণ্ডি ! ত্বদ্বিষয়ান্তরাস্করপদং শ্রোত্রান্তরং চেদ্ গতং
 তত্ত্বং পুরুষপ্রকৃত্যনুগতং ব্রহ্মাদিভির্গীয়তে ।
 তস্মাদ্দেবি ! 'সমস্তদৈবতসুখ'-ধারৈক-ধামক্ষুরং-
 শ্রীমৎপাদপয়োজচূষনপরং মামগ্ৰ সংভাবয় ॥ ৩
 মন্নিদা যদি বাস্তু তে কুলপথাচারাদ্ বরং মাস্ত্ব বা
 কীর্ত্তিঃ-কেশব কোণিকার্চনচরী নৈবাস্তু মৎ-মন্নিবিঃ ।
 মার্ত্তব্রহ্ম-হরি-স্বরারি-হতভূদ্ভৈরব্যারি-সেবাম্পদ-
 শ্রীমৎপাদপয়োজ-চিস্তনবিধৌ চিত্তং সদৈবাস্তু নঃ ॥ ৪
 নির্দিষ্টোহস্মি যদি ত্বদীয়-পদযুক্ত পূর্বাপরীভাবে
 নির্দিষ্টেষু তদা অমাপি বিরলং কিংবাস্তু সিদ্ধাম্পদম্ ।

তস্মাদ্বেবি ! কৃপাভরাফিততরং শ্রীপাদপদাভয়ং
 মচ্ছিত্তেহকৃতসম্পদং প্রসরতু ক্ষেমকরি ! ক্ষম্যতাম্ ॥ ৫
 স্বাত্মানং পরিরভ্য ভূতপতিরপ্যাম্মাদমাসাদিতঃ
 স্ফারং জীবন-রক্ষণে স চ কৃতী নৈবাভবিষ্ণুং প্রভুঃ ।
 দৈবাৎ বিচ্যুত-চন্দ্রচন্দনরসপ্রাগলভ্য-গর্ভং দ্রবন্-
 মাধ্বী-পূর্ণভবৎ-পদৈককমলামোদেন নাস্বাদিতঃ ॥ ৬
 হাহা মাতরনাদি-মোহ-জলধি-ব্যাহারসিদ্ধাখিল-
 ব্রহ্মানন্দরসাভিষেকবিলসৎ স্বাস্তোদরে মাদৃশি ।
 যুস্মাকং সুরবৃন্দনির্ভরমনস্তাপাভিভূতিক্ষমঃ
 শ্রীমন্তুক্তিরসাতিহৃদ্দিন-পরীবাহঃ সদা সর্পতু ॥ ৭
 ত্বৎপাদ-সুরদং শু-জাল-জঠরাচ্ছত্ৰাং শুকোটিস্থলৎ-
 ধ্বাস্ত-স্বাস্তবিসারি-নির্মলচিদানন্দত্রয়ং দৈবতম্ ।
 সর্গং সংসৃজতি স্থিতিং বিতনুতে সৃষ্টিং পুনলুৎপতি
 প্রোদ্ভিন্নাঞ্জন-নীলনীরদমহচ্ছিত্তে সদৈবাস্ত নঃ ॥ ৮
 যা শশ্বন্মহিষচ্ছলস্ফুটমিলদগর্জদ-বিধাবৎ-
 স্থলদ্বক্তাস্তঃ-প্রসরত্বমস্তমশিরো দৈত্যং সমালম্বতে ।
 সা হুর্গাভয়হুর্গ-হুর্গতিহরা লক্ষান্তর-ত্রাসিনী
 দৃপ্যদৈবত-বৈরিদারণ-পটুর্জীয়াজ্জয়াহ্লাদিনী ॥ ৯
 নৃত্যৎ-খেটক-চামরাঞ্চল-চলচ্ছত্রোত্তখর্বাঘর-
 স্ফায়ৎ-সৈন্য-শিলীমুখোচ্ছলদনল্লাজিক্রতাত্রাযুধো ।
 ঝঙ্কাবাতবিসর্পি-নর্তিত-শিরঃ-সাটোপ-দুষ্টাসুর-
 ক্রট্যৎ-খণ্ডবিখণ্ডিতাখিল-শকুন্তলুংপিপাসোজ্জলে ! ॥ ১০
 চঞ্চৎকত্র-বিরামকালকাল-তীত্রাশ্ফালসম্পাদকো-
 ন্নাগ্ন্যাহিষ-তির্ঘ্যগানতশিরঃ শৃঙ্গাস্তুরালে স্থলে ।
 বস্বর্গৈর্বসুপত্রমধ্যকলিতৈর্বন্ধা ক্রতীর্মাতৃভিঃ
 সেব্যো চারুর্ণগাঞ্জে রণমুদা ঘূর্ণায়মানাং স্মরেৎ ॥ ১১
 উদ্ধাধঃ-ক্রম-সব্য-বামকরয়োচ্ছত্রং দরং কর্ত্তিকাং
 খেটং বাগধমুজ্জিশূলভয়হ্রস্বজাং দধানাং শিবাম্ ।

শ্রীমাং নীলঘনোচ্চ-কুন্তলচয়-প্রোন্নক-জুটাং স্বলদ-
 বীরাশ্ফাল-লসৎ করালবদনাং ঘোরাট্টহাসোদ্ভটাম্ ॥ ১২
 এবং যে তব দেবি ! মূর্ত্তিমনস্যাং ধ্যায়ন্তি হুর্গাদিভিঃ
 শক্রাদৈর্যভিপূজিতাং পরপুরস্কোভাদিকং কুর্বতে ।
 রাজ্যং শক্রজয়ঃ সদর্থধীষণা-কাব্যামৃতাদর্শন-
 স্তম্ভোচ্চাটন-মারগাদি-কৃতিনাং তেষাং স্বয়ং জায়তে ॥ ১৩
 স্তোত্রং তে চরণারবিন্দযুগলধ্যানাবধানম্বয়া
 মন্ত্রোদ্ধার-কুলোপচার-চরিতং গূঢ়োপদিষ্টং যদি ।
 যে শৃণুস্তি পঠন্তি দেবি ! তরসা শ্রীমোক্ককামাদয়-
 স্তেমাং হস্তগতা ভবন্তি জগতাং মাতর্নমস্তে জয় ॥ ১৪
 ইতি কুলচূড়ামণৌ মহিষমর্দিনীস্তোত্রং সমাপ্তম্ ॥

অথ মহিষমর্দিনী-কবচম্

ঈশ্বর উবাচ—অথ বক্ষ্যে মহেশানি ! কবচং সর্বকামদম্ ।

যস্য প্রসাদমাসাচ্চ ভবেৎ সাক্ষাৎ সদাশিবঃ ॥ ১

ওঁকারং পূর্বমুচ্চার্য মন্ত্রী মন্ত্রস্য সিদ্ধয়ে ।

প্রপঠেৎ কবচং নিত্যং মন্ত্রবর্ণস্য সিদ্ধয়ে ॥ ২

মহিষমর্দিন্যা কবচস্য ভগবান্ মহাকাল ঋষিরনুষ্টপছন্দঃ আত্মাশক্তি-
 দেবতা চতুর্বর্গফল-প্রাপ্তয়ে বিনিয়োগঃ ॥ ৩

হ্রীং পাতু মন্ত্ৰকে দেবী কামিনী কামদায়িনী ।

মকারঃ পাতু মাং দেবী চক্ষুর্মুখে মহেশ্বরী ॥ ৪

হিকারঃ পাতু বদনং হিঙ্গলাশুর-নায়িকা ।

ষকার পাতু মাং শ্বেতা জিহ্বায়াঞ্চাপরাজিতা ॥ ৫

মকারঃ পাতু মাং দেবী মর্দিনী সুরনায়িকা ।

র্দিকারঃ পাতু মাং দেবী সাবিত্রী কলিনাশিনী ॥ ৬

নিকারঃ পাতু মাং নিত্যা হৃদয়ে বাহুপার্শ্বয়োঃ ।

নাভৌ লিঙ্গে শুদে কণ্ঠে কর্ণয়োঃ পৃষ্ঠকে তথা ।

শিখায়াং কবচে পাদে মুখে জজ্ঞাযুগে তথা ॥ ৭

সর্বাঙ্গে পাতু মাং স্বাহা সর্বশক্তি-সমম্বিতা ।

কামাখ্যা পাতু মাং স্বাহা সর্বাঙ্গে মদ্দিনী শিরঃ ॥ ৮
 দশাকরী মহাবিভা সর্বাঙ্গে পাতু মদ্দিনী ।
 মদ্দিনী পাতু সততং মদ্দিনী রক্ষয়েৎ সদা ॥ ৯
 রাজস্থানে তথা দুর্গে সিংহ-ব্যাঘ্র-ভয়াদিষু ।
 শ্মশানে প্রাস্তরে দুর্গে নৌকায়াং বহুমধ্যতঃ ।
 মদ্দিনী পাতু সততং মদ্দিনী রক্ষয়েৎ সদা ॥ ১০
 দুর্গা পাতু সদা দেবী আৰ্য্য পাতু সদা মম ।
 প্রভা পাতু মহেশানী কনকা সর্বদাবতু ॥ ১১
 কৃত্তিকা পাতু সততং অভয়া সর্বদাবতু ।
 প্রভা পাতু মহামায়া মায়া পাতু সদা মম ॥ ১২
 প্রভা পাতু মহেশানী বিমলা পাতু সর্বদা ।
 নন্দিনী পাতু সততং সুপ্রভা সর্বদাবতু ॥ ১৩
 বিজয়া পাতু সর্বত্র দেব্যঙ্গে নবশক্তয়ঃ ।
 শক্তয়ঃ পাতু সততং যুদ্রাঃ পাতু সদা মম ॥ ১৪
 জয়া পাতু সদা সূক্ষ্মা বিশুদ্ধা পাতু সর্বদা ।
 জয় দুর্গা সদা পাতু মদ্দিনী রক্ষয়েৎ সদা ।
 যোগিন্যঃ পাতু সততং খেচর্য্যঃ পাতু সর্বদা ॥ ১৫
 ডাকিন্যঃ পাতু সততং সিদ্ধাঃ পাতু সদা মম ।
 সর্বত্র সর্বদা পাতু দেবী মহিষ-মদ্দিনী ॥ ১৬
 ইতি তে কথিতং দিব্যং কবচং সর্বকামদম্ ।
 যত্র তত্র ন বক্তব্যং গোপিতব্যং প্রযত্নতঃ ॥ ১৭
 গোপিতং সর্বতন্মেষু বিশ্বসারে প্রকাশিতম্ ।
 সর্বত্র শুলভা বিভা কবচং ছল'ভং মহৎ ॥ ১৮
 শঠায় ভক্তিহীনায় নিন্দকায় মহেশ্বরী ! ।
 ন্যূনাক্ষে চাতিরিক্তাক্ষে ক্রুরে মিথ্যাভিভাষিণে ।
 ন স্তবং দর্শয়েদ্বিব্যং কবচং সুরছল'ভম্ ॥ ১৯
 যত্র তত্র ন বক্তব্যং শঙ্করেণ চ ভাষিতম্ ।
 দত্তা তেভ্যো মহেশানি নশস্তি সিদ্ধয়ঃ ক্রমাৎ ॥ ২০

মন্ত্রাঃ পরানুখা যান্তি শাপং নম্রা সুদারুণম্ ।
 অশুভঞ্চ ভবেৎ তস্মৈ তস্মাদ্ যত্নেন গোপয়েৎ ॥ ২১
 গোরোচনা-কুকুমেন ভূর্জপত্রে মহেশ্বরী ! ।
 লিখিত্বা শুভযোগে চ ব্রহ্মেন্দ্রে বৈধৃতৌ তথা ॥ ২২
 আয়ুৰ্হা-সিদ্ধিযোগে বা ববে বা কৌলবে তথা ।
 বনিক্রে শ্রবণায়াঞ্চ রেবত্যাং বা পুনর্বসৌ ॥ ২৩
 উত্তরা-ত্রয়যোগে হি তথা পূৰ্বা-ত্রয়েষু চ ।
 অশ্বিন্যাং বা রোহিণ্যাং বা তৃতীয়া-নবমী-তিথৌ ॥ ২৪
 অষ্টম্যাং বা চতুর্দশ্যাং ষষ্ঠ্যাং বা পঞ্চমী-তিথৌ ।
 কুর্হ্যাং বা পূর্ণিমায়াং বা নিশায়াং প্রাস্তুরে তথা ॥ ২৫
 একলিঙ্গে শ্মশানে চ শূন্যাগারে শিবালয়ে ।
 গুরুণা বৈষ্ণবৈবর্পি স্বয়মুকুস্মৈস্তথা ॥ ২৬
 শুক্লৈবর্পি রক্তকুস্মৈশ্চন্দনৈ রক্তসংযুতৈঃ ।
 শবাক্ষারৈশ্চিত্তাবস্ত্রে লিখিত্বা ধারয়েৎ পুনঃ ।
 তস্মৈ সৰ্বার্থসিদ্ধিঃ স্ত্যং শঙ্করেণ চ ভাষিতম্ ॥ ২৭
 কুমারীং পূজয়িত্বা চ দেবীমুক্তং নিবেদ্য চ ।
 পঠিত্বা ভোজয়েদ্বিপ্রান্ প্রবরান্ বেদপারগান্ ॥ ২৮
 আখটকমুপাখ্যানং কুর্য্যাক্ষৈব দিনত্রয়ম্ ।
 তদা ধরেন্নহারক্ষাং কবচং সৰ্বকামদম্ ॥ ২৯
 নাথয়ো ব্যাধয়ন্তস্মৈ হুঃখ-শোক-ভয়ং কচিৎ ।
 বাদী যুকো ভবেদ্ দৃষ্ট্বা রাজা চ সেবকায়তে ॥ ৩০
 মাসমেকং পঠেদ্ যস্ত প্রত্যহং নিয়তঃ শুচিঃ ।
 দিবা ভবেৎকবিষ্ণুশী রাত্ৰৌ শক্তিপরায়ণঃ ।
 ষট্ সহস্র-প্রমাণেন প্রত্যহং প্রজপেৎ সদা ।
 যগ্মাসৈবর্পি ত্রিভির্মাসৈঃ খেচরো ভবতি ধ্রুবম্ ॥ ৩১
 অপুত্রো লভতে পুত্রমধনো ধনভাগ্ ভবেৎ ।
 অরোগী বলবাংশৈচব রাজা চ দাসতামিয়াৎ ॥ ৩২
 রক্তশলা-ভগে নিত্যং জপেদ্বিত্যং বিধানতঃ ।

য এবং কুরুতে ধীমান্ স এব ত্রীসদাশিবঃ ॥ ৩৪

ইতি বিশ্বসারতন্ত্রে মহিষমর্দিনী-কবচং সমাপ্তম্ ।

অথ ভৈরবীস্তোত্রম্

স্তুত্যানয়া ত্বাং ত্রিপুৰে ! স্তোত্ৰেহভীষ্টকলাপ্তয়ে ।

যয়া ব্রজন্তি তাং লক্ষ্মীং মহুজাঃ সুরপূজিতাম্ ।

ব্রহ্মাদয়ঃ স্তুতিশতৈরপি স্মারুপাং জানন্তি নৈব জগদাদিমনাদিমূর্ত্তিম্ ।

তস্মাদয়ং কুচনতাং নব কুঙ্কুমাভাং সূলাং স্তমঃ সকলবাঙ্ ময়-মাতৃভূতাম্ ॥ ২

সত্তাঃ-সমুচ্চত-সহস্রদিবাকরাভাং বিভ্রাক্ষসূত্র-বরদাভয়চিহ্ন-হস্তাম্ ।

নেত্রোৎপলৈস্ত্রিভিরলঙ্কৃত-বস্ত্র-পদ্মাং ত্বাং তার-হার-রুচিরাং ত্রিপুৰে ভজ্যামঃ ॥ ৩

সিন্দূর-পূর-রুচিরং কুচভারনম্রং জন্মান্তরেষু কৃতপুণ্যফলৈকগম্যাম্ ।

অশ্লোচ্চ-ভেদকলহা কুলমানসাস্তে । জানন্তি কিং জড়ধিয়ন্তব রূপমশ্ব ॥ ৪

সূলাং বদন্তি মুনয়ঃ শ্রুতয়ো গুণন্তি স্মারুপাং বদন্তি বচসামধিবাসমন্তে ।

ত্বাং মূলমাহরপরে জগতাং ভবানি মন্ত্যামহে বয়মপার-কৃপাস্বরাশিম্ ॥ ৫

চন্দ্রাবতংস-কলিতাং শরদিন্দুশুভ্রাং পঞ্চাশদক্ষরময়ীং হৃদি ভাবয়ন্তি ।

ত্বাং পুস্তকং জপবটীমমৃতাত্য-কুন্তং ব্যাখ্যাক্ষ হস্তকমলৈর্দধতীং ত্রিনেত্রাম্ ॥ ৬

শঙ্কৃতমদ্রিতনয়াকলিতাঙ্ক-ভাগো বিষ্ণুত্বমশ্বকমলাপরিবন্ধ-দেহঃ ।

পদ্মোত্তবস্ত্রমসি বাগদিবাসভূমিস্তেবাং ক্রিয়াশ্চ জগতি ত্রিপুৰে ত্বমেব ॥ ৭

আশ্রিত্য বাগ্ভব-ভবীংশ্চতুরঃ পরাদীন-ভাবান্ পদেষু বিহিতান্ সমুদীরয়ন্তীম্ ।

কণাদিভিঃ করণৈঃ পরদেবতাং ত্বাম্ । সচ্চিন্ময়ীং হৃদি কদাপি ন বিস্মরামি । ৮

আকৃক্য বায়ুমবজিত্য চ বৈরিষটক-মালোক্য নিশ্চলধিয়া নিজ-নাসিকাগ্রম্ ।

ধ্যায়ন্তি মুগ্ধি কলিতেন্দুকলাবতংসং তদ্রূপমশ্ব ! কুতিনস্তরুণার্কমিত্রম্ ॥ ৯

ত্বাং প্রাপ্য মন্থধরিপোবপূরঙ্কভাগং সৃষ্টিং করোসি জগতামিতি বেদবাদঃ ।

সত্যং তদদ্রিতনয়ে ! জগদেকমাতনোচেদশেষজগতঃ স্থিতিরেব ন স্যাৎ ॥ ১০

পূজাং বিধায় কুসুমৈঃ সুরপাদপানাং পীঠে তবাস্ব কনকাচল-গহবরেষু ।

গায়ন্তি সিদ্ধবনিতাঃ সহ কিমরীভিরাশ্বাদিতাসব-রসারুণনেত্র-পদ্মাঃ ॥ ১১

বিদ্যাদ্বিলাসবপুষঃ শ্রিয়মুদ্বহন্তীং যান্তীং স্ববাস-ভবনাচ্ছিব-রাজধানীম্ ।

সৌম্নবহ্ন-কমলানি বিকাশয়ন্তীং দেবীং ভজে হৃদি পরামৃতষিক্ত-গাত্রীম্ ॥ ১২

আনন্দজন্ম-ভবনং ভবনং শ্রুতীনাং চৈতন্যমাত্রতনুমশ্ব ! তবাস্রয়ামি ।

ব্রহ্মেশবিষ্ণুভিরূপাসিত-পাদপদ্মাং নৌভাগজ্ঞান-বসতিং ত্রিপুরে যথাবৎ ॥ ১৩
 শঙ্কার্থ-ভাবি ভুবনং সৃজতীন্দুরূপা যা তদ্বিভক্তি পুনরর্কতনু-স্বশক্ত্যা ।
 বহুয়াত্মিকা হরতি তৎ সকলং যুগান্তে তাং সারদাং মনসি জাতু ন বিস্ময়ামি ॥ ১৪
 নারায়ণীতি নরকার্ণব-তারিণীতি গৌরীতি খেদ-শমনীতি সরস্বতীতি ।
 জ্ঞানপ্রদেতি নয়নত্রয়ভূষিতেতি হামজিরাজ-তনয়ে বহুধা ভজন্তি ॥ ১৫

যে জীবন্তি জগন্মাতঃ শ্লোকৈর্দ্বাদশভিঃ ক্রমাৎ ।

হামস্ব প্রাপ্য বাক্‌সিদ্ধিং প্রাপ্নুযুস্তে পরাং গতিম্ ॥ ১৬

ইতি ভৈরবীতন্ত্রে ভৈরবী-স্তবরাজঃ সমাপ্তঃ

অথ ভৈরবী-কবচম্

দেবুবাচ— ভৈরব্যাঃ সকলা বিদ্যাঃ শ্রুতাশ্চাধিগতা ময়া ।

সাম্প্রতং শ্রোতুমিচ্ছামি কবচং যৎ পুরোদিতম্ ॥ ১

ত্রৈলোক্য-বিজয়ং নাম শস্ত্রাস্ত্রবিনিবারকম্ ।

ত্বন্তঃ পরতরো নাথ ! কঃ কুপাং কর্তুমর্হতি ॥ ২

ঈশ্বর উবাচ— শৃণু পার্বতি বক্ষ্যামি সুন্দরি প্রাণবল্লভে ! ।

ত্রৈলোক্য-বিজয়ং নাম কবচং মন্ত্রবিগ্রহম্ ।

পঠিত্বা ধারয়িত্বৈদং ত্রৈলোক্য-বিজয়ী ভবেৎ ॥ ৩

জঘান সকলান্ দৈত্যান্ যুদ্ধত্বা মধুসূদনঃ ।

ব্রহ্মা সৃষ্টিং বিতনুতে যদ্ধত্বাভীষ্টদায়কম্ ॥ ৪

ধনাধিপঃ কুবেরোহপি বাসবস্ত্রিদশেশ্বরঃ ।

যস্য প্রসাদাদীশোহহং ত্রৈলোক্য-বিজয়ী বিভূঃ ॥ ৫

ন দেয়ং পরশিষ্যেভ্যোহসাধকেভ্যঃ কদাচন ।

পুত্রৈভ্যঃ কিমুতাগ্রেভ্যো দত্তা মৃত্যুমবাপ্নুয়াৎ ॥ ৬

ভৈরব্যাঃ কবচস্য ঋষির্দক্ষিণামূর্ত্তিরেব চ ।

বিরাট্‌ছন্দো জগদ্ধাত্রী দেবতা বালভৈরবী ।

ধর্মার্থকামমোক্ষেষু বিনিয়োগঃ প্রকীর্ত্তিতঃ ॥ ৭

অধরো বিন্দুমানাত্তঃ কামঃ শত্রুশীঘ্রতঃ ।

ভৃগুর্মহুশ্বর-যুতঃ সর্গী বীজত্রয়াত্মিকা ।

বালৈষা মে শিরঃ পাতু বিন্দুনাদযুতাপি সা ॥ ৮

ভালং পাতু কুমারী সা সর্গহীনা কুমারিকা ।
 দৃশ্যো পাতু চ বাগ্বীজং কণ্ঠযুগ্মং সদাবতু ॥ ৯
 কামবীজং সদা পাতু ভ্রাণযুগ্মং সদাবতু ।
 সরস্বতী-প্রদা বাল্য জিহ্বাং পাতু শুচিপ্রভা ॥ ১০
 হসৈং কণ্ঠং হসকলরীং ঋদ্ধং পাতু হসৌর্ভুজৌ ।
 পঞ্চমৌ ভৈরবী পাতু করৌ হসূরৈং সদাবতু ॥ ১১
 হৃদয়ং হসকলরীং বন্ধঃ পাতু হসরৌঃ স্তনৌ ।
 পাতু মাং ভৈরবী দেবী চৈতন্যরূপিণী মম ॥ ১২
 হস্রৈং পাতু সদা পার্শ্বযুগ্মং হসকলরীং সদা ।
 কৃষ্ণিং পাতু হসৌর্মধ্যং ভৈরবী ভুবি ছল'ভা ॥ ১৩
 ঐং ঐং ঐং মে মধ্যদেশং বীজবিভা সদাবতু ।
 হসৈং পৃষ্ঠং সদা পাতু নাভিঃ হসকলরীং সদা ॥ ১৪
 পাতু হসৌঃ কটিদেশং ষট্'কুটা ভৈরবী মম ।
 হসরৈং সন্ধিনি পাতু হসকলরীং সদাবতু ॥ ১৫
 গুহ্যদেশং হেসাঃ পাতু জানুনী ভৈরবী মম ।
 সম্প্রংপ্রদা সদা পাতু হসৈং জঙ্ঘে হসরীং পদম্ ॥ ১৬
 পাতু হসৌঃ সর্বদেহং ভৈরবী সর্বদাবতু ।
 হসৈং শ্রামবতু প্রাচ্যাং হসকলরীং পাবকেহবতু ॥ ১৭
 হসৌঃ মে দক্ষিণে পাতু ভৈরবী-চক্রসংস্থিতা ।
 হ্রীং ক্রীং ব্লুং মাং সদা পাতু নৈঋত্যাং চক্রভৈরবী ॥ ১৮
 হসৈং হসকলহ্রীং হসরৌঃ পশ্চিমে পাতু ভৈরবী ।
 ক্রীংক্রীংক্রীং পাতু বায়ব্যে হুং হুং পাতু সদোত্তরে ॥ ১৯
 হ্রীং হ্রীং পাতু সর্দৈশাণ্ডে দক্ষিণে কালিকেহবতু ।
 উর্দ্ধং প্রাগুক্ত-বীজানি রক্ষন্তু মামধঃস্থলে ॥ ২০
 দিগ্ধিদিক্ষু স্বাহা পাতু কালিকা খড়্গধারিণী ।
 ঔ হ্রীং ক্রীং হুং ফট্' সা তারা সর্বত্র মাং সদাবতু ॥ ২১
 সংগ্রামে কাননে দুর্গে তোয়ে তরঙ্গ ছন্তরে ।
 খড়্গ-কর্ত্তী ধরা সোগ্রা সদা মাং পরিরক্ষতু ॥ ২২

ইতি তে কথিতং দেবি সারাং সারতরং মহৎ ।

ত্রৈলোক্য-বিজয়ং নাম কবচং পরমাত্মতম ॥ ২৩

যঃ পঠেৎ প্রযতো ভূত পূজায়াঃ ফলমাপ্নুয়াৎ ।

স্বর্গামুদ্রয় ভবনে লক্ষ্মীবাণী বসেৎ ততঃ ॥ ২৪

যঃ শক্রভীতো রণকাতরো বা ভীতো বনে বা সলিলাগয়ে বা ।

বাদে সভায়াং প্রতিবাদিনো বা রাজ্ঞঃ প্রকোপাৎ গ্রহসঙ্কলান্বিত ॥ ২৫

প্রচণ্ডবাতাচ্ছমনাচ্চ ভীতো গুরোঃ প্রকোপাদপি কুচ্ছসাধ্যাৎ ।

অভ্যর্চ্য দেবীং প্রপঠেৎ ত্রিস্রাক্ষং স স্তান্মহেশ-প্রতিমো জয়ী চ ॥ ২৬

ত্রৈলোক্য বিজয়ং নাম কবচং মনুখোদিতম্ ।

বিলিখ্য ভূর্জে গুলিকাং স্বর্ণস্থাং ধারয়েদ্ যদি ।

কণ্ঠে বা দক্ষিণে বাহৌ ত্রৈলোক্য-বিজয়ী ভবেৎ ॥ ২৭

তংগাত্রং প্রাপ্য শস্ত্রাণি ভবন্তি কুশুমনি চ ।

লক্ষ্মীঃ সরস্বতী তস্মৈ নিবসেদ্ ভবনে সুখে ॥ ২৮

এতৎ কবচমজ্ঞাত্বা যো জপেৎ ভৈরবীং পরাম্ ।

বালাং বা প্রজপেদ্বিছাং দরিদ্রো মৃত্যুমাপ্নুয়াৎ ॥ ২৯

ইতি রুদ্রজামলে দেবীশ্বরসংবাদে ত্রৈলোক্যবিজয়ং নাম

ভৈরবীকবচং সমাপ্তম্ ।

কালীস্তবঃ

শ্রীমহাকাল উবাচ—কপূরং মধ্যমাস্ত্র্য-স্বরপরিহিতং সেন্দুবামাক্ষি-যুক্তং

বীজস্তে মাতরেতল্লিপূরহরবধু ত্রিঃকৃতং যে জপন্তি ।

তেষাং গত্যনি পত্যনি চ মুখকুহরাছল্লসন্ত্যেব বাচঃ

স্বচ্ছন্দং ধ্যান্তুধারা-ধর-রুচি-রুচিরে সর্বসিদ্ধিং গতানাম্ ॥ ১

ঈশানঃ সেন্দুবাম-শ্রবণপরিগতো বীজমগ্ন্যহেশি !

বন্দ্যস্তে মন্দচেতা যদি জপতি জনো বারমেকং কদাচিৎ ।

জিত্বা বাচামধীশং ধনদমপি চিরং মোহয়ন্নমুজাক্ষী-

বৃন্দং চন্দ্রাঙ্কচূড়ে প্রভবতি স মহাঘোরবাণাবতংসে ॥ ২

ঈশো বৈশ্বানরস্থঃ শশবরবিলসদ্বামনেত্রৈশ যুক্তো

বীজস্তে দ্বন্দ্বমগ্ন্যদ্বিগলিত-চিকুরে কালিকে যে জপন্তি ।

যেষ্টারং স্তি তে চ ত্রিভুবনমপি তে বশ্যভাবঃ নয়ন্তি
 নৃক-বন্দ্যাস্থারা-বয়ধরবদনে দক্ষিণে কালিকেতি ॥ ৩
 উর্ধ্বে বামে কৃপাণঃ করকমল-তলে ছিন্নমুণ্ডঃ তথাঃ
 সর্বো চাভীর্বরঞ্চ ত্রিজগদঘহরে দক্ষিণে কালিকে চ ।
 জ্ঞপ্তৌ তন্মাম যে বা তব মনু-বিভবং ভাবয়ন্ত্যেতদস্ব !
 তেষামষ্টৌ করস্থাঃ প্রকটিত-বদনে সিদ্ধয়ন্ত্যাস্বকস্ম ॥ ৪
 বর্গাণ্ডং বহিসংস্থং বিধুরতিবলিতং তত্রয়ং কূর্চযুগ্মং
 লজ্জাদম্বঞ্চ পশ্চাৎ স্মিতমুখি ! তদধষ্ঠদ্বয়ং যোজয়িত্বা ।
 মাতর্ষে যে জপন্তি স্মরহর-মহিলে ! ভাবয়ন্তঃ স্বরূপং
 তে লক্ষ্মী-লাগ্ন-লীলা কমলদলদূষঃ কামরূপা ভবন্তি ॥ ৫
 প্রত্যেকং বা ত্রয়ং বা দ্বয়মপি চ পরং বীজমত্যন্তগুহ্যং
 তন্মাম্রা যোজয়িত্বা সকলমপি সদা ভাবয়ন্ত্যে জপন্তি ।
 তেষাং নেত্রারবিন্দে বিহরতি কমলা বক্তৃ-শুভ্রাংশুবিষে !
 বাগ্‌দেবী দেবি ! মুণ্ডপ্রগতিশয়লসৎ-কঙ্কি-পীন-স্তনাভ্যে ॥ ৬
 গত্যাসূনাং বাহুপ্রকরকৃতকাঞ্চী-পরিলসন্
 নিতিস্বাং দিগন্তাং ত্রিভুবন-বিধাত্রীং ত্রিনয়নাম ।
 শ্মশানস্থে তল্লে শবহৃদি মহাকাল-স্মরত-
 প্রসক্তাং ত্বাং ধ্যায়ন্ জননি জড়চেতা অপি কবিঃ ॥ ৭
 শিবাভির্ঘোরাভিঃ শবনিবহ-মুণ্ডাস্থি-নিকরৈঃ
 পরং সঙ্কীর্ণায়াং প্রকটিত-চিতায়াং হরবধূম্ ।
 প্রবিষ্টাং সস্তুষ্টামুপরিস্মরতেনাতিষুবতীং
 সদা ত্বাং ধ্যায়ন্তি কচিদপি ন তেষাং পরিভবঃ ॥ ৮
 বদামস্তে কিং বা জননি ! বয়মুচ্চৈর্জড়ধিয়ো
 ন ধাতা নাপীশো হরিরপি ন তে বেত্তি পরমম্ ।
 তথাপি হৃদ্যক্তির্মুখরয়তি চাস্মাকমসিতে !
 তদেতৎ কন্তুবাং ন খলু পশুরোষঃ সমুচিতঃ ॥ ৯
 সমস্তাদাপীন-স্তন-জঘন-ধৃগ্-যৌবনবতী-
 রতাসন্তো নক্তং যদি জপতি ভক্তশুব মনুম্ ।

বিবাসাশ্রয়ং ধ্যায়ন্ গলিতচিকুরস্তস্ত বশগাঃ
 সমস্তাঃ সিকৌশা ভুবি চিরতরং জীবতি কবিঃ ॥ ১০
 সমাঃ সুস্থীভূতাং জপতি বিপরীতাং যদি সদা
 বিচিন্ত্য ত্বাং ধ্যায়ন্তিশয়-মহাকাল-সুরতাম্ ।
 তদা তস্তা কোণী-তল-বিহরমাণস্তা বিহ্বলঃ ।
 করাস্তোজ্ঞে বশ্যা হরবধু মহাসিদ্ধি-নিবহাঃ ॥ ১১
 প্রমূতে সংসারং জননি । জগতীং পালয়তি চ
 সমস্তং ক্ষিত্যাঙ্গি প্রলয়-সময়ে সংহরতি চ ।
 অতস্ত্বং ধাতাপি ত্রিভুবনপতিঃ ত্রীপতিরপি
 মহেশোহপি প্রায়ঃ সকলমপি কিং শ্রোমি ভবতীম্ ॥ ১২
 অনেকে সেবন্তে ভবদধিক-গীর্বাণ-নিবহান্
 বিমূঢ়ান্তে মাতঃ কিমপি ন হি জ্ঞানস্তি পরমম্ ।
 সমারাধ্যামাছাং হরি-হর-বিরিঞ্চ্যাদিবিবুধৈঃ ।
 প্রপন্নোহস্মি শৈশ্বরং রতিরস-মহানন্দ-নিরতাম্ ॥ ১৩
 ধরিত্রী কীলালং শুচিরপি সমীরোহপি গগনং
 ত্বমেকা কল্যাণী গিরীশরমণী কালি সকলম্ ।
 স্তুতিঃ কা তে নাভিস্তব করুণয়া মামগতিকং
 প্রসন্না ত্বং ভূয়া ভবমহু ন ভূয়ান্নমজ্জতুঃ ॥ ১৪
 শ্মশানস্থঃ সুস্থো গলিত-চিকুরো দিক্-পটধরঃ
 সহস্রস্বর্কাণাং নিজগলিত-বীর্যেণ কুসুমম্ ।
 জপন্ত্বং প্রত্যেকং মহুমপি তব ধ্যাননিরতো
 মহাকালি ! শৈশ্বরং স ভবতি ধরিত্রী-পরিবৃঢ়ঃ ॥ ১৫
 গৃহে সম্মার্জ্জিয়া পরিগলিতবীর্যং হি চিকুরং
 সমূলং মধ্যাহ্নে বিতরতি চিতায়াং কুজদিনে ।
 সমুচ্চার্য প্রোম্মা মহুমপি সকলং কালি সততং
 গজাক্রাণ্ডো যাতি ক্ষিতি-পরিবৃঢ়ঃ সৎ-কবিরঃ ॥ ১৬
 স্বপুণ্ড্রৈরাকীর্ণং কুসুমধনুষো মন্দিরমহো
 পুরো ধ্যায়ং ধ্যায়ং জপতি যদি ভক্তস্তবমুহম্ ।

স গন্ধর্বশ্রেণী-পতিরপি কবিহামৃত-নদী-
 নদীনঃ পর্য্যন্তে পরমপদলীনঃ প্রভবতি ॥ ১৭
 ত্রিপঞ্চাশে পীঠে শবশিবস্তমি স্মেরবদনাং
 মহাকালেনোচ্চৈর্মদনরস-সাবণ্য-নিরতাম্ ।
 সমাসক্তো নক্তং স্বয়মপি রতানন্দ-নিরতো
 জনো যো ধ্যায়েত্বাময়ি জননি ! স স্ম্যং স্মরহরঃ ॥ ১৮
 সলোমাস্থি শৈবরং পললমপি মার্জারমসিতে
 পরঞ্চৌদ্ধং মৈষং নরমহিষয়োশ্ছাগমপি বা ।
 বলিন্তে পূজায়ামপি বিতরতাং মর্ত্যবসতাং
 সতাং সিদ্ধিঃ সর্বা প্রতিপদমপূর্বা প্রভবতি ॥ ১৯
 বশী লক্ষং মন্ত্রং প্রজপতি হবিষ্যাশনরতো
 দিবা মাতৃষুচ্চরণযুগল-ধ্যান-নিপুণঃ ।
 পরং নক্তং নম্নে নিধুবন-বিনোদেন চ মনুং
 জপেদ্বক্ষং স স্ম্যং স্মরহর-সমানঃ ক্ষিতিলে ॥ ২০
 ইদং স্তোত্রং মাতস্তব মনু-সমুদ্রারণ-জহুঃ
 স্বরূপাখ্যং পাদাশুজযুগল-পূজাবিধিযুতম্ ।
 নিশাঙ্কং পূজাসময়মধিবা যন্ত পঠতি
 প্রলাপস্তস্তাপি প্রসরতি কবিহামুতরসঃ ॥ ২১
 কুরঙ্গাক্ষী-বৃন্দং তমনুসরতি প্রেম-তরলং
 বশস্তস্য ক্ষৌনী-পতিরপি কুবের-প্রতিনিধিঃ ।
 রিপুঃ কারাগারং কলয়তি চ তং কেলি-কলয়া
 চিরং জীবন্তুঃ স ভবতি চ ভক্তঃ প্রতিজহুঃ ॥ ২২
 ইতি তে কথিতং স্তোত্রং সর্বসিদ্ধি-প্রদায়কম্ ।
 এতজ্জ্ঞাত্বা দক্ষিণায়ান্তত্বং জানাতি নাশ্রুতা ॥ ২৩
 ইতি বীরতন্ত্রে পরমরহস্তে স্বরূপাখ্য-স্তোত্রং সমাপ্তম্

অথাপরস্তবঃ

অথ কালীস্তবং বক্ষ্যে যথাবদনুপূর্বশঃ ।

বীজমুচ্চারয়েৎ পূর্বং বাচিকেন পঠেৎ স্তবম্ ॥

ওঁ দেবি জয়চামুণ্ডে জয়ভূতাপহারিণি ! ।
 জয় সর্বগতে দেবি কালরাত্রি নমোহস্ত তে ॥
 বিশ্বমূর্ত্তে শুভে শুদ্ধে বিরূপাক্ষে ত্রিলোচনে ! ।
 ভীমরূপে শিবে বিত্তে মহাকায়ে মহোদয়ে ! ॥
 মনোভাবে জয়ে ছন্তে ভূতাক্ষি ভীত-ভীক্ষয়ে ! ।
 মহামারি-বিচিত্রাক্ষি গীতনৃত্য-প্রিয়ে শুভে ! ॥
 বিকরালি মহাকালি কালিকে পাপহারিণি ! ।
 পাশহন্তে দণ্ডহন্তে ভীমরূপে ভয়ানকে ! ॥
 চামুণ্ডে জলমালাস্থে (?) তীক্ষ্ণদংষ্ট্রে মহাবলে ! ।
 শবাসনস্থিতে দেবি প্রেতাসনগতে গিরৌ ॥
 ভীমাক্ষি-ভীষণে দেবি সর্বভূত-ভয়ঙ্করি ! ।
 করালি বিকরালীতি মহাকালি কপালিনি ।
 কালি করাল বিক্রান্তে কলিরাত্রি নমোহস্ত তে ॥
 সর্বশত্রুভূতে দেবি সর্বদেবনমস্কৃতে ।
 সর্বজ্ঞানপ্রদে ভদ্রে কালরাত্রি নমোহস্ত তে ॥
 ব্যাঘ্রচর্মাস্বরভূতে কর্ণ-ধ্বংস-ধারিণি ! ।
 বজ্রপুষ্পপ্রিয়ে শুভ্রে কালরাত্রি নমোহস্ত তে ॥
 স্তোত্রেনানেন দেবি হাং যে স্তবন্তি বরাননে ! ।
 তেষাং হাং বরদানেন ভব সর্বগতা সতী ॥
 যশ্চৈদং শ্রাবয়েদ্বক্তা স্নাত্বা বৈ পৌঙ্করে জলে ।
 সর্বমেতৎ ফলং প্রাপ্য ব্রহ্মলোকে মহীয়তে ॥
 যশ্চৈদং পূজয়েদ্বক্তা পুস্তকেহপি স্থিতং বুধঃ ।
 তেন দ্বিষ্টং ভবেৎ সর্বং ত্রৈলোক্যং সচরাচম্ ॥
 জায়ন্তে বহবঃ পুত্রা ধনধান্য-বরপ্রিয়ঃ ।
 রত্নাশ্বা গচ্ছাশচাশ্রয়ন্তেষামাশু ভবন্ত্যত ।
 যশ্চৈদং তিষ্ঠতি গেহে তশ্চৈদং জায়তে ধ্রুবম্ ॥
 ইতি বরাহতন্ত্রে কালরাত্রি-স্তবঃ সমাপ্তঃ

অথ কালীকবচম্

ভৈরব্যাচ— কালীপূজা শ্রুত। নাথ ভাবান্ত বিবিধাঃ প্রভো ! ।

ইদানীং শ্রোতুমিচ্ছামি কবচং পূর্বস্মৃতিতম্ ॥

ত্বমেব অষ্টা পাতা চ সংহর্তা চ ত্বমেব হি ।

ত্বমেব শরণং নাথ ত্রাহি মাং ছঃখ-সঙ্কটাং ॥

ভৈরব উবাচ

ব্রহ্মাণ্ডং শৃণু বক্ষ্যামি ভৈরবি ! প্রাণবল্লভে !

শ্রীজগন্মঙ্গলং নাম কবচং মন্ত্রবিগ্রহম্ ।

পঠিত্বা ধারয়িত্বা চ ত্রৈলোক্যং মোহয়েৎ ক্ষণাৎ ।

নারায়ণোহপি যদ্বদ্বা নারী ভূত্বা মহেশ্বরম্ ।

যোগেশং ক্ষোভয়ামাস যদ্বদ্বা চ রঘুদহঃ ॥

বরদৃষ্টান্ জঘাতৈব রাবণাদি-নিশাচরান্ ।

যস্য প্রসাদাদীশোহপি ত্রৈলোক্যবিজয়ী বিভূঃ ।

ধনাধিপঃ কুবেরোহপি সুরেশোহভূচ্ছচীপতিঃ ।

এবং হি সকলা দেবাঃ সর্বসিদ্ধীশ্বরাঃ প্রিয়ে ! ॥

শ্রীজগন্মঙ্গলস্তাস্ম্য কবচস্তা ঋষিঃ শিবঃ ।

ছন্দোহষ্টবুর্ দেবতা চ কালিকা দক্ষিণেরিতা ॥

জগতাং মোহনে দুষ্টবিজয়ে ভুক্তিমুক্তিষু ।

যোষিদাকর্ষণে চৈব বিনিয়োগঃ প্রকীৰ্ত্তিতঃ ॥

ও শিরো মে কালিকা পাতু ক্রীং-কারৈকাক্ষরী পরা ।

ক্রীং ক্রীং ক্রীং মে ললাটক কালিকা খড়্গধারিণী ॥

হুং হুং পাতু নেত্রযুগ্মং হ্রীং হ্রীং পাতু শ্রুতী মম ।

দক্ষিণে কালিকে পাতু ভ্রূণযুগ্মং মহেশ্বরী ॥

ক্রীং ক্রীং ক্রীং রসনাং পাতু হুং হুং পাতু কপোলকম্ ।

বদনং সকলং পাতু হ্রীং হ্রীং স্বাহা স্বরূপিণী ॥

দ্বাবিংশত্যক্ষরী স্কন্ধো মহাবিভা মুখপ্রদা ।

খড়্গামুণ্ডধরা কালী সর্বাঙ্গমভিতোহবতু ॥

ক্রীং হুং ক্রীং ত্র্যক্ষরী পাতু চামুণ্ডা হৃদয়ং মম ।

ঐং হুং ওঁ ঐং স্তনবন্দ্যং ত্রীং ফট্ স্বাহা ককুংস্থলম্ ॥
 অষ্টাকরী মহাবিষ্ঠা ভূজো পাতু সকলিক।
 ক্রীং ক্রীং হুং হুং হ্রীং হ্রীং করো পাতু যজ্ঞকরী মম ॥
 ওঁ হ্রীং ক্রীং মে স্বাহা পাতু কালিকা জাম্বুনী মম ।
 কালীহুগ্নাম-বিভেয়ং চতুর্বর্গফলপ্রদা ॥
 ক্রীং নাভিং মধ্যদেশঞ্চ দক্ষিণে কালিকেহবতু ।
 ক্রীং স্বাহা পাতু পৃষ্ঠস্ত কালিকা সা দশাকরী ॥
 হুং হ্রীং দক্ষিণে কালিকে হুং হ্রীং পাতু কটিদ্বয়ম্ ।
 কালী দশাকরী বিষ্ঠা স্বাহা মমোরুযুগ্মকম্ ॥
 ক্রীং হুং হ্রীং পাতু সা গুল্ফং দক্ষিণে কালিকেহবতু ।
 ক্রীং হুং হ্রীং স্বাহা পাতু চতুর্দশাকরী মম ॥
 খড়্গামুগ্ধরা কালী বরদাভয়হারিণী
 বিষ্ঠাভিঃ সকলাভিঃ সা সর্বাঙ্গমভিতোহবতু ॥
 কালী কপালিনী কুন্ধ্যা কুরুকুন্ধ্যা বিরোধিনী ।
 বিপ্রচিন্তা তথোগ্রোগ্রপ্রভা দীপ্তা ঘনদ্বিষঃ ॥
 নীলা ঘনা বলাকা চ মাং যুজ্রা মিতা চ মাম্ ।
 এতাঃ সর্বাঃ খড়্গধরা মুগ্ধমালা-বিভূষিতাঃ ॥
 রক্ষস্ত দিগ্ধিদিক্ষু মাং ত্রাস্তী নারায়ণী তথা ।
 মাহেশ্বরী চ চামুণ্ডা কোমারী চাপরাজিতা ॥
 বারাহী নারসিংহী চ সর্বাশ্চামিত-ভূষণাঃ ।
 রক্ষস্ত স্বায়ুর্ধৈর্দিক্ষু বিদিক্ষু মাং যথা তথা ॥
 ইতি তে কথিতং দিব্যং কবচং পরমাদ্বুতম্ ।
 ত্রীজগন্মঙ্গলং নাম মহাবিষ্ঠোষ-বিগ্রহম্ ।
 ত্রৈলোক্যাকর্ষণং ত্রক্ষকবচং মনুখোদিতম্ ॥
 গুরুপূজাং বিধায়াথ বিধিবৎ প্রপঠেত্ততঃ ।
 কবচং ত্রিঃ স্কন্ধাপি যাবজ্জীবঞ্চ বা পুনঃ ।
 এতচ্ছতর্দ্ধমাবৃত্ত্য ত্রৈলোক্য-বিজয়ী ভবেৎ ॥
 ত্রৈলোক্যং কোভয়ত্যেব কবচস্য প্রসাদতঃ ।

মহাকবির্ভবেন্ মায়াং সর্বসিদ্ধীধরো ভবেৎ ॥
 পুষ্পাঞ্জলীন্ কালিকায়ৈ মূলেনৈব পঠেৎ সকুৎ ।
 শতবর্ষ-সহস্রাণাং পূজায়াঃ ফলমাপ্নুয়াৎ ॥
 ভূর্জে বিলিখিতকৈতৎ স্বর্ণস্থং ধারয়েদ্ যদি ।
 শিখায়াং দক্ষিণে বাহৌ কণ্ঠে বা ধারয়েদ্ যদি ।
 ত্রৈলোক্যং মোহয়েৎ ক্রোধাৎ ত্রৈলোক্যং চূর্ণয়েৎ ক্রুণাৎ ॥
 পুত্রবান্ ধনবান্ শ্রীমান্ নানাবিদ্যানিধির্ভবেৎ ।
 ব্রহ্মাস্ত্রাদীনি শস্ত্রাণি তদুগাত্-স্পর্শনাৎ ততঃ ॥
 নাশমায়াস্তি যা নারী বক্ষ্যা বা মৃত-পুত্রিণী ।
 কণ্ঠে বা বামবাহৌ বা কবচস্ত চ ধারণাৎ ।
 বহুপত্যা জীববৎসা ভবত্যেব ন সংশয়ঃ ॥
 ন দেয়ং পরশিষ্টোভ্যো হৃভক্তোভ্যো বিশেষতঃ ।
 শিষ্টোভ্যো ভক্তিযুক্তোভ্যশ্চান্যথা মৃত্যুমাপ্নুয়াৎ ॥
 স্পর্কামুক্ষুয় কমলা-বাগ্দেবী-মন্দিরে মুখে ।
 পৌত্রান্তং শৈশ্বর্যমাস্থায় নিবসত্যেব নিশ্চিতম্ ॥
 ইদং কবচমজ্ঞাতা যো ভজেৎ কালিদক্ষিণাম্ ।
 শতলক্ষং প্রজপ্তুপি তস্য বিদ্যা ন সিধ্যতি ।
 স শস্ত্রঘাতমাপ্নোতি মোহচিরান্ মৃত্যুমাপ্নুয়াৎ ॥

ইতি ভৈরবীতন্ত্রে ভৈরবভৈরবী-সংবাদে কালীকবচং সমাপ্তম্ ।

অথাপরকবচম্

দক্ষিণকালীকবচস্ত মহাকালভৈরব ঋষিরনুষ্ঠুপ্ ছন্দঃ । শ্রীশ্মশান-কালীদেবতা
 সর্বার্থ-সাধনে বিনিয়োগঃ ।

শ্মশান-কালিকা পাতু পূর্বস্থাং দিশি সর্বদা ।
 দ্বাবিংশদ্বর্ণরূপা চ ভক্তিবশ্যা দিগম্বরী ॥
 ভদ্রকালী তথাগ্নেয়াং পায়ামিত্যং জগন্ময়ী ।
 রুদ্রকালী মহাকালী কালিহস্তা (?) শুভপ্রিয়া ॥
 বাগীশ্বরী পাতু যাম্যাং মম ভীতি-বিনাশিনী ।
 বদহন্যং বাগ্বাদিনি বহির্জায়া-স্বরূপিণী ॥

নিত্যং রক্ততু মাং দেবী নৈখ্যত্যাং চণ্ডিকা তথা ।

লজ্জা শ্রীভুবনেশ্বরী বীজরূপা চণ্ডহস্তী ।

মহাকালী পশ্চিমায়াং মাঞ্চ পাতু শিবপ্রিয়া ।

ও ক্রোং ক্রোং ক্রোং যুগং পশুং পশুং গৃহাণ হুং ফড়গায়ী (?) ॥

ত্রিপুরা পাতু বায়বো রক্তচন্দন-সুন্দরী ।

বাগ্‌দম্ব-কন্দর্পত্রয় সৌজিতয়-বচো দেহা (?) ॥

কৌবেৰ্য্যাং মাং মহামায়া পাতু ত্রাণপয়ণা ।

কামসৌৰ্ভাগী লজ্জা শ্রী রমাগ্নি জায়া (?) ॥

ভৈরবী চ তথৈশান্য্যং পাতু নিত্যং সুরপ্রিয়া ।

হস্তৈঃ হসকলরীং হস্ত্রোং মন্ত্র-স্বরূপিণী ॥

উর্ধ্বে মাং পাতু মাতঙ্গী দ্রুতসিদ্ধি-করী সদা ।

উচ্ছিষ্ট-শব্দ-চাণালী মাতঙ্গী সর্বশঙ্করী ॥

ধনঞ্জয় সুন্দরী বর্ণশরীরী.....(?) ।

পাতুধস্ত্রিপুটা দেবী শ্রীলজ্জা কামরূপিণী ॥

দুর্গা মে মন্তুকং পাতু দুর্গদানব-নাশিনী ।

দুর্গে যুগ্মং রক্ষণি কৃষ্ণ-বজ্র-প্রিয়া তনু ॥

ভালং মে পাতু বাল্য চ বালিকারূপধারিণী ।

বাণী কন্দর্পসৌরূপা সিন্দুরারুণবিগ্রহা ॥

অরপূর্ণা পাতু নেত্রে নিত্যং মে সুরসুন্দরী ।

হস্তৈঃ হ স ক ল হ্রীং শক্তিমাহেশ্বরী-তনুঃ ॥

সুন্দরী পাতু বক্তুং মে সর্বাकर्ষণকারিণী ।

ক এ ঈশ ভুবনেশী শিবশক্তি ক হ ল হ্রীম্ ॥

শক্তিমাদনেন্দ্র-লজ্জা মন্ত্রবিরাজিত-দেহা ।

জিহ্বাং মে সর্বদা পাতু তারা সংসার-তারিণী ॥

বেদাদি-বীজলজ্জা কবচাস্ত্র-স্বরূপিণী ।

কণ্ঠং পাতু মহালক্ষ্মীর্বাণী রমা তথা মায়া ॥

কামবীজ-স্বরূপা চ সর্বলোকবরপ্রদা ।

স্কন্ধৌ রক্ততু শূলিনী শূলহস্তা সদাশিবা ॥

অলম্ব্য শূলিনী চ হৃষ্টগ্রহ হুং ফট্ স্বাহা ।
 বাহু পদ্মাবতী পাতু মায়া পদ্মাবতী তথা ॥
 করৌ মে মহিষমর্দিনী পাতু মহিষমর্দিনী স্বাহা ।
 ত্রিশক্তিহৃদয়ং পাতু সর্বশক্তি-বিবর্দ্ধিনী ॥
 শ্রীং হ্রীং হুং ঐং বজ্রবৈরোচনীয়ে হুং ফট্ স্বাহা ।
 নীল-সরস্বতী পাতু মধ্যং মে সর্বদৈব হি ॥
 গায়ত্রীং কবচং রূপা (?) বাগীশত্ব-প্রদায়িনী ।
 নাভিং পায়াদেকজটা ভুবনেশী ত্রীং বর্মাস্ত্রা (?) ॥
 কটীং কামেশ্বরী পাতু ভক্তকাম-প্রপূরণী ।
 বাণী...ম নিত্যক্রিমে মদভবে সৌঃ স্বরূপা (?) ॥
 ভুবনেশী শঙ্খিনী পায়ান্নিত্যং বীজস্বরূপিণী ।
 উরু পাতু নিত্যা দেবী নিত্যানন্দ-স্বরূপিণী ॥
 ঐং কন্দর্প নিত্যক্রিমে মদভবে হৈজায়া (?) ।
 মহাত্রিপুর-সুন্দরী জাহ্ননী পাতু মে সদা ॥
 ভুবনেশী কামদেব সৌ বিচিত্র-বিগ্রহা ।
 অস্বাক্ষা তথা জজ্বাং প্রচণ্ডাসুরঘাতিনী ॥
 আং হ্রীং ক্রোং এহি পরমেশ্বরি বৈশ্বানরপ্রিয়া ॥
 পাদৌ সরস্বতী পাতু বীণা পুস্তকধারিণী ।
 ওঁ হ্রীং ঐং হ্রীং বেদবীজং সরস্বতৈত্য় নমস্তথা ।
 সর্বতত্ত্বরিতা পাতু ত্বরিতং ফলদায়িনী ॥
 ওঁ হ্রীং হুং খে চ ছে ক্ষ শ্রীং হুং ক্ষেং শ্রীং ফট্ কাররূপা ।
 অগ্রতঃ ষোড়শী পাতু দেবী ত্রিপুরসুন্দরী ।
 মহাষোড়শ্যা অষ্টবীজন্তে ক এ ঙ্গ ল ভুবনেশ্বরী ॥
 শিবশক্তি কলহ হ্রীং সকল হ্রীং পুনস্তৃশ্চতুষ্টয়ম্ ।
 ক্ষীরাকিতনয়া চৈব ষোড়শী বৈশ্বরূপিণী ॥
 পৃষ্ঠভাগে গুহ্যকালী নিত্যং রক্ততু শোভনা ।
 কৃষ্ণদেহো দক্ষপার্শ্বে নিত্যং পাতু সুরেশ্বরী ॥
 বামপার্শ্বে তথা পাতু রক্তবীজ-বিনাম্বিনী ।

খড়্গাং পাতু চ মাং নিত্যং কালিকা যোররূপিনী ॥
 রক্ষ মাং সর্বভূতেভ্যঃ সর্বত্র খড়্গপানিনী ।
 ওঁ সদ্ধা শৈলপুত্রী সর্বান্ রোগান্ প্রসার্যতাং ॥
 ওঁ আং হুং ফড়ুং চণ্ডা খড়্গরিপুন্ বিমর্দতাং ।
 ইত্যেতৎ কবচং প্রোক্তং ধর্মকামার্থসাধনম্ ॥
 ইদং রহস্যং পরমং সর্বার্থসাধনং পরম্ ।
 যঃ স্কৃৎ শৃণুয়াদেতৎ কবচং ভৈরবোদিতম্ ॥
 স সর্বান্ লভতে কামান্ স এব শিবরূপতাম্ ।
 স্কৃৎ যন্ত পঠেদেতৎ কবচং ভৈরবোদিতম্ ॥
 স সর্বযজ্ঞস্য ফলং লভতে নাত্র সংশয়ঃ ।
 সংগ্রামেষু জয়েচ্ছত্রান্ মাতঙ্গানিব কেশরী ॥
 দহেৎ তৃণং যথা বহিস্তৃণা শত্রুন্ দহেৎ সদা ।
 নাত্রাণি তস্য শত্রাণি শরীরে প্রভবন্তি হি ॥
 ন তস্য জায়তে ব্যাধির্ন চ দুঃখং কদাচন ।
 গুটিকাঞ্জন-পাতাল-পাদলেপ-রসায়ণম্ ॥
 উচ্চাটনাভ্যাঃ সর্বাঃ প্রসীদন্তি চ সিদ্ধয়ঃ ।
 বায়োরিব গতিস্তস্য ভবেদনৈরবারিতা ॥
 দীর্ঘায়ুঃ কামভোগী চ ধনবান্ হি স জায়তে ।
 অষ্টম্যাং সংযতো ভূত্বা নবম্যাং বিধিবচ্ছিবাম্ ॥
 পূজয়িত্বা বিধানেন বিচিন্ত্য মনসা শিবাম্ ।
 যো নৃসেৎ কবচং দেহে তস্য সম্যক্ ফলং শৃণু ॥
 জিতব্যাধিঃ শতায়ুশ্চ রূপবান্ গুণবান্ সদা ।
 ধনরত্নৌষ সম্পূর্ণো বিদ্যাবান্ স চ জায়তে ॥
 নাগ্নিদহতি তৎকায়ং নাপঃ সংক্লেদয়ন্তি চ ।
 শত্রাণি নৈব ছিন্দন্তি ন তাপয়তি ভাস্করঃ ।
 ন তস্য জায়তে বিদ্রো নাস্তি তস্য চ সংজরঃ ॥
 বেতালাশ্চ পিশাচাশ্চ রাক্ষসা গণনায়কাঃ ।
 সর্বে তস্য বশং যান্তি ভূতগ্রামাশ্চতুর্বিধাঃ ॥

নিত্যং পঠন্তি যে ভক্ত্যা কবচং হরনির্মিতম্ ।
 সোহহমেব মহাদেবো মহাকালী চ মাতৃকা ॥
 ধর্মার্থ-কাম-মোক্ষাশ্চ তস্য নিত্যং করে স্থিতাঃ ।
 অন্যস্য বরদঃ সোহপি নিত্যং ভবতি পণ্ডিতঃ ॥
 কবিত্বং সত্যবাদিত্বং সত্যতং তস্য জায়তে ।
 বদেৎ শ্লোকসহস্রাণি ভবেৎ শ্রুতিধরো নরঃ ॥
 লিখিতং যস্য গেহে তু কবচং ভৈরবোদিতম্ ।
 ন তস্য দুর্গতিঃ কাচিচ্ছ জায়তে বাপি ভূষণম্ ॥
 গ্রহাশ্চ সর্বে তুষ্যন্তি বশং গচ্ছন্তি ভূমিপাঃ ।
 যদ্রাজ্যে কবচং যাতি জায়ন্তে তত্র নেতয়ঃ ॥
 এতত্তে সর্বমাখ্যাতং স ভেদ্যকবচং (?) শুভম্ ।

ইতি শ্রীকালীকল্পে মহারহস্যে শিবপার্বতী-সম্বাদে কালীকবচং সমাপ্তম্ ॥

অথান্যং কবচম্

ভৈরব উবাচ—কালিকা যা মহাবিদ্ভা কথিতা স্মরতুর্লভা ।
 তথাপি হৃদয়ে শল্যমস্তি দেবি ! কৃপাং কুরু ॥
 কবচং মে মহাদেবি ! কথয় স্বানুকম্পয়া ।
 যদি ন কথ্যতে মাতৃবিমুখ্যামি ততস্তত্ত্বম্ ॥

দেব্যাচ—শঙ্কা মে জায়তে বৎস ! তব স্নেহাৎ প্রকাশ্যতে ।

ন বক্তব্যং ন বক্তব্যমতিগুহ্যতমং মহৎ ॥
 কালিকা জগতাং মাতা শোক-দুঃখ-বিনাশিনী ।
 বিশেষতঃ কলিযুগে মহাপাতকহারিণী ।
 কালী মে পুরতঃ পাতু পৃষ্ঠতশ্চ কপালিনী ॥
 কুল্লা মে দক্ষিণে পাতু কুরুকুল্লা তথোত্তরে ।
 বিরোধিনী শিরঃ পাতু বিপ্রচিত্তাতু চক্ষুষী ॥
 উগ্রা মে নাসিকাং পাতু কর্ণৌ চোগ্রপ্রভা তথা ।
 বদনং পাতু মে দীপ্তা লীলা চ চিবুকং সদা
 ঘনা গ্রীবাং সদা পাতু বলাকা বাহুবুগ্ধকম্ ।
 মাত্ৰা পাতু করদম্বং বক্ষো মুদ্রা সদাবতু ॥

মিতা পাতু স্তনধন্বং যোনিমণ্ডল-দেবতা ॥
 ব্রাহ্মী মে জঠরং পাতু নাভিঃ নারায়ণী তথা ॥
 উরু মাহেশ্বরী নিত্যং চামুণ্ডা পাতু লিঙ্গকম্ ।
 কৌমারী চ কটিং পাতু তথৈব জাহ্নবুগ্নকম্ ॥
 অপরাজিতা চ পাদৌ মে বারাহী পাতু চাঙ্গুলীঃ ।
 সন্ধিস্থানং নারসিংহী পত্রস্থা দেবতাবতু ॥
 রক্ষাহীনস্ত যৎ স্থানং বর্জিতং কবচেন তু ।
 তৎ সর্বং রক্ষ মে দেবি ! কালিকে ! ঘোরদক্ষিণে ! ॥
 উর্ধ্বমধস্তথা দিক্ষু পাতু দেবী স্বয়ং বপুঃ ।
 হিংস্রৈত্যঃ সর্বদা পাতু সাধকেভ্যো জলাদিকাং ॥
 দক্ষিণা কালিকা দেবী ব্যাপকং মে সদাবতু ।
 ইদং কবচমজ্ঞাত্বা যো ভজেদ্ ঘোরদক্ষিণাম্ ॥
 ন পূজা ফলমাপ্নোতি রিপুস্তস্য পদে পদে ।
 কবচেনাবৃতো নিত্যং যত্র যত্রৈব গচ্ছতি ।
 তত্র তত্র জয়ন্তস্য ন ক্ষোভং বিদ্ভতে কচিং ॥
 ইতি ভৈরবীতন্ত্রে কালীকবচং সমাপ্তম্ ।

অথ শিবস্তবঃ

ধরাপোহগ্নি-মরুদ্রোম-মথেশেন্দ্রকমূর্তয়ে ।
 সর্বভূতান্তরস্থায় শঙ্করায় নমো নমঃ ॥ ১
 ঋত্যান্তঃ-কৃতবাসায় ঋতয়ে ঋতজন্মানে ।
 অতীন্দ্রিয়ায় মহসে শাশ্বতায় নমো নমঃ ॥
 স্থূলসূক্ষ্মবিভাগাভ্যামনির্দেশ্যায় শান্তবে ।
 ভবায় ভব-ভূতায় দুঃখহন্ত্রে নমোহস্ত তে ॥
 তর্কাগমাদিভূতায় তপসাং ফলদায়িনে ।
 চতুর্বর্গবদান্ধ্যায় সর্বজ্ঞায় নমো নমঃ ॥
 আদি-মধ্যান্ত-শূন্যায় নিরস্তাশেষ-ভীতয়ে ।
 যোগিধ্যেয়ায় মহতে নিগুণায় নমো নমঃ ॥
 বিশ্বাত্মনেহবিচিন্ত্যায় বিলসচ্ছন্দ্রমৌলয়ে ।

কল্পদর্পনাশায় কালহস্তে নমো নমঃ ॥
 বিষাশনায় বিহরদ্বৃষক্কমুপেয়ুষে ।
 সরিদ্ধাম-সমাবক-কপর্দায় নমো নমঃ ॥
 শুদ্ধায় শুদ্ধতাবায় শুদ্ধানামস্তুরাঙ্গনে ।
 পুরাস্তকায় পূর্ণায় পুণ্যনাম্নে নমো নমঃ ॥
 তুষ্টায় নিজভক্তানাং ভুক্তিমুক্তিপ্রদায়িনে ।
 বিবাসসেহনিবাসায় বিশ্বশাস্ত্রে নমো নমঃ ॥
 ত্রিমূর্তেমূলভূতায় ত্রিনেত্রায়াদি-শস্তবে ।
 ত্রিধায়াং ধামরূপায় জগন্নাথায় নমো নমঃ ॥
 দেবানুরশিরোরত্ন-কিরণাকুণিতাজঘ্রুয়ে ।
 কান্তায় নিজকান্তায়ৈ দত্তাক্ষায় নমো নমঃ ॥
 স্তোত্রেনানেন পূজায়াং প্রীগয়েজ্জগতাং পতিম্ ।
 ভুক্তিমুক্তি-প্রদং ভক্ত্যা সর্বজং পরমেশ্বরম্ ॥
 তস্তাসাধ্যং ত্রিভুনে ন কিঞ্চিদপি বর্ততে ।
 ঐহিকং কিং কলং তত্র মুক্তিরেব করেস্থিতঃ ॥

ইতি শিবস্তোত্রং সমাপ্তম্ ॥

অথ শিবকবচম্

পার্বত্যবাচ—ভগবন্ দেবদেবেশ সর্বান্নায়-প্রপূজিত !

সর্বং মে কথিতং দেব ! যদি কবচং ন প্রকাশিতম্ ॥

প্রাসাদাখ্যস্ত মন্ত্রস্ত কবচং মে প্রকাশয় ।

সর্বরক্ষাকরং দেব ! যদি স্নেহোহস্তি মাং প্রতি ॥

শ্রীভগবানুবাচ—প্রাসাদমন্ত্রকবচস্ত বামদেব ঋষিঃ শ্রুতঃ ।

পংক্তিচ্ছন্দশ্চ দেবেশি ! সদাশিবোহত্র দেবতা ।

সাধকাভীষ্টসিদ্ধৌ চ বিনিয়োগঃ প্রকীৰ্ত্তিতঃ ॥

ও শিরো মে সর্বদা পাতু প্রাসাদাখ্যঃ সদাশিবঃ ।

ষড়াকরস্বরূপো মে বদনস্ত মহেশ্বরঃ ।

অষ্টাকরশক্তিরুদ্ধশ্চক্ষুষী মে সদাবতু ।

পঞ্চাকরাখ্যা ভগবান্ ভূজৌ মে পরিরক্ষতু ॥

যুত্ৰাজয়ত্রিবিজাত্যা আয়ু রক্ষতু মে সদা ।
 ষটমূলে সমাসীনো দক্ষিণামুত্তিরব্যয়ঃ ॥
 সদা মাং সর্বতঃ পাতু ষট্‌ত্রিংশার্ণ-স্বরূপধৃক্ ।
 ষাট্‌ত্রিংশার্ণাত্মকো রুদ্রঃ কৃষ্ণিং মে পরিরক্ষতু ॥
 ত্রিবির্ণাত্মা নীলকণ্ঠঃ কণ্ঠং রক্ষতু সর্বদা ।
 চিন্তামণির্বিজ-রূপো অর্দ্ধনারীশ্বরো হরঃ ॥
 সদা রক্ষতু মে গুহ্যং সর্বসম্পৎ প্রদাত্মকঃ ॥
 একাক্ষরঃ স্বরূপাত্মা কূটরূপী মহেশ্বরঃ ॥
 মার্ত্তণ্ডভৈরবো নিত্যং পাদৌ মে পরিরক্ষতু ।
 তুমুরাখ্যো মহাবীজ-স্বরূপস্ত্রিপূরাস্তকঃ ॥
 সদা মাং রণভূমৌ চ রক্ষতু ত্রিদশাধিপঃ ।
 উর্দ্ধমূর্দ্ধানমীশানো মম রক্ষতু সর্বদা ॥
 দক্ষিণস্থাং তৎপুরুষোহব্যাস্মৈ গিরিনায়কঃ ।
 অঘোরাখ্যো মহাদেবঃ পূর্বস্থাং পরিরক্ষতু ॥
 বামদেবঃ পশ্চিমস্থাং সদা মে পরিরক্ষতু ।
 উত্তরস্থাং সদা পাতু সগোজাত-স্বরূপধৃক্ ॥
 ইথং রক্ষাকরং দেবি ! কবচং দেবহুর্লভম্ ।
 প্রাতঃকালে পঠেদ্ যন্তু সোহভীষ্ট-ফলমাপ্নুয়াৎ ॥
 পূজাকালে চ কবচং যঃ পঠেৎ সাধকোত্তমঃ ।
 কীৰ্ত্তি-শ্রী-কান্তি-মেধায়ুর্হিতো ভবতি ক্রবম্ ॥
 কণ্ঠে যো ধারয়েদেতৎ কবচং মৎস্বরূপকম্ ।
 যুদ্ধে জয়মবাপ্নোতি দূতে বাদে চ সাধকঃ ॥
 কবচং ধারয়েদ্ যন্তু সাধকো দক্ষিণে ভুজে ।
 দেবা মনুষ্যা গন্ধর্বা বশ্যাস্তস্য ন সংশয়ঃ ॥
 কবচং শিরসি যন্তু ধারয়েদ্ যতমানসঃ ।
 করস্থাস্তস্য দেবেশি ! অনিমাগুষ্টসিদ্ধয়ঃ ॥
 ভূর্জপত্রে ত্রিমাং বিজ্ঞাং শুক্লপট্টেন বেষ্টিতাম্ ।
 রজতোদরসংবিষ্টাং কৃত্বা চ ধারয়েৎ সুখী ॥

সংপ্রাপ্য মহতীং লক্ষ্মীমন্তে মন্দেহরূপধ্বক্ ।
 যতৈশ্ব কতৈশ্ব ন দাতব্যং ন প্রকাশ্যং কদাচন ॥
 শিষ্টায় ভক্তিসুজ্ঞায় সাধকায় প্রকাশয়েৎ ।
 অন্তথা সিদ্ধিহানিঃ স্মাৎ সত্যমেতদন্যনোরমে ! ॥
 তব স্নেহান্ময়া দেবি ! কথিতং কবচং শুভম্ ।
 ন দেয়ং কস্মচিদ্ ভদ্রে ! যদিচ্ছেদাত্মনো হিতম্ ॥
 যোহর্চয়েদ্ গন্ধপুষ্পাতৈঃ কবচং মন্থুৰ্বোদিতম্ ।
 তেনাৰ্চিতা মহাদেবি ! সৰ্বদেবা ন সংশয়ঃ ॥
 ইতি ভৈরবতন্ত্রে সদাশিবকবচং সমাপ্তম্ !

অথ বটুকস্তোত্রম্

কৈলাসশিখরাসীনং দেবদেবং জগদ্গুরুম্ ।
 শঙ্করং পরিপ্রচ্ছ পার্বতী পরমেশ্বরম্ ॥

শ্রীপার্বত্যুবাচ—ভগবন্ সৰ্বধর্মজ্ঞ সৰ্বশাস্ত্রাগমাদিষু ।

আপত্ন্যকারণং মন্ত্রং সৰ্বসিদ্ধিপ্রদং নৃণাম্ ॥
 সৰ্বেষাঐক্যেভূতানাং হিতার্থং বাঞ্ছিতং ময়া ।
 বিশেষতস্ত্ব রাজ্যং বৈ শান্তি-পুষ্টি-প্রসাধনম্ ॥
 অঙ্গন্যাস-করন্যাস-বীজন্যাস-সমন্বিতম্ ।
 বক্তুর্মহাসি দেবেশ ! মম হর্ষবিবর্জনম্ ॥

শ্রীভগবান্ উবাচ—শৃণু দেবি মহামন্ত্রমাপত্ন্যকার-হেতুকম্ ।

সর্বদুঃখ-প্রশমনং সৰ্বশত্রু-নিবর্হণম্ ॥
 অপস্মারাদি-রোগাণাং জ্বরাদীনাং বিশেষতঃ ।
 নাশনং স্মৃতিমাত্রেণ মন্ত্ররাজমিমং প্রিয়ে ! ॥
 গ্রহরাজভয়ানাঞ্চ নাশনং সুখবর্জনম্ ।
 স্নেহাদ্বক্ষ্যামি তে মন্ত্রং সৰ্বসারমিমং প্রিয়ে ॥
 সৰ্বকামার্থদং দেবি ! রাজ্যভোগ-প্রদং নৃণাম্ ।
 আপত্ন্যকারণং মন্ত্রং বক্ষ্যামীতি বিশেষতঃ ।
 প্রণবং পূর্বমুচ্চ্য দেবী-প্রণবমুচ্চরেৎ ॥
 ষটুকায়েতি বৈ পশ্চাদাপত্ন্যকারণায় চ ।

কুরুষ্ময়ং ততঃ পশ্চাদ্ বট্টকায় পুনঃ ক্ষিপেৎ ।
 দেবীপ্রণবমুচ্ছত্য মন্ত্রোচ্চারমিমং প্রিয়ে ! ॥
 মন্ত্রোচ্চারমিমং দেবি ! ত্রৈলোক্যস্থাপি হ্রস্বতম্ ।
 ধর্মার্থকামদং মন্ত্রং রাজ্যভোগপ্রদং নৃণাম্ ।
 অপ্রকাশ্যমিমং মন্ত্রং সর্বশক্তি-সমম্বিতম্ ॥
 অরণাদেব মন্ত্রস্য ভূতপ্রেত-পিশাচকাঃ ।
 বিজ্রবন্তি ভয়ার্তা বৈ কালরুদ্রাদিব প্রজাঃ ॥
 পঠেদ্বা পাঠয়েদ্বাপি পূজয়েদ্বাপি পুস্তকম্ ।
 নাগ্নিচৌর-ভয়ং বাপি গ্রহরাজ-ভয়ং তথা ॥
 ন চ মারীভয়ন্তস্ত ন চ ভূতভয়ং তথা ।
 ন শত্রুভ্যো ভয়ং তস্য সর্বত্র সুখবান্ ভবেৎ ।
 আয়ুরারোগ্যমৈশ্বর্যং পুত্রপৌত্রাদি-সম্পদঃ ।
 ভবন্তি সততং তস্য পুস্তকস্থাপি পূজনাং ॥

শ্রীপার্বত্যুবাচ—য এষ ভৈরবো নাম আপহৃদ্ধারকো মতঃ ।
 ত্বয়া চ কথিতো দেব ! ভৈরবঃ কল্প উত্তমঃ ॥
 তস্য নামসহস্রানি অমৃতানুবুদানি চ ।
 সারমুচ্ছত্য তেষাং বৈ নামাষ্টশতকং বদ ॥

শ্রীভগবানুবাচ—যস্ত্ব সংকীৰ্ত্তয়েদেতৎ সর্বদুঃখ-নিবর্হণম্ ।
 সর্বান্ কামানবাপ্নোতি সাধকঃ সিদ্ধিমিব চ ॥
 শৃণু দেবি ! প্রবক্ষ্যামি ভৈরবস্য মহাত্মনঃ ।
 আপহৃদ্ধারকশ্চেহ নামাষ্টশতমুত্তমম্ ।
 যানি সংকীৰ্ত্তয়েন্নর্ত্যঃ সর্বদুঃখবিবর্জিতঃ ॥
 সর্বপাপহরং পুণ্যং সর্বাপদ্বিনিবারকম্ ।
 সর্বকামার্থদং দেবি ! সাধকানাং সুখাবহম্ ॥
 দেহাক্রান্তাসনৈকেব পূর্বং কুৰ্য্যাৎ সমাহিতঃ ।
 ভৈরবং মুঞ্চি বিমুচ্য ললাটে ভীম-দর্শনম্ ॥
 অন্ধোভূতাশ্রয়ং স্তস্য বদনে ভীক্ষ-দর্শনম্ ।
 ক্ষেত্রপং কৰ্ণয়োর্মধ্যে ক্ষেত্রপালং হৃদি স্তম্বেৎ ॥

ক্ষেত্রাখ্যং নাভিদেহে তু কট্যাং সর্বাধনাশনম্ ।
 ত্রিনেত্রমূর্ধোবিস্তৃত্য জতবরো রক্তপালিকম্ ।
 পাদয়োর্দেবদেবেশং সর্বাঙ্গে বটুকং শ্যসেৎ ॥
 এবং শ্যাসবিধিং কুড়া তদনন্তরযুগ্মমম্ ।
 পঠেদেকমনাঃ শ্তোত্রং নামাষ্টশতসংজ্ঞকম্ ॥
 নামাষ্টশতকশ্যপি ছন্দোহুষ্ণু বৃদাহতম্ ।
 বৃহদারণ্যকো নাম ঋষিঃ পরিকীর্তিতঃ ॥
 দেবতা কথিতা চেহ সন্দির্বটুকভৈরবঃ ।
 সর্বকামার্থসিদ্ধার্থে বিনিয়োগঃ প্রকীর্তিতঃ ॥
 ভৈরবো ভূতনাথশ্চ ভূতাত্মা ভূতভাবনঃ ।
 ক্ষেত্রদঃ ক্ষেত্রপালশ্চ ক্ষেত্রজঃ ক্ষত্রিয়ো বিরাট্ ॥
 শ্যশানবাসী মাংসালী ধর্মবালী মখাস্তকুৎ ।
 রক্তপঃ প্রাণপঃ সিদ্ধঃ সিদ্ধিদঃ সিদ্ধসেবিতঃ ॥
 করালঃ কালশমনঃ কলাফাষ্টা-তনুঃ কবিঃ ।
 ত্রিনেত্রো বহুনেত্রশ্চ তথা পিঙ্গল-লোচনঃ ॥
 শূলপাণিঃ খড়্গপাণিঃ কঙ্কালী ধূতলোচনঃ ।
 অতীক্লভৈরবো ভীমো ভূতপো যোগিনীপতিঃ ॥
 ধনদো ধনহারী চ ধনদঃ প্রতিভাববান্ ।
 নাগহারো নাগকেশো ব্যোমকেশঃ কপালভূৎ ॥
 কালঃ কপালমালী চ কমনীয়ঃ কলানিধিঃ ।
 ত্রিলোচনো জলনেত্রস্ত্রিশিখী চ ত্রিলোকপাৎ ॥
 ত্রিবৃন্ত-নয়নো ভিষ্মঃ শাস্ত্রঃ শাস্ত্রজনপ্রিয়ঃ ।
 বটুকো বটুকেশশ্চ খট্টাকবর-ধারকঃ ॥
 ভূতাত্মকঃ পশুপতিভিক্ষুকঃ পরিচারকঃ ।
 ধূর্তো দিগম্বরঃ শৌরির্হরিণঃ পাণ্ডুলোচনঃ ॥
 প্রশান্তঃ শান্তিদঃ শুদ্ধঃ শঙ্করঃ প্রিয়বাক্তবঃ ।
 অষ্টমূর্তিনিধীশশ্চ জ্ঞানচক্ষুস্তমোময়ঃ ॥
 অষ্টাধারঃ সর্পযুক্তঃ শশী বিষধরঃ শিবঃ ।

তুংহো কৃতরাধীশো তুংহি তুংহাংকঃ ॥
 কঙ্কালধারী মুণী চ নাস্য যজ্ঞোপবীতবান্ ।
 অস্ত্রণো মোহনঃ স্তম্ভী মারণঃ ক্ষোভনস্তথা ॥
 শুদ্ধনীলাঞ্জনপ্রাখ্য-দেহো মুণ্ড-বিভূষিতঃ ।
 বলিভুক্ত বলিভূতাত্মা কামীকামঃ পরাক্রমঃ ॥
 সর্বাপত্তারকো হুর্গো হুষ্টভূত-নিষেবিতঃ ।
 কালী কলানিধিঃ কাস্তুঃ কামিনী-বশকুদ্রশী ।
 সর্বসিদ্ধিপ্রদো বৈদ্যঃ প্রভবিষ্ণুঃ প্রভাববান্ ॥
 অষ্টোত্তর-শতং নাম ভৈরবস্ত মহাত্মনঃ ।
 ময়া তে কথিতং দেবি ! রহস্যং সর্ব-কামদম্ ॥
 য ইদং পঠতি স্তোত্রং নামাষ্টশতমুত্তমম্ ।
 ন তস্য হুরিতং কিঞ্চিন্ন রোগেভ্যো ভয়ং তথা ।
 ন শত্রুভ্যো ভয়ং কিঞ্চিং প্রাপ্নোতি মানবঃ কচিৎ ॥
 পাতকানাং ভয়ং নৈব পঠেৎ স্তোত্রমনন্তধীঃ ।
 মারীভয়ে রাজভয়ে তথা চৌরাগ্নিজ্জে ভয়ে ॥
 ঐংপাতিকে মহাঘোরে তথা ছঃস্বপ্নজ্জে ভয়ে ।
 বন্ধনে চ মহাঘোরে পঠেৎ স্তোত্রং সমাহিতঃ ॥
 সর্বে প্রশমনং যাস্তি ভয়াদ্ ভৈরবকীর্তনাৎ ।
 একাদশ-সহস্রস্ত পুরুষচরণমিচ্ছতে ॥
 ত্রিসংখ্যং যঃ পঠেদ্দেবি ! সংবৎসরমতন্দ্রিতঃ ।
 স সিদ্ধিং প্রাপ্নুয়াদিষ্টাং হুর্লভামপি মানুষ্যঃ ॥
 যশ্মাসান্ ভূমিকামস্ত স জপ্ত্বা লভতে মহীম্ ।
 রাজা শত্রুবিনাশায় জপেন্মাসাষ্টকং পুনঃ ॥
 রাত্রৌ বারত্ৰয়কৈব নাশয়ত্যেব শাত্ৰবান্ ।
 জপেন্মাসত্ৰয়ং রাত্রৌ রাজানং বশমানয়েৎ ॥
 ধনার্থী চ পুত্কার্থী চ দারার্থী যন্ত মানবঃ ।
 পঠেৎবারত্ৰয়ং যদা বারমেকং তথা নিশি ।
 ধনং পুত্রাংস্তথা দারান্ প্রাপ্নুয়ান্নিত্য সংশয়ঃ ॥

ভীতো ভয়াং প্রমুচ্যেত দেবি ! সত্যং ন সংশয়ঃ ।
 যান্ যান্ সমীহতে কামাংস্তাংস্তান্ প্রাপ্নোতি নিত্যশঃ ॥
 অপ্রকাশ্যমিদং গুহ্যং ন দেয়ং যস্য কশ্চিৎ ।
 সুকুলীনায শাস্তায় ঋজবে দত্তবজ্রিতে ।
 দত্তাং স্তোত্রমিদং পুণ্যং সর্বকামফলপ্রদম্ ॥
 ধ্যানং বক্ষ্যামি দেবশ্চ যথা ধ্যাওয়া পঠেন্নরঃ ।
 শুদ্ধস্ফটিক-সঙ্কাশং সহস্রাদিত্য-বর্চসম্ ॥
 অষ্টবাহুং ত্রিনয়নং চতুর্বাহুং দ্বি-বাহুকম্ ।
 ভুজজমেখলং দেবমগ্নিবর্ণং শিরোরুহম্ ॥
 দিগম্বরং কুমারীশং বটুকাখ্যং মহাবলম্ ।
 খট্টাক্রমসি-পাশঞ্চ শূলকৈব তথা পুনঃ ॥
 ডমরুঞ্চ কপালঞ্চ বরদং ভুজগং তথা ।
 নীল-জীমূত-সঙ্কাশং নীলাঞ্জনচয়-প্রভম্ ॥
 দংষ্ট্রাকরাল-বদনং নূপুরাক্রদ-সকুলম্ ।
 আত্মবর্ণসমোপেত-সারমেয়-সমর্ষিতম্ ।
 ধ্যাওয়া জপেৎ সুসংহৃষ্টঃ সর্বান্ কামানবাগ্নুয়াৎ ॥
 ওঁ করকলিতকপালঃ কুণ্ডলী দণ্ড-পাণি-
 স্তরুণতিমির-নীলো ব্যালঘজোপবীতী ।
 ক্রতুসময়-সপর্য্যা-বিস্ত্রবিচ্ছেদ-হস্তা ।
 জয়তি বটুকনাথঃ সিদ্ধিদঃ সাধকানাম্ ॥
 এতৎ শ্রুত্বা ততো দেবী নামাষ্টশত-মুত্তমম্ ।
 তৈরবায় প্রহৃষ্টাহভূৎ স্বয়কৈব মহেশ্বরী ॥

ইতি বিশ্বসারে আপহৃদ্যার-কল্পে বটুকতৈরব-স্তবরাজঃ সমাপ্তঃ ।

অথ যোগপ্রক্রিয়াঃ । গৌতমীয়ে গৌতম উবাচ—

দেবর্ষে ! যোগযুক্তাত্মনু ! যোগানুভব-দর্শক ! ।

সাংখ্যযোগ-বিশেষজ্ঞ ! কর্মযোগ-নিষেবকঃ ॥

* অনুবাদে সাহায্যে যোগপ্রক্রিয়ায় যত হইলে ইষ্ট লাভ হয় না ; পরন্তু অনিষ্টই ঘটে । ইহা একমাত্র গুরুগম্য । একান্ত ইহার অনুবাদ দেওয়া হইল না ।

বিনা যোগং ন সিধ্যৎ তু কুণ্ডলী-চংক্রমঃ প্রভো !
 মূলপদ্যে কুণ্ডলিনী যাবমিত্রায়িতা প্রভো ! ।
 তাবৎ কিঞ্চিন্ন সিধ্যোত যন্ত্র-মন্ত্রার্চনাদিকম্ ॥
 জাগতি যদি সা দেবী বহুভিঃ পুণ্য-সঙ্করৈঃ ।
 তদা প্রসাদমায়ান্তি যন্ত্র-মন্ত্রার্চনাদয়ঃ ॥
 শিববদ্বিহরেল্লোকেষু ঠৈশ্চর্যা-সমন্বিতঃ ।
 যোগ-যোগাদ্ ভবেশ্চুক্তির্মন্ত্রসিদ্ধিরখণ্ডিতঃ ॥
 সিদ্ধে মনো পরাবাপ্তিরিতি শাস্ত্রার্থনির্গয়ঃ ।
 তস্মাৎ কার্যং পরং যোগং কথয়স্ব মুনীশ্বর ! ।
 মুক্তাত্মা যেন বিহরেৎ স্বর্গে মর্ত্যে রসাতলে ।
 জীবশুক্তশ্চ দেহান্তে নির্বাণপদমাপ্নুয়াৎ ॥

নারদ উবাচ—কথয়ামি তব স্নেহাৎ যোগ-যোগ্যোহসি গৌতম !

সংসারোত্তারণে যুক্তির্যোগশব্দেন কথ্যতে ॥
 ঐক্যং জীবাত্মনোরাহর্যোগং যোগবিশারদাঃ
 তব স্নেহাৎ সমাখ্যাতা যোগে বিগ্নকরাস্ত্রিমে ॥
 কাম-ক্রোধ-লোভ-মোহ-মদ-মাৎসর্য্য-সংজ্ঞকাঃ ।
 যোগাঙ্গৈরেভিনির্জিত্য যোগিনো যোগমাপ্নুযুঃ ॥
 যমং নিয়মমাসন-প্রাণায়ামৌ ততঃ পরম্ ।
 প্রত্যাহারং ধারণাখ্যং ধ্যানং সার্কং সমাধিনা ॥
 অষ্টাঙ্গান্যাহরেতানি যোগিনো যোগ-সাধনে ।
 অহিংসা সত্যমন্তেয়ং ব্রহ্মচর্য্যং দয়ার্জবম্ ।
 ক্রমা ধৃতির্মিতাহারঃ শৌচক্ষেতি যমা দশ ॥
 তপঃ সন্তোষ আন্তিক্যং দানং দেবশ্চ পূজনম্ ।
 সিদ্ধান্ত-শ্রবণঞ্চৈব ত্রীমতিশ্চ জপো হৃতম্ ।
 দশৈতে নিয়মা প্রোক্তা যোগশাস্ত্র-বিশারদৈঃ ॥

আসনানি পূর্বমুক্তানি ।

ইড়য়াকর্ষয়েদ্বাঘ্রং বাহুং ষোড়শ-মাত্রয়া ।।
 ধারয়েৎ পুরিতং যোগী চতুঃষষ্ঠ্যা চ মাত্রয়া ॥

সুষুমা-মধ্যগং সম্যগ্ বাত্রিশশাখয়া শনৈঃ ।
 নাড্যা পিঙ্গলয়া চৈনং রেচয়েদ্ যোগবিস্তমঃ ॥
 প্রাণায়ামমিমং প্রাহর্যোগশাস্ত্রবিশারদাঃ ।
 ভূয়ো ভূয়ঃ ক্রমাস্তস্য ব্যত্যয়েন সমাচরেৎ ॥
 মাত্ৰাবৃদ্ধিক্রমেণৈব সম্যক্ দ্বাদশ-ষোড়শ ।
 প্রাণায়ামো হি দ্বিবিধঃ সগৰ্ভোহগৰ্ভ এব চ ।
 জপধ্যানাদিভিষুক্তং সগৰ্ভং তং বিহুবুধাঃ ॥
 তদপেতং বিগৰ্ভঞ্চ প্রাণায়ামং পরে বিহুঃ ।
 ক্রমাদভ্যাসতঃ পুংসো দেহে শ্বেদোদগমোহধমঃ ॥
 মধ্যমঃ কম্পসংযুক্তো ভূমিত্যাগঃ পরো মতঃ ।
 উত্তমস্ত গুণাবাপ্তির্থাবচ্ছীলনমীশ্র্যতে ॥
 ইন্দ্রিয়ানাং বিচরতাং বিষয়েষু নিরগলম্ ।
 বলাদাহরণশ্চেভ্যঃ প্রত্যাহারোহভিধীয়তে ॥
 অঙ্গুষ্ঠ-গুলফ্-জানুরু-সৌমনী-লিঙ্গ-নাড়িষু ।
 হৃদ-গ্রীবা-কণ্ঠদেশেষু লম্বিকায়াং তথা নসি ॥
 ক্রমধ্যে মস্তকে মুক্তি দ্বাদশান্তে যথাবিধি ।
 ধারণং প্রাণমরুতো ধারণেতি নিগচ্ছতে ॥
 সমাহিতেন মনসা চৈতন্যাস্তর-বৰ্ত্তিনা ।
 স্মাত্মন্যভীষ্ট-দেবানাং ধ্যানং ধ্যানমিহোচ্যতে ॥
 সমত্ৰভাবনা নিত্যং জীবাত্ম-পরমাত্মনোঃ ।
 সমাধিমাছমূনয়ঃ প্রোক্তমষ্টাঙ্গ-লক্ষণম্ ॥
 ইত্যাদি-কথিতং বিপ্র ! কামাদি-ষট্-ক-নাশনম্ ।
 ইদানীং কথয়ে তেহং মন্ত্রযোগমনুত্তমম্ ॥
 বিশ্বং শরীরমিত্যুক্তং পঞ্চভূতাত্মকং যুনে ! ।
 চন্দ্র-সূর্য্যাগ্নি-তেজোভিজীবত্রৈক্যরূপকম্ ॥
 তিস্রঃ কোট্যন্তদঙ্গেন শরীরে নাড়য়ো মতাঃ ।
 তান্মুখ্যা দশ প্রোক্তান্তান্মু তিস্রো ব্যবস্থিতাঃ ।
 প্রধানা মেরুদণ্ডেহত্র চন্দ্র সূর্য্যাগ্নিরূপিণী ।

ইড়া বামে স্থিতা নাড়ী তুরা তু চন্দ্ররূপিণী ।
 শক্তিরূপা সা চ নাড়ী সাক্ষাদমৃত-বিগ্রহা ।
 দক্ষিণে পিঙ্গলাখ্যা তু পুংরূপা সূর্য্য-বিগ্রহা ।
 দাড়িমৌ কুম্ভপ্রখ্যা বিষাখ্যা মুনিভিঃ স্মৃতাঃ ।
 মেরুমধ্যে স্থিতা যাতু মূলদাত্তক-বিগ্রহা ।
 সর্বতেজোময়ী সা তু সুষুমা বহুরূপিণী ।
 তস্তা মধ্যে বিচিত্রাখ্যা অমৃতপ্রাবিনী শুভা ॥
 সর্বদেবময়ী সা তু যোগিনাং হৃদয়ঙ্গমা ।
 বিসর্গাধ্বিন্দুপর্য্যন্তং ব্যাপ্য তিষ্ঠতি তত্ত্বতঃ ॥
 মূলধারে ত্রিকোণাখ্যে ইচ্ছাজ্ঞান-ক্রিয়াত্মকে
 মধ্যে স্বয়ম্ভুলিঙ্গন্ত কোটি-সূর্য্য-সমপ্রভম্ ।
 তদুর্দ্ধে কামবীজন্ত কলশান্তীন্দুনাদকম্^১ ।
 তদুর্দ্ধে তু শিখাকারা কুণ্ডলী ব্রহ্মবিগ্রহা ।
 তদ্বাহে হেমবর্ণাভাং বসবর্ণ-চতুর্দলম্^২ ।
 দ্রুত-হেম-সমপ্রখ্যং পদ্মং তত্র বিভাবয়েৎ ॥
 তদুর্দ্ধেহগ্নি-সমপ্রখ্যং ষড়্‌দলং হীরক-প্রভম্ ।
 বাদি-লালু যড়্‌র্গেন যুক্তাধিষ্ঠানসংজ্ঞকম্ ॥
 মূলমাধারষট্‌কানাং মূলধারং ততো বিহুঃ ।
 স্বশব্দেন পরং লিঙ্গং স্বাধিষ্ঠানং ততো বিহুঃ ॥
 তদুর্দ্ধে নাভিদেশে তু মণিপূরং মহৎপ্রভম্ ।
 মেঘাভং বিদ্যদাভঞ্চ রত্নতেজো ময়ং ততঃ ॥
 তৎ পদ্মং মণিবস্ত্রিণং মণিপূরং তথোচ্যতে ।
 দশভিষ্চ দলৈষু'ক্তং ডাদি-ফাঙ্করাশ্বিতম্ ॥
 শিবেনাধিষ্ঠিতং পদ্মং বিশ্বলোকৈক-কারণম্ ।
 তদুর্দ্ধে'হনাহতং পদ্মযুগাদিত্য-সন্নিভম্ ॥
 কাদি-ঠান্ত্রাঙ্করৈরর্ক-পট্টৈশ্চ সমাধিষ্ঠিতম্ ।
 তন্মধ্যে বাণলিঙ্গন্ত সূর্য্যামৃত-সমপ্রভম্ ॥

শঙ্করাক্রময়ং শঙ্কোহনাহতস্তত্র দৃশ্যতে ।
 তেনানাহতপদ্যং তৎ মুনিভিঃ পরিকীৰ্ত্যতে ॥
 আনন্দসদনং তৎ তু পুরুষাধিষ্ঠিতং পরম্ ।
 তদুর্দ্ধস্ত বিশুদ্ধাখ্যং দলং ষোড়শ-পঙ্কজম্ ॥
 স্বরৈঃ ষোড়শকৈর্যুক্তং ধূমবর্ণং মহৎপ্রভম্ ।
 বিশুদ্ধিং তন্মতে যস্মাজ্জীবন্ত হংসলোকনাং ॥
 বিশুদ্ধং পদ্মমাখ্যাতং আকাশাখ্যং মহৎ পরম্ ।
 আজ্ঞাচক্রং তদুর্দ্ধে তু আত্মনাধিষ্ঠিতং পরম্ ॥
 হক্ষবর্ণ সমায়ুক্তং বিদলং শুক্লভাস্বরম্ ।
 আজ্ঞা-সংক্রমণং তত্র গুরোরাজ্ঞেতি কীর্তিতম্ ।
 কৈলাশাখ্যং তদুর্দ্ধে তু বোধনীস্ত তদুর্দ্ধতঃ ।
 এবঞ্চ শিব চক্রাণি প্রোক্তানি তব শ্রুতত ! ।
 সহস্রারামুজং বিন্দুস্থানং তদুর্দ্ধমীরিতম্ ॥
 ইত্যেতৎ কথিতং সর্বং মোগমার্গমহুত্তমম্ ।
 আদৌ পুরকযোগেন স্বাধারে যোজয়েন্ননঃ ॥
 গুদমেট্রাস্তরে শক্তিং তামাকুক্ষ্য প্রবোধয়েৎ ।
 লিঙ্গভেদ-ক্রমেণৈব বিন্দুচক্রস্ত প্রাপয়েৎ ॥
 শত্ৰুনা তাং পরাশক্তিমেকীভাবং বিচিন্তয়েৎ ।
 পায়য়িত্বা চ তাং শক্তিং কৃষ্ণাখ্যাং যোগসিদ্ধিদাম্ ।
 ষট্-চক্র-দেবতাস্তত্র সন্তুর্প্যামৃত-ধারণা ॥
 আনয়েৎ তেন মার্গেণ মূলাধারং ততঃ শ্রুধীঃ ।
 এবমভ্যাসমানস্য অহন্যহনি মারুতম্ ।
 জরামরণ-জঃখাঈর্মুচ্যতে ভব-বন্ধনাং ।
 পূর্বোক্ত-দূষিতা মন্ত্রাঃ সর্বে সিধ্যস্তি নান্যথা ॥
 যে গুণাঃ সন্তি দেবস্য পঞ্চকৃত্য-বিধায়িনঃ^১ ।
 তে গুণাঃ সাধকবরে ভবন্ত্যেব চ নান্যথা ॥
 ইত্যেতৎ কথিতং সর্বং বায়োর্ধারণমুত্তমম্ ।

ইদানীং ধারণাখ্যাস্ত শৃণুস্বাবহিতো মূনে । ॥
 দিক্কাণাত্তনবচ্ছিন্নে কৃষ্ণে চেতো নিধায় চ ।
 তন্ময়ো ভবতি ক্ষিপ্ৰং জীব-ত্রৈলোক্য-যোজনায় ॥
 অথবা সমলং চিত্তং যদা ক্ষিপ্ৰং ন সিধ্যতি ।
 তদাবয়বঃযাগেন যোগী যোগান্ সমভ্যাসেৎ ॥
 পাদান্তোজে মনো দত্তান্নখ-বিলক-চিত্রিতে ।
 জজ্ঞ্বাবুগ্ধে তথা রাম-কদলীকাণ্ড-শোভিতে ॥
 উরুদ্বয়ে মন্তুহস্তি-করদণ্ড-সমপ্রভে ।
 গঙ্গাবৰ্জগভীরে তু নাভৌ সিদ্ধবিলে ততঃ ॥
 উদরে বক্ষসি তথা হারে শ্রীবৎসকৌস্তুভে ।
 পূর্ণ-চন্দ্রাযুতপ্রথ্যে ললাটে চারুকুস্তলে ॥
 শঙ্খ-চক্র-গদান্তোজে দৌর্দণ্ড-পরিমণ্ডিতে ।
 সহস্রাদিত্য-সঙ্কালে কিরীটকুণ্ডল-দ্বয়ে ॥
 স্থানে নিযোজয়েন্ মন্ত্রী বিজ্ঞঃ শুদ্ধ-চেতসা ।
 মনো নিবেশ্য কৃষ্ণে বৈ তন্ময়ো ভবতি ধ্রুবম্ ॥
 যাবন্ননো লয়ং যাতি কৃষ্ণে স্বাত্মনি চিন্ময়ে ।
 তাবদিষ্টমনুর্মন্ত্রী জপহোমং সমভ্যাসেৎ ।
 অতঃ পরং ন কিঞ্চিচ্চ কৃত্যমস্তি তথা হরেঃ ।
 বিদিতে পরতত্ত্বে তু সমন্তৈনিয়েমৈরলম্ ॥
 তালবৃন্তেন কিং কার্যং লন্ধে মলয়-মারুতে ।

কৃষ্ণ ইতুপলক্ষণম্ । অত্র প্রকারান্তরং শারদায়াম্—

যগ্নবত্যঙ্গুলায়ামং শরীরমুভয়াত্মকম্ ।
 গুদ-ধ্বজাস্তরে কন্দমুৎসেধাদ্ দ্ব্যঙ্গুলং বিহঃ ॥
 তস্মাদ্ দ্বিগুণ-বিস্তারং বৃত্তরূপেণ শোভিতম্ ।
 নাড্যন্তত্র সমুদ্ভূতা মুখ্যাস্তিভ্যঃ প্রকীৰ্ত্তিতাঃ ॥
 ইড়া বামে স্থিতা নাড়ী পিঙ্গলা দক্ষিণে মতা ।
 তয়োর্মধ্যগতা নাড়ী সুষুম্না বংশমাস্রিতা ॥
 পাদান্তুষ্ঠদ্বয়ে যাতা শিফাভ্যাং শিরসা পুনঃ ।

ব্রহ্মস্থানং সমাপন্য সোমশূর্য্যায়িকাপিণী ॥
 তস্য মধাগতা নাড়ী চিত্রাখ্যা যোগিবল্লভা ।
 ব্রহ্মরজ্জ্বং বিহস্তস্ত্যাং পদমুত্রনিভং পরম্ ।
 আধারাংশচ বিহস্তত্র মতভেদাদিনেকধা ।
 দিবামার্গমিদং প্রাহুরযুতানন্দকারণম্ ॥
 ইড়ায়াং সঞ্চরেচ্চন্দ্রঃ পিঙ্গলায়াং দিবাকরঃ ।
 জ্ঞাতৌ যোগনিদানজৈঃ সুষুমায়াঞ্চ তাবুভৌ ॥
 আধারকন্দমধ্যস্থং ত্রিকোণমতিসুন্দরম্ ।
 জ্যোতিষাং নিলয়ং দিব্যং প্রাহুরাগমবেদিনঃ ॥
 তত্র বিদ্যাব্লত-কারা কুণ্ডলী পরদেবতা ।
 পরিস্মুরতি সৰ্ব্বাত্মা শূণ্ধ্যাহি-সদৃশাকৃতিঃ ॥
 বিভক্তি কুণ্ডলীশক্তিরাত্মানং হংসমাপ্তিতা ।
 হংসঃ প্রাণাশ্রয়ো নিত্যং প্রাণো নাড়ীসমাশ্রয়ঃ ॥
 আধারাত্মদগতো বায়ুৰ্যথাবৎ সৰ্বদেহিনাম্ ।
 দেহং প্রাপ্য স্বনাড়ীভিঃ প্রকাশং কুরুতে বহিঃ ।
 দ্বাদশাঙ্গুল-মানেন তস্মাৎ প্রাণ ইতীরিতঃ ।
 রম্যে যুদ্বাসনে-শুদ্ধে পটাজিন-কুশোত্তরে ॥
 বৈক্কেকমাসনং যোগী যোগমার্গপরো ভবেৎ ।
 জ্ঞাত্বা ভূতোদয়ং দেহে যথাবৎ প্রাণবায়ুনা ॥
 তত্তদুত্তং যজ্ঞদেহে দৃঢ়হাবাপ্তয়ে সুধীঃ ।

আসন-ভূতোদয়ো প্রাপ্তৌ ।

অঙ্গুলীভিঃ দৃঢ়ং বদ্ধা করণানি সমাহিতঃ ।
 অঙ্গুষ্ঠাভ্যামুভে শ্রোত্রে তর্জনীভ্যাং বিলোচনে ॥
 নাসারন্ধ্রে মধ্যমাভ্যামন্থাতির্বদনং দৃঢ়ম্ ।
 বদ্ধাত্ম-প্রাণমনসামেকত্বং সমনুস্মরন্ ॥
 ধারয়েন্ মারুতং সম্যক্ যোগোহয়ং যোগিবল্লভঃ ।
 নাদঃ সংজায়তে তস্য ক্রমাদভ্যসতঃ শনৈঃ ॥
 মন্তুস্তাননাগীত-সদৃশঃ প্রথমো ধ্বনিঃ ।

বংশিকস্তানিলাপূর্ণ-বংশধ্বনি-নিভোহপরঃ ॥
 ষট্টারব-সমঃ পশ্চাদ্ ঘনমেঘ-অনোপমঃ ।
 এবমভ্যসতঃ পুংসঃ সংসারধ্বাস্তনাশনম্ ॥
 জ্ঞানমুৎপত্তে পূর্বং হংসলক্ষণমব্যয়ম্ ।
 পুং-প্রকৃত্যাকৌ প্রোক্তৌ বিন্দু-সর্গৌ মনীষিভিঃ ॥
 তাভ্যাং ক্রমাং সমুদ্ভূতৌ বিন্দু-সর্গাবসানকৌ ।
 হংসৌ তৌ পুংপ্রকৃত্যাখ্যৌ হং পুমান্ প্রকৃতিস্ত সঃ ॥
 অজপা কথিতা তাভ্যাং জীবোহয়ামুপতিষ্ঠতি ।
 পুরুষং স্বাশ্রয়ং মহা প্রকৃতির্নিত্যমাস্থিতা ॥
 যদা তন্ভাবমাপ্নোতি তদা সোহহময়ং ভবেৎ ।
 সকারার্ণং হকারার্ণং লোপয়িত্বা ততঃ পরম্ ॥
 সন্ধিং কুর্য্যৎ পূর্বরূপং তদাসৌ প্রণবো ভবেৎ ।
 পরানন্দময়ং নিত্যং চৈতন্যৈকগুণাত্মকম্ ॥
 আত্মাভেদস্থিতং যোগী প্রণবং ভাবয়েৎ সদা ।

আত্মায়বাচামতিদূরমাত্মং বেত্তং অসংবেদ্য-গুণেন সমুতঃ ।
 আত্মানমানন্দরসৈকসিদ্ধুং পশ্যন্তি তারাত্মকমাত্মনিষ্ঠাঃ ॥
 সত্যং হেতুবিবর্জিতং শ্রুতিগিরামাত্মং জগৎ কারণং
 ব্যাপ্তং স্থাবর-জঙ্গমং নিরূপমং চৈতন্যমস্তূর্গতম্ ।
 আত্মানং রবি-বহ্নি-চন্দ্র-বপুষং তারাত্মকং সমুতং
 মিত্যানন্দগুণালয়ং সুকুতিনং পশ্যন্তি রুদ্ধেন্দ্রিয়াঃ ॥

অথ কর্মযোগঃ । যথা সময়াতন্ত্রে ঈশ্বর উবাচ—

রহস্ত্যং যৎ পুনঃ পৃষ্টং তুষ্টোহহং তেন সর্বদা ।
 সংক্ষেপতঃ ক্রমেণৈব কথয়ামি শৃণু প্রিয়ে ! ॥
 অধ্যুষ্ট-হস্তমানং হি শরীরং পরমেশ্বর ! ।
 নাড়ীনাং তত্র সাহস্রং সমুৎপন্নং দ্বিসপ্ততিঃ ॥
 তত্রাপি মুখ্যা দেবেশি ! স্তূলরূপা দ্বিসপ্ততিঃ ।
 তত্র প্রধানা দেবেশি ! দশ নাড্যঃ সমাস্রুতাঃ ॥
 ইডাক পিজলাকৈব সুষুমা চ সুরেশ্বর ! ।

গান্তারী হস্তিজিহ্বা চ পুষা চৈব পশ্যন্তী ॥
 অহুকুলা কুহশৈব শশ্বিনী নামভিঃ স্মৃতাঃ ।
 উক্ত প্রধানা দেবেশি ! তিস্রো নাভ্যঃ প্রকীৰ্ত্তিতাঃ ।
 ইড়া নাভী স্থিতা বামে পিঙ্গলা স্মাৎ তু দক্ষিণে ।
 শুষুম্না মধ্যদেশে তু মেরুদণ্ডান্তর-স্থিতা ॥
 ইড়ায়াং সঞ্চরচ্চন্দ্রঃ পিঙ্গলায়াস্তু ভাস্করঃ ।
 বহিরূপা শুষুম্না তু সোমসূর্য্যাত্মিকা পরা ॥
 শুষুম্না-গ্রহি-সংস্থানি ষট্‌পদ্মানি যথাক্রমাৎ ।
 আধারাখ্যং শুদহানাদ দ্ব্যঙ্গুলোপরি-সংস্থিতম্ ॥
 বাদি-সান্তার্ণ সংযুক্তং রক্তবর্ণং চতুর্দলম্ ।
 লিঙ্গমূলে মহাপদ্মং স্বাধিষ্ঠানন্ত ষড়্‌দলম্ ॥
 বাদিলাস্তার্ণ সংযুক্তং নাভৌ তু মণিপূবকম্ ।
 ডাদি-ফান্তাঘ্রিত-দলৈররুণৈর্দশভিষুতম্ ॥
 হৃদয়ে দ্বাদশদলৈরনাহত-সরোরুহম্ ।
 কাদি-ঠাস্তাঘ্রিতৈর্দেবি ! তপ্তহাটক-সম্মিতম্ ॥
 কণ্ঠদেশে বিশুদ্ধাখ্যং নির্মলং গগনামুজম্ ।
 অকারাদি-স্বরোপেতৈর্দলৈঃ ষোড়শভিষুতম্ ॥
 আন্ত্রা নাম ভ্রুবোর্মধ্যে চক্রেং দ্বিদলকং পরম্ ।
 হৃক-দ্ব্যঙ্কর-সংযুক্তং নির্মলং সূমনোহরম্ ॥
 পঞ্চভূতানি দেবেশি ! ষষ্ঠং মানসমীশ্বরী ! ।
 ষট্‌চক্রেষু স্থিতান্তেবং ক্রমাদেবি ! বিচিস্তয়েৎ ॥
 আধারাখ্য-মূলচক্রে অতিরিক্ত-চতুর্দলে ।
 তন্মধ্যে সংস্থিতা যোনিস্তন্মধ্যে লিঙ্গমুত্তমম্ ॥
 মধ্যে লিঙ্গং সরস্কৃত পশ্চিমাতিমুখস্থিতম্ ।
 এবং সর্বেষু চক্রেষু শক্তিং রুদ্রং বিচিস্তয়েৎ ॥
 আধারে হৃৎপ্রদেশে তু ভ্রুবোর্মধ্যে বিশেষতঃ ।
 স্বায়ত্ত্ববঞ্চ লিঙ্গঞ্চ তত্রৈবেশ্বর-সংজ্ঞকঃ ॥
 লিঙ্গত্রয়ং মহেশানি ! প্রধানত্বেন চিস্তয়েৎ ।

কুলকুণ্ডলিনী শক্তিমূলধারে সদা স্থিতা ॥
 প্রমুখ-ভুজগাকারা অধুষ্টবলয়াধিতা ।
 সৈব সর্বেশ্বরী নিত্যা তড়িৎ-পুঞ্জনিভ-প্রভা ॥
 সুষুমা ব্রহ্মরক্তস্ত যুথেনাবৃত্য সংস্থিতা ।
 ইমাং ধ্যাওয়া মহাদেবি ! সাধকো মরণং তজ্জ্ঞেৎ ॥
 কোমলাসনমাস্থায় সমকায়শিরোধরঃ ।
 মেরুদণ্ডং স্থিরং কুড়া নাসালোকন-তৎপরঃ ॥
 পদ্মাসনং সমারুহ্য গুদমাকুঞ্চ্য সংযতঃ ।
 উচ্চরেৎ কুণ্ডলীং শক্তিং যট্চক্রগ্রন্থি-ভেদতঃ ॥
 সুষুমা-রক্তমার্গেণ মুক্তিং সংচিন্তয়েত্ততঃ ।
 সহস্রারং মহাপদ্মং শ্বেতবর্ণমধোমুখম্ ॥
 তন্মধ্যে চিন্তয়েৎ পূর্ণং চন্দ্রবিশ্বং সুধাময়ম্ ।
 তন্মধ্যে চিন্তয়েদ্দেবং জগৎসাক্ষিণমবায়ম্ ॥
 শ্বেতং স্বচ্ছং মহাপ্রেতং জ্যোতীরূপং সদাশিবম্ ॥
 তেন সংযোজয়েচ্ছক্তিং কুণ্ডলীরূপধারিণীম্ ॥
 শক্তিবন্ধপ্রবন্ধেন লোলীভূতাং সুলালসাম্ ।
 তৎসঙ্গমোন্তবসুধা-ধারাভিঃ পরমেশ্বরী ! ॥
 তর্পয়েৎ সময়ং তাক্ষ দেহস্থাং দেবতামপি ॥
 সমস্ত-যোগিনীচক্রং মহিকামণ্ডলং তথা ॥
 স্বয়ং তৎসুধা-ধারা-মদিরামন্ত-মানসঃ ।
 আনীয় কুণ্ডলীং শক্তিং পুনরাধার-পঙ্কজে ! ॥
 স্থাপয়েন্মধ্যদেশে তু এবং ধ্যাওয়া তু সাধকঃ ।
 জীবমুক্তো ভবেল্লোকে মম তুল্যো ন সংশয়ঃ ॥
 কর্মযোগবিধানস্ত কথিতং বীরবন্দিতে ! ।
 জ্ঞানযোগবিধানস্ত শ্রয়তাং সময়েশ্বরী ! ॥
 অপাং মধ্যে বসেচ্ছুন্মং তস্মিন্ বায়ুস্ততো ধ্বনিঃ ॥
 ধ্বনির্ঘোনিষ্ঠর্যরূপং প্রণবাখ্যং পরং পদম্ ॥
 মধ্যদেশে শিখা সুষুমা পরমা নিকলা কলা ।

শূণ্যং জ্যোতিঃ-রূপং হি চিংস্বরূপং সুনির্মলম্ ॥

চিতিরূপা কলা তত্র নির্মলা সময়ো পরা ।

শূণ্যং সদাশিবঃ প্রোক্তঃ কলা শক্তিঃ চিদায়ী ॥

শিবশক্ত্যাত্মকং জ্যোতিঃ পরং ব্রহ্ম সুনিশ্চিতম্ ।

শিবশক্ত্যাত্মকং বস্তু পরমশ্চেতি গচ্যতে ॥

সর্বত্র পরমাত্মা বৈ তত্র সর্বং প্রতিষ্ঠিতম্ ।

ইতি জ্ঞানযোগঃ ।

পৃথিব্যপ্-তেজোবায়ুকাশাত্মক-পঞ্চভূতাত্মকং শরীরম্ । তত্র শরীরে-
সার্কিকোটি-ত্রয়ী নাড়ী সর্বাহধোমুখী । তাস্মৈ মুখ্যা দশ ইড়া পিঙ্গলা সুষুমা
গান্ধারী হস্তি-জিহ্বা পুষা পয়স্বিনী অনুকূলা কূহুঃ শঙ্খিনী চেতি ।
তাস্মৈ মুখ্যান্ত্রিঃ ইড়া পিঙ্গলা সুষুমা চেতি । তাস্মৈ চ মধ্যে মেরুদণ্ডস্য
বামে ইড়া শুক্রবর্ণা চ : রূপিণী অমৃতময়ী শক্তিরূপা, দক্ষিণে পিঙ্গলা রক্তবর্ণা
সূর্য্যারূপিণী বিষময়ী পুংস্বরূপা । মেরুদণ্ডমধ্যে সুষুমা সর্বতেজোময়ী সরস্বতী
সোমসূর্য্যায়িরূপিণী । সা চ শিফাভ্যাং পাদাঙ্গুষ্ঠদ্বয়ং সংযুক্ত্যাহধোমুখীভূয়
শিরসা মূলাধারস্থ-শিবলিঙ্গাগ্রপর্য্যন্তং ব্যাপ্য তিষ্ঠতি । সুষুম্নাস্থে তান্ধোমু-
খানি মূলাধার-স্বাধিষ্ঠান-মণিপূরকানাহত-বিশুদ্ধজ্ঞানানি ষট্ পদ্যানি । যৎ
তু মহৌঃ মূলাধারে কমপি মণিপূরে হতবহং শ্রিতং স্বাধিষ্ঠানে ইত্যাদি-শঙ্করা-
চার্য্যপণ্ডে দ্বিতীয়-পদ্যস্থ মণিপূরত্ব-কথনম্, তৎ স্বাধিষ্ঠানে কং মণিপূরে
হতবহমিতি ব্যত্যাসাম্বয়াদবিরুদ্ধং ছন্দোমুরোধাচ্চ তথোক্তমিতি তত্ত্বম্ ।
সুষুম্নামধ্যে চিত্রাখ্যাহধোমুখী নাড়ী অমৃতস্রাবিণী সর্বদেবময়ী বিসর্গাদ্ বিন্দু-
পর্য্যন্তং ব্যাপ্য তিষ্ঠতি । বিসর্গঃ প্রকৃতিঃ । বিন্দুঃ পুমান্ । যস্মাৎ পদ্যানাং
কিঞ্চিদমধ্যে শক্তি-রূপানি ষট্ ত্রিকোণানি । তেষাঞ্চ মধ্যেহধোমুখানি প্রেত-
রূপানি সরস্বতী শিবলিঙ্গানি ষট্ । তেষু মধ্যে মূলাধারে স্বয়ম্ভুরনাহতে
বাণঃ, আঙ্গাচক্রে ঈশ্বর ইতি লিঙ্গত্রয়ং প্রধানম্ । ষট্ পদ্যেষু ব্রহ্ম-বিষ্ণু-
রুদ্রেশ্বর-সদাশিব-পরমশিবাখ্যাঃ ষট্ শিবাঃ । ব্রহ্মাদীনাং মূর্ত্তয়স্ত পূর্বমুক্তাঃ ।
শুদ্ধস্থানাদ্ স্বাত্মলোপরি পীতং পার্থিবং পৃথিবীযুক্তং ব শ য স-বুজ-চতুর্দ-
লাচ্যং ডাকিনী-দেবতাকং মূলাধারপদ্যম্ । আধার-ষট্ কানাং মূলত্বে মূলাধার-
মুচ্যতে । তস্তাধস্তেজসং সহস্রদলং রক্তবর্ণং তৎকিঞ্চিদমধ্যে দলমধ্যে চ

শক্তয়ো বিদ্যাংপ্রভাঃ । তৎকণিকামধ্যান্ত কুলদেবী মূলধার-পদ্ম-কণিকান্ত-
 র্গত-ত্রিকোণাকার-মহাযোন্ত্যন্তর্গতাধোমুখ-স্বয়ম্ভুলিঙ্গং শঙ্খাকার-দক্ষিণাবর্ত-
 ক্রমেণ স্বাক্ষবেষ্টন-ত্রেয়ণালিঙ্গ্যাধোমুখতয়া স্থিতা সুষুম্নামুখং স্বমুখেনাবৃত্য
 স্থিতা নিজাণা প্রসুপ্ত-ভুজগাকার। তড়িৎকোটীপ্রথ্যা নীবারশুকবৎ তদ্বী
 ত্রিকোণস্থানল-শিখোপরি স্থিতা মূলবিজ্ঞাময়ী কুলকুণ্ডলিনী বর্ততে । ততো
 হুঙ্কারেণ ত্রিকোণমণ্ডলস্থায়িনা কুলকুণ্ডলিনীং সজাগরাং বিধায় হংস ইতি
 মস্ত্রেণ সুষুম্নাবিবর-ব্রহ্মবত্সনা চিত্রানাড়িকয়া শিবলিঙ্গ-রক্তদ্বারেণ লিঙ্গান্নি-
 ক্রময্য আধারপঙ্কজস্ত দ্ব্যঙ্গুলোৰ্ধ্বে আপ্যে জলবতি বিদ্যাদাতে ব ভ ম য র ল
 যুক্ত-ষড়্দলে সাধিত্রী-ব্রহ্মসহিতে রাগিনীদেবতাকে লিঙ্গমূলস্থে স্বস্ত লিঙ্গ-
 স্থাধিষ্ঠানতয়া স্থাধিষ্ঠান-নামকে পদ্যে তাং সমানীয় তত্রত্য লিঙ্গরক্ত্রেণ লিঙ্গং
 প্রবেশয়িত্বা ততো নির্গময্য স্থাধিষ্ঠানাদেকাদশাঙ্গুলোপরি^১ তেজসে তেজ-
 স্বিনি^২ নীলবর্ণে ড চ ণ-ত থ দ ধ ন প ফ যুক্ত-দশদলেন লক্ষ্মীনারায়ণ-সহিতে
 লাকিনী সহিতে লাকিনীদেবতাকে নাভিমূলস্থে মণিপূরকে পদ্যে সমানীয়
 তত্রত্য লিঙ্গরক্ত্রেণ লিঙ্গং প্রবেশয়িত্বা ততো নির্গময্য মণিপূরাদ্^৩ দ্বাদশাঙ্গুলো-
 পরি হৃদয়স্থে বায়ব্যে বায়ুমতে রক্তবর্ণে ক থ গ ঘ ঙ চ ছ জ ঝ ঞ ট ঠ-যুক্ত-
 দ্বাদশে দলে পার্বতীশঙ্করাবিত মধ্যগত-কাকিনী দেবতাকে কালরাত্র্যাদি-
 শক্ত্যা-বৃতে নাদোজ্ঞানাদিযুক্ত-সূর্য্যবিস্বসহিতে অনাহতে পদ্যে সমানীয় তত্রত্য
 লিঙ্গ-রক্ত্রেণ লিঙ্গং প্রবেশয়িত্বা ততো নির্গময্যানাহতাদেকাদশাঙ্গুলোপরি
 কণ্ঠদেশস্থে আকাশময়ে আকাশবতি ধূত্রবর্ণে অকারাদি-ষোড়শস্বরযুক্ত-
 ষোড়শ-দলেন মধ্যগত-শাকিনী-দেবতাকে বিদ্যেশ্বর-সহিতে অমৃতাশক্তিযুক্ত-
 বাহুপত্রে চন্দ্রবিস্ব-সহিতে বিদ্যুৎকাথে পদ্যে সমানীয় তত্রত্য-লিঙ্গরক্ত্রেণ লিঙ্গং
 প্রবেশয়িত্বা ততো নির্গময্য বিদ্যুৎপদ্যাক্ষতুরঙ্গুলোপরি জমধ্যস্থে শুক্রবর্ণে
 হ ক্র-যুক্ত-বলদ্বয়যুক্তে হংসবতী ক্রমা-সহিত-পার্শ্বদয়কে মধ্যস্থিত-হাকিনী
 দেবতাকে মালাধিষ্ঠিতে আজ্ঞাচক্রাখ্যপদ্যে সমানীয় তত্রত্য লিঙ্গরক্ত্রেণ লিঙ্গং
 প্রবেশয়িত্বা ততো নির্গময্য শিরঃস্থিত-শ্বেত-সর্ববর্ণযুক্ত-সংস্রদলযুক্তাক্ষণ-
 কেশ্যাধোমুখকমলকণিকান্তর্গতচন্দ্রমণ্ডলমধ্যস্থ-ত্রিকোণান্তর্গতবিস্বরূপ- পরম-
 শিবে মহামায়াযুক্তে তত্রত্য লিঙ্গং রক্তদ্বারেণ তাং কুলকুণ্ডলিনীং যোজয়েৎ ॥

অয়ং ষট্চক্রভেদপ্রকারঃ । এবং ক্রমেণ কুলকুণ্ডলিনীং পরমশিবৈ
সংযোজ্য পুনস্তেনৈব পথা ব্যাক্রমেণ পদ্মষট্কং বিভিষ্ট শিবশক্তিযোগ-
জনিত-সুধাধারাপ্লাবিতদেহঃ সন্ পুনস্তামমৃতলোলীভূতাং মূলধারমানয়েদিত্তি-
রহস্যার্থঃ । এতৎ প্রমাণস্ত প্রাপ্তোক্তে মু সময়াতন্ত্রোক্তান্তর্যগপ্রকরণ-গৌতমীয়-
তন্ত্রোক্ত মন্ত্রযোগপ্রকরণ-শারদাতিলকোক্ত-যোগপ্রকরণ-সময়াতন্ত্রোক্ত-কর্ম-
যোগপ্রকরণেষু যথাযথমালোকনীয়ম্ । অধিকঞ্চ তন্ত্রান্তরে—

ধ্যায়েদাধারপদ্মং সুরদরুণচতুঃ-পত্রকং বাদি-সাত্ত্বৈ-

বর্ণৈঃ পীতং চতুর্ভিষু তমুপরি লসৎকণিকায়াং ত্রিকোণে ।

শঙ্খাবর্তেভসার্কত্রিবলয়যুতয়া মণ্ডিতং কুণ্ডলিতা

বালার্কচোতিবিশ্বং^১ তত্‌পরি মিলিতাং ডাকিনী-দেবতাঞ্চ ॥

স্বাধিষ্ঠানং ষড়্‌দলোপেতমুদ্যৎ-বিদ্যৎ প্রথ্যং^২ বাদিলাট্টৈশ্চ বর্ণৈঃ ।

যুক্তং সাবিত্রী-সহায়ং বিরিক্ষিৎ ধ্যায়েদগ্নিন্ রাক্ষসীং দেবতাঞ্চ ॥

নীলনীরদ-নিভে দশপত্রে ডাদিফাস্ত-দশবর্ণদমেতে

চিস্তয়েৎ কমলয়া কমলাক্ষং লাকিনীঞ্চ সহিতাং মণিপূরে ।

অনাহতং সরোরুহং তরুণরক্তসঙ্কারুণ-

প্রভা-পটলসঙ্কুলং সুরৎ-পার্বতীশঙ্করম্ ।

প্রতিচ্ছদসমুল্ললসদ্-দ্বিদশ^৩ কাদিঠাস্তাক্ষরং

তদন্তরে^৪পি চিস্তয়েদ্ভিদশবন্দিতাং কাকিনীম্ ॥

তত্‌পরি বিস্তৃক্কাখ্যং কুন্দাবদাত-সমপ্রভং

স্বরপরিগতং মধ্য পত্রং সমুজ্জলকণিকম্ ।

কমলমমলং বিদ্যেৎশ্রাবণীং নিবাসিনীং স্থিরমতি-

রধিষ্ঠাত্রীং দেবীং স্মরেদথ শাকিনীম্ ॥

আজ্ঞাপুরং দ্বিদলকং শরদিন্দুকান্তি-

জ্যোতির্ময়ং সলিলপঞ্চমহাস্তযুক্তম্ ।

শ্রীবুদ্ধিশক্তিসহিতা গুরুরত্র দেবী

হাবিন্দ্ৰমন্দনিজ-শক্তি পরপ্রভাবা ।

সরোরুহমধোমুখং প্রবিলসৎ-সহস্রচ্ছদং

ক্রমাদরুণকেশরং প্রকর-ভাস্বরং নির্মলম্ ।

তদন্তরপি চিস্তয়েদমৃতরোচিষে মণ্ডলে

পুরাণপুরুষং পরং পরিগতং মহামায়য়া ।

তথা— শাস্তিক্রপং শিবাকারং সর্বাভ্যাস-নিজালয়ম্ ।

গুদমেঢ়াস্তরং দেবি ! পঞ্চাঙ্গুলসমুচ্ছিতম্ ।

গুদমেকাঙ্গুলং মধ্যো দ্বিরঙ্গুল-বিসারিণম্ ।

তস্মৈ মূলে মহাযোনিস্ত্রিকোণাকাররূপিণী ॥

শুমুয়া যোনিমধ্যস্থা তস্মৈ মূলে মহেশ্বরী !

অধঃপদ্মং সহস্রারং কর্ণিকাকেশরান্বিতম্ ।

তৈজসং রত্নবদ্ দীপ্তং তদলস্থিত-শক্তিভিঃ ।

প্রতিকিঞ্জক-সংস্থাভিঃ শক্তিভিঃ চ যুতং প্রিয়ে ।

কর্ণিকা মধ্যতো দেবি কুলদেবী চ সংস্থিতা^১ ।

তথা— আধারপঙ্কজং পীতং চতুঃপত্রং শ্লোকেশরম্ ।

অধোমুখঞ্চ তন্মধ্যে কুণ্ডলী পরমেশ্বরী ।

স্বয়ম্ভূমধ্যগা চিস্তয়া যাদিবর্ণৈঃ সমাবৃতা ॥

পার্শ্বিবাং পঙ্কজং হেতুং তস্মাদধঃ পঙ্কজং পরম্ ।

তৈজসং পরমেশানি ! তন্মধ্যে পীঠশক্তয়ঃ ।

নিবিষ্টাহৃষ্টমনসো বিদ্যাংপুঞ্জনিভাঃ স্মরেৎ ।

তদুর্দ্ধকর্ণিকামধ্যে বিদ্ধি বিশ্বং তদুর্দ্ধগম্ ।

পূর্ণপীঠঞ্চ তন্মধ্যে ডাকিনী সংস্থিতা শিবে ! ॥

আধারপঙ্কজস্তোম্বে^২ সার্কুণ্ডজুলকোপরি ।

তৈজসং সার্পপত্রঞ্চ পীতকর্ণিকয়া যুতম্ ।

স্বল্পেখা কর্ণিকামধ্যে স্থিতা লঙ্কাধিদেবতা ॥

এতস্মাদ্ দ্ব্যঙ্গুলাদুর্ধ্বং স্বাধিষ্ঠানং ষড়ঙ্গকম্ ।

আপ্যঞ্চ রাকিনী শক্তিঃ পূর্বাভিঃ শক্তিভিবৃতম্ ॥

ততশ্চ ভাবয়েদেবি ! নাভিমেকাঙ্গুলোপরি ।

তং পদ্মং মণিপূরঞ্চ দশপত্রঞ্চ তৈজসম্ ॥

লাকিনী-মধ্যগং তচ্চ ভ্রামর্যাতিভিরাবৃত্তম্ ।
 ততো দশাজুলাদুর্ধ্বং মণিপূরাখ্য-পঙ্কজাং ॥
 পঙ্কজং কাকিনী-মধ্যং বায়ব্যাং দ্বাদশারকম্ ।
 তত্রস্থ-কালরাত্র্যাদি-শক্তিভিশ্চ সমাবৃত্তম্ ॥
 তত্রস্থ-সূর্য্যাবিশ্বে চ নাদোজানাদিপীঠকম্^১ ।
 তস্মাদেকাজুলাদুর্ধ্বং বিশুদ্ধং ষোড়শারকম্ ॥
 মধ্যগা শাকিনী বাহু-পত্রেষু পরমেশ্বরী ! ।
 অমৃতাত্মাস্তদাকাশং চন্দ্রবিশ্বং তদুর্দ্ধতঃ ॥
 কঠোর্দ্ধে পরমেশানি ! লব্ধিকা-চতুঃসূলে ।
 আজ্ঞাধারং দ্বিপত্রাজং হৃদ-দ্বিধল-সংযুতম্ ॥
 হংসবতী ক্ষমা পার্শ্বদ্বয়ে মধ্যে তু হাকিনী ।

অথাত্র সমাধিমুখ-সমাধানার্থমস্মৎ-প্রপঞ্চঃ—

পৃথিব্যস্থ-তেজোমরুদ্রোমরূপৈঃ শরীরং কৃতং পঞ্চভির্ভাতি ভূতৈঃ ।
 তনৌ সার্ককোটিক্রয়ী তত্র নাড়ীস্থিতাহধোমুখী তাসু মুখ্যা দশ সূ্যঃ ।
 ইড়া পিঙ্গলাখ্যা সুষুম্না চ গাকারিকা হস্তিজিহ্বা চ পুষা চ নাড়ী ।
 পয়স্বিন্ধ্যথানুকূলা কুহঃ শঙ্খিনী চেতি তাসাঞ্চ তিস্রো বরেণ্যঃ ।
 ইড়া বামভাগে স্থিতা শুক্লবর্ণাহমৃতাত্মেন্দুরূপিন্যসৌ শক্তিরূপা ॥
 তথা দক্ষিণে পিঙ্গলা রক্তবর্ণা বিষাত্মা চ পুংসুরূপিনী সূর্য্যরূপা ।
 তথা মেরুদণ্ডস্থ মধ্যে সুষুম্না স্থিতা সর্বতেজোময়ী রক্তযুক্তা ।
 অসৌ সোম-সূর্য্যাগ্নিরূপা শিফাভ্যাং পদাস্থিষ্ঠষুগ্মেষু সংযুক্ত্য নত্ৰা ।
 স্থিতাধারপদ্মস্থিতেশান-লিঙ্গাগ্রপর্য্যস্তমাবৃত্য বিদ্যোতমানা ॥
 অনুসৃত-পঙ্কেরুহ-শ্রেণিক-অগুণ-স্পর্ধনান্নাবর্দ্ধমানা ।
 অধাধারকাধিষ্ঠিতে পুরকানাহতাথ্যে বিশুদ্ধং তথাজ্ঞ-পূরঞ্চ ॥
 ইদং তত্র চক্রাভিধান্তোজ-ষটকং নিবদ্ধং সুষুম্নাখ্যয়াহধোমুখং সৎ ।
 সুষুম্নাস্তরালে সূধ্যাত্মাবিনী সর্বদেবাত্মিক্য নাড়িকাত্মান্তি চিত্রা ॥
 বিসর্গাদিয়ং বিন্দুপর্য্যস্তমেকা পরিব্যাপ্য তিষ্ঠত্যতীবাণুরূপা ।
 তথা ষট্ সরোজম্ম-কিঞ্চকমধ্যে ত্রিকোণানি ষট্ শক্তিরূপানি সন্তি ॥

ত্রিকোণান্তরে প্রেতরূপাণি রক্তাধিতাধোমুখানীশ-লিঙ্গানি মট্, ট ।
 অচৈতন্যভাজামমীষাৰ্ণমধ্যে শিবানামুভৌ ব্রহ্ম-বিষ্ণুপ্রদিশৌ ।
 পরৌ চাপি রুদ্রেশ্বরার্থ্যৌ সদাশিবনামা পরোহন্যঃ পরার্থ্যঃ শিবশ্চ ।
 গুদস্থানতো দ্ব্যঙ্গুলোধেৰ্ শূপীতং কুমদাদি-সান্তার্ণ-যুতৈশ্চতুৰ্ভিঃ ।
 দলৈঃ শোভিতং পার্শ্বিণং ডাকিনী-দেবতাকং তদাধারপদ্মং পুরস্তাৎ ।
 অধঃস্তৈজসং তস্মা রক্ত-প্রভাকং দলানাং সহস্রেন বিভ্রাজমানম্ ॥
 লম্বদ্বিত্যুচ্ছোতিতানেকশক্তি-স্কুরন্-মধ্যবিজ্জ্বলমেকং সরোজম্ ।
 অধঃকণিকামধ্যতঃ শঙ্খ-ভঙ্গীক্রম-ভ্রাজিনা দক্ষিণা বর্তনেন ॥
 প্রসুপ্তাহিরূপা তড়িৎকোটিকান্তিঃ সমালিঙ্গ্য সার্ব্বেণ বেষ্টেত্রয়েণ ।
 তদাধারনামাদিমাত্তোজমধ্য-স্কুরংকণিকাস্তুর্নিবিষ্টে ত্রিকোণাকৃতিস্পৃডম্ ।
 মহাযোনিমধ্যস্থিতাধোমুখোদ্যং স্বয়ম্ভূপ্রদখ্যাত-লিঙ্গম্ ।
 শৃঙ্গামুখং স্বাননেনানুষজ্য স্থিতাধোমুখী চিস্তনীয়ৈব নিদ্রাবশা ॥
 পঙ্কনীবার-শূকাতিতম্বী পরং মূলবিজ্জ্বলময়ী কুণ্ডলিনী ।
 ততস্তাং ত্রিকোণস্থিতাগ্নেঃ শিখাভিঃ স্কুরন্ কূৰ্চবীজং বিনিজ্রাং বিদধ্যাৎ ॥
 অথোহহংসমুচ্চারয়ন্তাং শৃঙ্গাস্তুরব্রহ্মমার্গেন চিত্রা ধমন্তা ।
 তদীশানলিঙ্গাস্তুরারব্রহ্মগন্ত্যা সুযোগেন নিজ্রময়েল্লিঙ্গতোহস্মাৎ ॥
 ততো মূলপদ্মাদপি দ্ব্যঙ্গুলোধেৰ্ স্কুরদ্বিত্যুচ্ছোতিতো পয়স্বত্যথাপ্যে ।
 বকারাদিলাস্তার্ণবৎ-ষড়্-দলাঢ্যে সমাধিত্রিক-ব্রহ্মযুক্তে পুনস্তাম্ ॥
 পরং লিঙ্গমূলস্থিতে রাবিনী-দৈবতে বারিজন্মগ্ৰাধিষ্ঠান-সংজ্ঞে ।
 সমানীয় লৈঙ্গেন রক্তেণ-লিঙ্গং প্রবেশ্যাস্ত নিজ্রময়েৎ সাধকেন্দ্রঃ ॥
 অথৈকাদশানামুপর্য্যঙ্গুলীনাং সুনীলপ্রভে তৈজসে তেজসাঢ্যে ।
 ডকারাদি-ফাস্তাক্ষরস্তোমরাজদলোৎফুল্লৈ পত্রাবৃতি নাতিমূলে ॥
 সলঙ্ঘীক-নারায়ণাধিষ্ঠিতে লাকিনীদেবতে পুরকাথ্যে সরোজে ।
 সমানীয় তত্রত্য লিঙ্গেন তদ্বৎ সমাযুজ্য তস্মাৎ পুনশ্চালয়েৎ তাম্ ॥
 ততোস্মাদঙ্গানামুপর্য্যঙ্গুলীনাং হৃদিস্থে সবাযৌ চ বায়ব্যরূপে ।
 ককারাদি-ঠাস্তাক্ষরাস্তোমরাজদলতোতমানে সরোজে ।
 জবাকান্তিকে পার্বতী-শঙ্করাঢ্যে তথা কালরাত্র্যাতি-শক্তি-প্রযুক্তে ।
 ললৎ-কাকিনীকেপি নাদাদিযুক্ত-স্কুরং সূর্য্যবিদ্যাধিতেহনাইতাথ্যে ॥

সমানীয়তাং তত্র তত্রত্যা লিঙ্গে সমাযুক্ত্য নিজ্জাময়েদ যোগিরাজঃ ।
 অথৈকাদশানামুপৰ্য্যায়লীনাং নভোনিমিতে কণ্ঠদেশস্থিতে তাম ॥
 নভস্বত্যাকারাদিতিঃ যোড়শাঠৈঃ ক্ষুরস্তির্দলৈঃ যোড়শাঠৈঃ সমেতে ।
 লসৎসাকিনী-দেবতাকে চ বিদ্যেশ্বরাঢ্যো লসচ্ছন্দ্রবিশ্বে শুধুত্রে ॥
 বিশুদ্ধাখ্য পদ্মে সমানীয় তদ্বৎ শিবে যোজয়িত্বা নহেদুর্ধ্বমেনাম্ ।
 বিশুদ্ধাখ্য-পদ্মাচ্ছতুষ্কাজুলোধে' অবোর্মধ্যগে শুক্লবর্ণাভিরামে ॥
 তথা হ ক্ষ রাজদলদ্বন্দ্বযুক্তেহস্তরাহাকিনীদৈবতে সন্মনস্কে ।
 ক্ষমা হংসবতুল্লসৎ-পার্শ্বযুগ্মে সমাযোজয়েত্তামথাজ্জা-সরোজে ।
 ততস্তত্র লিঙ্গে বশী যোজয়িত্বা ততো নির্গময়া প্রকাশরূপাম্ ।
 শিরস্বে স্থিতে সর্ববর্ণানুভাজা দলানাং সহশ্রেণ বিদ্যোতমানে ।
 জবাস্কুরং-কেশরেহধোমুখেহজে সমানীয়তাং কুণ্ডলীং দীপ্যমানাং ।
 তদীয়-ক্ষুবৎ-কনিকাস্তণ্ডিবিষ্টকপানাথসন্মণ্ডলাস্তরালে ।
 স্থিতস্ত ত্রিকোণস্থ মধ্যে তু বিন্দুস্বরূপে মহামায়য়া ভাসমানে ।
 পরস্মিন্ শিবলিঙ্গ-রক্ত্রেণ দেবীং সমাযোজয়েদ যোগতঃ সাধকেন্দ্রঃ ।
 অয়ং সাধু যট্চক্রভেদপ্রকারো ময়া বর্ণিতঃ শাস্ত্রযোগীন্দ্রযোগাৎ ।
 অনেন প্রকারেণ শস্ত্রো পরাণ্যে পরাং যোজয়িত্বোৎক্রমেণাপি ভূয়ঃ ॥
 বিভিচ্ছাজ্জটকং পথা তেন মূলান্বজে স্থাপয়েদন্তরানন্দসান্দ্ৰাম্ ।
 পরস্মিন্ শিবে কুণ্ডলিষ্ঠা স্তুসঙ্গাং সমুদ্ভাবিতৈঃ শাস্ত্র-পীযুষবর্ধৈঃ^১ ।
 কৃতাস্তনিষেক-প্রজাতপ্রমোদঃ কৃতী পূতদেহো ভবেদ্বেদবতুল্যঃ ॥
 ত্রিধৈবং যদি স্ত্যান্মহাকুণ্ডলিষ্ঠাগতামাত্রধারা-পথান্তঃ শিবানাম্ ।
 তদা যোনিমুদ্রা নিরুক্তেয়মেষা জপাদৌ সদা মস্তিভিঃ কল্পনীরা ।
 উদ্ধায়ায়ে— যোহন্যেভ্যো দর্শনেভ্যশ্চ ভুক্তিং মুক্তিঞ্চ কাজ্জতি ।
 স্বপ্নলব্ধধনেনৈব ধনবান্ স ভবেদ্ যদি ॥
 শুভৌ রজতবিভ্রান্তির্জায়তে পার্বতি ! যথা ।
 তথান্যদর্শনেভ্যশ্চ ভুক্তিং মুক্তিঞ্চ কাজ্জতি ॥
 জামলে— আগমে সর্ববিদ্যাশ্চ আগমে সর্বসম্পদঃ ।
 আগমে সর্বযজ্ঞাশ্চ সর্বশাস্ত্রাণি চাগমে ॥
 আগমে দেবি বেদা হি আগমাচ্ছ পরা গতিঃ ।
 তারাপ্রদীপে—আগমোক্তবিধানেন কলৌ দেবান্ যজ্ঞেৎ সুধীঃ ॥
 ১। য—পতামাত্রধারাপথান্তঃ শিবানাম্ তদাযোনি সমুদ্ভাবিতৈঃ সস্ত্রি পীযুষবর্ধৈঃ ।

ন হি দেবাঃ প্রসীদন্তি কলৌ চান্ধবিধানতঃ ।
 সত্যো ঋত্যর্থমার্গঃ স্যাৎ ত্রেতায়াং স্মৃতিসম্ভবঃ ॥
 ছাপরে তু পুরাণোক্তঃ কলাবাগমসম্ভবঃ ।

জামলে — যেহভ্যাস্তি ত্বিদং শাস্ত্রং পঠন্তি পাঠয়ন্তি বা ।
 সিদ্ধয়োহষ্টৌ করে তেষাং ধনধান্দি-স্বনবঃ ।
 আদৃতা শিবলোকেষু ভোগিনঃ ক্ষোভকারকাঃ ।
 আপ্ন বন্তি পরং ব্রহ্ম সর্বশাস্ত্রবিশারদাঃ ॥

তথা — আগতঃ শিববক্ত্রেভ্যো গতশ্চ গিরিজামুখম্ ।
 মলত্রয়ব্যপায়ত্বাদাগমস্তেন^১ কথ্যতে ॥

এতেন শিবপ্রণীততয়াগমশাস্ত্রস্য নিঃসন্দেহ-ফলকত্বেন সর্বদর্শনাপেক্ষয়া
 সমুৎকর্ষঃ ॥

অত্র ব্যতিক্রমনিবন্ধভুবোহপরাধা যে তান্ ক্রমধ্বমখিলান্ মম দৈবতানি ।
 যদ্ যদ্বিরুদ্ধমিহ সংবিহিতং সমাস্তে তত্ত্বিশোধয়ত ধীরতমা নমো বঃ ॥
 শিব-প্রণীতেহত্র তুরহশাস্ত্রে গুরুপদেশামিহবুদ্ধিতোহপি ।
 ময়া সমাকৃষ্য যদত্র বন্ধং তস্মিন্ সুধীরা মুদমাবহন্ত ॥
 অস্মিন্মস্মিন্-নির্মিতে গ্রন্থরত্নে যত্নেনাগ্র্যং নৈপুণং সংপ্রণীয় ।
 ভূয়স্তত্ত্ব-ভ্রান্তি-সন্তান-শাস্ত্রেরন্তঃ সন্তঃ সন্ত সন্তোষবন্তঃ ॥
 যঃ সর্বানন্দমিত্রাং সমজ্জনিবলভদ্রাভিধানন্ততোহভূৎ
 কাশীনাথস্তুদীয়স্তনুজনুরবনীভূষণং চন্দ্রবন্দ্যঃ ।
 তস্মাদাসীৎ কুলীনঃ শুকবিরধিগতশেষশাস্ত্রাঙ্কিপারঃ ।
 সারঃ সদ্যোগ-ভাজাং শিব ইব শিবরামাভিধ্বচক্রবর্তী ॥
 তং প্রাসূত সূতং কুমারমিব সদৃগাত্রোদ্ভবা পার্বতী
 ধীরং শ্রীরঘুনাথমাততমহাশক্তিং দয়ালোঃ শিবাৎ ।
 গ্রন্থস্তৎকৃতি-নির্মিতো গ্রহ-বিয়ৎ-ষট্-চন্দ্র-শাকে মধৌ ।
 শ্রীমাংস্তত্ত্ববিলাস এষ কৃতীনাং হর্ষায় পূর্ণোহভবৎ^২ ।

ইতি নপাড়ীয়-শ্রীরঘুনাথ তর্কবাগীশ ভট্টাচার্য-বিরচিত্তে

আগমতত্ত্ব-বিলাসে পঞ্চমঃ পরিচ্ছেদঃ ।

সমাপ্তোহয়ং গ্রন্থঃ

১। গ—মতক বাসুদেবস্ত আগমঃ ।

২। ব—শিবহরশিবশাকে মধৌ তত্ত্বনামাংস্তত্ত্ববিলাস

এষ কৃতীনাং হর্ষয়ে পূর্ণোহভবৎ । ৩। গ—পুস্তকহোহয়ং বংশপরিচয় পাঠঃ ।

বৃহৎ তন্ত্রসার, ইন্দ্রজালাদি
সংগ্রহ, কণ্ঠ্যামল
ব্রাহ্মভোগিনীতন্ত্র, পুজা-প্রদীপ,
সারন-প্রদীপ, পুরস্কার-প্রদীপ,
গীতা-প্রদীপ, সত্য্য প্রদীপ,
ভার্যাতন্ত্রম, মহানির্বাণতন্ত্র,
সিদ্ধলগ্নাত্তুরন ককপুট,
পরশুরাম কল্পসূত্র, ভার্যাহস্য,
নীলতন্ত্র, নিরুত্তরতন্ত্র,
অন্নদাকল্প, মাতৃকাভেদতন্ত্র,
কঙ্কাল-মালিনীতন্ত্র,
নিত্যোৎসব, জ্ঞানার্ণবতন্ত্র,
মাত্রদাতিলক, নিত্যোষোড়-
শিকার্নব, যোগিনী হৃদয়,
বগলামুখীতন্ত্র,

শ্রীমন্ মধুসূদন সরস্বতীকৃত,
শ্রীমদ্ ভগবদ্গীতা,

সহস্র্য বিবেকানন্দ,
স্বামী বিবেকানন্দ,
আনন্দ লহরী, শাক্তানন্দ
তরসিনী, দত্তাশ্রেয়তন্ত্রম,
গৌতমীয় তন্ত্রম, যোগিনীতন্ত্রম,
ম্যামাত্রহস্যম, আগম তত্ত্ব বিলাস,
তন্ত্রোক্ত দশবিধ সংস্কার ও প্রাক্ত
পদ্ধতি, তন্ত্রোক্ত নিত্যপূজা পদ্ধতি
ও রহস্য পূজা পদ্ধতি,
পুরস্কারনোমাস, শ্রীশ্রী
দশমহাবিদ্যা তত্ত্ব, রহস্য, তন্ত্র
সংগ্রহ, পঞ্চতত্ত্ব-বিচার,
কলিপুত্রাণম্, তন্ত্র আলোকের
দুই বাংলায় সতীপিঠ,
বন্দীকরণ তন্ত্র, পুংস্করণব্রাহ্মকল্প ।
কল্পিকা পুরাণ, দেবী পুরাণ,
শিব পুরাণ, সাধু পুরাণ,
দেবী ভাগবত, বক্রবেতাল পুরাণ,

বিষ্ণু পুরাণ, মার্কণ্ডেয় পুরাণ,
নরক পুরাণ, মৎস্য পুরাণ,
কুর্ম পুরাণ, শিব পুরাণ,
বায়ু পুরাণ, বামন পুরাণ,
ব্রহ্মত পুরাণ, বৃহদর্ক পুরাণ,
বৃহদ্রাশ্মদীয় পুরাণ, বরাহ পুরাণ,
শ্রী মহাভাগবত পুরাণ,
পদ্ম পুরাণ (স্বর্গ খণ্ড),
পদ্ম পুরাণ (ভূমি খণ্ড),
পদ্ম পুরাণ (পাতাল খণ্ড),
পদ্ম পুরাণ (সৃষ্টি খণ্ড),
পদ্মপুরাণ (ব্রহ্মখণ্ড),
পদ্মপুরাণ (ত্রিগ্নাযোগ সার),
পদ্মপুরাণ (উত্তর খণ্ড),
ভবিষ্য পুরাণ, সৌর পুরাণ,
স্কন্দ পুরাণ ১ম (মহেশ্বর খণ্ড),
স্কন্দ পুরাণ ২য় (বিষ্ণু খণ্ড),
স্কন্দ পুরাণ ৩য় (ব্রহ্ম খণ্ড),
স্কন্দ পুরাণ ৪র্থ (কাশী খণ্ড),
স্কন্দ পুরাণ ৫ম (আরণ্য খণ্ড),
স্কন্দ পুরাণ ৬ষ্ঠ (নাগর খণ্ড),
স্কন্দ পুরাণ ৭ম (প্রভাস খণ্ড),

বিশ্মৃত অর্জিতের সন্ধানে ফিরে দেখা
হিমাঙ্কি নন্দন সিংহ

মায়াতন্ত্রম, যোনিতন্ত্রম,
ত্রিগ্নোতিশ তন্ত্রম, কামধেনু তন্ত্রম,
কঙ্কালমালিনী, ভূতডামঃ তন্ত্রম,
নীলতন্ত্রম
সর্ব-দেবদেবীর মন্ত্রকোষ
শিবতত্ত্ব-প্রদীপিকা
মাতৃকাভেদতন্ত্রম, সংশয় নিবাস
দত্তাশ্রেয় তন্ত্রম, মহাবিদ্যানতন্ত্রম
(ভার্যখণ্ডম), নিগম তত্ত্বসার তন্ত্রম,
অগস্ত্যাদী তত্ত্বম ।